বিশ্বকোষ

অর্থাৎ

যাবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও গ্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি ; আরব্য, পারস্য, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার চলিত
শব্দ ও তাহাদের অর্থ ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মসম্প্রদায় ও তাহাদের মত ও বিশ্বাস ; মনুষ্যতত্ত্ব এবং
আর্য্য ও অনার্য্য জাতির বৃত্তান্ত ; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্ব্বজাতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি-
গণের বিবরণ ; বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যা, ন্যায়,
জ্যোতিষ, অঙ্ক, উদ্ভিদ্, রসায়ন, ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, বিজ্ঞান, আলোপ্যাথী,
হোমিওপ্যাথী, বৈদ্যক ও হকিমী মতের চিকিৎসাপ্রণালী ও ব্যবস্থা,
শিল্প, ইন্দ্রজাল, কৃষিতত্ত্ব, পাকবিদ্যা প্রভৃতি নানা শাস্ত্রের
সারসংগ্রহ অকারাদি বর্ণানুক্রমিক বৃহদভিধান।

তৃতীয় খণ্ড।

ক—কার্য্য।

(১৪ নং তেলিপাড়া লেন, বিশ্বকোষ কার্য্যালয় হইতে)

শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসু সঙ্কলিত ও
প্রকাশিত।

কলিকাতা
৬ নং ভীম ঘোষের লেন, গ্রেট ইডিন্ প্রেস,
ইউ, সি, বসু এণ্ড কোম্পানি দ্বারা মুদ্রিত।

১২৯৯ সাল।

চন্দ্রশৈলের মধ্যস্থলে ইন্দ্রশৈলের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে ও চন্দ্রশৈলের কিঞ্চিৎ উত্তরে চন্দ্রকুণ্ড নামক সরোবর। এই সরোবরের দক্ষিণদিক্ভাগে চারি ধনু পরিমিত মানসতীর্থ। মানসের দক্ষিণদিকে ২৮ ধনু পরিমিত অমৃততীর্থ। তাহার দক্ষিণভাগে দশ ধনু পরিমিত ঋণমোচন নামক সরোবর। অশ্বক্রান্ত পর্ব্বতের দক্ষিণ ও অগ্নিকোণাংশে অশ্বক্রান্তা নামক সরোবর। এখানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহাদেব সর্ব্বদাই অবস্থান করেন। চন্দ্রশৈল হইতে যে নির্ঝর পতিত হয়, তাহাকে জাহ্নবী এবং ইন্দ্রশৈল হইতে নিঃসৃত নির্ঝরকে সরস্বতী কহে; বর্ষাকালে এই অশ্বক্রান্ততীর্থে ঐ উভয় নির্ঝরের সঙ্গম হওয়ায়, ইহা প্রয়াগতীর্থের তুল্য বলিয়া অভিহিত।

এই সকল তীর্থে স্নান, দান ও পূজাদি কার্য্য করিলে বিবিধ পুণ্যফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। বিশেষতঃ অশ্বক্রান্ত তীর্থ প্রয়াগতীর্থের তুল্য বলিয়া এখানে মস্তক মুণ্ডনাদি কার্য্যেরও বিধান আছে, তাহাতে ইহলোকে যাবতীয় সুখ সম্ভোগ ও পরলোকে স্বর্গ লাভ হয়।" যোগিনী তং ২। ৩য় পং।

"অশ্বতীর্থের কিঞ্চিৎ পশ্চিমদিকে আট ধনু পরিমিত স্থানে সিদ্ধকুণ্ড। এই তীর্থের পশ্চিমে মকর নিকটে চৌষট্টি ধনু পরিমিত স্থানে ব্রহ্মসরঃতীর্থ। ইন্দ্রকূটের উত্তরে আশি ধনু পরিমিত রামক্ষেত্র, এখানেও একটি কুণ্ড আছে। রামতীর্থের নব ধনু দূরবর্ত্তী পূর্ব্বদিক্ভাগে সীতাতীর্থ। সীতাতীর্থের দক্ষিণে দশ ধনুপরিমিত বিজয়তীর্থ; এখানে বিজয় নামক শিবলিঙ্গ অবস্থিত। ইহারই নিকটে যোগতীর্থ, তথায় যোগীশনামক শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত। তাহার নিকটে ২২ ধনু পরিমিত মুক্তিতীর্থ। মুক্তিতীর্থের অতিদূরে বুদ্ধকুণ্ড, ইহার ১২ হস্ত। ইন্দ্রশৈলের দক্ষিণে বার ধনু পরিমিত সূর্য্যতীর্থ; এখানে সূর্য্যদেব অদৃশ্য মূর্ত্তিতে অবস্থান করেন। রামক্ষেত্র মধ্যে দুইটি দুর্গকূপ ও একটি ব্রহ্মযূপ আছে। ইন্দ্রকূটে মণিনাথ নামক মহাদেব অবস্থিত আছেন। সোমতীর্থের শেষসীমায় পাঁচ ধনু পরিমিত নাগতীর্থ। চন্দ্রশৈলের উত্তরে চৌষট্টি ধনু পরিমিত যে পর্ব্বত অবস্থিত আছে, সেখানকার জলাশয়ের নাম গয়াকুণ্ড এবং তীরভূমির নাম ক্ষেত্র। পূর্ব্বে লোহিত্য ও উত্তরে ব্রহ্মযোনি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ২২ ধনু পরিমিত স্থানের নাম গয়াশীর্ষ বা গয়াতীর্থ।

এই সমুদায় তীর্থে স্নান, দান, পূজা, প্রদক্ষিণ এবং গয়াতীর্থে শ্রাদ্ধাদি কার্য্য করিলে অক্ষয় পুণ্য লাভ হয়।"

(যোগিনী তং ২। ৪র্থ পং।)

সোমশৈলের ঈশানদিকে মণিশৈল, মণিশৈলের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বাংশ ঈশানকোণে সাত ধনু দূরে বারাণসী নামক কুণ্ড, এই কুণ্ডের দৈর্ঘ্য ২৫ ধনু। তাহার দক্ষিণদিকে পাঁচ ধনু দূরে ২২ ধনু পরিমিত মণিকর্ণিকা নামক কুণ্ড। মণিশৈলের ঈশানদিকে মঙ্গলানামক নদী। দক্ষিণদিকে কামেশ্বরী, পশ্চিমে হয়গ্রীব, উত্তরদিকে কমললিঙ্গ, এবং পূর্ব্বদিকে বিরজা; এই চতুঃসীমার মধ্যস্থলে তিন ক্রোশ পরিমিত স্থানের নাম মণিপীঠ। মানশৈলের বায়ুকোণে বরাহ পর্ব্বত। তাহার পূর্ব্বদক্ষিণভাগে নরনারায়ণ-সরোবর। ইহার বায়ুকোণে আট ধনু দূরে বৈনায়ক তীর্থ এবং দৈর্ঘ্যে একশত ধনু পরিমিত প্রভাসতীর্থ। প্রভাসতীর্থের বায়ুকোণে বিন্দুসরঃ। নাটকাচলের পূর্ব্বভাগে মাতঙ্গ নামক পর্ব্বত এবং অগ্নিকোণে হয়াচল; এই স্থানকে শিবের অপবর্গ নামক তীর্থ কহে। হয়াচলের পূর্ব্ব ও ঈশানদিক্ভাগে ভস্মাচল। ইহার উত্তরদিকে উর্ব্বশী নামক তীর্থ। উর্ব্বশীতীর্থের পূর্ব্বদিকে সূর্য্যতীর্থ। তাহার পাঁচ ধনু দূরবর্ত্তী পূর্ব্বদিকে কামাখ্যসরোবর। মদনতীর্থের দক্ষিণদিকে গঙ্গাসরোবর তীর্থ। গঙ্গাতীর্থের আট ধনু দূরবর্ত্তী দক্ষিণদিকে আগস্ত্যতীর্থ। এই আগস্ত্য তীর্থের কিঞ্চিৎ পশ্চিমাংশে অগ্নিকোণে একুশ ধনু পরিমিত স্থানে বাসব নামক তীর্থ। ইহার পশ্চিমদিকে অনতিদূরবর্ত্তী সাত ধনু পরিমিত স্থানে রম্ভাতীর্থ। তাহার ত্রিশ ধনু দূরবর্ত্তী পশ্চিমদিকে রুক্মিণীকুণ্ড। এই কুণ্ডের বায়ুকোণে আট ধনু পরিমিত স্থানে পিতৃতীর্থ। পূর্ব্বোক্ত ভস্মশৈলের অগ্নিকোণে আট ধনু দূরে পিশাচমোচন তীর্থ; এখানে কপর্দ্দীশ্বর নামক শিবলিঙ্গ অবস্থিত আছেন। ভস্মকূটের বায়ুকোণে কপালমোচন তীর্থ; এখানে কপালেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত। কপালমোচনের পাঁচ ধনু দূরবর্ত্তী উত্তরদিকে কপিলাতীর্থ। এই স্থানে বৃষধ্বজ নামক শিবলিঙ্গের অবস্থান। এই শিবলিঙ্গের পশ্চিমভাগে ২২ ধনু পরিমিত মাতঙ্গক্ষেত্র। মন্দর পর্ব্বতের ঈশানদিকে ১৬ ধনু পরিমিত চক্রতীর্থ। চক্রতীর্থের পশ্চিমে নন্দন পর্ব্বত, ইহার পরিমাণ ৬২ ধনু। এখানে বৃদ্ধরূপী জনার্দ্দনদেব অবস্থিত আছেন। মন্দরশৈলের উত্তরাংশ ঈশানকোণে বিরজাতীর্থ। শঙ্খশৈলের দক্ষিণ-পশ্চিমভাগে শৌভ্রলিঙ্গ। চক্রতীর্থের অগ্নিকোণে দুই ধনু পরিমিতস্থানে শৌভ্রলিঙ্গতীর্থ। ইহারই নিকটে শুক্রাচার্য্য-স্থাপিত শুক্রেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত আছে।

এই সকল তীর্থে স্নান, দান, পূজা, প্রদক্ষিণ এবং স্থান বিশেষে শ্রাদ্ধাদি করিলে বিশেষ পুণ্য লাভ হয়।"

(যোগিনী তং ২। ৫ম পং।)

লোহিত্য হইতে দক্ষিণদিকে গমন করিয়া, তাহার বায়ু-কোণে কোলপর্ব্বত। কোলপর্ব্বতের পশ্চিমদিকে পাণ্ডুনাথ। তাহার বায়ুকোণে ব্রহ্মকুণ্ডনামক দ্বাদশ ধনু বিস্তৃত সরোবর। এই সরোবরের অনতিদূরে দক্ষিণদিকে সার্দ্ধত্রয় ধনু পর্য্যন্ত বিস্তৃত বিষ্ণুকুণ্ড। বিষ্ণুকুণ্ডের দক্ষিণাংশে নৈর্ঋতকোণে একাদশ ধনু পরিমিত শিবকুণ্ড। ইহারই নিকটবর্ত্তী স্থানে পাণ্ডুশৈল। পাণ্ডুশৈলের পাঁচ ধনু দূরবর্ত্তী নৈর্ঋতকোণে অশ্বচিহ্নিত ধর্মক্ষেত্র এবং ঐ শৈলের পাঁচ ধনু দূরবর্ত্তী পূর্ব্বদিকে অশ্বাকৃতি শিলা, এই শিলা লক্ষ্মীনামে অভিহিত হয়। তাহার অনতিদূরে দক্ষিণদিকে আটধনু পরিমিত কোলক্ষেত্র। এইখানে অশ্বত্থমূলে বিষ্ণুর পাষাণ মূর্ত্তি বিরাজিত আছে। ব্রহ্মকূটের নিকটে শ্রীকুণ্ড নামক দুই ধনু পরিমিত সরোবর। তাহার পূর্ব্বদিকে বাইশ ধনু দূরবর্ত্তী স্থানে কনখল নামক তীর্থ। তাহার দক্ষিণদিগ্‌ভাগে মনোহর পর্ব্বতের উপর চারি ধনু পরিমিত চম্পকেশ্বর মূর্ত্তি বিরাজিত আছে। এই মূর্ত্তির পূর্ব্বদিকে সাত ধনু পরিমিত পুষ্করতীর্থ। পুষ্করের নৈর্ঋত-দিকে কিঞ্চিৎ বামভাগে ২৮ ধনু পরিমিত বদরিকাশ্রমতীর্থ; এইখানে বিভাণ্ডক নামক শিবলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। পুষ্করের পূর্ব্বভাগে কুমার নামক সরোবর, এখানে স্কন্দ নামক মহাদেব আছেন। পূর্ব্বোক্ত চম্পকেশ্বরের বামানু-সারে ৬২ ধনু পরিমিত স্থানে একটি বন আছে, তাহা চম্পক-বন নামে প্রসিদ্ধ। নীলকূটের পূর্ব্বদিকে দুর্গা-কুণ্ডের তিন ধনু দূরে আম্রাতকেশ্বর নামক মহাদেব আছেন। আম্রাতকেশ্বরের দক্ষিণদিকে আটধনু দূরবর্ত্তী স্থানে কৃষ্ণবর্ণ গজাকার গণেশমূর্ত্তি। তাহার পূর্ব্বদিকে এক ধনু দূরে ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি। এই মূর্ত্তির এক ধনু দূরবর্ত্তী স্থানে ৪০ ধনু পরিমিত সৌভাগ্যসরোবর; ইহা কামাখ্যাদেবীর ক্রীড়াসরোবর বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহারই ঈশানদিকে লোহিত্য সরোবর, অগ্নিকুণ্ড ও বামন-সরোবর। সৌভাগ্য সরোবরের পাঁচ ধনু দূরবর্ত্তী নৈর্ঋতদিকে গজাসনঃ। ইহার উপরিভাগে অনন্তকুণ্ড। এই কুণ্ডের পূর্ব্বদিকে এবং কৃষ্ণশিলার পশ্চিমদিকে বরাহতীর্থ। ইহার অগ্নিকোণে কমল নামক শিবমূর্ত্তি অধিষ্ঠিত আছেন। অনন্তকুণ্ডের পশ্চিমদিকে অসি নামক নদী। তাহার পশ্চিমে বরুণা নদী।

এই সকল তীর্থ শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলিয়া পরিগণিত, এখানে যথাবিধানে পূজাদি কার্য্য করিলে অনন্ত পুণ্য লাভ হয়।"

(যোগিনী তং ২। ৬ পং।)

মানসতীর্থ নামক মহানদীর উত্তরদিকে দুই ধনু দূরবর্ত্তী স্থানে শ্বেতশিলা। বাসুদেবের আঠার ধনু দূরবর্ত্তী পশ্চিমদিকে পঞ্চকোণ উত্তরতীর্থ। কোটিলিঙ্গের দক্ষিণে চতুষ্কোণ শিবমূর্ত্তির নাম দক্ষিণ বামন। কামনাথের সাত ধনু দূরবর্ত্তী পশ্চিমদিকে দীর্ঘেশ্বরী দেবী। কামেশ্বরদেবের উত্তরদিকে দ্বাদশ হস্ত দূরবর্ত্তী স্থানে কাম-সরোবর। কমল দেবের দক্ষিণদিকে আট ধনু দূরবর্ত্তীস্থানে কোটীশ্বরী দেবী। লোকচক্ষু দেবীর দুই ধনু দূরবর্ত্তী স্থানে তিনটী ধারা আছে, তাহার মধ্য ধারা সরস্বতী, দক্ষিণ ধারা বরুণা, এবং উত্তর ধারা যমুনা। ত্রিধারার সঙ্গমস্থলে আকাশ-গঙ্গা। তাহার উত্তরদিকে অনতিদূরে শুক্লবর্ণ বাসুদেব মূর্ত্তি; কামেশ্বরের পশ্চাদ্ভাগে সিদ্ধেশ্বর মূর্ত্তি; তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে ছায়াচ্ছত্র; বিল্বাচলের নিকটবর্ত্তী স্থানে বিদ্যোশ্বরী-শিলা। তাহার পূর্ব্ব-উত্তরদিকে শত ধনু দূরে আকাশগঙ্গার চিহ্ন রহিয়াছে। ইহার দক্ষিণভাগে সুদীর্ঘিকা শিলা, এই শিলা ললিতাকান্তা নামে বিখ্যাত; এইখানে মল্লিকাণী অশ্বত্থ এবং তাহার মূলদেশে কূর্ম্মাকৃতি শিলা আছে। ইহার অনতিদূরে ব্যাসতীর্থ ও ব্যাসেশ্বরদেব। ব্যাসতীর্থের বিংশতি ধনু দূরবর্ত্তী পূর্ব্বদিকে রজিরূপিণী দেবীমূর্ত্তি। ইহারই পূর্ব্বদিকে অনতিদূরে নব হস্ত পরিমিত কুবেরেশ্বর-মূর্ত্তি। তাহার বায়ুকোণে অগস্ত্যাশ্রমে গদাধরমূর্ত্তি। গদাধরের অনতিদূরে উজ্জ্বল শ্বেতশিলার নাম কপোত। তাহার পশ্চিমদিকে সদাশিব মূর্ত্তি। সদাশিবের নিকটবর্ত্তী স্থানেই গোবর্দ্ধনপর্ব্বতস্থিত গোবিন্দ মূর্ত্তি। তাহার পূর্ব্ব-দিকে নব ধনু পরিমিত রক্তবর্ণ শিলার নাম শৈলেশী। উক্ত শিবাচলে একটা নারী মহাদেবী। বিল্বাচলের উত্তরদিকে নব ধনু দূরবর্ত্তী স্থানে মহালক্ষ্মী। শ্রীপর্ব্বতে শ্রীকুণ্ড নামক তীর্থ। গৌতমাশ্রমে গুহেশ্বর নামক শিব মূর্ত্তি এবং এই স্থানেই হংসতীর্থ নামক সরোবর আছে। পাণ্ডুকূট পর্ব্বত হইতে যে ধারা নিঃসৃত হয়, তাহার নাম নন্দা নদী। শিব ও বিষ্ণুমূর্ত্তির মধ্যবর্ত্তী স্থান হইতে যে ধারা নির্গত হইয়াছে, তাহার নাম মহানদী। নিতম্ব ও ধন এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ধারার নাম বরুণা। বিবস্ত্রী পর্ব্বতের সীমাদেশ হইতে নিঃসৃত ধারার নাম সরস্বতী। মতঙ্গ পর্ব্বতেরও ধারার নাম নর্ম্মদা। কামকুণ্ডের ধারার নাম কামগঙ্গা। কামাখ্যার ধারার নাম গঙ্গা। মণিকুণ্ডের ধারার নাম মধুস্রবা। কামধেনুর ধারার নাম সুবর্ণিণী। পদ্মশৈলের ধারার নাম গঙ্গা। নীলকূটের ধারার নাম উর্ব্বশী। ব্যাসকুণ্ডের ধারার নাম সুভদ্রা। শঙ্খশৈলের ধারার নাম চন্দ্রভাগা। সোমকুণ্ডেরও ধারার নাম

উর্ব্বশী। ব্যস্তশৈলের ধারার নাম বৈতরণী এবং ভস্মাচলের ধারার নাম গোদাবরী। দর্পাবলা মধ্যে রামহ্রদ নামক তীর্থ। তাহার ত্রিশ ধনু দূরবর্ত্তী উত্তরদিকে কোটিলিঙ্গ। এই লিঙ্গের সম্মুখভাগে ব্রহ্মযোনি।

বরাহ ও কামের মধ্যবর্ত্তীস্থানে অপুনর্ভবক্ষেত্র ও অপুনর্ভব নামক আট ধনু পরিমিত সরোবর, তাহার উত্তর তীরে ভস্মকাশ পর্ব্বত; এই পর্ব্বতে গৌরবিন্তা ও শোণচূর্ণিশিলা। তাহার পাঁচ ধনু দূরবর্ত্তীস্থানে অবরোধী নামক ক্ষেত্র। অপুনর্ভবের পূর্ব্বদিকে নয় ধনু দূরে সাত ধনু বিস্তৃত বারাণসীকুণ্ড। তাহার পূর্ব্বদিকে পাঁচ ধনু দীর্ঘ মার্কণ্ডেয় হ্রদ। হ্রদের উত্তরতীরে মার্কণ্ডেশ্বর শিব। গোকর্ণের অনতিদূরে ব্রহ্মসরঃ নামক কুণ্ড। তাহার পশ্চিমদিকে শৈলরূপী মহাদেব। গোকর্ণের ঈশানদিকে তিন ধনু দূরবর্ত্তী স্থানে মদন পর্ব্বত, তথায় কেদার নামক মহাদেব মূর্ত্তি বিরাজিত আছেন। কেদারের পশ্চিমদিকে ব্রহ্মবটবৃক্ষ। কেদারের উত্তরদিকে তিন ধনু দূরবর্ত্তী গোপক নগরে কমলাক্ষ মহাদেব। ব্রহ্মবট নামক কল্প বৃক্ষের তিন ধনু দূরবর্ত্তী দক্ষিণদিকে ছত্রকোর পর্ব্বত। ইহারই মধ্যদেশে মন্দার নামক উন্নত গিরি। ছত্রকোরের পূর্ব্বদিকে মধুবপু নামক বিষ্ণুমূর্ত্তি। এই পর্ব্বতের উত্তরদিকে ১০ ধনু দূরে কপিলাশ্রম, তথায় কপিলেশ্বর দেবতা আছেন। কপিলাশ্রমের পূর্ব্বদিকে ১১ ধনু দূরে পিশাচমোচন তীর্থ; এখানে কালভৈরব দেবতা আছেন। বাগ্রেশ্বরদেবের ঈশানদিকে ১০ ধনু দূরে কৃত্তিবাসেশ্বর। মদন পর্ব্বতের ঈশানদিকে তিন ধনু দূরে বাণেশ্বর, সপ্তপাতালভেদক ও ব্যহেতু লিঙ্গ। বাণেশ্বরের বায়ুকোণে গরুড়লিঙ্গ। তাহার পশ্চিমদিকে বিষ্ণুমন্দির। মণিকূটের উত্তরদিকে বরদা নদী। মণিকূটের পূর্ব্বদিকে অনতিদূরে বিষ্ণুপুষ্করতীর্থ।

যথাবিধানে এই সকল তীর্থে স্নান, দান, পূজা, প্রদক্ষিণাদি কার্য্য করিলে অক্ষয় পুণ্যলাভ হইয়া থাকে।"

(যোগিনী তং ২। ৭-৮ পং।)

কালিকাপুরাণ ও যোগিনীতন্ত্রপাঠে কামরূপের প্রাচীন ভূবৃত্তান্তের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়।

পর্ব্বত। কালিকাপুরাণের মতে এই কয়েকটী—

(১) চন্দ্রবিম্ব; (২) সুরস; (৩) নীল; (৪) কৃত্তিবাসা; (৫) সুতীক্ষ্ণ; (৬) বিরাট্; (৭) শুভাচল (৮); ধবল; (৯) গন্ধমাদন; (১০) গোপ্রান্ত; (১১) মণিকূট; (১২) মদন; (১৩) দর্পণ; (১৪) রোহণ; (১৫) অগ্নিমান্; (১৬) বংসকর; (১৭) বায়ুকূট; (১৮) দুর্গাশৈল (১৯) চন্দ্রকূট; (২০) আনন্দ বা ভস্মাচল; (২১) মৎস্যধ্বজ; (২২) কাম; (২৩) সুকান্তক; (২৪) রক্তকূট; (২৫) পাণ্ডুনাথ; (২৬) চিত্রবহ; (২৭) ব্রহ্মগিরি; (২৮) কর্পট; (২৯) বরাহ; (৩০) অর্বাক্; (৩১) কজ্জল; (৩২) দুর্জ্জয়গিরি; (৩৩) কোতক; (৩৪) সন্ধ্যাচল; (৩৫) ভগবান্; (৩৬) শৃঙ্গাট; (৩৭) নাটক; (৩৮) হেম; (৩৯) ভস্মকাশ; (৪০) নন্দন। এতদ্ভিন্ন যোগিনীতন্ত্রে (৪১) মন্দশৈল; (৪২) বিহগাচল; (৪৩) স্পর্শাচল; (৪৪) ব্রহ্মযূপ; (৪৫) বিন্ধ্যাচল; (৪৬) মান শৈল; (৪৭) শিবযূপ; (৪৮) ইন্দ্রশৈল; (৪৯) শ্রীশৈল; (৫০) মতঙ্গ; (৫১) হাস্যাচল; (৫২) কোলপর্ব্বত; (৫৩) হস্তিকর্ণ; (৫৪) বিকর্ণক (৫৫) অমাচল; (৫৬) হ্যামক; (৫৭) কনক; (৫৮) নীললোহিত; (৫৯) গন্ধর্ব্ব; (৬০) পিশাচ; (৬১) আদিত্য; (৬২) ভল্লাতক; (৬৩) ধনদ; (৬৪) মহীন্দ্র; (৬৫) জনক; (৬৬) নল; (৬৭) মণ্ডল; (৬৮) যম; (৬৯) গোবিন্দ; (৭০) বিশ্বশ্রী; (৭১) ভণ্ডীশ; (৭২) ছত্রক; (৭৩) পরিপাত্র; (৭৪) পূর্ণশৈল ইত্যাদি।

নদী। কালিকাপুরাণে এই কয়েকটির নাম পাওয়া যায়।—(১) স্বর্ণমানস; (২) জটোদ্ভবা; (৩) ত্রিস্রোতা; (৪) সিতগঙ্গা; (৫) নবতোয়া; (৬) যোগদা; (৭) (৮) মহানদী; (৯) বহুরোকা; (১০) করতোয়া; (১১) বৃষপ্রদা; (১২) চন্দ্রিকা; (১৩) কেশিলা; (১৪) শতানন্দা; (১৫) সুমদনা; (১৬) ভৈরবগঙ্গা; (১৭) দেবগঙ্গা; (১৮) ভদ্রা; (১৯) পুনর্ভূ; (২০) মানসা; (২১) ভৈরবী; (২২) বর্ণাশা; (২৩) কুসুমমালিনী; (২৪) ক্ষীরোদা; (২৫) নীলা; (২৬) শিবাচণ্ডী বা চণ্ডিকা; (২৭) সিদ্ধত্রিস্রোতা; (২৮) বৃদ্ধদেবিকা; (২৯) ভট্টারিকা; (৩০) দিকরিকা; (৩১) স্বর্ণবহা; (৩২) সুবর্ণশ্রী; (৩৩) কামা; (৩৪) সোমাসনা; (৩৫) বৃষোদকা; (৩৬) শ্বেতগঙ্গা; (৩৭) কনখলা; (৩৮) সীতা; (৩৯) (৪০) সুমঙ্গলা; (৪১) শাশ্বতী, (৪২) কলিঙ্গিকা; (৪৩) দৃগুমান; (৪৪) কপিলগঙ্গিকা; (৪৫) দমনিকা; (৪৬) বৃদ্ধা; (৪৭) কান্তা; (৪৮) ললিতা; (৪৯) সন্ধ্যা; (৫০) দীপবতী; (৫১) অগদনদ।

এতদ্ভিন্ন যোগিনীতন্ত্রে এ কয়েকটী নদীর নাম পাওয়া যায়—

(৫২) চম্পাবতী; (৫৩) মানস; (৫৪) পিচ্ছিলা; (৫৫) স্বর্ণদী; (৫৬) হীরিকা; (৫৭) ধনদা; (৫৮)

পদ্মাবতী; (৫৯) মধুমতী; (৬০) ধবলা; (৬১) কপিলা; (৬২) স্বর্ণবতী; (৬৩) জাহ্নবী; ৬৪ সিন্ধু ইত্যাদি। (ক)

ইতিহাস।—মহীরঙ্গ নামক একজন দানব কামরূপের অতি প্রাচীন রাজা বলিয়া আসাম-বুরঞ্জিতে লিখিত আছে। এই দানব যে, কেমন করিয়াই বা কামরূপ ইহার শাসনাধীনে আইসে তাহার কোন বিশেষ বিবরণ নাই। মহীরঙ্গের পর তদ্বংশীয় চারিজন রাজা কামরূপ শাসন করেন।

মহীরঙ্গ দানবের পর নরকাসুর কামরূপের রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হন। নরকাসুরের বিশেষ বিবরণ এবং ভিন্নরূপেই

(ক) স্বর্ণমানস, করতোয়া ও ত্রিস্রোতা এই তিনটি নদীই জলপাইগুড়িজেলায় প্রবাহিত। স্বর্ণমানসের বর্তমান নাম স্বর্ণকোষী, চলিত কথায় সোনকোষী কহে; এই নদী ভোটানের পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে। করতোয়া—এই নদী ভোটান পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া করতোয়া নামে জলপাইগুড়ি জেলা ও কুচবিহার রাজ্যের মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে। ত্রিস্রোতার বর্তমান নাম তিস্তা, উহার প্রাচীনবর্ত্ম অনেক পরিবর্তন হইয়াছে, এক্ষণে সিকিমের পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া জলপাইগুড়ি ও রঙ্গপুর জেলার মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে। এই নদীর অনতিদূরে দক্ষিণকূলের মধ্যে জলপাইগুড়ি নগর হইতে প্রায় দেড়ক্রোশ পূর্বে জল্পীশ নামক পুণ্যপীঠ। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে—

"ততস্তু কামরূপস্য বায়ব্যাং ত্রিপুরান্তকঃ।
আত্মযোনিসমুদ্ভূতং জল্পীশাখ্যং মহেশ্বরং॥"

কামরূপের বায়ুকোণে মহাদেব জল্পীশ নামক আপনার অতুল লিঙ্গ দেখিয়াছিলেন।

"সর্বপাপহরস্তোয়ঃ ত্রিপুরঘ্নমহেশ্বরঃ।
তৎপূজনন্তু মন্ত্রেণ পূর্বোক্তেনৈব ভূতলম্।
এষ পূজ্যতমঃ পীঠো জল্পীশস্য মহাত্মনঃ।
একভক্ত্যা নরো যাতি পরব্রহ্মপদং প্রতি॥"

কালিকাপু° ৭৭ অঃ।

এই জল্পীশ নামক মহাদেব বামা-ভক্তের কুশকুশা সেবার্থ, ইহাতে তৎপূজকের পূজা করিবে। যিনি জল্পীশ লিঙ্গ স্পর্শ অবগত হন, তিনি শিবলোকে গমন করেন।

কালিকাপুরাণের মতে, নন্দী মহাদেবের আরাধনা করিয়া এই স্থানে সশরীরে গাণপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এই জল্পীশদেবের মন্দির প্রথমে জল্পেশ্বর নামক একজন রাজা নির্মাণ করেন। মুসলমানেরা সেই প্রাচীন মন্দির ধ্বংস করে। তৎপরে কুচবিহাররাজ প্রাণনারায়ণ (প্রায় ২০০ বর্ষ হইল) বর্তমান মন্দির নির্মাণ করাইয়া দেন। এখন এই মন্দিরের সেই পূর্ব গৌরব নাই, এখন ইহার যেরূপ অবস্থা, কবে ভূমিসাৎ হইবে। পূর্বে এখানে বিস্তর তীর্থযাত্রীর সমাগম হইত, কিন্তু এখন সে কাল গিয়াছে।

এই জল্পীশপীঠের অনতিদূরে তিস্তানদীর উপরে প্রাচীন পৃথুরাজের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। এক সময়ে এখানে পৃথুরাজের রাজভবন, দুর্গপরিখাদি ছিল, এখনও তাহার নিদর্শন পড়িয়া আছে। এই প্রাচীন স্থান প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ীর দেখিবার যোগ্য বটে।

ইহার নিকট কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী আছে, সেইগুলি কালিকাপুরাণোক্ত শিতপ্রভা ও মধুস্রোতা বলিয়া অনুমিত হয়।

তাহার কিছুদূরে পাটগ্রাম নামক স্থানে পাটেশ্বরী দেবীর প্রসিদ্ধ মন্দির। কেহ কেহ এই পাটেশ্বরী দেবীকেই কালিকাপুরাণোক্ত সিদ্ধেশ্বরী বলিয়া অনুমান করেন।

ভৈরবী—এই নদীর বর্তমান নাম ভরলি। অকাপাহাড়ির দেশ হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে।

বর্ণাশা—বর্তমান কামরূপজেলায় উৎপন্ন হইয়া যোগীঘোপের নিকট ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে।

দুগ্ধবহিকা—কামরূপ জেলায় প্রবাহিত বর্তমান দুধকুড়ি নদী।

চিকরিকা—বর্তমান নাম চিকরাই। এই নদী অকাপাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া দরঙ্গজেলার মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে।

স্বর্ণদা বা সুবর্ণশ্রী নদী—বর্তমান নাম সুবর্ণশিরি বা সোবনশিরি; এই নদী লখিমপুর জেলায় প্রবাহিত হইয়া ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে।

কাবা—লখিমপুর জেলায় বর্তমান কাবানদী, ইহাও ব্রহ্মপুত্রে মিশিয়াছে।

সোমারমা—বর্তমান নাম দিসি, লখিমপুর জেলায় প্রবাহিত।

বেত্রবতী—বর্তমান শদিয়ার নিকট প্রবাহিত দিক্রং নদী, ইহারই নিকট দিক্করবাসিনীদেবীর প্রাচীন মন্দির।

দিব্যযমুনা—এক্ষণে কেবল যমুনা নামে প্রসিদ্ধ। এই নদী নাগা-পাহাড় হইতে উৎপন্ন।

ধনশ্রিকা—পূর্বোক্ত যমুনানদীর পূর্বে প্রবাহিত। এক্ষণে দিয়াং নামে প্রসিদ্ধ।

কলিঙ্গিকা—নওগাঁ জেলার কলঙ্গ নদী, ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে।

কপিলগঙ্গিকা বা কপিলা—এক্ষণে কপিলি নামে অভিহিত। জয়ন্তী-পাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে।

কুম্ভকা—দরঙ্গ জেলার বড়নদ নদী।

দীপবতী—দরঙ্গ জেলার দীপোতা নদী।

দিক্ষুবতী—বর্তমান নাম দিখু; শিবসাগরের নিকট ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে। যোগিনীতন্ত্রের মতে এই নদীই প্রাচীন কামরূপের পূর্বসীমা।

চম্পাবতী—গোয়ালপাড়া জেলায় প্রবাহিত বর্তমান চাঁপাবতী নদী, ইহার দক্ষিণাংশের নাম পমাবর।

মানসা—গোয়ালপাড়া জেলার মানস নদী।

পিচ্ছিলা—দরঙ্গ জেলার পিছলা নদী, বিশ্বনাথের নিকট ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে।

দীর্ঘিকা নদী—বর্তমান নাম দিহিঙ, শিবসাগর জেলায় প্রবাহিত হইয়া লখিমপুর জেলার মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে।

ধনদা—বর্তমান ধনেশ্রী বা ধনশিরি নামে খ্যাত, নাগাপাহাড় হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইয়াছে। ইহাই শ্রীপীঠের পশ্চিম সীমা।

যা স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু কর্তৃক কামরূপের রাজত্ব প্রদত্ত হয়, কালিকাপুরাণের ৩৬শ হইতে ৪০শ অধ্যায়ে তাহা সম্যক্‌রূপে বিবৃত আছে। নরকাসুরের কীর্ত্তি অদ্যাপি কামরূপে দেখিতে পাওয়া যায়।* নরকাসুর এবং কামাখ্যা সম্পর্কে এইরূপ একটি কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে যথা—

নরকাসুর কোন এক সময়ে স্বীয় আসুরিক দর্পে উন্মত্ত হইয়া ভগবতী কামাখ্যাকে বিবাহ করিতে প্রস্তাব করেন। তখন ভগবতী কামাখ্যার মন্দিরাদি নির্ম্মিত হয় নাই। অতি সামান্তভাবে অরণ্যের ভিতরেই পীঠস্থান ছিল মাত্র। নরকের প্রস্তাব শুনিয়া ভগবতী কহিলেন, যদি তিনি এক রাত্রির ভিতর তাঁহার মন্দির, রাস্তা, পুষ্করিণী ইত্যাদি সমস্ত নির্ম্মাণ করিয়া দিতে পারেন তবে ভগবতী তাহাকে পতিত্বে বরণ করিবেন। নরক তৎক্ষণাৎ বিশ্বকর্ম্মাকে আহ্বান করিয়া তাঁহার সাহায্যে রাত্রিশেষের পূর্ব্বেই প্রায় সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। ভগবতী দেখিলেন মহা বিপদ্, এখন তাঁহাকে অসুরের ভার্য্যা হইতে হইবে। এইরূপ চিন্তা করিয়া একটি মায়ারূপী কুক্কুট সৃষ্টি করেন এবং নরকের কার্য্যশেষের অব্যবহিত পূর্ব্বেই তৎকর্ত্তৃক প্রাতঃকালীন কুক্কুটধ্বনি করাইতে আরম্ভ করিলেন। কুক্কুটধ্বনি হইলেই ভগবতী নরককে কহিলেন, কার্য্যশেষের পূর্ব্বেই কুক্কুটধ্বনি হইয়াছে— রাত্রি প্রভাত হইল, আমি তোমাকে বরণ করিতে প্রস্তুত নহি। ভগবতীর বাক্যে নরক ক্রোধান্ধ হইয়া সেই কুক্কুটের অনুসরণ করিয়া তাহাকে বধ করিলেন। যে স্থানে নরকাসুর এই কুক্কুটকে বধ করেন অদ্যাপি "কুক্কুরাকটাচকি" নামে সেই স্থান প্রসিদ্ধ। নরকাসুর কর্তৃক এই সময়েই প্রথমতঃ ভগবতীর কামাখ্যার মন্দির নির্ম্মিত হয়।

রামায়ণের সময় কামরূপের (প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের) শাসনকর্ত্তা নরকাসুর ছিলেন। সীতা অন্বেষণের নিমিত্ত সুগ্রীব কর্তৃক বানরগণ নানা দিগ্‌দেশে প্রেরিত হইলে কামরূপেও একজন বানর প্রেরিত হয়। বানররাজ সুগ্রীব সেই সময় কামরূপের এইরূপ পরিচয় দিয়াছিলেন—

"যোজনানি চতুঃষষ্টিবরাহো নাম পর্ব্বতঃ।
সুবর্ণশৃঙ্গঃ সুমহানগাধে বরুণালয়ে॥ ৩০
তত্র প্রাগ্‌জ্যোতিষং নাম জাতরূপময়ং পুরম্।
তস্মিন্ বসতি দুষ্টাত্মা নরকো নাম দানবঃ॥" ৩১
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড ৪২ সর্গ।

বর্ত্তমান গৌহাটিতে নরকের রাজধানী* ছিল। এই গৌহাটির পশ্চিম দক্ষিণপার্শ্বে নীলাচলের নিকট নরকাসুর পর্ব্বত নামে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ও আছে।

নরকাসুরের পর তৎপুত্র ভগদত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কামরূপের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হন। পূর্ব্বদিকে চীনদেশ পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে সমুদ্র পর্য্যন্ত ভগদত্ত স্বীয় শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। মহাভারতের সভাপর্ব্বে অর্জ্জুনদিগ্বিজয়ে ভগদত্তের বিষয় এইরূপে লিখিত আছে—

"স কিরাতৈশ্চ চীনৈশ্চ বৃতঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষোঽভবৎ।
অন্যৈশ্চ বহুভির্যোধৈঃ সাগরানুপবাসিভিঃ॥"

তিনি কিরাত, চীন এবং সমুদ্রতীরবর্ত্তী রাজন্তবৃন্দ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া অর্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সময়ও ভগদত্ত চীন এবং কিরাতসেনা দিয়া দুর্য্যোধনকে সাহায্য করিয়াছিলেন। অনেকস্থলে এই কিরাতদিগকে ম্লেচ্ছ এবং স্থানবিশেষে কামরূপেশ্বরকে "ম্লেচ্ছানামধীপঃ" এবং কামরূপের অন্তর্ব্বর্ত্তী এই কিরাতদেশগুলিকে ম্লেচ্ছদেশ বলা গিয়াছে। প্রকৃত কামরূপদেশেরও গ্রন্থবিশেষে ম্লেচ্ছদেশ নাম দেখা যায়। তাহার কারণ কামরূপ তীর্থবিবরণের প্রারম্ভেই বর্ণিত হইয়াছে।

যোগিনীতন্ত্রে কামরূপের রাজবিবরণ সম্বন্ধে এইরূপ ভবিষ্যদ্বাণী আছে—

"ক্রমতঃ পুরভূপস্ত রাজ্যনাশো যদা ভবেৎ।
তদ্দিনাৎ পরমেশানি ব্রহ্মশাপঃ প্রবর্ত্ততে॥
ততোঽতীব দুরাচারো কামরূপে ভবিষ্যতি।
সদাযুদ্ধং মহামায়ে সদাদুর্ভ্ভমেব চ॥
দেবদানবগন্ধর্ব্বাঃ সদা পীড়াপরায়ণাঃ।
কুপূর্ব্বকুলটাচন্দ্রেগতে শাকে দিবানিশম্॥
সৌমারৈশ্চ কুবাচৈশ্চ যবনৈর্ব্বহুমূল্যণম্।
ভবিষ্যতি কামপৃষ্ঠে বহুসৈন্তসমাকুলম্॥
ততো রণে চ সৌমারং জিত্বা যবন-ঈপ্সিতম্।
বর্ষমেবাকরোদ্রাজ্যং মকারাদির্মহীপতিঃ॥
তৎসহায়ং সমাসাদ্য কুবাচঃ স্বীয়রাজ্যভাক্।
বর্ষান্তে যবনং হিত্বা সৌমারো রাজ্যনায়কঃ॥
কুমারীচন্দ্রকালেন্দৌ গতে শাকে মহেশ্বরি।
কামরূপে যবনঃ পৃষ্ঠসংযোগং সম্ভবিষ্যতি॥
কামরূপে তথা রাজ্যং দ্বাদশাব্দং মহেশ্বরি।
কুবাচসংগতো ভূত্বা যবনশ্চ করিষ্যতি॥
ষষ্ঠবর্ষপক্ষমাদিস্ততঃ শরীরমিচ্ছতি।
শাসিতব্যং কামরূপং সৌমারৈশ্চ কুবাচকৈঃ॥
যবনশ্চ কুবাচশ্চ সৌমারশ্চ তথা প্রভুঃ।

* এই গৌহাটির প্রাচীন নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষপুর।
"প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরং খ্যাতং কামাখ্যাযোনিমণ্ডলম্।"
যোগিনীতন্ত্র ১। ১২ পটল।

কামরূপাধিপো দেবি শাপমধ্যেন চান্যকঃ ॥
এবমেব বহুবিধং বক্ষ্যে লক্ষণমীশ্বরি।
ক্রিয়তে সৎকারকরং প্রত্যক্ষং পরমেশ্বরি ॥
বশিষ্ঠস্য তপস্যাদাবগ্নিঃ শাম্যতি কামিনি।
ভবিষ্যন্তি চ তরবঃ শালাখ্য পর্ব্বতোপরি ॥
স্বর্গদ্বারে শিলাপাতে চৈকে বেপুরসন্নিধৌ।
কামাখ্যায়া মঠে ভগ্নে উর্দ্ধশ্চা সদৃশঙ্গমঃ ॥
ব্রহ্মপুত্রস্য দেবেশি সুক্ষ্মধারা তু তস্য চ।
ষোড়শাব্দে গতে শাকে ভুমহীরিপুচুলুকে ॥
বিগতো ভবিতা ন্যূনং সৌমারকামপৃষ্ঠয়োঃ।
ষণ্মাসং তত্র সংপূজ্য উত্তরাকালকোষয়োঃ ॥
গমিষ্যন্তি চ রাজানঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ।
কুবাচৈর্যবনৈশ্চান্যৈর্বহুসৈন্যসমাকুলৈঃ ॥
ত্রিভিন্মৈচ্ছৈঃ সমাকীর্ণং মহাযুদ্ধং ভবিষ্যতি।
অশ্বমুখৈর্নরমুখৈর্গজমুখৈর্বিশেষতঃ ॥
লোহিত্যো রক্তপূর্ণশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
তদৈব পরমা মায়া যোগিনীগণবন্দিতা ॥
কামাখ্যা বর্ণকশ্যামা বলিহস্তা হসন্মুখী।
লোলজিহ্বা মুণ্ডমালা দিগম্বরা পরমাস্থিতা ॥
পর্ব্বতাগ্রং সমাশ্রিত্য রক্তপানং করিষ্যতি।
ততঃ কুবাচো যবনং হিত্বা সৌম্যবিনাশিতঃ ॥
করতোয়ানদীং যাবৎ করিষ্যতি মহদ্রণম্।
দশাহং তত্র সংস্থায় যাস্যন্তি পুনরালয়ম্ ॥
ততো বিপ্রো নৃপো ভূত্বা কামরূপনিবাসিনঃ।
করিষ্যতি জনান্ দেবী জপপূজাদিতৎপরান্ ॥
এবং বর্ষত্রয়ং রাজ্যং কৃত্বা দণ্ডী দ্বিজো নৃপঃ।
ভবিষ্যতি মহামায়ে যোনিমণ্ডলসন্নিধৌ ॥
ততো দ্বাদশদলে নাভিঃ কল্পতে পূর্ব্বভূমিপঃ।
ঐশানীমাগতঃ কামানেকচ্ছত্রং করিষ্যতি ॥
তদ্রাজ্যং সকলং দেবি ধর্ম্মেণ পালয়িষ্যতি।
তৎপত্নী শ্যামবর্ণা স্যাৎ সদারাধিতপার্ব্বতী ॥
সবিতং তনয়ং সাধ্বী রাজানং রাজপুত্রকম্।
তজ্জন্মদিবসাদ্দেবি যাবৎ স্যাদ্দ্বাদশং দিনম্ ॥
তাবৎ স্পর্শাচলে স্পর্শমণিরাবির্ভবিষ্যতি।
তেনৈব ধনিনঃ সর্ব্বে কামরূপনিবাসিনঃ।
ভবিষ্যন্তি তদৈব স্যাৎ বশিষ্ঠশাপমোচনম্ ॥"

যোগিনীতন্ত্রে ১। ১২ পটল।

কোন সময়ে কামরূপরাজ (নরক) মন্দবুদ্ধি হওয়ায় সেই সময়ে তাঁহার রাজ্যনাশ হইবে এবং তদবধি কামরূপে ব্রহ্মশাপ হওয়ায় নিয়ত দুর্ব্যবহার ও যুদ্ধাদি ঘটনা হইবে। এবং দেবদানব গন্ধর্ব্ব প্রভৃতিও পীড়াদায়ক হইয়া উঠিবেন।

১৩১১ শকে (?) সৌমার, কুবাচ ও যবনগণের বিপুল যুদ্ধ উপস্থিত হইবে। এই যুদ্ধে মকারাদি কুবাচ নৃপতি জয়লাভ করিয়া এক বৎসর রাজ্যশাসন করিবেন। তৎপরে ১৩১৯ শকে (?) সৌমার কামরূপ অধিকার করিয়া বারবৎসর রাজ্যপালন করিবেন। এইরূপে শাপকালমধ্যে তথায় যবন* কুবাচ, সৌমার † ও প্লব প্রভৃতি রাজগণ কামরূপের শাসনকর্ত্তা

* যোগিনীতন্ত্রে যবন ও প্লবজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"কৌরবযুদ্ধে শাম্বপুত্র বাহ্লীকগণ নিহত হইলে, তাহাদের বংশ একেবারে লোপ হইল। এই সময়ে কীর্ম্মিনাম্নী কোনও বাহ্লীকরমণী কাশীধামের মুক্তিমণ্ডপে অবস্থান করিয়া বিশ্বেশ্বরের তপস্যা করিতে থাকে। বলিপুত্র বাণাসুর তখন মহাকালরূপে কাশীর দ্বার রক্ষা করিত; এই মহাকাল কীর্ম্মির সৌন্দর্য্যদর্শনে কামমুগ্ধ হইয়া তাহাতে সঙ্গত হয়। তাহা হইতেই মহাকুশনামক মহাবলশালী এক পুত্র উৎপন্ন হইল। পরে মহাদেব তাহাকে শাম্বরাজ্য কামরূপ দান করিয়া 'প্লব' অর্থাৎ 'যাও' এই বাক্যে মুক্তিমণ্ডপ হইতে বিদায় দেন। এই জন্যই তাহারা প্লব নামে অভিহিত হইয়াছে।

ত্রেতাযুগে বাহুনামক এক ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ছিলেন, তিনি সপ্তদ্বীপস্থ সমুদায় পিতৃশত্রু পরাজিত করিয়া সমগ্র পৃথিবী মধ্যে একাধিপত্য স্থাপন করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই কার্য্য জন্য তাঁহার মনে অহঙ্কার উপস্থিত হইল এবং সেই অপরাধে তাঁহার রাজ্যলক্ষ্মীও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন। এই সময়ে হৈহয় ও তালজঙ্ঘ নামক রাজদ্বয় তাঁহাকে পরাজিত করিয়া রাজ্য অধিকার করে। বাহু সপরিবারে বনে পলায়ন করিয়া কিছুদিন মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। ক্রমে তৎপুত্র সগর বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া পিতৃ-শত্রু হৈহয় ও তালজঙ্ঘকে আক্রমণ করিলেন, তাহারা পরাজিত হইয়া বশিষ্ঠ ঋষির নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিল। সগরও বশিষ্ঠের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, 'আমি এই পিতৃশত্রুদ্বয়ের শিরশ্ছেদ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি; এদিকে আপনি আশ্রয় দিয়া তাহাদিগকে নিধন করিতে নিষেধ করিতেছেন। উভয় কার্য্যই আমার পালনীয়, সুতরাং কি কর্ত্তব্য বলিয়া দিন।' বশিষ্ঠ বলিলেন—'শাস্ত্রে শিরশ্ছেদ ও শিরোমুণ্ডন একরূপ বলিয়াই নির্দ্দিষ্ট আছে, অতএব তুমি ইহাদিগের শিরোমুণ্ডন করিয়া দেশ হইতে তাড়াইয়া দিলেই উভয়দিক্ রক্ষা হইবে।' সগর বশিষ্ঠ বাক্যানুসারে তাহাদের মস্তক মুণ্ডন করিয়া তাড়াইয়া দিলেন। তখন তাহারা সুযন্ন মুনির নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহার উপদেশানুসারে তপস্যা করিতে লাগিল। কিন্তু এই সময়ে তাহারা নিতান্ত ম্লেচ্ছাচার হওয়ায় তদবধি যবন নামে বিখ্যাত হইয়াছে। তথাপি তাহারা তপোবলে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া কলিযুগে রাজ্য প্রাপ্তির বরলাভ করিয়াছিল। (যোগিনীতন্ত্র) ১৬ পঃ)

† কোন সময়ে ইন্দ্র কৌশাঙ্গীর সহিত নৃত্য গীত দর্শন করিতেছিলেন, তৎকালে নর্ত্তকীদিগের মধ্যে কাকতী নাম্নী অপ্সরার হাব ভাব দর্শনে

হইবেন। এতদ্ব্যতীত আরও কতকগুলি লক্ষণাদি সঙ্ঘটিত হইবে।—বশিষ্ঠঋষির তপোদাবানল শান্ত হইলে পর্ব্বতের উপর শালবৃক্ষ উৎপন্ন হইবে। এই সময়ে শিলাপাত জন্য কামাখ্যা মঠ ভগ্ন হইয়া যাইবে এবং উর্ব্বশীর সহিত ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম হওয়ায় তাহার জলধারা সূক্ষ্ম হইয়া যাইবে। এই ঘটনার পর ষোলবৎসর অতীত হইলে ১৬১১ শকে (?) সৌমার ও কামপীঠে এক যুদ্ধ উপস্থিত হইবে, ৬ মাস এথানে যুদ্ধের পর ঐ সমস্ত যোদ্ধাগণ উত্তরাকালকোষে উপস্থিত হইয়া ভয়ঙ্কর যুদ্ধ করিবেন। এই যুদ্ধে কুবাচ, যবন ও চান্দ্র এই ত্রিবিধ ম্লেচ্ছ-সৈন্যমধ্যে বহুসংখ্যক সৈন্য ও অশ্বগজাদি বিনষ্ট হওয়ায় যুদ্ধস্থল রক্তপ্লাবিত হইয়া উঠিবে। দিগম্বরী মুণ্ডমালা-বিভূষিতা শ্যামবর্ণা কামাখ্যাদেবী সহাস্যমুখে লোলজিহ্বা বিস্তারপূর্ব্বক যোগিনীগণের সহিত পর্ব্বতশিখরে আরোহণ করিয়া রণশোণিত পান করিবেন। কুবাচ (কোচ) এই যুদ্ধ জয়লাভ করিয়া তথায় দশদিন বাস করিয়াই স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবে। ইহার পর কামরূপদেশে ব্রাহ্মণ রাজা হইবেন। রাজ্যমধ্যে প্রজাদিগকে তিনি পূজা ও জপ-প্রভৃতি কার্য্যে আসক্ত করিয়া তুলিবেন। এইরূপে তিনি তিন বৎসর রাজ্যশাসনের পর যোনিমণ্ডলের নিকটবর্ত্তী স্থানে বাসস্থান নিশ্চয় করিয়া ক্রমে ক্রমে একচ্ছত্রী রাজা হইয়া উঠিবেন। এই রাজার পত্নী শ্যামবর্ণা হইবে, ইঁহারা উভয়ে সর্ব্বদা পার্ব্বতীর আরাধনা করিবেন এবং যথাকালে সবিত নামক একটি পুত্র লাভ করিবেন। এই পুত্রের জন্মদিন হইতে বারদিন পর্য্যন্ত স্পর্শাচল পর্ব্বত হইতে স্পর্শমণির আবির্ভাব হইবে, তজ্জন্য কামরূপবাসিগণ সকলেই ধনী হইয়া উঠিবেন। এই সময়েই বশিষ্ঠ ঋষির অভিশাপ মোচন হইয়া যাইবে।

কামরূপের কোন কোন প্রাচীন বুরঞ্জীতে ভগদত্তের পর পাঁচজনের নাম পাওয়া যায়—ধর্ম্মপাল, রত্নপাল, কামপাল, পৃথ্বীপাল ও যুবাহু। ইঁহারা কে কোথায়, কবে, কতদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। এই পাঁচজন রাজা কোন্ বংশীয়, তাহাও জানা যায় না, তবে ভগদত্তের পরই এই পাঁচজনের নাম একাদিক্রমে পাওয়া যায় বলিয়া, আধুনিক বুরঞ্জি-লেথকেরা অনুমান করেন যে, ইঁহারা ভগদত্ত-বংশসম্ভূত হইলেও হইতে পারেন। যাহা হউক, শেষে এই বংশ লোপ পায়। ইহার পর কামরূপ একপ্রকার অরাজক হইয়া পড়ে এবং নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়।

এথানকার লাকাব্দার আরম্ভসময়ে কামরূপে দেবেশ্বর নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজধানী কোথায় ছিল, জানা যায় না। ইনিই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবলতার মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি আস্থা বাড়াইতে চেষ্টা পান। ইনি কামাখ্যাদেবীর পূজার ও মন্দিরের উদ্ধারসাধনে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ইঁহার পর কে কতদিন কোথায় রাজত্ব করেন, তাহা জানা যায় না।*

ইহার কিছুদিন পরে ব্রহ্মপুত্রবংশীয় ব্রাহ্মণরাজবংশের রাজত্বকাল। এই বংশের উৎপত্তিসম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে। কোন ব্রাহ্মণের এক যুবতীকন্যা ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিতে যায়। ব্রহ্মপুত্র যুবতীর রূপ দেখিয়া মোহিত হন এবং তাহাকে দর্শন দিয়া স্বীয় মনোভিলাষ জানাইলে যুবতী সম্মতা হন বা যাহাই হউক এই যুবতীর গর্ভে একটি সন্তান জন্মে। এই পুত্রটি শেষে কামরূপে রাজা হন। এই রাজার নাম কি ছিল, তাহা জানা যায় না। মিঃ রবিন্সন্ করতোয়ার গর্ভজাত এক রাজার কথা লিখিয়াছেন। বোধ হয় এই ব্রহ্মপুত্রের সন্তানকেই তিনি করতোয়ার সন্তান বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। ফলে প্রবাদের বা কল্পনার মূলে যাহাই থাকুক, কামরূপে যে কোন ব্রাহ্মণবংশ রাজত্ব করিয়াছিল, ইহা নিশ্চয়।

৫৫১ শকে চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়াং ভারতে আসেন এবং ৫৬০।৬১ শকে তিনি কামরূপে আসিয়াছিলেন। তিনি আপন গ্রন্থে কামরূপকে "কিয়া-মো-লু-পো" বলিয়া উল্লেথ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কামরূপের বর্ণনায় জানা যায় যে, তিনি ব্রহ্মপুত্রের তীর দিয়া কামরূপের রাজধানীতে (গৌহাটীতে) উপস্থিত হন। এথন গৌহাটী যেমন ব্রহ্মপুত্রের উভয় তীরে অবস্থিত, তথনও সেইরূপ ছিল। তথন নারায়ণ-দেববংশীয় বর্ম্ম-উপাধিধারী ক্ষত্রিয়রাজকুমার ভাস্করবর্ম্মা † নামে রাজা

কৌশাঙ্গীর মন বিচলিত হওয়ায়, তাহাকে মানবী হইবার অভিশাপ দেন। কাঙ্কতী যথা সময়ে কৌরব বধূ হইলেন, তৎপরে কুরুক্ষেত্রে শত শত কৌরবরমণী যথন প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল, তিনি সেই সময়ে চন্দ্রচূড় পর্ব্বতের অতি উচ্চশিথরে আরোহণ করেন। এইস্থানে তাঁহার ঋতু হওয়ায়, তিনি অত্যন্ত কামপীড়িত হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে সেই পথ দিয়া ইন্দ্র গমন করিতে করিতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া সম্ভোগ করেন। তাহাতে অরিন্দম নামক পাপাচারী একপুত্র হইয়াছিল; তথাপি ইন্দ্রের অনুগ্রহে সেই পুত্র কামরূপের রাজা হইয়াছিলেন। এই অরিন্দমের বংশধরগণই সৌমার নামে প্রসিদ্ধ।

(যোগিনীতন্ত্র ২।১৪।)

* পূর্ব্বে যে নরকের প্রতি শিবশাপের বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুসারে বোধ হয়, এই দেবেশ্বর নৃপতিই লাকা-অব্দের প্রারম্ভ সময়ের প্রথম শূদ্ররাজা। ইনি ধীবর বা কৈবর্ত্তজাতীয় ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

† হিউএন সিয়াং ইঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। (Beal's Buddhist Record, Vol. II. p. 96)। কিন্তু বর্ম্মা উপাধি ক্ষত্রিয়-পরিচায়ক।

ছিলেন। এই রাজা হিন্দু হইলেও বৌদ্ধদ্বেষী ছিলেন না, বৌদ্ধদিগকে বৃত্তি দিতেন। ইনি কুমাররাজ নামে বিখ্যাত ছিলেন। ৫৬৫ শকে নালন্দাবিহারে শিলাদিত্যের সহিত মিলিত হইয়া কান্যকুব্জে গিয়া উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জরাজ ইঁহাকে যথোচিত সম্মান দেখাইয়া আপন দক্ষিণ পার্শ্বে বসিতে আসন দিয়াছিলেন। চীন-পরিব্রাজকের সময় কামরূপে শতাধিক হিন্দুদেবদেবীর মন্দির ছিল। বৌদ্ধমন্দির বা সঙ্ঘারাম একটিমাত্র ছিল না। কামরূপের অধিবাসীরা অধিকাংশ হিন্দু ছিল। এই সময়ে কামরূপ রাজধানীর পরিধি ২৷৷০ ক্রোশ বা ৩ ক্রোশ ও দেশের পরিধি প্রায় ৮৫০ ক্রোশ (১০০০০লি) ছিল। এ সময় সমস্ত কামরূপরাজ্য একমাত্র রাজা কুমার-ভাস্কর-বর্ম্মার অধীন ছিল। ইঁহার অধীনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজ ছিল। তৎপরে দশকুমারচরিতে কামরূপরাজ কলিঙ্গবর্ম্মার নাম পাওয়া যায়। ইনি সম্ভবত ভাস্করবর্ম্মার বংশীয় হইবেন। এই বংশের প্রাধান্য হ্রাস হইলে পূর্ব্বোক্ত সামন্তরাজেরা প্রবল হইয়া উঠে।

আসামের বর্ত্তমান দরঙ্গ জেলায় নাগশঙ্করনামে এক শিবালয় আছে। নাগাঙ্কনামে কোন রাজা এই মন্দির নির্ম্মাণ ও ইহাতে শিবস্থাপনা করেন। * নাগশঙ্কর দেবালয়ের পার্শ্বে প্রতাপপুর বা প্রতাপগড়ে ইঁহার রাজধানী ছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন, ৩০০শকে নাগাঙ্ক রাজা ছিলেন। রাজা নাগাঙ্কের পর তদ্বংশীয় আর কয়জন রাজা হইয়া গেলে, তাঁহার বংশলোপ হয়। নাগাঙ্কবংশ কামরূপে সর্ব্বশুদ্ধ ৪০০ শত বৎসর রাজত্ব করেন। দরঙ্গ জেলায় এই রাজবংশের বাস ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণকূলে আড়িমাও নামক একজন রাজা ছিলেন। প্রবাদ আছে, প্রতাপপুরের কোন রাণীর গর্ভে ব্রহ্মপুত্রের ঔরসে এই নরপতির জন্ম। ইঁহার আকৃতি আড়িমাছের মত ছিল বলিয়া "আড়িমাও" নাম হয়। প্রবাদ যাহাই হউক, আড়িমাও কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণকূলে প্রবল হইয়া উঠেন। ইনি নাগাঙ্কবংশধ্বংশের কিছু পূর্ব্বে কাছাড়, জয়ন্তী ও প্রতাপগড়ের অধিকারভুক্ত অনেক স্থল অধিকার করেন। গৌহাটী হইতে নওগাঁ পর্য্যন্ত ইঁহার অধিকার বিস্তৃত হয়। আড়িমাওর জোঙ্গালবলহু নামে এক পুত্র ছিল। কাছাড়রাজের সহিত সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহাদি হইত বলিয়া এই জোঙ্গালবলহু একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। নওগাঁর শহরীপরগণায় আজিও একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে, লোকে ইহাকেই "জোঙ্গাল-বলহুর গড়" বলে। কাছাড়রাজ যুদ্ধে পরাস্ত হইলে জোঙ্গালবলহুর সহিত স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। এই রাজকুমারী পিতৃকুলের হিতেচ্ছায় ষড়যন্ত্র করিয়া উভয় রাজ্যে এক ভয়ানক যুদ্ধ বাধাইয়া দেন। কপিলীনদীতীরে এই যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে জোঙ্গালবলহু পরাস্ত ও ক্ষতবিক্ষত হইয়া কিলিঙ্গ নদীতে পড়িয়া প্রাণরক্ষা করেন। নদী হইতে উঠিয়া পলাইবার সময় জোঙ্গাল-বলহু কোথায় মারা পড়েন, তাহার স্থিরতা নাই। এদিকে কাছাড়ীরা তাঁহার রাজ্য অধিকার করিয়া লয়। এই সকল ঘটনার কাল নির্ণয় করা যায় না।

কামরূপের ডিমরুয়ার রাজা পূর্ব্বোক্ত আড়িমাও রাজার কোন সন্তানের বংশজাত বলিয়া পরিচয় দেন। আজিও ডিমরুয়ার রাজবংশ (পূর্ব্বপুরুষের সম্ভ্রম রক্ষার্থ অথবা এক গোত্র বা বংশোৎপন্ন বলিয়া) আড়মাছ খান না। নাগাঙ্কবংশ ধ্বংস হইলে উত্তরভাগে ছুটিয়া নামক এক অসভ্য জাতি প্রবল হইয়া উঠে। ইহাদের রাজা মহাদেবের ভাণ্ডারী কুবেরের সন্তান বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু আধুনিক আসাম বুরঞ্জী-লেখকেরা বলেন যে, ব্রহ্মপুত্রবংশীয় কোন শেষ বংশধরের ভাণ্ডারী প্রবল হইয়া এই জাতিকে বশীভূত করিয়া প্রাধান্য লাভ করেন। কালক্রমে ব্রহ্মপুত্রবংশ লোপ হইলে ইহারাই রাজা হয়। তৎপরে যখন আহোমজাতি কামরূপরাজ্য অধিকার করে, তখন ইহারা তাড়িত হইয়া অনেকেই দরঙ্গ জেলায় উঠিয়া গিয়া ছুটিয়ারাজ্য স্থাপন করিল। এখানে ইহারা আপনাদের মধ্যে একজনকে রাজা করিয়া সমুদয় উত্তর-খণ্ড অধিকার করে। ইহাদের পরাক্রম হ্রাস হইলে কেবল পূর্ব্বের কিয়দংশমাত্র ইহাদের অধিকারে থাকে এবং অবশিষ্টাংশ আহোমরাজ্যভুক্ত হয়। এই বিবরণ হইতে উত্তর অঞ্চলের কিছু প্রাচীন বিবরণ পাওয়া যায়।

কামরূপ জেলার দক্ষিণাংশে জিতারিনামে একজন ক্ষত্রিয় সন্ন্যাসী রাজা ছিলেন। ইনি পশ্চিমপ্রদেশের লোক। ইঁহারই সময়ে গোহাটী (গুয়াহাটী) হইতে চিরদিনের জন্য রাজধানী উঠাইয়া লওয়া হয়। জিতারি ভাটীনামক স্থান হইতে আসিয়াছিলেন। একণে সেই ভাটীতে রাজধানী হইল। কবে ইহা হয়, তাহা নির্ণয় করা যায় না। ইঁহার পরে জল্পেশ্বর নামে একজন রাজা হন। এখন যেখানে জল্পেশ্বর নামক দেবমন্দির আছে, সেইখানে ইঁহার রাজধানী ছিল। জলপাইগুড়ির জল্পীশপীঠে ইনিই জল্পেশ্বর নামক দেবালয়

* নাগাঙ্ক নাগশঙ্কর নামেও বিখ্যাত। ইনি করতোয়া নদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং পরে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়া ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

নির্ম্মাণ করেন ও শিবপূজা প্রচার করেন। কামরূপের এই খণ্ডকে আসামীরা বড়ছেড়ীদেশ বলে। অন্য একখানি বুরঞ্জীমতে জিতারি ৬২ বৎসর, তৎপুত্র সুবলি ১০৫ বৎসর, তৎপরে পদ্মনারায়ণ, চন্দ্রনারায়ণ; মহেন্দ্রনারায়ণ, গজেন্দ্রনারায়ণ, রামনারায়ণ, জয়নারায়ণ, শুভনারায়ণ ও রামচন্দ্র ইঁহারা প্রত্যেকে ১০৫ বৎসর করিয়া রাজত্ব করেন। রামচন্দ্রের সময়ে এই বংশ লোপ পায়। এই বংশ কবে রাজত্ব করিয়াছিল, তাহা কিছুতেই জানিবার উপায় নাই এবং বুরঞ্জীতে যেরূপ বিবরণ দেওয়া আছে, তাহাতে বিশ্বাস করাও কিছু কঠিন। এই অঞ্চলে পৃথুনামে একজন রাজা ছিলেন। রঙ্গপুর অঞ্চলে ইঁহার এবং ইঁহার বংশের অন্যান্য ভূপতিগণের অনেক কীর্ত্তি আছে (ক)।

ইহাদের পর কামরূপে ধর্ম্মপাল (খ) নামক একজন রাজার বিবরণ পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, বঙ্গদেশের পালবংশের সহিত এই ধর্ম্মপাল রাজার কোন সম্পর্ক ছিল বা ইনি বঙ্গদেশের পালবংশেরই কোন একজন রাজা। আসামবুরঞ্জী অন্বেষণে জানা যায়, এই সময় ছুটীয়া নামে এক পরাক্রান্ত জাতি আসামের পূর্ব্বভাগে রাজত্ব করিত। ইহাদের

(ক) পৃথুরাজের সময় রাজ্যের সীমা বহুদূর বিস্তৃত ছিল এবং ইনি বহুদিন পর্য্যন্ত রাজত্বও করিয়াছিলেন। ইনি দেবাংশজাত বলিয়া বিখ্যাত। প্রবাদ আছে, ইনি রাজা হইবার পূর্ব্বে রাজ্য মধ্যে কীচকনামক অসভ্যজাতির উৎপাত হয়। তৎকালীন রাজা তাহাদিগকে দমন করিতে না পারায় পৃথু একদিন কোন পুষ্করিণীতে ঝাঁপ দেন। পরে তিনি উঠিয়া আসিবার সময় তাঁহার সহিত অসংখ্য সসজ্জ সৈন্য উঠিয়া আসিল এবং কীচকদিগকে দমন করিয়া নগর অধিকার করিল ও পৃথুকে রাজসিংহাসনে স্থাপিত করিল। এই কীচকজাতীয় লোক উত্তরভারতে এখনও দেখা যায়। ইহারা বন্য পশুচারণ ও ভাগ্যগণনা করিয়া জীবিকার্জ্জন করে।

(খ) ধর্ম্মপাল নামক একজন গৌড়েশ্বরের পুত্রকে অবলম্বন করিয়া ঘনরামের "শ্রীধর্ম্মমঙ্গল" কাব্য লিখিত। শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে এই ধর্ম্মপালের পুত্রও গৌড়েশ্বর বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। শ্রীধর্ম্মমঙ্গল হইতে নিম্নলিখিত ঐতিহাসিক কথা পাওয়া যায়। ইঁহার সময়ে কামরূপরাজ গৌড়ের অধীন ছিলেন। গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালের পুত্রের সমসাময়িক কামরূপের রাজার নাম কর্পূরধল। কর্পূরধল গৌড়ের অধীনতা স্বীকার করিতেন না। ধর্ম্মপাল ইহাকে দমন করিবার জন্য স্বীয় মন্ত্রী মহামদকে পাঁচলক্ষ সৈন্যসহ পাঠাইয়া দিলেন। দ্বাদশদিন পরে মন্ত্রী ব্রহ্মপুত্রের তীরে উপনীত হইল। শত্রু দেখিয়া যেন ব্রহ্মপুত্রের জল কূলে কূলে ভরিয়া উঠিল (বোধ হয় বর্ষাকাল) সুতরাং মন্ত্রী পার হইতে না পারিয়া এ পারেই রহিলেন। ব্রহ্মপুত্রের অপর পার তখন কামরূপরাজের সীমা। কিছুদিন পরে মন্ত্রীমহামদ সৈন্য উঠাইয়া লইয়া চলিয়া আসিলেন, কিছু করিতে পারিলেন না, কারণ ব্রহ্মপুত্র কমিল না। অজয়নদীর তীরবর্ত্তী ঢেকুর বা ত্রিষষ্ঠীগড়ের পূর্ব্বরাজা ও ময়নাগড়ের রাজা কর্ণসেন রায় এই ধর্ম্মপালপুত্রের শালীপতি; ইহার পুত্র লাউসেন ইনি ধর্ম্মপালপুত্রের নিকট ময়নাগড়ের রাজত্ব প্রাপ্ত হন। তৎপরে মন্ত্রীর অত্যাচারে গৌড়রাজ্যে দুর্দ্দশা আরম্ভ হয়। কিছুদিন পরে ধর্ম্মপালপুত্র মন্ত্রীর দোষ বুঝিতে পারিয়া তাহাকে কর্ম্ম হইতে অপসৃত করেন। মন্ত্রী গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া কামরূপরাজকে গৌড় আক্রমণের জন্য পত্র লিখিলেন। কামরূপেশ্বর এ নিমন্ত্রণ উপেক্ষা করিলেন না, সৈন্য সজ্জিত হইতে লাগিল। গৌড়েশ্বর সংবাদ পাইলেন এবং মহামদের ক্ষমতায় মোহিত হইয়া উপস্থিত বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য আবার তাঁহাকে স্বপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরে মহামদের মন্ত্রণায় লাউসেন কামরূপরাজের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন। লাউসেন উপস্থিত হইলে ব্রহ্মপুত্র বাড়িল, কিন্তু দেবকৃপায় নদী পার হইলেন এবং যুদ্ধে কর্পূরধলকে পরাস্ত করিলেন। শ্রীধর্ম্মমঙ্গলের এই উপাখ্যান কতদূর সত্য তাহা অনুমান করিয়া ঠিক করিবার উপায় নাই; কিন্তু মিঃ মার্টিন বলেন যে, বঙ্গেশ্বর ধর্ম্মপাল পালবংশীয় বঙ্গরাজগণের অন্যতম। ইহার মাণিকচন্দ্র নামে এক ভ্রাতা ছিলেন। মাণিকচন্দ্রের অল্পবয়সে মৃত্যু হয়। মাণিকচন্দ্রের পত্নীর নাম ময়নাবতী। স্বামীর মৃত্যুর পর ময়নাবতী স্বীয় শিশু গোপীচন্দ্রকে লালন পালন করিতে লাগিলেন এবং তাহাকে বঙ্গসিংহাসনে বসাইবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়া রাজা ধর্ম্মপালের সহিত যুদ্ধ বাধাইলেন। তিস্তার তীরে যুদ্ধ হয়। ধর্ম্মপাল পরাজয়ের উপক্রম দেখিয়া পলায়ন করিলেন। শিশু গোপীচন্দ্র সিংহাসনে বসিলেন। ইহার রাজকার্য্য ময়নাবতী নিজেই দেখিতে লাগিলেন আর রাজা স্বয়ং একশত পত্নী লইয়া বিলাসে উন্মত্ত হইলেন। কিছুদিন পরে ভোগে বিতৃষ্ণা জন্মিলে তিনি রাজকার্য্য দেখিতে প্রয়াসী হইলেন; কিন্তু ময়নাবতী হরিপ (বা হাড়ীসিদ্ধ) নামক একজন যোগীকে দিয়া তাঁহার সে বাসনা ফিরাইয়া দিলেন। গোপীচন্দ্র হরিপের উপদেশে বিষয়বাসনা বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া বনে প্রস্থান করিলেন। কামরূপের যুগী নামক নীচশ্রেণীর লোকেরা আজিও "শিবের-গীত" নামে একপ্রকার গান করে, তাহাতেই এই গোপীচন্দ্রের বিষয়-বিরাগ ও তাঁহার শতস্ত্রীর খেদোক্তি অতি সরল গ্রাম্যভাষায় রচিত। ইহা গান করিতে দুইদিন লাগে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে গোপীচন্দ্র কামরূপে রাজা ছিলেন। রাজা গোপীচন্দ্রের পর তাঁহার পুত্র ভবচন্দ্র বা হরচন্দ্র রাজা হন। ইহার এক মন্ত্রী ছিলেন, তাঁহার নাম গবচন্দ্র। নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য হবচন্দ্র রাজা ও তাহার গবচন্দ্র মন্ত্রী অতি বিখ্যাত। হবচন্দ্রের রাজত্বকালে নিয়ম হয় যে, রাত্রে লোকে কাজকর্ম্ম করিবে ও দিবসে নিদ্রা যাইবে। এইরূপ দিনকে রাত্রি ও রাত্রিকে দিন করার মত আরও অনেক ঘটনার কথা বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে "ঠাকুরমার গল্প" হইয়াছে। এই রাজা মূর্খ ও নির্ব্বোধ হইলেও অজাতশত্রু ছিলেন, ইহার সময়ে রাজ্য সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও প্রজাকুল ধন প্রাণ লইয়া নির্ভয় হৃদয়ে বাস করিত। ইহার পরেও এই পালবংশীয় আর একজন রাজা হন, তৎপরে নীলধ্বজনামে একব্যক্তি পালবংশ ধ্বংস করিয়া কামরূপের সিংহাসন লাভ করেন।

এই ধর্ম্মপাল ও তদ্বংশীয়েরা ক্ষত্রিয় বলিয়া বিখ্যাত, কিন্তু মিঃ মার্টিন

রাজাদেরও উপাধি 'পাল'। এখন এই ধর্ম্মপাল ছুটীয়াদেরই কোন রাজা কি বঙ্গীয় পালবংশেরই কেহ তাহার নির্ণয় করা কঠিন। ধর্ম্মপাল রাজা কামরূপে ১০৯৭ শকে রাজত্ব করেন। ইনি বর্ত্তমান গুয়াহাটীর নিকটবর্ত্তী শোয়ালকুছি গ্রামে অনেক ব্রাহ্মণকে নিষ্কর জমী দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে খোদিত তাম্রফলকে ইহার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ধর্ম্মপালের পত্নী বনমালার ভগিনী ময়নাবতীর পরাক্রমের বিষয় অদ্যাপি রঙ্গপুর অঞ্চলের গ্রাম্য-সঙ্গীতে গীত হইয়া থাকে। ধর্ম্মপালের পর মাণিকচন্দ্র, মাণিকচন্দ্রের পর গোপীচন্দ্র, গোপীচন্দ্রের পর ভবচন্দ্র কামরূপ শাসন করেন। এই সময়ে রঙ্গপুর কামরূপের অন্তর্বর্ত্তী ছিল।

আসামের কোন বুরঞ্জীতে বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী পালবংশীয় ১৭ জন রাজার নাম পাওয়া যায় ;—জয়ন্ত, চক্রপাল, ভূমিপাল, দক্ষপাল, মধুপাল, ইন্দ্রপাল, সিংহপাল, কৃষ্ণপাল, সুপাল, গন্ধপাল, মাধবপাল ও লক্ষ্মীপাল। এই লক্ষ্মীপাল ৭৭ বৎসর ও অবশিষ্ট কয়জন প্রত্যেকে ১০৫ বৎসর করিয়া রাজত্ব করেন। লক্ষ্মীপালের পর সুবাহু নামে একজন রাজা হন, তিনি একা ১০৫ বৎসর রাজত্ব করেন বলিয়া প্রকাশ আছে ; কিন্তু ইহাদের এতদ্দীর্ঘকাল রাজত্বের কথা বিশ্বাস হয় না। আর একখানি প্রাচীন বুরঞ্জীতে ধর্ম্মপাল, রত্নপাল, সোমপাল, প্রতাপসিংহ, আভিমত, হিঙ্গুয়া ও রত্নসিংহ নামে কয়েকজন রাজার নাম পাওয়া যায়। ইহারা যে কতদিন রাজত্ব করেন, তাহা জানা যায় না, আর একখানি বুরঞ্জীতে দেখা যায় যে কামরূপের লৌহিত্যপুরে মীনাঙ্ক রাজা ৫০ বৎসর, গজাঙ্করাজা ৫০ বৎসর, শৃকবাঙ্করাজা ৪০ বৎসর, মৃগাঙ্করাজা ৫০ বৎসর রাজত্ব করেন, ইহাদের পর কিঙ্গুয়া নামে একজন রাজা হন। এই রাজার রাজত্বকালেই মসলন্দগাজি নামে একজন মুসলমান নবাব লৌহিত্যপুর জয় করিয়া ২৫ বৎসর রাজত্ব করেন। এই লৌহিত্যপুর কোথায় ছিল তাহা নির্ণয় করা কঠিন। বর্ত্তমান কামরূপ জেলায় বৈদরগড় নামে একস্থানে এই কিঙ্গুয়া রাজা একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। ইহা হইতে অনুমান হয় যে এই বৈদরগড়ই লৌহিত্যপুর হইতে পারে।

ধর্ম্মপালের বংশ উচ্ছেদের পর কামরূপ কিছুদিন অরাজক হয়। কামরূপের চতুর্দ্দিক্‌বর্ত্তী কোচ, মেছ, কাছারী, ভোট ইত্যাদি পার্ব্বত্যজাতিগণ কামরূপ বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। ইহার কয়েক বৎসরের পর কামতাপুরের রাজবংশের আধিপত্য হয়। [এই বংশের আদিপুরুষ নীলধ্বজ কিরূপে রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তদ্বিবরণ "কামতাপুর" শব্দে দেখ।] নীলধ্বজের পর তৎপুত্র চক্রধ্বজ কামরূপে রাজা হন। ইনিই কমতেশ্বরীর মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা ও ভগদত্তের কবচ-উদ্ধার করেন। চক্রধ্বজের পর তৎপুত্র নীলাম্বর রাজা হন। ইহার সময়ে বাঙ্গালার নবাব আলা-উদ্দীন হুসেনশাহ কামরূপ আক্রমণ করেন। আধুনিক বুরঞ্জীমতে ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে কামরূপে মুসলমান অধিকার হয়। মুসলমানেরা ১২ বৎসরকাল নগর অবরোধ করিয়া বসিয়াছিল, সুতরাং বলিতে হইবে ১৪৮৬ * খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা সর্ব্বপ্রথম এদেশ আক্রমণ করে।

তাহা বিশ্বাস করেন নাই। বাঙ্গালার বৌদ্ধপালরাজগণের মধ্যে এক ধর্ম্মপালের নাম পাওয়া যায়, ভাগলপুর হইতে প্রাপ্ত নারায়ণপালের প্রদত্ত একখানি তাম্রলিপি ও মুঙ্গের হইতে প্রাপ্ত দেবপালের প্রদত্ত আর একখানি তাম্রলিপি হইতে জানা যায় যে, সুগতবুদ্ধের মতাবলম্বী গোপাল (দিনাজপুরের বুদাল স্তম্ভের লিপি অনুসারে লোকপাল ও আইন অকবরী মতে ভূপাল) পালবংশের আদিরাজা এবং ইহারই পুত্রের নাম ধর্ম্মপাল। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মিঃ জেম্‌স্ প্রিন্সেপ প্রভৃতির বিচারে স্থির হইয়াছে যে এই ধর্ম্মপাল ৮৭৫ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার রাজা ছিলেন। ইতিহাসে পালবংশীয় রাজগণ যে প্রায়ই উড়িষ্যা, আসাম (কামরূপ), ত্রিপুরা, কান্যকুব্জ প্রভৃতির সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতেন তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। হিউএন সিয়াঙের ভ্রমণবৃত্তান্তে দিনাজপুরের মধ্যে পালবংশীয় রাজগণের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের বিষয় অবগত হওয়া যায়। স্মিথ সাহেবের মতে করতোয়াতীরবর্ত্তী গোবিন্দগঞ্জের নিকট বর্দ্ধনকুটী নামক স্থানই ঐ পৌণ্ড্রবর্দ্ধন। হিউএন সিয়াঙের ভ্রমণবৃত্তান্তে বর্দ্ধনকুটীর ৭০ মাইল উত্তরে একটি দুর্গের বিষয় অবগত হওয়া যায় এবং ইহা ধর্ম্মপালের নির্ম্মিত বলিয়া ঐগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে অনুমান করিয়াও বলা সুকঠিন যে, এই বৌদ্ধ গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালই কামরূপেশ্বর ধর্ম্মপাল কি না? রঙ্গপুরের অন্তর্গত ডিমলাথানার ৯।১০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে এই ধর্ম্মপালের নগর "ধর্ম্মপুরের" ভগ্নাবশেষ আজিও আছে।

কামরূপরাজ ধর্ম্মপালের মাণিকচন্দ্র নামে যে ভ্রাতার কথা উক্ত হইল, তাঁহার সম্বন্ধে রঙ্গপুরে একটি উপাখ্যান চলিত আছে। উপাখ্যান হইতে ঐতিহাসিক কথার মধ্যে জানা যায় যে, মাণিকচন্দ্রের পত্নীর নাম ময়নাবতী। তিনি হরিপ নামক কোন এক যোগীর নিকট দীক্ষিত হন। এই যোগী সামান্যতঃ "হাড়ীসিদ্ধ" নামে বিখ্যাত। ইহার কৃপায় মাণিকচন্দ্রের পুত্র জন্মে। এই পুত্রের নাম গোপীচন্দ্র। গোপীচন্দ্রের সহিত হরিশ্চন্দ্র রাজার কন্যা অদুনা ও পদুনার বিবাহ হয়। এই বিবাহে গোপীচন্দ্র ১০০ দাসী যৌতুক পান। অবশেষে মনে নির্ব্বেদ উপস্থিত হওয়াতে হাড়ীসিদ্ধের উপদেশে সন্ন্যাসী হন।

* বুরঞ্জীর মতে খৃষ্টীয় ১৪৮৬ অব্দে হুসেনশাহ কামরূপ আক্রমণ করেন, কিন্তু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় কৃত বাঙ্গালার ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, হুসেনশাহ ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে হাবসি নবাবদিগকে পরাজিত করিয়া স্বাধীনভাবে বাঙ্গালার সিংহাসন অধিকার করেন এবং ১৫২৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। পূর্ব্বে কামতাপুরের বিবরণস্থলে লিখিত হইয়াছে

নীলাম্বরবংশীয় চন্দন ও মদন নামে দুই রাজপুত্র কামতাপুর হইতে কিছু দূরে স্বতন্ত্র এক নগর স্থাপন করিয়া অতি অল্পাংশমাত্র স্থানে কিছুদিন রাজত্ব করেন।

গুরুজন-কথা-চরিত্র নামক আসামীয় ভাষায় লিখিত এক খানি পদ্যগ্রন্থে কামতাপুরে দুর্ল্লভনারায়ণ নামে একজন পরাক্রান্ত রাজার বিবরণ পাওয়া যায়। এই দুর্ল্লভ কোন্ বংশের রাজা, তাহা জানা যায় না; কেহ বলে পালবংশীয়, কেহ বলে জিতারিবংশীয়। এই দুর্ল্লভনারায়ণ গৌড়েশ্বর ধর্ম্মনারায়ণ নামক রাজার সহিত রাজ্যলোভে মহা যুদ্ধ করেন। কয়েক দিন ঘোর যুদ্ধে উভয় পক্ষের অনেক লোক মরিল। রাত্রে উভয়েই স্বপ্ন দেখিয়া পরদিন উভয়ে সখ্যতা স্থাপন করিলেন এবং গৌড়েশ্বর দেশের অবস্থা শুনিয়া সাত জন ব্রাহ্মণ ও সাতজন কায়স্থ প্রদান করিয়া গেলেন। রাজা দুর্ল্লভনারায়ণ এই চৌদ্দজনের মধ্যে প্রধান ১২ জনকে "বারভূয়াঁ" আখ্যা প্রদান করেন। ব্রাহ্মণ সাতজনের নাম—কৃষ্ণপণ্ডিত, রঘুপতি, রামবর (রমাবর), লোহার (লহর), বয়ন, ধরম (ধর্ম্ম) ও মথুরা। কায়স্থ সাত জনের নাম—হরি, শ্রীহরি, শ্রীপতি, শ্রীধর, চিদানন্দ, সদানন্দ ও চণ্ডীবর। ইঁহাদের সকলের মধ্যে চণ্ডীবর সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ও বিদ্বান্ ছিলেন। রাজা দুর্ল্লভনারায়ণ তাঁহাকে "শিরোমণি ভূয়াঁ" উপাধি দেন। এই চণ্ডীবর শিরোমণি দেবীর পূজক হন। ইঁহার ভক্তি দেখিয়া লোকে ইঁহাকে 'দেবীদাস' বলিত। কায়স্থ হইয়া চণ্ডীবর দেবীপূজক ছিলেন। ঐ চৌদ্দজন যুদ্ধকালে গৌড়েশ্বরের সঙ্গে আসিয়াছিলেন বলিয়া আসাম বুরঞ্জীলেখকেরা বিবেচনা করেন যে, ইঁহারা গৌড়েশ্বরের সেনাপতি ছিলেন।

রাজা দুর্ল্লভনারায়ণের রাজত্বকালে কোচ জাতির প্রভাব অল্পে অল্পে বাড়িতেছিল। রাজাও তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং সেইজন্য এই সকল ভূয়াঁগণের সাহায্য পাইবার আশায়, তাহাদিগকে নিজ রাজ্যে ভূসম্পত্ত্যাদি দিয়া রাখিলেন; কিন্তু ভূয়াঁরা রাজার কোনও উপকারে মন দিলেন না, শেষে কয়জনেই স্ত্রী-পুত্র-পরিবার আনিবার উদ্দেশে স্বদেশে চলিয়া গেলেন। রাজা ধর্ম্মনারায়ণ * তাঁহাদিগকে ফিরিতে দেখিয়া মহা ক্রুদ্ধ হইয়া চণ্ডীবর শিরোমণি প্রভৃতিকে বন্দী করিয়া রাখিলেন। ইতিমধ্যে কাশী হইতে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত গৌড়ে উপস্থিত হইয়া সকল পণ্ডিতকে পরাস্ত করিয়া স্বদেশে ফিরিতেছিলেন, এমন সময় রাজার মনে চণ্ডীবরের কথা স্মরণ হইল। রাজা অমনি চণ্ডীবরকে মুক্ত করিতে আদেশ দিলেন। শেষে চণ্ডীবরের সহিত বিচারে দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত পরাস্ত হইলেন। রাজাও সন্তুষ্ট হইয়া চণ্ডীবর প্রভৃতিকে ধনরত্নাদি পুরস্কার ও যান-বাহনাদি দিয়া কামরূপে পাঠাইয়া দিলেন। পথিমধ্যে পাইমাগুরী নামক স্থানে ইঁহাদের নৌকা থামিল। এইখান হইতে বাউসী পরগণার ব্রহ্মপুত্রের একটী শাখা আছে। রাজা গন্ধর্ব্বরায় চৌধুরী ঐ শাখাটীতে কিছুতেই বাঁধ দিতে পারেন নাই। শেষে চণ্ডীবরের পরামর্শে অনেক চেষ্টার পর বাঁধ বাঁধা হইল, জলের স্রোত বন্ধ হইল। রাজা চণ্ডীবরকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। কিছুদিনের পর চণ্ডীবরের এক পুত্র হইল, ইহার নাম রাজধর রাখিলেন। ভূয়াঁরা গন্ধর্ব্বরায়ের যত্নে সেইখানেই রহিয়া গেলেন। এই সময় অগ্রহায়ণ মাসে ভূটীয়া বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। রাজা গন্ধর্ব্বরায় পলাইয়া দক্ষিণপারে চলিয়া গেলেন। অন্যান্য লোকের সঙ্গে শিশু রাজধর ভূটীয়াদের হস্তগত হইল। চণ্ডীবর শুনিয়া, ভূটীয়াদিগকে পরাস্ত করিয়া সকলকে উদ্ধার করিয়া আনিলেন। ভোটানরাজ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া গন্ধর্ব্বরায়কে অনুযোগ করিয়া পাঠাইলেন। গন্ধর্ব্বরায় ভীত হইয়া বলিলেন, আমি কখনও ভোটানরাজের বিদ্রোহী নহি। ভূয়াঁরা এই কথায় বিরক্ত হইয়া বাউসী ত্যাগ করিয়া কাজলীর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। শেষে কিছুদিন সোমাই ভলুকাগুড়িতে থাকিয়া শেষে শিমূলতলায় গিয়া রহিলেন। ভোটানরাজ গন্ধর্ব্বরায়ের নিকট জ্ঞাত হইয়া ইঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে বাধ্য হন। তিনদিন যুদ্ধের পর ভোটানরাজ হারিয়া পলায়ন করিলেন। এই সময় চণ্ডীবরের মৃত্যু হয়। রাজধর শিরোমণি ভূয়াঁ হইলেন। এই রাজধরই শঙ্করদেবের পিতামহ। কোন আধুনিক বুরঞ্জীকার অনুমান করেন, চণ্ডীবরাদি আদি ভূয়াঁগণ ১২২০ শকে এ দেশে আসেন এবং রাজধর ১২৫০।৬০ শকে শিরোমণি ভূয়াঁ হন। * পূর্ব্ববঙ্গে প্রায় তখন সকল স্থানেই বারভূয়াঁ উপাধিধারী জমিদার বা ক্ষুদ্র রাজা ছিল। কাহারও কাহারও মতে চন্দ্রদ্বীপের ভূয়াঁ (পূর্ব্ববঙ্গের বারভূয়াঁগণের মধ্যে

যে, মিঃ মার্টিন হুসেনশাহের কামরূপ আক্রমণকাল প্রায় ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন। বুরঞ্জীমতের সহিত ইংরাজ ঐতিহাসিকগণের এই মত-পার্থক্য দূর হওয়া একরূপ অসম্ভব।

* গৌড়েশ্বর রাজা ধর্ম্মনারায়ণ যে কে, তাহা স্থির করা যায় না। এ সময়ে গৌড়ে মুসলমান রাজত্ব, সুতরাং বোধ হয়, ধর্ম্মনারায়ণ গৌড়ের নিকটবর্ত্তী কোন ক্ষুদ্র স্থানে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেন, তিনি মুসলমান অধীনতা মানিতেন না। শেষে তিনিই সৈন্যসংগ্রহ করিয়া গৌড়েশ্বর পরিচয়ে কামরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

* ইঁহার মতে কামতাপুরের সংস্কর্ত্তা রাজা নীলধ্বজ ১২৫০।৬০ শকের লোক, সুতরাং রাজধরের সমসাময়িক। দুর্ল্লভনারায়ণ এই হিসাবে নীলধ্বজের পূর্ব্ববর্ত্তী।

একতম) কেদাররায়ের (চান্দার কেদার রায় নামে বিখ্যাত) বংশে এই কামরূপাগত চণ্ডীবর শিরোমণি ভূয়াঁর জন্ম হয়। (?) অন্য ভূয়াঁগণের বংশবিবরণ আর কিছু জানা যায় না।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে কুচবেহার রাজবংশের মূল-পুরুষ শিববংশীয় বিশ্বসিংহ কর্ত্তৃক এই অরাজকতা দূরীকৃত হয়। কোচবংশসম্ভূত হাজো নামক এক ব্যক্তির হীরা এবং জীরা নাম্নী দুটী পরমাসুন্দরী কন্যা ছিল। কামরূপ যে সময় অরাজক হয়, তখন এই কোচেরা নিকটবর্ত্তী অন্যান্য ইতর জাতিদিগকে বশীভূত করিয়া একটু পরাক্রান্ত হইয়া উঠে। পরাক্রমে কোচদের ভিতর হাজো অগ্রণী ছিলেন। এরূপ জনপ্রবাদ আছে যে, মহাদেবের ঔরসে [কামতাপুর দেখ।] হীরার গর্ভে শিশু বা শিবসিংহ এবং জীরার গর্ভে বিশু বা বিশ্বসিংহ জন্মগ্রহণ করেন। * খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভেই বিশ্বসিংহ কুচবেহারে রাজত্ব করেন। বিশ্বসিংহ মুসলমান কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত কামতাপুর রাজ্যের পুনরুদ্ধার করেন। আধুনিক বুরঞ্জীমতে বিশ্বসিংহ ১৪২০।৩০ শকের (১৪৯৮।১৫০৮ খৃষ্টাব্দের) মধ্যে কামরূপ অধিকার করেন। ইহার পূর্ব্বে কামরূপে কিছুদিন মুসলমান রাজত্ব ছিল। হুসেনশাহের পুত্র এখানকার শাসনকর্ত্তা ছিলেন ; কিন্তু সে সময়ে কামরূপে কোঁচদিগের বড়ই উৎপাত, সুতরাং হুসেনশাহের পুত্র নসরত-শাহ কামরূপ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বিশ্বসিংহ এই সুযোগে অবশিষ্ট মুসলমানগণকে দূরীভূত করিয়া রাজ্যাবি-ষ্কার করেন। ইনি অতি পরাক্রমসহকারে ১৫২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহার রাজত্বকালেই লুপ্ত কামাখ্যা-পীঠের উদ্ধারসাধন এবং কামাখ্যার অন্তর্বর্ত্তী অনেক পীঠ-স্থান আবিষ্কৃত হয়। বিশ্বসিংহ প্রকৃতপক্ষে কোচবেহারের রাজা হইলেও কামরূপ এই সময় ইঁহার শাসনাধীন হয় এবং কামরূপের সীমা কুচবেহার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। বিশ্বসিংহের সময় উজনিখণ্ড আহোমেরা আক্রমণ করে। বিশ্বসিংহ সৈন্য পাঠাইয়া আক্রমণ নিবারণ করেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্যদল সে স্থান পরিত্যাগ করিলেই আবার তাহারা উৎপাত করিতে আরম্ভ করে। সুতরাং বিশ্বসিংহ বাধ্য হইয়া তাহাদের সহিত সন্ধি করেন। এই সময়ে রাঙ্গলুগড় কামরূপ ও বেহাররাজ্যের পূর্ব্বসীমারূপে নিরূপিত হয়।

বিশ্বসিংহ ডিমরুয়া বেলতলা, রাণী, লুকিবগাই, পান্তান, বকো, বনগাঁ, মৈরাপুর, ভোলগাঁ, ছয়গাঁ, বড়নগর, দরঙ্গ, করাইবাড়ী, আটীয়বাড়া, কমতাবাড়ী, বলরামপুর প্রভৃতি স্থানে যে সকল ক্ষমতাশালী বিখ্যাত লোক ছিল, তাহাদের সকলকেই বশীভূত করিয়াছিলেন। মুগা, কার্পাস, তামা, রাঙ্গ, সীসা, রূপা, সোণা, লোহা, কাচ, মাটী, লবণ প্রভৃতি দ্রব্যের উপর কর-নির্দ্ধারণ করিয়া রাজ্যের আয় বৃদ্ধি করেন। ইহারই সময় ভোটানেরা সর্ব্বদাই উপদ্রব করিতে থাকে। তখন ভোটানে দেববর্ম্মা রাজা ছিলেন। বিশ্বসিংহ ইহার সহিত সন্ধি করেন। রাজ্যের সীমান্তপ্রদেশে শান্তিরক্ষার জন্য উজীর, লস্কর, ভূয়াঁ, বড়ুয়া প্রভৃতি উপাধি দিয়া শান্তিরক্ষক নিযুক্ত করেন।

বিশ্বসিংহের ১৮টি সন্তান ছিল। নরনারায়ণ তন্মধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন, তিনিই সিংহাসন প্রাপ্ত হন। ইহারই ঠিক পরবর্ত্তী কনিষ্ঠ ভ্রাতা চিলারায় বা শুক্লধ্বজ রাজ্যের দেওয়ান বা সেনাপতি হন। নরনারায়ণ শঙ্করদেবের * ভ্রাতা রামরায়ের কন্যা কমলপ্রিয়া আপীকে বিবাহ করেন। কেহ কেহ বলেন যে, শুক্লধ্বজই বিবাহ করেন। যাহা হউক যেখানে এই বিবাহ হয়, সেই স্থান আজিও "রামরায়ের কুঠি" বলিয়া কথিত হয়। জেলা গোয়ালপাড়ার ঘুল্লা পরগণায় এই স্থান আছে ও সেইখানে মেলা হয়। কমলনারায়ণ নামে আর একজন কুমার ভোটান ও আসামের মধ্যে ব্রহ্মপুত্রের উত্তরপাড়ে একটা বাঁধ বাঁধেন। এই বাঁধের নাম "গোঁসাই কমলের আলি।" লখিমপুর হইতে জলপাইগুড়ির মধ্যে অনেক স্থলে এই আলির চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। এই সময়ে সজন বা সুজনগ্রামে পণ্ডিত রামগাঁ ভূয়াঁ নামে একজন রাজা ছিলেন। এই ব্যক্তি তলে তলে বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করে, কিন্তু শেষে ভয় পাইয়া পলাইয়া যায়।

আসাম বুরঞ্জী এবং অন্যান্য ইতিহাসমতে জানা যায়, বিশ্বসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্র নরনারায়ণ এবং তৎকনিষ্ঠ শুক্লধ্বজ বা চিলারায়। কিন্তু রামসরস্বতী পণ্ডিত-প্রণীত গ্রন্থে জানা যায়—

"বিশ্বসিংহ পুত্র, শশীসিংহ নাম,
তেজ অভিনব বর॥
তাহান কন্যাত, ঔরস রহিল,
তেহোঁ প্রাণ তেজিলন্ত।

* আসামী ভাষায় লিখিত রামসরস্বতী পণ্ডিতের গ্রন্থবিশেষে জানিতে পারা যায়, হরিদাস নামক কোন একজন লোকের ঔরসে হীরার গর্ভে বিশু বা বিশ্বসিংহের জন্ম হয়। রামসরস্বতী মহারাজ নরনারায়ণের সভাপণ্ডিত ছিলেন।

* এই শঙ্করদেব গৌরাঙ্গদেবের শিষ্য। ইনি বাঙ্গালী, কামরূপে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করেন। বাঙ্গালায় যেমন গৌরাঙ্গদেব, কামরূপে তেমনই ইনি বিষ্ণুর অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হন। ইঁহার বিবরণ পরে প্রদত্ত হইবে।

পরম শোভন, রূপ বিতোপন,
পাছে পুত্র জন্মিলন্ত ॥
অপুত্রক রাজা, পুত্র নাহি কয়,
নাতি ভৈলা অনুপাম।
পরম মহন্তে, পণ্ডিত সকলে,
নারায়ণ দিলা নাম ॥"

অর্থাৎ বিশ্বসিংহের শশীসিংহ নামে একটি পুত্র ছিল। শশীসিংহ অল্পবয়সে লোকান্তরপ্রাপ্ত হন। তাঁহার কন্তার গর্ভে (কাহার ঔরসে ঠিক নাই) অপুত্রক বিশ্বসিংহ রাজার পরম সুন্দর রূপবান্ একটি দৌহিত্রের জন্ম হয়। পণ্ডিতেরা তাহার নাম নারায়ণ রাখেন।

এই নরনারায়ণ এবং ইঁহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজের (চিলারায়ের) নাম কামরূপে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। মহারাজ নরনারায়ণ বিশেষ বলশালী ছিলেন। ইনি কামরূপকে বিদেশীর হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে উদ্ধার করিয়া, ইহার অনেক উন্নতিসাধন করেন। মহারাজ নরনারায়ণের অন্য একটি নাম মল্লদেব বা মল্লনারায়ণ। ইঁহার সময়েই পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ কর্তৃক অধুনা আসামে প্রচলিত সংস্কৃত রত্নমালা-ব্যাকরণ রচিত হয় *। যথা—

"শ্রীমল্লদেবস্য গুণৈকসিন্ধোর্মহীমহেন্দ্রস্য যথা নিদেশম্।
যত্নাৎ প্রয়োগোত্তমরত্নমালা বিতন্যতে শ্রীপুরুষোত্তমেন ॥"
রত্নমালা।

হিন্দুধর্ম্মবিদ্বেষী বিখ্যাত কালাপাহাড় † ১৫৬৪ বা ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে ভগবতী কামাখ্যা-দেবীর মন্দির ভগ্ন করিতে আইসে। কুচবেহারে তখন মহারাজ নরনারায়ণ রাজা ছিলেন। কালাপাহাড়ের পরাক্রমে সন্ত্রস্ত হইয়া তিনি তাহার সহিত সন্ধি করেন। কালাপাহাড় ভগবতীর মন্দির ভগ্ন এবং পীঠস্থানবর্ত্তী সুন্দর সুন্দর অন্যান্য প্রতিমূর্ত্তিগুলি গদাঘাতে বিকৃত করিয়া, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মহারাজ তাঁহার ভ্রাতার সহিত ভগবতীর মন্দিরাদির পুনঃসংস্কার করেন। অতি কমেও বার বৎসরে এই জীর্ণ সংস্কার কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া উঠে। কামাখ্যা-মন্দিরের বর্ত্তমান (চলন্তা) মূর্ত্তি (যাহা সাধারণতঃ নাড়াচাড়া করা যায়) মহারাজ নরনারায়ণ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত। বর্ত্তমান কামাখ্যা-মন্দিরের বহির্ভাগেই মহারাজ নরনারায়ণ এবং তাঁহার ভ্রাতা শুক্লধ্বজের প্রস্তরখোদিত সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি দুইটি অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

মহারাজ নরনারায়ণ এবং শুক্লধ্বজ মহামায়ার একান্ত ভক্ত ছিলেন, এবং ভগবতীও উঁহাদিগকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতেন। মহারাজ কুচবেহার হইতে বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনাইয়া ভগবতীর পূজাদি নির্ব্বাহ করিতেন। কেন্দুকলাই নামক কামাখ্যার একজন পূজারী ব্রাহ্মণ এবং মহারাজ নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজের সম্বন্ধে কামরূপে অদ্যাপি এইরূপ জনপ্রবাদের প্রচলন আছে।—কেন্দুকলাই পূজারীঠাকুর সন্ধ্যার সময় যখন ঘণ্টা বাজাইয়া ভগবতীর আরতি করিতেন, তখন ভগবতী কেন্দুকলাইয়ের আরতিতে মুগ্ধ হইয়া, তাহার ঘণ্টাবাদ্যের তালে তালে নৃত্য করিতেন। মহারাজ নরনারায়ণ ইহা জানিতে পারিয়া ভগবতীর চৈতন্যমূর্ত্তি দর্শনমানসে কেন্দুকলাই ঠাকুরকে উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। ঠাকুরমহাশয় বলিলেন, যে সন্ধ্যার সময় যখন তাঁহার ঘণ্টাধ্বনি শুনা যায়, তখন নাটমন্দিরের "কুল্রাক্ষর জলারে" (রন্ধ্র বিশেষের মধ্য দিয়া) মন্দিরের ভিতরে চাহিলেই, মহারাজ ভগবতীর চৈতন্যমূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন। এই পরামর্শ মত মহারাজ একদিন সন্ধ্যার সময় নাটমন্দিরের "কুল্রাক্ষ জলা" দিয়া ভগবতীকে দেখেন। দৈবাৎ ভগবতী মহারাজের এই কার্য্য জানিতে পারিয়া কেন্দুকলাইঠাকুরের শিরশ্ছেদ করেন। ("কেন্দুকলাইর মুরছিন্নার দরে মুর ছিন্দিম"—আসামে সেই সময় হইতে এই একটি দৃষ্টান্তই চলিয়া আসিয়াছে। অর্থ—'কেন্দুকলাইর যেরূপে মস্তকছিন্ন হইয়াছিল, সেইরূপে তোমারও মস্তক ছিন্ন করিব।') এবং ভগবতী মহারাজ নরনারায়ণকে শাপ দেন যে, ভবিষ্যতে তিনি কি তাঁহার বংশের কেহই কামাখ্যাদর্শন দূরে থাক্, কামাখ্যা-মন্দিরের দিকে দেখিলেও তাঁহাদের শিরশ্ছেদ হইবে। এই শাপের ভয়ে আজিও কুচবেহার, বিজনী, দরঙ্গ ইত্যাদি শিববংশী রাজপরিবারের কেহই কামাখ্যা-মন্দিরের দিকে প্রাণান্তেও দৃষ্টিপাত করেন না। কোন কার্য্যবশতঃ কামাখ্যার দিকে যাইতে হইলেও কাপড় দিয়া সেই দিক্‌টি অবরোধ করিয়া চলেন।

বিশ্বসিংহের মৃত্যুর পর তদীয় রাজ্য, তাঁহার দুইপুত্র নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজের মধ্যে বিভক্ত হয়। নরনারায়ণ স্বর্ণকোষী নদীর পশ্চিমতীরস্থ সমস্ত রাজ্য ও শুক্লধ্বজ উহার পূর্ব্বতীরস্থ অবশিষ্ট রাজ্য প্রাপ্ত হন। শুক্লধ্বজের অংশেই ব্রহ্মপুত্রের উভয়তীরস্থ ভূভাগ পড়ে, সুতরাং কামরূপও শুক্লধ্বজের অধিকারে পড়ে।

শুক্লধ্বজের পর তাঁহার পুত্র রঘুদেবনারায়ণ রাজা হন। তাঁহার পর তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পরীক্ষিৎ।

* আধুনিক বুরঞ্জীমতে ১৪৯০ শকে রত্নমালা রচিত হয়।

† কামরূপ অঞ্চলে কালাপাহাড় 'পোরাহুঠার,' 'পোরাকুঠার,' 'কালাযুঠান' বা কালযবন নামে বিখ্যাত।

কনিষ্ঠের নাম অজ্ঞাত। এই কনিষ্ঠ পুত্র জায়গীর স্বরূপে দরঙ্গ প্রদেশ প্রাপ্ত হন; ইহার বংশধরেরা আজিও আসামরাজগণের অধীনে ঐ প্রদেশ অধিকার করিতেছেন। পরীক্ষিৎ সমগ্র রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া গদাধর নদীতীরস্থ গিলাঝাড় নামক স্থানে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন। (এখানে গিলাগাছের মহাবন ছিল।) এখানে রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আজিও দেখা যায়। এই স্থানে তিনি ১৮টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ করান এবং তাহা হইতে প্রাসাদের নাম "আঠারোকোটা" হয়। ইহার সভায় নিত্য ৭০০ শত বেদ-পারগ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত উপস্থিত থাকিতেন এবং ঐ নগরেই তাঁহাদের আবাস ছিল। ইহার সময়েই ঢাকার মুসলমান-শাসনকর্ত্তা মোগলসম্রাটের প্রতিনিধিস্বে ইহার নিকট রাজস্ব চাহিয়া পাঠান ও আদায়ের জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকেন। পরীক্ষিৎ কিছু ভীত হইয়া মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ করিয়া আগ্রার সম্রাটের নিকট গমন করেন। সেখানে দরবারে সাদরে গৃহীত হন। ঢাকার নবাবের উপর আদেশ হইল যে, পরীক্ষিৎ যে পরিমাণ মুদ্রা রাজস্ব দিতে সক্ষম হইবেন, নবাব তাহাই লইতে বাধ্য হইবেন, কোন দ্বিরুক্তি করিবেন না। রাজা ফিরিয়া আসিয়া সরল মনে, নবাবের নিকট একবারে ২ কোটি টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। তাঁহার মন্ত্রী এই বিষয় অবগত হইয়া তাঁহাকে মুসলমানের অসঙ্গত অর্থ লোভের কথা জানাইলে, তিনি মহাভীত হইয়া পড়িলেন; শেষে পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, আর একবার সম্রাট্‌দরবারে গিয়া এই ভ্রম সংশোধন করিয়া আসিবেন। এবার মন্ত্রী সঙ্গে চলিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পথিমধ্যে পাটনায় (কাহারও মতে রাজমহলে) রাজা পরীক্ষিতের মৃত্যু হইল। এই সুযোগে ঢাকার নবাবসৈন্য প্রতিশ্রুত অর্থের অছিলায় রাজ্য অধিকার করিল। পরীক্ষিতের মন্ত্রী সম্রাট্‌দরবারে অনেক কষ্টে প্রবেশ করিয়া সমস্ত বিবরণ নিবেদন করায় সম্রাট্ তাঁহাকে কানুনগোপদে নিযুক্ত করিয়া পুরস্কার দিয়া বিদায় দিলেন। এই সময় এই রাজ্য চারিটি সরকারে বিভক্ত হয়—ব্রহ্মপুত্রের উত্তরে উত্তরকূল বা ঢেঁকিরি সরকার, দক্ষিণে দক্ষিণকূল সরকার, পশ্চিমে বাঙ্গালভূমি সরকার ও গুয়াহাটী লইয়া কামরূপ সরকার। পরীক্ষিতের ভ্রাতৃরাজ্য দরঙ্গ তাঁহারই রহিল এবং পরীক্ষিতের পুত্র চন্দ্রনারায়ণ একটি বিস্তৃত জমীদারী পাইলেন, এই জমীদারী আজিও তদ্বংশীয়গণের আছে। প্রাচীন মন্ত্রীও (নূতন কানুনগো) নিজের জন্য অনেকটা জমীদারী প্রাপ্ত হইলেন। এই ঘটনা প্রায় ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে ঘটে। একজন মুসলমান ফৌজদার নিযুক্ত হইয়া রাঙ্গামাটী নামক স্থানে বাস করিতে আরম্ভ করেন। তৎপরে যখন রাজা মানসিংহ বাঙ্গালা বেহারের নবাব হন, তখন এদেশের বিশেষ উন্নতি হয়। অরঙ্গজিবের সময়ে, মীরজুম্লা যখন বৃহৎ সৈন্যদল লইয়া আসাম জয় করিতে আসিয়াছিলেন, তৎপরে কামরূপরাজ্যের এই অংশ হইতে সরকার কামরূপ ও সরকার উত্তরকূল ও দক্ষিণকূলের কিয়দংশ আসাম রাজগণের অধিকৃত হয়। এই ঘটনার ৭৩ বৎসর পরে রাঙ্গামাটীর ফৌজদারী উঠাইয়া ঘোড়াঘাটে স্থাপিত হয়।

মীরজুম্লার আক্রমণের পর আসাম রাজগণ হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া নামে মাত্র রাঙ্গামাটীর ফৌজদারের অধীনতা স্বীকার করিয়া রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

নরনারায়ণ ও শুক্লধ্বজ এই উভয়ের মধ্যে রাজ্যবিভাগের কথা যাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা শুক্লধ্বজের জীবিতকালে হয় নাই। শুক্লধ্বজের মৃত্যুর পর নরনারায়ণ অপুত্রক থাকায়, শুক্লধ্বজের পুত্র রঘুদেব নারায়ণকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন; কিন্তু পোষ্যপুত্রগ্রহণের কিয়দ্দিন পরে তাঁহার একটি পুত্র হয়। রঘুদেব এই ঘটনায় ভবিষ্যতে রাজ্য-প্রাপ্তির আশায় নিরাশ হইয়া তলে তলে বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হইলেন। শেষে নরনারায়ণ সেই বিষয় জানিতে পারিলে, রঘুদেব পলাইয়া গিয়া পূর্ব্বাঞ্চলের শত্রুগণের সহিত মিলিত হইলেন এবং তাহাদিগের সৈন্য লইয়া জ্যেষ্ঠতাতের রাজ্য আক্রমণার্থ আসিয়া পঁহুছিলেন। নরনারায়ণও স্ব-রাজ্য রক্ষার্থ সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। স্বর্ণকোষী নদীর পূর্ব্বপারে রঘুদেব ও পশ্চিমপারে নরনারায়ণের ছাউনি হইল। নরনারায়ণ স্বয়ং অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন। রঘুদেব ভীত হইয়া সসৈন্যে পলাইয়া গেলেন। নরনারায়ণ আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "হায়! আমি রাজ্য দিবার জন্যই আসিয়াছিলাম, কিন্তু তাহাতো হইল না; অতএব এই নদীই উভয়ের রাজ্যসীমা হউক।" আধুনিক আসাম বুরঞ্জীমতে এই ঘটনা ১৫০৩ শকে ঘটে। রঘুদেবের রাজ্যের সীমা পশ্চিমে স্বর্ণকোষী ও পূর্ব্বে দিক্‌রাই আর নরনারায়ণের রাজ্যের সীমা পূর্ব্বে স্বর্ণকোষী ও পশ্চিমে করতোয়া। রঘুদেব গোয়ালপাড়া জেলার জোয়ারপরগণার মধ্যে আধুনিক গৌরীপুরনগরের ১০ মাইল দূরে গদাধর নদীর তীরে নগর স্থাপন করিলেন।

শুক্লধ্বজ যখন জীবিত ছিলেন, তখন কামাখ্যার মন্দির পুনর্নির্ম্মিত হয়। মন্দির সমাপ্ত হইতে ১০ বৎসর লাগে।

একজন হিন্দুস্থানী ইহা নির্ম্মাণ করে। মন্দিরের পূর্ব্বদ্বারের সম্মুখে পূর্ব্বোক্ত কেন্দুকলাই নামক পুরোহিতের ছিন্নমুণ্ড প্রতিমূর্ত্তি আছে। শুক্লধ্বজের জীবিতকালে, নরনারায়ণ একবার শনিগ্রস্ত হন। জ্যোতির্ব্বিদেরা গণিয়া এই কথা জানাইলে, নরনারায়ণ শুক্লধ্বজকে রাজ্যে প্রতিনিধি রাখিয়া নিজে তীর্থযাত্রা করেন। প্রায় এক বৎসর পরে তিনি ফিরিয়া আসেন। এই ভ্রমণের সময় আসামরাজের শ্বেত হস্তীর উপর তাঁহার লোভ হয়। শুক্লধ্বজ এই বিবরণ শুনিয়া ভ্রাতার তৃপ্তির জন্য আসামরাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া হস্তী কাড়িয়া আনিলেন। অনেকে বলেন, এই ঘটনা হইতেই তাঁহার নাম "শুক্লধ্বজ" হয়।

আধুনিক বুরঞ্জীমতে ১৫০৬ শকে নরনারায়ণের মৃত্যু হয়। ইহার পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ রাজা হইলেন। স্বর্ণকোষী হইতে মহানন্দা পর্য্যন্ত, এবং সরকার ঘোড়াঘাট ও ভোটানের দক্ষিণস্থ পার্ব্বত্যপ্রদেশ পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ ইহার রাজ্যের অন্তর্ভূত হয়। পশ্চিমোত্তর হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্বে এই রাজ্য ৯০ মাইল দীর্ঘ ও পূর্ব্বোত্তর হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমে ৬০ মাইল বিস্তৃত। উত্তর-পশ্চিমে কতকটা সীমান্তপ্রদেশ শিবসিংহের (পূর্ব্বোক্ত হীরা ও জীরার মধ্যে জীরার পুত্র শিবসিংহের) সন্তানগণকে প্রদান করা হয়। লক্ষ্মীনারায়ণের এই রাজ্যকে পূর্ব্ব হইতেই "বিহার" বলিত। শিব হীরা ও জীরার সহিত বিহার করিতেন বলিয়াই এই স্থানের ঐ নাম হয়; কিন্তু মগধদেশের বর্ত্তমান নাম বিহার (পাটনা) প্রদেশ হইতে এই বিহারের স্বতন্ত্রতা বুঝিবার জন্য ইহাকে "কোচবিহার" বলে।

আইন-ই-অকবরী পাঠে জানা যায় যে, লক্ষ্মীনারায়ণ অকবরের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ইহার সময়ে রাজ্যসীমা উত্তরে তিব্বত, দক্ষিণে ঘোড়াঘাট, পশ্চিমে ত্রিহুত ও পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র; পরিমাণফল দৈর্ঘ্যে প্রায় ২০০ শত ক্রোশ। ইহার ৪০০০ অশ্বারোহীসৈন্য, ২ লক্ষ পদাতি, ৭০০ শত হস্তী ও ১০০০ জাহাজ ছিল।—আইন-অকবরীতে আরও জানা যায় যে, লক্ষ্মীনারায়ণের পিতার নাম শুক্লগোস্বামী। শুক্লগোস্বামী রাজা ছিলেন না, ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বালগোস্বামী রাজা ছিলেন; বিবাহ না করায় তাঁহার পুত্রাদি হয় নাই। বালগোঁসাই অতি সুবিজ্ঞ রাজা ছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র পাটকুমারকে রাজ্যাধিকারী নির্ণয় করেন। শুক্লগোস্বামী আর এক বিবাহ করিলেন, সেই গর্ভে লক্ষ্মীনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। পাটকুমার বিদ্রোহী হইলেন। এই সময় মানসিংহ বাঙ্গালার নবাব। লক্ষ্মীনারায়ণ মানসিংহের নিকট সম্রাটের পরিচিত হইবার প্রার্থনা করেন; কিন্তু মানসিংহ তাহা উপেক্ষা করেন। মানসিংহ ইহার এক কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। বালগোঁসাই ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে একবার বাঙ্গালার নবাবের অধীনতা স্বীকার করিয়া দরবারে ৫৪টি হস্তীসহ বিস্তর উপঢৌকন দেন। লক্ষ্মীনারায়ণ ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে রাজত্ব করিতেন।

তাজক-ই-জাহাঁগিরী পাঠে জানা যায় যে, লক্ষ্মীনারায়ণ ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে গুজরাটের রাজসভায় ৫০০ খান মোহর নজর পাঠাইয়াছিলেন।

পাদশাহনামা পাঠে জানা যায় যে, জাহাঙ্গীরের সময়ে পরীক্ষিৎনারায়ণ কোচহাজো প্রদেশে, ও লক্ষ্মীনারায়ণ কোচবিহারে রাজত্ব করিতেন। পাদশাহনামা বলেন, লক্ষ্মীনারায়ণ পরীক্ষিতের পিতামহের সহোদর। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের ৮ম বৎসরে সুসঙ্গের রাজা রঘুনাথ পরীক্ষিতের বিরুদ্ধে দরবারে অভিযোগ করেন যে, তিনি তাঁহার পরিবারবর্গকে অবরোধ করিয়া রাখিয়াছেন। সেখ আলাউদ্দীন ফতেপুরী-ইসলাম খাঁ তখন বাঙ্গালার নবাব। তিনি মকরাম খাঁকে কোচহাজো জয় করিতে পাঠাইয়া দেন। লক্ষ্মীনারায়ণ মুসলমান পক্ষে যোগ দেন। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পরীক্ষিৎ আত্মসমর্পণ করেন। ইহার ভ্রাতা বলদেব আসামরাজ স্বর্গদেবের আশ্রয় লয়েন। তৎপরে পরীক্ষিৎ সম্রাটের আদেশানুসারে দিল্লীতে প্রেরিত হন ও মকরাম খাঁ হাজোর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন।

বলদেব আসামরাজের সহায়তায় হাজো উদ্ধারার্থ যত্ন করিতে লাগিলেন। আসামরাজ তাঁহাকে স্বীয় অধীনতা স্বীকার করাইয়া সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। মকরাম খাঁ এই সময়ে শাসনকর্তৃত্ব হইতে অপসৃত হওয়ায় আর একজন নূতন শাসনকর্ত্তার আগমনের অবসরে সুযোগ পাইয়া বলদেব দরঙ্গ অধিকার করিলেন। এই সময় এদেশে বাঙ্গালার নবাবের পক্ষ হইতে হাজোপ্রদেশে হাতী-খেদা রক্ষা করিবার জন্য পাইকেরা জায়গীর লইয়া বাস করিত। কাশিম খাঁ যখন বাঙ্গালায় নবাব, তখন তিনি অনেকদিন হাতীর আমদানী না পাইয়া হাতী-খেদার সর্দ্দারদিগকে উপস্থিত হইতে আদেশ দেন। সর্দ্দারেরা উপস্থিত হইলে নবাব তাহাদিগকে বন্দী করেন, তন্মধ্যে সন্তোষ লস্কর ও জয়রাম লস্কর নামক দুইজন সর্দ্দার পলাইয়া গিয়া আসামরাজ স্বর্গদেবের আশ্রয় লয়। তৎপরে যখন ইসলাম খাঁ নবাব হন, তখন পাণ্ডুর অত্যাচারী থানাদার শত্রুজিৎ বলদেবের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে হাজোর শাসনকর্ত্তা আবদাসসেলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে গোপনে পরামর্শ দেন।

বলদেব কোচ ও আসামী সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হন। ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে ইসলাম খাঁ, এই সংবাদ পাইয়া কয়েক-জন মনসবদারের সহিত ১০০০ অশ্বারোহী, ১০০০ বন্দুক-ধারী, ও ১০ খানি গ্রাব নামক নৌকা, ২০০ কোশা* নৌকা ও বহুসংখ্যক জলবা বা জলবাহ নামক নৌকা পাঠাইয়া দেন। শ্রীঘাট ও পাণ্ডুর নিকট মহাযুদ্ধ হয়। উভয়পক্ষে হতাহত হয়, কিন্তু যুদ্ধ শেষ হইল না। তৎপরে ইসলাম খাঁ আবার দ্বিগুণ সৈন্য পাঠাইলেন, কিন্তু ইতি মধ্যে পাইকেরা বলদেবের পক্ষ গ্রহণ করায় মুসলমান সেনায় রসদ বন্ধ হইয়া যায়। ইসলাম খাঁ সংবাদ পাইয়া রসদ পাঠাইলেন। রসদ পৌছিতে বিলম্ব হইল। এই অবসরে বলদেব সসৈন্যে শ্রীঘাট ও পাণ্ডু ত্যাগ করিয়া হাজোর অভিমুখে গমন করিলেন, এবং রাজ্য অবরোধ করিয়া রসদ প্রাপ্তির পথ রুদ্ধ করিলেন। আবদাসসেলাম স্বীয় ভ্রাতার সহিত (ইনিই প্রধান সেনাপতি হইয়া, ঢাকা হইতে আসিয়া ছিলেন) বিপক্ষ শিবিরে সন্ধির প্রস্তাব করিতে গমন করেন। কিন্তু তিনি সদলে বন্দী হইয়া আসামে প্রেরিত হন। তাঁহার ভ্রাতা সৈয়দ জৈন-উল-আবদীন বলপূর্ব্বক শত্রুশিবির হইতে বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু বিফল হইয়া সদলে নিহত হন। ইহার পর মীরজৈন-উদ্দীন আলী সেনাপতি হইলেন। মুহম্মদমান ইতিমধ্যে ব্রহ্মপুত্রের উত্তরকূলের রাজা চন্দ্রনারায়ণকে আক্রমণ করিলেন। চন্দ্রনারায়ণ ভীত হইয়া দক্ষিণকূলে পরগণা সোলমারীতে পলাইয়া গেলেন। সোলমারীর জমীদার চন্দ্রনারায়ণের ভয়ে মুসলমানের সহিত যোগ দিলেন। মুসলমানসেনা তৎপরে গুপ্তশত্রু শত্রুজিতের অনুসন্ধানে ধুবড়িতে উপস্থিত হইল।

এই শত্রুজিৎ রায় ভূষণার জমীদার (রাজা) মুকুন্দ-রায়ের পুত্র। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সময়, যখন সেখ আলা-উদ্দীন্ বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তখন তিনি এই মুকুন্দ-রায়ের অধীনে একদল সৈন্য পাঠাইয়া একবার হাজো প্রদেশ অধিকার করেন। মুকুন্দরায় যুদ্ধে জয়ী হইয়া পাণ্ডু ও গৌহাটীর থানাদার নিযুক্ত হন। এই সুযোগে আসামীদিগের সহিত তাঁহার সৌহার্দ্দ স্থাপিত হয়, এবং নিজে ভূষণার জমীদার বলিয়া আসাম ও কামরূপপ্রদেশের অনেকগুলি প্রধান ব্যক্তির সহিত বন্ধুতা করেন। সেখ আলাউদ্দীনের পর যে সকল নবাব হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ইহাকে দরবারে উপস্থিত হইবার জন্ত অনেক-বার আদেশ করিয়াছেন; কিন্তু ইনি কোনবারই উপস্থিত হন নাই বা নিয়মিত পেশকাস পাঠান নাই। নবাব ইস-লাম খাঁ বুঝিলেন যে, মুকুন্দরায় কোনকালেই দরবারে আসিবেন না, এজন্ত তাঁহার পুত্র শত্রুজিৎকে উপস্থিত হইবার জন্ত আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। শত্রুজিৎ আসি-লেন, দরবারে রীতিমত নবাবের বশুতা জানাইলেন। নবাব এই সময় হাজোর বিরুদ্ধে প্রথম সৈন্য প্রেরণ করিতেছিলেন। শত্রুজিৎকেও সেই সৈন্যদলের সহিত প্রেরণ করিলেন; কিন্তু শত্রুজিৎ আসামরাজ ও রাজা বলদেবের সহিত বন্ধুতা রাখিয়া গোপনে গোপনে তাহাদিগকে গূঢ় সংবাদ দিতে লাগিলেন এবং অন্যান্ত জমীদারগণকে তাঁহাদের সহিত যোগ দিতে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। যাহা হউক, নবাব-সৈন্য ধুবড়িতে পঁহুছিয়াই শত্রুজিৎকে বন্দী করিল, এবং জাহাঙ্গীর-নগরে পাঠাইয়া দিল। সেখানে বিচারে শত্রুজিতের প্রাণদণ্ড হইল।

আবদাসসেলাম বিনষ্ট হইলে, কোচ ও আসামীসেনা ১২০০০ পদাতি ও বহুসংখ্যক কোশা নৌকা লইয়া বনাশ নদী দিয়া ব্রহ্মপুত্রের তীরে যোগীঘোপা (যোগীগুহা) নামক পর্ব্বতে উপস্থিত হইল। এই পর্ব্বতের নিম্নে ব্রহ্মপুত্র-বিনাশ-সঙ্গম। আসামীরা যোগীঘোপায় একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া, নবাবসৈন্যের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। যোগীঘোপার দুর্গের ঠিক সম্মুখে ব্রহ্মপুত্রের অপরপারে হীরাপুর নামক স্থানেও ঐরূপ আর একটী দুর্গ নির্ম্মিত হইল। যোগীঘোপার দুর্গে ৩০০০ ও অবশিষ্ট ৯০০০ সৈন্য হীরাপুরের দুর্গে রহিল। নবাবসৈন্য ধুবড়ি ত্যাগ করিয়া খাঁপুর নদী দিয়া ব্রহ্মপুত্র পার হইল, এবং বন জঙ্গল কাটিয়া রাস্তা করিয়া যোগীঘোপার দিকে অগ্রসর হইল। নবাবসৈন্যের প্রধান সেনাপতি জৈন-উদ্দীন্আলী ও আল্লা ইয়ার নামক সেনানীর অধীনে ৩০০০ পাথরী বন্দুকধারী সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। ক্রমে পথিমধ্যে উভয়-দল সম্মুখীন হইল। আসামীরা প্রথম আক্রমণে ৬ ক্রোশ হটিয়া গেল। পরদিন নবাবসৈন্য যোগীঘোপার দুর্গ আক্র-মণ করিল। আবার ঠিক এই সময় জমান খাঁ দক্ষিণকূলের চন্দ্রনারায়ণকে ধ্বংশ করিয়া সসৈন্যে আসিয়া মিলিত হই-লেন, কাজেই বলদেব নূতন ও বর্দ্ধিত সৈন্যদলের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া, সসৈন্য দুর্গ ত্যাগ করিয়া চলিয়া

* এই সকল বৃহদাকার নৌকা তখন জলযুদ্ধে যুদ্ধ পোতের ন্যায় ব্যবহৃত হইত। কোশা নৌকার একটি মাস্তুল থাকে, ইহাতে অধিক সংখ্যক দাঁড় থাকিত। এই নৌকার সাহায্যে বড় বড় যুদ্ধ নৌকা (যাহা বৃহদাকার বলিয়া দাঁড়ে বাহিয়া লইয়া যাইতে পারিত না তাহাই) টানিয়া লইয়া যাইত।

গেলেন। দুর্গ অধিকার করিয়া নবাবসৈন্য চন্দনকোট যাত্রা করিল। পথিমধ্যে বুধনগরের জমীদার উত্তমনারায়ণের নিকট হইতে এক পত্রবাহক আসিয়া এক পত্র দিল যে, বলদেব বৃহৎসৈন্যদল লইয়া বুধনগর আক্রমণ করিয়াছেন, কিন্তু উত্তমনারায়ণ তাহাকে বাধা দিতে না পারিয়া ধোস্তাঘাটে নবাবসৈন্যের সহিত মিলিত হইবার আশায় সেইখানে গিয়াছেন। মুহম্মদ জমান খাঁ কতক সৈন্য লইয়া বলদেবের বিরুদ্ধে তৎক্ষণাৎ বুধনগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন, পথে উত্তমনারায়ণ মিলিলেন। নবাবসৈন্যের অবশিষ্ট চন্দনকোটে গেল। জমান খাঁ পোমারী নদী পার হইয়া বলদেবের একটি ক্ষুদ্র দুর্গ অধিকার করিয়া অগ্রসর হইলেন। বলদেব দেখিলেন, জমান খাঁ প্রায় আসিয়া পড়িয়াছেন, অমনি বুধনগর ত্যাগ করিয়া ছত্রী নামক স্থানে গমন করিলেন, এবং সেখানে পর্ব্বতের ধারে ধারে কয়েকটি দুর্গ করিয়া রহিলেন। জমান খাঁও কাজেই ফিরিয়া বিষ্ণুপুরের জঙ্গলে স্কন্ধাবার স্থাপন করিলেন, এবং বর্ষা অতীত হইলে বলদেবকে আক্রমণ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন। বলদেব ইতিমধ্যে বিষ্ণুপুরের দেড়ক্রোশ দূরে কালাপানি নদীতীরস্থ বিপক্ষের রক্ষিদল ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিলেন। পাণ্ডু ও শ্রীঘাট হইতে এই সময়, তাঁহারও নূতন সৈন্য আসিয়া পঁহুছিল। তিনি মধ্যে মধ্যে রাত্রিতে আক্রমণ করিয়া নবাবসৈন্যকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। বর্ষা কাটিল, আসামরাজের জামাতা আসিয়া বলদেবের সহিত যোগ দিলেন। তৎপরে ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে ৩১এ আগষ্ট রাত্রে বলদেব বিপক্ষদিগের দুইটি ক্ষুদ্র দুর্গ অধিকার করিলেন, কিন্তু পরদিন প্রাতে জমান খাঁ হঠাৎ কতকগুলি সৈন্য লইয়া বলদেবকে আক্রমণ করিলেন, এবং কতকাংশ তাঁহার সহিত সম্মুখ যুদ্ধে নিযুক্ত রাখিয়া, অবশিষ্ট কতকাংশ লইয়া বলদেবের রক্ষিত স্থান সকল আক্রমণ করিলেন। সে সকল স্থানে তখন তাদৃশ সৈন্য ছিল না, কাজেই একে একে বিপক্ষের হস্তে পতিত হইল। অনেক সেনাপতি মরিল, বহুসৈন্য ক্ষয় হইল; বন্দুক, কামান, অস্ত্র শস্ত্র অনেক গেল, কিন্তু বলদেব সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেন না দেখিয়া নবাবসৈন্য সেইদিনই রাত্রে বিষ্ণুপুর জঙ্গলে পলাইয়া গেল। তৎপরে নবেম্বর মাসে চন্দনকোট হইতে নূতন সৈন্য আসিয়া, তিনদিক্ হইতে বলদেবকে আক্রমণ করিল। তখনও বলদেবের বা আসামরাজের সৈন্য আসিয়া পড়ে নাই, কাজেই বিপক্ষের ভীষণ আক্রমণে বলদেবের অল্পসংখ্যক সৈন্য দাঁড়াইতে পারিল না, শীঘ্রই রণে ভঙ্গ দিয়া পলাইল। বলদেব নিজে দরঙ্গে পলায়ন করিলেন। আসামরাজের জামাতা বন্দী হইলেন। হতাবশিষ্ট সৈন্যদল শ্রীঘাট ও পাণ্ডুর দিকে পলাইল। এইস্থানে আসামরাজ সসৈন্যে রসদাদি লইয়া উপস্থিত ছিলেন। নবাবসৈন্য এইবার ইহাকে আক্রমণ করিতে আসিল। অক্রয় পাহাড়ী, শ্রীঘাট ও পাণ্ডুতে ভীষণ যুদ্ধ হইল, আসামরাজ পরাস্ত হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কোচহাজো প্রদেশ মুসলমানের অধিকারভুক্ত হইল। আসামপ্রান্তে কলঙ্গনদী ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে কাজলী দুর্গ মুসলমানেরা অধিকার করিয়াই ক্ষান্ত হইল। এদিকে একদল সৈন্য দরঙ্গে গিয়া বলদেবকে তাড়া করিল। বলদেব অবশেষে আসামে প্রবেশ করিয়া শিঙ্গি নামক স্থানে আশ্রয় লইলেন। শেষ দশায় দুইটি পুত্রের সহিত এইখানেই স্বর্গলাভ করেন। এই যুদ্ধেই কামরূপ সম্পূর্ণরূপে মুসলমানের অধীন হইল।

উপরিউক্ত ঘটনা পাদশাহনামা হইতে গৃহীত কিন্তু বুরঞ্জী বা মিঃ মার্টিনের গ্রন্থে বলদেবের নাম পাওয়া যায় না; পরীক্ষিৎ নারায়ণের চন্দ্রনারায়ণ * নামে পুত্রের কথাও কোন গ্রন্থে নাই।

নরনারায়ণের পর যে সকল রাজা কুচবিহারের রাজা হন, তাঁহাদের বিষয় কুচবিহারের ইতিহাসে লিখিত হইবে। [কুচবিহার দেখ।]

আসাম বুরঞ্জী হইতে জানা যায় যে—শুক্লধ্বজের পুত্র রঘুদেব রাজা হইয়া নগর সংস্কার ও হয়গ্রীব-মাধবের মন্দির নির্ম্মাণ করেন। ইহার পিতা আসামের আহম রাজগণকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া শাসনে রাখিয়াছিলেন; কিন্তু ইনি তাহা পারেন নাই, ইনি স্বর্গনারায়ণ প্রতাপসিংহ নামক আসামের আহমরাজকে মঙ্গলদই নামক নিজ কন্যা প্রদান করিয়া নিরাপদে রাজত্ব করেন। আধুনিক বুরঞ্জী মতে ১৫১৫ শকে রঘুদেব রাজা হইয়াছিলেন। রঘুদেব গদাধরতীরে যে নগর নির্ম্মাণ করেন, তাহার চলিত নাম গিলাঝাড় বা গিলাবিজয় (এই স্থানে গিলাগাছের বন যথেষ্ট ছিল।)

রঘুদেবের পুত্র পরীক্ষিৎনারায়ণের যে মন্ত্রী দিল্লীর বাদশাহের পক্ষে কানুনগো হইয়া আসেন, তাঁহার নাম কবীন্দ্র বড়ুয়া। রাঙ্গামাটীর বর্ত্তমান জমীদারেরা এই কবীন্দ্র বড়ুয়ার বংশধর।

পাটনায় পরীক্ষিতের মৃত্যু হইলে, তাঁহার রাজা

* পাদশাহনামা নামক পারসী ইতিহাসের মতে, রাজা চন্দ্রনারায়ণ পরীক্ষিতের পুত্র।

মুসলমানের হস্তগত হইল বটে, কিন্তু মানহানদীর পশ্চিম হইতে স্বর্ণকোষী নদীর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত প্রদেশে তাঁহার পুত্র বিজিতনারায়ণের অধীনে রহিল। ইনি মুসলমানের অধীনে করদ রাজা হইলেন। মানহানদীর পূর্ব্ব হইতে দিকরাই পর্য্যন্ত প্রদেশে পরীক্ষিতের ভ্রাতা বলিতনারায়ণও ঐরূপ করদ রাজা হইলেন। বিজনীর রাজারা এই বিজিতনারায়ণের ও দরঙ্গের রাজারা এই বলিতনারায়ণের সন্তান। সম্ভবতঃ বিজিতনারায়ণই বিজনীনগর স্থাপন করেন। ইহারা মুসলমান নবাবকে প্রথমে অর্থ দিয়া কর দিতেন, তৎপরে করস্বরূপে হাতী দিবার নিয়ম হয়, শেষে আবার ইংরাজ অধীনে অর্থ দিবার নিয়ম পুনঃ স্থাপিত হইয়াছে।

এই মুসলমান অধিকারে কামরূপের সমস্ত পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। দেশের আচার ব্যবহার, ভূমির বন্দোবস্ত, রাজ্যপ্রণালী বাঙ্গালাদেশের ন্যায় হইল।

বলিতনারায়ণ যে ভাগে রাজা হইলেন, কামতাপুরের রাজবংশ ধ্বংস হইলে, সেই স্থান এতদিন একপ্রকার অরাজক হইয়া পড়িয়াছিল। শেষে চণ্ডীবরাদি বাঙ্গালী ভূঁয়াগণ এদেশ কতকটা সুশাসিত করেন, কিন্তু তাহাও অধিকদিন রহিল না। মুসলমানেরা রাজ্য জয় করিয়া লুঠপাট করিত, সুতরাং তাহাদের সময়ে দেশে শান্তি স্থাপিত হওয়া দূরে থাক, আরও অশান্তি বাড়িয়া উঠিল। ভোট ও কাছাড়বাসীরা উভয় প্রান্তে মহা উপদ্রব করিত। যাহা হউক, বলিতনারায়ণ দরঙ্গনগরে রাজধানী করিয়া দেশ শাসনে মনোযোগী হইলেন, কিন্তু আসামরাজের উপদ্রব কমিল না। পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহ হইলে আসামরাজের সহিত তাঁহার মিত্রতা হয় *। স্বর্গনারায়ণ নূতন পত্নীর নামে নগর স্থাপন ও একটী নদীর নামকরণ করেন। বলিতনারায়ণের ধর্ম্মশীলতায় ও সদ্ব্যবহারে প্রীত হইয়া স্বর্গনারায়ণ ইহাকে ধর্ম্মনারায়ণ উপাধি দিলেন ও তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা গজনারায়ণকে বেলতলার রাজা করিলেন। বেলতলার রাজারা এই গজনারায়ণের বংশধর। আধুনিক বুরঞ্জীমতে ১৬৩৪ শকে বলিতনারায়ণ স্বর্গলাভ ও তৎপুত্র মহেন্দ্রনারায়ণ সিংহাসন লাভ করেন। মহেন্দ্রনারায়ণ ব্রাহ্মণদিগকে অনেক নিষ্কর ভূমি দান করেন। তিনি ১৯ বৎসরকাল নিরাপদে শান্তিতে রাজত্ব করিয়া ১৬৪৩ শকে পরলোক গমন করেন। তৎপরে তৎপুত্র চন্দ্রনারায়ণ রাজা হন। চন্দ্রনারায়ণের রাজ্যকাল ১৭ বৎসর, তৎপরে তৎপুত্র সূর্য্যনারায়ণ রাজা হন। ইহার সময় আধুনিক বুরঞ্জীমতে ১৬৮২ খৃষ্টাব্দে মঙ্গুর খাঁ নামক একজন মুসলমান সেনাপতি এই দেশ আক্রমণ করে। এ যুদ্ধে সূর্য্যনারায়ণ বন্দী হইয়া দিল্লীতে প্রেরিত হন। পথ হইতে সূর্য্যনারায়ণ কোনমতে পলাইয়া আসিলেন, কিন্তু লজ্জায় কোনমতে আর সিংহাসনে বসিলেন না। যে সময়ে সূর্য্যনারায়ণ বন্দী হন, তখন তাঁহার ভ্রাতা ইন্দ্রনারায়ণ পঞ্চমবর্ষ বয়স্ক। মন্ত্রীরা মিলিত হইয়া তাঁহাকেই রাজা করিলেন, কিন্তু মন্ত্রীগণের মধ্যে পরস্পর বিবাদ হওয়ায় আসামের আহোমরাজ কামরূপ পর্য্যন্ত অধিকার করেন; কিন্তু বলিতনারায়ণের বংশ একেবারে উচ্ছেদ না হওয়ায় তদ্বংশীয়েরা দরঙ্গের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন। তৎপরে ইন্দ্রনারায়ণের পর আদিত্যনারায়ণ সিংহাসনাধিরোহণ করেন। ইহার সময়ে রাজ্যের উত্তরসীমা গোঁসাই কমলের আলি, দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র, পূর্ব্বে ধনশিরী ও পশ্চিমে বড় নদী নিরূপিত হয়। ইহারই মধ্যে কিয়দংশ ভাগ করিয়া লইয়া আদিত্যের ভ্রাতা মধুনারায়ণ রাজা হন। আদিত্যের মৃত্যু হইলে ধ্বজনারায়ণ সিংহাসন লাভ করেন। ইহার সময়ে দরঙ্গরাজ্য সম্পূর্ণরূপে আহোমের অধীন হয়। সূর্য্যনারায়ণের ধীরনারায়ণ নামে এক পুত্র ছিলেন (১৭৪৪—আধুনিক বুরঞ্জী), তিনি ধ্বজনারায়ণকে বিনাশ করিয়া রাজ্যগ্রহণ করেন, কিন্তু তিন বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়া ডিমরুয়া অভিমুখে পলাইয়া গেলেন। তৎপরে মহৎনারায়ণ বিশেষ পরাক্রমী হওয়ায় দুই ভ্রাতায় একত্র রাজা হইলেন। দুর্ল্লভের প্রথমে ও তৎপরে মহতের মৃত্যু হয়। দুর্ল্লভের পুত্র হংসনারায়ণ রাজা হন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে কয়েক দিনের জন্য ধীরনারায়ণের পুত্র কীর্ত্তিনারায়ণ রাজা হন। তৎপরে (১৭৮৯ সনে) কীর্ত্তিনারায়ণের পুত্র রাজা হয়। ইহার সময় দরঙ্গ রাজদিগের পরাক্রম একবারে খর্ব্ব হয়।

বলিতনারায়ণের সময় হইতে ইন্দ্রনারায়ণের সময় পর্য্যন্ত ইহারাই কামরূপ শাসন করিতেন। মধ্যে মধ্যে মুসলমান আক্রমণেও এই বংশেরই প্রাধান্য ছিল। ইন্দ্রনারায়ণের সময়ে কামরূপে আহম অধিকার হয়, কিন্তু ধ্বজনারায়ণের সময়েই কামরূপের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়। তৎপরে

* পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, পরীক্ষিৎনারায়ণ আসামরাজের আক্রমণ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য স্বর্গনারায়ণকে মঙ্গলদই নাম্নী কন্যা প্রদান করেন। ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে, পরীক্ষিৎনারায়ণের রাজত্বকালেই বলিতনারায়ণ এ প্রদেশ শাসন করিতেন, পরে ভ্রাতার মৃত্যু হইলে তিনি স্বাধীন হন এবং মুসলমান শাসনকর্ত্তার নিকট হইতে নিজ রাজ্য পৃথক করিয়া লয়েন।

কীর্ত্তিনারায়ণের পুত্রের সময় হইতে দরঙ্গরাজ্যের নাম লোপ হয়।

বিজনীর রাজবংশের ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, মহারাজ বিশ্বসিংহের দুই পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ নরনারায়ণ ভূপ করতোয়া ও বিহারের মধ্যে এবং কনিষ্ঠ শুক্লধ্বজ ভূপ বিহার হইতে দিক্রাই পর্য্যন্ত স্থানে রাজা হন। শুক্লধ্বজের পুত্র রঘুদেবনারায়ণ। রঘুদেবের তিন পুত্র, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ পরীক্ষিৎনারায়ণ বিজনীর, মধ্যম বলিতনারায়ণ দরঙ্গের এবং কনিষ্ঠ গজনারায়ণ বেলতলার রাজা হন। পরীক্ষিৎনারায়ণ দিল্লীর সম্রাটের নিকট খেলাৎ প্রাপ্ত হন এবং দেশে ফিরিবার সময় পথে রাজমহলে স্বর্গলাভ করেন। ইঁহার সঙ্গে যে মন্ত্রী বা দেওয়ান ছিলেন, তিনি কামরূপের কানুনগো হন। পরীক্ষিতের চন্দ্রনারায়ণ নামক এক পুত্র ছিল। তাঁহারই বংশে বিজনীর রাজগণের উৎপত্তি।

কামরূপে মুসলমান অধিকার।—বক্তিয়ারের সহযোগী মিনহাজ-উদ্দীন্ তবকৎ-ই-নাসিরি নামে যে ইতিহাস লিখিয়াছেন তাহাতে লিখিত আছে যে, "লক্ষ্মণাবতী অধিকারের কয়েক বৎসর পরে (সম্ভবতঃ ৬০১ হিজিরায়) বক্তিয়ার তিব্বত ও তুর্কিস্থান জয় করিবার জন্য অগ্রসর হন। তিব্বত ও লক্ষ্মণাবতীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে তখন কোঁচ, মেছ ও তিহারু (বর্ত্তমান থারু) নামক তিনটি প্রধান জাতির বাস ছিল। কোঁচ ও মেছজাতির একজন সর্দ্দার (তবকৎ-ই-নাসিরিতে এই সর্দ্দারের নাম মেছজাতিয় "আলী" লিখিত আছে) বক্তিয়ারের হস্তে পরাজিত হন ও মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইনিই পথপ্রদর্শক হইয়া বক্তিয়ারকে সসৈন্যে বর্দ্ধনকোটের পথ দিয়া বাঘমতী নদীতীরে লইয়া যান। এইখান হইতে তিনি দশদিনে পার্ব্বত্য প্রদেশে ২০টিরও অধিক খিলানবিশিষ্ট একটি প্রস্তরসেতুর নিকট উপস্থিত হন। এই সেতুটিকে রক্ষা করিবার জন্য বক্তিয়ার একদল সৈন্য রাখিয়া অগ্রসর হইলেন। এই সেতু পার হইলে কামরূপের রায় একজন বিশ্বাসী লোক দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, 'এই সময়ে তিব্বত আক্রমণ করা যুক্তিযুক্ত নহে, বরং এখন ফিরিয়া গিয়া আরও সৈন্যসংগ্রহ করা উচিত। তৎপরে আমি স্বীকার করিতেছি যে, আগামী বৎসরে আমিও আমার সৈন্যদল লইয়া যাহাতে ঐ দেশ জয় হয়, তাহা করিব।' বক্তিয়ার কিন্তু এ প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন না। তৎপরে তাঁহারা ১৬শ দিনে তিব্বতে উপস্থিত হন। সেখানে যুদ্ধাদির পর তাঁহার সৈন্যমধ্যে কি গোলমাল হওয়ায় তিনি ফিরিতে বাধ্য হইলেন। যে পথ দিয়া ফিরিলেন তাহা কামরূপের ও তিব্বতের মধ্যে ত্রিশটি গিরিবর্ত্মের একতম। তৎপরে ১৫ দিন অনাহারে অবিশ্রান্ত চলিয়া তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত সেতুর নিকট আসিয়া দেখিলেন যে, তাহার দুইটি খিলান ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। যে সৈন্যদল সেতুরক্ষায় নিযুক্ত ছিল, তাহাদের দুইজন নায়কের মধ্যে মনোবিবাদ ঘটায় তাহারা আসল কার্য্যে অবহেলা করিয়া চলিয়া যাওয়ায়, কামরূপের হিন্দুরা ঐ সেতু ভাঙ্গিয়া দিয়া যায়। পারের উপায় না থাকায় বক্তিয়ার সসৈন্যে একটি দেবমন্দিরে আশ্রয় লয়েন এবং ভেলা বাঁধিয়া পার হইবার জন্য কাষ্ঠাদি সংগ্রহে চেষ্টা পান। কামরূপের রায় এ সংবাদ পাইয়া সসৈন্যে আসিয়া মন্দিরের চতুর্দ্দিকে তীক্ষ্মমুখ বংশ দণ্ড পুঁতিয়া ও তাহাতে বাখারি বিনাইয়া মুসলমান সৈন্যের নির্গমপথ রোধ করিতে প্রয়াস পান। বক্তিয়ার সমূহ বিপদ্ দেখিয়া একদিক্ ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া একেবারে নদীতীরে উপনীত হন। কামরূপসৈন্য পশ্চাদনুসরণ করিল। প্রত্যেকেই তখন প্রাণভয়ে ঘোড়া সমেত নদীতে পড়িয়া পার হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু নদীর মধ্যস্থলে আসিয়া প্রায় সকলে ডুবিয়া গেল, কেবল বক্তিয়ার ও আর কয়েক জন মাত্র অপরপারে প্রাণটুকু মাত্র লইয়া অতিকষ্টে উত্তীর্ণ হইলেন। পূর্ব্বোক্ত কোঁচসর্দ্দার আলী আসিয়া ইঁহাদিগকে লইয়া দিনাজপুরের দেবকোটে পঁহুছাইয়া দেন।" বাঙ্গালার আসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকার ২০ খণ্ডের ২৯১ পৃষ্ঠায় ড্যাল্টন সাহেবের অঙ্কিত সিল-হাকো নামক সেতুর বর্ণনা আছে—এই সেতু পশ্চিম কামরূপে গৌহাটী পঁহুছিবার একটি প্রাচীন উচ্চ রাস্তার মধ্যে অবস্থিত। সম্ভবতঃ এই সেতু দিয়াই বক্তিয়ার খিলিজী (মতান্তরে বক্তিয়ারের পুত্র মুহম্মদ খিলিজী) তাতার-অশ্বারোহী লইয়া গৌহাটীর মধ্যে প্রবেশ করেন; কারণ ইহা গৌহাটীর উত্তর-পশ্চিমপ্রান্তের পর্ব্বতমালার অতি নিকটে অবস্থিত। এই পর্ব্বতের উপরে এখনও নগর প্রবেশপথের এবং পথরক্ষণোপযোগী বহির্দুর্গের ভগ্নাবশেষাদি দেখা যায়; কিন্তু এই সিলহাকোর সেতু যে বক্তিয়ার খিলিজীর তিব্বতপথের বৃহৎ প্রস্তরসেতু নহে, তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে।

তৎপরে গৌড়ের নবাব সুলতান গয়াসুদ্দীন (১২১১-১৭ খৃষ্টাব্দে) এই দেশ জয় করিতে আসেন। কামরূপ হইতে সদীয়া নামক স্থান পর্য্যন্ত তিনি জয় করেন এবং কর আদায় করেন, কিন্তু সদীয়ার পূর্ব্বদিকে আসিয়া

তিনি পরাস্ত হন। ১২৫৭-৫৮ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের সেনাপতি মলক য়ুজবেক কামরূপ আক্রমণ করিতে আসেন এবং এ প্রদেশে একটি মস্জিদ নির্ম্মাণ করেন; কিন্তু যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলেন না। বর্ষায় দেশময় জল বাড়িয়া উঠায় তাঁহার যথেষ্ট সৈন্যহানি ঘটে। শেষে তিনি মহা দুরবস্থায় পড়িয়া গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তৎপরে ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে গৌড়ের নবাব তুগ্রল খাঁ স্বয়ং কামরূপ জয় করিতে আসেন। তিনি কামরূপরাজের হস্তে বন্দী ও নিহত হন। এ সময় কামরূপে কে রাজা ছিলেন তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য। কামরূপ জেলায় "বৈদরগড়" নামে একটি গড় আছে। প্রবাদ আছে, ১২০৪ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৫৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যে একজন মুসলমান সেনাপতি কামরূপ আক্রমণ করিতে আসে, তাহার হস্ত হইতে দেশ রক্ষা করিবার জন্য ফেঙ্গুয়া (বৈদরগড়-স্থাপয়িতার কথা পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে) নামক রাজা এই গড় নির্ম্মাণ করেন। ইহার পর কিছুদিন মুসলমানেরা আর এদেশে আসে নাই। একেবারে রাজা নীলাম্বরের সময় গৌড়ের নবাব হোসেন শাহ (১৪৯৪—১৫০৬ খৃষ্টাব্দ) ১২ বৎসর অবরোধের পর কামরূপ অধিকার করেন। হোসেন শাহ কামতাপুর জয় করিয়া স্বীয় পুত্র নসরৎ শাহকে প্রতিনিধি রাখিয়া বাঙ্গালায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। নসরৎ শাহ কোচবিহারের রাজবংশের আদিপুরুষ, বিশ্বসিংহের হস্তে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করেন। তৎপরে যখন কামরূপের সৌমার খণ্ডে (বর্ত্তমান আসাম) চুহুমুঙ্গ বা স্বর্গনারায়ণ রাজা (১৪৯৭-১৫৩৯ খৃষ্টাব্দ) তখন তুরবক নামে একজন পাঠান সেনাপতি কামরূপের অন্তর্গত উজাইদেশ আক্রমণ করে। আসামের অন্তর্গত কলিয়াবর নামক স্থানে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে তুরবক জয়লাভ করেন; কিন্তু স্বর্গনারায়ণের প্রধান মন্ত্রী কনচেঙ্গ তুরবকের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন এবং তাঁহাকে পরাজিত করিয়া করতোয়ার অপর পারে তাড়াইয়া দিয়া আসেন। * তৎপরে বিশ্বসিংহের পুত্র নরনারায়ণের সময়ে কালাপাহাড় কামরূপে গৌহাটী পর্য্যন্ত আসিয়া অনেক দেবালয় নষ্ট করিয়া যায়। পরীক্ষিৎনারায়ণের মৃত্যুর পর ঢাকার নবাব কামরূপের অন্তর্গত হাজো প্রদেশ (পরীক্ষিতের রাজ্য) অধিকার করেন। মুসলমান সেনাপতি মকরম খাঁ রাঙ্গামাটীতে থাকিয়া এপ্রদেশ শাসন করিতে লাগিলেন। তৎপরে বড়দেনীলক্ষী নামে একজন রাঙ্গামাটীতে আগমন করেন। তৎপরে সৈয়দ আবাবকর নামক একজন আসাম জয় করিতে আসে। তেজপুরের নিকট ভরলীতে যুদ্ধ হয়, যুদ্ধে আবাবকর মারা পড়ে। এই সময় কামরূপের অধিকাংশ আহোমরাজগণের অধিকৃত, কতকাংশ রাঙ্গামাটীর মুসলমান শাসনকর্ত্তার অধিকৃত ও কতকাংশ দরঙ্গরাজের অধীন ছিল। কিয়দ্দিবস পরে মির্জ্জাবাদ নামে একজন রাঙ্গামাটীস্থ শাসনকর্ত্তা আহমরাজগণের হস্ত হইতে গৌহাটী কাড়িয়া লইবার যত্ন করেন; কিন্তু তাহা ঘটিয়া উঠে নাই। শেষে তৎপরবর্ত্তী বাবারাম বেগ তাহাতে কৃতকার্য্য হন। তৎপরে একে একে মির্জ্জা রমণা খাঁ, আবদুল ইসলাম (আবদস্সেলাম?) শাহ, ইসলাম খাঁ, সেখ বয়রাম খাঁ, সেখ সমস্তি খাঁ, মকদুম ইসলাম খাঁ ও মহিউদ্দীন রাঙ্গামাটীর শাসনকর্ত্তা হন। ইতিমধ্যে মোমাইতামুলী বড় বড়ুয়া নামক একজন আসামী সেনাপতি একবার অত্যল্পদিনের জন্য গৌহাটী উদ্ধার করেন; কিন্তু আবার ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তৎপরে মির্জ্জা জৈনউল্-আবদীন, ইস্পঞ্জর খাঁ, নবাব নুরুল্লা, আনোয়ার খাঁ, মির্জ্জা হোসেন খাঁ, জারিমিঞা, সৈয়দহোসেন, সৈয়দ কুতুব, নাথুল্লা, প্রভৃতি কয়েকজনে মোট ২৬ বৎসরকাল কামরূপ শাসন করেন। এই সকল শাসনকর্ত্তাদিগের মধ্যে কেহ কেহ হাজোতে, কেহ কেহ রাঙ্গামাটীতে, কেহ বা গৌহাটীতে থাকিতেন। শেষে এই সময় সমস্ত কামরূপ জেলাই একপ্রকার মুসলমানের অধীনে ছিল। বিজনীরাজ ও গোয়ালপাড়াজেলা মুসলমানের অধীনে ছিল; কেবল দরঙ্গরাজ স্বাধীন ছিলেন বটে, কিন্তু মুসলমানের প্রভুত্ব স্বীকার করিতেন। ১৬৫৪ খৃষ্টাব্দে জয়ধ্বজ সিংহ বা চুতামলা রঙ্গপুরে আহম-সিংহাসনে রাজা হন। ইহার একজন সেনাপতি গৌহাটী অধিকার করেন। ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে মীরজুম্লা কুচবিহার জয় করিতে আসেন। গৌহাটীর পূর্ব্বে উজাই গড়গাঁও পর্য্যন্ত মীরজুম্লার অধিকার হয়। তৎপরে মীরজুম্লা স্বয়ং পীড়িত

* ইতিপূর্ব্বে এই প্রবন্ধের একস্থলে ও কামতাপুরের বিবরণে লিখিত হইয়াছে যে, নসরৎশাহের হস্ত হইতে বিশ্বসিংহ কামতাপুর বা কামরূপ রাজ্য উদ্ধার করেন আর এস্থলে দেখা যাইতেছে যে, আহোমরাজ স্বর্গনারায়ণের মন্ত্রী কনচেঙ্গ করতোয়া পর্য্যন্ত তুরবকের অনুসরণ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে তুরবক নামক কোন পাঠান সেনাপতির কামরূপ জয়ের কথা ভারতবর্ষের বা বাঙ্গালার অপর কোন ইতিহাসে দেখা যায় না। এই বিষয়ে পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয় যে তুরবকের কামরূপ আক্রমণের কথা প্রবাদ মাত্র; কারণ বিশ্বসিংহ কুচবিহারে ও কামতাপুরে বর্ত্তমান থাকিতে তুরবকের অনুসরণে কনচেঙ্গ কেন আসিবেন?

ও তাঁহার সৈন্য মধ্যে বিদ্রোহের সূচনা হওয়ায় রাজা জয়ধ্বজ সিংহের সহিত সন্ধি করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন। মাজুম খাঁ অধিকৃত প্রদেশে শাসনকর্ত্তা রহিলেন। তৎপরে মসিদ খাঁ, সৈয়াদ পিরোজ খাঁ এদেশের শাসনকর্ত্তা হন। আহমরাজ চক্রধ্বজ সিংহের নিকট রাজস্ব আদায়ের জন্য দূত আসিলে তিনি তাহাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দেন এবং গৌহাটী পর্য্যন্ত স্থান অধিকার করেন। দিল্লীশ্বর ক্রুদ্ধ হইয়া ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে রাজা রামসিংহকে প্রেরণ করেন। রাম সিংহ আসিয়া গৌহাটী অধিকার করিয়া উত্তর অভিমুখে অগ্রসর হইলে এই সময় কামরূপের সীমান্ত স্থানে বড়ফুকন উপাধিধারী একজন শাসনকর্ত্তা থাকিতেন। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে স্বর্গনারায়ণ এই পদের সৃষ্টি করেন। ইনি সীমান্ত স্থানে থাকিয়া আহম রাজ্যে বিদেশীয় আক্রমণ নিবারণ করিতেন। রাজা চক্রধ্বজের সময় যিনি বড়ফুকন ছিলেন। তিনি পূর্ব্বোক্ত মোমাইতামুলী ফুকনের পুত্র, নাম লাছিত। লাছিত বড়ফুকন রাজা রাম সিংহকে গর্ব্বিত বচনে কহিয়া পাঠাইলেন যে, মীরজুম্‌লা ১৬৬২ খৃষ্টাব্দে রণে পরাস্ত হইয়া আহমরাজের সহিত সন্ধি করিয়া গিয়াছেন। আহমরাজ এখন দিল্লীর সম্রাটের অধীনস্থ নহেন এবং তাহাকে রাজস্ব দিতেও প্রস্তুত নহেন। লাছিত বড়ফুকনের সদর্পবাক্য শ্রবণ করিয়া মুসলমান সেনারা যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কামরূপে এই ১৬৬৮ খৃষ্টাব্দে অরঙ্গজেবের সেনার সহিত কামরূপ শাসনকর্ত্তা লাছিত বড়ফুকনের সারাঘাট নামক স্থানে ঘোরতর সংগ্রাম হয়। এই সংগ্রামে মুসলমানসৈন্য পরাভূত হইয়া পলায়ন করে এবং আহমসৈন্যেরা মানহা নদী পর্য্যন্ত উহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। এই মানহা নদী এই সময় হইতে আহমরাজ্যের পশ্চিম সীমা বলিয়া নির্দ্ধারিত হয় এবং আহমরাজ নদীতীরে হাদীরাত নামক স্থানে একদল সৈন্য রাখিয়া দিলেন। ১৬০১ শকে অর্থাৎ ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে দিল্লী হইতে আবার সৈন্য আসিলে তখনকার গৌহাটীর আহম-শাসনকর্ত্তা ভীতস্বভাব শোলা বড়ফুকন কলিয়াবর পর্য্যন্ত দেশ মুসলমানহস্তে দিয়া সন্ধি করিলেন। তৎপরে ১৬০৪ শকে সন্দিকি বড়ফুকন নিরুপদ্রবে গৌহাটী উদ্ধার করিলেন। তৎপর বৎসর মঞ্জুর খাঁ নামক একজন নবাব যুদ্ধে আসিলে গৌহাটীর নিকট শুক্রেশ্বরের ইটখোলায় এক ভয়ানক যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে মুসলমানেরা পরাস্ত হইয়া রাজামাটী, হাজো, গৌহাটী এমন কি কামরূপের সীমা ছাড়িয়া পলাইতে বাধ্য হয়। কামরূপ সম্পূর্ণরূপে আহমরাজের অধিকারভুক্ত হইল। তৎপরে দিল্লীর বাদশাহগণ হীনপ্রভ এবং বাঙ্গালায় ইংরাজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি সুদূর য়ুরোপবাসী বিভিন্ন লোকের উপদ্রব বৃদ্ধি হওয়ায় তথাকার নবাবেরাও কামরূপের বিষয় কিছুই ভাবিতে সময় বা অবকাশ পান নাই, সুতরাং আহমরাজেরা নিরুপদ্রবে কামরূপ ভোগ করিতে লাগিলেন। শোলা বড়ফুকন যে সন্ধিপত্র লিখিয়া দেন, সেই পত্রে কামরূপরাজ্যের নাম লিখিত ছিল। সেই সন্ধিপত্র আহমরাজ অগ্রাহ্য করিলে কামরূপরাজ্যের নাম লোপ পায় এবং আসামের অন্তর্গত প্রদেশ বলিয়া কীর্ত্তিত হইতে থাকে।

কামরূপে আহম বা ইন্দ্রবংশের অধিকার।—নিজ আসাম দেশের রাজা আহম নামে কথিত। অনেকেই অনুমান করেন যে, তাঁহারা শান-বংশীয় লোক; ইহারা আসামের পূর্ব্ববর্ত্তী পর্ব্বতমালা অতিক্রম করিয়া খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ব্রহ্ম ও শ্যামদেশ হইতে সৌমারপীঠে রাজত্ব করিতে আসেন। আসামের রাজ্য স্থাপনের পর এই দেশে তাঁহাদের সমকক্ষ কেহ নাই বলিয়া অসম নামে অভিহিত হন। কালক্রমে স স্থানে হ হইয়া অহম বা আহম নাম হয়। তাঁহাদিগের নাম অনুসারে এই দেশের নাম অসম হইয়া এখন আসামে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বকালে তাঁহারা অহিন্দু ও চোমদেও নামক দেবতার উপাসক ছিলেন। এই দেশে রাজত্ব স্থাপনের কিছুকালের পর তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ ও আপনাদিগকে স্বর্গের রাজা ইন্দ্রের বংশোদ্ভব বলিয়া বিখ্যাত করেন। যোগিনীতন্ত্রে ইহারা ইন্দ্রবংশোদ্ভব 'সৌমার' নামে অভিহিত, তাহা ইতিপূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।

শকাব্দ ১১৫১, ইং ১২২৯ খৃষ্টাব্দে চুকাফা নামক একজন প্রতাপশালী লোক সসৈন্যে পূর্ব্বদিক হইতে আসিয়া আদিম নিবাসী ছুটিয়া ও বরাহী জাতিকে পরাজয়পূর্ব্বক আসামের পূর্ব্বভাগে রাজ্যস্থাপন করেন। ইহার পরে ইহার পুত্রাদি ক্রমে ১২ জন রাজা হন। তাঁহাদিগের নাম চুতেওফা, চুবিন্‌ফা, চুখাম্‌ফা, চুখ্রাংফা, চুতুফা, তাওখামথি, চুতাংফা, চুজাংফা, চুফকফা, চুচেন্‌ফা, চুহেন্‌ফা ও চুপিম্‌ফা। ইহারা আপনাপন রাজ্যবিস্তার ও তজ্জন্য কোন কোন আদিমনিবাসী জাতির সহিত যুদ্ধ ব্যতীত লিখিবার যোগ্য কোন কার্য্য করেন নাই। পরে ১৪১৯ শকে চুহংমুং রাজা হইয়া হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন ও স্বর্গনারায়ণ নামে খ্যাত হন। ইনিও কোন কীর্ত্তি রাখিয়া যান নাই। ইহার পরে ইহার পুত্র ও পৌত্র রাজা হন। ইহারাও লিখিবার যোগ্য কোন কার্য্য করেন নাই। তৎপরে ১৫৩৩ শকে চুচেংফা রাজা হইয়া

হিন্দুমতে বুদ্ধি স্বর্গনারায়ণ বা প্রতাপ সিংহ নামে অভিহিত হন। ইনিই এদেশে দুর্গোৎসব এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত করেন। ইহার রাজত্বকালে, ১৫৪৯ শকে, কামরূপের শাসনকর্তা সৈয়দ বাবাকর আসাম আক্রমণ করায় যুদ্ধ হয়, তাহাতে সৈয়দ নিহত হন ও গৌহাটী আসামরাজের হস্তগত হয়। ইনি বিস্তর পথ-ঘাটাদি প্রস্তুত করিয়া আসামের উন্নতি সাধন করেন। দেবমন্দির ও ব্রাহ্মণের প্রতিপালনার্থ ভূমিদান করিবার প্রথা ইহারই রাজত্বকালে প্রবর্ত্তিত হয়। ইহার মৃত্যুর পর ইহার জ্যেষ্ঠ, তৎপর কনিষ্ঠ পুত্র সিংহাসনারোহণ করেন, কিন্তু তাঁহারা উভয়েই অত্যন্ত উপদ্রবী ছিলেন, তজ্জন্য মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হন। ইহার পর চুতামলা বা জয়ধ্বজ সিংহ রাজা হন। ইনি একজন পরাক্রমী রাজা ছিলেন ও আসামের বহু উন্নতি সাধন করেন। ১৫৭৭ শকে মীরজুমলা ও মজুম খাঁ এই দুইজন মুসলমান সৈন্যাধ্যক্ষ আসাম আক্রমণ করেন। আসামরাজ পরাস্ত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হন। ইহার মরণান্তর চুপংমুং বা চক্রধ্বজ সিংহ রাজা হন। ইনি সন্ধির নিয়ম অনুসারে অরঙ্গজেব বাদশাহের প্রাপ্য কর দানে ত্রুটি ও বাদশাহের দূতকে অবমাননা করায় বাদশাহের আজ্ঞানুসারে রাজা রাম সিংহ আসাম আক্রমণ করেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন, তাহাতে কামরূপ পুনরায় আসামরাজের হস্তগত হয়। আসামের রাজধানী উপর আসামে ছিল, সেখান হইতে দুরস্থ কামরূপের শাসন-কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হওয়া সুকঠিন, তাই রাজা গৌহাটীতে একজন বড়ফুকন অর্থাৎ রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। তাঁহার দেবপদর বরচরা বা মন্ত্রণাগারের চিহ্ন অদ্যাপি আছে। ইহার পর তাঁহার ভ্রাতা চুন্যৎফা বা উদয়াদিত্য রাজা হন, ও তাঁহার মরণান্তে তদ্‌ভ্রাতা চুক্রম্ফা বা রামধ্বজ সিংহ সিংহাসনারোহণ করেন। ইহার পরে যে চারিজন রাজা হন, তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম বা হিন্দু-নাম গ্রহণ করেন নাই। ইহাদিগের শেষ রাজা চুতৈফা ১৬০১ শকে কামরূপপ্রদেশ মুসলমানদিগকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। তাঁহার মরণানন্তর চুলিক্‌ফা বা লরারাজা রাজ্য প্রাপ্ত হন। মন্ত্রিগণ ইহাকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া চামুণ্ডরীয়বংশীয় চুপাৎফা বা গদাধর সিংহকে অভিষেক করেন। ইনি হিন্দু ছিলেন না, হিন্দু ও হিন্দুধর্ম্ম উভয়কেই ঘৃণা করিতেন, ব্রাহ্মণদিগের উপর তাঁহার বিজাতীয় বিদ্বেষ ছিল ও ব্রাহ্মণদিগের অনেকেই নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি বলবান্ ও বৃহৎকায় পুরুষ ছিলেন। মদ্যমাংস বিনা থাকিতে পারিতেন না; ভেক ও গো-মাংস তাঁহার প্রিয় খাদ্য ছিল। তিনি বলিতেন যে, হিন্দু-ধর্ম্মই আহম বংশের পতনের কারণ হইবে। তিনি হিন্দু-ধর্ম্ম মানিতেন না, কাজেই কোন হিন্দু-দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন নাই; কিন্তু গৌহাটীর নিকট ব্রহ্মপুত্রমধ্যস্থিত ভস্মাচল পর্ব্বতে উমানন্দ-শিবের মন্দির তাঁহারই রাজত্বকালে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা অদ্যাপি আছে। তাঁহার রাজত্বকালে ১৬০৫ শকে পুনরায় মুসলমানেরা আসাম আক্রমণ করে, কিন্তু যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া কামরূপ-প্রদেশ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয় ও আসামরাজ পুনর্ব্বার গৌহাটীতে কামরূপের রাজধানী স্থাপনপূর্ব্বক একজন বড়ফুকন প্রেরণ করেন। তাঁহার মরণান্তে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র চুখ্রংফা বা রুদ্রনাথ সিংহ রাজা হন। ইহার পিতা যেমন হিন্দু ও হিন্দু-ধর্ম্মবিদ্বেষী ছিলেন, ইনি তেমনই হিন্দু-ধর্ম্ম-পরায়ণ ও ব্রাহ্মণভক্ত হইলেন। ইনি অনেক ব্রাহ্মণকে ভূমি-দান ও দেবমন্দির স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। শিবসাগরের অন্তর্গত নামডাং নদীর উপর যে বৃহৎ ও সুদৃঢ় প্রস্তরময় সেতু বিদ্যমান আছে ও যাহার উপর অনেক হস্তী, অশ্ব ও লোক গমনাগমন করিতেছে, তাহা ইহারই আদেশানুসারে নির্ম্মিত। তদ্ভিন্ন ইহার স্থাপিত অনেক দেবমন্দিরও বর্ত্তমান আছে। ইনিই বাঙ্গালা দেশ হইতে গায়ক ও বাদ্যকর আনাইয়া এদেশে বাঙ্গালা গান-বাদ্যের প্রচলন করেন। ইনি গঙ্গানদীকে নিজ দেশান্তর্গত করিবার অভিপ্রায়ে বঙ্গদেশ আক্রমণার্থ সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রাপূর্ব্বক গৌহাটীতে উপস্থিত হন, কিন্তু দুর্দৈববশতঃ উক্ত স্থানে রোগাক্রান্ত হইয়া কালের করাল কবলে নিপতিত হওয়ায় তাঁহার অভিলাষ সিদ্ধ হইল না। তৎপুত্র শিবনাথ সিংহ বা চুতনফা তাঁহার সিংহাসনাধিকার-প্রাপ্ত হন। আসামদেশে যে সমস্ত দেবোত্তর, ব্রহ্মোত্তর, পীরোত্তর বা অন্য প্রকার নিষ্কর ভূমি আছে, তাহার অধিকাংশ ইহারই প্রদত্ত। ইহার পট্টমহিষী ফুলেশ্বরী বা প্রমথেশ্বরীর আদেশানুসারে গৌরীসাগর নামক বৃহৎ পুষ্করিণী নির্ম্মিত হইয়া তাহার পারে এক শিবমন্দির স্থাপিত হয়। ইহার মৃত্যু হওয়াতে মহারাজা ইহার ভগিনী দ্রৌপদী বা অম্বিকাকে বিবাহ করিয়া পট্ট মহিষী অভিষেক করেন। ইনি তাঁহার জ্যেষ্ঠার আদেশে শিবসাগর জিলার দিখু-নদীর উত্তরপারে কিঞ্চিদধিক একশত পুরা (চারিশত বিঘা) ভূমিতে শিবসাগর নামক এক পুষ্করিণী খনন করাইয়া তাহার তীরে শিব, দুর্গা ও বিষ্ণুর তিনটি বৃহৎ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবসেবার জন্য অনেক ভূমি দান করেন। উক্ত মন্দিরত্রয় ও পুষ্করিণী বর্ত্তমান আছে এবং ঐ পুষ্করিণীর নামানুসারে ঐ প্রদেশের নাম শিবসাগর হইয়াছে ও তাহার

পারেই এখনকার সমুদায় রাজ-কার্য্যালয় ও ইংরাজ রাজ-কর্ম্মচারীদিগের নিবাস-গৃহ স্থাপিত হইয়াছে। রাজা শিবনাথ সিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা প্রমত্তসিংহ বা চুচেন্‌ফা সিংহাসনাধিকার করেন। শিবসাগর জিলার অন্তর্গত দিখু-নদীর দক্ষিণপারে যে রংঘর (রঙ্গশালা) নামক দ্বিতল অট্টালিকা বিদ্যমান আছে, তাহা ইঁহার নির্ম্মিত। তিনি হস্তী, ব্যাঘ্র ও মহিষ প্রভৃতি পশুদিগের যুদ্ধসন্দর্শনার্থ ঐ রংঘর নির্ম্মাণ করান। ইঁহার ভ্রাতা চুরম্ফা বা রাজেশ্বর সিংহ ইঁহার পর সিংহাসনাধিরূঢ় হন, ও তদানীন্তন রাজপ্রাসাদের পরিবর্ত্তে শিবসাগরের দিখু-নদীর উত্তরপারে "গরগাওঁ" নামক বৃহৎ ও ত্রিতল রাজপ্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। কিয়ৎকাল তথায় বাস করণানন্তর অসন্তুষ্ট হইয়া উক্ত নদীর অপর পারে পূর্ব্বোক্ত রংঘরের নিকট অতি বৃহৎ ও সপ্ততল একটি রাজবাটী নির্ম্মাণ করাইয়া রংপুরনামে অভিহিত করেন। তন্নিকটে যে শিবসাগরের ন্যায় বৃহৎ "জয়সাগর" নামক পুষ্করিণী আছে, তাহা ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত ও তীরস্থ শিবমন্দিরও ইনিই স্থাপন করেন। তৎকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত অপরাপর শিবমন্দিরের মধ্যে দেবরগ্রাম নামক স্থানের বৃহৎ মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। ইঁহার মৃত্যুর পর ইঁহার ভ্রাতা চন্দ্রেওফা বা লক্ষ্মীনাথ সিংহ অভিষিক্ত হন। ইনিও কতিপয় দেবমন্দির স্থাপিত করেন, তন্মধ্যে কামরূপের অন্তর্গত মণিপর্ব্বতে অশ্বক্রান্তের দেবালয় প্রধান। ইঁহার মরণানন্তে ইঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র গৌরীনাথ সিংহ বা চুহিত্‌পংফা সিংহাসনাধিষ্ঠিত হন। তাঁহার রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা দিব্রুগড়ের নিকটস্থ হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত মটক, মোয়ামরীয়া বা মরাণ নামক এক আদিমনিবাসী জাতির বিদ্রোহিতা। ইহারা দুইবার বিদ্রোহী হয়, প্রথমবার রাজা তাহাদিগকে দমন করেন; কিন্তু দ্বিতীয়বার তাহাদিগের দমনে অসমর্থ হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হন ও কলিকাতায় দূত প্রেরণপূর্ব্বক ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করেন, তাহাতে লর্ড কর্ণওয়ালিসের আদেশানুসারে কাপ্তান ওয়াল্‌স ও লেফ্‌টনেণ্ট মেগ্রেগর কতকগুলি দেশীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে আসামে আগমন করিয়া বিদ্রোহ-দমনপূর্ব্বক দেশে শান্তি স্থাপন করেন। রাজা পলায়ন করিলে পর মটকেরা অতীব নিষ্ঠুরভাবে অসংখ্য নিরাশ্রয় প্রজার প্রাণনাশ করে, তজ্জন্য মরাণ নামে অভিহিত হয়। বিদ্রোহ-শান্তির পর গৌরীনাথ রংপুর-নগর পরিত্যাগপূর্ব্বক শিবসাগরের অন্তর্গত যোড়হাট নামক স্থানে নগর স্থাপন করেন ও ঐ স্থানেই কালগ্রাসে পতিত হন। তৎপরে কামরূপীয় বংশের কমলেশ্বর সিংহ রাজ্য প্রাপ্ত হন। বলা কর্ত্তব্য যে হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া অবধি আহমরাজগণ, অপরাপর আহমদিগের ন্যায় আপন সন্তানদিগকে হিন্দু-নাম প্রদান করিতেন; পরে ঐ সন্তানদিগের মধ্যে যিনি রাজা হইতেন, তিনি অভিষেকের সময় আহম-শাস্ত্রানুযায়ী কোন এক কার্য্য করিয়া আহম নাম গ্রহণ করিতেন; কিন্তু উক্ত কার্য্য অতীব ব্যয়সাধ্য হেতু কমলেশ্বর সিংহ তাহা করিতে পারিলেন না, ও তজ্জন্য তিনি কোন আহম নাম প্রাপ্ত হইলেন না। ইঁহার পর কোন রাজা উক্ত কার্য্য করেন নাই ও আহম নাম প্রাপ্ত হন নাই। ইনি পশ্চিমাঞ্চল হইতে অনেকগুলি লোক আনাইয়া সৈনিক কার্য্যে নিযুক্ত ও পাথরী বন্দুক প্রচলিত করেন। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর তাঁহার ভ্রাতা চন্দ্রকান্ত সিংহ রাজা হন। ইঁহার রাজত্বকালে মন্ত্রিগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হওয়ায়, গৌহাটীস্থ রাজ-প্রতিনিধি বড়ফুকন ব্রহ্মরাজ্যে গিয়া কতক সৈন্যসমভিব্যাহারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন ও রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া বিপক্ষদিগকে দমনপূর্ব্বক রাজাকে স্বায়ত্ত করিয়া নিজে রাজ্যশাসন করিতে আরম্ভ করেন ও ব্রহ্ম-দেশীয় সৈন্যদিগকে বিদায় দেন।

তাহাদিগের স্বদেশ যাত্রার পর বড়ফুকনের কোন কোন বিপক্ষ কর্ত্তৃক প্রণোদিত হইয়া রাজ-মাতা গোপনে তাঁহার শিরশ্ছেদ করান। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার বিপক্ষ প্রধান রাজমন্ত্রী রুচিনাথ বুঢ়া গোঁসাই অপরাপর প্রধান রাজপুরুষদিগের সহিত সম্মিলিত হইয়া চন্দ্রকান্ত সিংহকে রাজ্যচ্যুত করিয়া পুরন্দর সিংহকে অভিষেক করেন। ইহার পর ব্রহ্মদেশীয় সৈন্য আসাম আক্রমণ করে, তাহাতে যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া পুরন্দর সিংহ পলায়ন করিলে পর, ব্রহ্মদেশীয়েরা চন্দ্রকান্ত সিংহকে রাজ্যপ্রদানপূর্ব্বক প্রস্থান করে। অনন্তর ব্রহ্মদেশীয় রাজা, রাজা চন্দ্রকান্ত সিংহের নিকট বন্ধুভাবে কতকগুলি সৈন্যসমভিব্যাহারে একজন দূত প্রেরণ করেন; কিন্তু মন্ত্রিগণ তাহাদিগের অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া পথরোধ করায়, তাহারা অপমানিত ও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে। আসামীদিগের সৈন্যগণ যুদ্ধে পরাস্ত হইলে রাজা পলায়ন করিলেন। তৎপর ব্রহ্মদেশ হইতে অধিক সৈন্য আসিয়া আসামবাসীদিগকে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়ন ও তাহাদিগের ধন-প্রাণ হরণ করে। বহু কষ্টের পর আসামের সৌভাগ্যোদয় হওয়ায় ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট দুর্দ্দান্ত ও নিদারুণ ব্রহ্মবাসীদিগকে দূরীকৃত করিয়া আসাম অধিকার করিলেন। তাহাতে আসামে পুনরায় শান্তি স্থাপিত হইল। ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারিতে আসামের

দুঃখশর্ব্বরী শেষ হইয়া প্রজাগণ অসহ্য যাতনা হইতে উদ্ধার পায় এবং ৬০০ শত বৎসর রাজ্য-ভোগ করিয়া আহমবংশ সিংহাসনচ্যুত হয়।

আহমবংশীয় রাজগণের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

নাম	ভোগ-সংখ্যা।
১। চুকাফা	১২২৯—১২৬৮ খৃষ্টাব্দে
২। তৎপুত্র চুতেওফা	১২৬৮—১২৮১
৩। „ চুবিন্‌ফা	১২৮১—১২৯৩
৪। „ চুখাংফা	১২৯৩—১৩৩২
৫। „ চুখ্রাংফা	১৩৩২—১৩৬৪
৬। তদ্ভ্রাতা চুতুফা	১৩৬৪—১৩৭৬
অরাজক	১৩৭৬—১৩৮০
৭। তাওখাম্‌থি চুতুফার ভ্রাতা	১৩৮০—১৩৮৯
অরাজক	১৩৮৯—১৩৯৮
৮। চুডাংফা, তাও-খাম্‌থির পুত্র	১৩৯৮—১৪০৭
৯। তৎপুত্র চুজাংফা	১৪০৭—১৪২২
১০। „ চুফকফা	১৪২২—১৪৩৯
১১। „ চুচেন্‌ফা	১৪৩৯—১৪৮৮
১২। „ চুহেন্‌ফা	১৪৮৮—১৪৯৩
১৩। „ চুপিম্‌ফা	১৪৯৩—১৪৯৭
১৪। „ চুহুমুং বা স্বর্গনারায়ণ	১৪৯৭—১৫৩৯
১৫। „ চুক্লেনমুঙ্গ বা গরগঁয়া রাজা	১৫৩৯—১৫৫২
১৬। „ চুখাম্‌ফা বা খোরা রাজা	১৫৫২—১৬১১
১৭। „ চুচেংফা বা বুদ্ধিস্বর্গনারায়ণ বা প্রতাপাদিত্য	১৬১১—১৬৪৯
১৮। „ চুরম্‌ফা বা ভগা রাজা	১৬৪৯—১৬৫২
১৯। „ চুত্যিংফা বা নরিয়ারাজা	১৬৫২—১৬৫৪
২০। „ চুত্যাম্‌লা বা জয়ধ্বজ সিংহ ভগনিয়া রাজা	১৬৫৪—১৬৬৩
২১। „ চারিঙ্গীয়া-বংশের চুপংমুং বা চক্রধ্বজ	১৬৬৩—১৬৭০
২২। তদ্ভ্রাতা চুন্যৎফা বা উদয়াদিত্য	১৬৭০—১৬৭২
২৩। তদ্ভ্রাতা চুক্লম্‌ফা বা রামধ্বজ	১৬৭২—১৬৭৪
২৪। চামুগুরীয়া বংশের চুহুং রাজা	১৬৭৪—১৬৭৪ (১ মাস ১৫ দিন)
২৫। তুংখুঙ্গীয়া বংশের গোবর রাজা	১৬৭৪—১৬৭৪ (২০দিন)
২৬। দিহিঙ্গীয়া বংশের চুজিনফা	১৬৭৪—১৬৭৭
২৭। তুংখুঙ্গীয়া বংশের চুতৈফা	১৬৭৭—১৬৭৯
২৮। চামুগুরীয়া বংশের চুলিক্‌ফা বা লরা রাজা	১৬৭৯—১৬৮১
২৯। চামুগুরীয়া বংশের গদাপানি বা গদাধর সিংহ বা চুপাৎফা	১৬৮১—১৬৯৫
৩০। তৎপুত্র লাই বা চুখ্রুংফা বা রুদ্রসিংহ	১৬৯৫—১৭১৪
৩১। চুতনফা বা শিবসিংহ	১৭১৪—১৭৪৪
৩২। তদ্ভ্রাতা চুনেন্‌ফা বা প্রমত্তসিংহ	১৭৪৪—১৭৫১
৩৩। „ চুরম্‌ফা বা রাজেশ্বর সিংহ	১৭৫১—১৭৬৯
৩৪। „ চুন্যেওফা বা লক্ষ্মীসিংহ	১৭৬৯—১৭৮০
৩৫। তৎপুত্র চুহিতপংফা বা গৌরীনাথ সিংহ	১৭৮০—১৭৯৫
৩৬। নামরূপীয় বংশের কমলেশ্বর সিংহ	১৭৯৫—১৮১০
৩৭। তদ্ভ্রাতা চন্দ্রকান্ত সিংহ	১৮১০—১৮১৭
৩৮। „ পুরন্দরসিংহ	১৮১৭—১৮১৮
পুনঃ চন্দ্রকান্ত সিংহ	১৮১৮—১৮২১
৩৯। তুংখুঙ্গীয়া বংশের যোগেশ্বর সিংহ	১৮২২—১৮২৪

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজাধিকৃত হয়।

আহমজাতির এখন অতীব দৈন্যাবস্থা। তাহারা নিজধর্ম্মের সঙ্গে ভাষাও পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণভাবে হিন্দু হইয়াছে। উপরে যে সব দেবমন্দির ও রাজপ্রাসাদের বিবরণ লিখা গিয়াছে, প্রায় তৎসমুদায়ই বর্ত্তমান আছে; কিন্তু অবস্থা অতি মন্দ। তাহার অধিকাংশ শিবসাগর জিলায় আছে, তেজপুর ও নওগাঁয়ে কিছু কম। কামরূপ জেলায় আসাম-রাজদিগের স্থাপিত অনেক দেবমন্দির দেখা যায়। কিন্তু কামাখ্যার মন্দির আসামরাজদিগের নির্ম্মিত নয়। যখন কামরূপ কুচবেহারের অন্তর্গত ছিল, তখন ঐ দেশের রাজা নরনারায়ণ তাহা নির্ম্মাণ করান। আসামরাজরা তাহার জীর্ণ সংস্কার করেন মাত্র। [কামাখ্যা দেখ।]

আসামরাজদিগের রাজধানী শিবসাগর জেলায় ছিল, এই জন্য অপর কোন স্থানে রাজভবন নাই।

এই সময় হইতে কামরূপের কোন উল্লেখযোগ্য বিশেষ ঘটনা পাওয়া যায় না।* কেবল খৃঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কামরূপে হরদত্ত ও বীরদত্ত নামক দুই ভাই আহমরাজদিগের বিরুদ্ধে বিদ্রোহভাব অবলম্বন করে। হরদত্তের পদ্মকুমারী নামে একটি পরমরূপবতী কন্যা ছিল। প্রধানতঃ এই পদ্মকুমারীই হরদত্ত-বীরদত্ত-দ্রোহের প্রধান কারণ। আহমরাজপ্রতিনিধি কলীয়া ভোমোরা বড়ফুকনের সঙ্গে হরদত্ত-বীরদত্তের যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে হরদত্ত পরাস্ত হয় এবং কলীয়া ভোমোরা বড়ফুকনের সেনাপতি কুমেদান নামক কোন লোক পদ্মকুমারীকে হস্তগত করে। প্রবাদ আছে পদ্মকুমারীর হস্তে এবং পদে পদ্মের চিহ্ন ছিল। এই পদ্মচিহ্নই তাঁহার পদ্মকুমারী নামের মূল কারণ। অদ্যাপি কামরূপে হরদত্ত-দ্রোহ এবং পদ্মকুমারীর বিবরণ গ্রাম্যসঙ্গীতে গীত হইয়া থাকে। সাধারণের অবগতির জন্য একটি গীতের নমুনা দেওয়া গেল।—

"হরদত্তর জিয়রী, পদ্মকুঁয়রী, ধনরাত নেখালি ভাত।
"কুমেদান বঙালে হাতও ধরি নিলে পদ্ম বিচারি গাত"॥

অর্থ—হরদত্তের কন্যা পদ্মকুমারী ধনারাত্ত গ্রামে তোমার অন্ন-জল জুটিল না। কুমেদান বাঙ্গাল তোমাকে হাতে ধরিয়া লইয়াই অমনি তোমার গায়ে পদ্ম দেখিতে লাগিল।

কামরূপে ইংরাজাধিকার—রাজা রুদ্রসিংহ স্বর্গদেব নদীয়ার কৃষ্ণরাম ন্যায়বাগীশ নামক একজন ভট্টাচার্য্যের নিকট দীক্ষিত হন। ভট্টাচার্য্যের অনেক অলৌকিক ক্ষমতা ছিল বলিয়া আপামর সাধারণ সকলেই তাঁহাকে দেবীর পুত্র বলিয়া বিশ্বাস ও ভক্তি করিত। রুদ্রসিংহের পুত্র শিবসিংহও সপরিবারে ইঁহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করেন। শিবসিংহ স্বর্গদেব সপরিবারে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উপাস্য দেবীমন্ত্রে দীক্ষিত হন। এক সময়ে শিবসিংহের ছত্রভঙ্গ দোষ ঘটে। জ্যোতিষী পণ্ডিতেরা ও মন্ত্রিগণ পরামর্শ করিয়া শিবসিংহের প্রথমাপত্নী রাণী ফুলেশ্বরীকে সিংহাসনে বসাইয়া রাজকার্য্য সম্পাদন করিতে থাকে। এইরূপে শিবসিংহের দীর্ঘরাজত্বের মধ্যে তাঁহার চারিটী মহিষী ফুলেশ্বরী, প্রমথেশ্বরী, দ্রৌপদী বা অম্বিকা ও অনাদেবী বা সর্ব্বেশ্বরী একে একে সিংহাসনাধিরোহণ করেন। ফুলেশ্বরী স্বীয় অভিষ্টদেবীর প্রতি বিশেষ ভক্তিমতী ছিলেন। এক বৎসর দুর্গোৎসবের সময় তিনি মোয়ামরীয়ার মহন্ত ও অন্যান্য স্থানের কয়েকজন মহন্তকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়া ভগবতীর প্রসাদিত সিন্দুর, রক্তচন্দন ও বলির রক্তাদি লইয়া তাঁহাদিগকে ফোঁটা দিয়া লাঞ্ছিত করেন। অপর অপেক্ষা মোয়ামরীয়ার মহন্তের প্রাণে এই ব্যবহারে দারুণ আঘাত লাগিল। তিনি শিষ্য সকলকে বলিলেন, যে ইহার প্রতিশোধ লওয়া আবশ্যক ও তজ্জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতে হইবে। কালক্রমে ইহাও সিদ্ধ হইল। ১৭৫১ খৃষ্টাব্দে রাজেশ্বরসিংহ রাজা হইলেন। ইঁহার শেষদশায় মোয়ামরীয়ার মহন্ত শিষ্যগণকে একত্র করিয়া শিবসিংহ রাজার পত্নীকৃত অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য সমুদয় শিষ্যের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। শিষ্যেরাও গুরুর অপমানের প্রতিশোধ দিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল। তৎপরে লক্ষ্মীসিংহ রাজা হইলেন। রাজা রুদ্রসিংহের শেষবয়সে লক্ষ্মীসিংহের জন্ম হয় এবং তাঁহার সহিত ইঁহার আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য না থাকায় রাজা রুদ্রসিংহ ইহাকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিতেন না। এই জন্য রাজ্যের অন্যান্য প্রধান লোকেরাও ইঁহাকে তাদৃশ আদর করিত না, এমন কি রাজাদিগের কুলগুরু পর্ব্বতীয়া গোঁসাই ইহাকে দীক্ষিত করিতে অসম্মত হইলেন। লক্ষ্মীসিংহ স্বীয় বিদ্যাগুরু রমানন্দ ভট্টাচার্য্য নামক একজন অধ্যাপককে দীক্ষাগুরু করিলেন। বাল্যকালে ইঁহারই নিকট ইনি শিবপূজা শিখিয়াছিলেন এবং এক্ষণেও শিবমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। রাজগুরু হইয়া রমানন্দ অনেক বৃত্তি পাইলেন এবং পছমরিয়া গোঁসাই নামে আখ্যাত হইলেন। ইঁহার এইরূপ পদমর্য্যাদায় অন্যান্য মহন্ত মহা চটিয়া গেলেন, বিশেষতঃ মোয়ামরীয়ার মহন্ত গর্ব্বিত বচনে রাজার প্রতি কটু কথা প্রয়োগ করায় তিনি রাজার বিরাগ-ভাজন হইয়া পড়িলেন। সেই বৎসরেই আশ্বিনমাসে স্বর্গদেব নৌকায় ভ্রমণার্থ বহির্গত হন। সঙ্গে স্বতন্ত্র নৌকায় বড়বড়ুয়া ছিলেন। মোয়ামরীয়ার মহন্ত এই সময় সাক্ষাৎ করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন; কিন্তু বড়বড়ুয়া মহন্তকে যথেষ্ট বিদ্রূপ করেন। মহন্ত ইহাতে অতিশয় অপমানিত বোধ করিলেন। তাঁহার মনে পূর্ব্ব অপমানও দ্বিগুণ জ্বলিয়া উঠিল। তিনি শিষ্যদিগকে ডাকাইয়া তলে তলে তাহাদিগকে দলবদ্ধ করিলেন। রুদ্রসিংহ স্বর্গদেবের তাড়িত একজন রাজবংশীয়কে দলপতি হইবার নিমিত্ত আহ্বান করিলেন। নাহরখোরা ও রাঘমরাণ দুই ব্যক্তি সেনাপতি হইল। যাহারা এই বিদ্রোহে যোগ দিল তাহারা দা, টাক্কল, ধনু, কাঁড়, বর্শা প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত হইল। প্রায় নয়হাজার লোক অগ্রহায়ণের প্রথমেই

রঙ্গপুরের দিকে যাত্রা করিল। লোকে প্রবাদ রটাইল যে, মহন্ত অন্তায় করিয়া লক্ষ্মীসিংহকে রাজা করিবার অভিপ্রায়ে এই যুদ্ধযাত্রা করিয়াছেন।

মোয়ামরীয়ার লোকের এই উদ্যোগ দেখিয়া ভুপাই বড় গোঁসাই, বুড়া গোঁসাই, কীর্ত্তিচন্দ্র বড়বড়ুয়া প্রভৃতি মন্ত্রিরাও পরামর্শ করিয়া একদল সৈন্য পাঠাইলেন। যুদ্ধে রাজসৈন্যেরা পরাজিত হইল। মোয়ামরীয়া সৈন্যদল নগর অধিকার করিয়া রাজা, সেনাপতি ও বড়বড়ুয়া প্রভৃতি মন্ত্রিগণকে বন্দী করিল। রাজাকে জয়সাগরের নিকট বন্দী করিয়া রাখিল এবং বড় গোঁসাই, বুড়া গোঁসাই, প্রভৃতি প্রধান প্রধান লোককে বধ করিল। কীর্ত্তিচন্দ্রকে শালে চড়াইয়া দিল ও তাঁহার পুত্রগণকে মারিয়া ফেলিল। খোরামরাণপুত্র রমাকান্ত রাজা হইলেন। অগ্রহায়ণে এই ঘটনা ঘটিল, কিন্তু চৈত্রমাসে লক্ষ্মীসিংহের পক্ষ হইতে কুঁয়ে, গাঁয়া, ঘনশ্যাম প্রভৃতি কয়েকজন লোক ষড়যন্ত্র করিয়া রমাকান্তের দাসত্ব স্বীকার করিল, ইহাদের কৌশলে রমাকান্ত, মোয়ামরীয়া সেনাপতি প্রভৃতি কয়েকজনে প্রাণ হারাইলেন। তৎপরে লক্ষ্মীসিংহ রাজা হইলেন। লক্ষ্মীসিংহ ঘনশ্যামকে বুড় গোঁসাইপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। লক্ষ্মীসিংহের পর কোকনাথ গোঁসাইদেব গৌরীনাথসিংহ নামে রাজা হইলেন। ইনি রাজ্যমধ্যস্থ সমস্ত মোয়ামরীয়ার লোককে বিনষ্ট করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহার সকলে ষড়যন্ত্র করিয়া ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে ২রা বৈশাখ অগ্নি দিয়া শিঙ্গরীঘর নামক প্রাসাদ পোড়াইয়া দিল। রুদ্রেশ্বর বড়পাত্র ডাঙ্গরীয়া (প্রধান সেনাপতি) এই কার্য্যে বাধা দিতে না পারিয়া গৌহাটী পলাইয়া গেলেন। বুড়া গোঁসাই মোয়ামরীয়াদিগকে ধরিয়া আনিয়া দোষী নির্দ্দোষ বিবেচনা না করিয়া সকলকেই বধ করিলেন। ইহারা একে বিদ্রোহী, তাহার উপর এই অবিচার হইল, সুতরাং তাহারা একবারে ক্ষেপিয়া উঠিল। ইহারা গুরুবাক্য ও গুরুকার্য্যকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরের আদেশ ও কার্য্য বলিয়া মানিত। সুতরাং তাহারা এই বিদ্রোহকে ধর্ম্মবিদ্রোহ বলিয়া গণ্য করিয়া তলে তলে মোয়ামরীয়ার মহন্তের প্রত্যেক শিষ্যের নিকট সংবাদ পাঠাইল এবং সকলেই যুদ্ধ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল।

ইতিমধ্যে ঘনশ্যামের মৃত্যু হইল। তাঁহার সুযোগ্য পুত্র পূর্ণানন্দ বুড়া গোঁসাই হইলেন। পূর্ণানন্দ বিদ্রোহ ব্যাপার দেখিয়া ভাবিলেন, সামান্য শাস্তি দিয়া সাবধান করিয়া দিলেই ইহারা থামিতে পারে। এই ভাবিয়া কয়েকজন মোয়ামরীয়াকে ধরিয়া মৃদু শাস্তি দিয়া কঠিন আদেশ করিয়া ছাড়িয়া দিলেন। ইহাতে ফল কিন্তু উল্টা ফলিল। বিদ্রোহীরা রাজাকে দুর্ব্বল ভাবিয়া পূর্ণ উৎসাহে দশহাজার সৈন্য সংগ্রহ করিল। একদল নগরাভিমুখে যাত্রা করিল। বুড়া গোঁসাই ইহাদিগকে বাধা দিবার জন্য সৈন্য পাঠাইলেন, কিন্তু পরাস্ত হইলেন। রাজ্যমধ্যে হুলস্থুল পড়িয়া গেল; প্রজারা হতাশ হইয়া পড়িল। রাজা নগর পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ডাঙ্গরীয়া নগরের চৌদিকে গড়বন্দী করিয়া নগর মধ্যেই রহিলেন। এই গড়কে 'বিবুধিগড়' বলে। জয়সাগরের নিকট শেষে এক বিষম যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধেও রাজকীয় সৈন্য পরাস্ত হয়। ভরতসিংহ নামে বিপক্ষের একজন সেনাপতি রাজা হইল। রাজা গৌরীনাথের ইচ্ছা ছিল, কাছাড় ও জয়ন্তীরাজের সাহায্য লইয়া এই বিদ্রোহ দমন করিবেন, কিন্তু তাঁহারা বলিয়া পাঠাইলেন যে, স্বদেশরক্ষার্থ যত সৈন্য আবশ্যক তাহার অধিক সৈন্য আমাদের নাই। গৌরীনাথ বিদ্রোহীদলের ভয়ে গৌহাটীতে পলাইয়া গেলেন। এখানে তিনি বড়ফুকনের সহিত পরামর্শ করিয়া কতকগুলি সৈন্যসংগ্রহপূর্ব্বক বুড়া গোঁসাইয়ের সাহায্যার্থ পাঠাইলেন, পথে বিদ্রোহীদল বাধা দিয়া ইহাদিগকে বিনষ্ট করিল।

এই সময় গোয়ালপাড়ায় রস নামে একজন ইংরাজ লবণের ব্যবসা করিতেন। গৌরীনাথ নিরুপায় হইয়া সাহেবকে বিশেষরূপে পুরস্কার দিবার আশা দিয়া তাঁহা দ্বারা বৃটীশ গবর্ণমেন্টের সাহায্য পাইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। সাহেব ১০০ বরকন্দাজ দিলেন। এই বরকন্দাজসৈন্য নওগাঁয়ের বিদ্রোহিদিগকে তাড়াইয়া দিয়া উত্তরাভিমুখে যাইবার সময় যোড়হাটের নিকট শত্রুহস্তে সকলেই বিনষ্ট হইল। কিছুদিন পরে মণিপুররাজ ৫০০ অশ্বারোহী ও ৪০০০ হাজার পদাতি লইয়া গৌরীনাথের সাহায্যার্থ উপস্থিত হইলেন। এই সৈন্যদলও যুদ্ধে পরাস্ত হইল, প্রায় ১৫০০ সেনা মৃত্যুমুখে পড়ায় মণিপুরী সৈন্য স্বদেশে চলিয়া গেল। বিপদ্ একলা আসে না। ওদিকে দরঙ্গরাজ বিষ্ণুনারায়ণের ভ্রাতা কৃষ্ণনারায়ণ ভ্রাতাকে তাড়াইয়া দিয়া রাজ্য অধিকার করিলেন ও গৌরীনাথের দুর্দ্দশা দেখিয়া হিন্দুস্থানী সন্ন্যাসী ও ফকীর হইতে সৈন্যসংগ্রহ করিয়া কামরূপ আক্রমণ করিতে আসিলেন। আহমগণকে পুনঃ পুনঃ পরাজিত হইতে দেখিয়া কামরূপের লোকেরা বড় ঘৃণা করিতে আরম্ভ করে, এমন কি গৌহাটী নগরের মধ্যে তাহাদের বাস উঠাইয়া দিল। এই সূত্রে তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ কৃষ্ণনারায়ণের পক্ষ হইল।

গৌরীনাথ সিংহ চারিদিকে বিপদ্ দেখিয়া গৌহাটীর

বিকা বড়ুয়দার, দত্তরাম থাওনা ও দরঙ্গের বিতাড়িত রাজা বিষ্ণুনারায়ণকে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করিবার জন্য কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন। গোয়ালপাড়ার ইংরাজ-বণিক রস সাহেব কল্‌ভিন্ বজেট কোম্পানির নামে চিঠি দিলেন। এই সময় কলিকাতায় লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণর জেনেরল। তিনি রাজা গৌরীনাথের আবেদনপত্র পাইয়াও প্রথমতঃ সাহায্য করিতে অস্বীকার করেন; কারণ আত্মবিচ্ছেদে এক পক্ষকে সাহায্য করা অপর রাজার পক্ষে রাজনীতিবিরুদ্ধ; কিন্তু শেষে দেখিলেন যে রাজা কৃষ্ণনারায়ণ হিন্দুস্থানী সৈন্য লইয়া কামরূপ লণ্ড ভণ্ড করিতেছেন; এই হিন্দুস্থানীরা বৃটীশ প্রজা। সুতরাং তাহাদের দমন করা তাঁহার কর্ত্তব্য। এই বিবেচনা করিয়া তিনি ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন ওয়েল্‌স্ সাহেবকে সসৈন্যে পাঠাইয়া দিলেন। কাপ্তেন ওয়েল্‌স্ এদেশে পৌছিয়াই হিন্দুস্থানীদিগকে দমন করিতে ইচ্ছা করিলেন।

এদিকে ভরতসিংহ রাজা হইয়া নিষ্ঠুরভাবে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। সৈন্যদিগের প্রতি আদেশ ছিল যে, তাহারা যেরূপে হউক আহমপ্রজার ধনহরণ ও প্রাণ বিনাশ করিবে। রসসাহেবের বরকন্দাজ ও মণিপুরীসৈন্য পরাস্ত হওয়ায় ভরতসিংহ ভাবিলেন রাজ্য নিষ্কণ্ঠক হইল। তিনি গৌহাটীর নিকটস্থ কতকটা স্থান অধিকার করিলেন। রাজা গৌরীনাথ এই সংবাদ পাইয়া কিছু সৈন্য লইয়া সেই দিকে যাত্রা করিলেন। এদিকে কাপ্তেন ওয়েলস্ সাহেব আসিয়া পৌছিলেন এবং রাজার মুখে দেশের অবস্থা অবগত হইয়া ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ২৯এ নবেম্বর তারিখে গৌহাটী প্রদেশ উদ্ধার করিলেন। মোয়ামরীয়া দল ছিন্ন ভিন্ন হইল। গৌরীনাথ গৌহাটীতে রহিলেন। কাপ্তেন ওয়েল্‌স্ ৬ই ডিসেম্বর লৌহিত্যের উত্তরকূলে গমন করিলেন। মোয়ামরীয়াগণের পরাজয় শুনিয়া কৃষ্ণনারায়ণের সৈন্যও পলাইল। কৃষ্ণনারায়ণ স্বয়ং বন্দী হইলেন। কৃষ্ণনারায়ণ বলিলেন, আমি গৌরীনাথের বিপক্ষ নহি, মোয়ামরীয়া-বিদ্রোহ নিবারণ করা আমারও উদ্দেশ্য, গৌরীনাথ তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমায় বিদ্রোহী বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। যাহা হউক, কাপ্তেন ওয়েল্‌স্ থাকিয়া গৌরীনাথ ও কৃষ্ণনারায়ণের মধ্যে এইরূপ সন্ধি করিয়া দিলেন যে, কৃষ্ণনারায়ণ দরঙ্গ চুটীয়া ও চাই-দুয়ারের মাসুল দিবার পরিবর্ত্তে ৫৫০০০৲ টাকা ও ভোটরাজ্যে ব্যবসায় করিবার জন্য মাসুল হিসাবে ৩০০০৲ টাকা দিবেন। কাপ্তেন ওয়েল্‌স্ গৌহাটীতে থাকিয়া জানিতে পারিলেন যে, গৌরীনাথের বুদ্ধি বিবেচনা বড় নাই, রাজ্য-নিষ্কণ্টক হইলেও তাঁহা দ্বারা রাজ্য স্থাপিত হওয়া বড় সন্দেহ। তিনি এই মর্ম্মে কলিকাতায় পত্র লিখিলেন, "আমি যাহাতে রাজ্যের সুবন্দোবস্ত হয় তাহা করিয়া যাইতে চাই। আমার বোধ হয় যে রাজার অন্যায় আচরণেই কৃষ্ণনারায়ণ প্রভৃতি বিদ্রোহী হইয়াছে" ইত্যাদি।

কাঃ ওয়েল্‌স্ ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চ মাসে প্রধান নগর আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। গৌরীনাথ সঙ্গে গেলেন। যে দিন নগরের নিকট পৌছিলেন, সেই দিন নগরের অবস্থা জ্ঞাত হইয়া পরদিন প্রাতঃকালে ১২ জন সিপাহী, একজন জমাদার, একজন নায়ক ও একজন হাবিলদার নগরের নিকট পাঠাইয়া দিলেন। রাজা গৌরীনাথ ব্যাপার দেখিয়া বিষন্ন হইলেন। পাঁচ হাজার মোয়ামরীয়ার সহিত এই মুষ্টিমেয় সৈন্যের যুদ্ধ হইবে ভাবিয়া তিনি জয়াশা ত্যাগ করিলেন। ওদিকে মোয়ামরীয়ারা চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, ভাবিল এই কয়টা সিপাহী মারিতে পারিলেই বুঝি তাহাদের জয় হয়। ফলে সিপাহীরা বীরভাবে গুলি চালাইতে লাগিল। যথেষ্ট মোয়ামরীয়া মরিল। এই কয়জন সিপাহী শত্রুপক্ষ প্রায় নিঃশেষ করিলে, শেষে আর কয়েকজন বৃটীশসৈন্য গিয়া নগর অধিকার করিল। তৎপরদিন বুড়া গোঁসাই ডাঙ্গরীয়া গৌরীনাথকে নগর মধ্যে লইয়া গেলেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের চৈত্রমাসে কাপ্তেন ওয়েল্‌স্ নগর প্রবেশ করিলেন।

গৌরীনাথ পুনরায় সিংহাসনে বসিলেন। কাপ্তেন সাহেব বুড়া গোঁসাই ডাঙ্গরীয়া প্রভৃতি প্রধান কর্ম্মচারীকে অনেক উপদেশ দিলেন এবং গবর্ণর জেনেরলের উপদেশ বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন যে, দেশে সুশাসন স্থির রাখিবার জন্য কিছু বৃটীশসৈন্য এদেশে থাকিবে ও কামরূপের উৎপন্ন হইতে এই সৈন্যদলের খরচ চলিবে।

ওদিকে লর্ড কর্ণওয়ালিস স্বদেশে গেলেন। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে সার জন শোর গবর্ণর হইয়া কাপ্তেনকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন।

তৎপরে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে যখন চন্দ্রকান্তসিংহ স্বর্গদেবকে বন্দী করিয়া পুরন্দরসিংহ রাজা হন, সেই সময় বড়ফুকনের লোক গিয়া ব্রহ্মদেশের অধীশ্বর আলুঙ্গ মিঙ্গি বা কিওয়া মিঙ্গিকে জানাইলে তিনি সাহায্যার্থ ৩০,০০০ সৈন্য পাঠাইলেন। ব্রহ্মসেনাপতি রাজ্যে প্রবেশ করিলে পর পথিমধ্যে পুরন্দর সিংহ সৈন্য পাঠাইয়া বাধা দিলেন। যুদ্ধে পুরন্দরসিংহের সৈন্য পরাস্ত হইল। পুরন্দর ভীত হইয়া গৌহাটী পলাইয়া গেলেন। ব্রহ্মসেনাপতি চন্দ্রকান্তকে রাজা করিয়া পুরন্দরকে ধরিবার জন্য সৈন্য পাঠাইলেন। পুরন্দরের পক্ষে

বড়ফুকন যুদ্ধ করিলেন; কিন্তু তিনিও পরাস্ত হওয়ায় পুরন্দর পলায়ন করিয়া ভিলমারিতে গিয়া রহিলেন। ব্রহ্মসেনাপতি চন্দ্রকান্তের রক্ষার্থ ২০০০ সৈন্য রাখিয়া স্বদেশে গেলেন। পুরন্দর নিরুপায় হইয়া কলিকাতায় গিয়া ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে বৃটীশ গবর্ণমেন্টের নিকট এই বলিয়া এক আবেদন করিলেন যে যদি বৃটীশ গবর্ণমেন্ট সৈন্য দিয়া তাঁহার রাজ্য উদ্ধার করিয়া দেন, তাহা হইলে তিনি তজ্জন্য সৈন্যব্যয় দিতে ও অবশেষে বৃটীশ গবর্ণমেন্টের অধীনে করদ রাজা হইতে প্রস্তুত আছেন। বৃটীশ গবর্ণমেন্ট কিন্তু পত্র গ্রাহ্য করিলেন না।

এই সময় কুচবিহার প্রদেশে মিঃ স্কট কমিশনর ছিলেন। তিনি প্রতি পত্রে বৃটীশ গবর্ণমেন্টকে দেশের অবস্থা জানাইতেন। এদিকে ব্রহ্মসেনা রীতিমত দেশে ছড়াইয়া পড়িল। চন্দ্রকান্তকে নামমাত্র রাজা রাখিয়া ব্রহ্মসেনাপতিরা রাজ্যের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিল। চন্দ্রকান্তও শেষে ব্রহ্ম হস্ত হইতে দেশ উদ্ধার করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মসেনাপতি মিঙ্গিমাহা দেশের অবস্থা দেখিতে আসিলেন। জয়পুরের নিকট একটি নূতন গড় নির্ম্মিত হইতেছে দেখিয়া তিনি কৌশলে সেখানকার বড়ফুকনকে মারিয়া ফেলিলেন। চন্দ্রকান্ত ইহাতে ভীত হইয়া ভাবিলেন যে, ব্রহ্মসেনাপতি এবার শত্রুরূপে রাজ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এই বিবেচনায় তিনি বুড়া গোঁসাইকে নগররক্ষার্থ রাখিয়া নিজে গৌহাটী পলাইলেন। মিঙ্গিমাহা পৌঁছিয়া চন্দ্রকান্তকে অভয় দিলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে ভরসা করিতে না পারায় নগররক্ষী সৈন্যের সহিত ব্রহ্মসেনাপতির যুদ্ধ হইল। বুড়া গোঁসাই পরাস্ত হইলেন। চন্দ্রকান্ত যোড়হাটের দিকে পলায়ন করিলেন।

মিঙ্গিমাহা যোগেশ্বর নামক একজন কুমারকে সাক্ষী গোপালের মত রাজা করিয়া নিজে রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন। এ সময় রাজ্যে প্রায় দশহাজার ব্রহ্মসেনা উপস্থিত ছিল। দরঙ্গরাজও এই সময় ব্রহ্মের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। তৎপরে দেশময় ব্রহ্মসেনাপতির সহিত চন্দ্রকান্ত ও পুরন্দরের নানাস্থানে যুদ্ধ হয়। এই অবস্থায় ব্রহ্মসেনাপতি বৃটীশ গবর্ণমেন্টকে পত্র লিখিলেন যে, এ সময়ে যেন তাঁহারা কোন আসামীরাজার পক্ষ গ্রহণ না করেন। বৃটীশ গবর্ণমেন্ট এ আবেদন গ্রাহ্য করিলেন না, অথচ কাহাকেও সাহায্য করিলেন না।

এই সময় গারো প্রভৃতি পার্ব্বত্যজাতিকে সভ্যতা শিক্ষা দিবার জন্য ও তাহাদের দেশে বৃটীশ অধিকার বিস্তার করিবার জন্য, ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ১০ আইন জারী হয়। (কুচবিহারের কমিশনর স্কটসাহেব এই আইনের কার্য্য করিবার জন্য উত্তরাঞ্চলের এজেন্ট হন।) এই সময়ই রঙ্গপুর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গোয়ালপাড়া এক স্বতন্ত্র জেলা বলিয়া গণ্য হয়। আসামে এই সময় ব্রহ্মাধিকার থাকায় গোয়ালপাড়ায় একদল ইংরাজসৈন্য রহিল; লেফটনান্ট ডেবিড্সন সাহেব এই সৈন্যদলের নায়ক ছিলেন। মিঃ ডেবিড্সন ও মিঃ স্কট আসামীদিগকে বড় স্নেহ করিতেন।

ওদিকে মহগড়ের যুদ্ধে চন্দ্রকান্ত সম্পূর্ণ পরাস্ত হইয়া গোয়ালপাড়ায় আসিয়া ইংরাজের আশ্রয় লইলেন। লেফট্নান্ট ডেবিড্সনকে ভয় দেখাইয়া ব্রহ্মসেনাপতি এক পত্র লিখিলেন যে, ব্রহ্মরাজের ইচ্ছা যে কোম্পানীর সহিত মিত্রতা থাকে এবং ব্রহ্মসেনা যেন কোন মতে ইংরাজসীমা অতিক্রম না করে। কিন্তু চন্দ্রকান্ত ইংরাজ অধিকারে আশ্রয় লইয়াছে, অতএব তাহাকে ধরিবার আদেশ দেওয়া আবশ্যক। মিঃ ডেবিড্সন মিঃ স্কটকে এই পত্র পাঠাইয়া দিলেন। মিঃ স্কট আবার সে পত্র গবর্ণরজেনেরলকে পাঠাইলেন। গবর্ণরজেনেরল ঢাকায় ইংরাজ সেনাপতির উপর আদেশ দিলেন যে, আবশ্যক মত মিঃ স্কট যেন তাঁহার নিকট সৈন্য প্রাপ্ত হন। ব্রহ্মসেনা যদি ইংরাজ সীমায় প্রবেশ করে, তবে তাহাদিগকে বলে তাড়াইয়া দিতে হইবে।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কাছাড়রাজ গোবিন্দচন্দ্র গবর্ণমেন্টে এক আবেদন করেন যে মণিপুরসীমা ব্রহ্মসৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইতে পারে। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে মণিপুর হইতে চৌরজিৎসিংহ, মারজিৎসিংহ ও গম্ভীরসিংহ নামে তিনজন রাজকুমার ব্রহ্মের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া কাছাড়ে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। তৎপরে যখন গোবিন্দচন্দ্র গৃহবিবাদে রাজ্যচ্যুত হন, তখন এই তিন ভ্রাতার মধ্যে কাছাড় সিংহাসন লইয়া মহা হুলস্থুল পড়িয়া গেল। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে চৌরজিৎসিংহ বৃটীশ গবর্ণমেন্টকে এক পত্র লিখিলেন, শীঘ্রই ব্রহ্মরাজ এ অঞ্চল আক্রমণ করিবেন বলিয়া বোধ হইতেছে, অতএব কাছাড়রাজ্য ইংরাজহস্তে অর্পণ করিতে চাই। বৃটীশ গবর্ণমেন্ট এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। মারজিৎ সিংহ পূর্ব্ব হইতে ব্রহ্মের সাহায্যে মণিপুর অধিকার করিয়া তথায় ব্রহ্মের করদ রাজা হইয়াছিলেন।

বৃটীশ গবর্ণমেন্ট কাছাড়গ্রহণ হস্তে লইলে সংবাদ পাইলেন যে ব্রহ্মেরা আসাম হইতে কাছাড় আক্রমণের উদ্যোগে আছে। মিঃ স্কট কাছাড়ের সহিত বৃটীশ গবর্ণ-

মেণ্টের সম্বন্ধ জানাইয়া, তৎপ্রদেশ আক্রমণ করিতে নিবারণ করিয়া ব্রহ্মসেনাপতিকে এক পত্র লিখিলেন।

আসাম ও কাছাড়ের মধ্যে ক্ষুদ্র জয়ন্তীরাজ্য। ব্রহ্মসেনাপতি এই দেশের রাজাকে ভয় দেখাইয়া বশীভূত করিতে চাহিয়াছিলেন; কিন্তু জয়ন্তীরাজ বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। ব্রহ্মসেনাপতিও কাছাড়ের ইংরাজসেনার ভয়ে হঠাৎ এ রাজ্য আক্রমণ করিতে পারিলেন না।

তৎপরে ব্রহ্মসেনা একবারে আসাম ও মণিপুর এই দুই দিক্ দিয়া আক্রমণ করিবার ইচ্ছায় জয়ন্তী ও কাছাড়ের প্রান্তে এবং শ্রীহট্টের সীমায় উপস্থিত হইল। ইংরাজাধিকৃত আরাকান ব্রহ্মেরা জয় করিয়া লইল। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে তাহারা চট্টগ্রামের নিকটবর্ত্তী সাহাপুর নামক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপও অধিকার করিল। লর্ড আমহার্ষ্ট তখন গবর্ণর জেনেরল। তিনি দেখিলেন, ব্রহ্মাধিকার বাঙ্গালার সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে, আর স্থির হইয়া থাকিলে বাঙ্গালার সীমান্ত প্রদেশে মগেরা অত্যাচার করিবে। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মের সহিত যুদ্ধ করাই স্থির হইল, গবর্ণর জেনেরল ঢাকা হইতে ব্রিগেডিয়ার মেকমরিনকে গোয়ালপাড়া যাইতে আদেশ দিলেন ও লেফটনাণ্ট ডেবিডসনকে আসাম মধ্যে প্রবেশ করিবার অনুমতি দিলেন। মিঃ স্কট সমস্ত বন্দোবস্তের ভার পাইলেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৮এ মার্চ্চ ব্রিগেডিয়ার মেকমরিন বিনা যুদ্ধে গৌহাটী অধিকার করিলেন। ব্রহ্মেরা ইংরাজ আগমন শুনিয়াই সহর ছাড়িয়া পলাইয়াছিল। তৎপরে ব্রিগেডিয়ার মেকমরিন, কাপ্তেন হর্ষবরা, লেফটনাণ্ট রিচার্ডসন, কর্ণেল রিচার্ডস্ প্রভৃতির সহিত কলিয়াবর, নওগাঁ, রহা, মরামুখ প্রভৃতি স্থানে কয়েকবার যুদ্ধে ব্রহ্মসেনা পরাস্ত হইল। যুদ্ধে ব্রিগেডিয়ারের মৃত্যু হওয়ায় কর্ণেল রিচার্ডস্ প্রধান সেনাপতি হন। শেষে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে মে মাসে আসামপ্রদেশ বৃটীশাধিকৃত হইল বলিয়া প্রচারিত হয়। তৎপরে যোড়হাট, জয়ন্তী, কাছাড়, গৌরীসাগর প্রভৃতি স্থানে শান্তিরক্ষার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়। ব্রহ্মের অধীনস্থ শ্যামফুকন ও বগলীফুকন ৭০০ সেনার সহিত আত্মসমর্পণ করিলেন। যোগেশ্বর সিংহ যোগীঘোপায় ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করিলেন। তদ্বংশীয়েরা বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের বৃত্তিভোগী হইয়া রহিল।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ২৪এ ফেব্রুয়ারীতে যণ্ডাবু সহরে ইংরাজ ও ব্রহ্মে এক সন্ধি হয়। তদনুসারে আরাকাণ, মার্ত্তাবান, তেনাসরীম ও আসাম ইংরাজেরা প্রাপ্ত হন। স্কট সাহেব এই নবজিত রাজ্যের কমিশনর হইলেন, কিন্তু তিনি উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলের গবর্ণর জেনেরলের এজেণ্ট ও কমিশনর, কুচবিহার, রঙ্গপুর, মণিপুর ও কাছাড়ের কমিশনর এবং শ্রীহট্টের জজ ছিলেন। সুতরাং একজন লোকের হস্তে এতগুলি কার্য্যের সুবিধা না হওয়ায়, সমগ্র পূর্ব্বভারত নিম্ন ও শ্রেষ্ঠ খণ্ডে বিভক্ত হইল। এই খণ্ডদ্বয়ের উত্তরসীমা ভরলি নদী ও দক্ষিণ সীমা ধনশিরি নদী। সিনিয়র বা শ্রেষ্ঠ খণ্ডে মিঃ স্কট ও জুনিয়র বা নিম্ন খণ্ডে কর্ণেল রিচার্ডস্ কমিশনর হইলেন; কিন্তু স্কট সাহেবই প্রধান কর্ত্তৃত্ব পাইলেন। গৌহাটী আসামের রাজধানী হইল।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে কর্ণেল রিচার্ডসের পর কর্ণেল কুপার কমিশনর হন। শ্রেষ্ঠ বিভাগে স্কট সাহেব একা কার্য্য চালাইতে না পারিয়া কাপ্তেন এডাম হোয়াইটকে সহকারীভাবে গ্রহণ করেন। স্কট হইতে আসাম প্রদেশের যথেষ্ট উন্নতি হয়। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে চিরাপুঞ্জীতে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পর টি, সি, রবার্টসন প্রধান কমিশনর হন।

উত্তর খণ্ডে পুরন্দর সিংহ রাজা বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। তিনি বার্ষিক ৫০,০০০৲ টাকা কর দিতে অঙ্গীকার করিলেন। বিশ্বনাথ নামক স্থানে একজন পলিটিকাল এজেণ্ট রহিলেন। ১৮৩২।৩৩ খৃষ্টাব্দে দরঙ্গ, কামরূপ ও নওগাঁ এই তিন জেলায় বিভক্ত হইয়া কামরূপ প্রদেশে একজন স্বতন্ত্র কালেক্টর ও মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাসহ একজন প্রধান সহকারী কমিশনর (Chief Assistant Commissioner) হইলেন। রবার্টসনের পর ১৮৩৪ অব্দে জেঙ্কিন্স সাহেব কমিশনর হন। ইনিই জিলা ও মৌজার সীমাবিভাগ ঠিক করেন। ১৮৩৫ অব্দে এই প্রদেশ বোর্ড অব রেবিনিউয়ের অধীন হয়। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে জয়ন্তীরাজ কোম্পানীর সহিত সন্ধি করিয়া অধীনতা স্বীকার করেন, কিন্তু ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে রাজাকে মাসিক ৫০০৲ টাকা বৃত্তি দিয়া জয়ন্তীপ্রদেশ কোম্পানির খাস দখলে আনা হয়। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে পুরন্দর সিংহ নিয়মিত কর দিতে না পারায় তাঁহাকে রাজচ্যুত করিয়া তৎপ্রদেশ শিবসাগর ও লক্ষ্মীপুর এই দুই জেলায় বিভক্ত করা হয়। চন্দ্রকান্ত সিংহ গৌহাটীতে ৫০০৲ টাকার বৃত্তি পাইতেছিলেন; কিন্তু এই বৎসর তিনি পরলোক গমন করেন। পুরন্দর সিংহকেও যোড়হাটে রাখিয়া বৃত্তি দিবার কথা হয়; কিন্তু গর্ব্বিত পুরন্দর বৃত্তি গ্রহণ করিলেন না। এইখানে চুকাফার বংশের হস্ত হইতে আসামের ছত্র-দণ্ড অপহৃত হয় ও আসাম বা প্রাচীন কামরূপরাজ্য প্রকৃত প্রস্তাবে ইংরাজাধিকৃত হয়।

ইহার কিছুদিন পরে ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে একজন কমিশনরের হস্তে শাসন ও বিচারভার থাকায় কার্য্যের সুশৃঙ্খলা না হওয়ায় একজন সহকারী নিযুক্ত হইলেন। এই সহকারী

নিযুক্ত হওয়ায় একটি পদ জুডিশিয়াল কমিশনর ও অপরটি ডেপুটী কমিশনর নামে কথিত হইল।

১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ইন্‌কমট্যাক্স প্রচলিত হইলে ফুলগুড়ির লোকেরা ক্ষেপিয়া উঠে। আসিষ্টাণ্ট কমিশনর লেফ্‌টনাণ্ট সিঙ্গার গোলমাল থামাইতে গিয়া নিহত হন। শেষে অনেক কৌশলে গোলমাল থামিলে দোষীরা উচিতমত শাস্তি পায়।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কমিশনর জেঙ্কিন্স্ স্বপদ হইতে অবসর লইলে কাপ্তেন হপকিন্সন্ সেই পদে নিযুক্ত হইলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে গৌহাটীতে জেঙ্কিন্সের মৃত্যু হয়।

১৮৬২ খৃষ্টাব্দে খাসি ও জয়ন্তী পর্ব্বতে ভয়ানক বিদ্রোহ ঘটে। ১৮৬৪ অব্দে ভূটানযুদ্ধ বাঁধে। ইংরাজেরা জয়ী হন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে সিঙ্কোলা নামক স্থানে সন্ধি হইল। এই সন্ধি অনুসারে ভূটানের দক্ষিণে কয়েক স্থান ইংরাজের অধিকৃত হইল। গারো ও নাগাদিগের কয়েকজন সর্দ্দার অধীনতা স্বীকার করে। ইহাদের মধ্যে সভ্যতা বিস্তার করিবার জন্য এই সকল প্রদেশ দুই জেলায় বিভক্ত হইল। ১৮৬৬ অব্দে গারো পর্ব্বতে তুরা ও নাগা পর্ব্বতে সামাগুটিং রাজধানী হইল। এই বৎসর কুচবিহার ও গোয়ালপাড়া আসামের কমিশনরের হস্ত হইতে স্বতন্ত্র হইল। ১৮৭১ অব্দে লেফ্‌টনাণ্ট গবর্ণর সার জর্জ্জ ক্যাম্বেল এদেশ পরিদর্শন করিতে আসিয়া এদেশীয় বিচারালয়ে ও বিদ্যালয়ে আসামীভাষা ব্যবহার করিতে আদেশ প্রদান করিয়া যান।

১৮৭৪ অব্দে কর্ণেল হপ্‌কিন্সন্ অবসর লইলে, আসাম দেশ বাঙ্গালার লেফ্‌টনাণ্ট গবর্ণরের হস্ত হইতে পৃথক্ হইয়া একজন প্রধান কমিশনরের হস্তে অর্পিত হইল। কর্ণেল কিটিং প্রথম চিফ্ কমিশনর হন। চিফ্ কমিশনর হইলে শিলং নগর রাজধানী হইল এবং গোয়াল-পাড়া ও গারোপর্ব্বত আবার আসামের অন্তর্ভূত হইল। তৎপরে কাছাড় ও শ্রীহট্ট বঙ্গপ্রদেশ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া আসামের চিফ্ কমিশনরের অধীন হইল।

এই বৎসরে আসিষ্টাণ্ট কমিশনর লেফ্‌টনাণ্ট হলকম্ব নাগাপর্ব্বত জরীপ করিতে আরম্ভ করেন। নীলগাঁয়ে উপস্থিত হইলে কয়েকজন নাগা বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্বক তাঁহার শিবিরে উপনীত হইয়া তাঁহাকে বধ করে। হলকম্ব প্রভৃতি ১৯৭ জন লোকের মধ্যে সেইদিন ৮০ জন লোক মারা পড়ে। ৫১ জন আহত হয়। কিয়দ্দিবস পরে সেই নাগারা উপযুক্ত শাস্তি পায়। কর্ণেল কিটিংএর পর সার ষ্টুয়ার্ট বেলী (বাঙ্গালার ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট) এবং তাঁহার পর মিঃ এলিয়ট (১৮৯২ বাঙ্গালার বর্ত্তমান ছোট লাট) আসামের চিফ্ কমিশনর হন। সার এলিয়টের পরে ওয়ার্ড, ফিজপাট্রিক, ওয়েষ্টল্যাণ্ড এবং তৎপরে কুইণ্টন্ সাহেব আসামের চিফ্ কমিশনর হন, তিনি মণিপুরে নিহত হইলে ওয়ার্ড সাহেব চিফ্ কমিশনর হইলেন।

ইংরাজরাজত্বে আসামের কয়েকটী ঘটনা—

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে এদেশে ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৩৭ অব্দে কুচবিহারের কমিশনর রবার্টসন বিচারসংক্রান্ত কতকগুলি দেশীয় ব্যবহারসিদ্ধ নিয়ম বাঁধিয়া দেন। এই নিয়মাদি "আসাম কায়দাবন্দী" নামে খ্যাত। ১৮৩৮ অব্দে এদেশে একদল খৃষ্টান মিশনরি প্রবেশ করেন। ইহারা প্রথমে জয়পুর পরে শিবসাগরে গির্জ্জা করেন। ১৮৪৬ অব্দে তাহারাই আসামীভাষায় "অরুণোদয়" নামে এক-খানি মাসিকপত্র প্রকাশ করেন। ১৮৪৩ অব্দে দাসত্বপ্রথা রহিত করিবার আইন প্রচলিত হয়। ঐ বৎসরেই প্রসিদ্ধ আসাম 'চা' কোম্পানি গঠিত হয়। ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে এদেশে প্রথমে অহিফেণের চাষ হয়, শেষে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট হইতে সাধারণের পক্ষে উহার চাষ উঠাইয়া দেওয়া হয়।

কামরূপের লোকসম্প্রদায়।—এখানে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সতলোৎ ব্রাহ্মণেরা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এদেশে বল্লালী কৌলীন্য-প্রথা নাই। মিথিলাবাসী ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক। দৈব-জ্ঞেরা এদেশে বিশেষ সম্মানের পাত্র।

এখানে ব্রাহ্মণকায়স্থেরা নিজ হস্তে হলাকর্ষণ করে না। কায়স্থগণের মধ্যে ভূঁয়ার ছয় ঘর বিশেষ বিখ্যাত।

কলিতা—কৃষিপ্রধান জাতি। ইহারা জাত্যংশে শ্রেষ্ঠ, তবে কেবল হলবাহনদোষে পতিত।

কেওট—ইহারা আদিম জাতি। ইহারাও কৃষক। কেও-টেরা কৈবর্ত্তের (মৎস্যজীবীর) অন্তর্গত। এতদ্ভিন্ন কোচ, মেছ, লালুং, নট, নাপিত, পটীয়া, কুমার, শুঁড়ী, ধোপা, শালৈ (শুঁড়ীবিশেষ), ডোম প্রভৃতি কয়েকটি জাতি আছে।

ধর্ম্মপ্রভাব।—প্রথমে হিন্দুধর্ম্ম পরে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল ছিল। শঙ্করাচার্য্য যখন সমগ্র ভারতে বৌদ্ধপ্রভাব নষ্ট করেন, তখন কামরূপেও তাঁহার সংস্কারের প্রভাব বিস্তৃত হয়। দেবেশ্বর নামক শূদ্ররাজই ইহার মূল। বৌদ্ধধর্ম্ম অন্য প্রদেশে যত শীঘ্র দূর হইয়াছিল, এখানে তত শীঘ্র হয় নাই; খৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দীতেও এখানে তাহার প্রাবল্য ছিল। অদ্যাপি হাজোর হয়গ্রীবের মূর্ত্তি বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া অনেকেই স্বীকার করেন। যোগিনীতন্ত্রেও এখানকার বুদ্ধমূর্ত্তির কথা লিখিত আছে। তৎপরে শঙ্করদেব ও মাধবদেব নামে দুই ব্যক্তি বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন।

বারভূঁয়াগণের মধ্যে চণ্ডীবর শিরোমণির বংশে কুসুম্বর শিরোমণি ভূঁয়ার এক পুত্র জন্মে। ইহার নাম শঙ্কর ভূঁয়াশিরোমণি বা শ্রীশঙ্করদেব। ইনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নানা তীর্থাদি দর্শন করিয়া কন্দলী নামক এক ব্যক্তির নিকট সংস্কৃত শিক্ষা করেন। সংস্কৃত শিখিয়া ভাগবত হইতে "কীর্ত্তন দশম" নামক পুস্তক অনুবাদ ও সঙ্কলন করেন। (কাহারও মতে ইনি মহাপ্রভু চৈতন্যের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন।) শঙ্কর বৈষ্ণব হইয়া স্বদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ইনি দেশীয় ভাষায় বৈষ্ণবধর্ম্মের নানাবিধ গ্রন্থ ও সঙ্গীত রচনা করিয়া ধর্ম্মপ্রচারের সুবিধা ও ভাষার শ্রীবৃদ্ধি করেন। ইহা হইতেই কামরূপে পৌরাণিক ইতিবৃত্তের অভিনয়াদি (যাত্রাদি) প্রচলিত হয়। বাঙুকা নামক স্থানের দীর্ঘলগিরির পুত্র মাধব শঙ্করের শিষ্য হইয়া গুরুকে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচারে যথেষ্ট সাহায্য করেন।

আহমেরা ইহারই উপদেশে বৈষ্ণব হয়; কিন্তু তৎপূর্ব্বে তাহারা বৈষ্ণবধর্ম্মের প্রচারে বিরক্ত হইয়া শঙ্করদেবের জামাতা হরিকে অতি সামান্য অপরাধে বধ করে এবং মাধবদেবকে বন্দী করে। শঙ্কর এই সূত্রে আহম অধিকার পরিত্যাগ করিয়া পাটবাউসী নামক স্থানে বাস করেন ও মাধব কোন উপায়ে মুক্ত হইয়া তাঁহার সহিত মিলিত হন। শাক্ত ও অনাচারী ব্রাহ্মণেরা কয়েকবার রাজা নরনারায়ণের কাছে ইহাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে, কিন্তু কোন ফল হয় নাই। দিন দিন দলে দলে লোক বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করিল। তৎপরে রাজার আস্থা হওয়ায় কুচবিহারেও এই ধর্ম্ম প্রচারিত হয়। ১৪৯০ শকে শঙ্করদেব স্বর্গলাভ করেন। ইনি কামরূপ অঞ্চলে আজিও চৈতন্যদেবের ন্যায় অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হন।

শঙ্করের পর মাধবদেব তাঁহার ধর্ম্মকে জাগাইয়া রাখেন। মাধবদেব "মহাপুরুষ গুরু" নামে বিখ্যাত। ইঁহার মতে পূজাদির আবশ্যক নাই, একমাত্র হরিনামকীর্ত্তনেই সকল কামনা সিদ্ধ হইতে পারে। এই জন্য সর্ব্বত্র সঙ্কীর্ত্তন করিবার জন্য সত্র বা ধর্ম্মালয় আছে। এই সকল সত্রে অধিকারী ও মহন্তেরা বাস করেন। এই সকল সত্রের মধ্যে মাধবদেব প্রতিষ্ঠিত বড়পেটার সত্রই প্রধান। মহন্তেরা বাঙ্গালার গুরু-ব্যবসায়ী গোস্বামীগণের ন্যায় শিষ্যগণের প্রদত্ত অর্থে জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। শিষ্যেরা এইরূপে অর্থ না দিলে সমাজচ্যুত হয়। মাধবের পর কয়েক জন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব হইয়া ধর্ম্ম-প্রচার করেন। তাঁহারা মাধবের ধর্ম্ম হইতে কিছু ভিন্নভাবে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন বলিয়া তাঁহাদের মতকে "বামুনীয়া" ও মাধবের মতকে "মহাপুরুষীয়া" ধর্ম্ম বলে। মহাপুরুষীয়ার মধ্যেও "ঠাকুরীয়া" নামে একশাখা আছে। মাধবাদি শঙ্কর শিষ্যগণ অনেকানেক গ্রন্থ ও সঙ্গীতাদি রচনা করেন। বৈষ্ণবেরা পৌরাণিক ক্রিয়াকলাপের প্রতি ততটা আস্থাবান নয়। বৈষ্ণব ব্যতীত এখানে তান্ত্রিকমতও প্রচলিত আছে। অরীতিয়া বা পূর্ণসেবা নামে আজকাল একটি মত গোপনে এদেশে চলিতেছে। এই সম্প্রদায়ীরা জাতিভেদ মানে না। ইহারা সকল জাতীয় লোক একত্র মদ্যমাংসাদি পানাহার করে। এই সম্প্রদায়ের উপাসনায় ভক্তিমাতা নামে একটী স্ত্রীর প্রয়োজন হয়। এই স্ত্রীই সকলের পূজ্য। পূর্ণসেবা-চারীরা বলে, তাহাদের এই ধর্ম্ম শঙ্করদেবের প্রচারিত ধর্ম্মের পূর্ণমত। ইহা তান্ত্রিক বামাচারী ও বৈষ্ণব মতের মিশ্রণে উৎপন্ন।

এখানকার মুসলমানেরা সুন্নি মতাবলম্বী। গ্রাম্য মুসল-মানেরা বিষহরি প্রভৃতি হিন্দুদেবতার পূজা করে। হাজো নামক স্থানে "পোয়া মক্কা" নামে একটি মুসলমানদিগের তীর্থ-স্থান আছে। বৌদ্ধাচারী লোক আর এখন নাই।

আজকাল নানাধর্ম্মের লোকই আসামে আছে।

সামাজিক প্রথা।—ব্রাহ্মণাদিবর্ণের মধ্যে কন্যার কুমারী-কালে বরকে আহ্বান করিয়া বিবাহ দিবার নিয়ম আছে। অন্য জাতির মধ্যে নাই। শূদ্রাদি জাতিতে রজঃস্বলা হইবার পর কন্যার বিবাহ হয়। ব্রাহ্মণাদির মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই, অন্য জাতিতে আছে। গন্ধর্ব্ববিবাহের ন্যায় একপ্রকার বিবাহ এখানে শূদ্রাদির মধ্যে প্রচলিত আছে। কোন প্রাপ্তবয়স্কা বিধবা তাহার পিতামাতার বা অভিভাবকের সম্মতি লইয়া স্বীয় সমাজের কোন লোকের সহিত আহা-রাদি ও সহবাস করিতে পারে। এই গর্ভের সন্তানাদি বিবাহিতার গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় পিতামাতার ধনাধি-কারী ও সমাজে গণ্য হয়। কোন কোন স্থলে এরূপ দম্পতীকে সধবারা ধান্যদূর্ব্বা দিয়া আশীর্ব্বাদ করে—ইহাকে "অগ চাউল দিয়া" বলে। এক প্রকার স্বয়ম্বরপ্রথাও এইদেশে প্রচলিত আছে। কোন পুরুষ বা স্ত্রী ইচ্ছানুসারে কোন স্ত্রী বা পুরুষের গৃহে স্বামীস্ত্রীরূপে বাস করে। এই সকল ব্যবহারে ইহাদের সমাজে কোন দোষ হয় না। হিন্দুধর্ম্ম মতে যাহাদের বিবাহ হয়, তাহাদের মধ্যে স্বামীত্যাগ করিয়া পত্যন্তরগ্রহণ করিবার প্রথা নাই; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত অন্য সকল প্রথানুসারে তাহা আছে। ইহাদের মতে শরীরশুদ্ধি করিবার জন্যই বিবাহ আবশ্যক, এজন্য বিবাহসম্বন্ধে ইহাদের তাদৃশ দৃঢ় নিয়ম নাই। কোন

কোন স্থলে বিধবার অস্থি শুদ্ধির জন্য কোন পুস্তক, শিলাখণ্ড বা কদলীবৃক্ষের সহিত বিবাহ হয়। কোথায় অপর এক পুরুষের সহিত এইরূপ অস্থিশুদ্ধির বিবাহ হয়, শেষে তাহাকে কিছু দক্ষিণাদি দিয়া বিদায় করিয়া দেওয়া হয় এবং স্ত্রী পুরুষান্তর গ্রহণ করে, ইহাকে 'এড়া বিয়া' বলে।

ইহাদের মধ্যে আগন্তুককে আসন দান করিবার নিয়ম নাই। সকলেই ভ্রমণ করিবার সময়ে নিজ নিজ আসন, তামার রন্ধনপাত্র ও ঘটী সঙ্গে লইয়া যায়।

ইহারা ধর্ম্মানুসারে পশুপক্ষী ও মৎস্য আহার করে। অপরের এমন কি জাতির অন্নও গ্রহণ করে না। কোন কোন স্থলে গ্রামে এক একটী স্ত্রীলোক থাকে, তাহার হস্তের রন্ধন সকলেই খায়। উৎসবাদিতে তাহাকেই রাঁধিতে হয়। অন্য স্থলে বোকা চাউল ও কোমল চাউল নামে দুই প্রকার চাউল জলে ভিজাইয়া দধি, গুড়, কদলী প্রভৃতি মাখিয়া সাধারণতঃ ইহারা নিমন্ত্রণাদিতে আহার করে। ইহারা বড় পাণ খায়।

চৈত্র, আশ্বিন ও পৌষের সংক্রান্তি ইহাদের মধ্যে প্রধান উৎসবের দিন। এই তিন পর্ব্বের নাম বিহু। এই পর্ব্বে ইহারা পিতাকে প্রণাম ও আত্মীয় কুটুম্বাদির সহিত সাক্ষাৎ করে ও মহাড়ম্বরে পানভোজনাদি হয়। চৈত্রের বিহুতে সাতদিন কোন প্রকাশ্য স্থলে স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া নৃত্যগীত করে। এই নৃত্যগীতে অশ্রাব্য অবাচ্য অশ্লীল গীত ও অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শিত হয়। দুর্গোৎসব, হোলী, জন্মাষ্টমী ও শঙ্করমাধবের মৃতাহ তিথি সাধারণ পর্ব্ব বলিয়া গণ্য।

বেহুলা ও নখীন্দর।—কামরূপ জেলার দক্ষিণপ্রান্তে কোন স্থানে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত গৃহ আছে। প্রবাদ আছে, এই গৃহ চাঁদ সওদাগরের নির্ম্মিত নখীন্দরের "লোহার বাসরঘর"। বেহুলার কৌশলে ও নেতা ধোপানীর কৃপায় কিরূপে নখীন্দর পুনর্জ্জীবিত হয়, সে গল্প অনেকেই জানে। ধুবড়ীর নিকট "নেতাধোপানীর ঘাট" নামে একটি ঘাট আজিও আছে। আজকাল তাহার ভগ্নাবস্থা। চাঁদ সওদাগর একজন বিখ্যাত বণিক ছিলেন।

তেজপুরের নিকট আরও কয়েকটী প্রস্তরগৃহের ভগ্নাবশেষ আছে। প্রবাদ—এইগুলি বাণরাজের কন্যা ঊষার প্রাসাদ। নওগাঁর চাঁপানলা পর্ব্বতে কতকগুলি প্রস্তরপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আছে—প্রবাদ যে এগুলি মহাভারতোক্ত হংসধ্বজের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ। ডিমাপুরে ঐরূপ ভগ্নাবশেষগুলি মহাভারতোক্ত হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচের রাজধানীর ভগ্নাবশেষ বলিয়া খ্যাত। গোয়ালপাড়ার হাবড়াঘাট পরগণায় "শ্রীসূর্য্যপাহাড়" নামে এক পর্ব্বত আছে, এখানে একটি গোলাকার বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর ঘড়ির দাগের মত কতকগুলি রেখা আছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এককালে এখানে একটি মানমন্দির ছিল।

এক সময়ে এই কাঙুর বা কামরূপদেশ ইন্দ্রজালবিদ্যার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এখানকার অনেক স্ত্রীলোকেই ইন্দ্রজাল শিক্ষা করিত। কিন্তু এখন ইংরাজী সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে কামরূপের সেই প্রাচীন বিদ্যা বিলুপ্ত।

[প্রাচীন কামরূপ বা বর্ত্তমান আসামরাজ্যের অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিবরণ সম্বন্ধে Hunter's Statistical Account of Assam, 2 Vols ; Dalton's Ethnology of Bengal ; M'cosh's Topography of Assam ; Robinson's Assam ; M. Martin's Eastern India, Vol. III ; Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XLI., XLII, প্রভৃতি পুস্তক দ্রষ্টব্য।]

কামরূপধর (ত্রি) কামং যথেচ্ছং রূপং ধরতি ধারয়তি বা, কাম-রূপ-ধৃ-অচ্। ইচ্ছানুসারে বিবিধরূপধারক।

কামরূপপতি (পুং) 'শারদাতিলক' নামক তন্ত্রের টীকাকার।

কামরূপিণী (স্ত্রী) কামং মনোজ্ঞং রূপং অস্ত্যস্যাঃ, কাম-রূপ-ইনি-ঙীপ্। ১ অশ্বগন্ধা গাছ। ২ সুন্দরী স্ত্রী। ৩ কামং যথেচ্ছং রূপং ধার্য্যত্বেন অস্ত্যস্যাঃ। যে স্ত্রী ইচ্ছামত বিবিধরূপ ধারণ করিতে পারে।

কামরূপী [ন্] (পুং) কামং কমনীয়ং রূপং অস্ত্যস্তি, কাম-রূপ-ইনি। ১ বিদ্যাধর। ২ জাহক জন্তু। ৩ (ত্রি) কামং যথেচ্ছং রূপং ধার্য্যত্বেন অস্ত্যস্য। ইচ্ছানুসারে বিবিধরূপধারী।

("সর্ব্বমাশু বিচেতব্যং হরিভিঃ কামরূপিভিঃ।" রামায়ণ।)

কামরেখা (স্ত্রী) কামানাং কামব্যাপারাণাং রেখা চিহ্নং লক্ষণং বা যত্র, বহুব্রী। বেশ্যা।

কামল (পুং) কম-ণিচ্-কলচ্। ১ রোগবিশেষ, কামলা। ২ বসন্তকাল। ৩ মরুভূমি। ৪ (ত্রি) কামুক।

(কামলো রোগভেদে বা নানামরুবসন্তয়োঃ।
কামুকে বাচ্যলিঙ্গো স্থ। মেদিনী।)

কামলকীরক (ত্রি) কমলকীরকস্য ইদম্, কমল-কীরক-অণ্ (প্রস্থোত্তরপদপলদ্যাদিকোপধাদণ্। পা ৪।২।১১০।) কমলকীরক নামক কীটসম্বন্ধীয়।

কামলতা (স্ত্রী) কামস্য লতা ইব, উপমি। ১ উপস্থ, শিশ্ন। ২ লতাবিশেষ (Ipomœa Quamolit).

কামলা (স্ত্রী) কামল-টাপ্। রোগবিশেষ(A form of Jaundice). পাণ্ডুরোগ অচিকিৎসিত হইলে অথবা পাণ্ডুরোগ সত্ত্বে পিত্তকর বহু আহারাদি করিলে, বিকৃত পিত্ত সেই রোগীর

রক্ত মাংস দূষিত করিয়া কামলারোগ উৎপাদন করে। প্রথম হইতেও কামলারোগ হইয়া থাকে। এই রোগে চক্ষু, ত্বক্, নখ ও মুখদেশ হরিদ্রাবর্ণ; মলমূত্র রক্ত বা পীতবর্ণ; সর্ব্বশরীর সোণ্ণাবেঙ্গের মত বর্ণবিশিষ্ট; ইন্দ্রিয় সকল শক্তিহীন এবং দাহ, অজীর্ণ, দুর্ব্বলতা, অবসন্নতা ও অরুচি হইয়া থাকে। এইরোগ দ্বিবিধ, কোষ্ঠাশ্রয়ী ও শাখাশ্রয়ী। আমাশয়াদি আভ্যন্তরিক কোষ্ঠসমূহে উৎপন্ন হইলে, তাহাকে কোষ্ঠকামলা বা কুম্ভকামলা কহে এবং হস্তপদাদিস্থানে কামলা উৎপন্ন হইলে, তাহাকে শাখাস্থিত কামলা বলে। কুম্ভকামলা অধিকদিন অবস্থিত হইলেই কষ্টসাধ্য হইয়া উঠে। এই কুম্ভকামলা রোগ থাকিতে বমন, অরুচি, উৎক্লেশ, জ্বর, ক্লান্তি, শ্বাস, কাস ও মলভেদ উপস্থিত হইলে, সে রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। উভয়বিধ কামলাতেই যদি মলমূত্র কৃষ্ণ ও পীতবর্ণ, অথবা মল, মূত্র ও বমন রক্তযুক্ত, শরীর শোথবিশিষ্ট, অবসন্ন এবং দাহ, অরুচি, পিপাসা, আনাহ, তন্দ্রা, মোহ ও বুদ্ধিনাশ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে সে রোগীও অল্পদিন মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

বৈদ্যশাস্ত্রমতে ইহার চিকিৎসা এইরূপ—ত্রিফলা, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা বা নিমের কাথ মধুর সহিত পান করিবে।

দ্রোণফুলগাছের পাতার রস চক্ষে অঞ্জন দিবে।

গুলঞ্চের পাতা বাঁটিয়া তক্রের সহিত ভক্ষণ করিবে।

আমলকী, লৌহচূর্ণ, শুঁঠ, পিপুল, মরিচ ও হরিদ্রাচূর্ণ ঘৃত, মধু এবং চিনির সহিত লেহন করিবে।

কুম্ভকামলাতেও এই সকল ঔষধ উপযোগী, বিশেষতঃ এইরোগে এই সকল ঔষধ উপকারী।—গোমূত্রের সহিত শিলাজতু সেবন করিবে।

বহেড়াকাষ্ঠ দ্বারা মণ্ডুর দগ্ধ করিয়া, তাহা গোমূত্রে নিঃক্ষেপ করিতে হইবে; এইরূপ আটবার পোড়াইয়া ও গোমূত্রে নিঃক্ষেপ করিয়া, ইহার চূর্ণ মধুর সহিত সেবন করিবে। (ভাবপ্রকাশ।)

গরুড়পুরাণোক্ত এই রোগের ঔষধ।—মরীচ ও তিলফুল একত্র পেষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে কামলা নিবারিত হয়। দুগ্ধের সহিত অপামার্গমূল ও গোক্ষুরমূল পান করিলে কামলাদি রোগ নষ্ট হয়। ইহা দ্বারা মুখরোগও নিবারিত হইয়া থাকে।

কামলায়ন (পুং) কমলস্য অপত্যং পুমান্, কমল-অঞ্-ফক্। কমলপুত্র উপকোসল নামক মুনিবিশেষ। (ছান্দোগ্য উপ'।৪।১০।১)

কামলাক্ষী (স্ত্রী) কামং যথেষ্টং লাতি আকর্ষতি, কাম-লা-ক, কামলে অক্ষিণী যস্যাঃ, কামলাক্ষি-বহু-ঙীষ্। আকর্ষণকারক দেবীমূর্ত্তিবিশেষ।

("অনামারক্তমিশ্রেণ কামলাক্ষীমন্ত্রং জপেৎ।" তন্ত্রসা'।)

কামলিকা (স্ত্রী) কমুধান।

কামলী [ন্] (ত্রি) কামলো রোগবিশেষো ইত্যাদি, কামল-ইনি। কামলারোগপীড়িত। (পুং) কমলেন বৈশম্পায়নস্য অন্তেবাসিবিশেষেণ প্রোক্তং অধীয়তে, কমল-ণিনি (কলাপিবৈশম্পায়নান্তেবাসিভ্যশ্চ। পা ৪।৩।১০৪।) বৈশম্পায়নশিষ্যপ্রণীতশাস্ত্রাধ্যায়ী।

কামলেখা (স্ত্রী) কামানাং কামব্যাপারাণাং লেখা চিহ্নং লক্ষণং যত্র, বহুব্রী। বেশ্যা।

কামলোল (ত্রি) কামেন কন্দর্পপীড়য়া লোলঃ চঞ্চলঃ, ৩তৎ। কামপীড়ায় আকুল।

কামবতী (স্ত্রী) কামঃ কমনীয়তা অস্ত্যস্যাঃ, কাম-মতুপ্-মস্য বঃ ঙীপ্। ১ দারুহরিদ্রা। ২ (কামঃ কন্দর্পভাবঃ অস্ত্যস্যাঃ) মৈথুনের অভিলাষযুক্তা।

("ত্যাগঃ কামবতীনাং হি স্ত্রীণাং সদ্ভির্বিগর্হিতঃ।"
ভারত আদি ৯৭।৫।)

কামবর (ত্রি) কামাদপি সৌন্দর্য্যেণ বরঃ শ্রেষ্ঠঃ। অতিসুন্দর, অতিরূপবান্।

কামবল্লভ (পুং) কামঃ কমনীয়ঃ, অতএব বল্লভঃ প্রিয়ঃ, কর্ম্মধা। যদ্বা কামস্য কন্দর্পস্য বল্লভঃ, ৬তৎ। ১ আম। আমের মুকুল কন্দর্পের বিশেষ প্রিয়বস্তু, এজন্য কন্দর্পপূজার সময় আম্রমুকুলের নিতান্ত প্রয়োজন। ২ বসন্ত।

কামবল্লভা (স্ত্রী) কামস্য কন্দর্পস্য বল্লভা প্রিয়া। ১ রতি। ২ জ্যোৎস্না।

কামবশ (ত্রি) কামস্য বশঃ বশীভূতঃ, ৬তৎ। কামরিপুর বশীভূত।

কামবশ্য (ত্রি) কামস্য বশ্যঃ বশতামাপন্নঃ, কাম-বশ-যক্। কন্দর্পপীড়ায় বশীভূত।

কামবাণ (পুং) কামস্য কন্দর্পস্য বাণঃ শরঃ, ৬তৎ। কন্দর্পের বাণ, ইহা ফুলময়, এবং সংখ্যায় পাঁচটি।

"অরবিন্দমশোকঞ্চ শিরীষং চূতমুৎপলম্।
পঞ্চৈতানি প্রকীর্ত্তন্তে পঞ্চবাণস্য সায়কাঃ॥"

পদ্ম, অশোক, শিরীষ, আম্র ও উৎপল, এই পাঁচটি ফুল কন্দর্পের পঞ্চবাণ।

কন্দর্পবাণের পাঁচপ্রকার কর্ম্মানুসারে অন্য পাঁচটি নাম আছে;—

"সম্মোহনোন্মাদনৌ চ শোষণস্তাপনস্তথা।
স্তম্ভনশ্চেতি কামস্য পঞ্চবাণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন এই পাঁচটি কামবাণের নাম।

কামবান্ [ৎ] (পুং) কামঃ অস্ত্যস্তি, কাম-মতুপ্-মস্য বঃ। ১ অভিলাষযুক্ত। ২ মৈথুনেচ্ছাযুক্ত।

কামবাদ (পুং) কামং যথেচ্ছং বাদঃ। যথেচ্ছপ্রবাদ; লোকসমূহ আপন আপন ইচ্ছানুসারে অকারণ যে সকল কথা উত্থাপন করে।

কামবাসী [ন্] (ত্রি) কামং যথেচ্ছং বসতি, কাম-বস্-ণিনি। ° ইচ্ছামত নানাস্থানে যে অস্থির ভাবে বাস করে।

কামবিদ্ধ (ত্রি) কামবাণেন বিদ্ধঃ, ৩তৎ। কন্দর্পবাণবিদ্ধ, মৈথুনেচ্ছায় আকুল।

কামবিহন্তা [তৃ] (পুং) কামস্য কন্দর্পস্য বিশেষেণ হন্তা নাশয়িতা, কাম-বি-হন্-তৃচ্। ১ মহাদেব। ২ (ত্রি) কামরিপু-জয়কারী।

কামবীর্য্য (ত্রি) কামং পর্য্যাপ্তং বীর্য্যং যস্য, বহুব্রী। ১ অপরিমিতবীর্য্যশালী। ২ (ক্লী) কামস্য বীর্য্যম্ ৬তৎ। কন্দর্পের শক্তি।

কামবৃক্ষ (পুং) কামং যথেচ্ছং (বীজাদ্যনপেক্ষত্বেন) জাতো বৃক্ষঃ, মধ্যলো°। বন্দাক, পরগাছা।

কামবৃত্ত (ত্রি) কামং যথেচ্ছং নিরঙ্কুশং বৃত্তমস্য, বহুব্রী। যথেচ্ছাচারী।

("ইন্দ্রিয়ৈঃ কামবৃত্তৈস্ত্বং ক্লিশ্যসে প্রাকৃতো যথা।"
রামায়ণ ৪।১৯।২৭।)

কামবৃত্তি (স্ত্রী) কামেন স্বেচ্ছয়া বৃত্তিঃ, ৩তৎ। ১ স্বেচ্ছাচার। ২ (৬তৎ) কামরিপুর কার্য্য। ৩ (ত্রি) কামতো-বৃত্তিরস্য বহুব্রী। যথেচ্ছাচারযুক্ত।

কামবৃদ্ধি (পুং) কামস্য বৃদ্ধির্যস্মাৎ, বহুব্রী। ১ গুল্মবিশেষ। কর্ণাটদেশে ইহাকে কামজ কহে।

ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—স্মরবৃদ্ধিসংজ্ঞ, মনোজবৃদ্ধি, মদনায়ুঃ, কন্দর্পজীব, জিতেন্দ্রিয়াহ্ব, কামৈকজীব ও জীব-সংজ্ঞ। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার বীজের গুণ—মধুররস; বল, রুচি, কামশক্তি ও ইন্দ্রিয়ের বলবৃদ্ধিকারক। ২ (৬তৎ) কামরিপুর বৃদ্ধি।

কামবৃন্তা (স্ত্রী) কামং কমনীয়ং বৃন্তং যস্যাঃ, বহুব্রী। পারুল গাছ।

কামশক্তি (স্ত্রী) কামস্য শক্তির্নায়িকাভেদঃ, ৬তৎ। কামদেবের পত্নীবিশেষ। রাঘবভট্ট এই কামশক্তির পঞ্চাশ প্রকার বিভাগ করিয়াছেন। যথা—১ রতি, ২ প্রীতি, ৩ কামিনী, ৪ মোহিনী, ৫ কমলপ্রিয়া, ৬ বিলাসিনী, ৭ কল্পলতা, ৮ শ্যামলা, ৯ শুচিস্মিতা, ১০ বিস্মিতাক্ষী, ১১ বিশালাক্ষী, ১২ লেলিহানা, ১৩ দিগম্বরা, ১৪ বামা, ১৫ কুব্জা, ১৬ ধরা, ১৭ নিত্যা, ১৮ কল্যাণী, ১৯ মোহিনী, ২০ সুলোচনা, ২১ সুলাবণ্যা, ২২ বিমর্দ্দিনী, ২৩ কলহপ্রিয়া, ২৪ একাক্ষী, ২৫ সুমুখী, ২৬ নলিনী, ২৭ জটিলা, ২৮ পালিনী, ২৯ শিবা, ৩০ মুগ্ধা, ৩১ রসা, ৩২ ভ্রমা, ৩৩ চারুলোলা, ৩৪ চঞ্চলা, ৩৫ দীর্ঘজিহ্বা, ৩৬ রতিপ্রিয়া, ৩৭ লোলাক্ষী, ৩৮ ভৃঙ্গিণী, ৩৯ পাটলা, ৪০ মাদিনী, ৪১ মালা, ৪২ হংসিনী, ৪৩ বিশ্বতোমুখী, ৪৪ নন্দিনী, ৪৫ রঞ্জিনী, ৪৬ কান্তি, ৪৭ কলকণ্ঠী, ৪৮ বৃকোদরা, ৪৯ মেঘশ্যামা, ৫০ রুষোন্মত্তা।

ধ্যানমন্ত্রে কামশক্তি এইরূপভাবে বর্ণিত হইয়াছে,—

"শক্তয়ঃ কুঙ্কুমনিভাঃ সর্ব্বাভরণভূষিতাঃ।
নীলোৎপলকরা ধ্যেয়া ত্রিলোক্যাকর্ষণক্ষমাঃ॥"

কুঙ্কুমের ন্যায় বর্ণশালিনী, সর্ব্বাঙ্গে অলঙ্কারযুক্তা, হস্তে নীলোৎপলধারিণী এবং ত্রিলোকআকর্ষণে শক্তিসম্পন্না।

কামশর (পুং) ১ কন্দর্পবাণ। কামস্য কন্দর্পস্য শর ইব, কামোদ্দীপকত্বাৎ। ২ আম।

কামশাস্ত্র (ক্লী) কামস্য স্বর্গাদেঃ প্রতিপাদকং শাস্ত্রং, মধ্যলো°। ১ অভীষ্ট সম্পাদক শাস্ত্র।

("অর্থশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ধর্ম্মশাস্ত্রমিদং মহৎ।
কামশাস্ত্রমিদং প্রোক্তং ব্যাসেনামিতবুদ্ধিনা॥"
মহাভারত আদি ১।৪।

২ রতিশাস্ত্র। [রতিশাস্ত্র দেখ।]

কামসখ (পুং) কামস্য সখা, কাম-সখি-টচ্ (রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১।) ১ বসন্তকাল। ২ আমগাছ।

কামসুত (পুং) কামস্য সুতঃ পুত্রঃ, ৬তৎ। কন্দর্পপুত্র, অনিরুদ্ধ।

কামসূ (ত্রি) কামং অভীষ্টং সূতে, কাম-সূ-ক্বিপ্। ১ অভীষ্ট-প্রদ। ২ (পুং) শ্রীকৃষ্ণ। ৩ (স্ত্রী) কামং প্রদ্যুম্নং সূতে। রুক্মিণী।

কামসূত্র (ক্লী) কামস্য তদ্ব্যাপারস্য প্রতিপাদকং সূত্রম্, মধ্যলো°। বাৎস্যায়নপ্রণীত কামব্যাপার-বোধক শাস্ত্রবিশেষ।

কামসেন (পুং) কামবতীর রাজবিশেষ। [কামকন্দলা দেখ।]

কামস্তুতি (স্ত্রী) কামস্য স্তুতিঃ, ৬তৎ। প্রতিগ্রহশান্তির জন্য কামদেবের স্তুতিরূপ মন্ত্রবিশেষ; এই মন্ত্র প্রতিগৃহীতাকে পাঠ করিতে হয়। মন্ত্র যথা—"কোঽদাৎ? কস্মা অদাৎ? কামোঽদাৎ কামায়াদাৎ কামো দাতা কামঃ প্রতি-

গৃহীতা কামৈতত্তে।" (শুক্লযজুঃ ৭।৪৮।) স্মৃতিশাস্ত্রেও প্রতিগ্রহ দোষশান্তির জন্ত এই মন্ত্রপাঠের ব্যবস্থা আছে।

"প্রতিগ্রহজদোষস্ত শান্ত্যৈ কামস্তুতিং পঠেৎ।" (স্মৃতি।)

কামহা [ন্] (পুং) কামং কন্দর্পং হতবান্, কাম-হন্-ক্বিপ্। ১ মহাদেব। ২ বিষ্ণু।

("কামহা কামকৃৎ কামী।" বিষ্ণু সহস্র নাম।)

কামহেতুক (ত্রি) কামঃ হেতুর্যস্ত, কামহেতু- কন্। ১ কাম-রিপুজন্য। ২ অভিলাষজন্ত।

কামহোগলা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Typha angustifolia)

কামাই (পারস্ত) ১ নিয়মিতকার্য্যে বাদ দেওয়া। ২ অনুপস্থিতি।

কামাক্ষ (পুং) কুমারিকাভক্ত চম্পকমুনিকুলজাত শৃঙ্গার-রাজপুত্র, তৎপুত্র পারিজাত। (সহ্যাদ্রিখণ্ড ১।৩১।৪৫)

কামাক্ষী (স্ত্রী) কামং রমণীয়ং অক্ষি যস্তাঃ, কাম-অক্ষি-ষচ্ ঙীষ্। ১ দেবীমূর্ত্তিবিশেষ। ২ তন্ত্রোক্ত বীজবিশেষ।

কামাখ্যা (স্ত্রী) কাময়তে ভক্তানাং কামং পূরয়তীতি কামা, আখ্যা যস্তাঃ। ১ দেবীবিশেষ।

কালিকাপুরাণে ইহার এই নামসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে,—"ভগবানুবাচ—

কামার্থমাগতা যস্মান্ময়া সার্দ্ধং মহাগিরৌ।
কামাখ্যা প্রোচ্যতে দেবী নীলকূটে রহোগতা॥
কামদা কামিনী কাম্যা কান্তা কামাঙ্গদায়িনী।
কামাঙ্গনাশিনী যস্মাৎ কামাখ্যা তেন চোচ্যতে॥"

ভগবান্ বলিতেছেন, এই মহাদেবী অভিলাষপূরণের জন্য আমার সহিত নীলকূটে আগমন করায়, 'কামাখ্যা' নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি কামদা, কামিনী, কামা, কান্তা, কামাঙ্গদায়িনী ও কামাঙ্গনাশিনী হওয়ায়, 'কামাখ্যা' নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।

২ পীঠস্থানবিশেষ, কামাখ্যাদেবীই এই স্থানের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতা। কালিকাপুরাণে এই পীঠস্থান সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—"দক্ষযজ্ঞে সতী প্রাণত্যাগ করার পর মহাদেব তাঁহার সেই মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া বহুদিন পর্য্যন্ত ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ক্রমে সেই দেহ হইতে স্থানে স্থানে অবয়ববিশেষ পতিত হওয়ায়, সেই সকল স্থানে এক একটি পবিত্র পীঠ হইতে লাগিল। পরিশেষে কুব্জিকা নামক পীঠস্থানে দেবীর যোনিমণ্ডল পতিত হইল; এই সময়ে মহামায়া যোগনিদ্রাও মহাদেবে লীন হইয়া যাওয়ায়, তিনি অতি উচ্চ পর্ব্বত রূপ ধারণ করিয়া পাতালে প্রবেশ করিলেন। তাহা দেখিয়া ব্রহ্মা পর্ব্বতরূপে তাঁহাকে ধারণ করিলেন এবং বিষ্ণুও পর্ব্বতরূপে পৃথিবী আক্রমণ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন। এই পর্ব্বতত্রয় শত শত যোজন উন্নত, কিন্তু দেবীর আক্রমণে তাঁহারা অধোগত হইয়া ক্রোশপরিমিত উচ্চ রহিলেন। ইহাদিগের মধ্যে পূর্ব্বদিকের পর্ব্বত ব্রহ্মশৈল, তাঁহার নাম 'শ্বেত'; সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উচ্চ পশ্চিমদিকের পর্ব্বত বারাহনামক বিষ্ণুশৈল এবং উভয়ের মধ্য-দেশস্থিত ত্রিকোণ উদূখলাকৃতি শৈলের নাম নীল, ইনিই মহাদেবের রূপান্তর। ইহা ব্যতীত ঈশানদিকের দীপ্তিশালী পর্ব্বতরূপী কূর্ম্মের নাম 'মণিকর্ণ'। বায়ুকোণস্থিত পর্ব্বতের নাম 'মণিপর্ব্বত', এই পর্ব্বত শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রিয়স্থান নৈর্ঋতকোণস্থ পর্ব্বতের নাম 'গন্ধমাদন'; ইহা মহাদেবের প্রিয়স্থান। ব্রহ্মশক্তিশিলার পূর্ব্বভাগস্থিত পর্ব্বতও মহাদেবের রূপান্তর এবং ইহার নাম 'ভস্মাচল'।

এইরূপে পবিত্র নীলকূট পর্ব্বতস্থ কুব্জিকাপীঠে দেবী মহেশ্বরী মহাদেবের সহিত অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই যোনিমণ্ডল পতিত হইয়াই প্রস্তর হইয়াছিল, তাহাই কামাখ্যা দেবী নামে বিখ্যাত হইয়াছে। মর্ত্ত্যগণ এই শিলা স্পর্শ করিলে দেবত্ব এবং দেবগণ ইহার স্পর্শে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইস্থানের মাহাত্ম্য অতি অদ্ভুত, ইহাতে লৌহ প্রদান করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা ভস্ম হইয়া যায়।

এই যোনিমণ্ডলের পরিমাণ দীর্ঘে ২১ অঙ্গুলি এবং প্রস্থে এক বিতস্তি (½ হাত) এবং উহা সিন্দূর ও কুঙ্কুমাদি লেপিত। দেবী মহামায়া এই স্থানে প্রত্যহ পঞ্চ কামিনী মূর্ত্তিতে অবস্থান করেন; সেই পঞ্চমূর্ত্তির নাম—কামাখ্যা, ত্রিপুরা, কামেশ্বরী, সারদা ও মহোৎসাহা। দেবীর চতুর্দ্দিকে অষ্টযোগিনী অবস্থান করিতেছেন, তাঁহাদিগের নাম—গুপ্তকামা, শ্রীকামা, বিন্ধ্যবাসিনী, কটীশ্বরী, ধনস্থা, পাদদুর্গা, দীর্ঘেশ্বরী ও প্রকটা। অপরাপর তীর্থসমূহও এখানে জলরূপে অবস্থিত আছে, বিষ্ণু ইহার তীরে কমল নামে অবস্থান করেন। দেবীঅঙ্গে লক্ষ্মী ললিতা নামে এবং সরস্বতী মাতঙ্গী নামে অবস্থিত আছেন। দেবীর প্রিয়পুত্র গণদেব পর্ব্বতের পূর্ব্বভাগে দ্বারদেশে সিদ্ধ নামে বাস করিতেছেন। কল্পবৃক্ষ ও কল্পলতা, তিন্তিড়ী ও অপরাজিতারূপে এই স্থানে অবস্থিত। বরাহমূর্ত্তিধর হরি পাণ্ডুনাথনামে পরিচিত হইয়া রহিয়াছেন; তিনি যেখানে মধু ও কৈটভাসুর বিনাশ করিয়াছিলেন, তাহার নিকটে ব্রহ্মা ব্রহ্মকুণ্ড নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই ব্রহ্মকুণ্ডের নিকট গয়া ও বারাণসীক্ষেত্র যোনিমণ্ডলতুল্য কুণ্ডরূপে অবস্থিত আছে। ইহারই নিকটে ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণ মহাভৈরব

সম্ভ্ৰষ্টেরন্তু অমৃতপূর্ণ অমৃতকুণ্ড স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার নিকট কামেশ্বর নামক মহাপুণ্যতীর্থ কামকুণ্ড। সিদ্ধকুণ্ড ও কামকুণ্ডের মধ্যভাগে কেদারনামক ক্ষেত্র, ইহা দৈর্ঘ্যে ১৪ ব্যাম, ইহার অপর নাম ছায়াছত্র। গুপ্তকুণ্ডের মধ্যদেশে কামেশ্বরপর্ব্বতে সংলগ্ন শৈলপুত্রীর নাম 'কামাখ্যা'। কামেশ্বর ও কামাখ্যার মধ্যদেশে কালরাত্রি। পীঠস্থানে দীর্ঘেশ্বরী, সীমাভাগে প্রচণ্ডিকা, এবং কামাখ্যাপ্রস্তরের প্রান্তদেশে কুষ্মাণ্ডী নামক যোগিনী অবস্থান করে। দক্ষিণপীঠে কামেশ্বরের অঘোরনামক শিখরকে পরমার্থিগণ ভৈরব নামে অভিহিত করেন। এই ভৈরবের নিকটে চামুণ্ডাভৈরবীর অবস্থান। কামেশ্বর ও ভৈরবের মধ্যবর্ত্তী স্থানে সুরাপগা দেবী। সদ্যোজাত নামক শিখরদেশে আম্রাতকেশ্বর। এই স্থানে যোগরূপিণী দুর্গানাম্নী নায়িকা এবং এই স্থানে অপক্ক পত্রবিশিষ্ট লতাবেষ্টিত যে আম্রাতক বৃক্ষ আছে, তাহাই কল্পলতা-বেষ্টিত কল্পবৃক্ষ। এই আম্রাতক বৃক্ষের নিকট স্বয়ং গঙ্গা সিদ্ধগঙ্গা নামে অবস্থিত আছেন। ইহার সমীপে আম্রাতকক্ষেত্রনামে পুষ্করক্ষেত্র। ঈশানদিকে তৎপুরুষ নামক শিখরের উপরিভাগে ভুবনেশ্বরদেবের পীঠ। ইহার নিকটে কামধেনু নামে সুরভির শিলা মূর্ত্তি আছে। মধ্যদেশে কোটিলিঙ্গ নামক মহাভৈরব মূর্ত্তি, ইহা পাঁচ মূর্ত্তি দ্বারা পাঁচভাগে বিভক্ত। ব্রহ্মপর্ব্বতের উর্দ্ধদেশে ভুবনেশ্বরীর নামে মহাগৌরীর শিলামূর্ত্তি আছে। যেখানে ব্রহ্মা পর্ব্বতরূপে পর্ব্বতরূপী মহাদেবের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, সেইখানে অপরাজিতা নামক কল্পলতা অবস্থিত। কামধেনুর নিকটে অগ্নিকোণে যোনিরূপা কামাখ্যার পীঠ। এইখানে বিন্ধ্যবাসিনী নামে চণ্ডঘণ্টা, বনবাসিনী নামে স্কন্দমাতা, এবং কাত্যায়নী নামে পাদদুর্গাযোগিনীর অবস্থান। এই সকল যোগিনীগণ নীলশৈলের নৈর্ঋতদিকে অবস্থিত। পশ্চিমদ্বারে হনুমানপীঠে পাষাণরূপী নন্দীর অবস্থান।" (কালিকা পুরাণ ৬১ অঃ।)

দেবীগীতায়ও এইস্থান সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া উক্ত আছে। বিশেষতঃ তাহাতে লিখিত আছে,—

"দেবী কামাখ্যা প্রতিমাসে এই স্থানে রজস্বলা হইয়া থাকেন।" [যোগিনীতন্ত্র ২।৬ পটল ও কামরূপ শব্দ দ্রষ্টব্য।]

কামাখ্যার কুমারীপূজা ভগবতীপূজার একটি অঙ্গবিশেষ। কামাখ্যায় অনেক ব্রাহ্মণকুমারীর পূজাগ্রহণ একটি ব্যবসায় স্বরূপ। পূজা হউক বা নাই হউক, কামাখ্যাদর্শনের জন্ত যাত্রী গমন করিলেই কুমারীরা তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া ধরিবে এবং দক্ষিণা চাহিবে। ন্যূনাধিক ৩০০ কুমারী সর্ব্বদা কামাখ্যায় থাকে। অনেক সময় কুমারীরা যাত্রীদিগকে দক্ষিণার নিমিত্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন।

কামাখ্যার ভিতর ন্যূনাধিক ৫২টি তীর্থস্থান অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেকগুলি দুর্গম অরণ্যে সমাবৃত। এই সমস্ত তীর্থের মধ্যে ভগবতী ভুবনেশ্বরীর এবং দশমহাবিদ্যার পীঠস্থানই সমধিক প্রসিদ্ধ।

কামাখ্যার পূজাদি নির্ব্বাহের জন্ত আহমরাজারা অনেক পাইক (ভৃত্য) এবং নিষ্কর জমী দান করিয়াছেন। অদ্যাপি পাইকেরা কার্য্যবিশেষে ভগবতী-সেবায় খাটিয়া থাকে এবং নিষ্কর জমী ইংরাজ গবর্ণমেণ্টও পূর্ব্বনিয়মে ভগবতীপূজার জন্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। প্রায় সকল দেবালয়েই পাইক ও নিষ্কর জমী আছে। তন্মধ্যে কামাখ্যা, কেদার ও মাধবের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

কামাগ্নি (পুং) কামঃ অগ্নিরিব, উপমি। ১ কামরূপ অগ্নি। ২ কামরিপুজন্য যন্ত্রণা।

কামাগ্নিসন্দীপন (ক্লী) সন্দীপ্যতে অনেন ইতি সন্দীপনং, কামাগ্নীনাং সন্দীপনম্, ৬তৎ। কামোদ্দীপক ঔষধবিশেষ। ইহা একরূপ মোদক, ভৈষজ্যরত্নাবলীতে ইহার পাকপ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে। যথা—পারদ ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অভ্র ২ তোলা, যবক্ষার, সাজীক্ষার, চিতামূল, পঞ্চলবণ, শটী, যমানী, বনযমানী, কীটহারী ও তালীশপত্র, একত্র ৪ তোলা; জীরা, তেজপত্র, দারুচিনি, বড় এলাইচ, ছোটএলাইচ, লবঙ্গ ও জায়ফল, এক সঙ্গে ৬ তোলা; বীজতাড়ক, শুঁট, পিপুল ও মরিচ, একত্র ৮ তোলা; ধনে, যষ্টিমধু, কেশুর, প্রত্যেকে ২ তোলা; শতাবরী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, গজপিপ্পলী, বেড়েলা, আলকুশিবীজ, গোক্ষুরবীজ এবং বীজ ও পত্রযুক্ত ইন্দ্রযব, প্রত্যেক সমানাংশ। সর্ব্ব সমষ্টির সমানাংশ চিনি। পাকশেষে ঘৃত, মধু ও কর্পূর ২ তোলা প্রক্ষেপ দিতে হয়।

[মোদকশব্দে পাকনিয়ম দেখ।]

কামাঙ্কুশ (পুং) কামে কামোদ্দীপনে অঙ্কুশ ইব। ১ নখ। (কামাঙ্কুশো মহারাজঃ করজো নখরো নখঃ।
করশূকো ভুজাকণ্টঃ পুনর্ভব-পুনর্নবৌ॥ হেম ৩।২৫৮।)
২ (কামস্ত অঙ্কুশ ইব) উপস্থ, পুংচিহ্ন। ৩ (ত্রি) কামশান্তিকারক।

কামাঙ্গ (পুং) কামং কামোদ্দীপকং অঙ্গং মুকুলং যস্ত, বহুব্রী। আমগাছ।

কামাচশিঙ্গী (দেশজ) মৎস্তবিশেষ। (Silurus pungentissimus.)

কামাতুর (ত্রি) কামেন আতুরঃ ৩তৎ। কামপীড়িত।

কামাত্মজ (পুং) কামস্ত আত্মজঃ পুত্রঃ, ৬তৎ। কন্দর্পের পুত্র, অনিরুদ্ধ।

কামাত্মতা (স্ত্রী) কামপ্রধানঃ আত্মা যস্ত, তস্ত ভাবঃ, কামাত্মন্‌-তল্‌ (তস্ত ভাবস্তৃতলৌ। পা ৪।১।১১৯।) ১ অনুরাগপ্রধানচিত্ততা। ২ কামাকুলচিত্ততা।

("কামাত্মতা ন প্রশস্তা নচৈবেহাস্ত্যকামতা।" মনু।২।২।)

কামাত্মা [ন্‌] (পুং) কামপ্রধানঃ আত্মা যস্ত, বহুব্রী। ১ অনুরাগী। ২ কামবশীভূত। ৩ কামময়। ৪ ফলাভিলাষী।

কামাধিকার (পুং) কামস্ত অধিকারঃ, ৬তৎ। কামরিপুর অধিকার।

কামাধিষ্ঠান (ক্লী) কামস্ত অধিষ্ঠানং স্থানম্‌, ৬তৎ। কামের অধিষ্ঠান স্থান অর্থাৎ মন।

কামাধিষ্ঠিত (ত্রি) কামেন অধিষ্ঠিতম্‌, ৩তৎ। ১ কন্দর্প কর্তৃক অধিকৃত ইন্দ্রিয়াদি। ২ (ভাবে ক্ত) কামাধিষ্ঠান।

কামান (পারস্ত) আগ্নেয় অস্ত্রবিশেষ, তোপ্‌। (Cannon)

("ঘন ঘন ভুরু কামান টানে।
জয় জয় করে কটাক্ষ বাণে॥" ভারত—বিদ্যাসুন্দর।)

যুদ্ধকালে দুর্গাদি অধিকার করিবার সময় অগ্নি সাহায্যে বৃহদাকার অগ্নিময় ধাতুগোলক নিক্ষেপ করিয়া দুর্গাদি ভাঙ্গিবার যন্ত্রবিশেষ। "কামান" শব্দের অর্থ নিক্ষেপক যন্ত্র।

অস্ত্রাস্ত্রের মধ্যে কামান সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। অধুনা য়ুরোপীয় সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে ইহার উন্নতি ও বহুল ব্যবহার হইতেছে। ইহা সাধারণতঃ লৌহ, পিত্তল, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি ধাতুতে নির্ম্মিত। ইহা নানাবিধ আকারে হইয়া থাকে। আকারানুসারে, ব্যবহারানুসারে ও গঠনানুসারে কামান তিন প্রকার দেখা যায়। আকারানুসারেও আবার হাউইট্‌জার, গান্‌, মর্টার প্রভৃতি প্রভেদ আছে; ব্যবহারানুসারে যুদ্ধস্থলব্যবহার্য্য, পর্ব্বতব্যবহার্য্য, সমুদ্রোপকূলব্যবহার্য্য, দুর্গাক্রমণার্থ ব্যবহার্য্য ইত্যাদি এবং গঠনানুসারে সরলছিদ্র ও পেঁচাল গহ্বরযুক্ত (rifled *ie.* spirally grooved) কামান দেখা যায়।

গান্‌—সর্ব্বাপেক্ষা বৃহদাকার ও ভারী কামানকে ইংরাজী ভাষায় গান্‌ বলে। এই জাতীয় কামানের মধ্যে আমেরিকার ইউনাইটেড্‌ ষ্টেট্‌স্‌ রাজ্যে যুদ্ধের সময় ১৮১২ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল বম্‌ফোর্ড "কলম্বিয়াড" নামে একশ্রেণীর কামান (গান্‌) প্রস্তুত করেন, তাহাতে হাউইট্‌জার, মর্টার ও গান্‌ এই ত্রিবিধ কামানেরই কার্য্য চলে। ঐ রাজ্যের নৌসেনার অধ্যক্ষ আর একপ্রকার বৃহদাকার "কলম্বিয়াড" প্রস্তুত করেন, তাহা প্রস্তুতকর্ত্তার নামে "ডাহ্‌ল্‌গ্রেণ গান্‌" নামে পরিচিত। ফরাসীসেনাপতি পেইক্‌স্‌হান্‌ আর একপ্রকার "কলম্বিয়াড" প্রস্তুত করেন, ইহা "পেইক্‌স্‌হান্‌ গান্‌" নামে খ্যাত। আর, পি, প্যারট নামে একজন ইংরাজ যুদ্ধস্থলে ব্যবহারোপযোগী এক প্রকার পেঁচাল গহ্বরযুক্ত কামানের সৃষ্টি করেন, তাহা "প্যারট গান্‌" নামে বিখ্যাত। এই কামান হইতে অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকৃতির গুলি নিক্ষিপ্ত হয়। মিঃ হুইটওয়ার্থ নামক আর একজন ইংরাজ একপ্রকার কামান প্রস্তুত করেন, তাহার চোঙ্গা সাধারণতঃ যে পরিমাণে দীর্ঘ হয়, তদপেক্ষাও দীর্ঘ ও গহ্বর ষট্‌কোণ। আর একপ্রকার কামান আছে, তাহার প্রস্তুতকর্ত্তা সারজর্জ আর্ম্‌ষ্ট্রঙ্গ; এই কামান তাঁহার নামেই বিখ্যাত।

হাউইট্‌জার—এই জাতীয় কামানের চোঙ্গা ছোট, কিন্তু গহ্বর এত বৃহৎ যে হাত দিয়াই গোলাটী যথাস্থানে বসাইয়া দেওয়া যায়। ইহাতে বারুদ খুব অল্প লাগে।

মর্টার—ইহা দেশীয় ভাষায় হাঁড়ীকামান নামে বিভক্ত। ইহা দেখিতে ঠিক ঢেঁকির গড়ের ন্যায়।

অনেকে ভাবিয়া থাকেন যে কামান-বন্দুকাদি য়ুরোপীয়গণ হইতেই এদেশে প্রচারিত হইয়াছে; কিন্তু তাহা নহে। বৈদিক আর্য্যগণের সময় হইতেই কামানের ন্যায় অগ্ন্যস্ত্র ভারতে ব্যবহৃত হইত। বেদে সূর্ম্মী নামে একপ্রকার অস্ত্রের বিবরণ পাওয়া যায়। তৎকালে অসুরেরা দেবতাদিগের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় ইহা ব্যবহার করিত। অনেক বৈদিক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। আধুনিক অভিধান গ্রন্থে "সূর্ম্মী" অর্থে লৌহপ্রতিমা লিখিত হয়, কিন্তু বৈদিক গ্রন্থে লৌহ-স্থূণা (চোঙ্গা) বা স্থূণাকারযন্ত্র অর্থে ব্যবহৃত। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে (১।৫।৭।৬।) সূর্ম্মী শব্দ আছে। ভট্টভাস্কর এই শব্দের যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, সেকালে অসুরেরা একপ্রকার বন্দুক ব্যবহার করিত। সে বন্দুক আধুনিক বন্দুকের ন্যায় নহে। যে মন্ত্রে সূর্ম্মী শব্দের উল্লেখ আছে, তাহার সায়ণভাষ্য ও ব্যাখ্যাদি হইতে জানা যায় যে—"এই সূর্ম্মী—লৌহময়ী স্থূণা, যাহার অভ্যন্তরে ছিদ্র, তন্মধ্যে প্রজ্বলিত হুতাশন—যাহা বহির্গত হয়, তাহাও জ্বলন্ত, এই ঋক্‌ মন্ত্রটীও সেই লৌহময়ী জ্বলন্ত স্থূণার ন্যায় জানিবে। অসুরগণের মধ্যে যাহারা সূর্ম্মীদ্বারা যুদ্ধ করে, এক আঘাতে শত শত্রু বিনাশ করে—দেবতারাও তেমনি তাহাদিগকে মারিবার জন্য

শতঘ্নী বজ্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এই ঋক্‌মন্ত্র সেই শতঘ্নী বজ্রের বা সূর্ম্মীর তুল্য। যে যজমান (যজ্ঞকর্ত্তা) এই ঋক্‌দ্বারা সমিদাধান (অগ্নিতে আহুতি দান) করেন, তিনিও এই শতঘ্নী অর্থাৎ শত শত্রুনাশক বজ্র বা সূর্ম্মী উদ্ধৃত করিয়া শত্রুর প্রতি ঋক্ বা মন্ত্ররূপ প্রহার করিতে সমর্থ হন।" *

অথর্ব্ববেদে (১।১৬।২৪) একস্থলে একটী উদাহরণ আছে তাহাতে সীসক দিয়া শত্রু-বিনাশের কথা আছে। †

এক্ষণে লৌহনির্ম্মিত স্থূণা বা চোঙ্গা, তন্মধ্যে সুষির বা রন্ধ্র, তাহা হইতে প্রজ্জ্বলিত পদার্থ বাহির হইয়া এককালে শত শত্রু বিনাশ করে; আবার সীসক দ্বারাই শত্রু বিনষ্ট হয়; সুতরাং বন্দুক বা কামানেরই ন্যায় যে একপ্রকার যন্ত্র ছিল, তদ্ভিন্ন আর কি অনুমান করা যাইতে পারে?

বৈদিককাল ছাড়িয়া দিয়া পৌরাণিককালে হিন্দুদিগের যুদ্ধাস্ত্রের বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায়, এইকালে বৈদিক সূর্ম্মী "নলিকা," "নালিক" বা "নাল" নাম প্রাপ্ত হইয়া বহুল উন্নতি লাভ করিয়াছিল এবং বহুল ব্যবহারও হইত। বৈশম্পায়নপ্রণীত নীতিপ্রকাশিকা, শুক্রাচার্য্যের নীতিশাস্ত্র, শার্ঙ্গধরের ধনুর্ব্বেদ ও বীরচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে এই অস্ত্রের স্পষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় এবং বিশ্বামিত্রের ধনুর্ব্বেদেও ইহার কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়। মহাভারত ও রামায়ণে এই অস্ত্রের উল্লেখ আছে। মহাভারতে ইহার

* "এষা বৈ সূর্ম্মী কর্ণকাবত্যেতয়া হ স্ম বৈ দেবা অসুরাণাং শততর্হাংস্তৃংহন্তি যদেতয়া সমিধমাদধাতি বজ্রমেবৈতচ্ছতঘ্নীং যজমানো ভ্রাতৃব্যায় প্রহরতি।" তৈত্তিরীয়সংহিতা—১।৫।৭।৬।

ভাষ্য—"জ্বলন্তী লোহময়ী স্থূণা সূর্ম্মী। গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। কর্ণকাবতী অন্তঃসুষিরবতী অন্তর্জ্জ্বলন্তী চেত্যর্থঃ। সাংহিতকং দীর্ঘত্বম্। তৎসদৃশা ঋগিত্যর্থঃ। দেবা এতয়া অসুরাণাং মধ্যে শততর্হান্ এক প্রহারেণ শতস্য হন্তৄন্। তৃংহন্তি স্মেতি স্ম। তৃহ্ হিংসায়াম্ মৌধাদিকঃ। তস্মাদেতয়া ঋচা সমিধমাদধানো যজমানঃ বজ্রং ইন্দ্রায়ুধসদৃশমেব এতৎ শতঘ্নীং পূর্ব্বোক্তাং সূর্ম্মীং ভ্রাতৃব্যায় শত্রবে প্রহিণোতি।"

ব্যাখ্যা—"জ্বলন্তী লৌহময়ী স্থূণা সূর্ম্মী। সা চ কর্ণকাবতী ছিদ্রবতী। অতএব জ্বলন্তীত্যর্থঃ। তৎসমানমৃক্। একেন প্রহারেণ শতসংখ্যাকান্ মারয়ন্তঃ পুরাঃ শততর্হাঃ। অসুরাণাং মধ্যে তাদৃশান্ (সূর্ম্মী যোদ্ধৄন্।) এতয়া ঋচা দেবা হিংসন্তি। অনয়া সমিদাধানেন শতঘ্নীমেনাং ঋচং বজ্রং কৃত্বা বৈরিণং হন্তুং প্রহরতি।"

† "সীসায়াধ্যাহ বরুণঃ সীসায়াগ্নিরুপাবতি।
সীসং ম ইন্দ্রঃ প্রাযচ্ছৎ তদঙ্গ যাতুচাতনম্।
যদি নো গাং হংসি যদ্যশ্বং যদি পূরুষম্।
তং ত্বা সীসেন বিধ্যামো যথা নোহসো অবীরহা॥"

অথর্ব্ববেদ ১।১৬।২,৩।

বহুল ব্যবহারের কথাই আছে। রামায়ণে রাবণের দিগ্বিজয় বর্ণনস্থলে লিখিত আছে যে, পূর্ব্বকালে ইহা অসুরেরা ব্যবহার করিত। নলিকাস্ত্রের ব্যবহার ও আকারাদি সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থাদিতে যতদূর জানিতে পারা যায়, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

বৈশম্পায়নের নীতিপ্রকাশিকায় আছে,—

"নলিকা ঋজুদেহা স্যাৎ তন্বঙ্গী মধ্যরন্ধ্রিকা।
মর্ম্মচ্ছেদকরী নীলা দ্রোণচাপশরেরিণী॥"

নলিকাস্ত্রের কায়া ঠিক্ সোজা ও সরু, ইহার মধ্যে চোঙ্গার ন্যায় খোল আছে, বর্ণ কাল এবং ইহা হইতে দ্রোণচাপের শরের ন্যায় বহির্গত হইয়া শত্রুর মর্ম্মচ্ছেদ করে।

ইহার প্রয়োগাদির ব্যবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেও ইহাকে বন্দুক ভিন্ন আর কিছু বলা যায় না। যথা—

"গ্রহণং স্থাপনঞ্চৈব স্যূতঞ্চেতি গতিত্রয়ম্।
তামাশ্রিতং বিদিত্বা তু জেতাসন্নান্ রিপূন্ যুধি॥"

প্রথমে গ্রহণ, তৎপরে স্থাপন (প্রজ্জ্বলিত করণ) তৎপরে স্যূত (অর্থাৎ বিদ্ধকরণ) এই ত্রিবিধ ক্রিয়া নলিকার আশ্রিত, ইহা জানিলে আসন্নশত্রুকেও যুদ্ধে জয় করা যায়।

শুক্রনীতিতে নলিকাস্ত্রের যে বর্ণনা প্রয়োগ ও তাহার উপযুক্ত সামগ্রী ইত্যাদির যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাতে জানা যায় যে, অস্ত্র দ্বিবিধ, একপ্রকার মন্ত্রপূত করিয়া নিক্ষেপ করিতে হয়, অপরপ্রকার নালসাহায্যে নিক্ষেপ করিতে হয়। যেথানে মান্ত্রিক অস্ত্র নাই সেখানে নলিকাস্ত্র ধারণ করা উচিত। নালিকাস্ত্র দুই প্রকার, বৃহৎ ও ক্ষুদ্র বা লঘু। লঘু নালিকের আকার এইরূপ-পঞ্চবিতস্তি (২½ হাত) পরিমাণ একটি (লৌহনির্ম্মিত) নল বা নাল তাহার মূলের দিকে আড়ভাবে একটি ছিদ্র, মূল হইতে ঊর্দ্ধ পর্য্যন্ত অন্তঃসুষির (গর্ত্ত), মূলে ও অগ্রভাগে লক্ষ্য ঠিক করিবার উপযুক্ত তিলবিন্দু (মাছী), যন্ত্রের আঘাত পাইবামাত্র অগ্নি নির্গত হইতে পারে, এরূপ প্রস্তরখণ্ডযুক্ত, * সেই স্থানে অগ্নিচূর্ণের (বারুদের) আধার স্বরূপ একটী কর্ণ, উত্তমকাষ্ঠের উপাঙ্গ ও বুধ্ন অর্থাৎ ধরিবার মুট—এই প্রকার নালাস্ত্রের মধ্যগর্ত্তের (যেথানে বারুদ পূরিতে হয় সেই গর্ত্তের) পরিমাণ মধ্যমাঙ্গুলী পরি-

* ইংরাজী মাস্কেট (পাথুরী বন্দুক) নামক বন্দুকে চকমকী পাথর লাগান থাকে। ইংরাজীতে মাস্কেট্ বন্দুকের বর্ণনা এইরূপ আছে—Musket is a species of fire-arm carried by the infantry or main body of an army, and originally fixed by means of a match, for which a flint-lock was substituted.

মিত অর্থাৎ মধ্যমাঙ্গুলী প্রবেশ করিতে পারে—এরূপ গর্ত্ত, তাহার ক্রোড়ে অগ্নিচূর্ণ সন্নিবেশিত করণের দৃঢ় শলাকা-বিশিষ্ট—এইরূপ লঘুনালিক কেবল পদাতি সৈন্য ও অশ্বারোহী সৈন্যেরাই ব্যবহার করিবেন। শুক্রনীতির ৪র্থ অধ্যায়ের সপ্তম প্রকরণে এবিষয়ে যে কয়েকটি শ্লোক আছে তাহা এই স্থলে উদ্ধৃত হইল—

"অস্ত্রন্তু দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং নালিকং মান্ত্রিকং তথা।
যদা তু মান্ত্রিকং নাস্তি নালিকং তত্র ধারয়েৎ ॥
নালিকং দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং বৃহৎক্ষুদ্রবিভেদতঃ।
তির্য্যগূর্দ্ধছিদ্রমূলং নালং পঞ্চবিতস্তিকম্ ॥
মূলাগ্রয়োর্লক্ষ্যভেদিতিলবিন্দুযুতং সদা।
যন্ত্রাঘাতাগ্নিকৃদ্ গ্রাবচূর্ণধৃক্ কর্ণমূলকম্ ॥
সুকাষ্ঠোপাঙ্গবুধ্নঞ্চ মধ্যাঙ্গুলবিলান্তরম্।
স্বান্তেঽগ্নিচূর্ণসন্ধাতৃশলাকাসংযুতং দৃঢ়ম্।
লঘুনালিকমপ্যেতৎ প্রধার্য্যং পত্তিসাদিভিঃ ॥"

তৎপরে বৃহন্নালিকের বর্ণনা এইরূপ আছে,—

"যথা যথা তু ত্বক্‌সারং যথা স্থূলবিলান্তরম্।
যথা দীর্ঘং বৃহদ্‌গোলং দূরভেদী তথা তথা ॥
মূলকীলভ্রমাল্লক্ষ্যসমসন্ধানমাজি যৎ।
বৃহন্নালিকসংজ্ঞং তৎ কাষ্ঠবুধ্নবিবর্জ্জিতম্।
প্রবাহ্যং শকটাদ্যৈস্তু সুযুক্তং বিজয়প্রদম্ ॥"

উক্ত লঘুনালিকের ত্বক্ যত কঠিন হইবে, উহার আয়তন যত বড় হইবে, উহার গর্ত্ত যত স্থূল (ফাঁদাল) হইবে, উহার গোলা যত বড় হইবে, উহা ততই দূরভেদী হইবে। এইরূপ বৃহদাকার নালিকের মূলদেশে কীলক এবং কাষ্ঠবুধ্ন অর্থাৎ কাষ্ঠনির্ম্মিত ধরিবার মুট নাই। উহা শকটাদি দ্বারা বাহিত হয়। উহা উপযুক্তরূপে স্থাপিত হইলে যুদ্ধে জয় হয়। ইহারই নাম বৃহন্নালিক।

ইহা হইতে বৃহন্নালিক যে আধুনিক কামান ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহাতে সন্দেহ থাকে না। তৎপরে ইহার পরিচালনাদির বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে উহা যে এক প্রকার কামানই তৎপক্ষে আর কোন সন্দেহই হয় না। যথা—

"নালাস্ত্রং শোধয়েদাদৌ দদ্যাৎ তত্রাগ্নিচূর্ণকম্।
নিবেশয়েত্তু দণ্ডেন নালমূলে যথাদৃঢ়ম্ ॥
ততঃ সুগোলকং দদ্যাৎ ততঃ কর্ণেঽগ্নিচূর্ণকম্।
কর্ণচূর্ণাগ্নিদানেন গোলং লক্ষ্যে নিপাতয়েৎ ॥"

প্রথমে নালাস্ত্রের শোধন (পরিষ্কার) করিবে। পরে তাহাতে অগ্নিচূর্ণ অর্থাৎ বারুদ দিবে। অনন্তর দণ্ডদ্বারা সেই বারুদ দৃঢ়রূপে সন্নিবেশিত করিবে, পরে তাহাতে গোলা দিবে। অতঃপর কর্ণস্থানে অগ্নিচূর্ণ স্থাপন করিয়া তাহাতে বহ্নিপ্রস্তরাগ্নি সংযোগপূর্ব্বক তন্মধ্যস্থ গুলিকে লক্ষ্যস্থানে নিক্ষেপ করিবে।

তৎপরে শুক্রাচার্য্য অগ্নিচূর্ণ ও গুলিগোলা প্রস্তুত করিবার নিয়মও বলিয়াছেন। অগ্নিচূর্ণ যে আধুনিক বারুদ ভিন্ন আর কিছু নহে, তাহা তাহার উপকরণ দেখিলেই বুঝা যায়। [বারুদ দেখ।]

গোলাগুলি প্রস্তুত সম্বন্ধেও শুক্রচার্য্য এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন।

"গোলো লোহময়ো গর্ভগুটিকঃ কেবলোঽপি বা।
সীসস্য লঘুনালার্থে হ্যন্যধাতুভবোঽপি বা ॥
লোহসারময়ং বাপি নালাস্ত্রং ত্বন্যধাতুজম্।
নিত্যসম্মার্জ্জনস্বচ্ছ মস্ত্রপাতিভিরাবৃতম্ ॥"

বৃহন্নালিকের সগর্ভ (নিরেট) লৌহ গোলা প্রস্তুত করিবে, আবার শূন্যগর্ভও (ফাঁপা) করিবে। ফাঁপাগোলার ভিতরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুলি পূর্ণ করিতে পারা যায়। লঘুনালীকের জন্য নালছিদ্রের উপযুক্ত সীসকের বা অন্যধাতুনির্ম্মিত গুলিকা প্রস্তুত করিবে। নালাস্ত্রগুলি লৌহসারদ্বারা বা অন্য কোন কঠিন ধাতুদ্বারা নির্ম্মাণ করা আবশ্যক।

শুক্রাচার্য্যের গ্রন্থের বিবরণে এই পর্য্যন্ত জানা যায়। ইহাতে বোধ হইতেছে যে প্রাচীন হিন্দুগণেরও কামানের ন্যায় কোন অস্ত্র প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বীরচিন্তামণিগ্রন্থে বৃদ্ধশার্ঙ্গধর নালিক-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে—

"নালিকা লঘবো বাণা নলযন্ত্রেণ নোদিতাঃ।
তে তুচ্চদূরপাতেষু দুর্গযুদ্ধেষু সংমতাঃ ॥"

লঘুনালিকবাণ অর্থাৎ ক্ষুদ্রনালিকাস্ত্র সকল নলযন্ত্র দ্বারা নিক্ষিপ্ত হয়। এ অস্ত্র উচ্চ ও দূরলক্ষ্যের এবং দুর্গযুদ্ধে উপযুক্ত।

মহাভারতের স্থানে স্থানে এই নালিকাস্ত্র নানাবিধ নামে কথিত হইয়াছে। হিরণ্যপুর-ধ্বংস-বর্ণনস্থলে নালিকাস্ত্রের নাম স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে। আদিপর্ব্বের একস্থানে (২৫। ২২৫ শ্লোকে) ইহা "অয়ঃকণপ"-শব্দে কথিত হইয়াছে। টীকাকার নীলকণ্ঠ ঐশব্দের ব্যাখ্যায় নালিক শব্দের পর্য্যায় বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। নীলকণ্ঠ ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"অয়ঃকণান্ লৌহগুলিকাঃ পিবন্তীতি তৎ তথাবিধং লৌহময়ং যন্ত্রং যেন আগ্নেয়ৌষধবলেন গর্ভস্থজলোহগুলিকাঃ ক্ষিপ্যন্তে।"—

একালের হাঁড়ীকামান (মর্টার) * যে ধরণের কামান, পূর্ব্বকালে সেই প্রকারের "তুলাগুড়া" নামে একপ্রকার যন্ত্রের কথা পাওয়া যায়। যুধিষ্ঠিরের নিকট অর্জ্জুন স্বীয় স্বর্গগমন বৃত্তান্ত বর্ণন করিতে করিতে বলিলেন, "মহারাজ! অতঃপর মাতলি সেই অদ্ভুত জৈত্ররথ লইয়া আমার নিকট আসিলেন। সে রথ অসি, শক্তি, গদা, প্রাস, বজ্র, বায়ু-উৎপাদনকারী নির্ঘাত বা জলছকাপিণ্ডযুক্ত এবং মহামেঘের ন্যায় ভীমনাদী চক্রযুক্ত তুলাগুড়া প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত ছিল।" টীকাকার নীলকণ্ঠ এই 'তুলাগুড়া' শব্দের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"তুলাগুড়া ভাণ্ডগোলকাঃ ভাণ্ডানি আগ্নেয়দ্রব্যবলেন গোলনিক্ষেপপাত্রাণি। বায়ুস্ফোটাঃ বেগবশাৎ বায়ুং জনয়ন্ত্যঃ। সনির্ঘাতাঃ—অশনিধ্বনিযুক্তা মহামেঘস্বনাশ্চ॥" তুলাগুড়া—আগ্নেয়দ্রব্যের বলে গোলা নিক্ষেপ করিবার ভাণ্ডাকার পাত্র; ইহা হইতে গোলা-বহির্গমনের বেগে বায়ুর প্রাবল্য হয় এবং বজ্রের বা ঘোর মেঘের গম্ভীর গর্জ্জনের ন্যায় শব্দ হয় এবং তাহাতে চাকা আছে; সুতরাং এরূপ বর্ণনায় তুলাগুড়াকে সশকট হাঁড়ী-কামানের ন্যায় আগ্নেয়াস্ত্র ভিন্ন আর কি বলিয়া অনুমান করা যায়। †

মনুসংহিতায় একটি বিধি পাওয়া যায়;—

"ন কূটৈরায়ুধৈর্হন্যাৎ যুধ্যমানো রণে রিপূন্।
ন কর্ণিভির্নাপি দিগ্ধৈর্নাগ্নিজ্বলিততেজনৈঃ॥"

যুদ্ধকালে কূটাস্ত্র অর্থাৎ কাষ্ঠের আবরণাদি দেওয়া গুপ্তাস্ত্র, বড়িশাকার ফলকবিশিষ্ট বাণ, বিষলিপ্ত বা অগ্নিজ্বলিত অস্ত্রাদি দ্বারা শত্রু হনন করিবে না। এইবিধি হইতে বুঝা যাইতেছে যে পূর্ব্বকালে অগ্ন্যস্ত্রের উপর হিন্দু-দিগের ঘৃণা ছিল, সহজে তাঁহারা এসকল অস্ত্র ব্যবহার করিতেন না; আর সেইজন্যই নালিকাস্ত্রের বিশেষ উন্নতি বা ধনুঃ তরবারীর ন্যায় বহুল পরিমাণে ব্যবহার হইত না।

অনেকে পৌরাণিক "শতঘ্নী" নামক অস্ত্রকে কামান বলিয়া স্বীকার করেন; কিন্তু বর্ণনাদি দেখিলে ইহাকে ঠিক কামান বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন, প্রস্তরনিক্ষেপক কাষ্ঠময় যন্ত্রের নাম শতঘ্নী ছিল। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ উভয় মতই গ্রহণ করিয়াছেন; কিন্তু রামায়ণের টীকাকার রামানুজ ইহাকে কণ্টকময়ী বৃহৎ মুদগর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বৈশম্পায়নের নীতিপ্রকাশিকার ৫ম অধ্যায়ে আছে—

"শতঘ্নী কণ্টকযুক্তা কালায়সময়ী দৃঢ়া।
মুদগরাভা চতুর্হস্তা বর্ত্তুলাৎ সরুণা যুতা॥
গদাবল্গিতবত্ত্যেষা ময়েতি কথিতা ভুবি॥"

কণ্টকবিশিষ্ট, লোহসারনির্ম্মিত, মুদগর সদৃশ, সুদৃঢ় বর্ত্তুলের নাম শতঘ্নী; ইহা ধরিবার নিমিত্ত মুট আছে, প্রমাণ ৪ হাত। গদাযুদ্ধের বল্গন অর্থাৎ প্রয়োগকালীন

---

* Mortar—a short piece of ordnance used for throwing bombs, carcasses, shells, &c., at high angles of elevation as 45°, and even higher—so named from its resemblance in shape to the untensil (a wide-mouthed vessel in form of an inverted bell), in which substances are pounded or bruised with a pestle.

† বিশ্বকোষের প্রথমখণ্ডের সঙ্কলয়িতা মহাশয় "অগ্ন্যস্ত্র" শব্দে শুক্রনীতিকে অপ্রামাণিক গ্রন্থবোধে লিখিয়া গিয়াছেন যে, "সংস্কৃতশব্দে শ্লোক সাজাইয়া কোন কথা লিখিতে পারিলে যদি তাহা প্রামাণিক হয়, তবে আর্য্যদের হাতগড়া কামানবন্দুকের বেশ ভাল প্রমাণ আছে। শুক্রনীতি পড়িলে জানা যায়"—কিন্তু শুক্রনীতি বাস্তবিক এরূপ অপ্রামাণিক গ্রন্থ নহে। ইহা অতি প্রাচীন; কারণ, সভা, বন ও উদ্যোগ-পর্ব্বের বিদুরবাক্যগুলি পাঠে জানা যায় যে, তিনি ভূয়োভূয়ঃ এই গ্রন্থের বা শুক্রাচার্য্যপ্রণীত নীতিশাস্ত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রমাণ-স্বরূপ আমরা দুইচারিটী স্থল উদ্ধৃত করিতেছি;—

"অশিষ্টে নিগ্রহো নিত্যং নিত্যং শিষ্টস্য পালনম্।
এবং শুক্রোঽব্রবীদ্ধীমানাপৎসু ভরতর্ষভ॥"
"উশনাশ্চৈব যে গাথে প্রহ্লাদায়াব্রবীৎ পুরা।
"অপিচোশনসা গীতঃ শ্রূয়তেঽয়ং পুরাতনঃ।"
"শাস্ত্রং চোশনসা প্রোক্তমিদং শৃণু ময়েরিতম্।"
"ইত্যেতাহুশনঃ প্রোক্তাঃ।" "কাব্যাং নীতিং ন শৃণোষি।"

এই সকল স্থলে শুক্রের বাক্য, শুক্রগাথা, শুক্রগীত, শুক্রপ্রোক্ত শাস্ত্র, কাব্যের (শুক্রের) নীতি—শুক্রনীতিরই পরিচায়ক বলিয়া আমাদের বিশ্বাস।

কেহ কেহ সাহচর্য্য অর্থ ধরিয়া বলেন, নলিকাস্ত্র ঠিক বন্দুক বা কামানের ন্যায় অস্ত্র নহে, প্রত্যুত ইহা নলদ্বারা নিক্ষেপ্য বাণাদির ন্যায় অস্ত্র। কারণ—

"ক্ষুর ক্ষুরপ্রনালিকবৎসদন্তাস্থিসন্ধয়ঃ।" দ্রোণপর্ব্ব ৩০। ১৭।
'নালিকা নলিকয়া ক্ষেপ্যাঃ' (নীলকণ্ঠ।)

ক্ষুর, ক্ষুরপ্র নালিক, বৎসদন্ত অস্থিসন্ধি ইত্যাদি নলিকাদ্বারা যাহা ছুড়িতে হয়, তাহাই নালিক। অন্যান্য ফলকাস্ত্রের সাহচর্য্যহেতু নালিকও একটি ফলকাস্ত্র, ইহাই অনুমান হয়; কিন্তু এ অনুমানও যুক্তি-সঙ্গত নহে। নীলকণ্ঠ টীকায় যাহা লিখিয়াছেন (নলিকাদ্বারা ক্ষেপ্য) তাহাতেও কোন দোষ হয় নাই; কারণ, এই প্রবন্ধের গোড়ায় বলা হইয়াছে যে নলিকা, নালিক ও নাল এই তিন শব্দই একার্থবোধক। ইহার প্রমাণস্বরূপ নীতিপ্রকাশিকা হইতে উদ্ধৃত শ্লোকগুলি পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে।

আকাজন যেরূপ ইহারও সেইরূপ। বৈশম্পায়নের এই বর্ণনায় "শতঘ্নী" মুদগর ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না, কিন্তু মুদগরের ন্যায় অস্ত্রে এককালে শত পুরুষের হনন হইবে কিরূপে? এজন্য বোধ হয় এই নামে কোনপ্রকার অগ্ন্যস্ত্রও ছিল; কারণ, মহাভারতে আছে—

"মুদগরৈঃ কূটপাশৈশ্চ শূলোলুখলপর্ব্বতৈঃ।
শতঘ্নীভিশ্চ দীপ্তাভির্দ্দণ্ডৈরপি সুদারুণৈঃ॥"

এস্থলে "দীপ্ত শতঘ্নী" এই পদ হইতে শতঘ্নীর অগ্নিবিশিষ্টতা বুঝা যায়। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থলেও তৎপোষক বর্ণনা পাওয়া যায়। নীলকণ্ঠও সেই সেই স্থলে ইহাকে কামানের ন্যায় কোন আগ্নেয় অস্ত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যাহা হউক "শতঘ্নী" কামান হউক বা না হউক কামান-বন্দুকের ন্যায় অগ্ন্যস্ত্র যে পূর্ব্বকালে ছিল, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে না।

পূর্ব্বে দুর্গাদি রক্ষার জন্য কামানের ন্যায় অগ্ন্যস্ত্রাদির ব্যবহার হইত। যখন পাণ্ডবের যজ্ঞীয় অশ্ব মণিপুরে প্রবেশ করে, অশ্বমেধপর্ব্বে সেইস্থলে মণিপুরের বর্ণনায় আছে যে, "নগর-বাহিরে শকটের উপর আগ্নেয় অস্ত্রাদি সুরক্ষিত রহিয়াছে এবং সেনারা সর্ব্বদা তাহা রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে।"

প্রাচীনকালে যে, কামানাদির ন্যায় একপ্রকার অস্ত্র হিন্দুদিগের ছিল, তাহা উপরে বলা হইল; কিন্তু অনেকে মনে করেন যে, বর্ত্তমান ঐতিহাসিককালের প্রথমাবস্থায় ভারতে সেরূপ কোন অস্ত্রাদি ছিল না; কারণ ভুবনেশ্বর বা সাঞ্চিনামক স্থানে যুদ্ধাদির যে সকল খোদিত প্রস্তরের ছবি দেখা যায়, তাহার কোনটিতেই কোনরূপ অগ্ন্যস্ত্রের ব্যবহার বা প্রতিকৃতি দেখা যায় না। ইহা হইতেই ওরূপ অনুমান করা যুক্তিসিদ্ধ নহে; কারণ, ১০০৮ খৃষ্টাব্দে গজনীর মাহ্মুদ যখন পঞ্চনদের অধীশ্বর আনন্দপালের সহিত যুদ্ধ করিতে আসেন, তখন আনন্দপালের হস্তী হঠাৎ ভীষণ শব্দ ও প্রজ্বলিত অগ্নি দেখিয়া পলায়ন করে। ফিরিস্তায় এই ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়। ফিরিস্তায় এই স্থলে স্পষ্ট "তোপ" (কামান) ও "তুফাঙ্গ্" (পাথুরী বন্দুক) এই দুইটি শব্দ আছে। কেহ কেহ বলেন, সকল ফিরিস্তার পাঠ সমান নহে, কোন কোন লিপিতে নাকি ঐ দুই শব্দের পরিবর্ত্তে "নফাৎ" (naptha) ও "খদাঙ্গ্" (arrow) আছে। মিঃ ম্যাকলগান শেষোক্ত প্রকারের শব্দবিশিষ্ট লিপির উপর নির্ভর করিয়া বলেন যে, এই স্থলে যে শব্দের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা তোপের (কামানের) শব্দ নহে, গ্রীকাগ্নি বা নাপ্থার সাহায্যে যে সকল প্রজ্বলিত বস্তু নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহারই ফাটিবার শব্দ; কিন্তু ডাউ, ইলিয়াট প্রভৃতি মহাত্মারা পূর্ব্বের পাঠই গ্রাহ্য করিয়া "তোপ" শব্দে কামান লিখিয়া গিয়াছেন। "কিতাব-ই যমিনি" নামক আর একখানি মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে যে, গজনীর সৈন্য মধ্যে আতস-দিদা-বান নামে একপ্রকার বন্দুকের ন্যায় অগ্ন্যস্ত্রের (fire-eyed rockets) ব্যবহার ছিল। ইংরাজেরা এ পুস্তকের এই পাঠটিতে বিশ্বাস করেন না।

গজনীর সৈন্যে বন্দুকাদির ব্যবহার ছিল বলিয়া ভারতেও যে ছিল, ইহা বলিতে পারা যায় না; কিন্তু তাহার প্রায় দুইশত বৎসর পরে চাঁদকবির গ্রন্থে "নল-গোলা" নামক একপ্রকার অস্ত্রের বিবরণ পাওয়া যায়। এই অস্ত্রের বিবরণ চাঁদকবির গ্রন্থ হইতে অস্পষ্টরূপ যাহা জানা যায়, তাহাতে বুঝা যায় যে, আগ্নেয় দ্রব্যের সাহায্যে নলাকার যন্ত্র হইতে গোলা নিক্ষিপ্ত হইত। এতদ্ভিন্ন তাঁহার কাব্যে বৃহদাকার কামানের ন্যায় অস্ত্রের বর্ণনাও পাওয়া যায়। ইংরাজেরা কিন্তু এই সকল অংশকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়া থাকেন।

তৎপরে মোগলসম্রাট্ বাবর ভারতবর্ষে ইহা ব্যবহার করেন। ১৫২৮ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি কান্যকুব্জের নিকট গঙ্গাতীরে যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন তাঁহার নিজ লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, প্রথমদিন তাঁহার সেনাপতি ওস্তাদ আলীকুলী ৮ বার, দ্বিতীয়দিন ১৬ বার ও ৩য় ৪র্থ দিনও ঐ নিয়মে তোপ দাগিয়াছিলেন। বাবর যে কামানটির সাহায্যে জয়লাভ করেন, তাহার নাম রাখিয়াছিলেন "দেগ গাজী"। বাবরের জীবনচরিতপাঠে জানা যায় যে, তাঁহার একটি বৃহৎ কামান পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধস্থলে প্রথম তোপ দাগিবার সময় ফাটিয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, তাঁহার বহুসংখ্যক কামান ছিল। বাবরের "দেগ-গাজী" নামক কামান পিত্তলে নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেরশাহের সময় ভারতবর্ষেই পিত্তলের কামান প্রস্তুত হইত। ১৫৪৩ খৃষ্টাব্দে রাইসিন দুর্গ অধিকার করিবার সময় সেরশাহ আদেশ করেন যে, যেখানে যত পিত্তল সংগ্রহ করিতে পার, সমস্ত কেল্লায় পাঠাইয়া দিবে ও উহাতে "দেঘ" (mortar হাঁড়ীকামান) প্রস্তুত করিবে। মির্জ্জা কামরান হুমায়ুনের সভা হইতে পলাইবার সময় কতকগুলি কামান লইয়া যান, কিন্তু উষ্ট্র-সংগ্রহ করিতে না পারিয়া প্রতি কামান লইয়া যাইবার জন্য বহুসংখ্যক লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

বাবরের পূর্ব্বে (১৫শ শতাব্দীর প্রথমে) ব্রহ্মদেশে পেগুরাজ প্রোমনগর অধিকার করিতে অগ্রসর হন; কিন্তু সাহস

করিয়া নগরের নিকট উপস্থিত হইতে পারেন নাই; কারণ, নগরটি কামান বন্দুকে সুরক্ষিত ছিল। এই ঘটনা ১৪০৪ খৃষ্টাব্দে ঘটে।* এই সময় নিকোলো কণ্টি নামক একজন য়ুরোপীয় ভারতে আসিয়াছিলেন, তিনি বলেন যে, ভারতে তখন ব্যালিষ্টি ও বোম্বার্ডের ন্যায় যন্ত্র ব্যবহার করিত।

১২৯০ খৃষ্টাব্দে জালালুদ্দীন খিলিজি "মন্ত্রিবিহা" নামক এক প্রকার আগ্নেয়যন্ত্র রণথম্বর দুর্গজয়ের সময় ব্যবহার করেন। আলাউদ্দীনও উহা বরঙ্গল দুর্গজয়ের সময় ব্যবহার করেন। তাহার বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, "এই দুর্গপ্রাচীর এতদূর দৃঢ় যে, মন্ত্রিবিহা হইতে গোলা বাহির হইয়া দুর্গের প্রাচীরে লাগিল; কিন্তু প্রাচীর ভাঙ্গিল না, গোলাই ঠিক্‌রাইয়া আসিল।" তারিখী-ফিরোজশাহীতে ইহার বিবরণ আছে। ইহা মাঞ্জনিক নামে বিখ্যাত।

বাবরের সময়ের কামানগুলিকে সাধারণতঃ "ফিরিঙ্গি" বলিত। পাণিপথের ১৫২৬ খৃষ্টাব্দের যুদ্ধবর্ণনায় ঐ নাম পাওয়া যায়। তৎপরে জাহাঙ্গীরের সময় এ দেশে য়ুরোপীয় কামানাদি আসিতে আরম্ভ হয়।

য়ুরোপে সর্ব্বপ্রথম গ্রীকেরা আগ্নেয় অস্ত্র শিক্ষা করে। প্লিনির ইতিহাসে জানা যায় যে, ট্রয়যুদ্ধের সময় ব্যাটারিং র‍্যাম নামক দুর্গ-বিনাশক আগ্নেয় অস্ত্র প্রস্তুত হয়; কিন্তু হোমরের গ্রন্থে তাহার উল্লেখ নাই। ইহার পূর্ব্বে প্রস্তর-নিক্ষেপক ও অগ্নিমুখ বাণাদি নিক্ষেপক যন্ত্র ব্যতীত অন্য কোন আগ্নেয় যন্ত্র ছিল না। বাইবেলে ইজিকিয়েলের গ্রন্থে (IV. 2 XXI. 22 Ezekiel) এই যন্ত্রের প্রথম উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ইজিকিয়েল ৫৯০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে বর্ত্তমান ছিলেন। তৎপরে ৪২৯ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে পিলোপনিসিয়ান যুদ্ধে এই যন্ত্রের ব্যবহার দেখা যায়। তৎপরে মধ্যকালে ইহার সামান্যমাত্র ব্যবহার ছিল।

ইহার পর ফিনীকীয়েরা বালিষ্টা ও ক্যাটাপুল্‌টা নামক প্রস্তরক্ষেপক এবং বাণক্ষেপক অস্ত্রাস্ত্র আবিষ্কার করে। কর্ণেল চেস্‌নি স্বীয় "অগ্ন্যস্ত্রের বিবরণ" নামক গ্রন্থে বলেন, ১২০০শ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে বারুদ আবিষ্কৃত হয়। ঐ গ্রন্থেই আবার ১১৩১ খৃষ্টাব্দে মুরগণ কর্ত্তৃক সালামোনিকা নামক কালিবার (calibre) বন্দুক প্রস্তুত হয় বলিয়া লিখিত আছে।

ইংলণ্ডে তৃতীয় এডওয়ার্ডের সৈন্যদলে প্রথম কামান ব্যবহারের কথা জানা যায়। ১৩২৬ খৃষ্টাব্দে স্কটদিগের বিরুদ্ধে উহা প্রথম ব্যবহৃত হয়।

স্কোয়ার্জ নামক একব্যক্তি ১৪শ শতাব্দীতে প্রথম কামান উদ্ভাবন করেন। ১৩১৮ খৃষ্টাব্দে বন্দুক প্রচলিত হয়। পরে ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করিয়া বর্ত্তমান দশায় উপস্থিত হইয়াছে। [বন্দুক ও বারুদ দেখ।]

পূর্ব্বে পূর্ব্বে ভারতে যে সকল কামান প্রস্তুত হইত, তাহাদের আকার প্রায়ই অতি বৃহৎ; তন্মধ্যে বিজাপুরের কামানটিই উল্লেখ যোগ্য। রুমি খাঁ বা হুসেন খাঁ নামক কনষ্টাণ্টিনোপলবাসী একজন ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দের আহ্মদনগরে ইহা ঢালিয়া তৈয়ার করে। যে স্থানে উহা ঢালাই হয়, তাহার চিহ্ন ১৮৩৯ সালেও সুস্পষ্ট দেখা গিয়াছে। কামানটি প্রস্তুত হইলে হস্তী ও বড় বড় গরু দিয়া টানিয়া উহাকে বিজাপুরে লইয়া যাওয়া হয়। আহ্মদনগরে যখন নিজাম সা ভৈরীর বংশীয়গণ রাজত্ব করেন; রুমি খাঁ তখন মীর আতশ ছিলেন। গোলন্দাজদিগের নায়ককে মীর আতশ বলে। এই কামানটি দীর্ঘে ১৫ ফিট ও ইহার মুখের পরিসর ২ ফিট ৪ ইঞ্চি হইবে। বিজাপুরে গড়ের বুরুজের উপর ইহা স্থাপিত আছে। তত্রত্য হিন্দুগণ ইহার উপর সিন্দুর দিয়া পূজা করে। উপরি বুরুজ নামক বুরুজের উপর ৩০ ফিট লম্বা একটা কামান আছে। গাওঠলপড় পর্ব্বতের উপর ২৭ ফিট দীর্ঘ আর এক কামান আছে। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে বিদরের প্রাচীরেও একটি ২১ ফিট লম্বা কামান ছিল।

আক্‌বর শাহের সময়ে এক একটি কামানে ১২ মণ ওজনের গোলা ছোড়া হইত। একটি কামান এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইবার প্রয়োজন হইলে কতকগুলি হস্তী ও সহস্র সহস্র গো-মহিষাদিদ্বারা টানিয়া লইয়া যাওয়া হইত। কামান সকল তত্ত্বাবধারণ করিবার জন্য দারোগা ও কেরাণী নিযুক্ত থাকিত। আক্‌বার শাহ নিজে একপ্রকার কামান তৈয়ারি করেন; কোথাও যাইতে হইলে তাহা খুলিয়া ছোট করিয়া লইয়া যাইতে পারা যাইত। তিনি আরও একপ্রকার কৌশল উদ্ভাবন করেন যে, তাহাদ্বারা একবারমাত্র অগ্নিপ্রদান করিলে, এক সময়ে ১৭টি কামান একত্র ছোড়া যাইত। তিনিই গজনাল নামক আর একপ্রকার কামান প্রস্তুত করেন, উহা এক একটি হাতী অনায়াসে লইয়া যাইতে পারে। তাঁহারই প্রস্তুত আর এক প্রকারের নরনাল নামক ছোট কামান এক এক জন মনুষ্যে লইয়া যাইতে পারিত।

পূর্ব্বে এই অধম বঙ্গদেশে বাঙ্গালীরাও কামান ব্যবহার করিত। চন্দ্রদ্বীপের রাজা বঙ্গবীর কন্দর্পনারায়ণের বৃহৎ পিত্তলের কামানই বঙ্গের প্রাচীন নিদর্শন।

[কন্দর্প-নারায়ণ দেখ।]

* Vide J. A. S. B. Vol. XXXVIII. p. I. 1869, p. 40-41

কামান (দেশজ) গোঁপ, দাড়ি, চুল, নখ প্রভৃতি কাটিয়া ফেলা।

কামানল (পুং) কাম এব অনলঃ, কামঃ অনল ইব বা। ১ কামরূপ অগ্নি। ২ কামজন্য অগ্নির ন্যায় যাতনা।

কামানশন (ক্লী) কামং অনশনং যত্র, বহুব্রী। ১ ইচ্ছাপূর্ব্বক অনাহারে তপস্যাবিশেষ। ২ রাগদ্বেষাদিরহিত ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা বিষয়ভোগ।

কামানী (দেশজ) ১ কামানের মজুরি বা বেতন। ২ উপার্জ্জন।

কামান্ধ (পুং) কামেন কামোদ্দীপনেন অন্ধয়তি জ্ঞানশূন্যং করোতি, কাম-অন্ধ-নিচ্-অচ। ১ কোকিল। ২ (ত্রি, কামেন অন্ধঃ) কামবেগজন্য হিতাহিত জ্ঞানশূন্য।

কামান্ধা (স্ত্রী) কামং যথেষ্টং অন্ধয়তি, কাম-অন্ধ-ণিচ্-অচ্ টাপ্। ১ কস্তূরী। ২ (কামেন অন্ধা) কামবেগজন্য হিতাহিতজ্ঞানশূন্যা স্ত্রী।

কামান্নী [ন্] (ত্রি) ১ ইচ্ছাভোগী। ২ ইচ্ছামাত্র আহারলাভকর্ত্তা।

কামাভিকাম (ত্রি) কামস্য অভিকামো যস্য, বহুব্রী। কামভোগেচ্ছু, কামভোগে অভিলাষী।

কামায়ুধ (ক্লী) কামস্য আয়ুধমিব। ১ আমের মুকুল। ২ (তৎ অস্ত্যস্তি, কামায়ুধ-অচ্।) আমগাছ। ৩ কন্দর্পবাণ।

কামায়ু [স্] (পুং) কামং যথেষ্টং আয়ুর্যস্য, বহুব্রী। গরুড়।

(পক্ষিস্বামী কাশ্যপিঃ স্বর্ণকায়ঃ-
তার্ক্ষ্যঃ কামায়ুর্গরুত্মান্ সুধাহৃৎ। হেম ২। ১৪৫।)

কামার (দেশজ) কর্ম্মকার নামক জাতিবিশেষ। পশ্চিমে লোহার নামে খ্যাত।

পশ্চিমবঙ্গ, বেহার ও ছোটনাগপুর অঞ্চলে লোহার জাতি কেবল লোহার গঠন করিয়া থাকে। কিন্তু বঙ্গদেশের কামারগণ প্রধানতঃ লোহার গঠনই গড়িয়া থাকে বটে, কিন্তু অন্যান্য ধাতু হইতেও দ্রব্যাদি গড়িতে ইহাদের বিশেষ আপত্তি নাই। কথিত আছে, বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে ও শূদ্রাণীর গর্ভে কামার উৎপন্ন হইয়াছে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ মতে—

"বিশ্বকর্ম্মা চ শূদ্রায়াং বীর্য্যাধানং চকার সঃ।
ততো বভূবুঃ পুত্রাশ্চ নবৈতে শিল্পকারিণঃ॥ ১৯॥
মালাকার-কর্ম্মকার-শঙ্খকার-কুবিন্দকাঃ।" ইত্যাদি।
ব্রহ্মখণ্ড ১০ম অধ্যায়।

বিশ্বকর্ম্মা শূদ্রাণীতে বীর্য্যাধান করেন, তাহাতে ৯ শিল্পীর উৎপত্তি, মালাকার, কর্ম্মকার বা কামার, শঙ্খকার বা শাঁখারী ইত্যাদি। [বিশ্বকর্ম্মা কিরূপে শূদ্রাণীতে আসক্ত হন, তদ্বিবরণ কাঁসারি শব্দে দ্রষ্টব্য।]

পরশুরামোক্ত জাতিমালা মতে—

"তন্ত্রবায়্যাং কুম্ভকারাৎ কর্ম্মকৃৎ লোহকারকঃ।"

কুমার হইতে তাঁতিকন্যার গর্ভে লৌহকার কামার জাতির উৎপত্তি।

মেদিনীপুর অঞ্চলে প্রবাদ আছে যে, লোহাসুর নামক এক অসুর তপঃপ্রভাবে অমরত্ব লাভ করিয়া দেবতাগণের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করে। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া ইন্দ্রদেব অবশেষে শিবের আশ্রয় লইলেন। লোহাসুর অমর, তাহাকে বধ করা সহজ নহে, এজন্য মহাদেব এক নূতন মানবের সৃষ্টি করিয়া তাহাকে নূতন নূতন অস্ত্র দান করিলেন। শিবের ডমরু হইতে তাহার হাতুড়ি হইল। একটি মৃতদেহের মস্তকের খুলি হইতে তুন্দুল হইল, সর্প হইতে হাপর নির্ম্মিত হইল। এই সকল অস্ত্র লইয়া কামার লোহাসুরের সহিত যুদ্ধে প্রেরিত হইল। কামারকে দেখিয়া লোহাসুর হাস্য করিল, আর বলিল, "তোমার সহিত আবার যুদ্ধ কি করিব।" কামার লোহাসুরকে বলিলেন, "আচ্ছা তুমি কিরূপ অমর আমি তাহা দেখিব, তুমি আমার এই তুন্দুলে প্রবেশ কর, আর আমি জাঁতা চালাইব।" লোহাসুর তাহাতেই সম্মত হইল। অবশেষে সেই অসুর হাপরে প্রবেশ করিল। কামার পূর্ণবলপ্রয়োগ করিয়া তাইতে লাগিলেন। অগ্নির বিষম উত্তাপ হইল। লোহাসুর তাহাতে ঘোর লালবর্ণ ও অস্থির হইয়া গলিয়া লৌহ হইয়া গেল। তাহাকে পিটিয়া আট প্রকার লৌহ প্রস্তুত হইল। সেই আটপ্রকার লৌহ হইতে আট প্রকার কামার হইল। যথা ১ম লোহার-কামার, ২য় পিত্তল-কামার, ৩য় কাঁসারি, ৪র্থ স্বর্ণকামার বা সেকরা, ৫ম ঘটরা কামার (ইহারা লক্ষ্মীপূজার জন্য ধাতুনির্ম্মিত পেচক ও কাজললতা ইত্যাদি গড়িয়া থাকে); ৬ষ্ঠ চাঁদকামার (ইহারা পিত্তলের দর্পণ গড়ে); ৭ম ধোকড়া; ৮ম তামরা। শেষোক্ত দুইপ্রকার কামার মেদিনীপুর জেলায় পশ্চিমভাগে জঙ্গল-মহলে বাস করে।

ঢাকা অঞ্চলে অনেক কামার আছে। কথিত আছে যে, মুসলমান রাজত্বের সময় উত্তরপশ্চিম হইতে তাহারা আনীত হয়। আইন-অকবরীতে উক্ত হইয়াছে যে, বজুহা সরকারপ্রদেশে একটি লৌহের খনি ছিল। পূর্ব্বে যে স্থানকে বজুহাসরকার বলিত আধুনিক ঢাকা তাহারই অন্তর্গত। তথায় লালবর্ণ প্রস্তরবিশিষ্ট মৃত্তিকা হইতে লৌহ বাহির করা হইত। তখনকার কামারগণ লোহা বাহির করিবার প্রক্রিয়া জানিত। সেজন্য তাহাদিগকে জায়গীর দান করা হইত। ঐ জায়গীরকে আহজার বলিত।

এখনকার কামারেরা মাটী হইতে লৌহ বাহির করিবার প্রক্রিয়া জানে না। এখন যাহারা লৌহের কর্ম্ম করে, তাহারা কলিকাতা হইতে ঢালা লৌহের বাট কিনিয়া আনিয়া তবে গঠন করে। বাঙ্গালাদেশের পশ্চিমবিভাগে ও ছোটনাগপুর অঞ্চলের লোহার ও অসুর নামক জাতিগণ মাটী হইতে লৌহ গলাইয়া বাহির করিয়া থাকে। কামারদিগের মধ্যে অনেকেই সেকরার কার্য্য করিয়া থাকে। কিন্তু এখনও অর্দ্ধাংশের উপর লোহার কার্য্যেই নিযুক্ত। গ্রামস্থ কামার একটি লাঙ্গলের ফাল তৈয়ার করিয়া দিলে ৪ আড়ি (প্রায় ১ মণ) ধান পাইয়া থাকে। দেবতার স্থানে বলিদানকার্য্য কামারদিগকেই করিতে হয়। ঢাকা অঞ্চলে কাঁসারি বড় অধিক নাই। এজন্ত কাঁসার দ্রব্যাদি তথায় কামারেরাই গড়িয়া থাকে। সেখানে তাহারা তিন ভাগ তামা ও চারিভাগ দস্তা দিয়া কাঁসা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে বাটী ঘটী প্রভৃতি প্রস্তুত করে। গোলাম-কায়স্থ নামক এক প্রকার নিকৃষ্ট জাতি আছে, উহারাই প্রায় ঐ সকল দ্রব্যাদি গড়িয়া থাকে। কামারদিগের অনেকে আবার চাষের কর্ম্মও করে। কেহ কেহ অর্থশালী হইয়া তালুক মুলুক করিয়াছে। তবে অধিকাংশই মৌরসী প্রজা। ইহাদের অধিকাংশই অধিক লেখাপড়া শিখে না। কতকগুলি মাত্র ইংরাজী শিখিয়া গবর্ণমেণ্টের চাকরি করিতেছে; কেহ বা ওকালতীও করিতেছে, তবে অনেকেই একটু আদটু লিখিতে পড়িতে বা হিসাবপত্র রাখিতে পারে।

কামারগণের মধ্যে বৈষ্ণব কিছু অধিক, তবে শাক্তও অল্প নহে। সকলেই বিশ্বকর্ম্মাকে ভক্তি করে ও ভাদ্রমাসের শেষদিনে যন্ত্রাদি দিয়া বিশ্বকর্ম্মার পূজা দেয়। পূজার দিন কেহ কোন কার্য্য করে না।

কামারগণের জল শুদ্ধ, ইহারা নবশাখ মধ্যে পরিগণিত। বঙ্গদেশে কামার কন্যার বিবাহ ৫ বৎসর হইতে ১০ বৎসর বয়সের মধ্যেই সম্পন্ন হয়। বরকে পণ দিয়া বিবাহ করিতে হয়। সুতরাং অবস্থামতে সময় সময় বরকে অধিক বয়সেও বিবাহ করিতে হয়। ছোটনাগপুর অঞ্চলে অনেক কন্যার কুমারী-বয়সে বিবাহ হয় না। তবে উহা দূষ্য বলিয়া তাহাদের জ্ঞান আছে। মেদিনীপুর অঞ্চলে কন্যার বিবাহ অল্প বয়সেই হয় বটে, কিন্তু কন্যা বয়স্থা না হইলে স্বামী-সহবাস করে না। এই প্রদেশে বিবাহের পূর্ব্বে কন্যাকে কাপড় ও মসলাদি পাঠান হইয়া থাকে। ইহাকে "কাপড় পরানো" বলিয়া থাকে। কাপড় পরান হইয়া গেলে কন্যা যদি অপরপাত্রে অর্পিত হয়, তবে পিতাকে জাতিচ্যুত বা এক ঘরে হইতে হয়। ছোটনাগপুর অঞ্চলে মগহিয়া কামারদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ চলিত আছে। সিংহভূম ও সাঁওতাল পরগণায় বিবাহ-বিচ্ছেদেরও নিয়ম আছে। এরূপ স্থলে একটি পঞ্চায়ৎ বসে। তাহাদের সমক্ষে একটি অখণ্ড শালপত্র দুইখণ্ডে বিভক্ত করা হয়। এরূপে বিবাহভঙ্গ হইলে পর সেই স্ত্রী পুনরায় বিবাহ করিতে পারে।

বিহার অঞ্চলে কন্যার বিবাহের সময় ১২ বৎসর ও পাত্রের ১৫ বৎসর পর্য্যন্ত, কিন্তু বর কন্যা অপেক্ষা আকৃতিতে দীর্ঘ হওয়া আবশ্যক। এ অঞ্চলে ঘাসকাটা প্রথা চলিয়া থাকে। বিবাহের পরদিবস বর ও কন্যাকে সঙ্গে লইয়া অপর স্ত্রীলোকেরা গান করিতে করিতে বাটীর বাহিরে আইসে। বরের হস্তে তখন একটি খুরপা দেওয়া হয়। খুরপা লইয়া বর এক মুঠা ঘাস কাটিয়া দেয়। তখন কোন রমণী একগাছি ছড়ি লইয়া কিছু দূরে প্রোথিত করিয়া আইসে। তখন বর ও তাহার শ্যালক দুইজনে দৌড়িয়া গিয়া কে অগ্রে ছড়ি গাছটী তুলিয়া লইতে পারে, তাহার জন্য চেষ্টা করে। দলের মধ্যে বরের পক্ষীয় লোক থাকে; তাহারা শ্যালকের পথ আগুলিয়া বিলম্ব করাইয়া দেয়, সুতরাং বরেরই জয় হইয়া থাকে। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে অথবা দুশ্চিকিৎস্য-রোগগ্রস্তা হইলেই স্বামী আবার বিবাহ করিতে পারে, নতুবা নহে।

বঙ্গের ২৪ পরগণা অঞ্চলে কামারগণ সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা, উত্তররাঢ়ী, দক্ষিণরাঢ়ী ও আনরপুরী। ইহাদের পরস্পর আদানপ্রদান নাই। উত্তররাঢ়ী ও দক্ষিণরাঢ়ীর মধ্যে কুলীন ও মৌলিক আছে। পূর্ব্ববঙ্গের কামারদিগের ভূষণাপতি, ঢাকাই ও পশ্চিমে এই তিন শ্রেণী আছে। ভূষণাপতিদিগের মধ্যে নলদিপতি, চৌদসমাজ ও পঞ্চসমাজ নামক বিভাগ মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান চলে।

মুরশিদাবাদ অঞ্চলে রাঢ়ী, বারেন্দ্র, ঢাকাওয়াল ও খোট্টা এই চারি শ্রেণীর কামার দেখা যায়। ঢাকাওয়াল ঢাকা হইতে ও খোট্টা পশ্চিম হইতে আসিয়া এখানে বাস করিয়াছে। পাবনা অঞ্চলে রাঢ়ী কামারের দশ সমাজ ও ও বারেন্দ্র কামারের পঞ্চসমাজ চলিত। নোয়াখালি অঞ্চলে বত্তিকর্ম্মকার ও শিখুকর্ম্মকার এই দুই শ্রেণী আছে। ইহাদের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান নাই। বর্দ্ধমান অঞ্চলে বেলাসী, মামুদপুরিয়া ও কামলা কামার এই তিন শ্রেণী আছে। মানভূমে ইহারা মগহিয়া, খোকড়া, লোহসা ও বজুনা এই কয়ভাগে বিভক্ত। সাঁওতাল পরগণায় অটাকাই,

চুয়ালই, বেলালই ও শখলই এই কয় শ্রেণী আছে। সিংহভূম ও বেহার অঞ্চলে শ্রেণীবিভাগ বড় দেখা যায় না।

বঙ্গদেশে কামারদিগের গোত্র আছে। সিংহভূম ও সাঁওতাল পরগণায় ঘর আছে। মাতৃকুলে ৫ পুরুষ ও পিতৃকুলে ৭ পুরুষ তফাৎ থাকিলে এক গোত্রে বিবাহ হইবার বিশেষ আপত্তি নাই। বেহার ও ছোট নাগপুর অঞ্চলে তাহা হয় না। বিহার অঞ্চলে কামারদিগের ১৭ প্রকার গোত্র আছে। যথা—বাথুয়েট, দরহুরিয়া, গরবেড়িয়া, গোধনপুরা, হরসরিয়া, হসনপুরিয়া, জাবালপুরিয়া, জরঙ্গইত, জসিয়াম, কলইত, কতোসিয়া, মরতুরিয়া, পোখরমিয়া, রতবরিয়া, সাগি, শোনপুরিয়া, সোখিবার।

বঙ্গদেশে ৫ প্রকার গোত্র চলিত আছে যথা—

অলম্যান, ভরদ্বাজ, কাশ্যপ, মৌদ্গাল্য ও শাণ্ডিল্য। সিংহভূম ও সাঁওতাল পরগণায় ১০ প্রকার গোত্র চলিত আছে। যথা—আলমঋষি, বাঘঋষি, বামুনিয়া, কচ্ছুয়া, খুজিরিয়া, মঞ্জরি, নাগ, নেত্রিয়া, পোতা ও পুরুলিয়া।

বঙ্গদেশে কামারদিগের অরি, দাস, দে, তেওয়ারী এই কয়েকটী পদবী প্রচলিত।

বেহার অঞ্চলে ইহাদিগকে লোহার বলে। বেহারে করুণা, মিস্ত্রি, ঠাকুর ও রাউত এই কয়েকটী পদবী দেখিতে পাওয়া যায়।

সিংহভূম অঞ্চলে কামারদিগকে বিন্ধিনী বলে। জঙ্গলমহলে ধোকড়া ও তামরাজাতীয় কামারেরা কুক্কুট ভক্ষণ করে। এজন্য ভাল ব্রাহ্মণ তাহাদের কোন কার্য্য করেন না। তাহাদের ব্রাহ্মণ স্বতন্ত্র। কোন কোন কামারস্ত্রীলোকেরা নাকে নথ পরে না। কথিত আছে, পরিবেশনের সময় পরিবেশনপাত্রে নাকের নথ খুলিয়া পড়ে। সেই অবধি নথ পরা উঠিয়া যায়। বঙ্গদেশে কামারের সংখ্যা ৪০,৯,৯৫৫ জন হইবে।

কামার আর লোহার প্রায় একই জাতি বলিতে পারা যায়। বেহার, ছোট নাগপুর ও পশ্চিমবঙ্গে লোহারদিগের বাস। বেহার অঞ্চলে লোহারগণ ছুতারের কার্য্যও করিয়া থাকে। অনেকে আবার কৃষিকার্য্যেও নিযুক্ত থাকে। সাঁওতাল পরগণায় পুরুষেরা কৃষিকার্য্যের জন্য মাঠে যায়, আর স্ত্রীলোকেরা লোহার কর্ম্ম করে। পশ্চিমবঙ্গে যাহারা লোহার কর্ম্ম করে, তাহারা বরং কৃষিকর্ম্ম করে, কিন্তু কখন ছুতারের কাজ করে না। বেহারে লোহারগণ কৈরী ও কুড়মীদিগের সহিত এক শ্রেণী মধ্যে গণ্য; তাহাদের জল শুদ্ধ। কিন্তু বঙ্গের পশ্চিমপ্রদেশে তাহাদের জল অস্পৃশ্য। তথায় উহারা বাউরী ও বাগদির সহিত সমশ্রেণী। লোহারদিগের মিস্ত্রী, রাউত ও ঠাকুর এই তিনপ্রকার পদবী আছে। বেহারে লোহারদিগের কনৌজিয়া, কোকাস, মগইয়া, কমারকল্লা, মাহর বা মাহলিয়া, মাথুরিয়া ও কামিয়া এই কয় শ্রেণী আছে। এ সকলের মধ্যে কনৌজিয়া সকলের উচ্চ বলিয়া গণ্য। ইহারা যে সে লোকের কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে না। ইহাদের ত্রিশটী গোত্র আছে। যথা—অশেষ মেভ্রাম, উধমতিয়া, কমতরিয়া, কন্‌ডিথিয়া, কাশ্যপ, কঠার, কথৌতিয়া, কিশোরিয়া, কুকুর ঝুম্পর, কুলঋষি মল্লিক, গঙ্গতির, চৌসাহা, দমদরিয়া, চকনিয়া, পহলমপুরী, পাঁড়ে, বাসবরিয়া, বেগসরিয়া, বর্দ্ধান্, বিশ্বকর্ম্মা, বুনিচয়, ভাকুর, রানে, সত্রি, সামিল ঠাকুর, সংগ্রী ঠাকুর, সম্রবৎ, সোনমন, সুপাহা ও সালঋষি। কনৌজিয়ারা বলে তাহারা বিশ্বামিত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। তাহারা তাঁহার পূজাও করিয়া থাকে। কোকাসশ্রেণী সম্ভবতঃ বরহি হইতে স্বতন্ত্র শ্রেণী।

বরহিগণ ছুতারের কর্ম্ম করে। তাহাদিগের মধ্যে যাহারা লোহার কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারাই হয়ত কোকাস হইয়া থাকিবে। কনৌজিয়া ও মাথুরিয়াগণ সম্ভবতঃ কনৌজ ও মথুরাপ্রদেশ হইতে আসিয়া থাকিবে। মাহলিয়াদিগের জল শুদ্ধ। ইহারা উত্তরপশ্চিম অঞ্চল হইতে আসিয়াছে। কামিয়াগণ নেপাল হইতে আসিয়াছে। তাহাদের জল শুদ্ধ নহে। তাহাদের অনেকেই মুসলমান হইয়াছে।

সাঁওতাল পরগণার লোহারদিগের বীরভূমিয়া, গোবিন্দপুরিয়া, শরগরহিয়া এই কয়েকটী শ্রেণী আছে। বীরভূমিয়াগণ বীরভূম হইতে, গোবিন্দপুরিয়াগণ মানভূমের উত্তর গোবিন্দপুর হইতে, সরগরহিয়াগণ বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত সরগরহিয়া পরগণা হইতে আসিয়াছে। লোহারডাঙ্গায় লোহারদিগের মনঝাল তুরল্যা, মুণ্ডালোহার, সদলোহার, শিশুটবংশী লোহারিয়া, লহনডিয়া ও মানভূমে লোহার মানঝি, দণ্ডমানঝি ও বাগদি লোহার এই কয়েকটী শ্রেণী আছে। এতদ্ব্যতীত বাঁকুড়া জেলায় অঙ্গরিয়া, গোবরা, ঝেন্তিয়া, পানসিলি নামক শ্রেণী আছে।

ছোট নাগপুরের লোহারদিগের মধ্যেও অনেকগুলি শ্রেণী আছে। যথা—ইন্দুয়ার, উদওয়ার, কচুয়া, কৈথোয়ার, কৈসলে, কমল, কন্দ, কনোজিয়া, করহর, করকোশ, করকুষ, কৌয়া, করকেতা, কিসনত, কোইয়া কন্দ, কুমুয়ার, গৈন্তোয়ার, গোলবার, গঞ্জ, চৌরিয়া, চুরুয়ার, জলবার, তপোয়র, তির্কি, দেঁদতা, ঢুমড়িয়া, ধান, নাগ, পাড়,

গুরত্তি, কুটকা, বাঘ, বান, বঙ্গো, বাঁশ, বরোহা, বেলওয়ার, বেশড়া, বুকর, তেজরাজ, ভুতকুয়ার, বোত্রা, মেলওয়ার, মণ্ডইয়া, মঘনিয়া, মহিলি, মহিলিমুণ্ডা, মর্মু, মুক্তিয়ার, রেখা, রুণ্ডা, ললিহার, লুমরিয়াসন, সান্ধ, সাজলওয়ার, সৌর, সেমানেহিজিয়ার, সোনারোমে, সোনবেধরী, সনমাধিয়া, সোনটির্কি, সুইয়া, হর্দি, হন্তয়র, হত্তি ও হেমরম।

কামিয়াগণ ব্যতীত বেহারের লোহারগণ প্রায় সকলেই হিন্দু। মৈথিল ব্রাহ্মণগণই তাহাদের কর্ম্মাদি করিয়া থাকে। ছোট নাগপুর ও বঙ্গের পশ্চিম অংশের লোহারগণ হিন্দু। তাহারা দলিগোরই, বরন্ধ ঠাকুর, কুলে গোঁসাই, ভাছু, ভরস্তা, মনসা ও মোহনগিরিপ্রভৃতির পূজা করে। আষাঢ়, অগ্রহায়ণ ও মাঘ মাসে সোমবার ও মঙ্গলবারে মোহনগিরির পূজা হইয়া থাকে। পূজায় ছাগবলি হয়। সকলে প্রসাদ আহার করে। বাকুড়া ও সাঁওতাল পরগণায় লোহারদিগের স্বতন্ত্র ব্রাহ্মণ আছে। লোহারডাঙ্গার পাহান, মতি ওঝা বা সোখাগণ পূজাদি সম্পন্ন করে। সদলোহারগণের বিবাহে গ্রামস্থনাপিতগণ পুরোহিতের কর্ম্ম করে।

পশ্চিমবঙ্গে ও ছোটনাগপুরে লোহারদিগের বিবাহে পণ লাগে। পুরুষেরা যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারে। নীচ জাতিদিগের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদও হইয়া থাকে। বিবাহ অল্প বয়সে হয়, অধিক বয়সেও হইয়া থাকে। কিন্তু বেহার অঞ্চলে অল্প বয়সে বিবাহ দেওয়াই প্রথা। পণও আছে। বিবাহিতা স্ত্রীর সন্তানাদি না হইলে পুরুষেরা আবার বিবাহ করিতে পারে। কনৌজিয়াদিগের মধ্যে বিবাহবিচ্ছেদের নিয়ম নাই। অন্যান্যবর্গে পঞ্চায়তের মত লইয়া স্ত্রী বা স্বামী-ত্যাগের নিয়ম আছে। বিধবাবিবাহ নীচ-শ্রেণীতে কোথাও কোথাও প্রচলিত, কিন্তু উচ্চ-শ্রেণীতে আদৌ নাই। বঙ্গ ও বেহারে লোহারের সংখ্যা ২,৬২,৩৫৭ জন হইবে।

নেপালের কামারদিগকে কামি বা কামিয়া বলে। সম্ভবতঃ ইহারা ভারত হইতেই নেপালে গিয়া থাকিবে। এক্ষণে বঙ্গের স্থানে স্থানে ইহাদিগকে দেখা যায়। দার্জ্জিলিংএ ইহাদের সংখ্যা ৩৭২৩ জন, চম্পারণে ১০৭ জন, ভাগলপুরে ৯ জন, ছোটনাগপুরের করদরাজ্যে ৫৮০ জন আছে। কামিগণ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। তাহারা কালীপূজা করে, বিশ্বকর্ম্মাকে আপনাদিগের ইষ্টদেবতা বলিয়া জানে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী মধ্যে কুলাঁই, অনার্দ্ধা, খোদাই, দারমস্তা প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাসনা প্রচলিত। কুলাঁইকে প্রায় সকলেই ভক্তি করে। ইহাদের ৩৮টি ঘর। এই ৩৮ ঘর বৎসরে দুইবার করিয়া কুলাঁইএর পূজা দেয়। এই পূজায় ছাগ, মেষ, কুক্কুট প্রভৃতির বলিদান হয়। আর প্রতি পূর্ণিমার দিন ধূপ ও ধূনা দেওয়া হয়। গদাইলি, শাশথর ও নরুলাল শ্রেণীর কামিগণ খোদাইএর পূজায় শূকর বলি দেয়। ইহাদের মধ্যে গজমের ও খরকা-বাঘু শ্রেণীর কামিগণ অনার্দ্ধা ও দারমস্তা দেবতার উপাসনা করে ও শ্বেত কুক্কুট বলি দেয়।

কামিদিগের পূজাদির জন্য ব্রাহ্মণ নাই। তাহাদের মধ্যে যে ব্যক্তি একটু অধিকধর্ম্মানুরক্ত হয়, সেই পূজাদি সম্পন্ন করে। কামিরা গো-মাংস ভক্ষণ করে না; কিন্তু শূকর-মাংস ও কুক্কুট-মাংস ইহাদের খাদ্য, মদ্যপানেও ইহা-দের বিলক্ষণ আসক্তি।

মৃত্যু হইলে ইহাদের শবদাহের নিয়ম ঠিক নাই। দেহ কখন দগ্ধ হয়, কখন বা নদীতে ভাসাইয়া দেওয়া হয়, কখন বা গোর দেওয়া হয়। দগ্ধদেহের অঙ্গার লইয়া গঙ্গাজলে অর্পণ করিবার প্রথাও আছে। সৎকার হইয়া গেলে, মৃতের আত্মীয়বর্গ মাথা মুড়াইয়া দাড়ি, গোঁপ, ভ্রূ পর্য্যন্ত কামাইয়া ফেলে। তাহার পর একখানি ধুতি মাত্র পরি-ধান করিয়া মস্তকে একখণ্ড শাদা কাপড় বাঁধিয়া রাখে ও এক সন্ধ্যা আহার করে। আহারে মাংস, লবণ বা ঘৃত কিছুই থাকে না। কম্বলে শয়ন করিয়া রাত্রি যাপন করে। কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করে না বা অধিক কথাও কহে না। একাদশ দিবসে আত্মীয় স্বজনকে নিমন্ত্রণ করা হয়। বহুবিধ আহারেরও আয়োজন হয়। আহারীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইলে সকল প্রকার অন্নব্যঞ্জনাদি দিয়া একখানি পাতা সাজান হয়। একজন আত্মীয় সেই পাতা ও নিজের আহারীয় সামগ্রী লইয়া একটু অন্তরে বনের ভিতর যায়। তথায় সেই সাজান পাতাখানি ভূমিতে রাখিয়া নিজে দাঁড়াইয়া দেখে; যখন কোন কীট পতঙ্গ অথবা মাছি হউক আসিয়া সেই পাতে বসে, তখন সেই আত্মীয় একখানি প্রস্তর সেই পাতে চাপা দিয়া নিজের জন্য যে আহারীয় লইয়া আসে, তাহাই আহার করিতে বসে, তাহার পর বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া নিমন্ত্রিত জ্ঞাতি কুটুম্বকে বলে যে মৃতের প্রেতাত্মা আসিয়া আহার করিয়া গিয়াছেন। তখন বাটীতে ভোজন আরম্ভ হয়। যাহার অপঘাতে মৃত্যু হয়, বা যাহার সন্তানাদি না হয় তাহার এরূপ শ্রাদ্ধাদি হয় না।

কামিরা নিজবংশীয়ঘরে অথবা মাতুলবংশীয়ঘরে বিবাহ করিতে পারে না। কন্যারা বয়স্থা হইলে তবে বিবাহিতা হয়। বিবাহের পূর্ব্বে বরকন্যার পরস্পরে কখন কখন

দেখাশুনা হওয়াও প্রচলিত আছে। অধিক মাখা-মাখি নিষিদ্ধ। বিবাহ রাত্রিকালে সম্পন্ন হয়। একটি মৃত্তিকার পাত্রে অগ্নি থাকে। তাহার একদিকে বর ও অপর দিকে কন্যাকে দাঁড়াইতে হয়। তাহার পর উভয়ে সেই অগ্নিকে দক্ষিণে রাখিয়া ৭ বার প্রদক্ষিণ করে। প্রদক্ষিণের পর কন্যার হস্ত বরের হস্তে স্থাপিত করা হয়। কন্যার পিতা মাতা তখন কয়েকটি কুশ, বিল্বপত্র, তাম্র ও তুলসী তাহার উপর রাখিয়া মন্ত্র পাঠ করেন। তাহার পর বর কন্যারসীমন্তে সিন্দূর দিয়া গলায় একছড়া মালা (পটী) পরাইয়া দিলে বিবাহের ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া যায়।

পুরুষ যত ইচ্ছা বিবাহ করিতে পারে; কিন্তু বড় কাহাকেও দুইটার অধিক বিবাহ করিতে দেখা যায় না। বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবাবিবাহে পূর্ব্বস্বামীর জ্যেষ্ঠভ্রাতাসম্পর্কীয় কাহারও সহিত বিবাহ নিষিদ্ধ। বিধবা-বিবাহে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় না। মন্ত্রাদিও উচ্চারিত হয় না। বর কন্যারসীমন্তে সিন্দূর দিয়া গ্রীবাদেশে মালা পরাইয়া দিলেই বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হয়। তাহার পর উভয়পক্ষে আত্মীয়গণের ভোজন হইলে বিবাহোৎসব সমাপ্ত হয়।

বিবাহবিচ্ছেদের নিয়মও আছে। পাংড়ো নামক একপ্রকার ফল সিংকো নামক একখণ্ড কাষ্ঠ দিয়া দ্বিখণ্ড করিলেই বিবাহ-ভঙ্গ হয়। পাহাড় অঞ্চলে এই ক্রিয়ার নাম সিংকো-পাংড়ো। ইহাতে পুরুষদেরই অধিকার আছে, তবে স্বামী যদি স্ত্রীর প্রতি অত্যাচার করে, তবে স্ত্রীও স্বামীকে পরিত্যাগ করিতে পারে। তাহার পর স্ত্রী যদি অপর কাহাকেও বিবাহ করে, তবে পূর্ব্ব স্বামী বিবাহের সময় যে পণের টাকা দিয়াছিলেন, নূতন স্বামীকে তাহা দিতে হয়। বিবাহবিচ্ছিন্ন-পত্নীগণের বিবাহ বিধবাবিবাহের ন্যায় সম্পন্ন হয়। কামিদিগের অপেক্ষা যদি কোন উচ্চজাতীয় লোক কোন কামি-রমণীকে উপপত্নী করে আর সে জন্য যদি তাহাকে জাতিচ্যুত হইতে হয়, তাহা হইলে কামিগণ পঞ্চায়তের মত লইয়া তাহাকে স্বজাতিভুক্ত করিয়া লয়।

কামিদিগের ৩৮ ঘরের নাম, যথা—কৈরালা, কতিচি-ওরে, খরকাবায়ু, খাতি, গজমের, গদাইলি, গদাল, গহৎ-রাজ, ঘতানি, ঘরতিঘোরে, ঘামঘোতলে, জারকামি, তিরুয়া, থাপাজী, দরনাল, দিয়ালী, দুধরাজ, দুয়াল, দেবপাঠী, পর্ব্বত, পোখরেল, পোর্টেল, বরাইলি, মঙ্গরাতি, রসাইলি, রহপাল, রামুদান, রিজাল, রুজাল, লাঙ্গাদে, লোকাল্লি লোহাগুণ, লোহার, সাপকোটা, সাশঙ্কর, সিঙ্গাওরে, সিঙ্কিওড়ি, সেতুতুরুয়াল।

পঞ্জাব ও ভারতের উত্তর পশ্চিমপ্রান্তে কামারেরা স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থান করে। অন্য কোন জাতির সহিত আদান প্রদান নাই। এ প্রদেশে কোথাও কোথাও লোহারদিগকে কৃষিকার্য্য করিতে দেখা যায়। বেরার ও মধ্যপ্রদেশে ইহারা ছুতারের কার্য্যও করিয়া থাকে; যেগপজা প্রদেশে যাহারা বাস করে তাহাদিগকে "খাতী" কহে। খাতী লোহারগণ বেরার ও নর্ম্মদাপ্রদেশের লোহারগণের সহিত আদান প্রদান করে না। বোম্বাইপ্রদেশে মরাঠীলোহার, বুন্দেলী লোহার প্রভৃতি স্বতন্ত্র নামে অভিহিত হয়। এদেশের লোহারগণ লাঙ্গলের ফাল ও যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে। কাঠিবাড় প্রদেশে লোহারগণের বাস স্থান নাই। তাহারা আদরী হইতে ওয়াগড়, ও উদিয়ার হইয়া কাঠিবাড় যায়, আবার ঐরূপ ঘুরিয়া ফিরিয়া আদরীতে আসে। তাহারা সাধারণের কাজকর্ম্ম করিয়া বেড়ায়। ইহারা হিন্দু, তবে মুসলমানের রামদাপীরকেও ভক্তি করে। ইহাদের পুরুষের বিবাহে পণ লাগে। গুজরাটেও লোহার আছে। রাজপুত-নায় ইহাদের সংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম। বুন্দির লোহারগণ খনিজপদার্থ গলাইয়া লোহা বাহির করে।

কামারণ্য (ক্লী) কামং শোভনং অরণ্যং কর্ম্মধা। ১ মনো-হর বন। ২ কন্দর্পবন।

কামারশাল (দেশজ) কর্ম্মকারগণ যেখানে লৌহ পোড়ায়।

কামারশালা (দেশজ) কর্ম্মকারের দোকান।

কামারি (পুং) কামস্য অরিঃ শত্রুঃ, ৬তৎ। ১ মহাদেব। ২ বিটমাক্ষিক নামক ধাতুবিশেষ।

("তাপ্যো নদীজঃ কামারিস্তারারির্ব্বিটমাক্ষিকঃ"। হেম৪।১২১।)

কামার্ত্ত (ত্রি) কামেন ঋতঃ পীড়িতঃ, ৩তৎ। কামপীড়িত, ("কামার্ত্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু।" মেঘ দূ° ৫।)

কামার্থী [ন্] (ত্রি) কামং অর্থয়তে প্রার্থয়তে, কাম-অর্থ ণিচ্-ণিনি। ১ কামপ্রার্থী। ২ অভীষ্টপ্রার্থী।

কামালিকা (স্ত্রী) কামং অলতি ভূষয়তি, কাম-অল্-ণ্বুল্ টাপ্-অত ইত্বম্। মদ্য।

কামালু (পুং) কামং যথেষ্টং অলতি পুষ্পবিকাশেন পর্য্যা-প্নোতি, কাম-অল্-উণ্। ১ রক্তকাঞ্চনগাছ। ২ (ত্রি) অত্যন্ত কামুক।

কামাবচর (ত্রি) কামং যথেচ্ছং অবচরতি, কাম-অব-চর্-অচ্। স্বেচ্ছাচারী।

কামাবতার (পুং) কামস্য অবতারঃ, ৬তৎ। কামদেবের অবতার, প্রদ্যুম্ন; শ্রীকৃষ্ণঔরসে রুক্মিণীগর্ভে প্রদ্যুম্ন অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

কামাবশায়িতা (স্ত্রী) কামেন স্বেচ্ছয়া অবশায়য়তি, স্বচিত্তে পদার্থান্ নিশ্চিনোতি, কাম-অব-শী-নিচ্-ণিনি ; তস্য ভাবঃ তল্। সত্যসঙ্কল্পতা।

কামাবসায় (পুং) কামেন স্বেচ্ছয়া অবসায়ঃ স্বচিত্তে পদার্থানাং স্থিরীকরণম্। ইচ্ছামত স্বীয়চিত্তে পদার্থসমূহের নিশ্চয় করা।

কামাবসায়িতা (স্ত্রী) কামাবসায়িনঃ সত্যসঙ্কল্পকারিণো ভাবঃ, কামাবসায়িন্-তল্। সত্যসঙ্কল্পতা, অণিমাদি অষ্ট ঐশ্বর্য্যের মধ্যে ইহাও একটি যোগিগণের ঐশ্বর্য্য বলিয়া পরিগণিত।

("অণিমা লঘিমা ব্যাপ্তিঃ প্রাকাম্যং গরিমা তথা।
ঈশিত্বঞ্চ বশিত্বঞ্চ তথা কামাবসায়িতা॥")

কামাবসায়িত্ব (ক্লী) কামাবসায়িনো ভাবঃ, কামাব-সায়িন্ ত্ব (তস্যভাবস্ত্বতলৌ। পা ৪।১।১১৯।) সত্যসঙ্কল্পতা।

কামাবসায়ী [ন্] (ত্রি) কামান্ স্বেচ্ছয়া অবসায়য়িতুং শীলমস্য, কাম-অব-সো-ণিচ্-ণিনি। সত্যসঙ্কল্প, ইচ্ছানুসারে যিনি পদার্থ-সমূহের নিশ্চয় করিতে পারেন।

কামাশন (ক্লী) কামং যথেচ্ছং পর্য্যাপ্তং বা অশনং ভোজনম্, কর্ম্মধাং। ১ ইচ্ছামত ভোজন। ২ পর্য্যাপ্ত ভোজন।

কামাশ্রম (পুং) কামঃ রমণীয়ঃ আশ্রমঃ কর্ম্মধা। রমণীয় আশ্রম।

কামাশ্রমপদ (ক্লী) কামং মনোজ্ঞং আশ্রমপদম্, কর্ম্মধা। রমণীয় আশ্রমস্থান।

কামাসক্ত (ত্রি) কামেন আসক্তঃ, ৩তৎ। ১ কামরিপুর বশীভূত। ২ অভিলাষমাত্রের বশীভূত।

কামাসক্তি (স্ত্রী) কামে আসক্তি র্লিপ্সা, ৭তৎ। কামরিপু-জন্য কার্য্যমাত্রে ইচ্ছা।

কামাসন (ক্লী) কামমস্যতি ক্ষিপতি অনেন, কাম-অস্-ল্যুট্। রুদ্রযামলকথিত আসনবিশেষ। গরুড়াসন করিয়া কনিষ্ঠাঙ্গুলি ভূমিতে স্পর্শ করাইলেই কামাসন হয়। [গরুড়াসন দেখ।]

("অথ কামাসনং বক্ষ্যে কামমর্দ্দনহেতুনা।
গরুড়াসনমাকৃত্য কনিষ্ঠাগ্রং স্পৃশেদ্ভুবি॥" রুদ্রযামল।)

কামি (পুং) কাময়তে কম-ণিঙ্-ইণ্। ১ কামুক। ২ (স্ত্রী) কন্দর্পপত্নী, রতি।

(কামি র্না কামুকে রত্যাং স্ত্রী। মেদিনী।)

কামিক (পুং) কামঃ অস্ত্যাস্তি, কাম-ঠন্। ১ কারণ্ডব পক্ষী। কামেন নির্বৃত্তম্, কাম-ঠঞ্। ২ কামজন্য কার্য্যাদি। ৩ (কামাধিকারেণ কৃতো গ্রন্থঃ) হেমাদ্রি-প্রণীত গ্রন্থবিশেষ।

কামিকী (স্ত্রী) কামিক-ঙীপ্। ১ কারণ্ডবপক্ষিণী। ১ কামনাজন্য কার্য্যাদি।

("তত ইষ্টিং চকারর্ষিস্তস্য বৈ পুত্রকামিকীম্।"
মহাভারত অনুশাসন।)

কামিজ (আরব্য) জামাবিশেষ।

কামিত (ত্রি) কম-ণিচ্-ক্ত। ১ অভিলষিত। ২ প্রার্থিত।

কামিতা (স্ত্রী) কামো২স্ত্যস্য, কাম-ইনি ; তস্য ভাবঃ তল্। ১ কামুকতা। ২ অভিলাষ।

কামিনী (স্ত্রী) কামঃ অতিশয়েন অস্ত্যস্যাঃ, কাম-ইনি-ঙীপ্। ১ অতিশয়কামযুক্তা স্ত্রী। ২ স্ত্রীমাত্র। ৩ সুন্দরী স্ত্রী। ৪ ভীরু স্ত্রী। ৫ বন্দা, পরগাছা। ৬ দারুহরিদ্রা। ৭ মদ্য। ৮ কামদেবের শক্তিবিশেষ।

কামিনীশ (পুং) কামিন্যাঃ কামিনী-প্রিয়াঞ্জনস্য ঈশঃ সাধকঃ, ৬তৎ। শজিনাগাছ। ইহাদ্বারা একরূপ অঞ্জন প্রস্তুত হয়, তাহাই পূর্ব্বকালে কামিনীগণ চক্ষে ব্যবহার করিতেন।

কামী [ন্] (পুং) অতিশয়েন কাময়তে, কম-ণিঙ্-ণিনি। ১ কামুক। ২ চক্রবাক। ২ পায়রা। ৩ চড়ুই। ৪ চন্দ্র। ৫ ঋষভ-নামক ঔষধবিশেষ। ৬ সারসপক্ষী। ৭ বিষ্ণু।

("কামদেবঃ কামপালঃ কামী কান্তঃ কৃতাগমঃ।"
মহাভারত ১৩।১৪৯ অঃ।)

কামীন (পুং) কামং অনুগচ্ছতি, কাম-খ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু।) ১ রামসুপারি। ২ কামদেবের অনুগত। ৩ কাম-রিপুর বশীভূত, কামুক।

কামীল (পুং) কামং অনুগচ্ছতি, কাম-খ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) ১ রামসুপারি। ২ কামদেব বা কামরিপুর অনুগত।

কামুক (ত্রি) কাময়তে, কম-উকঞ্ (লষ-পত-পদ-স্থা-ভূ-বৃষ-হন-কম-গম শৃভ্য উকঞ্। পা ৩।২।২৫৪।) ১ কামী ; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কমিতা, অনুক, কম্র, কাময়িতা, অভীক, কমন, কামন, অভিক। (পুং) ২ অশোক গাছ। ৩ চড়াই পাখী। ৪ অতিমুক্তক লতা।

("কামুকঃ কমনে২শোক-পাদপে চাতিমুক্তকে।" মেদিনী।)

কামুককান্তা (স্ত্রী) কামুকানাং কান্তা প্রিয়া, ৬তৎ। অতি-মুক্তলতা, মাধবীলতা।

কামুকতা (স্ত্রী) কামুকস্য ভাবঃ, কামুক-তল্। অত্যন্ত কামযুক্তের কার্য্যাদি।

কামুকত্ব (ক্লী) কামুকস্য ভাবঃ, কামুকত্ব। অত্যন্ত কাম-পীড়িতের কার্য্যাদি।

কামুকা (স্ত্রী) কম-উকঞ্-টাপ্। ১ ইচ্ছাবতী। ২ ভোগা-ভিলাষবিশিষ্টা। ৩ রমণেচ্ছাযুক্তা।

কামুকায়ন (পুং) কামুকস্য অপত্যম্ পুমান্, কামুক-ফক্ (নড়াদিভ্যঃ ফক্। পা ৪।১।৯৯।) কামুকের পুত্র।

কামুকী (স্ত্রী) কামুক-ঙীষ্ (জানপদকুণ্ডগোণেতি। পা ৪।১।৪২।) মৈথুনেচ্ছাবিশিষ্টা। ইহার সংস্কৃত নামান্তর বৃষস্যন্তী।

কামেশ্বর (পুং) কামানাং ঈশ্বরঃ, ৬তৎ। পরমেশ্বর।

কামেশ্বরী (স্ত্রী) কামানাং ভোগ্যবিষয়াণাং প্রদায়িত্বেন ঈশ্বরী, ৬তৎ। ১ ভৈরবীবিশেষ। ২ কামাখ্যার পঞ্চমূর্ত্তি-মধ্যে মূর্ত্তিবিশেষ।

("কামাখ্যা ত্রিপুরা চৈব তথা কামেশ্বরী শিবা।
সারদাহথ মহোৎসাহা কামরূপগুণৈর্যুতা॥"
কালি° পু° ৬১ অঃ।)

কালিকাপুরাণোক্ত ধ্যানপাঠে কামেশ্বরীমূর্ত্তির এইরূপ বর্ণনা জানিতে পারা যায়। যথা—'কৃষ্ণবর্ণ, সুস্নিগ্ধকৃষ্ণকেশ, ছয়মুখ, দ্বাদশহস্ত, অষ্টাদশচক্ষু, প্রত্যেক মস্তকেই অর্দ্ধচন্দ্র, বক্ষোদেশে মণিমুক্তাদিনির্ম্মিত-মালা, দক্ষিণহস্ত-সমূহে পুস্তক, সিদ্ধসূত্র, পঞ্চবাণ, খড্গ, শক্তি ও শূল। বামহস্তসমূহে অক্ষমালা, মহাপদ্ম, কোদণ্ড, অভয়, চর্ম্ম ও পিনাক। ঈশান, পূর্ব্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর ও মধ্য, এই ছয়দিকে ছয়মুখ অবস্থিত; মুখ সকল যথাক্রমে শুক্ল, রক্ত, পীত, হরিত, কৃষ্ণ ও বিচিত্রবর্ণবিশিষ্ট। এই মুখ সকল পৃথক্ পৃথক্ দেবীর মুখ বলিয়া কীর্ত্তিত—শুক্লমুখ মাহেশ্বরীর, রক্ত কামাখ্যার, পীত ত্রিপুরার, হরিত সারদার, কৃষ্ণ কামেশ্বরীর এবং বিচিত্র চণ্ডাদেবীর। প্রতি মস্তকেই কেশ সংযত। পরিধান বিচিত্রবস্ত্র অথবা ব্যাঘ্রচর্ম্ম। সিংহের উপরে শ্বেতশব, তাহার উপরে রক্তপদ্ম, তাহার উপরে এই দেবী উপবিষ্টা। ধর্ম্ম, অর্থ ও কামসিদ্ধির জন্য এইরূপ কামেশ্বরী মূর্ত্তি ধ্যান করিবে।"

(কালিকা পু° ৬৩ অঃ।)

কামোদ (পুং) রাগিণীবিশেষ; বেলাবলী ও গৌড়ের সংযোগে ইহার উৎপত্তি হয়। ইহাতে ধ নি স ঋ গ ম প এই কয়েকটি স্বরগ্রাম আছে। ধৈবত ইহার বাদী, এবং পঞ্চম সম্বাদী। করুণ ও হাস্যরসের সময় ইহা গান করিতে হয়। প্রথম অর্দ্ধপ্রহর এই রাগিণী গাহিবার সময়।

কামোদক (ক্লী) কামেন স্বেচ্ছয়া দত্তং উদকম্, মধ্যলো°। মৃতব্যক্তির উদ্দেশে ইচ্ছানুসারে যে জল প্রদত্ত হয়। চূড়া-করণের পর মৃত্যু হইলে, তাহারই উদকক্রিয়া হইয়া থাকে, তাহার পূর্ব্বে যাহাদিগের মৃত্যু ঘটে, তাহাদের উদকক্রিয়ার বিধি নাই, কিন্তু তাহাদের উদ্দেশে কামো-দক প্রদান করা যায়। (লোগাক্ষি।)

কামোদকল্যাণ (পুং) কামোদ ও কল্যাণমিশ্রিত রাগিণী।

কামোদনট (পুং) কামোদ ও নটমিশ্রিত রাগ।

কামোদা (স্ত্রী) কুৎসিতো মোদো যস্মাৎ, বহুব্রী। রাগিণী-বিশেষ।

কামোদী (স্ত্রী) সুঘরাই ও সুরটযোগে উৎপন্ন রাগবিশেষ। স ঋ গ ম প ধ ০ এই কয়েকটি ইহার স্বরগ্রাম।

কাম্পিল (পুং) কম্পিলঃ নদীবিশেষঃ, তস্য অদূরে ভবঃ, কম্পিল-অণ্। কাম্পিল্য নামক দেশবিশেষ। হরিবংশে এই দেশ পাঞ্চালের দক্ষিণাংশ বলিয়া বর্ণিত আছে।

কাম্পিল্য (পুং) কম্পিলে জাতঃ, কম্পিল-ষ্যঞ্। ১ শুণ্ডা-রোচনী নামক সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ। ২ (কম্পিলায়া অদূরে ভবঃ, কম্পিলা-ণ্য) জনপদবিশেষ, বর্ত্তমান নাম কম্পিল। [কম্পিল দেখ।]

"মাকন্দীমথ গঙ্গায়াস্তীরে জনপদাযুতাম্।
সোঽধ্যবাৎসীৎ দীনমনাঃ কাম্পিল্যঞ্চ পুরোত্তমম্॥"

৩ লতাবিশেষ। [মহাভারত ১। ১৩৯।

কাম্পিল্যক (ত্রি) কাম্পিল্যে জাতঃ, কাম্পিল্য-বুঞ্। (পা ৪।২।১২১।) ১ কাম্পিল্যদেশজাত। ২ (পুং) কমলা-গুড়ী নামক সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ।

কাম্পিল্ল (পুং) কাম্পিল-অণ্, (নিপাতনাৎ সাধুঃ) কমলা-গুড়ী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কম্পিল্ল, কম্পীল, কম্পিল ও কাম্পিল্য।

কাম্পিল্লক (ক্লী) কাম্পিল্ল-স্বার্থে-কন্। কমলাগুড়ী।
("চূর্ণং কাম্পিল্লকং বাপি তৎপীতং গুটিকাকৃতম্।" সুশ্রুত।)

কাম্পিল্লকা (স্ত্রী) কাম্পিল্লক-টাপ্। কমলাগুড়ী।

কাম্পীল (পুং) কাম্পিল-অণ্ (নিপাতনাৎ সাধুঃ।) ১ কমলা-গুড়ী। ২ কাম্পিল্যনগর। ৩ পলাশগাছ।

কাম্পীলক (পুং) কাম্পীল-স্বার্থে কন্। ১ কমলাগুড়ী। ২ কাম্পিল্যনগর। ৩ পলাশগাছ।

কাম্পীলবাসী [ন্] (পুং) কাম্পীলে কাম্পিল্যদেশে বাসো ঽস্যাস্তি, কাম্পীল-বাস-ইনি। কাম্পিল্যদেশবাসী।

কাম্বল (পুং) কম্বলেন আবৃতঃ, কম্বল-অণ্। কম্বলদ্বারা আবৃত রথ।
(অণ্ কাম্বলবাস্ত্রাদ্যা স্তৈস্তৈঃ পরিবৃতে রথে। হেম ৩।৪১৮।)

কাম্বলিক (পুং) বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত যূষবিশেষ; দধির মাত ও অম্লদ্রব্যের সহিত মুগপ্রভৃতির যূষ প্রস্তুত করিলে, তাহাকেই কাম্বলিক যূষ কহে। ইহা বেশ রুচিকারক।
("দধিমস্ত্বম্লসিদ্ধস্তু যূষঃ কাম্বলিকঃ স্মৃতঃ।" সুশ্রুত।)

কাম্ববিক (পুং) কম্বুঃ শঙ্খঃ তূষণত্বেন শিল্পমস্য, কম্বু-ঠক্। শঙ্খকার, শাঁখারী।

কাম্বুকা (স্ত্রী) কুৎসিতং অম্বু যস্যাঃ, কু-অম্বু-কপ্-টাপ্, কোঃ কাদেশঃ। অশ্বগন্ধা।

কাম্বে, ইহার দেশীয় নাম খম্ভাৎ। খম্ভ বা স্তম্ভতীর্থনামে মহাদেবের একটি তীর্থ আছে, তাহা হইতেই খম্ভাৎ নাম হইয়াছে। এই রাজ্য গুজরাটের পশ্চিমভাগে অবস্থিত। অক্ষা ২২° ৯´ ও ২২°৪১´ উঃ, দ্রাঘি ৭২° ২০´ ও ৭৩° ৫´ পূঃ। পূর্ব্বে বরদা রাজ্যের অন্তর্গত বড়সাদ ও পিতলাদ প্রদেশ, দক্ষিণে কাম্বে উপসাগর; পশ্চিমে শাবরমতী নদীর পরই আহ্মদাবাদের সীমা। কাম্বের সীমার মধ্যে ইংরাজঅধিকৃত কয়েকখানি ও বরদার গুইকুমারের অধিকৃত কয়েকখানি গ্রাম আছে। এই প্রদেশের পূর্ব্বদিকে মহী ও পশ্চিমে শাবরমতী নদী আছে। দুইটী নদীতেই জোয়ারভাটা খেলে বলিয়া ইহাদের জলও কতক দূর অবধি লোনা। কাম্বের জমিও লোনা। নূতন কূপ খনন করিলে, অল্পদিনেই উহার জল লোনা হইয়া যায়। সেই জল সাবধানে ব্যবহার করিতে হয়, নহিলে গায়ে ফোড়া হইয়া থাকে। কাম্বের ভূমি সমতল। মধ্যে মধ্যে আম, তেঁতুল, নিম, বট প্রভৃতি বৃক্ষশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। ভূমিপরিমাণ ৩৫০ বর্গ মাইল। ইহাতে ২টি নগর ও ৮৩টি গ্রাম আছে। ইহাতে ৭০,৭০৮ হিন্দু, ১২৪১৭ জন মুসলমান ও ২৯৪৯ জন জৈন ও পারসী প্রভৃতি অপরাপর জাতি আছে। এ দেশে গুজরাটী ও হিন্দুস্থানী এই দুই ভাষাই প্রচলিত।

কথিত আছে যে, খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে পারস্য-দেশ হইতে পারসিক জাতি কয়েকখানি জাহাজে করিয়া আসিতেছিল, ঝড়ে উহাদের অনেকগুলি জলমগ্ন হইলে, তাহাদের মধ্যে কয়েকখানি জাহাজ অতিকষ্টে সাঞ্জেম-প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। সাঞ্জেমপ্রদেশ সুরাটের ৩৫ ক্রোশ দক্ষিণ। পারসিকেরা সাঞ্জেমপ্রদেশে অবতরণ করিবার জন্য রাজার অনুমতি চাহিল। রাজা বলিলেন, যদি তাহারা গুজরাটী ভাষায় কথা কহিতে শিক্ষা করেন ও গোমাংস ভক্ষণ না করেন, তাহা হইলে তিনি তাহাদিগকে আসিবার অনুমতি দিতে পারেন। তদনুসারে পারসীরা অনেক দিন তথায় অবস্থান করিল। তাহারা তথা হইতে উপকূলে বাণিজ্য করিতে লাগিল। ক্রমে তাহারা চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া কাম্বেতে আসিয়া উপস্থিত হইল। কাম্বে স্থানটি তাহাদের বড় ভাল লাগিল। সুতরাং পারসিকগণ দলে দলে গিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়িতে লাগিল। শেষে সেখানকার অধিবাসিগণ অপেক্ষা পারসীদিগের সংখ্যাই অধিক হওয়ায় তাহারাই কর্তৃত্ব করিতে আরম্ভ করিল। কিছুকাল পরে হিন্দুগণ তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দেশ হইতে দূর করিয়া দিল। যুদ্ধে অনেক পারসী নিহত হইল। ৯৯৭ খৃষ্টাব্দে এই প্রদেশটী রাজপুতগণের অধিকারে আইসে। সেই সময় হইতে কাম্বের ক্রমিক উন্নতি হইতে লাগিল। ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে যখন মুসলমানেরা এ দেশ অধিকার করে, তখন কাম্বে ভারতের একটি সমৃদ্ধিশালী নগর বলিয়া পরিগণিত ছিল। মুসলমানদিগের আমলে ইহা গুজরাটের অন্তর্গত হয়। পঞ্চদশশতাব্দীতে ইহার আবার সমৃদ্ধি হইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে এই প্রদেশ বাণিজ্যের প্রধান স্থান বলিয়া পরিগণিত হয়। মহারাষ্ট্রগণ যখন রাজ্য বিস্তার করেন, তখন মুসলমানগণ প্রাণপণে আপনাদিগের অধিকার রক্ষা করেন। বেসিমের সন্ধির পর কাম্বে ইংরাজদিগের হস্তগত হয়। এখন ইংরাজের অধীনে জনৈক মুসলমান নবাবের হস্তে ইহার শাসনভার দেওয়া আছে। এই মুসলমান ইংরাজরাজের নিকট হইতে সনন্দ লইয়া রাজ্য করিতেছেন। এখনকার বন্দোবস্ত অনু-সারে রাজ্যভার ইহাদের বংশাবলির হস্তেই থাকিবে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে অবশ্য কর দিতে হইবে।

এখানে ৩০টি বিদ্যালয় আছে। অহিফেন, গম, চাউল, তুলা, তামাক ও নীল এখানে যথেষ্ট জন্মে। নীলগাই, বন-বরাহ, হরিণ এ প্রদেশে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। কাম্বে উপসাগরে বর্ষাব্যতীত অন্যসময় ভালরূপ জল থাকে না বলিয়া [কাম্বে উপসাগর দেখ] বাণিজ্যে তত সুবিধা নাই। মহী ও শাবরমতী ঐ উপসাগরে পড়ে, কিন্তু উহাদের প্রবাহ সকল সময় একপথে যায় না। এজন্য নদীমুখে যে বড় বড় জাহাজ আসিবে, তাহারও সুবিধা নাই; তথাপি বাণিজ্য একপ্রকার মন্দ চলে না। সতরঞ্চ, গালিচা, লবণ, নীল, খোদিবার প্রস্তর প্রভৃতি এখানে প্রস্তুত হয়। এ প্রদেশে ভাল রাস্তা বড় একটা নাই। গোরুর গাড়ী, উঠ, গোরু প্রভৃতি দ্বারা মালপত্র চলাচল হয়।

কাম্বে বা খাম্বাৎ। কাম্বে রাজ্যের প্রধান নগর। ইহা মহী-নদীর সঙ্গমস্থানে অবস্থিত। অক্ষা ২২° ১৮´ ৩০´´ উঃ ও দ্রাঘি ৭২° ৪০´ পূঃ। জনসংখ্যা ৩৬,০০৭; তন্মধ্যে ২৫,৩১৪ জন হিন্দু, ৮০৩৮ জন মুসলমান, ২৫২৫ জন জৈন, ৮ জন খৃষ্টান, ১১৯ জন পারসী। নগর অতি প্রাচীন। খম্ভাৎ বা স্তম্ভ নামক মহাদেবের তীর্থ হইতে এই নাম হইয়াছে। পূর্ব্বে এই নগরের চারিদিকে প্রাচীরবেষ্টিত ছিল। অলক্ষ্যে বন্দুকের গুলি চালাইবার জন্য প্রাচীরের ভিতর গর্ত্ত থাকিত। আবার পাড়ের উপর কামানও সজ্জিত থাকিত। এক্ষণে

সে সকলের ভগ্নাবশেষমাত্র লক্ষিত হয়। কথিত আছে, আর্য্যমাক্য এইখানে জন্মগ্রহণ করেন। এই ব্যক্তি প্রাচীন দ্রাবিড়ের পাণ্ড্যরাজের দৌত্যকার্য্যে রোমসম্রাট্ অগস্তসের নিকট প্রেরিত হন ও এথেন্স নগরে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া তাহাতেই স্বেচ্ছাক্রমে দগ্ধ হন। প্রবাদ যে, প্রসিদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্যও নাকি এইখানে জন্মগ্রহণ করেন। ১২৯৩ খৃঃ অব্দে মার্কো পোলো নামক ভিনিসের পরিব্রাজক এই নগর দেখিয়া ইহাকে ভারতের একটি প্রধান বন্দর ও বাণিজ্য-স্থান বলিয়া বর্ণনা করেন। তাহার বিবরণে কাম্বেথ নামে ইহার উল্লেখ আছে। বাস্তবিকই কাম্বে নগর ভারতের একটি প্রধান বাণিজ্যের স্থান ছিল; কিন্তু উপসাগরের জল কমিয়া যাওয়ায়, সে সমৃদ্ধি এখন নাই। [কাম্বে উপসাগর দেখ।]

এখানে জৈনদিগের প্রকাণ্ড মন্দির ছিল। সেই সকল মন্দিরের স্তম্ভগুলি লইয়া ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ শাহ জমা-মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। কাম্বের প্রাচীন কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ এখনও অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে লাল, সাদা ও হরিদ্রাবর্ণের অকীক পাথর দেখিতে পাওয়া যায়। একজন মুসলমান নবাব এখানে রাজত্ব করেন। তিনি ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে কর দিয়া থাকেন।

কাম্বে উপসাগর।—ইহার পশ্চিমে গুজরাট ও পূর্ব্বদিকে ভারতবর্ষ। সমুদ্রের মোহানায় ইহার পরিসর দেড়ক্রোশ মাত্র। কিন্তু মুখ হইতে উত্তরে কাম্বেপ্রদেশ পর্য্যন্ত প্রায় ৪০ ক্রোশ হইবে। পূর্ব্বদিক্ হইতে নর্ম্মদা ও তাপ্তী, উত্তর হইতে শাবরমতী ও মহী এবং পশ্চিমে কাঠিবাড়প্রদেশ হইতেও দুইটী নদী আসিয়া এই উপসাগরে পতিত হইয়াছে। উপসাগরের মুখে পশ্চিমদিকে পর্ত্তুগীজদিগের অধিকৃত দিউ নামক দ্বীপ ও পূর্ব্বদিকে সুরাটনগর অবস্থিত। সুরাট, কাম্বে প্রভৃতি বন্দর ইহার উপকূলে অবস্থিত। তথাপি ইহাতে বাণিজ্যের একটি বিষম অন্তরায় উপস্থিত হইয়াছে। দুই শত বৎসরের অধিক কাল হইতে ইহার জল ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে। এই জন্য ভাটার সময় ইহাতে প্রায় জল থাকে না। আর জোয়ারের সময় বিষম স্রোতের বেগ হয়। কাম্বের নিকট প্রায় ৮ ক্রোশ দূর পর্য্যন্ত ভাটার সময় কিছুই জল থাকে না। সে সময় পার হইতে হইতে যদি জোয়ার আসিয়া পড়ে, তবে জীবনের আশা ছাড়িতে হয়। জোয়ারের বেগে জাহাজ পর্য্যন্ত নষ্ট হইয়া যায়। যে সকল নৌকা বা জাহাজ এক জোয়ারে আসে, পুনরায় জোয়ার না হইলে তাহারা আর যাইতে পারে না।

কাম্বোজ (পুং) কম্বোজদেশে ভবঃ, কম্বোজ-অণ্। ১ কম্বোজদেশজাত ঘোড়া। ২ (ত্রি) কম্বোজদেশীয় মনুষ্য। ৩ সোমবৃক্ষ। ৪ পুন্নাগ বৃক্ষ। ৫ যবনতুল্য ম্লেচ্ছজাতিবিশেষ; সগর ইহাদিগকে মস্তকমুণ্ডিত করিয়া নির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন। (হরিবংশ)

কাম্বোজক (ক্লী) কম্বোজে ভবঃ, কম্বোজ-বুঞ্। (মনুষ্যতৎস্থয়োর্বুঞ্। পা ৪। ২। ১৩৪।) ১ কম্বোজদেশবাসীর হাস্যাদি।

কাম্বোজি (স্ত্রী) ১ মাষপর্ণী, মাষাণী। ২ পাপড়ি খয়ের। ৩ কুঁচ। ৪ হাকুচ।

কাম্বোজী (স্ত্রী) কাম্বোজ-ঙীপ্। ১ মাষপর্ণী। ২ পাপড়ি খয়ের। ৩ কুঁচ। ৪ হাকুচ।

কাম্য (ত্রি) কাম্যতে, কম-ণিচ্-যৎ। ১ কমনীয়। ২ সুন্দর। ৩ কামনাযুক্ত (ব্যক্তি)। ৪ কর্ত্তব্যকর্ম্ম।

("যৎ কিঞ্চিৎ ফলমুদ্দিশ্য যজ্ঞদানজপাদিকম্।
ক্রিয়তে কায়িকং যচ্চ তৎকাম্যং পরিকীর্ত্তিতম্॥"
মুগ্ধ° রা° টা°।)

৫ ভোগ্য। ৬ বাঞ্ছনীয়। ৭ (ক্লী) অভীষ্ট কর্ম্ম।

কাম্যক (ক্লী) ১ বনবিশেষ। ২ সরোবরবিশেষ।

কাম্যকবন (ক্লী) বনবিশেষ, ইহা সরস্বতী নদী তীরে অবস্থিত ছিল; পাণ্ডবগণ বহুদিন এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন।

কাম্যকর্ম্মন্ [ন্] (ক্লী) কাম্যঞ্চ তৎ কর্ম্ম চেতি, কর্ম্মধা। স্বর্গাদিঅভীষ্টকামনায় কর্ত্তব্য কর্ম্মবিশেষ, জ্যোতিষ্টোমাদি।

কাম্যতা (স্ত্রী) কাম্যস্য ভাবঃ, কাম্য-তল্। ১ কমনীয়তা। ২ ভোগ্যতা। ৩ বাঞ্ছনীয়তা।

কাম্যদান (ক্লী) কাম্যঞ্চ তৎ দানঞ্চেতি, কর্ম্মধা। ১ স্ত্রীরত্ন প্রভৃতি কমনীয় বস্তুর দান। ২ পুত্র, ঐশ্বর্য্য, জয় প্রভৃতি প্রাপ্তিকামনায় যে দান করা হয়।

("অপত্যবিজয়ৈশ্বর্য্য-স্বর্গার্থং যৎ প্রদীয়তে।
দানং তৎ কাম্যমাখ্যাতং ঋষিভি র্ধর্ম্মচিন্তকৈঃ॥" গরুড়পু°।)

কাম্যফল (ক্লী) কাম্যস্য ফলং, ৬তৎ। কাম্যকর্ম্মের বাঞ্ছনীয় ফল।

কাম্যমরণ (ক্লী) কাম্যং বাঞ্ছনীয়ং মরণং, কর্ম্মধা। বাঞ্ছনীয় মৃত্যু, মুক্তি।

কাম্যব্রত (ক্লী) কাম্যং কাম্যফলপ্রদং ব্রতম্, মধ্যলো°। অভীষ্টফলপ্রদ ব্রত।

কাম্যা (স্ত্রী) কম-ণিঙ্-ভাবে-ক্যপ্-টাপ্। ১ প্রিয়ব্রতের পত্নী। [প্রিয়ব্রত দেখ] ২ কামনা।

("অষ্টৈতান্যব্রতঘ্নানি আপোমূলং ফলং পয়ঃ।
হবির্ব্রাহ্মণকাম্যাচ গুরোর্বচনমৌষধম্॥" প্রাঃতঃ বৌধায়ন।)

কাম্যাভিপ্রায় (পুং) কাম্যঃ বাঞ্ছনীয়ঃ অভিপ্রায়ঃ, কর্ম্মধা। বাঞ্ছনীয় অভিপ্রায়।

কাম্যোপাসনা (স্ত্রী) কাম্যয়া কামনাসিদ্ধীচ্ছয়া উপাসনা, ৩তৎ। কামনাসিদ্ধির অভিপ্রায়ে যে উপাসনা করা হয়।

কাম্ল (ক্লী) কু কুৎসিতং ঈষৎ বা অম্ল, কোঃ কাদেশঃ। ১ কুৎসিত অম্লরস। ২ ঈষৎ অম্লরস। ৩ (ত্রি) কুৎসিত বা ঈষৎ অম্লরসযুক্ত।

কায় (ক্লী) কঃ প্রজাপতির্দেবতা অস্য, ক-অণ্-ইদাদেশশ্চ (কস্যেৎ। পা ৪।২।২৫।) আদের্বৃদ্ধিঃ। ১ প্রাজাপত্যতীর্থ; কনিষ্ঠা অঙ্গুলির অধোভাগের নাম প্রাজাপত্য তীর্থ।

("অঙ্গুষ্ঠমূলস্য তলে ব্রাহ্মং তীর্থং প্রচক্ষতে।
কায়মঙ্গুলিমূলে ঽগ্রে দৈবং পিত্র্যং তয়োরধঃ॥" মনু ২।৫৮।)

২ মনুষ্যতীর্থ। (পুং) ৩ ব্রহ্মতীর্থ। ৪ (কায়তি প্রকাশতে অচ্) মূর্ত্তি, শরীর। [শরীর দেখ।] ৫ সমূহ। ৬ লক্ষ্য। ৭ স্বভাব। ৮ প্রাজাপত্য-বিবাহ। ৯ মূলধন। ১০ গৃহ। ১১ ব্রহ্মা।

কায়কারণকর্ত্তৃত্ব (ক্লী) কায়স্য শরীরস্য কারণে উৎপত্তি-কারণে কর্ত্তৃত্বং। শরীরোৎপত্তিকারক কারণসৃষ্টিবিষয়ে কর্ত্তৃত্ব।

কায়ক্লেশ (পুং) কায়স্য ক্লেশঃ, ৬তৎ। শারীরিক পরিশ্রম।

কায়ক্লেশে (দেশজ) শারীরিকপরিশ্রমদ্বারা কষ্ট স্বীকার করিয়া কোনরূপে।

কায়ঙ্গন (দেশজ) মৎস্যবিশেষ (Silurus acutus Buch.)

কায়চিকিৎসা (স্ত্রী) কায়স্য চিকিৎসা, ৬তৎ। আয়ুর্ব্বেদোক্ত অষ্টাঙ্গ চিকিৎসার মধ্যে অঙ্গবিশেষ; শরীরব্যাপী জ্বর, উন্মাদ, কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা।

("কায়চিকিৎসা নাম সর্ব্বাঙ্গ-সংসৃতানাং ব্যাধীনাং জ্বরাতিসার-রক্তপিত্ত-শোষোন্মাদাপস্মার-কুষ্ঠাদীনামুপ-শমনার্থম্।" সুশ্রুত সূত্রস্থান ১ অঃ।)

কায়ছাল (দেশজ) কট্‌ফল গাছের ছাল। ইহার নস্য শিরোরোগের উপকারক।

কায়ড়া (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। (Muscicapa Kangdhara)

কায়দা (আরব্য) ১ নিয়ম। ২ চতুরতা।

কায়ফল (দেশজ) কট্‌ফল।

কায়বন্ধন (ক্লী) কায়ং বধ্নাতি, কায়-বন্ধ-ল্যু। চেতনাধিষ্ঠিত শুক্রশোণিতের সংযোগবিশেষ।

কায়মনোবাক্য (ত্রি) কায়ঃ মনঃ বাক্যঞ্চ যত্র, বহুব্রী। শরীর মন ও বাক্যের সহিত একান্ত আগ্রহে যাহা সম্পাদন করা হয়।

কায়মান (ক্লী) কায়স্য মানমিব মানমস্য, মধ্যলো°। তৃণ-কুটীর, পর্ণকুটীর।

কায়রূপসংযম (পুং) পাতঞ্জলকথিত ধ্যানবিশেষ, স্বরূপ সংযমবিশেষ।

কায়বলন (ক্লী) কায়ো বল্যতে আচ্ছাদ্যতে অনেন, কায়-বল-ল্যুট্। কবচ, বর্ম্ম।

কায়ব্য (পুং) মহাভারতোক্ত দস্যুরাজবিশেষ। ইহার জন্মবিবরণাদি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে, "কোন নিষাদীগর্ভে ক্ষত্রিয়ঔরসে কায়ব্যের জন্ম হয়; কায়ব্য দস্যুদলাধিপতি হইয়াও সর্ব্বদা ধর্ম্মকর্ম্মে আসক্ত থাকিতেন। অনুচরদিগের প্রতি তাঁহার আদেশ ছিল, 'তোমরা ব্রাহ্মণ, তপস্বী, ভীরু, শিশু, স্ত্রী ও যুদ্ধে পরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে কখন নষ্ট করিও না।' নিজেও তিনি সর্ব্বদা বনবাসী, তপস্বী ও ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিতেন, এবং মৃগাদি হনন করিয়া তাঁহাদিগকে পর্য্যাপ্তরূপে আহার করাইতেন। এইরূপ দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়াও তিনি সিদ্ধিলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন।" (মহাভারত শান্তি ১৩৫ অঃ।)

কায়ব্যূহ (পুং) কায়ে শরীরে ব্যূহঃ বাতাদীনাং ত্বগাদীনাং সপ্তধাতূনাঞ্চ ব্যূহনম্, ৭তৎ। ১ শরীরস্থ বাত পিত্ত শ্লেষ্মা এবং ত্বক্ প্রভৃতি সপ্তধাতুর বিন্যাস। বাহ্যদিক্ হইতে আরম্ভ করিলে, প্রথমে ত্বক্, তৎপরে রক্ত, এইরূপ যথাক্রমে মাংস, স্নায়ু, অস্থি, মজ্জা ও শুক্র। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা শরীরের অভ্যন্তরে পৃথক্ পৃথক্ স্থানে অবস্থিত।

সুশ্রুতে এই দোষত্রয়ের অবিকৃতঅবস্থায় স্থাননির্দ্দেশ এইরূপ লিখিত আছে—"নিতম্ব ও গুহ্যদেশ বায়ুর স্থান; নিতম্ব ও গুহ্যদেশের উপরিভাগে এবং নাভির নিম্নভাগে পক্বাশয় অবস্থিত, এই পক্বাশয় ও আমাশয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান পিত্তের আশ্রয়। আমাশয় শ্লেষ্মস্থান। সংক্ষেপতঃ প্রাধান্যানুসারে এই তিনটি স্থান তিন দোষের বলিয়া কথিত হইল।" (সুশ্রুত সূত্র° ২১ অঃ।)

[প্রত্যেক দোষই পাঁচ পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহা ভিন্ন যে সকল স্থানে অবস্থিত আছে, তাহা বায়ু, কফ ও পিত্ত শব্দে দেখ।] ২ কর্ম্মভোগজন্য যোগিগণকল্পিত-কায়সমূহ। যোগিগণ কর্ম্মত্যাগের জন্য কায়ব্যূহ রচনা করেন। পাতঞ্জলসূত্রে আছে, "নাভিচক্রে কায়ব্যূহজ্ঞানম্" নাভিচক্র সংযম করিয়া যোগিগণ কায়ব্যূহ জানিতে পারেন। শাণ্ডিল্য-সূত্রে আছে, "সঙ্কল্পাদেব তচ্ছ্রুতেঃ।" যোগিগণ এক সময়ে বহুবিধ ফলভোগের জন্য যে সকল শরীর নির্ম্মাণ করেন, তাহাতে চিত্তেরও অনুসরণ হয়।

কায়সম্পদ্ (স্ত্রী) কায়স্য সম্পদ্, ৬তৎ। রূপ, লাবণ্য, বল ও সুগঠন প্রভৃতি শরীর সম্পত্তি বলিয়া অভিহিত।

কায়স্থ (পুং) কায়েষু সর্ব্বভূতদেহেষু তিষ্ঠতি কায়-স্থা-ক। ১ অন্তর্যামী, পরমেশ্বর।

"কায়স্থোঽপি ন কায়স্থঃ কায়স্থোঽপি ন জায়তে।
কায়স্থোঽপি ন ভুঞ্জানঃ কায়স্থোঽপি ন বধ্যতে॥"

উত্তরগীতা ১।২৮।

'কায়স্থোঽপীতি কিঞ্চ দেহাধ্যাসবশাৎ প্রতীয়মান-ইহ ভোক্তৃত্বাদিকং আত্মনো নাস্তিইত্যাহ কায়স্থ ইতি দেহীজীবঃ কায়স্থোঽপি শরীরাধ্যাসবানপি ন কায়স্থঃ শরীরনিমিত্তক-বন্ধনরহিত ইত্যর্থঃ। কায়স্থো জন্মাদিমচ্ছরীরস্থোপি ন জায়তে, কায়স্থোঽপি কলহহেতুভূতদেহস্থো ন বধ্যতে।'

গৌড়পাদাচার্য্যকৃত সুবোধিনী টীকা।

২ জাতিবিশেষ। এই কায়স্থজাতির উৎপত্তি ও প্রকৃতবর্ণ নির্ণয়সম্বন্ধে বহুদিন হইতে মতভেদ ও বাদানুবাদ চলিয়া আসিতেছে। এই জাতিকে কেহ শূদ্র, কেহ অন্ত্যজ, কেহ ক্ষত্রিয়, কেহ ব্রহ্মক্ষত্রিয়, কেহবা স্বতন্ত্র পঞ্চমবর্ণ বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। যাহা হউক, যখন বহুদিন হইতে এই জাতির প্রকৃত বর্ণতত্ত্ব জানিবার জন্য সকলেই অভিলাষী, তখন নিরপেক্ষভাবে এই জাতির মূলতত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। প্রাচীনস্মৃতি, পুরাণ, কাব্য, নাটক প্রভৃতি বিস্তর সংস্কৃতগ্রন্থে কায়স্থ শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখন দেখা যাউক সেই সকল প্রাচীন গ্রন্থে কায়স্থজাতি কিরূপভাবে অভিহিত হইয়াছে।

স্মৃতির মত।—সর্ব্বপ্রথম বিষ্ণুসংহিতাতে কায়স্থ শব্দের এইরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়।—"অথ লেখ্যং ত্রিবিধং। রাজ-সাক্ষিকং সসাক্ষিকমসাক্ষিকঞ্চ। রাজাধিকরণে তন্নিযুক্তকায়স্থ-কৃতং তদধ্যক্ষকরচিহ্নিতং রাজসাক্ষিকম্।" (বিষ্ণু সং ৭।২)

উক্ত বচনের স্মৃতিবিবৃতিতে নন্দপণ্ডিত লিখিয়াছেন, "রাজ্ঞোধিকরণং রাজসভা তস্যাং তেন রাজ্ঞাভিযুক্তো যঃ কায়স্থঃ তেন কৃতং তস্যাং সভায়াং যোঽধ্যক্ষঃ প্রাড়্বিবাক-স্তস্য করচিহ্নেন যুক্তং তদ্রাজসাক্ষিকম্। রাজা মুদ্রাকর-ণেন সাক্ষী যস্মিন্ তৎরাজসাক্ষিকম্।"

অর্থাৎ রাজসভায় রাজকর্ত্তৃক নিযুক্ত কায়স্থ দ্বারা লিখিত এবং প্রাড়্বিবাকের করচিহ্নিত অথবা রাজমুদ্রা দ্বারা চিহ্নিত যে লেখ্য তাহাই রাজসাক্ষিক। যাজ্ঞবল্ক্য লিখিয়াছেন—

"চাটতস্করদুর্বৃত্ত মহাসাহসিকাদিভিঃ।
পীড্যমানাঃ প্রজারক্ষেৎ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ॥" যাজ্ঞবল্ক্য ১।৩৩৫।

'কায়স্থৈঃ রাজসম্বন্ধাৎ প্রভবিষ্ণুভিঃ।' শূলপাণিকৃত টীকা।

কায়স্থ=রাজসম্বন্ধপ্রযুক্ত প্রভাবশালী। মিতাক্ষরায় কায়স্থের এইরূপ অর্থ আছে;—

"কায়স্থাঃ গণকা লেখকাশ্চ তৈঃ পীড্যমানাঃ বিশেষতো রক্ষেৎ তেষাং রাজবল্লভতয়াতিমায়াবিত্বাচ্চ দুর্নিবারত্বাৎ।"

কায়স্থ অর্থাৎ গণক ও লেখক। তাহাদিগের দ্বারা উৎপীড়িত প্রজাদিগকে রাজা বিশেষতঃ রক্ষা করিবেন। কারণ তাহারা (কায়স্থেরা) রাজার অতি প্রিয়পাত্র হওয়ায়, অতিমায়াবী ও দুর্দ্ধর্ষ।

বৃহৎ পরাশরসংহিতায় লিখিত আছে—

"শুচীন্ প্রজ্ঞাংশ্চ ধর্ম্মজ্ঞান্ বিপ্রান্ মুদ্রাকরান্বিতান্।
লেখকানপি কায়স্থান্ লেখ্যকৃত্যে হিতৈষিণঃ॥"

বৃহৎপরাশর ১০।১০।

শুচি, বিজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ ও মুদ্রাকরান্বিত ব্রাহ্মণকে এবং সকলের শুভাকাঙ্ক্ষী লেখক কায়স্থকে [ইত্যাদি]

উপরোক্ত প্রমাণগুলি দ্বারা স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে কায়স্থগণ পূর্ব্বকালে হিন্দুরাজদিগের সময় রাজকর্ম্মচারী রাজলেখকরূপে অভিহিত ছিলেন।

ধর্ম্মশাস্ত্রে কায়স্থের বর্ণসম্বন্ধে স্পষ্ট কোন কথা উল্লেখ না থাকিলেও তাহাদিগের আচার ব্যবহার দ্বারা বর্ণ-নির্ণীত হইতে পারে। প্রথমতঃ যাঁহারা কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের কথা স্বীকার করিয়া দেখা উচিত যে কায়স্থ জাতি ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে প্রকৃত প্রস্তাবে শূদ্র জাতি কি না?

মনু প্রভৃতি সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই শূদ্রজাতির দ্বিজাতিশুশ্রূষা ও শিল্পকার্য্যই একমাত্র উপজীবিকা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। এমন কি স্মৃতিশাস্ত্রমতে শূদ্রকে স্পর্শ করাও দোষাবহ। যথা—

"তস্মাত্তানি ন শূদ্রায় স্পৃষ্টব্যানি যুধিষ্ঠির।
সর্ব্বং তচ্ছূদ্রসংস্পৃষ্টং ন পবিত্রং ন সংশয়ঃ॥
লোকে ত্রীণ্যপবিত্রাণি পঞ্চামেধ্যানি ভারত।
শ্বা শূদ্রশ্চ শ্বপাকশ্চেত্যপবিত্রাণি পাণ্ডব॥"

বৃদ্ধগৌতম ২১।১৯-২০।

হে যুধিষ্ঠির! শূদ্রগণকে স্পর্শ করা উচিত নহে। কারণ এই সকল শূদ্র কর্ত্তৃক স্পৃষ্ট হইলে অপবিত্র হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। হে পাণ্ডব! কুকুর, শূদ্র ও শ্বপাক এই তিন অপবিত্র।

রাজসভায় বসিয়া শূদ্রের লেখাপড়ার কথা কোন স্মৃতি বা পুরাণে পাওয়া যায় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কায়-স্থেরা রাজসভায় বসিয়া লেখকের কার্য্য করিত, সুতরাং স্মৃতি মানিলে রাজসভায় নিযুক্ত কায়স্থগণ কোন ক্রমে শূদ্র হইতে পারেন না। বিশেষতঃ রাজসভায় নিযুক্ত লেখক-গণ রাজার অষ্টাঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। যথা—

"রাজা সৎপুরুষঃ সভ্যাঃ শাস্ত্রং গণকলেখকৌ।
হিরণ্যমগ্নিরুদকমষ্টাঙ্গঃ সমুদাহৃতঃ॥"

নারদসংহিতা ১। ১৫।

প্রাড়্‌বিবাক, সভ্যগণ, শাস্ত্র, গণক, লেখক, সুবর্ণ, অগ্নি ও জল এই আটটি রাজার অঙ্গ। উক্ত শ্লোকের টীকায় কল্যাণভট্ট লেখকের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন।

"ভাযোত্তরক্রিয়াজয়পত্রাদিলেখনোপযোগী"।

ব্যবহারমাতৃকার একস্থলে লিখিত আছে—

"লিখিতং লক্ষণজ্ঞেন যুক্তিন্যায়ৈকবর্ত্মনা।
অর্থতো গ্রন্থতশ্চৈব মন্তব্যমব্যভিচারাৎ॥" ৪। ১৩৬।

কায়স্থকে যদি রাজসভাস্থ লেখক বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে এই জাতি যে শূদ্র নয়, তাহা স্থির।

মিতাক্ষরায় কায়স্থের অপর অর্থ রাজার প্রিয়পাত্র গণক লিখিত হইয়াছে। ব্যাস রাজসভাস্থ গণকের এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন—

"ত্রিস্কন্ধং জ্যোতিষাভিজ্ঞং স্ফুটপ্রত্যয়কারকম্।
শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্নং গণকং যোজয়েন্নৃপঃ॥"

বৈজয়ন্তীধৃত ব্যাসবচন।

রাজা ত্রিস্কন্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্, স্ফুটপ্রত্যয়কারী এবং বেদবিদ্ এরূপ গণককে নিযুক্ত করিবেন।

মহাভারতের সময়েও উক্ত গণক ও লেখকেরাই রাজার আয় ব্যয় পরিদর্শন করিত। যথা—

"কচ্চিচ্চায়ব্যয়ে যুক্তাঃ সর্ব্বে গণকলেখকৌ।
অনুতিষ্ঠন্তি পূর্ব্বাহ্নে নিত্যমায়ব্যয়ং তব॥"

সভাপর্ব্ব ৪র্থঃ।

হে রাজন্! আয়ব্যয়বিষয়ে নিযুক্ত গণক ও লেখক, পূর্ব্বাহ্নে আপনার আয় ব্যয় পরিদর্শন করিয়া থাকে।

এক্ষণে যদি মিতাক্ষরার প্রমাণানুসারে কায়স্থকে গণক বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও কায়স্থকে শূদ্রজাতি বলা যাইতে পারে না। গণক বেদে অধিকারী, শূদ্রের কোনকালে বেদে অধিকার নাই।

এখন স্থির হইল, কায়স্থ শূদ্র নয়, কিন্তু দ্বিজাতির অন্তর্গত।

বিজ্ঞানেশ্বর লিখিয়াছেন—

"লেখকঃ প্রাড়্‌বিবাকশ্চ সভ্যাশ্চৈবানুপূর্ব্বশঃ।
নৃপে পশ্যতি তৎকার্য্যং সাক্ষিণঃ সমুদাহৃতঃ॥"

যাজ্ঞবল্ক্য ব্যবহার ৬৮ শ্লোকে মিতাক্ষরা।

রাজা তাহাদের কার্য্য দেখেন বলিয়া লেখক, প্রাড়্‌বিবাক ও সভ্যগণ রাজসাক্ষী বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

উপরোক্ত শ্লোকদ্বারা জানা যাইতেছে যে পূর্ব্বকালে ধর্ম্মাধিকরণে লেখকেরাও রাজসাক্ষী বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য উক্ত রাজসাক্ষীর এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন—

"তপস্বিনো দানশীলাঃ কুলীনাঃ সত্যবাদিনঃ।
ধর্ম্মপ্রধানা ঋজবঃ পুত্রবন্তো ধনান্বিতাঃ॥
ত্র্যবরাঃ সাক্ষিণো জ্ঞেয়াঃ শ্রৌতস্মার্ত্তক্রিয়াপরাঃ।"

যাজ্ঞবল্ক্য ২। ৬৮।

শূদ্রজাতি ধর্ম্মাধিকরণে নিযুক্ত হইতে পারিত না। মহর্ষি কাত্যায়নের মতে—

"ব্রাহ্মণো যত্র ন স্যাত্তু ক্ষত্রিয়ং তত্র যোজয়েৎ।
বৈশ্যং বা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞং শূদ্রং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ॥"

মিতাক্ষরা, কেশববৈজয়ন্তী (৬অঃ) ও কুল্লূকধৃত কাত্যায়নবচন।

যেখানে ব্রাহ্মণ নাই অর্থাৎ ব্রাহ্মণের অভাবে ক্ষত্রিয় অথবা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ বৈশ্য নিযুক্ত করিবেন, শূদ্র কখন নিযুক্ত করিবেন না। (১)

উপরোক্ত প্রমাণদ্বারাও রাজসভায় নিযুক্ত কায়স্থ কখন শূদ্র হইতে পারে না।

মনুসংহিতার ৮ম অধ্যায়ে ৩ শ্লোকের ভাষ্যে মেধাতিথিও কায়স্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

"রাজাগ্রহারশাসনান্যেককায়স্থ-হস্ত-লিখিতান্যেব প্রমাণী ভবন্তি।" অর্থাৎ

রাজদত্ত ব্রহ্মোত্তর-ভূম্যাদির শাসন যাহা এক কায়স্থের হস্ত লিখিত, তাহাই প্রমাণ বলিয়া গণ্য।

বাস্তবিক, অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে কায়স্থগণ পূর্ব্বকালে হিন্দুরাজদিগের সময়ে মহাসান্ধিবিগ্রহিকের কার্য্য করিতেন। পূর্ব্বকালে রাজা শাসনদ্বারা যে সকল ভূমি ব্রাহ্মণাদিকে দান করিতেন, সেই শাসনপত্রে মহাসান্ধিবিগ্রহিকের নাম প্রকাশ থাকিত। এতদসম্বন্ধে মিতাক্ষরায় এই বচনটী উদ্ধৃত দেখা যায়।—

(১) মনুসংহিতার লিখিত আছে—

"যস্য শূদ্রস্তু কুরুতে রাজ্ঞো ধর্ম্মবিবেচনম্।
তস্য সীদতি তদ্রাষ্ট্রং পঙ্কে গৌরিব পশ্যতঃ॥
যদ্রাষ্ট্রং শূদ্রভূয়িষ্ঠং নাস্তিকাক্রান্তমদ্বিজম্।
বিনশ্যত্যাশু তৎকৃৎস্নং দুর্ভিক্ষব্যাধিপীড়িতম্।"

মনুসংহিতা ৮। ২১-২২ শ্লোঃ।

যে রাজার রাজ্যে শূদ্র ধর্ম্ম বিচার করে, সে রাজার রাজ্য পঙ্কে নিমগ্ন গোর ন্যায় শীঘ্রই অবসাদ প্রাপ্ত হয়। যে রাষ্ট্র শূদ্রভূয়িষ্ঠ, নাস্তিকাক্রান্ত, দ্বিজাতিশূন্য, দুর্ভিক্ষ ও ব্যাধিপীড়িত সেই রাজ্য আশু বিনষ্ট হয়।

"সন্ধিবিগ্রহকারীতু ভবেদ্যস্তস্য লেখকঃ।
স্বয়ং রাজ্ঞা সমাদিষ্টঃ স লিখেদ্রাজশাসনম্॥"

আচারাধ্যায় ৩১৯ শ্লোঃ।

সন্ধিবিগ্রহকারী লেখক নৃপতি কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া রাজশাসন লিখিবেন।

ইতিপূর্ব্বে মেধাতিথির উক্তি দ্বারা জানা গিয়াছে যে কায়স্থেরাই রাজশাসন লিখিত, এখন মিতাক্ষরাধৃত বচন দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে সেই লেখকই সন্ধিবিগ্রহকারী বা সান্ধিবিগ্রহিক। এখন দেখা যাউক, সান্ধিবিগ্রহিক কাহাকে বলে—

"সান্ধিবিগ্রহিকঃ কার্য্যঃ ষাড়্গুণ্যাদি বিশারদঃ।"

অগ্নিপুরাণ ২২০।৩।

সান্ধিবিগ্রহিক ষাড়্গুণ্যাদি বিশারদ হইবে। ঐ ষড়্গুণ কি কি? মনুসংহিতার মতে—

"সন্ধিঞ্চ বিগ্রহঞ্চৈব যানমাসনমেব চ।
দ্বৈধীভাবং সংশ্রয়ঞ্চ ষড়্গুণাংশ্চিন্তয়েৎ সদা॥"

সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ ও আশ্রয় এই ছয় গুণ রাজার সতত স্থিরভাবে চিন্তা করা উচিত।

সন্ধিবিগ্রহাদি উক্ত ছয় গুণ যে ব্যক্তি ভালরূপে অবগত আছেন এবং তদনুসারে যে কার্য্য করিতে পারদর্শী, তাহাকেই সান্ধিবিগ্রহিক বলা যায়। (২)

মনুর মতে রাজা বা সুপণ্ডিত মন্ত্রী ঐ ষড়্গুণ বিশারদ হইবেন। কিন্তু সান্ধিবিগ্রহিক একটি স্বতন্ত্র উচ্চ সচিবের পদ, মন্ত্রী ও সেনাপতির পরই গণনা করা যাইতে পারে। যতদূর দেখা হইয়াছে, তাহাতে বলা যাইতে পারে ক্ষত্রিয়েরই এই পদে অধিকার। মহর্ষি হারীত নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

"রাজ্যস্থঃ ক্ষত্রিয়শ্চাপি প্রজাধর্ম্মেণ পালয়ন্।
কুর্য্যাদধ্যয়নং সম্যগ্ যজেদ্‌যজ্ঞান্ যথাবিধি॥
নীতিশাস্ত্রার্থকুশলঃ সন্ধিবিগ্রহতত্ত্ববিৎ।
দেবব্রাহ্মণভক্তশ্চ পিতৃকার্য্যপরস্তথা॥
ধর্ম্মেণ যজনং কার্য্যমধর্ম্মপরিবর্জ্জনম্।
উত্তমাং গতিমাপ্নোতি ক্ষত্রিয়োহপ্যেবমাচরন্॥"

হারীতস্মৃতি ২ অঃ॥

ক্ষত্রিয় রাজ্যস্থ হইলেও ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন, সম্যক্ অধ্যয়ন এবং যথাবিধি যজ্ঞ করিবেন। নীতিশাস্ত্রোক্ত অর্থে পটু ও সন্ধিবিগ্রহতত্ত্ববিৎ হইবেন এবং দেব-ব্রাহ্মণ-ভক্ত ও পিতৃকার্য্যে রত থাকিবেন। ধর্ম্মানুসারে যজন ও অধর্ম্ম পরিবর্জ্জন করিবেন। ক্ষত্রিয় পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মাচরণ করিয়া উত্তম গতি লাভ করেন।

মনু বলিয়াছেন—

"তৈঃ সার্দ্ধং চিন্তয়েন্নিত্যং সামান্যং সন্ধিবিগ্রহম্।"

মনুসংহিতা ৭।৫৬।

'তৈ বুদ্ধিসচিবৈর্ম্মুখ্যৈশ্চার্থাধিকারিভিঃ সহ সামান্যং যন্নাতিরহস্যং তচ্চিন্তয়েৎসন্ধিবিগ্রহং কিং সন্ধিঃ সম্প্রতি যুক্তো অথ বিগ্রহঃ?। উভয়ত্র গুণদোষান্ বিচারয়েৎ।'

ইতি মেধাতিথিভাষ্য।

রাজা সন্ধিবিগ্রহাদি ঐ সকল বুদ্ধিমান্ সচিববর্গের সহিত সদ্‌যুক্তি ও সৎপরামর্শ করিবেন।

এখানে মনুর উক্তিতেও জানা যাইতেছে বুদ্ধিমান্ সচিব ও রাজাই সন্ধিবিগ্রহনির্ণয়ে অধিকারী। এখন দেখা আবশ্যক যে সকল সচিব সন্ধিবিগ্রহাদিতে অধিকারী তাহাদের কিরূপ গুণ থাকা উচিত।

"মৌলান্ শাস্ত্রবিদঃ শূরান্ লব্ধলক্ষান্ কুলোদ্‌গতান্।
সচিবান্ সপ্ত চাষ্টৌ বা প্রকুর্ব্বীত পরীক্ষিতান্॥"

মনু ৭।৫৪।

প্রতিষ্ঠালাভকারী, বেদাদিধর্ম্মশাস্ত্রেপারদর্শী, স্বয়ং শূর ও যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ এবং সৎকুলোদ্ভব এইরূপ গুণী সাত বা আটজন মন্ত্রী প্রত্যেক রাজার থাকা আবশ্যক।

বিজ্ঞানেশ্বর লিখিয়াছেন—

"এবং মন্ত্রিণঃ পূর্ব্বং কৃত্বা তৈঃ সার্দ্ধং রাজ্যে সন্ধিবিগ্রহাদিলক্ষণং কার্য্যঞ্চিন্তয়েৎ। সমস্তৈর্ব্যস্তৈশ্চ অনন্তরং তেষামভিপ্রায়ং জ্ঞাত্বা সকলশাস্ত্রার্থবিচারকুশলেন ব্রাহ্মণেন পুরোহিতেন সহ কার্য্যং বিচিন্ত্য ততঃ স্বয়ং বুদ্ধ্যা কার্য্যং চিন্তয়েৎ।"

(মিতাক্ষরা আচারাধ্যায়ে ৩১১ শ্লোকে)

মিতাক্ষরার উক্ত বচনদ্বারা বোধ হইতেছে যে, রাজা যে ৭।৮ জন সচিবের সহিত সন্ধিবিগ্রহাদিচিন্তা করিতেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ নহেন, কারণ ব্রাহ্মণের সহিত তৎপরে কি কি পরামর্শ করিবেন, তাহাও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। [যাজ্ঞবল্ক্য ১ অঃ। ৩১২ শ্লোঃ] ইতিপূর্ব্বে হারীতের বচন

(২) পাশ্চাত্য ও এখনকার প্রত্নতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ সান্ধিবিগ্রহিকের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। "It is a noticeable fact that the সন্ধিবিগ্রহী or Minister of war and peace, and the Secretary, were always *Kayasthas*, or men of the writer-caste. This not only occurs in the Kataka plates; but in grants or inscriptions found in Ceylon and Central India."

Indian Antiquary Vol. V. p. 57.

"মহাসান্ধিবিগ্রহিক—A great officer for making treaties and declaring war. This officer or his subordinate is deputed at the end of the grant to give effect to it."

Journal Asiatic Society of Bengal, 1875, Pt. I. p. I.

"Secretary for foreign affairs."—
Tawney's Kathasarit Sagara, Vol. p. 383.

দ্বারা সন্ধিবিগ্রহাদি ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এক্ষণে সন্ধিবিগ্রহকারী কায়স্থ স্মৃতির মতে ক্ষত্রিয় ভিন্ন অপর কোন্ বর্ণ হইতে পারেন? (৩)

---

(৩) ১, এখনকার মুদ্রিত ব্যাসসংহিতায় লিখিত আছে—

"বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ। ১০
বণিক্‌কিরাতকায়স্থমালাকারকুটুম্বিনঃ।
বরটো মেদচণ্ডালদাসশ্বপচকোলকাঃ। ১১।
এতেঽন্ত্যজাঃ সমাখ্যাতা যে চান্যে চ গবাশনাঃ।
এষাং সম্ভাষণাৎ স্নানং দর্শনাদর্কবীক্ষণম্।" ১২। ১ অঃ।

বর্দ্ধকী, নাপিত, গোপ, আশাপ, কুম্ভকার, বণিক্, কিরাত, কায়স্থ, মালাকার, কুটুম্বী, বরট, মেদ, চণ্ডাল, দাস, শ্বপচ, কোলজাতি এবং যাহারা গোমাংস ভক্ষণ করে, ইহারা সকলেই অন্ত্যজ। ঐ সকল অন্ত্যজ জাতির সহিত আলাপ করিলে স্নান করিতে হয়, উহাদিগকে দেখিলেই সূর্য্য দর্শন করিতে হয়।

উপরোক্ত বচন দ্বারা অনেকে কায়স্থ জাতিকে অন্ত্যজ মনে করিতে পারেন, কিন্তু কায়স্থ যে অন্ত্যজ অথবা শূদ্র নয়, তাহা অপরাপর স্মৃতি দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ১৬৫৬ সম্বতে লিখিত এবং ১৪০৯ শকে লিখিত দুইখানি ব্যাসসংহিতার প্রাচীন হস্তলিপিতে

"বর্দ্ধকী নাপিতো গোপ আশাপঃ কুম্ভকারকঃ।
বণিক্‌কিরাতকায়স্থমালাকার কুটুম্বিনঃ।"

এই শ্লোকটি এককালে নাই, ইহাতে অনুমিত হয় যে ঐ শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত ও আধুনিক সময়ে লিখিত।

যমসংহিতার মতে—

"রজকশ্চর্ম্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ।
কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ।" যম সং ৫৪ শ্লোঃ।

ধোবা, চামার, নট, বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ ও ভিল এই সপ্তজাতি অন্ত্যজ।

আপস্তম্ব বলিয়াছেন—

"অন্ত্যজাতিরবিজ্ঞাতো নিবসেদ্‌যস্য বেশ্মনি।
সম্যগ্ জ্ঞাত্বা তু কালেন দ্বিজাঃ কুর্ব্বন্ত্যনুগ্রহম্। ১
চান্দ্রায়ণং পরাকো বা দ্বিজাতীনাং বিশোধনম্।" ৩য় অঃ।

অন্ত্যজ জাতি অজ্ঞাতভাবে কোন দ্বিজাতির গৃহে বাস করিলে সেই দ্বিজাতি সম্যক্‌রূপ জানিয়া তাহাকে অনুগ্রহ করিবেন এবং স্বয়ং চান্দ্রায়ণ ও পরাকব্রত দ্বারা শুদ্ধ হইবেন।

যদি কায়স্থগণ প্রকৃত ঐরূপ অস্পৃশ্য জাতি হইত, তাহা হইলে প্রাচীন হিন্দুরাজগণ কখনও তাহাদিগকে রাজসভায় স্থান দিতেন না।

ব্যাসসংহিতায় যে বচনটি প্রক্ষিপ্ত বলা হইল, তাহার সমর্থনে ব্যাসসংহিতার অন্য বচন উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। যথা—

"নাপিতান্বয়মিত্রার্দ্ধসীরিণো দাসগোপকাঃ।
শূদ্রাণামপ্যমীষান্তু ভুক্তান্নং নৈব দুষ্যতি।" ৩ অঃ, ৫০ শ্লোঃ।

নাপিত, কুলমিত্র, অর্দ্ধসীরী, দাস ও গোপ শূদ্র হইলেও ইহাদিগের অন্নভোজন করিলে দোষ হয় না। (মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশরস্মৃতিতেও এই বচনটি উদ্ধৃত হইয়াছে।)

যে ব্যাস নাপিত ও গোপের অন্নভোজন দোষাবহ নহে, বলিতেছেন, সেই ব্যাস কখনই নাপিত ও গোপকে অন্ত্যজ অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া উল্লেখ করেন নাই।

অতএব এখনকার মুদ্রিত ব্যাসোক্ত শ্লোকটি যে প্রক্ষিপ্ত তৎপক্ষে সন্দেহ নাই।

মহারাজাধিরাজ কোণ্ডনায়কপুত্র কেশবনায়কপ্রোৎসাহিত বারাণসী-বাসী ধর্ম্মাধিকারিশ্রীরামপণ্ডিতাত্মজ নন্দপণ্ডিত-বিরচিত "বৈজয়ন্তী" নাম্নী বিষ্ণুস্মৃতিবিবৃতি মধ্যে ব্যাসের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও কায়স্থের উল্লেখ আছে—

"স্বহস্ত কালসম্পন্নং শাসনং কারয়েৎ স্থিরম্।
স্থানবংশানুবর্ত্তী চ দেশগ্রামমুপাগতান্।
ব্রাহ্মণাংস্তু তথা চান্যানধিকৃতানপি।
কুটুম্বিনোঽথ কায়স্থান্ দূতবৈদ্যমহত্তরান্।" (বৈজয়ন্তী ৬ অঃ)

উপরোক্ত ব্যাস বচনে কায়স্থ অন্ত্যজ বা নিকৃষ্ট জাতি বলিয়া অভিহিত হয় নাই।

২, ঔশনসধর্ম্মশাস্ত্র নামে একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে (এখানি উশনাস্মৃতি নয়), ঐ গ্রন্থে কায়স্থসম্বন্ধে একটি বচন আছে—

"কায়স্থ ইতি জীবেত্তু বিচরেচ্চ ইতস্ততঃ।
কাকাল্লৌল্যং যমাৎ ক্রৌর্য্যং স্থপতেরথকৃন্তনম্।
আদ্যাক্ষরাণি সংগৃহ্য কায়স্থ ইতি কীর্ত্তিতঃ।"

ঔশনসধর্ম্মশাস্ত্র ৩৪-৩৫ শ্লোক।

উক্ত শ্লোকদ্বারাও কায়স্থজাতির বর্ণ সম্বন্ধে কোন কথা জানিতে পারা যায় না।

৩, কোন কোন গ্রন্থকার এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"গঙ্গা ন তোয়ং কনকং ন ধাতু-
স্তৃণং ন দর্ভঃ পশবো ন গাবঃ।
প্রজাপতেঃ কায়সমুদ্ভবাচ্চ
কায়স্থবর্ণা ন ভবন্তি শূদ্রাঃ।"

এই বচনটি কেহ যমস্মৃতির, কেহ মহাকালসংহিতার আবার কেহ ভবদেবভট্ট ধৃত হারীতের বচন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু আমরা উক্ত কোন পুস্তকে ঐ বচনটির নিদর্শন পাইলাম না, সুতরাং কাহারও স্বকপোলকল্পিত বলিয়াই বোধ হয়।

৪, শব্দকল্পদ্রুমের দ্বিতীয় ও নাগরাক্ষর-সংস্করণে আপস্তম্বশাখা হইতে এই বচন কয়েকটি উদ্ধৃত হইয়াছে।

"বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ কায়স্থা জগতীতলে।
চিত্রগুপ্তঃ স্থিতঃ স্বর্গে বিচিত্রো নাগমণ্ডলে।
চৈত্ররথস্তুতস্তস্য যশস্বী কুলদীপকঃ।
ঋষিবংশে সমুদ্ভূতো গৌতমো নাম সত্তমঃ।
তস্য শিষ্যো মহাপ্রাজ্ঞঃ চিত্রকূটাচলাধিপঃ।"

উক্ত প্রমাণগুলি আপস্তম্বশাখা অথবা আপস্তম্বশ্রৌতসূত্র, আপস্তম্ব-গৃহ্যসূত্র, আপস্তম্বগৃহ্যপ্রয়োগ, আপস্তম্বসংহিতা, আপস্তম্বপ্রয়োগ, আপস্তম্বসূত্র; এতদ্ভিন্ন বিবেকর ভট্টবিরচিত আপস্তম্বপদ্ধতি, গঙ্গাভট্ট বিরচিত আপস্তম্বপ্রয়োগসার, সুদর্শনরচিত আপস্তম্বসূত্রসংগ্রহ, লঘু আপস্তম্ব প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া গেল না, ঐ কয়েকটি শ্লোকের মৌলিকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ রহিল।

পুরাণের মত। এখন দেখা যাউক, পুরাণে কায়স্থ জাতি কিরূপভাবে অভিহিত হইয়াছে।

পদ্মপুরাণে সৃষ্টিখণ্ডে কায়স্থজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে দেখা যায়—

"ততোঽভিধ্যায়তস্তস্য জজ্ঞিরে মানসাঃ প্রজাঃ।
তচ্ছরীর-সমুৎপন্নৈঃ কায়স্থৈঃ করণৈঃ সহ।
ক্ষেত্রজ্ঞাঃ সমবর্ত্তন্ত গাত্রেভ্যস্তস্য ধীমতঃ॥"

সৃষ্টিখণ্ড ৩।১৪৯ শ্লোঃ।

অনন্তর ব্রহ্মা ধ্যান আরম্ভ করিলে মানসপ্রজাগণ উৎপন্ন হইল; পরে তাঁহার গাত্র হইতে শরীরোৎপন্ন কায়স্থ ও করণজাতির সহিত ক্ষেত্রজ্ঞগণ উৎপন্ন হইলেন।

উক্ত শ্লোক দ্বারা স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে কায়স্থজাতি করণের সহিত ব্রহ্মার কায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, বোধ হয় সেইজন্য কায়স্থ নামে বিখ্যাত।

অনেকের বিশ্বাস কায়স্থ ও করণ এক জাতি। কিন্তু প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রসমূহে কায়স্থ ও করণ এই উভয়জাতির উল্লেখ থাকিলেও কোন সংহিতায় কায়স্থ ও করণ এক জাতি বলিয়া বর্ণিত হয় নাই। কায়স্থ ও করণ দুইটী স্বতন্ত্র জাতি। উপসংহারে করণজাতির প্রসঙ্গ আলোচিত হইবে।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে লিখিত আছে—

"কায়স্থেনোদরস্থেন মাতুর্মাংসং ন খাদিতম্।
তত্র নাস্তি কৃপা তস্য দন্তাভাবেন কেবলম্।
স্বর্ণকারঃ স্বর্ণবণিক্ কায়স্থশ্চ ব্রজেশ্বর।
নরেষু মধ্যে তে ধূর্ত্তাঃ কৃপাহীনা মহীতলে॥
হৃদয়ং ক্ষুরধারাভং তেষাঞ্চ নাস্তি সাদরম্।
শতেষু সজ্জনঃ সোঽপি কায়স্থো নেতরৌ চ তৌ॥"

জন্মখণ্ড ৮৫। ১৩০-১৩২ শ্লোঃ।

কায়স্থজাতি অতি নির্দ্দয়, গর্ভবাসকালে কেবল দন্ত না থাকায় ঐ জাতি জননীর মাংস ভোজন করে না। ব্রজেশ্বর! মনুষ্যের মধ্যে স্বর্ণকার, স্বর্ণবণিক্ ও কায়স্থজাতির তুল্য ধূর্ত্ত ও দয়াহীন জগতে আর নাই। তাহাদের হৃদয় ক্ষুরধার সদৃশ, তাহাদের সমাদর নাই। কায়স্থজাতি শত ব্যক্তির মধ্যে একজন সাধু হইতে পারে, কিন্তু স্বর্ণকার ও স্বর্ণবণিক্ ঐ দুই জাতির মধ্যে কেহই সজ্জন হইতে পারে না।

অগ্নিপুরাণে এই বচনটী পাওয়া যায়—

"সুভগা বিটভীতেব রাজবল্লভতস্করৈঃ।
ভক্ষ্যমানাঃ প্রজা রক্ষ্যাঃ কায়স্থৈশ্চ বিশেষতঃ॥
রক্ষিতা তদ্ভয়েভ্যস্তু রাজ্ঞো ভবতি সা প্রজা॥"

অগ্নিপুরাণ ২২৩। ১২।

রাজবল্লভ ও তস্করগণ, বিশেষতঃ কায়স্থগণ প্রজাপীড়নে প্রবৃত্ত হইলে বিটভীতা সুভগার ন্যায় প্রজা রক্ষা করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য ও পরম ধর্ম্ম।

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও অগ্নিপুরাণের বচন দ্বারা বোধ হইতেছে যে পূর্ব্বকালে কায়স্থেরা অতিশয় প্রজাপীড়ক, ধূর্ত্ত ও নির্দ্দয় ছিল, সেইজন্য তাহাদের হস্ত হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে স্মৃতিদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, কায়স্থেরা রাজসভায় লেখক এবং সন্ধিবিগ্রহের কার্য্য করিত। পূর্ব্বকালে কায়স্থের হস্ত হইতেই ব্রাহ্মণাদিকে ব্রহ্মোত্তরাদি ভূমিদান, সীমানির্দ্দেশ, ছাড় প্রভৃতি শাসনপত্র লিখিত হইত এবং তাহারা উপস্থিত থাকিয়া ঐ সকল ভূম্যাদির দানকার্য্যাদি সমাধা করিত। এই গুরুভার তাহাদের হস্তে থাকায় তাহারা সুবিধামত যে যেমন লোক, তাহার নিকট তদনুরূপ অর্থ সংগ্রহ করিতে কাতর হইত না। অনেক সময়ে অন্যায়রূপে অর্থ সংগ্রহ করিত এবং সেইজন্য বোধ হয় অনেকেই অযথা উৎপীড়িত হইত! কায়স্থেরা রাজার অতি প্রিয়পাত্র ছিল বলিয়া তাহাদের কোন অনিষ্টাচরণ করিতে কোন জাতি সাহসী হইত না, সুতরাং তাহাদের ঐ সকল অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্তই রাজার প্রতি ধর্ম্মশাস্ত্রের আদেশ বিধিবদ্ধ হইয়াছে। তাহাদের হস্তে রাজ্যের গুরুভার থাকায় তাহাদের উপর রাজার বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার আদেশ করা হইয়াছে। কারণ তাহাদের উপর রাজার বিশেষ দৃষ্টিপাত না থাকিলে, তাহারা আপন ইচ্ছানুসারে শাসনপত্র দ্বারা একজনের ভূমি অপরকে দান করিয়া তাহাকে সর্ব্বস্বান্ত, পিতৃপিতামহগত জন্মস্থান হইতে নির্ব্বাসিত ইত্যাদিরূপ নানাপ্রকার অনিষ্ট ঘটাইতে পারে এবং তাহাতে রাজ্যেরও ঘোর অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা। এই জন্যই ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কায়স্থ জাতির প্রতি কটাক্ষ করিবার পরই লিখিত হইয়াছে—

"সীমাপহারী দুষ্টশ্চ ভূমিচৌরশ্চ হিংসকঃ।
ভূমিদানাপহারী চ কালসূত্রং ব্রজেদ্ধ্রুবম্॥" জন্মখণ্ড ৮৫। ১৩৪।

সীমাঅপহরণকারী, দুষ্ট, ভূমিচোর, হিংসাকারী এবং যে ভূমিদান অপহরণ করে, সে নিশ্চয়ই কালসূত্র নরকে গমন করে।

এ জন্যই মনু বিধি করিয়াছেন—

"কূটশাসনকর্ত্তৄংশ্চ * প্রকৃতীনাঞ্চ দূষকান্।
স্ত্রীবালব্রাহ্মণঘ্নাংশ্চ হন্যাদ্দ্বিট্সেবিনস্তথা॥

* 'কূটশাসনস্য কর্ত্তারো যৈরেব রাজাদিষ্টং তদ্ব্যাজকৃতমিতি বদন্তি।

অমাত্যাঃ প্রাড়্‌বিবাকো বা যৎকুর্য্যুঃ কার্য্যমন্যথা।
তৎ স্বয়ং নৃপতিঃ কুর্য্যাৎ তান্ সহস্রঞ্চ দণ্ডয়েৎ ॥"
মনুসংহিতা ৯। ২৩৪।

মিথ্যারাজাজ্ঞাপত্রলেখক, প্রকৃতিবর্গের ভেদকারী, স্ত্রী-বালক ও ব্রাহ্মণহন্তা এবং শত্রুসেবীকে রাজা বধ করিবেন। অমাত্য অথবা প্রাড়্‌বিবাক যদি কোন অর্থী প্রত্যর্থীর অভিযোগ অযথা নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন, তবে রাজা স্বয়ং ঐ অভিযোগের পুনর্ব্বিচার করিবেন এবং অন্যায় বিচারকারী-দিগকে সহস্রগুণ দণ্ড করিবেন।

বাস্তবিক সন্ধিবিগ্রহকারী কায়স্থগণ সকলেই যে উক্ত প্রকার অত্যাচারী ছিল, তাহা নয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের 'শতেষু সজ্জনঃ সোঽপি কায়স্থঃ' এই বচন দ্বারা উক্ত সন্দেহ নিরাকৃত হইতেছে। মিতাক্ষরার মতে, কায়স্থেরা রাজার অতি প্রিয়পাত্র, অতি মায়াবী ও অতি দুর্দ্ধর্ষ। অতি প্রিয়পাত্র বলিয়া রাজকর্ম্মচারী কায়স্থের উপর রাজার সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিতে পারে। তাই বোধ হয় যাজ্ঞবল্ক্য কায়স্থশব্দ উল্লেখের পরই বলিয়াছেন—

"যে রাষ্ট্রাধিকৃতাস্তেষাং চারৈর্জ্ঞাত্বা বিচেষ্টিতম্।
সাধূন্ সম্পালয়েদ্রাজা বিপরীতাংস্তু ঘাতয়েৎ॥"
যাজ্ঞবল্ক্য ১। ৩৩৮।

রাজা যাহাদিগকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, গোয়েন্দা দ্বারা তাহাদিগের আচরণ জানিয়া যাহারা সাধু বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তাঁহাদিগকে সম্মানিত এবং যাহারা অসাধু বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তাহাদিগকে বিনাশ করিবেন।

কমলাকরভট্ট শূদ্রধর্ম্মতত্ত্বে পদ্মপুরাণীয় সৃষ্টিখণ্ড হইতে এই কয়েকটি বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"ক্ষণং ধ্যানস্থিতস্যাস্য সর্ব্বকায়াদ্বিনির্গতঃ।
দিব্যরূপঃ পুমান্ বিভ্রৎ মসীপাত্রঞ্চ লেখনীম্॥
চিত্রগুপ্ত ইতি খ্যাতো ধর্ম্মরাজসমীপতঃ।
প্রাণিনাং সদসৎ কর্ম্ম-লেখায় স নিরূপিতঃ।
ব্রহ্মণাঽতীন্দ্রিয়জ্ঞানী দেবাগ্ন্যোর্যজ্ঞভুক্ স বৈ।
ভোজনাচ্চ সদা তস্মাদাহুতির্দীয়তে দ্বিজৈঃ।
ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থো জাতিরুচ্যতে।
নানাগোত্রাশ্চ তদ্বংশ্যাঃ কায়স্থা ভুবি সন্তি বৈ॥" (৪)

ক্ষণকাল ধ্যাননিমগ্ন হইলে ব্রহ্মার সর্ব্বকায় হইতে এক সুন্দর পুরুষ বাহির হইলেন, তিনি চিত্রগুপ্ত নামে খ্যাত, প্রাণিগণের সদসৎকর্ম্ম লিপিবদ্ধ করিবার জন্য তিনি ধর্ম্ম-রাজের নিকট নিযুক্ত হইলেন। ব্রহ্মা দেবাগ্নি মধ্যে সেই ইন্দ্রিয়াতীত জ্ঞানী পুরুষকে যজ্ঞভাগ অর্পণ করিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত ব্রাহ্মণেরা ভোজনকালে ঐ পুরুষকে আহুতি দিয়া থাকেন। ব্রহ্মকায় হইতে উৎপন্ন বলিয়া তিনি কায়স্থ জাতি * নামে বিখ্যাত হইলেন। তাঁহার বংশসম্ভূত কায়স্থগণ নানা গোত্রে বিভক্ত হইয়া পৃথিবীতে বাস করিতেছেন। (৫)

রাজাকৃতেতি পত্রকং রাজাধিকৃতলেখকলিখিতমস্তি। শাসনং রাজাদেশ সম্বাধনাসমং তৎ কূটং কুর্ব্বন্তি পালয়ন্তি।' ইতি মেধাতিথি।

(৪) উক্ত শ্লোকগুলি ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে সংগৃহীত পদ্ম-পুরাণীয় সৃষ্টিখণ্ডের ৫ খানি হস্তলিপিতে পাওয়া গেল না। উক্ত শ্লোক-গুলি মূল মহাপুরাণের অন্তর্গত অথবা প্রক্ষিপ্ত কি না? তৎপক্ষে বিল-ক্ষণ সন্দেহ রহিল। কমলাকরভট্ট-বিরচিত নির্ণয়সিন্ধুপাঠে জানা-যায়, তিনি ১৬১২ খৃষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। সুতরাং অন্যূন আড়াইশত বর্ষের পূর্ব্বে তাঁহারই রচিত শূদ্রধর্ম্মতত্ত্বে উক্ত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে। অতএব শ্লোকগুলির মৌলিকত্ব সম্বন্ধে তিনিই দায়ী।

* শ্রদ্ধাস্পদ তারানাথ বাচস্পতির বাচস্পত্য অভিধানে—

"ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থো বর্ণ উচ্যতে।" এইরূপ পাঠ আছে, উক্ত বচন অনুসারে কেহ কেহ কায়স্থকে স্বতন্ত্র অর্থাৎ পঞ্চমবর্ণ বলিয়া মনে করেন। কিন্তু বাচস্পত্যের এই পাঠ সঙ্গত নয়, এস্থলে কমলা-করের পাঠই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। কারণ চতুর্বর্ণের অতিরিক্ত পঞ্চমবর্ণ নাই।—

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োবৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ।" মনু ১০। ৪।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিনবর্ণ দ্বিজাতি এবং সংস্কারবিহীন শূদ্র একজাতি, এই চারিবর্ণ, এতদ্ব্যতীত পঞ্চমবর্ণ নাই।—সুতরাং কায়-স্থকে এক স্বতন্ত্র বর্ণ বলা যাইতে পারে না।

(৫) "চিত্রগুপ্ত কথা" নামে তিনখানি হস্তলিপি আমাদের হস্তগত হইয়াছে, ঐ তিনখানি হস্তলিপির প্রথম আরম্ভ ২ শ্লোক ব্যতীত আর প্রায় সকল শ্লোকে ঐক্য আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঐ তিন পুথির বর্ণনীয় বিষয় এক এবং শ্লোকে শ্লোকে মিল হইলেও প্রথম হস্তলিপির শেষে "ইতি ভবিষ্যোত্তরপুরাণে চিত্রগুপ্তকথা," দ্বিতীয় হস্তলিপিতে "ইতি পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে চিত্রগুপ্তকথা," এবং তৃতীয় হস্তলিপির সমাপ্তি পুষ্পিকায় "ইতি বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে চিত্রগুপ্তকথা সমাপ্তা" এইরূপ লিখিত আছে। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর ও পদ্মপুরাণে-উত্তরখণ্ড-নামধেয় যে দুইখানি হস্ত-লিপি আছে, তাহার প্রারম্ভ শ্লোক এই—

অশ্বঋষি উবাচ।

মুনে কথয় ধর্ম্মজ্ঞ কায়স্থানাঞ্চ সম্ভবম্।
কায়স্থানাং কুতো জন্ম তেষাং কথয় সুব্রত। ১।
এতৎ সর্ব্বসমাসেন ধর্ম্মজ্ঞোসি মতো মম।"

ভবিষ্যোত্তর আখ্যাত হস্তলিপির প্রারম্ভ শ্লোক এই—

সূত উবাচ।

দত্তাত্রেয়ং মুনিবরং তপসা দিব্যরূপিণম্।
উপগম্য সদাচারঃ পপ্রচ্ছেদং যুধিষ্ঠিরঃ।

যুধিষ্ঠির উবাচ।

কেন পুণ্যব্রতেনৈব দানেন তপসা মুনে।
স্বর্গং যান্তি মহাত্মানস্তন্মে কথয় সুব্রত॥

প্রথম শ্লোক দুইটি ব্যতীত অপর শ্লোকগুলি বাচস্পত্য অভিধান এবং শব্দকল্পদ্রুমের দ্বিতীয় ও নাগরাক্ষরসংস্করণে ভবিষ্যপুরাণীয় বচন বলিয়া প্রায় অবিকল উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পাদ্মোত্তরখণ্ড, ভবিষ্য, ভবিষ্যোত্তর ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর এই চারিখানিরই বিভিন্ন স্থানের ৪।৫খানি মূল হস্তলিপি দেখা হইল, কিন্তু কোন মূল গ্রন্থে উক্ত চিত্রগুপ্ত কথা ও ইহার শ্লোকগুলির নিদর্শন পাওয়া গেল না। আজকাল যেমন রাধাহৃদয়, কালহস্তীমাহাত্ম্য, শ্রীরঙ্গমাহাত্ম্য প্রভৃতি আধুনিক গ্রন্থ ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইলেও সেগুলি মূল ব্রহ্মাণ্ড মহাপুরাণের অন্তর্গত নয়। [বিশ্বকোষ কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মুখবন্ধে মন্তব্য দেখ।] সেইরূপ উক্ত "চিত্রগুপ্তকথা" বিভিন্ন পুরাণের অন্তর্গত বলিয়া পরিচিত হইলেও উহা যে মূল পুরাণ রচিত হইবার বহুকাল পরে লিখিত এবং মূল মহাপুরাণের অন্তর্গত নয়, তাহা স্থির। নারদীয়পুরাণের পূর্ব্বভাগে পদ্ম, ভবিষ্য ও বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরবর্ণিত বিষয়ের অনুক্রমিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহাতেও ঐ সকল পুরাণমধ্যে যে চিত্রগুপ্ত ব্রতকথা আছে, এখন কোন কথা লিখিত হয় নাই। সুতরাং এরূপ হস্তলিপির উপর নির্ভর করিয়া প্রাচীন কায়স্থ জাতির প্রকৃততত্ত্ব নির্ণীত হইতে পারে না। কেবল যাহারা চিত্রগুপ্তব্রত করিয়া থাকেন এবং করিতে অভিলাষী, তাহাদের কৌতূহল নিবারণার্থ "চিত্রগুপ্ত কথা" অনুবাদসহ উপরোক্ত শ্লোকদ্বয়ের পর হইতে উদ্ধৃত হইল।

দত্তাত্রেয় উবাচ।

ত্রিকালজ্ঞং মহাপ্রাজ্ঞং পুলস্ত্যং মুনিপুঙ্গবম্।
উপসঙ্গম্য পপ্রচ্ছ ভীষ্মঃ শস্ত্রভৃতাম্বরঃ॥
চতুর্ণামপি বর্ণানামাশ্রমাণাং তথৈব চ।
সম্ভবঃ সঙ্করাদীনাং শ্রুতো বিস্তরতো ময়া॥
কায়স্থ ইতি যে লোকে খ্যাতাশ্চৈব মহামুনে।
ভূয় এব মহাবাহো! শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ॥
বৈষ্ণবা দানশীলাশ্চ দেবপিতৃপরায়ণাঃ।
সুধিয়ঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু কাব্যালঙ্কারবোধকাঃ॥
পোষ্টারো নিজবর্গাণাং ব্রাহ্মণানাং বিশেষতঃ।
তানহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহামুনে॥
এতন্মে সংশয়ং বিপ্র! বক্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ইতি পৃষ্টো মুনি প্রাহ গাঙ্গেয় শৃণু তত্ত্বতঃ॥

পুলস্ত্য উবাচ।

শৃণু গাঙ্গেয় বক্ষ্যামি তেষামপি চ কারণম্।
ন শ্রুতং যৎ ত্বয়া পূর্ব্বং তন্মে কথয়তঃ শৃণু॥
যেনেদং সকলং বিশ্বং স্থাবরং জঙ্গমং তথা।
উৎপাদ্য পাল্যতে ভূয়ো নিধনায় প্রকল্প্যতে॥
অব্যক্তঃ পুরুষঃ শান্তো ব্রহ্মা লোকপিতামহঃ।
যথাসৃজৎ পুরা বিশ্বং কথয়ামি তব প্রভো॥
মুখতো ব্রাহ্মণো জাতো বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়স্তথা।
ঊরুভ্যাঞ্চ তথা বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রঃ সমুদ্ভবঃ॥
দ্বিচতুঃষট্‌পদাদীংস্ত সপ্রবজসরীসৃপান্।
এককালেহসৃজৎ সর্ব্বং চন্দ্রসূর্য্যগ্রহাংস্তথা॥
এবং বহুবিধানেন বিশ্বমুৎপাদ্য ভারত!।
উবাচ তং সুতং জ্যেষ্ঠং ক্ষত্রপং চাতিতেজসম্॥
প্রযত্নেন চিরং পুত্র জগৎ পালয় সুব্রত।
ইত্যাজ্ঞাপ্য সুতং জ্যেষ্ঠং ধ্যানমধ্যবহেতুকম্॥
ততস্তু ব্রহ্মণা তেন যৎকৃতং তন্নিবোধ মে।
দশবর্ষসহস্রাণি দশবর্ষশতানি চ।
স সমাধিং সমাধায় স্থিতোহভূৎ কমলাসনে॥
স্থিতে সমাধৌ সকলং যদ্ভূতং তদ্বদামি তে।
তচ্ছরীরান্মহাবাহুঃ শ্যামঃ কমললোচনঃ॥
কম্বুগ্রীবো গূঢ়শিরাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননঃ।
লেখনীচ্ছেদনীহস্তো মসীভাজনসংযুতঃ॥
নিঃসৃতা দর্শনে তস্থৌ ব্রাহ্মণোহব্যক্তজন্মনঃ।
উত্তমঃ সুবিচিত্রাঙ্গো ধ্যানস্তিমিতলোচনঃ॥
ত্যক্ত্বা সমাধিং গাঙ্গেয়! তং দদর্শ পিতামহঃ।
অধোর্দ্ধস্তম্ভিরীক্ষ্যাথ পুরুষঞ্চাগ্রতঃ স্থিতম্॥
পপ্রচ্ছ কো ভবানগ্রে তিষ্ঠতে পুরুষোত্তম।
ইতিপৃষ্টো হ্যব্রবীত্তীষ্ম ব্রহ্মাণং কমলোদ্ভবম্॥

পুরুষ উবাচ।

উৎপন্নো বিধিনা নাথ ত্বচ্ছরীরান্ন সংশয়ঃ।
নামধেয়ং হি মে তাত! বক্তুমর্হসি তৎ পরম্।
যথোচিতঞ্চ যৎকার্য্যং তৎ ত্বং মামনুশাসয়॥

পুলস্ত্য উবাচ।

ইত্যাকর্ণ্য ততো ব্রহ্মা পুরুষং স্বশরীরজম্।
প্রহস্য প্রত্যুবাচেদমানন্দিতমতিঃ পুনঃ॥
স্থিরমাধায় মেধাবী ধ্যানস্থশ্চাপি সুন্দরঃ।

ব্রহ্মোবাচ।

মচ্ছরীরাৎ সমুদ্ভূত তস্মাৎ কায়স্থসংজ্ঞকঃ॥
চিত্রগুপ্তেতি নাম্না বৈ খ্যাতো ভুবি ভবিষ্যসি।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকার্থং ধর্ম্মরাজপুরে সদা॥
স্থিতির্ভবতু তে বৎস! মমাজ্ঞাং প্রাপ্য নিশ্চলাম্।
ক্ষত্রবর্ণোচিতো ধর্ম্মঃ পালনীয়ো যথাবিধি॥
প্রজাঃ সৃজস্ব ভোঃ পুত্র ভুবি ভারসমাহিতঃ।
তস্মৈ দত্ত্বা বরং ব্রহ্মা তত্রৈবান্তরধীয়ত॥

পুলস্ত্য উবাচ।

চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতাঃ শৃণু তান্ কথয়ামি বৈ।
গৌড়াখ্যা মথুরাশ্চৈব ভট্টনাগরসেনকাঃ॥
অহিষ্ঠানাঃ শ্রীবাস্তব্যা শৈকসেনাস্তথৈব চ।
কুশলাঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু অম্বষ্ঠাদ্যা নরাধিপ॥

পুত্রান্ বৈ স্থাপয়ামাস চিত্রগুপ্তো মহীতলে।
ধর্ম্মাধর্ম্মবিবেকজ্ঞশ্চিত্রগুপ্তো মহামতিঃ ॥
তুষ্টস্তান্ বোধয়ামাস সর্ব্বসাধনমুত্তমম্।
পূজনং দেবতানাঞ্চ পিতৃণাং যজ্ঞসাধনম্॥
বর্ণানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ সর্ব্বদাতিথিসেবনম্।
প্রজাভ্যঃকরমাদায় ধর্ম্মাধর্ম্মবিলোচনম্।
কর্ত্তব্যং হি প্রযত্নেন পুত্রাঃ! স্বর্গস্য কাম্যয়া ॥
যা মায়া প্রকৃতিঃ শক্তিশ্চণ্ডী চণ্ডপ্রকর্ষিণী।
তস্যাস্তু পূজনং কার্য্যং সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদায়কম্॥
স্বর্গাধিকারমাসাদ্য যতোযজ্ঞভুজঃ সদা।
ভবদ্ভিঃ সা সদা পূজ্যা মিষ্টান্নৈশ্চ সুরাদিভিঃ ॥
ভবতাং সিদ্ধিদা নিত্যং পুত্রদা সাতু চণ্ডিকা।
তথাচোক্তা সুরাপেয়া যাসপেয়া দ্বিজাতিভিঃ ॥
বৈষ্ণবং ধর্ম্মমাশ্রিত্য মদ্বাক্যং প্রতিপালয়।
কর্ত্তব্যং হি প্রযত্নেন লোকত্রয়হিতায় বৈ ॥
অনুশিষ্য সুতানেবং চিত্রগুপ্তো দিবং যযৌ।
ধর্ম্মরাজস্যাধিকারী চিত্রগুপ্তো বভূবহ॥
এবং ভীষ্ম! সমুৎপন্নাঃ কায়স্থা যে প্রকীর্ত্তিতাঃ।
যে শ্রেষ্ঠাস্তে ময়া খ্যাতাঃ সংবাদং শৃণু তৎপরম্॥
অহং তে কথয়িষ্যামি বিচিত্রং পরমাদ্ভুতম্।
প্রভাবং চিত্রগুপ্তস্য সমুদ্ভূতং যথা পুনঃ॥

পুলস্ত্য উবাচ।

সৌদাসো নাম রাজাভূৎ সমস্তে ক্ষিতিমণ্ডলে।
সদা পাপরতঃ সোঽথ ধর্ম্মাধর্ম্মং নবিন্দতি ॥
স যথা স্বর্গমাসাদ্য লেভে পুণ্যফলং শৃণু।
সর্ব্বপাপো দুরাচারঃ সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জিতঃ ॥
রাজনীতিগতং ধর্ম্মং ন জানাতি কথঞ্চন।
স্বদেশে বাদয়ামাস ডিণ্ডিমং স নরাধিপঃ।
ন দাতব্যং ন যষ্টব্যং দৈবং পিত্র্যং কদাচন॥
আতিথ্যজপকর্ম্মাণি তপঃ সাধনমুত্তমম্।
ন কর্ত্তব্যং নরৈঃ কাপি মদ্রাজ্যেস্তু মহীতলে।
এবমাজ্ঞাভয়াং লোকে দৈবপিত্রেয়কর্ম্মণি ॥
পরিত্যজ্য স্বকং দেশং ততো দেশান্তরং যযৌ।
যে কেচিদ্বসতিং চক্রুর্দেশেষু ব্রাহ্মণাদয়ঃ ॥
নৈবযজ্ঞং প্রকুর্য্যাস্তে দৈবং পিত্র্যং কদাচন।
ততঃ প্রভৃতি গাঙ্গেয়! ন যজ্ঞহবনং ক্বচিৎ।
ন কোঽপি কুরুতে ভীষ্ম! পুণ্যং তত্র নিষেধিতম্।
অগ্রহীদ্ ব্রাহ্মণাদিভ্যঃ করং ধর্ম্মবিদূষকঃ ॥
অহো ধর্ম্মভৃতাং শ্রেষ্ঠ শৃণু কর্ম্মবিপাকজম্।
কালেনাল্পেন গাঙ্গেয় সৌদাসো বিচরন্ মহীম্ ॥
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষেচ দ্বিতীয়া চোত্তমা তিথিঃ।
তস্যাং কার্য্যঞ্চ কায়স্থৈশ্চিত্রগুপ্তস্য পূজনম্॥
মহতা ভক্তিভাবেন ধূপদীপাদ্যলঙ্কৃতম্।
দৈবযোগাত্তথায়াতঃ সৌদাসঃ পর্য্যটন্মহীম্॥

দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছ কস্যেদং পূজনং ক্রিয়তে শুভে।
তে উচুশ্চিত্রগুপ্তস্য পূজাকর্ম্ম শুভং নৃপ॥

রাজোবাচ।

অহমেব করিষ্যামি চিত্রগুপ্তস্য পূজনম্।
ততশ্চ বিধিবৎ স্নানং কৃত্বা চৈব নরাধিপঃ ॥
শ্রদ্ধাযুক্তশরীরেন দৃষ্ট্বা চ পূজনং ততঃ।
কৃত্বাতু পূজনং তত্র চিত্রগুপ্তস্য ভক্তিতঃ ॥
গতপাপোঽভবৎ সদ্যঃ সৌদাসো হ্যসৌ মহীপতিঃ।
চিত্রগুপ্তপ্রভাবেন গতো লোকং সুরালয়ম্।
ইদং বিচিত্র মাহাত্ম্যং চিত্রগুপ্তপ্রভাবজম্।
কথিতং নৃপশার্দ্দূল! কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি॥
ইত্যাকর্ণ্য ততো ভীষ্মঃ প্রত্যুবাচ মুনিং ততঃ।
বিধিনা কেন তত্রাপি পূজাকার্য্যা মহামুনে॥
কোমন্ত্রঃ কোবিধিস্তত্র সর্ব্বং তদ্বদ মে প্রভো।
যামাসাদ্য মুনিশ্রেষ্ঠ! সৌদাসঃ স্বর্গমাপ্তবান্॥

পুলস্ত্য উবাচ।

চিত্রগুপ্তস্য পূজায়া বিধানং কথয়াম্যহম্।
নৈবেদ্যৈর্ঘৃতপক্কৈশ্চ যথাকালোদ্ভবৈঃ ফলৈঃ ॥
গন্ধপুষ্পোপহারৈশ্চ ধূপদীপৈঃ সুগন্ধিভিঃ।
নানাপ্রকারৈঃ নৈবেদ্যৈঃ পট্টবস্ত্রৈঃ সুশোভনৈঃ।
ভেরীশঙ্খমৃদঙ্গৈশ্চ পটহৈশ্চৈব ডিণ্ডিভিঃ॥
চিত্রগুপ্তস্য পূজায়াং শ্রদ্ধাভক্তিসমন্বিতঃ।
নবকুম্ভং সমানীয় পানীয়পরিপূরিতম্।
শর্করাপূরিতং কৃত্বা পাত্রং তস্যোপরি ন্যস্যেৎ॥
পূজাকালে প্রযত্নেন দাতব্যঞ্চ দ্বিজন্মনে।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েত্তত্র কায়স্থানপি মন্ত্রবিৎ॥
মসীভাজনসংযুক্তং সদা চরসি ভূতলে।
লেখনীচ্ছেদনীহস্তচিত্রগুপ্ত নমোঽস্তুতে।
চিত্রগুপ্ত নমস্তুভ্যং নমস্তে ধর্ম্মরূপিণে।
তেষাং ত্বং পালকো নিত্যং মমঃ শান্তিং প্রযচ্ছমে।
মন্ত্রেণানেন রাজেন্দ্র চিত্রগুপ্তস্য পূজনম্।
এবং সংপূজ্য বিধিবৎ সৌদাসো ভক্তিভাবতঃ॥
অচিরাৎ পাপসংমুক্তো রাজ্যং কৃত্বা মৃতো নৃপঃ।
নীতোঽসৌ যমদূতৈশ্চ যমলোকং ভয়ানকম্।
চিত্রগুপ্তস্তদা পৃচ্ছদ্ধর্ম্মরাজোঽপি ভারতঃ॥

ধর্ম্মরাজ উবাচ।

সৌদাসোঽসৌ দুরাচারঃ পাপকর্ম্মসদারতঃ।
যানি কানি চ পাপানি রাজাসৌ কৃতবান্ ভুবি॥
পৃষ্টোঽসৌ যমরাজেন ধর্ম্মাধর্ম্মবিশারদঃ।
ধর্ম্মরাজং ততঃ প্রাহ চিত্রগুপ্তো মহামতিঃ॥
বিপাকং ধর্ম্মজং জ্ঞাত্বা তং প্রহস্যাব্রবীদ্বচঃ॥

চিত্রগুপ্তঃ উবাচ।

জানেঽহং পাপকর্ম্মাসৌ রাজায়ং বিদিতঃ সদা।
মৎ প্রসাদাদহং সৌম্যে! পূজ্যো২পি মহীতলে।

যয়া দত্তং বরং মানং তদ্বক্তেহহং সদাপ্রিয়ঃ।
ইতি জ্ঞাত্বা বদাম্যত্র রাজা পাপোহস্তি মে মতিঃ॥
পূজাং চকার রাজাহসৌ দৃষ্ট্বা পূজাঞ্চ মামকীম্।
অতস্তুষ্টোহস্মি হে দেব। যাতু বিষ্ণুপদং নৃপঃ॥
যমেনাজ্ঞাপিতো রাজা বৈষ্ণবং পদমাপ্তবান্।
যে চান্তে পূজয়িষ্যন্তি চিত্রগুপ্তং মহীতলে॥
কায়স্থাঃ পাপনির্ম্মুক্তা যাস্যন্তি পরমাং গতিম্।
১৮ তস্মাৎ ত্বমপি গাঙ্গেয়! পূজাং কুরু বিধানতঃ॥

দত্তাত্রেয় উবাচ।

মুনের্বচনমাকর্ণ্য ভীষ্ম প্রযতমানসঃ।
চকার পূজনং তত্র চিত্রগুপ্তস্য তৎপরঃ॥
কার্ত্তিকে শুক্লপক্ষেতু দ্বিতীয়ায়াঞ্চ ভারত।
যমঞ্চ চিত্রগুপ্তঞ্চ যমদূতাংশ্চ পূজয়েৎ॥
অতো যমদ্বিতীয়েতি সংজ্ঞা লোকে বভূবহ।
তেনৈব ভগিনীহস্তে ভোক্তব্যং পুষ্টিবর্দ্ধনম্॥
নিত্যং যশস্তমায়ুষ্যং সর্ব্বকামার্থসিদ্ধিদম্।
দানানি দাপয়েদাত্র ভগিন্যৈ চ বিশেষতঃ॥
কালে তত্র চ সংপূজ্য চিত্রগুপ্তঞ্চ লেখকম্।
চিত্রৈশ্চ চিত্রপুষ্পৈশ্চ রক্তচন্দনমিশ্রেতঃ।
নৈবেদ্যং দীয়তে তস্মৈ মোদকং গুড়মিশ্রিতম্॥?

ভীষ্মোক্ত প্রার্থনা যথা—

উৎপত্তৌ প্রলয়ে চৈব ত্যাগে দানে কৃতাকৃতে।
লেখকত্বং সদা শ্রীমাংশ্চিত্রগুপ্তনমোহস্তুতে॥
শ্রিয়া সহসমুৎপন্ন সমুদ্রমথনোদ্ভব।
চিত্রগুপ্ত মহাবাহো! মমাদ্য বরদো ভব॥
চিত্রগুপ্তস্ত সন্তুষ্টো ভীষ্মায় চ বরং দদৌ।
মৎপ্রসাদান্মহাবাহো মৃত্যুস্তে ন ভবিষ্যতি॥
স্মরিষ্যসি যদা মৃত্যুং তদা মৃত্যুর্ভবিষ্যতি।
ইতি তস্মৈ বরং দত্ত্বা চিত্রগুপ্তো দিবং যযৌ॥
অনেন বিধিনা যস্তু চিত্রগুপ্তস্য পূজনম্।
করিষ্যতি মহাবুদ্ধে তস্য পুণ্যফলং শৃণু॥
ইহৈব বিবিধান্ ভোগান্ ভুক্ত্বা সর্ব্বান্ মনোরথান্।
অক্ষয়ং বিষ্ণুলোকঞ্চ নরো যাতি ন সংশয়ঃ॥
চিত্রগুপ্তকথাং দিব্যাং কায়স্থোৎপত্তিসংজ্ঞকাম্।
ভক্তিযুক্তেন মনসা যে শৃণ্বন্তি নরোত্তমাঃ॥
দীর্ঘায়ুষো ভবিষ্যন্তি সর্ব্বব্যাধিবিবর্জ্জিতাঃ।
সর্ব্বে বিষ্ণুপদং যান্তি যত্র যান্তি তপোধনাঃ॥"

দত্তাত্রেয় কহিলেন—সর্ব্বশাস্ত্রবিদ্ মহানুভব ভীষ্ম ত্রিকালজ্ঞ মহাপ্রাজ্ঞ ঋষিশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে ব্রহ্মন্! আমি ব্রাহ্মণাদি চাতুর্ব্বর্ণ্যের উৎপত্তি ও আশ্রম চতুষ্টয় এবং সঙ্করজাতিগণের উৎপত্তির বিষয় বিশেষরূপে অবগত হইয়াছি। হে মুনে! লোক মধ্যে কায়স্থদিগের উৎপত্তির কথা বিশেষ বিখ্যাত। তাহারা বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ, দানশীল, পিতৃভক্তিপরায়ণ, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, কাব্যালঙ্কারজ্ঞ ও যজমানগণের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণের প্রতিপালক। হে মহাপ্রাজ্ঞ! এ এরূপ সদ্গুণালঙ্কৃত কায়স্থদিগের উৎপত্তির বিষয় বিস্তারিতরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি। অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার সংশয় দূর করিয়া সন্তোষ বিধান করুন।" মুনিশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্য এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া উত্তর করিলেন—হে গাঙ্গেয়! ইতিপূর্ব্বে যাহা তোমার শ্রুতিগোচর হয় নাই; আমি সেই কায়স্থদিগের উৎপত্তির কারণ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর।—হে ভীষ্ম! যিনি এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়া প্রতিপালন এবং প্রলয়কালে সংহার করেন, সেই অব্যক্ত পুরুষ পিতামহ ব্রহ্মা এই জগতের যেরূপ সৃষ্টি বিধান করিয়াছেন, তাহা কহিতেছি শ্রবণ কর। হে ভারত! ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য এবং চরণ হইতে শূদ্র এবং স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দ্বিপদ, চতুষ্পদ, ষট্পদ, কীট, পতঙ্গ, সরীসৃপাদি প্রাণিবর্গ এবং চন্দ্র সূর্য্য গ্রহনক্ষত্রাদি এককালে সৃষ্টি করিলেন। তিনি এই প্রকার বহুবিধানে বিশ্বসংসার সৃষ্টি করিয়া অতি তেজস্বী আপন জ্যেষ্ঠপুত্র কশ্যপকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, হে পুত্র! অতি যত্নপূর্ব্বক এই জগৎ প্রতিপালন কর। ব্রহ্মা এই প্রকার সৃষ্টি বিধান করিয়া তদনন্তর যাহা করিয়াছিলেন, তাহা শ্রবণ করুন। শান্তমানস মহাত্মা কমলাসন সৃষ্টিবিধানানন্তর স্থির-চিত্তে ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া ১১০০০ বৎসর সমাধিস্থ হইলেন। তিনি এইরূপ সমাধি অবলম্বন করিলে যাহা হইয়াছিল তাহাও বলিতেছি শ্রবণ কর। তদনন্তর অব্যক্তজন্মা সেই ব্রহ্মার কায় হইতে শ্যামবর্ণ, পদ্মলোচন, কম্বুগ্রীব, গূঢ়শিরা, পরমসুন্দর এক পুরুষ উৎপন্ন হইয়া, লেখনী, ছেদনী ও মসীপাত্র হস্তে তৎসম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। হে গাঙ্গেয়! পিতামহ ব্রহ্মা সমাধিভঙ্গ করিয়া সম্মুখস্থিত ধ্যানপরায়ণ সুবিচিত্র-গঠন উত্তম পুরুষকে দর্শন করিলে, সেই পুরুষ পরমভক্তি-সহকারে ব্রহ্মার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন, হে তাত! আমার নাম কি এবং আমার উপযুক্ত কার্য্যে আমাকে নিয়োজিত করুন। ভগবান্ ব্রহ্মা স্বকায়সমুদ্ভব পুরুষের সুমধুরবাক্য শ্রবণ করিয়া আনন্দিত চিত্তে কহিলেন, হে বৎস! আমি স্থিরচিত্ত হইয়া সুন্দর সমাধিস্থ হইলে তুমি আমার কায় হইতে উৎপন্ন হইয়াছ। এ নিমিত্ত তুমি সংসারে কায়স্থ নামে খ্যাত হইলে আর তোমার নাম চিত্রগুপ্ত হইল। ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারার্থ ধর্ম্মরাজের সভায় তোমার স্থান নিরূপিত হইল। তুমি তথায় অবস্থিত হইয়া ক্ষত্রবর্ণাদির ধর্ম্ম প্রতিপালন এবং পৃথিবীতে ভারসমন্বিত প্রজা সৃষ্টি কর। ব্রহ্মা এই বর দান করিয়া তথা হইতে অন্তর্ধান হইলেন। হে কুরুবংশবিবর্দ্ধন! অতঃপর চিত্রগুপ্তের বংশকীর্ত্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন। ভট্ট, নাগর, সেনক, গৌড়, শ্রীবাস্তব্য, মাথুর, অহিষ্ঠান, শৈকসেন এবং অম্বষ্ঠ চিত্রগুপ্তের এই উত্তম কয়েক পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে, মহামতি চিত্রগুপ্ত এই সকল বিচারক্ষম পুত্রগণকে দর্শন করিয়া অত্যানন্দ চিত্তে পৃথিবীমণ্ডলে স্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ উপদেশ করিলেন। হে পুত্রগণ! তোমরা স্বর্গ কামনা করিয়া সর্ব্বদা দেবার্চ্চনা, ব্রাহ্মণদিগের পালন, অতিথি সেবা এবং ধর্ম্মাধর্ম্মবিচারপূর্ব্বক প্রজাগণের করগ্রহণ করিবে এবং তোমাদিগের কর্ত্তব্য যে যত্নপূর্ব্বক পুত্রোৎপাদন করিয়া স্বর্গ কামনা করিবে।

মহাপুরুষেরা যে মহাত্মার প্রভাবে সিদ্ধি লাভ হইয়া স্বর্গে

যজ্ঞাংশভোজী হন, তোমরাও সর্ব্বদা সেই রক্তাম্বরধারিণী চণ্ডীর ধ্যানপরায়ণ হইয়া ফল পুষ্প ধূপদীপাদি নানা উপচার-সহযোগে পূজা করিবে। তাহা হইলে তিনি তোমাদিগের প্রতি পুত্রদাত্রী ও সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদা হইবেন। আর দ্বিজাতির অপেয়া যে সুরা তাহাও চণ্ডিকাপূজনার্থ তোমাদিগের পেয় হইল। কিন্তু তোমরা লোকদ্বয় হিতের নিমিত্ত বৈষ্ণবধর্ম্ম আশ্রয়পূর্ব্বক আমার আজ্ঞা প্রতিপালন করিবে। চিত্রগুপ্তদেব পুত্রদিগকে এইরূপ উপদেশ প্রদান-পূর্ব্বক স্বর্গে গমন করিয়া ধর্ম্মরাজের মন্ত্রী হইলেন। হে ভীষ্ম! আপনি যে আমাকে কায়স্থদিগের উপাখ্যান জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তাহারা এইরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন। এক্ষণে চিত্রগুপ্তের মাহাত্ম্য শ্রবণ করুন।

পুলস্ত্য বলিলেন—"এই পৃথিবীমণ্ডলে সৌদাস নামে এক রাজা সর্ব্বদা পাপকর্ম্মে রত থাকায় ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই বিচার করিতেন না। কিন্তু তিনি যে কারণে স্থির স্বর্গ লাভ করিয়াছিলেন তৎপুণ্যফল শ্রবণ করুন। ঐ সৌদাস রাজা অত্যন্ত দুরাচার, সর্ব্বপ্রকার পাপকর্ম্মে রত, ও সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত ছিলেন। রাজনীতি কিছুমাত্র জ্ঞাত ছিলেন না এবং অতিথিসেবা প্রভৃতি কোন উত্তম কর্ম্ম সাধন করিতেন না। তিনি দ্বিজাতিদিগকে দেব পিতৃকর্ম্ম ও যজ্ঞাদি কিছুই করিতে দিতেন না। স্বদেশে কিয়ৎকাল অতিবাহিত করিয়া বিদেশভ্রমণে গমন করিলেন। পৃথিবীমণ্ডলে ব্রাহ্মণাদি যে কেহ বসতি করিতেন, তাঁহারা কেহই যজ্ঞহবনাদি কর্ম্ম করিতে পারিতেন না। হে ভীষ্ম! তিনি কখন কোন পুণ্যকর্ম্ম করেন নাই। সেই বিদূষক রাজা ব্রাহ্মণদিগের কর গ্রহণ করিতেন। হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম! তাঁহার কর্ম্মফল শ্রবণ করুন। পাপাত্মা সৌদাস কোন সময়ে পৃথিবী পর্য্যটন করিতে করিতে দেখিলেন যে, কার্ত্তিকমাসে শুক্লপক্ষে উত্তমা দ্বিতীয়া তিথিতে চিত্রগুপ্তের পূজা কর্ত্তব্য বলিয়া কায়স্থেরা ভক্তিভাবে ধূপ-দীপাদি নানা উপচারে চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করিতেছে। সৌদাস রাজা তথায় গমন করিলেন এবং তাঁহাদের পূজা দেখিয়া পরম সন্তোষে ভক্তিভাবে চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করায় তৎক্ষণাৎ নিষ্পাপ হইলেন। যথাকালে মৃত্যু হইলে চিত্রগুপ্তের প্রভাবে তিনি বিষ্ণুলোকে গমন করিলেন। অতএব চিত্রগুপ্তের বিচিত্র প্রভাব ও মাহাত্ম্য তোমাকে কহিলাম। হে নৃপশার্দ্দূল! এক্ষণে আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করেন।'

ভীষ্ম মুনিবরের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া বলিলেন, হে মহামুনে। কোন্ বিধানে ও কোন্ মন্ত্রে চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করিতে হয়, তাহা আমাকে বলুন? যাহার পূজা করিয়া সৌদাস রাজা স্থির স্বর্গলাভ করিয়াছিলেন। পুলস্ত্য কহিলেন, চিত্রগুপ্তের পূজার বিধি কহিতেছি, শ্রবণ করুন। গন্ধ-পুষ্প-ধূপ-দীপাদি উপহার দ্বারা মন্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি শ্রদ্ধা ও ভক্তিযুক্ত হইয়া চিত্রগুপ্তের পূজা করিবেন। জলপূরিত নূতন কলসোপরি শর্করাপূর্ণ পাত্র রাখিয়া পূজান্তে দ্বিজাতিদিগকে দান করিবেন। তদনন্তর ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগকে ভোজন করাইবেন।

"হে চিত্রগুপ্ত! তুমি মসীপাত্র লেখনী ও ছেদনী হস্তে ধারণ করিয়া পৃথিবীমণ্ডলে সর্ব্বদা ভ্রমণ করিতেছ, তোমাকে নমস্কার। হে চিত্রগুপ্ত! তোমাকে নমস্কার। তুমি সাক্ষাৎ ধর্ম্মরূপী, তোমাকে নমস্কার।

স্কন্দপুরাণে রেণুকামাহাত্ম্যে (৬) কায়স্থ জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে এই উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে—

তুমি লোক সকলের নিত্যপালক, তুমি আমাকে মঙ্গল প্রদান কর, তোমাকে নমস্কার করি।" মহারাজ সৌদাস ভক্তি ও শ্রদ্ধাযুক্তচিত্তে এইরূপ মন্ত্রদ্বারা চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করায় অচিরাৎ সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। রাজ্যভোগান্তে মৃত্যু হইলে যমদূতেরা তাহাকে ভয়ানক যমপুরীতে আনয়ন করিল। তাহাকে দেখিয়া ধর্ম্মরাজ চিত্রগুপ্তকে এইরূপ কহিয়াছিলেন। "এই দুরাচার সৌদাস রাজা সর্ব্বদা পাপকর্ম্মে রত থাকিয়া নিরন্তর সংসারমধ্যে নানাবিধ পাপাচরণ করিয়াছেন।" ধর্ম্মরাজ এইরূপ কহিলে, ধর্ম্মাধর্ম্মবিশারদ মহামতি চিত্রগুপ্ত সৌদাসের কর্ম্মজনিত বিপাক জ্ঞাত হইয়া হাস্যপূর্ব্বক ধর্ম্মরাজকে বলিলেন—

"এই সৌদাস রাজা সর্ব্বদা পাপকর্ম্মে রত ছিলেন, তাহা আমি জ্ঞাত আছি। হে সূর্য্যপুত্র! তোমার প্রসাদে তোমা কর্ত্তৃক শ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীতে আমি পূজ্য হইয়াছি। সৌদাস রাজা পাপকর্ম্ম করিয়াছে বটে, কিন্তু হে দেব! এই পৃথিবীমণ্ডলে একদা আমার পূজা দেখিয়া এই রাজা ভক্তিভাবে আমার পূজা করিয়াছিলেন, সেই হেতু আমি তুষ্ট হইয়া বিষ্ণুপদ প্রাপ্ত্যর্থ বর প্রদান করিয়াছি। এই কথা শুনিয়া ধর্ম্মরাজ বিষ্ণুপদ প্রাপ্তির অনুমতি করিলেন। অতএব পৃথিবীতে যে কায়স্থেরা চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করিবেন, তাহারা সর্ব্বপাপমুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করিবেন। অতএব হে ভীষ্ম! তুমিও বিধিপূর্ব্বক তাঁহার পূজা কর।

দত্তাত্রেয় কহিলেন, পুলস্ত্যের এই কথা শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম মহাশয় ভক্তিভাবে কার্ত্তিকমাসে শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে যমযমুনা, চিত্রগুপ্ত ও যমদূত সকলের পূজা করিলেন। এই নিমিত্ত এই তিথির নাম যমদ্বিতীয়া হইল। এই দিনে রক্তচন্দনমিশ্রিত চিত্র বিচিত্র পুষ্প ও নৈবেদ্যাদি এবং গুড়মিশ্রিত মোদকদ্বারা চিত্রগুপ্তের পূজা করিবে। ভগিনী হস্তপ্রস্তুত অন্নাদি ও গণ্ডূষ পানভোজন করিলে বুদ্ধি, যশঃ, আয়ুবৃদ্ধি এবং সর্ব্ব কামনা সিদ্ধ হয়। ভ্রাতা ভোজনান্তে দেয় দ্রব্যাদি ভগিনীকে দিবেন। মন্ত্র—"উৎপত্তি, প্রলয়, ভোগে, দানে ও পাপপুণ্যে তুমি লেখক ও শ্রীমান্, হে চিত্রগুপ্ত! তোমাকে নমস্কার করি, তুমি সমুদ্রমন্থনে লক্ষ্মীর সহিত উৎপন্ন হইয়াছ। হে মহাবাহো! চিত্রগুপ্ত অদ্য আমাকে বর প্রদান করুন।"

চিত্রগুপ্ত সন্তুষ্ট হইয়া ভীষ্মকে এই বর প্রদান করিলেন। হে মহাবাহো ভীষ্ম! আমার প্রসাদে তোমার মৃত্যু হইবে না। তুমি যখন ইচ্ছা করিবে, তখন তোমার মৃত্যু হইবে। চিত্রগুপ্তদেব ভীষ্মকে এই বর প্রদান করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। এই প্রকারে যাঁহারা পৃথিবীতে চিত্রগুপ্তদেবের পূজা করিবেন, তাঁহারা ইহলোকে নানাবিধ মনঃসুখ ভোগ করিয়া পরলোকে অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিবেন। অতএব এই কায়স্থোৎপত্তি প্রকরণে যে কেহ কায়স্থ চিত্রগুপ্তের কথা ভক্তিভাবে শ্রবণ করিবেন, তাঁহারা সর্ব্বব্যাধি হইতে মুক্ত হইয়া দীর্ঘায়ুঃ হইবেন এবং মরণান্তে বিষ্ণুলোকে গমন করিবেন।"

(৬) কমলাকরভট্টও তাঁহার শূদ্রকমলাকরে এই উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"এবং হত্বার্জ্জুনং রামঃ সন্ধায় নিশিতান্ শরান্।
এক এব যযৌ হন্তুং সর্ব্বানেবাতুরান্ নৃপান্॥
কেচিৎ গহনমাশ্রিত্য কেচিৎ পাতালমাবিশন্।
সগর্ভা চন্দ্রসেনস্য ভার্য্যা দাল্‌ভ্যাশ্রমং যযৌ॥
ততো রামঃ সমাযাতো দাল্‌ভ্যাশ্রমমনুত্তমম্।
পূজিতো মুনিনা সদ্যঃ পাদ্যার্ঘ্যাচমনাদিভিঃ॥
দদৌ মধ্যাহ্নসময়ে তস্মৈ ভোজনমাদরাৎ।
রামস্তু যাচয়ামাস হৃদিস্থং স্বং মনোরথম্॥
যাচয়ামাস রামাচ্চ কামং দাল্‌ভ্যো মহামুনি।
ততস্তৌ পরমপ্রীতৌ ভোজনং চক্রতুর্মুদা॥
ভোজনানন্তরং দাল্‌ভ্যঃ পপ্রচ্ছ ভার্গবং প্রতি।
যত্ত্বয়া প্রার্থিতং দেব তৎ ত্বং শংসিতু মর্হসি॥
রাম উবাচ।—তবাশ্রমে মহাভাগ সগর্ভা স্ত্রী সমাগতা।
চন্দ্রসেনস্য রাজর্ষেঃ ক্ষত্রিয়স্য মহাত্মনঃ॥
তস্মে ত্বং প্রার্থিতং দেহি হিংসেয়ং তাং মহামুনে।
ততো দাল্‌ভ্যঃ প্রত্যুবাচ দদামি তব বাঞ্ছিতম্॥
দাল্‌ভ্যউবাচ।-স্ত্রিয়ং গর্ভমমুং বালং তস্মে ত্বং দাতুমর্হসি।
ততো রামোঽব্রবীদ্দাল্‌ভ্যং যদর্থমহমাগতঃ॥
ক্ষত্রিয়ান্তকরশ্চাহং তৎ ত্বং যাচিতবানসি।
প্রার্থিতঞ্চ ত্বয়া বিপ্র কায়স্থো গর্ভ উত্তমঃ॥
তস্মাৎ কায়স্থ ইত্যাখ্যা ভবিষ্যতি শিশোঃ শুভা।
এবং রামো মহাবাহু র্হিত্বা তং গর্ভমুত্তমম্॥
নির্জ্জগামাশ্রমাৎ তস্মাৎ ক্ষত্রিয়ান্তকরঃ প্রভুঃ।
কায়স্থ এব উৎপন্নঃ ক্ষত্রিণ্যাং ক্ষত্রিয়াত্ততঃ॥
রামাজ্ঞয়া স দাল্‌ভ্যেন ক্ষত্রধর্ম্মাদ্বহিস্কৃতঃ।
কায়স্থধর্ম্মো দত্তোঽস্মৈ চিত্রগুপ্তস্য যঃ স্মৃতঃ॥
তদ্গোত্রজাশ্চ কায়স্থাঃ দাল্‌ভ্যগোত্রাস্ততোঽভবন্।
দাল্‌ভ্যোপদেশতস্তে বৈ ধর্ম্মিষ্ঠাঃ সত্যবাদিনঃ॥
সদাচারপরানিত্যং রতা হরিহরার্চ্চনে।
দেববিপ্রপিতৃণাঞ্চ অতিথীনাঞ্চ পূজকাঃ॥"

ভৃগুপুত্র এইরূপ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনকে নিহত করিয়া অন্যান্য ক্ষত্রিয় রাজগণকে নিধন করিতে নিশিতশর হস্তে একাকী গমন করিলেন। ক্ষত্রিয় রাজগণ ভয়ে কেহ নিবিড় অরণ্যে পলায়ন করিলেন। কেহ বা পাতাল মধ্যে প্রবেশ করিলেন। গর্ভবতী চন্দ্রসেনের ভার্য্যা দাল্‌ভ্য মুনির আশ্রমে গিয়া আশ্রয় লইলেন। অনন্তর পরশুরাম দাল্‌ভ্য ঋষির আশ্রমে গমন করিলে মহর্ষি দাল্‌ভ্য পাদ্যঅর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিলেন এবং মধ্যাহ্নে সমাদরপূর্ব্বক ভোজ্যাদি সংগ্রহ করিলেন। রাম ও দাল্‌ভ্য ঋষি পরস্পর পরস্পরের নিকটে যাচ্ঞা করিয়া উভয়ে ভোজন করিলেন। অনন্তর মহর্ষি দাল্‌ভ্য ভার্গবকে জিজ্ঞাসা করিলেন—'হে দেব! আপনার যাহা অভীপ্সিত তাহা নিবেদন করুন।' রাম কহিলেন, 'হে মহাভাগ! ক্ষত্রিয় চন্দ্রসেনের গর্ভবতী ভার্য্যা আপনার আশ্রমে আসিয়াছে, আপনি তাহাকে দান করুন, আমি বিনাশ করিব; এই আমার অভিলাষ।' দাল্‌ভ্য কহিলেন, 'হে রাম! আপনার অভীষ্ট দান করিতেছি, আমার প্রার্থনা পূর্ণ করুন; আমি সেই গর্ভস্থিত বালককে যাচ্ঞা করিতেছি।' রাম কহিলেন, 'হে মহর্ষে! আমি যাহার জন্য আপনার আশ্রমে আসিয়াছি, আপনি তাহাই প্রার্থনা করিলেন, আমি ক্ষত্রিয়দিগের অন্তকারী। যাহা হউক, যেহেতু আপনি কায়স্থিত গর্ভের প্রার্থনা করিয়াছেন, সেজন্য এই গর্ভস্থিত শিশু কায়স্থ নামে প্রসিদ্ধ হইবে।' অনন্তর ক্ষত্রিয়ান্তকারী মহাবাহু ভার্গব গর্ভিণী চিত্রসেনের ভার্য্যাকে ত্যাগ করিয়া দাল্‌ভ্যের আশ্রম হইতে প্রস্থান করিলেন। সেই কায়স্থ ক্ষত্রিয়ার গর্ভে ও ক্ষত্রিয়ের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছে, রামের আজ্ঞায় সেই কায়স্থ ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত হইয়া চিত্রগুপ্তের ধর্ম্ম অবলম্বন করিল। তদ্গোত্রজাত কায়স্থগণ দাল্‌ভ্যগোত্র নামে পরিচিত হইয়া দাল্‌ভ্যের উপদেশানুসারে ধর্ম্মিষ্ঠ, সত্যবাদী, সদাচারপর, হরিহর অর্চ্চনায় রত, দেব, দ্বিজ, পিতৃ ও অতিথিদিগের পূজক হইল।"

চিত্রগুপ্তের বৃত্তি কি? মানবের পাপপুণ্যলেখনই তাঁহার বৃত্তি। পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে শিবরাঘব সংবাদে ১০২ অধ্যায়ে লিখিত আছে—

"রাম উবাচ।
চিত্রগুপ্তেন লিখিতা ললাটে যা লিপির্দৃঢ়া।
তয়া লিপ্যাতু নিয়তং নরকং কথমন্যথা॥"

উক্ত শ্লোক দ্বারা বোধ হইতেছে যে, চিত্রগুপ্তই মানুষের ললাটে ভাবী শুভাশুভ ফল লিখিয়া রাখেন।

[চিত্রগুপ্ত দেখ।]

যাহা হউক, চিত্রগুপ্তের বৃত্তি বলিতে গেলে লেখকবৃত্তি বুঝিতে হইবে। যদি উক্ত উপাখ্যান প্রকৃত ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়সন্তান যে কায়স্থ নামে পরিচিত হইয়া লেখকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা কতকটা বিশ্বাস করিতে হয়। ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠে জানা গিয়াছে, লেখকবৃত্তিই কায়স্থজাতির উপজীবিকা ছিল, তৎকালে লেখক বলিলেই কায়স্থকে এবং কায়স্থ বলিলেই লেখকবৃত্তিধারীকে বুঝাইত। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে জন্মখণ্ডে লিখিত আছে—

"বিপ্রেকলিপিকর্ত্তা চ অন্নদাতুর্ধনং হরেৎ।
তমঃকুণ্ডে বর্ষশতং স্থিত্বা স্বর্ণবণিগ্ভবেৎ॥"

শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ৮৫। ১২৯॥

যে ব্রাহ্মণ লিপিবৃত্তি অবলম্বন করে এবং যে অন্নদাতার ধন হরণ করে, তাহাকে একশতবর্ষ অন্ধকারনরককুণ্ডে বাস করিয়া স্বর্ণবণিক্ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

উক্ত প্রমাণ দ্বারা বোধ হইতেছে যে পৌরাণিকসময়ে ব্রাহ্মণদিগের লেখকবৃত্তি নিষেধ ছিল।

মৎস্যপুরাণে লেখকের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়—

"লেখকঃ কথিতো রাজ্ঞঃ সর্ব্বাধিকরণেষু বৈ।
শীর্ষোপেতান্ সুসম্পূর্ণান্ সমশ্রেণিগতান্ সমান্॥
অন্তরান্ বৈ লিখেদ্যস্তু লেখকঃ স বরঃ স্মৃতঃ।
উপায়বাক্যকুশলঃ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদঃ॥
বহ্বর্থবক্তা চাল্পেন লেখকঃ স্যান্নৃপোত্তম।"

মাৎস্যে ১১৫। ২৫-২৮।

সকল দেশের বর্ণমালায় অভিজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ লেখকই রাজার ধর্ম্মাধিকরণের উপযুক্ত। যিনি সমান মাত্রায় সমান ছত্রে গোটা গোটা লিখিতে পারেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ লেখক। হে নৃপোত্তম! যিনি উপায়বাক্যকুশল, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, যিনি অল্পকথায় বহু অর্থ প্রকাশ করিতে পারেন, তাঁহাকেই লেখক বলা যায়।

গরুড়পুরাণের মতে—

"মেধাবী বাক্পটুঃ প্রাজ্ঞঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বশাস্ত্রসমালোকী হ্যেষ সাধুঃ স লেখকঃ॥"

গারুড়ে ১১২। ৭।

মেধাবী, বাক্যকুশল, বিদ্বান্, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় এবং সর্ব্বশাস্ত্র যাহার দেখা আছে, সেই সাধুই লেখক।

রেণুকামাহাত্ম্যে 'ক্ষত্রধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত' এইরূপ থাকায় কেহ কেহ কায়স্থকে ক্ষত্রধর্ম্ম ভ্রষ্ট, সুতরাং পতিত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু পতিতের সর্ব্বশাস্ত্রে বিশেষতঃ ধর্ম্মাধিকরণে অধিকার আছে, এরূপ কথা কোথাও পাওয়া যায় না। অতএব যদি রেণুকামাহাত্ম্যকে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে 'ক্ষত্রধর্ম্মবহিষ্কৃত' অর্থাৎ 'যুদ্ধকার্য্যে বিরত' এইরূপ অর্থ করিতে হয়। কারণ স্বধর্ম্মত্যাগীর সর্ব্বশাস্ত্রে অধিকার নাই, কিন্তু রাজসভায় লেখক বা কায়স্থের সর্ব্বশাস্ত্রে অধিকার নির্দ্দিষ্ট আছে।

গরুড়পুরাণে লিখিত আছে—

"চিত্রগুপ্তপুরং তত্র যোজনানাস্তু বিংশতিঃ।
কায়স্থাস্তত্র পশ্যন্তি পাপপুণ্যানি সর্ব্বশঃ॥" উত্তরখণ্ড ১৯। ২।

তথায় বিংশতি যোজন বিস্তৃত চিত্রগুপ্তপুর, সেখানে কায়স্থগণ সকলের পাপপুণ্য বিচার করিয়া থাকেন।

উক্ত শ্লোক দ্বারা বোধ হইতেছে যে কায়স্থগণ কেবল লেখক তাহা নয়, ধর্ম্মাধিকরণে তাঁহাদের ভালমন্দ বিচার করিবারও ক্ষমতা ছিল। স্মৃতি ও পুরাণের সময় শূদ্রের লেখকবৃত্তি অথবা ধর্ম্মাধিকরণে বিচার করিবার ক্ষমতা ছিল না। সুতরাং পুরাণমতে কায়স্থেরা শূদ্র নয়, তাহা স্থির।

পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে এই বিবরণ পাওয়া যায়—

"বিচিত্রো জগতাং হেতুর্ভগবাংশ্চ সদাশ্রয়ঃ।
তদ্ভক্তবোপি বৈচিত্র্যং জগতঃ কৃতবান্ বিধিঃ॥
চিত্রো বিচিত্র ইতি তৎ বিজ্ঞপ্তৌতাবুভাবপি।
ধর্ম্মরাজস্য সচিবৌ সৃষ্টাবস্যাতু বেধসা॥
অসতাং দণ্ডনেতারৌ নৃপনীতিবিচক্ষণৌ।
যথার্থবাদিনৌ জাতাং শান্তিকর্ম্মণি তাবুভৌ॥
কায়স্থসংজ্ঞয়াখ্যাতৌ সর্ব্বকায়স্থপূর্ব্বিণৌ।
লেখনজ্ঞানবিধিনা মুখ্যকার্য্যপরায়ণৌ॥
অস্মিন্ সংসারজলধৌ ষড়্বিধাঃ কায়বর্ত্তিনঃ।
তত্রস্থকায়বিজ্ঞানাৎ কায়স্থত্বমিহৈতয়োঃ॥
ধর্ম্মরাজস্য সাচিব্যং কুর্ব্বতোঃ শান্তিকর্ম্মণি।
হরেরনুগ্রহাদাসন্ তয়োশ্চিত্রবিচিত্রয়োঃ॥
একবিংশতিভেদেন আভ্যাং কায়স্থজাতয়ঃ।
সন্তুষ্টঃ স ততস্তাভ্যাং পৃষ্টঃ স্বাত্মবিচেষ্টিতম্॥
অস্মাকং কেচ সংস্কারাঃ কিং বর্ণজা বয়ং প্রভো।
তৎ সর্ব্বং কথয়স্বাবাং ভবৎ-সেবাপরায়ণৌ॥
ইতি শ্রুত্বা তয়োর্বাক্যমনুমোদ্য পিতামহঃ।
উক্তঃ সোত্তরমুৎকৃষ্টমুবাচ প্রহসন্নিব॥

ব্রহ্মা উবাচ।

অত্র বর্ণাগ্র উৎকৃষ্টো ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বসম্মতঃ।
তস্যাবরজতাং যাযাৎ ক্ষত্রিয়ঃ পরিরক্ষকঃ॥
দ্বিজ্ঞানজীবিতোপারী ব্যবহারনয়ান্বিতঃ।
বৈশ্যবর্ণস্তৃতীয়ঃ স্যাদ্বর্ণদ্বিতয়-সেবকঃ॥
চতুর্থঃ শূদ্রবর্ণঃ স্যাদ্বর্ণত্রিতয়সেবকঃ।
অনেকব্যবহারস্থাঃ ক্ষত্রিয়াঃ সন্তি তত্রবৈ॥
তেষামুত্তমতাং যাযাৎ কায়স্থোঽক্ষরজীবকঃ।
ভবন্তৌ ক্ষত্রবর্ণস্থৌ দ্বিজন্মানৌ মহাশয়ৌ॥
কৃতোপবীতিনৌ জাতাং বেদশাস্ত্রাধিকারিণৌ।
পূর্ব্বপুণ্যবশোৎকর্ষাৎ সাধ্যসাধনভাবিনৌ॥
এবমাখ্যায় ভগবান্ সর্ব্বাসরগণান্বিতঃ।
অন্তর্দধে তয়োস্তত্রস্থিতঃ প্রত্যক্ষপূজিতঃ॥

সূত উবাচ।
একবিংশতিসংখ্যাকাঃ পংক্তয়স্তৎ পৃথক্ মতাঃ।
আদাবেব হি তদ্ধর্ম্মঃ স্বধর্ম্মকৃতনিশ্চয়ঃ॥
এতাবৎস্থু চ তাবৎস্থু কথ্যন্তে চ মহাধিপ।
মিথোন ভক্তিসম্বন্ধসিদ্ধয়েতুকলৌ যুগে।
ইমে স্বীয়া ইতিজ্ঞানমন্যথা নহি সিধ্যতি।
অতঃ পৃথক্‌তয়া বর্গাঃ কৃতা একৈকবিংশতিঃ॥
সূর্য্যধ্বজঃ স্থিতৌ কৃত্যা গুণজাতিবিচক্ষণঃ।
প্রথমঃ পুরুষো জ্ঞেয়ো যথার্থস্থাননামবান্॥
চিত্রদেবস্য সঙ্কল্পাৎ পুমান্ স্বয়মজায়ত।
স সূর্য্যধ্বজ ইত্যাখ্যামবাপ প্রাক্তনশ্রিয়া॥
সূর্য্যধ্বজাকৃতি প্রোক্তং চিহ্নংতস্য প্রবর্ত্ততে।
দেহে যস্মাত্ততো জ্ঞেয়ঃ সূর্য্যধ্বজ উদারধীঃ॥
অহো তেজস্বিনং বেত্তি নাশ্রয়াৎ সকুটম্বিনম্।
কুলেষ্টদৈবতং যেষাং শ্রীমানাদিত্য এবচ॥
এবং বিজ্ঞায় কায়স্থো ভবৎ সন্ততি সাত্বিকঃ।
কুলেষ্টদৈবতাত্মানং ত্বামহং পরিপূজয়ে॥
এবং স্তুতিমতেরাসীত্তস্য বিশ্বস্তরোদয়ঃ।
বিবস্বান্ বিশ্বতশ্চক্ষুঃ প্রত্যক্ষঃ করুণানিধিঃ॥
বয়ং বরয় ভদ্র ত্বং মত্তঃ সন্তোষবারিধেঃ।
কিমিচ্ছসি স্তুতিং কুর্ব্বন্ ইত্যাহ গগনস্থিতঃ॥
বিধেহি তারকমাং ত্বমেবৈকং সকলার্থদম্।
ত্বন্নাম বসতিস্থানং দেহিমে বিশ্বলোচন॥
এবমাভাষিতঃ সূর্য্যো বরমেবহি দিৎসতে।
এবমস্ত্বিতি সুব্যক্তং বভাষে ভগবানিদম্॥
সূর্য্যধ্বজস্য তস্মৈব নিবাসায় ভুবঃ স্থলে।
কল্পয়ামাস সূর্য্যাখ্যাং পুরীং পরমশোভনাম্॥
সূর্য্যধ্বজাদ্ দ্বিজন্মানো দ্বিতীয়া ইহ ভারতে।
ভবিষ্যন্তি নিজং কর্ম্ম কুর্ব্বানাঃ শাস্ত্রদর্শিতম্॥
আশ্রমং প্রথমং তেচ অনতিক্রম্য বৈদিকং।
যুক্তিমাসাদ্য বিধিনা গার্হস্থ্যমবলম্বয়ন্।
তত্রাপি ষট্ স্বকর্ম্মাণি চক্রুঃ কেবলয়া ধিয়া।
বাণপ্রস্থা ভবেযুশ্চ ততঃ সন্ন্যাসসেবিনঃ॥
চতুর্থাশ্রমযোগ্যেষু শাম্যমাদধুরুত্তমাঃ।
সর্ব্বত্রবিষয়াসক্তি রহিতাঃ শিবহেতবে॥
সদা সদাচারপরাঃ পরপ্রাণিহিতেরতাঃ।
বার্ত্তীয়াং বৃত্তিমাসাদ্য গার্হপত্যাদি সেবকাঃ॥
দ্বিতীয়স্তু স বিজ্ঞেয়শ্চন্দ্রহাস উদারধীঃ।
চিত্রগুপ্তাখ্যকোজ্জাতি যথা সূর্য্যধ্বজোঽভবৎ॥

স একদা মুখ্যপুরান্ সখীনাং স্থিতিহেতবে।
সন্ততৌচ বিশুদ্ধায়ৈ বিত্তয়ে সমচিত্তবৎ॥
কুলেষ্টদেবতা যস্য চন্দ্রমাঃ সমজায়ত।
তস্মাদেনং সমারাদ্ধুমভবৎ কৃতনিশ্চয়ঃ॥
এবং স চ বিনিশ্চিত্য চন্দ্রমসমুপাসিতুম্।
যযৌ সুমেরুশিখরং সুপর্ব্বশ্রেণিশোভিতম্॥
স্তুত্যানয়ৈবং সন্তুষ্টো রাজা সর্ব্বদ্বিজন্মনাম্।
ওষধীনামধিপতি র্জহাস শুভবীক্ষণৈঃ॥
আবিরাসীৎ সমক্ষোঽসৌ চন্দ্রমা মৃগলাঞ্ছনঃ।
কৃপানিধিরুবাচেদং মধুরং পূর্ণবৎসলঃ॥
বরং বরযত ক্ষিপ্রং মত্তোমনসি নিশ্চিতম্।
শ্রুত্বাপি সুভগং পুণ্যং বরয়ামাস সত্বরম্॥
দদাসি যদি দেবেশ বাঞ্ছিতং মে দদস্বতৎ।
মদীয়বংশবর্গ্যস্য বাসস্থানমনুত্তমম্॥
উপাসনায় ভো স্বামিন্ মর্ত্তে চ সততং স্থিতাঃ।
তস্মাদ্ যাচেতু মে নাথ ভবতা দেয়মর্থবৎ॥
এবমাভাষিতঃ প্রীত্যা প্রহর্ষ্য পুনরপ্যুত।
মনঃ সংকল্পিতং সর্ব্ব মেতাবত্তে ভবিষ্যতি॥
ভবদ্ভক্তিবশাজ্জাতো হাসোঽয়ং তদ্ভবানপি।
চন্দ্রহাসাভিধানেন সর্ব্বকায়স্থমণ্ডলে॥
গণ্ডলেখঃ সুতেজস্বী চন্দ্রবন্ মুখশোভিতঃ।
মাহিষ্মতীসমীপস্থ চন্দ্রহাসগিরীশ্বরঃ॥
অতুলস্থিতিমৎ সাক্ষাৎ পুরং নির্ম্মায় শোভনম্।
চন্দ্রহাসাভিধাং লেভে কায়স্থজ্ঞাতিলক্ষণম্॥
ভবতস্তত্র পুরুষাঃ সন্তুষ্টগুণমূর্ত্তয়ঃ।
যথা বৈ লেখনং সর্ব্বে লভিষ্যন্তে চ তে নিজম্॥
এবাং লেখনধর্ম্মোঽস্ত ক্ষত্রবর্ণানুধর্ম্মিনাম্।
শ্রীমতাং মুখ্য পুরুষে ত্বয়ি সম্মানদায়িনাম্॥
ভগবদ্-ভক্তিচিত্তানাং সর্ব্বজীবহিতাত্মনাম্।
ভরদ্বাজপ্রসাদেন সদাচারস্বধর্ম্মিনাম্॥
বেদাভ্যাসনবৃত্তীনাং শ্রৌতস্মার্ত্তানুযায়িনাম্।
চিত্রগুপ্তস্য পুণ্যেন সর্ব্বব্যাপারবর্ত্তিনাম্॥
ইতি দত্বা বরং তস্মৈ তত্রৈবান্তরধীয়ত।
চন্দ্রহাসস্তদাদেশং চক্রে স বিধিপূর্ব্বকম্॥
তত্র স্থিতিমতস্তস্য বহুধা বংশতন্তুভিঃ।
পুত্র পুত্রজ পুত্রাদি নপ্তৃ নপ্তৃজনপ্তৃজৈঃ॥
চন্দ্রহাসস্য বংশীয়াঃ কৃতযজ্ঞোপবাতিনঃ।
সুহৃৎ সম্বর্দ্ধিতদ্বর্গ বিভবৈর্ব্যাপৃতা মহী॥
তৃতীয়ঃ সূরিচন্দ্রার্দ্ধশ্চন্দ্রদেহশ্চতুর্থকঃ।

পঞ্চমোরবিদাসোপি রবিরত্নশ্চ তৎপরঃ ॥
সপ্তমো রবিধীরঃ স্যাদষ্টমো রবিপূজকঃ।
গম্ভীরো নবসংখ্যকো দশমঃ প্রভুসংজ্ঞকঃ ॥
একাদশো মন্নাখ্যাতো বল্লভঃ পরমার্থধীঃ।
উদারহাসোবিজ্ঞেয়ো রবির্দ্বাদশসংখ্যকঃ ॥
মধুমানস্তৎপরশ্চ বিশ্বদৈবতসংখ্যয়া।
ভট্টঃ সুভট্টঃ সর্ব্বজ্ঞো ধীমান্ পঞ্চদশোঽপরঃ ॥
শ্রীগৌরঃ ষোড়শতমো রাজধানা ততঃপরম্।
অষ্টাদশম আনন্দঃ সংভ্রমৈকোনবিংশতিঃ ॥
বিশ্বাসঃ পঞ্চতন্ত্রজ্ঞ একবিংশতমঃ স্মৃতঃ।
এতেষামন্বয়গম্ভারো বিংশবিংশমিতাঃপুনঃ ॥

এই জগতের আদিকারণ ভগবান বিষ্ণু যাহা হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়া জগৎ সৃষ্টি করেন। তিনি চিত্র ও বিচিত্র নামক দুইজনকে সৃষ্টি করিলেন। তাহারা উভয়ে ধর্ম্মরাজের মন্ত্রী, অসদ্দিগের দণ্ডদাতা, রাজনীতিজ্ঞ, সত্যবাদী, শান্তিকর্ম্মস্থাপক এবং কায়স্থ নামে পরিচিত। তাহারা সর্ব্বপ্রকার কায়স্থের আদিপুরুষ এবং লেখনকার্য্যে নিপুণতা হেতু মুখ্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছে। তাহাদের কায়বর্ত্তী ছয়প্রকারের বিশেষ জ্ঞান আছে বলিয়া তাহারা এই সংসারে কায়স্থ নামে পরিচিত এবং ধর্ম্মরাজের মন্ত্রী হইয়াছেন। তাহাদের দ্বারা এক বিংশতি কায়স্থ জাতি উৎপন্ন হইয়াছে। তাহারা উভয়ে ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমরা কোনবর্ণ ও কি প্রকার সংস্কার-সম্পন্ন হইব? অনুগ্রহপূর্ব্বক বলুন, আমরা আপনার সেবক।' ব্রহ্মা কহিলেন, 'ব্রাহ্মণ সকল বর্ণাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। বিজ্ঞান-বিশিষ্ট কর্ম্মোপজীবী ব্যবহারান্বিত ক্ষত্রিয় দ্বিতীয়বর্ণ। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়সেবক বৈশ্য তৃতীয়বর্ণ। শূদ্র চতুর্থবর্ণ। পৃথিবীতে ব্যবহারোপজীবী অনেক ক্ষত্রিয় আছে, অক্ষরোপজীবী কায়স্থ তাহাদের অন্তর্গত। তোমরা ক্ষত্রিয়, দ্বিজাতি মধ্যে পরিগণিত, তোমাদের উপনয়ন হইয়া থাকে, তোমাদের বেদে অধিকার আছে।' এই বলিয়া ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন। সূত কহিলেন, কায়স্থ জাতি একবিংশতি শ্রেণীতে বিভক্ত। পূর্ব্বকল্পে তাহাদের যে ধর্ম্ম তাহাই স্বধর্ম্ম বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে। হে মহাধিপ। কুলগত ধর্ম্মে ভক্তি না থাকিলে কলিযুগে সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না। এই আমার ধর্ম্ম ইত্যাকার জ্ঞান না থাকিলে কোন-প্রকার সিদ্ধি হয় না। এই একবিংশতি শ্রেণীর ধর্ম্ম পৃথক্-রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে প্রথম সূর্য্যধ্বজ। চিত্রদেবের সংকল্পানুসারে এক পুরুষ উৎপন্ন হন, তাহার শরীরে সূর্য্যধ্বজের চিহ্ন থাকায় তিনি সূর্য্যধ্বজ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। তিনি প্রথমে গৃহাশ্রম না করিয়া সূর্য্যদেবের পূজা করিতেন। সূর্য্য তাঁহার কুলদেবতা। "আপনার সন্ততি কায়স্থ কুলদেবতাস্বরূপ আপনাকে পূজা করিতেছে" এই-রূপ স্তবে সন্তুষ্ট সূর্য্যদেব প্রত্যক্ষ হইয়া কহিলেন, 'আমি প্রীত হইয়াছি, তুমি অভীষ্টবর প্রার্থনা কর।' সূর্য্যধ্বজ কহিলেন, 'হে বিশ্বলোচন! আপনার নামে আমাকে একটি বসতিস্থান প্রদান করুন।' তথাস্তু বলিয়া সূর্য্য অন্তর্হিত হইলেন। অনন্তর সূর্য্যধ্বজের নিবাস জন্য ভূতলে "সূর্য্য নামক একটী পুরী কল্পিত হইল। সূর্য্যধ্বজ হইতে ভারতে দ্বিতীয় দ্বিজ হইল, তাহারা শাস্ত্রোক্ত নিজ নিজ কর্ম্ম করিতে চতুর্থাশ্রম অবলম্বন করিলেন। তাহারা সদাচারসম্পন্ন, সর্ব্বপ্রাণিহিতকারী এবং যজ্ঞীয়বৃত্তিঅবলম্বী। দ্বিতীয় চন্দ্রহাস। যেমন সূর্য্যধ্বজ চিত্রগুপ্তের জ্ঞাতি, তদ্রূপ চন্দ্র-হাসও তাঁহার জ্ঞাতি। তাহার কুলদেবতা চন্দ্র। তিনি সুমেরুশিখরে গমনপূর্ব্বক চন্দ্রের স্তব করিলেন। চন্দ্র সন্তুষ্ট হইয়া হাস্যপূর্ব্বক অভিমত বর জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি কহিলেন, আমার বংশীয়গণের বাসের জন্য একটী উত্তম স্থান দান করুন। প্রীত হইয়া চন্দ্র পুনর্ব্বার কহিলেন, তোমার অভিলাষ পূর্ণ হউক। তোমার বাক্যে আমি হাসিয়াছি, এজন্য তুমি চন্দ্রহাস নামে কায়স্থমণ্ডলে প্রসিদ্ধ হইলে। মাহিষ্মতীর সমীপস্থ চন্দ্রহাস নামক গিরির অধীশ্বর হইবে। তোমার বংশধরগণ চন্দ্রহাস নামক পুরীতে বাস করিবে, তাহারা ভগবদ্ভক্ত, সর্ব্বজীবহিতকারী, মহর্ষি ভরদ্বাজের প্রসাদে সদাচারসম্পন্ন, চিত্রগুপ্তের পুণ্যে শ্রৌতস্মার্ত্তানুযায়ী সর্ব্বব্যাপারসম্পন্ন হইয়া আদিপুরুষস্বরূপ তোমাকে সম্মান করিবে। এইরূপ বর দান করিয়া চন্দ্র অন্তর্হিত হইলেন। চন্দ্রহাস তাহার আদেশ বিধিপূর্ব্বক পালন করি-লেন। ক্রমে পুত্রপৌত্রাদি ক্রমে তাঁহার বংশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাঁহার বংশধরগণ যজ্ঞোপবীত ধারণ করিলেন। তৃতীয় সুরচন্দ্রার্দ্ধ। চতুর্থ চন্দ্রদেহ। পঞ্চম রবিদাস। ষষ্ঠ রবিরত্ন। সপ্তম রবিধীর। অষ্টম রবিপূজক। নবম গম্ভীর। দশম প্রভু। একাদশ বল্লভ। দ্বাদশ উদারহাস রবি। ত্রয়োদশ মধুমান। চতুর্দ্দশ ভট্ট। পঞ্চদশ সুভট্ট। ষোড়শ শ্রীগৌর। সপ্তদশ রাজধানা। অষ্টাদশ আনন্দ। ঊনবিংশ সম্ভ্রম। বিংশ বিশ্বাস। একবিংশ পঞ্চতন্ত্রজ্ঞ। এই এক বিংশ কায়স্থের প্রত্যেকে আবার বিংশ বিংশ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে।" *

* সৌরপুরাণে কায়স্থ প্রাদ্ধে সর্ব্বজীবী ব্যক্তিদিগের মধ্যে উক্ত হইয়াছে। যথা—

তন্ত্র।—কায়স্থজাতিতত্ত্বনির্ণায়ক কোন কোন গ্রন্থে তন্ত্র হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু বলা যাইতে পারে যে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৬ খানি তন্ত্র দেখা হইয়াছে, উহার কোন খানিতে কায়স্থের কথা উল্লিখিত হয় নাই। (১)

প্রাচীন কাব্যনাটকাদি।—প্রাচীন মৃচ্ছকটিক নাটকে কায়স্থের উল্লেখ আছে—

"ততঃ প্রবিশতি শ্রেষ্ঠিকায়স্থাদিপরিবৃতোধিকরণিকঃ।"

(নবমাঙ্কে)

এখানে আধিকরণিক প্রধান বিচারপতি এবং শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থ তাঁহার সহকারী (Assessor) রূপে অভিহিত হইয়াছে। বিচারস্থলে শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থের মুখ হইতে প্রাকৃত ভাষা ব্যবহৃত হওয়ায় কেহ কেহ কায়স্থকে শূদ্রজাতি বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। কেবল প্রাকৃতভাষার ব্যবহার দেখিয়া শ্রেষ্ঠী ও কায়স্থকে শূদ্রবলা যুক্তিযুক্ত নহে। রাজশ্যালক, ব্রাহ্মণপুত্র প্রভৃতি যাহারা প্রাকৃতভাষায় কথা কহিয়াছেন, সকলেই তবে কি শূদ্র? ভাষার ব্যবহার দেখিয়া মৃচ্ছকটিক হইতে জাতিনির্ণয় করা যাইতে পারে না। বরং কার্য্য প্রণালী দেখিয়া কে কিরূপ লোক, কতকটা জানা যাইতে পারে। ধর্ম্মশাস্ত্রমতে শূদ্রজাতির ধর্ম্মাধিকরণে বিচার করিবার অধিকার নাই। কিন্তু মৃচ্ছকটিকে কায়স্থ কেবল লেখক নয়, বিচারেরও সহায়তা করিতেছে। সুতরাং স্মৃতি মানিলে মৃচ্ছকটিকোক্ত বিচারকের সহকারী কায়স্থ যে শূদ্র নয়, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। (২)

"কায়স্থা লবকর্ণাশ্চ নিত্যং রাজোপসেবকাঃ।
নক্ষত্রতিথিবক্তারো ভিষক্ শাস্ত্রোপজীবিনঃ।
ব্যাধিনকাব্যকর্ত্তারো গায়কাশ্চৈব গোত্রিনঃ।
হীনাতিরিক্তদেহাশ্চ শ্রাদ্ধে বর্জ্যাঃ প্রযত্নতঃ।" সৌরপুরাণ ২০ অঃ।

এই পুরাণে মধ্বাচার্য্যের প্রসঙ্গে তাঁহাকে মধুকৈভ্য পুত্র বলা হইয়াছে। মধ্বাচার্য্য ১১১৯ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অতএব তাঁহার অনেক পরে আধুনিক সময়ে ঐ উপপুরাণখানি রচিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই জন্ত ঐ গ্রন্থোক্ত বচন প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না।

(১) কায়স্থজাতি লইয়া যাহারা বহুদিন হইতে বাদানুবাদ এবং সপক্ষে ও বিপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহ করিতেছেন, তাঁহাদের গ্রন্থসমূহে এই কয়েকটি অমূলক বচন দেখিতে পাওয়া যায়—

"বিরাটকায়জো বংশঃ কায়স্থ ইতি বিশ্রুতঃ।
আর্য্যাচ্ছন্দঃ প্রকাশাত্তু আর্য্যাবর্ত্তঃ প্রমুচ্যতে।
অয়ং তু নবমস্তেষাং দ্বীপসাগরসংবৃতঃ।
যোজনানাং সহস্রন্তু দ্বীপোঽয়ং দক্ষিণোত্তরাৎ।

মেরুতন্ত্রে ১৯৯ পটল।"

উক্ত বচন দ্বারা কেহ কেহ কায়স্থজাতিকে বেদের আর্য্যাচ্ছন্দপ্রকাশক বিরাটকায়সম্ভূত বংশ বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহেন। কিন্তু মূল মেরুতন্ত্রের কোন স্থলে এরূপ অসঙ্গত উক্তি নাই, উহা যে আধুনিক হাতগড়া শ্লোক তাহাতে সন্দেহ নাই। উক্ত শ্লোকরচয়িতা বোধ হয় কোনকালে মেরুতন্ত্র দেখেন নাই, দেখিলে "১৯৯ পটলে" লিখিতেন না। মেরুতন্ত্রে পটলের পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্রই "প্রকাশ" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে।

আবার কেহ বিজ্ঞানতন্ত্রের দোহাই দিয়া এই বচনরচনা করিয়াছেন—

"ব্রহ্মোবাচ।
নাম্না ত্বং চিত্রগুপ্তোঽসি মম কায়াদভূর্যতঃ।
তস্মাৎ কায়স্থ বিখ্যাতির্লোকে তব ভবিষ্যতি।
কায়স্থঃ ক্ষত্রিয়োবর্ণো নতু শূদ্রঃ কদাচন।
অতো ভবেয়ুঃ সংস্কারা গর্ভাধানাদিকা দশ। বিজ্ঞানতন্ত্র।"

মেরুতন্ত্রের উক্ত শ্লোকের ন্যায় বিজ্ঞানতন্ত্রনামধেয় শ্লোকগুলিও এখনকার হাতগড়া বলিয়া বোধ হয়। বিজ্ঞানতন্ত্র, বিজ্ঞানললিততন্ত্র বিজ্ঞানভৈরবতন্ত্র এবং শিবস্বামীরচিত বিজ্ঞানভৈরবোদ্যোতসংগ্রহ প্রভৃতি "বিজ্ঞান" নামধেয় তন্ত্রগ্রন্থে ঐ শ্লোকগুলির নিদর্শন নাই।

এতদ্ভিন্ন কোন কোন গ্রন্থে অগ্নিপুরাণীয় জাতিমালা", বৃহদ্ব্রহ্মপুরাণ, ব্যোমসংহিতা ইত্যাদি কয়েকখানি অপ্রামাণিক গ্রন্থ হইতে কায়স্থজাতিপরিপোষক শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে, ঐ গুলি যে নিতান্ত আধুনিক সময়ে রচিত অথবা কোন কোন মহাত্মার স্বকপোলকল্পিত, তাহা এ স্থলে উল্লেখ করাই নিষ্প্রয়োজন। তবে রাজা রাধাকান্তদেব বিরচিত শব্দকল্পদ্রুমোদ্ধৃত আচারনির্ণয়তন্ত্র সম্বন্ধে দুই এক কথা না বলিয়া থাকা যায় না।

আচারনির্ণয়তন্ত্রের রচনাপ্রণালী ও বিষয়াদি মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে উহা যে কোন বিশেষ উদ্দেশে আধুনিক সময়ে রচিত হইয়াছে, তাহা জানিতে পারা যায়। রাজা যে হস্তলিপি দেখিয়া শব্দকল্পদ্রুমে উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই হস্তলিপিখানি এখনও তাঁহার বাটীতে আছে, উহাতে সর্ব্বশুদ্ধ প্রায় ৭০ শ্লোক আছে এবং উহার লিপি দেখিলে শতাধিকবর্ষের অধিক প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ তন্ত্রসার, মহাসিদ্ধিসারস্বত, আগমতত্ত্ববিলাস, বারাহীতন্ত্র ও রুদ্রযামলতন্ত্রে প্রায় ৫০।৬০ খানি বিভিন্ন তন্ত্রের উল্লেখ আছে, উক্ত কোন গ্রন্থে আচারনির্ণয়তন্ত্রের উল্লেখ নাই। আচারনির্ণয়তন্ত্র যদি প্রাচীন তন্ত্র হইত, তাহা হইলে অবশ্য কোন মহাতন্ত্রে অথবা সংগ্রহগ্রন্থে ইহার উল্লেখ থাকিত, কিন্তু কোথাও উল্লেখ নাই। সুতরাং এই আচারনির্ণয়তন্ত্রোক্ত বিষয় প্রাচীন বিবরণ বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। এই জন্ত আচারনির্ণয়তন্ত্রের বিবরণ ছাড়িয়া যাইতে হইল।

(২) অধ্যাপক উইলসন্ মৃচ্ছকটিকের ইংরাজী অনুবাদে যে স্থানে কায়স্থ ও শ্রেষ্ঠীর প্রসঙ্গ আছে, তাহার টিপ্পনীতে কায়স্থকে Mixed caste অর্থাৎ বর্ণসঙ্কর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার মত সঙ্গত বলিয়া বোধ হইল না। মেধাতিথি বলেন, "তস্মাদ্বর্ণসঙ্করো রাজ্ঞা পরিবর্জ্জনীয়ঃ।" (মনু ১০।৬১ ভাষ্য) রাজা বর্ণসঙ্করকে পরিত্যাগ করিবেন। অতএব হিন্দুরাজ কর্ত্তৃক ধর্ম্মাধিকরণে নিযুক্ত কায়স্থ বর্ণসঙ্কর হইতে পারে না।

মুদ্রারাক্ষসনাটকে অনেকস্থলে কায়স্থের উল্লেখ আছে, চন্দ্রগুপ্তের সময়েও কায়স্থেরা রাজসংসারে লেখকের কার্য্য করিত, এই নাটকে তাহার বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে কায়স্থ শকটদাস একজন পাত্র, তিনি মহামন্ত্রী রাক্ষসের একজন বয়স্ত ও বন্ধু। রাক্ষস চন্দ্রগুপ্তের গতিবিধি লক্ষ্য রাখিবার জন্ম ঐ শকটদাসকে নিযুক্ত করেন। সুচতুর চাণক্য তাহা জানিতে পারেন। তিনি শকটদাসের হস্তে নামরহিত একখানি পত্র লিখাইয়া লইলেন, সেই পত্র বলেই ভবিষ্যতে নন্দবংশের শেষ রাজমন্ত্রী চাণক্যের হস্তগত হইল। শকটদাস কায়স্থ, রাক্ষসের পার্শ্বে, আসনে বসিয়া বরাবর সংস্কৃত ভাষায় কথা কহিয়াছেন। রাক্ষস বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ পুরুষানুক্রমে নন্দবংশের মন্ত্রী ছিলেন। তিনি শূদ্রকে স্পর্শ করিলেও আপনাকে অশুচি জ্ঞান করিতেন। [Wilson's Theatre of the Hindus, Vol II. p. 248 ও মুদ্রারাক্ষস ৭ মাঙ্ক দেখ।] রাক্ষসের কথায় ও শকটদাসের ব্যবহারে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, তৎকালেও কায়স্থেরা শূদ্র বলিয়া গণ্য হইত না। যদি শকটদাস শূদ্র হইত, তাহা হইলে বিশুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণসন্তান প্রাজ্ঞরাক্ষস কখনই শকটদাসের পার্শ্বে বসিয়া বন্ধুভাবে কথাবার্ত্তা কহিতেন না এবং শকটদাস নীচ জাতি হইলে কখনই রাক্ষসের পার্শ্বে বসিয়া নিদ্রা যাইতে সাহসী হইত না। (মুদ্রারাক্ষস ৪র্থ অঙ্ক)।

উক্ত নাটকের প্রথমাঙ্কে চাণক্য শকটদাসকে উল্লেখ করিয়া একস্থানে বলিতেছেন, "কায়স্থ ইতি লঘ্বী মাত্রা। তথাপি ন যুক্তং প্রাকৃতমপি রিপুমবজ্ঞাতুং।" এখানে 'লঘ্বী মাত্রা' দেখিয়া কেহ কেহ কায়স্থ শকটদাসকে অতি সামান্য জাতি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু এখানে তলাইয়া দেখা উচিত, যে কে কায়স্থ শকটদাসকে সামান্যভাবে সম্বোধন করিতেছে? চাণক্য। এখানে চাণক্যের সহিত শকটদাসের রাজনৈতিক সম্বন্ধ, জাতিগত কোন সম্বন্ধ উক্ত হয় নাই। কূট রাজনীতিতে যখন মহামন্ত্রী রাক্ষসও চাণক্যের নিকট পরাজিত, তখন তাহার নিকট শকটদাসত সামান্য! সামান্য হইলেও চাণক্য উপেক্ষা করেন নাই। অতএব চাণক্যের উক্তিতে কায়স্থ শকটদাসের নীচজাতিত্ব প্রকাশ পাইতেছে না।

শ্রীহর্ষের উত্তরনৈষধচরিতে (দময়ন্তীর স্বয়ম্বরসভায়) চিত্রগুপ্তকে কায়স্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে—

"দৃগে গাচরোঽভূদথ চিত্রগুপ্তঃ কায়স্থ উচ্চৈগুর্ণ এতদীয়ঃ।
উর্দ্ধন্ত পত্রস্ত মসীদ একো মসের্দ্দধচ্ছোপরি পত্রমন্তঃ॥" ১৪ সর্গ।

অনন্তর চিত্রগুপ্ত চক্ষুর গোচর হইলেন, ইনি কায়স্থ এবং উত্তম গুণযুক্ত। এই পুরুষ আপনার রূপ গোপন করিয়াছেন। ইনি কপালরূপ পত্রের উপর মসী প্রদান করেন অর্থাৎ মনুষ্যের শুভাশুভ গণনা করিয়া তাহার অদৃষ্টে লিখিয়া দেন এবং রূপে মসীর উপর জয়পত্র দিয়াছেন।

১০৫০ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীরদেশীয় বিখ্যাত কবি ব্যাসদাস ক্ষেমেন্দ্র তাঁহার সময়মাতৃকায় কায়স্থের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

"দানেন নশ্যতি বণিঙ্নশ্যতি সত্যেন সর্ব্বথা বেশ্যা।
নশ্যতি বিনয়েন গুরুর্নশ্যতি কৃপয়া চ কায়স্থঃ॥"

সময়মাতৃকা ৪। ৭০।

ব্যবসায়ী দান করিলে, বেশ্যা সত্যবাদিনী হইলে, গুরু বিনয়ী হইলে এবং কায়স্থ দয়াপরবশ হইলে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। [সময়মাতৃকা ৫। ৬৩ দেখ।]

১১০১ খৃষ্টাব্দে কাশ্মীররাজ হর্ষদেবের মৃত্যু হয়, তাঁহার জননী রাণী সূর্য্যবতীকে সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত সোমদেব সংস্কৃত ভাষায় কথাসরিৎসাগর রচনা করিয়াছেন। এই গ্রন্থে কায়স্থের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়—

"কায়স্থো হি করোত্যেকো ব্যাপারং ব্রহ্মরুদ্রয়োঃ।
লিখত্যুৎপুংসয়তি চ ক্ষণাদ্বিশ্বং করস্থিতম্॥"

কথাসরিৎসাগর ৭২। ৩২৩।

কায়স্থ (চিত্রগুপ্ত) এককই ব্রহ্মা ও রুদ্রের কার্য্য করেন। তিনি লিখিতে পারেন, আবার ক্ষণকাল মধ্যে সমস্ত বিশ্বলোপ করিতে পারেন, সকলই তাঁহার করস্থিত।

কথাসরিৎসাগরের ৪২ তরঙ্গ পাঠে জানা যায় যে, রাজার যাহা কিছু লেখাপড়ার কার্য্য, সকলই কায়স্থের উপর অর্পিত ছিল। কায়স্থ রাজার হইয়া নাম পর্য্যন্ত সহি করিতে পারিত। রাজা কায়স্থকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতেন। রাজ্যের শুভাশুভ অসংখ্য লোকের ইষ্টানিষ্ট এই কায়স্থের হস্তে অর্পিত ছিল। এই জন্যই রাজনিযুক্ত কায়স্থকে সকলেই রাজবল্লভ, অতি মায়াবী ও দুর্নিবার বলিয়া মনে করিত। এমন কি সেই সন্ধিবিগ্রহ কায়স্থ যদি অতিশয় কূটবুদ্ধি ও অত্যাচারী হইতেন, তাহা হইলে মনে করিলে অপর লোক দ্বারা রাজপুত্রকে পর্য্যন্ত বিনাশ করিতে পারিত, এই তরঙ্গে তাহার স্পষ্ট নিদর্শন আছে।

এক্ষণে উপরোক্ত নাটক ও কাব্যাদির প্রমাণ যদি প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে কায়স্থেরা যে শূদ্র নয়, তাহা স্থির। রাজসংসারে রাজার সহিত বিশেষ সংস্রব থাকায় এবং রাজার সেক্রেটরী প্রভৃতি উচ্চপদ ভোগ করায় উক্ত কায়স্থকে কি ক্ষত্রিয়বর্ণ বলিয়া অনুমিত হয় না?

সংস্কৃত ইতিহাস।—প্রাচীন কায়স্থজাতির প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে হইলে প্রাচীন ইতিহাস ও প্রাচীন শিলালিপির অনুসরণ করা উচিত, অধুনা বিদ্বজ্জনসমাজে অপরাপর প্রমাণ অপেক্ষা প্রাচীন ইতিহাস ও শিলালিপির প্রমাণই মুখ্য বলিয়া আদৃত হইয়া থাকে। অতএব দেখা যাউক, প্রাচীন ইতিহাস, শিলাফলক ও তাম্রশাসনাদিতে কায়স্থ কিরূপ ভাবে অভিহিত হইয়াছে। কল্হণ-বিরচিত রাজতরঙ্গিণী কাশ্মীরের একখানি প্রাচীন ইতিহাস। এই গ্রন্থে কায়স্থের বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। আবশ্যক বিবেচনা করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল—

"প্রদেশাদেকতো রূঢ়া যদা বৃত্তিশ্চ শাস্ত্রিণাম্।
অন্যোন্যোদ্বাহসম্বন্ধৈঃ কায়স্থাঃ সংহতা যদি॥
কর্ম্মস্থানানি বীক্ষন্তে ক্ষ্মাপাঃ কায়স্থবদ্যদা।
তদা নিঃসংশয়ং জ্ঞেয়ঃ প্রজাভাগ্যবিপর্য্যয়ঃ॥"
রাজতরঙ্গিণীর হস্তলিপি ৪। ৪৮-৪৯।

"কিং দিগ্‌জয়াদিভিঃ ক্লেশৈঃ স্বদেশাদর্জ্জ্যতাং ধনম্।
ইত্যর্থ্যমানঃ কায়স্থৈঃ স্বমণ্ডলমদণ্ডয়ৎ॥
কাশ্মীরকাণামুৎপন্নং নিজাজ্ঞাব্যবধায়কম্।
কায়স্থবক্ত্‌প্রেক্ষিতং ততঃ প্রভৃতি ভূভৃতাম্॥"
৪।৬১৬,১৮ (মুদ্রিত ৬২ পৃষ্ঠা)।

"স্কন্দকগ্রামকায়স্থমাসবৃত্ত্যাদিসংগ্রহৈঃ।
অন্যৈশ্চ বিবিধায়াসৈর্ব্যধাদ্‌গ্রামান্ স নির্ধনান্॥" ৫। ১৭৩।
"তথা কায়স্থভোজ্যাভূর্জাতা তৎপ্রত্যবেক্ষয়া।" ৫। ১৭৯।
"কায়স্থপ্রেরণাদেতৈর্দেবৈনাদ্যপ্রবর্ত্তিতৈঃ।
আয়াসৈঃ শ্বাসশেষৈব প্রাণবৃত্তিঃ শরীরিণাম্॥" ৫। ১৮২।
"উত্থাপ্য পাপকায়স্থাংস্তেন ভূয়োঽপি দণ্ডিতঃ॥" ৫। ৪৪২।
"কায়স্থা রুদ্রপালাদ্যাঃ প্রজানাং পীড়নং ব্যধুঃ।" ৭। ১৪৯।
"কায়স্থশ্চ হৃতাখিলার্থমহিমা কৃচ্ছ্রে নৃপং পাতয়ন্
স্বস্ত্যাসন্নপরাভবস্তু কুরুতে ভূয়ঃ সমুত্তম্ভনম্॥" ৭। ১১৭২।
"নিপীড্যলোকং কায়স্থৈর্ম্মহাদণ্ডব্যবস্থয়া।" ৭। ১২৩৮।
"যেন সম্পঠিতা শ্লোকং কায়স্থোদ্বর্জনং কৃতম্।
যত্তে বিসূচিকাশূলসংন্যাসেভ্যঃ কিলেতরে।
হত্যাগুকারিণো বিশ্বং প্রজা রোগানিয়োগিনঃ॥
পিতরং কর্কটো হন্তি মাতরং হন্তি পুত্রিকা।
হন্তি সর্ব্বন্তু কায়স্থঃ কৃতঘ্নঃ প্রাপ্তসম্ভবঃ॥
গুণান্ সমর্প্য ক্রূরতা যেনৈবোৎপাঠ্যতে শঠঃ।
বেতাল ইব কায়স্থস্তমেবাহন্তি হেলয়া॥
বিষবৃক্ষো নিরোগী চ যদেবাশ্রিত্য বর্দ্ধতে।
চিচ্ছিদং করোতি তস্যৈব স্থানভ্রানতিগম্যতাম্॥" ৮। ৮৭-৯১।
"ক্ষুরাহৃদিশ্চ কল্পবান্ ধীমন্তির্বহুবমন্যত॥" ৮। ১১৩।

"নিসর্গবঞ্চকা বেশ্যাঃ কায়স্থোঽপি বয়োবণিক্।
গুরুপদেশোপকারৈর্বিশিষ্টাঃ সবিষাশিবোঃ॥" ৮। ১৩১।

উক্ত শ্লোক কয়টীর ভাবার্থ এইরূপ—কায়স্থ অতিশয় দুর্দান্ত, কুটিল ও প্রজাপীড়ক। বিশেষতঃ তাহারা পরস্পর মিলিত হইলে, কাশ্মীররাজ্যে অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা। রাজা অনেক সময় কায়স্থের উপদেশে প্রজাদিগের নিকট হইতে অযথা কর আদায় করিতেন। কায়স্থের তত্ত্বাবধানে রাজকোশ থাকিত, কোন কোন কায়স্থ রাজকোশশূন্য করিয়া রাজাকে অবধি বিপদে ফেলিত। যে কায়স্থ প্রজাপীড়ক ও যে রাজার ঐরূপ অর্থ অপহরণ করিত, সে যে অতিশয় ক্রূর, কৃতঘ্ন ও পাপাত্মা তাহাতে সন্দেহ নাই। এরূপ কায়স্থকে বিষবৃক্ষ ও বেতালের সহিত তুল্যজ্ঞান করা হইয়াছে। কল্হণের অভিপ্রায় এইরূপ যে কায়স্থ প্রায় কুটিল, নির্দয় ও প্রজাপীড়ক হইয়া থাকে, অতএব রাজা যেন তাহাদের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন না করেন।

কল্হণ যে কেবল কায়স্থের উপরই কটাক্ষ করিয়াছেন, এমন নহে, অনেক স্থলে মন্ত্রিগণের উপরও কটাক্ষ করিতে বিচলিত হন নাই।

এখন অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কল্হণপণ্ডিত কায়স্থের প্রতি কেন এরূপ কটাক্ষ করিয়াছেন? কায়স্থ কি এমন লোক ছিল যে রাজা, রাজপুরুষ প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিয়া প্রজাপীড়ন করিত? কাশ্মীররাজ্যে কি সৈন্যসামন্ত ছিল না? প্রজাগণ কি এমনই নির্জ্জীব যে কায়স্থের উৎপীড়ন সহ্য করিত, অথচ তাহার প্রতিবিধান করিতে পারিত না?—যেন কায়স্থ শব্দের উপরই কোন গূঢ় রহস্য নিহিত রহিয়াছে!

এখানে যদি কায়স্থকে রাজসভায় লেখক বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলেও বিষম গোল! প্রজাপীড়ন ও রাজার রাজকোশ নিঃশেষ করা কি সামান্য লেখকের কর্ম্ম? কায়স্থ যদি পরস্বাপহারক দস্যু হইত, তাহা হইলে অবশ্যই কেহ তাহাদের বিপক্ষে অভিযোগ উত্থাপন করিত, রাজাও তাহার বিচার করিতেন। কিন্তু সমস্ত রাজতরঙ্গিণী অনুসন্ধান করিলাম, কৈ, কোথাও কায়স্থকে দস্যু বলা হয় নাই! মিতাক্ষরায় কায়স্থ অতি মায়াবী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে? তবে কি কায়স্থ মায়াবী? রাজতরঙ্গিণীতে কোথাও মায়াবী বলা হয় নাই। শূলপাণি দীপকলিকা নাম্নী যাজ্ঞবল্ক্যটীকায় কায়স্থকে রাজসম্বন্ধপ্রযুক্ত প্রভাবশালী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। রাজতরঙ্গিণীতে সামন্ত, মন্ত্রী প্রভৃতির সহিত কায়স্থের উল্লেখ আছে। যথা—

"একদা মন্ত্রিসামন্ততন্ত্রিকায়স্থসৈনিকাঃ।
পার্শ্বং তদাজ্ঞামাসাদ্য নিশায়াং পর্য্যবেষ্টয়ন্॥" ৪। ৪২৪।
"পার্থিবৈকাঙ্গসামন্তমন্ত্রিকায়স্থতন্ত্রিণাম্।
তন্তীত্যা দ্রোহবৃত্তীনাং দ্রোহাদ্বৈতমদৃশ্যত॥" ৬। ১৩২।
"স্বং কায়স্থকুটুম্বিক্প্রসচিবপ্রায়াঞ্চ পঞ্চাননী
লীঢ়ামুচ্চলদেবনির্বৃতিসুখস্থিত্যা পুরীং স্বাং ক্রিয়াম্॥" ৮।১১০

উপরোক্ত শ্লোক দুইটী দ্বারা বোধ হইতেছে, যে কহ্লণ-পণ্ডিত কায়স্থ নামে কায়স্থজাতীয় কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীর উল্লেখ করিয়াছেন। সেই উচ্চপদ মন্ত্রীর পরই বলিয়া বোধ হয়। সেই পদের নাম কি? কহ্লণ তাহা স্পষ্ট লেখেন নাই। কহ্লণের পূর্ব্ববর্ত্তী কাশ্মীররাজপণ্ডিত সোমদেব ভট্ট * কথাসরিৎসাগরে "সন্ধিবিগ্রহকায়স্থ" নাম কয়েকবার উল্লেখ করিয়াছেন—

"সন্ধিবিগ্রহকায়স্থেনাহূতেনার্থসঙ্কয়ৈঃ।
উপাংশু কাব্যালঙ্কারা ব্যসৃজল্লেখহারকম্॥"
কথাসরিৎসাগর ৪২। ৯১।

কথাসরিৎসাগরের ইংরাজী অনুবাদক ঐ সন্ধিবিগ্রহ-কায়স্থের অর্থ Secretary for foreign affairs অর্থাৎ 'পররাষ্ট্রসচিব' লিখিয়াছেন।

ধর্ম্মশাস্ত্রে উঁহারাই "সন্ধিবিগ্রহলেখক" বলিয়াও স্থানে স্থানে বর্ণিত হইয়াছে; প্রমাণস্বরূপ কএকটি শ্লোক উদ্ধৃত হইল—

"রাজ্ঞা তু স্বয়মুদ্দিষ্টঃ সন্ধিবিগ্রহলেখকঃ।
তাম্রপট্টে পটে বাপি প্রলিখেদ্রাজশাসনম্॥"
ব্যবহারাধ্যায়ে ৮৭ শ্লোকে বীরমিত্রোদয়ধৃত ব্যাসবচন।

রাজকর্ত্তৃক স্বয়ং আদিষ্ট হইয়া সন্ধিবিগ্রহলেখক তাম্র-ফলকে অথবা পটে রাজশাসন লিখিবেন।

"দাতুঃপালয়িতুঃ স্বর্গং হর্ত্তুর্নরকমেব চ।
ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি দানোচ্ছেদফলং লিখেৎ॥
জ্ঞাতস্ময়েতি লিখিতং সন্ধিবিগ্রহলেখকৈঃ।"
ঐ বৃহস্পতি বচন।

"সুলিপ্য নৃপশব্দোক্ত সম্পূর্ণাবয়বাক্ষরম্।
শাসনং রাজদণ্ডং স্যাৎ সন্ধিবিগ্রহলেখকৈঃ॥"
সংগ্রহকার।

মেধাতিথি যেমন কেবল কায়স্থ বলিয়া 'সন্ধিবিগ্রহ লেখকের' উল্লেখ করিয়াছেন, কহ্লণ বোধ হয় সেইরূপ 'কায়স্থ' নামে সন্ধিবিগ্রহকায়স্থেরই উল্লেখ করিয়াছেন। রাজা প্রজার সহিত সন্ধিবিগ্রহলেখক বা সান্ধিবিগ্রহিকের যেরূপ সম্বন্ধ, তাহা ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে।

কহ্লণ দুই এক স্থানে সান্ধিবিগ্রহিকের উল্লেখ করিয়াছেন এবং রাজসংসার হইতে যে তাহারা নানা উপায়ে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিত, তাহারও পরিচয় দিয়াছেন—

"ভুক্ত্বাপি ভৃত্যাঃ কৃতিনো বিভূতিং কেঽপি লেভিরে।
সান্ধিবিগ্রহিকস্তস্ত রল্লোনাম বিভূতিভাক্।
তস্মিন্ কালেঽপি যশ্চক্রে রল্লস্বামিসুরাস্পদম্॥" ৪। ৭১০।

যিনি প্রকৃত রাজনীতি অনুসারে কার্য্য করিতেন, কহ্লণ তাঁহার সুখ্যাতি করিয়াছেন। তবে কাশ্মীরের অদৃষ্ট এমনি মন্দ, অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায় যে রাজগণ প্রায় কায়স্থের অর্থাৎ সান্ধিবিগ্রহিকের উপদেশ মত প্রজার অর্থরূপ শোণিত শোষণ করিতেছেন; সুতরাং রাজকোষ পূর্ণ করিতে গিয়া কায়স্থ যে সাধারণের বিরাগভাজন হইবেন, তাহাতে সন্দেহ কি? সেই জন্যই কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ কবি ব্যাসদাস ক্ষেমেন্দ্র "নশ্যতি কৃপয়া চ কায়স্থঃ" এইরূপ উক্তি দ্বারা সন্ধিবিগ্রহ-কায়স্থকে নির্দ্দয়রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন। বাস্তবিক সন্ধিবিগ্রহকায়স্থকে স্বকার্য্যসাধনের জন্য নির্দ্দয় হইতে হইয়াছিল। [সান্ধিবিগ্রহিক দেখ।]

এই সান্ধিবিগ্রহিকগণ * অনেক সময়ে সেনাপতি হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিতেন; অনেক সময় রাজদূত হইয়া রাজার ইষ্টসিদ্ধির জন্য বিভিন্ন দেশের রাজসভায় যাইতেন।
(রাজতরঙ্গিণী ৪। ৫০৩ দেখ।)

কায়স্থ সকলেই যে নির্দ্দয় ও দুরাত্মা ছিলেন, তাহা নয়, কেহ কেহ রাজাকে রক্ষা করিবার জন্য আপনার জীবন পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছেন। কহ্লণ লিখিয়াছেন,—

"তৎপৃষ্ঠে স্বং ক্ষিপন্ দেহং প্রহারৈর্জর্জরীকৃতঃ।
শৃঙ্গারনামা কায়স্থো নির্দ্রোহো বারিতোঽরিভিঃ॥" ৮। ৩২৯।

শৃঙ্গার নামক একজন কায়স্থ, তিনি বিদ্রোহী হন নাই, রাজার পৃষ্ঠরক্ষা করিবার জন্য আপনি ঝুঁকিয়া পড়েন, কিন্তু শত্রুগণ কর্ত্তৃক নিবারিত হইয়া গুরুতররূপে আহত হন।

প্রজাদিগের দারুণ অভাবের সময় কায়স্থ অর্থদ্বারা তাহা-দের অভাবমোচনে যথেষ্ট চেষ্টা পাইয়াছেন, তাহারাও কথা কহ্লণ লিখিয়াছেন—

* সোমদেব "কায়স্থং কূটলেখকম্" (৪২। ১১১) অর্থাৎ কূটলেখক কায়স্থ এরূপ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। বোধ হয়, কহ্লণ কেবল ঐরূপ সান্ধিবিগ্রহিক কূটলেখকেরই নিন্দা করিয়াছেন। কূটলেখক বা কূটশাসনকর্ত্তা যে রাজ্যের কিরূপ অনিষ্ট ঘটাইতে পারে, তাহা ইতি-পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে।

* রাজতরঙ্গিণীতে ব্রাহ্মণ সান্ধিবিগ্রহিকেরও উল্লেখ আছে।

"প্রশস্তকলশস্যান্তে তদ্‌ভ্রাতৃতনয়ঃ পরম্।
কায়স্থকনকো নাম শ্লাঘ্যামকৃত সম্পদম্॥
নানাদিগন্তরায়াতো দুর্ভিক্ষপতিতো জনঃ।
যেনাবিচ্ছিন্নসত্রেণ শাস্ত্রব্যাপদ্যধীয়ত॥" ৮।৫৭২-৭৩।

প্রশস্তকলসের মৃত্যু হইলে তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র কায়স্থ কনক তাহার ধনসম্পত্তির প্রকৃত ব্যবহার করিলেন। তিনি নানা স্থান হইতে আগত দুর্ভিক্ষপীড়িত ব্যক্তিবর্গের সর্ব্বদা দুঃখমোচন করিতে লাগিলেন।

সন্ধিবিগ্রহীর পদ ভিন্ন কাশ্মীরস্থ কায়স্থগণ অপরাপর উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন, তাহাও কলহণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এস্থলে কেবল ৪ জনের নাম উদ্ধৃত হইল—

১। রুদ্র (কায়স্থ) কাশ্মীররাজ সুস্‌সলের গঞ্জাধিকারী (কোষাধ্যক্ষ) ছিলেন, ইনি কাশ্মীররাজের জন্য যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন। যথা—

"কায়স্থেনাপি রুদ্রেণ লব্ধা গঞ্জাধিকারিতাম্।
স্বামিপ্রসাদঃ সাকল্যং নিন্যে ত্যক্ত্বা তনুং রণে॥" ৮।৪৭৫।

২। নাগবট্ট (কায়স্থ)—ইনি একজন সেনাপতি ও বীর ছিলেন।—

"তত্র কায়স্থপুত্রোঽপি স্থামস্থানীকনায়কঃ।
সংরম্ভং নাগবট্টাখ্যস্‌সেহে তস্য চিরং যুধি॥" ৮।৬৭১।

৩। গৌরক (কায়স্থ)—ইনি সর্ব্বাধিকার-(Lord Chancellor)পদ প্রাপ্তহন। ইঁহার উপর কাশ্মীরের রক্ষাভার অর্পিত হয়।

"অথ রাজা নিবাস্যাদ্যান্ সহীলাদীন্ মহত্তমান্।
সর্ব্বাধিকারে বিদধে কায়স্থং গৌরকাভিধম্॥" ৮।৫৬২।

"শমিতে পূর্ব্বকায়স্থ-বর্গে তেন ততঃ ক্রমাৎ।
নীতঃ সর্ব্বাধিকারিত্বং সোঽন্যামেব স্থিতিং ব্যধাৎ॥" ৮।৫৬৪।

"রাষ্ট্রগুপ্ত্যৈ স্বয়ং রাজ্ঞা স্থাপিতঃ স স্বমণ্ডলে॥" ৮।৬৩৩।

৪। তিলকসিংহ—পূর্ব্বোক্ত গৌরকের ভ্রাতা। ইনি দ্বারপতি ও কম্পনেশ্বর নামে বিখ্যাত ছিলেন।

"অগ্রগাম্যভবত্তস্য তিলকঃ কম্পনাপতিঃ॥" ৮।৬২৯।

এখন স্পষ্টই জানা যাইতেছে কাশ্মীরকায়স্থগণ রাজসংসারে সন্ধিবিগ্রহী, সেনাপতি, পতি বা সামন্ত, সর্ব্বাধিকার প্রভৃতি সকল উচ্চপদেই নিযুক্ত ছিলেন এবং ঐ সকল শ্রেষ্ঠপদ ক্ষত্রিয়-বর্ণেরই প্রধানতঃ অধিকার, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। সুতরাং রাজতরঙ্গিণীকে প্রকৃত হিন্দু ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করিলে কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয়বর্ণের অন্তর্গত বলিয়া কে না স্বীকার করিবে?

কাশ্মীরের সর্ব্বোচ্চ রাজপদ অবধি কায়স্থের ভাগ্যে ঘটিয়া ছিল।

রাজতরঙ্গিণী পাঠে জানা যায়—অশ্বঘোষ-কায়স্থবংশীয় ১৬ জন রাজা কাশ্মীরে রাজত্ব করেন, তন্মধ্যে প্রথম দুর্লভবর্দ্ধন *। গোনন্দবংশীয় শেষরাজা বালাদিত্যের কন্যা অনঙ্গলেখার সহিত দুর্লভবর্দ্ধনের বিবাহ হয়। বালাদিত্য জামাতার গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রজ্ঞাদিত্য নাম রাখেন। (১)

কায়স্থ দুর্লভবর্দ্ধন ৫২০ শকে কাশ্মীরের রাজাসনে আরোহণ করেন। ইনি বিশোককোটগিরিস্থ চন্দ্রগ্রাম ব্রাহ্মণদিগকে দান করেন এবং শ্রীনগরে দুর্লভস্বামী নামক সুবৃহৎ হরিমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি ৩৬ বর্ষ রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন।

তৎপুত্র দুর্লভক (৫৫৬ শকে) রাজা হন। ইনি মাতামহবংশীয় রাজাদিগের ন্যায় "আদিত্য" উপাধি লইয়া প্রতাপাদিত্য নাম গ্রহণ করেন। ইনি নিজ নামে প্রতাপপুর নামক সুন্দর নগর স্থাপন করেন। ৫০ বর্ষ রাজত্বের পর ইঁহার মৃত্যু হয়।

প্রতাপাদিত্যের জ্যেষ্ঠ পুত্র চন্দ্রাপীড় (অপর নাম বজ্রাদিত্য) ৬০৬ শকে রাজ্যাভিষিক্ত হন। ইনি অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন এবং অনেক সৎকর্ম্ম করিয়া যান। সামান্য লোকেও ইঁহাকে "কাকুৎস্থাৎ পার্থিবঃ পৃথুঃ" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ইঁহার সহোদর তারাপীড় একজন আভিচারিক ব্রাহ্মণ দ্বারা মন্ত্রবলে ইঁহার জীবননাশ করেন। (রাজ্যকাল ৮ বর্ষ ৮ মাস)।

তৎপরে প্রতাপাদিত্যের মধ্যম তারাপীড় (৬১৫ শকে)

* সোসাইটীর মুদ্রিত রাজতরঙ্গিণীতে 'অশ্বঘামকায়স্থ' লিখিত আছে। [এই মুদ্রিত রাজতরঙ্গিণীর ৩৭ পৃঃ দেখ।] কিন্তু রাজতরঙ্গিণীর প্রাচীন হস্তলিপিতে 'অশ্বঘোষকায়স্থ' পাঠ আছে।

(১) "হেতুং সুরূপতামাত্রং কৃত্বা জামাতরং নৃপঃ।
অশ্বঘোষকায়স্থকন্যে দুর্লভবর্দ্ধনম্।
মাতুঃ কর্কোটনাগেন সুস্নাতায়াঃ সমীরবা।
রাজ্যাবৈব হি সঞ্জাতা রাজ্ঞা নাজ্ঞায়ি তেন সা।
অভূৎ সর্ব্বস্য চক্ষুষাং সতু দুর্লভবর্দ্ধনঃ।
প্রজ্ঞয়া দ্যোতমানং তং প্রজ্ঞাদিত্য ইতি প্রথাম্॥" ৩।৪৮৮-৯০।

কলহণ কায়স্থ দুর্লভবর্দ্ধনকে কর্কোটনাগের ঔরসজাত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের মতে এই কর্কোটনাগ কশ্যপপত্নী কদ্রুর পুত্র, (বিষ্ণুপুরাণে ১।২১।২১) একটী ভয়ঙ্কর সর্প। সর্পের ঔরসে মানুষের জন্ম কখনই সম্ভবপর নহে। এদেশে রাজা বল্লালসেনকে বাড়াইবার জন্য ব্রহ্মপুত্রনদের পুত্র বলিয়া যেমন প্রবাদ আছে, কলহণের পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণ কায়স্থপ্রবর দুর্লভবর্দ্ধনকে বাড়াইবার জন্যই বোধ হয় কর্কোটনাগের পুত্র লিখিয়া কবিত্ব প্রকাশ করিয়া থাকিবেন, কলহণ তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়াছেন।

রাতৃসিংহাসন অধিকার করেন। ইনি অতিশয় ক্রূর ও কোপনস্বভাব ছিলেন, ৪ বর্ষ ২৪ দিন রাজ্যভোগের পর ভ্রাতার অনুসরণ করেন।

তৎপরে তাঁহার কনিষ্ঠভ্রাতা ললিতাদিত্য (৬১৯ শকে) পিতৃসিংহাসন লাভ করেন। ইনি একজন দিগ্বিজয়ী পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন; পূর্ব্বে কান্যকুব্জ ও গৌড়দেশ, দক্ষিণে কলিঙ্গ ও কর্ণাট, পশ্চিমে কাম্বোজ এবং উত্তরে তুঃখার, দরদ ও স্ত্রীরাজ্য প্রভৃতি জয় করিয়াছিলেন। ইনি কাশ্মীর-রাজ্যে সর্ব্বপ্রথম এই কয়েকটি কর্ম্মস্থান সৃষ্টি করেন—মহা-প্রতীহারপীড়া, মহাসন্ধিবিগ্রহ, মহাশ্বশালা, মহাভাণ্ডাগার ও মহাসাধনভাগ (২) (রাজতরঙ্গ ৪। ১৪৩-৪৪ শ্লোক)

ইনি ৩৬ বর্ষ ৭ মাস ১১ দিন রাজত্ব করেন।

তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র প্রজাহিতৈষী ও দাতা কুবলয়া-পীড় (৬৫৫ শকে) রাজা হন। ইনি ১ বর্ষ ১৫ দিন রাজত্ব করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন। তৎপরে ইঁহার বৈমাত্রের ভ্রাতা দুষ্টস্বভাব বজ্রাদিত্য রাজা হইলেন। তিনি ৭ বর্ষ মাত্র রাজত্ব করেন।

বজ্রাদিত্যের মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র পৃথিব্যাপীড় (৪ বর্ষ ১ মাস), তৎপরে তাঁহার বৈমাত্রের ভ্রাতা সংগ্রামাপীড় (৭ দিন) রাজ্যশাসন করেন। সংগ্রামাপীড়ের পর বজ্রা-দিত্যের পুত্র জয়াপীড় বা জয়াদিত্য (৬৬৭ শকে) সিংহাসনা-রোহণ করেন। ইঁহার ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত বিদ্যোৎসাহী দিগ্বিজয়ী মহাবীর কাশ্মীরে আর জন্মগ্রহণ করেন নাই।

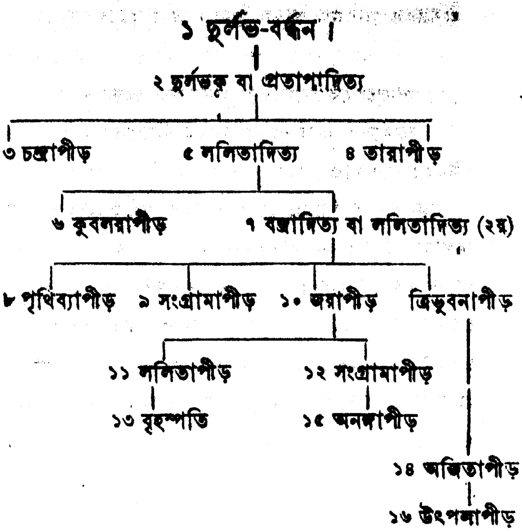
ইঁহার সভায় ক্ষীরস্বামী, উদ্ভটভট্ট, দামোদর, বামন প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিরাজ করিতেন। ইনি নিজ মন্ত্রী বামনের সাহায্যে পাণিনিসূত্রের 'কাশিকা' নাম্নীবৃত্তি রচনা করেন। গৌড়েশ্বর জয়ন্তের কন্যা কল্যাণদেবীর সহিত ইঁহার বিবাহ হয়। ৬৯৮ শকে ইনি পরলোক গমন করেন।

তৎপুত্র ললিতাপীড় ১২ বর্ষ, সংগ্রামাপীড় ৭ বর্ষ, বৃহস্পতি ১৮ বর্ষ, অজিতাপীড় ৪৪ বর্ষ, অনঙ্গাপীড় ৩ বর্ষ ও শেষে উৎপলাপীড় রাজা হন।

কায়স্থরাজ দুর্লভবর্দ্ধনের বংশ ২৬০ বর্ষ ৫ মাস ২০ দিন কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই রাজবংশের একটি বংশাবলী দেওয়া গেল।

(২) রাজতরঙ্গিণীর ইংরাজী অনুবাদক ঐ পাঁচটি প্রধান রাজকীয় কর্ম্মের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন—(১) The Great Constabulary, (২) The Military Department, (৩) The Great Stable-department, (৪) The Treasury, (৫) The Supreme Executive office.

কাশ্মীরের কায়স্থ রাজবংশ।



(রাজতরঙ্গিণী ৩য় ও ৪র্থ তরঙ্গ দেখ।)

সংস্কৃত শিলালিপিপাঠেও কায়স্থরাজের সংবাদ পাওয়া যায়।—গোয়ালিয়ররাজ ভুবনপালদেব শিলাফলকে আপ-নার পরিচয় দিয়াছেন—

"কায়স্থবংশবিপিনাম্বুধরপ্রহৃষ্টা।"

উপরোক্ত রাজতরঙ্গিণী, শিলালিপি ও তাম্রশাসন দ্বারা কায়স্থজাতিকে ক্ষত্রিয়েরই অন্যতম শাখা বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। *

সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ হইতে কায়স্থ সম্বন্ধে যতদূর জানা যাইতে পারে, একে একে সমুদয় উদ্ধৃত হইল। এক্ষণে দেখা যাউক প্রাচীন শিলালিপি দ্বারা কায়স্থজাতির আর কি পরিচয় পাওয়া যায়।

শিলালিপি।—শিবগুপ্তের পিতা মহাভবগুপ্তের তাম্র-শাসনে † সর্ব্বপ্রথম মহাসান্ধিবিগ্রহিক কায়স্থের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যথা—

* কেবল যে সংস্কৃত গ্রন্থে কায়স্থরাজের উল্লেখ আছে, তাহা নয়, এমন কি হিমালয়ের তুষারাবৃত আম্রোহ প্রদেশের প্রথম রাজা কায়স্থ ছিলেন, প্রতিপন্ন হইয়াছে। Atkinson's Gorakhpur, p. 442.

† এই তাম্রশাসনখানি কাহারও মতে ৩৪ (গুপ্ত) সম্বৎ, কাহারও মতে ৩১ (গুপ্ত) সম্বতে প্রদত্ত হয়। *Indian Antiquary*, Vol. V. p. 51; *Proc. As. Soc. Bengal*, 1882, p. 12.

পাশ্চাত্যপণ্ডিতগণের মতে ৩২০ খৃষ্টাব্দে গুপ্তসম্বৎ আরম্ভ, তাহা হইলে উক্ত শাসনপত্র ৩৫৪ অথবা ৩৫১ খৃষ্টাব্দে ঘোষিত হয়।

"লিখিতমিদং ত্রিকলী তাম্রশাসনং মহাসান্ধিবিগ্রহী রাণক শ্রীমল্লদত্ত প্রবিশুদ্ধ কায়স্থ শ্রীমা × কিল প্রিয়ঙ্করাদিত্য সুতেনেতি ॥"

প্রণীতং কৌশিলেন্দ্রেণ প্রতিবোধ্য মহত্তমম্।
আদত্ত পুণ্ডরীকাক্ষশাসনং তাম্রনির্ম্মিতম্ ॥
উৎকীর্ণিতং মাধবেন ॥"

কেবল যে প্রিয়ঙ্করাদিত্যপুত্র কায়স্থপ্রবর মল্লদত্ত সান্ধিবিগ্রহিকের পদলাভ করিয়াছিলেন, এমন নহে। গুপ্তরাজগণের সময়ে মল্লদত্ত ব্যতীত দত্তউপাধিধারী কায়স্থগণ পুরুষানুক্রমে মহাসান্ধিবিগ্রহের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, গুপ্তরাজগণের তাম্রশাসন ও শিলাফলক দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে। নিম্নে তাঁহাদিগের একটী তালিকা দেওয়া হইল—

গুপ্তরাজের নাম	সান্ধিবিগ্রহিকের নাম	গুপ্তকাল
দেবাঢ্য	বক্র (অমাত্য) ?	
প্রভঞ্জন	ঐ নরদত্ত পুত্র	
দামোদর	ঐ রবিদত্ত (ভোগিক) ?	
হস্তিন্	ঐ সূর্য্যদত্ত	১৫৬
ঐ	ঐ-পুত্র বিভুদত্ত	১৯১
জয়নাথ	ধ্রুবদত্তপুত্র গুণকীর্ত্তি	১৭৪
ঐ	ফল্গুদত্তপৌত্র গল্লু	১৭৭
সর্ব্বনাথ	ফল্গুদত্তপৌত্র মনোরথ	১৯৩,১৯৭
ঐ	মনোরথপুত্র নাথদত্ত	২১৪

গুপ্তরাজগণ ব্যতীত অপরাপর নানাস্থানের হিন্দুরাজগণ কায়স্থদিগকে মহাসান্ধিবিগ্রহিকের কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন, তাহার বিস্তর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

কালিঞ্জরাধিপ কীর্ত্তিবর্ম্মদেবের শিলাফলকে 'কায়স্থ'কে মহাত্মা বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। কোঙ্কণাধিপ অপরাদিত্যের শাসনপত্রে জানা যায়, তাহার প্রধান মন্ত্রী কায়স্থ ছিলেন। এতদ্ভিন্ন শিলালিপি ও তাম্রশাসনে কায়স্থরাজগণের কথাও খোদিত হইয়াছে।

শিলালিপির উপর বিশ্বাস করিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়, যে পূর্ব্বকালে রাজসংসারভুক্ত কায়স্থ রাজা, সন্ধিবিগ্রহী ও মন্ত্রী প্রভৃতি কখনই শূদ্র অথবা বর্ণসঙ্কর ছিলেন না ; তাঁহারা যে সকল কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাহা ক্ষত্রিয়ের কার্য্য বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়।

নব্যস্মৃতিপ্রভৃতি।—আধুনিকস্মৃতিগ্রন্থকার রঘুনন্দন যদিও কায়স্থ শব্দের কোন উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু বসুঘোষাদি উপাধিধারী বঙ্গীয় কায়স্থদিগকে উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—

"সচ্ছূদ্রাণাং তু নামকরণে বসুঘোষাদিশব্দপদ্ধতিযুক্তনামকঞ্চ বোধ্যম্।" (উদ্বাহতত্ত্ব)

রঘুনন্দনের মতে কলিতে কেবল ব্রাহ্মণ ও শূদ্র আছে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যজাতি নাই। এই নিমিত্তই বোধ হয় তিনি অপর শূদ্র হইতে একটু উচ্চ করিবার জন্য বসুঘোষাদি কায়স্থকে "সচ্ছূদ্র" নামে অভিহিত করিয়াছেন (১)। কিন্তু দেখা উচিত, ধর্ম্মশাস্ত্রে সচ্ছূদ্রের উৎপত্তি কিরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।—

"শূদ্রাদেব তু শূদ্রায়াং জাতঃ শূদ্র ইতি স্মৃতঃ।
দ্বিজশুশ্রূষণপরঃ পাকযজ্ঞপরান্বিতঃ ॥
সচ্ছূদ্রং তং বিজানীয়াদসচ্ছূদ্রস্ততোঽন্যথা।
ঔশনসধর্ম্মশাস্ত্র ৪৯-৫০ শ্লোক।

শূদ্র হইতে শূদ্রার গর্ভে জাত যে শূদ্র, তাহাকেই সচ্ছূদ্র বলা যায়, সে দ্বিজশুশ্রূষা ও পাকযজ্ঞ অবলম্বন করিবে। এতদ্ভিন্ন অপরে অসচ্ছূদ্র।

ঔশনসধর্ম্মশাস্ত্রে প্রকৃত শূদ্রকেই সচ্ছূদ্র বলা হইয়াছে। সুতরাং রঘুনন্দনের মতে বসু ঘোষাদি কায়স্থই প্রকৃত শূদ্র, আর সকলেই অসচ্ছূদ্র।

রঘুনন্দন বঙ্গীয় কায়স্থকে কেন "প্রকৃত শূদ্র" বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন, তাহার কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ লেখেন নাই। ইতিপূর্ব্বে স্মৃতি প্রভৃতি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, কায়স্থ শূদ্র নয় এবং কোন কালে শূদ্র বলিয়া পরিচিত ছিলেন না। অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, দ্বিজাতির অন্তর্গত কায়স্থগণ বঙ্গদেশে সাবিত্রীভ্রষ্ট হইয়া ব্রাত্যতাপ্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু, কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্রাত্য ও শূদ্র একজাতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্রমতে, ব্রাত্য বা নিন্দিত কায়স্থ কোনক্রমে 'শূদ্র হইতে শূদ্রা গর্ভজাত প্রকৃত শূদ্র' বা "সচ্ছূদ্র" হইতে পারে না।

এ স্থলে কেহ যদি বলেন যে, রঘুনন্দন দেশাচার বা

(১) রঘুনন্দন চৈতন্যদেবের সমসাময়িক, সাড়ে তিন বর্ষ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি বোধ হয়, তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ধরণিকোষের প্রমাণ দেখিয়া কায়স্থকে 'সচ্ছূদ্র' বলিয়া উল্লেখ করেন। ধরণী এইরূপ লিখিয়াছেন—

"সচ্ছূদ্রশ্চ মসীপদেবঃ কায়স্থশ্চ শ্রীবৎসজঃ।"

এখানে মসীপদেবের অর্থ চিত্রগুপ্ত। চিত্রগুপ্তদেব সচ্ছূদ্র ছিলেন, ধর্ম্মশাস্ত্র পুরাণাদি কোন গ্রন্থে এরূপ কথা লিখিত হয় নাই। বিশেষতঃ পুরাণে চিত্রগুপ্তের শ্রৌতস্মার্ত্তকর্ম্মে অধিকার থাকায় তাঁহাকে কখনই শূদ্র বলা যাইতে পারে না। সুতরাং ধরণীর মত অসার বলিয়া পরিত্যাগ করিতে হইল।

শিষ্টাচার দেখিয়া কায়স্থজাতিকে "সচ্ছূদ্র" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র মতে—

"স্মৃতের্ব্বেদবিরোধে তু পরিত্যাগো যথা ভবেৎ।
তথৈব লৌকিকং বাক্যং স্মৃতিবাধে পরিত্যজেৎ ॥"

(সংস্কার প্রকরণে) প্রয়োগপারিজাত ৫৯ শ্লোঃ।

বেদের সহিত বিরোধ হইলে যেমন স্মৃতি অগ্রাহ্য হয়, সেইরূপ স্মৃতির বিপরীত হইলে লৌকিক বাক্য (অর্থাৎ দেশাচারকে) অগ্রাহ্য করিতে হইবে।

মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—

"লোকে প্রেত্য বা বিহিতো ধর্ম্মঃ। তদলাভে শিষ্টাচারঃ প্রমাণম্।" বশিষ্ঠস্মৃতি ১ম অধ্যায়।

কি লৌকিক কি পারলৌকিক, উভয় বিষয়েই শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম অবলম্বনীয়, শাস্ত্রের বিধি না পাইলে শিষ্টাচারই প্রমাণ।

সুতরাং যখন স্মৃতিদ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে, কায়স্থ জাতি দ্বিজাতির অন্তর্গত, তখন শিষ্টাচার বা দেশাচার অবলম্বন করিয়া কায়স্থকে শূদ্র বলা যাইতে পারে না। স্মৃতির বিরোধ হওয়ায় এরূপ স্থানে দেশাচারকেও অগ্রাহ্য করিতে হইবে।

আর এক কথা। হয়ত কেহ বলিতে পারেন, ১ মাস অশৌচ গ্রহণই বঙ্গীয় কায়স্থের শূদ্রত্ব-পরিচায়ক। যদিও ধর্ম্ম-শাস্ত্রে শূদ্রেরই ১ মাস অশৌচ বিধিবদ্ধ হইয়াছে বটে, (২) কিন্তু স্মৃতির মত একটু তলাইয়া বুঝিলে অনুমিত হয়, যে যেরূপ ব্যক্তি তাহারই তদনুরূপ অশৌচ নিরূপিত হইয়াছে। যেমন রাজার ১ দিন, ক্ষত্রিয়ের ১২ দিন বা ১৫ দিন; সাগ্নিক ও বেদপারগ ব্রাহ্মণের ১ দিন, কেবল বেদপারগ ব্রাহ্মণের ৩ দিন এবং বেদবিহীন, জন্মকর্ম্মপরিভ্রষ্ট ও সন্ধ্যো-পাসনাবর্জ্জিত এরূপ ব্রাহ্মণের ১০ দিন, বৈশ্যের ১৫ বা ২০ দিন। বঙ্গীয় কায়স্থেরা অনুপনীত হওয়াতেই বোধ হয় ১ মাস অশৌচ ধারণ করিতেছেন *।

(২) "একাহাচ্ছুধ্যতে বিপ্রো যোঽগ্নিবেদসমন্বিতঃ।
ত্র্যহাৎ কেবলবেদস্তু দ্বিহীনো দশভির্দ্দিনৈঃ ॥
জন্মকর্ম্মপরিভ্রষ্টঃ সন্ধ্যোপাসনবর্জ্জিতঃ।
নামধারকবিপ্রস্তু দশাহং সূতকং ভবেৎ ॥" পরাশর ৩। ৫-৬।
"দশাহং ব্রাহ্মণানান্তু ক্ষত্রিয়াণাং ত্রিপঞ্চকম্।
বিংশত্রাত্রং তু বৈশ্যানাং শূদ্রাণাং মাসমেবহি ॥" দেবল।
"ব্রাহ্মণো দশরাত্রেণ পঞ্চদশরাত্রেণ ক্ষত্রিয়ঃ।
বৈশ্যো বিংশতিরাত্রেণ শূদ্রো মাসেন শুদ্ধ্যতি ॥" বশিষ্ঠ।
"রাজ্ঞো মাহাত্মিকে স্থানে সদ্যঃশৌচং বিধীয়তে।" মনু ৫।৯৪।

* কেহ কেহ বৃহন্নারদীয় পুরাণ হইতে এই বচনটি উদ্ধৃত করেন;—
"উপবীতক্ষত্রিয়স্ত দ্বাদশাহেন শুদ্ধ্যতি।
মাসেনানুপবীতস্ত ক্ষত্রিয়ঃ শুদ্ধ্যতে তথা ॥"

এখনও পশ্চিমাঞ্চলের উপবীতধারী কায়স্থেরা ১২ দিন, বেহারে উপবীতধারী কায়স্থেরা কোথাও ১৩ দিন কোথাও কোথাও ১৬ দিন, কিন্তু ঐ সকল স্থানে যাহারা উপবীতবর্জ্জিত তাহারা ১ মাস অশৌচ গ্রহণ করেন।

অতএব বঙ্গদেশের কায়স্থগণ ১ মাস অশৌচ ধারণ করি-তেছে বলিয়া তাহাদিগকে শূদ্র বলা যায় না। এমন কি চণ্ডাল ডোম প্রভৃতি অনেক নিকৃষ্ট জাতিমধ্যে ১০ দিন অশৌচকাল দেখিয়া সেই সকল জাতিকে কিছুতেই উচ্চ জাতি বলা যাইতে পারে না। মহাভারতেও লিখিত আছে, যে পাণ্ডবেরা আত্মীয়গণের মৃত্যুর পর ১ মাস অশুচি অবস্থায় ছিলেন;—

"কৃতোদকাস্তে সুহৃদাং সর্ব্বেষাং পাণ্ডুনন্দনাঃ।
শৌচং নির্ব্বর্ত্তয়িষ্যন্তো মাসমাত্রং বহিঃ পুরাৎ ॥"

শান্তিপর্ব্ব ১। ১০২।

রঘুনন্দনের পর তাঁহার মতপরিপোষক কমলাকর (৩) কায়স্থজাতির উৎপত্তি লইয়া বিষম গোলযোগ করিয়াছেন। তদ্বিরচিত শূদ্রধর্ম্মতত্ত্বে তিনি প্রথমে স্কন্দপুরাণীয় বচন উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াছেন—

"কায়স্থ এব উৎপন্নঃ ক্ষত্রিণ্যাং ক্ষত্রিয়াত্ততঃ।"

এই কায়স্থ ক্ষত্রিয়ের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে উৎপন্ন। আবার তৎপরেই নিজমত সমর্থন করিবার জন্য লিখিতেছেন—

"মাহিষ্যবনিতাসুনু বৈদেহান্বঃ প্রসূয়তে।
স কায়স্থ ইতি প্রোক্ত স্তস্য কর্ম্ম বিধীয়তে ॥
ক্ষত্রাদ্বৈশ্যায়াং মাহিষ্যা বৈশ্যাদ্বিপ্রাজো বৈদেহঃ।
নীপানাং দেশজাতানাং লেখনং স সমাচরেৎ ॥
গণকত্বং বিচিত্রঞ্চ বীজপাটীপ্রভেদতঃ।
অধমঃ শূদ্রজাতিভ্যঃ পঞ্চসংস্কারবানসৌ।
চাতুর্বর্ণ্যস্য সেবাং হি লিপিলেখনসাধনম্।
ব্যবসায়শিল্পকর্ম্ম তজ্জীবন মুদাহৃতম্ ॥
শিখাং যজ্ঞোপবীতঞ্চ বস্ত্রমারক্তমন্ত্রসা।
স্পর্শনং দেবতানাঞ্চ কায়স্থাদ্যো বিবর্জ্জয়েৎ ॥"

অর্থাৎ—বৈদেহের ঔরসে মাহিষ্যপত্নীর গর্ভে কায়স্থের উৎপত্তি হইয়াছে। ক্ষত্রিয় হইতে বৈশ্যাগর্ভে মাহিষ্য এবং বৈশ্যের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে বৈদেহের জন্ম। সুতরাং কায়স্থ অতি নিকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর। কায়স্থের কর্ম্ম এইরূপ বিধি আছে, নীপদেশজাত লেখন, গণনা, শিল্প, বীজাদি প্রভেদ করণ ও বপন, চতুর্বর্ণের সেবা এবং লিপিলেখন ইত্যাদি পঞ্চসংস্কারই অধম শূদ্র (কায়স্থ) জাতির জীবনোপায়।

(৩) কমলাকর (১৬১২ খৃষ্টাব্দে) নির্ণয়সিন্ধুগ্রন্থে রঘুনন্দনের মত সমর্থন করিয়াছেন।

এইরূপ কায়স্থদিগের শিখা, যজ্ঞসূত্র ও রক্তবস্ত্র ধারণ এবং দেবতাস্পর্শন নিষেধ।

কমলাকর প্রথমে কায়স্থ ক্ষত্রিয় হইতে ক্ষত্রিয়া গর্ভজাত বলিয়া আবার কেন তিনি কায়স্থকে বৈদেহের ঔরসে ও মাহিষ্যকন্যার গর্ভজাত অতি নীচ বর্ণসঙ্কর বলিয়া উল্লেখ করিলেন? ডেঙ্গারা কায়থ, গোলাম কায়থ নামে কেবল মাত্র কায়স্থ নামধারী কতকগুলি নীচজাতি এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এই সকল নীচজাতির অস্তিত্ব ছিল না, তাহা হইলে অবশ্যই কোনস্মৃতিতে উল্লেখ থাকিত। মুসলমানদিগের বঙ্গে আগমনের পরে ঐ সকল নীচজাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহার অনেক প্রমাণও পাওয়া যায়। কমলাকর আড়াই শতবর্ষ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি কি ঐ সকল কায়স্থনামধারী নিকৃষ্ট জাতিরই উল্লেখ করিয়াছেন? তাহাও ঠিক্ জানা গেল না। তাহা হইলে কেন তিনি প্রথমে ক্ষত্রিয়পুত্র কায়স্থের উল্লেখ করিয়াই, তৎপরে এই নীচ বর্ণসঙ্করের উল্লেখ করিলেন? বোধ হয়, প্রথম কায়স্থ হইতে দ্বিতীয় বর্ণসঙ্করদিগকে প্রভেদ করিবার জন্যই লিখিয়া থাকিবেন।

কিন্তু এখনকার ডেঙ্গরাকায়থ ও গোলাম-কায়থের বৃত্তি আলোচনা করিলে, এই বর্ণসঙ্কর জাতি যে কোন কালে লেখক ও গণকের বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করিয়াছে, এমন বোধ হয় না। অতএব বোধ হইতেছে, কমলাকর স্কন্দপুরাণের বচন উপেক্ষা করিয়া নিজ মত সমর্থন করিবার জন্য কায়স্থজাতির অভিনব উৎপত্তি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কোন ধর্ম্মশাস্ত্রে অথবা প্রাচীন স্মৃতি সংগ্রহে বৈদেহ ও মাহিষ্যা হইতে কায়স্থের উৎপত্তির কথা লিখিত হয় নাই। সুতরাং কমলাকরের শেষোক্ত মত অশাস্ত্রীয় ও অভিনব বলিয়া পরিত্যাগ করাই উচিত।

প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে কায়স্থ বর্ণসঙ্কর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। (৪)

মেধাতিথি (১০।৬১) মানবভাষ্যে লিখিয়াছেন, "তস্মাদ্-বর্ণসঙ্করো রাজা পরিবর্জ্জনীয়ঃ।"

রাজা বর্ণসঙ্করকে পরিত্যাগ করিবেন। যদি কায়স্থ প্রকৃতই বর্ণসঙ্কর হইত, তাহা হইলে কখনই রাজসভায় স্থান পাইত না। ইতিপূর্ব্বে প্রাচীন স্মৃতি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে কায়স্থ দ্বিজাতি। এক্ষণে তাহারই অনুবর্ত্তী হইয়া নব্যস্মৃতির মত উদ্ধৃত হইতেছে। মিত্রমিশ্র লিখিয়াছেন,—

"কার্য্যকথনমুখেন বৃহস্পতিঃ।
'নৃপোঽধিকৃত সভ্যাশ্চ স্মৃতির্গণকলেখকৌ।
হেমাগ্ন্যম্বুস্বপুরুষাঃ সাধনাঙ্গানি বৈ দশ॥'
'গণকো গণয়েদর্থং লিখেন্ন্যায়ঞ্চ লেখকঃ।'
সর্ব্বরঞ্জকঃ সভাস্তারোপি ব্যাসেনোক্তঃ।
'অর্থিপ্রত্যর্থিনৌ সভ্যাল্লেখকঃ প্রেক্ষকাশ্চয়ঃ।
ধর্ম্মবাক্যে রঞ্জয়তি সভাস্তারস্তিতামিযাৎ॥'
'স্ফুটলেখনিযুঞ্জীত শব্দলাক্ষণিকং শুচিম্।
স্ফুটাক্ষরং জিতক্রোধমলুব্ধং সত্যবাদিনম্॥'
* শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্ন মিত্যুক্তৈর্গণকো দ্বিজাতিস্তৎসাহ-চর্য্যাল্লেখকোঽপি দ্বিজাতিঃ।"

বীরমিত্রোদয়ে ব্যবহারাধ্যায়।

কার্য্য কথনপ্রস্তাবে বৃহস্পতি কহিয়াছেন, রাজা তন্নিযুক্ত পুরুষ, সভ্য, স্মৃতি, গণক, লেখক, স্বর্ণ, অগ্নি, জল ও রাজকীয় পুরুষ এ দশটী সাধনের অঙ্গ। গণক অর্থ গণনা করিবে, লেখক ন্যায়সঙ্গত লিখিবে।

সর্ব্বরঞ্জক সভাস্তার ব্যাস কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছে। প্রেক্ষকাশ্চয় লেখক ধর্ম্মবাক্য দ্বারা অর্থী প্রত্যর্থী ও সভ্যগণকে সন্তুষ্ট করায় সভাস্তাররূপে অভিহিত হইয়াছে।

রাজা স্পষ্টাক্ষর শব্দলক্ষণজ্ঞ, শুচি, জিতক্রোধ, অলুব্ধ, সত্যবাদী এরূপ লেখককে নিযুক্ত করিবে।

"শ্রুতাধ্যয়নসম্পন্ন" ইহার দ্বারা গণক দ্বিজাতি বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে, তৎসহচরহেতু লেখকও দ্বিজাতি বলিয়া প্রতিপাদিত হইল।

---

(৪) শতাধিক বর্ষের প্রাচীন "রুদ্রযামলে শিবরাঘবসংবাদে জাতিমালানির্ণয়" নামে একখানি হস্তলিপি পাওয়া গিয়াছে, ঐ জাতিমালায় কায়স্থ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"ব্রহ্মণো মানসাঃপুত্রাঃ নায়কাঃ সংপ্রকীর্ত্তিতাঃ।
রাজকর্ম্মসমাযুক্তা নায়কে সংস্থিতাঃ সদা।
তেন কায়স্থজাতিশ্চ ব্রহ্মণা চোপকল্পিতা।
তস্য চাংশৈস্ত্রয়ঃ পুত্রাঃ +-+-+ সংস্থিতাঃ।
চিত্রাঙ্গদশ্চিত্রসেনশ্চিত্রগুপ্তশ্চ ভার্গব।
চিত্রাঙ্গদস্য মাধুর্য্যা বৈ দত্তা নাগকন্যয়া।
প্রবেশিতঃ স্বয়ম্ভেণ নাগলোকং × × ।
চিত্রসেনস্তু স্বর্গায়ৈ ব্রহ্মণা প্রেরিতঃ স্বয়ম্।
গচ্ছ রাজন্ পৃথিব্যাঞ্চ রাজ্যং কুরু বিধানতঃ।
চিত্রগুপ্তো যমদেন সূর্য্যকে তু সমর্পিতঃ।"

উক্ত বচন দ্বারা কায়স্থজাতি ব্রহ্মার মানসপ্রজা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু মূল রুদ্রযামলতন্ত্রে উপরোক্ত শ্লোকগুলির নিদর্শন না পাওয়ায়, উক্ত জাতিমালায় মৌলিকত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ রহিল।

* [৫৬৬ পৃষ্ঠায় কায়স্থ শব্দে দৈবজ্ঞভাষ্যধৃত ব্যাস বচন দেখ।]

নব্যস্মার্ত্তগ্রন্থকার মিসরুমিশ্রকৃত বিবাদচন্দ্রে, গদাদিত্য বিরচিত স্মৃতিচিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে উক্ত মত সমর্থিত হইয়াছে। অতএব লেখক বা কায়স্থ যে দ্বিজাতি, তৎপক্ষে সন্দেহ নাই। প্রাচীন স্মৃতি, ইতিহাস ও তাম্রশাসন দ্বারা কায়স্থজাতির ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে।

বর্ত্তমান কায়স্থজাতির অবস্থা।—উত্তর পশ্চিমপ্রদেশ। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে প্রধানতঃ ১০ শ্রেণী কায়স্থের বাস। যথা—মাথুর, ভটনাগর, সকসেনা, শ্রীবাস্তব, অম্বষ্ঠ, সূর্য্যধ্বজ, বাল্মীক, অহিষ্ঠানা, নিগম। এ ছাড়া গৌড়কায়স্থ নামক এক স্বতন্ত্র শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়, এই শ্রেণী গৌড়দেশ হইতে গিয়া দিল্লীতে উপনিবেশ করে।

মাথুর কায়স্থ অপর শ্রেণীর সহিত বিবাহে দানগ্রহণ করে। কিন্তু শ্রীবাস্তব প্রভৃতি শ্রেণী অপর শ্রেণীর সহিত আদান প্রদান করে না। তাহারা স্বশ্রেণী মধ্যে ভিন্ন গোত্রে মাতৃপক্ষে পাঁচ ও পিতৃপক্ষে ৭ পুরুষ বাদ দিয়া বিবাহ দেয়।

পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থেরা যথাকালে যজ্ঞসূত্র ধারণ করে। তাহাদের মধ্যে যে আচারভ্রষ্ট ও অখাদ্যভোজী হয়, তাহার যজ্ঞোপবীত কাড়িয়া লওয়া হয়। প্রকৃত, ইহারা ব্রহ্মসূত্রের অবমাননা করে না। ইহারা অনেকেই আপনাদিগকে দেবীপুত্র বলিয়া পরিচয় দেয়।

শ্রীবাস্তব—এই শ্রেণী শ্রীনগর হইতে অযোধ্যায় আসিয়াছিল, এক্ষণে কাশী, আলাহাবাদ, মির্জাপুর, গোরক্ষপুর প্রভৃতি নানা স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভটনাগর—এই শ্রেণী মুজাফরনগরেই অধিকাংশ বাস করে, অন্যান্যস্থানে অল্পসংখ্যক দেখিতে পাওয়া যায়।

সকসেনা—এই শ্রেণী এতাবা জেলায় অধিকাংশ দেখিতে পাওয়া যায়। কনোজরাজ জয়চাঁদের মৃত্যুর পর সমরসিংহের অধীনে এতাবায় আসিয়া বাস করে। ইহাদের আদিপুরুষ পুরুরদাস ও নির্ম্মলদাস সমরসিংহের নিকট কয়েকখানি গ্রাম জায়গীর ও চৌধুরীপদ প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের বংশধরেরা সমরসিংহের সময় হইতে ইংরাজ আমল পর্য্যন্ত এতাবার কানুনগোইপদ পুরুষানুক্রমে ভোগ করিয়া আসিতেছে। (১)

এতাবার সকসেন-কায়স্থবংশে প্রসিদ্ধ বীর রাজা নবলরায়ের জন্ম। ইনি ফরুখাবাদের বঙ্গস-নবাবের উজীর ও প্রধান সেনাপতি ছিলেন। ইনি অনেক স্থানে যুদ্ধ করিয়া যেরূপ বীরত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা প্রশংসনীয়। (২)

(১) Hume's Memorandum on the Castes of Etawa, p. 87.

(২) Journ. As. Soc. Bengal, Vol. XLVIII. pt. I. p. 50-66.

এখানকার ভাটেরা এখনও রাজা নবলরায়ের বীর গাথা গাহিয়া থাকেন।

সূর্য্যধ্বজ—এই শ্রেণীর আচার ব্যবহার ব্রাহ্মণের ন্যায়, ইহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দেন। দিল্লীতে এই শ্রেণীর সংখ্যাই অধিক। (৩)

মিরাটের কায়স্থেরা প্রায় অধিকাংশই জমিদার। প্রবাদ এইরূপ যে, ইহারাই মুসলমানদিগের আমলে সর্ব্বপ্রথম পারস্যভাষা শিক্ষা করেন (৪)।

কুলশ্রেষ্ঠ—ফতেপুর জেলায় অধিকাংশের বাস। হাতগাঁ হইতে এখানে আসিয়াছে। ইহারা অধিকাংশই জমিদার।

অম্বষ্ঠ—এই শ্রেণী পশ্চিমাঞ্চলের নানাস্থানে বাস করে। ইহাদের আচারব্যবহার ব্রাহ্মণের ন্যায়। পূর্ব্বে এই শ্রেণীর মধ্যে কেহ কেহ চিকিৎসকের কার্য্য করিতেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, তাহাদের আদিপুরুষ সর্ব্বপ্রথম অম্বষ্ঠ দেশ হইতে আগমন করেন। কেহ কেহ চিকিৎসাবৃত্তিতেও ঘৃণা করেন।

পশ্চিমে উনাই নামে এক অর্দ্ধকায়স্থ আছে। চিত্রগুপ্তের ঔরসে কোন বেশ্যাগর্ভে এই জাতির জন্ম। কোন কায়স্থ এই উনাই জাতির হস্তে আহার করে না। উনাইরা বাঙ্গালার গোলামকায়েথের ন্যায় কায়স্থজাতির দাসত্ব ও সামান্য ব্যবসা দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে।

পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণ যবনরাজত্বকালে অনেকেই আচারভ্রষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু প্রায় সকলই ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়।

পঞ্জাব।—কেবল ডেরা-ইস্মাইল খাঁ ব্যতীত পঞ্জাবের সর্ব্বত্রই কায়স্থজাতি ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাহাদের আচার ব্যবহার উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের অপরাপর কায়স্থের ন্যায়।

মধ্যপ্রদেশ।—এখানকার প্রাচীন অধিবাসীরা মালবকায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়। মধ্যপ্রদেশের ইতিহাসপাঠে জানা যায়, মুসলমান রাজাদিগের আগমনকালে এখানকার ব্রাহ্মণগণ দেশ ছাড়িয়া যান। এই সময় মুসলমানেরা কায়স্থদিগকে পারস্যভাষায় পারদর্শী বুঝিয়া নানাস্থানের কানুনগোইপদ প্রদান করেন। ইহাদের মধ্যে জাত্যভিমান বা কুসংস্কার নাই, ইহাদের মধ্যে সকলেই লেখাপড়া জানে। ইহারা বলে, যে "অক্ষরের সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে কায়স্থের সৃষ্টি, বিধাতা লেখাপড়ার জন্যই কায়স্থকে পাঠাইয়াছেন।"

(৩) Sherring's Tribes and Castes, Vol. I. p. 310.

(৪) Plowden's Census of the North Western Provinces, p. 14.

এইজন্য অতি সামান্য কায়স্থও কাহারও পরিচারককর্ম্মে নিযুক্ত হন না। দাসত্ব ইহাদের মধ্যে অতি হেয় বলিয়া গণ্য *। ইহারা সকলেই উপবীত ধারণ করেন।

বোম্বাই।—এখানকার কায়স্থেরা আপনাদিগকে প্রকৃত ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন। ইহাদের মধ্যে ব্রহ্মক্ষত্রিয়, প্রভু, পত্তনীপ্রভু ও বাল্মীক কায়স্থ এই চারি প্রধান শ্রেণী আছে। এতদ্ভিন্ন উপকায়স্থ ও প্রভা নামে অতি নিকৃষ্ট জাতি আছে, তাহারা কায়স্থসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দেয়।

কায়স্থ বা প্রভু—ইহারা সকলেই যজ্ঞোপবীত ধারণ করেন। পুণাতে চন্দ্রসেনী প্রভুর বাস, তাঁহারা ক্ষত্রিয় চন্দ্রসেন রাজার বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। ইহারা ক্ষত্রিয়ের ন্যায় যজন, যাজন ও দানে অধিকারী এবং ব্রাহ্মণের ন্যায় বেদোক্ত হোমকর্ম্মাদি নির্ব্বাহ করেন (১)।

উপকায়স্থ—কায়স্থ (প্রভু) এবং কায়স্থবিধবার গর্ভে জন্ম। ইহারা অতি নীচজাতি বলিয়া গণ্য। কোন কায়স্থ ইহাদের হস্তে আহারাদি গ্রহণ করেন না অথবা কোন সংস্রব রাখেন না।

প্রভা—ক্ষত্রিয়ভ্রাতা ও ক্ষত্রিয়া ভগিনীগর্ভে উৎপত্তি। ইহারা বঙ্গদেশের গোলামকায়থের ন্যায় কায়স্থসমাজের বহির্ভূত এবং শূদ্র অপেক্ষা নীচ জাতি বলিয়া গণ্য।

গুজরাট।—পত্তনের কায়স্থ বা প্রভুগণ আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা যথাকালে যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন এবং যজন, যাজন ও দান প্রভৃতি ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পালন করিয়া থাকেন (২)।

কচ্ছপ্রদেশের কায়স্থগণ যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই পুরোহিত, লেখক ও শস্ত্রজীবী (সিপাহী) (৩)।

রাজপুতানা।—এখানকার কায়স্থেরা প্রধানতঃ রাজধানা বলিয়া পরিচয় দেন। বুন্দিতে মাথুর ও ভটনাগর কায়স্থেরও বাস আছে। মাড়বারে কায়স্থদিগকে পাঞ্চলী বা পাঞ্চলী ঠাকুর কহে। রাজপুতানার কায়স্থদিগের তিনটি শাখা—১ আজমীর, ২ মারমর ও ৩ কেন্দুরি। এখানকার সকলেই প্রায় যজ্ঞসূত্র ধারণ করেন, তবে যে অখাদ্য ভোজনাদি করে, তাহার যজ্ঞসূত্র থাকিলে কাড়িয়া লওয়া হয়। এখানকার কায়স্থেরাও আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেন (৪)।

মান্দ্রাজ।—বোম্বাইপ্রদেশের ন্যায় এখানেও কায়স্থপ্রভু, উপকায়স্থ ও প্রভা এই তিনটি বিভাগ আছে। তাহাদের আচার ব্যবহার বোম্বাই প্রদেশের কায়স্থের ন্যায়।

কুম্ভকোণম্ প্রভৃতি স্থানে কায়স্থেরা মঠাধ্যক্ষ হইয়া আছেন (৫)। তাঁহারা "কায়স্থলু" নামে পরিচিত *।

বেহার।—বেহার প্রদেশে যে সকল কায়স্থ বাস করেন, তাঁহারা সাধারণতঃ লালা-কায়থ নামে বিখ্যাত। ইহারা আপনাদিগকে চিত্রগুপ্তের প্রকৃত বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন এবং বাঙ্গালার কায়স্থগণ অপেক্ষা আপনাদিগকে সম্মানার্হ জ্ঞান করেন। ইহাদের মধ্যে প্রবাদ আছে যে, সত্যযুগে যখন সকল দেবতা যজ্ঞ করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন যম ব্রহ্মাকে বলিলেন, পিতামহ! ইন্দ্রাদি সকলেই দিক্‌পাল অথচ তাঁহারা যজ্ঞাদি করিতে সময় পাইতেছেন, কিন্তু আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে আমি আমার কার্য্যভার মুহূর্ত্তের জন্যও ত্যাগ করিতে পারিব না, আপনি আমার যজ্ঞ করিবার উপায় করিয়া দিন। ব্রহ্মা যমের এই প্রার্থনানুসারে নিজ কায়া হইতে চিত্রগুপ্তকে সৃষ্টি করিয়া বলিলেন, এই মহাভাগ তোমাকে সাহায্য করিয়া তোমার

* ম্যাকোম সাহেব তাঁহার মধ্যপ্রদেশের ইতিহাসে কায়স্থ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"This useful and intelligent tribe......are never to be seen in a state of mendicity or even menial employ, they describe their feeling on this point, that it would be a sin to use in mean offices hands which God has expressly made for the noble purpose of writing." Malcolm's Central India, Vol. II. p. 168.

(১) Arthur Steele's Law and Custom of Hindu Castes, p. 94.

(২) Sherring's Tribes and Castes, Vol. II. p. 182.

(৩) Indian Antiquary, Vol. V. p. 171.

(৪) Rajputana Gazatteer.

(৫) Wilson's Mackenzie-Collections, p. 615.

* দাক্ষিণাত্যের জাতিতত্ত্ব লেখকগণ লিখিয়াছেন, "Insinuation from Brahmanical hatred, the Kayasthas or Prabhus, being great rivals of the Brahmans in the matter of office-employment." Wilson's Castes, Vol. I. p. 66.

ভারতবর্ষীয় সমস্ত কায়স্থজাতির আচার ব্যবহার পর্য্যালোচনা করিয়া কোন কোন পাশ্চাত্য জাতিবিদ্ লিখিয়াছেন—"Somehow there has sprung up this special write class, which among Hindus has not only rivalled the Brahmins, but in Hindustan may be said to have almost wholly ousted them from secular literate work, and under our Government is rapidly ousting the Mahomedans also Very sharp and clever these *Kaits* certainly are." Campbell's Ethnology of India, p. 118.

গতবারের আদমসুমারির বিবরণে কায়স্থের ক্ষত্রিয় পরিচয় দেওয়া হইয়াছে—"It is not irrelevant, however, to state here, that the whole of the third class, that of the *writers*, have a distinct strain *Kshatriya* blood, not only in this Presidency, but in the Upper India, where they are stronger in number as well as in influence."

Census Report of British India, Vol. III. p. XCIX.

কর্ম্মের অবসরকাল স্থির করিয়া দিবেন, ইনিই সকলের কর্ম্মাকর্ম্মের বর্ণনা করিবেন ও তদনুসারে তুমি স্বর্গনরকাদির ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

বেহারী কায়স্থের মধ্যে দ্বাদশটী শাখা আছে। এই দ্বাদশ শাখার আদিপুরুষেরা চিত্রগুপ্তের বংশধর। চিত্রগুপ্ত সোপবীত জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া লালাকায়স্থেরা আজিও উপবীত ধারণ করিয়া থাকেন। ইহাদের দ্বাদশটী শাখা এই—অহিঠানা, অম্বষ্ঠ, বাল্মীক, ভট্টনাগর, গৌড়, কুলশ্রেষ্ঠ, মাথুর, নিগম, সকসেনা, শ্রীবাস্তব, সূর্য্যধ্বজ ও করণ। এই দ্বাদশ শাখা মধ্যে অহিঠানাশাখার আদিনিবাস জৌনপুরে। পাটনা ও ত্রিহুত-অঞ্চলে অম্বষ্ঠ শাখার লোকই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। বাল্মীকিশাখার আদিবাসস্থান গুজরাট। অম্বষ্ঠ, শ্রীবাস্তব ও করণেরা এক হুকার তামাকু খাইয়া থাকে, কিন্তু ইহারা এক পংক্তিতে বসিয়া আহারাদি করে না। করণ ও অম্বষ্ঠেরা ব্রাহ্মণপ্রস্তুত অন্নাদি এক পংক্তিতে আহার করিতে পারে।

নিগম শাখার লোক বেহারে বড় একটা দেখা যায় না। সূর্য্যধ্বজ শাখার লোকেরা সূর্য্যকে অধিদেবতা বলিয়া গণ্য করে। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রবাদ আছে, যে বিক্রমাদিত্যের সভাস্থ নর্ত্তকী কামকন্দলার গর্ভে মাধবনলনামক ব্রাহ্মণের ঔরসে যে সন্তান জন্মে, সেই সন্তানই এই শাখার আদিপুরুষ। মাথুর, সকসেনা, শ্রীবাস্তব ও ভটনাগর শাখার লোকেরা চিত্রগুপ্তের প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত বংশ বলিয়া পরিচয় দেয়। মাথুর শাখা মথুরা হইতে, সকসেনা শাখা ফরক্কাবাদের অন্তর্গত ধ্বংসাবশিষ্ট সাঙ্কাশ্য-নগর হইতে, শ্রীবাস্তবশাখা শ্রীনগর হইতে ও ভটনাগর শাখা ভাটনের হইতে আসিয়াছে বলিয়া অনুমিত। গৌড়শাখা গৌড়দেশ হইতে সমাজবদ্ধ হন। এখানকার গৌড় কায়স্থের বিশ্বাস যে, বাঙ্গালার সেনরাজগণ এই গৌড়-কায়স্থশ্রেণীর অন্তর্গত ছিলেন। শ্রীবাস্তবশাখার দুইটী শ্রেণীবিভাগ আছে—খরে ও দুসরে। খরে শ্রেণীর লোকেরা অন্যান্য শ্রীবাস্তবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। ইহারা আপনাদিগকে "পাঁড়ে" বলিয়া পরিচয় দেয়। খরে ও দুসরে এই দুই শ্রেণীতে পানাহার আদান প্রদান চলে না। সকসেনা শাখাতেও এইরূপ শ্রেণীবিভাগ আছে। মাথুর, ভটনাগর ও সকসেনা শাখার লোকেরা পরস্পর পরস্পরের অন্নব্যঞ্জনাদি গ্রহণ করিয়া থাকে। গৌড় ও ভটনাগরশাখার কায়স্থদিগের বেহারে বাস সম্বন্ধে একটী কৌতূহলজনক ঘটনার কথা শুনা যায়।—যখন মুসলমানেরা বেহার আক্রমণ করে, সেই সময়ে ভটনাগরেরা প্রথম বেহারে আসে। এদেশে আসিয়া তাহারা দেখিল যে, গৌড়ীয় শাখা তৎপূর্ব্বেই আসিয়া বসবাস ও প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে, সুতরাং তাহারা গৌড়ীয়দিগের সহিত একত্র পানাহার করিতে সম্মত হইয়া তাহাদের সমাজে চলিত হইয়া বাস করিবার প্রার্থনা করিল। গৌড়-কায়স্থেরা স্বীকৃত হইল, কিন্তু গৌড়ীয়েরা কেহই ভটনাগর বাটীতে অন্নাদি গ্রহণ করিল না। কিছুদিন পরে যখন ভট-নাগরদিগের গৌড়দরবারে কিছু প্রভুত্ব জন্মিল, তখন তাঁহারা কৌশলে গৌড়ীয়দিগকে বাধ্য করাইয়া আপনাদিগের অন্নাদি গ্রহণ করাইতে লাগিল। গৌড়ীয়েরা তখন নিরুপায় হইয়া দিল্লীতে মুসলমান বাদশাহ বলবনের নিকট আবেদন করিবার জন্য পলাইয়া গেল। ইতিমধ্যে বলবনের মৃত্যু হওয়ায় ভটনাগরেরা চেষ্টা করিয়া তাঁহার উত্তরাধিকারীকে স্বপক্ষে আনিয়া তাঁহা দ্বারা কতকগুলি গৌড়ীয়কে কারারুদ্ধ ও আপনাদিগের অন্নাদি গ্রহণ করাইতে বাধ্য করিল। গৌড়ীয়েরা তখন নিরুপায় হইয়া বদাউনের ব্রাহ্মণগণের শরণাপন্ন হইল। কতকগুলি ব্রাহ্মণ এই সময় ইহাদিগকে সান্ত্বনা করিবার জন্য ব্রাহ্মণ বলিয়া চালাইয়া লইল এবং আপনারাও তাহাদিগের সহিত পানাহার করিতে লাগিল। অবশেষে এই ব্রাহ্মণেরাও জাতিভ্রষ্ট হইল এবং গৌড়ীয় কায়স্থের পুরোহিত হইয়া বাস করিতে লাগিল। কিছুদিন পরে এই পুরোহিতগণের মধ্যস্থতায় গৌড়ীয় ও ভটনাগরদিগের মধ্যে মিল হইয়া গেল, পানাহার চলিতে লাগিল। বিবাহাদির জন্য তাহারা একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী বলিয়া গণ্য হইল—এই শ্রেণীর নাম হইল শামালী বা উত্তর গৌড়ীয় শাখা।

পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ শাখার লালাকায়স্থ ভিন্ন আরও কয়েক প্রকার নীচ কায়স্থ আছে, কিন্তু তাহারা আপনারাই আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয়, অপর জাতীয়েরা বা পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ শাখার কায়স্থেরা তাহাদিগকে কায়স্থ বলিতে চাহে না। সারণ জেলায় সেওয়ান নগরে কতকগুলি দরজী ও কতকগুলি টীকাদারও আপনাদিগকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেয় কিন্তু ইহাদিগের সহিত লালাকায়স্থের কোন সংস্রব নাই। অনেকে অনুমান করেন যে, ইহারা বস্তুতই কায়স্থ, তবে নীচ কর্ম্মগ্রহণ করায় সমাজচ্যুত হইয়া কালে একেবারে ভিন্নশ্রেণী বলিয়া গণ্য হইয়া পড়িয়াছে, কারণ এখনও বেহারপ্রদেশে যে সকল লালাকায়স্থ বংশানুক্রমে গ্রামের পাটোয়ারী কর্ম্ম করিয়া আসিতেছে, অনেকে তাহাদের ঘরেও আদান প্রদান করিতে চাহে না। পাটোয়ারী, কানুনগোই, অখৌড়ী, পাঁড়ে বা বক্সী উপাধিধারী কায়স্থেরা

অন্ত গুণে ধনী বা সৎকর্ম্মশালী হইলেও সামাজিক মর্য্যাদায় হীন বলিয়া বিবেচিত হয়।

বেহারী কায়স্থেরা বিবাহাদিতে কুল বাছিয়া থাকে, গোত্র বাছিবার নিয়ম তত দৃঢ় বলিয়া বোধ হয় না। শ্রীবাস্তব-দিগের মধ্যে এই কয়টি কুল প্রধান—চূড়ামনপুরের অখৌড়ী, অমৌদ্ধার পাঁড়ে, ডিহিয়াকোটের পাঁড়ে; মিঠাবেলের তেওয়ারী; মোরায়ের বক্সী, রায়, ঠাকুর; বতাহার মিশ্র; হরগ্রামের সিংহ; পটয়ের তেওয়ারী; পরশর্ম্মার ঠাকুর ও সাহলীর সাহলীয়ার। ইহারা বিবাহকালে কেবল স্বকুল বাছিয়া বিবাহ করে।

বিহারী কায়স্থেরা অতিশৈশবে কন্যার বিবাহ দিতে পারিলে আপনাকে ভাগ্যবান্ বলিয়া বিবেচনা করে, কিন্তু পাত্রের অভাবে প্রায় নির্ধন কায়স্থের কন্যা ১৮।১৯ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিতা থাকে। অনার্ত্তবা কন্যার বিবাহ হইলে যে পর্য্যন্ত সে রজোদর্শন না করে, ততদিন সে পিতৃগৃহেই অবস্থান করে, পরে কন্যার বয়স বিবেচনায় এক, তিন, পাঁচ ও সাত বৎসর পরে দ্বিরাগমন করাইয়া তাহাকে শ্বশুরগৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সার্ত্তবা কন্যার বিবাহ হইলে বিবাহের সঙ্গেই দ্বিরাগমন বা বিবাহের একবৎসর পরে দ্বিরাগমন হয়। ইহাদের মধ্যে বিধবাবিবাহ বা বিবাহোচ্ছেদ নাই।

বেহারীকায়স্থদিগের মধ্যেও বাঙ্গালীদিগের ন্যায় কন্যার সংখ্যা অধিক হইয়াছে বলিয়া বরপক্ষে যৌতুকাদির লোভ বাড়িয়াছে। সুপাত্র অন্বেষণ করিবার জন্য কন্যাপক্ষ হইতে পুরোহিত ও নাপিত নিযুক্ত হয়। উভয়পক্ষের কোষ্ঠী দেখিয়া বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হয়। কোষ্ঠীর ফলাফল মিলাইয়া বিবাহ দেওয়া স্থির হইলে যৌতুকাদির কথা হইতে থাকে। এই যৌতুককে তিলক, জাহেজ, দান, পণ ইত্যাদি বলে। বাঙ্গালীর ন্যায় অনেক ভদ্রলোককে কন্যাদায়ে তিলক ও জাহেজ দিয়া সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। সময়ে সময়ে পুরোহিতের ও নাপিতের পূজা করিতে পারিলে কাণা, খোঁড়া, রুগ্না বালিকারও উত্তম ঘরে বিবাহ হইয়া থাকে।

ইহাদের বিবাহে অনেক ব্যাপার আছে—প্রথমতঃ সগুণ-গ্রহণ। কথাবার্ত্তা স্থির হইয়া গেলে শুভদিনে কন্যাপক্ষের পুরোহিত ও নাপিত বরের বাড়ীতে গমন করে। বরের পিতা শুভক্ষণে আত্মীয় স্বজনে পরিবৃত হইয়া কন্যাপক্ষের পুরোহিতের সম্মুখে একখানি থালায় কতকগুলি সুপারি, হলুদ ও টাকা রাখেন। পুরোহিত তাহা হইতে যৌতুকের পরিমাণ অনুসারে শতকরা ১৲ টাকা হিসাবে নিজের দক্ষিণা উঠাইয়া লন। কোন কোন স্থলে কন্যাপক্ষীয়েরাই এই টাকা দিয়া থাকে। ইহাকেই সগুণ গ্রহণ, বরদেখা বা বরছেকা বলে। বরছেকা অর্থে বাক্যদান, এ দেশে যেমন পাকা দেখা।

তৎপরে তিলকদান অর্থাৎ যৌতুকের টাকার মধ্যে কতকাংশ এই সময়ে দিতে হয়। যে দিন ইহা দেওয়া হইবে, সেইদিন কন্যার আত্মীয় ও কয়েকজন ব্রাহ্মণ একত্র ৭ জন বরের বাড়ীতে গমন করে। বরের অন্তঃপুরের উঠানে ইহাদের বসিবার স্থান হয়। এই স্থানে বিষ্ণু, প্রজাপতি ইত্যাদি দেবতার পূজা হয়। তৎপরে সেইখানে কন্যাপক্ষীয়েরা বরের কপালে দধি ও নাসিকায় তিলক দিয়া যৌতুকের টাকার কতকাংশ (যাহা এই সময় দিবার কথাবার্ত্তা স্থির থাকে তাহা) প্রদান করে। টাকা যে সমস্তই নগদ দিতে হয়, তাহা নহে; বাসন ও বস্ত্রাদি বা গহনাদিও দেওয়া হয়। পরে তিলকের সময় যদি টাকা নগদ না দেওয়া হয়, তবে কুটুম্বিতায় মহা গোলমাল থাকিয়া যায়। তৎপরে তিলকদানের পর কন্যাপক্ষীয়েরা বরপক্ষীয়-গণের সহিত একত্র জলপান (পাকী খাদ্য অর্থাৎ লুচি মিঠাই ইত্যাদি) ভোজন করে। তিলকদানের পূর্ব্বে কন্যাপক্ষীয়ের পুরোহিতের কথা দূরে থাক, নাপিত পর্য্যন্ত বরের বাটীর জল অবধি পান করে না।

সে দিবস কন্যাপক্ষীয়েরা বর গৃহেই বাস করে। পরদিন প্রাতঃকালে কন্যাপক্ষীয়দিগকে বরকর্ত্তা সাধ্যমত বস্ত্রাদি দান করেন। এই সময় কন্যাপক্ষের পুরোহিত ব্রাহ্মণগণ লগ্নস্থির করেন। লগ্নস্থির হইলে পুরোহিত তাহা একখানি পত্রে লিখিয়া বরকর্ত্তাকে প্রদান করেন। ইহার নামই লগ্নপত্রী।

তৎপরে কুলপ্রথা অনুসারে বিবাহের তিন, পাঁচ বা আট দিন পূর্ব্বে "তিনমঙ্গলা" পাঁচমঙ্গলা" বা "আটমঙ্গলা" উৎসব হয়। এই উৎসবের দিন কন্যার বাটীতেই স্ত্রীলোকেরা সজ্জিত হইয়া কন্যাকে লইয়া গান গাহিতে গাহিতে গ্রামের বহির্ভাগস্থ কোন মাঠ হইতে মাটি আনিতে যায়। নদীতীর বা পুষ্করিণীতীরের মৃত্তিকাই প্রশস্ত। স্ত্রীলোকেরা দলবদ্ধ হইয়া গাহিতে গাহিতে নদীতীরে পুষ্করিণীতীরে উপস্থিত হইয়া কন্যাকে সামান্যরূপে স্নান করাইয়া দেয় এবং গাহিতে গাহিতে নানাবিধ স্ত্রী-আচারের সহিত মাটি খুঁড়িয়া লইয়া আসে। আসিবার সময়ও গাহিতে থাকে। মাটি আনিয়া অন্তঃপুরের উঠানের মধ্যস্থলে সেই মাটিতে বেদী করে। এই বেদীর উপর গৃহদেবতা ও পূর্ব্বপুরুষগণের পূজা

ও আবাহনাদি হয়। বরের বাড়ীতেও এইরূপ হইয়া থাকে। তৎপরে এক শুভদিনে বা শুভক্ষণে কন্যার বাটীতে অন্তঃপুরের উঠানে নয়টী নূতন অখণ্ড বংশে মণ্ডপ প্রস্তুত হয়। এই মণ্ডপের মধ্যে বেদীর উপর তীর্থজলপূর্ণ কলস স্থাপন করিয়া থাকে। এই ঘটে পুরোহিত কুলদেবতা ও পূর্ব্ব পুরুষগণের পূজা করেন। বরের বাটীতে তীর্থকলস স্থাপিত ও পূজাদি হয়, কিন্তু মণ্ডপ হয় না, এই তীর্থকলসের নিকট একটী লাঙ্গল রাখা হয়।

তৎপরে হরিদ্রাদান বা গাত্রহরিদ্রা। শুভদিনে শুভক্ষণে বরের গাত্রে হরিদ্রা দিয়া উদ্বৃত্ত হরিদ্রা কন্যার বাটীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কন্যা তাহার অর্দ্ধেকটুকু সেইদিন মাখে, অবশিষ্টটুকু রাখিয়া দেয়। বরের দ্বিতীয় বার বিবাহ হইলে তাহার গাত্রহরিদ্রা হয় না। তৎপরে বিবাহের দিনও প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত কন্যার গাত্রে প্রত্যহ সেই অবশিষ্ট হরিদ্রার একটু একটু মাখাইয়া স্নান করান হইয়া থাকে।

তৎপরে মাতৃকাপূজা। ষোড়শমাতৃকা পূজাই ইহার প্রধান অঙ্গ। তৎপরে পূর্ব্বপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদানাদি কার্য্য সম্পন্ন হয়।

তৎপরে বিবাহের দিন আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ হয়। বর বিবাহ করিতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে মধ্যাহ্নে অন্তঃপুরে গমন করে। এখানে স্ত্রীলোকেরা আবার তৈলহরিদ্রা মাখাইয়া স্নান করাইয়া দেয়। তৎপরে কতকগুলি অবিবাহিত বালকের সহিত একত্র বসিয়া শেষ (আয়ুর্ব্বৃদ্ধ্যর্থ) অবিবাহিতান্ন ভোজন করে। তৎপরে যাত্রার অব্যবহিতপূর্ব্বে পোষাকাদি পরিয়া বর আসিয়া মাতৃক্রোড়ে উপবেশন করিয়া এক পাত্র জলপান করে। পরে বরের মাতা পুত্রের পানাবশিষ্ট জলটুকু পান করেন। তৎপরে বরকে লইয়া বরযাত্রীগণ কন্যার বাটীতে উপস্থিত হয়।

বর উপস্থিত হইলে কন্যাকর্ত্তা বরকে দ্বারের নিকট কতকগুলি মুদ্রা নজর দিয়া অভ্যর্থনা করেন। নজরের নাম দ্বার-পূজা। তৎপরে বর ও বরযাত্রীরা সভায় আনীত হন। এই সভাকে জনবাস বলে।

বর ও বরযাত্রীরা জনবাসে উপস্থিত হইলে অন্তঃপুরে কন্যার নখাদি কর্ত্তন করিয়া আলতা পরাইয়া দেয় এবং কনিষ্ঠাঙ্গুলি হইতে নরুণ দিয়া একবিন্দু রক্তপাত করাইয়া আলতায় শুষিয়া রাখিয়া দেয়, ইহার নাম অশৌচ-পরিচালন।

তৎপরে বর-নিমন্ত্রণ বা ধূর্চ্ছক।—কন্যাপক্ষীয়ের কয়েকজন লোক ও কয়েকটী ব্রাহ্মণ, সরবৎ জলপানীয় দ্রব্য ও তাম্বাকু লইয়া জনবাসে উপস্থিত হইয়া বরযাত্রীদিগকে গ্রহণ করিতে অনুরোধ করে এবং বরকে আবার অর্ঘ-উপহার দেওয়া হয়। এই অর্থের পরিমাণ লইয়া অনেক সময়ে মহাবিপদ ঘটে।

তৎপরে কন্যানিরীক্ষণ—বরযাত্রীরা ধূর্চ্ছক গ্রহণ করিলে কন্যাকে বংশমণ্ডপে তীর্থকলসের নিকট বসাইয়া কন্যার পিতা তৎপার্শ্বে উপবেশন করেন। বরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বা গুরুতর সম্পর্কীয় কোন আত্মীয় এই সময়ে কন্যাকে দিবার জন্য যে সমস্ত অলঙ্কার ও বস্ত্রাদি আনা হইয়াছে, তাহা লইয়া সেই স্থানে গিয়া কন্যাকে দিয়া আসেন। কন্যা প্রণাম করিয়া সেগুলি গ্রহণ করে। তৎপরে কন্যাকে গৃহমধ্যে লইয়া গিয়া সেই সকল বেশভূষা পরাইয়া দেয়। ইতিমধ্যে বরকে সেই স্থলে লইয়া আসে।

তৎপরে শাস্ত্রোক্ত বিধান মতে, পাদ্য, অর্ঘ্য ও মধুপর্ক, (পিঁড়া-কুশাসন, পদাঞ্জলি, হস্তার্ঘ্য) দেওয়া হইয়া থাকে। পরে কন্যাকে আনিয়া বরের দক্ষিণে বসাইয়া অগ্নিস্থাপন, গোত্রান্তর গ্রন্থিবন্ধন, সম্প্রদান, বস্ত্রবন্ধন (বর কন্যার পিতৃদত্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া স্ববস্ত্র ত্যাগ করিয়া ফেলে), হোম, শেষ লাজাহুতি (লাওয়া মেরাচন) করিয়া বিবাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হয়।

তৎপরে বাটনা বাটিবার শিলের উপর দাঁড়াইয়া কন্যা সপ্তপদী-গমন করিয়া থাকে। মণ্ডল কয়টী উত্তীর্ণ হইলে বর শিলখানি উঠাইয়া রাখে। তৎপর সিন্দুর দান (সুমঙ্গলীকরণ) হইয়া থাকে। বর স্বহস্তে কন্যার কপালে সিন্দুর দিয়া থাকে।

তৎপরে কন্যার পিতা বরকে কন্যাদানের দক্ষিণা দান করেন ও বর কুদাৎমন্ত্র পাঠ করিয়া শ্বশুরের মঙ্গল প্রার্থনা করে।

তৎপরে অশৌচকরণ। অশৌচ পরিচালনের সময় কন্যার কনিষ্ঠাঙ্গুলির রক্ত-শোষিত আলতাটুকু লইয়া স্ত্রীলোকেরা বরের গলদেশ স্পর্শ করে ও বরের আনীত আর একখানি শুষ্ক আলতা কন্যার গলদেশে স্পর্শ করাইয়া উভয় খণ্ড লাল-সূতা দিয়া উভয়ের মণিবন্ধে দেওয়া হয়। স্ত্রীলোকের বিশ্বাস যে ইহাতে দাম্পত্য-প্রীতি বর্দ্ধিত হয়।

তৎপরে উভয়ে পীঠ পরিবর্ত্তন করিয়া পরস্পর পরস্পরের নিকট প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হয়। তৎপরে পুরোহিত শাস্ত্রানুসারে উভয়কে গৃহস্থ বলিয়া বুঝাইয়া গৃহস্থের কর্ত্তব্য কর্ম্ম শুনাইয়া দেন। তাহার পর ব্রাহ্মণবর্গ ও উপস্থিত সকলেই ধানদূর্ব্বা দিয়া কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করেন।

আশীর্ব্বাদ হইয়া গেলে পুরুষেরা বরকন্যাকে মণ্ডপে রাখিয়া চলিয়া যায় ও স্ত্রীলোকেরা আসিয়া "চুম" করিয়া

থাকে। বরকন্যার পরস্পর হাঁটু, স্কন্ধ প্রভৃতি অঙ্গে ধান্যদূর্ব্বা লইয়া অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করার নাম চুম্বন। বাঙ্গালা-দেশে ইহাকে বরণ বলে। তৎপরে বরকন্যা 'খবর'গৃহে (বাসরগৃহে) নীত হয়। এখানে স্ত্রীলোকেরা নানাবিধ স্ত্রী-আচার করিয়া বরের সহিত সারারাত্রি জাগিয়া হাস্য পরিহাসাদি করে। প্রত্যূষে বর জনবাসে ফিরিয়া আসে। তৎপরে বরযাত্রীদিগকে জল খাওয়ান হয়। এই সকল আয়োজনে প্রায় দ্বিপ্রহর হইয়া পড়ে। এই সময় বরকে জাহেজ বুঝাইয়া দেওয়া হয়। বিবাহের রাত্রে বরযাত্রীদিগকে জলপানাদি করান হয়। তৎপরে যাত্রার সময় উভয়পক্ষের আত্মীয়েরা বর ও কন্যাকে অর্থ ও অলঙ্কারাদি যৌতুক দেয়, ইহার নাম মদোয়া বা মুখদেখি। তৎপরে সকলে জনবাসে আসিয়া যাত্রার আয়োজন করিতে থাকে। পাটনা অঞ্চলে ঐ দিন বরকন্যা বরগৃহে ফিরিয়া আসে, কিন্তু শাহাবাদ অঞ্চলে তাহা হয় না, বর একাকী আসে। বিবাহের চতুর্থ দিনে চৌথারী নামে একটী প্রথা সম্পাদিত হয়। ইহা বাঙ্গালা দেশের "রাঙাসুতা খোলা বা অষ্টমঙ্গলার ন্যায়।" পাটনায় বরের বাটীতে বরকন্যা একত্র চৌথারী করে, আর শাহাবাদে তাহারা স্ব স্ব বাটীতে একা একা করে। পাটনায় চৌথারী হইয়া গেলে কন্যা পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসে। দ্বিরাগমন না হইলে কন্যা স্বামিগৃহে বাস করে না। দ্বিরাগমনে বধূ শ্বশুরবাটী আসিয়া নথাদিচ্ছেদন করিয়া শ্বশুর-পরিবারের অন্তর্নিবিষ্ট হয়। দ্বিরাগমনের সময় বর শ্বশুরগৃহে গেলে উঠানে তীর্থকলস স্থাপিত হয়, (মণ্ডপ হয় না), গৃহদেবতার পূজা হয়, কন্যার নথাদিচ্ছেদন ও আল্তা পরান এবং চুম্বনাদি পূর্ব্ববৎ হয়। তৎপরে কন্যার পিতা কন্যাকে বস্ত্রাদি, অলঙ্কার, বিছানা, খাট ও বরকে যৌতুকাদি দান করেন। বর বিবাহের পর বাড়ী আসিয়া গৃহদেবতা, গ্রাম্যদেবতা ও সমস্ত হিন্দুদেবালয়ে প্রণাম করিয়া পূজাদি দিয়া থাকে।

পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণের বিবাহের অনুষ্ঠান এই বেহারী কায়স্থের মত, তবে দেশভেদে আচারাদির কিছু প্রভেদ আছে।

বেহারী কায়স্থের মধ্যে বৈষ্ণব, শৈব, শাক্ত, কবীরপন্থী, নানকশাহী প্রভৃতি আছে। শাক্তের সংখ্যাই অধিক। ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার দিন ইহারা চিত্রগুপ্তের পূজা করে। শ্রীপঞ্চমীর দিন দোয়াত কলম পূজা হয়।

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ইহাদের অশৌচ গ্রহণপ্রথা দ্বিবিধ। কতকগুলি লোকে ১৩ দিন ও কতকগুলি লোকে একমাস অশৌচ গ্রহণ করেন। কেহ কেহ আবার ষোল দিন মাত্র গ্রহণ করে। যাহারা তের দিন অশৌচ লয় তাহারা "তেরা" ও যাহারা এক মাস লয় তাহারা "মাসী" নামে অভিহিত। মৃতাহের এক বৎসর পরে সপিণ্ডীকরণ বা "বর্ষ্কি শ্রাদ্ধ" হয়। পত্নীর মৃত্যু হইলে তিনমাস পরে বর্ষ্কি শ্রাদ্ধ হয়।

বঙ্গে কায়স্থ।—প্রাচীন ঘটককারিকার মতে, প্রথমে পঞ্চ কায়স্থ কোলাঞ্চদেশ * হইতে ৫ জন ব্রাহ্মণের সহিত গৌড়রাজ আদিশূরের সভায় আগমন করেন।

প্রথমে দেখিতে হইবে কোন্ সময়ে কি উদ্দেশে তাঁহারা গৌড়ে আসিয়াছিলেন ?

সময় নিরূপণ।—বাচস্পতিমিশ্রের মতে ৯৫৪ শাকে (১), ভট্টগ্রন্থ মতে ৯৯৪ শাকে (২), ক্ষিতীশবংশাবলীর মতে ৯৯৯ শকে (৩), কায়স্থকৌস্তভরচয়িতার মতে ৩৮০ বাঙ্গালা সনে (৮১৪ শকে), দত্তবংশমালার মতে ৮০৪ শকে (৪) এবং ৺রাজেন্দ্রলালের মতে ৯৬৪ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ ৮৮৬ শকে (৫) পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ গৌড়ে আগমন করেন।

কোন কোন ঐতিহাসিক খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ-ভাগে আদিশূরের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করিয়াছেন (৬)।

উপরে যে কয়েক মত উদ্ধৃত হইল, সমস্তই পরস্পর অনৈক্য। এক্ষণে কাহার মত প্রামাণিক বলিয়া গ্রাহ্য করা যায় ?

রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ ঘটককারিকার মতে, মহারাজ বল্লালসেন কান্যকুব্জ হইতে সমাগত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের উত্তরপুরুষ-দিগকে কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রদান করেন। এখন দেখিতে হইবে, বল্লালসেন কোন্ সময়ে জীবিত ছিলেন এবং তাঁহার সময়ে কান্যকুব্জাগত ব্যক্তিবর্গের কয় পুরুষ গত হইয়াছিল ?

---

* শব্দরত্নাবলীর মতে, কান্যকুব্জের নামান্তর। তাজুল্ মাসির নামক পারস্য ইতিহাসে এই স্থান "কোল" নামে উক্ত হইয়াছে।

(১) "বেদবাণাঙ্কশাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।
ক্ষিতীশতিথিমেধা চ বীতরাগঃ সুধানিধিঃ॥
সৌভরিঃ পঞ্চ ধর্ম্মাত্মা আগতা গৌড়মণ্ডলে।
আয়াতাঃ পঞ্চবিপ্রাশ্চ কান্যকুব্জপ্রদেশতঃ॥"
বাচস্পতি মিশ্রকৃত কুলরাম।

(২) "শক ব্যবধান কর অবধান ব্রাহ্মণ পশ্চাৎ যদা।
অঙ্কে অঙ্কে বামাগতি বেদমুক্তা তদা॥
কস্তাগত ভুলাহ অঙ্কে গুরুপূর্ণ দিশে।
সহর পহর কোলাঞ্চ তেজিয়ে গৌড়ে প্রবেশিলেন এসে॥"
ভট্টগ্রন্থ।

(৩) "নবনবত্যধিকনবশতীশকাব্দে প্রাপ্তপঞ্চদ্বিজাবাসে দ্বিজেন্দ্রাগমন।"
ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতম্ ২ পৃষ্ঠা।

(৪) "কান্যকুব্জাত্তারবাসঃ কন্তাহং পুরুষোত্তমঃ।
গৌড়ে সমাগতঃ শাকে মবেদাষ্টশতাব্দকে॥" দত্তবংশমালা।

(৫) Indo Aryans, Vol. II, p. 269, (৬) "সেনরাজগণ" ১৭ পৃষ্ঠা।

মহারাজ বল্লালসেন জীবনের শেষাবস্থায় দানসাগর রচনা করেন। এই বৃহৎ গ্রন্থ ১০৯১ শকে (১১৬৯ খৃষ্টাব্দে) লিখিত হয়। সম্ভবতঃ তাহার ৫০ বর্ষ পূর্ব্বে অর্থাৎ ১১১৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন।

আদিশূরের সময়-নিরূপণ সম্বন্ধে যেরূপ মত ভেদ রহিয়াছে, বল্লালসেন সম্বন্ধে সেরূপ মত ভেদ লক্ষিত হইতেছে না। বল্লালসেন নিজেই দানসাগরে সময় নিরূপণ করিয়াছেন। (কায়স্থগণের কৌলীন্যমর্য্যাদাপ্রাপ্তিকালনিরূপণ উপলক্ষে সেনরাজগণেরও সময় নিরূপিত হইবে।)

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের ঘটককারিকা পাঠে জানা যায়—কান্যকুব্জাগত দক্ষের ৮ম উত্তর পুরুষ অরবিন্দ, ছান্দড়ের ৯ম উত্তরপুরুষ গোবর্দ্ধন, বেদগর্ভের ৮ম উত্তরপুরুষ শিশু গাঙ্গুলি, ভট্টনারায়ণের ১০ম উত্তর পুরুষ মহেশ্বর ও শ্রীহর্ষের ১৪শ উত্তর পুরুষ উৎসাহ বল্লালের সমকালীন।

বারেন্দ্র কুলজীর মতে—ভট্টনারায়ণের পুত্র আদি গাঁইর ১৩শ উত্তর পুরুষ জয়সাগর ও মণিসাগর, বীতরাগের পুত্র সুষেণের ৮ম উত্তর পুরুষ ভবদেব ও স্বর্ণদেব, সুধানিধির পুত্র গৌতমের ১৫শ উত্তর পুরুষ পরাশর ও ভাস্কর এবং সৌভরির পুত্র পরাশরের ৮ম পুরুষ গুণার্ণব ও অনিরুদ্ধ বল্লাল কর্ত্তৃক 'কুলীন' আখ্যা প্রাপ্ত হন। [কুলীন দেখ।]

উক্ত উভয়স্থানের কুলজী অনুসারে আদিশূরের রাজসভায় যে পাঁচজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, বল্লালসেনের সময় তাঁহাদেরই অধস্তন ৮ম হইতে ১৫শ পুরুষ পর্য্যন্ত গত হইয়াছিল।* এতদ্দ্বারা বোধ হইতেছে, বল্লালের বহুকাল পূর্ব্বে আদিশূর রাজত্ব করিতেন। অতএব অভাবপক্ষে যদি আদিশূর হইতে বল্লাল ১১।১২ পুরুষ অন্তর এইরূপ স্বীকার করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও আদিশূর বল্লাল হইতে প্রায় তিনশত সত্তর বর্ষেরও † অধিক পূর্ব্বতন হইয়া পড়েন। তাহা হইলে আদিশূর খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর লোক হইতেছেন। ‡

৺ রাজেন্দ্রলালের মতে আদিশূরের অপর নাম বীরসেন, ইনি সেনরাজগণের আদিপুরুষ। আবার কাহারও মতে, কনোজাধিপতি "বৎসরাজ ৭০২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। বৎসরাজ গৌড়ের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী নরপতিকে উচ্ছেদ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাহার সেনাপতি জনৈক হিন্দুকে গৌড়ের সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছিলেন। ইনিই আদিশূর।"*

আদিশূর সম্বন্ধে যে দুইটি মত উদ্ধৃত হইল, উহার কোনটাই সমীচীন বলিয়া বোধ হইল না। বিজয়সেনের শিলালিপিতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ বীরসেন "দাক্ষিণাত্য-ক্ষৌণীন্দ্র" অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের রাজা বা দাক্ষিণাত্যবংশীয় রাজা বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন। এই বীরসেন গৌড়ে কোন সময়ে রাজত্ব করিয়াছেন কি না, তৎপক্ষেই ঘোর সন্দেহ! সুতরাং বীরসেনকে নিঃসন্দেহে আদিশূর বলা যাইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ কেবল অনুমান দ্বারা আদিশূরকে বৎসরাজের সেনাপতি বলিয়া গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত নয়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে আদিশূর খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর লোক। এই সময়ে দেবশক্তির পুত্র বৎসরাজ (৭৬০ খৃষ্টাব্দে) কনোজের সিংহাসনারোহণ করেন। [কনোজ শব্দ ৮০ পৃঃ দেখ।] এখন দেখা যাউক, ঐ সময়ে অথবা তৎপূর্ব্বে গৌড়দেশে কে কে রাজত্ব করিতেছিলেন? কাশ্মীরের রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে—

"মণ্ডলেষু নরেন্দ্রাণাং পয়োদানামিবার্য্যমা।
গৌড়রাজাশ্রয়ং গুপ্তং জয়ন্তাখ্যেন ভূভুজা॥
প্রবিবেশ ক্রমেণাথ নগরং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনম্।
তস্মিন্ সৌরাজ্যরম্যাভিঃ প্রীতঃ পৌরবিভূতিভিঃ॥
লাস্যং স দ্রষ্টুমবিশৎ কার্ত্তিকেয়নিকেতনম্।"

রাজতরঙ্গিণী ৪। ৪১৫-৪১৭।

(কাশ্মীররাজ জয়াপীড় সৈন্যগণকে গঙ্গাতীরে বিদায় করিয়া রাত্রিকালে একাকী) গৌড়রাজ্যে উপস্থিত হইলেন। জয়ন্তনামক গৌড়রাজের অধিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়া গুপ্তভাবে ক্রমে ক্রমে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে প্রবেশ করিলেন। পুরবাসিবর্গের ঐশ্বর্য্য ও রাজধানীর সমৃদ্ধি দর্শনে তিনি অতিশয় প্রীত হইলেন। জয়াপীড় এখানে কার্ত্তিকেয়দেবের মন্দিরে নৃত্যদর্শনমানসে প্রবেশ করেন।

ইতিপূর্ব্বে কাশ্মীরের প্রাচীন কায়স্থরাজবংশ বর্ণনাকালে লিখিত হইয়াছে, যে কায়স্থরাজ জয়াপীড় ৬৬৭ শক (৭৪৫ খৃঃ অঃ) হইতে ৬৯৮ শক (৭৭৬ খৃঃ অঃ) পর্য্যন্ত কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। ইঁহার মধ্যে কোন সময়ে তিনি পৌণ্ড্রবর্দ্ধননগরে আসিয়াছিলেন। অতএব স্বীকার করা যাইতে পারে যে, গৌড়রাজ জয়ন্ত ৭৪৫ হইতে ৭৭৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে রাজত্ব করিতেন।

রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে, "জয়াপীড় কার্ত্তিকেয়-মন্দিরে কমলানাম্নী দেবনর্ত্তকীর নৃত্য দেখিয়া মুগ্ধ হন।

* এক্ষণে কোথাও কোথাও সেই পঞ্চব্রাহ্মণের অধস্তন ৩৬।৩৭। পুরুষ দৃষ্ট হয়।

† বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ ৩ পুরুষে এক শতাব্দী গণনা করেন।

‡ "সেনরাজগণ" রচয়িতার মতই এখানে সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইল।

* Indo Aryans, Vol. II. p. 109.

কমলা জয়াপীড়ের অসামান্য রূপমাধুরীদর্শনে তাঁহাকে কোন রাজবংশীয় ভাবিয়া নিজ গৃহে লইয়া আসেন। সেই সময়ে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে সিংহের উৎপাত হয়। জয়াপীড় স্বকীয় ভুজবলপ্রভাবে সেই সিংহকে বিনাশ করেন। সিংহকে মারিতে গিয়া ঘটনাক্রমে তাঁহার নামাঙ্কিত কেয়ূর পড়িয়া যায়। কোন ব্যক্তি তাহা পাইয়া গৌড়রাজ জয়ন্তের নিকট উপস্থিত করে। তাহাতে সকলে জানিতে পারিল যে, কাশ্মীরপতি জয়াপীড় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিয়াছেন। সকলেই নাম শুনিয়া কাঁপিতে লাগিল। রাজা জয়ন্ত কহিলেন, 'শুনিয়াছি কাশ্মীররাজ কল্লট নাম গ্রহণ করিয়া ছদ্মবেশে দেশ ভ্রমণ করিতেছেন, অতএব আশঙ্কার কোন কারণ নাই। তাঁহাকে অনুসন্ধান কর।' তিনি চর দ্বারা অবগত হইলেন যে জয়াপীড় কমলার গৃহে অবস্থান করিতেছেন। অতঃপর গৌড়রাজ, অমাত্য ও রাজপরিবারবর্গকে সঙ্গে লইয়া জয়াপীড়কে অভ্যর্থনা করিতে আসিলেন এবং বহুযত্নে তাঁহাকে রাজভবনে লইয়া গিয়া তাঁহার একমাত্র কন্যা কল্যাণদেবীকে সম্প্রদান করিলেন। এই সময় গৌড়দেশ কেবল জয়ন্তের অধিকারভুক্ত ছিল না। জয়াপীড় পাঁচজন গৌড়রাজকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া শ্বশুর জয়ন্তকে রাজচক্রবর্ত্তী করিলেন (১)।" (রাজতরঙ্গিণী ৪র্থ তরঙ্গ)।

রাজতরঙ্গিণীর উক্ত বিবরণপাঠে বোধ হইতেছে, প্রথমে জয়ন্ত একজন সামান্য রাজা ছিলেন, পরে জামাতার সাহায্যে সমস্ত গৌড়দেশের অধীশ্বর হইলেন।

এদেশের প্রাচীন কুলাচার্য্যদিগের মতে, রাজা আদিশূর বৌদ্ধগণকে পরাস্ত করিয়া সর্ব্বপ্রথম রাজচক্রবর্ত্তী হন। রাজতরঙ্গিণীর মতে, (খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ৬৬৭ শক হইতে ৬৯৮ শক মধ্যে) ঐ সময়ে জয়ন্ত গৌড়ের রাজা এবং তিনিই সর্ব্বপ্রথম সমস্ত গৌড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। যদি ব্রাহ্মণবংশাবলী ও রাজতরঙ্গিণীর বিবরণ প্রকৃত হয়, তাহা হইলে আদিশূর ও জয়ন্তরাজকে অভিন্ন ব্যক্তি বলা যাইতে পারে। বোধ হয়, জয়ন্তরাজ সর্ব্বপ্রথম সমস্ত গৌড়দেশের অধীশ্বর হইয়া 'আদিশূর' উপাধি গ্রহণ করেন।

আর এক কথা—যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে জয়ন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, শিলালিপিপাঠে জানা যায়—সেই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে সেনরাজগণও * রাজত্ব করিতেন। অতএব বোধ হইতেছে জয়ন্ত বা আদিশূরের সময়ে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ সর্ব্বপ্রথম এই পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিয়াছিলেন এবং এই স্থানেই তাঁহাদের উত্তর পুরুষগণ বল্লালসেনের সময়ে 'কুলীন' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া উত্তরকালে যে যে স্থানে গিয়া বাস করেন, তিনি সেই স্থানের নামে পরিচিত হইয়াছিলেন।

কোন কোন ঘটককারিকায় লিখিত আছে—

"মহারাজ আদিশূর পুত্রেষ্টিযজ্ঞ করিবার জন্য কান্যকুব্জপতি বীরসিংহের নিকট পাঁচজন ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠান। ধর্ম্মশাস্ত্রমতে, তৎকালে কেহ বঙ্গদেশে তীর্থযাত্রা ব্যতীত অন্য কোন কারণে আসিলে পতিত হইত। এই ভয়ে কোন ব্রাহ্মণ গৌড়ে আসিতে চাহিলেন না। কাজেই কনোজরাজও আদিশূরের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। দূত ফিরিয়া আসিলে তাহার মুখে নিজ নিন্দাবাদ শুনিয়া আদিশূর কনোজরাজের বিরুদ্ধে সেনাপতি বীরবাহুকে পাঠাইলেন। উভয়দলে যুদ্ধ হইল। গৌড়সেনাপতি নিহত হইলেন, কাজেই প্রথমবার গৌড়রাজের পরাজয় হইল। তিনি আবার হেড়ম্বাধিপতিকে যুদ্ধ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। হেড়ম্বরাজ অতিশয় চতুর। তিনি শুনিলেন, কান্যকুব্জরাজ গোবিপ্রের প্রতিপালক ও মহাযোদ্ধা, কূটযুদ্ধ ভিন্ন তাঁহাকে পরাজয় করা সহজ নহে। তথন তিনি বঙ্গদেশীয় হীন ও অস্পৃশ্য সপ্তশত ব্যক্তিকে ব্রাহ্মণ সাজাইয়া গোবাহনে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন। কান্যকুব্জরাজের সেনাপতিগণ গোবিপ্রবধের আশঙ্কায় রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন। কনোজরাজ এই অদ্ভুতপূর্ব্ব সংবাদ পাইয়া বাধ্য হইয়া গৌড়েশ্বরের সহিত সন্ধি করিলেন, এবং যথাকালে ৫ জন ব্রাহ্মণ ও তাঁহাদের সহিত ৫ জন কায়স্থ গৌড়ের রাজসভায় প্রেরণ করিলেন। যে ৭০০ লোক ব্রাহ্মণ সাজিয়া যুদ্ধ করিতে গিয়াছিল, আদিশূরের অনুগ্রহে তাহারা 'সপ্তশতী ব্রাহ্মণ' নামে পরিচিত হইল †।"

রাজতরঙ্গিণীতেও বর্ণিত হইয়াছে যে, কাশ্মীররাজ জয়াদিত্য শ্বশুরকে গৌড়দেশের অধীশ্বর করিয়া রাজ্ঞী কল্যাণদেবী ও কমলাকে লইয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করেন। পথিমধ্যে তিনি কান্যকুব্জরাজকে পরাস্ত করিয়া কনোজের রাজসিংহাসন গ্রহণ করেন (২)।

---

(১) "কল্যাণদেব্যাস্তেনাথ কল্যাণাভিনিবেশিনা।
রাজলক্ষ্যা ব্যপাস্তায়া ইব সোঽভিগ্রহৎ করম্।
বাধাবিনাপি সামগ্রীং তত্র শক্তিং প্রকাশয়ন্।
পঞ্চগৌড়াধিপান্ জিত্বা শ্বশুরং তদধীশ্বরম্॥
রাজতরঙ্গিণী ৪।৪৬৮।

* দিনাজপুর হইতে সংগৃহীত লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন দেখ। (Jour. As. Soc. Bengal, 1875, pt. I. p. 12)

† ধ্রুবানন্দমিশ্রকৃত কায়স্থকারিকা প্রভৃতি দেখ।

(২) "গচ্ছন্নেবং প্রভুত্বাজ্ঞং সৈন্যং নবাহ্নয়ম্ ক্ষিতঃ।
মিত্রশর্ম্মাখ্যো দেবশর্ম্মা ...॥

নাসিক হইতে প্রাপ্ত রাষ্ট্রকূটাধিপ গোবিন্দরাজ-প্রদত্ত ৭৩০ শকাব্দের তাম্রশাসনপাঠে জানা যায়—যে তাঁহার পিতা গৌড়রাজ বৎসরাজকে জয় করিয়াছিলেন, ঐ বৎসরাজ গৌড়রাজ্য জয় করিয়া ধনমদে মত্ত হইয়াছিলেন। (Journ. Roy. As. Soc. Vol. V. p. 350)

উপরোক্ত বিবরণ পাঠে বোধ হইতেছে, প্রথমে বৎসরাজ গৌড়রাজকে যুদ্ধে পরাজয় করেন। পরে সেই ধনমত্ত বৎসরাজও যে গৌড়রাজ জয়ন্তের সম্মানরক্ষার্থ তাঁহার জামাতা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, তাহা অনুমান করিয়া লইলে দোষের হয় না।

ঘটককারিকাতেও লিখিত হইয়াছে, যে গৌড়সেনাপতি প্রথমে কান্যকুব্জরাজের নিকট পরাস্ত হইয়াছিলেন, পরে স্বতন্ত্র এক ব্যক্তি গিয়া ছলে বলে একরূপ কনোজের অতুল প্রভাবকেও পরাজয় করিয়াছিলেন। বোধ হয় সেই সময় হইতে বঙ্গদেশে গৌড় ও কনোজরাজের যুদ্ধের কথা পরম্পরায় প্রবাদরূপে চলিয়া আসিতেছিল, তৎপরে আধুনিক কুলাচার্য্যগণ * সেই প্রবাদ এবং ব্রাহ্মণকায়স্থের গৌড়ে আগমন উপলক্ষ করিয়া এক প্রকার নূতন কথার অবতারণা করিলেন; এক্ষণে তাহাই কারিকাগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।

কলহণ ১০৭০ শকে রাজতরঙ্গিণী প্রণয়ন করেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ যে অধিক প্রামাণিক, তাহা এস্থলে উল্লেখ করা বাহুল্য। অতএব এদেশের ব্রাহ্মণবংশাবলী যদি ঠিক হয়, তাহা হইলে জয়ন্তরাজই (১) যে আদিশূর উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা অধিক সম্ভব। আবুলফজল জয়ন্তকে কায়স্থরাজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষতঃ তাঁহার কন্যার সহিত কায়স্থরাজ জয়াপীড়ের বিবাহ হওয়ায়

নিজদেশং প্রতি ততঃ স প্রতস্থে তদর্পিতঃ।
অগ্রে জয়শ্রিয়ং কুর্ব্বন্ পশ্চাত্তেহথ সুলোচনে।
সিংহাসনং জিতাবাদৌ কান্যকুব্জমহীভুজঃ।"

রাজতরঙ্গিণী ৪। ৪৭৫-৪৭৬।

* দেবীবর ব্রাহ্মণদিগের মেলবন্ধন উপলক্ষে ব্রাহ্মণবংশাবলী সংগ্রহ করেন, তিনি চৈতন্যের সমসাময়িক। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কুলাচার্য্যের লিখিত কারিকা পাওয়া যায় না। সুতরাং দেবীবর ও তৎপরবর্ত্তী কুলাচার্য্যগণকে আধুনিক বলিতে হইবে।

(১) আইন-ই-অক্‌বরীতে, বঙ্গদেশের কায়স্থরাজবংশাবলী মধ্যে জয়ন্তের নাম পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থ মতে জয়ন্তরাজ আদিশূরের পূর্ব্ববর্ত্তী। [H. L. Jarrett's Ain I Akbari, Vol. II. p. 145 দেখ]

আইন অকবরীতে এক রাজার নাম দুই তিন বার স্বতন্ত্র উল্লেখও দেখা যায়। যেমন পালবংশীয় প্রথমরাজা ভূপাল এবং চতুর্থ রাজা ভূপতিপাল দুই জন ভিন্ন রাজা বলিয়া লিখিত হইলেও শিলালিপি অনুসারে একজন রাজা বলিয়াই বোধ হয় এবং ভূপাল বা ভূপতিপালের নামান্তর যেরূপ গোপাল ও লোকপাল জানা গিয়াছে।

(Indo Aryans, Vol. II, p. 262; Centenary Review of the As Soc. Bengal, p. 208-9; Journ. As Soc. Bengal, 1878, pt. I. p. 190.) সেইরূপ আদিশূর জয়ন্তের পরবর্ত্তী বলিয়া উল্লেখ থাকিলেও একরাজা বলিয়া গ্রহণ করা অন্যায় হয় না। চন্দ্রদ্বীপের রাজপণ্ডিত ধ্রুবানন্দ মিশ্র লিখিয়াছেন—

"চিত্রগুপ্তান্বয়ে জাতঃ কায়স্থো হ্যম্বষ্ঠনামকঃ।
অন্তবস্তস্ত বংশে চ আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ।
অগমদ্ভারতং বর্ষং দারদাৎ স রবিপ্রভঃ।......
জিত্বা চ বৌদ্ধরাজানং তথা গৌড়াধিপান্ বলান্।"

চিত্রগুপ্তের বংশে অম্বষ্ঠনামা কায়স্থ জন্মগ্রহণ করেন। সেই বংশজাত মহারাজ আদিশূর দারদদেশ হইতে ভারতবর্ষে আগমন করেন। তিনি বৌদ্ধরাজগণ ও গৌড়াধিপ প্রভৃতিকে জয় করিয়াছিলেন।

উক্ত বচন অনুসারে আদিশূরের জন্মস্থান (কাশ্মীরের উত্তরস্থিত) দারদদেশ (বর্ত্তমান দার্দিস্তান)।

দিনাজপুরের একটি প্রাচীন শিবমন্দিরের স্তম্ভে কাম্বোজবংশজাত গৌড়পতির উল্লেখ আছে। যথা—

"দুর্ব্বারারিবরূথিনীপ্রমথনে দানে চ বিদ্যাধরৈঃ
সানন্দং দিবি যস্য মার্গণগুণগ্রামগ্রহো গীয়তে।
কাম্বোজান্বয়জেন গৌড়পতিনা তেনেন্দুমৌলেরয়ম্
প্রাসাদো নিরমারি কুঞ্জরঘটাবর্ষেণ ভূভূষণঃ।"

ঐ কাম্বোজবংশজাত গৌড়েশ্বরকে কেহ কেহ আদিশূর অথবা তাঁহার উত্তর পুরুষ বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। (নব্যভারত ১২৯৬, ৪৬ পৃঃ)।

প্রাচীন কাম্বোজরাজ্য কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। [কম্বোজ ও আর্য্যাবর্ত্ত দেখ।]

দারদ ও কাম্বোজ উভয়েই পরস্পর পার্শ্ববর্ত্তী জনপদ।

"কাম্বোজা দরদাশ্চৈব বর্ব্বরাঃ অঙ্গলৌকিকাঃ।"

* ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ১। ৪৬। ১১৮; মার্কণ্ডেয় ৫৭। ৩৮।

কোন কোন আধুনিক ঘটককারিকায় আদিশূরকে বৈদ্যরাজ বলা হইয়াছে। বোধ হয় আধুনিক কুলাচার্য্যগণ অম্বষ্ঠ নাম শুনিয়াই বৈদ্য বলিয়া স্থির করিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গালাদেশ ছাড়া কোথাও বৈদ্যনামে কোন স্বতন্ত্রজাতি নাই। বেহারে *শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণেরাই চিকিৎসা করিয়া থাকেন, উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে কায়স্থ ও ব্রাহ্মণের মধ্যেই চিকিৎসক দৃষ্ট হয় এবং মহারাষ্ট্রেও কায়স্থেরা বৈদ্য উপাধি গ্রহণ করিয়া চিকিৎসা করিয়া থাকেন। সুতরাং কেবল অম্বষ্ঠ নাম শুনিয়া আদিশূরকে বৈদ্যরাজ বলা যুক্তিসিদ্ধ নয়।

বিষ্ণুপুরাণে—অম্বষ্ঠ নামক একটি জনপদের উল্লেখ আছে—

"সৌবীরাঃ সৈন্ধবা হূণাঃ শাল্বাঃ শাকলবাসিনঃ।
মদ্ৰারামাস্তথাম্বষ্ঠা পারসীকাদয়স্তথা।" বিষ্ণুপুঃ ২। ৩। ১৭।

উক্ত শ্লোক দ্বারা বোধ হইতেছে যে অম্বষ্ঠদেশ বর্ত্তমান পঞ্জাব ও পারস্যের মধ্যে ছিল। (ইহারই নিকট কাম্বোজ ও দারদরাজ্য ছিল।)

আইন অকবরীর কথাই অধিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে।

ঐ আদিশূরের সময়ে অর্থাৎ ৭৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে ৭৭৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও পঞ্চ কায়স্থ গৌড়দেশে আগমন করেন। ঐ পঞ্চকায়স্থের নাম সৌকালীন গোত্রজ মকরন্দ ঘোষ, গৌতমগোত্রজ দশরথ বসু, বিশ্বামিত্র গোত্রজ কালিদাস মিত্র,* কাশ্যপগোত্রজ বিরাটগুহ এবং মৌদ্গাল্য-গোত্রজ পুরুষোত্তম দত্ত।

বঙ্গীয় ও দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকার মতে—"ঐ পাঁচজন কায়স্থ শূদ্র। তাহারা পাঁচজন ব্রাহ্মণের সহিত দাসরূপে গৌড়ে আগমন করে। আদিশূর প্রথমে ব্রাহ্মণদিগের যথোচিত সমাদর করিয়া শেষে কায়স্থগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'আপনাদিগের আগমনে আমার জন্ম সফল হইল, আমার ভবন পবিত্র হইল। হে শূদ্রপুঙ্গবগণ! আপনারা ব্রাহ্মণদিগের সহিত কি জন্ত আগমন করিয়াছেন?' ইত্যাদি স্তব স্তুতি দ্বারা আদিশূর কায়স্থগণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন (১২)। প্রথম চারিজন আপনাদিগকে বিপ্রদাস বলিয়া পরিচয় দিলেন। শেষে 'নিখিলশাস্ত্রবিশারদ' পুরুষোত্তম দত্ত কহিলেন, সকলকে রক্ষা করিবার জন্ত এখানে আসিয়াছি (১৩)। রাজা প্রথমে চারিজনকে কুলীন বলিয়া গ্রহণ করিলেন এবং দত্ত বিনয়হীন হওয়ায় তাঁহাকে নিকুল করিলেন।"

কায়স্থকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দেওয়া হইল, আবার সেই শূদ্রগণকে দেখিয়া আদিশূর কৃতার্থম্মন্ত হইলেন, তাঁহাদের স্তব স্তুতি করিলেন। একি চমৎকার! পূর্ব্বকালে যে শূদ্রজাতির রাজসভায় অধিকার ছিল না, পবিত্রচেতা আর্য্যগণ যে শূদ্রকে স্পর্শ করিলেও আপনাকে অশুচিজ্ঞান করিতেন, প্রবল পরাক্রান্ত রাজচক্রবর্ত্তী যজ্ঞাভিলাষী আদিশূর সেই শূদ্রকে দেখিয়া কৃতার্থ হইলেন! অতি অসম্ভব! ৪ জন কায়স্থ বিপ্রদাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছিল বলিয়াই কি ঘটকেরা তাঁহাদিগকে শূদ্রমধ্যে গণ্য করিয়াছেন?

ধ্রুবানন্দ মিশ্র ৫ জন কায়স্থের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন।—

১…"এই প্রভাবসম্পন্ন মকরন্দ……ইনি সৌকালীন গোত্রসম্ভূত ও শৈব, ইহার গোত্রাধিষ্ঠাত্রী দেবপূজ্যা কালিকা। ইনি ভট্টনারায়ণের শিষ্য, মহাতান্ত্রিকদিগের অগ্রগণ্য, সূর্য্যধ্বজের বংশধর এবং বীরাগ্রগণ্য।

পাণিনি মতে—অম্বষ্ঠ শব্দ ক্ষত্রিয় ও জনপদবাচী (পা ৪।১।১৭১।) পশ্চিমের অম্বষ্ঠ কায়স্থগণের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ অম্বষ্ঠদেশ হইতে আসিয়াছেন। ঐরূপ শ্রীবাস্তবেরা কাশ্মীরের শ্রীনগর হইতে আসিয়াছিলেন, ইত্যাদি।

ধ্রুবানন্দমিশ্রের কারিকায় আদিশূর দরদদেশীয় অম্বষ্ঠ-কায়স্থ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। দিনাজপুরের শিলালিপিতে কাম্বোজবংশীয় গৌড়পতির উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে; আবার কাম্বোজ, দরদ ও অম্বষ্ঠ পরস্পর নিকটবর্ত্তী দেশ হইতেছে। বিশেষতঃ অম্বষ্ঠকাম্বোজাদির নিকটবাসী কাশ্মীররাজ কায়স্থপ্রবর জয়াপীড় গৌড়রাজ জয়ন্তের কন্যা কল্যাণদেবীকে বিবাহ করেন। এই সকল প্রমাণ দ্বারা জয়ন্ত বা আদিশূরকে অম্বষ্ঠকায়স্থ বলিয়া স্বীকার করিলে যুক্তিবিরুদ্ধ হয় না। রাজতরঙ্গিণী পাঠে জানা যায়, যে জয়াপীড় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিয়াছেন শুনিয়া সকলই শঙ্কিত হইয়াছিল, কেবল গৌড়রাজ জয়ন্ত জানিতেন যে কাশ্মীররাজ জয়াপীড় ছদ্মবেশে কল্লট নামগ্রহণপূর্ব্বক দেশ ভ্রমণ করিতেছেন। কেহই জানিতে পারিল না, অথচ গৌড়রাজ জানিতে পারিলেন। ইহার কারণ কি? এতদ্দ্বারা কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে যে কাশ্মীরের সহিত পূর্ব্ব হইতে কোনরূপ সংস্রব ছিল অথবা (ধ্রুবানন্দের কথা যদি অল্পমাত্র সত্য হয় তাহা হইলে) তিনি কাশ্মীরের নিকট কোন স্থান হইতে আসিয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে প্রথম রাজা হন। এ সকলই অনুমান! বোধ হয়, কায়স্থ আদিশূর নিজে কায়স্থ বলিয়াই কনোজাগত কায়স্থকে বিশেষ সমাদর করেন এবং ব্রাহ্মণের পরই পদমর্য্যাদা প্রদান করিয়াছিলেন।

কুলাচার্য্যঠাকুর বিরচিত কুলপঞ্জিকায় আদিশূরকে "ক্ষত্রিয়বংশহংস" বলা হইয়াছে।

* ঘোষ, বসু, মিত্র এই তিনটি আদিশূরপ্রদত্ত উপাধি বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। কিন্তু বিষ্ণু, মৎস্য, ব্রহ্মাণ্ড, ভাগবত প্রভৃতি পুরাণে শুঙ্গবংশীয় রাজাদিগের মধ্যে উক্ত উপাধি দৃষ্ট হয়।

(১২) "অদ্য মে সফলং জন্ম জীবিতঞ্চ সুজীবিতম্।
পূতঞ্চ ভবনং জাতং যুষ্মাকং গমনং যতঃ।
এবঞ্চ ক্রিয়তে স্তোত্রং পৃষ্টাস্তৎ শূদ্রপঞ্চকে।
যুষ্মাকং গোত্রমাখ্যা চ কিমর্থে বা দ্বিজৈঃ সহ।
তৎসর্ব্বং শ্রোতুমিচ্ছামি ব্রূত ভোঃ শূদ্রপুঙ্গবাঃ।"

বঙ্গীয় কুলাচার্য্যকারিকা।

"কে যূয়ং নাম কিম্বা কথয়ত কৃতিনঃ স্বাগতাঃ কাপি দেশাৎ।
কোলাঞ্চাৎ পঞ্চ শূদ্রা বয়মপি নৃপতে কিঙ্করা ভূসুরাণাম্।
ধন্যা যূয়ং পৃথিব্যাং পরিচয়মখিলং ব্রূত ভো বিপ্রভক্তাঃ
শ্রুত্বোচুর্বিপ্রবর্য্যাঃ সকলপরিচয়ং ভূপতেরস্তি চৈষাম্।"

দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলাচার্য্যকারিকা।

(১৩) "মৌদ্গল্যগোত্রজো দত্তঃ পুরুষোত্তমসংজ্ঞকঃ।
এতেষাং রক্ষণার্থায় আগতোঽস্মি ভবালয়ে।"

বঙ্গজঘটককারিকা।

"অহঞ্চ পুরুষোত্তমঃ কুলভৃদগ্রগণ্যঃ কৃতী,
সুদত্তকুলসম্ভবো নিখিলশাস্ত্রবিদুত্তমঃ।
বিলোকিতুমিহাগতো দ্বিজবরৈশ্চ রাজ্যং প্রভো,
চকার নৃপতিঃ স তং বিনয়হীনতো নিষ্কুলম্।"

দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকা।

২…এই দশরথ…চন্দ্রের স্বরূপ চেদিরাজার বংশোদ্ভব, গৌতমগোত্রজ, দক্ষের শিষ্য, মহাত্মা, সুধীর, নির্ম্মল চরিত্র, মতিমান্, মহাতান্ত্রিক এবং মহাবীরদিগেরও অগ্রগণ্য।

৩…ইনি অগ্নিকুলোদ্ভব গুহের বংশধর, ইঁহার নাম বিরাট্, ইনি সুতাপস, মহাবীর ও কাশ্যপগোত্রীয়, শ্রীহর্ষের শিষ্য, কালিকাভক্ত, ব্রাহ্মণপ্রতিপালক, ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য। ভট্ট যখন গুহ শব্দ উচ্চারণ করিলেন, তখন ভূপতির সভ্যগণ হাস্য করিয়াছিলেন।

৪…এই সত্ত্বগুণবিশিষ্ট কালিদাস…মিত্রবংশে প্রকাশমান। ইনি চন্দ্রবংশোদ্ভব, বৈষ্ণবাগ্রগণ্য, রথিশ্রেষ্ঠ, ছান্দড়ের শিষ্য, বিশ্বামিত্রগোত্রীয়, শাস্ত্রজ্ঞ, সুধী ও প্রাজ্ঞ। ইঁহার কুলদেবী আদ্যা প্রকৃতি।

৫…এই পুরুষোত্তম…অগ্নিদত্তের কুলোদ্ভব…ইনি সৈকসেনার বংশধর, মহাশৈব, সমস্ত রথিগণের অধিপতি, মৌদ্গল্যগোত্রীয়, শস্ত্রবিৎ ও শাস্ত্রজ্ঞ, মহাবীর ও বলবান্। মহাদেব ইঁহার কুলদেবতা। (১৪)

ধ্রুবানন্দ কায়স্থদিগকে শূদ্রের পরিবর্ত্তে 'প্রধান' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন এবং তাঁহার মতে প্রথম চারিজন চারিজনব্রাহ্মণের শিষ্য।

ধ্রুবানন্দ প্রায় দুইশত বর্ষের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন, বঙ্গজ ও দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকা সেই সময়ে বা তাহার কিছু পূর্ব্বে লিখিত। সুতরাং তিনখানি গ্রন্থই আধুনিক হইতেছে। যখন পরস্পর তিনখানি অনৈক্য, তখন কোনখানির উপর নির্ভর করিতে পারা যায় না। তবে মূল কথা, সেই পাঁচজন কায়স্থ যে পশ্চিমদেশীয় কায়স্থ ছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। এখনও পশ্চিমাঞ্চলে সূর্য্যধ্বজ, সকসেনা, অম্বষ্ঠ প্রভৃতি কায়স্থ বিদ্যমান, এরূপ স্থলে, ধ্রুবানন্দ যে মকরন্দকে সূর্য্যধ্বজ, পুরুষোত্তমকে সৈকসেনকায়স্থ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা অসম্ভাবিত নহে। বিশেষতঃ সূর্য্যধ্বজ, সৈকসেন প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলীয় কায়স্থগণ অদ্যাপি যজ্ঞসূত্র ও সংস্কারসম্পন্ন হওয়ায় তাহারা যেমন ক্ষত্রিয়ের অন্যতম শাখা বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন *; ঐ পঞ্চকায়স্থ সেইরূপ ক্ষত্রিয়ের অন্যতম শাখা বলিয়াই মহারাজ আদিশূরের নিকট সমাদরপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, শূদ্র হইলে এমন আদৃত হইতেন না। যে কায়স্থ যে ব্রাহ্মণের শিষ্য, তিনি তাহারই দাস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, এরূপ স্থলে 'দাস' শব্দ শূদ্রবাচী নহে †। কায়স্থ চিরকালই ব্রাহ্মণের ভক্ত। "দেবব্রাহ্মণভক্তশ্চ অতিথীনাঞ্চ সেবকঃ" ধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট আছে। অতএব কায়স্থ ভক্তিভাবে 'ব্রাহ্মণদাস' বলিয়া পরিচয় দিলে তাঁহার উন্নত স্বভাব ব্যতীত নিকৃষ্টজাতিত্ব প্রকাশ পায় না।

ধ্রুবানন্দমিশ্র লিখিয়াছেন—

"গজাশ্বনরযানেষু প্রধানা অভিসংস্থিতাঃ।

---

(১৪) "সুকৃতালিকৃতাম্বর এব কৃতী ক্ষিতিদেবপদাম্বুজচারুরতিঃ।
মকরন্দ ইতি প্রতিভাতি যতি র্বিবধন্যকুলোদ্ভবভট্টগতিঃ।
স চ ঘোষকুলাম্বুজভাস্কুরয়ং প্রথিতেন্দুযশঃসুরলোকযশঃ।
সততং সুসুখী সুমতিশ্চ সুধীঃ শরদিন্দুপয়োহম্বুধিকুন্দযশাঃ।
স সৌকালীনগোত্রজঃ শৈব এব
তদ্‌গোত্রে দেবতা কালিকা দেবপূজ্যা।
শ্রীভট্টস্য শিষ্যো মহাতান্ত্রিকাগ্র্য সূর্য্যধ্বজধরঃ ইহাপি শূরাগ্রগণ্যঃ।
বসুধাধিপচক্রবর্ত্তিণো বসুতুল্যা বসুবংশোদ্ভবাঃ।
বসুধাবিদিতা গুণার্ণবৈঃ শ্রিয়ন্তং তেজস্বিনো ভবন্ত নঃ।
দশরথো বিদিতো জগতীতলে দশরথঃ প্রথিতঃ প্রথমঃ কুলে।
দশদিশাং জয়িনাং যশসা জয়ী বিজয়তে বৈভবকুলসাগরে।
স চ চৈদ্যকুলাম্বুজসোমসমঃ গৌতমগোত্রতঃ শ্রী।
দক্ষশিষ্যো মহাত্মা সুধীরো ধার্ম্মিকো মতি র্নির্ম্মলাস্য।
মহাতান্ত্রিকো বীরবর্য্যাগ্রগণ্যাভিমানী
অয়মগ্নিকুলোদ্ভবো গুহবংশাভিধানো মহান্।
কুলাম্বুজো মধুব্রতো বিবিধপুণ্যপুঞ্জান্বিতঃ
বিরাটপুঙ্গবঃ সমঃ বিরাটাভিধানো গরীয়ান্।
সুতাপসো মহাবাহুঃ কাশ্যপগোত্রসম্ভবঃ।
স শ্রীহর্ষশিষ্যঃ কালিকায়াশ্চ ভক্তঃ
সদা দ্বিজালিপালকো ধার্ম্মিকাগ্রগণ্যঃ
নিশম্য ভট্টেন গুহং প্রভাষিতং
নৃপালসভ্যৈরতি হাস্যমাশ্রিতং।
যশস্বিনাং যশধরঃ সদা হি সর্ব্বসাদরঃ
প্রমত্তসত্ত্ববানয়ং শরৎসুধাংশুবদ্‌যশঃ
প্রতাপতাপনোৎতপদ্বিষালিযোবিদালিকো
বিভাতি মিত্রবংশসিন্ধুকালিকাদাসচন্দ্রকঃ।
স চ বৈষ্ণবপ্রধানঃ রথিনাং বরোহয়ম্।
ছান্দড়স্য শিষ্যো বিশ্বামিত্রগোত্রশাস্ত্রজ্ঞঃ সুশীলঃ সুধীরশ্চ প্রাজ্ঞঃ।
আদ্যাপ্রকৃতিশ্চ কুলদেবী তস্য।
অয়ঞ্চ পুরুষোত্তমঃ অগ্নিদত্তস্য কুলোদ্ভবঃ।
সুদত্তবংশদীপকঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ।
মহাকৃতিঃ মহামানী চ কুলভূদগ্রগণ্যকঃ।
স আগত বঙ্গদেশে সর্ব্বেষাং রক্ষণায় চ।
স চ সৈকসেনাধরো শৈববরঃ রথিনাঞ্চ রণী স মৌদ্গল্যগোত্রঃ।
শস্ত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ ভাস্বরশ্চ বলী পিণাকপাণিঃ কুলদেবতা চ।"

মিশ্রকারিকা।

* Census Report of British India, for 1881, Vol. III. p. XCIX.

† ব্রাহ্মণও নিজ গুরুর নিকট তাঁহার দাসানুদাস বলিয়া পরিচয় দিতে অভিমান করেন না।

গোযানারোহিণো বিপ্রাঃ পত্তিবেশসমন্বিতাঃ।
খড়্গচর্ম্মাদিভির্যুক্তাঃ পুত্রদারাদিভিঃ সহ॥"

প্রধানগণ (কায়স্থগণ) গজ, অশ্ব ও শিবিকায় এবং ব্রাহ্মণগণ পুত্রদারাদিসহ খড়্গচর্ম্মাদি-পরিবৃত হইয়া বীরবেশে আসিয়াছিলেন। (১৫)

অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, কায়স্থেরা কিসের জন্ম বঙ্গদেশে আসিয়া ছিলেন? কোন কোন কারিকায় লিখিত আছে, কায়স্থগণ আদিশূরের যজ্ঞ দেখিতে আসিয়াছিলেন। মিশ্রকারিকার মতে, বীরসিংহ এই পাঁচজন প্রধানকে (কায়স্থকে) পাঠাইয়া ছিলেন। আবার কেহ কেহ বলেন, কায়স্থগণ যজ্ঞ রক্ষা করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, কারণ শাস্ত্রেই আছে—

"নাব্রহ্ম ক্ষত্রমৃগ্নোতি নাক্ষত্রং ব্রহ্ম বর্দ্ধতে।
ব্রহ্মক্ষত্রঞ্চ সম্পৃক্তমিহ চামুত্র বর্দ্ধতে॥" মনু ৯। ৩২২।

'ব্রাহ্মণরহিতক্ষত্রিয়ো বৃদ্ধিং ন যাতি শান্তিকপৌষ্টিকব্যবহারেক্ষণাদিধর্ম্মবিরহাৎ। এবং ক্ষত্রিয়রহিতোঽপি ব্রাহ্মণো ন বর্দ্ধতে রক্ষাং বিনা যাগাদিকর্ম্মানিষ্পত্তেঃ।" কুল্লূক।

ব্রাহ্মণহীন ক্ষত্রিয় কখন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না, ক্ষত্রিয় ব্যতীত ব্রাহ্মণও কখন বৃদ্ধিলাভ করেন না। কারণ ব্রাহ্মণ না থাকিলে শান্তিক, পৌষ্টিক ও দণ্ডনীতি প্রভৃতি ধর্ম্মের অভাব হয় এবং ক্ষত্রিয় না থাকিলে রক্ষা বিনা যাগযজ্ঞাদি কার্য্য সুসম্পন্ন হয় না। তবে ক্ষত্রিয়ত্ব ও ব্রাহ্মণত্ব একত্র মিলিত হইলেই ইহপর উভয় লোকেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। সুতরাং ব্রাহ্মণের সহিত যে কায়স্থ আসিয়াছিল, ইহা ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণোদিত।

প্রাচীন ইতিহাস অথবা প্রাচীন কারিকা অভাবে কেবল আধুনিক (দুই তিন শতবর্ষের) কুলাচার্য্য গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ যে কেবল যজ্ঞোদ্দেশে এখানে আসিয়াছিলেন, এরূপ বিশ্বাস করা যায় না। যদি যজ্ঞই করিতে আসিবেন, তবে পুত্রদারাদি সঙ্গে আনিবার প্রয়োজন কি? এবং বীরবেশে আসিবারই বা কারণ কি? বোধ হয়, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের গৌড়াগমন সম্বন্ধে কোন রাজকীয় গুরুতর উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্য কি?

'গুরুজনকথাচরিত্র' ও প্রাচীন আসাম বুরঞ্জীপাঠে জানা যায়, যে প্রাচীন কামরূপ রাজ্যে (বর্ত্তমান কোচবিহারের অন্তর্গত) কামতাপুর নামক স্থানে দুর্লভনারায়ণ নামে এক-

(১৫) "গোযানেনাগতাঃ বিপ্রাঃ অশ্বে ঘোষাদিকত্রয়ঃ।
গজে বসুঃ কুলশ্রেষ্ঠঃ নরযানে গুহঃ সুধীঃ॥"
দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকা।

জন রাজা ছিলেন। [কামতাপুর দেখ।] গৌড়েশ্বর তাঁহার সহিত বন্ধুতাস্থাপন করিয়া তাঁহার রাজ্যের সুশৃঙ্খলা স্থাপনের জন্ত ৭ জন ব্রাহ্মণ ও ৭ জন কায়স্থকে কামরূপে পাঠাইয়া দেন, ঐ ৭ জন ব্রাহ্মণের নাম—কৃষ্ণপণ্ডিত, রঘুপতি, রামবর, লোহার, বয়ান, ধর্ম্ম ও মধুর এবং ৭ জন কায়স্থের নাম—হরি, শ্রীহরি, শ্রীপতি, শ্রীধর, চিদানন্দ, সদানন্দ ও চণ্ডীবর। কামরূপরাজ তাঁহাদের 'বারভূঁয়া' উপাধি প্রদান করেন। তাঁহাদের মধ্যে কায়স্থ চণ্ডীবর বিদ্যা, বুদ্ধি ও বীরত্বে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তিনি "শিরোমণি-ভূঁয়া" উপাধিলাভ করেন। তিনি দেবীপূজক ছিলেন এবং "দেবীদাস" বলিয়া আপনার পরিচয় দিতেন।

আসামবুরঞ্জী লেখকেরা অনুমান করেন, যে তাঁহারা গৌড়েশ্বরের সেনাপতি ছিলেন *।

দেবীপূজক চণ্ডীবরের বীরগাথা কামরূপের ঘরে ঘরে প্রসিদ্ধ। তিনি দুইবার ভোটনরাজকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন। চণ্ডীবরের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রাজধর ১২৫০ শকে শিরোমণি ভূঁয়া হন। বিখ্যাত শঙ্করদেব এই রাজধরের পৌত্র। বঙ্গে যেমন বৈষ্ণবেরা চৈতন্য দেবের পূজা করেন, কামরূপেও বৈষ্ণবগণ সেইরূপ শঙ্করদেবকে ততোধিক ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকেন। এই শঙ্করদেবই সর্ব্বপ্রথম আসামী ভাষায় বৈষ্ণবগ্রন্থ প্রচার করেন। বাঙ্গালায় যেমন গৌরাঙ্গদেব, কামরূপে তেমনি শঙ্করদেব বিষ্ণুর অবতার বলিয়া কীর্ত্তিত হন।

কোচবিহারাধিপ নরনারায়ণের সভায় প্রসিদ্ধ পণ্ডিত পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ অবস্থান করিতেন †। অনেকেই তাঁহাকে ভট্টনারায়ণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন ‡। বোধ হয় রাজা দুর্লভনারায়ণের সময়ে যে ৭ জন ব্রাহ্মণ গিয়াছিলেন, ইনি তাঁহাদের কাহারও উত্তর-পুরুষ হইবেন।

কামরূপে যে কারণে ব্রাহ্মণকায়স্থ গিয়াছিলেন, সংক্ষেপে তাহা লিখিত হইল। আমাদের বোধ হয়, কামরূপের ন্যায় ৫ জন ব্রাহ্মণ ও ৫ জন কায়স্থ গৌড়ের সুশৃঙ্খলা-স্থাপনের নিমিত্ত এবং রাজকার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য রাজনৈতিক কর্ম্মচারী (Political Officer)-রূপে কনোজরাজ অথবা

* গুণাভিরাম বড়ুয়ার আসামবুরঞ্জী ৫৬ পৃষ্ঠা। [বিশ্বকোষে কামরূপ শব্দ ৫২৭ পৃষ্ঠা দেখ।]

† বিশ্বকোষ ৩ ভাগ ৫২৫ পৃষ্ঠা দেখ।

‡ Sir Rája Saurindra Mohan Tagore's Kavirashya, Preface.

জয়াপীড় কর্ত্তৃক গৌড়ের রাজসভায় প্রেরিত হইয়াছিলেন। গৌড়ে সমাগত আদি ব্রাহ্মণাদির উত্তরপুরুষ ধর্ম্মাধিকারী হলায়ুধ, মন্ত্রী পশুপতি, কায়স্থপ্রবর সান্ধিবিগ্রহিক নারায়ণ দত্ত প্রভৃতির কার্য্যপ্রণালী মনোযোগপূর্ব্বক পর্য্যালোচনা করিলে, উত্থাপিত যুক্তি অনেকটা সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়।

ঘটককারিকামতে, পঞ্চ কায়স্থের আগমনের পর আদিশূরের সময়ে তাঁহাদের দার পুত্রাদি এবং নাগ, নাথ ও দাস এই তিন জন কায়স্থ (দারাদিসহ) আসিয়াছিলেন।

সেনরাজগণ।—ইতিপূর্ব্বে আদিশূরের সময় নিরূপণ প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে যে, মহারাজ বল্লালসেনদেব ১০৯১ শকে (১১৬৯ খৃষ্টাব্দে) দানসাগর প্রণয়ন করেন। কিন্তু ৺ রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি পুরাবিদ্‌গণ সময়প্রকাশের ভ্রমাত্মক পাঠের উপর নির্ভর করিয়া লিখিয়াছেন যে "১০১৯ শকে অর্থাৎ ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে দানসাগর রচিত হয় (১)" এবং তদনুসারে তাঁহারা ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে বল্লালের অভিষেককাল অবধারণ করিয়াছেন (২)।

দানসাগরে লিখিত আছে—

"অত্র সম্বৎসরাদি-সময়-বিশেষ-পরিপাদনেন দানসাগরস্য নির্ম্মাণকালস্যৈব সম্বৎসরত্বপ্রতিপাদনায় লিখ্যতে।

নিখিলচক্রতিলকশ্রীমদ্ বল্লালসেনেন পূর্ণে।
শশি-নব-দশ-মিতে শকবর্ষে দানসাগরো রচিতঃ॥
রবিভগণাঃ শরশিষ্টা যে ভূতা দানসাগরস্যাস্য।
ক্রমশোঽত্র সংপরীদানূদাদ্যা বৎসরাঃ পঞ্চ॥
তদেবমেকনবত্যধিকবর্ষসহস্রারেঽস্থিতে শাকে।
সম্বৎসরাঃ পতন্তি বিষপদারভ্য চ।
সম্বৎসরপরিবৎসরইদাবৎসরউদ্বৎসরাঃ॥"

(দানসাগর হস্তলিপি ২২০ পত্র-১ পৃঃ)

চক্রবর্ত্তী রাজাদিগের শ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্বল্লালসেন কর্ত্তৃক ১০৯১ শকবর্ষে দানসাগর রচিত হয়। রবিভগণকে ৫ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতেই সংবৎসরাদি বর্ষ জ্ঞান হইবে; সুতরাং এই নিয়মানুসারে দানসাগরের রচনা সময়ে 'সংবৎসর' নামক বর্ষ লাভ হইবে অর্থাৎ যে সময়ে দানসাগর রচিত হইয়াছিল, সেই বৎসর 'সংবৎসর' বর্ষ হইয়াছিল।

পূর্ব্বোক্ত সূর্যক দ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। যথা—'অত্র সংবৎসরাদিসময়বিশেষপরিপাদনেন দানসাগরস্য নির্ম্মাণকালস্যৈব সংবৎসরত্বপ্রতিপাদনায় লিখ্যতে"—

(তেন) রবিভগণাঃ—১০৯১ শকে

১৯৫৫৫৮৮৪২৭০, ইহাকে ৫ দিয়া ভাগ করিলে অবশিষ্ট "০" শূন্য থাকে। ইহাতে সংবৎসর নামক বর্ষই হইবে কারণ অতীত বিষয়ই অবশিষ্ট থাকিবে।

দানসাগরের উক্ত বচন দ্বারা স্পষ্টই সপ্রমাণ হইতেছে যে, ঐ গ্রন্থ বল্লালসেন কর্ত্তৃক ১০৯১ শকে রচিত হইয়াছে। এরূপ স্থলে বল্লালসেনদেব নিজে যে সময় নির্ণয় করিয়াছেন তাহাই মুখ্য ও সর্ব্বতোভাবে গ্রাহ্য এবং অপরাপর প্রমাণ কল্পিত বলিয়া পরিত্যাগ করাই উচিত।

দেবীবর, বাচস্পতি, ধ্রুবানন্দ প্রভৃতি কুলাচার্য্যগণের মতে, বল্লালসেন অম্বষ্ঠকুলজাত মিত্রসেনের পুত্র। আবার কেহ আদিশূরের পুত্র, কেহ বিশ্বক্‌সেনের পুত্র, কেহ শুকসেনের পুত্র, কেহ ব্রহ্মপুত্রনদের পুত্র, আবার কেহ তাঁহাকে জারজ বৈদ্যরাজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।* যে যাহাই বলুন, এই আধুনিক কুলাচার্য্যকারিকাসমূহ অথবা একদেশী অভিনব জনপ্রবাদ এককালে অগ্রাহ্য করাই কর্ত্তব্য। এরূপ স্থলে সেনরাজগণের সাময়িক গ্রন্থ, শিলালিপি ও তাঁহাদের প্রদত্ত শাসনপত্রের উপরই একমাত্র বিশ্বাস করিতে হইবে।

দানসাগরে বল্লাল বিজয়সেনের পুত্র ও হেমন্তসেনের পৌত্র বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন (৩) এবং প্রায় শতাধিকবার "নিঃশঙ্কশঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমদ্বল্লালসেনদেব" এই নামে আখ্যাত হইয়াছেন (৪)।

---

(১) "নিখিল নৃপচক্রতিলকশ্রীমদ্বল্লালসেনদেবেন পূর্ণে নবশশিদশমিতে শকাব্দে দানসাগরো রচিতঃ।" ৺ রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি ধৃত সময়প্রকাশ। কিন্তু আমরা যে সময়প্রকাশ দেখিয়াছি, তাহাতে "পূর্ণে শশিনবদশমিতে শকাব্দে" এইরূপ প্রকৃত পাঠ আছে।

(২) তাঁহাদের মতে, "আবুলফজলের মতানুসারে বল্লালের রাজ্যারম্ভ ১০৬৬ খৃঃ অঃ।" কিন্তু আবুলফজল আইন-অকবরীর কোথাও বল্লালসেনের সময় নিরূপণ করেন নাই। তাঁহার মতে, গৌড়দুর্গস্থাপয়িতা বল্লাল ৫০ বর্ষমাত্র রাজত্ব করেন। (See H. S. Jarrett's Ain i Akbari, Vol. II. p. 146.)

* বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে প্রকাশিত রিস্‌লিসাহেব-রচিত "বঙ্গ ও বেহারের জাতিতত্ত্ব" গ্রন্থে বল্লাল প্রভৃতি সেনরাজগণকে বৈদ্য বলা হইয়াছে। (See H. H. Rishley's Tribes and Castes of Bengal, Vol. I. p. 47) কিন্তু সেনরাজগণ স্ব স্ব তাম্রশাসনে 'চন্দ্রবংশীয়' ব্রহ্মক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, সুতরাং রিস্‌লিসাহেবের মত গ্রাহ্য হইতে পারে না। (Journ. As. Soc. Bengal, 1865, pt. p. I. 143-154 দেখ।)

(৩) "হেমন্তঃ পরিপন্থিপঙ্কজসরঃ সর্গস্য নৈসর্গিকস্ফীতঃ স্বগুণৈরুদাত্তমহিমা হেমন্তসেনোঽজনি।
তদনু বিজয়সেনো প্রাদুরাসীদ্বরেন্দ্রো
দিশিবিদিশি ভজন্তে যস্য বীরধ্বজত্বম্॥...
দৈত্যোত্তাপভৃতামকালজলদঃ সর্ব্বোত্তরঃ ক্ষ্মাভৃতাং
শ্রীবল্লালনৃপস্ততো ঽজনি গুণাধির্ভাবগৌড়েশ্বরঃ।"

দানসাগর (সূচনা)।

(৪) তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনদেব ও লক্ষ্মণপুত্র কেশবসেনদেব ও স্ব স্ব প্রদত্ত তাম্রশাসনে 'শঙ্করগৌড়েশ্বর' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

বল্লালের পিতা বিজয়সেনের শিলালিপি পাঠে জানা যায়, তিনি দাক্ষিণাত্যক্ষৌণীন্দ্র বীরসেনবংশীয় সামন্তসেনের পৌত্র এবং হেমন্তসেনের পুত্র, যশোদেবীর গর্ভজাত।

অতএব যখন দেখা যাইতেছে, শিলালিপি ও দানসাগরের পরস্পর ঐক্য হইতেছে, তখন অপরাপর আধুনিক প্রমাণ অপেক্ষা দানসাগরের বিবরণই সমধিক প্রামাণ্য বলিয়া অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণসেনদেব এবং তৎপুত্র কেশবসেনদেব স্ব স্ব তাম্রশাসনে 'ওষধিনাথবংশ' (১) ও 'সোমবংশ প্রদীপ' (২) এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন।

কোন শিলালিপি বা তাম্রশাসনে সেনরাজগণ অম্বষ্ঠবৈদ্য আখ্যায় অভিহিত হন নাই। সুতরাং উক্ত শিলালিপি ও তাম্রশাসন দ্বারা বল্লালসেনদেবও যে চন্দ্রবংশোদ্ভব ছিলেন, তাহাই প্রতিপন্ন হইতেছে।

দানসাগরের প্রারম্ভে বল্লালও ক্ষত্রিয়চরিত্রের আভাস দিয়াছেন। (৩)

বিজয়সেন কর্ত্তৃক প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে যে শিলালিপি উৎকীর্ণ হয়, তাহাতে খোদিত আছে, বল্লালসেনের প্রপিতামহ সামন্তসেন ব্রহ্মবাদী ও ব্রহ্মক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত। (৪)

(১) "ভূমীভুজঃ স্ফুটমথৌষধিনাথবংশে"

Journ. As. Soc. Bengal, 1875, pt. I. p. 11.

(২) "সেনকুল-কমলবিকাশ-ভাস্কর-সোমবংশ-প্রদীপঃ"

Journ. As. Soc. Bengal, Vol. VII. p. 45.

(৩) "ছন্দোভিশ্চৈকবক্ষে শ্রুতিনিয়মগুরুক্ষত্রচারিত্রচর্যা।
মর্য্যাদাগোত্রশৈলঃ কলিচকিতসদাচারসঞ্চারসীমা।"

দানসাগর (সূচনা)

(৪) ব্রহ্মক্ষত্রিয় শব্দের অর্থ কেহ শ্রেষ্ঠক্ষত্রিয় (Noblest Kshetriya) লিখিয়াছেন। (Journ. As. Soc. Bengal, 1856, pt. I. p. 144.) শ্রীধরস্বামী বিষ্ণুপুরাণের টীকায় ব্রহ্মক্ষত্রের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন—

"ব্রহ্মণঃ ব্রাহ্মণস্থ ক্ষত্রস্থ ক্ষত্রিয়স্য চ যোনিঃ কারণং ক্ষত্রিয়েরেব কৈশ্চিত্তপো বিশেষাৎ ব্রাহ্মণ্যং লব্ধমিতি।" (বিষ্ণুপু' ৪।২১।৪টী)

স্কন্দপুরাণে সহ্যাদ্রিখণ্ডে পরশুরামকে 'ব্রহ্মক্ষত্র' বলা হইয়াছে। যথা—

"পরশুরাম উবাচ।
ভৃগুবংশসমুৎপন্নং বিদ্ধি মাং ব্রাহ্মণং প্রভো!।
জমদগ্নিসুতং রামং রেণুকায়াঃ প্রিয়ঙ্করম্। ১৩।
ব্রহ্মক্ষত্রং সদাজ্ঞেয়মিতি নিশ্চিত্য শঙ্কর।
আরাধিতোঽসি তপসা ধনুর্বিদ্যার্থসিদ্ধয়ে।" ১৪।

রেণুকামাহাত্ম্য ১৫ অঃ।

পরশুরাম ব্রাহ্মণ, জমদগ্নির ঔরসে ক্ষত্রিয়রাজকন্যা রেণুকার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন, সেই জন্য ব্রাহ্মণ হইলেও পুরাণকার তাঁহাকে 'ব্রহ্মক্ষত্র' বলিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, দাক্ষিণাত্যের প্রধান কায়স্থগণ অদ্যাপি ব্রহ্মক্ষত্রিয় নামে পরিচিত এবং তাহারা আপনাদিগকে প্রকৃত ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। বিজয়সেনের শিলালিপিতে তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ বীরসেনকে "দাক্ষিণাত্য-ক্ষৌণীন্দ্র" বলা হইয়াছে। সেনরাজগণের পূর্ব্বপুরুষগণ যে দাক্ষিণাত্যে বাস করিতেন, তাহা ঐ শিলালিপির বচন দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে। অতএব তাঁহারাও দাক্ষিণাত্য-কায়স্থের ন্যায় যে আপনাদিগকে 'ব্রহ্মক্ষত্রিয়' আখ্যায় অভিহিত করিবেন, তাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে। বিশেষতঃ—সেনরাজদিগের রাজত্বকালে কতকগুলি গৌড়কায়স্থ গৌড়দেশ হইতে উত্তর পশ্চিমাঞ্চল, বেহার প্রভৃতি স্থানে গিয়া বাস করেন; তাঁহারা বহুদিন হইল গৌড়দেশের সংস্রব ছাড়িয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহাদিগের উত্তরপুরুষগণ অদ্যাপি সেনরাজগণকে প্রকৃত "কায়স্থ" বলিয়া জানেন। (৫)

বল্লালসেন ও তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন (৬) ক্ষত্রিয়ের অন্যতম শাখা কায়স্থ ছিলেন বলিয়া ব্রাহ্মণের পরই কায়স্থের পদমর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছিলেন। এই নিমিত্তই লক্ষ্মণসেনদেবের রাজত্বকালে পুরুষোত্তমদত্তবংশীয় নারায়ণ দত্ত মহাসান্ধিবিগ্রহিক পদে, দাসবংশীয় বটুদাস মহাসামন্তপদে এবং তৎকালীন বিখ্যাত কবি শ্রীধরদাস মহামাণ্ডলিকপদে নিযুক্ত ছিলেন। (৭) বোধ হয় এই নিমিত্তই লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক প্রসিদ্ধ স্মৃতিসংগ্রহকার শূলপাণি (৮) দীপকলিকা নাম্নী যাজ্ঞবল্ক্যটীকায় "কায়স্থৈঃ রাজসম্বন্ধাৎ প্রভবিষ্ণুভিঃ" অর্থাৎ কায়স্থ রাজসম্বন্ধপ্রযুক্ত প্রভাবশালী এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

ইতিপূর্ব্বে বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, কায়স্থগণ দ্বিজাতির অন্তর্গত এবং ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত। এখন বোধ হইতেছে, আদিশূরের ন্যায় কুলবিধাতা বল্লালসেনও ঐরূপ

এদিকে বিষ্ণু, মৎস্য, ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি পুরাণে দেখা যায় যে, পরীক্ষিৎপুত্র জনমেজয় হইতে ক্ষেমক পর্য্যন্ত চন্দ্রবংশীয় রাজগণ 'ব্রহ্মক্ষত্র' নামে কথিত হইয়াছেন। পুরাণের মতে, ক্ষেমকই শেষ ব্রহ্মক্ষত্র রাজা। তাহার সহিত ব্রহ্মক্ষত্রবংশের লোপ হয়। সুতরাং পুরাণ-অনুসারে সেনরাজগণ ক্ষেমকবংশসম্ভূত হইতে পারেন না। যজুর্ব্বেদে ব্রহ্মক্ষত্র শব্দ আছে, ভাষ্যকার তাহার অর্থ করিয়াছেন—"ব্রহ্মজ্ঞানং ক্ষত্রবীর্য্যঞ্চ।"

(৫) H. H. Rishley's Tribes and Castes of Bengal, Vol. I. p. 441.

(৬) ধ্রুবানন্দমিশ্রপ্রণীত মহাবংশাবলী মতে, লক্ষ্মণসেন ব্রাহ্মণাদির মেলবন্ধ করেন।

(৭) তৎকালে কোন বৈদ্যজাতি যে এরূপ উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন, তাহার প্রমাণাভাব। (৮) Notices of Sanskrit Mss. Vol. II. p. 104.

ক্ষত্রিয়বংশসম্ভূত ছিলেন। আইন অক্‌বরী মতে, বল্লালসেন ৫০ বর্ষ রাজত্ব করেন। দানসাগরের উপসংহারপাঠে বোধ হয়, বল্লাল শেষাবস্থায় সংসারাশ্রম হইতে দূরে থাকিয়া এই গ্রন্থ রচনা করেন। অতএব দানসাগরের রচনাকালই যদি তাঁহার রাজত্বকালের শেষ অব্দ ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে আইন-অক্‌বরীর মতে (১০৯১ হইতে ৫০ বাদে) ১০৪১ শকে (১১১৯ খৃঃ) তাঁহার অভিষেক হয় এবং ১০৯১ শকে (১১৬৯ খৃষ্টাব্দে) তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনদেব পিতৃসিংহাসনে অভিষিক্ত হয়েন। রাজা লক্ষ্মণসেনের ধর্ম্মাধিকারী হলায়ুধ তাঁহার রচিত ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বে পরিচয় দিয়াছেন—"শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন-দেব নৃপতি তাঁহাকে বাল্যে রাজপণ্ডিত, যৌবনারম্ভে মন্ত্রীর পদ ও প্রৌঢ়াবস্থায় ধর্ম্মাধিকার প্রদান করেন।" (ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব ১। ১২)।

লক্ষ্মণসেনের প্রিয়পাত্র বটুদাস মহাসামন্তের পুত্র মহা-মাণ্ডলিক শ্রীধরদাস তদ্বিরচিত সূক্তিকর্ণামৃতের উপসংহারে লিখিয়াছেন—

"শাকে সপ্তবিংশত্যধিকশতোপেতদশশতে শরদাম্।
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনক্ষিতিপস্য রসৈকত্রিংশে * ॥
সবিতুর্গত্যা ফাল্গুনবিংশেষু পরার্থহেতাবকুতুকাৎ।
শ্রীধরদাসেনেদং সূক্তিকর্ণামৃতং চক্রে॥"

সূক্তিকর্ণামৃত ৫ম প্রবাহ।

১১২৭ শকে (১২০৫ খৃষ্টাব্দে) শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনরাজের ৩১ বর্ষে ফাল্গুনমাসের বিংশতি দিবসে শ্রীধরদাস সূক্তিকর্ণামৃত রচনা করেন।

ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, লক্ষ্মণসেনদেব ১১৬৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন গ্রহণ করেন। সূক্তিকর্ণামৃতপাঠে জানা যাইতেছে, যে ১২০৫ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের ৩১ বর্ষ রাজত্ব চলিতেছে।

হলায়ুধের ব্রাহ্মণসর্ব্বস্বের অনুবর্ত্তী হইলে, অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, রাজা লক্ষ্মণসেন বহুদিন রাজপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা স্থির করিয়াছেন, যে ১২০৫ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ বখ্‌তিয়ার লক্ষ্মণসেনের রাজধানী নবদ্বীপ অধিকার করেন। (৯) তৎকালীন মুসলমান ইতিহাস লেখক মিন্‌হাজুদ্দীন্ লিখিয়াছেন, 'বখ্‌তিয়ারের সমস্ত সৈন্য আসিয়া পৌঁছিল, (নদীয়া) নগরের চারিপার্শ্ব অধিকৃত হইল;—রায় লখ্‌মণিয়া সকনাট (সমতট?) ও বঙ্গাভিমুখে পলায়ন করেন। তথায় অতি অল্পকালই রাজত্ব করিয়াছিলেন।' (১০)

---

* ৺ রাজেন্দ্রলাল সদুক্তিকর্ণামৃতের যে হস্তলিপি দেখিয়াছেন, তাহাতে "শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনক্ষিতিপস্য রসৈকবিংশে।" এইরূপ পাঠ আছে।

Notices of Sanskrit Mss. Vol. III. p. 14.

(৯) তবকাৎ-ই-নাসিরির ইংরাজী অনুবাদক মেজর রেভার্টি সাহেবের মতে, বখ্‌তিয়ার ৫৯০ হিজিরী অর্থাৎ ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপ জয় করেন (Raverty's Tabakat-i-Násiri, p. 550*n*.) ব্লকম্যান সাহেবের মতে ১২০৩ খৃষ্টাব্দে (Blochmann's Contribution to the Geography and History of Bengal, in J. A. S. B. 1873, pt. I. p. 211). উইলফোর্ড সাহেবের মতে ১২০৭ খৃষ্টাব্দে (Asiatic Researches, Vol. IV. p. 203) এবং টমাস সাহেবের মতে ১২০৫ খৃষ্টাব্দে উক্ত ঘটনা হইয়াছে। (Thomas, Initial Coinage of Bengal). শেষোক্ত মত সমীচীন বলিয়া গৃহীত হইল।

(১০) Raverty's Tabakat-i-Násiri, p. 558. মিন্‌হাজের মতে—রায় লখ্‌মণিয়া ৮০ বর্ষ রাজত্ব করেন এবং তাঁহার সুদীর্ঘ রাজ্যকাল সম্বন্ধে তিনি এক অদ্ভুত গল্প লিখিয়াছেন, তাহা এই—'লখ্‌মণিয়া যখন মাতৃ-গর্ভে, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। দৈবজ্ঞেরা গণনা করিয়া বলিলেন যে, এখন সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে নিতান্ত হতভাগ্য হইবে, আর দুই ঘণ্টা পরে যদি সন্তান জন্মে, তাহা হইলে তিনি ৮০ বর্ষ জীবিত থাকিয়া রাজছত্র ধারণ করিবেন। এই কথা শুনিয়া রাজমাতা আদেশ করিলেন—'যতক্ষণ না শুভলগ্ন হয়, ততক্ষণ আমার পা দুইটি উপরদিকে বাঁধিয়া ঝুলাইয়া রাখ।' আদেশ প্রতিপালিত হইল। তাহার দুই ঘণ্টা পরে রায় লখ্‌মণিয়া ভূমিষ্ঠ হইলেন। রাজমাতা সেই মুহূর্ত্তে প্রাণত্যাগ করিলেন। অমাত্যবর্গ শিশু লখ্‌মণিয়াকে রাজা করিলেন।"

(Tabakat-i-Násiri, p. 555.)

মিন্‌হাজ্ এই গল্পটি বখ্‌তিয়ার কর্ত্তৃক নদীয়া বিজয়ের প্রায় ৫৫ বৎসর পরে একজন মুসলমানের নিকট লক্ষ্মণাবতী (গৌড়) নগরে শ্রবণ করেন। এরূপ স্থলে এই উপাখ্যানটি কতদূর সত্য?—সম্ভবতঃ আজগুবি বলিয়া বোধ হয়।

৺ রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি কয়েক জন পুরাবিদ্ ঐ লখ্‌মণিয়াকে 'লাক্ষ্মণেয়' বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে, বখ্‌তিয়ারের সম-সাময়িক রায় লাক্ষ্মণেয়ের অপর নাম অশোকসেন (চন্দ্র), তিনি লক্ষ্মণ-সেনের পৌত্র। (Mitra's Indo-Aryans, Vol. II. p. 251.)

আবার কেহ লিখিয়াছেন, "বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেনদেবের ৫৩ বৎসর অন্তে অর্থাৎ ১০৮১ শকাব্দে (১১৪৯ খৃষ্টাব্দে) আমরা অশোকচন্দ্র দেবকে গৌড়ের রাজাসনে দেখিতে পাই।...অশোকচন্দ্রের পর (দ্বিতীয়) লক্ষ্মণসেন সিংহাসনে আরোহণ করেন।" (সেনরাজগণ ৩৮ পৃঃ)

উপরোক্ত উভয় মতই সমীচীন বোধ হইল না। ১ম, লখ্‌মণিয়া হইতে লাক্ষ্মণেয় শব্দ সিদ্ধ হইতে পারে না। লক্ষ্মণের পরিবর্ত্তে পশ্চিমাঞ্চলে লছমন, লছমণিয়া ও লখ্‌মণিয়া নাম সচরাচর চলিত। মিন্‌হাজ্ পশ্চিমাঞ্চলের লোক। তিনি 'লখ্‌মণিয়া' শব্দে লক্ষ্মণসেনেরই উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

২য়, বুদ্ধগয়ায় বৌদ্ধমন্দির হইতে অশোকচন্দ্রদেবের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তিনি গৌড়েশ্বর বলিয়া অভিহিত হন নাই।

তৎকালে নদীয়া হইতে লক্ষ্মণাবতী পর্য্যন্ত ভূখণ্ড মুসলমানের করালকবলে পতিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু মিন্হাজুদ্দীন্ ঐ ঘটনার ৫৫ বর্ষ পরে লিখিয়াছেন, "অদ্যাপি বঙ্গে লখ্মণিয়ার বংশধরগণ (স্বাধীন ভাবে) রাজত্ব করিতেছেন।" (১১)

বাস্তবিক লক্ষ্মণসেনের পর তৎপুত্র মাধবসেন কিছুকাল পূর্ব্ববঙ্গে ও সমতটে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আইন অক্বরীর মতে, ইনি ১০ বর্ষ মাত্র রাজত্ব করেন। তিনি আপন কনিষ্ঠ ভ্রাতা কেশবসেনকে রাজ্যভার দিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল তীর্থযাত্রায় অতিবাহিত করেন। তিনি বালককাল হইতেই দেবী সরস্বতীর প্রসাদে কবিত্ব-শক্তি লাভ করিয়াছিলেন (১২)। সম্ভবতঃ তিনি কেদারনাথে গিয়া প্রাণত্যাগ করেন। অদ্যাপি হিমালয়ের তুষারাবৃত কুমায়ুনের আল্মোরা-নগরের অনতিদূরবর্ত্তী 'যোগেশ্বর' মন্দির-গাত্রে শিলালিপি দ্বারা মাধবসেনের কীর্ত্তি বিঘোষিত হইতেছে (১৩)। কেবল মাধবসেনই যে হিমালয়ে যাত্রা করিয়াছিলেন, এমন নহে, তাঁহার সহিত ম্লেচ্ছপ্রপীড়িত ব্রাহ্মণগণও গমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে ভট্টনারায়ণবংশীয় রুদ্রশর্ম্মার নাম কেদারভূমির বালেশ্বরমন্দিরমধ্যস্থ তাম্রশাসনে উৎকীর্ণ রহিয়াছে (১৪)।

লক্ষ্মণসেনের কনিষ্ঠ পুত্র কেশবসেন বিক্রমপুরে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার প্রদত্ত তাম্রশাসনে তিনি 'শঙ্করগৌড়েশ্বর' নামে আপনার ও পূর্ব্বপুরুষগণের পরিচয় দিয়াছেন। ইনি স্বাধীনভাবে অনেকদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন।

কেশবসেনের পর আর সেনবংশীয় রাজগণের নাম তাম্রশাসনে অথবা তৎসাময়িক গ্রন্থে পাওয়া যায় না।

আইন-অক্বরীর মতে, কেশবসেনের পর সদাসেন বা সুরসেন (১৮ বর্ষ), তৎপরে রাজা নৌজা বা নারায়ণ (৩ বর্ষ) রাজত্ব করেন। মিন্হাজের তবকাৎ-ই-নাসিরিপাঠে জানা যায় যে, ১২৬০ খৃষ্টাব্দেও সেনবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন (১৫)।

এখানে কায়স্থকুলবিধাতা বল্লালের বংশাবলী ও তাঁহাদের অভিষেককালপ্রদর্শনার্থ একটি তালিকা দেওয়া হইল *।

বিজয়সেন
|
বল্লালসেন (১১১৯ খৃঃ অঃ)
|
লক্ষ্মণসেন (১১৬৯ খৃঃ অঃ)
|
মাধবসেন (১২০৬ খৃঃ) কেশবসেন (১২১৬ খৃঃ অঃ)
|
(?) সুরসেন (১২৩১ খৃঃ অঃ)
|
(?) নারায়ণ (১২৪৯ খৃঃ অঃ)

বল্লালকৃত শ্রেণীবিভাগ।—বল্লালসেনের সময়ে কায়স্থগণ বঙ্গজ, রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হন। তন্মধ্যে বঙ্গে মকরন্দঘোষবংশীয় চতুর্ভুজ, দশরথবসুবংশীয় লক্ষ্মণ ও পূষণবসু, বিরাটগুহের উত্তরপুরুষ দশরথগুহ ও কালিদাস মিত্রের উত্তরপুরুষ তারাপতি মিত্রকে বল্লালসেন মুখ্য কুলীন বলিয়া নির্ব্বাচন করেন।

তৎকালে দত্তবংশীয় নারায়ণ দত্ত (১৬), নাগবংশীয় দশরথ নাগ, নাথবংশীয় মহানন্দ নাথ এই তিন জন "মধ্যল্য" হইলেন।

দাসবংশীয় চন্দ্রশেখর দাস, সেনবংশজাত গঙ্গাধর সেন, করবংশীয় দামোদর কর, দামবংশীয় উষাপতি, পালিত বংশীয় জন, চন্দ্রবংশোদ্ভব নারায়ণ, পালবংশীয় আবপাল, রাহাবংশীয় কৃষ্ণরাহা, ভদ্রবংশীয় দিগম্বর ভদ্র, ধরবংশীয় ব্যাসধর, নন্দীবংশীয় প্রভাকর নন্দী, দেববংশীয় কেশবদেব, কুণ্ডবংশীয় অধিপতি কুণ্ড, সোমবংশীয় বংশধরসোম, সিংহবংশীয়

তিনি কোন্ স্থানের রাজা ছিলেন অথবা সেনরাজগণ সহিত কোন সংস্রব ছিল কি না, শিলালিপি পাঠে কিছুমাত্র জানা যায় না। ঐ শিলালিপির শেষে "ইতি শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবপাদামতীতরাজ্যে" এই মাত্র খোদিত থাকায় কেবল অনুমান দ্বারা তাঁহাকে লক্ষ্মণসেনবংশীয় বলা যাইতে পারে না। বিশেষতঃ অশোকচন্দ্রের শিলালিপির অন্তে যে সময় লিখিত হইয়াছে; তাহা নিতান্ত অস্পষ্ট। ইত্যাদি কারণেঐ শিলালিপি দ্বারা কোন ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিবার উপায় নাই। সুতরাং অশোকচন্দ্রকে সেনবংশীয় গৌড়েশ্বর অথবা তাঁহার অপর নাম 'লাক্ষ্মণেয়' বলিয়া কিছুতেই গ্রহণ করিতে পারিলাম না।

৩য়, দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেনের প্রমাণাভাব। প্রথমতঃ যখন দেখা যাইতেছে, বল্লালপুত্র লক্ষ্মণসেন ১১২৭ শকে রাজত্ব করিতেছিলেন এবং ঐ সময়ে বখ্তিয়ার নদীয়া আক্রমণ করেন। তখন দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেনের অস্তিত্ব কল্পনা করা যুক্তিবিরুদ্ধ।

(১১) Raverty's Tabakat-i-Násiri, p. 558.

(১২) মহামাণ্ডলিক শ্রীধরদাস সূক্তিকর্ণামৃতে তাহার পরিচয় দিয়াছেন।

(১৩) E. Atkinson's Himálayan District, p. 492.

(১৪) ১১৪৫ শকে ক্রাচলদেব কর্ত্তৃক এই তাম্রশাসন প্রদত্ত হয়। তাম্রশাসনে রুদ্রশর্ম্মার পূর্ব্বপুরুষ ভট্টনারায়ণকে "বঙ্গজ ব্রাহ্মণ" বলা হইয়াছে। (See E. Atkinson's Kumaon, p. 515.)

(১৫) Journ. As. Soc. Bengal, Vol. XLII. pt. I. p 212.

* বঙ্গদেশের কায়স্থজাতির সহিত সেনরাজগণের বিশেষ সংস্রব ছিল। বঙ্গীয় কায়স্থের পূর্ব্বতত্ত্ব জানিতে হইলে প্রথমে সেনরাজগণের সময় নিরূপণ করা উচিত বোধে সেনরাজগণের প্রসঙ্গ অল্পবিস্তর লিখিত হইল।

(১৬) ইনি মহারাজ লক্ষ্মণসেনের মহাসান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনে ইঁহার নাম কীর্ত্তিত হইয়াছে। ফরিদপুর অঞ্চলে ইঁহার বংশীয়গণ "অর্দ্ধকুলীন" বলিয়া পরিচিত। তাঁহারা মৌদ্গল্যগোত্রজ। দক্ষিণরাঢ়ে ভরদ্বাজগোত্রীয় দত্তগণের বাস। দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকায় ঐ ভরদ্বাজগোত্রীয় দত্তগণকে পুরুষোত্তমের বংশধর বলিয়া লিখিত হইয়াছে।

রত্নাকরসিংহ, রক্ষিতবংশীয় নারায়ণরক্ষিত, অঙ্কুরবংশীয় বেদগর্ভ, বিষ্ণুবংশীয় দৈত্যারি বিষ্ণু, আঢ্যবংশীয় ত্রিলোচন আঢ্য, নন্দনবংশীয় উষাপতি নন্দন এই ২০ জন বল্লালসেন কর্ত্তৃক "মহাপাত্র" নামে আখ্যাত হইলেন (১৭)।

দক্ষিণরাঢ়ীয়।—ঘোষবংশীয় প্রভাকর ও নিশাপতি, বসু-বংশীয় শুক্তি ও মুক্তি, মিত্রবংশীয় ধুঁই ও গুঁই, এই ছয়জন প্রকৃত মুখ্য পদাভিষিক্ত হইয়া রাজসভায় বিশেষ সম্মান প্রাপ্ত হন। [কুলীন শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

বল্লাল ও তৎপুত্র লক্ষ্মণসেন কায়স্থদিগকে যেরূপ মেল-বন্ধ করিয়া যান, কয়েক পুরুষ পরে তাহার বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। সেই বিশৃঙ্খলা দূর করিবার জন্য রাজা দনুজমর্দ্দন রায় বল্লাল-নির্দ্ধারিত প্রথার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া কায়স্থদিগকে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

বরণিক্ত তারিখ্-ই-ফিরোজশাহী নামক পারস্য ইতিহাস পাঠে জানা যায়—এই দনুজরায় সুবর্ণগ্রামে একজন প্রবল-পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। সুলতান্ বলবন্ যৎকালে বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তা মুঘিসুদ্দীন্ তুগ্রলকে দমন করিবার জন্য সসৈন্যে জাজনগর (ত্রিপুরা) অভিমুখে যাইতেছিলেন, সেই সময়ে (১২৮০ খৃঃ) দনুজরায় সম্রাট্‌কে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। ইনি তৎকালে একজন প্রসিদ্ধ জলযোদ্ধা (১৮) ছিলেন। এই দনুজরায় অবশেষে উত্ত্যক্ত হইয়া চন্দ্রদ্বীপে আসিয়া রাজ্যস্থাপন করেন এবং "সমাজপতি" উপাধি গ্রহণ করিয়া এইরূপ কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন করেন।

কুলীন।—ঘোষ, বসু, মিত্র *, গুহ।

মধ্যল্য।—মৌদ্গল্যগোত্রীয় দত্ত, নাগ, নাথ ও দাস।

মহাপাত্র।—সেন, সিংহ, দেব, রাহা।

(নিম্ন)-মহাপাত্র।—কর, দাস, পালিত, চন্দ্র, পাল, ভদ্র, ধর, নন্দী, কুণ্ড, সোম, রক্ষিত, কুর, বিষ্ণু, আঢ্য, নন্দন।

অচলা।—হোড়, স্বর, ধরণী, বাণ, আইচ, পৈ, শূর, শাল, ভঞ্জ, বিন্দু, গুই, বল, শর্ম্মা, বর্ম্মা, ভূমিক, হুই, রুদ্র, গুড়, আদিত্য, পীল, খিল, গুপ্ত, চাঞ্চি, বন্ধু, শাঞ্চি, হেস, সুমন্ত, গণ্ড, রাণা, রাহুত, দাহক, দান, গণ, অপ, মান, খাম, ক্ষেম, তোষক, বৈ, ঘর, দেব, ভূত, অর্ণব, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, শক্তি, সঙ্গ, ক্ষমা, আশ, বর্দ্ধন, হেম, বন্ধ, অঙ্গ, কীর্ত্তি, শীল, ধনু, গুণ, যশ, মনন, দাড়িক, চাকি, শ্যাম, পুঞ্জি, গণ্ডু, নাদক, বোই, হোম, চাশক, ঢোল, দূত ইত্যাদি। মতান্তরে ৬৪ ঘর কায়স্থ অচলা।

দনুজরায়ের পর চন্দ্রদ্বীপের বসুবংশীয় রাজগণ বরাবর 'সমাজপতি' ছিলেন। গুহবংশীয় রাজা প্রতাপাদিত্য 'সমাজপতি' হইবার জন্য চন্দ্রদ্বীপপতি রামচন্দ্রকে কন্যাদান করিয়া বিবাহের রাত্রে তাঁহাকে মারিবার জন্য ষড়্‌যন্ত্র করেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

চন্দ্রদ্বীপের কায়স্থরাজগণের রাজত্বকালে বঙ্গজকায়স্থগণ প্রধানতঃ চারিসমাজে বিভক্ত হইয়াছিলেন। যথা—চন্দ্রদ্বীপ (শিরস্থান), যশোর (বাহুস্বরূপ), বিক্রমপুর (উরুদ্বয়), ফতেয়াবাদ (পাদদ্বয়)।

রাজা প্রতাপাদিত্য কর্ত্তৃক যশোরসমাজ, বারভূঁয়ার অন্যতম চাঁদরায় ও কেদাররায় কর্ত্তৃক বিক্রমপুরসমাজ এবং সুবিখ্যাত বীর মুকুন্দরায় কর্ত্তৃক ভূষণা বা ফতেয়াবাদ সমাজ স্থাপিত হয়। এতদ্ভিন্ন বাজু (ঢাকা ও ময়মনসিংহ) সমাজ ছিল, এই সমাজ অতি নিকৃষ্ট বলিয়া পরি-পরিচিত হয়। [চন্দ্রদ্বীপ, যশোর ও কুলীন শব্দ দেখ।]

রাঢ়ীয়।—রাঢ়ীয় কায়স্থেরা দুইভাগে বিভক্ত, দক্ষিণরাঢ়ীয় ও উত্তররাঢ়ীয়।

দক্ষিণরাঢ়ীয়—কুলাচার্য্য কারিকামতে কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্তির পর মকরন্দঘোষের উত্তরপুরুষ শুক্তি বাগাণ্ডা সমাজে ও গুঁই টেকাসমাজে শ্রেষ্ঠপদ প্রাপ্ত হন। তদ্ভিন্ন বংশজগণের কয়েকটি সমাজ স্থাপিত হয়। যথা—

বংশজঘোষদিগের আমড়েশ্বর, দীর্ঘাঙ্গ, করাতি, শেয়াখালা, খনিয়া ও শাঁকরালি।

(১৭) "বসুবংশে মুখ্যৌ দ্বৌ নাম্না লক্ষ্মণপূষণৌ।
ঘোষেষু চ সমাখ্যাতশ্চতুর্ভুজমহাকৃতিঃ॥
গুহে দশরথশ্চৈব মিত্রে তারাপতিস্তথা।
দত্তে নারায়ণশ্চৈব এতে চ বঙ্গজাঃ স্মৃতাঃ॥
নাগে দশরথশ্চৈব মহানন্দশ্চ নাথকে।
চন্দ্রশেখরদাসস্তু সেনে গঙ্গাধরস্তথা॥
দামোদরকরঃ খ্যাতো দামস্তু বাপতিস্তথা।
পালিতে জনসংজ্ঞা স্যাৎ চন্দ্রে নারায়ণাখ্যকঃ॥
পালে আবঃ সমাখ্যাতো রাহাবংশে চ কৃষ্ণকঃ॥
ভদ্রে দিগম্বরশ্চৈব ধরে তু ব্যাসসংজ্ঞকঃ॥
প্রভাকরস্তু নন্দী স্যাৎ কেশবো দেববংশজঃ।
অধিপতিরিতি খ্যাতঃ কুণ্ডবংশে প্রকীর্ত্তিতঃ॥
সোমে বংশধরশ্চৈব সিংহে রত্নাকরস্তথা।
নারায়ণঃ সমাখ্যাতো রক্ষিতে চ তথা পরে॥
বেদগর্ভাঙ্কুরশ্চৈব দৈত্যারিবিষ্ণু সংজ্ঞকঃ।
আঢ্যো ত্রিলোচনঃ খ্যাতো নন্দনে চ উষাপতিঃ॥
নির্দ্দিষ্টা বঙ্গজা এতে বল্লালেন মহাত্মনা॥" দেবীবর।

(১৮) Tarikh-i-Firoz Shahi in *The History of India as told by its own Hist orian*, by H. M. Elliot, Vol. III. p. 116.

* বল্লভ মিত্র পুত্রহীন হওয়ায় দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন, তদবধি বঙ্গজ মিত্রদিগের কুল নষ্ট হইয়াছে।

বংশজ বসুদিগের—নিমার্কা, শাঙ্গুলী, চিত্রপুর, দীর্ঘাঙ্গ, গোহরি ও পঞ্চমূলী।

বংশজমিত্রদিগের—দাবড়াকুপি, চাঁদড়া, দাঁতিয়া, চাকলাই, কুমারহট্ট ও কালিয়া।

উক্ত সমাজ গঠিত হইবার কয়েক শতবর্ষ পরে দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলীনদিগের মধ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। এমন কি মুখ্যকুলীন কুলভঙ্গ করিয়া মৌলিকের কন্যার সহিত জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিবাহ দিতে লাগিলেন (১)। পুনরায় সুনিয়ম স্থাপনের জন্য খৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে সুলতান্ হুসেনশাহের রাজস্বমন্ত্রী গোপীনাথ বসু (উপাধি পুরন্দর খাঁ) একজাই করিয়া দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থসমাজ পুনর্ব্বার নূতন ভাবে সংস্কার করেন। যথা—

কুলীন।—ঘোষ, বসু, মিত্র।

সিদ্ধমৌলিক।—দেব, দত্ত, কর পালিত, সেন, সিংহ, দাস, গুহ * এই আট ঘর।

সাধ্যমৌলিক।—ব্রহ্ম, বিষ্ণু, রুদ্র, গণ, ভঞ্জ, ভদ্র, নাগ, মন, ইন্দ্র, চন্দ্র, সোম, রক্ষিত, আদিত্য, পাল, নাথ, বিদিৎ, ধনু, বাণ, গুণ, স্বর, তেজ, শক্তি, সাম, ধর, আইচ, অর্ণব, আশ, দানা, থিল, পীল, শীল, শান, রাজ, রাহুত, রাণা, শূর, কীর্ত্তি, বল, বর্দ্ধন, অঙ্কুর, নন্দী, বিন্দু, বর্ম্মা, শর্ম্মা, হুই, গুঁই, গণ্ড, দাম, নাদ, লোধ, গূত, বই, গুপ্ত, বেদ, যশ, ভুঁই, রাহা, দাহা, কুণ্ড, পই, ধরণী, হোড়, মান, হেশ, দণ্ডী, ক্ষোম, গুহ, ক্ষেম, খাম, ক্ষেম, থণ্ড, বন্ধ এই ৭২ ঘর।

উত্তররাঢ়ীয়।—পুরন্দর খাঁ কর্ত্তৃক মেল বদ্ধ হইবার পূর্ব্বে দক্ষিণরাঢ়ীয় কয়েক ঘর উত্তররাঢ়ে গিয়া বাস করেন, তাঁহারা উত্তররাঢ়ীয় নামে প্রসিদ্ধ হন।

জেমুয়াকান্দী, পাঁচথুবি, বাগডাঙ্গা, যজান, ছাতনেকান্দী প্রভৃতি উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের সমাজ। সম্ভবতঃ রাজা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এই উত্তররাঢ়ীয় সমাজের প্রতিষ্ঠাতা।

উত্তররাঢ়ীয় কুলীন।—ঘোষ, সিংহ।

সম্মৌলিক।—দাস, দত্ত, মিত্র।

সামান্যমৌলিক।—দাস, ঘোষ, কর, সিংহ।

উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থের উক্ত ৯ ঘর মধ্যে দাস (½) ও কর (½) উভয়ে অর্দ্ধ ঘর মিলিয়া সর্ব্বশুদ্ধ সাড়ে সাত ঘর গণিত হয়।

বারেন্দ্র।—বল্লালসেনের বহু পরে ভৃগুনন্দী, নরদাস ও মুরারি চাকী বারেন্দ্রসমাজের পূর্ব্ব নিয়ম পরিবর্ত্তন করিয়া সিদ্ধসাধ্যভাবে নূতনসমাজ স্থাপন করেন। তদনুসারে বারেন্দ্র কায়স্থেরা এইরূপে বিভক্ত হন।

সিদ্ধ বা কুলীন।—নন্দী, দাস, চাকী।

সাধ্য বা মৌলিক।—দত্ত, দেব, নাগ, সিংহ।

হেজ বা নিকৃষ্ট—দাম, ধর, গুণ, কর। প্রথম সাত ঘরই শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা পরস্পর সাতঘরের মধ্যে পাইলে আর হেজ বা নিকৃষ্টের সহিত আদান প্রদান করিতে চান না।

উক্ত সাতঘর যে যেখানে গিয়া বাস করেন, সেই স্থান বা সমাজের নামে পরিচিত হন। যথা—

দাসবংশ—বাঁকি, বগুড়া, হরিপুর, গুধির, নাগরা, ময়দানদীঘি, চৌপাকিয়া, পাবনা, মালঞ্চ, কেচুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, ঘরগ্রাম, মাণিকদিহি।

নন্দী—পোতাজিয়া, চিপুলিয়া, চণ্ডিপুর, সাধুখালি, দিলপসার, রহিমপুর, মুনিদহ, বেথুড়িয়া, করঞ্জ।

চাকী—চক্রবাস্ত, মৌরট্ট, বাজুরস, সরিষা, সেকেন্দ্রপুর, নলমুড়া, গোবিন্দপুর, অষ্টমনিষা, মেদবাড়ী, মুরহর, দুর্লভপুর, ঢাকচৈর, রামদীয়া, দিলপসার, হেমরাজপুর, বাগুটিয়া, সিমুলিয়া, হেলঞ্চ, পানানগর, কুমারী, রঘুনাথপুর।

নাগ—শৌলকুপা, সরগ্রাম, রামনগর, কাঁটাপুকুর, পাথ্‌রাইল, মালঞ্চ, সিঙ্গা, গাঁড়াদহ, নন্দনকাঁদি, ফতেউল্লাপুর, ঘুড়কা, শতইকাঁদি, গড়বড়া, উরদিঘরি, মেদবাড়ী, ডাঙ্গাপাড়া, আতালিয়া, সিমুলিয়া।

সিংহ—করতাজা, চৌয়া, উধুনিয়া।

দেব—কাণসোণা, কাকদহ, হিড়িমদিয়া, চিহলিয়া, তাড়ওয়াস।

দত্ত—বটগ্রামী, কাউন্নাড়ি, রাধানগর, রূপাট, সেখুপুর।

বারেন্দ্র কায়স্থেরা বলেন, উক্ত সাতঘর ও সমাজ ভিন্ন অপর যে কায়স্থ বরেন্দ্রভূমে বাস করে, তাহারা বারেন্দ্রসমাজভুক্ত নহে।

গোত্র ও প্রবর।—বঙ্গদেশীয় কায়স্থগণের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গোত্র ও প্রবর প্রচলিত। যথা—

(১) যাঁহারা প্রথম কুলভঙ্গ করেন, তাঁহাদের মধ্যে আমরা বাঙ্গালার আদিকবি শ্রীকৃষ্ণবিজয়প্রণেতা মালাধরবসুর (উপাধি গুণরাজ খাঁ) নাম প্রাপ্ত হই, ইনি মুখ্য কুলীন হইলেও দত্তের কন্যার সহিত আপনার জ্যেষ্ঠপুত্রের বিবাহ দেন। উক্ত পুরন্দর খাঁ ইঁহার আত্মীয় ছিলেন।

* পুরন্দর খাঁর সময়ে দক্ষিণরাঢ়ে গুহবংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারেন নাই, এই জন্য বোধ হয় তাঁহারা কুলীনমধ্যে পরিগণিত হন নাই। এইরূপ তৎকালে মৌদগল্যগোত্রজ দত্তের অভাবে ভরদ্বাজগোত্রীয় দত্ত 'সিদ্ধমৌলিক' আখ্যা প্রাপ্ত হন।

উপাধি	গোত্র	প্রবর
বসু	গৌতম	গৌতম, অপ্সার, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব।
ঘোষ *	সৌকালীন	সৌকালীন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, জামদগ্ন্য, নৈধ্রুব।
গুহ †	কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।
মিত্র	বিশ্বামিত্র	বিশ্বামিত্র, মরীচি, কৌশিক।
দত্ত	মৌদ্গল্য	ঊর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
	শাণ্ডিল্য	শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল।
	ভরদ্বাজ	ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
	কৃষ্ণাত্রেয়	কৃষ্ণাত্রেয়, আত্রেয়, আবাস।
	পরাশর	পরাশর, শক্তি, বশিষ্ঠ।
	কাশ্যপ	(কাশ্যপগোত্রের প্রবর)
	আলম্যান	আলম্যান, শাকায়ন, শাকটায়ন।
	বশিষ্ঠ	বশিষ্ঠ, অত্রি, সাংকৃতি।
	সৌপায়ন,	সৌপায়ন, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
	ঘৃতকৌশিক	কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক।
	ঘৃতকুশিক	ঘৃতকৌশিক, কৌশিক, বন্ধুল।
নাগ	সৌকালীন	(পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে)
নাথ	কাশ্যপ	,,
সেন	আলম্যান	,,
	কাশ্যপ	,,
	ধন্বন্তরি	ধন্বন্তরি, অপ্সার, নৈধ্রুব, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।
	বাহ্লকি	অক্ষোভ্য, অনন্ত, বাহ্লকি।
সিংহ	ভরদ্বাজ	(পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে)
	শাণ্ডিল্য	,,
	ঘৃতকৌশিক	,,
	গৌতম	,,
	বাৎস্য	ঊর্ব্ব, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।
	সাবর্ণ	,,
দাস	আত্রেয়	আত্রেয়, শাতাতপ, শঙ্খ।
	কাশ্যপ	(পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)
	আলম্যান	,,
	মৌদ্গল্য	,,
	গৌতম	,,
	ঘৃতকৌশিক	,,
কর	জামদগ্ন্য	জামদগ্ন্য, ঊর্ব্ব, বশিষ্ঠ।
	কাশ্যপ	(পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)
	আলম্যান	,,
	গৌতম	,,
	মৌদ্গল্য	,,
দাম	শাণ্ডিল্য	,,
	ভরদ্বাজ	,,
পালিত	ভরদ্বাজ	,,
	শাণ্ডিল্য	,,
চন্দ্র	কাশ্যপ	,,
	ভরদ্বাজ	,,
	মৌদ্গল্য	,,
পাল	কাশ্যপ	(পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)
	শাণ্ডিল্য	,,
	ভরদ্বাজ	,,
নন্দী	কাশ্যপ	,,
	আলম্যান	,,
দেব	পরাশর	পরাশর, শক্তি, বশিষ্ঠ।
	কাশ্যপ	(পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)
	শাণ্ডিল্য	,,
	বাৎস্য	,,
	ভরদ্বাজ	,,
	আলম্যান	,,
	বশিষ্ঠ	,,
	গৌতম	,,
	মৌদ্গল্য	,,
কুণ্ড	কাশ্যপ	,,
	গৌতম	,,
সোম	লৌহিত	,,
	কাশ্যপ	,,
রাহা	শাণ্ডিল্য	,,
ভদ্র	চন্দ্রঋষি	চন্দ্রঋষি, পরাশর, দেবল।
	ভরদ্বাজ	(পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)
	আলম্যান	,,
ধর	কাশ্যপ	,,
রক্ষিত	বাৎস্য	,,
	মৌদ্গল্য	,,
অঙ্কুর	কাশ্যপ	,,
	ভরদ্বাজ	,,
বিষ্ণু	ব্যাঘ্রপাদ	সাঙ্কৃতি
	ভরদ্বাজ	(পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)
	শাণ্ডিল্য	,,
	গৌতম	,,
আঢ্য (আদ্য)	মৌদ্গল্য	,,
	কাশ্যপ	,,
	শাণ্ডিল্য	,,
নন্দন	কাশ্যপ	,,
	গৌতম	,,
হোড়	মৌদ্গল্য	,,
রাণা	দালভ্য	,,
	কাশ্যপ	,,
	হংসজ	হংসজ, বাসল, দেবল।
ভঞ্জ	আলম্যান	(পূর্ব্বে বলা হইয়াছে)
বল	আলম্যান	,,
চাকী	গৌতম	,,
রাহুত	আলম্যান	,,
আদিত্য	ঐ	,,
গুপ্ত	ঐ	,,
রুদ্র	কাশ্যপ	,,

* বঙ্গদেশে শাণ্ডিল্য ও বাৎস্যগোত্রীয় ঘোষ আছে, তাহারা কৌলীন্য-মর্য্যাদা পায় নাই।

† কহীস ও কবিরগোত্রীয় গুহেরা বাহাত্তরে কায়স্থ।

পরিচয়।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কান্যকুব্জাগত কায়স্থগণের উত্তরপুরুষগণ পশ্চিমাঞ্চলের কায়স্থগণের ন্যায় ক্ষত্রিয়বর্ণ। ক্ষত্রিয় বটে কিন্তু আচারভ্রষ্ট হইয়া এক্ষণে সংস্কারবর্জ্জিত হইয়াছে। কতদিন হইতে তাঁহারা প্রথম সাবিত্রীভ্রষ্ট হইলেন, তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। সম্ভবতঃ সেনরাজগণ অবসন্ন হইলে মুসলমানদিগের আগমনে এবং মুসলমান নবাবদিগের নিকট প্রতিপত্তি লাভ করিতে গিয়া সাবিত্রীচ্যুত হইয়াছেন। মিশ্রকারিকার মতে, কায়স্থগণ আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করিয়া উপবীত ও গায়ত্রীশূন্য হন। ক্রমে বেদোক্ত ক্রিয়াভাবে তাঁহারা বৃষলত্ব প্রাপ্ত ও পরিশেষে আগমোক্ত বিধানে দীক্ষাগ্রহণ ও পবিত্রতালাভ করিয়া বিপ্রভক্ত হইলেন। তাঁহারা তান্ত্রিক ও তন্ত্রদক্ষ। কিন্তু শ্রুতিশাসনানুসারে শূদ্রধর্ম্মা বলিয়া খ্যাত (১)।

ধ্রুবানন্দের প্রসঙ্গ অশাস্ত্রীয় বলিয়া বোধ হইতেছে। কারণ শ্রুতির মতে আধ্যাত্মিক ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে আর ক্রিয়াকাণ্ডের প্রয়োজন হয় না, সুতরাং ক্রিয়াহীন হইলেও অধ্যাত্মবিদের বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইবার আশঙ্কা থাকে না। তবে যদি তাঁহাদের উত্তরপুরুষগণ সাবিত্রীভ্রষ্ট হইয়া থাকেন, তৎপরে তান্ত্রিকী দীক্ষা দ্বারা অবশ্যই শুদ্ধি লাভ করিয়াছেন। কোন শ্রুতিতেই তান্ত্রিককে শূদ্রধর্ম্মা * বলা হয় নাই।

বোধ হয়, অধ্যাত্ম ব্রহ্মজ্ঞানী কায়স্থগণের উত্তরপুরুষগণ মুসলমানদিগের আধিপত্যকালে ব্রাত্যতাপ্রাপ্ত অর্থাৎ নিন্দিত হন এবং বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের অভাবে তাঁহারা ব্রাত্যস্তোম দ্বারা সাবিত্রী গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তবে তান্ত্রিকী দীক্ষা দ্বারা শুদ্ধিলাভ করিয়াছেন এই মাত্র। মনুর মতে, যথাসময়ে উপনীত না হইলে ব্রাত্য হয় এবং সে ব্রাত্যস্তোম করিলে পুনরায় সাবিত্রী গ্রহণ করিতে পারে। আপস্তম্ব ও মিতাক্ষরার মতে বহুদিন বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের অভাবে অনুপনীত থাকিলেও ব্রাত্যস্তোম প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা সংস্কারসম্পন্ন হইতে পারে (২)। [ব্রাত্য দেখ।]

যাহা হউক বহুদিন অনুপনীত থাকিলেও কনোজাগত কায়স্থের উত্তরপুরুষগণ যে ক্ষত্রিয়েরই অন্যতম শাখা, তাহা যথেষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে (৩)।

[বঙ্গীয় কায়স্থগণের বিবাহপদ্ধতি কুলীন ও ব্রাহ্মণ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

বাঙ্গালাপ্রদেশে কায়স্থের সংখ্যা প্রায় ১৪,৫১,৮০০।

পশ্চিমাঞ্চলে উনাই ও দাক্ষিণাত্যের উপকায়স্থের ন্যায় বঙ্গে ডেঙ্গর ও গোলাম কায়স্থেরা কায়স্থের বংশসম্ভূত বলিয়া বলিয়া পরিচয় দেয়। মিশ্রকারিকার মতে—

কায়স্থের ঔরসে শূদ্রাস্ত্রীর গর্ভে যাহারা জন্মিয়াছে; তাহারা ডেঙ্গর নামে খ্যাত।

ডেঙ্গর ও গোলাম কায়স্থেরা কায়স্থের দাসত্ব ও সামান্য ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

এতদ্ভিন্ন অনেক নিকৃষ্টজাতি ধনগৌরবে আপনাকে কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। কিন্তু প্রকৃত কুলীন বা সম্মৌলিক বলিয়া সমাজে চলিত হইতে পারে না। শুদ্ধাচারী কুলীন ও সম্মৌলিকেরা তাহাদিগকে ঘৃণা করেন।

বঙ্গের শুদ্ধাচারী কায়স্থগণ স্বজাতি ও ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর কাহারও অন্ন গ্রহণ করেন না। [বঙ্গকায়স্থ সম্বন্ধে অপরাপর কথা কুলীন, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য শব্দে দ্রষ্টব্য।]

উড়িষ্যা।—উড়িষ্যায় একপ্রকার কায়স্থ আছে, তাহারা করণকায়স্থ নামে পরিচিত। অনেকে 'করণকায়স্থ' নাম শুনিয়াই কায়স্থকে বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রাগর্ভজ করণ বলিয়া স্থির করিয়া থাকেন। কিন্তু শব্দরত্নাকর সাধারণের এই সন্দেহ নিরাকরণ করিয়াছেন—

"করণং সাধনে গাত্রে পুমান্ শূদ্রাবিশোঃ সুতে।
যুদ্ধে কায়স্থভেদেঽপি জ্ঞেয়ং করণমস্ত্রিয়াম্॥"

করণ (ক্লী) অর্থ—১ সাধন। ২ গাত্র। (পুং) ৩ বৈশ্য হইতে শূদ্রার গর্ভোৎপন্ন পুত্র *। (পুং ক্লী) ৪ যুদ্ধ। ৫ কায়স্থভেদ।

(১) "গৃহীত্বাধ্যাত্মিকং জ্ঞানং কায়স্থা বিপ্রমানদাঃ।
তত্যজুশ্চ যজ্ঞসূত্রং গায়ত্রীঞ্চ তথা পুনঃ॥
ক্রিয়াহীনাচ্চ তে সর্ব্বে বৃষলত্বং ক্রমাদ্‌গতা।
ততো কালে গতে চাপি আগমাদ্দীক্ষিতা ভবন্॥
দিব্যজ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ॥
আগমোক্তবিধানেন পূতাঃ কায়স্থসম্ভবাঃ।
তস্মাত্তে বিপ্রভক্তাশ্চ বিপ্রার্চ্চকাস্তথাভবন্॥
তান্ত্রিকাস্তে সমাখ্যাতাস্তন্ত্রাণামপি পারগাঃ।
তথাহি শূদ্রধর্ম্মাস্তে খ্যাতাশ্চ শ্রুতিশাসনাৎ॥" মিশ্রকারিকা।

* শূদ্র বলিলেও ক্ষত্রিয়জাতিত্বলোপের আশঙ্কা নাই। যেমন, দ্রোণাচার্য্যকে ক্ষত্রিয়ধর্ম্মা বলিলেও তাঁহার ব্রাহ্মণত্বের লোপ হয় না।

(২) 'বাচস্পত্য' রচয়িতা শ্রদ্ধাস্পদ তারানাথ বাচস্পতি প্রভৃতিও এই মত সমর্থন করিয়াছেন।

(৩) বঙ্গদেশীয় প্রধান প্রধান স্মার্ত্তপণ্ডিতগণের মতে, কনোজাগত কায়স্থবংশীয় কুলীন ও মৌলিকগণ ক্ষত্রবংশসম্ভূত, এতদ্ভিন্ন অপর কায়স্থ সঙ্কর।

* মহাভারতে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের ঔরসে বৈশ্যাপত্নীগর্ভজ যুযুৎসুকে করণ বলা হইয়াছে।

বৈশ্য ও শূদ্রাজাত করণ ও করণকায়স্থ যে স্বতন্ত্রজাতি তাহা স্পষ্টই প্রতিপন্ন হইতেছে।

করণের 'কায়স্থভেদ' এইরূপ অর্থ থাকায় করণ বলিলে কায়স্থ জাতিমাত্রকে বুঝায় না। বাস্তবিক কায়স্থের অন্তর্গত করণশ্রেণী অপর সকল কায়স্থ অপেক্ষা নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য। বেহারের প্রধান কায়স্থেরা (দাক্ষিণাত্যের উপকায়স্থের ন্যায়) করণকায়স্থকে স্বতন্ত্রভাবে গণ্য করেন। পদ্মপুরাণে এই করণ ও কায়স্থজাতি স্বতন্ত্র বর্ণিত হইয়াছে। মিশ্রকারিকায় লিখিত আছে—

"ব্রাত্যায়াং কায়স্থাজ্জাতাঃ করণাশ্চ প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

ব্রাত্যনারী ও কায়স্থ হইতে যাহারা জন্মিয়াছে, তাহারাই করণ (২)। এই হেতু করণেরা 'সঙ্কর' বলিয়া গণ্য (৩)। উড়িষ্যায় ইহাদের প্রধানতঃ দুইটী বিভাগ আছে। শুদ্ধকরণ ও সৃষ্টিকরণ (উড়িয়া সৃষ্টিকরণ)। শুদ্ধকরণেরা মধ্যশ্রেণীর ব্রাহ্মণ কায়স্থের ন্যায় আপনাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দেয়। তাহারা বলে যে, তাহারা বাঙ্গালা দেশেরই কায়স্থ, বল্লালসেনের সময় কৌলীন্যপ্রথা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় দেশবহিষ্কৃত হয় এবং উড়িষ্যায় আসিয়া বাস করে। সৃষ্টিকরণেরা শুদ্ধকরণ ও নবশাখজাতির মিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া অনুমিত হয়। ইহারা শুদ্ধকরণদিগের ভৃত্যাদির কার্য্য করিয়া থাকে। শুদ্ধকরণদিগের মধ্যে যে সমস্ত জারজ সন্তান সমাজ হইতে দূরীভূত হয়, শুনা যায় যে সৃষ্টিকরণেরা তাহাদিগকে স্বশ্রেণীভুক্ত করিয়া লয়। এই উভয় শ্রেণীতে আদান প্রদান নাই বা শুদ্ধকরণেরা ইহাদের প্রস্তুত কোন খাদ্য গ্রহণ করে না। অনেকস্থলে অন্যান্য শুদ্ধজাতির লোকও করণজাতি মধ্যে গৃহীত হয়। এইরূপে অনেক ধনী খণ্ডাইত করণ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ইহাদের অনেকেরই দাসীগর্ভে সন্তান হয়, এই সন্তানেরা করণ বলিয়া গণ্য হয় বটে; কিন্তু পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকারী হয় না।

আর একজাতীয় করণ আছে, তাহারা নৌলীকরণ অর্থাৎ উপবীতধারী করণ বলিয়া পরিচিত। ইহাদের উপবীত সম্বন্ধে একটি রহস্য আছে—এক সময় কোন একজন উড়িষ্যার রাজা পথে ভ্রমণ করিবার সময়ে পথপার্শ্বে দুইটি সদ্যোজাত বালক পতিত দেখিতে পাইলেন। বালক দুটি যমজ বলিয়া বোধ হইল। রাজা দুইজনকে আনিয়া একটি, একজন ধোপানীকে ও অপরটি, একজন হাড়িনীকে লালনপালন করিতে দিলেন। বালক দুইটি বড় হইলে রাজার নিকট আনীত হইল। রাজা তাহাদিগের জাতি স্থির করিবার জন্য নানা উপায় করিতে লাগিলেন। কিন্তু কোন নীচ জাতীয়া স্ত্রীলোক তাহাদিগকে লইয়া স্ব স্ব সন্তানের অনিষ্ট করিতে স্বীকৃত না হওয়ায়, রাজা ঈষৎ রাগিয়া বলিলেন, তবে, ইহারা হয় ব্রাহ্মণ না হয় করণ হউক। তৎপরে রাজাও আর কিছু মীমাংসা না করায়, তাহারা ব্রাহ্মণের ন্যায় উপবীতও লইল এবং করণকায়স্থ বলিয়া গণ্য হইল। ইহাদেরই বংশীয়েরা 'নৌলীকরণ' নামে খ্যাত। ইহারা উপবীত লইবার সময় একটি কৌতুকজনক কার্য্য করে। একটি বেলকাষ্ঠের দণ্ড উঠানে পুঁতিয়া তাহার উপর সোলার টোপর ও অন্যান্য সোলার ভূষণ পরাইয়া দেয় এবং চেলির কাপড় ও অন্যান্য দ্রব্যাদি রাখে। একপার্শ্বে একজন সধবা ধোপানী ও অপরপার্শ্বে একজন সধবা হাড়িনী দাঁড়াইয়া থাকে। বালক উপবীত ধারণ করিয়া আসিয়া এই দণ্ডমূলে প্রণাম করে। ইহারা বলে যে বেলদণ্ডকে প্রণাম করিতেছি, কিন্তু ভাবে বোধ হয় যে আদিবংশপিতার ধাত্রীদ্বয়কেই প্রকারান্তরে প্রণামাদি করে। নৌলীকরণেরা শুদ্ধকরণদিগের সহিত আদান প্রদান করে। কিন্তু সৃষ্টিকরণদিগের সহিত কোন কার্য্য করে না।

করণকায়স্থের মধ্যে এই কয় গোত্র আছে—আত্রেয়, ভরদ্বাজ, কণ্ডশস, কাশ্যপ, মুদ্গল, নাগান, পরাশর, শঙ্খ। ইহাদের ৪ সমাজ—খরা, পুরা, চৈয়া ও কুলীনা।

ইহারা শৈশবেই কন্যার বিবাহ দেয়; কিন্তু উপযুক্ত পাত্রের অভাবে বা অর্থের অনাটনে ১৮।১৯ বৎসরেও কন্যার বিবাহ হয়। করণেরা মেদিনীপুরের কায়স্থগণের ন্যায় কন্যার রজোদর্শনের পূর্ব্বে যাহাতে সে স্বামী সহবাস করিতে না পারে, তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়া থাকে।

হিন্দুপ্রথার বহির্ভূত নিয়মে অর্থাৎ দিবসে ইহাদের বিবাহ হয়। বিবাহের পর চতুর্থদিনে ইহারা পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে পিষ্টকাদি উৎসর্গ করে।

ইহারা বৈষ্ণব। উৎকল ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরহিত্য করে। ইহারা দশরাত্রি অশৌচ গ্রহণ করে। একাদশদিনে আদ্যশ্রাদ্ধ হয়। মিতাক্ষরা মতে শঙ্খকর-বাজপেয়ীর বিবৃতি অনুসারে ইহাদের সকল কার্য্য হয়।

উড়িষ্যায় করণকায়স্থ, ব্রাহ্মণের পরই আসন পায়। ইহারা নবশাখ ব্যতীত অন্য জাতির অন্ন গ্রহণ করে না।

(২) কিন্তু চিত্রগুপ্তবংশীয় ও চন্দ্রসেনবংশীয় কায়স্থগণ প্রকৃত ক্ষত্রিয়। তাহারা মিশ্রজাতি নহে, তাহাদের বিবরণ দেখ।

(৩) মনু, করণ নামক ব্রাত্য ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ করিয়াছেন।

কায়স্থা (স্ত্রী) কায়ঃ তিষ্ঠতি অনয়া, কায়-স্থা-ক। ১ হরীতকী। ২ আমলকী বৃক্ষ। ৩ কাকোলী। ৪ বড় ও ছোট এলাইচ। ৫ তুলসী। ৬ কায়স্থস্ত্রীজাতি।

কায়স্থৈর্য্য (স্ত্রী) কায়স্য স্থৈর্য্যং, ৬তৎ। ১ রসায়ন ঔষধাদি দ্বারা শরীরের স্থিরতা। ২ দীর্ঘকাল শরীরের অবস্থিতি।

কায়া (দেশজ) কায়, শরীর।

কায়াকাশসম্বন্ধসংযম (পুং) পাতঞ্জলসূত্রোক্ত সংযমবিশেষ। ইহার লক্ষণ যথা,—"কায়াকাশয়োঃ সম্বন্ধসংযমাৎ লঘুতূলসমাপত্তেরাকাশগমনম্।"

কায়াগ্নি (পুং) কায়স্থিতোঽগ্নিঃ, মধ্যলো°। শরীরস্থ অগ্নিবিশেষ, পাচকাগ্নি, পিত্ত।

কায়িক (ত্রি) কায়েন নিষ্পাদিতঃ নির্বৃত্তো বা, কায়-ঠক্। ১ শরীর দ্বারা নিষ্পাদিত। ২ শরীর দ্বারা উৎপন্ন। ২ শরীরসম্বন্ধীয়।

কায়িকা (স্ত্রী) কায়েন কায়িকব্যাপারেণ নির্বৃত্তা; কায়-ঠক্। ১ গোরু বলদ প্রভৃতির কায়িক পরিশ্রম দ্বারা যে বৃদ্ধি নিষ্পাদিত হয়।

"দোহ্যবাহ্যকর্ম্মযুতা কায়িকা সমুদাহৃতা॥" ব্যাস।

২ মূলধনের হানি না হয় এইরূপে প্রতিবৎসর যে লাভ হইয়া থাকে।

কায়িরী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Mimosa rubicaulis.)

কার (পুং) কৃ-ঘঞ্। ১ বধ। ২ নিশ্চয়। ৩ (কং সুখং ঋচ্ছতি অনেন, ক-ঋ-ঘঞ্) স্বামী। ৪ তুষারপর্ব্বত। ৫ কোন কর্ম্মপদ পূর্ব্বে থাকিলে কর্ত্তা অর্থ বুঝায়, যেমন স্বর্ণকার, কর্ম্মকার ইত্যাদি। ৬ ক্রিয়া। ৭ অক্ষরের পরে সংযোগ করিলে কেবলমাত্র সেই অক্ষর-টি-ই বুঝাইয়া থাকে, যেমন আকার, ককার ইত্যাদি "বর্ণস্বরূপে কারতকারৌ" ইতি ব্যাকরণ। ৮ পূজার উপকরণ, বলি।

কারক (স্ত্রী) ক্রিয়াভিরন্বিতং, ভাষ্যমতে করোতি ক্রিয়াং নির্বর্ত্তয়তি, কৃ-কর্ত্তরি ণ্বুল্। ১ ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট অথবা ক্রিয়ানিষ্পাদক। বৈয়াকরণভূষণমতে ক্রিয়াজনক শক্তিবিশিষ্টমাত্রই কারকপদবাচ্য। যদিও দ্রব্যাদির ঐ শক্তি থাকা অসম্ভব, তথাপি শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ স্বীকার করিয়া, দ্রব্যাদিতেও কারকত্বের ব্যবহার হইয়া থাকে। কারক শব্দের ক্রিয়ানিষ্পাদক অর্থ করিলে সকল কারকই কর্ত্তৃকারক হইয়া পড়ে, কিন্তু ব্যাপারভেদানুসারে তাহার করণাদি ভেদ স্বীকার করিয়া লইতে হয়। মঞ্জুষায় ইহার ভেদ এইরূপ লিখিত আছে,—"কর্ত্তুঃ কারকপ্রবর্ত্তনব্যাপারঃ; করণস্য ক্রিয়াজনকাব্যবহিতব্যাপারঃ; ক্রিয়াজন্যফলাশ্রয়ত্বব্যাপারশ্চ কর্ম্মণঃ; কর্ত্তৃকর্ম্মব্যবহিতক্রিয়াধারণব্যাপারো অধিকরণস্য; প্রেরণানুমত্যাদি ব্যাপারঃ সম্প্রদানস্য; অবধিভাবোপগমব্যাপারো ঽপাদানস্যেতি।" অন্য কারকের প্রবর্ত্তনকারীর নাম কর্ত্তৃকারক; ক্রিয়ানিষ্পাদন বিষয়ে অতি নিকটবর্ত্তী কারণের নাম করণ; ক্রিয়ার উদ্দিষ্ট ব্যাপারবিশিষ্টের নাম কর্ম্ম; কর্ত্তৃকর্ম্ম ব্যতীত অপর ক্রিয়া ধারণ-শীল কারকের (ক্রিয়ার আধার) নাম অধিকরণ; প্রেরণ অনুমতি প্রভৃতি ব্যাপারবিশিষ্টের নাম সম্প্রদান এবং অবধিভাবজ্ঞানবিশিষ্টের নাম অপাদান।

কারক ছয় প্রকার,—কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ। পাণিনি মতে কর্ত্তৃকারকের লক্ষণ, "স্বতন্ত্রঃ কর্ত্তা।" পা ১। ৪। ৫৪। ক্রিয়ার স্বাতন্ত্র্য অবস্থার বিবক্ষিত কারকের নাম কর্ত্তা। কর্ত্তা উক্ত হইলে তাহাতে প্রথমা এবং অনুক্ত হইলে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। ইহা ভিন্ন অন্যত্র প্রথমা বিভক্তি হইয়া থাকে। যথা;—"প্রাতিপদিকার্থলিঙ্গপরিমাণবচনমাত্রে প্রথমা।" পা ২। ৩ ৪৬। প্রাতিপদিক অর্থমাত্রে, লিঙ্গমাত্রে, পরিমাণমাত্রে ও সংখ্যামাত্রে প্রথমা বিভক্তি হয়। "সম্বোধনে চ।" পা ২।৩।৪৭। অন্যকে যে শব্দ দ্বারা নিজের সম্মুখীন করা হয়, তাহার নাম সম্বোধন; তাহাতে প্রথমা বিভক্তি হয়। "কর্ত্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া।" পা ২। ৩। ১৮। অনুক্ত কর্ত্তৃকারক ও করণকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

কর্ম্মলক্ষণ যথা;—"কর্ত্তুরীপ্সিততমং কর্ম্ম।" পা ১। ৪। ৪৯। কর্ত্তা ক্রিয়াদ্বারা যে ঈপ্সিততম পদার্থ পাইতে ইচ্ছা করেন, তাহার নাম কর্ম্ম। "তথাযুক্তং চানীপ্সিতম্।" পা ১। ৪। ৫০। ক্রিয়া দ্বারা ঈপ্সিত পদার্থের ন্যায় কোন অনীপ্সিত পদার্থ নিষ্পন্ন হইলেও তাহার কর্ম্মসংজ্ঞা হয়। "অকথিতং চ।" পা ১। ৪। ৫১। অপাদানাদি দ্বারা অবিবক্ষিত কারকেরও কর্ম্মসংজ্ঞা হয়। "গতিবুদ্ধিপ্রত্যবসানার্থশব্দকর্ম্মাকর্ম্মকাণামণিকর্ত্তা সণৌ।" পা ১। ৪। ৫২। গতি বুদ্ধি ও প্রত্যবসান অর্থে অণিজন্তকালের কর্ত্তা ণিজন্তকালে কর্ম্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। "হৃক্রোরন্যতরস্যাম্।" পা ১। ৪। ৫৩। হৃ ও কৃ ধাতুর অণিজন্তকালের কর্ত্তা ণিজন্তকালে বিকল্পে কর্ম্মসংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। "অধিশীঙ্স্থাসাং কর্ম্ম।" পা ১। ৪। ৪৬। অধি পূর্ব্বক শী, স্থা ও আস ধাতুর যোগে অধিকরণের কর্ম্মসংজ্ঞা হয়। "অভিনিবিশশ্চ।" পা ১। ৪। ৪৭। অভি ও নী পূর্ব্বক বিশ ধাতুর যোগে অধিকরণের কর্ম্ম সংজ্ঞা হয়। কোন কোন স্থলে ইহার ব্যভিচারদর্শনে ইহা বিকল্প বিধি বলিয়া স্বীকৃত আছে।

যথা,—"পাপে অভিনিবেশঃ।" "উপান্বধ্যাঙ্‌বসঃ।" পা ১। ৪। ৪৮। উপ, অনু, অধি ও আঙ্‌পূর্ব্বক বসধাতুর কর্ম্ম সংজ্ঞা হয়। "ক্রুধদ্রুহোরুপসৃষ্টয়োঃ কর্ম্ম।" পা ১। ৪। ৩৮। উপসর্গবিশিষ্ট ক্রুধ ও দ্রুহ ধাতুর প্রয়োগে যাহার প্রতি ক্রোধ, তাহার কর্ম্ম সংজ্ঞা হয়।

কর্ম্ম তিন প্রকার, নির্ব্বৃত্ত, বিকার্য্য ও প্রাপ্য। কর্ম্মকারক উক্ত হইলে তাহাতে প্রথমা এবং অনুক্ত কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়; "কর্ম্মণি দ্বিতীয়া।" পা ২। ৩। ২। অনুক্ত কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। ইহা ভিন্ন অন্যান্য স্থলেও দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে। যথা,—"অন্তরান্তরেণ যুক্তে।" পা ২। ৩। ৪। অন্তরা ও অন্তরেণ শব্দের যোগে দ্বিতীয়া হয়। "কর্ম্মপ্রবচনীয়যুক্তে দ্বিতীয়া।" পা ২। ৩। ৮। কর্ম্ম ও প্রবচনীয় সংজ্ঞাবিশিষ্ট শব্দের যোগে দ্বিতীয়া হয়। [প্রবচনীয় দেখ।] "কালাধ্বনোরত্যন্তসংযোগে।" পা ২।৩।৫। কালবাচক ও অধ্ববাচক শব্দের সহিত গুণ, ক্রিয়া ও দ্রব্যের নিরন্তর সম্বন্ধ বুঝাইলে, তাহাতে দ্বিতীয়া হয়।

করণের লক্ষণ যথা,—"সাধকতমং করণম্।" পা ১। ৪।৪২। ক্রিয়াসিদ্ধি বিষয়ে যাহা প্রধান উপকারক, তাহারই করণ সংজ্ঞা হয়। "দিবঃ কর্ম্ম চ।" পা ১। ৪। ৪৩। দিব ধাতুর সাধক কারকের কর্ম্ম ও করণ উভয় সংজ্ঞা হয়। "কর্ত্তৃকরণয়োস্তৃতীয়া।" পা ২। ৩। ১৮। অনুক্ত কর্ত্তৃকারক ও করণে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। ইহা ভিন্ন অন্যস্থলে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে। যথা,—"অপবর্গে তৃতীয়া।" পা ২। ৩। ৬। ফলপ্রাপ্তি সম্ভাবনায় কাল ও অধ্ববাচক শব্দের নিরন্তর সম্বন্ধ হইলে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। "সহযুক্তেঽপ্রধানে।" পা ২। ৩। ১৯। সহার্থ শব্দের যোগে অপ্রধান পদার্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। সহার্থ শব্দের বিবক্ষা থাকিলেও তাহাতে তৃতীয়া হইয়া থাকে। সহার্থ শব্দ যথা,—'সহ, সাকং, সার্দ্ধং, সমং।' "যেনাঙ্গবিকারঃ।" পা ২। ৩। ২০। যে বিকৃত অঙ্গের দ্বারা শরীরীর বিকার লক্ষিত হয়, সেই অঙ্গবিশেষে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে। "ইত্থম্ভূতলক্ষণে।" পা। ২। ৩।২১। যে চিহ্ন দ্বারা কোন রূপান্তর লক্ষিত হয়, তাহাতে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। "সংজ্ঞোঽন্যতরস্যাং কর্ম্মণি।" পা ২। ৩। ২২। সংপূর্ব্বক জ্ঞা ধাতুর যোগে বিকল্পে কর্ম্মে তৃতীয়া হয়। "হেতৌ।" পা ২।৩। ২৩। ফলসাধনযোগ্যপদার্থে তৃতীয়া বিভক্তি হয়।

সম্প্রদান লক্ষণ যথা,—"কর্ম্মণা যমভিপ্রৈতি স সম্প্রদানম্।" পা ১। ৪। ৩২। যাহার উদ্দেশে দান কার্য্য সম্পাদিত হয়, তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হইয়া থাকে। "রুচ্যর্থানাং প্রীয়মাণঃ।" পা ১। ৪। ৩৩। রুচি অর্থবোধক ধাতুর প্রয়োগে প্রীয়মাণ অর্থাৎ যাহার প্রীতি তাহার সম্প্রদানসংজ্ঞা হয়। "শ্লাঘহ্নুঙ্‌স্থাশপাং জ্ঞীপ্স্যমানঃ।" পা ১।৪।৩৪। শ্লাঘ হ্নু, স্থা ও শপ্ ধাতুর প্রয়োগে সেই সেই অর্থ অনুভবকারকের সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। "ধারেরুত্তমর্ণঃ।" পা ১। ৪। ৩৫। ণিজন্তধৃধাতুর প্রয়োগে উত্তমর্ণের সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। "স্পৃহেরীপ্সিতঃ।" পা ১। ৪। ৩৬। স্পৃহ ধাতুর প্রয়োগে অভীষ্ট পদার্থের সম্প্রদানসংজ্ঞা হয়। "ক্রুধদ্রুহের্ষ্যাসূয়ার্থানাং যং প্রতি কোপঃ।" পা ১। ৪। ৩৭। ক্রোধ, অপকার, ঈর্ষা, ও অসূয়া অর্থ প্রয়োগে যাহার প্রতি ক্রোধ, তাহার সম্প্রদানসংজ্ঞা হয়। কিন্তু উপসর্গবিশিষ্ট হইলে তাহার কর্ম্ম সংজ্ঞা হইয়া থাকে। "রাধীক্ষ্যোর্যস্য বিপ্রশ্নঃ।" পা ১। ৪। ৩৯। রাধ ও ঈক্ষ ধাতুর প্রয়োগে যাহার সম্বন্ধে শুভাশুভ প্রশ্ন করা হয়, তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হয়। "প্রত্যাঙ্‌ভ্যাং শ্রুবঃ পূর্ব্বস্য কর্ত্তা।" পা ১। ৪। ৪০। প্রতি ও আঙ্‌ পূর্ব্বক শ্রু ধাতুর প্রয়োগে পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবর্ত্তনব্যাপারের যে কর্ত্তা, তাহার সম্প্রদানসংজ্ঞা হয়। "অনুপ্রতিগৃণশ্চ।" পা ১। ৪। ৪১। অনু ও প্রতি পূর্ব্বক গৄ ধাতুর প্রয়োগে প্রবর্ত্তন-ব্যাপারের কর্ত্তার সম্প্রদানসংজ্ঞা হয়। "পরিক্রয়ণে সম্প্রদানমন্যতরস্যাম্।" পা ১। ৪। ৪৪। যাহা দ্বারা নিয়তকালের জন্য অধিকার সাধিত হয়, বিকল্পে তাহার সম্প্রদান সংজ্ঞা হইয়া থাকে। "চতুর্থী সম্প্রদানে।" পা ২। ৩। ১৩। সম্প্রদান অর্থে চতুর্থী বিভক্তি হয়। অন্যান্য স্থলে চতুর্থী বিভক্তির বিধান যথা,—"ক্রিয়ার্থোপপদস্য চ কর্ম্মণি স্থানিনঃ।" পা ২। ৩। ১৪। ক্রিয়াবাচক উপপদবিশিষ্ট অপ্রযুক্ত তুমনর্থে কর্ম্মে চতুর্থী হয়। "তুমর্থাচ্চ ভাববচনাৎ।" পা ২। ৩। ১৫। তুমর্থ প্রয়োগে ও ভাববচনার্থে বিহিত প্রত্যয়ের প্রয়োগে চতুর্থী হয়। "নমঃ স্বস্তি স্বাহা স্বধালং বষড়্‌যোগাচ্চ।" পা ২।৩।১৬। নমঃ, স্বস্তি, স্বাহা, স্বধা, অলং ও বষট্ শব্দের যোগে চতুর্থী হয়। "মন্যকর্ম্মণ্যনাদরে বিভাষা ঽপ্রাণিষু।" পা ২। ৩। ১৭। মন ধাতুর অনাদর অর্থ গম্যমানে প্রাণিব্যতীত অন্য কর্ম্মপদে বিকল্পে চতুর্থী বিভক্তি হয়; বিকল্পপক্ষে দ্বিতীয়া বিভক্তি হইয়া থাকে। "গত্যর্থকর্ম্মণি দ্বিতীয়া-চতুর্থ্যৌ চেষ্টায়ামনধ্বনি।" পা ২।৩। ১২। গত্যর্থ ধাতুর কায়কৃত ব্যাপার অর্থে অধ্বভিন্ন কর্ম্মস্থলে দ্বিতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তি হয়। ইহা ভিন্ন তাদর্থ্য অর্থে, কৢপ ধাতুর অর্থে, সম্প্রদান অর্থে, উৎপাতের দ্বারা জ্ঞাপিত বিষয়ে এবং হিতশব্দের যোগে চতুর্থী হইয়া থাকে।

অপাদান লক্ষণ যথা,—"ধ্রুবমপায়েঽপাদানম্।"

পা ১।৪।২৪। বিশ্লেষ বিষয়ে অবধীভূত কারকের অপাদান সংজ্ঞা হয়। "ভীত্রার্থানাং ভয়হেতুঃ।" পা ১।৪।২৫। ভয়ার্থ ও ত্রাণার্থ ধাতুর প্রয়োগে ভয়হেতুর অপাদানসংজ্ঞা হয়। "পরাজেরসোঢ়ঃ।", পা ১।৪।২৬। পরা পূর্ব্বক জি ধাতুর প্রয়োগে অসহ্য অর্থের অপাদান সংজ্ঞা হয়। "বারণার্থানামীপ্সিতঃ।" পা ১।৪।২৭। বারণার্থ ধাতুর প্রয়োগে ঈপ্সিত বিষয়ের অপাদানসংজ্ঞা হয়। "অন্তর্দ্ধৌ যেনাদর্শনমিচ্ছতি।" পা ১।৪।২৮। ব্যবধান সত্ত্বে যৎকর্তৃক স্বীয় অদর্শন ইচ্ছা করা যায়, তাহার অপাদান সংজ্ঞা হয়। "আখ্যাতোপযোগে।" পা ১।৪।২৯। যথারীতি অধ্যয়ন অর্থে যে বক্তা তাহার অপাদানসংজ্ঞা হয়। "জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ।" পা ১।৪।৩০। জন ধাতুর প্রয়োগে উৎপত্তিকারণের অপাদান সংজ্ঞা হয়। "ভুবঃ প্রভবঃ।" পা ১।৪।৩১। প্র পূর্ব্বক ভূ ধাতুর প্রয়োগে উৎপত্তিকারণের অপাদান সংজ্ঞা হয়। "অপাদানে পঞ্চমী।" পা ২।৩।২৮। অপাদানকারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। এতদ্ব্যতীত অন্যস্থলেও পঞ্চমী বিভক্তি হইয়া থাকে। যথা,—"অন্যারাদিতরর্ত্তে দিক্ শব্দাঞ্চূত্তরপদাজাহি যুক্তে।" পা ২।৩।২৯। অন্য, আরাৎ, ইতর, ঋতে, দিক্-শব্দ, অঞ্চূত্তর শব্দ, আচ্ ও আহি এই সকল শব্দযোগে পঞ্চমী হয়। "পঞ্চম্যপাঙ্পরিভিঃ।" পা ২।৩।১০। অপ, আঙ্ ও পরি শব্দের যোগে পঞ্চমী হয়। "প্রতিনিধিপ্রতিদানে চ যস্মাৎ।" ২।৩।১১। প্রতিনিধি ও প্রতিদান অর্থে প্রতি শব্দের প্রয়োগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। "অকর্ত্তর্য্যৃণে পঞ্চমী।" পা ২।৩।২৪। কর্তৃশূন্য ঋণ হেতুস্বরূপ হইলে তাহাতে পঞ্চমী হয়। "বিভাষা গুণেঽস্ত্রিয়াম্।" পা ২।৩।২৫। অস্ত্রীলিঙ্গ গুণবাচক শব্দ হেতুস্বরূপ হইলে তাহাতে বিকল্পে পঞ্চমী হয়। "পৃথগ্‌বিনা নানাভিস্তৃতীয়ান্যতরস্যাম্।" পা ২।৩।৩২। পৃথক্, বিনা ও নানা শব্দের যোগে তৃতীয়া, দ্বিতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তি হয়। "করণে চ স্তোকাল্পকৃচ্ছ্রকতিপয়স্যাসত্ত্ববচনস্য।" পা ২।৩।৩৩। অদ্রব্যবাচী স্তোক, অল্প, কৃচ্ছ্র ও কতিপয় শব্দের উত্তর করণে তৃতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তি হয়। "দূরান্তিকার্থেভ্যো দ্বিতীয়া চ।" পা ২।৩।৩৫। দূর ও সমীপার্থ শব্দের উত্তর দ্বিতীয়া ও পঞ্চমী বিভক্তি হয়। "পঞ্চমী বিভক্তে।" পা ২।৩।৪২। যাহা হইতে পৃথক্ করিয়া লওয়া হয়, তাহাতে পঞ্চমী বিভক্তি হয়।

অধিকরণ লক্ষণ যথা,—"আধারোঽধিকরণম্।" পা ১।৪।৪৫। ক্রিয়ার আধারস্বরূপ কর্তৃকর্ম্মের যে আধার, তাহার অধিকরণ সংজ্ঞা হয়। ইহাতে সপ্তমী বিভক্তি হইয়া থাকে। "সপ্তম্যধিকরণে চ।" পা ২।৩।৩৬। অধিকরণে এবং দূর ও নিকটার্থ শব্দের যোগে সপ্তমী বিভক্তি হয়। "যস্য চ ভাবেন ভাবলক্ষণম্।" পা ২।৩।৩৭। যাহার ক্রিয়া দ্বারা ক্রিয়ান্তর লক্ষিত হয়, তাহাতে সপ্তমী হয়। "ষষ্ঠী চানাদরে।" পা ২।৩।৩৮। অনাদর অর্থে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। "স্বামীশ্বরাধিপতিদায়াদসাক্ষিপ্রতিভূপ্রসূতৈশ্চ। পা ২।৩।৩৯।" স্বামী, ঈশ্বর, অধিপতি, দায়াদ, সাক্ষী, প্রতিভূ ও প্রসূত শব্দের যোগে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। "আযুক্তকুশলাভ্যাং চাসেবায়াম্।" পা ২।৩।৪০। আযুক্ত ও কুশলশব্দের যোগে তাদর্থ্য অর্থে ষষ্ঠী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। "যতশ্চ নির্ধারণম্।" পা ২।৩।৪১। জাতি, গুণ, ক্রিয়া ও সংজ্ঞাদ্বারা একদেশ মাত্র যাহা হইতে পৃথক্ করা হয়, তাহাতে সপ্তমী বিভক্তি হয়। "সাধুনিপুণাভ্যামর্চায়াং সপ্তম্যপ্রতেঃ।" পা ২।৩।৪৩। সাধু ও নিপুণ শব্দের যোগে পূজা অর্থে সপ্তমী বিভক্তি হয়; কিন্তু প্রতিশব্দের প্রয়োগে হয় না। "প্রসিতোৎসুকাভ্যাং তৃতীয়া চ।" পা ২।৩।৪৪। প্রসিত ও উৎসুক শব্দযোগে তৃতীয়া ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। "নক্ষত্রে চ লুপি।" পা ২।৩।৪৫। লুবন্ত নক্ষত্র শব্দে অধিকরণার্থে তৃতীয়া ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। "সপ্তমীপঞ্চম্যৌ কারকমধ্যে।" পা ২।৩।৭। শক্তিদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী যে কালবাচক ও অধ্ববাচক শব্দ, তাহাতে পঞ্চমী ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। "যস্মাদধিকং যস্য চেশ্বরবচনং তত্র সপ্তমী।" পা ২।৩।৯। যাহা হইতে অধিক, অথবা যাহার ঈশ্বর, তাহাতে সপ্তমী বিভক্তি হয়। ইহা ভিন্ন সাধু বা অসাধু শব্দের প্রয়োগে এবং কর্ম্মপদযোগে নিমিত্তবাচক শব্দেও সপ্তমী বিভক্তি হইয়া থাকে। যথা,—

"চর্ম্মণি দ্বীপিনং হন্তি দন্তয়োর্হন্তি কুঞ্জরম্।
কেশেষু চমরীং হন্তি সীম্নি পুষ্কলকো হতঃ॥"

এই সকল কারকগণের মধ্যে উভয়ের প্রাপ্তি সম্ভাবনা থাকিলে সেখানে পরবর্ত্তী কারকই হইয়া থাকে। যথা—

"অপাদান-সম্প্রদান-করণাধারকর্ম্মণাম্।
কর্ত্তুশ্চোভয়সম্প্রাপ্তৌ পরমেব প্রবর্ত্ততে॥"

সম্বন্ধের কারকতা নাই, এজন্য তাহা কারক মধ্যে পরিগণিত নহে। সম্বন্ধ অর্থে এবং কারক ব্যতীত অন্য অর্থ বুঝালেই ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। "ষষ্ঠীশেষে।" পা ২।৩।৫০। কারক ও প্রাতিপদিক অর্থ ব্যতিরিক্ত, স্বকীয় স্বামিভাবাদি সম্বন্ধের নাম শেষ, তাহাতে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। পূর্ব্বোক্ত কারক বিভক্তিসমূহের ন্যায় অর্থবিশেষেও ষষ্ঠী বিভক্তির

বিধান আছে। যথা,—"ষষ্ঠী হেতুপ্রয়োগে।" পা ২। ৩। ২৬। হেতুশব্দের প্রয়োগে হেতুবাচক ও হেতুশব্দ উভয়স্থলেই ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। "সর্ব্বনাম্নস্তৃতীয়া চ।" পা ২।৩।২৭। হেতু-শব্দপ্রয়োগে সর্ব্বনাম শব্দ ও হেতুশব্দে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। "ষষ্ঠ্যতসর্থপ্রত্যয়েন।" পা ২।৩। ৩০। অতসুচ্ অর্থে কপ্রত্যয়ান্ত শব্দের যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। "এনপা দ্বিতীয়া।" পা ২।৩। ৩১। এনপ্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের যোগে দ্বিতীয়া ও ষষ্ঠী হয়। "দূরান্তিকার্থৈঃ ষষ্ঠ্যন্যতরস্যাম্।" পা।২।৩।৩৪। দূর ও সমীপার্থ শব্দের যোগে ষষ্ঠী ও পঞ্চমী বিভক্তি হয়। "জ্ঞোঽবিদর্থস্য করণে।" পা ২।৩।৫১। অজ্ঞানার্থ জ্ঞা ধাতুর করণ বিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়। "অধীগর্থ-দয়েশাং কর্ম্মণি।" পা ২। ৩। ৫২। স্মরণার্থ শব্দের যোগে, এবং দয় ও ঈশ ধাতুর প্রয়োগে কর্ম্মবিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়। "কৃঞঃ প্রতিযত্নে।" পা ২। ৩। ৫৩। কৃ ধাতুর গুণান্তরা-ধান অর্থে কর্ম্মবিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়। "রুজার্থানাং ভাববচনানা-মজ্বরেঃ।" পা ২। ৩। ৫৪। ভাবকর্ত্তাবিশিষ্ট জ্বরভিন্ন রোগার্থ ধাতুর প্রয়োগে কর্ম্মবিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়। "আশিষি নাথঃ।" পা ২।৩।৫৫। আশীর্ব্বাদার্থ নাথ ধাতুর প্রয়োগে কর্ম্মবিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়। "জাসি-নি-প্র-হণ-নাট-ক্রাথ-পিষাং হিংসায়াম্।" পা ২।৩।৫৬। হিংসার্থ জাস, নি-প্র হন্, নাট, ক্রাথ ও পিষ ধাতুর প্রয়োগে কর্ম্মবিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়। "ব্যবহৃপণোঃ সমর্থয়োঃ।" পা ২।৩।৫৭। বি ও অব পূর্ব্বক হৃ এবং পণ ধাতুর প্রয়োগে কর্ম্মবিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়। "দিবস্তদর্থস্য।" পা ২।৩।৫৮। দ্যূতার্থ বা ক্রয়বিক্রয় ব্যবহারার্থ দিব ধাতুর প্রয়োগে কর্ম্মবিবক্ষায় ষষ্ঠী হয়। "বিভাষোপসর্গে।" পা ২। ৩। ৫৯। উপসর্গযুক্ত হইলে দিব ধাতুর কর্ম্ম বিবক্ষায় বিকল্পে ষষ্ঠী হয়। "প্রেষ্য-ব্রুবোর্হবিষোদেবতা সম্প্রদানে।" পা ২।৩।৬১। লোট্ বিভক্তির মধ্যমপুরুষের একবচনান্ত ইষ ও ব্রূ ধাতুর দেবতা সম্প্রদান অর্থে হবিষ্ শব্দ কর্ম্ম হইলে তাহাতে ষষ্ঠী হয়। "কৃত্বোর্থপ্রয়োগে কালেঽধিকরণে।" পা ২।৩।৬৪। 'কৃত্ব' এই অর্থপ্রয়োগে কালবাচক অধিকরণে ষষ্ঠী হয়। "কর্ত্তৃকর্ম্মণোঃ কৃতি। পা ১।৩।৬৫।" কৃৎপ্রত্যয়ের যোগে কর্ত্তা ও কর্ম্মে ষষ্ঠী হয়। "উভয়প্রাপ্তৌ কর্ম্মণি। পা ২।৩।৬৬।" কর্ত্তা কর্ম্ম উভয়ের ষষ্ঠী প্রাপ্তির সম্ভাবনা হইলে কর্ম্মেই ষষ্ঠী হইবে। "ক্তস্য চ বর্ত্তমানে।" পা ২।৩।৬৭। বর্ত্তমানার্থ ক্ত প্রত্যয়ের যোগে ষষ্ঠী হয়। "অধিকরণবাচি-নশ্চ।" পা ২।৩।৬৮। অধিকরণবাচক ক্ত প্রত্যয়ের যোগে ষষ্ঠী হয়। "ন লোকাব্যয়নিষ্ঠাখলর্থতৃনাম্।" পা ২।৩।৬৯। ল, উ, উক, অব্যয়, নিষ্ঠা, খলর্থ ও তৃন্ প্রত্যয়প্রয়োগে ষষ্ঠী হয় না। "অকেনোর্ভবিষ্যদাধমর্ণ্যয়োঃ।" পা ২।৩।৭০। ভবিষ্যৎ অর্থে অক, ভবিষ্যৎ অর্থে আধমর্ণ্য এবং ইন প্রত্যয়ের যোগে ষষ্ঠী হয় না। "কৃত্যানাং কর্ত্তরি বা।" পা ২।৩। ৭১। কৃৎ প্রত্যয়ের যোগে কর্ত্তায় বিকল্পে ষষ্ঠী হয়। "তুল্যার্থৈরতুলোপমাভ্যাং তৃতীয়ান্যতরস্যাম্।" পা ২।৩।৭২। তুলা ও উপমা শব্দ ব্যতীত অন্য তুল্যার্থ শব্দের যোগে বিকল্পে তৃতীয়া ও ষষ্ঠী হয়। তুলা ও উপমা শব্দ প্রয়োগে নিত্য ষষ্ঠী হয়। "চতুর্থী চাশিষ্যায়ুষ্য-মদ্র-ভদ্র-কুশল-সুখার্থহিতৈঃ।" পা ২।৩।৭৩। আশীর্ব্বাদ, আয়ুষ্য, মদ্র, ভদ্র, কুশল ও সুখার্থ শব্দের যোগে, এবং হিত শব্দের যোগে বিকল্পে চতুর্থী ও ষষ্ঠী হয়।

ষষ্ঠী বিভক্তি সম্বন্ধ মাত্র বুঝাইয়া দেয়। ধাত্বর্থের সহিত কোনরূপে সঙ্গত না হওয়ায় সম্বন্ধের কারকতা নাই। যেহেতু কারকের প্রধান লক্ষণ,—

"ক্রিয়াপ্রকারীভূতো ঽর্থঃ কারকম্।"

ক্রিয়ার সহিত কর্ত্তৃকর্ম্মাদিভেদানুসারে যাহাদের কোন-রূপ সম্বন্ধ আছে, তাহাদিগকেই কারক কহে। ২ বর্ষশিলা-জাত জল। ৩ (ত্রি) কর্ত্তা।

কারকদীপক (স্ত্রী) কারকেণ দীপকম্। দীপক অলঙ্কারের ভেদবিশেষ। [দীপক দেখ।]

কারকবাদ (পুং) রুদ্রপ্রণীত কারকসম্বন্ধীয় গ্রন্থবিশেষ।

কারকবান্ [৭] (ত্রি) কারকোঽস্ত্যস্য, কারক-মতুপ্ মস্য বঃ। ১ কারকবিশিষ্ট। ২ কর্ত্তৃযুক্ত।

কারকবিভক্তি (স্ত্রী) কারকশক্তিবোধিকা বিভক্তি, মধ্যলো°। কর্ম্মাদিকারকবোধক দ্বিতীয়া প্রভৃতি বিভক্তি।

[কারক দেখ।]

কারকর (ত্রি) কারং করোতি, কার-কৃ-ট। ক্রিয়াকারক, ভৃত্য প্রভৃতি।

কারকুক্ষীয় (পুং) কারকুক্ষি-ছ। ১ শাবদেশ। ২ (তত্রভবঃ অণ্-তস্য লুক্) তদ্দেশবাসী ব্যক্তি; এই অর্থে নিত্য বহুবচ-নান্ত হইয়া প্রযুক্ত হয়।

(শাবাস্ত কারকুক্ষীয়াঃ। হেম ৪। ২৩।)

কারজ (ত্রি) কারাৎ ক্রিয়াতো জায়তে, কার-জন-ড। ১ ক্রিয়াজাত। ২ (করজাৎ ভবঃ, করজস্য ইদম্ বা, করজ-অণ্) নখজাত। ৩ নখসম্বন্ধীয়।

কারকল—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির দক্ষিণ কানাড়ার অন্তর্গত উদিপি তালুকের একটি নগর। অক্ষা° ১৩°১২´৪০´´ উঃ ও দ্রাঘি° ৭৫°১´৫০´´ পূঃ মধ্যে। লোকসংখ্যা ৩৩১২, তন্মধ্যে

২৭১১ জন হিন্দু। বহুকাল হইতে এখানে জৈনদিগের প্রাধান্ত ছিল। জৈন-মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। গুমতারায়নামক এক ব্যক্তি এখানে রাজত্ব করিতেন। তাঁহার একটী প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহাকে গুমতা বলে। এখানে একটী ছোঁট পাঁহাড় আছে, ইহা প্রায় ৩০ হস্ত উচ্চ হইবে। এই পাহাড়ের উপরই গুমতা স্থাপিত। উহা ১৩৪৮ শকে খোদিত হয়। জৈনদিগের অন্যান্য মন্দিরও এই পাহাড়ে দেখিতে পাওয়া যায়। এই নগরে একখানি প্রকাণ্ড প্রস্তর খণ্ড আছে, উহার তলদেশ প্রশস্ত কিন্তু উর্দ্ধদিকে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছে, তাহাকে ধ্বজস্তম্ভ বলে। এখানে হিন্দুদিগের অনন্তদেবের মন্দির প্রভৃতি দেখিবার জিনিস আছে। কারকল চাউলের একটী প্রধান আড়ং।

কারঞ্জ (ত্রি) করঞ্জস্য ইদম্, করঞ্জ-অণ্। ১ করঞ্জফলজাত তৈলাদি। ২ করঞ্জসম্বন্ধীয়।

কারঞ্জতৈল (ক্লী) করঞ্জাৎ জাতং তৈলম্, মধ্যলো°। করঞ্জ-ফলজাত তৈল। সুশ্রুতে এই তৈলের গুণ লেখা আছে,—করঞ্জ, ইঙ্গুদী, শজিনা, সর্ষপ, সুবর্চ্চলা, বিড়ঙ্গ ও লতা-ফট্‌কী, এই সকল ফলের তৈল তীক্ষ্ণ, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, কটুরস, কটুপাক, ভেদক এবং বায়ু, শ্লেষ্মা, কৃমি, কুষ্ঠ, প্রমেহ ও শিরোরোগনাশক।

কারণ (ক্লী) কার্য্যতে অনেন, কৃ-ণিচ্-ল্যুট্। যাহা ব্যতীত কার্য্য নিষ্পন্ন হয় না, তাহার নাম কারণ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—হেতু, বীজ, নিমিত্ত, প্রত্যয়।

কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে কার্য্যাধিকরণে যে বস্তুর অভাব উপলব্ধ হয় না, সেই বস্তু যদি অন্যথাসিদ্ধিশূন্য হয়, তবে তাহাকে কারণ বলা যায়। [অন্যথাসিদ্ধি দেখ।]

যেমন ঘটের প্রতি মৃত্তিকা। নৈয়ায়িকগণ সমবায়ী, অসমবায়ী ও নিমিত্ত ভেদে কারণের তিনপ্রকার বিভাগ করিয়াছেন। কার্য্য যাহাতে সমবেত হইয়া উৎপন্ন হয়, তাহাকে সমবায়িকারণ কহে। যেমন বস্ত্রের প্রতি তন্তু। সমবায়িকারণ সমবেত কারণকে অসমবায়িকারণ এবং উক্ত কারণদ্বয় হইতে ভিন্ন যে কারণ তাহাকে নিমিত্ত কারণ বলা যায়। যেমন বস্ত্রের প্রতি তন্তুবায়গণ।

পাতঞ্জলদর্শনে কারণ নয় প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে, যথা—

"উৎপত্তিস্থিত্যভিব্যক্তিবিকারপ্রত্যয়াপ্তয়ঃ।
বিয়োগান্যত্বধৃতয়ঃ কারণং নবধা স্মৃতম্॥"

পাতঞ্জল ২। ২৮ সূ° ভাষ্য।

উৎপত্তি, স্থিতি, অভিব্যক্তি (প্রকাশ), বিকার, জ্ঞান, প্রাপ্তি, বিচ্ছেদ, অন্যত্ব এবং ধারণ। কার্য্যভেদে এই নববিধ কারণের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়—উৎপত্তি জ্ঞানের প্রতি কারণ মন, শরীর স্থিতির কারণ আহার, রূপের অভিব্যক্তির কারণ আলোক, পচনীয় বস্তুর বিকার কারণ অগ্নি, ধূমজ্ঞান অগ্নিপ্রত্যয়ের (জ্ঞানের) কারণ, বিবেকপ্রাপ্তির কারণ যোগাঙ্গানুষ্ঠান।

এই যোগাঙ্গানুষ্ঠানই অশুদ্ধি-বিয়োগের কারণ। বলয়-কারী সুবর্ণকার কুণ্ডলরূপ স্বর্ণের অন্যত্বকারণ, ঈশ্বর এই জগতের এবং ইন্দ্রিয়গণ শরীরের ধৃতির কারণ।

চার্ব্বাকগণ বলে যে কারণ নামে কোন পদার্থ নাই, কারণ সম্বন্ধ ব্যতিরেকেই সমুদয় পদার্থ উৎপন্ন হয়। বস্তুতঃ ইহা নিতান্ত অসঙ্গত (১)। যদি কারণের অস্তিত্ব না থাকিলেও কার্য্যের উৎপত্তি হয় তাহা হইলে কার্য্যের সর্ব্বদা বিদ্য-মানতা উপলব্ধি হইতে পারে, যেমন মৃত্তিকাদি সমুদয় মিলিত হইলে ঘটের উৎপত্তি হয়, সেইরূপ তাহার পূর্ব্বেও ঘটের উৎপত্তি হইতে পারে। এবং কারণের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে পরচিত্তগত সংশয়াদি দূরীকরণমানসে শব্দপ্রয়ো-গাদিও নিষ্ফল হইয়া উঠে। যে বস্তু না থাকিলে যে বস্তুর বিদ্যমানতা লাভ হয় না, কিম্বা যে বস্তু থাকিলেই যে বস্তু বিদ্যমানতা লাভ করে, পণ্ডিতগণ সেই বস্তুকেই সেই বস্তুর কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; মৃত্তিকার অভাব হইলে ঘটের বিদ্যমানতা লাভ হয় না এবং মৃত্তিকা থাকিলেই ঘটের বিদ্যমানতা লাভ হয় বলিয়া মৃত্তিকাই ঘটের কারণরূপে স্থিরীকৃত হয়। কারণ না থাকিলে সমুদয় বস্তুই নিত্য হইতে পারে, এই জন্য কারণ নামক পদার্থ স্বীকার করা চার্ব্বাকগণেরও নিতান্ত কর্ত্তব্য। কণাদ প্রভৃতি দার্শনিকগণ পরমাণুকে সাবয়ব জগতের উপাদান (সমবায়িকারণ) বলেন। তাহাদের মতে পরমাণু সকল পরস্পর সংযুক্ত হইলে এক একটি মহদবয়বী উৎপন্ন হয়। কিন্তু বৈদান্তিকগণ তাহা স্বীকার করেন না এবং কণাদ মতের উপর এই দোষ প্রদর্শন করেন যে নিরবয়ব পরমাণুতে কখনও ঐকদেশিক সংযোগ হইতে পারে না। যে বস্তুর কোনও অবয়ব নাই, সেই বস্তুর একদেশ থাকা অসম্ভব, সুতরাং তাহাতে অব্যাপ্য-বৃত্তি (ঐকদেশিক) সংযোগ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব। যদি এই সিদ্ধান্তই স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলে পরমাণুর সংযোগ হওয়ায় অসম্ভবপ্রযুক্তই পরস্পরসংযুক্ত পরমাণু হইতে

(১) কুসুমাঞ্জলিতে লিখিত হইয়াছে "কার্য্যং সকারণং কাদা-চিৎকত্বাৎ" এই অনুমান দ্বারা কারণত্ব সিদ্ধ হয়।

সমবায়ী কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং কার্য্য সমুদয় অজ্ঞান দ্বারা পরমব্রহ্মে কল্পিত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। যেমন অজ্ঞান দ্বারা রজ্জুতে সর্প কল্পনা করা হয়, সেইরূপ ব্রহ্মেও অজ্ঞান দ্বারা কার্য্যসমূহের কল্পনা করা হইয়া থাকে। রজ্জুবিষয়ক জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে যেমন কল্পিত সর্প বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই রূপ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা তদীয় অজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে সমুদয় জগৎপ্রপঞ্চ বিনষ্ট হইয়া থাকে। ব্রহ্ম জগৎকল্পনার অধিষ্ঠান বলিয়াই বৈদান্তিকগণ তাহাকে জগতের উপাদান (সমবায়ী) বলিয়া থাকেন।

সাংখ্যমতে সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণাত্মিকা প্রকৃতিই মূল কারণ। ইহাতেও বৈদান্তিকেরা বলেন যে চেতনের সাহায্য না থাকিলে অচেতন প্রকৃতি হইতে কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। সুতরাং সাংখ্যবাদীর প্রকৃতি-কারণবাদ ভ্রমমূলক বলিয়া অনুভূত হয়।

নৈয়ায়িকগণ পারিমাণ্ডল্যকে (অণুপরিমাণ) কারণ বলিয়া স্বীকার করেন না। তাহারা এই কথা বলেন যে, পরিমাণমাত্রই স্বসমান জাতীয় উৎকৃষ্ট পরিমাণের কারণ অর্থাৎ যে পরিমাণ হইতে যে পরিমাণ উৎপন্ন হয় সেই উৎপন্ন পরিমাণ কারণীভূত পরিমাণ হইতে উৎকৃষ্টতর হইবে। যেমন তন্তুপরিমাণ-সমুৎপন্ন বস্ত্রপরিমাণ তন্তুপরিমাণ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর হইয়া থাকে। যদি অণুপরিমাণকে কোনও পরিমাণের কারণ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে অণুপরিমাণ জন্য উৎপন্ন পরিমাণ অপেক্ষাও ছোট হইতে পারে। যেমন মহৎ পরিমাণ জন্য পরিমাণকারণীভূত পরিমাণ অপেক্ষা মহত্তর, সেইরূপ অণুপরিমাণ জন্য পরিমাণও অণুতর হইতে পারে।

সাধারণ ও অসাধারণ ভেদে কারণ দুই প্রকার, ঈশ্বরেচ্ছা, কাল, অদৃষ্ট, উদ্যোগ এবং প্রাগভাব এই কয়টি সাধারণ অর্থাৎ সমুদয় কার্য্যেরই কারণ হইয়া থাকে, এই জন্য ইহাদিগকে সাধারণ কারণ বলা যায়। আর যাহারা বিশেষ (এক এক) কার্য্যের কারণ, তাহাদিগকে অসাধারণ কারণ বলা যায়, যেমন আম্রবৃক্ষের প্রতি আম্রবীজ, এই আম্রবীজ কেবল আম্রবৃক্ষেরই উৎপত্তির কারণ, কণ্টকিবৃক্ষের নহে, সুতরাং উক্ত বীজ উক্ত বৃক্ষের অসাধারণ কারণ হইল।

ন্যায়শাস্ত্রের মতে, ২ সাধন। ৩ (করণমেব, করণ-স্বার্থে অণ্) কর্ম্ম। ৪ করণ। ৫ (কৃ বধে-স্বার্থে ণিচ্ ল্যুট্।) বধ। ৬ আদি, মূল। ৭ প্রমাণ। ৮ ইন্দ্রিয়। ৯ শরীর। ১০ হেতু। ১১ উদ্দেশ্য। ১২ (কারণং অস্ত্যস্তি, কারণ-অচ্) উত্তরবিশেষ। ১৩ তান্ত্রিকগণ অনুষ্ঠানে পূজাদি করিয়া যে মদ্যপান করেন, তাহার নামও কারণ।

(পুং) ১৪ কায়স্থ। ১৫ বাদ্যবিশেষ। ১৬ গানবিশেষ। ১৭ বিষ্ণু। ১৮ শিব।

কারণক (ক্লী) কারণমেব, কারণ স্বার্থে কন্। কারণ।

কারণকারণ (ক্লী) কারণস্য কারণম্, ৬তৎ। ১ কারণের কারণ; ইহাও একটী পাঁচ প্রকার অন্যথাসিদ্ধের অন্তর্নিবিষ্ট। যেমন পুত্রের জন্মবিষয়ে তাহার পিতামহ। পুত্রের জন্মের কারণ পিতা, পিতার কারণ পিতামহ; সুতরাং পিতামহ কারণের কারণ হইলেও, পুত্রের প্রতি অন্যথাসিদ্ধ। ২ পরমেশ্বর। ৩ প্রয়োজক। ("কারণকারণস্য অকারণত্বেঽপি প্রয়োজকত্বং অস্ত্যেব।" নৈয়াং।)

কারণগত (ত্রি) কারণং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি, কারণ-গম-ক্ত। কারণনিষ্ঠ, কারণস্থ।

কারণগুণ (পুং) কারণস্য গুণঃ, ৬তৎ। উপাদান-কারণের গুণ। ইহাই কার্য্যগুণের উৎপাদক।

("কারণগুণাঃ কার্য্যগুণমারভন্তে।" ন্যায়।)

কারণগুণই কার্য্যগুণের আরম্ভ করে। যেমন রূপ কারণের শুক্ল কৃষ্ণ প্রভৃতি বর্ণ বস্ত্ররূপ কার্য্যেরও শুক্ল কৃষ্ণাদি বর্ণ উৎপাদন করে।

কারণগুণপূর্ব্বকত্ব (ক্লী) কারণগুণঃ পূর্ব্বে যস্য তস্য ভাবঃ-ত্ব। কারণের গুণবিশিষ্টতা।

কারণগুণোৎপন্নগুণত্ব (ক্লী) কারণগুণেন উৎপন্নো যো গুণঃ তস্য ভাবঃ-ত্ব। কারণ গুণ দ্বারা যে সকল গুণ উৎপন্ন হয়, তাহার ধর্ম্ম। ন্যায়শাস্ত্রে ইহার এইরূপ লক্ষণ নির্দ্দেশ আছে। যথা,—"স্বাশ্রয়সমবায়িমাত্রসমবেতস্বসজাতীয়গুণজন্যবৃত্তিঃ পৃথক্ত্বসংখ্যাদ্বাতিরিক্তা ভাবনা বৃত্ত্যান্যা চ যা জাতিস্তাদৃশজাতিসত্ত্বে সত্যপাকজত্বম্।"

কারণগুণোদ্ভব (পুং) কারণগুণেন উদ্ভবো যস্য বহুব্রী। উপাদান-কারণের গুণ হইতে উৎপন্ন গুণবিশেষ।

কারণগুণোদ্ভবগুণ (পুং) কারণগুণোদ্ভবশ্চাসৌ গুণশ্চেতি, কর্ম্মধা। কারণগুণজাত গুণ। ভাষাপরিচ্ছেদে এই কয়েকটী কারণ গুণোদ্ভবগুণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা—রূপ, রস, গন্ধ, অপাকজ স্পর্শ, দ্রবতা, স্নেহ, বেগ, গুরুত্ব, একত্ব, পৃথক্ত্ব, পরিমাণ ও স্থিতিস্থাপক সংস্কার।

কারণজল (ক্লী) কারণরূপং জলম্। ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির কারণস্বরূপ জল। ভগবান্ ব্রহ্মাণ্ডসৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল জলমাত্রেরই সৃষ্টি করেন, পরে তাহাতে বীজনিক্ষেপপূর্ব্বক ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া থাকেন।

("অপ এব সসর্জাদৌ তাসু বীজমবাসৃজৎ।" মনু ১।৮।)

কারণতা (স্ত্রী) কারণস্ত ভাবঃ, কারণ-তল্। কারণের ধর্ম্ম, হেতুত্ব।

কারণত্ব (ক্লী) কারণস্ত ভাবঃ, কারণ-ত্ব (তস্ত ভাবস্তুতলৌ। পা ২।১।১১৯।) কারণের ধর্ম্ম, হেতুতা। ("কারণত্বং ভবেত্তত।" ভাষা প°।)

কারণদূর্ব্বা (দেশজ) তৃণবিশেষ (Poa karundubi, *Buch*)

কারণধ্বংস (পুং) কারণস্ত ধ্বংসঃ ৬তৎ। কারণের নাশ। সমবায়ী ও অসমবায়ী কারণের ধ্বংস হইলে কার্য্যেরও ধ্বংস হয়, কিন্তু নিমিত্ত কারণের ধ্বংসে কার্য্যধ্বংস হয় না।

কারণধ্বংসক (ত্রি) কারণং ধ্বংসতে নাশয়তি কারণ-ধ্বংস-ণ্বুল্। কারণধ্বংসকারক।

কারণধ্বংসী [ন্] (ত্রি) কারণং ধ্বংসতে নাশয়তি, কারণ-ধ্বংস-ণিনি। কারণনাশক।

কারণনাশ (পুং) কারণস্ত নাশঃ, ৬তৎ। কারণের বিনাশ।

কারণনাশক (ত্রি) নাশয়তি, কারণ-নশ্-ণিচ্-ণ্বুল্ কারণস্ত নাশকঃ। যাহা দ্বারা কারণের নাশ হয়।

কারণফল (দেশজ) ফুলবিশেষ। (Amyris heptaphylla)

কারণভূত (ত্রি) কারণং ভূয়তে যেন, কারণ-ভূ-ক্ত। কারণস্বরূপ।

কারণমালা (স্ত্রী) অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত অর্থালঙ্কারবিশেষ।

"পরং পরং প্রতি যদা পূর্ব্বপূর্ব্বস্য হেতুতা।
তদা কারণমালা স্যাৎ।" সাহিত্যদর্পণ।

যেখানে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বাক্য, তাহার পরপরবর্ত্তী বাক্যের হেতু হয়, তাহাকে কারণমালা অলঙ্কার কহে। যেমন,—

"শ্রুতং কৃতধিয়াং সঙ্গাৎ জায়তে বিনয়ঃ শ্রুতাৎ।
লোকানুরাগো বিনয়ান্ন কিং লোকানুরাগতঃ॥"

পণ্ডিতগণের সংসর্গে শাস্ত্রজ্ঞান লাভ হয়, শাস্ত্রজ্ঞান হইতে বিনয়গুণ জন্মে, বিনয় হইতে লোকানুরাগ এবং তাহা হইতে কি না হইতে পারে? এখানে শাস্ত্রজ্ঞান, বিনয় ও লোকানুরাগ যথাক্রমে তাহার পর পর বাক্যের কারণ হওয়ায় কারণমালা-অলঙ্কার হইল।

কারণবাদী [ন্] (পুং) কারণং বদতি, কারণ-বদ-ণিনি। যাঁহারা সকল বিষয়েই কারণ স্বীকার করেন।

কারণবারি (ক্লী) কারণস্বরূপং বারি, মধ্যলো°। ব্রহ্মাণ্ড-সৃষ্টির কারণস্বরূপ একার্ণব জল।

কারণশরীর (ক্লী) কারণং অবিদ্যা সৈব শরীরম্, কর্ম্মধা। সুষুপ্তিকালে অহঙ্কারাদিশরীরোৎপাদকপদার্থের সংস্কারমাত্রে অবশিষ্ট যে জীবগত অজ্ঞান, বেদান্তমতে তাহাকেই কারণশরীর কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—আনন্দময়কোষ ও সুষুপ্তি।

কারণা (স্ত্রী) কারয়তি হিংসয়তি, কৃ-ণিচ্-যুচ্ (ণ্যাসশ্রন্থো যুচ্। পা ৩।৩।১০৭।) টাপ্। ১ যাতনা। ২ অত্যন্তবেদনা। ৩ নরকযন্ত্রণা।

কারণাভাব (পুং) কারণস্ত অভাবঃ, ৬তৎ। কারণের অভাব, কারণ না থাকা।

কারণিক (ত্রি) করণৈঃ কারণৈর্ব্বা চরতি, করণ বা কারণ-ঠক্ (চরতি। পা ৪।৪।৮।) ১ পরীক্ষক। (কারণিকঃ পরীক্ষকঃ। হেম ৩।১৪৩।) ২ (করণস্ত ইদম্, করণ-ঠঞ্, ঞিঠ্ বা) করণসম্বন্ধীয়।

কারণোত্তর (ক্লী) কারণেন উত্তরম্, ৩তৎ। বিচারস্থলে বাদিকথিত বিষয় সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াও তাহার প্রতিকূল কারণ দেখাইয়া যে উত্তর প্রদত্ত হয়, তাহারই নাম কারণোত্তর। ইহার সংস্কৃত নামান্তর 'প্রত্যবস্কন্দন।' এই কারণোত্তর তিনপ্রকার, বলবৎ, তুল্যবল ও দুর্ব্বল। বলবৎ যথা,—'আমি তোমার নিকট একশত টাকা কর্জ্জ লইয়াছিলাম সত্য, কিন্তু তাহা পরিশোধ করিয়াছি।' তুল্যবল যথা,—বাদী বলিল, আমি পুরুষানুক্রমে এই জমী ভোগ দখল করিতেছি, অতএব ইহা আমার। প্রতিবাদীও তাহার উত্তরে ঐ কথাই বলিল। দুর্ব্বল যথা,—আমি এই জমী পুরুষানুক্রমে ভোগ করিতেছি, অতএব ইহা আমার। বাদীর এই বাক্যের পর প্রতিবাদী যদি উত্তর করে, আমি দশ বৎসর হইতে এই জমী ভোগ করিতেছি, সুতরাং ইহা আমারই; তাহা হইলে এই উত্তর দুর্ব্বল হইল।' (ব্যবহারতত্ত্ব।)

কারণ্ট (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

কারণ্ডব (পুং) রম্-ড, রণ্ডঃ; কু ঈষৎ রণ্ডঃ কারণ্ডঃ কোঃ কাদেশঃ; কারণ্ডং বাতি, অথবা করণ্ডস্ত ইদং কারণ্ডং, তদাকারং বাতি। কারণ্ড-বা-ক (আতোহনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩।) হংসবিশেষ, থড়হাঁস।

("কারণ্ডবাননবিঘট্টিতবীচিমালাঃ
কাদম্বসারসকুলাকুলতীরদেশাঃ।" ঋতু সং ৮।)

কারণ্ডববতী (স্ত্রী) কারণ্ডবঃ হংসবিশেষঃ অস্তি অস্তাম্, কারণ্ডব-মতুপ্ মস্ত বঃ-ঙীপ্। নদীবিশেষ।

কারণ্ডব্যূহ (পুং) ১ বৌদ্ধবিশেষ। ২ বৌদ্ধশাস্ত্রবিশেষ।

কারন্ধম (পুং) করন্ধমস্ত অপত্যম্, করন্ধম-অণ্। ১ করন্ধমরাজের পুত্র, অবীক্ষিৎ। ২ করন্ধমস্ত গোত্রাপত্যম্। করন্ধমের পৌত্র মরুত্ত। ৩ (ক্লী) নারীতীর্থবিশেষ। মহাভারতে এই তীর্থের উৎপত্তি কথা লিখিত আছে,—অর্জ্জুনের তীর্থ

ক্রমণ সময়ে তপস্বিগণ তাহাকে অগস্ত্যতীর্থ, সৌভদ্র, পৌলোম, কারন্ধম ও ভারদ্বাজতীর্থ নামক পঞ্চতীর্থ দর্শন করাইলেন। অর্জ্জুন সেই সকল তীর্থ জনশূন্য দেখিয়া ঋষিদিগকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, তাঁহারা বলিলেন, এই পঞ্চতীর্থে জলজন্তুর অত্যন্ত ভয়, এজন্য কেহ ইহাতে অবতরণ করে না। অর্জ্জুন এই বাক্য শ্রবণের পর একটি তীর্থে অবতীর্ণ হইলেন, তৎক্ষণাৎ জলজন্তু তাহার পাদদেশ ধারণ করিল। অর্জ্জুন তাহাতে ভীত না হইয়া বলপ্রয়োগে কুম্ভীরকে তীরে উত্তোলন করিলেন। সেই কুম্ভীর তীরে উত্থিত হইয়াই সুন্দরী নারীমূর্ত্তি ধারণ করিল। অর্জ্জুন তাহা দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময়সহকারে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—কে তুমি? কেন এইরূপ কুম্ভীরমূর্ত্তিতে জল মধ্যে বাস করিতেছিলে। নারী তাহার উত্তরে বলিতে লাগিল,—মহাশয়! আমি অপ্সরা; এক সময়ে আমি আমার চারিটি সখীর সহিত ইন্দ্রালয়ে যাইতেছিলাম, পথিমধ্যে এক রূপবান্ ব্রাহ্মণযুবককে তপস্যা করিতে দেখিয়া, আমরা তাহার তপস্যাভঙ্গের জন্য নৃত্যগীত করিতে লাগিলাম। ব্রাহ্মণ তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগকে অভিশাপ দিলেন,—তোমরা জলজন্তু হইয়া চিরকাল জলে বিচরণ কর। আমরা এই অভিশাপ শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করায়, বলিয়া দিলেন, যে সময়ে তোমরা কুম্ভীররূপে কোন পুরুষকে ধারণ করিবে, তখনই তোমরা শাপমুক্ত হইয়া পূর্ব্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারিবে। তোমরা যে সকল জলাশয়ে জলজন্তুরূপে অবস্থিত থাকিবে, সেই জলাশয় নারীতীর্থ নামে পবিত্র তীর্থ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবে। ব্রাহ্মণের এই বাক্যে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া চিন্তা করিতেছিলাম। আমরা কুম্ভীররূপ ধারণ করিয়া এমন কোন জলাশয়ে অবস্থান করিব, যেখানে অল্পদিন মধ্যেই আমাদের মুক্তিকারক পুরুষের দর্শন পাইতে পারিব। এই সময়ে দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইয়া এই পাঁচটি স্থান আমাদের নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন এবং বলিয়া দিলেন অল্পদিন মধ্যেই অর্জ্জুন এখানে উপস্থিত হইয়া তোমাদিগকে মুক্ত করিবেন। সেই আশায় এই এক একটী জলাশয় মধ্যে আমরা এক এক জন অবস্থান করিতেছিলাম। মহাশয়ের অনুগ্রহে আমি যেমন মুক্তিলাভ করিয়াছি, এইরূপ আমার সখী চারিটীকেও অনুগ্রহপূর্ব্বক মুক্ত করিয়া উপকৃত করুন। অর্জ্জুন তদনুসারে ক্রমে ক্রমে অপর চারি তীর্থ হইতেও তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন। (ভারত আদি ২১৭ অঃ।)

কারন্ধমী [ন্] (পুং) কর এব কারঃ তং ধমতি, কারন্ধমা-ইন্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু।) ১ কামার। ২ যে ধাতুশাস্ত্র বাজায়।

(কারন্ধমী কাংস্যকারে ধাতুবাদরতেঽপি চ। মেদিনী।)

কারপচব (পুং) দেশবিশেষ, এই দেশ যমুনানদীর নিকটবর্ত্তী।

কারভ (ত্রি) করভস্য ইদম্, করভ-অণ্। ১ হস্তিশাবকসম্বন্ধীয়। ২ উষ্ট্রসম্বন্ধীয় দুগ্ধমূত্রাদি। সুশ্রুতে ইহার গুণ এইরূপ লিখিত আছে,—উষ্ট্রদুগ্ধ রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, কিঞ্চিৎ লবণ ও স্বাদুরস, লঘু এবং শোথ, গুল্ম, উদর, অর্শঃ, ক্রিমি, কুষ্ঠ ও বিষরোগনাশক। উষ্ট্রদধি—ঈষৎ ক্ষাররস, গুরু, ভেদকারক, পাকে কটুরস এবং বায়ু, অর্শঃ, কুষ্ঠ, কৃমি ও উদররোগে হিতকারক। উষ্ট্রঘৃত,—পাকে কটুরস, অগ্নিদীপক এবং কফ, বায়ু, কুষ্ঠ, গুল্ম, উদর, শোথ, ক্রিমি ও বিষরোগনাশক। উষ্ট্রমূত্র—শোথ, কুষ্ঠ, উদর, উন্মাদ, বায়ু, কৃমি এবং অর্শোনাশক।

("শোফকুষ্ঠোদরোন্মাদমারুতক্রিমিনাশনম্।
অর্শোঘ্নং কারভং মূত্রং মানুষঞ্চ বিষাপহম্॥"
সুশ্রুত সুঃ ৪৫ অঃ।)

কারভূ (স্ত্রী) কর এব কারঃ তস্য ভূঃ, ৬তৎ। রাজা যে সকল স্থানের কর গ্রহণ করেন।

কারমিহিকা (স্ত্রী) কারং জলসম্বন্ধং মেহতি, কার-মিহ্-ক স্বার্থে কন্-টাপ্-অত ইত্বম্। যদ্বা কারস্য তুষারশৈলস্য মিহিকা নীহার ইব, উপমি°। কর্পূর।

কারম্ভা (স্ত্রী) কু ঈষৎ রম্ভা ইব, কাদেশঃ। প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ।

কারয়িতব্য (ত্রি) কৃ-ণিচ্ তব্য। করাইবার উপযুক্ত।

কারয়িতা [তৃ] (পুং) কারয়তি, কৃ-ণিচ্ তৃচ্। অপর দ্বারা যে কার্য্য করাইয়া লয়।

কারয়িষ্ণু (ত্রি) কৃ-ণিচ্ ইষ্ণুচ্। কারয়িতা।

কারব (পুং) কা ইতি রবো যস্য কুৎসিতো রবো যস্য বা বহুব্রী। কাক।

কারবল্লী (স্ত্রী) কারা ইতস্ততো বিক্ষিপ্তা বল্লী যস্যাঃ, বহুব্রী। ১ করেলা। ২ কাণ্ডবেল নামক লতাবিশেষ।

কারবার (পারস্য) ব্যবসায়।

কারবার বা কারবাড়,—বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত উত্তর-কানাড়ার প্রধাননগর। অক্ষা° ১৪°৫০´ উঃ ও দ্রাঘি ৭৪°১৪´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১৩৭৬১। কারবার একটী বন্দর। এই বন্দরের সম্মুখে উপসাগরে অনেকগুলি ছোট ছোট দ্বীপ আছে। সেগুলিকে কস্তুরদ্বীপাবলী বলে। ইহার মধ্যে একটীর নাম দেবগড়।

লেকখণ্ডে একটী আলোকগৃহ আছে। সমুদ্র হইতে ১৪০ হস্ত উচ্চে তাহার অগ্নিশিখা প্রকাশিত হয়। সেই আলোক ১২ ক্রোশ দূর হইতে দেখা যায়। বিপন্ন জাহাজ রাত্রিকালে এই আলোক দেখিয়া বুঝিতে পারে যে অদূরে বন্দর আছে। তদনুসারে সেই দিকে জাহাজ পরিচালিত করে।

কারবারের উপকূল হইতে ২॥ ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে সমুদ্রগর্ভে অঞ্জিদ্বীপ নামে একটী ছোট দ্বীপ আছে। তাহাতে পর্ত্তুগীজদিগের উপনিবেশ আছে। অতি অল্পদিন হইল এই নগর স্থাপিত হইয়াছে। পূর্ব্বে এখানে ধীবরগণের বাস ছিল মাত্র। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে কানাড়ার উত্তর অঞ্চল যখন বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত করা হইল, তখন হইতেই ইহার উন্নতি আরম্ভ। এখন ৯টী গ্রাম কারবার মিউনিসিপালিটীর অধীন।

পুরাতন কারবার নূতন কারবারের দেড় ক্রোশ পূর্ব্বে কালীনদীর তীরে অবস্থিত ছিল। পূর্ব্বে এখানে বাণিজ্যের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব এবং এই স্থান বিজয়পুরের অন্তর্গত ছিল। কারবারের দেশাই অর্থাৎ খাজনার তত্ত্বাবধায়ক বিজয়পুররাজের একজন প্রধান কর্ম্মচারী বলিয়া পরিগণিত হইতেন। ১৬৩৮ খৃষ্টাব্দে এখানে ইংরাজদিগের কোর্টেন কোম্পানি বাণিজ্য আরম্ভ করেন। তাঁহারা হুবলী অঞ্চলে প্রায় ৫০ পঞ্চাশ হাজার তাঁতি নিযুক্ত করিয়া ভাল ভাল মসলিন কাপড় তৈয়ার করাইয়া রপ্তানি করিতেন। এলাচি, দারুচিনি, শুঁট ও দঙ্গাড়ি নামক নীল রঙ্গের বস্ত্র এখান হইতে রপ্তানি হইত। ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রাধিপতি শিবজী তথাকার ইংরাজ বণিকের নিকট হইতে ১১২০৲ টাকা শুল্ক আদায় করেন। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে কারবারের ফৌজদার ইংরাজদিগের কুঠি আক্রমণ করেন। পরবৎসর নগর দগ্ধ করিয়া দেন, কিন্তু ইংরাজগণের কারখানার কোন ক্ষতি করেন নাই। বরং ইংরাজ-অধিবাসিগণের প্রতি যত্নই করিয়াছিলেন। তাহার পর শিবজী কোন অত্যাচার করেন নাই বটে, কিন্তু স্থানীয় প্রভুদিগের অত্যাচারে ১৬৭৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা আপনাদিগের কুঠি উঠাইয়া লইলেন। কিন্তু তিন বৎসর পরে তাঁহারা আবার কুঠি স্থাপন করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলেন। দুই বৎসর পরে ১৬৮৪ খৃষ্টাব্দে এক বিষম কাণ্ড ঘটে। বিলাতী জাহাজের বিলাতী নাবিক হিন্দুর গোরু চুরি করে। এই কার্য্য হিন্দুদিগের অসহ্য হইল। ইংরাজদিগের কুঠি উঠাইয়া দিবার জন্য হিন্দুদিগের চেষ্টা হইল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরাজদিগের কারবারে যে শুঁটের ব্যবসায় ছিল তাহা উঠাইয়া দিবার জন্য ওলন্দাজেরা বিশেষ চেষ্টা করে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। এই সময় ১৬৯৭ খৃষ্টাব্দে, মহারাষ্ট্রীয়গণ কারবারে আসিয়া লুটপাট করিয়া ইহার বিশেষ অনিষ্ট করে। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দে রাজ্যের পুরাতন দুর্গ ভূমিসাৎ করিয়া সাওয়াধিপতি সদাশিবগড় নামক একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া ইংরাজদিগের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। অসহ্য হওয়ায় ১৭২০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা আপনাদিগের কুঠি তুলিয়া লইলেন। তাহারা তখনও সাওয়ারাজের তোষামদে ক্রটী করে নাই। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা আবার আসিলেন। কিন্তু দুই বৎসর পরে পর্ত্তুগীজগণ রণতরী লইয়া আসিয়া সদাশিবগড় দখল করিয়া লইলেন। তাহার পর পর্ত্তুগীজগণ কারবাড়ের বাণিজ্য প্রায় এক চেটিয়া করিয়া লইলেন। সুতরাং ইংরাজেরা কারবারি উঠাইয়া দিলেন।

কারবারী, মধ্যভারতে মালবের অন্তর্গত দেবাস নামে যে রাজ্য আছে তাহার দুই জন রাজা। কিন্তু দুই রাজাই নিজ নিজ রাজ্যভার এক মন্ত্রীর উপর দিয়া রাখিয়াছেন। সেই মন্ত্রীকে কারবারী বলে। দুই রাজার কার্য্য তিনি এককই সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

কারবী (স্ত্রী) কৃ হিংসায়াং স্বার্থে-পিচ্-কিপ্, কারং অবতি, কার-অব-অণ্ ঙীষ্। ১ মৌরী। ২ রুদ্রজটা। ৩ ময়ূরশিখা। ৪ কৃষ্ণজীরা। ৫ হিঙ্গুপত্রী। ৬ ছোট করেলা। ৭ করেলা মাত্র। ৮ স্ত্রীজাতি কাক।

কারবীরেয় (ত্রি) করবীরেণ নির্বৃত্তঃ, করবীর-ঢঞ্, সখ্যাদিত্বাৎ (বুঞ্ছণকঠজিলসেনিরঢঞিত্যাদি। পা ৪।২।৮০।) ১ করবীর হইতে উৎপন্ন। ২ করবীরসম্বন্ধীয়।

কারবেল্ল (স্ত্রী) কারেণ বাতগমনেন বেল্লতি চলতি, কার-বেল্ল-অচ্। ১ করেলা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কঠিল্ল। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—শীতল, ভেদক, লঘু, তিক্তরস, বায়ুকর নহে, এবং অস্র, পিত্ত, কফ, রক্ত, পাণ্ডু, মেহ ও ক্রিমিরোগনাশক। ২ (পুং) ছোট করেলা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কঠিল্লক, সুশবী, সুষবী, কণ্ডুর, কাণ্ডকটুক, সুকাণ্ড, উগ্রকাণ্ড, কঠিল্ল, নাসাসম্বেদন ও পটু। রাজবল্লভের মতে ইহার পুষ্পগুণ—ধারক ও রক্তপিত্তরোগে হিতকারক। ফল গুণ—রুচিকর এবং শুক্র, কফ ও পিত্তনাশক।

[উচ্ছে ও করেলা দেখ।]

কারবেল্লক (পুং) কারবেল্ল এব-স্বার্থে কন্। করেলা। এই শব্দ কোন কোন স্থলে স্ত্রীবলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়।

("তদ্বৎ কর্কোটকং প্রোক্তং কারবেল্লকমেব চ।"

সুশ্রুত সূত্র° ৪৬ অঃ।)

কারবেল্লিকা (স্ত্রী) কারবেল্লক-টাপ্ অত ইত্বম্। ক্ষুদ্র করেলা, উচ্ছে।

কারবেল্লী (স্ত্রী) কারবেল্ল-অল্পার্থে ঙীষ্। ছোট করেলা, উচ্ছে।

কারব্য (ত্রি)[বৈ] কারু(গায়ক) সম্বন্ধীয় অথর্ব্ববেদের মন্ত্রবিশেষ।

কারসাজি (দেশজ) ১ ছল, কপটব্যবহার। ২ প্রতারণা।

কারসীয় (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Grewia hispida, *Buch.*)

কারস্কর (পুং) কারং বধং করোতি, কৃ-ট (হেতুতাচ্ছিল্যানুলোম্যেষু। পা ৩।২।২০।) বৃক্ষবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কিম্পাক, বিষতিন্দু, করক্রম, রম্যফল, কুপীলু ও কালকূট। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, রস, উষ্ণবীর্য্য এবং কুষ্ঠ, বায়ু, রক্ত, কণ্ডু, কফ, অর্শঃ ও ব্রণনাশক।

কারস্করাটিকা (স্ত্রী) কারস্কর ইব অটতি, কারস্কর-অট্-ণ্বুল্ টাপ্-অত ইত্বম্। কর্ণজলৌকা, কেন্নুই।

কারা, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে আলাহাবাদ নগরের ২০ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে সিরাথু নামক তহশীলের একটি নগর। গঙ্গার দক্ষিণদিকে অক্ষা ২৫°৪১´৫৫´´ উঃ ও দ্রাঘি ৮১°২৪´২১´´ পূঃ মধ্যস্থিত। লোকসংখ্যা ৫০৮০। উত্তরপশ্চিমে ৯টী প্রধান তীর্থস্থান আছে। তন্মধ্যে কারা একটী, এখানে কালেশ্বরের মন্দির আছে, সেইজন্ত ইহার একটী নাম কালনগর। পুরাতন তাম্রশাসনে কালখল বলিয়া ইহার উল্লেখ আছে। ইহার আর একটী নাম কর্কোটক নগর। কথিত আছে, বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত হইয়া সতীদেবীর করের একটী অংশ এখানে পতিত হয়। মুসলমান পরিব্রাজক ইবন বাতুতার গ্রন্থে এই তীর্থের কথা লিখিত হইয়াছে। আষাঢ়মাসের কৃষ্ণপক্ষের তিথিতে প্রায় লক্ষাধিক লোক এই নগরে আসিয়া গঙ্গাস্নান করে।

এখানে একটী অতি পুরাতন দুর্গ আছে। উহা ঠিক গঙ্গার উপর অবস্থিত। এখন তাহার ভগ্নদশা। দুর্গটী দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রায় ৬০০ হস্ত ও ৩৫০ হস্ত হইবে। সম্বৎ ১০৯৫ (খৃঃ ১০৩৫) অব্দে রাজা যশোপালের সময়ে কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সুতরাং দুর্গটি যে আরও কত দিনের পুরাতন তাহার ঠিক নির্দ্দেশ করা দুঃসাধ্য। কেহ কেহ বলেন, কনোজরাজ জয়চন্দ্র উহা নির্ম্মাণ করেন।

দুর্গের নিম্নভাগের বাজারঘাটে একটী মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। উহার চারিদিকে চবুতরা (বা দালান) আছে। সেই দালানে দুর্গার মস্তকশূন্য একটী মূর্ত্তি পড়িয়া আছে। একস্থানে একটী শিবলিঙ্গ ও স্থানান্তরে নন্দীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। বোধ হয় যবনেরাই এই মন্দিরের এই দশা করিয়া থাকিবে। ঘাটের নিকটেই একটী কূপ আছে, তাহার চারিদিকে অষ্টাকৃতি গাঁথুনি। লোকে ইহাকে মিনার বলিয়া থাকে।

মুসলমানদিগের অনেক কীর্ত্তিও এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে খাজা-কারকের গোরস্থান, কমল গোরস্থান; আমি মসজিদ, সেখ সুলতানের রোজা, শাখুব আল্লার গোরস্থান, এইগুলি প্রধান। নিকটে দারানগরে একটী মসজিদ্ ও দুইটী গোরস্থান, কচদরিয়া নামক গ্রামের কুতব আলমের রোজা, ইস্মাইলপুরে ফকির হোসেনের রোজা, সাহজাদপুরে আল্লাদাদ খাঁর মসজিদ্গুলিও দেখিবার জিনিস।

পূর্ব্বে এই নগর বহু সমৃদ্ধিশালী ও অনেক বিস্তৃত ছিল। গঙ্গার পশ্চিমদিকে এক ক্রোশ দীর্ঘ ও অর্দ্ধক্রোশ বিস্তৃত। পুরাতন নগরের ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে এই স্থান এই প্রদেশের প্রধাননগর ছিল। সম্রাট্ আক্‌বারসহ আলাহাবাদে প্রধান নগর উঠাইয়া লইয়া যাওয়ায় ইহার সমৃদ্ধি নষ্ট হইল।

কারা বা কোরা নগর মুসলমান্ আমলেও অনেকগুলি ঐতিহাসিক ঘটনার জন্য প্রসিদ্ধ। অযোধ্যার নবাব আসফ্‌উদ্দৌলা কারার ভাল ভাল বাটীগুলি ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়া লক্ষ্ণৌনগরে নিজের ইমারত নির্ম্মাণ করেন।

কারানগরে উত্তম কম্বল প্রস্তুত হয়। এখানে নানাবিধ শস্যাদি উৎপন্ন হয়। কাগজও উত্তম প্রস্তুত হয়। অযোধ্যা ও ফতেপুরের সহিত কাপড়, কাগজ ও শস্যের ব্যবসা চলে।

কারা (স্ত্রী) কীর্য্যতে ক্ষিপ্যতে দণ্ডার্হো যস্যাম্ কৃ-অঙ্-গুণঃ (ঋদৃশোঽঙি গুণঃ। ৭।৪।১৬।) গুণে দীর্ঘত্বঞ্চ নিপাতনাৎ। ১ কারাগার। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বন্ধনালয়, বধাঙ্গক। ২ দূতী। ৩ বীণার অধঃস্থিত বক্রকাষ্ঠ বা লাউ। ৪ সুবর্ণকারিকা। ৫ বন্ধন। ৭ পীড়া। ৮ শব্দ।

কারাকৃবেট (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Calamus latifolius)

কারাগার (ক্লী) কারা এব আগারং, কারায়ৈ বন্ধনায় বা আগারম্। বন্ধনগৃহ।

কারাগুপ্ত (ত্রি) কারায়াং বন্ধনাগারে গুপ্তঃ রুদ্ধঃ, ৭তৎ। কারারুদ্ধ, কয়েদী। (চারঃ কারাগুপ্তো। হেম ৩। ৪৭০।)

কারাগৃহ (ক্লী) কারা এব গৃহম্, কারায়ৈ বন্ধনায় বা গৃহম্। কারাগার।

কারাগোলা।—বঙ্গপ্রদেশের অন্তর্গত পূর্ণিয়াজেলার একটি গ্রাম। গঙ্গার উত্তর তীরে অক্ষা° ২৫°২৩´ উঃ, দ্রাঘি

এক পূর্ব্বকোণ বন্দরে অবস্থিত। যখন উত্তরবঙ্গের রেল হয় নাই, তখন লোকে কারাগোলা দিয়া দার্জ্জিলিঙ যাইত। এখনও সাহেবগঞ্জ হইতে একখানি ষ্টীমার কারাগোলা গতায়াত করে। তবে সম্প্রতি কারাগোলার সম্মুখে চড়া পড়িয়া যাওয়ায় বর্ষাকাল ব্যতীত ষ্টীমার সকল সময়ে ঠিক কারাগোলায় যাইতে পারে না—তথা হইতে ১ ক্রোশ দূরে আরোহিগণকে নামাইয়া দেয়। এখানে একটী প্রকাণ্ড মেলা হয়। পূর্ব্বে এই মেলা ভাগলপুরের অন্তর্গত পীরপৈন্তি নামক স্থানে হইত। তাহার পর কিছুকাল পূর্ণিয়াতে বসিত। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দ হইতে ঐ মেলা কারাগোলায় হইতে আরম্ভ হইয়াছে। এই স্থানে দ্বারভাঙ্গা মহারাজের এক খণ্ড বালুকাময় ভূমি পড়িয়া আছে। তাহাই মেলার স্থান। মেলা ১০ দিন থাকে। তখন বহুসংখ্যক দোকান পাট বসে। দেশী, বিলাতী, রেসমী, পসমী ও কার্পাসের নানাবিধ বস্ত্র, লৌহময় লাঙ্গলের ফাল হইতে গালার খেলনা অবধি সকল প্রকার প্রয়োজন-সামগ্রীই এখানে বিক্রয়ের জন্য আসিয়া থাকে। নেপালীরা নানাপ্রকার ছুরি, ভোজালে, কুকরি, বেত, চামর, লাক্ষা ও টাটু ঘোড়া লইয়া আসে। প্রায় ৩০। ৪০ সহস্রলোক এই মেলায় সমবেত হয়।

কারাঙ্গ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Gratiola amara)

কারাধুনী (স্ত্রী) কারারাঃ শব্দস্য আধুনী উৎপাদিকা, ৬তৎ। শব্দ উৎপাদক শঙ্খ প্রভৃতি।

কারাপথ (পুং) দেশবিশেষ ; লক্ষ্মণপুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু এই দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।

("অঙ্গদং চন্দ্রকেতুঞ্চ লক্ষ্মণো২প্যাত্মসম্ভবম্।
শাসনাৎ রঘুনাথস্য চক্রে কারাপথেশ্বরৌ॥" রঘু ১৫। ৩০।)

কারাপাল (পুং) কারাং কারাগারং পালয়তি রক্ষতি, কারা-পাল অচ্। কারাগার-রক্ষক।

কারাভূ (স্ত্রী) কারায়ৈ বন্ধনায় ভূঃ স্থানম্। বন্ধনস্থান।

কারায়িকা (স্ত্রী) কং জলং আরাতি বিচরণস্থানত্বেন গৃহ্লাতি, ক-আ-রা-ণ্বুল্-টাপ্-ইত্বঞ্চ। বলাকা, বক।

কারাবর (পুং) চর্ম্মকার জাতিবিশেষ ; নিষাদ জাতির ঔরসে এবং বৈদেহী জাতি স্ত্রীর গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি।

("কারাবরো নিষাদাত্তু চর্ম্মকারঃ প্রসূয়তে।" মনু ১০। ৩৬)

কারাবাস (পুং) কারায়াং বাসঃ ৭তৎ। কারাগৃহে রুদ্ধ হইয়া থাকা।

কারাবেশ্ম [ন্] (স্ত্রী) কারা এব কারায়ৈ বা বেশ্ম গৃহম্। কারাগার।

কারাষ্ট্র (পুং) ১ করাষ্ট্রদেশীয় ব্রাহ্মণ। ২ করাষ্ট্রদেশ। মহা-ভারতে করাষ্ট্রক নামে উক্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান নাম করাড়। [করাষ্ট্র দেখ।]

কারি (স্ত্রী) ক্রিয়তে অসৌ, কৃ-ইঞ্। (ক্রিয়াখ্যানপরিপ্রশ্নয়োরিঞ্ চ। পা ৩। ৩। ১১০।) ১ ক্রিয়া। (ত্রি) করোতি, কৃ-ইঞ্ (কৃঞুদীচাং কারুষু। উণ্ ৪। ১২৮।) শিল্পী, যে শিল্পকার্য্য করে।

(কারিঃ স্ত্রিয়াং ক্রিয়ায়াং তাবাচ্যলিঙ্গস্ত শিল্পিনি। মেদিনী।)

কারিক (স্ত্রী) কারি-স্বার্থে কন্। ক্রিয়া, কার্য্য।

কারিকর (ত্রি) কারিং ক্রিয়াং শিল্পকর্ম্ম ইতি যাবৎ করোতি কারি-কৃ-ট। শিল্পকারক, যে শিল্পকার্য্য করিতে পারে।

কারিকরী (স্ত্রী) কারিকর-ঙীপ্। শিল্পকারিণী।

কারিকা (স্ত্রী) করোতীতি স্বার্থে বা কৃ-ণ্বুল্-টাপ্ অত ইত্বম্। ১ নটস্ত্রী, অভিনেত্রী। ২ ক্রিয়া। ৩ বিবরণ। ৪ শ্লোক। ৫ শিল্প। ৬ যাতনা। ৭ বৃদ্ধি, সুদ। ৮ কষ্টকারী। ৯ বহু অর্থবোধক অল্প অক্ষর বিশিষ্ট কবিতা। ১০ কর্ত্রী। ১১ মর্য্যাদা।

কারিকাল, তামিল ভাষায় ইহাকে 'কারিখাল'—অর্থাৎ মৎস্তের খাল বলে। করমণ্ডল উপকূলে এই প্রদেশ। ইহার উত্তরপশ্চিম ও দক্ষিণে তাঞ্জোররাজ্য ও পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর। এই প্রদেশটীতে ১১০টী গ্রাম আছে। লোকসংখ্যা ৯১৪৮৭। কাবেরীনদীর পাঁচটী মুখ এই স্থান দিয়া সাগরে পড়িয়াছে। ইহার প্রধান নগরের নামও কারিকাল। নগর অক্ষাঃ ১০° ৫৫´১০´´ উঃ দ্রাঘি ৭৯°৫২´২০´´ উঃ মধ্যে সমুদ্র হইতে প্রায় তিনপোয়া পথ দূরে অবস্থিত। সিংহলদ্বীপের সহিত কারিকালের বারমাস চাউলের বাণিজ্য হয়। এতদ্ব্যতীত আণ্ডামান দ্বীপের সহিত ও ফ্রান্সের সহিত বাণিজ্য চলে। এখান হইতে নানাস্থানে ভারতীয় কুলি চালান হয়। কারিকাল বন্দরে একটী আলোকগৃহ আছে। উহা সমুদ্র হইতে ২২ হস্ত উর্দ্ধে স্থাপিত।

১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে ফরাসিরা কারিকালে আসিয়া একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। অল্পকাল পরেই রাজার সহিত ফরাসীদিগের বিবাদ উপস্থিত হয়। ১৭৪৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই এপ্রেল তঞ্জোররাজ সসৈন্যে কারিকাল আক্রমণ করেন। কিন্তু ১৭৪৯ খৃঃ অব্দে ২১ ডিসেম্বর তারিখে তাঞ্জোরাধিপতি কারিকাল ও তৎসংলগ্ন ৮১টী গ্রাম ফরাসীদিগকে দান করেন। ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ইংরাজসেনা কারিকাল অবরোধ করেন। ফরাসীরা দশদিন অনবরত যুদ্ধ করিয়া শেষ ৫ই এপ্রেল তারিখে ইংরাজহস্তে আত্মসমর্পণ করেন। তাহার পর আর তিনবার কারিকাল ইংরাজহস্তে আসিয়াছে। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারি, এই স্থান একেবারে ফরাসী-

দিগকে দেওয়া হয়। এখনও ইহা ফরাসী অধিকারে আছে। ভারতে ফরাসীদিগের প্রধান স্থান পুঁদিচারী; পুঁদিচারীর গবর্ণরের কর্তৃত্বাধীনে কারিকালের শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। এখানেও ফরাসীদিগের সাধারণতন্ত্র প্রথা প্রচলিত। মিউনিসিপালের কৌন্সিল ব্যতীত এখানে আর একটী সভা আছে, তাহাকে লোকাল-কৌন্সিল বলে। তাহাতে নগরস্থ মিউনিসিপালিটীর অধিকার ব্যতীত অপর বিষয়ের আলোচনা হয়। এতদ্ব্যতীত আর একটী সভা আছে, তাহার নাম কাঁসাই জেনেরাল (Consul General) পুঁদিচারীতে ইহার অধিবেশন হয়। ইহাতে ভারতের প্রত্যেক ফরাসী অধিকৃত স্থান হইতে প্রতিনিধি প্রেরিত হয়। প্রতিনিধিগণ অবশ্য প্রজাগণের নির্ব্বাচিত। ইহা ব্যতীত ফ্রান্সের সেনেট সভায় ও ডিপুটী সভায় এক এক জন করিয়া ভারতের প্রতিনিধি থাকেন। সেই প্রতিনিধি এখানকার প্রজাগণ-কর্তৃক নির্ব্বাচিত হয়। এখানে বন বিভাগে, পূর্ত্তবিভাগে ও শান্তিরক্ষার বিভাগে এক এক জন করিয়া (Chief) কর্ত্তা আছে। সকলের উপর শাসনকর্ত্তা। ইনিই স্থানীয় বড় সাহেব। ভারতীয় ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এখানে একজন ইংরাজ-প্রতিনিধি আছেন।

কারিকুরি (দেশজ) শিল্পকার্য্যে যে সকল নিপুণতা দেখান হয়।

কারিগর (পারস্য) কারিকর, শিল্পকারক।

কারিগরী (পারস্য) কারিকুরি, নিপুণতা।

কারিণী (স্ত্রী) করোতি, কৃ-ণিনি-ঙীপ্। ১ যে শব্দের পরে থাকে তৎকার্য্যের নিষ্পাদয়িত্রী, যে স্ত্রী তৎকার্য্যাদি নিষ্পাদন করে।

কারিত (ত্রি) কৃ-ণিচ্-কর্ম্মণি ক্ত। অন্য কর্তৃক যাহা সম্পাদিত হইয়াছে।

("বিষ্ণুঃ শরীরগ্রহণমহমীশান এবচ।
কারিতাস্তে যতোঽতস্ত্বাং কঃ স্তোতুং শক্তিমান্ ভবেৎ॥"
মার্ক° ৮১। ৬৫।)

কারিতা (স্ত্রী) কারিত-টাপ্। অধিক সুদ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কারিকা ও কারিতা বৃদ্ধি।

"ঋণিকেন তু যা বৃদ্ধিরধিকা সম্প্রকীর্ত্তিতা।
আপৎকালকৃতা নিত্যং দাতব্যা সা তু কারিতা॥"

ঋণীব্যক্তি আপদ্‌কালে অধিক সুদ দিবার অঙ্গীকার করিলে, তাহা নিয়তই দিতে হয়; এই নিয়মের নাম কারিতা। (বিবা° সেতু।)

কারিয়াকোকসা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (A species of Tetrodon.)

কারী [ন্] (পুং) করোতি, কৃ-ণিনি। কোন শব্দের পরে থাকিলে তৎকর্ম্মের কারক বা কর্ত্তা বুঝায়।

কারী (স্ত্রী) রুণদ্ধি হিনস্তি কণ্টকৈরিতি শেষঃ, কৃ-ই-ঙীষ্। বৃক্ষবিশেষ; কণ্টকারী ও ক্ষারকণ্টকারী নামে ইহা দুই প্রকার। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কারিকা, কার্ব্বা, পিচ্ছিলা ও কটুপত্রিকা। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কষায় ও মধুর রস, পিত্তনাশক, অগ্নিবর্দ্ধক, মলরোধক, রুচিকারক, কণ্ঠশোষকারক এবং গুরু।

কারীর (ক্লী) করীরস্য অবয়বঃ, করীর-অঞ্ (পলাশাদিভ্যো বা। পা ৪। ৩। ১৪১।) ১ বাঁশের কাণ্ড। ২ বাঁশের ত্বক্।

কারীরী (স্ত্রী) কং জলং ঋচ্ছতি, ক-ঋ-বিচ্; কারং সজলমেঘং ঈরয়তি, কার-ঈর-অণ্-ঙীষ্। বৃষ্টিজন্য কর্ত্তব্য যজ্ঞবিশেষ।

কারীর্য্য (ক্লী) করীরস্য অবয়বঃ, করীর-ষ্যঞ্। কারীর, বংশকাণ্ড বা বংশত্বক্।

কারীষ (ক্লী) করীষাণাং সমূহঃ, করীষ-অণ্। করীষসমূহ, ঘুঁটের রাশি।

কারীষগন্ধি (ত্রি) কারীষস্যেব গন্ধো যস্য, ইত্বম্। শুষ্ক গোময়ের গন্ধযুক্ত।

কারীষি (পুং) ১ ঋষিবিশেষ। ২ বংশবিশেষ।

কারু (পুং) করোতি, কৃ-উণ্ (কৃবাপাজিমিস্বদিসাধ্যশূভ্য উণ্। উণ্ ১। ১।) ১ বিশ্বকর্ম্মা। ২ (ভাবে উণ্) শিল্প। ৩ (ত্রি) কারক। ৪ শিল্পী। ৫ সূপকারাদি, পাচক প্রভৃতি।

("ধান্যেঽষ্টমং বিশাং শুল্কং বিংশং কার্ষাপণাবরম্।
কর্ম্মোপকরণাঃ শূদ্রাঃ কারবঃ শিল্পিনস্তথা॥" মনু ১০। ১২০।)

'কারবঃ সূপকারাদয়ঃ' কুল্লূ। ৬ কর্ম্ম।

কারুক (ত্রি) কারু-স্বার্থে কন্। শিল্পী।

("কারুকান্নং প্রজাং হন্তি বলং নির্ণেজকস্য চ।
গণান্নং গণিকান্নঞ্চ লোকেভ্যঃ পরিকৃন্ততি।"
মনু ৪। ১২৯।)

কারুচৌর (পুং) কারুণা শিল্পেন চৌরয়তি, কারু-চুর-অচ্। সন্ধিচোর, যাহারা সিঁদ কাটিয়া চুরি করে।

কারুজ (পুং) কং জলং আরুজতি, ক-আ-রুজ-ক। ১ করভ। ২ ফেন। ৩ বল্মীক। ৪ নাগকেশর। ৫ গিরিমাটী। ৬ (কারুতো জায়তে, কারু-জন-ড) শিল্পিনির্ম্মিতচিত্র। ৭ শরীরে আপনা হইতেই তিলের ন্যায় কাল কাল যে চিহ্ন জন্মে।
[তিলকালক দেখ।]

কারুণিক (ত্রি) করুণায়াং শীলমস্য, করুণা-ঠক্। দয়ালু।

কারুণ্ডিকা (স্ত্রী) কারুণ্ডী-স্বার্থে কন্-টাপ্-হ্রস্বশ্চ। জলৌকা, জোঁক।

কারণ্ডী (স্ত্রী) কুৎসিতা উদৎ বা কণ্ডী মূর্দ্ধহীনা ইব লোঃ কাদেশঃ। জলৌকা, জোঁক।

কারুণ্য (ক্লী) করুণস্য ভাবঃ, করুণা এব বা, করুণা-ষ্যঞ্। করুণা, দয়া; স্বার্থপরিত্যাগপূর্ব্বক পরদুঃখনিবারণের ইচ্ছা। ("মুনেঃ শিষ্যসহায়স্য কারুণ্যং সমজায়ত।" রামা ১।২।১৫।)

কারূষ (পুং) করূষস্য রাজা, করূষ-অণ্। ১ করূষদেশের অধিপতি, দন্তবক্র। ২ করূষোঽভিজন এষাম্, করূষ-অণ্। পুরুষানুক্রমে করূষদেশবাসী। এই অর্থে নিত্য বহুবচনান্ত হইয়া থাকে। ৩ মনুর পুত্র।

কারূষক (ত্রি) কারূষ-স্বার্থে কন্। ১ করূষদেশবাসী। ২ (পুং) করূষদেশের রাজা।

সার কানিংহামের মতে বর্ত্তমান শাহাবাদজেলাই প্রাচীন করূষদেশ।

কারূষ (পুং) করূষস্য রাজা, করূষ-অণ্। ১ করূষদেশের রাজা। ২ করূষদেশবাসী। ৩ জাতিভেদ। ব্রাত্যবৈশ্য হইতে সবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন।

"বৈশ্যাৎ তু জায়তে ব্রাত্যাৎ সুধন্বাচার্য্য এব চ।
কারূষশ্চ বিজন্মা চ মৈত্রঃ সাত্বত এব চ॥" মনু ১০।২৩।

কারূষ্য (পুং) করূষস্য রাজা, করূষ-ষ্যঞ্। ১ দন্তবক্র। ২ (ক্লী) নেত্রমল।

কারেণব (ত্রি) করেণোরিদম্, করেণু-অণ্। হস্তিসম্বন্ধীয়। করেণুর দুগ্ধাদিগুণ যথা—হস্তিদুগ্ধ—ঈষৎ কষায়যুক্ত মধুর রস, বলকারক ও গুরুপাক। দধিগুণ—কষায়যুক্ত মধুররস ও মলবদ্ধকারক। ঘৃতগুণ—মলমূত্ররোধক, তিক্তরস, অগ্নিকর, লঘু এবং কফ, কুষ্ঠ, বিষরোগ ও ক্রিমিনাশক। মূত্রগুণ—ঈষৎতিক্তযুক্তলবণরস, ভেদক, বায়ুনাশক, পিত্তবর্দ্ধক ও তীক্ষ্ণ। ইহা কিলাসরোগে উপকারী।

কারেণুপালি (পুং) করেণুপালস্য অপত্যম্, করেণুপাল-ইঞ্। হস্তিপালকের পুত্র।

কারেলা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Cleome pentaphylla.)

কারোত্তম (পুং) কারেণ সুরাগালনেন উত্তমঃ। সুরার অগ্রভাগ।

কারোত্তর (পুং) কারেণ সুরাগালনক্রিয়য়া উত্তরতি, কার-উৎ-তৄ-অচ্। সুরামণ্ড, মদের মাত। ২ কূপ। ৩ বংশাদি-নির্ম্মিত পাত্রবিশেষ, চালনী।

কার্কটেলব (ক্লী) কর্কটুনাং নিবাসোদেশঃ, কর্কটু-অঞ্। (ওরঞ্। পা ৪।২।৭১।) কর্কটুপক্ষীর নিবাসস্থল।

কার্কণ (ত্রি) কৃকণস্য ইদম্, কৃকণ-অঞ্। ১ কৃকণ পক্ষি-সম্বন্ধীয়। ২ কপিলসম্বন্ধীয়। ৩ দেহস্থ বায়ুবিশেষসম্বন্ধীয়।

কার্কন্ধব (ত্রি) কর্কন্ধ্বাঃ বিকারঃ অবয়বো বা, কর্কন্ধু-অণ্। (বিধাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।৩।১৩৬।) ১ কর্কন্ধুর বিকার। ২ কর্কন্ধুর অবয়ব।

কার্কলাসেয় (ত্রি) কৃকলাসস্য ইদম্, কৃকলাস-ঢক্ (শুভ্রাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২৩।) কৃকলাসসম্বন্ধীয়।

কার্কবাকব (ত্রি) কৃকবাকোরিদম্, কৃকবাকু-অণ্। কুক্কুট-সম্বন্ধীয়।

কার্কশ্য (ক্লী) কর্কশস্য ভাবঃ, কর্কশ-ষ্যঞ্। ১ কর্কশতা। ("কার্কশ্যং গমিতেঽপি চেতসি তনু রোমাঞ্চমালম্বতে"। ২ কঠিনতা। ৩ নির্দ্দয়তা। [অমরু শা। ২৪।)

কার্কষ (পুং) ব্যক্তিবিশেষ।

কার্কষকায়নি (পুং) কার্কষস্য অপত্যম্ পুমান্, কর্কষ ফিঞ্, কুগাগমশ্চ (বাকিনাদীনাং কুক্ চ। পা ৪।১।১৫৮।) কার্কষের পুত্র।

কার্কষি (পুং) কর্কষ-ফিঞো বিকল্পবিধানাৎ ইঞ্। কার্কষের পুত্র।

কার্কারী [ব] (ত্রি) [বৈ] নিজের আবাধকর।
("যমদূত সরমে ত্বম্ কিং ত্বা কার্কারিণো হ্বরীৎ।"
কার্কারিণ ইতি ষষ্ঠী দ্বিতীয়ার্থা ছান্দসী, তেন অস্মদ্বাধকং কিমুক্তবান্ ইত্যর্থঃ।)"

কার্কীক (ত্রি) কর্কঃ শুক্লো হয়ঃ স ইব, কর্ক ঈকক্। শ্বেত-অশ্বতুল্য।

কার্কোটিক (স্ত্রী) নগরবিশেষ। বর্ত্তমান নাম কার্‌রা।

কার্থরা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Curcuma Zerumbet)
[কর্চ্চুর দেখ।]

কার্ণ (পুং) কর্ণস্য অপত্যম্ পুমান্ কর্ণ-অণ্। ১ কর্ণের পুত্র, বৃষকেতু। ২ (ত্রি) কর্ণেন্দ্রিয়সম্বন্ধী।

কার্ণগ্রাহিক (পুং) কর্ণগ্রাহস্য অপত্যম্ পুমান্, কর্ণগ্রাহ-ঠক্ (রৈবত্যাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৪।১।১৪৬।) নাবিকপুত্র, মাঝির ছেলে।

কার্ণছিদ্রক (ত্রি) কর্ণছিদ্রস্য ইদম্, কর্ণছিদ্র-অণ্-স্বার্থে কন্। কর্ণছিদ্রসম্বন্ধীয়।

কার্ণবেষ্টকিক (ত্রি) কর্ণবেষ্টকাভ্যাম্ সম্পাদি, কর্ণালঙ্কারাভ্যাং অবশ্যং শোভতে ইত্যর্থঃ। কর্ণবেষ্টক-ঠঞ্ (সম্পাদিনি। পা ৫।১।৯৯।) কর্ণবেষ্টন অলঙ্কার দ্বারা যে শোভা পায়।

কার্ণশ্রবস (ক্লী) [বৈ] সামভেদ।

কার্ণাটক (পুং) কর্ণাটঃ অভিজনো যস্য, কর্ণাট-অণ্-স্বার্থে কন্। ১ কর্ণাটদেশবাসী। ২ (ত্রি) কর্ণাটদেশসম্বন্ধীয়।

কার্ণাটভাষা (স্ত্রী) কার্ণাটানাং কর্ণাটদেশীয়ানাং ভাষা, ৬তৎ। কর্ণাটদেশীয়দিগের ভাষা।

কার্ণায়নি (ত্রি) কর্ণেন নির্বৃত্তম্, কর্ণ-ফিঞ্ (বুহুণ্ কঠজিল-সেনিরচঞ্গ্যযফকৃফিঞিত্যাদি। পা ৪।২।৮০।) কর্ণ দ্বারা নিষ্পাদিত।

কার্ণি (ত্রি) কর্ণ-ফিঞ্ বিধানস্ত বিকল্পত্বাৎ ইঞ্। ১ কর্ণ দ্বারা নিষ্পাদিত। ২ কর্ণসম্বন্ধীয়।

কার্ণিক (ত্রি) কর্ণস্য ইদম্, কর্ণ-ঠঞ্। কর্ণসম্বন্ধীয়।

কার্ণিশ (দেশজ) ছাদের উপরে চতুর্দ্দিকে যে অল্প বিস্তৃত স্থান বাহিরদিকে প্রস্তুত করা হয়।

কার্ত্ত (ত্রি) কৃতঃ কৃৎপ্রত্যয়স্ত ব্যাখ্যানো গ্রন্থঃ, কৃৎ-অণ্। ১ কৃৎপ্রত্যয়ের ব্যাখ্যাগ্রন্থবিশেষ। ২ (কৃতস্ত ইদম্) কৃতসম্বন্ধীয়। (ক্লী) ৩ (কৃতমেব, স্বার্থে অণ্) সত্যযুগ। ("কিং কারণং কার্ত্তযুগঃ প্রধানঃ।" ভারত আঃ ৯০ অঃ।) ৪ (পুং) ধর্ম্মনেত্রের পুত্র।

কার্ত্তকৌজপাদি (পুং) পাণিনি ব্যাকরণোক্ত গণবিশেষ, দ্বন্দ্বসমাসযুক্ত এই সকল শব্দের পূর্ব্বপদে প্রকৃতিস্বর হয় (কার্ত্তকৌজপাদয়শ্চ। ৬।২।৩৭।) গণ যথা—"কার্ত্তকৌজপৌ, সাবর্ণিমাণ্ডূকেয়ৌ, অবন্ত্যশ্মকাঃ পৈলশ্যাপর্ণেয়াঃ, কপিশ্যাপর্ণেয়াঃ, শৈতিকাক্ষপাঞ্চালেয়াঃ, কটুকবাধূলেয়াঃ, শাকলশুনকাঃ, শাকলশণকাঃ শণকবাভ্রবাঃ, আর্চাভিমৌদ্গলাঃ, কুন্তিসুরাষ্ট্রাঃ, চিন্তিসুরাষ্ট্রাঃ, তণ্ডবতণ্ডাঃ, অবিমত্তকামবিদ্ধাঃ, বাভ্রবশালঙ্কায়নাঃ, বাভ্রবদানচ্যুতাঃ, কঠকালাপাঃ, কঠকৌথুমাঃ, কৌথুমলৌকাক্ষাঃ, স্ত্রীকুমারম্, মৌদপৈপ্পলাদাঃ, বৎসজরন্তঃ, সৌশ্রুতপার্থবাঃ, জরামৃত্যু, যাজ্যানুবাক্যে।"

কার্ত্তযশ (ক্লী) [বৈ] সামভেদ।

কার্ত্তযুগ (পুং) কৃতমেব কার্ত্তঃ, কার্ত্তশ্চাসৌ যুগশ্চেতি, কর্ম্মধা। সত্যযুগ।

কার্ত্তবীর্য্য (পুং) কৃতবীর্য্যস্ত অপত্যম্ পুমান্। কৃতবীর্য্য-অণ্। ১ চন্দ্রবংশীয় কৃতবীর্য্য রাজার পুত্র। ইহার নামান্তর—হৈহয়, দোঃসহস্রভৃৎ ও অর্জ্জুন। মাহিষ্মতীপুরী কার্ত্তবীর্য্যের রাজধানী ছিল। ইনি দত্তাত্রেয়ের যোগবলে যুদ্ধ সময়ে সহস্র হস্ত প্রাপ্তির বর প্রাপ্ত হইয়া ভুজবলে সসাগরা পৃথিবী অধিকার করিয়াছিলেন। লঙ্কাপতি রাবণ দিগ্বিজয় কালে ইহারই নিকট পরাজিত হইয়া নিগড়বদ্ধ হইয়াছিলেন, পরে তাঁহার পিতামহ পুলস্ত্যমুনি আসিয়া মুক্ত করিয়া দেন। জমদগ্নির আশ্রম হইতে সবৎসা ধেনু অপহরণ করিয়া, জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম হস্তে কার্ত্তবীর্য্যের মৃত্যু হইয়াছিল। (ভারত শান্তি ১৫২ অঃ।) ২ জৈনরাজচক্রবর্ত্তীবিশেষ, ইহার অপর নাম সুভূম।

কার্ত্তবীর্য্যদীপ (পুং) কার্ত্তবীর্য্যোদ্দেশেন দীপদানার্থঃ দীপঃ, মধ্যলো°। কার্ত্তবীর্য্যের উদ্দেশে প্রদত্ত দীপ। এই দীপ প্রদানের বিধি যথা উড্ডামেশ্বরতন্ত্রে—কোন শুদ্ধ স্থান গোময়লিপ্ত করিয়া, তাহার মধ্যস্থলে বিন্দুযুক্ত ত্রিকোণ-মণ্ডল করিতে হইবে। মণ্ডলের বহির্দ্দিকে কুঙ্কুম ও রক্তচন্দন মিশ্রিত তণ্ডুল দ্বারা ষট্‌কোণ এবং মণ্ডলের মধ্যদেশে মূলমন্ত্র লিখিতে হইবে। মন্ত্রের উপর ঘৃতপূর্ণ প্রদীপ স্থাপন করিয়া এই মন্ত্র দ্বারা সঙ্কল্প করিবে—

"কার্ত্তবীর্য্য মহাবাহো ভক্তানামভয়প্রদ।
গৃহাণ দীপং মদ্দত্তং কল্যাণং কুরু সর্ব্বদা॥
অনেন দীপদানেন কার্ত্তবীর্য্যস্ত প্রীয়তাম্॥"

শুভফল কামনায় দীপদান কালে একটি প্রদীপ পশ্চিমমুখে স্থাপন করিবে; অভিচার কার্য্যে তিনটি প্রদীপ দক্ষিণ, উত্তর ও পশ্চিমমুখে স্থাপন করিবে এবং নষ্ট বস্তু প্রাপ্তিকামনায় দীপ দান করিলে, পাঁচটি হইতে ততোধিক বিষমসংখ্যক প্রদীপ স্থাপন করিবে। চতুর্ব্বর্গ ফল পাইবার জন্য একশত দীপ দিতে হয় এবং মারণকার্য্যে এক সহস্র বা দশ সহস্র দীপ দান বিধেয়। রৌপ্য, তাম্র, কাংস্য, লৌহ, মৃত্তিকা, গম, মাষ ও মুগ চূর্ণ দ্বারা দীপপাত্র নির্ম্মাণ করিতে হয়। স্বর্ণ দ্বারা প্রস্তুত করিলে কার্য্যসিদ্ধি, রৌপ্যদ্বারা জগৎ বশীভূত, তাম্রদ্বারা শত্রুভয় নাশ, কাংস্য দ্বারা হিংসা কার্য্য সম্পাদিত হয়, মারণ কার্য্যে লৌহ-দ্বারা, উচাটনে মৃত্তিকা দ্বারা, যুদ্ধে জয়কামনায় গোধূম চূর্ণদ্বারা, শত্রুমুখস্তম্ভনের জন্য মাষকলায় দ্বারা, সন্ধিকার্য্যে নদীর উভয় কূলের মৃত্তিকা দ্বারা, অথবা অন্য বস্তুর অভাব হইলে সকল কার্য্যেই কেবল তাম্র দ্বারা দীপপাত্র নির্ম্মাণ করিতে হয়। এই দীপে কার্য্যানুসারে এক, তিন, পাঁচ বা সাতটি সলিতা অল্পকার্য্যে অল্প এবং মহৎ কার্য্যে অধিক সংখ্যক দেওয়াই বিধি। শুক্ল, পীত, রক্ত, কুসুম্ভ ফুলজাত বর্ণ, কৃষ্ণ ও বিবিধ বর্ণবিশিষ্ট সলিতা কার্য্যবিশেষ ব্যবহার করিতে হয়। অভাবে কেবল শুক্ল সূত্র দ্বারা সলিতা করিলেই চলে।

কার্ত্তবীর্য্যের উদ্দেশে এইরূপ দীপদান বিধি দেখিয়া স্বতঃই সন্দেহ হইতে পারে কার্ত্তবীর্য্য এরূপ উপাস্য কেন? কার্ত্তবীর্য্য দত্তাত্রেয় হইতে যোগ লাভ করিয়া, অথবা চক্রাবতাররূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াই এইরূপ উপাসনার যোগ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার ধ্যানমধ্যে চক্রাবতারত্বের উল্লেখ আছে যথা—

"উদ্যৎসূর্য্যসহস্রকান্তিরখিলক্ষৌণীধবৈর্ব্বন্দিতো
হস্তানাং শতপঞ্চকেন চ দধচ্চাপানিষূংস্তাবতা।
কণ্ঠে হাটকমালয়া পরিবৃতশ্চক্রাবতারো হরেঃ
পায়াৎ স্যন্দনগোঽরুণাভবসনঃ শ্রীকার্ত্তবীর্য্যো নৃপঃ॥"

কার্ত্তবীর্য্যারি (পুং) কার্ত্তবীর্য্যস্য অরিঃ শত্রুঃ, ৬তৎ। পরশুরাম। কার্ত্তবীর্য্য জমদগ্নির আশ্রম হইতে হোমধেনু অপহরণ করিয়াছিলেন, সেই হেতু জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম তাঁহাকে বিনষ্ট করেন।

কার্ত্তবেশ (ত্রি) কৃতবেশস্য ইদম্, কৃতবেশ-অণ্। কৃতবেশ-সম্বন্ধীয়।

কার্ত্তস্বর (ক্লী) কৃতস্বরে তদাখ্য আকরবিশেষে ভবম্, অথবা কৃতাঃ পঠিতাঃ স্বরা যেন সঃ কৃতস্বরঃ সামগায়কঃ, তস্মৈ দক্ষিণাত্বেন দেয়ম্, কৃতস্বর-অণ্ (শেষে পা ৪।২।৯২।)
("স তপ্তকার্ত্তস্বরভাস্বরাম্বরঃ।" মাঘ ১।২০।)
১ স্বর্ণ। ২ কনকধুতুরা।

কার্ত্তান্তিক (পুং) কৃতান্তং বেত্তি, কৃতান্ত-ঠক্ (ক্রতুকথাদিসূত্রান্তাট্‌ঠক্। পা ৪।২।৬০।) ১ জ্যোতির্ব্বিদ্। ২ দৈবজ্ঞ।

কার্ত্তায়ণি (পুং) কার্ত্ত্যস্য অপত্যম্, কার্ত্ত্য-ফিঞ্ (অণো-দ্ব্যচঃ। পা ৪।১।১৫৬) যলোপঃ। কর্ত্তার পৌত্র।

কার্ত্তিক (পুং) কৃত্তিকানক্ষত্রযুক্তা পৌর্ণমাসী যত্র মাসে, কৃত্তিকা-অণ্। ১ বৈশাখাদি দ্বাদশমাস মধ্যে সপ্তম মাস। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বাহুল, উর্জ্জ, কার্ত্তিকিক ও কৌমুদ। ইহা চান্দ্র ও সৌরভেদে দুইপ্রকার, চান্দ্র কার্ত্তিক মুখ্য ও গৌণভেদে দ্বিবিধ। সূর্য্য তুলারাশিতে গমন করিলে শুক্ল প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া অমাবস্যা পর্য্যন্ত গণনা করিলে ঐ মাসকে মুখ্য চান্দ্র কার্ত্তিক বলা যায় এবং পূর্ব্ব কৃষ্ণ প্রতিপদ হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত যে মাস তাহাকে গৌণ চান্দ্র কার্ত্তিক বলিয়া উল্লেখ করা হয়। আর যে সময় সূর্য্য তুলারাশিতে অবস্থান করিবেন ঐ কালকে সৌর কার্ত্তিকমাস বলা হয়।

"মীনাদিস্থো রবের্যেষামারম্ভপ্রথমক্ষণে।
ভবেত্তেঽব্দে চান্দ্রমাসাশ্চৈত্রাদ্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ॥" ব্যাস।

এক্ষণে বঙ্গ দেশে এই মাসেরই প্রকয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই মাসের পূর্ণিমা কৃত্তিকা নক্ষত্রের সহিত মিলিত হয় বলিয়াই ইহার নাম কার্ত্তিক হইয়াছে। শাস্ত্রে ইহা একটী পুণ্যমাস বলিয়া কথিত আছে, এজন্য উক্তমাসে আস্তিক ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণের যাহা যাহা কর্ত্তব্য তাহা পুরাণে এইরূপ লিখিত হইয়াছে।

এই মাসে প্রত্যহই অতিপ্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া প্রাতঃস্নান করা বিধেয়। যিনি নিজশরীরকে কোনও রূপ ব্যাধিগ্রস্ত করিতে ইচ্ছা না করেন, তিনি কখন প্রাতঃস্নানে পরাঙ্মুখ হইবেন না। ফলতঃ এই কালে উক্ত সময়ে স্নান করিলে সকলেরই স্বাস্থ্যলাভ হইয়া থাকে। যিনি ধর্ম্মপিপাসায় স্নান করিবেন তাঁহাকে নিম্নলিখিত সংকল্প বাক্য ও মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিতে হইবে।

সংকল্পবাক্য—ওঁ তৎসৎ অদ্য কার্ত্তিকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথিমারভ্য তুলারাশিস্থরবিং যাবৎ প্রত্যহং অমুক-গোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ প্রাতঃস্নানমহং করিষ্যে।

প্রত্যহ স্নান করিবার সময় প্রত্যহ সংকল্প করিতে ইচ্ছা করিলে "তুলারাশিস্থরবিং যাবৎ" ইহা না বলিয়া কেবলমাত্র বার তিথির উল্লেখ করিলেই চলিবে।

স্নানমন্ত্র—"ওঁ কার্ত্তিকেঽহং করিষ্যামি প্রাতঃস্নানং জনার্দ্দন।
প্রীত্যর্থং তব দেবেশ দামোদর ময়া সহ॥"

এই মাসে প্রত্যহই নিশামুখে বিষ্ণুগৃহে বা আকাশাদিতে ঘৃততৈলাদি দ্বারা প্রদীপ প্রদান করা কর্ত্তব্য। প্রদীপ দিবার সময় নিম্নলিখিত মন্ত্রটী পাঠ করিতে হইবে।

"ওঁ দামোদরায় নভসি তুলায়াং লোলয়া সহ।
প্রদীপং তে প্রযচ্ছামি নমোঽনন্তায় বেধসে॥"

যাঁহারা প্রদীপ প্রদানে বিশেষ ফল কামনা করিয়া থাকেন তাঁহারা দীপদানের পূর্ব্বে স্নানবৎ সংকল্প করিয়া তদনন্তর মন্ত্রপাঠ করিয়া দীপ দান করিবেন।

কার্ত্তিকমাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর দিন অর্থাৎ ভূতচতুর্দ্দশীদিবসে স্নানানন্তর যম তর্পণ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক মস্তকোপরি অপামার্গ ভ্রমণ করাইতে হয়। মন্ত্র যথা—

"শীতলোষ্টসমাযুক্তসকণ্টকদলান্বিতঃ।
হর পাপমপামার্গ ভ্রাম্যমাণঃ পুনঃ পুনঃ॥"

ঐ দিবস লোকাচার হেতু চতুর্দ্দশ শাক ভোজন করা বিধেয়। আজকাল এই প্রদেশে যেরূপ প্রচলন দেখা যায় তাহাতে যে কোনও শাক চতুর্দ্দশটী সংগ্রহ করিয়া ভোজন করা হয়। কিন্তু এরূপ না করিয়া শাস্ত্রোক্ত—ওল, কেমুক, বাস্তুক, সর্ষপ, কাল, নিম্ব, জয়ন্তী, শালিঞ্চ, হিমচা, পলতা, শুলফ, গুড়চী, ভণ্টাকী ও সুনিষা শাক ভোজন করাই বিধেয়। বোধ হয় অনায়াসে এই সমস্ত শাক সংগ্রহ করিতে না পারায় যে কোনও চতুর্দ্দশটী শাক সংগ্রহ করিয়া লোকে তাহা ব্যবহার করিয়া থাকে।

অনন্তর অমাবস্যার দিন বালক, আতুর ও বৃদ্ধলোক ব্যতিরেকে সকলেরই দিবাভোজন নিষিদ্ধ। ঐ দিবস পার্ব্বণ-শ্রাদ্ধ করিয়া প্রদোষকালে পিতৃগণের উদ্দেশ্যে উল্কাদান করিবে। যদি কেহ কোনও কারণে শ্রাদ্ধ করিতে না পারেন, তবে তাঁহাকেও উল্কাদান করিতে হইবে। এই দিবস প্রদোষকালে লক্ষ্মী, নারায়ণ ও কুবেরের পূজা করা আস্তিক ধার্ম্মিকগণের কর্ত্তব্য।

অনন্তর প্রভাতে অর্থাৎ প্রতিপৎতিথিতে অক্ষক্রীড়াদি

করিবে। যদিও দ্যূতক্রীড়া শাস্ত্রনিষিদ্ধ, তথাপি এই দিবস সমস্ত বর্ষের শুভাশুভ বিজ্ঞান জন্ম ক্রীড়া করা একান্ত আবশ্যক। এই ক্রীড়ায় যাহার জয়লাভ হয় সংবৎসর তাহারই শুভ হয় এবং যাহার পরাজয় হয় সংবৎসর তাহার অশুভ হয়। কেবল ক্রীড়া কেন এই দিবস—

"যো যো যাদৃশভাবেন তিষ্ঠত্যস্যাং যুধিষ্ঠির।
হর্ষদৈন্যাদিনা তেন তস্য বর্ষং প্রযাতি হি॥"

যে ব্যক্তি যে ভাবে অর্থাৎ আনন্দে বা অসুখে কালযাপন করিবেন, সংবৎসর তাহার সেইরূপ ভাবে অতিবাহিত হয়। অতএব যাহাতে ঐ দিবস মনোসুখে অতিবাহিত করিতে পারা যায়, তদ্বিষয়ে সকলেরই সচেষ্ট থাকা আবশ্যক।

অনন্তর দ্বিতীয়া তিথিতে অর্থাৎ ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিবস দীর্ঘজীবন কামনায় ভগিনীহস্তে ভোজন করা বিধেয়। ঐ দিবস সকলকেরই স্ব স্ব ভগিনীকে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা সম্মান করা এবং ভগিনীহস্তে সাদরে ও আনন্দপূর্ব্বক ভোজন করা একান্ত আবশ্যক। উক্ত দিবস যমরাজ, চিত্রগুপ্ত, যমদূতগণ ও যমুনার পূজা করিয়া ভোজনকালে নিম্নলিখিত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক গণ্ডূষ গ্রহণ করিয়া ভোজন করিবে। কনিষ্ঠ ভগিনী হইলে এইরূপ মন্ত্রপাঠ করিবে। যথা—

"ভ্রাতস্তবানুজাতাহং ভুঙ্‌ক্ষ্ব ভক্তমিদং শুভম্।
প্রীতয়ে যমরাজস্য যমুনায়া বিশেষতঃ॥"

যদি ভগিনী জ্যেষ্ঠা হন তবে "ভ্রাতস্তবাগ্রজাতাহং" এই বলিয়া গণ্ডূষ প্রদান করিবে।

এতদ্ব্যতীত কার্ত্তিকমাসে শুক্লপক্ষে নবমীতিথিতে সোমবারে ত্রেতাযুগের উৎপত্তি হয় বলিয়া ঐ দিবস অতিশয় পুণ্যাহ বলিয়া কীর্ত্তিত। কার্ত্তিকমাসের শুক্লপক্ষের একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পঞ্চতিথিকে বকপঞ্চক বলিয়া থাকে। শাস্ত্রে কথিত আছে ঐ সকল তিথিতে বকেরাও মৎস্য ভক্ষণ করে না, অতএব বকপঞ্চকে কাহারও মাংসাদি ভোজন বিধেয় নহে। এতদ্ব্যতীত ভূতচতুর্দ্দশীর পর অমাবস্যায় কালীপূজা, শুক্লনবমীতে জগদ্ধাত্রীপূজা এবং সংক্রান্তির দিবস কার্ত্তিকপূজা হইয়া থাকে। পূজা পদ্ধতি নানাবিধ বলিয়া এস্থলে তাহার কোনও উল্লেখ করা হইল না।

কোষ্ঠীপ্রদীপমতে এই মাসে যিনি জন্ম গ্রহণ করেন, তিনি যুদ্ধশাস্ত্রবিশারদ, ব্যবসাপটু, নানাবিধ শিল্পশাস্ত্রবিৎ, সুবক্তা এবং অতিশয় সুন্দরাকৃতি হইয়া থাকেন।

গরুড়পুরাণমতে—এই মাসে বিষ্ণুকে তুলসীদান কর্ত্তব্য; ইহা দ্বারা অযুত গোদানের ফল পাওয়া যায়। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ মতে—[illegible] আকাশে ও মণ্ডপে দীপাদি [illegible] করিবে; ইহাতে অক্ষয় ফল লাভ হয়। ব্রহ্মপুরাণ মতে—এই মাসে হবিষ্যান্নভোজন করিলে বিষ্ণুপদপ্রাপ্তি হয়। হবিষ্য দ্রব্য যথা—অধির হৈমন্তিকধান্য, মুগ, তিল, যব, কলায়, কঙ্গুধান্য, নীবারধান্য, বাস্তুক (বেতো) ও হেলেঞ্চাশাক, কালশাক, মূল, সৈন্ধব ও সামুদ্রলবণ, গব্যদধি, গব্যঘৃত, যাহা হইতে মাখন তুলিয়া লয় নাই এরূপ দুগ্ধ; কাঁটাল, আম, হরীতকী, তেঁতুল, জীরা, নারঙ্গলেবু, পিপুল, কলা, লবলীফল, আমলকী, ইক্ষু, গুড়, অতৈলপক্ব দ্রব্য দ্বারা হবিষ্যান্নের ব্যবস্থা। নারদীয় পুরাণ মতে—মৎস্য, কূর্ম্ম ও অন্যান্য সকল জন্তুর মাংসই কার্ত্তিকমাসে ভোজন করা নিষিদ্ধ; যেহেতু তাহাতে চণ্ডালতুল্য হইতে হয়। মহাভারতেও সর্ব্বমাংস পরিত্যাগের বিধান আছে। ব্রহ্মপুরাণ মতে—ওল, পটোল, কমঠ, বেগুন এবং কাংস্যপাত্রে ভোজনও নিষিদ্ধ। এই মাসে উত্থান একাদশী, এইদিনে হরি শয্যা ত্যাগ করেন। মনুষ্যদিগকে যথানিয়মে উপবাস করিয়া শ্রীহরির অর্চ্চনা করিতে হয়। পুরাণে কার্ত্তিকমাসে এই সকল প্রতিপালন করিলে পুণ্যলাভ হয় বলিয়া বর্ণিত আছে এবং প্রতিপালন না করিলেও নরকাদি বিবিধ যাতনার কথা তাহাতে উল্লিখিত আছে। ২ বর্ষবিশেষ; কৃত্তিকা বা রোহিণী নক্ষত্রে বৃহস্পতির উদয় বা অস্ত হইলে, তাহাকে কার্ত্তিক বর্ষ কহে। (মলমাসতত্ত্ব।) ৩ (কৃত্তিকানাং অপত্যম্) কার্ত্তিকেয়।

("দৃষ্ট্বা তান্ কৃত্তিকাঃ সর্ব্বা ভয়বিহ্বলমানসাঃ।
কার্ত্তিকং কথয়ামাসুর্ব্বদন্তং ব্রহ্মতেজসা॥" ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।

৪ চরকাদি চিকিৎসাশাস্ত্রের অনেক সংগ্রহকার। ৫ বোম্বাই প্রদেশের কসাই জাতিবিশেষ। ইহারা হিন্দুর অস্পৃশ্য।

কার্ত্তিকমহিমা [ন্] (পুং) কার্ত্তিকস্য মহিমা মাহাত্ম্যম্, ৬তৎ। ১ কার্ত্তিকমাসের মাহাত্ম্য। ২ কার্ত্তিকেয়দেবের মাহাত্ম্য।

কার্ত্তিকব্রত (ক্লী) কার্ত্তিকে কর্ত্তব্যং ব্রতম্, মধ্যলো°। প্রাতঃস্নানাদি কার্ত্তিকমাসে কর্ত্তব্য নিয়ম। [কার্ত্তিক দেখ।]

কার্ত্তিকশালি (পুং) কার্ত্তিকে পরিপক্কঃ শালিঃ মধ্যলো°। যে সকল ধান্য কার্ত্তিকমাসে পাকে তাহার নাম কার্ত্তিকশালি।

কার্ত্তিকসিদ্ধান্ত (পুং) মুগ্ধবোধব্যাকরণের একজন টীকাকার।

কার্ত্তিকিক (পুং) কার্ত্তিকী পৌর্ণমাসী অস্মিন্ মাসে, কার্ত্তিকঠক্ (বিভাষা ফাল্গুনীশ্রবণাকার্ত্তিকীচৈত্রীভ্যঃ। পা ৪।২।২৩।) ১ কার্ত্তিক মাস। ২ কার্ত্তিকী যুক্ত পক্ষ। ৩ কার্ত্তিকনামক বর্ষবিশেষ।

কার্ত্তিকী (স্ত্রী) কার্ত্তিকস্য ইদম্, কার্ত্তিক-অণ্-ঙীপ্। ১ দেশ-

শক্তিবিশেষ। ২ নবপত্রিকার অন্তর্গত দেবীবিশেষ। ৩ কৃত্তিকা-নক্ষত্রযুক্ত পূর্ণিমা।

কার্ত্তিকেয় (পুং) কৃত্তিকানামপত্যম্ পাল্যত্বেন ইতি শেষঃ; কৃত্তিকা-ঢক্ (স্ত্রীভ্যোঢক্। পা ৪। ১। ১২০।) শিবপুত্র; পার্ব্বতীসহ শিবের কেলি সময়ে তাঁহার বীর্য্য ভূমিতে পতিত হয়, ভূমি তাহা অগ্নিতে নিক্ষেপ করে, অগ্নি আবার শর-বনে নিক্ষেপ করেন, তথা হইতে কৃত্তিকাগণ গ্রহণ করিয়া প্রতিপালন করিয়াছিলেন। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।)

কল্পবিশেষে ইনি পুনর্ব্বার অগ্নিপুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। সেই সময়ে অগ্নিবীর্য্যে ও গঙ্গাগর্ভে ইহার জন্ম হইয়াছিল, তৎপরে কৃত্তিকাগণ ইহার প্রতিপালন করেন। কৃত্তিকাগণের স্তনপানকালে ইহার ছয়মুখ উৎপন্ন হইয়া-ছিল এবং তাহাদের প্রতিপালিত বলিয়াই কার্ত্তিকেয় নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। (রামায়ণ।)

উভয় জন্মেরই একরূপ কারণ জানিতে পারা যায়। দুর্দান্ত তারকাসুরের উৎপীড়নে দেবগণ নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া বহুচেষ্টায়ও তাহাকে নিধন করিতে পারিলেন না। তখন ব্রহ্মার নিকট উপায় জিজ্ঞাসা করায়, ব্রহ্মা তাঁহা-দিগকে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে বলেন। তদনুসারে তাঁহারা কন্দর্প সাহায্যে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিলে, কন্দর্পবাণবিদ্ধ মহাদেব পার্শ্বস্থ পার্ব্বতীর প্রতি সাভিলাষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন, তাহা হইতে প্রথম কার্ত্তিকেয় জন্ম গ্রহণ করিয়া দেবগণের সেনাপতিকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া তারকাসুর নিধন করেন। অপর কল্পেও ঐরূপ তারকাসুরের উৎপীড়নে ব্রহ্মা দেবগণকে অগ্নির আরাধনা করিতে বলেন; তদনুসারে তাঁহারা অগ্নিকে সন্তুষ্ট করিলেন। অগ্নি শুকরূপ ধারণ করিয়া অতি গোপনে মহাদেব সমীপে উপস্থিত হইলে, তিনি তাহা জানিতে পারিয়া সুরত বিঘ্ন জন্য ক্রুদ্ধ হইয়া স্খলিত বীর্য্য অগ্নির উপরই নিক্ষেপ করিলেন। অগ্নি রুদ্রতেজ ধারণে অসমর্থ হইয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করি-লেন। তাহা হইতে কার্ত্তিকেয় দ্বিতীয়বার জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহার নামান্তর—মহাসেন, শরজন্মা, ষড়ানন, পার্ব্বতীনন্দন, স্কন্দ, সেনানী, অগ্নিভূ, গুহ, বাহু-লেয়, তারকজিৎ, বিশাখ, শিখিবাহন, ষাণ্মাতুর, শক্তিধর, কুমার, ক্রৌঞ্চদারণ, আগ্নেয়, দীপ্তকীর্ত্তি, অনময়, ময়ূর-কেতু, ধর্ম্মাত্মা, ভূতেশ, মহিষার্দ্দন, কামজিৎ, কামদ, কান্ত, সত্যবাক্, ভুবনেশ্বর, শিশু, শীঘ্র, শুচি, চণ্ড, দীপ্তবর্ণ, শুভা-নন, অমোঘ, অনঘ, রৌদ্র, প্রিয়, চন্দ্রানন, দীপ্তশক্তি, প্রশান্তাত্মা, ভদ্রকৃৎ, কূটমোহন, ষষ্ঠীপ্রিয়, পবিত্র, মাতৃবৎসল, কন্যাভর্ত্তা, বিভক্ত, স্বাহেয়, রেবতীসুত, প্রভু, নেতা, নৈগমেয়, সুদুশ্চর, সুব্রত, ললিত, বালক্রীড়নকপ্রিয়, খচারী, ব্রহ্মচারী, শূর, শরবণোদ্ভব, বিশ্বামিত্রপ্রিয়, প্রিয়ক, রাজ, স্বামী, দ্বাদশলোচন, দেবসেনাপ্রিয়, বাসুদেবপ্রিয়, দেবসেনাপতি, বালচর্য্য, কুক্কুটধ্বজ, মহাবাহু, যুদ্ধরঙ্গ, শিখিধ্বজ, পাবকা-ত্মজ, রুদ্রসূনু, ষট্‌শিরা ও দ্বিতিজান্তক।

কার্ত্তিকেয়দেবের ধ্যান যথা—

"কার্ত্তিকেয়ং মহাভাগং ময়ূরোপরিসংস্থিতম্।
তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং শক্তিহস্তং বরপ্রদম্॥
দ্বিভুজং শত্রুহন্তারং নানালঙ্কারভূষিতম্।
প্রসন্নবদনং দেবং সর্ব্বসেনাসমাবৃতম্॥"

মহাভাগ কার্ত্তিকেয় ময়ূরের উপর অবস্থিত, তপ্তস্বর্ণের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, শক্তিহস্ত, বরদাতা, দ্বিভুজ, শত্রুনাশন, নানালঙ্কারবিভূষিত, প্রসন্নমুখ এবং সমুদায় সেনাপরিবৃত। (কার্ত্তিকপূজাপদ্ধতি।)

অনেকের বিশ্বাস যে কার্ত্তিকেয় বিবাহ হয় নাই, তিনি চিরকাল অবিবাহিত অবস্থায় আছেন। কিন্তু তাহা ভ্রম মাত্র। ইহার পত্নী দেবসেনা, এই দেবসেনাকেই আমরা ষষ্ঠীদেবী বলিয়া থাকি। বোধ হয়, কার্ত্তিকেয়ের ষষ্ঠী পত্নী বলিয়াই অনেক হিন্দু পুত্রকামনায় কার্ত্তিকেয়ব্রত করিয়া থাকেন। দেবসেনার অস্ত্র ও বাহনাদি কার্ত্তিকের সমান। মার্কণ্ডেয়পুরাণে বর্ণিত আছে—

"কৌমারী শক্তিহস্তা চ ময়ূরোপরি সংস্থিতা।
যোদ্ধুমভ্যাযযৌ তত্র অম্বিকা গুহরূপিণী॥"

কুমারশক্তি কার্ত্তিকেয়সদৃশ মূর্ত্তিধারণ ও শক্তিগ্রহণ করিয়া ময়ূরবাহনোপরি আরোহণপূর্ব্বক দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন।

কার্ত্তিকেয়পুর, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কুমাউন জেলার মধ্যে দানপুর পরগণায় হুজুর নামক তহসীলের অন্তর্গত নগর। এখন এ স্থানের নাম বৈদ্যনাথ বা বৈজনাথ। ইহা অক্ষা° ২৯° ৫৪´ ২৪´´ উ ও দ্রাঘি ৭৯° ৩৯´২৮´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এখানে রাণুলা নামক একটী পুরাতন দুর্গ আছে। তাহার মধ্যে এক কালীমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। আরও কয়েকটী পুরাতন মন্দির পড়িয়া আছে, তাহাতে কোন মূর্ত্তি নাই। সে-গুলিতে এখন শস্যাদি রাখা হয়। চীনপরিব্রাজক হিউএন্-সিয়াংএর বর্ণনায় জানা যায়, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত ছিল। মন্দিরের দেওয়ালের একস্থানে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক মূর্ত্তি খোদিত দেখা যায়। উদয়পালদেবের

খোদিত ২ খণ্ড প্রস্তর লিপি এখানে আছে। তাহার উপর ক্রমাগত জল পড়িয়া তাহার অনেকটা উঠিয়া গিয়াছে। এখানে ১১২৪ শকে ইন্দ্রদেবের প্রদত্ত একখণ্ড তাম্রলিপি অদ্যাপি আছে। পুরাতন মন্দিরগুলির একটীতে এক বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে। তাহার নিম্নে ১৪২১ শক ও একটী গণেশের মূর্ত্তির নিম্নে ১১২৫।১২৪৪ শকও লেখা আছে।

কার্ত্তিকেয়প্রসূ (স্ত্রী) কার্ত্তিকেয়ং প্রসূতে যা, কার্ত্তিকেয়-প্র-সূ-ক্বিপ্। দুর্গা, পার্ব্বতী। যদিও পার্ব্বতীতে শিববীর্য্য পতিত হইবার কালে দেবগণ বিঘ্ন উৎপাদন করায়, তাহা ভূমিতে পতিত এবং তথা হইতে শরবনে পতিত হইয়া কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হইয়াছিল, তথাপি বীর্য্যপতন বিষয়ে পার্ব্বতীই মূলকারণ, এজন্য তিনিই কার্ত্তিকেয়প্রসূ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

কার্ত্তিকোৎসব (পু) কার্ত্তিক্যাং কার্ত্তিকীপৌর্ণমাস্যাং ভবঃ উৎসবঃ। কার্ত্তিকী পূর্ণিমা।

কার্ত্র্য (পুং) কর্ত্তুরপত্যম্, কর্ত্তৃ-ণ্য (কুর্ব্বাদিভ্যো ণ্যঃ। পা ৪।১।১৫১।) কর্ত্তার পুত্র।

কার্ৎস্ন (ক্লী) কৃৎস্নস্য ভাবঃ, কৃৎস্ন-অণ্।১ সমুদায়।২ সম্পূর্ণতা।

কার্ৎস্ন্য (ক্লী) কৃৎস্নস্য ভাবঃ, কৃৎস্ন ষ্যঞ্। ১ সাকল্য, সমুদায়।২ সম্পূর্ণতা।

কার্ৎস্ন্যেন (অব্যয়) সমুদায়রূপে, বিশেষরূপে।

কার্দ্দম (ত্রি) কর্দ্দমেন রক্তম্, কর্দ্দম-অণ্। (শকলকর্দ্দমাভ্যামুপসংখ্যানং ইত্যত্র অণপীতি বৃত্তিকারঃ। পা ৪।২।২ বাঃ) কর্দ্দম দ্বারা যে বস্ত্র রক্ত করা হয়; কাদার ছোপান কাপড়।

কার্দ্দমিক (ত্রি) কর্দ্দমেন রক্তম্, কর্দ্দম-ঠক্ (শকলকর্দ্দমাভ্যামুপসংখ্যানম্। পা ৪।২।২।বাঃ) কাদার ছোপান কাপড়।

কার্পট (পুং) কর্পটইব আকারো হস্ত্যাস্তি, কর্পট অণ্। ১ জতু, জৌ। ২ কার্য্যপ্রার্থী, উমেদার। (কার্পটো জতু কার্য্যিণোঃ। মেদিনী।)

৩ (কর্পট এব-স্বার্থে অণ্) জীর্ণবস্ত্র খণ্ড, নেকড়া।

কার্পটগুপ্তিকা (স্ত্রী) কার্পটেন খণ্ডবস্ত্রেণ গুপ্তা, ততঃ, কার্পটগুপ্তা-স্বার্থে কন্-টাপ্ অত ইত্বম্। ১ বেটুয়া। ২ ঝুলি।

কার্পটিক (পুং) কার্পটং অস্ত্রতত্ত্বং বেত্তি, কর্পটেন চরতি বা কার্পট-ঠক্। ১ মর্ম্মবেদী। ২ তীর্থযাত্রাসেবক।

"সাবংচ তত্রৈব বহিঃ সকুটুম্বস্তরোস্তলে।
সমাজ্ঞং কার্পটিকৈঃ সোঽন্যদেশাগতৈঃ সহ॥" কথাসরিৎ সা°।

কার্পণ্য (ক্লী) কৃপণস্য ভাবঃ, কৃপণ-ষ্যঞ্। ১ কৃপণতা। ২ দীনতা।

কার্পাসী (স্ত্রী) [ইং] বৃক্ষ।

কার্পাস (পুং,ক্লী) কর্পাস এব, স্বার্থে অণ্। ১ কাপাস গাছ। বৈদ্যক মতে ইহার পত্রাদি দ্বারা সর্পবিষ নিবারিত হয়। চিকিৎসাক্রম যথা—দংশন মাত্রই রোগীকে কাপাস পাতার রস ২।০ তোলা পান করাইবে এবং ক্ষত স্থান জলদ্বারা পরিষ্কার করিয়া এই পাতার রস তাহাতে মর্দ্দন করিবে। এই সময়ে শরীরের যে কোন স্থান ফুলিয়া উঠিবে, সেই স্থানেও এই পাতার রস মাখাইয়া দিবে।

কার্পাস বা তুলা—সূক্ষ্ম কেশবৎ, অথচ নরম শুভ্র পদার্থ। ইহা কার্পাস নামক বৃক্ষের ফুলের মধ্যে থাকে। কার্পাস-বৃক্ষ এদেশে অনেক আছে। এই জাতীয়বৃক্ষ পৃথিবীর উষ্ণ প্রদেশেই প্রায় দেখা যায়। ইংরাজী উদ্ভিদ্তত্ত্ববিদ্গণ এই গাছ Malvaceæ শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়াছেন। ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Gossypium। কার্পাসের কয়েক প্রকার ভেদ আছে। যথা—

১, Gossypium arboreum—বাঙ্গালায় ইহার নাম দেব-কার্পাস, মুরমা; সাঁওতালীরা বুদি কাসকম্, ভোগকাসকম্; বুন্দেলখণ্ডে বোগালি ও মুরমা; উত্তরপশ্চিমে মনুয়া, রধিয়া ও মুরমা; পঞ্জাবে কাপাস; মধ্যভারতে মনুয়া, দেব; বোম্বাইয়ে দেব কাপাস; মহারাষ্ট্রে দেও কপাস, মহীসুরে দেওকাপাস, তামিলভাষায় সেমপারুথি; তৈলঙ্গীভাষায় পট্টি ও ব্রহ্মদেশে মুওয়া বলে।

২, Gossyium herbaceum—ইহাকে বাঙ্গালা ভাষায় কাপাস বা তুলা; সংস্কৃত কার্পাসী, কার্পাস; হিন্দিতে রুই বা কপাস; পঞ্জাবে রুই; সিন্ধুদেশে বৌম; বোম্বাইয়ে কাপাস, রুই; গুজরাটে রু, কাপাস; দাক্ষিণাত্যে কপাস; তামিলভাষায় বনপরত্তি বা পারুত্তি; তৈলঙ্গীভাষায় পাউত্তি, এছদি, পরত্তি বা পরিত্ত; ব্রহ্মদেশে ওরা বা বা; আরবীতে কতান্ বা উতুন ও পারসীতে পম্ব নামে প্রচলিত।

৩, এদেশে আর একপ্রকার তুলা জন্মে, তাহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Gossypium barbadense; এদেশে মার্কিন তুলা বলে।

কার্পাস বৃক্ষগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। পত্রগুলি করাকার বা হস্তের মত, যেন তিনটী পত্র একত্র সংলগ্ন হইয়া রহিয়াছে। মধ্যের অংশটী অপেক্ষাকৃত বড়। ডাল হইতে স্বতন্ত্র কুঁড়ি নির্গত হইয়া হরিদ্রাবর্ণের ফুল হয়। কুঁড়ি ফুটিয়া তাহার ভিতর হইতে তুলা বাহির হয়। কুঁড়িগুলি পাতা দিয়া ঢাকা থাকে। ফুটিবার সময় ঢাকা অংশ প্রসারিত হইয়া যায়। বৃক্ষে স্বতন্ত্র ফুলও হইয়া থাকে। ফুল ফুটিলেই

তুলা সংগ্রহ করিতে হয়। নতুবা রৌদ্র ও শিশিরে তাহা নষ্ট হইয়া যায়। কার্পাসের গাকড়ার মধ্যে বীজ থাকে। তুলার ভিতর হইতে বীজগুলি স্বতন্ত্র করিয়া লইতে হয়।

স্থানভেদে কার্পাস বীজবপনের সময় নির্দ্দিষ্ট আছে। সচরাচর আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসই বপনের উত্তম সময়। ছাই গোবর বা সোরা অথবা এই তিন একত্র করিয়া জলে গুলিয়া তাহাতে বীজগুলি ভিজাইয়া রাখিতে হয়। একদিন রাখিয়া বীজগুলি লইয়া খানিকক্ষণ রৌদ্রে শুকাইয়া লইতে হয়। অধিক শুষ্ক করাও নিষিদ্ধ। তাহার পর ভালরূপ কর্ষিত জমিতে ১ হাত বা ১॥ হাত অন্তর ৪।৫ অঙ্গুলি পরিমাণ গর্ত্ত করিয়া ৩।৪টী করিয়া বীজ রোপণ করিয়া আল্গা মাটী চাপা দিতে হয়। অল্পদিন পরেই চারা বাহির হইবে। চারাগুলির মধ্যে যেগুলি উৎকৃষ্ট, সেগুলির মধ্যে ২টী মাত্র সেইস্থানে রাখিয়া অপরগুলি লইয়া স্থানান্তরে প্রোথিত করিবে। গাছ বাহির হইলে আগাছা নষ্ট করিতে হয়। কার্পাসের বীজ বড় ফেলিবার নয়। ইহার খইলে উত্তম সার প্রস্তুত হয়। কোন জমিতে উপর্য্যুপরি ২।৩ বৎসর কার্পাস জন্মিলে, তাহার পর তাহাতে আর ভালরূপ জন্মে না। কিন্তু কার্পাসবীজের খইল দিলে জমির উর্ব্বরতা শক্তি কতকটা থাকিয়া যায়। সকল প্রকার খইলই কার্পাসের জমিতে সাররূপে দেওয়া হয়। খইল ভালরূপ চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত শুষ্ক মৃত্তিকা সমান ভাগে মিশাইয়া এক সপ্তাহ রাখিয়া দিবে, তাহার পর উহা ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। সচরাচর প্রতি বিঘায় অর্দ্ধ মণ বা একমণ তুলা হয়। কিন্তু বিশেষ যত্ন করিলে এক বিঘায় ৬/ ছয় মণ কার্পাস পাওয়া যাইতে পারে। এক বিঘা চাষের এইরূপ খরচা ধরা যাইতে পারে। যথা—চাষ ১/০, আলিবাঁধা ৸৵০, বপন ৵১০, জলসেচন ॥৵০, নালা ৵০, নিড়ান ২৸৵০, গাছ পাতলা করিয়া দেওয়া ।০, কার্পাসসংগ্রহ ৵০, সার ও ভূমির কর ২।৵১০, সমুদায়ে ৮।০। কিন্তু সকল ভূমিতেই সমান পরিমাণে তুলা জন্মেনা, সকল জমিতে খরচও সমান নহে।

বঙ্গদেশে নিম্নলিখিত স্থানে কোন্ সময় বৃক্ষ রোপণ করা হয় আর কোন্ সময় তুলা সংগ্রহ করা হয়, তাহার তালিকা দেওয়া যাইতেছে—

	বপনের সময়।	তুলিবার সময়।
কটক	জ্যৈষ্ঠ	আশ্বিন
	কার্ত্তিক	চৈত্র
চট্টগ্রাম	বৈশাখ	অগ্রহায়ণ
	জ্যৈষ্ঠ	পৌষ
দ্বারভাঙ্গা	কার্ত্তিক	ভাদ্র
	জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়	চৈত্র, বৈশাখ
মানভূম	জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়	অগ্রহায়ণ, পৌষ
	অগ্রহায়ণ, পৌষ	চৈত্র, বৈশাখ
মেদিনীপুর	জ্যৈষ্ঠ	আশ্বিন
	আষাঢ়	চৈত্র
	কার্ত্তিক	বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ
লোহারডাঙ্গা	কার্ত্তিক	বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ
	আষাঢ়	অগ্রহায়ণ, পৌষ
সারণ	আষাঢ়	বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ
	মাঘ	ভাদ্র, আশ্বিন

বঙ্গদেশের মধ্যে কটক, চট্টগ্রাম, দ্বারভাঙ্গা, মেদিনীপুর, মানভূম, লোহারডাঙ্গা, সারণ, ত্রিপুরা, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি স্থানেই অধিক পরিমাণে কার্পাস জন্মিয়া থাকে। পাটনা অঞ্চলে খাকি খাকি রঙ্গের একপ্রকার কার্পাস জন্মে। সাঁওতালগণ ইহাকে খড়ুয়া কাপাস বলে। তাহারা শ্বেতবর্ণের কার্পাসকে হাড়ুয়া-কাপাস বলিয়া থাকে। সারণে ভাগথা, ভোচরি, কতুয়া, কোকতা প্রভৃতি নামীয় ভিন্ন রকমের তুলা জন্মে। গয়া অঞ্চলে ব্রাইসা বা বঙ্গীয়, রাঢ়ী, ভোচার এই তিন প্রকার দেখা যায়। দ্বারভাঙ্গা অঞ্চলের কোকটী, ভৈরা ও ভাগলা এই তিনপ্রকার কার্পাসের নাম প্রচলিত। কটক অঞ্চলে আচুয়া ও হলদিয়া এই দুইপ্রকার প্রসিদ্ধ।

ভারতে কার্পাসের কাটতি পূর্ব্বে বিলক্ষণ ছিল। এক্ষণে উৎপন্নের অধিকাংশই রপ্তানি হইয়া যায়। রপ্তানি কার্পাসের অনেক নামভেদ দৃষ্ট হয়। নিম্নে কয়েকটীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল। ইংরাজ মহাজনের হাত দিয়া রপ্তানি হয় বলিয়া অনেকগুলি ইংরাজী নাম হইয়াছে। যথা—

ধল্লেরা—বরদা, কচ্ছ ও কাঠিবাড়প্রদেশ হইতে রপ্তানি হয়। ইহার ভাওনগর, মউয়া, বাদবাহির, বীরুমগাঁ, বেরাবল, কচ্ছ এই কয়েক প্রকার ভেদ আছে।

বাঙ্গাল—বাঙ্গালা, পঞ্জাব, উত্তরপশ্চিম, রাজপুতানা ও মধ্যভারতে অধিকাংশ জন্মে।

অমরা বা অমরাবতী—ইহার আবার প্রকার ভেদ আছে।

খান্দেশ—খান্দেশ হইতে আনীত।

ওমরা—বেবার প্রদেশে জন্মে।

বিলাতী খান্দেশ—অমরাবতী প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া থাকে।

ওয়েষ্টার্নস্—মান্দ্রাজ, নিজামরাজ্য ও পশ্চিম ভারত।

ধারবার—ধারবার, বিজয়পুর ও দক্ষিণমহারাষ্ট্র হইতে আইসে।

কুমতা—বিজয়পুর, বেলগাম, কোলাপুর ও দক্ষিণ মহারাষ্ট্র প্রদেশে জন্মে।

বরোচ—বরদা, বরোচ ও সুরাট প্রদেশ হইতে প্রাপ্ত।

কোকনদ—বর্ণ লাল, মান্দ্রাজের অন্তর্গত কৃষ্ণা জেলায়, নেল্লোরে ও গোদাবরী প্রদেশে জন্মে।

ত্রিনবল্লী—ত্রিনবল্লী, কোয়েম্বাতুর, তাঞ্জোর প্রভৃতি স্থান হইতে আসিয়া তুঁতকুড়ি হইতে রপ্তানি হয়।

হিঙ্গনঘাট—মধ্যপ্রদেশে জন্মে ও বোম্বাই হইতে রপ্তানি হয়

সিন্ধ—সিন্ধুদেশজাত।

আসাম—আসামজাত।

কার্পাসের অসংখ্য প্রকার ভেদ আছে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে উৎপাদন করিবার রীতি ও প্রণালী লক্ষিত হয়।

কার্পাসের আঁশ যত লম্বা হইবে, যত দৃঢ় হইবে, আর যত পরিষ্কার হইবে, ততই উৎকৃষ্ট বলিয়া গণ্য।

কার্পাসের ইতিহাস।—ভারতবাসী কতকাল হইতে তুলার ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। বেদেও ইহার বিবরণ আছে—

"মূষো ন শিশ্না ব্যদন্তি মাধ্যঃ
স্তোতারং তে শতক্রতো বিত্তং মে অস্য রোদসী।"

ঋক্‌সংহিতা ১।১০৫।৮।

মূষিক যেমন সূত্র কাটিয়া নষ্ট করে, সেইরূপ হে শতক্রতো! আমি তোমার স্তোতা, দুঃখ আমাকে সেইরূপ দংশন করিতেছে।

সায়ণ ভাষ্যে লিখিয়াছেন যে তন্তুবায়ের সূত্রগুলিতে ভাতের মাড় দেওয়া থাকে, বলিয়া ইন্দুরেরা খাইতে ভাল বাসে। সুতরাং ইহা স্বচ্ছন্দে অনুমান করা যাইতে পারে যে তৎকালে কার্পাস হইতে বস্ত্রবয়নের প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছিল। [বয়ন দেখ।]

সূতায় মাড় দিয়া সূতাকে কঠিন করিবার ব্যবস্থাও তখন প্রচলিত ছিল। এরূপ না হইলে মূষিকের তাহার উপর এত লোভ হইবে কেন? (আশ্বলায়নশ্রৌতসূত্র ৯।৪ ও লাট্যায়নশ্রৌতসূত্র ২।৬।১ প্রভৃতি বৈদিক সূত্রে কার্পাস শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ আছে।) কার্পাসের ব্যবহারের কথা মনুসংহিতাতেও দেখিতে পাওয়া যায়।

"কার্পাসমুপবীতং স্যাদ্বিপ্রস্যোর্দ্ধবৃতং ত্রিবৃৎ।" মনু ২।৪৪।

ব্রাহ্মণের উপবীতসূত্র কার্পাসের সূতা হইতেই প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। এই জন্যই বোধ হয় মন্দির ও মঠের নিকট কার্পাস বৃক্ষ দেখা যায়।

"ন কার্পাসাস্থি ন তুষান্ নাধিতিষ্ঠেত্ তু দীর্ঘমায়ু জিজীবিষু।" মনু ৪।৭৮।

মনুর মতে—তুলার বীজ, তুষ এই সকল দ্রব্যের উপর আরোহণ করিবে না।

"কার্পাসকীটজোর্ণানাং দ্বিশফৈকশফস্য চ।
পক্ষিগন্ধৌষধীনাঞ্চ রজ্জ্বাশ্চৈব ত্র্যহং পয়ঃ॥" মনু ১১।১৬৯।

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় এইরূপ বিধি আছে—

"শতে দশপলা বৃদ্ধিরৌর্ণে কার্পাসসৌত্রিকে।
মধ্যে পঞ্চপলা সূক্ষ্মে সূক্ষ্মে তু ত্রিপলা মতা॥" ২।১৮২।

ঊর্ণাসূত্র ও স্থূল কার্পাশ সূতার শতকরা মাড় দিয়া ১০ পল বৃদ্ধি করিবে, মাঝারি কাপড়ে ৫ পল ও সূক্ষ্ম হইলে ৩ পল দিবে।

"তন্তুবায়ো দশপলং দদ্যাদেক পলাধিকম্।
অতো হন্যথা বর্ত্তমানো দাপ্যো দ্বাদশকং দমম্॥" মনু ৮।৩৯৭।

তন্তুবায় কাপড় বুনিবার জন্য গৃহস্থের নিকট হইতে ১০ পল সূতা লইলে, মাড় দিবার নিমিত্ত গৃহস্থকে ১১ পল সূতা দিতে হইবে। যদি ইহার ন্যূন দেয়, তবে (রাজকর্ত্তৃক) দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে।

ভারতে বহুকাল হইতে কার্পাশের ব্যবহার প্রচলিত থাকিলেও পাশ্চাত্যদেশে তাদৃশ ব্যবহার ছিল না। ভারত হইতেই পশ্চিমে ক্রমশঃ বিস্তার হইয়া ক্রমে ব্যবহৃত হয়, তাহা বেশ বুঝা যায়।

সম্ভবতঃ আরবী "কতান" শব্দ হইতেই য়ুরোপের ইতালীয়গণ 'কত্তোন', ফরাশিরা 'কোতান', ইংরাজেরা 'কটন' শব্দ পাইয়া থাকিবেক। কিন্তু পারসী 'কুরপাশ' শব্দ সংস্কৃত কার্পাশের অপভ্রংশ তাহাতে আর সন্দেহ নাই। গ্রীক 'করপসন্' শব্দে পাট বুঝায়। গ্রীক-ভৌগোলিক হিরোদোতাস্ ভারতের কার্পাসবিষয়ে নিজ পুস্তকে এইরূপ লিখিয়াছেন; "তথায় বন্যবৃক্ষের ফল হইতে একপ্রকার পশম বাহির হয়, সৌন্দর্য্যে উহা মেষের লোম হইতেও উৎকৃষ্ট—ভারতবাসী উহা হইতে পরিধেয় বস্ত্র প্রস্তুত করে।" থিয়ফ্রাষ্টস্ নামক আর এক জন ভৌগোলিক কার্পাসের বৃক্ষ দেখিয়া তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। আলেকজাণ্ডারের নৌসেনার অধ্যক্ষ নিয়ার্কাস্ ভারতবাসীর পরিধেয় এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন যে, "উহারা গাছের পশমের বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহা পরিধান করে। তাহাতে পায়ের মধ্যদেশ পর্য্যন্ত আবৃত থাকে। তাহার উপর স্কন্ধদেশে একখানি চাদর আর মস্তকে একটা উষ্ণীষ, ইহাই তাহাদের সমস্ত পোষাক।" দুই সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গেল, ভারতবাসীর এখনও এই পরিচ্ছদ। প্রথম শতাব্দীতে এরিয়ান নামক

একজন গ্রীকভ্রমণকারী আরব উপসাগর হইতে ভারতবর্ষে বরোচ নগরে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি নিজ পুস্তকে লিখিয়াছেন, আরবেরা ভারতবর্ষ হইতে লোহিত সাগরের উপকূলে অহুলি নামক স্থানে কার্পাস লইয়া গিয়া ব্যবসায় করিতেন। ক্রমে তথা হইতে ভারতের পাতিয়াক, অরিরক ও বারিগাজা (আধুনিক বরোচ) নগরের সহিত বাণিজ্য স্থাপিত হয়। বরোচ হইতে তথায় কার্পাসবস্ত্র রপ্তানি হইত। পূর্ব্বে ভারতে মস্থলিয়া (আধুনিক মসলিপত্তন) নামক স্থানে উৎকৃষ্ট কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হইত। তাহা হইতেই মসলিন্ শব্দ হইয়াছে। ঢাকার মসলিন্ তখনও সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া পরিগণিত ছিল। গঙ্গার কূলে যে সকল বস্ত্র হইত, গ্রীকগণ তাহাকে গাঙ্গিতিকি বলিত। চারিদিকেই ভারতের কার্পাসবস্ত্রের আদর দেখা যাইত। ক্রমশঃ আরব হইতে পূর্ব্বদিকে পারস্যে ও পশ্চিমদিকে গ্রীশ ও রোমে কার্পাসবস্ত্রের রপ্তানি হইতে লাগিল। তূলা যে কি পদার্থ, তখন সেদিকে কেহ লক্ষ্য করিল না। বস্ত্র পাইয়াই তুষ্ট। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তূলার চাষের দিকেও লক্ষ্য পড়িল। তূলার চাষ ক্রমে ক্রমে ভারত হইতে পারস্য, পারস্য হইতে আরব, আরব হইতে মিসর, মিসর হইতে আফ্রিকার মধ্যভাগ ও পশ্চিমভাগে বিস্তৃত হইতে লাগিল। পারস্য হইতে তুরস্কে ও তথা হইতে য়ুরোপের দক্ষিণ বিভাগে কার্পাস বৃক্ষের চাষ চলিত হইল। য়ুরোপীয়গণ কার্পাসজাত তূলা হইতে লেপ বালিস, কেহ বা কাগজ প্রস্তুত করিতে লাগিল।

চীনের সহিত ভারতের বহুকাল হইতে বাণিজ্য চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু চীনে তখনও কার্পাসবৃক্ষের চাষের কোন চেষ্টা হয় নাই। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ওটী নামক সম্রাট্ একখানি কার্পাসবস্ত্রের পরিচ্ছদ উপঢৌকন প্রাপ্ত হন। তিনি উহার বড়ই আদর করিতেন। সপ্তম শতাব্দীতে চীনের লোকে শুনিল যে একপ্রকার বৃক্ষ হইতে কার্পাস জন্মে, ঐ বৃক্ষ বড় শোভাময়, এজন্য চীনেরা বাগানে কার্পাস বৃক্ষ রাখিতে লাগিল। কিন্তু কেহই রীতিমত চাষ করে নাই। এই জাতি রক্ষণশীল, সহসা কোনপ্রকার পরিবর্ত্তন করিতে বা নূতন সামগ্রী গ্রহণ করিতে চাহে না। সুতরাং চীনে তূলার অনেককাল আদর হইল না। ক্রমে সেখানেও উহার চাষ বাড়িতে লাগিল। এখন চীনেরা কার্পাসের আদর বুঝিয়াছেন। কি ছোট কি বড়, চীনেরা সকলেই কার্পাসবস্ত্র ব্যবহার করেন। কার্পাস ভারত হইতে আসিয়া, য়ুরোপ ও আফ্রিকায় গিয়াছে, তাহা বেশ বুঝা যায়। কিন্তু আমেরিকাতেও কার্পাসবৃক্ষ দেখা যায়। কলম্বস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করেন, তখন তথায় কার্পাসের ব্যবহার দেখিয়াছেন। কিন্তু ভারত হইতে উহা আমেরিকায় গিয়াছে, কি আমেরিকায় স্বভাবত জন্মে; কি আমেরিকার লোকে আপনারাই উহার গুণ গ্রহণে সমর্থ হইয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? সম্ভবতঃ শেষোক্ত অনুমানই গ্রাহ্য হইতে পারে।

মুসলমানগণের অভ্যুত্থান সময়ে তাঁহারাই কার্পাসের ব্যবহারপ্রণালী সম্বন্ধে চারিদিকে জ্ঞান বিস্তার করেন। সেই জ্ঞান ইতালী ও স্পেনে বিস্তৃত হইল। ক্রমে ওলন্দাজেরা স্বয়ং কার্পাস হইতে বস্ত্র প্রস্তুত করিতে লাগিল। ইংলণ্ডের লোকে তাহা দেখিয়া ঐ সকল দ্রব্যের আদর করিতে শিক্ষা করেন ও ওলন্দাজদিগের অনুকরণে কার্পাসের বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ড তুরস্ক হইতে কার্পাস সংগ্রহ করিতে লাগিল।

১৬০০ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাণী এলিজেবথের নিকট হইতে ভারতে বাণিজ্য করিবার অনুমতি পাইলেন। ভারত হইতে অন্যান্য দ্রব্যের সহিত ইংলণ্ডে কার্পাস ও কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্রের আমদানী হইতে লাগিল।

কলিকাট হইতে কার্পাসবস্ত্র আসিত বলিয়া এই বস্ত্রের নাম কেলিকো হইল। কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্রের উপর ছাপ দেওয়া হইলে, তাহাকে কেলিকো প্রিণ্টিং বলিত।

কার্পাস ছিট বস্ত্রের বিলাতে তখন বড়ই সমাদর। সমাদর এত বাড়িল, যে বিলাতের লোকে ইংলণ্ডের পশমের বস্ত্র ছাড়িয়া দিয়া কার্পাস বস্ত্রই ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল।

বিলাতের অজ্ঞ লোকে পসম ও তূলার প্রভেদ জানিত না; তাহাদের নিকট সকলই পশম। সুতরাং তাহারা বলিতে লাগিল যে কোথা হইতে গাছের উপর কি একপ্রকার পশম হয়, তাহা লইয়া আমাদের দেশের পশম নষ্ট করিল। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রথম কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হয়। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে বিলাতের পশমব্যবসায়ীগণ দেশের লোকের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিবার জন্য একখানি পুস্তক বাহির করিল। পুস্তকের নাম "The ancient Trades decayed and repaired again"। অসন্তোষ ক্রমশঃ বাড়িতে চলিল; চারিদিকে দাঙ্গা হাঙ্গামা হইতে লাগিল। গবর্ণমেণ্ট আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে একটী আইন হইল; আইনের আদেশ নিজের গার্হস্থ্য প্রয়োজনের জন্য অর্থাৎ নিজের পোষাকের জন্য বা গৃহস্থিত দ্রব্যাদির জন্য কাপাস ছিট বস্ত্র ক্রয় করিলে ক্রেতায় বা

বিক্রেতার ২০০ পাউণ্ড বা দুই হাজার টাকা জরিমানা হইবে। কিন্তু কার্পাসের উপর লোকের এমনি ঝোঁক যে গোপনে উহার ব্যবহার চলিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে ইংলণ্ডেই ভারতীয় বস্ত্রের উপর ছাপ দিয়া ছিট ও ভারতের ছিট উভয়ে মিলিয়া পশমের আদর ক্রমশঃই হ্রাস করিতে থাকিল। এদিকে বাতির সলিতার জন্য কার্পাসের মত সামগ্রী আর নাই। ইহা সাধারণের প্রয়োজন, সুতরাং অন্ততঃ ইহার জন্যও কার্পাসের প্রয়োজন। আইন ইহা নিবারণ করিতে চাহেন না। ভারতীয় কার্পাস যে দেশীয় পশমের অনিষ্ট সাধন করিবে, এ সম্বন্ধে পার্লেমেণ্টে অনেক তর্ক হয়। ১৬২৩ খৃষ্টাব্দে ৮ই মার্চ্চ তারিখে পার্লেমেণ্টে ঘোরতর তর্ক বিতর্ক হয়। তাহাতে স্থির হয় যে বৎসর বৎসর এক কার্পাসের হিসাবে ৮ লক্ষ করিয়া টাকা বিলাত হইতে বাহিরে যাইতেছে। এরূপ অর্থনাশ জাতীয় স্বার্থের বিশেষ অনিষ্টকর। ইতিহাসের সেই কথা এখন ভারতে প্রতিফলিত। মনসাহেব ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির একজন ডিরেক্টর ছিলেন। ইনি ১৬২১ খৃষ্টাব্দে হিসাব করিয়া দেখেন যে, বৎসর ৫০,০০০ খণ্ড করিয়া কার্পাসবস্ত্র বিলাতে আমদানী হয়। এক খণ্ড ক্রয় করিয়া জাহাজে আনিতে খরচ পড়ে ৩।০ টাকা, আর বিলাতে উহা বিক্রয় হয় ১০৲ টাকায়। সুতরাং লাভ যথেষ্ট। কোম্পানি এতলাভ ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত নহেন। আমদানী যত অধিক হইতে লাগিল, লাভের ভাগও তত বাড়িতে থাকিল। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডিফো সাহেব ১৭০৮ খৃষ্টাব্দে তৎকালিক "Weekly Review" নামক পত্রে লিখিলেন যে, "ভারতের সহিত এই বাণিজ্যে পশমের কারবার অর্দ্ধেক নষ্ট হইল, ইংলণ্ডের অধিবাসীর অর্দ্ধাংশ জন্মের মত অন্নহীন হইয়া গেল।"

১৭২০ খৃষ্টাব্দে আবার একটী আইন হইল, তাহাতে কি ইংলণ্ড, কি স্কটলণ্ড, কি আয়র্লণ্ড কোথাও কোন ব্যক্তি কোনপ্রকার কার্পাসবস্ত্র অঙ্গে পরিধান করিতে পারিবেন না, করিলে ৫০৲ টাকা জরিমানা হইবে। আবার বিছানার বালিসে জানালার পর্দ্দাতে অথবা অন্য কোন প্রকার কার্পাসবস্ত্র ব্যবহার করিতে পারিবে না, করিলে ২০০৲ টাকা জরিমানা হইবে। কিন্তু আইন হইলে কি হয়, ইংলণ্ডীয় মহিলাগণের কার্পাসের দিকে নজর পড়িয়াছিল। বেশভূষার আইন তাহাদের হস্তে। পুরুষের আইন কি করিবে। ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের পুরুষজাতিকে আইনের কঠোরতা হ্রাস করিতে হইল। পরে আইন হইল যে, কার্পাস বস্ত্রের টানা যদি (লিনেন) পাটের সুতার হয়, তাহা হইলে ইংলণ্ডে কেহ ইচ্ছা করিলে কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত করিতে পারিবেন। তাহার পর ৩৫ বৎসর মধ্যে ওয়াট আর্করাইট প্রভৃতি সাহেব নানাবিধ কলের সৃষ্টি করিলেন। তাহাতে বহুবিধ সুলভ মূল্যে ঐ বস্ত্র প্রস্তুত হইতে লাগিল। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবস্থাও হইল। কল কারখানায় বস্ত্রবয়নের জন্য তখন কার্পাসতূলার প্রয়োজন হইয়া উঠিল। ভারতের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। ভারত হইতে কার্পাসবস্ত্রের পরিবর্ত্তে কার্পাসতূলা ইংলণ্ডে নীত হইল। কল কারখানায় অনেক তূলার প্রয়োজন। ভারতের তূলার উপর আবার আমেরিকার তূলাও তথায় যাইতে লাগিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে মার্কিনতূলা আমদানী চলিল। ইতিপূর্ব্বে আমেরিকার তূলা ইংলণ্ডে আসিত না। ক্রমে মার্কিনতূলা অধিক পরিমাণে ইংলণ্ডে আমদানী হইতে লাগিল। কিন্তু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ইচ্ছা, ভারত হইতে অধিক পরিমাণে তূলা যায়। কিন্তু মার্কিনতূলা অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট। সেইজন্য আদর বেশী। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে কোর্ট অব্ ডিরেক্টরেরা ভারতের গবর্ণরজেনেরলকে ভারত হইতে উৎকৃষ্ট তূলা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিবার জন্য পত্র লিখিলেন। তাহাতে বুঝা যায় যে, ইংলণ্ডের বাজারে মার্কিন তূলার সহিত ভারতীয় তূলার বিলক্ষণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিয়াছিল। এই দ্বন্দ্বে কখন ভারতের, কখন বা আমেরিকার জয়লাভ হইয়াছে। আমেরিকার লম্বা আঁশযুক্ত তূলার আদর, আর ভারতের ছোট আঁশযুক্ত তূলার অনাদর ক্রমশঃই অধিক হইতে লাগিল। তাহার উপর ভারতের তূলায় অধিক ভেজাল দেওয়ায় অনাদর আরও বাড়িল। কিন্তু ইংরাজেরা এদেশে আমেরিকার মত তূলা প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এখানকার কৃষি ও পুষ্পসমিতির সভ্যগণ ও অন্যান্য অনেকে এই উদ্দেশে বিশেষ চেষ্টা করিলেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার নিকট আথড়া নামক স্থানে ৫০০ বিঘা জমি লইয়া কার্পাসের চাষ করা হইল। তিন বৎসর পরে দেখা গেল, কোন বিশেষ ফল হয় নাই। এজন্য উহা পরিত্যক্ত হইল। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা হইতে বীজ ও নূতন নূতন লাঙ্গল লইয়া দশজন পারদর্শী লোক ভারতে আনীত হইল; তন্মধ্যে তিন জন বোম্বাই, তিন জন মান্দ্রাজ, আর চারি জন বঙ্গদেশে প্রেরিত হইল। অনেক চেষ্টা হইল, কিন্তু শেষে কোন স্থায়ী ফল দর্শিল না। শেষে মার্কিন কার্পাসের বীজ এদেশের কৃষকগণকে দেওয়া হইল। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুদ্ধ বাধে। তাহাতে তথাকার

তুলার আমদানী বন্ধ হয়। ইংরাজেরা ভারতে যাহাতে আমেরিকার মত তুলা জন্মে, তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ভারতের তুলাও খুব কাটতি হইল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তিনকোটী টাকার কার্পাস মাত্র যাইত। কিন্তু ১৮৬৬ অব্দে ৩৭ কোটী টাকার তুলা রপ্তানি হইল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে, আমেরিকার বিসম্বাদ মিটিয়া গেল, অমনি রপ্তানি কমিয়া গেল, সে বৎসর ৮ কোটী টাকারও কম মাল রপ্তানি হয়।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইপ্রদেশে একজন ও মধ্যপ্রদেশে একজন কটন কমিসনর নিযুক্ত হইলেন। ঐ বর্ষে বোম্বাইয়ে তুলায় ভেজাল নিবারণের জন্য আইন হইল। শেষে বিদেশীয় বীজ ছাড়িয়া দিয়া যন্ত্র দ্বারা দেশীয় কার্পাসের উন্নতির চেষ্টা চলিতে লাগিল। সে চেষ্টা কতকটা ফলবতী হইয়াছে। এখনও বিলাতে ভারতের তুলার যথেষ্ট আদর আছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে যে যে দেশ হইতে যে পরিমাণ তুলার গাঁইট গিয়াছে, তাহার তালিকা দেওয়া গেল। আমেরিকা ১৬,৬৪,০১০, ভারত ১০,৬৩,৫৪০, ব্রেজিল ৪,০২,৭৬০, মিসর ২,১৯,৯২০, ও ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ দ্বীপপুঞ্জ ১,১২,১০০ গাঁইট। ভারতের তুলায় সের করা ৷৶৹ এগার আনা মূল্য পড়িয়াছে।

ভারতের তুলার আদর ইংলণ্ডে কমিয়াছে বটে, কিন্তু এখনও অনেক আছে। ইংলণ্ড ছাড়া য়ুরোপের অন্যান্য দেশেও ভারতের কার্পাস রপ্তানি হইয়া থাকে। গত ১৮৮৮।৮৯ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ১৭ লক্ষ, ইটালিতে ৭ লক্ষ, অষ্ট্রিয়ায় ৭ লক্ষ, বেলজিয়মে ৮ লক্ষ, ফ্রান্সে ৫ লক্ষ, চীনে ১ লক্ষ, জর্ম্মণিতে ১ লক্ষ ৯০ হাজার, রুষিয়ায় দেড় লক্ষ হন্দর কার্পাস তুলা রপ্তানি হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ড হইতে য়ুরোপের অন্যান্য দেশে উহা নীত হইতেছে। চীনে সর্ব্বত্রই তুলা জন্মে, তথাপি ভারতের কার্পাসে চীনের প্রয়োজন।

কার্পাস রপ্তানি করিবার জন্য তুলার গাঁইট প্রস্তুত করিতে হয়। আমদানী রপ্তানি কার্য্যে জাহাজের সুবিধা অসুবিধা দেখিতে হয়। জাহাজের খোলে অল্প স্থানের ভিতর যাহাতে অধিক মাল পাঠাইবার স্থানের সমাবেশ করিতে পারা যায়, তাহার জন্য নিয়ত চেষ্টা হইয়া থাকে। জাহাজের স্থান অনুসারে ভাড়া নির্ণীত হয়। মহাজনদিগকে স্থানের ভাড়া দিতে হয়, সুতরাং অল্প স্থানে যত অধিক মাল সম্ভব, তাহা পুরিবার চেষ্টা হয়। সেই উদ্দেশে তুলার গাঁইট যত ছোট করিতে পারা যায়, তাহার বিশেষ চেষ্টা হইয়া থাকে।

তুলার পরিমাণঅনুসারে গাঁইট ছোট বড় হয়। জাহাজের জন্য তুলার গাঁইট আরও ছোট করিতে হয়। এইজন্য এদেশে বিলাতী বাষ্পীয় কল প্রস্তুত হইয়াছে। এই কলের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ভারতে ২৪৯টী ঐরূপ কলের সংখ্যা ছিল।

ভারতের তুলা ইংলণ্ডে যায়। তাহাতে ইংলণ্ডের বহুতর কলে সে দেশের প্রয়োজন সাধিত হইতে লাগিল। কলের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। ইংলণ্ড দেশের প্রয়োজনের অধিক কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইল। ইংলণ্ডের বস্ত্র য়ুরোপের অন্যান্য দেশে যাইতে লাগিল। শেষে কলের বস্ত্রাদি ভারতেও প্রেরিত হইল। ভারতেও তাহার কাটতি হইল। ক্রমে মান্‌চেষ্টারের কলে ভারতের লোকের পরিধেয় বস্ত্রের অনুকরণ হইতে লাগিল। তাহা ইংলণ্ড হইতে ভারতে প্রেরিত হইল।—সামান্য লোকে স্বল্প মূল্য দিয়া তাহা ক্রয় করিয়া ব্যবহার করাতে ভারতের তাঁতি-কুলের ব্যবসায় ক্রমশঃ লোপ পাইবার অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে। ব্যবসামাত্রেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। বিলাতে মজুরির মূল্য অধিক, ভারতে কম। ভারত হইতে বিলাতে তুলা লইয়া গিয়া তথায় বস্ত্র প্রস্তুত করিয়া তাহা আবার ভারতে আনিতেও খরচ আছে। ভারতেই বস্ত্র বুনিবার কল প্রস্তুত করিলে এ সকল ব্যয় নিবারিত হইতে পারে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া ইংলণ্ডের লোক আসিয়া এদেশে কল করিবার ব্যবস্থা করিলেন। তাহাতে দেখা গেল যে ইংলণ্ড হইতে কল আনাইতে আর তাহা বসাইতে প্রথমতঃ ইংলণ্ডের কল অপেক্ষা ভারতের কলে অনেক অধিক খরচ হয়। কিন্তু তাহার পর আর সকলই সুবিধা। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে একটী সমিতি গঠিত হইল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে প্রথম কাপড়ের কল বসিল। সেই অবধি ইংরাজ ব্যবসায়িগণ ক্রমশঃ কলের সংখ্যা বাড়াইতেছেন। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতে ইতিমধ্যে ২৩টী ও বোম্বাইসহরে ৫২টী, ইন্দোরে ১টী, জব্বলপুরে ১টী, হিঙ্গনঘাটে ১টী, নাগপুরে ১টী, বুদনেবায় ১টী, আরঙ্গাবাদে ১টী, হয়দ্রাবাদে ১টী, কলবর্গায় ১টী, কানপুরে ৪টী, আগরায় ১টী, কলিকাতার নিকট ৭টী, মান্দ্রাজে ৪টী, বেল্লারিতে ১টী, কলিকাটে ১টী, কোয়েম্বাতুরে ১টী, তুঁতকুড়িতে ১টী, ত্রিনবল্লীতে ১টী, ত্রিবাঙ্কুরে ১টী, বাঙ্গালোরে ২টী, পুঁদিচারীতে ১টী। এই ১০৮টীর মধ্যে ৫০টীতে সূতা ও কাপড় উভয়ই প্রস্তুত হয়। ৫৩টীতে শুদ্ধ সূতা আর ৫টীতে শুদ্ধ কাপড় বোনা হয়। এই সমস্ত কলে ২২,১৫৬টী তন্ত্র এবং ২,৬৬৬৯,৯২২টি টাকু আছে। এইগুলিতে বৎসর ৪৩ লক্ষ মণ তুলা লাগে; ৫৩,৬৫৭ জন

পুরুষ, ১৮,৮৩১ জন স্ত্রীলোক, ১৫,৩০৯টী যুবা ও ৬৩৩৩ বালক-বালিকা নিযুক্ত আছে।

কার্পাস পরিষ্কারকরণ।—কার্পাস বৃক্ষ হইতে তূলা সংগ্রহ করিয়া তাহা পরিষ্কার করা হয়। তূলার মধ্যে মধ্যে অনেক বীজ জড়াইয়া থাকে, তাহা স্বতন্ত্র করা আবশ্যক। এইজন্য একটী সমতল প্রস্তরখণ্ডে বা সমতল স্থানে তূলাগুলি বিছাইয়া তাহার উপর একটী এক হস্ত দীর্ঘ লৌহ দণ্ড রাখিয়া তাহার উপর দাঁড়াইয়া পা দিয়া মাড়া হয়। তাহাতে বীজগুলি নিম্নে পড়ে আর পরিষ্কৃত তূলা উপরে থাকিয়া যায়। তূলা হইতে বীজ স্বতন্ত্র করিবার জন্য আর একপ্রকার কল দেখা যায়। তাহাকে খাউই বলে। উহা আকমাড়া কলের মত দুইটী লৌহ বা কাষ্ঠ নির্ম্মিত গোলাকার দণ্ড লম্বালম্বী এরূপ সংলগ্ন যে ঘুরাইলে দুইটাই গায়ে গায়ে লাগিয়া ঘুরিতে থাকে। এই দুইটীর মধ্যে একহস্তে অপরিষ্কৃত তূলা খাওয়াইতে হয়, আর অপর হস্তে কল ঘুরাইতে হয়। এইরূপ করিলে একদিকে বীজগুলি পড়িয়া যায়, অপরদিকে পরিষ্কৃত তূলা বাহির হয়। কোন কোন স্থানে ইহাকে চরকাও, কোথাও বা বেলনা বলে। আমেরিকায় এই উদ্দেশে স-জিন নামক একপ্রকার কলও গঠিত হইয়াছে। এদেশে তূলা পরিষ্কার করিবার একপ্রকার যন্ত্র আছে, তাহাকে ধুমুচি বলে। যাহারা উহা দিয়া তূলা পরিষ্কার করে, তাহাদিগকে ধুমুরি বলে। হিন্দুস্থানে উহারা 'পিঞ্জারী' নামে অভিহিত। বেরার প্রদেশে ঐ কাষ্ঠ খণ্ডটীর নাম কামান্। কামানে একটী তাঁত বেশ টান ভাবে বাঁধা। ধুমুরি সম্মুখে তূলারাশি রাখিয়া বামহস্তে কামানটী ধরিয়া ধুমুচির তাঁতটী তূলার মধ্যে রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে দস্তর নামক একটী দণ্ড দ্বারা তাঁতের উপর পুনঃ পুনঃ আঘাত করে, তাহাতে তাঁতসংলগ্ন তূলা পরিষ্কৃত হইতে থাকে।

কার্পাসবস্ত্র।—পূর্ব্বে বঙ্গদেশে পরিষ্কৃত তূলা লইয়া হস্ত দ্বারা তাহার আঁশগুলি স্বতন্ত্র করা হইত। একার্য্য প্রায় স্ত্রীলোকেরাই করিত। তূলা পিঁজা হইলে চরকা দ্বারা সূতা কাটা হইত। পূর্ব্বে বঙ্গের গৃহস্থমাত্রেরই ঘরে এক একটী চরকা থাকিত। গৃহস্থরমণীরা গৃহস্থালীর কর্ম্ম সারিয়া অবসর-কালে চরকায় বসিয়া সূতা কাটিতেন। সূতা নলীতে গুটান থাকিত। ভিন্ন ভিন্ন রকমের সূতার ভিন্ন ভিন্ন নলী থাকিত, বস্ত্রবয়ন তন্তুবায়জাতির কার্য্য ছিল। তন্তুবায়গণ গৃহস্থের বাটী হইতে নলী ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত। তন্তুবায়রমণীগণ খইয়ের মণ্ড দিয়া তাহাকে সুদৃঢ় করিত, ঐরূপ সুদৃঢ় করার নাম পাট করা। তন্তুবায়গণ ঐ পাটকরা সূতা তাঁতে চড়াইয়া বস্ত্রবয়ন করিত এবং এখনও করিয়া থাকে। পূর্ব্বে বঙ্গের সকল লোকের পরিধেয় এইরূপে প্রস্তুত হইত। বঙ্গদেশে স্থানে স্থানে সুন্দর সুন্দর কার্পাসবস্ত্র হইত ও তাহা সমাদরে বিদেশীয় বণিকগণ লইয়া গিয়া ধনোপার্জ্জন করিতেন। ঢাকায় সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রস্তুত হইত। এরূপ সূক্ষ্ম বস্ত্র আর কোথাও হইত না। নিম্নে কয়েকটীর নাম দেওয়া যাইতেছে।

১। মলমল—আবরোয়ান, তানজেব, মলমল—সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। সাবনাম, খাসা, ঝুনা, সরকার আলি, গঙ্গাজল ও তেরিন্দম এই কয়েক প্রকার দ্বিতীয় শ্রেণীর। বাফতা—যথা, হাম্মাম, ডিমটী, সান, জঙ্গলখাসা ও গলাবন্দ এইগুলি তৃতীয় শ্রেণীর বলিয়া গণ্য।

২। দোরিয়া—ডোরাকাটা, মসলিন্ (মিহিবস্ত্র), রাজ-কোট, ডাকাম, পাদশাহীদার, বুটিদার, কাগজাহি, কলাপাত।

৩। চারখানা—ছিট মসলিন্ ছয়প্রকার; যথা—নন্দনশাহী, আনারদানা, কবুতারখোপ, সাকুতা, বাছাদার ও কুর্শিদার।

৪। জামদানী—সাহেবেরা ইহাকে নয়ানসুখ বলিতেন। সাধারণত এগুলি বুটিদার হইত; যথা—সাবর্ণবুটী, ছাওয়াল, ফুবলিজাল, মেল, তেরছা।

এতদ্ব্যতীত ঢাকাই ধুতি, উড়ানি ও শাড়ী চিরপ্রসিদ্ধ।

কার্পাসের কত সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত হইতে পারে আর সেই সূতায় কত সৌখীন বস্ত্রবয়ন করা যাইতে পারে তাহা এই ঢাকাই তন্তুবায়গণ সুন্দররূপ দেখাইয়া গিয়াছে ও এখনও দেখাইতেছে, এ সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। মুসলমান বাদশাহগণের আমলে এই সকল বস্ত্রের যে বিশেষ আদর ছিল, তাহা উপরোক্ত নামগুলি দেখিলেই বুঝা যায়। কথিত আছে, আরঙ্গজেবের এক কন্যা এই ঢাকাই কাপড় পরিয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইলে পিতা তাহাকে আবরুহীনা বলিয়া ভৎর্সনা করেন। উত্তরে কন্যা বলি-লেন, "তবু আমি সাতপুরু কাপড় পরিয়াছি।" নবাব আলিবর্দ্দীখাঁর সময়ে এক তাঁতি একখানি ধোয়া কাপড় ঘাসের উপর শুকাইতে দেয়। তাহার গোরুটী ঘাস খাইতে আসিয়া সেখানে যে কাপড় শুকাইতেছে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাহার উপর ঘাস খাইতে গিয়া কাপড় শুদ্ধ খাইয়া ফেলে। মিহির (সূক্ষ্মতার) পরিচয় অধিক আর কি হইবে। এই সকল সূক্ষ্মবস্ত্র প্রস্তুত করিতে অনেক সময় লাগে। ২০ হস্ত দীর্ঘ ও দুই হস্ত প্রস্থ এরূপ সূক্ষ্ম বস্ত্র বুনিতে ৫।৬ মাস লাগে। তাহাও গ্রীষ্মের সময় বুনিবার যো নাই। বর্ষাকালেই ঐরূপ কার্পাসবস্ত্র বুনিবার উত্তম সময়। উহার মূল্য ৩০০৲, ৪০০৲ টাকার কম নহে। যে সকল

স্ত্রীলোক এই সকল সূক্ষ্ম সূত্র কাটিত, তাহারা অনেকেই মরিয়াছে। দুই একজন এখনও আছে। এখন ঐ সকল বস্ত্রের আদৌ আদর নাই; আর যে কখন হইবে তাহার আশাও নাই। এখন বিলাতী কলের কাপড়ে দেশ ভরিয়া গিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে দেশের লোক এখনও দেশীয় কার্পাসবস্ত্র পরিধান করিতেছেন, তাই এখনও বঙ্গদেশে ঢাকা, ফরাসডাঙ্গা, সিমলা, শান্তিপুর, কলমি, বরাহনগর, কৈকালা, শ্রীরামপুর, সাতখিরা, চন্দ্রকোণা, নবাশন, দোগাছি, পাবনা প্রভৃতি স্থানে দেশী ধুতি, উড়ানি ও শাটী বোনা হইয়া থাকে। কিন্তু ইংলণ্ড হইতে সূতা আসে। পূর্ব্বে এদেশে বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া বিদেশে রপ্তানি হইত। এখন কেবল তুলা রপ্তানি হয়। সুতরাং যাহারা বস্ত্র বুনিত, তাহারা অনেকে অন্নহীন বা অন্য ব্যবসায়-আশ্রিত। বঙ্গদেশের ধুতি, উড়ানি, শাটী ব্যতীত কার্পাসের অন্যান্য দ্রব্যাদি এখনও প্রস্তুত হয়, যথা দরি বা সতরঞ্জী, একসূতি মলমল, চারখানা, গুশি ও লুঙ্গি। দ্বারভাঙ্গা অঞ্চলে কোকটী নামক একজাতীয় বস্ত্র প্রস্তুত হয়। বর্দ্ধমান অঞ্চলে মশারির থান, রঙ্গপুর দিনাজপুর প্রভৃতি স্থানে কোটা, মাগনা, নিমজা, লুঙ্গি, চারখানা নামক বহুবিধ ছিট, ডোরাকাটা বস্ত্র, মশারির থান প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আসাম প্রদেশে এখনও দেশী কার্পাস হইতে দেশী বস্ত্র তৈয়ার হয়। স্ত্রীলোকেরাই সূতা কাটে ও বস্ত্র বয়ন করে। তবে এখানেও বিলাতী বস্ত্রের আদর ক্রমশঃই বাড়িতেছে। ইহাদের বর কাপড়, খনিয়া কাপড়, পরিধিয়া কাপড়, গামছারিহা ও মেখলা নামক বস্ত্রগুলি কার্পাস হইতে প্রস্তুত হয়। মণিপুরে পটসস, তামিয়েন, খিনডইনী ও সোঙ্গনামীয় বস্ত্রগুলি কার্পাস হইতে প্রস্তুত। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে সেকেন্দ্রাবাদ ও বুলন্দসহরে উত্তম মসলিন্ (মিহি কাপড়) তৈয়ার হয়। উহার পাড় স্বর্ণসূত্রে বোনা হয়। পাগড়িতেই উহার অধিক ব্যবহার। সেকেন্দ্রাবাদের দোপাট্টাও অতি সুন্দর। আজিমগড়ে একপ্রকার মসলিন্ হয়, নেপালে তাহার কাট্‌তি অধিক। অযোধ্যার সরবতি, মলমল, আধি ও তারন্দম নামক সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রসিদ্ধ। রায় বেরিলি জেলায় জৈ নামক স্থানে, কাশীতে ও ফয়জাবাদের তাণ্ডা নামক স্থানে অতি চমৎকার সূক্ষ্ম মসলিন্ প্রস্তুত হয়। কিন্তু অযোধ্যার অধঃপতন হইতে সে সকল কারুকার্য্যেরও অধঃপতন হইয়াছে। রামপুরের কার্পাসনির্ম্মিত খেস সেদিন কলিকাতার প্রদর্শনীতে পুরস্কৃত হইয়াছে। মুরাদাবাদ, প্রতাপগড়, কানপুর, ললিতপুর, শাহাপুর, মিসাউলি, আলিগড়, ঝাঁসির অন্তর্গত মাউ, আজিমগড়ের অন্তর্গত মাউ, শাহারনপুর, মিরাট ও আগ্রা অঞ্চলে নানাবিধ কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হয়। উহাদের অনেকগুলি এখনও বিদেশে রপ্তানি হয়। এতদ্ব্যতীত গারহা, গাজি ও খুঞ্জিবোড়া নামক কার্পাস বস্ত্র উত্তর-পশ্চিমের প্রায় সকল স্থানেই প্রস্তুত হয়। দেশের সামান্য লোকেরা অধিকাংশই এই বস্ত্র ব্যবহার করে।

পঞ্জাব প্রদেশে পূর্ব্বে একপ্রকার মসলিন্ হইতে সুন্দর পাগড়ি প্রস্তুত হইত। সে কাপড় এখন আর দেখা যায় না। হুসিয়ারপুর, সিরসা, জালন্ধর, লুধিয়ানা, সাপুর, গুরুদাসপুর ও পাতিয়ালায় এখনও পাগড়ির কাপড় প্রস্তুত হয়, কিন্তু উহা আর পূর্ব্বের মত উৎকৃষ্ট নহে। রোহতকে তাঞ্জেব নামক একপ্রকার অপেক্ষাকৃত উৎকৃষ্ট মসলিন্ দেখা যায়। জালন্ধরে খাটি নামক মার্কিনের মত পুরু কাপড় হয়। ইহার উপর একপ্রকার কারুকার্য্য আছে। বুলবুল পক্ষীর চক্ষুকে আদর্শ করিয়া উহা বোনা হয় বলিয়া ইহাকে "বুলবুল চসম্" বলে। এখন এই শিল্প লোপ পাইতেছে। এখন কেবল খেস, লুঙ্গি ও গুশি নামক মিহি ও দোসূতি, গাড়হা ও গাজি নামক মোটা কাপড় দেখিতে পাওয়া যায়। রাজপুতনাতেও শেষোক্ত চারি প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হয়। গোয়ালিয়রের অন্তর্গত চান্দেরি নামক স্থানে যে মসলিন্ তৈয়ার হয়, তাহা উৎকৃষ্ট। ইন্দোরে যাহা হয়, তাহাও বড় মন্দ নহে। দেবাস রাজ্যের অন্তর্গত সারঙ্গপুরে ধুতি, শাটী ও পাগড়ি প্রস্তুত হয়।

মধ্যপ্রদেশে নাগপুর, ভাণ্ডারা ও চান্দা জেলায় এখনও কার্পাসের সূক্ষ্ম সূতা প্রস্তুত হয় ও তাহাতে বস্ত্র তৈয়ার হয়। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে, চান্দাপ্রদেশে একটী প্রদর্শনী হয়, তাহাতে হস্তনির্ম্মিত (কলের নহে) সূতা প্রদর্শিত হইয়াছিল। ঐ সূতা এত সূক্ষ্ম যে উহার অর্দ্ধসেরের মাত্র ৫৮ ক্রোশ দীর্ঘ। নাগপুরে তূলার কল হওয়াতে ঐ শিল্পের অনেক গৌরব গিয়াছে। কিন্তু কলের সূতা, এখনও তত উৎকৃষ্ট হয় নাই। এইজন্য গৌরব একেবারে যায় নাই। দেশী বস্ত্র অধিক দিন স্থায়ী হয় বলিয়া সেখানকার দরিদ্র লোকে বিলাতী অপেক্ষা দেশী বস্ত্রেরই অধিক আদর করে। হোসঙ্গাবাদে দেশী বস্ত্রের ব্যবসা বরং বাড়িতেছে।

দাক্ষিণাত্যের হায়দ্রাবাদ অঞ্চলে রাইচুর প্রদেশে খাকিরজের মোটা কাপড় ও নন্দের প্রদেশে মিহি মসলিন্ তৈয়ার হয়। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে আরনি নামক স্থানের মিহি মসলিন্ অতি উৎকৃষ্ট।

বোম্বাই প্রদেশে বিলাতী কাপড়ের বিলক্ষণ আদর হইলেও

এখনও গ্রামে গ্রামে দেশী মোটা কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হইতে দেখা যায়। সামান্য লোক মোটা মোটা শাড়ী ও পাগড়ির বিশেষ আদর করে।

অনেক স্থানে কার্পাসের সূতার সহিত রেশম বা পশমের সূতা মিশ্রিত করিয়া রকম রকম কাপড় তৈয়ার হয়। কোথাও কোথাও কার্পাসবস্ত্রে রেশমের পাড় দেওয়া হয়। কোথাও রেশমের ফুল, জরির ফুল ছুঁচে তোলা, কোথাও বা বোনা হয়। উহার নানাপ্রকার নাম আছে। যথা—কারচোপ, কাল্লাবর্ত্ত, কারচিকন বা চিকন, কামদানী ও জামদানী। জামদানীর আবার অনেক প্রকার ভেদ আছে। যথা—করেলা, তোড়াদার, বুটিদার, তেরচা, জলবার, পান্নাহাজারা ইত্যাদি।

কার্পাসবস্ত্রের উপর ফুলকাটা নানাবিধ বস্ত্র কলিকাতার নিকট প্রস্তুত হয়, সেই সকল বস্ত্র কলিকাতার নিকট হাবড়ার হাটেই অধিক বিক্রীত হইয়া থাকে।

কার্পাসনির্ম্মিত বস্ত্রের উপর বিবিধ রং করা হয় ও তাহার উপর নানা প্রকার ছাপ দেওয়া হইয়া থাকে।

কার্পাসবস্ত্র প্রথম কলিকাট হইতে লইয়া যাইত বলিয়া ইংরাজেরা তাহার কেলিকো (Calico) নাম দিয়াছিলেন। রং করার নাম কেলিকো-ডাইং (Calico-dying) আর ছাপ দিয়া ছিট প্রস্তুত করার নাম (Calico printing) কেলিকোপ্রিণ্টিং। কার্পাসবস্ত্রে রং করা বঙ্গদেশে বড় একটা দেখা যায় না। কিন্তু পশ্চিমের লোক কলিকাতায় আসিয়া কাপড় রঙ্গ করা ও কাপড়ে ছাপ দেওয়ার ব্যবসা খুলিয়াছে। কোন কোন কাপড়ের উপর সোনালির ছাপও দেওয়া হইয়া থাকে। ছাপ দিয়া নানাবিধ ছিট তৈয়ার হয়। ছিটের কাপড়ে রেজাই, লেপের খোল, তোষক, পালঙ্গপোষ, জাজিম, সামিয়ানা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। রং করা কাপড়ের মধ্যে নালু অতি উৎকৃষ্ট। ছোপান কাপড়ের মধ্যে চুমুরি নামক কাপড় অধিক দেখা যায়।

এ দেশে রজকেরাই কার্পাসবস্ত্র ধোলাই করিয়া থাকে। বঙ্গীয় রজকদিগের মধ্যে ঢাকা, ফরাসডাঙ্গা ও শান্তিপুরের রজকগণ কার্পাসবস্ত্র অতি সুন্দর ধোলাই করিতে পারে। কিন্তু বঙ্গদেশে ধোলাইকারী রজকের সংখ্যা ক্রমশঃ কমিতেছে। হিন্দুস্থানী ও উড়িয়া রজক আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিতেছে।

বিলাতী কলের প্রভাবে দেশস্থ কার্পাসশিল্প ক্রমশঃ লোপ হইতেছে। এখনও যাহা আছে ক্রমে তাহাও থাকিবে না এরূপ সম্ভাবনা দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব্বে কার্পাসবস্ত্র দেশের প্রয়োজন সাধিয়া উদ্বৃত্ত হইয়া বিদেশে রপ্তানি হইত। এখন সেকাল গিয়াছে। এখন শিল্পী অন্নহীন।

ভাবপ্রকাশ মতে—কার্পাস বৃক্ষের গুণ—লঘু, ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য, মধুররস ও বায়ুনাশক। কাপাসের পাতা—বায়ুনাশক, রক্তকারক ও মূত্রবর্দ্ধক। ইহার কল—পিড়কা, আনাহ ও পূষস্রাবনাশক। বীজ—স্তন্যদুগ্ধবর্দ্ধক, শুক্রবর্দ্ধক, স্নিগ্ধ, কফকারক ও গুরু।

২ (ত্রি) কর্পাস্যা বিকারঃ অবয়বো বা, কর্পাসী-অণ্ (বিল্বাদিভ্যো ঽণ্। পা ৪।৩।১৩৬।) কার্পাসজাত বস্ত্রাদি। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ফাল ও বাদর।

(“রঙ্কুং বস্ত্রমকার্পাসমাবিকং মৃদু চাজিনম্।” ভারত ২৫০।২৪)

কার্পাসক (পুং, স্ত্রী) কার্পাস-স্বার্থে কন্। কাপাস গাছ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কার্পাস, কার্পাসী, তুণ্ডকেরী ও সমুদ্রান্তা।

কার্পাসধেনু (স্ত্রী) কার্পাসবস্ত্রনির্ম্মিতা ধেনুঃ, মধ্যলো°। দানের জন্য কার্পাসাদিনির্ম্মিত ধেনু। বরাহপুরাণোক্ত ইহার দানবিধি যথা—“বিষুবসংক্রান্তিদিনে, যুগজন্মদিনে, গ্রহপীড়া, দুঃস্বপ্নদর্শন ও অরিষ্টদর্শনাদি অমঙ্গল ঘটিলে, পবিত্র দেবালয়ে অথবা বিশুদ্ধ গোচারণস্থলে গোময় দ্বারা দানস্থান লেপন করিয়া তাহার উপরে কুশ তিল বিস্তারিত করিতে হইবে, তৎপরে তাহার মধ্যস্থলে ধেনু স্থাপন করিয়া বস্ত্র, মাল্য, অনুলেপন, নৈবেদ্য ও ধূপদীপাদি দ্বারা পূজা করিবে। অনন্তর কুশহস্তে দানমন্ত্র পাঠ করিয়া, শ্রদ্ধাসহকারে তাহা দ্বিজাতিকে প্রদান করিতে হইবে। এই কার্পাসধেনু ৪ ভার বস্ত্র দ্বারা নির্ম্মিত হইলে উত্তম, ২ ভার দ্বারা নির্ম্মিত হইলে মধ্যম এবং ১ ভার দ্বারা নির্ম্মিত হইলে অধম বলিয়া গণ্য। এই পরিমাণের চতুর্থাংশ দ্বারা বৎস প্রস্তুত করিতে হয়। এই ধেনুর দন্তসকল নানাবিধ ফল দ্বারা, ক্ষুরসমূহ রৌপ্য দ্বারা এবং শৃঙ্গ স্বর্ণদ্বারা নির্ম্মাণ করিবে, তাহার গর্ভস্থল বিবিধ রত্নপূর্ণ করিতে হইবে। এইরূপ যথাবিধি ধেনুদান করিলে অন্তিমে ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি হয়।”

কার্পাসনাসিকা (স্ত্রী) কার্পাসস্য নাসিকা ইব, উপমি। তর্কু, টেকো।

কার্পাসপর্ব্বত (পুং) কার্পাসবস্ত্রনির্ম্মিতঃ পর্ব্বতঃ, মধ্যলো°। দানের নিমিত্ত কার্পাসবস্ত্রনির্ম্মিত পর্ব্বত। ব্রহ্মাণ্ড উপপুরাণে ইহার দানবিধানাদি এইরূপ লিখিত আছে—“দেবালয় প্রভৃতি পবিত্রস্থানের কিয়দংশ গোময়লিপ্ত করিয়া তাহাতে কুশ ও তিল বিস্তারিত করিবে, তৎপরে তাহার মধ্যদেশে কার্পাসবস্ত্রনির্ম্মিত পর্ব্বত স্থাপন করিয়া, যথাবিধি পূজাবসানান্তে কুশহস্তে দানমন্ত্রপাঠপূর্ব্বক দ্বিজাতিকে দান করিতে হইবে।

[illegible] কার্পাসপর্ব্বত বিশেষতি তার হইলে উত্তম, [illegible] মধ্যম এবং পঞ্চভার অধম বলিয়া গণ্য। ইহাতে বিবিধ [illegible] প্রভৃতি নানাপ্রকার ওষধি ও রস সন্নিবিষ্ট করিতে হয়। কার্পাসপর্ব্বতের চারিদিকে স্বর্ণশিখর, বিবিধ রত্ন এবং নানাপ্রকার ভক্ষ্যভোজ্যযুক্ত চারিটি কুলাচল স্থাপন করিয়া দান করাই বিধি। এইরূপ দান করিলে স্বীয়বংশ উদ্ধার হয়।"

কার্পাসসৌত্রিক (ত্রি) কর্পাসসূত্রেণ নির্ব্বৃত্তঃ, কর্পাসসূত্র ঠক্, দ্বিপদবৃদ্ধিঃ। কার্পাসের সূত্রনির্ম্মিত বস্ত্রাদি।

কার্পাসাস্থি (ক্লী) কার্পাসানাং অস্থি, ৬তৎ। কার্পাস-বীজ। ভাবপ্রকাশোক্ত ইহার গুণ—স্তনদুগ্ধবর্দ্ধক, শুক্র-কারক, স্নিগ্ধ, কফকারক ও গুরু।

কার্পাসিক (ত্রি) কার্পাসাজ্জাতম্, কার্পাস-ঠক্। কাপাস দ্বারা নির্ম্মিত।

কার্পাসিকা (স্ত্রী) কার্পাসী-স্বার্থে কন্-টাপ্, পূর্ব্বহ্রস্বঃ। কাপাসের গাছ, কার্পাসী।

কার্পাসী (স্ত্রী) কার্পাস-জাতিত্বাৎ ঙীষ্। কাপাস গাছ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বদরা, তুণ্ডিকেরী, সমুদ্রান্তা, সারিণী, চব্যা, তূলা, গুড়, তুণ্ডকেরিকা, মরুদ্ভবা, পিচু ও বাদর। [গুণাদি কার্পাস শব্দে দেখ।]

কার্ম্ম (ত্রি) কর্ম্মস্থ শীলং অস্য, ছত্রাদিত্বাৎ ণঃ। নিপাতনাৎ সাধুঃ (কার্ম্মস্তাচ্ছীল্যে। পা ৬। ৪। ১৭২।) ১ ফলের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া যে কর্ম্ম করে। ২ কর্ম্মশীল।

কার্ম্মণ (ক্লী) কর্ম্মএব, কর্ম্ম-স্বার্থে অণ্ (তদ্‌যুক্তাৎ কর্ম্মণো ঽণ্। পা ৫। ৪। ৩৬।) ১ মূলকর্ম্ম, ঔষধাদির মূল দ্বারা যে ত্রাসন, উচাটন, মারণ, বশীকরণ প্রভৃতি কার্য্য করা হয়, তাহাকেই কার্ম্মণ কহে। ২ মন্ত্রতন্ত্রাদি যোগ। ৩ (ত্রি) কর্ম্মসাধ্যত্বেন অস্ত্যস্য, কর্ম্মন্-অণ্। কর্ম্মদক্ষ।

(কার্ম্মণং মন্ত্রতন্ত্রাদিযোজনে কর্ম্মঠেঽপি চ। মেদিনী।)

কার্ম্মণেয়ক (পুং ক্লী) জনপদবিশেষ।

কার্ম্মার (পুং) কর্ম্মারএব, কর্ম্মার-স্বার্থে অণ্। ১ কর্ম্মকার, কামার। ২ (কর্ম্মারস্য অপত্যম্) কর্ম্মকারের পুত্র।

কার্ম্মারক (ত্রি) কর্ম্মারেণ কৃতম্, কর্ম্মার-বুঞ্ (কুলালাদিভ্যো বুঞ্। পা ৪। ৩। ১১৮।) কর্ম্মকারকৃত কার্য্য, কর্ম্মকার যাহা প্রস্তুত করিয়াছে।

কার্ম্মার্য্য (পুং) কর্ম্মারস্য অপত্যম্, কর্ম্মার-ষ্যঞ্। ১ কর্ম্মকারের পুত্র। ২ (ত্রি) কর্ম্মারস্য ইদম্। কর্ম্মকারসম্বন্ধীয়।

কার্ম্মার্য্যায়ণি (পুং) কর্ম্মারস্য অপত্যম্, কর্ম্মার-ফিঞ্ (কৌশল্যকার্ম্মার্য্যাভ্যাঞ্চ। পা ৪। ১। ১৫৫।) নিপাতনাৎ কার্ম্মার্য্যাদেশঃ। কর্ম্মকারপুত্র।

কার্ম্মিক (ত্রি) কর্ম্মণা [illegible] নির্বৃত্তম্, কর্ম্ম-ঠক্। চিত্রিত বস্ত্র; যে বস্ত্রে নানাবর্ণের সূত্র দ্বারা চক্রবর্ত্তিকাদি চিহ্নে চিত্রিত করা হয়, (মিতাক্ষরা)

("কার্ম্মিকে রোমবদ্ধে চ ত্রিংশদ্ভাগক্ষয়ো মতঃ।"
যাজ্ঞবল্ক্য ২। ১৮৩।)

কার্ম্মিক্য (ক্লী) কর্ম্মিকস্য ভাবঃ কার্ম্মিক-যক্ (পত্যন্তপুরোহিতাদিভ্যো যক্। পা ৫। ১। ১২৮) কর্ম্মশীলতা, পরিশ্রম।

কার্ম্মুক (ক্লী) কর্ম্মণে প্রভবতি, কর্ম্মন্-উকঞ্ (কর্ম্মণ উকঞ্। পা ৫। ১। ১০৩।) ১ ধনুঃ। (পুং) ২ কার্ম্মুকং ধনুঃ সাধ্যত্বেন অস্ত্যস্য, কার্ম্মুক-অচ্। বাঁশ। ৩ (ত্রি) কার্য্যক্ষম।

(কার্ম্মুকং ধনুষি স্ত্রাণ্ বেণৌ কর্ম্মক্ষমে ত্বষবৎ। মেদিনী।)

৪ শ্বেতখদির। ৫ হিজ্জল। ৬ মহানিম্ব। ৭ মেষ প্রভৃতির মধ্যে নবমরাশি।

("কার্ম্মুকস্থ পরিত্যজ্য ঋষং সংক্রমতে রবিঃ।
প্রভাতে চার্দ্ধরাত্রে চ স্নানং কুর্য্যাৎ পরেঽহনি॥"
কালমাধবধৃত ভবিষ্য।)

৮ (ত্রি) ক্রমুকস্য ইদম্, ক্রমুক-অণ্। শ্বেতখদিরসম্বন্ধীয়। ৯ তূলা ধুনিবার যন্ত্র, আচড়া।

কার্ম্মুকভৃৎ (ত্রি) কার্ম্মুকং বিভর্ত্তি, কার্ম্মুক-ভৃ-কিপ্। ধনুর্দ্ধারী।

কার্ম্মুকাসন (ক্লী) আসনবিশেষ। "পদ্মাসন করিয়া, দক্ষিণ হস্ত দ্বারা বামপদের অঙ্গুলিদ্বয় এবং বামহস্ত দ্বারা দক্ষিণপদের অঙ্গুলিদ্বয় ধারণ করিলে কার্ম্মুকাসন হয়।" (রুদ্রযামল)

কার্ম্মুকী [ন্] (পুং) কার্ম্মুকং অস্ত্যস্য, কার্ম্মুক-ইনি। ধনুর্দ্ধারী।

কার্য্য (ক্লী) ক্রিয়তে যৎ তৎ, কৃ-ণ্যৎ (ঋহলোর্ণ্যৎ। পা ৩। ১। ১২৪।) ততো বৃদ্ধিঃ। ১ কাজ; যাহা লক্ষ্য করিয়া কর্ত্তা প্রবর্ত্তিত হয়। ২ কর্ত্তব্য, করিবার উপযুক্ত। ৩ হেতু। ৪ প্রয়োজন। ৫ ঋণাদি বিবাদ।

("নোৎপাদয়েৎ স্বয়ং কার্য্যং রাজা নাপ্যস্য পুরুষঃ।" মনু ৮।৪৩।
'কার্য্যং ঋণাদিবিবাদম্।' কুল্লুকঃ।)

৬ অপূর্ব্ব। ৭ উদ্দেশ্য। ৮ ব্যাকরণোক্ত আদেশ প্রত্যয়। ৯ আরোগ্য। ১০ (ভাবে ণ্যৎ) কর্ম্ম, ব্যাপার। ১১ জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত জন্ম লগ্ন হইতে দশমস্থানের নাম।

("কার্য্যাধীশঃ স্বগৃহে বুধগুরুকবিভিঃ সংযুতো বীক্ষিতো বা।"
জাতক।)

১২ প্রাগভাবের প্রতিযোগী উৎপত্তিবিশিষ্ট, জন্য, যথা—বস্ত্র প্রভৃতি। [কর্ম্ম দেখ।]

কার্য্যকর (ত্রি) কার্য্যং করোতি, কার্য্য-কৃ-ট। যে কার্য্য নির্ব্বাহ করে।

কার্য্যকর্ত্তা [তৃ] (পুং) কার্য্যং করোতি, কার্য্য কৃ-তৃচ্। কার্য্যকারক।

কার্য্যকারক (ত্রি) কার্য্যং করোতি, কার্য্য-কৃ-ণ্বুল্। কার্য্যকর।

কার্য্যকারণ (ক্লী) কার্য্যঞ্চ কারণঞ্চ দ্বয়োঃ সমাহারঃ। মিলিত কার্য্য ও কারণ।

কার্য্যকারণতা (স্ত্রী) কার্য্যকারণয়োর্ভাবঃ, কার্য্যকারণ-তল্। কার্য্য ও কারণ উভয়ের পরস্পরাপেক্ষী ধর্ম্ম। যেমন ঘট ও দণ্ড উভয়ের ধর্ম্ম—ঘট দণ্ডের কার্য্য এবং দণ্ড ঘটের কারণ। সুতরাং ঘট ও দণ্ডে পরস্পরের কার্য্যকারণতা-ধর্ম্ম অবস্থিত আছে।

কার্য্যকারণভাব (পুং) কার্য্যঞ্চ কারণঞ্চ তয়োর্ভাবঃ, ৬তৎ। কার্যকারণতা।

কার্য্যকারী [ন্] (পুং) কার্য্যং করোতি, কার্য্য-কৃ-ণিনি। কার্য্যকারক।

কার্য্যকাল (পুং) কার্য্যাণাং উপযুক্তঃ কালঃ, মধ্যলো°। কার্য্যের উপযুক্ত সময়।

কার্য্যকুশল (ত্রি) কার্য্যেষু কুশলঃ দক্ষঃ, ৭তৎ। কার্য্যদক্ষ, যে উত্তমরূপে কার্য্য সম্পাদন করে।

কার্য্যক্ষম (ত্রি) কার্য্যেষু ক্ষমঃ সমর্থঃ, ৭তৎ। কার্য্যসম্পাদনে ক্ষমতাযুক্ত।

কার্য্যগুরুতা (স্ত্রী) কার্য্যাণাং গুরুতা গৌরবম্, ৬তৎ। কার্য্যের গুরুত্ব, কার্য্যের নিতান্ত আবশুকতা।

কার্য্যগৌরব (ক্লী) কার্য্যাণাং গৌরবম্, ৬তৎ। কার্য্যগুরুতা।

কার্য্যচিন্তক (ত্রি) কার্য্যং চিন্তয়তি, কার্য্য-চিন্তি-ণ্বুল্। কর্ত্তব্য বিষয়ে চিন্তাকারক।

কার্য্যচিন্তা (স্ত্রী) কার্য্যস্ত কার্য্যেষু বা চিন্তা, ৬ বা ৭তৎ। ১ কার্য্যের চিন্তা। ২ কর্ত্তব্য বিষয়ে চিন্তা।

কার্য্যচ্যুত (ত্রি) কার্য্যাৎ চ্যুতঃ ভ্রষ্টঃ, ৫তৎ। কার্য্যভ্রষ্ট, নির্দ্দিষ্ট কার্য্য হইতে যে পরিত্যক্ত হয়।

কার্য্যত্ব (ক্লী) কার্য্যস্ত ভাবঃ, কার্য্য-ত্ব (তস্ত ভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫।১।১১৯।) কর্ত্তব্যতা।

কার্য্যদর্শক (ত্রি) কার্য্যাণাং দর্শকঃ, ৬তৎ। ১ কার্য্যের তত্ত্বাবধায়ক। ২ কার্য্যের পরীক্ষক।

কার্য্যদর্শন (ক্লী) কার্য্যাণাং দর্শনম্, ৬তৎ। ১ কার্য্যের তত্ত্বাবধান। ২ কার্য্যপরীক্ষা।

কার্য্যদর্শী [ন্] (ত্রি) কার্য্যং পশ্যতি, ইদং সম্যক্ কৃতং ইদমসম্যগিতি বিবেচয়তি, কার্য্য-দৃশ-ণিনি। কার্য্যদর্শক, কাজ ভালরূপে সম্পন্ন হইতেছে কিনা যে ব্যক্তি তাহা দেখে; তত্ত্বাবধায়ক।

কার্য্যদ্বেষ (পুং) কার্য্যে কর্ত্তব্যানিষ্পাদনে দ্বেষ অনিচ্ছা, ৭তৎ। ১ কার্য্য করিতে অনিচ্ছা। ২ আলস্ত।

কার্য্যনির্ণয় (পুং) কার্য্যস্ত নির্ণয়ঃ স্থিরীকরণম্, ৬তৎ। নিশ্চয়রূপে কার্য্য স্থির করা।

কার্য্যনির্ব্বাহক (ত্রি) কার্য্যং নির্ব্বাহয়তি সম্পাদয়তি, কার্য্য-নির্-বহ-ণ্বুল্। যে কার্য্য নির্ব্বাহ করে, কার্য্যসম্পাদক।

কার্য্যনিষ্পত্তি (স্ত্রী) কার্য্যস্ত নিষ্পত্তিঃ সমাধানম্, ৬তৎ। কার্য্যসমাধা, কাজশেষ হওয়া।

কার্য্যপটু (ত্রি) কার্য্যে কার্য্যকরণে পটুঃ নিপুণঃ ৭তৎ। কার্য্যকুশল, যে অতি নিপুণতার সহিত কার্য্য করে।

কার্য্যপুট (পুং) কার্য্যাৎ কর্ত্তব্যে ন পুটতি লিপ্যতি কারি-পুট-ক। ১ ক্ষপণক, বৌদ্ধসন্ন্যাসিবিশেষ। ২ উন্মত্ত। ২ অনর্থকারক। (কার্য্যপুটঃ ক্ষপণোন্মত্তানর্থকরেষু চ। মেদিনী।)

কার্য্যপ্রদ্বেষ (পুং) কার্য্যং প্রদ্বেষ্টি অনেন, কার্য্য-প্র-দ্বিষ-করণে ঘঞ্। ১ আলস্ত। ২ কার্য্যে অত্যন্ত অনিচ্ছা।

কার্য্যপাত্র (ক্লী) কার্য্যেষু উপযোগিপাত্রম্, মধ্যলো°। কার্য্যে আবশুক পাত্র।

কার্য্যপ্রেষ্য (ত্রি) কার্য্যেষু প্রেষ্যঃ, ৭তৎ। ১ কার্য্যসম্পাদন জন্য নিযুক্ত করিবার উপযুক্ত। ২ দূত।

কার্য্যভাজন (ক্লী) কার্য্যেষু উপযোগি ভাজনম্, মধ্যলো°। কার্য্যে উপযোগী।

কার্য্যভ্রষ্ট (ত্রি) কার্য্যাৎ ভ্রষ্টঃ, ৫তৎ। কার্য্যচ্যুত, যাহার আর কার্য্য করিবার অধিকার নাই।

কার্য্যবত্তা (স্ত্রী) কার্য্যবতো ভাবঃ, কার্য্যবৎ-তল্ (তস্ত ভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫।১।১১৯।) কার্য্যবিশিষ্টতা, কার্য্যবানের ধর্ম্ম।

কার্য্যবত্ত্ব (ক্লী) কার্য্যবতো ভাবঃ, কার্য্যবৎ-ত্ব। (তস্ত ভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫।১।১১৯।) কার্য্যবত্তা।

কার্য্যবশ (পুং) কার্য্যস্ত বশঃ বশুতা। ১ কার্য্যের অনুরোধ। ২ (ত্রি) কার্য্যের বশীভূত, কার্য্যনির্ব্বাহজন্য আবদ্ধ।

কার্য্যবস্তু (ক্লী) কার্য্যার্থং বস্তু, মধ্যলো°। কার্য্য নিষ্পাদন জন্য আবশুক দ্রব্য।

কার্য্যবান্ [ৎ] (পুং) কার্য্যমস্ত্যস্তি, কার্য্য-মতুপ্ মস্ত বঃ। কার্য্যবিশিষ্ট, কার্য্যে আবদ্ধ।

কার্য্যবিপত্তি (স্ত্রী) কার্য্যেষু বিপত্তিঃ, ৭তৎ। কার্য্য সম্পাদন বিষয়ে যে সকল বিপদ্ উপস্থিত হয়।

কার্য্যশাব্দিক (ত্রি) কার্য্যঃ শব্দ ইত্যাহ, কার্য্য-শব্দ-ঠক্ (তদাহেতি মা শব্দাদিভ্য উপসংখ্যানম্। পা ৪।৪।১। বা ১।) 'কার্য্যং শব্দঃ' এইরূপ বাক্যবাদী নৈয়ায়িকবিশেষ; ইহারা শব্দের অনিত্যতা স্বীকার জন্ত এইরূপ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন।

কার্য্যশেষ (পুং) কার্য্যস্য শেষঃ, ৬তৎ। ১ আরব্ধ কার্য্যের নিষ্পত্তি। ২ কার্য্যের অবশিষ্ট অংশ।

কার্য্যসন্দেহ (পুং) কার্য্যে কার্য্যস্য নিষ্পত্তিবিষয়ে সন্দেহঃ, ৭তৎ। কার্য্য নিষ্পত্তিবিষয়ক অনিশ্চয়তা।

কার্য্যসম (পুং) ন্যায়মতে চতুর্ব্বিংশতিজাতির অন্তর্গত জাতিবিশেষ। লক্ষণ যথা—

"প্রযত্নকার্য্যানেকত্বাৎ কার্য্যসমঃ।" (ন্যায় সূ ৫।১।৩৭।)

প্রযত্নসম্পাদনীয় বস্তু অনেক বলিয়া কার্য্যসম নামক কার্য্যবিশেষ জাতি হয়। যেমন "শব্দো ঽনিত্যঃ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাৎ ইত্যাদি।" মীমাংসকগণ শব্দকে নিত্য স্বীকার করেন; যেহেতু তাঁহাদের মতে শব্দের উৎপত্তি হয় না, কিন্তু কোন বস্তুতে আঘাত লাগিলে সেই আঘাত দ্বারা শব্দের প্রকাশ হয় মাত্র। কিন্তু নৈয়ায়িকগণ তাহা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—শব্দ অনিত্য এবং তাহার উৎপত্তি হইয়া থাকে। অনিত্যতা সম্বন্ধে তাঁহারা "শব্দো ঽনিত্যঃ প্রযত্নানন্তরীয়কত্বাৎ" এই পূর্ব্বোক্ত অনুমান বাক্যকেই প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন। মীমাংসকগণ এই অনুমান বাক্যে এইরূপ আপত্তি করেন, যে—'এই অনুমান দ্বারা শব্দের অনিত্যতা সিদ্ধ হইতে পারে না, যেহেতু প্রযত্নসম্পাদনীয় বস্তু অনেক; অর্থাৎ নিত্য ও জন্য সকল বস্তুই প্রযত্ন দ্বারা আত্মলাভ করে। যদিও নিত্য বস্তু সর্ব্বদা একভাবে অবস্থিত, তথাপি প্রযত্ন দ্বারা তাহার উপলব্ধি হইতে পারে; যেমন যত্নপূর্ব্বক বস্ত্র উঠাইয়া ফেলিলে বস্ত্র দ্বারা অনিত্যতা সিদ্ধি স্থির হইতে পারে না। এই দোষকেই তাঁহারা "কার্য্যসম" বা "কার্য্যাবিশেষ" জাতি বলেন।

কার্য্যসম প্রভৃতি জাতিসমূহ দোষদাতার স্বপক্ষ ক্ষতিকারক বলিয়া, 'অসদুত্তর' ও 'স্বব্যাঘাতক' উত্তরনামে অভিহিত হয়। [জাতি দেখ।]

কার্য্যসাধক (ত্রি) কার্য্যং সাধয়তি, কার্য্য-সাধ-ণিচ্-ণ্বুল্। যাহা দ্বারা কার্য্য সিদ্ধ হয়, কার্য্যসম্পাদক।

কার্য্যসাধন (ক্লী) কার্য্যস্য সাধনম্ নিষ্পাদনম্, ৬তৎ। কার্য্য-সিদ্ধি, কার্য্য-নিষ্পত্তি।

কার্য্যসিদ্ধি (স্ত্রী) কার্য্যস্য সিদ্ধিঃ, ৬তৎ। ১ কর্ত্তব্য কর্ম্মের নিষ্পত্তি। ২ অভীষ্টসিদ্ধি।

("বিদ্বং ব্রহ্মণি কার্য্যসিদ্ধিরতুলা শক্রে হুতাশে ভয়ম্।" তিথিতত্ত্ব।)

৩ জ্যোতিষোক্ত সহমবিশেষ।

কার্য্যস্থান (ক্লী) কার্য্যস্য স্থানম্, ৬তৎ। ১ কার্য্য নিষ্পাদন করিবার স্থান। ২ চাকুরী স্থান।

কার্য্যা (স্ত্রী) ক্লিপাৎ-টাপ্। কারীবৃক্ষ।

কার্য্যাকার্য্যবিচার (পুং) কার্য্যস্য অকার্য্যস্য চ তয়োঃ বিচারঃ, ৬তৎ। ইহা কর্ত্তব্য ইহা অকর্ত্তব্য এইরূপ বিচার।

কার্য্যাক্ষম (ত্রি) কার্য্যে কার্য্যকরণে অক্ষমঃ অসমর্থঃ, ৭তৎ। কার্য্য করিতে অপারগ।

কার্য্যাধিপ (পুং) কার্য্যস্য অধিপঃ, ৬তৎ। ১ কার্য্যাধ্যক্ষ। ২ জ্যোতিষোক্ত কার্য্যস্থানের অধীশ্বর, অর্থাৎ লগ্নস্থান হইতে দশম স্থানের অধিপতি।

কার্য্যাধীশ (পুং) কার্য্যস্য অধীশঃ অধিপতিঃ, ৬তৎ। কার্য্যাধিপ।

কার্য্যাধ্যক্ষ (পুং) কার্য্যস্য অধ্যক্ষঃ, ৬তৎ। যাহার তত্ত্বাবধানে কার্য্য নিষ্পন্ন হয়।

কার্য্যানুরোধ (পুং) কার্য্যস্য অনুরোধঃ, ৬তৎ। কার্য্যের অবশ্য কর্ত্তব্যতা জন্য বন্ধন।

কার্য্যান্ত (পুং) কার্য্যস্য অন্তঃ, ৬তৎ। কার্য্যের শেষ।

কার্য্যান্তর (ক্লী) অন্যৎ কার্য্যং, ময়ূরব্যংসকাদিবৎ সমাসঃ। অন্য কার্য্য, এককার্য্য হইতে অপর কার্য্য।

কার্য্যান্বিত (ত্রি) কার্য্যেণ কর্ত্তব্যেন অন্বিতঃ যুক্তঃ, ৩তৎ। ১ কার্য্যযুক্ত। ২ কার্য্যবোধক পদের প্রতিপাদ্য অর্থবিশিষ্ট।

কার্য্যারম্ভ (পুং) কার্য্যস্য আরম্ভঃ, ৬তৎ। কার্য্যের প্রথম অনুষ্ঠান।

কার্য্যার্থসিদ্ধি (স্ত্রী) কার্য্যার্থস্য কার্য্যপ্রয়োজনস্য সিদ্ধিঃ ৬তৎ। উদ্দেশ্যসিদ্ধি।

("বলস্য স্বামিনশ্চৈব স্থিতিঃ কার্য্যার্থসিদ্ধয়ে।
দ্বিবিধং কীর্ত্ত্যতে দ্বৈধং ষাড়্গুণ্যগুণবেদিভিঃ॥"
মনু ৭।১৬৭।)

কার্য্যার্থী [ন্] (ত্রি) কার্য্যস্য অর্থী প্রার্থী, ৬তৎ। ১ কার্য্য করিবার জন্য প্রার্থনাকারী। ২ উমেদার, চাকুরী-প্রার্থী।

কার্য্যিক (ত্রি) কার্য্য-বুন্। কার্য্যবিশিষ্ট।

কার্য্যী [ন্] (পুং) কার্য্যং অস্ত্যস্য, কার্য্য-ইনি। ১ কার্য্যযুক্ত। ২ কার্য্যপ্রার্থী, উমেদার। ৩ ব্যাকরণোক্ত আদেশস্থান।

কার্য্যেশ (পুং) কার্য্যাণাং ঈশঃ তত্ত্বাবধারণেন সম্পাদকঃ, ৬তৎ। কার্য্যাধ্যক্ষ।

কার্য্যৈক্য (ক্লী) কার্য্যাণাং ঐক্যম্ ৬তৎ। ন্যায়মতে ছয় প্রকার সঙ্গতির অন্তর্গত সঙ্গতিবিশেষ, এককার্য্যানুকূলতা অর্থাৎ কার্য্যের সমানতা।

কার্য্যোৎসুক (ত্রি) কার্য্যে কার্য্যসম্পাদনে উৎসুকঃ, ৭তৎ। কার্য্যনির্ব্বাহে ব্যগ্র।

কার্য্যোদ্যম (পুং) কার্য্যেষু উদ্যমঃ চেষ্টা, ৭তৎ। কার্য্য সম্পাদনে চেষ্টা।

কার্য্যোদ্যুক্ত (ত্রি॰) কার্য্যেষু উদ্যুক্ত উদ্যমবিশিষ্টঃ ৬তৎ। কার্য্যসাধনে উদ্যমবিশিষ্ট।

কার্য্যোদ্যোগ (পুং) কার্য্যস্য উদ্যোগঃ ৬তৎ। কার্য্য-আরম্ভের চেষ্টা।

কার্য্যোদ্ধার (পুং) কার্য্যস্য উদ্ধারঃ সম্যক্‌সাধনম্‌, ৬তৎ। সম্পূর্ণরূপে কার্য্যসিদ্ধি।

কার্লি—একটী পর্ব্বতের গুহা। অক্ষা॰ ১৮॰ ৪৫´ ২০´´ ও দ্রাঘি॰ ৭৩॰ ৩১´ ১৬´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পুনা হইতে বোম্বাই যাইবার পথে অর্দ্ধেক দূরে আসিয়া দক্ষিণভাগে সমুদ্রের দিকে অল্পদূর গমন করিলেই পর্ব্বতের উপত্যকায় কার্লিগুহা দেখা যায়। সহ্যাদ্রিপর্ব্বত হইতে কার্লিপাহাড় স্বতন্ত্র ভাবে অবস্থিত। ইহা লানৌলি ষ্টেসনের অতি নিকট। এই গুহায় একটী সুন্দর মন্দির খোদিত আছে। ভারতে পর্ব্বতের ভিতর খোদিত নানাস্থানে নানাপ্রকার মন্দির আছে। কিন্তু গঠন বৈচিত্র্যে কার্লির ন্যায় কোনটীই নহে। সম্ভবতঃ ইহা বৌদ্ধগণের নির্ম্মিত। নির্জ্জনে উপাসনা করিবার জন্ত বৌদ্ধগণ পর্ব্বতের গুহায় ভিতর এই চৈত্য নির্ম্মাণ করেন। ইহার গঠনপ্রণালী কতকটা এখনকার গির্জ্জার মত। গুহার মুখের গোড়ায় সিংহদ্বার। সিংহদ্বারের দুইদিকে দুইটী প্রস্তরের স্তম্ভ ছিল বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এখন একটী মাত্র দেখা যায়। অপর স্তম্ভের স্থানে একটী ছোট প্রস্তর-মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে অথবা একটী স্তম্ভই বরাবর ছিল তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। স্তম্ভটী গোলাকার, তদুপরি ৩২টী পল দৃষ্ট হয়। উহা ভূমি হইতে সমভাবে ঊর্দ্ধে



কার্লি।

উঠিয়াছে। স্তম্ভের উপরিভাগে কার্ণিস। কার্ণিসের উপর চারিদিকে চারিটী সিংহমূর্ত্তি খোদিত। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই মূর্ত্তিগুলি একটী চক্রধারণ করিত। সিংহদ্বার পার হইলেই আর একটী দ্বার। উহার বিস্তার প্রায় ৩৫ হস্ত হইবে। ইহার দুই পার্শ্বে দুইটী স্তম্ভ, দুইটীই অষ্টকোণ বা অষ্টপলবিশিষ্ট। স্তম্ভ দুইটী সাদা সিদা, নিম্নে বা উপরিভাগে কোন কারুকার্য্য দ্বারা সাজান নহে। তবে উপরিভাগে দুই স্তম্ভে দুইখানি প্রশস্ত প্রস্তরফলক আছে। তাহার পর আবার খানিক ঊর্দ্ধে একটী কার্ণিস। তাহা হইতে চারিটী স্তম্ভাকৃতি কতকদূর নামিয়া আসিয়াছে। তাহার পর আর একটু অগ্রসর হইলেই মন্দিরে প্রবেশ করিবার জন্ত তিনটী দ্বার আছে। এই দ্বার কয়েকটী উন্মুক্ত, কোনরূপ কপাট নাই। তিনটী দ্বারই

[illegible] [illegible] আটটিরবং প্রস্তরখণ্ডে গঠিত। এই [illegible] বাহিরের [illegible] সমতল ভাবে অবস্থিত। ইহার উপরি-ভাগে শূন্য। এই স্থান দিয়া মন্দিরে আলো প্রবেশ করে। শূন্যের উপর প্রকাণ্ড খিলান। খিলানটী মন্দিরের প্রবেশ-দ্বার হইতে শেষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই দ্বার পার হইয়া গেলে, অভ্যন্তরের অপূর্ব্ব শোভাদর্শনে মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হয়। কি শিল্পচাতুরী! কি অসম্ভব পরিশ্রম! দুই পার্শ্বে দুইটী বারান্দা দুই দিকে বিস্তৃত। মধ্যস্থলে নাটমন্দিরের মণ্ডপ। প্রবেশদ্বারের অপর দিকে গম্বুজাকৃতি চৈত্যের স্থান। দ্বারে প্রবেশ করিয়া দেখিবে সারি সারি স্তম্ভশ্রেণী দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান। দুই পার্শ্বের স্তম্ভের পরে দুইদিকে বারান্দা। বারান্দা হইতে মধ্যস্থলে মণ্ডপে আসিতে হইলে দুই পার্শ্বের স্তম্ভগুলির মধ্যে মধ্যে স্থান আছে, তাহা দিয়া আসিতে হয়। ভূমির মধ্যস্থল হইতে খিলানের মধ্যস্থান পর্য্যন্ত মাপিলে বোধ হয় ত্রিশ হস্ত হইবে। এক একটী স্তম্ভের বর্ণনা করাই অসম্ভব; সমস্তের বর্ণনা কি করিব। কি কারিকুরি! তলভাগে ক্রমান্বয়ে ৪টী স্তবক বড় হইতে ক্রমশঃ ছোট হইয়া আসিয়াছে। তাহার খানিকটা গোলাকৃতি। তাহার উপর সমান ভাবে অষ্টপল, তদুপরি থামের মস্তক। তদুপরি কার্ণিস। কার্ণিসের উপর দুইদিকে হস্তিমূর্ত্তি, হস্তিপৃষ্ঠে কোথাও দুইটী মানব, কোথাও দুইটীই মানবী, কোথাও বা একটী মানব ও একটী মানবী মূর্ত্তি। মণ্ডপের স্তম্ভশ্রেণী পার হইয়া একটী গম্বুজাকৃতি দেখিতে পাইবে। গম্বুজের উপরিভাগে এই "†" অক্ষরের ন্যায় একটী পদার্থ ও তাহার উপর একটী ছত্র। এক্ষণে এই ছত্রটীর কতক অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। গম্বুজের পশ্চাৎভাগে অষ্টপল-বিশিষ্ট আবার ৭টী স্তম্ভ। এই স্তম্ভগুলির গড়ন সাদাসিদা, বিশেষ কারুকার্য্যযুক্ত নহে। মন্দিরের দ্বারদেশ হইতে এই স্তম্ভগুলির মূলদেশ পর্য্যন্ত ৮৪ হস্ত হইবে। প্রস্থে দুই দিকের স্তম্ভের মধ্যস্থান ১৬॥ হস্ত হইবে। বারান্দাগুলির পরিসর অপেক্ষাকৃত ছোট—৬ হস্তের অধিক হইবে না। ঐ বড় খিলানের পরই খিলানের সহিত সংলগ্ন কাষ্ঠের কড়ি। কড়িগুলি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া খিলানের একদিক্ হইতে অপরদিক্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কড়িগুলি আমাদের গৃহস্থিত কড়ির মত সরল ভাবে অবস্থিত নহে। বক্রভাবে খিলানের সহিত সমভাবে শূন্যে অবস্থিত। এগুলির আধার নাই। কিরূপে এইগুলি এইরূপ ভাবে সংলগ্ন হইল, তাহা এখন কেহ নির্ণয় করিতে পারে নাই। না দেখিলে বর্ণনায় এই মন্দিরের সৌন্দর্য্য অনুভূত হইতে পারে না। ঐ চৈত্য [illegible] পূর্বাদিক, [illegible] যে [illegible] বাহিরের [illegible] কয়েকটী খোদিত অক্ষর দেখা যায়। কথিত আছে, মহারাজ ভূতি বা দেবভূতি দ্বারা [illegible] খোদিত। পাশ্চাত্য মতে, ভূতি রাজা খৃষ্টাব্দের ৭৮ বৎসর পূর্ব্বে রাজত্ব করিতেন। [illegible] পূর্ব্বে যে গঠিত হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অসম্ভব নহে।

কার্শকেয় (পুং) কৃশকস্য [illegible] [illegible]। কৃশক মুনির পুত্র।

কার্শকেয়ীপুত্র (পুং) কার্শকেয্যাঃ পুত্রঃ [illegible]। কৃশক-ঋষির দৌহিত্র, [illegible]।

কার্শানব (ত্রি) কৃশানোরিদম্, কৃশানু-অণ্। কৃশানুসম্বন্ধীয়, অগ্নিসম্বন্ধীয়।

কার্শাশ্বীয় (ত্রি) কৃশাশ্বেন নির্বৃত্তম্, কৃশাশ্ব-ছণ্ (বৃহৎকণ্ঠ-জিল্লেত্যাদি। পা ৪।২।৮০।) কৃশাশ্ব কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন।

কার্শ্মরী (স্ত্রী) কৃশ-স্বার্থে-ণিচ্-ক্বিপ্ [illegible], কার্শং রাতি কার্শ্ম রা-ক-ঙীষ্ (বিদ্ গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১।) ১ কাশ্মরী; গাম্ভারীগাছ। ২ [illegible]গাছ।

কার্শ্য (পুং) কৃশ-স্বার্থে ষ্যঞ্ [illegible]। ১ শালবৃক্ষ। ২ লকুচগাছ। ৩ কর্চ্চুর বৃক্ষ। ৪ (ক্লী) কৃশস্য ভাবঃ, কৃশ-ষ্যঞ্ (বর্ণদৃঢ়া-দিভ্যঃ ষ্যঞ্। পা ৫।১।১২৩।) কৃশতা।

কার্ষ (ত্রি) কৃষিঃ শীলমস্য, কৃষি-ণ (ছত্রাদিভ্যো ণঃ। পা ৪।৪।৬২।) কৃষিকর্ম্মকারক।

কার্ষক (পুং) কার্ষ-স্বার্থে কন্; অথবা কর্ষতি কৃষ-ক্বুন্ (কৃষেবৃদ্ধিশ্চোদীচাম্। উণ্ ২।৩৬।) কৃষিকর্ম্মকারক, কৃষক। (কার্ষকঃ কৃষীবলঃ, কৃষকঃ সএব। উজ্জ্বলদত্ত।)

কার্ষাপণ (পুং, ক্লী) [illegible] [illegible], পণঃ পরিমাণে—অণ্; কার্ষস্য কার্ষেণ বা [illegible] ব্যবহারো যত্র, বহুব্রী। ১ ষোড়শপণ, এক কার্ষ। ২ এক [illegible] কড়ির মূল্য-পরিমিত তাম্রাদি ধাতু।

কার্ষাপণক (পুং ক্লী) কার্ষাপণ-স্বার্থে কন্। কার্ষাপণ, কাহন।

কার্ষাপণিক (ত্রি) কার্ষাপণেন আহার্য্যং কার্ষাপণ-টিঠন্ (কার্ষাপণাদ্বা প্রতিশ্চ। পা ৫।১।২৫। বার্ত্তি° ২।) কার্ষাপণ-দ্বারা আহরণের উপযুক্ত।

কার্ষি (ত্রি) কর্ষতি, কর্ষঃ-স্বার্থে ইঞ্। ১ কৃষক। ২ অন্তর্গত মলনাশক।

কার্ষিক (পুং) কর্ষ-স্বার্থে ঠক্। ১ কার্ষাপণ। ২ (কর্ষঃ শীল-মস্য, কর্ষ-ঠক্) কৃষক। ৩ (কর্ষস্য অয়ম্) শাস্ত্রীয় পণের চতুর্থাংশ। ৪ (কর্ষঃ পরিমাণমস্য) কর্ষপরিমিত মূল্য দ্বারা যে বস্তু ক্রয় করা হইয়াছে।

কার্ষিবর (পুং) [বৈ] [illegible] [illegible]।

কার্ষ্ণ্য (স্ত্রী) কৃষ্ণ ভাব, [illegible] (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্। পা ৫।১।১২৩।) কৃষ্ণতা, কর্ষিতত্ব [illegible]।

কার্ষ্ণ (ত্রি) কৃষ্ণ [illegible], কৃষ্ণ-অণ্। ১ কৃষ্ণসম্বন্ধীয়। ২ কৃষ্ণদ্বৈপায়নসম্বন্ধীয়। ৩ (কৃষ্ণসারমৃগের চর্ম) কৃষ্ণমৃগের অজিন, কৃষ্ণচর্ম।

কার্ষ্ণাজিনি (পুং) কৃষ্ণাজিনের অপত্য পুমান্, কৃষ্ণাজিন-ইঞ্। ১ কৃষ্ণাজিনমুনির পুত্র। ২ পিকবিশেষ। ৩ জনৈক বিজ্ঞান-বিৎ। [illegible], [illegible] [illegible] শ্রৌতসূত্রে ইহার নাম দৃষ্ট হয়। ৪ জনৈক [illegible]। পৈঠীনসি, হেমাদ্রি, মাধবাচার্য্য, রঘুনন্দন প্রভৃতি স্মার্ত পণ্ডিতগণ কার্ষ্ণাজিনির মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কার্ষ্ণায়ন (পুং) কৃষ্ণস্য [illegible] গোত্রাপত্যম্, কৃষ্ণ-ফক্ (নড়াদিভ্যঃ ফক্। পা ৪।১।৯৯।) ১ ব্যাসবংশীয় ব্রাহ্মণ। ২ বশিষ্ঠবংশীয়, বশিষ্ঠ।

[illegible] (স্ত্রী) [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]।

কার্ষ্ণী (স্ত্রী) কার্ষ্ণ-ঙীপ্। (শতাবরী।

[শতাবরী দেখ।]

কার্ষ্ণ্য (স্ত্রী) কৃষ্ণস্য ভাবঃ, কৃষ্ণ-ষ্যঞ্ (বর্ণদৃঢ়াদিভ্যঃ ষ্যঞ্। পা ৫।১।১২৩।) কৃষ্ণবর্ণতা।

কার্ষ্য [র্ষ] (স্ত্রী) কৃষতি [illegible], কৃষ-স্বার্থে [illegible] [illegible] [illegible]। [বৈ] ১ বৃক্ষ। ২ (ভাবে [illegible]) কর্ষণ।

কার্ষ্মরী (স্ত্রী) কার্ষ্ম কর্ষণং রাতি দদাতি, কার্ষ্ম-রা-ক-ঙীষ্। শ্রীপর্ণীবৃক্ষ।

কার্ষ্মর্য্য (পুং) কার্ষ্মর্য্যা বিকারঃ, কার্ষ্মরী-অণ্। শ্রীপর্ণী-বৃক্ষের অবয়ব।

কার্ষ্য (পুং) কৃষ-ক-স্বার্থে ষ্যঞ্। শালগাছ।

তৃতীয় খণ্ড সম্পূর্ণ।

বর্ণের গিল্টীর কার্য্য অতি সুন্দর। অনেকগুলির সমস্ত ছাদই পিত্তলের বা তাম্রের গিল্টী করা। মন্দিরগুলির কার্ণিসে অনেকগুলি করিয়া পাতলা ঘণ্টা ঝুলিতে থাকে, একটু জোর বাতাসে এই সকল ঘণ্টা টুন্ টুন্ করিয়া বাজিয়া বড় মধুর শব্দ উৎপন্ন করে। এই সকল মন্দিরের মধ্যে কতকগুলির দ্বারে প্রস্তরের সিংহাদি মূর্ত্তি উভয়দিকে স্থাপিত আছে।

অনেক সর্দ্দার আজ কাল সহরের মধ্যে সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা প্রস্তুত করাইয়া নগর শোভা বাড়াইয়াছেন।

এই নগরে আর একপ্রকার মন্দির দেখা যায়, তাহা স্তম্ভের উপর গুম্বজ করিয়া নির্ম্মিত। এই শ্রেণীর মন্দিরে বিশেষ কারুকার্য্য না থাকিলেও দেখিতে বেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। পূর্ব্বোক্ত তলেজু মন্দির দেখিতে ব্রহ্মদেশীয় মন্দিরাদির ন্যায়, মন্দির মধ্যে এইটি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ। কথিত আছে যে, ১৫৪৯ খৃষ্টাব্দে রাজা মহেন্দ্র মাল (মহেন্দ্র মল্ল?) এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এই মন্দিরে কেবল রাজবংশীয়েরাই পূজাদি করিয়া থাকেন। অনেকগুলি মন্দিরের সম্মুখে সেই সেই মন্দিরপ্রতিষ্ঠাতা প্রাচীন রাজগণের প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপিত আছে। এই সকল মূর্ত্তি প্রায়ই মন্দিরের দিকে হাঁটু গাড়িয়া করজোড়ে উপবিষ্ট এবং ইহাদের মস্তকে রাজসম্মানসূচক ধাতুনির্ম্মিত সর্পফণা পরিশোভিত; ঐ ফণার উপরে একটী ক্ষুদ্র পক্ষী আছে। রাজবাড়ী হইতে একটু দূরে এক মন্দিরে একটি বৃহৎ ঘণ্টা ও অপর দুই মন্দিরে দুইটি বৃহৎ দামামা আছে। এই সমস্ত মন্দিরে নানাবিধ হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে।

রাজবাড়ী হইতে ২০০ গজ দূরে অর্দ্ধ-য়ুরোপীয় প্রণালীতে নির্ম্মিত "কোট" নামক অট্টালিকা আছে। যেখানে এই বাটী নির্ম্মিত, সেই স্থানে সারজঙ্গ বাহাদুরের অভ্যুদয়মূলক ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দের ভীষণ নরহত্যা ঘটিয়াছিল। রাজ্যের সমস্ত সম্ভ্রান্ত ও ক্ষমতাশালী লোক ঐ সময়ে বিনষ্ট হয়।

এখানে কতকগুলি ক্ষুদ্র মন্দির আছে, তাহা একখানি মাত্র প্রস্তরখণ্ডে নির্ম্মিত। এই সকল ক্ষুদ্র মন্দিরের দেবমূর্ত্তি কয়েক ইঞ্চি মাত্র দীর্ঘ। অনেকগুলি মন্দিরে মোরক, হংস, ছাগ ও মহিষাদি বলি হয়।

নগরের পথাদি অপ্রশস্ত ও অপরিষ্কার। প্রত্যেক পথের ধারে নর্দ্দামা আছে, তাহা কখন পরিষ্কার হয় না। নগরের ময়লা জমিতে সার দিবার জন্য কতকটা নষ্ট হয়। বাড়ীগুলি প্রায়ই চতুরস্র ও অভ্যন্তর চকমিলান; পথের দ্বার অপ্রশস্ত, মধ্যে বিস্তৃত উঠান।

উত্তর পূর্ব্বের সিংহদ্বার দিয়া নগর হইতে বহির্গত হইলে দাক্ষণদিকে "রাণীপুখরি" নামে বৃহৎ দীর্ঘিকা। ইহার চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত। দীঘীর মধ্যস্থলে একটি মন্দির, ইহার পশ্চিম পাড় দিয়া ইষ্টকনির্ম্মিত সেতুদ্বারা মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরের দক্ষিণে একটি বৃহৎ প্রস্তরের হস্তীপৃষ্ঠে রাজা প্রতাপমাল ও তাঁহার মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। এই রাজাই এই মন্দির ও দীর্ঘিকার নির্ম্মাতা। আরও একটু দক্ষিণ হইতে বুকায়ুন (Cape lilac) গাছের সারির মধ্য দিয়া একটী রাস্তা নগর মধ্যে 'ঠাণ্ডিখেল' নামক বৃহৎ কাওয়াজের মাঠে গিয়া মিশিয়াছে। ঐ মাঠে পূর্ব্বে জঙ্গবাহাদুরের তলবারধারী মূর্ত্তি ৩০ ফিট উচ্চ স্তম্ভের উপর বসান ছিল, পরে বাঘমতী নদীতীরে একটি প্রাসাদে স্থানান্তরিত হইয়াছে। এই মাঠের পশ্চিমে প্রাচীন সেনাপতি ভীমসেন ঠাপার 'দারেরা' নামক ২৫০ ফুট উচ্চ প্রস্তরস্তম্ভ। এই স্তম্ভের গঠনপ্রণালী অতি সুন্দর। ঐ সেনাপতির আরও একটি বৃহদাকার স্তম্ভ ছিল, তাহা ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ভূমিকম্পে ভূমিসাৎ হইয়াছে। এই স্তম্ভটিও ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বজ্রাঘাতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, কিন্তু ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে সুন্দর করিয়া মেরামত হইয়াছে। ইহার অভ্যন্তরে একটি গোলাকার সিঁড়ি আছে। এই স্তম্ভে উঠিয়া নগরের শোভা দেখিতে বেশ।

ইহার একটু দক্ষিণে পুরাতন শেলেখানা। মাঠের পূর্ব্বে পুরাতন কামানখানা, এখানে বারুদ, কামান প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। আজকাল সহরের দক্ষিণে ৪ মাইল দূরে মুক্কু নামক নদীতীরে চৌঠবহালের নিকট একটি কারখানা স্থাপিত হইয়াছে, ঐখানে কামানাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এই পথে পূর্ব্বমুখে ফিরিয়া এক মাইল গেলে ঠাটপটলী নামক স্থান। ঐ খানে বাঘমতীতীরে অবস্থিত জঙ্গবাহাদুরের বাটী। এই প্রাসাদের সম্মুখ হইতে বাঘমতীর উপর এক মনোরম সেতু পার হইয়া পত্তন নামক স্থান।

কাঠমাণ্ডুর রেসিডেণ্টের বাটী নগরের উত্তরদিকে এক মাইল দূরে। স্থান বেশ। প্রবাদ আছে, এইখানে ভূতাদির উপদ্রব ছিল বলিয়া রেসিডেণ্টের বাসেরজন্য মনোনীত হয়।

বর্ত্তমান প্রধান মন্ত্রী রণদীপ সিংহ নগরের উত্তরপূর্ব্ব পার্শ্বে, নৈঞৈন-ছিট্টি নামক স্থানে বৃহৎ প্রাসাদে বাস করেন। কাঠমাণ্ডুতে ১২০০০ পদাতিসৈন্য থাকে, ইহাদের প্রাচীন ধরণের ২৫০টি বন্দুক আছে।

কাঠমাণ্ডু কোন বিশেষ ব্যবসার জন্য প্রসিদ্ধ নয়।

কাঠবমি (দেশজ) কাঠক্কার।

কাঠবিড়াল—তীক্ষ্ণদন্তশ্রেণীর অন্তর্গত ইন্দুরজাতীয় চতুষ্পদ

জন্তুবিশেষ। ক্ষুদ্রজাতীয় পশুদিগের মধ্যে কাঠবিড়ালের শরীর অতি সুশ্রী। ইহাদের সমস্ত দেহ কোমল চিক্কণ লোমে আচ্ছাদিত; চক্ষুর তারা উজ্জ্বল; শরীর অতিশয় পরিচ্ছন্ন; প্রত্যেক পায়ে চারিটি বা পাঁচটি করিয়া অঙ্গুলি আছে। কাঠবিড়াল পশ্চাতের দুই পা পাতিয়া উবু হইয়া বসে এবং সম্মুখের দুই পা দিয়া মুখে আহার তুলিয়া খায়।

কাঠবিড়ালের দন্ত অতিশয় ধারাল ও শক্ত। ইহারা দন্ত দ্বারা নারিকেল, শুপারি, বাদাম, আখরোট প্রভৃতি ফলের শক্ত খোলা কাটিয়া তাহার শাঁস খায়; আম্র, পেয়ারা, গোলাপজাম, খেজুর প্রভৃতি ফল পাকিলে তাহাও খায়। ইহারা শীতের প্রভাব বাড়িলে বাসা হইতে বহির্গত হয় না ও তজ্জন্য গ্রীষ্মকালেই প্রচুর খাদ্য সঞ্চয় করিয়া রাখে। শীত বাড়িলে বাসায় থাকিয়া ইহারা সঞ্চিত খাদ্যে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে। কাঠবিড়ালী পাট, শণ, নেকড়া, নারিকেল ছোপ্‌ড়া প্রভৃতি আহরণ করিয়া, বৃক্ষ বা প্রাচীরের গর্ত্তে বাসা করে। ইহারা দেড়মাস গর্ভধারণ করিয়া একবারে ৪।৫টি সন্তান প্রসব করে।

এই জন্তুর শরীর অতি লঘু, এজন্য এক নিমেষে বড় বড় বৃক্ষের শিখরদেশে উঠিতে পারে। ইহারা বানরের মত শাখায় শাখায় লাফাইয়া বেড়ায় ও পাখীর মত ডালে বসিয়া বিশ্রাম করে। গাছের উপর বা দেওয়ালের উপর বেড়াইবার সময়, ইহারা আপনাদের লোমশ পুচ্ছটিকে মধ্যে মধ্যে খাড়া করিয়া, পাখীর মত চলিবার সুবিধা করিয়া লয়। ইহারা বিলক্ষণ চতুর, এক মুহূর্ত্তও অসাবধান থাকে না। পক্ষীদ্বারা উপদ্রুত হইলে, কাঠবিড়াল কখন কখন তাহাদিগকে তাড়া করে; কিন্তু হিংস্রস্বভাব নহে বলিয়া তাহাদের ধরিতে পারিলেও প্রাণনাশের চেষ্টা পায় না বা পাখীর বাসায় গিয়া ডিম্ব বা শাবকের অনিষ্ট করে না। কাষ্ঠখণ্ড অথবা অন্য কোন লঘুদ্রব্য অবলম্বন করিয়া ইহারা নদী, খাল, হ্রদ প্রভৃতি পার হইবার চেষ্টা পায় এবং লাঙ্গুল দিয়া হাল ও পালের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। যদি অনুকূল বায়ু থাকে, তবেই নির্ব্বিঘ্নে পর পারে উত্তীর্ণ হয়, কিন্তু স্রোত বা বায়ু প্রবল থাকিলে কাঠবিড়াল আধার সমেত জলে ডুবিয়া মরে।

ইহাদের লাঙ্গুলে অধিক লোম হয়। এই লোম সর্ব্বদা স্ফীত হইয়া থাকে। ইহাদের গাত্রের লোম শাদা, মধ্যে মধ্যে কাল বা পাটলবর্ণের লোমও দেখিতে পাওয়া যায়।

কাঠবিড়াল নানাজাতীয় আছে, তন্মধ্যে বাঙ্গালায় যে শ্রেণী অধিক পরিমাণে সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মস্তক হইতে লাঙ্গুলের মূল পর্য্যন্ত চারিটি কালো সরল ডোরা টানা থাকে। এই দাগের সম্বন্ধে বাঙ্গালাদেশে একটি প্রবাদ আছে যে, যখন রাম বানর-সাহায্যে সাগরে সেতু বন্ধন করিয়াছিলেন, তখন কাঠবিড়াল ভগবানের কার্য্যে সাহায্য করিবার অভিপ্রায়ে একবার করিয়া জলে ডুব দিয়া, ভিজাগায়ে সমুদ্রের বালি মাখাইয়া সেতুর উপরে গিয়া, প্রস্তরাদির জোড়ের মুখে মুখে গায়ের বালি ঝাড়িয়া ঝাড়িয়া ফাঁকগুলি বুজাইতে লাগিল। এই কার্য্যে অসংখ্য কাঠবিড়াল নিযুক্ত হইল; কাজেই বানরগণের কার্য্যের বিষম বাধা উপস্থিত হইল। তাহারা শীঘ্র যাতায়াত করিতে পারে না দেখিয়া, হনুমান ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত কাঠবিড়ালগুলিকে তাড়াইয়া রামের নিকট লইয়া গিয়া অভিযোগ করিল। রাম শুনিয়া স্নেহপরবশ হইয়া ইহাদের গাত্রে হাত বুলাইয়া দেন। তাহাতেই ইহাদের গাত্রে ভগবানের কৃপাচিহ্নস্বরূপ তাঁহার অঙ্গুলির দাগ ফুটিয়া উঠে।

এই প্রবাদ হইতে বাঙ্গালায় একটি সুন্দর উপমারও সৃষ্টি হইয়াছে। লোকে কাহারও কোন উপকার করিয়া স্বীয় দীনতা প্রকাশ করিয়া বলে—"আমার আর কি সাধ্য যে উপকার করি, তবে কাঠবিড়ালের সাগর-বাঁধা মাত্র।" কেহ কোন বৃহৎ ব্যাপারে দীর্ঘসূত্রী হইলে, তাহার কার্য্যপ্রণালীর নিন্দা করিবার জন্যও বলে—"কি করছ, যেন কাঠবিড়ালের সাগর বাঁধা হচ্ছে, অমন করলে সাতবছরেও শেষ হ'বে না।"

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই কাঠবিড়াল আছে, কেবল অষ্ট্রেলিয়ায় দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহারা স্তন্যপায়ী। দেশভেদে কাঠবিড়ালের নাম—

ফরাসী	Ecureuil.
ইতালীয়	Scojattolo, Schiarro, Schiaratto.
স্পেনীয়	Arda, Ardilla, Esquilo.
পর্ত্তুগীজ	Ciuro.
জর্ম্মন	Eichhörn, Eichhörnchen.
ওলন্দাজ	Inkhoorn.
সুইস্	Ikron, Graskin.
দিনেমার	Ekorn.
ওয়েলস্	Gwiwair.
বাঙ্গালা	কাঠবিড়াল।
সংস্কৃত	কাষ্ঠমার্জ্জার।
হিন্দী	চিখুর বা চিখুরী, গিলহরী।

য়ুরোপীয় প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে কাঠবিড়াল "রোডেন্-

শিয়া" (Roden tia) বিভাগের অন্তর্গত "সিউরিডি" (Sciuridæ) শ্রেণীভুক্ত। য়ুরোপীয় প্রাণীতত্ত্বানুসারে সিউরিডি বা কাঠবিড়াল প্রধানতঃ তিনটি ভাগে বিভক্ত যথা;—সিউরাস্ (Scirus), টেরোমিস্ (Pteromys) ও সিউরোপ্টেরাস্ (Sciuropterus), এতদ্ভিন্ন আর একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী আছে তাহা "আর্কটোমিডিনি" (Arctomydinæ) নামে উল্লিখিত হয়।

১। সিউরাস (Sciurus) শ্রেণীর অন্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কাঠবিড়াল—

(ক) মালাবারীয় কাঠবিড়াল—(The Malabar Squirrel, Sciurus Malabaricus) ইহাদের কাণ, ঘাড়, মুখবিবর, পার্শ্বদেশ ও পৃষ্ঠের ঊর্দ্ধভাগ পিঙ্গলাভ বাদামীবর্ণের; পৃষ্ঠের নিম্নভাগ, পদচতুষ্টয়ের উপরিভাগ ও পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণের; কপাল ও চক্ষুঃপার্শ্বস্থ স্থান পিঙ্গল; গলা, বক্ষ ও অন্যান্য নিম্নাঙ্গ মলিন পীতবর্ণের হইয়া থাকে। কর্ণ ক্ষুদ্র ও গোলাকার ও গাত্রে অধিক লোম হয়। ইহাদের দেহ ১৬।১৮ ইঞ্চি ও পুচ্ছ ২০।২১ ইঞ্চি হইয়া থাকে। নীলগিরির নিম্নদেশ, ত্রিবাঙ্কুড় ও মালাবার উপকূলের দক্ষিণাংশে ইহাদের বাস। হিন্দীতে ইহাদিগকে "জঙ্গলী গিলহরী" বলে।

(খ) মধ্যভারতীয় রক্তবর্ণ কাঠবিড়াল—(The Central Indian Red Squirrel, Sciurus maximus) এই জাতীয় কাঠবিড়াল পূর্ব্বোক্ত জাতির ন্যায় আকারবর্ণাদিবিশিষ্ট, কেবল ইহাদের সম্মুখের পদদ্বয় ও উরুদেশ কৃষ্ণবর্ণ নহে, লাঙ্গুল, বক্ষ ও উদরাদিও তত কৃষ্ণবর্ণ নহে। এই জাতি মধ্যভারতে প্রচুর পরিমাণে বাস করে এবং সেখান হইতে কলিকাতায় বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। পাঁচমুড়ি পাহাড়ে, বস্তারের জঙ্গলে ও গুমসুর জেলাতেও ইহাদিগকে যথেষ্ট দেখা যায়। ইহাদিগকে বাঙ্গালায় "কাঠবিড়াল," হিন্দীতে "রুখী," কোলজাতি—"কোনডেং", মুঙ্গেরজেলায় "রাসু" বা "রটুকর," তৈলঙ্গীরা "বেট উদ্ধাতা" ও গোঁড়াজাতি "পার্বরস্তি" বলে।

(গ) বোম্বাই প্রদেশীয় রক্তবর্ণ কাঠবিড়াল—(The Bombay Red Squirrel, Sciurus Bombayances or Elphiustonei) ইহাদের দেহের উপরিভাগ, পুচ্ছের গোড়ারদিকে অর্দ্ধাংশ, পশ্চাতের পায়ের বহির্ভাগ, সম্মুখের পায়ের অর্দ্ধাংশ ও কর্ণদ্বয়ের সর্ব্বত্রই এক সমান রক্তাধিক্যমিশ্রিত পীতাভ ও অন্যান্য অবয়বের বর্ণ গোলাপী। এই দুই বর্ণের সম্মিলনস্থল অতি স্পষ্ট রেখাদ্বারা বিভক্ত; এই স্থলে একবর্ণের লোম অপরবর্ণের সহিত মিশিয়া যায় না। এই জাতীয় কাঠবিড়ালের কর্ণ কোণাকার ও দেহ লম্বে ২০ ইঞ্চি হয়। মহাবলেশ্বর পর্ব্বতে, সহ্যাদ্রির উত্তরাংশে এবং মালাবার উপকূলের উত্তরাংশে এই জাতীয় কাঠবিড়াল যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়।

এই তিন শ্রেণীর (ক, খ, গ,) কাঠবিড়ালের স্বভাবাদি একই প্রকার। ইহারা সুদীর্ঘ বৃক্ষের অগ্রভাগে বড় বড় বাসা বাঁধিয়া থাকে। ইহারা "চুক্-চুক্-চুক্" এইরূপ কতকটা কর্কশশব্দ করে এবং ভূমিতে নামিলে বড় ভীরুস্বভাব প্রকাশ করে, কিন্তু বৃক্ষের উপরে সহস্র উপদ্রুত হইলেও নির্ভীকমনে আনন্দে এ ডাল হইতে ও ডালে লাফাইয়া বেড়ায়। ইহারা পোষমানে।

(ঘ) পার্ব্বত্য কৃষ্ণবর্ণ কাঠবিড়াল—(The black Hill-Squirrel, Sciurus Racruroides) ইহাদের দেহের উপরিভাগ কৃষ্ণাভ, নিম্নভাগ ম্লানশ্বেতবর্ণ; জঙ্ঘাদেশের বহির্ভাগ কৃষ্ণবর্ণ, গালের উপর ত্রিকোণাকার একটি ম্লান-ধূসরবর্ণের দাগ এবং কর্ণে ম্লান রক্তবর্ণের দাগ আছে। ইহাদের দেহ লম্বে ১৫ ইঞ্চি ও পুচ্ছ ১৬ ইঞ্চি। ইহাদের লোম চিক্কণ, কিন্তু তেমন ঢেউখেলানো নহে। হিমালয়ের দক্ষিণ পূর্ব্বে, সিকিম ও নেপালপ্রদেশে এবং আসাম ও ব্রহ্মের পার্ব্বত্যপ্রদেশে ইহারা যথেষ্ট বাস করে। দাক্ষিণাত্যে এই জাতীয় কাঠবিড়াল অত্যল্প সংখ্যায় আছে; কিন্তু ইহার সহিত তাহাদের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য নাই বলিয়া ইংরাজী শাকুনশাস্ত্রে তাহাদিগকে "সিউরাস টেনার্ণ্টিয়াই" বলে ও মলয় উপদ্বীপের এই শ্রেণীর তুল্য যে শ্রেণী আছে, তাহাকেও "সিউরাস বাইকলার," অর্থাৎ দ্বিবর্ণ কাঠবিড়াল কহে।

(ঙ) পার্ব্বতীয় ধূসর কাঠবিড়াল—(The grizzled Hill-Squirrel, Sciurus mocrourus) মস্তক, গলদেশ, পুচ্ছের অর্দ্ধাংশ, পদচতুষ্টয়ের বহির্ভাগ ম্লান পিঙ্গলাভ কৃষ্ণবর্ণ; উদর পার্শ্বদ্বয়, কক্ষদ্বয় ও লাঙ্গুল ধূসরাভ চিক্কণতাবিশিষ্ট পিঙ্গলবর্ণ; অধরোষ্ঠ, গাল, গলা, উদর ও পদচতুষ্টয়ের অভ্যন্তরভাগ পীত বা বসন্তীবর্ণ। শরীরের দৈর্ঘ্য ১২।১৩ ইঞ্চি; লাঙ্গুল ১২।১৩½ ইঞ্চি। ইহাদের লোম ঈষৎ ঢেউখেলানো ও কর্কশ, অধিকাংশ লোমই পীতশ্বেতমিশ্রিত চিক্কণবর্ণ। ত্রিবাঙ্কুড়, মহিসুর ও নীলগিরিতে ইহাদিগকে দেখা যায়। সিংহলে এই জাতীয় একশ্রেণীর কাঠবিড়াল আছে, তাহাদের বর্ণে কিছু প্রভেদ দেখা যায়। বর্ণিও প্রভৃতি দ্বীপে এই জাতীয় একটি শ্রেণী আছে, তাহা ইংরাজী শাকুনশাস্ত্রে 'সিউরাস্ এফিপিয়াম্,' "Sciurus Ephippium" নামে খ্যাত।

(চ) লোকরিয়া কাঠবিড়াল (The orange-bellied

Squirrel, Sciurus lakriah) ইহাদের গাত্রের উপরিভাগ হরিতাভ পিঙ্গল, লোম কমলানেবুর বর্ণ, জঘনদেশ পীতাধিক কমলাবর্ণ। লাঙ্গুল চেপ্টা, প্রশস্ত ও লাঙ্গুলের লোমের প্রান্তভাগে কৃষ্ণ ও শ্বেতবর্ণের দুটী ডোরা আছে। দেহের দৈর্ঘ্য ৮ ইঞ্চি, লাঙ্গুল ৬ হইতে ৮ ইঞ্চি। ভুটানীরা ইহাকে "ঝামো", লেপ্‌চারা "কিল্লী" বা "কাল্লি টিঙ্‌ডঙ্গ" ও নেপালীরা "লোকরিয়া" বলে।

(ছ) শ্বেতোদর কাঠবিড়াল (The Hoary-bellied Squirrel, Sciurus lokrioides) ইহারা পূর্ব্বোক্ত (চ) শ্রেণীর সহিত আকৃতি প্রকৃতিতে একরূপ, কেবল ইহাদের উদরাদির বর্ণ ঈষৎ রক্তাভশ্বেত। ইহাদের লাঙ্গুল তত প্রশস্ত নহে বা ইহাদের লাঙ্গুলে সেরূপ কালো-শাদা ডোরা নাই।

(চ ও ছ) এই দুই শ্রেণীর কাঠবিড়ালে বর্ণগত সামান্য প্রভেদ ভিন্ন আর কোন বিভিন্নতা নাই বলিয়া সিকিমের লোকেরা ইহাদিগকে পৃথক্ শ্রেণী বলিয়া বিবেচনা করে না। য়ুরোপীয় প্রাণীতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, এই দুইশ্রেণীর মধ্যে প্রথমশ্রেণীই অপেক্ষাকৃত পর্ব্বতের উচ্চতরপ্রদেশে বাস করে। হিমালয়ের পূর্ব্ব দক্ষিণাংশে, নেপাল, ভুটান, সিকিম প্রভৃতি স্থলে এই দুইশ্রেণীর পশুই দেখা যায়।

(জ) আসামী কাঠবিড়াল (The Assam Squirrel, Sciurus Assamensis) পূর্ব্বোক্ত দুই শ্রেণীর (চ ও ছ) কাঠবিড়ালের অবিকল আকারপ্রকার, কেবল বর্ণগত সামান্য বিভিন্নতা আছে। ইহারা আসাম, আরাকান, ঢাকা, শ্রীহট্ট, তেনাসেরিম প্রভৃতি স্থানে বাস করে। আসাম ও আরাকানের পার্ব্বত্যপ্রদেশে 'চ' শ্রেণীর কাঠবিড়ালও আছে, এজন্য অনেকে আসামী কাঠবিড়ালকে ও 'চ ও ছ' শ্রেণীর সংমিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এতদ্ভিন্ন এই তিন শ্রেণী হইতে ঈষৎ বর্ণগত প্রভেদ ধরিয়া আরও কতকগুলি শ্রেণীবিভাগ কল্পিত হইয়া থাকে। তাহারা খসিয়া পর্ব্বত হইতে মলয় উপদ্বীপ ও পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাস করে। ইহাদের মধ্যে Sciurus Tergenens, S. chrysonotus, S. erythrogaster, S. hyperythrus, S. erythrœus, S. phayri, S. Blanfordi, S. atrodorsalis প্রধান।

(ঝ) ডোরাদার কাঠবিড়াল (The common stripped Squirrel, Sciurus palmarum) বাঙ্গালার এই জাতীয় কাঠবিড়ালই যথেষ্ট। দাক্ষিণাত্যেও ইহা যথেষ্ট পরিমাণে দেখা যায়, কেবল বাঙ্গালার পূর্ব্বোত্তরাংশে এবং মালাবারের কোন কোন অংশে নাই। এই জাতীয় কাঠবিড়ালকে প্রকৃত পক্ষে ভারতীয় কাঠবিড়াল বলা যাইতে পারে; কারণ, ভারতের বহির্ভাগে, এমন কি সিংহলে পর্য্যন্ত এই জাতীয় কাঠবিড়াল দেখা যায় না। ইহারা লোকালয়ে, গৃহের প্রাচীরে, কড়িবরগার গর্ত্তে, খোলার ঘরের বা কুটীরের চালে বাসা করে। শস্যকণা, রুটী ও অন্নাদির কণিকা লইবার জন্য ইহারা নির্ভয়ে ঘরে দ্বারে ভ্রমণ করে। ইহারা অতি চতুর ও সতর্ক হইলেও সর্ব্বদা ভূমিতে খাদ্যান্বেষণে ভ্রমণ করে বলিয়া অনেক সময়ে বিপদে পড়ে। মানুষে আমোদ করিবার জন্য ইঁদুরকল পাতিয়া ধরে এবং ঢিলেও ছোঁ মারিয়া লইয়া যায়। ইহাদিগকে শৈশব হইতে পুষিলে বেশ পোষ মানে। ত্রিচীনপল্লীতে এই পশু অধিক বিক্রীত হয়। ইহাদের চর্ম্মে য়ুরোপীয় স্ত্রীলোকের জুতা ও দস্তানা হয়। ইহারা ৬।৭ ইঞ্চির বেশী বড় হয় না। ইহাদের লাঙ্গুলও ৬।৭ ইঞ্চি দীর্ঘ হয়। এই শ্রেণীর একবারে ২ হইতে ৪টি পর্য্যন্ত শাবক হয়। ইহাদের স্বর অতি কর্কশ ও কর্ণপীড়াকর। ইহারা কখন দলবদ্ধ হইয়া বৃক্ষাদিতে আমোদে ছুটাছুটী ও শব্দ করিতে থাকে, তখন দেখিতে বেশ কিন্তু শব্দের জন্য বড়ই বিরক্তিকর হইয়া উঠে। ইহাদের স্বর অনেকটা চড়াইপাখীর ডাকের মত, কিন্তু তদপেক্ষা শতগুণ গম্ভীর ও কর্কশ।

ইহাদিগের দেহের উপরিভাগের বর্ণ ঈষৎ হরিতাভ ধূসর, মস্তক হইতে পুচ্ছমূল পর্য্যন্ত পীতাভ শ্বেতবর্ণের বা কৃষ্ণবর্ণের ডোরা আছে। দুই পার্শ্বে ঐরূপ আর দুইটি তরলবর্ণের ডোরা আছে। উদরাদি অবয়ব শ্বেতাভ, পুচ্ছের প্রত্যেক লোমে প্রথমে একটু লাল তৎপরে একটু কাল, আবার একটু লাল, পরে একটু কাল, এইরূপে চিত্রিত। কর্ণ গোলাকার। ইহারা যখন ভীত বা সতর্ক হইয়া দ্রুত পলায়ন করে, তখন পুচ্ছের লোমাবলী বোতল বা কেরোসীন ল্যাম্পের চিম্‌নি-পরিষ্কার করা ব্রস বা কুঁচির ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠে।

ইহাদের পৃষ্ঠের এই ডোরাসম্বন্ধে বাঙ্গালাদেশে যে প্রবাদ প্রচলিত আছে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, কিন্তু দাক্ষিণাত্যে যে প্রবাদ আছে, তাহা ভিন্নরূপ;—হনুমানের এক সময় গঙ্গাপার হইবার আবশ্যক হয়, কিন্তু গঙ্গাদেবীকে উল্লঙ্ঘন করিতে হনুমানের সাহস না হওয়ায়, সকল পশু মিলিয়া নানাবিধ উপায়ে গঙ্গায় সেতু বাঁধিয়া দেয়। ঐ সেতুর মধ্যস্থলে একটি ছিদ্র ছিল। কাঠবিড়াল সেই ছিদ্রটি বালুকাদ্বারা বুজাইয়া দেয়। হনুমান্ ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া ইহার গাত্রে হস্তাবমর্ষণ করেন। তদবধি পঞ্চাঙ্গুলির দাগ ইহাদের পৃষ্ঠে চিরকাল রহিয়াছে।

এই শ্রেণীকে হিন্দীতে গিলহরী, বাঙ্গালায় কাঠবিড়াল বা লক্ষ্মীবিড়াল, মহারাষ্ট্রীয়েরা খরি, কর্ণাটীরা আলালু, তৈলঙ্গীরা ভোদাতা ও বন্দুরজাতি উর্ত্তা বলে। ইহার আর এক শ্রেণীর ইংরাজী প্রদত্ত নাম S. pencillatus.

(ঞ) জঙ্গলী ডোরাদার কাঠবিড়াল—(The Jungle-stripped Squirrel, Sciurus tristriatus) পূর্ব্বোক্ত "ঝ" শ্রেণীর সহিত ইহাদের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে, কেবল তদপেক্ষা অধিক কাল; মুখ, কপাল ও উদরপার্শ্ব রক্তাভ পিঙ্গল; ডোরাগুলি পূর্ব্বোক্তশ্রেণীর ডোরা অপেক্ষা অপ্রশস্ত, পৃষ্ঠের সর্ব্বাংশে বিস্তৃত নহে। ইহাদের দৈর্ঘ্য ৭।৮ ইঞ্চি, লাঙ্গুলও ৭।৮ ইঞ্চি হয়। ইহাদের স্বর পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর ন্যায় কর্কশ নহে। মেদিনীপুরের জঙ্গল হইতে সিংহল পর্য্যন্ত এই জাতীয় কাঠবিড়াল দেখা যায়। ইহারা বন্যপ্রদেশেই থাকে; কচিৎ কখন লোকালয়ে আসে বা বাসা করে, আর যদিও আসে, তবে যাহাতে মানুষের দৃষ্টি এড়াইয়া থাকিতে পারে, তজ্জন্য সতর্ক হয়।

অনেকে এই দুই শ্রেণীকে পরস্পর সংমিশ্রণে উৎপন্ন বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু স্বরভেদ, শব্দভেদ, বর্ণভেদ প্রভৃতি লক্ষ্য করিয়া কেহ কেহ বলেন, তাহা হইতে পারে না; ইহার দুইটি বিভিন্ন মূলশ্রেণী।

(ট) ত্রিবাঙ্কুড়ের ডোরাদার কাঠবিড়াল—(The stripped Squirrel, Sciurus Layardi) "ঞ" শ্রেণী অপেক্ষাও ইহারা বর্ণগত অধিক কাল, পৃষ্ঠের মধ্যস্থলে ও উভয়পার্শ্বে পীতাভ কৃষ্ণবর্ণ দাগ থাকে; পুচ্ছের অগ্রভাগ কাল ও মধ্যভাগ পিঙ্গলাভ। এই শ্রেণী ত্রিবাঙ্কুড়ের পর্ব্বতে ও সিংহলে দেখা যায়।

(ঠ) নীলগিরির ডোরাদার কাঠবিড়াল—(The Neelghery stripped Squirrel, Sciurus sublineatus) ইহাদের বর্ণ চিক্কণ বসন্তাভ বর্ণ। ডোরাগুলির মধ্যে ১টী পাতলা ও ১টী গাঢ়বর্ণের ডোরাবিশিষ্ট, ডোরাগুলি অপ্রশস্ত। লোম অতি ঘন ও অতিশয় কোমল। ইহা দৈর্ঘ্যে ৫।৬ ইঞ্চি, পুচ্ছ ৬ ইঞ্চি। এই শ্রেণী নীলগিরিপর্ব্বতে, কুর্গপ্রদেশে ও ত্রিবাঙ্কুড়ে অল্পপরিমাণে দেখা যায়।

এই শ্রেণীর সহিত যবদ্বীপের (S. insignis নামক) এক শ্রেণীর অধিকাংশ সাদৃশ্য আছে।

(ড) হিমালয়ের ক্ষুদ্রকায় কাঠবিড়াল। (The small Himalayan Squirrel, Sciurus Meclellandi) ইহাদের বর্ণ ম্লান কৃষ্ণাভ চিক্কণ পিঙ্গল, নিম্নভাগ শ্বেতাভ পিঙ্গল। ইহাদের নাসিকা হইতে গোঁপের গোড়া পর্য্যন্ত দুইদিকে ও স্কন্ধ হইতে পাছার উপরাংশ পর্য্যন্ত দুইদিকে দুটি কাল দাগ আছে ও গলায় ঐরূপ ঈষৎ রক্তাভ একটি দাগ আছে। কাণ ক্ষুদ্র, কাণের অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদের দৈর্ঘ্য ৫ ইঞ্চি, পুচ্ছ ৪ ইঞ্চি। ক্ষুদ্রকায় কাঠবিড়াল সিকিম, ভুটান ও আসমের পার্ব্বত্যপ্রদেশে এবং খসিয়া পর্ব্বতে দেখা যায়। দার্জিলিঙে ৪।৬ হাজার ফুট উপরেও ইহাদিগকে দেখা যায়, কিন্তু নেপালে বা তাহার পশ্চিমে নাই। লেপচারা ইহাদিগকে—"কল্লিগাঙ্গদিন্" বলে।

তেনাসেরিম প্রদেশে এই জাতীয় এক শ্রেণী আছে, তাহাদের বর্ণ ইহাদের অপেক্ষা কিছু গাঢ় (Sciurus Barbei)। যবদ্বীপে (S. plautani)ও মাণ্ডই দ্বীপে এই জাতীয় আর একপ্রকার (S. berdmorci) দেখা যায়।

(ঢ) দীর্ঘনস কাঠবিড়াল (The long-snouted Squirrel, Rhino-sciurus tupoioides) মলয়রাজ্যে শূকরের ন্যায় দীর্ঘনাসাবিশিষ্ট এক প্রকার কাঠবিড়াল দেখা যায়।

এতদ্ভিন্ন প্রথম অর্থাৎ সিউরাস্ (Sciurus) বিভাগে মধ্য এসিয়ার "য়ুরোপীয় কাঠবিড়াল" (S. Europœus) ও আফ্রিকায় (S. Geosciurus or xerus) দুই জাতীয় কাঠবিড়াল দেখা যায়।

২। টেরোমিস (Pteromys) বিভাগ ;—এই বিভাগে যে সকল কাঠবিড়ালকে গণনা করা হয়, তাহারা সাধারণতঃ উড্ডয়নশীল "কাঠ-বিড়াল" নামে অভিহিত হয়। ইহাদের পশ্চাতের পায়ের সহিত সম্মুখের পদদ্বয় একখণ্ড পাতলা চামড়া দিয়া জোড়া, যখন ইহারা বৃক্ষ হইতে লম্ফ দিয়া বৃক্ষান্তরে পতিত হয়, তখন এই চর্ম্মদ্বয় গোরুর গলকম্বলসদৃশ বিস্তৃত হইয়া অনেকটা বাদুড়ের ডানার কাজ করে। এই জাতীয় কাঠবিড়াল পূর্ব্ব দক্ষিণ এসিয়ায় ও মলয় উপদ্বীপে দেখা যায়। ইহাদের পুচ্ছ গোলাকার ও চতুর্দ্দিকে লোমবিশিষ্ট।

২ (ক) পিঙ্গলবর্ণ উড্ডয়নশীল কাঠবিড়াল—(The brown Flying-squirrel, Pteromys petaurista) ইহাদের গাত্রবর্ণ মলিন রক্তাভকৃষ্ণবর্ণ এবং শ্বেতাভ চিক্কণতাবিশিষ্ট। পদদ্বয় ও তৎসংলগ্ন স্থান অপেক্ষাকৃত উজ্জ্বল রক্তবর্ণ; ওষ্ঠাধর, চক্ষুপার্শ্ব, লাঙ্গুলের শেষাংশ গাঢ় পিঙ্গল বা কৃষ্ণবর্ণ, কাহারও বা লাঙ্গুলের অগ্রভাগ শাদাও হয়। উদরাদি স্থান প্রায় শাদা বা পাতলা ধূসর, ইহাদের পুরুষের গলায় রক্তবর্ণের অসম্বদ্ধ দাগ হয় ও স্ত্রীজাতির গলায় ঐরূপ পীতাভ দাগ হয়।

শরীরের দৈর্ঘ্য ২০ ইঞ্চি, পুচ্ছ ২১ ইঞ্চি। বিড়ালীর ন্যায় কাঠবিড়ালীরও ৬টী স্তন থাকে, কিন্তু চারিটি

দিয়া দুগ্ধধারা নির্গত হয়। দাক্ষিণাত্যের নিবিড় বন জঙ্গলে এই উড্ডয়নশীল কাঠবিড়াল দেখা যায়। ইহারা ফল, বৃক্ষের ছাল ও শিকড় প্রভৃতি খায়। ইহাদিগকে শৈশবাবস্থায় ছাগ বা গোদুগ্ধ দ্বারা প্রতিপালন করিয়া পুষিতে পারা যায়। জন্মের ৩ সপ্তাহ পরে ইহারা কোমল ফল খাইতে শিখে। দিনের বেলায় ইহারা ঘুমাইতে ভালবাসে; গ্রীষ্মকালে চিত হইয়া চার পা ঊর্দ্ধে তুলিয়া শুইয়া থাকে, রাত্রিতে আনন্দে চলা-ফেরা করে। ইহারা ভূমিতে বা বৃক্ষাদির উপরে চলিতে গেলে লাফাইয়া লাফাইয়া থপ্ থপ্ করিয়া চলিতে থাকে। পদসংলগ্ন চর্ম্মদ্বয়ের সাহায্যে ইহারা এক ডাল হইতে অন্য ডালে লাফাইয়া যায়। দুইটি বৃক্ষ ১২।১৩ ফুট অন্তর হইলেও স্বচ্ছন্দে লাফাইতে পারে। লাফাইবার সময় ইহারা একটি বৃক্ষের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ডালে উঠিয়া অপর বৃক্ষে নিম্নাভিমুখে কোণাকুণি লাফাইয়া পড়ে, সোজা লাফাইতে পারে না। ইহাদের শব্দ অতি মৃদু, প্রায় শুনা যায় না। ইহারা রাগিলে কামড়ায় না, আঁচড়াইয়া দেয়। মহারাষ্ট্রীয়েরা ইহাদিগকে 'পাক্য', কোলজাতীয়েরা 'ওরাল' এবং মালাবারীরা 'প্যারাসাটেন' বলে।

(খ) শ্বেতোদর উড্ডয়নশীল কাঠবিড়াল—(The white-bellied flying squirrel, Pteromys inornatus) ইহাদিগের দেহের উপরিভাগ চিক্কণ রক্তাভ পিঙ্গল ও শাদা শাদা বিন্দু বিন্দু দাগবিশিষ্ট, উড্ডয়নচর্ম্ম ও পদদ্বয়ের বহির্ভাগ রক্তবর্ণ ও উদরাদি শ্বেতবর্ণ; নাকের চতুর্দ্দিকে একটি ধূসরবর্ণের দাগ আছে; গোঁপ কাল। ইহাদের দৈর্ঘ্য ১৪ ইঞ্চি, পুচ্ছ ১৬ ইঞ্চি। এই জাতীয় কাঠবিড়াল উত্তরপশ্চিমে হিমালয় ও কাশ্মীর হইতে কুমাউন পর্য্যন্ত দেখা যায়। ৬ হাজার ফুটের নিম্ন ভূভাগে ইহাদের সংখ্যা অত্যল্প ও ঊর্দ্ধে ১০ হাজার ফুটের উপরে নাই। ইহাকে কাশ্মীরে "রুসি-গুগর" (অর্থাৎ উড়ুকইন্দুর) বলে।

(গ) রক্তোদর উড্ডয়নশীল কাঠবিড়াল—(The Red-bellied flying squirrel, Pteromys magnificus) ইহাদের উপরিভাগ বসন্তাভ পীত, স্কন্ধ ও জঙ্ঘা স্বর্ণ বা রক্তবর্ণ, উদরাদি কমলাবর্ণ বা পীতাভ চিক্কণ রক্তবর্ণ; লাঙ্গুল খাটো, অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ। চক্ষুর চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণবর্ণ রেখা, চিবুকে ত্রিকোণাকার দাগ। কর্ণ রক্তবর্ণ। এই জাতি হিমালয়ের দক্ষিণ-পূর্ব্বভাগে, নেপাল, ভুটান, আসাম ও খসিয়া পর্ব্বতে দৃষ্ট হয়; দার্জিলিঙ্গে যথেষ্ট। ইহারা দেখিতে অতি সুশ্রী, ইহাদিগকে লেপ্‌চারা 'বিয়োম্' বলে।

এতদ্ভিন্ন ব্রহ্মদেশের (P. cinerascens), মলয়দ্বীপের (P. nitidus), যবদ্বীপের (P. elegans) ও ফিলিপাইন দ্বীপের (P. Philippensis) উড্ডয়নশীল কাঠবিড়াল ভারতেও দেখা যায়।

৩। সিউরোপ্টেরাস্ (Sciuropterus) বিভাগ—ইহাদের লাঙ্গুল দেহ অপেক্ষা ক্ষুদ্র, শরীর কিছু চেপ্টা ও সাধারণতঃ ক্ষুদ্রকায়।

(ক) ধূসরমস্তক উড্ডয়নশীল কাঠবিড়াল। (The Grey-headed flying squirrel, Sciuropterus caniceps) ইহাদের সমস্ত মস্তক লৌহের ন্যায় ধূসরবর্ণ, দেহের উপরিভাগ, উড্ডয়ন চর্ম্ম ও লাঙ্গুল কৃষ্ণাভ স্বর্ণবর্ণ। গলা শ্বেতাভ ও উদরাদি অন্যান্য অবয়ব কমলানেবুর ন্যায় রক্তবর্ণ। ইহাদের দৈর্ঘ্য ১৪ ইঞ্চি ও লাঙ্গুল ১৬ ইঞ্চি। নেপাল ও সিকিম প্রদেশে ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহলে এই জাতির একপ্রকার শ্রেণী আছে, তাহাকে (S. Layardi) লেপ্‌চারা—"বিয়ম্ চিম্বো" বলে।

(খ) ধূসরবর্ণের উড্ডয়নশীল কাঠবিড়াল—(The grey flying squirrel, Sciuropterus Fimbriatus) ইহাদের গাত্রবর্ণ মলিন রক্তাভ পিঙ্গল বা বন্য খরগোসের মত কৃষ্ণমিশ্রিত তরল ধূসরবর্ণ; লোমের মূলভাগ সীসার বর্ণবিশিষ্ট, মধ্যভাগ পিঙ্গল ও অগ্রভাগ কৃষ্ণবর্ণ; মুখ শাদা, গোঁপ অতি দীর্ঘ ও কৃষ্ণবর্ণ, লাঙ্গুল প্রশস্ত, লাঙ্গুলের গোড়ার দিকের লোমাবলীর অগ্রভাগ কাল ও লাঙ্গুলের অগ্রভাগের লোমাবলী পিঙ্গল বা ধূসর। শরীরের দৈর্ঘ্য ১০।১১ ইঞ্চি, পুচ্ছ ২০ ইঞ্চি।

এই জাতীয় কাঠবিড়াল হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিমে সিমলা হইতে কাশ্মীরপ্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন, ইহারা আফগানস্থানেও আছে। ইহার আর এক শ্রেণীর নাম Sc. Baberi.

(গ) কৃষ্ণ ও শ্বেতমিশ্রিত বর্ণের উড্ডয়নশীল কাঠবিড়াল (The Black and white flying squirrel, Scuiropterus alboniger) ইহাদের দেহের উপরিভাগের বর্ণ ঈষৎ রক্তাভ; উদরাদি ঈষৎ পীতাভ। অন্যান্য সমস্ত অঙ্গ পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীর মত। শরীরের দৈর্ঘ্য ১১ ইঞ্চি, পুচ্ছ ৯।১০ ইঞ্চি। ইহারা নেপাল ও ভুটানে বাস করে। লেপ্‌চারা ইহাদিগকে "থিম" ও ভোটেরা "পিয়াম্ বা পিয়ু" বলে।

(ঘ) রোমপাদ উড্ডয়নশীল কাঠবিড়াল—(The hairy-footed flying squirrel, Sciuropterus villosus) ইহাদের উপরিভাগ উজ্জ্বল লৌহ-মরিচার বর্ণবিশিষ্ট ও ঐ রঙ্গের তরল বিন্দু বিন্দু দাগবিশিষ্ট। কর্ণ ক্ষুদ্র, কর্ণের চতুষ্পার্শ্বে লম্বা লোম আছে; পায়ে ও অঙ্গুলিতে বড় বড় লোম

হয়। শরীরের দৈর্ঘ্য ৮ ইঞ্চি। সিকিম, ভুটান ও আসামের পার্ব্বত্যপ্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। দার্জ্জিলিঙ্গে ইহাদের লোম কিছু বেশী বড় হয়।

(ঙ) ত্রিবাঙ্কুড়ের ক্ষুদ্র উড্ডয়নশীল কাঠবিড়াল—(The small Travancor flying squirrel, Sciuropterus fusco-capillus) ইহাদের বর্ণ গাঢ়-পিঙ্গল, লোমগুলির অগ্রভাগ পীতবর্ণের দাগবিশিষ্ট। উদরাদি রক্তাভশ্বেত, লাঙ্গুলের রোমাবলী দেহের বর্ণসদৃশ ও অগ্রভাগ শাদা দাগযুক্ত। গোঁপ দীর্ঘ ও কাল; লোম দীর্ঘ, চিক্কণ ও সূক্ষ্ম। শরীরের দৈর্ঘ্য ৭ ইঞ্চি, পুচ্ছ ৬ ইঞ্চি। সিংহলে এই জাতীয় কাঠবিড়ালের ইংরাজী নাম Sc. Layardi, পেগু ও তেনাসেরিমের এই জাতীয়ের নাম Sc. Phayrei, আরাকানের এই জাতীয়ের নাম Sc. spadiceus. মালয়ে এই জাতীয় কাঠবিড়ালের তিনটী শ্রেণী আছে, তাহাদের ইংরাজী প্রদত্ত নাম Sc. Sagitta, Sc. Horsefieldii ও Sc. genibarbis.

৪। আর্কটোমিডিনি (Arctomidinæ) মরমট (Marmots)। এই জাতীয় পশু আজিও বাঙ্গালায় বা হিন্দুস্থানে আবিষ্কৃত হয় নাই, সুতরাং ইহার বাঙ্গালা বা হিন্দী নাম কি তাহা বলা যায় না। ইহারা কাঠবিড়াল জাতীয় কিন্তু স্থূলকায় ও ক্ষুদ্র লাঙ্গুলবিশিষ্ট। শীতপ্রধান দেশে ইহারা থাকে। হিমালয়ের মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। হিমালয়ে ইহাদের দুই শ্রেণী দেখা গিয়াছে। তন্মধ্যে (ক) শ্বেত মরমট (The white Marmot, Arctomys bobac) নামক শ্রেণীকে কাশ্মীরে 'ড্রিণ,' তিব্বতে 'কাদিয়া-পিউ', ভুটানে 'ভিবি' ও লেপ্‌চারা "লেহা বা পট-স্থামিয়ং" বলে। ইহাদের লাঙ্গুল ক্ষুদ্র, চক্ষু ও মস্তক বৃহৎ, স্ত্রীজাতির ১০। ১২টি স্তন ও শরীর দৃঢ়। বর্ণ ধূসর, লোম ঘন। লম্বে ২৪ ইঞ্চি, পুচ্ছ ৫।৬ ইঞ্চি। ইহারা কাশ্মীর হইতে সিকিম পর্য্যন্ত পার্ব্বত্যপ্রদেশে বাস করে। বৃক্ষাদির শিকড় ও ফলাদি খায় এবং ভূমিতে বাসা করে। ইহারাও প্রকৃত কাঠবিড়ালের মত সম্মুখের দুই পা দিয়া খাদ্য ধরিয়া খায়। ইহারা একস্থানে কতকগুলি মিলিয়া বাস করে এবং গর্ত্তের বাহিরে বসিয়া খেলা করিতে থাকে, কিন্তু সামান্য শব্দেই ভীত হইয়া গর্ত্তের মধ্যে পলাইয়া যায়।

৪ (খ) রক্ত মরমট বা হিমাচলীয় মরমট (The Red Mormot, Arctomys Hemachalanus) ইহাদিগকে লেপচারা—'চিপি' ও কাশ্মীরে 'দ্রোণ' বলে।

কাঠ্‌বেণিয়া, বেহারের বণিক্‌জাতির এক শ্রেণী। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণব। মৈথিলী ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করে। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত দেবদেবী ছাড়া ইহারা সোখা শম্ভুনাথ এবং সৎনারায়ণ নামক গ্রাম্যদেবতার পূজা দিয়া থাকে। অপর বণিকের মধ্যে কন্যা ও বর উভয় পক্ষে সপ্তপুরুষের সম্বন্ধ থাকিলেও পিণ্ড বাঁধিলে যেমন বিবাহ হয় না; কাঠবেণিয়ার মধ্যে সেরূপ কোন বাধা নাই। ইহারা বাল্যকালে কন্যার বিবাহ দেয় এবং এক পত্নী বর্ত্তমানে অপর পত্নী গ্রহণ করিতে পারে। ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে, তবে বিধবা পূর্ব্বপতির কনিষ্ঠ সহোদর অথবা সম্পর্কীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বিবাহ করিতে পারে না। পত্নীর কোন গুরুতর অপরাধ প্রমাণিত হইলে স্বামী পঞ্চায়তের অনুমতি লইয়া পত্নী পরিত্যাগ করিতে পারে। এরূপ পরিত্যক্ত স্ত্রীলোকের আর বিবাহ হয় না। ইহারা শবদাহ করে এবং অশৌচান্তে ৩১ দিনে শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে। সামান্য ব্যবসা ও কৃষিকার্য্য ইহাদের উপজীবিকা।

কাঠ্‌বেল (দেশজ) ফুলবিশেষ। (Jasminum multiflorum.)

কাঠ্‌মরঙ্গ (দেশজ) পক্ষিবিশেষ (Tantalus leucocephalus.)

কাঠ্‌মল্লিকা (দেশজ) ফুলবিশেষ। (Jasminum Zambac.)

কাঠমলী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Canthium angustifolium.)

কাঠ্‌রা (দেশজ) ১ কাঠের বেড়া দেওয়া স্থান। ২ বারান্দার রেলিং।

কাঠ্‌রাঙ্গা (দেশজ) একজাতীয় বড়গাছ (Ehretia levis.) ইহা ভারতবর্ষে ও সিংহলে জন্মে। ইহা হইতে কঠিন ও বহুদিনস্থায়ী কাঠ পাওয়া যায়।

কাঠ্‌শালুক (দেশজ) কন্দবিশেষ।

বঙ্গদেশে স্থান বিশেষে বড় শালূক, হিন্দীতে কমল, পারস্যে নিলোফর, সিন্ধুপ্রদেশে কুনি, তৈলঙ্গে কাকি-কলুবা অল্লিকলং (Nymphæa pubescens)। ভারতবর্ষ, আফ্রিকা ও যবদ্বীপে জন্মে। ইহার বড় বড় শাদা ফুল হয়। হিন্দুগণ পবিত্র ভাবিয়া এই ফুলদ্বারা দেবার্চ্চনা করে। প্রাচীন মিসরের অধিবাসীরাও এই ফুল অতি পবিত্র জ্ঞান করিত।

কাঠ্‌শিম (দেশজ) শিম্বীবিশেষ। (Dolichos gladiatus.) [শিম দেখ।]

কাঠ্‌শোলা (দেশজ) শোলা। (Æschynomene paludosa) [শোলা দেখ।]

কাড়ন (দেশজ) অপরের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক গ্রহণ। "যেন কেহ কার প্রাণ লয়ে যায় কাড়ি।" রামেশ্বর।

কাড়া (দেশজ) ১ বাদ্যবিশেষ; খুলীর ন্যায় মৃত্তিকা-নির্ম্মিত একটি খোলে চর্ম্মের আচ্ছাদন দ্বারা প্রস্তুত। পূর্ব্বকালে রাজাদিগের বহির্দ্বারে এক একটি বৃহৎ কাড়া থাকিত, কোন বিষয় ঘোষণা করিতে হইলে সেই কাড়ায় আঘাত করিয়া

ঘোষণা করা হইত। রাজাদিগের বহির্গমনকালেও সর্ব্বাগ্রে এই কাড়ার শব্দ করিতে করিতে যাইত। এখনও অনেক দেবালয়ের বহির্দ্বারে কাড়া দেখিতে পাওয়া যায় এবং নির্দ্দিষ্ট সময়ে তাহা বাদিত হইয়া থাকে। দেশীয় বাদ্যকরগণ ঐরূপ আকৃতির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একরূপ কাড়া গলায় ঝুলাইয়া বাজাইয়া থাকে। ডগর নামক আর একটি বাদ্য ইহার সহিত বাদিত হয়; এজন্য ঐ উভয় বাদ্যের নাম 'ডগর কাড়া।' ২ লুণ্ঠিত। ৩ শব্দ, ডাক।

"বিজুরি কাড়ায় পথ বাসুদেব চলে।" দুঃখীশ্যাম ২৮।

কাড়াকাঠি (দেশজ) তৈলকারদিগের যষ্টিবিশেষ। ঘানী হইতে তৈল প্রস্তুতকালে ইহা দ্বারা বীজগুলি টানিয়া বাহির করা হয়।

কাড়াকাড়ি (দেশজ) পরস্পর বলপূর্ব্বক গ্রহণ।

কাড়াচিয়া (দেশজ) বলপূর্ব্বক গ্রহণ, আক্রমণ।

কাড়ান (দেশজ) ১ অপরের দ্বারা লুণ্ঠন করান। ২ অধিক দিন পর্য্যন্ত নিরন্তর বৃষ্টি হওয়া। ৩ অভীষ্ট দেবতার মস্তকে পুষ্পাদি রাখিয়া, তাহা যতক্ষণ না আপনাপনি পতিত হয়, ততক্ষণ অপেক্ষা করা।

কাড়ানকুল (দেশজ) পক্ষিবিশেষ (Tantalus Manillonsis.)

কাড়াবিক্ড়া (দেশজ) বলপূর্ব্বক পরস্পর গ্রহণ।

কাণ (পুং) কণতি এক চক্ষুর্নিমীলতি, কণ-ঘঞ্। ১ কাক। ২ (ত্রি) এক চক্ষুবিশিষ্ট প্রাণী, কাণা। (কাণঃ কাকৈক চক্ষুষোঃ। মেদিনী।) ৩ (দেশজ) কর্ণ, শ্রবণ।

কাণকাটা (দেশজ) ১ যে কাণ কাটিয়া দেয়। ২ যাহার কাণ ছিন্ন হইয়াছে।

কাণকূয়া (দেশজ) মৎস্যের কর্ণদেশ।

কাণকোটারি (দেশজ) কীটবিশেষ, শতপদী, কেন্নুই। [শতপদী দেখ।]

"কাণকোটারিতে মোর কাণ হৈল কালা।
কেটা মোরে বুড়ি বলে এত বড় জালা॥" ভারত—অন্নদামঙ্গল।

কাণখড়কিয়া (দেশজ) ১ কর্ণের মলা। ২ শ্রবণে সতর্ক।

কাণখুস্কি (দেশজ) কাণের মল বাহির করিবার জন্য শলাকাবিশেষ।

কাণচটা (দেশজ) কর্ণপালীর মধ্যদেশে একরূপ ঘা হয়, তাহাকেই কাণচটা কহে। হলুদপোড়া ইহার অত্যুৎকৃষ্ট ঔষধ।

কাণচুলকানি (দেশজ) কর্ণমধ্যে শুর্ শুর্ করা।

কাণজুল্পি (দেশজ) চিবুকাদি স্থানের শ্মশ্রু ফেলিয়া, কেবল কর্ণমূল হইতে ঈষৎ লম্বিত শ্মশ্রু রাখিয়া দিলে তাহাকেই কাণজুলপি বা কাণপাটা বলে।

কাণতড়্পা (দেশজ) কর্ণালঙ্কারবিশেষ।

কাণপাকা (দেশজ) কর্ণরোগবিশেষ, ইহার সংস্কৃত নাম পূতিকর্ণ। [পূতিকর্ণ দেখ।]

কাণপাটা (দেশজ) ১ কাণজুল্পি। ২ কর্ণের নিম্নস্থ অংশ।

কাণপাতলা (দেশজ) যে কোন কথা শুনিবামাত্র অন্যের নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলে।

কাণপাল, দেবপাল বংশীয় অঙ্গ বঙ্গের একজন রাজা। (ভঃ ব্রহ্মখণ্ড ২০।৪১)

কাণভাঙ্গন (দেশজ) কুসংস্কার জন্মাইয়া দেওয়া।

কাণভাঙ্গানি (দেশজ) সতর্ক করা, কাণে কাণে বলিয়া সাবধান করিয়া দেওয়া।

কাণভাঙ্গী (দেশজ) ১ গুপ্তভাবে কাহারও কাছে কোন কথা প্রকাশ করা। ২ কুসংস্কার জন্মাইয়া দেওয়া।

কাণভূতি (পুং) পিশাচরূপী যক্ষবিশেষ; ইনি সুপ্রতীক নামে কুবেরের অনুচর ছিলেন। স্থূলশিরা নামক কোন রাক্ষসের সহিত ইহার বন্ধুত্ব থাকায় কুবের তাহার সঙ্গ পরিত্যাগ করিতে বলেন। কিন্তু ইনি বন্ধুত্বের অনুরোধে প্রভুর আদেশ প্রতিপালন করিতে পারেন নাই। তাহাতে কুবের অভিশাপ প্রদান করিলে পিশাচ যোনিতে উৎপন্ন হইয়া কাণভূতি নামে কিছুদিন বিন্ধ্যাটবীতে বাস করিয়াছিলেন। পরে দীর্ঘজঙ্ঘা নামক ইহার ভ্রাতার চেষ্টায় পুষ্পদন্তের মুখে মহাদেব-কথিত বৃহৎকথা শ্রবণ করিয়া মাল্যবানের নিকট প্রকাশ করায় পিশাচযোনি হইতে মুক্তিলাভ করেন। (কথাসরিৎসাগর।)

কাণমলা (দেশজ) ১ কর্ণ মর্দ্দন করা। ২ কাণের মলা।

কাণমাগুর (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। [মাগুর দেখ।]

কাণমুতা (দেশজ) কর্ণমূল, কাণের মূলদেশ।

কাণমোচড়া (দেশজ) কাণমোচড়াইয়া দেওয়া, কাণমলা।

কাণলুটি (দেশজ) কাহাকে শাস্তি দিবার উদ্দেশে কাণমলা।

কাণা (দেশজ) ১ এক চক্ষুহীন। ২ ফুটা, ছিদ্র। ৩ পাত্রাদির কিনরা।

কাণাকাণি (দেশজ) ১ গোপনে পরামর্শ করা। ২ নদনদীর প্রায় পূর্ণ অবস্থা।

কাণাচি (দেশজ) গৃহের পশ্চাৎভাগ।

কাণাচিয়া (দেশজ) ১ গৃহের পশ্চাৎভাগ।

কাণাড়ি (দেশজ) গুপ্তভাবে কাণ দেওয়া।

কাণাড়িপাতা (দেশজ) যে অলক্ষ্যে থাকিয়া গুপ্তভাবে কাণ পাতিয়া শ্রবণ করে। ২ কাণ দেওয়া।

কাণাৎ (দেশজ) শিবির বা তাঁবুর পর্দা বা দেওয়াল।

কাণাদ (ত্রি) কণাদস্য ইদম্। কণাদ-অণ্। ১ কণাদপ্রণীত শাস্ত্র, ইহা বৈশেষিক বা ঔলুক্যদর্শন নামে প্রসিদ্ধ।

[কণাদশব্দ দেখ।]

২ কণাদসম্বন্ধীয়।

কাণা-দামোদর, হুগলীজেলায় প্রবাহিত একটি স্রোতস্বতী। পূর্ব্বে ইহাই দামোদর নদীর শাখা ছিল, এখন যেখানে কাণা-নদী দামোদর ছাড়িয়া দক্ষিণাভিমুখী হইয়াছে, এই স্রোতটি তাহারই নিকট হইতে পৃথক হইয়া হুগলী মধ্যে প্রবাহিত হইয়াছে। এই স্রোতটির নিম্নাংশের নাম কাণসোণা খাল। উহা উলুবেড়িয়ার অর্দ্ধক্রোশ উত্তরে হুগলী নদীতে মিলিত হইয়াছে।

কাণানদী, হুগলী জেলার একটি স্রোতস্বতী। পূর্ব্বে ইহাই দামোদরের প্রধান খাল ছিল, এখন কিন্তু একটি ক্ষুদ্র স্রোত মাত্র। বর্দ্ধমানের দক্ষিণে সলিমাবাদের নিকট বর্ত্তমান দামোদর হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছে। পরে দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে আসিয়া ঘিয়া নদীর সহিত মিলিত হইয়া কুন্তিনদী নামে নয়াসরাইয়ের নিকট ভাগীরথীতে মিলিত হইয়াছে। এই স্রোতস্বতীর মধ্যে দামোদরের জল আসিয়া পড়ে।

কাণাশি, মাছ ঝুলাইয়া লইয়া যাইবার জন্য যে দড়ি কাণকুয়ার মধ্যে দেওয়া হয়।

কাণি (দেশজ) ছিন্নবস্ত্র, নেকড়া।

কাণিপাব্দা (দেশজ) একপ্রকার পাব্দামাছ। [পাব্দা দেখ।]

কাণিমাগুর (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

কাণুটি (দেশজ) কাণমলা, কাণ মোচড়ান।

কাণুক (ত্রি) কণ দীপ্তৌ, কণ-উকঞ্। ১ কান্ত, কমনীয়। ২ আক্রান্ত। ৩ পূর্ণ।

কাণূক (পুং) কণতি শব্দায়তে, কণ-উকণ্। (মৃকনিভ্যা-মূকোকণৌ। উণ্ ৪।৩৯। মৃঙ্ ধাতু ও কণ্ ধাতুর পরে যথাক্রমে উক ও উকণ্ প্রত্যয় হয়।) কাক। (কাণূকঃ কাকঃ। উজ্জ্বলদত্ত।)

কাণেকাণে (দেশজ) কাণের অতি নিকটে মুখ দিয়া কথোপকথন।

কাণেতালা (দেশজ) উৎকট শব্দ শুনিয়া কাণের যাতনা-বিশেষ। ইহাতে শ্রবণশক্তি কিছুকাল রুদ্ধ হয়।

কাণেয় (পুং) কাণায়াঃ অপত্যং পুমান্, কাণা-ঢক্। ১ এক চক্ষুহীনার পুত্র। ২ কাকশাবক।

কাণেয়বিধ (ক্লী) কাণেয়ানাং বিষয়ো দেশঃ, কাণেয়-বিধল্ (ভৌরিক্যাদৈষু কার্য্যাদিভ্যো বিধল্ ভক্তলৌ। পা ৪।২।৫৪।) কাণেয়গণের বিষয় বা দেশ।

কাণের (পুং) কাণায়াঃ অপত্যং পুমান্, কাণা-ঢ্রক্ (ক্ষুদ্রাভ্যো বা। পা ৪।১।১৩১।) ১ একচক্ষুহীনার পুত্র। ২ কাকশাবক।

কাণেলী (স্ত্রী) ১ অবিবাহিতা কন্যা। ২ ব্যভিচারিণী।

কাণেলীমাতঃ [র] (পুং) কাণেলী মাতা যস্য, বহুব্রী। ১ অবিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্র। ২ ব্যভিচারিণীর পুত্র।

কাণোড়সাপ (দেশজ) বিষধর সর্পবিশেষ। ইহারা গাছের উপর হইতে মনুষ্য অথবা পশ্বাদির উপর লাফাইয়া পড়িয়া দংশন করে।

কাণোড়া (দেশজ) বিনয়ী, নম্র, অধীন।

কাণ্টকমর্দ্দনিক (ত্রি) কণ্টকমর্দ্দনেন নির্ব্বৃত্তম্, কণ্টক-মর্দ্দন-ঠক্। (নির্ব্বৃত্তে হক্ষদ্যূতাদিভ্যঃ। পা ৪।৪। ১৯।) কণ্টকমর্দ্দন দ্বারা সম্পাদিত স্বাস্থ্যাদি।

কাণ্টকার (ত্রি) কণ্টকারস্য অবয়বো বিকারো বা, কণ্টকার-অঞ্ (প্রাণিরজতাদিভ্যো ঽঞ্। পা ৪।৩।১৫৪।) ১ কণ্টকারের অবয়ব। ২ কণ্টকারের বিকার।

কাণ্টাল (দেশজ) কাঁটাল।

কাণ্ঠা (দেশজ) কলহপ্রিয় স্ত্রীলোক।

কাণ্ঠেবিদ্ধি (পুং) কণ্ঠেবিদ্ধস্য ঋষেঃ অপত্যং পুমান্, কণ্ঠে-বিদ্ধ-ইঞ্। কণ্ঠেবিদ্ধ নামক ঋষির পুত্র।

কাণ্ড (পুং, ক্লী) কণি-ড-দীর্ঘশ্চ। ১ দণ্ড। ২ নাল। ৩ বাণ। ৪ শরগাছ। ৫ অশ্ব। ৬ কুৎসিত। ৭ কতকগুলি একজাতীয় বস্তুর একত্র সমাবেশ। ৮ পরিচ্ছেদ। ৯ অবসর। ১০ প্রস্তাব। ১১ জল। ১২ স্তম্ব। ১৩ তৃণাদির গুচ্ছ। ১৪ গাছের গুঁড়ি। ১৫ গাছের ডাল। ১৬ সমূহ। ১৭ নির্জ্জন স্থান। ১৮ শ্লাঘা। ১৯ পাপী। ২০ ব্যাপার, ঘটনা। ২১ পর্ব্ব। ২২ খাকড়া-বিশেষ। ২৩ বৃন্ত, বোঁটা। ২৪ (পুং) অঙ্কোঠ বৃক্ষ। ২৫ (ক্লী) এক সন্ধির নিকট হইতে অন্য সন্ধি পর্য্যন্ত দীর্ঘ এক খণ্ড অস্থি। ("ভগ্নং সমাসাৎ দ্বিবিধং হুতাশ-

কাণ্ডেচ সন্ধৌচ হিতত্র সন্ধৌ।" মাধব নি°।)

২৬ (ত্রি) কাণ্ডস্য অবয়বো বিকারো বা, কাণ্ড-অণ্ (বিল্বাদিভ্যো ঽণ্। পা ৪।৩।১৩৬।) কাণ্ডের অবয়ব বা বিকার।

কাণ্ডকটুক (পুং) কাণ্ডে স্তম্বে লতায়াং ইত্যর্থঃ কটুকঃ, ৭তৎ। কারবেল্ল, করলা। [কারবেল্ল দেখ।]

কাণ্ডকাণ্ডক (পুং) কাণ্ডস্য শরবৃক্ষস্য কাণ্ডমিব কাণ্ডং যস্য, কাণ্ডকাণ্ড-কপ্। কাশ নামক তৃণবিশেষ।

কাণ্ডকার (ক্লী) কাণ্ডং স্কন্ধং কিরতি, দীর্ঘতয়া উৎক্ষিপতি, কাণ্ড-কৃ-অণ্। ১ সুপারি। ২ (পুং) কাণ্ডং বাণং করোতি, কাণ্ড-কৃ-অণ্। বাণনির্ম্মাণকারক।

কাণ্ডকীলক (পুং) কাণ্ডে স্কন্ধে কীলমিব যস্য, কাণ্ডকীল-কপ্। লোধ কাঠ।

কাণ্ডকুক্ষ (পুং) ঋষিবিশেষ।

কাণ্ডগুণ্ড (পুং) কাণ্ডেন গুচ্ছেন গুণ্ডয়তি বেষ্টয়তি ভূমিং, কাণ্ড-গুড়ি-অণ্। গুণ্ড নামক তৃণবিশেষ।

কাণ্ডগোচর (পুং) কাণ্ডস্য বাণস্য গোচর ইব গোচরো যস্য, মধ্যলো°। নারাচ নামক লৌহময় অস্ত্রবিশেষ।

কাণ্ডগ্রহ (পুং) কাণ্ডস্য বিষয়স্য প্রকরণস্য বা গ্রহঃ জ্ঞানম্। কাণ্ডজ্ঞান, উপস্থিত প্রকরণের বা বিষয় মাত্রের অর্থবোধ।

কাণ্ডগ্রহরহিত (ত্রি) কাণ্ডগ্রহেণ রহিতঃ হীনঃ, ৩তৎ। কাণ্ডজ্ঞানশূন্য; যাহার কোন বিষয়েই অর্থবোধ হয় না।

কাণ্ডচারী [ন্] (পুং) কাণ্ডে তরুশাখায়াং চরতি, কাণ্ড-চর-ণিনি। যাহারা বৃক্ষশাখায় বিচরণ করে। কাকাতুয়া, কাঠ্‌ঠোক্‌রা, টিয়া প্রভৃতি পক্ষিদিগকে কাণ্ডচারী কহে।

কাণ্ডজ্ঞান (ক্লী) কাণ্ডস্য প্রকরণস্য বিষয়স্য বা জ্ঞানম্, ৬তৎ। ১ বিষয়জ্ঞান। ২ প্রকরণবোধ। ৩ মোটামুটি জ্ঞান।

কাণ্ডণী (স্ত্রী) কাণ্ডেন স্তম্বেন নীয়তে হসৌ, কাণ্ড-নী-কিপ্-ঙীপ্-ণত্বম্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) রামদূতী নামক লতাবিশেষ।

কাণ্ডতিক্ত (পুং) কাণ্ডে স্কন্ধে তিক্তঃ, ৭তৎ। চিরাতা। [কিরাততিক্ত দেখ।]

কাণ্ডতিক্তক (পুং) কাণ্ডতিক্ত-স্বার্থে কন্। চিরাতা।

কাণ্ডধার (পুং) কাণ্ডং ধারয়তি অত্র, কাণ্ড-ধৃ-ণিচ্-অচ্। ১ দেশবিশেষ। ২ (ত্রি) স অভিজনো হস্য, কাণ্ডধার-অঞ্ (সিন্ধুতক্ষশিলাদিভ্যো হণঞৌ। পা ৪।৩।৯৩।) তদ্দেশবাসী।

কাণ্ডনীল (পুং) কাণ্ডে স্কন্ধে নীলঃ, কীটবত্ত্বাৎ। লোধ।

কাণ্ডপট (পুং) কাণ্ডে কাষ্ঠাদিনির্ম্মিতস্তম্ভে স্থিতঃ পটঃ, মধ্যলো°। যবনিকা, পরদা।

(অপটী কাণ্ডপটঃ স্যাৎ প্রতিসীরা জবন্যপি। হেম ৩।৩৪৪।)

কাণ্ডপুঙ্খা (স্ত্রী) কাণ্ডস্য বাণস্য পুঙ্খ ইব পুঙ্খো যস্যাঃ, মধ্যলো°। শরপুঙ্খা গাছ।

কাণ্ডপুষ্প (ক্লী) কাণ্ডাৎ স্কন্ধং ব্যাপ্য পুষ্পং যস্য, বহুব্রী। ক্ষুদ্র সুগন্ধি পুষ্পবিশেষ, দ্রোণপুষ্প।

কাণ্ডপৃষ্ঠ (পুং) কাণ্ডঃ বাণঃ পৃষ্ঠে যস্য, বহুব্রী। ১ শস্ত্রাজীব, ব্যাধ। ২ বৈশ্যাপতি। ৩ (ক্লী) কাণ্ডং তরুস্কন্ধ ইব স্থূলং পৃষ্ঠং যস্য, বহুব্রী। স্থূলপৃষ্ঠ ধনুঃ; যে ধনুর পৃষ্ঠদেশ মোটা। ৪ মহাবীর কর্ণের ধনু।

কাণ্ডবারিণী (স্ত্রী) কাণ্ডান্ সংগ্রামাপতিতান্ বাণান্ বারয়তি স্মরণাদেব ইতি শেষঃ, কাণ্ড-বৃ-ণিচ্-ণিনি-ঙীপ্। দুর্গা।

("মহাগজঘটাটোপসংযুগে নরবাজিনাম্।
স্মরণাদ্বারয়ত্যেব বাণান্ তেন সা কাণ্ডবারিণী॥"
দেবী-পুরাণ ৪৫ অঃ।)

কাণ্ডবীণা (স্ত্রী) কাণ্ড ইব স্থূলা বীণা, মধ্যলো°। ১ কণ্ডোল নামক বীণাবিশেষ; চণ্ডালবীণা। ২ শরনির্ম্মিত বীণা।

কাণ্ডভগ্ন (ক্লী) কাণ্ডে অস্থিখণ্ডে ভগ্নম্, ৭তৎ। হস্তপদাদির দীর্ঘ অস্থি ভাঙ্গিয়া যাওয়া।

কাণ্ডরুহা (স্ত্রী) কাণ্ডাৎ ছিন্নস্কন্ধাৎ রোহতি, কাণ্ড-রুহ-ক টাপ্। কটুকী। [কটুকা দেখ।]

কাণ্ডর্ষি (পুং) কাণ্ডস্য বেদবিভাগস্য ঋষিঃ, যদ্বা কাণ্ডেষু একজাতীয়ক্রিয়াদিসমবায়েষু ঋষি বিচারকঃ। দেবকাণ্ড-বিশেষের অধ্যাপক মুনিবিশেষ। পূর্ব্বমীমাংসাশাস্ত্র প্রণয়ন দ্বারা ক্রিয়াকাণ্ডের বিচারক বলিয়া জৈমিনি, উত্তরমীমাংসারূপ বেদান্তশাস্ত্র প্রণয়ন দ্বারা জ্ঞানকাণ্ডের বিচারক হইয়াছিলেন বলিয়া বেদব্যাস এবং ভক্তিশাস্ত্র প্রণয়ন দ্বারা ভক্তিকাণ্ডের বিচারক হওয়ায় শাণ্ডিল্য ঋষি 'কাণ্ডর্ষি' বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

কাণ্ডলাব (ত্রি) কাণ্ডং লুনাতি, কাণ্ড-লূ-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১।) বৃক্ষস্কন্ধের ছেদনকারক।

কাণ্ডবান্ [ৎ] (পুং) কাণ্ডঃ শরঃ প্রহরণতয়া অস্ত্যস্য, কাণ্ড মতুপ্-মস্য বঃ। কাণ্ডীর, তীরন্দাজ; যাহারা তীরধনুক লইয়া যুদ্ধাদি করিয়া থাকে।

(তূণী ধনুর্ভৃৎ ধানুষ্কঃ স্যাৎ কাণ্ডীরস্তু কাণ্ডবান্। হেম ৩।৪৩৫)

কাণ্ডসন্ধি (পুং) কাণ্ডস্য স্কন্ধস্য সন্ধিঃ মেলনস্থানম্, ৬তৎ। গ্রন্থি, গাঁট্।

কাণ্ডস্পৃষ্ট (ত্রি) স্পৃষ্টং গৃহীতং কাণ্ডং যেন, নিষ্ঠান্তত্বাৎ পরনিপাতঃ। শস্ত্রাজীব, শস্ত্রব্যবহার দ্বারা যাহারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

(শস্ত্রাজীবঃ কাণ্ডস্পৃষ্টো ভুরুহা নরকীলকঃ। হেম ৩।৫২২।)

কাণ্ডহীন (ক্লী) কাণ্ডেন স্কন্ধেন হীনম্, ৩তৎ। মুথাবিশেষ; ভদ্রমুস্তক।

কাণ্ডানুক্রম (পুং) কাণ্ডস্য অনুক্রমঃ। তৈত্তিরীয়সংহিতার কাণ্ডসমূহের সূচীপত্র।

কাণ্ডানুক্রমণিকা (স্ত্রী) কাণ্ডস্য অনুক্রমণিকা। তৈত্তি-রীয়সংহিতার সূচীপত্র।

কাণ্ডানুক্রমণী (স্ত্রী) কাণ্ডস্য অনুক্রমণী অনুক্রমণম্। তৈত্তি-রীয়সংহিতার সূচীপত্র।

কাণ্ডার (দেশজ) কর্ণধার, মাঝি।

"পথে দান সাধ্যে কান নৌকায় কাণ্ডার।" দুঃখীশ্যাম ২৪৯।

কাণ্ডারী (দেশজ) কর্ণধার, মাঝি।

"কাণ্ডারী বলেন পাপী শুন মোর বাণী।
পার হও একে একে ক্ষীণ তরি খানি॥" গোবিন্দমঙ্গল।

কাণ্ডারোপণ, (ক্লী) মাঙ্গল্যক্রিয়াবিশেষ, দেবমূর্ত্তির চারিদিকে চারিটি তীরকাটি পুতিয়া এই ক্রিয়া করিতে হয়।

কাণ্ডিকা (স্ত্রী) কাণ্ডঃ গুচ্ছঃ বাহুল্যেন অস্ত্যস্যাঃ, কাণ্ড-ঠন্-টাপ্। ১ লঙ্কা নামক ধান্যবিশেষ। ২ বালুকা নামক কাঁকুড়।

কাণ্ডী [ন্] (ত্রি) কাণ্ডঃ গুল্মঃ প্রাশস্ত্যেন অস্ত্যস্য, কাণ্ড-ইনি। প্রশস্ত গুল্মযুক্ত।

কাণ্ডী, সিংহলের মধ্যবর্ত্তী কাণ্ডী নামক অধিত্যকার প্রধান নগর। অক্ষা° ৭° ১৭´ উঃ, দ্রাঘি° ৮০° ৪৯´ পূঃ।

কাণ্ডীর প্রাচীন নাম শ্রীবর্দ্ধনপুর। পূর্ব্বকালে সিংহলী রাজগণ এইখানে রাজত্ব করিতেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ময়দা-মহা-নবেরা নামক স্থানে রাজা বিক্রমরাজ সিংহের সহিত ইংরাজদের এক যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে সিংহলের রাজা পরাজিত ও বন্দী হইলে ইংরাজেরা কাণ্ডী অধিকার করেন, সেই অবধি ইংরাজাধিকারে আছে।

এখানে কাণ্ড্যজাতির বাস, তাহারা পাহাড়ের উপর বাস করে; সকলেই বলবান্, স্থূলকায় ও সাহসী। অধিকাংশ প্রায় বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী, তবে ইংরাজপদার্পণের পর কেহ কেহ খৃষ্টানধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। পূর্ব্বে ইহাদের মধ্যে বহু বিবাহ যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। ৫।৭ ভ্রাতা একজন স্ত্রীর পাণিগ্রহণ করিতে পারিত, সন্তানেরা উক্ত ভ্রাতৃগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠকেই পিতা সম্বোধন করিত। পুরুষ আপন মনোমত বহু স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারিত, এরূপ প্রায় পুরুষের প্রতি স্ত্রীলোকের অনুরাগ হইলেই ঘটিত। স্ত্রী যদি পতি লইয়া আপন পিতৃগৃহে থাকে, তবে অপর ভ্রাতার ন্যায় পিতৃসম্পত্তির উপর অধিকার জন্মে, কিন্তু পতিকে তাহার পূর্ব্ব বিষয় আশয় ছাড়িয়া আসিতে হয়। আবার যদি স্ত্রী গিয়া স্বামীর গৃহে বাস করে, তাহা হইলে তাঁহার আর পিতৃসম্পত্তির উপর অধিকার থাকে না, কিন্তু পতির উপর তাহার কর্ত্তৃত্ব চলে। ১৮৫৬ খৃঃ অব্দ হইতে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট কাণ্ড্যজাতির কুপ্রথা উঠাইয়া দিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছেন। এখনও স্ত্রী-পুরুষের মত হইলে পরস্পরে বিবাহ-বন্ধন ছেদন করিতে পারে। কিন্তু যদি বিবাহভঙ্গের ৯ মাস মধ্যে স্ত্রীর পুত্রাদি হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বপতি সেই পুত্রকে গ্রহণ ও তাহার ভরণপোষণ করিবেন। [সিংহল দেখ।]

কাণ্ডীর (পুং) কাণ্ডঃ স্তম্বঃ অস্ত্যস্য, কাণ্ড-ঈরন্ (কাণ্ডাণ্ডাদীরন্নীরচৌ। পা ৫।২।১১১।) ১ অপাঙ্ গাছ। ২ কাণ্ডবেল নামক লতাবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কাণ্ড-কটুক, নাসাসংবেদন, পটু, অগ্রকাণ্ড, স্তোমবল্লী, কারবল্লী ও সুকাণ্ডিকা। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, সারক এবং দুষ্ট ব্রণ, লূতাবিষ, গুল্ম, উদর, প্লীহা, শূল ও মন্দাগ্নিনাশক।

কাণ্ডীরা (স্ত্রী) কাণ্ডীর-টাপ্। মঞ্জিষ্ঠা।

কাণ্ডীরী (স্ত্রী) কাণ্ডীর-ঙীষ্ (ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১।) মঞ্জিষ্ঠা। [মঞ্জিষ্ঠা দেখ।]

কাণ্ডেক্ষু (পুং) কাণ্ডে ইক্ষুরিব। ১ কুলেখাড়া গাছ। [ক্ষুরক দেখ।] ২ কাশতৃণ।

কাণ্ডেরী (স্ত্রী) কাণ্ডং বাণাকারং পুষ্পং ঈর্ত্তে, প্রাপ্নোতি কাণ্ড-ঈর-অণ্-ঙীষ্। নাগদন্তী বৃক্ষ। [নাগদন্তী দেখ।]

কাণ্ডেরুহা (স্ত্রী) কাণ্ডে রোহতি, কাণ্ডে-রুহ-ক-টাপ্; সপ্তম্যা অলুক্। কটুকী।

কাণ্ডোল্ (পুং) কণ্ডোল স্বার্থে অণ্। ডোল্ নামক আধার-বিশেষ, ইহা ধান্য চাউলাদি রাখিবার জন্য বাঁশ প্রভৃতির দ্বারা নির্ম্মিত হইয়া থাকে। [কণ্ডোল দেখ।]

কাণ্ব (পুং) কণ্বস্য অপত্যং পুমান্, কণ্ব-অণ্। ১ কণ্বঋষির পুত্র। (ত্রি) কণ্বসম্বন্ধীয়। ৩ কণ্ববংশীয়দিগের ছাত্র। ৪ যজুর্ব্বেদের শাখাবিশেষ। ৫ কণ্বদৃষ্ট সামবিশেষ।

কাণ্বক (ত্রি) কণ্বেন দৃষ্টং সাম, কণ্ব-বুঞ্। কণ্বদৃষ্ট সামবিশেষ।

কাণ্বায়ন (পুং) কণ্ব-অণ্-ফক্। ১ কণ্ববংশীয় বেদোক্ত প্রাচীন ঋষি। ২ শ্রৌত ও গৃহ্যসূত্ররচয়িতা ঋষিবিশেষ। ৩ কণ্ববংশীয় রাজগণ। এক সময়ে এই বংশ ভারতবর্ষে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ড, বিষ্ণু, মৎস্য ও ভাগবতপুরাণমতে—কণ্ববংশীয় মহামতি বসুদেব শুঙ্গবংশীয় শেষ নৃপতি দেবভূতিকে (দেবভূমিকে) বিনাশ করিয়া রাজ্যপালন করিবেন।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের মতে—

"পার্থিবো বসুদেবস্তু বাল্যাদ্ব্যসনিনং নৃপম্।
দেবভূমিংততো হত্বা শুঙ্গেষু ভবিতা নৃপঃ॥
ভবিষ্যতি সমা রাজা নব কাণ্বায়নস্তু সঃ।
ভূতিমিত্রঃ সুতস্তস্য চতুর্দ্দশ ভবিষ্যতি॥
ভবিতা দ্বাদশ সমা তস্মান্নারায়ণো নৃপঃ।
সুশর্ম্মা তৎসুতশ্চাপি ভবিষ্যতি সমা দশ॥
চত্বারঃ শুঙ্গভৃত্যাস্তে নৃপাঃ কাণ্বায়না দ্বিজাঃ।
ভাব্যাঃ প্রণতসামন্তাশ্চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ॥
তেষাং পর্য্যায়কালে তু নৃপোঽন্ধ্রো হি ভবিষ্যতি।
কাণ্বায়নমথোদ্ধৃত্য সুশর্ম্মাণং প্রসহ্য তম্॥"

ব্রহ্মাণ্ড, উত্তর ৩৪ অঃ।

মৎস্যপুরাণে ২৭৩ অধ্যায়ে—

"অমাত্যো বসুদেবস্তু প্রসহ্য হ্যবনীং নৃপঃ ॥ ৩১
দেবভূমি মথোৎসাদ্য শৌঙ্গস্তু ভবিতাঃ নৃপঃ।
ভবিষ্যন্তি সমা রাজাশ্নব কাণ্বায়ণো নৃপঃ ॥ ৩২
ভূমিমিত্র সুতস্তস্য চতুর্দ্দশ ভবিষ্যতি।
নারায়ণঃ সুতস্তস্য ভবিতা দ্বাদশৈব তু ॥ ৩৩
সুশর্ম্মা তৎসুতশ্চাপি ভবিষ্যতি দশৈব তু।
ইত্যেতে শুঙ্গভৃত্যাস্তু স্মৃতাঃ কাণ্বায়না নৃপাঃ ॥ ৩৪
চত্বারিংশৎ পঞ্চ চৈব ভোক্ষ্যন্তীমাং বসুন্ধরাম্।
এতে প্রণতসামন্তা ভবিষ্যা ধার্ম্মিকাশ্চ যে।
যেষাং পর্য্যায়কালেতু ভূমিরান্ধ্রান্ গমিষ্যতি ॥" ৩৫

উপরোক্ত ব্রহ্মাণ্ড ও মৎস্যপুরাণের বচনানুসারে জানা যাইতেছে, বসুদেব প্রথমে শুঙ্গরাজ দেবভূমির * অমাত্য ছিলেন, পরে আপন প্রভুকে বিনাশ করিয়া রাজ্য গ্রহণ করায়, তৎবংশীয় রাজগণ "শুঙ্গভৃত্য" নামেও প্রসিদ্ধ হন। ব্রহ্মাণ্ড, মৎস্য ও বিষ্ণুপুরাণের মতে কাণ্বায়ন রাজগণের সর্ব্বশুদ্ধ রাজত্বকাল ৪৫ বর্ষ; তন্মধ্যে বসুদেব ৯, তৎপুত্র ভূমিমিত্র বা ভূতিমিত্র ১৪, তৎপুত্র নারায়ণ ১২, এবং তৎপুত্র সুশর্ম্মা ১০ বর্ষ মাত্র রাজ্যশাসন করেন। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবতের মতে, কণ্ববংশীয় রাজগণ ৩৪৫ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন। যথা,—

"শুঙ্গং হত্বা দেবভূতিং কণ্বোঽমাত্যস্তু কামিনম্।
স্বয়ং করিষ্যতে রাজ্যং বসুদেবো মহামতিঃ ॥ ১৮
তস্য পুত্রস্তু ভূমিত্রস্তস্য নারায়ণঃ সুতঃ।
কাণ্বায়না ইমে ভূমিং চত্বারিংশচ্চ পঞ্চ চ।
শতানি ত্রীণি ভোক্ষ্যন্তি বর্ষাণাঞ্চ কলৌ যুগে ॥" ১৯

ভাগবত ১৩ স্ক° ১ অঃ।

পাশ্চাত্য পুরাবিদ্‌গণ কাণ্বায়ন রাজগণের শাসনকাল এইরূপ স্থির করিয়াছেন—

বসুদেব	...	...	খৃষ্টপূর্ব্বাব্দ	৭৬	হইতে	৬৭।
ভূমিমিত্র	...	...	"	৬৭	"	৫৩।
নারায়ণ	...	...	"	৫৩	"	৪১।
সুশর্ম্মা	...	...	"	৪১	"	৩১।

(R. Sewell's Dynasties of Southern India, p. 7.)

সুশর্ম্মাকে বিনাশ করিয়া তাঁহার একজন অন্ধ্রজাতীয় ভৃত্য রাজ্য অধিকার করেন। †

* ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণমতে 'দেবভূতি'।

† সেই অন্ধ্রভৃত্যের নাম ব্রহ্মাণ্ডপুরাণমতে 'সিন্ধুক', মৎস্যপুরাণমতে 'শিশুক,' বিষ্ণুপুরাণমতে 'শিপ্রক' এবং ভাগবতেরমতে 'বৃষল'।

কাণ্বীপুত্র (পুং) কণ্বস্য অপত্যং পুমান্, কাণ্ব্যঃ স্ত্রিয়াং ঙীপ্ যলোপঃ কাণ্বী; কাণ্ব্যাঃ পুত্রঃ ৬তৎ। কণ্ববংশীয় ঋষিবিশেষ।

কাণ্বীয় (ত্রি) কাণ্বস্য ইদম্, কাণ্ব-ছ। কণ্ববংশীয়গণের সম্বন্ধীয়।

কাণ্ব্য (পুং) কণ্বস্য অপত্যং পুমান্, কণ্ব-যঞ্ (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫।) ১ কণ্বপুত্র। ২ কণ্ববংশীয়। ৩ কণ্ব-সম্বন্ধীয়।

কাণ্ব্যায়ন (পুং) কাণ্ব্য-ফক্ (যঞিঞোশ্চ। পা ৪।১।১০১।) কণ্ববংশীয়।

কাৎ (অব্যয়) কু কুৎসিতং অততি অনেন, কু-অত-ক্বিপ্, কোঃ কাদেশঃ। তিরস্কার।

("যন্মদৈশ্বর্য্যমত্তেন গুরুঃ সদসি কাৎকৃতঃ। ভাগবত ৬।৭।৯।")

কাতন্ত্র (ক্লী) কু ঈষৎ তন্ত্রং অস্য, কোঃ কাদেশঃ। কলাপ ব্যাকরণ; শর্ম্মবর্ম্মা ইহার সঙ্কলনকর্ত্তা। বৃহৎকথাসারে এই ব্যাকরণ সঙ্কলনসম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—কোন সময়ে কার্ত্তিকেয় শর্ব্ববর্ম্মার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া দেখা দেন, কুমারের কৃপায় শর্ব্ববর্ম্মার মুখে সরস্বতীর আবির্ভাব হইল। তখন কার্ত্তিকেয় ছয় মুখে "সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ" এই সূত্র উচ্চারণ করিলেন; শর্ব্ববর্ম্মাও ঐ সূত্র শুনিবামাত্র তাহার পরবর্ত্তী সূত্র উচ্চারণ করিলেন। কার্ত্তিকেয় তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া শর্ব্ববর্ম্মাকে এই ব্যাকরণ প্রণয়ন করিতে আদেশ করেন এবং তাহার 'কাতন্ত্র' ও 'কলাপ' নাম নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। [কলাপ দেখ।]

কাতন্ত্রপঞ্জিকা (স্ত্রী) ত্রিলোচনদাস কৃত কাতন্ত্রব্যাকরণের টীকা।

কাতন্ত্রপঞ্জী (স্ত্রী) কলাপব্যাকরণের টীকা।

কাতর (পুং) কং জলং আতরতি, ক-আ-তৄ-অচ্। ১ কাতলা মাছ। ২ (ত্রি) কু কষ্টেন তরতি, কু-তৄ-অচ্-কোঃ কাদেশঃ। ব্যাকুল, অধীর। ৩ ভীত। ৪ বিবশ। ৫ চঞ্চল। ৬ উড়ুপ, ভেলা। ৭ ঋষিবিশেষ।

কাতরতা (স্ত্রী) কাতরস্য ভাবঃ, কাতর-তল্। ১ ব্যাকুলতা। ২ ভীরুতা।

কাতরত্ব (ক্লী) কাতরস্য ভাবঃ, কাতর-ত্ব। ১ ব্যাকুলতা। ২ ভীরুতা।

কাতরায়ণ (পুং) কাতরস্য ঋষেরপত্যং পুমান্, কাতর-ফক্। কাতর ঋষির পুত্রাদি।

কাতরোক্তি (স্ত্রী) কাতরস্য উক্তিঃ ৬তৎ। কাতর ব্যক্তির বাক্য।

কাতর্য্য (ক্লী) কাতরস্য ভাবঃ, কাতর-য্যঞ্। কাতরতা।

কাতল (পুং) কাতর এব রস্য লঃ। ১ কাতলা মাছ। ২ ঋষি-বিশেষ।

কাতলায়ন (পুং) কাতলস্য ঋষে রপত্যং পুমান্। কাতল-ফক্। ১ কাতল ঋষির পুত্রাদি। ২ কাতলা মাছের ছানা।

কাতা (দেশজ) ১ নারিকেলের ছালের দড়ি। ২ কাতারি।

কাতান (দেশজ) ১ দা, কাটারি। ২ কাত করাইয়া দেওয়া।

কাতার (দেশজ) সারি সারি।

কাতারি (দেশজ) ১ ঘট। ২ অস্ত্রবিশেষ, ইহা দ্বারা সোণা রূপা প্রভৃতি ছেদন করা হয়।

কাতারী (দেশজ) অস্ত্রবিশেষ, কাতারি।

কাতি (স্ত্রী) কৈ-ক্তিন্। ১ স্তব। ২ (দেশজ) শাঁক কাটিবার করাত।

কাতীয় (ত্রি) কাত্যায়নস্য ইদম্. কাত্যায়ন-ছ, ফকো বা লুক্। ১ কাত্যায়নসম্বন্ধীয়। ২ (পুং) কাত্যায়নের ছাত্র।

কাতীর (আরব্য) ১ শিক্ষক। ২ লেখক।

কাতু (পুং) কং জলং অততি, সাতত্যেন গচ্ছতি, ক-অত-উন্। কূপ।

কাতৃণ (ক্লী) কু কুৎসিতং ক্ষুদ্রং বা তৃণম্, কোঃ কাদেশঃ; কর্ম্মধা। রোহিষ নামক তৃণবিশেষ।

কাতে (দেশজ) বিপদে, মুস্কিলে।

কাতেকাতে (দেশজ) পাশে পাশে বক্রভাবে দ্রব্যাদি রাখা।

কাত্রেয় (ত্রি) কত্রেরিদম্, কত্রি-ঢকঞ্ (কত্র্যাদিভ্যো ঢকঞ্। পা ৪।২।৯৫।) কত্রিসম্বন্ধীয়।

কাথক্য (পুং) কথ-ণ্বুল্,-কথকঃ-স্বার্থে-ষ্যঞ্। অগ্নিবিশেষ। (নিরুক্ত ৮।৫।৬।)

কাত্য (পুং) কতস্য ঋষে র্গোত্রাপত্যম্. কত-যঞ্ (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫।) কাত্যায়ন ঋষি।

কাত্যায়ন (পুং) কতস্য গোত্রাপত্যম্, কত-যঞ্-ফক্। ১ অতি প্রাচীন ঋষিবিশেষ। যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যক (১৩ ৪২২।), সাঙ্খ্যায়ন আরণ্যক (৮।১০), আশ্বলায়ন শ্রৌত-সূত্র (১২।১৩।১৫), রামায়ণ এবং পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী (৪।১।১৮) মধ্যেও ইঁহার নাম পাওয়া যায়। ইনি 'কাত্যায়ন গোত্রপ্রবর্ত্তক বলিয়া অনুমিত হয়। [স্কান্দে নাগর-খণ্ড ১০৮।১৬ দেখ।]

২ ধর্ম্মশাস্ত্রকারক মুনিবিশেষ। ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে কয়েকজন কাত্যায়নের পরিচয় পাওয়া যায়;—তন্মধ্যে বিশ্বামিত্রবংশীয়, গোভিলপুত্র ও সোমদত্তের পুত্র বররুচি-কাত্যায়নই প্রধান। ১ম, বিশ্বামিত্রবংশীয় কাত্যায়ন মুনি "কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র," "কাত্যায়ন-গৃহ্যসূত্র" ও "প্রতিহারসূত্র" রচনা করেন। কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রকে কেহ কেহ "কাতীয় শ্রৌতসূত্র" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন।

কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রের ১ম অধ্যায়ের ১ম কণ্ডিকায় এই সকল বিষয় লিখিত আছে; যথা—বেদ বেদাঙ্গাধ্যায়ী সপত্নীক দ্বিজগণের ও রথকারের অগ্নিস্থাপনাদি কার্য্যে অধিকার; অঙ্গহীন, ক্লীব, পতিত এবং শূদ্রগণের অধিকার; নিষাদ ও সূত্রধরগণের গাবেধুক নামক চরুতে অধিকার; ব্রতলঙ্ঘন-কারিদিগের গর্দ্দভযজ্ঞ নামক প্রায়শ্চিত্তে অধিকার; এই গাবেধুক চরু ও ব্রতলঙ্ঘনকারিদিগের প্রায়শ্চিত্তরূপ গর্দ্দভ-যজ্ঞের লৌকিকাগ্নিতে কর্ত্তব্যতা; গর্দ্দভযজ্ঞে কপালে ঘৃত দান না করিয়া ভূমিতেই ঘৃতদান-বিধি, অগ্নিতে শুদ্ধিকারক হোম না করিয়া জলে করিবার বিধান, কিন্তু অন্যান্য আধারাদি অগ্নিতেই কর্ত্তব্য বিধি; গর্দ্দভের শিশ্নদেশ হইতে প্রাশিত্র প্রদান; যজ্ঞসমূহে, বিহারবিষয়ে, গার্হপত্য, আহবনীয় ও দক্ষিণাগ্নিতে কর্ত্তব্য বৈদিক কর্ম্ম; আবসথ্য অর্থাৎ গৃহসম্বন্ধীয় লৌকিক অগ্নিতে স্মৃতিবিহিত কর্ত্তব্য এবং মাংস-পাক নিষেধ ব্যবস্থা। ২য় কণ্ডিকায়—দেবতাগণের উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগরূপ যাগ; যাগলক্ষণ; অমাবাস্যা ও পৌর্ণমাসাদি শব্দের অর্থবোধক ত্যাগবিশেষ; তাহার প্রাধান্য; ঐ প্রকরণপঠিত অগ্ন্যাধান হইতে ব্রাহ্মণদিগের দক্ষিণা পর্য্যন্ত কর্ম্মসমূহের অঙ্গতা; এইরূপ প্রযাজ ও পূর্ব্বাধার প্রভৃতি হোমবিধি; তাহার অঙ্গসমূহ; হোমে দণ্ডায়মান হইয়া বষট্‌কার প্রদান; যজতি শব্দের অর্থ; উপবিষ্ট হইয়া স্বাহাকার প্রদান; জুহোতি শব্দের অর্থ; সমুদায় কর্ম্মেই ব্রাহ্মণের পৌরহিত্যবিধি; ক্ষত্রিয়বৈশ্যগণের অবশিষ্ট হবি-র্ভোজনে নিষেধ জন্য পৌরহিত্যে নিষেধ; ফললাভে অভি-লাষী হইলে কাম্যকর্ম্মের অবশ্য কর্ত্তব্যতা; অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম্মের অবশ্য কর্ত্তব্যতা; না করিলে তাহার দোষ-বিধান; দীক্ষিত ব্যক্তির সত্যবাক্য, ভূমিতলে শয়ন ও ব্রহ্মচর্য্যাদি নিয়মের অবশ্য কর্ত্তব্যতা; ইচ্ছানুসারে অনুষ্ঠান না করিয়া, গৃহদাহ ও ধনহানি প্রভৃতি কারণে প্রায়শ্চিত্তের অবশ্য কর্ত্তব্যতা; যথাশক্তি নিত্য কর্ম্মসমূহ প্রতিপালন; কাম্যকর্ম্ম সর্ব্বাঙ্গরূপে প্রতিপালন এবং কামনা থাকিলেও যে কোন সময়ে কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিয়া, যখন বৈদিক অঙ্গ সমুদায় সম্পন্ন করিবার সামর্থ হয়, সেই সময়ে করিবার বিধি। ৩য় কণ্ডিকায়—ঋক্, যজুঃ, সাম ও প্রৈষ ভেদে চারিপ্রকার মন্ত্র; ঋক্‌প্রভৃতির লক্ষণ; যজুর যে পরিমিত পদ উচ্চারণ করিলে পদসমূহের আকাঙ্ক্ষাশূন্য হয়, কর্ম্মকালে সেই পরিমিত বাক্যের প্রয়োগ বিধি; যেখানে পঠিত পঞ্চ-

সমূহ দ্বারা যজুঃ আকাঙ্ক্ষাশূন্য হয় না, তথায় যথাযোগ্য পদ অধ্যাহার করিয়া অথবা পূর্ব্বপঠিত পদ সংযুক্ত করিয়া আকাঙ্ক্ষাশূন্য করিবার বিধান; কর্ম্মারম্ভে মন্ত্রপ্রয়োগ বিধি; যজুর্ব্বেদীয় মন্ত্রসমূহ অন্যে শুনিতে না পায় এইরূপ স্বরে এবং ঋগ্বেদ ও প্রৈষমন্ত্র সকল উচ্চৈঃস্বরে প্রয়োগ করিবার নিয়ম; বর্হিশব্দের কুশজাতিমাত্র অর্থ; সাগ্নিক ব্রাহ্মণের হোম-গৃহাদিতে এবং বসুধারা হোম প্রভৃতিতে সংখ্যার কোন বিশেষ নির্দ্দেশ না থাকায় যে পরিমিতসংখ্যায় কার্য্যসিদ্ধি হয়, তাহাই গ্রহণ করিবার বিধি; ইধ্মবর্হি বন্ধন জন্য সংনহন ও বিষম সংখ্যা তৃণমুষ্টির বন্ধনিয়ম; (সংনহনে ভেদ, যথা—১ উত্তরদিকে বহির্ভাগে অগ্রভাগ স্থাপনপূর্ব্বক বর্ম্মের ন্যায় দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া, বাহিরে মূলদেশে গ্রন্থি গোপন করিয়া রাখিবে। ইহাকে প্রাগগ্র-সংনহন কহে।—২ পূর্ব্বদিকে বহির্ভাগে অগ্রভাগ স্থাপনপূর্ব্বক পূর্ব্বের ন্যায় বন্ধন করিয়া মূলদেশে গ্রন্থি লুক্কায়িত করিলে, তাহাকে উদগগ্র-সংনহন কহে।) ১৮ হাত বা ২১ হাত পলাশকাষ্ঠখণ্ডের নাম ইধ্ম, কিন্তু পলাশের অভাবে বঁইচিকাষ্ঠ, বঁইচির অভাবে গণিয়ারি, গণিয়ারি অভাবে বংশ, বংশের অভাবে যজ্ঞডুমুর এবং যজ্ঞডুমুরের অভাবে খদিরকাষ্ঠ গ্রহণ করিবার বিধি; তিনখানি ইধ্মকাষ্ঠ দ্বারা পরিধিপরিমাণের ব্যবস্থা; অগ্নিসন্দীপন মন্ত্রের বৃদ্ধি অনুসারে ইধ্মকাষ্ঠের বৃদ্ধির নিয়ম থাকিলেও, পিতৃউদ্দিষ্টকার্য্যে অগ্নিসন্দীপন-মন্ত্রের হ্রাসসত্ত্বে ইধ্মকাষ্ঠের হ্রাসবিধির অভাব; অগ্নিপ্রণয়ন জন্য পূর্ব্বোক্ত ইধ্মকাষ্ঠের সংখ্যা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক ইধ্মের আবশ্যকতা; ইষ্টকাপশু-যজ্ঞে ২৮ হাত পরিমিত পূর্ব্বোক্ত কাষ্ঠদ্বারা ইধ্ম করিবার বিধি এবং এই ইধ্ম তিনপ্রকার সংনহন নামক বন্ধনবিশেষ দ্বারা বন্ধন করিবার প্রণালী; অমাবস্যা ও পৌর্ণমাসীতে বেদকরণ; সূত্রোক্ত 'আঙ্' শব্দের অভিবিধি ও প্রতিজ্ঞা অর্থ; সর্ব্ববিধ কর্ম্মে অনুক্ত থাকিলেও গার্হপত্য অনুসারে আহবনীয় ও দাক্ষিণাগ্নির উদ্ধারের আবশ্যকতা; কিন্তু অন্য কার্য্যের জন্য তাহাদের উদ্ধার করা হইলে, তাহার পর আর আগন্তুক অন্য কার্য্যের জন্য উদ্ধারের অনাবশ্যকতা; (যেহেতু যে কার্য্যের জন্য তাহাদের উদ্ধার করা হয়, তাহা সমাপ্ত হইলে ঐ অগ্নি পুনর্ব্বার লৌকিকত্ব প্রাপ্ত হয়, এই জন্যই দর্শ প্রভৃতি কার্য্যে উদ্ধৃত অগ্নিতে অগ্নিহোত্র হোম সম্পাদিত হয়; কিন্তু ঐ অগ্নি লৌকিক হওয়ায় আর তাহাতে আহবনাদি কার্য্য হইতে পারে না। যেখানে পৌর্ণমাসাদি কার্য্যে পৃথক্ তন্ত্রোক্ত বহুবিধ যজ্ঞের বিধান আছে, তথায় প্রতি যজ্ঞেই পৃথক্ পৃথক্ অগ্নি উদ্ধার করিয়া সম্পাদন করিবার নিয়ম; খদিরকাষ্ঠনির্ম্মিত স্রুবাদি কোথায়ও অনুক্ত থাকিলে, সেখানেও তাহার কর্ত্তব্যতা; স্রুব, স্ফ্য, স্রুক্, জুহূ প্রভৃতি হোমসাধন দ্রব্যের লক্ষণ; যজ্ঞকার্য্যে সকলের গমনাগমন জন্য প্রণীত ও উৎকর ব্যতীত পথবিধান এবং উত্তরবেদিকাকার্য্যে চাত্বাল ও উৎকরের অন্তরাল পথনিয়ম। ৪র্থ কণ্ডিকায়—বিহিত দ্রব্যের অভাব হইলে কাম্যকর্ম্মের আরম্ভ নিষেধ; নিত্যকার্য্যসমূহে প্রধান দ্রব্যের অভাব হইলেও প্রতিনিধি দ্রব্য দ্বারা তাহার অনুষ্ঠানবিধি; কাম্যকার্য্যে সমুদায় অঙ্গ সংগৃহীত হইলে, কার্য্য আরম্ভ করিবার বিধি, তবে আরম্ভের পর কোন প্রধান দ্রব্যের অভাব হইলে প্রতিনিধি দ্রব্য দ্বারা তাহার সমাপন এবং অসমাপ্ত কার্য্যের ত্যাগ নিষেধ; নিত্যকার্য্য আরম্ভের পূর্ব্বে বা পরে প্রতিনিধি দ্রব্যের আয়োজন করায়, কিন্তু কাম্য কার্য্যের অবশ্যকর্ত্তব্যতা না থাকায় প্রতিনিধি দ্রব্যদ্বারা আরম্ভ করা যায় না, এইমাত্র উভয়ের ভেদ কথন এবং জ্যোতিষ্টোম দীক্ষিতগণের শরীর ধারণার্থ পয়ঃপান প্রভৃতি ব্রতেও প্রতিনিধি বিধান। এই প্রতিনিধি নিয়মেও আবার কতকগুলি বিশেষ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে, যে দ্রব্যের অভাবে তৎসদৃশ অন্য দ্রব্যের প্রতিনিধি কল্পনা করা হয়, দৈবাৎ সেই দ্রব্যও নষ্ট হইলে তাহার ন্যায় অন্য প্রতিনিধি না হইয়া প্রধান দ্রব্যজাতীয় দ্রব্য দ্বারাই প্রতিনিধি কল্পনা করিতে হয়। যেমন ব্রীহি অভাবে নীবার দ্বারা কার্য্য আরম্ভ করিয়া দৈবাৎ সেই নীবার নষ্ট হইলে, নীবার জাতীয় অন্য দ্রব্যের কল্পনা না করিয়া ব্রীহি সদৃশই অন্য ব্রীহি কল্পনা করিতে হইবে। এইরূপ যেখানে কৃষ্ণব্রীহির অভাব হইলে তাহার প্রতিনিধি শুক্লব্রীহি হইবে, কিন্তু কৃষ্ণ নীবার হইবে না এবং যেখানে পুংবৎসযুক্ত গাভীর দুগ্ধদ্বারা কার্য্যের বিধান আছে, তথায় ঐরূপ গাভীর অভাব হইলে স্ত্রীবৎসযুক্ত গাভীর দুগ্ধ প্রদান করিবে, কিন্তু পুংবৎসযুক্ত মেষী প্রভৃতির দুগ্ধ প্রদান করিলে চলিবে না। এইরূপ সমুদায় দ্রব্যেরই প্রতিনিধি বিবেচনা করিয়া লইতে হইবে। ৫ম কণ্ডিকায় শ্রুতিপাঠ, মন্ত্রপাঠ এবং অর্থসিদ্ধিক্রমানুসারে পদার্থের অনুষ্ঠানক্রম, যেখানে পাঠক্রম ও অর্থসিদ্ধিক্রম উভয়ের বিরোধ হইবে, তথায় পাঠক্রম উপেক্ষা করিয়া অর্থসিদ্ধিক্রমের গ্রহণ করিতে হইবে এবং যেখানে শ্রুতিপাঠ ও মন্ত্রপাঠ উভয়ের বিরোধ হইবে, তথায় শ্রুতিপাঠক্রম গ্রহণ না করিয়া মন্ত্রপাঠক্রমে কার্য্য সম্পাদনবিধি এবং যেখানে বহু প্রধান দ্রব্যের একত্র প্রয়োগ বিধান আছে, তথায় কোনরূপ ক্রমবিভাগের ব্যবস্থা না করিয়া সমুদয়ের প্রয়োগ করিবার নিয়ম। ৬ষ্ঠ কণ্ডিকায় অবস্ত

হবিঃ * নষ্ট হইলে, অন্য হবিঃ দ্বারা কার্য্য সম্পাদন, অগ্ন্যাদি দেবতা, মন্ত্র এবং প্রযাজ অনুযাজ † প্রভৃতি ক্রিয়াসমূহের প্রতিনিধি নিষেধ; দৃষ্টার্থ অবঘাত প্রভৃতি ক্রিয়াসমূহের প্রতিনিধি বিধান, নিষিদ্ধ বস্তু কোন বিহিত বস্তুর সদৃশ হইলেও তাহার প্রতিনিধিত্ব নিষেধ, ত্যাগ ও বপন প্রভৃতি এবং সংস্কারকর্ম্মে যজমানের প্রতিনিধিত্বের অভাব, কিন্তু পাত্রগ্রহণ, হবির্দর্শন, অগ্নিস্থাপন, বৃাহন ও বেদবন্ধনাদি গুণকর্ম্মে যজমানের প্রতিনিধিত্ব বিধি; পত্নী অভাবেও হবির্দর্শন, অন্বারম্ভ ও উপাঞ্জন ‡ প্রভৃতি গুণকর্ম্মে প্রতিনিধিকল্পনা; যজমান কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধবশতঃ প্রতিনিধিরূপে কল্পিত ব্যক্তিরও দীক্ষাদি যজমানধর্ম্ম সম্পাদনবিধি; ব্রাহ্মণেরই যজ্ঞাধিকার, ক্ষত্রিয়বৈশ্যের অনধিকার; ব্রাহ্মণ হইলেও এক কল্প ব্রাহ্মণের অধিকার, কিন্তু বিভিন্ন কল্পের নহে; ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের গৃহপতিত্বে অধিকার থাকিলেও যজ্ঞে অধিকার নাই এবং সহস্র বৎসর সাধ্য যজ্ঞ মনুষ্যসাধ্য, যেহেতু এখানে সম্বৎসর শব্দের সহস্র দিন মাত্রে লক্ষণাবিধি আছে। ৭ম কণ্ডিকায়—যেখানে একটি মাত্র ফলকামনায় একবাক্য দ্বারা বহুসংখ্যক প্রধান কার্য্যের বিধান আছে, সেখানে সমুদায় কার্য্যের একত্র প্রয়োগ; দেশ, কাল, ফল ও কর্ম্মাদি সমান হইলে, প্রধান কার্য্যসমূহের আশু উপযোগী আঘার, প্রযাজ ও আজ্যভাগ প্রভৃতি পৃথক্ পৃথক্ না করিয়া একত্র করিবার নিয়ম; কিন্তু দেশ, কাল বা তন্ত্রভেদ থাকিলে একত্র কর্ত্তব্য নহে, এক দ্রব্যে অনেক কর্ম্মের বিধান থাকিলে, প্রত্যেক ক্রিয়ায় মন্ত্রপাঠ না করিয়া একবার মাত্র করিবার বিধি; কিন্তু হবির্গ্রহণ, কুশচ্ছেদ, কুশস্তরণ ও আজ্যগ্রহণ কার্য্যে প্রত্যেক বারই মন্ত্রপাঠ করিবার বিধি, আজ্যগ্রহণ কার্য্যে তিনবার মন্ত্রপাঠ ও অবশিষ্ট বার মৌনী হইতে হয়। দীক্ষিত ব্যক্তির অনেক দুঃস্বপ্নদর্শনে একবারমাত্র মন্ত্রপাঠ বিধি; এক নদীর অনেক প্রবাহ উত্তীর্ণ হইতে হইলে একবার মন্ত্রপাঠ, অনেক বৃষ্টিধারার সংযোগ থাকিলেও বর্ষণকালে একবার মন্ত্রপাঠ; এক সময়ে অনেকগুলি অমঙ্গল দর্শনে একবার মাত্র সূর্য্যোপস্থাপন, বিশ্রামপূর্ব্বক পুনঃপুনঃ গমন করিবার সময়ে অমেধ্য দর্শন করিলে একবার মাত্র মন্ত্রপাঠ, এক রাত্রির মধ্যে বারংবার নিদ্রাদি কালে অমঙ্গল দর্শন করিলে কালভেদে বারংবার মন্ত্রপাঠ করিতে হইবে, এখানে একবার করিলে চলিবে না, অপ্রধানকালীন অঙ্গ একবার মাত্র, ইহার প্রতিধান পরিবর্ত্তিত করিতে হয় না। আধানাদি কার্য্যে সমুদায় পুরুষই কর্ত্তা, কেবল যজমান নহে; তবে দেবতার উদ্দেশে দ্রব্যত্যাগ প্রভৃতি আত্মকর্ম্মসমূহ ও পুরুষযোনি মন্ত্রসমূহ যজমান স্বয়ং জপ করিবেন এবং বপন অভ্যঞ্জনাদি সংস্কারও যজমানেরই, বিশেষ বচন দ্বারা কোন কোন স্থলে এই সংস্কার পুরোহিতেরও হইয়া থাকে; এই সকল কার্য্য ব্যতীত অন্য কার্য্যেরও বিশেষ বিধান থাকিলে তাহা যজমানকেই করিতে হয়। যেমন যজমান বসুধারা হোম করিবেন, যজমান পাত্র সকল গ্রহণ করিবেন, তদ্ভিন্ন কার্য্য পুরোহিত প্রভৃতির। যেমন অধ্বর্য্যুর আধ্বর্য্যব কার্য্য, হোতার হৌত্রকার্য্য ও উদ্গাতার ঔদ্গাত্র কার্য্য। সমুদায় কার্য্যই যজ্ঞোপবীতধারীকে করিতে হয়, সেই সমস্ত কার্য্য পূর্ব্বদিক্ বা উত্তরদিকস্থ করিয়া সম্পাদন করিবার নিয়ম; পরিস্তরণ ও পর্য্যুক্ষণাদি কার্য্য, প্রদক্ষিণ ক্রমে পিত্র্যকার্য্য অপসব্য ক্রমে অর্থাৎ দক্ষিণদিক হইতে ক্রমে বাম দিকে কর্ম্ম করিতে হয়, দৈবকার্য্যে যেখানে পুনরাবৃত্তি করিবার নিয়ম, পৈত্রকার্য্যে তথায় একবার। পৈত্রকর্ম্মে দক্ষিণদিক্ প্রশস্ত, দৈবকর্ম্মে যাহা পূর্ব্বদিকে স্থাপিত করিতে হয় পৈত্রকর্ম্মে সেই সমুদায় দক্ষিণদিকে স্থাপিত করা উচিত, প্রধান দ্রব্য বিনষ্ট হইলে নিকটস্থ উপযোগী অঙ্গসমূহের সহিত তাহার পুনরাবৃত্তি কর্ত্তব্য। ৮ম কণ্ডিকায়—বিকল্পবিধিস্থলে একটি মাত্র দ্রব্য দ্বারাই কার্য্য সম্পাদন করা উচিত। অদৃষ্ট বহু বিষয় বিহিত থাকিলে, সমুদায় গুলিই গ্রহণ করিবে। যজ্ঞকালে মন্ত্রসমূহ একশ্রুতিস্বরে প্রয়োগ করিবে; সংহিতাস্বরে বা ব্রাহ্মণস্বরে প্রয়োগ কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু সুব্রহ্মণ্য, সাম, জপ, ন্যূঙ্খ ও যাজমান মন্ত্র একশ্রুতিস্বরে প্রয়োগ না করিয়া সংহিতার ন্যায় স্বরেই প্রয়োগ করিবে। আধানে বিহিত দক্ষিণাভেদের বিকল্প কর্ত্তব্য, কিন্তু সমুচ্চয় নহে। অনেক সাধনকার্য্যে ঊষধ্যাদি কার্য্যের সমুচ্চয় করিতে হয়। সর্ব্বত্রই গার্হপত্য ও আহবনীয় কার্য্যে প্রদক্ষিণ করিয়া অপসব্য, এবং অপসব্য করিয়া প্রদক্ষিণ করিতে হয়। বিহারের উত্তরদিকে সমুদায় কার্য্য করিতে হয়; সুতরাং ব্রহ্ম ও যজমানের আসন বিহারের দক্ষিণদিকে কর্ত্তব্য। আসনদ্বয় মধ্যে প্রথমতঃ যজমান একখানি আসনে বেদিমধ্যে পদের অগ্রভাগ সংস্থাপন করিয়া উপবেশন করিবেন; তৎপরে ব্রহ্মের উপবেশন কর্ত্তব্য। ব্যক্তিবিশেষের আদেশ না থাকিলে, যজুর্বিহিত কর্ম্ম অধ্বর্য্যু সম্পাদন করিবেন; আদেশ থাকিলে অন্যে করিবেন। হবিঃপাত্রস্থ দ্রব্যসমূহ

* আহুতিপ্রদানার্থ গৃহীত হবিকে অবত্ত হবিঃ বলে।

† যজ্ঞবিশেষকে প্রযাজ ও অনুযাজ বলে [প্রযাজ শব্দ দেখ।]

‡ গোময়াদি দ্বারা লেপন।

যেমন পর পর সংগৃহীত হয়, প্রদানকালে সেইরূপ সেই সকল দ্রব্য পূর্ব্বে পূর্ব্বে গ্রহণ কর্ত্তব্য। প্রতাপনাদি অগ্নি-সাধ্য সংস্কার গার্হপত্য অগ্নিতে সম্পাদন করিবে। সমুদায় কার্য্যেই হবিঃপ্রদান গার্হপত্য বা আহবনীয়ে কর্ত্তব্য। সংস্কারশূন্য ঘৃতমাত্রই আজ্যশব্দের অর্থ বুঝিবে, ঘৃত শব্দে গব্য ঘৃত বুঝিতে হইবে। দ্রব্যবিশেষ কথিত না থাকিলে সর্ব্বত্রই ঘৃত দ্বারা হোম কর্ত্তব্য, কিন্তু বিশেষ দ্রব্যের বিধান থাকিলে সেই সেই দ্রব্য দ্বারা হোম করিবে। চাত্বাল * হইতে বহিঃস্থ পুরীষ গ্রহণ করিবে। পৃথক্ আদেশ না থাকিলে, আহবনীয় অগ্নিতেই সমুদায় যাগ কর্ত্তব্য ; কিন্তু আদেশের বিভিন্নতা থাকিলে আদেশানুসারে যাগ করিতে হয়। এইরূপ আদেশ না থাকিলে একবার মাত্র গৃহীত দ্রব্য দ্বারা হোম করিবে, এবং আদেশ থাকিলে আদেশানুসারে করিতে হইবে। ৯ম কণ্ডিকায়—সকলস্থলেই ব্রীহি বা যব হবিঃরূপে কল্পিত হয়। উভয়ের বিধানস্থলে বিধানানুসারে কোথায় প্রথমে যব পরে ব্রীহি, এবং কোথায়ও বা প্রথমে ব্রীহি পরে যব প্রদান কর্ত্তব্য। কিন্তু আপস্তম্ব মতে সর্ব্বদাই কেবল ব্রীহি গ্রাহ্য। দ্বিবিধ গ্রহণের বিধান থাকিলে, প্রথমবার পুরোডাশ চরুর মধ্যদেশ হইতে বক্রভাবে এক অঙ্গুষ্ঠ পরিমিত গ্রহণ, দ্বিতীয়বারে হবির পূর্ব্ব ভাগ হইতে ঐরূপ নিয়মে গ্রহণ করিতে হয়। জমদগ্নি প্রভৃতি প্রবর সমূহে তিনবার হবিঃগ্রহণ কর্ত্তব্য। তাহাতে প্রথমবার মধ্যদেশ হইতে, দ্বিতীয়বার পূর্ব্বভাগ হইতে, এবং তৃতীয় বার পশ্চাৎভাগ হইতে গ্রহণ করিতে হয়। যেখানে আজ্যভাগ, পত্নী সংযাজ, উপাংশুযাজ ও অগ্নিহোত্র হোমাদিতে চারিবার গ্রহণের বিধি আছে, তথায় জমদগ্নি প্রভৃতির পাঁচবার গ্রহণ করিতে হয়। দধি দুগ্ধেরও অবদান স্রুবদ্বারা অঙ্গুষ্ঠপর্ব্ব পরিমিত গ্রহণ করিতে হয়। পুরোডাশাদি হবির অবদান হইতে প্রথম আজ্য একবার গ্রহণ করিয়া, অন্য হবিঃ গ্রহণ করিবে, এবং শেষবার আবার আজ্য গ্রহণ করিতে হয়। স্বিষ্টিকৃৎ হোমে হবিগ্রহণ প্রধান অবদান অপেক্ষা একবার কম করিতে হয়। উপস্তার কার্য্য একবার করিবে। উপরিদেশে অভিঘারণ দুইবার কর্ত্তব্য। অবদেয় ও অবদান হবির প্রত্যভিঘারণ করিতে হয়। এক কপাল পুরোডাশ সর্ব্বস্থানেই আহুতি দিবে। "অগ্নয়ে অনুব্রুহি" এইরূপ বাক্য দ্বারা চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত দেবতা পদ দ্বারা অনুবচন করিতে হয়। আশ্রাবণের পর যেখানে মৈত্রাবরুণের অনুসন্ধান করিতে হয়, সেখানেও চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত দেবতাপদ প্রয়োগ করিবে। কিন্তু আশ্রবণের পর যেখানে মৈত্রাবরুণের অনুসন্ধান করিতে হয় না, সেখানে দ্বিতীয়ান্ত দেবতাপদ প্রয়োগ করিবে। প্রৈষসম্বন্ধি অনুবচনস্থলে দ্রব্যের উত্তর ষষ্ঠী হয় ; কিন্তু দুইটি প্রৈষের সম্বন্ধ থাকিলে ষষ্ঠী হয় না। যেখানে 'নাম গ্রহণপূর্ব্বক ইহাকে যজনা কর' এইরূপ প্রয়োগের বিধান থাকে, সেখানে ইহাকে পদের পরিবর্ত্তে সেই সেই নাম প্রয়োগ করিবে। বষট্কারের সহিত আহুতি প্রদানস্থলে বেদির দক্ষিণভাগে উত্তরপূর্ব্ব বা ঈশানমুখে অবস্থিত হইয়া বষট্কারের পর বা বষট্কারের সহিত আহুতি প্রদান করিবে। ঐ সকল স্থলে ঘৃতমিশ্রিত হবিঃ প্রদান করিতে হয় ; তাহার নিয়ম—প্রথমে ঘৃত আহুতি, মধ্যে হবির আহুতি, এবং পরে আবার ঘৃত আহুতি প্রদান করিবে। অথবা ঘৃত ও হবি একত্রই প্রদান করিতে হয়। ১০ম কণ্ডিকায়—'আগ্নেয়ো অষ্টাকপালো ভবতি" ইত্যাদি স্থলে লট্ বিভক্তি বিধিলিঙ্ বোধক বুঝিতে হইবে। কর্ত্তব্য কর্ম্মের উপকরণ দ্রব্যসমূহ প্রথমে কল্পনা করিয়া কর্ম্মদেশ স্থানে স্থাপিত করিবে। সর্ব্বত্রই উত্তরদিকে লোম ও পূর্ব্বদিকে গ্রীবা বিন্যাসযুক্ত চর্ম্মের আস্তরণ প্রদান করিবে। হবিঃসমূহ মধ্যে যে সকল দ্রব্য পশ্চাৎ পঠিত আছে ; তাহা দেশ কালানুসারে পশ্চাৎই প্রদান করিতে হয়। গ্রহণাদি কার্য্য পূর্ব্বে পঠিত থাকিলে পূর্ব্বে, এবং পরে পঠিত থাকিলে পরে গ্রহণ করিবে। এইরূপ অধিশ্রয়ণাদি কার্য্য পূর্ব্বে পঠিত থাকিলে দক্ষিণদিকে এবং পরে পঠিত থাকিলে উত্তরদিকে স্থাপন করিবে। স্থালী, স্রুব ও ঘৃত দক্ষিণ হস্তে গৃহীত হইলে, বাম হস্ত দ্বারা বেদের উপগ্রহণ করিবে। কিন্তু উপভৃৎ প্রভৃতি দ্বিতীয় দ্রব্যের গ্রহণ বিধি থাকিলে বেদের উপগ্রহণ করিতে হয় না। ঘৃত ব্যতীত অন্য দ্রব্য দ্বারা যাগ করিতে হইলে, স্ফ্যেনের উপগ্রহণ করিবে। বেদ বস্ত্রাদি দ্বিতীয় দ্রব্য না থাকিলে কুশদ্বারা উপগ্রহ করিতে হয়। স্রুক্ গ্রহণ করিবার সময়, স্রুক্ ও জুহূ উভয় হস্ত দ্বারা গ্রহণ করিয়া উপভৃতের উপরিদেশে স্থাপন করিবে। এই স্থাপন কালে পরস্পর স্পর্শ জন্য শব্দ হওয়া উচিত নহে। বিশ্বজিৎ ন্যায়ানুসারে সকল স্থলেই ফলস্বরূপ স্বর্গ কল্পিত হইয়া থাকে। একটিমাত্র কার্য্যে বেদবিহিত বৈকল্পিক অঙ্গসমূহের মধ্যে অধিকাঙ্গ অনুষ্ঠিত হইলে ফলও অধিক হয়। এইরূপ ষড়দক্ষিণাপক্ষ অপেক্ষা দ্বাদশ ও চতুর্বিংশতি দক্ষিণাপক্ষের ফল অধিক। যজমানসম্বন্ধী দান, অন্বারম্ভ, বরণ ও ব্রতপ্রমাণ গ্রহণ করিতে হয়। অর্থাৎ দানবিধি, সত্যবাক্য ও অধঃশয়নাদি ব্রত যজমানের কর্ত্তব্য, এবং অগ্নি ধর, বেদি, গৃহ প্রভৃতির

* উত্তরবেদী প্রস্তুত করণার্থ মাটি খুঁড়িয়া গর্ত্ত।

পরিমাণ যজমান হস্তানুসারেই স্থির করিতে হয়। প্রোথিত যূপ, ছিন্ন কুশ, অবহত ব্রীহি, পিষ্ট তণ্ডুল, দোহনকৃত দুগ্ধ, এবং দগ্ধ ইষ্টকাদিতে সেই সেই দ্রব্যে বিহিত কার্য্য সকল সম্পাদন করিতে হয়। রৌদ্র মন্ত্র, রক্ষোদৈবত মন্ত্র অসুর দৈবত মন্ত্র ও শৈব মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া সেই সেই দেবতা সম্বন্ধীয় কার্য্য সম্পাদনপূর্ব্বক আত্মস্পর্শ ও হস্ত দ্বারা জল স্পর্শ করিবে।

এই সমস্ত সর্ব্বকার্য্যের উপযোগী বিধান প্রথমাধ্যায়ে কথিত আছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৮টি কণ্ডিকা, তন্মধ্যে ১ম কণ্ডিকায় এই বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে, যথা—পৌর্ণমাস-যজ্ঞকাল, ইহাতে অগ্নির অন্বাধান, অধ্বর্য্যু ও যজমানের অধিকার। তাহার বিধানপ্রণালী। দীক্ষা গ্রহণে দীক্ষিত ধর্ম্ম সমুদায়। দিবামৈথুন ও মাংসপরিবর্জ্জন। শিখা পর্য্যন্ত কেশ পরিত্যাগ। ব্রতকালানুসারে সপত্নীক যজমানের মাষ-মাংস-লবণবর্জ্জিত হবিষ্যান্ন হবির সহিত ভোজন বিধি। সত্য বাক্য প্রয়োগ। রাত্রিকালে পূর্ব্ববিহিত বিহার স্থানে অগ্নিহোত্রহোম সায়ংকালে ভোজনেচ্ছা হইলে হোমের পর অধিক রাত্রি না হইতেই নীবার প্রভৃতি বন্য ওষধির অন্ন ও বন্য বৃক্ষের ফল ভোজন করিবে। আহবনীয় গৃহে বা গার্হপত্য গৃহে শয্যা ব্যতীত অধঃশয়ন বিধি এবং ব্রহ্মচর্য্য আচরণ বিধান। (এই নিয়ম সপত্নীক যজমানেরই বুঝিতে হইবে।) পৌর্ণমাসে অন্বাধানাদি কার্য্য সমাপন হইলে দুইদিন বা একদিনে কার্য্যভেদের বিধি। (তাহা প্রাতঃকালেই সম্পাদন করিতে হয়।) ২য় কণ্ডিকায় অগ্নিহোত্রের পর ব্রহ্মবরণ বিধি, এবং তাহার প্রকার। ৩য় কণ্ডিকায় ব্রহ্মসদন হইতে আত্মস্পর্শ পর্য্যন্ত কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান, প্রকার ও মন্ত্রাদি কীর্ত্তন।

তৃতীয় অধ্যায়ে ৮টি কণ্ডিকা, তাহাতে হোত্র সদন হইতে পৌর্ণমাস সমাপ্তি পর্য্যন্ত কর্ত্তব্য কার্য্যসমূহের অনুষ্ঠান প্রকার ও মন্ত্রাদি বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়ে ১৫টি কণ্ডিকা; তাহার ১ম ২য় ও ৩য় অধ্যায়ে দর্শযাগের পূর্ব্বে পিণ্ড ও পিতৃযজ্ঞের অনুষ্ঠান প্রকার ও মন্ত্রাদি কথন। দ্রব্যদেবতাযুক্ত আখ্যাতপ্রত্যয়ান্ত কর্ম্ম শব্দ ও বেদবোধিত যাগ শব্দের অর্থ। সমুদায় যজ্ঞে ও অগ্নীষোমীয় পশুতে দর্শপৌর্ণমাস যাগধর্ম্মের অতিদেশ। বৈশ্বদেব, বরুণপ্রঘাস, সাকমেধ ও শুনাসীর নামক চতুঃপর্ব্বময় চাতুর্ম্মাস্যের প্রথম বৈশ্বদেব পর্ব্বে দর্শপৌর্ণ ধর্ম্মকথন। অপর তিন পর্ব্বে ত্রিবিধ বর্হিঃ প্রস্তারাদি ঔপদেশিক ধর্ম্মবিধান। চাতুর্ম্মাস্য বরুণপ্রঘাসাদি পর্ব্বত্রয়ে বৈশ্বদেব পর্ব্বধর্ম্মের বিধান আছে, কিন্তু মারুত্যাদিতে ঐরূপ বিধান নাই। সৌমিক স্নান অপেক্ষা বারুণ প্রাঘাসিক স্নানে ধর্ম্ম হইয়া থাকে। কোথায় করিবে এইরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইলে, সেই কার্য্যের জন্য লৌকিকাগ্নিই গ্রহণ করিবে। দর্শ ও পৌর্ণমাসে আগ্নেয়াদি ছয়টি প্রধান যাগ আছে। এক দেবতাযুক্ত বৈকৃত কর্ম্ম সমুদায়ে আগ্নেয় ধর্ম্মের বিধান। অনেক দেবতাযুক্ত কর্ম্মে অগ্নিষোমীয় ধর্ম্ম বিধি। দ্রব্য সামান্যে ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি। দেবতা গুণের উপাংশুত্ব প্রভৃতির সাম্য অবস্থায় ধর্ম্ম প্রবৃত্তি। দ্রব্য দেবতা উভয়ের সাম্যে বিরোধ থাকিলে দ্রব্যের সমানতায় ধর্ম্ম হয়, কিন্তু দেবতার সামান্যে হয় না। গাভীতে দুগ্ধের ধর্ম্মই হয়, কিন্তু দধি জন্য হয় না। এজন্য চাতুর্ম্মাস্য প্রভৃতিতে পরিবাসিত শাখা দ্বারা পবিত্র বন্ধনের পর বৎস দূরীভূত এবং দোহন চতুষ্টয়ের প্রাপ্তি হয়। পশুতে দধি জন্য ধর্ম্ম না হইয়া দুগ্ধ জন্য ধর্ম্ম হইয়া থাকে। দ্রব্যসমূহে স্থানাপত্তির ধর্ম্ম হয়। প্রাকৃতস্থানযুক্ত দ্রব্যের যে স্থানীয় ধর্ম্মের সহিত বিরোধ হয়, স্থানপ্রাপ্ত দ্রব্যে সেই বিরোধ থাকিতে পারে না। যে বিকৃতিতে প্রাকৃত দ্রব্য দেবতাস্থানে অন্য দ্রব্য দেবতাদি বিহিত হয়, সেখানে প্রকৃত মন্ত্রের উহ হয় না। বিকৃতিতে বচনবিশেষে প্রাকৃত ধর্ম্ম হয় না। অর্থলোপ বা প্রয়োজন লোপহেতু প্রাকৃত ধর্ম্ম হয় না। বিকৃতিতে বিরোধ হেতু প্রাকৃত ধর্ম্মসমূহের প্রবৃত্তি হয় না। প্রকৃতিতে যাহা পরার্থরূপে বিহিত, পরার্থের অপ্রবৃত্তি জন্য বিকৃতিতে তাহার অপ্রবৃত্তি হয়। যেখানে পরার্থজাত দ্রব্য কোথায় ও কর্ম্মান্তর সাধন জন্য বিহিত হইয়াছে, সেখানে পরের অভাব থাকিলেও পরার্থজাত দ্রব্যের সদ্‌ভাব হয়। সমুদায় যজ্ঞেরই সদ্যঃ সময় বিধি। ৪র্থ কণ্ডিকায় প্রজা, পশু, অন্ন ও যশঃ কামাদির কার্য্য-দাক্ষায়ণ যজ্ঞ, মন্ত্র এবং দর্শ পৌর্ণমাসের দেব ও দ্রব্যভেদ বর্ণনপূর্ব্বক তাহাদিগের বিধান। ৫ম কণ্ডিকায় উপাংশু শব্দের অর্থ কথন, এবং তাহাতে দ্রব্য দেবতাদি বর্ণন। ৬ষ্ঠ কণ্ডিকায় ব্রীহি ও যব পাককালে আগ্রয়ণ নামক কর্ম্ম কর্ত্তব্য। শরৎ বসন্ত প্রভৃতি কাল, দ্রব্যদেবতাদির মন্ত্রবিধান ও তাহার প্রকার। দর্শপৌর্ণমাস যজ্ঞের পর অগ্রয়ণাদির যথা প্রকৃতি কার্য্যবিধি, কিন্তু ঐ যজ্ঞের পূর্ব্বে বিহিত নহে। দর্শপৌর্ণমাসের উৎসর্গ হইলে অগ্নিহোত্রে আহুতি বিধি, এবং আগ্রয়ণ বিধান প্রকার। দীক্ষিতের বিশেষ বিধি। সম্বৎসর ও উপসৎকাদি যজ্ঞে আগ্রয়ণবিশেষ। সম্বৎসর ও সূতী প্রকৃ-

স্তিতে দ্রব্যবিশেষ। শ্রৌতোক্ত আগ্রয়ণের বিধান প্রকার। ৭ম কণ্ডিকায় অগ্নি, আধেয়কর্ম্ম, কাল, দেবতা ও মন্ত্রের বিধান প্রকারাদি কথিত আছে। ৮ম, ৯ম ও ১০ম কণ্ডিকায় আধানের অঙ্গ কর্ম্মসমূহের বিধান এবং মন্ত্রাদি কথন। ১১শ কণ্ডিকায় পুনর্ব্বার আধানে ধননাশ প্রভৃতি নিমিত্ত কথন। তাহার বিধান প্রকার। ১২শ কণ্ডিকায় কেবল মাত্র অগ্নিহোত্রাঙ্গ বাৎসপ্রের উপস্থান প্রকার। ১৩শ, ১৪শ ও ১৫শ কণ্ডিকায় অগ্নিহোত্রের কাল, দ্রব্য, দেবতা, বিধান ও মন্ত্রাদি কামনা-ভেদানুসারে অবস্থা ভেদযুক্ত অগ্নিতে হোমের কর্ত্তব্যতা। কামনা-ভেদের হোমে দ্রব্যভেদ বিধি। এইরূপ দ্রব্যসমূহ দ্বারা প্রত্যহ সংবৎসর হোম করিলে, সেই সেই কামনাসিদ্ধি। অগ্নিহোত্র হোমে, এবং সর্ব্ববিধ যজ্ঞে গার্হপত্য আগারের দক্ষিণদ্বার দিয়া প্রবেশবিধি। সর্ব্বদা যজমানের স্বয়ংই হোম করা উচিত, কার্য্যবশতঃ যজমান অশক্ত হইলে যজমাননিযুক্ত অধ্বর্য্যুও করিতে পারেন। কিন্তু দর্শ ও পৌর্ণমাসীতে সর্ব্বদা স্বয়ং হোম করিবে। প্রবাসে, সূতকাদি অশৌচে বিশেষ নিয়ম আছে।

৫ অধ্যায়ে ১৩টি কণ্ডিকা; তাহার মধ্যে ১ম ও ২য় কণ্ডিকায় চাতুর্ম্মাস্য * যজ্ঞান্তর্গত, বৈশ্বদেব যাগের পর্ব্বকাল এবং তাহার দ্রব্য ও দেবতা প্রয়োগাদি বর্ণন। ৩য়, ৪র্থ, ৫ম কণ্ডিকায় বরুণপ্রাঘাসের রূপ ও তাহার পর্ব্বকাল, দ্রব্য, দেবতা, মন্ত্র বিধানাদি। ৬ষ্ঠ কণ্ডিকায় সাকমেধের রূপ ও তাহার পর্ব্বকাল, দ্রব্য, দেবতা, মন্ত্রাদি বিধান। ৭ম, কণ্ডিকায় দ্বিহবিষকক্রৌড়িনীয়ে ইষ্টির কালবিধান এবং তদীয় দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি কথন। ৮ম, ৯ম কণ্ডিকায় পিত্রেষ্টির কাল, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি কথন। ১০ম কণ্ডিকায় ত্রৈয়ম্বকহোমের কালবিধান, এবং দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি নিয়ম। ১১শ কণ্ডিকায় চাতুর্ম্মাস্য যাগান্তর্গত পর্ব্ববিশেষাত্মক শুনাসীরীয়ের কাল, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি কথন। সূতকাদিতে ও চাতুর্ম্মাস্যের পুনর্ব্বার আরম্ভ। চাতুর্ম্মাস্য ত্রিবিধ, ঐষ্টিক, পাশুক ও সৌমিক; এই ত্রিবিধ চাতুর্ম্মাস্যের দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রবিধানাদি। ১২শ, ১৩শ কণ্ডিকায় মিত্রবিন্দেষ্টি; তাহার দ্রব্য, দেবতা ও মাত্র বিধান।

৬ষ্ঠ অধ্যায়ে ১০টি কণ্ডিকায় নিরূঢ়, পশুবন্ধযাগ, তাহার কাল, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রবিধানাদি কথিত আছে।

৭ম অধ্যায়ে ৯টি কণ্ডিকা; তাহাতে জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞের কাল, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি বিধান; এবং জ্যোতিষ্টোমের পূর্ব্বানুষ্ঠেয় সোমযজ্ঞের দ্রব্য দেবতাদিগের বিধান আছে।

৮ম অধ্যায়ে ৯টি কণ্ডিকা। তাহার ১ম ও ২য় কণ্ডিকায় আতিথ্যকর্ম্ম, তাহার দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি বিধান। ৩য় কণ্ডিকায় উপবসথ্যের কাল, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি বিধান। ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম ও ৯ম কণ্ডিকায়ও ঐরূপ বিধানাদি কথিত আছে।

৯ম অধ্যায়ে ১৪টি কণ্ডিকা। ১ম কণ্ডিকায় সৌত্যকর্ম্ম ও তাহার কাল, দ্রব্য, দেবতা এবং মন্ত্রবিধানাদি। অপর কণ্ডিকাসমূহে প্রাতঃসবনের দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রবিধানাদি কথিত আছে।

১০ম অধ্যায়ে ৯টি কণ্ডিকা। তাহার সমুদায় কণ্ডিকাতেই প্রায় অধ্যায় শেষ পর্য্যন্ত মধ্যন্দিন সবন ও তৃতীয় সবনের দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রবিধান। অধ্যায় শেষে জ্যোতিষ্টোমযাগে সোমোত্তর কর্ত্তব্য অত্যগ্নিষ্টোম, উক্থ্য, ষোড়শ, বাজপেয়, অতিরাত্র, আপ্তর্যাম ও জ্যোতিষ্টোম যাগে সোমোত্তর কর্ত্তব্য সোমের জ্যোতিষ্টোম বিধান এবং তাহাতে আধ্বর্যব বিধান প্রকার।

১১শ অধ্যায়ে ১টি মাত্র কণ্ডিকা; তাহাতে জ্যোতিষ্টোমের অঙ্গ ব্রহ্মবিধান।

১২শ অধ্যায়ে ৬টি কণ্ডিকা; তাহাতে দ্বাদশাহ যজ্ঞের বিধান। একাদশাহ প্রভৃতি যজ্ঞে জ্যোতিষ্টোম ধর্ম্মের অতিদেশ। কেহ বলেন, তাহাতে অগ্নিষ্টুত ধর্ম্মের অতিদেশ কথিত আছে। সত্ররূপ ও অহীনরূপভেদে দ্বাদশাহ দুই প্রকার; এই উভয় রূপের লিঙ্গপ্রদর্শন। যাহার আদ্যন্তে অতিরাত্র, তাহার নাম সত্র এবং যাহার কেবল অন্তে অতিরাত্র, তাহাকে অহীন কহে। সত্রযাগে যজমানসহ ষোড়শ ঋত্বিকের কর্তৃত্ব থাকায়, সকলেরই যজমানত্ব; সুতরাং সকলেরই ফলপ্রাপ্তির অধিকার থাকায় ঐ কার্য্যে দক্ষিণার অভাব। ষোড়শ ঋত্বিকে যজমানত্বের অতিদেশ থাকায় সপ্তদশ ব্যক্তিরই দীক্ষাদি যজমান ধর্ম্মনির্দ্দেশ। গৃহপতির অন্বারম্ভ বিধি। যজ্ঞসম্পাদন জন্ত পাত্রগ্রহণাদি কার্য্যে মাত্র একজনেরই কর্তৃত্ব, তৎকর্তৃক সম্পাদিত হইলেই সকলের সম্পাদিত হইয়া থাকে। গার্হপত্য ও আহবনীয় অজ্যপ্রাসন। অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত তদীয় দ্রব্য, দেবতা, মন্ত্র, দীক্ষা ও কালবিধানাদি নিরূপিত হইয়াছে।

১৩শ অধ্যায়ে ৪টি কণ্ডিকা। তাহার প্রথম কণ্ডিকায় গবাময়ন যজ্ঞের প্রকার ও তাহাতে দ্বাদশাহ যজ্ঞ ধর্ম্মের

* বৈশ্বদেব, শুনাসীর, বরুণপ্রাঘাস ও সাকমেধ এই যাগচতুষ্টয়স্বরূপ চাতুর্ম্মাস্য যাগ। এই যাগচতুষ্টয় কখনও পর্ব্ব নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

অতিদেশ। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ কণ্ডিকায় দ্বাদশাহ ধর্ম্মের দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্র বিধানাদি বর্ণিত আছে।

১৪শ অধ্যায়ে ৩টি কণ্ডিকা। তাহাতে জ্যোতিষ্টোম, সংস্থাভেদ, বাজপেয় যজ্ঞের কাল, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রবিধানাদি কথিত আছে।

১৫শ অধ্যায়ে ১০টি কণ্ডিকা। সমুদায় কণ্ডিকায় রাজসূয়-যজ্ঞ, তাহাতে ক্ষত্রিয় জাতির অধিকার, বাজপেয় যজ্ঞ করিলে আর রাজসূয়ের অনাবশ্যকতা, এবং রাজসূয়ের দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রবিধানাদি বর্ণিত আছে।

১৬শ অধ্যায়ে ৮টি কণ্ডিকা। তন্মধ্যে ১ম কণ্ডিকায় পঞ্চচিতিক স্থলবিশেষস্থিত অগ্নিবিধান প্রকার। চয়নরূপাঙ্গ বিশিষ্টাগ্নির সোমাঙ্গতা কথন। তাহাতে ইচ্ছানুসারে অধিকার। তবে কেবলমাত্র মহাব্রত নামক স্তোত্রসাধ্য সোমযাগে পঞ্চচিতিক স্থলের নিয়ম, অন্যত্র ইচ্ছানুসারে বিকল্প। ২য়, ৩য়, ও ৪র্থ কণ্ডিকায় উখা (যজ্ঞাদি পাত্রবিশেষ) নির্ম্মাণ প্রকার। ৫ম কণ্ডিকায় অগ্নিচয়ন প্রকার এবং তাহাতে দেবতা ও মন্ত্রাদির বিধান। ৬ষ্ঠ কণ্ডিকায় পঞ্চ অগ্নি-বিশেষের চয়ন প্রকার। ৭ম কণ্ডিকায় তৎসম্বন্ধীয় প্রায়শ্চিত্ত-হোম বিধান। ৮ম কণ্ডিকায় পূর্ব্বোক্ত অগ্নিচয়নের প্রকার ভেদ, এবং তাহার কাল, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি কথন।

১৭শ অধ্যায়ে ১২টি কণ্ডিকা। সমুদায় কণ্ডিকায় প্রায়শ্চিত্তান্ত কর্ম্মের পরবর্ত্তী কর্ত্তব্যের বিধান এবং তাহার ভেদ, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি কথিত হইয়াছে।

১৮শ অধ্যায়ে ৬টি কণ্ডিকা। তাহাতে শতরুদ্রীয় হোম; তাহার অঙ্গকর্ম্ম, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি বিধান। ৬ষ্ঠ কণ্ডিকার শেষভাগে অগ্নিচয়নকারী পুরুষের নিয়ম কথিত আছে।

১৯শ অধ্যায়ে ৭টি কণ্ডিকা। তাহাতে সৌত্রামণিযাগের বিধান, এই যজ্ঞে ধনাভিলাষী ব্রাহ্মণের অধিকার; সোম যজ্ঞকারী সাগ্নিক ব্রাহ্মণগণের সোমযজ্ঞের পর ইহার কর্ত্তব্যতা; সোমাতিপূত অর্থাৎ যাহার মুখ, নাসিকা, কর্ণ, গুহ্য প্রভৃতি ছিদ্রদ্বারা পীতসোম নিঃসৃত হয় তাহার, এবং সোমবামী অর্থাৎ পীতসোম মুখ দিয়া যে বমন করে তাহারও এই যজ্ঞে অধিকার; শত্রু কর্তৃক স্বরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত রাজার পুনর্ব্বার রাজ্যপ্রাপ্তি জন্য ইহাতে অধিকার; পশু অভাবে পশু পাইবার কামনায় বৈশ্যেরও ইহাতে অধিকার; চারিরাত্রে এই যজ্ঞের সম্পাদন বিধি; এই যজ্ঞের অঙ্গস্বরূপ সুরা প্রস্তুতপ্রণালী এবং এই যজ্ঞীয় দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি কথিত আছে।

২০শ অধ্যায়ে ৮টি কণ্ডিকা। ঐ সমস্ত কণ্ডিকায় অশ্বমেধ যজ্ঞের বিধান; ইহাতে অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রাজারই একমাত্র অধিকার; ব্রাহ্মণবৈশ্যের অনধিকার; তিনরাত্রে ইহার সম্পাদন নিয়ম; এই যজ্ঞফলে সমুদায় অভীষ্ট সিদ্ধির কথা এবং যজ্ঞের কাল, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি কথিত আছে।

২১শ অধ্যায়ে ৪টি কণ্ডিকা। তন্মধ্যে ১ম কণ্ডিকায় নরমেধযজ্ঞের বিধি; সর্ব্বজীব হইতে উৎকর্ষকামী পুরুষের অধিকার; পাঁচ রাত্রে ইহার সম্পাদন-বিধি; ইহাতে একবিংশতি দীক্ষা নিয়ম; ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের অধিকার, বৈশ্যের অনধিকার এবং এই যজ্ঞের দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রাদি বিধান বিহিত আছে। ২য় কণ্ডিকায় সর্ব্ববিষয়-অভিলাষী ব্যক্তির সর্ব্বমেধযজ্ঞের বিধান এবং দশ রাত্রে তাহার সম্পাদন নিয়ম। ৩য় ও ৪র্থ কণ্ডিকায় মনুষ্য, অশ্ব, গো, মেষ ও ছাগ, এই পঞ্চ পশুর বধবিধি; প্রোষিত বা মৃত পিতার সম্বৎসর অতীত হইলে পিতৃমেধযজ্ঞের বিধান এবং তাহার নক্ষত্রাদি কাল, দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রবিধান বর্ণিত আছে।

২২শ অধ্যায়ে ১১টি কণ্ডিকা। তাহার প্রথম কণ্ডিকায় যজুর্ব্বেদীয় আধানাদি পিতৃমেধ পর্য্যন্ত কর্ম্মবিধি ও সামবেদীয় একাহসাধ্য যাগবিধি কথিত আছে। এই সম্বন্ধীয় কতকগুলি পরিভাষাও এই কণ্ডিকায় লিখিত আছে, যথা—বিভিন্ন সংস্থ কথিত না থাকিলে যজ্ঞ অগ্নিষ্টোমসংস্থ হইয়া থাকে। ধেনুমাত্র দক্ষিণাদেয় ভূর্নামক একাহ ও জ্যোতিঃ নামক একাহে বিশেষ কোন সংস্থ কথিত না থাকায় এই উভয়ই অগ্নিষ্টোমসংস্থ। গো ও আয়ুঃ নামক একাহ উক্থ্যসংস্থ। অভিজিৎ ও বিশ্বজিৎ অগ্নিষ্টোমসংস্থ। এই অভিজিতে সহস্র গো অথবা শত অশ্ব কিম্বা এই সমুদায় দক্ষিণার বিধান। বিশ্বজিতে সহস্র অশ্ব বা যথাসর্ব্বস্ব দক্ষিণা বিহিত আছে। জ্যেষ্ঠ পুত্রের বিভাগযোগ্য দ্রব্য এবং ভূমি ও দাস ব্যতীত পদার্থকে সর্ব্বস্ব পদার্থ কহে। কেহ বলেন ধারণ-ভ্রমণাদি জন্য ভূমির, এবং শুশ্রূষার জন্য দাসের আবশ্যক থাকায়, এই উভয় দ্রব্য ব্যতীত স্বর্ণাদি অন্য সমুদায় দ্রব্যই সর্ব্বস্ব; পুরুষমেধ যজ্ঞে গর্ভদাস-দানের বিধান থাকায় এবং ভূমির একদেশ পরিত্যাগে ধারণের সম্ভাবনা থাকায়, স্বমতেও ঐ উভয় দ্রব্য ব্যতীত অন্য সমুদায়ই সর্ব্বস্ব। কিন্তু অবভৃথ স্নান বিহিত বৎসচ্ছবি ও দীক্ষার উপযোগী দ্রব্যসমূহ সর্ব্বস্বের মধ্যে পরিগণিত নহে। বস্তুতঃ সহস্র অপেক্ষা অধিক সংখ্যক দ্রব্যই সর্ব্বস্ব নামে অভিহিত এবং ইহাই দক্ষিণারূপে কল্পিত হয়। বিশ্বজিৎ যজ্ঞে দ্বাদশরাত্রি প্রভৃতি নিয়মের বিভিন্নতা আছে। অভিজিৎ সম্পন্ন হইলে বিশ্বজিতের অনুষ্ঠান করিতে হয় অথবা অভিজিৎ ও বিশ্বজিতের একদা অনুষ্ঠান

কর্ত্তব্য। কিন্তু এক সময়ে উভয় কার্য্য করিতে হইলে, দেবযজন-স্থানের বিশেষ নিয়ম আছে যে, তাহাতে যোড়শ ঋত্বিকের বাহুল্যপ্রযুক্ত অন্যতম ঋত্বিক্ দ্বারা অন্যত্র কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। তাহাতে বহির্বেদিক কর্ম্মসমূহ উভয়েরই একরূপ; কেবল অন্তর্বেদিক কর্ম্মেই উভয়ের বিভিন্নতা আছে। উভয় কার্য্য এক সময়ে করিলেও অভিজিতের এক একটি অঙ্গ সম্পাদন করিয়া, বিশ্বজিতের এক একটি অঙ্গ সম্পাদন করিতে হয়। সর্ব্বজিৎ নামক একাহ মহাব্রত নামক সামস্তবসাধ্য; এই যজ্ঞে সম্বৎসর দীক্ষা, সপ্তাহে স্নান এবং তিনটি বা ছয়টি উপসদ্ বিহিত। অর্থাৎ সম্বৎসর দীক্ষার পর সপ্তমদিবসে স্নান করিবে তাহার পর সপ্তাহ অতীত হইলে যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া তাহাতে তিনটি বা ছয়টি উপসদ্ করিতে হইবে। এই যজ্ঞও অগ্নিষ্টোমসংস্থ। এই সমস্ত বিষয় ১ম কণ্ডিকায় কথিত আছে। ২য় কণ্ডিকায় সর্ব্বজিৎ যজ্ঞের দক্ষিণা ভেদ ও তাহার বিধানাদি; এই যজ্ঞের উকথ্য সংস্থতা; কথিত অভিজিৎ প্রভৃতির নামান্তর; যথা—অভিজিতের নাম জ্যোতিঃ, বিশ্বজিতের নাম বিশ্বজ্যোতিঃ এবং সর্ব্বজিতের নাম সর্ব্বজ্যোতিঃ; এই সমুদায়ের দক্ষিণা ভেদ বিধানাদি; চতুর্থ উকথ্যসংস্থের ত্রিরাত্রসম্মিত নাম। সাদ্যস্ক্ নামক ছয়টি যজ্ঞের বিধান; উত্তরোত্তর তাহার প্রদর্শন; যথা—প্রথম সাদ্যস্ক্রে স্বর্গকাম, পশুকাম এবং ভ্রাতৃব্য-বিশিষ্ট পুরুষদিগের অধিকার; দ্বিতীয় সাদ্যস্ক্রে দীর্ঘ ব্যাধিশান্তি এবং প্রতিষ্ঠা ও অন্নাভিলাষিদিগের অধিকার; অনুক্রীনামক তৃতীয় সাদ্যস্ক্রে কর্ম্মহীন ও কর্ম্মনিবৃত্তি প্রার্থিগণের অধিকার; বিশ্বজিৎ শিল্প নামক চতুর্থ সাদ্যস্ক্রের দক্ষিণাভেদ, সর্ব্বস্ব প্রতিনিধি দক্ষিণা-বিধান ও সর্ব্বস্ব প্রতিনিধি দ্রব্যসমূহের বর্ণন; যথা—ধেনু, বৃষ, সীর, ধান্য, পলাদি পরিমাণোপযোগী স্বর্ণ ও রৌপ্য, দাস, দাসী, মিথুন, উপকরণের সহিত মহানস, অশ্বাদি যানারোহণ, এবংগৃহ শয্যা। অতএব সর্ব্বস্ব পদ দ্বারা এই সমস্তই গ্রহণ কর্ত্তব্য। শ্যেন নামক পঞ্চম সাদ্যস্ক্রে বৈরনির্য্যাতন কামের অধিকার; তাহার দক্ষিণা, অনুষ্ঠান, মন্ত্র ও দেবতাদিকথন। একত্রিক নামক ষষ্ঠ সাদ্যস্ক্রের বিধান। দীক্ষা অপেক্ষা সদ্যঃক্রিয়মানতা জন্য ইহাদের সাদ্যস্ক্ সংজ্ঞা। ব্রাত্যস্তোম নামক চতুর্ব্বিধ একাহযাগের বিধান। তিন পুরুষ পর্য্যন্ত পতিত সাবিত্রীকদিগকে ব্রাত্য কহে; এই দোষ শান্তির জন্য ইহাদিগের অনুষ্ঠান ও লৌকিক অগ্নিতে ইহাদিগের হোমবিধি। তন্মধ্যে প্রথম ব্রাত্যস্তোমে নৃত্যগীতকারী ব্রাত্যগণের অধিকার; নৃশংসরূপে নিন্দিতব্যক্তির দ্বিতীয় উকথ্যসংস্থে অধিকার; তৃতীয়ে কনিষ্ঠের অধিকার; ইহাতে কনিষ্ঠকে গৃহপতি করিয়া কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়; চতুর্থে অল্প সন্ততি স্থবির জ্যেষ্ঠের অধিকার, অর্থাৎ ঐরূপ জ্যেষ্ঠকে গৃহপতি করিয়া এই কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়। এই সকল কার্য্যের দীক্ষাবিধানাদি এবং ব্রাত্যস্তোম-সম্পাদনকারীর ব্যবহার বিধি। পরিশেষে ব্রহ্মবর্চ্চস, বীর্য্য, অন্ন ও প্রতিষ্ঠাদি অভিলাষী, এবং স্বীয় পবিত্রতা-প্রার্থী ব্যক্তির অগ্নিষ্টোমসংস্থ অগ্নিষ্টুৎ নামক একাহযাগের কর্ত্তব্যতা।

৫ম কণ্ডিকায় অগ্নিষ্টুতের দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রবিধানাদি বর্ণন। ত্রিবৃৎস্তোম নামক অগ্নিষ্টোমসংস্থ চতুর্ব্বিধ যজ্ঞের বিধান; তন্মধ্যে অনিরুক্ত প্রাতঃসবন প্রথম, তাহার নাম ইপস্তুযজ্ঞ; স্বর্ণাদি অভিলাষী কিম্বা গ্রামাদি অভিলাষীর ইহাতে অধিকার; ইহার দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রবিধানাদি। বৃহস্পতি সবল দ্বিতীয়, রাজার সহিত ব্রাহ্মণের (যে ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মস্থাপকরূপে অঙ্গীকার করেন, সেই ব্রাহ্মণের) ইহাতে অধিকার। তৃতীয়ের নাম ইষু; ইহা শ্যেনের ন্যায় করিতে হয়, কিন্তু সদ্য অনুষ্ঠেয় নহে এইমাত্র প্রভেদ; মৃত্যুকামনা করিয়াই ইহার অনুষ্ঠান করিতে হয়।

৬ষ্ঠ কণ্ডিকায় সর্ব্বস্বার নামক চতুর্থ একাহ যজ্ঞ; জীবনাভিলাষী বা মৃত্যুকামনাকারী উভয়েরই ইহাতে অধিকার; সিদ্ধান্ন ইহার দক্ষিণা; এই যজ্ঞের দ্রব্য, দেবতা ও মন্ত্রবিধানাদি। ঋত্বিক্ অপোহনীয় নামক ত্রিবিধ যজ্ঞের বিধান; তন্মধ্যে প্রথমের নাম সর্ব্বস্তোম; দ্বাদশাহিক ছন্দোমত্রয়মধ্যে উকথ্যসংস্থ উত্তম দিবসদ্বয় পৃথক্ করিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঋত্বিক্ অপোহনীয় নামক ত্রিবিধ যজ্ঞের বিধান, তন্মধ্যে প্রথমের নাম সর্ব্বস্তোম, দ্বাদশাহিক ছন্দোমত্রয় মধ্যে উকথ্যসংস্থ উত্তম দিনদ্বয় পৃথক্ করিয়া দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঋত্বিক্ অপোহনীয় সম্পাদন করিতে হয়। বাচস্তোম চতুর্ব্বিধ। ছান্দোগ্যে ইহাদিগের বিশেষ বিধি লিখিত আছে। পরিশেষে ত্রিবৃৎ, পঞ্চদশ, সপ্তদশ, একবিংশ, ত্রিনব ও ত্রয়স্ত্রিংশ নামক ছয়টি একাহ পৃষ্ঠ্যস্তোম-বিশেষের বিধান কথিত আছে।

৭ম কণ্ডিকায় তাহাদিগের বিধান প্রকার, মন্ত্র ও দেবতা প্রভৃতির কথন। অগ্ন্যাধেয়, পুনরাধেয়, অগ্নিহোত্র, দর্শপৌর্ণমাস, দাক্ষায়ণ ও অগ্রয়ণ নামক প্রতিকর্ম্মে সোমযুক্ত ছয়টি যজ্ঞ ও তাহার বিধানাদি কথিত আছে। ৮ম কণ্ডিকায় সপ্তদশ স্তোমক পাঁচটি যজ্ঞের বিধান। তন্মধ্যে গ্রামাভিলাষী ব্যক্তির উপহব্য নামক অনিশ্চিত যজ্ঞবিধান এবং মিথ্যাভিশপ্ত ব্যক্তিরও ঐ যজ্ঞে অধিকারবিধি। তাহার দক্ষিণা

বিধানাদি। দুর্গাভিলাষী ব্যক্তির ঋতপেয় এবং তাহার বিধান প্রকার, দেবতা ও মন্ত্রাদির বিষয় কথিত আছে। ৯ম কণ্ডিকায় পশুকাম ও বৈশ্যকাম ব্যক্তির বৈশ্যস্তোম; তাহার বিধানাদি। উক্‌থ্যসংস্থ তীব্রসুৎ নামক যজ্ঞ। তীব্রসুতে সোমের অতিদেশ থাকিলেও বিশেষ বিধান। তাহাতে সোমাভিপূত স্বরাজ্য ভ্রষ্টরাজার; এবং দীর্ঘ ব্যাধিশান্তি, গ্রাম, প্রজা ও পশুকামনাকারিদিগের অধিকার এবং তাহার বিধানাদি কথিত আছে। ১০ম কণ্ডিকায় রাজ্যপ্রার্থী ক্ষত্রিয়ের রাট্ নামক যজ্ঞ। তাহার বিধানাদি। এই যজ্ঞের অগ্নিষ্টোমসংস্থতা। ঋষভের ন্যায় এই ঐন্দ্রপরিযজ্ঞের কর্ত্তব্যতা। অন্নাদি প্রার্থী ব্যক্তির বিরাট্ নামক যজ্ঞ; ইহারও ঐন্দ্রপরিযজ্ঞের ন্যায় আদ্যন্তে আগ্নেয় পশুসংযুক্ত করিয়া কর্ত্তব্যতা। পুত্রার্থীর উপশদ নামক একাহ। তাহার বিধানাদি। উক্‌থ্যসংস্থ পুনস্তোম নামক একাহ। তাহাতে প্রতিগ্রহ দোষশান্তি প্রার্থীর অধিকার। তাহার দক্ষিণাদি। পশুকাম ব্যক্তির চতুষ্টোম নামক ও উদ্ভিদ্‌বলভিদ্ নামক একাহদ্বয়। দর্শপৌর্ণমাসের ন্যায় মিলিত এই উভয়ের ফলসাধকতা। ইষুযজ্ঞ তাহার বিধানাদি। উদ্ভিদ্ যজ্ঞের পর সেই দিন হইতে অর্দ্ধমাস, একমাস, অথবা সম্বৎসর পর্য্যন্ত প্রত্যহ ইষু যজ্ঞের অনুষ্ঠানবিধি। তাহার বিধানাদি। পূজাভিলাষী ব্যক্তির অপচিতি নামক দুইটি যজ্ঞের বিধান। তাহাতে রাজা বা ত্রিজাতির অধিকার। তাহার বিধানাদি। উভয় যজ্ঞের মধ্যে প্রথম যজ্ঞের নাম পক্ষীতি ও দ্বিতীয় যজ্ঞের নাম জ্যোতিঃ। এই উভয় যজ্ঞও সর্ব্বজিতের ন্যায় দীক্ষাযুক্ত; ইহাদিগের দক্ষিণাবিধি। ঋষভ ও গোষব নামক দুইটি যজ্ঞের বিধান। তন্মধ্যে অগ্নিষ্টোমসংস্থ ঋষভে রাজার অধিকার, এবং তাহার দক্ষিণাভেদ বিধি। উক্‌থ্যসংস্থ গোষবে অযুত গোদক্ষিণা, এবং বৈশ্য বা অন্য জাতির তাহাতে অধিকার। তাহার বিধানাদি। মরুৎস্তোম নামক যজ্ঞবিধি। তাহাতে একত্রিত ভ্রাতৃসমূহ ও বন্ধু সমূহের অধিকার। বৈশ্যস্তোমনির্দ্দিষ্ট দক্ষিণাই ইহার দক্ষিণারূপে নির্দ্দেশ। ঐন্দ্রাগ্নকুলায় নামক যজ্ঞবিধি। পুত্রার্থী ও পশুপ্রার্থী ব্যক্তির তাহাতে অধিকার। গোকুল দক্ষিণা। ইহাতে দুই ভ্রাতা বা দুই সখার অধিকার, সমূহের নহে। রাজকর্ত্তব্য, উক্‌থ্যসংস্থ ইন্দ্রস্তোমের বিধান। পুরোহিত প্রার্থীর ইন্দ্রাগ্নোস্তোম নামক যজ্ঞবিধি। সাযুজ্য অভিলাষী রাজা ও পুরোহিতের ইহাতে অধিকার। উভয়ের একত্র বা পৃথক্‌ভাবে অধিকার, এইরূপ অধিকারের ভেদবিধি। পশুকাম ব্যক্তির অগ্নিষ্টোমসংস্থবিধান নামক যজ্ঞদ্বয়ের বিধান। তাহাতে অভিচারকাম বা পশুকামের অধিকার। পশুকাম ব্যক্তির বৎস ও দুগ্ধযুক্ত বৃহৎগাভী, এবং অভিচারকামের ত্রিশটি গো দক্ষিণাবিধি। অভিচারকামের সংদশ ও বজ্র নামক দুইটি যজ্ঞের বিধান। দ্বন্দ্বসোমভাবে এই উভয় যজ্ঞের কর্ত্তব্যতা। এই উভয়ের মধ্যে বজ্রের ষোড়শিসংস্থ রূপভেদ কথন। সংদশ দ্বারা রাজার অভিচার করিবে, দেশের নহে এবং বজ্রদ্বারা দেশের অভিচার করিবে, রাজার নহে; এইরূপ বিধান। মতান্তরে উভয়েরই বিপরীত ভাবে বিধান। অভিচার দ্বারা রাজাদির উপশম বা মারণ সম্পাদন করিয়া জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞদ্বারা আত্মশুদ্ধির বিধান। এইরূপে সামবেদবিহিত একাহ নির্দ্দিষ্ট আছে।

২৩শ অধ্যায়ে ৫টি কণ্ডিকা। তাহার ১ম কণ্ডিকায় অহীন নামক যজ্ঞসমূহের দ্বাদশ উপসদ্ এবং একমাসে তাহার সমাপনবিধি। সুত্যোপসদের বিশেষ উপদেশ। দীক্ষাভেদ বিধি; যথা সৌত্যদিন ও উপসদ্‌সমূহের দিন গণনা করিয়া দীক্ষানিয়ম দুইরাত্রি হইতে দ্বাদশদিন পর্য্যন্ত সম্পাদনযোগ্য যাগ অহীন নামে অভিহিত হয়। অন্যের মতে পাঠ হেতু অতিরাত্রেরও অহীনসংজ্ঞতা। দ্ব্যহাদিতে দশরাত্রাদির প্রবৃত্তিকে গৌণ্যা কহে। দ্বাদশদিন কর্ত্তব্য দশরাত্রের দ্ব্যহাদিতে কর্ত্তব্যতা। দ্বিরাত্রি প্রভৃতিতে সহস্র দক্ষিণা; চারিরাত্রি প্রভৃতিতে অধিক দক্ষিণাদানে প্রত্যহ সমভাগে দানবিধি। পরিশেষে অবশিষ্ট সমুদায়ের দান। ত্রয়োদশ অতিরাত্রের বিধান; যথা—ষোড়শিগ্রহরহিত চারিটি প্রথম অতিরাত্র। তন্মধ্যে প্রজাতিকামের নব সপ্তদশ নামক প্রথম অতিরাত্র; জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবিশিষ্টা স্ত্রীর জ্যেষ্ঠপুত্রের কর্ত্তব্য বিষুবৎ নামক দ্বিতীয় অতিরাত্র; যাহার ভ্রাতৃব্য আছে তাহার গো নামক তৃতীয় অতিরাত্র; স্বর্গকাম বা আরোগ্যকাম ব্যক্তির আয়ুঃ নামক চতুর্থ অতিরাত্র। ধনাভিলাষীর জ্যোতিষ্টোম নামক পঞ্চম অতিরাত্র। পশুকামের বিশ্বজিৎ নামক ষষ্ঠ অতিরাত্র। ব্রহ্মতেজঃ প্রার্থীর ত্রিবৃৎ নামক সপ্তম অতিরাত্র। বীর্য্যকাম ব্যক্তির পঞ্চদশ নামক অষ্টম অতিরাত্র। অন্নাদি অভিলাষী ব্যক্তির সপ্তদশ নামক নবম অতিরাত্র। প্রতিষ্ঠাকাম ব্যক্তির একবিংশ নামক দশম অতিরাত্র। প্রাপ্ত পশুর ধ্বংশ হইলে পুনর্ব্বার তাহার প্রাপ্তি জন্য আপ্তোর্যাম নামক একাদশ অতিরাত্র। ভ্রাতৃব্যবানের অভিজিৎ নামক দ্বাদশ অতিরাত্র। ঐশ্বর্য্যপ্রার্থীর সর্ব্বস্তোম নামক ত্রয়োদশ অতিরাত্র। এইরূপে ত্রয়োদশ প্রকার অতিরাত্রের বিষয় কথিত আছে।

২য় কণ্ডিকায় চুই সুতীয় তিনটি অহীনবিধি। তন্মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় অহীনের ষোড়শিগ্রহরহিত দুইটি অতিরাত্র। তিনটি অহীনের আঙ্গিরস, চৈত্ররথ ও কাপিবন, এই তিনটি নাম কথন। দ্বিতীয় দ্বিরাত্রির উক্থ্য পূর্ব্বতা-রূপ অন্যের মতভেদ। পার্ষ্টিক অগ্নিষ্টোম স্থানে উক্থ্যনির্দ্দেশ। সংস্থভেদমাত্রই তাহার ধর্ম্ম। পুণ্যযোগ্য হইয়াও যে পুণ্যহীনের ন্যায় হয়, তাহারই আঙ্গিরসে অধিকার। পুত্রার্থী ব্যক্তির চৈত্ররথে অধিকার। স্বর্গকাম বা পশুকাম ব্যক্তির কাপিবনে অধিকার। ত্রিসুতীয় গর্গ, বৈদ, ছন্দোম, অন্তর্বসু ও পরাক নামক পাঁচটি অহীনযজ্ঞের বিধান। তন্মধ্যে বৈদ ত্রিরাত্রিসাধ্য এবং ত্রিবৃৎস্তোমযুক্ত অপর সমুদায় অতিরাত্রসাধ্য। এই পঞ্চবিধ-যজ্ঞে সংস্থভেদ কথন। এই সমুদায়ে রাজ্যকামের অধিকার; তবে অন্তর্বসুতে পশুকামের এবং পরাকে স্বর্গকামের অধিকার আছে; এইমাত্র ভেদকথন। অত্রিচতুর্বীর, জামদগ্ন্য, বশিষ্ঠসংসর্প ও বিশ্বামিত্র নামক চারিটি চারিদিন-সাধ্য যজ্ঞবিধান। তন্মধ্যে জামদগ্ন্যযজ্ঞে পুষ্টিকাম ব্যক্তির অধিকার; তাহাতে বিংশতি দীক্ষা এবং এই চারিটি যজ্ঞেই পুরোডাশবিশিষ্ট উপসদের বিধান কথিত আছে। ৩য় কণ্ডিকায় তাহার বিধান প্রকারাদি। ৪র্থ কণ্ডিকায় পঞ্চদিনসাধ্য তিনটি অহীনা বিধান। তন্মধ্যে প্রথম অহীনের নাম দেবপঞ্চাহ, দ্বিতীয়ের নাম পঞ্চশারদীয়; এই উভয় অহীনের বিধানাদি কথন। তৃতীয় পঞ্চাহের ব্রতবৎ নাম কথন। এই ত্রিবিধ পঞ্চাহ যজ্ঞে জ্যোতির্গৌ, মহাব্রত ও গৌরায়ু নামক তিনটি একাহ যজ্ঞের বিধি। সর্ব্বজিতের ন্যায় ইহাতে দীক্ষানিয়ম এবং তাহার বিধানাদি নির্দ্দিষ্ট আছে। ৫ম কণ্ডিকায় ছয়দিন-সাধ্য তিনটি অহীনের বিধি। তিনটি অহীনের ঋতু ষড়হ, পৃষ্ঠ্যাবলম্ব ও ত্রিকক্রক, এই তিনটি নাম কথন। এই ত্রিবিধ যজ্ঞে স্তোমবিধানাদি। সপ্তাহসাধ্য সাতটি অহীনের বিধান। তন্মধ্যে চারিটির উত্তম মহাব্রত। এই চারিটির মধ্যে তৃতীয়টিতে পশুকামের অধিকার। পঞ্চম অহীনের নাম ইন্দ্রসপ্তাহ; এই পঞ্চম সপ্তাহে দ্বিতীয় একাহ হইতে আরম্ভ করিয়া ছয়টি একাহ এবং সুত্যাহ সমুদায়ের বিধান। ঐ সপ্তাহ সমুদায়ের প্রত্যেক সপ্তাহেই জ্যোতিঃ, গৌঃ, আয়ুঃ, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ ও সর্ব্বজিৎ এই ছয়টি মহাব্রতের কর্ত্তব্যতা। এইরূপ সমুদায় দিনসাধ্য যজ্ঞেই মহাব্রতের বিধান। উত্তম সর্ব্বস্তোমের বিধান; তাহার শেষ দিনে জ্যোতিঃ, গৌঃ, আয়ুঃ, অভিজিৎ, বিশ্বজিৎ ও সর্ব্বজিৎ মহাব্রতবিশিষ্ট সর্ব্বস্তোম অতিরাত্র। জনক সপ্তরাত্র নামক ষষ্ঠ সপ্তাহ। তাহার বিধানাদি। উত্তম সপ্তম সপ্তাহে বৃহদ্রথন্তর সামযুক্ত পৃষ্টির বিধান। এই সমুদায়ের পৃষ্ঠ্যস্তোম সংজ্ঞা। এইরূপে সপ্তসপ্তাহ অহীনের বিধান কথিত আছে। তৎপরে তাহার বিধানাদি। অষ্টসুত্য অহীনে পার্ষ্টিক ষড়হের পর হইতে মহাব্রত কর্ত্তব্য। নবরাত্রে ত্রিকক্রকা, জ্যোতিঃ, গৌঃ ও আয়ুঃ নামক মহাব্রতের বিধান। তাহার প্রকারান্তর। তাহার বিধানাদি। চারিটি দশরাত্রের বিধি। প্রতিষ্ঠা-কামনাকারী ব্যক্তির ত্রিককুপ্ নামক প্রথম দশরাত্র; অভিচারকারীর কৌসুরুবিন্দ নামক দ্বিতীয় দশরাত্র; পূর্দশ-রাত্র নামক তৃতীয় দশরাত্র; পশুকাম ব্যক্তির ছন্দোম নামক চতুর্থ দশরাত্র। তাহার বিধানাদি। পৌণ্ডরীক নামক একাদশ রাত্র এবং তাহার বিধানাদি কথিত আছে।

২৪শ অধ্যায়ে ৭টি কণ্ডিকা। তন্মধ্যে ১ম কণ্ডিকায় দ্বাদশরাত্র হইতে এক একদিন বৃদ্ধি করিয়া, চত্বারিংশৎ রাত্রি পর্য্যন্ত যজ্ঞবিধি, তাহাতে যে ক্রমানুসারে যে সকল দিন উপদিষ্ট আছে, সেই সকল দিন সেইরূপই বুঝিতে হইবে। আবাপিক সমূহের অন্তক্রম এবং ঔপদেশিক সমূহের উপদেশক্রমই গ্রহণ করিতে হয়। উপদিষ্টদিন ব্যতিরিক্ত অন্যদিন সমূহের আবাপক্রম কথন; যথা—যজ্ঞ অপূর্ণ হইলে দশরাত্র আবাপ হয়; ইহা যজ্ঞের পরেই হয়, পূর্ব্বে হয় না। পার্ষ্টিক অহ ছয়, এবং ছন্দোম অহ চারিটি এই দশরাত্র, অথবা পৃষ্ঠ্য ষড়হ তিনটি ছন্দোম ও অবিবাক্য এই সমুদায়ের নাম দশরাত্র। এই দশরাত্র সমুদায় দিনের অন্তে জানিতে হইবে। দশরাত্রের পর একাহ বিষয়ে প্রকৃতিবিহিত সমুদায়ে মহাব্রত হয়। যজ্ঞ সংখ্যাপূরণ জন্য দশরাত্রের পর একাহ ব্যতীত মহাব্রত হয়। মহাব্রত ব্যতীত অন্য কার্য্যসমূহ আবাপের পর ও দশ-রাত্রের পূর্ব্বে করিতে হয়। যেখানে ষড়হ ব্যতীত যজ্ঞ-সংখ্যা পূর্ণ হয় না, তথায় ষড়হপূরণের জন্য অভিপ্লবের ব্যবহার হয়। অভিপ্লবের পূর্ব্বে পঞ্চাহ সমুদায় ও পঞ্চাহ ব্যতীত সংখ্যাপূরণ না হইলে অনুষ্ঠিত হয়। ত্র্যহ ব্যতীত সংখ্যাপূরণ না হইলে, ত্র্যহ বিষয়ে জ্যোতিঃ, গৌঃ ও আয়ুঃর বিধান, এই তিনটিকে ত্রিকক্রকা কহে। চতুরহব্যতীত যজ্ঞ সংখ্যাপূরণ না হইলে, চতুরহ বিষয়ে জ্যোতিঃ প্রভৃতি তিনটি ও মহাব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া পূরণ কর্ত্তব্য। দ্ব্যহ ব্যতীত সংখ্যাপূরণ না হইলে, দ্ব্যহ বিষয়ে গৌঃ ও আয়ুঃ পূরণ হইয়া থাকে। যজ্ঞের আদ্যন্তে অতিরাত্র কর্ত্তব্য। প্রায়ণীয় ও উদয়নীয়ের মধ্যে আবাপস্থান করিতে হয়। যে আবাপ করিবার বিধি আছে, তাহার অতিরাত্রদ্বয় মধ্যে করণের

বিধান। আবাপসমূহের সমবায় দ্বারা যেখানে যজ্ঞ পূর্ণ হয়, তথায় যে যে অনুষ্ঠান অল্প, তাহাই প্রথমে করিবার বিধি। দুইটি ত্রয়োদশরাত্র যজ্ঞের বিধি। ইহাতে পৃষ্ঠ্য সম্পাদিত হইলে সর্ব্বস্তোম নামক অতিরাত্রের বিধান; অর্থাৎ সমুদায় যজ্ঞেই দ্বাদশাহ ধর্ম্মের বিধান আছে, সুতরাং ইহাতেও দ্বাদশরাত্রসমূহ সম্পাদন এবং সর্ব্বস্তোম অতিরাত্রের অনুষ্ঠান করিবে; তাহা হইলেই ত্রয়োদশ রাত্রের পূরণ হইল। ইহার ক্রম যথা—প্রথমদিনে প্রায়ণীয় অতিরাত্র, দ্বিতীয়দিন হইতে ছয়দিন পর্য্যন্ত পৃষ্ঠ্যষড়হ, অষ্টমদিনে সর্ব্বস্তোমঅতিরাত্র, নবমদিন হইতে চারিদিন চারিটি ছন্দোমা এবং ত্রয়োদশদিনে উদয়নীয় অতিরাত্র। দ্বিতীয় ত্রয়োদশ রাত্রে দশরাত্রের পরে মহাব্রত করিতে হয়, এইরূপ ভেদ কথিত আছে। সম্ভার্য্য তৃতীয় ত্রয়োদশরাত্রের গবাময়নের ন্যায় সম্ভরণপ্রকার। চতুর্দ্দশরাত্র তিনটি যজ্ঞের বিধান। তাহার বিধান প্রকারাদি। তন্মধ্যে শেষ চতুর্দ্দশ রাত্রে বিবাহোদকতল্পসংশয়িতগণের অধিকার। পঞ্চদশ রাত্র চারিটি যজ্ঞের বিধান। তাহার বিধান প্রকারাদি এবং সপ্তদশরাত্রে, অষ্টাদশরাত্রে, একোনবিংশরাত্রে ও বিংশতিরাত্রে এইরূপ আবাপন পূরণ কথিত আছে। ২য় কণ্ডিকায় ষোড়শরাত্র প্রভৃতি চারিটিতে আবাপ প্রকার। তন্মধ্যে ষোড়শরাত্রে প্রায়ণীয়ের পর ত্রিকদ্রুক ও দশরাত্রের ব্রত; সপ্তদশরাত্রে প্রায়ণীয়ের পর পঞ্চাহ; অষ্টাদশরাত্রে প্রায়ণীয়ের পর ষড়হ; একোনবিংশরাত্রে প্রায়ণীয়ের পর ষড়হ এবং দশরাত্রের পর ব্রত; এইরূপ আবাপ উক্তির দ্বারা বিধান প্রকার। এক বিংশতিরাত্রে দুইটি অতিরাত্র, তাহাতে আবাপ প্রকার ও তাহার বিধানাদি। অন্নাদিকাম ব্যক্তির দ্বাবিংশতিরাত্রের বিধান। তাহার বিধান প্রকারাদি। প্রতিষ্ঠাকামের ত্রয়োবিংশতিরাত্রবিধান। প্রজাকাম ও পশুকাম ব্যক্তির চতুর্বিংশতিরাত্রের বিধান; ইহা দ্বিবিধ, তন্মধ্যে প্রথমের বিধানাদি এবং দ্বিতীয়ের সংসদ নাম ও তাহার বিধানাদি কথিত আছে। অন্নাদি কামের পঞ্চবিংশতি রাত্রের বিধি। প্রতিষ্ঠাকামের ষড় বিংশতিরাত্রের বিধান। ধনকামের সপ্তবিংশতিরাত্রের বিধি। প্রজাকাম ও পশুকামের অষ্টাবিংশতিরাত্র এবং দ্বাত্রিংশৎরাত্রের বিধি। এই সমুদায়ের ক্রমশঃ বিধান। একোনত্রিংশৎরাত্র, ত্রিংশৎরাত্র, একত্রিংশৎরাত্র ও দ্বাত্রিংশৎরাত্রের বিধানাদি, ত্রয়স্ত্রিংশৎরাত্রের ত্রিবিধভেদ ও তদ্বিধানপ্রকার, চতুস্ত্রিংশৎরাত্রাবধি চত্বারিংশৎ রাত্রি পর্য্যন্ত সপ্তযজ্ঞের আবাপক্রমানুসারে পূরণ বিধি। তাহার বিশেষ নিয়ম। যথা—অন্নাদিকামের চতুস্ত্রিংশৎরাত্র, প্রতিষ্ঠাকামের ষট্‌ত্রিংশৎরাত্র, ঐশ্বর্য্যকামের সপ্তত্রিংশৎরাত্র, প্রজাকাম ও পশুকামের অষ্টাত্রিংশৎরাত্র এবং চত্বারিংশৎরাত্র যজ্ঞের বিধান। একোনপঞ্চাশৎ রাত্রসাধ্য সপ্ত যজ্ঞের বিধান। তন্মধ্যে প্রথমের নাম বিধৃতি, তাহার বিধানাদি। দ্বিতীয়ের নাম যমাতিরাত্র, তাহার বিধানাদি। তৃতীয়ের নাম অঞ্জনাভ্যঞ্জনীয়, বিদ্বান্‌দিগের মধ্যে আপনার খ্যাতিআকাঙ্ক্ষীগণের ইহাতে অধিকার এবং ইহার বিধানাদি। চতুর্থের নাম সম্বৎসরমিত, তাহার বিধানাদি। ৩য় কণ্ডিকায় ইহার সাদৃশ্য জন্য প্রসঙ্গাধীন পুত্রার্থিগণের কর্ত্তব্য একষষ্টিরাত্রের বিধান। সবিতার উদ্দেশে পঞ্চম ককুভবিধি। তাহার বিধানাদি। তাহাতে পুত্রার্থীর অধিকার। ষষ্ঠ ও সপ্তমের সামান্য বিধান। শতরাত্রের বিধানাদি এবং ঐ বিধানে বিকল্পবিবরণ কথিত আছে। ৪র্থ কণ্ডিকায় সবন সম্ভন্ন প্রভৃতি হোমের বিধানাদি। সম্বৎসর প্রভৃতি যজ্ঞে গবাময়নধর্ম্মের অতিদেশ। আদিত্যগণের অয়ন নামক যজ্ঞের বিধানাদি। আদিত্যগণের অয়নের ন্যায় অঙ্গিরসদিগের অয়নবিধি। তাহার বিশেষ নিয়ম। দৃতিবাতবানের অয়ন নামক যজ্ঞের বিধানাদি। কুণ্ডপায়িগণের অয়ন নামক যজ্ঞের কালবিধানাদি। ঐ যজ্ঞে সুত্যা স্থানসমূহে সোম ও উপনহন প্রভৃতির বিশেষ বিধি। সর্পসত্র নামক যজ্ঞের ভেদবিধানাদি এবং তাহাতে গবাময়ন ধর্ম্মের অতিদেশ কথিত আছে। ৫ম কণ্ডিকায় তাপশ্চিত নামক যজ্ঞের বিধানাদি; মহাতাপশ্চিত যজ্ঞের বিধানাদি; ক্ষুল্লক তাপশ্চিত নামক যজ্ঞ ও সহস্রসাব্যাপ্তি যজ্ঞের বিধানাদি; ত্রিসম্বৎসর যজ্ঞের বিধানাদি; মহাসত্র নামক যজ্ঞের বিধানাদি; দ্বাদশ বৎসরসাধ্য প্রজাপতিসত্র নামক যজ্ঞের বিধানাদি; ষট্‌ত্রিংশৎ বৎসরসাধ্য শক্ত্যানাময়ন নামক যজ্ঞের বিধানাদি; শত বৎসরসাধ্য সাধ্যানাময়ন নামক যজ্ঞের বিধানাদি; সহস্র বৎসরসাধ্য বিশ্বসৃজামময়ন নামক যজ্ঞের বিধানাদি (গৌণ বৃত্তি অনুসারে এই যজ্ঞ সহস্র দিনসাধ্য বুঝিতে হইবে); সারস্বত যজ্ঞসমূহের বিধানাদি; যাৎসত্র নামক যজ্ঞবিধি; শতসংখ্যক প্রথমগর্ভিণী বৎসতরী ও একটি বৃষ সহস্র সংখ্যাপূরণ জন্য এই যজ্ঞে বনে ত্যাগ করার বিধি; সারস্বতযজ্ঞের দীক্ষাকাল ও দেশাদি বিধান। (যথা—চৈত্র শুক্লসপ্তমী তিথিতে সরস্বতী বিনশন নামক স্থানে দীক্ষা কর্ত্তব্য। সরস্বতী বিনশন স্থান যথা—সরস্বতী নাম্নী যে নদী প্রবাহিতা আছে, তাহার পূর্ব্ব ও পশ্চিমভাগ মনুষ্যগণের প্রত্যক্ষ হয়, কিন্তু মধ্যভাগ ভূমি মধ্যে নিমগ্ন থাকায় কাহারও দৃষ্টিগোচর হয় না; এই স্থানকে সরস্বতীবিনশন

কহে। ইহাতে দীক্ষাবিধানাদির প্রকার।) ৬ষ্ঠ কণ্ডিকায় তাহার অঙ্গবিধানাদি। সরস্বতী ও দৃষদ্বতীর সঙ্গমস্থলে তাহার বিধানাদি। প্লক্ষপ্রস্রবণ নামক সরস্বতীর উৎপত্তি স্থানে অগ্নয়েকামায় নামক যজ্ঞের বিধি। এই যজ্ঞে কারপচ নামক দেশবিশেষে যজমানের অবভৃথস্নানবিধি। যজ্ঞশেষে উদবসনীয়ের কর্ত্তব্যতা। পৃষ্টশমনীয়শূন্য তিনটি সারস্বতযজ্ঞের বিধান। পূর্ব্বোক্ত সহস্র যজ্ঞ পূরণ না হইতে গৃহপতির মৃত্যু বা সমুদায় গো বিনষ্ট হইলে এই যজ্ঞ সমাপনের বিধি। সহস্রপূরণ হইলেও এই যজ্ঞ সমাপন করিতে হয়। গৃহপতির মৃত্যু হইলে, আয়ুঃনামক অতিরাত্রযজ্ঞ করিয়া এবং দ্রব্যসমূহ নষ্ট হইলে বিশ্বজিৎ-নামক যজ্ঞ করিয়া সমাপন করিবার বিভিন্ন বিধি। উভয় ঘটনাতেই জ্যোতিষ্টোম দ্বারা সমাপনরূপ অন্য মত কথন। এইরূপে প্রথম সারস্বত কথিত হইয়াছে। দ্বিতীয় সারস্বত দৃতিবাতবানের অয়নের ন্যায় কর্ত্তব্য। তাহার বিধানাদি। তাহাতে তিথির ক্ষয়বৃদ্ধিরও বিশেষ বিধান। শুক্ল কৃষ্ণপক্ষের বিশেষ বিধানাদি। তৃতীয় সারস্বতে বিশ্বজিৎ ও অভিজিতের বিধানাদি। তাহাতে ঋত্বিক্ অথবা আচার্য্যের দার্ষদ্বত নামক যজ্ঞ কর্ত্তব্যতা। এই যজ্ঞে এক বৎসরের জন্য বনমধ্যে গোসকল পরিত্যাগ করিবে; দ্বিতীয় বৎসরে তাহাদিগকে নির্জ্জল স্থানে রক্ষা করিবার বিধি। ঐ বৎসরেই সরস্বতীতীরে নৈতন্ধবা নামক যে সকল প্রাচীন গ্রাম আছে, তাহাতেই অগ্ন্যাধানের আরম্ভবিধি এবং কুরুক্ষেত্রে পরীণৎ নামক স্থলে অন্বারম্ভ বিধি। তৎপরে তৃতীয় বৎসরে পরীণৎ নামকস্থলেই দর্শপৌর্ণমাসান্ত কার্য্যের কর্ত্তব্যতা। দৃষদ্বতীতীর দিয়া আগমন করিয়া যমুনায় অবভৃত স্নান এবং ঐ স্থানে মন্ত্রপাঠের বিশেষ বিধান কথিত আছে। ৭ম কণ্ডিকায় চৈত্র বা বৈশাখমাসের শুক্লপঞ্চমীতে তুরায়ণ নামক সারস্বতযজ্ঞের কর্ত্তব্যতা। তাহার দীক্ষা বিধানাদি। এই যজ্ঞ এক বৎসরসাধ্য। তাহাতে বর্ষ পর্য্যন্ত কর্ত্তব্যের উপদেশ। দার্ষদ্বতের ন্যায় অনিয়ত অবভৃথ স্নানবিধি। ভরতদ্বাদশাহ প্রভৃতি দ্বাদশাহ ভেদ কথন। তাহার বিধানাদি এবং উৎসর্পিসমূহে গবাময়নের বিকল্প বিধান বিহিত আছে।

২৫ অধ্যায়ে ১৪টি কণ্ডিকা। তাহাতে অঙ্গবৈগুণ্য দোষের উপশম জন্য প্রায়শ্চিত্তবিধান। (প্রায়শ্চিত্ত শব্দের অর্থ যথা—প্রপূর্ব্বক অয় ধাতুর উত্তর ঘঞ্ প্রত্যয় করিয়া প্রায় পদ নিষ্পন্ন হয়, তাহার অর্থ বিধি অতিক্রম জন্য দোষ; চিত ধাতুর উত্তর ভাবে ক্ত প্রত্যয় করিয়া চিত্তপদ নিষ্পন্ন হয়, ধাতুসমূহের বহুবিধ অর্থ বিহিত থাকায় তাহার অর্থ সন্ধান, প্রায়ের অর্থাৎ বিধি-অতিক্রম জন্য দোষের চিত্ত অর্থাৎ সন্ধান, এই বাক্যে পাণিনী ব্যাকরণোক্ত "প্রায়স্য চিত্তি চিত্তয়োঃ" এবং "পারস্কর প্রভৃতি" সূত্রদ্বারা মধ্যে 'সুট্' আদেশ পূর্ব্বক এই পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সর্ব্বকার্য্যের অন্তে অথবা নিমিত্তকালে প্রায়শ্চিত্তের কর্ত্তব্যতা।) প্রায়শ্চিত্তবিশেষের আদেশ না থাকিলে, সর্ব্বত্র মহাব্যাহৃতি হোমরূপ প্রায়শ্চিত্তের বিধি; বিশেষ আদেশ থাকিলে আদেশানুসারেই প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। (যথা—"প্রণীতাঃ স্বন্না অভিমৃশেৎ" এই যজুঃশ্রুতিদ্বারা প্রণীতাভিমর্ষণরূপ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে বলিয়া ইহাই কর্ত্তব্য।) ঋগ্বেদোক্ত হৌত্রিক কর্ম্ম উপঘাত হইলে, গার্হপত্য অগ্নিতে 'ভূঃ' স্বাহা বলিয়া অগ্নিদৈবত হোম করিবে; ইহাতে কর্ত্তার বিশেষ আদেশ না থাকিলে ব্রহ্মেরই করা উচিত। ব্রহ্মবরণের পূর্ব্বে নিমিত্ত উপস্থিত হইলে, ব্রহ্মবরণের পূর্ব্বেই ব্যাহৃতিহোমের জন্য অপর ব্রহ্মবরণ করিয়া তাঁহার দ্বারা করাইবে। যে অগ্নিহোত্রাদিতে ব্রহ্মবরণের বিধি নাই, তাহা স্বয়ং কর্ত্তব্য। কালাহুতি দ্বারা সোমে ইহার সমুচ্চয় করিতে হয়। যজুর্ব্বেদোক্ত কর্ম্মের উপঘাত হইলে, দক্ষিণাগ্নিতে 'ভুবঃ স্বাহা' বলিয়া হোম করিতে হয়, তাহাও পূর্ব্বের ন্যায় ব্রহ্মেরই কর্ত্তব্য। সোমে আগ্নীধ্রীয় অগ্নিতে 'ভুবঃ স্বাহা' বলিয়া হোম করিতে হয়; এইমাত্র পূর্ব্বের সহিত ইহার বিভিন্নতা। ইহার দেবতা বায়ু। সামবেদবিহিত কর্ম্মের উপঘাত হইলে, আহবনীয় অগ্নিতে 'স্বঃ স্বাহা' বলিয়া হোম করিবে; ইহার দেবতা সূর্য্য। সর্ব্ববেদোক্ত কর্ম্মের উপঘাত হইলে তিনবার পৃথক্ পৃথক্ 'ভূর্ভুবঃ স্বঃ স্বাহা' এই বাক্য দ্বারা এবং একবার সমুদায় মিলিত বাক্য দ্বারা এই চারি বার হোম করিতে হয়। "অয়াশ্চাগ্নে" ইত্যাদি পঞ্চ ঋক্ দ্বারা প্রত্যেক ঋকে আহবনীয় অগ্নিতে পঞ্চ আহুতিরূপ সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্ত নামক হোম করিবে। স্মৃতিবিহিত অজ্ঞাত কর্ম্মে পৃথক্ ও মিলিত ভাবে চারিটি মহাব্যাহৃতি হোম করিতে হয়। (যেমন যজ্ঞোপবীতধারী ব্যক্তি শিখাবদ্ধ করিয়া পবিত্র দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কর্ম্ম করিবে, এই নিয়মস্থলে যজ্ঞোপবীত ধারণাদি স্মৃতি বিহিত কর্ম্ম; ইহার কোনরূপ উপঘাত হইলে ব্যস্ত ও মিলিত চারিটি মহাব্যাহৃতি হোমরূপ প্রায়শ্চিত্ত কর্ত্তব্য।) তাহার পর যজুর্ব্বেদোক্ত সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্ত নামক পূর্ব্বোক্ত পঞ্চঋক্ বেদীয় আহুতিরূপ প্রায়শ্চিত্ত সমুদায় জ্ঞাত বা অজ্ঞাত কারণে করিবার বিধি। (কিন্তু ইহাতে সম্প্রদায় ভেদ আছে, যথা—গার্হপত্যে ভূঃ, দক্ষিণাগ্নিতে ভুবঃ, আহবনীয় অগ্নিতে স্বঃ,

এবং সর্ব্বপ্রায়শ্চিত্ত নামক পঞ্চ আহুতিরূপ প্রায়শ্চিত্ত হোমে ভূর্ভুবঃ স্বঃ। তৎপরে কর্ম্মবিশেষানুসারে প্রায়শ্চিত্ত বিধান কথিত আছে। এই অধ্যায়ের ৭ম কণ্ডিকার ৮ম সূত্র পর্য্যন্ত এই সমস্ত বিষয় বর্ণিত আছে; তাহার পর ৯ম সূত্র হইতে কর্ম্মসমাপ্তির পূর্ব্বে যজমানের মৃত্যু হইলে তখনই কর্ম্মসমাপ্তি হয়, এইরূপ এক পক্ষ এবং ঋত্বিক্ প্রভৃতি অবশিষ্ট ভাগ সমাপ্ত করিবেন এইরূপ অপর পক্ষ; তাহাতে কর্ম্মসমাপ্তি পর্য্যন্ত উত্তর ক্রিয়াবিশেষের বিধান বিহিত আছে। ৮ম কণ্ডিকায় উপকৃত পশুর পলায়ন প্রভৃতিতে প্রায়শ্চিত্তের ভেদ কথন। তাহার পর অন্ত্যযাগপদ্ধতি। ৯ম কণ্ডিকায় অস্থিসঞ্চয় প্রকারাদি। ১০ম কণ্ডিকায় যজ্ঞবিশেষ করিবার জন্য উদ্যম করার পর দৈবাৎ তাহা না করা হইলে, বিশ্বজিৎ নামক অতিরাত্র যজ্ঞ করিবার বিধি। যজ্ঞাদির জন্য দীক্ষা করিলে যদি দৈবাৎ বা কোন মনুষ্য জন্য সেই দীক্ষা অর্দ্ধকৃত বা স্বামীর যজ্ঞ সমাপন করিব না, যদি এইরূপ বুদ্ধি উপস্থিত হয়; তাহা হইলে সোমযুক্ত সাধারণ ধান্য ঘৃতাদি সর্ব্বস্ব দক্ষিণার সহিত বিশ্বজিৎ নামক অতিরাত্র যজ্ঞ করিবে। অধ্বর্য্যু প্রভৃতির দৈবাৎ স্ব স্ব কার্য্য করা না হইলে, অদক্ষিণা-ভাবেই কর্ম্ম সমাপন করিয়া, পুনর্ব্বার অন্যকে বরণপূর্ব্বক যাগ আরম্ভ করিবার বিধি। তাহাতে দিনভেদের বিশেষ নিয়ম। দীক্ষিত ব্যক্তির পত্নী যদি রজস্বলা হয়, তাহা হইলে দীক্ষারূপ শঙ্কুনিধান করিয়া রক্তস্রাব পর্য্যন্ত বালুকায় অবস্থান করিবে। সুত্যা বর্ত্তমান থাকিলে সিকতায় উপবেশন করিবে। প্রাতঃকাল ও সায়ংকালে বেদীর নিকটে সিকতার উপর উপবেশন করিবে। চতুর্থ দিবসে গোমূত্রমিশ্রিত জল দ্বারা স্মৃতিবিহিত স্নান করিয়া, বস্ত্রপরিধানপূর্ব্বক সান্নিপাতিক কার্য্য করিবে; আরাৎউপকারক কার্য্য কর্ত্তব্য নহে। (দীক্ষণীয় ভূমি উল্লেখন প্রভৃতি কার্য্যকে আরাৎউপকারক কার্য্য কহে।) পত্নী প্রসূতা হইলে দশরাত্রির পর স্নান করিবে। মতান্তরে গর্ভিণীর দীক্ষা নিষেধ আছে। কিন্তু "অযজ্ঞিয়াঃ গর্ভাঃ" এই শ্রুতি অনুসারে গর্ভবতীরও দীক্ষায় অধিকার আছে, ইহাই কাত্যায়নের মত। দীক্ষিত ব্যক্তির দুঃস্বপ্নাদি দর্শন প্রভৃতিতে প্রায়শ্চিত্তের বিশেষ বিধি। চমসের পান ও অপান সম্বন্ধে প্রায়শ্চিত্ত বিধান। সোমের উপর মেঘবর্ষণ হইলে ভক্ষ্যাভক্ষ্য নিশ্চয়পূর্ব্বক তাহাতে প্রায়শ্চিত্তবিধি। চমস দোষ বিষয়ে এবং দ্রোণকলসের শোষ-বিষয়ে প্রায়শ্চিত্ত বিধান। অগ্নিভেদনে হোমভেদ প্রায়শ্চিত্ত। ১১শ কণ্ডিকায় সোমের অপহরণ হইলে অব্যক্ত রক্তিমাযুক্ত পুষ্প ও তৃণ সোমকার্য্যে নিধান করিয়া অভিষব করিবার বিধি। বহুকালীন খদিরবৃক্ষ লতার ন্যায় অঙ্কুরিত হইলে, তাহাকে শ্যেনহৃত কহে; ঐ শ্যেনহৃত এবং শ্যামা (সোমসদৃশ পূতিকা নামক লতাবিশেষ), অরুণবর্ণ দূর্ব্বা, অব্যক্ত রক্তিমাযুক্ত দূর্ব্বা, হরিৎবর্ণ কুশ অথবা অশুক্ল কুশ, এই সকল দ্রব্যের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব দ্রব্যের অভাব হইলে পর পর দ্রব্য প্রতিনিধান করিয়া অভিষব করিবার নিয়ম। তাহাতে গোদানপ্রায়শ্চিত্ত করিয়া, উক্ত দ্রব্য দ্বারা যজ্ঞ সমাপন কর্ত্তব্য। অবভৃথের পর পুনর্ব্বার তাহাতে যজ্ঞবিধি। সোম কলসভেদানুসারে সামপাঠ প্রায়শ্চিত্তবিধান। অভিষবণ কর্ম্মে প্রস্তুতি পরিমিত সোমরস প্রাপ্ত হইলে জলাদি দ্বারা তাহা বৃদ্ধি করিয়া কলস পূর্ণ করিয়া দ্রোণকলসের পূর্ণতা সম্পাদন করিতে হয়। সোম পরে প্রাপ্ত হইলে যে কিছু দ্রব্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই আনয়ন করিয়া পুনর্ব্বার যজ্ঞ করিবার বিধি। তাহাতে গোদান প্রায়শ্চিত্ত করিবার নিয়ম। ১২শ কণ্ডিকায় সোমের আধিক্য হইলে আদ্য প্রভৃতি সবন বিশেষানুসারে প্রায়শ্চিত্তভেদ বিধান। দীক্ষিত ব্যক্তির রোগ হইলে, দ্রোণকলসে যে শুষ্টিপিপ্পলী প্রভৃতি বপন করা হয়, তন্মধ্যে যে দ্রব্য লইবার ইচ্ছা হয়, তাহাই লইয়া চিকিৎসক তাহার চিকিৎসা করিবেন; কিন্তু তদ্ব্যতীত অন্য দ্রব্য দ্বারা চিকিৎসা বিধেয় নহে। তাহার বিধানাদি। জ্বরযুক্ত ব্যক্তিরও পূর্ব্বোক্ত দেশে অবস্থানকাল পর্য্যন্ত রোগশান্তি বিধান; অন্যত্র নহে। প্রাতঃসবনে তাহার মন্ত্র বিশেষ দ্বারা অভিষেক প্রকার। সবনের পর দীক্ষিত ব্যক্তিকে সমুদায় ঋত্বিক্‌গণ স্পর্শ করিবেন; তাহাতে যজমানের মন্ত্রভেদ দ্বারা স্পর্শ বিধি। দীক্ষিত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহাকে দাহ করিবার পর তাহার অস্থিসমূহ কৃষ্ণমৃগ চর্ম্মে বাঁধিয়া, মৃত ব্যক্তির পত্নী স্বীয় কর্ম্ম ও পতিকর্ম্ম সম্পাদন করিবেন। পত্নীর মৃত্যু হইলে তাহার নেদেষ্ঠী ভ্রাতাদিগকে দীক্ষিত হইয়া যজ্ঞ সমাপন করিতে হইবে; এইরূপ মতান্তর আছে। কিন্তু কাহারও মতে মৃত্যু হইলেই যজ্ঞেরও সমাপন হয়। উভয় পক্ষেই তাহাতে প্রায়শ্চিত্ত বিধানাদি। ১৩শ কণ্ডিকায়—উখাভরণ দিনে যজমানের মৃত্যু হইলে বিশেষ প্রায়শ্চিত্তবিধান। যজ্ঞদীক্ষা মধ্যেই মৃত্যু হইলে, উক্ত সোমাদি কার্য্য জন্য দীক্ষিত ব্যক্তির কর্ম্মফল হয়; কিন্তু মতান্তরে কথিত আছে—দীক্ষিত ব্যক্তির ভ্রাতা প্রভৃতিরই প্রকৃত যজ্ঞফল প্রাপ্তি হয়। স্বকীয় অগ্নিতে স্বকীয় দ্রব্য দ্বারা সাগ্নিক নেদেষ্ঠী পুত্রাদি কর্ত্তৃক সাগ্নিচিত্যাদি যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে নেদেষ্ঠীরই ফলপ্রাপ্তি হয়, কিন্তু প্রকৃত যজ্ঞফল

যজমান প্রাপ্ত হইয়া থাকে। তাহাতে উপদীক্ষী ব্যক্তি নখছেদন দিন হইতে দ্বাদশ দিন পর্য্যন্ত সান্নিপাতিক করিবেন। যদি নৈদেষ্টী আহিতাগ্নি না হয়, তাহা হইলে যজ্ঞকারী ব্যক্তিরই অগ্নিতে কার্য্য করিতে হয়। তাহাতে বৈশ্বানর নির্বাপ নামক প্রায়শ্চিত্ত বিধান। ১৪শ কণ্ডিকায়—এক রাজার অধীন যজমানদ্বয় যদি পর্ব্বত বা নদী প্রভৃতির ব্যবধানশূন্য সমান দেশে যজ্ঞ করেন, তাহাতে সোমসংসব হয়। আর যদি পরস্পর বিরোধী যজমানদ্বয় ঐরূপ এক স্থানে যজ্ঞের জন্য সোমের অভিষব করেন, তাহা হইলে মিলিতভাবে কার্য্য করার জন্য তাহাকে সংসব কহে। তাহাতে সমুদায় কর্ম্মই সত্বর সম্পাদন করা উচিত। তাহার বিধানাদি। দেশকাল ভিন্ন হইলে, পর্ব্বতাদির ব্যবধান থাকিলে এবং পরস্পর বিরোধী না হইলে তাহা সংসব হয় না; এইরূপ ভেদকথন। সংসববিষয়ে আপনার ন্যায় মৃত্যুকামনাকারী হোত্রাদি কর্ত্তৃক কর্ত্তব্যকর্ম্ম বিশেষের বিধান। যথা, হোতার মৃত্যুকামনাকারী হোতা, অধ্বর্য্যুর মৃত্যুপ্রার্থী অধ্বর্য্যু, এবং যজমানের মরণাকাঙ্ক্ষী যজমান সেই সেই কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন। এই যজ্ঞ, রথে করিয়া এক দিনে যাইতে পারা যায় এইরূপ দেশে এবং পরস্পর দ্বেষ থাকিলে অনুষ্ঠিত হয়। পরস্পরের দ্বেষ না থাকিলে, অথবা উক্ত নিয়ম অপেক্ষা দেশের দূরত্ব হইলে অনুষ্ঠান অসম্ভব। পূর্ব্বোক্ত হোতা প্রভৃতি মধ্যে একজন মাত্র কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, অথবা একজনের মৃত্যু হইলে, স্ব স্ব যজ্ঞ মধ্যবর্ত্তী অধ্বর্য্যু প্রভৃতি অবশিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন করিবেন; তাহাতে অন্য বরণ অপেক্ষা করিতে হয় না। সোমাদি দগ্ধ হইলে প্রতিনিধি দ্রব্য দ্বারা কর্ম্ম সমাপন করিতে হইবে। পঞ্চ গোদান করিয়া এই যজ্ঞ সমাপন করিবার বিধি। দ্বাদশ রাত্রির পূর্ব্বে ঐরূপ দোষ হইলে পুনর্ব্বার যজ্ঞারম্ভ করিবে, এবং পরিশেষে পঞ্চ গোদান দক্ষিণামাত্র প্রায়শ্চিত্ত করিবে; এইরূপ মতান্তরের বিধান। ব্রহ্মেরই বিহিত কর্ম্মে অধিকার থাকায়, বিশেষ আদেশ না থাকিলে সমুদায় প্রায়শ্চিত্ত হোমেই ব্রহ্মের অধিকার এবং ব্রহ্মশূন্য অগ্নিহোত্রাদি কার্য্যে যজমানেরই অধিকারবিধি কথিত আছে।

২৬শ অধ্যায়ে ৬টি কণ্ডিকা। এই সমস্ত কণ্ডিকায় প্রবর্গ্যের উপযোগী মহাবীর সম্ভরণ কর্ম্ম প্রতিপাদিত আছে। (যথা—মৃৎপিণ্ড, বল্মীকলোষ্ট্র, শূকর কর্ত্তৃক উৎপাটিত মৃত্তিকা, পূতিকা নামক লতাবিশেষ, ও গবেধুক নামক জলসন্নিহিত মহাতৃণজাত শুক্ল ফলবিশেষ; এই সমস্ত দ্রব্য সঙ্কল্পপূর্ব্বক তাহা পূর্ব্বদিক্ বা উত্তরদিকে রাখিয়া, কৃষ্ণ মৃগচর্ম্ম ও কুদ্দাল উত্তরদিকে রাখিবে।) ঐ সমস্ত গ্রহণ ও নিধানের মন্ত্রকথন। ইহাতে কুম্ভকার কর্ত্তৃক ভাণ্ডাদি নির্ম্মাণের উপযোগী এবং অতি চিক্কণ মৃত্তিকা গ্রহণ করিতে হয়; ঐরূপ মৃত্তিকা কৃষ্ণ মৃগচর্ম্মের উত্তরদিকে রাখিবে। তাহার দক্ষিণদিকে বল্মীকলোষ্ট্র রাখিতে হইবে। সমচতুষ্কোণ ভূভাগের পূর্ব্বদিকে দ্বার ও সাতবার ভূসংস্কার করিয়া তাহার উপর বালুকা আচ্ছাদনপূর্ব্বক, তাহাতে পঞ্চ অরত্নি অর্থাৎ প্রায় পাঁচ হাত পরিমিত মৃগচর্ম্ম রাখিয়া, তাহার উপর উপকরণ সমূহ রাখিয়া দিবে। উল্লেখন, জলদ্বারা অভিষিঞ্চন ও সম্ভার-দ্বারা সংসর্গবিষয়ে মন্ত্রসমূহকথন। তাহার পর অধ্বর্য্যু গবেধুক ও ছাগদুগ্ধ পৃথক্ ভাবে রাখিয়া, বল্মীক-লোষ্ট্রাদির সহিত মৃৎপিণ্ড মিশ্রিত করিবে। তৎপরে মহাবীর কর্ত্তব্য (তাহার স্বরূপ যথা—পরিমাণে এক প্রাদেশ, অর্থাৎ অর্দ্ধ হস্ত; মধ্যদেশ উলূখলের ন্যায় সঙ্কুচিত, উপরিভাগে তিন অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের পরেই ঐ সঙ্কুচিত মেখলা করিতে হয়। মহাবীর নিষ্পন্ন হইলে, "মখস্য শিরঃ" এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক তাহার স্পর্শবিধি। কাহারও মতে ঐ মন্ত্র দ্বারা তাহার গ্রহণ। এইরূপ অপর দুইটি মহাবীরের বিধান। অভিমর্শনের পর সমুদায়গুলি ভূমিতে নিহত করিবার বিধি। স্রুক্ মুখের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট, রৌহিণ কপাল ও বক্ষ্যমাণ পুরোডাশ কপালের ন্যায় গোলাকার দোহনপাত্রদ্বয় ভূমিতে স্থাপন করিয়া, অবশিষ্ট মৃত্তিকা প্রায়শ্চিত্ত জন্য নিহিত করিবে। "মখায় ত্বেতি", মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক গবেধুকসমূহ চূর্ণ করিয়া, অশ্বপুরীষদ্বারা প্রদীপ্ত দক্ষিণাগ্নি দ্বারা "অশ্বস্য ত্বেতি" মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক ঐ মৃত্তিকায় ধূপদান করিবে। উখার ন্যায় প্রদাহনাদি বিধি। চতুষ্কোণ অবট করিয়া, তাহাতে শ্রপণ অর্থাৎ পাকসাধন কাষ্ঠাদি বিস্তৃত করিয়া তাহার উপর তিনটি মহাবীর বক্রভাবে রাখিতে হইবে, পরে তাহার উপর পুনর্ব্বার ঐ কাষ্ঠের আচ্ছাদন দিয়া দক্ষিণাগ্নিদ্বারা দগ্ধ করিবে। দগ্ধ হইলে পুনর্ব্বার ঐগুলি ছাগদুগ্ধদ্বারা সিঞ্চিত করিতে হইবে। ২য় কণ্ডিকায় মহাবীর বিধানের পর প্রবর্গ্য আচরণের বিধান; গার্হপত্যের পূর্ব্বে প্রাগগ্রকুশসমূহ বিস্তৃত করিয়া তাহাতে পাত্রসমূহের স্থাপনবিধি। প্রোক্ষণী সংস্কৃত ও উত্থিত করিয়া ব্রহ্মের অনুজ্ঞা করণ। হোত্রাদি প্রেরণ। গৃহের পূর্ব্বদ্বার দিয়া স্থূণা ও ময়ূখ নির্গত করিয়া, গৃহের দক্ষিণদিকে যেখানে বসিয়া হোতা নিখাত স্থূণা ও ময়ূখ দেখিতে পায়, সেইরূপ স্থলে তাহা নিখাত করিবার বিধি। গার্হপত্য ও আহবনীয়ে উত্তরদিকে খর নিবাপ। দক্ষিণদিকে ভিত্তি লগ্নভাবে উচ্ছিষ্ট

খর নিবাপের কর্ত্তব্যতা। আহবনীয়ের পূর্ব্বদিকে সম্রাড়াসন্দী আহরণ করিয়া দক্ষিণদিকে প্রাচী গ্রহণ। উত্তরদিকে রাজাসন্দ্যা ও কৃষ্ণাজিন আস্তরণ করিয়া, তাহাতে মহাবীর নিধান অথবা তাহা দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। অধ্বর্য্যু বা অন্য কেহ স্থূণাদি নিষ্কাশন করিবে। তৎপরে বিহিত সিকতা মধ্যে মহাবীর প্রবেশন কথিত আছে। ৩য় কণ্ডিকায়—প্রস্তোতা প্রেরণ। পত্নীশিরঃ আচ্ছাদন। আজ্যসংস্কার কালে শরতৃণ জ্বালিয়া সিকতা মধ্যে স্থাপন বিধি। ঐ সকল মুঞ্জ প্রলবে সংস্কৃত, ঘৃত পূর্ণ মহাবীর নিধান। মহাবীরের উপরে প্রাদেশধারক মন্ত্রপাঠ। দক্ষিণদিকে যজমানের উত্তানপাণি নিধান। উত্তরদিকে প্রাদেশনিধান। মহাবীরের চতুর্দ্দিকে ভস্মক্ষেপ করিয়া, পরিশ্রপণ বিধি, এবং মহাবীরের আচ্ছাদনবিধি কথিত আছে। ৪র্থ কণ্ডিকায়—আচ্ছাদনকালে প্রস্তোতার প্রেষণ। মহাবীরের চতুর্দ্দিকে কৃষ্ণাজিন নির্ম্মিত ব্যজন দ্বারা ব্যজন করিবার বিধি। ব্যজনকালে বাম ও দক্ষিণভাবে তিনবার প্রদক্ষিণ বিধান। তেজঃ প্রদীপ্ত হইলে তাহাতে শততোলা ঘৃতদান করিয়া মহাবীর সিঞ্চন করিবার বিধি। এই সময়ে প্রতিপ্রস্থাতার চরুপাক বিধি। পাকশেষে চরুস্থাপন নিয়ম। প্রস্তোতা প্রেষণ। যজমানের সহিত ঋত্বিক্‌গণের পরিক্রমণ। প্রস্তোতা ব্যতীত অপর পঞ্চ ঋত্বিকের উপস্থানবিধি। ছন্দোগাদিগের প্রস্তোতার সহিত ছয়জনেরই পরিক্রমণবিধি। পত্নীর শিরআচ্ছাদন খুলিয়া তাঁহাদ্বারা মহাবীর মোক্ষণবিধি। পরিশেষে রৌহিণ আহুতির বিষয় কথিত আছে। ৫ম কণ্ডিকায়—ধর্ম্মধুক্ বন্ধনের জন্য রজ্জু এবং তাহার পদবন্ধন জন্য সন্দান গ্রহণপূর্ব্বক গার্হপত্যে গমন করিয়া, মন্ত্র ও উপাংশু নাম উচ্চারণপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে তিনবার তাহার আহ্বানবিধি। প্রস্তোতা প্রেষণ। মন্ত্রপাঠানুসারে সমাগত গাভীকে সেই রজ্জুদ্বারা স্থূণায় বন্ধন ও সন্দান দ্বারা তাহার পদ বন্ধন করিয়া "ধর্ম্মায় দীষ্বেতি" মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক বৎসকে স্তনপানে বিরত করিবে। বিহিত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক পিন্বন নামক পাত্রবিশেষে তাহার দোহন বিধি। স্তনালম্ভন বিধি। এইরূপ ময়ুখে ছাগবন্ধন করিয়া প্রতিপ্রস্থাতা তাহাকে দোহন করিবেন। প্রতিপ্রস্থাতার প্রেষণ বিধি। গাভীর নিকট হইতে অধ্বর্য্যুর উত্থান নিয়ম। পরীশাসদ্বয়ের গ্রহণ বিধি। পরীশাসদ্বয়দ্বারা মহাবীর গ্রহণ এবং তাহাকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া পুনর্ব্বার তাহা গ্রহণ করিবার নিয়ম। দুগ্ধরূপ ঘর্ম্মের নিম্নদেশে উপযমনী স্থাপন। উপযমনী দ্বারা গৃহীত মহাবীরে ছাগদুগ্ধ সেচন করিয়া নির্ব্বাপিত করিবার এবং গোদুগ্ধ অপনয়ন করিবার বিধি। ৬ষ্ঠ কণ্ডিকায়—আহবনীয়ে গমন করিয়া বাতনাম জপবিধি। উপযমনীতে পতিত দুগ্ধ বা ঘৃতের সিঞ্চন বিধি। জপের পর প্রস্তোতাপ্রেষণ বিধি। বষট্‌কারের সহিত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক হোমবিধি। তিনবার মহাবীর উৎকম্পন করিবার নিয়ম। বষট্‌কারযুক্ত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক পুনর্ব্বার হোমবিধি। হুতাবশিষ্ট দ্রব্যের ব্রহ্মানুমন্ত্রণ। যজমান কর্ত্তৃক ধর্ম্মের অনুক্রমণ। অতিতপ্তজন্য পাত্র মধ্যে উচ্ছলিত ধর্ম্মলেশসমূহের অনুমন্ত্রণ। অধ্বর্য্যু ঈশান দিকে গমন করিয়া সিকতা মধ্যে তৎকর্ত্তৃক মহাবীর নিধান বিধি। নিম্নস্থ ঘর্ম্মমধ্যে শকল প্রবেশ করাইয়া, ঘৃত দ্বারা আহুতিদানপূর্ব্বক প্রথম পরিধিতে বিকঙ্কতশকলসমূহ নিধান করিবার বিধি। এইরূপ তিনবার আহুতি দিয়া অবশিষ্ট শকল দক্ষিণদিকে কুশমধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে। অহুত সপ্তম শকল মহাবীরস্থ ঘৃতাদি দ্বারা লিপ্ত করিয়া, প্রতিপ্রস্থাতাকে প্রদান করিবে। তৎপরে দ্বিতীয় রৌহিণ হোমবিধি। মধ্যম পরিধিতে নিহিত পঞ্চ বিকঙ্কত শকল আহবনীয়ে আহুতি দিবে। উপযমনীস্থ ঘর্ম্মাজ্য অগ্নিহোত্র বিধানানুসারে আহুতি দিয়া সমুদায় ঋত্বিক্ প্রভৃতি ভক্ষণ করিবেন। খরে উচ্ছিষ্ট ধৌত করিয়া উপযমনী নিধান করিতে হইবে। এই সময়ে উপশ্রিত পঞ্চশকল আহবনীয়ে প্রহার করিবে। তৎপরে ধেনুকে তৃণজল দান বিধি। সমুদায় পাত্রসমূহ আসন্দ্যা করিবার বিধি। খর, স্থূণা, ময়ুখ, কৃষ্ণাজিন, অভ্রি, উপশয় ও আসন্দীর একবার আসাদন ও প্রোক্ষণবিধি কথিত আছে। ৭ম কণ্ডিকায়—উপসদের পর প্রবর্গ্য উৎসাদনের প্রকার। অবভৃথের ন্যায় অধ্বর্য্যু কর্ত্তৃক সামগান জন্য প্রস্তোতার প্রেষণ। অবভৃথের ন্যায় দেশগতি ও নিধন। সামগানের পর সকলের উৎসাদন দেশে অর্থাৎ মহাবীরাদি পাত্রত্যাগদেশে গমন বিধি। সেখানে যজ্ঞ অগ্নিচিতিশূন্য হইলে সকলের উত্তর বেদিতে গমন বিধি। কিন্তু যজ্ঞ অগ্নিচিতিযুক্ত হইলে পরিষ্যন্দে গমন করিতে হয়। সেই উৎসাদন দেশ বা উত্তরবেদি পরিষেক করিয়া উত্তর কার্য্যের কর্ত্তব্যতা। অধ্বর্য্যু উত্তর বেদিতে প্রথম মহাবীর এবং পূর্ব্বদিকে অপর দুই মহাবীর নিধান করিবেন। সেই স্থানে উপশয়া অর্থাৎ মহাবীরাদির নির্ম্মাণাবশেষ মৃত্তিকা স্থাপন করিতে হইবে। মহাবীরাদির চতুর্দ্দিকে পরীশাসদ্বয় নিধান করিবে। নীচে ও বাহুদেশে রৌহিণী ও হবনী নামক স্রুক্দ্বয় নিধান করিবে। রৌহিণ হবনীর উত্তরদিকে অভ্রি, দক্ষিণদিকে আসন্দী, এবং অভ্রির উত্তরদিকে ধবিত্র অর্থাৎ কৃষ্ণাজিন

নির্ম্মিত ব্যঞ্জনসমূহে নিধান করিবে। তৎপরে পরিধি, উপযমনী, রজ্জু, সন্দান, বেদ, পিন্বন, স্থূণা, ময়ুখ, রোহিণ, কপাল, ভৃষ্টি, ধ্রুব, মুঞ্জকূট, খর, উচ্ছিষ্টখর প্রভৃতির নিধান বিধি। দুগ্ধদ্বারা মহাবীরাদি সপ্তপাত্রের গর্ত্তপূরণ বিধি। পত্নীর সহিত সকলের চাত্বাল মার্জ্জনবিধি। তৎপরে ব্রহ্ম প্রভৃতিকে যাজ্ঞিক দ্রব্যসমূহের প্রদানবিধি। মহাবীর ভগ্ন হইলে যথাকালে প্রায়শ্চিত্ত করিবার বিধান। ঐ প্রায়শ্চিত্তের প্রকারাদি। প্রবর্গ্য চরণবিধি। তাহাতে পূর্ণাহুতি হোম প্রকার। সম্রিয়মাণ মহাবীর ভগ্ন হইলে তাহার প্রায়শ্চিত্ত নিয়ম। প্রবর্গ্যের অধিকারী নির্দ্দেশ। হুতশেষ দ্রব্যের ভক্ষণ বিধি। দধিভক্ষের পর চাত্বাল মার্জ্জনবিধি। প্রবর্গ্যচরণের আদ্যন্তে শান্তিকাধ্যায় পাঠবিধি। এই দুই অধ্যায়ের মধ্যে ১ম অধ্যায় দ্বারপিধানের পর, এবং ২য় অধ্যায় আসন্দ্যায় পাত্রনিধানের পর পাঠ করিতে হয়।

কাত্যায়নসূত্রে এই সমস্ত বিষয় অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রের ভাষ্য লিখিয়াছেন—

১ অনন্ত; ২ কর্ক; ৩ কল্যাণোপাধ্যায়; ৪ গঙ্গাধর; ৫ গদাধর; ৬ গর্গ; ৭ পিতৃভূতি; ৮ ভর্ত্তৃযজ্ঞ; ৯ মহাদেব; ১০ মিশ্রাগ্নিহোত্রী; ১১ শ্রীধর; ১২ হরিহর। যাজ্ঞিকদেব শ্রৌতসূত্রপদ্ধতি এবং পদ্মনাভ কাত্যায়নসূত্রপদ্ধতি নামে স্বতন্ত্র পদ্ধতি রচনা করিয়াছেন।

৩, গোভিলপুত্র কাত্যায়ন গৃহ্যাসংগ্রহ এবং ছন্দোপরিশিষ্ট বা কর্ম্মপ্রদীপ রচনা করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, শ্রৌতসূত্রকার কাত্যায়ন এবং স্মৃতিপ্রণেতা কাত্যায়ন উভয়ে অভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু উভয়ের রচনাপ্রণালী দেখিয়া সেরূপ বোধ হয় না।

হরিবংশে বিশ্বামিত্রবংশীয় কতির পুত্র কাত্যায়নগণের* নাম পাওয়া যায়। আবার ঐ বিশ্বামিত্রবংশে বেদশাখাপ্রবর্ত্তক সাঙ্কৃতি, গালব, মুদ্গল, মধুচ্ছন্দা, দেবল, অষ্টক, কচ্ছপ, হারিত, পাণিন্, বভ্রূ, ধ্যানজপ্য, দেবরাত, শালঙ্কায়ন, বাস্কল, বেণু, যাজ্ঞবল্ক্য, অঘমর্ষণ, ঔড়ুম্বুর, তারকায়ন প্রভৃতি আবির্ভূত হন। তাঁহাদের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্য শুক্লযজুঃ অর্থাৎ বাজসনয়ীশাখা প্রচার করেন। শ্রৌতসূত্রকার কাত্যায়ন ঐ বাজসনেয়ী শাখার অনুবর্ত্তক। এই কারণে বোধ হইতেছে, বিশ্বামিত্রবংশীয় (যাজ্ঞবল্ক্যের অনুবর্ত্তী) কাত্যায়ন ঋষিই কাত্যায়নশ্রৌতসূত্রের রচয়িতা।

স্মৃতিকার কাত্যায়ন গোভিলের পুত্র *। (কাত্যায়নের কর্ম্মপ্রদীপ নামক স্মৃতিগ্রন্থে এই সকল বিষয় আছে ;—

যজ্ঞোপবীত; আচমন; মাতৃগণ; আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধ; সেই শ্রাদ্ধাহর্কৃত্য; পরিবেদনদোষ; তৎপ্রতিপ্রসব; স্থণ্ডিল-রেখা; অগ্ন্যাধান; অরণিবিধি; অগ্ন্যুদ্ধার; স্রুবাদি লক্ষণ; সায়ংপ্রাতর্হোমকাল; হোমেতিকর্ত্তব্যতা; স্নানাদিক্রিয়া; সন্ধ্যোপাসনা; তর্পণ; পঞ্চযজ্ঞপ্রকরণ; দক্ষিণাদি পাত্র; আজ্যস্থাল্যাদি; অমাবাস্যাশ্রাদ্ধকাল; শ্রাদ্ধভোক্তৃকথন; কর্ষূবিধি; দর্শপৌর্ণমাস হোমকালাদি; প্রবাসিদিগের পূর্ব্বকৃত্য; স্ত্রী কর্ত্তব্যকর্ম্ম; দাম্পত্যাসন্নিকর্ষ কৃত্যাদি; প্রেতকার্য্য; শোকোপনোদন; পর্ণনরদাহাদি; অশৌচে বর্জ্জনদ্রব্যাদি; ষোড়শশ্রাদ্ধাদি; হোমীয়বিশেষ; চরু; গো-অশ্বযজ্ঞাদিকাল; নরযজ্ঞকাল; অন্বাহার্য্যনাম ও বিধি; অক্ষাতাদি সংজ্ঞা ও নানাবিধি।

গৃহ্যাসংগ্রহে ব্রাহ্মণদিগের দশবিধ সংস্কার ও বাস্তুক্রিয়াদি লিখিত হইয়াছে।

৪, কাত্যায়ন বররুচিকেই অনেকে পাণিনিসূত্রের বার্ত্তিককার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সোমদত্তভট্ট বিরচিত কথাসরিৎসাগরে লিখিত আছে "পুষ্পদন্ত নামক মহাদেবের একজন অনুচর গৌরীকর্ত্তৃক অভিশপ্ত হইয়া মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া বৎসরাজধানী কৌশাম্বীনগরীতে সোমদত্ত নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন, তিনিই কাত্যায়ন-বররুচি

* "বিশ্বামিত্রস্য চ সুতা দেবরাতাদয়ঃ স্মৃতাঃ।
বিখ্যাতাস্ত্রিষু লোকেষু তেষাং নামানি মে শৃণু॥
দেবশ্রবাঃ কতিশ্চৈব যস্মাৎ কাত্যায়নাঃ স্মৃতাঃ।
শালাবত্যাং হিরণ্যাক্ষো রেণো র্জজ্ঞে হথ রেণুমান্॥
সাঙ্কৃতির্গালবশ্চৈব মুদ্গলশ্চেতি বিশ্রুতাঃ।
মধুচ্ছন্দো জয়শ্চৈব দেবলশ্চ তথাঽষ্টকঃ॥
কচ্ছপো হারিতশ্চৈব বিশ্বামিত্রস্য তে সুতাঃ।
তেষাং খ্যাতানি গোত্রাণি কৌশিকানাং মহাত্মনাম্॥
পাণিনো বভ্রবশ্চৈব ধ্যানজপ্যাস্তথৈব চ।
দেবলা বেণবশ্চৈব যাজ্ঞবল্ক্যাঘমর্ষণাঃ।
ঔদুম্বরা হ্যভিষ্ণাতাস্তারকায়নচুঞ্চুলাঃ।" হরিবংশ ২৭ অধ্যায়॥

* "অথাতো গোভিলোক্তানামন্যেষাং চৈব কর্ম্মণাম্।
অস্পষ্টানাং বিধিং সম্যগ্দর্শয়িষ্যে প্রদীপবৎ॥" কর্ম্মপ্রদীপ ১।১।

এখানে টীকাকারগণ গোভিলকে কাত্যায়নের পিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। গৃহ্যাসংগ্রহেও এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। যথা—

"পুনরুক্তমতিক্রান্তং যচ্চ সিংহাবলোকিতম্।
গোভিলে যে ন গৃহ্নন্তি ন তে জানন্তি গোভিলম্॥
গোভিলাচার্য্যপুত্রস্তু যোঽধীতে সংগ্রহং পুমান্।
সর্ব্বকর্ম্মস্বসংমূঢ়ঃ পরাং সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ॥" গৃহ্যাসংগ্রহ ২।৯৪-৯৫।

নামে বিখ্যাত হন। তাঁহার জন্মকালে আকাশবাণী হইয়াছিল যে, 'এই বালক শ্রুতিধর হইবে এবং বর্ষপণ্ডিতের নিকট সমস্ত বিদ্যালাভ করিবে। ব্যাকরণ-শাস্ত্রে ইহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি জন্মিবে এবং বর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বিষয়ে রুচি জন্মিবে বলিয়া বররুচি নামে বিখ্যাত হইবে *।' বয়োবৃদ্ধি সহ তিনি অসীমবুদ্ধি ও ধীশক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। একদিন তিনি কোন নাটকের অভিনয় দর্শন করিয়া মাতার নিকট সেই নাটক সমস্ত আদ্যোপান্ত আবৃত্তি করিয়াছিলেন এবং উপনয়নের পূর্ব্বে ব্যাড়ির মুখে প্রাতিশাখ্য শুনিয়া তাহা সমস্ত কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন। কাত্যায়ন অবশেষে বর্ষের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নানাশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যলাভ করেন, এমন কি তিনি বৈয়াকরণিক তর্কে পাণিনিকে পরাভূত করিয়াছিলেন। অবশেষে মহাদেবের অনুগ্রহে পাণিনি জয়লাভ করেন। কাত্যায়ন মহাদেবের ক্রোধশান্তির নিমিত্ত পাণিনি-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়া তাহা সম্পূর্ণ ও সংশোধিত করেন। পরিশেষে তিনি মগধরাজ যোগনন্দের মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হন।"

হেমচন্দ্র, মেদিনী ও ত্রিকাণ্ডশেষ অভিধানে কাত্যায়নের একটি নাম বররুচি † লিখিত হইয়াছে।

অধ্যাপক মোক্ষমূলরের মতেও বার্ত্তিককার কাত্যায়ন-বররুচি এবং প্রাকৃত-প্রকাশ নামক ব্যাকরণকার বররুচি উভয়ে এক ব্যক্তি। বোধ হয়, তিনি ইণ্ডিয়া হাউসের পুস্তকালয়স্থ সর্ব্বানুক্রমণীতে 'অত্র শৌণকাদিমত সংগ্রহীতু-র্বররুচেরনুক্রমণিকা' এই বচন পাঠ করিয়াই উক্তমত প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবিক কাত্যায়নবররুচি এবং প্রাকৃত-প্রকাশ নামক প্রাকৃত ব্যাকরণ-রচয়িতা উভয়ে এক ব্যক্তি নহেন। প্রাকৃতপ্রকাশকার বররুচি বাসবদত্তা প্রণেতা সুবন্ধুর মাতুল। পুরাবিদ্‌গণের মতে, এই বররুচি হর্ষ-বিক্রমাদিত্যের সমসাময়িক অর্থাৎ খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীর লোক। (Hall's *Vásavadattá*, preface, p. 6. দেখ)। কিন্তু পাণিনির বার্ত্তিককার তাহার বহু শত বর্ষ পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সোমদেব ব্যাড়ি, পাণিনি ও কাত্যায়ন এই তিনজনকে সমসাময়িক বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু যুক্তিপূর্ব্বক পাণিনিসূত্র ও কাত্যায়নের বার্ত্তিক আলোচনা করিলে, উভয় ব্যক্তিকে সমসাময়িক বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

১ম, পাণিনির সময়ে যে প্রকার শব্দশাস্ত্রের নিয়ম প্রচলিত ছিল, তাহার অনেক বার্ত্তিক রচনার সময় অপ্রচলিত হইয়া উঠে। যেমন, "অদ্‌ড্ডতরাদিভ্যঃ পঞ্চভ্যঃ।" পা ৭।১।২৫। অর্থাৎ ডতর ও ডতম প্রত্যয়ান্ত এবং অন্য, অন্যতর ও ইতর এই পাঁচটি সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর ক্লীবলিঙ্গে প্রথমা ও দ্বিতীয়ার এক বচনে 'অদ্‌ড্' হইবে। যথা—কতরৎ, কতমৎ, ইত্যাদি। তৎপরে পাণিনি আবার বিশেষ বিধি করিলেন—"নেতরাচ্ছন্দসি।" পা ৭।১।২৬॥

অর্থাৎ—বেদে ইতর শব্দের ক্লীবলিঙ্গে প্রথমা ও দ্বিতীয়ার একবচনে অদ্‌ড্ হইবে না, 'ইতরদ্' পদের পরিবর্ত্তে "ইতরম্" হইবে।

কাত্যায়ন ঐ বিশেষ বিধির বার্ত্তিকে উক্ত সূত্রের সংশোধন করিয়া লিখিয়াছেন।

"ইতরাচ্ছন্দসি প্রতিষেধে একতরাৎ সর্ব্বত্র।" বা•।

এই বার্ত্তিকের পক্ষসমর্থন করিয়া কাশিকাকার লিখিয়াছেন—

"একতরাচ্ছন্দসি ভাষায়াঞ্চ সর্ব্বত্র প্রতিষেধ ইষ্যতে।" অর্থাৎ কি বৈদিক প্রক্রিয়া কি সাধারণ ব্যবহার্য্য ভাষা সর্ব্বত্রই "একতরম্" পদ ব্যবহৃত হইবে।

এতদ্ভিন্ন ৮।৪।৩৫ সূত্রেও কাত্যায়ন প্রতিষেধ করিয়াছেন।

২য়, পাণিনির সময় কোন কোন শব্দ যেরূপ অর্থ-প্রকাশক ছিল, কাত্যায়নের সময়ে তাহার অনেক রূপান্তরিত হয়। যেমন—

"আশ্চর্য্যমনিত্যে।" ৬।১।১৪৭। পাণিনি আশ্চর্য্য শব্দের অনিত্য অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু কাত্যায়ন—"অদ্ভুত ইতি বক্তব্যম্।" অর্থাৎ আশ্চর্য্য শব্দের অর্থ অদ্ভুত এইরূপ প্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ ৪।২।১২৯, ৭।৩।৬৯ প্রভৃতি কয়েক স্থলেও পাণিনি ও কাত্যায়নের অর্থবিভিন্নতা লক্ষিত হয়।

৩য়, পাণিনির সময়ে অধিকাংশ শব্দ * ও শব্দার্থ যেরূপ প্রচলিত ছিল, কাত্যায়নের সময়ে তাহার অনেক অপ্রচলিত হইয়া যায়। যথা—

* "একশ্রুতিধরো জাতো বিদ্যাং বর্ষাদবাপ্স্যতি।
কিঞ্চ ব্যাকরণং লোকে প্রতিষ্ঠাং প্রাপয়িষ্যতি।
নাম্না বররুচির্লোকে যত্তদস্মৈ হি রোচতে।
যদ্যদ্ বরং ভবেৎ কিঞ্চিদিত্যুক্‌ত্বা বাগুপারমৎ।"
সোমদেবকৃত কথাসরিৎসাগর।

† হেমচন্দ্রকৃত অনেকার্থসংগ্রহ ৩। ১১৬, মেদিনী নান্তে ১১৭, ত্রিকাণ্ডশেষ ২।৭।২৫।

* কথিত শব্দগুলির দুই একটি কোন কোন কোষে শব্দনির্ণয়ার্থ উদ্ধৃত হইলেও ভট্টিকাব্য ব্যতীত কোন প্রাচীন লৌকিক কাব্যগ্রন্থাদিতে দৃষ্ট হয় না। শব্দপ্রয়োগের নানারূপ দেখাইবার জন্যই কেবল ভট্টিকাব্যে উদ্ধৃত হইয়া থাকিবে।

পাণিনিধৃত শব্দ।	অর্থ।
উৎসঞ্জন (১।৩।৩৬)	ঊর্দ্ধে ক্ষেপণ।
উপসংবাদ (৩।৪।৮)	পণবন্ধ, শপথকরণ।
উপাজেক্র অন্বাজেক্র (১।৪।৭২)	বলাধান।
ঋষি (৪।৪।৯৬)	বেদ।
কণেহন (১।৪।৬৬)	শ্রদ্ধা প্রতিঘাত।
নিবচনেক্র (১।৪।৭৬)	মৌন।
প্রত্যবসান (১।৪।৫২)	ভোজন।
মনোহন (১।৩।৬৬)	শ্রদ্ধা প্রতিঘাত।
স্বকরণ (১।৩।৫৬)	স্বীকার, বিবাহ।
হোত্রা (৫।১।১৩৫)	ঋত্বিক্।

উপরোক্ত যুক্তি ও প্রয়োগানুসারে (কথাসরিৎসাগরে উল্লিখিত হইলেও) আমরা পাণিনি ও কাত্যায়নকে সমসাময়িক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কাত্যায়নের বহুপূর্ব্বে পাণিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তৎপক্ষে কিছুমাত্র সংশয় নাই। এমন কি, বার্ত্তিক আদ্যোপান্ত মনোনিবেশপূর্ব্বক পাঠ করিলে ইহাই উপলব্ধি হয়, যে পাণিনি ব্যাকরণ অতি প্রাচীন গ্রন্থ, কাত্যায়নের সময়ে তাহার উপযুক্ত বৃত্তি অথবা বার্ত্তিক অভাবে অনেকেই ঐ ব্যাকরণ বুঝিতে পারিতেন না, সুতরাং ঐ মহাগ্রন্থ লুপ্ত হইবার উপক্রম হয়। কাত্যায়ন এই লুপ্তরত্নের উদ্ধারের নিমিত্ত অশেষ পরিশ্রম, অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতাপ্রভাবে আপন বার্ত্তিকপাঠ প্রণয়ন করেন। মহাভাষ্যে পতঞ্জলিও লিখিয়াছেন—

"পুরাকল্প এতদাসীৎ। সংস্কারোত্তরকালং ব্রাহ্মণা ব্যাকরণং স্মাধীয়তে। তেভ্যস্তত্তৎস্থানকরণনাদানুপ্রদানজ্ঞেভ্যো বৈদিকাঃ শব্দা উপদিশ্যন্তে, তদদ্যত্বে ন তথা। বেদমধীত্য ত্বরিতা বক্তারো ভবন্তি। বেদান্নো বৈদিকাঃ শব্দাঃ সিদ্ধা লোকাচ্চ লৌকিকাঃ অনর্থকং ব্যাকরণমিতি। তেভ্য এবং বিপ্রতিপন্নবুদ্ধিভ্যো ঽধ্যেতৃভ্যঃ সুহৃদ্ ভূত্বা আচার্য্য ইদং শাস্ত্র মন্বাচষ্টে। ইমানি প্রয়োজনান্যধ্যেয়ং ব্যাকরণমিতি।"

মহাভাষ্য ১।১।১ আহ্নিক।

পুরাকালে উপনয়ন হইবার পর ব্রাহ্মণেরা বেদ অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহারা তদনুসারে স্বরপ্রক্রিয়া ও বৈদিক শব্দের উপদেশ লাভ করিতেন। কিন্তু এখনকারকালে আর সেরূপ নাই। লোকে বেদপাঠ করিয়াই বক্তা হইয়া উঠে এবং কহে যে বেদ হইতে বৈদিক শব্দ এবং লোকব্যবহারে লৌকিক শব্দ জানা যায়, অতএব ব্যাকরণপাঠে আবশ্যক কি? আচার্য্য কাত্যায়ন এই সকল বিপ্রতিপন্নবুদ্ধি অধ্যয়নকারীদিগের বন্ধু হইয়া তাঁহাদিগকে শিক্ষা দিবার জন্য (পাণিনির অনুবর্ত্তী হইয়া) এই বার্ত্তিকশাস্ত্র প্রকাশ করেন।

কোন কোন লেখক বলেন, কাত্যায়ন বিদ্বেষভাবে পাণিনির সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন এবং পাণিনির দোষ দেখাইবার জন্যই তাঁহার বার্ত্তিক রচিত হইয়াছে। কিন্তু যাঁহারা সমগ্র বার্ত্তিক ও মহাভাষ্য পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই কহিয়া থাকেন, কাত্যায়ন পাণিনির উদ্ধারকর্ত্তা। বাস্তবিক, নাগোজীভট্ট "বার্ত্তিক" শব্দের বিবৃতিতে লিখিয়াছেন—

"বার্ত্তিকমিতি। সূত্রেঽনুক্তদুরুক্তচিন্তাকরত্বং বার্ত্তিকত্বম্।"

পাণিনিসূত্রে যে সকল কথা উক্ত হয় নাই, অথবা এরূপ অস্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে যে, সহজে বোধগম্য হয় না, সেই সকল অনুক্ত ও দুরুক্ত বিষয়গুলি যাহাতে আলোচিত হইয়াছে, তাহাই বার্ত্তিক।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে যে, এমন এক সময় আসিয়াছিল, যখন পাণিনি-ব্যাকরণ সাধারণের বোধগম্য হইত না, পাণিনির আর্ষসূত্রগুলি লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, এমন কি পাণিনির অনেকসূত্রে আর্ষপদ্ধতি ও আর্ষশব্দ রহিয়াছে, যাহা কাত্যায়নের সময়ের লোকেরা অপ্রচলিত, ভিন্নার্থ অথবা শব্দশাস্ত্রের রীতিবিরুদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করিত। সেই সময়ে কাত্যায়ন সাধারণকে বুঝাইবার জন্য আবশ্যক বিবেচনা করিয়া পাণিনিসূত্রের বার্ত্তিক প্রণয়ন করিলেন। কাত্যায়ন আপন বার্ত্তিকের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন—

"সিদ্ধে শব্দার্থসংবন্ধে। লোকতোঽর্থপ্রযুক্তে শব্দপ্রয়োগে শাস্ত্রেণ ধর্ম্মনিয়মো যথা লৌকিকবৈদিকষু। সমানায়ামর্থাবগতৌ শব্দেন চাপশব্দেন চ শব্দেনৈবার্থোঽভিধেয় ইতি নিয়মঃ।

তত্র জ্ঞানপূর্ব্বকে প্রয়োগে ধর্ম্ম।

ন চেদানীমাচার্য্যাঃ সূত্রাণি কৃত্বা নিবর্ত্তয়ন্তি।

বৃত্তিসমবায়ার্থো ঽনুবন্ধকরণার্থশ্চ বর্ণানামুপদেশঃ।

শাস্ত্রপ্রবৃত্তিফলকো বর্ণানাং ক্রমেণ নিবেশো বৃত্তিসমাবায়ঃ॥"

শব্দের সহিত শব্দগত অর্থের সম্বন্ধ লোকে প্রসিদ্ধ আছে। এই লোকপ্রসিদ্ধ অর্থের প্রয়োগ হইলেও শাস্ত্র দ্বারা শব্দের বেদবিহিত ধর্ম্মের নিয়মানুসারে অর্থ নির্ণীত হয়। শব্দ ও অপশব্দ এই উভয় দ্বারা সমান অর্থবোধই হয়, তথাপি শব্দ দ্বারা অর্থপ্রকাশ করিবে এইরূপ নিয়ম আছে।

জ্ঞানপূর্ব্বক শব্দপ্রয়োগ করিলে ধর্ম্ম হয়। পাণিনি প্রভৃতি আচার্য্যগণ সূত্র রচনা করিয়া তাহাকে নিবর্ত্তিত করেন না। (অর্থাৎ আচার্য্যঋষিগণ জ্ঞানপ্রভাবে অথবা

যোগবলে যে সকল সূত্র উদ্ভাবন করেন, তাহা ঈশ্বরাদিষ্ট বেদবাক্যের ন্যায় অনর্থক নহে, সুতরাং তাহা সাধারণের বোধগম্য না হইলেও তাহাকে ভ্রান্ত বলা যাইতে পারে না।)

বৃত্তিসমবায়ের নিমিত্ত ও অনুবন্ধকরণের নিমিত্ত বর্ণের উপদেশ হইয়াছে। শাস্ত্রে প্রবৃত্তির নিমিত্ত একের পর আর একটি বর্ণযোজনাকে বৃত্তিসমবায় কহে।

কাত্যায়নের বার্ত্তিকপাঠ করিলে জানিতে পারা যায়। (১) তিনি অধিকাংশ স্থানেই পাণিনিসূত্রের অনুবর্ত্তী হইয়া যথাবিধি অর্থপ্রকাশ করিয়াছেন। (২) কোন কোন স্থলে নানা তর্কবিতর্ক ও সমালোচনা করিয়া পাণিনিসূত্র সংরক্ষণে যথেষ্ট চেষ্টা পাইয়াছেন। (৩) কোন কোন স্থলে সূত্র পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। (৪) আবার স্থলবিশেষে পাণিনিসূত্রের দোষ দেখাইয়া তাহার প্রতিষেধ করিয়াছেন এবং (৫) অনেক স্থলে পরিশিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

পতঞ্জলি আপন মহাভাষ্যে বার্ত্তিকপাঠ উদ্ধৃত করিয়া তাহার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন।

[পাণিনি ও পতঞ্জলি দেখ।]

এই কাত্যায়ন বেদের সর্ব্বানুক্রমণী ও প্রাতিশাখ্য প্রণয়ন করেন। [প্রাতিশাখ্য ও সর্ব্বানুক্রমণী দেখ।]

ইনি পতঞ্জলির অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী ও পাণিনির পরবর্ত্তী।

৫, একজন বৌদ্ধ আচার্য্য, ইনি অভিধর্ম্মজ্ঞানপ্রস্থাননামক বৌদ্ধশাস্ত্র রচনা করেন। নেপালী বৌদ্ধগ্রন্থপাঠে জানা যায়, ইনি বুদ্ধের নির্ব্বাণের ৪০০ বর্ষ পরে প্রাদুর্ভূত হন।

৬, জৈনদিগের একজন প্রধান ও প্রাচীন স্থবির।

কাত্যায়নবীণা (স্ত্রী) কাত্যায়নেন আবিষ্কৃতা বীণা, মধ্যলো°। কাত্যায়নসৃষ্ট শততন্ত্রীযুক্ত বীণাবিশেষ।

কাত্যায়নী (স্ত্রী) কাত্যায়ন-ঙীপ্। ১ দুর্গা। মহিষাসুর কর্ত্তৃক নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া, তাহার বিনাশসাধনের জন্য ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর স্ব স্ব দেহ হইতে এই মূর্ত্তির সৃষ্টি করেন। মহর্ষি কাত্যায়ন সর্ব্বপ্রথমে ইহার অর্চ্চনা করায় কাত্যায়নী নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। আশ্বিনের কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীতে ইনি সৃষ্ট হইয়া, শুক্লা সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী এই তিন দিন কাত্যায়ন ঋষির পূজাগ্রহণের পর দশমীতে মহিষাসুরকে বিনাশ করেন। ২ কষায় বস্ত্রপরিধানা প্রৌঢ় বয়স্কা বিধবা। ৩ কাত্যায়নঋষির পত্নী। ৪ যাজ্ঞবল্ক্যের দ্বিতীয়া পত্নী। ("যাজ্ঞবল্ক্যস্য দ্বে ভার্য্যে বভূবতুঃ মৈত্রেয়ী কাত্যায়নী চ।" বৃহৎ আ° উ°।) ৫ ভৈরবী।

কাত্যায়নীতন্ত্র (ক্লী) কাত্যায়ন্যাঃ তন্ত্রম্, ৬তৎ। কাত্যায়নী পূজার মন্ত্রাদি বিধায়ক শিবপ্রোক্ত তন্ত্রবিশেষ।

কাত্যায়নীপুত্র (পুং) কাত্যায়ন্যাঃ পুত্রঃ, ৬তৎ। ১ কার্ত্তিকেয়। ২ একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য। ইনি বুদ্ধের চারিশত বর্ষ পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

কাত্যায়নীব্রত (ক্লী) কাত্যায়ন্যাঃ ব্রতম্, পূজাবিশেষঃ, ৬তৎ। কাত্যায়নী দেবীর উদ্দেশে কর্ত্তব্য ব্রতবিশেষ। বৃন্দাবনে গোপিনীগণ শ্রীকৃষ্ণকে স্বামীরূপে প্রাপ্তিকামনায়, উষাকালে যমুনাজলে স্নান করিয়া, বালুকার প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুতপূর্ব্বক ভগবতী কাত্যায়নীর পূজারূপ এই ব্রত আচরণ করিতেন।

কাৎলা (দেশজ) একপ্রকার মাছ। সংস্কৃত ভাষায় কাতর, কাতল, বাঙ্গালা ও হিন্দীতে কাৎলা, উত্তর-পশ্চিমে কোন কোন স্থানে 'বোয়াসা', বোম্বাই অঞ্চলে 'টাম্ব্‌রা', সিন্ধুপ্রদেশে 'তৈলী', তৈলঙ্গে 'বোৎচি' এবং ব্রহ্মে 'নগা থৈ°' কহে। ইহার ইংরাজীপ্রদত্ত নাম Cyprinus cutla.।

এই মাছ এক একটি দুই হাত আড়াই হাত পর্য্যন্ত বড় হয়, দেহের অপর অংশ অপেক্ষা মুড়া প্রায় ৪।৫ ইঞ্চি বড়।

এই মাছ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়, কেবল কৃষ্ণানদীর দক্ষিণাংশে বড় দেখা যায় না।

বৈদ্যক রাজবল্লভের মতে, ইহার মাংসগুণ মধুররস, উষ্ণবীর্য্য, গুরুপাক ও বায়ুপিত্তকফকারক।

কাথক (পুং) কথকস্য অপত্যং পুমান্, কথক-অণ্। ১ কথকের পুত্র। ২ (ত্রি) কথকের বংশীয়। ৩ কথকসম্বন্ধীয়।

কাথক্য (পুং) কথকস্য গোত্রাপত্যং, কথক-যঞ্ (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪।১।১০৫।) কথক ঋষির বংশীয় পুত্র।

কাথক্যায়ন (পুং) কথকস্য গোত্রাপত্যম্, কথক-যঞ্-ফক্। কথকবংশীয় পুত্র।

কাথঞ্চিৎক (ক্লী) কথঞ্চিৎ-ঠক্ (বিনয়াদিভ্যষ্ঠক্। পা ৫।৪।৩৫।) কথঞ্চিৎ, কোনও প্রকারে।

কাথি (দেশীয় রাজ্য) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত খান্দেশ প্রদেশের তলোদা উপবিভাগের অন্তর্গত ক্ষুদ্র মেহবা রাজ্য। ইহার পরিমাণ প্রায় ৩০০ বর্গ মাইল। তলোদা উপবিভাগের উত্তর পশ্চিমকোণে এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি অবস্থিত। সাতপুরা পর্ব্বতের শিখরমালায় এই ক্ষুদ্ররাজ্যটির ভূভাগ অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপত্যকায় বিভক্ত। এদেশের নাবাল জমীগুলিতে কলাই ও ধান্য হয়। বনবিভাগে চকর কাষ্ঠ, মহুয়াফুল, মধু ও মোম উৎপন্ন হয়। এক্ষণে এখানে যে রাজবংশ রাজত্ব করিতেছেন, তাহারা ভীল জাতীয় হিন্দু। বর্ত্তমান রাজা বলেন যে, তাঁহারা জাতিতে ভীল হইলেও রাজপুতঔরসসম্ভূত বটে। বর্ত্তমান রাজা নাবালক, এজন্য

এক্ষণে রাজ্যভার বৃটীশরাজের হস্তে আছে। এখানকার রাজারা বংশানুক্রমিক রাজা বলিয়া স্বীকৃত হন, কিন্তু নিঃসন্তান হইলে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে পারেন না। ইহারা বৃটীশ-রাজকে ১৩০৲ টাকা বার্ষিক কর দিয়া থাকেন। কাথিরাজ্যে দুইটিমাত্র বেশ ভাল রাস্তা আছে, একটি পূর্ব্বদিকে আরকানি পরগণার অন্তর্গত ঝাড়গাঁওয়ের মধ্যে ও অপরটি দক্ষিণপশ্চিম ইম্‌লিনামক গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া কুকরমুণ্ড গ্রামের মধ্যে অবস্থিত। এই দুইটিপথে গাড়ী ঘোড়া চলিতে পারে।

কাথিক (ত্রি) কথায়াং সাধুঃ, কথা ঠক্ (কথাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৪। ৪। ১০২।) কথারচনা বিষয়ে সুনিপুণ।

কাথিয়াবার (কাঠিয়াবাড়, কাঠিবাড়)—বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গুজরাটপ্রদেশের অন্তর্গত একটি উপদ্বীপ। ইহাই প্রাচীন সৌরাষ্ট্ররাজ্য। [সৌরাষ্ট্র দেখ।] ইহা আরব সাগরের তীরবর্ত্তী কচ্ছপ্রদেশের দক্ষিণে অবস্থিত। গুজরাট প্রদেশের পশ্চিম উপকূল হইতে ইহা বহির্গত হইয়া পশ্চিমমুখে আরব সাগরে বিস্তৃত হইয়াছে। কচ্ছের দক্ষিণে এই উপদ্বীপ বহির্গত হওয়ায় কচ্ছ উপসাগর ও রণ নামক লবণোপহ্রদের উৎপত্তি হইয়াছে। এই উপদ্বীপটির কণ্ঠদেশ অপ্রশস্ত, কিন্তু সাগরের মধ্যস্থলে ইহার মধ্য বা উদরভাগ বিশেষ প্রশস্ত এবং পশ্চিমমুখে ক্রমশঃ অপ্রশস্ত হইয়া "স"কারের নাসিকার ন্যায় আকারবিশিষ্ট হইয়াছে। ইহার দক্ষিণে ও পশ্চিমে আরবসাগর, পূর্ব্বে কাম্বে উপসাগরের কিয়দংশ এবং গুর্জ্জরবাহিনী শাবরমতী নদী। এই প্রদেশের ১৩২০ বর্গ মাইল ভূভাগ (রাজস্ব ১০৯০০০৲ টাকা), বরদারাজ গাইকোয়াড়ের অধিকৃত ও অবশিষ্টাংশের মধ্যে ১১০০ বর্গ মাইল ভূভাগ (২৬,৬০০০৲ টাকা রাজস্ব) আহ্মদাবাদজেলার অধীন এবং ৭ বর্গ মাইল ভূভাগ (রাজস্ব ৩৮০০০৲ টাকা) কাথিয়াবারের দক্ষিণদিগ্‌স্থিত ডিউ-নামক ক্ষুদ্রদ্বীপস্থ পর্ত্তুগীজদিগের শাসন অধিকৃত, এতদ্ভিন্ন অবশিষ্টাংশ "কাথিয়াবার পোলিটিক্যাল এজেন্সী" নামক বৃটিশ শাসনসমিতির অধিকৃত।

কাথিয়াবার এজেন্সীর শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য এই এজেন্সী আপাততঃ চারিটী "প্রান্ত" বা বিভাগে বিভক্ত, ঝালাবার, হালাল, সুরাঠ ও গোহেলবার। পূর্ব্বে কিন্তু এই প্রদেশ দশ "প্রান্ত" নামক উপবিভাগে বিভক্ত ছিল, তন্মধ্যে উত্তরদিকে ঝালাবার প্রান্তে ৫৩টি ক্ষুদ্ররাজ্য ছিল; ঝালাবারের পশ্চিমে মচ্ছুকান্থা প্রান্ত (মৎস্যকান্ত ?), উত্তর পশ্চিমে হালাল (এই প্রান্তে ২৬টি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল); সর্ব্ব-পশ্চিমে বরদার অধীনস্থ ওখমণ্ডল প্রান্ত; দক্ষিণপশ্চিম উপ-কূলে বার্দ্দা বা জেঠবার প্রান্ত, দক্ষিণে সুরাঠ প্রান্ত, দক্ষিণপূর্ব্ব উপকূলে পার্ব্বত্য বাব্রিয়াবাড় প্রান্ত, মধ্যস্থলে বৃহৎ কাথিয়াবার প্রান্ত, শত্রুঞ্জী (শত্রুঞ্জয়) নদীতীরস্থ উন্দসর্ব্বিয়া প্রান্ত, পূর্ব্বে গোহেলবার প্রান্ত, (কাম্বে উপসাগরের তীরে—গোহেল রাজপুতগণ এই স্থানে রাজত্ব করিত বলিয়া ইহার নাম হয়), এই শেষোক্ত প্রান্তের মধ্যে আহ্মদাবাদ বিভাগের গোঘা বা গোগো উপবিভাগ অবস্থিত।

কাথিয়াবারের ভূভাগ বন্ধুর ও অত্যুচ্চ পর্ব্বতমালায় অনিয়-মিত ভাবে বিচ্ছিন্ন। ঝালাবারের পশ্চিমে ঠাঙ্গা ও মাণ্ডব পর্ব্বত এবং হালালের মধ্যবর্ত্তী কয়েকটি অপ্রসিদ্ধ পর্ব্বত ব্যতীত উত্তরাংশের অভ্যন্তরস্থল প্রায় সমতল; কিন্তু দক্ষিণাংশে গোঘার নিকট হইতে ২০ মাইল দূরে বাব্রিয়াবাড় ও সুরাঠের উত্তর দিয়া উপকূলের সমান্তরালে "গিরি" নামক পর্ব্বতমালা গিরিনর জনপদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। গিরিনরের পর্ব্বতমালার বিপরীত দিকে "ওসম" পর্ব্বত অব-স্থিত এবং আরও পশ্চিমে হালাল ও বার্দ্দার মধ্যে বার্দ্দা পর্ব্বত মালা ঘুম্‌লি হইতে রাণাবাও নামক স্থান পর্য্যন্ত উত্তর দক্ষিণে ২০ মাইল বিস্তৃত। গিরিনরের পর্ব্বতমালা কেবল গ্র্যানাইট প্রস্তরপূর্ণ ও অতি প্রসিদ্ধ। ইহার সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ ৩৫০০ ফুট উচ্চ।

কাথিয়াবারের সর্ব্বপ্রধান নদী "ভাদর" (ভদ্রা) মাণ্ডব পর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণপশ্চিমমুখে ১১৫ মাইল ভূমি বাহিয়া বার্দ্দার অন্তর্গত নবিবন্দর নামক নগরের নিকট সমুদ্রে মিশিয়াছে। মাণ্ডব পর্ব্বত হইতেই আর একটি "ভাদর" নদী ("শুকা ভাদর" নামে প্রসিদ্ধ) উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বমুখে কাম্বে উপসাগরে পড়িয়াছে। এতদ্ভিন্ন অজি, মচ্ছু (মৎস্য ?), ভোগাবা ও শত্রুঞ্জী (শত্রুঞ্জয়) নামে কয়েকটী নদী আছে। শত্রুঞ্জীনদীর উপকূলের শোভা অতি সুন্দর।

কাথিয়াবারে পূর্ব্বে জেঠবা, চূড়াসমা, সোলাঙ্কী, বালা প্রভৃতি কয়েকটী প্রাচীন জাতির প্রভুত্ব ছিল; কিন্তু আজ কাল ঐ সকল জাতির সংখ্যাও হ্রাস হইয়া গিয়াছে এবং ঝালা, জারেজা, প্রামার, কাথি, গোহেল, জাঠ, মুসলমান ও মার্হাট্টাগণই দেশের মধ্যে জমীদার হইয়া পড়িয়াছে।

কাথিয়াবারের বনবিভাগ অতি প্রয়োজনীয়। দেশীয় রাজগণ যদিও এ সকল প্রদেশে মনোযোগ দেন না, তবুও এ সকল প্রদেশ হইতে তাঁহাদের মন্দ আয় হয় না। বাব্রানার ও পঞ্চালপ্রদেশে চকর কাষ্ঠ উৎপন্ন হয়। ভাউনগর, মর্ভি, গোণ্ডাল ও মানাবদার প্রদেশে বাবলার আবাদ আছে। নানাজাতীয় তাল, আম ইত্যাদি ভাউনগরে বিশিষ্টরূপে

জন্মে। প্রশস্ত রাস্তা ও অন্যান্য প্রধান রাস্তার ধারে ধারে নানারূপ বৃক্ষাদি রোপিত হইয়া থাকে।

ইতিহাস—কাথিয়াবার প্রদেশই প্রাচীন সুরাষ্ট্রদেশ। গ্রীক ও রোমীয় প্রাচীন ভৌগোলিকগণ ইহাকে "সুরাষ্ট্রীনী" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মুসলমানেরা দেশীয় চলিত কথানুসারে "সুরাঠ" বলিত। এখনও ইহার অন্তর্গত দক্ষিণ পশ্চিমে প্রায় ১০০ মাইল দীর্ঘ একটি বিভাগকে সুরাঠ বলে, তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। খৃষ্টীয় ১৩শ ও ১৪শ শতাব্দীতে কচ্ছ প্রদেশ হইতে কাথি জাতি দূরীভূত হইলে, তাহারা এই প্রদেশের পূর্ব্বাংশ (এখন যে বিভাগের নাম কাথিয়াবার প্রান্ত বলিয়া পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে সেই স্থানে) আসিয়া বাস করে, পরে ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীতে সৌরাষ্ট্রের অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া লয়। শেষে যখন মহারাষ্ট্রদিগের সহিত ইহাদের জানা শুনা হয়, তখন তাহারাই এই প্রদেশ "কাথিয়াবার" (কাথিগণের রাজ্য) এই নাম দেয়। সেই অবধি এই প্রদেশ কাথিয়াবার নামেই চলিয়া আসিতেছে; কিন্তু এতদঞ্চলের হিন্দুরা বিশেষতঃ ব্রাহ্মণেরা আজিও ইহাকে সৌরাষ্ট্র বা সুরাষ্ট্ররাজ্য নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

অতিপূর্ব্বে সৌরাষ্ট্র ব্রাহ্মণানুগত ক্ষত্রিয়রাজ্য ছিল, পরে বৌদ্ধরাজ অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। অশোক ২৯৫-২২৯ খৃঃ পূঃ অব্দে জুনাগড় ও গিরিনরের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতে একটি অনুশাসন উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন। গ্রীক ইতিহাসবেত্তা ষ্ট্রাবো "সারাওষ্টস্" নামে যে রাজ্যের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহা সম্ভবতঃ সুরাষ্ট্র শব্দের অপভ্রংশ এবং তাঁহার বর্ণনা হইতে বুঝা যায় প্রায় ১৯০ হইতে ১৪৪ খৃঃ পূঃ অব্দের মধ্যে শকদ্বিপীয় নৃপতিরা এদেশ কিয়দংশ অধিকার করিয়াছিলেন।

এই প্রদেশ অশোক ও চন্দ্রগুপ্তের অধিকারকালে সম্ভবতঃ প্রতিনিধি দ্বারা শাসিত হইত। তৎপরে খৃষ্ট-পূর্ব্ব প্রথম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত দেশীয় সাহ উপাধিকারী রাজগণ রাজত্ব করেন। তৎপরে কনোজের গুপ্তরাজগণের অধিকৃত হয়। গুপ্তরাজগণ সেনাপতি বা প্রতিনিধি দ্বারা এদেশ শাসিত করিতেন। অবশেষে এই প্রতিনিধি সেনাপতিরাই স্বাধীন রাজা হন। ইহাদের মধ্যে বলভীনগরের সেনাপতি ভট্টারক সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত ও প্রবল ছিলেন। শেষে যখন গুপ্তবংশ রাজ্যচ্যুত হন, তখন বলভীনগরের ভট্টারকবংশ কচ্ছ, লাটদেশ (সুরাঠ, বরোচ, খেদা ও বরদার কতকাংশ) এবং মালবে প্রভুত্ব স্থাপন করেন (৩৮০ খৃষ্টাব্দ।) ভাউনগরের উত্তর-পশ্চিমে ১৮ মাইল দূরে বর্ত্তমান "বালা" নামক স্থানের ধ্বংশাবশিষ্ট নগরীকেই অনেকে বলভীনগর বলিয়া অনুমান করেন। বলভীরাজ দ্বিতীয় ধ্রুবসেনের রাজত্বকালে (৬৩২—৬৪০ খৃষ্টাব্দ?) হিউয়েন সিয়াং এদেশে আসেন। তিনি যে "ফলপি" রাজ্যের ও "সুলাচা" প্রদেশের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন তাহাই বোধ হয় বলভী ও সৌরাষ্ট্র হইবে। তাঁহার বর্ণনায় জানা যায় যে, এদেশের লোক বিদ্যানুশীলন করিত, তবে সমুদ্রোপকূলবাসী বলিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যেই ব্যস্ত থাকিত; ইহারা অতিশয় ধনী ও অতিথিভক্ত ছিল।

কিসে বলভীরাজ্য ধ্বংশ হয় জানা যায় না। অনেকে অনুমান করেন, সিন্ধু হইতে মুসলমানেরাই ইহা আক্রমণ ও ধ্বংস করে। এই সময় (৭৪৬ হইতে ১২৯৭ খৃঃ অব্দ) অনহিলবারে রাজধানী স্থাপিত হয়। এই সময় অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে সৌরাষ্ট্র বিভক্ত হইয়া পড়ে এবং জেঠবা জাতি প্রাধান্য লাভ করে। ১২৯৭ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা অনহিলবার অধিকার করে। ইহার কিছু পূর্ব্বে অনহিলবারের সমৃদ্ধিকালে ঝালাজাতি এদেশে আসিয়া বাস করে।

গজনীর মামুদ ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে সোমনাথের মন্দির আক্রমণ করেন। তিনিই প্রথমতঃ (১১৯৪ খৃষ্টাব্দে) অনহিলবার আক্রমণ ও তাহার ধ্বংসের সূত্রপাত করিয়া যান। ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে জাফর খাঁ সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করেন। ইনি গুজরাটের মুসলমান রাজগণের আদিপুরুষ। এই মুসলমান বংশ ১৪০৩ হইতে ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে বিশেষ প্রবল হইয়া ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, তৎপরে এই স্থান মোগলসম্রাট্ আকবরের অধিকৃত হয়। আহ্মদাবাদের রাজগণ কাথিবারের কতকগুলি সর্দ্দারকে বশীভূত করিয়া বাণিজ্য সৌকর্য্যার্থ মাঙ্গ্রোল, বীরাবল, ডিউ, গোগো ও কাম্বে প্রভৃতি বন্দরগুলির উৎকর্ষতা সাধন করেন।

১৫২৮ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজেরা এদেশে প্রবেশ করিতে পায়। পূর্ব্বোক্ত মুসলমান রাজগণের মধ্যে বাহাদুর নামক রাজা হুমায়ুন কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া ডিউদ্বীপে পর্ত্তুগীজদিগের আশ্রয় লয়েন। পরে তিনিই পর্ত্তুগীজগণকে কাথিয়াবারের মধ্যে কারখানা করিতে আদেশ দিতে বাধ্য হন। এই কারখানা শেষে দুর্গে পরিণত হয় ও পর্ত্তুগীজেরা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া নিষ্ঠুরভাবে বাহাদুরকে হত্যা করে (১৫৩৬ খৃঃ)।

১৭০৫ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রেরা গুজরাটে প্রবেশ এবং ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে এদেশে দৃঢ়রূপে স্বাধিকার প্রবর্ত্তিত করেন, কিন্তু তৎপরে প্রায় ৫০ বৎসর কাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তযুদ্ধে কাথিবারের

মহারাষ্ট্রদিগকে সর্ব্বদাই ব্যাপৃত থাকিতে হইয়াছিল। ১৮শ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধে গুইকুমার প্রতি বৎসর পশ্চিম ও উত্তরদিকের সর্দ্দারগণের নিকট হইতে রাজস্ব-আদায়ের জন্ম "মুলুক-গিরি" নামে একদল সৈন্ম পাঠাইতেন। এই সৈন্যদলের সহিত সর্দ্দারগণের প্রায়ই বিবাদ হইত, আর সেই সূত্রে দেশের যথেষ্ট অনিষ্ট ঘটিত। ইংরাজরাজ ইহা দেখিয়া গুইকুমারের সহিত একযোগে রাজস্ব আদায়ের সুনিয়ম করিলেন।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে কাথিয়াবারের কতকগুলি তালুকদার স্ব স্ব তালুক ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে প্রদান করিয়া আপনারা বৃটিশ-রাজের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। এই সকল তালুকদার মহারাষ্ট্ররাজ পেশবারের অধীন ছিলেন না। ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে গুইকুমারের সৈন্য ও বৃটীশরাজের সৈন্য কাথিয়াবারে প্রবেশ করিয়া তালুকদার ও সর্দ্দারগণের সহিত বন্দোবস্ত করে। স্থির হইল—তালুকদার নিজ নিজ তালুকের খাজনা নির্দ্দিষ্ট হারে দিবেন এবং স্ব স্ব অধিকার মধ্যে শান্তিরক্ষা করিবেন; গুইকুমার আর মুলুকগিরি সৈন্য পাঠাইবেন না। কর্ণেল ওয়াকারের মধ্যস্থতায় (১৮০৭-৮ খৃঃ) সামন্তযুদ্ধ থামিয়া যায়। এই সময় হইতে রাজস্ব আদায়ের ভার বৃটীশরাজের হস্তে পড়িল। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে গুইকুমার রাজস্বের নিজাংশ বৃটীশরাজের হাতদিয়াই আদায় ও গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

১৮২২ খৃষ্টাব্দে কাথিয়াবারের শাসনভার পলিটিক্যাল এজেণ্টের হস্তে প্রদত্ত হয়। বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের অধীনে থাকিয়া এজেণ্ট সমস্ত কার্য্য করেন। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে এক জন ইংরাজবিচারকের অধীনে এখানকার রাজকোটনগরে একটি প্রধান নিজামত আদালত স্থাপিত হইয়াছে।

কাথিয়াবারে রীতিমত পুলিস নাই। প্রত্যেক সর্দ্দার স্ব স্ব অধিকারমধ্যে শান্তি রক্ষা করিতে বাধ্য।

ভাউনগর হইতে গোণ্ডাল পর্য্যন্ত যে রেল-লাইন আছে, তাহাই এখানকার প্রধান রেলপথ। এই লাইনে ১৪টি ষ্টেশন আছে। ধোলা-ষ্টেশন হইতে একটি শাখা-পথ ধোরাজি পর্য্যন্ত গিয়াছে, ইহার মধ্যে ১০টি ষ্টেশন আছে।

কাথিয়াবারে তুলার আবাদ যথেষ্ট। এখান হইতে বৎসরে প্রায় ৩০,০০০,০০০৲ টাকার তুলা রপ্তানি হয়। এই তুলার কাট্‌তি বোম্বাইয়েই অধিক। এখানে চকর কাষ্ঠের ব্যবসাও যথেষ্ট। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্যের মধ্যে ধরঙ্গধ্র, নবনগর, জুনাগড় ও ভাউনগর (ভবনগর) প্রধান। ভাউনগর রাজ্যে দেশীয় লোক পরিচালিত ৫টি তুলার কল আছে।

কাথিয়াবারের প্রধান উৎপন্ন—তুলা, বাজরা, জোয়ার, ইক্ষু, হরিদ্রা ও নীল। এতদ্ভিন্ন স্বর্ণ ও রৌপ্য, জরি, রেশমী বস্ত্র, সিন্দূর, সুগন্ধি তৈল, গোলাপফুলের সুগন্ধি, হস্তিদন্ত ও চন্দনের নানা প্রকার দ্রব্য প্রস্তুত হয়। এখানকার ঘোড়া অতি উৎকৃষ্ট। মেষলোমের ব্যবসায় যথেষ্ট আছে।

এদেশে ধাতুপাত্র, শস্য, চিনি প্রভৃতি আমদানী হয়। বার্দ্দা ও হালালের মধ্যে লৌহখনি আছে। পুরবন্দররাজ্যে বখরলা নামক স্থানে অনেক লৌহের খনি বাহির হইয়াছে, কিন্তু অপরিষ্কৃত লৌহপিণ্ড গলাইবার উপযুক্ত ইন্ধনের অভাবে এ সকল খনির কার্য্য হয় না।

বন্য জন্তুর মধ্যে গিরিশিখরে সিংহ, চিতাবাঘ, হরিণ, শূকর, হায়েনা, নেকড়ে, শৃগাল, বনবিড়াল, খেঁকশিয়ালী, শজারু প্রভৃতি প্রধান।

গুজরাটের সিংহ দেখিতে ঈষৎ পীতাভ শ্বেত, ব্যাঘ্রের তুল্য দীর্ঘ ও সবল। ইহারা একাদিক্রমে ৩ পুরুষ একত্র বাস করে। আপাততঃ সমস্ত জঙ্গলের মধ্যে প্রায় ১২টী সিংহ আছে মাত্র, আর সমস্তই বিনষ্ট হইয়াছে। এই সিংহ কয়েকটি বধ করিতে নিষেধ আছে।

লোকসংখ্যা ২৩৪৩৮৯৯, তন্মধ্যে ১৯৪২৬৫৮ হিন্দু এবং ৩০৩৫৩৭ মুসলমান, দুইটি পরগণা ইহার অন্তর্গত চাঁদা ও অল্‌দেমৌ।

[প্রভাস, উজ্জয়ন্ত, গিরিনর, শত্রুঞ্জয়, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি শব্দে কাথিয়াবারের পুরাতত্ত্ব তীর্থমাহাত্ম্যাদি দেখ।]

কাদখোঁচা (দেশজ) পক্ষিবিশেষ, কাদাখোঁচা।

কাদড়া (দেশজ) কাদা, কর্দ্দম।

কাদড়াটিয়া (দেশজ) কাদাযুক্ত স্থান।

কাদম্ব (পুং) কদম্বে সমূহে ভবঃ, কদম্ব-অণ্। ১ কলহংস। রাজবল্লভের মতে ইহার মাংস গুণ—শীতল, ভেদক, শুক্রকারক এবং বায়ু, রক্ত ও পিত্তনাশক। ২ কদম্ব-স্বার্থে অণ্। কদম গাছ। ৩ (ত্রি) কদম্বসম্বন্ধীয়। ৪ ইক্ষু। ৫ বাণ। (কাদম্বঃ স্যাৎ পুমান্ পক্ষিবিশেষে শায়কে ইপি চ। মেদিনী।) ৬ দাক্ষিণাত্যের এক প্রাচীন রাজবংশ। [কদম্ব দেখ।]

কাদম্বক (পুং) কাদম্ব-স্বার্থে কন্। বাণ।

কাদম্বর (ক্লী) কাদম্বং কদম্বোদ্ভবং রসং লাতি গৃহ্লাতি, কাদম্ব-লা-ক, লস্য রঃ। ১ কদম্ ফুল দ্বারা প্রস্তুত মদ্যবিশেষ। ২ (পুং, ক্লী) দধির সর। ৩ শীধু নামক মদ্যবিশেষ। ৪ ইক্ষুজাত গুড়াদি। (পুং) ৫ বলরাম।

কাদম্বরী (স্ত্রী) কু কৃষ্ণবর্ণং নীলবর্ণং ইত্যর্থঃ, অম্বরং বস্ত্রং যস্য, কোঃ কদাদেশঃ; কদম্বরো বলরামঃ, তস্য প্রিয়া, কদম্বর-

অল্-ঙীপ্। ১ মদ্য। ২ কোকিলা। ৩ সরস্বতী। ৪ শারিকাপাখী। ৫ বাণভট্ট বিরচিত কথাবিশেষের নায়িকা, ইনি হংস নামক গন্ধর্ব্বরাজের এবং চন্দ্রকিরণ হইতে উৎপন্ন অপ্সরোকুলে জাতা গৌরীর কন্যা। এই নায়িকার নামানুসারে বাণভট্টপ্রণীত সেই কথাগ্রন্থেরও নাম কাদম্বরী হইয়াছে। [বাণভট্ট দেখ।]

কাদম্বরীবীজ (ক্লী) কাদম্বর্য্যাঃ বীজম্, ৬তৎ। সুরাবীজ।

কাদম্বর্য্য (পুং) কাদম্বর্য্যৈ হিতং, কাদম্বরী-যৎ। কদম্ববৃক্ষ।

কাদম্বা (স্ত্রী) কাদম্ব ইব আচরতি, কাদম্ব-ক্বিপ্, অচ্-টাপ্। কদম্বপুষ্পী লতা, মুণ্ডিরী লতা।

কাদম্বিনী (স্ত্রী) কাদম্বাঃ কলহংসাঃ সন্তি অস্যাম্, কাদম্ব-ইনি-ঙীষ্। মেঘমালা।

কাদর,—ভাগলপুর ও সাঁওতাল পরগণার একশ্রেণীর অনার্য্য জাতি। দাক্ষিণাত্যে অনমলয় পর্ব্বতে এবং কোইম্বাটুর জেলায় "কাদের" নামে একশ্রেণীর অনার্য্য জাতি বাস করে, অনেকের অনুমানে এই উভয়জাতিই একশ্রেণীর বলিয়া বিবেচিত হয়।

কাদরেরা কৃষি ও মৎস্যধারণ করিয়াই প্রধানতঃ জীবিকানির্ব্বাহ করে; অনেকে মজুরীও করিয়া থাকে। কাহারও মতে ইহারা ভুঁইয়া জাতিরই একটি জাতিভ্রষ্ট শ্রেণী মাত্র। ইহাদের মধ্যে দুইটী শ্রেণী-বিভাগ আছে—কাদর ও নৈয়া। নৈয়া নামক একটি স্বতন্ত্র জাতিও আছে, তাহাদের সহিত কাদরজাতির কোন সংস্রব নাই।

কাদরজাতির মধ্যে অনেক গোত্র আছে। সকল গোত্রে পরস্পর আদান প্রদান হয় না। ইহাদের মধ্যে বাড়ে, বারিক, দর্ব্বে, হাজারি, কম্প্তি, কাপড়ি, মন্দর, মন্দ্রি, মাঁঝি, মরৈয়া, মরিক, মির্দাহ, নৈয়া, রৌৎ ও রিথিয়াসন এই কয়টি গোত্র আছে। ইহার মধ্যে যাহাদের বাড়ে গোত্র, তাঁহারা মির্দাহ, কম্প্তি ও রৌৎ গোত্র ভিন্ন অন্য কোন গোত্রে বিবাহ করে না; বারিকগোত্র মন্দর, মির্দাহ, রৌৎ ও বাড়ে গোত্রে বিবাহ করে না; দর্ব্বে গোত্র মরিক ও বাড়ে গোত্রে বিবাহ করে না; কম্প্তি গোত্র কেবল বারিক, কাপড়ি, মরিক, দর্ব্বে, মাঁঝি ও বাড়ে গোত্রে বিবাহ করে। মরিকগোত্র বারিক, কাপড়ি, মাঁঝি, মন্দর ও নৈয়া গোত্রে; মির্দাহ গোত্রে দর্ব্বে, মাঁঝি, কম্প্তি ও বাড়ে গোত্রে এবং নৈয়া গোত্র কেবল মরিক, হাজারি, নৈয়া, কম্প্তি, ও বাড়ে গোত্রে বিবাহ করে। ইহারা মাতুলকন্যা বা পিতৃব্যকন্যাকে বিবাহ করে না এবং মাতৃপর্য্যায়ে ৩ পুরুষ ও পিতৃপর্য্যায়ে ৭ পুরুষ বাদ দিয়া বিবাহ করে।

ইহারা বালিকা ও বয়স্থা কন্যারও বিবাহ দেয়। তবে বালিকাকালে বিবাহ দেওয়াই প্রশস্ত বলিয়া গণ্য করে। নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণের পদ্ধতি অনুসারে বিবাহ হয়। সিন্দূর-দানই বিবাহের প্রধান কার্য্য। গ্রামের নাপিত ইহাদের পুরোহিতের কার্য্য করে। স্ত্রীর সন্তান না হইলে ইহারা আবার বিবাহ করে। বিধবা সাঙ্গাই প্রথানুসারে নিষিদ্ধ গোত্র ও পুরুষাদি বাদ দিয়া বিবাহ করিতে পারে। স্ত্রী স্বামীকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলে সাঙ্গাই প্রথানুসারে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পারে। সাঙ্গাই-বিবাহ বাটীর বাহিরে অন্তঃপুরের পশ্চাতে খোলা জায়গায় হয়, আর শুভ বিবাহ বাড়ীর উঠানে হইয়া থাকে।

ইহারা শবদাহ করিয়া তাহার ভস্ম লইয়া মৃত্যুর পরদিবস সমাহিত করে; ত্রয়োদশদিনে মৃতের উদ্দেশে বলি দেয় এবং মৃত্যুর তারিখ হইতে ছমাসের পর আবার ঐরূপ বলি দিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে বার্ষিক শ্রাদ্ধাদি নাই।

হিন্দুর মধ্যে ইহারা অতি নিম্ন শ্রেণীতে গণ্য। ডোম ও হাড়ি ভিন্ন অন্য কোন জাতি ইহাদের জল স্পর্শ করে না। কাদরেরা নিজে ভুঁইয়া ও কাহারের অন্নাদি গ্রহণ করে; কিন্তু তাহারা করে না। ইহারা গোমাংস, শূকর-মাংস, মোরগ ও মেঠো ইন্দুর খায়, মদ্যাদিও পান করে। সময়ে সময়ে ইহারা কাস্তে ও কুঠারের পূজা করে।

কাদরেরা হিন্দু বটে, কিন্তু অপর অসভ্য জাতির ন্যায় নানা কুসংস্কারাচ্ছন্ন। ইহাদের মধ্যে কতকাংশ লোকে বিশ্বাস করে যে কতকগুলি বিশেষ শক্তিসম্পন্ন অপদেবতারা তাহাদিগের চতুর্দ্দিকে অবস্থিতি করে; তন্মধ্যে অনেকেই তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের আত্মা। অপর কেহ কেহ বিশ্বাস করে যে ওরূপ অপদেবতা নাই, তবে নদীপর্ব্বতাদি হইতে শক্তি সকল উদ্ভূত হয়, এই সকলের কোন মূর্ত্তি বা প্রতিমা নাই। কোথাও এক ঢিপি মৃত্তিকা বা এক খণ্ড সিন্দূর-লেপিত প্রস্তর খণ্ড মাত্র ভগবানের উদ্দেশে শবের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে। এই সকল প্রতিষ্ঠিত দেবতার মধ্যে কারু-দানো, হর্দিয়া-দানো, সিমরা-দানো, পাহাড়-দানো, মোহন, ছুয়া, লিলু, পরদোনা ইত্যাদি প্রধান। ইহাদের মতে এই সকল অপদেবতা যে কিরূপ শক্তিবিশিষ্ট তাহা জানা যায় নাই। কাদরেরা বলে যে, ঐ সকল অপদেবতার পূজায় অবহেলা করিলে দেশে নানা অমঙ্গল ঘটে। পূজাকালে ইহারা শূকরশাবক, ছাগল, পায়রা ও মোরগ বলি দেয়, শস্যের শীষ ও ঘৃতাদি উৎসর্গ করে। ইহাদের দেবতা যেখানে স্থাপিত থাকেন, সেই কুঞ্জের নাম সর্ণা। নাপিতেরাই ইহাদের

পুরোহিত। পূজাদ্রব্য উপাসকেরা ভোজন করে। ইহারা নিজে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেয় ও পরমেশ্বর, মহাদেব, বিষ্ণু প্রভৃতি নামে বিশ্বাস করে।

দাক্ষিণাত্যের কাদেরগণ পর্ব্বতবিভাগে বাস করে। তাহারা পুলিয়ার ও মালয় আরসার জাতির উপর প্রভুত্ব করে। সময়ে সময়ে কামান ও যুদ্ধসজ্জাদি বহন করে বটে, কিন্তু কখন দাসাদির কাজ করে না। মুটিয়া বলিলে তাহারা আপনাকে অপমানিত বোধ করে। এই জাতি বড় বিশ্বাসী, সত্যবাদী ও বাধ্য। ইহারা কুঞ্চিত কেশে খোঁপা বাধে; বন হইতে হরিদ্রা, আদা, মধু, মোম, এলাচ, রঞ্জন, বড় রিটা, মাজুফল ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া চাউল ও তামাকুর সহিত পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। ইহারা বৃটীশাধিকৃত বন হইতে যাহা কিছু সংগ্রহ করে, তাহার জন্য কিছু কর দেয় না। কোচীনরাজের অধিকৃত বনভাগ হইতে এলাচসংগ্রহ করিবার জন্য কেবল বার্ষিক ১০০৲ টাকা কোচীনরাজকে রাজস্ব দেয়। ইহারা বনমধ্যে পথপ্রদর্শকের কার্য্য করে, কিন্তু কখন ভারবহন করে না।

কাদরআলী, একজন মুসলমান পীর। প্রায় ৫২৭ হিজরীতে সিজিস্থানে জন্মগ্রহণ করেন, তৎপরে কুতব উদ্দীনের রাজ্যকালে আজমীঢ়ে আইসেন; এখানে সৈয়দ-হুসেন মেশেদীর কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ৬২৮ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১০২৭ হিজরীতে জাঁহাগীর বাদশাহ তাঁহার গোরের নিকট একটি সুন্দর মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তাঁহার স্মরণার্থ নগরেও একটি মস্‌জিদ্ আছে। মোপ্‌লা মুসলমানেরা কাদরআলীকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। ১১ই জমাদি-উল্-আখীর তাঁহার উৎসব দিন।

কাদলেয় (ত্রি) কদলেন নির্ব্বৃত্তম্, কদল-ঢঞ্। কদল-নির্ম্মিত।

কাদা (দেশজ) ১ কর্দ্দম, পাঁক। ২ বঙ্গদেশে স্ত্রীলোকদিগের প্রথম ঋতু হইলে একরূপ উৎসব।

কাদাকিচা (দেশজ) কর্দ্দমময় স্থান।

কাদাখেঁড়ু (দেশজ) বাঙ্গালা দেশে স্ত্রীলোকদের প্রথম ঋতু হইলে, অন্যান্য স্ত্রীলোক একত্র হইয়া যে খেউড় পাঁচালী প্রভৃতি গান করে, তাহাকেই কাদাখেঁড়ু বা কাঁদাখেউড় বলে।

কাদাখোঁচা (দেশজ) পক্ষিবিশেষ।

কাদাচিৎক (ক্লী) কদাচিৎ ভবম্, কদাচিৎ-কালবাচিত্বাৎ ঠঞ্। কোনও অনির্দ্দিষ্ট সময়ে উৎপন্ন।

কাদাচিৎকতা (স্ত্রী) কাদাচিৎকস্য ভাবঃ, কাদাচিৎক-তল্ (তস্য ভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫।১।১১৯।) টাপ্। কদাচিৎ উৎপত্তি। ("তথাপি তস্য কাদাচিৎকতয়া উপচরিতেন কার্য্যত্বেন কার্য্যত্বমুপচর্য্যতে।" সাহিত্যদ° ৩।২৭।)

কাদাটিয়া (দেশজ) কাদাযুক্ত, কর্দ্দমময়।

কাদাড়িয়া (দেশজ) কর্দ্দমপূর্ণ, কাদাযুক্ত।

কাদান (দেশজ) কাদা করিয়া দেওয়া।

কাদাল (দেশজ) কাদাযুক্ত।

কাদিপুর, অযোধ্যাপ্রদেশের সুলতানপুর জেলার উপ-বিভাগ। অক্ষা° ২৫° ৫৮′৩০″ হইতে ২৬° ২৩′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮২°৯′ হইতে ৮২°৪৪′ পূঃ। উত্তরসীমা অকবরপুর তহ-সীল, পূর্ব্বে আজমগড় জেলা, দক্ষিণে পত্তি তহসীল এবং পশ্চিমে সুলতানপুর তহসীল। ভূমিপরিমাণ ৪৩৯ বর্গমাইল।

কাদিয়ান, বোর্ণিও দ্বীপবাসী অনার্য্য জাতিবিশেষ। এই জাতি এক্ষণে মুসলমানধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে। ইহারাই বোর্ণিও দ্বীপের আদিম অধিবাসী। ইহারা সরল ও শান্তি-প্রিয়। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা বেশ সুশ্রী।

কাদিরগঞ্জ, উত্তর-পশ্চিমের এটা জেলার অন্তর্গত একটি পল্লী। এখানে কঙ্করে নির্ম্মিত একটি প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে, এখানকার আরবীভাষায় খোদিত শিলালিপিপাঠে জানা যায়, ঐ স্থানে ১১০৪ হিজরীতে আলমগিরির রাজ্যকালে সুজাৎ খাঁর দরগা নির্ম্মিত হয়।

কাদিহাটি, ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটি নগর। সাধারণে কেদিটি বলে। অক্ষা° ২২° ৩৯′ ১০″ উঃ, দ্রাঘি° ৮৮° ২৯′ ৪৮″ পূঃ। এখানে প্রায় ৫০০০ লোকের বাস। বিদ্যালয়, ডাক-ঘর ও অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের বাটী আছে।

কাদের্ (আরব্য) শক্তিশালী, ক্ষমতাবান্।

কাদ্দা (দেশজ) কাটারী, দা।

কাদ্রবেয় (পুং) কদ্রোরপত্যম্ পুমান্, কদ্রু-ঢক্ (স্ত্র্যাদি-ভ্যশ্চ। পা ৪।১।১২৩।) কদ্রুপুত্র, শেষ, অনন্ত, বাসুকি, তক্ষক, ভুজঙ্গম ও কুলিক এই কয়েকটি কাদ্রবেয় বলিয়া প্রসিদ্ধ।

("শেষো হনন্তো বাসুকিশ্চ তক্ষকশ্চ ভুজঙ্গমঃ।
কূর্ম্মশ্চ কুলিকশ্চৈব কাদ্রবেয়াঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"
মহাভারত ১।৬৫।৪১।)

কান (হিন্দী) ১ কানাই, কৃষ্ণ। ২ অসভ্য বাদ্যকর জাতি-বিশেষ, অনেকটা আচার-ব্যবহারে ডোমজাতির ন্যায়। ২ মুসলমান কামারবিশেষ। ইহারা লোহাপেটা, ছাতার শিক ও মৎস্য ধরিবার বড়শী প্রস্তুত করে।

কানক (ক্লী) কনকং ফলমিব উগ্রং ফলং অস্যাস্ত, কনক-অণ্। ১ জয়পালবীজ। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ,

তীক্ষ্ণ ও উষ্ণবীর্য্য, সারক ও উৎক্লেদকারক। ২ (ত্রি) কনকসম্বন্ধীয়, স্বর্ণনির্ম্মিত।

কানকূর (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, কাঁকুড় (Cucumis utilissimus.)

কানগুই (পারস্য) নবাবের সময়ে রাজকর্ম্মচারীদিগের মধ্যে একপ্রকার উপাধিবিশেষ, কানুনগোই।

কানড়গৌড় (পুং) কানড়া ও গৌড়রাগসংযোগে উৎপন্ন রাগবিশেষ।

কানড়নট (পুং) কানড়া ও নটরাগ সংযোগে জাত রাগবিশেষ।

কানড়া, কানাড়া (স্ত্রী) রাগিণীবিশেষ। নি সা ঋ গ ম প ধ (মি-র্খা) এই কয়েকটি ইহার স্বরগ্রাম। রাত্রি ১১ হইতে ১৫ দণ্ড পর্য্যন্ত এই রাগিণী গানের সময়। কানড়া ভিন্ন ভিন্ন রাগ-রাগিণীর সহিত মিশ্রিত হইয়া ১৮ প্রকার মিশ্রকানড়ার উৎপত্তি হইয়াছে। যথা—১ দরবারীকানড়া, ২ নায়কীকানড়া, ৩ মুদ্রা-কানড়া, ৪ কৌশিকীকানড়া, ৫ বাগেশ্রীকানড়া, ৬ নটকানড়া, ৭ কাফিকানড়া, ৮ কোলাহলকানড়া, ৯ মঙ্গলকানড়া, ১০ শ্যামকানড়া, ১১ টঙ্ককানড়া, ১২ নাগধ্বনিকানড়া, ১৩ আড়ানা, ১৪ সাহানা, ১৫ সুগ্রকানড়া, ১৬ সুঘরাই-কানড়া, ১৭ হোসেনীকানড়া, ১৮ মিঞার জয়জয়ন্তী।

কানদ (পুং) ধীমরগণের পুত্র।

কানন (ক্লী) কং জলং অননং জীবনং অস্য, বহুব্রী। যদ্বা কানয়তি দীপয়তি, কন-ণিচ্ লুট্। ১ বন। ২ (কস্য ব্রহ্মণঃ আননম্।) ব্রহ্মার মুখ। ৩ গৃহ।

(কাননং বিপিনে গেহে পরমেষ্ঠিমুখে হ্নপি চ। মেদিনী)

কানচন্দ্র, টিকারীর একজন বিখ্যাত রাজা। (দেশাবলী $৫৫।২।২)

কাননাগ্নি (পুং) কাননাজ্জাতো হ্নগ্নিঃ, মধ্যলো°। দাবানল।

কাননারি (পুং) কাননস্য অরিরিব, উপমি°। শমীবৃক্ষ; ইহার মধ্যস্থিত শাখা ঘর্ষণে অগ্নি প্রজ্জলিত হইয়া, সময়ে সময়ে সমগ্র বনও দগ্ধ করিয়া ফেলে; এজন্য ইহাকে কাননারি কহে।

কাননৌকাঃ [স্] (পুং) কাননং ওকঃ স্থানমস্য, বহুব্রী। বনবাসী।

কানপুর (হিন্দী কানহ্‌পুর=কানাইপুর) উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের একটি জেলা ও নগরের নাম। আলাহাবাদ বিভা-গের সর্ব্বপশ্চিমাংশে এই জেলা অবস্থিত; ইহার উত্তর-পূর্ব্বে গঙ্গানদী, পশ্চিমে ফরক্কাবাদ ও এতাবা; দক্ষিণপশ্চিমে যমুনা ও পূর্ব্বে ফতেপুর। এই জেলার সদর কানপুরনগর।

কানপুর জেলা গঙ্গাযমুনার অন্তর্গত সুবিখ্যাত দোয়াব প্রদেশের মধ্যবর্ত্তী। এই জেলায় গঙ্গা ও যমুনা ভিন্ন আরও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী আছে। সাধারণতঃ ভূমি-ভাগ দক্ষিণপশ্চিমাভিমুখে ঢালু। চারিটি প্রধান ক্ষুদ্র নদীতে কানপুর জেলাটি চারিটী প্রধান ভাগে বিভক্ত;—গঙ্গার উপনদী "ঈশান" উত্তরদিকে একখণ্ড ত্রিকোণাকার ভূমিকে ভাগ করিয়া রাখিয়াছে। মধ্যস্থলে পাণ্ডু ও রিন্দ নদীদ্বয়ে আর দুইটী বিভাগ হইয়াছে ও অবশিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে যমুনার উপনদী সেঙ্গুর বর্ত্তমান। এই সকল নদীর ভাঙ্গন বড় অধিক, বিস্তৃত ও গভীর। কানপুর জেলার মধ্যে গঙ্গাযমুনায় বর্ষাকালে বড় বড় নৌকাদি যাতায়াত করিতে পারে; কিন্তু অন্য সময়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৌকা ব্যতীত বড় নৌকা চলিতে পারে না। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীগুলি গ্রীষ্মকালে প্রায় শুকাইয়া যায়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কানপুরের নীচে পারাপারের জন্য ভাসা-সেতু ছিল, পরে অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড রেলপথের জন্য গঙ্গার উপর সেতু নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইলে ঐ ভাসা-সেতু কাল্পিতে সরাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যমুনার উপর নৌ-সেতু আছে।

কানপুর জেলার জমী স্বভাবতঃ শুষ্ক, কিন্তু এখন গঙ্গার খাল হওয়ায় জমী বেশ উর্ব্বরা ও শস্যশালিনী হইয়াছে। এই খাল শাখা-প্রশাখায় কাটিয়া সমস্ত জেলায় ছড়াইয়া জল দিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে। এ জেলায় কতক-গুলি ঝিল আছে। পরগণা সিকন্দ্রা নামক স্থানে সোনাউনামে একটি ঝিল আছে, ইহা সিকন্দ্রা পরগণা হইতে ভোগনিপুর পরগণা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই ঝিলটি যমুনা হইতে দুই মাইল দূরে অবস্থিত। যমুনা এখন যেখানে যেমন ভাবে যতটা বাঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়াছে, ঐ ঝিলটিও ঠিক তাহার সমান্তর ভাবে ঐরূপ বাঁকিয়া বাঁকিয়া বহিয়াছে দেখিয়া কেহ কেহ মনে করেন যে ইহাই যমুনা নদীর প্রাচীন গর্ভ ছিল; কিন্তু আজিও এ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ বা প্রবাদ পাওয়া যায় না; এইরূপ রসুলাবাদ ও শিবরাজপুর পরগণায় ২৫ মাইল বিস্তৃত একটি স্রোতও ঐরূপ একটি প্রাচীন নদীগর্ভ বলিয়া বিবেচিত হয়। এ জেলায় জঙ্গল নাই, তবে স্থানে স্থানে পতিত জমী আছে। এই সকল পতিত জমীতে কিংশুক বৃক্ষই অধিক দেখা যায়। এ জেলায় চিতাবাঘ, নীলগাই (নীলবর্ণ কৃষ্ণসারজাতীয় হরিণ), শৃঙ্গহীন ও শৃঙ্গবিশিষ্ট হরিণ, খেঁকশিয়ালী, শৃগাল, বন্যশূকর ইত্যাদি ভিন্ন অন্য কোন বন্য জন্তু নাই।

কানপুর জেলায় ২৩৭০ বর্গমাইল ভূমিতে প্রায় লক্ষ লোকের বাস, তন্মধ্যে উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের সকল জাতীয় হিন্দু, সকল শ্রেণীর মুসলমান ও য়ুরোপীয় আছে।

গ্রামের সামাজিক বন্ধন অন্তর্বেদীর অন্যান্য স্থানের মত। জমীদারেরাই প্রথমে গণ্য, ব্রাহ্মণ বা রাজপুতেরাই প্রধানতঃ জমীদার। তৎপরে এখানকার সাবেক অধিবাসীদিগের বংশধর কৃষকগণ, ইহারা জমীদারদিগের জমী বংশানুক্রমে মৌরসী স্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছে। তৎপরে বেণিয়া দোকানদার ইত্যাদি, তৎপরে উদ্বাস্তু জমীভোগী প্রজা, তৎপরে নাপিত, কামার, কুমার ইত্যাদি শিল্পজীবিগণ।

কানপুর জেলায় চাষবাসের বিশেষ প্রভেদ নাই, দোয়াবের অন্যান্য স্থলেও যেরূপ প্রণালীতে কৃষিকার্য্য হয়, এখানেও সেইরূপ হইয়া থাকে। এখানে দুই প্রধান ফসল হয়। শরৎকালে যে ফসল হয়, তাহাকে খারিফ ও বসন্তকালে যে ফসল হয় তাহাকে রবিফসল বলে। জ্যৈষ্ঠের প্রথমবৃষ্টিতে খারিফ ফসল বুনে। এই ফসলে ধান, ভুট্টা, বাজরা, জোয়ার, তুলা, নীল ইত্যাদি হইবে; ইহার অধিকাংশই আশ্বিনমাসে পরিপক্ব হয়। ধান শীঘ্র শীঘ্র পাকিলে ভাদ্রেও কাটিয়া থাকে, কিন্তু তুলা ফাল্গুন ব্যতীত তুলিবার উপযুক্ত হয় না। রবি ফসল আশ্বিনে বুনে ও চৈত্রবৈশাখে কাটে। এই জেলার প্রধান খাদ্য গম। এখন এ জেলায় তুলার চাষই প্রধান লাভকর ও বহু বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। এজেলায় চাষ করিয়া লোকে একরূপ স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে; কিন্তু চামার, কাছি, কুড়মি প্রভৃতি কৃষকশ্রেণী বড়ই দরিদ্র। এইজন্য কানপুরের দরিদ্রতা অতিপ্রসিদ্ধ। উত্তরাঞ্চলে জোয়ার ও গম এবং দক্ষিণাঞ্চলে বাজরা অধিক জন্মে। বিলাহুর, রসুলাবাদ ও শিবরাজপুরের দক্ষিণাংশে ধান্য জন্মে। শিবরাজপুরের উত্তরাংশে নীলই প্রধান। এই সকল ক্ষেত্রে গঙ্গার খাল, কূপ, পুষ্করিণী, জলা, ঝিল ইত্যাদি হইতে জল আনিয়া আবাদ হয়। কানপুরে অনাবৃষ্টির ভয় বেশী, সুতরাং দুর্ভিক্ষের ভয়ও যথেষ্ট; এই জেলার পশ্চিমাঞ্চলেই আবার সে ভয় আরও বেশী। ১৭৭০, ১৭৮৩-৮৪, ১৮০৩-৪ ও ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে কানপুরে বড় ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হইয়া গিয়াছে। তাহাতে লক্ষ লক্ষ লোক, বিস্তর গোরু বাছুর মরিয়া যায়।

কানপুর হইতে শস্য, তুলা ও নীলবীজের রপ্তানি হয়। এই জেলায় যে নীল হয়, তাহা হইতে কেবল বীজই সংগৃহীত হয় এবং বেহারপ্রদেশে এই বীজই অধিক বিক্রীত হয়। কানপুরনগরে ঘোড়ার সাজ, জুতা, পোর্টম্যান্টো ইত্যাদি চামড়ার দ্রব্যাদি যথেষ্ট ও উৎকৃষ্টরূপে প্রস্তুত হয়।

কানপুরে তুলার কলে কাপড় হয়। এখানে তাঁবু প্রস্তুত হয়। এখানকার পুরাতন কেল্লায় গবর্ণমেণ্টের চামড়ার কারখানা হইতে সৈন্যগণের ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। গবর্ণমেণ্টের ময়দার কলও এইখানে, এই কলে সৈন্যদিগের জন্য ময়দা, ছাতু ইত্যাদি ভাঙ্গা হয়। এখানে তেজারতী কারবার অল্প, বেণিয়া ও রাজপুতেরাই তাহা করিয়া থাকে। রেলপথ, নদী, খাল, পাকা ও কাঁচা রাস্তা প্রভৃতি নানাবিধ পথ যথেষ্ট আছে। আর্য্যাবর্ত্তের প্রধান পাকা রাস্তা গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্করোড গঙ্গার সমান্তরালে এই জেলায় প্রায় ৬৪ মাইল বিস্তৃত।

এখানে একজন কালেক্টর-ম্যাজিষ্ট্রেট, দুইজন জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, একজন অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ও দুইজন ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট থাকেন। এ জেলা হইতে সকল প্রকার রাজস্বের মোট পরিমাণ ৩৯০২৮৬০৲ টাকা। পুলিস, টেলিগ্রাফ, বিদ্যালয় ইত্যাদি সুবিধামত আছে।

কানপুর জেলায় চারিটি প্রধান নগর আছে, তাহার প্রত্যেকটিতেই ৫ হাজারের অধিক লোক বাস করে। প্রধান নগর কানপুরে ১৫১৪৪৪, বিঠুরে ৬৬৮৫, বিলহোরে ৫৫৮৯ ও অকবরপুরে ৫১৩১ জন লোকের বাস।

কানপুর নগর গঙ্গানদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। প্রয়াগ-সঙ্গম হইতে ১৩০ মাইল উর্দ্ধে এই নগর অবস্থিত। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ইহাই চতুর্থ নগর। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহা ৫০০ ফুট উর্দ্ধে অবস্থিত। এখানে সেনানিবাস, আদালত, ষ্টেশন ইত্যাদি আছে। সেনানিবাস ও আদালত গঙ্গাতীরে। পূর্ব্বাংশে আলাহাবাদ-রোডের উপর পশ্চিমপার্শ্বে দেশীয় অশ্বারোহী সেনানিবাস ও কাওয়াজের জমী। কাওয়াজের পশ্চিমে য়ুরোপীয় পদাতি-বারিক ও সেণ্টজন গির্জ্জা, ইহাদের মধ্যে গঙ্গাতীরে মেমোরিয়াল গির্জ্জা (১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহের স্মরণার্থ নির্ম্মিত হয়)। নগরের উত্তরাংশে সাধারণ কাওয়াজের জমী। ইহার সম্মুখে গঙ্গাতীরে মেমোরিয়াল উদ্যান। এই উদ্যানে একটি কূপ ছিল। এক্ষণে সেই কূপের উপর একটি স্তম্ভ প্রস্তুত হইয়াছে এবং তাহার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর দিয়া ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই স্তম্ভের উপরে একটি স্বর্গবিদ্যাধরীর মূর্ত্তি আছে। স্তম্ভগাত্রে ইংরাজীতে খোদিত আছে যে "বিঠুরের বিদ্রোহী নানা ধুন্দুপন্থের দল ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ জুলাই তারিখে এই স্থানের নিকটে অনেক য়ুরোপীয়কে বিশেষতঃ য়ুরোপীয় স্ত্রীলোক ও শিশুকে অন্যায়রূপে বধ করিয়া এই কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল।" এই উদ্যান রক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক ৫০০০ টাকা খরচ হয়। ঐ বিদ্রোহে যাহারা নিহত হয়, এই বাগানের

দক্ষিণে ও দক্ষিণপশ্চিমাংশে তাহাদিগকে সমাহিত করা হইয়াছিল।

কানপুর নগর প্রাচীন নহে, এজন্ত এখানে দর্শনীয় অট্টালিকা প্রাসাদ বা মন্দিরাদি নাই।

১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে বক্সারের ও ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে কোয়ার যুদ্ধে সুজাউদ্দৌলা (অযোধ্যার নবাব উজীর) পরাজিত হইলে এই নগর নির্ম্মিত হয়। নবাব বৃটীশরাজের সহিত সন্ধি করিয়া ফত্তেগড় ও কানপুরে সৈন্য রাখিতে স্বীকৃত হন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান স্থান নবাধিকৃত স্থানের প্রান্তসীমার সেনানিবাসের জন্য নিরূপিত হওয়ায় এই নগরের পত্তন হইল। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা অযোধ্যার নবাবের নিকট ইহার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান প্রাপ্ত হইলে তখন হইতে ইহা একটি জেলা ও প্রধান নগর বলিয়া গণ্য হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহী বিদ্রোহ ব্যতীত আর কোন ঐতিহাসিক ঘটনা এখানে ঘটে নাই।

মুসলমানদিগের অধীনে এই জেলাটি সুবা আলাহাবাদ ও আগ্রার অধীনে অনেকগুলি পরগণায় বিভক্ত ছিল। ১১৯৪ খৃষ্টাব্দে সাহাব-উদ্দীন্ ঘোরী দোয়াব অধিকার করেন, সেই সঙ্গে ইহাও তাঁহার অধিকৃত হয়। আরঙ্গজেবের সময় এখানে দুই একটি সামান্য মস্‌জিদ নির্ম্মিত হয়। মোগল সম্রাট্‌গণের দুর্দ্দশার সময় ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে এই অংশ মহারাষ্ট্রদিগের অধিকৃত হয়। অযোধ্যার নবাবের সহিত সন্ধির পর বৃটীশসেনা প্রথমতঃ বিলগ্রামে (বিল্বগ্রামে) পরে কানপুরে আসিয়া অবস্থান করে।

সিপাহীবিদ্রোহের সময় কয়েকদিন ধরিয়া সমস্ত জেলায় বিদ্রোহানল জ্বলিয়াছিল। মিরাটে বিদ্রোহ আরম্ভ হইবার পরই নানাসাহেবকে কানপুরের ধনাগার রক্ষার ভার দেওয়া হয় এবং জুন মাসের প্রথমে চতুর্দ্দিকে গড়খাই করিয়া সমস্ত য়ুরোপীয়কে রাখা হয়। ৬ই জুন, এখানকার দেশীয় দ্বিতীয় অশ্বারোহীদল ও দেশীয় প্রথম পদাতিদল বিদ্রোহী হইয়া জেল ভাঙ্গে, ধনাগার লুঠ করে ও আফিসাদি ভাঙ্গিয়া ফেলে। তৎপরে বিদ্রোহীগণ দিল্লীঅভিমুখে চলিয়া যায়। এই সময় ৫৩ এবং ৫৪ সংখ্যক সৈন্যদল বিদ্রোহী হয়। নানাসাহেব তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের সাহায্যে য়ুরোপীয়গণের আবাস আক্রমণপূর্ব্বক ৩ সপ্তাহ অবরোধ করিয়া রাখেন। বেলিগারদ হইতে ইংরাজেরা কেবল সাত শত কি সহস্র জনই হইবে, রৌদ্রে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করেন। বিদ্রোহীদের তিনবার আক্রমণ বৃথা হইয়াছিল। শেষে ইংরাজগণের অধিকাংশ বিনষ্ট হওয়ায় বিদ্রোহীরা তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া উন্মত্তভাবে স্ত্রীলোক ও শিশু পর্য্যন্ত নষ্ট করিতে লাগিল। ২৬ জুন, নানাসাহেব হতাবশিষ্ট ইংরাজদিগকে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সকলকে লইয়া কানপুরের সতীচোরার ঘাটে নৌকায় তুলিয়া দিলেন। নৌকা আলাহাবাদে খুলিয়া যাইবার পূর্ব্বে তীরস্থ বিদ্রোহী সিপাহীরা গুলি মারিয়া আরোহীদিগকে মারিয়া ফেলিতে লাগিল। দুইখানি নৌকা পলাইতে চেষ্টা করায় সেনারা উভয়তীর হইতে গুলি মারিয়া একখানি ডুবাইয়া দিল। এখান হইতে কয়েক জন লাফাইয়া পড়িয়া শিবরাজপুরে পলাইয়া যায়; সিপাহীরা সেখান হইতেও আবার ৪ জন ব্যতীত সকলকে ধরিয়া আনিয়া মারিয়া ফেলে। নৌকায় যত স্ত্রীলোক ও শিশু ছিল, সকলকে শবাদাকুঠিতে আবদ্ধ রাখা হয়। পরে যখন কানপুরের বহির্দ্দেশে হ্যাব্‌লকের কামানের প্রথম শব্দ শুনা যায়, তখন সিপাহীরা সেই সকল শিশু ও স্ত্রীলোককে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ফেলে। প্রায় ২০০ শত প্রাণ বিনষ্ট হয়। যেখানে এই ব্যাপার ঘটে, সেইখানেই মেমোরিয়াল কূপ ও স্তম্ভ আছে।

১৫ জুলাই হ্যাব্‌লক পাণ্ডুনদীতীরে ও ঔঙ্গেরে যুদ্ধ করেন, তৎপর দিন কানপুর অধিকৃত হয়।

২৭ নবেম্বর, গোয়ালিয়রের বিদ্রোহীদল অযোধ্যায় বিদ্রোহিগণের সহিত মিলিত হইয়া কানপুর আক্রমণপূর্ব্বক নগর অধিকার করে। পরদিন সন্ধ্যাকালে লর্ড ক্লাইভ আসিয়া পুনরায় আক্রমণ করেন ও ৬ই ডিসেম্বর বিদ্রোহীদিগকে নগর হইতে বিতাড়িত করিয়া তাহাদের সমস্ত কামান অধিকার করেন। জেনেরল ওয়ালপোল অকবরপুর, রসুলাবাদ ও ডেরাপুর উদ্ধার করেন। ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে মে মাসে কাল্‌পি উদ্ধার হইলে কানপুরে শান্তি স্থাপিত হয়।

কানলক (ত্রি) কনল-বুঞ্। কনল নামক ব্যক্তি নির্ম্মিত।

কানাড়া,—দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূলবর্ত্তী একটি প্রদেশ। ইহার উত্তরে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত বেলগাম্ জেলা, দক্ষিণে মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত মালাবার জেলা, পূর্ব্বে বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ধারবার জেলা, মহীসুর-রাজ্য এবং কুর্গ, পশ্চিমে আরব-সাগর ও ভারত মহাসাগর এবং উত্তরপশ্চিম কোণে গোয়া প্রদেশ। এই প্রদেশটি প্রেসিডেন্সী বিভাগের সময় দুইভাগে বিভক্ত হইয়া উত্তরাংশ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ও দক্ষিণাংশ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত হইয়াছে। উত্তর কানাড়ার প্রধান নগর ও বন্দর করবর। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উপকূলবর্ত্তী প্রদেশগুলির দক্ষিণদিগবর্ত্তী, ইহার দক্ষিণে দক্ষিণকানাড়া প্রদেশ মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত, ইহার প্রধান নগর মঙ্গলূর (মঙ্গলোর)।

উত্তর কানাড়ার মধ্যে পশ্চিমঘাট পর্ব্বতের সহ্যাদ্রিগণ্ড উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। এই জেলায় ইহার উচ্চতা ২৫০০ হইতে ৩০০০ ফুট। সহ্যাদ্রির উভয় পার্শ্বের ভূমির একদিক্ উচ্চ ও অপর দিক্ নিম্ন। উচ্চ ভূভাগের নাম বালাঘাট, পরিমাণ প্রায় ৩০০০ বর্গমাইল। উপকূলভাগে অনেকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ নদীর মুখ থাকায় উপকূলরেখা বড় ছিন্ন ভিন্ন। (নদীমুখ প্রশস্ত হইয়া) সমুদ্রখাড়ী দেশের মধ্যে অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উপকূলের উত্তরপশ্চিমকোণে করবর অন্তরীপ। সমুদ্রতীরের ভূমি প্রধানতঃ বালুকাময়, মধ্যে মধ্যে পাহাড়ও আছে। পরে নারিকেল-বৃক্ষপূর্ণ জঙ্গল, তৎপরে অপ্রশস্ত ধান্যক্ষেত্র। এই নিম্নভূমির বিস্তার কোথাও ১৫ মাইলের অধিক নহে, আবার অনেক স্থলে ৫ মাইলেরও বেশী হয় না। এই ভূভাগের পার্শ্বেই প্রায় ২০০।৩০০ ফুট উচ্চ পর্ব্বত। এই পর্ব্বতমালার মধ্যে মধ্যে আবার সহস্র ফুট উচ্চ জঙ্গলাবৃত শিখরও আছে। এই সকল শিখরের মধ্যে মধ্যে উত্তম কর্ষিত ধান্যক্ষেত্র ও উদ্যানশোভিত অট্টালিকা আছে। বালাঘাটের মালভূমি ২৫০০ হইতে ২০০০ ফুট উচ্চ। নদীতীরবর্ত্তী কতক স্থান ভিন্ন এই মালভূমিটি একপ্রকার বনময় পতিত জমী। নদীতীরে সামান্য সামান্য গ্রাম ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শস্যক্ষেত্র আছে।

সহ্যাদ্রির উভয় পার্শ্বেই নদী আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি পশ্চিমমুখে আরব-সাগরে ও কতকগুলি পূর্ব্বমুখে বঙ্গোপসাগরে পড়িয়াছে। পূর্ব্বাংশের নদীর মধ্যে তুঙ্গভদ্রার উপনদী বার্দ্ধা উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমাংশের নদীগুলির মধ্যে উত্তরে কালীনদী, মধ্যে গঙ্গাবালী ও তদ্রি এবং দক্ষিণে শিরাবতী প্রসিদ্ধ। শিরাবতীর জলরাশি হোনাবার নগরের ৩৫ মাইল ঊর্দ্ধে ৪২৫ ফুট উচ্চ পর্ব্বতের উপর হইতে ভীষণবেগে পড়িতেছে। ইহাই বিখ্যাত গারসোপ্পা প্রপাত। পর্ব্বতের অধিকাংশই গ্র্যানাইট্ পাথর, অনেকের মূলদেশ ল্যাটিরাইট। করবর ও হোনাবার নগরের নিকটে পার্ব্বত্য প্রদেশ হইতে ল্যাটিরাইট প্রস্তর সংগৃহীত হইয়া গৃহাদি নির্ম্মাণে ব্যবহৃত হয়। এই প্রদেশের স্থানে স্থানে লৌহখনি আছে। কুম্প্‌তা হইতে ১৮ মাইল যান উপত্যকায় চূণপাথর পাওয়া যায়।

উত্তর কানাড়ার বনবিভাগে সকল প্রকার বৃক্ষই জন্মে, তন্মধ্যে সেগুণ, পিয়াশাল প্রভৃতিই অধিক। এখানে গবর্ণমেণ্টের বনবিভাগ হইতে কাঠ কাটান হইয়া থাকে। কৃষকেরা বন হইতে বিনা খরচায় জালানি কাঠ, সারের জন্য পাতা ও গৃহনির্ম্মাণের জন্য বাঁশ, খুঁটি ইত্যাদি পায়। পূর্ব্বে এখানকার কাঠ গুজরাট ও বোম্বাইয়ে লইয়া গিয়া বিক্রীত হইত, এখন করবরে লইয়া গিয়া বিক্রীত হয়।

দক্ষিণকানাড়ার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি সুন্দর। এই জেলায় নদী অনেক, সুতরাং শস্যপূর্ণ ক্ষেত্র, নানা বৃক্ষাদি পূর্ণ বন, নারিকেল-বাগান প্রভৃতি যথেষ্ট।

এই প্রদেশের উপকূলভাগে উত্তর-দক্ষিণে সমস্ত ভূভাগে (বিস্তারে ৫ হইতে ১৫ মাইল পর্য্যন্ত) লোকের বাস কিছু ঘন। এই ভূভাগ ল্যাটিরাইট প্রস্তরপূর্ণ এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪০৭ হইতে ৬০০ ফুট উচ্চ। ইহার পরেই পশ্চিমঘাটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখরমালা। জমলাবাদের পর্ব্বত (বেলতঙ্গড়ির নিকট) ও গর্দ্দভকর্ণ পর্ব্বত সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। এই প্রদেশে পশ্চিমঘাট ৩০০০ হইতে ৬০০০ ফুট উচ্চ হইয়াছে। পূর্ব্বাংশে ইহাকেই একপ্রকার সীমা বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে অনেকগুলি গিরিবর্ত্ম আছে, তন্মধ্যে সম্পাজি, অগুম্বি, চরমাদি, হায়দরগদি বা হাসানগদি, মঞ্জরাবাদ ও কলুর প্রভৃতি কুর্গ ও মহিসুরের মধ্যে অবস্থিত। মঙ্গলোর হইতে এই সকল গিরিপথ পর্য্যন্ত শকটগমনোপযোগী রাস্তা আছে।

দক্ষিণকানাড়ায় কোন নদীই ১০০ মাইলের অধিক বিস্তৃত নহে ও সকলগুলিই পশ্চিমঘাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার মধ্যে গ্রীষ্মকালেও অনেকগুলিতে নৌকা গমন করিতে পারে। এই সকল নদীর মধ্যে নেত্রবতী, গুরপুর, গঙ্গোলি, চন্দ্রগিরি বা পয়স্বিনী নদীই প্রধান। কারকল নামক স্থানে একটি ক্ষুদ্র ও সুন্দর হ্রদ ও কুণ্ডপুরে একটি নির্ম্মল জলের অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হ্রদ আছে।

এই জেলার মৃত্তিকায় অতি সুন্দর দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ হয়। অনেক বণিক এই মৃত্তিকা হইতে কলে টালি ও ইষ্টকাদি প্রস্তুত করে। এদেশে চীনেমাটির ন্যায় একপ্রকার শ্বেতবর্ণ উজ্জ্বল মসৃণ মৃত্তিকা পাওয়া যায়। মিজার নামক স্থানে স্বর্ণ; সুব্রহ্মণ্য ও কেম্ফল্ল নামক স্থানে দাড়িম্ববীজাকার ক্ষুদ্র পুলকমণি; উদিপি ও উপ্পারঙ্গড়ি তালুকের মধ্যে লৌহখনি আছে। লৌহ উত্তোলনের কোন বন্দোবস্ত নাই।

এই জেলায় অধিকাংশ জমীই অধিবাসিগণের অধিকৃত। গবর্ণমেণ্টের অধীনে কেবল পশ্চিমঘাটের নিকটবর্ত্তী বনভূমির কতকাংশ আছে। এই সকল বন হইতে চন্দন কাঠ, বাঁশ, জ্বালানি কাঠ, এলাচ, বন্য এরারুট, খদির, দারুচিনি (ছাল ও তৈল), গঁদ, রঞ্জন ও নানাপ্রকার রং উৎপন্ন হয়। মধু, মোম এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি মলয়কুদি বা পার্ব্বতীয় লোকেরা

সংগ্রহ করে। এই জেলা হইতে প্রতিবৎসর প্রায় দেড় লক্ষ টাকার চন্দনের তৈল প্রস্তুত হইয়া রপ্তানি হয়। মহীশুর হইতে চন্দনকাষ্ঠ আসে, তাহার তৈল কেবল দক্ষিণ-কানাড়ায় প্রস্তুত হয়।

এক প্রকার বলিতে গেলে কানাড়া নামে স্বতন্ত্র দেশ নাই। পূর্ব্বে কানাড়া প্রদেশের চতুঃসীমা দেওয়া হইয়াছে, তাহার দক্ষিণের কতকাংশের নাম মলয়ালম্ (মলয়), মধ্যাংশের নাম তুলুব ও উত্তরের কতকাংশের নাম কর্ণাট। অনেকে বলেন, কানাড়া কর্ণাটদেশের নামান্তর, কিন্তু তাহা নহে [কর্ণাট দেখ।] দক্ষিণ কানাড়ার উদিপি পরগণার উত্তর পর্য্যন্ত ভূভাগ প্রাচীন কেরলরাজ্যের অন্তর্গত। কথিত আছে, পরশুরামের ক্ষত্রিয়বিনাশের পর পাণ্ড্যরাজারা আসিয়া এই স্থান অধিকার করেন। ১২৫২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাণ্ড্যরাজগণ প্রবল ছিলেন, পরে ১৩৩৮ খৃষ্টাব্দে ইহা বিজয়-নগররাজের অধিকারভুক্ত হয়। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে যখন বিজয়-নগররাজের প্রবলপ্রতাপ তালকোটের যুদ্ধে খর্ব্ব হয়, তখন বেদনূরের সর্দ্দার স্বাধীনতালাভ করিয়া বেদনূররাজ্য-স্থাপন করেন এবং কানাড়ার হনর নামক স্থান হইতে নীলেশ্বর পর্য্যন্ত অধিকার করেন। তৎপর চেরকল-রাজের সহিত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বন্দোবস্তের সময় এই প্রদেশ শক্ররাজ্য কানাড়া নামে উল্লিখিত হইত। কানাড়ার উত্তরাংশ তুলুব প্রদেশের অন্তর্গত ছিল এবং ১৬১ হইতে ৭১৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কদম্বরাজগণের অধিকৃত ছিল। [কদম্ব দেখ।] তৎপরে ৭১৪ হইতে ১৩৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বল্লালবংশের অধীন হয় [বল্লাল দেখ] এবং তৎপরে তুলুবের ইক্কেরি রাজগণের অধিকৃত ছিল (১৫৬০-১৭৬৩।) এই ইক্কেরি রাজগণ বিজয়নগররাজ্যধ্বংশের পর প্রাধান্য লাভ করেন। [বিজয়নগর ও তুলুব দেখ।] ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে হায়দরআলী বেদনূর-অধিকারকালে কানাড়ার মধ্যে মঙ্গলোর বাসবুর অধিকার করিয়া তৎপরে মালাবার ও সমস্ত জেলা অধিকার করেন। দুই বৎসর পরে ইংরাজসৈন্য হনর ও মঙ্গলোর সহর উদ্ধার করেন, কিন্তু অল্পদিন পরেই টিপুসুলতান পুনরাধিকার করিলেন। তৎপরে টিপুর সহিত ১৭৮৩৮৪ যুদ্ধের দক্ষিণ-কানাড়ায় মহাযুদ্ধ ঘটে। অবশেষে ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ইহা সম্পূর্ণরূপে ইংরাজাধিকারে আসে।

১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে কুর্গরাজের সাক্ষ্যগ্রহণের সময় অমর ও সুলিয়-প্রদেশের লোকেরা স্ব স্ব প্রদেশ ইংরাজরাজ্যভুক্ত করিবার প্রার্থনা করায় ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে বৃটীশরাজ তাঁহাদের প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। সমগ্র মগনিস জেলা দক্ষিণ-কানাড়ার পুত্তুর বিভাগের সহিত একত্র করা হয়। ঐ বৎসরেই কল্যাণাপ্পা সুবরায় নামক একজন সর্দ্দার কুর্গরাজের পতনে ইংরাজবিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। পুত্তুর হইতে মঙ্গলোর পর্য্যন্ত বিদ্রোহ বিস্তৃত হয়। তৎপরে বিদ্রোহিগণ শাসিত হইলে কানাড়াপ্রদেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া বোম্বাই ও মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ভুক্ত হইল। দক্ষিণ-কানাড়ার প্রধান নগর মঙ্গলোর, বন্তবাল ও উদিপি। দক্ষিণ-কানাড়ায় প্রধানতঃ হিন্দু, পর্ত্তুগীজ, ফিরিঙ্গী, আরব ও অনার্য্য জাতির বাস। হিন্দুগণের মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক, ইহারা সারস্বত ও কোঙ্কণী নামক দুই সমাজে বিভক্ত। যাহারা দ্রাবিড় জাতি হইতে উদ্ভূত, সেই ব্রাহ্মণগণ শিবলী নামে বিখ্যাত।

এ দেশের আরবীয়েরা মাপ্পিলা নামে বিখ্যাত। অনার্য্য জাতীয়ের মধ্যে মলয়কুদিরাই প্রধান, ইহারা যেরূপে কৃষিকার্য্য করে তাহাকে 'কুমারী'প্রণালী বলিয়া থাকে।

উত্তর-কানাড়ায় হিন্দুর মধ্যে শুপারি ব্যবসায়ী হারিক ব্রাহ্মণেরাই বিখ্যাত। মুসলমানদিগের মধ্যে নব্যায়তা (নাবিক)-গণ আরববণিকদিগের প্রতিনিধি বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত, কিন্তু অল্পসংখ্যক আছে। আফ্রিকা হইতে আনীত পর্ত্তুগীজগণের ক্রীতদাসীদিগের গর্ভজাত মুসলমানেরা সিদি নামে আখ্যাত। ইহাদের আকৃতি এখনও অনেকটা কাফ্রির ন্যায় আছে।

কানাৎ (আরব্য) শিবির, তাঁবু।

কানিষ্ঠিক (ক্লী) কনিষ্ঠিকা ইব, কনিষ্ঠিকা-অণ্ (শর্করা-দিভ্যো ঽণ্। পা ৫।৩।১০৭।) কনিষ্ঠিকার ন্যায়।

কানিষ্ঠিনেয় (পুং) কনিষ্ঠায়া অপত্যম্ পুমান্, কনিষ্ঠা-ঢক্ ইনঙ্ আদেশশ্চ (কল্যাণ্যাদীনামিনঙ্ চ। পা ৪।১।১২৬।) কনিষ্ঠার পুত্র।

কানীত (পুং) কনীতস্য অপত্যম্ পুমান্। কনীত নামক ঋষির পুত্র, পৃথুশ্রবাঃ।

কানীন (পুং) কন্যায়াং জাতঃ, কন্যা-অণ্ কনীন আদেশশ্চ (কন্যায়াঃ কনীনচ। পা ৪।১।১১৬।) ১ অবিবাহিতা কন্যার গর্ভজাত পুত্র; ইহার অপর সংস্কৃত নাম 'কন্যকা-জাত'। এই পুত্র তাহার মাতামহের পুত্রস্থানীয় হইয়া থাকে। ("কানীনঃ কন্যকাজাতো মাতামহসুতো মতঃ।" যাজ্ঞবল্ক্য।) ২ কর্ণ। ৩ ব্যাসদেব।

(কানীনঃ কন্যকাজাততনয়ে ব্যাসকর্ণয়োঃ। মেদিনী।)

কানীয়স (ত্রি) কনীয়সঃ ইদম্। কনিষ্ঠ সম্বন্ধীয়।

কানীবৃক্ষ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Salvania cucullata)

কানুড় (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Crinum toxicarium)

কানুনগোই (পারস্ত) মুসলমান-রাজত্বকালে যে সকল রাজ-কর্ম্মচারী ভূ-সম্পত্তির যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় নবাবের নিকট জানাইতেন, তাঁহাদিগেরই এই উপাধি ছিল। আইন অকবরীপাঠে জানা যায়, পূর্ব্বে প্রত্যেক সরকারে এক একজন কানুনগোই এবং তাহাদের অধীনে প্রত্যেক মহলে একজন করিয়া পাটোয়ারী নিযুক্ত থাকিতেন।

তৎকালে কোন ভূমির চৌহদ্দী, বিভাগ, বিক্রয় এবং হস্তান্তরকরণ প্রভৃতি ভূ-সম্পত্তিসম্বন্ধীয় কোন কার্য্য আবশুক হইলে প্রথমে কানুনগোইকে জানাইতে হইত অথবা তাঁহার আদেশ লইয়া কার্য্য করিতে হইত। ভূমিসম্পর্কীয় কোন বিষয়ে তর্ক উপস্থিত হইলে, কানুনগোই মীমাংসা করিয়া দিতেন।

অকবর কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া রাজা টোডর মল্ল ও মুজঃফর খাঁ দশশালা বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হন, তাঁহারা ১৯ জন নূতন কানুনগোই নিযুক্ত করিয়া প্রত্যেক সরকারের কানুনগোইদিগের নিকট হইতে ভূমিসম্পত্তি-সম্বন্ধীয় বিষয় সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা দেশে রাজা টোডর মল্ল যখন জমা বন্দোবস্ত করিতে আইসেন, তখন এখানে কানুনগোইরাই প্রত্যেক ভূমির সীমা, তাহার জমা প্রভৃতি সমস্ত বিষয় জানাইয়া টোডর মল্লের সাহায্য করিয়াছিলেন।

এখনও স্থানবিশেষে এইরূপ কানুনগোই নিযুক্ত আছেন। বঙ্গদেশে পূর্ব্বে যাহারা কানুনগোই কার্য্য করিতেন, এক্ষণে তাঁহার বংশধরেরা ঐ কার্য্যে নিযুক্ত না থাকিলেও অনেকে কানুনগোই বা 'কানুঙ্গো' উপাধি ভোগ করিতেছেন।

কানুম্ (কানন্) পঞ্জাবের কুনাবার উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা° ৩১° ৪০´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৮° ৩০´ পূঃ। সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ৯৩০০ ফুট উচ্চে পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। এখানে একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধমঠ আছে, এই মঠে বিস্তর ভোটদেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থ সংরক্ষিত আছে। এই স্থান লাধকের প্রধান লামার অধীন।

এখানে "বিজ্রাল" নামক কম্বলের ব্যবসাই অধিক।

কানূক (দেশজ) কাণুক, কাক।

কানূন (পারস্ত) আইন।

কানূনগোই (পারস্ত) কানুনগোই।

কান্ত (ক্লী) কনতে দীপ্যতে, কন-কর্ত্তরি ক্ত। ১ কুঙ্কুম। ২ লৌহবিশেষ। ৩ (ত্রি) মনোরম, সুন্দর। (পুং) ৪ শ্রীকৃষ্ণ। ৫ চন্দ্র। ৬ স্বামী। ৭ চন্দ্রকান্ত, সূর্য্যকান্ত ও অয়স্কান্ত মণি। ৮ হিজলগাছ। ৯ বসন্ত ঋতু। ১০ বিষ্ণু। ১১ শিব। ১২ কার্ত্তিকেয়। ১৩ কামদেব। ১৪ (ত্রি) অভিলষিত।

কান্ত, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের শাহজহানপুর জেলার অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম, শাহজহানপুর সহর হইতে সাড়ে চারি ক্রোশ দক্ষিণে জলালাবাদের পথের ধারে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৪৮´ ২০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ৪৯´ ৪৫´´ পূঃ।

এই নগরটি অতি প্রাচীন, যখন শাহজহানপুর সহরের পত্তন হয় নাই, তখন ইহার খুব সমৃদ্ধি ছিল, প্রাচীন অট্টালিকা, প্রাচীন দুর্গাদির ধ্বংসাবশিষ্ট স্তূপ প্রভৃতি দৃষ্টে ইহার কতকটা পূর্ব্ব পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমানসহরে পুলিসের থানা, ডাকঘর, সরাই ও কুচ করিবার মাঠ আছে। লোকসংখ্যা ৪৩৮১, তন্মধ্যে ২৭৮৮ হিন্দু। এই প্রাচীন জনপদটি মহাভারতোক্ত 'কান্তি' (ভীষ্ম ৯।১০) এবং পাশ্চত্য প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমি বর্ণিত 'কিণ্ডিয়া' বলিয়া অনুমিত হয়।

কান্তকড়া (দেশজ) কান্তলোহ নির্ম্মিত কটাহ।

কান্ততা (স্ত্রী) কান্তস্ত ভাবঃ, কান্ত-তল্-টাপ্। ১ সৌন্দর্য্য। ২ স্বামিত্ব।

কান্তত্ব (ক্লী) কান্তস্য ভাবঃ, কান্ত-ত্ব (তস্যভাবস্তলৌ। পা ৫।১।১১৯।) ১ মনোহারিতা। ২ স্বামিত্ব।

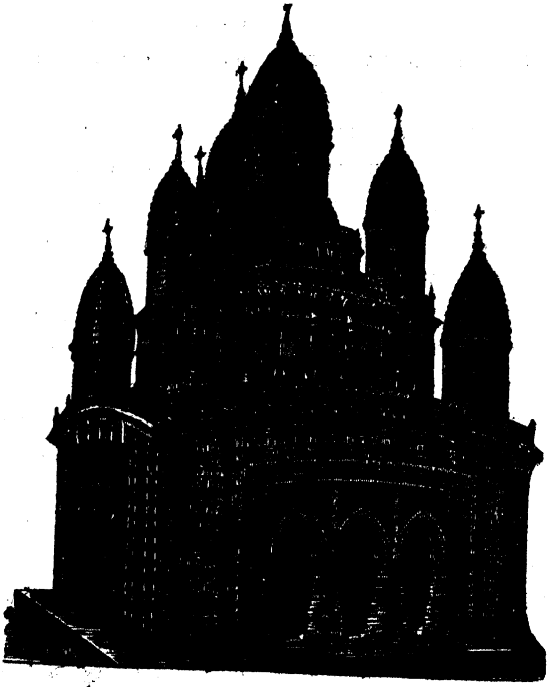
কান্তনগর, বাঙ্গালাপ্রদেশের দিনাজপুর জেলায় অন্তর্গত বীরগঞ্জ থানার অধীন একটি গণ্ডগ্রাম, দিনাজপুর সহর হইতে ৬ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

কান্তনগর এখন যেমন একটি সামান্ত পল্লী, পূর্ব্বে এমন ছিল না, এখানকার দুর্গাদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টে সহজেই বোধ হয়, একসময়ে এই স্থান বিশেষ সমৃদ্ধিশালী এবং এখানে বহুলোকের বাস ছিল। এখন যে স্তূপাকার দুর্গাদির ধ্বংসাবশেষ নয়নগোচর হয়, অনেকের বিশ্বাস এই দুর্গ এক সময়ে বিরাটরাজার ছিল, তিনি ঐ দুর্গ মধ্যে বাস করিতেন, পাণ্ডবেরা অজ্ঞাতবাসকালে এখানে আগমন করিয়াছিলেন।

কান্তনগরের চারিদিকে যে বিস্তীর্ণ ভূভাগ পড়িয়া আছে, তাহার নাম উত্তর-গো-গৃহ। প্রবাদ এইরূপ, এখানকার ধাপা নদীর পূর্ব্বতীরে এবং কচাই নদীর উভয়তীরে বিরাটরাজের গোধন চরিত। এই গোচারণমাঠে এক সময়ে অত্যুচ্চ প্রাকার পরিবেষ্টিত ছিল। এক্ষণে বৃক্ষলতাদিতে এই সকল স্থান জঙ্গলাবৃত হওয়ায় সেই প্রাচীন প্রাকারের চিহ্ন পর্য্যন্ত বাহির করিবার উপায় নাই*।

* এখানকার অধিবাসীর মধ্যে কিংবদন্তি আছে, দিনাজপুরের অধিকাংশ স্থানই প্রাচীন মৎস্যদেশ। কিন্তু মহাভারতাদি পাঠ করিলে কোনক্রমে এ অঞ্চলে মৎস্যদেশের অবস্থান নির্ণীত হইতে পারে না। মৎস্যদেশ বা বিরাটরাজ্য উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে। [আর্য্যাবর্ত্তের মানচিত্র এবং বিরাট ও মৎস্য শব্দ দেখ।]

কান্তনগরের কান্তমন্দির অতি প্রসিদ্ধ, এমন সুন্দর ও বিচিত্র মন্দির বঙ্গদেশে আর নাই। রাজা প্রাণনাথ দিল্লী হইতে কান্তনামে বিষ্ণুবিগ্রহ আনয়ন করেন। এই কান্তবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত সুপ্রসিদ্ধ কান্ত-মন্দির নির্ম্মিত হয়। ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে এই মন্দিরের নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ এবং অনুমান ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে এই মহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। রাজা প্রাণনাথ এই মন্দির নির্ম্মাণার্থ লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন। এই মন্দির অধম বাঙ্গালা দেশের স্থপতি ও শিল্পীগণের গৌরবপ্রকাশক, ইংরাজাগমনের পূর্ব্ব হইতে বঙ্গদেশের দীন শিল্পীগণ স্থাপত্য ও শিল্পবিদ্যায় কতদূর উন্নতিলাভ করিয়াছিল, তাহা এই কান্তনগরের পবিত্র দেবমন্দির দেখিলেই জানা যায়। এটি



কান্তমন্দির।

নবরত্ন মন্দির। মন্দিরের চূড়ায় বিষ্ণুচক্র হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত সুগঠিত, সুচিত্রিত ও কারুকার্য্য-সুশোভিত। এই মন্দিরে আদৌ পাথরের সম্পর্ক নাই, ভিত্তি হইতে চূড়া পর্য্যন্ত সমস্তই ইষ্টকনির্ম্মিত, মন্দিরগাত্রে ইষ্টক খোদিয়া বহু সংখ্যক দেবদেবীমূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে। দেবদেবীর-মূর্ত্তি ব্যতীত; প্রায় দুইশত বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে রীতি-পদ্ধতি ও পরিধেয় বস্ত্রাদি কিরূপ প্রচলিত ছিল, তাহাও মূর্ত্তি দর্শন করিলে জানিতে পারা যায়। বলিতে কি, এমন ইষ্টকনির্ম্মিত এবং ইষ্টকখোদিত নিখুঁত কারুকার্য্যবিশিষ্ট মন্দির আর কোথাও নাই।

কান্তনগরের কিছুদূরে দমদমা নামক স্থান, প্রবাদ আছে, বিখ্যাত বণিক চাঁদ সওদাগর এখানে একটি মাটির দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

কান্তপক্ষী [ন্] (পুং) কান্তস্য কার্ত্তিকেয়স্য পক্ষী, ৬তৎ। যদ্বা কান্তঃ মনোহরঃ পক্ষো হস্যাস্তি, কান্ত-পক্ষ-ইনি। ময়ূর।

কান্তপুষ্প (পুং) কান্তানি মনোরমাণি পুষ্পাণ্যস্য, বহুব্রী। রক্তকাঞ্চন গাছ।

কান্তলক (পুং) কান্তং লক্যতে আস্বাদ্যতে, কান্ত-লক-ঘঞর্থে কঃ। নন্দীবৃক্ষ, তুঁদগাছ।

কান্তলোহ (ক্লী) কান্তং লোহশ্রেষ্ঠত্বাৎ কমনীয়ং লোহম্। ১ অয়স্কান্ত। ২ লোহবিশেষ; যে লোহপাত্রে জল রাখিয়া, তাহাতে তৈলবিন্দু নিঃক্ষেপ করিলে তৈল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত

না হয়, যাহার স্পর্শে হিঙ্গু স্বীয় গন্ধ পরিত্যাগ করে, নিম্বের কাথও মধুর আস্বাদ হয়, যাহাকে দুগ্ধ পাক করিলে দুগ্ধ বালুরাশির ন্যায় জমিয়া যায় এবং যে লৌহপাত্রে ছোলা ভিজাইয়া রাখিলে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়, তাহাকেই কান্তলৌহ কহে। এই লৌহদ্বারা বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত অনেক ঔষধ প্রস্তুত হয়। ঔষধে প্রয়োগ করিবার জন্য ইহার জারণ মারণ প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্যের আবশ্যক। [তাহার উপদেশ 'লৌহ' শব্দে দেখ।]

ইহার নিরুত্থীকরণসম্বন্ধে রসেন্দ্রসারসংগ্রহে এইরূপ উপদেশ লিখিত আছে। যথা—"শুদ্ধ পারদ ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, এই উভয়ের সমপরিমাণ লৌহচূর্ণ, একত্র ঘৃতকুমারীর রসের সহিত ২ প্রহরকাল মর্দ্দন করিয়া, তাম্রার পাত্রে এক একটি গোলক করিয়া দিতে হইবে। তৎপরে ঐ গোলকগুলি এরণ্ডপত্র দ্বারা দুই প্রহর কাল আচ্ছাদিত করিয়া রাখিলে, উষ্ণ হইয়া উঠিবে, তখন সেইগুলি ধান্য রাশির মধ্যে তিনদিন পর্য্যন্ত রাখিয়া চতুর্থদিনে চূর্ণ করিতে হইবে। এই চূর্ণ কাপড় দ্বারা ছাঁকিয়া, জলে নিঃক্ষেপ করিলে ভাসিয়া উঠিবে।"

কান্তলৌহ (ক্লী) কান্তম্ মনোরমং লৌহম্, কর্ম্মধা। কান্তলোহ।

কান্তবাবু, কাসিমবাজার রাজপরিবারের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার প্রকৃত নাম কৃষ্ণকান্ত নন্দী। জাতিতে তিলি। প্রথমে তিনি সামান্য মুদীর ব্যবসায় করিতেন, এজন্য অনেকে তাঁহাকে "কান্তমুদী" নামে অভিহিত করেন। যখন ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ কাসিমবাজারে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানির অধীনে কর্ম্ম করিতেন, সেই সময়ে সিরাজউদ্দৌলা সেখানকার ইংরাজদিগকে ধরিয়া বধ করিবার আদেশ দেন। সেই ঘোর সঙ্কটকালে কান্তবাবু ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে আপন দোকান মধ্যে নিরাপদস্থানে গোপন করিয়া তাঁহার জীবনরক্ষা করেন। হেষ্টিংশ গবর্ণর জেনারেল হইয়া আসিলে কান্তবাবুর মহা উপকার বিস্মৃত হন নাই; তিনি প্রথমতঃ কান্তবাবুকে আপনার দেওয়ানপদে নিযুক্ত করিলেন। কিছুদিন পরে হেষ্টিংশের অনুগ্রহে কৃষ্ণকান্ত কোম্পানি বাহাদুরের নিকট গাজিপুর ও আজিমগড় জেলার অন্তর্গত "তুহাবেহার" পরগণা জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহার পুত্র লোকনাথ রাজাবাহাদুর উপাধি লাভ করিলেন। সন ১১৯৫ সালে পৌষমাসে কান্তবাবুর মৃত্যু হয়। কান্তবাবু হেষ্টিংসের ডান হাত ছিলেন, যত কিছু কুকর্ম্ম হেষ্টিংস্ করিতেন, তাহা এই কান্তবাবু দ্বারাই সম্পন্ন হইত। হেষ্টিংসের টাকার প্রয়োজন হইলেও, কান্ত ধার করিয়া আনিয়া দিতেন। যেখানে হেষ্টিংস যাইতেন, সঙ্গে সঙ্গে কান্ত বাবু থাকিতেন; এক সময়ে হেষ্টিংস্ কান্তবাবুর জন্য কাশীর রাজমাতাকেও শাসাইয়া ছিলেন।

কান্তবাবু কমালদ্দিনের বেনামীদার। তিনি আপন পুত্রের নামে লবণ ব্যবসায় চালাইতেন। (কান্তবাবুর চরিত্র সম্বন্ধে Beveridge's The Trial of Nanda Kumar, p. 234-45, 367-401 দেখ।)

ইনিই বর্ত্তমান কাসিমবাজারের মহারাণী স্বর্ণময়ীর স্বামী রাজা কৃষ্ণনাথের পিতামহ।

কান্তা (স্ত্রী) কাম্যতে অসৌ, কম-ণিচ্-ক্ত-টাপ্। ১ পত্নী। ২ সুন্দরী স্ত্রী। ৩ প্রিয়ঙ্গু। ৪ বড় এলাইচ। ৫ রেণুকা। ৬ নাগরমুথা। ৭ গঙ্গা।

("কুটস্থা করুণা কান্তা কূর্ম্মযানা কলাবতী।" কাশীখণ্ড ২৯।৪৩।)

কান্তাই, বাঙ্গালা প্রদেশের মুজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। মুজঃফরপুর সহর হইতে ৪ ক্রোশ। এখানে নীলের ব্যবসা যথেষ্ট। অক্ষা° ২৬°১৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৫° ২০´৩০´´ পূঃ।

কান্তাঙ্ঘ্রিদোহদ (পুং) কান্তায়া অঙ্ঘ্রিণা চরণস্পর্শেন দোহদঃ পুষ্পোদ্গমো যস্য, বহুব্রী। অশোকগাছ।

[অশোক দেখ।]

কান্তাচরণদোহদ (পুং) কান্তাচরণেন স্ত্রীচরণস্পর্শেন দোহদঃ পুষ্পোদ্গমো যস্য, বহুব্রী। অশোক।

কান্তায়স (ক্লী) অয় এব, আয়সম্ স্বার্থে অণ্; কান্তং আয়সম্, কর্ম্মধা। ১ অয়স্কান্ত, চুম্বকলৌহ। ২ কান্তলৌহ।

কান্তার (ক্লী) কস্য সুখস্য অন্তং ঋচ্ছতি গচ্ছতি, কান্তং মনোজ্ঞং ঋচ্ছতি বা। কান্ত-ঋ-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১।) ১ কানন, বন। ২ পদ্মবিশেষ। (পুং) ৩ কাজ্‌লি আক্। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—গুরু, সারক, শরীরের স্থূলতা, শুক্র ও শ্লেষ্ম বৃদ্ধিকারক। ৪ কোবিদার বৃক্ষ। ৫ বাঁশ। (পুং ক্লী) ৬ মহাবন। ৭ দুর্গম পথ। ৮ গর্ত্ত। ৯ ছিদ্র। ১০ দুর্ভিক্ষ।

কান্তারক (পুং) কান্তার-স্বার্থে কন্। ইক্ষুবিশেষ, কাজ্‌লি আক্।

কান্তারগ (ত্রি) কান্তারং গচ্ছতি, কান্তার-গম-ড। যে বনে গমন করে।

কান্তারপথ (পুং) কান্তারাবৃতঃ পন্থা, মধ্যলো°। বনমধ্যবর্ত্তী পথ।

কান্তারপথিক (ত্রি) কান্তারপথেন আহৃতম্, কান্তারপথ-ঠঞ্। (আহৃতপ্রকরণে বারি-জঙ্গল-স্থল-কান্তার-পূর্ব্বপদাদুপসংখ্যানম্। পা ৫।১।৭৭। বার্ত্তিক ১।) ১ বনপথ দ্বারা আহৃত। ২ বনপথে গমনকারী।

কান্তারবাসিনী (স্ত্রী) কান্তারে বাসো যস্যাস্তাঃ, কান্তার-বাস-ইনি-ঙীষ্। ১ দুর্গা। ২ বনবাসিনী।

কান্তারী (স্ত্রী) কান্তার-ঙীষ্ (ষিদ্ গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪। ১। ৪১।) ইক্ষুবিশেষ, কাজ্‌লি আক্।

কান্তি (স্ত্রী) কম্ কন্-ভাবে ক্তিন্। ১ দীপ্তি। ২ শোভা। কান্তির সংস্কৃত পর্য্যায়—শোভা, দ্যুতি, দীপ্তি, ছবি, শুভা, ভাসা, ভাঃ ও অভিখ্যা। ৩ স্ত্রীশোভা।

"রূপযৌবন লালিত্যং ভোগাদ্যৈরঙ্গভূষণম্।

শোভা প্রোক্তা সৈব কান্তি র্মন্মথাপ্যায়িতা দ্যুতিঃ॥"

সাহিত্যদর্পণ ৩।

রূপ ও যৌবনের লালিত্য এবং অলঙ্কারাদি দ্বারা যে সৌন্দর্য্য হয়, তাহার নাম শোভা। এই শোভাই কামচেষ্টা-বিশিষ্ট হইলে তাহাকে কান্তি কহে।

৪ ইচ্ছা। ৫ কামশক্তিবিশেষ। ৬ দুর্গা। ৭ গঙ্গা। ৮ চন্দ্রের কলাবিশেষ। ৯ চন্দ্রের স্ত্রীবিশেষ। ১০ কান্তিকড়া।

কান্তিক (ক্লী) কান্ত্যা, কান্তি আখ্যয়া কায়তি আহ্বয়তে, কান্তি-কৈ-ক। কান্তি বা কান্তলোহ।

কান্তিকর (ত্রি) কান্তিং করোতি, কান্তি-কৃ-ঋ। কান্তি-বর্দ্ধক দ্রব্যাদি।

কান্তিদ (ক্লী) কান্তিং দ্যতি নাশয়তি, কান্তি-দো-ক। ১ পিত্ত। [পিত্তদেখ।] ২ (ত্রি) কান্তিং দদাতি, কান্তি-দা ক। কান্তিদায়ক, শোভাবর্দ্ধক। ৩ ঘৃত।

কান্তিদা (স্ত্রী) কান্তিদ-টাপ্। সোমরাজী।

কান্তিদায়ক (ক্লী) কান্তিং দদাতি, কান্তি-দা-ণ্বুল্। ১ কালিয়ক নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ২ (ত্রি) শোভাদায়ক।

কান্তিনগরী (স্ত্রী) কাঞ্চীনগরী।

কান্তিপুর (ক্লী) ১ নেপালের অন্তর্গত নগরবিশেষ। এখন নেপালের রাজধানীর নাম কাটমাণ্ডু, পূর্ব্বে এই নগরকে কান্তিপুর বলিত। নেপালীরাজবংশাবলীপাঠে জানা যায় যে, রাজা লক্ষ্মীনরসিংহ মল্ল ৭১৫ নেপালীসম্বতে (১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে) গোরক্ষনাথের পূজার্থ একটি বৃহৎ কাষ্ঠমণ্ডপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, তদনন্তর কান্তিপুর স্থানে কাটমাণ্ডু নাম হইল। স্কন্দপুরাণের কুমারিকাখণ্ডে লিখিত আছে—

"নবৈকলক্ষা গ্রামাণাং কান্তিপুরে প্রকীর্ত্তিতাঃ।" ৩৭ অঃ।

কান্তিপুরে নবলক্ষ গ্রাম আছে। ইহাতে বোধ হইতেছে, কুমারিকাখণ্ডোক্ত কান্তিপুর নেপালরাজ্যের একটি প্রাচীন নাম অথবা কুমারিকাখণ্ডের অত্যুক্তি বলিয়া বোধ হয়। ২ গোয়ালিয়াররাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর। ইহার বর্ত্তমান নাম কাট্‌বার, অশ্বিনন্দীর তীরে অবস্থিত। প্রভাসখণ্ড মতে এখানে জনপ্রিয় নামক দেবতা বিরাজ করেন।

কান্তিভৃৎ (ত্রি) কান্তিং বিভর্ত্তি, কান্তি-ভৃ-কিপ্। ১ কান্তি-বিশিষ্ট। ২ (পুং) চন্দ্র।

কান্তিমতী, কাঞ্চীপুরাধিপ চোলরাজ সোমেশ্বরের কন্যা ও পাণ্ড্যরাজ উগ্রপাণ্ড্যের পট্টমহিষী।

কান্তিমান্ [ৎ] (পুং) কান্তিঃ প্রাশস্ত্যেন অস্ত্যস্য, কান্তি-মতুপ্। ১ চন্দ্র। ২ কামদেব। ৩ (ত্রি) কান্তিযুক্ত।

কান্তিমত্তা (স্ত্রী) কান্তি মতো ভাবঃ, কান্তিমৎ-তল্ টাপ্। কান্তিবিশিষ্টতা।

কান্তিহর (ত্রি) কান্তিং হরতি নাশয়তি, কান্তি-হৃ-ঋ। কান্তিনাশক।

কান্থক (ত্রি) বর্ণুনদ সমীপস্থ কন্থাৎ জাতঃ, কন্থা-বুক্ (বর্ণৌবুক্। পা ৪। ২। ১০৩।) বর্ণুনদের সমীপস্থ কন্থাজাত।

কান্থক্য (পুং) কন্থকস্য ঋষেঃ গোত্রাপত্যম্, কন্থক-যঞ্ (গর্গাদিভ্যো যঞ্। পা ৪। ১। ১০৫।) কন্থক ঋষিবংশীয়।

কান্থক্যায়ন (পুং) কন্থকস্য ঋষেঃ গোত্রাপত্যম্, কন্থক-যঞ্-ফক্। কন্থক ঋষিবংশীয়।

কান্থিক (ত্রি) কন্থায়াং জাতঃ, কন্থা-ঠক্ (কন্থায়াষ্ঠক্। পা ৪। ২। ১০২।) কন্থাজাত।

কান্দ (ত্রি) কন্দস্য ইদম্, কন্দ-অণ্। ১ কন্দসম্বন্ধীয়। ২ কন্দজাত।

কান্দন (দেশজ) ক্রন্দন, রোদন।

কান্দনী (দেশজ) যে বালিকা বা যে স্ত্রী অধিক রোদন করে।

কান্দর্প (পুং) কন্দর্পস্য অপত্যং পুমান্, কন্দর্প-অঞ্। ১ কন্দর্পের পুত্র, অনিরুদ্ধ। ২ (ত্রি) কন্দর্পসম্বন্ধীয়।

কান্দর্পিক (ক্লী) কন্দর্পায় কন্দর্পবৃদ্ধয়ে প্রয়োজনমস্য, কন্দর্প-ঠক্। কাম বৃদ্ধিকারক দ্রব্য ও নিয়মাদি।

[বাজীকরণ দেখ।]

কান্দব (ক্লী) কন্দৌ সংস্কৃতং ভক্ষ্যম্, কন্দু-অণ্। পিষ্টকাদি ভোজ্যবস্তু।

কান্দবিক (ত্রি) কান্দবং পণ্যং অস্য, কান্দব-ঠক্ (তদস্য পণ্যম্। পা ৪। ৪। ৫১।) পিষ্টকবিক্রেতা, মিঠাইওয়ালা।

কান্দা (দেশজ) রোদন করা।

কান্দাবিষ (ক্লী) কান্দবিষ, ছান্দসত্বাৎ দীর্ঘঃ। মূলবিষ, কন্দবিষ।

কান্দাহার, আফগানস্থানের একটি প্রদেশ। হণ্টর প্রভৃতি কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে, কান্দাহার আলেক-সান্দার বা সিকন্দর শব্দের অপভ্রংশ। প্রসিদ্ধ মাকিদনবীর আলেকসান্দার নিজনামে এখানে একটি নগর পত্তন করেন, তাহার নামানুসারেই এই নগরের নামকরণ হয়। কিন্তু

ইহা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। ঋগ্বেদে (১।১২৬।৭) ও অথর্ব্ববেদে (৫।২২।১৪) গন্ধারি নামক জনপদ এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৭।৩৪), শতপথব্রাহ্মণ (৮।১।৪।১০), ছান্দোগ্যোপনিষৎ (৬।১৪।১), অথর্ব্বপরিশিষ্ট (৫৬) রামায়ণ (৪।৪৩।২৪), মহাভারত, হরিবংশ ও পাণিনি সূত্রে গন্ধার বা গান্ধার জনপদের উল্লেখ আছে। মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ও বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা অনুসারে এই জনপদ সিন্ধুনদের পশ্চিমে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়।

ঋক্‌সংহিতায় লিখিত আছে—

"সর্ব্বাহমস্মি রোমশা গন্ধারীণামিবাবিকা।" ১।১২৬।৭।

আমি গান্ধারদেশীয় মেষীর ন্যায় লোমপূর্ণা ও পূর্ণাবয়বা। এখনও আফগানস্থানে লোমশ-মেষ দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত ঋক্‌সংহিতায় গান্ধারদেশীয় কুভানদীর উল্লেখ আছে, আলেক্‌সান্দার যে সময়ে এ অঞ্চলে আগমন করেন, তৎকালীন গ্রীকগণ ঐ নদীকে 'কোফেন' ও 'কোফেস্' নামে উল্লেখ করিয়াছিলেন, এই নদীর বর্ত্তমান নাম কাবুল।

উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা জানা যাইতেছে, আলেক্‌সান্দারের আসিবার বহু পূর্ব্বে সংস্কৃত শাস্ত্রে যাহা গান্ধাররাজ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহারই অপভ্রংশ বর্ত্তমান কান্দাহার। কান্দাহার প্রদেশ এখন আর পূর্ব্বকালের ন্যায় বিস্তীর্ণ না হইলেও চীনপরিব্রাজক ফাহিয়ান্, সুংযুন্ ও হিউএন্-সিয়াং প্রভৃতির সময়ে এই জনপদ বর্ত্তমান পেশোবার ও কাবুল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। [গান্ধার দেখ।]

বর্ত্তমান কান্দাহার প্রদেশ খিলাত-ই-খিলজাইর ৫ ক্রোশ দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরে হাজারা প্রদেশ, দক্ষিণে বলুচিস্থানের সীমান্ত এবং পশ্চিমে হেলমন্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

এই প্রদেশে শাহমক্‌সুদ্, গুলকো, খক্রেজ এবং গান্তে নামক কএকটি গিরিমালা আছে এবং হেলমন্দ, তর্ণক, অরগন্দাব, দোরী, অর্ঘন্তান ও কদনাই নামে কএকটী নদী প্রবাহিত হইতেছে।

প্রধান নগর—কান্দাহার, ফরা, খেলাত-ই-খিলজাই ও মারুফ। এখানে প্রায় চারিলক্ষ লোকের বাস, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ দুরাণীজাতি, পারসী ও খিলজাই জাতিও বিস্তর আছে। আয় প্রায় ৩৭ লক্ষ টাকা।

কান্দাহার, আফগানস্থানের অন্তর্গত কান্দাহার প্রদেশের প্রধাননগর। এই নগর ৩১°৩৭´ উত্তর অক্ষাংশে ও ৬৫°৩০´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায়, অরগন্দাব ও তর্ণকনদীর মধ্যে এবং কাবুলের ৩৮০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত।

বর্ত্তমান কান্দাহার নগর বড় বেশীদিনের নির্ম্মিত নহে। আধুনিক নগর অরগন্দাব নদীর বামদিকে অবস্থিত; কিন্তু একবারে তীরবর্ত্তী নহে; নদী ও নগরের মধ্যে একটি পর্ব্বতশ্রেণী আছে। এই পর্ব্বতমালার মধ্যে একস্থানে একটি বিচ্ছেদ থাকায় নদীতীরের সহিত নগরের সংযোগ আছে। প্রাচীন কান্দাহার নগর বর্ত্তমান নগরের ৪ মাইল পশ্চিমে চেলজিনাক পর্ব্বতের মূলে অবস্থিত ছিল; ইহার তিনদিকে বিস্তীর্ণ সমতলক্ষেত্র ও অপরদিকে উচ্চ দুরারোহ পর্ব্বত থাকায় লোকে বিশ্বাস করিত যে নগর অজেয়; কিন্তু নাদির শাহ বহুদিন অবরোধের পর নগর অধিকার করিয়া সে বিশ্বাস দূর করেন। ইহার পর প্রাচীন নগরের দক্ষিণপূর্ব্বে দুই মাইল দূরে চতুর্দ্দিকে পর্ব্বতবনাদিশূন্য পরিষ্কৃত সমতল ভূমির উপর আর একটি নগর নির্ম্মিত হয় ও তাহার নাম নাদিরাবাদ রাখা হয়; কিন্তু আহ্মদসাহ আবদালী এই নগরটিও ধ্বংস করিয়া, ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে বর্ত্তমান কান্দাহার নগর স্থাপন করেন। প্রাচীন কান্দাহারের বহু বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। এখনও এই ধ্বংসাবশেষ দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

প্রাচীনকালাবধি কান্দাহার নগর একটি বিখ্যাত বাণিজ্যকেন্দ্র বলিয়া গণ্য। এই নগরে হিরাট, ঘোর, সিস্তান (পারস্য), কাবুল ও ভারতবর্ষ হইতে পাঁচটি বড় বড় রাস্তা আসিয়াছে। আর এই সকল স্থানের পণ্য এখানকার বাজারে আনীত ও বিক্রীত হয়। প্রথমে আলেকসান্দার, তৎপরে ইহা তাঁহার সেনাপতি সিলিউকসের অধীন হয়। তৎকালীন ইতিহাস বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। তৎপরে পারদ ও সাসান বংশীয়েরা অধিকার করেন, কিন্তু তাঁহাদের সময়েরও বিবরণ পাওয়া যায় না। তৎপরে হিজিরাসনের প্রথমাবস্থায় মুসলমান-ধর্ম্মপ্রচারক মুহম্মদের বংশধরেরা এদেশে প্রবেশ করেন। ৮৬৫ খৃঃ, য়াকুব-বেন-লিস্ নামক এক ব্যক্তি "সাফোরি" রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হইয়া কান্দাহার অধিকার করেন। সাসান-বংশীয়েরা পুনরায় ইহাদিগের হস্ত হইতে কান্দাহার উদ্ধার করে, পরে গজনবী বংশীয়েরা তাহাদিগকে দূরীভূত করেন। তৎপরে ঘোরীবংশীয়েরা গজনবীদিগকে তাড়াইয়া আপনাদিগের অধিকারভুক্ত করিলেন। তাঁহাদিগের পর কান্দাহার সেলজুকীদিগের হস্তগত হয়। অবশেষে ১১৫৩ খৃষ্টাব্দে তুর্কীরা কান্দাহারে প্রবেশ করিয়া নগর অধিকার করে। তৎপরে আবার কয়েক বৎসর পরে গিয়াস্-উদ্দীন মুহম্মদ ঘোরীর হস্তগত হয়। ১২১০ খৃষ্টাব্দে খৌরিজমের সুলতান আলাউদ্দীন্ মুহম্মদ এই স্থান অধিকার করেন। ১২২২ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পুত্র জাঁহাগীর

খাঁ কর্ত্তৃক দূরীভূত হন, আবার মালেক কুর্ত্তবংশীয়গণ আসিয়া জাঁহাগীর খাঁর উত্তরাধিকারীদিগকে তাড়াইয়া দেন। কিছু দিন পরে মালেক-কুর্ত্তীয়রা স্থানীয় সর্দ্দারগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া নগর ছাড়িয়া প্রস্থান করিলেন। অবশেষে ১৩৮৯ খৃষ্টাব্দে তৈমুর-জঙ্গ সর্দ্দারগণের হস্ত হইতে ইহা অধিকার করেন। তৈমুরবংশীয়গণ ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত আপনাদিগের অধিকারে রাখিতে পারিয়াছিলেন। অবশেষে আবু সৈয়দের মৃত্যু হইলে কান্দাহার ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী কতিপয় স্থান স্বাধীন হইয়া উঠে। ১৫১২ খৃষ্টাব্দে ভারতের মোগলরাজ্যস্থাপয়িতা বাবর শাহবেগ নামক স্বাধীন রাজাকে পরাস্ত করিয়া কান্দাহার ভারতরাজ্যভুক্ত করেন। কিছুপরে পারসিকেরা এই স্থান অধিকার করে। এইরূপ একবার পারস্য ও অপর-বার ভারতের অধীনত্ব স্বীকার করিতে করিতে কান্দাহারের রাজলক্ষ্মী কিছুদিন অস্থিরা থাকিয়া অবশেষে ১৬২০ খৃষ্টাব্দে পারসিকেরা অধিকার করে। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে নাদির শাহ ১০০০০০ সৈন্য লইয়া ১৮ মাসকাল অবরোধের পর কান্দাহার অধিকার করেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে শাহসুজা কান্দাহারের বিরুদ্ধে গমন করেন, কিন্তু পরাস্ত হইয়া প্রত্যাগত হন। তৎপরে সাদোজাইগণ কান্দাহার অধিকার করিতে চেষ্টা পায়। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে শাহসুজা আর একবার ইংরাজের সাহায্য লইয়া কান্দাহারে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তিনি সিন্ধুনদীর তীরবর্ত্তী সৈন্যসাহায্যে ২০ এপ্রেল কান্দাহার অধিকার করেন এবং নগরমধ্যস্থ আহ্মদ শাহের সমাধিমন্দিরে ৮ই মে তারিখে রাজপদে অভিষিক্ত হন। তৎপরে তাঁহার সৈন্যদল সমুদয় আফগানস্থান অধিকার করিবার নিমিত্ত কাবুল ও গজনীর দিকে অগ্রসর হইল। সৈন্যের কতকাংশ কান্দাহারে সুজার নিকট রহিল। এই সময়ে দুরাণীর বিদ্রোহী হইয়া সাদোজাই জাতীয় অকবর খাঁ ও সফদর-জঙ্গের অধীনে কান্দাহার আক্রমণ করে। অবশেষে ১৮৪৩ সালে নানাযুদ্ধ-বিগ্রহাদির পর সফদর-জঙ্গ নগর অধিকার করিলেন, কিন্তু অতি অল্পদিনের পর কোহন-দিল খাঁ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হন। কোহনদিল অতি অত্যাচারী ছিলেন। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে কোহন-দিল খাঁর মৃত্যু হইলে, তাহার পুত্র মুহম্মদ-সাদিক আসিয়া পিতৃত্যক্ত সম্পত্তি লুণ্ঠন ও পিতৃব্য রহিমদিল খাঁর উপর অত্যাচার করায় রহিমদিল খাঁ আফগানরাজ দোস্তমুহম্মদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। দোস্তমুহম্মদ আসিয়া নগর অধিকার করেন ও নিজ পুত্র গোলাম হায়দরকে শাসনকর্ত্তাপদে নিযুক্ত করিয়া যান। গোলাম হায়দরের পর শের আলী খাঁ প্রথমে কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা শেষে আমীর হইয়া কাবুলে ফিরিয়া গেলেন ও নিজ ভ্রাতা আমীন খাঁকে শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। আমীন খাঁ শের আলীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন এবং ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে কাজবাজের যুদ্ধে নিহত হন। আমীনের কনিষ্ঠ মুহম্মদ সরিফ একবার বৃথা চেষ্টা করিয়া শেষে জ্যেষ্ঠের অধীনতা স্বীকার করেন। আজিম খাঁ নামক শেরআলীর বৈপিত্রেয় ভ্রাতা বিদ্রোহী হইয়া ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে খিলাতি-ই-ঘিলজাই নামক স্থানে শেরআলীকে পরাস্ত করেন। পর বৎসর শেরআলীর পুত্র য়াকুব খাঁ পিতৃরাজ্য-উদ্ধার করেন।

এই সময়ে আফগানস্থানের সহিত ইংলণ্ডের মনোমালিন্য ঘটায় ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে কোয়েটা হইতে সার ডোনাল্ড ষ্টুয়ার্ট একদল সৈন্য লইয়া আফগানরাজ্যে প্রবেশ করেন। সৈফ-উদ্দীন্ নামক সেনাপতি তক্তিকুল নামক স্থানে তাঁহাকে বাধা দেন, কিন্তু পরাস্ত হন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে কান্দাহার ইংরাজের অধীন হয়।

শের আলীর মৃত্যুর পর য়াকুব খাঁ গণ্ডমক নামক স্থানে ইংরাজের সহিত সন্ধি করেন। যুদ্ধাদি মিটিয়া যায়। সন্ধি অনুসারে ইংরাজদিগকে কান্দাহার ছাড়িয়া পিশিনে ফিরিয়া আসিবার আদেশ হইল, ইতিমধ্যে সার লুই ক্যাভ্যাগনারি কাবুলের দরবারে স্বদলে নিহত হন; সুতরাং কান্দাহার পুনরায় ইংরাজ-কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল এবং কান্দাহারের রক্ষণার্থ খিলাত-ই-ঘিলজাই নামক স্থান অধিকার করা হইল। ১৮৮০ সালে বোম্বাই হইতে মেজর জেনরল প্রিমরোজ উপস্থিত হইলে পর সার ষ্টুয়ার্ট সসৈন্যে ফিরিয়া আসিলেন। সর্দ্দার শের আলী খাঁ ইংরাজের অধীনে কান্দাহারের ওয়ালী নিযুক্ত হন। সর্দ্দার মুহম্মদ আয়ুব খাঁ ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বিপক্ষে যুদ্ধঘোষণা করিলেন। ইংরাজসেনানী বারো পথিমধ্যে বাধা দেন, কিন্তু স্বদলে একেবারে বিনষ্ট হওয়ায়, আয়ুব খাঁ কান্দাহারের পথ মুক্ত পাইয়া অগ্রসর হন। ইতিমধ্যে আবদর-রহমন খাঁ ইংরাজ-গবর্ণমেণ্টের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া নিজে আমীর বলিয়া পরিচিত হন। ইতিপূর্ব্বে সার রবার্টস্ কান্দাহারের উদ্ধারার্থ নূতন সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন।

সার রবার্ট পঁহুছিলে বাবা-ওয়ালি কাটাল ও গণ্ডিমূলা-সাহিবদাদ নামক স্থানে আয়ুবের সহিত ভীষণ যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে আয়ুব সমস্ত হারাইলেন। তাঁহার সৈন্য, শিবির অস্ত্র শস্ত্রাদি, কামান গোলাগুলি বারুদ সবই বিপক্ষের হস্তগত হইল। অবশেষে ১৮৮১ সালের এপ্রেল মাসে কান্দাহার-প্রদেশে শান্তিস্থাপন করিয়া সার রবার্ট কোয়েটায় ফিরিয়া

আসিলেন। তৎপরে আমীর আবদর-রহমন মুহম্মদ হাশম খাঁ নামক একজন ষোড়শবর্ষীয় বালককে সর্দ্দার সমসুদ্দীন্ খাঁর অধীনে কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন।

আয়ুব খাঁ হিরাটে পলাইয়া রহিলেন। এখানে তিনি জমসিদি জাতির অধিপতি স্বীয় শ্বশুরকে বিনষ্ট করিয়া নিজে অধিনেতা হইয়া আমীরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং আডা কুরেজ নামক স্থানে আমীরের সৈন্তকে পরাস্ত করিয়া কান্দাহার দখল করেন। তৎপরে আমীর নিজে ধীরে ধীরে সৈন্ত লইয়া অগ্রসর হইয়া আয়ুবের রসদ ও কামান-গুলি অধিকার করিয়া ফেলিলেন। আয়ুব আবার হিরাটে পলাইলেন, কিন্তু সর্দ্দার আবদুল কুদ্দুস্ খাঁ হিরাট অধিকার করায় আয়ুব পারস্যরাজের শরণাগত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

তৎপরে আমীর গোলাম-হায়দর খাঁর অধীনে ৭০০০ শিক্ষিত সৈন্য দিয়া কান্দাহার রক্ষা করিলেন ও ১৮৮২ সালে সর্দ্দার নূর মুহম্মদ খাঁ শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

কান্দাহার নগর দেখিতে আয়তাকার, ৩॥ মাইল বিস্তৃত। চতুর্দ্দিকে গড়খাই, খাদ ২৪ ফুট গভীর। গড়-খাইরের পর রৌদ্রদগ্ধ মৃণ্ময়প্রাচীর। ইহাতে ইষ্টক বা প্রস্তর নাই। রৌদ্রে শুকাইয়া পাথরের ন্তায় জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে। পশ্চিমদিক্ ১৯৬৭ গজ, পূর্ব্বে ১৮১০ গজ, দক্ষিণে ১৩৪৫ গজ ও উত্তরে ১১৬৪ গজ। নগরের ৬টি ফটক। পূর্ব্বে বারদুবাণি ও কাবুলদ্বার, দক্ষিণে শীকারপুরদ্বার, পশ্চিমে হিরাট ও তোপখানাদ্বার, উত্তরে ইদ্‌গা-দ্বার। ৬টি দ্বার হইতে নগরের মধ্যে ৬টি বড় রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। মধ্যস্থলে শীকারপুরদ্বারের রাস্তা ও কাবুলদ্বারের রাস্তার মিলনস্থলে একটি মসজিদ্ ইহার নাম চার্সু। ইহার গুম্বজের ব্যাস ৫০ গজ। রাস্তাগুলি ৪০ গজ বিস্তৃত। সহরের উত্তরে কেল্লা, ইহার নিকট তোপখানার মাঠ। এই মাঠের পশ্চিমে আহ্মদ শাহ দুরাণীর কবর। ইহা অতি উচ্চ অট্টালিকা। নগরের প্রত্যেকদ্বার ও প্রত্যেক রাস্তা হইতে ইহার গুম্বজ দেখা যায়। ইহার চতুর্দ্দিকে আহ্মদশাহের বংশধরগণের আরও ক্ষুদ্র ১২টি কবর আছে।

কান্দাহারের বাণিজ্য একপ্রকারে পারস্যবাসীরই এক-চেটিয়া বলিতে হয়। কান্দাহারের প্রধান উৎপন্ন রেসমের বস্ত্রাদি ও লোমজ গাত্রাবরণাদি (কোট চোগা ইত্যাদি)। লাক্ষার চাষ বহু বিস্তৃত। মেওয়াফল প্রচুর। শুষ্কফল এখানকার প্রধান খাদ্য।

কান্দাহারী বেগম, বাদশাহ শাহজহানের প্রথমা মহিষী। ইনি পারস্যরাজ ইস্মাইল শাহের (১ম) বংশোদ্ভব সুল-তান হোসেন-মির্জ্জা-সফীর কন্যা। সম্রাট্ অকবর পারস্যরাজ শাহ অব্বাসকে কান্দাহারের শাসনভার প্রদান করিলে, পারস্যরাজ এই প্রদেশের শাসনভার সুলতান হোসেন মির্জ্জার হস্তে অর্পণ করেন। হোসেন মির্জ্জার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র মুজঃফর হোসেন কান্দাহারের শাসনভার পাইলেন। তিনি ১৫৯২ খৃষ্টাব্দে তিনজন ভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া অকবরের সভায় উপনীত হন। অকবর তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিয়া তাঁহাকে পঞ্চহাজারী পদ এবং শম্ভলনামক স্থান জায়গীর দিলেন। কান্দাহারী বেগম তাঁহার ভগিনী। ১৬১০ খৃষ্টাব্দে এই সুন্দরী রমণীর সহিত যুবরাজ খুরমের (পরে শাহজহানের) বিবাহ হয়। আগ্রার কান্দাহারী-বাঘ নামক উদ্যানে এই কান্দাহারী বেগমের সমাধি হয়। তাঁহার সমাধিমন্দিরটি অতি সুন্দর, এখন ভরতপুররাজের অধিকৃত।

কান্দি—মুরসিদাবাদ জেলার উপবিভাগ। ইহার পরিমাণ-ফল ৩৮৯ বর্গমাইল। ইহাতে কান্দি, ভরতপুর ও খড়্গাঁ নামে ৩টি থানা আছে। এই উপবিভাগের সদরথানা কান্দি, বীরভূম হইতে ময়ূরাক্ষিনদী যেখানে এই জেলায় প্রবেশ করিয়াছে, ঠিক সেইখানে ইহা অবস্থিত; এইখানে পাইক-পাড়ার রাজাদিগের আদিবাস। ঐ বংশের আদি-পুরুষ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এইখানে জন্মগ্রহণ করেন। গঙ্গা-গোবিন্দ ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া কান্দিতে মাতৃশ্রাদ্ধ করেন এবং অভ্যাগতগণকে ব্রাহ্মণবাহকের ডাক বসাইয়া হাতে হাতে জগন্নাথ হইতে টাট্‌কা প্রসাদ আনাইয়া খাওয়াইয়া ছিলেন।

কান্দিগভুত (ত্রি) কাং দিশম্ গচ্ছামি, ইত্যাকুলীভূতঃ; কান্দিশ্-ভূ-ক্ত। ১ পলায়িত। ২ ভীত।

("ন কথশ্চিৎ ভয়াত্তস্মাৎ বিমুক্তো ব্রাহ্মণস্তদা।
কান্দিগ্‌ভূতো জীবিতার্থী প্রদুদ্রাবোত্তরাং দিশম্।"
ভারত শান্তি ১৬৯ অঃ।)

কান্দিশীক (ত্রি) 'কাং দিশম্ যামি' ইত্যেবং বাদিনো অর্থে ঠক্ প্রত্যয়েন পৃষোদরাদিত্বাৎ সিদ্ধম্। যদ্বা কদি বৈক্লব্যে ভাবে ইন্, কন্দি বৈক্লব্যম্; শীক সেচনে-ভাবে ঘঞ্, শীকঃ অশ্রুপাতঃ; কন্দিশ্চ শীকশ্চ তৌ বিদ্যেতে অস্য, কন্দিশীক-অণ্। ভয় পাইয়া পলায়নকারী।

কান্দু (কাণ্ডু বা কাঁড়ু) বঙ্গ ও বেহারনিবাসী নীচ-জাতি-বিশেষ। স্থানবিশেষে এই জাতিকে কান্দু, ভরভুঞ্জা, ভুঞ্জা, ভুজারি ও ভুরজি বলে। শস্যভর্জ্জনই এই জাতির প্রধান উপজীবিকা ছিল।

কাণ্ডুজাতির মধ্যে কয়েকটী শ্রেণী আছে—

১ মধেসিয়া।	৬ কোরাঞ্চ্।
২ মগহিয়া।	৭ ধুরিয়া।
৩ বণ্টরিয়া বা ভরভুঞ্জা।	৮ রবানী। (রমনী-বেহারা)
৪ কনোজিয়া।	৯ বল্লমতিরিয়া।
৫ গোঁড়।	১০ ঠঠের বা ঠঠেরা।

উক্ত শ্রেণীমধ্যে মধেসিয়া ও বণ্টরিয়ারা পুরুষানুক্রমে শস্তকওন ও মিষ্টান্নবিক্রয় করিয়া আসিতেছে। কেবল মধেসিয়া গুরিয়ারা চাষবাস অথবা অপর কাহারও দাসত্ব করে। কনোজিয়ারা সোরা প্রস্তত করে, গোঁড়েরা পাথর ভাঙ্গে, কেহ কেহ জমীদারদিগের অনুচরের কার্য্য করে, কোরাঞ্চ বা কোঁরাঁচ শ্রেণী শস্তকওন, গৃহে মৃত্তিকা-লেপন, ইষ্টক প্রস্তত প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত থাকে। কেবল ধুরিয়া ও রবানীরা পাল্কীর বেহারার কার্য্য করে, এই শেষোক্ত দুই শ্রেণীর মধ্যে দুই একজন সামান্য মিষ্টান্ন বিক্রয় করিয়া বেড়ায়।

এই জাতির মধ্যে ধুরিয়া ও রবানীরাই পদমর্য্যাদায় সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন, এই দুই শ্রেণীর সহিত কাহারের সংস্রব আছে, এমন কি আদানপ্রদানও চলে; কিন্তু অপর শ্রেণীর কাণ্ডুরা কাহারের সহিত কোন সংস্রব রাখে না।

[কাহার দেখ।]

এই জাতিকে বাঙ্গালা দেশের স্থানবিশেষে 'পাঁচপীরীয়া কাঁড়ু' বলে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ পাঁচপীর ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত। ইহাদের উপাধি সাহু অর্থাৎ সাধু। ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন গোত্র আছে।

শ্রেণী	মূল বা গোত্র।			
মধেসিয়া শ্রেণী	বণিয়াপাথর	কোটা		
	বিজয়-বনারস	পচ্তর		
	ধানুটা	শ্রীবিতিয়া।		
	হাতসুথা			
মগহিয়া শ্রেণী	আকান	থাধনু	পিলিচ্	মেহৌস্
	আথগাঁও	গাগের	বর্হি	রাজগিরি
	আঙ্কুরি	গাঁরোল	বাঘাকোল	রৌণিয়া
	আরাপ	ছিৎনি	বিরেরি	সরাইহাট
	ইচ্বরিয়া	জিয়ারবার	বেরে	সিরা
	উত্তরদাহা	তিসোর	ভারত	সৌর্সম্বার
	কাতেথার	তোরিল	ভাতের	
	কানাপ	দতিয়ান্	মনের	
	কানেইল্	নেনিজোর	মহুলি	
	কারিয়ান্	নেপ্রা	মালধিয়া	
	কাসিয়ম্	পরসৌতিয়া	মাসৌর	
	কোক্রস্	পালি	মূর্ত্তি	
বণ্টারিয়া	চৌদিহা।	তিন্দিহা।		
কৌরাঁচ্	চাসি	কোরিয়ার		
	ডেহ্রি	মুথা		
	হাতিয়াকান্ধা			

ইহারা স্বগোত্রে বিবাহ করে না। কেহ কেহ পিতৃ ও মাতৃপর্য্যায়ে তিন পুরুষ, কেহ বা সাত পুরুষ বাদ দিয়া বিবাহ দেয়। ইহাদের মধ্যে কন্যার বালিকাবয়সে বিবাহ দেওয়া প্রশস্ত বলিয়া গণ্য, তবে বয়স্থার বিবাহের অভাব নাই। ইহাদের বিবাহের প্রধান অঙ্গ সিন্দূরদান। বিবাহ সময়ে কন্যাকর্ত্তা তিলক দেন এবং বরকর্ত্তাকে অলঙ্কারাদি যৌতুক দিতে হয়। কন্যাকর্ত্তা অতিশয় গরীব হইলে প্রায় বরকর্ত্তার গৃহেই বিবাহ হয়, এরূপ স্থলে কন্যাকর্ত্তা বর-কর্ত্তাকে যৎসামান্য (১০৲ টাকা) দিয়া সন্তুষ্ট করে।

গোঁড় শ্রেণীর মধ্যে একপ্রকার অপূর্ব্ব পদ্ধতি প্রচলিত আছে। যে অত্যন্ত দরিদ্র, যাহার কন্যার বিবাহ দিবার কোন উপায় নাই, সে মুক্ত তরবারীর সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দেয়। এরূপ স্থলে প্রথমতঃ আত্মীয় কুটুম্বেরা আসিয়া মিলিত হয়, তাহাদের সমক্ষে পুরোহিত অসির অগ্রভাগ দিয়া কন্যার সিঁতায় সিন্দূর পরাইয়া দেন। তৎপরে সকলে সেই কন্যাকে বিবাহিতা বলিয়া গণ্য করে, সে যতদিন না এক স্বতন্ত্র পতি লাভ করে, ততদিন বিবাহিতা রমণীর ন্যায় পিতৃগৃহে অবস্থান করে। কিছুকাল পরে বর জুটিলে আবার রীতিমত বিবাহ হয়। যদি কোন বয়স্থা বিবাহের পূর্ব্বে পরপুরুষের সহবাস করে, তাহা হইলে পঞ্চায়তের নিকট অর্থদণ্ড দিয়া নিষ্কৃতি পায়। স্ত্রী ভ্রষ্টা হইলে কাণ্ডুরা পঞ্চায়তের অনুমতি লইয়া তাহাকে পরিত্যাগ করে, পরিত্যক্ত রমণী আবার স্বতন্ত্র পুরুষকে বিবাহ করিতে পারে।

স্ত্রীলোক যদি অপর জাতীয় পুরুষের সহিত ভ্রষ্ট হয়, তাহা হইলে সে জাতিচ্যুত ও সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হয়।

ইহাদের বিধবারা সাগাইপ্রথা অনুসারে বিবাহ করিতে পারে। বিধবা দেবরকে বিবাহ করিতে বাধ্য নয়, তবে কার্য্যগতিকে এইরূপই প্রায় ঘটে। যদি বিধবা দেবর ব্যতীত অপর কোন পরপুরুষকে বিবাহ করে, আর যদি তাহার পুত্রসন্তানাদি থাকে, তাহা হইলে প্রথম পতির আত্মীয়েরা তাহার পুত্রদিগকে পাইবার অধিকারী, কেবল কন্যাসন্তান মাতার সহিত যাইতে পারে। বিধবা-বিবাহে পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করিতে করিতে বিধবার সিঁতায় সাতবার সিন্দূর লেপন করিয়া থাকেন।

কাণ্ডুরা দুইটি পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে পারে। অনেক স্থলে

প্রথম পত্নীর অথবা পঞ্চায়েতের অনুমতি লইয়া বিবাহ করিতে হয়। কিন্তু পত্নীর জ্যেষ্ঠা সহোদরাকে বিবাহ করিতে পারে না।

ইহাদের মধ্যে কেহ শাক্ত, কেহ বা বৈষ্ণব। মৈথিলী ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করেন। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরা যে সকল দেবদেবীর পূজা করেন, ইহারাও তাঁহাদিগকে পূজা করে অথবা মানিয়া চলে; এ ছাড়া আরও অনেক ক্ষুদ্র দেবতা আছেন। বেহারের কাণ্ডুরা "গোরইয়ার" পূজা করে। পূজা হইবার পূর্ব্বে গৃহের বাহিরে একতাল মাটি এক স্থানে রাখা হয়, দোসাধ (গোরাই ঠাকুরের পুরোহিত) আসিয়া সেই মাটির তালকে দেবতা কল্পনা করিয়া পূজা করে। পূজান্তে দোসাধেরা কাণ্ডুদিগের হইয়া শূকরশাবক বলি দেয়। এই বলির মাংস পুরোহিত ও যে পরিবার পূজা দেয়, সেই পরিবারের লোকেরা খায়। ছোট নাগপুরের পাহান নামক পুরোহিতেরা যেরূপভাবে দেবতার কার্য্যাদি করে, দোসাধেরাও সেইরূপ কার্য্য করে ও সেইরূপ ভাবেই দক্ষিণাদি পাইয়া থাকে। বণ্টরিয়া বা ভরভুঞ্জা নামক শ্রেণীরা গোবিন্দ নামে গৃহদেবতার উপাসনা করে এবং জন্মাষ্টমীর দিন খই, কলা, দধি ও মিষ্টান্ন ভোগ দেয় এবং দায়াদ আত্মীয়গণে মিলিয়া প্রসাদ খায়। গোঁড় শ্রেণীরা বৎসরে একদিন বন্দি-মা নামক দেবীর রৌপ্য-প্রতিমার পূজা করে ও দশহরার দিন বাটালি, হাতুড়ি, টাঙ্গী, প্রভৃতি শিল কাটিবার অস্ত্র ও উপকরণাদি ধৌত করিয়া ঘৃত মাখাইয়া পূজা করে। কোরাঞ্চ শ্রেণীরাও বন্দি-মার পূজা করে, কিন্তু তাহারা কাপড়ের প্রতিমা স্থাপন করে। ভাগলপুর ও মুঙ্গেরের মগহিয়া কাণ্ডুরা কলালী শাহ (কালালী মহারাজ বা কালালী বাবা) নামক জনৈক দৈবশক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তির পূজা করে, ইহার নিকট ছাগ, মিষ্টান্ন, অন্ন, নানাবিধ কলাই, গম ও তিলাদি ভাজা উৎসর্গ করে এবং শ্রাবণ-ভাদ্রমাসে গাঁজা নিবেদন করিয়া দেয়। ভুনাওয়ালা কাণ্ডুরা মাঘমাসে সরস্বতী পূজা করে, কিন্তু সেই দিন সোখা শিবনাথ নামক দেবতার পূজা দেয়। এই পূজায় তাহারা ঘৃত, ময়দা, যবের ছাতু ও অন্যান্য যে সকল দ্রব্য লইয়া ব্যবসা করে, তাহার একটি পাত্র পূর্ণ করিয়া ধুনা মিশাইয়া আগুণে আহুতি দেয় এবং খুব ধূম উঠিলে দেবতার প্রীতি হইল বলিয়া বিবেচনা করে। বেহারে আষাঢ় মাসের প্রতি শুক্রবারে রামঠাকুর, রামধারী, নব বা নায়া গোঁসাই নামক দেবতার নিকট ছাগ বলি দেয়। ঢাকায় কাণ্ডুরা যদিও ব্রাহ্মণ দিয়া পৌরহিত্য করায়, তবু পাঁচপীরের ভজনা করে। অনেকে মুসলমানের রোজার সময় তাহাদের ন্যায় রোজা করে; ইহারা কৌপীন পরে, দরগায় মিষ্টান্নাদি সিরণী দেয় ও মুসলমানি কবচ ধারণ করে। পাঁচ-পীরীর কুম্ভকার ও বিন্দ জাতির ন্যায় নানকশাহী আখড়ার মহান্তরাই ইহাদিগের গুরু হয়। ইহাদের শ্রাদ্ধাদি ৩১ দিনে হয়। শস্যাদি ভাজিয়া ও ভাজিয়া বিক্রয় করাই (ভুনাওয়ালার ব্যবসাই) ইহাদের জাতিগত মূল ব্যবসা। উত্তরভারতে ইহারা অধিকাংশ কৃষক। গোঁড়শ্রেণীরা অট্টালিকাদি নির্ম্মাণার্থ প্রস্তরাদি কাটে ও পালিস করে। ইহারাই সিল নোড়া ও শস্যভাঙ্গা জাঁতা প্রস্তুত করে; অনেকে রাজ-মিস্ত্রীর কার্য্যও করে। অনেকে ধনিগৃহে দাসত্বও করে। এই সকল দাসেরা বেতন বলিয়া অর্থ পায় না, থাকিতে নিষ্কর বাড়ী পায় ও ফসল কাটিবার সময় "মাজান" বলিয়া এক ভাগ পায়। ইহাদের স্ত্রীলোকেরাও ভাজা ভাজে ও মিষ্টান্ন প্রস্তুত করে। ঢাকায় ইহারা মিঠাইওয়ালার ব্যবসা করে। ইহাদিগের নিকট হইতে ইক্ষু, গুড়, প্রভৃতি শুষ্ক মিষ্টখাদ্য ব্রাহ্মণে গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু দুগ্ধ বা জলমিশ্রিত মিষ্টান্ন হিন্দুর অস্পৃশ্য।

ইহারা কোইরি, গোয়ালা, গঙ্গৌত প্রভৃতি জাতির সহিত একশ্রেণীতে গণ্য। কেহ কেহ বলেন, ইহারা নিম্নশ্রেণীর বেণিয়া জাতিতে গণ্য। ইহারা অপরের পাককরা দ্রব্য খায়। গোঁড়শ্রেণীরা ব্রাহ্মণের অন্নও খায় না।

কান্দুনে (দেশজ) যে বালক অতিরিক্ত রোদন করে।

কান্দুয়া (দেশজ) অতিরিক্ত রোদনকারক।

কান্দুয়াবাঘ (দেশজ) বাঘবিশেষ (Felis jubata.)

কান্দুলি (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Commelina nudiflora.)

কান্ধ (দেশজ) স্কন্ধ; বাহুর উপরিভাগ।

কান্না (দেশজ) ক্রন্দন, রোদন।

কান্নাকাটি (দেশজ) অত্যন্ত রোদন।

কান্যকুব্জ (ক্লী) কন্যাঃ কুব্জা যত্র, কন্যকুব্জ-স্বার্থে অণ্। দেশবিশেষ, ইহার হিন্দী নাম কনোজ্। সংস্কৃত পর্য্যায়, মহোদয়, কন্যাকুব্জ, গাধিপুর, কৌশ ও কুশস্থল।

[কন্যাকুব্জ ও কনোজ দেখ।]

কান্যকুব্জী (স্ত্রী) কান্যকুব্জ-ঙীপ্। কান্যকুব্জদেশীয়া স্ত্রী।

কান্যজা (স্ত্রী) কাৎ জলাৎ অন্যস্মিন্ জায়তে, ক-অন্য-জন্-ড টাপ্। নলী নামক গন্ধ দ্রব্যবিশেষ।

কাপ (দেশজ) ১ কৌতুককারক।

"কেহ বলে ঐ এল শিব বুড়া কাপ।
কেহ বলে বুড়াটি খেলাও দেখি সাপ।" (অন্নদামঙ্গল।)

২ ছদ্মবেশী, কপটাচারী। ৩ অবতার, যেমন "কলির কাপ"।

৪ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাঁহারা কুলভ্রষ্ট, তন্মধ্যে একশ্রেণীর নাম 'কাপ।'

।*। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী* দুই বিবাহ করেন, তাঁহার প্রথমপক্ষের স্ত্রীর গর্ভে উমাপতি, ভূপতি, ভবানীপতি, রুদ্রপতি, চণ্ডীপতি ও রুদ্রাণীপতি এই ছয় পুত্র এবং দ্বিতীয়পক্ষে পশুপতি নামে এক পুত্র জন্মে। প্রবাদ আছে, একদা উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীর প্রথমাপত্নী কবরীতে চম্পকপুষ্প ধারণ করিয়াছিলেন, এই নিমিত্ত তিনি তাঁহাকে ব্যভিচারিণী সন্দেহ করিয়া পরিত্যাগ করেন; তাঁহার ছয় পুত্র নিরপরাধিনী জননীকে পরিত্যাগ করিতে অসম্মত হওয়ায়, তিনি মাতার সহিত ঐ ছয় পুত্রকেও ত্যাগ করেন। তাঁহার উপেক্ষিত পুত্রগণ স্বতন্ত্ররূপে 'করণ' করিতে আরম্ভ করেন। তখন উদয়নাচার্য্যের সমাজবদ্ধ লোকগণ বলিতে লাগিলেন, "ইহারা সমাজপতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত অথচ তাঁহাকে উপেক্ষা করিয়া স্বতন্ত্ররূপে করণ করিয়া 'কাচের' অর্থাৎ সংয়ের ন্যায় কার্য্য করিতেছে, সুতরাং ইহারা সকলেই কাচ অর্থাৎ সং। এই শব্দ হইতেই কাপ শব্দ সৃষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত কাচগণই অবশেষে 'কাপ' নামে অভিহিত হইয়াছেন। উদয়নাচার্য্য সমাজে এই প্রকার কঠোর নিয়ম প্রচলিত করিয়া যান যে, এই কাপগণের সঙ্গে একত্র আহার, বিহার, একশয্যায় শয়ন অথবা একঘাটে স্নান করিলে, কুলীনের কুলপাত হইবে, এমন কি, কাপনিক্ষিপ্ত বারি কুলীনের অঙ্গে নিপতিত হইলেও তাহার কুল বিনষ্ট হইবে। ইহা দ্বারা কুলীনসমাজে বিষম সঙ্কট উপস্থিত হইল। কাপগণ কালাপাহাড়ের ন্যায় ইতস্ততঃ বারিনিক্ষেপ প্রভৃতি উপায় দ্বারা কুলীনগণের কুলনাশ করিয়া ফিরিতে লাগিলেন। কুলীনসমাজ দিন দিন ক্ষীণদশায় নিপতিত ও কাপসমাজ পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে রাজশাহীজেলার অন্তঃপাতি তাহেরপুর নিবাসী রাজা কংশনারায়ণরায় দেখিলেন যে কাপ সম্বন্ধে উদয়নাচার্য্যকৃত কুনিয়ম সমাজে প্রচলিত থাকিলে অল্পদিন মধ্যেই কুলীন নাম বিলুপ্ত হইবে। এই নিমিত্ত তিনি কাপে এক কন্যাদান করিয়া কাপের মর্য্যাদা স্থাপন করেন, এবং কাপ ও কুলীনের একত্র ভোজন দিয়া সমাজে এই নিয়ম প্রচলন করেন যে, কাপ ও কুলীনে একত্র শয়ন, উপবেশন, স্নান ও ভোজনাদিতে কুলীনের কুলপাত হইবে না। কেবল কুশবারিসংযুক্ত কার্য্যে অর্থাৎ কন্যা আদান-প্রদান প্রভৃতি কার্য্যে কুলীনের কুল বিনষ্ট হইবে। তদবধি বারেন্দ্রসমাজে এই নিয়ম প্রচলিত আছে। বর্ত্তমান সময়ে সমাজে কাপের সংখ্যা অপ্রচুর নয় ও ইহার মধ্যে রাজশাহী জেলার অন্তঃপাতী লালহর, কাশীমপুর ও পাবনা জেলার অন্তর্গত হরিপুরের চৌধুরীগণ প্রধান কাপ।

* এই উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ীকে অনেকে ন্যায়কুসুমাঞ্জলি-প্রণেতা বলিয়া স্বীকার করেন। সুসঙ্গপরগণার অন্তর্গত পূর্ব্ব-ধলা ও ঘাগরার সিংহগোষ্ঠী, ধোপাড়হরের রায় এবং রামনগর প্রভৃতি স্থানের ভাদুড়ীগণ এই উদয়নাচার্য্যের বংশোদ্ভব। ইহা ব্যতীত রাজশাহী ও পাবনা জেলাতেও ঐ বংশের অনেক লোক আছেন। পূর্ব্ব ধলার বর্ত্তমান সিংহ বংশ উদয়নাচার্য্য হইতে ২৩ পুরুষ অধস্তন। সিংহবাবুরা বলেন, ঢাকা জেলার অন্তর্গত মাণিকগঞ্জ মহকুমার অধীন বালিয়াটী গ্রাম উদয়নাচার্য্যের জন্মভূমি।

কাহারও বিশ্বাস, সুসঙ্গের বর্ত্তমান রাজগণ উদয়নাচার্য্যের বংশোদ্ভব, কিন্তু তাহা নয়। উদয়নাচার্য্যের বংশোদ্ভব গৌরীবল্লভ ভাদুড়ী নামে একজন সুসঙ্গে আসিয়া বাস করেন, তাঁহার তিন পুত্র জন্মে, জ্যেষ্ঠপুত্রের নাম রামগোবিন্দ, এই রামগোবিন্দের কনিষ্ঠ পুত্র হরিরাম সুসঙ্গের এক রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়া যৌতুকস্বরূপ সুসঙ্গ পরগণার ৵০ আনা অংশ প্রাপ্ত হন। অতঃপর হরিরাম এবং তাঁহার বংশধরগণ সুসঙ্গের রাজবংশের "সিংহ" উপাধি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া আসিতেছেন।

[সুসঙ্গ দেখ।]

কাপটব (পুং) কাপটোর্গোত্রাপত্যম্, কাপটু-অণ্। ১ কাপটু ঋষিবংশীয়। ২ (ক্লী) কুৎসিতঃ পটুঃ, তস্য ভাবঃ, কাপটু-ভাবে অণ্। নিন্দিত পটুতা।

কাপটিক (পুং) কপটেন চরতি, কপট-ঠক্। ১ ছাত্র। ২ অন্যের মর্ম্মজ্ঞ। ৩ প্রতারক।

(কাপটিকোঽন্যমর্ম্মজ্ঞে ছাত্রে পুংসি শঠে ত্রিষু। মেদিনী।)

কাপট্য (ক্লী) কপটস্য ভাবঃ কার্য্যং বা, কপট-ষ্যঞ্। ১ কপটতা, শঠতা। ২ প্রতারণা।

কাপড় (দেশজ) বস্ত্র।

কাপথ (পুং) কুৎসিতঃ পন্থাঃ, কু-পথিন্-অচ কোঃ কাদেশঃ (কাপথ্যক্ষয়োঃ। পা ৬। ৩। ১০৪।) ১ কুৎসিত পথ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ব্যধ্ব, দুরধ্ব, বিপথ, কদধ্বা, কুপথ, অসৎপথ ও কুৎসিতবর্ত্ম। ২ দানববিশেষ। ৩ বেণামূল।

(কাপথঃ কুৎসিতপথে উশীরে ক্লীবমিষ্যতে। মেদিনী।)

কাপরগাদি, বাঙ্গালাপ্রদেশের অন্তর্গত সিংহভূম-জেলাস্থ গিরিমালা। ইহার শৃঙ্গ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৩৯৮ ফুট উচ্চ। এই গিরিমালা দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুখে আসিয়া ময়ূরভঞ্জের উত্তর সীমাস্থ মেঘাশনি গিরির সহিত মিলিত হইয়াছে। এই গিরির উত্তরে পাথর মধ্যে তামা উৎপন্ন হয়। পূর্ব্বে একদল সাহেব এখান হইতে তামা উঠাইত। কিন্তু অধিক ব্যয়সাধ্য হওয়ায় তাঁহারা ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে কার্য্য বন্ধ করেন, খাজনা বাবদে দালভূমির রাজা তাঁহাদের বাটী কল ও কারখানা দখল করিয়া রাখেন।

কাপা (স্ত্রী) কং সুখং আপ্যতে অনয়া, ক-আপ-ঘঞ্ টাপ্। বন্দিদিগের প্রাতঃকালীন স্তুতিপাঠ।
("প্রাতর্জরেথে জরণেব কাপয়া" ঋক্ ১০।৪০।৩।
'প্রাতঃ প্রবোধকস্ত বন্দিনোবাণী কাপা তয়া।' ভাষ্য)

কাপাটিক (ক্লী) কপাটিক এব, কপাটিকা-স্বার্থে অণ্। ক্ষুদ্র কপাট।

কাপাল (ক্লী) কপালমেব, কপাল-স্বার্থে-অণ্। ১ কুষ্ঠরোগ-বিশেষ। [কপাল দেখ।]
২ (পুং) কেলেকোঁড়া গাছ।

কাপালিক (পুং) কপালেন নরকপালেন চরতি, কপাল-ঠক্। ১ বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। ২ বামাচারিবিশেষ। ৩ যোগি-বিশেষ।

কাপালী [ন্] (পুং) কপালং ধার্য্যাত্বেন অস্ত্যস্য, কপাল-ইনি। ১ শিব। ২ বাসুদেবের পুত্রবিশেষ। ৩ বর্ণসঙ্কর জাতি-বিশেষ। পূর্ব্ববঙ্গের একপ্রকার নিম্নশ্রেণীর তাঁতি। কাহারও মতে, কামারের ঔরসে ও তেলী কন্যার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি। আবার কেহ বলেন, তিয়রের ঔরসে ব্রাহ্মণীর গর্ভে কপালী বা কাপালীর জন্ম হইয়াছে। কপালীদের বিশ্বাস যে তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা উত্তরপশ্চিমাঞ্চল হইতে এদেশে আসিয়াছে। আবার একটি প্রবাদ আছে—আদিশূরের সময়ে তাহারা শূদ্রজাতি বলিয়া পরিচিত ছিল। কান্যকুব্জ হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থ আগমন করিলে আদিশূর কপালীদিগকে অভ্যাগত ব্যক্তিগণের পদধৌত করিতে আদেশ করেন, কিন্তু কপালীরা তাঁহার আদেশ অগ্রাহ্য করিলে, গৌড়রাজ তাহাদিগকে সমাজের অতি নিকৃষ্ট শ্রেণীতে গণ্য করিলেন।

এই জাতির উপাধি—সিকদার, মুতবর, মণ্ডল, রায়, হালদার, ভুইয়া, মালা, মাঝি।

গোত্র—শিব ও কাশ্যপ।

ইহাদের মধ্যে কোন বিশেষ শ্রেণীভেদ নাই, তবে যাহারা কেবল গুণথলি প্রস্তুত করে আর কেবল যাহারা গুণথলি বিক্রয় করে, এই উভয়ের মধ্যে কিছু প্রভেদ আছে। যাহারা কেবল বিক্রয় করে, তাহারাই অপর হইতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। এই উভয়ের মধ্যে বিবাহের আদান প্রদান হয় না।

কপালীরা কন্যার বালিকা বয়সে বিবাহ দেয়; উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর মত ইহারা শাস্ত্রানুসারে কন্যা সম্প্রদান করে। কন্যা-কর্ত্তা বরের নিকট পণ লইয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ অধিক প্রচলিত নাই, তবে প্রথম স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে দ্বিতীয়বার স্ত্রী গ্রহণ করিতে পারে। বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই। যদি কোন নারী ভ্রষ্টা হয়, তবে সে নিজ প্রণয়ীকে সাঙ্গা করিতে পারে না, কিন্তু রক্ষিতা বেশ্যার ন্যায় তাহার সহিত একত্র বাস করিতে পারে। এরূপ স্থলে উভয়ে নিন্দনীয় অথবা সমাজচ্যুত হইতে পারে।

কপালীদিগের মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণব, অল্পই শাক্ত। ইহারা ষড়াননের বড় ভক্ত। বর্ণব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌর-হিত্য করে। আত্মীয়ের মৃত্যু হইলে ইহারা ৩০ দিন অশৌচ গ্রহণের পর ৩১ দিনে শ্রাদ্ধ করে। কাহারও অপঘাতে মৃত্যু হইলে ৪র্থ দিবসে শ্রাদ্ধ হয়।

কাপালী পল্লিগ্রামে বাস করে, পাটের চাষ দেয় এবং পাটের তন্তু হইতে 'গুণচট্' বয়ন করে। শণ বা তুলার চাষ করিলে ইহাদের জাতি নষ্ট হয়।

ইহারা তিন প্রকার গুণচটের ব্যবসা করে ঐ তিন প্রকারের নাম ছালা, ছাট ও তাঁত।

পূর্ব্বে ইহাদের মধ্যে দুই একজন তালুকদার ও জমীদার ছিল। কিন্তু এখন ইহাদের সামাজিক অবস্থা শোচনীয়।

কাপালী (স্ত্রী) কাপাল-ঙীষ্। বিড়ঙ্গ।

কাপাস (দেশজ, কার্পাস শব্দের অপভ্রংশ) বৃক্ষবিশেষ, ইহার ফল হইতে তুলা উৎপন্ন হয়। [কার্পাস দেখ।]

কাপাসীটেঙ্গরা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Pimelodes. capasi-Tayngra.)

কাপাসীয়াপোকা (দেশজ) কাপাসবৃক্ষজাত কীটবিশেষ।

কাপিক (পুং) কপিরেব-ঠক্ (অঙ্গুল্যাদিভ্যষ্ঠক্। পা ৫।৩।১০৮।) কপি, বানর।

কাপিঞ্জল (পুং) কপিঞ্জলস্য অপত্যম্ পুমান্, কপিঞ্জল-অণ্। কপিঞ্জলের পুত্র।

কাপিঞ্জলাদি (পুং) কপিঞ্জলান্ তন্মাংসানি অত্তি কপিঞ্জল-অদ্-অণ্-ইঞ্। চাতক ও তিত্তির পক্ষীর মাংসভক্ষক।

কাপিঞ্জলাদ্য (পুং) কাপিঞ্জলাদেরপত্যং পুমান্, কাপিঞ্জ-লাদি-ণ্য (কুর্ব্বাদিভ্যো ণ্যঃ। পা ৪।১।১৫১।) কাপিঞ্জলা-দির পুত্র।

কাপিত্থ (ক্লী) কপিত্থস্য বিকারঃ, কপিত্থ-অঞ্ (অনুদাত্তা-দেশ্চ। পা ৪।৩।১৪০।) কপিত্থ দ্বারা নির্ম্মিত বস্তু।

কাপিত্থক (ক্লী) দেশবিশেষ। (বৃহৎসংহিতা)। বর্ত্তমান উত্তরভারতের সঙ্কিশ নামক নগরের চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান। [সঙ্কিশ বা সাঙ্কাশ্য দেখ।]

কাপিল (পুং) কপিলেন প্রোক্তং শাস্ত্রং বেত্তি অধীতে বা, কপিল-অণ্। ১ সাংখ্যশাস্ত্রবেত্তা। ২ (কপিলমধিকৃত্য কৃতো

গ্রন্থঃ) কপিলমুনির মতানুসারে লিখিত উপপুরাণবিশেষ। ৩ পিঙ্গলবর্ণ। ৪ (ত্রি) পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট।

কাপিলিক (পুং) কপিলিকায়া অপত্যং পুমান্, কপিলিকা-অণ্। কপিলবর্ণার পুত্র।

কাপিলেয় (পুং) কপিলায়া অপত্যং পুমান্, কপিলা-ঢক্। কপিলমুনির শিষ্যবিশেষ; ইনি কপিলা নাম্নী কোন ব্রাহ্মণীর স্তনপান করায় 'কাপিলেয়' নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। (ভারত শান্তি ২১৮ অঃ।)

কাপিল্য (ত্রি) কপিলেন নির্বৃত্তম্, কপিল-ণ্য। কপিল-নির্ম্মিত।

কাপিবন (ক্লী) দুইদিন সাধ্য অহীন যজ্ঞবিশেষ। ("আঙ্গিরস চৈত্ররথ কাপিবনাঃ।" কাত্যা ২৩। ২। ৩।)

কাপিশ (ক্লী) কপিশা মাধবী, তৎপুষ্পাৎ জাতম্, কপিশা-অণ্। ১ মাধবীফুল হইতে প্রস্তুত মদ্য। ২ মদ্যমাত্র।

কাপিশায়ন (ক্লী) কাপিশ্যা জাতম্, কাপিশী-ম্ফক্ (কাপিশ্যাঃ ম্ফক্। পা ৪। ২। ৯৯।) ১ মদ্য। ২ দেবতা। ৩ কাপিশী জনপদবাসী।

কাপিশী (স্ত্রী) পাণিন্যুক্ত প্রাচীন জনপদবিশেষ। (পা ৪। ২। ৯৯।) চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং এই জনপদ "কি অ-পি-শি" নামে উল্লেখ করিয়াছেন। চীনপরিব্রাজকের সময়েও এই জনপদ ক্ষত্রিয়রাজের অধীন ছিল। তৎকালে এখানে নিগ্রন্থ, পাশুপত, কাপালিক, দেবোপাসক এবং বিস্তর বৌদ্ধ বাস করিত। সেই সময়ে এই জনপদ ৪০০০ লি (প্রায় ৩৩৩ ক্রোশ) বিস্তৃত ছিল। (Beal's Buddhist Record I. 54-58 দেখ।)

প্রাশ্চাত্য প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমি 'কপিশা', প্লিনি 'কপিশিন্' ও সলিনাস 'কফসা' নামে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

কনিংহাম সাহেবের মতে, এই প্রাচীন জনপদটি বর্ত্তমান কাফিরিস্থান, ঘোরবন্দ ও পঞ্চশির পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। চীনপরিব্রাজকের বর্ণনায় জানা যায়, যে বর্ত্তমান বন্নু (পাণিনি-কথিত বর্ণু) উপত্যকা-প্রদেশ অবধি কাপিশীর ক্ষত্রিয়-রাজের অধিকারভুক্ত ছিল।

প্লিনি 'কপিসুসা' নামে ইহার রাজধানীর উল্লেখ করিয়াছেন। উহার বর্ত্তমান নাম কুসান অথবা ওপিয়ান্।

কাপিশেয় (পুং) কপিশায়া অপত্যং পুমান্, কপিশা-ঢক্। পিশাচ।

কাপিষ্ঠলী (পুং) কপিষ্ঠলস্য ইদম্, কপিষ্ঠল-অণ্। প্রাচীন জনপদবিশেষ। বৃহৎসংহিতায় কাপিস্থল নামে উক্ত হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীক্ ভৌগোলিক এরিয়ান্ বর্ণিত ক্যাম্বি-স্থলী। পঞ্জাবের উত্তরে ইরাবতী ও অশিক্লী নদীর মধ্য-বর্ত্তী। ২ গোত্রভেদ। (স্কান্দে নাগর § ১০৮। ২২।)

কাপিষ্ঠলি (পুং) কপিষ্ঠলস্য গোত্রাপত্যম্, কপিষ্ঠল-ইঞ্। কপিষ্ঠল ঋষিবংশীয়।

কাপী (স্ত্রী) ১ নদীবিশেষ। ২ স্ত্রীবিশেষ।

কাপু, মান্দ্রাজপ্রদেশবাসী একপ্রকার নিম্নজাতি। ইহারা স্থানবিশেষে কাপলু, রেড্ডী বা নায়ডু নামে পরিচিত। নেল্লুর, কদপা, কর্ণুল, ইংরাজের শাসনভুক্ত রাজ্য ও সমস্ত তৈলঙ্গে এই জাতির বাস। প্রধানতঃ কৃষিকার্য্যই ইহাদের উপজীবিকা। তবে কেহ কেহ ব্যবসাদিও করিয়া থাকে। ইহারা চতুর, সাহসী ও কার্য্যক্ষম।

এই জাতি ১৩টি শাখায় বিভক্ত। যথা—আরে, কানিদে, চল্লকুটী, দেশুরি, নেরাভু, পণ্টা, পাকানটী, পেদাকান্তি, পল্লে, মোটাতি, রচু, যেরাপ ও রেলামা কাপলু।

কাপুড়ে (দেশজ) কাপড়বিক্রেতা, বস্ত্রব্যবসায়ী।

কাপুরুষ (পুং) কুঃ পুরুষঃ কোঃ কাদেশঃ (বিভাষা পুরুষে। পা ৬। ৩। ১০৬।) নিন্দিত পুরুষ।

কাপুরুষতা (স্ত্রী) কাপুরুষস্য ভাবঃ কাপুরুষ-তল্। ১ নিন্দিত পুরুষের কার্য্য। ২ ভীরুতা প্রভৃতি।

কাপুরুষত্ব (ক্লী) কাপুরুষস্য ভাবঃ, কাপুরুষ-ত্ব (তস্য ভাবস্ত্ব-তলৌ। পা ৫। ১। ১১৯।) ১ নিন্দিত পুরুষের কার্য্য। ভীরুতা প্রভৃতি।

কাপুরুষ্য (ক্লী) কাপুরুষস্য ভাবঃ, কাপুরুষ-ষ্যঞ্। কাপুরুষতা।

কাপেয় (ত্রি) কপের্ভাবঃ কার্য্যম্বা, কপি-ঢক্। ১ কপি-সম্বন্ধীয়। ২ বানরের কার্য্য।

কাপোত (ক্লী) কপোতানাং সমূহঃ, কপোত-অণ্। ১ পায়রার ঝাঁক। ২ (কপোতস্য ইদম্) পায়রাসম্বন্ধীয়। ৩ সৌবীরাঞ্জন। (পুং) ৪ সাজিমাটী। ৫ কপোতবর্ণ। ৬ রুচক। ৭ (ত্রি) কপোতবর্ণবিশিষ্ট।

কাপোতক (ত্রি) কপোতাঃ সন্তি অস্যাম্, কপোত-ছ-কুক্‌চ; তত্র ভবঃ অণ্, ছস্য লুক্। কপোতবিশিষ্ট দেশজাত।

কাপোতপাক্য (পুং) কপোতানাং পাকঃ ডিম্বঃ, তস্য সমূহঃ, কপোতপাক-ণ্য। পায়রার ডিম সকল।

কাপোতাঞ্জন (ক্লী) কাপোতং তৎ অঞ্জনঞ্চেতি, কর্ম্মধা। সৌবীরাঞ্জন।

কাপোতি (ত্রি) কপোতস্য ইদম্, কপোত-ইঞ্। কপোতসম্বন্ধীয়।

কাপ্য (পুং) কপের্গোত্রাপত্যং, কপি-যঞ্। (গর্গাদিভ্যো

যঞ্। পা ৪।১।১০৫।) ১ কপি-ঋষিবংশীয়, আঙ্গিরস। ২ বানরবংশীয়। ৩ (ক্লী) পাপ।

কাপ্যকর (পুং) কুৎসিতং আপ্যং কাপ্যং পাপং করোতি, কাপ্য-কৃ-ট। ১ স্বকৃত পাপ যে প্রকাশ করিয়া ফেলে। ২ (ত্রি) পাপকারক।

কাপ্যকার (পুং) কাপ্যং করোতি কাপ্য-কৃ-অণ্। ১ যে পাপ করিয়া তাহা প্রকাশ করে। (ত্রি) পাপকারক।

কাপ্যায়নী (স্ত্রী) কপের্গোত্রাপত্যং, কপি-যঞ্-ফক্-ঙীষ্। কপিবংশীয়া।

কাফর (আরব্য) মুসলমানগণ হিন্দুদিগকে কাফর, কাফির বা কাফের বলিয়া থাকে।

কাফল (পুং) কুৎসিতং ফলং যস্য, কোঃ কাদেশঃ। কট্‌ফল।

কাফি, কাপি—একপ্রকার রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র ফল। ইহা ভাজিয়া ভাজিয়া গুঁড়া করিয়া চাএর ন্যায় দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া অনেকে প্রত্যহ পান করে। ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম,—

বাঙ্গালা	...	কাপি, কাফি, কাবা।
হিন্দী	...	কাওয়া, বন্, বুন্, কফী, কফি।
গুর্জ্জরী	...	বুন্দ, কাপ্পি।
বোম্বাই	...	কব, বন, কহ্‌বা, বুন্দ, কাফি।
দাক্ষিণাত্য	...	বুন্দ, তচেম-কেবে।
মহারাষ্ট্রী	...	কাফি, কন, বন্দ্, বুন্।
তামিল	...	কাপি-কোট্টাই, কাপি-কোট্ট, কাপি।
তৈলঙ্গ	...	কাপি-ভিত্তুলু, কাপি।
কর্ণাটী	...	কাফি, বোন্দ-বীজ, কাপি-বীজ।
আরবী	...	বন, কহ্‌ভা, কবা, কুএহবা।
পারসী	...	বন, কহ্‌ভা, কহোয়া, তচেম-কেওহে।
ব্রহ্ম	...	কা-পণ্ডিত, কাফি-সি।
সিংহলী	...	কোপি-অত্তা, কোপি-কোট্টা।
ইংরাজী	...	কফি (Coffee)
ফরাসী	...	কফি (Café)
জর্ম্মণ	...	কফ্‌ফী (Kaffee)
বৈজ্ঞানিক নাম	...	কফিয়া এরাবিকা (Coffea Arabica)

ইহার গাছ ১৫ হইতে ২০ ফুট উচ্চ হয়। ইহার বহু-সংখ্যক শাখা-প্রশাখা হয়, কিন্তু শাখা বড় দীর্ঘ হয় না। ইহার গাছের ছাল শজনা গাছের ছালের ন্যায় ঈষৎ শ্বেতবর্ণ। কমলানেবুর আকারের শাদা ফুল হয়। ফুলগুলি ক্ষুদ্র বকুল ফলের ন্যায় হয়, পাকিলে রক্তবর্ণ দেখায়। প্রতি ফলে দুইটি মাত্র বীজ হয়। এই বীজ ছাড়াইয়া ফল শুকাইয়া বিক্রয় করে। তৎপরে সেই শুষ্ক ফল ভাজিয়া গুঁড়া করিয়া লইলেই দোকানের গুঁড়া কাপি প্রস্তুত হয়।

অনেকে অনুমান করেন যে, ইহার আরবী "কহোয়া" নামে প্রথমতঃ মদ্য বুঝাইত, এক্ষণে ইহাকে বুঝায়, আবার কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ঐ শব্দটী আবিসিনিয়ার (আফ্রিকা) অন্তর্গত কাফা প্রদেশের নাম হইতে অপভ্রংশ হইয়াছে। ইহার হিন্দীনাম "বন্" হইতে ইহার গাছ ও ফল এবং "কহোয়া" নামে গুঁড়া কাপি বুঝায়।

এই ফলের আদিনিবাস আফ্রিকার অন্তর্গত আবি-সিনিয়া, সুদন, গিনি এবং মোজাম্বিক প্রদেশের উপকূলে। এই সকল স্থলে এই গাছ আপনা হইতেই বনমধ্যে জন্মে। আরবদেশে ইহাদিগকে ওরূপে জন্মিতে দেখা যায় না। তবে বলা যায় না, আরবের দুর্গম মধ্যপ্রদেশে আছে কি না।

কাপির অনেকগুলি শ্রেণীবিভাগ আছে, তন্মধ্যে ভারত-বর্ষে ৭ প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়।

১। আরবী কাপি—(Coffea Arabica) ভারতের নানাস্থানে এই কাপির যথেষ্ট চাষ হয়।

২। বাঙ্গালার কাপি—(Coffea Bengalensis) কুমা-উন হইতে মিশ্‌মি পর্য্যন্ত, উত্তর-পশ্চিমে ও বাঙ্গালা, আসাম, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম ও টেনাসেরিমপ্রদেশে ইহা জন্মে। ইহার ফল ঈষদ্ আয়তাকার। চট্টগ্রামে ইহাকে "হরীণা" ফল বলে।

৩। সুগন্ধি কাপি—(Coffea fragrans) শ্রীহট্ট ও টেনাসেরিমপ্রদেশে পাওয়া যায়। ফল পূর্ব্বোক্ত দুই জাতীয়ের ন্যায়ই হয়।

৪। আসামী কাপি—(Coffea Jenkinsii) আসামের খসিয়া পর্ব্বতে ইহা জন্মে। ফল ঈষৎ ডিম্বাকার হয়।

৫। খসিয়া কাপি—(Coffea khasiana) খসিয়া ও জয়ন্তী পাহাড়ে জন্মে। ফলগুলি ¼ ইঞ্চিমাত্র মোটা হয়, বীজগুলি কোল-কুঁজা হয়।

৬। ত্রিবাঙ্কুড়ের কাপি—(Coffea Travancorensis) ত্রিবাঙ্কুড়ে জন্মে। ফল লম্বায় ছোট ও চওড়ায় বড় হয়।

৭। মালাবারী কাপি—(Coffea Wightiana) দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে হয়। ইহার ফলের আকার ত্রিবা-ঙ্কুড়ের ফলের মত, কিন্তু একদিকে একটি গভীর টোল খাইয়া যায়।

প্রথম শ্রেণী ভিন্ন আর সকল শ্রেণীর কাপি অল্প জন্মে। দাক্ষিণাত্যের লোকেরাই বেশী কাপি খায় ও সেই দিকেই ইহার চাষ বেশী হয়। দাক্ষিণাত্যে কাপি এখন এত বেশী জন্মে যে, বিদেশেও রপ্তানি হয়।

১৫° উত্তর ও ১৫° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যে কাপি বেশ ভাল জন্মে, কিন্তু ৩৬° উত্তর ও ৩০° দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্য-প্রদেশেও মাঝারি জন্মে। তুলার চাষ যেমন জমীতে হয়, ইহার চাষেও সেইরূপ জমী আবশ্যক। ইহার ঝোপ দেখিতে অতি মনোরম বলিয়া অনেকে ইহা উদ্যানে শোভার জন্য রোপণ করে। যেখানে ফারেণহীটের তাপমানে ৬০° হইতে ৮০° পর্য্যন্ত উষ্ণতা অনুভূত হয়, সেই স্থানে ইহা জন্মে। যেখানে মাসে একবার বৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু বৎসরে ১৫০ ইঞ্চির অধিক বৃষ্টি হয় না, সেই প্রদেশে কাপি ভালরূপ জন্মে। ইহার চাষে বড় যত্ন আবশ্যক। অতিশয় মেঘ হইলে বা অতিবেগে বাতাস বহিলে ইহার পক্ষে অশুভ। জোর বাতাসে ইহার ফুল ঝরিয়া যায়, সুতরাং ফল ধরে না, প্রায় অর্দ্ধেক শস্য ক্ষতি হয়। অত্যন্ত গ্রীষ্ম হইলে ইহার গাছে ছায়া আবশ্যক। সমুদ্র উপকূলে ইহা বড় ভাল হয় না। আফ্রিকার অন্তর্গত আবিসিনিয়ার সহিত সমসূত্রপাতে ভারতে যে যে স্থান পড়ে, সেই সকল স্থানে বিশেষতঃ নীলগিরি উপত্যকায় কাফি অতি উত্তম হয়।

আবিসিনিয়ায় ইহার বন্যফলকে "বন্" বা "বউন" বলে। প্রাচীন কালে মিসর ও সিরিয়ায় ঐ নামে চলিত ছিল। সেকালে সিরিয়াবাসীরা ইহার বীজকে কেভে (Cave) বলিত এবং উহাই সিদ্ধ করিয়া থাইত। আরবী গ্রন্থাদি আলোচনা দ্বারা জানা যায় যে, সেখ সাহাবুদ্দীন ধর্ভানি নামক এক ব্যক্তি আফ্রিকার উপকূলে কাফির ব্যাপার অবগত হইয়া সর্ব্বপ্রথম আদেনবন্দরে একখানি দোকান করে। ১৪৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়, সুতরাং ১৫শ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাফি আরবে প্রথম আসে। ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে ইহা যেমেন, মক্কা, কায়রো, দামাস্কাস, আলেপো ও কনষ্টাণ্টিনোপলে বিস্তৃত হয়। ১৫৫৪ খৃষ্টাব্দে কনষ্টাণ্টিনোপলে একটি কাফি-পানাগার সর্ব্বপ্রথম স্থাপিত হয়। ১৫৭৩ খৃষ্টাব্দে এই আলেপো সহরেই রণ্ডলফ নাম জনৈক য়ুরোপীয়ের নিকট কাফি প্রথম পরিচিত হয়। তৎপরে কিরূপে ইহা ভারতে আনীত হয়, তাহা বলা যায় না। অনেকেই বলেন যে, বাবা বুদান নামে একজন মুসলমান সন্ন্যাসী মক্কা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার সময়ে ৭টীমাত্র বীজ লইয়া মহিসুরে আসেন। দক্ষিণ ভারতে এই মতটির উপর এত বিশ্বাস যে, ইহার যে সমস্তই অমূলক, তাহা বোধ হয় না। ১৫৭৬ হইতে ১৫৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লিন সোটেন (Jan Huygen van Linschoten) নামক একজন ওলন্দাজ এদেশে বেড়াইতে আসিয়া নিজ ভ্রমণবৃত্তান্তে মালাবার উপকূলের সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্যের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে কাফির নাম নাই। ইহার সমসাময়িক লেখকগণের পুস্তকে মিসরীয়গণের বউন বা বন্ ফলের কাথ খাইবার কথা পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, লিনসোটেন যে সময়ে এখানে আসিয়াছিলেন, সে সময়ে এখানে কাফির কথা শুনেন নাই। ডাঃ ওয়ালিচ বিলাতে হাউস অব্ কমন্সে সাক্ষ্য দিবার সময় বলেন যে, "কলিকাতার কোম্পানীর বাগানে যে কাফি হইত, তাহা ভিন্ন আর কিছু খাই নাই।" তৎপরে যে সকল বিবরণ পাওয়া যায়, তাহাও এই উনবিংশ শতাব্দীর বিবরণ। সিংহলে পর্ত্তুগীজ দৌরাত্ম্যের পূর্ব্বে আরবেরা ইহা প্রথম প্রচার করে।

পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপশ্রেণীতে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের শেষে গবর্ণর ভান হূর্ণ (Van Hoorne) আরব-বণিকগণের নিকট হইতে বীজসংগ্রহ করিয়া যবদ্বীপে বটেভিয়ানগরে রোপণ করেন। ইহা হইতে যে গাছ হয়, তাহার মধ্যে একটী চারা হলণ্ডে পাঠাইয়া দেওয়া হয় এবং তাহা হইতে চারা করিয়া ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে সুরিনাম নামক স্থানে পাঠান হয়। ইহার দশ বৎসর পরে আমষ্টার্ডমের কাপি-বাগান হইতে একটি চারা চতুর্দ্দশ লুইকে উপঢৌকন দেওয়া হয়, পরে তাহা হইতে চারা লইয়া পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে রোপণ করা হয়। ইহা হইতে নূতন মহাদ্বীপে কাপির চাষ বিস্তৃত হইয়া পড়ে। আমেরিকা ও য়ুরোপের কাপি-চাষের মূল যবদ্বীপ, কিন্তু এখন আমেরিকায় যে পরিমাণে কাপি উৎপন্ন হইতেছে, পৃথিবীর আর কোথাও তেমন হয় না। এক ব্রেজিলেই ৫৩০০০০০০ পাঁচকোটী ত্রিশলক্ষ চারা হইতে যত্ন সহকারে ফল সংগ্রহ হইয়া থাকে। কোষ্টারিকা, গোয়াটিমালা, ভেনেজুইলা, গোয়ানা, পেরু, বলিভিয়া, জামেকা, কিউবা, পোর্টোরিকো, ও অন্যান্য পশ্চিমভারতীয়দ্বীপে, অষ্ট্রেলিয়ার মধ্যে, কুইন্স্ল্যাণ্ডে, এবং পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপাবলীর মধ্যে সুমাত্রা, বোর্ণিয়ো ও মালয় উপদ্বীপে, শ্যামদেশে, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি প্রণালী মধ্যগত দ্বীপবিভাগে এবং ফিজিদ্বীপে ইহার চাষ হইতেছে। ব্রেজিল ও যবদ্বীপের আবাদ যত বিস্তৃত তত আর কোথাও নহে, তৎপরেই ভারতবর্ষ ও সিংহলদ্বীপের আবাদ উল্লেখ-যোগ্য।

কাফিপানের প্রথা আরবে বিস্তৃত হইয়া পড়িলে, মুসলমান ধর্ম্মযাজকেরা ইহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন; কারণ মসজিদ্ বা দরগা অপেক্ষা কাফিপানাগারে লোকের আসক্তি চতুর্গুণ বৃদ্ধি হইয়া পড়িয়াছিল। এই পানাসক্তি কমাইবার জন্য ইহার উপর বিস্তর শুল্ক স্থাপিত হয়। গ্রেটব্রিটেনে চা-এর প্রথম দোকান হইবার পূর্ব্বে (১৬৫৭) কাফি পানা-

গার স্থাপিত হয় (১৬৫২ খৃঃ)। ডি, এড্ওয়ার্ডস্ নামে একজন তুরুস্কের ইংরাজবণিক্ কাফিপানে এতদূর অভ্যস্ত হইয়া পড়েন যে, দেশে আসিবার সময় তাঁহাকে প্যাস্কোয়া রোসি-নামক একজন গ্রীক চাকরকে প্রত্যহ কাফি তৈয়ার করিয়া দিবার জন্ম সঙ্গে লইয়া আসেন। ইঁহার বন্ধুবান্ধবেরাও ক্রমশঃ কাফিপানে অভ্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে বন্ধু-বান্ধবের নিত্য উপদ্রব সহ্য করিতে না পারিয়া তিনি রোসিকে কর্ণ্‌হিলের সেণ্টমাইকেলের অ্যালো নামক স্থানে প্রকাশ্যে কাফিপানাগার খুলিয়া দেন। ক্রমশঃ ইহার ব্যবহার বাড়িয়া গেলে পানাগারের সংখ্যা বাড়িয়া গেল। দ্বিতীয় চার্লস্ (১৬৭৫ খৃঃ) এই সকল পানাগারে লোকের জনতা দেখিয়া উহার ব্যবহার কমাইতে ও পানাগারের সংখ্যা হ্রাস করিয়া দিতে রাজাদেশ বিধিবদ্ধ করিয়া দেন। ফ্রান্সে ১৬৪০ খৃষ্টাব্দে কাফি ব্যবহার চলিত হয় এবং ১৬৬৯ খৃষ্টাব্দে প্যারীনগরে প্রথম পানাগার স্থাপিত হয়। তৎপরে ক্রমশঃ য়ুরোপে সর্ব্বত্র ইহার ব্যবহার বহুবিস্তৃত হইয়া পড়িল। অবশেষে ১৮৪৭ সালে চা-এর ব্যবসায় ও ব্যবহার অধিকতর বিস্তৃত হইয়া পড়িলে কাফির আদর কমিয়া যায়। ব্রহ্মদেশে কাফির চাষ হইতেছে, কিন্তু এখনও বীজের অভাব আছে। দিন দিন ইহার পানস্পৃহা বাড়িতেছে।

ভারতের দাক্ষিণাত্যে কাফির আবাদ রীতিমত হয়। ১৮৮৩। ৮৪। ৮৫ এই তিন বৎসরে দাক্ষিণাত্যে প্রায় ১৮৬৫০০ একর ভূমিতে ইহার চাষ হইয়াছে; তন্মধ্যে মহি-সুরে ৮২১০০ একর ভূমিতে ৭,১১,০,০০০ পাউণ্ড; মান্দ্রাজে ৫৫১০০ একর ভূমিতে ১৩,১৬০,০০০ পাউণ্ড; কুর্গে ৪২৩০০ একর ভূমিতে ৯,৩৩০,০০০ পাউণ্ড; ত্রিবাঙ্কুড়ে ৪৮০০ একর ভূমিতে ৮২০,০০০ পাউণ্ড ও কোচীনে ২২০০ একর ভূমিতে ৮৩০০০০ পাউণ্ড কাফি উৎপন্ন হইয়াছে।

ভারতে পূর্ব্বে সর্ব্বপ্রথমে কিরূপে কাপি আসিল, তৎসম্বন্ধে পূর্ব্বে বাবা বুদানের কথা বলা হইয়াছে। মহিসুরে ইহার সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে দুই শতাব্দী পূর্ব্বে মক্কা হইতে আসিবার সময় তিনি কতকগুলি ফল ও ৭টি মাত্র বীজ আনিয়াছিলেন। এখানে তিনি যে পর্ব্বতশিখরে থাকিতেন, আজকাল লোকে তাঁহার নামানুসারে "বাবা বুদানগিরি" বলে। এই শিখরে তাঁহার কুটীরপার্শ্বে তিনি সেই ৭টী বীজ হইতে গাছ করেন, ক্রমশঃ সেই পর্ব্বতে ইহার অনেক গাছ হয়। তৎপরে ৬০।৭০ বৎসর অতীত হইলে আরও নিকটবর্ত্তী কয়েক স্থানে ইহার আবাদ হয়। শেষে আজ প্রায় ৪০ বৎসর হইল, ইংরাজরাজের এদিকে দৃষ্টি পড়ায় ইহার রীতিমত আবাদ হইতেছে। মি ক্যানন নামক একজন ইংরাজ সর্ব্বপ্রথমে বাবা-বুদানগিরির দক্ষিণে এক উচ্চ জমীতে ইহার প্রথম আবাদ করেন।

কাফির ব্যবসায়ে ইংরাজাধিকৃত দেশসমূহের মধ্যে ভারতবর্ষেই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সুগন্ধি কাফি বহুপরিমাণে উৎপন্ন হয়। কাফিগাছের পাতা উপযুক্ত নিয়মে প্রস্তুত করিয়া লইলে চা-রূপে ব্যবহৃত বা চা-এর সহিত ভেজাল চলিতে পারে। সুমাত্রায় পাড়াং নামক স্থানের লোকেরা এই পাতা চা-এর মত করিয়া প্রত্যহ পান করে। চা-এর ন্যায় ইহারও ক্লেশ-হর শ্রান্তিনাশক গুণ আছে।

কাফিফলের খোলা হইতে একপ্রকার তৈল পাওয়া যায়। এখন এই তৈল বাহির করিবার প্রণালী অবলম্বিত হয় নাই।

আমেরিকায় কাফির আরক উত্তেজক ও বলকারক ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ইংলণ্ডে চলিত হয় নাই। সুরাসারের প্রভাবে শরীরে যেরূপ কার্য্য উৎপাদন করে, ইহাতেও সেইরূপ হয়। কাফি চা অপেক্ষা সারক, ইহাতে কোষ্ঠবদ্ধ করে না; তবে বেশী পরিমাণে খাইলে হয়।

টাইফয়েড জ্বরে ফরাসী-নৌসেনার মধ্যে রোগীকে প্রতি দুই ঘণ্টা অন্তর দু-চামচ কাফি খাওয়াইয়া মধ্যে মধ্যে ক্লারেট বা বারগাণ্ডি মদ্য সেবন করান হয়; ইহাতে যথেষ্ট উপকার দর্শিয়া থাকে। কাফিপানে ফরাসীদিগের মধ্যে মূত্রস্থলীতে অশ্মরীরোগের আতিশয্য কমিয়া গিয়াছে। তুরুস্কে কাফি-পানে বাতের পীড়া নাই বলিলেই হয়। তুরুস্কবাসীরা প্রত্যহ কাফি পান করে, ইহাই তাহাদের প্রিয়তম পানীয়। সবিরাম জ্বরে কুইনাইনের ন্যায় কাঁচা কাফি খাইতে দেওয়া হয়, কিন্তু ততটা ফল হয় না। ভাজা কাফিতে পচা জীব-শরীর বা বৃক্ষাদির দুর্গন্ধ দূর হয় এবং দূষিত বায়ুর সংক্রামতা নষ্ট করে। মান্দ্রাজ ও গঞ্জামের হাঁসপাতালে প্রত্যহ কাফির ভাজা গুঁড়া পোড়াইয়া বায়ুর দূষিত অংশ নষ্ট করিয়া থাকে। আরবেরা বলে কাফির কামেচ্ছা-নিবারক গুণ আছে। বাটীর প্রাঙ্গণে বা খোলা মাঠে কাফি পোড়াইলে হাওয়া বিশুদ্ধ হয়, ইহা অনেক বিজ্ঞ চিকিৎসকের অনুমোদিত। ইহাতে আফিমের বিষও নষ্ট হয়।

লাইবিরিয়ার কাফি—(Liberian coffee) আফ্রিকার পশ্চিম-উপকূলে লাইবিরিয়া, অঙ্গোলা, গোলঙ্গো, অল্টো প্রভৃতি স্থানে জন্মে। ইহার বৃক্ষ আরবীয় কাফি-বৃক্ষ অপেক্ষা দৃঢ়; ফল ও পাতা বড়। যখন কাফিগাছের সম্বন্ধে সিংহলে অনুসন্ধান হয়, সেই সময়ে এই শ্রেণীর কাফি

য়ুরোপীয়দিগের নিকট প্রথম পরিচিত হয়। এই শ্রেণীর কাফিতে নাকি পোকা অধিক লাগে না।

কাফির চাষ লিখিয়া বুঝাইবার উপায় নাই; কারণ কাফির চাষ, বা বাগান না দেখিলে তাহা সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারে না। আরবীয় কাফিগাছের নানারূপ পীড়া ধরে। আবহাওয়া, জল, চাষবাসের দোষেই অধিকাংশ পীড়া হয়। চাষের দোষে কাঙ্করে, চারা মুসড়াইয়া যায়, পাতায় হরিদ্রাবর্ণের গুড়ার উৎপত্তি ও কৃষ্ণবর্ণ হয়, পাতা কোঁকড়াইয়া যায় এবং কাফি-পোকা ও কাফি-মাছি লাগা প্রভৃতি দোষ জন্মে; এতদ্ভিন্ন পঙ্গপাল, ইন্দুর, কাঠবিড়াল, শৃগাল ইত্যাদিতেও বিস্তর নষ্ট হয়। শৃগালের অত্যাচারে যে সকল ফল পড়িয়া যায়, তাহা সংগ্রহ করিয়া অনেকে শৃগাল-কাফি নাম দিয়া থাকে।

কাফিখাঁ, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক। ইহার প্রকৃত নাম মুহম্মদ হাশিম। ইনি পারস্যভাষায় মুন্তখবুল্ লুবাব ইতিহাস প্রণয়ন করেন, এই গ্রন্থে বাবর হইতে দিল্লীর মোগলবাদশাহগণের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সম্রাট্ ফরকসিয়ারের রাজত্বকালে ইনি নিজামউল্‌মুলুক (হায়দরাবাদের প্রথম নিজাম) পদ প্রাপ্ত হন।

কাফিরকোট, সিন্ধুপ্রদেশের অন্তর্গত মেহরের দক্ষিণপশ্চিমস্থ একটি উপত্যকা। এখানে বড় বড় কৃত্রিম ধাপ আছে, এই ধাপে গম জন্মে। এই ধাপের মধ্যে মধ্যে প্রাচীন হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি পড়িয়া আছে। মুসলমানেরা ঐ সকল মূর্ত্তি কাফের (অর্থাৎ বিধর্ম্মী) কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল, বলিয়া ইহার নাম কাফির-কোট রাখিয়াছে।

কাফিরিস্থান—ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিম সীমা ও হিন্দুকুশ পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী একটি প্রদেশকে কাফিরিস্থান বলে। ইহার পশ্চিম সীমা আফগানস্থানের অন্তর্গত আলীসাঙ্গ নদী এবং পূর্ব্বে কুনার নদীকে সীমা বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। এই স্থানের অধিবাসীকে কাফির ও সিয়াপোশ বলে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোন য়ুরোপীয় এই প্রদেশে প্রবেশ করিতে পারেন নাই, সুতরাং তৎপূর্ব্বে ইহার যাহা কিছু বিবরণ পাওয়া যায় তাহার উপর প্রকৃতপক্ষে আস্থা স্থাপন করিতে পারা যায় না। প্রাচীন ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা এই স্থান সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহার অধিকাংশই পার্শ্ববর্ত্তী মুসলমানগণের নিকট হইতে সংগ্রহ করা; কিন্তু এক্ষণে জানা গিয়াছে যে মুসলমানেরা এই প্রদেশে সহজে প্রবেশ করিতে পায় না বা করিতে চাহেনা, কারণ কাফির জাতির সহিত ইহাদের চিরশত্রুতা। কোন কাফির যদি নিজ জীবনে কোন উপায়ে একটি মুসলমানকে হত্যা করিতে না পারে, তবে সে স্বজাতিতে স্বশ্রেণীতে, স্ববংশে অপদার্থ ও হেয় হইয়া পড়ে। সুতরাং এরূপ সম্বন্ধ যেখানে, সেখানে মুসলমানের নিকট এ প্রদেশের বা এই জাতির বিবরণ ঠিক জানা যাইবে কিরূপে?

এখানে সিয়াপোশ নামে একটি জাতি বাস করে, কেহ কেহ এই সিয়াপোশজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বলেন যে, ইহারা পারস্যের গবরজাতির ন্যায় আচারব্যবহারবিশিষ্ট কোন একটি আরবীয় জাতি হইতে উৎপন্ন, কেহ কেহ বলেন যে, ইহারা আলেকসান্দারের গ্রীক-সৈন্যের ঔরসোৎপন্ন, আবার কেহ অনুমান করেন যে, মুসলমান-মত প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে যে সকল অসভ্যজাতিকে পর্ব্বতাদিতে বাস করিবার জন্য সমতল প্রদেশ হইতে দূর করিয়া দেওয়া হয়, সিয়াপোশেরা তাহাদেরই মধ্যে একশ্রেণী।

কাফিরগণের ভাষার সহিত কিন্তু আরবী, পারসী বা তুর্কীভাষার বিন্দুমাত্রও সাদৃশ্য নাই; বরং সংস্কৃতের সহিত যথেষ্ট ঘনিষ্ঠতা আছে। এই কারণে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা বিবেচনা করেন যে, ইহারা আরব বা আফগানের মত একবারে একটি স্বতন্ত্র জাতি নহে, ইহারা ভারতীয় জাতিরই অন্তর্গত কেবল দেশভেদে যেন স্বতন্ত্র হইয়া পড়িয়াছে।

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এখানকার যে বিবরণ সংগৃহীত হয়, তাহা হইতে জানা যায় যে, এদেশে কত্তার, গম্বীর, দেলহুলজ্, অরণ্স্, ইশুর্ম, অমিসোজ, পণ্ডিত, বৈগল নামক কয়েকটি জনপদ আছে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মিঃ ডব্লিউ, ম'নেয়ার নামক ইংরাজই সম্ভবতঃ সর্ব্বপ্রথম এ প্রদেশে পদার্পণ করিতে সমর্থ হন। তিনি এখানকার লোকসংখ্যা অনুমানে ৬ লক্ষ স্থির করেন। প্রতি গ্রামে ১০০ হইতে ৬০০ পর্য্যন্ত লোকের বাস আছে।

ইহাদের দৈনিক আচার ব্যবহার ও আকৃতি প্রকৃতি সম্বন্ধে নানারূপ বিভিন্নমত দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ বলেন সিয়াপোশেরা দেখিতে বলিষ্ঠ, দৃঢ়গঠিত, সাহসী কিন্তু স্বভাবে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত—অলস, বিলাসী ও সর্ব্বদা মদ্যপায়ী। আফগানস্থানে অনেকগুলি কাফির ধৃত হইয়া বাস করিতেছে, তাহাদের দেখিলে ঐ অনুমান দৃঢ় বলিয়াই বোধ হয়। ইহাদিগের মধ্যে য়ুরোপীয় গঠনের লোকই অধিক, কৃষ্ণাক্ষ ও বিড়ালাক্ষও আছে। ইহারা নাকি আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিতে পারে না, চৌকির উপরেই বসিতে সুবিধা বোধ করে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা রূপবতী ও বুদ্ধিমতী। ইহাদের বর্ণ রক্তোজ্জ্বল শ্বেত। অনেকে

বলেন, ইহারা অতিরিক্ত মদ্যপান করে বলিয়া ইহাদের রক্তবর্ণ হইয়াছে। ইহাদিগকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তুমি কিরূপ পানাহার ভালবাস, তাহারা অমনি উত্তর দেয় "প্রতিদিন এক মসক মদ চাই"—এক মসকে প্রায় পনর সের মদ ধরে।

ম'নেয়ারের বিবরণ পাঠ করিয়া জানা যায় যে, কাফিরিস্থানের লোকেরা সুপুরুষ, সাহসী ও কৃষিজীবী। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা বাগানের কাজ করে। ইহারা নৃত্যগীতে বড় অনুরক্ত। প্রায় প্রতিসন্ধ্যা নৃত্যগীতাদিতে যাপন করে। ইহাদের আপনাদের মধ্যে আত্মকলহ বা যুদ্ধবিগ্রহজনিত রক্তপাত হয় না। মুসলমানের সহিত ইহাদের সর্প-নকুল সম্বন্ধ, দেখা হইলেই যুদ্ধ বাধিয়া যায়, আর জাতিগত বিবাদ ত আছেই। ইংরাজরাজের সহিত ইহাদের কোন বিবাদ নাই। ইহাদের মধ্যে দাসত্বপ্রথা ও দাসব্যবসায় আছে; কিন্তু শীঘ্রই রহিত হইবে বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের মধ্যে বহু-বিবাহ প্রায় নাই। স্ত্রীর ব্যভিচারদোষে শারীরিক দণ্ড সামান্য হয়; কিন্তু পুরুষকে কতকগুলি গোমেষাদি জরিমানা দিতে হয়। ইহারা শব সিন্দুকে বন্ধ করিয়া রাখে। একমাত্র অদ্বিতীয় দেবতা "ইম্রু"কে (ইন্দ্রকে ?) পূজা করে। ইম্রুর মন্দির আছে, সেই মন্দিরে পবিত্র প্রস্তরমূর্ত্তি স্থাপিত, পুরোহিত আসিয়া পূজা করেন। ইহারা তীরধনুর্দ্ধারী। গো মেষাদিই ইহাদের মূল্যবান্ বস্তু, ইহাই যাহার অধিক থাকে, সেই ধনী। ইহাদের মধ্যে ১৮ জন সর্দ্দার আছে।

এই জাতি পরস্পর শপথ করিয়া বন্ধুতাসূত্রে বদ্ধ হয়। কোনসূত্রে কাহারও সহিত সন্ধিভঙ্গের পূর্ব্বে তাহার নিকট একটি তীর বা একছড়া ছররার মালা পাঠাইয়া দেয়। ইহারা বড় অতিথি-ভক্ত। যদি কোন অতিথি ইহাদের বাড়ী আসে, তাহা হইলে স্বয়ং গৃহকর্ত্তা তাহার পরিচর্য্যা করে এবং যদি অপর কেহ কোন অতিথিকে ভুলাইয়া নিজ বাটীতে লইয়া যায়, তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে বিষম বিবাদ বাধে, এমন কি রক্তারক্তি ঘটিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের যথেচ্ছভ্রমণে বাধা নাই, অবগুণ্ঠন নাই; কিন্তু পুরুষের সহিত একত্র পান-ভোজন করিতে পায় না। প্রতিগ্রামে স্ত্রীলোকদিগের প্রসবের জন্য স্বতন্ত্র বাটী থাকে। ইহাদের আপনাদের মধ্যে বিবাদ বাধিয়া পরে মিটিবার কালে বিবাদীদের মধ্যে একজন অপরের স্তনচুম্বন করে এবং সেই ব্যক্তি স্তনচুম্বনকারীর মস্তক চুম্বন করে। এইরূপে বিবাদ মিটিয়া যায়। কাফিরেরা নিজ সন্তান বিক্রয় করে না, কিন্তু কষ্টে পড়িলে প্রতিবাসীর সন্তান চুরী করিয়া বিক্রয় করে। কেহ কেহ বলেন, এই ব্যাপারটী ব্যবসার মধ্যে গণ্য এবং এইজন্য চিত্রলের সর্দ্দার বিক্রয়ার্থ বালকবালিকার উপর কর আদায় করেন। কোন মুসলমানজাতির বিরুদ্ধে ইহারা যখন যুদ্ধযাত্রা করে, তখন যতদিন পর্য্যন্ত আয়োজন ও উপায়াদি নির্দ্ধারিত না হয়, ততদিন কোন পুরুষ নিজ বাটীতে আসিতে পায় না; দিবারাত্র মন্ত্রণাগৃহে থাকে ও সেইখানেই পানভোজন-শয়নাদি করে। যে স্থান আক্রমণ করিতে হইবে, দিনের বেলায় সকলে সেই স্থলে উপনীত হইয়া, দুই তিনজন করিয়া ঝোপেঝাপে লুকাইয়া থাকে ও যেমন নিকট দিয়া মুসলমানেরা যাতায়াত করে, অমনি আক্রমণ করিয়া বিনাশ করে এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে একত্র হইয়া স্ব স্ব কার্য্যবিবরণ প্রকাশ করিয়া আমোদ প্রমোদ করিতে থাকে। মুসলমানেরাও ঐরূপে কাফিরস্থানে প্রবেশ করিয়া বালক-বালিকা চুরী করিয়া আনে।

ইহারা জাঁতায় ভাঙ্গিয়া গম, যব প্রভৃতির ময়দা করিয়া তাহাতে রুটী প্রস্তুত করে। রুটী লৌহকটাহে সেঁকিয়া খায়। ইহারা গৃহ-পালিত পশুমাংসও খাইয়া থাকে। ইহারা এক কোপে গলা কাটিয়া পশুহত্যা করে; যদি দুইকোপ দিবার প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে ইহারা সে মাংস অপবিত্র বোধে পরিত্যাগ করে এবং বারিজাতির মধ্যে পারিয়া শ্রেণীকে ডাকিয়া দান করে।

ইহারা আঙ্গুর হইতে মদ্য প্রস্তুত করে। আঙ্গুরের বর্ণভেদে মদ্যের দুইপ্রকার বর্ণ হয়। বালকেরা বৎসরের সকল সময় মদ্য খাইতে পায় না। মোগলসম্রাট বাবর লিখিয়াছেন যে, কাফিরেরা গলায় মদ্যপূর্ণ "কিং" নামক চামড়ার বোতল ঝুলাইয়া রাখে। তিনি আরও বলেন যে, ইহারা জলের পরিবর্ত্তে মদ্য পান করে।

কাফির-দিগের সাহায্য না পাইলে ইহাদের দেশে প্রবেশ করিতে কাহারও সাহস হয় না।

কাফিরস্থান দেখিতে অতি সুন্দরদেশ; নিবিড় বৃক্ষমালায় প্রকৃতির রম্য উপবন বলিয়া বোধ হয়; প্রান্তভাগে মহাবন। কাফিরস্থান প্রধানতঃ তিনটী উপত্যকায় বিভক্ত। এই তিনটী উপত্যকা হইতে এখানকার তিনটি প্রধান জাতির নামকরণ হইয়াছে;—রামগল, বৈগল ও বাসগল। ইহাদের মধ্যে বৈগল-জাতীয়েরা সর্ব্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত ও ইহাদের উপত্যকাই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। কাফির বা সিয়াপোষ ইহাদের জাতীয় নাম নহে, পার্শ্ববর্ত্তী মুসলমানেরা ইহাদিগকে ঐ নামে অভিহিত করে। মুসলমানেরা ইহাদিগকে (মুসলমান ধর্ম্মে অবিশ্বাসী বলিয়া "কাফের")

কাফির বলে এবং ইহাদের মধ্যে বৈগলেরা কৃষ্ণবর্ণ ছাগ-চর্ম্মের জামা গায়ে দেয় বলিয়া ও বৈগলের সংখ্যাই অধিক বলিয়া সমুদায় জাতিকে "সিয়াপোশ" বা "টর" (কৃষ্ণবর্ণ-পোষাক) বলে। রামগল বা বাসগলেরা ওরূপ চর্ম্মের জামা পরে না, তৎপরিবর্ত্তে সূতার কাপড়ের জামা পরে। পূর্ব্বোক্ত তিন জাতির ভাষা স্বতন্ত্র।

ইহারা ভূতপ্রেতাদিতে বিশ্বাস করে এবং ইহজীবনে যাহা কিছু দুঃখ-কষ্ট পায়, তাহা এই সকল ভূতপ্রেতাদি হইতেই ঘটে বলিয়া মনে করে। ইহারা যে মদ্য পান করে, তাহা মদ্যপ্রস্তুত-প্রণালীর নিয়মানুসারে পচান বা চোঁয়ান নহে। তাহা বিশুদ্ধ টাট্‌কা দ্রাক্ষারস।

ইহাদের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধবিগ্রহাদির পর পরাজিত জাতির স্ত্রীলোকেরা বন্দিনী হইলে,আপনাদিগের মধ্যে দাসী-রূপে বিক্রীত হইয়া থাকে। স্ত্রীলোকের মধ্যে লজ্জাশীলতা বা ধর্ম্মভাব একপ্রকার নাই বলিলেই চলে। ইহাদের সমাজে তাহা বিশেষ দোষ বলিয়াও গণ্য নহে; কারণ, এরূপ দোষে উভয়পক্ষে যেরূপ সামান্য শাস্তি পায়, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে।

ইহারা কি ইংরাজ, কি আফগান, কি তুর্ক, কাহারও অধীন নহে, সম্পূর্ণ স্বাধীন। সিন্ধু ও অক্ষস্‌নদীর মধ্যে সমস্ত গিরিবর্ত্মে ইহাদের অক্ষুণ্ণ প্রতাপ। হিমালয়-পর্ব্বতের শেষ প্রান্ত হইতে অক্ষস্‌নদীর তীরবর্ত্তী বদকসানের পার্ব্বত্য-প্রদেশ পর্য্যন্ত এবং হিন্দুকুশ পর্ব্বতমালায় ইহাদের অধিকার। কাবুল নদীর উৎপত্তিস্থলে যে সকল গিরিবর্ত্ম আছে, তাহাও ইহাদের অধীনে।

ইহারা দেখিতে সুপুরুষ হইলেও দীর্ঘচ্ছন্দ নহে।

ইহাদের মধ্যে অন্যান্য যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতি আছে, তন্মধ্যে দারামুরি নামক জাতি আপনাদিগকে তাজক-মতা-বলম্বী এবং অতি প্রাচীন জাতি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে। লম্পাক (লম্‌ঘান্) নামক স্থানের ভাষার সহিত ইহাদের ভাষার ও আফগানদিগের আকারের সহিত ইহাদের আকা-রের সৌসাদৃশ্য আছে।

সেওয়া (শিবা?) নামক স্থানের অপরপার্শ্বে চুগুনি নামক একজাতি আছে, ইহারা অপেক্ষাকৃত সংখ্যায় অধিক। বিশুদ্ধ কাফিরেরা ইহাদিগকে "নিম্বা" অর্থাৎ বর্ণশঙ্কর বলিয়া থাকে; কারণ, ইহারা কাফির ও আফগান উভয় জাতীয় কন্যারই পাণিগ্রহণ করে এবং কাফিরস্থানে নির্ভয়ে প্রবেশ করিতে পায়। ইহারা প্রধানতঃ পথ-প্রদর্শকের কার্য্য করিয়া থাকে। কুন্দপর্ব্বতেই ইহাদের অধিক বাস। ইহারা আফগান অপেক্ষা ক্ষুদ্রকায় ও ইহাদের আকৃতি অপেক্ষাকৃত কোমলতাপূর্ণ। ইহারা মুসলমানধর্ম্মাবলম্বী, কিন্তু ইহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকের অবরোধপ্রথা নাই।

এই প্রদেশের অরত উপত্যকা ৭৩০০ ফুট দীর্ঘ। উচ্চলিক ইয়ালিক নামক গিরিপথের দৃশ্য পরমরমণীয়। কুন্দ পর্ব্বতের শিখরে একটি ক্ষুদ্র হ্রদ আছে। কথিত আছে, এই হ্রদের তীরে নোয়ার নৌকার ভগ্নাবশেষ প্রস্তরীভূত হইয়া আছে এবং উহারই নিম্ন-উপত্যকায় লামেকের (নোয়ার পিতার) সমাধিস্তম্ভ আছে। [নৌবন্ধন দেখ।]

কাফ্রি—(দেশজ) আফ্রিকার দক্ষিণস্থ কাফ্রেরিয়া নামক স্থানের অধিবাসী; কিন্তু সাধারণতঃ সুদনের দক্ষিণদিগ্‌বর্ত্তী সমুদয় আফ্রিকাবাসীই এই নামে পরিচিত। এক্ষণে পৃথিবীর অধিকাংশ স্থানেই ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষেও কাফ্রি আছে, ইহারা সাধারণতঃ হাব্‌সী নামে পরিচিত। কবে কোন সময়ে, কিরূপে ইহারা এদেশে প্রথম আসে, তাহা স্থির করা যায় না, তবে ইহা অনুমিত হয় যে, যে সময়ে আরবের সহিত ভারতের বহি-র্ব্বাণিজ্য ছিল, সেই সময়েই আরবদিগের মিশ্রণে ইহারা আসিয়া থাকিবে, তৎপরে আফগান, মোগল, তুর্ক প্রভৃতি জাতীয়গণের সঙ্গে অনেকে আসিয়াছে। ইহারা আসিয়া ক্রমশঃ বিশেষ প্রশ্রয় পাইয়া শেষে স্থানবিশেষে রাজা পর্য্যন্ত হইয়াছে।

এক্ষণে উত্তরকানাড়ায় দাণ্ডিলিজেলার পার্ব্বত্যপ্রদেশে কাফ্রির বাসই অধিক। বোম্বাই উপকূলে জাঞ্জিরা নামক স্থানে "হাব্‌সী" বা "সিদি" জাতীয় রাজা আছে, এই রাজ-বংশ আবিসিনীয় কাফ্রি হইতে উৎপন্ন। খৃষ্টীয় ১৮শ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই আবিসিনীয় কাফ্রিরা ভারত-উপকূলে জলদস্যুর ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া নিকটবর্ত্তী সাগরে ঘুরিয়া বেড়াইত। খৃষ্টীয় ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীতে বিজয়পুরে যে আদিলশাহী বংশ ও নিজামশাহীবংশ রাজত্ব করিতেন, তাঁহাদের অধীনে কাফ্রিরা পুররক্ষী সৈন্যশ্রেণীতে অনেক নিযুক্ত হইত। সিন্ধু-প্রদেশে তালপুরের আমীরেরা একদল কাফ্রিসৈন্য রাখেন। কর্ণাটের নবাবেরাও কাফ্রিদাস রাখিতেন। কর্ণাটের নাস ও মেক্রান নামক স্থানে কাফ্রির সংখ্যা অনেক এবং আজও নিজামরাজ্যে নিজামের নিয়মিত সৈন্যের মধ্যে কাফ্রি আছে এবং অনিয়মিত সৈন্যের মধ্যে ইহাদের সংখ্যাই কিছু বেশী। বাঙ্গালা দেশেও মুসলমানগণের সঙ্গে কাফ্রিজাতি বিসৃত হইয়া পড়ে। সেকালে মুসলমান নবাবগণের অধীনে ইহারা পুররক্ষী সৈন্যদলে নিযুক্ত থাকিত, নগরাদিতে

শান্তিরক্ষক নিযুক্ত হইত। কাফ্রিরা বাঙ্গালায়ও হাব্‌সী নামে পরিচিত ও এই জাতীয় শান্তিরক্ষকেরা "হাব্‌সী কোতোয়াল" নামে খ্যাত ছিল, হাব্‌সীরমণীরাও নবাব-অন্তঃপুরে দাসী থাকিত। নবাবগণের অনুকরণে হিন্দু জমীদার ও রাজারাও পুররক্ষায় কাফ্রি নিযুক্ত করিতেন। ইহারা বড় বিশ্বাসী প্রভুভক্ত ও বলিষ্ঠ বলিয়াই বোধ হয়, ইহাদের হস্তে এই কার্য্যের ভার দেওয়া হইত। রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র স্বীয় কাব্যে বর্দ্ধমানের বর্ণনাস্থলে লিখিয়া গিয়াছেন—

"নদী জিনি গড়খানা, দ্বারে হাব্‌সীর থানা
দেখিয়া বিকট লাগে শঙ্কা।"*

পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ ও দক্ষিণ এসিয়ার অন্যান্য স্থলেও কাফ্রিজাতির বাস আছে। তাহারা উপনিবেশী নহে, সেই সকল স্থানেই তাহাদের আদিম বাসভূমি। আফ্রিকার কাফ্রিজাতির বাসভূমির সহিত সমসূত্রপাতে অবস্থান করে বলিয়া ইহাদের উভয়ের মধ্যে দেশগত পার্থক্য ব্যতীত, অন্য কোন বিভিন্নতা দেখা যায় না, এইজন্য এই সমস্ত জাতিকেও সাধারণতঃ কাফ্রিজাতির অন্তর্গত করা হয়। টলেমী ইহাদের বিবরণ জানিতেন, তাহা তাঁহার পুস্তক পাঠে জানা যায়। তাঁহার পুস্তকে "অরিয়া খেরসনেসাস," 'যাবাডস্ ইন্সিউলি' ও "ইথিওপিস্ ইক্‌থিওপেজি"র বৃত্তান্ত পড়িলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, উহা সুমাত্রা, যবদ্বীপ এবং নবগিনির পাপুয়াজাতির বিবরণ ভিন্ন আর কিছু হইতে পারে না। ইহারাই রামায়ণোক্ত রাক্ষসজাতি বলিয়া অনুমিত হয়।

প্রাচীনকালে যখন ভারতবর্ষে দাক্ষিণাত্যে মিসরীয় বণিকেরা বাণিজ্য করিতে আসিত, সেই সময়ে আফ্রিকার পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরা আরব ও আফ্রিকা উভয়স্থান হইতেই এদেশে আসিত। পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণের মতে এইরূপ ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় তিন হাজার বৎসর চলিয়াছিল। এসময়ে যে, ঐ সকল দেশের লোকেরা কেবল পণ্য লইয়া পোতারোহণে এদেশে আসিত আর ক্রয় বিক্রয় করিয়া বন্দর হইতেই চলিয়া যাইত, তাহা নহে; অনেকে বণিকরূপে এদেশে বাস করিয়াছিল। এই সকল স্থায়ী বণিকেরাই সিংহলে "মুরজাতি" ও দাক্ষিণাত্যে "মপ্‌লা" বা "লব্বাই" নামে খ্যাত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন, দাক্ষিণাত্যে আর্য্যগণের অধিকার বিস্তৃত হইবার পূর্ব্বেই এখানে কাফ্রির বাস হইয়াছে। উক্তমত সমর্থনের জন্য তাঁহারা বলেন, দাক্ষিণাত্যের অধিবাসিবৃন্দের সহিত আর্য্যজাতির যতটা পার্থক্য আজও দেখা যায়, ততটা ভারতের আর কোথাও নাই এবং দাক্ষিণাত্যের সকল ভাষাই সংস্কৃত হইতে সম্পূর্ণ প্রভেদ। দাক্ষিণাত্যের অধিবাসিগণের মধ্যে কতকাংশের আকৃতিগত সৌসাদৃশ্য অধিকাংশ ইরাণীয়ের ন্যায়, কতকাংশের সমিতীয়-ইরাণীয়ের ন্যায়, কতকাংশের অষ্ট্রেলীয়ের ন্যায় ও কতকগুলি মলয় পাপুয়াজাতির ন্যায় এবং একান্ত নিম্নশ্রেণীর লোকগণের মধ্যে অধিকাংশের আকৃতি আফ্রিকাবাসীর আকারের মত। ইহাদের মতানুসারে বিন্ধ্য এবং ঘাটপর্ব্বতের পূর্ব্ব প্রান্তবর্ত্তী অসভ্যজাতির আকৃতি অনেকটা উত্তর ভারতীয় আর্য্যজাতির আকৃতির ন্যায়, কিন্তু ঘাটপর্ব্বতের পশ্চিমাঞ্চলবাসীরা মলয়-উপদ্বীপের জাকুন জাতির ন্যায়। এই জাকুন জাতীয়ের সহিত আফ্রিকাবাসীর অধিক সাদৃশ্য আছে।

পূর্ব্ব-ভারতীয় দ্বীপাবলীতে প্রধানতঃ চারিজাতির বাস। (১) বিশুদ্ধ মলয়জাতি, (২) মলয় উপদ্বীপবাসী খর্ব্বাকার কাফ্রি বা সেমাংজাতি, (৩) ফিলিপাইনদ্বীপের ক্ষুদ্রাকার কাফ্রি বা এইটা জাতি ও (৪) নবগিনির বৃহৎ-কায় কাফ্রি বা পাপুয়াজাতি; এতদ্ভিন্ন নবগিনি ও মলয় উপদ্বীপের মধ্যবর্ত্তী কতকগুলিদ্বীপে ইহাদেরই মধ্যবর্ত্তী একজাতীয় লোক দেখা যায়, তাহাদের মলয়-কাফ্রিজাতি বলা যায়। সিলিবিস ও লম্বকদ্বীপের পূর্ব্বে যে সকল দ্বীপ আছে, তাহার অধিবাসিবৃন্দ সাধারণতঃ অষ্ট্রেলিয়াবাসীর ন্যায়। এই পার্থক্য দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, এসিয়ার দক্ষিণাংশের সহিত পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিমভাগস্থ দ্বীপগুলি অতি প্রাচীনকালে একত্র সংলগ্ন ছিল এবং কালক্রমে প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।*

আফ্রিকায় যে সকল কাফ্রি বাস করে, অনুমানে তাহা-

* ভারতচন্দ্র বর্ণিত বিদ্যাসুন্দরের ঘটনা অনেক কাল্পনিক, সুতরাং বর্দ্ধমান বর্ণনায় ভারত নিজের সমকালের বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন, নতুবা সুন্দর বর্দ্ধমানের ভিতর ইংরাজ, ওলন্দাজ, দীনেমার, হাবসী, মোগল পাঠান সৈন্য দেখিতে পাইতেন না।

* এ অনুমান শুদ্ধ লোকের আকৃতিগত সৌসাদৃশ্যের উপর নির্ভর করে না। সুমাত্রা, বোর্ণিও, যব, বালি প্রভৃতিদ্বীপের পরস্পরের মধ্যবর্ত্তী প্রণালীগুলি ও এসিয়ার প্রধান ভূ-খণ্ডের মধ্যবর্ত্তী প্রণালী কোথাও ১৫০।২০০ হাতের অধিক গভীর নহে, কিন্তু সিলিবিস দ্বীপের পূর্ব্বাংশের প্রণালী ও সমুদ্রাংশ অনেকস্থলে ৪০০ হাতের অপেক্ষাও গভীর। এতদ্ভিন্ন এসিয়ার দক্ষিণাংশের উৎপন্ন ফল মূল বৃক্ষাদি, আরণ্য জন্তু ও প্রাচীন ধ্বংসাবশেষাদির সহিত এই সকল দ্বীপের ঐ সমস্ত বিষয়ের সম্পূর্ণ ঐক্য দেখা যায়।

দের সংখ্যা ২ কোটীর অধিক নহে। এই মোট সংখ্যার মধ্যে কাফ্রেরিয়াবাসী কাফ্রি ও হটেণ্টটদিগকেও ধরা হইয়াছে।

লোহিতসাগরের পূর্ব্বকূলে, পারস্যোপসাগরের তীরে এবং মলয় উপদ্বীপে কাফ্রিজাতীয়ের সংখ্যা মোটের উপর ৫০ লক্ষের অধিক হইবে না; কিন্তু বঙ্গোপসাগরের আন্দামান দ্বীপ হইতে পূর্ব্বদিকের দ্বীপাবলীতে যে সকল জাতীয় লোককে সাধারণত কাফ্রি বলিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে ন্যূনকল্পে ১২টী আকৃতিগত শ্রেণী-বিভাগ আছে। এই ১২টী শ্রেণীগত পার্থক্য দেখিয়া বোধ হয়;—ইহাদের মধ্যে কতকগুলি ৩৷০ হাত বা চারি হাত পর্য্যন্ত হয় এবং কতকগুলি সাড়ে চারি হাত পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি অপেক্ষাকৃত বিখ্যাত শ্রেণীর কথা বলা যাইতেছে।

আন্দামান দ্বীপের মীনকপী কাফ্রি—মনুষ্য শ্রেণীতে বোধ হয় ইহাদের অপেক্ষা অসভ্য জাতি আর নাই। ইহাদের বাসস্থানের স্থিরতা নাই, পরিধেয় বস্ত্রাদি নাই এবং জীবীকার জন্য যে কোনপ্রকার কার্য্য করিতে হয়, তাহাও ইহারা জানে না। ইহারা লোকের সহিত মিশিতে চাহে, অথচ অনিষ্টপ্রিয়। ইহারা নরমাংসভুক্ নহে বটে, কিন্তু শূকরমাংস, মৎস্য, শস্য, ফল ও মূল খাইয়া থাকে। ইহারা জঙ্গলের ফল, মূল, বিল ও পুষ্করিণী হইতে মৎস্যাদি ধরিয়া খায়। ইহারা তীরধনু লইয়া বনে বনে পুষ্করিণীতে-পুষ্করিণীতে ঘুরিয়া বেড়ায়। বাঁশের চেয়াড়িতে মাছধরা আকুঁসী প্রস্তুত করে। ইহাদের কাপড় নাই এবং একেবারে উলঙ্গ থাকিতে কিছুমাত্র দ্বিধা ভাবে না। ইহারা ক্ষুদ্রকায়, পনর পোয়ার অধিক উচ্চ হয় না। ইহাদের মস্তক ক্ষুদ্র ও তালু চাপা। ইহারা আপনাদের সর্ব্বাঙ্গ কাচখণ্ড দ্বারা আঁচড়াইয়া রক্ত বাহির করিয়া শরীরের শোভা সম্পাদন করে। বাহুমূল ও কণ্ঠমূল হইতে মণিবন্ধ ও কটিদেশ পর্য্যন্ত অঙ্গের চতুর্দ্দিকে গোলাকার আঁচড়ের দাগে ইহাদিগকে অতি বিশ্রী ও ভয়ানক দেখায়, কিন্তু তাহাই ইহাদের প্রধান শোভা। ইহারা যখন কোন বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে, তখন ইহারা দক্ষিণ হস্তের তালুর নিম্নভাগে ধীরে ধীরে দন্তাঘাত করিয়া বামস্কন্ধে একটি ফুলা চাপড় মারে। সহিসেরা ঘোড়ার গা মলিয়া দিবার সময় যেরূপ ভাবে চুমকুড়ি দেয়, ইহারা সেইরূপ শব্দ করিয়া চুম্বন করে। যখন ইহারা পরস্পর কথোপকথন করিতে থাকে, তখন ইহারা এরূপ জড়াইয়া উচ্চারণ করে যে, অপরের বোধ হয় যেন তাহারা কেবল কিচ্‌মিচ্ করিয়াই বুঝি মনোভাব প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; উড়িয়াদের মত ইহাদের উচ্চারণ-প্রণালী অতি দ্রুত ও অস্পষ্ট। ইহারা নাচিতে ভালবাসে এবং নাচিবার সময় হাত দুটী মাথার দিকে তুলিয়া সঙ্গীতের তালে তালে লাফাইয়া লাফাইয়া নাচিতে থাকে এবং নাচিবার সময় কখন মাথা ঘুরায়, কখন সমস্ত শরীর সম্মুখের দিকে ঝুঁকাইয়া দেয়। এইরূপে সঙ্গীত ও নৃত্যের তালে তালে নানারূপ অঙ্গভঙ্গী করিতে থাকে।

সেমাং, বিলা—আন্দামান দ্বীপের পূর্ব্বে মলয় উপদ্বীপের অন্তর্গত কেদা, পেরাক, পাহাঙ্ ও ত্রিঙ্গানুপ্রদেশে এক জাতীয় কাফ্রি বাস করে, তাহাদিগকে মলয়জাতিরা "সেমাং" ও "বিলা" বলে। ইহাদের বর্ণ কৃষ্ণ, কেশ পশমের ন্যায়, গঠনাদি আফ্রিকাবাসীর ন্যায় খর্ব্বাকার। পূর্ণবয়স্ক পুরুষের উচ্চতা তিন হাতের অধিক হয় না। ইহাদেরও নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান বা চাষবাস নাই। ইহাদের অধিকাংশই ঘুরিয়া ঘুরিয়া বনের উৎপন্নাদি সংগ্রহ করে এবং তাহাই মলয়জাতীর নিকট ব্যবহার্য্য দ্রব্যাদির সহিত বিনিময় করিয়া থাকে। ইহারা শীকার করে ও শীকারলব্ধ পশুপক্ষী বা তাহাদের চর্ম্ম-পালকাদিও বিনিময় করিয়া খাদ্যাদি সংগ্রহ করে।

ক্রিয়ান নদীর উপনদী ইঙ্গানের তীরবর্ত্তী স্থানে "সেমাং বুকিং" নামক এক শ্রেণী কাফ্রির বাস। ইহারা পূর্ণবয়সে ৩৷০ হাত হয়। ইহাদের মস্তক ক্ষুদ্র, মস্তকের সম্মুখভাগ কতকটা কোণাকার উচ্চ, পশ্চাদ্ভাগ বর্ত্তুলাকার ও মধ্যাংশের অপেক্ষা অপ্রশস্ত। মলয়জাতীয়ের অপেক্ষা ইহাদের মুখমণ্ডল সাধারণতঃ অপ্রশস্ত, ভ্রূদেশ উচ্চ, নয়নকোটর অতি গভীর, নাসিকামূল অনুচ্চ ও নাসিকা ক্ষুদ্র; নাসিকার অগ্রভাগ সূক্ষ্ম ও উণ্টান। চক্ষুর পর্দ্দা হরিদ্রাবর্ণ, পক্ষ্ম ঘন, দীর্ঘ ও কোঁকড়া, হনুদেশ প্রশস্ত, মুখবিবর প্রশস্ত, ঠোঁট মোটা বা ছোট। ভ্রূ, নাসিকার অগ্রভাগ ও থুঁতির উচ্চতা একসমান। ইহাদের উদর বৃহৎ কিন্তু শরীর অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ। ইহারা বানরের ন্যায় উদর কমাইতে ও ফুলাইতে পারে। গাত্রচর্ম্ম সাধারণতঃ কোমল ও চিক্কণ।

ত্রিঙ্গানুর সেমাং নামক শ্রেণী কেদাদিগের ন্যায় ঈষৎ তরলবর্ণ; সেমাং-বুকিংদিগের মত মসৃণ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ নহে। ইহাদের চুল পশমের ন্যায় নহে, কোঁকড়া কোঁকড়া এবং ঘটোৎকচের ন্যায় উচ্চ হইয়া থাকে, মাড়োয়ারীদিগের মত খুব ঘন মোটা গোঁপ হয়। মস্তকের গঠন মলয় বা কাফ্রিদিগের মত নহে, অনেকটা পাপুয়াদের মত। ইহাদের স্বর পরিষ্কার, কোমল, কিন্তু অনুনাসিক, ইহারা কপালে ও

পালে উকি পরে। দক্ষিণ কর্ণ বিঁধাইয়া বড় ছেঁদা রাখিয়া দেয় এবং সম্মুখভাগে এক কোণা গোলাকার চুল রাখিয়া সমস্ত মস্তক মুণ্ডন করে। পেরাকের নদীকূলবর্ত্তী এই শ্রেণী "সেমাতিংপায়" বলিয়া বিখ্যাত। ইহারা সমুদ্রতীর হইতে পর্ব্বতের উপর পর্য্যন্ত সকল স্থানেই বাস করে, কিন্তু বুকিতেরা বন ও পার্ব্বত্য স্থান ভিন্ন জলের উপকূলভাগে বা নদীকূলে যায় না। আর "সকি" শ্রেণীর লোকেরা পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে নামে না। কেদা ও পেরাকের সেমাংগণের ভাষায় দুইটি শব্দের যোগজ শব্দ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার বড় কথা বা সমাসবাক্য নাই। যে সকল স্থানে এই সেমাং জাতি বাস করে, তাহাদের মধ্যে মলয়জাতীয় লোক নাই।

পাপুয়া শ্রেণীর কাফ্রিরা—ফ্লোরিস, শুম্বব বা হম্মনা, অদেনারা, সলর, লম্বটা, রুতাব, ওম্বে,ওয়েট্টার, রত্তি, সর্ব্বত্তি, বব্বর, তিমর, তিমরলাউৎ, লারাট, নব ক্যালিডোনিয়া, নব আয়র্লণ্ড, ওটাহায়টী, পলিনেসিয়া, ফিজি, মালক্কস, নবগিনি, পোপো, বাসন্দা, কি দ্বীপ, অম্বয়না, সালবত্তি প্রভৃতি পূর্ব্বাংশের দ্বীপাবলীতে বাস করে। যে সকল দ্বীপে এই জাতীয় কাফ্রির বাস, মলয়জাতিরা সেই সকল স্থানকে "তানা-পাপুয়া" (পাপুয়া জাতির বাসস্থান) বলে। ইহাদের চুল খুব কোঁকড়া বলিয়া ইহাদের নামই "পাপুয়া" হইয়াছে। কারণ মলয়-ভাষায় কোঁকড়া চুলকে "পুয়া-পুয়া" বলে; এই পুয়া-পুয়া শব্দ হইতে পাপুয়া শব্দের উৎপত্তি। ইহাদের আকৃতি একবারে অবিকল কাফ্রির মত; প্রশস্ত নাসিকা, মোটা বড় বড় ঠোঁট, কপাল ও থুঁতি টেপা, রং মেটে-মেটে, অক্ষিগোলকের চতুষ্পার্শ্ব শাদা। ইহারা দক্ষিণপূর্ব্ব এসিয়ার অন্যান্য কাফ্রিজাতি অপেক্ষা পূর্ণগঠিত ও বলিষ্ঠ; ইহারা উৎসাহী, অধ্যবসায়ী ও পরিশ্রমী। এই সকল গুণের জন্য সেকালে ইহাদিগকে সভ্য দেশে দাসরূপে বেশী বিক্রয় করিত ও লোকেও আগ্রহসহকারে ক্রয় করিত। ইহাদের মানসিক বৃত্তি মলয়জাতি অপেক্ষা হীন না হইলেও বড় চঞ্চল বলিয়া ইহারা স্বাধীনভাবে থাকিতে পারে না। মলয়জাতির সহিত বিবাদে এইজন্যই ইহারা পরাজিত হয়।

ইহারা নবগিনি ও তাহার নিকটবর্ত্তী দ্বীপগুলিতে সমুদ্রোপকূলে বাস করে ও অন্যান্যস্থলে পার্ব্বত্যপ্রদেশে অবস্থান করে। অনেকগুলি দ্বীপে ইহাদের সংখ্যা একবারেই হ্রাস হইয়া গিয়াছে। সিরাম ও গিলোলোদ্বীপে ইহাদিগকে কচিৎ কখন দেখা যায় মাত্র। অনেকে অনুমান করেন যে, কালে এই শ্রেণী পৃথিবী হইতে লোপ পাইবে; কারণ, শীকারপ্রিয় অপেক্ষাকৃত তাম্রবর্ণ জাতীয় লোকেরাই ইহাদিগকেই অধিক বিনাশ করিয়া থাকে; কিন্তু তাহা ভ্রম, কারণ যেখানে যেখানে আজকাল য়ুরোপীয় সভ্যতা প্রচলিত হইতেছে, সেখানে সেখানে ইহারা পরস্পর দিন দিন মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতে শিখিতেছে। সিরাম ও গিলোলোদ্বীপে যাহারা আছে, তাহারা অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া অতিশয় ভীরু হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা কোন সভ্য জাতির সহিত মোটেই মিশে না। অপরিচিত বা ভিন্ন জাতীয় লোক দেখিলে বন-জঙ্গলে পলাইয়া লুকাইয়া থাকে। মাইসলনামক বৃহৎদ্বীপে এই জাতীয় লোক ভিন্ন অন্য কোন জাতির বাস নাই, কেবল উপকূলভাগে এক-প্রকার মিশ্রজাতি বা শঙ্করজাতি আছে, তাহাদেরও আকৃতি-প্রকৃতি অনেকটা ইহাদের মত। পূর্ব্বোক্ত শঙ্করজাতি নাবিকতায় বিশেষ পারদর্শী ও য়ুরোপীয়গণের প্রতি সদয় ব্যবহার করিয়া থাকে। ম্যাগেলনদ্বীপে এই জাতীয় লোক দেখা যায়, কিন্তু নিকটবর্ত্তী জেবুদ্বীপে এই জাতীয় একটি লোকও নাই বা কোনকালে ছিল বলিয়াও শুনা যায় না। নবগিনি, কি, অরু, মাইসল, সালবত্তি প্রভৃতি দ্বীপে এই জাতীয় লোক বাস করে এবং এই শ্রেণীই ফিজিদ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহাদের চুল কড়া ও খুব কোঁকড়া। পূর্ণবয়স্কগণের মাথায় এইরূপ চুল খুব বড় হইয়া টুপির মত হয়। ইহারা এইরূপ চুলই ভালবাসে। ইহাদের ঐরূপ কোঁকড়া দাড়ী আছে, সমস্ত বাহুতে, পায়ে ও বক্ষেও ঐরূপ লোম অল্প হয়। উচ্চতায় ইহারা মলয়জাতি অপেক্ষা দীর্ঘ, প্রায় য়ুরোপীয়গণের ন্যায়; পদদ্বয় দীর্ঘ, কিন্তু ক্ষীণ; বাহু মলয়জাতীয়ের অপেক্ষা দীর্ঘ; মুখমণ্ডল দীর্ঘাকার, কপাল চেপ্টা, ভ্রূ বড়, নাসিকা উচ্চ ও শুকচঞ্চুর ন্যায় বক্র; নাসামূল মোটা, নাসাছিদ্র প্রশস্ত, মুখবিবর বড় ও ঠোঁট মোটা ও বড়। ইহারা কাজে কথায় বড় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। চিৎকার করিয়া ও উচ্চ হাস্য করিয়া লাফাইয়া আনন্দ প্রকাশ করে। ইহারা আপনাদের ঘর, বাড়ী, নৌকা ও তৈজসাদি খুদিয়া চিত্রিত করে। স্ব স্ব শিশু-সন্তানের উপর ইহারা বড় ক্রুদ্ধ। এই শ্রেণী কখন সামাজিক বন্ধনে বদ্ধ হইয়া বাস করিতে পারিবে না। বোধ হয় যে, কালে য়ুরোপীয় সভ্যতা বিস্তৃত হইলে এই যুদ্ধপ্রিয় জাতি লোপ পাইবে। ইহারা বড় বিশ্বাসী।

বৃহৎকার পাপুয়ারা আকৃতিগত শ্রেষ্ঠ ও বলাদির জন্য বিখ্যাত। ইহাদের বিস্তৃত স্কন্ধ ও গভীর বক্ষঃস্থল দেখিতে প্রীতিকর বটে, কাফ্রিজাতির সাধারণ দোষ পদদ্বয়ের ক্ষীণতা

ও অপূর্ণতা, পাপুয়াদিগের তাহার অভাব নাই। স্বাধীন পাপুয়া-জাতি বড়ই প্রতিহিংসাপরায়ণ ও উদ্ধতস্বভাব। নবগিনির উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে ইহাদের বাস আছে, তাহারা স্বদেশে অন্য কোন জাতিকে নিরাপদে বাস করিতে দেয় না এবং একান্ত উত্যক্ত করিয়াও তাড়াইতে না পারিলে নিজের স্থান ত্যাগ করিয়া অভ্যন্তর ভাগে পার্ব্বত্য প্রদেশে চলিয়া যায়। ইহারা উল্কি পরে না, কিন্তু উরুতে, বক্ষে ও পাছার উপর একপ্রকার প্রলেপ দিয়া চামড়া কুঁচ্কাইয়া শক্ত শক্ত আব প্রস্তুত করিতে ভালবাসে, সময়ে সময়ে যত্ন করিয়া ইহা এক আঙ্গুল পর্য্যন্ত উচ্চ করে।

ফ্লোরিস্ ও নবগিনি দ্বীপ প্রভৃতিতে এই কাফ্রিজাতিই সেই সেই দ্বীপের অধিবাসী। নবগিনিতে পাপুয়ারা ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে পরস্পর যুদ্ধে সর্ব্বদাই লিপ্ত থাকে। এই সকল যুদ্ধে বিপক্ষ পক্ষের মাথা কাটিতে না পারিলে কোন পক্ষই নিরস্ত হয় না। নবগিনির কাফ্রিরা একটী কাষ্ঠময়ী প্রতিমার উপাসনা করে। এই দেবতাকে তাহারা "কারবর" বলে। এই প্রতিমা ১৮ ইঞ্চি উচ্চ। প্রত্যেক ঘটনায় ইহারা এই দেবতার নিকট জানাইয়া থাকে। ইহাদের বিধবারা স্বামীগৃহে বাস করে। অন্যান্য স্থানের কাফ্রি অপেক্ষা নবগিনির পাপুয়ারা অনেকাংশে সভ্য, কিন্তু তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ অতি সামান্য পর্ণকুটীরে বাস করে এবং শীকার বা স্বভাবজাত ফলমূলে জীবিকানির্ব্বাহ করে। উপকূলভাগের পাপুয়ারা অপেক্ষাকৃত সভ্য; তাহারা উচ্চ খোঁটার উপর গোলার মত বড় বড় কদাকার ঘর বাঁধিয়া বাস করে।

ডোরিদ্বীপে পাপুয়ারা 'মাইফোর' নামে খ্যাত। ইহারা দীর্ঘে ৩॥ হাত। জাতিসুলভ কোঁকড়া চুলগুলিকে স্ত্রীলোকের ন্যায় বড় করিয়া রাখে। এই চুলের জন্য ইহাদিগকে আরও ভয়ানক দেখায়। ইহাদের পুরুষেরা মাথায় একখানি চিরুণি গুঁজিয়া রাখে, স্ত্রীলোকেরা রাখে না। ইহাদের দাড়ীর লোম কোঁকড়া, কপাল উচ্চ ও অপ্রশস্ত চক্ষুদ্বয় বড়, বর্ণ কটা বা কালো, নাক থ্যাবড়া ও খাঁদা, ঠোঁট মোটা কিন্তু দাঁতগুলি ঠিক মুক্তার মত। পুরুষেরা বহির্ব্বাসের ন্যায় একপ্রকার ছোট কাপড় পরে, এই কাপড় 'মার' নামক গাছের ছাল হইতে প্রস্তুত হয়। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা নীলরঙ্গের সূত্রের বস্ত্র পরিধান করে, তাহা হাঁটুর নীচে নামে না। ইহারা উৎসবাদিতে উল্কি পরে, এই উল্কি বেশীদিন থাকে না। উল্কি পরিবার সময় মাছের কাঁটা দিয়া, যেখানে উল্কি পরিতে ইচ্ছা করে, সেইখানে রক্ত বাহির করিয়া ভুষা মাখাইয়া দেয়। ইহারা সমুদ্রগমনে অতিশয় পারদর্শী, নৌকাচালনে, সন্তরণে ও সমুদ্রে ডুব দিয়া সমুদ্রগর্ভে কর্ম্মাদি করিতে ইহাদের তুল্য নিপুণ লোক নাই বলিলেই চলে। ইহারা বৃক্ষের গুঁড়ি খুদিয়া আপনাদের নৌকা প্রস্তুত করে; ভুট্টা, ধান ইত্যাদি শস্য খায়, শূকরমাংস পাইলেও খাইয়া থাকে। ইহারা চৌর্য্যবৃত্তিকে সর্ব্বাপেক্ষা তুচ্ছ ও ঘৃণ্য অপরাধ বলিয়া থাকে। ইহারা লাম্পট্যদোষবর্জ্জিত এবং একবারমাত্র বিবাহ করে।

অরুদ্বীপে স্থানে স্থানে পরিষ্কার জলপূর্ণ জলা এবং স্থানে স্থানে দুর্গম জঙ্গল আছে। এখানকার লোকেরা মলয় ও পলিনেসিয়-কাফ্রিগণের মধ্যবর্ত্তী জাতি। অষ্ট্রেলীয়দিগের সহিতই ইহাদের আকৃতি-প্রকৃতি ও ব্যবহারের সাদৃশ্য অধিক। পুরুষেরা উরু বেড়িয়া তুলে বুনা চ্যাটাই বা কাপড় পরে এবং উড়ানী ব্যবহার করে। ইহারা ক্রোধনস্বভাব নহে, কিন্তু গুরুজন বা স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইলে হঠাৎ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে। স্ত্রীলোকেরা তুলে বুনা চ্যাটাই-এর একখণ্ড সম্মুখে ও একখণ্ড পশ্চাদ্দিকে ঝুলাইয়া দেয়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি মুসলমান ও কতকগুলি খৃষ্টান। অম্বয়নাদ্বীপের ওলন্দাজেরা এখানে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিয়া দেশের প্রায় প্রধান প্রধান লোককে খৃষ্টান করিয়াছে। অরুদ্বীপের পাপুয়ারা নিজ নিজ গৃহ ধাতুফলক ও হস্তিদন্ত দ্বারা সজ্জিত করে। হস্তী মরিয়া গেলে ইহারা দন্তসংগ্রহ করে।

কি-দ্বীপের কাফ্রিরা মুসলমান বটে, কিন্তু শূকরমাংস ভক্ষণ করে। ইহাদের স্ত্রীলোকের মধ্যেও অবরোধ প্রথা নাই। ইহাদের বালকবালিকারা বড় আমোদপ্রিয় এবং পূর্ণবয়স্কেরাও প্রায় সকল বিষয়েই গোলমাল করিয়া থাকে। এই দ্বীপে দুইজাতীয় লোকের বাস, তন্মধ্যে পাপুয়ারা নারিকেল তৈল, নৌকা ও কাষ্ঠের গামলা প্রস্তুত করে। ইহাদের প্রস্তুত বড় বড় নৌকায় ২০ হইতে ৩০টন বোঝাই দেওয়া যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে কোনরূপ মুদ্রার চলন নাই, সমস্ত বিনিময়ে সম্পন্ন হয়। ইহারা গাছের ছাল বা সূতার কাপড় পরিয়া থাকে। এখানকার অন্যবিধ জাতি বান্দাদ্বীপের মুসলমান, তাহারা তথা হইতে তাড়িত হইয়া এই দ্বীপে আসিয়া বাস করিতেছে। ইহারা সূতার কাপড় পরে। ইহাদিগকে মলয়জাতীয় বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু এক্ষণে এই জাতির সন্তানপরম্পরা পরস্পর সংমিশ্রণে একটি স্বতন্ত্র মধ্যবর্ত্তী জাতি হইয়া পড়িয়াছে।

সেরেমদ্বীপ মলক্কাদ্বীপপুঞ্জের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। এখানে গিলোলো-দ্বীপের অধিবাসীর সহিত পাপুয়া-

দিগের অতি নিকট সাদৃশ্য আছে। ইহাদের পুরুষের পূর্ণ গঠন, কিন্তু দেহ কর্কশ এবং স্ত্রীলোকের আকৃতি মলয়জাতীয় অপেক্ষা অপ্রীতিকর। এই দ্বীপের অধিবাসী পাপুয়ারা "আলফারো" নামে খ্যাত। ইহারা মস্তকের বামপার্শ্বে খোঁপা বাঁধে এবং খোঁপার মধ্যস্থলে এক অঙ্গুলি মোটা একটি শুঁজিকাটী রাখে; এই শুঁজিকাটীর অগ্রভাগ ও গোড়ায় দিকে লাল রং মাখান। ইহারা প্রায় উলঙ্গ ও অলঙ্কারবর্জ্জিত। কেবল পুরুষেরা ঘাসের বা রূপার বালা, মল, পুঁতির বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফলবিশেষের মালা পরে। স্ত্রীলোকেরা খোঁপা বাঁধে না, কিন্তু ঐ সমস্ত অলঙ্কার পরিধান করে। ইহারা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘচ্ছন্দ।

সিলিবিসদ্বীপের কাফ্রিরা ব্রহ্মদেশবাসী ও কাফ্রিজাতির মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী বলিয়া অনুমিত হয়। ইহারা মলয়জাতির ন্যায় সভ্য এবং 'বুগি' নামে খ্যাত।

ফিলিপাইনদ্বীপে পশমের ন্যায় কেশযুক্ত কাফ্রির সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। আফ্রিকাবাসীদিগের অপেক্ষা ইহাদের গাত্রবর্ণ কিছু তরল কৃষ্ণবর্ণ। স্পেনীয়রা ইহাদিগকে "ক্ষুদ্রকায় কাফ্রি" বলিয়া থাকে; কারণ, ইহারা তিন হাতের অধিক দীর্ঘ হয় না। ইহাদের জাতিগত নাম "ইটা" বা "আএটা"। এই দ্বীপপুঞ্জের পানাগ, নিগ্রোস, সমর, লেয়টী, মসবেত, বোহল ও জেবু দ্বীপের মধ্যে এই জাতীয় লোক দেখা যায়; অন্যান্য দ্বীপে বিশুদ্ধ 'ইটা' শ্রেণীর কাফ্রি নাই। জেবুদ্বীপে একটিও 'ইটা' শ্রেণীর কাফ্রি নাই।

গিবিদ্বীপের পাপুয়াদিগের চেপ্টা নাক্, মোটা ঠোঁট, কোটরগত চক্ষু এবং বাদামী বর্ণ। অনেকে অনুমান করেন যে, নবগিনির পাপুয়া জাতি এবং মলয়জাতির মিশ্রণে এই জাতির উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। ইহাদের চুলও পাপুয়াদিগের ন্যায় নহে।

অষ্ট্রেলিয়া, নব ক্যালিডোনিয়া, পিলু প্রভৃতি দ্বীপে যে সকল পাপুয়া কাফ্রি দেখা যায়, তাহারা পলিনেসিয়পাপুয়া-কাফ্রির সংমিশ্রণে উৎপন্ন বা মধ্যবর্ত্তী জাতি বলিয়া গণ্য।

ফিজিদ্বীপের পাপুয়ারাই পাপুয়াশ্রেণী কাফ্রির পূর্ণমূর্ত্তি। ইহারা কথাবার্ত্তায় নম্র ও ব্যবহারে ভদ্র; কিন্তু নবগিনি, নব ক্যালিডোনিয়া ও ফিজির পাপুয়ারা নরমাংসভুক্। ফিজিদ্বীপের পাপুয়ারা আফ্রিকাবাসী হটেণ্টটদিগের ন্যায় চূড়াকারে চুল বাঁধে এবং সানদিগের ন্যায় কয়োটী অপ্রশস্ত। নবগিনির পাপুয়ারা ধার্ম্মিকতা, গুরুজনভক্ত ও আতিথেয়তার জন্য বিখ্যাত। প্রায় সকল স্থলেই কাফ্রি স্ত্রীলোকের মধ্যে ব্যভিচার দোষ নাই বলিলেই চলে।

কাব, পারস্যোপসাগরকূলবাসী আরবজাতিবিশেষ। উত্তরে শান্তর হইতে রামহরমুজ এবং পূর্ব্বে বেবেহান হইতে হিন্দিয়ান অবধি এই জাতির বাস। ইহাদের রাজধানী মুহমেরা। এই জাতির বাসভূমির মধ্য দিয়া বহুশাখাবেষ্টিত তাব নদী প্রবাহিত। এই নদী আরব ভৌগলিকগণ কর্তৃক দৌরক নামে অভিহিত। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাবেরা কতকগুলি ইংরাজী জাহাজ আক্রমণ করে, সেই সূত্রে ইহাদের সহিত যুদ্ধ বাধে। তৎপরে আলীরজা পাশা মুহমেরা-নগর অধিকার করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে পারস্যযুদ্ধের পর ঐ নগর ভারত গবর্ণমেণ্টের অধীন হইয়াছে।

কাবন্ন (পুং) কুৎসিতো বন্ধঃ, কোঃ কাদেশঃ, পৃষোদরাদিত্বাৎ সিদ্ধং। কুৎসিত বন্ধ।

কাব্‌লা খাঁ, একজন বিখ্যাত মোগলসম্রাট্। জজীশ খাঁর প্রপৌত্র, তাতাররাজ মঙ্গু খাঁর ভ্রাতা। ১২৫৯ খৃষ্টাব্দে ভ্রাতৃসত্ত্ব প্রাপ্ত হন। ইনিই চীনরাজ্যে য়ুইনবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ১২৬০ খৃষ্টাব্দে অসংখ্য দলবল সঙ্গে লইয়া চীনরাজ্যে প্রবেশ করেন এবং তাতারদিগকে পরাজয় করিয়া উত্তর-চীন অধিকার করেন। তৎপরে ১২৭৯ খৃঃ, সং-বংশ নির্ম্মূল করিয়া দক্ষিণচীন হস্তগত করেন। এই সময়ে তিনি উত্তরে উত্তরমহাসাগর হইতে দক্ষিণে মালাক্কা-প্রণালী এবং পূর্ব্বে কোরিয়া হইতে পশ্চিমে এসিয়ামাইনার পর্য্যন্ত সমুদয় ভূ-খণ্ডে একাধিপত্য করেন। অপর মোগলসম্রাট্দিগের ন্যায় ইনি অত্যাচারী ও প্রজাপীড়ক ছিলেন না, তাঁহার সুশাসন গুণে চীনবাসীমাত্রেই তাঁহার প্রশংসা করিতেন। ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে কাব্‌লা খাঁ ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

কাবা। ১ জাতিবিশেষ। ইহারা ভারতবর্ষের পশ্চিমে গুজরাটের উত্তরকচ্ছ-উপসাগরের উপকূলে মহারাষ্ট্ররাজ্যে বাস করিত। বোম্বেটিয়াগিরি করিয়া ইহারা জীবিকা উপার্জ্জন করিত। এক্ষণে ইহাদের কথা বড় শুনিতে পাওয়া যায় না।

২ মুসলমানদিগের পরিচ্ছদবিশেষ। ইহা চাপ্কানের মত, কেবল বক্ষস্থলে অর্দ্ধাংশ কাটা। তাহার ভিতরে স্বতন্ত্র জামা পরিধান করা যায়। ঐ জামায় বক্ষস্থলে জরির অথবা অন্য কোন প্রকার কাজ করা কাপড় থাকে। কাবার কাটা অংশ দিয়া তাহা দেখা যায়। কাবার ব্যবহার পূর্ব্বে অধিক ছিল, এখন আর বড় দেখা যায় না।

৩ সমচতুষ্কোণ আকৃতিকে আরব্য ভাষায় কাবা বলে।

৪ আরবদেশে মক্কানগরে এক প্রায় সমচতুষ্কোণ বাটী আছে। তাহার নাম কাবা। উহা মুসলমানগণের একটি তীর্থ বলিয়া পরিগণিত। উহার উত্তর-পশ্চিম হইতে

দক্ষিণপূর্ব্বে দৈর্ঘ্য ২৪ হাত ও প্রস্থ ২৩ হাত এবং উচ্চে ২৭ হাত। পূর্ব্বদিকে ইহার দ্বার। দ্বারের নিকট রৌপ্যাসনের উপর একখানি কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর আছে। যাত্রিগণ মক্কায় পৌঁছিয়াই হস্তমুখপ্রক্ষালন বা স্নানাদি করিয়া মস্‌জিদে গমন করে। অগ্রে কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর চুম্বন করিয়া তাহার পর কাবা প্রদক্ষিণ করিতে হয়। কাবাকে দক্ষিণে রাখিয়া তিনবার দ্রুতপদে ও চারিবার ধীরে ধীরে প্রদক্ষিণ করিয়া কাবাকে বামে রাখিয়া পরিভ্রমণ শেষ করিতে হয়। কাবার নিকট একখানি প্রস্তরে ইব্রাহিমের পদ চিহ্ন আছে। প্রদক্ষিণের পর যাত্রিগণ এই প্রস্তরের নিকট গিয়া মন্ত্রপাঠ করে। তাহার পরে কৃষ্ণপ্রস্তরখানিকে পুনরায় চুম্বন করিয়া চলিয়া আইসে। আরবদেশীয় পরিবারবর্গের মধ্যে প্রথা আছে, বেটাছেলে হইলে জন্মাইবার ৪০ দিন পরে তাহাকে কাবায় লইয়া আসে। তথায় আনিয়া তাহার উপর মন্ত্রাদি পাঠ করা হয়। তাহার পর ছেলেটীকে বাড়ী আনা হইলে নাপিত আসিয়া ছেলের গণ্ডদেশে ক্ষুর দিয়া চক্ষের কোণ হইতে মুখের কোণ পর্য্যন্ত সমান্তরালে তিনটি দাগ কাটিয়া দেয়।

অতি প্রাচীনকাল হইতে কাবা আরবদিগের তীর্থস্থান বলিয়া পরিগণিত ছিল। কথিত আছে, আদমের সময় একখানি প্রস্তরমূর্ত্তি স্বর্গ হইতে পতিত হয়। ক্রমে ইহাতে ৩৬০টী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মুহম্মদের ধর্ম্মপ্রচারে ইহার গৌরব কতক নষ্ট হয়। ভারতে খালিফ ওমারের বংশীয় কর্ণাটের নবাবগণ এই কাবায় উঠিবার জন্য একটি স্বর্ণসোপান প্রদান করেন। ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে কাবার গৌরব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

কাবাইজ—জাতিবিশেষ। পারস্যের পূর্ব্বে ও পশ্চিমে কুর্দ্দজাতির বাস। কাবাইজ জাতি এই জাতির অন্তর্গত।

কাবাব (আরব্য) ১ জলীয় দ্রব্যের পরিমাণবিশেষ।

২ পাচিত মাংসবিশেষ। মাংসখণ্ড অগ্নিতে ঝলসাইয়া কাবাব প্রস্তুত হয়। মুসলমানেরা লোহার শিকে অথবা বংশনির্ম্মিত শিকের মত বাখারিতে খণ্ড খণ্ড মাংসবিদ্ধ করিয়া অগ্নির উপরে রাখিয়া দেয়। তাপে উহা সিদ্ধ ও আহারোপযোগী হয়। উহাকে শিক-কাবাব বলে। কখন কখন মাংসখণ্ডের সহিত পলাণ্ডু ও আদা দেওয়া হয়। কখন রৌপ্যনির্ম্মিত শিকও ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

কাবাল খেল, কাশ্মীরপ্রান্তে বন্নুর নিকট ওয়াজিরিদিগের বাস। উচ্চ মঞ্জাই ও যাজিরিদিগের মধ্যে কাবাল খেল একটি জাতি। ইহাদিগের মধ্যেও মিরামি, সেফালী ও পিপালী নামে তিনটী শ্রেণী আছে। ইহাদিগের মধ্যে ৩৫০০ জন বলবান্ যোদ্ধা। ১৮৫০ ও ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে ইহারা ভারতের প্রান্তভাগে ইংরাজ-অধিকারে আসিয়া বিশৃঙ্খলভাবে লুঠ তরাজ করে। ইংরাজেরাও ইহাদিগকে কয়েকবার আক্রমণ ও অবরোধ করেন।

কাবুল—আফগানস্থানের একটী জেলা। ইহার উত্তর-পশ্চিমে কোহিবাবা, উত্তরে হিন্দুকুশ পর্ব্বত, উত্তর পূর্ব্বদিকে পঞ্চশির (পঞ্চসরা) নদী, পূর্ব্বদিকে সলিমান পর্ব্বতশ্রেণী, দক্ষিণে সফেদ-কো ও গজনী এবং পশ্চিমে হাজারা-প্রদেশ।

কাবুলের অধিকাংশস্থল পর্ব্বতে পরিপূর্ণ। ইহার অনেকগুলি উপত্যকা উর্ব্বরা। এই উপত্যকায় বড় বড় বৃক্ষ জন্মে, তাহাতে কড়ি বরগা হয়। কোহিস্থান ও কুররে ভাল ভাল কাষ্ঠ পাওয়া যায়। কাবুলের নানাস্থানে মেওয়ার বাগান। কো-দামানে ও হস্তালিফ উপত্যকায় বাগান কিছু বেশী। বাগানগুলি দেখিতে অতি মনোরম। লোগার ও ঘোরবন্দ নামক প্রদেশে পশুচারণের স্থান আছে, এখানে পশ্বাদির আহারও বেশ পাওয়া যায়। গম ও যব এখানে যথেষ্ট জন্মে, কিন্তু উহা দরিদ্র লোকে কেবল ব্যবহার করিয়া থাকে। সম্পন্নলোক মাত্রে মাংস অধিক আহার করেন। গজনী হইতে নানাবিধ শস্য এ প্রদেশে আমদানী হয়। উত্তর বদাকসন, জলালাবাদ, লামঘন ও কুনার হইতে চাউল আমদানী হয়। এই জেলাতে স্থানে স্থানে শস্যাদি বেশ জন্মে। বামিয়ান ও হাজারা হইতে ঘৃত আমদানী হয়। এখানে দ্রব্যাদি মহার্ঘ্য নহে। গ্রীষ্মের সময় লোকে অধিকাংশই তাম্বুতে থাকে। প্রস্তর ও ইষ্টকনির্ম্মিত বাটীও আছে। বাটীগুলির ছাদ ভারতবর্ষের মত সমতল। গো ও মেষই এখানকার ধন বলিয়া গণ্য। উত্তরে তুর্কিস্থানের সহিত ও দক্ষিণে ভারতের সহিত বাণিজ্য হয়। তুর্কিস্থানের সহিত অশ্বের বাণিজ্যই অধিক হইয়া থাকে। গ্রামগুলি ছোট বড় নানা প্রকার। এক একটি গ্রামের ১০০। ১৫০ ঘর বসতি। গ্রামের ভিতর মধ্যে মধ্যে ছোট খাট কেল্লা আছে। জল অনেক স্থানেই পাওয়া যায়। উপত্যকার মধ্যে প্রায় গোরুর গাড়ীই চলে। বহির্বাণিজ্যে উষ্ট্র, অশ্ব ও অশ্বতর ব্যবহৃত হয়। তুর্কিস্থানে রুষেরা শুল্কের মাত্রা বাড়াইয়াছে, এজন্য সেখানকার বাণিজ্য কিছু কমিয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ভারত হইতে কাপড় ও চা যাইত, তাহাও বন্ধ হইয়াছে। তাহাতে যে শুল্ক হইত তাহার আয়ও কমিয়া গিয়াছে।

কাবুলের প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাকে হাকিম বলে। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে আমীর সের আলী খাঁর ভ্রাতা সর্দ্দার আজম খাঁ এখানকার হাকিম ছিলেন। কাবুলের আয় প্রায় ১৮,০০,০০০ আটার

লক্ষ টাকা। আফগানস্থানের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা এখানকার সৈন্যসংখ্যা কিছু অধিক। এখানকার রাস্তাগুলিও মন্দ নহে। পূর্ব্বে এখানে হিন্দুরাজগণের অধিকার ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। [গান্ধার দেখ।]

২ উক্ত কাবুলজেলার প্রধাননগর কাবুল। কাবুল ও নগর নামক দুইটী নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। গজনী হইতে ৮৮ মাইল, খিলাত-ই-খিলজাই হইতে ২২৯ মাইল, পেশোবার হইতে ১৭৫ মাইল। অক্ষা° ৩৪° ৩০´ উঃ ও দ্রাঘি° ৬৯°১৮´ পূঃ। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারীতে ইহার ১,৪০,০০০ লোক সংখ্যা ছিল। এখানে তাপমানযন্ত্র ৩০° ডিগ্রি নামে ও ১০৫° ডিঃ উঠে।

কো-তাকৎ সা ও কোঃ খোজা সফর নামক দুইটী গিরিশ্রেণী মিলিত হইয়া কোণের মত হইয়াছে, সেই স্থান সমতল। সেইখানেই কাবুলনগর অবস্থিত। ইহার চারিদিক্ বেষ্টন করিলে দেড় ক্রোশের অধিক হয় না। প্রধান দুর্গ বালা-হিসার নগরের দক্ষিণ পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। পূর্ব্বে চারিদিকে ইষ্টকের প্রাচীর ছিল, এক্ষণে স্থানে স্থানে তাহার ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। নগরের অধিকাংশ স্থানই বৃক্ষবাটিকায় পরিপূর্ণ। বসতি ৫০০০ ঘরের অধিক নহে। নগরের গমনাগমনের জন্য পূর্ব্বে ৭টি ফটক ছিল, এক্ষণে লাহরি ও সরদার নামক দুইটি মাত্র ইষ্টকনির্ম্মিত দরজা দেখা যায়। লোকের ঘর বাটী অধিকাংশ কাঁচা ইটের ও কাদার গাথুনি। পূর্ব্বে পাকা গাথুনি হইত, তাহার অনেক প্রমাণ বুঝা যায়। নগরটি কয়েক মহল্লায় বিভক্ত, মহল্লাগুলি আবার কুচে বিভক্ত। কুচগুলি প্রাচীর-বেষ্টিত। যুদ্ধবিগ্রহের সময় প্রাচীরগুলি মেরামত হইয়া থাকে। তখন এ গুলি এক একটি দুর্গেরও মত হইয়া উঠে। প্রবেশের জন্য এক একটি ফটক মাত্র থাকে। এইরূপ আত্মরক্ষার ব্যবস্থার নাম কুচবন্দী। ভিতরের রাস্তাগুলি অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ। নগরে অনেকগুলি বাজার আছে, তন্মধ্যে দুইটি প্রধান। দুইটিই প্রায় সমান্তরালে অবস্থিত। একটির নাম সোর-বাজার, অপরটি দরজা লাহোরির বাজার। নগরের দক্ষিণদিকে সোর-বাজারে চার-ছাতা নামক একটি ইমারত আছে, উহা দেখিতে বড় সুন্দর। বাজারের মধ্যে ঐটী দেখিবার জিনিস; উহার ৪টা বড় বড় খিলান করা গাথুনি। তাহার উপর নানা চিত্র বিচিত্র। আলিমর্দ্দান খাঁ এই বাটী নির্ম্মাণ করেন। নগরের বাহিরে বাবর ও তৈমুর শাহের সমাধিস্থান। এদুটিও দেখিবার জিনিস। কাবুলের শাসনকর্ত্তা খোদ আমীর। পূর্ব্বে বালহিসারেই রাজভবন ছিল। এক্ষণে আমীর নগরের মধ্যে অন্যস্থানে বাস করেন। নগরে একটি বিদ্যালয় আছে। বিদেশী বণিক অথবা ব্যবসায়ীদিগের থাকিবার জন্য এখানে ১৪। ১৫টী সরাই আছে, এগুলিকে কারবান-সরাইও বলা গিয়া থাকে। সাধারণ লোকের স্নানের জন্য স্নানাগার আছে, সেগুলিকে হাম্মাম বলে। হাম্মামে জল গরম থাকে। গ্রীষ্মের সময় চারিদিক্ হইতে বণিক্‌গণ আসিয়া থাকে। ক্রয় বিক্রয় অধিকাংশই দালালদিগের দ্বারা সম্পন্ন হয়। নগরের স্থানে স্থানে কূপ আছে; কিন্তু তাহাদের জল কিছু ভারি। নদীর জল অনেক ভাল।

নগরে আসিবার জন্য কয়েকটি সেতু আছে। তন্মধ্যে পুল-ই-কিস্তি (অর্থাৎ ইষ্টকের পুল) নামক সেতুই প্রধান। কতকগুলি ডোঙ্গা যোড়া দিয়া পুল-নওয়া (নৌ-সেতু) নির্ম্মিত হইয়াছে। পাকা সেতু আরও কয়েকটি আছে। অনেক স্থানে নদীতে জলের স্বল্পতা হেতু সেতুর আবশ্যকতা হয় নাই।

তৈমুরশাহ কাবুলে আফগানস্থানের রাজধানী স্থাপন করেন। সেই অবধি সাদুজাই-বংশীয় সকল রাজাই কাবুলে থাকিতেন। সাদুজাইবংশের পতনের পর এই নগর দোস্ত-মুহম্মদের হস্তে আসিল। ইংরাজদিগের আমলে কাবুলে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ ঘটে। [আফগানস্থান দেখ।]

ইংরাজেরা ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ৭ই আগষ্ট সসৈন্যে শাহ সুজাকে কাবুলে পাঠাইয়া দেন। ইংরাজদিগের সেনাদল দুই বৎসর কাল তথায় অবস্থিতি করিল। পরে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ২রা নবেম্বর কাবুলের সেনাগণ বিদ্রোহী হইয়া আমীর শাহ সুজাকে খুন করে। দোস্ত মুহম্মদের পুত্র অকবর খাঁ তখন ইংরাজদিগের সহিত সন্ধি করিতে চাহিলেন। ইংরাজদিগকে কাবুল পরিত্যাগ করিতে হইবে, এই মর্ম্মে সন্ধি হইবার কথা বার্ত্তা চলিল। সার উইলিয়ম ম্যাকনাটন শাহ সুজার সহিত সন্ধির কথাবার্ত্তা কহিতে গেলেন। শাহসুজা সেই সুযোগে ম্যাকনাটনকে পিস্তল দিয়া গুলি করিলেন। ম্যাকনাটন সাহেবের সঙ্গে ট্রেবর, মেকেঞ্জি ও লরেন্স সাহেব ছিলেন। খিলজাই সেনাগণ ট্রেবর সাহেবকেও খুন করিল। অপরাপর সাহেবগণ আবদ্ধ হইলেন। শেষে স্থির হইল যে, ইংরাজদিগকে টাকা কড়ি সমস্ত দিতে হইবে, কেবল ৬টি কামান লইয়া তাহারা চলিয়া আসিবেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ৬ই জানুয়ারি, ইংরাজসেনা ফিরিতে আরম্ভ করিলেন। ৪৫০০ সেনা ও ১২,০০০ অনুচর দারুণ শীতে বরফ ভাঙ্গিয়া আসিতে লাগিলেন। সেই দলের মধ্যে কেবল ডাক্তার ব্রাইডন শশরীরে জলালাবাদে ফিরিয়া আসেন। ৯৫ জন বন্দী হইয়াছিল; তাহারাও অবশেষে ফিরিয়া আসে। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর ইংরাজ-

সেনা লইয়া কাপ্তেন পোলক কাবুলে প্রবেশ করিয়া বালাহিসার দখল করেন। ১২ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ইংরাজেরা নগর দখল করিয়া রহিলেন। মেকনাটন সাহেবের হত্যার পর তাহার দেহ বাজারে ঝুলাইয়া রাখে। তাহার প্রতিশোধের জন্য ইংরাজেরা চার-ছাতা বাজারটি তোপে উড়াইয়া দিলেন।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের মে মাসে গণ্ডামকে য়াকুব খাঁর সহিত ইংরাজগণের যে সন্ধি হয় তাহাতে কাবুলে ইংরাজদিগের একজন রেসিডেন্ট রাখা স্থির হয়। তদনুসারে সার লুইস কাবাগনারি রেসিডেন্ট হইয়া কাবুলে গমন করিলেন। তথনও আফগানগণ আদৌ শান্ত হয় নাই। সেই বৎসর ৩রা সেপ্টেম্বর তাহারাও সসৈন্যে সারলুইস কাবাগনারিকে ছলপূর্ব্বক বিনাশ করিল। কুরম উপত্যকায় তখন সার ফ্রেডরিক রবার্টস্ ইংরাজসেনা লইয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাহাকে কাবুলে যাইতে অনুমতি করিলেন। রবার্টের সৈন্য অভিযান করিলেন, পথে নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইল। ৯ই অক্টোবর তিনি কাবুল অধিকার করিলেন। ইংরাজসৈন্য কর্ত্তৃক বালাহিসার, কেল্লা ও রাজবাটীর অধিকাংশ ভাঙ্গিয়া ভূমিসাৎ হইল। আমীর য়াকুব খাঁ পদত্যাগ করিলেন। ইংরাজেরা কাবুল অধিকার করিয়া রহিলেন। দেশের লোকে মনে করিয়াছিল যে, ইংরাজেরা ফিরিয়া যাইবে, কিন্তু তাহারা বসিয়া রহিল দেখিয়া সকলেই অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। অল্প দিন পরে আফগানেরা কাবুল ও বালাহিসার দখল করিল। ২৩এ সেপ্টেম্বর সেরপুরে একটি যুদ্ধ হয়, তাহাতে ইংরাজদিগেরই জয় হইল। কিন্তু তাহাদিগকে সেরপুরেই অবরুদ্ধ হইয়া থাকিতে হইল। ২৩এ ডিসেম্বর তথায় প্রায় ৫০ হাজার আফগানসেনা আসিয়া ইংরাজগণকে আক্রমণ করে, কিন্তু পরাজিত হয়। পর দিবস অধিকতর ইংরাজসেনা আসিয়া জুটিল। কাবুল আবার ইংরাজের হস্তগত হইল। তাহার পরে তিনমাসকাল আর কোন গোলযোগ হয় নাই। ২২এ জুলাই আবদর রহমান কাবুলের আমীর মনোনীত হইলেন। আগষ্ট মাসে ইংরাজসেনাগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। আমীর আবদর রহমানের শাসনে কতকটা শান্তি স্থাপিত হইল। ১৮৮১ সালে আয়ুব খাঁ আক্রমণ করিতে আসেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া হিরাট হইয়া পারস্য অভিমুখে প্রস্থান করেন। সেই বৎসর আমীর একবার কাবুল পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিলেন। সেই সময় বার্দ্দিক ও কোহিস্তানবাসীগণ বিদ্রোহী হয়, কিন্তু অল্পে অল্পেই গোলযোগ মিটিয়া যায়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে রুষসৈন্য মার্ভ অধিকার করিয়া আফগানস্থানের সীমায় আসিয়া উপস্থিত হয়। ইংরাজেরা রুষের ও আফগানস্থানের সীমা স্থির করিয়া দিবার জন্য ৪০ জন কর্ম্মচারী ও ৪০০ সেনা পাঠাইয়া দেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে, ভারতের গবর্ণর জেনেরল লর্ড ডফরিন রাবলপিণ্ডিতে এক দরবার করেন, আমীর তাহাতে নিমন্ত্রিত হন। মার্চ মাসের শেষে আমীর আবদর রহমান তথায় আসেন। একপক্ষ কাল থাকিয়া আবার ফিরিয়া যান।

৩ আফগান স্থানের একটি নদী। এই নদীর তীরে কাবুল নগর। ঋগ্বেদে এই নদী কুভা নামে উক্ত হইয়াছে। [কুভা দেখ।]

কাম (অব্যয়) অনুজ্ঞা।

কাম (ক্লী) কামায় হিতম্, কম-অণ্। ১ শুক্র। ২ যথেষ্ট। ৩ বাঞ্ছনীয়। ৪ স্বীকারবাক্য। ৫ অনুমতি। ৬ (পুং) কাম্যতে অসৌ ঘঞ্। ইচ্ছা। ৭ সঙ্গমেচ্ছা। ৮ ন্নর।

("সন্তানকামায় তথেতি কামং
রাজ্ঞে প্রতিশ্রুত্য পয়স্বিনী সা।" রঘু।)

৯ মহাদেব। ১০ বিষ্ণু। ১১ বলদেব। ১২ কামদেব। [কামদেব দেখ।] ১৩ ককার অক্ষর। ১৪ তৃষ্ণা। এ সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় লিখিত আছে—

"ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥"(২।৬২।)

প্রথমতঃ বিষয় চিন্তা করিতে করিতে তাহাতে আসক্তি উৎপন্ন হয়, পরে সেই বিষয়ে কাম অর্থাৎ তৃষ্ণা জন্মে; তাহার পর সেই কাম কোন কারণে প্রতিহত হইলে ক্রোধ উৎপন্ন হয়।

এই কাম সম্বন্ধে আরও ভগবদ্গীতার শাঙ্করভাষ্যে লিখিত আছে—"যিনি শত্রু হইয়াও সমুদায় প্রাণিবর্গকে স্ববশে রাখিতে পারেন, তিনিই কাম নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এই কামই সমুদায় অনর্থের মূল এবং ইহা যে কোন কারণে প্রতিহত হইলে ক্রোধরূপে পরিণত হইয়া, প্রাণিদিগকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয়ে বিচারহীন করে; সুতরাং তখন তাহারা পাপাচারী হইয়া উঠে। অতএব দুরাত্মা কাম যাহাতে চিত্ত হইতে দূরে অবস্থান করে, প্রাণিমাত্রেরই তদ্বিষয়ে যত্ন করা বিধেয়।"

১৫ চন্দ্রবংশীয় মাঙ্গল্য রাজপুত্র। তৎপুত্র শম্ভু।

(সহ্যাদ্রিখণ্ড ১। ৩০। ১৫।)

১৬ মহিসুরের একজন শাস্তররাজ। কাদম্বরাজ বিজয়াদিত্যদেবের সহিত ইহার ভগিনী চট্টলাদেবীর বিবাহ হয়। ইনি ১১৪৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন।

১৭ বৃটীশ ব্রহ্মের থয়েটময়ো জেলার একটি বিভাগ। অক্ষা° ১৮° ৪৯´ হইতে ১৯° ৫´ উঃ, দ্রাঘি ৯৪° ৪৫´ হইতে ৯৫° ১৪´ ২০´´ পূঃ। উত্তরসীমা থয়েৎ ও মেঙদূন, পূর্ব্বে ইরাবদী, দক্ষিণে পদৌঙ্ ও পশ্চিমে আরাকান-যোমা। পরিমাণ ৫৭৫ বর্গমাইল।

পূর্ব্বে এই স্থান মযঠুগীর অধীনে ছিল। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে এই মযঠুগীর এলাকায় ১৪২ খানি গ্রাম ছিল। এই বাঙ্গালা দেশে পূর্ব্বেকার ডিহিদারদিগের ন্যায় মযঠুগীরাও ক্ষমতাশালী ছিলেন, সকল বিষয়েই তাঁহাদের কর্ত্তৃত্ব চলিত বটে, কিন্তু কাহারও জীবনমরণে হাত দিতে পারিতেন না অথবা স্বর্ণ ছত্র ব্যবহার করিবার ক্ষমতা ছিল না।

পূর্ব্বে ব্রহ্মরাজ এই কাম হইতে ৮৫৭০৲ টাকা কর পাইতেন। এক্ষণে মোট ৭৪৮৯০৲ খাজনা আদায় হয়। লোকসংখ্যা ৩৫৩৮৩।

এই বিভাগের প্রধান সহর কাম, ইরাবদী নদীর দক্ষিণ-পার্শ্বে অক্ষা ১৯° ১´ উঃ এবং দ্রাঘি ৯৫°১০´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এই নগরের মধ্য দিয়া 'মদে' নামক একটি স্রোত বহিতেছে, কিছু দূরে নতুন নদী প্রবাহিত হইতেছে।

এই নগরে অনেক বৌদ্ধদেবালয় ও আশ্রম আছে। পূর্ব্বে ইহার নাম 'মহাগাম' ছিল, ইহাই বৌদ্ধগ্রন্থে মহাগ্রাম এবং পাশ্চাত্য প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমি কর্ত্তৃক মা-গ্রাম (Magrama) নামে উক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মরাজ আলম্প্রা ইহার 'কাম' নাম প্রদান করেন। লোকসংখ্যা ১৭৯৬।

১৭ রাজপুতনার ভরতপুররাজের অধীন কামান-পরগণার প্রধান সহর। ভরতপুররাজ্যের উত্তরপূর্ব্ব সীমায় অবস্থিত। পূর্ব্বে এই স্থান জয়পুররাজ্যের অধীন ছিল, রাজা কামসেন ইহার শ্রীবৃদ্ধি করিয়া আপন নামে পরিচিত করেন।

এই নগর অতি প্রাচীন। কিংবদন্তি এইরূপ যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এইখানে কিছুকাল অবস্থিতি করেন। বৌদ্ধরাজাদিগের সময়েও এই স্থান প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। অদ্যাপি এখানে বিস্তর বৌদ্ধকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে, তন্মধ্যে শতস্তম্ভ মন্দির দেখিবার জিনিস, এই মন্দিরে বুদ্ধমূর্ত্তি খোদিত আছে। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে এই স্থান সেনাপতি পেরোঁ কর্ত্তৃক রণজিত সিংহের অধিকারভুক্ত হয়। এখান হইতে ভরতপুর পর্য্যন্ত ধাতুবর্ত্ম চলিয়া গিয়াছে।

কামকন্দলা, কামসেন রাজার কন্যা। (কামসেন মধ্যপ্রদেশের কামবতী বর্ত্তমান কাম বা কামন্ নগরীতে রাজত্ব করিতেন।) কামকন্দলা নামক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে,—

"কামকন্দলা অতিশয় রূপবতী ছিলেন, তাঁহার অনুপম রূপে মুগ্ধ হইয়া মাধবানল নামে একজন ব্রাহ্মণ তাঁহার প্রতি আসক্ত হন। ঘটনাক্রমে রাজা কামসেন মাধবানলের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আপন রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেন। মাধবানল বিক্রমাদিত্যের নিকট উপস্থিত হইলেন। রাজা বিক্রমাদিত্য যে যাহা চাহিত সাধ্যমত তাহাই তাহাকে অর্পণ করিতেন। মাধবানল বিক্রমের নিকট কামকন্দলার কর প্রার্থনা করিলেন। পরে রাজা বিক্রম কামসেনকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া রাজকুমারী কামকন্দলাকে মাধবানলের হস্তে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর দম্পতি পুষ্পাবতী নগরীতে পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন। মাধবানল কামকন্দলার নিমিত্ত সুন্দর রাজভবন নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন।" মধ্যপ্রদেশের বিলহরী নামক স্থানে অদ্যাপি তাহার ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। (Cunningham's Arch. Sur Ind. IX. p. 37.)

কামকলা (স্ত্রী) কামস্য কলা প্রিয়া, ৬তৎ। ১ কামদেবের পত্নী রতি। ২ চন্দ্রের ষোড়শ কলা।

৩ তন্ত্রোক্ত বিদ্যাবিশেষ। পুণ্যানন্দ প্রণীত কামকলা-বিলাস নামক তন্ত্র গ্রন্থে ইহার বিষয় বর্ণিত আছে। তন্ত্রশাস্ত্র স্বভাবতই গূঢ়, সহজে ইহার স্পষ্ট অর্থবোধ হয় না; এইজন্য কামকলাবিদ্যার মূলশ্লোকই উদ্ধৃত করিতে হইল।—

"সকলভুবনোদয়স্থিতিলয়ময়লীলাবিলোকনোদ্যুক্তঃ।
অন্তর্লীনবিমর্শঃ পাতু মহেশঃ প্রকাশমাত্রতনুঃ ॥
সা জয়তি শক্তিরাদ্যা নিজসুখময়নিত্যনিরুপমাকারা।
ভাবিচরাচরবীজং শিবরূপবিমর্শনির্ম্মলাদর্শে ॥
স্ফুটশিবশক্তিসমাগমবীজাঙ্কুররূপিণী পরা শক্তিঃ।
অণুতররূপানুত্তরবিমর্শ লিপিলক্ষ্যবিগ্রহা ভাতি ॥
পরশিবরবিকরনিকরে প্রতিফলতি বিমর্শদর্পণে বিশদে।
প্রতিরুচিরুচিরে কুড্যে চিত্তময়ে নিবিশতে মহাবিন্দুঃ ॥
চিত্তময়ো হুঙ্কারঃ সুব্যক্তাহার্ণসমরসাকারঃ।
শিবশক্তিমিথুনপিণ্ডঃ কবলীকৃতভুবনমণ্ডলো জয়তি ॥
সিতশোণবিন্দুযুগলং বিবিক্তশিবশক্তিসঙ্কুচৎপ্রসরম্।
বাগর্থসৃষ্টিহেতু পরস্পরানুপ্রবিষ্টবিস্পষ্টম্ ॥
বিন্দুরহঙ্কারাত্মা রবিরেতন্মিথুনসমরসাকারঃ।
কামঃ কমনীয়তয়া কলা দহনেন্দুবিগ্রহৌ বিন্দূ ॥
ইতি কামকলাবিদ্যা দেবীচক্রক্রমাত্মিকা সেয়ং।
বিদিতা যেন স মুক্তো ভবতি মহাত্রিপুরসুন্দরীরূপঃ ॥
স্ফুটিতাদরুণাদ্বিন্দো র্নাদব্রহ্মাঙ্কুরো রবোঽব্যক্তঃ।
তস্মাৎ গগনসমীরণদহনোদকভূমিবর্ণসম্ভূতিঃ ॥

অথ বিশদাদপি বিন্দোর্গগনানিলবহ্নিবারিভূ মজনিঃ।
এতৎ পঞ্চকবিকৃতির্জগদিদমধাদ্যজাড়পর্য্যন্তম্ ॥
বিন্দুদ্বিতয়ং যদ্বদ্ভেদবিহীনং পরস্পরং তদ্বৎ।
বিদ্যাদৈবতয়োরপি ন ভেদলেশোঽস্তি বেদ্যবেদকয়োঃ ॥
বাগর্থৌ নিত্যযুতৌ পরস্পরং শক্তিশিবময়াবেতৌ।
সৃষ্টিস্থিতিলয়ভেদৌ ত্রিধা বিভক্তৌ ত্রিবীজরূপেণ।
মাতা মানং মেয়ং বিন্দুত্রয়ভিন্নবীজরূপাণি।
ধামত্রয়পীঠত্রয়শক্তিত্রয়ভেদভাবিতান্যপি চ ॥
তেষু ক্রমেণ লিঙ্গত্রিতয়ং তদ্বচ্চ মাতৃকাত্রিতয়ম্।
ইত্থং ত্রিতয়তুরীয়া তুরীয়পীঠাদিভেদিনী বিদ্যা ॥
শব্দস্পর্শৌ রূপং রসগন্ধৌ চেতিভূতসূক্ষ্মাণি ॥
ব্যাপকমাদ্যং ব্যাপ্যং তূত্তরমেবং ক্রমেণ পঞ্চদশ ॥
পঞ্চদশাক্ষররূপা নিত্যা সৈষা হি ভৌতিকাভিমতা।
নিত্যাঃ শব্দাদিগুণপ্রভেদভিন্না স্তথানয়া ব্যাপ্তাঃ ॥
নিত্যাস্তিথ্যাকারাস্তিথয়ঃ শিবশক্তিসমরসাকারাঃ।
দিবসনিশামপ্যন্তাঃ শ্রীবর্ণাস্তেপি তদ্বশীরূপাঃ ॥
অব্যঞ্জনবিন্দুত্রয়সমষ্টিভেদৈর্বিভাবিতাকারা।
ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্বাত্মা তত্ত্বাতীতা চ কেবলা বিদ্যা ॥
বিদ্যাপি তাদৃগাত্মা সূক্ষ্মা সা ত্রিপুরসুন্দরী দেবী।
বিদ্যাবেদ্যাত্মকয়োরত্যন্তাভেদমামনন্ত্যার্য্যাঃ ॥
যা সান্তরোহরূপা পরা মহেশী ত্রিভাবিতা সৈব।
স্পষ্টা পশ্যন্ত্যাদিত্রিমাতৃকাত্মা চ চক্রতাং যাতা ॥
চক্রস্যাপি মহেশ্যা ন ভেদলেশো বিভাব্যতে বিবুধৈঃ।
অনয়োঃ সূক্ষ্মাকারা পরৈব সা স্থূলসূক্ষ্ময়োশ্চ ভিদা ॥
মধ্যং চক্রস্য স্যাৎ পরাময়ং বিন্দুতত্ত্বমেবেদম্।
উচ্ছূনং তচ্চ যদা ত্রিকোণরূপেণ পরিণতং চক্রম্ ॥
এতৎ পশ্যন্ত্যাদিত্রিতয়নিদানং ত্রিবীজরূপঞ্চ।
বামা জ্যেষ্ঠা রৌদ্রী চাম্বিকা অমুত্তরাংশভূতাঃ স্যুঃ ॥
ইচ্ছা-জ্ঞান-ক্রিয়া-শান্তাশ্চৈতা স্তথোত্তরাবয়বাঃ।
ব্যস্তাব্যস্তত্তদর্ণদ্বয়মিদমেকাদশাত্মপশ্যন্তী ॥
এবং কামকলাত্মা ত্রিবিন্দুতত্ত্বস্বরূপবর্ণময়ী।
সেয়ং ত্রিকোণরূপং যাতাত্রিগুণস্বরূপিণী মাতা ॥
একা পরা তদন্যা বামাদিব্যষ্টিমাতৃসৃষ্ট্যাত্মা।
তেন [illegible]াত্মা জাতা মাতা সা মধ্যমাভিধানাভ্যাম্ ॥
দ্বিবিধা হি মধ্যমা সা সূক্ষ্মস্থূলাকৃতি স্থিতা সূক্ষ্মা।
নবনাদময়ী স্থূলা নববর্গাত্মা চ ভূতলিপ্যারূপা ॥
আদ্যা কারণমন্যা কার্য্যং ত্বনয়োর্যতস্ততো হেতোঃ।
সৈবেয়ং নহি ভেদস্তাদাত্ম্যং হেতু হেতুমদভীষ্টম্ ॥
শ ষ স প বর্গ ময়ং তদ্বসুকোণং মধ্যকোণবিস্তারম্।
নবকোণং মধ্যং চেত্যস্মিংশ্চিদ্দীপদীপিতে দশকে ॥
তচ্ছায়াদ্বিতয়মিদং দশারচক্রদ্বয়াত্মনা বিততম্।
ক চ ট ত বর্গ চতুষ্টয়বিলসনবিস্পষ্টকোণবিস্তারম্ ॥
এতচ্চক্রচতুষ্টয়প্রভাসমেতৎ দশার-পরিণামঃ।
হাদিস্বরনবক চতুর্দ্দশবর্ণময়ং চতুর্দ্দশারমিদম্ ॥
পরয়া পশ্যন্ত্যাপি চ মধ্যময়া স্থূলবর্গরূপিণ্যা।
এতাভিরেকপঞ্চাশদক্ষরাত্মা চ বৈখরীজাতা ॥
কাদিভিরষ্টভিরুপচিতমষ্টদলাব্জঞ্চ বৈশরৈর্বর্গৈঃ।
স্বরগণসমুদিতমেতদ্দ্ব্যষ্টদলাম্ভোরুহঞ্চ সঞ্চিন্ত্যম্ ॥
বিন্দুত্রয়ময়তেজস্ত্রিতয়বিকারাশ্চ তানি বৃত্তানি।
ভূবিম্বত্রয়মেতৎ পশ্যন্ত্যাদি ত্রিমাতৃবিশ্রান্তিঃ ॥
ক্রমণং পদবিক্ষেপঃ ক্রমোদয়স্তেন কথ্যতেঽষ্টধা।
আবরণং গুরুপংক্তিদ্বয়মিদমম্বাপদাম্বুজপ্রসরম্ ॥
সেয়ং পরা মহেশী চক্রাকারেণ পরিণমেত তদা।
তদ্দেহাবয়বানাং পরিণতিরাবর্ণদেবতাঃ সর্ব্বাঃ ॥
আসীনা বিন্দুময়ে চক্রে সা ত্রিপুরসুন্দরীদেবী।
কামেশ্বরাঙ্কনিলয়া কলয়া চন্দ্রস্য কল্পিতোত্তংসা ॥
পাশাঙ্কুশেক্ষুচাপপ্রসূনশরপঞ্চাকাঙ্কিতস্বকরা।
বালারুণারুণাঙ্গী শশিভানুকৃশানুলোচনত্রিতয়া ॥
তন্মিথুনং গুণভেদাদাস্তে বিন্দুত্রয়াত্মকে ত্র্যস্রে।
কামেশীমিত্রেশপ্রমুখদ্বন্দ্বত্রয়াত্মনা বিততম্ ॥
বসুকোণনিবাসিন্যো যাস্তাঃ সন্ধ্যারুণাবশিন্যাদ্যাঃ।
পুর্য্যষ্টকমেবেদং চক্রতনোঃ সম্বিদাত্মনো দেব্যাঃ ॥
তদ্বিষয়বৃত্তয়স্তাঃ সর্ব্বজ্ঞাদিস্বরূপমাপন্নাঃ।
অন্তর্দশারনিলয়া লসন্তি শরদিন্দুসুন্দরাকারাঃ ॥
তদ্বাহ্যপংক্তিকোণে যোগিন্যঃ সর্ব্বসিদ্ধিদাঃ পূর্ব্বাঃ।
দেবী ধীকর্ম্মেন্দ্রিয়বিষয়ময়া বিশ্বদেবভূষাদ্যাঃ ॥
ভুবনারচক্রভবনা দেবীমন্থুকরণবিবরণস্ফুরণাঃ।
সন্ধ্যাসবর্ণবসনাঃ সঞ্চিন্ত্যাঃ সম্প্রদায়যোগিন্যঃ ॥
অব্যক্তমহদহংকৃতিতন্মাত্রাঃ স্বীকৃতাঙ্গনাকারাঃ।
দ্বিরদচ্ছদনসরোজে জয়ন্তি গুপ্ততরযোগিনীসংজ্ঞাঃ ॥
ভূতানীন্দ্রিয়দশকং মনশ্চ দেব্যা বিকারষোড়শকম্।
কামাকর্ষিণ্যাদিস্বরূপতঃ ষোড়শারমধ্যাস্তে ॥
মুদ্রাস্ত্রিথওয়াসহ সম্বিন্ময্যঃ সমুচ্ছ্রিতাঃ সর্ব্বাঃ।
আদিমহীগৃহবাসা ভাসা বালার্ককান্তিভিঃ সদৃশাঃ ॥
আধারনবকমস্যা নবচক্রত্বেন পরিণতং যেন।
নবনাদশক্তয়োপি চ মুদ্রাকারেণ পরিণতাশ্চক্রে ॥
অস্যাস্ত্বগাদিসপ্তকমাকারৈশ্চৈবমষ্টকং স্পষ্টং।
ব্রাহ্ম্যাদিমাতৃরূপং মধ্যমভূবিম্বমেতদধ্যাস্তে ॥

অণিমাদিভূতয়ো হস্তাঃ স্বীকৃতকমনীয়কামিনীরূপাঃ।
বিদ্যান্তরফলভূতা গুণভাবেনাস্ত্যভূনিকেতনগাঃ॥
পরমানন্দানুভবঃ পরমগুরুনির্ব্বিশেষবিদ্যাত্মা।
স পুনঃ ক্রমেণ ভিন্নঃ কামেশত্বং যযৌ বিমর্শাংশাৎ॥
আসীনঃ শ্রীপীঠং কৃতযুগকালে গুরুঃ শিবো বিদ্যাম্।
তস্মৈ দদৌ স্ব শক্ত্যৈ কামেশ্বর্য্যৈ বিমর্শরূপিণ্যৈ॥
সাপ্যেব মিত্রসংজ্ঞান্ স্থানেশান্ জ্যেষ্ঠমধ্যবালাখ্যান্।
চিৎপ্রাণবিষয়ভূতাংস্ত্রেতাযুগাদিকারণত্রিগুরূন্॥
বীজত্রিতয়াধিপতীন্ পরীক্ষ্য বিদ্যাং প্রকাশয়ামাস।
এতৈরোঘত্রিতয়ানম্নুগৃহীতুং গুরুক্রমো বিহিতঃ॥"

ভাবার্থ—আদিসৃষ্টিকারণ শিব ও শক্তি দুইটি বিন্দু-স্বরূপ, এই দুইটি বিন্দুমধ্যে শিবরূপ বিন্দুটি শ্বেতবর্ণ, এবং শক্তিরূপ বিন্দুটি রক্তবর্ণ। শিববিন্দুর সহিত যখন শক্তি-বিন্দু সংযুক্ত হয়, সেই সময়ে এই উভয় বিন্দুর সংযোগকে কাম কহে। বিন্দু দুইটির নাম কলা ও নাদ। এই শিব-শক্তি বিন্দু হইতেই ছত্রিশ অক্ষর, সমুদায় ভাষা, এবং পঞ্চভূতাদি যাবতীয় পদার্থের সৃষ্টি হয়। অকার অক্ষরে শিব এবং হ কার অক্ষরে শক্তি বুঝায়; এইজন্য শিববিন্দু, শক্তি-বিন্দু ও নাদ, এইতিনের সংমিশ্রণে 'অহং'কারের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইহাকেই কামকলাবিদ্যা কহে এবং ঐ শক্তিই ত্রিপুরাসুন্দরী নামে অভিহিত হয়। পূর্ব্বোক্ত বিন্দু তিনটি একটি ত্রিকোণচক্রের মধ্যস্থিত; সুতরাং ত্রিপুরাসুন্দরী সেই চক্রমধ্যে অবস্থান করেন এবং তাহার কোণসমূহে সিদ্ধিপ্রদা যোগিনীগণের অধিষ্ঠান। এই ত্রিপুরাসুন্দরীর বালারুণের ন্যায় অরুণবর্ণ, মস্তকে চন্দ্রকলা, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি তাঁহার চক্ষুত্রয়; পাশ, অঙ্কুশ, ইক্ষু, ধনুঃ ও পঞ্চশর তাঁহার হস্তে প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার ওষ্ঠদ্বয়ে অব্যক্ত, মহৎ, অহঙ্কার ও পঞ্চতন্মাত্র, এই গুপ্ততর যোগিনী-সমূহ; এবং মধ্যে পঞ্চভূত, দশ ইন্দ্রিয়, মন ও ষোড়শ বিকার অবস্থিত আছে।

এই কামকলা-বিদ্যা অবগত হইতে পারিলে ত্রিপুরা-সুন্দরীত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু গুরুর উপদেশ ব্যতীত কেবল শাস্ত্রপাঠ দ্বারা ইহাতে কখনই জ্ঞানলাভ হয় না। ইহার ৩৬ মূলতত্ত্ব যথা—

১ শিব, ২ শক্তি, ৩ সদাশিব, ৪ ঈশ্বর, ৫ শুদ্ধবিদ্যা, ৬ মায়া, ৭ কলা, ৮ বিদ্যা, ৯ রাগ, ১০ কাল, ১১ নিয়তি, ১২ পুরুষ, ১৩ প্রকৃতি, ১৪ অহঙ্কার, ১৫ বুদ্ধি, ১৬ মনঃ, ১৭ শ্রোত্র, ১৮ ত্বক্, ১৯ নেত্র, ২০ জিহ্বা, ২১ ঘ্রাণ, ২২ পাদ, ২৩ পাণি, ২৪ পায়ু, ২৫ উপস্থ, ২৬ শব্দ, ২৭ স্পর্শ, ২৮ রূপ, ২৯ রস, ৩০ গন্ধ, ৩১ আকাশ, ৩২ বায়ু, ৩৩ তেজঃ ৩৪ অপ্, ৩৫ পৃথিবী।

কামকলাবিলাস, (পুং) কামকলায়াঃ বিলাসঃ সম্যক্ বিবরণং যত্র, বহুব্রী। তন্ত্র শাস্ত্রবিশেষ; ইহাতে কামকলা-বিদ্যার বিষয় বিশেষরূপে বর্ণিত আছে; পুণ্যানন্দ ইহার প্রণেতা এবং নটনানন্দ নাথ ইহার টীকাকার।

[কামকলা দেখ।]

কামকান্তি (ত্রি) কৈ শব্দে-ক্তিন্, কান্তিঃ শব্দঃ; কামপরা কান্তিঃ শব্দো যস্য, বহুব্রী। কামশব্দযুক্ত।

কামকাম্ (ত্রি) কামং কাময়তে, কাম কম-ণিচ্-অণ্। অভীষ্টপ্রার্থী, অভিলষিত বস্তু যে প্রার্থনা করে।

কামকামী [ন্] (ত্রি) কামং কাময়তে, কম-ণিচ্-ণিনি। অভীষ্টপ্রার্থী।

কামকার (ত্রি) কামং করোতি, কাম-কৃ-অণ্। ১ কাম্য-কার্য্যের নিষ্পাদক। ২ (পুং) ফলাভিসন্ধি।

কামকূট (পুং) কাম এব কূটং প্রধানং যস্য, বহুব্রী। ১ বেশ্যাপ্রিয়, লম্পট। ২ বেশ্যাগণের বিভ্রম। ৩ কামরাজনামক শ্রীবিদ্যার মন্ত্রবিশেষ। এই মন্ত্র তিন প্রকার। যথা তন্ত্রে,—

১ম কামকূট,—

"বিয়চ্চন্দ্রস্ততঃ পশ্চাৎ কলৌ নকুলি বহ্নি চ।
মায়াম্বরেণ সংযুক্তং নাদবিন্দুকলান্বিতম্।
প্রথমং কামরাজস্য কূটং পরম দুর্লভম্॥" (হসকলহ্রীম্।)

২য় কামকূট,—

"বিয়দ্বিষ্ণুযুতং কামো হংসঃ শক্রস্ততঃপরম্।
মহামায়া ততঃ পশ্চাৎ স্বপ্নব্যতীতি কথ্যতে॥" (হকসলহ্রীম্।)

৩য় কামকূট,—

"মদনং শিববীজঞ্চ বায়ুবীজং ততঃপরম্।
ইন্দ্রবীজং ততঃ পশ্চাৎ মহামায়াং সমুদ্ধরেৎ॥"(কহসলহ্রীঁ।)

কামকৃৎ (ত্রি) কামেন করোতি, কাম-কৃ-ক্বিপ্। ১ যথেচ্ছ-কারক। ২ (কামং করোতি) অভীষ্টসম্পাদক। ৩ (পুং) বিষ্ণু। ("কামহা কামকৃৎ কান্তঃ কামঃ কামপ্রদঃ প্রভুঃ।" বিষ্ণুসহ°।)

কামকেলি (ত্রি) কামে তদ্ধেতুকরতৌ কেলির্যস্য বহুব্রী। ১ লম্পট। ২ (পুং) কামনিমিত্তা কেলিঃ, মধ্যলো°। সুরত।
(সম্বেশঃ সম্প্রয়োগঃ সম্ভোগশ্চ রহোরতিঃ।
গ্রাম্যধর্ম্মো নিধুবনং কামকেলিঃ পশুক্রিয়া॥
হেমচন্দ্র ৩। ২০১।)

কামক্রীড়া (স্ত্রী) কামেন ক্রীড়া, ৩তৎ। ১ কামহেতুক ক্রীড়া, সুরত। ২ পঞ্চদশাক্ষরি ছন্দোবিশেষ।
"মাঃ পঞ্চ সূর্য্যাশ্চাৎ সা কামক্রীড়া সংজ্ঞা জ্ঞেয়া।"

পাঁচটি ম গণ অর্থাৎ ১৫টি বর্ণই গুরু হইলে তাহাকে 'কামক্রীড়া' ছন্দঃ কহে। (বৃত্তর' টী'।)

কামখড়্গদলা (স্ত্রী) কামং কমনীয়ং খড়্গমিব দলং পত্রং যস্যাঃ, বহুব্রী। স্বর্ণকেতকী ফুলের গাছ।

কামগ (ত্রি) কামেন বাহুল্য ইচ্ছয়া যথেচ্ছং দেশং গচ্ছতি, কাম-গম-ড। ১ ইচ্ছানুসারে দেশবিশেষে গমনকারক যানাদি। ২ যথেচ্ছ-স্ত্রীগামী লম্পট। ৩ (পুং) কন্দর্প।

কামগতি (ত্রি) কামং যথেচ্ছং গতি র্যস্য, বহুব্রী। ১ ইচ্ছানুসারে যে সকল যানাদি গমন করে। ২ যথেচ্ছদেশে গমন কারক ব্যক্তি। ৩ যথেচ্ছ স্ত্রীগামী লম্পট।

কামগম (ত্রি) কামং যথেচ্ছং গচ্ছতি, কাম-গম-অচ্। ১ কামচারী। ২ যথেচ্ছভাবে স্ত্রীগমনকারক।

কামগা (স্ত্রী) কামেন অনুরাগেণ গচ্ছতি, কাম-গম-ড-টাপ্। যথেচ্ছ-পুরুষগামিনী স্ত্রী, কুলটা।

("পাষণ্ডানাশ্রিতা স্তেনাঃ ভর্ত্তৃঘ্ন্যা কামগাদিকাঃ।
সুরাপা আত্মত্যাগিন্যো নাশৌচোদকভাজনাঃ॥" যাজ্ঞবক্য)।

কামগামী [ন্] (ত্রি) কামং যথেচ্ছং যোনিবিচারং অকৃত্বৈব ইত্যর্থঃ গচ্ছতি, কাম-গম-ণিনি। ১ যাহারা যোনিবিচার না করিয়াই যথেচ্ছভাবে স্ত্রীগমন করে। ২ কামচারী।

কামগিরি (পুং) কামপ্রধানো গিরিঃ, মধ্যলো'। ১ কামরূপের একটি পাহাড়। (কালিকাপুরাণ।) ২ দাক্ষিণাত্যের একটি পর্ব্বত।

"কামগিরিং সমারভ্য দ্বারকান্তং মহেশ্বরি!" শক্তিসঙ্গমতন্ত্র।

কামগুণ (পুং) কামকৃতো গুণঃ, মধ্যলো'। ১ অনুরাগ। ২ বিষয়। ৩ ভোগ।

(অথ কামগুণো রাগে বিষয়াভোগয়োরপি। মেদিনী।)

কামঙ্গামী [ন্] (ত্রি) কামং যথেচ্ছং গচ্ছতি, কামম্-গম-ণিনি। ১ ইচ্ছানুসারে গমনশীল। ২ যথেচ্ছ স্ত্রীগামী। ইহার অপর সংস্কৃত নাম অনুকামীন।

(কামঙ্গাম্যনুকামীনঃ। হেম ৩। ১৫৯।)

কামচর (ত্রি) কামেন চরতি, কাম-চর-ট। স্বেচ্ছাচারী; ইচ্ছানুসারে সকল স্থানেই যাহারা বিচরণ করে।

("তাং নারদঃ কামচরঃ কদাচিৎ।" কুমার।)

কামচরণ (ক্লী) কামং যথেচ্ছং চরণং বিচরণং কর্ম্মধা। যথেচ্ছভাবে বিচরণ।

কামচরত্ব (ক্লী) কামচরস্য ভাবঃ কামচর-ত্ব (তস্য ভাবস্তলৌ। পা ৫।১।১১৯।) কামচরের কার্য্য, যথেচ্ছভাবে বিচরণ।

কামচার (ত্রি) কামেন স্বেচ্ছয়া চরতি, কাম-চর-ঘঞ্। ১ যথেচ্ছভাবে বিচরণকারক। ২ (কামং যথেচ্ছং চারয়তি, কাম-চর-ণিচ্-অচ্।) যে যথেচ্ছভাবে গোরু প্রভৃতি পশুদিগকে চরাইয়া থাকে।

কামচারী [ন্] (ত্রি) কামেন স্বেচ্ছয়া চরতি, কাম-চর-ণিনি। ১ কামুক। ২ যথেচ্ছচারী। ৩ চড়ুই পাখী। ৪ (পুং) গরুড়।

কামজ (ত্রি) কামাৎ জায়তে, কাম-জন-ড। ১ অভিলাষজাত ব্যসনাদি। মনুসংহিতার মতে কামজব্যসন ১০ প্রকার। যথা,—

"মৃগয়াক্ষো দিবাস্বপ্নঃ পরীবাদঃ স্ত্রিয়ো মদঃ।
তৌর্য্যত্রিকং বৃথাট্যাচ কামজো দশকো গণঃ॥"

মৃগয়া, দ্যুতক্রীড়া, দিবা-নিদ্রা, পরনিন্দা, স্ত্রীসম্ভোগ, মদ্যপান, নৃত্য, গীত, বাদ্য ও বৃথা পর্য্যটন; এই দশটি কামজ ব্যসন। ইহার মধ্যে মদ্যপান, দ্যুতক্রীড়া, স্ত্রীসম্ভোগ ও মৃগয়া; এই চারিটি উত্তরোত্তর অধিক কষ্টদায়ক। কামজ ব্যসনে আসক্ত হইলে ধর্ম্ম ও অর্থলাভ হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, এজন্য সর্ব্বদা ইহার পরিত্যাগ করা উচিত। ২ কামজাত। ৩ (পুং) কামদেবের পুত্রাদি।

কামজজ্বর (পুং) কামজশ্চাসৌ জ্বরশ্চেতি, কর্ম্মধা। জ্বরবিশেষ, কামরিপুর আধিক্য হইলে এই জ্বর উৎপন্ন হয়। বৈদ্যশাস্ত্রমতে ইহার লক্ষণ,—

"কামজে চিত্তবিভ্রংসস্তন্দ্রালস্যমভোজনম্।"

কামজজ্বরে মনের বিকলতা, তন্দ্রা, আলস্য ও ভোজনশক্তির নাশ হইয়া থাকে। (মাধব নি'।) আশ্বাসবাক্য, অভীষ্ট বস্তুর লাভ, বায়ুর উপশমকারক কার্য্য এবং যে কোন উপায়ে হৃষ্ট থাকিতে পারিলে এই জ্বর নিবারিত হয়। ক্রোধের দ্বারাও এই জ্বরের উপশম হইয়া থাকে। (ভাবপ্রকাশ।)

কামজনি (পুং) কামস্য জনিরুৎপত্তিঃ অস্মাৎ, বহুব্রী। ১ কোকিল। ২ (ত্রি) সুগন্ধি মালাচন্দন প্রভৃতি বস্তু।

কামজান (পুং) কামং জনয়তি, কাম-জন-ণিচ্-অচ্ নিপাতনাৎ ন হ্রস্বঃ। অথবা কামজং কন্দর্পভাবং আনয়তি, কামজ-আ-নী-ড। ১ কোকিল।

কামজিৎ (পুং) কামং জয়তি, কাম-জি-ক্বিপ্। ১ মহাদেব। ২ কার্ত্তিকেয়। ৩ জিনদেব।

কামঠ (ত্রি) কমঠস্য ইদম্, কমঠ-অণ্। ১ কচ্ছপসম্বন্ধীয়। ২ কমণ্ডলু সম্বন্ধীয়।

কামঠক (পুং) সর্পবিশেষ, ধৃতরাষ্ট্রনামক নাগবংশে ইহার জন্ম এবং জনমেজয় রাজার সর্পযজ্ঞে ইহার বিনাশ হইয়াছিল। (মহাভারত আদি'।)

কামড় (দেশজ) দংশন, দন্তাঘাত।

কামড়া-কামড়ি (দেশজ) পরস্পরে দন্তাঘাত করা।

কামড়ান (দেশজ) দংশন করা।

কামণ্ডলব (ত্রি) কমণ্ডলোর্ভাবঃ কর্ম্মবা, কমণ্ডলু-অণ্। (হায়নান্তযুবাদিভ্যোঽণ্। পা ৫।১।১৩০।) ১ কমণ্ডলু সম্বন্ধীয়। ২ কমণ্ডলুর কার্য্য।

কামণ্ডলেয় (ত্রি) কমণ্ডলোরিদং, কমণ্ডলু-ঢ,উবর্ণস্থ লোপঃ (ঢে লোপোঽকদ্র্বাঃ। পা ৬।৪।১৪৭।) ঢ স্থ এয়। (আয়নেয়ীনীয়িয়ঃ ফ ঢ থ ছ ঘাং প্রত্যয়াদীনাম্। পা ৭।১।২।) কমণ্ডলুসম্বন্ধীয়।

কামতরু (পুং) কামং যথেচ্ছং জাতস্তরুঃ, মধ্যলো°। বৃক্ষ-বিশেষ, বন্দাক। [বন্দাক দেখ।]

কামতা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের বান্দা জেলার অন্তর্গত একটি গ্রাম। চিত্রকূট পর্ব্বতের নিকট অবস্থিত। কামদগিরি হইতে ইহার নাম কামতা হইয়াছে।

কামতাপুর (কমতাপুর) বিহারের অন্তর্গত একটি ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাচীন নগর। কামরূপ রাজা নীলধ্বজ ইহার স্থাপয়িতা। এই নগর কামরূপের কামপীঠের মধ্যে অবস্থিত। যখন কামরূপ-রাজ্য পশ্চিমে করতোয়ানদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তখন এই নগরী এক সময়ে সেই রাজ্যের রাজধানী ছিল; তখন ইহার শোভা সমৃদ্ধি যেরূপ ছিল, এখন তাহার চিহ্ন মাত্র আছে, নতুবা বলিতে গেলে, এখন ইহা একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম অপেক্ষাও হীনাবস্থ হইয়া পড়িয়াছে। ভগ্নাবশেষের মধ্যে দুর্গ, রাজপ্রাসাদ, সরোবর, উদ্যান, দেবালয় ইত্যাদি সকল বিষয়েরই ধ্বংসাবশেষ আছে। ইহার পশ্চিমে লালবাজার নামে এখন একটি ক্ষুদ্র সহর আছে। য়ুরোপীয়েরা সাধারণতঃ সেই লালবাজার নামেই ইহাকে অভিহিত করেন।

পূর্ব্বে কামতাপুর ধরলানদীর পশ্চিমতটে অবস্থিত ছিল; কিন্তু এক্ষণে ধরলা প্রাচীন খাদ পরিত্যাগ করিয়া অনেকটা পূর্ব্বে সরিয়া যাওয়ায়, ইহা ধরলা হইতে অনেকদূরে পড়িয়া আছে। ধরলার প্রাচীন গভীর বিস্তৃতখাদ এখনও কামতা-পুরের পূর্ব্বে পড়িয়া আছে, এখনও ভরাট হইয়া উঠে নাই; সেই খাদ দেখিয়া বোধ হয় যে পূর্ব্বে ধরলা এখনকার অপেক্ষা অনেকটা বিস্তৃত ও প্রবল নদী ছিল। কামতা-পুরের মধ্য দিয়াও একটী ক্ষুদ্র নদী আজিও প্রবাহিত আছে; ইহার নাম "শিঙ্গীমারী" * ("শৃঙ্গী বা সিংহমারী") এই ক্ষুদ্র নদীতে প্রাচীন নগরটী দুইভাগে বিভক্ত, পূর্ব্বের খণ্ড অপেক্ষা পশ্চিমখণ্ড ক্ষুদ্র। যেখান দিয়া শিঙ্গীমারী নগরে প্রবেশ করিয়াছে বা যেখান দিয়া নগর হইতে বাহির হই-য়াছে সেই দুই স্থানের অনেকাংশ ইহার একটানা খর স্রোতে বিনষ্ট হইয়াছে।

নগরটি অনেকটা আয়তাকার, পরিধি প্রায় ১৯ মাইল। তন্মধ্যে পূর্ব্বদিকেই ৫ মাইল ধরলার প্রাচীন খাদ উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্ব্বকোণাভিমুখে অবস্থিত। নগরটি অপর তিনদিকে খাদ ও মৃণ্ময় বৃহৎ প্রাকার-পরিবেষ্টিত। খাদ দুইটি, একটি নগর পরিখা অপরটি নগরের অভ্যন্তরে দুর্গ-পরিখা। এই দুর্গ পরিখার মাটী তুলিয়া বোধ হয় দুর্গের মুরচা নির্ম্মিত হয়, আর নগর পরিখার মাটিই বোধ হয় পরিখার বহির্দ্দেশে ফেলিয়া ঢালু ভেড়ী বাঁধা হয়। এই ভেড়ী ও দুর্গের মুরচা এখন অধিকাংশস্থলেই ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। নগর-পরিখা ও দুর্গের মুরচা উক্ত কারণে অতি বৃহৎ ও বিস্তৃত হইয়াছিল। নগর পরিখার পরই ইহার তিন দিকে নগররক্ষার্থ মুরচা আছে, পূর্ব্বে ধরলানদীর দিকে এই মুরচা নাই। দুর্গ পরিখার বিস্তার এখন সকল স্থলে সমান নাই। এখন ইহার তীরে চাষ বাস হইতেছে বলিয়াই ক্ষেত্রে জল-সংগ্রহের জন্য এই দুর্গ পরিখা কাটিয়া নানাস্থানে মাঠের সহিত কতকটা মিলাইয়া লইয়াছে। দুর্গের মুরচাগুলির (এখন যে অবস্থায় আছে তাহাতেও) তলভাগ প্রায় ১৩০ ফুট বিস্তৃত ও উচ্চে ২০।৩০ ফুট হইবে; কিন্তু দেখিলেই বোধ হয় যে এ গুলি আরও উচ্চ ছিল, কিন্তু কালক্রমে শিখরদেশের মৃত্তিকা ধুইয়া গোড়ায় পড়িয়া তলদেশের বিস্তৃতি কিছু বাড়াইয়া দিয়াছে; কিন্তু পূর্ব্বের আয়তন কত বড় ছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। মুরচাগুলি আগাগোড়া মাটির, বাহি-রের দিকেও যে ইষ্টকের আবরণ ছিল, তাহা বেশ বুঝা যায়। নগর পরিখার বিস্তার এখনও ২৫০ ফুট, কিন্তু গভী-রতা যে কতটা ছিল, তাহা এখন ঠিক অনুমান করা যায় না, কারণ এখন অনেকটা ভরাট হইয়া উঠিয়াছে, তবে বাহিরের ভেড়ী দেখিয়া বোধ হয় যে গভীরতাও বড় সামান্য ছিল না। এই নগরের তিনটি তোরণ এখনও বর্ত্তমান, এবং শিঙ্গীমারীর পশ্চিমকূলে একটি তোরণ ছিল বলিয়া অনুমান করা যায়, এবং সম্ভবতঃ এই তোরণের নিকট মুসলমানদের তাম্বু পড়িয়াছিল। এরূপ অনুমান করিবার কারণ এই যে অন্যান্য তোরণের নিকট যেমন পরিখা নাই ও দুর্গ-মুরচার বাহিরে এবং মধ্যে যেমন অন্যান্য রক্ষণোপযোগী ব্যবস্থা দেখা যায় এই স্থানেও সেইরূপ আছে। এতদ্ভিন্ন এখানে

* অনেকে বলেন, শৃঙ্গী (সিঙি) মৎস্য হইতে ইহার নাম শৃঙ্গীমারী এবং অনেকে বলেন, ইহার নাম "সিংহ" হইতে সিংহমারী হইয়াছে।

যে একটি তোরণ ছিল, তাহার আরও প্রমাণ এই যে, এই স্থান হইতে একটি পুরাতন প্রশস্ত রাস্তা বরাবর উত্তরমুখে নগর মধ্যে কোষাগার নামক অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে এবং সেখান হইতে ঈষৎ বাঁকিয়া দক্ষিণমুখে ঘোড়াঘাট পর্য্যন্ত গিয়াছে। এই রাস্তার উপর আরও নানাবিধ সাধারণ কার্য্যের চিহ্ন দেখা যায়। এই রাস্তা নগরবহির্দ্দেশে সৌদল-দীঘীর তীর দিয়া ঘোড়াঘাট অভিমুখে গিয়াছে; নগর হইতে দীঘী পর্য্যন্ত রাস্তা প্রায় ৩ মাইল, ইহারও উভয়পার্শ্বে কয়েকটী অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ আছে। এদেশের লোকেরা নগর হইতে সৌদল-দীঘী পর্য্যন্ত পথিপার্শ্বস্থ ভগ্ন অট্টালিকাগুলিসম্বন্ধে বলে যে, এ গুলি মোগলদিগের নির্ম্মিত; কিন্তু তাহা তাহাদিগের ভ্রম বলিয়াই বোধ হয়। ইহার মধ্যে একটি ইষ্টক-স্তূপের উপর দুইটি ও আর একটি ইষ্টকস্তূপের উপর চারিটি গ্রানাইট পাথরের অসম্পূর্ণ ও সৌষ্ঠবশূন্য স্তম্ভ আছে। হিন্দু রাজাদিগের সময় এখানে বিস্তর অট্টালিকা ছিল, অবরোধকালে মুসলমানেরা এই সকল অট্টালিকা অধিকার করিয়া বাস করিয়াছিল এবং এ সকলের দুর্দ্দশাও তাহাদিগের হস্তেই হইয়াছে। যেখানে একটি তোরণ ছিল বলিয়া অনুমান করা গিয়াছে, তাহার ও শিঙ্গীমারী নদীর দুই মাইল পশ্চিমে একটি ভগ্নপ্রায় তোরণ আছে; এই তোরণে প্রস্তরনির্ম্মিত স্তম্ভাদি ছিল বলিয়া ইহার নাম "শিলাদ্বার", এই সকল স্তম্ভ-প্রস্তর সৌষ্ঠবশূন্য ও কোনরূপ কারুকার্য্যবিশিষ্ট নহে। শিলাদ্বারের দুই মাইল পশ্চিমে আর একটি তোরণ আছে, ইহার নাম "বাঘদ্বার" এই তোরণের শিরোদেশে একটি ব্যাঘ্র-মূর্ত্তি ছিল। নগরের উত্তরাংশে ধরলানদীর প্রাচীন খাদের মুখ হইতে পশ্চিমে প্রায় এক মাইল দূরে "হোকোদ্বার" নামক তোরণ। কামরূপ জেলায় যে সকল অসভ্য জাতির নাম শুনিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে "হোকো" কোন অসভ্য জাতি হইবে। এজন্য বোধ হয় যে "হোকো" নামক কোন অসভ্য ব্যক্তির নামানুসারে এই তোরণটির নাম হইয়া থাকিবে। এই সকল তোরণগুলিই ইষ্টকনির্ম্মিত এবং ইহাদের নিকটে নানাবিধ রক্ষণোপযোগী উপায় ছিল, এখনও সে সকলের ভগ্নাবশেষ আছে। হোকোদ্বারের বহির্দ্দেশে রাস্তার বামপার্শ্বে ও শিঙ্গীমারীর পূর্ব্বে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ আছে, ইহা প্রায় ১ বর্গ মাইল জমীর উপর গঠিত। এই দুর্গ "পাত্রের গড়" নামে প্রসিদ্ধ। এই দুর্গে পাত্র অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী বাস করিতেন। ইহার গঠনপ্রণালী ও ব্যবস্থাদি নগরদুর্গের ন্যায় তত উৎকৃষ্ট নহে; কিন্তু তাহা হইলেও ইহা এরূপভাবে নির্ম্মিত যে, নগরদুর্গ হইতেই ইহার রক্ষাকার্য্য অনায়াসে চলিতে পারে।

এই দুর্গের আরও উত্তরে একটি ক্ষেত্রের মধ্যে রাজার স্নানাগার ছিল। ইহার চারিদিকে এখন তামাকুর চাষ হইয়া থাকে। এই ক্ষেত্রের এক স্থানকে আজিও "শীতলবাস" বলে, কিন্তু এখানে কোনরূপ অট্টালিকার চিহ্নও নাই। এইখানে একটি পাথরের গামলার ন্যায় পাত্র আছে, তাহা গ্রানাইট প্রস্তর হইতে খুদিয়া প্রস্তুত করা। ইহার কাণা ৬ ইঞ্চি মোটা এবং মুখের বিস্তার ৬½ ফুট ও গভীরতা ৩½ ফুট। ইহার অভ্যন্তরে একটি পাথরের ধাপের ন্যায় আছে, বোধ হয় তাহা দিয়া ইহার মধ্যে অবতরণ করিতে হইত। পাথরের বাহিরে ঐরূপ উঠিবার কোন উপায় না থাকায় অনুমান হয় যে, ঐ পাথর ভূমিতে পোঁতা ছিল ও উহার কিণারা স্নানভূমির মেঝের সহিত সমপৃষ্ঠ ছিল। এই স্নানাগারের ক্ষেত্র দেখিয়া স্পষ্টই বুঝা যায় যে, স্নানাগার ও শীতলবাস একটি সুন্দর ছায়াশীতল মনোরম উদ্যান মধ্যে ছিল, কালক্রমে উদ্যানের বৃক্ষাদি বিনষ্ট হইয়াছে বা কৃষিকার্য্যের জন্য সেই সকল বৃক্ষাদি কাটিয়া ফেলিয়া সমগ্র ভূ-ভাগ আবাদ করা হইয়াছে।

নগরমধ্যে প্রধান স্থান দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ। ইহা প্রায় নগরের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহার চতুর্দ্দিকে ৬০ ফুট বিস্তার একটি পরিখা আছে। দুর্গ পূর্ব্বপশ্চিমে ১৮৬০ ফুট ও উত্তর-দক্ষিণে ১৮৮০ ফুট বিস্তৃত। পরিখার বহির্দ্দেশে দুর্গ-মুরচা ও পরিখার অভ্যন্তরে ইষ্টকপ্রাচীর। উত্তর ও দক্ষিণ-দিকে পরিখার তীর হইতেই এই প্রাচীর গাঁথা এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে প্রাচীরের কোলে প্রশস্ত ঢালু পোস্তা। দুর্গ-মুরচার বাহিরে দক্ষিণপূর্ব্ব কোণে কতকগুলি ক্ষুদ্র পুষ্করিণী ও একটি বৃহৎ জলা আছে। অপর তিনদিকে এই দুর্গের মধ্য-বিস্তারে প্রায় ২০০ গজ জমী মাটির মুরচায় বেষ্টিত। এই বেষ্টিত স্থানটি তিনভাগে বিভক্ত; সম্ভবতঃ এই স্থানে রাজান্তঃপুর ছিল। ইহার বাহিরে কয়েকটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে, কিন্তু নিকটে কোন অট্টালিকার চিহ্ন নাই। দুর্গাভ্যন্তরে ইষ্টক প্রাচীরের মধ্যে উত্তরাংশে বৃহৎ স্তূপ পড়িয়া আছে, ইহা উচ্চে ৩০ ফুট, শিখরদেশ ৩৬০ ফুট বিস্তৃত এবং চতুষ্কোণাকার। এই স্তূপের দক্ষিণপশ্চিম কোণে একটি ক্ষুদ্র অথচ গভীর পুষ্করিণী আছে এবং সেই জন্য স্তূপের ঐ অংশ এখনও নষ্ট হয় নাই। ইহার চতুর্দ্দিকে ইষ্টকের আবরক ছিল, কিন্তু এক্ষণে ঐ পুষ্করিণীর তীর ভিন্ন আর কোনদিকে নাই। ইহার নিকটে আরও কয়েকটী ক্ষুদ্র পুষ্করিণী আছে, এগুলি দেখিলেই বোধ হয় যে দুর্গের এই অংশ রক্ষা করিবার জন্যই এই পুষ্করিণীগুলি উৎখাত হইয়াছিল ও সেই মৃত্তিকা রাশি-তেই ঐ স্তূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই স্তূপের অভ্যন্তর

ইষ্টকগঠিত নহে, কেবল বালি ও মৃত্তিকাপূর্ণ। এই স্তূপের উপর উত্তর ও দক্ষিণভাগে দুইটি ইষ্টকদিয়া বাঁধান ১০ ফুট প্রশস্ত কূপ আছে; কূপ দুইটির তলদেশ পর্য্যন্ত বাঁধান। স্তূপের উপর পূর্ব্ব-পশ্চিমে দুইটি স্থান আছে, দেখিলেই সহজে বুঝা যায় যে, সেখানে পূর্ব্বে অট্টালিকা ছিল। পূর্ব্বদিকে এই ঢিপির উপর একটি ক্ষুদ্র চতুষ্কোণাকার বেদীর ন্যায় স্থান আছে। অনেকেই অনুমান করেন যে, এইখানে কমতেশ্বরীর প্রাচীন মন্দির ছিল। এ অনুমান অনেকটা সত্য। এই বেদীর পশ্চিমে আর একটি ভগ্নাবশেষ আছে, লোকে বলে সেখানে রাজবাড়ী ছিল। কিন্তু তাহা অসম্ভব; সেরূপ ক্ষুদ্র স্থানে রাজবাটী হইতে পারে না; ইহা বোধ হয় দেবীর উৎসবমঞ্চ ছিল। নীলকুঠির জন্য এই স্থান হইতে যে ইষ্টক সংগৃহীত হয়, তাহা নাকি অতি সুগঠিত; কিন্তু এখানে যে সকল ইষ্টক আজিও ইতস্তত: পড়িয়া আছে, তাহা ভারতবর্ষের সাধারণ ইষ্টকের ন্যায়। ঢিপির দক্ষিণদিকে মধ্যস্থল হইতে একটি ইষ্টকপ্রাচীর দুর্গপ্রাচীর পর্য্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। এই প্রাচীরের পূর্ব্বদিকে কতকগুলি ইষ্টকস্তূপ আছে। সম্ভবতঃ এই সকল স্থানে দরবার ও রাজকার্য্য হইত। এই দিকে ঢিপির পূর্ব্বগাত্রে তাহারই সমান দীর্ঘ একটি দীঘী আছে। কথিত আছে যে, এই দীঘীতে রাজারা কয়েকটা কুম্ভীর পুষিয়া রাখিতেন। এই দীঘীর উত্তর-পূর্ব্বকোণে আর একটি ক্ষুদ্র ঢিপি আছে, ঐ ঢিপির চতুর্দ্দিকে এই দীঘী হইতে একটি খাল কাটিয়া ঘুরাইয়া দেওয়া আছে। এই ক্ষুদ্র ঢিপিতেও অনেক ইট পড়িয়া আছে দেখিয়া অনুমান হয় যে, এখানে একটি দেবমন্দির ছিল। কুমীরদীঘীর ঠিক পূর্ব্বে আর একটি ঢিপি আছে, লোকে বলে এই ঢিপির উপর শেলেখানা বা অস্ত্রাগার ছিল। বড়ঢিপির পশ্চিম-দক্ষিণে ও মধ্যপ্রাচীরের পশ্চিমে যে খণ্ড তাহা প্রাচীরের পূর্ব্বের খণ্ড অপেক্ষা ছোট। এখানে বোধ হয় রাজার বাড়ী ছিল। ইহারই ঠিক উত্তরে অন্তঃপুর, এই অন্তঃপুরের পূর্ব্বধারে বড়ঢিপি, পশ্চিমদিকে মাটীর মুরচা, দক্ষিণ ও উত্তরে ইটের প্রাচীর। ইহার মধ্যস্থলে একটি স্তূপ আছে, অনুমান হয় এই স্তূপটি অন্তঃপুরস্থ কোন দেবালয় ছিল। এই স্তূপের নিকট দুইটী পুষ্করিণী আছে, সম্ভবতঃ এই দুইটী স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহারার্থ পাথর দিয়া বাঁধান ছিল। বড় ঢিপির দক্ষিণ-পশ্চিমকোণের পুষ্করিণীতীরে আর একটি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। অন্তঃপুরের নিকটস্থ এই দুই পুষ্করিণীতে ও পূর্ব্বোক্ত বড়ঢিপির উপরে, যে স্থানে কমতেশ্বরীর মন্দির ছিল বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে, সে স্থানেও প্রস্তরাদির ভগ্নখণ্ড সকল পাওয়া যায়। একস্থানে ৮ ফুট লম্বা ১৮ ইঞ্চি ব্যাসবিশিষ্ট ধূসরবর্ণের গ্রানাইট পাথরের স্তম্ভের একটি খণ্ড পড়িয়া আছে, ইহার অগ্রভাগ আট-পলা ও মূলদেশ চতুষ্কোণ। লোকে বলে ইহা স্তম্ভাংশ নহে, নীলাম্বর নামক নৃপতির অয়োগোলকের একখণ্ডমাত্র। প্রবাদ আছে যে, এই দুর্গ বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত ও নগরের বহির্দ্দেশের মুরচা নগরাধিষ্ঠাত্রী কমতেশ্বরী দেবী নিজে নির্ম্মাণ করেন। পূর্ব্বদিকে ধরলার তীরে কমতেশ্বরী নির্ম্মিত মুরচা নাই। কথিত আছে, ইহার নির্ম্মাণের সময় রাজাকে দেবীর আদেশে একাদিক্রমে চারিদিন উপবাস করিয়া থাকিতে হয়, কিন্তু তিনদিন কাটিয়া গেলে, রাজা আর ক্ষুধা সহ্য করিতে না পারায় চতুর্থ দিনে আহার করেন; এই সময় দেবীও তিন দিকের মুরচা শেষ করিয়াছিলেন মাত্র, কাজেই অপরদিকের মুরচা গাঁথা হইল না। ধরলার তীর হইতে বাঘদ্বার পর্য্যন্ত একটি প্রশস্ত পথ আছে। রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষের এক মাইল দূরে শিঙ্গীমারী নদীর বর্ত্তমান খাদ। ইহার নিকটে আর একটি ক্ষুদ্র খাদ আছে, তাহার উপর বাঘদ্বারের সম্মুখে কিছু দূরে একটি ইষ্টকের খিলানবিশিষ্ট সেতু আছে। এই সেতুর উপর দিয়াই পূর্ব্বোক্ত ধরলা-বাঘদ্বারের রাস্তা। বাঘদ্বারের নিকটে একটি প্রস্তরময় স্থানকে লোকে গৌরীপট্ট বলে। ইহার শিবলিঙ্গাংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই বৃহদাকার শিবলিঙ্গের উপর মন্দির ছিল, এখন তাহার চিহ্নমাত্র আছে। ইহার নিকটে একটী পুষ্করিণী, পূর্ব্ব-পশ্চিমে দৈর্ঘ্যে ৩০০, ও উত্তর-দক্ষিণে বিস্তারে ২০০ ফুট। ইহার দুইদিকে দুইটি ঘাট আছে। ইহার নিকটে কতকগুলি উৎকীর্ণ মূর্ত্তিবিশিষ্ট বৃহদাকার প্রস্তর আছে, তাহার একখানিতে একটি অর্দ্ধনাগিনীমূর্ত্তি ও একখানিতে বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী মূর্ত্তি খোদা আছে।

আসাম বুরঞ্জীপাঠে জানা যায়—খৃষ্টীয় ১৪শ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে কামরূপে নীলধ্বজ নামে এক রাজা ছিলেন। ইঁহার সম্বন্ধে কয়েকটি প্রবাদ আছে;—বগুড়া জেলার এক ব্রাহ্মণের একজন গো-রক্ষক ছিল। এই গো-রক্ষক বড় দুষ্ট, পরের অনিষ্ট করিতে ভালবাসিত। সে প্রতিদিন অপরের ক্ষেত্রে গো-পাল ছাড়িয়া দিয়া নিজে নিদ্রা যাইত। প্রতিদিন এইরূপে শস্যহানি দেখিয়া সকলে ব্রাহ্মণকে তাঁহার ভৃত্যের দুর্ব্যবহারের কথা জানাইল। ব্রাহ্মণ একদিন নিজে এ বিষয়ে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য মাঠে গিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার গো-রক্ষক এক গাছতলায় শুইয়া নিদ্রা যাইতেছে ও একটি সর্প ফণাবিস্তার করিয়া তাহার মুখের

রৌদ্র নিবারণ করিয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মণ সর্প দেখিয়া ভীত হইলেন এবং দ্রুতপদে পলাইতে উদ্যোগ করিলেন, এমন সময় সর্প লোকসমাগম বুঝিয়া ধীরে ধীরে সরিয়া গেল। ব্রাহ্মণ তখন তাহাকে জাগাইতে গিয়া দেখিলেন যে, তাহার পদতলে অষ্টদলপদ্ম, ত্রিশূল ও ঊর্দ্ধরেখা প্রভৃতি রাজলক্ষণ আছে। এই সকল দেখিয়া ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইয়া তাহার নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া বাড়ীতে লইয়া গেলেন এবং তাহাকে কোনরূপ নীচকর্ম্ম করিতে নিষেধ করিলেন। অবশেষে একদিন ব্রাহ্মণ তাহাকে ডাকিয়া প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইলেন যে, সে যদি কোন দিন রাজা হয়, তবে সে তাঁহাকে মন্ত্রী করিবে। কালক্রমে কামরূপরাজ ধর্ম্মপালের তদানীন্তন বংশধর দুর্ব্বল হওয়ায় এই গো-পালক তাঁহাকে বিনষ্ট করিয়া স্বয়ং নীলধ্বজ নাম গ্রহণ করিয়া রাজা হইল এবং স্বরাজ্যকে "ব্রাহ্মণরাজ্য" নাম দিয়া প্রতিপালক ব্রাহ্মণকে মন্ত্রী করিল। আর একটি প্রবাদ আছে যে, কোন স্থানে এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে একটি দাসী ছিল, তাহারই গর্ভে এক পুত্রসন্তান হয়। ব্রাহ্মণ তাহাকে গো-রক্ষায় নিযুক্ত করেন। কালক্রমে পূর্ব্বোক্তরূপে সেই গো-রক্ষক নীলধ্বজ হয়। আর একটি প্রবাদ আছে যে, এই গো-রক্ষক অসুর (অসভ্য জাতীয়) ছিল। যাহা হউক, রাজা নীলধ্বজ মিথিলা হইতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ আনাইয়া কামরূপে স্থাপন করেন এবং "কামতাপুর" * নামে একটি নগর পত্তন করেন। তিনিই সেই নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়া "কমতেশ্বর" উপাধি গ্রহণপূর্ব্বক আপনাকে "সচ্ছূদ্র" বলিয়া প্রচারিত করেন।

এই নীলধ্বজের পুত্র চক্রধ্বজ, তৎপরে তৎপুত্র নীলাম্বর রাজা হন। এই নীলাম্বর ঘোড়াঘাটের গড় ও অনেক কীর্ত্তি স্থাপন করেন। একদা নীলাম্বররাজের মন্ত্রীপুত্র রাজরাণীর প্রতি আসক্ত হওয়ায় রাজা তাহাকে বধ করিয়া, তাহার মাংস রাঁধাইয়া মন্ত্রীকে খাইতে দিলেন। মন্ত্রীর খাওয়া হইলে, রাজা তাঁহাকে তাঁহার পুত্রমুণ্ড দেখাইয়া সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিলে, মন্ত্রী লঘুপাপে গুরুদণ্ড দেখিয়া পতিত রাজসংসর্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক গঙ্গাস্নানচ্ছলে কামরূপ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, মন্ত্রী গঙ্গাস্নান করিয়া প্রতিশোধ লইবার জন্ত গৌড়েশ্বর হুসেন শাহ নবাবের নিকট সাহায্য চাহিলেন। নবাব রাজ্যের অবস্থা বুঝিয়া বহু সৈন্ত সহ কামরূপ যাত্রা করিলেন। ঘোর যুদ্ধ চলিল, কমতেশ্বর পরাজিত হইলেন না। কাজেই নবাব নগরাবরোধ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অবরোধ ১২ বৎসর পর্য্যন্ত রহিল। মুসলমানেরা এই দীর্ঘকালের মধ্যে নগরের বহির্ভাগে অনেক কীর্ত্তি বিনষ্ট করিয়া, আপনাদিগের থাকিবার মত অট্টালিকাদি ও পুষ্করিণী পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ করাইয়া লইল, অবশেষে তাহারা কৌশল অবলম্বন করিল। রাজাকে সংবাদ দেওয়া হইল যে, মুসলমানেরা অবরোধ উঠাইয়া চলিয়া যাইবে, কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে মুসলমান-রমণীগণ রাণীর সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন। নীলাম্বর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন, কিন্তু মুসলমানেরা দোলায় স্ত্রীলোক না পাঠাইয়া সশস্ত্র যোদ্ধা পাঠাইল। তাহারা দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া নগর অধিকার করিল ও রাজাকে বন্দী করিল। কেহ বলেন, বন্দী রাজা গৌড়ে প্রেরিত হন, আর কেহ বলেন, তিনি নিহত হন; আবার কেহ বলেন, যে রাজা প্রাণ লইয়া পলাইয়া যান। যাহা হউক নগর মুসলমানের অধিকৃত হয়। ১৪২০ শকে কমতাপুরে মুসলমানের জয় পতাকা উড়ে। ৪০০শ বৎসর পূর্ব্বে যে নগর এককালে মুসলমানের দ্বাদশবার্ষিক অবরোধ অনায়াসে সহ্য করিয়াছিল; আজ সে নগর ভগ্নস্তূপ মাত্রে পরিণত! কালধর্ম্ম বিচিত্র বটে!

"গুরুজন কথা চরিত্র" নামক আসামীয় গদ্যগ্রন্থে লিখিত আছে, কমতাপুরে দুর্লভনারায়ণ নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার সহিত গৌড়েশ্বর ধর্ম্মনারায়ণের এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই দুর্লভনারায়ণকে কেহ কেহ কামরূপের রাজা ধর্ম্মপালবংশীয় ও কেহ বা 'জিতারি' বংশীয় বলিয়া উল্লেখ করেন। যাহা হউক, যুদ্ধে অনেক লোক বিনষ্ট হয়। পরে রাত্রিতে উভয় রাজা স্বপ্ন দেখিয়া, পরদিনে সখ্যতা-স্থাপন করিয়া সন্ধি করিলেন।

তৎপরে গৌড়েশ্বর কামরূপের অবস্থা জ্ঞাত হইয়া রাজা দুর্লভনারায়ণকে সাতজন ব্রাহ্মণ ও সাতজন কায়স্থ প্রদান করিলেন। এই চৌদ্দজনের মধ্যে প্রধান ১২ জনকে রাজা দুর্লভনারায়ণ 'বারভূঁঞা' আখ্যা দেন [কামরূপ দেখ]। এই বারভূঁঞারা সম্ভবতঃ গৌড়েশ্বরের সেনাপতি ছিলেন। যাহা হউক, দুর্লভনারায়ণ ইঁহাদের সাহায্যে ভোটরাজের বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন। কালক্রমে কামরূপের মধ্যে কোঁচজাতির সংখ্যা ও প্রভাব বর্দ্ধিত হওয়ায় রাজা দুর্লভনারায়ণ কিছু শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়েন। এই সময় আদি ভূঁঞাগণের মৃত্যু হওয়ায় তিনি উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন।

* নীলধ্বজ সম্ভবতঃ ১২৫০-৭০ শকাব্দে কমতাপুর পত্তন করেন; কিন্তু কেহ কেহ অনুমান করেন যে, কমতাপুর নামে একটি ক্ষুদ্র নগর পূর্ব্ব হইতেই ছিল, নীলধ্বজ সেই নগরের বিস্তার বাড়াইয়া ও দুর্গাদি নির্ম্মাণ করাইয়া রাজধানী করেন মাত্র। ১২২০।৭০ শকেও এই নগরের নামোল্লেখ পাওয়া যায়।

কিছুদিন পরে কোঁচদিগের মধ্যে হাজো নামে একজন সর্দার প্রধানত্ব লাভ করেন। এই ব্যক্তি ক্রমে নিজ অধিকার বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন এবং অবশেষে ঘোড়াঘাট ভিন্ন প্রায় সমস্ত আসাম প্রদেশ অধিকার করেন। ইহার হীরা ও জীরা নামে দুইটী কন্যা ভিন্ন অন্য কোন সন্তান ছিল না। এই দুই কন্যার অবিবাহিতাবস্থায় অতি অল্পদিনের অগ্রাপশ্চাতে দুইটি সন্তান হয়। জীরার সন্তানের নাম শিশু ও হীরার সন্তানের নাম বিশু। হাজোরাজ কুমারীকন্যার পুত্র হইল দেখিয়া মহা ভাবিত হইলেন। এই সময় দৈববাণী হইল যে, এই দুই পুত্র দেবদেব মহাদেবের ঔরসে উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন যে হরিয়া নামক একজন মেচ জাতীয় সর্দারের সহিত হীরার বিবাহ হইয়াছিল, কিন্তু সন্তানটি তাহার ঔরসজাত নহে। যাহা হউক এই দুই সন্তান শেষে বিশেষ পরাক্রমী হইয়া "বিশ্বসিংহ" এবং "শিবসিংহ" নাম গ্রহণ করিয়া, আপনাদিগকে শিববংশীয় ও স্বশ্রেণীর লোকদিগকে 'রাজবংশীয়' বলিয়া প্রচার করিল। ক্রমে বিশ্বসিংহ নানাদেশ জয় করিয়া (বুরুঞ্জীমতে ১৪২০। ৩০ শকের মধ্যে) কমতাপুর অধিকার করিয়া রাজা হন এবং শ্রীহট্ট হইতে বৈদিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া তাহাদিগকে "কামরূপী ব্রাহ্মণ" আখ্যা দিয়া স্বরাজ্যে স্থাপিত করেন। ইনি বৌদ্ধধর্ম্মের প্রাবল্যের সময় লুপ্তপ্রায় কামাখ্যাপীঠের উদ্ধার সাধন করেন।

কমতাপুর কত দিনের ?—বুরুঞ্জীমতে রাজা নীলধ্বজ কমতাপুরের স্থাপয়িতা নহে, সংস্কারকর্ত্তা ও রাজধানীকর্ত্তা মাত্র। গ্রন্থানুসারে রাজা নীলধ্বজ ১২৫০।৬০ শকে (১৩২৮। ৩৮ খৃষ্টাব্দে) এখানে রাজধানী স্থাপন করেন। ঐ গ্রন্থানুসারে ১৪২০ শকে (১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে) হুসেনশাহ কমতাপুর অধিকার করেন। ১২ বৎসর অবরোধের পর নগর অধিকৃত হয়, সুতরাং ১৪০৮ শকে (১৪৮৬ খৃষ্টাব্দে) হুসেনশাহ প্রথম নগর আক্রমণ করেন। এ সময়ে নীলধ্বজের পৌত্র নীলাম্বর কমতাপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, সুতরাং নীলধ্বজের সময় হইতে নীলাম্বরের রাজ্যকাল সমাপ্তির মধ্যে প্রায় ১৬০। ১৫০ বৎসর অতীত হইয়া ছিল ও নীলধ্বজবংশীয় রাজারা প্রত্যেকে ন্যূনাধিক ৫৫ বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন। পূর্ব্ব-ভারতের ইতিহাস-লেখক মিঃ মন্‌গোমারি মার্টিন সাহেব এ সম্বন্ধে যে সকল কালসংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহার সহিত ইহার মিল নাই। তিনি বলেন, হুসেনশাহ ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দে (১৪১৮ শকে) রাজ্যারোহণ করেন এবং তাঁহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী গৌড়রাজ নসরতশাহ ১৫২৩ খৃষ্টাব্দে (১৪৪৫ শকে) রাজ্যারোহণ করেন ; সুতরাং হুসেনশাহের রাজত্বকাল ২৭ বৎসর। এই ২৭ বৎসর হইতে নগরাবরোধের ১২ বৎসর (মিঃ মার্টিন ইহা স্বীকার করেন না, তিনি ইহাকে অতিশয়োক্তি বলিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহেন, এবং তিনি নিজেও অবরোধকালের কোন সংখ্যা দেন নাই) কাল বাদ দিলে ১৫ বৎসর অবশিষ্ট থাকে। আবার বিশ্বসিংহের কমতাপুর অধিকারকাল বুরুঞ্জীমতে ১৪২০ ও ১৪৩০ শকের (১৪৯৮ ও ১৫০৮ খৃষ্টাব্দের) মধ্যে। মিঃ মার্টিন বিশ্বসিংহের কমতাপুর অধিকারসম্বন্ধে কোন কথা বলেন নাই। পূর্ব্বোক্ত কালসংখ্যাগুলি হইতে দেখা যায় যে, হুসেনশাহ স্বীয় রাজ্যারোহণের কাল (মার্টিনের মতে ১৪৯৬ খৃষ্টাব্দ বা ১৪১৮ শক) হইতে প্রায় ৬০ বৎসর পরে (বুরুঞ্জীমতে ১৪০৮ শকে বা ১৪৮৭ খৃষ্টাব্দে) কমতাপুর আক্রমণ করেন, কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালের পরিমাণ (মার্টিন মতে) কেবল ২৭ বৎসর মাত্র। আর বুরুঞ্জীমতে কমতাপুরের আক্রমণকাল ১৪০৮ শক বা ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দ, কিন্তু মার্টিন মতে ঐ সময় (১৪৯৬+১৫) ১৫১১ খৃষ্টাব্দ বা ১৪৪৩ শক বা তাহার দু-পাঁচবৎসর পূর্ব্বে ; কারণ, বুরুঞ্জীমতে বিশ্বসিংহের কমতাপুর অধিকার কাল বিবেচনা করিলে, বুঝা যায় যে, কিছুদিন কামতাপুরে মুসলমানের অধিকার ছিল।

কমতাপুর নামের কারণ—বুরুঞ্জী মতে নীলধ্বজ ইহার স্থাপয়িতা নহেন, কিন্তু তাঁহা কর্ত্তৃক সংস্কৃত হইয়াও ইহার প্রাচীন নাম বর্ত্তমান থাকে, কারণ, বুরুঞ্জী-পাঠে ১২২০ শকেও কামতাপুরের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার মূল-স্থাপয়িতার নাম বুরুঞ্জীতে নাই। এই নগরে কমতেশ্বরী নামে শিঙ্গীমারীর তীরবর্ত্তী গোঁসাইনিমারী নামক স্থানে এক দেবী আছেন। অনেকে মনে করেন, এই দেবীর নামানুসারে নগরের নামকরণ হইয়াছে। কমতাপুরের দুর্গে ভগ্নাবশেষের বিবরণ স্থলে এই কমতেশ্বরীদেবীর উল্লেখ করা গিয়াছে। দুর্গের উত্তরাংশের বৃহৎ স্তূপে ইহার প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ আছে। এই দেবী সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে। "প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরাধিপতি ভগদত্ত শিববরে একটি কবচ পাইয়াছিলেন। মহাভারতের যুদ্ধে ভগদত্ত নিহত হইলে, এই কবচ হস্তিনাতেই ছিল। শেষে পূর্ব্বোক্ত নীলধ্বজের পুত্র চক্রধ্বজ একদিন স্বপ্ন দেখিয়া, স্বপ্ননির্দ্দিষ্ট উপায়ে এই কবচ আহরণ করিয়া, দুর্গমধ্যে মন্দির নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাতে স্থাপন করেন। স্বপ্নেই এই কবচের পূজাপদ্ধতি ও অধিষ্ঠাত্রীদেবীর মূর্ত্তি

অবগত হন এবং তদনুসারে দেবীপ্রতিমা গড়াইয়া তন্মধ্যে কবচটি রক্ষা করেন। ইহার নিকট পূর্ব্বে বলি হইত। অবশেষে মুসলমান হস্তে দেবী-প্রতিমা বিনষ্ট হইলে কবচটী একটি পুষ্করিণী মধ্যে অন্তর্হিত হয়। তৎপরে বিশ্বসিংহ-বংশীয় বিহারের চতুর্থ রাজা প্রাণনারায়ণের অধিকারকালে ভূনা নামে একজন ধীবর যেখানে শিঙ্গীমারী নদী নগরে প্রবেশ করিয়াছে, তাহার নিকটে একটী পুষ্করিণীতে মৎস্য ধরিবার জন্য জাল ফেলে; কিন্তু সে জাল এত ভার বোধ হইল যে, কিছুতেই উঠাইতে পারিল না, অবশেষে রাজার নিকট সংবাদ দিল। রাজা প্রাণনারায়ণ কবচের ব্যাপার জানিতেন ও সেজন্য উৎসুকও ছিলেন; এক্ষণে এই সংবাদে উল্লাসিত হইয়া, ব্রাহ্মণগণের সহিত পরামর্শ করিয়া হস্ত্যারোহণে একজন ব্রাহ্মণকে পাঠাইয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ আসিয়া জলে ডুব দিয়া জাল মধ্যে কবচ পাইলেন এবং হস্তস্থিত একটি রেশমী থালিতে পুরিয়া হস্তিপৃষ্ঠে স্থাপন করাইয়া, হস্তীকে ইচ্ছামত যাইতে দিলেন। হস্তী শিঙ্গীমারীর তীরদিয়া চলিতে লাগিল; অবশেষে যেখানে ঐ নদী প্রাচীন নগর-সীমানা পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহারই নিকটে গোঁসাইনী মারী নামক স্থানে দণ্ডায়মান হইল, আর কিছুতেই নড়িল না। ব্রাহ্মণেরা স্থির করিলেন যে, দেবীর এই স্থান হইতে যাইবার ইচ্ছা নাই। রাজা কাজেই এইখানে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন এবং প্রথমতঃ বিশ্বসিংহের আনীত বৈদিক ব্রাহ্মণগণের মধ্য হইতে একজনকে পূজক নিযুক্ত করিলেন, কিন্তু দেবী স্বপ্নে মৈথিলী ব্রাহ্মণের মধ্য হইতে পূজক নিযুক্ত করিতে আদেশ দিলেন; কারণ, তাঁহারাই পূর্ব্বে দেবীর পূজা করিতেন। তাহাই হইল। এইরূপে যে মৈথিলী পূজক নিযুক্ত হইলেন, কিছু দিন অতীত হইলে তিনি একদিন রাজাকে বলিলেন যে, দেব্যাদেশে তাঁহাকে প্রত্যহ রাত্রে দেবীমন্দিরে চক্ষু বাঁধিয়া যাইতে হয় ও সেখানে তিনি তবলা বাজাইতে থাকেন এবং দেবী একটী সুন্দরী যুবতীর বেশে উলঙ্গ হইয়া তালে তালে নৃত্য করেন, কিন্তু দেবীর নিষেধে তিনি কখন সে রূপ দেখেন নাই। শুনিয়া রাজার কৌতুহল জন্মিল, সেই রাত্রে মন্দিরে গিয়া দরজার কাটল দিয়া দেখিতে লাগিলেন। দেবী অন্তর্যামিনী; তিনি জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ নৃত্য বন্ধ করিলেন এবং এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, অতঃপর যদি বর্ত্তমান নারায়ণবংশীয় কোন রাজা কোন দিন কি দিবসে কি রাত্রে মন্দিরের সীমার মধ্যে প্রবেশ করেন, তবে তৎক্ষণাৎ তাঁহার মৃত্যু হইবে। এই অবধি আজও তদ্বংশীয়েরা কেহ মন্দিরের সীমামধ্যে প্রবেশ করেন না। কিন্তু সেবার বন্দোবস্ত করিয়া দেন। এই মন্দির আজিও বর্ত্তমান। ইহা ইষ্টকে নির্ম্মিত; গঠন-প্রণালী মুসলমানী ধরণে। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে পুষ্পোদ্যান। এই মন্দিরের প্রতিমা নূতন, নির্ম্মিত প্রতিমা-গর্ভে সেই কবচ আছে। মন্দির মধ্যে একখানি প্রস্তরফলকে বাসুদেব-মূর্ত্তি উৎকীর্ণ আছে। কথিত আছে, এই প্রস্তর খণ্ড প্রাচীন নগরের ভগ্নাবশেষ হইতে পাওয়া যায়। শুনা যায়, অর্থ পাইলে পূজকেরা নাকি যাত্রীদিগকে প্রতিমা গর্ভ হইতে সেই কবচ দেখাইয়া থাকে; কিন্তু ইহা অতি গোপনে করিয়া থাকে।

কমতাপুরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে এখন কৃষ্ণকায় ভালুকের আবাস হইয়াছে।

আইন আকবরীতেও কমতাপুরের উল্লেখ আছে।

মার্টিন সাহেব মালদহ হইতে একখানি হস্তলিখিত প্রাচীন পুঁথি পান, তাহাতে বঙ্গদেশের বিবরণ লিখিত আছে। তাহাতে লিখিত আছে যে, নসরত শাহের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী হুসেনশাহ কামতাপুরেশ্বর হরপনারায়ণকে বিনাশ করিয়া তদ্রাজ্য জয় করেন। হরপনারায়ণ সদা লক্ষ্মীমানরাজের পৌত্র ও মালিকাঙ্গরাজের পুত্র।

কামতাল (পুং) কামং তালয়তি প্রতিষ্ঠাপয়তি, কাম-তল-নিচ্‌ অণ্‌। কোকিল।

কামতি, মধ্য প্রদেশের নাগপুর জেলার একটী প্রধান নগর। এখানে সেনানিবাস আছে। অক্ষা° ২১°১৩´৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯°১৪´ ৩০´´ পূ°। নাগপুর সহর হইতে উত্তর পূর্ব্বে ৪॥ ক্রোশ। লোকসংখ্যা ৫০,৯৮৭। এখানে দেশী ও বিলাতী কাপড় এবং লবণ পণ্যাদির ক্রয় বিক্রয় হইয়া থাকে। শস্যের ব্যবসা প্রায় মারবারী মহাজনের হস্তগত। কার্ঘ্যের ব্যবসাও বেশ চলে। এখানে বংশীলাল আবীরচাঁদের নির্ম্মিত একটী সুন্দর বাঁধান পুষ্করিণী এবং তৎ সংলগ্ন একটী মন্দির, ও একটী বাগান আছে। কনহান নদীর উপর সেতু আছে, তাহার উপর দিয়া নাগপুর ও ছত্রিশগড়ের রেল গাড়ী চলে। রেলের একটী ষ্টেশনও হইয়াছে। ঔষধালয়, বিদ্যালয় ও অতিথিগণের জন্য ধর্ম্মশালা আছে। এখানে ৪৬০টি কূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

কামতিথি (স্ত্রী) কামস্য পূজার্থং প্রশস্তা তিথিঃ, মধ্যলোপ ত্রয়োদশী; এই তিথিতে কামদেবের পূজা করিতে হয়।

কামথা। মধ্যপ্রদেশের ভাণ্ডারা জেলার তিরোরা বিভাগের জমিদারী লাট। পরিমাণ ২৭১ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৭৮,৮১৬, তন্মধ্যে ৩৮,৮৯১ জন পুরুষ ও ৩৯৯২৯ জন

স্রী। ইহাতে ১২৬টী গ্রাম আছে, ১৩৫১১ ঘর লোকের বাস। প্রায় শত বৎসরের উপর হইল, নাগপুরের রাজার অধীন একটি ভুনবি বংশের জমিদারী ছিল। কিন্তু রাজার দিগকে বিদ্রোহাচরণের জন্ত উহা তাহার নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া লোদীবংশীয় একজনকে দেওয়া হয়। তাহারা টাকা দিয়া ভোগ করিতেছেন। ঐই নামে এই জমিদারীতে কামতা নামে একটি গ্রামও আছে। উহা অক্ষা° ২১°৩১´ উঃ এবং দ্রাঘি ৮০°২১´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ১৬১২। অধিবাসীরা চাষ বাস করে। কামতার সর্দার বা জমিদার এইখানে থাকেন। তাঁহার বাটীর চারিদিকে প্রাচীর ও গড় দ্বারা বেষ্টিত।

কামদ (ত্রি) কামং অভিলাষং দদাতি, কাম-দা-ক। ১ কামদাতা। ২ অভীষ্টপ্রদ। ৩ (পুং) কামং দ্যতি স্বসৌন্দর্য্যেণ অবখণ্ডয়তি, ঊর্দ্ধরেতস্বাৎ নাশয়তি বা, কাম-দো-ক। কার্ত্তিকেয়।

কামদগিরি, চিত্রকূটের অপর নাম। [চিত্রকূট, দেখ।]

কামদমিনী (স্ত্রী) কামস্য দমঃ উপশমঃ অস্ত্যস্যাঃ, কাম-দম-ইনি। যে নারী কাম রিপু বশীভূত করিয়াছে।

কামদর্শন (ত্রি) কামং মনোজ্ঞং দর্শনং যস্য, বহুব্রী। মনোরম দর্শন, সুন্দর।

কামদা (স্ত্রী) কামং অভীষ্টং দদাতি, কাম-দা-ক-টাপ্। কামধেনু।

(কামদা কামধেনৌস্ত্রী কামদাতরি বাচ্যবৎ। মেদিনী)

কামদুঘ (ত্রি) কামং দোগ্ধি, কাম-দুহ-ক হস্য ঘঃ। অভীষ্ট সম্পাদক, যাহার কাছে যে কোন বস্তু প্রার্থনা করিয়া, লাভ করা যায়।

কামদুঘা (স্ত্রী) কামং দোগ্ধি, কাম-দুহ-ক-টাপ্। কামধেনু। [কামধেনু দেখ।]

কামদুহ্ (ত্রি) কামং দোগ্ধি, কাম-দুহ-ক্বিপ্। অভীষ্টপ্রদ।

কামদূতিকা (স্ত্রী) কামস্য দূতিকা ইব উদ্দীপকত্বাৎ। নাগদন্তী।

কামদূতী (স্ত্রী) কামস্য দূতীব, উপমি°। পারুল গাছ।

কামদেব (পুং) কাম এব দেবঃ। কন্দর্প। ইহার সংস্কৃত নামান্তর—মদন, মন্মথ, মার, প্রদ্যুম্ন, মীনকেতন, কন্দর্প, দর্পক, অনঙ্গ, পঞ্চশর, স্মর, শম্বরারি, মনসিজ, কুসুমেষু, অনন্যজ, পুষ্পধন্বা, রতিপতি, মকরধ্বজ, আত্মভূ, ব্রজাহ ও বিশ্বকেতু। শাস্ত্রকারগণ কামের পঞ্চাশ প্রকার ভেদ বলিয়া থাকেন—১ কাম, ২ কামদ, ৩ কান্ত, ৪ কান্তিমান্, ৫ কামগ, ৬ কামচর, ৭ কামী, ৮ কামুক, ৯ কামবর্দ্ধন, ১০ রাম, ১১ রম, ১২ রমণ, ১৩ রতিনাথ, ১৪ রতিপ্রিয়, ১৫ রাত্রিনাথ, ১৬ রমাকান্ত, ১৭ রমমাণ, ১৮ নিশাচর, ১৯ নন্দক, ২০ নন্দন, ২১ নন্দী, ২২ নন্দয়িতা, ২৩ পঞ্চবাণ, ২৪ রতিসখ, ২৫ পুষ্পধন্বা, ২৬ মহাধনু, ২৭ ভ্রামণ, ২৮ ভ্রমণ, ২৯ ভ্রমমাণ, ৩০ ভ্রম, ৩১ ভ্রান্ত, ৩২ ভ্রামক, ৩৩ ভৃঙ্গ, ৩৪ ভ্রান্তচার, ৩৫ ভ্রমাবহ, ৩৬ মোহন, ৩৭ মোহক, ৩৮ মোহ, ৩৯ মোহবর্দ্ধন, ৪০ মদন, ৪১ মন্মথ, ৪২ মাতঙ্গ, ৪৩ ভৃঙ্গনায়ক, ৪৪ গায়ন, ৪৫ গীতিজ্ঞ, ৪৬ নর্ত্তক, ৪৭ খেলক, ৪৮ উন্মত্তোন্মত্তক, ৪৯ বিলাস ও ৫০ লোভবর্দ্ধন।

স্মরদীপিকাগ্রন্থে এই কয়েকটি কন্দর্পের স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে,—

"পাদে গুল্ফে তথোরৌ চ ভগে নাভৌ কুচে হৃদি।
কক্ষে কণ্ঠেচ ওষ্ঠেচ গণ্ডে নেত্রে শ্রুতাবপি ॥
ললাটে শীর্ষকেশেষু কামস্থানং তিথিক্রমাৎ।
দক্ষে পুংসাং স্ত্রিয়া বামে শুক্লকৃষ্ণে বিপর্য্যয়ঃ ॥
পাদাঙ্গুষ্ঠে প্রতিপদি দ্বিতীয়ায়াঞ্চ গুল্ফকে।
ঊরুদেশে তৃতীয়ায়াং চতুর্থ্যাং ভগদেশতঃ ॥
নাভিস্থানে চ পঞ্চম্যাং ষষ্ঠ্যান্তু কুচমণ্ডলে।
সপ্তম্যাং হৃদয়েচৈব অষ্টম্যাং কক্ষদেশতঃ ॥
নবম্যাং কণ্ঠদেশে চ দশম্যাং চোষ্ঠদেশতঃ।
একাদশ্যাং গণ্ডদেশে দ্বাদশ্যাং নয়নে তথা ॥
শ্রবণেচ ত্রয়োদশ্যাং চতুর্দ্দশ্যাং ললাটকে।
পৌর্ণমাস্যাং শিখায়াঞ্চ জ্ঞাতব্যঞ্চ ইতি ক্রমাৎ ॥"

"পদদ্বয়, গুল্ফদ্বয়, ঊরুদ্বয়, ভগ, নাভি, কুচদ্বয়, হৃদয়, কক্ষ, কণ্ঠ, ওষ্ঠ, গণ্ড, চক্ষু, কর্ণ, ললাট, মস্তক ও কেশ; তিথি অনুসারে ইহার এক একটি স্থানে কামদেবের অধিষ্ঠান হয়। শুক্লপক্ষে পুরুষের দক্ষিণ অঙ্গ ও স্ত্রীর বাম অঙ্গ; এবং কৃষ্ণপক্ষে পুরুষের বাম অঙ্গ, ও স্ত্রীর দক্ষিণ অঙ্গ; এইরূপে উক্তস্থান সমূহের বিপর্য্যয় ঘটিয়া থাকে। প্রতিপদ্ তিথিতে পদাঙ্গুষ্ঠে, দ্বিতীয়ায় গুল্ফে, তৃতীয়ায় ঊরুদেশে, চতুর্থীতে ভগদেশে, পঞ্চমীতে নাভিদেশে, ষষ্ঠীতে কুচমণ্ডলে, সপ্তমীতে হৃদয়ে, অষ্টমীতে কক্ষদেশে, নবমীতে কণ্ঠে, দশমীতে ওষ্ঠদেশে, একাদশীতে গণ্ডদেশে, দ্বাদশীতে চক্ষে, ত্রয়োদশীতে কর্ণে, চতুর্দ্দশীতে ললাটে ও পূর্ণিমায় মস্তকে, কামদেবের অধিষ্ঠান হইয়া থাকে।

কামদেবের ধ্যেয়মূর্ত্তি এইরূপ—

"কামদেবস্তু কর্ত্তব্যঃ শঙ্খপদ্মবিভূষণঃ।
চাপবাণকরশ্চৈব মদাকুঞ্চিতলোচনঃ ॥
রতিঃ প্রীতি স্তথাশক্তি র্ভার্য্যাশ্চৈতাস্তথোজ্জ্বলাঃ ॥
চতস্রস্তস্য কর্ত্তব্যাঃ পত্ন্যো রূপমনোহরাঃ ॥

চত্বারশ্চ করাস্তস্য কার্য্যা ভার্য্যাস্তনোপমাঃ।
কেতুশ্চ মকরঃ কার্য্যঃ পঞ্চবাণমুখো মহান্॥"

(হেমাদ্রিধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর।)

"শঙ্খ, পদ্ম, ধনুঃ ও বাণধারী, মদজন্ম ঈষৎ কুঞ্চিত চক্ষুঃ, মকর কেতু, পঞ্চবাণ, এবং রতি, প্রীতি, শক্তি ও উজ্জ্বলা নাম্নী চারিটি স্ত্রী বিশিষ্ট।"

ঋগ্বেদে কামের উৎপত্তি সম্বন্ধে লিখিত আছে;—

"কামো জজ্ঞে প্রথমো নৈনং দেবা আপুঃ।"

সর্ব্ব প্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হওয়ায় তাহা হইতেই সর্ব্বপ্রথম উৎপত্তি কারণ নির্গত হইল।

(ঋক্ ১০। ১২৯। ৪।)

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে—"ব্রহ্মা যে সময়ে দক্ষ প্রভৃতি মানস পুত্রগণ সৃষ্টি করেন, সেই সময়ে সন্ধ্যা নাম্নী একটি রূপবতী কন্যারও উৎপত্তি হইয়াছিল। সেই মনোরম কন্যা দর্শনে 'ইনি জগতের কোন্ কার্য্য করিবেন', এইরূপ চিন্তা ব্রহ্মহৃদয়ে উপস্থিত হওয়ায় পরম রমণীয় মূর্ত্তি কামদেবের জন্ম হইয়াছিল। ব্রহ্মা তাঁহাকে জগতের নর নারীসমূহকে মুগ্ধ করিতে আদেশ করিয়া ফুলধনু ও ফুলশর প্রদান করেন। কাম সেই ফুল বাণ দ্বারা কার্য্য সিদ্ধি হইবে কি না পরীক্ষার জন্য সমীপস্থ ব্রহ্মা, দক্ষাদি ঋষি ও সন্ধ্যাকে ঐ বাণাঘাত করেন, তাহাতে সকলেই কামপীড়িত হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে মহাদেব তথায় উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মার কন্যাপ্রতি কামভাব দর্শনে তাঁহাকে উপহাস করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা সেই উপহাসে নিতান্ত লজ্জিত হইয়া স্বীয় কামবেগ নিরোধ করিলেন, এবং কামদেবের প্রতি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'তুই হর কোপানলে দগ্ধ হইবি' বলিয়া অভিশাপ দিলেন। কামদেব অকারণে এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া ব্রহ্মার নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন। তখন ব্রহ্মাও কামদেবের তাদৃশ অপরাধ না দেখিয়া 'পুনর্ব্বার শরীরপ্রাপ্ত হইবে' বলিয়া তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন এবং দক্ষদেহজাত রতি নাম্নী সুন্দরী রমণীকে তাঁহার পত্নীত্বে নিয়োজিত করিলেন। (কা° পু ১ অঃ।)

এদিকে সন্ধ্যা পিতা ও ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে অভিলাষ করিতেছেন ভাবিয়া নিতান্ত দুঃখিত হইলেন এবং সেই ঘৃণিত দেহ পরিত্যাগ করিবার জন্য তপস্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার কঠোর তপস্যায় প্রীত হইয়া ভগবান্ তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন। সন্ধ্যা প্রথমতঃ অন্য কোন বর প্রার্থনা না করিয়া কেবল এই চাহিলেন যে, "প্রাণিগণ উৎপত্তি মাত্রই যেন সকাম না হয়।" ভগবান্ তাঁহার এই প্রার্থনানুসারে শৈশব, কৌমার, যৌবন ও বার্দ্ধক্য এই চারিভাগে বয়ঃক্রম বিভক্ত করিয়া, তাহার তৃতীয়ভাগ অর্থাৎ যৌবনই কামোৎপত্তির কালরূপে নির্দ্দেশ করিলেন এবং কৌমারের শেষ সময় ও তাহার অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া দিলেন।" (কা° পু° ১৯ অঃ)। এই জন্যই প্রাণিদিগের উৎপত্তি মাত্রই কামভাব প্রকাশিত হয় না।

দেবগণ তারকাসুরের উৎপীড়নে, যে সময়ে নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে ইন্দ্রের আদেশে শিবধ্যান ভঙ্গ করিতে যাওয়ায় কামদেবকে কিছুদিন অঙ্গহীন হইতে হইয়াছিল। শিব পুরাণে ইহার আখ্যায়িকা এইরূপ বর্ণিত আছে—"মহাদেবী সতী দক্ষযজ্ঞে দেহ পরিত্যাগ করিলে পর, মহাদেব কঠোর জিতেন্দ্রিয়তা অবলম্বনপূর্ব্বক মহাযোগে নিমগ্ন হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তারকাসুর দেবসমূহের প্রতি নিতান্ত উৎপীড়ন আরম্ভ করায়, দেবগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া তাহার বধসাধনের উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রাদি দেবগণ স্বয়ং কোন উপায় নিশ্চয় করিতে না পারিয়া, ব্রহ্মার নিকট পরামর্শ প্রার্থনা করিলেন, ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে বলিলেন, 'মহাদেব-বীর্য্য ব্যতীত তারকাসুরের নিধন হইবে না; মহেশ্বরী সতী হিমালয়গৃহে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করিয়া, মহাদেবের শুশ্রূষার জন্য সর্ব্বদাই তাঁহার নিকটে রহিয়াছেন, এই সময়ে মহাদেবের যোগ ভঙ্গ করিয়া, তাঁহাকে পার্ব্বতীর প্রতি অভিলাষী করিতে পারিলে, মহাদেব ঔরসে মহাবীর কুমার জন্মগ্রহণ করিয়া, তারকাসুরের নিধন সাধন করিবেন।' দেবগণ সেই পরামর্শ অনুসারে কামদেবকে মহাদেবের ধ্যান ভঙ্গ করিতে নিযুক্ত করিলেন। আজ্ঞা মাত্রই কামদেব রতি ও বসন্তসহ সদর্পে মহাদেবের যোগ ভঙ্গ করিতে উপস্থিত হইলেন এবং ফুলধনুতে ফুলবাণ যোজনা করিয়া মহাদেব উদ্দেশে নিঃক্ষেপ করিলেন। মহাদেব কন্দর্পবাণে আহত হইয়াই সক্রোধে কন্দর্পের প্রতি দৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিলেন। তাহাতে মহাদেবের ললাট দেশ হইতে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা বহির্গত হইয়া কন্দর্পমূর্ত্তি একেবারে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল।" পরজন্মে ইনিই শ্রীকৃষ্ণপুত্র প্রদ্যুম্নরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। হরিবংশে ইহার জন্মবিবরণ এইরূপ বর্ণিত আছে—শ্রীকৃষ্ণ ঔরসে রুক্মিণী গর্ভে প্রদ্যুম্নের জন্ম হয়। জন্মের পর সপ্তমরাত্রে শম্বরাসুর মায়াবলে ইহাকে সূতিকাগৃহ হইতে হরণ করিয়া আনিয়া, স্বীয় পত্নী মায়াবতীকে দান করেন। মায়াবতীর সন্তানাদি না থাকায়, এই শিশুটি প্রাপ্ত হইয়াই অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। পরে শিশুর অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি বিশেষরূপে লক্ষ্য

করিয়া, মায়াবতী বুঝিতে পারিলেন যে, এই শিশুই তাঁহার প্রিয়তম স্বামী কন্দর্প। হরকোপানলে দগ্ধ হওয়ার পর দেবগণ্ এইরূপেই তাঁহার পুনর্ব্বার পতি প্রাপ্তির বিষয় বলিয়া দিয়াছিলেন, তাহাও তাঁহার স্মরণ হইল। সুতরাং তিনি মাতৃবৎ শিশুর প্রতিপালন করিতে না পারিয়া ধাত্রী হস্তে তাঁহাকে প্রদান করিলেন এবং রসায়নাদি প্রয়োগ দ্বারা সত্বরেই তাঁহাকে সম্বর্দ্ধিত করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। প্রদ্যুম্নও তখন বৈষ্ণবাস্ত্রের দ্বারা শম্বরাসুরকে নিহত করিয়া পত্নীসহ পিতৃগৃহে আগমন করিলেন। মায়াবতী বাহিরে শম্বরাসুরের পত্নীরূপে পরিচিতা থাকিলেও বস্তুতঃ তিনি তাঁহার পত্নী ছিলেন না; কন্দর্প পত্নী রতি পুনর্ব্বার পতি প্রাপ্তি কামনায়, দেবগণের-আদেশে এইরূপ মায়াবল দ্বারা শম্বরাসুরের পত্নীরূপে অবস্থান করিতে ছিলেন।" (হরিবং ১৬৩ অঃ।)

মহাভারত ও বিষ্ণুপুরাণে কাম ধর্ম্মপুত্র বলিয়া লিখিত আছে—

"শ্রদ্ধা কামং চলা দর্পং নিয়মং ধৃতিরাত্মজম্।
সন্তোষঞ্চ তথা তুষ্টির্লোভং পুষ্টিরসূয়ত ॥
মেধা শ্রুতং ক্রিয়া দণ্ডং নয়ং বিনয়মেব চ।
বোধং বুদ্ধি স্তথা লজ্জা বিনয়ং বপুরাত্মজম্ ॥
ব্যবসায়ং প্রজজ্ঞেবৈ ক্ষেমং শান্তিরসূয়ত।
সুখং সিদ্ধির্যশঃ কীর্ত্তিরিত্যেতে ধর্ম্মসূনবঃ ॥"

ত্রয়োদশ ধর্ম্মপত্নী মধ্যে শ্রদ্ধা কাম নামক পুত্র, চলা দর্প, ধৃতি নিয়ম, তুষ্টি সন্তোষ, পুষ্টি লোভ, মেধা শ্রুত, ক্রিয়া দণ্ড, নয় ও বিনয়, বুদ্ধি বোধ, লজ্জা বিনয়, বপু ব্যবসায়, শান্তি ক্ষেম, সিদ্ধি সুখ, এবং কীর্ত্তি যশঃ নামক পুত্র প্রসব করেন; ইহারা সকলেই ধর্ম্মপুত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ। (হরিবং ৭ম ২৬-২৮।)

ভাগবতের মতে কাম ব্রহ্মপুত্র—

"হৃদিকামো ভ্রুবোঃ ক্রোধো লোভশ্চাধোরধচ্ছদাৎ।

ব্রহ্মের হৃদয়ে কাম, ভ্রূদ্বয়ে ক্রোধ ও অধরোষ্ঠ হইতে লোভের উৎপত্তি হইয়াছে।

ভাগবতেরই অন্যস্থলে আবার কাম সঙ্কল্পের পুত্র বলিয়া লিখিত আছে—

"সঙ্কল্পায়াস্তু সঙ্কল্পঃ কামঃ সঙ্কল্পজঃ স্মৃতঃ।"

ব্রহ্মকন্যা সঙ্কল্পার পুত্র সঙ্কল্পঃ এই সঙ্কল্প হইতে কামের উৎপত্তি হইয়াছে। (ভাগ ৬।৬। ১০।)

যজুর্ব্বেদেও কামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে কামই দাতা ও গৃহীতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

"কোদাৎ কস্মা অদাৎ কামোদাৎ কামায়াদাৎ।
কামোদাতা কামঃ প্রতিগৃহীতা কামৈতত্তে॥"

কে দান করিয়াছে, কাহাকে দান করিয়াছে, এইরূপ প্রশ্ন হইলে, তাহার এইরূপ উত্তর দেওয়া হয় যে, কাম দান করিয়াছে এবং কামকেই দান করিয়াছে; যেহেতু কামই দাতা এবং কামই প্রতিগৃহীতা। অতএব হে কাম এই দ্রব্য তোমারই। (যজুঃ ৭।৪৮।)

২ গোপকপুরীর একজন কাদম্বরাজ। ইঁহার মহিষীর নাম কেতলাদেবী। ইনি একজন বিখ্যাত বীর ছিলেন, বাহুবলে মলয়, কোঙ্কণ ও সহ্যাদ্রি জয় করিয়াছিলেন। শিলালিপি অনুসারে ইনি ১১৮১ খৃঃ হইতে ১২০৪ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ৩ ভট্টনারায়ণ পুত্র। [ভট্টনারায়ণ দেখ।] ৪ পরমেশ্বর। ৫ মহাদেব। ৬ কবিবিশেষ। ৭ রাজবিশেষ, ইঁহার রাজধানী জয়ন্তীপুর। "রাঘবপাণ্ডবীয়" প্রণেতা কবিরাজ নামক কবির প্রতিপালক। ৮ প্রায়শ্চিত্তপদ্ধতি নামক স্মৃতিগ্রন্থ প্রণেতা।

৯ "সৎকৃত্য মুক্তাবলী"-প্রণেতা রঘুনাথের প্রতিপালক।

১০ "চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি"-প্রণেতা হেমাদ্রির পিতা, ইঁহার পিতার নাম বাসুদেব, পিতামহের নাম বামন।

১১ জনৈক প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিৎ।

১২ "কর্ম্মপ্রদীপিকা" "পারস্কর পদ্ধতি" "পারস্করগৃহ্যপরিশিষ্ট পদ্ধতি" প্রভৃতির গ্রন্থকার। ইঁহার পিতার নাম গোপাল।

কামদেব কবিবল্লভ, চণ্ডীর প্রাচীন টীকাকার।

কামদেবঘৃত (ক্লী) বৈদ্যশাস্ত্রোক্ত ঘৃতবিশেষ।

অশ্বগন্ধা /২॥০ সের, গোক্ষুর /৬।০ সের; শতমূলী, ভূমিকুষ্মাণ্ড, শালপাণী, বেড়েলা, গুলঞ্চ, অশ্বত্থের শুঙ্গা, পদ্মবীজ, পুনর্ণবা, গাম্ভারীফল ও মাষবীজ প্রত্যেক /১।০ সের; এই সকল দ্রব্য ৩৮৬ সের জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া, ১॥৪ সের জল থাকিতে ঐ জল ছাকিয়া লইবে। তৎপরে ঐ কাথের সহিত কিস্‌মিস, পদ্মকাষ্ঠ, কুড়, পিপুল, রক্তচন্দন, তেজপত্র, নাগকেশর, আলকুশীবীজ, নীলশুঁদি, অনন্তমূল, শ্যামালতা এবং জীবনীয়গণোক্ত অশ্বগন্ধা, অনন্তমূল, গুলঞ্চ, বংশলোচন, শ্বেতবেড়েলা, গোরক্ষচাকুলে, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানী ও মাষানী; ইহাদিগের প্রত্যেকের পরিমাণ ২ তোলা, মিসরি ৮ তোলা, এবং পুঁড়ী ইক্ষুর রস ।৬ সের; একত্র যথারীতি পাক করিয়া এই ঘৃত প্রস্তুত করিতে হয়। এই ঘৃত ব্যবহার করিলে রক্তপিত্ত, ক্ষত, কামলা, বাতরক্ত হলীমক, পাণ্ডু, বিবর্ণতা, স্বরভেদ, মূত্রকৃচ্ছ্র, বক্ষোদাহ ও পার্শ্বশূল নিবারিত হয়। (চক্রদত্ত।)

কামদেব মীমাংসকদীক্ষিত "প্রায়শ্চিত্ত পদ্ধতি" প্রণেতা।

কামদোহী [ন] (ত্রি) কামং দোগ্ধি, কাম-দুহ-ণিনি। অভীষ্টপ্রদ, যাহা কিছু প্রার্থনা করিলেই যাহার নিকট পাওয়া যায়।

কামধর (পুং) কাম ইতি সংজ্ঞাং ধরতি, ধারয়তি বা, কাম-ধৃ-অচ্। কামরূপদেশীয় বংশধ্বজ নামক পর্ব্বতস্থিত সরোবরবিশেষ। কালিকাপুরাণে এই সরোবর একটি তীর্থ বলিয়া বর্ণিত আছে। এখানে যথাবিধি স্নান ও এই জল পান করিলে, সমুদায় পাপ হইতে মুক্তি লাভ করিয়া শিবলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। (কালিকা পু° ৮১ অঃ।)

কামধেনু, ১ শম্ভুপ্রণীত একখানি প্রাচীন স্মৃতিগ্রন্থ। বাচস্পতি মিশ্রের "দ্বৈতনির্ণয়" গ্রন্থে ও চণ্ডেশ্বর, বর্দ্ধমান, রঘুনন্দন, কমলাকান্ত প্রভৃতির গ্রন্থে এবং স্মৃত্যর্থসারে ইহা হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

২ তন্ত্রবিশেষ।

৩ কাব্যকামধেনু নামক বৃহৎ অলঙ্কার গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার।

৪ একখানি জ্যোতিষ্-গ্রন্থ। তিথিচূড়ামণি কামধেনু নামে প্রসিদ্ধ।

৫ মুহূর্ত্তচিন্তামণিগ্রন্থের টীকাবিশেষ।

৬ অনন্তপ্রণীত একখানি গণিত গ্রন্থের টীকার নাম কামধেনু।

কামধেনু (স্ত্রী) কাম প্রতিপাদিকা ধেনুঃ, মধ্যলো°। ১ গাভীবিশেষ, এই গাভীর নিকট ইচ্ছানুসারে কোন বস্তু প্রার্থনা করিলে, তাহা পাওয়া যায়।

অগ্নিপুরাণে এই কামধেনু দান মহাপুণ্য কার্য্য বলিয়া বর্ণিত আছে। দান বিধিও তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে যথা—"কার্ত্তিকমাসের শুক্ল একাদশীতে উপবাস করিয়া, ৪ দিন পর্য্যন্ত লক্ষ্মীসহ নারায়ণের পূজা করিতে হইবে। তৎপরে পঞ্চমদিনে প্রাতঃকালে স্নান করিয়া, শুক্লবস্ত্র, শুক্লমাল্য ও শুক্ল অনুলেপন ধারণ করিবে। দান ভূমি মৃগচর্ম্ম, তিলপ্রস্থও স্বর্ণাদি দ্বারা বিভূষিত করিয়া, সবৎসা কামধেনু তথায় আনয়ন করিতে হইবে। এই ধেনুর শৃঙ্গদ্বয় ও খুরসমূহ স্বর্ণ দ্বারা আবরিত করিয়া, সমস্তগাত্রে একখানি শুক্লবস্ত্র আচ্ছাদন দিবে। অনন্তর যথাবিধি মন্ত্রাদি দ্বারা গাভীর পূজা করিয়া, নারায়ণোদ্দেশে গাভী দান করিতে হইবে।"

২ দানের জন্য স্বর্ণনির্ম্মিত ধেনুবিশেষ।

দানসাগরে স্বর্ণনির্ম্মিত কামধেনুর দানবিধি লিখিত আছে। "শক্তি অনুসারে ৩ পলের অধিক হইতে সহস্রপল পর্য্যন্ত স্বর্ণদ্বারা সবৎসা কামধেনু প্রস্তুত করিয়া, রত্নদ্বারা বিভূষিত করিতে হয়। সহস্রপল স্বর্ণ উৎকৃষ্টবিধি, পাঁচশত পল মধ্যমবিধি, এবং আড়াইশত পল অধমবিধি; নিতান্ত অসমর্থের জন্য তিনপলের অধিক স্বর্ণেরও বিধান আছে। তুলাপুরুষ কথিত সময়মধ্যে কোন দিন দানকাল নির্দ্দিষ্ট করিয়া, তাহার পূর্ব্বদিন গুরু, পুরোহিত, যজমান ও জাপক চারিজনই হবিষ্যভোজনাদি করিয়া, নিবেদন ও সঙ্কল্প করিয়া রাখিবেন। অপরদিনে যজমান গোবিন্দাদির আরাধনা, মধুপর্ক দান ও ব্রাহ্মণদিগের অনুমতি গ্রহণ করিবেন। গুরু, পুরোহিত ও জাপককে এইদিন উপবাস করিতে হইবে। তৎপরদিনে অগ্নিস্থাপনাদি কার্য্য সমাপন পূর্ব্বক, পুরোহিত প্রধানবেদীর মধ্যস্থলে লিখিত চক্রের উপর কৃষ্ণ মৃগচর্ম্ম ও গুড়প্রস্থ যথাক্রমে স্থাপন করিয়া, তাহার উপর কৌষের বস্ত্রদ্বয় দ্বারা আচ্ছাদিত সবৎসা ধেনু স্থাপন করিবেন। ধেনুর পার্শ্বদেশে আটটি পূর্ণকুম্ভ, অষ্টাদশ প্রকার ধান্য, নানাবিধ ফল, রত্ন, ইক্ষুদণ্ড, কাংসপাত্র, পট্টবস্ত্র, তাম্রনির্ম্মিত দোহনপাত্র, প্রদীপ, আতপত্র ও পাদুকাদ্বয় এবং ধেনুর সম্মুখভাগে মধুরাদি ৬ রস, হরিদ্রা, পুষ্পাদি বিবিধ পূজাদ্রব্য, জীরা, ধনে ও শর্করা স্থাপন করিতে হইবে। তাহার পর মঙ্গলগীত বাদ্য ও স্তুতিপাঠ সহকারে যজ্ঞকুণ্ডের সমীপস্থ চারিটি কুম্ভের জলদ্বারা যজমানকে স্নান করাইতে হইবে। স্নানান্তে যজমান শুক্লবস্ত্র পরিধান করিয়া, শুক্লমাল্য ও বিবিধ অলঙ্কারধারণপূর্ব্বক কুশহস্তে পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ করিয়া কামধেনুকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক পূজা করিবেন এবং ঐ ধেনু গুরুকে প্রদান করিবেন। পরিশেষে গুরু, পুরোহিত ও জাপককে দক্ষিণাদান, এবং অতিথি ব্রাহ্মণদিগকে অর্থদান করিয়া দান ব্রত সমাপন করিবেন। ৩ স্বর্গধেনু সুরভির দৌহিত্রী ধেনুবিশেষ। কালিকাপুরাণে ইহার উৎপত্তি বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে—"গো সমূহের আদিপ্রসূতি সুরভি দক্ষের কন্যা ছিলেন; প্রজাপতি কশ্যপ ঔরসে তাঁহার গর্ভে রোহিণীর জন্ম হয়; এই রোহিণীই তপোনিধি শূরসেন নামক বসুর ঔরসে সর্ব্বলক্ষণসম্পন্না কামধেনু প্রসব করিয়াছিলেন। ইহার বর্ণ শ্বেত, চতুর্ব্বেদ ইহার চতুষ্পদ স্বরূপ, এবং চারিটি স্তন দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রসূত হইয়া থাকে। শিববাহন বৃষ এই কামধেনু গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছিল। যৌবনে কামধেনুর লাবণ্যশ্রী অধিকতর বৃদ্ধি পাওয়ায় কোন কামুকবেতাল তাঁহাকে দেখিয়া কামাতুর হইয়া উঠে

এবং নিজেও বৃষ মূর্ত্তিধারণ করিয়া, তাঁহার সহিত সঙ্গত হয়। এই সঙ্গমফলেই একটি বিশালকায় বৃষ উৎপন্ন হইয়া, নিজের তপস্যাবলে মহাদেবের বাহনত্ব লাভ করিয়াছিল।" (কালিকা পু° ৯১ অঃ।)

৪ কামধেনু কুলজাতা নন্দিনী বা শবলা নাম্নী বশিষ্ঠের ধেনুবিশেষ। এই ধেনুর জন্যই বশিষ্ঠের সহিত বিশ্বামিত্রের ভয়ঙ্কর বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল এবং সেই বিবাদের ফলেই বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়জাতি হইয়াও ব্রহ্মর্ষি হইবার উদ্যোগী হইয়াছিলেন। রামায়ণে লিখিত আছে—কোন সময়ে রাজা বিশ্বামিত্র বহু সৈন্য ও অমাত্য পরিবার প্রভৃতির সহিত বশিষ্ঠ ঋষির নিকট আতিথ্য গ্রহণ করেন; বশিষ্ঠ ঐ কামধেনু হইতে যে সকল উত্তমোত্তম প্রচুর দ্রব্যাদি দ্বারা তাঁহাদিগের সৎকার করিয়াছিলেন, বিশ্বামিত্র রাজা হইলেও ঐ সকল দ্রব্যদর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। কামধেনু হইতে এইরূপ অসাধারণ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতে পাওয়া যায় দেখিয়া, শতসহস্র দুগ্ধবতী গাভীর বিনিময়ে তিনি ঐ ধেনুটি বশিষ্ঠের নিকট প্রার্থনা করেন; বশিষ্ঠ তাহাতে একেবারে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্র কোনমতেই সেই গাভীর লোভ সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তখন হরণ করিবার জন্য সৈন্যদিগকে আদেশ করিলেন। সৈন্যগণ তাঁহাকে হরণ করিয়া লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিলে, "বশিষ্ঠ কেন আমায় ত্যাগ করিলেন" ভাবিয়া নন্দিনী অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং স্বীয় বলে বহুসৈন্য বিনষ্ট করিয়া, বশিষ্ঠের নিকট উপস্থিত হইলেন। বশিষ্ঠকে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কি আমায় পরিত্যাগ করিয়াছেন? নতুবা বিশ্বামিত্রের সৈন্যগণ আমায় লইয়া যায় কেন?' বশিষ্ঠ উত্তর করিলেন, 'না, আমি তোমায় পরিত্যাগ করি নাই এবং কখন করিবও না। অতএব তুমি শত শত মহাবীর সৈন্য সৃষ্টি করিয়া, বিশ্বামিত্রকে পরাজিত কর।' বশিষ্ঠের আজ্ঞামাত্রেই নন্দিনী যোনিদেশ হইতে যবন, পুরীষ হইতে শক, এবং রোমকূপ হইতে ম্লেচ্ছ, হারীত ও কিরাত সৈন্যের সৃষ্টি করিয়া, বিশ্বামিত্রের সমুদায় সৈন্যের বিনাশ সাধনপূর্ব্বক তাঁহাকে পরাজিত করিলেন। বিশ্বামিত্রের পুত্রগণ তাহাতে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, (এককালে শতপুত্রই) বশিষ্ঠের প্রতি ধাবিত হইলেন। বশিষ্ঠ সক্রোধে একটিমাত্র হুঙ্কার দ্বারাই তাঁহাদিগকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন।

এই অপমানের পর হইতেই বিশ্বামিত্র রাজশক্তি অপেক্ষা তপস্যাশক্তি অধিক ভাবিয়া রাজকার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হইলেন এবং সেই তপস্যার ফলেই তিনি ব্রহ্মর্ষির ন্যায় ক্ষমতাশালী হইয়া, ব্রহ্মর্ষি নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (রামা° আ° ৫১ অঃ।)

৫ বোপদেব প্রণীত ধাতুপাঠ নামক পুস্তকের ব্যাখ্যা পুস্তকবিশেষ।

কামধেনুতন্ত্র (ক্লী) কামধেনুরিব সর্ব্বাভিষ্টপ্রদং তন্ত্রম্, মধ্যলো°। শিবপ্রোক্ত তন্ত্রবিশেষ।

কামধেন্বী, রামাৎ অথবা নিমাৎ সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণববিশেষ। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই হিন্দুস্থানী ভিক্ষু। কামধেনু নামে ভিক্ষাযন্ত্র ব্যবহার করায় ইহাদের কামধেন্বী নাম হইয়াছে। কামধেনুযন্ত্রটি একগাছি বাঁক্। ঐ বাঁকের দুই দিকে দুইগাছি শিকা থাকে, একদিকের শিকায় গাভীর আকার, অপরদিকের শিকায় হনুমানের মূর্ত্তি; কামধেন্বীরা দুইবেলা এই যন্ত্রটীর পূজা ও আরতি করে।

কামধেন্বীরা ঐ যন্ত্রটি কাঁধে করিয়া ভিক্ষায় বাহির হয়, কাহারও দ্বারস্থ হয় না "ধনুর্দ্ধারী রাম" "ধনুর্দ্ধারী রাম" কেবল এই নাম উচ্চারণ করিতে করিতে পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়, গৃহীরা ঐ নাম শুনিয়া ইচ্ছানুসারে ঐ কামধেনু পাত্রে ভিক্ষা প্রদান করে।

কামধ্বংসী [ন্] (পুং) কামং কন্দর্পং ধ্বংসয়তি কাম-ধ্বন্স্ নিচ্ ণিনি। শিব।

কামন (ত্রি) কাময়তীতি কম-ণিঙ্ যুচ্। ১ কামুক।

(কামুকঃ কমিতা কম্রো ঽনুকঃ কাময়িতা ঽভিকঃ।
কামনঃ কময়ো ঽভীকঃ। হেম ৩। ৮৮।)

২ (ভাবে যুচ্-ক্লী) অভিলাষ, ইচ্ছা।

কামনা (স্ত্রী) কামন-টাপ্। ইচ্ছা।

কামনাশক (পুং) কামং কন্দর্পং নাশয়তি, কাম নশ্-ণিচ্ ণ্বুল্। ১ মহাদেব। ২ (ত্রি) কামশক্তিনাশক ঔষধাদি।

কামনীয়ক (ক্লী) কামনীয়স্য ভাবঃ, কমনীয়-বুঞ্। রমণীয়তা।

কামন্দকি (পুং) কমন্দকস্য অপত্যম্ পুমান্, কমন্দক ইঞ্। জনৈক নীতিশাস্ত্র প্রণেতা।

ঐ গ্রন্থ কামন্দকীয় নীতিসার নামে খ্যাত এবং ১৯টি অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহাও মহাভারতের ন্যায় প্রাচীনকালে রচিত হয়। অতিপূর্ব্বকালে এই নীতিশাস্ত্রখানি বালি প্রভৃতি দ্বীপে নীত হয় ও সেখানে মহাভারতের ন্যায় কবিভাষায় অনুবাদিত হয়। কোন্ সময়ে ইহা যবদ্বীপে যায় তাহা নিরূপিত হয় নাই; কেহ কেহ অনুমান করেন, মহাভারত যে সময় ঐ দ্বীপে যায় তৎসমকালেই ইহা গিয়া থাকিবে। [মহাভারত দেখ।]

এই নীতিসারের চারিখানি টীকা পাওয়া যায়, একখানির নাম—উপাধ্যায়-নিরপেক্ষ, অপরগুলির মধ্যে একখানি আত্মারাম কৃত, একখানি জয়রাম কৃত ও অপরখানি বরদারাজ কৃত।

কামন্দকীয় (ক্লী) কামন্দকেরিদম্, কামন্দীক-ছ (বৃদ্ধাচ্ছঃ। পা ৪।২।১১৪।) কামন্দকি প্রণীত নীতিশাস্ত্রবিশেষ।

কামন্ধমী [ন্] (পুং) কামং যথেষ্টং ধমতি, কাম-ধ্মা-ণিনি, বাহুলকাৎ ধমাদেশঃ, নিপাতনাৎ মুমি সাধুঃ। কাংস্যকার, কাঁসারি।

কামপতি (স্ত্রী) কামঃ পতির্যস্যাঃ, বিকল্পত্বাৎ ন ঙীষ্। ১ রতি। ২ (পুং) চন্দ্রবংশীয় পৃথুবংশধর একজন রাজপুত্র, ইনি পুত্রেষ্টি যাগ করিয়াছিলেন। (সহ্যাদ্রি° খ ১।৩০।২১)

কামপত্নী (স্ত্রী) কামস্য পত্নী, ৬তৎ। রতি।

কামপাগলা (দেশজ) লম্পট।

কামপাল (পুং) কামান্ পালয়তি, কাম-পাল-অণ্। ১ বলদেব। ২ শ্রীকৃষ্ণ।

("কামহা কামপালশ্চ কামী কান্তঃ কৃতাগমঃ।" বিষ্ণুসং।) ৩ মহাদেব। ৪ চন্দ্রবংশীয় ইন্দুমণ্ডন রাজপুত্র, তৎপুত্র সলিল (সহ্যাদ্রি° ১।৩০।২১।) ৫ একবীরা দেবীভক্ত গৌতম কুলজ জয়পালবংশীয় একজন রাজা, তৎপুত্র হেম। (১।৩১। ১৬-১৭) ৬ কুমারিকাভক্ত চম্পক কুলজ দলরাজপুত্র, তৎপুত্র সুদর্শন। (১।৩১।৪৭)।

কামপীঠ (পুং, ক্লী) কূপাদির উপরিভাগে বদ্ধস্থান, কূপের পাড়।

কামপীড়িত (ত্রি) কামেন কন্দর্পপীড়য়া পীড়িতঃ, ৩তৎ। সঙ্গমেচ্ছুক।

কামপূর (ত্রি) কামং অভীষ্টং পূরয়তি, কাম-পূর-নিচ্ অণ্। ১ অভীষ্টপ্রদ। ২ পরমেশ্বর।

কামপ্র (ত্রি) কামং পিপর্ত্তি, কাম-পৃ-ক। অভীষ্টপ্রদ।

কামপ্রদ (পুং) কামং কামজরতিভেদং প্রদদাতি, কাম-প্র-দা-ক। ১ রতিবন্ধবিশেষ।

"যৌ পাদৌ বদ্ধসংলগ্নৌ ক্ষিপ্তালিঙ্গং ভগে তথা।
কাময়েৎ কামুকঃ প্রীত্যা বন্ধঃ কামপ্রদো হিসঃ॥"
(স্মরদীপিকা)।

২ কামানাং সর্ব্ব পুরুষার্থানাং প্রদঃ, ৬তৎ। বিষ্ণু। ৩ (ত্রি) অভীষ্টপ্রদ ব্যক্তি।

কামপ্রবেদন (ক্লী) কামস্য অভিলাষস্য প্রবেদনম্ আবিষ্করণম্, ৬তৎ। অভিলাষপ্রকাশ। সংস্কৃত ভাষায় এই অর্থে 'কচ্চিৎ' শব্দ ব্যবহৃত হয়।

(কচ্চিৎ কামপ্রবেদনে। অমর।)

কামপ্রশ্ন (পুং) কামং যথেষ্টং প্রশ্নঃ। ইচ্ছানুসারে যে কোন প্রশ্ন।

কামপ্রস্থ (পুং, ক্লী) কামস্য কামগিরেঃ প্রস্থঃ, ৬তৎ। অত্র আদিবর্ণ উদাত্তঃ (মালাদীনাঞ্চ। পা ৬।২।৮৮।) ১ কামগিরির সানুদেশ। ২ (পুং) নগরবিশেষ।

কামপ্রস্থীয় (ত্রি) কামপ্রস্থে ভবঃ, কামপ্রস্থ-ছ। কামগিরির সানুদেশজাত।

কামপ্রি (ত্রি) কামং পিপর্ত্তি, কাম-পৃ-কি। অভীষ্ট-পূরক।

কামফল (পুং) কামং যথেষ্টং ফলমস্য, বহুব্রী। মহারাজাম্র বৃক্ষ।

কামবদ্ধ (ত্রি) কামেন কন্দর্পপীড়য়া বদ্ধঃ, ৩তৎ। কন্দর্প পীড়ায় আবদ্ধ।

কামভক্ষ্য (ত্রি) কামং যথেষ্টং ভক্ষ্যং যস্য, বহুব্রী। ভোজন সম্বন্ধে কোনরূপ বিচার না করিয়া, সকলপ্রকার বস্তুই যে ভোজন করে।

কামভাক্ [জ্] (ত্রি) কামং যথেষ্টং ভজতে, কাম-ভজ্-ণ্বি। ১ যথেচ্ছ ভোগকারক। ২ কামভোগকারক।

কামভোগ (পুং) কামস্য কামজরতের্ভোগঃ, ৬তৎ। ১ সম্ভোগ। ২ যথেষ্ট ভোগ।

কামম্ (অব্যয়) কম্-ণিঙ্-অম্। ১ অনুমতি। ২ যথেষ্ট। ৩ অধিক। ৪ অসূয়া। ৫ অকামানুমতি। ৬ স্বচ্ছন্দ। ৭ অনিষ্ট আগমনে স্বীকার। ৮ অনুগমন।

কামমঞ্জরী (স্ত্রী) দণ্ডিপ্রণীত দশকুমার চরিতের নায়িকা-বিশেষ।

কামময় (ত্রি) কামস্য বিকারঃ, কাম-ময়ট্। (ময়ড়্বৈতয়োর্ভাষায়া সভক্ষ্যাচ্ছাদনয়োঃ। পা ৪।৩।১৪৩।) কামবিকার।

কামমর্দ্দন (পুং) কামং কন্দর্পং মর্দ্দয়তি, নাশয়তি, কাম-মৃদ্-ল্যু। মহাদেব।

কামমহ (পুং) কামস্য মহ উৎসবো যত্র, বহুব্রী। কামদেব উদ্দেশে উৎসবের দিন, চৈত্রীপূর্ণিমা এই উৎসবের নির্দ্দিষ্ট সময়।

কামমালী [ন্] (পুং) গণেশ।

কামমুদ্রা (স্ত্রী) তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত মুদ্রাবিশেষ। [মুদ্রা দেখ।]

কামমূঢ় (ত্রি) কামেন মূঢ়ঃ, ৩তৎ। কামপীড়ায় হিতাহিত-বিবেচনাশূন্য।

কামমূত্ত (ত্রি) কামেন মূতঃ মূর্চ্ছিতঃ, কাম-মব-ক্ত-ছান্দসত্বাৎ ইট্ অভাবঃ, উট্চ। ১ কামমূর্চ্ছিত। ২ অত্যন্ত কামপীড়িত।

কামমোহিত (ত্রি) কামেন কামজরত্যা মোহিতঃ, ৩তৎ। ১ কামপীড়ায় হিতাহিতজ্ঞানশূন্য। ২ সুরতাসক্ত।

("মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্।" রামায়ণ।)

* **কাময়মান** (ত্রি) কাম-ণিঙ্-শানচ্। কামুক।

কাময়ান (ত্রি) কম-ণিঙ্-শানচ্-মুগভাব (আগমশাস্ত্রস্য অনিত্যত্বাৎ।) কামুক।

কাময়িতা [তৃ] (ত্রিং) কাময়তে; কম-ণিচ্-তৃচ্। কামুক।

কামরস (পুং) কামঃ কামজরত্যাদিরেব রসঃ। সুরতাদি।

("নৃপনন্দন কামরসে রসিয়া,
পরিধান ধূতি পড়িছে খসিয়া।" বিদ্যাসুন্দর।)

কামরসিক (ত্রি) কামে কামজরত্যাদৌ রসিকঃ সুনিপুণঃ। ৭তৎ। সুরতাদি বিষয়ে সুনিপুণ।

কামরাঙ্গা (দেশজ) অম্লফলবিশেষ। [কর্ম্মরঙ্গ দেখ।]

কামরাজ, ১ কালিকাভক্ত কৌণ্ডিন্য মুনিকুলোদ্ভব শ্রীধররাজ পুত্র, তৎপুত্র মাতুল। (সহ্যাদ্রি ১।৩১।১৭।) ২ কৈবল্য-দীপিকা প্রণেতা হেমাদ্রির প্রতিপালক। ৩ গোপালচম্পূ প্রণেতা জীবরাজের পিতামহ। ইহার পুত্র ও জীবরাজের পিতার নাম ব্রজরাজ এবং ইহার পিতার নাম শ্যামরাজ।

কামরাজ দীক্ষিত, কাব্যেন্দুপ্রকাশ, শৃঙ্গারকলিকাকাব্য প্রভৃতি প্রণেতা।

কামরিপু (পুং) শরীরস্থ ছয়রিপু মধ্যে প্রথম রিপু, অভিলাষ ও স্ত্রীসম্ভোগাদি ইহার কার্য্য।

কামরূপ (ত্রিং) কামং মনোজ্ঞং রূপং যস্য, বহুব্রী। ১ মনোজ্ঞ রূপবিশিষ্ট। ২ ইচ্ছানুসারে বিবিধ রূপধারী।

("কামরূপঃ কামগর্ভঃ কামবীর্য্যো বিহঙ্গমঃ।"
মহাভারত গরুড় স্তুতি।)

কামরূপ, বর্ত্তমান আসাম প্রদেশের একটি বিস্তৃত জেলা। এই জেলার উত্তর সীমা ভুটান, পূর্ব্বে দরঙ্গ ও নওগাঁ জেলা, দক্ষিণে খাশি গিরিমালা এবং পশ্চিমে গোয়ালপাড়া জেলা। অক্ষা° ২৫° ৪৪´ হইতে ২৬°৫৩´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৯০° ৪০´ হইতে ৯২°১২´ পূঃ মধ্যে, ব্রহ্মপুত্রের উভয়পারে অবস্থিত। পরিমাণ ৩৮৫৭°৬ বর্গমাইল। ইহার প্রধান সহর ও সদর গৌহাটী।

কামরূপ জেলার প্রাকৃতিক দৃশ্য অতি মনোহর। এই স্থান অতিশয় উর্ব্বরা। ব্রহ্মপুত্রের তীরবর্ত্তী ভূমি নাবাল, বর্ষাকালে ডুবিয়া যায়; এখানে ধান্য ও সরিষা অপর্য্যাপ্ত উৎপন্ন হয়, শর, খাগড়া, বাঁশ প্রভৃতি স্বভাবতই বিস্তর জন্মে। ব্রহ্মপুত্রের তীর ছাড়াইয়া উত্তরে ভুটান ও দক্ষিণে খাসি পাহাড় পর্য্যন্ত জমি ক্রমশঃই উচ্চ ও সমতল। ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণে এই জেলার মধ্যে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড় আছে, এক একটি দুই হাজার হইতে তিন হাজার ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ। ঐ সকল পাহাড়ের পার্শ্বদেশে চাকরসাহেবদিগের চা-বাগান।

ব্রহ্মপুত্রই এখানকার প্রধান নদী। বিস্তরনদী ও উপনদী এই জেলায় ব্রহ্মপুত্রে পতিত হইয়াছে। তন্মধ্যে উত্তর-দিক্ হইতে মানস, চাউলখোয়া, বরনদী ও দক্ষিণদিক্ হইতে কুলসী নদী আসিয়াছে।

ব্রহ্মপুত্রের মধ্যে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে।

এই নদের মধ্যে চড়া পড়িয়া কত ক্ষুদ্র দ্বীপ উঠিতেছে, আবার ডুবিতেছে তাহার সংখ্যা নাই।

এখানকার পাহাড় হইতে যে সকল ক্ষুদ্র নদী উঠিয়াছে, গ্রীষ্মকালে তাহার মধ্যে প্রায় জল থাকে না, কিন্তু অন্তঃসলিলা বহে।

এখানে নালা বা কৃত্রিম খাত নাই, তবে শস্য রক্ষার জন্য মধ্যে মধ্যে সামান্য বাঁধ আছে।

এই ভূভাগের প্রায় ১৩০ বর্গমাইল বনজঙ্গল, এই বন হইতেও গবর্ণমেণ্টের যথেষ্ট আয় হইয়া থাকে। তন্মধ্যে কুলসীনদীতীরস্থ বনবিভাগই প্রধান। যে যে বন হইতে খাজনা আদায় হয়, তন্মধ্যে বড়দ্বার, দিমরুয়া, পন্তান, ময়রাপুর ও বরাদ্বৈ নামক বনই উল্লেখযোগ্য।

বনে শাল, শিশু, তুঁদ্, সুম, নাহর প্রভৃতি বৃক্ষ যথেষ্ট জন্মে। তাহাতে বেশ মূল্যবান্ কড়ি, বরগা ও তক্তা প্রস্তুত হয়। লালুঙ্গ, কাছারী, গারো, মিকির ও খাসি প্রভৃতি অসভ্য জাতিরাই বন হইতে লাক্ষা, মোম, তন্তু, গঁদ প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। উত্তরাঞ্চলে ভুটান পাহাড়ের নিকট বিস্তৃত গোচারণ মাঠ আছে। এখানে নানাবিধ বৃক্ষ জন্মে*।

জীবজন্তু—হস্তী, গণ্ডার, নানাজাতীয় বাঘ, মহিষ, হরিণ, বন্যশূকর, নানাপ্রকার সর্প এবং নানাপ্রকার পক্ষী

* এখানকার যোগিনীতন্ত্রে এই সকল বৃক্ষাদির উল্লেখ আছে। যথা—
"ইঙ্গুদীফলবিল্বানি বদরামলকানি চ।
খর্জ্জুরং পনসঞ্চৈব তথা তালফলানি চ।
দাড়িমং কদলীঞ্চৈব ... ...
লকুচং মধুকং যুক্তং তথা পূগফলানি চ॥
যস্য ফলং বিশালঞ্চ তস্য শাকং প্ররোহকম্।
বাস্তূকস্য চ শাকঞ্চ পালঙ্কস্য মম প্রিয়ে।
বিলয়ানি প্রিয়াণাঞ্চান্ তথা চ তিন্তিড়ীফলম্।
কুষ্মাণ্ডং পার্ব্বতীয়ঞ্চ তথা চারণসম্ভবম্॥
কদলং বীজপূরঞ্চ রামঞ্চ পৌণ্ড্রকন্তথা।
সোমধান্যং বৃহদ্ধান্যং রক্তশালিকমেব চ।
রাজধান্যং ষষ্টিকঞ্চ দেবধান্যকন্তথা॥
চণকং কোদ্রবঞ্চৈব ... ...
ক্ষারঞ্চ কৃষ্ণজীরঞ্চ বর্ণঞ্চ মার্জিকোদ্ভবম্।

দেখা যায়। এখানে মৎস্য নানাপ্রকার, তন্মধ্যে রুই, চিতল ও পিঠিয়া নামক মৎস্যই অধিক *।

পুরাতত্ত্ব।—কামরূপ অতি প্রাচীন জনপদ; মহাভারতের সময় এই স্থান কিরাতপতি ভগদত্তের অধীন ছিল এবং পরশুরামের লৌহিত্যতীর্থ বলিয়া পরিগণিত হইত।

পুরাণ ও তন্ত্রে এই কামরূপ মহা পীঠস্থান বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে—

"কামরূপং মহাতীর্থং কামাখ্যা তত্র তিষ্ঠতি।" গরুড় পু ৮১।১৬।

রাধাতন্ত্রে ২০ পটলে লিখিত আছে—

"কামরূপং মহেশানি ব্রহ্মণো মুখ মুচ্যতে।"

হে ভগবতি! এই কামরূপ ব্রহ্মার মুখ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

স্কন্দপুরাণের প্রভাসখণ্ডের (৭৯ অধ্যায়) মতে, এই স্থানে শুভঙ্কর লিঙ্গ আছে।

নীলতন্ত্র ও বৃহন্নীলতন্ত্রের মতে, এই মহাতীর্থে যোগনিদ্রা সর্ব্বদা বিরাজ করিতেছেন।

এখন যেমন কামরূপ বলিলে কামরূপ জেলাকে বুঝায়, পূর্ব্বকালে কামরূপের ইহা অপেক্ষা বিস্তৃত আয়তন ছিল। কুমারিকাখণ্ডে লিখিত আছে—

"কামরূপে চ গ্রামাণাং নবলক্ষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।" ৩৭ অঃ॥

বর্ত্তমান আসাম, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং রঙ্গপুর প্রাচীন কামরূপের অন্তর্গত ছিল। যোগিনীতন্ত্রে প্রাচীন কামরূপের চতুঃসীমা এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে:—

"করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদ্দিক্করবাসিনী।
উত্তরস্যাং কঞ্জগিরিঃ করতোয়াস্তু পশ্চিমে॥
তীর্থশ্রেষ্ঠা দিক্ষুনদী পূর্ব্বস্যাং গিরিকন্যকে।
দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্রস্য লাক্ষায়াঃ সঙ্গমাবধি॥
কামরূপ ইতিখ্যাতঃ সর্ব্বশাস্ত্রেষু নিশ্চিতঃ॥ *॥"
"ত্রিংশৎ যোজনবিস্তীর্ণং দীর্ঘেন শতযোজনম্।
কামরূপং বিজানীহি ত্রিকোণাকারমুত্তমম্॥
ঈশানে চৈব কেদারো বায়ব্যাং গজশাসনঃ।
দক্ষিণে সঙ্গমে দেবী লাক্ষায়াঃ ব্রহ্মরেতসঃ॥
ত্রিকোণমেব জানীহি সুরাসুরনমস্কৃতম্।"

করতোয়া হইতে দিক্করবাসিনী পর্য্যন্ত কামরূপ বিস্তৃত ইহার উত্তরসীমায় কঞ্জগিরি, পশ্চিমে করতোয়ানদী, পূর্ব্বসীমায় তীর্থশ্রেষ্ঠ দিক্ষুনদী এবং দক্ষিণে ব্রহ্মপুত্র নদ ও লাক্ষা নদীর সঙ্গমস্থল। এইরূপ সীমানির্দ্দেশ সমুদায় শাস্ত্রেরই অনুমোদিত।

এই সুরাসুরপূজিত কামরূপ ত্রিকোণাকার; ইহার দৈর্ঘ্য একশত যোজন এবং বিস্তার ৩০ ত্রিশ যোজন। কামরূপের ঈশানকোণে কেদার, বায়ুকোণে গজশাসন এবং দক্ষিণে ব্রহ্মরেতা ও লাক্ষার সঙ্গমস্থল।

কালিকাপুরাণেও লিখিত আছে।—

"করতোয়া সত্যগঙ্গা পূর্ব্বভাগাবধিশ্রিতা।
যাবল্ললিতকান্তাস্তি তাবদ্দেশং পুরং তদা॥"

কালিকাপুরাণ ৩৮। ১২১ অঃ

করতোয়া নামক সত্যগঙ্গা হইতে পূর্ব্বদিকে ললিতকান্তা পর্য্যন্ত এই পুর বিস্তৃত। (ললিতকান্তা দিক্করবাসিনীর নিকট।)

কামরূপ বুরঞ্জির মতেও—ইহার উত্তরসীমা কঞ্জগিরি বা ভুটানের পার্ব্বত্য প্রদেশ, পূর্ব্বে মহাচীন বা চীনসাম্রাজ্য, দক্ষিণে লাক্ষা নদী (এই নদী ব্রহ্মপুত্র হইতে পৃথক্ হইয়া বঙ্গদেশের সীমারূপে প্রবাহিত) ও পশ্চিমে করতোয়া নদী*।

যোগিনীতন্ত্রের মতে, এই বিস্তৃত কামরূপ রাজ্য নব যোনি পীঠে বিভক্ত। যথা—

"উপবীথিশ্চ বীথিশ্চ উপপীঠঞ্চ পীঠকম্।
সিদ্ধপীঠং মহাপীঠং ব্রহ্মপীঠং তদন্তরম্॥

---

* যোগিনীতন্ত্রের মতে—

"পশূনাঞ্চ প্রবক্ষ্যামি বঙ্গানাং গ্রামবাসিনাম্।
যেন বাস্যুপযোগ্যানি গব্যং দেবি পয়োমৃতম্।
মার্গং মাৎস্যং তথা ছাগং শালনং শাশকন্তথা।
মাহিষং বর্জ্জয়েন্মাংসং ক্ষীরং দধিঘৃতন্ততঃ।
পক্ষিণাঞ্চ প্রবক্ষ্যামি যে প্রযোজ্যা মমপ্রিয়ে।
হারিতঞ্চ ময়ূরঞ্চ নারকং বর্ত্তকন্তথা।
কপিলশ্চৈব চাশশ্চ কাককুক্কুটকৌ শিরঃ।
বন্যকুক্কুটকৈব শরারিশ্চ কপোতকঃ।
বিলূকঃ কুলিকশ্চৈব রক্তপুচ্ছশ্চ টিট্টিভঃ।
কূর্ম্মমৎস্যাশনশ্চৈব পত্রীণাঞ্চ বিশিষ্যতে।
চিত্রমৎস্যং রোহিতঞ্চ মহাশল্কঞ্চ রাজীবম্।"

যোগিনীত ২। ৮ পটল।

* রঙ্গপুরের লোকদিগের বিশ্বাস দেবীগঞ্জের নিম্নভাগে প্রাচীন তিস্তা (ত্রিস্রোতা) নদীতে পাথরাজ নামে যে একটী ক্ষুদ্র নদী মিলিত হইয়াছে, উহাই করতোয়া নদীর প্রাচীন খাত এবং কামরূপের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হয়। (Martin's Eastern India Vol. III. p. 361-63.) [করতোয়া দেখ।]

এদিকে বর্ত্তমান আসাম প্রদেশের পূর্ব্বপ্রান্তে সদিয়ার নিকট কামরূপপুত্র নামে একটি নদী প্রবাহিত হইতেছে, উহাও কামরূপের পূর্ব্বসীমাপরিচারক বলিতে হইবে। (Journey from upper Assam towards Hookhoom &c. by W. Griffith; See Selection of papers regarding the Hill Tracts between Assam and Burma, p. 125.)

বিষ্ণুপীঠং মহাদেবি রুদ্রপীঠং তদন্তরম্।
নবযোনিরিতিখ্যাতা চতুর্দ্দিক্ষু সমন্ততঃ॥"

এতদ্ব্যতীত যোগিনীতন্ত্রপাঠে আর কতকগুলি পীঠের নাম পাওয়া যায়*। যথা—সৌমারপীঠ, শ্রীপীঠ, রত্নপীঠ, ও কামপীঠ ইত্যাদি।

প্রাচীন কামরূপ রাজ্যের সমস্ত উত্তরাংশের নাম সৌমার। যোগিনীতন্ত্রে এইরূপ চতুঃসীমা নির্দ্দিষ্ট আছে—

"পূর্ব্বে স্বর্ণনদীং যাবৎ করতোয়া চ পশ্চিমে।
দক্ষিণে মন্দশৈলশ্চ উত্তরে বিহগাচলঃ॥
প্রস্তারে চৈব ব্যাসার্দ্ধং যোজনানাঞ্চ পঞ্চকম্।
অযুতত্রয়ঞ্চ ত্রিস্রোতঃ পঞ্চোত্তরং তথা দশ।

* কামরূপে আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীঠ ও উপপীঠ আছে, যথা—

"উড্ডীয়ানস্য দেবেশি প্রাদুর্ভাবঃ কৃতে যুগে।
পূর্ণশৈলস্য সম্ভূতিস্ত্রেতাযুগমুখেঽভবৎ॥
দ্বাপরে জালশৈলস্য কামাখ্যস্য কলৌ যুগে।
ঘোরস্য কলিপাপস্য বিনাশায় মহেশ্বরি॥
প্রতিবর্ষে তব পীঠমুপপীঠং যুগং যুগম্।
ত্রয়ং ত্রয়ং মহাক্ষেত্রং পুণ্যারণ্যং ত্রয়ং ত্রয়ম্॥
প্রতি পীঠে মহাদেবঃ প্রতি পীঠে চতুর্ভুজঃ।
প্রতি পীঠে স্থিতা গঙ্গা পার্ব্বতী প্রতিপীঠকে॥
প্রতি পীঠং প্রতিক্ষেত্রং পুণ্যারণ্যন্তু পীঠকে।
কলৌ গৃহাৎ সুদূরেচ তীর্থবুদ্ধিঃ প্রজায়তে॥
কিন্তু তীর্থানি বৈ সন্তি ভাবনাসিদ্ধি রিষ্যতে।
প্রতি পীঠে পৃথগধর্ম্ম আচারশ্চ পৃথক্ পৃথক্॥
দেশে দেশে কুলাচারো মহন্তব্যানি হেতুভিঃ।
পৃথক্ পূজা পৃথক্ মন্ত্রো মন্ত্রোচ তীরপীঠকম্॥
ভদ্রপীঠং দাক্ষিণাত্যে মধ্যদেশস্য পার্ব্বতি।
জালন্ধরন্তু পাশ্চাত্যে পূর্ণপীঠন্তু পূর্ব্বতঃ॥
ঐশান্যাং পূর্ব্বভাগেচ কামরূপং বিজানীহি।
জালন্ধরন্তু বায়ব্যে কোল্লাপুরন্তু উত্তরে॥
ঈশানে চৈব বিহারং মহেন্দ্র উত্তরে কিয়ৎ।
শ্রীহট্টমপি পূর্ব্বে চ উপপীঠানাথো শৃণু॥
নৌকাযানেন দেবেশি অষ্টষষ্টিস্তু যোজনৈঃ।
প্রস্তারে ওড্রপীঠস্ত আয়ামেতি গুণং ভবেৎ॥
শকটাকারকং পীঠং চতুষ্কোণং সপীঠকম্।
চতুর্দ্দারসমাযুক্তং বায়ুবিম্বেন চিহ্নিতম্॥
তীর্থকোটিদ্বয়যুতং সিন্ধুভদ্রকপীঠকম্।
যত্র সোমেশ্বরং লিঙ্গমাদিপীঠং তথাপরম্॥
কামধেনুশ্চ যত্রৈব যত্র চক্রেশ্বরো হরঃ।
ক্ষেত্রং বিরজসংজ্ঞঞ্চ একাম্রং তদনন্তরম্॥
ভাস্করন্তু মহাক্ষেত্রং যত্র মাতঙ্গশঙ্করঃ।
কুশস্থলী মহাপুণ্যা দন্তকস্য বনন্তথা॥
সুমন্তশ্চ তথারণ্যং শিবযূপশ্চ পর্ব্বতঃ।
পশ্চিমে ধেনুকারণ্যে উত্তরে তু গয়াশিরঃ॥
দক্ষিণে চন্দ্রভাগাচ ওড্রপীঠং বরাননে।
ত্রিংশদ্‌যোজনবিস্তীর্ণমায়ামে শতযোজনম্॥
যত্র কামেশ্বরী দেবী যোনিমুদ্রাস্বরূপিণী।
ভূগোলপীঠকং নাম যত্র বৈ গোলোকেশ্বরঃ॥
ধর্ম্মপীঠং মহাপীঠং যত্র কামেশ্বরো হরঃ।
অবিমুক্তং মহাক্ষেত্রং হংসপ্রপতনন্তথা॥
ব্রহ্মযূপস্তু যত্রৈব যত্র শ্বেতবটঃ স্থিতঃ।
কুরুক্ষেত্রন্তু তত্রৈব যত্র মায়াস্বনা নদী॥
অযোধ্যারণ্যকং পুণ্যং ধর্ম্মারণ্যং তথা পরম্
রুচাস্বকং মহারণ্যং যত্র পাতালশঙ্করঃ॥
গণ্ডকীচ নদী পূর্ব্বে বিষ্ণুযূপশ্চ পশ্চিমে।
দক্ষিণে বৃষভং লিঙ্গং উত্তরে কদলীবনম্॥
এতন্মধ্যতমং পীঠং চাপাকারং মনোরমে।
অনাহতং তথা পদ্মং রক্তবর্ণং বিভাবয়েৎ॥
একাদশ শতায়ামং যোজনানাং তথা নব।
অশীত্যষ্টৌ চ প্রস্তারে ত্রিকোণং পীঠমুত্তমম্॥
প্রবরং পীঠকং তত্র পীঠঞ্চাশোকমেবচ।
সীতায়াশ্চ মহাক্ষেত্রং অগস্ত্যস্যাশ্রমং তথা॥
হরস্য পরমং ক্ষেত্রং ক্ষেত্রত্রয়মিদং প্রিয়ে।
মাধবারণ্যকং ক্ষেত্রং হরস্যারণ্যকং তথা॥
অরণ্যঞ্চৈব ভর্গস্য এতদারণ্যকং ত্রয়ম্।
উত্তরে ব্রহ্মক্ষেত্রঞ্চ দক্ষিণে সাগরাবধি॥
পূর্ব্বতোদয়কূটঞ্চ পশ্চিমং শ্রীপর্ব্বতং প্রিয়ে।
এতন্মধ্যতমং পীঠং পুণ্যাখ্যং নাম নামতঃ॥
পাদাৎ পাদান্তরং যাবন্মধ্য হস্তদ্বয়ান্তরম্।
শিবরাত্রৌ চ গমনং সৌরমাসেন মাসকম্।
কামরূপং বিজানীয়াৎ ষট্‌কোণাগ্রপ্রগর্ভকম্।
তৎপুণ্যং তৎসমং বেত্থং নবব্যূহং ত্রিমণ্ডলম্।
পর্ব্বতৈর্দশভির্যুক্তং বেদিমধ্যং প্রকীর্ত্তিতম্॥
মধ্যপীঠং মহাপীঠং যত্র কামেশ্বরো ভবেৎ।
তত্র পীঠে হি দেবেশি যত্র চম্পাবতী নদী।
কণ্বাশ্রমং মহাক্ষেত্রং যত্র রুদ্রপদদ্বয়ম্॥
একাম্রকং পরং ক্ষেত্রং যত্র নাগাঙ্কশঙ্করঃ।
মানসং ক্ষেত্রকঞ্চৈব যত্র বিশ্বেশ্বরো হরঃ॥
নাটকারণকঞ্চৈব চম্পকারণ্যকন্তথা।
পিচ্ছিলা বা দক্ষিণতো গৌতমস্য মহাবনম্॥"

যোগিনীতন্ত্র ২১ পটল।

হে দেবেশ্বরি! ত্রেতাযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী সত্যযুগে উড্ডয়নশীল পূর্ণশৈলের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তৎপরে দ্বাপরযুগে জালশৈল এবং কলিযুগে কলি পাপবিনাশের জন্য কামাখ্য পর্ব্বতের আবির্ভাব হইয়াছে। হে মহেশ্বরি! প্রত্যেক বর্ষেই তোমার পীঠ, উপপীঠ, তিন তিনটি মহাক্ষেত্র ও তিন

অষ্টকোণঞ্চ সৌমারং যত্র দিক্করবাসিনী।
তস্মিন্ বসতি সা দেবী জ্ঞানাৎ ধ্যানাত্তুবোঽপি বা॥
তেঽপি দেব্যাঃ প্রসাদেন স্থিতিং গচ্ছন্তি নান্যথা।
অথোদয়ো নবং পীঠং সৌমারাভ্যাং তু কথ্যতে॥
বসত্যজয়ং প্রত্যক্ষং যত্র দিক্করবাসিনী।
দিক্করস্য চ বায়ব্যে নীলপীঠং সুদুর্লভম্॥

তিনটি মহারণ্য বিরাজিত আছে এবং ঐ প্রত্যেক পীঠেই মহাদেব, চতুর্ভুজ বিষ্ণু, গঙ্গা ও পার্ব্বতীর অধিষ্ঠান। প্রত্যেক পীঠ ও প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এক একটি পুণ্যারণ্য অবস্থিত।

কলিকালে গৃহের দূরবর্ত্তী দেশমাত্রেই তীর্থবুদ্ধি হইয়া থাকে, কিন্তু যেখানে ভাবনাসিদ্ধি হয়, তাহাই তীর্থ বলিয়া অভিহিত। প্রত্যেক পীঠে ধর্ম্ম ও আচার পৃথক্ পৃথক্। দেশভেদানুসারে কুলাচারও পৃথক্। এজন্য প্রত্যেক পীঠের পূজা ও মন্ত্র স্বতন্ত্র হইয়াছে। হে পার্ব্বতি! মর্ত্ত্য ভূমিতে তীরপীঠ, দাক্ষিণাত্য দেশে ভদ্রপীঠ, পাশ্চাত্য দেশে জালন্ধর, পূর্ব্বদিকে পূর্ণপীঠ।

ঈশানে ও পূর্ব্বভাগে কামরূপ। ইহার বায়ুকোণে জালন্ধর, উত্তরে কোল্বাপুর, মহেন্দ্রের কিঞ্চিৎ উত্তরে ঈশানদিকে বিহার এবং পূর্ব্বে শ্রীহট্ট। হে দেবেশ্বরি! অতঃপর উপপীঠের বিবরণ শ্রবণ কর—ওড্রপীঠ ৬৮ যোজন বিস্তৃত। শকটাকার পীঠ চতুষ্কোণ, চারিটি দ্বারযুক্ত এবং বায়ুবিম্ব চিহ্নিত। সিন্ধুভদ্রক পীঠে দুই কোটি তীর্থ আছে এবং এই স্থানে সোমেশ্বর লিঙ্গ অবস্থিত আছে। বিরজ নামক ক্ষেত্র ও একাম্র-ক্ষেত্রে কামধেনু ও চক্রেশ্বর শিবের অবস্থান। ভাস্কর নামক মহাক্ষেত্রে মাতঙ্গ নামক মহাদেব, পবিত্র কুশস্থলী, দন্তকবন ও সুমন্তবন। এই ক্ষেত্রের পূর্ব্বদিকে শিবযূপ, পশ্চিমে ধেনুকারণ্য, উত্তরে গয়াশিরঃ এবং দক্ষিণে চন্দ্রভাগা ও ওড্রপীঠ। হে বরাননে! ইহার দৈর্ঘ্য শতযোজন এবং বিস্তার ত্রিশ যোজন। যেখানে যোনিমুদ্রারূপিণী কামেশ্বরী দেবী অবস্থিত আছেন এবং যেখানে ভূগোলপীঠ, গোলোকেশ্বর, ধর্ম্মপীঠ, মহাপীঠ, কামেশ্বর শিব, অবিমুক্ত ও হংসপ্রপতন ক্ষেত্র, ব্রহ্মযূপ, শ্বেতবট, কুরুক্ষেত্র, মায়াম্বনা নদী, পবিত্র অযোধ্যারণ্য, ধর্ম্মারণ্য, কচাম্বক নামক মহারণ্য ও পাতালশঙ্কর অবস্থিত রহিয়াছেন; যাহার পূর্ব্বে গণ্ডকী নদী, পশ্চিমে বিষ্ণুযূপ, দক্ষিণে বৃষভলিঙ্গ ও উত্তরে কদলীবন, সেই মধ্যবর্ত্তী ধনুকাকার পীঠ, পদ্ম ও রক্তবর্ণ। এই পীঠ ত্রিকোণাকার এবং ইহার দৈর্ঘ্য ১০৯ যোজন ও বিস্তার ৮৮ যোজন। এই পীঠস্থলেও মহাদেবের ক্ষেত্র, এই ক্ষেত্রত্রয় এবং মাধবারণ্য, মহাদেবের অরণ্য ও ভর্গের অরণ্য এই অরণ্যত্রয় বর্ত্তমান আছে। এই পীঠের উত্তরে ব্রহ্মক্ষেত্র, দক্ষিণে সমুদ্র, পূর্ব্বে উদয়কূট এবং পশ্চিমে শ্রীপর্ব্বত। ইহারই মধ্যবর্ত্তী পীঠের নাম পুণ্যপীঠ। কামরূপের মধ্যস্থলে ষট্‌কোণ, নবব্যূহ ও ত্রিমণ্ডলযুক্ত পবিত্রতম এক বেদী আছে এবং এখানে দশটি পর্ব্বত অবস্থিত রহিয়াছে। মধ্যপীঠ নামক মহাপীঠস্থলে কামেশ্বর নামক মহাদেব এবং চম্পাবতী নদী। কন্তাশ্রম নামক মহাক্ষেত্রে রুদ্রদেবের পদদ্বয়। একাম্রক্ষেত্রে নাগাঙ্কশঙ্কর। মানসক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বর, নাটিকারণ্য ও চম্পকারণ্য। গৌতমের দক্ষিণ ভাগে পিচ্ছিলা ও মহাবন।

যত্র কামেশ্বরীদেবী যোনিমুদ্রাস্বরূপিণী।
পারিজাতং মহাক্ষেত্রং যত্রাদিত্যস্তু শঙ্করঃ॥
কৌবেয়স্য পুরং ক্ষেত্রং তথা চামরকণ্টকম্।
আরণ্যমাশ্বিনঞ্চৈব গৌতমারণ্যকং শিবম্॥"

পূর্ব্বে স্বর্ণনদী (বর্ত্তমান সুবর্ণশ্রী) পশ্চিমে করতোয়া, দক্ষিণে মন্দশৈল এবং উত্তরে বিহগাচল এই চতুঃসীমার মধ্যে সৌমার।

অষ্টকোণ সৌমার ও দিক্করবাসিনীস্থলে মহাদেবী অবস্থান করেন এবং ঐ সকল স্থলে দেবীর অনুগ্রহে পীঠাদিও অবস্থিত আছে। অতঃপর নয়টি পীঠের বিষয় কথিত হইতেছে। দিক্করবাসিনীতে অজয় নামক প্রত্যক্ষ পীঠ এবং দিক্করের বায়ুকোণে দুর্লভ নীলপীঠ, এই স্থানে যোনি-মুদ্রারূপিণী কামেশ্বরীদেবীর অবস্থান। আদিত্যশঙ্করের অবস্থিতি স্থলের নাম মহাক্ষেত্র পারিজাত এবং অপরাপর পীঠের নাম কৌবেয়পুর, অমরকণ্টক, আরণ্য, আশ্বিন, গৌতমারণ্য ও শিবনাথের অরণ্য।

সৌমারের অংশবিশেষের নাম সৌমারপীঠ, আসামের উত্তর-পূর্ব্বভাগে অবস্থিত, যোগিনীতন্ত্রে ইহার চতুঃসীমা এইরূপ নির্দ্ধারিত হইয়াছে—

"অরণ্যং শিবনাথস্য শৃণু পীঠাবধিপ্রিয়ে।
পূর্ব্বে সৌরশিলারণ্যং পশ্চিমে স্বর্ণদী শুভা॥
দক্ষিণে ব্রহ্মযূপস্তু উত্তরে মানসং সরঃ।
এতন্মধ্যগতং পীঠং ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্॥
সৌমারাখ্যং মহাপীঠং ষট্‌কোণস্ত্রিমণ্ডলম্।
সহস্রযোজনব্যামং হয়তাম্রঞ্চ পঞ্চমম্॥"

যোগিনীতন্ত্রে ২।১।

হে প্রিয়ে! এই শিবনাথের অরণ্যের চতুঃসীমা নির্দ্দেশ শ্রবণ কর। পূর্ব্বদিকে সৌরশিলারণ্য, পশ্চিমে স্বর্ণদী, দক্ষিণে ব্রহ্মযূপ ও উত্তরে মানস সরোবর। ইহারই মধ্যস্থলে ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ ষট্‌কোণ ও ত্রিমণ্ডল সৌমার নামক মহাপীঠ। এই পীঠের পরিমাণ সহস্রযোজন ব্যাম, পঞ্চম হয়তাম্র নামেও এই পীঠ অভিহিত হয়।

আসাম বুরঞ্জির মতে ভৈরবী হইতে দিকরাই নদী পর্য্যন্ত সৌমার পীঠ।

শ্রীপীঠের চতুঃসীমা এইরূপ,—

"বারাহী প্রথমং পীঠং দ্বিতীয়ং কোলপীঠকম্।
কুমারক্ষেত্রং প্রথমং দ্বিতীয়ং নন্দনাহ্বয়ম্॥
তৃতীয়ং শাশ্বতীক্ষেত্রং মাতঙ্গং প্রথমং বনম্।
সিদ্ধারণ্যং দ্বিতীয়ং তৃতীয়ং বিপুলং বনম্॥

কোটিকোটিযুতং লিঙ্গং কোটি কোটি গণৈর্যুতম্।
পঞ্চতীর্থং ভবেৎ পূর্ব্বে পশ্চিমে ধনদা নদী ॥
পত্রাখ্যা দক্ষিণে চৈব উত্তরে কুরুবকাবনম্।
এতন্মধ্যগতং দেবী শ্রীপীঠং নাম নামতঃ ॥"

যোগিনীতন্ত্র ২। ১ পটল।

প্রথম পীঠের নাম বারাহী, দ্বিতীয় কোলপীঠ। প্রথম ক্ষেত্রের নাম কুমারক্ষেত্র, দ্বিতীয়ের নাম নন্দন এবং তৃতীয়ের নাম শাশ্বতীক্ষেত্র। প্রথম বনের নাম মাতঙ্গ, দ্বিতীয়ের নাম সিদ্ধারণ্য, তৃতীয়ের নাম বিপুলবন; এই বন কোটি কোটি লিঙ্গযুক্ত এবং কোটি কোটি গণাধিষ্ঠিত। পূর্ব্বসীমায় পঞ্চতীর্থ, পশ্চিমে ধনদা নদী, দক্ষিণে পত্রা ও উত্তরে কুরুবকা বন, ইহারই মধ্যস্থলে শ্রীপীঠ অবস্থিত।

রত্নপীঠের বর্ত্তমান নাম কোচবিহার। সম্ভবতঃ কমতেশ্বরী-দেবী এই স্থানে অধিষ্ঠান করিতেন বলিয়া ইহা রত্নপীঠ নামে অভিহিত হইত। আসাম বুরঞ্জির মতে স্বর্ণকোষী নদী হইতে রূপিকা নদী পর্য্যন্ত রত্নপীঠ। যোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে—

"রত্নপীঠে তু ষড়্ভক্তং লৌহিত্যা চৈব উত্তরে ॥"

কামপীঠ।—আসাম বুরঞ্জির মতে করতোয়া ও স্বর্ণকোষী নদীর মধ্যবর্ত্তী স্থান কামপীঠ। কিন্তু যোগিনীতন্ত্রে কামপীঠের অপর নাম যোনিপীঠ উক্ত আছে। যোনিপীঠের বর্ত্তমান নাম কামাখ্যা, কামগিরির উপর অবস্থিত বলিয়া কামপীঠ নাম হইয়া থাকিবে। যথা—

"যোনিপীঠং কামগিরৌ কামাখ্যা তত্র দেবতা।"

তন্ত্রচূড়ামণি—পীঠমালা।

[কামাখ্যা দেখ।] এই কামাখ্যার কিছু দূরে যোগিনী-তন্ত্রোক্ত উগ্রপীঠ ও ব্রহ্মপীঠ। যথা—

"ব্রহ্মমুখাশ্রয়ং পীঠং উগ্রতারাধিদৈবতম্।
তৎ পীঠং বিবিধং প্রোক্তং গুপ্তং ব্যক্তং মহেশ্বরি ॥
মনোভবগুহাবহ্নৌ দেবীশিখরমুন্নতম্।
তন্মহোগ্রমিতি খ্যাতং পীঠং পরমং দুর্লভম্ ॥
সিদ্ধিকালী ব্রহ্মরূপা দেবতা ভুবনেশ্বরী।
নিবসেত্তত্র যা কালী ঘোরদৈত্যবিনাশিনী ॥"

যোগিনীতন্ত্রে ১। ১১।

বুরঞ্জিতে স্বর্ণপীঠ নামক একটি পীঠের উল্লেখ আছে, কিন্তু কালিকাপুরাণ ও যোগিনীতন্ত্রে এই স্বর্ণপীঠের উল্লেখ নাই। কালিদাসের রঘুবংশে ইহাই "হেমপীঠ" নামে উক্ত হইয়াছে।

"তমীশঃ কামরূপাণামত্যাখণ্ডলবিক্রমম্।
ভেজে ভিন্নকটৈর্নাগৈরন্যানুপরুরোধ যৈঃ ॥ ৮৩

কামরূপেশ্বরস্তস্য হেমপীঠাধিদেবতাম্।
রত্নপুষ্পোপহারেণ ছায়ামানর্চ্চ পাদয়োঃ ॥" ৮৪

রঘু ৪র্থ সর্গ।

তখন কামরূপেশ্বর অন্য ভূপালগণের আক্রমণে লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রতিভিন্নগণ্ড হস্তিসকল লইয়া ইন্দ্রবিজয়ী রঘুর শরণাপন্ন হইলেন এবং সেই স্বুবর্ণপীঠের অধিদেবতা স্বরূপ তাঁহার চরণকমলে রত্নরূপ পুষ্পোপহার প্রদান করিলেন।

আসাম বুরঞ্জির মতে রূপিকা বা রূপহী নদী হইতে ভৈরবী বা ভরলী নদী পর্য্যন্ত স্বর্ণপীঠ।

নামকরণ।—কালিকাপুরাণের মতে, কামদেব মহাদেবের ক্রোধানলে ভস্মীভূত হইবার পর, এই স্থানেই মহাদেবের কৃপায় স্বরূপ প্রাপ্ত হন বলিয়া ইহার নাম কামরূপ। [কালিকাপুরাণ ৫১ অঃ দেখ।] পূর্ব্বে ব্রহ্মা এই স্থানে থাকিয়া নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এই জন্য ইহার প্রাচীন নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ হয়।

"অত্রৈবহি স্থিতো ব্রহ্মা প্রাতিনক্ষত্রং সসর্জ্জহ।
ততঃ প্রাগ্‌জ্যোতিষাখ্যেয়ং পুরী শক্রপুরীসমা ॥"

কালিকাপু° ৩৭ অঃ।

তীর্থবিবরণ।—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে কামরূপ অতি প্রাচীন তীর্থ। কালিকাপুরাণে এসম্বন্ধে এইরূপ উপাখ্যান দেখিতে পাওয়া যায়।

"পূর্ব্বকালে মহাপীঠ কামরূপের নদীতে স্নান, তাহার জলপান এবং তথাকার দেবতা পূজা করিয়া অনেক লোকই স্বর্গে যাইতে লাগিল এবং কেহ বা নির্ব্বাণ মুক্তি ও কেহবা শিবত্ব প্রাপ্ত হইল। পার্ব্বতীভয়ে যমরাজ ঐ সকল লোক মধ্যে কাহাকেও স্বর্গগমনে নিষেধ করিতে বা নিজ ভবনে লইয়া যাইতে পারিলেন না। প্রথমতঃ অনেকবার তিনি যমদূত পাঠাইয়া দেখিলেন, শিবদূতেরা যমদূতদিগকে তাহাদের নিকট যাইতে দেয় না। সুতরাং যমরাজের কর্ত্তব্যকার্য্য একরূপ বন্ধ হইয়া গেল। তখন তিনি বিধাতার নিকটে গিয়া বলিলেন যে, হে বিধাতঃ! মনুষ্যগণ কামরূপে স্নান, তথাকার জলপান ও দেবপূজাদি করিয়া, মৃত্যুর পর সকলেই কামাখ্যাদেবীর বা শিবের পার্শ্বচর হইতেছে। আমার সেখানে অধিকার না থাকায়, তাহাদিগকে কোনক্রমেই বাধা দিতে পারি না, কাজেই আমার কার্য্য বন্ধ হইয়াছে, এখন এসম্বন্ধে কোন উচিত উপায় অবলম্বন করিবার নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। পিতামহ ব্রহ্মা যমের এই সকল কথা শুনিয়া, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বিষ্ণুর নিকট যাইলেন এবং যমের পূর্ব্বোক্ত কথাগুলি অবিকল

তাঁহার নিকট প্রকাশ করিলেন। বিষ্ণুও ঐ সকল কথা শুনিয়া তাঁহাদের উত্তরকে সঙ্গে লইয়া শিবের নিকট উপস্থিত হইলেন। মহাদেব পরম সমাদরে তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিয়া আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন; তখন বিষ্ণু তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, 'এই কামরূপ সমুদায় দেবতা, সকল তীর্থ ও সকল ক্ষেত্র দ্বারা পরিবৃত হওয়ায় ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান আর নাই, সুতরাং এই পীঠে মৃত্যু হইলে সকলেরই স্বর্গলাভ বা আপনাদের পার্শ্বচরত্ব লাভ হইতেছে। ঐ সকল লোকদিগের উপর যমরাজের কোনই অধিকার নাই; যমের ভয় ব্যতীত এই পীঠের নিয়মও বিশৃঙ্খল হইবার সম্ভাবনা। অতএব যাহাতে যমের অধিকার পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার কোন উপায় করিতে হইতেছে।'

মহাদেব বিষ্ণুবাক্য পালন করিতে স্বীকৃত হইয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন। পরে স্বগণসহ কামরূপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কামরূপে আসিয়াই তিনি দেবী উগ্রতারাকে ও স্বগণকে বলিলেন, 'সত্বর এই কামরূপ হইতে লোক সকল দূর করিয়া দাও।'

শিব-আজ্ঞামাত্রই মহাদেবী উগ্রতারা ও গণসমূহ সমুদায় লোক বিতাড়িত করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহারা কামরূপস্থ অন্যান্য সমুদায় লোক দূরীভূত করিয়া বশিষ্ঠকে তাড়াইবার চেষ্টা করিলেন। তাহাতে বশিষ্ঠ নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উগ্রতারাকে অভিশাপ দিলেন, 'হে বামে! আমি মুনি, তথাপি তুমি যে আমায় তাড়াইবার চেষ্টা করিতেছ, এইজন্য তুমি মাতৃগণসহ বাম অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ ভাবে পূজিত হইবে। তোমার প্রমথগণ মদমত্ত চিত্তে ম্লেচ্ছের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, এজন্য তাহারা ম্লেচ্ছরূপে এই কামরূপে বাস করিবে। আমি শম দম গুণবিশিষ্ট, বেদপারগ ও তপোনিরত মুনি, তথাপি মহাদেবও যে আমায় ম্লেচ্ছের ন্যায় বিবেচনাশূন্য হইয়া তাড়াইতে বলিয়াছেন, তজ্জন্য তিনিও ম্লেচ্ছের ন্যায় ভস্ম ও অস্থি ধারণ করিয়া এই কামরূপে অবস্থিতি করিবেন। আর এই কামরূপক্ষেত্র অদ্যাবধি ম্লেচ্ছপরিবৃত হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত স্বয়ং বিষ্ণু এখানে না আসিবেন, ততদিন ইহা ঐ ভাবেই থাকিবে। কামরূপের মাহাত্ম্যপ্রকাশক তন্ত্র সকল বিরল হইয়া যাউক। তবে যে সকল পণ্ডিত বিরল প্রচার কামরূপতন্ত্র অবগত হইতে পারিবেন, তাহারা যথাকালে সম্পূর্ণ ফলও প্রাপ্ত হইবেন।'

বশিষ্ঠ এই অভিশাপ দিয়া অন্তর্হিত হইবামাত্রই কামরূপপীঠের প্রমথগণ ম্লেচ্ছ হইয়া উঠিল, উগ্রতারা বামা হইলেন, মহাদেব ম্লেচ্ছরত হইলেন, কামরূপমাহাত্ম্যপ্রকাশক তন্ত্র সকল বিরলপ্রচার হইল; সুতরাং ক্ষণকাল মধ্যে কামরূপ বেদমন্ত্রহীন ও চতুর্ব্বর্ণশূন্য হইয়া উঠিল।

তৎপরে কামরূপপীঠে বিষ্ণুর আগমন হইল, তাহাতে কামরূপ শাপমুক্ত হইয়া সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হইলেও দেবতা ও মনুষ্যগণ পূর্ব্বের ন্যায় তাহার মাহাত্ম্য অবগত হইতে পারিলেন না। এই সময়ে ব্রহ্মা সমুদায় কুণ্ড ও নদী গোপন করিবার জন্য শান্তনুপত্নী অমোঘার গর্ভে একটি জলময় পুত্র উৎপাদন করিলেন, সেই পুত্রকে পরশুরাম * দ্বারা অধঃস্রোতভাবে অবতারিত করিয়া, সমুদায় কামরূপ জলপ্লাবিত করিলেন; সুতরাং অন্যান্য তীর্থসমূহ গুপ্ত হইয়া গেল।

যাঁহারা অন্য কোন তীর্থের বিষয় অবগত না হইয়া, কেবল ব্রহ্মপুত্রেরই অস্তিত্ব জানিয়া তাহাতে স্নান করেন, তাঁহাদিগের কেবলমাত্র ব্রহ্মপুত্রে স্নান জন্য ফলপ্রাপ্তি হয়। আর যাঁহারা ঐ ব্রহ্মপুত্রে সমুদায় তীর্থেরই গুপ্তভাব অবগত আছেন, ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিলেই তাঁহাদের সমুদায় তীর্থ স্নানের ফল লাভ হয়।" (কালিকা পু° ৮১ অঃ।)

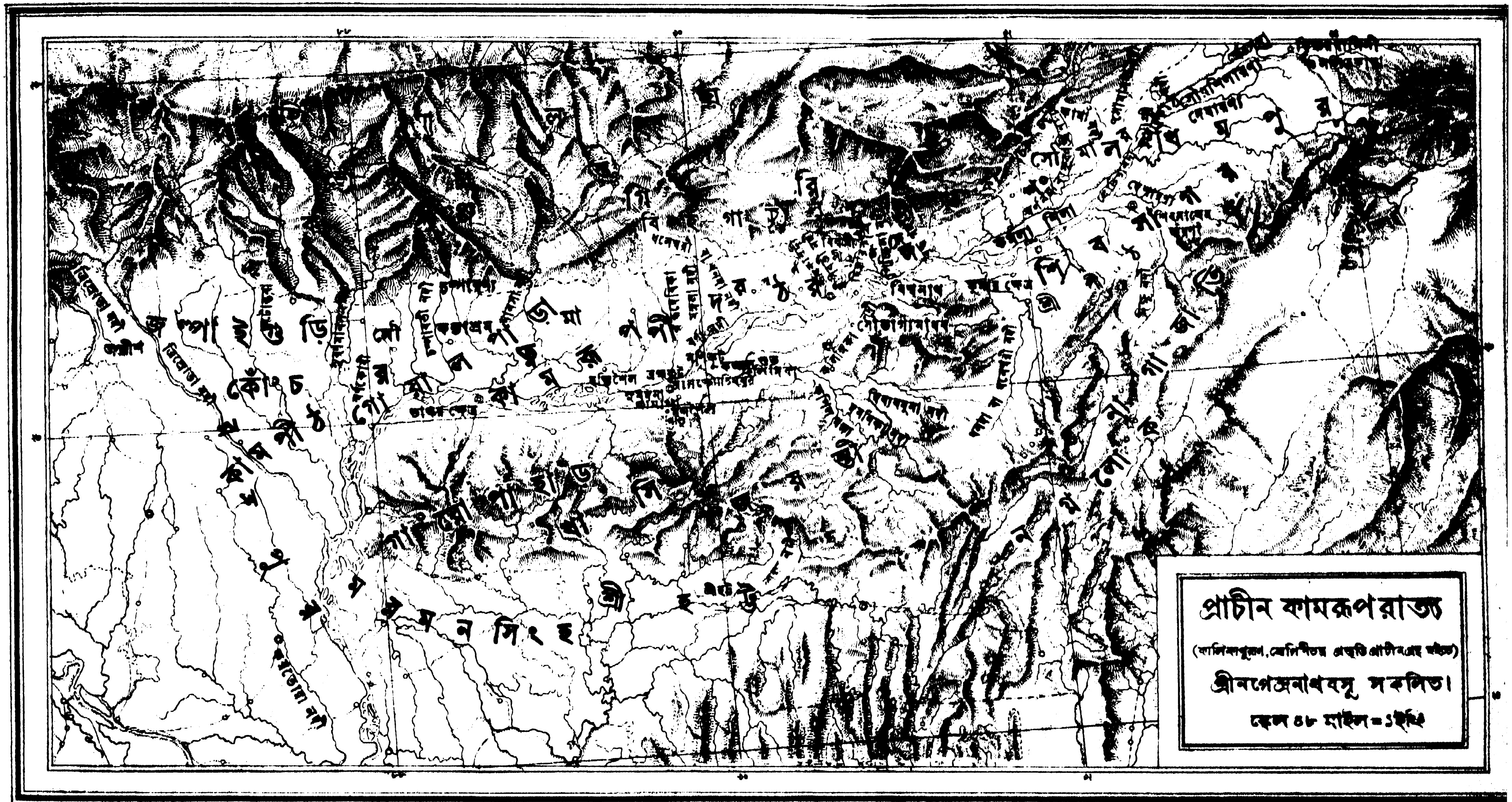
উক্ত বিবরণ পাঠে বোধ হয় যে এক সময়ে কামরূপে বিস্তর তীর্থ ছিল। বাস্তবিক এখনও কামরূপের নানাস্থান পর্য্যটন করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, কামরূপের অনেক তীর্থ, অনেক পবিত্র স্থান ব্রহ্মপুত্র গর্ভে অবস্থিত রহিয়াছে। যেন ব্রহ্মপুত্র কামরূপের প্রাচীন গৌরবের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদিগের প্রাচীন কীর্ত্তি সকল গ্রাস করিয়াছে! যোগিনীতন্ত্রে লিখিত আছে—

"দেবীক্ষেত্রং কামরূপং বিদ্যতেঽন্যং ন তৎসমম্।
অন্যত্র বিরলা দেবী কামরূপে গৃহে গৃহে॥"

কামরূপ দেবীক্ষেত্র, এমন স্থান আর নাই। অন্যত্র দেবীর দর্শনলাভ সুকঠিন, কিন্তু কামরূপের ঘরে ঘরে দেবী বিরাজ করিতেছেন।

যোগিনী তন্ত্রপাঠেও কামরূপ তীর্থের এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।—মহাপীঠ কামরূপ অতি গুহ্যতীর্থ, এখানে মহাদেব পার্ব্বতীর সহিত নিয়তই অবস্থান করেন। এই পীঠে শতনদী ও কোটি লিঙ্গ অবস্থিত আছে। বায়ুকূটের শেষ সীমায় ধনুর্দ্বয় পরিমিত বায়ুরূপী চন্দ্রের অবস্থান। বায়ুগিরির পূর্ব্বদিকে চন্দ্রকূট শৈল, মধ্যভাগে গোদন্ত ও

* বর্ত্তমান আসামের উত্তরপূর্ব্ব প্রান্তবাসীগণের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে যে, পরশুরাম আপন কুঠার দ্বারা যে স্থান হইতে ব্রহ্মপুত্রের অবতরণ করেন, অদ্যাপি সেই স্থানের নাম 'ঋষিকুঠার'; উহা একটি পবিত্র তীর্থ, সদিয়ার উত্তরপূর্ব্বে ব্রহ্মকুণ্ডের নিকট অবস্থিত।



কেবল জেলাগুলির বর্ত্তমাননাম দেওয়া হইল।

Printed at the Indian Art Cottage, Calcutta.

দুগ্ধবতী গাভী, বৃষদানে শুক্ল বস্ত্র ও কাঞ্চনসহ বৃষ, ভূমিদানে দশ নিবর্ত্তন পরিমিত ভূমি, স্বর্ণদানে শতনিষ্ক অথবা পঞ্চাশৎ নিষ্ক স্বর্ণ, অশ্বদানে উপকরণসহ সুশীল অশ্ব, মহিষ দানে স্বর্ণায়ুধযুক্ত মহিষী, গজ মহাদানে সুবর্ণকল সহিত গজ, দেবতার অর্চ্চনে লক্ষ মন্ত্রের দ্বারা পুষ্পদান, ব্রাহ্মণ ভোজনে সহস্র ব্রাহ্মণকে মিষ্টান্নদান, রুদ্রজপে লক্ষসংখ্যক পুষ্পের দ্বারা শিবপূজা করিয়া একাদশ রুদ্রের নাম জপ, ঘৃত গুগ্গুলসহ তদ্দশাংশ হোম ও বরুণমন্ত্রের দ্বারা অভিষেক, ধান্যদানে ৬০ খারী অর্থাৎ ৭৬৮ মণ ধান্য, এবং বস্ত্রদানে কর্পূর মিশ্রিত পট্টবস্ত্রদ্বয় দান করিতে হয়।

বিবিধ পুরাণের মতেও নিম্নোক্ত রোগ নিম্নোক্ত পাপানুসারে উৎপন্ন হয়। যথা—

১ ক্লীবতা,—নিরপরাধিনী পতিব্রতা যুবতী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিলে, কাহারও অণ্ডকোষ ছেদন করিয়া দিলে, অথবা ঋতুস্নাতা স্ত্রীর সহবাস না করিলে নপুংসক হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

২ অল্পবয়সেই সন্তান নষ্ট হওয়া,—তৃষ্ণার্ত্ত জীবের জল পানে বাধা প্রদান করিলে, তাহার পুত্র কন্যা অতি অল্প আয়ু হইয়া থাকে।

৩ দরিদ্রতা,—যে ব্যক্তি প্রভূত ধনবান্ হইয়াও ধর্ম্মনিন্দক হয় এবং দেবতা, অগ্নি, ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রকে কিছুমাত্র দান না করে, মৃত্যুর পর সে বিবিধ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া অতিদরিদ্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং জীর্ণ বস্ত্র পরিধান করিয়া নিরতিশয় ক্লেশে জীবনযাপন করিয়া থাকে।

৪ বিয়োগ,—দুষ্ট, দুরাচার, দুষ্টবুদ্ধি ও স্নেহভেদকারী ব্যক্তি পরজন্মে বিয়োগ যন্ত্রণা অনুভব করে।

৫ নেত্ররোগ,—গৃহস্থের দীপহরণ করিলে অথবা সতী পরনারীর প্রতি সকাম দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে বা পরের সম্ভোগ দর্শন করিলে, কাণা বা অন্ধ হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

৬ কুব্জতা,—দেবতাপ্রতিমা, ব্রাহ্মণ, গুরু, শ্রেষ্ঠব্যক্তি, ব্রহ্মচারী ও তপস্বী দেখিয়া অভিবাদন না করিলে, মৃত্যুর পর শ্মশান বৃক্ষ হইয়া বহুকাল অতিবাহন করিয়া কুব্জরূপে জন্ম হয়।

৭ খঞ্জ ও ছিন্নপাদতা,—জুতা ও খড়ম চুরি করিলে বহুবিধ নরক যন্ত্রণার পর খঞ্জ বা ছিন্নপাদ হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

৮ ছিন্নহস্ততা ও ছিন্নপাদতা,—পিতা, মাতা, গুরু বা বৃদ্ধকে তাড়না করিলে বিবিধ যম যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ছিন্নহস্ত বা ছিন্নপদ হইয়া উৎপন্ন হয়।

৯ ছিন্ননাসিকতা,—শ্রুতি স্মৃতি কথায় বিঘ্ন উৎপাদন করিলে বা দেবনিন্দা করিলে মৃত্যুর পর নৈর্ঋত ও পশ্চিম-দিকস্থিত পিঙ্গলা নামক নগরে পিশাচগণের সহিত বহুকাল বাস করিয়া, ছিন্ননাসিক হইয়া মনুষ্যজন্ম লাভ করে।

১০ ছিন্নকর্ণতা,—কাহারও মিথ্যা অপবাদ দ্বারা তাহাকে সন্তাপিত করিলে, ছিন্নকর্ণ হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

১১ হস্তপদহীনতা,—উভয় সৈন্যের দারুণ সংগ্রামস্থলে স্বীয় প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলে, মৃত্যুর পর দুঃসহ নরকভোগ করিয়া হস্তপদহীন হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

১২ পঙ্করোগ,—নিজে সশস্ত্র হইয়া নিরস্ত্র শত্রু বিনাশ করিলে, বহু জন্ম পশুযোনি প্রাপ্তির পর মনুষ্যজন্ম পাইয়া এইরোগে পীড়িত হয়।

১৩ বৈধব্য,—যে স্ত্রী যৌবনগর্ব্বে স্বীয় অনুগত পতিকে বিরূপ বলিয়া দিবসে নিন্দা করে, রাত্রিতে তাহার শয্যা স্পর্শ করে না এবং পতি আজ্ঞায় নিতান্ত রুষ্ট হয়; পরজন্মে তাহার বৈধব্যযন্ত্রণা ঘটে।

১৪ বন্ধ্যাতা,—পিপাসার্ত্ত বৎসকে জলপান করিতে বাধা দিলে, দক্ষিণাশূন্য ব্রত আচরণ করিলে, মিষ্টফলাদি দেবতাকে নিবেদন না করিয়া ভক্ষণ করিলে এবং কাহাকেও মৈথুনে উদ্যোগী দেখিয়া তাহার বিঘ্ন উৎপাদন করিলে বন্ধ্যাতা ঘটিয়া থাকে।

১৫ গর্ভস্রাব,—যে স্ত্রী হিংসাবশে সপত্নী বা অন্য নারীর সন্তান দুষ্ট ঔষধ বা দুষ্ট মন্ত্রাদির দ্বারা বিনষ্ট করে, নরকান্তে সে মনুষ্যযোনি প্রাপ্ত হইয়া অন্য কোন পুণ্যফলে ঐশ্বর্য্যশালিনী হইলেও গর্ভস্রাব পীড়ায় পীড়িত হইয়া থাকে।

১৬ মৃতভার্য্যতা,—জ্যেষ্ঠভ্রাতা অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্ঠ বিবাহ করিলে মৃতভার্য্য হয়। সপ্তমী তিথিতে তৈল স্পর্শ করিলেও জ্যেষ্ঠা স্ত্রী বিনষ্ট হইয়া থাকে।

১৭ বহুপুত্রতা ও অপুত্রতা,—গাভীমুখ হইতে ভোজ্য বস্তু আকর্ষণ করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলে মৃত্যুর পর তিন মন্বন্তর কাল নির্জ্জন মরুভূমিতে বাস করিয়া পরজন্মে বহুপুত্রক বা অপুত্রক হইয়া থাকে।

১৮ দৌর্ভাগ্য,—তৃতীয়া তিথিতে তৈল স্পর্শ করিলে দৌর্ভাগ্য জন্মে।

১৯ সাপত্ন্য,—যে স্ত্রী মিথ্যাবাক্য প্রয়োগের দ্বারা বিবাদ করে এবং পরস্পর স্নেহবৈষম্য ঘটাইয়া দেয়, পরজন্মে তাহাকে সপত্নী জন্য দুঃখভোগ করিতে হয়।

২০ জাত্যন্তর,—অপবিত্র অন্ন যতি প্রভৃতি ভিক্ষুকদিগকে দান করিলে জাত্যন্তরে জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

২১ মূকতা,—কোন নৃত্যগীতাদিকারীকে উপহাস করিলে পরজন্মে মূকত্ব ঘটিয়া থাকে।

২২ গদ্‌গদবাক্য,—জিগীষা পরবশ হইয়া যে ব্যক্তি বিবাদ করে, অথবা মূর্খতাজন্য গুরুনিন্দা করে, মৃত্যুর পর বহুবিধ যমযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরজন্মে সে গদ্‌গদ ভাষী হইয়া থাকে।

২৩ মুখরোগ,—পিতৃনিন্দা, গুরুনিন্দা ও দেবনিন্দাকারী মিথ্যাবাদী, এবং অভক্ষ্যভক্ষক ব্যক্তিগণ নরকান্তে জন্মগ্রহণ করিয়া মুখরোগাক্রান্ত হয়।

২৪ কর্ণরোগ,—অসম্বদ্ধ প্রলাপ বা পাপবাক্য শ্রবণ করিলে পরজন্মে কর্ণরোগাক্রান্ত হইতে হয়।

২৫ দুর্গন্ধগাত্রতা,—সুগন্ধি দ্রব্য হরণ করিলে, মূত্র বিষ্ঠাযুক্ত নরকভোগ করিয়া পরজন্মে দুর্গন্ধগাত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

২৬ দারিদ্র্য ও বিরূপতা,—দানকার্য্যে ব্যাঘাত করিলে, পরজন্মে দরিদ্র ও বিরূপ হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

২৭ স্বিন্নপাদপাণিতা,—লবণ চুরি করিলে মৃত্যুর পর ক্ষারাব্ধি নামক নরকে যন্ত্রণা ভোগ করিয়া পর জন্মে হস্তপদে স্বেদযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে।

২৮ দাহজ্বর,—অগ্নিদ্বারা গৃহ, গ্রাম, ক্ষেত্র প্রভৃতি দগ্ধ করিলে, প্রাণান্তে রৌরব নরকভোগ করিয়া পরজন্মে দাহজ্বরে কষ্ট পাইতে হয়।

২৯ অগ্নিমান্দ্য,—ব্রাহ্মণের পাককালে বিঘ্ন উৎপাদন করিলে, কল্মষ নামক নরক ভোগ করিয়া, পরজন্মে অগ্নিমান্দ্য রোগগ্রস্ত হইতে হয়।

৩০ অজীর্ণ,—পাক করিয়া পাকাগ্নি জল দিয়া নির্ব্বাণ করিলে অজীর্ণ রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৩১ অতীসার,—যজ্ঞাগ্নি দূষিত করিলে, দানলোপ করিলে, কিম্বা চুরি করিয়া পরের ছাগ বিনষ্ট করিলে, নরকান্তে তিনবৎসর মৎস্যযোনি হইয়া পরে মনুষ্যজন্মে অতীসার রোগগ্রস্ত হইতে হয়।

৩২ গ্রহণী,—যে ব্যক্তি ধনলোভে দান ভোজন হব্যকব্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া, কেবলমাত্র অর্থ সঞ্চয় করে, যে ব্যক্তি গো ও ভূমি অপহরণ করে, যে নিষ্ঠুর, যে ব্যক্তি সরলা সচ্চরিত্রা যুবতী ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করে, সে নরকান্তে গ্রহণী রোগগ্রস্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং পশু দ্রব্য ধন প্রভৃতি অতি কষ্টে প্রাপ্ত হয়।

৩৩ পাণ্ডু,—পরভার্য্যায় বা নীচ জাতীয়া স্ত্রীতে সঙ্গত হইলে, বহুকাল পর্য্যন্ত বহুবিধ যমদণ্ড ভোগ করিয়া মানুষ জন্মে পাণ্ডুরোগগ্রস্ত হইয়া ক্ষীণচেতাঃ হইতে হয়।

৩৪ কামলা,—অন্নাদি চুরি করিলে, জীবনান্তে ত্রিবিধ নরকভোগ করিয়া অষ্টাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত কাক কঙ্ক প্রভৃতি তীর্য্যক্‌যোনি প্রাপ্তির পর মনুষ্যজন্মে কামলারোগগ্রস্ত হইতে হয়।

৩৫ কাস,—কাস পাঁচপ্রকার, কর্ম্মভেদানুসারে ইহার উৎপত্তির ভেদ হইয়া থাকে। ১ অতি কঠোর মিথ্যাবাক্যের দ্বারা কাহাকেও পীড়িত করিলে পিত্তপ্রবল কাসরোগে পীড়িত হয়। ২ ব্রাহ্মণের স্থান বিনষ্ট করিলে বাতজন্য কাস উৎপন্ন হয়। ৩ জলাশয় ধ্বংস করিলে শ্লেষ্মজন্য কাস হইয়া থাকে। ৪ ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবকে বিভিন্ন জ্ঞান করিলে সন্নিপাত জন্য কাস হয়। ৫ যজ্ঞ ব্যতিরেকে পশুহত্যা করিয়া ভোজন করিলে, সর্ব্বদোষজন্য কাসরোগে পীড়িত হইতে হয়।

৩৬ শ্বাসকাস,—শ্বাসকাসও মহা, ঊর্দ্ধ, ছিন্ন, তমক ও ক্ষুদ্র ভেদে পাঁচ প্রকার, কর্ম্মবিশেষে ঐ পাঁচ প্রকার উৎপন্ন হয়। ১ যজ্ঞব্যতীত শ্বাসরোধপূর্ব্বক পশু হত্যা করিয়া সেই মাংস ভক্ষণ করিলে মহাশ্বাস হয়। ২ পুরাণকথা সময়ে অন্য কথা উত্থাপন করিলে ঊর্দ্ধশ্বাস হয়। ৩ নিষিদ্ধ দান গ্রহণ করিলে ছিন্নশ্বাস হয়। ৪ শাস্ত্রার্থে বৃথা দোষারোপ করিলে তমক শ্বাস হয়। ৫ এবং পাককালে বিঘ্ন উৎপাদন করিলে ক্ষুদ্র শ্বাসরোগে পীড়িত হইতে হয়।

৩৭ যক্ষ্মা,—বিপ্রহত্যা, ন্যাসহরণ, বৃত্তিচ্ছেদ, প্রজাপীড়ন ও গুরুবিদ্রোহ করিলে, জীবনান্তে বিবিধ দুঃসহ যমযন্ত্রণা ভোগ করিয়া কিছুকাল পর্য্যন্ত কৃমিযোনি হইয়া থাকিতে হয়; পরে মনুষ্য জন্ম পাইলে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইতে হয়।

৩৮ রক্তপিত্ত,—নিতান্ত দুর্ব্যবহার, পরদ্রব্যে অভিলাষ, পরভার্য্যা কামনা এবং পিতৃব্যবধূ গমন করিলে রক্তপিত্ত রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৩৯ গুল্ম,—একাকী মিষ্ট বস্তু ভোজন করিলে এবং নীচ জাতীয়া স্ত্রী গমন করিলে, জীবনান্তে কৃমি পূয়পূর্ণ কাকোল নামক নরক ভোগ করিয়া ৪ বৎসর পিপীলিকা যোনিতে উৎপত্তি হয়, পরে মানবজন্ম প্রাপ্ত হইয়া গুল্মরোগে পীড়িত হইতে হয়।

৪০ শূল,—নিরপরাধে কাহাকেও শূলাঘাত করিলে, অথবা কাহারও প্রতি শূলসম কষ্টদায়ক বাক্য প্রয়োগ করিলে, এবং দম্পতির স্নেহভেদ করিলে, ৪ মন্বন্তর যমযন্ত্রণা ভোগের পর পক্ষিযোনিতে উৎপন্ন হইয়া বিয়োগ যন্ত্রণা পাইতে হয়। পরে মনুষ্যজন্মে শূলরোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৪১ অর্শঃ,—সাধ্বী ঋতুস্নাতা স্ত্রীর সহবাস না করিলে, আত্মহত্যা, ভ্রূণহত্যা, বা গোহত্যা করিলে, ৩৫১৯০০০০০ বৎসর নরকে থাকিয়া মনুষ্যজন্ম হইলে অর্শোরোগে আক্রান্ত হইতে হয়।

৪২ ভগন্দর,—আচার্য্য-ভার্য্যায় গমন করিলে, অথবা স্ত্রী বালক ও বৃদ্ধের ধন হরণ করিলে নরকান্তে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিয়া ভগন্দররোগে আক্রান্ত হইতে হয়।

৪৩ ছর্দ্দি,—গরুর মুখ হইতে কোন বস্তু আকর্ষণ করিয়া ফেলিয়া দিলে, পরজন্মে বায়ুজন্য ছর্দ্দিরোগ হয়। পিতৃলোককে তৃপ্ত না করিয়া স্বয়ং জলপান করিলে, পিত্তজন্য ছর্দ্দিরোগ উৎপন্ন হয়।

৪৪ হিক্কা,—কোন যোগীর তপস্যা নষ্ট করিলে হিক্কা রোগগ্রস্ত হইতে হয়।

৪৫ অরোচক,—পিতা, মাতা ও অতিথি প্রভৃতিকে অন্ন না দিয়া স্বয়ং ভোজন করিলে, পরজন্মে হীন জাতিতে উৎপন্ন হইয়া অরোচক রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৪৬ স্বরভঙ্গ,—গান সমাপ্তি না হইতে গায়ককে বাধা দিলে জন্মান্তরে স্বরভঙ্গ রোগগ্রস্ত হইতে হয়।

৪৭ অতিতৃষ্ণা,—তৃষিত গো-সমূহের জলপানকালে ব্যাঘাত করিলে অথবা জল হরণ করিলে অসংখ্যকাল মরুভূমিতে কীটযোনি থাকিয়া, মনুষ্যজন্মে তৃষ্ণা ব্যাধিযুক্ত হইয়া থাকে।

৪৮ বিস্ফোট,—চণ্ডালের জলাশয়ে স্নান ও সেই জল পান করিলে, নরকান্তে বিস্ফোট রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৪৯ ভ্রম ও মূর্চ্ছা,—যে কুটিলব্যক্তি সভাস্থলে লোকদিগকে ভ্রান্তিতে ফেলিয়া অন্য প্রকার বলে, তাহাকে নরকান্তে ভ্রম বা মূর্চ্ছা রোগাক্রান্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

৫০ হৃদ্রোগ,—লোভ বা দ্বেষবশতঃ কাহারও পীড়ন করিলে, অথবা কাহাকেও মর্ম্মান্তিক বেদনা প্রদান করিলে পরজন্মে হৃদ্রোগগ্রস্ত হইতে হয়।

৫১ আমবাত,—যজ্ঞ করিয়া তাহার দক্ষিণা না দিলে অথবা ব্রাহ্মণকে কোন বস্তু উৎসর্গ করিয়া তাহা ব্রাহ্মণকে দান না করিলে, কিম্বা অধর্ম্মাচরণে উপার্জ্জিত ধন সংগ্রহ করিলে, জন্মান্তরে আমবাত রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৫২ সর্ব্বাঙ্গ বাতব্যাধি,—সুরাপান করিয়া হঠাৎ স্ত্রীসহবাস ইচ্ছা করিলে, অথবা পরস্ত্রীর বস্ত্রহরণ করিলে, নরকান্তে তীর্য্যক্‌যোনি ভ্রমণ করিয়া মনুষ্যজন্মে সর্ব্বাঙ্গগত বাতরোগে আক্রান্ত হইতে হয়।

৫৩ তুন্দরোগ,—ব্রাহ্মণের ঘট হরণ করিলে অথবা যজ্ঞকালে সঙ্কল্প করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাদি না দিলে, মেদসঞ্চিত হইয়া তুন্দ অর্থাৎ স্থৌল্যরোগ উৎপন্ন হয়।

৫৪ অম্লপিত্ত,—লোভপরবশ হইয়া নিষিদ্ধ দ্রব্য ভোজন করিলে, জীবনান্তে কাক, কুকুর ও গৃধ্রযোনি প্রাপ্ত হইয়া পরজন্মে মনুষ্যদেহ ধারণ করে এবং অম্লপিত্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

৫৫ শোথোদর,—লোভ, মোহ বা দ্বেষবশত অধর্ম্মাচরণ করিলে, নরকান্তে জন্মগ্রহণ করিয়া শোথোদরী হইয়া থাকে।

৫৬ জলোদর,—বিষ্ণু ব্রহ্মা ও মহেশ্বরকে ভিন্ন জ্ঞান করিলে জন্মান্তরে জলোদর রোগে আক্রান্ত হইতে হয়।

৫৭ শোথ,—বিনা অপরাধে কশা বেত্র বাঁশ প্রভৃতির দ্বারা কাহাকেও তাড়িত করিলে, জন্মান্তরে শোথরোগে আক্রান্ত হইতে হয়।

৫৮ মূত্রকৃচ্ছ্র,—বিধবাগমন বা মদ্যপান করিলে নরকান্তে জন্মগ্রহণ করিয়া মূত্রকৃচ্ছ্র রোগগ্রস্ত হইতে হয়।

৫৯ মূত্রাঘাত,—দম্পতির মৈথুনকালে বিঘ্ন উৎপাদন করিলে জন্মান্তরে মূত্রাঘাত রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৬০ অশ্মরী,—অপ্রীতি বা ক্রোধবশত ঋতুস্নাতা স্ত্রীতে উপগত না হইলে মৃত্যুর পর পূয়শোণিতপূর্ণ নরক ভোগ করিয়া পরজন্মে অশ্মরীরোগগ্রস্ত হইতে হয়।

৬১ মেহ,—বিংশতি প্রকার, কর্ম্মানুসারে প্রকার ভেদে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ১ শূকরযোনি মৈথুন করিলে উদকমেহ হয়। ২ মাতৃগমনে মধুমেহ। ৩ রজকীগমনে ক্ষারমেহ। ৪ সতীত্ব হরণে সান্দ্রমেহ। ৫ রোগিণীগমনে মাঞ্জিষ্ঠমেহ। ৬ মিত্রস্ত্রীগমনে শুক্রমেহ। ৭ চতুষ্পদগমনে সিকতামেহ। ৮ স্বর্ণহরণে ক্ষীরমেহ। ৯ সুরাপানে সিতমেহ। ১০ ঋতুমতী গমনে কালমেহ। ১১ রজস্বলা গমনে রক্তমেহ। ১২ নীচজাতীয়া স্ত্রীগমনে মজ্জমেহ। ১৩ বিধবাসঙ্গমে ইক্ষুমেহ। ১৪ ব্রাহ্মণীগমনে হস্তিমেহ। ১৫ অক্ষতযোনি গমনে হারিদ্রমেহ। মাতা, ভগিনী, কন্যা, শ্বশ্রূ, অক্ষতযোনি, ভ্রাতৃজায়া, মাতুলানী, গুরুপত্নী, রাজপত্নী, মিত্রপত্নী প্রভৃতি অন্যান্য কুটুম্বিনী গমনে জীবনান্তে জ্বলন্ত লৌহখণ্ড ভক্ষণ প্রভৃতি বহুবিধ যমযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পাঁচবৎসর শূকরযোনি, দশ বৎসর কুক্কুরযোনি, তিনমাস পিপীলিকাযোনি ও এক বৎসর বৃশ্চিকযোনিতে উৎপন্ন হইয়া পরে গোজন্ম গ্রহণ করে, সর্ব্বশেষে মনুষ্য জন্মলাভ করিয়া সর্ব্বপ্রকার মেহরোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৬২ পুংস্ত্বনাশ,—ধর্ম্মপত্নী পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী গমন করিলে পুংস্ত্ব বিনষ্ট হয়।

৬৩ মুষ্কবৃদ্ধি,—লুব্ধকের সহিত মিত্রতা করিয়া সর্ব্বদা বনে বনে ব্যাধের ন্যায় মৃগাদি হনন করিয়া বেড়াইলে নরকান্তে পুনর্জন্ম লাভ করিয়া মুষ্কবৃদ্ধি রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৬৪ উন্মাদ,—ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, পিতামাতা ও ব্রাহ্মণ

প্রভৃতি সম্মানার্হ ব্যক্তিদিগের অর্চনা না করিলে, অথবা তাঁহাদিগের নিন্দা করিলে, কিম্বা ব্রাহ্মণ গুরু প্রভৃতির প্রতি দণ্ডাচরণ করিলে ও তাঁহাদিগকে স্মৃতিভ্রমকারী কোন দ্রব্য প্রদান করিলে, জন্মান্তরে উন্মাদ রোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৬৫ অপস্মার,—কোপবুদ্ধি হইলে, উপকারীর নিকট অকৃতজ্ঞ হইলে, অধম মানবের সহিত ব্রাহ্মণের গ্রাস-রোধ করিলে, অথবা রজ্জুদ্বারা গোমুখ বদ্ধ করিলে, নরকান্তে ব্যাল, ব্যাঘ্র ও শূকরযোনি ভোগ করিয়া, মনুষ্য জন্মে অপস্মার রোগে পীড়িত হইতে হয়।

৬৬ অস্থিশূলাদি,—ছাগী, তিলধেনু, লৌহবর্ম্ম, ত্রিনাজিন, গজ, উভয়মুখী, ধেনু, সালুক, মধু, তৈল, লবণ ও মহাদান গ্রহণ করিলে, কিম্বা কামবশে অধর্ম্মাচরণপূর্ব্বক মৈথুন করিলে, অথবা পরস্ত্রী ও গাভী প্রভৃতিতে রেতঃপাত করিলে, এবং ব্রহ্মস্ব বা রাজার দ্রব্য অপহরণ, আশ্রিত ব্যক্তিকে পরিত্যাগ ও বিবাহিতা পত্নীকে ত্যাগ করিলে, হস্তী, ব্যাঘ্র, সিংহ, নখী বা দস্যুহস্তে মৃত্যু হয়, মৃত্যুর পর বহুকাল ক্লেশজনক যোনি ভ্রমণ করিয়া, মনুষ্যজন্মে অস্থিশূলাদি রোগে পীড়িত হইতে হয়।

৬৭ মূত্রকৃমি,—বিনামন্ত্রে অগ্নিতে ঘৃত নিক্ষেপ করিলে, নরকান্তে মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করিয়া মূত্রকৃমি পীড়িত হইতে হয়।

৬৮ বিদ্রধি,—ফল অপহরণ করিলে, নরকান্তে বানরজন্ম, পরে মনুষ্যজন্মে বিদ্রধি রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে।

৬৯ অপচী ও বাতগ্রন্থি,—বিশালবৃক্ষে, পর্ব্বতে, নদীতীরে, বল্মীকাগ্রে, গোষ্ঠস্থলে, গো-গৃহে বা দেবালয়ে মূত্রত্যাগ ও নিষ্ঠীবনাদি নিক্ষেপ করিলে, বহুবিধ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরজন্মে অপচী ও গ্রন্থি রোগাক্রান্ত হইয়া থাকে।

৭০ শিরোরোগ—তীর্থস্থানে বিহিতকার্য্যাদি না করিলে এবং গুরু ব্রাহ্মণ প্রভৃতিকে দেখিয়া প্রণাম না করিলে, নরকান্তে দশবৎসর ভল্লুকযোনি, তিনবৎসর মেষযোনি ভোগ করিয়া মনুষ্যজন্মে শিরোরোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৭১ নেত্রহীনতা,—পরস্ত্রীর প্রতি কুটিল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে অথবা গরু বা ব্রাহ্মণের চক্ষুতে আঘাত করিলে, প্রাণান্তে বিবিধ নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া, জন্মান্তরে নেত্রহীন হইতে হয়।

৭২ রাত্র্যন্ধতা,—কামবুদ্ধিতে পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, নগ্না স্ত্রী অবলোকন করিলে, কিম্বা গো-হিংসা ও বিপ্র-হিংসা দর্শন করিলে, রাত্র্যন্ধ্য, দৃষ্টিক্ষীণতা, দিবান্ধতা ও অর্দ্ধান্ধদৃষ্টি-রোগগ্রস্ত হইয়া থাকে।

৭৩ দৃষ্টিক্ষীণতা,—উদয়, অস্ত ও মধ্য সময়ে সূর্য্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, অথবা অশুচি অবস্থায় সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, ব্রাহ্মণ, অগ্নি, গাভী ও দিক্ দৃষ্টি করিলে পরজন্মে দৃষ্টিক্ষীণতা রোগ জন্মিয়া থাকে।

৭৪ বিষমাক্ষিতা ও বিরূপাক্ষিতা,—পুত্রের প্রতি জার ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, পরজন্মে বিরূপাক্ষী হয়। পুরুষ পরস্ত্রীর প্রতি, এবং স্ত্রী পরপুরুষের প্রতি কুটিল দৃষ্টিক্ষেপ করিলে পরজন্মে বিষমাক্ষি হইতে হয়।

৭৫ গলগণ্ড ও গণ্ডমালা,—গুরুপত্নীর কণ্ঠ দর্শন করিলে, নরকান্তে গলগণ্ড বা গণ্ডমালা রোগাক্রান্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

৭৬ নাসারোগ,—কামাবিষ্টচিত্তে ব্রাহ্ম্যকর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সুগন্ধি কুসুমাদি ব্রাহ্মণ দেবতা প্রভৃতিকে দান না করিয়া স্বয়ং আঘ্রাণ করিলে পরজন্মে নাসারোগগ্রস্ত হইতে হয়।

৭৭ দুগ্ধহীনতা,—অপর বালকের জন্য দুগ্ধবাঞ্ছা করিলেও যে স্ত্রী তাহা না দেয়, প্রাণান্তে তাহাকে ৪ বৎসর সর্পিণী ও ৪ বৎসর কচ্ছপী হইয়া পরিশেষে মনুষ্যজন্মে দুগ্ধহীনা হইতে হয়।

৭৮ স্তনবিস্ফোট,—অন্য পুরুষকে যে স্ত্রী স্বীয় স্তন দর্শন করায়, নরকান্তে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিয়া তাহাকে স্তনবিস্ফোট রোগে আক্রান্ত হইতে হয়।

৭৯ বেশ্যাত্ব,—স্বামীর মৃত্যুর পর যে স্ত্রী পরপুরুষকে অভিলাষ করে, প্রাণান্তে তাহাকে তপ্তলৌহময় পুরুষ-আলিঙ্গন প্রভৃতি যমযন্ত্রণা ভোগ করিয়া পরজন্মে বেশ্যা হইতে হয়।

৮০ বাধির্য্য,—ধর্ম্মচিন্তা পরাঙ্মুখ হইয়া, পিতামাতা, ব্রাহ্মণ ও তীর্থ প্রভৃতির নিন্দা করিলে পরজন্মে বাধির্য্যরোগগ্রস্ত অর্থাৎ শ্রবণশক্তিহীন (কালা) হইতে হয়।

৮১ শ্লেষ্মরোগ,—নিত্যক্রিয়া বহির্ভূত হইয়া ভোজন করিলে প্রাণান্তে শুষ্ক কাষ্ঠোপজীবী ও বায়স জন্ম গ্রহণ করিয়া পরজন্মে শ্লেষ্মরোগাক্রান্ত হইতে হয়।

৮২ হস্তশূল,—সন্ধ্যাদিবিহীন ব্রাহ্মণ জীবনান্তে এক বৎসর কাল কঙ্ক ও পারাবত যোনি ভোগ করিয়া মনুষ্য জন্ম হইলে হস্তশূলরোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে।

৮৩ যোনিরোগ,—যে স্ত্রী রমণকালে পতির সন্তোষ বিধান না করে, অথবা অন্যের ভোজ্যবস্তু অপহরণ করে, তাহাকে ১৪ বৎসর উষ্ট্রযোনি ভোগ করিয়া মনুষ্যজন্মে যোনিরোগ গ্রস্ত হইতে হয়।

৮৪ প্রদর,—ক্ষুধার্ত্ত পতিকে ভোজন না করাইয়া যে স্ত্রী অগ্রে ভোজন করে, কিম্বা বৃথা পশুহত্যা করে, অথবা ভোজ্যবস্তু অপহরণ করে; প্রাণান্তে তাহাকে অন্ধ্যপাদ্যোক্ত

নরকভোগ করিয়া দশবৎসর বায়সযোনি ও শুকযোনি ভোগের পর মনুষ্যজন্মে প্রদররোগে যন্ত্রণা পাইতে হয়।

কর্ম্মবিশেষ (পুং) কর্ম্মণো বিশেষঃ অন্যস্মাৎ পার্থক্যম্, ৬তৎ। সাধারণ কার্য্য হইতে বিভিন্ন কার্য্য।

কর্ম্মবীজ (ক্লী) কর্ম্মণো বীজং মূলকারণং, ৬তৎ। কর্ম্মের মূলকারণ।

কর্ম্মব্যতিহার (পুং) কর্ম্মণা ব্যতিহারঃ, ৩তৎ। পরস্পর একজাতীয় কার্য্য করা।

কর্ম্মশালা (স্ত্রী) কর্ম্মণঃ শিল্পাদেঃ শালা, ৬তৎ। শিল্পাদি কার্য্যের গৃহ।

কর্ম্মশালী (স্ত্রী) নদীবিশেষ, এই নদী চট্টগ্রামের নিকট প্রবাহিত।

কর্ম্মশীল (ত্রি) কর্ম্মশীলং কর্ম্মকরণরূপস্বভাবো যস্য, বহুব্রী। কর্ম্ম শীলয়তি বা। কর্ম্ম করাই যাহার স্বভাব, যে কর্ম্মফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা বা অপেক্ষা না করিয়া স্বভাব বশতই কার্য্য করিয়া থাকে। কার্য্যকারক।

কর্ম্মশুচি (ত্রি) কর্ম্মসু শুচিঃ, ৭তৎ। পবিত্রকর্ম্মা, যাহার কর্ম্মমাত্রই নির্দ্দোষ।

কর্ম্মশুদ্ধ (ত্রি) কর্ম্মসু শুদ্ধঃ, ৭তৎ। পবিত্রকর্ম্মা।

কর্ম্মশূর (ত্রি) কর্ম্মণি শূরঃ দক্ষঃ। কার্য্যদক্ষ।

কর্ম্মশৌচ (ক্লী) কর্ম্মসু শৌচং দোষহীনতা। কর্ম্মবিষয়ে নির্দ্দোষতা।

কর্ম্মশ্রেষ্ঠ (পুং) ১ পুলহের পুত্রবিশেষ। (ভাগবত ৪।১।৩১।) ২ (ত্রিং) কর্ম্মণা শ্রেষ্ঠঃ। কার্য্যবিশেষের দ্বারা শ্রেষ্ঠ।

কর্ম্মঘ্ন (ক্লী) কর্ম্ম শুভকর্ম্ম স্যতি নাশয়তি, কর্ম্ম-সো-ক, নিপাতনাৎ ষত্বম্। কল্মষ, পাপ।

কর্ম্মস (পুং) পুলহের পুত্র কর্ম্মশ্রেষ্ঠের নামান্তর।

কর্ম্মসংগ্রহ (পুং) কর্ম্মণঃ সংগ্রহঃ, ৬তৎ। কাজের যোগাড় করা।

কর্ম্মসঙ্গ (পুং) কর্ম্মণি সঙ্গ আসক্তিঃ, কর্ম্মন্-সন্জ-ঘঞ্। কর্ম্মে আসক্তি, কর্ম্মে লিপ্সা।

কর্ম্মসচিব (পুং) কর্ম্মসু সচিবঃ সহায়ঃ। কার্য্যে সাহায্যকারী।

কর্ম্মসন্ন্যাস (পুং) কর্ম্মণঃ স্বরূপতঃ ফলতো বা সংন্যাসস্ত্যাগঃ, ৬তৎ। ১ কর্ম্মত্যাগ। ২ কর্ম্মফলত্যাগ।

কর্ম্মসন্ন্যাসিক (পুং) কর্ম্মণাং সন্ন্যাসোঽস্ত্যস্য, কর্ম্মন্-সংন্যাস-ঠন্। প্রব্রজ্যাযুক্ত ভিক্ষুক।

কর্ম্মসন্ন্যাসী [ন্] (পুং) কর্ম্মসংন্যাসো২স্ত্যস্য, কর্ম্মন্-সংন্যাস-ইনি। ১ যথাবিধানে কর্ম্মত্যাগী ভিক্ষুক। ২ কর্ম্মফলত্যাগী।

কর্ম্মসমাধি (ক্লী) কর্ম্মণঃ সমাধি পরিসমাপ্তিঃ। ১ কর্ম্মের শেষ। ২ মুক্তি।

কর্ম্মসম্ভব (ত্রি) কর্ম্মণঃ সম্ভব উৎপত্তির্যস্য, বহুব্রী। ১ কর্ম্মজাত, কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন। ২ (পুং) কর্ম্মের উৎপত্তি।

কর্ম্মসাক্ষী [ন্] (পুং) কর্ম্মণাং সাক্ষী প্রত্যক্ষকারী, ৬তৎ। ১ সূর্য্য। ২ চন্দ্র। ৩ যম। ৪ কাল। ৫ পৃথিবী। ৬ জল। ৭ তেজঃ। ৮ বায়ু। ৯ আকাশ।

(সূর্য্যঃ সোমো যমঃ কালো মহাভূতানি পঞ্চ চ।
এতে শুভাশুভস্যেহ কর্ম্মণো নব সাক্ষিণঃ ॥"
বৈদিকক্রিয়া পদ্ধতি।)

কর্ম্মসাধক (ত্রি) কর্ম্ম সাধয়তি নিষ্পাদয়তি, কর্ম্মন্-সাধ-ণ্বুল্। (ণ্বুল্তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩।) কার্য্যনিষ্পাদক।

কর্ম্মসাধন (ক্লী) কর্ম্মণঃ সাধনং সম্পাদনম্, ৬তৎ। কার্য্যের সিদ্ধি।

কর্ম্মসিদ্ধি (স্ত্রী) কর্ম্মণঃ সিদ্ধিঃ, ৬তৎ। কর্ম্মজন্য ইষ্ট বা অনিষ্ট ফলপ্রাপ্তি।

কর্ম্মসূত্র (ক্লী) কর্ম্ম এব সূত্রম্। কর্ম্মরূপ সূত্র।

কর্ম্মস্থ (ত্রি) কর্ম্মণি তিষ্ঠতি, কর্ম্মন্-স্থা-ক। কর্ম্মে নিযুক্ত।

কর্ম্মস্থান (ক্লী) কর্ম্মণঃ স্থানম্, ৬তৎ। ১ কর্ম্মক্ষেত্র, কার্য্যস্থান। ২ জ্যোতিষশাস্ত্রোক্ত লগ্ন অবধি দশম স্থান।

কর্ম্মা। ১ একজন পতিপুত্রহীনা ভক্তিমতী ব্রাহ্মণ কন্যা। ইনি আপন ভক্তিগুণে জগন্নাথদেবের দর্শনলাভ করিয়াছিলেন।
[ভক্তিমাহাত্ম্য গ্রন্থে কর্ম্মাসম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]
২ আলাহাবাদ জেলার কর্ছানা তহসীলের অন্তর্গত একটি নগর, প্রয়াগধাম হইতে ৬ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। (১৮৮১ সালের গণনানুসারে) লোকসংখ্যা ৩২০৪। এখানে মঙ্গল ও শুক্রবারে হাট বসে, হাটে পশ্বাদি, শস্য, তুলা, ধাতুর বাসন প্রভৃতি বিক্রয় হয়। এখানে পুলিস আছে।

কর্ম্মাক্ষম (ত্রি) কর্ম্মসু অক্ষমঃ অসমর্থঃ, ৭তৎ। কার্য্য করিতে অসমর্থ।

কর্ম্মাঙ্গ (ক্লী) কর্ম্মণো অঙ্গম্, ৬তৎ। বিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মের অঙ্গ।

কর্ম্মাজীব (পুং) কর্ম্মণা আজীবঃ জীবনম্। শিল্পাদি কার্য্যের দ্বারা জীবনযাপন।

কর্ম্মাত্মা [ন্] (পুং) কর্ম্মণা আত্মা আত্মভাবো যস্য, বহুব্রী। ১ প্রাণী। ("তস্মিন্ স্বপতি তু স্বস্থে কর্ম্মাত্মানঃ শরীরিণঃ।" মনু) ২ (কর্ম্মণি আত্মা মনো যস্য) কর্ম্মাসক্তচিত্ত, যাহার অন্তঃকরণ নিয়ত কর্ম্মে আসক্ত থাকে।

কর্ম্মাদি (পুং) কর্ম্মণ আদিঃ, ৬তৎ। কার্য্যের আরম্ভকাল।

কর্ম্মাধিকারী [ন্] (পুং) কর্ম্মণি অধিকারোঽস্ত্যস্য, কর্ম্মন্-অধিকার-ইনি। কর্ম্মে যাহার অধিকার আছে।
[অধিকারী দেখ।]

কর্ম্মাধ্যক্ষ (পুং) কর্ম্মণ্ অধ্যক্ষঃ ৭তৎ। কার্য্যের অধ্যক্ষ, কার্য্যকারকের কার্য্য যিনি পরিদর্শন করেন।

কর্ম্মানুবন্ধ (পুং) কর্ম্মণঃ অনুবন্ধঃ সংযোগঃ লেশো বা; ৬তৎ। ১ কর্ম্মের সংযোগ। ২ কর্ম্মের লেশমাত্র।

কর্ম্মানুরূপ (পুং) কর্ম্মণঃ অনুরূপঃ, ৬তৎ। ১ কর্ম্মসদৃশ। ২ কর্ম্মের উপযোগী।

কর্ম্মানুষ্ঠান (ক্লী) কর্ম্মণঃ অনুষ্ঠানম্, ৬তৎ। কর্ম্মের অনুষ্ঠান, কার্য্যের আরম্ভ।

কর্ম্মানুসার (পুং) কর্ম্ম অনুসরতি, কর্ম্মন্-অনু-সৃ-ঘঞ্। কর্ম্মসদৃশ।

কর্ম্মান্ত (পুং) কর্ম্মণঃ জীবিকতমুক্তকৃতক্রিয়ায়াঃ অন্তো যত্র; যদ্বা কর্ম্মণং কৃষিকার্য্যস্য তৎফলস্য ধান্যাদিসংগ্রহরূপ-ক্রিয়ায়াঃ অন্তো যত্র; বহুব্রী। ১ কর্ম্মস্থান। ২ কৃষ্টভূমি।

("অহন্যহন্যবেক্ষেতকর্ম্মান্তান্।" মনু ৮। ৪১৯।)

কর্ম্মান্তর (ক্লী) কর্ম্মণঃ অন্তরং, তস্মাদন্যং ইত্যর্থঃ, ৬তৎ। কার্য্যান্তর, এক কাজ হইতে অন্য কাজ।

কর্ম্মান্তিক (পুং) কর্ম্ম অন্তিকে সমীপে যস্য, বহুব্রী। কর্ম্মকারক।

কর্ম্মার (পুং) কর্ম্ম লৌহনির্ম্মাণাদি কার্য্যং ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতি, কর্ম্মন্-ঋ-অণ্। ১ কর্ম্মকার, কামার। [কামার দেখ।]

("কর্ম্মারস্য নিষাদস্য রঙ্গাবতারকস্য চ।" মনু ৪। ২১৫।)

২ বাঁশ। ৩ কামরাঙ্গা। ৪ কাঠিবাড়ের ঝালবার বিভাগের অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। ভূমিপরিমাণ ৩ মাইল মাত্র। এখানে একজন সামন্ত থাকেন, তিনি বর্ষে ৫১১০৲ টাকা খাজনা আদায় করেন, তন্মধ্যে ১৪০৲ টাকা বৃটীশ গবর্ণমেণ্টকে এবং ৩০।/০ আনা জুনাগড়ের নবাবকে করস্বরূপ প্রদান করেন।

কর্ম্মারক (পুং) কর্ম্মার-স্বার্থে কন্। ১ কর্ম্মার। (ত্রি) ২ কর্ম্মপ্রাপ্ত।

কর্ম্মালা। বোম্বাই প্রদেশের অধীন শোলাপুর জেলার একটি উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৭৬৬ বর্গমাইল। অক্ষা° ১৭°৫৭′ হইতে ১৮°৩২′ উঃ পর্য্যন্ত এবং দ্রাঘি° ৬৪° ৫২′ হইতে ৭৫° ৩১′ পূঃ পর্য্যন্ত।

এই উপবিভাগে ১২২ খানি গ্রাম এবং ৯৩০০ ঘর আছে, ইহার পশ্চিমে ভীমানদী এবং পূর্ব্বে সিনানদী প্রবাহিত হইতেছে। এই ভূভাগের অর্দ্ধেক ভাগ উর্ব্বরা ও দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, অপরার্দ্ধ দেখিতে লাল ও কঙ্করময়।

এখানে একটি দেওয়ানী, দুইটি ফৌজদারী আদালত, এবং তিনটি পুলিসের থানা আছে। বার্ষিক কর আদায় (১৮৮১ সনে) ১৩০০৪০৲ টাকা। এখানে নানাপ্রকার শস্য, কলাই, পাট, সরিষা ও অপরাপর ফসল উৎপন্ন হয়।

২ কর্ম্মালা উপবিভাগের প্রধাননগরের নাম কর্ম্মালা। অক্ষা° ১৮°২৪′ উঃ, দ্রাঘি° ৭৫°১৪° ৩৩″ পূঃ।

শোলাপুর নগর হইতে ৩৪ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে এবং এ অঞ্চলের রেলওয়ের জেউর নামক ষ্টেসন হইতে সাড়ে পাঁচক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। ভূমিপরিমাণ ১৮৮ একর। (১৮৮১ সনের) লোকসংখ্যা ৫০৭১।

পূর্ব্বে এখানে নিম্বালকর মণ্ডলেশ্বরদিগের বেশ আধিপত্য ছিল, তাঁহাদের বোলবোলারের সময়ে এখানে একটি সুন্দর গড় নির্ম্মিত হয়; পিতা আরম্ভ করিয়া যান, পরে পুত্র তাহা সমাধা করেন। এখন সেই গড়বাটীতে ইংরাজ কর্ম্মচারীদিগের কার্য্যালয় হইয়াছে। এক সময়ে খুব বাণিজ্য ব্যবসা চলিত। পুনা, আহ্মদাবাদ, শোলাপুর, বার্ষি প্রভৃতি নানাস্থানের জিনিষপত্র আমদানি রপ্তানি হইত। এখন আর তেমন নাই। তবে এখনও প্রতি শুক্রবারে এক বৃহৎ হাট বসে, তাহাতে নানাদেশীয় বস্ত্র, গবাদি পশু, নানা প্রকার শস্য ও তৈল বিক্রয় হয়। এখানে ৬০ খানি তাঁতের কাজ চলিতেছে। বিদ্যালয়, ঔষধালয়, ডাকঘর ও পাঠাগার আছে।

কর্ম্মার্হ (পুং) কর্ম্ম অর্হতি, কর্ম্মন্-অর্হ-অণ্। ১ পুরুষ। ২ (ত্রি) কর্ম্মের উপযুক্ত।

কর্ম্মাবিধায়ক (ত্রি) কর্ম্মণঃ অবিধায়কঃ, ৬তৎ। যে কার্য্যের বিধান করে না।

কর্ম্মাশয় (পুং) আশেরতে পুরুষা অস্মিন্, আ-শী-অচ্। কর্ম্মণামাশয়ঃ, ৬তৎ। কর্ম্মজন্য ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ গুণবিশেষ।

কর্ম্মিক (ত্রি) কর্ম্ম অস্ত্যস্য, কর্ম্ম-ঠক্। কর্ম্মবিশিষ্ট।

কর্ম্মিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন কর্ম্মী, কর্ম্মিন্-ইষ্ঠন্ (অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ। পা ৫।৩।৫৫।) ইনে লুক্। অতিশয় কার্য্যকারক।

কর্ম্মিষ্ঠতা (স্ত্রী) কর্ম্মিষ্ঠস্য ভাবঃ, কর্ম্মিষ্ঠ-তল্। (তস্য ভাবস্বতলৌ। পা ৫। ১। ১১৯।) টাপ্। অতিশয় কার্য্যকারিতা, কার্য্য সম্পাদনে বিশেষ তৎপরতা।

কর্ম্মী [ন্] (পুং) কর্ম্ম অস্যাস্তি, কর্ম্ম-ইনি (ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ। পা ৫। ২। ১১৬।) ১ কর্ম্মবিশিষ্ট। ২ ফল আকাঙ্ক্ষা করিয়া যজ্ঞাদি কার্য্যকারক।

কর্ম্মীর (পুং) কর্ম্ম-ঈরন্। কির্ম্মীরবর্ণ, চিত্রিত।

কর্ম্মীরক (পুং) সেওড়াগাছ। (Trophis aspera.)

কর্ম্মেন্দ্রিয় (ক্লী) কর্ম্মণাং সম্পাদনায় কর্ম্মার্থং বা ইন্দ্রিয়ং মধ্যলো°। বাক্যাদি কর্ম্মসম্পাদক পাঁচ ইন্দ্রিয়। বাক্, হস্ত, পদ, গুহ্য ও উপস্থ, এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়; যথাক্রমে ইহা-

দিগের কার্য্য,—উচ্চারণ, আদানাদি, গমনাদি, উৎসর্গ ও আনন্দ। ইহাদিগের অধিষ্ঠাতৃদেবতা বহ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র ও ব্রহ্মা। [ইন্দ্রিয় দেখ।]

কর্ম্মোদ্যুক্ত (ত্রি) কর্ম্মণি উদ্‌যুক্তঃ, ৭তৎ। কর্ম্মে উদ্যোগবিশিষ্ট।

কর্বাইতনগর। মান্দ্রাজের উত্তর অরুকাড় জেলার মধ্যবর্ত্তী একটি বৃহৎ জমিদারী। ভূমিপরিমাণ ৬৮০ বর্গমাইল। অক্ষা° ১৩°৪´ হইতে ১৩° ৩৮´ ৩০´´ উঃ, এবং দ্রাঘি° ৭৯° ১৭´ হইতে ৭৯° ৫৩´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। লোকসংখ্যা ২৭৫৮৩০।

এই ভূভাগের উত্তরে চন্দ্রগিরি, পূর্ব্বে কালহস্তী ও চেঙ্গলপৎ, দক্ষিণে বালাজপেট, এবং পশ্চিমে চিত্তুর। এই স্থানকে অনেকে ব্রহ্মরাজের দেশ বলিয়া উল্লেখ করেন। প্রথম কর্ণাটিক যুদ্ধের সময়ে এখানে ব্রহ্মরাজনামে একজন পলিগার রাজত্ব করিতেন। এখানকার পেশকাশ বা স্থায়ীকর ১৮০৪৯০৲ টাকা।

এখানকার জমি উর্ব্বরা, চাষবাসও বেশ চলে, নীল প্রচুর উৎপন্ন হয়। এখানকার নগরীপাহাড়ে গাছ কাটিয়া বড় বড় তক্তা পাওয়া যায়।

এই ভূভাগের প্রধাননগরের নামও কর্বাইত নগর। এই নগরটি পূর্ব্বে ৮ ফুট উচ্চ প্রাচীর দিয়া ঘেরা ছিল, কেবল দক্ষিণে ও পশ্চিমদিকে দুইটি বৃহৎ তোরণদ্বার ছিল। এখন আর নাই, ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে। এখানে রেলওয়ে ষ্টেসন আছে। লোকসংখ্যা ৫৮৭৪।

কর্ব্ব (পুং) কিরতি বিক্ষিপতি চিত্তং বিষয়েষু, কৄ-ব (কৄগৃশৄদৃভ্যো বঃ। উণ্ ১।১৫৫।) ১ কাম (কর্ব্বঃ কামঃ। উজ্জ্বলদত্ত।) ২ (কৃণাতি হিনস্তি, কৄ-ব) ইন্দুর।

কর্ব্বট (পুং, ক্লী) কর্ব্ব-অটন্। ১ দুইশত গ্রামের মধ্যবর্ত্তী সুন্দরস্থান। ২ শতগ্রামের লোক যে স্থানে ক্রয়বিক্রয়াদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ৩ চারিদিকে সমগ্রাম। ৪ চারিদিকে সমান গৃহস্থান বিশেষ। ৫ বঙ্গের দক্ষিণাংশস্থ প্রাচীন জনপদ বিশেষ, মার্কণ্ডেয়পুরাণে 'কর্ব্বটাসন' নামে উক্ত হইয়াছে। ("তাম্রলিপ্তং চ রাজানং কর্ব্বটাধিপতিং তথা।
সুহ্মানামধিপঞ্চৈব যে চ সাগরবাসিনঃ॥"
ভারত ২।৩০।২২।)
৬ (ক্লী) নগরমাত্র।

কর্ব্বটক (পুং, ক্লী) কর্ব্বট-স্বার্থে কন্। ১ কর্ব্বট। ২ পাহাড়ের ঢালু।

কর্ব্বটী (স্ত্রী) কর্ব্বট-ঙীষ্। নদীবিশেষ। (রামায়ণ)।

কর্ব্বর (ক্লী) কৄ-বরচ্। ১ স্বর্ণ। কৄ বিক্ষেপে-ষ্বরচ্। (কৄগৃশৄবৃচতিভ্যঃ ষ্বরচ্। উণ্ ২।১২৩।) ২ ব্যাঘ্র। ৩ রাক্ষস। ৪ পাপ। ৫ ঔষধবিশেষ।
(কর্ব্বরঃ কথিতো ব্যাঘ্রে শিবায়ামপি কর্ব্বরী।
কর্ব্বর্য্যুমায়াং না রক্ষঃপাপয়োর্ভেকজাতরে॥ মেদিনী।)

কর্ব্বরী (স্ত্রী) কর্ব্বর-ঙীষ। ১ উমা, পার্ব্বতী। ২ ব্যাঘ্রী। ৩ হিঙ্গুপত্রী। ৪ রাক্ষসী।

কর্ব্বুদার (পুং) কর্ব্ব-উণ্, কর্ব্বুং দারয়তি, কর্ব্বু-দৄ-অণ্। কোবিদারগাছ।

কর্ব্বুর (পুং) কর্ব্বতি হিনস্তি, কর্ব্ব-উরচ্ (মদ্গুরাদয়শ্চ। উণ্ ১।৪২।) ১ শ্বেতবর্ণ। ২ রাক্ষস। (কর্ব্বুরঃ শ্বেতরক্ষসোঃ। উজ্জ্বলদত্ত।) ৩ চিত্রবর্ণ। ৪ শঠী।

কর্ব্বূর (পুং) কর্ব্ব-ঊর (খর্জিপিঞ্জাদিভ্য ঊরোলচৌ। উণ্ ৪।৯০।) ১ রাক্ষস। ২ শঠী।

কর্ব্বুক। জৈনশাস্ত্রোক্ত ভারতের দক্ষিণপশ্চিমস্থিত জনপদবিশেষ। (জৈ° হরিবংশ ১১। ৭৪)

কর্শক (পুং) [বৈ] রাক্ষস। পিশাচ। প্রেত।

কর্শন (ক্লী) কৃশ-ল্যুট্। কৃশ করণ।

কর্শিত (ত্রি) কৃশ-ণিচ্-ক্ত। কৃশীকৃত, যাহাকে ক্ষীণ করা হইয়াছে।

কর্শূর (পুং) কৃশ-মৎ। কর্চ্চুরগাছ; হিন্দিভাষায় ইহাকে 'কচুর' কহে।

কর্ষ (পুং ক্লী) কৃষ-পচাদ্যচ্, কর্ষণি করণে বা ঘঞ্। ষোল মাষা পরিমাণ, ৮০ রতি; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় অক্ষ। বৈদ্যক পরিমাণে ইহাকে দুই তোলা কহে; তাহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সুবর্ণ, অক্ষ, বিড়ালপদক, পিচু, পানিতল, উডুম্বর, তিন্দুক ও কবড়গ্রহ। ২ (পুং) আকর্ষণ। ৩ বিলেখন, চাঁচিয়া ফেলা। ৪ বিভীতক, বহেড়াগাছ।

কর্ষক (ত্রি) কর্ষতি ভূমিং, কৃষ-ণ্বুল্ (ণ্বুল্ তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩।) ১ কৃষিজীবী, কৃষাণ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ক্ষেত্রাজীব, কৃষিক, কৃষীবল ও কার্ষক। ২ আকর্ষণকারী। ৩ যে চাঁচিয়া ফেলে।

কর্ষণ (ক্লী) কৃষ-ভাবে ল্যুট্। ১ কৃষিকার্য্য, লাঙ্গল প্রভৃতির দ্বারা ভূমিখনন, সাধারণ কথায় ইহাকে 'চাষ' কহে। ২ আকর্ষণ, টানা। ৩ শোষণ। ৪ পীড়ন।
("শরীরকর্ষণাৎ প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে প্রাণিনাং যথা।
তথা রাজ্ঞামপি প্রাণাঃ ক্ষীয়ন্তে রাষ্ট্রকর্ষণাৎ॥"
মনু ৭।১১২।)

কর্ষণি (স্ত্রী) কৃষ-অনি। অসতী।

কর্ষণী (স্ত্রী) কর্ষণ গৌরাদিত্বাৎ-ঙীষ্। ক্ষীরিণীবৃক্ষ।

কর্ষণীয় (ত্রি) কর্ষণ-ছ। ১ কর্ষণের যোগ্য। ২ যাহা কর্ষণ করিতে হইবে।

কর্ষফল (পুং) কর্ষঃ কর্ষমাত্রং ফলং যস্য, বহুব্রী। বিভীতক, বহেড়াগাছ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বিভীতক, অক্ষ, কর্ষফল, কলিদ্রুম, ভূতবাস ও কলিযুগালয়। [বহেড়া দেখ।]

কর্ষফলা (স্ত্রী) কর্ষফল-টাপ্। আমলকীগাছ। [আমলকী দেখ।]

কর্ষাপণ (পুং) কর্ষেণ আপণ্যতে ক্রীয়তে, কর্ষ-আ-পণ-অচ্। কর্ষপরিমিত মূল্যের দ্বারা যাহা ক্রয় করা হয়।

কর্ষার্দ্ধ (ক্লী) কর্ষস্য অর্দ্ধম্, ৬তৎ। এক তোলা পরিমাণ।

কর্ষিণী (স্ত্রী) কৃষ-ণিনি-ঙীপ্। ১ ক্ষীরিণীবৃক্ষ। ২ অশ্বের লাগাম; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—খলীন, কবীয় ও কবিকা। ৩ (ত্রি) মনোহারী।

("ঘ্রাণকান্তমধুগন্ধকর্ষিণীঃ
পানভূমি রচনাঃ প্রিয়সখঃ ॥" রঘু ১৯। ১১।)

কর্ষিত (ত্রি) কৃষ-ণিচ্-ক্ত। ১ আকর্ষিত। ২ যে ভূমিতে চাস দেওয়া হইয়াছে। ৩ যাহা কৃষ করা হইয়াছে।

কর্ষী [ন্] (ত্রি) কৃষ-ণিনি। আকর্ষক।

কর্ষূ (পুং) কৃষ-ঊ (কৃষিচমিতনিধনিসর্জিখর্জিভ্য ঊঃ। উণ্ ১। ৮২।) ১ কৃষি। ২ জীবিকা। ৩ করীষাগ্নি, ঘুঁটের আগুন। (স্ত্রী) ৪ কৃত্রিম ক্ষুদ্র জলাশয়। ৫ নদীমাত্র। ৬ ইষ্টিখাত। ("চতুরঙ্গুলপৃথ্বীস্তাবদন্তরাস্তথাধঃখাতা বিতস্ত্যায়তাস্তিস্রঃ কর্ষূঃ কুর্য্যাৎ।" শ্রাদ্ধবিবেকধৃত বিষ্ণুসূত্র।)

(কর্ষূঃ পুমান্ করীষাগ্নৌ স্ত্রিয়াং কুল্যেষ্টিখাতয়োঃ। মেদিনী)

কর্হি (অব্য) কিম্-র্হিল্ (অনদ্যতনে র্হিলন্যতরস্যাম্। পা ৫। ৩। ২১।) কাদেশঃ। কোন্ সময়ে, কবে।

কর্হিচিৎ (অব্য) কর্হি চ চিচ্চ, দ্বন্দ্ব। মুগ্ধবোধ মতে কর্হিচিৎ (কিমঃ ক্ব্যস্থাচ্চিচ্চনৌ। মু° তদ্ধিত)। কোন কালে ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—জাতু ও কদাচিৎ।

("যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচিৎ
জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥" ভাগবত ১০। ৮৪। ১৩।)

কল (ক্লী) কড়তি মাদ্যতি অনেন, কড়-ঘঞ্ (হলশ্চ। পা ৩। ৩। ১২১।) ড়লয়োরেকত্বম্। ১ শুক্র। ২ শেয়াকুল বৃক্ষ। (পুং) ৩ মধুরাস্ফুটধ্বনি। ৪ সালগাছ। ৫ (ত্রি) কলয়তি মান্দ্যং জনয়তি জঠরাগ্নিম্। অজীর্ণ।

(কলং শুক্রে ত্রিষজীর্ণে চাব্যক্তমধুরধ্বনৌ। মেদিনী।)

(দেশজ) ৬ নূতন গজান।

কলক (পুং) কলতে, কল্-ণ্বুল্-স্বার্থে কন্। শকুল মৎস্য। (শকুলে স্যাৎ কলকো হথ গড়কঃ শকুলার্ভকঃ। হেম ৪। ৪১৮)

কলকণ্ঠ (পুং) কলপ্রধানঃ কণ্ঠো যস্য। ১ কলধ্বনিকারী। ২ হংস। ৩ পায়রা। ৪ কোকিল। ৫ কল-প্রধানঃ কণ্ঠঃ। কলধ্বনি। (কলকণ্ঠঃ কলধ্বানে হংসে পারাবতে পিকে। মেদিনী।)

কলকল (পুং) কলাদপি কলঃ, কলশব্দে-ঘঞ্; কলঃ প্রকারঃ, প্রকারার্থে দ্বিত্বম্। ১ কোলাহল। ২ সাল-নির্য্যাস, ধুনা। (কলকল উক্তঃ কোলাহলে তথা সালনির্য্যাসে। মেদিনী।)

কলকলবান্ [ৎ] (ত্রি) কলকলো হস্যাস্তি, কল-কল-মতুপ্, মস্য বঃ। কলকলবিশিষ্ট।

কলকীট (পুং) কল-প্রধানঃ কীটঃ, মধ্যলো°। সঙ্গীতের গ্রামবিশেষ।

কলকূজিকা (স্ত্রী) কলং কূজয়তি উচ্চারয়তি, কল-কূজ-ণ্বুল্ টাপ্ অত ইত্বম্। মধুরধ্বনিকারিণী।

কলকূট (পুং) ক্ষত্রিয়জাতিবিশেষ এবং তাহারা যেখানে বাস করে সেই জনপদ।

কলকূনিকা (স্ত্রী) কামুকী।

কলগী (আরব্য শব্দজ) উষ্ণীষ, কিরীট।

("মালিক কলগীতোরা চক্‌মকে হীরা।" অন্নদামঙ্গল)

কলঘোষ (পুং) কলো মধুরো ঘোষো ধ্বনির্যস্য, বহুব্রী। কোকিল।

কলঙ্ক (পুং) কলয়তি, কল-ক্বিপ্; কল্ চাসৌ অঙ্কশ্চেতি, কর্ম্মধা°। ১ চিহ্ন। ২ অপবাদ।

"তেজলু গুরুকুল সঙ্গ।
পূরল দুকুল কলঙ্ক ॥" বিদ্যাপতি।

৩ লোহের মলা। (কলঙ্কোহঙ্কে হপবাদে চ কালায়স মলে হপিচ। মেদিনী।)

কলঙ্ককর (ত্রি) কলঙ্কং করোতি জনয়তি, কলঙ্ক-কৃ-ট। কলঙ্কজনক, যাহা হইতে অপবাদ উৎপন্ন হয়।

কলঙ্কষ (পুং) করেণ কষতি হিনস্তি, কল-কষ-খচ্-মুম্ চ। সিংহ।

কলঙ্কষা (স্ত্রী) কলঙ্কষ-টাপ্। করতালি।

কলঙ্কহৃৎ (পুং) কলঙ্কং হরতি নাশয়তি, কলঙ্ক-হৃ-ক্বিপ্। শিব।

কলঙ্কিত (ত্রি) কলঙ্কো হস্য জাতঃ কলঙ্ক ইতচ্। কলঙ্কী, যাহার কলঙ্ক আছে।

কলঙ্কী [ন্] (ত্রি) কলঙ্কো হস্ত্যস্য, কলঙ্ক-ইনি। ১ কলঙ্কযুক্ত, কলঙ্কিত। ("কলঙ্কী জায়তে বিম্বে তির্যগ্‌যোনিশ্চ নিম্বকে।" তিথ্যাদিতত্ত্ব।)

২ চিহ্নযুক্ত। ৩ লৌহমলবিশিষ্ট। ৪ (পুং) চন্দ্র।

কলঙ্কুর (পুং) কং জলং লঙ্কয়তি গময়তি, ভ্রাময়তি ইত্যর্থঃ; ক-লকি-ণিচ্-উরচ্। আবর্ত্ত, জলের ঘূর্ণি।

কলচুরি। ভারতবর্ষের একটি প্রাচীন রাজবংশ। চেদি, দাহলমণ্ডল ও কর্ণাটে একসময়ে এই রাজবংশীয়গণ প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। [কর্ণাট ও চেদি দেখ।] ভারতের নানাস্থান হইতে কলচুরিরাজগণের খোদিত শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে।

শিলালিপি ও তাম্রানুশাসনে কালচুরী ও কলচুরী নাম পাওয়া যায়। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে, শিলাফলকে 'কলৎস্থুরি' ও 'কলচূর্য্য' এই সংস্কৃত নামেও এই বংশীয় রাজগণ অভিহিত হইয়াছেন।

গুপ্তরাজগণ পূর্ব্ব প্রতাপ হারাইয়া হীনবল ও চীনাবস্থ হইয়া পড়িলে কলচুরিরাজগণ কালঞ্জর জয় করিয়া আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করিলেন। ৩০০ খৃষ্টাব্দে নর্ম্মদাতটস্থ দাহলমণ্ডল জয় করিয়া, তাঁহারা পূর্ব্বে ছত্রিশ গড় এবং দক্ষিণে কর্ণাটরাজ্য ক্রমান্বয়ে অধিকার করিতে লাগিলেন।

সেই সময়ে কলচুরিবংশীয়গণ গোদাবরী তীরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়া অনেকে রাজত্ব করিতে থাকেন। তাঁহাদের কেহ বা করদ রাজা, কেহ বা সামন্ত, কেহ বা মণ্ডলেশ্বর হইয়াছিলেন। কিন্তু চেদির (বর্ত্তমান বুন্দেলখণ্ড ও বাঘেলখণ্ডের) রাজগণ রাজচক্রবর্ত্তী উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন; পার্শ্ববর্ত্তী ও অপরাপর রাজাদিগকে তাঁহারা আপনাদিগের বশে আনিয়াছিলেন।

কল্যাণের চালুক্যরাজগণ প্রবল হইলে দক্ষিণাপথে কলচুরি রাজগণের পূর্ব্বতেজঃ হ্রাস হইয়া আইসে। খৃষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দীতে (খৃঃ অঃ ৫৬৭-৬১০) চালুক্যরাজ মঙ্গলীশ কোন কোন কলচুরি রাজাকে পরাস্ত করিয়া করদ করিয়াছিলেন।

যাহা হউক দাহল ও কর্ণাটের উত্তরাংশে এই বংশীয় রাজগণ খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত নির্ব্বিবাদে রাজত্ব করিয়াছিলেন। [দাহলমণ্ডল ও কর্ণাট দেখ।]

এই বংশ প্রায় নয়শত বর্ষকাল উত্তরে ত্রৈপুর বা চেদি, পশ্চিমে ভিলসা (বিদিশা), পূর্ব্বে ছত্রিশগড় এবং দক্ষিণে গোদাবরীতট পর্য্যন্ত এই বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড উপভোগ করেন।

তাঁহারা সকলেই শৈব ও শক্তির সেবক ছিলেন। চেদির কলচুরিরাজ কর্ণদেবের অনুশাসনে স্থবর্ণ বৃষভধ্বজ ও চতুর্হস্ত পরিশোভিতা হস্তিপরিবৃতা কমলেকামিনী মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে, তৎপুত্র গাঙ্গেয়দেবের স্বর্ণমুদ্রায়ও চতুর্হস্তা পার্ব্বতী মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

আমরা দেশাবলী নামক সংস্কৃত গ্রন্থে 'করচুলি' নামক রাজপুত জাতির নামোল্লেখ দেখিতে পাই—

"চৌহানশ্চ দীক্ষিতশ্চ রেকোবারস্ততঃপরম্।
করচুলিঃ পরিহারো চান্দেলাখ্যো নৃপোত্তম॥
বাঘেলো বয়সো ভূপ, কছূয়া রজপুত্রকঃ।
রাঠৌরো রণশূরশ্চ রাণাখ্য রণদুর্জ্জয়ঃ॥
বিশেষঃ প্রবলো যুদ্ধে দ্বাদশ পরিকীর্ত্তিতাঃ।"

দেশাবলী-রণস্তম্ভ বিবরণ

এই করচুলি রাজপুত এক সময়ে বাঘেলখণ্ডে (প্রাচীন চেদিরাজ্যে) বাস করিত।

রেবা হইতে ৫ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অনেকগুলি সম্ভ্রান্ত রাজপুত বাস করেন। তাঁহারা আপনাদিগকে 'কারচুলি ঠাকুর' বলিয়া পরিচয় দেন। তাঁহারা বলেন, 'আমরা হৈহয় বংশীয়, সহস্রার্জ্জুনের বংশধর। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা রায়পুর-রতনপুর হইতে আসিয়া এ অঞ্চলে বাস করিয়াছেন।'

এই করচুলি বা কারচুলি রাজপুত জাতিই সম্ভবতঃ প্রাচীন শিলালিপি বর্ণিত কলচুরি বা কালচুরি। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ফ্লিট্ সেই কলচুরি বংশীয়দিগকে আর্জ্জুনায়ন বলিয়া স্বীকার করেন। (Fleet's Inscriptionum Indicarum, Vol. III. p. 10 দেখ) কিন্তু এখানে আমরা ফ্লিট্ সাহেবের মত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিলাম না। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের বংশধরগণ হৈহয় নামে পরিচিত, আর্জ্জুনায়ন বলিয়া কোন পুরাণ বা প্রাচীন গ্রন্থে বিবৃত হয় নাই। কোন কোন পুরাণ, বৃহৎসংহিতা ও পাণিনির অশ্বাদিগণে আর্জ্জুনায়ন শব্দ জনপদ ও সেই জনপদবাসী লোকদিগকে বুঝাইবার জন্য উক্ত হইয়াছে। বরাহমিহির এই জনপদ ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত অপরাপর জনপদের সহিত উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার মত গ্রাহ্য করিলে এই জনপদ পাণিনি-গণোক্ত অশ্ব (অশ্বক) জনপদের নিকটে হয়। [আর্য্যাবর্ত্ত শব্দ ১৮৩ পৃঃ ও আর্য্যাবর্ত্তের মানচিত্রে অশ্বক ও আর্জ্জুনায়ন দেখ।] বর্ত্তমান জলালাবাদ যাইবার সময় ঐ স্থানকে অনেকে 'অর্জ্জুন' বলিয়া থাকেন। প্রাচীনকালে ঐ প্রদেশ ও তজ্জনপদবাসীরাই আর্জ্জুনায়ন বলিয়া কথিত হইত। কলচুরিবংশ সমুদ্রগুপ্তের অনুশাসনস্তম্ভবর্ণিত আর্জ্জুনায়ন নয়।

পূর্ব্বকালে এই কলচুরিরাজগণ এক স্বতন্ত্র সম্বৎ ব্যবহার করিতেন, তাহাদের অনুশাসন ও খোদিত শিলাফলকে এই সম্বৎ ব্যবহৃত হইয়াছে।

এই সম্বতের প্রথম আরম্ভকাল নির্ণয় করা সুকঠিন। প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কানিংহামের মতে, কলচুরি রাজকর্ত্তৃক কালঞ্জর অধিকারের সময় হইতে কলচুরি বা চেদি সম্বৎ আরম্ভ

হইয়াছে। তাঁহার মতে ২৪৯-৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ইহার আরম্ভ। অধ্যাপক কিলহোর্ণের মতে ২৪৮-৪৯ খৃঃ এই সম্বতের আরম্ভ কাল।

(Cunningham's Indian Eras, p. 60; Archæological Survey of India, Vol. IX. p. 9; Academy, December 1887, p. 394; R. Sewell's Sketch of the Dynasties of Southern India, p. 42ff.)

কলঞ্জ (পুং) কং লঞ্জয়তি, ক-লন্জি-অণ্। ১ বিষাক্ত অস্ত্রে-মৃত মৃগ। ২ বিষাক্ত অস্ত্রহত পক্ষী। ৩ তাম্রকুট, তামাক। বিষ্ণুসিদ্ধান্ত সারাবলী নামক গ্রন্থে তামাকের ধূমসেবনে এইরূপ গুণ লিখিত আছে,—

"কলঞ্জসংবেষ্টনধূমপানাৎ
স্যাদ্দন্তশুদ্ধির্মুখরোগহানিঃ।
কফঘ্নমামজ্বরহানি কৃচ্ছ
গান্ধর্ব্ববিদ্যা প্রবণৈকসেব্যম্॥"

কলঞ্জ-সংবেষ্টন আধুনিক চুরুট বলিয়াই স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে, ইহার ধূমসেবনে দন্তশুদ্ধি, মুখরোগ, কফ ও আমজ্বর উপশমিত হয়। সঙ্গীতবিদেরা এই ধূম সেবনে স্বরের উৎকর্ষ লাভ করিতে পারেন। [তামাক দেখ।]

৪ পরিমাণবিশেষ, ১০ পল; ইহার অপর নাম ধরণ।
("কলঞ্জং ধরণং প্রাহু মণিমানবিশারদাঃ।")
৫ (ক্লী) বিষাক্ত অস্ত্রহত মৃগপক্ষীর মাংস।

কলঞ্জাধিকরণ (ক্লী) "ন কলঞ্জং ভক্ষয়েৎ" ইত্যাদি বাক্য অবলম্বন করিয়া পঞ্চাবয়ব ন্যায়বিশেষ।

কলট (ক্লী) কং জলং লটতি আবৃণোতি, ক-লট-অচ্। তৃণাদি নির্ম্মিত গৃহাচ্ছাদন, চাল। ইহার সংস্কৃত নামান্তর কুটল।

কলতা (স্ত্রী) কলস্য ভাবঃ, কল-তল্-টাপ্ (তস্যভাবস্তলৌ। পা ৫।১।১১৯।) অব্যক্ত মধুরতা।

কলতূলিকা (স্ত্রী) কং সুখং বিষয়ত্বেন লাতি গৃহ্লাতি কলং কামং তূলয়তি পূরয়তি; কল-তূল-ণ্বুল্-টাপ্-অত ইত্বম্। ১ ইচ্ছাবতী। ২ কামুকী, ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বাঞ্ছিনী ও লঞ্জিকা।

কলত্র (ক্লী) গড় সেচনে-অত্রন্-গকারস্য ককারঃ, (গড়াদেশ্চ কঃ। উণ্ ৩।১০৬) ডস্য লঃ। ১ স্ত্রী। ২ নিতম্ব। ৩ দুর্গস্থান। (কলত্রং শ্রোণিভার্য্যায়াং দুর্গস্থানে চ ভূভুজাম্। হেম° অনে ৩।৫৩১।)

কলত্রবান্ [ৎ] (পুং) কলত্রমস্যাস্তি, কলত্র-মতুপ্, মস্য বঃ। সস্ত্রীক।
("কলত্রবন্তমাত্মানমবরোধে মহত্যপি।" রঘু।)

কলত্রী [ন্] (পুং) কলত্রমস্যাস্তি, কলত্র-ইনি। সস্ত্রীক, স্ত্রীযুক্ত।

কলধূত (ক্লী) কলেন অবয়বেন ধূতং শুদ্ধম্, ৩তৎ। ১ রৌপ্য। ২ কলেন অব্যক্তমধুরধ্বনিনা ধূতম্ মনোরমম্। (ত্রি) অব্যক্ত মধুর শব্দযুক্ত।

কলধৌত (ক্লী) কলেন অবয়বেন ধৌতং শুদ্ধম্। ১ স্বর্ণ, সোণা।
"তপ্তকলধৌত জিনি হৈল অঙ্গশোভা।" কবিকঙ্কণ।
২ রৌপ্য।
("অধিরাত্রি যত্র নিপতন্নভোলিহাং
কলধৌতধৌতশিলবেশ্মনাং রুচৌ॥" মাঘ।)
(কলধৌতং সুবর্ণে স্যাৎ রজতে চ নপুংসকম্। মেদিনী।)
৩ কলধ্বনি।

কলধ্বনি (পুং) কলঃ অস্ফুটমধুরঃ ধ্বনির্যস্য, বহুব্রী। ১ পায়রা। ২ কোকিল। ৩ ময়ূর। ৪ অব্যক্ত মধুর শব্দ।
("অপ্সরোগণসঙ্গীতকলধ্বনিনিনাদিতে।" মহানির্ব্বাণ°।)

কলন (ক্লী) কল্যতে লক্ষ্যতে দূষ্যতে বা, কল-ল্যুট্। ১ চিহ্ন। ২ দোষ। ৩ কল্যতে শুক্রশোণিতাভ্যাং অন্যোন্যং মিশ্র্যতে। গর্ভে মিশ্রিত শুক্রশোণিতের প্রথম বিকার; ইহার সংস্কৃত নামান্তর কলল। [কলল দেখ।]
("কলনং ত্বেকরাত্রেণ পঞ্চরাত্রেণ বুদ্বুদম্।
দশাহেন তু কর্কন্ধূঃ পেশ্যণ্ডং বা ততঃপরম্॥"
ভাগবত ৩।৩১।২।)

৪ গ্রহণ। ৫ গ্রাস। ("কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং স কালঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।") ৬ জ্ঞান। ("লোকানামন্তকৃৎকালঃ কালো-ঽন্যঃ কলনাত্মকঃ।" সূর্য্যসি°।
'কলনাত্মকঃ জ্ঞানবিষয়স্বরূপঃ জ্ঞাতুং শক্যইত্যর্থঃ।' রঙ্গনাথ।
৭ (পুং) কং জলং লাতি, ক-লা-ক; কলঃ সন্ নমতি, কল-নম্-ড। বেতস, বেতগাছ।

কলনা (স্ত্রী) কল-ভাবে যুচ্-টাপ্। ১ বশীকৃততা।
("করারং যৎক্ষ্বেড়ং কবলিতবতঃ কালকলনা।" আনন্দলহরী।)
২ কল্পনা। ৩ অবমোচন। ("পিচ্ছাবচূড়া কলনামিবোরঃ।" মাঘ।)

কলনাদ (পুং, স্ত্রী) কলো নাদোঽস্য, বহুব্রী। ১ রাজহংস। ২ (ত্রি) কলধ্বনিযুক্ত। ৩ (পুং, কর্ম্মধা) কলধ্বনি।

কলন্তক (পুং) পক্ষিবিশেষ।

কলন্দক (পুং) গোত্রপ্রবর মুনিবিশেষ।

কলন্দন (পুং) কলং শাস্ত্রবিহিতং বাক্যং শিষ্টাচারং বা দৃণাতি, কল-দৃ-খচ্ মুম্চ। বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। লেট জাতির ঔরসে ও তীবর কন্যার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত।)

কলন্দিকা (স্ত্রী) কলং কামং সর্ব্বাভীষ্টং দদাতি, কল-দা-

ক-সংজ্ঞায়াং কন্-টাপ্ অতইত্বম্। পৃষোদরাদিত্বাৎ মুম্ চ। সর্ব্ববিদ্যা। (কলম্বিকা সর্ব্ববিদ্যা। হেম ২। ১৭২।)

কলঙ্কু (স্ত্রী) কলায়াঃ মাত্রায়া অঙ্কুরিব, শকন্ধ্বাদিত্বাদলোপঃ। ঘোলীশাক।

কলপ (দেশজ) চুল রঙ্গ করিবার জন্য একপ্রকার দ্রব পদার্থবিশেষ।

কলভ (পুং) কলেন করেণ শুণ্ডেন ইত্যর্থঃ ভাতি, কল-ভা-ক যদ্বা কল-অভচ্ (কৃদৃশৃশলিকলিগর্দ্দিভ্যোঽভচ্। উণ্ ৩।১২২) ১ পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত বয়স্ক হাতির ছানা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—করিশাবক, ব্যাল ও দুর্দ্দান্ত। ২ হস্তিমাত্র।

("মুদা রমন্তে কলভা বিকস্বরৈঃ।" মাঘ।)

৩ ধুতরাগাছ। ৪ উষ্ট্রশাবক।

কলভবল্লভ (পুং) কলভস্য হস্তিশাবকস্য বল্লভঃ প্রিয়ঃ, ৬তৎ। পীলুবৃক্ষ।

কলভী (স্ত্রী) কং জলং আশ্রয়তয়া লভতে, ক-লভ-অচ্-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। চঞ্চুবৃক্ষ।

কলভৈরব (পুং) কলং ভৈরবশ্চ, কর্ম্মধা°। ভয়ঙ্কর অব্যক্ত শব্দ। ("ইহমুহুর্ম্মুদিতৈঃ কলভৈরবঃ।" মাঘ।)

কলম (পুং) কলয়তি অক্ষরং জনয়তি, কল-ণিচ্-অম (কলিকর্দ্দোরমঃ। উণ্ ৪।৮৪।) ১ লেখনী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—লেখনী, বর্ণতূলী ও অক্ষরতূলিকা। ২ শালিধান্য-বিশেষ; রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ,—কষায়রস, চক্ষুর হিতকারক, এবং রক্তদোষ ও ত্রিদোষনাশক। ৩ চোর।

(কলমঃ পুংসি লেখন্যাং শালৌ পটচ্চরেঽপি চ। মেদিনী।)

৪ বাদ্যযন্ত্রবিশেষ; ইহার আকার লিখিবার কলমের ন্যায়, সেইজন্য ইহার নাম 'কলম'। এই যন্ত্র এইরূপ নামেই অনেকদেশে প্রচলিত আছে। ইহাই সংস্কৃতে কলম, পারস্য, আফগানিস্থান, তুর্কি, তাতার প্রভৃতি দেশেও কলম, এবং গ্রীসে কলমস্ (Calamus), সেইজন্য বোধ হয় ইহা ভারতবর্ষীয় যন্ত্র। ইহার একমুখ কলমের ন্যায় কর্ত্তিত এবং অপর মুখ অন্যান্য বংশীর ন্যায় অনাবদ্ধ থাকে। ইহার দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত অল্প এবং তার রন্ধ্র সংখ্যা অন্যান্য বংশীর ন্যায় সাতটি। ইহা সরলভাবে বাজাইতে হয়। যেদিকে বাজায়, সেইখানে দেশী সানাইয়ের মত একটি ক্ষুদ্র নল বসান থাকে এবং বাজাইবার পূর্ব্বে থু থু দিয়া ভিজাইয়া লইতে হয়।

কলমকর্ত্তনী। কলম কাটিবার ছুরী।

কলমকাঠি। কলম করিবার কাঠি।

কলমজারি (পারস্য) ১ কাজে ব্যস্ত। ২ আদেশ।

কলমতরাস্ (পারস্য) কলমকাটিবার ছুরী।

কলমা (আরব্য) ১ কথা ২। মুসলমানদিগের ভজনা।

কলমী (দেশজ) কলমীশাক; ইহার সংস্কৃত নাম কলম্বী। [কলম্বী দেখ।]

কলমীশাক (দেশজ) জলজাত শাকবিশেষ। [কলম্বী দেখ।]

কলমেরমোচ্ (দেশজ) কলমের অগ্রভাগ (Nib.)

কলমোত্তম (পুং) কলমেভ্যঃ কলমেষু বা উত্তমঃ। গন্ধশালি, সুগন্ধি ধান্য।

কলম্ব (পুং) কল্যতে ক্ষিপ্যতে শত্রুং প্রতি, কল-অম্বচ্। ১ শর, বাণ। ২ শাকনালিকা, শাকের নল বা ডাঁটা। ৩ কদম্ব। (কলম্বো নালিকাশাকে পৃষৎকে নীপপাদপে। হেম° অনে ৩। ৪৪৭।)

কলম্ব। সিংহলের একটি জনাকীর্ণ নগর। ৪৯৬ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে সিংহলীদিগের প্রাচীন পুস্তকে এই স্থান 'কুলম্' বা সমুদ্রতট বলিয়া খ্যাত ছিল। ১৫০৫ খৃঃ, পর্ত্তুগীজেরা এখানে প্রথম পদার্পণ করে। ১৭৯৬ খৃঃ অব্দে ইংরাজ অধিকৃত হয়।

এই নগরে মান্নার উপসাগরের নিকট কতকগুলি হিন্দু-মন্দির আছে।

কলম্বক (পুং) কলম্ব-সংজ্ঞায়াং কন্। ধারা কদম্ব।

কলম্বকুব্জক (ক্লী) তীর্থবিশেষ। (বৃহন্নীলতন্ত্র)

কলম্বিকা (স্ত্রী) কলম্ব-টাপ্-অত ইত্বম্। ১ কলমীশাক।

("কলম্বিকা গুরুর্ব্বা্যা কষায়ান্তন্যবৃদ্ধিদা।" চক্রদ°।)

২ (কলম্বীব কায়তে প্রকাশতে, কলম্বী-কৈ-ক-টাপ্-ইত্বঞ্চ, পৃষোদরাদিত্বাৎ হ্রস্বঃ। গ্রীবার পশ্চাচ্ছিকস্থ নাড়ী, ইহার অপর সংস্কৃত নাম মন্যা।

কলম্বী (স্ত্রী) কে জলে লম্বতে, লবি স্রংসনে-অচ্-ঙীষ্। জলজ লতাবিশেষ, কলমীশাক। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কড়ম্বী, কলম্ব ও কলম্বিকা। (Convolvulus repens.) রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ,—মধুর ও কষায়রস, গুরু; স্তন্যদুগ্ধ, শুক্র ও শ্লেষ্মকারক।

কলম্বু (স্ত্রী) কে জলে লম্বতে, ক-লম্ব-উণ্। কলমীশাক।

কলম্বুট (ক্লী) কে জলে লম্বতে ভাসতে, ক-লম্ব-উটন্। ১ হৈয়ঙ্গবীন, সদ্যো দুগ্ধজাত ঘৃত। ২ নবনীত, মাখন।

কলম্বূ (স্ত্রী) কে জলে লম্বতে, লম্ব-বাহুলকাৎ ঊঙ্। কলমী।

কলরব (পুং) কলঃ মধুরাস্ফুটো রবঃ ধ্বনি র্যস্য, বহুব্রী। ১ কপোত, পায়রা। ("শীর্ণপ্রাসাদোপরি জিগীষুরিব কূলরবঃ কণতি।" আর্য্যাসপ্তশতী ৫৯৩।)

২ কোকিল। ৩ (কর্ম্মধা°) কলধ্বনি। ৪ গোলমাল।

কলরোল (পুং) কলধ্বনি। অস্ফুট মধুর শব্দ।

"আই আই আয়োর উঠিল কলরোল।
জামাই মাইলো ঠেলা বলি হৈল গণ্ডগোল॥" শিবায়ন।

কলল (পুং, ক্লী) কল্যতে বেষ্ট্যতে হনেন, কল-বৃষাদিভ্যঃ কলচ্। ১ জরায়ু, গর্ভবেষ্টন চর্ম্ম। ২ শুক্রশোণিতের প্রথম বিকার; গর্ভের প্রথমমাসে কলল উৎপন্ন হয়। ঋতুস্নাতা স্ত্রী স্বপ্নে মৈথুন আচরণ করিলে তাহার গর্ভ হইয়া থাকে, সেই গর্ভ অস্থি প্রভৃতি পৈত্রিক গুণশূন্য হওয়ায় 'কলল' মাত্র প্রসূত হইয়া থাকে। (সুশ্রুত।)

(গর্ভস্তু গরভো ভ্রূণো দোহদলক্ষণঞ্চ সঃ।
গর্ভাশয়ো জরায়ুস্বে কললোস্বে পুনঃ সমে॥ হেম ৩।২৪৪।)

কললজ (পুং) কললমিব জায়তে, কলল-জন-ড। ১ রাল, ধূনা। ২ গর্ভ।

কললজোদ্ভব (পুং) উদ্ভবতি অস্মাৎ, উদ্ভবঃ, কললজস্য উদ্ভবঃ, ৬তৎ। সালগাছ।

কলবল (দেশজ) ১ বিবিধ অস্ফুট শব্দ। ২ অসম্বন্ধ বাক্য।

কলবিঙ্ক (পুং) কলং মধুরাস্ফুটং বঙ্কতে রৌতি, কল-বকি-অচ্-পৃষোদরাদিত্বাৎ অত ইত্বম্। ১ চটক, চড়াইপাখী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কলবিঙ্ক, কুলিঙ্গ ও কালকণ্টক। ভাবপ্রকাশের মতে, ইহার গুণ,—শীতল, স্নিগ্ধ, স্বাদু, শুক্র ও কফকারক এবং সন্নিপাতনাশক। গৃহচটক অধিকতর শুক্রকারক। ২ কলিঙ্গক বৃক্ষ। ৩ কলঙ্ক। ৪ শ্বেতচামর। ৫ ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের মস্তকবিশেষ। ভাগবতে ইহার বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে,—

"কোন সময়ে ইন্দ্র ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া সুরাচার্য্য বৃহস্পতির অবমাননাকরায়, বৃহস্পতি অন্তর্হিত হইয়াছিলেন। এই সময়ে অসুরগণ দেবতাদিগকে নিতান্ত পীড়িত করিয়া তুলিল, ব্রহ্মা অনন্যোপায় দেখিয়া ত্বষ্টৃপুত্র বিশ্বরূপকে পৌরহিত্যে নিযুক্ত করিয়া অসুর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে উপদেশ দিলেন। দেবগণও তদনুসারে তাঁহাকে পুরোহিত করিয়া কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। কিন্তু বিশ্বরূপ মাতামহ বংশের প্রতি স্বাভাবিক স্নেহবশতঃ গোপনে অসুরদিগকে যজ্ঞভাগ প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্রমে ইন্দ্র তাহা অবগত হইয়া ক্রোধে বিশ্বরূপের মস্তকসমূহ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বিশ্বরূপের ৩টি মস্তক ছিল, নাম—কপিঞ্জল, কলবিঙ্ক ও তিত্তিরি। যে মুখের দ্বারা তিনি সুরাপান করিতেন, সেই মুখের নাম কলবিঙ্ক।" (ভাগবত ৬। ৯ অঃ।)

৬ তীর্থবিশেষ।

কলশ (ত্রি) কলং মধুরাব্যক্তশব্দং শবতি, জলপূরণসময়ে প্রাপ্নোতি, কল-শ গতৌ-ড। জলাধারবিশেষ, কলসী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ঘট, কুট, নিপ, কলস, কলসি, কলসী, কলশি, কলশী, কুম্ভ ও করীর। তন্ত্রসারোক্ত কলাবতী দীক্ষা প্রকরণে কলশের পরিমাণ এইরূপ লিখিত আছে,—"পঞ্চাশ অঙ্গুল বেড়, ষোড়শ অঙ্গুল উচ্চ এবং আট অঙ্গুলি মুখ। ৩৬ অঙ্গুলি বিস্তার ও উচ্চতাবিশিষ্টকে কুম্ভ বলে। ষোড়শ বা দ্বাদশ অঙ্গুলির কম করা উচিত নহে।"

কলশদির্ (স্ত্রী) কলশস্য দীর্দরণম্, কলশ-দৄ-ভাবে ক্বিপ্। যাজ্ঞিক কলশ-বিদারণ।

কলশপোতক (পুং) সর্পবিশেষ।

("আর্য্যকশ্চোগ্রকশ্চৈব নাগঃ কলশপোতকঃ।"
ভারত আদি ৩৫ অঃ।)

কলশি (স্ত্রী) কলং শরীরমালিন্যং শ্যতি নাশয়তি, কল-শো-ইন্। ১ পৃশ্নিপর্ণী, চাকুলে। ২ (কল-শৃ-ডি) ঘট, জলাধারবিশেষ। ("কলশিমুদধিগুর্ব্বী বল্লবা লোড়য়ন্তি।" মাঘ।)

কলশী (স্ত্রী) কলশি ঙীপ্। ১ জলপাত্রবিশেষ। ২ চাকুলে। ৩ তীর্থবিশেষ।

কলশিকণ্ঠ (ত্রি) কলশ্যাঃ কণ্ঠইব কণ্ঠঃ অস্য, বহুব্রী। ১ কলশীর কণ্ঠের ন্যায় কণ্ঠযুক্ত। ২ ঋষিবিশেষ।

কলশীমুখ (পুং) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ইহার মুখ কলশীর মুখের ন্যায়।

কলশীসুত (পুং) কলশ্যাঃ সুত ইব, কলশীতঃ উৎপন্নত্বাৎ। অগস্ত্যমুনি। [অগস্ত্য দেখ।]

কলশোদর (পুং) কলশ ইব উদরমস্য, বহুব্রী। ১ দানববিশেষ। (হরিবংশ ২৪০ অঃ) ২ কলশের ন্যায় যাহার উদর।

কলস (ত্রি) কেন জলেন লসতি শোভতে, ক-লস্-অচ্। ১ কলশ, কলশী। ২ (পুং) দ্রোণ পরিমাণ, ৪ আঢ়ক /৮সের। ("চতুর্ভিরাঢ়কৈর্দ্রোণঃ কলসোনল্বণোর্ম্মণঃ।" শার্ঙ্গধর।) ৩ (পুং, কেন জলেন লসতি, ক-লস্-অচ্।) কুম্ভ। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে "অমৃত সংগ্রহের জন্য যে সময়ে দেবাসুরে সাগরমন্থন করিয়াছিলেন, সেই সময়ে বিশ্বকর্ম্মা দেবগণের কলাসমূহের দ্বারা পৃথক্২ নয়টি ঘট প্রস্তুত করিয়াছিলেন; এই জন্যই ইহার নাম কলস হইয়াছে।" নির্ব্বাণ তন্ত্রেও লিখিত আছে—

"কলাং কলাং গৃহীত্বা তু দেবানাং বিশ্বকর্ম্মণা।
নির্ম্মিতোহয়ং স বৈ যস্মাৎ কলসস্তেন কথ্যতে॥"

৪ গর্ভজাত নাগবিশেষ। (মহাভারত) ৫ কাশ্মীরের একজন রাজা, ইহার অপর নাম রণাদিত্য। ইনি তুক্কের পুত্র। ৮ই শ্রাবণ ৯৮৫ শকে, তুক্ক ইহাকে রাজা করেন। রাজা হইয়া তাঁহার পিতার উপর কেমন বিষ নজর পড়িল, পিতার

উপর অত্যাচার করিতে বাকি রাখিলেন না। তাঁহার মন্ত্রিগণের এ সব অত্যাচার সহ্য হইল না। শেষে তাঁহার প্রধান-মন্ত্রী হলধর তাঁহার বৃদ্ধ পিতাকে সিংহাসন প্রদান করিলেন। তখন কলস নামমাত্র রাজা হইয়া পিতার অধীনে চলিতে লাগিলেন। যত ভণ্ড লম্পট তাঁহার সহচর হইল। তাহাদের সহবাসে ক্রমে ইহার চরিত্র এত নীচ হইয়া পড়িল যে আপন কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্ম আপন ভগিনী ও তনয়ার সতীত্ব নষ্ট করেন। বৃদ্ধ রাজা তাঁহার আচরণে নিতান্ত ব্যথিত হইয়া সমস্ত ধনরত্ন বিতরণ করিয়া রাজ্য ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন। এই সময়ে এই দুষ্ট পিতৃহত্যা করিবার সুবিধা খুঁজিতে লাগিল। পরে নিজ মাতার কাতর বাক্যে এই দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ করিলেন। বৃদ্ধ পিতা মনের দুঃখে আত্মঘাতী হইলেন। কলসও কিছুদিন রাজত্ব করিয়া লীলাখেলা শেষ করিলেন। তাঁহার পর উৎকর্ষ কাশ্মীরের রাজা হন। (রাজতরঙ্গিণী ৭ম তরঙ্গ)

কলসক্ষেত্র । কর্ণাটকের অন্তর্গত একটি পবিত্র তীর্থস্থান। [স্কন্দপুরাণীয় কলসক্ষেত্রমাহাত্ম্য দেখ।]

কলসি (পুং) কেন জলেন লসতি, ক-লস্-ইন্। ১ চাকুলে। ২ গর্গরী। ৩ জলপাত্রবিশেষ।

কলসী (স্ত্রী) কলস-ঙীপ্। ১ কলস। ২ চাকুলে। ("কলসী বৃহতী দ্রাক্ষা।" সুশ্রুত।)

কলসীক (স্ত্রী) কলসী-স্বার্থে কন্। কলস।

("অবলম্বিত কর্ণশষ্কুলী কলসীকং রচয়ন্নবোচত।"
নৈষধ ২।৮।)

কলসীসুত (পুং) কলস্যাং জাতঃ সুতঃ, মধ্যলো॰। অগস্ত্যমুনি।

কলসোদধি (পুং) কলস ইব উদধিঃ, মধুনাধারত্বাৎ। সমুদ্র।

কলসোদরী (স্ত্রী) কলইব উদরং যস্যাঃ, বহুব্রী। কলশের ন্যায় উদরবিশিষ্টা স্ত্রী।

কলসনাড় (দেশজ) একপ্রকার চোঁচ ঘাস।

কলস্বর (পুং) কলশ্চাসৌ স্বরশ্চেতি, কর্মধা॰। কলরব, অব্যক্ত মধুর শব্দ।

"চাঁদমুখে চুম্বন করিয়া তার পর।
চক্ষে জল দিয়া কাঁদে করি কলস্বর॥" শিবায়ন।

কলহ (পুং, ক্লী) কলং কামং হন্তি অত্র, কল-হন্ অধিকরণে ড। ১ বিবাদ, ঝগড়া। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—যুদ্ধ, আয়োধন, জন্য, প্রধন, প্রবিদারণ, মৃধ, আস্কন্দন, সংখ্যা, সমীক, সাম্পরায়িক, সমর, অনীক, রণ, বিগ্রহ, সম্প্রহার, অভিসম্পাত, কলি, সংস্ফোট, সংযুগ, অভ্যামর্দ্দ, সমাঘাত, সংগ্রাম, অভ্যাগম, আহব, সমুদায়, সংযৎ, সমিতি, আজি, সমিৎ, যুধ, শমীক, সাম্পরায়ক, সংস্ফেট ও যুৎ। ২ (পুং) পথ ৩ খড়্গকোষ, তরবালের খাপ। ৪ ভণ্ডন, প্রতারণা।

(কলহং যুধি বাটে না খড়্গকোষে চ ভণ্ডনে। মেদিনী।)

কলহংস (পুং) কলেন মধুরাস্ফুটধ্বনিনা বিশিষ্টো হংসঃ মধ্যলো॰। ১ বালিহাঁস; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কাদম্ব, কলনাদ ও মরালক। ২ রাজহংস।

("কুন্দাবদাতাঃ কলহংসমালাঃ।
প্রতীরিরে শ্রোত্রসুখৈর্নিনাদৈঃ॥" ভট্টি)

৩ রাজশ্রেষ্ঠ। ৪ পরমাত্মা। ৫ ব্রহ্ম। ৬ ব্রাহ্মণ। ৭ রাগিণীবিশেষ। মধু, শঙ্করবিজয় ও আভীরীযোগে উৎপন্ন। ৮ ছন্দোবিশেষ; ইহা অতিজগতীর অন্তর্ভূত এবং ত্রয়োদশ অক্ষরবিশিষ্ট। এই ছন্দের ১ম, ২য়, ৪র্থ, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ১০ম ও ১১শ অক্ষর লঘু, এবং ৩য়, ৫ম, ৯ম, ১২শ, ১৩শ অক্ষর গুরু।

"সজসাঃ সগৌ চ কথিতঃ কলহংসঃ।"

উদাহরণ যথা,—

"যমুনাবিহারকুতুকে কলহংসো
ব্রজকামিনী কমলিনী কৃতকেলিঃ।
জনচিত্তহারিকলকণ্ঠনিনাদঃ
প্রমদং তনোতু তব নন্দতনূজঃ॥" (ছন্দোমঞ্জরী।)

কেহ কেহ ইহাকে 'সিংহনাদ'ও কহিয়া থাকেন।

কলহকার (ত্রি) কলহং করোতি, কলহ-কৃ-অণ্। কলহকারক।

("হস্তং কলহকারো হসৌ শব্দকারঃ পপাত থম্। ভট্টি।)

কলহকারক (ত্রি) কলহং করোতি, কলহ-কৃ-ণ্বুল্ (ণ্বুল্ তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩।) বিবাদকারী।

কলহকারী [ন্] (ত্রি) কলহ-কৃ-ণিনি। বিবাদকারক।

কলহনাশন (পুং) কলহং নাশয়তি, কলহ-নশ-ণিচ-ল্যু। ১ পূতিকরঞ্জ। ২ যে ঝগড়া থামায়।

কলহপ্রিয় (পুং) কলহঃ প্রিয়ো যস্য, বহুব্রী। ১ নারদ। ২ (ত্রি) বিবাদপ্রিয়, ঝগড়াটে।

("দুর্ম্মুখাঃ কপিলাঃ কৃষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ কলহপ্রিয়াঃ।"
রামায়ণ ৫।১৬।২১।)

কলহপ্রিয়া (স্ত্রী) কলহস্য কলহে বা প্রিয়া, ৬ বা ৭তৎ। শারিকা পাখী।

কলহর । মধ্যপ্রদেশবাসী বণিক্‌জাতিবিশেষ। ইহারা অধিকাংশই দোকানদার। এ অঞ্চলে এই জাতির সংখ্যা অনেক। এক বেগগঙ্গাপ্রদেশেই ৩ লক্ষের অধিক। এই জাতি প্রধানতঃ তিন শাখায় বিভক্ত, সিহোরা কলহর, পরদেশী কলহর ও জৈন কলহর। সিহোরা কলহর পূর্ব্বে বুন্দেলখণ্ডে বাস করিত,

সেখান হইতে এ অঞ্চলে আসিয়া বাস করে। পূর্ব্বে তাহারা 'ওমরাই বেনিয়া' বলিয়া পরিচয় দিত।

পরদেশী কলহরেরাই এখানকার আদি কলহর। তাহারা বলে, যে ভারতের উত্তর অঞ্চল হইতে সে দেশে গিয়াছে। দৈন কলহরেরা সমাজচ্যুত ও ধর্ম্মভ্রষ্ট বলিয়া অপর কলহর অপেক্ষা নিম্নশ্রেণী বলিয়া অভিহিত।

কলহান্তরিতা (স্ত্রী) কলহাৎ অন্তরিতা পশ্চাৎ পরিতাপমাপ্তা ইতি শেষঃ। নায়িকাবিশেষ; সাহিত্যদর্পণে ইহার লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,—

"চাটুকারমপি প্রাণনাথং রোষাদপাস্ত যা।
পশ্চাত্তাপমবাপ্নোতি কলহান্তরিতা তু সা॥"

যে স্ত্রী প্রথমে অনুরোধকারী নায়ককে ক্রোধভরে পরিত্যাগ করিয়া পরে অনুতাপ করে, তাহাকে কলহান্তরিতা কহে। উদাহরণ যথা—

"নো চাটুশ্রবণং কৃতং ন চ দৃশাহারোঽন্তিকে বীক্ষিতঃ
কান্তস্ত প্রিয়হেতবে নিজসখীবাচোঽপি দূরীকৃতাঃ।
পাদান্তে বিনিপত্য তৎক্ষণমসৌ গচ্ছন্ময়া মূঢ়য়া
পাণিভ্যামবরুধ্য হন্ত সহসা কণ্ঠে কথং নার্পিতঃ?॥"

প্রাণনাথের চাটুবাক্যে আমি কর্ণপাত করি নাই, সমীপস্থ হারও একবার চাহিয়া দেখি নাই এবং প্রিয়সখিগণ কান্ত সম্বন্ধে যে সকল প্রিয়বাক্য বলিয়াছিল, তাহাতেও আস্থা না দেখাইয়া অবজ্ঞা করিয়াছি; পরিশেষে কান্ত যখন আমার পায়ে পড়িয়া চলিয়া যাইতেছিলেন, আমি সেই সময়ে কেন তাঁহার কণ্ঠদেশে বাহু দ্বারা বেষ্টন করিয়া হার পরাইয়া দিই নাই? (সাহিত্যদ° ৩। ৮৬।) ভ্রান্তি, সন্তাপ, সম্মোহ, বিশ্বাস, জ্বর ও প্রলাপাদি কলহান্তরিতার ক্রিয়া। (রসমঞ্জরী।)

ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন—

"কলহে খেদায়া পতি পশ্চাৎতাপিতা।
কবিগণ বলে তারে কলহান্তরিতা॥
ক্রোধে হয়ে হতজ্ঞান, কৈনু তার অপমান,
এখন আকুল প্রাণ দেখিতে না পাইয়া।
ফুটিছে বিবিধ ফুল, ডাকে ভৃঙ্গ অলিকুল,
সামালিব এই শূল কার পানে চাহিয়া॥
কাতর হইয়া অতি, বিস্তর করিয়া নতি,
চরণে ধরিল পতি না চাহিনু ফিরিয়া।
করিনু যেমন কর্ম্ম, ফলিল তাহার ধর্ম্ম,
মরুক এমত মর্ম্ম দুঃখে যাই মরিয়া॥"

কলহাপহৃত (ত্রি) কলহেন অপহৃতং। বিবাদ করিয়া যাহা অপহৃত হয়।

কলহী [ন্] (ত্রি) কলহ-ইনি। কলহযুক্ত, ঝগড়াটে। ("অথযেঽন্নাঃ কলহিনঃ পিশুনা উপবাদিনঃ।" খণ্ডো° ৭।৬।১।)

কলহু। গণিতোক্ত ঊর্দ্ধসংখ্যাবিশেষ।

কলা (স্ত্রী) কলয়তি বৃদ্ধিতো ধনং সঞ্চিনোতি, কল-অচ্-টাপ্। ১ মূলধন বৃদ্ধি, সুদ। ২ শিল্পাদি। ৩ অংশ। ৪ ত্রিশ-কাষ্ঠা পরিমিত সময়। ৫ উভয় ধাতুর মিশ্রণস্থানস্থ অবকাশ বিশেষ, ইহার দ্বারাই রসরক্তাদি ধাতু পৃথক্ ভাবে থাকিতে পারে। ৬ স্ত্রীদিগের রজঃ। ৭ নৌকা। ৮ কপট। ৯ রাশির ত্রিশ অংশকে ভাগ এবং ভাগের ষষ্টি ভাগকে কলা কহে।

"বিকলানাং কলা ষষ্ট্যা তৎ ষষ্ট্যা ভাগ উচ্যতে।
তত্ত্রিংশতা ভবেদ্রাশির্ভগণো দ্বাদশৈবতে॥" সূর্য্যসিদ্ধান্ত।)

১০ চন্দ্রের ষোড়শভাগ, তাহাদিগের নাম—অমৃতা, মানদা, পূষা, তুষ্টি, পুষ্টি, রতি, ধৃতি, শশিনী, চন্দ্রিকা, কান্তি, জ্যোৎস্না, শ্রী, প্রীতিরঙ্গদা, পূর্ণা, পূর্ণামৃতা ও স্বরজা। চন্দ্রের এই সকল কলা অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ ক্রমে ক্রমে পান করেন বলিয়া, দিন দিন চন্দ্রের হ্রাস হইয়া অমাবস্যা হইয়া থাকে। অগ্নি প্রথম কলা, সূর্য্য দ্বিতীয়, বিশ্বদেবা তৃতীয়, বরুণ চতুর্থ, বষট্কার পঞ্চম, ইন্দ্র ষষ্ঠ, দেবর্ষিগণ সপ্তম, একপাৎ অজ অষ্টম, যম নবম, বায়ু দশম, উমা একাদশ, পিতৃলোক দ্বাদশ, কুবের ত্রয়োদশ, পশুপতি চতুর্দ্দশ ও প্রজাপতি পঞ্চদশ কলা পান করার পর, ষোড়শ কলা জলমধ্যে প্রবেশ করে, জল হইতে ওষধি শরীরে প্রবিষ্ট হয়। গাভীসকল জল ও ওষধি-প্রবিষ্ট ঐ কলা পান করিলে তাহা অমৃতস্বরূপ ক্ষীর হইয়া নিঃসৃত হয়, ঐ ক্ষীরজাত ঘৃত মন্ত্রপূত করিয়া অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে, চন্দ্র পুনর্ব্বার্ দিনে দিনে আপ্যায়িত হইতে থাকেন।

১২ সূর্য্যের দ্বাদশভাগ; তাহাদের নাম,—তপিনী, তাপিনী, ধূম্রা, মরীচি, জ্বালিনী, রুচি, সুষুম্না, ভোগদা, বিশ্বা, বোধিনী, ধারিণী ও ক্ষমা।

১২ অগ্নিমণ্ডলের দশভাগ, তাহাদের নাম,—ধূম্রা, অর্চ্চি, উষ্মা, জ্বলিনী, জ্বালিনী, বিস্ফুলিঙ্গিনী, সুশ্রী, সুরূপা, কপিলা ও হব্যকব্যবহা।

১৩ চতুঃষষ্টি (৬৪) কলা, শিবতন্ত্রে সেই সকল কলার নাম নির্দ্দেশ আছে। যথা—গীতবাদ্য; নৃত্য, নাট্য; চিত্র; ভূষণ; নির্ম্মাণ; তণ্ডুল ও কুসুমাদি দ্বারা পূজার উপহার সজ্জা; পুষ্পশয্যা; দন্ত বসন ও অঙ্গরাগ; মণিভূমিকা কর্ম্ম; শয্যারচনা; উদকবাদ্য; উদকঘাত; চিত্রযোগ; মাল্য-গ্রন্থন; চূড়ানির্ম্মাণ; বেশভূষা করণ; কর্ণপত্র ভঙ্গ; গন্ধলেপন; ভূষণযোজনা; ইন্দ্রজাল; কৌমারযোগ; হস্তলাঘব; বিবিধ

শাকাপূপাদি ভক্ষ্য প্রস্তুত করণ; পানকরসরাগাসবযোজনা; সূচীবাপকর্ম্ম; সূত্রক্রীড়া; প্রহেলিকা; প্রতিমালা; দুর্ব্বাচক যোগ; পুস্তক পাঠ; নাটিকা ও আখ্যায়িকা দর্শন; কাব্যসমস্যাপূরণ; পট্টিকাবেত্রবাণবিকল্প; তর্ককর্ম্ম; তক্ষণ; বাস্তুবিদ্যা; রৌপ্যরত্নাদি পরীক্ষা; ধাতুবাদ; মণিরাগজ্ঞান; আকরজ্ঞান; বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ যোগ; মেষকুক্কুট ও লাবকযুদ্ধবিধি; শুকশারিকা প্রলাপন; উৎসাদন; কেশমার্জ্জন কৌশল; অক্ষরমুষ্টিকা কথন; ম্লেচ্ছিত কবিকল্প; দেশভাষা জ্ঞান; পুষ্পশকটিকা নিমিত্তজ্ঞান; যন্ত্রমাতৃকা; ধারণমাতৃকা; সম্পাট্য; মানসীকাব্যক্রিয়া; ক্রিয়াবিকল্প; ছলিতক যোগ, অভিধানকোষছন্দোজ্ঞান; বস্ত্রগোপন; দ্যূতবিশেষ; আকর্ষণক্রীড়া; বালক ক্রীড়নক; বৈনায়িকী বিদ্যাজ্ঞান; বৈজয়িকী বিদ্যাজ্ঞান ও বৈতালিকীবিদ্যাজ্ঞান। কোন কোন গ্রন্থে সূচীবাপ কর্ম্ম ও সূত্রক্রীড়া একপদ করিয়া বীণাডমরুকবাদ্য একটি অধিক সন্নিবেশ এবং বৈতালিকী স্থানে বৈয়াসিকী পাঠ দৃষ্ট হয়। ১৪ জিহ্বা।

("কলাং পরাঙ্মুখীং কৃত্বা ত্রিপথে পরিযোজয়েৎ।

হটযোগদীপিকা।

১৫ শিব। ১৬ লেশ। ১৭ অল্প সময়। ১৮ বিভূতি। ১৯ সামর্থ্য। ২০ সংখ্যা। ২১ শৌর্য্যাদি গুণ। ২২ কলন। ২৩ বিভীষণের জ্যেষ্ঠা কন্যা, ইনি মরীচির পত্নী ছিলেন। ২৪ জীব দেহস্থ ষোড়শকলা; তাহাদিগের নাম,—প্রাণ, শ্রদ্ধা, ব্যোম, বায়ু, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মন, অন্ন, বীর্য্য, তপঃ, মন্ত্র, কর্ম্ম, লোক ও নাম। ২৫ একটি মাত্রাযুক্ত লঘুবর্ণ।

("ষড়্ বিষমেঽষ্টৌ সমে কলাস্তাশ্চ সমেস্যুর্নোনিরন্তরাঃ।
নসমাত্রপরাশ্রিতা কলা বৈতালীয়েঽন্তে রলৌ গুরুঃ॥"

বৃত্তরত্নাকর।

২৭ ঠাট, চালাকি। ২৮ কদলী। [কদলীশব্দে কলার সমস্ত জ্ঞাতব্য বিবরণ লিখিত হইয়াছে, কেবল কলার মান্দাসের কথা লিখিত হয় নাই। এখানে তাহার কিছু পরিচয় দিব।]

পূর্ব্বে এদেশে কলার মান্দাস অর্থাৎ কলাগাছে ভেলা প্রস্তুত করিয়া জলপথে যাতায়াত চলিত। কলার মান্দাস করিতে হইলে প্রথমে বড় বড় কলাগাছ কাটিয়া তাহার বেলদো পর পর সাজাইয়া বাঁশের গজাল দিয়া আটিয়া দিতে হয়, আঁটিয়া দিলে দেখিতে ভেলার মত হইবে। এই ভেলা জলে ভাসাইয়া দিলে শীঘ্র ডুবিয়া যায় না।

মনসার ভাসান নামক প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থে কলার মান্দাসের পরিচয় পাওয়া যায়। বাসরঘরে সাপের কামড়ে বেহুলার পতি মরিয়া যায়। সতী বেহুলা পতি নখিন্দরকে কোলে লইয়া কলার মান্দাসে চড়িয়া ভাসিয়া চলিলেন। শেষে তাঁহার গুণে পতি পুনর্জীবন প্রাপ্ত হইলেন। [নখিন্দর ও বেহুলা দেখ।]

কবি কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দ উক্ত উপাখ্যানটি রচনা করেন। এই মান্দাসে জলভ্রমণ উপলক্ষে বেহুলা নানাস্থান দিয়া ভাসিয়া যান, সেই সকল স্থানের নাম প্রাচীন তত্ত্বানুসন্ধিৎসুদিগের আবশ্যক বিবেচনা করিয়া নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

"নানারূপ যত্ন করি, বাঁশের গজাল মারি,
সাজাইল কলার মান্দাস।
কলার মান্দাস ভাসে গাঙ্গুড়ের জলে।
বেহুলা ভাসিয়া যায় কান্ত লৈয়া কোলে॥
মনসা কৃপায় যায় মনের নিঃসন্দে।
চাঁপাতলা এড়াইয়া গেল কুণ্ডরবন্দে॥
ত্রিদিন বেহুলা ভাসে দুবরাজপুর।
নবখণ্ড এড়াইয়া গেল বহুদূর॥
প্রাণহীন স্বামী তার কোলে নখিন্দর।
ভাসিয়া ভাসিয়া পাইল বাঁকা দামোদর॥
ওখাটী গোবিন্দপুর বর্দ্ধমান ভাসে।
আলো গঙ্গাপুরে বেহুলা উত্তরিল আসে॥
বিষহরি বিনোদিনী মায়া কৈল তায়।
গঙ্গাপুরে বেহুলার মান্দাস এলায়॥
বাঁশের গজাল যত তাহা গেল ছেড়ে।
খান খান হৈয়া ভাসে যত কলা বড়ে॥
বেহুলা করেন স্তব মনসার তরে।
মান্দাস লাগিল যোড়া ঈশ্বরীর বরে॥
আলো গঙ্গাপুরে যান করিয়া পশ্চাৎ।
দেপুরে মান্দাস ভাসে রজনী প্রভাত॥
অবিরত নেত্রজল নিবারিতে নারী।
নোয়াদার ঘাটে ভাসে বেহুলা সুন্দরী॥
মৃন্ময়ী বিষহরি কেউরায় কমলা।
তিন দিন তাঁর পূজা করিল বেহুলা॥
কেউরায় করিয়া পূজা জগাতি কমলা।
ভাসিলা আহমপুরে সুন্দরী বেহুলা॥
গোদাঘাটা পশ্চাৎ করিয়া সীমন্তিনী।
জলেতে ভাসিয়া যায় দিবস রজনী॥
ভাসিয়া কুকুরঘাটা বেহুলা সুন্দরী।
সেই ঘাটে দান সাধে ঘাটের জগাতি॥
অবিরত মনে কত গণিল হুতাশ।
যোয়ালিয়া দহে ভাসে কলার মান্দাস॥
যোয়াল ছাড়িয়া গেল মান্দাসের পাশ।
হাসনহাটিতে যথা হাসনের ঘাট॥
প্রত্যক্ষ উজান জল নারিকেলডাঙ্গায়।
কলার মান্দাস চাপি আইল তথায়॥
বৈদ্যপুর ভাসিয়া পাইল পিড়তলী।
গহরপুর ভাসিয়া গঙ্গার জলে দিলি॥
তিন দিনে ত্রিবেণী ত্রিধারা যথা বহে।
তথায় বেহুলা আইল ক্ষেমানন্দ কহে॥"

কলাই (দেশজ) কলায় শব্দের অপভ্রংশ হইলেও ইহার অর্থভেদ ঘটিয়াছে। সংস্কৃত ভাষায় মটরকে কলায় কহে, বাঙ্গালায় কলাই শব্দ মাষ অর্থাৎ মাষ কলাই অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

কলাই (আরব্য শব্দজ) পাত্রাদি টিন অথবা অপর কোন ধাতু দিয়া মোড়া।

কলাইকর। কলাইয়ের কার্য্য যে করে।

কলাকন্দ (দেশজ) ক্ষীরের অর্থাৎ বরফীর মিষ্টান্নবিশেষ।

কলাকর (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Unona longiflora) অশোকের মত দেখিতে একপ্রকার সুন্দর গাছ। বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে দেবদারী, তামিলে অশোকেমরম বা থেবথরু বলে। দক্ষিণ দেশে এখানকার মত অশোক গাছ বড় একটা জন্মায় না, সেখানকার লোকেরা ইহাকেই অশোক বলিয়া মনে করে। এই সুন্দর গাছ ভারতবর্ষ ও যবদ্বীপে জন্মে। মান্দ্রাজ প্রদেশেই কিছু অধিক।

কলাকুশল (ত্রি) কলায়াং গীতাদিচতুঃষষ্টিকলাবিষয়ে কুশলঃ নিপুণঃ, ৭তৎ। গীতাদি চৌষট্টিকলায় সুনিপুণ।

কলাকূল (ক্লী) কলয়া মাত্রয়াপি আকুলয়তি, কল-আকুলি নামধাতোঃ—অচ্। বিষ, হলাহল।

কলাকেলি (পুং) কলাভিঃ কেলিঃ বিলাসো যস্য, বহুব্রী। কলাসু কেলির্যস্য বা। কন্দর্প।

কলাক্ষেত্র। কামরূপস্থ একটি প্রাচীন তীর্থস্থান। (যোগিনীতন্ত্র)

কলাঙ্কুর (পুং) ১ সারসপাখী। ২ চৌরশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক কর্ণীসুত। ৩ কংসাসুর।

কলাচিকা (স্ত্রী) কলাং অচতি গচ্ছতি প্রাপ্নোতি বা, কলা-অচ্-অণ্ স্বার্থে কন্-টাপ্-অত ইত্বম্। প্রকোষ্ঠ, কণুয়ের পর হইতে মণিবন্ধ পর্য্যন্ত হস্তভাগের নাম প্রকোষ্ঠ।
(অধস্তস্যা মণিবন্ধাৎ স্যাৎ প্রকোষ্ঠঃ কলাচিকা। হেম ৩।২৫৪।)

কলাচী (স্ত্রী) কলাং অচতি, কলা-অচ্-অণ্-ঙীষ্। কলাচিকা।

কলাচীন (পুং, স্ত্রী) কর্কাজনামক পক্ষিবিশেষ।

কলাজাজী (স্ত্রী) কলায়ৈ জায়তে, কলা-জন্-ড-টাপ্, কলাজা সতী আজায়তে, কলাজ-আ-জন্-ড-ঙীষ্। কলোঞ্জানামক বৃক্ষবিশেষ; পাশ্চাত্যভাষায় ইহাকে 'মঙ্গরৈলা' কহে।

কলাদ (পুং) কলাং গৃহস্থদত্তস্বর্ণাদীনাং অংশং আদত্তে গৃহ্লাতি, কলা-আ-দা-ক। স্বর্ণকার, সেকরা।

কলাদক (পুং) কলাং গৃহস্থদত্তস্বর্ণাদীনাং অংশং অত্তি গোপয়তি, কলা-অদ্-ণ্বুল্ (ণ্বুল্ তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩।) স্বর্ণকার।

কলাদ্গি। বোম্বাই প্রদেশের দক্ষিণ বিভাগের একটি জেলা। এখন বিজাপুর জেলা নামে চলিত হইতেছে।

এই জেলার উত্তরাংশে ভীমানদী বিজাপুরের পার্শ্ব দিয়া চলিয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা শোলাপুর জেলা এবং অকালকোট রাজ্য বিজাপুর হইতে পৃথক্ হইয়াছে। দক্ষিণে মালপ্রভা নদী, পূর্ব্বে ও দক্ষিণপূর্ব্বে নিজামরাজ্য, পশ্চিমে মুধোল রাজ্য, জামখণ্ডী ও জাঠ। অক্ষা° ১৫° ৫০´ হইতে ১৭°২৭´ উঃ, এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৩১´ হইতে ৭৬° ৩১´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পরিমাণফল ৫৭৫৭ বর্গমাইল।

এই স্থান প্রাচীন দণ্ডকারণ্যের অন্তর্গত। এখানকার নির্জ্জন অরণ্যমধ্যে ধর্মপ্রাণ হিন্দুর অনেক জিনিস দেখিবার আছে। নিবিড় বনরাজী মধ্যেও অপূর্ব্ব প্রস্তররচিত পৌরাণিক দৃশ্য পড়িয়া রহিয়াছে, কে সেই সকলের নির্ম্মাতা তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। এই জেলার অন্তর্গত ঐবল্লী, বাদামি, বাগলকোট, ধুলখেদ, গলগলি, হিপর্গী এবং মহাকূট নামক স্থানই প্রধান, ঐ সকল স্থানকে এ অঞ্চলের লোকেরা পুণ্যতীর্থ বলিয়া মনে করেন। দেব, ঋষি ও সিদ্ধগণের লীলা প্রসঙ্গে ঐ সকল স্থানের মাহাত্ম্য সূচিত হইয়াছে। [বাদামি শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

বন কাটিয়া কবে এখানে বসতি হইল, তাহা ঠিক করা কঠিন। তবে অতি পূর্ব্বকালে এখানে নগর স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। খৃষ্টের দ্বিতীয় শতাব্দীতে টলেমী এখানকার বাদামি, কলকেরি ও ইন্দি নামক নগরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে বাদামি নামক স্থানটি অতি প্রাচীন, পল্লবরাজগণ এখানে দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া নিরাপদে প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ষষ্ঠ শতাব্দীতে চালুক্যরাজ পুলিকেশী (১ম) পল্লবদিগকে তাড়াইয়া বাদামি অধিকার করেন। পুলিকেশীর পর চালুক্যরাজগণ ৭৬০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে রাষ্ট্রকূট রাজগণ এই স্থান আপনাদের অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। ৯৭৩ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রকূটবংশের অধঃপতন হইলে কলচুরি ও হয়শাল-বল্লালবংশের রাজ্যকাল আরম্ভ হয়। তাঁহারা ৯৭৩ হইতে ১১৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া যান। অনন্তর দেবগিরির যাদব রাজগণ অধিকার করিয়া লইলেন। তৎকালে দেবগিরি (বর্ত্তমান দৌলতাবাদ) নগরে যাদবরাজগণের রাজধানী ছিল। ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন্ দেবগিরি আক্রমণ করেন। তখন যাদববংশীয় রামচন্দ্র দেবগিরির রাজা। তিনি মুসলমানের আক্রমণে এককালে নিঃস্ব হইয়া দিল্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করেন। খৃষ্টের পঞ্চদশ শতাব্দীতে যুসফ আদিল শাহ দক্ষিণাপথে এক স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন, বিজাপুরে তাঁহার রাজধানী হইল। [বিজাপুর দেখ।]

পূর্ব্বে এখানে অনেক বৌদ্ধস্তূপ ছিল, চীনপরিব্রাজক

হিউএন্‌সিয়াং আসিয়া সেই সকল দর্শন করিয়া যান, তখন এই রাজ্য ৬০০০ লি (প্রায় সাড়ে চারিশত ক্রোশ) বিস্তৃত ছিল।

এই জেলায় ভীমা, কৃষ্ণা, ধোন, ঘাটপ্রভা এবং মালপ্রভা নামে নদী প্রবাহিত, এ ছাড়া আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র স্রোতস্বতী আছে। ধোন্‌নদীর জল বেজায় নোনতা, কিন্তু অপর নদীর জল সুখমিষ্ট।

এখানে লৌহ, শ্লেট্‌, কালপাথর, চুণ-পাথর, লাল বেলে পাথর প্রভৃতি খনিজ পদার্থ উৎপন্ন হয়।

এখানে জোয়ার, বাজরা, গম এবং কার্পাস বেশ জন্মে। এরণ্ড, তিসি, তিল ও কুসুম প্রচুর উৎপন্ন হয়। বসন্তাগমে স্বর্ণাকার কুসুমফুল ফুটিয়া উঠে, তখন এখানকার শোভা দেখে কে?

এখানকার বন জঙ্গলে বাঘ, শূকর, হরিণ, নেকড়েবাঘ ও শিয়াল দেখিতে পাওয়া যায়।

এখানকার আবহাওয়া নেহাত মন্দ নয়। তবে যথাকালে বৃষ্টি না হওয়ায় সময়ে সময়ে ভাল শস্য জন্মে না, তাহাতে দুর্ভিক্ষ ঘটিয়া থাকে। দক্ষিণাপথে ১৩৯৬-১৪০৬ খৃষ্টাব্দে, এই বহুবর্ষব্যাপী দারুণ দুর্ভিক্ষ হয়, সেই সময়ে এই জেলা এককালে উৎসন্ন হইয়াছিল। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দেও আর একবার ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হয়। এই সময়ে /২ সের জোয়ার ও বাজরার দাম ১৲ টাকা হইয়াছিল। এইরূপে ১৮১৮-১৯, ১৮২৪-২৫, ১৮৩৩, ১৮৫৪, ১৮৬৪ ও ১৮৬৭ সালে বৃষ্টির অভাবে দুর্ভিক্ষের সূত্রপাত ঘটিয়াছিল। এই সময়ে টাকায় সাড়ে চারি সেরের অধিক জোয়ার কি বাজরা পাওয়া যাইত না। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষই প্রধান। সে সময়ের কথা মনে করিলে বুক ফাটিয়া যায়। কতশত নরনারী অন্নাভাবে ইহসংসার পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সেই দুর্ভিক্ষকে এ অঞ্চলের লোকেরা কঙ্কালরূপী মহামারী বলিয়া থাকে। বাস্তবিক সেই অকালমৃত অসংখ্য নরনারীর কঙ্কাল ভূগর্ভ খননকালে এখনও পাওয়া যায়।

এই জেলায় ব্রাহ্মণ, রাজপুত, কোলি, কুণবী, বেরদ, মালকের, কোষ্টি, কুম্ভকার, লোহকার, স্বর্ণকার, চর্ম্মকার, সূত্রধার, তৈলকার, ভাণ্ডারী, দর্জ্জি, ধাঙড়, ধোপা, হজ্জাম, জঙ্গম, লিঙ্গায়ত, পঞ্চমশালি, রঙ্গী ও মুসলমান প্রভৃতি নানা জাতি ও সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। লোকসংখ্যা ৬৩৮৪৯৩।

কলাধর (পুং) কলাঃ ধরতি, কলা-ধৃ-অচ্‌। ১ চন্দ্র। ২ চতুঃষষ্টিকলাভিজ্ঞ ব্যক্তি। ৩ শিব।

কলাধিক (পুং) কুক্কুট।

কলান (দেশজ) যোগকরা, গচান।

কলানক (পুং) একজন শিবের অনুচর।

কলানাথ (পুং) গন্ধর্ব্ববিশেষ, ইনি সোমেশ্বরের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন।

কলানিধি (পুং) কলাঃ নিধীয়ন্তেঽস্মিন্‌, কলা-নি-ধা-কি। ১ চন্দ্র। ২ চৌষট্টিকলাভিজ্ঞ ব্যক্তি।

কলানুনাদী [ন্‌] (পুং) কলং অনুনদতি, কল-অনু-নদ্‌ণিনি। ১ শব্দ করিতে করিতে গমনকারী। ২ ভ্রমর। ৩ কলবিঙ্ক। ৪ চটক, চড়ুই। ৫ কপিঞ্জল। ৬ চাতক। (কলানুনাদী রোলম্বে কলবিঙ্কে কপিঞ্জলে। মেদিনী।)

কলান্তর (ক্লী) অন্যা কলা অংশঃ, সুপ্‌সুপেতি সমাসঃ। ১ লাভবৃদ্ধি, সুদ। (বৃদ্ধিঃ কলান্তরমৃণং ভূক্তারঃ পর্য্যুদঞ্চনম্‌। হেম ৩।৫৪৫।) ২ চন্দ্রের অন্তকলা।

("পুপোষ লাবণ্যময়ান্‌ বিশেষান্‌
জ্যোৎস্নান্তরাণীব কলান্তরাণি॥" কুমার।১।২৫।)

কলান্যাস (পুং) কলানাং ন্যাসঃ, ৬তৎ। তন্ত্রোক্ত ন্যাসবিশেষ। তন্ত্রসারে লিখিত আছে,—শিষ্যশরীরে কলান্যাস করিবে; পাদতল হইতে জানু পর্য্যন্ত 'ওঁ নিবৃত্ত্যৈ নমঃ', জানু হইতে নাভি পর্য্যন্ত 'ওঁ প্রতিষ্ঠায়ৈ নমঃ' নাভি হইতে কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত 'ওঁ বিদ্যায়ৈ নমঃ', কণ্ঠ হইতে ললাটদেশ পর্য্যন্ত 'ওঁ শান্ত্যৈ নমঃ,' ললাট হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত 'ওঁ শান্ত্যতীতায়ৈ নমঃ', এই মন্ত্র দ্বারা ন্যাস করিয়া, পুনর্ব্বার ঐ সকল মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে আরম্ভ করিয়া যথাক্রমে পাদতল পর্য্যন্ত করিতে হইবে।

কলাপ (পুং) কলাং মাত্রাং আপ্নোতি, কলা-আপ্‌-অণ্‌ (কর্ম্মণ্যণ্‌। পা ৩।২।১।) কলা আপ্যতে অনেন, কলা-আপ-ঘঞ্‌ বা (হলশ্চ। পা ৩।৩।১২১।) ১ সমূহ। ২ ময়ূরপুচ্ছ। ৩ মেখলা, চন্দ্রহার। ৪ অলঙ্কার।

("কণ্ঠস্য তস্যাঃ স্তনবন্ধুরস্য
মুক্তাকলাপস্য চ নিস্তলস্য॥" কুমার।)

৫ তূণ। ৬ চন্দ্র। ৭ চতুর। ৮ ব্যাকরণবিশেষ। কলাপ-ব্যাকরণের অপর নাম কুমার ও কাতন্ত্র।

কলাপচন্দ্র নামক সংস্কৃত গ্রন্থে এই ব্যাকরণের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—

"রাজা শালিবাহন কোন মহিষীর সঙ্গে জলক্রীড়া করিতেছিলেন। জলসিঞ্চনে সেই রাণী রতিরসে আত্ম-হারা হইয়া রাজাকে বলিলেন,—"মোদকং দেহি দেব!" অর্থাৎ হে দেব! আমাকে উদক (জল) দিও না। মূর্খতাবশতঃ রাজা সেই স্বরঘটিত পদ বুঝিতে না পারিয়া রাণীকে একটি

মোদক (মোয়া) প্রদান করিলেন। তাহাতে সেই বুদ্ধিমতী রাণী 'আমার পতি রাজা হইলেও মূর্খ' এই বলিয়া নিন্দা করিলেন। শালিবাহন ভার্য্যার সমুদয় কথা গুরু শর্ব্ববর্ম্মার কাছে জানাইলেন। তখন শর্ব্ববর্ম্মা তাঁহার শিক্ষার জন্ত কাতন্ত্র রচনা করিলেন।"

কাতন্ত্র বা কলাপ রচনা সম্বন্ধে একটি কিম্বদন্তি আছে—'শর্ব্ববর্ম্মা শালিবাহনকে ব্যুৎপন্ন করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া কুমারের আরাধনা করেন। তখন ভগবান্ কার্ত্তিকেয় তাঁহার আরাধনায় প্রীত হইয়া নিজ ব্যাকরণ-জ্ঞান আবির্ভাবের নিমিত্ত 'সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ' এই পদ্যপাদরূপ সূত্র শর্ব্ববর্ম্মাকে প্রদান করেন। শর্ব্ববর্ম্মা তাহাই অবলম্বন করিয়া কলাপ প্রণয়ন করেন। কুমার হইতে ব্যাকরণের প্রথম সূত্র প্রাপ্ত হওয়ায়, ইহার একটি নাম 'কুমার ব্যাকরণ'।

আর একটি কিম্বদন্তি আছে, তাহা এই—'যখন শর্ব্ববর্ম্মা শালিবাহনের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া কুমারের আরাধনা করেন, তখন কুমার যে ময়ূরটিতে আরোহণ করিয়া তাঁহার সমক্ষে আবির্ভূত হন, শর্ব্ববর্ম্মা দেখিলেন, সেই ময়ূরের কলাপদেশে 'সিদ্ধো বর্ণসমাম্নায়ঃ' এই সূত্রটি লেখা রহিয়াছে। তাহা দেখিবামাত্র তাঁহার মনে পূর্ণ ব্যাকরণ-জ্ঞান উদিত হইল।

তিনি সেই সূত্রটি প্রথমে রাখিয়া স্বতন্ত্র ব্যাকরণ প্রণয়ন করিলেন। ময়ূরের কলাপে ইহার প্রথম সূত্র লিখিত থাকায় এই ব্যাকরণের কলাপ নাম হয়।

কলাপের টীকাকারগণের মতে শর্ব্ববর্ম্মা ঈষৎ তন্ত্রে অর্থাৎ অল্পসূত্রে এই ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন, এই জন্ত ইহার নাম হইল কাতন্ত্র*।

বঙ্গদেশে কলাপ নামই প্রসিদ্ধ। পূর্ব্ববঙ্গের পণ্ডিতমাত্রই প্রায় কলাপব্যবসায়ী। বৈয়াকরণগণ পাণিনির পরই ইহার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন। বাস্তবিক কেবল এই ব্যাকরণ খানি আদ্যোপান্ত মনোযোগপূর্ব্বক পড়িয়া পণ্ডিতপদবাচ্য হওয়া যায়।

শর্ব্ববর্ম্মা কলাপের সন্ধি, চতুষ্টয় এবং অখ্যাত এই অংশত্রয়ের সূত্র রচনা করেন। তিনি কৃৎসূত্র প্রণয়ন করেন নাই। কাত্যায়ন কৃৎসূত্রের প্রণেতা।

দুর্গসিংহ কলাপের বৃত্তি রচনা করেন। তাঁহার বৃত্তি না হইলে বোধ হয় কলাপব্যাকরণ সম্পূর্ণ ও সাধারণের সুবোধগম্য হইত না। বাস্তবিক দুর্গসিংহ নিজবৃত্তিতে যেরূপ অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। [দুর্গসিংহ দেখ]

এতদ্দেশে কলাপের অনেকগুলি টীকা প্রচলিত আছে। তন্মধ্যে শ্রীপতিরচিত কাতন্ত্রবৃত্তিটীকা, ত্রিলোচনকৃত পঞ্জিকা, কবিরাজকৃত কলাপবৃত্তিটীকা, হরিরামকৃত ব্যাখ্যাসার, রঘুনাথশিরোমণির ব্যাখ্যা; কাতন্ত্রচন্দ্রিকা ও লঘুবৃত্তি প্রভৃতি কয়েকখানিই প্রসিদ্ধ।

৯ গ্রামবিশেষ; (ভাগবত ৯।১২।৬)। ১০ অস্ত্রবিশেষ; (ভারত ৪।৫।২৮।) ১১ বাণ। ১২ ধনু। ১৩ ব্যাপার।

"দবদহনজ্বালা কলাপায়তে।" সাহিত্যদর্পণং ১০ প।)

কলাপক (পুং) কলাপ-সংজ্ঞায়াং কন্। ১ হস্তীর গলবন্ধ। ২ (স্বার্থে কন্) কলাপ। ৩ (ক্লী) যস্মিন্ কালে ময়ূরাঃ কলাপিনো ভবন্তি, স কলাপী, তস্মিন্‌কালে দেয়ং ঋণম্, কলাপিন্-বুন (কলাপ্যশ্বত্থযববুসাদ্বুন্। পা ৪।৩।৪৮।) ঋণবিশেষ। ৪ কবিতাবিশেষ, চারিটি কবিতা একত্র যুক্ত হইলে তাহাকে কলাপক কহে।

"ছন্দোবদ্ধপদং পদ্যং তেনৈকেন চ মুক্তকং।
দ্বাভ্যান্তু যুগ্মকং সন্দানিতকং ত্রিভিরিষ্যতে।
কলাপকং চতুর্ভিশ্চ পঞ্চভিঃ কুলকং মতম্॥"
(সাহিত্য দং ৬। ৫৫৮।)

সন্দানিতকের নামান্তর বিশেষক; গ্রন্থান্তরে "ত্রিভিঃ শ্লোকৈর্বিশেষকম্।" এইরূপ পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

কলাপগ্রাম (পুং) কলাপনামকো গ্রামঃ মধ্যলো। গ্রামবিশেষ, হিমালয়ের উত্তরে এই গ্রাম বলিয়া মহাভারতে কথিত আছে। ("হিমবন্তমতিক্রম্য কলাপগ্রামমাবিশৎ।" ২ যশোরস্থ গ্রামবিশেষ। (ভ° ব্রহ্মখ° ১১। ২১)

কলাপচ্ছন্দ (পুং) ২৪ নল মুক্তার গহনা।

কলাপতত্ত্বার্ণব (পুং) কলাপব্যাকরণের মতানুযায়ী গ্রন্থবিশেষ।

কলাপদ্বীপ (পুং) কলাপঃ তন্নামকো গ্রামঃ দ্বীপ ইব, উপমি কলাপগ্রাম।

কলাপশিরা [স্] (পুং) মুনিবিশেষ।

কলাপানুসারী [ন্] (পুং) কলাপব্যাকরণের মতানুযায়ী।

---

*(১) "কাতন্ত্রস্তেতি তন্ত্রি কুটুম্বধারণে চুরাদিবিণন্তঃ। তন্ত্র্যন্তে ব্যুৎপাদ্যন্তে শব্দা অনেনেতি স্বরবৃদৃগমিগৃহামল্ [কলাং ৪। ৫। ৪১] ইতি করণেঽল্ প্রত্যয়ঃ। স চানেকার্থত্বাদ্ধাতুনাং ব্যুৎপাদনেঽপি বর্ত্ততে। তেন তন্ত্রমিহ সূত্রমুচ্যতে। ঈষত্তন্ত্রং কাতন্ত্রম্। কুশব্দস্ত তন্ত্রশব্দে পরে। কা ত্বীষদর্থে ঽক্ষ ইতি ঈষদর্থে কাদেশঃ" ত্রিলোচনকৃত কাতন্ত্রপঞ্জিকা। (২) "ঈষত্তন্ত্রং কাতন্ত্রম্। ঈষচ্ছব্দোঽল্পার্থবাচকঃ।" কবিরাজ ও কাতন্ত্রচন্দ্রিকা।

কলাপিনী (স্ত্রী) কলাপশ্চন্দ্রঃ অস্ত্যস্যাম্, কলাপ-ইনি-ঙীপ্। ১ রাত্রি। ২ নাগরমুথা।

কলাপী [ন্] (পুং) কলাপোঽস্ত্যস্য, কলাপ-ইনি। ১ অশ্বত্থ গাছ। ২ ময়ূর। ৩ কোকিল। ৪ তূণবাণাদিধারী। ৪ কলাপ-ব্যাকরণাধ্যায়ী। ৫ বৈশম্পায়নের ছাত্রবিশেষ।

কলাপূর (পুং ক্লী) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

কলাপূর্ণ (পুং) কলাভিঃ পূর্ণঃ, ৩তৎ। ১ চন্দ্র। ২ চৌষট্টি কলায় অভিজ্ঞ। ৩ অংশমাত্রে পরিপূর্ণ।

("সদা ভবান্ ফাল্গুনস্য গুণৈরস্মান্ বিকথতে।
ন চার্জ্জুনঃ কলাপূর্ণো মম দুর্য্যোধনস্য বা॥"
ভারত ৪। ৩৭। ১৩।)

কলাভৃৎ (পুং) কলাং বিভর্ত্তি, কলা-ভৃ-কিপ্-তুগাগমশ্চ। ১ চন্দ্র। ২ (ত্রি) গীতাদিকলাভিজ্ঞ।

কলামক (পুং) কলম-কনি, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। কলম ধান্য। [কলম দেখ।]

(শালয়ঃ কলমাদ্যাঃ স্যুঃ কলমস্তু কলামকঃ। হেম ৪। ২৪৫।)

কলামোচা (দেশজ) ধান্যবিশেষ। (Andropogon laxum)

কলাম্বিকা (স্ত্রী) কলা অর্থঃ বিকায়তে প্রযুজ্যতে অস্যাম্, কলা-বি-কৈ-ক টাপ্; পৃষোদরাদিত্বাৎ মুম্। ১ ঋণদান, ধার দেওয়া।

কলায় (পুং) কলাং অয়তে, কলা-অয়-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩। ২। ১।) মটর; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সতীলক, হরেণু, খণ্ডিক, ত্রিপুট, অতিবর্ত্তুল, মুণ্ডচণক, শমন, নীলক, কন্টী, সতীল, হরেণুক, সতীন ও সতীনক। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ,—মধুর রস, পাকে মধুর, রুক্ষ ও বায়ুবর্দ্ধক।

ইহার শাকের গুণ,—ঈষৎ কষায়যুক্ত মধুর রস, রুক্ষ, ভেদক ও বায়ুপ্রকোপক। (রাজনির্ঘণ্ট)।

("বিকসৎকলায়কুসুমাসিতদ্যুতেঃ।" মাঘ।)

কলায়খঞ্জ (পুং) বাতব্যাধিবিশেষ; ভাবপ্রকাশোক্ত ইহার লক্ষণ,—

"কম্পতে গমনারম্ভে খঞ্জন্নিব চ লক্ষ্যতে।
কলায়খঞ্জং তং বিদ্যান্মুক্তসন্ধিপ্রবন্ধনম্॥"

প্রথম পদক্ষেপের সময় সমস্ত শরীর কম্পিত হইয়া খঞ্জের ন্যায় গমন করিলে, তাহাকে 'কলায়খঞ্জ' কহে।

খঞ্জ ও পঙ্গুরোগের ন্যায়ই ইহার চিকিৎসা করিবে। স্নেহ ক্রিয়া ইহাতে বিশেষ কর্ত্তব্য।

কলায়ন (পুং) কলানাং নৃত্যগীতাদীনাং অয়নং প্রাদুর্ভাবঃ, বহুব্রী। নর্ত্তক।

কলায়া (স্ত্রী) কলায়-টাপ্। গণ্ডদূর্ব্বা। [গণ্ডদূর্ব্বা দেখ।]

কলালাপ (পুং) কলং মধুরাস্ফুটং আলপতি, কল-আ-লপ্-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩। ২। ১।) ১ ভ্রমর। ২ (কর্ম্মধা) মধুর আলাপ। ৩ (ত্রি) মধুর আলাপকারী।

কলাবউ (দেশজ) নবপত্রিকা। দুর্গাপূজার প্রথম দিন পূর্ব্বাহ্নে এই নবপত্রিকা বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত করিয়া গৃহ প্রবেশপূর্ব্বক অর্চ্চনা করা হয়। ইহাতে কদলী প্রভৃতি ৯টি পল্লব থাকে। প্রত্যেক পল্লবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা স্বতন্ত্র। কদলীর অধিষ্ঠাত্রী ব্রহ্মাণী, হরিদ্রার দুর্গা, ধান্যের লক্ষ্মী, কচুর কালিকা, মানকচুর চামুণ্ডা, জয়ন্তীর কার্ত্তিকী, দাড়িমের রক্তদন্তিকা, অশোকের শোকরহিতা ও বিল্বের শিবা। পূজাকালে প্রত্যেক দেবীর স্বতন্ত্র পূজা করিতে হয়। এই নবপত্রিকা বধূর ন্যায় বস্ত্রাচ্ছাদিত থাকে বলিয়া সাধারণে ইহাকে 'কলাবউ' বলিয়া থাকে। অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ ইহাকে গণেশের পত্নী বলিয়া জানে; কিন্তু তাহা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক।

কলাবৎ (দেশজ) কালোয়াৎ, সঙ্গীতশাস্ত্রজ্ঞ।

কলাবতী (স্ত্রী) কলাঃ সঙ্গীতাদয়ঃ সন্তি অস্যাম্, বহুব্রী; কলা-মতুপ্-মস্য বঃ-ঙীপ্। ১ তুম্বুরু নামক গন্ধর্ব্বের বীণা।

(নারদস্য তু মহতী গণানাস্তু প্রভাবতী।
বিশ্বাবসোস্তু বৃহতী তুম্বুরোস্তু কলাবতী॥ হেম ২। ২০৩।)

২ ক্রমিল রাজার পত্নী। ৩ রাধিকার মাতা। ৪ অপ্সরোবিশেষ। ৫ গঙ্গা। ("কূটস্থা করুণা কান্তা কূর্ম্মযানা কলাবতী।"
কাশী ২৯। ৪৭।)

৬ দীক্ষাবিশেষ। তন্ত্রসারে ইহার নিয়ম এইরূপ লিখিত আছে,—শিষ্য উপবাস করিয়া নিত্যক্রিয়া সমাপনপূর্ব্বক প্রথমে স্বস্তিবাচন সহ সঙ্কল্প করিবে, গুরু আচমন করিয়া প্রথমে দ্বারদেশে সামান্য অর্ঘ্যদানপূর্ব্বক দ্বার পূজা করিবেন। তৎপরে দক্ষিণপদ অগ্রসরপূর্ব্বক দ্বারের বাম শাখা স্পর্শ করিয়া, দক্ষিণাঙ্গ সঙ্কোচপূর্ব্বক মণ্ডপ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, নৈঋত দিকে বাস্তুপুরুষ ও ব্রহ্মার পূজা করিবেন এবং দেয় মন্ত্র দ্বারা ও দিব্যদৃষ্টি অবলোকন দ্বারা দিব্য বিঘ্ন, অস্ত্রমন্ত্র ও জল দ্বারা অন্তরীক্ষস্থ বিঘ্ন ও বামপার্ষ্ণির আঘাত দ্বারা ভৌম বিঘ্ন উৎসারণ পূর্ব্বক তণ্ডুলাদি দ্রব্য অস্ত্র মন্ত্রের দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া নিক্ষেপ করিবেন। তৎপরে আসনশুদ্ধি, স্বস্তিক কর্ম্ম, বিঘ্নোৎসারণ, পঞ্চগব্য প্রভৃতির দ্বারা মণ্ডপশোধন করিয়া, দক্ষিণে পূজাদ্রব্য, বামে সুবাসিত জলপূর্ণ কুম্ভ, পৃষ্ঠদেশে হস্ত প্রক্ষালনের জন্য একটি পাত্র রাখিতে হইবে। সর্ব্বদিকে ঘৃতের প্রদীপ জালিয়া পুটাঞ্জলি পূর্ব্বক, বামদিকে গুরু পরমগুরু ও পরাপর

দক্ষিণে গণেশ ও মধ্যে ইষ্টদেবতাকে প্রণাম করিবে। অস্ত্র মন্ত্র ও গন্ধ পুষ্পের দ্বারা করদ্বয় সংশোধন করিয়া, উর্দ্ধ উর্দ্ধ দিকে তিনটি তালি, ও ছুটিকাদ্বারা দশদিক্ বন্ধন করিয়া, এবং বহ্নি, বীজ ও জলধারা দ্বারা-বহ্নি প্রাকার চিন্তা করিয়া ভূতশুদ্ধি করিতে হইবে। তৎপরে মাতৃকান্যাস, প্রাণায়াম, পীঠন্যাস, ঋষ্যাদিন্যাস ও মন্ত্রন্যাস; তাহার পর মুদ্রা প্রদর্শন করিয়া ধ্যান, মানসপূজা ও অর্ঘ্যস্থাপন; তৎপরে অর্ঘ্যপাত্র হইতে কিঞ্চিৎ জল প্রোক্ষণীপাত্রে নিক্ষেপ করিয়া, সেই জলদ্বারা আত্মা ও পূজোপকরণ মূলমন্ত্র সহ তিনবার সিঞ্চিত করিয়া, পীঠমন্ত্রের দ্বারা শরীরে ধর্ম্মাদির পূজা করিতে হইবে। তৎপরে হৃৎপদ্মের পূর্ব্বাদি কেশরে পীঠশক্তির পূজা করিয়া মধ্যে পীঠপূজা করিবে। হৃদয়ে মূল দেবতার পূজা নৈবেদ্য ব্যতীত কেবল গন্ধাদি দ্বারা করিতে হইবে। তাহার পর মস্তক, হৃদয়, মূলাধার ও পদ প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গে মূলমন্ত্র দ্বারা পাঁচটি পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, যথাশক্তি মন্ত্র জপ করিয়া জপ সমাপন করিবে।

এই সমস্ত কার্য্য প্রোক্ষণীপাত্রস্থ জলদ্বারা সম্পাদন করিতে হয়। তৎপরে প্রোক্ষণীর জল পরিবর্ত্তন করিয়া, বহিঃ পূজা আরম্ভ করিবে। প্রথমে শারদোক্ত সর্ব্বতোভদ্র মণ্ডলাদির অন্যতম মণ্ডল বিধান করিয়া, তাহাতে ঘট স্থাপন করিবে। মণ্ডলপূজার পর, কর্ণিকা ধান্যপূর্ণ করিয়া, তাহার উপর তণ্ডুল বিস্তার, তাহার উপর কুশ বিস্তারপূর্ব্বক আতপতণ্ডুল সংযুক্ত কুশাসন বিন্যাস করিবে। তৎপরে মণ্ডলে পীঠোক্ত দেবতার পূজা এবং প্রাদক্ষিণ্যের দ্বারা বহ্নির দশকলা বিন্যাস করিয়া পূজা করিতে হইবে। তৎপরে স্বর্ণাদিরচিত কুম্ভ অস্ত্রমন্ত্রের দ্বারা প্রক্ষালিত চন্দন অগুরু ও কর্পূর দ্বারা ধূপিত এবং ত্রিগুণ সূত্র দ্বারা বেষ্টিত করিয়া কুম্ভের পূজা করিবে, ও তাহাতে বিষ্টর, আতপতণ্ডুল ও নবরত্ন প্রক্ষেপ করিয়া, প্রণব উচ্চারণপূর্ব্বক কুম্ভ ও পীঠের একত্ব চিন্তা করিয়া পীঠস্থাপন করিতে হইবে। ঐ কুম্ভের চারি-দিকে ঘেরিয়া সূর্য্যের দ্বাদশকলা স্থাপনপূর্ব্বক পূজা করিবে।

তৎপরে আত্মভেদে মাতৃকামন্ত্র প্রতিলোমভাবে জপ করিয়া, দেবতা বুদ্ধিতে বটাদিবৃক্ষের কষায় দ্বারা, কিম্বা পলাশ বল্কলের কষায় দ্বারা, তীর্থজলের দ্বারা অথবা সুবাসিত জলের দ্বারা, কুম্ভ পূর্ণ করিবে। চন্দ্রের অমৃতাদি ষোড়শ কলা প্রাদক্ষিণ্যের দ্বারা জলে চিন্তা এবং মন্ত্রের দ্বারা পূজা করিয়া এবং একটি শঙ্খ বটাদিবৃক্ষের কষায় প্রভৃতির দ্বারা পূর্ণ ও অষ্ট গন্ধদ্রব্যের দ্বারা বিলোড়িত করিয়া, তাহাতে সকল কলার আবাহনপূর্ব্বক পূজা করিবে। প্রথমেই অগ্নির দশকলা পূজা করিতে হইবে; মূলমন্ত্রের প্রতিলোমভাবে জপ ও মনে মনে মন্ত্রদেবতার ধ্যান করিয়া তাহাদিগের প্রাণ প্রতিষ্ঠাপূর্ব্বক প্রত্যেকের পূজা করিতে হয়। তৎপরে সূর্য্যের তপিন্যাদি দ্বাদশকলা ও চন্দ্রের অমৃতাদি ষোড়শকলার আবাহনাদি করিয়া প্রত্যেকের পূজা করিবে। পরিশেষে পঞ্চাশকলার পূজা করিতে হয়। সৃষ্ট্যাদি ক ও চবর্গ দশকলা, জরাদি ট ও তবর্গ দশকলা, তীক্ষ্ণাদি প ও যবর্গ দশকলা, পীতাদি যবর্গ পঞ্চকলা ও নিবৃত্ত্যাদি অবর্গ ষোড়শকলার পূজা করিবে; সমর্থ হইলে প্রত্যেককে আবাহন করিয়া পাদ্যাদির দ্বারা পূজা করা উচিত। তৎপরে কলাময় ঐ শঙ্খস্থ কাথ কুম্ভে নিক্ষেপ করিবে। ঐ কুম্ভমুখ অশ্বথ, পনস ও আম্র পল্লব ইক্ষুবল্লী বেষ্টিত করিয়া কল্পবৃক্ষবুদ্ধিতে তাহা দ্বারা আচ্ছাদন করিবে, এবং কল্পবৃক্ষফল বুদ্ধিতে ঐ মুখের উপর ফল, আতপ ও চসক স্থাপন করিবে। তাহার পর নির্ম্মল পট্টবস্ত্রদ্বয় দ্বারা কুম্ভবেষ্টন করিয়া এবং মূলমন্ত্রের দ্বারা কুম্ভে মূর্ত্তি কল্পন করিয়া, যথোক্তরূপ দেবতার ধ্যানপূর্ব্বক তাঁহার আবাহ-নাদি সহকারে পূজা করিতে হইবে। দেবতার অঙ্গে অঙ্গন্যাস, ধেনুমুদ্রা ও পরমীকরণমুদ্রা প্রদর্শন, প্রাণপ্রতিষ্ঠা এবং ষোড়শোপচারে পূজা সমাপন হইলে ১০০৮ বা ১০৮ জপ করিবে।

অতঃপর মন্ত্রের দশসংস্কার সমাপন করিয়া গুরু শিষ্যের নেত্রদ্বয় মন্ত্র ও বস্ত্রের দ্বারা বন্ধন করিবেন এবং পুষ্প দ্বারা তাহার অঞ্জলিপূর্ণ করিয়া স্বয়ং মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক দেবতার প্রীতির জন্য কলসে ঐ পুষ্পাঞ্জলি নিক্ষেপ করাইবেন। তৎ-পরে নেত্রবন্ধন খুলিয়া শিষ্যকে কুশাসনে উপবেশন করাইয়া, স্বকৃত পূজাক্রমানুসারে ভূতশুদ্ধ্যাদি বিধান করিয়া শিষ্যদেহে সেই সেই মন্ত্রোক্ত ন্যাস করিবেন। কুম্ভস্থ দেবতাকে পঞ্চো-পচারে পুনর্ব্বার পূজা করিয়া, অলঙ্কৃত শিষ্যকে অন্য আসনে উপবেশন করাইবেন, এবং ঐ কুম্ভমুখস্থ কল্পবৃক্ষ-রূপ পল্লব সকল শিষ্যের মস্তকে রাখিয়া, মনে মনে মাতৃকা জপপূর্ব্বক বশিষ্ঠসংহিতোক্ত অভিষেক মন্ত্র দ্বারা ঐ কুম্ভস্থ জল শিষ্যশরীরে সেচন করিবেন। শিষ্য অবশিষ্ট জলের দ্বারা আচমন করিয়া বস্ত্রদ্বয় পরিবর্ত্তনপূর্ব্বক গুরু সমীপে উপবেশন করিবে। তৎপরে গুরু শিষ্যসংক্রান্ত ও আত্মদেবতাকে এক চিন্তা করিয়া গন্ধাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিবেন।

তৎপরে মন্ত্রের দ্বারা শিষ্যের শিখাবন্ধন করিয়া শিষ্য-শরীরে কলান্যাস করিবেন এবং শিষ্যমস্তকে হস্ত দিয়া

১০৮ বার জপ করিয়া 'অমুক মন্ত্র আমি তোমাকে দিতেছি' বলিয়া শিষ্যহস্তে জলদান করিবেন। শিষ্যও 'দদস্ব' বলিয়া জলগ্রহণ করিবে। তথন গুরু ঋষ্যাদি যুক্ত মন্ত্র দ্বিজাতির দক্ষিণকর্ণে তিনবার ও বামকর্ণে একবার, স্ত্রীলোক ও শূদ্র হইলে বামকর্ণে তিনবার ও দক্ষিণকর্ণে একবার শ্রবণ করাইবেন। মন্ত্রগ্রহণের পর শিষ্য গুরুচরণে পতিত হইয়া থাকিবে, গুরু তাহাকে মন্ত্র দ্বারা উত্থিত করিবেন। উত্থিত হইয়া শিষ্য ঐ মন্ত্র ১০৮ বার জপ করিবে এবং কুশ তিল ও জল গ্রহণ করিয়া গুরুকে স্বর্ণখণ্ড দক্ষিণা ও দীক্ষাগ্রহণের সমস্ত সামগ্রী প্রদান করিবে। অন্যান্য ব্রাহ্মণকেও যথাশক্তি দান করিয়া পরিতুষ্ট করিতে হইবে। গুরুকেও মন্ত্রদানের পর স্বীয় শক্তি রক্ষার জন্য ১০০৮ বা ১০৮ মন্ত্র জপ করিতে হয়। পরিশেষে ব্রাহ্মণদিগকে মিষ্টান্নাদি ভোজন করাইয়া শিষ্যও ভোজন করিবে। যেহেতু দীক্ষাদিবসে গুরু-শিষ্য উভয়েরই উপবাস নিষিদ্ধ।

কলাবাদতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রবিশেষ।

কলাবান্ [ৎ] (পুং) কলাঃ সন্ত্যত্র, কলা-মতুপ্ মস্য বঃ। ১ সঙ্গীতবিদ্যাবিদ্, কালোয়াৎ। ২ চন্দ্র। ৩ (ত্রি) কলাবিশিষ্ট।

কলাবিক (পুং) কলং আবিকায়তি বিশেষেণ রৌতি, কল-আবি-কৈ-ক। কুক্কুট, মোরগ।

কলাবিকল (পুং) কলয়া কামাবেশেন বিকলশ্চঞ্চলঃ, ৩তৎ। চটক, চড়ুইপাখী। [চটক দেখ।]

কলাবিধিতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রশাস্ত্রবিশেষ।

কলাসারতন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রশাস্ত্রবিশেষ।

কলাহক (পুং) কলং আহন্তি, কল-আ-হন্-ড- সংজ্ঞায়াং কন্। কাহলনামক বাদ্যযন্ত্রবিশেষ।

কলি (পুং) কলতে কলেরাশ্রয়ত্বেন বর্ত্ততে, কল-ইন্ (সর্ব্ব-ধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪। ৪১৭) ১ বহেড়া গাছ; নলরাজের নির্য্যাতন জন কলি কোন সময়ে বহেড়া গাছ অবলম্বন করিয়াছিল বলিয়া ইহার নাম 'কলি' হইয়াছে। (বামন ২৭ অঃ।) (কলিরক্ষো বিভীতকঃ। হেম ৪। ২১১।) ২ (কলতে স্পর্দ্ধতে)শূর, বীর। ৩ (কলন্তে স্পর্দ্ধমানা ভাবন্তে) বিবাদ। ৪ যুদ্ধ। ৫ (কলয়তি পাপেন জড়য়তি) যুগবিশেষ, চতুর্থযুগ। (কলিঃ স্ত্রী কলিকায়াং না শরাজিকলহে যুগে। মেদিনী।)

কল্কিপুরাণে কলিযুগের উৎপত্তিকথা এইরূপ লিখিত আছে,—

"প্রলয়ান্তে লোকপিতামহ ব্রহ্মা পৃষ্ঠদেশ হইতে পাপময় মলিন ঘোর অধর্ম্মের সৃষ্টি করিলেন; অধর্ম্ম তাঁহার মার্জ্জারলোচনা মিথ্যানাম্নী পত্নীর গর্ভে 'দম্ভ' নামক পুত্র উৎপাদন করিলেন, দম্ভ 'মায়া' নাম্নী স্বীয় ভগিনী গর্ভে 'লোভ' নামক পুত্র ও 'নিকৃতি' নাম্নী কন্যা উৎপাদন করিলেন; এই ভ্রাতা ভগিনী হইতে ক্রোধের জন্ম হইল, ক্রোধের ঔরসে তাহার ভগিনী গর্ভে কলি জন্মগ্রহণ করিল, তাহার রূপ তৈলসংযুক্ত অঞ্জনের ন্যায়, মুখ করাল, জিহ্বা লোল, উদর কাকের ন্যায় এবং সর্ব্বাঙ্গে পূতিগন্ধ। এইরূপ ভয়ানক মূর্ত্তিতে বামহস্ত দ্বারা উপস্থ ধারণ করিয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল। জন্মাবধিই কলি স্ত্রী, মদ্য, দ্যূত, স্বুবর্ণ প্রভৃতিতে নিতান্ত আসক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কলির ঔরসে ভগিনী দুরুক্তির গর্ভে 'ভয়' নামক পুত্র ও 'মৃত্যু' নাম্নী কন্যার উৎপত্তি হয়। (কল্কি ১ অঃ।)

কলিযুগের লক্ষণ—"যে সময়ে সর্ব্বদাই মিথ্যা, তন্দ্রা, নিদ্রা, হিংসা, বিষাদন, শোক, মোহ, দীনতা প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যাইবে তাহার নাম কলিকাল।

এই সময়ে মানবগণ কামী ও কটুভাষী, জনপদ সকল দস্যুপীড়িত, বেদ সকল পাষণ্ডদূষিত, রাজগণ প্রজাপীড়ক, ব্রাহ্মণগণ শিশ্ন ও উদরপরায়ণ, ব্রাহ্মণবালকগণ ব্রতশূন্য ও অশুচি, ভিক্ষুকগণ পরিবারপোষক, তপস্বিগণ গ্রামবাসী, ন্যাসিগণ অর্থলোলুপ, এবং মনুষ্যমাত্রেই ক্ষুদ্রকায়, অধিকভোজনশীল ও চৌর্য্য মায়া প্রভৃতিতে সমধিক সাহসী হইবে।

এইকালে ভৃত্যগণ প্রভুত্যাগ, ও তপস্বিগণ ব্রতত্যাগ করিবে; শূদ্রগণ তপোবেশোপজীবী হইয়া প্রতিগ্রহ লইবে, মনুষ্যমাত্রই উদ্বিগ্ন, অনলঙ্কার ও পিশাচতুল্য হইয়া, অস্নাত অবস্থায় ভোজন করিয়াও অগ্নি দেবতা অতিথি প্রভৃতির পূজা করিবে। পিণ্ডোদকক্রিয়া লোপ হইবে। সকলেই স্ত্রীরত ও শূদ্রসম হইয়া উঠিবে। স্ত্রীগণ অল্পভাগ্যা, অধিক সন্তানবতী ও সৎপতির অবজ্ঞাকারিণী হইবে। কেহই আর বিষ্ণুপূজা করিবে না, তবে কলিকালে এই এক ভাল হইবে যে, কৃষ্ণনাম কীর্ত্তন করিলেই মানব মুক্তি লাভ করিতে পারিবে।" (গরুড় পু ২২৭ অঃ।)

উল্লাসতন্ত্রেও কলিযুগের লক্ষণ এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়,—"যে সময়ে বৈদিকী দীক্ষা, পৌরাণিকী দীক্ষা ও পাপপুণ্যের বেদসম্ভব পরীক্ষা লুপ্ত হইবে, স্থানে স্থানে গঙ্গা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইবেন, রাজগণ ম্লেচ্ছজাতীয় ও ধনলোলুপ হইবে, স্ত্রীগণ অতিশয় দুর্দ্দান্ত, কর্কশ, কলহরত ও পতিনিন্দুক হইবে, মানবগণ স্ত্রী-পরাজিত, কামকিঙ্কর ও গুরু মিত্রাদির অনিষ্টকারক হইবে, পৃথিবী অল্পশস্যা, মেঘগণ

অল্পবর্ষী ও বৃক্ষসকল স্বল্পফল হইবে; ভ্রাতা, আত্মীয়, অমাত্য প্রভৃতি সামান্যমাত্র ধনের জন্য পরস্পর কলহ করিবে এবং মদ্যমাংসাদি পানভোজন, নিন্দা এবং দণ্ডশূন্য হইবে, তখনই কলি প্রবল হইয়াছে জানিবে।"

মাঘীপূর্ণিমায় শুক্রবারে কলিযুগের উৎপত্তি হইয়াছিল। ইহার আয়ুঃকাল চারিলক্ষ বত্রিশ হাজার (৪৩২০০০) বৎসর। আর্য্যভট্টমতে ১৫৭৭৯১৭৫০ দিবস।

শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত আছে—"কলিতে মানবগণের ৫০ বর্ষ মাত্র পরমায়ু হইবে। কলি দোষে দেহিদিগের দেহ ক্ষীণ হইলে, বর্ণাশ্রমাচারী লোকদিগের বেদবিহিত ধর্ম্মপথ নষ্ট হইলে, ধার্ম্মিক পাষণ্ডপ্রায় হইল, রাজগণ দস্যুপ্রায় হইলে, মনুষ্যগণ চৌর্য্য, মিথ্যা, বৃথা হিংসা ইত্যাদি নানা বৃত্তি-সম্পন্ন হইলে, ব্রাহ্মণাদি বর্ণ শূদ্রপ্রায় হইলে, গো সকল ছাগ প্রায় হইলে, আশ্রম সকল গৃহপ্রায় হইলে, বন্ধু সকল যৌন-প্রায় হইলে, ওষধির গুণ সকল হ্রাস হইলে, পর্ব্বতসকল নিম্নপ্রায় হইলে, মেঘ সকল বিদ্যুৎপ্রায় হইলে, গৃহ সকল শূন্যপ্রায় ধর্ম্মরহিত হইলে, লোকসকল দুঃসহ চেষ্টিত হইলে ধর্ম্ম পরিত্রাণের নিমিত্ত সত্বগুণে ভগবান্ কল্কি অবতীর্ণ হইবেন। তোমার (পরীক্ষিতের) জন্ম অবধি মহানন্দের রাজ্যাভিষেক কাল পর্য্যন্ত ১১৫০ বর্ষ অতিবাহিত হইবে। সপ্ত নক্ষত্রাত্মক সপ্তর্ষি মণ্ডলের মধ্যে উদয় সময়ে যে দুইটি নক্ষত্ররূপ ঋষিকে আকাশমণ্ডলে প্রথম উদিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, তদুভয়ের মধ্যে সমদেশাবস্থিত যে অশ্বিন্যাদি এক একটি নক্ষত্রকে রাত্রিকালে দেখা যায়, তাহার এক একটির সহিত যুক্ত হইয়া ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল মনুষ্যপরিমাণের এক এক শত বৎসর অবস্থিতি করেন, সেই সকল ঋষিরা অধুনা তোমার (পরীক্ষিতের) সময়ে মঘাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, যখন সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘানক্ষত্রে বিচরণ করিবেন, তখন কলি প্রবৃত্তি ১২০০ বৎসর অতীত হওয়াতে সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইবে। যখন ঐ সপ্তর্ষিমণ্ডল মঘা হইতে পূর্ব্বাষাঢ়ায় গমন করিবেন, তখন অবধি অর্থাৎ নন্দাভিষেক অবধি এই কলি অতিশয় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইবে। যে দিন কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠে গমন করিয়াছেন, সেই দিন অবধিই কলিযুগ প্রতিপন্ন হইয়াছে। দিব্য পরিমাণ সহস্র বৎসরের পর চতুর্থ কলি অতীত হইলে, পুনর্ব্বার সত্যযুগ আরম্ভ হইবে।"

(ভাগবত ১২শ স্কন্ধ, ২য় অঃ, ১০-২৯ শ্লোঃ)

বর্ত্তমান ১৮১৩ শকাব্দ পর্য্যন্ত কলিযুগের ৪৯৯২ বৎসর অতীত হইতেছে।

এই যুগে ধর্ম্ম একপাদ, অধর্ম্ম তিনপাদ। মনুষ্যের আয়ুঃ পরিমাণ ১০৮ বৎসর, দেহপ্রমাণ স্ব স্ব হাতের ৩।০ হাত। অবতার শ্রীকৃষ্ণ এবং যুগশেষে দশম অবতার কল্কি উৎপন্ন হইয়া পাপিগণের বিনাশসাধন করিবেন। ব্রাহ্মণ নিরগ্নি, অন্নগত প্রাণ এবং ভোজন পাত্রের অনিয়ম হইবে।

কলিযুগের বিশেষ ধর্ম্ম দান। মনুসংহিতা প্রভৃতিতে লিখিত আছে—

"তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুর্দানমেকং কলৌ যুগে॥"

সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতাযুগে জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ ও কলিযুগে দানমাত্র বিশেষ ধর্ম্ম। (মনু সং।)

"তপঃ পরং কৃতযুগে ত্রেতায়াং জ্ঞানমুচ্যতে।
দ্বাপরে যজ্ঞমেবাহুঃ কলৌ দানং দয়া দমঃ॥"

সত্যযুগে তপস্যা, ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ এবং কলিযুগে দান, দয়া ও দম বিশেষ ধর্ম্ম। (মহাভারত।)

"ত্রয়ীধর্ম্মঃ কৃতযুগে জ্ঞানং ত্রেতাযুগে স্মৃতং।
দ্বাপরে চাধ্বরঃ প্রোক্তঃ কলৌ দানং দয়া দমঃ॥"

সত্যযুগে বৈদিক ধর্ম্ম, ত্রেতায় জ্ঞান, দ্বাপরে যজ্ঞ এবং কলিতে দান, দয়া ও দম বিশেষ ধর্ম্ম। (বৃহস্পতি।)

এইরূপ লিঙ্গপুরাণ, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতিতেও একবাক্যে দানের কথা অনুমোদিত আছে।

কলিযুগের সংহিতা নিশ্চয় সম্বন্ধে পরাশর লিখিয়াছেন,—

"কৃতে তু মানবো ধর্ম্মস্ত্রেতায়াং গৌতমঃ স্মৃতঃ।
দ্বাপরে শঙ্খলিখিতৌ কলৌ পারাশরঃ স্মৃতঃ॥"

সত্যযুগে মনুসংহিতা, ত্রেতায় গৌতম, দ্বাপরে শঙ্খ ও লিখিত এবং কলিযুগে পারাশর সংহিতা ধর্ম্মশাস্ত্র।

কলিদোষশান্তির জন্য লিঙ্গপুরাণ, বৃহন্নারদীয়, মহাভারত, ও শিবপুরাণে শিবপূজার উপদেশ আছে। স্কন্দপুরাণে শিবই একমাত্র কলিযুগের দেবতা বলিয়া উল্লেখ আছে,—

"ব্রহ্মা কৃতযুগে দেবঃ ত্রেতায়াং ভগবান্ রবিঃ।
দ্বাপরে ভগবান্ বিষ্ণুঃ কলৌ দেবো মহেশ্বরঃ॥"

সত্যযুগে ব্রহ্মা, ত্রেতায় সূর্য্য, দ্বাপরে বিষ্ণু ও কলিতে মহেশ্বর দেবতা।

অন্যান্যস্থলে কালিকা ও গোপাল কলির জাগ্রত দেবতা বলিয়া উল্লেখ আছে,—

"কলৌ জাগর্ত্তি গোপালঃ কলৌ জাগর্ত্তি কালিকা॥"

কাশীবাস, গঙ্গাস্নান প্রভৃতিও কলিকালে মুক্তির উপায় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

"নান্যৎ পশ্যামি জন্তূনাং মুক্ত্বা বারাণসীং পুরীম্।
সর্ব্বপাপপ্রশমনং প্রায়শ্চিত্তং কলৌ যুগে॥

যে বিপ্রাস্তাং পুরীং প্রাপ্য ন মুঞ্চন্তি কদাচন।
বিজিত্য কলিজান্ দোষান্ যান্তি তৎ পরমং পদম্॥"

কলিযুগে বারাণসীপুরী ব্যতীত জীবগণের সর্ব্বপাপনাশক প্রায়শ্চিত্ত আর নাই। যে ব্রাহ্মণ ঐ পুরী প্রাপ্ত হইয়া কখন তাহা পরিত্যাগ না করেন, তিনি কলিজ পাপ বিনাশ করিয়া পরম পদ লাভ করিতে পারেন। (স্কন্দ পু°।)

গঙ্গাস্নান সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণে লিখিত আছে,—

"কৃতে সর্ব্বানি তীর্থানি ত্রেতায়াং পুষ্করং পরং।
দ্বাপরে তু কুরুক্ষেত্রং কলৌ গঙ্গৈব কেবলম্॥"

সত্যযুগে সমুদায় তীর্থ, ত্রেতায় পুষ্কর, দ্বাপরে কুরুক্ষেত্র এবং কলিযুগে গঙ্গাই একমাত্র তীর্থ। মহাভারতে আছে,—

"গীতা গঙ্গা তথা ভিক্ষুঃ কপিলাশ্বত্থসেবনম্।
বাসরং পদ্মনাভস্য সপ্তমং ন কলৌ যুগে॥"

গীতা, গঙ্গা, ভিক্ষুক, কপিলা, অশ্বত্থবৃক্ষ ও হরিবাসর সেবা ব্যতীত কলিযুগে আর সপ্তম ধর্ম্মকার্য্য নাই।

হরিনাম কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে লিখিত আছে,—

"যেঽহর্নিশং জগদ্ধাতুর্বাসুদেবস্য কীর্ত্তনং।
কুর্ব্বন্তি তান্ নরব্যাঘ্র ন কলির্বাধতে নরান্॥
চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ।
নাশৌচং কীর্ত্তনে তস্য স পবিত্রকরো যতঃ॥
অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমশ্লোকনাম যৎ।
সংকীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ॥"

যাঁহারা দিবানিশি জগৎস্রষ্টা বাসুদেবের কীর্ত্তন করেন, হে নরশ্রেষ্ঠ, তাঁহাদিগকে কলি কোনরূপ বাধা দিতে পারে না। সর্ব্বদা সকলস্থানেই চক্রপাণির নাম করিবে, তাহাতে অশৌচ বিবেচনার আবশ্যক নাই, যেহেতু নামকীর্ত্তনই পবিত্রকারক। জ্ঞানবশতঃ হউক বা অজ্ঞানবশতঃই হউক হরিনাম কীর্ত্তন করিলেই পুরুষের পাপসকল অগ্নি কর্ত্তৃক কাষ্ঠরাশির ন্যায় দগ্ধ হইয়া যায়।

স্কন্দপুরাণে আছে,—

"গোবিন্দনামা যঃ কশ্চিন্নরো ভবতি ভূতলে।
কীর্ত্তনাদেব তস্যাপি পাপং যাতি সহস্রধা॥"

গোবিন্দনাম যুক্ত কোন মানবের নাম করিলেও সহস্র পাপ বিনষ্ট হইয়া যায়।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের মতে,—

"মেধ্যামেধ্যবিচারাণাং ন শুদ্ধিঃ শ্রৌতকর্ম্মণা।
ন সংহিতাদ্যৈঃ স্মৃতিভিরিষ্টসিদ্ধির্নৃণাম্ভবেৎ॥ ৬
বিনা হ্যাগমমার্গেণ কলৌ নাস্তি গতিঃ প্রিয়ে॥ ৭
শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি ময়ৈবোক্তং পুরা শিবে।
আগমোক্তবিধানেন কলৌ দেবান্ যজেৎ সুধীঃ॥" ৮। ২য়উল্লাস।

পবিত্রাপবিত্র বিচারহীন ব্রাহ্মণাদি বর্ণের বেদোক্ত কর্ম্ম দ্বারা শুদ্ধি হইবে না; পুরাণ, সংহিতা ও স্মৃতি দ্বারাও মনুষ্যের ইষ্ট সিদ্ধি হইবে না। কলিকালে আগমোক্ত পথ ব্যতিরেকে গতি নাই।

"পশুভাবঃ কলৌ নাস্তি দিব্যভাবোঽপি দুর্লভঃ।
বীরসাধনকর্ম্মাণি প্রত্যক্ষাণি কলৌ যুগে॥ ১৯
কুলাচারং বিনা দেবি কলৌ সিদ্ধির্ন জায়তে।" ৪র্থ উল্লাস।

কলিযুগে পশুভাব নাই, দিব্যভাবও দুর্লভ। কলিযুগে বীর-সাধনই প্রত্যক্ষফলদায়ক। হে দেবি! কলিযুগে কুলাচার ব্যতীত সিদ্ধি হইতে পারে না।

মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে আরও লিখিত আছে যে, যাঁহারা জিতে-ন্দ্রিয় হইয়া কুলাচারের অনুষ্ঠান করিবেন, যাঁহারা দয়াশীল হইবেন, যাঁহারা গুরুশুশ্রূষায় তৎপর, পিতামাতার প্রতি ভক্তিমান্, স্বপত্নীতে অনুরক্ত, সত্যব্রত, সত্যনিষ্ঠ ও সত্যধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া 'কুলসাধনে' সত্য এইরূপ বিশ্বাস করিবেন, যাঁহারা হিংসা, মাৎসর্য্য, দম্ভ ও দ্বেষশূন্য হইবেন এবং যাঁহারা কুলাচার অনুসারে স্নান, দান, তপস্যা, তীর্থদর্শন, ব্রত ও তর্পণ, গর্ভাধান, পিতৃশ্রাদ্ধ প্রভৃতি আচরণ করিবেন, কলি তাঁহাদিগকে পীড়া দিতে পারিবে না। কলির দোষসমূহের মধ্যে একটি প্রধান গুণ আছে যে, সত্যপ্রতিজ্ঞ কৌলিক-গণের সঙ্কল্পমাত্রই শ্রেয় লাভ হয়।

কলির তারক ব্রহ্মনাম,—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥"

বৃহন্নারদীয়ে নিম্নোক্ত কার্য্যসকল কলিতে নিষিদ্ধ—সমুদ্রযাত্রা, কমণ্ডলুধারণ, অসবর্ণ কন্যাবিবাহ, দেবরের দ্বারা পুত্রোৎ-পাদন, মধুপর্কে পশুবধ, শ্রাদ্ধে মাংসদান, বানপ্রস্থাশ্রম, দত্ত-কন্যা অক্ষতা হইলেও তাহার পুনর্ব্বার দান, দীর্ঘকাল ব্রহ্মচর্য্য, নরমেধ, অশ্বমেধ, মহাপ্রস্থান গমন, গোমেধ যজ্ঞ, ব্রাহ্মণ আততায়ী হইলেও তাহার হিংসা করা, সুরাগ্রহণ, অগ্নিহোত্র হবনীতেও লেহ পীড়া গ্রহণ, বৃত্ত ও স্বাধ্যায়সাপেক্ষ অশৌচ, সঙ্কোচ, মরণান্তিক প্রায়শ্চিত্তবিধান, সংসর্গদোষ সম্বন্ধে চুরি প্রভৃতি দোষ হইতে মুক্তিলাভ, দত্তক ও ঔরস ব্যতীত অন্য পুত্র গ্রহণ, গুরু-স্ত্রী পরিত্যাগ, পরোদ্দেশে আত্মত্যাগ, উচ্ছি-ষ্টের বর্জ্জন, দাস গোপাল প্রভৃতির অন্নভোজন, গৃহস্থের অভিদূরে তীর্থসেবা, গুরুস্ত্রীতে শিষ্যের গুরুবৎ বৃত্তি, দ্বিজাতি-

দিগের আপদ্বৃত্তি, অশ্বস্তনিকতা, ব্রাহ্মণের প্রবাস, মুখাগ্নি-ধমন, বলাৎকারাদি-দোষ-দুষ্ট-স্ত্রী-গ্রহণ, সর্ব্বজাতিতে যতির ভিক্ষাগ্রহণ, ব্রাহ্মণাদির জন্য শূদ্রাদির পাক, পর্ব্বতের উচ্চ-স্থান হইতে পতিত হইয়া অথবা অগ্নিতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ প্রভৃতি কার্য্য সকল কলিযুগে নিষিদ্ধ বলিয়া নির্ণয়সিন্ধু, হেমাদ্রি, আদিত্যপুরাণ ও পৃথ্বীচন্দ্রোদয় প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে।

যুধিষ্ঠির, হরিশ্চন্দ্র, মুনিশ্চন্দ্র, তেজঃশেখর বিক্রমাদিত্য, বিক্রমসেন, লাউসেন, বল্লালসেন, দেবপাল, ভূপাল, মহীপাল, এই কয়েকজন কলিযুগের প্রধান রাজা এবং যুধিষ্ঠির, বিক্রমাদিত্য, শালিবাহন, বিজয়, নাগার্জ্জুন ও বলি* এই ছয়জন রাজচক্রবর্ত্তী শককারক। [শক দেখ।]

৬ দেবগন্ধর্ব্ববিশেষ, কশ্যপ ঔরসে দক্ষকন্যার গর্ভে ইহার জন্ম। (মহাভারত ১।৬৫।৪৪।)।

৭ একজন অতি প্রাচীন ঋষি। ইহার নাম ঋক্‌সংহিতায় দৃষ্ট হয়।

৮ সঙ্গীতের অন্তরা। ৯ শিব। ১০ বৈষ্ণবদিগের তিলকের ভেদবিশেষ, ইহার আকৃতি ফুলের কুঁড়ির ন্যায় আগাগোড়া সূক্ষ্ম ও মধ্য স্থূল; ইহা অতি সুন্দর ও সূক্ষ্ম হইলে 'রসকলি' বলিয়া থাকে। ১১ (স্ত্রী) কলিকা, ফুলের কুঁড়ি।

কলিক (পুং) কলো মন্দগম্ভীরো ধ্বনিরস্ত্যস্য, কল-মত্বর্থে ঠন্। ক্রৌঞ্চ পক্ষী।

কলিকা (স্ত্রী) কলিরেব, কলি-স্বার্থে কন্-টাপ্। ১ ফুলের কুঁড়ি। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কোরক, কলি, কলী।

("মুগ্ধামজাতরজসাং কলিকামকালে।
ব্যর্থং কদর্থয়সি কিং নবমালিকায়াঃ॥" সাহিত্য দং।)

২ বীণার মূলদেশ। ৩ রচনাবিশেষ; তালনিয়ত পদসমূহের নাম কলা, কলাযুক্ত বলিয়া ইহার নাম কলিকা। কলিকা ছয় প্রকার,—চণ্ডবৃত্ত, দ্বিগাদিগণবৃত্ত, ত্রিভঙ্গীবৃত্ত, মধ্য, মিশ্র ও কেবল। চণ্ডবৃত্তে দশপ্রকার সংযুক্ত বর্ণ থাকে। মধুর, শ্লিষ্ট, বিশ্লিষ্ট, শিথিল ও হ্রাদি-সংযুক্ত হইয়া বর্ণ সকল হ্রস্ব দীর্ঘভেদে ভিন্ন হয়। হ্রস্ব ও মধুর সংযোগ যথা,—শঙ্কর, অঙ্কুশ ও কিঙ্কর। শ্লিষ্টসংযোগ দর্প, কর্পর ও সর্প। বিশ্লিষ্ট সংযোগ যথা,—ভল্ল, কল্যাণ ও চিল্লি। শিথিল সংযোগ,—শম্ভু, কশ্যপ ও বপ্স। হ্রাদি সংযোগ মহ্য গুহ্য, সহ্য ও প্রসহ্য। কেহ কেহ গর্হাদি শব্দকেই হ্রাদি সংযুক্ত বলিয়া থাকেন। দীর্ঘসংযোগ যথা,—তুঙ্গ, অঙ্গ, কার্পাস, বাল্য, বৈশ্য ও বাহ্লক। চণ্ডবৃত্তে কলার নিয়ম,—দ্বাদশ হইতে চৌষট্টি, ইহার ন্যূনাধিক করা হয় না। চণ্ডবৃত্ত দুইপ্রকার নথ ও বিশিখ। তন্মধ্যে নথ বিংশ প্রকার,—বর্দ্ধিত, বীরভদ্র, সমগ্র, অচ্যুত, উৎপল, তুরঙ্গ, শ্রীগুণরতি, মাতঙ্গলেখিত ও তিলক; এই নয় প্রকার ব্যতীত অন্যভেদের নামাদি প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। বিশিখ পাঁচ প্রকার,—পদ্ম, কুন্দ, চম্পক, বঞ্জুল ও বকুল। তন্মধ্যে পদ্ম ছয় প্রকার,—পঙ্কেরুহ, সিত-কঞ্জ, পাণ্ডুৎপল, ইন্দীবর, অরুণাম্ভোজ ও কহ্লার। বকুল দুই প্রকার,—ভাস্বর ও মঙ্গল। এইরূপে চণ্ডবৃত্ত বিংশ প্রকার হইয়া থাকে। দ্বিগাদিগণবৃত্ত পাঁচপ্রকার,—কোরক, গুচ্ছ, সংফুল্ল, কুসুম ও গন্ধ। ত্রিভঙ্গীবৃত্ত, দণ্ডক ও বিদগ্ধভেদে দুই প্রকার—মিশ্রকালিকা গদ্যসম্পৃক্তা ও সপ্তবিভক্তিকা ভেদে দুই প্রকার, কেবলাও দুই প্রকার—অক্ষরময়ী ও সর্ব্বলঘ্বী।

৪ ছন্দোবিশেষ;—

"প্রথমমপরচরণসমুত্থং প্রয়তি স যদি লক্ষ্ম।
ইতরদিতরগদিত মপি যদি চ তুর্য্যং
চরণযুগলকমবিকৃতমপরমিতি কলিকা সা॥"
(বৃত্তরত্নাকর ৪ অঃ।)

প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ একরূপ লক্ষণাক্রান্ত হইলে, এবং তৃতীয় চতুর্থ চরণ অবিকৃত থাকিলে তাহাকে কলিকা কহে।

৫ কলা, চন্দ্রের জ্যোতির অংশ।

("তন্যস্তে কলিকা যস্মাত্তস্মাত্তাতিথয়ঃ স্মৃতাঃ।"
সিদ্ধান্তশিরোমণি।)

কলিকা (দেশজ) কল্‌কে, তামাক খাওয়ার উপকরণবিশেষ, ইহাতেই তামাক সাজিতে হয়। মাটি, পাথর ও বিবিধ ধাতু প্রভৃতি দ্বারা ইহা প্রস্তুত। উৎপত্তির স্থানে ও আকার ভেদানুসারে ইহারও নানা প্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন,—বলাগড়ে, কাঁটালে, ধুতরাফুলি ধুধুচি, ইত্যাদি।

কলিকাতা—সমগ্র ভারতসাম্রাজ্যের রাজধানী, বঙ্গদেশের সর্ব্ব-প্রধান নগরী; বৃটীশ-শাসনের কেন্দ্রস্থল, বৃটীশ-রাজ-প্রতিনিধির বসতিস্থান, ভারতীয় বাণিজ্যের প্রধান বন্দর। এই নগরীতে এত অধিক সুরম্য, সুন্দর, সুশোভিত অট্টালিকা আছে যে, তজ্জন্য ইহার আর একটি স্বতন্ত্র নামের সৃষ্টি হইয়াছে; লোকে ইহাকে ঐ জন্য "সৌধময়ী মহানগরী" বলিয়া থাকে।

* "যুধিষ্ঠিরো বিক্রমশালিবাহনৌ ধরাধিনাথৌ বিজয়াভিনন্দনঃ।
ইমেঽনু নাগার্জ্জুনমেদিনীপতির্বলিঃ ক্রমাৎ ষট্ শককারকাঃ কলৌ।"
জ্যোতির্বিদাভরণ।

এই নগরী গঙ্গানদীর দক্ষিণবাহিনী শাখা ভাগীরথীর বামতীরে অবস্থিত। ইংরাজেরা ভাগীরথীর দক্ষিণাংশকে "হুগলী" নদী বলেন, সুতরাং ইংরাজ-ভৌগোলিকের মতে ইহা হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত। বঙ্গোপসাগরে গঙ্গার মুখে জাহাজের গমন-পথ নির্দ্দেশ করিবার জন্ত যে সকল 'বয়া' আছে, তাহা হইতে কলিকাতার দক্ষিণাংশস্থিত নদী-তীরবর্ত্তী ফোর্ট উইলিয়ম নামক ইংরাজ-দুর্গের অন্তর্গত সময়-নিরূপক গোলক-স্তম্ভ পর্য্যন্ত মাপিয়া আসিলে জানা যায় যে, সাগরতীর হইতে কলিকাতা ঠিক ৮৬·২ ভৌগোলিক মাইল বা ৪৩ ক্রোশ উত্তরে ২২° ৩৪´ উত্তর অক্ষাংশে এবং ৮৮°২৫´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত।

কলিকাতার ভূতত্ত্ব*—ভূতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন যে অতিপূর্ব্বে অর্থাৎ ইতিহাসাতীতকালে বর্ত্তমান বঙ্গদেশের দক্ষিণভাগ, যাহাকে ইংরাজ ভৌগোলিকেরা গাঙ্গেয় "ব" দ্বীপ বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকেন, তাহার অস্তিত্ব মাত্র ছিল না ; বর্ত্তমান রাজমহল, মুরসিদাবাদ ও মালদহের মধ্যে কোন একস্থলে সমুদ্রতীর ছিল। হিমালয় হইতে যে সকল নদী তখন ঐ স্থানে আসিয়া সাগরে পড়িত, তাহাদেরই স্রোতবাহিত মৃত্তিকারাশিতে গাঙ্গেয় "ব" দ্বীপের ক্রমশঃ জন্ম হইয়াছে, সুতরাং কলিকাতা নগরীর জন্ম ঐ সময়েই হয়। কলিকাতার ভূমি সামান্ততঃ নিম্ন ও সমতল, দক্ষিণ-পূর্ব্বাভিমুখে ঢালু।

কলিকাতার ভূতত্ত্ব আলোচনা করিবার জন্ত এক সময়ে দুইটি পরীক্ষা হইয়াছিল, একটি ফোর্ট উইলিয়মে (কেল্লাতে) কূপখনন ও শিয়ালদহে পুষ্করণীখনন। † ১৮৩৫ হইতে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ভূতত্ত্বানিষ্কারের জন্ত কেল্লাতে একটি কূপ ৪৮১ ফুট গভীর করিয়া খনন করা হয়। ১৫৯ ফুট নিম্নে একপ্রকার পীতবর্ণ শিরাযুক্ত আঁটাল মাটি এবং ১৯৬ ফুট নিম্নে লৌহমিশ্রিত মৃত্তিকা পাওয়া যায় ; ৩৪০ এবং ৩৫০ ফুট নিম্নে প্রস্তরে পরিণত অস্থি পাওয়া যায়, পরীক্ষকেরা ইহাকে কচ্ছপের অস্থি বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন ; ৩৭২ ফুট নিম্নে আরও কতকগুলি ঐরূপ অস্থি পাওয়া যায়। এইখানে ৩৮০ ফুট নিম্নে যে স্তর দৃষ্ট হয়, তাহা দেখিয়া বোধ হয় যে, এই স্তরে এক সময়ে একটি বৃহৎ জঙ্গল ছিল, এখন তাহা ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া নষ্টপ্রায় হইয়া গিয়াছে। এই স্তরটি দেখিয়া পরীক্ষকেরা নিশ্চয় করেন যে, বর্ত্তমান সুন্দরবনের ভূপৃষ্ঠ তুল্য এই স্তরটীও এক সময়ে ভূপৃষ্ঠে ছিল, কালক্রমে সেই ভূপৃষ্ঠ ৩৭০ ফুট বসিয়া গিয়াছে।

ঐ কূপে ৩৯২ ফুট নিম্নে বালুকা মধ্যে গিরিনদীগর্ভ-সুলভ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উৎকৃষ্ট নুড়দার, কতকগুলি জীর্ণকাষ্ঠ খণ্ড, ৪০০ ফুট নিম্ন হইতে একখণ্ড চূণপাথর এবং ৪০০ হইতে ৪৮১ ফুট মধ্যে সমুদ্রোপকূলজাত দ্রব্য ও সূক্ষ্ম সিকতাময় আদি পার্থিবপদার্থ, স্ফটিক, ফেল্‌স্পার, অভ্র, স্লেট ও চূণপাথর-মিশ্রিত উপলখণ্ড পাওয়া যায়। বিঘ্ন ঘটায় আর নিম্নে বেশী দূর খনন করা হয় নাই, সুতরাং স্থির হইল না যে, কতদূর পর্য্যন্ত এই অসমতাবাপন্ন স্তর আছে, কোন কোন পরীক্ষক অনুমানে স্থির করেন যে, নিম্নে আরও ৮০ ফুট এইরূপ আছে। উপরি উক্ত স্তরাবলীর বর্ণনা হইতে স্থির হয় যে, পূর্ব্বে ইহার নিকটে উচ্চ পাহাড় ছিল, তাহাই বসিয়া গিয়া বর্ত্তমান সমতল ভূমির উৎপত্তি হইয়াছে।

শিয়ালদহের ষ্টেশনের সীমার মধ্যে যে বৃহৎ পুষ্করিণীটি খনন করা হইয়াছিল, তাহা হইতে ব্লানফোর্ড সাহেব কলিকাতার ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক তথ্য প্রকাশ করেন। পুষ্করণীটি তৎকালের ভূমির স্বাভাবিক সমতল হইলে ৩০ ফুট গভীর করিয়া খনন করা হয়। তখনকার ভূমির পৃষ্ঠ-দেশ, নিকটস্থ খালের মরা-জোয়ারের সীমাসমতল হইতে ১৫॥ নিম্ন এবং গ্রীষ্মকালীন ভাগীরথীর অত্যন্ত মরা-জোয়ারের সীমাসমতল হইতে ১৭ ফুট উচ্চ ছিল মাত্র। পুষ্করণী খুঁড়িবার সময় দেখা যায়, প্রথম ৩ ফুট ভূমি উদ্ভিজ্জ মৃত্তিকাপূর্ণ, তাহার পরের স্তর অসমতল এবং ধান্তক্ষেত্রের মৃত্তিকার ন্তায় মৃত্তিকাপূর্ণ, এই স্তরের সকল স্থলেই একরূপ নহে, কোথাও স্বল্পভার-সহিষ্ণু বালুকা ও লবণাক্ত কর্দ্দম, কোথাও বা পরিষ্কার চিক্কণ মৃত্তিকা। এ সকলেও উদ্ভিজ্জাবশেষ দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহা এত পুরাতন যে, তাহাদের জাতি-উৎপত্তি অবগত হইবার উপায় হয় নাই। ইহার নীচে ভূপৃষ্ঠ হইতে আঁটাল মাটি পাওয়া যায়, এই আঁটাল মাটি ২০ ফুট নীচে। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত উদ্ভিদজাত মৃত্তিকার স্তর ৩ ফুট বাদ দিলে মধ্য স্তরটির বেধ ১৭ ফুট হয়। ইহার নিম্নে উদ্ভিদজাত অপরিণত কয়লার স্তর (শুষ্ক হইলে ইহা অগ্নিতে দগ্ধ হয় না।) এই স্থলে কতকগুলি সুন্দরী গাছের গুঁড়ি দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই গুঁড়ির শিকড় বাঁকিয়া না গিয়া ঠিক সোজা হইয়া নিম্নস্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয় যে, এক সময়ে এই স্তরটি ভূপৃষ্ঠ ছিল, কালক্রমে বসিয়া গিয়াছে। এই স্তরটি পুষ্করিণীর সর্ব্বাংশে দেখা যায়। অনেকে অনুমান

* Geology of India, by Blanford, and Medlicot, এবং Blanford's Physical Geography.

† Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. IX. p. 686 and Vol. XXXII. p. 154.

করেন যে, এই স্তরটি সমস্ত কলিকাতা, তন্নিকটবর্ত্তী সমুদ্র বা নদীতীরবর্ত্তী স্থানগুলিতে বর্ত্তমান, তবে সকল স্থলে এই স্তরের অবস্থান সমগভীর নহে। সারা ভাঁটার সময় গার্ডেন রীচের (কোম্পানীর বাগানের) নিম্নে এবং অপর পারে নদী-গর্ভে এই স্তর সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। শিয়ালদহে এই স্তর ভূপৃষ্ঠ হইতে ৩০।৩১ ফুট নিম্ন এবং কোম্পানীর বাগানের নীচে ৩৬ ফুট নিম্ন, কিন্তু কেল্লাতে ৫১ ফুট নিম্ন।

পূর্ব্বে যে গাছের গুঁড়ির কথা বলা গিয়াছে, তাহার মূলানুসন্ধান করিবার জন্য একটি ৪ ফুট গভীর কূপ খনন করিয়া দেখা যায়, তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, এই সকল বৃক্ষাবশেষ পূর্ব্বোক্ত খালের সারা ভাঁটার সীমাসমতল হইতে ১৫।৷ ফুট নিম্নে এবং ভাগীরথীর ঐ স্থান হইতে ১৩ ফুট নিম্নে জন্মিয়াছিল। মাতলা, ক্যানিং-টাউন প্রভৃতি স্থলেও ঐ স্তরটি পাওয়া যায় এবং তাহাদিগের সহিত তুলনায় ও সুন্দর-বনের সুন্দরীবৃক্ষ-সংস্থানের ভূমির সহিত তুলনা করিয়া বুঝা যায়, শিয়ালদহের যে স্তরে ঐ সকল বৃক্ষাবশেষ পাওয়া গিয়াছিল, তাহাতে ঐ সকল বৃক্ষ জন্মিবার পরে ১৮ বা ২০ ফুট বসিয়া গিয়াছে, ইহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কেল্লার ভিতরে যেখানে ঐ স্তরে বৃক্ষাবশেষ দেখা গিয়াছিল, সেই স্থলই যদি ঐ বৃক্ষগণের মৌলিক অবস্থান-স্থল হয়, তবে সেখানেও যে স্তরটি ৪৬।৪৮ ফুট বসিয়া গিয়াছে, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু এই দুই স্থানের ভূপৃষ্ঠ সমসাময়িক কি না, তাহার বিশ্বাসজনক কোন প্রমাণ নাই।

উপরোক্ত কারণসমূহ দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে গাঙ্গেয় 'ব' দ্বীপটী গড় ১৮ হইতে ২০ ফুট পর্য্যন্ত বসিয়া গিয়াছে। যেহেতু নিম্নে যে সকল স্থানে সুন্দরীগাছ পাওয়া গিয়াছে, ঐ সকল গাছ এককালে ভূপৃষ্ঠে জন্মিয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ভূতত্ত্ববিদ্ ব্লান্‌ফোর্ড সাহেব যে সকল স্থানের খনন পরিদর্শন করিয়াছেন, তৎসমুদয় স্থানে ৮ হইতে ১০ ফুট মধ্যেই ঐরূপ বৃক্ষাবশেষ দেখিতে পাইয়াছেন। উপরিস্থ স্তরসমূহ সাধারণতঃ উদ্ভিজ্জাবশেষ এবং নদীজলসম্ভূত শম্বুকাদিতে পরিপূর্ণ থাকা সত্বেও ঐ সকল স্থানে যে এক সময়ে ভূপৃষ্ঠ ছিল, তাহার চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাতে যে কেবল স্তরটি কালসহকারে বসিয়া গিয়াছে তাহাই স্পষ্ট বুঝা যায় এমত নহে। উহা এত শীঘ্র সংঘটিত হইয়াছিল যে, নদী-স্রোতবাহিত মৃত্তিকা (পলি) দ্বারাও তত দ্রুত ভরাট হওয়া অসম্ভব।

নদীর গতি-পরিবর্ত্তন—কলিকাতার দক্ষিণে "টালির নালা" বা "আদিগঙ্গা" নামে একটি খাল আছে। এই খাল-টীর পূর্ব্বে এ অবস্থা ছিল না। ইহা বিস্তৃত নদী ছিল, প্রাচীনকালে ইহাই ভাগীরথীর প্রধান স্রোত ছিল। কালক্রমে ইহা একটি সামান্য "সোঁতা" মাত্রে পর্য্যবসিত হয় ও অব-শেষে "টালি" নামক এক সাহেব ইহার পঙ্কোদ্ধার করিয়া "টালির নালা" এই নামে প্রচারিত করেন। ভাগীরথীর স্রোত ঘুসড়ির নিকট দক্ষিণবাহিনী হইয়া বরাবর কলি-কাতাকে বামে রাখিয়া খিদিরপুরের নিকট পূর্ব্ববাহিনী হয়। সেখান হইতে বর্ত্তমান টালির নালার খাল বাহিয়া চারি-ক্রোশ দক্ষিণে গড়িয়াগ্রাম পর্য্যন্ত পূর্ব্বমুখে বহিয়া অগ্নিকোণে বাঁকিয়া হাতিয়াগড় পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছিল। এখনও হাতিয়াগড় পর্য্যন্ত সেই আদি গঙ্গার গর্ভ স্পষ্ট লক্ষিত হয়।*

---

* খিদিরপুরের নিম্নে যে গঙ্গার মূলস্রোত প্রবাহিত ছিল, তাহা কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্য হইতেও বুঝা যায়। শ্রীমন্তের ডিঙ্গা গঙ্গা বাহিয়া কোন্নগর, কোতরঙ্গ এড়াইয়া কুচিনান হইয়া কলিকাতার উত্তরস্থ চিৎপুরে উপস্থিত হইল, তৎপরে কলিকাতা ও তাহার সম্মুখে অপর সালিখা অতিক্রম করিয়া বেতেড়, ধনস্তগ্রাম হইয়া ডাহিনে হিজলীর পথ পরিত্যাগ করিয়া বালিঘাটা (বেলেঘাটা ?) উপস্থিত হইল, তৎপরেই শ্রীমন্তের ডিঙ্গা কালীঘাটে পঁহুছিল।

"ত্বরায় চলে তরি তিলেক না রহে।
ডাহিনে মাহেশ বামে খড়দহ রহে॥
কোন্নগর কোতরঙ্গ এড়াইয়া যায়।
সর্ব্বমঙ্গলার দেউল দেখিবারে পায়॥
ছাগ মহিষ মেষে পূজিয়া পার্ব্বতী।
কুচিনান এড়াইল সাধু শ্রীয়পতি॥
ত্বরায় চলিল তরি তিলেক না রয়।
চিৎপুর সালিখা এড়াইয়া যায়॥
বেতেড়েতে উত্তরিল বেণিয়ার বালা।
কলিকাতা এড়াইল অবসান বেলা॥
বেতাই চণ্ডিকা পূজা কৈল সাবধানে।
ধনস্ত গ্রামখানা সাধু এড়াইল বামে॥
ডাহিনে এড়াইয়া যায় হিজলীর পথ।
রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত॥
বালিঘাটা এড়াইল বাণিয়ার বালা।
কালীঘাটে গেল ডিঙ্গা অবসান বেলা॥"

রেনেল সাহেব আভ্যন্তরিক জলপথের গতি দেখাইবার জন্য তাঁহার "হিন্দুস্থানের মানচিত্র" নামক গ্রন্থে যে একখানি নদী-প্রবাহ-প্রদর্শক মানচিত্র দিয়াছেন, তাহা হইতে বুঝা যায় যে কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব্বে বেলেঘাটার নিম্নে একটি নদীধারা ছিল, কবিকঙ্কণের বর্ণনার "বালিঘাটা" যদি এই বেলেঘাটা হয়, তাহা হইলে ঐ নদীধারাই যে ভাগীরথীর আদিস্রোত তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না, কারণ এই নদীধারার উপরেই শ্রীমন্ত কালীঘাট পাইয়াছিলেন।

কলিকাতার জলবায়ু,—উষ্ণ-কটিবন্ধের বা গ্রীষ্মমণ্ডলের প্রায় সীমার নিকট এবং কর্কটক্রান্তির ১ অক্ষাংশ মধ্যে স্থাপিত হইলেও কলিকাতার জলবায়ু প্রকৃতপক্ষে সমুদ্রের সান্নিধ্যবশতঃ কলিকাতাবাসিগণকে ভারতের অপরাপর স্থানের লোকের ন্যায় কোন ঋতুর আতিশয্য অনুভব করিতে হয় না; আর সেই জন্য এখানে ষড়ঋতুর মধ্যে তিনটিমাত্র ঋতুর প্রভেদ স্পষ্ট লক্ষিত হয়। ফাল্গুনমাসের শেষ হইতে আষাঢ় মাসের আদ্যাবস্থা পর্য্যন্ত গ্রীষ্ম, তৎপরে ভাদ্র পর্য্যন্ত বর্ষা, তৎপরে কার্ত্তিকের শেষ হইতে শীত ঋতুর আবির্ভাব হয়। অগ্রহায়ণের শেষ হইতে মাঘের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত শীতের প্রাবল্য এবং বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে গ্রীষ্ম ও রৌদ্রের তীক্ষ্ণতা হয়। কলিকাতায় বৎসরের মধ্যে গড়ে উষ্ণতার পরিমাণ বৃদ্ধি ৭৯·৪°; গ্রীষ্মের সময় গড়ে ৮৪·৫° বর্ষায় গড়ে ৮৩·৩° ও শীতে গড়ে ৭৫·৫° উষ্ণতার পরিমাণ দেখা যায়। গত ত্রিশ-বৎসরের মধ্যে ১৮৬৭ ও ১৮৭৩ সালের মে মাসে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গরম পড়িয়াছিল, ছায়াতে তখন উষ্ণতা হইয়াছিল ১০৬°। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠমাসে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে ঝড় হইয়া থাকে। ঝড়ের সময় প্রায় উত্তরপশ্চিমকোণ হইতে বায়ু বহিতে থাকে। অপরাহ্নেই প্রায় ঝড় হয়। কলিকাতার ঝড়ে প্রায় বজ্রপতন ও বিদ্যুৎস্ফুরণ অধিক হয়। কলিকাতার সাধারণ বায়ুর আর্দ্রতা কিছু অধিক। অধ্যাপক ব্ল্যানফোর্ডের মতে, এখানকার বায়ুতে এক-সহস্রাংশে গড় '৭৬২ ভাগ জলীয় বাষ্প বা সূক্ষ্ম জলকণা থাকে। কলিকাতায় বৎসরে গড়ে ৬৬·০৪ ইঞ্চি বৃষ্টি পড়ে। তন্মধ্যে ১৮৭১ সালে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টি হইয়াছিল, উহার পরিমাণ ৯২·৩১ ইঞ্চি। শ্রাবণমাসের শেষে অধিক বৃষ্টি হয়, অর্থাৎ গড়ে ৪১·১৮ ইঞ্চি এবং পৌষমাসের শেষে সর্ব্বাপেক্ষা অল্প হয়, অর্থাৎ গড়ে ০·২৪ ইঞ্চি মাত্র। কলিকাতায় বায়ুর ভার গড়ে সমুদ্রতল হইতে ১৮ ফুট ও বায়ুমান যন্ত্রে জুন বা জুলাই মাসে ২৯·৭৯২ ইঞ্চি উচ্চে অনুভূত হয়। ডিসেম্বর মাসে আরও উচ্চে অর্থাৎ ৩০·০৪১ ইঞ্চি উর্দ্ধে বুঝা যায়। কলিকাতার অবস্থান স্থল বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, এখানে ঘূর্ণীবাতাস ও তৎসঙ্গে প্রবল ঝড় প্রায় সর্ব্বদাই ঘটিতে পারে এবং ঘটেও। এরূপ ভীষণ ঝড় এখানে ১২।১৩ বৎসরের মধ্যে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। চল্লিশসালের বন্যা ও আশ্বিনে ঝড় এবং কার্ত্তিকে ঝড় (১২৭১ এবং ১২৭২ সাল) ইহার নিদর্শন। এই সকল ঝড়ে কলিকাতার নীচে ভাগীরথী গর্ভে জাহাজাদির যথেষ্ট ক্ষতি হয় বলিয়া আজকাল কলিকাতা বন্দরে "ঝটিকাসঙ্কেত" (Storm Signal) স্থাপিত আছে। কলিকাতায় ঝড়ের লক্ষণ বুঝিতে পারিলেই নাবিকদিগেকে সাবধান করিবার জন্য ঐ সকল সঙ্কেত প্রদর্শন করা হয়। কলিকাতার মৌসুম বায়ু বহিতে আরম্ভ হইলে অর্থাৎ চৈত্র বৈশাখমাসে নৈঋতদিক্ হইতে এবং ঐ বায়ু বন্ধ হইবার সময় অর্থাৎ ভাদ্র আশ্বিনমাসে ঈশানকোণ হইতে ঝটিকা উত্থিত হয়।

কলিকাতার প্রত্নতত্ত্ব।—এখন যে কলিকাতা লক্ষ লক্ষ মানবের বাসভূমি 'সৌধময়ী মহানগরী' বলিয়া পরিচিত, সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে এই কলিকাতার চিহ্নমাত্র ছিল না। সাগরের অতলস্পর্শী সলিলগর্ভে এই স্থান নিহিত ছিল। কেবল এই স্থান কেন, সমস্ত গাঙ্গেয় 'ব' দ্বীপের চিহ্নমাত্র ছিল না। ভূতত্ত্ববিদেরা বহু অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, অতি পূর্ব্বকালে বর্ত্তমান রাজমহলের নিম্ন দিয়া বঙ্গোপসাগরের খর স্রোত প্রবাহিত হইত। বহুদিন পরে ক্রমশঃ চড়া পড়িয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করে; কিন্তু গাঙ্গেয় 'ব' দ্বীপটি বহুদিন জলমগ্ন ছিল। কলিকাতা ঐ গাঙ্গেয় 'ব' দ্বীপেরই অন্তর্গত, পলি জমিয়া যখন কলিকাতার ভূপৃষ্ঠ দেখা দিল, তখন ইহা সুন্দরবনের অন্তর্গত ছিল। প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ বরাহমিহির বর্ত্তমান বঙ্গদেশের দক্ষিণাংশকে 'সমতট'* বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই নামটি

অনেকে অনুমান করেন যে পূর্ব্বে চাঁদপাল ঘাটের নিকট হইতে যে খাল (যাহাকে ডিঙ্গাভাঙ্গার খাল বলিত) ধর্ম্মতলার উত্তর দিয়া বরাবর পূর্ব্বমুখে বর্ত্তমান ওয়েলিংটন স্কোয়ার, ক্রিক-রো নামক স্থানের ভিতর দিয়া বেলেঘাটার নিকট বড় খালে মিলিত হইয়াছিল, সে খালে পূর্ব্বে বড় বড় নৌকা যাতায়াত করিত; শ্রীমন্তের ডিঙ্গা এই খাল দিয়াই বড় খাল হইয়া আদিগঙ্গার উপর দিয়া কালীঘাটে পঁহুছিয়াছিল, আর এ খালের দৈর্ঘ্য চাঁদপাল ঘাট হইতে বেলেঘাটা পর্য্যন্ত ছিল। কিন্তু রেনেলের মানচিত্রে বেলেঘাটার নিম্নে যে নদীধারা আছে তাহাকে সামান্য খাল বলিয়া বিশ্বাস হয় না। তাহার দৈর্ঘ্য অনেক দূর।

তৎপরে শ্রীমন্ত কালীঘাটের দক্ষিণে নানা স্থান অতিক্রম করিয়া শেষে;—

"ডাহিনে অনেক গ্রাম রাখে সাধুবালা।
ছত্রভোগ এড়াইল অবসান বেলা॥
ত্রিপুরা পূজিয়া সাধু চলিল সত্বর।
অমলিঙ্গ গিয়া উত্তরিল সদাগর॥
সঙ্কেতমাধব পূজা করিল সত্বর।
তাহার মেলান সাধু পায় হাত্যাঘর॥"

এই "হাত্যাঘর"ই এখনকার হাতিয়াগড়। কবিকঙ্কণের বর্ণনা যে সমূলক, তাহা এখন হাতিয়াগড়ের নিকট আদিগঙ্গার গর্ভ দৃষ্টি করিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হয়।

* বরাহমিহিরের পূর্ব্বে আর কোন পুরাণ, উপপুরাণ অথবা প্রাচীন পুস্তকে সমতটের উল্লেখ নাই। [সমতট দেখ।]

দ্বারাও বোধ হইতেছে যে পূর্ব্বে এখানে সমুদ্র ছিল অথবা সেই ভূভাগে সমুদ্রের স্রোত আসিত। কিন্তু বরাহমিহিরের কিছু পূর্ব্ব হইতেই সেখানে সমুদ্রস্রোত আর না আসায়, সেই সমুদ্রতটস্থ স্থান 'সমতট' নামে প্রচলিত হয়। ক্রমে এখানে লোকের বসতি হইয়া খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে সমতট একটি ক্ষুদ্ররাজ্যে পরিণত হয়। (বরাহমিহিরকৃত বৃহৎসংহিতা ১৪।৬, এবং চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং এর ভ্রমণবৃত্তান্ত দেখ)। তৎকালে কলিকাতা সমতটের দক্ষিণে বনজঙ্গলে পরিপূর্ণ সুন্দরবন মধ্যে পরিগণিত ছিল। এই প্রাচীন বনজঙ্গলময় স্থান ইতিমধ্যে আর একবার ভূগর্ভে বসিয়া গিয়াছিল, ক্রমশঃ পলি পড়িয়া আবার ভূভাগে পরিণত হয়।

কতদিন হইল, কলিকাতা বর্ত্তমান ভূভাগে পরিণত হইয়াছে, তাহা ঠিক জানা যায় নাই। তৎপরে সর্ব্ব প্রথম কোন্ সময়ে এই স্থান মানবজাতির বাসযোগ্য হয়, তাহাও জানিবার উপায় নাই। সুন্দরবনের ন্যায় এখানেও পূর্ব্বে ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুর আবাস ছিল। তৎপরে অসভ্য বন্য জাতিরা আসিয়া নদীতীরে স্থানে স্থানে বাস করিতে থাকে। তাহারা সম্ভবতঃ সংস্কৃত শাস্ত্রোক্ত কীকট, নিষাদ, শবর অথবা কোল জাতি। তাহাদের বসবাসে ক্রমে এই জঙ্গলময় স্থান ক্ষুদ্রগ্রামে পরিণত হয়। তৎপরে অসভ্য ধীবরজাতি আসিয়া এখানে বাস করে। তাহারা নিকটস্থ নদী হইতে মাছ ধরিয়া তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ইহাও কতদিনের কথা, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না।

কলিকাতার প্রাচীনত্ব।—কলিকাতা কতদিন হইল নগর হইয়াছে, তাহা ঠিক জানিবার কোন উপায় নাই। কাহারও কাহারও মতে এই স্থান খুব প্রাচীন। পণ্ডিত পদ্মনাভ ঘোষাল এইরূপ বলেন যে—"বহুপ্রাচীন কাল হইতে কলিকাতা নগর পরিচিত। পুরাকালে হিন্দুগণ এই স্থানকে কালীক্ষেত্র বলিতেন। তৎকালে ইহা বেহুলা (আধুনিক বেহালা) হইতে দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই কালীক্ষেত্রের সীমার মধ্যে কোন স্থানে বিষ্ণুচক্রে ছিন্ন হইয়া সতীদেহের অঙ্গুলি পড়িয়াছিল বলিয়া এই স্থানে একটী দেবীমূর্ত্তি ও একটি ভৈরবমূর্ত্তির আবির্ভাব হয়, সেই দেবীর নাম হইতে এই স্থানের নাম হইয়াছিল কালীক্ষেত্র। কলিকাতা শব্দ কালীক্ষেত্রের অপভ্রংশ ছাড়া আর কিছু নহে।" (১)

পদ্মনাভ আরও বলেন,—"বল্লালসেনের সময় কলিকাতার অবস্থা বিশেষ মন্দ ছিল না, তৎপরে সুন্দরবনের উৎপত্তির সময় হইতে ইহার দুর্দ্দশার সূত্রপাত হয়।" (২)

(১) Indian Antiquary, 1873. (২) গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্ব দেখ।

উপরোক্ত বিষয়গুলি কে কতদূর সত্য, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। আমরা কোন প্রামাণিক গ্রন্থে উহার সত্যাসত্য সম্বন্ধে কোন প্রমাণ খুঁজিয়া পাইলাম না।

বঙ্গদেশ দিল্লীর অধীন হইলে ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্ত্তা দ্বারা শাসিত হইত। সপ্তগ্রাম ঐ সকল প্রদেশের একটি। কলিকাতা প্রভৃতি স্থানসমূহ সম্ভবতঃ এই প্রদেশেরই অন্তর্গত ছিল।

১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ অকবরের প্রধান সচিব সুবিখ্যাত আবুল-ফজল প্রণীত আইন-ই-অকবরীনামক গ্রন্থে কলিকাতা নামের প্রথম ঐতিহাসিক উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে আর অন্য কোন ইতিহাসে অথবা প্রামাণিক পুস্তকে কলিকাতার নামোল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। এই আইন-ই-অকবরী গ্রন্থে অকবর শাহের রাজস্বসচিব-তোদরমল্লকৃত রাজস্ব-তালিকায় বঙ্গদেশ যে কয়েকটি বিভাগ বা সরকারে বিভক্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে কলিকাতা সাতগাঁও (সপ্তগ্রাম) সরকার-ভুক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, মহল কলিকাতা (কল্‌কাত্তা), বারবাকপুর ও বকুয়া এই মহলত্রয় হইতে একত্র বাৎসরিক ২৩,৪০৫৲ টাকা রাজস্বস্বরূপ সাম্রাজিক কোষে সরবরাহ হইত।

আইন-ই-অকবরী রচিত হইবার পরে এবং বঙ্গদেশের সহিত য়ুরোপীয়দিগের সংস্রব হইবার পূর্ব্বে আর কোন মুসলমান ইতিহাস-লেখকদিগের বিরচিত ঐতিহাসিক পুস্তকে "কলিকাতা" নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তীকৃত চণ্ডীতে আমরা কলিকাতার উল্লেখ দেখিতে পাই (?) কথিত আছে যে ১৪৬৬ শকে বা ৩৪৬ বৎসর পূর্ব্বে অথবা সম্রাট্ অকবর শাহের সিংহাসনারূঢ় হইবার বার বৎসর পূর্ব্বে এই গ্রন্থখানি রচিত হয়। এই পুস্তক মধ্যে বণিক ধনপতি এবং তাঁহার পুত্র শ্রীমন্ত সওদাগরের সমুদ্রযাত্রার বিবরণ মধ্যে কলিকাতার (?) নাম দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব অকবরেরও অনেক পূর্ব্বে কলিকাতা বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু এই সময়ে কলিকাতা নাম সম্বন্ধে কিছু গোল আছে। আইন্ অক্‌বরীতে কল্‌কত্তা মহলে কোন্ কোন্ গ্রাম ছিল, তাহার কোন উল্লেখ নাই। এই সময়কার সংস্কৃত গ্রন্থকারেরা কলিকাতা-মহলকে কিলকিলা নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মগধাধিপ বৈজলরাজের সভাপণ্ডিত কবিরাম দিগ্বিজয়প্রকাশ নামক পুস্তকে 'কিলকিলা'র বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন। [কবিরাম শব্দে তাঁহার জীবনী ও সময় দেখ।] তাঁহার মতেও

কিলকিলার মধ্যে অনেকগুলি গ্রাম ছিল, নিম্নে তদ্বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম*—

"পশ্চিমে সরস্বতী ও পূর্ব্বে যমুনা নদী, ইহার মধ্যে ২১ যোজন-পরিমিত কিলকিলা ভূমি। ইহা দুই ভাগে বিভক্ত। বানগঙ্গা নদীর পশ্চিমে গঙ্গার নিকটে শাড়েশ্বরীদেবী বিরাজ করিতেছেন। এখানে উপবাস করিলে কুষ্ঠাদি দারুণ রোগ-সমূহ (দেবীর কৃপায়) আরোগ্য হয়। মাহেশ ও খড়দাহ (খড়দহ) গ্রামের মধ্যে দীর্ঘগঙ্গার (বুড়িগঙ্গা) নিকট কুলপাল নামক রাজা বাস করিতেন। কেহ কেহ বলেন, গঙ্গানদীর তটে অনূপদেশ সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বার্ত্তাভূমি (?) আছে। এখানে কদলী, পৃশ্নিপর্ণী, সুপারি প্রভৃতি গাছ জন্মে। পীঠমালা তন্ত্রের মতে, এখানে ভাগীরথীর তীরে সতীদেবীর শরীর হইতে বামহস্তের অঙ্গুলি পড়িয়াছিল। কালীদেবীর প্রসাদে কিলকিলাবাসীরা ধনধান্তবান্ হইবে। সকল প্রকার

* "পশ্চিমে সরস্বতীসীমা পূর্ব্বে কালিন্দিকা মতা।
একবিংশতিযোজনৈশ্চ মিতো কিলকিলাভিধ: ॥ ৬৬৩
কিলকিলাভূমিমধ্যে যো দেশো নৃপশেখর।
বানগঙ্গাসরিত্তীরে পশ্চিমপার্শ্বে বিরাজতে ॥ ৬৬৪
যত্র শাড়েশ্বরী দেবী গঙ্গায়াশ্চৈব সন্নিধৌ।
কুষ্ঠাদিগুরুরোগাণাং বিনাশশ্চোপবাসতঃ ॥ ৬৬৫
মাহেশখড়দাহাখ্যগ্রামদ্বয়োরন্তরে মহান্।
দীর্ঘগঙ্গা সমীপে চ রাজা হি কুলপালকঃ ॥ ৬৬৬
কেচিদ্বদন্তি ভূপাল বার্ত্তাভূমির্নদীতটে।
অনূপানাঞ্চ দেশানাং মধ্যে শ্রেষ্ঠতমঃ স্মৃতঃ ॥ ৬৬৭
অনেককদলীবৃক্ষাঃ তথা লাঙ্গুলিভূরুহাঃ।
তথা ক্রমুকবৃক্ষাণাং বাহুল্যং তত্র জায়তে ॥ ৬৬৮
পীঠমালাতন্ত্রগ্রন্থে সতীদেব্যাঃ শরীরতঃ।
বামভুজাঙ্গুলিপাতো জাতো ভাগীরথীতটে ॥ ৬৬৯
কালীদেব্যাঃ প্রসাদেন কিলকিলাদেশবাসিনঃ।
দ্রবিণৈঃ পূরিতা নিত্যং ভাবিতাশ্চিরকালতঃ ॥ ৬৭০
খন্দদেশঞ্চ গায়ন্তি সর্ব্বশস্তস্য বর্দ্ধনাৎ।
প্রায়শো বর্ণভেদানাং বাসো হি সর্ব্বদা ভুবি ॥ ৬৭১
সংভাব্য ভূমিং লোকা হি ধনানাং সম্ভবো নৃপ।
ভাগীরথ্যাশ্চোত্তরপার্শ্বে দ্বিযোজনপ্রমাণতঃ ॥ ৬৭২
কিলকিলাখ্যশব্দশ্চ বহুবর্ষেষু বর্ত্ততে।
যথা কথঞ্চিদুৎপত্তিঃ কথনীয়া হি সাধুভিঃ ॥ ৬৭৩
সমুদ্রমন্থনারম্ভে কূর্ম্মপৃষ্ঠে চ মন্দরঃ।
ভারক্লান্তোঽহিদেবশ্চ দৈত্যানাং মোহনায় চ ॥ ৬৭৪
কূর্ম্মনিশ্বাসো জায়েত মন্দরধারণশ্রমাৎ।
তেন কল্লোলবহুলং জায়তে যদবধি নৃপ ॥ ৬৭৫
তদবধিঃ কিলকিলাদেশো গীয়তে দেশবাসিভিঃ।
কিলকিলাসম্পত্তির্বসতি নিশ্চয়েনৈব যত্র চ ॥ ৬৭৬
কমলানুশয়নং তত্র কিলকিলা বিশ্রুতা ভুবি।
সতীদেব্যা বরেণৈব ভীমভুজবলপুত্রকঃ ॥ ৬৭৭
কুলপালো দেশপালো বিখ্যাতঃ পশ্চিমে তটে।
কুলপালস্য দ্বৌ পুত্রৌ হরিপালোঽহিপালকৌ ॥ ৬৭৮
জ্যেষ্ঠঃ সিঙ্গুরপশ্চিমে স্বনামবসতিং কৃতঃ।
হরিপালো মহাগ্রামো হট্টবাপিসমন্বিতঃ ॥ ৬৭৯
হরিপালো হি তত্রৈব তন্তুবায়স্য গোষ্ঠিষু।
রাজা বভূব বিপ্রেষু সাজাপিসংজ্ঞকেষু চ ॥ ৬৮০
অহিপালো মাহেশে চ রাজ্যং ত্যক্ত্বা চ পশ্চিমে।
ত্রিবেণীসন্নিধানে চ চক্রদ্বীপস্য সন্নিধৌ।
ডমুরদ্বীপমধ্যে চ বসতিং কৃতবান্ মুদা ॥ ৬৮১
অহিপালস্য ত্রয় পুত্রাঃ যেষযোষিৎসু জজ্ঞিরে।
কৃতধ্বজো বিভাণ্ডশ্চ কেশিধ্বজো মহাবলঃ ॥ ৬৮২
পশ্চিমে যোজনান্তে চ সপ্তগ্রামস্য মধ্যতঃ।
নৃপো ভূত্বা বেষজাতিং...পপালহ ॥ ৬৮৩
কৃতধ্বজস্য তনয়ো বিরলিসংজ্ঞকো বলিঃ।
সুগন্ধিগ্রামমধ্যে চ চকার বসতিং মুদা ॥ ৬৮৪
বিভাণ্ডো বাণমন্ত্রী চ পূর্ব্বপারে স্থিতঃ স চ।
জগদ্দলে মহাগ্রামে যস্য বংশোঽপি বর্ত্ততে ॥ ৬৮৫
প্রতাপাদিত্যভূপস্য যশোরভূমিপস্য চ।
গঙ্গাবাসস্থলো রাজন্ ইদানীং বর্ত্ততে নৃপ ॥ ৬৮৬
কেশিধ্বজো মহাগ্রামে চান্দোল...ভিধেয়কে।
কায়স্থান্ বহুলান্ নীত্বা রাজ্যঞ্চ চকার হ ॥ ৬৮৭
তস্য বংশেষু চোৎপন্না ব্রাহ্মীসরিৎতটে নৃপ।
তেষাং কায়স্থজাতীনামিদানীমস্তি শাসনম্ ॥ ৬৮৮
শিবপুরং সমারভ্য বালুকো হি দ্বিজাস্পদঃ।
শ্রীরামাদিপুরং দিব্যং ভদ্রেশ্বরস্য সন্নিধৌ ॥ ৬৮৯
বংশবাটী প্রভৃতয়ো হুগলীমাপ্য বর্ত্ততে।
যত্রাপি তটিনী নিত্যং বহতে বালুকান্তরে ॥ ৬৯০
দামোদরাদাগতা চ গঙ্গাং মিলতি সাদরম্।
খলশানিমহাগ্রামো যত্র রাজা চ ধীবরঃ ॥ ৬৯১
গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে পাটলিগ্রামবাসিনাম্।
কায়স্থানাং শাসনঞ্চ বর্ত্ততে অধুনা নৃপ ॥ ৬৯২
গোবিন্দাদিপুরং সর্ব্বং তথাহি ভট্টপল্লিকম্।
কালীদেব্যাঃ সমীপে চ শৃগালদাহাদিকং নৃপ ॥ ৬৯৩
সারপল্লিং মহাগ্রামং...তেষাঞ্চ শাসনম্।
গ্রামাণাং ত্রিসহস্রঞ্চ কিলকিলায়াঞ্চ বর্ত্ততে ॥ ৬৯৪
বিশ্বসারমহাতন্ত্রে পটলে প্রথমেঽপি চ।
বিরলগণং শূলিমস্য কিলকিলাবিবরস্য চ ॥ ৬৯৫
ততঃ কিলকিলাদেশে নবদ্বীপসমালয়ে।
তত্র দ্বিজকুলে সার্দ্ধং কলের্ভাবী শচীসুতঃ ॥ ৬৯৬
ততঃ কিলকিলাদেশে খড়দগ্রামমধ্যতঃ।
হাড়াপিপণ্ডিতগেহে নিত্যানন্দো ভবিষ্যতি ॥ ৬৯৭

দিগ্বিজয়প্রকাশে কিলকিলাবিবরণ।

সতাদি এখানে জন্মে বলিয়া, অনেকে ইহাকে বঙ্গদেশ বলিয়া থাকেন। এখানে সকল বর্ণের লোক নিরত বাস করে।...... কিলকিলা অব্যয় শব্দ; সাধুগণ ইহার নানাপ্রকার অর্থ করিয়া থাকেন। এখানকার দেশবাসীদিগের মতে, সমুদ্র মন্থনকালে কূর্ম্ম পৃষ্ঠস্থিত মন্দর পর্ব্বতের ও অনন্তের ভারে অভিভূত হইয়া দৈত্যগণের মোহনের জন্ম নিশ্বাস ত্যাগ করেন, সেই নিশ্বাসের কল্লোল যতদূর গিয়াছিল, ততদূর কিলকিলা দেশ। সতীদেবীর বরে মহাবলবান্ কুলপাল ও দেশপাল ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে প্রসিদ্ধ হইয়া ছিলেন। কুলপালের দুই পুত্র, হরিপাল ও অহিপাল। জ্যেষ্ঠ হরিপাল সিঙ্গুরের পশ্চিমে নিজ নামে হট্টবাপীযুক্ত একটি মহাগ্রাম স্থাপন করিয়া তথায় ব্রাহ্মণ, তাঁতিগোষ্ঠি ও সাল্লাইদিগের রাজা হইলেন। অহিপাল মাহেশ ছাড়িয়া ত্রিবেণীর নিকট চক্রদ্বীপ (চাকদ) ও ডমুরদ্বীপ (ডমুরদ) মধ্যে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। অহিপালের তিন পুত্র, কৃতধ্বজ, বিভাণ্ড ও মহাবল কেশিধ্বজ। (তিনি) কিলকিলার পশ্চিমে যোজনান্তরে সপ্তগ্রাম মধ্যে রাজা হইয়া 'বেঘ' (?) জাতিকে পালন করিতে লাগিলেন। কৃতধ্বজের পুত্র মহাবল বিরলি সুগন্ধি নামক গ্রামে বসবাস করেন। বিভাণ্ড পূর্ব্বপারে বাগরাজার মন্ত্রী হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরেরা জগদ্দলে বাস করিতেছেন। সম্প্রতি যশোররাজ প্রতাপাদিত্য ভাগীরথীর উভয় পার্শ্বস্থ স্থান সমূহের রাজা হইয়াছেন। রাজা কেশিধ্বজ চান্দোল নামক স্থানে নানা স্থান হইতে কায়স্থ আনাইয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। এথম ব্রাহ্মীনদীর তীরে সেই কেশিধ্বজের বংশোদ্ভব কায়স্থগণ রাজত্ব করিতেছেন। শিবপুর ও বালুকা (বালি) গ্রামের মধ্যে এবং ভদ্রশ্বরের নিকট শ্রীরামপুরাদি গ্রামে ব্রাহ্মণজাতির বাস। হুগলীর নিকট বংশবাটী (বাঁশবেড়িয়া) প্রভৃতি গ্রাম, এখানে খলাপিনদী দামোদর হইতে আসিয়া গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে। খলশানি গ্রামে ধীবর রাজার রাজত্ব। এক্ষণে গঙ্গা ও যমুনা নদীর মধ্যে পাটলিগ্রাম—কায়স্থ অধিবাসীদিগের অধীন। গোবিন্দপুরাদি গ্রাম, ভট্টপল্লি, কালীদেবীর নিকটস্থ শৃগালদাহ (শিয়ালদহ) এবং সারপল্লিও কায়স্থদিগের শাসনে আছে। সর্ব্বশুদ্ধ ৩০০০ গ্রাম কিলকিলার অন্তর্গত। বিশ্বসারতন্ত্রে প্রথম পটলে কিলকিলাস্থ শিবলিঙ্গের বিষয় নিরূপিত হইয়াছে। ঐ তন্ত্রমতে কিলকিলাদেশে নবদ্বীপ নগরে ব্রাহ্মণবংশে শচীসুত (চৈতন্যদেব) এবং একচাকা গ্রামে হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে নিত্যানন্দ জন্ম গ্রহণ করিবেন।"

যাহা হউক আকবরের সময়ের পরে যে সময়ে ইংরাজগণ কলিকাতায় পদার্পণ করেন, সে সময়ে কলিকাতার অবস্থা অত্যন্ত হীন ছিল। ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে কলিকাতা তাঁহার জমিদারীভুক্ত ছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাঙ্গালার সুবাদার নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। উক্ত রাজার নিকট তাঁহার পিতৃপিতামহের সময়ের দের রাজস্বের মধ্যে দশ লক্ষ টাকা নবাবের পাওনা ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র ঐ টাকা রেহাই পাইবার জন্য নবাবের নিকট পুনঃ পুনঃ আবেদন করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন প্রকারেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। একদা নবাব জলপথে নৌকারোহণে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করেন। ভাগীরথী-তীরস্থ অন্যান্যগ্রাম অতিক্রম করিয়া অবশেষে নবাবের তরণী কলিকাতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। সে সময়ে এখানে একখানি অতি সামান্য পল্লী ছিল। পূর্ব্ব ও দক্ষিণাংশ এককালে জলাভূমি, বাদা ও বনে আচ্ছন্ন ছিল, কেবল ইহার উত্তরাংশে গঙ্গার ধারে কতকগুলি লোকের বসতি ছিল মাত্র। তৎকালে মুরশিদাবাদ ও কলিকাতার মধ্যে ভাগীরথীর পূর্ব্বতটে কোন গ্রাম বা নগরের নিকট এরূপ বন ছিল না; এই কারণে সুচতুর কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার জমীদারীর দুরবস্থা নবাবের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে ঐ প্রদেশ দেখাইতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। নবাব আলীবর্দ্দী রাজার একান্ত অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া জমীদারীর অবস্থা নিজ চক্ষে দেখিবার জন্য বহির্গত হইলেন। লোকালয় অতিক্রম করিয়া যত দূর যাইতে লাগিলেন, ততদূর কেবল অরণ্য ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। এই সময়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের শিক্ষামত নবাবের সঙ্গীগণ 'এখানে ব্যাঘ্রাদি হিংস্রক জন্তুর ভয় আছে' প্রভৃতি নানাপ্রকার ভয়ের কথা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন। রাজাও সময় বুঝিয়া সজলনয়নে ও কাতর বচনে নিবেদন করিলেন, 'ধর্ম্মাবতার! যদি সৌভাগ্যক্রমে কৃপা করিয়া বিশেষ কষ্ট স্বীকারপূর্ব্বক এতদূর আসিয়াছেন, তবে আর কিছু দূর চলুন, তাহা হইলে সেবকের জমীদারীর যে কিরূপ অবস্থা তাহা জানিতে আর কিছু বাকী থাকিবে না।' নবাব উত্তর করিলেন, 'কৃষ্ণচন্দ্র! আর অধিক দূর যাইবার আবশ্যক নাই, যথেষ্ট হইয়াছে, অদ্য হইতে তোমাকে তোমার পিতৃপিতামহের ঋণদায় হইতে মুক্ত করা গেল।' (৬) ইহা হইতেই তৎকালে কলিকাতার কিরূপ দুরবস্থা ছিল, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

(৬) কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় প্রণীত ক্ষিতীশ-বংশাবলী চরিত ১০৩ হইতে ১০৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখ।

কলিকাতায় ইংরাজাগমন, তৎকালীন ভূবৃত্তান্ত ও আনুষঙ্গিক ইতিহাস।—বাঙ্গালা-প্রদেশে ইংরাজদিগের প্রথম কুঠি স্থাপিত হয় বালেশ্বরের নিকট পিপ্‌লিতে, তৎপরে কিছুদিন নানা গোলমালে পড়িয়া ইংরাজেরা বাঙ্গালায় আপনাদের বাণিজ্য বিস্তৃত করিতে পারেন নাই। সুরাটের ইংরাজকুঠির অধীনস্থ "হোপওয়েল" নামক জাহাজের শস্ত্রচিকিৎসক মিঃ গেব্রিয়েল বাউটন সম্রাট্ শাহজাহানের একটী কন্তার দুরারোগ্য অগ্নিদগ্ধক্ষত আরোগ্য করায় তিনি ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে পুরস্কারস্বরূপ একখানি সনন্দ প্রাপ্ত হন। এই সনন্দে ইংরাজদিগকে দিল্লীসাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র বিনা শুল্কে বাণিজ্য করিতে এবং বঙ্গদেশে তাঁহাদিগের ইচ্ছামত সকলস্থলে বাণিজ্য কুঠি নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দেওয়া হয়। এই সনন্দের বলে ইংরাজেরা নবাব সায়েস্তা খাঁর সময়ে হুগলিতে কুঠি করিয়া হুগলী, পাটনা, বালেশ্বর, কাশিমবাজার, ঢাকা প্রভৃতি স্থানে বিপুল উৎসাহে বহু বিস্তৃত বাণিজ্য আরম্ভ করিলেন। এ সময়ে কিন্তু বাঙ্গালায় ইঁহাদের প্রতি কুঠিতে একজন এন্‌সাইন ও বিশজন রক্ষী সৈন্য ব্যতীত আর কোনরূপ সামরিক বল ছিল না। এইরূপে অল্পদিনের মধ্যে ইংরাজ বণিকেরা বাঙ্গালায় বাণিজ্য সম্বন্ধে বেশ প্রবল হইয়া উঠিলেন। বাঙ্গালার নবাব ইহাতে কিছু ক্রুদ্ধ হইয়া বলে ছলে ইংরাজ বণিক্‌দলকে শাসনে রাখিবার জন্য নানাবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শেষে ইংরাজেরা নবাবের অত্যাচারে একান্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। নবাব সম্রাটের সনন্দ উপেক্ষা করিয়া নানাছলে ইংরাজদিগের নিকট শুল্ক আদায় করিতে লাগিলেন। ইংরাজ বণিকদিগের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া পড়িল; তাঁহারা কোর্ট অব্ ডিরেক্টরদিগকে জানাইলেন। কোর্ট অব্ ডিরেক্টরেরা ইংলণ্ডেশ্বরের অনুমতি লইয়া তাঁহাদের বাণিজ্যতরীগুলিকে দুইটি বহরে (Fleet) ভাগ করিয়া একটি সুরাটে ও অপরটি গঙ্গার মোহানায় প্রেরণ করিলেন। যেটি গঙ্গার মোহানায় আসিল, তাহাতে ৬০০ শত য়ুরোপীয় শিক্ষিত সৈন্য ছিল।

কোর্ট অব্ ডিরেক্টরেরা কোম্পানীর গোমস্তা জব চার্ণককে আদেশ করিয়া পাঠাইলেন যে, বাঙ্গালায় যত ইংরাজ আছে, সকলে একত্র হইয়া এরূপ ভাবে প্রস্তুত থাকিবে যে, বালেশ্বরে জাহাজের বহর পঁহুছিলেই তাহারা সকলেই যেন জাহাজে উঠিতে পারে। জাহাজের বহরের অধ্যক্ষের প্রতি আদেশ ছিল যে, তিনি বালেশ্বরে ইংরাজগণকে উঠাইয়া লইয়া চট্টগ্রাম নগর আক্রমণ ও তথায় আত্মরক্ষণোপযোগী দুর্গাদি নির্ম্মাণ করিয়া ইংরাজদিগকে স্থাপন করিবেন। জাহাজের বহর আসিয়া পঁহুছিতে কিছু বিলম্ব হইল। খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে বহর আসিয়া নদীর মুখে পঁহুছিল। জব চার্ণক তৎক্ষণাৎ সংবাদ পাইয়া বহরের অধ্যক্ষকে সদলে হুগলীর নিয়ে আসিতে লিখিলেন এবং নিজে হুগলীর কুঠির অধীনে একটি পর্ত্তুগীজ পদাতি-দল প্রস্তুত করিয়া লইলেন। নবাব সায়েস্তা খাঁ এ সংবাদে ভীত হইয়া জব চার্ণকের নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন।

নবাব সন্ধির প্রস্তাব করিলেন বটে, কিন্তু পাছে যুদ্ধ বাধে, এই আশঙ্কায় তিনিও সুবাদালির চতুর্দ্দিক্ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই সৈন্য-দল ফৌজদারের অধীনে থাকিবার জন্য হুগলীতে প্রেরিত হইল। ইতিমধ্যে যখন একটা মীমাংসা হইবার কথাবার্ত্তা চলিতেছিল, সেই সময়ে একদিন (১৬৮৬, ২৮এ অক্টোবর) হুগলীর বাজারে ইংরাজপক্ষীয় কয়েকজন সৈনিকের সহিত নবাবের কয়েক জন সৈনিকের বিবাদ হয়। এই সূত্রে ৩ জন ইংরাজ মারা পড়ে; সুতরাং একটি ক্ষুদ্র যুদ্ধ বাধে। কয়েকঘণ্টা যুদ্ধের পর নবাবসৈন্য বিশৃঙ্খলতা বশতঃ ইংরাজসৈন্যের নিকট পরাস্ত হইল। বাঙ্গালাদেশে ইংরাজনবাবে ইহাই সর্ব্বপ্রথম যুদ্ধ। ইংরাজেরা জয়ী হইয়া হুগলীনগর আক্রমণ করিলেন। জাহাজের বহরের অধ্যক্ষ অ্যাড্‌মিরাল নিকলসন জাহাজ হইতে নগরের উপরে গোলাবর্ষণ করিতে লাগিলেন। হুগলীর প্রায় ৫০০ শত গৃহ বিনষ্ট হইল। ইংরাজেরা নগর লুণ্ঠন করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিলে জব চার্ণক দৃঢ়রূপে নিবারণ করিয়া রাখিলেন। (এই নিবারণ করার জন্য তিনি শেষে ডিরেক্টরদিগের নিকট তিরস্কৃত হন; কারণ, তাহারা বলেন যে, যদি ইংরাজসৈন্য নগর লুণ্ঠন করিতে পাইত, তাহা হইলে নবাবসৈন্য ও দেশীয় লোকেরা ইংরাজের প্রভাব বুঝিতে পারিত। *)

ইংরাজসৈন্য জয়ী হইল, কিন্তু যুদ্ধ ছাড়িল। ফৌজদার ভীত হইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। সন্ধি হইল যে, যে পর্য্যন্ত সম্রাটের নিকট হইতে নূতন ফরমাণ না আসে, ততদিন ইংরাজেরা পূর্ব্ব সনন্দানুসারে বাণিজ্য করিতে পাইবেন ও নবাব তাঁহাদের ক্ষতিপূরণের জন্য ৪৬ লক্ষ টাকা দিবেন। সন্ধি করিয়া মুসলমানেরা ভিতরে ভিতরে যুদ্ধের আয়োজন করিতে লাগিল। নবাব ঢাকা, মালদহ, পাটনা ও কাশিমবাজারের কুঠিগুলি আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিয়া, সেই

* Vide (*a*) Stewart's History of Bengal, (*b*) Broom's History of the Rise and Progress of the Bengal Army and (*c*) Cook's Monthly Mail and Indian Advertiser Vol. I or VIII.

সকল স্থানের অধ্যক্ষগণকে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিলেন। তৎপরে ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নবাব সৈন্যসংগ্রহ করিয়া হুগলীতে প্রেরণ করিলেন।

ইংরাজগণ এই সৈন্যসংগ্রহ দেখিয়া পরামর্শ করিলেন যে, হুগলীতে থাকিয়া এইরূপ নিত্য উৎপীড়িত ও ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া অপেক্ষা এ স্থান হইতে প্রধান কুঠী উঠাইয়া লওয়া যুক্তিসঙ্গত। স্থান অনুসন্ধান হইতে লাগিল। শেষে হুগলীর কয়েক ক্রোশ দক্ষিণে গঙ্গার পূর্ব্বপারে সুতানুটি নামক স্থানই স্থির হইল। এই স্থানটি অনেক কারণে ইংরাজের পক্ষে সুবিধাজনক বোধ হইল; কারণ, এই সময়ে গঙ্গার পশ্চিমতীরে চন্দননগরে ফরাসীরা ও চুঁচড়ায় ওলন্দাজেরা কুঠীস্থাপন করিয়া সমুদ্রের নৈকট্যবশতঃ আপনাদিগের বাণিজ্যব্যবসায় যেরূপ বিস্তৃত করিয়া তুলিয়াছিল; তাহাতে ইংরাজেরাও বুঝিয়াছিলেন যে, গঙ্গার দক্ষিণাংশে কোন একস্থলে বাণিজ্যের প্রধান কুঠী স্থাপিত করিয়া সমুদ্র গমনাগমনের সুবিধা করিতে পারিলে, তাঁহাদেরও বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা হইবে। হুগলী যদিও তৎকালে বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থান ছিল বটে, তথাপি সাগর হইতে দূরে অবস্থিত বলিয়া বিদেশীয় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধাকর ছিল না। পূর্ব্বোক্ত নবাবী অত্যাচার ও বাণিজ্যতরীর গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা ব্যতীত মহারাষ্ট্রদিগের অত্যাচার হইতে মুক্ত হইবার জন্যও ইংরাজেরা একেবারে গঙ্গার পশ্চিমকূল ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। (১)

সুতানুটি স্থানটি ইংরাজের নিকট অনেক পূর্ব্ব হইতে পরিচিত ছিল। বঙ্গোপসাগর হইতে হুগলী যাতায়াতের সময় গঙ্গার উভয়কূলের সকল স্থানই ইংরাজেরা বিশেষরূপে জানিয়া শুনিয়া রাখিয়াছিলেন। হুগলী পরিত্যাগের পরামর্শ স্থির হইলে, স্থানানুসন্ধানের সময়ে তাঁহারা দেখিলেন যে, যদি সুতানুটিতে প্রধান কুঠী করা যায়, তাহা হইলে অনেকগুলি সুবিধা হয় :—

প্রথমতঃ—হুগলীর ফৌজদারের সহিত সর্ব্বদা সংঘর্ষণ থাকিবে না। দ্বিতীয়তঃ—ভাগীরথীর গর্ভ দিন দিন যেরূপ মৃত্তিকাপূর্ণ হইয়া উঠিতেছে, তাহাতে আর কিয়দ্দিন পরে হুগলীর নিম্নে জাহাজ লইয়া যাওয়া কঠিন হইয়া পড়িবে। সুতানুটিতে সে আশঙ্কা একেবারে থাকিবে না। তৃতীয়তঃ—ফরাসী জাতির সহিত ইংরাজের শত্রুতা যেরূপ দিন দিন বদ্ধমূল হইতেছে, তাহাতে চন্দননগর হইয়া বড় বড় বাণিজ্যতরী হুগলী লইয়া যাওয়া বিষম ভয়ের কথা। সুতানুটি চুঁচড়া ও চন্দননগরের দক্ষিণে অবস্থিত বলিয়া সে ভয়ের সম্ভাবনা নাই। চতুর্থতঃ—সমুদ্র নিকট হইবে। পঞ্চমতঃ—সুতানুটি গঙ্গার পূর্ব্ব পারে অবস্থিত বলিয়া মহারাষ্ট্রদিগের উপদ্রবের ভয় থাকিবে না। ষষ্ঠতঃ—একেবারে জাহাজেই পণ্য দ্রব্যাদি উঠান ও নামান হইবে। সপ্তমতঃ—যে সকল বৃহদাকার জাহাজ গঙ্গায় আসিতে পারিবে না, তাহা বঙ্গোপসাগরে নঙ্গর করিয়া রাখিলেও সান্নিধ্যবশতঃ কোন অসুবিধা হইবে না। অষ্টমতঃ—গঙ্গানদী পূর্ব্ববঙ্গের অন্যান্য নদীর ন্যায় বন্যা প্রবলা নহে। নবমতঃ—সুতানুটির নিকটবর্ত্তী স্থানে অনেকগুলি বহু জনাকীর্ণ গ্রাম আছে; সুতরাং ব্যবসায় ও বসবাসের সুবিধা হইবে। দশমতঃ—সুতানুটিতে এ সময়ে তন্তুবায়জাতির অধিক বাস ছিল। ইহারা বস্ত্রবয়ন ও সূত্র-প্রস্তুতকার্য্যে বিশেষ পারদর্শী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, সুতরাং ইহাদিগকে কুঠীর অধীনে রাখিয়া বস্ত্রের ব্যবসায় চালাইতে পারিলেও বিশেষ লাভবান্ হওয়া যাইবে।

১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে ২০এ ডিসেম্বর তারিখে জব চার্ণক হুগলী পরিত্যাগ করিয়া সমস্ত বাণিজ্যদ্রব্য ও ইংরাজের যাবতীয় কর্ম্মচারী লইয়া সুতানুটিতে পঁহুছিলেন। যেখানে জব চার্ণক প্রথম অবতরণ করেন সেই ঘাটকে তখন "সুতানুটি ঘাট" বলিত (১)। সুতানুটিতে এ সময়ে একটি তুলা, সুতা ও বস্ত্রের হাট হইত, এই হাটের সম্মুখেই এই ঘাটটি ছিল। কোম্পানীর অমুদ্রিত কাগজপত্রের সহিত যে মানচিত্র আছে, তাহাতে যে স্থলে সুতানুটি ঘাটের স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা এখনকার আহীরীটোলা ঘাটের উত্তরস্থ চাঁপাতলা এবং রথতলাঘাটের নিকটস্থ কোন একস্থান হইতে পারে; তবে সে ঘাটের যথার্থ অবস্থান এখন অনেকটা পূর্ব্বাংশে নগরগর্ভে পড়িয়া গিয়াছে।

যে হাট ও ঘাটের কথা বলা হইল, ইহা বর্ত্তমান বড় বাজারের শেঠ ও বসাকদিগের* যত্নে নির্ম্মিত হয় বলিয়া

(১) Vide "Some Observation and Remarks on a late Publication entitled Travels in Europe, Asia and Africa"—by J. Price.

(১) Vide Map attached to the Selections from Unpublished Records of Government.

* বসাকেরা বলিয়া থাকেন যে, কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে বাঙ্গালার প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র সপ্তগ্রামের নীচে সরস্বতী নদীর—(যাহা এক্ষণে আন্দুল, মহিয়াড়ী ও রাজগঞ্জের নিম্ন দিয়া আসিয়া গঙ্গায় মিলিয়াছে ইহা এক্ষণে সরস্বতী খাল নামে কথিত। ত্রিবেণীর নিম্নে এই সরস্বতীর গোড়ারদিকের কতকাংশ আছে। তৎপরে আদিগঙ্গার ন্যায় ইহারও দুর্দ্দশা হইয়াছে। আদি গঙ্গার স্থানে স্থানে বুজিয়া গিয়া যেমন "ঘোষের গঙ্গা" "বোসের গঙ্গা" নামে পুষ্করণীমাত্রে পরিণত হইয়াছে, সেইরূপ, মাকড়দহ, জনাই প্রভৃতি গ্রামের নীচে সরস্বতী-নদীর পুরাতন গর্ভবিশিষ্ট পুষ্করণী ও চিহ্নাদি দেখা যায়।)—স্রোত কমিয়া গেলে হুগলী-সহর

প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। সে সময় সুতানুটি ও তদ্দক্ষিণবর্ত্তী কলিকাতা ও গোবিন্দপুর নামক দুইখানি গ্রামে ইহাদের বসবাস ছিল।

জব চার্ণক দলবল লইয়া সুতানুটিতে* পঁহুছিয়া ঘাটের কিঞ্চিদ্দক্ষিণে একটি বৃহৎ নিম্ববৃক্ষের তলে কুঠীরাদি নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। এই নিম্ববৃক্ষের তলা হইতেই বর্ত্তমান "নিমতলা" নামক স্থানের নামকরণ হইয়াছে। সেদিন (১৮৮৩) নিমতলার আনন্দময়ীর মন্দিরের নিকট অগ্নিদাহে যে প্রাচীন নিম্ববৃক্ষটী পুড়িয়া গিয়াছে, সেটি চার্ণকের সময়ের বৃক্ষ নহে; কারণ সে সময়ে ঐ স্থানের ভূমির উৎপত্তি হয় নাই, উহা তখন গঙ্গাগর্ভে ছিল।

১৬৮৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে জব চার্ণক সংবাদ পাইলেন যে, নবাব সায়েস্তা খাঁর সেনাপতি আবদুল সমদ খাঁ বহুসংখ্যক অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া হুগলীতে উপস্থিত হইয়াছেন, দেশ হইতে ইংরাজ উচ্ছেদ করাই তাঁহার উদ্দেশ্য। এই সংবাদ পাইয়াই চার্ণক বুঝিলেন যে আর এখন সুতানুটিতে থাকাও যুক্তিসঙ্গত নহে; কারণ, বাঙ্গালার নবাবের সহিত যুদ্ধ করিবার মত তাঁহার সৈন্যবল নাই, আর এরূপ অরক্ষিত স্থানও সেরূপ বৃহৎ যুদ্ধের উপযোগী নহে। এই স্থির করিয়া তিনি আবার সদলে সুতানুটি ত্যাগ করিয়া গঙ্গানদীর মোহানায় হিজলী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহারা গঙ্গার পশ্চিমকূলে সুতানুটির ৫ ক্রোশ দক্ষিণে "টানা" নামক স্থানের দুর্গ অধিকার করিলেন। পরে যতই দক্ষিণে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই নদীতীরস্থ মুসলমানদিগের অধিকৃত স্থানের লবণের এবং শস্যের গোলা লুণ্ঠন করিতে লাগিলেন। নদীগর্ভে মুসলমানদিগের যে সকল নৌকা দেখিতে পাইলেন, তাহাও হস্তগত করিয়া আপনাদের জাহাজগুলির মধ্যে কতকগুলিকে বালেশ্বরে পাঠাইয়া দিলেন এবং দেশীয় বণিকগণের ৪০ খানি তরণী পোড়াইয়া দিলেন।

এ সময়ে হিজলী একটি দ্বীপের মত ছিল, পশ্চিমদিকে একটি ক্ষুদ্র খাঁড়ি ছিল, সুতরাং হিজলী আসিতে হইলে নৌকা ব্যতীত আর কোন উপায়ই ছিল না। সে সময়ে এখানে লোকের বাস ছিল না বলিলেই চলে, চারিদিকে বড় বড় বন আর তাহাতে ব্যাঘ্রের বাস ছিল। প্রকৃতপক্ষে নবাবের অত্যাচার নিবারণ করিবার জন্যই ইংরাজেরা এই স্থানটি মনোনীত করেন।

জব চার্ণক হিজলীতে সদলে অবতীর্ণ হইয়া বন কাটাইয়া চতুর্দ্দিকে কামানাদি স্থাপন করিলেন এবং গঙ্গার উপর সমস্ত জাহাজাদি রাখিয়া মোহানা আটকাইয়া বসিয়া রহিলেন; কিন্তু হিতে বিপরীত হইল। হিজলীতে এক বিন্দুও পানোপযোগী পরিষ্কার জল পাওয়া যাইত না, তাহার উপর দক্ষিণে লোণাবাতাসে সমস্ত ইংরাজসৈন্য পীড়িত হইল এবং জলাভাবে অধিকাংশ মৃত্যুমুখে পড়িল; যাহারা অবশিষ্ট রহিল, তাহারা পীড়ায় এরূপ কাতর হইয়া পড়িল যে, তাহাদের জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হইল। শুভাদৃষ্টক্রমে নবাব সায়েস্তা খাঁ এই সময়ে সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। চার্ণক হৃষ্টমনে সন্ধি করিলেন। সন্ধিতে ইংরাজেরা সকল স্থানের কুঠীগুলি ফিরিয়া পাইলেন, সমুদ্র হইতে ৪০ ক্রোশ উত্তরে গঙ্গার পশ্চিমকূলে "উলুবেড়িয়াতে" ডক ও গোলা করিবার অনুমতি পাইলেন, ইহাদের বাণিজ্য বিনাশুল্কে চলিতে লাগিল, কেবল মুসলমানদিগের যে নৌকাগুলি ইহারা হস্তগত করিয়াছিলেন, তাহাই ফিরাইয়া দিলেন।

বাঙ্গালার সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান বাণিজ্যস্থান হইয়া উঠে, সেই সময়ে শেঠদিগের একজন ও বসাকদিগের ৪ জন আদিপুরুষ সুতানুটির দক্ষিণস্থ গোবিন্দপুরগ্রামে আসিয়া বাস করেন। বসাকেরা বলেন যে, য়ুরোপীয়গণের সহিত বাণিজ্য করিবার লোভেই তাঁহারা এখানে আসেন, কিন্তু তাহা যুক্তিসিদ্ধ অনুমান বলিয়া বোধ হয় না; কারণ, তাহা হইলে তাঁহারা তৎকালের বাণিজ্যকেন্দ্র হুগলী বা তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে না থাকিয়া এতদূরে আসিয়া বাস করিবেন কেন? আর বর্ত্তমান শেঠ বংশধরেরা ইহাদের আদিপুরুষ মুকুন্দরাম শেঠ হইতে ১৭শ পুরুষ এবং কালিদাস বসাকের বংশধরেরা ১৬শ পুরুষ এবং অন্য তিনজন বসাকের বংশধরেরা ১৫শ পুরুষ অধস্তন। এই বংশাবলী আলোচনা করিলে জানা যায় যে সময়ে ইঁহাদের আদিপুরুষেরা (খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে) এখানে আসেন, তখন সপ্তগ্রামের তেমন হীনাবস্থা হয় নাই, তখনও সপ্তগ্রামে বাঙ্গালার প্রধান বাণিজ্য স্থান ছিল। তবে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, স্বদেশে কোন বিশিষ্ট কারণে উৎপীড়িত বা বিরক্ত হইয়া আত্মীয় বান্ধবের নিকট হইতে দূরে থাকিবার জন্যই বোধ হয়, তাঁহারা এই অঞ্চলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। কারণ তৎকালে কলিকাতা যে একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্যস্থান ছিল, এমন কোন প্রমাণ নাই। অতএব খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাণিজ্যাশায় এখানে আসাও অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

* সুতানুটির নাম য়ুরোপীয়গণ কতদিন হইতে অবগত হইয়াছেন, তাহা ঠিক করিবার কোন কাগজপত্র নাই, কেবল ভালেন্টিন নামক ওলন্দাজ সাহেবের সঙ্কলিত ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে সুতানুটি স্থলে "চিটানুটি" (Chittanutte) লিখিত আছে, আর কর্ণেল ইউল্ "ইণ্ডিয়াহাউসের" পুরাতন কাগজপত্র পর্য্যবেক্ষণের সময়ে কয়েকখানি অতি পুরাতন চিঠিপত্র পান। তাহার মধ্যে একখানি সুতানুটি হইতে ১৬৮৬ সালের ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে লিখিত হয় এবং তাঁহার পুস্তক হইতে জানা যায় যে, ইংরাজেরাও ১৬৮৬ সালের পূর্ব্বে এই স্থানটি জানিতেন, কারণ, ইউল সাহেব বলেন যে ১৬৭৫ খৃষ্টাব্দের "ইংলিস পাইলট ও প্রাচীন সমুদ্র যাত্রীর মানচিত্রে" সুতানুটির উল্লেখ আছে।

নবাবের হঠাৎ এরূপ সন্ধি করিবার কারণ ছিল। অ্যাড্‌মিরাল নিকলসন যিনি হুগলীতে বহর লইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি ইংলণ্ড হইতে চট্টগ্রাম ও সমস্ত মুসলমান নৌকা অধিকার করিবার আদেশ পাইয়াছিলেন। নবাব এই সংবাদ শুনিয়া এত শীঘ্র সন্ধি করিয়া ফেলিলেন।

তৎপরে জব চার্ণক উলুবেড়িয়ার ডক নির্ম্মাণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং পীড়িত সৈন্য ও ইংরাজগণকে সুতানুটিতে পাঠাইয়া দিলেন। ইহারা আসিয়া কুঠীরে বাস করিতে লাগিল। এমন সময়ে মালাবারে ইংরাজ ও মোগল-সেনায় যুদ্ধ বাধে, সুতরাং সায়েস্তা খাঁর মনে আবার ইংরাজ-পীড়নের কথা জাগিল। তিনি সুতানুটি ত্যাগ করিয়া ইংরাজ-দিগকে হুগলীতে আসিতে আদেশ পাঠাইলেন এবং তাঁহা-দিগের সহিত গোলমালে তাঁহার রাজ্যের ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া যথেষ্ট টাকা চাহিলেন এবং নিজ সৈন্যদিগকে ইংরাজের যথা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠনের আদেশ দিলেন। চার্ণকের তখন এরূপ অবস্থা যে তিনি টাকা দিতে বা যুদ্ধ করিতে পারেন না এবং বুঝিলেন যে হুগলীতে ফিরিয়া যাওয়া কোনক্রমে সঙ্গত নহে। কাজেই তাঁহার আদেশ মত দুইজন ইংরাজ কুঠীয়াল নবাবকে কথায় ভুলাইয়া এই অত্যাচার নিবারণের জন্য ঢাকায় উপস্থিত হইলেন।

এই সময়ে ইংলণ্ড হইতে কোর্ট অব ডিরেক্টরেরা নিকল্‌-সনের অকৃতকার্য্যতায় ক্রুদ্ধ হইয়া কাপ্তেন হিদকে ৬৪টি কামান ও ১৬০ জন ইংরাজসৈন্য সহ বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দিলেন। হিদের উপর আদেশ রহিল যে, তিনি হয় উপযুক্ত নিয়মে যুদ্ধ করিয়া বাঙ্গালায় ইংরাজ-বাণিজ্য বজায় রাখিবেন, নতুবা বাঙ্গালার সমস্ত ইংরাজসৈন্য ও কুঠীয়াল-গণকে মান্দ্রাজে পঁহুছাইয়া দিয়া চট্টগ্রাম আক্রমণ করিবেন।

১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে হিদ আসিয়া সুতানুটি পঁহুছিলেন। এ সময়ে চার্ণক পূর্ব্বোক্ত দুইজন কুঠীয়ালকে নবাবের নিকট ঢাকায় পাঠাইয়া দিয়াছেন এবং তাহাদিগকে বলিয়া দিয়াছেন যে, যদি নবাব কতকটা কথা গ্রাহ্য করেন, তাহা হইলে তাঁহার নিকট সুতানুটিবাসের ও তথায় জমী খরিদ করিয়া আবাসাদি নির্ম্মাণের অনুমতি আনিতে হইবে। এই অবস্থায় হিদ সুতানুটিতে উপস্থিত হইয়া নবাবের ব্যবহারের কথা শুনিলেন এবং নিজে উদ্ধত স্বভাবের লোক বলিয়া তৎক্ষণাৎ চার্ণকের অনভিমতেও যুদ্ধ করিতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইলেন এবং কোম্পানীর সমস্ত কুঠী-য়াল ও লোকজনকে লইয়া বালেশ্বরাভিমুখে গমন করিলেন। বালেশ্বরের শাসনকর্ত্তা নবাবের হইয়া সন্ধি করিতে চাহিলেন, কিন্তু হিদ শুনিলেন না। তখন সেই শাসনকর্ত্তা বালেশ্বরের ইংরাজ কুঠীর দুইজন কুঠীয়ালকে জামীন স্বরূপে বন্দী করি-লেন। এই সময়ে ঢাকায় নবাবের নিকট পূর্ব্বপ্রেরিত দুই জন ও অন্য দুই কুঠীস্থ দুইজন ইংরাজ কুঠীয়াল এবং বালে-শ্বরের এই বন্দীদ্বয় ব্যতীত আর সকলেই হিদের জাহাজে ছিলেন। হিদ উক্ত ৬ জনের প্রাণের আশঙ্কা সত্ত্বেও সৈন্যসামন্ত লইয়া বালেশ্বর আক্রমণ করিলেন। যে দিন বালেশ্বর আক্রমণ করা হইল, সেইদিনই ঢাকার দূত আসিয়া সংবাদ দিল যে, নবাবসৈন্য ইংরাজের অধীনে আরাকান অধিকার করিবে। হিদ চট্টগ্রাম দখলে সম্ভাবনা দেখিয়া এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে ১৩ই ডিসেম্বর তিনি বালেশ্বর ত্যাগ করিয়া চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। চট্টগ্রাম সুরক্ষিত দেখিয়া আরাকানরাজকে হস্তগত করিয়া কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন; কিন্তু রাজার উত্তর দিতে বিলম্ব দেখিয়া স্বয়ং চট্টগ্রাম আক্রমণ করিবেন স্থির করিয়া পূর্ব্বোক্ত ৬ জনকে বাঙ্গালায় ফেলিয়া অন্য সকলকে মান্দ্রাজে রাখিয়া আসিবার জন্য ১৩ ফেব্রুয়ারী যাত্রা করিলেন।

এ দিকে অরঙ্গজেব এই সংবাদে ক্রুদ্ধ হইয়া দেশ হইতে ইংরাজ তাড়াইয়া দিতে আদেশ দিলেন। নানা অত্যাচার ঘটিল। এদিকে সায়েস্তা খাঁ বৃদ্ধবয়সে আগরায় গিয়া প্রাণ-ত্যাগ করিলেন। আলীমর্দ্দন খাঁর পুত্র ইব্রাহিম খাঁ নবাব হইলেন। ইব্রাহিম বড় দয়ালু। তিনি নবাব হইয়াই বন্দী ইংরাজ ৬ জনকে ছাড়িয়া দিলেন ও সম্রাটের আদেশ আনাইয়া ইংরাজগণকে বঙ্গদেশে আসিবার জন্য চার্ণককে পত্র লিখিলেন।

ইংরাজগণ ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের ২৪এ আগষ্ট তারিখে সুতানুটিতে আসিয়া স্থায়ীরূপে বসবাস করিতে থাকেন। সাম্রাজিক কোষে বাৎসরিক ৩০০০ মুদ্রা সরবরাহ করিয়া, পূর্ব্বের ন্যায় বাঙ্গালার নানস্থানে কুঠী-স্থাপন ও ব্যবসা বাণিজ্য করিবার জন্য, ১৬৯১ খৃষ্টাব্দে (আল হিজিরা ১০০২) জব চার্ণক নবাব ইব্রাহিম খাঁর নিকট হইতে সম্রাট প্রদত্ত 'হস্‌বুল্ হুকম' প্রাপ্ত হন। ইংরাজগণ সুতানুটিতে উপনিবেশ স্থাপন করিবার অনুমতি পাইলেন বটে, কিন্তু উক্ত স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিবার আজ্ঞা পাইলেন না। (১) এই ঘটনার পর ১৬৯২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের ১০ই দিবসে চার্ণকের মৃত্যু হয়। কোর্ট অব ডিরেক্টারেরা এইরূপ আজ্ঞা দিয়াছিলেন যে, চার্ণকের জীবন কাল পর্য্যন্ত বাঙ্গালা মান্দ্রাজ হইতে পৃথক্ থাকিয়া ব্যবসায়

(১) Broome's History of the Rise and Progress of the Bengal Army, Vol. I, p. 24.

কার্য্য করিবে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর পুনরায় ফোর্ট সেণ্ট জর্জের (মান্দ্রাজের) অধীনস্থ হইবে। (২)

চার্ণকের মৃত্যুর পর বাঙ্গালা পুনর্ব্বার মান্দ্রাজের অধীন হইল এবং টলিস্ সাহেব চার্ণকের পদে নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু কমিসারী-জেনারল ও সুপারভাইজার স্যার্ জে গোল্ডস্‌বরকে কার্য্যে সন্তুষ্ট করিতে না পারায় তাঁহার পদে ঢাকাস্থিত কুঠীর অধ্যক্ষ আয়ার সাহেব নিযুক্ত হইলেন।

১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে কোর্ট অব ডিরেক্টারগণের আজ্ঞানুসারে সুতানুটি বাঙ্গালার প্রধান এজেণ্টের বাসস্থান রূপে নির্দ্দিষ্ট হয়। এই বৎসর সুতানুটিতে ২০০০৲ মুদ্রা শুল্ক হিসাবে আদায় হইয়াছিল।

১৬৯৬ খৃষ্টাব্দে একটি ঘটনায় য়ুরোপীয় বণিকদিগের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। শোভাসিংহ নামক জনৈক বর্দ্ধমানের তালুকদার উক্ত স্থানের রাজাকে নিহত করিয়া রহিম খাঁ নামক উড়িষ্যার পাঠান সর্দ্দারের সাহায্যে বাঙ্গালার সুবাদারের বিপক্ষে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত করেন। এই রাজদ্রোহ দমন করিবার জন্য যশোরের ফৌজদার নূর উল্লার উপর ভার দেওয়া হয়। কিন্তু উক্ত ফৌজদার ভীরুতাবশতঃ হুগলীর কেল্লা হইতে পলায়ন করেন। এই সুবিধা পাইয়া বিদ্রোহীগণ হুগলীনগর হস্তগত করে। শোভাসিংহ বাঙ্গালার অধীশ্বর হইবারও অনেকটা সুবিধা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এই সুযোগ পাইয়া ইংরাজ, ওলন্দাজ ও ফরাসী প্রভৃতি য়ুরোপীয় বণিকগণ আপনাদিগের উপনিবেশ শত্রু হইতে রক্ষণোপযোগী করিবার জন্য নবাবের নিকট হইতে অনুমতি পাইলেন। ফলে এই সময়ে কলিকাতায় ইংরাজগণ দুর্গ নির্ম্মাণে প্রথম উদ্যোগী হইলেন। তৎকালীন ইংলণ্ডরাজ তৃতীয় উইলিয়মের নামানুসারে "ফোর্ট উইলিয়ম" নামক দুর্গ নির্ম্মিত হইল। (৩)

উপরোক্ত ঘটনায় সম্রাট্ অরঙ্গজেব বাঙ্গালার সুবাদার ইব্রাহিম খাঁর উপর অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার পৌত্র আজিম উস্‌সানকে বাঙ্গালার সুবাদার পদে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়া দিলেন। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ বণিকগণ মুদ্রা ও বিবিধ মূল্যবান্ উপঢৌকনাদি প্রদানে প্রীতি সম্পাদন করিয়া, আজিম উস্‌সানের নিকট হইতে সুতানুটি, কলিকাতা এবং গোবিন্দপুর* এই তিনখানি গ্রাম ক্রয় করিলেন।

এই তিনটি গ্রাম ক্রয় করিবার বিশেষ কারণ ঘটিল। এ সময়ে ইংরাজগণ দিন দিন সুতানুটিতেই আপনাদিগের বাণিজ্যস্থান করিবার অভিপ্রায়ে আয়োজন করিয়া আসিতেছিলেন, অথচ তদুপযোগী জমী পাইতেছিলেন না। জমীদারের খাজনা দিয়া তাহার উপর এরূপ বহুবিস্তৃত কারবার করা সুবিধাজনক নহে, অথচ নবাবের হুকুম না পাইলেও জমী খরিদ করা হয় না, সুতরাং তাঁহারা অর্থলোলুপ আজিম উস্‌সানকে অর্থে বশীভূত করিয়া কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন।

এই সময়ে আজিম বর্দ্ধমানে ছিলেন। ওলন্দাজেরা ইংরাজের ন্যায় বিনাশুল্কে বাণিজ্য করিবার আশায় তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিল। ইংরাজেরা তাহারই প্রতিবাদ এবং জমীক্রয় ও ক্ষতিপূরণাদির বন্দোবস্ত করিবার জন্য মিঃ ওয়ালস্ নামক একজন বিচক্ষণ কর্ম্মচারীকে পাঠাইলেন। ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীমাসে ওয়ালস্ আজিমের শিবিরে উপস্থিত হইয়া জুলাই মাসের মধ্যে নানাবিধ অর্থাদি দিয়া কার্য্যোদ্ধার করিলেন। আদেশপত্রখানি তৎক্ষণাৎ সুতানুটিতে প্রেরিত হইল, কিন্তু তখনকার সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের জমীদারেরা অনুমতিপত্রে দেওয়ানের সহি নাই বলিয়া বিক্রয়ে অসম্মত হইলেন। অবশেষে ১৭০০ সালের জানুয়ারীমাসে দেওয়ানের সহি করাইয়া অনুমতিপত্র উপস্থিত করিলে জমীদারেরা ওজর আপত্তি করিতে পারিলেন না।

বিভারিসাহেব বলেন যে ঐ ক্রীতস্থানের বিস্তৃতি নদীর ধারে (ভাগীরথীর) লম্বায় তিন মাইল এবং প্রস্থে এক মাইল

(২) Vide Bruce's Annals of the East India Coy, Vol. III. p. 143—4.

(৩) Vide Historical and Topographical Sketch of Calcutta, by James Rainey.

* সুতানুটির দক্ষিণে কলিকাতা ও তাহার দক্ষিণে গোবিন্দপুর নামক দুইখানি গ্রাম গঙ্গাতীরে ছিল। আইন-ই অকবরী গ্রন্থে যেখানে সরকার সাতগাঁর মধ্যে "কলিকাতা" নামক মহলের উল্লেখ আছে, সেখানে সুতানুটি বা গোবিন্দপুরের নাম নাই, কিন্তু কলিকাতার সহিত ঐক বন্ধনীতে বারাবকপুর ও বকুয়া নামক আর দুইটি মহলের উল্লেখ দেখা যায়। ঐ দুইটিই সুতানুটি বা গোবিন্দপুরের পরিবর্ত্তিত নাম কিনা তাহা নিরূপিত হয় নাই। পূর্ব্বে যে ওলন্দাজ ভ্যালেণ্টাইন সাহেবের মানচিত্রের কথা বলা হইয়াছে, তাহাতে গোবিন্দপুরের স্থলে গোবর্ণপুর লিখিত হইয়াছে। আইন-ই অকবরী ভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থ ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডে গোবিন্দপুরের নাম দৃষ্ট হয় এবং সে গোবিন্দপুর যে, এই ভাগীরথীতীরস্থ গোবিন্দপুর তাহাতে সন্দেহ নাই, কারণ তাহাতে আছে যে—

"তাম্রলিপ্তপ্রদেশে চ বর্গভীমা বিরাজতে।
গোবিন্দপুরপ্রান্তে চ কালী সুরধনীতটে॥"

এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বে কর্ণেল ইউলের কথিত (১৬৭৫ খৃষ্টাব্দে) মুদ্রিত "ইংলিস পাইলট ও প্রাচীন সমুদ্রযাত্রীর মানচিত্র" নামক পুস্তকে সুতানুটির পার্শ্বে গোবিন্দপুরের নাম পাওয়া যায়।

হইবে। (১) কিন্তু বোল্ট সাহেব বলেন যে, ঐ সমস্ত স্থান দৈর্ঘ্যে প্রস্থে দেড় মাইল হইবে। (২) এই ভূমির দরুণ যে বাৎসরিক ১,১৯৫৲ মুদ্রা বাঙ্গালার নবাবকে প্রদান করিতে হইবে, তাহা আজিম উস্-সান্ নিজের প্রাপ্যের মধ্যে রাখিলেন। (৩) যাহা হউক, এই ক্রয়-সম্বন্ধীয় নবাব প্রদত্ত সনন্দ প্রাপ্ত হইয়া সুতানুটিস্থ প্রধান বণিক-প্রতিনিধি এই সংবাদ লণ্ডন নগরে কোর্ট অব্ ওয়ার্ডস্‌কে জানাইলেন। তাঁহারা প্রত্যুত্তরে কলিকাতাকে প্রেসিডেন্সী পদে উন্নত করিয়া, এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া পাঠাইলেন যে, প্রেসিডেণ্ট মাসে ২০০৲ টাকা মাহিনা এবং ১০০৲ টাকা ভাতা পাইবেন। তাঁহার অধীনে একটী সভা থাকিবে, ঐ সভায় চারিজন সভ্য হইবে। পরামর্শাদি দানে ইহারা প্রেসিডেণ্টকে সাহায্য করিবেন। ইঁহাদিগের মধ্যে প্রথম হইবেন হিসাবী (Accountant), দ্বিতীয় বাণিজ্য দ্রব্যাদির গুদাম-রক্ষক (Warehouse-keeper), তৃতীয় সামুদ্রিক কোষাধ্যক্ষ (Marine-purser) এবং চতুর্থ রাজস্ব-গ্রাহক (Receiver of Revenues).

আয়ার সাহেব বিলাত যাত্রা করিলে বিয়ার্ডসাহেব কুঠীর প্রধান বণিকপদে নিযুক্ত হয়েন। কিন্তু ১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে যখন বাঙ্গালা একটি বিভিন্ন প্রেসিডেন্সী বলিয়া পরিগণিত হইল, তখন জনবিয়ার্ড সাহেবই প্রথম প্রেসিডেণ্টপদে নিযুক্ত হন। কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই সার চার্লস্ আয়ার বিলাত হইতে প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইয়া আসিলে বিয়ার্ডসাহেবকে দ্বিতীয় বা হিসাবীপদ গ্রহণ করিতে হয়, তখন হাল্‌সি তৃতীয় বা বাণিজ্য দ্রব্যাদির গুদাম-রক্ষক, হোয়াইট সামুদ্রিক কোষাধ্যক্ষ এবং রাফ্ সেল্‌ডন্ পঞ্চম বা রাজস্ব-গ্রাহক নিযুক্ত হন। (কিন্তু আয়ার সাহেব আসিয়া কার্য্য গ্রহণ না করাতে বিয়ার্ড সাহেবই কার্য্য করেন।) (৪)

ইতিপূর্ব্বে যে সকল চিঠি পত্রাদি লণ্ডনে কোর্ট অব ডাইরেক্টার্স অথবা অন্যত্র লেখা হয়, ঐ সকল পত্রাদির উপরে "সুতানুটি" বলিয়া লিখিত আছে। (৫) কিন্তু এখন হইতে কলিকাতা "প্রেসিডেন্সী কলিকাতা" এবং তদনন্তর "প্রেসিডেন্সী অব ফোর্ট উইলিয়ম" বলিয়া অভিহিত হইতে থাকে। শেষোক্ত নামে অদ্যাপিও চলিতেছে; কিন্তু ঠিক কোন্ সময় হইতে যে, সুতানুটি, কলিকাতা এবং গোবিন্দপুর এই তিনটি সম্মিলিত গ্রাম কেবল "কলিকাতা" নামে অভিহিত হইতে থাকে, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। কাহারও কাহারও মতে "কলিকাতা" এই যে নামটি ইহা সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যে কোন সময় হইতে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু ঐ মত ভ্রমাত্মক, যেহেতু ১৭০২ খৃষ্টাব্দে দুইটি বিসম্বাদী ইংরাজ বণিক সমিতির (অর্থাৎ ইংলিস্ কোম্পানী ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া-কোম্পানী) সম্মিলিত হইবার যে দলিল লেখা হয়, তাহাতে সুতানুটি বলিয়াই লিখিত হইয়াছে (কলিকাতা নহে)। যাহা হউক উপরোক্ত তিনটি গ্রাম এইরূপে সন্নিবেশিত ছিল :—টালি নালা (তৎকালে গোবিন্দপুর খাড়ি বা আদিগঙ্গা) হইতে আরম্ভ করিয়া এখনকার কেল্লা পর্য্যন্ত স্থানকে গোবিন্দপুর কহিত। এই গ্রাম কতকগুলি মেটেঘরের সমষ্টিমাত্র এবং মধ্যে বনজঙ্গলে পূর্ণ ছিল।

উত্তরে চিৎপুরের খাল (মহারাষ্ট্রখাত), পশ্চিমে ভাগীরথী, দক্ষিণে বর্ত্তমান টাঁকশাল, বড়বাজার এবং পূর্ব্বে কর্ণওয়ালিসের কতকাংশ ও সারকিউলার রোডের খানিকটা পশ্চিমাংশ সুতানুটি নামে প্রসিদ্ধ ছিল*। গোবিন্দপুর ও সুতানুটির মধ্যবর্ত্তী স্থান কলিকাতা।

এই কলিকাতা পশ্চিমে ভাগীরথীর তীর হইতে পূর্ব্বে কোন্ স্থান পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তাহা ঠিক নির্ণয় করা যায় না। বড়বাজার, পাথুরিয়া গির্জ্জা, পোষ্ট আপিশ, কাষ্টম হাউস প্রভৃতি স্থান ডিহি কলিকাতার মধ্যে ছিল। ফলে এই তিনটি গ্রাম এবং আর কয়েকটি সামান্য সামান্য পল্লী মিলিত হইয়া এই "সৌধময়ী মহানগরী" (City of Palaces) হইয়াছে।

১৭০৩ খৃষ্টাব্দে জন বিয়ার্ড সাহেব "সম্মিলিত পূর্ব্বভারত বণিক-সমিতি"র (United Company of Merchants Trading in the East India) বঙ্গীয় সভার সভাপতির পদ প্রাপ্ত হইলেন এবং ফোর্ট উইলিয়ম প্রেসিডেন্সির এলাকার কার্য্যসমূহ নির্ব্বাহ করিবার জন্য তাঁহার অধীনে আট জন কমিসনর নিযুক্ত হয়েন; এই বিসম্বাদী বণিক সমিতির সম্মিলনে উক্ত কোম্পানিদ্বয়ের কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে বিবাদ মিটিল না।

ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট হইতে সম্রাট্ অরঙ্গজেবের নিকটে সার উইলিয়ম নরিসের দৌত্যকার্য্য নিষ্ফল হইলে, সম্রাট্

(১) Vide Report on the Census of the Town of Calcutta taken on the 6th April 1876, by Beverly, C. S.

(২) Vide Bolt's Consideration on Indian Affairs 2. ed. 1772. p. 60.

(৩) Vide Orme, Vol. II. p. 17.

(৪) History of the Rise and Progress of the Bengal Army, by Arthur Broome, I. 31.

(৫) Historical Notices concerning Calcutta in the days of Job Charnok (in Indian and Colonial Magazine).

* সুতানুটির প্রাচীন চিঠায় জানা যায় যে, বাগবাজার, হোগলকুঁড়িয়া, সিমুলিয়া প্রভৃতি কয়েকটি স্বতন্ত্রগ্রাম ও সুতানুটির সীমার বহির্ভূত ছিল।

তাঁহার রাজ্য মধ্যে সমস্ত য়ুরোপীয়গণকে বন্দী করিবার আজ্ঞা প্রচার করেন। পাটনা এবং রাজমহলস্থ ইংরাজ-উপনিবেশ লুণ্ঠিত হয়, এবং কলিকাতা লুণ্ঠন করিবার জন্ত হুগলীর ফৌজদার ইংরাজদিগকে প্রদর্শন করেন; কিন্তু বিয়ার্ড সাহেব কলিকাতাকে উত্তমরূপে সুরক্ষিত করিয়া ফৌজদারের ভয়-প্রদর্শন উপেক্ষা করিলেন। ফৌজদারও তাৎকালিক অবস্থা বুঝিয়া আর বিশেষ গোলমাল বাধাইলেন না।

১৭০৬ খৃষ্টাব্দে প্রেসিডেন্ট বিয়ার্ড সাহেবের মৃত্যু হইল। তাঁহার পদে উভয় কোম্পানীর হিসাব পরিষ্কার করিবার জন্ত হেজেস্ ও সেল্‌ডন্ সাহেব নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে অনেকগুলি তোপ আনাইয়া য়ুরোপীয় সৈন্তের সংখ্যা ১৩০ জন করিয়া উইলিয়ম দুর্গ সুরক্ষিত করা হইল। কলিকাতার অবস্থা এইরূপে দিন দিন উন্নত হওয়ায় নির্ব্বিঘ্নে ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইবার জন্ত চতুর্দ্দিক হইতে লোক আসিয়া এখানে বাস করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে এই মহানগরী কলিকাতার প্রথমাবয়ব সংগঠিত হয়।

যদিও অরঙ্গজেবের সনন্দ দ্বারা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল যে, বাৎসরিক ৩০০০৲ মুদ্রা প্রদান করিলে ইংরাজগণ সর্ব্বপ্রকার শুল্ক হইতে অব্যাহতি পাইবেন, তথাচ নবাব মুর্শিদ্ কুলি খাঁ অন্তান্ত ব্যবসায়ীদিগের ন্তায় শতকরা ২॥০ টাকা হিসাবে শুল্ক গ্রহণ করিবার আজ্ঞা দেন। তথনকার কলিকাতার গবর্ণর হেজেস্ সাহেব ইংরাজদিগের প্রতি এইরূপ অযথা ব্যবহারের প্রতিবিধানের আশায় দূত পাঠাইবার জন্ত ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে কোর্ট অব ডিরেক্টরগণের নিকট হইতে অনুমতি লইলেন। সেই দৌত্যকার্য্যে জন সর্ম্যান ও ষ্টেফেন্‌সন নামক দুই জন অভিজ্ঞ কুঠিয়াল এবং তাহাদের সঙ্গে খোজা সরহদ্দ দোভাষী ও উইলিয়ম হামিল্টন নামক একজন ডাক্তার নিযুক্ত হইলেন। দূতগণ ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ৮ই জুলাই তারিখে বহুমূল্য বিবিধ য়ুরোপজাত দ্রব্যাদির উপঢৌকন সহ দিল্লীনগরে উপনীত হন। (১)

এই সময়ে সম্রাট্ ফিরোক্‌শিয়ারের সহিত রাজা অজিতসিংহ নামক রাজপুতরাজের কন্তার বিবাহ; কিন্তু সম্রাটের একরূপ পীড়া হইল যে, রাজকীয় চিকিৎসকগণ সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও ঐ রোগের শান্তি করিতে পারিলেন না। ফলে ঐ বিবাহও স্থগিদ হয়। অবশেষে খাঁ দৌরাণের অনুরোধে সম্রাট্ সমাগত ইংরাজ দূতদলভুক্ত ডাক্তার হামিল্টন সাহেবকে তাঁহার চিকিৎসা করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে হামিল্টন সাহেব বিলক্ষণ বিজ্ঞতার সহিত অতি অল্পকাল মধ্যে সম্রাটের রোগ আরোগ্য করিলেন। এই ঘটনায় হামিল্টন সাহেব সম্রাটের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইলেন। রোগ হইতে শান্তিলাভ করিবার পর রাজকীয় বদান্ততার যতদূর পরিচয় দিতে হয়, তাহা ব্যতীত সম্রাট্ প্রতিজ্ঞা করেন যে, হামিলটন সাহেব আর যাহা যাচ্ঞা করিবেন তাহাও তিনি সাধ্যমত দান করিবেন। হামিল্টন সাহেবও বাউটনের মত নিজের স্বার্থ ও লাভেচ্ছা সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া, যাহাতে দৌত্যকার্য্যে সমাগত ইংরাজগণের মনোরথ পূর্ণ হয়, তাহাই প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট্ হামিল্টন সাহেবের এইরূপ নিঃস্বার্থভাব দর্শনে চমৎকৃত ও সন্তুষ্ট হইলেন, প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, বিবাহকার্য্য সুসম্পন্ন হইলেই তাঁহার প্রার্থনার বিষয় বিশেষরূপে বিবেচনা করিবেন এবং যাহাতে নিজের সাম্রাজ্যের মর্য্যাদার উপযুক্ত ও যতদূর সাধ্য দেয়, তাহা তিনি ইংরাজদিগকে দান করিতে ত্রুটি করিবেন না। রোগশান্তির পরেই বিবাহ সম্পন্ন হইল বটে, কিন্তু ১৭১৬ খৃষ্টাব্দের অগ্রে ইংরাজগণ তাঁহাদিগের আবেদনপত্র সম্রাট্ সমীপে উপস্থিত করিতে পারেন নাই। যাহা হউক, কিছুদিন বিলম্বে এবং বিলক্ষণ উৎকোচের সাহায্যে অবশেষে ইংরাজদূতগণের উদ্দেশ্য সফল হইল। ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে (আল-হিজরা ১১২৯) বাঙ্গালা, বিহার এবং উড়িষ্যাতে বাণিজ্য করিবার জন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সম্রাট্ ফিরোক্‌শিয়ারের নিকট হইতে সনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। তদ্দ্বারা কোম্পানীর পূর্ব্বপ্রাপ্ত অধিকার বলবৎ হইল। ইংরাজগণ বাণিজ্য দ্রব্যাদির নৌকা অনুসন্ধান হইতে অব্যাহতি ও মুর্শিদাবাদের টাঁকশালে তিনদিন কোম্পানীর টাকা মুদ্রিত করিবার অনুমতি পাইলেন এবং সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের জন্ত যে ১১৯৫।৶০ বাৎসরিক দিতে হইত, উহা ব্যতীত আরও ৮১২১॥০ মুদ্রা বৎসর বৎসর সাম্রাজিক কোষে সরবরাহ করিতে স্বীকৃত হইয়া উক্তগ্রামত্রয়ের সন্নিকটে দক্ষিণে ভাগীরথীর উভয়পারে পাঁচ ক্রোশের মধ্যে ৩৮টি পল্লিগ্রাম ক্রয় করিবার আদেশ পাইলেন। (১)

সম্রাটের নিকট হইতে এইরূপ সনন্দ লইয়া আসায়, নবাব মুর্শিদ কুলি খাঁ ইংরাজ বণিকদিগের উপর অত্যন্ত

(১) Stewart's History of Bengal, p. 395-6; Auber, Vol. I, p. 16.

(১) Appendix C. History of the Rise and Progress of the Bengal Army by Capt. A. Broome and East Indian Records Book No. 593.

ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। সেই গ্রামগুলি ক্রয় করিবার পক্ষে যদিও তিনি সম্রাটের আজ্ঞা অবজ্ঞা করিয়া প্রকাশ্যে কোন প্রকার শত্রুতাচরণ করিতে সাহস করেন নাই, তথাচ গুপ্ত ভাবে ঐ গ্রামগুলির জমীদারদিগকে ভয় দেখাইতে ছাড়েন নাই। তিনি গুপ্তভাবে জমীদারদিগকে জানাইলেন যে, যতই অধিক মূল্য দিতে স্বীকার হউক না কেন, যদ্যপি কোন জমীদার তাহার ভূমি বা গ্রাম ইংরাজদিগকে বিক্রয় করেন, তাহা হইলে তাঁহার (নবাবের) কোপ হইতে কাহারও রক্ষা পাইবার উপায় থাকিবে না। তিনিও বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, যদ্যপি এই সকল স্থান ইংরাজদিগের হস্তগত হয়, তাহা হইলে ভাগীরথী সম্পূর্ণরূপে তাহাদিগের আয়ত্তাধীন হইবে এবং তাহারা ইচ্ছামত নদীর উভয়পার্শ্বে বুরুজাদি নির্ম্মাণ করিয়া আপনাদিগের বল আরও বাড়াইতে পারিবে। (১)

যাহা হউক, বোল্টস্ সাহেব বলেন যে, সম্রাট ঐ ৩৮টি গ্রাম ইংরাজদিগকে দান করেন নাই, উপযুক্ত মূল্য দিয়া ক্রয় করিবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন। জমীদারগণ ঐ গ্রাম সকল বিক্রয় করিতে সম্মত হয়েন নাই বটে, কিন্তু ইংরাজগণ অবশেষে অনেকের নিকট হইতে প্রতারণা অথবা বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। (২)

কাপ্তেন হামিল্টন ১৭১০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা নগরে আগমন করেন। তিনি এইরূপ লিখিয়াছেন;—নদীর ধারে দক্ষিণে গোবিন্দপুরে একটি এবং উত্তরে বরাহনগরের নিকটে আর একটি কোম্পানির উপনিবেশের সীমা চিহ্ন ছিল। এই দুইটি চিহ্নের ব্যবধান তিন ক্রোশ হইবে এবং ভূমির দিকে সীমা ছিল ধাপার বিল বা লোণা বিল পর্য্যন্ত, ফলে এই সময়ে কলিকাতায় সীমা ঠিক যে কি ছিল তাহা নির্ণয় করা যায় না।

১৭৪২ খৃষ্টাব্দে ভাস্কর পণ্ডিতের পরিচালনাধীনে মহারাষ্ট্রগণ (বর্গী) উড়িষ্যা হইতে আরম্ভ করিয়া জেলা মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমান হইয়া রাজমহল পর্য্যন্ত নগর ও পল্লী সমস্ত লুটপাট করিতে থাকে। তাহারই পর বর্গীরা কলিকাতার সন্নিকটে ভাগীরথীর অপর পারে—(যথায় অধুনা কোম্পানির বাগানের তত্ত্বাবধায়ক বাস করেন)—টানা কেল্লা হস্তগত করিয়া হুগলীনগর লুণ্ঠন করে। ঐ সময়ে ভাগীরথীর পশ্চিমপারের অধিবাসীগণ কলিকাতায় আসিয়া আশ্রয়গ্রহণ করে। মহারাষ্ট্রদিগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ইংরাজগণ পূর্ব্বপারে থাকিয়াও কলিকাতার চতুর্দ্দিকে একটি গভীর গড় খাই করিবার জন্য নবাব আলীবর্দ্দী খাঁর নিকট অনুমতি গ্রহণ করেন। সুতানুটির উত্তর অংশ হইতে গোবিন্দপুরের দক্ষিণ অংশ পর্য্যন্ত ঐ নালাটী খনন করিবার কথা হয়। ছয় মাস মধ্যে দেড় ক্রোশ (তিন মাইল) খনন করা হইল। কিন্তু যখন দেখা গেল যে, আলীবর্দ্দীর অধ্যবসায়ে মহারাষ্ট্রগণ ভাগীরথীর পশ্চিমদিকে কলিকাতা হইতে ৩০ ক্রোশের মধ্যে আর আসিল না, তখন ঐ খাতের খনন কার্য্য বন্ধ হইল। এই খাল "মহারাষ্ট্রখাত" (Maharatta Ditch) নামে অভিহিত। শ্যামবাজারের নিকট দমদমা যাইবার রাস্তায় আজও ঐ খাতের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।* অর্ম্মি সাহেবের মতে কলিকাতার অধিবাসীদিগের অনুরোধে এবং তাঁহাদিগেরই ব্যয়ে ঐ খালটি খনন করা হয়। (১)

হলওয়েল সাহেব বলেন যে, ১৭৫২ খৃষ্টাব্দেও সিমুলিয়া, মলঙ্গা, মির্জাপুর এবং হোগলকুঁড়িয়া সমস্ত মিলিয়া ৩০৫০ বিঘাভূমি এই চারিস্থান কোম্পানি উপনিবেশের সীমার মধ্যে ছিল না; ঐ স্থানগুলিও কোম্পানি ক্রয় করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু উহাদিগের স্বত্বাধিকারীদিগকে কোন প্রকারে সম্মত করিতে পারেন নাই। (২) ঐ স্থান কয়টি কলিকাতার সীমার বাহিরে ছিল বটে, কিন্তু বেনেপুকুর, পাগলডাঙ্গা, ট্যাংরা এবং ধলন্দ এই চারি স্থান সমস্ত মিলিয়া ২২৮ বিঘা ভূমি হইবে—তখন কলিকাতার অংশরূপে পরিগণিত ছিল। দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৭৫৪ সালে হলওয়েল সাহেব কোম্পানীর জন্য রসিক মল্লিক এবং নওয়াগীস্ মল্লিকের নিকট হইতে ২২৮১৲ মুদ্রা মূল্যে সিমুলিয়া ক্রয় করেন। (৩)

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা আক্রমণ ও অধিকার করেন। এই সময়ে তাঁহার আদেশে অল্পকালের জন্য কলিকাতা "আলিনগর" নামে অভিহিত হয়। তৎপরে অন্ধকূপহত্যা এবং উহার পরবৎসরে জানুয়ারীমাসে ক্লাইব এবং ওয়াট্সন কর্ত্তৃক কলিকাতা গ্রহণের পর উমিচাঁদ,

(১) Broome's Rise and Progress of the Bengal Army Vol. I. p. 36.

(২) Bol's Consideration on Indian Affairs 1772. App. p. I. note.

* সম্প্রতি ইহা বুজাইয়া মিউনিসিপালিটি হইতে রাস্তা প্রস্তুত হইতেছে।

(১) Orme's History of India, Vol. II. p. 15. Broomes Rise and Progress of the Bengal Army, Vol. I p.41.

(২) Holwell's Indian Tracts, 2nd. ed. 1764. p. 140.

(৩) Selections from the Unpublished Records of the Government. p. 53.

অন্ধকূপ, ক্লাইব শব্দ দেখ।] ১৭৫৭ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারীতে সিরাজউদ্দৌলার সহিত সন্ধি হয়। এই সন্ধি দ্বারা এই স্থির হয় যে, যে সকলগ্রাম সনন্দ দ্বারা কোম্পানি পাইয়াছিলেন, সুবাদার তাহা আজও তাঁহাদিগকে দখল দেন নাই; এক্ষণে ঐ সকল গ্রামে কোম্পানীকে অধিকার দেওয়া হইবে এবং কোম্পানীকে ঐ সকল স্থান বিক্রয় করিতে জমীদারদিগকে কোনরূপ বাধা দেওয়া হইবে না।

পলাশীর যুদ্ধের পর যখন নবাব মীরজাফর নূতন সুবাদারপদে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন একটি সন্ধি দ্বারা ইংরাজ বণিক-সমিতি কলিকাতার মৌরসী জমা প্রাপ্ত হন। (১) [পলাশী ও মীরজাফর দেখ।]

এই সন্ধি দ্বারা কলিকাতার মধ্যস্থিত ভূমি ছাড়া মীরজাফর কোম্পানীকে কলিকাতার সীমার বাহিরে একটি ১১০০ হস্ত পরিমিত জমী দিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার দক্ষিণে কুল্পি পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমি কোম্পানীর জমীদারীভুক্ত করিয়া দেন, এবং আজ্ঞা দেন যে ঐ অংশের সমস্ত কর্ম্মচারী কোম্পানীর অধীনস্থ হইবে ও অন্যান্য জমীদারের ন্যায় কোম্পানীও রাজস্ব প্রদান করিবেন। (২)

পর বৎসর ১৭৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ফর্দ্দ সওয়াল দ্বারা কোম্পানী তালুক বা জায়গীর স্বরূপ কলিকাতা প্রাপ্ত হন। অর্থাৎ ইংরাজ বণিক-সমিতি তাঁহাদের কুঠী রক্ষা করিবেন এবং বন্দর সকল সাবধানে রাখিবেন বলিয়া নবাব মীরজাফর ৮৮৩৬৲ টাকা রাজস্ব রেহাই দিয়া উক্ত কোম্পানীকে কলিকাতা, পাইকান, মানপুর এবং আমীরাবাদ পরগণা চতুষ্টয়ের মধ্যস্থিত ২০½টি মৌজা, দুইটি বাজার এবং আবওয়াব ফৌজদারী প্রদান করেন। মৌজা কয়েকটি এই—১ গোবিন্দপুর, ২ মির্জাপুর, ৩ চৌরঙ্গী, ৪ ধলন্দ, ৫ জেলেকোলন্দ, ৬ বেলেডেঙ্গা, ৭ আনহাটি, ৮ শিয়ালদহ, ৯ বাহির বির্জ্জি, ১০ কিসপুরপাড়া, ১১ বাহির শ্রীরামপুর, ১২ সুতানুটি ১৩ হোগলকুঁড়িয়া, ১৪ সিমলা, ১৫ মাখন্দ, ১৫ আড়িঙ্গী, ১৭ ডিহি কলিকাতা, ১৮ দক্ষিণ পাইকপাড়া, ১৯ বির্জ্জি, ২০ শ্রীরামপুর, ২০½ গণেশপুর, মলঙ্গা খালসার মধ্যবর্ত্তি। বাজারদ্বয়—১ সুতানুটি-বাজার ও ২ গোবিন্দপুর-বাজার।

উপরোক্ত গ্রামগুলির মধ্যে কয়েকটি মহারাষ্ট্র খাতের এবং কতকগুলি উক্ত খাতের সীমা হইতে ১২০০ হস্তের মধ্যে ছিল। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে উক্ত সময়েও লোকে সাধারণ কথাবার্ত্তায় মহারাষ্ট্র খাতই কলিকাতার সীমা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট করিত। যাহাই হউক, যে সময়ে কোম্পানী ২৪ পরগণা গ্রহণ করেন, সেই সময়ে মহারাষ্ট্র খাতের বাহিরে যে সকল স্থান কলিকাতার সীমাভুক্ত ছিল, ঐ সকল স্থান এবং আরও কতক ভূমি লইয়া কলিকাতা ও ২৪ পরগণা হইতে বিভিন্ন রাখিয়া ডিহি পঞ্চান্নগ্রাম নামে অভিহিত হয়। অধুনা যে সকল স্থান কলিকাতার সহরতলী বলিয়া পরিচিত, উক্ত স্থানগুলিই পূর্ব্বে ডিহি পঞ্চান্নগ্রাম নামে অভিহিত হইত। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২১ আইনে পঞ্চান্নগ্রামের সীমার মধ্যে সমস্ত ভূমিই সহরতলী বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে বটে, কিন্তু ঐ সময় হইতে উহার অতি সামান্য অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছিল। (১) ঠিক কোন সময়ে যে, কলিকাতা এবং পঞ্চান্ন গ্রামের মধ্যে সীমা নির্দ্ধারিত হয়, তাহা জানিবার উপায় নাই। যাহা হউক, ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রশ্ন উঠায় উক্ত সালের সেপ্টেম্বর মাসের ১০ই দিবসে গবর্ণর জেনারেল ব্যবস্থাপক সভা হইতে একটি আইন (২) বিধিবদ্ধ করিয়া নিম্নলিখিত রূপ ঘোষণাপত্র দ্বারা কলিকাতার সীমা নির্দ্ধারিত করেন। সংক্ষেপে তাহার মর্ম্ম উদ্ধৃত হইল।—

উত্তরসীমা—ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে বাগ্‌বাজারের খালের মুখ হইতে পুরাতন পাউডার মিলবাজার হইয়া দমদমা যাইবার পোলের (শ্যামবাজার পোল) পাদদেশ পর্য্যন্ত।

পূর্ব্ব সীমা—মহারাষ্ট্র খাতের পশ্চিমধার অথবা তৎপার্শ্বস্থ রাস্তার পূর্ব্বধার হইয়া হাল্‌সিবাগানের উত্তরকোণ হইতে ঐ খাতের দক্ষিণধার দিয়া পূর্ব্বমুখে, তথা হইতে খাতের উত্তর ধার দিয়া পশ্চিমমুখে, উক্তস্থান হইতে খাতের পশ্চিম ও বৈঠকখানা রাস্তার পূর্ব্বধার দিয়া দক্ষিণদিকে মহারাষ্ট্র খাতের শেষ সীমা হইয়া রাজা রামলোচনের বাজারের কোণ অথবা নারায়ণ চাটুর্য্যের রাস্তার ঠিক বিপরীত দিকে যেখান হইতে বেলেঘাটার রাস্তা চলিয়া গিয়াছে। তৎপরে মির্জাপুর ভেদ করিয়া বৈঠকখানা রাস্তার পূর্ব্বধার হইয়া এবং পর্ত্তুগীজদিগের সমাধিভূমিকে পূর্ব্বদিকে রাখিয়া যেখানে প্রাচীন সুবিখ্যাত বৈঠকখানা বৃক্ষ ছিল,—অর্থাৎ বহুবাজার রোড ও বৈঠকখানা বাজারের বিপরীত দিকে রাস্তার দুই পার্শ্বে, বৈঠকখানা রাস্তার পূর্ব্বধার দিয়া গোপীবাবুর বাজারের এবং তথা হইতে সমান চলিয়া গিয়া যেখানে উক্ত রাস্তা পশ্চিম

(১) Bolt's Indian Affairs p. 81.

(২) Rise, Progress and State of the English Government in Bengal, by Harry Verelst 1772. App. p. 154.

(১) Census Report of Calcutta of 1876 by Mr. Beverly.

(২) 159th section Cap. 52. of the Act passed in the 33 year of his Majesty's reign.

দিকে বাঁকিয়াছে, তথায় ডিহি শ্রীরামপুর পূর্ব্বে ও দক্ষিণ-পূর্ব্বে রাখিয়া খানিক দূর গিয়া পূর্ব্ব সীমা শেষ হইয়াছে। তখনকার কলিকাতার সহরতলীর প্রোটেষ্টাণ্ট সমাধিভূমি, চৌরঙ্গী এবং ডিহি বির্জি এই সীমার অন্তর্ভূত হয়।

দক্ষিণ সীমা—উক্ত স্থান হইতে ডানদিকে বাঁকিয়া ডিহি বির্জির অন্তর্গত বেনেপুকুর বা এঁড়িয়াপুকুর সীমারেখার মধ্যে রাখিয়া পশ্চিমাভিমুখে,—যেখানে চৌরঙ্গীর বড় রাস্তার বিপরীত দিকে রসাপাগলা রাস্তা আরম্ভ হইয়াছে, তথা হইতে আরম্ভ করিয়া পুলিস এবং সাধারণ হাঁসপাতালের মধ্যে সাধারণ রাস্তার দক্ষিণদিকে খানিক দূর গিয়া পুনরায় পশ্চিমমুখে সাধারণ হাঁসপাতাল, পাগলাগারদ, ডিহি ভবানীপুরস্থিত হাঁসপাতালের সমাধিভূমি বাদ দিয়া আলীপুরের পুলের পাদদেশ পর্য্যন্ত ; ঐখান হইতে আলীপুর পুলের দক্ষিণ হইয়া টালির নালা (আদিগঙ্গা)র উচ্চ জলরেখা চিহ্ন, ঐখান হইতে ক্রমান্বয়ে চলিয়া গিয়া খিদিরপুরে পুল হইয়া উয়েষ্টনের ডক বাদ দিয়া আদিগঙ্গার মুখে (যেখানে হুগলী নদীর সহিত আদিগঙ্গা মিলিয়াছে) ; উক্ত স্থান হইতে ঠিক সমান ভাবে গিয়া নদীর অপর বা পশ্চিম পারে মেজার কিডের বাগানের দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে (অথচ উক্ত বাগান ও শিবপুর বাদ দিয়া) দক্ষিণসীমা শেষ হইয়াছে।

পশ্চিমসীমা—শেষোক্ত স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া ভাগীরথীর পশ্চিমতীরে নিম্ন জল রেখা চিহ্ন হইয়া ক্রমে রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া এবং শালিখার ঘাট বাদ দিয়া চিৎপুর পুলের নিকট (নদীর পশ্চিমতীরে) পূর্ব্বোক্ত আকাপুরে কর্ণেল রবার্টসনের বাগানের উত্তর কোণে যাইয়া পশ্চিম সীমা শেষ হইয়াছে।"

পূর্ব্ব কথিত বিধি (Act 56) অনুসারে যদিও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ সীমা পরিবর্ত্তিত করিবার জন্য সক্ষম ছিলেন, কিন্তু সেই পর্য্যন্ত কলিকাতার সীমা আর বদলায় নাই। এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, ঠিক কোন্ সময়ে যে, কলিকাতা এবং পঞ্চান্নগ্রামের উভয়ের সীমা স্থিরীকৃত হয়, তাহা ঠিক জানা যায় না এবং ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দের ঘোষণা-পত্র প্রকাশিত হওয়াতে এই সীমা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ গোলযোগ উপস্থিত হয় ; যেহেতু উহাতে পূর্ব্ব সীমা সম্বন্ধে লিখিত আছে যে, যে অবধি মহারাষ্ট্র খাত দেখিতে পাওয়া যায় সেই অবধি উক্ত খাতের ভিতরের দিক্ পর্য্যন্ত কলিকাতার সীমা বর্ণিত হইয়াছে। (১) কিন্তু এই খাত সম্পূর্ণ খনন করা হয় নাই এবং মেছুয়াবাজার রাস্তার দক্ষিণে ইহার চিহ্ন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। ঐ স্থানের পর হইতে আলীপুর পুল পর্য্যন্ত সারকিউলার রোড (তৎকালে ইহাকে বৈঠকখানা রোড কহিত) এবং তথা হইতে আদিগঙ্গার দক্ষিণ পর্য্যন্ত সীমা ধরা হইয়াছে। ১৭৯৪ সালে পূর্ব্বদক্ষিণ সীমা কি ছিল তাহা স্পষ্ট জানা যায় না। ১৭৫৭ সালের যে কলিকাতার প্রাচীন মানচিত্র আছে, উহা হয় মাপে ভুল অথবা কলিকাতার সীমা ঐ সময়ে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। উক্ত মানচিত্রে এস্‌প্লানেডের জমীর পরিমাণ প্রকৃত মাপের ঠিক অর্দ্ধেক ধরা হইয়াছে। আবার ১৮৩৮ সালের "ফিবার হস্পিট্যাল কমিটি"র সমীপে সাক্ষ্যপ্রদানে ডাক্তার নিকলসন সাহেব বলিয়াছিলেন যে, ৩০ বৎসর পূর্ব্বে সাধারণ এবং সামরিক হাঁসপাতাল হইতে অর্দ্ধ মাইল দক্ষিণে একটি স্তম্ভ প্রোথিত ছিল, উহাতে খোদিত ছিল যে, এই স্থানে ফোর্ট উইলিয়মের এস্‌প্লানেড শেষ হইতেছে।" (১) ফলে কলিকাতার সীমা যে ঠিক কোন সময়ে কি ছিল তাহা সমস্ত ঠিক নির্ণয় করা অতীব সুকঠিন।

কলিকাতার অন্তর্গত প্রাচীন ও আধুনিক স্থানাদির ইতিহাস।—কলিকাতার মধ্যে যে সমস্ত স্থানের নাম পাওয়া যায়, তাহার কতকগুলি হইতে এই স্থানের ঐতিহাসিক বিবরণাদি পাওয়া যায়।

কলিকাতায় কতকগুলি প্রধান রাস্তার নাম কয়েকজন রাজপুরুষের নামানুসারে হইয়াছে, যথা,—ভান্সিটার্ট রো নামক রাস্তাটি কলিকাতার প্রাচীন গবর্ণর ভান্সিটার্ট সাহেবের নামে নামকরণ হইয়াছে। "ক্লাইব ষ্ট্রীট" নামক রাস্তা লর্ড ক্লাইবের নামানুসারে হইয়াছে। এই রাস্তার উপরে এক্ষণে যে বাটীতে "অরিএণ্টল ব্যাঙ্ক" আছে, অনেকে বলেন, সেই বাটীতেই লর্ড ক্লাইব বাস করিতেন, কেহ কেহ বা বলেন যে, যে বাটীতে গ্রেহাম কোম্পানীর আপিস আছে, সেই বাটীই লর্ড ক্লাইবের বাটী ছিল। এই দুই বাটীই অতি প্রাচীন, তবে উভয়ের মধ্যেই এক্ষণে যথেষ্ট পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, "কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ ও স্কয়ার" লর্ড কর্ণওয়ালিসের নামে অভিহিত হইয়াছে। কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্ নামক রাস্তার উত্তর দিকের শেষভাগ হইতে বাগ্‌বাজারের খাল পর্য্যন্ত যে রাস্তা আছে, ইহাই কলিকাতার উত্তর সীমা। খালের নিকট যেখানে রাস্তাটি মিলিয়াছে, সেইখানেই

(১) Selections from the Calcutta Gazette, Vol. II. by W. S. Seton Karr, C. S. p. 129.

(১) Census Report of Calcutta, 1876, by H. Beverley Esqr. C. S. p. 34.

কলিকাতার সীমান্ত উত্তরপূর্ব্ব কোণ। এই খালের উপর একটি পুল আছে। এই পুল পার হইয়া "টালা" নামক স্থানে যাওয়া যায়। প্রাচীন টালা (Mr. Tulloh) নামক নিলাম-ওয়ালা সাহেবের নাম হইতে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়। টালার পুল হইতে নামিয়া দক্ষিণমুখে কিয়দ্দূর আসিলে ডাহিনে বাগ্‌বাজার ষ্ট্রীট্; এই রাস্তা বরাবর পশ্চিমমুখে গঙ্গাতীরে পঁহুছিয়াছে। বাগ্‌বাজারের মধ্যে উত্তরপূর্ব্বাংশে এখন যেখানে নিকারীপাড়া (মৎস্য বা নাবিক ব্যবসায়ী বাঙ্গালী মুসলমানকে নিকারী বলে) সেইখানে অতি প্রাচীনকালে ইংরাজের "বারুদখানা" ছিল। এখনও এই বারুদখানার বৃহৎ দীঘী "বারুদখানার পুকুর" নামে ভগ্নাবস্থায় বর্ত্তমান আছে। বাগ্‌বাজার অতি প্রাচীন স্থান, গবর্ণমেণ্টের ১৭৪৯ সালের কাগজে এই স্থানের উল্লেখ আছে। বাগ্‌বাজার ষ্ট্রীটের বিপরীত খালের দিকে পূর্ব্বমুখে একটি রাস্তা গিয়াছে। ঐ রাস্তা দিয়া দমদমা, বারাকপুর প্রভৃতি স্থানে যাওয়া যায়। কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট যেখানে আরম্ভ, সেইখান হইতেই উহার পূর্ব্ব দিয়া সার্কুলার রোড দক্ষিণমুখে চলিয়া গিয়াছে। এই সার্কুলার রোড অতি প্রাচীন রাস্তা, এই রাস্তাই কলিকাতার উত্তর হইতে পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া দক্ষিণাভিমুখে যাইবার রাস্তা ছিল। কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের উত্তরদিকের মাথার নিকট "শ্যামবাজার" ও "শ্যামপুকুর" নামক দুইটি পল্লীও বহু প্রাচীন। ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দের গবর্ণমেণ্টের কাগজপত্রে "শ্যামবাজার" নামক পল্লীর অস্তিত্ব পাওয়া যায়। পল্লীতে অতি বৃহৎ একটী প্রাচীন দীর্ঘিকা ছিল, ইহার নাম ছিল "শ্যামপুকুর", সম্প্রতি এই পুষ্করিণী দূষিত হইয়া যাওয়ায় গতবৎসরে বুজাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্যামবাজারের পূর্ব্বে সার্কুলার রোডের মুখের নিকট পূর্ব্ব পার্শ্বে "মোহনবাগান" নামক পল্লী, এই স্থানে রাজা রাধাকান্তের পিতা ৺ গোপীমোহন দেবের একটি সুবৃহৎ সুন্দর উদ্যান ছিল, তাহা হইতেই এই স্থানের নাম হইয়াছে। মোহন-বাগানের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া "মহারাষ্ট্র খাত" ছিল। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে নবাবের অনুমতি লইয়া ইংরাজেরা বর্গীর হাঙ্গামা নিবারণের উদ্দেশে এই খাত খনন করেন। খাতটি মোহনবাগানের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া বরাবর দক্ষিণমুখে জানবাজার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল ও সম্ভবতঃ এইখানে ডিঙ্গাভাঙ্গার খালের সহিত মিলিত হইয়াছিল; এই খাতের ভগ্নাবশেষ এখনও শ্যামবাজারের পুলে যাইবার রাস্তায় দেখা যায়। মোহনবাগানের দক্ষিণে হাল্‌সির বাগান নামক পল্লী। এইখানে ক্রোড়পতি উমিচাঁদের বাগানবাটী ছিল। ঢাকার রাজা রাজবল্লভের পুত্র কুমার কৃষ্ণদাস নবাব-ভয়ে ভীত হইয়া পলাইয়া আসিয়া এই বাগান বাটীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তৎপরে হাল্‌সি সাহেবের নামানুসারে এই স্থানের ঐরূপ নামকরণ হয়। হাল্‌সির বাগানের পশ্চিমে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের পূর্ব্বে "হাতিবাগান" পল্লী। "হাতিবাগান" পল্লীতে এক্ষণে কলিকাতার অনেকগুলি "ভট্টাচার্য্য পণ্ডিত" চতুষ্পাঠী করিয়া বাস করিতেছেন, কিন্তু পূর্ব্বকালে এখানে নবাবের হস্তী থাকিত। এই হাতিবাগান হইতে দক্ষিণে এক্ষণে যে স্থানকে মাণিকতলা বলে, তাহার উত্তরাংশ পর্য্যন্ত জঙ্গলে আবৃত ছিল। ৭০।৭৫ বৎসর পূর্ব্বেও এই সকল স্থানে সন্ধ্যার পর লোকে চোর ডাকাত ও খুনের ভয়ে যাতায়াত করিত না। হাতিবাগানের দক্ষিণ ও পশ্চিমে "হোগলকুঁড়িয়া" পল্লী। গত শতাব্দীতে হোগলা বনে আবৃত ছিল। মহারাষ্ট্র খাত খনন কালে ইহা পরিষ্কৃত হয়। এ স্থানটি এইনামেই বহুকালাবধি বিখ্যাত। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দের কাগজপত্রে হলওয়েল সাহেব এই স্থানকে হোগলকুঁড়িয়া নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে এই স্থানে মুসলমানেরা "গোর" দিত। বৃদ্ধ লোকেরা বলেন যে, পূর্ব্বে এখানে ইষ্টকালয় নির্ম্মাণসময় ভিত্তি খননকালে অনেকগুলি কবর ও মনুষ্য দেহাবশেষ বাহির হইয়াছিল। হোগল-কুঁড়িয়ার উত্তর পূর্ব্বকোণে "সিক্‌দার বাগান" নামক পল্লী। এ স্থানে পূর্ব্বে "সিক্‌দার" উপাধিধারী ব্যক্তিগণের বৃহৎ বাগান ছিল। হোগল-কুঁড়িয়ার পশ্চিমে "দর্জিপাড়া" নামক পল্লী; এখানে এখনও যথেষ্ঠ মুসলমান দর্জির বাস আছে। এই স্থানের রাস্তাঘাটের নাম "লাল ওস্তাগরের গলি," "গুলু ওস্তাগরের গলি" "হোসেন পাড়া" ইত্যাদি। প্রাচীনকালে এই মুসলমান পাড়ার (দর্জিপাড়ার) নিকটে দুই ঘর হিন্দু বাস করিত, তাহাদের মধ্যে একজন "মুদির দোকান" চালাইত, আর একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন; দর্জিপাড়ায় সেই দুই হিন্দুর নামে দুইটি রাস্তা বর্ত্তমান আছে,—শ্রীদাম (ছিদাম) মুদির গলি, আর ঈশ্বর ঠাকুরের গলি। দর্জিপাড়ার উত্তরে "বালাখানা" নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লী আছে। এই স্থানের নাম "বালাখানা" কেন হইয়াছে তাহা নিশ্চয় জানা যায় না। "বালাখানা" অর্থে দীর্ঘ-গৃহশ্রেণী, ইংরাজীতে ইহাকে "ব্যার‍্যাক" বলা যায়। বালাখানায় মুসলমানদিগের সৈন্য প্রহরী ইত্যাদি থাকিত (যেমন "ফৌজদারী বালাখানা" অর্থাৎ যেখানে ফৌজদারের "বালাখানা" ছিল।) সম্ভবতঃ পূর্ব্বে এ অঞ্চলেও একটি ক্ষুদ্র "বালাখানা" ছিল,

তাহাতে সৈন্যাদি থাকিত। বালাখানার দক্ষিণে ও পূর্ব্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত একটি রাস্তাকে এখন গ্রে ষ্ট্রীট্ বলে; গ্রে ষ্ট্রীট্ পূর্ব্বে সার্কুলার রোডে মিলিয়াছে; ইহাকে দেশীয়েরা "বালাখানার রাস্তা" বলে। বাঙ্গালার ছোটলাট আর উইলিয়ম গ্রের নামানুসারে ইহাকে এক্ষণে গ্রে ষ্ট্রীট্ বলা যায়। যেখানে গ্রে ষ্ট্রীট্ সার্কুলার রোডে মিলিয়াছে, সেই স্থানের নাম নন্দনবাগান। নন্দনবাগান পূর্ব্বকালে উমিচাঁদের বাগান বাটীর (হালসির বাগানের) অন্তর্গত ছিল। সিরাজ ১৮৫৬ সালে কলিকাতা অবরোধ করিবার সময় এই নন্দনবাগানেই ছাউনি করিয়াছিলেন এবং রাজা রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে পাইবার জন্য নন্দনবাগান ও হাল্‌সির বাগান ভাঙ্গিয়া উমিচাঁদের বাটী লুট করেন। তৎপরে নন্দন উপাধিধারী কোন ব্যক্তি এখানে বাগান করায় ইহার নাম নন্দনবাগান হইয়াছে। হোগলকুঁড়িয়ার নিজ পূর্ব্বদক্ষিণে গোয়াবাগান নামক ক্ষুদ্র পল্লী। গোয়াবাগান শব্দের অর্থ গুপারি বাগান। বোধ হয় পূর্ব্বে এ অঞ্চলে কাহারও গুপারির বাগান ছিল বা তৎপূর্ব্বে এ অঞ্চলে যে জঙ্গল ছিল, তন্মধ্যে যথেষ্ট গুপারি বৃক্ষ ছিল বলিয়া ইহার নাম হইয়াছে। এক্ষণে এখানে গাভীর হাট আছে। অনেকে বলেন গো-হাট (বাগান) হইতে "গো-বাগান" (গোয়াবাগান নহে) নাম হইয়াছে। এখানকার গো-হাট অতি প্রাচীন। গোয়াবাগানের দক্ষিণে "সিমুলিয়া" নামক বৃহৎপল্লী। সিমুলিয়া যখন বনের মধ্যে ছিল, তখন এস্থলে যথেষ্ট সিমুল তুলার বৃক্ষ ছিল, তাহা হইতেই ইহার নাম হইয়াছে। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে এ অঞ্চলে সন্ধ্যার পর লোকের যাতায়াত বন্ধ হইত। ১৭৪৯ সালের কাগজপত্রে এইস্থান এই নামেই উক্ত হইয়াছে।

কলিকাতায় কতকগুলি স্থান এইরূপ বৃক্ষের নামে পরিচিত। যথা—কলাবাগান,—দুটি আছে একটি বাগ্‌বাজারের খালের নিকট, অপরটি বর্ত্তমান চোরবাগানের ভিতর। চোরবাগানের কলাবাগানে বসাকদিগের কলার চাষ ছিল। এই বাগানের মধ্যে একটি বৃহৎ দীঘী ছিল, ইহা "বসাক দীঘী" বা "কলবাগানের দীঘী" নামে পরিচিত। সম্প্রতি এই দীঘীকে ছোট করিয়া ও তাহার চতুর্দ্দিকে বৃক্ষাদি দ্বারা সাজাইয়া মিউনিসিপালিটি কর্ত্তৃক "মার্কাস্ স্কয়ার" নাম দেওয়া হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন নারিকেলডাঙ্গা, নেবুবাগান, নেবুতলা, হরিতকীবাগান, বকুলবাগান, পেয়ারাবাগান, নিমতলা, বাঁশতলা, তালতলা, আমড়াতলা, চাঁপাতলা ইত্যাদি। এই সকল স্থানে পূর্ব্বে ঐ সকল বৃক্ষের সংখ্যা অধিকই থাক বা তাহাদের বৃহদাকার অথবা প্রাচীনত্ব হইতেই হউক স্থানগুলির নামকরণ হইয়াছে। "বাঁধাবটতলা" নামক স্থানে পূর্ব্বে একটী পুষ্করণী ও একত্র যোড়া দুটি বটগাছ ছিল। এখানে বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীন গ্রন্থগুলি অতি দুর্দ্দশার সহিত মুদ্রিত ও বিক্রীত হইয়া থাকে। আর কতকগুলি নাম ব্যক্তিগত নাম বা উপাধি হইতে হইয়াছে, যেমন—রামবাগান, রায়বাগান, মাথের বাগান, রাজার ফুলবাগান (এখানে শোভাবাজার রাজবংশের ফুলবাগান ছিল।) ইত্যাদি। এই সকল স্থলে বোধ হয় উক্ত ব্যক্তি বা উক্ত উপাধিধারী ব্যক্তিগণের বাস বা বাগান ছিল। সুরতির বাগান নামক পল্লীতে পূর্ব্বে একটি বৃহৎ উদ্যান ছিল, সেখানে বহু আড়ম্বরে সেকালে সুরতি খেলা হইত। বাদুড়বাগান নামক পল্লীতে বাদুড়ের আধিপত্য বড় বেশী ছিল কিনা তাহা কে বলিবে? পূর্ব্বে যেমন "শ্যামপুকুর" পল্লীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে, সেইরূপ কয়েকটি স্থানের নাম আছে, যথা নিয়োগীপুকুর, বেণেপুকুর প্রভৃতি। এই সকল স্থানে উক্ত উপাধিধারী ব্যক্তিগণের প্রতিষ্ঠিত বৃহৎ পুষ্করণী ছিল। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে হলওয়েল বেণেপুকুরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। "ফড়িয়া-পুকুর" নামকস্থানে বোধ হয় পূর্ব্বে নানাস্থানের ফলবিক্রেতা আসিয়া শাকতরকারী বিক্রয়াদি করিত এবং নিকটে একটি বৃহৎ পুষ্করণী ছিল। ঝামাপুকুর নামক স্থানের পুষ্করণী আজও বর্ত্তমান। শুনা যায়, এখনও ইহার তলদেশ হইতে যথেষ্ট ঝামা ইট বাহির হয়। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে কাগজপত্রে উল্লেখ আছে যে, সে সময়ে এই অঞ্চলের পুষ্করণীগুলি অতি দূষিত জলপূর্ণ ছিল; বোধ হয়, জলের সেই দোষ নিবারণের জন্য ঝামাপুকুরের অধিকারীরা পূর্ব্বকালে পুষ্করণী মধ্যে যথেষ্ট ঝামা ফেলাইয়া থাকিবেন।

কতকগুলি স্থানের নাম তত্রত্য অধিবাসিগণের জাতি, নাম বা ব্যবসায় হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। যথা—* কুমারটুলী,

* কুমারটুলীতে কোম্পানীর সময়কার সহরকোতোয়াল বনমালী সরকারের স্থাপিত "শ্যামসুন্দর" ও "শিব ঠাকুরের" মন্দির অতি বিখ্যাত। শ্যামসুন্দরের মন্দিরের বহির্ভাগ দেখিতে তাদৃশ মনোরম নহে, কিন্তু ইহার গাত্রে ইষ্টক কাটিয়া নানাবিধ দেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত হওয়াতে কারুকার্য্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ইহার পার্শ্ব দিয়া এক্ষণে রাস্তা হওয়ায় ইহার নাটমন্দিরাদি ভগ্ন ও শ্রীভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। মন্দিরের অভ্যন্তরভাগ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দুদিগের রাজ্যকালে নির্ম্মিত মন্দিরাদির ন্যায় দেখিবার যোগ্য শিল্পকার্য্যে ও খোদিত মূর্ত্তিতে পূর্ণ। এই মন্দির বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ বিখ্যাত। এখানে একটি বৈষ্ণব উৎসব হইয়া থাকে, তাহাতে নানা যাত্রী আসিয়া থাকে। তবে বনমালী সরকারের বংশলোপ হওয়ার পর এবং বিষয়াদি দৌহিত্র বংশে প্রবর্ত্তিত

এখানে কুম্ভকারগণের অধিক বাস ও ব্যবসায় আছে। জেলেটোলা ও জেলেপাড়া—পূর্ব্বকালে মৎস্যজীবী ধীবরেরা বাস করিত। শাঁখারীটোলা—এখানে শঙ্খবণিকগণের বাস ও ব্যবসায় ছিল।

কাঁসারীপাড়া—কাংস্য বণিকগণের বাস এখনও যথেষ্ট আছে। এইরূপ ধোপাপাড়া, চাষাধোপাপাড়া, কামারপাড়া, আহিরীটোলা, শুঁড়ীপাড়া, ডোমপাড়া, পটুয়াটোলা, হাড়িপাড়া, মুচিপাড়া, নিকারীপাড়া ইত্যাদি।—এই সকল স্থানের কোথাও এখনও উক্ত জাতীয় লোক বাস করে, কোথাও বা কেবল নামমাত্র অবশিষ্ট আছে। ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে হলওয়েল "ধোপাপাড়ার" উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মুসলমানপাড়া ও উড়িয়াপাড়ায় মুসলমান ও উড়িয়ারা বাস করে এবং দর্জ্জিপাড়ায় মুসলমান দর্জ্জিগণের অধিক বাস আছে। এই তিন স্থান আধুনিক। খালাসীটোলায় এখনও জাহাজের মাঝিমাল্লা বাস করে। "কসাইটোলা" একটি প্রাচীন পল্লি, এখন ইহার এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানের নাম বেণ্টিক্ ষ্ট্রীট্। পূর্ব্বে কলিকাতার ইংরাজগণের প্রয়োজনীয় মাংসাদি এই স্থানে বিক্রীত হইত। বেণ্টিক্ ষ্ট্রীট্ অতি পূর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল, এই রাস্তা দিয়াই সেকালে যাত্রীরা কালীঘাটে যাইত।

পূর্ব্বে লবণের ব্যবসায়ের জন্য "মলঙ্গা", চুণের ব্যবসায়ের জন্য "চুণাগলি", হাড়ের কারবারের (চিরুণী, কৌটা, খেলিবার পাশা) জন্য "হাড়কাটা" ও ছাতার ব্যবসায় হইতে "ছাতাওয়ালাগলি"র নামকরণ হইয়াছে। এইরূপে দরমাহাটা, দয়ে (দধি)-হাটা, মুরগীহাটা, মেছোবাজার, গরাণ(খুঁটি)-হাটা, সুন্দরিয়া (সিন্দুরিয়া?)-পটী, সোণাপটী, তুলাপটী, আফিঙ্গের চৌরাস্তা ইত্যাদি। পগেয়াপটীতে এক্ষণে বস্ত্রের বিপুল ব্যবসায় এবং খোঙ্গরাপটীতে এক্ষণে বেণে মসলা, ডাক্তারি ঔষধ, ছাতা ইত্যাদির ব্যবসায় আছে। কিন্তু পূর্ব্বে কিসের ব্যবসা হইতে এইরূপ নামকরণ হইয়াছে, তাহা জানা যায় না। "সানকীভাঙ্গা" পল্লীর নাম কি সূত্রে হইল বলা যায় না, কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এখানে সানকীর মত ক্ষণভঙ্গুর মৃৎপাত্রের ব্যবসায় ছিল।

কতকগুলি স্থানের নাম মুসলমানগণের নামানুসারে হইয়াছে;—যেমন, "মির্জ্জাপুর" বোধ হয় কোন মির্জ্জার নামানুসারে হইয়াছে। মেহ্‌দী বাগান—এখানে আগা মেহ্‌দী নামক মুসলমানের বাগান ছিল; কেহ বলেন তৎপূর্ব্বে এখানে মেহেদীগাছের বন ছিল। মাণিকতলা—পীর মাণিকের নামানুসারে হইয়াছে। সোণাগাছি—সোণাগাজি নামে একজন মুসলমান জমীদার এই অঞ্চলে ছিল। "ইমান বক্স থানাদারের লেন" নামে একটি রাস্তা আছে। এই ইমান বক্স কোন্ সময়ে কোথাকার থানাদার ছিলেন, ইহা জানা যায় নাই।

কতকগুলি স্থানের নাম তত্রত্য প্রাচীন বিখ্যাত বস্তু হইতে নামকরণ হইয়াছে। যথা,—যোড়াসাঁকো, এইখানে পূর্ব্বে দুইটি সাঁকো পাশাপাশি অবস্থিত ছিল। এখন গঙ্গানদী চিৎপুর রাস্তার যতটা পূর্ব্বে সরিয়া গিয়াছে, পূর্ব্বে ততটা দূরে ছিল না। এখন দরমাহাটার রাস্তার উপর টাঁকশালের নিকট যেখানে ৺জগন্নাথ দেবের মন্দির আছে, পূর্ব্বে সেই মন্দিরের নিম্নে ভাগীরথী প্রবাহিত হইত। সেই সময়ে যোড়াসাঁকো পল্লীতে বোধ হয় গ্রামের জল-নির্গমনের জন্য বৃহৎ পয়ঃপ্রণালী ছিল। সেই প্রণালীর বিস্তৃতি সম্ভবতঃ কিছু বেশী ছিল, আর সেইজন্য পারাপারের সুবিধার্থ চিৎপুর রাস্তার মুখে দুইটি যোড়া সাঁকো ছিল। এই সাঁকো দুইটি হইতেই এ স্থানের নাম হইয়া থাকিবে। যখন কলিকাতায় প্রথম ড্রেণ হয়, তখন চিৎপুর রাস্তার নিম্নে এই সাঁকোর পোস্তার অবশিষ্টাংশ বাহির হইয়াছিল, কিন্তু ঠিক কোথায় বাহির হইয়াছিল, তাহা জানা যায় নাই। যোড়াবাগান—ঐরূপ পাশাপাশি দুইটি বাগান ছিল। পাথুরিয়াঘাটা—অনেকে মনে করেন প্রসন্নকুমার ঠাকুরের পাথর বাঁধান ঘাট হইতে ইহার নামকরণ হইয়াছে, কিন্তু তাহা নহে। যখন সমস্ত ষ্ট্রাণ্ড রোড গঙ্গার গর্ভে ছিল, তখন পূর্ব্বোক্ত যোড়াবাগানের দক্ষিণে গঙ্গাতীরে পাথর বাঁধান একটি ঘাট ছিল, লোকে তাহাকে "পাথুরিয়া ঘাট" বলিত। সেই ঘাট হইতেই এ স্থানের নামকরণ হইয়াছে। বড়বাজার,—প্রাচীন "কলিকাতা" নামক গ্রামের হাট বা বাজার এইখানে হইত, নিকটবর্ত্তী কয়েকখানি গ্রামের মধ্যে এত বড় হাট বা বাজার আর ছিল না বলিয়া সে কালেও এ স্থানকে "বড়বাজার" বলিত। এখনও সহরে এত বড় বৃহৎবাজার আর নাই;

হওয়ায় ইহার আর পূর্ব্বকার মত সমৃদ্ধি নাই। এখন "নবদ্বীপ পণ্ডিতমণ্ডলী" হইতে যে নূতন পঞ্জিকা প্রকাশিত হইয়া থাকে, তাহাতে বৈষ্ণবদিগের পর্ব্বাহ মধ্যে এই শ্যামসুন্দর মন্দিরের উৎসবই "গৌর গোপীনাথ কুণ্ডের মহোৎসব" নামে উল্লিখিত আছে। এই ঠাকুর-বাটী ৩৫ নং বনমালী সরকারের ষ্ট্রীটে অবস্থিত। বনমালী সরকারের বাড়ী সেকালে কলিকাতার অট্টালিকামালার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ছিল।

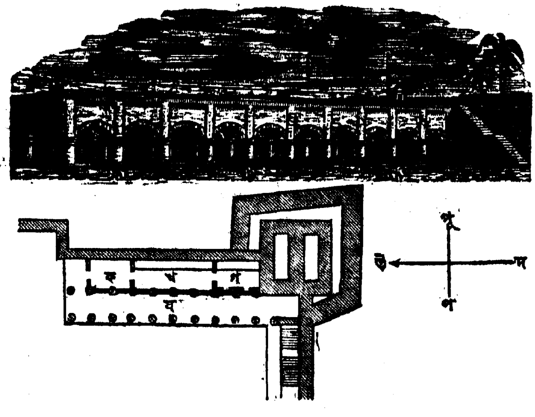
এইখানেই কলিকাতার প্রাচীন কালেক্টর বা নায়েব জমীদার গোবিন্দরাম মিত্রের বাড়ী। এখানে এখনও তাঁহার বংশধরগণ বাস করেন। সেকালে এই "গোবিন্দরাম মিত্রের ছড়ি ও বনমালী সরকারের বাড়ী" প্রসিদ্ধ ছিল।

সামান্য মাছ তরকারী হইতে হীরামতি জহরৎ যখন যত টাকার আবশ্যক, তাহা এই বড়বাজারে পাওয়া যায়। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে এ স্থান এই নামেই অভিহিত হইত। শোভা বা সভাবাজার—অনেকে বলেন যে, রাজা নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রাদ্ধের সময়ে তাঁহার বাটীতে যে কায়স্থগণের সমবেত মহতী সভা হইয়াছিল, তাহারই প্রসিদ্ধি হইতে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। কেহ বলেন যে, সেই সভায় আহূত ব্যক্তিগণের দৈনন্দিন ব্যাপার নির্ব্বাহার্থ নবকৃষ্ণকে একটি বাজারের মত ভাণ্ডার স্থাপন করিতে ও তাঁহাদের বাসের জন্য গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইতে হইয়াছিল, যে স্থানে এই সকল হইয়াছিল, লোকে সেই স্থানকে "সভার বাজার" বলিত; ক্রমে তাহা হইতে "সভা-বাজার" নামের উৎপত্তি হইয়াছে; কিন্তু ইহার কোনটিই সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না; কারণ যে সময়ে মহারাজ নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রাদ্ধ হয়, তাহার বহু পূর্ব্বে হইতেই এই স্থান এই নামেই বিখ্যাত ছিল; ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দের কোম্পানীর কাগজপত্রে, ১৭৫২ খৃষ্টাব্দে হলওয়েল সাহেবের লিপিতে ও ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে লর্ড ক্লাইব এবং মুন্সী (তখন রাজা হন নাই) নবকৃষ্ণের নামের সহিত এ স্থানের এই নামেই পরিচয় আছে। কেহ কেহ আবার বলিয়া থাকেন যে, কলিকাতার প্রাচীন বসাকবংশের শোভারাম বসাক এখানে একটি বাজার করিয়া তাহার নাম "শোভারাম বাজার" রাখেন—তাহা হইতে ইহার নাম "শোভাবাজার" হইয়াছে। কিন্তু তাহাও সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না বা তাহার সাপক্ষে কোন কাগজপত্রও পাওয়া যায় না, কারণ প্রাচীন কালে বা মধ্যকালে কলিকাতায় যে সকল ব্যক্তিগত নামে বাজার স্থাপিত হইয়াছে, তাহাতে নামের অর্দ্ধাংশ লোপ বা নামের পর বাবু শব্দ লোপ দেখা যায় না। যেমন, মাধব বাবুর বাজার, লালা বাবুর বাজার, জগু বাবুর বাজার ইত্যাদি; সুতরাং যদি শোভারাম বসাকের নামে এ স্থানের নামকরণ হইত, তাহা হইলে "শোভারাম বাবুর বাজার" এইরূপ নামকরণ হইত। কোন বিশ্বস্ত প্রাচীন বিজ্ঞ লোক রাজা রাধাকান্ত দেবের মুখে শুনিয়াছেন যে, পূর্ব্বে ঐ বাজারের 'সুবা বাজার' অর্থাৎ সুবাদারের বাজার এই নাম ছিল; তাহারই অপভ্রংশ করিয়া বঙ্গবাসীরা 'শুভা' বা 'সভাবাজার' বলিয়া থাকে। পূর্ব্বে এই বাজার তখনকার (কাঁচা) চিৎপুর রাস্তার উপর বসিত। শোভাবাজারের দক্ষিণ এবং দর্জ্জিপাড়া ও বালাখানার উত্তরস্থানকে এখন "রাজার পাড়া" বলে, কিন্তু পূর্ব্বে এই স্থানকে "হনুমান্-বাগান" বলিত। সেকালে নাকি এই অঞ্চলে বানরের বিশেষ উপদ্রব ছিল। এখনও দমদমার নিকট একস্থলে যথেষ্ট বানর আছে দেখা যায়। চোরবাগান—পূর্ব্বে এখানে চোর ডাকাতের বিশেষ উপদ্রব ছিল বলিয়া লোকে এই অঞ্চলের এইরূপ নাম দিয়াছিল। এখন যেখানে ছাতু বাবুর মাঠে বাজার হইয়াছে, তাহার উত্তরাংশে দর্জ্জিপাড়ার রাস্তা পর্য্যন্ত ছাতু বাবুর বাটীর উত্তরাংশকে পূর্ব্বে "মালীর বাগান" বলিত। ক্রোরপতি রাম-দুলালের বাগানের মালীরা এই অঞ্চলে থাকিত বলিয়া এই নাম হইয়াছিল। মালীর বাগান ছাড়াইয়া পূর্ব্বে "হেদো" বা "হেদুয়া" নামক স্থান। "হেদো" হ্রদ শব্দের অপভ্রংশ, ৭০।৮০ বর্ষ পূর্ব্বে, এখানে বনজঙ্গলে পরিবৃত জঘন্য জলা বা 'দহ' ছিল, তাহা হইতেই ইহার নাম "হেদো" হইয়াছে। পূর্ব্বে এখানেও চোর ও দুষ্ট লোকের বড় উপদ্রব ছিল। পূর্ব্বকার সেই বন কাটাইয়া এবং 'জলা' পরিষ্কার করিয়া বর্ত্তমান 'হেদুয়া পুকুর' হইয়াছে।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে শোভাবাজারের নিকট অনেকগুলি নীচ জাতীয়া বেশ্যার বাস ছিল, এ সময়ে এখানে মাঝিমাল্লাগণের গতিবিধি ছিল। এখনও নিকটবর্ত্তী "সিদ্ধেশ্বরীতলায়" ঐরূপ বেশ্যাগণের যথেষ্ট বাস আছে। এই সিদ্ধেশ্বরীতলায় "সিদ্ধেশ্বরী" নামক কালীর মন্দির ও নবরত্ন নামক শিবমন্দির আছে। এতদুভয় মন্দির কুমারটুলীর মিত্রবংশের আদিপুরুষ সেকালের কলিকাতার নায়েব জমিদার গোবিন্দরাম মিত্র কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। শুনা যায়, সিদ্ধেশ্বরী মন্দিরে গোবিন্দরামের সময়ে এত বলি দেওয়া হইত যে, রক্তস্রোত চিৎপুর রাস্তার নর্দ্দামা ভরিয়া গঙ্গায় গিয়া পড়িত। সিদ্ধেশ্বরীতলার উত্তরে মদনমোহনতলা। এখানে বিষ্ণুপুর-রাজবাটীর বিগ্রহ মদনমোহন নামক শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তির মন্দির ও রাসমঞ্চ আছে। এখানে রাসযাত্রার সময়ে এবং ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পূর্ব্ব দিন অন্নকূট-যাত্রার সময়ে অনেক যাত্রীর সমাগম হয়। বিষ্ণুপুরের রাজা দামোদর সিংহ ঋণগ্রস্ত হইয়া কলিকাতার বাগবাজার-নিবাসী তখনকার জনৈক লবণব্যবসায়ী কায়স্থবণিক গোকুলচাঁদ মিত্রের নিকট লক্ষ টাকা ধার করেন এবং প্রতিভূস্বরূপ মদনমোহন বিগ্রহ রাখিয়া যান। পরে যখন আবার উদ্ধার করিতে আসেন, তখন গোকুলের সেবায় তুষ্ট হইয়া মদনমোহন তাহাকে ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক হন ও স্বপ্নে রাজাকে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করেন। হাটখোলা—শোভাবাজারের পশ্চিমাংশে গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত স্থানের নাম "হাটখোলা"। এইখানেই বর্ত্তমান চাঁপাতলা ও রথতলা-ঘাটের মধ্যে প্রাচীন "সুতানুটি ঘাট" ছিল আর সেই ঘাটের উপরেই "সুতানুটি হাট" ছিল। সেই হাট হইতে

এই স্থানের নাম হইয়াছে। এখন এখানে অনেকগুলি মহাজনের আড়ত আছে।

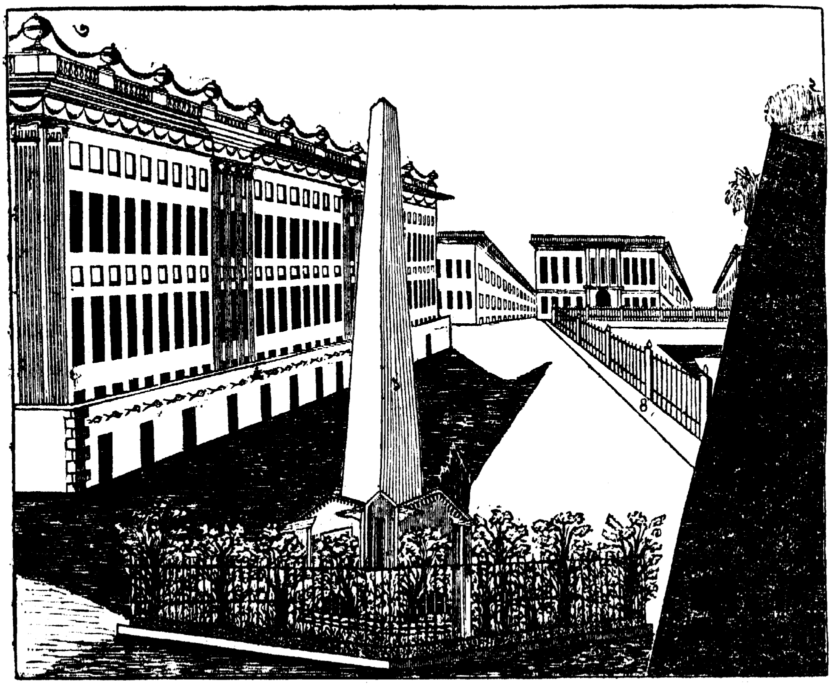
ডাল্‌হাউসি স্কয়ার ও ষ্ট্রীট্ নামক রাস্তা ও স্থান, লর্ড ডাল্‌হাউসির নামে অভিহিত হইয়াছে। "ডাল্‌হাউসি স্কয়ার" এতদ্দেশীয়ের নিকট "লালদীঘী" নামে পরিচিত। লালদীঘী অতি প্রাচীন স্থান, গত শতাব্দীতে ইহাকে ইংরাজেরা "কেল্লার বাগান" (Green in the Fort) বলিতেন।* আজকাল সাহেবেরা ইহাকে "ট্যাঙ্ক স্কয়ার" বলিয়া থাকেন। কলিকাতায় যখন জলের কল হয় নাই, তখন কলিকাতার দক্ষিণাংশে এই লালদীঘীর জলই পানীয়রূপে ব্যবহৃত হইত। যখন বর্ত্তমান পোষ্ট-আপিসের নিকট কলিকাতার "পুরাণ কেল্লা" ছিল, তখন এই পুষ্করিণী ও তাহার চতুঃপার্শ্বস্থ স্থানই ইংরাজদিগের সায়ংকালীন ভ্রমণ ও আমোদপ্রমোদের স্থল ছিল। ইহার তীরে একটি কমলানেবুর কুঞ্জ ছিল, প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে সেই কুঞ্জে বসিয়া প্রাচীনকালের ইংরাজগণ সুখে কথোপকথন করিতেন। এই দীঘীর নাম "লালদীঘী" ও ইহার নিকটস্থ রাস্তার নাম "লালবাজার" কেন হইল, তাহা জানা যায় না। কেহ কেহ বলেন যে, পূর্ব্বে এই স্থানের মৃত্তিকার বর্ণ রক্তবর্ণ ছিল, আবার কেহ বলেন যে, পূর্ব্বে ইহার নিকটেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বৃহৎ বৃহৎ লাল রঙের বাড়ী ছিল, তাহা হইতে এরূপ নাম হইয়াছে। টাভোর্নিয়ার্সের লিখিত বিবরণে দেখা যায় যে, "পূর্ব্বে এখানে দীঘী ছিল না। কলিকাতার দক্ষিণাংশে সুমিষ্ট জলের অভাব হওয়ায় এতদঞ্চলের অধিবাসীগণের প্ররোচনায় গভর্ণমেণ্টের আদেশে "পুরাণ কেল্লা"র সম্মুখের বাগানের মেছোপুকুর বাড়াইয়া দীঘী করা হয় ও সাধারণে যাহাতে এই দীঘীতে স্নানাদি করিয়া জল নষ্ট করিতে না পারে, তজ্জন্য চতুর্দ্দিকে লৌহ বেড়া দেওয়া হয়।" এক্ষণে লালদীঘীর পরিসর যতটা আছে, পূর্ব্বে ইহা অপেক্ষা আরও বেশী ছিল। যখন ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল ছিলেন, তখন ইহার তীর বাঁধান ও খননকার্য্য শেষ হয়। লালদীঘীর উত্তরপূর্ব্ব কোণ হইতে "লালবাজার" নামে যে রাস্তা অপার চিৎপুর রোডে মিলিয়াছে ও তৎপরে পূর্ব্বমুখে "বহুবাজার ষ্ট্রীট্" নামে বরাবর শিয়ালদহ গিয়া মিশিয়াছে, এই রাস্তাটি বহু প্রাচীন ; ইহার নাম তখন ছিল "বৈঠকখানার রাস্তা।" "লালবাজার" রাস্তা যেখানে "অপার চিৎপুর রোডে" মিশিয়াছে, তাহারই উত্তরপূর্ব্বকোণে এখন পুলিস আপিস। যে বাটীতে পুলিস আপিস আছে, ঐ বাটী জন্ পামার নামক ইংরাজ বণিকের বাটী ছিল। সেই পুরাতন বাটী গতবৎসর (১৮৯১) ভাঙ্গিয়া আমূল পুনর্গঠিত হইয়াছে। পামার সাহেবের পিতা ওয়ারেণ হেষ্টিংসের সেক্রেটারী ছিলেন। ইহার ন্যায় দয়ালু ইংরাজ আর ছিল না। এখন যাহার নাম "হরিণবাড়ী", তাহাই সেকালের কলিকাতার "জেল" ছিল। লালদীঘীর উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রাচীন কলিকাতার প্রধান ঐতিহাসিক ঘটনার স্থল "অন্ধকূপ" বর্ত্তমান ছিল। পূর্ব্বে এই স্থানে অন্ধকূপ-হত্যার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ একটি ৫০ ফুট উচ্চ স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছিল। মিঃ হলওয়েল যিনি অন্ধকূপ-কারায় বন্দী ছিলেন, যিনি জগদীশ্বরের কৃপায় ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২০ জুন রাত্রে সেই যমকবল হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন; তিনিই নিজব্যয়ে সে রাত্রে, সে ঘরে যাঁহারা মরিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্মরণার্থ ঐ স্তম্ভটি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। অন্ধকূপে মৃত প্রত্যেক ব্যক্তির নাম স্তম্ভগাত্রে খোদিত ছিল। এই স্তম্ভটি অনেকদিন দণ্ডায়মান ছিল, শেষে ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে লর্ড হেষ্টিংসের আদেশে ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। যেখানে এই স্তম্ভ ছিল, এখন সেখানে ছোটলাট ইডেনের মূর্ত্তি আছে। এই লালদীঘীর নিকটে যেখানে বর্ত্তমান "কাষ্টম হাউস" ও "পোষ্ট আপিস" আছে, পূর্ব্বে সেইখানি প্রাচীন কোর্ট উইলিয়ম



(ক) প্রহরীসভা। (খ) বারিক। (গ) প্রাচীন অন্ধকূপের বহির্দৃশ্য।

* তখন ইহাতে লালদীঘীর ন্যায় বড় পুষ্করিণী ছিল না। বাগানের মধ্যস্থলে একটী ছোট পুষ্করিণী ছিল, তাহাতে ইংরাজেরা আমোদের জন্য মাছ ছাড়িয়া রাখিতেন। এই সময়ে এই বাগানে ২৫ একরেরও বেশী জমী ছিল।

নামক দুর্গ ছিল। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই দুর্গের বাটী বর্ত্তমান ছিল, শেষে ঐ বৎসরেই তাহার কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া "কাষ্টম-হাউস" নির্ম্মিত হয় ও অবশিষ্টাংশ ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া "পোষ্ট আপিস" নির্ম্মিত হইয়াছে। প্রাচীন দুর্গের একপার্শ্বের প্রাচীর বর্ত্তমান ১৮৯১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ছিল, পরে গত আগষ্টমাসে নূতন "কালেক্টোরেট বিল্ডিং" নির্ম্মাণের সময়ে তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। এই নূতন বাটীর ভিত্তি-খননের সময়ে পোষ্ট আপিসের বর্ত্তমান উত্তর-পূর্ব্ব ফটক, যাহার মস্তকের উপর ভিতরদিকে "অন্ধকূপ" স্মৃতি প্রস্তরখানি গাঁথা আছে, তাহারই উত্তরে ৫।৬ ফুট মাটীর নিম্নে একটি ঘর বাহির হইয়াছিল। গৃহটিতে একটি জানালা ছিল এবং তাহার ছাদ, দেওয়াল, খিলান কোথাও ভাঙ্গে নাই। গৃহটির বহির্ভাগের প্রাচীরে ও গৃহের অভ্যন্তরে বালির জমাট পর্য্যন্ত নষ্ট হয় নাই। সকলেই স্থির করিয়াছেন যে, ইহা প্রাচীন দুর্গের অভ্যন্তরস্থ একটি ক্ষুদ্র গৃহ ছিল, গুদামরূপে বা ভৃত্যাদির জন্য ব্যবহৃত হইত। পুরাতন দুর্গ গঙ্গাতীরের দিকে, এখন যেখানে পোর্ট কমিসনরগণের আপিস আছে, সেই পর্য্যন্ত ও এখন



(১) ১৭৯০ খৃঃ অঃ অন্ধকূপ স্মৃতিস্তম্ভ। (২) পুরাণ কেল্লা। (৩) কোম্পানী কর্ম্মচারীর নিবাস। (৪) লালদীঘী।

যেখানে রেলওয়ে আপিস আছে, তাহার উত্তরস্থ রাস্তার উত্তরে ও কিয়দ্দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল; কারণ, ঐ সকল স্থানে যখন আধুনিক গৃহাদি নির্ম্মিত হয়, তখন ভিত্তি-খননের সময়ে ভূমধ্য হইতে বড় বড় প্রাচীরের অংশ পাওয়া গিয়াছিল।

লালদীঘীর উত্তরে "রাইটার্স বিল্ডিং"। এই সৌধমালা অতি প্রাচীন, তবে পূর্ব্বকালে ইহার সম্মুখভাগ এরূপ সুদৃশ্য ছিল না। এই বাটীর উত্তরদিকে বর্ত্তমান "লায়ন্সরেঞ্জ" নামক রাস্তার উত্তর ও পূর্ব্বে যে সকল গৃহাদি নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহাও সে কালে ছিল না। ১৭৫০ খৃষ্টাব্দে মিঃ বারওয়েল কলিকাতার গবর্ণর ছিলেন, তিনি ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের কর্ম্ম হইতে অবসর লইয়া প্রস্থান করেন। যখন তিনি কলিকাতায় ছিলেন, তখন এই বৃহৎ সৌধমালা তাঁহার সম্পত্তি ছিল। অবশেষে, যখন কোম্পানীর কর্ম্মচারী যুবক সিভিলিয়ানগণের সংখ্যা বেশী হইল, তখন এই সৌধমালা গবর্ণমেণ্ট বারওয়েল-পরিবারের নিকট হইতে ভাড়া লইয়া ঐ সকল কর্ম্মচারীকে থাকিতে দেন। তখন হইতে ইহার নাম "রাইটার্স বিল্ডিং" হয়। অবশেষে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ইহার সম্মুখভাগ পরিবর্ত্তিত এবং আয়তনে বর্দ্ধিত হয়। "রাইটস বিল্ডিং"এর উত্তরপার্শ্ব দিয়া "কাউন্‌সিল হাউস ষ্ট্রীট্"

নামক বর্ত্তমান রাস্তা আছে। এই রাস্তার উত্তরপূর্ব্ব কোণে যে বাড়ীতে এখন "এক্সচেঞ্জ" আছে, পূর্ব্বে সেই বাটীতে ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কোর্ট উইলিয়ম কালেজ" স্থাপিত হইয়াছিল। এই রাস্তার অপর পার্শ্বে যে দীর্ঘ সৌধমালা আছে, তাহাই পূর্ব্বে "হরকরা" নামক সংবাদ পত্রের কার্য্যালয় ছিল। তখন "কোর্ট উইলিয়ম কলেজ" বাটী ও "হরকরা" আফিস, এতদুভয়ের ছাদের উপর দিয়া একটি কাষ্ঠের সাঁকো দ্বারা পরস্পর সংলগ্ন ছিল। "রাইটার্স বিলডিং"এর পশ্চিমে প্রাচীন "সেণ্টজন গির্জ্জা" ছিল। এই গির্জ্জাই কলিকাতার সর্ব্ব প্রথম গির্জ্জা। ১৭১৬ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মিত হয়, ইহার চূড়া সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ও সুদৃশ্য ছিল। সে কালের গবর্ণরগণ কোম্পানীর অধীনস্থ কলিকাতাবাসী ইংরাজকর্ম্মচারীগণে পরিবৃত হইয়া প্রতি রবিবারে এইখানে উপাসনা করিতে আসিতেন। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দের ভূকম্পে এই গির্জ্জার চূড়া ভাঙ্গিয়া যায়। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে সিরাজউদ্দৌলা যখন কলিকাতা অবরোধ করেন তখন তাঁহার আদেশে এই গির্জ্জা ধূলিসাৎ করা হয়।

যে রাস্তা রাধাবাজারের রাস্তার সম্মুখ দিয়া লালবাজারের রাস্তা হইতে বহির্গত হইয়াছে, উহাকে "মিসন্ রো" বলে। পূর্ব্বে ইহাকে "দি রোপ ওয়াক্" বলিত। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা অবরোধের সময়ে এই পথের উপর মহাযুদ্ধ হইয়াছিল। এই রাস্তার উপর একটি গির্জ্জা আছে। এই গির্জ্জার নাম "ওলড চর্চ বা ওলড মিসন্ চর্চ"। ইহার বাঙ্গালা নাম "লাল-গির্জ্জা", ১৭৬৭ সালে মিঃ কিরনাণ্ডার নামক এক ব্যক্তি ইহা স্থাপন করেন। তিনি ইহার "বেথ-টিফিলা" নাম দিয়াছিলেন। কিরনাণ্ডার সাহেব সুইডেন-দেশীয় লোক ছিলেন। তাঁহার সময়ে ইহা একটি ক্ষুদ্র গির্জ্জা ছিল। তখন ইহার গাত্রে এক প্রকার পাথুরে লাল রং দেওয়া ছিল, তাহা হইতেই ইহার নাম "লাল গির্জ্জা" হইয়াছিল; কেহ বলেন, লালদীঘীর নিকটে অবস্থিত বলিয়াই ইহার নাম "লাল গির্জ্জা" হইয়াছে। অবশেষে বণ্টট নামে একজন দিনেমার বর্ত্তমান গির্জ্জাস্তম্ভ ও গৃহাদি নির্ম্মাণ করেন। এই বাটী নির্ম্মাণের সময়ে কিরনাণ্ডারের 'বেথ-টেফিলা' ভাঙ্গিয়া ফেলিতে হয়।

লালদীঘীর নিজ দক্ষিণে একটি প্রস্তরনির্ম্মিত বাটী আছে, ইহার নাম "ডাল্‌হৌসি ইন্‌ষ্টিটিউট্"। এই প্রশস্ত গৃহটি বড় বড় বিখ্যাতলোকের প্রস্তরমূর্ত্তি রাখিবার জন্য নির্ম্মিত হয়। এখানে লর্ড ডাল্‌হৌসি, সিপাহীযুদ্ধে বিখ্যাত বীর হাভলক, নীল, আউটর‍্যাম, নিকল্‌সন্ প্রভৃতি কয়েক জনের প্রস্তর মূর্ত্তি এবং একটি রঙ্গ-(থিয়েটার)-মঞ্চ আছে। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ইহার সম্মুখভাগ নির্ম্মিত হয়।

"ডাল্‌হৌসি ইন্‌ষ্টিটিউটের" দক্ষিণ রাস্তার অপর পারে "টেলিগ্রাফ আপিস।" ১৮৭৩ সালে ইহা নির্ম্মিত হয়। ইহার উত্তর-পূর্ব্বকোণে একটি ১২০ ফুট উচ্চ স্তম্ভ আছে। লালদীঘীর দক্ষিণ-পূর্ব্বকোণে "করেন্সি আপিস"। এখানে নোট ভাঙ্গাই হয়। এই বাটীটি পূর্ব্বে "আগ্‌রা ও মাষ্টারম্যান্ ব্যাঙ্কের" জন্য নির্ম্মিত হয়, কিন্তু বাড়ীটির নির্ম্মাণ শেষ হইবার পরে উক্ত ব্যাঙ্ক 'ফেল' হয়। গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়া "করেন্সি আপিস" করেন।

করেন্সি আপিসের দক্ষিণ-পশ্চিমকোণের চৌমাথা হইতে যে রাস্তা টেলিগ্রাফ আফিসের পার্শ্ব দিয়া দক্ষিণমুখে চলিয়া গিয়াছে। এই রাস্তার নাম "ওলড্ কোর্ট হাউস্ ষ্ট্রীট্"। এই রাস্তাটি বরাবর গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর ফটকের সম্মুখ দিয়া ময়দানে আসিয়া মিলিয়াছে। এই রাস্তার উপর যত টাকার ব্যবসা বাণিজ্য হইয়া থাকে, এত টাকার ব্যবসা পৃথিবীর আর কোথাও একস্থানে এক রাস্তার উপরে হয় না। এইখানেই ইংরাজ-জহরী হামিল্‌টনের দোকান। এই অঞ্চলে একটি ঘড়িওয়ালা গির্জ্জা আছে, উহা সেকালে ছিল না। উহার নাম "সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজ্ চর্চ", এদেশীয়েরা উহাকে "লাটসাহেবের গির্জ্জা" বলে। লর্ড ময়রা ইহার ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন বলিয়া ইহার দেশীয় নাম ঐরূপ হইয়াছে। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের ৩০এ জুন ইহার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়; ঐ দিন ইংরাজী পর্ব্ব "সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজ্ ডে" এবং তাহা হইতেই ইহার নাম "সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজ্ চর্চ" রাখা হয়। ইহার ঘড়ীটি ১৮৩৫ সালে প্রদত্ত হয়। ডাক্তার ব্রাইস্ নামক একব্যক্তি এই গির্জ্জার স্থাপয়িতা; ইহা স্কটলণ্ডের পাদরীগণের অধিকারভুক্ত। কলিকাতার মধ্যে এই গির্জ্জার চূড়া অনেকানেক গির্জ্জা অপেক্ষা উচ্চ। কলিকাতার প্রথম বিশপ্ মিডল্‌টনের সহিত ডাঃ ব্রাইসের ইংলণ্ডীয় ও স্কটলণ্ডীয় গির্জ্জার উচ্চতা লইয়া তর্ক হয়। সেই তর্কের বশে ব্রাইস ইহার চূড়া সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ করেন। বিশপ্ মিডল্‌টন তখন নূতন "সেণ্টজন চর্চে" (পাথুরিয়া গির্জ্জায়) থাকিতেন, ব্রাইস্ সেণ্টজন চর্চের চূড়া অপেক্ষা সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজ চর্চের চূড়া উচ্চ করিয়া তদুপরি একটি বায়ুগতি-নির্দ্দেশক মোরগ পক্ষী স্থাপন করেন। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডীয় চর্চের সম্ভ্রম রক্ষার্থ ও বিশপ্ মিডল্‌টনের মান রক্ষা করিবার জন্য নিয়ম করেন যে, পূর্ত্ত বিভাগ হইতে সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজের অন্যান্য সমস্ত অংশ মেরামত হইবে, কেবল ঐ পক্ষিটির কিছু দোষ হইলে

তাহা পূর্ত্তবিভাগ হইতে মেরামত হইবে না; আজিও এই নিয়ম চলিতেছে। এই সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজ্ চর্চ যে স্থলে নির্ম্মিত, পূর্ব্বে সেইখানে "ওল্ড কোর্ট হাউস" বা সাবেক টাউনহল ছিল। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে মিঃ বুসিয়ার নামক একজন বণিক এই টাউনহল প্রস্তুত করান। ঐ বণিকই অবশেষে বোম্বাইয়ের গবর্ণর হন। ১৭৩৪ সালে মিঃ বুসিয়ার ঐ টাউন-হলটি গবর্ণমেণ্টকে দান করেন। গবর্ণমেণ্টের সহিত তাঁহার কথা থাকে যে, গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক ৪০০০৲ টাকা সাহায্য করিয়া একটি অবৈতনিক স্কুল স্থাপন করিবেন। এই টাকায় বর্ত্তমান 'ফ্রি স্কুল' স্থাপিত হয়। এই প্রাচীন টাউনহলের ছাদের উপর দুইটি সভাগৃহ ছিল। সেথানে তদানীন্তন ইংরাজগণের ভোজ, নৃত্য, সভা ও বক্তৃতাদি হইত। সাবেক টাউনহলের নিকট বর্ত্তমান "লায়ন্স রেঞ্জ" নামক রাস্তার উত্তর-পূর্ব্বকোণে সেকালের ইংরাজগণের "থিয়েটর গৃহ" ছিল। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে অবরোধের সময়ে সিরা-জের সৈন্যদল এই "থিয়েটর গৃহ" অধিকার করিয়া এইথান হইতে প্রাচীন কেল্লার উপর তোপ মারিতে আরম্ভ করে।

পাথুরিয়া গির্জ্জা—গবর্ণমেণ্ট হাউসের উত্তর পশ্চিম-কোণে "চর্চ লেনের" উপর যে ঘড়িওয়ালা গির্জ্জা আছে, তাহাকে বাঙ্গালীরা "পাথুরিয়া গির্জ্জা" বলে। ইহার নাম "সেণ্ট জন চর্চ"। পুরাতন "সেণ্ট জন চর্চ" সিরাজ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার পর ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে এই স্থানে ইহা পুনর্নির্ম্মিত হয়। ইহার ভিত্তিপ্রস্তর বড়লাট স্থাপন করেন। রাজা নব-কৃষ্ণ এই গির্জ্জার জন্য ৬বিঘা জমী বিনামূল্যে দিয়াছিলেন। এই স্থানে প্রাচীন কবর স্থান ছিল। চর্চ লেনের দিকে এথনও কয়েকটি সমাধিস্তম্ভ বর্ত্তমান। এই স্থানেই কলিকাতার স্থাপয়িতা জব চার্ণক, ইংরাজের বাঙ্গালা জয়ের প্রধান সহায় অ্যাডমিরাল ওয়াটসন ও যে ডাক্তার সম্রাট্ ফিরোকসিয়ারকে আরোগ্য করিয়া বাঙ্গালায় ইংরাজ বাণিজ্যের সূত্রপাত করেন সেই ডাক্তার হামিল্টনের কবর আছে। কথিত আছে, গৌড়নগরের ধ্বংসাবশিষ্ট হিন্দুপ্রাসাদের ভগ্ন প্রস্তর দ্বারা ইহার স্তম্ভটি নির্ম্মিত হইয়াছে বলিয়া বাঙ্গালীরা ইহাকে "পাথুরে গির্জ্জা" বলে। চর্চ লেনের পশ্চিম পার্শ্বে ঠিক গির্জ্জার সম্মুখে যে বাড়ীতে এথন "ষ্টাম্প অ্যাণ্ড ষ্টেশনারী আপিস" আছে, সেই বাটীতেই পুরাতন কলিকাতার "টাঁক-শাল" ছিল। ১৭৯১ হইতে ১৮৩২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এথানে টাকা তৈয়ারী হইত। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রথম টাকা তৈয়ার হয়।

গবর্ণমেণ্ট হাউস—১৭৯২-৯৩ খৃষ্টাব্দে আপজন্ সাহেব যে মানচিত্র করেন, তাহাতে দেথা যায়, বর্ত্তমান লাট সাহেবের বাড়ীর স্থানেই পুরাতন লাট সাহেবের বাড়ী ও "কাউন্সিল হাউস" ছিল। তাহার পূর্ব্বে এথন যেথানে "ট্রেজারি বিল্ডিং" আছে, সেইথানে ছিল। বর্ত্তমান গবর্ণমেণ্ট হাউস লর্ড ওয়েলেসলির সময়ে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। হেষ্টিংস ষ্ট্রীটে যে বাড়ীতে এথন বরণ কোং'র আপিস, সেই বাটীতে মিসেস্ হেষ্টিংস (ওয়ারেণ হেষ্টিংসের স্ত্রী) থাকিতেন। হাইকোর্টের পূর্ব্বদিকে "ওল্ড পোষ্ট আফিস ষ্ট্রীট্"। ইহাকে "উকীল পাড়ার রাস্তা" বলে। এইস্থানে যেথানে "এজ্‌রা বিল্ডিংস্" আছে, সেইথানে পূর্ব্বতন ডাকঘর ছিল।

টাউনহল—যেথানে বর্ত্তমান টাউনহল আছে, পূর্ব্বে সেথানে জষ্টিস হাইডের বাড়ী ছিল। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ৭ লক্ষ টাকায় বর্ত্তমান "টাউনহল" নির্ম্মিত হয়। টাকা চাঁদায় উঠে।

হাইকোর্ট—১৭৭২ খৃষ্টাব্দে হেষ্টিংসের আদেশে আলীপুরে বর্ত্তমান সৈনিক হাঁসপাতাল নামক বাটীতে সদর দেওয়ানী বা আপীল আদালত এবং ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় "সদর নিজামত আদালত" মিলিত হইয়া সুপ্রীমকোর্ট স্থাপিত হয়। "ওল্ড কোর্ট হাউস" নামক স্থলে যে প্রাচীন "কোর্ট হাউস" বা "টাউনহল" ছিল, এথন যেথানে সেণ্ট অ্যাণ্ড্রুজ্ চর্চ আছে, তাহাতেই এই আদালত বসিত। ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে হাইকোর্ট তৈয়ার হইয়া গেলে, এই বাটীতে সুপ্রীম কোর্ট উঠিয়া আসে ও পুরাতন কোর্ট হাউস ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। বর্ত্তমান হাইকোর্টের স্থানে পুরাতন সুপ্রীম কোর্টের বাটী ছিল। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে সুপ্রীম কোর্ট ভাঙ্গিয়া বর্ত্তমান হাইকোর্ট নির্ম্মিত হয়।

ছোট আদালত—চর্চ লেন হইতে উত্তরমুথে হেয়ার ষ্ট্রীটে বাহির হইয়া পড়িলেই রাস্তার উত্তরপার্শ্বে ছোট আদালত। ১৮৭২ সালে ইহা নির্ম্মিত হয়।

পোষ্ট আপিস—পুরাতন কেল্লার কতকাংশ জমীর উপর ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়।

বান হাউস—কাষ্টম হাউসের নিকটেই "বান হাউস"; ইহার প্রকৃত নাম বণ্ডেড ওয়্যার হাউস (Bonded ware-house). এই বাটীটি গুদাম মাত্র। কলিকাতা বন্দরে যে সকল মাল আসিয়া নামে বা এথান হইতে যাহা রপ্তানী হয়, তাহাই এই গুদামে থাকে। এই গুদামগুলিতে কিন্তু কাষ্ঠের সম্পর্ক নাই; কড়ি বরগা প্রভৃতি কিছুই নাই, অথচ বাটীটি খুব মজবুত।

রেলওয়ে আপিস—কাষ্টম হাউসের উত্তরে এই মনোহর বাটী অবস্থিত। এই ধরণের বাড়ী কলিকাতায় আর দ্বিতীয় নাই। ইহার কার্ণিসাদি প্রস্তর-নির্ম্মিত। জানালা

দরজা কপাট ব্যতীত বাটীতে কাষ্ঠের সম্পর্কও নাই। ইহাতে দরজা, ও জানালার চৌকাট পাথরের প্রাচীর কাটিয়া করা হইয়াছে। এই বাটী ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার উত্তরপূর্ব্বকোণে ফুটপাথরের উপর এক্ জায়গা মেজেমো করা আছে। এই স্থানে প্রাচীন কেল্লার উত্তরপূর্ব্বকোণের বুরুজ ছিল। রেলওয়ে আপিসের ভিত্তি খননের সময়ে এই বুরুজ ও তাহার সংলগ্ন উত্তর দিকের আবরক প্রাচীর এবং উত্তরপশ্চিমের বুরুজ ও তৎসংলগ্ন পশ্চিমদিকের আবরক প্রাচীরের কিয়দংশ বাহির হইয়াছিল। এই সকল প্রাচীরের বহির্দ্দেশে কোনরূপ বালির বা চুণের কাজ ছিল না, ইষ্টকের লাল রং দেখা যাইত। অনেকে মনে করেন—এই রক্তবর্ণের দুর্গপ্রাকারের সন্নিহিত বলিয়াই পূর্ব্বোক্ত "কেল্লার বাগানের" মেছোপুকুরের নাম "লালদীঘী" হইয়াছে। কেহবা বলেন যে অর্ম্মি এবং হলওয়েল সাহেবের লিখিত প্রাচীন কেল্লার সূত্রধরের দোকানের নিকটস্থ দুর্গের জলনির্গমের খিলানের মুখের পুকুরই লালদীঘী, পূর্ব্বে এই পুষ্করিণী দিয়া গঙ্গার জল ঘুরাইয়া আনিয়া দুর্গ পরিখা পূর্ণ করা হইত।"

মেটকাফ হল—ছোট আদালতের দক্ষিণপশ্চিমকোণে গঙ্গাতীরে হেয়ার ষ্ট্রীটের দক্ষিণপার্শ্বে "মেটকাফ হল।" ১৮৪০ খৃঃ বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান উপলক্ষে লর্ড মেটকাফের নামে এই পুস্তকালয় স্থাপিত হয়।

টাঁকশাল—ষ্ট্রাণ্ড রোডের উপর জগন্নাথ-দেবের মন্দিরের নিকট এই সুন্দর বাটী প্রায় ৫৬ বিঘা জমীর উপর নির্ম্মিত। ইহার মধ্যস্থলের বৃহৎ বাটীটি গ্রিসের রাজধানী এথেন্সের মিনর্ব্বা দেবীর মন্দিরের অবিকল প্রতিকৃতি, তাহার দৈর্ঘ্যবিস্তার ইহার ঠিক দ্বিগুণ। ১৮২৪-৩০ খৃষ্টাব্দে এই বাটী নির্ম্মিত হয়। এখানে যে কল আছে, তাহাতে আবশ্যক হইলে ১ দিনে একেবারে ১০ লক্ষ মুদ্রা প্রস্তুত হইতে পারে। ১৮৬৬ সালে একবার হঠাৎ প্রয়োজন হওয়ায় একদিনে ১৮ লক্ষ মুদ্রা প্রস্তুত হইয়াছিল। যেথানে এখন টাঁকশাল অবস্থিত, তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য কালে ভাগীরথীর বেলাভূমি ছিল।

ডাল্‌হৌসি স্কয়ারের ন্যায় লর্ড ওয়েলেস্‌লির নামে স্কয়ার, প্লেস ও ষ্ট্রীটের নাম আছে। বহুবাজার-জলের কলের দক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া যে রাস্তা বরাবর দক্ষিণমুখে "তেকোণা পুকুরের" নিকট পার্ক ষ্ট্রীটে মিলিয়াছে, তাহার নামই "ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীট" এই রাস্তার মধ্যস্থলে "ফ্রিচর্চ" নামে একটি গির্জ্জা আছে; ইহার দেশীয় নাম "মাদ্রাসার গির্জ্জা"। ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে ডফ্ সাহেব অন্যান্যলোকের সহিত মিলিয়া এই গির্জ্জা স্থাপন করেন। এই ফ্রি-চর্চের উত্তরে "কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজ," এই কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ওয়ারেণ হেষ্টিংস্। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে আরবী ও পারস্য ভাষায় সাহিত্য, বিজ্ঞান ও মুসলমান্ আইন শিক্ষা দিবার জন্য তিনি এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে ইহার বর্ত্তমান বাটী নির্ম্মিত হয়। ইহার সম্মুখে একটী পুষ্করিণী আছে। ইহার দেশীয় নাম "মাদ্রাসা গোলপুকুর"। তেকোণা পুকুর ছাড়াইয়া আরও কিছু দক্ষিণে গেলে আর একটি পুষ্করিণী আছে তাহার দেশী নাম "বামুন (ব্রাহ্মণ) বস্তি (বসতি) দীঘী"।

ডিউক অব ওয়েলিংটনের নামেও একটি ষ্ট্রীট্ ও স্কয়ার আছে। ওয়েলেস্‌লি ষ্ট্রীটের উত্তরে বহুবাজারে জলের কলের আপিস, এই জলের কলের মৃত্তিকামধ্যস্থ পুষ্করিণীর দক্ষিণপার্শ্বস্থ চৌমাথার নামই "ওয়েলিংটন স্কয়ার"। ওয়েলেস্‌লি রাস্তার উত্তরমুখ হইতে বহুবাজার চৌরাস্তার দক্ষিণ পর্য্যন্ত যে রাস্তা তাহার নামই ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট্, এই রাস্তার উত্তরাংশে পূর্ব্বদিকে "হিদারাম বাড়ুয্যের গলী" নামে একটি রাস্তা আছে। কলিকাতার প্রথম পত্তনের সময়ে সেই রাস্তা নির্ম্মিত হয়।

বহুবাজার—বহুবাজার ষ্ট্রীট্ নামে একটি বৃহৎ রাস্তা বহুবাজার চৌরাস্তা হইতে পূর্ব্বে শিয়ালদহ ষ্টেশন পর্য্যন্ত ও পশ্চিমে অপার চিৎপুর রাস্তা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই রাস্তাটিই প্রাচীন বৈঠকখানার রাস্তা। বহুবাজার পল্লীটিও বহু প্রাচীন। বহুবাজার ষ্ট্রীটের পূর্ব্বাংশে একটি স্থানের নাম "নেড়া গির্জ্জা"। এই স্থানে পূর্ব্বে একটি গির্জ্জা ছিল। এখন যে বৃহৎ বাজার, যাহাকে "নেড়া গির্জ্জার বাজার" বা "ভুলুপালের বাজার" বলে, পূর্ব্বে সেইখানে গির্জ্জাটি ছিল। এই স্থানে উক্ত "ভুলুপালের" ঠাকুর বাটী "কুঞ্জবাটী" নামক দেবালয়ে একটী মেলা হয়। সেই মেলায় প্রায় সহস্রাধিক লোক সমবেত হয়। নবদ্বীপাদি দূর স্থান হইতেও বৈষ্ণবগণ এখানে আসিয়া থাকেন।

এই বহুবাজারে জল যোগাইবার কল আছে। এখানকার প্রধান কার্য্যালয় হইতেই চোঙের মধ্য দিয়া কলিকাতায় সর্ব্বত্র জল যোগান হইয়া থাকে।

বহুবাজার ছাড়াইয়া উত্তরে পটলডাঙ্গা ও কলেজ ষ্ট্রীট্। এখানে কয়েকটি বিশ্ব বিদ্যালয় আছে, তন্মধ্যে সংস্কৃত কলেজ ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে, হিন্দু কলেজ ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে, এবং ডাক্তারি শিক্ষার জন্য মেডিকেল কলেজ ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে হিন্দু কলেজ উঠিয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে সম্মিলিত হয়।

কলেজ ষ্ট্রীটের উত্তরে মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট্ ও ঠন্‌ঠনিয়া। এই ঠন্‌ঠনিয়া কর্ণওয়ালিস্ ও চোরবাগানের মোড়ে একটি প্রাচীন কালী ও শিবমন্দির আছে। শঙ্কর ঘোষ নামক এক ব্যক্তি ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। প্রবাদ এইরূপ, একদিন রজনীযোগে কালীদেবী শঙ্কর ঘোষকে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ করেন, 'শঙ্কর! তোর বাটীর পার্শ্বে আমার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দে, তোর মঙ্গল হইবে।' শঙ্কর ঘোষ দেবীর আদেশে ঐ মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেবীকে এবং তাঁহার পার্শ্বের মন্দিরে শিবলিঙ্গ স্থাপনা করিলেন। এখনও শিব-মন্দিরের পাষাণের উপর খোদিত আছে—

"শঙ্করের হৃদয় মাঝে কালী বিরাজে।"

কলিকাতার এ অঞ্চল সম্বন্ধে আরও অনেক কথা লেখ্য আছে, কিন্তু প্রস্তাব বাহুল্য ভয়ে এখানেই উপসংহার করিতে হইল। এখন কলিকাতার দক্ষিণ অঞ্চল লইয়া দুই এক কথা বলিব।

আদিগঙ্গা যেখানে ভাগীরথীর সঙ্গে মিশিয়াছে, সেই মুখের উপর একটি সেতু আছে; মার্কুইস্ অব্ হেষ্টিংসের শাসনকালে সাধারণ চাঁদায় নির্ম্মিত হয়। হেষ্টিংসের সময়ে সেতুটি প্রস্তুত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম "হেষ্টিংস্ ব্রিজ" রাখা হয়। খিদিরপুর হইতে উক্ত সেতু পার হইয়া কুলি-বাজারে পড়িতে হয়। এখানে গবর্ণমেণ্টের কমিসেরিয়ট গুদাম সকল আছে। এই স্থানে প্রথম ব্রাহ্মণরক্তে ইংরাজ-শাসন কলুষিত হয়। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে ৫ই আগষ্ট শনিবার দিবসে মুর্শিদাবাদের দেওয়ান মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসি হয়। [নন্দকুমার দেখ।]

বর্ত্তমান আলীপুরের সেতু হইতে কিছু দূরে দুইটি বৃক্ষ ছিল, তাহারই তলে ওয়ারেণ হেষ্টিংস্ এবং সার ফিলিপ্ ফ্রান্‌সিসের দ্বন্দ যুদ্ধ হয়।

এখন আলীপুরে যে সৈনিকদিগের হাঁসপাতাল আছে, তাহাতে পূর্ব্বে সদর দেওয়াণী বা আপীল আদালত বসিত, ঐ আদালত বর্ত্তমান বড় আদালতের সহিত মিলিত হইলে এই বাটীতে সৈনিক হাঁসপাতাল (Military Hospital) হইল। এই বাটীর পূর্ব্বদিকে নগরাভিমুখে পাগলাগারদ ও সাধারণ চিকিৎসালয় (General Hospital), শেষোক্ত বাটী পূর্ব্বে একজন ধনীর বাগান ছিল, তৎপরে ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট ক্রয় করিয়া সাধারণ চিকিৎসালয় স্থাপন করেন।

চৌরঙ্গী—উক্ত চিকিৎসালয় হইতে কিছু পূর্ব্বদিকে আসিলে চৌরঙ্গী নামক রাস্তা। এই রাস্তা চিৎপুর হইতে কালীঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পূর্ব্বে যাত্রীগণ চিৎপুরে চিত্রেশ্বরী দর্শন করিয়া এই রাস্তা দিয়া কালীঘাটে যাইত। এই রাস্তার পশ্চিমে গড়ের মাঠ এবং পূর্ব্বে সম্রান্ত ইংরাজদিগের বসতি স্থান। পূর্ব্বকালে এইস্থান ও ময়দান নিবিড় বন জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল। তখন এখানেও বন্য বরাহ ব্যাঘ্র প্রভৃতি হিংস্রক জন্তু বাস করিত, সেই বন মধ্যে দুর্দ্দান্ত ডাকাতদিগের আড্ডা ছিল। অস্ত্রশস্ত্র না লইয়া কেহই এ পথে চলিতে পারিত না। কেহ কেহ বলেন, তৎকালে এখানে গোরক্ষনাথের শিষ্য চৌরাঙ্গী নামধারী হঠযোগীরা বাস করিতেন, তাহা হইতে এইস্থান "চৌরঙ্গী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। আবার কেহ বলেন, "প্রাচীন গোবিন্দপুরের পূর্ব্বাংশে* জঙ্গল-গিরি নামক একজন চৌরাঙ্গী যোগী কালী-দেবীর কোন পবিত্র চিহ্নের সেবা করিতেন। ঐ চিহ্নই দেবীর কনিষ্ঠাঙ্গুলি। অবশেষে গোবিন্দপুরে বর্ত্তমান কেল্লা নির্ম্মাণ করিবার সময়ে এই পবিত্র চিহ্ন বর্ত্তমান কালীঘাট নামক স্থানে স্থানান্তরিত হয়। উক্ত দেবীপূজক চৌরাঙ্গী হইতে বর্ত্তমান চৌরঙ্গী নামক স্থানের নামকরণ হইয়াছে।" শেষোক্ত মতটি যুক্তিসিদ্ধ ও প্রামাণিক বলিয়া বোধ হয় না। চৌরঙ্গী যোগীদিগের অনেক পূর্ব্বে কালীঘাট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। [কালীঘাট দেখ।] বিশেষতঃ জঙ্গলগিরির নাম হইতে চৌরঙ্গীর উৎপত্তি এবং এখানে তাঁহার নিবাস সম্বন্ধে কোন প্রমাণ অথবা জনপ্রবাদ প্রচলিত নাই। সুতরাং জঙ্গলগিরি চৌরাঙ্গী হইতে চৌরঙ্গীনামের উৎপত্তি অযৌ-ক্তিক বলিয়া পরিত্যাগ করাই উচিত। আরও চৌরাঙ্গী যোগীগণ এই অঞ্চলে কোন সময়ে বাস করিয়াছেন কি না, তদ্বিষয়েই সন্দেহ আছে। [চৌরাঙ্গী দেখ।]

চৌরঙ্গী এই স্থানীয় নামটি অধিকদিনের প্রাচীন বলিয়া বোধ হয় না, ১৭৫৮-৫৯ খৃষ্টাব্দে নবাব মীরজাফরের পুত্র মীরণের নামাঙ্কিত সনন্দপত্রসহ সংলগ্ন 'ফরদি সম্ভূলে' চৌরঙ্গী একটি মৌজা বলিয়া সর্ব্বপ্রথম বর্ণিত হইয়াছে। তৎকালে এই স্থান কতকটা পরগণা কলিকাতার অন্তর্গত এবং কিয়দংশ পরগণা পাইকানের অন্তর্গত ছিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে এখানকার বনজঙ্গল পরিষ্কার হইতে আরম্ভ হয়। এখন চৌরঙ্গীতে যে সকল সৌধমালা দেখা যায়, উহা সমস্তই আধুনিক। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে এখানে ২৪খানি মাত্র বাটী ছিল, তৎসাময়িক আপজন সাহেবের মানচিত্র দেখিলেই

* এখন যেখানে প্রেসিডেন্সি জেল।

জানা যায়। তৎকালে এখানে (বর্ত্তমান মিড্‌ল্টন রো নামক গলিস্থ 'লোরেটে হাউস' নামক বাটীতে) সার ইলাইজা ইম্পি বাস করিতেন। তাঁহার বাটীর নিকট পুষ্করিণী বা ঝিল ছিল, ঐ ঝিল বুজাইবার সময়ে, এখানে সাংঘাতিক ওলাউঠা রোগের দারুণ সূত্রপাত হইয়াছিল, তজ্জন্ত বর্ত্তমান 'মিড্‌ল্টন্ রো' নামক রাস্তা কিছুদিন 'কলেরা ষ্ট্রীট' বা ওলাউঠার রাস্তা বলিয়া খ্যাত ছিল। এই সমস্ত স্থান ইম্পির উদ্যান মধ্যে ছিল।

পার্ক ষ্ট্রীট্—(দেশীয়েরা বাদামতলা বলিয়া থাকে)। এই রাস্তা হইয়া ইম্পির বাগানে যাইতে হইত বলিয়া পার্ক ষ্ট্রীট্ নাম রাখা হয়। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে এই পথ সমাধিভূমির রাস্তা (Burial Ground Road.) নামে অভিহিত ছিল। কারণ, সেই সময়ে এই পথ দিয়া শবদেহ লইয়া গোর দিতে যাইত। তৎকালে এখানে কেহ বড় একটা বাস করিতে চাহিত না। তখনকার সাহেবেরাও এখানে ভূতের ভয় করিত।

এই রাস্তার নিকটে উড ষ্ট্রীট্ ও থিয়েটার রোড, এই দুই রাস্তার সঙ্গমস্থলে পূর্ব্বে চক্ষু চিকিৎসালয় ছিল, তাহাতে কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট সাহেব বাস করিতেন, তাঁহার পৌত্তলিকধর্ম্মে বিশেষ আস্থা ছিল, তৎকালে সকলে তাঁহাকে 'হিন্দু ষ্টুয়ার্ট' বলিত।

সেণ্টপলের গির্জ্জা—চৌরঙ্গীর দক্ষিণপ্রান্তে ময়দানের উপর ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। দেশীয়েরা ইহাকে 'বির্জ্জিতলার গির্জ্জা' বলিয়া থাকে। এই গির্জ্জার সম্মুখে রাস্তার পূর্ব্বপার্শ্বে লর্ড বিসপের বাটী আছে।

এসিয়াটিক সোসাইটি—এই প্রত্নতত্ত্ববিদের সভা গড়ের মাঠ হইতে পার্ক ষ্ট্রীটে প্রবেশ-পথের উপর অবস্থিত। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে এই বাটী নির্ম্মিত হয়।

এসিয়াটিক সোসাইটির দুইটি বাটী পরেই চৌরঙ্গী রাস্তার উপর প্রসিদ্ধ মিউজিয়ম্ বা যাদুঘর; এই বাটী ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়।

ধর্ম্মতলা—চৌরঙ্গীর উত্তর সীমা হইতে আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বে এই রাস্তাকে এভিনিউ (Avenue) বলিত। তখন এই রাস্তা দিয়া লোনাবিল ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে যাওয়া যাইত। পূর্ব্বে এখানে গাছের তলায় মহা সমারোহে ধর্ম্মঠাকুরের পূজা হইত। এই পূজা নীচ লোকেরাই করিত। সেই ধর্ম্মঠাকুরের নাম হইতে 'ধর্ম্মতলা' নাম হইয়াছে। আবার কাহারও মতে, এখন যেখানে কুক সাহেবের আড়গড়া, সেইখানে একটি বড় মস্‌জিদ্ ছিল, তাহা হইতে এই ধর্ম্মতলা নাম হইয়াছে। ধর্ম্মতলার বাজার ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। ইহাকে পূর্ব্বে সেক্ষপীয়রের বাজার বলিত। ধর্ম্মতলা রাস্তার কোণে মুসলমানদিগের একটি বৃহৎ মস্‌জিদ্ আছে, এই মস্‌জিদের কারুকার্য্য অতি চমৎকার। ইহা ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে টিপু সুলতানের পুত্র শাহাজাদা গোলাম মুহম্মদের ব্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। ধর্ম্মতলা বাজারের দক্ষিণে মিউনিসিপাল আপিসের পার্শ্বেই 'মিউনিসিপাল মার্কেট' বা হগ্‌সাহেবের বাজার। এমন সুন্দর বাজার আর কোথাও দেখা যায় না।

কলিকাতা নামের উৎপত্তি।—কলিকাতা নামটি কি করিয়া হইল, এ সম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়া থাকেন। তন্মধ্যে দুই একটি কথা আমরা উত্থাপন করিব।

১। প্রবাদ আছে, যখন সর্ব্বপ্রথম একজন ইংরাজ এখানে আসিয়া আর কাহাকেও না দেখিয়া একজন চাষীকে এই স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করেন, সে ইংরাজী কথা বুঝিতে না পারিয়া মনে করিল, সাহেব বুঝি তাহার ধান্যের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন। এই ভাবিয়া সে উত্তর করিল, 'কাল কাটা' অর্থাৎ গতকল্য এই ধান্য কাটিয়াছি। সাহেব মনে করিল, এই স্থানের নাম তবে বুঝি 'ক্যাল্‌ক্যাটা।'

২। লং সাহেব বলেন, কলিকাতার নাম সম্ভবত মহারাষ্ট্র-খাত অর্থাৎ খাল কাটা হইতে হইয়া থাকিবে।

৩। কোন কোন বিচক্ষণ ইংরাজের মতে কলিচুণ হইতে কলিকাতা নামের উৎপত্তি।

৪। কাহারও মতে কালীঘাট হইতে কলিকাতা নাম হইয়াছে।

উপরে যে কয়টি কথা লিখিলাম, আমাদের বিবেচনায় কোনটি যুক্তিসঙ্গত অথবা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

প্রথমতঃ ইংরাজ আগমন এবং মহারাষ্ট্র-খাত খননের পূর্ব্বে কলিকাতা নাম ছিল। তাহা আমরা আবুল-ফজলের আইন-ই-অকবরীগ্রন্থে দেখিতে পাই। সুতরাং কাল-কাটা প্রবাদ ও খাল কাটা হইতে কলিকাতা নামের উৎপত্তি হইতে পারে না।

কলিচুণ হইতে কলিকাতার নাম হওয়া নিতান্ত উষ্ণ মস্তিষ্কের কথা, এরূপ প্রলাপ বাক্যে কর্ণপাত করা যাইতে পারে না।

কালীঘাট হইতেও কলিকাতা নাম হয় নাই। কারণ ভারতের নানাস্থানের প্রাচীন ও আধুনিক জনপদ নগরাদির নাম মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলে, দেখিতে পাওয়া যায়;

যে কালী স্থানে 'কলি' এবং ঘাট বা ঘাটা স্থানে 'কাতা' এরূপ নামের অপভ্রংশ বা নাম পরিবর্ত্তন কখন ঘটে নাই, বিশেষতঃ কালীঘাটস্থানে কলিকাতা হওয়া শব্দশাস্ত্রের নিয়মের সম্পূর্ণ বহির্ভূত। এমন কি ভারতের যে কোন স্থানের নামের আদিতে কালী আছে, তাহা ভারতবাসীর নিকট কেন, সুদূরবর্ত্তী যবনগণ দ্বারাও বিভিন্ননামে উচ্চারিত হয় নাই। সুতরাং কালীঘাট নাম হইতে কলিকাতা নাম হইয়াছে এই অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত এককালে পরিত্যাগ করাই উচিত। [কালীঘাট দেখ।]

কলিকাতাকে দেশীয়েরা 'কোল্‌কাতা' এবং উত্তর পশ্চিমের লোকেরা 'কল্‌কত্তা' বা 'কলকাত্তা' নামে উচ্চারণ করেন এবং বঙ্গবাসীরা লিখিবার সময় 'কলিকাতা' লেখেন বটে, কিন্তু উচ্চারণ করেন 'কোলিকাতা।' আমাদের কোন বিশ্বস্ত বন্ধু 'কোল্ কা হাতা' বা 'কোলি কা হাতা' হইতে কলিকাতা নামের উৎপত্তি স্বীকার করেন। তিনি অনুমান করেন, প্রাচীনকালে কোল অথবা কোলি-জাতি এখানকার নদীতীরে বাস করিত, সম্ভবতঃ তাহাদের বাস থাকায় এখানকার কোল্‌কাতা বা কোলিকাতা নাম হইয়াছে। সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি ও দ্রাবিড়ভাষায় 'কোল' শব্দের একটি অর্থ শূকর দৃষ্ট হয়। যখন কলিকাতা বনজঙ্গলে পরিণত ছিল, তৎকালে বর্ত্তমান সুন্দরবনের ন্যায় এখানেও যে বিস্তর শূকরের বাস ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অনুমান করা যায় সেই সময় হইতে এখানকার নাম 'কোল্‌কাতা' হইয়াছে। অক্‌বরের সময়ে (বোধ হয় তাঁহারও পূর্ব্ব হইতে) কলিকাতামহলের প্রান্তবর্ত্তী নীচ জাতিরা ঐ শূকর ধরিয়া ব্যবসা করিত। বরাহনগর* এ ব্যবসার প্রধানস্থল। ওলন্দাজ ও ফরাসী ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিহাস পাঠে এ সম্বন্ধে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, যাহা হউক শূকর অথবা কোলজাতির নাম হইতেই যে কলিকাতা নামের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলিতে পারা যায় না। তবে কলিকাতা নাম কিসে হইল? তাহাই এখন বিবেচ্য।

* বরাহনগর নামটি আধুনিক নহে। প্রাচীন ওলন্দাজ ও ফরাসীদিগের পুস্তকে এবং অকবর বাদশাহের সমসাময়িক কবি মাধবাচার্য্যের চণ্ডীগ্রন্থে বরাহনগরের উল্লেখ আছে। কবি মাধবাচার্য্যের বচন উদ্ধৃত করিলাম।—

"ফিরাইতন বাহি যায় সাধু ধনপতি।
বরাহনগরে ডিঙ্গা হইল উপনীতি।
চিত্রপুর ঘাট সাধু বাহে সাবধানে।
তাহার মেলানে ডিঙ্গা গেল কুচিয়ানে।"

যদিও এখনকার বঙ্গবাসীগণ কলিকাতা এবং পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা 'কল্‌কত্তা' বলিয়া থাকেন, কিন্তু অক্‌বরের সময়ে এবং ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বে এই স্থানকে প্রকৃতই কলিকাতা অথবা কলকত্তা বলিত কি না, তৎপক্ষেই এখন ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে। পূর্ব্বে লিখিয়াছি বটে; আইন-ই-অক্‌বরীতে 'মহাল্ কল্‌কতা' এবং কবিকঙ্কণের মুদ্রিত চণ্ডীগ্রন্থে 'কলিকাতা' নামের উল্লেখ আছে। কিন্তু এখন আবার বিষম গোলযোগ দেখিতেছি। প্রথমতঃ এসিয়াটিক সোসাইটী হইতে আইন্-ই-অক্‌বরী নামক যে পারস্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, ঐ পুস্তকে সরকার সাতগাঁও-এর মধ্যে যেখানে 'মহাল্ কল্‌কতার' উল্লেখ আছে, তাহারই নিম্নে 'কল্‌তা,' 'কল্‌না,' 'তল্‌পা' এইরূপ পাঠান্তর দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ মুদ্রিত পুস্তকে থাকিলেও কবিকঙ্কণ রচিত চণ্ডীমঙ্গলের যে কয়েকখানি প্রাচীন পুথি দেখিলাম, তন্মধ্যেও 'কলিকাতা' নামের উল্লেখ নাই। এতদ্ব্যতীত অক্‌বরের সমসাময়িক কবি মাধবাচার্য্যের চণ্ডীগ্রন্থে ধনপতি ও শ্রীমন্তের সমুদ্র যাত্রা বর্ণনাকালে বরাহনগর, চিত্রপুর, কালীঘাট প্রভৃতি পার্শ্বস্থ স্থানের উল্লেখ থাকিলেও ঐ গ্রন্থে কলিকাতা নামের কোন উল্লেখ নাই। এমন কি, এ পর্য্যন্ত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাগজপত্র অনুসন্ধান দ্বারা যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে ১৬ই আগষ্ট ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে কল্‌কত্তা (Calcutta) নামের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বে কল্‌কত্তা বা 'কলিকাতা' এই নামটি বর্ত্তমান ছিল কিনা, তৎপক্ষেই ঘোর সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। কারণ, ওলন্দাজ ভ্যালেণ্টাইনের মানচিত্রে প্রাচীন কলিকাতা গ্রামের উভয় পার্শ্বস্থ চিট্টান্থটি (বা সুতানুটি) ও গোবর্ণপুর (বা গোবিন্দপুর) উক্ত দুইটি স্থানের উল্লেখ থাকিলেও কলিকাতার নাম পাওয়া যায় না। তাহাতে কলিকাতার নামোল্লেখ নাই বটে, কিন্তু একস্থানে ভ্যালেণ্টাইন কল্‌কলা (Calcula) নামক একটি গ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন। কর্ণেল ইউল সাহেব এই স্থানটি 'খোল খালি' বলিয়া অনুমান করেন। কোম্পানীর সময়কার একখানি অতি প্রাচীন সমুদ্রযাত্রীর মানচিত্রে 'কল্‌কলা' স্থানে কলকত্তা (Calcutta) লিখিত দেখা যায়। আবার টমাস্ কিচেন নামক একজন ভৌগোলিক কলকত্তা (Calcutta) স্থানে কল্‌কলা (Calcula) নাম ব্যবহার করিয়াছেন। যদিও ইউল্ কল্‌কলার নাম 'খোল খালি' বলিয়া অনুমান করিয়াছেন, কিন্তু আনুষঙ্গিক প্রমাণ দ্বারা বোধ হইতেছে যে, এক সময়ে এই কলি-

কাতাকে কেহ কেহ 'কল্‌কলা' নামক স্থান বলিয়াও মনে করিতেন। বাস্তবিক ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে যখন কোন কাগজপত্রে স্পষ্টতঃ কলিকাতার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে না, এবং ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দের ওলন্দাজ মানচিত্রে যখন সুতানুটি ও গোবিন্দপুরের উল্লেখ থাকিলেও কলিকাতার নাম পাওয়া যাইতেছে না, কিন্তু একস্থলে 'কল্‌কলা' নাম পাওয়া যাইতেছে। তখন অনুমান করা যায়, এই কলিকাতার একটি প্রাচীন নাম 'কল্‌কলা' ছিল।

রাজা রাধাকান্ত দেব তাঁহার শেষাবস্থায় বৃন্দাবনধামে একখানি বাঙ্গালা পদাবলি রচনা করেন, তিনি আপন মুদ্রিত পদাবলির মুখপত্রে 'কলিকাতা' স্থানে 'কিলকিলা' নাম লিখিয়াছেন। এতদ্দ্বারা বোধ হইতেছে যে, রাজা রাধাকান্ত কলিকাতার যে অপর একটি প্রাচীন নাম 'কিলকিলা' ছিল, তাহা অবশ্যই জানিতেন। রাজা প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক কবিরাম তৎকৃত দিগ্বিজয়প্রকাশে 'কিলকিলা' ভূমির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহা ইতিপূর্ব্বে যথাস্থানে বর্ণিত হইয়াছে। এই কিলকিলা ভূমিই যে আইন্-ই-অক্‌বরীর 'মহাল্ কল্‌কতা',* তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কিলকিলার অপভ্রংশে ওলন্দাজ ভৌগোলিক কর্ত্তৃক 'কল্‌কলা' শব্দ উক্ত হইয়াছে, তাহা অসম্ভব নহে। ঐ কবিরামের দিগ্বিজয়প্রকাশে একস্থানে কিলকিলা যে ভাবে বর্ণিত আছে, তাহাকে কিলকিলা ভূমির অন্তর্গত কিলকিলানামক গ্রাম বলিয়াও অনুমিত হয়। যথা—

"কিলকিলা দক্ষিণাংশে যোজনত্রয় ব্যত্যয়ে।
সহস্রধারা গঙ্গাহি জাতা চ হস্তিকোটকে ॥"

কিলকিলাবিবরণে ১৬৭ শ্লোঃ।

উক্ত কিলকিলা প্রাচীন কলিকাতা গ্রাম বলিয়া মনে হয়। সম্ভবতঃ এই কিলকিলা কলিকাতার অতি প্রাচীন নাম। এই কিলকিলা শব্দের অপভ্রংশে আইন্-ই-অক্‌বরী প্রভৃতিগ্রন্থে কল্‌কতা, কল্‌তা, কল্‌না, কল্‌কলা, কলকত্তা, কলিকাতা প্রভৃতি শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। আরব্য ও পারস্যভাষাবিদ্ মৌলবীগণও স্বীকার করেন যে, পারস্যভাষায় 'কল্‌কতা' শব্দ লিখিয়া তাহাতে যদি 'নুক্তা' না দেওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ শব্দ কল্‌তা, কল্‌না, তল্‌পা এইরূপ বিভিন্ন নামে উচ্চারিত হইতে পারে। বোধ হয়, তাই পারস্যভাষায় লিখিত ভিন্ন ভিন্ন আইন্-ই-অক্‌বরীগ্রন্থে পাঠান্তর লক্ষিত হইতেছে।

* এখানকার সহর কলিকাতা নয়। কারণ অক্‌বরের অনেক পরে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম উপনিবেশ সময়ে কলিকাতা একটি সামান্য গ্রামরূপে অভিহিত হইত।

সুতরাং কিলকিলা শব্দ ভাষান্তরে লিখিত হইয়া 'কল্‌কলা', 'কল্‌কতা', 'কলকত্তা' ও পরিশেষে কলিকাতা হইয়াছে, তাহা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

গোবিন্দপুর নামের উৎপত্তি।—কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব কালেক্টর হলওয়েল সাহেবের মতে, গোবিন্দরাম মিত্রের নামানুসারে গোবিন্দপুর হইয়াছে। আবার বড় বাজারের শেঠ বসাকেরা বলিয়া থাকেন, পূর্ব্বে এই স্থানে তাঁহাদের ইষ্টদেব গোবিন্দজীর মন্দির ছিল, তাহা হইতে এই স্থানের নাম গোবিন্দপুর হইয়াছে। এই দুইটি মতই বিশেষ যুক্তিসঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। প্রথমতঃ গোবিন্দরাম মিত্রের অনেক পূর্ব্ব হইতে গোবিন্দপুর নাম পাওয়া যায়; দ্বিতীয়তঃ যদি গোবিন্দজীর নাম হইতে গোবিন্দপুর নাম হইত, তাহা হইলে যে সকল প্রাচীনগ্রন্থে গোবিন্দপুরের উল্লেখ আছে, তাহাতে গোবিন্দজীর নামও থাকা সম্ভবপর। যাহা হউক, কবিরাম বিরচিত দিগ্বিজয়প্রকাশ নামক গ্রন্থে, গোবিন্দপুরের নামকরণ সম্বন্ধে আমরা এইরূপ বিবরণ পাইয়াছি, নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—

"ইদানীং নৃপশার্দ্দূল চরভূমৌ কথা শৃণু।
কালীদেব্যাঃ সন্নিধৌ চ গঙ্গায়াং প্রাচ্যকে তটে ॥ ১০৫২
গোবিন্দদত্তো রাজা চ কলিবেদাঙ্কসহস্রগে।
সিন্ধুসঙ্গমতীর্থযাত্রাকরণার্থং সমাগতঃ ॥ ১০৫৩
গোবিন্দদত্তভূপালং তীর্থাৎ প্রত্যাগতং শুভম্।
কালীদেবী স্বপ্নচ্ছলে নৌকায়ামুবাচ হ ॥ ১০৫৪
অকর্ষণীপুরীং রাজন্ আগচ্ছ হি মমান্তিকঃ।
বাদর-রসা-পৃথিব্যাঞ্চ ছেদয়িত্বা তৃণাদিকম্ ॥ ১০৫৫
পুরঃ.........মহতীং মৎসকাশতঃ।
প্রাপ্স্যসি শৃণু ভূপাল তে কল্যাণং ন চেদপি ॥ ১০৫৬
কালীদেব্যা বচো জ্ঞাত্বা গঙ্গায়াশ্চ তটান্তরে।
বসতিং ভূয়সীং তত্র চকার হি মুদান্বিতঃ ॥ ১০৫৭
পারীন্দ্রগ্রামাৎ সর্ব্বাণি দ্রবিণানি মহীপতিঃ।
আনয়িত্বা চ বসতিং কৃতবান্ সুরসরিত্তটে ॥ ১০৫৮
লাঙ্গুলী ত্রিস্কন্ধযুতঃ দেব্যাঃ পৃষ্ঠে চ বর্ত্ততে।
যদাদেশেন তন্মূলে.........॥ ১০৫৯
প্রাপ্তা তেনৈব ভূপেন মৃত্তিকাভ্যন্তরে নিশি।
কাঞ্চনকর্পূরিতাশ্চালভ্যা দেবাসুরৈরপি ॥ ১০৬০
ভূরীণি দ্রবিণান্যেব প্রাপ্য গোবিন্দভূপতিঃ।
চতুঃষষ্টিসংখ্যকৈশ্চ বলিভিঃ পূজনং কৃতম্ ॥ ১০৬১
গোত্রবৃদ্ধ্যা বিত্তবৃদ্ধ্যা তেজোবৃদ্ধ্যা হি ভূমিপ।
বভূব গোবিন্দদত্তো বর্দ্ধিষ্ণুপ্রবরো মহান্ ॥ ১০৬২

ভাগীরথীপূর্ব্বতটে পুরীবর্দ্ধনহেতবে।
বাস্তুযাগং দ্বিজান্ নীত্বা চকার বাসহেতবে॥" ১০৬৩

"হে নৃপতিশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে চরভূমির কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। গঙ্গার পূর্ব্বপারে কালীদেবীর সন্নিকটে চারি সহস্র কল্যব্দে গোবিন্দদত্ত নামক একজন রাজা গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রা উদ্দেশে আগমন করেন। যখন তিনি তীর্থকার্য্য সম্পন্ন করিয়া ফিরিয়া আইসেন, সেই সময়ে কালীদেবী নৌকামধ্যেই তাঁহাকে এইরূপ স্বপ্নাদেশ করেন; 'রাজন্! তুমি আমার আজ্ঞায় অকর্ষণপুরীতে * আগমন কর। আমার নিকটবর্ত্তী বাদরবনা (?) ভূমিতে তৃণগুল্মাদি পরিষ্কার করিয়া একটি মহাগ্রাম সংস্থাপন কর। আমার আজ্ঞা প্রতিপালন না করিলে তোমার অমঙ্গল হইবে।' রাজা দেবীর আদেশ অবগত হইয়া পারীন্দ্রগ্রাম (?) হইতে নানাবিধ ধনরত্ন আনয়ন করিয়া সুরধুনীতটে বসতি করিলেন। গোবিন্দদত্ত স্বপ্নকালে দেবীর পৃষ্ঠদেশে যে একখানি স্কন্ধদ্বয় যুক্ত লাঙ্গল দেখিয়াছিলেন, পরে দেবীর আদেশে ঐ লাঙ্গল দ্বারা তথাকার ভূমি খনন করিয়া প্রভূত অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ অর্থ প্রাপ্তিতে আনন্দিত হইয়া গোবিন্দদত্ত চতুঃষষ্টি বলি দ্বারা দেবীর পূজা করেন। ধন ধান্য, বংশ ও বলের বৃদ্ধিপ্রযুক্ত তিনি কালক্রমে ঐ স্থানের বর্দ্ধিষ্ঠ লোক হইয়াছিলেন। এইরূপ অচিন্তিত ঐশ্বর্য্যলাভে তিনি পুরীর শ্রীবৃদ্ধি এবং ঐ স্থানে বাসের নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ দ্বারা বাস্তুযাগ করাইয়াছিলেন।"

কবিরামের উক্ত বর্ণনা দ্বারা জানা যাইতেছে যে, রাজা গোবিন্দদত্তের নামানুসারে এই স্থানের নাম 'গোবিন্দপুর' হইয়া থাকিবে।

সুতানুটি সম্বন্ধে দুই একটি কথা।—ইতিপূর্ব্বে সুতানুটি সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হইয়াছে। এখানে ইংরাজ আগমনের পূর্ব্ব হইতে তন্তুবায়েরা সুতার নুটি (বা লুটি) প্রস্তুত করিয়া (বর্ত্তমান হাটখোলার নিকট) তখনকার সুতানুটির হাটে বিক্রয় করিত, ঐ হাটকে সুতানুটির হাট বলিত। এই হাটের সম্মুখে একটি ঘাট ছিল, তাহাই সুতানুটির ঘাট। এইখানে ইংরাজবণিকেরা নামিয়া তন্তুবায়দিগের নিকট হইতে সুতা (বা সুতার নুটি) ক্রয় করিত। সেই হাটের পার্শ্বে একটি বিস্তীর্ণ বাজার বসিত। বোধ হয় য়ুরোপীয় বণিকেরা 'সুতানুটি-হাটের' নামানুসারে ইহার নিকটবর্ত্তী সমুদায় স্থানের সুতানুটি নাম প্রদান করেন। কারণ ইংরাজ অথবা অপরাপর য়ুরোপীয়গণের আগমনের পূর্ব্বেকার কোন দেশীয় চিঠায় 'সুতানুটি' নাম পাওয়া যায় না। ইংরাজদিগের অধিকার-কাল হইতে ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই স্থান ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দখলে ছিল, তৎপরে ঐ বৎসরে ১৬ই জানুয়ারী তারিখে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নওয়াপাড়া মৌজার পরিবর্ত্তে মহারাজ নবকৃষ্ণকে সুতানুটি প্রদান করেন। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নবকৃষ্ণকে যে সনন্দ পত্র দেন, তাহাতে এই কয়েকটি স্থানের উল্লেখ আছে—

১ মহল সুতানুটি (২৩১৭ বিঘা)। ২ হাট সুতানুটি। ৩ বাজার সুতানুটি। ৪ সুবাবাজার। ৫ চার্লসবাজার। ৬ বাগবাজার (১০০ বিঘা)। ৭ হোগলকুঁড়িয়া (২৯৭) বিঘা। ঐ কয়টি স্থানের জন্য নবকৃষ্ণকে প্রতি বর্ষে ১২৩৭৮/১০ মাল খাজনা দিতে হইত। * এখনও শোভাবাজারের রাজবংশীয়গণ ঐ সকল স্থানের তালুকদারী-সত্ব ভোগ করিতেছেন।

বিদ্যালয়।—কলিকাতায় ৪টি গবর্ণমেণ্টের কলেজ, ৫টি মিসনরী কলেজ এবং দেশীয়লোকের যত্নে স্থাপিত ৩টি কলেজ আছে। ডাক্তারি শিক্ষার জন্য মেডিকেল কলেজ ও ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল, শিল্পশিক্ষার জন্য আর্টস্কুল বা শিল্প বিদ্যালয় (Government School of Art) এ ছাড়া ২৯১টি অপর বিদ্যালয় আছে। ইহার মধ্যে ১৪৯টি বিদ্যালয় বালকদিগের জন্য এবং ১৪২টি বালিকাদিগের জন্য। উহার ভিতর আবার বালকদিগের জন্য ৮২টি ইংরাজী, এবং ৭২টি বাঙ্গালা বিদ্যালয়, বালিকাদিগের জন্য ১২০টি বাঙ্গালা বিদ্যালয় এবং পুরুষ ও স্ত্রীলোকদিগকে শিক্ষকতা শিক্ষা দিবার জন্য ৩টি নর্ম্মাল বিদ্যালয় আছে।

হাঁসপাতাল।—কলিকাতার মধ্যে ৬টি হাঁসপাতাল আছে—মেডিকেলকলেজ হাঁসপাতাল, মেও হাঁসপাতাল, ক্যাম্প্ বেল হাঁসপাতাল, স্থানীয় পুলিশ হাঁসপাতাল এবং স্ত্রীলোকদিগের জন্য ইডেন হাঁসপাতাল।

ধর্ম্মসমাজ—কলিকাতায় নানাজাতির বাস থাকায় অনেকগুলি ধর্ম্মসমাজ আছে। তন্মধ্যে হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টানদিগের ধর্ম্মসমাজগুলি ইতিপূর্ব্বে মধ্যে মধ্যে উল্লিখিত হইয়াছে। তদ্ব্যতীত এই কলিকাতার মধ্যে ৫৬টি হরিসভা এবং ৩টি ব্রাহ্মসমাজ আছে।

* অকর্ষণপুরী—যে ভূমি কর্ষিত হয় নাই।

* কলিকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানুটি ইহাদিগের প্রাচীন ভৌগোলিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও বাণিজ্যঘটিত অনেক কথা জানিবার যে উপায় আছে, তাহা অবলম্বনের বিশেষ চেষ্টা কর্ত্তব্য। সদরবোর্ডে, কলিকাতা বা ২৪ পঃ কালেক্টারীতে, মান্দ্রাজের পুরাতন সেরেস্তায়, বিলাতের ইণ্ডিয়া হাউস লাইব্রেরী ও ব্রিটিস্ মিউজিয়মে যে অনেক পুরাতন কাগজ আছে, তাহা অনুসন্ধান করিলে অনেক ঐতিহাসিক সত্য প্রকাশিত হইতে পারে।

জল।—অপর স্থানের ন্যায় এখানে পুষ্করিণীর জল কাহাকেও খাইতে হয় না। মিউনিসিপালিটির যত্নে এখানে কলের জল সর্ব্বত্র আদৃত হইয়া থাকে। এই জল পলতা নামক স্থান হইতে আনীত হয় এবং জলের কলের আপিসে শোধিত হইয়া নলদ্বারা কলিকাতার চারিদিকে সঞ্চালিত হয়। এখন প্রায় কলিকাতার সকল বাটীতেই অন্ততঃ একটি করিয়া জলের কল আছে এবং সাধারণের সুবিধা জন্য প্রতিরাস্তার মোড়ে একটি করিয়া বড় জলের কল ও মধ্যে মধ্যে স্নানাগার নির্ম্মিত হইয়াছে।

এখানকার অনেক হিন্দুবিধবারা কলের জল অপবিত্র ভাবিয়া পান করেন না, তাঁহারা ভাগীরথীর জল আনাইয়া ব্যবহার করেন।

গ্যাস।—সন্ধ্যার পরই কলিকাতার বড় রাস্তা হইতে সামান্য গলিঘুঁজি সর্ব্বত্রই গ্যাসালোকে আলোকিত হয়, এজন্য দিনের মত রাত্রিকালে পথে চলিতে কিছুমাত্র কষ্ট পাইতে হয় না।

ড্রেন।—কিছুদিন পূর্ব্বে কলিকাতার সকল রাস্তার পার্শ্বে-ই নর্দ্দমা দেখা যাইত, কিন্তু এখন আর নাই। প্রায় সকল রাস্তার মৃত্তিকার ভিতর দিয়া ড্রেন গিয়াছে, সকল বাটীর এবং সকল রাস্তার ময়লা ঐ ড্রেনের ভিতর দিয়া ধাবারবিলে গিয়া পড়ে, এজন্য কলিকাতাবাসীকে আর নর্দ্দমার ময়লার দুর্গন্ধ ভোগ করিতে হয় না।

পুলিস।—কলিকাতার পুলিস কমিসনরের অধীন। কমিসনরের একজন সহকারী আছেন। তাঁহাদের নীচে ৪ জন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট, ২১৯ জন য়ুরোপীয় কর্ম্মচারী, ১২২৭ জন কনষ্টেবল্ এবং ৬ জন অশ্বারোহী কনষ্টেবল্। এ ছাড়া বিস্তর পাহারাওয়ালা আছে। প্রতিবর্ষে পুলিসের খরচ ৪২৩৮৯০৲।

উপরোক্ত জল, গ্যাস, ড্রেন ও পুলিসের জন্য (গবর্ণমেণ্টকর ব্যতীত) কলিকাতাবাসিগণ মিউনিসিপালিটিকে স্বতন্ত্র কর দিতে বাধ্য।

কলিকাতা বন্দর—ভাগীরথীর ধারে ৫ ক্রোশ বিস্তৃত। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ হইতে পোর্ট কমিসনরগণের তত্বাবধানে আছে। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ভাগীরথীর উপর কলিকাতা হইতে হাবড়া পর্য্যন্ত এক সেতু আরম্ভ হয় এবং ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ঐ সেতু সম্পূর্ণ নির্ম্মিত হয়। উক্ত সেতু প্রস্তুত করিতে ২২০০০০০৲ খরচ হয়, সেই সময় হইতে উক্ত পোর্ট কমিসনরগণ ঐ সেতুর তত্বাবধান করায় তাঁহারা 'ব্রিজ কমিসনর' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। পোর্ট কমিসনরগণের প্রধান কার্য্য ভাগীরথীর তীরে জাহাজ, নৌকা এবং তাহার মাল রাখিবার জন্য জেটী ও গুদাম প্রস্তুত রাখা, নদীর উপর আলো রাখা, যাহাতে জাহাজ নৌকাদিতে কোনরূপ অনিষ্ট না হয়, তৎপক্ষে বিশেষ সতর্ক থাকা। [মাতলা, পোর্টক্যানিং দেখ।]

বাণিজ্য।—কলিকাতায় যেমন নানাদেশীয় লোকের বাস, সেইরূপ নানাদেশের সহিত ইহার বাণিজ্য। এখানে প্রতিবর্ষে কোটি কোটি টাকার বাণিজ্য হইয়া থাকে। [বাণিজ্য শব্দে বিস্তারিত বিবরণ দেখ।]

লোকসংখ্যা।—১৮৯১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মিউনিসিপালিটির এলাকাধীন স্থানের লোকসংখ্যা মোট ২৬,৮১৫,৫৯। তন্মধ্যে সাবেক মিউনিসিপালিটির অধীনস্থ স্থানে পুরুষ ২,৮৭,০৩৪, স্ত্রীলোক ১,৪৯,৩৫৯। বর্দ্ধিত স্থানে পুরুষ ১,২৮,০৯৭, স্ত্রীলোক ৮৫,০০১। কেল্লায় পুরুষ ৭১১৯, স্ত্রী ৩৪৯। বন্দরে পুরুষ ২৬,৫১৫, স্ত্রী ৭৩। খালে পুরুষ ২,০৭২; স্ত্রী ৩০।

গত ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের গণনা অনুসারে, কলিকাতা নগর, বন্দর ও সহরতলীর লোকসংখ্যা ৪২৮৬৯২; তন্মধ্যে শতকরা ৬২ জন হিন্দু, ৩২.২ জন মুসলমান এবং ৪.৪ জন খৃষ্টান। এবং মোট ব্রাহ্ম ৪৮৮, বৌদ্ধ ১৭০৫, জৈন ১৪৩, য়িহুদী ৯৮৬, পার্শী ১৪২, শিখ ২৮.৪ এবং অপরজাতি মোট ৭২৭।

হিন্দুগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ ৫২,২৪১; কায়স্থ ৫২,৩৫১; কৈবর্ত্ত ৩৪,২৬২; চামার ২১৫০১; সুবর্ণবণিক ও স্বর্ণকার ১৭,৫৩৫; তন্তুবায় ১৬৪৫৮; বৈষ্ণব ১৫,৭৬৫; বাগ্‌দি ১৩,৪০৩; গোয়ালা ১২,২৭৪; সদ্গোপ ১১,৫৪৩; কাহার ১১,০৪১; তেলি ১০৭৬৯, মেস্তর ১০,৬৩৬।

রাজা নবকৃষ্ণের সময়ে কেবল সুতানুটিতে ২৯৯৫ ঘর লোকের বাস ছিল, তন্মধ্যে ব্রাহ্মণ ৩৪৮ ঘর, কায়স্থ ৪৭২ ঘর, তাঁতি ২৪৬ ঘর, মুসলমান ২১৬ ঘর, তেলি ৮৫ ঘর, কলু ৪৬ ঘর, চাষাধোবা ৭৬ ঘর, এ ছাড়া অপরাপরজাতি বাস করিত বটে, কিন্তু তাহার সংখ্যা অতি অল্প।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দে মিউনিসিপালিটির শাসনবিবরণী অনুসারে কলিকাতায় ২৫,৯৪৯ পাকা এবং ৪৭,২৭৭ কাঁচা বাড়ী আছে।

কলিকাপূর্ব্ব (ক্লী) কলিকয়া অংশেন জন্যং অপূর্ব্বং। চরমা পূর্ব্বের জনক অপূর্ব্ব। যেমন, দর্শ ও পৌর্ণমাস যাগের অঙ্গ আগ্নেয়াদিযাগ জন্য অপূর্ব্ব। ("অঙ্গ প্রধানাস্ততর বহুকর্ম্মসাধ্য সর্গাদি ফলজনকাপূর্ব্বোৎপত্তৌ তত্তৎ প্রত্যেক কর্ম্মজন্মদৃষ্টম্॥" স্মৃতি)

কলিকার (পুং) কলিং কলহং করোতি, কলি-কৃ-অণ্। ১ ধুম্যাট পক্ষী, ফিঙ্গে। ২ পীত মস্তক পক্ষী। ৩ (কলিং স্বকণ্টকৈরনিষ্টং করোতি) পূতিকরঞ্জ।

(কলিকারস্তু ধুম্যাটে করঞ্জে পীতমস্তকে। মেদিনী।)

কলিকারক (পুং) কলিং স্বকণ্টকৈরনিষ্টং করোতি, কলি-কৃ-নিচ্-ণ্বুল্। ১ পূতিকরঞ্জ, কাঁটাকরঞ্জ। ২ (কলিং কলহং কারয়তি) নারদ ঋষি। (নারদস্তু দেবব্রহ্মা পিশুনঃ কলিকারকঃ। হেম ৩।৫১৩।) ৩ (ত্রি) কলহকারক।

কলিকারী (স্ত্রী) কলিং গর্ভপাতাদ্যনিষ্টং করোতি, কলি-কৃ-অণ্-ঙীষ্। বিষলাঙ্গলিয়া। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—লাঙ্গলী, হলিনী, গর্ভপাতনী, দীপ্তা, বিশল্যা, অগ্নিমুখী, নক্তা, ইন্দ্রপুষ্পিকা, বিদ্যুজ্জ্বালা, অগ্নিজিহ্বা, ব্রণহৃৎ, পুষ্পসৌরভা, স্বর্ণপুষ্পা ও বহ্নিশিখা। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ,—কটু, উষ্ণ, কফ ও বায়ুনাশক, গর্ভস্থ শল্য অর্থাৎ মৃত গর্ভ নিষ্ক্রামক এবং সারক।

কলিকাল (পুং) কলিরেব কালঃ। কলিযুগ [কলি দেখ]

কলিঙ্গ (ক্লী) কলি-গম-ড, নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ ইন্দ্রযব। (পুং) ২ পূতিকরঞ্জ। ৩ (কে মস্তকে লিঙ্গং চিহ্নমস্য) ধূম্যাট, ফিঙ্গেপাখী। ৪ কুটজগাছ। ৫ শিরীষগাছ। ৬ অশ্বত্থগাছ। ৭ জল পদার্থ। ৮ একজন অতি প্রাচীন রাজা। দীর্ঘতমার ঔরসে বলিপত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে ইহার জন্ম। ৯ ভারতবর্ষের এক প্রাচীন জনপদ। এই জনপদ কোথায় ?

মহাভারতে লিখিত আছে* "রাজা যুধিষ্ঠির গঙ্গাসাগর-সঙ্গমে উপস্থিত হইয়া পঞ্চ শত নদী মধ্যে স্নান করিলেন। তৎপরে ভ্রাতৃগণ সহ সমুদ্রতীর দিয়া কলিঙ্গ-দেশে উত্তীর্ণ হইলেন। তখন লোমশ কহিলেন, মহারাজ! এই সমস্ত প্রদেশকেই লোকে কলিঙ্গ বলিয়া থাকে। এই স্থানে স্রোতস্বতী বৈতরণী প্রবাহিত হইতেছে; এই স্থানে ভগবান্ ধর্ম্ম দেবগণের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। এই স্থানে ভগবান্ রুদ্র যজ্ঞকালে পশু গ্রহণপূর্ব্বক ইহা 'আমারই অংশ' বলিয়া নির্দ্দেশ করিলে দেবগণ রুদ্রকে কহিলেন, হে ভগবন্! পরস্ব গ্রহণ করা নিতান্ত অন্যায়, আপনি ধর্ম্মসাধন যজ্ঞভাগ সমস্ত আত্মসাৎ করিবেন না। এই বলিয়া সকলে তাঁহার স্তুতি করিতে লাগিলেন। যাগ দ্বারা তাঁহার সম্মান-বর্দ্ধন করিলে রুদ্র পশু পরিত্যাগ করিয়া দেবযানে আরোহণপূর্ব্বক স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। এ বিষয়ে এক কিংবদন্তি আছে যে, দেবগণ রুদ্রভয়ে ভীত হইয়া সর্ব্বোৎকৃষ্ট রসপূর্ণ একভাগ তাঁহাকে প্রদান করিয়াছিলেন। হে যুধিষ্ঠির! এই গাথা কীর্ত্তনপূর্ব্বক এই স্থানে স্নান করিলে স্বর্গপথ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। অনন্তর পাণ্ডবেরা দ্রৌপদীর সহিত বৈতরণীতে নামিয়া পিতৃগণের তর্পণ করিলেন। পরে রাজা যুধিষ্ঠির কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া সাগরের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং লোমশের আদেশ প্রতিপালনপূর্ব্বক মহেন্দ্র-পর্ব্বতে নিশাযাপন করিলেন।"

রঘুবংশে কালিদাস লিখিয়াছেন,—

"স তীর্ত্বা কপিশাং সৈন্যৈর্বদ্ধদ্বিরদসেতুভিঃ।
উৎকলাদর্শিতপথঃ কলিঙ্গাভিমুখো যযৌ॥"

রঘু, হস্তী দ্বারা সেতু প্রস্তুত করিয়া, কপিশা নদী উত্তীর্ণ হইলেন এবং উৎকল-দেশবাসী রাজাদিগের সাহায্যে পথ অবগত হইয়া কলিঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শক্তি-সঙ্গম তন্ত্রের মতে,—

"জগন্নাথাৎ পূর্ব্বভাগাৎ কৃষ্ণাতীরান্তগং শিবে।
কলিঙ্গ-দেশঃ সংপ্রোক্তো বামমার্গপরায়ণঃ॥
কলিঙ্গ-দেশমারভ্য পঞ্চাষ্টযোজনং শিবে।
দক্ষিণস্যাং মহেশানি! কালিঙ্গঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥"

জগন্নাথের পূর্ব্বভাগ হইতে কৃষ্ণানদীর তীর পর্য্যন্ত কলিঙ্গদেশ, এই স্থানের লোকেরা বামাচারমতাবলম্বী। আবার কলিঙ্গ-দেশ হইতে দক্ষিণে ৫৮ যোজন পর্য্যন্ত কালিঙ্গ নামে কথিত হইয়া থাকে।

* "স সাগরং সমাসাদ্য গঙ্গায়াঃ সঙ্গমে নৃপ!
নদীশতানাং পঞ্চানাং মধ্যে চক্রে সমাপ্লবম্॥
ততঃ সমুদ্রতীরেণ জগাম বসুধাধিপঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বীরঃ কলিঙ্গান্ প্রতি ভারত!
লোমশ উবাচ।
এতে কলিঙ্গাঃ কৌন্তেয় যত্র বৈতরণী নদী।
যত্রাঽযজত ধর্ম্মোঽপি দেবাঞ্ছরণমেত্য বৈ।
ঋষিভিঃ সমুপাযুক্তং যজ্ঞিয়ং গিরিশোভিতম্।
উত্তরং তীরমেতদ্ধি সততং দ্বিজসেবিতম্॥
সমানং দেবযানেন পথা স্বর্গমুপেয়ুষঃ।
অত্র বৈ ঋষয়োঽন্যে চ পুরা ক্রতুভিরীজিরে॥
অত্রৈব রুদ্রো রাজেন্দ্র! পশুমাদত্তবান্ মখে।
পশুমাদায় রাজেন্দ্র! ভাগোঽয়মিতি চাব্রবীৎ॥
হৃতে পশৌ তদা দেবাস্তমূচুর্ভরতর্ষভ!
মা পরস্বমভিদ্রোগ্ধা মা ধর্ম্মান্ সকলান্ বশীঃ॥
ততঃ কল্যাণরূপাভির্বাগ্ভিস্তে রুদ্রমস্তুবন্।
ইষ্ট্যা চৈনং তর্পয়িত্বা মানয়াঞ্চক্রিরে তদা।
ততঃ স পশুমুৎসৃজ্য দেবযানেন জগ্মিবান্।
তত্রানুবংশো রুদ্রস্য তন্নিবোধ যুধিষ্ঠির!
অযাতযামং সর্ব্বেভ্যো ভাগেভ্যো ভাগমুত্তমম্।
দেবাঃ সঙ্কল্পয়ামাসুর্ভয়াদ্রুদ্রস্য শাশ্বতম্॥
ততো বৈতরণীং সর্ব্বে পাণ্ডবা দ্রৌপদী তথা।
অবতীর্য্য মহাভাগাস্তর্পয়াঞ্চক্রিরে পিতৄন্॥...
ততঃ কৃতস্বস্ত্যয়নো মহাত্মা যুধিষ্ঠিরঃ সাগরমভ্যগচ্ছৎ।
কৃত্বা চ তৎ শাসনমস্য সর্ব্বং মহেন্দ্রমাসাদ্য নিশামুবাস॥"
মহাভারত, বনপর্ব্ব, ১১৪ অঃ।

কবিরামকৃত দিগ্বিজয়প্রকাশে লিখিত আছে—

"ঔড্রদেশাদুত্তরে চ কলিঙ্গো বিশ্রুতো ভুবি।

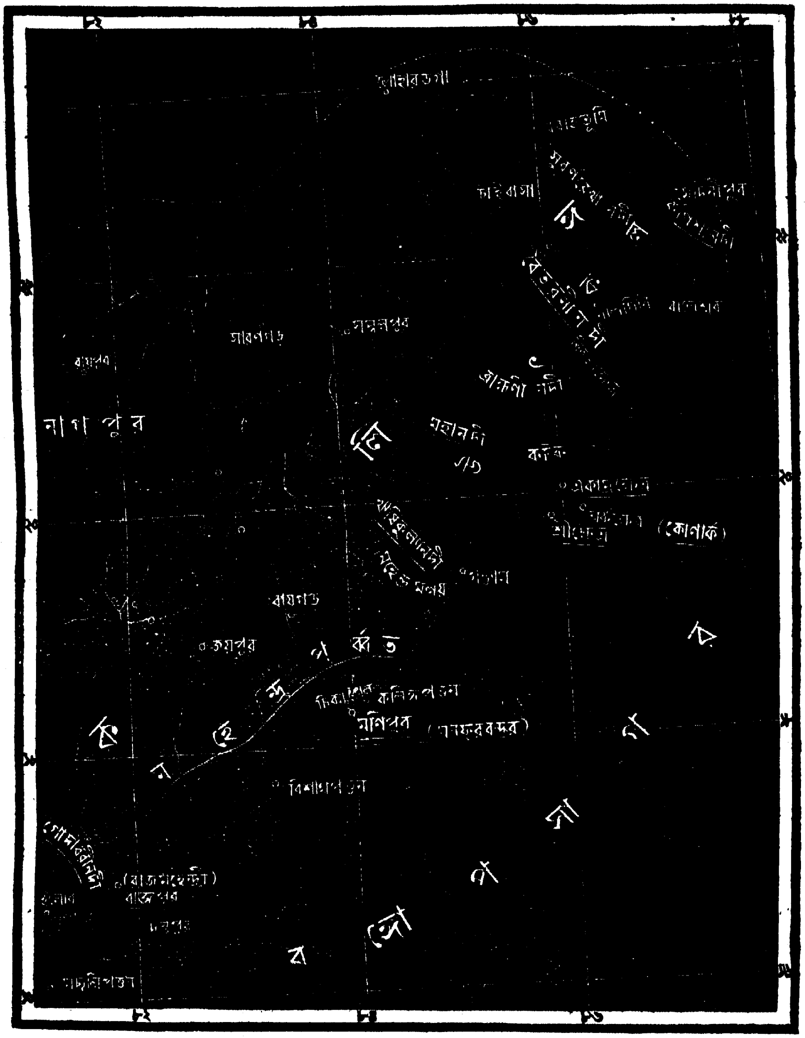
তদ্রাজ্যং ভীমকেশস্য সর্ব্বলোকেষু বিশ্রুতম্ ॥" ১৮১ ॥

ঔড্রদেশের উত্তরে প্রসিদ্ধ কলিঙ্গদেশ, সেই স্থানে লোকপ্রসিদ্ধ ভীমকেশের রাজত্ব।

এইত গেল আমাদের দেশীয় প্রাচীন মত। এখন দেখা যাউক, প্রাচীন গ্রীক্ ও রোমক ঐতিহাসিকগণ কলিঙ্গ-সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন। প্লিনি তিনটি কলিঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন, ১ কলিঙ্গী, ২ মোদোগলিঙ্গম্, ৩ মক্কোকলিঙ্গী। ইহার মধ্যে কলিঙ্গী, মণ্ডি ও মল্লির নিম্ন ভাগে এবং মালেয়াস্ পর্ব্বতের নিকট। (Pliny, *Hist. Nat.* VI. 21)

এখানে সকলেই জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, মণ্ডি ও মল্লিরা কে ? এবং মালেয়াস্ পর্ব্বতই বা কোথায় ?

মণ্ডি জাতি এখন মুণ্ডা নামে বিখ্যাত;—এই জাতি



প্রাচীন কলিঙ্গ রাজ্যের মানচিত্র।

এখনও ছোটনাগপুরের দক্ষিণ-অংশে বাস করে। (Campbell's Ethnology of India, pp.150-1) এই জাতির অনতিদূরে উড়িষ্যার পার্ব্বত্যপ্রদেশে কন্ধ নামক অসভ্য জাতির বাস। (Imperial Gazetteer of India, Vol. VII. p. 506 দেখ।) এই অসভ্য জাতিই প্লিনি-বর্ণিত মল্লি বলিয়া সহজে স্বীকার করা যায়। কন্ধ জাতিরাও আপনাদিগকে মল্লাক্স বা মাল বলিয়া কখন কখন পরিচয় দেয়।

মালেয়াস্ পর্ব্বত আমাদের পুরাণোক্ত 'মাল্যবান্'।

প্লিনি আর এক স্থানে বলিয়াছেন, এই মালেয়াস্ পর্ব্বতে মোনেদে ও শয়রী জাতি বাস করে। অতি পূর্ব্বকাল হইতে উড়িষ্যার পার্ব্বতীয় প্রদেশে শবর জাতির বাস ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। স্কন্দপুরাণের উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে, নীলাচলের নিকটেই শবরাগার ছিল, সেইখানে শঙ্খ-চক্র-গদাধর বিষ্ণুমূর্ত্তি বিরাজ করিতেন। যথা—

"নীলাচলং শিখরস্থং খং পশ্যতাং পাপনাশনম্।
অত্যদ্ভুতং নিবসতি সাক্ষাত্তত্রভূতো হরেঃ॥
উপত্যকায়ামারূঢ়ঃ সমন্তান্মার্গয়ন্ দ্বিজঃ।...
দদর্শ শবরাগারৈর্বেষ্টিতং পরিতো দ্বিজাঃ।
ক্ষেত্রস্থ দীপস্থানং যৎ খ্যাতং শবরদীপকম্॥
দদর্শ বিষ্ণুভক্তাংস্তান্ শঙ্খ-চক্র-গদাধরান্।...
ততো বিশ্বাবসুর্নাম শবরঃ পলিতাঙ্গকঃ॥" ইত্যাদি।

অতএব প্লিনি-বর্ণিত 'শয়রী' জাতি পুরাণকথিত শবর ভিন্ন আর কিছুই নয়। এক্ষণে উড়িষ্যার অন্তর্গত পাললহরা রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী একটি উচ্চ গিরিশৃঙ্গকে মালয় বা 'মাল্যগিরি' বলে। সম্ভবতঃ পূর্ব্বকালে এই রাজ্যের সমস্ত গিরিমালাকেই 'মাল্যগিরি' বলিত। এই গিরিমালাই 'মালেয়াস্' নামে প্লিনি কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, ইহাকে পুরাণোক্ত 'মাল্যবান্' পর্ব্বত বলিয়া স্বীকার করিলে কোন দোষ পড়ে না। যাহা হউক, বিলক্ষণ বোধ হইতেছে যে, প্লিনি উড়িষ্যার পশ্চিমাংশকে কলিঙ্গ বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন।

২য়, মোদোগলিঙ্গম্। আমাদের প্রত্নতত্ত্ববিদ্ রাজেন্দ্রলাল ইহাকে 'মধ্যকলিঙ্গ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবার বিখ্যাত ফরাসী পণ্ডিত সেণ্ট মার্টিন এই স্থান সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"মনুতে মদ নামক এক প্রকার অসভ্য জাতির নাম পাওয়া যায়, ইহারা আন্ধ্র জাতির সহিত একত্র বর্ণিত হইয়াছে। * প্লিনি এই জাতিকে গঙ্গার এক বৃহদ্দ্বীপবাসী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। গলিঙ্গ সম্ভবতঃ কলিঙ্গ শব্দের রূপান্তর মাত্র। গঙ্গার 'ব'দ্বীপে ঐ জাতির বাস থাকায় উহাকে মদগলিঙ্গ বলিত।"

আমাদের মতে, উক্ত উভয় মতই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। আমরা তেলগু-ভাষায় মোদোগলিঙ্গ শব্দ দেখিতে পাই। তৈলঙ্গীদিগের উচ্চারণ অনুসারে এই শব্দ "মুদুগলিঙ্গ" হইয়া থাকে। তেলগুভাষায় মুদু শব্দের অর্থ তিন। সুতরাং 'মোদোগলিঙ্গ' বা 'মুদুকলিঙ্গে'র সংস্কৃত নাম ত্রিকলিঙ্গ বলিয়া

* মনুসংহিতায় ইহারা বৈদেহিক জাতিসমুৎপন্ন মেদ ও অন্ধ্র নামে অভিহিত হইয়াছে। (মনু ১০। ৩৬) মদ নয়।

গ্রহণ করিলেই যুক্তিসঙ্গত হয়। (Caldwell's Dravidian Grammar, Intro. p. 32. দেখ।)

ত্রিকলিঙ্গ * নামক জনপদের নাম দক্ষিণদেশের ৫ম, ৯ম, ও ১০ম শতাব্দীর শিলালিপি ও তাম্রশাসনে দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই জনপদ পূর্ব্বকালে কলিঙ্গ রাজ্যেরই অন্তর্গত ছিল। টলেমি ত্রিগ্লিপ্টন বা ত্রিলিঙ্গন্ নামে এই জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন। (Ptolemy's Geog. Bk. vii. ch. 23) দক্ষিণাপথের তামিল শিলালিপিতে ইহা 'তেলিঙ্গ' নামে কলিঙ্গদেশের সহিত উক্ত হইয়াছে। (Archæological Survey of Southern India, Vol. IV. p. 61.) স্কন্দপুরাণের কুমারিকা খণ্ডে 'ত্রিলঙ্গ' নামক জনপদের উল্লেখ আছে। যথা,—

"নয়েন্দুর্নামদেশে চ লক্ষমেকঞ্চ পাদকম্।
ত্রিলঙ্গদেশে চ তথা লক্ষঃ প্রোক্তঃ সপাদকঃ॥"
কুমারিকাখণ্ড ৩৭ অঃ।

শক্তিসঙ্গমতন্ত্রে ইহাই 'তৈলঙ্গ' নামে বর্ণিত হইয়াছে।

"শ্রীশৈলন্তু সমারভ্য চোলেশান্ মধ্যভাগতঃ।
তৈলঙ্গদেশো দেবেশি! ধ্যানাধ্যয়নতৎপরঃ॥"

শ্রীশৈল হইতে আরম্ভ করিয়া চোলরাজ্যের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত তৈলঙ্গ দেশ। হে দেবেশি! এই স্থানের লোকেরা ধ্যান ও বেদাধ্যয়ন-তৎপর।

ত্রিকলিঙ্গ বা তৈলঙ্গের বর্ত্তমান নাম তেলিঙ্গ বা তেলিঙ্গন। এই জনপদ মান্দ্রাজের উত্তর পলিকট নামক স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া উত্তরে গঞ্জাম পর্য্যন্ত এবং পশ্চিমে ত্রিপতি, বেল্লারি, কর্ণুল, বিদর ও চন্দা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই স্থানে তৈলঙ্গ বা তেলগুভাষী হিন্দুজাতির বাস।

৩য়, মকোকলিঙ্গী। ইহা সংস্কৃত মঘকলিঙ্গের রূপান্তর। প্রাচীন হিন্দুগণ বর্ত্তমান আরাকান প্রদেশকে মঘদ্বীপ এবং তাহার অধিবাসীদিগকে মঘ বলিয়া জানিতেন। কেহ কেহ এই মঘদ্বীপবাসীকেই প্লিনি-কথিত মকোকলিঙ্গী বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে চীন-পরিব্রাজক হিউএন সিয়ং কলিঙ্গদেশে আগমন করেন। তিনি লিখিয়াছেন "কোঙ্-উ-তো' হইতে একশত ক্রোশের অধিক (১৪০০ বা ১৫০০ লি)

* কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে, ত্রিকলিঙ্গ বলিলে তিনটি কলিঙ্গ বুঝায়। যথা কলিঙ্গ, মধ্যকলিঙ্গ ও উৎকলিঙ্গ। উৎকলিঙ্গ হইতেই অপভ্রংশে উৎকল নাম হইয়াছে। (Indian Antiquary. V. 59.) এই মত সঙ্গত নয়। কারণ মহাভারত হরিবংশাদিতে উৎকল নাম দৃষ্ট হয়; প্রাচীন কোন গ্রন্থে উৎকলিঙ্গ নাম নাই।

গমনের পর আমরা কলিঙ্গ (কি-লিঙ্-কিঙ্গ) দেশে আসিলাম।" (Si-yu-ki, Bk.x.) এখন দেখা যাউক 'কোঙ্-উ-তো' দেশ কোথায়? কানিংহাম সাহেবের মতে, ইহারই বর্ত্তমান নাম গঞ্জাম। (Cunningham's Ancient Geography of India, p. 513)। কিন্তু ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। বিখ্যাত চীনভাষাবিদ্ ষ্টানিস্লা জুলেঁ 'কোঙ্-উ-তো' শব্দের সংস্কৃত নাম 'কোন্‌যোধ' বলিয়া স্থির করিয়াছেন। (১) কিন্তু আমাদের বিবেচনায়,—'কোন্‌যোধ' না হইয়া 'কঙ্কযোধ' হওয়াই অধিক সঙ্গত। প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান কটক প্রদেশে কঙ্ক ও যোধ নামে দুই পাশাপাশি ক্ষুদ্র অথচ প্রবল রাজ্য ছিল। এই দুই রাজ্যের মধ্যে যোধ রাজ্য সমধিক প্রাচীন। কটকের প্রাচীন রাজধানী চৌদ্বারের নিকট হইতে একখানি অতি প্রাচীন তাম্রফলক পাওয়া গিয়াছে, তাহার খোদিত অনুশাসন পাঠে জানা যায় যে, ঐ ক্ষুদ্র জেলা ত্রিকলিঙ্গ-রাজ ভবগুপ্তের শাসনাধীন ছিল। (২) ভবগুপ্তের পুত্রের নাম শিবগুপ্ত, তিনি উৎকল-রাজ যযাতিকেশরীর সমসাময়িক, অনুশাসন-পত্রানুসারে তাঁহার রাজত্ব-কাল ৪৭৪—৫২৬ খৃষ্টাব্দ। সুতরাং ত্রিকলিঙ্গরাজ ভবগুপ্ত চীনপরিব্রাজকের অনেক পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহার সময়ে যোধ জেলার অবস্থা অবশ্যই ভাল ছিল। বোধ হয়, তাঁহার অনেক পরে অর্থাৎ হিউএন্ সিয়ঙের সময়ে যোধ কঙ্ক-রাজের অধিকারভুক্ত হইয়া কঙ্কযোধ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। কঙ্করাজ সামান্য ভূখণ্ডের অধিপতি হইলেও তাঁহার প্রতাপ নিতান্ত কম ছিল না। কঙ্করাজ্য বড়ই উর্ব্বরা, এখানে প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মিয়া থাকে। কঙ্করাজ কলিকাতা ও কটকনগরে বিস্তর চাউল রপ্তানী করিয়া থাকেন। (৩) হিউএন্ সিয়ঙের মতে কঙ্কযোধ হইতে ১০০ ক্রোশ গমন করিলে কলিঙ্গদেশ পাওয়া যায়। তাহা হইলে গঞ্জাম প্রদেশই কলিঙ্গ-দেশ হইতেছে। কানিংহামের মত ধরিলে গঞ্জাম রাজ্য প্রায় ছাড়াইয়া যাইতে হয়। যাহা হউক, চীনপরিব্রাজক গঞ্জাম প্রদেশ হইতে যে, কলিঙ্গ আরম্ভ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন, ইহাই অধিক যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে। এই মত স্বীকার করিয়া লইলে মহাকবি কালিদাসের বর্ণনার সহিত সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য হয়। চীন-পরিব্রাজকের মতে, কলিঙ্গদেশের ভূপরিমাণ প্রায় ৩৫৭ ক্রোশ (৫০০০ লি) অক্‌বরের রাজত্বকালে কলিঙ্গ দণ্ডপৎ নামে একটি সরকার ছিল, উহা উড়িষ্যার অন্তর্গত। তখন এই স্থান ২৭টি মহলে বিভক্ত ছিল। (আইন-ই-অক্‌বরী।) এইত গেল সাবেক কথা, এখনকার প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ কি বলেন, তাহাই জানা আবশ্যক।

(১) Julien's 'Hiowen Thsang,' III. 91.
(২) Indian Antiquary, Vol. v. 57.
(৩) Sterling's Orissa, p. 8.

কোলব্রুক সাহেবের মতে, গোদাবরী নদীর তটস্থ প্রদেশ কলিঙ্গ নামে অভিহিত হইত। (১)

কানিংহাম বলেন "হিউএন্ সিয়ঙের সময়ে কলিঙ্গরাজ্য গঞ্জামের দক্ষিণ-পশ্চিমে ১৪০০ হইতে ১৫০০ লি অর্থাৎ ২৩৩ হইতে ২৫০ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল। তৎকালে ইহার ভূমি-পরিমাণ প্রায় ৮৩৩ মাইল ছিল। যদিও ইহার চতুঃসীমা উক্ত হয় নাই, কিন্তু এই রাজ্য পশ্চিমে অন্ধ্র ও দক্ষিণে ধনাকাট রাজ্যের সহিত সম্মিলিত ছিল। ইহার প্রান্তসীমা দক্ষিণ-পশ্চিমে গোদাবরী এবং উত্তর-পশ্চিমে ইন্দ্রাবতী নদীর শাখা গণ্ডলিয়া নদী ছাড়াইয়া যায় নাই। এই বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড মহেন্দ্র পর্ব্বতের দ্বারা সমাকীর্ণ।" ইত্যাদি।

শিলা-লিপিবৎ হুলট্‌সের মতে, কলিঙ্গ গোদাবরী ও মহানদীর মধ্যে। (২)

আমাদের মতে, মহাভারত ও হরিবংশের সময়ে কলিঙ্গরাজ্য বর্ত্তমান বৈতরণী নদীর তট প্রদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে গোদাবরী নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। (৩) এখনকার মেদিনীপুর, উড়িষ্যা, গঞ্জাম ও সরকার তৎকালে কলিঙ্গ-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। উৎকলরাজ প্রবল হইয়া উঠিলে উৎকল কলিঙ্গ হইতে স্বতন্ত্র হইল। [উৎকল শব্দ দেখ।] তদবধি কেবল গঞ্জাম ও সরকার কলিঙ্গের অন্তর্নিবিষ্ট রহিল। খৃষ্টের দশম ও একাদশ শতাব্দীতে চালুক্যরাজগণের প্রবল প্রতাপে কলিঙ্গ-রাজ্য উত্তরে উৎকল ও দক্ষিণে চোলমণ্ডল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তৎকালে তৈলঙ্গ পর্য্যন্ত এই কলিঙ্গ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। মুসলমানদিগের আক্রমণকালে কলিঙ্গ-রাজ্যের ভূমিপরিমাণ অনেকটা কমিয়া আসে। সেই সময়ে উৎকল ও তৈলঙ্গ (তেলিঙ্গন) স্বতন্ত্র হইল। মহেন্দ্রপর্ব্বতের উপরিস্থিত সামান্য ভূভাগকে লোকে কলিঙ্গ বলিত। প্রকৃত কথা, তৎকালে কলিঙ্গ নামের লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এখনকার বর্ত্তমান মানচিত্রেও কলিঙ্গরাজ্যের উল্লেখ নাই,

(১) Colebrooke's Essays, Vol. II. 179.
(২) E. Hultzsche' South Indian Inscriptions. p. 63.
(৩) হরিবংশে 'অঙ্গাশ্চ কলিঙ্গাস্তাম্রলিপ্তকাঃ (২২৮ অঃ ৫৫ শ্লোক), এই স্থলে তাম্রলিপ্ত (বর্ত্তমান তমলুক) সহ কলিঙ্গ উক্ত হওয়ায় ২টী সন্নিকটস্থ জনপদ বলিয়া সহজে অনুমান করা যায়। টলেমির মতেও গঙ্গাসাগরের নিকটে কলিঙ্গ রাজ্য (Indian Antiquary, Vol. XIII. p. 363 দেখ।)

কেবল সমুদ্র-তটস্থ কলিঙ্গ-পত্তম ও গোদাবরীর মোহানা-স্থিত করিঙ্গ নগর যেন সেই কলিঙ্গ রাজ্যের চিহ্নমাত্র স্মরণ করিয়া দিতেছে।

মহাভারতাদিতে কলিঙ্গ-রাজ্যের দুইটি প্রধান নগরের উল্লেখ আছে,—মণিপুর ও রাজপুর। বৌদ্ধশাস্ত্রে কলিঙ্গের এই দুইটি প্রাচীন নগরের নাম পাওয়া যায়,—দন্তপুর ও কুম্ভবতী। জৈনদিগের হরিবংশ নামক গ্রন্থে কাঞ্চন-নগর নামে একটি নগরের উল্লেখ আছে। প্রাচীন শিলালিপিতে কলিঙ্গ-নগর, পিষ্টপুর, বেঙ্গীপুর প্রভৃতি আরও কয়েকটী প্রাচীন নগরের উল্লেখ দেখা যায়।

কলিঙ্গ জনপদ কোন্ সময়ে সংস্থাপিত হয়, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। মহাভারতের মতে, দীর্ঘতমা-পুত্র কলিঙ্গ স্বীয় নামে জনপদ স্থাপন করেন।

"অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ।
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামপ্রথিতা ভুবি॥
কলিঙ্গবিষয়শ্চৈব কলিঙ্গস্য চ স স্মৃতঃ।"

মহাভারত আদি ১০৪। ৪৯

মহাভারতের মত ধরিলে কলিঙ্গরাজ্যের স্থাপনকাল বৈদিক সময়ে যাইয়া পড়ে। [দীর্ঘতমা দেখ।]

বাস্তবিক এই জনপদ অতি প্রাচীন, বৈদিকগ্রন্থে না থাকুক, রামায়ণাদি প্রাচীন গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। (রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যা ৪১ অঃ) *

পূর্ব্বকালে এখানকার ক্ষত্রিয়েরা বিলক্ষণ ক্ষমতাশালী ছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় কলিঙ্গরাজ মহাবীর শ্রুতায়ু দুর্য্যোধনের সেনাপতি হইয়া পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করেন। ভীমের হস্তে তিনি এবং তৎপুত্র শক্রদেব ও কেতুমান্ নিহত হন। (ভীষ্মপর্ব্ব)। দাথাবংশ, মহাবংশ প্রভৃতি প্রাচীন বৌদ্ধগ্রন্থে লিখিত আছে যে, বুদ্ধের নির্ব্বাণ হইলে তৎকালীন কলিঙ্গরাজ বুদ্ধদেবের দন্ত আনিয়া আপন রাজ্যে স্থাপন করেন এবং যেথানে ঐ দন্ত রাখিয়াছিলেন, পরে সেই নগরের নাম দন্তপুর হইল। [দন্তপুর দেখ।]

কলিঙ্গক (পুং) কলিঙ্গ-সংজ্ঞায়াং কন্। কলিঙ্গ-ইব কায়তি কলিঙ্গ-কৈ-ক, ইতি বা। ইন্দ্রযব।
("কলিঙ্গকাঃ পটোলস্য পাঠা কটুকরোহিণী।" চক্রদত্ত।)

কলিঙ্গড়ী (স্ত্রী) দুর্গা।

কলিঙ্গা (স্ত্রী) কায় সুখায় লিঙ্গমস্যাঃ, বহুব্রী; ক-লিঙ্গ-টাপ্। ১ নারী। ২ ভেউড়ি। ৩ ভোজরাজের পত্নী, দুষ্মন্তের মাতা। (নৃসিংহপু° ২৮। ১৮)

কলিঙ্গাদ্যগুড়িকা (স্ত্রী) জ্বরাতিসাররোগের ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী,—ইন্দ্রযব, বেলশুঁট, আমের আঁটির শাঁস, কদ্‌বেল, রসাঞ্জন, লাক্ষা, হলুদ, দারুহরিদ্রা, বালা, কট্‌ফল, শোনা, লোধ, মোচরস, নখী, ধাইফুল ও বটের কুঁড়ী; এই সকল দ্রব্য সমানভাগে লইয়া চেলুনি জলদ্বারা (আটগুণ জলে চাউল ধুইয়া) পেষণ করিতে হয়, চিক্কণ হইলে ২ তোলা পরিমাণে বটী প্রস্তুত করিয়া ছায়াতে শুষ্ক করিয়া লইবে। এই ঔষধ সেবনে জ্বরাতিসার, শূল, অতিসার ও রক্তদোষ নিবারিত হয়।

কলিঙ্গিকা। অপর নাম কলিঙ্গগঙ্গা। কামরূপের একটি নদী। (কালিকাপু°) ইহার বর্ত্তমান নাম কলং।

কলিচূণ (দেশজ) ঝিণুক, শামুক প্রভৃতি পোড়াইয়া যে চূণ প্রস্তুত হয়। [চূণ দেখ।]

কলিজা (দেশজ) বক্ষঃস্থল, কল্‌জে।

কলিঞ্জ (পুং) কং বায়ুং লঞ্জতি তিরস্করোতি, রোধনেন ইতি শেষঃ ক-লঞ্জি-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩। ২। ১।) নিপাতনাৎ সাধুঃ। কট, বেড়া, দরমা। ইহার অপর সংস্কৃত নাম 'কিলিঞ্জ।'

কলিঞ্জন (পুং) বৃক্ষবিশেষ। (Alprinia Galanga.)

কলিত (ত্রি) কল-ক্ত। ১ বিদিত। ২ প্রাপ্ত। ৩ ভেদিত। ৪ গণিত। ৫ উপার্জ্জিত। ৬ অনুগত। ৭ আশ্রিত। ৮ বিচারিত। ৯ বদ্ধ। ১০ উক্ত। ১১ গৃহীত। ১২ ধৃত।
("করকলিতকপালঃ কুণ্ডলী দণ্ডপাণিঃ।" ভৈরবধ্যান।)
১৩ (ক্লী, ভাবে ক্ত।) জ্ঞান।

কলিদ্রুম (পুং) কলিনা আশ্রিতো দ্রুমঃ, মধ্যলো°। বিভীতক, বহেড়াগাছ। [বিভীতক দেখ।]

কলিনাথ (পুং) কলেঃ কলিরেব বা নাথঃ। ১ কলিযুগের প্রভু, কলি। ২ মুনিবিশেষ, ইনি একখানি গন্ধর্ব্ববেদ প্রণয়ন করেন।

কলিন্দ (পুং) কলিং দদাতি দ্যতি বা, কলি-দা দো বা-খচ্ মুম্। ১ বহেড়াগাছ। ২ সূর্য্য। ৩ পর্ব্বতবিশেষ, এই পর্ব্বত হইতে যমুনানদী নির্গত হইয়াছে। (রামায়ণ কিষ্কিন্ধ্যা ৪০ অঃ)

কলিন্দকন্যা (স্ত্রী) কলিন্দস্য পর্ব্বতবিশেষস্য কন্যা ইব। যমুনা নদী। ("কলিন্দকন্যা মথুরাং গতাপি
গঙ্গোর্ম্মিসংসক্তজলেব ভাতি॥" রঘু।)

কলিন্দনন্দিনী (স্ত্রী) কলিন্দং নন্দয়তি, কলিন্দ-নন্দ-ণিনি-ঙীপ্। যমুনানদী।

কলিন্দশৈলজা (স্ত্রী) কলিন্দশৈলাৎ জায়তে, কলিন্দ-শৈল-জন্-ড-টাপ্। যমুনানদী।

* রামায়ণে অপর এক কলিঙ্গনগরের নাম পাওয়া যায়। উহা গোমতী ও অযোধ্যার মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে ছিল। (রামায়ণ অযোধ্যাকাণ্ড ৭১ অঃ দেখ)

কলিন্দিকা (স্ত্রী) কলিং দ্যতি নাশয়তি, কলি-দো-খচ্-মুম্ স্বার্থে কন্-টাপ্ অত ইত্বম্। সর্ব্ববিদ্যা। (কলিন্দিকা সর্ব্ববিদ্যা। হেম ২। ১৭২)

কলিপ্রিয় (পুং) কলিঃ কলহঃ প্রিয়ো যস্য, বহুব্রী। ১ নারদমুনি। ("কলিপ্রিয়স্ত প্রিয়শিষ্যবর্গঃ।" রঘু।) ২ বানর। ৩ দুষ্ট প্রকৃতি। ৪ বহেড়াগাছ।

কলিমারক (পুং) কলিনা স্বদেহস্থ কণ্টকেন মারয়তি, কলি-মৃ-ণিচ্-ণ্বুল্। পূতিকরঞ্জ।

কলিমালক (পুং) কলীনাং কণ্টকানাং মালা যত্র, কলি-মালা-ক। পূতিকরঞ্জ।

কলিমাল্য (পুং) কলীনাং মাল্যং যত্র, বহুব্রী। পূতিকরঞ্জ।

কলিযুগ (ক্লী) কলিরেব যুগম্। চতুর্থযুগ। [কলি দেখ।]

কলিযুগাদ্যা (স্ত্রী) কলিযুগস্য আদ্যা আদ্যাতিথিঃ, ৬তৎ। মাঘী পূর্ণিমা; এই তিথি হইতে কলিযুগের আরম্ভ।

কলিল (ত্রি) কল্যতে মিশ্রাতে, কলি-ইলচ্ (সলিকল্যনিমহি ভড়িভণ্ডীত্যাদি। উণ্ ১। ৫৫।) ১ মিশ্র। ২ গহন। (কলিলং মিশ্রং গহনঞ্চ। উজ্জ্বলদত্ত।) ("যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।" গীতা ২।৫২।)

কলিবল্লভ। চালুক্যরাজ ধ্রুবের নামান্তর।

কলিবিক্রম। দক্ষিণাপথের একজন প্রাচীন চালুক্যরাজা। ইঁহার অপর নাম ত্রিভুবনমল্ল বা বিক্রমাদিত্য (৪র্থ)। ইনি আহবমল্লের পুত্র। ইঁহার রাজত্বকাল সম্বৎ ৯৭১—১০৪৮।

কলিবিষ্ণুবর্দ্ধন। পূর্ব্ব চালুক্যরাজ বিজয়াদিত্য নরেন্দ্র মৃগরাজের পুত্র। ইনি দেড়বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন।

কলিবৃক্ষ (পুং) কলেরাশ্রয়রূপো বৃক্ষঃ, মধ্যলো°। বহেড়াগাছ।

কলিসংশ্রয় (পুং) কলেঃ সংশ্রয়ঃ আবেশঃ, ৬তৎ। ১ শরীরে কলি প্রাবিষ্ট হওয়া। ২ কলির আকৃতি।

কলিহারী (স্ত্রী) কলিং হরতি, কলি হৃ-অণ্-ঙীষ্। বিষলাঙ্গলিয়া। ("কলিহারী সরাকুষ্ঠশোকার্শোব্রণশূলজিৎ।" ভাবপ্র°)

কলী (স্ত্রী) কলি-ঙীপ্। কলিকা, ফুলের কুঁড়ী।

কলীজা (দেশজ) বক্ষঃস্থল।

কলু (দেশজ) নিম্নশ্রেণী বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। ইহারা তৈলাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই এই শ্রেণীর হিন্দু আছে। বাঙ্গালা, বিহার ও উড়িষ্যায় ইহাদিগকে "কলু" বলে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ইহাদিগকে "তেলী" বলে। বাঙ্গালায় "তেলী" নামে আর এক জাতি আছে, তাহারাও তৈলাদি বিক্রয় করে বটে, কিন্তু তাহারা "কলু" অপেক্ষা উচ্চশ্রেণী ভুক্ত। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বা বিহারে এ পার্থক্য নাই। সংস্কৃতভাষায় কলুকে তৈলকার বা তৈলিক বলে।

বাঙ্গালায় যে সকল কলু আছে, তাহাদের মধ্যে ৬ শ্রেণীর কলুই প্রধান। কোলকাতা (কলিকাতা ?), আনরপুরী, পশ্চিমে, পিসনেৎ বা পিস্‌লে, দেশ বা দেশলা ও সপ্তগ্রামী; এতদ্ভিন্ন দোয়াদশ (দ্বাদশ), রাঢ়ী, সেনভূমী, কুতুবপুরী প্রভৃতি কতকগুলি শ্রেণী আছে, তাহারা ইহাদের স্বজাতিতে পূর্ব্বোক্ত ৬ শ্রেণীর কলু অপেক্ষা অল্প সম্ভ্রম পাইয়া থাকে। এই সকল শ্রেণীকে "সমাজ" বলে। উক্ত সমাজের মধ্যে আবার পর্য্যায়ক্রমে কোলকাতা, আনরপুরী, পশ্চিমে, দেশলা ও সপ্তগ্রামীরা অল্পবিস্তর সম্ভ্রম পাইয়া থাকে। "কোলকাতা" সমাজের কলুর সংখ্যা অতি অল্প। "আনরপুরীর" সংখ্যাই অধিক। পূর্ব্বে এই ছয় সমাজের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান হইত না, এখনও হয় না, তবে পূর্ব্বে কোন কোন উচ্চ সমাজের লোক নিম্ন-সমাজ হইতে কন্যা গ্রহণ করিত বটে, কিন্তু কখনও নিম্নসমাজে কন্যা সম্প্রদান করিত না; আজকাল সে প্রথাও রহিত হইয়া গিয়াছে। বাঙ্গালার কলুদিগের মধ্যে কাশ্যপ গোত্রই অধিকাংশ।

কলুরা অনাচরণীয়, অর্থাৎ ইহাদের স্পৃষ্ট জল কোন উচ্চশ্রেণীর হিন্দুর ব্যবহার্য্য নহে। ইহাদের দীক্ষাদান ও পৌরোহিত্য করিবার জন্য একশ্রেণী ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা অন্যান্য ব্রাহ্মণের সহিত মিশিতে পারেন না, কারণ, তাঁহারা পতিত অর্থাৎ তাঁহারা কলুদিগের নিকট নিষিদ্ধ দান গ্রহণ করিয়াছিলেন। কলুর ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও রাঢ়ীয় ও বৈদিক দুই শ্রেণীই আছে। বৈদিক কলুর ব্রাহ্মণের উপাধি চক্রবর্ত্তী ও ভট্টাচার্য্য এবং রাঢ়ীয় কলুর ব্রাহ্মণের মধ্যে মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায় ও চক্রবর্ত্তী উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তিই অধিক। ইহাদের এতদিন কলুর পৌরোহিত্যাদিই একমাত্র জীবিকা ছিল, সম্প্রতি কোন কোন স্থলে কেহ কেহ ইংরাজের অধীনে চাকুরী স্বীকার করিয়াছেন।

বাঙ্গালার কলুর মধ্যে কোলকাতা ও আনরপুরী সমাজের কলুর উপাধি সাধুখাঁ (সাদখাঁ) ও মণ্ডল। অন্যান্য শ্রেণীতে মণ্ডল, পরামাণিক, বারিক, দত্ত প্রভৃতি উপাধি আছে।

কলুজাতির ইতিবৃত্ত—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে উল্লিখিত হইয়াছে যে, কুম্ভকারের ঔরসে ও কোটকজাতীয়া স্ত্রীর গর্ভে তৈলকার নামক জাতির উৎপত্তি, আর জাতিমালার মতে কুপজাতীয় পুরুষের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে তৈলকারের উৎপত্তি হইয়াছে।

তৈলকার শব্দের আর কয়টি প্রতিশব্দ—ধুসর, চাক্রিক, তৈলিক, তৈলী। স্বায়ম্ভুব মনুর পৌত্র ধ্রুবের বংশে বেণ নামে এক রাজা হন। বেণ দুর্ব্বুদ্ধি প্রযুক্ত স্বরাজ্যে (ভারত

বা নাতিবর্ষে) বিবাহ বিষয়ে জাতিগত বাধা উঠাইয়া দেন। সুতরাং তখনকার চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে অনুলোম ও প্রতিলোম মিলন যথেষ্ট চলিয়া গেল। এই সকল বর্ণবিপর্য্যয়ে যে সকল সন্তান উৎপত্তি হইল; তাহারাই বিভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া নানাজাতির প্রতিষ্ঠাতা হইল। বেণ রাজার এইরূপ দুর্ব্যবহার দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা তাঁহার ঊরুদেশ মন্থন করিয়া এক পুরুষ উৎপাদন করিলেন। এই পুরুষ পৃথুনামে খ্যাত হইয়া রাজা হইলেন। পৃথু রাজা হইয়া সমস্ত বর্ণসঙ্করের মধ্যে কার্য্যবিভাগ ও শ্রেণীবিভাগ করিয়া দিলেন। এই সময়ে যাহাদিগের প্রতি তৈল প্রস্তুত ও বিক্রয় করিবার ভার দেওয়া হয় তাহারাই তৈলকার বা কলুনামে স্বতন্ত্র জাতি হইল। পৃথু নিয়ম করিয়া দেন যে, যে শ্রেণীর প্রতি যে কার্য্যের বা ব্যবসার ভার অর্পিত হইল, সে যদি সে ব্যবসা ত্যাগ বা অন্য ব্যবসা অবলম্বন করে, তবে সে স্বশ্রেণী হইতে ভ্রষ্ট ও রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হইবে।

কলুরা "ঘানিগাছ" নামক কাষ্ঠময় যন্ত্রে ষণ্ডের সাহায্যে তিল, তিসি, সর্ষপ, পোস্ত, বাদাম, এরণ্ড প্রভৃতি তৈলকর বীজ ও নারিকেলের শস্য পেষণ করিয়া তৈল প্রস্তুত করিয়া তাহারই ব্যবসায় করে। বাঙ্গালায় "তেলী" নামক যে জাতি তৈল প্রস্তুত করে, তাহাদিগকে "গাছুয়া বা ঘনা তেলী" বলে। কলুর ঘানিগাছ ও ঘনাতেলীর ঘানিগাছ বিভিন্ন প্রকারের যন্ত্র। ঘনাতেলীর গাছ অপেক্ষা কলুর গাছ অধিক সুবিধাজনক ও কার্য্যোপযোগী।

"কলু"র বর্ত্তমান অবস্থা—ইহাদের বর্ত্তমান অবস্থা অতীব শোচনীয়। ইংরাজেরা এক্ষণে পেষণযন্ত্র আবিষ্কার করিয়া ইহাদের জীবিকায় হস্তারক হইয়া উঠিয়াছেন। ইংরাজাবিষ্কৃত কলে যেরূপ শীঘ্র ও যত অধিক তৈল হইতে পারে, কলুর ঘানিগাছে তাহা হওয়া একান্ত দুঃসাধ্য। সুতরাং কলুর ঘানিতে তৈলপেষণ এক প্রকার বন্ধ হইয়া যাইতেছে। কাজেই আজকাল ইহাদের জীবিকা-নির্ব্বাহ বিশেষ কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে ইহারা তৈল ব্যবসায়ে বিশেষ লাভবান্ হইত, প্রতিগ্রামে অভাবপক্ষে এক ঘর কলুরও বাস আবশ্যক হইত, এবং তাহার জীবিকা ও সর্ষপাদি উৎপাদনের জন্য একখণ্ড ভূমির চাষ হইত, কিন্তু এক্ষণে আর তাহার আবশ্যক হয় না। ইংরাজের যন্ত্রের সাহায্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থেরা অবধি কলুর ব্যবসায় চালাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। সমাজের আর সেরূপ দৃঢ়তা নাই, কাজেই এই সকল কলুব্যবসায়ী ব্রাহ্মণাদি জাতির কোন শাসন নাই; রাজা বিদেশীয়, তিনি ইহাতে অনিষ্টকারিতা দেখিতে পান না। সুতরাং দিন দিন কলুজাতির অন্নাভাব বাড়িয়া উঠিতেছে।

কলু (দেশজ) ২ আসামের গারো পাহাড়স্থ একটি নদী। এই নদী তুরা নামক স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মপুত্রনদে পতিত হইয়াছে।

কলুক (পুং) বাদ্য যন্ত্রবিশেষ, এক প্রকার মন্দিরা।

কলুনী (দেশজ) কলুজাতির স্ত্রী।

কলুষ (ক্লী) কং সুখং লুষতি হিনস্তি, ক-লুষ অণ্। কল-উষচ্ বা (পূনহিকলিভ্য উষচ্। উণ্ ৪। ৭৫) ১ পাপ। ২ মলিনতা। ("বিগতকলুষমস্তঃ শালিপকা ধরিত্রী।" ঋতু সং।) (পুং) কস্য জলস্য লুষঃ হিংসক আবিলকারকঃ, ক-লুষ ক। ৩ মহিষ। (ত্রি) ৪ বদ্ধ। ৫ নিন্দিত। ৬ কষায়িত। ৭ দুঃখিত। ৮ ক্ষুব্ধ। ৯ পাপী। ১০ অসমর্থ। ("ভাবাববোধকলুষা দয়িতেব রাত্রৌ।" রঘু ৫। ৬৪।)

কলুষিত (ত্রি) কলুষমস্য সঞ্জাতং, কলুষ-ইতচ্ (তদস্য সঞ্জাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫। ২। ৩৬।) ১ পাপযুক্ত। ২ দূষিত। ৩ মলিন। ৪ কষায়িত। ৫ বদ্ধ। ৬ দুঃখিত। ৭ ক্ষুব্ধ। ৮ অসমর্থ।

কলুষী [ন্] (ত্রি) কলুষমস্যাস্তি, কলুষ-ইনি। ১ পাপী। ২ মলিন।

কলূতর (পুং) দেশবিশেষ।

কলেজা (দেশজ) বক্ষঃস্থল।

কলেবর (ক্লী) কলে শুক্রে বরং শ্রেষ্ঠং, দেহোৎপত্তিহেতুকত্বাৎ পবিত্রম্, সপ্তম্যা অলুক্। শরীর। (কলেবরং শরীরোঽস্মিন্নজীবে কুণপং শবঃ। হেম ৩। ২২৮।)

কলেরা (ইংরেজি Cholera) ওলাউঠা। [ওলাউঠা দেখ।]

কলোয়ার (কলবার)—হিন্দুস্থানী ও বিহারী বেণিয়াজাতি হইতে উৎপন্ন এক অতি নীচজাতীয় লোক। ইহারা সরাপের ব্যবসায় করিয়া থাকে। কেহ কেহ মনে করেন যে, খদির-প্রস্তুতকারী "খয়েরওয়ার" নামক বন্যজাতির নাম হইতে ইহাদের এই জাতীয় নামের উৎপত্তি হইয়াছে, আর কেহ কেহ বলেন যে, "কলওয়ালা" শব্দ হইতে "কলওয়ার" নামের উৎপত্তি হইয়াছে, কিন্তু কোনটিই সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

এই জাতি প্রধানতঃ ৬ শ্রেণীতে বিভক্ত;—বনোধিয়া, বিয়াপুত বা ভোজপুরী, দেশওয়ার, জৈসওয়ার, অযোধ্যাবাসী খালসা ও খরিদাহা। ইহা ব্যতীত ইহাদের মধ্যে কতকগুলি মুসলমান আছে, তাহারা "রাঙ্কি বা কলাল" নামে পরিচিত। বনোধিয়ারা এই মুসলমানগণ-সম্বন্ধে বলে যে, উহারা

আয়বেরেলি হইতে প্রায় শতবৎসর পূর্ব্বে এদেশে আসিয়া বাস করিতেছে।

এই জাতির মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাকে "সাগাই" (সাঙ্গা ?) বলে। বিয়াহুতেরা বলে যে, পূর্ব্বে তাহাদিগের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত ছিল না, তবে আজকাল চলিয়া গিয়াছে। ইহারা স্বজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বলে যে, যে আদি-পুরুষ হইতে সমুদয় কলওয়ার জাতির উৎপত্তি, সেই আদি-পুরুষের দুইটি পত্নী ছিল, একটি "বিয়াহি" (বিবাহিত), আর একটি "সাগাই" এই "বিয়াহি"-পত্নীর গর্ভজাত সন্তানেরা "বিয়াহুত" নামে পরিচিত, আর "সাগাই"-পত্নীর গর্ভজাত সন্তানেরাই অন্যান্য নামে পরিচিত। বিয়াহুতেরা মদের ব্যবসা, মদ্যপান, নিজ হস্তে গোদোহন বা বলীবর্দ্দের "অণ্ডচ্ছেদ" করে না। ইহারা কেবল "তাড়ির" ব্যবসা করে। খরিদাহা শ্রেণীরা বলে যে, গাজীপুর জেলার একটি গ্রামের নাম হইতে তাহাদের শ্রেণীর নামকরণ হইয়াছে। খরিদাহারা বিয়াহুতগণের ন্যায় নিজহস্তে গোদোহন ও ষণ্ডের অণ্ডচ্ছেদন করে না, তবে মদ্যপানে বা মদ্যের ব্যবসায়ে তাহাদের আপত্তি নাই। অন্যান্য কলওয়ারেরা জৈসওয়ার শ্রেণীকে জারজ বংশ বলিয়া থাকে। কোন এক কলওয়ারের "জৈসিয়া" নামে এক উপপত্নী ছিল ; তাহার গর্ভজাত সন্তান হইতে জৈসওয়ারগণের উৎপত্তি ; কিন্তু তাহারা আপনারা বলে যে, পূর্ব্বে তাহারা "জৈসপুর" নামক এক গ্রামে ছিল, সেই গ্রামের নাম হইতে তাহাদের শ্রেণীর নামকরণ হইয়াছে। এইরূপ পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি নিষিদ্ধ বিষয়ের তারতম্য লইয়া অন্যান্য শ্রেণীগুলির বিভাগ কল্পিত হইয়া থাকে। বিয়াহুত ও খরিদাহা শ্রেণীর লোকেরা স্ববংশে নিজ মাতামহগোষ্ঠীতে, পিতৃমাতামহ-গোষ্ঠীতে বা পিতামহের মাতামহ-গোষ্ঠীতে বিবাহ করে না। জৈসওয়ার শ্রেণীরাও ঐরূপ স্ববংশে, নিজ মাতামহ-গোষ্ঠীতে ও নিজ প্রমাতামহীর পিতৃবংশে বিবাহ করে না।

বিবাহ—বিয়াহুত ও খরিদাহা শ্রেণীর কলওয়ারেরা ৫ম হইতে ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত ও জৈসওয়ারেরা ৫ হইতে ১০ম বৎসর বয়সে কন্যার বিবাহ দেয় ও বনোধিয়ারা ৭ হইতে ১৪ বৎসরে দেয় ; কিন্তু সকলেই কন্যা অপেক্ষা বরের বয়স কয়েক বৎসর বেশী হওয়া আবশ্যক বলিয়া স্বীকার করে। পুরুষের বিবাহ সকল শ্রেণীতেই ৮ হইতে ১৪ বৎসর বয়সের মধ্যে হইয়া থাকে। হিন্দুস্থানী বেনিয়াদিগের যে প্রণালীতে বিবাহ হইয়া থাকে, ইহাদেরও সেইরূপ হয়। "সিন্দুরদান" কার্য্য হইয়া গেলেই বিবাহ সম্পূর্ণ হয়।

ইহাদের মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে "ঘরদেখি," "বরদেখি" ও "পানবাটি" নামক তিনটি কুলাচার আছে। কেবল বনোধিয়াগণের মধ্যে ঐ তিন প্রথা নাই। বরের পিতাকে মর্য্যাদা রক্ষার্থ ইহারা কিছু নগদ অর্থ দেয়, তাহাকে "তিলক" বলে, কোন শ্রেণীতেই ২১৲ টাকার অধিক তিলক দিবার রীতি নাই। ইহারা একটি হইতে ৪টি পর্য্যন্ত বিবাহ করিতে পারে। প্রথমা পত্নী বন্ধ্যা হইলেই এরূপ পত্ন্যন্তর গ্রহণ ঘটে। সকল শ্রেণীতেই বিধবাবিবাহ চলে। পত্নী ব্যভিচারিণী হইলে ইহারা সে পত্নীকে পরিত্যাগ করে। চম্পারণ জেলায় পরিত্যক্তা ব্যভিচারিণীকেও কলওয়ারেরা "সাগাই" প্রণালীতে পত্নীরূপে গ্রহণ করে, এরূপও দেখা যায়।

ধর্ম্ম—এই জাতীয় সকল শ্রেণীর লোকেই বৈষ্ণব, তবে অন্যান্য গ্রাম্যদেবতার পূজা করিয়া থাকে। "শোখা" নামক দেবতাকে শ্রাবণমাসের শুক্লপক্ষের দুইটি সোমবার বিয়াহুত ও খরিদাহা শ্রেণীর লোকেরা চাউল ও দুগ্ধ উৎসর্গ করে, ঐ সময়ে বুধ ও বৃহস্পতিবারে "কালী" ও "বন্দী" নামক দেবতাকে ছাগল ও মিষ্টান্ন উৎসর্গ করে এবং মঙ্গলবারে "গোরইয়া" দেবতাকে স্তন্যপায়ী শূকরশাবক ও মদ্য উৎসর্গ করে। ঐ সময়ে শনিবারে জৈসওয়ারেরা পিষ্টক ও মিষ্টান্ন "পাঁচপীর" দেবতাকে এবং ভাদ্র কৃষ্ণা একাদশী ও মাঘী শুক্লা একাদশী ও ত্রয়োদশীতে বনোধিয়ারা "ব্রহ্মদেব"কে উৎসর্গ করিয়া থাকে। এই সকল নিবেদিত প্রসাদী দ্রব্য ইহারা আপনারা ভোজন করে। কেবল উৎসর্গিত স্তন্যপায়ী শূকরশাবকগুলি খায় না, মৃত্তিকামধ্যে পুঁতিয়া ফেলে আর পাঁচপীরের প্রসাদ মুসলমানগণকেও বিতরণ করিয়া দেয়।

ইহাদের পূজাদি ও পৌরহিত্যাদি করিবার জন্য এক শ্রেণীর পতিত ব্রাহ্মণ আছে। কেবল বনোধিয়ার পুরোহিতেরা অন্যান্য কনোজীয়া ব্রাহ্মণের তুল্য সম্মান পাইয়া থাকে। ইহারা শবদাহ করে। ত্রয়োদশদিনে আদ্যশ্রাদ্ধ হয়। বনোধিয়ারা ৭ম বর্ষের ন্যূন মৃত সন্তানের শব পুঁতিয়া ফেলে।

জীবিকা ও অবস্থা—সরাপ প্রস্তুতের ব্যবসায়ই ইহাদের মূল জীবিকা। বনোধিয়া, দেশবর ও খালসা ভিন্ন অন্যান্য শ্রেণীর কলবরেরা অন্যান্য ব্যবসা ও তেজারতি কারবারও করিয়া থাকে ; অধিকাংশই কৃষিকার্য্য করে। যে সকল কলবরেরা তেজারতি কারবার করে, তাহারাই ইহাদের মধ্যে সম্ভ্রম পায়। ছোটনাগপুরের ভকতশ্রেণীর কলবরেরা ঐ ব্যবসায়ে সমধিক সম্ভ্রান্ত, কিন্তু তাহাদের মধ্যে বিলাসিতা নাই, সামান্য মজুরেরা যেরূপ আহারাচ্ছাদন নির্ব্বাহ করে, ইহারাও সেইরূপ করে।

ইহারা অনাচরণীয়, অর্থাৎ ইহাদের স্পৃষ্ট জল ব্রাহ্মণাদির অব্যবহার্য্য। ইহাদের অধিকাংশ এখন চাষবাস করিয়া খায়, কারণ ইহাদের জাতিগত ব্যবসায় গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় কৃষি ব্যতীত আর কোন উপায় নাই। "তেলী" বা কলু অপেক্ষা ইহারা জাতিপর্য্যায়ে উচ্চ শ্রেণী মধ্যে গণ্য বটে।

সর্ব্বাপেক্ষা চম্পারণ ও মজঃফরপুর জেলায় এই জাতির বাস অধিক। নদীয়ায় ১ ঘর মাত্র আছে।

কল্ক (পুং) কল্-ক (কৃদাধারার্চ্চিকলিভ্যঃ কঃ। উণ্ ৩।৪০।) ১ শিলাপিষ্ট দ্রব্য।

"দ্রব্যমাত্রং শিলাপিষ্টং শুষ্কং বা জলমিশ্রিতং।
তদেব সুরিভিঃ পূর্ব্বৈঃ কল্ক ইত্যভিধীয়তে॥"

শুষ্ক হউক বা জলমিশ্রিত হউক শিলাপিষ্ট দ্রব্যমাত্রকেই কল্ক বলা যায়। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পিষ্ট, বিনীয়, আবাপ ও প্রক্ষেপ। একপ্রহরের অতিরিক্ত কাল থাকিলে কল্ক দ্রব্যের বীর্য্য নষ্ট হইয়া যায়। ২ ঘৃততৈলাদির শেষ। ৩ দম্ভ। ৪ বহেড়াগাছ। ৫ বিষ্ঠা। ৬ কিট্ট। ৭ পাপ। ৮ দ্রব্যমাত্রের চূর্ণ। ৯ কাণ্ডের মলা। ১০ তুরুষ্ক নামক গন্ধ-দ্রব্য। ১১ প্রতারণা। ১২ (ত্রি) কলয়তি পাপং আচরতি, কল্-ক। পাপাত্মা, পাপাশয়।

(কল্কোঽস্ত্রী ঘৃততৈলাদিশেষে দম্ভে বিভীতকে।
বিট্কিট্টয়োশ্চ পাপে চ ত্রিষু পাপাশয়ে পুনঃ॥ মেদিনী।)

কল্কন (ক্লী) কল্কং শাঠ্যং করোতি, কল্ক-ণিচ্-ভাবে ল্যুট্। ১ শঠতাচরণ। ২ বিবাদ।

কল্কফল (পুং) কল্কস্য বিভীতকস্য ফলমিব ফলং যস্য, মধ্যলো°। দাড়িমগাছ। [দাড়িম দেখ।]

কল্কল (পুং) ব্যক্তিবিশেষ।

কল্কলানি (দেশজ) ১ বৃথাবাক্যে গোলযোগ করা। ২ জল-স্রোতের শব্দ।

কল্কাশিন্দা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

কল্কি (পুং) কল্কং পাপং হার্য্যতয়া অস্তি অস্য ইন্। ভগবান্ নারায়ণের দশাবতারের মধ্যে দশম বা শেষাবতারের নাম "কল্কি"। যখন ভূমণ্ডলে কলির চতুর্থ-পাদ বা পূর্ণাধিকার হইবে অর্থাৎ কলির শেষে যখন সমুদয় মানব একবর্ণ হইয়া যাইবে এবং বিষ্ণুর নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইবে, তখন ভগবান্ এই নামে অবতীর্ণ হইয়া, কলিকে নিপীড়িত করিয়া, তাহাকে পৃথিবী হইতে দূর করিয়া দিবেন এবং ম্লেচ্ছকুল ধ্বংস করিয়া সদ্ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা ও পুনর্ব্বার সত্যযুগকে আধিপত্য প্রদান করিবেন।

(মহাভারত, ভাগবত, বিষ্ণু, গরুড়, নারসিংহ ইত্যাদি।)

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিটি যুগ পরস্পর পৃথিবীতে অধিকার পাইয়া থাকে। এই চারিটি যুগের সমষ্টি কালকে "দিব্যযুগ" বলে। এইরূপ ৭১টি দিব্যযুগে এক একটি মন্বন্তর হয়। বর্ত্তমান সময়ে ৭ম মনু বৈবস্বতের অধিকার চলিতেছে। বৈবস্বতের অধিকারের ৭১টি দিব্য-যুগের মধ্যে অষ্টাবিংশতি দিব্যযুগের বর্ত্তমান কলিযুগ চলি-তেছে। ইতিপূর্ব্বে স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত ও চাক্ষুষ নামক ছয়টি মন্বন্তর হইয়া গিয়াছে। এই প্রত্যেক মন্বন্তরে ৭১টি করিয়া ৪২৬টি দিব্যযুগ অতীত হইয়াছে এবং প্রত্যেক দিব্যযুগে একটি করিয়া কলিযুগ অতীত হইয়াছে; আর বর্ত্তমান বৈবস্বত মনুর ২৭টি দিব্য-যুগ ও তৎসঙ্গে ২৭টি কলিযুগও গিয়াছে। বর্ত্তমান শ্বেত বরাহ কল্পে মোট ৪৫৩টি কলিযুগ অতীত হইয়াছে। যদি প্রত্যেক কলির শেষাবস্থায় নারায়ণ কল্কিমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে ৪৫৩ বার তাঁহার কল্কিলীলা হইয়া গিয়াছে এবং বর্ত্তমান কলিযুগের শেষেও একবার হইবে। প্রত্যেক মন্বন্তরে নারায়ণের অবতারাদি সমান হয় কি না তাহা কোন পুরাণ হইতেই স্পষ্ট কিছু বুঝিতে পারা যায় না। সুতরাং পূর্ব্ব পূর্ব্ব মন্বন্তরে বা কলিযুগে কল্কি অবতার হইয়াছিল কি না সে সম্বন্ধে নিশ্চয় করা যায় না।

যাহা হউক, ভগবানের কল্কিলীলা সম্বন্ধে কল্কিপুরাণকার যাহা বিবৃত করিয়া গিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে, "কলির শেষ পাদ উপস্থিত হইলে, স্বাধ্যায়, স্বধা, স্বাহা, বষট্ ও ওঙ্কার অন্তর্হিত হইল, সুতরাং দেবগণের আহারাদিও বন্ধ হইয়া গেল। তখন তাঁহারা সমবেত হইয়া দীনা ক্ষীণা মলিনা ধরণীকে অগ্রে করিয়া একান্ত হতাশ মনে ব্রহ্ম-লোকে গিয়া উপনীত হইলেন। দেবগণ বিষণ্ণমনে ব্রহ্ম-লোকে উপনীত হইয়া সনক সনন্দ সনাতনাদি ও সিদ্ধগণ কর্তৃক স্তূয়মান লোকপিতামহ ব্রহ্মাকে সুখোপবিষ্ট দেখিয়া অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া অবস্থান করিলেন। পিতা-মহ তাঁহাদিগকে সাদরে উপবেশন করিতে বলিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। দেবগণ তখন কলির দোষে যেরূপে ধর্ম্মনাশ হইয়াছে, সেই সমস্ত যথাযথ নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা দেবগণের নিকট অবস্থা অবগত হইয়া আশ্বাস দিয়া বলিলেন, 'চল, বিষ্ণুকে প্রসন্ন করিয়া তোমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করিব।' এই বলিয়া ব্রহ্মা দেবগণ সমভিব্যাহারে বিষ্ণুর নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে স্তবাদিতে তুষ্ট করিয়া দেবগণের প্রার্থনা জানাইলেন। নারায়ণ বিধিমুখে কলি-বিবরণ জ্ঞাত হইয়া বলিলেন, 'বিভো! আমি তোমার

অভিপ্রায়ানুসারে শম্ভলগ্রামে বিষ্ণুযশার ঔরসে সুমতিগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিব। আমার জ্যেষ্ঠ আর তিনটি ভ্রাতা হইবেন। আমি সেই ভ্রাতৃত্রয়ের সহিত মিলিত হইয়া কলিক্ষয় করিব। আমার প্রিয়তমা লক্ষ্মীও পদ্মা নাম ধারণ করিয়া সিংহলদেশে বৃহদ্রথপত্নী কৌমুদীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন। দেবগণ! তোমরাও ভূমণ্ডলে স্ব স্ব অংশে অবতরণ কর। আমি তোমাদের সহায়ে দেবাপি ও মরু নামক রাজদ্বয়কে পৃথিবীরাজ্যে অধিষ্ঠিত করিয়া তথায় সত্যযুগ ও ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করিব।' বিষ্ণুর এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা দেবগণ সমভিব্যাহারে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

দেবগণকে বিদায় দিয়া ভগবান্ শম্ভলগ্রামে বিষ্ণুযশার ঔরসে সুমতির গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিলেন। ইহার পূর্ব্বে কবি, প্রাজ্ঞ ও সুমন্ত্রক নামে বিষ্ণুযশার তিনটি পুত্র হইয়াছিল। যথাকালে বৈশাখমাসের শুক্লা দ্বাদশীদিনে ভগবান্ ভূমিষ্ঠ হইলেন। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র কৃষ্ণাবতারের ন্যায় এবারেও চতুর্ভুজ হইলেন। কথিত আছে, মহাষষ্ঠী ইঁহার ধাত্রী হইয়াছিলেন, ভগবতী অম্বিকা নাভিচ্ছেদন করিয়াছিলেন, ভাগীরথী গর্ভক্লেদ পরিষ্কার ও সাবিত্রী দেবী গাত্রমার্জ্জন করিয়াছিলেন, পৃথিবীদেবী স্তন্য দিয়াছিলেন, ষোড়শমাতৃকা আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। স্বর্গে ব্রহ্মা ভগবান্‌কে এইরূপে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইতে দেখিয়া মহাব্যস্ত হইয়া পবনকে সূতিকাগৃহে প্রেরণ করিলেন। পবন আসিয়া ভগবানের কর্ণে কর্ণে বলিলেন 'প্রভো! আপনার চতুর্ভুজমূর্ত্তির দর্শন লাভ দেবতাদিগেরও দুর্লভ; সুতরাং এ মূর্ত্তি সংবরণ করিয়া মনুষ্য মূর্ত্তি ধারণ করাই যুক্তিসঙ্গত।' ভগবান্ পবনমুখে ব্রহ্মার অভিপ্রায় অবগত হইয়া তৎক্ষণাৎ দ্বিভুজ মানবশিশু হইলেন। বিষ্ণুযশা হঠাৎ পুত্রের রূপান্তর দেখিয়া বিস্মিত হইলেন বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া পূর্ব্বদৃষ্ট রূপকে ভ্রম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন।

ভগবানের জন্মগ্রহণাবধি শম্ভলগ্রামের পাপ তাপ অন্তর্হিত হইল। অধিবাসিবর্গ মঙ্গলানুষ্ঠানে রত হইল। পুত্রকে ক্রমশঃ প্রাপ্তবয়ঃ দেখিয়া বিষ্ণুযশা বেদবিদ্ ব্রাহ্মণদিগকে আনাইয়া নামকরণের আয়োজন করিতে লাগিলেন। যে দিন নামকরণ হইবে, সেই দিন পরশুরাম, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও ব্যাসদেব ভিক্ষুকরূপ ধারণ করিয়া শিশুরূপী হরিকে দেখিতে আসিলেন। বিষ্ণুযশা এই অদৃষ্টপূর্ব্ব সূর্য্যসম তেজস্বী অতিথিচতুষ্টয়কে দেখিয়া রোমাঞ্চিত কলেবরে সংবর্দ্ধনা করিলেন। তাঁহারা উপবিষ্ট হইয়া পিতৃক্রোড়স্থ বালককে দেখিয়াই বুঝিলেন, ভগবান্ কলিকল্ক বিনাশের জন্য এই রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন। ইহা বুঝিতে পারিয়াই তাঁহারা বালকের 'কল্কি' নাম নির্দ্দেশ করিলেন এবং উপস্থিত থাকিয়া জাতকর্ম্ম ও নামকরণাদি সংস্কার করাইয়া প্রসন্নমনে বিদায় হইলেন। ইহার পর গর্গ, ভর্গ, বিশাল প্রভৃতি নামে দেবতারা কল্কির জ্ঞাতিরূপে অবতীর্ণ হইতে লাগিলেন।

এই সময়ে বিশাখযূপ নামে নরপতি তৎপ্রদেশে রাজত্ব করিতেন। তিনি ব্রাহ্মণাদিকে প্রতিপালন করিতেন। কিয়ৎকাল পরে কল্কির উপনয়নযোগ্য বয়স হইল, বিষ্ণুযশা একদিবস কল্কিকে বলিলেন, 'বৎস, আমি তোমার যজ্ঞসূত্ররূপ প্রধান সংস্কার সম্পন্ন করিব, পরে তুমি চতুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করিবে।' কল্কি এই কথা শুনিয়া কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া বেদ কি, সাবিত্রী কি, যজ্ঞসূত্র কি, ব্রাহ্মণ কি, দশবিধ সংস্কার কি, বিষ্ণুপূজা কি, প্রভৃতি জানিয়া লইলেন। শেষে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'যে ব্রাহ্মণ সৎপথের পথিক হইয়া হরির প্রীতিলাভ, ত্রিলোকের অভীষ্টসাধন ও নিখিল ভুবনের উদ্ধার করেন, এরূপ ব্রাহ্মণ কোথায় থাকেন।' বিষ্ণুযশা এই প্রসঙ্গের উত্তরে কলির অত্যাচারের কথা বিবৃত করিলেন। পিতার মুখে কলির সংবাদ শুনিয়া ভগবান কল্কি যেন প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; তাঁহার মনে কলিনিগ্রহের অভিলাষ জন্মিল। পরে যথানিয়মে উপনয়ন শেষ হইলে, তিনি গুরুকুলে বাস করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন।

তখন পরশুরাম মহেন্দ্র পর্ব্বতে বাস করিতেন। তিনি কল্কিকে আসিতে দেখিয়া নিজ আশ্রমে আনিয়া, স্বীয় পরিচয় দিয়া বলিলেন, 'বৎস, আমি তোমার অধ্যাপনা করিব, ভৃগুবংশে জমদগ্নির ঔরসে আমার জন্ম, বেদবেদাঙ্গ তত্ত্বে ও ধনুর্ব্বিদ্যায় আমি পারদর্শী, আমি সমুদয় পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা দিয়াছি, এক্ষণে তপশ্চরণের জন্য এই মহেন্দ্রপর্ব্বতে বাস করিতেছি, তুমি আমাকে গুরু বলিয়া স্বীকার কর এবং অভিলষিত শাস্ত্র অভ্যাস কর।' কল্কি পরশুরামের কথা শুনিয়া পুলকিত হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার নিকট থাকিয়া চতুঃষষ্টিকলা সাঙ্গবেদ ও ধনুর্ব্বেদ শিক্ষা করিয়া যথাকালে দক্ষিণা দিতে চাহিলেন। পরশুরাম দক্ষিণার কথা শুনিয়া বলিলেন, 'ব্রাহ্মণকুমার, ভগবান্ ব্রহ্মা বিষ্ণুর নিকট কলিনিগ্রহের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়াছিলেন। বিষ্ণু সেই প্রার্থনা পূর্ণ করিতে কলিনিগ্রহের নিমিত্ত অবতার হইয়াছেন, তুমি সেই পূর্ণব্রহ্মরূপী হরি, তুমি আমার নিকট বিদ্যা শিখিয়াছ, পরে শিবের নিকট অস্ত্র ও সর্ব্বজ্ঞ শুকপক্ষী এবং

সিংহলদেশের রাজকন্যা পদ্মানাম্নী লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হইবে। তৎপরে তোমার হস্তে ধর্ম্মহীন নৃপতিগণের বিনাশ, কলির নিগ্রহ ও স্বধর্ম্মের সংস্থাপন হইবে, তুমি অবশেষে মরু ও দেবাপিকে পৃথিবীরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া গোলোকে প্রতিগমন করিবে, তোমার এই সাধুকার্য্যের অনুষ্ঠানে আমার পরম প্রীতি হইবে, তাহাই আমার দক্ষিণা।' কল্কি গুরুদেবের কথা শুনিয়া বিল্বোদকেশ্বর নামক শিবমন্দিরে গিয়া মহাদেবের পূজা ও স্তব করিলেন। স্তবে তুষ্ট হইয়া দেবাদিদেব পার্ব্বতীর সহিত আবির্ভূত হইলেন এবং সন্তুষ্ট হইয়া বর দিলেন, 'তুমি যে স্তব রচনা করিয়া পাঠ করিলে, সেই স্তব যে পাঠ করিবে তাহার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইবে। এই দ্রুতগামী বহুরূপী গরুড়ের অংশসম্ভূত অশ্ব ও এই সর্ব্বজ্ঞ শুক তোমাকে দিতেছি, গ্রহণ কর; আজ হইতে মানবগণ তোমাকে সর্ব্ববিধ শাস্ত্রে সুনিপুণ, বেদপারদর্শী ও সর্ব্বভূতবিজয়ী বলিয়া জানিবে, এই মহাপ্রভাশালী রত্নখচিত মুষ্টিশালী করাল করবাল গ্রহণ কর, ইহা দ্বারা পৃথিবীর গুরুভার হরণ করিও।' এই বলিয়া মহাদেব অন্তর্হিত হইলেন; কল্কিও হরপার্ব্বতীকে প্রণাম করিয়া শিবদত্ত বস্তুগুলি লইয়া অশ্বারোহণে নিজ গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। বিষ্ণুযশা পুত্র-



কল্কি অবতার।

মুখে সমস্ত অবগত হইয়া যেখানে সেখানে সেই কথার আলোচনা করিতে লাগিলেন, ক্রমে সেই কথা রাজা বিশাখযূপের কর্ণগোচর হইল। বিশাখযূপ শুনিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, যথার্থ-ই বিষ্ণু অবতীর্ণ হইয়াছেন, কারণ যে অবধি কল্কির জন্ম হইয়াছে, সেই অবধি তাঁহার রাজধানী মাহিষ্মতী নামক নগরীতে যাগ, দান ও তপস্যা ব্রতের অনুষ্ঠান হইতেছে, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদি তাহাদের দুরাচার ত্যাগ করিয়াছে। বিশাখযূপ এই সকল দেখিয়া নিজেও ধর্ম্মপথ অবলম্বন করিলেন ও বিশুদ্ধ হৃদয়ে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। কল্কি উপযুক্ত অবসর বুঝিয়া খড়্গ ও ধনুর্ব্বাণ গ্রহণকরত মাহিষ্মতীপুরের উদ্দেশে অশ্বারোহণে গমন করিতে লাগিলেন, তাঁহার ভ্রাতৃত্রয় ও গর্গ ভর্গাদি জ্ঞাতিগণও অনুগমন করিলেন। বিশাখযূপ কলির আগমন শুনিয়া অগ্রসর হইলেন। তিনি পুরোদ্বারে পৌঁছিয়া দেখিলেন, দেবতা-পরিবৃত উচ্চৈঃশ্রবারোহী ইন্দ্রের ন্যায় স্বজনপরিবৃত কল্কি দণ্ডায়মান। বিশাখযূপ তাঁহাকে দেখিয়াই অবগত হইয়া প্রণাম করিলেন, কল্কিও প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিলেন, ভগবানের কৃপাদৃষ্টি পাইয়া সেই দিন হইতেই বিশাখযূপ পুণ্যাত্মা বৈষ্ণব হইলেন।

কল্কি রাজার সহিত বাস করিতে লাগিলেন এবং সংক্ষেপে আশ্রমধর্ম্মের নির্দ্দেশ করিয়া কহিলেন, 'আমার অংশগণ কলির পাপে ভ্রষ্টাচার হইয়াছিলেন, এক্ষণে আবার আমার সহিত মিলিত হইয়াছেন, তুমি রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া আমার উপাসনা কর, আমিই পরম লোক, আমিই সনাতন ধর্ম্ম, কাল স্বভাব সংস্কার আমারই অনুগামী। আমি চন্দ্রবংশীয় দেবাপি ও সূর্য্যবংশীয় মরুকে ধর্ম্মরাজ্যে সংস্থাপিত ও সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত করিয়া গোলোকে প্রস্থান করিব।' বিশাখযূপ কল্কির বাক্য শুনিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রসঙ্গ জিজ্ঞাসা করিলেন।

কল্কি কলি-কলুষ-বিনাশের জন্য বিশাখযূপের সভামধ্যে প্রসঙ্গক্রমে সৃষ্টি হইতে আরম্ভ করিয়া বিরাট্‌মূর্ত্তি, ব্রহ্মা, মায়া, দেবদানব-মানব-স্থাবরজঙ্গমাদির সৃষ্টি, বেদমাহাত্ম্য, ব্রাহ্মণমহিমা প্রভৃতি কথা ও আপনার অবতারের আবশ্যকতা ব্যক্ত করিলেন। বিশাখযূপ এই সকল কথা শুনিয়া সন্ধ্যাকালে স্থানান্তরে যাইলে, শিবদত্ত শুক ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়া কল্কির নিকট উপস্থিত হইল। কল্কি শুককে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'শুক, তুমি কোন্ দেশে কি আহার করিয়া আসিলে বল, তোমার মঙ্গলত' শুক কহিল, 'দেব, সাগরের মধ্যে সিংহল নামে দ্বীপ আছে, সেখানকার নৃপতির নাম বৃহদ্রথ, কৌমুদী নাম্নী মহিষীর গর্ভে তাঁহার এক কন্যা হইয়াছে, তাঁহার নাম পদ্মাবতী, পদ্মাবতী ত্রিলোকে দুর্লভা, তাঁহার চরিত্র অতীব রমণীয়, রূপে মন্মথও পাগল হয়, পদ্মাবতী হরপার্ব্বতীর উপাসনা করিয়া বর

লাভ করিয়াছেন যে, কোন মনুষ্য-রাজপুত্র পদ্মাবতীর উপযুক্ত নহেন, এই জগতে মানব বা দেব অসুর নাগ গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি যে কেহ পদ্মাকে কামভাবে নিরীক্ষণ বা অভিলাষ করিবে, সে তৎক্ষণাৎ স্বীয় পুরুষজন্মের বয়সানুরূপ স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইবে, একমাত্র নারায়ণই তাঁহার স্বামী। পদ্মা মহাদেবের নিকট এই বর লাভ করিয়া পরম হৃষ্টা হইয়া এতদিন নারায়ণের অপেক্ষা করিতেছিলেন, সম্প্রতি তাঁহার পিতা স্বয়ম্বরের আয়োজন করিয়াছেন, নৃপতির উদ্দেশ্য স্বয়ম্বর সভামধ্যে শ্রীকৃষ্ণ যেমন রুক্মিণীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ নারায়ণ এই সভামধ্যে পদ্মাকেও গ্রহণ করিবেন। এদিকে স্বয়ম্বর-সভায় যে সকল নৃপতি আসিয়াছিলেন, তাঁহারা পদ্মাকে কামভাবে দৃষ্টি করিবামাত্র স্ব স্ব বয়সানুরূপ বিপুলনিতম্বা স্তনযুগশালিনী সুমধ্যমা রমণীর শরীর প্রাপ্ত হইলেন। যাঁহার মনে যেরূপ রমণীর রূপ প্রতিভাসিত ছিল, তিনি সেইরূপ রূপ প্রাপ্ত হইলেন, এমন কি, তাঁহারা হাস্যবিলাসব্যসনে নিপুণতাও লাভ করিলেন। নৃপতিগণ স্ত্রীভাব প্রাপ্ত হইয়া প্রসন্নমনে পদ্মার সহচরী হইলেন। আমি বিবাহ দেখিব বলিয়া নিকটস্থ একটি বৃক্ষে বসিয়াছিলাম, এই ব্যাপার দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। পদ্মাও বিলাপ করিতে লাগিলেন। আমি পদ্মার বিলাপ শুনিয়াছি, তিনি শ্রীহরির চিন্তায় একান্ত কাতরা; আমি আর অপেক্ষা করিতে না পারিয়া পদ্মাবতীকে সেই অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে সংবাদ দিতে আসিয়াছি।'

কল্কি শুকমুখে পদ্মাবতী লক্ষ্মীর এতাদৃশ অবস্থা শুনিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিবার জন্য শুককে যথোযুক্ত উপদেশ দিয়া পুনরায় সিংহলে প্রেরণ করিলেন। শুক সিংহলে উপস্থিত হইল এবং পদ্মাবতীকে কতকটা আশ্বাসিত করিয়া তাঁহার মুখে শিবোক্ত বিষ্ণুপূজার পদ্ধতি, ভগবানের দেহের বর্ণনা ও শ্রীচরণ হইতে কেশ পর্য্যন্ত প্রতি অঙ্গের ধ্যান শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে সমুদ্রের অপর পারে শম্ভলগ্রামে বিষ্ণু কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এই সংবাদ প্রদান করিল। পদ্মা শুকমুখে কল্কির সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে রত্নালঙ্কারে ভূষিত করিলেন এবং তাঁহাকে কল্কিদেবকে আনয়নের জন্য নিযুক্ত করিলেন ও বলিয়া দিলেন, "শুক, যাহা বলিবার হয় বলিও, তোমার অবিদিত কিছুই নাই; আমি আর কি বলিব, যদি কল্কি আপনাকে মনুষ্যভ্রমে স্ত্রীরূপ-প্রাপ্তির আশঙ্কায় সিংহলে পদার্পণ না করেন, তথাপি তাঁহার শ্রীচরণে আমার প্রণাম জানাইয়া বলিবে, 'আমার অদৃষ্ট-দোষে শিবের বর অভিশাপে পরিণত হইয়াছে।' শুক পদ্মাবতীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া কল্কির নিকট প্রত্যাগমন করিল। কল্কি শুকের নিকট পদ্মার কথা শুনিয়া শিবদত্ত অশ্বে আরোহণপূর্ব্বক শুককে সঙ্গে লইয়া উন্মনচিত্তে ত্বরিতপদে সিংহলে যাত্রা করিলেন। যথাকালে রাজধানী কারুমতীনগরে উপস্থিত হইলেন। নগরের প্রান্তভাগে মনোহর সরোবর দৃষ্টি করিয়া শুককে বলিলেন, "শুক, এই স্থানে স্নান করিতে হইবে।" শুক কল্কির উদ্দেশ্য বুঝিয়া পদ্মাবতী সন্নিধানে গমন করিল। কল্কি সরোবরতীরে সোপানোপরি অবস্থান করিলেন। এদিকে শুক গিয়া পদ্মাবতীকে কল্কির আগমন সংবাদ জানাইল। পদ্মাবতী শুনিয়া সরোবর-স্নানের ছলে সহচরী সঙ্গে লইয়া কল্কিদর্শনে চলিলেন। পদ্মাবতী আসিতেছেন শুনিয়া, গৃহে বিপণিতে যে সকল পুরুষ ছিল, তাহারা ভয়ে চারিদিকে পলায়ন করিতে লাগিল; তাহাদিগের কামিনীগণ পাছে পতির স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি হয়, এই ভয়ে পুণ্যকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে লাগিল। পদ্মাবতী সহচরীগণের সহিত সরোবর-সোপানে নামিলেন, ভগবান্ কল্কি তখন কদম্বতরুর মূলদেশে নিদ্রিত হইয়াছিলেন। পদ্মাবতী যথাকালে স্নান সমাপন করিয়া সেই তরুমূলে উপস্থিত হইলেন এবং কল্কির রূপলাবণ্য নিরীক্ষণ করিয়া মোহিত হইয়া শুককে বলিলেন, 'শুক, এই মহাপুরুষের নিদ্রা ভঙ্গ করিও না, কি জানি যদি নিদ্রাভঙ্গ হইলে আমাকে দেখিয়া ইনি স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে আমার কি হইবে। হায়! মহাদেবের বর আমার পক্ষে শাপ হইল!' কল্কি মনে মনে পদ্মার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া জাগরিত হইলেন এবং পদ্মাবতীকে মধুর প্রেমসম্ভাষণে আদর করিলেন। পদ্মাবতী কল্কিদেবের মধুর বচন শ্রবণ করিয়া এবং তদীয় পুরুষত্ব অক্ষত রহিয়াছে দেখিয়া সাতিশয় আনন্দ লাভ করিলেন এবং লজ্জানম্রমুখে প্রেমগদ্গদস্বরে ভগবান্ কল্কিকে স্তবে তুষ্ট করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। পদ্মাবতী নিজ গৃহে আসিয়া পিতার নিকট ভগবান্ কল্কিদেবের আগমনবার্ত্তা জানাইলেন। রাজা বৃহদ্রথ, নগরে শ্রীহরির পদার্পণ হইয়াছে শুনিয়া, নানাবিধ নৃত্য, গীত, বাদ্যাদির আয়োজন করিয়া পাত্রমিত্র পরিজন ও ব্রাহ্মণাদি সহ কল্কিদেবকে আনয়ন করিতে যাত্রা করিলেন। পুরোহিতগণ পূজার উপকরণ লইয়া অনুসরণ করিলেন। রাজা সরোবরতীরে কল্কিকে দেখিয়া স্তব পূজাদি দ্বারা তাঁহাকে তুষ্ট করিলেন ও অবশেষে পুরী মধ্যে আনয়ন করিয়া পদ্মাবতীকে সম্প্রদান করিলেন। যে রাজগণ স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা স্তব করিয়া কল্কির

প্রসন্নতা লাভ করিলেন ও তাঁহার আদেশমত রেবানদীর জলে অবগাহন করিয়া স্ব স্ব পুরুষদেহ প্রাপ্ত হইলেন। পরে সকলে দশ অবতারের নামোল্লেখ ও ভগবান্ কল্কির স্তব করিয়া স্ব স্ব দেশে প্রস্থানের উপক্রম করিলেন। পুরুষোত্তম কল্কি এই সময়ে তাহাদিগকে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের উপদেশ, বৈদিক অনুশাসনাদি, প্রবৃত্তিমার্গের ও নিবৃত্তিমার্গের পথিকোচিত কার্য্যের উপদেশ দিলেন। নৃপতিগণ এই সকল কথা শুনিয়া পুলকিত হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেব. কে কি কারণে স্ত্রী ও পুরুষভেদের সৃষ্টি করিয়াছেন, সুখ, দুঃখ ও জরা কোথা হইতে, কাহার আদেশে, কি উদ্দেশে বিহিত হইয়াছে? এ পর্য্যন্ত এ সকল বিষয়ের যথার্থ তত্ত্ব নিরূপিত হয় নাই ও এতদ্ভিন্ন আর যাহা কিছু আমরা জানি না, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে বলুন।' কল্কিদেব এই প্রশ্ন শুনিয়া অগস্ত্যনামক মুনিকে স্মরণ করিলেন। মুনিবর স্মরণমাত্রে তথায় উপস্থিত হইলেন। কল্কি তখন রাজাদিগের প্রশ্ন শুনাইয়া সদুত্তর দিতে কহিলেন। মুনিবর অগস্ত্য স্বীয় পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া রাজাদিগের সকল প্রশ্নের উত্তর দিলেন। রাজগণ তাহার পর স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। নৃপগণ স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিলে, ভগবান কল্কিও স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিতে সংকল্প করিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র ভগবানের অভিপ্রায় অবগত হইয়া বিশ্বকর্ম্মাকে দিয়া শম্ভলগ্রামে ভগবানের জন্য স্বস্তি প্রভৃতি নানাবিধ গৃহ নির্ম্মাণ করাইলেন। কল্কি ও পদ্মাবতী যথাকালে নানাবিধ যৌতুক লইয়া শম্ভল গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

তাঁহারা সকলে উপনীত হইলে কল্কি ও পদ্মাবতী জনক জননীর চরণে প্রণাম করিয়া বন্ধুজন সমভিব্যাহারে নগরে আগমন করিয়া বিশ্বকর্ম্মনির্ম্মিত ভবনে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে কল্কির ভ্রাতা কবি স্ব-পত্নী কামকলার গর্ভে বৃহৎকীর্ত্তি ও বৃহদ্বাহু; প্রাজ্ঞ স্ব-পত্নী সন্নতির গর্ভে যজ্ঞ ও বিজ্ঞ; এবং সুমন্ত্রক মালিনীর গর্ভে শাসন ও বেগবান্ নামে পুত্রোৎপাদন করিলেন।

কিছুদিন অতীত হইলে, বিষ্ণুযশা অশ্বমেধযজ্ঞ করিতে অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কল্কি পিতার ইচ্ছা অবগত হইয়া ধনরত্ন সংগ্রহার্থ দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিলেন।

কল্কি স্বজনে পরিবৃত হইয়া সসৈন্যে প্রথমতঃ কীকটদেশে উপস্থিত হইলেন। কীকটদেশে তখন সব একাকার হইয়া গিয়াছে, কেহ আর ধন, স্ত্রী বা অন্নাদিগ্রহণে আপনার ও অপরের মধ্যে কোন ভেদ দেখিত না। কীকটে তখন জিন নামক রাজা ছিলেন। তিনি কল্কিকে আসিতে শুনিয়া দুই অক্ষৌহিণী সৈন্য লইয়া যুদ্ধযাত্রা করিলেন।

প্রথম যুদ্ধে জিনরাজের বৌদ্ধসেনা বিধ্বস্ত হইয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। পরে কল্কি ও জিনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ বাধিল। কল্কি শরাঘাতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। জিনরাজ অচেতন কল্কিদেহ উঠাইয়া লইয়া যাইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বিশ্বম্ভর দেহ উঠাইতে পারিল না। ইতিমধ্যে বিশাখযূপ নিকটস্থ হইয়া জিনকে গদাঘাতে স্তম্ভিত করিয়া কল্কিদেহ লইয়া স্ব-রথে আরোহণ করিলেন। রথে উঠিয়াই কল্কির চেতনা হইল। চেতনা পাইয়া তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে আবার জিনের সম্মুখে উপনীত হইয়া তাহাকে মল্লযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া কটিদেশ ভগ্ন করত বিনাশ করিলেন। জিনের ভ্রাতা শুদ্ধোদন গদাহস্তে ভ্রাতৃঘাতীর প্রতিশোধ দিতে আসিল, কিন্তু কল্কির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কবির নিকট বাধা পাইয়া তাঁহার-ই সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। শুদ্ধোদনে কবিতে গদাযুদ্ধ হইল, কিন্তু শুদ্ধোদন কিছুতে-ই কবিকে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া মায়াদেবীকে স্মরণ করিল। মায়াদেবী সিংহধ্বজ রথে সৈন্যের পুরোভাগে থাকিলে বিপক্ষপক্ষের সৈন্য হীন হইয়া পড়িত। মায়া আসিলেন, কল্কিসৈন্য অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িল। বৌদ্ধসেনা জয়ধ্বনি করিয়া অগ্রসর হইল, কিন্তু কল্কি কারণ বুঝিতে পারিয়া নিজে মায়ার সম্মুখীন হইলেন। মায়া বিষ্ণুকে সম্মুখে দেখিয়া তাঁহার শরীরে মিশিয়া গেলেন। মায়াকে অন্তর্হিত দেখিয়া বৌদ্ধসৈন্য হীনবল হইয়া পড়িল। যাহা হউক, শেষে আবার যুদ্ধ বাধিল। ক্রমে শুদ্ধোদন, কাকাক্ষ, কপোতরোমা প্রভৃতি বৌদ্ধনায়কগণ পতিত হইতে লাগিল। শেষে অনেকে পলায়ন করিতে লাগিল। তখন বৌদ্ধবীরপত্নীরা যুদ্ধে আগমন করিল। ভগবান্ কল্কি তখন তাহাদিগকে অবলাজনসুলভ অকৃতিত্ব বুঝাইয়া দিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। রমণীগণ সে কথা না শুনিয়া পতিশোকে অস্ত্রত্যাগ করিল, কিন্তু অস্ত্রগণ শত্রুর প্রতি না গিয়া মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিল যে, 'যে ভগবানের শক্তির আশ্রয়ে আমরা শত্রুকুল ধ্বংস করি, ইনি সেই ভগবান্ হরি। ভগবান্ যখন প্রহ্লাদের জন্য নৃসিংহমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছিলেন তখনও আমরা হরির গাত্রে আঘাত করিতে পারি নাই, আর এখনও পারিব না।'

বৌদ্ধকামিনীরা ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইল ও অবশেষে কল্কির শরণ লইল। কল্কিদেব তখন তাহাদিগকে ভক্তিযোগের উপদেশ দিলেন। তাহারাও ক্রমশঃ মুক্তিলাভ করিল।

কল্কিদেব তৎপরে কীকট হইতে চক্রতীর্থে আসিয়া সদলে শাস্ত্রবিহিত বিধানানুসারে স্নানাদি করিলেন। একদিন তথায় বালিখিল্য নামক কতকগুলি মুনি বিষণ্ণ বদনে আসিয়া জানাইলেন যে, কুম্ভকর্ণের নিকুম্ভনামে এক পুত্র ছিল, তাহার কুথোদরী নামে এক কন্যা আছে। কালকঞ্জনামক রাক্ষসের সহিত এই কুথোদরীর বিবাহ হইয়া বিকঞ্জনামে এক সন্তান হইয়াছে। আপাততঃ কুথোদরী হিমালয় পর্ব্বতে মস্তক রাখিয়া নিষধ পর্ব্বতে পদদ্বয় বিন্যস্ত করিয়া শয়ন করিয়া আছে। হিমালয়ের এক উপত্যকায় বসিয়া বিকঞ্জ স্তন্যপান করিতেছে, সেই রাক্ষসীর নিশ্বাস পবনে প্রতিহত ও বিবশ হইয়া আমরা আপনার শরণ লইলাম। আপনি আমাদিগকে চিরকালই রাক্ষসভীতি হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, এবারেও করুন।

কল্কি মুনিগণের কথা শুনিয়া হিমালয়ের উপত্যকায় গিয়া দেখিলেন, এক দুগ্ধময়ী নদী অতি খরস্রোতে বহিয়া যাইতেছে; জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, উহা কুথোদরীর একটি স্তনের দুগ্ধধারা; বিকঞ্জ একটি স্তন পান করিতেছে বলিয়া অপর স্তনের দুগ্ধধারা গড়াইয়া নদী হইয়া বহিতেছে। সপ্তঘটিকা পরে সে যখন স্তন পরিবর্ত্তন করিবে, তখন এই নদী শুকাইয়া যাইবে, অপরদিক দিয়া অপর স্তনে দুগ্ধ বহিতে থাকিবে। কল্কি এই কথা শুনিয়া কুথোদরীর ভীষণাকারের কথা চিন্তা করিতে করিতে তদভিমুখে যাত্রা করিলেন। নিকটে গিয়া দেখেন, রাক্ষসীর কর্ণগহ্বরে পর্ব্বতগহ্বর ভ্রমে সিংহগণ আশ্রয় লইয়াছে, লোমকূপে হস্তিগণ পুত্রপৌত্রাদি লইয়া সুখে আছে। কল্কি রাক্ষসীকে দেখিয়া শরত্যাগ করিলেন। রাক্ষসী শরবিদ্ধ হইয়া গভীর গর্জ্জন করিল। শব্দে কল্কিসেনা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। পরে রাক্ষসী শ্বাস গ্রহণ করিবামাত্র হস্ত্যশ্বরথপদাতি সহিত কল্কি রাক্ষসীর নাসাপথে প্রবিষ্ট হইবার উপক্রম হইল। রাক্ষসী নিকটে পাইয়া সমস্তই গ্রাস করিল।

ভগবান্ কল্কি সসৈন্যে রাক্ষসীর উদরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র জগৎ সংসার ভীত হইয়া উঠিল। কল্কিদেব তখন রাক্ষসীর উদরে বাণাগ্নি জ্বালিয়া করবাল হস্তে উদর বিদারণ করিয়া বহির্গত হইলেন। সৈন্যগণ যোনিরন্ধ্র, কর্ণ, নাসারন্ধ্র প্রভৃতি যে যেখান দিয়া পারিল বাহির হইয়া পড়িল। কুথোদরী পঞ্চত্ব পাইল। বিকঞ্জ জননীর মৃত্যু দেখিয়া নিরায়ুধ হস্তে কল্কিসেনা বিদ্রাবিত করিতে লাগিল। কল্কি পঞ্চবর্ষীয় ভীষণ রাক্ষস শিশুকে ব্রহ্ম-অস্ত্রে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন।

পরদিন প্রভাতে অসংখ্য মুনি ঋষি গঙ্গাস্তব পাঠ করিতে করিতে কল্কিদর্শনে আসিলেন। এই সকল ঋষিসত্তমগণের মধ্যে অত্রি, অঙ্গিরা, বশিষ্ঠ, গালব, ভৃগু, পরাশর, নারদ, দুর্ব্বাসা, দেবল, কণ্ব, অশ্বত্থামা, পরশুরাম, কৃপাচার্য্য, ত্রিত, বেদপ্রমিতি প্রভৃতি মহর্ষিগণ ছিলেন। ইঁহাদের সহিত মরু ও দেবাপি নামক দুই রাজর্ষি আসিয়াছিলেন। কল্কি তাঁহাদিগের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, মরু আপনাকে সূর্য্যবংশোদ্ভূত অগ্নিবর্ণের পৌত্র ও শাস্ত্রের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিলেন। ইনি কলাপগ্রামে তপস্যা করিতেছিলেন, ব্যাসদেবের মুখে কল্কি অবতারের কথা শুনিয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য এখানে আসিয়াছেন। মরু আপনাকে চন্দ্রবংশীয় প্রতীপকের পুত্র বলিয়া পরিচয় দিলেন। ইনি শান্তনুকে রাজ্যদান করিয়া কলাপগ্রামে তপস্যা করিতেছিলেন, ব্যাসমুখে কল্কিসংবাদ শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছেন।

ইঁহাদের পরিচয় শুনিয়া ভগবান্ কল্কির পূর্ব্বকথা স্মরণ হইল। উভয়কে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, 'মরু, প্রজাপীড়ক, প্রাণিহিংসক ম্লেচ্ছগণকে সংহার করিয়া তোমাকে অযোধ্যার সিংহাসনে এবং পুক্কশদিগের উচ্ছেদসাধন করিয়া দেবাপিকে হস্তিনারাজ্যে বসাইব। তোমরা অস্ত্রশস্ত্রে কৃতবিদ্য, এক্ষণে যোদ্ধৃবেশে রথারোহণে আমার অনুগমন কর। মরু! তুমি বিশাখযূপের সুন্দরী রুচিরাঙ্গী কন্যাকে পত্নীত্বে গ্রহণ কর এবং দেবাপি! তুমিও রুচিরাশ্ব নৃপতির কন্যা শান্তাকে বিবাহ কর।' কল্কি এই কথা বলিবামাত্র আকাশ হইতে দুইখানি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত রথ অবতরণ করিল। সকলে বিস্মিত হইল। কল্কি কহিলেন, 'তোমরা উভয়ে লোকপালনার্থ সূর্য্য, চন্দ্র, ইন্দ্র, যম ও কুবেরের অংশে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছ। তোমাদের জন্য ইন্দ্রাদেশে বিশ্বকর্ম্মা এই রথ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তোমরা ইহাতে আরোহণ করিয়া আমার অনুবর্ত্তী হও।' কল্কির এই কথার পর পুষ্পবৃষ্টি হইল।

এই সময়ে সনকসদৃশ এক তেজঃপুঞ্জ ব্রহ্মচারী উপনীত হইলেন। কল্কি পাদ্যাদি দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রহ্মচারী বলিলেন, 'কমলাপতে! আমি আপনার আদেশবহ সত্যযুগ। আপনার আবির্ভাব ও প্রভাব প্রত্যক্ষ করিবার জন্য এখানে আসিয়াছি।' সত্যযুগ এই বলিয়া কল্কির স্তব করিতে লাগিলেন। স্তব করিয়া সত্যযুগ কল্কির অনুগামী হইলেন। মহর্ষিরা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

কল্কি তৎপরে বিশসনরাজ্যে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। বিশাখ-

যূপ, দেবাপি ও মরু তাঁহার অনুগামী হইলেন। ধর্ম্ম স্বয়ং এই সময়ে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে কল্কির নিকট স্বীয় পরিজন সহ উপস্থিত হইলেন। কল্কি পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আশ্বাসিত করিলেন। কীকটে বৌদ্ধ বিদলিত হইয়াছে শুনিয়া ধর্ম্ম আহ্লাদিত হইয়া সিদ্ধাশ্রমে স্বপরিজনবর্গকে রাখিয়া কল্কির অনুগমন করিলেন।

এবার কল্কি খশ, কাম্বোজ, শবর, বর্ব্বর প্রভৃতিকে দমন করিবার অভিলাষে কলির পুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কলির পুরী এরূপ ভীষণ যে, দেখিবামাত্র সকলের মনে ভয় সঞ্চার হয়। সর্ব্বদাই ভূত, সারমেয়, কাক উলূক ও শৃগালগণে সমাচ্ছন্ন। গোমাংশের পূতিগন্ধে সর্ব্বত্র পরিপূর্ণ। সেখানে কামিনীগণ দ্যূত, বিবাদ প্রভৃতি ব্যসনে অনুরক্ত। রমণীরাই সেখানে সংসারে কর্ত্রী, অন্য প্রভু নাই।

কলি কল্কিদেবকে যুদ্ধোদ্যত শুনিয়া স্বীয় পরিজনে পরিবৃত হইয়া পেচকাঙ্করথে আরোহণ করিয়া বিশসন নগরের বহির্ভাগে আসিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রহিল। কল্কি সসৈন্যে উপনীত হইয়া ধর্ম্মের সহিত কলির, ঋতের সহিত দম্ভের, প্রসাদের সহিত লোভের, অভয়ের সহিত ক্রোধের, সুখের সহিত ভয়ের, হর্ষের সহিত নিরয়ের, যোগের সহিত আধির, ক্ষেমের সহিত ব্যাধির, প্রশ্রয়ের সহিত গ্লানির, স্মৃতির সহিত জরার ও অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীগণের মধ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ক্রমে বিষম যুদ্ধ বাধিল। আকাশে দেবতারা দেখিতে আসিলেন। মরুরাজা খশ ও কাম্বোজদিগের সহিত, দেবাপি চীন ও বর্ব্বরদিগের সহিত এবং বিশাখযূপ পুলিন্দ ও চণ্ডালগণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। কলির কোক ও বিকোক নামক দুই দানব সেনাপতি ছিল। ইহারা বৃকাসুরের পৌত্র ও শকুনির পুত্র। ইহাদের দেখিতে উভয়েই একরূপ। ব্রহ্মার নিকট বর পাইয়া ইহারা দেবতারও অজেয় হইয়া উঠিয়াছিল। গদাহস্তে এই দুই বীর রণে নামিলে স্বয়ং মৃত্যুও ভীত হইয়া পলায়ন করিতেন। কল্কিদেব স্বয়ং এই দুই বীরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেন। যুদ্ধে অস্ত্রের ঝনঝনা বীরগণের স্পর্দ্ধাবাক্য প্রভৃতিতে পৃথিবী টলমল করিতে লাগিল। অবশেষে কলির অনুচরবর্গ একে একে পরাজিত হইয়া নানা দিগ্দেশে পলায়ন করিল। কলি স্বয়ং পরাজিত হইয়া স্ত্রীস্বামিক ভবনে প্রবিষ্ট হইল, তাহার পেচকাঙ্ক রথ চূর্ণিত হইয়া গেল। খশ চণ্ডালাদি ধর্ম্মভ্রষ্ট জাতিরাও মরু দেবাপি ও বিশাখযূপের হস্তে নিষ্পেষিত হইল।

কোক ও বিকোকের সহিত কল্কিদেব যেন পুনরায় মধুকৈটভের যুদ্ধের ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কল্কি ইহাদের অস্ত্রাঘাতে নিতান্ত পীড়িত ক্রুদ্ধ হইয়া একবারে বিকোকের শিরশ্ছেদ করিলেন, কিন্তু কোক ভ্রাতার মৃতদেহের প্রতি চাহিবামাত্র সে জীবিত হইয়া আবার উভয়ে কল্কির প্রতি ধাবিত হইল। এইরূপে কতবার উভয়ের শিরশ্ছেদ করিলেন, কিন্তু একে অন্যের মৃতদেহ দৃষ্টি করিবামাত্র জীবিত হইয়া উঠিতে লাগিল। শেষে কল্কি স্বীয় অশ্বকে তাহাদের প্রতি নিযুক্ত করিলেন। কামগামী অশ্বের খুরপ্রহারে দানবদ্বয় ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হইতে লাগিল, তথাপি মরিল না দেখিয়া কল্কি চিন্তাযুক্ত হইলেন। ব্রহ্মা এই সময়ে রণস্থলে আসিয়া কল্কিকে বলিলেন, 'বিভো! ইহারা অস্ত্রশস্ত্রে বধ্য নহে! ইহাদিগকে আমি বরদান করিয়াছিলাম, যে একে অন্যের মৃতদেহ দেখিতে পাইলে মৃতব্যক্তি পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিবে, সুতরাং যাহাতে ইহারা এক সময়ে বিনষ্ট হয়, তাহা করুন।' কল্কি তখন রহস্য বুঝিতে পারিয়া গদা পরিত্যাগ করিয়া উভয়ের মস্তকে এককালে বজ্রমুষ্টিতে প্রহার করিলেন। উভয়ে বিদীর্ণ মস্তক হইয়া পঞ্চত্ব পাইল, আর কেহ কাহারও মৃতদেহ দেখিতে পাইল না, সুতরাং আর জীবিত হইল না। দেবতারা ও পৃথিবীস্থ সকলে ইহাদের বিনাশে পরম প্রীত হইলেন। সিদ্ধচারণাদি তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন। কলিপুর বিজিত হইল।

কল্কি তৎপরে ভল্লাটনগরে শয্যাবর্ণদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিতে লাগিলেন। ভল্লাটনগরে শশিধ্বজ রাজা অতি কৃষ্ণপরায়ণ এবং যোগীর অগ্রগণ্য। ভগবান্ কল্কি যুদ্ধ করিতে আসিতেছেন শুনিয়া, তিনিও প্রীতি ও ভক্তিসহকারে সৈন্য সজ্জিত করিয়া প্রস্তুত রহিলেন। তাঁহার বিষ্ণুপরায়ণা সুশান্তা স্বামীকে জগৎপতির সহিত যুদ্ধোদ্যত দেখিয়া বলিলেন, নাথ! ভগবানের কোমল শরীরে আপনি অস্ত্রক্ষেপণ করিবেন, কিরূপে? শশিধ্বজ উত্তর দিলেন, প্রিয়ে! রণস্থলে গুরুশিষ্যে, উপাস্য উপাসকে স্বচ্ছন্দে প্রহার করিতে পারে; আর যদি যুদ্ধে জীবিত থাকি, তাহা হইলে রাজা আছি, তাহাত থাকিবই অথচ কল্কিজয়ী হইয়া যশস্বী হইব, অথবা যদি যুদ্ধে মরি তাহা হইলে স্বর্গে নিঃসন্দেহে যাইব; সুতরাং আমি কোন দিকেই ক্ষতি দেখিতেছি না। এতদ্ভিন্ন তিনি ঈশ্বর, আমি সেবকাধম, তিনি আমার নিকট যেরূপে সেবা চাহিবেন, আমায় তাহা করিতে প্রস্তুত থাকিতে হইবে, সুতরাং প্রভু যখন আমার নিকট যুদ্ধ চাহিতে আসিতেছেন, তখন আমি তাহাই করিতে বাধ্য। রাণী শুনিয়া বলিলেন—হরিসেবকেরা কখনই কামনালিপ্ত নহেন,

সুতরাং আপনি যে স্বর্গ কামনা বা যশ কামনায় যুদ্ধ করিবেন, ইহা অসম্ভব, আর আপনি যখন নিষ্কাম, তখন তিনিও অদাতা, সুতরাং আমার বোধ হয় আপনাদের উভয়ের যুদ্ধোদ্যমই মোহের খেলামাত্র। এইরূপ আরও কথোপকথনের পর শশিধ্বজ হরিনাম স্মরণ ও হরিধ্যান করিয়া হরির সহিত যুদ্ধে যাত্রা করিলেন। শম্যাকর্ণগণ উদ্যতাস্ত্র হইয়া তাঁহার সহিত চলিল। রাজকুমার সূর্য্যকেতুও পরম বৈষ্ণব ও অস্ত্রবিদ্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যুদ্ধ বাধিল। বিশাখযূপের সহিত শশিধ্বজ, মরুর সহিত সূর্য্যকেতু ও দেবাপির সহিত বৃহৎকেতু যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। কল্কিসৈন্য বিধ্বস্ত হইয়া গেল। সূর্য্যকেতুর যুদ্ধে মরু মূর্চ্ছিত হইবামাত্র সারথি তাহাকে লইয়া পলায়ন করিল। বৃহৎকেতু দেবাপির যুদ্ধে পরাজিত হইলেন ও তাঁহার ক্রোড়ে নিষ্পেষিত হইতে লাগিলেন বটে, কিন্তু সূর্য্যকেতু সাহায্যার্থ আসিয়া মুষ্ট্যাঘাতে দেবাপির চৈতন্য হরণ করিয়া তাঁহার ভুজবন্ধন হইতে ভ্রাতাকে মুক্ত করিলেন। শশিধ্বজ বিশাখযূপকে পরাস্ত করিয়া কল্কির সম্মুখীন হইলেন।

শশিধ্বজ কল্কিকে বলিলেন, 'পুণ্ডরীকাক্ষ! আইস, তুমি আমার হৃদয়ে প্রহার কর, নতুবা আমার ভয়ে আমার অন্ধকার হৃদয়ে লুকাও। আর যদি আমায় শত্রু বিবেচনা করিয়া থাক, তবে নির্ব্বিবাদে প্রহার কর, আমি অনায়াসে শিব অথবা বিষ্ণুলোকে চলিয়া যাই।'

কল্কি এই কথায় মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া বাহ্যে তাঁহার প্রতি শরবর্ষণ করিতে লাগিলেন। উভয়ে মহাযুদ্ধ বাধিল। উভয়ে দিব্যাস্ত্র চালনা করিতে লাগিলেন। শেষে কল্কির মুষ্ট্যাঘাতে শশিধ্বজ মুহূর্ত্তের জন্য অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন; পরমুহূর্ত্তে তিনিও কল্কিকে মুষ্ট্যাঘাত করিলেন। কল্কি সেই আঘাতে ছিন্নমূল কদলীর ন্যায় অচেতন হইয়া পড়িয়া গেলেন। ধর্ম্ম ও সত্যযুগ পতিত কল্কিকে উঠাইয়া লইয়া যাইবার নিমিত্ত নিকটস্থ হইবামাত্র রাজা শশিধ্বজ তাঁহাদের উভয়কে উভয় কক্ষে ও কল্কিকে বক্ষস্থলে ধারণ করিয়া স্বপুরীতে চলিয়া আসিলেন। গৃহে পৌঁছিয়া রাজা দেখিলেন, রাণী সখিগণে পরিবৃতা হইয়া হরিগুণগান করিতেছেন। রাজা ভার্য্যাকে বলিলেন, 'প্রিয়ে! এই ভগবান্ কল্কি মূর্চ্ছাচ্ছলে আমার বক্ষস্থলে উঠিয়া তোমার ভক্তি দেখিতে আসিয়াছেন। আর আমার উভয় কক্ষে ধর্ম্ম ও সত্যযুগ। তুমি ইহাদের যথোচিত অর্চ্চনা কর।' সুশান্তা সকলকে প্রণাম করিয়া হরিপ্রেমে বিভোরা হইয়া নৃত্য ও স্তব করিতে লাগিলেন। স্তবে তুষ্ট হইয়া কল্কি সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উঠিয়া ঈষৎ লজ্জিতমুখে সুশান্তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। সুশান্তা দাসী বলিয়া পরিচয় দিলেন। ধর্ম্ম ও সত্যযুগ তাঁহার হরিভক্তির প্রশংসা করিলেন। কল্কি প্রীত হইয়া বলিলেন, 'তোমরাই যথার্থ আমায় জয় করিয়াছ।' শেষে কল্কি শশিধ্বজের কন্যা রমার পাণিগ্রহণ করিলেন। অবশেষে কল্কির সহচর রাজগণ শশিধ্বজকে তাঁহার অপূর্ব্ব ভক্তির কথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি পরিচয় দিয়া যেরূপে হরিভক্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বিবৃত করেন।

তৎপরে কথাপ্রসঙ্গে শশিধ্বজ ভক্তিতত্ত্ব, বাসনাতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিলেন এবং শেষে দ্বিবিদ ও জাম্ববানের ন্যায় মরণ প্রার্থনা করিলেন। রাজগণ ঐ বানরদ্বয়ের বৃত্তান্ত শুনিতে চাহিলেন, শশিধ্বজ তাহাও শুনাইলেন এবং আরও বলিলেন যে, তিনিই কৃষ্ণাবতারে সত্যভামার পিতা সত্রাজিৎ রাজা ছিলেন। তৎপরে কল্কি শ্বশুর শশিধ্বজকে সান্ত্বনা করিয়া প্রস্থান করিলেন। তৎপরে তিনি সসৈন্যে কাঞ্চনীপুরীতে উপস্থিত হইলেন। ঐ পুরী গিরিদুর্গে বেষ্টিত ও সর্পজাল কর্ত্তৃক রক্ষিত। কল্কি বিবিধ বাণ দ্বারা বিষাস্ত্র নিবারণ ও পুরী প্রবেশ করিলেন। পুরী মধ্যে সুন্দর প্রাসাদ হরিচন্দনবৃক্ষে বেষ্টিত ও মণিকাঞ্চনে অলঙ্কৃত, কিন্তু মনুষ্যের সম্পর্ক নাই, কেবল নাগকন্যাগণ চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছে। কল্কি এই পুরী প্রবেশে ইতস্ততঃ করিতেছেন, এমন সময়ে দৈববাণী হইল, 'আপনি একা প্রবেশ করুন; পুরীমধ্যে এক বিষকন্যা আছে, তাহার দৃষ্টিতে আপনি ভিন্ন আর সকলেই মরিবে।' তখন কল্কি কেবল শুককে লইয়া অশ্বারোহণে খড়্গহস্তে পুরী প্রবেশ করিয়া বিষকন্যাকে দেখিতে পাইলেন। বিষকন্যা নারায়ণকে দেখিয়া বলিলেন, 'আমার তুল্য হতভাগিনী বিষনেত্রা কামিনী আর নাই; আপনি কে?' কল্কি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি বিষনেত্রা হইলে কেন?' বিষকন্যা বলিল, 'আমি গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রগ্রীবের ভার্য্যা, সুলোচনা। একদিন আমি পতির সহিত গন্ধমাদন কুঞ্জবনে রসালাপ করিতেছিলাম, এমন সময় যক্ষ মুনির কদর্য্য কলেবর দেখিয়া উচ্চশব্দে হাসিয়া উঠিলাম। মুনি ক্রুদ্ধ হইয়া বিষনেত্রা হইতে অভিসম্পাত করিলেন। এক্ষণে আপনার দর্শনে আমার শাপান্ত হইল, আমি স্বামীসকাশে চলিলাম।'

বিষকন্যা স্বর্গে গমন করিলে, কল্কি ঐ পুরের অধীশ্বর অমর্ষকে ঐ রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। তৎপরে মরুকে অযোধ্যারাজ্যে, সূর্য্যকেতুকে মথুরায়, দেবাপিকে বারণাবত, অরিস্থল, বৃকস্থল, মাকন্দক ও হস্তিনারাজ্যে অভিষিক্ত

করিলেন এবং কবি প্রভৃতি ভ্রাতৃগণকে পৌণ্ড্র, পৌণ্ড্রাদি ও জ্ঞাতিবর্গকে কীকটাদি রাজ্য প্রদান করিলেন, বিশাখ-যূপকে কোঙ্ক ও কলাপরাজ্য প্রদান করিলেন। অবশেষে সকলে শম্ভলে ফিরিয়া আসিলেন। পৃথিবীতে ধর্ম্ম ও সত্যযুগের অধিকার প্রবর্ত্তিত হইল।

কিছুদিন অতীত হইলে, বিষ্ণুযশা পুত্রকে যজ্ঞ করিতে অনুরোধ করিলেন; কল্কিও পিতার আদেশে রাজসূয়, বাজপেয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন। কৃপ, রাম, বশিষ্ঠ, ব্যাস, ধৌম্য, অকৃতব্রণ, অশ্বত্থামা, মধুচ্ছন্দা ও মন্দপাল প্রভৃতি মহর্ষিগণ এই সকল যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। কল্কি যজ্ঞান্তে গঙ্গাযমুনার সঙ্গমস্থলে ব্রাহ্মণগণকে মধুমাংসাদি ভোজন করাইলেন; পরে সকলে শম্ভলে ফিরিয়া আসিলেন।

কিয়দ্দিবস পরে পরশুরাম কল্কিভবনে উপস্থিত হইলেন। এই সময় কল্কির পদ্মাবতীগর্ভে জয় ও বিজয় নামে দুই পুত্র হইয়াছিল। রমার পুত্র হয় নাই। তিনি পরশুরামকে দেখিয়া তাঁহাকে অভিলাষ জানাইলেন। পরশুরাম রমা-দ্বারা রুক্মিণীব্রত করাইলেন। ব্রতের ফলে রমার মেঘমাল ও বলাহক নামে দুই পুত্র হইল। এইরূপে কল্কি পত্নীপুত্র লইয়া মহাসুখে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। একদিবস ব্রহ্মাদি দেবতা আসিয়া তাঁহাকে স্বর্গে গমন করিতে অনুরোধ করিলেন। তখন তিনি পুত্র ও প্রজাবর্গকে ডাকাইয়া জানাইলেন। তাহারা সকলে শোকার্ত্ত হইয়া পড়িল।

কল্কি রাজত্ব পরিত্যাগ করিয়া পত্নীদ্বয় সমভিব্যাহারে হিমালয়প্রদেশে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইয়া আপনাকে আপনি স্মরণ করিলেন। অমনি চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে পরিবর্ত্তিত হইয়া গোলোকে চলিয়া গেলেন। পদ্মা ও রমা অনলে দেহ বিসর্জ্জন করিয়া পতিলোকপ্রাপ্ত হইলেন। পৃথিবীতে সত্য ধর্ম্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিল। দেবাপিও মরুরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।" (কল্কিপুরাণ)।

[কল্কিপুরাণ শব্দ দেখ।]

ভাগবতে কল্কি ভগবানের ত্রয়োবিংশ অবতার বলিয়া কথিত হইয়াছেন। (ভাগবত ১। ৩ অধ্যায়, ২৪।২৫ শ্লোক)

জৈনদিগের মধ্যে কল্কি অবতারের কথা শুনা যায়। তাঁহারা বলেন যে, মহাবীরের নির্ব্বাণপ্রাপ্তির পর প্রতি সহস্র বৎসরে কল্কি অবতার হইয়া জৈনধর্ম্মের বিরুদ্ধ মত স্থাপন করেন। যথা;—

"মুক্তিং গতে মহাবীর প্রতিবর্ষসহস্রকম্।
একৈকো জায়তে কল্কির্জৈনধর্ম্মবিরোধকঃ॥

(জৈন' হরিবংশ ৬০। ২। ৫২)

কল্কিপুরাণ—একখানি অতিরিক্ত উপপুরাণ। এখানি অষ্টাদশ উপপুরাণের অন্তর্গত নহে। ইহাতে ৩টি অংশ আছে। প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে সাতটি সাতটি করিয়া চৌদ্দটি অধ্যায় এবং তৃতীয়াংশে একবিংশতিটি অধ্যায় আছে। সর্ব্বশুদ্ধ এই ৩৫টি অধ্যায়ে ক্রমান্বয়ে শুক-মার্কণ্ডেয়-সংবাদ, অধর্ম্মের বংশকীর্ত্তন, কলি-বিবরণ, পৃথিবী ও দেবতাদিগের ব্রহ্মলোকে গমন, ব্রহ্মবাক্যানুসারে শম্ভলস্থ ব্রাহ্মণ বিষ্ণুযশাগৃহে সুমতিগর্ভে বিষ্ণুর ও তদংশভূত চারিটি জ্যেষ্ঠ সহোদরের জন্মবিবরণ, কল্কি-বিষ্ণুযশা-সংবাদ, কল্কির উপনয়ন, পরশু-রামের সহিত কল্কির সাক্ষাৎ, তাঁহার নিকট বেদাধ্যয়ন, অস্ত্রশস্ত্র-শিক্ষা, কল্কির শিবারাধনা, হরপার্ব্বতী সাক্ষাৎ কল্কির শিবস্তবপাঠ, শিবের নিকট অশ্ব, খড়্গ, শুক, অস্ত্রাদি এবং বরলাভ, শম্ভলে প্রত্যাগমন, জ্ঞাতিদিগের নিকট বরকীর্ত্তন, নরপতি বিশাখযূপের সভায় কল্কির সংক্ষেপে বর্ণাশ্রমধর্ম্মকথন, শুকের আগমন, শুক-কল্কি-সংবাদ, সিংহল বর্ণন, পদ্মাচরিত, শিবের নিকট পদ্মার বরপ্রাপ্তি, পদ্মার স্বয়ম্বরের আয়োজন, স্বয়ম্বর সভায় আগত রাজগণের স্ত্রীভাবপ্রাপ্তি, পদ্মার বিষাদ, শুককে কল্কির দূতরূপে প্রেরণ, শুক-পদ্মা-সংবাদ, পদ্মার বিষ্ণুপূজা, বিষ্ণুর পাদাদি কেশান্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেক অঙ্গের বর্ণনা ও ধ্যান, শুককে অলঙ্কার দান, শুক-প্রত্যাগমন, পদ্মার উদ্দেশে কল্কি ও শুকের সিংহল যাত্রা, পদ্মার সরোবরে স্নানচ্ছলে অভিসার, পদ্মার জলক্রীড়া, কল্কিপদ্মামিলন, বৃহদ্রথসংবর্দ্ধন, কল্কি-পদ্মা বিবাহ, স্ত্রীত্বপ্রাপ্ত রাজগণের কল্কি দর্শনে পুংস্ব প্রাপ্তি ও কল্কির স্তব, কল্কির বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের উপদেশ, রাজ-গণের প্রশ্ন, অনন্তমুনির আগমন, অনন্তের পূর্ব্ববৃত্তান্ত কথন, শিবস্তব, পিতৃমৃত্যুর পর অনন্তের মায়াদর্শন ও বৈরাগ্যাবলম্বন, অনন্তমোক্ষ, রাজগণের প্রত্যাগমন, কল্কি-পদ্মার শম্ভলে প্রত্যাগমন, বিশ্বকর্ম্ম-বিধান, ভ্রাতৃগণের বংশবৃদ্ধি, বিষ্ণু-যশার যজ্ঞকামনা, কল্কির স্বজনসহ দিগ্বিজয়ে গমন, জিনরাজ বধ, বৌদ্ধনিগ্রহ, মায়ার অন্তর্ধান, বৌদ্ধরমণীগণের যুদ্ধযাত্রা, অস্ত্রদেবতাদিগের আবির্ভাব, জ্ঞানযোগকথন, মুনিগণের আগমন, কুথোদরী বৃত্তান্ত, সপুত্রা কুথোদরীবধ, হরিদ্বারে গমন, মুনিগণ-সাক্ষাৎ, মরু ও দেবাপি মিলন, উভয়ের পরিচয়সূত্রে সূর্য্যবংশ ও চন্দ্রবংশ কীর্ত্তন, মধুর রামচরিত শ্রবণ, মরু ও দেবাপির সহিত কল্কির যুদ্ধযাত্রা, ধর্ম্ম ও সত্য যুগ মিলন, কোক বিকোক-বিনাশ, ভল্লাটগমন, শয্যাকর্ণদিগের সহিত যুদ্ধ, সুশান্তাসমীপে শশিধ্বজের বিষ্ণুভক্তি কীর্ত্তন, রণস্থলে শশিধ্বজ কর্ত্তৃক কল্কি, ধর্ম্ম ও সত্যযুগের

পরাজয় এবং তাঁহাদিগকে লইয়া শশিধ্বজের পুরীপ্রবেশ, সুশান্তার স্তব, কল্কির সহিত রমার বিবাহ, শশিধ্বজের পূর্ব্ব-জন্মের বিবরণ, দ্বিবিদ ও জাম্ববানের বিবরণ, স্যমন্তকোপাখ্যান, শশিধ্বজের মুক্তি, বিষকন্যা-মোচন, রাজাদিগের রাজ্যদান, পুত্রাদির অভিষেক, মায়াস্তব, শম্ভলে যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান, নারদ হইতে বিষ্ণুযশার মুক্তিলাভ, ধর্ম্ম ও সত্য-যুগাধিকার, রুক্মিণীব্রত, কল্কির বিহার, পুত্রপৌত্রাদি বৃদ্ধি, ব্রহ্মকল্কিসংবাদ, বিষ্ণুর বৈকুণ্ঠগমন, পদ্মা ও রমার অনল প্রবেশ, কথাশেষ, শুকদেবের প্রস্থান, মুনিগণোক্ত গঙ্গাস্তব সংক্ষেপে পুরাণ বিবরণ ও পুরাণের ফলশ্রুতি বিবৃত হইয়াছে।

কল্কিপুরাণের রচয়িতা, উৎপত্তি ও শ্লোক সংখ্যা—এখানি মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন প্রণীত বলিয়া বিবৃত হইলেও তাঁহার রচিত বলিয়া বিশ্বাস হয় না; কারণ বেদব্যাস প্রণীত যে সকল মহাপুরাণ ও উপপুরাণ নামক অন্যান্য গ্রন্থে দেখা যায় তাহার মধ্যে ইহার নাম নাই। এতদ্ভিন্ন ইহার মধ্যেই তৃতীয়াংশের একবিংশ অধ্যায়ের শেষে এক স্থলে আছে, "সকল পুরাণাভিজ্ঞ লোমহর্ষণনন্দন সূত বেদব্যাসের শিষ্য ছিলেন, আমি তাঁহাকে প্রণাম করি।"—যদি এখানি বেদব্যাস-রচিত হইত, তাহা হইলে তাঁহার লেখনী হইতে স্বশিষ্যের প্রতি প্রণামজ্ঞাপক শ্লোক লিখিত হইত না।

এই কল্কিপুরাণ মধ্যেই ইহার রচয়িতা যে বেদব্যাস তাহাও আবার পাওয়া যায়। প্রথম অংশে প্রথম অধ্যায়ে উগ্রশ্রবা শৌনকাদি ঋষির প্রশ্নানুসারে যখন কল্কিপুরাণ-ব্যাখ্যার উপক্রম করিলেন, তখন পুরাণোৎপত্তি নিরূপণ করিবার সময়ে বলিলেন, "পুরাকালে নারদ জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রহ্মা এই উপাখ্যান তাঁহাকে বলেন। নারদ ব্যাসদেবের নিকট ব্যাখ্যা করেন। বেদব্যাস স্বপুত্র ব্রহ্মরাতকে (শুকদেবকে?) সেই বিবরণ বলিয়াছিলেন। ব্রহ্মরাত অভিমন্যুপুত্র বিষ্ণুরাতের (পরীক্ষিতের?) সভায় এই কথা কীর্ত্তন করেন, কিন্তু কথা শেষ হইতে না হইতে বিষ্ণুরাত স্বর্গগমন করিলেন। মার্কণ্ডেয়াদি মহর্ষিগণ শুকদেবকে অনুরোধ করিয়া কথার শেষ পর্য্যন্ত শ্রবণ করেন। আমি সেই সময়ে শুকদেবের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই বিবৃত করিব। ইহাতে অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক আছে।"—কিন্তু তৃতীয়াংশের শেষ অধ্যায়ে গ্রন্থের উপসংহার কালে, উগ্রশ্রবার মুখেই ভিন্নরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়, "যে সকল ব্যক্তি নিরতিশয় পাপী তাহারাও এই পুরাণের প্রভাবে অভীষ্ট লাভ করিতে পারে। এই কল্কিপুরাণে ছয়সহস্র একশত শ্লোকে সকল শাস্ত্রের অর্থ ও তত্ত্ব সংগৃহীত হইয়াছে। প্রলয়াবসানে শ্রীহরির মুখ হইতে এই কল্কিপুরাণের উৎপত্তি হইয়াছে। এই পুরাণে চতুর্ব্বর্গ লাভ হয়। ভগবান্ বেদব্যাস ব্রাহ্মণ জন্ম পরিগ্রহ করিয়া, ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া, এই পরম বিস্ময়কর ভগবান্ কল্কির প্রভাব বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।" শ্লোকসংখ্যা সম্বন্ধেও এই পুরাণের দুই স্থলে দুইরূপ সংখ্যা পাওয়া যাইতেছে; পূর্ব্বোক্ত উদ্ধৃত অংশদ্বয়ে তাহা দৃষ্ট হইবে।

কল্কিপুরাণের বর্ণিত বিষয়—পুরাণোপপুরাণ বর্ণিত বিষয় সকলের বাহুল্য বর্ণনা কল্কি পুরাণে নাই। ইহার লেখক সে সম্বন্ধে যে সকল কথা যে পরিমাণে লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিলেই বোধ হয় যে, সে সকল অংশ কেবল পুরাণত্ব রক্ষা করিবার উদ্দেশেই গ্রন্থে নিবদ্ধ হইয়াছে মাত্র। রঘুবংশ, নৈষধ, কুমার প্রভৃতি মহাকাব্যে যেমন কোন এক ব্যক্তি বিশেষের বা বিষয় বিশেষের বর্ণনা থাকে, ইহাতেও সেইরূপ একমাত্র কল্কিচরিত বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে শৃঙ্গার, শান্তি ও বীররসের বেশ স্ফূর্ত্তি আছে, অন্যান্য রসও অবিস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায় এবং পুরাণাদির ন্যায় ইহাতে পুনরুক্তি দোষ বা অনর্থক অব্যয় শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় না। এই সকল কারণে ইহাকে একখানি সুন্দর মহাকাব্য বলিলে বেশ যুক্তিসঙ্গত হয়। ইহার রচনাপ্রণালীও পুরাণের ন্যায় রসহীন নহে এবং তাদৃশ প্রাচীন ধরণের ভাষাতেও লিখিত নহে।

কল্কি পুরাণের ঐতিহাসিকতা ও কালনির্ণয়—কল্কিপুরাণে কলিযুগের শেষপাদের বর্ণনা আছে এবং কথিত হইয়াছে যে যখন কলিপ্রভাবে সমস্ত পৃথিবী একবর্ণা হইয়া যাইবে, তখন ভগবান কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া কলিকে দূর করিয়া সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত করিবেন; কিন্তু সূক্ষ্মভাবে মনোযোগপূর্ব্বক বিচার করিয়া দেখিলে কল্কির সময়ে পৃথিবীর অবস্থা যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, তাহা কলির শেষপাদের ঘটনা না হইয়া বরং প্রথমপাদের ঘটনা বলিয়া অনুমিত হয়। কল্কির সহিত মায়াবাদী বৌদ্ধগণের প্রথম যুদ্ধ বাধে। এই অংশ নিবিষ্ট-চিত্তে পাঠ করিলে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, যখন ভারতবর্ষ বৌদ্ধধর্ম্মে ভাসিতেছিল, তখন ভারতের যে অবস্থা ছিল, ইহা সেই অবস্থার বর্ণনা। কল্কিশব্দে জৈন হরিবংশের যে শ্লোক উদ্ধৃত হইল, তাহা হইতেও ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে। অনুমান হয়, যে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবলতা ঈষৎ কমিয়া আসিয়া অল্পে অল্পে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুত্থান হইতেছিল, কল্কিপুরাণকার ঠিক সেই সময়ের লোক। তখন তাঁহার চক্ষে ভারতের যে দুর্দশার ছবি ভাসিতেছিল তিনি তাহাকেই কলির

শেষ পাদের অবস্থা বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। এইখান হইতেই কল্কি পুরাণ রচনার অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

তৎপরে কল্কিপুরাণে যে সকল স্থানের নাম কথিত হইয়াছে, (মাহিষ্মতী, শম্ভল, কীকট, সিংহল, পৌণ্ড্র, শৌণ্ড্র, সুরাষ্ট্র, পুলিন্দ, মগধ, মধ্যকর্ণাট, অন্ধ্র, ওড্র, কলিঙ্গ, অঙ্গ, বঙ্গ, কঙ্ক, কলাপক, দ্বারকা, মথুরা, বারণাবত, অরিস্থল, বৃকস্থল, কামন্দক, হস্তিনাপুরী, চোল, বর্ব্বর, কর্ব্ব, ভল্লাট, কাঞ্চনপুরী প্রভৃতি) তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই প্রাচীন পৌরাণিক নাম। ইহার কতকগুলি, সেই সেই নামে পূর্ব্বোক্ত অনুমিত সময়ে (অর্থাৎ ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের অধঃপতনের প্রথমাবস্থায়) বিদ্যমান থাকা সম্ভব।

তাহার পর মরু ও দেবাপির পরিচয়স্থলে, কল্কিপুরাণকার যে বংশাবলী দিয়াছেন, তাহাতে মরু রামচন্দ্রের অধস্তন একবিংশ পুরুষ এবং দেবাপি পাণ্ডবগণের উর্দ্ধতন ৪র্থ পুরুষ শান্তনুর ভ্রাতা বলিয়া কথিত আছে। যদি অন্যান্য পুরাণের কথা বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, যুধিষ্ঠিরাদি কলির প্রারম্ভ ৬৫৩ বৎসরে রাজত্ব করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার উর্দ্ধতন ৪র্থ পুরুষ কখনই তাঁহার বহুপরবর্ত্তী কলির শেষপাদের লোক হইতে পারেন না। এতদ্ভিন্ন মরু ও দেবাপির যে বংশাবলী দেওয়া আছে, তাহা হইতে হিসাব করিলে দেখা যায় যে, মরু ও দেবাপির মধ্যেও সাত পুরুষের পার্থক্য আছে। তাহার পর আরও এক কথা, এই স্থলে বিচার করিলে দেখা যায় যে, কল্কি অবতারের পর সত্যযুগের প্রারম্ভ। যদি কল্কিদেব দেবাপি ও মরুকে পৃথিবীরাজ্যে স্থাপিত করিয়া সত্যযুগের সংক্রমণ করিতেন, তাহা হইলে, দেবাপি ও মরুকে সত্যযুগের প্রথম রাজা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, কিন্তু অন্য কোন পুরাণেই সে কথা বলে না। [কল্কি দেখ।]

কল্কিপুরাণের ঘটনা ভবিষ্যৎ ঘটনা কি না—ইতিহাস ছাড়িয়া দিয়া যদি পুরাণের কথা বলিয়া এতদ্বর্ণিত বিষয়গুলি যথার্থবোধে ভক্তির সহিত বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে ইহার বর্ণিত ব্যাপারগুলি ভবিষ্যতে ঘটিবার কথা, কিন্তু এই পুরাণখানির বর্ণনা পাঠ করিলে তাহা বোধ হয় না। ইহাতে যাহা কিছু বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা সমস্ত অতীতকালের ঘটনা-বোধক।

উগ্রশ্রবা ঋষিপ্রশ্নের পর বলিলেন—"শুকদেবের অনুমতি-ক্রমে আমি সেই পুণ্যাশ্রমে যে সকল ভবিষ্য ঘটনা শুনিয়াছিলাম, এই স্থলে সেই শুভকর ভাগবতধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি।" ভবিষ্যৎ কালের বোধক উগ্রশ্রবার মুখে একটি মাত্র কথা ব্যতীত আর কোথায় বিন্দুমাত্রও কিছু নাই।

ইহা ভবিষ্যৎকালের ঘটনা বলিয়া কথিত হইলেও বাস্তবিক ইহা ভবিষ্যৎকালের ঘটনা নহে; কিন্তু মহাভারত, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, নারসিংহ পুরাণ প্রভৃতিতে কল্কিঅবতারের কথা যাহা লিখিত আছে, তাহাতে সমস্তই ভবিষ্যৎ কালবোধক ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হইয়াছে, সুতরাং বুঝা যাইতেছে যে, কল্কি অবতার উত্তরকালে হইবেন, সে পক্ষে কোন সন্দেহ নাই।

যাহা হউক কল্কিপুরাণখানিতে সংক্ষেপে অনেক গভীর ভাবময়ী সৎকথার আলোচনা আছে, পাঠে আনন্দ আছে। এই সকল কারণে কল্কিপুরাণকে "অনুভাগবত" বলিয়া থাকে।

কল্কিপ্রাদুর্ভাব (পুং) কল্কেঃ দশমাবতারস্য প্রাদুর্ভাবঃ উৎপত্তিঃ। কল্কি অবতারের উৎপত্তি।

কল্কিরাজ। একজন প্রাচীন রাজা, গুপ্তরাজবংশের পর ইনি ইন্দ্রপুরে ৪১ বর্ষ রাজত্ব করেন। (জৈন° হরিবংশ) ইহার ভ্রাতা রাজা অজিতঞ্জয়। (জৈন° উত্তরপুরাণ)।

কল্কী [ন্] (পুং) কল্কঃ পাপং নাশ্যতয়া অস্ত্যস্য, কল্ক-ইনি। কল্কি অবতার।

("মৎস্যঃ কূর্ম্মো বরাহশ্চ নরসিংহোহথ বামনঃ।
রামো রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধঃ কল্কী চ তে দশ॥" পুরাণ।)

কল্তানি (দেশজ) ১ নিংড়ান রস। ২ আঁব জলের ন্যায় পচা জিনিষের রস।

কল্প (পুং) কল্প্যতে বিধীয়তে অসৌ, ক্লৃপ-কর্ম্মণি ঘঞ্। ১ বিধি। ("এষ বৈ প্রথমঃ কল্পঃ প্রদানে হব্যকব্যয়োঃ॥" মনু ৩।১৪৭।) ২ (কল্পতি সৃষ্টিং নাশং বা অত্র, ক্লৃপ-ণিচ্-অপ্।) প্রলয়; স্বসন্ধিযুক্ত চতুর্দ্দশ মনু দ্বারা এক প্রলয় কাল নির্ণীত হয়।

"সসন্ধয়স্তে মনবঃ কল্পে জ্ঞেয়াশ্চতুর্দ্দশ।
কৃতপ্রমাণঃকল্পাদৌ সন্ধিঃ পঞ্চদশ স্মৃতঃ॥" (সূর্য্যসি°।)

৩ (কল্পতে স্বক্রিয়ায়ৈ সমর্থো ভবতি অত্র, ক্লৃপ-ঘঞ্) ব্রহ্মার একদিন, দেবতার দুই সহস্রযুগে ব্রহ্মার একদিন হয়; এইরূপ ত্রিশ কল্পে ব্রহ্মার এক মাস হইয়া থাকে। তাহার সংস্কৃত নাম—শ্বেতবারাহ, নীললোহিত, বামদেব, গাথান্তর, রৌরব, প্রাণ, বৃহৎকল্প, কন্দর্প, সত্য, ঈশান, ধ্যান, সারস্বত, উদান, গরুড়, কৌর্ম্ম (ইহাই ব্রহ্মার পৌর্ণমাসী), নারসিংহ, সমাধি, আগ্নেয়, বিষ্ণুজ, সৌর, সোম, ভাবন, সুপুমালী, বৈকুণ্ঠ, আর্চ্চিষ, বল্মীকল্প, বৈরাজ, গৌরীকল্প, মাহেশ্বর ও পিতৃকল্প (ইহাই ব্রহ্মার অমাবস্যা) এইরূপ বারমাসে ব্রহ্মার এক বৎসর হয়, এবং এইরূপ শত বৎসর ব্রহ্মার আয়ু কাল। উহার পঞ্চাশ বর্ষ অতীত হইয়াছে।

এক্ষণে একপঞ্চাশদ্বর্ষীয় শ্বেতবারাহ কল্প চলিতেছে, চৈত্রমাসের শুক্ল প্রতিপদে প্রথম কল্প আরম্ভ হইয়াছে।

"চৈত্রে মাসি জগৎ ব্রহ্মা সসর্জ্জ প্রথমেঽহনি।
শুক্লপক্ষে সমগ্রন্তু তদা সূর্য্যোদয়ে সতি।
প্রবর্ত্তয়ামাস তদা কালস্য গণনামপি॥"

চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষীয় প্রথমদিনে সূর্য্যোদয় হইলে ব্রহ্মা সমগ্র জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এবং সেই সময় হইতেই কালের গণনা প্রবর্ত্তিত হইয়া ছিল। (ব্রাহ্মপুরাণ)

।•। প্রাণাদি স্থূল কালের নাম মূর্ত্তকাল এবং ত্রুট্যাদি পরমাণু সদৃশ সূক্ষ্মকালের নাম অমূর্ত্তকাল। সুস্থ শরীরে নিশ্বাস প্রশ্বাসের যে পরিমিত কাল, তাহাকে প্রাণ কহে; অর্থাৎ দশটি গুরু অক্ষর উচ্চারণ করিতে যে কাল লাগে তাহাকে প্রাণ কহে। উহা ইংলণ্ডীয় ৪ সেকেণ্ড পরিমিত সময়। ঐরূপ ৬ প্রাণে ১ বিনাড়ী বা পল এবং ৬০ বিনাড়ীতে ১ নাড়ী বা ১ দণ্ড হয়। ৬০ দণ্ডে ১ নাক্ষত্র অহোরাত্র এবং ৩০ নাক্ষত্র অহোরাত্রে ১ নাক্ষত্র মাস হয়। এক সূর্য্যোদয় হইতে অন্য সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত যে কাল তাহার নাম সাবন অহোরাত্র এবং ঐরূপ ৩০ সাবন অহোরাত্র পরিমিত কালই সাবন মাস। এক তিথি হইতে অপর তিথি পর্য্যন্ত যে কাল তাহার নাম চান্দ্র অহোরাত্র। ঐরূপ ৩০ চান্দ্র অহোরাত্রে এক চান্দ্র মাস হয়। সূর্য্যের এক রাশি সংক্রমণ হইতে অপর রাশি সংক্রমণ পর্য্যন্ত কালের নাম সৌর মাস। ঐরূপ দ্বাদশমাসে এক বৎসর হয়। সৌর এক বৎসরে দেবতাগণের এক অহোরাত্র হয়। যে সময়ে দেবতাগণের দিন ঐ সময়ে অসুরগণের রাত্রি, এবং যে সময়ে দেবতাগণের রাত্রি ঐ সময়ে অসুরগণের দিন হয়। ঐরূপ ৩৬০ অহোরাত্রে দেবতাগণের ও অসুরগণের এক এক বৎসর হইয়া থাকে। দেবতাগণের ১২,০০০ বৎসরে এক মহাযুগ বা চারিযুগ হয়। ঐ চারিযুগে ৪,৩২০,০০০ সৌর বৎসর হয়। সন্ধ্যা অর্থাৎ প্রতিযুগের আদি সন্ধি ও সন্ধ্যাংশ অর্থাৎ প্রতি যুগের অন্ত্যসন্ধির সহিত চারি যুগ হয় এবং ধর্ম্মপাদের ব্যবস্থা অনুসারে অর্থাৎ সত্যযুগে চারিপাদ, ত্রেতাযুগে ত্রিপাদ, দ্বাপর যুগে দ্বিপাদ ও কলিযুগে একপাদ, এই অনুসারে চারি যুগের পরিমাণ স্থির হয়। মহাযুগ পরিমিত বৎসরকে দশভাগ করিলে যে ভাগফল লব্ধ হয়, তাহাকে চারিগুণ করিলে যাহা হয়, তাহাই সত্যযুগের পরিমাণ। ঐরূপ তিন গুণে ত্রেতাযুগের দ্বিগুণে দ্বাপর যুগের ও এক গুণে কলিযুগের পরিমাণ জানিতে হইবে। প্রতি যুগের আদি ও অন্ত্য ষষ্ঠাংশই সেই সেই যুগের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ।

একসপ্ততি মহাযুগে এক মন্বন্তর হয়। সত্যযুগ পরিমাণে ঐ মন্বন্তরের সন্ধি জানিতে হইবে। ঐরূপ এক এক মন্বন্তরের পর এক একবার জলপ্লাবন হইয়া থাকে। এক এক কল্পে সন্ধির সহিত চতুর্দ্দশ মন্বন্তর থাকে; অর্থাৎ সন্ধির সহিত চতুর্দ্দশ মন্বন্তরেই এক কল্প হয়। এক সত্যযুগের পরিমাণে ঐরূপ কল্পের আদিতে ঐ পঞ্চদশ সন্ধি স্বীকৃত হইয়া থাকে।

	দেবমান।	সৌরমান।
আদি সন্ধি	৪,৮০০	১৭,২৮,০০০
একসপ্ততি মহাযুগ	৮৫২,০০০	৩০,৬৭২০,০০০
এক সন্ধি	৪,৮০০	১,৭২৮,০০০
এক মন্বন্তর	৮৫৬,৮০০	৩০৮,৪৪৮,০০০
চতুর্দ্দশ মন্বন্তর	১১, ৯৯৫,২০০	৪,৩১৮,২৭২,০০০
কল্প	১২,০০০,০০০	৪,৩২০,০০০,০০০

সহস্র মহাযুগে এক কল্প হয়। প্রতি কল্পের অবসানে সর্ব্বভূতের বিনাশ অর্থাৎ প্রলয় হয়। এক কল্পে ব্রহ্মার এক দিন হয়, এবং তাঁহার রাত্রির পরিমাণও দিবসের তুল্য। পূর্ব্বকথিত অহোরাত্র সংখ্যায় একশত বৎসরকাল ব্রহ্মার আয়ুঃ। একাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মার আয়ুর অর্দ্ধ অর্থাৎ পঞ্চাশবর্ষ অতীত হইয়াছে। বর্ত্তমান কল্পের আরম্ভ ব্রহ্মার আয়ুর অবশিষ্ট পঞ্চাশদ্বর্ষের প্রথম দিবস জানিতে হইবে। বর্ত্তমান কল্পেরও ছয় মনু ও তাহার সপ্ত সন্ধি অতীত হইয়াছে। এক্ষণে বৈবস্বত নামক সপ্তম মনুর কাল চলিতেছে। ঐ বর্ত্তমান মনুরও সপ্তবিংশতি যুগ অতীত হইয়াছে। এই অষ্টাবিংশতি যুগেরও আবার সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর বিগত হইয়াছে, কলিযুগ চলিতেছে।

(সূর্য্যসিদ্ধান্ত মধ্যাধিকার ১১—২৩)

৪ বিকল্প। ৫ ন্যায়। ৬ কল্পবৃক্ষ। ৭ শাস্ত্রবিশেষ, এইশাস্ত্রে বেদষড়ঙ্গের অন্তর্গত যাগক্রিয়াদির উপদেশ আছে। ৮ ব্যাকরণের প্রত্যয়বিশেষ, ঈষদূন অর্থে এই প্রত্যয় হইয়া থাকে। ("তে পরস্পরমামন্ত্র্য দেবকল্পা মহর্ষয়ঃ।" ভারত ১।১২৬।৫।) ৯ সংকল্প, প্রতিজ্ঞা। ১০ পক্ষ। ১১ অভিপ্রায়। ১২ বেদ বিধিবিশেষ।

কল্পক (পুং) কল্পয়তি ক্ষৌরকর্ম্মাদিনা বেশং রচয়তি, কৃপ-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ নাপিত। ২ কর্চ্চূর। ৩ (কল্পয়তি গদ্যপদ্যাদিকমুদ্ভাব্য রচয়তি) গ্রন্থকর্ত্তা। ৪ (ত্রি) রচক। ৫ আরোপক।

কল্পকার (পুং) কল্পং কল্পসূত্রং করোতি, কল্প-কৃ-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১।) ১ কল্পসূত্রকারক আশ্বলায়নাদি।

২ (কল্পং বেশং করোতি) নাপিত। ৩ (ত্রি) বেশকারক। ৪ ছেদক।

কল্পকারক (পুং) কল্পং করোতি, কল্প কৃ-ণ্বুল্ (ণ্বুল্ তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩।) ১ কল্পসূত্রকারক। ২ নাপিত। ৩ (ত্রি) বেশকারক। ৪ ছেদক।

কল্পকেদার (পুং) কালীশিব প্রণীত চিকিৎসাগ্রন্থবিশেষ।

কল্পক্ষয় (পুং) কল্পস্য সৃষ্টেঃ ক্ষয়ো যত্র, বহুব্রী। প্রলয়। ("কল্পক্ষয়ে পুনস্তে তু প্রবিশন্তি পরং পদম্।" বিষ্ণুপুরাণ।)

কল্পগা (স্ত্রী) গঙ্গা নদী।

কল্পতরু (পুং) কল্পশ্চাসৌ তরুশ্চেতি, কর্ম্মধা। কল্পস্য তরুঃ রাহোঃ শিরঃ ইত্যাদিবৎ ৬তৎ। ১ দেবলোকের বৃক্ষবিশেষ। এই বৃক্ষের নিকট যে কোন পদার্থ প্রার্থনা করিলেই পাওয়া যায়। ("নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলম্।" ভাগবত ১।১।৩।) ২ স্মৃতিশাস্ত্রবিশেষ। ৩ শারীরকসূত্রভাষ্যের ভামতী টীকার একখানি ব্যাখ্যার নাম।

কল্পদ্রু (পুং) কল্পশ্চাসৌ দ্রুশ্চেতি, কর্ম্মধা। কল্পতরু।

কল্পদ্রুম (পুং) কল্পশ্চাসৌ দ্রুমশ্চেতি, কর্ম্মধা। কল্পতরু।

কল্পন (ক্লী) কৃপ-ভাবে ল্যুট্। ১ ছেদন। ২ রচনা। ৩ বিধান। ৪ আরোপ। ৫ অপ্রকৃত বিষয়ের উদ্ভাবন।

কল্পনা (স্ত্রী) কৃপ-ণিচ্-ভাবে যুচ্-টাপ্। ১ হস্তিসজ্জা। ২ নায়কের আরোহণ জন্য হস্তিসজ্জা। ৩ অনুমান। ৪ রচনা। ৫ অর্থাপত্তিরূপ প্রমাণবিশেষ। ৬ নূতন বিষয়ের উদ্ভাবন।

কল্পনাকাল (ত্রি) কল্পনায়াঃ কাল ইব কালো যস্য, বহুব্রী। সঙ্কল্পের ন্যায় আশু বিনাশী অস্থির পদার্থ।

কল্পনাথ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Justicia paniculata.)

কল্পনাশক্তি (স্ত্রী) কল্পনায়াঃ নবোদ্ভাবনস্য শক্তিঃ ৬তৎ। নূতন বিষয় উদ্ভাবনের শক্তি।

কল্পনী (স্ত্রী) কল্পয়তি, কেশাদীন্ ছিনত্তি অনয়া, কৃপ চ্ছেদনে ল্যুট্-ঙীপ্। কর্ত্তনী, কাঁচি। (কৃপাণী কর্ত্তরী কল্পন্যপি। হেম ৩।৫৭৫।)

কল্পনীয় (ত্রি) কল্পনায় হিতম্, কল্পন-ঠক্। ১ কল্পনার উপযোগী। ২ ছেদ্য। ৩ বিধানের উপযুক্ত। ৪ আরোপণের উপযোগী।

কল্পপাদপ (পুং) কল্পয়তি সর্ব্বকামং সম্পাদয়তি কল্পঃ, কল্পশ্চাসৌ পাদপশ্চেতি, কর্ম্মধা। কল্পবৃক্ষ। ("মৃষা ন চক্রেঽল্পিতকল্পপাদপঃ।" নৈষধ। ১।১৫।)

কল্পপাদপদান (ক্লী) কল্পপাদপস্য সুবর্ণনির্ম্মিত পাদপাকৃতের্দানম্। মহাদানবিশেষ। বল্লালসেন-বিরচিত দান-সাগর নামক গ্রন্থে এই দানের বিধান এইরূপ বর্ণিত আছে,—"যজমান কল্পপাদপ-দান করিতে ইচ্ছা করিলে, তুলাপুরুষ দানের ন্যায় পুণ্য দিন দেখিয়া পুণ্যাহ বচন, লোকেশের আবাহন, এবং ঋত্বিক্, মণ্ডপ, সম্ভার, ভূষণ ও আচ্ছাদন একত্র করিবে। শক্তি অনুসারে তিন পল হইতে সহস্র পল পর্য্যন্ত স্বর্ণের অর্দ্ধাংশ দ্বারা নানা ফলযুক্ত ও নানা বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি যুক্ত পাঁচটি শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষ প্রস্তুত করিয়া, ১ প্রস্থ গুড়ের উপর ২ খানি শুক্লবস্ত্র আচ্ছাদন করিবে, এবং তাহার তলদেশে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও সূর্য্যমূর্ত্তি স্থাপন করিবে। অপর অর্দ্ধাংশ স্বর্ণ দ্বারা আর চারিটি বৃক্ষ ও চারিটি মূর্ত্তি করিতে হইবে। তন্মধ্যে সন্তান বৃক্ষের তলদেশে রতি ও কন্দর্পের মূর্ত্তি রাখিয়া গুড়ে বসাইয়া ঐ বৃক্ষ ১ প্রস্থ পূর্ব্বদিকে, ঘৃতের উপর লক্ষ্মীসহ মন্দার বৃক্ষ দক্ষিণ-দিকে, জীরকের উপর সাবিত্রীসহ পারিভদ্র বৃক্ষ পশ্চিমদিকে, এবং তিলের উপর সুরভিসহ হরিচন্দন বৃক্ষ উত্তরদিকে রাখিয়া প্রত্যেক বৃক্ষ ২ খানি করিয়া শুক্লবস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। প্রত্যেক বৃক্ষের পার্শ্বে ২টি করিয়া ৮টি পূর্ণকলস, তাহার উপর ইক্ষুদণ্ড ও ফলাদি রাখিয়া কৌষেয় বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া রাখিবে। পূর্ণ কলসের পার্শ্ব-দেশে পাদুকা, উপানহ, ছত্র, চামর, আসন, ভাজন ও দীপ রাখিয়া দিবে। পরে মন্ত্রবিশেষ দ্বারা তিন বার প্রদক্ষিণ করিতে করিতে দুই তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, শাস্ত্রোক্ত মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক কল্পপাদপ দান করিবে।

দানান্তে এত দান করিলাম বলিয়া বিস্মিত হইবে না, এবং কোনরূপ শঠতা ব্যবহার করিবে না।

এই মহাদান করিলে, অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়, এবং সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হওয়ায় প্রাণান্তে শতকল্প স্বর্গবাস করিয়া রাজাধিরাজ হইয়া জন্মগ্রহণ করে। আবার নারায়ণ-বলযুক্ত, নারায়ণ-পরায়ণ ও নারায়ণ-কথাসক্ত হওয়ায় তাহার নারায়ণ-লোক লাভ হয়।

এই কল্পপাদপ দান কথা পাঠ করিলে, শ্রবণ করিলে বা স্মরণ করিলেও পাপবিমুক্ত হইয়া মন্বন্তরকালে, ইন্দ্রলোকে বাস করিতে সমর্থ হয়।"

কল্পপাল (পুং) কল্পং সুরাবিধানকল্পং পালয়তি, কল্প-পাল-ণিচ্-অণ্। শৌণ্ডিক, শুঁড়ি। (কল্পপালঃ সুরাজীবী শৌণ্ডিকো মণ্ডহারকঃ। হেম ৩।৫৬৫।)

কল্পমহীরুহ (পুং) কল্পশ্চাসৌ মহীরুহশ্চেতি, কর্ম্মধা। কল্পবৃক্ষ।

কল্পলতাদান (ক্লী) কল্পলতায়াঃ যথাবিধ-সুবর্ণ-নির্ম্মিতায়া লতায়া দানং, ৬তৎ। মহাদানবিশেষ।

দান-সাগরে ইহার দান বিধি এইরূপ লিখিত আছে,—

"শক্তি অনুসারে পাঁচ পল হইতে সহস্র পল পর্য্যন্ত পরিমিত স্বর্ণের ফল ফুল গ্রহ ও পক্ষীশোভিত, স্থানে স্থানে বিদ্যাধর, কিন্নর, মিথুন ও সিদ্ধমূর্ত্তি, এবং সিদ্ধহস্তলগ্ন মুক্তাহারবিশিষ্ট দশটি লতা নির্ম্মাণ করিয়া, নানাবিধ বিচিত্র বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবে। লতার নিম্নদেশে স্থাপনের জন্য ব্রাহ্ম্যাদি দশটি প্রতিমা করিতে হইবে। লতা রোপণের জন্য লবণ, গুড়, হরিদ্রা, তণ্ডুল, ঘৃত, ক্ষীর, শর্করা, তিল ও নবনীত এবং লতাপার্শ্বে ঋত্বিগ্‌গণের জন্য দশটি ধেনু, দশটি কুম্ভ ও দশ যোড়া বস্ত্র সংগ্রহ করিবে। ব্রতের পূর্ব্বদিনে হবিষ্য ভোজন, নিবেদন, সঙ্কল্প বাক্য প্রভৃতি করিতে হইবে। পরদিন গুরু, পুরোহিত, যজমান ও জাপক সকলে উপবাসী থাকিবেন। পুরোহিত প্রধান বেদীতে লিখিত চক্রের উপর পূর্ব্বাদি ৮ দিকে ৮টি ও লতামণ্ডপ মধ্যে ২টি লতা রাখিয়া তাহার নিম্নদেশে লবণ দিয়া হংসারূঢ়া ব্রাহ্মী ও অনন্তশক্তি মূর্ত্তি স্থাপন করিবেন, অপর আটদিগের ৮টি লতার নীচে যথাক্রমে পূর্ব্বদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া গুড়ের উপর স্বর্ণাসনে কুলিশায়ুধহস্তা মাহেন্দ্রী, হরিদ্রার উপর স্রুবহস্তা ছাগারূঢ়া আগ্নেয়ী, তণ্ডুলের উপর গদাপাণি মহিষারূঢ়া যাম্যা, ঘৃতের উপর খড়্গপাণি, নরারূঢ়া নৈর্ঋতী, ক্ষীরের উপর নাগপাশ হস্তে সর্পস্থা বারুণী, শর্করার উপর মৃগাসনা পতাকিনী, তিলের উপর সৌম্যা এবং নবনীতের উপর শূলহস্তে বৃষাসনে মাহেশ্বরী মূর্ত্তি স্থাপন করিবে। প্রত্যেক মূর্ত্তিই মুকুট যুক্ত, ক্রোড়দেশে পুত্রবিশিষ্ট ও প্রসন্ন হওয়া আবশ্যক। লতার পার্শ্বে দশধেনু, দশ পূর্ণকুম্ভ ও দশ যোড়া বস্ত্র স্থাপন করিবে। তৎপরে মঙ্গল গীত, বাদ্য, বন্দিগণের স্তুতিপাঠ প্রভৃতি হইতে থাকিবে, এই সময়ে কুণ্ডের নিকটস্থ ৪ কুম্ভ জল দ্বারা যজমানকে স্নান করাইবে। স্নানান্তে যজমান শুক্লবস্ত্র অলঙ্কার ও মাল্যাদি ধারণ করিয়া, লতাসমূহ তিনবার প্রদক্ষিণ করিতে করিতে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক তিন বার পুষ্পাঞ্জলি দিবে। তৎপরে যথাবিধানে কল্পলতা দান করিয়া দক্ষিণাদান, দরিদ্র অনাথ প্রভৃতির সন্তোষ সাধন ও ব্রাহ্মণ ভোজনাদি কার্য্য সম্পাদন করিবে।

কল্পবর্ষ (পুং) উগ্রসেনভ্রাতা দেবকের পুত্র।

(ভাগবত ৯। ২৪। ২৫।)

কল্পবল্লী (স্ত্রী) কল্পলতা।

কল্পবায়ু (পুং) প্রলয়কালে যে বায়ু প্রবাহিত হয়।

কল্পসূত্র (ক্লী) কল্পস্য বৈদিককর্ম্মানুষ্ঠানস্য প্রতিপাদকং সূত্রম্। ১ বৈদিক কর্ম্মবিধায়ক গ্রন্থ। এই সকল গ্রন্থ আশ্বলায়ন, আপস্তম্ব প্রভৃতি প্রণীত।

("জ্যোতিষ্টোমেধঃ সংখ্যাতঃ কল্পসূত্রেণ ব্রাহ্মণৈঃ।
চতুষ্টোমমহস্তস্য প্রথমং পরিকল্পিতম্॥" রামা ১।১৩।৪৩।)

২ জৈনদিগের ধর্ম্মগ্রন্থবিশেষ। ভদ্রবাহু এই গ্রন্থ প্রচার করেন।

কল্পাতীত (পুং) কল্পঃ কল্পকালঃ অতীতো যস্য, কল্পঃ সৃষ্টিঃ অতীতঃ অতিক্রান্তো যেন বা বহুব্রী। কল্পকাল অপেক্ষাও অধিক দিন যাহারা বাঁচিয়া থাকে, অথবা যাঁহারা সৃষ্ট নহেন অর্থাৎ নিত্য, দেবতাবিশেষ।

(কল্পাতীতা নব গ্রৈবেয়কাঃ পঞ্চতন্ত্বনুত্তরাঃ।
নিকায়ভেদাদেবং স্যুর্দেবাঃ কিল চতুর্ব্বিধাঃ॥ হেম ২। ৮।)

কল্পাদি (পুং) কল্পস্য সৃষ্টেঃ আদিঃ প্রথমঃ কালঃ, ৬তৎ। সৃষ্টির পূর্ব্ব সময়।

কল্পানুপদ (পুং) সামবেদান্তর্গত গ্রন্থবিশেষ।

কল্পান্ত (পুং) কল্পস্য অন্তো যত্র, বহুব্রী। ১ প্রলয়। ২ ব্রহ্মার দিনান্ত।

("উপবাসরতাশ্চৈব জলে কল্পান্তবাসিনঃ।" রামা ৩।১০।৪।)

কল্পান্তর (ক্লী) কল্পাদন্তরং, ৫ তৎ। অপর কল্প।

কল্পান্তস্থায়ী [ন্] (ত্রি) কল্পান্তপর্য্যন্তং তিষ্ঠতি, কল্পান্ত-স্থা-ণিনি। প্রলয়কাল পর্য্যন্ত যাহা বর্ত্তমান থাকে।

কল্পিক (ত্রি) উপযুক্ত, যোগ্য।

কল্পিত (পুং) কল্প্যতে সজ্জীক্রিয়তে অসৌ, ক্লৃপ-ণিচ্-কর্ম্মণি-ক্ত-১ সজ্জিত হস্তী। ২ (ত্রি) রচিত।

("ব্রহ্মাদিতৃণপর্য্যন্তং মায়য়া কল্পিতং জগৎ।" মহানির্ব্বাণ।)

৩ উদ্ভাবিত। ৪ সম্পাদিত। ৫ সজ্জিত। ৬ দত্ত। ৭ আরোপিত। ৮ অবধারিত। ৯ কৃত্রিমবিষয় সত্যের ন্যায় স্থিরীকৃত।

কল্পিতার্ঘ্য (ত্রি) কল্পিতং দত্তং অর্ঘ্যং যস্মৈ। যাঁহাকে অর্ঘ্য দেওয়া হইয়াছে।

কল্পী [ন্] (ত্রি) কল্পয়তি, ক্লৃপ-ণিচ্-ণিনি। ১ রচনাকারক। ২ আরোপক। ৩ বেশকারক। ৪ (পুং) নাপিত।

কল্প্য (ত্রি) ক্লৃপ-ণিচ্-যৎ। ১ রচনীয়। ২ আরোপ্য। ৩ অনুষ্ঠেয়। ৪ বিধেয়।

কল্‌বল (দেশজ) ১ অস্পষ্ট শব্দ। ২ অস্পষ্ট কথা।

কল্‌বলানি (দেশজ) ১ অস্পষ্ট শব্দকরা। ২ অস্পষ্ট ভাবে কথা বলা।

কল্‌বলি (দেশজ) কল্‌বল করা।

কল্ম [ন্] (ক্লী) রলয়োরৈক্যাৎ। কর্ম্ম।

কল্মাল (পুং) কলয়তি অপগময়তি মলং, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। তেজঃ।

কল্মলীক (ক্লী) কলয়তি অপগময়তি মলং পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। তেজঃ।

কল্মলীকী [ন্] (পুং) কল্মলীকমস্ত্যস্তি, কল্মলীক-ইনি। রুদ্র।

কল্মষ (ক্লী) কর্ম্ম শুভকর্ম্ম ক্ষতি নাশয়তি, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ পাপ। ২ হস্তিপুচ্ছ। ৩ মলিনতা। ৪ (পুং) নরক-বিশেষ। ৫ (ত্রি) মলিন। ৬ (পুং) মাসবিশেষ; জন্মনক্ষত্রে মঙ্গলবার বা শনিবার হইলে তাহাকে কল্মষ মাস কহে।

"জন্মনৃক্ষে যদি স্যাতাং বারৌ ভৌমশনৈশ্চরৌ।
স মাসঃ কল্মষো নাম মনোদুঃখপ্রদায়কঃ॥" দীপিকা।

কল্মাষ (পুং) কলয়তি, কল-কিপ্; মাষয়তি স্বভাসা অভি-ভবতি অন্তবর্ণান্, মাষ-ণিচ্-অচ্; কল্-চাসৌ-মাষশ্চেতি কর্ম্মধা। ১ চিত্রবর্ণ। ২ (ত্রি) চিত্রবর্ণবিশিষ্ট, চিত্রিত। ৩ কৃষ্ণ পাণ্ডুরবর্ণ। ৪ কৃষ্ণবর্ণ। ৫ (কলং শুভকর্ম্ম মাষয়তি হিনস্তি, কল-মষ্-ণিচ্-অচ্) রাক্ষস। ৬ গন্ধশালি। ৭ সর্পবিশেষ। ৮ অগ্নিবিশেষ। ৯ (ত্রি) কৃষ্ণবিন্দুযুক্ত।

কল্মাষকণ্ঠ (পুং) কল্মাষঃ কৃষ্ণবর্ণঃ কণ্ঠো যস্য, বহুব্রী। শিব, নীলকণ্ঠ।

কল্মাষগ্রীব (ত্রি) কল্মাষা কৃষ্ণবর্ণা গ্রীবা যস্য,বহুব্রী। ১ যাহার গ্রীবাদেশ কৃষ্ণবর্ণ। ২ (পুং) কল্মাষা গ্রীবা সামীপ্যাৎ কণ্ঠো যস্য। মহাদেব।

কল্মাষতা (স্ত্রী) কল্মাষস্য ভাবঃ,কল্মাষ-তল্ (তস্য ভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫।১।১১৯।) ১ চিত্রবর্ণতা। ২ কৃষ্ণপাণ্ডুরবর্ণতা। ৩ কৃষ্ণবর্ণতা। ("রাক্ষসং ভাবমাপন্নঃ পাদে কল্মাষতাং গতঃ।" ভাগবত ৯।৯।২৫।)

কল্মাষপাদ (পুং) কল্মাষৌ কৃষ্ণবর্ণৌ পাদৌ যস্য, বহুব্রী। সৌদাসরাজ; ইনি নলসখা ঋতুপর্ণরাজের বংশীয়। কোন সময়ে সৌদাস মৃগয়া করিতে গিয়া এক রাক্ষস বিনাশ করিয়াছিলেন, তাহার ভ্রাতা সেই ক্রোধে বৈরনির্য্যাতনের উপায় অনুসন্ধানের আশায় রাজার গৃহে পাচকবেশে বাস করিতে লাগিল। একদিন রাজ-গুরু বশিষ্ঠ রাজগৃহে ভোজন করিতে উপস্থিত হইলে, ঐ রাক্ষস তাঁহাকে নরমাংস ভোজন করিতে দিয়াছিল। বশিষ্ঠ সেই মাংস দেখিয়া রাজার দুর্ব্যবহার বিবেচনায় তাঁহাকে 'রাক্ষস হইবে' বলিয়া অভি-শাপ দিলেন। বিনা অপরাধে অভিশাপ দেখিয়া রাজাও গুরুকে প্রতিশাপ দিবার জন্য জল গ্রহণ করিলেন; এই সময়ে রাজমহিষী মদয়ন্তী দ্রুতপদে তথায় উপস্থিত হইয়া রাজাকে এই অকার্য্য হইতে নিবারিত করিলেন। রাজা সেই জল নিজের পায়ে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার পাদদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাতেই তাঁহার নাম কল্মাষপাদ হইল।

(ভাগবত ৯। ৯ অঃ)

কল্মাষাঙ্ঘ্রিক (পুং) কল্মাষৌ কৃষ্ণবর্ণৌ অঙ্ঘ্রী যস্য, কল্মা-ষাঙ্ঘ্রি-কন্। কল্মাষপাদ।

কল্মাষী (স্ত্রী) কল্মাষ-ঙীষ্। ১ চিত্রবর্ণা স্ত্রী। ২ কৃষ্ণবর্ণা স্ত্রী। ৩ কৃষ্ণবর্ণা যমুনা। ("কল্মাষীতীরসংস্থস্য গতস্যং শিষ্যতাং ভৃগোঃ।" ভারত সভা ৭৬ অঃ) ৪ রাক্ষসী।

কল্মেশ্বর।—মধ্যপ্রদেশের নাগপুর জেলার অন্তর্গত একটি নগর। নাগপুর সহর হইতে ৭ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। কুণবীজাতীয় একব্যক্তি এখানকার জমীদার, তিনি নগ-রের মধ্যে একটি প্রাচীন দুর্গে বাস করেন। সেই দুর্গটি দিল্লী হইতে একজন হিন্দু মনসবদার আসিয়া নির্ম্মাণ করেন। এখানে ধান্য, তৈল ও দেশীকাপড়ের ব্যবসা আছে। এখানকার জমীতে আফিম, ইক্ষু ও তামাক জন্মে। লোক সংখ্যা ৫৩১৮।

কল্য (ক্লী) কল্যতে আগম্যতে, কল-কর্ম্মণি-যৎ। ১ প্রাতঃ-কাল। ২ (কলয়তি মিষ্টতাং সম্পাদয়তি কল্-যক্) মধু। ৩ (ত্রি) সজ্জ, প্রস্তুত। ৪ নীরোগ। ৫ বধির ও বোবা। ৬ দক্ষ। ৭ কল্যাণবাক্য। ৮ উপায় বাক্য। (মেদিনী)

কল্যজগ্ধি (স্ত্রী) কল্যে প্রাতঃ জগ্ধির্ভোজনম্, ৭তৎ। ১ প্রাতঃকালে ভোজন। ২ প্রাতঃকালের ভোজ্য।

কল্যত্ব (ক্লী) কল্যস্য নীরোগস্য ভাবঃ, কল্য-ত্ব (তস্য ভাবস্ত্ব-তলৌ। পা ৫।১।১১৯।) আরোগ্য, নীরোগতা।

কল্যপাল (পুং) কল্যং মধু মদ্যং পালয়তি, কল্য-পাল-অণ্। শুঁড়ি।

কল্যপালক (পুং) কল্যং পালয়তি, কল্য-পাল-ণ্বুল্। শুঁড়ি।

কল্যবর্ত্ত (পুং) কল্যে প্রাতঃ বর্ত্ততে জীব্যতে অনেন, কল্য-বৃত-ণিচ্-অপ্। প্রাতর্ভোজন। (কল্যবর্ত্তঃ প্রাতরাশঃ। হেম ৩। ৮৯।)

কল্যা (স্ত্রী) কলয়তি মাদয়তি, কল্-ণিচ-যক্ টাপ্। ১ মদ্য। ২ কল্যাণবাক্য। ৩ হরীতকী।

কল্যাণ (ক্লী) কল্যে প্রাতঃ অণ্যতে শব্দ্যতে, কল্য-অণ্ ঘঞ্ (অকর্ত্তরি চ। পা ৩।৩।১৯।) ১ মঙ্গল; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শ্ব, শ্রেয়স্, শিব, ভদ্র, শুভ, ভাবুক, ভবিক, ভব্য, কুশল, ক্ষেম ও শস্ত। ২ (ত্রি) কল্যাণযুক্ত। ৪ অক্ষয়স্বর্গ। (কল্যাণমক্ষয়ে স্বর্গে মঙ্গলেঽপি নপুংসকম্। মেদিনী।) ৫ রাগবিশেষ। এই রাগে ধ, নি, সা, ঋ, গ, ম, প এই কয়েকটি স্বর আছে। রাত্রি ১০ দণ্ডের সময় ইহা গান করিতে হয়। ইহার ঠাটে রাজধানী কল্যাণ, বিয়ারী, ঐরাবত ও কোকিল কল্যাণ প্রভৃতি গাইতে হয়। কল্যাণের পুত্রগণের নাম,— হিমাল, বল্লভ, বীর, জঙ্গাল, কলিঙ্গরা, পুলিন্দ ও শুক্লসাগর।

(পুং) রাজবিশেষ, ইনি 'ভট্ট শ্রীকল্যাণ' নামে খ্যাত ছিলেন। ৭ গীতগঙ্গাধর নামক পুস্তকপ্রণেতা।

কল্যাণ—বোম্বাই প্রেসিডেন্সির থান নামক জেলার একটি উপবিভাগ। ইহার পরিমাণফল ২৭৮ বর্গমাইল। এই উপবিভাগের উত্তরে উলহাস ও ভাৎসা নদী, পূর্ব্বে শাহপুর ও মুর্ব্বাদ, দক্ষিণে কর্জ্জৎ ও পনবেল এবং পশ্চিমে পার্সিক পর্ব্বতমালা। এখানে প্রধান উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে ধান্য, কলাই, শর্ষপাদি ও অত্যল্প শণ ও পাট জন্মে। এখানকার লোকসংখ্যা ৭৭,৯৮৮।

এই স্থান প্রায় ত্রিকোণাকার। পশ্চিমাংশে প্রশস্ত সমতল ভূমি এবং পূর্ব্বে ও দক্ষিণে পর্ব্বতমালার অংশ সমূহে দেশটি পরিব্যাপ্ত। কল্যাণে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে পূর্ব্বদিক্ হইতে বায়ু বহিতে থাকে, ইহা বড়ই অস্বাস্থ্যকর। শীতকালে এখানে জ্বরের কিছু প্রাদুর্ভাব হয়, কিন্তু তাহা হইলেও এই সময় বেশ স্বাস্থ্যকর হইয়া পড়ে। এখানে একটি দেওয়ানী আদালত, দুইটি ফৌজদারী আদালত ও একটি থানা আছে। 'কল্যাণনগর' এই প্রদেশের প্রধান সহর। কল্যাণ সহরে বন্দর আছে। এইখানে চাউল ছাঁটাইবার ব্যবসা অতি প্রবল। কল্যাণে যখন মুসলমান অধিকার ছিল, তখন এই সহরটিতে ১১টি মস্‌জিদ্ ও ৪টি নগরদ্বার নির্ম্মিত ও ইহার চতুর্দ্দিকে প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত করা হয়। নগরটি ১৯°১৪´ উঃ অক্ষরেখায় এবং ৭৩° ১০´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত।

কল্যাণ অতি প্রাচীন স্থান। নানা স্থানের অতি প্রাচীন এমন কি খৃষ্টীয় প্রথম, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর খোদিত লিপিতেও কল্যাণ প্রদেশের নাম পাওয়া যায়। পেরিপ্লাসের মতে খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যে কল্যাণ নামে একটি প্রধান রাজ্য ছিল, কস্‌মস্ ইণ্ডিকোপ্লেষ্টেসের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের ৫টি প্রধান বাণিজ্য প্রধান নগরীর মধ্যে কল্যাণ একতম, এখানে বস্ত্র পিত্তল প্রভৃতির বিস্তৃত ব্যবসায় ছিল। খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে মুসলমানেরা কল্যাণনগরীকে একটি জেলার সদর থানা করিয়া ইহার নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া ইস্‌লামাবাদ রাখেন। পর্ত্তুগীজেরা ১৫৩৬ খৃষ্টাব্দে এই স্থান অধিকার করে। ইহারা এস্থান অধিকার করিয়া স্থানটি রক্ষা করিবার কোন বন্দোবস্ত করে নাই। ১৫৭০ খৃষ্টাব্দে তাহারা ইহার উপকণ্ঠ লুণ্ঠন করিয়া যথেষ্ট ধন রত্ন লইয়া যায়। তাহার পরই এ প্রদেশ আহ্মদনগর রাজ্যভুক্ত হয়। ১৬৩৬ খৃষ্টাব্দে বিজাপুররাজ প্রবল হইলে, কল্যাণ তদ্রাজ্যভুক্ত হয়। ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে শিবজীর সেনাপতি আবাজী সোমদেব কল্যাণ আক্রমণ ও ইহার শাসনকর্ত্তাকে বন্দী করেন। ১৬৬০ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা শিবজীর হস্ত হইতে এ প্রদেশ আর একবার উদ্ধার করে, কিন্তু ১৬৬২ পুনরায় অধিকারচ্যুত হয়। ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে শিবজী ইংরাজদিগকে এখানে একটি কুঠি স্থাপন করিতে আদেশ দেন এবং ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে মার্হাট্টারা ইংরাজদিগকে সাহায্যকরা বন্ধ করিলে ইংরাজেরা এ প্রদেশ অধিকার করিয়া বসেন। তদবধি এই স্থান ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীনে আছে।

কল্যাণের প্রাচীন ইতিহাস—ইহার প্রাচীন ইতিহাস এ পর্য্যন্ত যাহা পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশ কর্ণাটকের খোদিত লিপি হইতে। কর্ণেল মেকেঞ্জি সাহেব সংস্কৃত পুস্তকাবলীর যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে "মকরাজ বমরাজ বংশাবলী" নামে একখানি পুথির ইতিহাস মধ্যে লিখিয়াছেন যে ইহাতে ত্রিপতী পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী নারাণবর বা নারায়ণবরম্ নামক স্থানের জমীদারগণের বা প্রাচীন কর্ব্বেতীনগরের মকরাজবংশীয় রাজগণের বংশবিবরণ কীর্ত্তিত হইয়াছে। তোন্দমান চক্রবর্ত্তীর বংশীয় ধনঞ্জয় চোল নামক জনৈক চোলরাজপুত্র হইতে এই বংশের উৎপত্তি। ধনঞ্জয়ের বংশে নারায়ণরাজ নামক এক ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। এই নারায়ণরাজই নারায়ণবরম্ বা কল্যাণ-পত্তন নগরী স্থাপন করেন। কল্যাণপত্তন প্রাচীন কল্যাণ বা আধুনিক নারায়ণবরম্ নদীর উপর অবস্থিত।

কর্ণাটক খোদিত লিপি হইতে যতদূর জানা যায়, তাহাতে বুঝা যায় যে, যখন চালুক্যরাজগণ গোদাবরী ও কৃষ্ণানদীর অন্তর্গত ভূভাগে অতিশয় পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন; তখন কোঙ্কণ, কল্যাণ, বনবাসী প্রভৃতি রাজ্যগুলিতে তাঁহাদের অধিকার বিস্তৃত হয়। এই সময় কল্যাণ এতদূর সমৃদ্ধিশালী ও বিখ্যাত হইয়া পড়ে যে, তদানীন্তন চালুক্যরাজগণ আপনাদিগকে খোদিত লিপি প্রভৃতিতে "কল্যাণ বা কল্যাণপুরের চালুক্যরাজ" বলিয়া পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। কোঙ্কণ প্রদেশের চিত্ররাজ মহামণ্ডলেশ্বর নামক জনৈক নৃপতির (৯৪৬ শক) প্রদত্ত ছাড় সম্বন্ধে মতামত দিবার সময় অধ্যাপক ল্যাসেন বলিয়াছেন যে, "এতদুল্লিখিত শিলহার জাতি কাবুলিস্থানের উত্তরস্থ কাফির জাতীয় "শিলার" ব্যতীত অন্য জাতি নহে, কিন্তু দাক্ষিণাত্যেও শিলাৎ নামে এক জাতি ছিল, ইহারা প্রথমে মান্তক্ষেতের রাষ্ট্রকূটগণের ও তৎপরে কল্যাণের চালুক্যগণের অধীনস্থ হয় এবং এই শিলারগণের অধীনেই তখন সমগ্র কোঙ্কণ প্রদেশ, বেলগাম ও সেতারার মধ্যবর্ত্তী

স্থান সমুদয় ছিল। শিলারগণের পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে ঐ সকল প্রদেশও কল্যাণের অধীনস্থ হয়।

দাক্ষিণাত্যের চালুক্যরাজগণের মধ্যে কলিবিক্রম বিক্রমাদিত্য ত্রিভুবনমল্লদেবের একখানি মহিমাত্মক কাব্য আছে। বিহ্লণ নামক জনৈক কবি তাহার প্রণেতা ও কাব্যখানির নাম "বিক্রমাঙ্কচরিত"। এই কাব্যের মতে এই বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল শক ৯৯৭—১০৪৮, এবং ইহার পিতা আহবমল্ল ২য় কল্যাণনগরীর স্থাপয়িতা; কিন্তু ইহার পূর্ব্বেও যে কল্যাণ-প্রদেশ ছিল, তাহার স্বতন্ত্র প্রমাণ পাওয়া যায়। (Ind. Ant. Vol. I. p. 209) কল্যাণ প্রদেশ পূর্ব্বোক্ত বিক্রমাদিত্যের অতি প্রিয় স্থান ছিল। নানা স্থানের যুদ্ধ জয় করিয়া বিক্রমাদিত্য এই স্থানে আসিয়া বাস করিতেন।

কল্যাণউপাধ্যায়। বালতন্ত্রনামক সংস্কৃত-গ্রন্থ-প্রণেতা, ইনি মহীধরের পুত্র, রামদাসের পৌত্র, অতিচ্ছত্র নগর ইঁহার জন্মস্থান। ইনি ৬৪৪ শকে শ্রাবণ পূর্ণিমা রবিবারে আপন বালতন্ত্র পরিসমাপ্ত করেন।

কল্যাণক (ক্লী) কল্যাণ-স্বার্থে কন্। ১ কল্যাণ। ২ (ত্রি) কল্যাণযুক্ত।

কল্যাণকগুড় (পুং) গ্রহণীরোগের বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—আমলকীর স্বরস ।২ সের, ইক্ষুগুড় ৶৬৷০ সের, একত্র পাক করিবে; পাক প্রায় সমাপ্ত হইলে পিপুলমূল, জীরা, চৈ, মরিচ, পিপুল, শুঁট, গজপিপ্পলী, হবুষা, বনযমানী, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, যমানী, আকনাদি, চিতা ও ধনে; ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ৮ তোলা, তেউড়ী চূর্ণ ৶১ সের ও তৈল ৶১ সের প্রক্ষেপ দিয়া লেহ প্রস্তুত করিবে। ২ তোলা পরিমিত এই অবলেহ ৮ তোলা এলাইচ তেজপত্রের চূর্ণসহ সেবন করিলে গ্রহণী, শ্বাস, কাস, স্বরভেদ, শোথ, মন্দাগ্নি, পুরুষত্বহানি ও বন্ধ্যাদোষ নিবারিত হয়। ইহা তেউড়ী তৈলে ভাজিয়া গুঁড়া করিয়া দিতে হয়। (চক্রদত্ত।)

কল্যাণকঘৃত (ক্লী) বৈদ্যকোক্ত ঔষধ-সংস্কৃত ঘৃতবিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী,—বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, মুথা, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িমত্বক্, উৎপল, প্রিয়ঙ্গু, এলাইচ, এলবালুক, রক্তচন্দন, দেবদারু, বেণামূল, কুড়, হরিদ্রা, শালপাণী, চাকুলে, অনন্তমূল, শ্যামা, রেণুকা, ত্রিবৃৎ, দন্তী, বচ, তালীশ কেসর ও মালতীমূল এই সকলের কল্ক দ্বারা দ্বিগুণ দুগ্ধের সহিত যথাবিধি ঘৃত পাক করিয়া ব্যবহার করিলে, বিষমজ্বর, শ্বাস, গুল্ম, উন্মাদ, বিষরোগ, অলক্ষ্মীগ্রহ ও রক্ষোদোষ, অগ্নিমান্দ্য, অপস্মার, শুক্রহীনতা, বন্ধ্যাদোষ, চক্ষুরোগ ও শুক্রমার্গের দোষসমূহ নিবারিত হইয়া আয়ুর্ব্বৃদ্ধি হয়। (সুশ্রুত)

কল্যাণকর (ত্রি) কল্যাণং করোতি, কল্যাণ-কৃ-ট (কৃঞো হেতুতাচ্ছীল্যানুলোম্যেষু। পা৩।২।২০।) মঙ্গলকর, শুভজনক।

কল্যাণকলবণ (ক্লী) বৈদ্যকোক্ত ঔষধ-সংস্কৃত লবণবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী,—গম্ভীর, পলাশ, কুটজ, বিল্ব, আকন্দ, শিজ্, অপামার্গ, পাটল, পারিভদ্র, পিপুল, কৃষ্ণগন্ধা, কদম্ব, নির্দহনী, চিতা, তগরপাদুকা, পূতিকা, বৃহতী, কণ্টকারী, ভেলা, ইঙ্গুদী, বৈজয়ন্তী, কদলী, পুনর্ণবা, বালা, তিলক, ইন্দ্রবারুণী, শ্বেতমোক্ষক ও অশোক; এই সকল গাছের লতাপাতা মূল সমস্তই লবণমিশ্রিত করিয়া পোড়াইতে হইবে, তাহার পর ক্ষার প্রস্তুতের বিধান মত ইহা স্রাব করিয়া ক্ষার প্রস্তুত করিবে। হিঙ্গ্বাদিগণোক্ত বা পিপ্পল্যাদিগণোক্ত দ্রব্য সকল ইহাতে প্রক্ষেপ দিতে হইবে। ইহা সেবনে বায়ুরোগ, গুল্ম, প্লীহা, অভিষঙ্গ, অজীর্ণ, অর্শঃ, অরোচক ও কাস প্রভৃতি বিবিধ রোগ নিবারিত হয়।

কল্যাণকামোদ (পুং) মিশ্ররাগবিশেষ, ইমন্ ও কামোদ এই উভয়রাগ মিশ্রিত হইলে,তাহাকে'কল্যাণকামোদ' কহে।

কল্যাণকৃৎ (ত্রি) কল্যাণ-কৃ-ক্বিপ্। ১ কল্যাণকারক, যে কল্যাণ করে। ২ শাস্ত্রবিহিত কার্য্যকারক।

কল্যাণকোট। সিন্ধুপ্রদেশের ঠাঠা নগরের পার্শ্বস্থ একটি প্রাচীন গিরিদুর্গ, বর্ত্তমান নাম তোঘলকাবাদ।

কল্যাণচন্দ্র (পুং) একজন জ্যোতিঃশাস্ত্রকার।

কল্যাণদেবী (স্ত্রী) কাশ্মীররাজ জয়াপীড়ের স্ত্রী। (রাজতর°)

কল্যাণধর্ম্মী [ন্] (ত্রি) কল্যাণো মঙ্গলময়ো ধর্ম্মোঽস্যাস্তি, কল্যাণ-ধর্ম্ম-ইনি। মঙ্গলকর ধর্ম্মবিশিষ্ট।

কল্যাণনট (পুং) মিশ্ররাগবিশেষ; কল্যাণ ও নট এই উভয় রাগ মিশ্রিত হইলে, তাহাকে 'কল্যাণনট' কহে।

কল্যাণপুর। ১ উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের ফতেপুর জেলার অন্তর্গত একটি তহসীল, গঙ্গাযমুনানদীর মধ্যে। ২১৬ খানি গ্রাম ইহার অন্তর্গত। পরিমাণ ২৭৯ বর্গমাইল। ১১১৮২ জন লোকের বাস। ২ কাশ্মীরের একটি প্রাচীন নগর, (৬৬৭ শকে) কল্যাণদেবী এই নগর স্থাপন করেন। (রাজতরঙ্গিণী ৪। ৪৮২) ৩ দাক্ষিণাত্যের কল্যাণপ্রদেশের প্রাচীন রাজধানী। চালুক্যরাজগণের শিলালিপিতে এই স্থান প্রসিদ্ধ। [কল্যাণ দেখ।]

কল্যাণমল।—অযোধ্যা প্রদেশের হর্দোই জেলার অন্তর্গত একটি পরগণা। ইহার প্রাচীন নাম রথৌলিয়া। প্রবাদ এইরূপ, রামচন্দ্র রাবণনিধন করিয়া লঙ্কা হইতে ফিরিয়া

আসিবার সময়ে এখানে রথ হইতে অবতরণ করেন এবং রাবণ-বধ-জনিত পাপক্ষালনের জন্ত এখানকার 'হাতিয়া হরণ' নামক পবিত্রকুণ্ডে স্নান করেন।

পাঁচশতবর্ষ পূর্ব্বে এই স্থান ঠাঠেরাদিগের অধিকারে ছিল, তৎপরে বৈশ্ববার রাজপুতকুলোদ্ভব রাজকুমার ঠাঠেরাদিগকে তাড়াইয়া ৯৪ খানি গ্রামের উপর রাজত্ব করেন। তিনি 'রথৌলিয়া' নগরে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করেন, তাহার ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। নাগমল নামক তাঁহার একজন নায়েব প্রভুহত্যা করিয়া (কাহারও মতে বলপ্রয়োগপূর্ব্বক) এই স্থান অধিকার করেন। এখনও নাগমল-বংশীয় শকরবার রাজপুতগণ ৬৩ খানি গ্রাম উপভোগ করিতেছেন।

এই পরগণার পরিমাণ ৬৩ বর্গমাইল, তন্মধ্যে ৪১ বর্গমাইলে চাষ হয়। এখানকার জমী তেমন উৎকৃষ্ট নয়। লোকসংখ্যা ২৮৫১২। এখানকার 'হাতিয়াহরণ' নামক কুণ্ডের পার্শ্বে প্রতিবর্ষে ভাদ্রমাসে একটি মেলা হয়, তাহাতে ন্যূনাধিক পনরহাজার লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

এই পরগণার মধ্যে কল্যাণ নামক গ্রামটিই প্রধান।

কল্যাণমল্ল (পুং) ১ অনঙ্গরঙ্গ-নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ২ গজমল্লের পুত্র, ইনি মেঘদূতের মালতীনাম্নী টীকা রচনা করেন।

কল্যাণমিত্র (ক্লী) কল্যাণস্ত ধর্ম্মস্ত মিত্রং ইব। মহর্ষি সুতপার পুত্র, ইহার নাম স্মরণে নষ্টদ্রব্য পাওয়া যায়, এবং বজ্রভয় নিবারিত হয়। (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পু°)

কল্যাণযোগ (পুং) কল্যাণকরো যোগঃ, মধ্যলো° কর্ম্মধা। জ্যোতিঃশাস্ত্রোক্ত যাত্রার যোগবিশেষ। বৃহস্পতি কেন্দ্র স্থলে অর্থাৎ লগ্নস্থানের ১,৪,৭,১০ম স্থলে; এবং সূর্য্য ত্রিকোণে অর্থাৎ ৫ম ও ৯ম স্থানে অথবা ১০ বা ১১শ স্থলে থাকিলে 'কল্যাণযোগ' হয়। এই যোগে যাত্রা করিলে মঙ্গল হইয়া থাকে।

কল্যাণরাজচরিত্র (ক্লী) কল্যাণরাজের জীবনচরিত, ইহা মদন নামক কোন লেখকের লিখিত।

কল্যাণবচন (ক্লী) কল্যাণং মঙ্গলময়ং বচনং, কর্ম্মধা। মঙ্গলবাক্য।

কল্যাণবর্ম্মা [ন্] (পুং) ১ একজন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্; ইনি সারাবলী নামক একখানি জ্যোতিষ রচনা করেন। ২ কাশ্মীররাজ বৃহস্পতির একজন মাতুল; বৃহস্পতির শৈশবাবস্থায় ইনি কিছু দিন ভ্রাতৃগণের সহিত রাজকার্য্য চালাইয়া ছিলেন। ইনি কল্যাণস্বামীকেশব নামে এক বিষ্ণুমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। (রাজতর° ৪। ৬৯৬)।

কল্যাণবাচন (ক্লী) কল্যাণস্ত বাচনং উচ্চারণম্, ৬তৎ। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মসমূহের প্রথমেই ব্রাহ্মণ দ্বারা যে মন্ত্রবিশেষ উচ্চারণ করান হয়। যজমান 'ওঁ স্বঃ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ কর্ম্মণি কল্যাণং ভবন্তোঽধিব্রুবন্তু' এই মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিবে। ব্রাহ্মণ 'ওঁ কল্যাণম্' এই মন্ত্র ৩ বার পাঠ করিলে,

'ওঁ পৃথিব্যামুদ্ধৃতায়াস্তু যৎকল্যাণং পুরাকৃতম্।
ঋষিভিঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্বৈস্তৎ কল্যাণং সদাস্তু নঃ॥'

ইত্যাদি মন্ত্রপাঠ দ্বারা কার্য্যারম্ভে কল্যাণবাচন করিতে হয়।

কল্যাণবাদী [ন্] (ত্রি) কল্যাণং বদতি, কল্যাণ-বদ-ণিনি। কল্যাণবক্তা, যে কল্যাণ বলে।

কল্যাণবিনোদ (পুং) মিশ্ররাগবিশেষ, কল্যাণনটের নামান্তর। [কল্যাণনট দেখ]

কল্যাণবীজ (পুং) কল্যাণং বীজং যস্ত, বহুব্রী। ১ মসূর। [মসূর দেখ] ২ (৬তৎ) মঙ্গলের কারণ।

কল্যাণসিংহ। বিকানীরের একজন রাজা। রাজা জেৎসিংহের পুত্র, ১৬০৩ সংবতে ইনি রাজ্যাভিষিক্ত হন। ইনি ২৭ বর্ষ রাজত্ব করেন।

কল্যাণাচার (পুং) কল্যাণকরঃ আচারঃ, মধ্যলো°। মঙ্গলকর আচরণ।

কল্যাণাচারী [ন্] (ত্রি) কল্যাণাচারং অস্ত্যস্ত, কল্যাণাচার-ইনি। মঙ্গলময় আচরণযুক্ত।

কল্যাণাভিজনন (ক্লী) কল্যাণকরং অভিজননং, কর্ম্মধা। মঙ্গলকর জন্ম।

কল্যাণালয় (ত্রি) কল্যাণস্ত আলয়ঃ, ৬তৎ। ১ মঙ্গলের আশ্রয়, যাঁহার নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করা যায়। ২ (পুং) পরমেশ্বর।

কল্যাণাস্পদ (ত্রি) কল্যাণস্ত আস্পদঃ, ৬তৎ। ১ মঙ্গলের পাত্র। ২ (পুং) জগদীশ্বর।

কল্যাণিকা (স্ত্রী) কল্যাণ-সংজ্ঞায়াং কন্-টাপ্, অত ইত্বম্। ১ মনঃশিলা। [মনঃশিলা দেখ।]

কল্যাণিনী (স্ত্রী) কল্যাণং অস্ত্যস্যাঃ, কল্যাণ-ইনি-ঙীপ্। ১ বলা। [বলা দেখ।] ২ কল্যাণবিশিষ্টা স্ত্রী।

কল্যাণী [ন্] (ত্রি) কল্যাণমস্ত্যস্তি, কল্যাণ-ইনি। কল্যাণযুক্ত।

কল্যাণী (স্ত্রী) কল্যাণ-ঙীপ্। ১ মাষপর্ণী। ২ গাভী। ("উপস্থিতেয়ং কল্যাণী নাম্নি কীর্ত্তিত এব যৎ।" রঘু ১।৮৭।)

কল্যাণীয় (ত্রি) কল্যাণ-ঢক্। কল্যাণের যোগ্য পাত্র, কল্যাণবিশিষ্ট।

কল্যাণ্যাদি (পুং) পাণিনি ব্যাকরণোক্ত গণবিশেষ, কল্যাণী,

সুভগা, দুর্ভগা, বন্ধকী, অনুদৃষ্টি, অনুসৃষ্টি, জরতী, বলীবর্দী, জ্যেষ্ঠা, কনিষ্ঠা, মধ্যমা ও পরস্ত্রী; এই কয়েকটি শব্দ কল্যাণ্যাদিগণের অন্তর্ভূত; ঢক্ প্রত্যয়ান্ত এই সকল শব্দের নিয়োগে ইনঙ্ আদেশ হয়। (কল্যাণ্যাদীনামিনঙ্চ। পা ৪।১।১২৬।)

কল্যাপাল (পুং) কল্যাং মদ্যং পালয়তি, কল্যা-পাল-ণিচ্-অণ্। শৌণ্ডিক, শুঁড়ি।

কল্যুষ (ক্লী) [বৈদিক] কনুই (?)

কল্ল (ত্রি) কল্লতে শব্দং ন গৃহ্নাতি, কল্ল-অচ্। বধির, কালা।

কল্লট (পুং) স্পন্দসর্ব্বস্ব ও স্পন্দসূত্রবিবরণ নামক গ্রন্থপ্রণেতা। কাশ্মীর ইঁহার জন্মস্থান। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা ইঁহাকে খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর লোক বলিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় ইনি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক হইবেন, ঐ সময়ে কাশ্মীরে কল্লট নামে একজন শৈব রাজা ছিলেন, সম্ভবতঃ স্পন্দসর্ব্বস্বকার ঐ রাজার নামেই আপন গ্রন্থ চালাইয়া থাকিবেন। স্পন্দসূত্রের বার্ত্তিককার ভাস্করভট্টের মতে বসুগুপ্ত কল্লটের নিকট শিবসূত্র ব্যক্ত করেন। পরে কল্লট স্পন্দসূত্রের কারিকাসহ জনসমাজে প্রচার করেন। তিনি স্পন্দসূত্রের একখানি লঘুবৃত্তিও রচনা করেন। [শৈব দর্শন দেখ।]

কল্লত্ব (ক্লী) কল্লস্য ভাবঃ, কল্ল-ত্ব (তস্য ভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫।১।১১৯।) ১ স্বরভেদ। (স্বরভেদস্তু কল্লত্বং। হেম ২।২২০।) ২ বধিরতা।

কল্লন। দক্ষিণাপথের অসভ্য কৃষ্ণবর্ণ জাতিবিশেষ। তামিল তৈলঙ্গী প্রভৃতি ভাষা অনুসারে 'কল্লন' শব্দের একটি অর্থ চোর বা ডাকাত। পূর্ব্বে ইহারা চৌর্য্য বা ডাকাতী করিত বলিয়া এই নাম হইয়া থাকিবে।

মদুরারাজ্যে এই জাতির বাস। এক সময়ে ইহারা জমীদার বল্লালদিগের নিকট হইতে কোন কোন স্থান লইয়া স্বাধীনভাবে বাস করিত।

ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বে এই জাতি মদুরা এবং নিকটস্থ রাজ্যে বড়ই উৎপাত করিত। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে মদুরা ইংরাজ অধিকৃত হইলে, ইহাদের সেই প্রভাব দৌরাত্ম্য অনেক কমিয়া আসে, তবে সেই উদ্ধত স্বভাব, অতুল সাহস এবং শরীরের তেজ এখনও কমে নাই।

কল্লন জাতির বিবাহপদ্ধতি বড় চমৎকার, একটী রমণী অনায়াসে দুইটি হইতে দশটি পর্য্যন্ত পতি গ্রহণ করিতে পারে, তবে এক এক জোড়া লইতে হইবে, বিজোড় হইলে চলিবে না। ইহাদের সন্তানেরা আপনাদিগকে ছয়, আট বা দশজনের পুত্র বলিয়া পরিচয় দেয় না;—এইরূপে পরিচয় দিয়া থাকে, 'আট ও দুইজনের, ছয় ও দুইজন অথবা চার ও দুইজনের পুত্র।' অনেকগুলি পিতা হওয়ায় বড় একটা গোলযোগ নাই, তাহারা ভাবে সন্তান সকলেরই, সুতরাং সকলেই প্রতিপালন করিতে বাধ্য।

ইহারা পুত্রদিগকে শৈশবকাল হইতে চৌর্য্যবৃত্তি শিক্ষা দেয়। যে এই কার্য্যে যেমন পরিপক্ক হয়, সে স্বজাতির নিকট সেইরূপ আদর ও সম্মান লাভ করে। ইহারা শিবের পূজা করে। কেহ মরিলে আবশ্যক হইলে পোড়াইয়া ফেলে অথবা গোর দেয়।

কল্লা, কল্লি (দেশজ) ১ দুষ্ট। ২ শঠ। ৩ অবাধ্য।

কল্লি (অব্য) কল্য, আগামী দিন।

কল্লিনাথ (পুং) একজন সঙ্গীত-শাস্ত্র-রচয়িতা।

কল্লোল (পুং) কল্ল-বাহুলকাৎ ওলচ্। ১ মহাতরঙ্গ, বড় ঢেউ; ইহার অপর সংস্কৃত নাম উল্লোল। ২ হর্ষ। ৩ (ত্রি) শত্রু। (কল্লোলঃ পুংসি হর্ষে স্যাদুল্লোলবৈরিণোরপি। মেদিনী)

কল্লোলিত (ত্রি) কল্লোলোঽস্য সংজাতঃ, কল্লোল-ইতচ্ (তদস্য সংজাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬।) তরঙ্গযুক্ত।

কল্লোলিনী (স্ত্রী) কল্লোলোঽস্ত্যস্যাঃ, কল্লোল-ইনি-ঙীপ্। নদী।

কল্লোলিনীবল্লভ (পুং) কল্লোলিনীনাং নদীনাং বল্লভ ইব। সমুদ্র।

কল্সা (দেশজ) মৎস্য শরীরের অবয়ব বিশেষ, কান্কো ও মুখ কোণের মধ্যস্থান।

কল্হণ (কহ্লণ) (পুং) রাজতরঙ্গিণী নামক প্রসিদ্ধ সংস্কৃত ইতিহাস রচয়িতা। ইনি কাশ্মীরের প্রধান রাজমন্ত্রী চম্পকপ্রভুর পুত্র। রাজতরঙ্গিণী পাঠে জানা যায়, কল্হণ ৪২২৪ সপ্তর্ষি বা লৌকিকাব্দে এবং ১০৭০ শকে (১১৪৮ খৃষ্টাব্দে) জীবিত ছিলেন*।

কল্হণের রাজতরঙ্গিণী ভারতবাসী হিন্দুদিগের বড় আদরের ধন, ভারতের পুরাতত্ত্ববিদ্গণের অমূল্য বস্তু। পূর্ব্বে সাধারণের বিশ্বাস ছিল, ভারতবাসী আপনাদের প্রাচীন ইতিহাস প্রণয়ন করাকে আবশ্যকতা জ্ঞান করিতেন না। কল্হণ এই অপবাদ দূর করিয়াছেন; তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সমকালীন গোনন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার সমসাময়িক সিংহদেবের রাজ্যকাল অবধি কাশ্মীরের ইতিহাস

* "লৌকিকেঽব্দে চতুর্ব্বিংশে শককালস্য সাম্প্রতম্।
সপ্তত্যাভ্যধিকং যাতং সহস্রপরিবৎসরাঃ॥" রাজতরঙ্গিণী ১।৫২।

লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রাজতরঙ্গিণী পাঠ করিলে কাশ্মীরের প্রাচীন হিন্দু নৃপতিগণের বংশাবলী, সংক্ষিপ্ত জীবনী, রাজ্যকাল এবং কাশ্মীরের ও তন্নিকটস্থ জনপদ সমূহের অবস্থা জানা যাইতে পারে। [কাল শব্দে কলহণগৃহীত অব্দ সকলের সমালোচন দেখ।] রাজতরঙ্গিণীর রচনা-প্রণালীও বেশ কবিত্ব ও শব্দলালিত্যপূর্ণ।

কল্হোরা। সিন্ধু প্রদেশীয় বেলুচী মুসলমানজাতি। ইহারা আপনাদিগকে অব্বাসের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়।

কবক (ক্লী) কবতে আচ্ছাদয়তি বিস্তারয়তি বা, কব-অচ-সংজ্ঞায়াং কন্। ১ ছত্রাক, বেঙছাতা। মনুসংহিতায় ইহা অখাদ্য বলিয়া লিখিত আছে,—

("লশুনং গৃঞ্জনঞ্চৈব পলাণ্ডুং কবকানি চ।" মনু।)

২ (পুং) কবল, গ্রাস।

(গ্রাসো গুড়েরকঃ পিণ্ডো গড়োলঃ কবকোগুড়ঃ। হেম ৩।৮৯)

কবচ (পুং, ক্লী) কু-অচ্ (ঋতন্যঞ্জিবন্যঞ্জ্যর্পিমদ্যত্যঙ্গিকু ইত্যাদি। উণ্।৪।২।) অথবা কং দেহং বঞ্চতি বিপক্ষাস্ত্রাণি বঞ্চয়িত্বা রক্ষতি, ক-বঞ্চ অচ্; কং বাতং বঞ্চতি বা। ১ সন্নাহ, বর্ম্ম (কবচং বর্ম্ম। উজ্জ্বলদত্ত।) ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—তনুত্র, বর্ম্ম, দংশন, উরশ্ছদ, কঙ্কটক, জগর, দংশন, জাগর, অজগর, কটক, যোগ, সন্নাহ ও কঞ্চুক।

স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র ও লৌহ এই কয়েক ধাতু দ্বারা বর্ম্ম প্রস্তুত হয়। তদ্ভিন্ন কাষ্ঠ, চর্ম্ম ও বল্কল দ্বারাও বর্ম্ম প্রস্তুত হইত, ইহাদিগের মধ্যে উত্তরোত্তর দ্রব্যনির্ম্মিত বর্ম্ম অধিক গুণযুক্ত। বৈদিক কালে স্বর্ণনির্ম্মিত কবচের প্রচলন ছিল, ঋক্সংহিতাপাঠে জানা যায়। শরীরের আবরক, লঘু, দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য, এই কয়েকটি কবচ সাধারণ। ছিদ্রযুক্ত অতিশয় ভার বা পাতলা এবং সহজভেদ্য বর্ম্ম নিকৃষ্ট। শ্বেত, পীত, রক্ত ও কৃষ্ণ এই কয়েক প্রকার বর্ণে রঞ্জ করিবার নিয়ম। ২ শরীররক্ষার জন্য দেবতার মন্ত্রবিশেষ; প্রথমে মন্ত্রবিশেষের উদ্দিষ্ট দেবতার পূজা করিয়া ঐ মন্ত্র পাঠ করিতে হইবে, পরে ভূর্জ্জপত্রে মন্ত্র লিখিয়া স্বর্ণরৌপ্য বা তাম্রের দ্বারা তাহা আবৃত করিয়া কণ্ঠ বা দক্ষিণ বাহু প্রভৃতি স্থানে ধারণ করিতে হয়। ৩ গর্দ্দভাণ্ড বৃক্ষ। ৪ ঢাকবাদ্য, নাগরাবাদ্য।

(কবচো গর্দ্দভাণ্ডেচ সন্নাহে পটহে হপিচ। মেদিনী।)

কবচপত্র (ক্লী) কবচলেখনসাধনং পত্রমিব পত্রং বল্কলং যস্ত, বহুত্রী। ভূর্জ্জপত্র।

কবচপাশ (পুং) [বৈ] কবচ বা বর্ম্মবন্ধ, যদ্দ্বারা বর্ম্ম বাঁধা যায়। (ঋক্সংহিতা)।

কবচহর (পুং) কবচং হরতি যেন বয়সা, কবচ হৃ-অচ্। (বয়সি চ। পা ৩।২।১০।) কবচহরণের উদ্যম করিবার উপযুক্ত বয়স্কবালক। (কবচহরঃ কুমারঃ। কাশিকা।)

কবচিত (ত্রি) কবচং সংজাতমস্য, কবচ-ইতচ্ (তদস্য সংজাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬) কবচযুক্ত।

কবচী [ন্] (ত্রি) কবচং অস্ত্যস্য, কবচ-ইনি। ১ বর্ম্মযুক্ত। ২ (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবিশেষ। (মহাভারত ১।১১৭।১১।) ৩ শিব, মহাদেব।

কবটী (স্ত্রী) কৌতি শব্দায়তে, কু-অটন্-ঙীষ্। কবাট।

কবড় (পুং) কেন জলেন বলতে চলতি, ক-বল-অচ্, লড়য়োরৈক্যম্। ১ গ্রাস। ২ মুখের ভিতর জলাদি দিয়া নাড়া চাড়া করিয়া ফেলিয়া দেওয়া, কবল করা।

কবতী (স্ত্রী) ক শব্দঃ অস্ত্যস্য, ক-মতুপ্-মস্য বঃ-ঙীপ্। "কয়া নশ্চিত্র" ইত্যাদি ঋক্‌বিশেষ।

কবত্নু (ত্রি) [বৈ] ১ স্বার্থপর। ২ মন্দকর্ম্মা। (সায়ণ) "পুষ্যন্তি ন দেবাসঃ কবত্নবে।" ঋক্সংহিতা ৭।৩২।৯।

কবন (ক্লী) কৌতি শব্দায়তে, কু-ল্যুট্। জল।

কবন্তক (পুং) ব্যক্তিবিশেষ। (পা ২।৪।৬৯)

কবপথ (পুং) কুপথ-কোঃ কবাদেশঃ। (পথি চ ছন্দসি। পা ৬।৩।১০৮।) মন্দপথ।

কবয়ী (স্ত্রী) কাৎ জলাৎ বয়তে গচ্ছতি, ক-বয়-ইন্-ঙীষ্। মৎস্যবিশেষ, কইমাছ। ইহার অপর সংস্কৃত নাম ক্রকচপৃষ্ঠী। [কই দেখ।]

কবর (ত্রি) কে মস্তকে বরং শোভমানত্বাৎ শ্রেষ্ঠং। কেশপাশ। ২ সংপৃক্ত। ৩ খচিত। ৫ (পুং) কু-অরন্ (কোরন্। উণ্ ৪।১৫৪।) পাঠক (উজ্জ্বলদত্ত।) (পুং, ক্লী) ৬ লবণ। ৭ অম্ল। (কবরং লবণাম্লয়োঃ। মেদিনী।)

৮ চিত্রবর্গ।

("দৃষ্টৈবনির্জ্জিতকলাপভরামধস্তাৎ।
ব্যাকীর্ণ মাল্যকবরাং কবরীং তরুণ্যাঃ॥" মাঘ ৫।১৯।)

(আরব্য শব্দজ) গোর, সমাধি।

কবরকী (স্ত্রী) কবরং কেশপাশং কিরতি বিক্ষিপতি যত্র, কবর-কৄ-ড-ঙীষ্। কারাগারবদ্ধা, কয়েদী।

কবরপুচ্ছী (স্ত্রী) কবরং চিত্রবর্ণং পুচ্ছং অস্যাঃ, ৬তৎ। ১ ময়ূরী। ২ বিচিত্র পুচ্ছবিশিষ্টা।

কবরা (স্ত্রী) কবর-টাপ্। ১ খরপুষ্প, বাবুই। ২ বিচিত্রবর্ণা।

কবরী (স্ত্রী) কং শিরঃ বৃণোতি আচ্ছাদয়তি, ক-বৃ-অচ্-ঙীপ্। অথবা কু-অরন্-(কোরয়ন্ উণ্ ৪।১৫৪।) ঙীষ্। ১ কেশবিন্যাস, চুলের খোঁপা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কেশবেশ,

১ কবর ও কেশগর্ভক। ২ বর্ব্বরা, বাবুই। ৩ কারবী, হিঙ্গের পাতা।

কবরীভর (পুং) কবর্য্যাঃ ভর আধিক্যম্, ৬তৎ। স্থূল কবরী।

কবরীভার (পুং) কবর্য্যাঃ ভার-আধিক্যম্, ৬তৎ। ১ স্থূল কবরী। ২ কবরীর ভারত্ব।

কবরীভৃৎ (ত্রি) কবরীং বিভর্ত্তি, কবরী-ভৃ-কিপ্। কবরী-ধারী, যাহার কবরী আছে।

কবগ (পুং) ককারাদি ৫টি বর্ণ,—ক খ গ ঘ ঙ, এই পাঁচটি কবর্গ; ইহাদিগের উচ্চারণ স্থান কণ্ঠ।

কবর্গীয় (ত্রি) ক বর্গাৎ ভবঃ, কবর্গ ছ। কবর্গ হইতে উৎপন্ন।

কবর্দ্ধা। মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর জেলার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। অক্ষা ২১° ৫১′—২২° ২৯′ উঃ এবং দ্রাঘিঃ ৮১° ৩′—৮১° ৪০′ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। পরিমাণ ৮৮৭ বর্গ মাইল। ৩৮৯ খানি গ্রাম ইহার অন্তর্গত। লোকসংখ্যা ৮৬৩৬২।

এই রাজ্যের পশ্চিমাংশ চিল্‌পি গিরিশ্রেণী, রাজ্যমধ্যে এই স্থান উৎকৃষ্ট। এখানে তুলা, ধান্য, গমাদি বেশ জন্মে। এখানকার জঙ্গলে লাক্ষা, মউয়াফুল ও নানাপ্রকার গঁদ পাওয়া যায়।

এই রাজ্যের প্রধাননগর কবর্দ্ধা, উহা ২২° ১′ উঃ অক্ষ এবং ৮১° ১৫′ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। এখানে কার্পাস ও লাক্ষার ব্যবসাই প্রধান। কবীরপন্থী সম্প্রদায়ের প্রধান দলপতি এই স্থানে বাস করে।

কবল (পুং) কেন জলেন বলতে চলতি, ক-বল-অচ্। ১ গ্রাস।

("ব্যস্থজন্ কবলান্নাগা গাবো বৎসান্ ন পায়য়ন্।"
রামা ২।৪১।৯।)

২ মৎস্যবিশেষ, বেলে মাছ।

কবলপ্রস্থ (পুং) কবলস্য প্রস্থঃ, ৬তৎ। ১ কবলযোগ্য পরিমাণবিশেষ। ২ নগরবিশেষ।

কবলিকা (স্ত্রী) ব্রণের উপর প্রলেপ দিয়া তাহার উপর বাঁধিবার উপযুক্ত পত্রাদি।

("ততঃ কল্কেনাচ্ছাদ্য নাতিস্নিগ্ধাং নাতিরুক্ষাং
কবলিকাং দত্ত্বা বস্ত্রপট্টেন বন্ধীয়াৎ।" সুশ্রুত সূত্র ৫ অঃ।)

কবলিত (ত্রি) কবলং করোতি, কবল-ণিচ্-কর্ম্মণি ক্ত। ১ ভুক্ত। ২ গ্রস্ত, যাহা গ্রাস করা হইয়াছে। ৩ অধিকৃত। ৪ ব্যাপ্ত।

কবলীকৃত (ত্রি) অকবলং কবলং কৃতম্, কবল-চ্বি-কৃ-ক্ত। কবলিত।

কবষ্ (ত্রি) কু-অমুন্, ছান্দসত্বাৎ ষত্বম্। ছিদ্রযুক্ত কপাটাদি।

কবষ (ত্রি) কু-অষচ্। সচ্ছিদ্র কপাটাদি। (পুং) প্রাচীন ঋষিবিশেষ। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ)

কবস (পুং) কু-অস্ (ঋতন্যঞ্জিবন্যঞ্জ্যর্পিমদ্যত্যঙ্গিকুযুকৃশিভ্য ইত্যাদি। উণ্ ৪.২।) ১ সংনাহ, বর্ম্ম। ২ কণ্টক জাতি। (কবসঃ সংনাহঃ কণ্টকজাতিশ্চ। উজ্জ্বলদত্ত।)

কবাগ্নি (পুং) কু-অল্পো অগ্নিঃ কোঃ কবাদেশঃ। অল্প অগ্নি।

কবাট (ত্রি) কু-শব্দে—ভাবে অপ্, কবং শব্দং অটতি, কব-অট্-অচ্। কং বাতং বটতি বারয়তি বা, ক-বট-অণ্। কপাট। ("মোক্ষদ্বারকবাটপাটনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী।" অন্নদাস্তব।)

কবাটক (ত্রি) কবাট-স্বার্থে কন্। কপাট।

কবাটঘ্ন (ত্রি) কবাটং হন্তি শক্ত্যা, কবাট-হন-টক্ (শক্তৌ হস্তিকবাটয়োঃ। পা ৩.২৫৪।) চোরবিশেষ, ডাকাৎ; যাহারা কপাট ভাঙ্গিয়া চুরি করে।

কবাটবক্র (ক্লী) কবাটং বক্রং যস্মাৎ, ৫তৎ। কপাটবেট্টু বা কবাটবেণ্টুয়া নামক বৃক্ষবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বক্রাগ্র, কপোতবক্র ও অগ্রজিৎ।

কবাটী (স্ত্রী) কবাট-অল্পার্থে ঙীপ্। ছোট কপাট।

কবার (ক্লী) কং জলং আশ্রয়ত্বেন বৃণোতি, ক-বৃ-অণ্। পদ্ম।

কবারি (ত্রি) কুৎসিতোঽরিঃ, কোঃ কবাদেশঃ। কুৎসিত শত্রু।

কবাসখ (ত্রি) কুৎসিতস্য সখা, কু-সখা-টচ্। কোঃ কবা-দেশশ্চ (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) কুৎসিত সহায়বিশিষ্ট।

কবি (পুং) কবতে শ্লোকান্ গ্রথতে বর্ণয়তি বা, কব-ইন্। ১ কবিতা গান প্রভৃতি রচয়িতা। ২ বাল্মীকি। ৩ শুক্র। ৪ পণ্ডিত। ৫ (স্ত্রী) কু-অচ্-ই (অচ ইঃ। উণ্ ৪।১৪৮।) খলীন, লাগাম।

(——— কবির্বাল্মীকিশুক্রয়োঃ।
সূরৌ কাব্যকরে পুংসি স্যাৎ খলীনে তু যোষিতি। মেদিনী।)

৬ ভৃগুর পুত্র ও শুক্রাচার্য্যের পিতা ঋষিবিশেষ। ৭ সূর্য্য। ৮ কল্কিদেবের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। ৯ ক্রান্তদর্শী। ১০ মেধাবী। ১১ চাক্ষুষ মনু ও বৈরাজ প্রজাপতিকন্যার গর্ভজাত পুত্রবিশেষ।

("কন্যায়াং ভরতশ্রেষ্ঠ বৈরাজস্য প্রজাপতেঃ।
উরুঃ পূরুঃ শতদ্যুম্নস্তপস্বী সত্যবাক্ কবিঃ।" হরি ২ অঃ।)

১২ স্তোতা, স্তবকর্ত্তা। ১৩ ব্রহ্মা।

কবি—বঙ্গদেশ-প্রসিদ্ধ এক প্রকার গানবিশেষ। যদিও কবি শব্দের প্রকৃত অর্থ কবিতা-রচয়িতা ব্যক্তি অর্থাৎ যে ব্যক্তি কবিতা রচনা করে, 'কবি' বলিলে সেই ব্যক্তিকেই বুঝায়; কিন্তু বাঙ্গালাদেশে বহুদিন হইতে উক্ত গানবিশেষ এত প্রসিদ্ধরূপে কবি শব্দে বুঝাইয়া আসিতেছে যে ঐ গীতের ব্যবসায়িদিগকে সচরাচর লোকে 'কবিওয়ালা' বলিয়া

থাকে এবং উহার রচয়িতাকে কবির 'বাঁধনদার' বলে। এইদেশের মধ্যে এই কবিগানের ও কবিওয়ালাদিগের যে কতদিন হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা সংশয়শূন্য হইয়া স্থির করা বড় কঠিন। বোধ হয় কালিয়দমন যাত্রার অনেক পরে ইহার সৃষ্টি হইয়া থাকিবে, এবং ঐ যাত্রাই ইহার নিদান ও উৎপত্তিস্থান। কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণপ্রসঙ্গঘটিত কালিয়দমন যাত্রার অঙ্গবিশেষের নাম ঝুমুর। যাত্রার বালকগণ একত্র হইয়া, একতানে ঐ ঝুমুর গাহিয়া থাকে এবং ঝুমুরের ভাবেই রসজ্ঞ ও মতবিজ্ঞ ভাবুকেরা, মান, মাথুর কি কলঙ্কভঞ্জন কোন্ পালার যাত্রা হইবে, তাহা বুঝিতে পারেন। পাঠকদিগের অবগতির জন্য পরমানন্দ অধিকারীর দলের একটি ঝুমুর এ স্থলে উদ্ধৃত হইল। যথা,—

"ও যার অঙ্গ বাঁকা বচন বাঁকা বাঁকা যুগল আঁখি।
হৃদয় নিদয় পাষাণ ও তার শোন্ গো বিধুমুখী।
ও মন চুরি করে, বাঁশির স্বরে, ও তা জানে গো জগৎজনে,
তার সঙ্গে রাই প্রেম কর সে কি প্রেমের মরম জানে।"

এই ঝুমুর গানের পর যাত্রার প্রকৃত পালা আরম্ভ হয়। ইহার সুর ও তাল মান অতি মধুর। এই ঝুমুরের অনুকরণ করিয়া পশ্চিমাংশ বর্দ্ধমান ও বীরভুম জেলাতে পৃথক্ ঝুমুরের দলের সৃষ্টি হয়। তাহাতে খোলের বদলে মাদল বাজে, এবং স্ত্রী পুরুষ একত্র মিলিত হইয়া দাঁড়াইয়া কৃষ্ণলীলা-ঘটিত সখীসংবাদ, বিরহ ও খেউড় লহরাদি গান করিয়া থাকে। কবির গানের মত ইহাতে উত্তর প্রত্যুত্তরও আছে। যথা,—

"নন্দঘোষ বলে, ও কুতূহলে,
আজি কানাই বলাই সঙ্গে লয়ে যাব মধুমগুলে।"
উত্তর—"কেঁদে যশোমতী কয়, নন্দ মহাশয়,
কানাই বলাই কেন নিয়ে যাবে বল কংশালয়?"

এইরূপ গীতের সহিত প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের গানের সুরসারের অনেক সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। যথা—প্রসিদ্ধ কবিওয়ালা হরুঠাকুরের ওস্তাদ রঘুর গীত,—

"যদি চল্লি গোপাল রে তুই মথুরায়,
আয় আয় একবার করি কোলে।
ও তুই কংশযজ্ঞে যাবি, আমারে কাঁদাবি রে,
একবার ডাকরে ডাক জন্মের মতন মা বলে।"

কবির আসরে প্রথমতঃ ভবানী-বিষয়, পরে সখী-সংবাদ, তার পর বিরহ এবং সর্ব্বশেষে লহর ও খেউড় গাইবার নিয়ম। দুর্গা ও শ্যামাদি শক্তির স্তোত্র এবং লীলাদি বর্ণনা-সম্পর্কীয় ভক্তিরস কি বীররসের গানের নাম ভবানী বিষয়; অথবা 'ঠাকুরুণ বিষয়।' কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক ব্রজাঙ্গনা ও সখীদিগের উক্তি গীতকে সখীসংবাদ বলিয়া থাকে এবং পতিবিয়োগবিধুরা বিরহিণী কামিনীদিগের বিরহ-যন্ত্রণা-প্রকাশক গীতগুলি বিরহ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। এই বিরহে কখন কখন পুরুষের উক্তিও শুনিতে পাওয়া যায়। শ্লেষ, ব্যঙ্গ, কাব্য ও পরিহাসাদি ভাবের গানের নাম লহর এবং আদিরস-ঘটিত গীতের নাম খেউড়। ভদ্রভাবের খেউড় প্রায় আকার-ইঙ্গিতে ও ভাব-ভঙ্গিতে খুব প্রচ্ছন্নভাবে রচিত ও গীত হয়। ইহার নাম সাদা খেউড়। আর কখন কখন কোন কোন খেউড় এত অশ্লীল শব্দে ও বীভৎসরসে রচিত হইয়া থাকে যে, তাহা শুনিলে কর্ণে হস্তার্পণ করিতে হয়। দুই ব্যক্তি একত্র হইয়া শুনা দূরে থাকুক, নির্জ্জনে আপনা আপনি মনে করিতেও ঘৃণা ও লজ্জাবোধ হয়। কিন্তু মানবচরিত্র কি অদ্ভুত ও কালের কি কুটিলগতি! কিছু দিন পূর্ব্বে এই বঙ্গদেশে মহা-মহা বিজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, অধ্যাপক ও রাজা রাজওয়াড়ারা, পিতা-পুত্রে একত্র বসিয়া অতিশয় যত্নপূর্ব্বক এই খেউড় শ্রবণ করিতেন। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতির হাপ্-আখড়াইয়ের গীতের মধ্যেও উক্তপ্রকার অশ্লীল শব্দপূর্ণ আদিরসের বিস্তর খেউড় দেখিতে ও শুনিতে পাওয়া যায়। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের ঘরে শারদীয়া পূজার সময় নবমী-কীর্ত্তন উপলক্ষে নবমীপূজার দিন মহিষ বলিদানের পর কাদা-খেউড়ের সময় স্বয়ং মহারাজ, যুবরাজ ও আর আর রাজকুমারদিগকে নিজে নিজে এক-একটি সকার-বকারের খেউড় রচনা করিয়া গাইতে হইত এবং কখন কখন পরস্পর ছড়া কাটা-কাটি ও উত্তর-প্রত্যুত্তর কথা শুনিতে পাওয়া যায়। যেমন,—

"কি হ'ল ওলো ঠাকুরঝি" ইত্যাদি খেউড়টি রাজকুমার শিবচন্দ্রের রচিত বলিয়া প্রবাদ আছে। উক্তবংশে অদ্যাপি এই রীতি প্রচলিত আছে কি না, বলা যায় না; বোধ হয় না থাকাই সম্ভব।

কবির দুই দল থাকে, একদল গান গাহিয়া থামিলে, অপর দল তৎক্ষণাৎ তাহার প্রত্যুত্তর বাঁধিয়া গাহিতে আরম্ভ করে। গীতের সেই উত্তর প্রত্যুত্তর শুনিয়া সভাসদেরা কাহার জয় বা কাহার পরাজয় হইল, তাহার মীমাংসা করিয়া দেন। প্রতি কবির দলেই একজন বা দুইজন করিয়া গীত-রচক বা বাঁধনদার থাকেন। এখন কবির গান আর তেমন শুনা যায় না। লোকের পূর্ব্ববৎ অনুরাগ না থাকায় 'কবি' লোপ হইবার উপক্রম হইয়াছে। এখন কবির অনুকরণে সখের 'হাপ্-আখড়াই' গান মধ্যে মধ্যে শুনা যায়।

বাঙ্গালা সনের একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রকৃত কবি-গান ও কবিওয়ালা বিদ্যমান থাকার কোন কথা শুনিতে পাওয়া যায় না। বস্তুতঃ হরুঠাকুরের ওস্তাদ রঘুর পূর্ব্বে আর কেহ প্রকৃত কবিওয়ালা বলিয়া ছিল না। কেহ কেহ বলেন, 'মতে' ও নন্দ কবিওয়ালার দল রঘুর পূর্ব্ববর্ত্তী। যাহা হউক, ইহার পূর্ব্বে বোধ হয় বহুলোক একত্র হইয়া, বৈঠক করিয়া কবির ন্যায় কোন একরকম গান করিতেন, যেহেতু উত্তরকালবর্ত্তী কবিকে অনেক প্রাচীন লোক 'দাঁড়া কবি' বলিতেন। যথা,—"এদের বাড়ী দাঁড়া কবি হইতেছে।" "এটা দাঁড়াকবির সুর" ইত্যাদি। যাহা হউক, একমতে রঘু হইতেই দাঁড়াকবি বা প্রকৃতি কবির সৃষ্টি বলা যাইতে পারে। রঘুর দলের অনেক গীতের সুরসার তদুত্তর কালবর্ত্তী কবিওয়ালাদিগের ন্যায়। যথা, সখীসংবাদ,—

"তোরা বলিস্ ত আমি তোদের সঙ্গে যাই,
বৃন্দে আর আমার মানেতে কাজ নাই।
কুলপঙ্কে কত ডুবে রব।
ও কলঙ্ক গলার হার, শঙ্কা কি আমার, ডঙ্কা মেরে চ'লে যাব।"

রঘু যে কি জাতি ছিলেন, এবং কোথায় তাঁহার বাস ছিল, তাহা নিশ্চয়রূপে জানা যায় না, ভিন্ন ভিন্ন লোকের মুখ হইতে এই বিষয়ে ভিন্ন রূপ কথা শুনা যায়। কেহ এই রঘুকে রঘুনাথ দাস চর্ম্মকার বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, কেহ বা ভদ্র শূদ্র বলিয়া পরিচয় দেন। কেহ বলেন, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী শালিখাতে রঘুর বাস ছিল, আবার কেহ বলেন, গুপ্তিপাড়া রঘুর জন্মস্থান। রঘুর পরে, কি তৎসমকালে 'রাসুনৃসিংহ', যাহাকে 'রাসু নরসিং' বলিয়া থাকে, এবং লালুনন্দলাল ও গোজলা গুঁই এইনামে কয়েক ব্যক্তির দল থাকার কথা কাহারও কাহারও নিকট শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহারা যে কি প্রমাণ অনুসারে ঐ কথা বলিয়া থাকেন, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তবে প্রাচীন লোকপরম্পরায় রাসু নরসিংএর ও লালুনন্দলালের কথা শুনা যায় বটে; তাহাদের মধ্যে রাসুনৃসিংহেরই যে দুই একটি গান শুনা যায়, তাহাই ভাবপূর্ণ বলিয়া বোধ হয়। যথা,—

(মহড়া)— "সখি এ সকল প্রেম প্রেম নয়।
ইহাতে মজিয়ে নাহি সুখের উদয়।
সুহৃদভঞ্জন, লোকগঞ্জন, কলঙ্কভাজন হ'তে হয়।
(চিতেন)—এমনো পীরিতি করি, যা'তে তরি দুদিকে,
ঐহিক আর পারত্রিকে,
শ্রীনন্দনন্দন, দু'খভঞ্জন, সদা রাখি মন ভাবি পায়।
(অন্তরা)—অমিয় ত্যজে, গরলে মজে, উপজে কি সুখ,
কলঙ্কঘোষণ, জগতে মরণ হ'তে অধিক,
(পরচিতেন)—হৃদয়-মন্দির মাঝে, রসরাজে বসায়ে,
দেখিব আঁখি মুদিয়ে,
বিকায়ে সে পদে, বাঁধিব হৃদে, কলঙ্কবিচ্ছেদে নাহি ভয়।
(অন্তরা)—মনেরে ক'রে চাতক পাখী রাখিব বিশেষে,
জলং দেহি জলং দেহি ডাকিব প্রেমের প্রয়াসে,
(চিতেন)—ব্রজবল্লভরূপ সে নীরদ হইতে,
জাহ্নবী হ'লেন যাহাতে,
সেই কৃপা জলে, মন ডুবায়ে, কালেরে করিব পরাজয়।
(অন্তরা)—কমলজ জন, সেবিত ধন, অরুণ চরণে,
মনের তিমির বিনাশে পাইলে কিরণে।
(চিতেন)—হৃদে আছে শতদল, সে কমল ফুটিবে,
প্রেম পীযূষ ঘটিবে,
মনো মধুব্রত, হ'য়ে যেন রত, সেই নামামৃত সুধা খায়।
(শেষ অন্তরা অথবা কলি)—
অমিয় আর গরল, দুই রাখিয়ে সাক্ষাতে,
নয়ন দিয়াছেন বিধাতা দেখিয়ে ভখিতে;
ত্যজিয়ে এ সুধারস, কেন বিষ ভখিবে?
কলুষ-কূপে ডুবিবে,
থাকিতে নয়ন, অন্ধ যেই জন, পেয়ে প্রেমধন সে হারায়।"

এই কবির রচিত বিরহ যথা,—

(মহড়া)—"কহ সখি কিছু প্রেমেরি কথা।
ঘুচাও আমার মনের ব্যথা।
করিলে শ্রবণ, হয় দিব্যজ্ঞান, হেন প্রেমধন উপজে কোথা।
আমি এসেছি বিরাগে, মনেরি রাগে, পীরিতি প্রয়াগে মুড়াব মাথা।
(চিতেন)—আমি রসিকের স্থানে, পেয়েছি সন্ধানে,
তুমি নাকি জান প্রেম-বারতা।
কাপট্য ত্যজিয়ে, কহ বিবরিয়ে, ইহার লাগিয়ে এসেছি হেথা।
(অন্তরা)—হায় কোন প্রেমলাগি, প্রহ্লাদ বৈরাগী,
মহাদেব যোগী, কেমন প্রেমে?
কি প্রেম কারণে, ভগীরথজনে, ভাগীরথী আনে ভারতভূমে।
(পরচিতেন)—কোন্ প্রেমে হরি, বধে ব্রজনারী,
গেল মধুপুরী, ক'রে অনাথা।
কোন্ প্রেমফলে, কালিন্দীর কূলে, কৃষ্ণপদপেলে মাধবীলতা।"

রাসু নৃসিংহের এরূপ গীত আর বড় দৃষ্ট হয় না। তবে তাঁহার অধিকাংশ গানই একটু সাত্ত্বিক ও ভক্তি ভাবের।

ফরাসডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী গোন্দলপাড়ায় রাসুনৃসিংহের জন্মস্থান বলিয়া খ্যাতি আছে। ইনি কায়স্থকুলোদ্ভব ভদ্র-সন্তান, বাঙ্গালা একাদশ শতাব্দীর পর দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হয়েন এবং ঐ শতাব্দীর শেষভাগে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। কবিওয়ালা লালুনন্দলালও এই সময়ের লোক। কিন্তু ইহার দলের অধিক গান প্রচারিত নাই। তাঁহার একটি পাঠকগণের অবগতির জন্ম এস্থলে উদ্ধৃত হইল। যথা,—

(মহড়া)—"হ'ল এ সুখ লাভ পীরিতে।
চিরদিন গেল কাঁদিতে।
(চিতেন)—হ'য়েছে না হ'বে কলঙ্ক আমার গিয়েছে না যাবে কুল,
ডুবেছি না ডুব দিয়ে দেখি পাতাল কতদূর
শেষে এই হ'ল কাণ্ডারী পালাল, তরণী লাগিল ভাসিতে।
(অন্তরা)—ধন প্রাণ মন যৌবন দিয়ে শরণ লইলাম্ যা'র,
তবু তা'র্ মন্ পাওয়া সখি আমার্ হ'ল ভার,
না পুরিল সাধ, উদয় বিচ্ছেদ, মিছে পরিবাদ জগতে।" ইত্যাদি

ইহার পরই হরুঠাকুরের সময়। অনুমান বাঙ্গালা ১১৪৫ কি ৪৬ সালে কলিকাতা সিমুলিয়াতে হরু (হরেকৃষ্ণ) ঠাকুরের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম কালীচন্দ্র দীর্ঘাঙ্গী। হরু প্রথমতঃ সখের দল করেন, তৎপরে অনেক বিলম্বে পেশাদারী দল করিয়াছিলেন। তিনি পেশাদারী কবিওয়ালা হইলেও কৃষ্ণনগর, বর্দ্ধমান ও কলিকাতা এই তিন স্থানের রাজদরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইনি জন্মকবি এবং ইঁহার কবিতাশক্তি স্বভাবসিদ্ধ। সর্ব্বাপেক্ষা রাজা নবকৃষ্ণই হরুকে বড় সমাদর করিতেন ও ভালবাসিতেন। ইহাতে তাঁহার সভাপণ্ডিত অধ্যাপকেরা মনে মনে একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। রাজা নবকৃষ্ণ তাঁহাদিগের এই ভাব বুঝিতে পারিয়া, যে সময়ে তাঁহারা প্রাতঃস্নানের পর রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যান, একদিন সেই সময়ে রাজা তাঁহাদিগকে বলিলেন,—যে "গতরাত্রে পূর্ণচন্দ্র দর্শনে আমার মনোমধ্যে একটি ভাবের উদয় হইয়াছে, অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনারা সেই ভাবের একটি পুরাণপ্রসঙ্গঘটিত কবিতা পূরণ করিয়া দিলে, মনে বড় আহ্লাদ হয়।" অধ্যাপকেরা কহিলেন, 'তার আশ্চর্য্য কি? কি ভাব, আজ্ঞা করুন।' রাজা কহিলেন,—"বড়িশে বিঁধেছে যেন চাঁদ।" অধ্যাপকেরা একে একে সকলেই চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কেহই ভাবের উদ্দীপন ও স্ফূরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা লজ্জিত হইয়া কহিলেন,—"মহারাজ! ভাবটা বড় কুট; একটু চিন্তা করিয়া কল্য কবিতা প্রস্তুত করিয়া দিব।" এই কথা শুনিয়া রাজা তৎক্ষণাৎ একজন চোপ্‌দারকে কহিলেন,—"যাও, হরুঠাকুর যে ভাবে থাকেন, সেইভাবেই তাঁহাকে আসিতে বল।" আজ্ঞামাত্র চোপ্‌দার গিয়া হরুকে রাজা নবকৃষ্ণের আদেশ জানাইল। হরু তখন তৈল মাখিতে ছিলেন, শুনিবামাত্র গামছা দোছোটে রাজসভায় আসিলেন। রাজা হাসিতে হাসিতে হরুকে ঐ ভাবটি বলিয়া একটি পুরাণোক্ত গীত রচনা করিতে বলিলেন। কবিতা দেবীর অনুগ্রহে, হরু তৎক্ষণাৎ একটি সেই ভাবের সখীসংবাদ প্রস্তুত করিয়া, মহারাজ ও সভাস্থ সকলকে শুনাইলে, সকলেই ধন্য ধন্য করিয়া, হরুকে সাধুবাদ দিলেন ও রাজাকে কহিলেন, "আপনি প্রকৃত রসজ্ঞ ও ভাবজ্ঞ বলিয়াই হরুর এত আদর করেন। আমরা হরুর ঈদৃশী শক্তি জানিতে ও বুঝিতে পারি নাই।"

হরুঠাকুরের সখীসংবাদ বড় প্রশংসনীয়। সখীসংবাদ—
(মহড়া)—"তোমার ভাব দেখে করি অনুভাব ভাব বুঝি ফুরা'ল।
দিন দিন্, রসহীন্ হ'লে প্রাণ, ওরে প্রাণ,
তুমি আছ সেই তোমার প্রেম লুকা'ল।
একি ভাব, গেছে পূর্ব্বের সে সব ভাব, অভাবে ভাব মিশা'ল।
তোমায় লোকে কয়, রসময়, মিথ্যানয় সে রস পরের কাছে হয়,
ঘরে এলে মুখ যেন সে মুখ নয়,
তোমায় আমায় আছে ভ্রান্তি, হয় শিরে সংক্রান্তি,
যেন শান্তিশতকেতে পাঠ এগোলো।
(চিতেন)—সেই তুমি সেই আমি সেই প্রণয়, নূতন নয় পরিচয়,
তবে প্রাণ হ'লে রসের অনুষ্ঠান বিরস বদন কেন হয়,
পেলেম ব্যাভারে পরীক্ষে, (ওরে প্রাণ)
তোমার অযাচক ভিক্ষে চক্ষে রেখে চাওনা পোড়া চক্ষে,
তোমার সদাই বদন বাঁকা, হয় যখন দেখা (প্রাণ)
সে সব শশিমুখের হাঁসি কমনে গেল।
(অন্তরা)—প্রাণ যেমনে ভুলা'লে এ মন, তোমার কোথা মন,
কেমন কেমন দেখতে পাই।
বলনা কোন্‌খানে মন হারা'ল রে প্রাণ না হয় আমিও
সেই পথে যাই।
(পরচিতেন)—নাই এখন তোমার সে সুদৃশ্য সুহাস্য সুবচন,
কোথা হয়, যেন কে কারে কি ক'য়, ও প্রাণ এমনি অন্য মন,
তুমি রসিক নও তানয় প্রাণ, রাখ স্থান বিশেষে মান,
কোন্ রাজ্যে ধান, কোন্ রাজ্যে বাণ,
আমি হাজা প্রজা ব'লে, জ্বলে প্রাণ জ্বলে প্রাণ,
আমার সুখের সময়ে তোমার রস শুকাল।
(ফুকো)—প্রাণ বল্‌বো বল্‌বো করি, ভয়ে বলতে নারি
সদাই ভারি ভারি মুখ।
এমন সুখের দেখা পাই না হে রসরাজ করি হাস্য রহস্য কৌতুক।
(শেষচিতেন)—আমি জানি আমা হ'তে প্রাণ সুখের স্থান তোমার নাই
(ওরে প্রাণ)
এখন কোথায় জুড়াও প্রাণ সেই কথা শুনতে চাই,
মনে এই বড় তিতিক্ষে (ওরে প্রাণ)
আপনার স্থাপিতবৃক্ষে সুখফলদান কর বিপক্ষে,
হ'য়ে আশায় উদ্যোগী সম্ভোগী মন হ'ল।
প্রেমের ছায়া লেগে কায়া কই জুড়া'ল।"

হরুঠাকুর রচিত বিরহ।

(মহড়া)—"ধিক্ ধিক্ ধিক্ তার জীবন যৌবন।
এমন প্রেমের সাধ করে যেই জন
সে চাহেনা আমি তার যোগাই মন।

(চিতেন)—যেখানেতে না রহিল মানী জনার মান,
সে কেমন অজ্ঞান তা'রে সঁপে প্রাণ,
সেধে কেঁদে হ'য়ে গেছে কলঙ্কভাজন।
(অন্তরা)—একি প্রণয়ের রীতি সই শুনেছ এমন,
কেহ সুখে থাকে কেহ দুখে জ্বালাতন,
(চিতেন)—শয়নে স্বপনে মনে যে যা'রে ধেয়ায়,
সে জন তাহায় ফিরে নাহি চায়,
তথাপি না পারে তা'রে হ'তে বিস্মরণ।
(অন্তরা)—সখি পিরীতি পরম ধন জগতেরি সার,
সুজনে কুজনে হ'লে হয় ছারখার,
(পরচিতেন)—সামান্য খেদের কথা একি প্রাণ সই
কারেই বা কই, প্রাণে মরে রই,
ঘরে পরে আরো তাহে করয়ে লাঞ্ছন।
(ফুকো)—যা'রে ভাবিব আপন সই তা'র এ বোধ নাই,
এমন প্রেমের মুখে তা'রো মুখে ছাই,
(চিতেন)—হেন অরণ্যরোদনে ফল আছে কি
এ হ'তে সুখী একা যে থাকি,
ধ'রে বেঁধে করা কিনা প্রেম উপার্জ্জন।
(অন্তরা)—যার স্বভাব লম্পট সই তার কি এ বোধ,
আছে কি করিবে তব প্রেম অনুরোধ,
(চিতেন)—অতিদৃঢ় উভয়েতে হওয়া এ কেমন,
এজন মিলন না দেখি কথন ;
রঘু বলে কোথা মিলে দুজনে সুজন।"

বিরহবর্ণনায় রামবসুর সমান কেহই নয়। তবে হরু ঠাকুরের রচিত বিরহের মধ্যে দুই একটি গীতে বিলক্ষণ ভাবের গাঢ়তা ও রচনার নিপুণতা দেখা যায়। বিশেষতঃ আর আর যত কবি, সকলেই বসন্ত ঋতু অবলম্বনপূর্ব্বক বিরহ রচনা করিয়াছেন। কিন্তু হরু বর্ষা ঋতু আশ্রয় করিয়া, যে একটি বিরহ রচনা করিয়াছিলেন, সেটি অতি মধুর ও তাহাতে হরুঠাকুরের বেশ কবিত্ব শক্তির প্রকাশ পাইয়াছে। যথা,—

(চিতেন)—"সুধীর ধার বহিছে এই ঘোরতরা রজনী।
এ সময়ে প্রাণসখিরে কোথায় গুণমণি।
ঘন গরজে ঘন শুনি ;
ঐ ময়ূর ময়ূরী হরষিত হেরি চাতক চাতকিনী।
(অন্তরা)—এ কদম্ব কেতকী চম্পকজাতি সেউতি সেফালিকে,
ঘ্রাণেতে প্রাণেতে মোহ জন্মায় প্রাণনাথে গৃহে না দেখে,
বিদ্যুৎ খদ্যোত দিবাজ্যোতি মত প্রকাশে দিনমণি।

* * * * * *

প্রিয়মুখে মুখ দিয়ে শারী শুক থাকে দিবস রজনী।

হরুর শেষাবস্থায় এবং তাঁহার দেহাবসানের পর নীলু, রামপ্রসাদ, উদয়দাস, পরাণদাস, নিত্যানন্দদাস বৈরাগী, ভবানীবেণে, মোহন সরকার, ঠাকুরদাস সিংহ, কাশীনাথ পাটনী ও তৎপুত্র নীলুহরি পাটনী, ভোলাময়রা, চিন্তাময়রা, বলরাম কপালী এবং আণ্টুনি সাহেবের কবির দল হয়। এই দলগুলির মধ্যে নীলু ও রামপ্রসাদের দলই সর্ব্বাগ্র-বর্ত্তী। তাহার পর ক্রমে ক্রমে অন্যান্য দলগুলির আবির্ভাব হওয়া বলিয়া বোধ হয়। তবে ইহার মধ্যে কোন্ দল কখন অর্থাৎ কে অগ্রে ও কে পশ্চাতে হয়, তাহা ঠিক করা কঠিন। তবে পূর্ব্বোক্ত দলগুলি যে সমকালবর্ত্তী, তাহা ঐ সমস্তদলের মধ্যে পরস্পর উত্তর প্রত্যুত্তর দ্বারা জানা যায়। ইহার কিছুদিন পরেই গোবিন্দ আরজবিগি, উদ্ধবদাস, নিতাইদাসের পুত্র, এবং তাঁহার পুত্র কৃষ্ণদাস (পর্য্যন্ত নিতাইদাসের দল রাখিয়াছিলেন) এবং পরাণ-সিং সর্ব্বশেষে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সমস্ত দলাধিপতিরাই যে স্বয়ং গীত-রচয়িতা ছিলেন, তাহার কোন প্রামাণিক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অনেকের দলে পৃথক্ বাঁধনদার থাকিত এবং অনেকেই নিজে গান প্রস্তুত করিতেন। নীলুঠাকুর, মোহন সরকার, ভবানে বেণে ও ঠাকুরদাস সিংহের দলে অনেক সময়ে বিখ্যাত কবি রামবসু গান দিতেন। তৎপরে তিনি নিজে দল করিয়া আর কাহারও দলে গান দেন নাই। গোরক্ষনাথ ঠাকুর বলিয়া একব্যক্তি সাহেবের দলে বাঁধনদার ছিলেন। নীলু পাটনীর দলে সমস্ত গীত একজন 'কুকুরমুখো গোরা' নামক বাঁধনদারের রচিত।

বাঁধনদারদিগের মধ্যে সকলে যে শিক্ষিত ও ভদ্রলোক তাহা নহে। অনেকে অশিক্ষিত ও অভদ্র ছিলেন। ইহার মধ্যে কাহার কাহার বর্ণজ্ঞান পর্য্যন্ত ছিলনা, কিন্তু এমনি সরস ও ভাবপূর্ণ গীত রচনা করিতে পারিত যে তাহা শুনিয়া শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিকেও বিস্ময়াপন্ন হইতে হইত। প্রবাদ আছে যে পাটনীর দলের বাঁধনদার কুকুরমুখো গোরা কেবল মুখে মুখে বড় বড় ওস্তাদিদলের গীতের উত্তর দিত এবং ঐ সমস্ত উত্তর গানের মধ্যে পুরাণঘটিত গূঢ় ও গুহ্য ভাব সকল সন্নিবেশিত থাকিত। একবার নিতাইদাস নীলুপাটনীকে "দাঁড়বাওয়া পাটনী" বলিয়া শ্লেষ করিয়াছিলেন, তাহাতে গোরা ঐ গীতের উত্তরে বাবাজিকে শ্লেষ করিয়া বলে—

"তোর জাত খুঁজে রাত কাবার হলো ডুব দিয়ে পেলেমনা থাই।
নিজের আদ্যি কি ভেবে দেখরে বৈরাগী নিতাই ॥
ছেড়ে শর ক্ষীর ননী,
সেই যশোদার নীলমণি,
যতো বৈষ্ণবী পার করবে বলে দণ্ড ধরে আছি ভাই।" ইত্যাদি।

কবিওয়ালাদিগের মধ্যে কবিত্ব শক্তি অনুসারে পর্য্যায় বদ্ধ করিতে হইলে হরুর পর রামবসুর কথা উল্লেখ করা

কর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু সময়ের পূর্ব্বকার ঘটনা ধরিলে নীলুঠাকুরের দলকেই হরুর আসন্ন নিকটবর্ত্তী বলিয়া গণ্য করা উচিত। দুঃখের বিষয় এই যে নীলুর দলের অধিক গীত প্রকাশ নাই, যাহা কিছু আছে, তাহাও রামপ্রসাদ ঠাকুরের রচিত বলিয়া বিখ্যাত, এজন্য তত্তাবৎ রামপ্রসাদ ঠাকুর প্রসঙ্গে প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য। নীলুর পর রামপ্রসাদ ঠাকুর নীলুপাটনীর দল রাখেন। রামবসুকৃত একটি গীতে তাহার একথা প্রকাশ আছে, যথাস্থানে পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন। নীলুঠাকুরের পর নিতাইদাসের দলই প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ দল বলিয়া খ্যাতি আছে। নিতাইদাসের প্রকৃত নাম নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী। ফরাসডাঙ্গার ইং-রাজাধিকৃত চন্দননগর ইহার জন্মভূমি। ইনি জাতিতে বৈষ্ণব এবং বালককাল হইতেই ইহার গাহনা বাজনায় বড় অনুরাগ। সর্ব্ব প্রথমে নীলুঠাকুরের কবির দলে গান করিতেন, তার পরে নিজে দল করেন। কিন্তু সকল গীত স্বয়ং রচনা করিতেন না, নবাইঠাকুর ও গৌর কবিরাজ নামে দুই ব্যক্তিও ইহার দলে বাঁধনদার ছিলেন। ইহার দলের গীত বিলক্ষণ সারগর্ভ ও সাত্ত্বিকতা পূর্ণ। যথা,—

সখী-সংবাদ।

(মহড়া)—"ফিরে ফিরে চায় ফিরে যায় ঐ শ্যামধন।
পিয়ারী খানিক বই, বলবে কৃষ্ণ কই কই
তখন কোথা যাব কোথা পাব শ্যামের অন্বেষণ।
অভিমানে রয়েচেন মানিনী রতন,
মানের অধীন হ'য়ে কোন দিন
কি ঘটিবে মানে মান যাবে, প্রাণ যাবে, মাধব যাবে,
না মরিব দেখিব তখন ;
পেয়ারী কেমন না হেরে কালবরণ।
(চিতেন)—যা করে তা করুক রাই সই তাহে ক্ষতি নাই,
কেন্দে কৃষ্ণ যায় ফিরে, চাইতে চাইতে রাধারে,
যখন যাই রাই যাই রাই মাধব বলে,
অমনি বয়ান ভাসে শ্যামের নয়নজলে ;
ক্ষণেক কুঞ্জের বাহিরে যায়, ক্ষণেক দাঁড়ায়
চলিতে না চলে চরণ।
(অন্তরা)—রাধার একি মান সইগো, রাইকে মানা কর,
মানে মজে রাই, শ্যামের আর সে পিরীত নাই,
এখন মানের সঙ্গে পিরীত হল,
মানিনী কৃষ্ণ প্রতি, কোপে মজে হয়েছে অধীরা অতি,
এবে হয়ে রাধা মানগ্রস্ত
অমনি শ্যামের প্রতি হল খড়্গা হস্ত,—
(পরচিতেন)—নিকুঞ্জেতে ললিতে সই বৃন্দের প্রতি কয় ;
মানময়ীর মান হেরে হয়েছি হে বিস্ময়।
রাধার যুগলচরণকমল করে ধরি,
অমনি ধূলায় লুণ্ঠিত বংশীধারী,
তথাচ মান নাহি গেল উথলিল দুর্জ্জয়মান-সরোবর।

বিশেষতঃ উক্ত বৈরাগীর দল ভিন্ন পুরুষোক্তি আর তেমন বড় একটা শুনিতে পাওয়া যায় না। যথা—

(মহড়া)—"পীরিতের কি ধার ধারো তুমি প্রাণ,
এতো নবীনা নারীরো কর্ম্ম নয়, ইথে প্রবীণতা অতিশয়,
কখন রাজা, কখন প্রজা, কখন বা যোগী হ'তে হয়।
সখি আঁখি মনঃপ্রাণ, সদা সাবধান,
ধ্যান শবসাধনের প্রায়।
(চিতেন)—আগে মাথায় লইয়ে কলঙ্কের ডালি,
কুলে জলাঞ্জলি দিতে হয়।
মান অপমান সইরে ইথে নাহি থাকে লোকলাজ ভয়।
দীপে পতঙ্গ যেমন, হয়লো পতন, দাহন করিতে নিজ কায়।
(মহড়া) এই খেদ হয়, তবু বল পুরুষ ভাল নয়।
যখন দক্ষযজ্ঞে সতী ত্যজেছিলেন প্রাণ,
তখন মৃতদেহ গলায় গেঁথে রাখলেন মৃত্যুঞ্জয়।
(চিতেন)—কথায় কথায় ক'রে অভিমান, তিলে ক'রে বসে তাল,
ও ধনী না জানি কেমন পুরুষের কপাল ;
যদি পুরুষ পাতকী হবে,
তবে পাণ্ডবেরা নারীর সঙ্গে বনে কেন বেড়াবে ;
দেখো তারা একা নয়, হরি দয়াময়,
মানে ধরেছিলেন রাধার পদদ্বয়।
(মহড়া)—আর নারীরে করিনে প্রত্যয়।
নারীর নাইকো কিছু ধর্ম্মভয়।
(অন্তরা)—নারী মিতে যেমন, ভুলতে তেমন, দুই দিকে তৎপর।
মজিয়ে পরে চায় না ফিরে আপনি হয় অন্তর।
(চিতেন)—উত্তমেরে ত্যাজ্য করে অধমে যতন,
নারী বারি দুই জনারি নীচপথে গমন,
তার প্রমাণ বলি প্রাণ, নলিনী-তপনে ত্যজিয়ে,
বনের পতঙ্গ সে ভৃঙ্গ তারে মধু বিতরয়।"

নিতাইদাসের সমকালবর্ত্তী আর একজন কবিওয়ালা ভবানে বেনে। ইহার প্রকৃত নাম ভবানী, জাতিতে গন্ধবণিক, কলিকাতার নিকটবর্ত্তী উপনগর বরাহনগর ইহার বাস-স্থান। কেহ কেহ কহেন যে, অম্বিকাকাল্‌নার নিকট সাত-গেছে ভবানের জন্মস্থান, বরাহনগরে তাহার দল থাকিত বলিয়া লোক তাহাকে উহার বাসিন্দা মনে করিত।

ভবানে প্রথমতঃ রামবসুর নিকট হইতে গীত লইয়া প্রচুর প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ভবানের দল এক সময়ে নাম-লব্ধ হইয়াছিল। প্রায় নিতাইদাসের সঙ্গে ইহার লড়াই হইত এবং তৎকালবর্ত্তী লোক "নিতে ভবানের" লড়াইকে "বাঘে মহিষের লড়াই" বলিতেন। ঐ দুইজনের এমনি

প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছিল, যেখানে ভবানে সেখানে নিতে, যেখানে নিতে সেইখানে ভবানে। পাঠকদিগের অবগতির জন্ম নিতে ভবানের এক একটি গান নিয়ে উদ্ধৃত হইল।

নিতাইদাসের রচিত বিরহ।

(মহড়া)—"কোকিল রে কিছু দয়া ধর্ম্ম নাই তোমার শরীরে,
হয়ে মদনের অনুচর, রাধায় জ্বালাবে নিরন্তর,
তবে স্ত্রীহত্যার ভাগী কর্‌বো তোমারে ;
দেখবে ব্রজনগরে।
সেই কৃষ্ণপ্রেমে মজে ত্রিজগৎ মাঝে কালকলঙ্কী হল নাম,
আবার সে কাল হ'লো আমার বাম ;
আবার কাল তমালডালে ঐ কাল কোকিল,
বসন্তকালে জ্বালায় আমারে।

(চিতেন)—নিষেধ করিলে তোমায় না শুন কথা,
দেখি তোমার রীত একি বিপরীত,
দেহ বারে বারে অন্তরে ব্যথা ;—
যদি তোমার রব শুনে মরিরে পরাণে,
তবে তোর গতি হবে কি,
বিহঙ্গ তুই কাননের পাখী ;
তুমি না চেন আত্মপর হান্‌তেছ পঞ্চশর,
দুঃখিনী কমলিনীর হৃদ্‌পিঞ্জরে।

(অন্তরা)—ওরে কোকিলে রাখরে কমলিনীর মিনতি,
কৃষ্ণপ্রেমের অনল জ্বলে আবার তায় দিতেছরে আহুতি ;—
রাধার হ'য়ে মধুপুরে যেতে ত পাল্লে না এই শ্রীমতীর হ'ল কি দুর্গতি।
মনের খেদে প্রাণে বাঁচিনে, যদি আজ হে কুঞ্জবনে শ্রীকৃষ্ণবিহনে,
প্রাণেতে মরি, তবু অন্তে পাব শ্রীহরি ;
ওরে তোমার কি কঠিন প্রাণ, জ্বালালে রাধার প্রাণ,
একাকী পেয়ে কুঞ্জকুটীরে।"

ভবানেবেনের দলের রচিত বিরহ।

(মহড়া)—"একবার কুঞ্জবনে কৃষ্ণ ব'লে ডাক্‌রে কোকিলে।
মধুর কুহুধ্বনি শুনে তাপিত প্রাণ জুড়াবে গোপীগণে ;
নীরব হয়ে বসে কেন রইলি তমাল ডালে।
জুড়াবে গোকুলবাসী গোপী সকলে,
শুনাও মধুমাখা মধুস্বর, ওরে পিকবর, রাধার কর্ণকুহরে।
সুমধুর স্বরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল,
জানি দুঃসহ বিরহ ও নামে নির্ব্বাণ হয়,
কৃষ্ণপ্রেমের জ্বালা যাবে কৃষ্ণনাম নিলে।

(চিতেন)—বসন্ত সময় ব্রজে হ'লনা বসন্তের অভ্যুদয়,
দূতী কৃষ্ণবিচ্ছেদে মনের খেদে কোকিলেরে কয়,
সেই বৃন্দাবনচন্দ্র শ্যাম বৃন্দাবনে নাই ;
দুঃখের কি দিব সখের কৃষ্ণপদপঙ্কে, অঙ্গ ঢেলে আছে রাই,
জুড়ায় কমলিনীর জীবন ব্যথার ব্যথী এমন কে,
ওরে পক্ষ হও সাপক্ষ দুখিনী বলে।

(অন্তরা)—আমরা দুখিনী গোপী বিরহিণী কৃষ্ণবিরহে
দেখরে বিহঙ্গ বিনে ত্রিভঙ্গ অনঙ্গে অঙ্গ দহে ;
কৃষ্ণ হয়েছে রাধার কণ্ঠেস্বর, শোন্‌রে ওরে পিকবর,
যে পায় জীবন এখন ওরে কৃষ্ণনাম শুনালে।"

নিতাইদাস যেমন গাহিয়ে তেমনি বাজিয়ে ছিলেন। তাঁহার সম ঢুলী তৎকালে কেহই ছিল কি না সন্দেহ। সহর ফরাসডাঙ্গা নিবাসী শ্রাঘ্যরামবাইতির পুত্র দেশবিখ্যাত মোহন ঢুলীই তাঁহার সঙ্গে সঙ্গৎ করিত ; কিন্তু যখন গাহিতে গাহিতে তিনি বড় উন্মত্ত হইতেন, তখন মোহনের স্কন্ধ হইতে ঢোল লইয়া নিজে বাজাইতেন এবং তাঁহার আড়ি পরম ও তিহাইয়ের চোট শুনিয়া মোহন বারম্বার তাঁহার পায়ের ধূলা লইত।

কবিওয়ালা মোহন সরকার ও ঠাকুরদাস সিংহের নিজের কোন গীত প্রসিদ্ধ নাই, এজন্ত তাহাদিগের কথা পৃথক্‌রূপে আর কিছু বলা হইল না। ইহারা দুইজনেই রামবসুর সাহায্যে খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। অতএব রামবসুর পরিচয়েই ইহাদিগের পরিচয় হইবে। এই সময়েই কবি রামবসুর নাম জাহির হইয়া উঠে এবং তিনি পৃথক্ দল করেন।

৺ রামবসুর প্রকৃত নাম রামচন্দ্র বসু, কলিকাতার নিকট ভাগীরথীর পরপারস্থ শালিখাগ্রামে অতি ভদ্রকুলীন কায়স্থের ঘরে ইহার জন্ম এবং ইনি জন্ম কবি। অতি বাল্যাবস্থায় যখন সহর কলিকাতায় যোড়াসাঁকো-নিবাসী ৺ বারাণসী ঘোষের বাটীতে রামচন্দ্র তাঁহার পিশামহাশয়ের নিকট লেখাপড়া শিক্ষা করিতেন, তখন হইতে কলাপাতে তিনি গীত রচনা করিয়া ফেলিয়া দিতেন, কবিওয়ালা ভবানেবেনে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার এইরূপ অসাধারণ রচনাশক্তি জানিতে পারিয়া গোপনে তাঁহার নিকট হইতে গান লইতে আরম্ভ করে। তিনি কিছুদূর পর্য্যন্ত ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া কিছুদিন কেরাণীগিরি চাকরী করেন, কিন্তু কবিতা-রচনা বিষয়ে তাঁহার এমন অনুরাগ ছিল যে, সে চাকরী তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি কেবল কবিতা-রচনাতেই জীবন দীক্ষিত করিলেন। প্রথমতঃ তিনি কাহারো নিকট হইতে কিছুই গ্রহণ করিতেন না, তারপর প্রয়োজন সাধনের জন্ত অগত্যা তাঁহাকে কিছু কিছু অর্থ গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। পূর্ব্বতন লেখকদিগের প্রমাণানুসারে সর্ব্বাগ্রে ভবানে-বেনের দলে তাঁহার গান দেওয়া বলিয়া মনে করিতে হয়, তার পর নীলু-ঠাকুর, পরে মোহন সরকার, তদনন্তর ঠাকুরদাস সিংহ, অবশেষে তিনি নিজ নামে দল করিয়া এই বঙ্গদেশের মধ্যে

যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করেন। অল্প বয়সেই তাঁহার দেহাবসান হয়। তিনি ৪২ বিয়াল্লিশ বৎসরকাল জীবিত থাকিয়া বাঙ্গালা ১২৩৫ কি ৩৬ সালে ইহলোক হইতে অবসর গ্রহণ করেন। সহর মুরশিদাবাদের কাশীমবাজারস্থ রাজা হরিনাথ কুমার বাহাদুরের বাটীতে শারদীয়া পূজার সময় গান করিতে গিয়া পীড়িত হইয়া পড়েন এবং সেই পীড়াতেই তাঁহার আয়ুঃ শেষ হয়। রামবসুর কবিত্বশক্তি অসাধারণ ও অদ্বিতীয়।

রামবসু রচিত সপ্তমী।

(মহড়া)—"তবে নাকি উমার তত্ত্ব ক'রেছিলে (গিরিরাজ !)
ওহে শুন শুন তোমার মেয়ে কি বলে।
নারী প্রবোধিতে যেতে হে কৈলাসে যাই ব'লে॥
এসে বল্‌তে মেনকা তোমার দুঃখের কথা উমা সব শুনেছে,
তোমায় দেখ্‌তে পাষাণী আপনি ঈশানী আস্‌তে চেয়েছে,
তুমি গিয়েছিলে কই, উমা বলে ওই হে,
আমি আপনি এসেছি জননী ব'লে॥
(চিতেন)—তারা হারা হ'য়ে নয়নের তারা হারা হ'য়ে রই,
সদা কই উমা কই আমার প্রাণ উমা কই,
আমার সেই হারা তারা ত্রিজগতের সারা বিধি এনে মিলালে॥
উমা চন্দ্রবদনে ডাকছে সঘনে মা মা মা বলে।
উমা যত হেসে কয়, ও তো হাসি নয় হে,
যেন অভাগীর কপালে অনল জ্বলে॥
(অন্তরা)—ভাল হোক হোক ওহে গিরি চাই, আমি নারী তাই ভুলি বচনে
তোমার কি মনে হয় না হে নাথ হেরিতে উমার চন্দ্রাননে।
(পরচিতেন)—আশা-বাক্যে আমার নাথ প্রাণ রহি বল কতদিন,
দিনের দিন তনু ক্ষীণ, বারিহীন যেমন মীন ;
যারে প্রাণ পায় দেখে, সম্বৎসরে তাকে, আন্‌তে তো যেতে হয়,
যেন মাহীনা কন্যা তিন দিনের জন্য এলো হে হিমালয় ;
মুখে করি হাহাকার ছিলাম যেন শব হে,
গৌরী মৃতদেহে এসে প্রাণ দিলে॥"

রামবসু রচিত ১ সখীসংবাদ।

(মহড়া)—"শ্যাম কাল মান ক'রে গেছে কেমন আছে সখি দেখে আয়।
আমায় ক'রে সে বঞ্চিতে, গেল কা'র কুঞ্জে বঞ্চিতে,
হরে খণ্ডিতে মরি হরিপ্রেমের দায়।
ছলে রাধার মন ছলেছে তুমি জান্‌বে মন দূরে থেকে,
চক্ষে দেখে গো দেখ দেখি কয় কি কয় কথা ডেকে,
যদি কাতরে কথা কয়, তবে নয় অপ্রণয়,
শ্যামকে সেধো গো ধরে দুটি রাঙা পায়॥
(চিতেন)—সাধ করে করেছিলাম দুর্জ্জয় মান,
শ্যামের তায় হ'ল অপমান,
শ্যামকে সাধ্‌লাম না, ফিরে চাইলাম না,
কথা কইলাম না রেখে মান ;
কৃষ্ণ সেই রাজের অনুরাগে রাগে রাগে, গো,
প'ড়ে আছে চন্দ্রাবলীর নবরাগে ;
গেছে পূর্ব্বের সে পূর্ব্বরাগ
এখন কি অপূর্ব্বরাগ
রাগে পাছে শ্যাম রাধায় আদর্ ভুলে যায়॥
(অন্তরা)—ওগো যার মানের মানে আমার মানে,
সে না মানে তবে কি করে এ মানে ;
মাধবের কত মান না হয় তার পরিমাণ,
আমি মানিনী হয়েছি যার মানে।
(পরচিতেন)—যে পক্ষে যখন বাড়ে অভিমান,
সেই পক্ষে রাখ্‌তে হয় সম্মান,
রাখতে শ্যামের মান, গেল গেল মান,
আমার কিসের মান অপমান ;
এখন মানান্তে প্রাণ জ্বলে জ্বলে জ্বলে গো,
আমার সেই কাল জলধর, হল আজ খতর,
রাধাচাতকী কারে দেখে প্রাণ জুড়ায়।
(ফুকো)— যখন শ্যাম সাধলে চরণ ধরে,
তখন তারে একবার চাইলেম না ফিরে,
কুঞ্জের দ্বার ক'রে ত্যাগ, শুন্‌রে প্রাণ যায়,
না দেখে কাল জলধরে ;
অন্তরে বাধা করি অনুরাগ,
নিকটে গেলে বাড়ে রাগ,
মরি প্রেমের রীত যে করে বঞ্চিত
ভাবি তারি রীত অনুরাগ,
কৃষ্ণ সর্ব্বদা বিরাগ করে,
তবু তারে গো প্রাণে রাখি প্রাণ জুড়ায় মনে করি ;
আমার হৃদয়ের ধন কালবংশীবদন
সে কোন্‌খানে ভুলে আছে শ্রীরাধা।......
(শেষ অন্তরা)—সই এ ভাবের কি ভাব বল দেখি,
থাকি থাকি কেন কৃষ্ণ বলে ডাকি,
মানে ভেবে বিরূপ, দেখি সই কালরূপ,
যে দিকে ফিরাই দুই আঁখি ;
একবার ভাবিগো শ্যামকে ভুলি ভুলি
আবার যে ভুলি একি দায়।
হ'ল শ্যামের মন সে কি......ধন,
তবু আমার মন তারে চায়॥"

ঐ ২ সখীসংবাদ।

(মহড়া)—"ওগো ললিতে গো দেখে যাগো রাই কেন এমন হ'লো।
(চিতেন)—বসেছিলেন কমলিনী একালা কুঞ্জেতে,
শ্রীকৃষ্ণপ্রসঙ্গকথা আমরা আসিতে,
কৃষ্ণ কথা পেলে আর কি তোলে, রাই,
রয়ে, রয়ে, ঐ কথা তোলে,
কইতে কইতে কৃষ্ণ কথা, এলো খেলো স্বর্ণলতা,
'কোথা কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে'—আছে কি ম'লো।"

যদিও শেষোক্ত সখীসংবাদটীর আগাগোড়া সমস্ত অংশ পাওয়া যায় না, কিন্তু যতটুকু পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই কবির বেশ গুণপণা প্রকাশ পাইয়াছে। বিরহ-বর্ণনে রামবসুর কেহ এখন সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। তাঁহার দুইটি বিরহের কতকাংশ উদ্ধৃত করা গেল।

(মহড়া)—"মনে রহিল সই মনের বেদনা।
প্রবাসে যখন যায় গো সে তারে বলি বলি আর বলা হ'ল না।
শরমে মরমের কথা কওয়া গেল না॥
যদি নারী হ'য়ে সাধিতাম তাকে,
নিলর্জ্জে রমণী বলে হাসিত লোকে,
সখি ধিক্ থাক্ আমারে, ধিক্ সে বিধাতারে,
নারী-জনম যেন করে না।
(চিতেন)—একে আমার এ যৌবনকাল তাহে কাল বসন্ত এল,
এ সময়ে প্রাণনাথ প্রবাসে গেল;
যখন আসি আসি সে আসি বলে,
সে আসি শুনিয়া ভাসি নয়নজলে,
তারে পারি কি ছেড়ে দিতে, মন চায় ধরিতে,
লজ্জা বলে ছি ছি ছুঁও না।
(অন্তরা)—তার মুখ দেখে মুখ ঢেকে কাঁদিলাম সজনি,
অনা'সে প্রবাসে গেল সে গুণমণি,
একি সখি হ'ল বিপরীত রেখে লজ্জার সম্মান,
মদনে দহিছে এখন এ অবলার প্রাণ।" ইত্যাদি

ঐ ২য় বিরহ।

(মহড়া)—"প্রাণ সইরে ঐ নারীধরা বসন্ত এলো।
(চিতেন)—শরত শিশিরে সইরে আমি ছিলাম তো ভালো।
একি পর্ব্ব সখি সর্ব্বনেশে মদন এসে ক'রে আকুলো।
যখন কুহু কুহু কুহরে কোকিলে,
প্রাণ সই প্রাণনাথ কৈ, ভাল জ্বালা হ'ল বসন্তকালে,
যেমন সপ্তরথী মেলে, আমায় বধিলে যেন অভিমন্যুর দশা হ'ল।
কোকিল বলে বিরহিনী যৌবন সামালো।" ইত্যাদি।

লহর-রচনা বিষয়েও রামবসু অদ্বিতীয়। নীলুঠাকুরের মৃত্যুর পর রামপ্রসাদ ঠাকুর যখন সেই দলের দলপতি হইলেন, তখন কলিকাতার শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের বাড়ী দুর্গোৎসবের সময়ে এক আসরে রামপ্রসাদ রামবসুকে শ্লেষ করিয়া একটি লহরের ছড়ায় গাহিয়াছিলেন—

"নাই কো রামবোসের এখন সেকেলে পৌরোষ।
এখন দল করে হ'য়েছেন রামবোস রামকামারের···কোষ॥"

তৎপরেই রামবসু ঐ গীতের এইরূপ উত্তর দিলেন,—

(মহড়া)—"তেমনি এই নীলুর দলে রামপ্রসাদ একটিন্।
যেমন ঢাকের পিঠে বাঁয়া থাকে সাজেবাজো একটি দিন।
(চিতেন)—যেমন রাতভিখারীর থামাবওয়া থাকে এক একজন,
হরিনাম বলেনা মুখে পিছু থেকে চাল কুড়ুতে মন,
কর্ম্মে অকর্ম্মা, ঐ রামপ্রসাদ শর্ম্মা,
মন কাজের কাজি ঠাটর বাজী (ভাইরে)
ঠিক যেন ধোবার বিশকর্ম্মা;
যেমন বিদ্যাশূন্ত বিদ্যাভূষণ সিদ্ধিরস্তবস্তহীন।
(অন্তরা)—নীলমণি ম'লে নীলমণির দলে,
ঢুক্‌লো শিংভাঙা এঁড়ে বাছুরের পালে,
যেমন নবাব ম'লে নবাব হ'ল উজীরালী আড়াই দিন,
মরি হায় কি সুরৎ, ঠিক যেন বজরার মুরৎ,
খাড়া আছেন খাপ খুলে রাতদিন।
যেমন মেষের কাছে পেশের বড়াই ঘরে করেন জাঁক,
দুনিয়ার কর্ম্মেতে কুড়ে ভোজনে দেড়ে বচনে পুড়িয়ে করেন খাক,
তেমনি শ্রীছাদ, এই পেট্‌কো মুলুকচাঁদ,
ধ'রে কৃষ্ণপ্রসাদ ··· তরেন রামপ্রসাদ, (?)
যেমন জন্মে কভু হাত পোরে না দোলে লবেদার আস্তীন্॥"

যখন হরুঠাকুর দল পরিত্যাগ করিয়া রাজা নবকৃষ্ণের সভাসদ্ হইয়া কালযাপন করিতেন, তখন তিনি একবার পক্ষপাত করিয়া রামবসুর দলের হার সাব্যস্ত করায় রামবসু পাল্‌টে গানে আসিয়া গাহিলেন,—

"ঠাকুর বাঁচ্‌বেন না বিস্তর দিন।
তার চক্রে ধরেছে পোকা স্বর্ণরেখা অতি ক্ষীণ॥" ইত্যাদি।

প্রবাদ যে ইহাতে হরুঠাকুর বড় রুষ্ট হইয়া রামবসুকে বাপান্ত করিয়া আসর হইতে উঠিয়া যান।

রামবসুর খেউড়ও এইরূপ উপমারহিত, কিন্তু সে সমস্ত গীত অশ্লীল শব্দপূর্ণ বলিয়া এস্থলে উদ্ধৃত হইল না; কিন্তু তাহার আগাগোড়া রসোদ্দীপক ও কবিত্বপূর্ণ। রামবসুর রচিত বিরহের মধ্যে আর একটি বিশেষ গুণ লক্ষিত হয় যে, অধিকাংশ গীতই স্বকীয় রসে বর্ণিত হইয়াছে।

কলিকাতার উপনগর ভবানীপুরে কতকগুলি ভদ্রসন্তান একত্র হইয়া নলদময়ন্তীর যাত্রার দল করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে সখের যাত্রার এই আরম্ভ। রামবসু এই দলের গীত ও সুর দেন। ইহাতেও উক্ত বসুর কবিত্ব শক্তির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

রামবসুর সমকালবর্ত্তী আর একজন কবিওয়ালার কথা বড় কৌতুকাবহ। তিনি আদৌ এদেশীয় লোক নহেন, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে সাতসমুদ্র তের নদী পারের লোক, তিনি একজন আহেলে বিলাতী পর্ত্তুগীজ সাহেব। তাঁহার নাম মিষ্টার এণ্টনি এবং তাঁহার সহোদরের নাম মিষ্টার কেলি। এদেশে তাঁহারা আণ্টুনি ও কালুসাহেব

নামে বিখ্যাত ছিলেন। গরিটীর নিকট ফরাসী অধিকারভুক্ত স্থানে আণ্টুনির বাগানবাটী ছিল, এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। সাহেব বাণিজ্য উপলক্ষে বাঙ্গালায় আসিয়া কিছুদিন থাকিতে থাকিতে একজন ব্রাহ্মণকন্তার প্রণয়ে বদ্ধ হইয়া সমস্ত বাণিজ্য কার্য্য পরিত্যাগপূর্ব্বক ঐ গরিটীর বাগানে ঘরদ্বার করিয়া থাকিতে লাগিলেন এবং স্বীয় প্রণয়িনী ব্রাহ্মণকন্তার সর্ব্বপ্রকার সন্তোষ সাধনে তৎপর হইলেন। ব্রাহ্মণীর সহিত দীর্ঘকাল সহবাসে সাহেবের বাঙ্গালা কথাবার্ত্তায় বিলক্ষণ অধিকার ও আদর জন্মিল। বিপ্রাঙ্গনা আপনার বিশ্বাসের অনুরূপ দোলদুর্গোৎসবাদি যে সমস্ত পূজার্চ্চনা করিতে থাকিলেন, সাহেব তাহাতেও অনুমোদন করিতে লাগিলেন। ঐ সমস্ত পর্ব্বাহে তৎকাল-প্রচলিত কবির গান শুনিয়া আণ্টুনি সাহেবের বড় অনুরাগ জন্মিল, ক্রমে এতদূর হইয়া উঠিল যে, আণ্টুনি সাহেব নিজে সখের এক কবির দল করিয়া বসিলেন, এইরূপে যখন সাহেবের প্রচুর অর্থ ব্যয় হইয়া গেল, তিনি একেবারে নির্ধন হইয়া পড়িলেন, তখন তিনি সেই সখের দলকে পেশাদারীদল করিয়া তদ্দারা আপনার জীবিকানির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন, সাহেবের দল খুব নামলব্ধ ও বিখ্যাত হইয়া উঠিল। গোরক্ষনাথ নামে এক ব্যক্তি সাহেবের দলের বাঁধনদার ছিলেন, কিন্তু সময়ে সময়ে সাহেব নিজেও কোন কোন গীতের উত্তর দিতেন ও নূতন ভাবের গীত রচনা করিতেন। যখন ঠাকুরদাস সিংহের দলে রামবসু বাঁধনদার, তখন এক আসরে সিংহ সাহেবকে বলেন,—

"কও হে আণ্টুনি আমি এইটি শুনতে চাই।
এসে এ দেশে এ বেশে তোমার গায়ে কেন কুর্তি নাই॥"

ইহাতে সাহেব নিজেই উত্তর দিলেন,—

"এই বাঙ্গালায় বাঙ্গালীর বেশে আনন্দে আছি।
হ'য়ে ঠাকুরে। সিঙ্গীর বাপের জামাই কুর্ত্তি টুপী ছেড়েছি॥"

আর একবার রামবসু নিজদলে এক আসরে সাহেবের সঙ্গে লড়াইতে বলেন,—

"সাহেব! মিথ্যে তুই কৃষ্ণপদে মাথা মুড়ালি।
ও তোর পাদ্‌রিসাহেব শুনতে পেলে গালে দেবে চূণকালি॥"

তাহাতে সাহেব উত্তর করেন,

"খৃষ্টে আর কৃষ্ণে কিছু ভিন্ন নাইরে ভাই।
শুধু নামের ফেরে মানুষ ফেরে এও কোথা শুনি নাই॥
আমার খোদা যে হিন্দুর হরি সে,
ঐ দেখ্ শ্যাম দাঁড়িয়ে রয়েছে,
আমার মানব-জনম সফল হবে যদি রাঙ্গা চরণ পাই॥"

একবার চুঁচড়ায় কোন সম্রান্ত লোকের বাড়ী দুর্গোৎসবের সময়ে সাহেবের দলের বাঁধনদার গোরক্ষনাথ বলেন, "তুমি যদি সম্বৎসরের বেতন শোধ করিয়া না দাও, তবে আমি তোমাকে নূতন সপ্তমী দিব না।" ইহাতে সাহেব রাগান্বিত হইয়া আর তাঁহার উপাসনা করিলেন না, নিজে এই ঠাকুরুণ বিষয় প্রস্তুত করিয়া গাহিলেন,—

"আমি ভজন সাধন জানিনে মা নিজে তো ফিরিঙ্গী।
যদি দয়া ক'রে কৃপা কর হে শিবে মাতঙ্গী॥" • • •

আণ্টুনি সাহেবের সমকালবর্ত্তী গোবিন্দ আরজবিগি প্রভৃতি আর কতকগুলি ওস্তাদীদল বিদ্যমান থাকার কথা শুনা যায়, কিন্তু তাহাদিগের কোন বিশেষ কবিত্ব কি গুণপণার কথা প্রচার নাই।

হরুর অনেক পরে শান্তিপুরের নিকট বৈচিগ্রামে সাতুরায় নামে আর একজন কবি প্রাদুর্ভূত হন। সাতুরায় ব্রাহ্মণ এবং ভদ্রসন্তান, তিনি কখন নিজে কবির দল করেন নাই এবং কোন পেসাদার কবিওয়ালার দলে বাঁধনদারীও করেন নাই। সাতুরায় যদিও জন্মকবি, কিন্তু তিনি যাবজ্জীবন চাকরী করিতেন। তাঁহার শেষাবস্থায় তিনি রাণাঘাটের পালচৌধুরীদিগের তরফ বারাসতে মোক্তারি করিতেন, সেই কর্ম্ম করিতে করিতেই তাঁহার জীবনের শেষ হয়। তাঁহার জন্মাবস্থায় শান্তিপুরের জমীদারেরা তাঁহার কবিত্বশক্তির পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে আদর ও যত্নপূর্ব্বক আপনাদের নিকট রাখেন। এখানে তিনি শিবচন্দ্র বাবুর সখের দলের গীত রচনা করিয়া দেন। সেই সময়ে তিনি অনেক ভাল ভাল গীত বাঁধিয়া ছিলেন। তন্মধ্যে একটি উদ্ধৃত করা গেল—

(মহড়া)—"অপরূপ একি রূপ কৃষ্ণরূপ লিখেছ গো রাই।
লিখলে সব শ্যামের অবয়ব
গতি নাই যে চরণ বই, সে চরণ কৈ গো কৈ,
ভক্তের ধন চরণ কেন লেখ নাই।
(চিতেন)—কৃষ্ণ বিচ্ছেদে থেকে কিশোরী কৃষ্ণরূপ করিয়া মনন,
নির্জ্জনে শ্যামধনে দেখ্‌বার হ'ল আকিঞ্চন,
ভূমে ত্রিভঙ্গের শ্রীঅঙ্গ ক'রে লিখন,
মথুরায় পাছে যায় সেই ভয়ে লিখলেন্ না যুগল চরণ,
এরূপ করিয়া দরশন, জিজ্ঞাসেন সখীগণ,
রাই রাই গো বল রঙ্গময়ী একি রঙ্গ দেখতে পাই।
(অন্তরা)—একি ভাব সুধাংশুমুখী তোর সুধাই।
কও কি ভাবে এ ভাবের হ'ল উদয় কিশোরী,
শ্যাম শরীর লিখলে লিখলে না কেন সমুদয়,
আমরা যে চরণ শরণ, করেছি সর্ব্বক্ষণ, রাই রাই গো,
আর কি সে চরণ লিখতে তোমার স্মরণ নাই।

(কলি)—এই বিনয় করি, লেখ গো কিশোরী, শ্রীহরির শ্রীচরণ,
অঙ্গলে আর বাঁশিসুরে আর নাই
অঙ্গহীন মাধুরী কর্ণে নাই দরশন।
(পরচিতেন)—যে চরণ সাধন জন্য সদাশিব যোগধর্ম্ম করেন আশ্রয়,
ত্রিভঙ্গের সর্ব্বাঙ্গের সারাৎসার সেই পদদ্বয়,
যদি সেই চরণ লিখ্‌তে হলি বিস্মরণ,
দুঃসহ বিরহ কিশোরী কিসে করবি নিবারণ,
বিচ্ছেদ যন্ত্রণা-পারাবার, যা হ'তে হবে পার,
(রাই রাই গো)
বিশেষ জেনেও কি কপালক্রমে ভুল্‌লে তাই।"
(পাল্‌টা মহড়া)—নিরদয় পদদ্বয় লিখি নাই এই আশঙ্কায়।
(চিতেন)— শ্রীমূর্ত্তির প্রতিমূর্ত্তি শ্রীপদহীন, লিখে শ্রীমতী খেদে কয়।
বল্‌বো কি ও সখি বল্‌তে বিদরে হৃদয়।
লিখে শ্রীকান্তে লিখি নাই সই শ্রীচরণ,
কি কারণ বিবরণ বলি শোন,
শোন গো তার চরণের কি আচরণ,
ল'য়ে গেল শ্যাম কংসালয়,
আন্‌লে না নন্দালয়, সই সই গো
রইল দুরাশয় নিঠুর হ'য়ে মথুরায়।
(অন্তরা)— সই সময় যখন মন্দ হয়,
চিত্রময়ূরে গেলে হায়,
বিচিত্র কি চিত্রশ্যাম যদি মধুপুরে যায়।"

কবিওয়ালাদিগের এই কবির গীতরচনা ও পরস্পর উত্তর প্রত্যুত্তর দ্বারায় বঙ্গদেশের প্রাচীন ও তৎকালীন রীতি নীতি ও আচার ব্যবহারের যেরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, অপর কোন গ্রন্থপাঠে তাহা প্রাপ্ত হইয়া সহজ নয়; কিন্তু দুঃখের বিষয় কালসহকারে উক্ত 'কবি'গীত দিন দিন লুপ্ত হইতেছে।

কবি—যবদ্বীপের প্রাচীন ভাষা। যেমন ব্রহ্ম, শ্যাম, পেগু প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন পালি-ভাষার প্রচলন না থাকিলেও, তথাকার প্রাচীন বৌদ্ধপীঠস্থানে খোদিত শিলালিপিতে পালি-ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। তেমনি এই কবিভাষা এক্ষণে যব, বালি প্রভৃতি দ্বীপে ব্যবহৃত না হইলেও পূর্ব্বেকার খোদিত শিলালিপি ও প্রাচীন ধর্ম্মপুস্তকে দেখিতে পাওয়া যায়। যবদ্বীপে কবিশব্দের অর্থ রহস্য বা আখ্যায়িকা; বোধ হয়, প্রাচীনকালে এই ভাষায় রহস্য ও আখ্যায়িকা রচিত হইত, তাই এই 'কবি' নাম হইয়া থাকিবে। অনেকে অনুমান করেন, সংস্কৃত কাব্য শব্দ হইতে 'কবি' শব্দের উৎপত্তি।

কোন কোন শব্দশাস্ত্রবিদের মতে, এই ভাষা যবদ্বীপের দেশীয় ভাষা নহে, কোন সময়ে ভিন্নদেশ হইতে এই ভাষা যবদ্বীপে গিয়া প্রচলিত হইয়া থাকিবে। সত্য বটে ভারতের দক্ষিণদেশের ভাষাসমূহের অনেক শব্দ এই কবি ভাষায় দেখা যায়, কিন্তু বর্ত্তমান যবদ্বীপের যাবনী ভাষার সহিতই ইহার বিশেষ সৌসাদৃশ থাকায়, ইহাকে ভিন্ন দেশীয় ভাষা বলিয়া বোধ হয় না। প্রাচীন বাঙ্গালাভাষার সহিত বর্ত্তমান বাঙ্গালা ভাষার যেরূপ পার্থক্য, প্রাচীন কবি ও যাবনী ভাষাও অনেকটা তদনুরূপ। প্রাচীন বাঙ্গালার ব্যবহারানুসারে যেমন অনেক অপ্রচলিত সাবেক বাঙ্গালা শব্দ সহজে সাধারণে বুঝিতে পারেনা, সেইরূপ কবিভাষার অনেক শব্দ এখনকার যবদ্বীপের প্রধান প্রধান পণ্ডিত ভিন্ন জনসাধারণে বুঝিতে অক্ষম।

যবদ্বীপের প্রাচীন ইতিহাস জানিতে হইলে, এই কবিভাষা শিক্ষা করা উচিত। যবদ্বীপে মুসলমান আসিবার পূর্ব্বে বৌদ্ধ ও হিন্দুরাজাদিগের বিবরণ এই কবিভাষায় লিখিত প্রাচীন খোদিত শিলালিপিতে পাওয়া যায়। যব ও বালি দ্বীপের ধর্ম্মগ্রন্থ ব্যতীত রামায়ণ, মহাভারত, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ এই কবিভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে। এই ভাষায় লিখিত 'ব্রাতযুদ' বা ভারতযুদ্ধ নামক গ্রন্থই প্রধান, এই গ্রন্থ দয়ানামক প্রদেশের রাজা জয়বয়ের আদেশে আম্পুসুদা নামক এক ব্যক্তি প্রণয়ন করেন। জয়বয় কুরুসেনাপতি শল্যের কাহিনী শুনিতে বড় ভালবাসিতেন, তাঁহারই মনস্তুষ্টির জন্য কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধ অবলম্বন করিয়া ১১১৭ শকে "ব্রাতযুদ" রচিত হয়। [যবদ্বীপ দেখ।]

কবিক (ক্লী) কবি-স্বার্থে কন্। ১ খলীন, লাগাম। (পুং) ২ কবি।

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী। বঙ্গদেশ বিখ্যাত চণ্ডীমঙ্গল গ্রন্থপ্রণেতা প্রসিদ্ধ কবি। জেলা বর্দ্ধমানের অন্তর্গত সেলিমাবাদ থানার এলাকাধীন দামুন্যা * নামক গ্রামে কবিকঙ্কণের জন্ম। তাঁহার পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র, পিতার নাম হৃদয় মিশ্র এবং জ্যেষ্ঠ সহোদরের নাম কবিচন্দ্র।

এ দেশে মুকুন্দরাম 'কবিকঙ্কণ' নামেই প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছেন। কবিকঙ্কণ † রাজপ্রদত্ত উপাধিমাত্র, তাঁহার প্রকৃত নাম মুকুন্দরাম।

* দামুন্যা গ্রাম বর্ত্তমান জাহানাবাদ হইতে ৫ ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত।

† কবিকঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গলগ্রন্থে আপনার এই পরিচয় দিয়াছেন—
"শুন ভাই সভাজন, কবিত্বের বিবরণ, এই গীত হইল যেমতে।
উরিয়া মায়ের বেশে, কবির শিয়রদেশে, চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে॥
সহর সেলিমাবাজ, তাহাতে সজ্জনরাজ, নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।
তাঁহার তালুকে বসি, দামুন্যার করি কৃষি, নিবাস পুরুষ ছয় সাত॥

যে সময়ে যবনের উৎপীড়নে বঙ্গবাসীগণ উত্যক্ত, বিরক্ত, মানসম্ভ্রম রক্ষা করিতে অক্ষম, এমন কি প্রাণান্ত পর্য্যন্ত ঘটিয়া ছিল, সেই দুঃসময়ে কবিকঙ্কণ যৌবন-তরঙ্গে সংসার স্রোতে ভাসিতে ছিলেন। তিনি মুসলমানের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া আপন জন্মস্থান ছাড়িয়া মনের দুঃখে স্ত্রী-পুত্রাদি সঙ্গে লইয়া বিদেশে পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, নানাস্থানে পথে ঘাটে কত ক্লেশ সহ্য করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত! নানাস্থান অতিক্রম করিয়া অবশেষে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত ব্রাহ্মণভূমি পরগণার মধ্যবর্ত্তী আঁড়্রা নামক গ্রামে ব্রাহ্মণরাজ বাঁকুড়াদেবের নিকট উপস্থিত হন। বাঁকুড়াদেব তাঁহার কবিত্ব ও পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপনার নিকট রাখিলেন এবং আপন পুত্র রঘুনাথের শিক্ষকতায় নিযুক্ত করিলেন। এই স্থানে কবিকঙ্কণ পরমসুখে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন, এইখানেই তিনি রাজা রঘুনাথের আদেশে বাঙ্গালাভাষার সর্ব্বপ্রধান কাব্য চণ্ডীমঙ্গল প্রচার করেন।

কবিকঙ্কণের দুই পুত্র ও দুই কন্যা ছিলেন, পুত্র দুইজনের নাম শিবরাম ও মহেশ, কন্যা দুইটির নাম চিত্ররেখা ও যশোদা।

কবিকঙ্কণের বংশধরেরা অদ্যাপি দামুন্যাগ্রামে * বাস করিতেছেন, তাঁহারা সকলেই সাবর্ণ্য শ্রোত্রীয়। তাঁহারা কবিকঙ্কণের হস্তলিখিত চণ্ডীমঙ্গলের পূজা করিয়া থাকেন। সেই পুথিখানি কবিকঙ্কণের আরাধ্যদেবী মহিষীমর্দ্দিনীর পার্শ্বে স্থাপিত আছে। এখন দামুন্যাগ্রামে কবিকঙ্কণের বংশধরদিগের বাটীতে যে মহিষমর্দ্দিনী আছে, তাহার মূর্ত্তি অপরূপ, তাঁহার চারি হস্তে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম এবং গলে বনমালা বিভূষিত! কবিকঙ্কণের বংশধরেরা বলেন, "কবিকঙ্কণ বৈষ্ণব ছিলেন। যখন ভগবতী তাঁহাকে দেখা দেন, তখন তিনি আপন কুলমন্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে ইতস্ততঃ করিয়াছিলেন, তাহাতে ভগবতী তাঁহাকে বলেন, 'তুমি আমাতেই তোমার ইষ্টদেবের মূর্ত্তি দেখিতে পাইবে।' তাই মহিষমর্দ্দিনীর প্রতিমা এইরূপ।" প্রথমতঃ কবিকঙ্কণ বৈষ্ণব ছিলেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি চণ্ডীমঙ্গল লিখিবার অনেক পূর্ব্বে 'জগন্নাথ-মঙ্গল' নামক একখানি উৎকলমাহাত্ম্য রচনা করেন। এই গ্রন্থে অনেক স্থলে—

"দ্বিজ মুকুন্দ কহে বন্দিয়া শ্রীহরি।"

এইরূপ ভনিতা দৃষ্ট হয়। এই গ্রন্থখানি চণ্ডীমঙ্গলের মত সুললিত ও কবিত্বশক্তি-পরিচায়ক নহে। ইহার রচনা প্রণালী দৃষ্টে অনুমিত হয়, এই গ্রন্থখানি তিনি বালককালে রচনা করিয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি 'কবিকঙ্কণ' উপাধি লাভ করেন নাই। বোধ হয়, ব্রাহ্মণভূমির রাজা রঘুনাথ তাঁহাকে 'কবিকঙ্কণ' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। বহুদিন হইতে চণ্ডীমঙ্গলগ্রন্থ যেমন বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র পালাক্রমে গীত হইয়া আসিতেছে, জগন্নাথমঙ্গল ক্ষুদ্র পুস্তক হইলেও বহুদিন হইতে আজ পর্য্যন্ত উৎকলদেশের নানাস্থানে ইহার গান শুনিতে পাওয়া যায়।

ধন্য রাজা মানসিংহ, বিষ্ণুপদাম্ভোজভৃঙ্গ, গৌড়-বঙ্গ-উৎকল- অধিপ।
সে মানসিংহের কালে, প্রজার পাপের ফলে, খিলাৎ পায় মামুদ সরিফ॥
উজীর হ'ল রায়জাদা, ব্যাপারীরা ভাবে সদা, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হ'ল অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া, পোনর কাঠায় কুড়া, নাহি মানে প্রজার গোহারি॥
সরকার হৈল কাল, খিলভূমি লেখে লাল, বিনা উপকারে খায় খতি।
পোদ্দার হইল যম, টাকায় আড়াই আনা কম, পাই লভ্য লয় দিন প্রতি॥
ডিহিদার আয়োজখোজ, টাকা দিলে নাহি রোজ, ধান্য গোরু কেহ নাহি কেনে।
প্রভু গোপীনাথ নন্দী, বিপাকে হইল বন্দী, হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে॥
কোতালিয়া বড়পাপ, সজ্জনের কাল সাপ, কড়ির কারণে বহু মারে।
আথালি পাথালি কড়ি, লেখা জোখা নাহি দড়ি, যত দিয়া যেবা নিতে পারে॥
পেয়াদা সভার নাছে, প্রজারা পলায় পাছে, দুয়ার জুড়িয়া দেয় থানা।
প্রজার ব্যাকুলচিত্ত, বেচে ধান্য গোরু নিত্য, টাকার দ্রব্য হয় দশ আনা॥
সহায় শ্রীমন্তখাঁ, চণ্ডীগড় যার গাঁ, যুক্তিকরি গম্ভীর (?) খাঁর সনে।
দামুন্যা ছাড়িয়া যাই, সঙ্গে রামানন্দ ভাই, পথে দেখা হৈল তার সনে॥
তেলিগাঁয়ে উপনীত, রূপরায় কৈল হিত, যদুকুণ্ডু তেলি কৈল রক্ষা।
দিয়া আপনার ঘর, নিবারণ কৈল ডর, তিনদিবসের দিল ভিক্ষা॥
বাহিল গোড়াইনদী, সর্ব্বদা স্মরিয়া বিধি, তেউটায় হৈনু উপনীত।
দারুকেশ্বর তরি, পাইনু বাতনগিরি, গঙ্গাদাস বহু কৈল হিত॥
নারায়ণ পরাশর, ছাড়িলাম আমোদর, উপনীত গোখড়ানগরে।
তৈল বিনা করি স্নান, উদক করিনু পান, শিশু কান্দে ওদনের তরে॥
আশ্রয়ি পুখুরআড়া, নৈবেদ্য শালুকনাড়া, পূজা কৈনু কুমুদ প্রসূনে।
ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে, নিদ্রা গেনু সেই ধামে, চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে॥
করিয়া পরম দয়া, দিয়া চরণের ছায়া, আজ্ঞা দিল রচিতে সঙ্গীত।
চণ্ডীর আদেশ পাই, শিলাই বহিয়া যাই, আরড়া নগরে উপনীত॥
আরড়া ব্রাহ্মণভূমি, ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী, নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ববাণী, সম্ভাষিনু নৃপমণি, রাজা দিল দশ আড়াধান॥
বীরমাধবের সুত, বাঁকুড়াদেব গুণযুত, সুত পাশে কৈল নিয়োজিত।
তাঁর সুত রঘুনাথ, রূপে গুণে অবদাত, গুরু করি করিল পূজিত॥
সঙ্গে ভাই রামানন্দী, সে জানে ধর্ম্মের সন্ধি, অনুদিন করিত যতন।
নিত্য দেন অনুমতি, রঘুনাথ নরপতি, গায়েনের দিলেন ভূষণ॥
ধন্য রাজা রঘুনাথ, কুলে শীলে অবদাত, প্রকাশিল, নূতন মঙ্গল।
তাহার আদেশ পান, শ্রীকবিকঙ্কণ গান, মম ভাষা করিও কুশল॥"

* দামুন্যাগ্রামনিবাসী চন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি কয়েকজন আপনাদিগকে কবিকঙ্কণের প্রকৃত বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

কবিকঙ্কণের সময়।—মুদ্রিত চণ্ডীমঙ্গলগ্রন্থের শেষে লিখিত আছে—

"শকে রস রস বেদ শশাঙ্কগণিতা।
কতদিনে দিলা গীত হরের বণিতা॥"

এই কবিতার উপর নির্ভর করিলে ১৪৬৬ শকে চণ্ডী-মঙ্গলের রচনা-কাল স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু চণ্ডী-মঙ্গলের প্রথমেই লিখিত হইয়াছে, মানসিংহ যখন গৌড়, বঙ্গ ও উৎকলের রাজা, সেই সময়ই চণ্ডীগ্রন্থের উৎপত্তি-কাল। মানসিংহ ১৫১১ শকে এ দেশের সুবাদারী পদ প্রাপ্ত হন, সুতরাং ১৪৬৬ শকে গ্রন্থখানি রচিত হওয়া নিতান্ত অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। এমন কি উক্ত চণ্ডী-মঙ্গলের প্রাচীন পুথিতে সমাপ্তিকাল-নিরূপক কবিতাটি দৃষ্ট হয় না, ইত্যাদি কারণে ১৪৬৬ শক-নিরূপক কবিতা অপর ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত বলিয়া বোধ হয়।

কবিকঙ্কণের পুত্র শিবরাম কুতবর্খার নিকট হইতে কয়েক বিঘা জমীর সনন্দ পাইয়াছিলেন* কতুবর্খা জাহাঁগীর বাদসাহের সময়ে ১৫২৮ শকে (১৬০৬ খৃষ্টাব্দে) বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার সুবাদার হইয়াছিলেন, অতএব ১৫১১ শকের পর ও ১৫২৮ শকের পূর্ব্বে কোন সময়ে কবিকঙ্কণ আপন গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। মেদিনীপুরের ব্রাহ্মণভূমির রাজগণের মধ্যে কবিকঙ্কণের প্রতিপালক রঘুনাথ রায় ১৪৯৫ শক হইতে ১৫২৫ শক পর্য্যন্ত ৩০ বৎসর কাল রাজত্ব করেন †। ঐ রাজত্বের সময়েই চণ্ডীমঙ্গল রচিত হয়।

কবিকঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গলে যেরূপ কবিত্ব, শব্দলালিত্য, রচনা-পারিপাট্য এবং চরিত্র অঙ্কনে যেরূপ অসাধারণ ক্ষমতা দেখাইয়াছেন, তাহাতেই তিনি প্রাচীন বঙ্গীয় কবিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছেন। তিনি এই চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ভগবতীর পূজা প্রচারোদ্দেশে কালকেতু ও শ্রীমন্ত সওদাগরের উপাখ্যান সবিস্তর বর্ণনা করিয়াছেন, এই উপাখ্যানে দেবীমাহাত্ম্য-ঘটিত যে সকল পুরাণ-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতেও কবিকঙ্কণের সংস্কৃত শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ও কবিত্বের বিলক্ষণ পরিচয় আছে। ৩০০ বর্ষ পূর্ব্বেকার বঙ্গদেশের আচার ব্যবহার, সামাজিক রীতি নীতির প্রকৃত ছবি এই চণ্ডীগ্রন্থে চিত্রিত হইয়াছে, বঙ্গসমাজের এমন প্রকৃত চিত্র তৎকালীন অপর কোন পুস্তকে লিখিত হইয়াছে কি না সন্দেহ।

তিনি চণ্ডী লিখিতে গিয়া প্রসঙ্গক্রমে রামায়ণ,মহাভারত, হরিবংশ হইতে নানাবিধ উপাখ্যান, ভারতবর্ষস্থ নানাস্থানের নদ নদী নগর গ্রাম অরণ্য কতই বর্ণন করিয়াছেন! পশু পক্ষী ও নানাধর্ম্মী বহুজাতীয় মানবের ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব কি সুন্দরই চিত্রিত করিয়াছেন। কালকেতু, ধনপতি, শ্রীমন্ত, ভাঁড়ুদত্ত, মুরারিশীল, লহনা, ফুল্লরা, খুল্লনা, দুর্ব্বলা প্রভৃতি সমুদয় চরিত্রই পৃথক্‌ভাবে চিত্রিত।

কবিকঙ্কণ প্রায় সকল স্থলেই বিশেষ নিপুণতার সহিত নায়ক নায়িকার চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন বটে, কিন্তু দুই এক স্থলে অত্যুক্তিদোষ ও অস্বাভাবিক বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন, খুল্লনা কখন পতি সহবাস করে নাই, ১২।১৩ বর্ষ উত্তীর্ণ হয় নাই, এমনকালে বিদেশ-প্রত্যাগত পতির শয়নগৃহে যাইবার ব্যগ্রতা, যাইবার সময়ে সপত্নীর সহিত নির্লজ্জের মত বাগ্বিতণ্ডা, নিদ্রিত পতিকে মৃতবোধে রোদন আরম্ভ, নিজে যাচিয়া পতি সঙ্গে পাশাখেলা; এবং মহাধনীর পত্নী হইলেও গুণচট্ট পরিয়া ছাগল চরাইয়া বেড়ান, এরূপ স্থলে তাঁহার মাতাও কন্যার একবার তত্ত্ব লইল না, এগুলি অস্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয়। এ ছাড়া ১২ বর্ষ বয়সের শ্রীমন্ত সিংহলে গিয়া বিবাহের পর শালীশালজ প্রভৃতির সহিত যেরূপ হাস্য-পরিহাস করিয়াছেন, তাহাও সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না।

কবিকঙ্কণের রচনা প্রগাঢ় রসোদ্দীপক, ভাবপূর্ণ ও সুমধুর হইলেও আদ্যোপান্ত প্রাঞ্জল ও সুখবোধ্য নয়; ইহার স্থানে স্থানে অনেক দুরূহ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ আছে, এ ছাড়া এত অপভ্রংশ শব্দের উল্লেখ দেখা যায়, যে তাহাদের অর্থ সহজে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না। সুতরাং সেই সেই স্থানে রসভঙ্গ-দোষ ঘটে।

চণ্ডী গ্রন্থে যে দুইটি উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে, তাহার একটি স্থান কলিঙ্গদেশ এবং দ্বিতীয়টি বর্দ্ধমানের অন্তর্গত মঙ্গলকোটের নিকটবর্ত্তী অজয়নদের তীরস্থ উজ্জয়িনীনগরী। কলিঙ্গদেশ কবিকঙ্কণের বাসস্থান হইতে বহুদূরবর্ত্তী, বোধ-হয়, তিনি সেই দেশে কখন-গমন করেন নাই, তাই এ দেশের ভৌগোলিক অবস্থান ঠিক হয় নাই। দ্বিতীয় স্থানের ভৌগোলিক বিবরণ অনেকটা ঠিক্। অদ্যাপি মঙ্গলকোটের নিকট 'উজনী' নামে একটি স্থান আছে, তাহাই কবিকঙ্কণের উজ্জয়িনী নগরী বলিয়া বোধ হয়, এখন উহা পল্লিগ্রাম

* শিবরামের বংশধরের নিকট সনন্দ আছে।

† রঘুনাথ রায়ের বংশীয়েরা এক্ষণে মেদিনীপুরের সেনাপতি গ্রামে বাস করিতেছেন, তাঁহাদের সে প্রবল প্রতাপ, সে পূর্ব্ব বিষয় সম্পত্তি নাই; বর্দ্ধমানরাজ সমস্ত কাড়িয়া লইয়াছেন। সেনাপতি গ্রামের গবর্ণমেণ্ট খাজনাবাদ যাহা উপস্বত্ব থাকে, তদ্দারাই তাঁহাদের কথঞ্চিৎ জীবিকা-নির্ব্বাহ হইতেছে।

ভূখণ্ড মাত্র, সেখানে লোকের বসবাস নাই। উহার নিকট 'ভ্রমর' নামক একটি খাল আছে, খালটি অজয়নদে মিশিয়াছে। ধনপতি ও শ্রীমন্ত সওদাগর অজয় বাহিয়া সিংহল যাত্রাকালে নদের উভয়কূলে হসনপুর, খাজড়া, বাকুল্যা, চরকি, অজার-পুর, নগাঁ, উদ্ধানপুর প্রভৃতি গ্রামের নামোল্লেখ আছে, এখনও তাহার অনেক গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপরে উক্ত সওদাগরদ্বয়ের নৌকা গঙ্গায় পৌছিলে গঙ্গার উভয় কূলবর্ত্তী যে সকল স্থানের নাম পাওয়া যায়*, তাহার অনেক আজও প্রত্যক্ষ হইতেছে। তৎকালে সুন্দরবনের নিকটবর্ত্তী অনেক স্থান পর্ত্তুগীজদিগের অধিকারে ছিল, কবিকঙ্কণ ঐ সকল স্থান 'ফিরিঙ্গীর দেশ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

"ফিরিঙ্গীর দেশ খান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিদিন বহে যায় হারামদের ডরে॥"

কেহ কেহ অনুমান করেন, কালকেতু ও শ্রীমন্ত সওদাগরের উপাখ্যান কবিকঙ্কণের স্বকপোলকল্পিত; কিন্তু তাহা নয়। কবিকঙ্কণের বহুপূর্ব্ব হইতে কালকেতু ও শ্রীমন্তের উপাখ্যান বঙ্গদেশে প্রচলিত ছিল, তাহা কবিকঙ্কণের পূর্ব্ববর্ত্তী ত্রিবেণী-নিবাসী কবি মাধবাচার্য্যের চণ্ডীমঙ্গল বা দুর্গা-মাহাত্ম্য গ্রন্থ পাঠে জানা যায়†।

* কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলের ৫।৭খানি প্রাচীন পুথি পাঠ মিলাইয়া দেখিলে প্রত্যেক পুথিতেই যেখানে কোন স্থানের নাম আছে, সেইখানের বিভিন্ন পাঠ লক্ষিত হয়, এমন কি দুইখানি প্রাচীন পুথির পাঠ একরূপ প্রায় দেখা যায় না।

† কবি মাধবাচার্য্য আকবর বাদশাহের সমসাময়িক, তিনি আপন দুর্গামাহাত্ম্যে এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন;—

"পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার।
একাব্বর নামে রাজা অর্জ্জুন অবতার॥
অপার প্রতাপী রাজা বুদ্ধে বৃহস্পতি।
কলিযুগে রামতুল্য প্রজাপালে ক্ষিতি॥
সেই পঞ্চগৌড়মধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল।
ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল॥
সেই মহানদী-তটবাসী পরাশর।
যাগযজ্ঞ জপে তপে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর॥
মর্য্যাদায় মহোদধি দানে কল্পতরু।
আচারে বিচারে বুদ্ধে সম সুরগুরু॥
তাঁহার তনুজ আমি মাধব আচার্য্য।
ভক্তিভাবে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য॥
আমার আসরে যত অশুদ্ধ গায়ে গান।
তার দোষ ক্ষমা কর কর অবধান॥
শ্রুতি তাল ভঙ্গ দোষ, না নিবা আমায়।
তোমার চরণে মাগি এই পরিহার॥
ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধবে গায় শারদা-চরিত॥"

উপরোক্ত কবিতা পাঠে দেখা যাইতেছে, মাধবাচার্য্য ১৫০১ শকে (১৫৭৯ খৃষ্টাব্দে) 'দুর্গামাহাত্ম্য' রচনা করেন। এই প্রমাণানুসারে তিনি কবিকঙ্কণের অন্ততঃ ১০ বর্ষ পূর্ব্বে গ্রন্থখানি সমাপ্ত করিয়াছিলেন।

মাধবাচার্য্যের চণ্ডীমঙ্গল বা দুর্গামাহাত্ম্যে ধনপতি ও শ্রীমন্তসওদাগরের সমুদ্রযাত্রা বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ-খানিরও পূর্ব্বে গান হইত। তবে কবিকঙ্কণের চণ্ডীর মত রচনাপ্রণালী ভাবোদ্দীপক ও কবিত্বপূর্ণ না হওয়ায় জন-সমাজে তেমন আদৃত হয় নাই।

কবিকণ্ঠহার (পুং) কবিনাং কণ্ঠহারইব আদরণীয় ইত্যর্থ। ১ কবিদিগের উপাধিবিশেষ। ২ একখানি প্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থ।

কবিকর্ণপুর। প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব গ্রন্থকার। কাঞ্চনপল্লী (কাঁচড়া-পাড়া) গ্রামে সেনবংশ নামে একটি প্রসিদ্ধ বংশ আছে। ঐ বংশে শিবানন্দ সেন নামে এক পরম বৈষ্ণবপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একবার রথের সময় শ্রীশ্রী মহাপ্রভুকে দর্শন করিবার জন্য সপরিবারে নীলাচলে গমন করেন। রথের সময় প্রভুকে দর্শন করিতে যত গৌড়ীয় যাত্রী গমন করিতেন, তাঁহাদিগের পাথেয় ব্যয়-নির্ব্বাহ ও আবাস-স্থান নির্দ্ধারণ করাই শিবানন্দের প্রধান কর্ম্ম ছিল। শিবানন্দ যেবার সপরিবারে নীলাচলে গমন করেন, তাহার পাঁচ ছয় বৎসর পূর্ব্বে যখন একবার তিনি একাকী নীলাচলে গিয়াছিলেন, ঐবারে মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে, এবার তোমার একটি পুত্র হইবে, ঐ পুত্রের নাম পরমানন্দপুরী গোসাঞি রাখিবে। ঐ সময়ে শিবানন্দের পত্নী গর্ভবতী ছিলেন, শিবানন্দ বাটীতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া দেখিলেন, তাঁহার একটি পুত্র হইয়াছে। শিবানন্দ প্রভুর আজ্ঞানুসারে পুত্রের নাম পরমানন্দ দাস রাখিলেন।

পুত্রটিকে দর্শন করিয়া অবধি শিবানন্দের বড়ই অভিলাষ হইয়াছিল যে, তিনি পুত্রটিকে লইয়া চৈতন্যপ্রভুর চরণে সমর্পণ করিবেন; কিন্তু ঐটি তাঁহার শেষ পুত্র, সুতরাং তাঁহার পত্নী ঐ পুত্রটিকে সেই দূরদেশে ছাড়িয়া দিতে চাহিলেন না। অগত্যা শিবানন্দকে সপরিবারে নীলাচলে যাইতে হইল। শিবানন্দের পুত্র এই পরমানন্দ দাসই পরে কবিকর্ণপুর নামে বিখ্যাত হয়েন। কবিকর্ণপুর সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্য-চরিত নামে একখানি মহাকাব্য, আনন্দ-বৃন্দাবন নামে একখানি চম্পূকাব্য এবং চৈতন্যচন্দ্রোদয় নামে একখানি নাটক প্রণয়ন করেন। ঐ সকল গ্রন্থ হইতে কবিকর্ণপুরের বিষয় যাহা কিছু প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা এই;—

শিবানন্দ সেন পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া শত শত ভক্তের সহিত যখন চৈতন্যপ্রভুকে দর্শন করিবার নিমিত্ত নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। তখন প্রভুও ভক্তমণ্ডলী-পরিবেষ্টিত হইয়া তাঁহাদিগের সম্বর্দ্ধনার্থ কিছুদূর অগ্রসর হইলেন। যখন উভয় দল মিলিত হইল, তখন শিবানন্দের পঞ্চমবর্ষীয় পুত্র

পিতৃমুখশ্রুত প্রভুকে দর্শন করিবার জন্ত আগ্রহ সহকারে পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বাবা গৌরাঙ্গপ্রভু কে আমাকে দেখাইয়া দিন।" তাহাতে শিবানন্দ সেন উত্তর প্রদান করেন, তাহাই চৈতন্তচন্দ্রোদয়নাটকে নিম্নলিখিত শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে ;—

"বিদ্যুদ্দামদ্যুতিরতিশয়োৎকণ্ঠকণ্ঠীরবেন্দ্র-
ক্রীড়াগামী কনকপরিঘদ্রাঘিমোদ্দামবাহুঃ।
সিংহগ্রীবো নবদিনকরদ্যোতবিদ্যোতিবাসাঃ
শ্রীগৌরাঙ্গঃ স্ফুরতি পুরতো বন্দ্যতাং বন্দ্যতাং ভোঃ॥"

বিদ্যুদ্দামকান্তি, উৎকণ্ঠিত মৃগেন্দ্রগতি, স্বর্ণপরিঘসম দীর্ঘোন্নত বাহু, সিংহগ্রীব, অরুণ-কিরণকান্তিবাসা, ঐ শ্রীগৌরাঙ্গদেব সম্মুখে রহিয়াছেন ; তোমরা প্রণাম কর, প্রণাম কর।

ঐ দিবস শ্রীগৌরাঙ্গের চরণে শিবানন্দের পুত্রকে নিবেদন করা হইল না। কয়েক দিবস পরে প্রভু যখন দুই তিনটি ভক্ত সমভিব্যাহারে শিবানন্দের বাসার নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন, তখন শিবানন্দ পত্নীর সহিত চৈতন্যের চরণে প্রণত হইয়া তাঁহাকে নিজ বাসাতে লইয়া আসিলেন। এরূপ প্রবাদ আছে, চৈতন্ত কখন স্ত্রীলোকের মুখদর্শন করিতেন না; কিন্তু যাহাদিগের প্রতি তাঁহার বাৎসল্যভাব অথবা যাঁহারা তাঁহার গুরুজন মধ্যে গণ্য, তাঁহাদিগের সহিত চৈতন্তদেবের এই ভাব ছিল না। শিবানন্দের পত্নীকে চৈতন্ত নিজের কন্তার ন্তায় স্নেহ করিতেন, সুতরাং শিবানন্দের কথায় কোন আপত্তি না করিয়া তিনি তাঁহাদিগের বাসাতেই গমন করিলেন। এইবার শিবানন্দ পুত্রকে লইয়া চৈতন্তপ্রভুর চরণে নিবেদন করিলেন। প্রভু শিবানন্দকে লক্ষ্য করিয়া তোমার দিব্য পুত্র হইয়াছে বলিয়া স্নেহভাবে বালকের মস্তকে চরণ প্রদানে উদ্যত হইলেন। কিন্তু ঐ সময়ে পরমানন্দ প্রভুর ইচ্ছানুসারেই হউক অথবা বালস্বভাববশতই হউক চরণগ্রহণার্থ মস্তক অবনত না করিয়া হাঁ করিলেন। তাহা দেখিয়া চৈতন্তদেব বালকের মুখে পায়ের বুড়া আঙ্গুল ঠেকাইলেন; বালকও দুই হস্তে পা ধরিয়া সতৃষ্ণ-হৃদয়ে ঐ অঙ্গুলি লেহন করিতে লাগিলেন। এই বিষয়টি আনন্দবৃন্দাবনের নিম্নলিখিত শ্লোকে এইরূপ প্রকাশিত হইয়াছে ;—

"বৎসাস্বাদ্য মুহুঃ স্বয়া রসনয়া প্রাপয্য সৎকাব্যতাম্।
দেয়ং ভক্তজনেষু ভাবিষু সুরৈর্দুষ্প্রাপ্যমেতত্ত্বয়া॥"

বৎস! তুমি স্বীয় রসনা দ্বারা এই অঙ্গুলি আস্বাদন করিয়া সৎকবিত্ব প্রাপ্ত হইলে, এই দেবদুর্লভ কবিত্ব ভক্তজন মধ্যে প্রচার করিও।

ঐ সময়েই প্রভু বলেন, "পরমানন্দ, তুমি উত্তম কবি হইবে। অদ্যাবধি তোমার নাম কবিকর্ণপুর হইল।" বস্তুতঃ কবিকর্ণপুর বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের একজন প্রধান কবি হইয়াছিলেন। [কাঞ্চনপল্লী দেখ।]

কবিকল্পদ্রুম (পুং) বোপদেবপ্রণীত ধাতুসমূহের অর্থবোধক গ্রন্থবিশেষ।

কবিকল্পলতা (স্ত্রী) কাব্যরচনা শিখিবার উপযোগী গ্রন্থবিশেষ।

কবিকা (স্ত্রী) কবি-স্বার্থেকন্-টাপ্। ১ লাগাম। ২ কচুক পুষ্প। ৩ কইমাছ।

কবিক্রতু (ত্রি) [বৈ] ১ স্তুতি করিতে ইচ্ছু। ২ জ্ঞানবান্।

কবিচন্দ্র (পুং) ১ কর্ণপুরের পুত্র ও কবিবল্লভের পিতা ; ইনি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। কবিচন্দ্রের নামে কাব্যচন্দ্রিকা, ধাতুচন্দ্রিকা, রত্নাবলী, রামচন্দ্রচম্পূ, শান্তিচন্দ্রিকা, স্বরলহরী ও স্তবাবলীনামক গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। উক্ত গ্রন্থগুলি একজনের হস্তলিখিত কিনা, তৎপক্ষে সন্দেহ আছে। ২ কবিকঙ্কণের জ্যেষ্ঠভ্রাতা। ইনিও বাঙ্গালা কবিতা লিখিতেন। এক্ষণে তৎকৃত 'দাতাকর্ণ' কবিতা বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ।

কবিচ্ছদ (ত্রি) কবিঃ শব্দঃ ছদ আবরণ বস্ত্রমিব যস্ত, বহুব্রী। পণ্ডিত।

কবিজ্যেষ্ঠ (পুং) কবিষু জ্যেষ্ঠঃ, ৭তৎ। বাল্মীকিমুনি।

কবিঞ্জুক (পুং) পক্ষীবিশেষ।

কবিতম (ত্রি) অয়মেবামতিশয়েন কবিঃ, কবি-তমপ্ (অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ। পা ৫।৩।৫৫।) বহুকবির মধ্যে উৎকৃষ্ট কবি।

কবিতা (স্ত্রী) কবের্ভাবঃ, কবি-তল্ (তস্তভাবস্তলৌ। পা ৫।১।১১৯।) টাপ্। কাব্য, শ্লোক, পদ্য।

কবিতাবেদী [ন্] (ত্রি) কবিতাং বেত্তি, কবিতা বিদ্-ণিনি। কবিতাজ্ঞ, যাহার কবিতাবিষয়ে জ্ঞান আছে।

কবিত্ব (ক্লী) কবের্ভাবঃ, কবি-ত্ব (তস্ত ভাবস্তলৌ। পা ৫।১।১১৯।) কবিতা-রচনার শক্তি।

কবিত্বন (ক্লী) [বৈ] ১ স্তুতি। ২ জ্ঞান।

কবিপুত্র (পুং) কবেঃ ভৃগুপুত্রস্ত পুত্রঃ, ৬তৎ। ১ শুক্রাচার্য্য ২ ভার্গবঋষি।

("ভৃগোঃ পুত্রঃ কবির্বিদ্বান্ শুক্রঃ কবিসুতোগ্রহঃ।"
মহাভারত আদি ৬৬ অঃ।")

কবিভূষণ (পুং) কবীনাং ভূষণমিব। ১ উপাধিবিশেষ। ২ কবিচন্দ্রের পুত্র।

কবিয় (ক্লী) কং সুখং অজতি, ক-অজ-ক-ওস্থানে বি আদেশঃ। খলীন, লাগাম।

(কবী খলীনং কবিকা কবিয়ং মুখবন্ধনম্। হেম ৪।৩১৬।)

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন—বাঙ্গালার বিখ্যাত "রামপ্রসাদী পদাবলী" রচয়িতা। ইঁহার পদাবলী ব্যতীত "কালীকীর্ত্তন" "শিব সঙ্কীর্ত্তন", "কৃষ্ণকীর্ত্তন" ও "বিদ্যাসুন্দর" নামক কয়েকখানি কাব্য আছে। এই কয়খানি পুস্তকের মধ্যে বিদ্যাসুন্দরই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও প্রধান এবং কালীকীর্ত্তন সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাঁহার পদাবলীই তাঁহার অতুল ও অক্ষয়কীর্ত্তি। রামপ্রসাদের এই গানগুলির তুল্য ভক্তিভরা গান জগতের আর কোনদেশের সাহিত্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইঁহার পদাবলীগুলি অতি সহজ কথায়, অতি গূঢ়ভাবে পরিপূর্ণ। কালীকীর্ত্তনখানি মহাকাব্যের মত শৃঙ্খলাবদ্ধ নহে। ইহার অধিকাংশই গানময়। এই সকল গান কিন্তু অতি উৎকৃষ্ট। শিবসঙ্কীর্ত্তন ও কৃষ্ণকীর্ত্তন সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। বিদ্যাসুন্দরখানি প্রধান গ্রন্থ হইলেও বাঙ্গালীর নিকট তাদৃশ আদর পায় নাই; কারণ, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গলের অন্তর্গত বিদ্যাসুন্দর অতি মধুর বলিয়া এখানির হতাদর ঘটিয়াছে, কিন্তু, তাই বলিয়াই যে কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দর মাধুর্য্যহীন, তাহা নহে, বরং কাব্যাংশে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা এখানি শ্রেষ্ঠতর। ভারতের কাব্যে যে রস আছে, তাহা সাধারণের নিকট অতি মধুর, অতি তৃপ্তিকর; আর কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দরেও সেই রস আছে, কিন্তু তাহা সাধারণের পক্ষে ততটা তৃপ্তিকর নহে, তবে কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দরে এই রসের সঙ্গে আর একটি সামগ্রী আছে, তাহা ভারতচন্দ্রের কাব্যে নাই। ভারতচন্দ্র তাঁহার নায়কনায়িকাকে কেবল রিপুর দাসদাসী করিয়া সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু কবিরঞ্জন উভয়কে ভক্তির জীবন্ত প্রতিমা করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। এক কথায় ভারতচন্দ্র প্রসাদ-গুণপ্রধান আর কবিরঞ্জন ভক্তিরস-প্রধান। ভাষায়, ছন্দে, অলঙ্কারে, শব্দযোজনায় ভারতের কাব্য অতুলনীয় আর ভাবে, চরিত্রচিত্রণে ও বর্ণনার গম্ভীরতায় কবিরঞ্জন লক্ষগুণে শ্রেষ্ঠ। আর এক কথা,—কবিরঞ্জনের কাব্য ভারতের কাব্যের পূর্ব্বে রচিত হয়। এস্থলে এ বিষয়ে আর অধিক আবশ্যক নাই। ["বিদ্যাসুন্দর" দেখ।]

জীবনী—প্রসিদ্ধ হালিসহরের অন্তর্গত বর্ত্তমান "কুমারহাটা" বা "কুমারহট্ট" গ্রামে রামপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। গ্রামের যে স্থলে কবিরঞ্জনের বাস ছিল, সেখানে এখন গৃহাদি নাই, তবে যেখানে তিনি তন্ত্রমতে পঞ্চমুণ্ডী আসন করিয়া সাধনা করিয়াছিলেন, সেই স্থলে সেই আসনের স্থান আজিও বর্ত্তমান আছে। আজিও গ্রামের লোকে এই স্থানটিকে পবিত্র বলিয়া মলমূত্র ত্যাগে অপবিত্র করে না। অনেক গায়ক ভিক্ষায় যাইবার সময় অগ্রে এই আসনের স্থানের মাটী ভক্ষণ ও মস্তকে ধারণ করিয়া, এই স্থানে দাঁড়াইয়া দুচারিটা গান করিয়া পরে অন্যত্র গমন করে। সম্প্রতি এইখানে স্থানীয় যুবকগণের উৎসাহে রামপ্রসাদের উদ্দেশে প্রতিবৎসর একটি মেলা হইয়া থাকে।

কবিরঞ্জন কুমারহট্টের যেখানে বাস করিতেন, নিজকাব্য বিদ্যাসুন্দরে তাহাকে "সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণধাম" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন,—

"ধরাতলে ধন্য সে কুমারহট্ট গ্রাম।
তার মধ্যে সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণধাম॥"

কবিরঞ্জনের যে সকল কাব্য পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কোথাও কাল-নিরূপক কোন কথা নাই। কালী-কীর্ত্তনের একস্থলে আছে,—

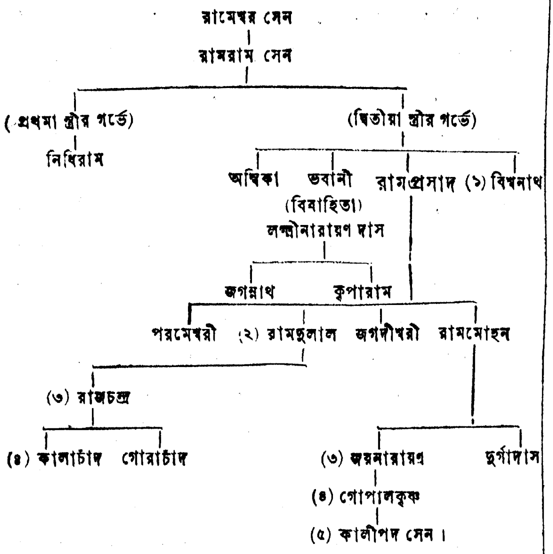
"শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন।
রচে গান মহা অন্ধের ঔষধ অঞ্জন॥"

এই "রাজকিশোর" কে? তাহারও অপর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। অনেকে মনে করেন এই "রাজকিশোর" শব্দ যুবকরাজা কৃষ্ণচন্দ্রের উদ্দেশে লিখিত, কিন্তু তাহাও কতটা যুক্তিযুক্ত তাহারও স্থির করিবার কোন উপায় নাই।

অনেকে অনুমান করেন যে কবিরঞ্জন ১৬৪০—১৬৪৫ শকের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। কেহ বলেন, তিনি ১৬৪২ শকে জন্মগ্রহণ করেন। যদি ইহাই গ্রাহ্য করা যায়, তাহা হইলে বাঙ্গালা ১১২৭ সালে (ইং ১৭১৮ খৃষ্টাব্দে) কবিরঞ্জন জন্মিয়াছিলেন, বলিতে হয়; আর ভারতচন্দ্রের জন্মকাল ১৬৩৪ শকে সুতরাং উভয়ে সমকালবর্ত্তী হইলেও ভারত রামপ্রসাদ অপেক্ষা আট বৎসরের বড় বলিতে হয়।

রামপ্রসাদ জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, কিন্তু প্রসাদী পদাবলীর মধ্যে কতকগুলি গানের শেষে "দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে" এইরূপ ভণিতা আছে; ইহা দেখিয়া অনেকে বলিতে চাহেন যে, রামপ্রসাদ ব্রাহ্মণ ছিলেন, অথচ কোথাও কোন স্থলে ব্রাহ্মণের "সেন" উপাধি নাই; সুতরাং তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলা যুক্তিযুক্ত নহে। কেহ বলেন, রামপ্রসাদের সময়ের কিছু পূর্ব্ব হইতে বাঙ্গালার বৈদ্যসমাজ আপনাদিগকে ব্রাহ্মণের ঔরসজাত বলিয়া প্রমাণ করিয়া উপবীত গ্রহণ এবং অশৌচকাল কমাইয়া লয়েন; রামপ্রসাদ বোধ হয়, এই আন্দোলন স্রোতে পড়িয়া আপনাকে "দ্বিজ" নামে অভিহিত করিতেন, এরূপ অনুমান করা বাতুলতামাত্র; কারণ, ভক্তিমান্ রামপ্রসাদ কখনই ব্রাহ্মণগণের প্রতি অসম্মান দেখাইয়া হুজুকে

মাতিবার মত তরল-প্রকৃতির লোক ছিলেন না। আরও তিনি কালী-কীর্ত্তনের অনেক স্থলে নিজ ব্রাহ্মণেতর জাতি-প্রতিপাদক "ভণে রামপ্রসাদ দাস, মার এই এক ধ্যান," "রামপ্রসাদ দাসে প্রেমানন্দে ভাসে," "দাস প্রসাদ বলে, সেই ব্রহ্মময়ী" ইত্যাদি যথেষ্ট ভণিতা আছে। কেহ কেহ বলেন, "দ্বিজ" শব্দ পরবর্ত্তী যোজনামাত্র। কেহ কেহ আবার বলেন, "দ্বিজ রামপ্রসাদ" হয়ত একজন স্বতন্ত্র লোক ছিলেন, কালক্রমে তাঁহার রচিত সঙ্গীতগুলি কবিরঞ্জনের গীতাবলীর মধ্যে মিশিয়া গিয়াছে। এই উভয় কথার মীমাংসা করা বড় সহজ; কারণ নিম্নে রামপ্রসাদ সেনের নিজের লিখিত পরিচয় ও তাঁহার বংশ-তালিকা দেওয়া হইল, ইহাতে তাঁহার অধস্তন ৫ম পুরুষের নামও আছে, তাঁহার বংশীয়েরা আপনাদিগকে বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।



এতদ্ভিন্ন বিদ্যাসুন্দরের শেষে যে, কবিরঞ্জন নিজ আত্মীয়গণের জন্য মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন, সেখানে তিনি লিখিয়াছেন যে,—

"জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভবানী সাক্ষাৎ লক্ষ্মীদেবী।
যার পাদপদ্ম আমি রাত্রিদিবা সেবি ॥
ভগ্নীপতি ধীর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস।
পরম বৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস ॥
ভাগিনের যুগ্ম জগন্নাথ কৃপারাম।
আমাতে একান্ত ভক্তি সর্ব্বগুণধাম ॥
সর্ব্বাগ্রজ ভগ্নী বটে শ্রীমতী অম্বিকা।
তার দুঃখ দূর কর জননী কালিকা ॥
গুণনিধি কৃপারাম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।
তারে কৃপাদৃষ্টি কর মাতা নগজাতা ॥
জগদীশ্বরীকে দয়া কর মহামায়া।
মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া ॥
শ্রীকবিরঞ্জনে মাতা কহে কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাতা দেহ পদধূলি ॥"

এই উদ্ধৃত অংশের তৃতীয় চরণে "ভগ্নীপতি লক্ষ্মীনারায়ণ দাস" এই নাম হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কবিরঞ্জন ব্রাহ্মণ ছিলেন না; তবে গীতের ভণিতায় উল্লিখিত "দ্বিজ রাম-প্রসাদ" একজন স্বতন্ত্রলোক ছিলেন—এ সন্দেহ এখানেও মিটিল না, সম্ভবতঃ এই দ্বিজ রামপ্রসাদ কবিওয়ালা রাম-প্রসাদ ঠাকুর হইতে পারেন। কারণ, ইহারা প্রায় সম-সাময়িক। [কবি দেখ।] বিদ্যাসুন্দরের শেষে রামপ্রসাদ নিজবংশ পরিচয় দিয়াছেন, তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত হইল;—

"ধনহেতু মহাকুল পূর্ব্বাপর শুদ্ধমূল
কীর্ত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দানশীল দয়াবন্ত শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত
প্রসন্ন কালিকা কৃপাময়ী ॥
সেই বংশ সমুদ্ভূত ধীর সর্ব্বগুণযুত
ছিলা কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর জন্মিলেন রামেশ্বর
দেবীপুত্র সরল হৃদয় ॥
তদঙ্গজ রামরাম মহাকবি গুণধাম
সদা যাঁরে সদয়া অভয়া।
প্রসাদ তনয় তাঁর কহে পদে কালিকার
কৃপাময়ী ময়ি কুরু দয়া ॥"

ইহা হইতে বুঝা যায় যে, রামপ্রসাদ সেন যে বংশে জন্ম-গ্রহণ করেন, তাহা বেশ ঐশ্বর্য্যশালী ছিল। তাঁহার অনেক পূর্ব্বপুরুষের নাম কীর্ত্তিবাস। এই কীর্ত্তিবাস হইতে নিজ পিতামহ রামেশ্বর পর্য্যন্ত মধ্যে কয়েক পুরুষের নাম তিনি প্রকাশ করিয়া যান নাই।

রামপ্রসাদ বাল্যকালেই বাঙ্গালা, সংস্কৃত, পারস্য ও হিন্দি-ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিলেন। অল্পবয়সেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, কাজেই তাঁহার স্কন্ধে সংসারের ভার পড়িল। রামপ্রসাদের পিতা বোধ হয়, এ সময়ে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়া-ছিলেন, জাতীয় চিকিৎসাব্যবসায়ে কোনরূপে দিনপাত করিতেন; কারণ, পিতার মৃত্যুর পরই রামপ্রসাদকে সংসার-প্রতিপালনের জন্য অল্পবয়সে কলিকাতায় চাকরীর চেষ্টায় আসিতে হইয়াছিল। রামপ্রসাদের মধ্যমা ভগিনীপতি

লক্ষ্মীনারায়ণ দাসের বাটী কলিকাতায় ছিল, সেই সূত্রে তিনি কলিকাতায় যাতায়াত করিতেন। তখন জমীদার বা মহাজনের বাড়ী ভিন্ন আর কোথায় চাকরী মিলিত না, কাজেই রামপ্রসাদ খুঁজিয়া খুঁজিয়া কলিকাতার এক ধনবানের গৃহে একটি সামান্ত মুহুরীগিরি পাইলেন। কিম্বদন্তী এইরূপ যে, তখন তাঁহার বয়স ১৭।১৮ বৎসরের অধিক নহে। কোন্ ধনবানের গৃহে তিনি কর্ম্মে নিযুক্ত হন, তাহা নিশ্চিত জানা যায় না; কেহ বলেন, ভূকৈলাসের দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের নিকট আর কেহ বলেন যে, নবরঙ্গকুলাধিপতি দুর্গাচরণ মিত্রের নিকট তিনি চাকরী স্বীকার করিয়াছিলেন। কিছুদিন চাকরী করিবার পর একদিন তাঁহার উপরিতন কর্ম্মচারী তাঁহার লিখিত খাতা বহিগুলি দেখিয়া মহাক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ক্রোধের কারণ আর কিছুই নহে, কেবল রামপ্রসাদ সেই সকল পাকা খাতার হিসাবের পার্শ্বে প্রতিপৃষ্ঠায় যেখানে ফাঁক পাইয়াছেন, সেইখানেই গান লিখিয়া ভরাইয়াছেন। উপরিতন কর্ম্মচারী একান্ত বিষয়ীলোক, কাজেই তিনি এ সকল গানের ভাব কি, আর কি অবস্থাতেই বা লিখিত হইয়াছে. তাহা না বুঝিয়া কেবল বুঝিলেন, রামপ্রসাদের হস্তে প্রভুর হিসাবের পাকা খাতা মাটী হইয়াছে; সুতরাং তিনি তৎক্ষণাৎ প্রভুকে গিয়া সেই খাতা দেখাইলেন। বাঙ্গালীর শুভাদৃষ্টক্রমে রামপ্রসাদের প্রভু খাতা খুলিয়া প্রথম পৃষ্ঠায় দেখিলেন;—

"আমায় দেও মা তবিল্‌দারী।
আমি নিমক্-হারাম নই শঙ্করী ॥
পদ-রত্নভাণ্ডার সবাই লুটে, ইহা আমি সইতে নারি ॥
ভাঁড়ার জিম্মা যার কাছে মা, সে যে ভোলা ত্রিপুরারি।
শিব আশুতোষ স্বভাব-দাতা, তবু জিম্মা রাখ তারি ॥
অর্দ্ধ অঙ্গ জায়গীর, তবু শিবের মাইনে ভারি।
আমি বিনা-মাইনার চাকর, কেবল চরণ ধূলার অধিকারী ॥
যদি তোমার বাপের ধারা ধর, তবে বটে আমি হারি।
যদি আমার বাপের ধারা ধর তবে ত মা পেতে পারি ॥
প্রসাদ বলে, এমন্ পদের বালাই লয়ে আমি মরি।
ও পদের মত পদ পাইত সে পদ লয়ে বিপদ সারি ॥"

প্রভু গানটি দেখিলেন, দেখিয়া মোহিত হইয়া গেলেন। তাঁহার আর দাওয়ানজীর নালিশ শুনা হইল না। তিনি খাতাখানি লইয়া আদ্যোপান্ত পাঠ করিলেন। তাঁহার আর কথা কহিবার সামর্থ্য রহিল না। তিনি বুঝিলেন, রামপ্রসাদ সামান্ত লোক নহেন, রামপ্রসাদ তাঁহার তহবিলদার বা মুহুরী হইবার উপযুক্ত নহেন, তিনি মা কালীর তহবিলদার হইবার আশায় ভোর হইয়া পড়িয়াছেন; মা কালীর পদরত্নভাণ্ডারের জিম্মা লইবার জন্ত বাহ্যজ্ঞান হারাইয়াছেন, নিজের সত্তা ভুলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সহিত প্রভুদাস সম্বন্ধ ভুলিয়া গিয়া, প্রভুর হিসাবের পাকা খাতায় স্বচ্ছন্দ মনে, বিভোর প্রাণে, প্রাণের উৎস ছুটাইয়া নিজের ভক্তিভরা প্রাণের কথাগুলি সুরে বাঁধিয়া লিখিয়া রাখিয়াছেন।

যাহা হউক রামপ্রসাদের প্রভু গানগুলি পড়িয়া দাওয়ানজীর আর কোন কথা শুনিলেন না, তৎক্ষণাৎ রামপ্রসাদকে ডাকাইলেন এবং তাঁহাকে নিজকর্ম্ম হইতে অবসর দিয়া সংসারচিন্তা হইতে বিরত থাকিতে বলিলেন, আর তাঁহার পরিবারের ভরণপোষণের জন্ত মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন।

এই ঘটনা হইতে অনুমান হয় যে, বালককাল হইতেই রামপ্রসাদের মনে কালীভক্তি জাগরিত হইয়াছিল এবং যৌবন বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই ভক্তি পূর্ণ-বিকসিত হইয়া তাঁহাকে বাহ্যজ্ঞানশূন্ত করিয়া ফেলিয়াছিল। তিনি ভক্তিভরাপ্রাণে সময়ে সময়ে নিজের সত্তা পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতেন, কাজেই হিসাব লিখিতে বসিয়া পাকাখাতার কথা, হিসাবের কথা, ভুলিয়া গিয়া মা কালীর সহিত যেন কথা কহিতেন, প্রত্যুত্তরগুলি স্বভাবতই গানের আকারে নিজের অজ্ঞাতসারে নিজেই সেই পাকাখাতায় লিখিয়া ফেলিতেন।

যাহা হউক, রামপ্রসাদ গুণগ্রাহী ও ভক্তিমান্ প্রভুর কৃপায় একবারে সংসারচিন্তা ও সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বাটী চলিয়া গেলেন। বাটী গিয়া রামপ্রসাদ তন্ত্রমতে পঞ্চমুণ্ডী আসনাদি করিয়া সাধনা করিতে আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে রামপ্রসাদের বিবাহ হয়। ঠিক্ কোন সময়ে তিনি বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। তাঁহার নিজ লিখিত গ্রন্থের কোথাও ভণিতায় স্বীয় শ্বশুরকুলের পরিচয় দেন নাই; কিন্তু বিদ্যাসুন্দরের অনেক স্থলে—

"ধন্তা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে।
আমি কি অধম এত বৈমুখ আমারে ॥
জন্মে জন্মে বিকায়েছি পাদপদ্মে তব।
কহিবার কথা নয় বিশেষ কি কব ॥"

এইরূপ ভণিতা দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, রামপ্রসাদ যে সময় বিদ্যাসুন্দর রচনা করেন, তখনও তাঁহার সাধনায় মনোমত সিদ্ধিলাভ হয় নাই, কিন্তু তিনি যে কোন প্রকার সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, একথা ঐ বিদ্যাসুন্দরেই তিনি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—

"শ্রীমণ্ডপে জাগ্রত শৈলেশপুত্রী যথা।
নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা॥
কিঞ্চিৎ তিষ্ঠিলে ফলাপেক্ষা ছিল কিবা।
ক্ষীণ-পুণ্য দেখি বিড়ম্বনা কৈল শিবা॥"

রামপ্রসাদের পত্নীও অসামান্যা রমণী ছিলেন। কালী স্বপ্নযোগে তাঁহাকে প্রত্যাদেশ করিতেন। রামপ্রসাদ এইজন্যই কালীর উপর অভিমান করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—"ধন্যা দারা স্বপ্নে তারা প্রত্যাদেশ তারে"—ইত্যাদি।

রামপ্রসাদের সাধনা কিরূপ বলা যায় না; কিন্তু তাঁহার লেখা দেখিয়া বোধ হয় না যে, কোন প্রকার সাধনপ্রণালী তাঁহার জানা ছিল। তিনি সুন্দরের শবসাধন প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"জাত নহি বলে কেহ না করিবে হেলা।
বিষয় বিষয় কালসর্প নিয়া খেলা॥
স্বকীয় কল্যাণ কিন্তু চিন্তা করা চাই।
ভঙ্গীতে সংক্ষেপে কিছু কিছু কয়ে যাই॥"

ইহা হইতে বুঝা যায় যে তিনি তখনও সংসারে লিপ্ত বিষয় কর্ম্মে মিশিয়া থাকিতেন বলিয়া, শবাদি সাধনার গূঢ় মর্ম্ম অবগত থাকিলেও সে সকল অবলম্বন করিতে পারেন নাই। রামপ্রসাদের বিশ্বাস ছিল—

"গুরুমন্ত্র, ইষ্টমন্ত্র, পরমায়ু ধর্ম্ম।
ব্যক্ত করা মত নহে এ সকল কর্ম্ম॥"

সেইজন্য তিনি কোথাও তাঁহার উপদেষ্টার নামও প্রকাশ করেন নাই; কিন্তু কালীকীর্ত্তনের একস্থলে পাওয়া যায়,—

"কৃপানাথ উপদেশ প্রসাদ ভক্তের শেষ
প্রাণদান দিয়া লৈতে চায়।"

এ স্থান হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বোধ হয় প্রসাদের গুরুর নাম 'কৃপানাথ' ছিল।

"রামপ্রসাদের বাসস্থান 'কুমারহট্ট' মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকারভুক্ত ছিল। কুমারহট্ট গঙ্গাতীরে অবস্থিত বলিয়া এখানে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র একটি কাছারিবাড়ী ও প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন ও মধ্যে মধ্যে এখানে আসিয়া বাস করিতেন। এই সূত্রে রামপ্রসাদের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছিল; কারণ, কৃষ্ণচন্দ্রের ন্যায় গুণজ্ঞ ও সজ্জনপ্রিয়ের নিকট রামপ্রসাদের ন্যায় গুণী ব্যক্তি অধিকদিন অপরিচিত থাকিতে পারে না, তবে কি সূত্রে তাঁহাদের প্রথম পরিচয় হয় তাহা জানা যায় না। অবশেষে যখন কৃষ্ণচন্দ্র কুমারহট্টের প্রাসাদে আসিয়া বাস করিতেন, সেই সময় রামপ্রসাদকে ডাকাইয়া লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত নানাবিষয়ের আলোচনা করিতেন। এ সময় কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত ভারতচন্দ্রের পরিচয় হয় নাই। কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের অসাধারণ কবিত্ব ও পারমার্থিক ভাব দেখিয়া তাঁহার প্রতি একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু রামপ্রসাদ সংসার-বিরাগী নিস্পৃহ মহাশক্তির উপাসক প্রেমিক লোক ছিলেন। তিনি এরূপে রাজপ্রসাদ ভোগ করাকে বড় ভাল বলিয়া বিবেচনা করিতেন না। এসম্বন্ধে তাঁহার যে মত ছিল, তাহা আমরা বিদ্যাসুন্দরের একটি চরণে দেখিতে পাই,—"ক্ষিপ্ত যেই স্বধর্ম্ম খোয়ায় খোসামোদে।" এই মতের পরিপোষক তাঁহার দুইটী গীতও দেখিতে পাওয়া যায়;—

(১)

"আমি তাই অভিমান করি।
আমায় করেছ গো মা সংসারী॥
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি।
ওমা তুমি কোন্দল করেছ, বলে শিব ভিকারী॥
জ্ঞান ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে, দান ধর্ম্ম তার উপরি।
ওমা বিনা দানে মথুরা-পারে যান্‌নি সেই ব্রজেশ্বরী॥
নাতোয়ানি কাচ কাচো মা অঙ্গে ভস্ম ভূষণ পরি॥
ওমা কোথায় লুকাবে বল তোমার কুবের ভাণ্ডারী॥
প্রসাদে প্রসাদ দিতে মা এত কেন হলে ভারি।
যদি রাখ পদে থেকে পদে, পদে পদে বিপদ সারি॥"

(২)

"আর ভুলালে ভুল্‌ব না গো।
আমি অভয়পদ সার করেছি, ভয়ে হেল্‌ব দুল্‌ব না গো।
বিষয়ে আসক্ত হয়ে, বিষের কূপে উল্‌ব নাগো।
সুখ দুঃখ ভেবে সমান মনের আগুণ তুল্‌ব না গো॥
ধনলোভে মত্ত হয়ে দ্বারে দ্বারে বুল্‌ব না গো।
আশাবায়ুগ্রস্ত হয়ে মনের কথা খুল্‌ব না গো॥
মায়া-পাশে বদ্ধ হয়ে প্রেমের গাছে ঝুল্‌ব না গো।
রামপ্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি, ঘোলে মিশে ঘুল্‌ব না গো॥"

বাস্তবিক কালীও তাঁহার এ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রস্তাবে অসম্মত হইলেও রাজা ক্রুদ্ধ হইলেন না, বরং সন্তুষ্ট হইয়া প্রসাদকে একশত বিঘা নিষ্করভূমি দান করিলেন এবং "কবিরঞ্জন" উপাধি দিয়া সম্মানিত করিলেন। অনেকে অনুমান করেন যে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র যে কেবল গান শুনিয়া আর ভাব দেখিয়া প্রসাদকে উপাধি দিয়াছিলেন, তাহা নহে; তিনি অবশ্যই তাঁহার রচিত কোন কাব্যগ্রন্থ দেখিয়াছিলেন; কিন্তু এই কাব্য যে কি, তাহা জানা যায় না, তবে কবিরঞ্জনের বিদ্যাসুন্দরের

শেষোক্ত অষ্টমঙ্গলায় তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়,—

(অষ্টমঙ্গলা)

"নমো বিশ্বভাবিনী দক্ষযজ্ঞ-বিনাশিনী
জনমিলা পর্ব্বতেশ-ঘরে। ......(১)
কার্ত্তিকেয় জন্মহেতু ভস্মরাশি মীনকেতু
তদবধি অনঙ্গাখ্যা ধরে॥ ......(২)
দুরন্ত মহিষাসুর তার দর্প কৈলা চুর
লীলায় হইলা দশভুজা।
মহিষমর্দ্দিনী নাম সেতুবন্ধে প্রভু রাম
প্রকাশিলা শারদীয়া পূজা॥ ......(৩)
শুম্ভ নিশুম্ভের গর্ব্ব সম্মুখ সমরে খর্ব্ব.........(৪)
শক্তি লভে সুরথ সমাধি। ....(৫)
ব্রহ্মময়ী পরাৎপরা জন্মজরামৃত্যুহরা
তব তত্ত্ব না জানেন বিধি॥
বিধি হরি ত্রিলোচনে মহাকালী দরশনে
গতমাত্র প্রণমতঃ মায়া।
শেষ জন্ম কৃপালেশ গত যাবতীয় ক্লেশ
দিলা পদসরসিজছায়া॥ ....(৬)
নৃপতি বিক্রমাদিত্য তোমা পূজে নিত্য নিত্য
লভিল রমণী ভানুমতী। ....(৭)
তুমি আদ্যাশক্তি শিবা মূঢ়মতি জানি কিবা
কৃপাময়ী অগতির গতি॥
মালাধর হারাবতী শাপে জন্ম বসুমতী
ব্রতকথা জগতে প্রচার। ....(৮)
কালক্রমে ত্যজি প্রাণ, পুনরপি পরিত্রাণ
কেবা বুঝে চরিত্র তোমার॥"

ইহার মধ্যে শেষ মঙ্গল লইয়াই 'বিদ্যাসুন্দর' রচিত হয়, কিন্তু অপর সাতটি মঙ্গলের কথা বিদ্যাসুন্দরে কিছুই নাই; সুতরাং বোধ হয় যে কবিরঞ্জন এই ৮টি মঙ্গল লইয়া একখানি সুবৃহৎ কাব্য লিখিয়াছিলেন, আর বিদ্যাসুন্দরের কথা লইয়াই তাহার শেষ মঙ্গল রচিত হয়; কিন্তু এখন সে কাব্যের পূর্ব্বাংশ লোপ পাইয়াছে বলিয়াই কেহ কেহ অনুমান করেন।

রামপ্রসাদের সমকালে তাঁহার নিজগ্রামে 'আজু গোঁসাই' নামে একব্যক্তি বর্ত্তমান ছিলেন। ইহার প্রকৃত নাম যে কি ছিল, তাহা নিরূপণ করা দুঃসাধ্য; কেহ কেহ 'অযোধ্যারাম গোস্বামী' বলিয়া অনুমান করেন। ইহার সহিত রামপ্রসাদের জীবনে অনেকটা সম্বন্ধ ছিল। গোস্বামী মহাশয় বৈষ্ণব আর সাধক রামপ্রসাদ মা কালীর 'আদুরে ছেলে', সুতরাং ইঁহাদের মধ্যে বিষম মতভেদ ছিল ও মধ্যে মধ্যে সঙ্গীতের উক্তি-প্রত্যুক্তি লইয়া বিবাদ বাধিত; কিন্তু কখন মুখামুখী ঝগড়া বা তর্ক হইত কিনা জানা যায় নাই। কেহ কেহ বলেন যে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মধ্যে মধ্যে রামপ্রসাদ ও আজু গোঁসাইকে একত্র করিয়া, উভয়ের মধ্যে বিবাদ বাধাইয়া দিয়া রঙ্গ দেখিতেন; কিন্তু যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে গুণগ্রাহী কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট আজু গোঁসাইয়ের মত একজন উপস্থিত কবির আদর হয় নাই কেন? কেহ কেহ সে জন্য বলেন যে, কৃষ্ণচন্দ্র নিজে কালীভক্ত ছিলেন বলিয়া, বৈষ্ণবদিগের উপর শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন না অথবা আজু গোঁসাইয়ের কবিত্বশক্তি উৎসাহ পাইবার উপযুক্ত ছিল না। এ মীমাংসা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না, কারণ যাঁহার উপস্থিত কবিত্ব শুনিয়া আমোদিত হইবার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা হইত, তাঁহার কবিত্বই যে উৎসাহ পাইবার অনুপযুক্ত ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে,আর বৈষ্ণব বলিয়া যে তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রসাদ-লাভ করেন নাই, তাহাও ঠিক নহে; কারণ, তাঁহার সভায় অনেকানেক পণ্ডিত থাকিতেন, তাঁহারা যে সকলই শাক্ত ছিলেন, তাহার প্রমাণ কোথায়? বৈষ্ণবের প্রধান স্থান নবদ্বীপবাসী পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে যে কেহই বৈষ্ণব ছিলেন না, তাহাও বোধ হয় অসম্ভব।

আজু গোঁসাই গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন। তাহার প্রাণে জগন্ময় শ্রীকৃষ্ণের রূপ ব্যতীত কালীদুর্গাশিব প্রভৃতি কিছুই স্থান পাইত না; কিন্তু রামপ্রসাদের প্রাণে এরূপ দ্বৈতভাব ছিল না; তিনি গাহিতেন;—

(১)

"নটবরবেশে বৃন্দাবনে কালী হ'লে রাসবিহারী।
পৃথক্ প্রণব নানা লীলা তব,
কে বুঝে একথা বিষম ভারি॥" ইত্যাদি।

(২)

"মন করনা দ্বেষাদ্বেষী।
যদি হবিরে বৈকুণ্ঠবাসী।
আমি বেদাগম পুরাণে করিলাম কত খোঁজ তল্লাসি।
মহাকালী, কৃষ্ণ, শিব, সকল আমার এলোকেশী॥" ইত্যাদি।

যাহা হউক আজু গোঁসাই রামপ্রসাদের দু একটি গানের যে উত্তর দিয়াছিলেন, নিম্নে তাহা সংগৃহীত হইল।

"এই সংসার ধোঁকার টাটি।
ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি॥
ওরে ক্ষিতিজল বহ্নি বায়ু শূন্যে পাঁচে পরিপাটী।

যেমন শরার জলে সূর্য্যের ছায়া অভাবেতে স্বভাব যেটী।
গর্ভে যখন যোগী তখন ভূমে পড়ে খেলেম মাটী॥
ওরে ধাত্রীতে কেটেছে নাড়ী, মায়ার বেড়ি কিসে কাটি।
রমণী-বচনে সুধা, সুধা নয় সে বিষের বাটি॥
আগে ইচ্ছাসুখে পান করিয়ে বিষের জ্বালায় ছটফটি॥
আনন্দে রামপ্রসাদ বলে, আদিপুরুষের আদি মেয়েটী।
ওমা যা ইচ্ছা তাহাই কর মা, তুমি গো পাষাণের বেটী॥"

এই গান শুনিয়া আজুগোঁসাই উত্তর দিয়াছিলেন—

"এই সংসার সুখের কুটি।
যার যেমন মন তেমনি ধন মনের কররে পরিপাটি॥
ওহে সেন অল্প জ্ঞান, বুঝ কেবল মোটামুটি।
ওরে শিবের ভাবনা কেন শ্যামামায়ের চরণ দুটি॥
জনক রাজা ঋষি ছিল, কিছুতে ছিলনা ত্রুটি।
সে যে এদিক্ ওদিক্ দুদিক্ রেখে, খেতে পেত দুধের বাটি॥"

রামপ্রসাদের গান—

"মুক্ত কর মা মায়াজালে।" ইত্যাদি।

আজুগোঁসাইয়ের উত্তর—

"বদ্ধকর মা খেপলা জালে।
যাতে চুণপুঁটী এড়াবেনা, মজা মারব ঝোলে ঝালে॥"

রামপ্রসাদ কালীকীর্ত্তনে ভগবতীর গোপবধূবেশে বেণু বাজাইয়া একাম্রকাননে গো-চারণ বর্ণনা করিয়া কয়েকটি গীতপদ ও ভজন রচনা করিয়াছেন। আজুগোঁসাই সেই-গুলি শুনিয়া উত্তর দেন,

"না জানে পরমতত্ত্ব কাঁঠালের আমসত্ত্ব
মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায়রে?
তা যদি হইত যশোদা যাইত
গোপালে কি বনে পাঠায়রে?"

আজু গোঁসাইয়ের এইরূপ প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখিয়া রাম-প্রসাদ তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একবার বলিয়াছিলেন—

"কর্ম্মের ঘাট, তেলের কাট, আর পাগলের ছাট,
ম'লেও যায় না।"

আজুগোঁসাই ঐ কথার উত্তরে বলিয়াছিলেন—

"কর্ম্ম-ডোর স্বভাব চোর, আর মদের ঘোর
ম'লেও যায় না।"

রামপ্রসাদ এই "মদের ঘোর" উল্লেখ করিয়া গাহিয়াছিলেন—

"কালীনাম সুধারস পান কর রাত্রিদিনে।" ইত্যাদি।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রামদুলাল ও কন্যাদ্বয়ের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু কনিষ্ঠপুত্র রামমোহনের নাম পাওয়া যায় না, ইহা হইতে বুঝা যায় যে, যখন রামমোহন ভূমিষ্ঠ হন, তাহার বহুপূর্ব্বে বিদ্যাসুন্দর রচিত হইয়াছিল, আর যখন তাঁহার তিনটি সন্তানের পর বিদ্যাসুন্দর রচিত হইয়াছে, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে যে কনিষ্ঠ পুত্রটি তাঁহার পরিণত বয়সের সন্তান। যখন এই কনিষ্ঠ পুত্রটি গর্ভে তখন আজুগোঁসাই সে সংবাদ শুনিয়া রামপ্রসাদকে বলেন—

"তুমি ইচ্ছা সুখে ফেলে পাশা কাঁচায়েছ পাকাঘুঁটি।"

এই কয়টী সামান্য ঘটনা ছাড়া রামপ্রসাদের জীবনে কতকগুলি অলৌকিক ব্যাপার ঘটিয়াছিল, নিম্নে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

একদিন রামপ্রসাদ বেড়া বাঁধিতেছিলেন ও আপন মনে গান গাহিতেছিলেন। বেড়ার অপর পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার কন্যা জগদীশ্বরী তাঁহার সাহায্য করিতেছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে জগদীশ্বরী হঠাৎ কোন কার্য্যান্তরে উঠিয়া গেলেন, রামপ্রসাদ তাহা জানিতে পারিলেন না। তৎপরে জগদীশ্বরী ফিরিয়া আসিয়া দেখেন, বেড়া অনেকদূর বাঁধা হইয়াছে; কিন্তু একা রামপ্রসাদ কিরূপে এতটা বাঁধিলেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, ভিতর দিক্ হইতে দড়ি ফিরাইয়া দিল কে? রামপ্রসাদ গাহিতে গাহিতে বলিলেন, "কেন মা তুমিই-ত দিতেছিলে।" জগদীশ্বরী বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "না আমি উঠিয়া গিয়াছিলাম।" তখন রামপ্রসাদ সকল শুনিয়া ব্যাপার বুঝিলেন ও ঈষৎ হাসিয়া গাহিলেন—

"মন কেন মায়ের চরণ ছাড়া।
ও মন! ভাব শক্তি পাবে মুক্তি বাঁধ দিয়ে ভক্তিদড়া॥
নয়ন থাক্‌তে দেখ্‌লে না মন! কেমন তোমার কপাল পোড়া।
মা ভক্তে ছলিতে, তনয়া রূপেতে, বাঁধেন আসি ঘরের বেড়া॥
মায়ে যত ভালবাসে বুঝা যাবে মৃত্যু-শেষে,
ক'য়ে দুচার দণ্ড কাঁদাকাটা শেষে দিবে গোবর ছড়া।
ভাই বন্ধু দারা সুত কেবলমাত্র মায়ার গোড়া॥
ম'লে সঙ্গে দিবে মেটে কলসী কড়ি দিবে আটকড়া।
অঙ্গেতে যত আভরণ সকলি করিবে হরণ
দোছোট বস্ত্র গায়ে দিবে চারকোণা মাঝখানে ছেঁড়া॥
যেই ধ্যানে একমনে সেই পাবে কালিকা তারা।
বের হ'য়ে দেখ কন্যারূপে রামপ্রসাদের বাঁধ্‌ছে বেড়া॥"

কিছুদিন হইতে রামপ্রসাদের মনে বারাণসী-দর্শনের অভিলাষ জন্মে, একদিন তিনি স্নান করিতে যাইবার সময় গাহিতে গাহিতে যাইতেছিলেন,—

"আমি কবে কাশী-বাসী হব।
সেই আনন্দ-কাননে গিয়ে নিরানন্দ নিবারিব॥

গঙ্গাজলে বিল্বদলে বিশ্বেশ্বরনাথে পূজিব।
ঐ বারাণসীর জলে স্থলে ম'লে পরে মোক্ষ পাব॥
অন্নপূর্ণা অধিষ্ঠাত্রী স্বর্ণময়ীর শরণ লব।
আর বব বম্ বম্ ভোলা বলে নৃত্য ক'রে গাল বাজাব॥
প্রসাদ বলে এ জনমে এমন দিন নাহি পাব।
যদি সেই বেটী সে ইচ্ছা করে এখনি সে দিন পেয়ে যাব॥"

রামপ্রসাদ গান সবেমাত্র গাহিয়া থামিয়াছেন, এমন সময়ে পথিমধ্যে একটী রমণী আসিয়া তাঁহাকে বলিল, "বাবা! তুমি বেশ গাও, আমাকে দুটা গান শুনাও।" রামপ্রসাদ বলিলেন, "যাও মা! তুমি আমার বাড়ী গিয়ে বস, আমি স্নান করে এসে তোমায় গান শুনাব।" পরে রামপ্রসাদ স্নান করিয়া আসিয়া গৃহে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া নিজ জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা! একটী স্ত্রীলোক কি গান শুনিতে এসেছিল?" প্রসাদের মাতা বলিলেন, "হাঁ হাঁ একটী মেয়ে মানুষ এসেছিল বটে, কিন্তু তোর বিলম্ব দেখে চণ্ডীমণ্ডপে কি লিখে রেখে গেছে।" রামপ্রসাদ চণ্ডীমণ্ডপে গিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বুঝিলেন, কাশী হইতে স্বয়ং অন্নপূর্ণা গান শুনিতে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে কাশীতে গিয়া গান শুনাইয়া আসিবার আদেশ করিয়া গিয়াছেন *। রামপ্রসাদ অমনি আর্দ্রবস্ত্রে মাতাকে সঙ্গে লইয়া—"মন চলরে বারাণসী" গান গাহিতে গাহিতে বারাণসী চলিলেন। পথিমধ্যে রামপ্রসাদের বড়ই কষ্ট হয়, বোধ হয় পীড়িত হইয়া পড়েন, কাজেই পথ চলিতে অক্ষম হন এবং কাশী যাওয়া হইল না ভাবিয়া তাঁহার বড় দুঃখ হয়। তিনি অতি দুঃখে একদিন গাহিলেন,—

"মাগো, আমার কপাল দোষী।
আমি ঐহিক সুখে মত্ত হইয়ে যেতে নারিলাম বারাণসী॥
ভারত-ভূমে জনমিয়া কি কর্ম্ম করিলাম আসি।
আমি না ভাবিলাম অভয় পদ কোথায় পাব গয়াকাশী॥
জ্ঞানে বা অজ্ঞানে মাগো, পাপ করেছি রাশি রাশি।
আমি যাবার পথে কাঁটা দিয়ে পথ হারায়ে আছি বসি॥
পরের হরণ পরগমন মনে তখন হাসি খুসি।
সাজাই এখন করে রোদন প্রসাদ নয়ন-জলে ভাসি॥"

তৎপরে তিনি সেই অবস্থাতে ত্রিবেণীর নিকট পৌছিলে, সেখানে রাত্রে অন্নপূর্ণা তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া প্রত্যাদেশ করিলেন, "আর তোমার কাশী যাইবার আবশ্যক নাই, এইখান হইতেই আমার গান শুনাও।" রামপ্রসাদ অমনি গাহিলেন—

১। "কাজ কি আমার কাশী?
যাঁর কৃত কাশী তদুরসি বিগলিত কেশী॥
জগদম্বার কুণ্ডল পড়েছিল খসি,
সেই হ'তে মণিকর্ণি বলে তারে ঘোষি॥
অসী বরুণার মধ্যে তীর্থ বারাণসী,
মায়ের করুণা বরুণাধারা অসীধারা অসি॥
কাশীতে মরিলে শিব দেন তত্ত্বমসি,
ওরে তত্ত্বমসির উপরে সেই মহেশ-মহিষী॥
রামপ্রসাদ বলে কাশী যাওয়া ভাল তা না বাসি,
ঐ যে গলাতে লেগেছে আমার কালী নামের ফাঁসি॥"

২। "আর কাজ কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী॥
হৃদ্‌কমলে ধ্যানকালে আনন্দসাগরে ভাসি।
ওরে কালীর পদ কোকনদ তীর্থ রাশি রাশি॥
কালীনামে পাপ কোথা, মাথা নাই তার মাথাব্যথা,
ওরে অনলে দাহন যথা হয়রে তুলারাশি।
গয়ায় ক'রে পিণ্ডদান, বলে পিতৃঋণে পাবে ত্রাণ,
ওরে যে করে কালীর ধ্যান তার গয়া শুনে হাসি॥
কাশীতে ম'লেই মুক্তি, এ বটে শিবের উক্তি,
ওরে সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি হয় মন তার দাসী।
নির্ব্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল,
ওরে চিনি হওয়া ভাল নয় মন চিনি খেতে ভালবাসি॥
কৌতুকে প্রসাদ বলে, করুণানিধির বলে,
ওরে চতুর্ব্বর্গ করতলে ভাবিলে রে এলোকেশী॥"

৩। "কাজকিরে মন যেয়ে কাশী।
কালীর চরণ কৈবল্য রাশি॥
সার্দ্ধ ত্রিশকোটী তীর্থ মায়ের ও চরণবাসী।
যদি সন্ধ্যা জান শাস্ত্রমান, কাজ কি হয়ে কাশীবাসী॥
হৃদ্‌কমলে ভাব ব'সে চতুর্ভুজা মুক্তকেশী।
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসি, পাবে কাশী দিবানিশি॥"

প্রবাদ আছে, কালী রামপ্রসাদের হস্ত হইতে শৃগালীরূপে অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন। একবার রামপ্রসাদ গাবগাছ হইতে পদ্ম আহরণ করিয়া কালীপূজা করিয়াছিলেন।

এতদ্ভিন্ন আর দুইচারিটি ঘটনা রামপ্রসাদ সম্বন্ধে জানা যায়। তিনি কলিকাতায় ভগিনীপতির বাটীতে মধ্যে মধ্যে আসিতেন, এই সময়ে তাঁহার সহিত রাজা নবকৃষ্ণের পরিচয় হইয়াছিল। রাজা নবকৃষ্ণের বাড়ীতে দোলের সময় এক-

* কেহ কেহ বলেন, অন্নপূর্ণা লিখিয়া রাখিয়া যান নাই, রামপ্রসাদ বাটী আসিবামাত্র দৈববাণী হয় "আমি আর বসিতে পারি না, তুই কাশী গিয়া আমাকে গান শুনাইয়া আয়।"

বার রামপ্রসাদ উপস্থিত ছিলেন। রাজা নবকৃষ্ণ তাঁহাকে দোলসম্বন্ধে একটি গান রচনা করিতে বলেন। রামপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ গাহিলেন,—

"হৃদ্‌কমলমঞ্চে দোলে করালবদনী (শ্যামা)।
মন পবনে দোলাইছে দিবস রজনী (ওমা)॥
ইড়া পিঙ্গলানামা সুষুম্না মনোরমা
তার মধ্যে বাঁধা শ্যামা ব্রহ্মসনাতনী (উমা)॥
আবির রুধির তায় কি শোভা হয়েছে হায়
কাম আদি মোহ যায় হেরিলে অমনি (ওমা)।
যে দেখেছে মায়ের দোল সে পেয়েছে মায়ের কোল
শ্রীরামপ্রসাদের এই ঢোল মারা বাণী (ওমা)॥"

আর একবার রথ-যাত্রা উপলক্ষে রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন,—

"কালী কালী বল রসনারে।
ও মন ষট্‌চক্ররথ মধ্যে, শ্যামা মা মোর বিরাজ করে॥
তিন্‌টে কাছি কাছাকাছি, বাঁধা আছে মূলাধারে।
পাঁচ ক্ষমতার, সারথি তায়, রথ চালায় দেশ দেশান্তরে॥
জুড়ি ঘোড়া দৌড় কুচে দিনেতে দশকুশী মারে।
সে যে সময়-শির নাড়িতে নারে, কলে বিকল হ'লে পরে॥
তীর্থে গমন, মিথ্যা-ভ্রমণ মন উচাটন করোনারে।
ও মন ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈস শীতল হ'য়ে অন্তঃপুরে॥
পাঁচজনে পাঁচস্থানে গেলে ফেলে রাখ্‌বে প্রসাদেরে।
ও মন এই-ত সময়, মিছে কাল যায়, যত ডাকৃতে পার
দু-অক্ষরে*॥"

আর একবার চড়ক দেখিয়া রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন,—

"ওরে মন চড়কী চড়ক ঘোর, এ ঘোর সংসারে।
মহা যোগেন্দ্র কৌতুকে হাসে, না চিন তাঁহারে॥
যুগল স্বয়ম্ভু শম্ভু যুবতীর উরে।
মনরে ওরে করপঞ্চবিম্বদলে পূজিছ তাঁহারে॥
ঘরেতে যুবতীর বাক্‌, বাজিছে গাজনে ঢাক,
মনরে ওরে, বৃন্দাবলী খ্যাম্‌টা ঢালী বাজায় বারে॥
কাম উচ্চ ভারায় চড়ে, ভাংলে পাঁজর পাটে পড়ে,
মনরে ওরে, এমন যাতনা করেছ তুচ্ছ ধন্তরে তোমারে॥
দীর্ঘ আশা চড়কগাছ, বেছে নিলে বাছের বাছ,
মনরে ওরে, মায়াডোরে বঁড়শীগাঁথা স্নেহ বল যারে॥
প্রসাদ বলে বার বার, অসারে জন্মিবে সার,
মনরে ওরে, শিঙ্গে ফুঁকে শিঙ্গে পাবি ডাক ফেলে মারে॥"

আর একবার কুমারহট্ট নিবাসী অধ্যাপক বলরাম তর্কভূষণ তাঁহাকে মাতাল বলিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ সেই কথা শুনিয়া গাহিয়াছিলেন,—

"ওরে সুরাপান করিনে আমি সুধা খাই জয়কালী বলে।
মন-মাতালে মাতাল করে, যত মদ-মাতালে মাতাল বলে॥
গুরুদত্ত গুড় ল'য়ে, প্রবৃত্তি মসলা দিয়ে মা,
আমার জ্ঞানশুঁড়ীতে চোঁয়ায় ভাটি,
পান করে মোর মন-মাতালে।
মূলমন্ত্র যন্ত্রভরা, সোধন করি বলে তারা মা,
রামপ্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্ব্বর্গ মিলে॥"

রামপ্রসাদের মৃত্যুসম্বন্ধে এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে, তিনি পূর্ব্বেই কোন্‌ সময়ে মৃত্যু হইবে জানিতে পারিয়াছিলেন। তদনুসারে তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বরাত্রে কালীপূজা করেন। পরদিন বিসর্জ্জনের সময় পরিজনবর্গকে নিজ আসন্নকাল উপস্থিত জানাইয়া, সকলের সঙ্গে গান গাহিতে গাহিতে গঙ্গাতীরে গমন করেন এবং গঙ্গাজলে নিজ শরীর অর্দ্ধ মগ্ন করিয়া শেষ চারিটি গান করেন। তাঁহার শেষ গানটি এই—

"তারা তোমার আর কি মনে আছে।
ওমা এখন যেমন রাখ্‌লি সুখে তেমনি সুখ কি পাছে॥
আর যদি থাকিত ঠাঁই, তোমারে সাধিতাম নাই,
মাগো ওমা দিয়ে আশা, কাট্‌লে পাশা, তুলে দিয়ে গাছে।
প্রসাদ বলে মন দড় দক্ষিণায় জোর বড়,
মাগো ওমা, আমার দফা হ'ল রফা দক্ষিণা হ'য়েছে॥"

উক্ত গানটির শেষ ছত্র গাহিবামাত্র ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া রামপ্রসাদের প্রাণবায়ু বহির্গত হইল।

রামপ্রসাদের মত।—কবিরঞ্জন শুচি অশুচি সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্মের প্রভেদ স্বীকার করিতেন না, তিনি এক স্থানে বলিয়াছেন,

"ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটো অজা তুচ্ছ হাড়ে বেঁধে থোবা।
ওরে জ্ঞানখড়্গে বলিদান করিলে কৈবল্য পাবা॥"

তাঁহার মতে, অহঙ্কার বিনাশ না হইলে প্রকৃত জ্ঞান জন্মে না।

"অহঙ্কার অবিদ্যা তোর সে'টাকে তাড়ায়ে দিবি।"

তিনি প্রকৃত তান্ত্রিক, মহাশক্তির উপাসক, আদ্যাশক্তির

---

* প্রবাদ আছে বটে এই গানটি রথ-উপলক্ষে রামপ্রসাদ গাহিয়াছিলেন, কিন্তু বোধহয় তাহা নহে, কারণ "তীর্থে গমন, মিথ্যাভ্রমণ" ইত্যাদি চরণগুলি পড়িলে অনুমান হয় যে, কোন সময়ে তাঁহার জগন্নাথক্ষেত্রে গিয়া রথ দেখিবার সাধ হইয়াছিল বা সে সম্বন্ধে কাহারও সহিত কোন কথোপকথন হইয়াছিল, কারণ তাঁহার আরও একটি গানে আছে, "ভবজয়া পাপরোগ, নীলাচলে বা না ভোগ, ওরে ভবরে কালী সর্ব্বনাশী, ত্রিবেণীবাসে রোগ বাড়িবে।"

প্রিয় ভক্ত ছিলেন। তিনি ঘটে পটে, জলে স্থলে, সকল দেবমূর্ত্তিতেই মহাশক্তি কালীরূপ দেখিতে পাইতেন ;—

তিনি এক স্থানে গাহিয়াছেন,

"ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্ত্তি জেনেও কি তা জাননা।"

কালী কৃষ্ণ ব্রহ্মা শিবে তাঁহার অভেদজ্ঞান জন্মিয়াছিল। তাঁহার মতে, ধাতু পাষাণ অথবা মাটিমূর্ত্তি পূজা করিয়া কাজ কি, হৃদয়মন্দিরে সেই মহাশক্তির মনোময় প্রতিমার কল্পনা করিয়া সাধক অর্চ্চনা করিবেন। মহাশক্তির প্রতি অচলা ভক্তি থাকিলেই মুক্তিলাভ হয়। তাঁহার মত পরিপোষক কয়েকটি গীত উদ্ধৃত হইল ;—

(১)

"মন তোর্ এত ভাবনা কেনে ?
একবার কালী বলে বসরে ধ্যানে ॥
জাঁকজমকে কল্লে পূজা অহঙ্কার হয় মনে মনে ;
তুই লুকিয়ে তাঁরে করবি পূজা জান্‌বেনারে জগৎজনে ॥
ধাতুপাষাণ মাটীর মূর্ত্তি কাজ কিরে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা করি বসাও হৃদিপদ্মাসনে ॥
আলোচাল আর পাকাকলা কাজ কিরে তোর আয়োজনে।
তুমি ভক্তিসুধা খাইয়ে তাঁরে তৃপ্ত কর আপন মনে ॥
ঝাড় লণ্ঠন বাতির আলো কাজ কি তোর সে রোসনায়ে ;
তুমি মনোময় মাণিক্যজ্বেলে দেওনা জ্বলুক্ নিশিদিনে ॥
মেষ ছাগল মহিষাদি কাজ কিরে তোর বলিদানে।
তুমি জয়কালী জয়কালী বলি বলি দাও ষড়রিপুগণে ॥
প্রসাদ বলে ঢাক ঢোল কাজ কিরে তোর সে বাজনে।
তুমি জয়কালী বলি,দাও করতালি,মন রাখ সেই শ্রীচরণে ॥"

(২)

"মন কোরনা দ্বেষাদ্বেষি।
যদি হবিরে বৈকুণ্ঠবাসী ॥
আমি বেদাগম পুরাণে কল্লেম কত খোঁজ তল্লাসি ;
ঐ যে কালীকৃষ্ণ শিবরাম—সকল আমার এলোকেশী ॥
শিবরূপে ধর শিঙ্গা, কৃষ্ণরূপে বাজাও বাঁশী,
ও মা রামরূপে ধর ধনু, কালীরূপে করে অসি ॥
প্রসাদ বলে ব্রহ্মনিরূপণের কথা দেঁতোর হাসি।
আমার ব্রহ্মময়ী সর্ব্বঘটে পদে গঙ্গা গয়াকাশী ॥"

(৩)

"কে জানে গো কালী কেমন।
ষড়দর্শনে না পায় দরশন ॥
মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন।
তারা পদ্মবনে হংসসনে হংসীরূপে করে রমণ ॥
আত্মারামের আত্মাকালী প্রমাণ প্রণবের মতন।
তারা ঘটে পটে বিরাজ করে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন ॥
তারার উদর ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ড প্রকাণ্ড তা জান কেমন।
কালীর মর্ম্ম কাল জেনেছেন অন্য কেটা জানবে তেমন ॥
প্রসাদ ভাষে লোকে হাসে সন্তরণে সিন্ধুতরণ।
আমার মন্ বুঝেছে প্রাণ বুঝে না ধরবে শশী হ'য়ে বামন ॥"

কবিরহস্য (ক্লী) কবীনাং রহস্যং যত্র, বহুব্রী। গ্রন্থবিশেষ ; এই গ্রন্থে প্রত্যেক ধাতু যত প্রকার গণভুক্ত এবং তাহার প্রত্যেকগণে যেরূপ নিষ্পন্ন হয়, তাহাই কাব্যচ্ছলে লিখিত আছে। ইহা পণ্ডিত হলায়ুধ প্রণীত। [হলায়ুধ দেখ।]

কবিরাজ (পুং) কবীনাং রাজা শ্রেষ্ঠঃ, কবি-রাজন্-টচ্ (রাজাহঃ সখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১) ১ কবিশ্রেষ্ঠ। ২ কবি-বিশেষ, ইনিই 'রাঘবপাণ্ডবীয়' কাব্য প্রণয়ন করেন। পাশ্চাত্য মতে, ইনি খৃষ্টের দশম শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। ৩ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসক। এই চিকিৎসক সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্ব্বে অনেকেই প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন, সেই অবধিই বোধ হয় চিকিৎসক মাত্রই 'কবিরাজ' নাম প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন। বঙ্গদেশে বৈদ্যমাত্রেই কবিরাজনামে পরিচিত।

কবিরাজগণের আরও কয়েকটি উপাধি দৃষ্ট হয়। যথা— কবিরঞ্জন, কবিচন্দ্র, কবিরত্ন, কবিভূষণ, কবিবল্লভ, কবীন্দ্র, বৈদ্যনিধি ইত্যাদি।

এ দেশে কবিরাজের আর একটি নাম "নাড়ীটেপা" ভাল ভাল কবিরাজগণ কেবলমাত্র নাড়ী টিপিয়া উৎকট উৎকট রোগ নির্ণয় করিয়া থাকেন বলিয়া "নাড়ীটেপা" নাম হইয়াছে। যাহারা আয়ুর্ব্বেদে বিশেষ পারদর্শী নয় অথচ চিকিৎসা করিয়া থাকে, তাহাদিগকে "হাতুড়িয়া" বলে।

পূর্ব্বে এই বঙ্গদেশে কবিরাজের বিশেষ সমাদর ছিল। তৎকালে বিক্রমপুর ও কাঁচড়াপাড়ায় কবিরাজী শিখিবার পাঠশালা ছিল, এ ছাড়া বড় বড় কবিরাজের বাটীতেও আয়ু-র্ব্বেদ শিক্ষা করিবার জন্য অনেক ছাত্র থাকিত। মধ্যে হাকিমী ও ইংরাজী চিকিৎসার প্রচলনে কবিরাজগণের আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। এক্ষণে আবার কবিরাজী চিকিৎসার দিন দিন উন্নতি দেখা যাইতেছে। [বৈদ্য, চিকিৎসা, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

কবিরাজী (দেশজ) ১ বঙ্গদেশীয় বৈদ্যক চিকিৎসা। ২ (ত্রি) কবিরাজসম্বন্ধীয়। (পুং) ৩ উপাসক-সম্প্রদায়বিশেষ। রূপ কবিরাজ এই সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। রূপের গুরু তাঁহাকে শঙ্খধারিণী রমণীর হস্তে ভোজন করিতে নিষেধ করেন ; তাই একদিন তিনি শঙ্খধারিণী গুরুপত্নীর হস্তে ভোজন করেন

নাই। গুরু এই কথা শুনিয়া তাঁহার তিন কণ্ঠিমালার মধ্যে দুই কণ্ঠি ছিঁড়িয়া দেন। রূপ সেই এক কণ্ঠি লইয়া পলায়ন করেন। উৎকলদেশে অনেক বৈষ্ণব রূপ কবিরাজের মতানুবর্ত্তী হইয়া তাহারা কবিরাজী নামে বিখ্যাত হয়। কবিরাজীরা অন্য বৈষ্ণবের ঘরে বিবাহ অথবা অন্নগ্রহণ করে না, অথবা অন্য কাহার পাক করা অন্ন ভোজন করে না, প্রায় সকলেই সদাচারী। কাহারও মতে, ইহাদেরই অপর নাম 'পৃষ্টদায়ক'।

কবিরাম। ১ দিগ্বিজয়প্রকাশ নামক সংস্কৃত ভূগোল-রচয়িতা। ইনি কোন রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন। ইঁহার গ্রন্থপাঠে জানা যায়, ইনি যশোরেশ্বর প্রতাপাদিত্যের সমসাময়িক। ইঁহার গ্রন্থে সমস্ত ভারতবর্ষের তৎকালীন প্রাচীন ভূবৃত্তান্ত ও প্রবাদ লিখিত হইয়াছে। ২ বেহারে ডোমজাতির চাঁইকে কবিরাম কহে।

কবিরামায়ণ (পুং) কবিনা কবিতয়া কবিষু কাব্যেষু বা রামঃ অয়নং আশ্রয়ো যস্য, বহুব্রী। বাল্মীকি মুনি।

কবিল (ত্রি) কু-কব-বা বর্ণনে-ইলচ্। ১ স্তোতা, স্তবকারক। ২ শব্দকারক।

কবিলাসিকা (স্ত্রী) কং সুখং বিলাসয়তি উদ্দীপয়তি ক-বিলস-ণিচ্-ণ্বুল্ টাপ্-অত ইত্বম্। বীণাবিশেষ।

কবিবর (ত্রি) কবিষু বরঃ শ্রেষ্ঠঃ। কবিশ্রেষ্ঠ।

কবিবল্লভ (পুং) অপর নাম আদিত্যসূরি। ইনি বিশ্বেশ্বর আচার্য্যের শিষ্য এবং কালাদর্শ বা কালনির্ণয় নামক স্মৃতিসংগ্রহ রচয়িতা।

কবিবেদী [ন্] (ত্রি) কবিং কবিত্বং বেত্তি কবি-বিদ্-ণিনি। ১ কাব্যবেত্তা। ২ কবি।

কবিশস্ত (ত্রি) কবিষু শস্তঃ খ্যাতঃ ৭তৎ। বিখ্যাত কবি।

কবিশেখর (পুং) সাধনমুক্তাবলী নামক সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেতা।

কবী (স্ত্রী) কবি-ঙীষ্। লাগাম।

(কবী খলীনং কবিকা কবিরং মুখযন্ত্রণম্। হেম ৪।৩১৬।)

কবীন্দ্র আচার্য্য সরস্বতী, কবিচন্দ্রোদয় ও পদচন্দ্রিকা নাম্নী সংস্কৃত গ্রন্থ রচয়িতা।

কবীন্দ্রনারায়ণ শর্ম্মা, একাম্রচন্দ্রিকা ও বিরজামাহাত্ম্য নামক সংস্কৃত গ্রন্থ-রচয়িতা। ইনি উৎকলরাজ অলাবুকেশরীর সময়ে ঐ দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

কবীয় (ক্লী) কবি-স্বার্থে ছ। লাগাম।

কবীয়ৎ (ত্রি) কবিরিব আচরতি, কবিং স্তোতারং ইচ্ছতি বা; কবীয়-শতৃ। ১ কবিসদৃশ। ২ নিজের স্তব পাইবার ইচ্ছাযুক্ত।

কবীয়ান্ [স্] (ত্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন কবিঃ, কবি-ঈয়সুন্। (দ্বিবচন-বিভজ্যোপপদে তরবীয়সুনৌ। পা ৫।৩।৫৭।) উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি।

কবীরপন্থী (দেশজ) বৈষ্ণব সম্প্রদায়বিশেষ। [কবীর দেখ।]

কবুলাবেশী (আরব্য কবুল শব্দজ) কোন জমীর জমা নিরিখ মত গুজস্তা জমা অপেক্ষা যত অধিক দেওয়ার অঙ্গীকার করা হয়, তাহার নাম 'কবুলাবেশী।'

কবুল (আরব্য) ১ স্বীকার।

কবেল (ক্লী) কং জলং বিলতি স্তৃণাতি, ক-বিল-অণ্। ১ পদ্ম। ২ শুঁদিফুল।

কবোষ্ণ (ক্লী) কুৎসিতং ঈষৎ ইত্যর্থঃ উষ্ণং, কর্ম্মধা কোঃ কবাদেশঃ (কবঞ্চোষ্ণে। পা ৬।৩।১০৭।) ১ ঈষৎ উষ্ণ স্পর্শ। ২ (ত্রি) ঈষৎ উষ্ণ স্পর্শযুক্ত।

(কোষ্ণঃ কবোষ্ণঃ কদুষ্ণোমন্দোষ্ণশ্চেষদুষ্ণবৎ। হেম ৬।২২।)

"মৎপরং দুর্লভং মত্বানূনমাবর্জ্জিতং ময়া।
পয়ঃ পূর্ব্বৈঃ সনিশ্বাসৈঃ কবোষ্ণমুপভুজ্যতে॥" রঘু ১।৬৭।

কব্য (ত্রি) কবি-যৎ (বসুঅয়স্ওক-কবি-ক্ষেম-বর্চ্চস্ নিষ্কেবলউক্থজনপূর্ব্বনবসূরমর্ত্ত্যযবিষ্ঠ ইত্যেতেভ্যশ্ছন্দসি স্বার্থে যৎ। কাশিকা ৫।৪।৩০) [বৈ] স্তবকারী (সায়ণ)। (পুং) ২ বেদোক্ত পিতৃলোকবিশেষ।

("মাতলী কব্যৈর্যমো অঙ্গিরোভিঃ।" ঋক্‌সংহিতা ১০।১৪।৩)

(ক্লী) কূয়তে দীয়তে পিতৃভ্যঃ যৎ অন্নাদিকং, কু-অচ্-যৎ (অচো যৎ। পা ৩।১।৯৭।) ৩ পিতৃলোকের উদ্দেশে যে অন্নাদি দেওয়া হয়।

কব্য পদার্থ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয়, নতুবা তাহা নিষ্ফল হইয়া থাকে। মনুসংহিতায় লিখিত আছে,—একটিমাত্র বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে কব্য ভোজন করাইলে পুষ্কল ফল লাভ হয়, কিন্তু অমন্ত্রজ্ঞ বহু ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেও তাহা হয় না; বিশেষতঃ অমন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলে সে যতগুলি গ্রাস ভক্ষণ করে, পিতৃলোকদিগকে ততগুলি উত্তপ্ত লৌহ গোলা ভক্ষণ করিতে হয়। অতএব প্রথমেই পরীক্ষা করিয়া জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণকে কব্য ভোজন করাইবে। বেদতত্ত্ববিদ্ ব্রাহ্মণমধ্যে জ্ঞাননিষ্ঠ, তপোনিষ্ঠ, তপঃস্বাধ্যায়নিষ্ঠ ও কর্ম্মনিষ্ঠভেদে চারি শ্রেণী আছে। হব্য ভোজনে চারি শ্রেণীরই বিধান থাকিলেও কব্য-ভোজনে একমাত্র জ্ঞাননিষ্ঠ ব্রাহ্মণের বিধান দেখা যায়।

"জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বিজাঃ কেচিৎ তপোনিষ্ঠাস্তথা পরে।
তপঃস্বাধ্যায়নিষ্ঠাশ্চকর্ম্মনিষ্ঠাস্তথাপরে॥
জ্ঞাননিষ্ঠেষু কব্যানি প্রতিষ্ঠাপ্যানি যত্নতঃ।

হব্যানি তু যথান্যায়ং সর্ব্বেষেব চতুর্ষ্বপি ॥"

ঐরূপ ব্রাহ্মণের অভাব হইলে, মাতামহ, মাতুল, ভাগিনেয়, শ্বশুর, গুরু, দৌহিত্র, জামাতা, বন্ধু, পুরোহিত বা যজমানকে ভোজন করাইবে। (মনু ১ অঃ।)

মনুর মতে বেদজ্ঞ হইলেও এই সকল ব্রাহ্মণকে ভোজন করান নিষিদ্ধ। যথা—চিকিৎসক, দেবল, কন্যা-বিক্রেতা, দোকানদার, চৌর্য্যাদিদোষে পতিত, ক্লীব, নাস্তিক, জটাধারী, দুর্ব্বল, প্রতারক, রাজার প্রেষ্য, কুনখী, শ্যাবদন্ত, গুরুর প্রতিরোদ্ধা, অগ্নিত্যাগী, রাজযক্ষ্মী, পশুপালক, ব্রহ্মদ্বেষী, অভিনেতা, শূদ্রাণীপতি, বিধবার গর্ভজাত, কাণা, বেতন লইয়া যাঁহারা অধ্যাপনা করেন, শূদ্রশিষ্য, দুষ্টবাদী, মাতা পিতা ও গুরুকে অকারণ পরিত্যাগকারী, গৃহদাহক, বিষদাতা, কুণ্ডান্নভোজী, সোমবিক্রেতা, সমুদ্রযাত্রী, অবিবাহিত, অগ্রজ বর্ত্তমানে বিবাহকারী, আরক্ষ, বন্দী, তৈলিক, কূটকারক, পিতার সহিত বিবাদকারী, মদ্যপ, পাপরোগী, দাম্ভিক, রসবিক্রেতা, ধনু ও শরনির্ম্মাতা, দিধিষূপতি, মিত্রদ্রোহী, দ্যূতবৃত্তি, পুত্রাচার্য্য, অপস্মাররোগ, গণ্ডমালারোগী, শ্বিত্ররোগী, খল, উন্মত্ত, অন্ধ, বেদনিন্দক, জ্যোতিষ, ব্যবসায়ী, পক্ষিপোষক, যুদ্ধশাস্ত্রের আচার্য্য, স্থপতি, দূত, বৃক্ষারোপক, কুকুরের সহিত ক্রীড়াশীল, শ্যেনপক্ষিজীবী, কন্যাদূষক, হিংস্র, শূদ্রবৃত্তি, গণযাগকারী, আচারহীন, কৃষিজীবী, শ্লীপদরোগী ও সজ্জননিন্দিত।

(পুং) চতুর্থ মন্বন্তরের সপ্তর্ষির মধ্যে একজন।

কব্যতা (স্ত্রী) [বৈ] স্তুতি। জ্ঞান।

কব্যবাড়্ [কব্যবাল দেখ।]

কব্যবাল (পুং) কব্যং বল্যতে দীয়তে অস্মৈ কব্যবল-ঘঞ্। ১ পিতৃগণবিশেষ।

("কব্যবালো২নলঃ সোমো যমশ্চৈবার্য্যমা তথা।
অগ্নিষাত্তা বর্হিষদঃ সোমপাঃ পিতৃদেবতাঃ ॥"
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ।

২ অগ্নি। অগ্নিমুখেই পিতৃগণ উদ্দেশে দান করা হইয়া থাকে।

কব্যবাহ্ (পুং) কব্যং বহতি, কব্য-বহ-ণ্বি। অগ্নি, যে অগ্নিতে পিতৃগণের উদ্দেশে কব্য দেওয়া হয়।

কব্যবাহ (পুং) কব্যং বহতি প্রাপয়তি পিতৃনিতি শেষঃ, কব্য-বহ-অণ্। অগ্নি।

কব্যবাহন (পুং) কব্যং বহতি কব্য-বহ-ল্যুট্ (কব্যপুরীষপুরীষ্যেষু ঞ্যুট্। পা ৩। ২। ৬৫।) ১ অগ্নি। ("অগ্নয়ে কব্যবাহনায় স্বাহা। শুক্ল যজুঃ। ২।২৯।") যজুর্ব্বেদের মতে, অগ্নি তিন প্রকার, দেবগণের অগ্নি 'হব্যবাহন' পিতৃগণের 'কব্যবাহন' এবং অসুরগণের 'সহরক্ষা'। (তৈত্তিরীয় সংহিতা ২। ৫। ৮। ৬)

কশ (পুং) কশতি শব্দায়তে তাড়য়তি বা কশ-অচ্। অশ্ব প্রভৃতিকে তাড়না করিবার পদার্থবিশেষ, চাবুক; ইহা চর্ম্ম, বস্ত্র ও বেত প্রভৃতির দ্বারা প্রস্তুত হয়।

("সরাজা তং কশেন অতাড়য়ৎ।" মহাভারত ৩।১৯৬।)

কশস্ (ক্লী) কশতি নীচং গচ্ছতি কশ-অসুন্। জল। (নিঘণ্টু ১। ১২)

কশা (স্ত্রী) কশ-টাপ্। ১ চাবুক। ("জঘান কশয়া মোহাৎ তদা রাক্ষসবন্মুনিন্।" ভারত ১।১৭৭।১০।) (চর্ম্মদণ্ডে কশা রশ্মৌ বল্গাবক্ষেপণী কুশাঃ। হেম ৪।৩১৮।) ২ মাংসরোহিণী। (ভাবপ্র০) ৩ (দেশজ) টানা।

কশাই (দেশজ) গরু প্রভৃতি মারিয়া যাহারা বিক্রয় করে।

কশাই, মেদিনীপুর জেলাস্থ নদীবিশেষ, সাধুভাষায় কংশবতী এবং কালিদাসের রঘুবংশে কপিশানদী নামে পরিচিত।

কশাইফুলিয়া, পশ্চিমবঙ্গের বাগ্দিজাতিবিশেষ। ইহারা কশাই নদীতে নৌকা চালায় ও মাছ ধরিয়া বেড়ায়। ১৪ প্রকার বাগ্দীর মধ্যে ইহারা আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচয় দেয়।

কশাঘাত (পুং) কশেন কশয়া বা আঘাতঃ ৩তৎ। চাবুক মারা।

কশাত (দেশজ) তৃণবিশেষ, কেষো।

কশাত্রয় (ক্লী) কশানাং কশাঘাতানাং ত্রয়ম্ বহুব্রী। ৩ প্রকার কশাঘাত; মৃদু, মধ্য ও নিষ্ঠুর। অশ্বগণের সাধারণ দণ্ডকালে মৃদু আঘাত এবং উপবেশন, নিদ্রা, স্খলন, দুষ্টচেষ্টা, অশ্বিনী দেখিয়া ঔৎসুক্য, গর্জ্জিত হ্রেষারব, ত্রাস, দুষ্কখান, বিমার্গগমন, ভয়, শিক্ষাত্যাগ, চিত্তবিভ্রম প্রভৃতি অপরাধে মধ্য ও নিষ্ঠুর আঘাত করিতে হয়। অপরাধ বিশেষে আঘাতের স্থানও পৃথক্। ত্রস্ত ও ভীত হইলে গলদেশে শিক্ষাত্যাগ ও চিত্তবিভ্রমে অধরে গর্জ্জিত হ্রেষারব ও অশ্বিনী দেখিয়া ঔৎসুক্যকালে বাহু ও স্কন্ধদেশে উপবেশন ও নিদ্রায় কটিদেশে দুর্ব্যবহার ও বিমার্গ প্রস্থানে মুখে, স্খলন ও দুষ্কখানে জঘনে এবং কুণ্ঠ প্রকৃতি হইলে সর্ব্বস্থানেই কশাঘাত করিতে হয়।

কশার্হ (ত্রি) কশাং অর্হতি কশা-অর্হ-অণ্। ১ কশা মারিবার উপযুক্ত। ইহার অপর সংস্কৃত নাম কশ্য।

[কশার্ত্র দেখ।]

কশিক (পুং) কশতি হিনস্তি সর্পম্, কশ-বাহুলকাৎ ইক। নকুল, বেজি।

কশিকপাদ (ত্রি) কশিকস্য পাদাবিব পাদৌ অস্য, বহুব্রী, হস্ত্যাদিত্বাৎ নান্ত্যলোপঃ (পাদস্য লোপাঽহস্ত্যাদিভ্যঃ। পা ৫।৪।১৩৮।) নকুলের ন্যায় পদবিশিষ্ট জন্তু।

কশিপু (পুং) কশতি দুঃখং কশ্যতে বা, মৃগয্বাদিত্বাৎ নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ অন্ন। ২ আচ্ছাদন। ৩ অন্নাচ্ছাদন। (কশিপুর্ভক্তাচ্ছাদনয়োরেকোক্ত্যা পৃথক্‌কৃতয়োঃ পুংসি। মেদিনী।) ৪ শয্যা। ("সত্যাং ক্ষিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈঃ।" ভাগবত ২।২।৪)

৫ আসনবিশেষ।

কশিপূপবর্হণ (ক্লী) [বৈ] উপাধান বস্ত্র। বালিসের খোল।

কশীকা (স্ত্রী) কশ-বাহুলকাৎ ঈকন্‌-টাপ্। প্রসূতা নকুলী। ("আগধিতা পরিগধিতা যা কশীকেব জঙ্গহে।" ঋক্ ১।১২৬।৬। 'কশীকা সূতবৎসা নকুলী' সায়ণ।)

কশু (পুং) রাজবিশেষ, ইহার পিতার নাম চেদি।

কশুর (দেশজ) ১ কুশাবতী নামের অপভ্রংশ। [কুশাবতী দেখ] ২ অন্ন। [কশূর দেখ।]

কশেরক (পুং) যক্ষবিশেষ। (ভারত ২।১০ অঃ)

কশেরু (পুং, ক্লী) কে দেহে শীর্য্যতে ক-শৄ-উ-এরঙাদেশশ্চ (কেশ্রএরঙ্চাস্য। উণ্‌ ১।৯০।) ১ পৃষ্ঠাস্থি, পিঠের দাঁড়া, শিরদাঁড়া। ২ (ক্লী) কং জলং বাতং বা শৃণাতি। কেশুর। (Scirpus kysoor) ইহা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ ভেদে দুইপ্রকার বড় কেশুরকে 'রাজকশেরু' ও মুথার ন্যায় ক্ষুদ্র কেশুরকে দেশ বিশেষে 'চিচ্চোড়' কহে। দ্বিবিধ কেশুরের গুণ—মধুর, কষায়রস, শীতল, গুরু, মলগ্রাহী; পিত্ত, রক্তদাহ ও চক্ষুরোগ-নাশক এবং শুক্র, বায়ু, শ্লেষ্মা ও স্তম্ভকারক।" (ভাবপ্র।) ৩ (পুং) ভারতবর্ষের একটি বিভাগ।

(" ভারতস্যাস্য বর্ষস্য নবভেদান্নিশাময়।
ইন্দ্রদ্বীপঃ কশেরুশ্চ তাম্রবর্ণো গভস্তিমান্।
নাগদ্বীপস্তথা সৌম্যো গান্ধর্ব্বস্ত্বথবারুণঃ॥" বিষ্ণুপুরাণ)

কশেরুক (ক্লী) কশেরু-স্বার্থে কন্। কেশুর।

কশেরুকা (স্ত্রী) কশেরুক-টাপ্। পৃষ্ঠাস্থি, পিটের দাঁড়া।

কশেরুমান্ (পুং) ১ যবনরাজবিশেষ।
("ইন্দ্রদ্যুম্নোহতঃ কোপাদ্‌যবনশ্চ কশেরুমান্।" হরি ১৬ অঃ।) ২ ভারতবর্ষের খণ্ডবিশেষ।

কশেরুস্ (ক্লী) কশেরু।

কশেরূ (স্ত্রী) ক-শৄ-উ-এরঙচাস্যাদেশঃ (কেশ্রএরঙ চাস্য। উণ্ ১।৯০।) ১ তৃণকন্দবিশেষ, কেশুর। (কশেরু তৃণকন্দে স্ত্রী। উজ্জ্বলদত্ত।) [কশেরু দেখ।] ২ বিশ্বকর্ম্মার চতুর্দ্দশী কন্যা। নরকাসুর হস্তিরূপে ইহাকে হরণ করিয়াছিল। (হরিঃ ১২১ অঃ।)

কশোক (ত্রি) কশ তাড়নে-বাহুলকাৎ ওক। ১ হিংসক। ২ রাক্ষসাদি।

কশ্চন (অব্যয়) কিম্-চন ইতি মুগ্ধবোধঃ। (পাণিনি ইহাকে পৃথক পদ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।) কোনও, অনির্দ্দিষ্ট কোন একজন।

কশ্চিৎ (অব্যয়) কিম্-চিৎ ইতি মুগ্ধবোধঃ। পাণিনি মতে ইহাও পৃথক্ পদ। কোনও, অনির্দ্দিষ্ট কোন একজন।

("কশ্চিৎ কান্তাবিরহ গুরুণা স্বাধিকার প্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিত মহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্ত্তুঃ।" মেঘদূত।)

কশ্মল (ক্লী) কশ-কল-মুট্ (কুটিকশিকৌতিভ্যঃ প্রত্যয়স্য মুট্। উণ্‌ ১।১০৮) ১ মূর্চ্ছা। ২ মোহ। ৩ পাপ। ৪ (ত্রি) মলিন।

(মলিনং কচ্চরং ম্লানং কশ্মলঞ্চ মলীমসম্। হেম ৬।৭১)

৫ দুরাচার। ৬ (ত্রি) পাপী।

কশ্মশ (ক্লী) বেদে পৃষোদরাদিত্বাৎ লস্য শঃ। কশ্মল। [কশ্মল দেখ।]

কশ্মীর (পুং) কশ-ঈরন্-মুডাগমশ্চ (কশেমু'ট্ চ। উণ্ ৪।৩২) কাশ্মীর জনপদ [কাশ্মীর শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

কশ্মীরজ (ক্লী) কশ্মীরে জায়তে, কশ্মীর-জন্-ড। কুঙ্কুম-বিশেষ। [কুঙ্কুম দেখ।]

কশ্মীরজন্ম [ন্] (ক্লী) কশ্মীরে জন্ম যস্য বহুব্রী। কুঙ্কুম-বিশেষ। [কুঙ্কুম দেখ।]

(কশ্মীরজন্ম ঘুসৃণং বর্ণং লোহিতচন্দনম্। হেম ৩।৩০৮।)

কশ্য (ক্লী) কশাং অর্হতি কশা-য (দণ্ডাদিভ্যো যঃ। পা ৫।১।৬৬।) ১ অশ্বের মধ্যদেশ। (মধ্যং কশ্যং নিগালস্তু গলোদ্দেশঃ খুরাঃ শফাঃ। হেম ৪। ৩১০।) ২ (ত্রি) কশা-ঘাতের যোগ্য। ৩ কশতি বাহুলকাৎ করণে যৎ। মদ্য।

কশ্যপ (পুং) কশ্যং সোমরসাদিজনিতং মদ্যং পিবতি কশ্য-পা-ক। ১ ঋষিবিশেষ, ব্রহ্মার মানসপুত্র মরীচির ঔরসে ও কলার গর্ভে ইহার জন্ম। মার্কণ্ডেয় পুরাণমতে, কশ্য অর্থাৎ সোমরস জনিত মদ্য হইতে ইহার উৎপত্তি হয় বলিয়া ইহার নাম কশ্যপ হইয়াছে।

"ব্রহ্মণস্তনয়ো যোঽভূৎ মরীচিরিতি বিশ্রুতঃ।
কশ্যপস্তস্য পুত্রোঽভূৎ কশ্যপানাৎ স কশ্যপঃ॥"
মার্কণ্ডেয়পু' ১০৮। ৩।

শুক্ল যজুর্ব্বেদ প্রভৃতি বৈদিক সংহিতা মতে, কশ্যপ হিরণ্যবর্ণ ব্রহ্ম হইতে জন্মে। "হিরণ্যবর্ণাঃ শুচয়ঃ যাবকা যাসু জাতঃ কশ্যপো যাস্বিন্দ্রঃ।" (তৈত্তিরীয় সংহিতা ৫। ৬। ১। ১।)

কশ্যপ একজন প্রজাপতি। সাম, যজুঃ ও অথর্ব্বসংহিতায়

মতে, ইনি ইন্দ্র চন্দ্র প্রভৃতি দেবগণের জনক। (সামসং ১।১।২।৪ ; শুক্ল যজুঃ ৩.৬২ ; অথর্ব্ব ১৩.৩.১০।)

কাত্যায়নের বেদানুক্রমণিকার মতে, কশ্যপ ঋকৃসংহিতার কয়েকটি সূক্তের ঋষি। শ্রীমদ্ভাগবতের মতে, কশ্যপঋষি দক্ষের ১৭টি কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন ; তাঁহাদিগের গর্ভে ১৭টি জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল ; যথা—১ অদিতিগর্ভে দেবগণ, ২ দিতিগর্ভে দৈত্যগণ, ৩ দনুর গর্ভে দানব, ৪ কাষ্ঠা গর্ভে অশ্বাদি, ৫ অরিষ্টাগর্ভে গন্ধর্ব্বগণ, ৬ সুরসাগর্ভে রাক্ষস, ৭ ইলাগর্ভে বৃক্ষ, ৮ মুনিগর্ভে অপ্সরোগণ, ৯ ক্রোধবশার গর্ভে সর্প, ১০ তাম্রার গর্ভে শ্যেন গৃধ্র প্রভৃতি, ১১ সুরভিগর্ভে গো মহিষাদি, ১২ সরমাগর্ভে শ্বাপদ, ১৩ তিমিগর্ভে জলজন্তু, ১৪ বিনতাগর্ভে গরুড় ও অরুণ ; ১৫ কদ্রুগর্ভে নাগ, ১৬ পতঙ্গীগর্ভে পতঙ্গ, ১৭ যামিনীগর্ভে শলভ।

(ভাগবত ৪।১।১২।)

কিন্তু মহাভারত এবং অন্যান্য পুরাণ প্রভৃতিতে কশ্যপের ত্রয়োদশ ভার্য্যার উল্লেখ আছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ত্রয়োদশটির নাম এই—১ অদিতি ২ দিতি ৩ দনু ৪ বিনতা ৫ খসা ৬ কদ্রু ৭ মুনি ৮ ক্রোধা ৯ অরিষ্টা ১০ ইরা ১১ তাম্রা ১২ ইলা এবং ১৩ প্রধা। (মার্কণ্ডেয় ১০৮ অঃ।)

•২ (পশ্যতীতি পশ্যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ পশ্য এব পশ্যকঃ আদ্যন্তাক্ষর বিপর্য্যয়াৎ সিধ্যতি। যদ্বা কশ্যং অজ্ঞানং অবিদ্যামিত্যর্থঃ পিবতি নাশয়তি অথবা কশ্যং বিজ্ঞানঘনং পাতি রক্ষতি স্বাত্মনীতি শেষঃ।) পরব্রহ্ম।

("তদেব ব্রহ্ম বা আত্মা এতস্য পাতা হর্ত্তা প্রজানাং গোপ্তা বাবহ কশ্যপো হ যোঽয়মজ্ঞান-ভোক্তা গান্ধর্ব্বি।" তাপনি শ্রুতি ২।১১।) ৩ কচ্ছপ। ৪ (ত্রি) শ্যাবদন্ত (সুরাপঃ শ্যাবদন্তঃ স্যাৎ।) ৫ মৃগবিশেষ। ৬ মৎস্যবিশেষ।

কশ্যপনন্দন (পুং) কশ্যপস্য নন্দনঃ পুত্রঃ ৬তৎ। ১ গরুড়। ২ দেবাসুরাদি।

কশ্যপপুর (ক্লী) কশ্যপস্য পুরম্ ৬তৎ। বর্ত্তমান কাশ্মীর ; কশ্যপ ঋষি ইহার কশ্যপপুর নামকরণ করিয়াছিলেন। এই জনপদই হীরদোতসের 'কস্পতুরস' এবং টলেমীর 'কশ্পীরা'।

কশ্যপসংহিতা (স্ত্রী) কশ্যপস্য সংহিতা, ৬তৎ। কশ্যপ প্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রবিশেষ।

কশ্যপস্মৃতি (স্ত্রী) কশ্যপপ্রণীত ধর্ম্মশাস্ত্রবিশেষ।

কষ (পুং) কষতি অত্র অনেন বা কষ-অচ্ ; যদ্বা-কষ ঘ-নিপাতনাৎ সাধুঃ। (গোচর-সঞ্চরবহব্রজব্যজাপণনিগমাশ্চ। পা ৩।৩।১১৯।) কষ্টিপাথর, যাহাতে স্বর্ণ রৌপ্য ঘষিয়া পরীক্ষা করা হয়। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—শান ও নিকষ।

কষণ (ত্রি) কষ্যতে বিষাদ্যতে, কষ-কর্ম্মণি-ল্যুট্। ১ অপক। ৩ (পুং) কষতি অত্র। কষ্টিপাথর। ৪ (ক্লী) ভাবে ল্যুট্। ঘর্ষণ, কণ্ডূয়ন।

("কষণকম্পনিরস্ত মহাহিভিঃ

ক্ষণবিমত্ত মতঙ্গজবর্জ্জিতৈঃ।" ভারবি ৫।৪৭।

৫ চালন। ৬ (দেশজ) টানিয়া বাঁধা।

কষণী (দেশজ) ধমকানি, শাসন, কস্নি।

কষপাষণ (পুং) কষশ্চাসৌ পাষাণশ্চেতি কর্ম্মধা। কষ্টিপাথর।

("কষ পাষাণনিভে নভস্তলে।" নৈষধ ২।)

কষা (স্ত্রী) কষ্যতে তাড্যতে অনয়া কষ বাহুলকাৎ করণে অপ্-টাপ্। ১ কশা, চাবুক। (দেশজ) ২ টানিয়া বাঁধা। ৩ কষায় রস। ৪ শরীর রুক্ষ হওয়া। ৫ কৃপণ।

কষাকু (পুং) কষ-আকু। ১ সূর্য্য। ২ অগ্নি।

কষানি (দেশজ) ১ ক্লেদ। ২ নির্গত রস।

কষায় (পুং, ক্লী) কষতি কণ্ঠং, কষ-আয়। ১ রসবিশেষ, কষা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—তুবর, কুবর ও তুবর। সুশ্রুতে কষায় রসের এইরূপ লক্ষণ লিখিত আছে ; যথা—যে রস আস্বাদন করিলে মুখ শুষ্ক, জিহ্বা স্তম্ভিত, কণ্ঠদেশ বদ্ধ, হৃদয় কষিত ও পীড়িত হয়, তাহাকে কষায় রস কহে। পৃথিবী বায়ুগুণ-বহুল হইলে এই রসের উৎপত্তি হয়। এই রসের গুণ মল-গ্রাহক, ব্রণরোপক, স্তম্ভন, শোধন, লেখন, শোষক, পীড়াদায়ক, ক্লেশনাশক ও বায়ুবর্দ্ধক। ইহা অতিরিক্ত ব্যবহার করিলে পীড়া, মুখশোষ, উদরাধ্মান, বাক্যগ্রহ (কথা বলিতে আট-কাইয়া যাওয়া), মন্যাস্তম্ভ, গাত্রস্ফুরণ, গাত্র চিমিচিমি, স্রোতোঅবরোধ, শ্যাবত্ব, শুক্রনাশ, আকুঞ্চন, আক্ষেপণ প্রভৃতি বায়ুবিকার উপস্থিত হয়।

২ ক্বাথ, পাচন, ইহার অপর সংস্কৃত নাম নির্য্যূহ। ইহার পাঁচ প্রকার ভেদ আছে—স্বরস, কল্ক, কথিত, শীত, ও ফাণ্ট। [তত্তৎ শব্দে দেখ।]

৩ নির্য্যাস। ৪ বিলেপন, অঙ্গলেপ।

("কণ্ঠার্পিতো লোধ্রকষায়রূক্ষে

গোরোচনাক্ষেপনিতান্ত গৌরে।" কুমার)

৫ অঙ্গরাগ। (পুং) ৬ শোনা গাছ। ৭ রাগ, আসক্তি। ৮ কলিযুগ। ৯ নির্ব্বিকল্প সমাধির বিঘ্নবিশেষ। বাহ্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া অখণ্ড বস্তু গ্রহণে উদ্যুক্ত হইলেও যে রাগাদি সংস্কার উদ্ভূত হইয়া তাহাকে স্তব্ধ করিয়া রাখে এবং অখণ্ড বস্তু গ্রহণ করিতে না দেয়, তাহাকেই 'কষায়' কহে। ১০ ধ বৃক্ষ। (ত্রি) ১১ কষায়রসবিশিষ্ট। ১২ সুরভি। ("প্রত্যূষেষু স্ফুটিতকমলামোদমৈত্রী কষায়ঃ।" মেঘদূত।)

১৩ লোহিত, রক্তবর্ণ। ১৪ রক্তপীতমিশ্রিত বর্ণ। ১৫ অপটু। ১৬ সুশ্রাব্য। ১৭ রঞ্জিত। ১৮ আসক্ত, সংসারলিপ্ত। লোকপ্রকাশ নামক জৈনশাস্ত্রে লিখিত আছে—

"কষং সংসারকান্তারময়ং তে যান্তি যে জনাঃ।
তে কষায়াঃ ক্রোধমানমায়া লোভাঃ ইতি শ্রুতঃ॥" ৩।৪০৯।

কষায়কৃৎ (পুং) কষায়ং কষায়রাগং করোতি, কষায়-কৃ-ক্বিপ্-তুগাগমঃ। ১ রক্তলোধ্র। ২ (ত্রি) কষায় প্রস্তুতকারী।

কষায়তা (ত্রি) কষায়স্য ভাবঃ, কষায়-তল্-টাপ্। কষায়ের ধর্ম্ম।

কষায়পাক (পুং) দ্রব্যবিশেষের কাথ প্রস্তুত-প্রণালী। যে সকল কাথে জলের পরিমাণ লিখিত নাই, তথায় আর্দ্র দ্রব্য হইলে ৮ গুণ ও শুষ্ক দ্রব্য হইলে ১৬ গুণ জলদ্বারা সিদ্ধ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট রাখিবে। অথবা ১ তুলা দ্রব্যে দ্রোণ পরিমিত জল দিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট রাখিতে হয়।

কষায়পাণ (ক্লী, পুং) কষায়ঃ পানং যস্য, বহুব্রী; ণত্বং (পানন্দেশে। পা ৮।৪।৯।) গান্ধার জাতি। (কষায়পাণা গান্ধারাঃ। কাশিকা।)

কষায়যাবনাল (পুং) কষায়ঃ রক্তবর্ণঃ যাবনালঃ, কর্ম্মধা। কষায়রসবিশিষ্ট যাবনাল ধান্য।

কষায়রস (পুং) রসবিশেষ। [কষায় দেখ।]

কষায়বর্গ (পুং) কষায়াণাং কষায়রসযুক্তদ্রব্যাণাং বর্গঃ সমূহঃ, ৬তৎ। ন্যগ্রোধাদি, অম্বষ্ঠাদি, প্রিয়ঙ্গ্বাদি, লোধ্রাদি, ত্রিফলা, শল্লকী, জাম, আম, বকুল, তিন্দুক, ফলিনী, কতকশাক, পাষাণভেদী, বনস্পতিফল, সালসারাদি, কুরবক, কোবিদার, জীবন্তী, চিল্লী, পালঙ্কী, সুনিষণ্ণ, নীবার ও মুদ্গ প্রভৃতি দ্রব্য সংক্ষেপতঃ কষায়বর্গের অন্তর্ভূত। (সুশ্রুত।)

কষায়বাসিক (পুং) সুশ্রুতোক্ত কীটবিশেষ; এই জাতীয় কীট সৌম্য, সুতরাং শ্লেষ্মপ্রকোপক; ইহাদের মলমূত্র বিষাক্ত।

কষায়া (স্ত্রী) কষ-আয়-টাপ্। ক্ষুদ্র দুরালভা লতা। (Small sort of Hedysarum) ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—যাস, যবসা, দুস্পর্শ, ধন্বযাস, কুনাশক, দুরালভা, দুরালম্ভা, সমুদ্রান্তা, রোদিনী, গান্ধারী, কচ্ছুরা, অনন্তা, হরবিগ্রহা, দুরভিগ্রহা। ভাবপ্রকাশের মতে, ইহার গুণ—মধুর, তিক্ত ও কষায়রস, সারক, শীতল, লঘু এবং কফ, মেদ, মত্ততা, শ্রম, পিত্ত, রক্ত, কুষ্ঠ, কাস, তৃষ্ণা, বিসর্প, বাতরক্ত, বমি ও জ্বরনাশক। [দুরালভা দেখ।]

কষায়িত (ত্রি) কষায়ঃ রক্তপীতাদিবর্ণঃ সঞ্জাতোঽস্য কষায়-ইতচ্। (তদস্য সঞ্জাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬।) রক্তাদি বর্ণকৃত, যে বস্তুর রক্তাদি বর্ণ করা হইয়াছে।

("অমুনৈব কষায়িত স্তনী সুভগেন প্রিয়গাত্রভস্মনা।" কুমার ৪।৩৪।)

কষায়ী [ন্] (পুং) কষায়ো বিদ্যতে২স্য, কষায়-ইনি। ১ শালবৃক্ষ। ২ লকুচবৃক্ষ। ৩ খর্জ্জুরবৃক্ষ। (ত্রি) ৪ কষায়বিশিষ্ট।

কষায়ীকৃত (ত্রি) অকষায়ঃ কষায়ঃ কৃতঃ, কষায়-চ্বি-কৃ-ক্ত। যে কষায় বর্ণশূন্য দ্রব্যে কষায়বর্ণ করা হইয়াছে।

কষায়ীভূত (ত্রি) অকষায়ঃ কষায়ো ভূতঃ, কষায়-চ্বি-ভূ-ক্ত। কষায়রূপে বা কষায় গুণযুক্ত করিয়া নির্ম্মিত দ্রব্য।

কষি (ত্রি) কষতি হিনস্তি, কষ-ই (খনিকষ্যজ্যসিবসি ইত্যাদি। উণ্ ৪। ১২৯।) হিংস্রক।
(কষির্হিংস্রঃ। উজ্জ্বলদত্ত।)

কষিত (ত্রি) কষ-ক্ত। যাহা কষা অর্থাৎ পরীক্ষা করা হইয়াছে।

কষীকা (স্ত্রী) কষতি, কষ-ঈকন্ (কষি-দূষিভ্যামীকন্। উণ্ ৪।১৬।)-টাপ্। ১ পক্ষিজাতি। (কষীকা পক্ষিজাতিঃ। উজ্জ্বলদত্ত।) ২ (কষত্যনয়া) খন্তা।

কষী (পারস্য শব্দজ) দাঁড়ি, ছেদ।

কষীদা (পারস্য শব্দজ) শক্ত করিয়া বাঁধা।

কষেরুকা (স্ত্রী) কষ-এরক্-উ-সংজ্ঞায়াং কন্-টাপ্। ১ পৃষ্ঠাস্থি, পিঠের দাঁড়া। ২ কশেরুকা, কেশুর।

কষ্কষ (পুং) কষ ইতি অব্যক্তশব্দমুচ্চার্য্য কষতি কষ-কষ্-অচ্। বিষধর কৃমিবিশেষ।

("যেবাষাসঃ কষ্কষাস এজৎকাঃশিবিবিৎনুকাঃ।
দৃষ্টশ্চ হন্যতাং কৃমি রুতাদৃষ্টশ্চ হন্যতাম্॥"
অথর্ব্ববেদ ৫।২৩।৭।)

কষ্ট (ত্রি) কষ্যতে২সৌ, কষ কর্ম্মণি ক্ত নেট্ (কৃচ্ছ্র গহনয়োঃ কষঃ। পা ৭।২।২২।) ১ পীড়াযুক্ত। ২ গহন। ৩ পীড়াকারক। ৪ কষ্টসাধ্য। ৫ কুৎসিত। ৬ (ক্লী) কষভাবে ক্ত। পীড়ামাত্র; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়, পীড়া, বাধা, ব্যথা, দুঃখ, অমানস্য, প্রসূতিজ, কৃচ্ছ্র, আভীল, আবাধা, বেদনা, দুখ, আমানস্য, কলাকল, অর্ত্তি, আর্ত্তি, পীড়ন, বাধন, আমনস্য, বিবাধন, বিচেঠন, বিধানক, পীড়িত, কাথ ও অশর্ম্ম। ৭ অলঙ্কার-শাস্ত্রোক্ত দোষবিশেষ; অর্থ প্রতীতি ব্যবহিত হইলে তাহাকে কষ্ট বা ক্লিষ্টতা-দোষ কহে।

"ক্লিষ্টত্বমর্থপ্রতীতের্ব্যবহিতত্বম্।" সাহিত্য দ° ৭ অঃ।)

যথা "ক্ষীরোদজাবসতিজন্ম ভুবঃ প্রসন্নাঃ।" এখানে 'জল প্রসন্ন' এই অর্থে বাক্য প্রয়োগ হইয়াছে, কিন্তু সহজে তাহা বুঝিবার উপায় নাই,—ক্ষীরোদজা লক্ষ্মী, তাঁহার বসতি পদ্ম, পদ্মের জন্মস্থান জল। অতএব এখানে ক্লিষ্টত্ব বা কষ্টদোষ ঘটিয়াছে।

সাহিত্যদর্পণে ইহাকে ক্লিষ্টত্ব বলিলেও গ্রন্থান্তরে 'কষ্ট' নামে অভিহিত আছে।

("কষ্টং তদর্থাবগমো দুরায়ত্তো ভবেদ্যদি।")

কষ্টকর (ত্রি) কষ্টং করোতি, কষ্ট-কৃ-ট। ১ পীড়াজনক। ২ দুঃখজনক।

কষ্টকল্পনা (স্ত্রী) কষ্টেন কল্পনা, ৩তৎ। ১ যাহা ভাবিয়া স্থির করিতে কষ্ট বোধ হয়। ২ যাহা সহজে কল্পনা করা যায় না।

কষ্টকল্পিত (ত্রি) কষ্টেন কল্পিতং রচিতম্। যাহা কষ্টে রচনা করা হইয়াছে।

কষ্টকার (পুং) কষ্টং করোতি, কষ্ট-কৃ-অণ্। ১ সংসার। ২ (ত্রি) পীড়াকারক।

কষ্টকারক (পুং) কষ্টকার-স্বার্থে কন্। কষ্ট-কৃ-ণ্বুল্ বা যদ্বা কষ্টস্য কারকঃ ৬তৎ। ১ সংসার। (ত্রি) ২ দুঃখজনক।

কষ্টজীবী [ন্] (ত্রি) কষ্টেন জীবতি, কষ্ট-জীব-ইনি। ১ যে কষ্টে জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ২ যে অনেক ভোগ করিয়াও বাঁচিয়া থাকে।

কষ্টতপা [স্] (পুং) কষ্টং কষ্টকরং তপো যস্য, বহুব্রী। অতি কষ্টকর তপস্যাকারক।

কষ্টদ (ত্রি) কষ্টং দদাতি, কষ্ট-দা-ক। কষ্টদায়ক, যে কষ্ট দেয়।

কষ্টরিপু (পুং) কষ্টঃ কষ্টসাধ্যো রিপুঃ, কর্ম্মধা। যে শত্রুকে কষ্টে পরাজয় করিতে হয়। মনুসংহিতায় ইহার এইরূপ লক্ষণ উক্ত আছে,—

"প্রাজ্ঞং কুলীনং শূরঞ্চ দক্ষং দাতারমেবচ।
কৃতজ্ঞং ধৃতিমন্তঞ্চ কষ্টমাহুররিং বুধাঃ।"

বিদ্বান্, কুলীন, বীর, দক্ষ, দাতা, কৃতজ্ঞ ও ধৈর্য্যশালী শত্রুকে পণ্ডিতগণ 'কষ্টরিপু' কহেন।

কষ্টলভ্য (ত্রি) কষ্টেন লভ্যং, ৩তৎ। যাহা কষ্টে পাওয়া যায়।

কষ্টশ্রিত (ত্রি) কষ্টং শ্রিতং আশ্রিতং যেন, বহুব্রী। ১ যে কষ্ট পাইতেছে। ২ কঠোর ব্রতকারক।

কষ্টশ্রোত্রিয়। বঙ্গদেশীয় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণের একটি বিভাগ। [শ্রোত্রিয় দেখ।]

কষ্টসহ (ত্রি) কষ্টং সহতে কষ্ট-সহ-অচ্। কষ্টসহিষ্ণু।

কষ্টসাধ্য (ত্রি) কষ্টেন সাধ্যম্, ৩তৎ। ১ যাহা কষ্টে আরোগ্য করিতে হয়। ২ যাহাকে কষ্টে পরাজয় করিতে হয়।

কষ্টস্থান (ক্লী) কষ্টং কষ্টকরং স্থানম্, কর্ম্মধা। দুঃখজনক স্থান।

কষ্টহরণপর্ব্বত, মুঙ্গেরস্থ পর্ব্বতের একটি প্রাচীন নাম।

কষ্টহরণী, ১ কীকট দেশস্থ একটি নদী। (ভ° ব্রহ্মখ° ২১। ৪৯) ২ অঙ্গদেশের দবীকর্ণের নিকট প্রতিষ্ঠিত এক প্রাচীন দেবীমূর্ত্তি। (দেশাবলী § ৪৪। ২। ৬)। বর্ত্তমান মুঙ্গেরের নিকট।

কষ্টা (দেশজ) কষায় রসবিশিষ্ট।

কষ্টি (স্ত্রী) কষ-ভাবে ক্তি। ১ কষা, পরীক্ষা করা। ২ (অধি-করণে ক্তি) কষিবার পাথর।

কষ্টিপাথর (দেশজ) সোণা রূপা পরীক্ষা করিবার পাথর-বিশেষ।

কষ্টেসৃষ্টে (দেশজ) অতি কষ্টে। সংস্কৃত ভাষাতেও 'কষ্ট সৃষ্টি' শব্দের উত্তর তৃতীয়া বিভক্তি করিয়া অতি কষ্টের স্থলে 'কষ্টসৃষ্ট্যা' এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

কস্ (দেশজ) ১ ক্বাথ। ২ মুখের প্রান্তভাগ।

কস (পুং) কসতি বিকসতি স্বর্ণাদিরত্র, কস-অচ্। কষ, কষ্টিপাথর।

কসন (পুং) কসতি হিনস্তি, কস-ল্যু। কাসরোগ।

কসনা (স্ত্রী) কসতি হিনস্তি বিষেণ পীড়য়তি কষ-ল্যু-টাপ্। লূতাবিশেষ, কৃষ্ণবর্ণ মাকড়সাবিশেষ। ইহার মূত্র স্পর্শে বিষরোগ হইয়া থাকে। [বিষরোগ দেখ।]

("আলমূত্রবিষা কৃষ্ণা কসনা চাষ্টমী স্মৃতা।" সুশ্রুত।)

কসনি (দেশজ) ১ বাকুডোর। মুখরজ্জু। (?)

"কুন্দলের ধুকড়ি ঢেঁকির পিঠে জিন।
কসনি কুসের দড়ি লাগামবিহীন॥" রামেশ্বর শিবায়ন ১১৪।

২ কসিয়া বাঁধা।

কসনোৎপাটন (পুং) কসনং কাসরোগং উৎপাটয়তি, কসন-উৎ-পট-ণিচ্-ল্যুট্। বাসক বৃক্ষ।

কসব্ (আরব্য) বাণিজ্য, ব্যবসা।

কসম্ (আরব্য) শপথ।

কসর্ণীর (পুং) সর্পবিশেষ। (অথর্ব্বসংহিতা ১০। ৪। ৫)

কসরবাণি, বেহার অঞ্চলের বেণিয়া জাতির একটি শাখা, এই শাখা আবার ৯৬ থাকে বিভক্ত; তন্মধ্যে ইহারাই প্রধান, যথা—সগেলা, বগেলা, চনঙ্কাৎ-কথৌতিয়া, আবকহিলা, চালানিয়া, চৌসোবার, মালহাটিয়া, লৌঙ্গঝরাঝরি, সোনে-চড়ু, পেকেদাঁড়ি, সোনাল, তারসি ও তিরুসিয়া।

কসরবাণিরা স্ব স্ব থাকে অথবা যাহার সহিত পাঁচ পুরুষে সম্বন্ধ আছে, এরূপ লোকের সহিত বিবাহ কার্য্য করে না। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত। পুরুষেরা বহু বিবাহ করিতে পারে। বিধবা-বিবাহ ইহাদের মধ্যে দোষের নহে, তবে বিধবা কোনক্রমে আপন দেবরকে বিবাহ করিতে পারে না। ইহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই বৈষ্ণব, বিষ্ণুর

উপাসনা ব্যতীত, তাহারা 'বন্নী' ও 'সোথা-শম্ভুনাথ নামক গ্রাম্যদেবতারও পূজা করে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই দোকানদার, তবে অল্প লোকেই কৃষিকার্য্য করে। ইহারা তেলী অথবা মুসলমানকে কখন গব্যাদি বিক্রয় করে না।

কসা (স্ত্রী) কসতি তাড়য়তি, কস-অচ্-টাপ্। ১ কসা, চাবুক। ২ (দেশজ) মুখের প্রান্তদেশ।

কসাই (আরব্যশব্দজ) ১ পশুঘাতক। ২ (দেশজ) একটি নদী। মানভূমজেলার উত্তর পশ্চিমাংশ হইতে উৎপন্ন হইয়া মানভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর হইয়া হলদী নদীর সহিত মিশিয়াছে। কালিদাসের রঘুবংশে ইহা 'কপিশা' নামে উক্ত হইয়াছে। কোন কোন প্রাচীন বাঙ্গালাগ্রন্থে ইহার নাম কংশবতী দৃষ্ট হয়।

কসাগিলা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Dolichos hexandras)

কসাম্বু (ক্লী) পিতৃলোকদিগকে কব্যদান সময়ে যে জল দান করা হয়।

কসায়ী (আরব্যশব্দজ) কসাই, পশুঘাতক।

কসারস্ (পুং) পক্ষিবিশেষ।

("হংসকাকময়ূরাণাং কৃকলাসকসারসাম্।" মহাভারত ১৩।৬ অ:)

কসালা (আরব্য) কষ্ট।

কসিপু (পুং) কশতি শাস্তি দুঃখম্, (নিপাতনাৎ সিদ্ধম্।) ১ কশিপু। ২ অন্ন।

কস্‌নি (দেশজ) ১ কসাকসি। ২ গৃহস্থ পরিবারকে শাসন বা পীড়াপীড়ি।

কসূর (আরব্য) ১ অভাব। ২ ক্রটি। ৩ অবশিষ্ট। ৪ অল্প।

"পার্ব্বণি পঞ্চকজাত, ওড়ালোন সনাভাত,
ধানকাটি কসির কসুরে।" কবিকঙ্কণ চণ্ডী।

কস্কষানি (দেশজ) ক্রোধে দন্ত কড়মড়ি।

কস্‌কস্ (দেশজ) ১ অধিক উত্তপ্ত। ২ অধিক কাঁচা। ৩ অত্যন্ত ক্রোধ।

কসিয়া, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের গোরখপুরজেলার দ্রোণ-তহসীলের এলাকাধীন একটি গ্রাম, গোরখপুর হইতে ১৮॥ ক্রোশ পূর্ব্বে।

কসিয়া গ্রাম—বৌদ্ধগ্রন্থে 'কুশীনগর' নামে পরিচিত। এইখানে শাক্যবুদ্ধের নির্ব্বাণ হয়। ভারতবর্ষের বৌদ্ধ রাজাদিগের সময় এই স্থান অতি প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। তৎকালে দেশ বিদেশ হইতে বৌদ্ধযাত্রীগণ অতি পবিত্র তীর্থ ভাবিয়া এই স্থান দর্শন করিতে আসিত। খৃষ্টের ৫ম ও ৭ম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ ও হিউএন্‌সিয়াং এই পবিত্রস্থান দেখিতে আসিয়াছিলেন। হিউএন্‌সিয়াং লিখিয়াছেন, 'এই নগরের প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশদূরে, অজিতাবতী নদীর পরপারে শালবন ছিল, এই বনে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণলাভ করেন। তাঁহার স্মরণার্থ অশোকরাজ অনেকগুলি স্তূপ ও একটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে এক প্রকাণ্ড বুদ্ধমূর্ত্তি স্থাপন করেন।'

হিউএন্‌-সিয়াঙের সময়ে এখানকার পূর্ব্ব সমৃদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছিল, তৎকালে এখানকার প্রাসাদ উপবন সকলই ধ্বংস হইয়াছিল। কেবল অশোকরাজ-নির্ম্মিত একটি বৌদ্ধস্তূপ এবং বুদ্ধমূর্ত্তি ভূষিত একটি বিহার সেই পূর্ব্ব সমৃদ্ধির কথঞ্চিৎ পরিচয় দিতেছিল।

এখন এই গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে অশ্বত্থমূলে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি, একটি ইষ্টক-নির্ম্মিত প্রাচীন স্তূপ এবং রামভর-ভবানী নামক দেবীমন্দির আছে। এতদ্ভিন্ন আরও অনেক বৌদ্ধস্মৃতি ছিল, কালবশে গণ্ডকীনদীর জলস্রোতে সেই সমস্ত কোথায় বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

বর্ত্তমান গ্রামে ডাকঘর, ঔষধালয়, পুলিসের থানা ও জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের থাকিবার কাছারী আছে।

কসিয়াড়ি, মেদিনীপুরজেলার তামলুক উপবিভাগের অন্তর্গত একটি গ্রাম। অক্ষা° ২২° ৭´ ২৫´´ উ:, দ্রাঘি° ৮৭°১৬´২০´´ পূ:। এই গ্রামটি বাণিজ্যপ্রধান, এখানে তসরের কৃষি হয় এবং তসরের ব্যবসার জন্যই এই স্থান বিখ্যাত।

কসেরা, বেহার অঞ্চলের এক প্রকার বেণিয়াজাতি। [কাঁসারি দেখ।]

কস্কাদি (পুং) পাণিনি-ব্যাকরণোক্ত বিসর্গস্থানে নিত্য স হইবার জন্য গণবিশেষ।

"কস্ক, কৌতস্কুত, ভ্রাতুষ্পুত্র, শুনস্কর্ণ, সদ্যস্কাল, সদ্যস্ক্রী, সাদ্যস্ক, কাংস্কান্, সর্পিষ্কুণ্ডিকা, ধনুষ্কপাল, বর্হিষ্পল, যজুষ্পাত্র অয়স্কান্ত, তমস্কাণ্ড, অয়স্কাণ্ড, মেদস্পিণ্ড, ভাস্কর, অহস্কর ও আকৃতিগণ।" (পা ৮।৩।৪৮।)

কস্তম্ভী (স্ত্রী) [বৈ] কং শিরোহগ্রভাগং স্তভ্নাতি, ক-স্তন্ভ-অণ্ ঙীষ্। শকটের অধঃপতন নিবারণ জন্য মেথিবিশেষ।

কস্তীর (ক্লী) রাং, রঙ্গধাতু। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—পুত্র-পিচ্চট, মৃদঙ্গ, বঙ্গ, রঙ্গ, ত্রপুঃ, স্বর্ণজ, নাগজীবন, শুক্লপত্র, চক্র, তমর, নাগজ, আলীনক ও সিংহল। [রঙ্গ দেখ।]

কস্তরিকা (স্ত্রী) কস্তূরী-স্বার্থে কন্-টাপ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) কস্তূরী।

কস্তূর (দেশজ) কস্তূরী।

কস্তূরা (দেশজ) কস্তূরী।

কস্তূরিকা (স্ত্রী) কস্তূরী স্বার্থে কন্-টাপ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ হ্রস্বঃ। কস্তূরী।

রিকামৃগ (পুং) একজাতীয় হরিণ। ইহাদের তল-পেটের নিকট নাভিতে কস্তূরী সঞ্চিত থাকে এবং ইহাদের শরীর হইতে কস্তূরীগন্ধ নিঃসৃত হয় বলিয়া ইহাদিগকে কস্তূরিকা-মৃগ কহে। সংস্কৃত পর্য্যায়—কস্তূরীমৃগ, গন্ধবাহ, গন্ধমৃগ। ভারতবর্ষে অতি পূর্ব্বকাল হইতেই এই মৃগ পরিচিত ও সমাদৃত। প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা ৫ প্রকার মৃগের নাম করিয়াছেন, তন্মধ্যে কস্তূরিকামৃগ 'পার্থিবমৃগের' অন্তর্গত। যথা—

"পৃথিব্যপ্‌বায়ুগগনাস্তেজোঽধিকাস্ত পঞ্চধা।
ভিদ্যন্তে নৈকভেদাস্ত সমস্তা মৃগজাতয়ঃ॥
যে গন্ধিনঃ ক্ষীণশরীরকর্ণা-
স্তে পার্থিবা গন্ধমৃগাঃ প্রদিষ্টাঃ।" যুক্তিকল্পতরু।

মৃগজাতি এক প্রকার নয়। পার্থিবমৃগ, জলমৃগ, বায়ুমৃগ, গগনমৃগ ও তেজোমৃগ এই পাঁচ প্রকার ভেদ আছে। যে সকল মৃগের শরীর ও কর্ণ ক্ষীণ, গন্ধবিশিষ্ট; তাহাদিগকে পার্থিব গন্ধমৃগ বলা যায়। [মৃগ দেখ।] এই গন্ধমৃগেরই অপর নাম কস্তূরিকামৃগ।

কস্তূরিকামৃগ রোমন্থক চতুষ্পদ পশুর মধ্যে পরিগণিত। সচরাচর যে সকল হরিণ দেখা যায়, ইহারা সেরূপ নয়। হরিণের বড় বড় শিং থাকে, কিন্তু ইহাদের তাহা নাই, তবে গতি হাব ভাব ঠিক হরিণের মত, এজন্য ইহাদিগকে এক বিভিন্ন জাতীয় হরিণ বলা যায়। হরিণের ন্যায় ইহাদের চক্ষুর মূলে অক্ষিছিদ্র নাই। এ ছাড়া ইহাদের উপর-মাড়ি হইতে গালের দুই পার্শ্বে দুইটি গজদন্ত ২। ৩ অঙ্গুলি বাহির হইয়া থাকে। লোম স্পর্শ করিলে হংসপুচ্ছের পালকের মত কর্কশ বোধ হয়।

কস্তূরীর জন্যই কস্তূরিকামৃগের এত আদর। এই সুগন্ধি দ্রব্য বহুদিন হইতে ভারতবর্ষে প্রচলিত। [কস্তূরী দেখ]

"কস্তূরিকামৃগবিমর্দ্দ সুগন্ধিরেতি" মাঘ।

পূর্ব্বে ভারতবর্ষের তিন জায়গায় তিন প্রকার কস্তূরিকামৃগ পাওয়া যাইত, স্থানভেদে কস্তূরীরও তারতম্য ছিল। কাশ্মীর-পণ্ডিত নরহরি-বিরচিত নিঘণ্টুরাজনামক গ্রন্থে লিখিত আছে—

"কপিলা পিঙ্গলা কৃষ্ণা কস্তূরী ত্রিবিধা মতা।
নেপালে ঽপি কাশ্মীরকে কামরূপে ঽপি জায়তে॥
কামরূপোদ্ভবা শ্রেষ্ঠা নৈপালী মধ্যমা ভবেৎ।
কাশ্মীরদেশসম্ভবা কস্তূরী হ্যধমা স্মৃতা॥"

নেপাল কাশ্মীর ও কামরূপ এই তিনদেশে তিন প্রকার কস্তূরী জন্মে। কামরূপের কস্তূরী সর্ব্বোৎকৃষ্ট, দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, নেপালের কস্তূরী মাঝারি, দেখিতে নীল এবং কাশ্মীরের কস্তূরী অধম, দেখিতে কপিলবর্ণ।

উপরোক্ত প্রমাণ দ্বারা বোধ হইতেছে পূর্ব্বকালে কামরূপ, নেপাল ও কাশ্মীর ভিন্ন প্রকারের কস্তূরীমৃগ বাস করিত। প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথের মতে হিমালয় প্রদেশই এই জাতীয় মৃগের প্রধান বাসস্থান ;—

"মৃগনাভিঃ কস্তূরী তদ্গন্ধি কস্তূরীমৃগাধিষ্ঠানাদিত্যুক্তং
তেন হিমাদ্রাবপি তন্মৃগস্য সঞ্চারোঽস্তীতি গম্যতে॥"
কুমারসম্ভবে মল্লিনাথকৃত টীকা ১। ৫৪।

এই মৃগজাতি সাইবেরিয়া, মধ্য এসিয়া এবং হিমালয়-প্রদেশে গ্রীষ্মকালে সমুদ্র হইতে ৮০০০ ফুট উচ্চ স্থানে, টঙ্কিণ ও আনামদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যে মধ্যে সহ্যাদ্রি গিরিতেও এই মৃগ দৃষ্ট হয়। সকল স্থানের কস্তূরিকামৃগ অপেক্ষা তিব্বতদেশীয় কস্তূরীমৃগ অধিক আদরণীয়। ইহাকে তিব্বতে 'লা', 'লব', কাশ্মীরে 'রৌস', কুনাবরে 'বেনা', হিন্দুস্থানীরা 'কস্তুর' ও 'কস্তূরী,' মহারাষ্ট্রে 'পেশোরী' ও পারস্যে 'মুসক্' বলে। ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম (Moschus Moschiferus)

কস্তূরীমৃগ ২॥০ ফুটের অধিক বড় হয় না, চর্ম্ম কাল, মধ্যে মধ্যে লাল ও জরদের ফুট্‌কি; ঠোঁট পীত, লেজ ছোট প্রায় ১ ইঞ্চি লম্বা, স্ত্রী ও পুরুষের ২ বর্ষ পর্য্যন্ত লেজের উপরে লোম ও নিম্নভাগে পসম থাকে; পুরুষ বড় হইলে লোম বা পসম থাকে না। কেবল বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষের নাভি হইতেই কস্তূরী উৎপন্ন হয়।

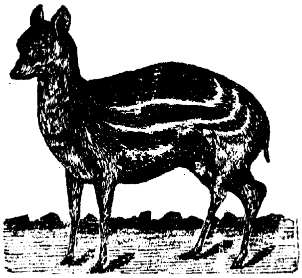


কস্তূরিকামৃগ।

ইহারা অতি ভীরু, নিরীহ, লাজুক এবং নির্জ্জন-প্রিয়। নিবিড় অরণ্য ও মানবের অগম্য উপত্যকাপ্রদেশ ইহাদের বিচরণ-ভূমি। শীকারীরা বহুকষ্টে ইহাদের ধরিতে অথবা আক্রমণ করিতে পারে। কোনক্রমে ধরিতে পারিলে শীকারীরা ইহাদের নাভিচ্ছেদন করিয়া লয় এবং উহা অধিক মূল্যে ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করে।

কস্তূরিকামৃগের নাভি (Musk-bag) একটি ছোট পায়রার ডিমের মত, আকার বৃক্ককের ন্যায়। প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী ট্যাভ্যার্নিয়ার ৭৬৭৩টি নাভি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কস্তূরিকামৃগ পর্ব্বতজাত সামান্য তৃণ ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে। ইহাদের চারি পা অত্যন্ত সূক্ষ্ম, দূর হইতে তাহাতে জজ্ঘাদির ভেদ দেখা যায় না। এজন্য একটি গল্প আছে যে, কস্তূরিকা মৃগের হাঁটু নাই।

ভারত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে কস্তূরিকামৃগের মত আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র পশু আছে, কিন্তু তাহাদের নাভিতে কস্তূরী উৎপন্ন হয় না। সুমাত্রা ও যবদ্বীপে এই ক্ষুদ্র অর্দ্ধ হস্ত-পরিমিত হরিণকে কোথাও 'সেব্রোটন্' কোথাও বা "নেপূ" বলে। ইহার ইংরাজী প্রদত্ত নাম Tragulas Javanicus.



ইহা যবদ্বীপবাসীগণের অতি প্রিয়; পুষিলে বেশ পোষ মানে।

কস্তূরী (স্ত্রী) কসতি গন্ধো হস্যাঃ কস্-উর-তুট্-ঙীপ্ (পৃষো-দরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ [কস্তূরিকামৃগ দেখ।] ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মৃগনাভি, মৃগমদ, মৃগ, মৃগী, নাভি, মদ, বাতামোদ, যোজনগন্ধিকা, মদনী, গন্ধকেলিকা, বেধমুখ্যা, মার্জারী, সুভগা, বহুগন্ধদা, সহস্রবেধী, শ্যামা, কামান্ধা, মৃগাণ্ডজা, কুরঙ্গনাভি, ললিতা, শ্যামলা, মোদিনী, কস্তূরিকা, কস্তরিকা, নাভী, লতা, যোজনগন্ধা, মার্গ, গন্ধবোধিকা, কালাঙ্গী, ধূপসঞ্চারী, মিশ্রা ও গন্ধপিশাচিকা। কস্তূরীমৃগের নাভি (একটি ক্ষুদ্র থলী আকারে) থাকে। তন্মধ্যে এই কস্তূরী উৎপন্ন হয়। এই জন্য সচরাচর ইহাকে মৃগনাভি বলে। আরবী ও পারসি ভাষায় মুস্ক্, বা মিস্ক্, হিন্দী তামিল ও তেলগু ভাষায় কস্তূরী ও কস্তূর, যব ও মলয়ে দিদেশ, সিংহলে কস্তা বা উরুলা, ব্রহ্মে দো, চীনে শি-হিয়ং, রুষে কবর্গ ও মস্কস্, ইতালীতে মুস্চিও, জর্ম্মনে বিসম্, পর্ত্তুগীজেরা অলমিস্কার, ওলন্দাজেরা মস্ক, দিনেমারেরা দিসমের, ফরাসীরা মস্ক্, ইংরাজীতে মাস্ক কহে। মৃগনাভি কিছু উগ্র; ইহার আস্বাদ কটু অথচ মুখে দিলে বেশ সদ্গন্ধ বাহির হয়।

ভারতবর্ষে মৃগনাভির আদর বহু পূর্ব্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে; প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রাচীন বৈদ্যক মতে, কামরূপ, নেপাল ও কাশ্মীর এই তিনদেশে কস্তূরী উৎপন্ন হয়, ইহাদিগের মধ্যে কামরূপের কস্তূরী সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইহা কৃষ্ণবর্ণ, নেপালের মধ্যম নীলবর্ণ, এবং কাশ্মীরের অধম কপিলবর্ণ। খরিকা, তিলকা, কুলথা, পিণ্ডা ও নায়িকা নামে ইহা পাঁচশ্রেণীতে বিভক্ত। (ভাবপ্রকাশ) রাজবল্লভের মতে, ইহার গুণ সুগন্ধি, তিক্ত, চক্ষুর হিতকারক এবং মুখরোগ, কিলাস, কফ, দৌর্গন্ধ্য, বন্ধ্যাদোষ, অলক্ষ্মী, মলা, রক্তপিত্ত ও ছর্দ্দিনাশক। এতদ্ভিন্ন ভাবপ্রকাশে কটু, ক্ষার, উষ্ণ, শুক্রজনক, গুরু এবং শীত ও শোষনাশক এই কয়েকটি গুণ অধিক লিখিত আছে।

পূর্ব্বে য়ুরোপের লোকেরা কস্তূরীর বিষয় জানিত না। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরবেরা য়ুরোপে কস্তূরী লইয়া যায়। আরব ও পারসিকেরা কস্তূরীকে মুস্ক বলে, তাহা হইতে লাটিন মুস্কস্ (Muschas) ও ইংরাজী মাস্ক্ (Musk) শব্দের উৎপত্তি।

য়ুরোপীয় চিকিৎসকদিগের মতে ইহার গুণ—

উত্তেজক ও আক্ষেপজনক। হাঁকানি কাশ(১০-১৫ গ্রেণ), কাশী (১ গ্রেণ দিনে ৩।৪ বার), মৃগীরোগ, তাণ্ডবরোগ, ধনুষ্টঙ্কার, স্ত্রীলোকের প্রসবকালীন আক্ষেপ, হিষ্টিরিয়া, মোহকর ও তান্ত্রিক জ্বর, (Pneumonia) ফুস্ফুস্ প্রদাহ (২৪—৩০ গ্রেণ) ও বাতরোগে বিশেষ উপকারী। ছেলেদের তড়কারোগে অধিক আক্ষেপ হইতে থাকিলে ১-৫ গ্রেণ কস্তূরী পিচ্কারী করিয়া প্রয়োগ করিলে তৎক্ষণাৎ ফল পাওয়া যায়।

এক্ষণে তিন প্রকার মৃগনাভি প্রচলিত; তিব্বতদেশীয়, রুষদেশীয় ও চীনদেশীয়। ইহার মধ্যে তিব্বতদেশীয় সর্ব্বোৎকৃষ্ট, চীনের মধ্যম, রুষের অধম। রুষদেশীয় মৃগ হইতে যে কস্তূরী পাওয়া যায়, তাহা তেমন উৎকৃষ্ট না হওয়ায় ব্যবসাদারেরা রুষদেশীয় মৃগের নাভি হইতে কস্তূরী আনিয়া চীনদেশীয় মৃগের নাভিতে পুরিয়া রাখে, তাহাতে উহার গন্ধ অনেকটা পরিবর্ত্তিত হয়।

মৃগনাভি অধিক মূল্যে বিক্রয় হয়, এক একটি নাভির মূল্য ১৫৲।১৭৲ টাকা, তাই ব্যবসায়ীরা ইহাতে মাংসের কুচি ও রক্ত মিশাইয়া কৃত্রিম চর্ম্মলোমে ঢাকিয়া বিক্রয় করে। কিন্তু মৃগনাভির পরীক্ষা অতি সহজে হয়। কৃত্রিম মৃগ-

নাভি আগুনে ফেলিলে তাহা হইতে দুর্গন্ধ বাহির হয়। কিন্তু প্রকৃত কস্তূরীতে এমন ঘটে না। (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Hibischus Abelmoschus) আর একজাতীয় গাছ আছে তাহা দেখিতে ভেরাণ্ডাগাছের মত (Amaryllis Zeylanica)

কস্তূরীকাগুজ (পুং) মৃগনাভি।

কস্তূরীতিলক (ক্লী) কস্তূর্য্যাস্তিলকং ৬তৎ। কস্তূরীর ফোঁটা। ("কস্তূরীতিলকং ললাটফলকে।" বিষ্ণুস্তব।

কস্তূরীমল্লিকা (স্ত্রী) কস্তূরী গন্ধযুক্তা মল্লিকা মধ্যলো°। ১ মৃগবদবাসা। ২ লতাকস্তূরী। ইহাকে এদেশে কস্তূরী বলে, কস্তূরীগাছ দুইপ্রকার একপ্রকার লতানিয়া অপর ভেরাণ্ডা-গাছের মত, উভয় গাছে ফল ও ফুল হয়। ফুল এবং ফলের বীজে বেশ সদ্গন্ধ আছে। এদেশে মাথাঘসার মসলায় কস্তূরীবীজ দেওয়া হয়।

কস্তূরীমৃগ [কস্তূরিকামৃগ দেখ।]

কস্তূরীবল্লিকা (স্ত্রী) কস্তূরীগন্ধযুক্তা বল্লিকা মধ্যলো। লতাকস্তূরী। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—মধুর ও তিক্তরস, শীতল, লঘু, চক্ষুর হিতকর, ভেদক এবং শ্লেষ্ম, তৃষ্ণা, বস্তিরোগ ও মুখরোগনাশক।

কস্মল (ক্লী) কশ-কল-মুট্ (নিপাতনাৎ) শস্য সত্বম্। ১ কশ্মল। ২ মোহ।

কস্রৎ (আরব্য) ব্যায়াম, কৌশল।

কস্লৎ (আরব্য) ব্যায়াম, কৌশল।

কস্বা (আরব্য) ক্ষুদ্র নগর বা গ্রাম।

কস্বাটী (দেশজ) মৎস্যবিশেষ।

কস্বী (আরব্য) বেশ্যা।

কসবীবাজ (আরব্য শব্দজ) লম্পট।

কস্বর (ত্রি) কস্-বরচ্। ১ গমনশীল, যে গমন করিতেছে। ২ হিংস্রক।

কহন (দেশজ) বলা।

কহয় (পুং) কস্য সূর্য্যস্য হয়ঃ অশ্বঃ। সূর্য্যের অশ্ব। সূর্য্যের অশ্ব ৭টি ইহাদের সকলেরই বর্ণ হরিৎ অর্থাৎ সবুজ।

কহরা (দেশজ)। মৎস্যবিশেষ, খয়েরা মাছ।

কহলক (দেশজ) এক জাতীয় ঘুঘু (Columba lineata.)

কহা (দেশজ) বলা।

কহাকহি (দেশজ) বলাবলি, পরস্পর কথা কহা।

কহাহ (পুং) কটাহ।

কহিক (পুং) কহোড়-ঠক (দ্বিতীয়াদচো লোপে সন্ধ্যক্ষর দ্বিতীয়ত্বে তদাদেৰ্লোপবচনম্। পা ৫।৩।৮৩। বার্ত্তিক ৮।) অনেন সাধুঃ। ঋষিবিশেষ।

কহু (দেশজ) ককুভ গাছ। (Pentaptera glabra)

কহুবা (দেশজ) একপ্রকার অর্জ্জুন গাছ, ককুভ।

কহুয় (পুং) হ্বে-ক্যপ্-হুয়ঃ, কঃ সূর্য্যঃ হুয়ো যস্য বহুব্রী। সূর্য্যের আহ্বানকারক ঋষিবিশেষ।

কহুয়া (দেশজ) বাগ্মী, যে অধিক ও ভালবলিতে পারে। যেমন কহিয়ে বলিয়ে লোক।

কহোড় (পুং) ঋষিবিশেষ, ইনি উদ্দালকের শিষ্য ও অষ্টা-বক্রের পিতা।

কহ্লণ (পুং) কল্হণ। রাজতরঙ্গিণী প্রণেতা। [কল্হণ দেখ।]

কহ্লার (ক্লী) কস্য জলস্য হার ইব কে জলে হ্লাদতে বা ক-হ্লাদ্‌পচাদচ্-(পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ)। শ্বেত উৎপল, শ্বেত শুঁদি, হেলা ফুল। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—সৌগন্ধিক, কত্তৃণ ও গন্ধক। (Nymphæa edulis) ইহাকে বঙ্গদেশে কোন কোন স্থানে ছোট শুঁদি কহে। ইহা ভারতবর্ষের নানা স্থানে জলা ও পুষ্করিণীতে জন্মে। অপর পদ্মের মত ইহার মূলও বড় হয়। ইহার শাঁস খাওয়া যায়। ইহার ফুল ছোট সাদা বা লাল রঙের হয়। রাজবল্লভের মতে, ইহার পুষ্প-গুণ—কষায় ও মধুর রস, শীতল এবং পিত্ত, কফ ও রক্ত-নাশক।

কহ্ব (পুং) কে জলে হ্বয়তি শব্দায়তে স্পর্দ্ধতে বা ক-হ্বে-ক। বক। (বকে কহ্বো বকোটবৎ। হেম ৪।৩৯৮)

কা (অব্যয়) ১ কাকের শব্দ। ২ মন্দ। * । পথ ও অক্ষ শব্দ পরে থাকিলে কু শব্দের স্থানে কা আদেশ হয়। (কা পথ্যক্ষয়োঃ। পা ৬।৩।১০৪।)

কাই (দেশজ) লেই, মণ্ড।

কাইট (দেশজ) ১ কিট্ট, মলা। ২ তৈলাদির নীচে যে পদার্থ জমিয়া থাকে, ঐরূপ পদার্থের নাম কাইট বা কাট।

কাইবীচি (দেশজ) তেঁতুলের বীজ, এই বীজের শাঁসে কাই-বৎ আটা থাকে, বোধ হয় তাই কাইবীচি নাম হইয়াছে। [তেঁতুল দেখ।]

কাইম (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন কোন স্থলে 'কেমা', কোনখানে বা 'খরিম', তৈলঙ্গে 'নীল বোলাকোদি' এবং বঙ্গের কোন কোন স্থানে 'কেম' বলে। ইংরাজীতে (Porphyrio poliocephalus.)

এই পাখী দেখিতে গাঢ় নীল, পুচ্ছ চিক্কণ কৃষ্ণ, পুচ্ছের মূলের নিম্নভাগ শ্বেত এবং উপরিভাগ অল্প নীল। ঠোঁট লাল, উপরসীমা কিন্তু কতকটা কাল, দুই চুয়ালের উপর যেন রক্তের ফোটা, পা দুটি ইটের মত লাল। এক একটি লম্বায় ১ হাত, ডানা ১৩ অঙ্গুলি।

এই পাখী ভারতবর্ষ ও সিংহলের খাল, বিল, জলা, অথবা নদীতে যেখানে অধিক খাগড়া গাছ জন্মে এরূপ স্থানেই প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। যে ঝিল অথবা বিলের চারিপাশে ঝোপ থাকে, এরূপ স্থানই কাইম পাখীর প্রিয় ও আবাসযোগ্য। ইহাদের ডাক কুঁকড়ার ন্যায়। বীজ ও শাক সব্‌জী ইহাদের প্রধান খাদ্য। ইহাদের ডিম কখন কখন কুঁকড়ার বাসায় দিয়া ফোটান হয়। আফ্রিকা ও নিউজিলণ্ডে এই জাতীয় কএকপ্রকার পাখী আছে। ভূমধ্যসাগরের দ্বীপপুঞ্জে একজাতীয় কাইম আছে, তাহারা বুনো হাঁসের ডিম চুষিয়া খায়।

কাইল (দেশজ) কল্য, কাল্।

কাউর (দেশজ) ব্রণবিশেষ, শিশুদিগের পদাদিস্থানে ইহা উৎপন্ন হয়; ইহার আকৃতি প্রায় পাচড়ার ন্যায়, চিকিৎসাও তদ্রূপ। [পামা দেখ।]

কাএদা (আরব্য) ১ অধিকার। ২ বশ। ৩ সুশৃঙ্খল। ৪ নৈপুণ্য। ৫ বন্দোবস্ত।

কাএম (আরব্য) স্থায়ী।

কাএমগঞ্জ, ১ উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের ফরুখাবাদ জেলার একটি তহসীল। গঙ্গার দক্ষিণকূলে অবস্থিত। কাম্পিল ও শম্‌সাবাদ ইহার অন্তর্গত। তহসীলের কতকাংশ ভাঙ্গাড় ও কতকাংশ নাবাল; কতকাংশ বালুকাময় আবার কতকাংশ বেশ উর্ব্বরা। [কাম্পিল ও শম্‌সাবাদ দেখ।] এই তহসীলের ভূপরিমাণ ৩৭১ বর্গমাইল, ইহার মধ্যে ২৪০ বর্গমাইলে কৃষি হয়। জোয়ার, বাজরা, ইক্ষু ও কার্পাস বেশ জন্মে। (১৮৮১ সালের সংখ্যানুসারে) এখানে ১৬৭১৫৬ লোকের বাস। তন্মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু। গবর্ণমেণ্টের বার্ষিক খাজনা ২৫৪৬৮০৲।

এখানে দাওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত আছে।

২ কাএমগঞ্জ তহসীলের প্রধান কাছারী ও কাম্পিল পরগণার প্রধান নগর কাএম-গঞ্জ। অক্ষা° ২৭° ৩৩´ ১০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ২৩´ ৪৫´´। বুড়গঙ্গানদীর অর্দ্ধ-ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত।

এই নগর ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে ফরুখাবাদের প্রথম নবাব মুহম্মদখাঁ কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। তিনি আপন পুত্র কাএমের নামানুসারে এই স্থানের নামকরণ করেন। এইখানে পাঠানদিগের দুর্গ ছিল, এখনও অনেক পাঠান এই নগরের নিকটবর্ত্তী জমি ভোগ করিতেছে।

কাএমগঞ্জ নগর আম, তামাক ও বিলাতী আলুর জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে নানাপ্রকার বস্ত্র ও ছুরি, জাঁতি প্রভৃতি লৌহাস্ত্রও প্রস্তুত হয়। লোকসংখ্যা ১০৪৪৩।

কাএমজঙ্গ, ফরুখাবাদের নবাব মুহম্মদখাঁ বঙ্গসের পুত্র, পিতার মৃত্যুর পর ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে ফরুখাবাদের নবাবীপদ গ্রহণ করেন। ইহারই নামানুসারে কাএমগঞ্জ নগরের নামকরণ হয়।

রোহিলা-সর্দ্দার আলী মুহম্মদ খাঁর মৃত্যু হইলে, নবাব কাএমজঙ্গ আপন উজীরের প্ররোচনায় রোহিলখণ্ডের রোহিলাদিগের সহিত যুদ্ধঘোষণা করেন, এই মহাযুদ্ধে তিনি পরাস্ত ও নিহত হন (১০ই নবেম্বর ১৭৪৯ খৃঃ)। এই সময়ে সেই দুর্বৃত্ত উজীর কাএমজঙ্গের সকল ধন সম্পত্তি অধিকার করিল। নবাবের প্রধান কর্ম্মচারীগণ বন্দী হইয়া প্রয়াগে আসিল। কেবল নবাবমাতা আপন ভরণপোষণের জন্য ফরুখাবাদ নগর ও কতকগুলি ক্ষুদ্র জেলা পাইলেন। উজীরই সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়া উঠিল। উজীরের সহকারী রাজা নবাব রায় বিজিত স্থান-সমূহের শাসনকর্ত্তা হইয়া উঠিলেন। কিন্তু নবাব রায়ের আধিপত্য বেশী দিন খাটিল না। কাএমজঙ্গের ভ্রাতা আহম্মদখাঁ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া, ভ্রাতৃরাজ্য উদ্ধার করিলেন।

কাএমী (আরব্য কাএম্ শব্দজ) স্থায়ী।

কাওয়ালী (দেশজ) তালবিশেষ।

হিন্দুস্থানীরা 'কাবালী' কহে। কাবাল শ্রেণীর গায়কেরা প্রায় এই তাল ব্যবহার করেন, বোধ হয় তাই এরূপ নাম হইয়াছে। ইহা তেতালা (ত্রিতালী) ও জলদতেতালা (দ্রুতত্রিতালী) নামেও পরিচিত। জলদ তেতালা, ঢিমা তেতালা, মধ্যমান ও আড়াঠেকা, ইহারা একজাতীয় কেবল আড় করিয়া বাজাইলে একই বোলে বাজান যাইতে পারে। মধ্যমানকে দ্বিগুণ জলদ করিলে কাওয়ালী, মধ্যমান হইতে জলদ কাওয়ালী হইতে আড় হইলে জলদ-তেতালা, মধ্যমান আড় হইলে ঢিমা-তেতালা। আড়াঠেকার বোল মধ্যমানকে কিছু আড় বাজাইলেই হইতে পারে। কাওয়ালী চারিমাত্রার তাল ও একটি ফাঁক। ঠেকা—

|+ | |১ |
১। ধা ধিন্ দিন্ তা, তেৎ ধাগে ত্রেকেটে দিন্,
|০ | |১ |
তা ধিন্ তিন্ তা, কৎ তাগে ত্রেকেটে দিন্ ::
|+ | |১
২। ধা ধিন্ ধিন্ ধা, তা ধিন্ ধিন্ তা,
|০ | |১ |
তা তিন্ তিন্ তা, না ধিন্ ধিন্ তা ::
|+ |১
৩। ধা ধিন্ ধা, না ধিন্ ধা,
|০ |০
তি তিন্ তা না ধিন্ ধা ::

তৃতীয় প্রকার ঠেকা জলদ বাজাইবার কালে ও সেতার সঙ্গতেই অধিক প্রচলিত।

কাওয়াঠোঁটী (দেশজ) গুল্মবিশেষ, কাকজঙ্ঘা।

কাওরা (দেশজ) বাঙ্গালার বাগ্দীজাতীয় অতি নীচ শ্রেণীর হিন্দু জাতিবিশেষ। ইহারা পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বাঙ্গালায় 'কাওরা', পশ্চিম বাঙ্গালা, মধ্যবাঙ্গালা ও ছোটনাগপুরে "খৈরা", মানভূম ও বাঁকুড়ায় 'খয়রা' ও সাঁওতাল পরগণায় 'কোরা' নামে প্রসিদ্ধ। পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর মতে ইহারা দক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় জাতির অন্তর্গত। ছোট নাগপুর পশ্চিম ও মধ্য বাঙ্গালায় ইহারা ভূমিখননাদি ও চাষবাস করিয়া থাকে। মানভূম ও বাঁকুড়ার খয়রাদিগকে মুণ্ডজাতীয় (ধাঙ্গড়জাতীয়) বলিয়া অনেকে অনুমান করেন এবং ইহারাও স্বীকার করে যে, হয়ত বহুপূর্ব্বে তাহাদের মধ্যে কোন না কোন প্রকার নিকট সম্বন্ধ ছিল, কিন্তু এক্ষণে নাই। সাঁওতাল পরগণার কাওরারা বলে যে, তাহারা নাগপুর হইতে এদেশে আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে (পশ্চিম বাঙ্গালা ও ছোট নাগপুরে) কয়েকটি শ্রেণী বিভাগ আছে; যথা—ধালো, মোলো, শিখরিয়া, বাদামিয়া, সোণারেখা, ঝেটীয়া ও গুড়ি-বাবা। এই কয়শ্রেণীর আবার গোত্রভেদ আছে; যথা—আলু, বার্দ্দা, ভুট্‌কু (শূকর-শাবক), হাঁসদা (বন্যহংস), কচ্ছব (কচ্ছপ), সামা সাল (শালমাছ) বা সাউলা ও সাম্পু (বৃষ)। ইহার মধ্যে বার্দ্দা গোত্রীয় খৈরারা আপনাদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলে যে, তাহাদের আদিপুরুষ স্বীয় ভ্রাতার সহিত বনমধ্যে শীকার করিতে যায়, কিন্তু দৈবক্রমে কোন শীকার না পাইয়া ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে থাকে। শেষে দেখিল বনের মধ্যে একটি পিঠুলি বা পিঠালী-গাছে শালপাতায় বাঁধা একটি পুঁটুলী ঝুলিতেছে, তাহারা উহা নামাইয়া দেখিল যে উহাতে কতকটা কি মাংস বাঁধা রহিয়াছে। ক্ষুধার আতিশয্যবশতঃ তাহারা আর অনুসন্ধান করিল না যে উহা কিসের মাংস; অমনি পোড়াইয়া ভোজন করিল। অবশেষে তাঁহারা জানিতে পারিল যে উহা মনুষ্যের জরায়ু (নবজাতশিশুর সহিত যে ফুল পড়ে তাহাই)। তাহারা তদবধি পিঠালীগাছের ফলকে তাহাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণের পক্ষে অভক্ষ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া যায়।

আলুগোত্রীয়েরা আপনাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলে যে, তাহাদের আদিপুরুষ ফল-আলু গাছের তলায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিল বলিয়া তাহারা ঐ গাছের ফল এবং সাদৃশ্য নিবন্ধন আলুজাতীয় কোন কন্দও ভক্ষণ করে না। কালক্রমে পূর্ব্বাঞ্চলে ইহাদের এই সকল গোত্রভেদ উঠিয়া গিয়া সামান্যতঃ ধালো, মোলো, শিখরীয়া ও বাদামিয়া এই চারিটী শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছে। ধোলো শ্রেণীর লোকেরা বলে যে তাহারা সিংহভূম জেলার পূর্ব্বাংশ ধলভূম হইতে এদেশে আসিয়াছে। এইরূপে মোলোরা মানভূম, শিখরীয়ারা দামোদর ও বরাকর নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী পরেশনাথ পাহাড়ের সমেতশিখরনামক শিখর হইতে এবং সোণারেখারা সুবর্ণরেখা নদীর তীর হইতে এদেশে আসিয়াছে;

বাঙ্গালা-দেশের বাগ্দীর মধ্যে একশ্রেণীর নাম ঝেটীয়া বাগ্দী আছে দেখিয়া বোধ হয়, ঝেটীয়া কাওরাগণ তাহাদেরই সমজাতীয়। বাঁকুড়ায় এই চারিশ্রেণীর লোক স্বশ্রেণীতেই বিবাহাদি করে; কিন্তু বাঁকুড়ার কিছু পূর্ব্বে মোল ও শিখরীয়া শ্রেণীরা পরস্পর আদান প্রদান করিয়া থাকে। মানভূম অঞ্চলে এরূপ শ্রেণী-বিভাগ নাই। মধ্য-বাঙ্গালার কাওরারা বলে যে, যখন বিশ্বামিত্র ঋষিবর বশিষ্ঠের কামধেনু হরণ করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, সেই সময় সেই দেবগবীর আপীনদেশ হইতে যে সকল ম্লেচ্ছসৈন্য নির্গত হইয়া বিশ্বামিত্রকে পরাভূত করে, এই কাওরারাই সেই ম্লেচ্ছসৈন্যের অন্তর্গত। কেহ কেহ বলেন যে সাঁওতাল পরগণার খয়রারা পশ্চিম হইতে এদেশে আসিয়াছে এবং প্রথমে খদির প্রস্তুত করাই তাহাদের জাতিগত ব্যবসা ছিল, কিন্তু এরূপ মীমাংসা সমীচীন নহে।

যে প্রদেশে ইহাদের গোত্রভেদ আজিও রক্ষিত হইয়াছে, সেদেশে ইহারা কখনই পিতৃগোত্রে বিবাহ করে না; কিন্তু মাতৃগোত্রে মাতুল হইতে ৩ পুরুষ অতীত হইলে বিবাহ করিতে পারে।

কাওরারা দৃঢ়বিশ্বাসী হিন্দু। ইহাদের মধ্যে শাক্ত ও বৈষ্ণবভেদ আছে। ইহারা কালী, দুর্গা, মনসা, শিব, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি দেবতার পূজা করে। মনসা ও ভাদুদেবী ইহাদের নিকট অতি প্রিয় দেবতা; বাগ্দীদের মত ইহারাও মনসাদেবীর ভাদ্রমাসের ঝাপান-উৎসবে যোগ দেয়। ভাদ্রমাসের শেষদিন বাগ্দীদের মত ইহারাও ভাদুদেবীর পূজা করে। ছোটনাগপুরের পাঁচেট রাজবংশে অতি পূর্ব্বকালে এক রাজার ভাদুনামে এক কন্যা ছিলেন। কন্যাটি অতি সুশীলা ও ধর্ম্মিষ্ঠা ছিলেন। রাজাও তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। এই কন্যা চিরকাল অবিবাহিতা থাকিয়া কেবল লোকের উপকার করিতেন। শেষে এই অবস্থাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। সেই রাজকন্যা ভাদুই কাওরা ও বাগ্দীর উপাস্য দেবী। মানভূম ও বাঁকুড়ায় বাগ্দীরা ভাদ্রসংক্রান্তির দিন ভাদুদেবীর একটি প্রতিমূর্ত্তি লইয়া উৎসব করিতে করিতে নগরপথে বাহির হয়। কাওরারাও ইহাতে

যোগ দেয়। উৎসবে আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই মিলিত হয়, সকলেই নাচিতে নাচিতে গাহিতে গাহিতে গমন করিতে থাকে। এতদ্ভিন্ন ইহাদের গৃহে ডোমদের ধর্ম্মঠাকুরের মত গ্রাম-দেবতা রুদ্র ও 'ভৈরবঠাকুরের' পূজা হয়। গ্রাম-দেবতা ও রুদ্রদেবতার নিকট ইহারা ছাগল, হাঁস, পায়রা প্রভৃতি বলি দেয় ও নৈবেদ্যাদি দিয়া থাকে। "দেওঘরীয়া ব্রাহ্মণেরা" এই সকল দেবতার পূজাদি করিয়া থাকে। যে ঘরে ঐরূপ দেবতা প্রতিষ্ঠিত থাকেন, তাহাকে দেবতার নামানুসারে রুদ্রস্থান, ভৈরবস্থান ইত্যাদি বলে। মানভূমের কাওরারা ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করে না, ডোমদিগের মত ইহাদের মধ্যে একজন করিয়া পণ্ডিত থাকে; এই পণ্ডিতকে ইহারা 'লায়া' বা 'নায়া' বলে। লায়াকে ইহারা নিষ্কর জমী ভোগ করিতে দেয়, ঐ জমীকে লায়ালী জমী বলে। আরও পূর্ব্বাঞ্চলে "বর্ণ ব্রাহ্মণগণ" ইহাদের পৌরোহিত্য করিয়া থাকে। বর্ণব্রাহ্মণেরা বাগ্দী ও বাউরী ব্রাহ্মণের ন্যায় পতিত।

কাওরারা হিন্দুসমাজে সর্ব্বাপেক্ষা নীচ শ্রেণীতে গণ্য। বাগ্দী, বাউরী, বুনা প্রভৃতির সহিত ইহারা প্রায় এক জাতীয়। ছোটনাগপুরের কাওরা গোমাংস, শূকরমাংস, হাঁস, মোরগ, প্রভৃতি সকল প্রকার হিন্দুদের নিষিদ্ধ মাংসই খাইয়া থাকে, কেবল মেঠো-ইন্দুর, সাপ, টিক্‌টিকী, গোসাপ ইত্যাদি ও মৃত পশুর মাংস খায় না। ছোট-নাগপুরের পূর্ব্বে যে সকল কাওরা থাকে, তাহারা গো-মাংস স্পর্শও করে না। অনেকে পক্ষিমাংস বা মদ্যাদিও ব্যবহার করে না। নিজ বাঙ্গালার কাওরা বড় হিন্দুর পান ভোজনাদির নিয়ম পালন করে বলিয়া তাহারা অন্যান্য কাওরা অপেক্ষা আপনাদিগকে উচ্চ জাতীয় বলিয়া বিবেচনা করে। কাওরারা বাগ্দীদের সহিত একত্র ঘৃতপক্ব ও মিষ্টান্নাদি ভোজন করে, কিন্তু অন্ন বা জল গ্রহণ করে না। ইহারা নবশাখের অন্ন গ্রহণ করিয়া থাকে।

ছোট নাগপুরের কাওরারা শবদাহ বা সমাধি দুই করে। সমাধি দিবার সময় ইহারা শবমস্তক উত্তরদিকে রাখিয়া শবমুখ (মাটিতে উপুড় করিয়া) মাটি চাপা দেয়। বাঁকুড়া ও আরও পূর্ব্বাঞ্চলে শবদাহই করে; কেবল যাহারা ওলাউঠা, বসন্ত বা কোনরূপ সংক্রামক পীড়ায় মরে, তাহাদিগকেই কবর দেওয়া হয়, ইহাদিগকেও উপুড় করিয়া সমাহিত করে। তাহাদের বিশ্বাস যে, এরূপ করিলে ঐ সকল রোগগ্রস্ত লোকের প্রেত আর পৃথিবীতে উঠিতে পারে না। ইহারা একাদশ দিবসে মৃতের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ করে। প্রতিবৎসর কার্ত্তিক ও চৈত্রমাসে ইহারা পিতৃ-লোকের উদ্দেশে চাউল, ঘৃত ও গুড় উৎসর্গ করে।

পশ্চিম বাঙ্গালায় কাওরাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ ও অধিকবয়সে বিবাহ দুই প্রচলিত আছে; অধিক বয়স্কা কন্যারা বিবাহের পূর্ব্বে কিন্তু পুরুষ সহবাস করিতে পায় না। ঘটনাক্রমে এরূপ হইলে উভয়ে সমাজে দণ্ডিত হয়। নিজ বাঙ্গালায় ইহারা কেবল বাল্যকালে বিবাহ দেয়। বাঁকুড়ায় ইহাদের মধ্যে বিবাহের পূর্ব্বে ব্যভিচার ঘটিলে বড় বিষম দণ্ড হয়। ইহাদের বিবাহ-নিয়ম সমস্তই বাগ্দীদের মত [বাগ্দী দেখ।] দুই একস্থলে ইহাদের মধ্যে কেবল সিন্দূরদান-প্রথা ভিন্নরূপ। বাঁকুড়ায় বর জাঁতিতে করিয়া সিঁদুর পরাইয়া দেয়। মানভূমে বর গোরুর জোয়ালের (জোয়ালের) এক প্রান্তে দাঁড়ায় এবং কন্যা এক আটি খড়ের উপর দাঁড়ায়। বরকে কন্যার পশ্চাতে দাঁড়াইতে হয়, এবং কন্যা ক্রমে ক্রমে সাত পা অগ্রসর হয়, এই সময়ে বরকে কন্যার কপালে সিঁদুর মাখাইয়া দিতে হয়। নিজ বাঙ্গালার কাওরা-দিগের বিবাহপ্রথা হিন্দুদের মত। ইহাদের মধ্যে বহু বিবাহ আছে। অনেকেই দুই বিবাহ করে। মানভূম, সাঁওতাল-পরগণা, ও ছোট নাগপুরে কাওরাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। এই বিবাহকে ইহারা "সাঙ্গা" বলে। "সাঙ্গার" বিবাহ মুসলমানের 'নিকার' মত অপবিত্র। ইহারা সাঙ্গা করিবার সময় পাত্র পাত্রীর কপালে নিজহস্তে সিঁদুর দেয় না। পাত্র সিঁদুর স্পর্শ করিয়া দেয় ও উপস্থিত অন্যান্য বিধবারা প্রত্যেকে সেই সিঁদুর পাত্রীর সিঁথায় পরাইয়া দেয়। সাঁওতাল-পরগণা ও মানভূমে বিধবারা যাহাকে ইচ্ছা তাহাকেই বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু কেবল মৃতস্বামীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পারে না; দেবরকে পারে, কিন্তু তাঁহাকেই যে বিবাহ করিতে হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই। বিধবারা যদি অন্য পতি না লইয়া দেবরকে পতিত্বে গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহা অন্যান্য সাঙ্গা অপেক্ষা কতকটা পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। বাঁকুড়ায় ও তাহার পূর্ব্বে কাওরারা বিধবার বিবাহ দেয় না। ছোটনাগপুরে স্বামীকর্ত্তৃক পরি-ত্যক্ত সধবা-স্ত্রীও সাঙ্গা করিয়া থাকে। স্ত্রীর সতীত্বে সন্দেহ হইলেই স্বামী তাহার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া নিজ সমাজের মণ্ডলদিগের নিকট স্ত্রী-পরিত্যাগের প্রার্থনা করে। মণ্ডলেরা প্রমাণে বিশ্বাস করিয়া দোষ সাব্যস্ত করিলে স্ত্রী গৃহবহিষ্কৃত হয়। সাঁওতাল-পরগণায় স্ত্রীপুরুষ উভয়েই ঐরূপে পতি অথবা পত্নী পরিত্যাগের প্রার্থনা করিতে পারে।

কোন উচ্চ জাতীয় পুরুষ যদি পতিত হইয়া ইহাদের

জাতিভুক্ত হইতে চাহে, তাহা হইলে ইহারাও মণ্ডলদিগের অনুমতি লইয়া বাগ্দীদের মত তাহাকে স্বজাতিভুক্ত করিয়া লয়। নূতন কাওরা হইতে হইলে প্রার্থীকে একটি সামাজিক ভোজ দিতে হয়। ইহারা সামাজিক ও দেওয়ানী মীমাংসা আপনাপন পঞ্চায়েতের উপর নির্ভর করে। উত্তরাধিকারীত্ব লইয়া গোলমাল হইলে দায়ভাগ ও মিতাক্ষরার মতে কার্য্য হয়। বাঁকুড়ায় ও পূর্ব্বাঞ্চলে কোথাও কোথাও জ্যেষ্ঠ পুত্র পৈতৃক বিষয় হইতে "জেঠাং" বলিয়া এক জ্যেষ্ঠ-ভাগ প্রাপ্ত হয়; মানভূমে সকলেই সমান ভাগ পায়। যদি কাহারও একাধিক পত্নীর ভিন্ন ভিন্ন গর্ভজাত সন্তান থাকে, তবে যে কয়জন স্ত্রী থাকে সমস্ত বিষয় সেই কয় ভাগে বিভক্ত হয়, পরে সেই এক এক ভাগ এক এক স্ত্রীর সন্তানেরা দ্বিতীয়বার ভাগ করিয়া লয়।

হিন্দু-রাজত্বকালে কাওরারা পুষ্করিণী-খনন, পথ-প্রস্তুত, ও অন্যান্য ভূমিসম্বন্ধীয় কার্য্য করিত, আজও তাহাই আপনাদিগের জাতিগত ব্যবসায় বলিয়া বিবেচনা করে। ইহারা "ভাঙ্গি" নামক একপ্রকার ত্রিকোণাকার জোড়া ঝুড়িতে করিয়া মাটি বহিয়া থাকে; এই ভাঙ্গি কাঁধে করিয়া বহন করে, কেহ কখন মাথায় লয় না। বেলদার নামক চাষীজাতি মাটি ফেলিবার সময় এই ভাঙ্গি কখন স্পর্শ করে না। নিজ বাঙ্গালায় অনেক কাওরারা চাষের কাজ করিয়া থাকে। অনেক কাওরা বহুকালপূর্ব্ব হইতে ঘাটওয়ালীর কার্য্য করিতেছে। এই কার্য্যের জন্য তাহারা ঘাটওয়ালীর জমী ভোগ করে।

কাংশি (পুং) কংসে ভবঃ কংস-বাহুলকাৎ ইঞ্, বেদে (পৃষোদরাদিত্বাৎ) সস্য শত্বম্। কাঁসার পাত্র।

কাংস (ত্রি) কংসো দেশভেদো হভিজনো হস্য, কংস-অণ্ (সিন্ধুতক্ষশিলাদিভ্যো হণঞৌ। পা ৪।৩।৯৩।) কংসাধিষ্ঠিত ভোজদেশীয় মানবাদি।

কাংস্য (ক্লী) কংসায় পানপাত্রায় হিতম্ কংসীয়ং তস্য বিকারঃ, কংসীয়-যঞ্-ছলোপঃ (কংসীয় পরশব্যয়োর্যঞঞৌ লুকচ। পা ৪।৩।১৬৮।) কংসমেব ইতি স্বার্থে যঞ্ বা। তাম্র ও রঙ্গ মিশ্রিত ধাতু, কাঁসা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কংস, কংসাস্থি, তাম্রার্দ্ধ, সৌরাষ্ট্রক, ঘোষ, কাংসীয়, বহ্নিলোহক, দীপ্তিলোহ, ঘোরঘুষ্য, দীপ্তিকাংস্য, কাস্য। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, রুক্ষ, কষায়, লঘু, অগ্নিদীপক, পাচক, স্রোতঃ-সমূহের ও চক্ষুর হিতকারক, রুচিকারক এবং বায়ু ও কফরোগ-নাশক। ইহা ভিন্ন আরও কয়েকটি গুণ রাজবল্লভ বলিয়াছেন—অম্লরস, বিশদ, লেখন, সারক ও পিত্তনাশক। সুখবোধে কাংস্য দেহের দৃঢ়তা ও আয়ুবৃদ্ধিকারক বলিয়া উক্ত আছে। ইহার শোধন মারণ প্রভৃতি তাম্রের ন্যায়। অনেকে আবার স্বতন্ত্র পদ্ধতিতেও ভস্ম করিয়া থাকেন।

কাংস্যকার (পুং) কাংস্যং তৎপাত্রং করোতি, কাংস্য-কৃ-অণ্। কংসকার, কাঁসারি। [কাঁসারি দেখ।]

কাংস্যজ (ত্রি) কাংস্যাজ্জায়তে, কাংস্য-জন্-ড। কাঁসা ধাতু দ্বারা যাহা প্রস্তুত হয়।

কাংস্যতাল (পুং) কাংস্যেন নির্ম্মিতঃ তালঃ, মধ্যলো। ১ করতাল। ২ মন্দিরা।

কাংস্যনীল (পুং) কাংস্যেন কৃতঃ নীলঃ, মধ্যলো। অঞ্জন বিশেষ, নীলতুথ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মূষাতুথ হেম, তার ও বিতুন্নক।

(মূষাতুথং কাংস্যনীলং হেমতারং বিতুন্নকম্। হেম ৪।১১৮) কোন কোনস্থলে 'কাংস্যনীল' পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়।

কাঁক (কঙ্ক শব্দের অপভ্রংশ) পক্ষিবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কঙ্ক, লৌহপৃষ্ঠ, সন্দশবদন, খর, রণালঙ্করণ, ক্রূর, আমিষপ্রিয়, অরিষ্ট, কালপুষ্ট, লোহপৃষ্ঠক, কিংশারু, দীর্ঘপদ, দীর্ঘপাদ। (অমর, হেম, নিঘণ্টুরাজ, শব্দরত্নাবলী)।

কাঁকপাখী এক প্রকার নহে; সাদা কাঁক ও কাল কাঁক ভেদে কএক প্রকার কাঁক দেখা যায়। সাদা কাঁককে হিন্দুস্থানীরা কবুদ, বেহারে খয়রা, সিন্ধুপ্রদেশে সেয়া, তৈলঙ্গে নারায়ণপাতি, তামিলে নারায়ণ ও ইংরাজীতে Blue Heron কহে। ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Ardea cinercea.

ইহার মাথা সাদা, ঘাড় কাল, মাথার পশ্চাদ্দিকের পালক কাল, পিঠ ও ডানা নীলাভ কটা, পক্ষের পালক কাল, পিঠের কাছাকাছি ডানার অগ্রভাগের পালকগুলি বেশ সুচিক্কণ অথচ কটার মত, লেজ নীলাভ ভস্মাকার, বুক ও সমস্ত নিম্ন অংশ সাদা। চঞ্চু ঘোর হলুদিয়া, ঠোঁটের উপরভাগ কটা, পা ও পায়ের তলা কটা। এক একটা দুই হাতের উপর বড় হয়।

এই জাতি এসিয়া, য়ুরোপ ও আফ্রিকার নানাদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা বৃক্ষের উচ্চ চূড়ায় দলবদ্ধ হইয়া বাস করে এবং নদী, খাল ও বিল প্রভৃতি জলাশয় হইতে মৎস্য ধরিয়া খায়।

কাশ্মীররাজ্যে এই পাখীর কিছু আদর বেশী। শুনিতে পাওয়া যায়, কাশ্মীররাজের উষ্ণীষে নাকি এই পাখীর পালক সুশোভিত হয়?

লাল কাঁককে ইংরাজীতে Purple Heron কহে,

ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Ardea purpurea। লাল কাঁকের মাথা কাল তাহাতে সবুজের আভা, টুঁটি সাদা, গাল লালের আভাযুক্ত কটা, ঘাড় ঘোর লাল তাহাতে পিঙ্গল ও কালরঙের আভা, পিঠ, পাখা ও পুচ্ছ রক্তাভযুক্ত ধূসর, পিঠের কাছাকাছি ডানা লম্বা ও দেখিতে ঘোর লাল, বুক, পেট ও থাবা কটাসে লাল, পেটের উপর কতকটা সাদাটিয়া। ঠোঁট ঘোর পীত, উপরভাগ কতকটা কটা। এক একটা দুই হাতের কিছু বড় হয়। আবার কোন কোনটি ছোটও দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষে জলপ্রধান স্থানে খাল, বিল, জলা ও শস্যক্ষেত্রে সাদা কাঁক দেখা যায়। যেখানে বক থাকে, সেখানে প্রায় লাল কাঁকের গতায়াত ঘটে না। ইহারা বড় বড় থাগড়াগাছের উপর বাসা নির্ম্মাণ করে। মৎস্য, ভেক প্রভৃতি ইহাদের খাদ্য। ভারতবর্ষ, সিংহল, মলয়, ব্রহ্মদেশ এবং য়ুরোপে ও আফ্রিকাতেও লাল কাঁক দৃষ্ট হয়।

প্রসিদ্ধ বৈদ্যকশাস্ত্রকার সুশ্রুতের মতে কাঁক পাখীর মাংস সিংহ প্রভৃতি জন্তুগণের সহিত সমান গুণ-বিশিষ্ট, রস বীর্য্য ও বিপাকে হিতকর এবং শোষরোগে ফলপ্রদ। (সুশ্রুত সূত্রস্থান ৪৬ অ:)।

কাঁকই (দেশজ) কঙ্কোতিকা, চিরুণী।

কাঁকজোল, এক ক্ষুদ্র বিভাগ, পূর্ণিয়া, মালদহ ও ভাগলপুরের কতকাংশ। কনিংহামের মতে ইহার অপর নাম রাঢ়।

কাঁকড়া (দেশজ) কর্কট, জলজন্তুবিশেষ। [কর্কট দেখ।]

কাঁকড়াকাঠ (দেশজ) কাষ্ঠবিশেষ।

কাঁকড়াবিছা (দেশজ) বৃশ্চিকবিশেষ। [বৃশ্চিক দেখ।]

কাঁকড়াশালি (দেশজ) ধান্যবিশেষ।

কাঁকড়াশৃঙ্গী (দেশজ) [কর্কটশৃঙ্গী দেখ।]

কাঁকড়ি (দেশজ) কঙ্কণ।

কাঁকনি (দেশজ) কঙ্কণ।

কাঁকতল্লী (দেশজ) কক্ষদেশে লইয়া যাইবার উপযুক্ত বোচ্‌কা।

কাঁকনী (দেশজ) [কাঁকিণী দেখ।]

কাঁকোর (দেশজ) কঙ্কর, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কঠিন পদার্থবিশেষ।

কাঁকরোল (দেশজ) ফলবিশেষ, কর্কোটক।

কাঁকলা (দেশজ) ১ কঙ্কোল নামক গন্ধ দ্রব্যবিশেষ। ২ কাকোলী।

কাঁকলাস (দেশজ) কৃকলাস, গিরগিটী।

কাঁকবিড়ালী (দেশজ) পীড়াবিশেষ, কক্ষদেশে অর্থাৎ বগলে ফোড়া হইলে, তাহাকে 'কাঁকবিড়ালী' কহে।

কাঁকাল (দেশজ) কটিদেশ, কোমর।

কাঁকালি (দেশজ) কটিদেশ।

"আপনার গৌরব রাখহ বনমালী।
হের দেখ বাড়ি মারি ভাঙ্গিব কাঁকালি॥" দুঃখীশ্যাম।

কাঁকিনী (দেশজ) মহিষের স্ত্রী, মহিষী।

কাঁকিলা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ (Esox Scolopax)

কাঁকুয়া (গ্রাম্য) কানকুয়া।

কাঁকুই (দেশজ) কঙ্কোতিকা, চিরুণী।

কাঁকুড় (দেশজ) কর্কটী। [কর্কটী দেখ।]

কাঁকুড়ী (দশজ) কাঁকুড়।

কাঁখ (দেশজ) কাঁক, কক্ষ।

"পুত্রভাবে কোলে কাঁখে তুমি কর তায়।" গোবিন্দমঙ্গল ১৬২।

কাঁখতালী (দেশজ) বগল, কক্ষ।

কাঁচ (দেশজ) কাচ। [কাচ দেখ।]

কাঁচকড়া [কাচকড়া দেখ।]

কাঁচকলস (দেশজ) বোতল, গ্লাস প্রভৃতি।

কাঁচকলা (দেশজ) কাঁচা কলা, অপককদলী।

কাঁচগড়গড় (দেশজ) ঘাসবিশেষ।

কাঁচড়া (দেশজ) [কঞ্চট দেখ।]

কাঁচড়াদাম (দেশজ) কাঁচড়া।

কাঁচপাত্র (দেশজ) কাচনির্ম্মিত পাত্র।

কাঁচপোকা (দেশজ) পতঙ্গবিশেষ, বোল্‌তাজাতীয় একরূপ পতঙ্গ, কুমীরেপোকা। ইহাদিগের বর্ণ নীল। বোল্‌তার ন্যায় ইহাদের দংশনেও জ্বালা করে। ঘরের কপাট চৌকাট প্রভৃতি কাঠে ছিদ্র করিয়া, অথবা মৃত্তিকাদি দ্বারা গৃহের ভিত্তি প্রভৃতি স্থানে একরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাসা প্রস্তুত করিয়া বাস করে। তাহাদের বাসার মাটি জলে গুলিয়া ললাটাদি তিলকস্থানে ফোটা দিলে পালাজ্বর আরোগ্য হয়। এই পোকা প্রায়ই তেলাপোকা (আরসুলা) ধরিয়া নিজের বাসায় লইয়া যায়। প্রবাদ আছে কাঁচপোকা তেলাপোকা ধরিলে, তেলাপোকা নিতান্ত ভীত হইয়া কেবল কাঁচপোকার চিন্তা করে, তাহাতে ক্রমে ক্রমে সেও কাঁচপোকার ন্যায় বর্ণাদি প্রাপ্ত হইয়া কাঁচপোকা হইয়া যায়।

কাঁচমনি (দেশজ) কাচ।

কাঁচলবণ (দেশজ) লবণবিশেষ।

কাঁচলি (দেশজ) স্ত্রীলোকের স্তনাচ্ছাদক বস্ত্রবিশেষ।

"কুচযুগ হেমগিরি হর-মনোহর।
বিচিত্র কাঁচলি তায় বিশ্ব-অগোচর॥" ধর্ম্মমঙ্গল ৭। ১৩১।

কাঁচা (দেশজ) অপক।

কাঁচী (দেশজ) ১ কর্ত্তরী, চুল ও বস্ত্র প্রভৃতি কাটিবার অস্ত্রবিশেষ। ২ অসম্পূর্ণ।

কাঁচীওজন (দেশজ) অসম্পূর্ণ ওজন; দেশ ও স্থান-ভেদে কাঁচীসেরে ৫৮, ৬০, ৬৪, ৭২ তোলা প্রভৃতি নানাপ্রকার ওজন দেখা যায়।

কাঁচীসীম (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Dolichos lignosus.) [সীম দেখ।]

কাঁচীসের (দেশজ) ৫৮, ৬০, ৬৪ ও ৭২ তোলা।

কাঁচুলী (দেশজ) কাঁচলি।

কাঁজি (দেশজ) কাঞ্জিক, আমানি।

কাঁজিয়াল (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Cascaria ovata.)

কাঁটা (দেশজ) ১ কণ্টক, বৃক্ষস্থ সূচীবৎ পদার্থবিশেষ। ২ মাছের হাড়। ৩ বাধা। ৪ শত্রু।

কাঁটাআলু (দেশজ) আলুবিশেষ (Dioscorea pentaphylla.)

কাঁটাকচু (দেশজ) কচুবিশেষ (Pothos læsia.)

কাঁটাকারী (দেশজ) কণ্টকারী।

কাঁটাকুড় (দেশজ) কণ্টককুণ্ড, কণ্টকময় স্থান।

কাঁটাকুলিকা (দেশজ) কুলবিশেষ। (Ruellia longifolia.)

কাঁটাগুড়কামাই (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Monetia barlerioides.)

কাঁটাগোলাব (দেশজ) গোলাববিশেষ। (Rosa Chinensis.) [গোলাপ দেখ।]

কাঁটানটিয়া (দেশজ) কাঁটাযুক্ত নটে নামক শাকবিশেষ (Amaranthus Spinosus.) কাঁটানটের সংস্কৃত নাম মারিষ, বাষ্পক, মার্ষ। ইহা দুই প্রকার—সাদা কাঁটানটে ও লাল কাঁটানটে।

বৈদ্যক মতে সাদাকাঁটা নটের গুণ—মধুর, শীতল, বিষ্টম্ভী, পিত্তনাশক, গুরু, বাতশ্লেষ্মকারী, রক্তপিত্তনিবারক ও অগ্নিবৈষম্যনাশক।

লাল কাঁটানটিয়ার গুণ—ক্ষারবিশিষ্ট, মধুর, সর, কফজনক, পাকে কটু, স্বল্প দোষকর, ইহা অধিক গুরু নহে।

বৈদ্যকমতে কাঁটানটের মূল—উষ্ণ, কফঘ্ন, আর্ত্তবরোধক, রক্তপিত্তনিবারক ও প্রদররোগে শান্তিদায়ক।

কাঁটাপালখ (দেশজ) কাঁটাযুক্ত পাখা।

কাঁটাবউল (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Pristis pectinatus.)

কাঁটাবাটানা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Quercus acuminata.)

কাঁটাবাঁশ (দেশজ) বেড়বাঁশ, ইহার গায়ে কাঁটা আছে। (Bambusa spinosa.)

কাঁটাবাবলা (দেশজ) বাবলাগাছ। (Mimosa Arabica.)

কাঁটাভোলা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Perca Oataa.) [ভোলা দেখ।]

কাঁটাময় (দেশজ) কাঁটা-বিশিষ্ট।

কাঁটামান (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Pothos heterophylla.)

কাঁটাল, কাঁঠাল (দেশজ কণ্টকীফলশব্দের অপভ্রংশ)। ১ কণ্টকী, পনসফল। ইহার সংস্কৃত নাম—পনস, কণ্টকিফল, কণ্টকীফল, ফণাজ, অতি বৃহৎফল, মহাসর্জ্জ, ফলিন, ফলবৃক্ষক, স্থূল, কণ্টফল, মূলফল, অপুষ্পফলদ, চূতফল, চম্পকোষ, চম্পালু, রসাল, মৃদঙ্গফল, পনস, পনসতালিকা। উত্তর-পশ্চিমে কঁঠাল, বোম্বায়ে 'ফনস', ও তামিলে পিলা কহে। (Jack-fruit, *Artocarpus integrifolia.)*

কাঁঠালগাছ এক একটি খুব বড় হয়। কাঁঠাল দুই প্রকার—খাজা কাঁঠাল ও নেও বা গলা কাঁঠাল। খাজা কাঁঠালের কোয়া প্রায় ৮।১০ অঙ্গুলি বড় হয়, নেওর কোয়া তেমন বড় হয় না।

এই ফল কেবল গাছের উপর শাখায় জন্মে না, অনেক সময় গাছের মূলে মাটির মধ্যে হইতে দেখা যায়।

ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই কাঁঠাল গাছ জন্মে। ইহার গাছ পাথরিয়া জায়গায় অধিক বাড়িতে পারে না, কিন্তু গুঁড়ি খুব মোটা হয়; বালুকাযুক্ত স্থানে খুব বাড়ে, শাখা প্রশাখাও বেশ ছড়াইয়া পড়ে; যদি ইহার মূলে অধিক জল সিঞ্চিত হয়, অথবা পুষ্করিণীর ধারে যেখানে ইহার মূল জল টানিতে পারে, এরূপ স্থানে কাঁঠালগাছে প্রায় ফল ধরে না অথবা ছোট ছোট ফল ধরিলে তাহা বাড়িতে না বাড়িতে শুকাইয়া যায়। এদেশে অপক্ক ফলকে ইচোড় এবং পক্কফলকে কাঁঠাল বলে। ইচোড় ও কাঁঠাল বঙ্গবাসীর অতি প্রিয়।

বৈদ্যক রাজবল্লভ মতে ইহার গুণ—সুমধুর, বৃংহণ, স্নিগ্ধ, শীতল, দুর্জ্জর, বাতপিত্তনাশক, শ্লেষ্মা ও শুক্রজনক। ইচোড়ের গুণ—কষায়, স্বাদু, বাতল, রক্তপিত্তহারক।

নিঘণ্টুরাজের মতে—বলবীর্য্যবর্দ্ধক, শ্রমদাহনাশক, রুচিকর, গ্রাহী, হৃদ্য, গুরু। বীজের গুণ—ঈষৎ কষায়, মধুর, বাতল, গুরু, রুচিকর। ইচোড়ের গুণ—নীরস ও হৃদ্য; মধ্যপক্কের গুণ—দীপন।

ভাবপ্রকাশের মতে ইচোড়ের গুণ—বিষ্টম্ভী, বাতজনক, কষায়, গুরু, দাহকর, মধুর, বলকারক, কফজনক ও মেদোবর্দ্ধক। পক্কফল—শীতল, স্নিগ্ধ, স্বাদু ও পিত্তনাশক, তৃপ্তিকর, পুষ্টিকর, স্বাদু, অতিশয় মাংসবর্দ্ধক, শ্লেষ্মজনক, বলকারক, শুক্রপ্রদ, রক্তপিত্ত, ক্ষত ও ব্রণহারক। ইহার মজ্জা

শুক্রজনক ও ত্রিদোষনাশক। বীজ—শুক্রজনক, মধুর, গুরু, কোষ্ঠরোধক ও মূত্রনিঃসারক। মন্দাগ্নি ও গুল্মরোগীর পক্ষে কাঁঠাল অতি অনিষ্টকর। ২ কাঁটাযুক্ত।

কাঁটালকুষী (দেশজ) মৎস্যবিশেষ (Perca nebulosa.)

কাঁটালকোষ (দেশজ) কাঁটালের কোষ বা কোয়া।

কাঁটালপাড়া, চব্বিশ-পরগণার অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম। এখানে পূর্ব্বে খুব সংস্কৃত চর্চ্চা ছিল। নবদ্বীপপতি মহারাজ সতীশচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত মদন-গোপালের রাসযাত্রার সময় এখানে বড় ধুমধাম হয়।

কাঁটালমাছ (দেশজ) কণ্টকবিশিষ্ট মৎস্য।

কাঁটালাল্‌বাটানা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Quercus armata.)

কাঁটালিকলা (দেশজ) কলাবিশেষ। হিন্দুদিগের পূজা ও মঙ্গলকর্ম্মে এই কলা ব্যবহৃত হয়।

কাঁটাশিঙ্গুর (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Quercus armata) পূর্ব্ব-বঙ্গে ইহা বিস্তর জন্মে।

কাঁটাশিরীষ (দেশজ) শিরীষগাছ। (A species of Mimosa.)

কাঁটাশুনা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Panax digitata.)

কাঁটাসিঙ্গ (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Quercus armata.)

কাঁটাসিজ (দেশজ) তেকাটা সিজ গাছ।

"বড়ি ভাজা বিতরণ বদরীর বীজ।
কলা মূলা ভেজে দিল কাটা কাঁটাসিজ॥" শিবায়ণ ১৯।

কাঁটী (দেশজ) ১ লৌহ নির্ম্মিত গোলাকার পদার্থ, ইহা জালে গাঁথা থাকে। ২ স্বর্ণনির্ম্মিত গোলাকার পদার্থ, ইহা অলঙ্কার বিশেষে ব্যবহৃত হয়।

কাঁটীপলা (দেশজ) হাতের অলঙ্কারবিশেষ, স্বর্ণের কাঁটী ও প্রবাল যথাক্রমে এক কাটীর পর একটী প্রবাল এইরূপে গাঁথিয়া এই অলঙ্কার প্রস্তুত হয়।

কাঁঠী (দেশজ) কাঁটী।

কাঁঠীবালা (দেশজ) কাঁটীপলার নামান্তর।

কাঁঠীবালাচন্দনা (দেশজ) চন্দনাপক্ষীবিশেষ (Psittacus eupatria, *Latham.*)

কাঁড় (দেশজ) তীর, শর।

কাঁড়ন (দেশজ) তুষ পরিষ্কার করা।

কাঁড়রা (দেশজ) মোটা, স্থূল।

কাঁড়রাবুল্‌বুল্‌ (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। (Turdus jocosus.) [বুল্‌বুল্‌ দেখ।]

কাঁড়া (দেশজ) পরিষ্কৃত, তুষশূন্য।

কাঁড়ি (দেশজ) ১ রাশি, ঢিবি। ২ তালের কাঠ।

কাঁড়িয়া (দেশজ) বৃহৎ ভাণ্ড।

কাঁত (দেশজ) অল্প পরিসরবিশিষ্ট প্রাচীর।

কাঁৎড়া (দেশজ) গৃহাদির ভগ্নাবশেষ, ভগ্ন প্রাচীর।

কাঁথ (দেশজ) কাঁত।

কাঁথা (দেশজ, কন্থা শব্দের অপভ্রংশ) কন্থা, যাহা কতকগুলি জীর্ণ বস্ত্র একত্র শেলাই করিয়া প্রস্তুত হয়।

কাঁথী (দেশজ) নদীর উচ্চতট।

কাঁথ্‌ড়া (দেশজ) কাঁৎড়া। ভগ্নাবশেষ।

কাঁদড়া (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, (Commelina nudiflora.) ইহা সেঁৎ সেঁতে স্থানে অধিক উৎপন্ন হয়।

কাঁদ (স্কন্ধশব্দের অপভ্রংশ) বাহুর মূলদেশ।

কাঁদন (দেশজ) রোদন, ক্রন্দন।

কাঁদনি (দেশজ) রোদন, ক্রন্দন।

কাঁদনী (দেশজ) যে বালিকা অধিক কাঁদে।

কাঁদনিকলা (দেশজ) রোদন, বিলাপ,।

কাঁদলা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Commelina nudiflora.)

কাঁদা (দেশজ) ১ রোদন করা। ২ প্রান্তদেশ। ৩ কূল, তীর।

কাঁদাকাটী (দেশজ) রোদন, বিলাপ।

কাঁদাকাঁদি (দেশজ) পরস্পর রোদন।

কাঁদাড়ি (দেশজ) ছাঁচতলার নিম্নে প্রবাহিত পয়ঃনালা।

কাঁদালবাড়ি (দেশজ) কৃষকের স্কন্ধস্থিত যষ্টিবিশেষ, ইহা দ্বারা কৃষকেরা গোরু তাড়ায় ও ধান মাড়িবার কালে ধান টানিয়া একত্র করিয়া দেয়।

কাঁদী (দেশজ) তাল, নারিকেল, কলা প্রভৃতি ফল সকল যেরূপ একত্র গ্রথিত হইয়া থাকে, তাহাকে কাঁদী কহে।

কাঁধ (দেশজ) স্কন্ধ, বাহুর মূলদেশ।

কাঁধনড়ি (দেশজ) স্কন্ধে করিয়া লইবার উপযুক্ত দীর্ঘ যষ্টি।

কাঁধা (দেশজ) ১ প্রান্তদেশ। ২ স্কন্ধ।

কাঁধাড়ি (দেশজ) ১ পাহাড়ের শিরোভাগ। ২ কাঁদাড়ি।

কাঁপন (দেশজ) কম্পন, থরথর করিয়া শরীর চালিত হওয়া।

কাঁপনি (দেশজ) কম্পনরোগ, স্থায়ীভাবে বহুক্ষণ কম্পিত হওয়া। [বেপথু দেখ।]

কাঁপা (দেশজ) কম্পিত হওয়া।

কাঁশা (দেশজ) কাংস্য ধাতু।

কাঁসড় (দেশজ) কাংস্য নির্ম্মিত বাদ্য যন্ত্রবিশেষ; দেবতা-দিগের আরতি সময়ে ইহা ব্যবহৃত হয়।

কাঁসর (দেশজ) কাঁসার বাদ্য যন্ত্রবিশেষ, কাঁসড়।

কাঁসা (দেশজ) কাংস্য।

কাঁসারি (দেশজ, সংস্কৃত কাংস্যকার শব্দের অপভ্রংশ) কাংস্যদ্রব্যনির্ম্মাতা ও বিক্রেতা হিন্দুবণিক্‌জাতিবিশেষ। অপর নাম কংসকার, কংসবণিক, কাংস্যকার। বোম্বাইয়ে 'কঁসর' বা 'কংসর' এবং উত্তর-পশ্চিম ও বেহার অঞ্চলে 'কসেরা,' 'কংসেরা' ও 'তামেরা' নামে আখ্যাত। এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ লক্ষিত হয়।—

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে,—

"কোন সময়ে বিশ্বকর্ম্মা স্বর্গবেশ্যা ঘৃতাচীকে দেখিয়া কামশরে পীড়িত হইলেন। সেই সময় ঘৃতাচী কামদেবের নিকট গমন করিতেছিলেন, বিশ্বকর্ম্মা তাঁহাকে আপনার অভিলাষ জানাইয়া কহিলেন, 'হে সুন্দরি! আমি কামদেবের নিকট কামশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি, আমার ইচ্ছা পূর্ণ করিলে তোমাকে বিবিধ অলঙ্কার প্রদান করিব।' ঘৃতাচী কহিলেন, 'দেখ, তুমি বলিতেছ 'আমি কামদেবের নিকট কামশাস্ত্র শিক্ষা করিয়াছি।' এখন আমি সেই কামদেবের চিত্তরঞ্জন করিতে যাইতেছি। আমি অদ্য তোমার গুরু কামদেবের পত্নীস্থানীয়। এরূপ স্থলে আমাকে কামনা করিলে তোমার গুরুপত্নী-গমন-রূপ মহাপাতক হইবে। আমি কিছুতেই আজ তোমার প্রস্তাবে সম্মত হইতে পারিব না।' বিশ্বকর্ম্মা ঘৃতাচীর কথায় অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িত হইয়া তাঁহাকে এই বলিয়া শাপ দিলেন যে, 'তুই যেমন আমার মনোরথ পূর্ণ করিলি না, তেমনি আমার অমোঘ শাপপ্রভাবে মর্ত্ত্যলোকে শূদ্রার গর্ভে জন্ম গ্রহণ কর্।' তখন ঘৃতাচীও বিশ্বকর্ম্মাকে এই বলিয়া শাপ দিলেন, 'তুমিও আমার শাপে স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া নরলোকে জন্ম গ্রহণ কর।' অনন্তর ঘৃতাচী নরলোকে শূদ্রার গর্ভে জন্ম লইয়া মদনগোপের পত্নী হইলেন, এদিকে বিশ্বকর্ম্মাও ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। ঘটনাক্রমে মদনগোপের স্ত্রীর সহিত ব্রাহ্মণরূপী বিশ্বকর্ম্মা সহবাস করিলেন, তাহাতে ৯টি পুত্র জন্মে, সেই নয় পুত্রই মালাকার, কর্ম্মকার, কংসকার প্রভৃতি নয় প্রকার জাতি। তাহাদের মধ্যে মালাকার, কর্ম্মকার, শঙ্খকার, তন্তুবায়, কুম্ভকার ও কংসকার এই ছয় প্রকার জাতি শিল্পিদিগের মধ্যে প্রধান বলিয়া পরিগণিত"*।

বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণের মতে—"ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যাগর্ভে অম্বষ্ঠ, গন্ধবণিক, শঙ্খকার ও কংসকারজাতির উৎপত্তি হইয়াছে"*।

ভার্গবরাম বিরচিত জাতিমালা মতে—

"গান্ধিকঃ শাঙ্খিকশ্চৈব কাংসিকো মণিকারকঃ।
সুবর্ণবণিকশ্চৈব পঞ্চৈতে বণিজ স্মৃতাঃ॥
শাঙ্খিক্যাং গান্ধিকাজ্জাতস্তাম্রকাংস্যোপজীবিকঃ॥"

বণিক অর্থাৎ বেণিয়াজাতি ৫ প্রকার, গন্ধবণিক, শঙ্খবণিক (শাঁখারি), কংসবণিক (কাঁসারি), মণিকার ও সুবর্ণবণিক। গন্ধবণিকের ঔরসে শঙ্খবণিক-কন্যার গর্ভে তাম্র ও কাংস্য-উপজীবী কংসবণিকজাতির উৎপত্তি হইয়াছে।

ভার্গবরাম কংসবণিক হইতে বিলোমক্রমে অপর জাতি সংস্রবে যে যে জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা এইরূপ লিখিয়াছেন।—

"শাঙ্খিকাৎ কাংসিকন্যায়াং মণিকারশ্চ জায়তে।
কাংস্যকারাচ্চ মাণিক্যাং সুবর্ণজীবিকোঽভবৎ॥
মণিপুত্র্যাং কাংস্যকারাৎ গোপালস্তু চ সম্ভবঃ।
গোপালাৎ কাংস্যপুত্র্যাং বৈ তৈলিস্তাম্বূলিকস্ততঃ॥"

শঙ্খবণিকের ঔরসে কংসবণিককন্যার গর্ভে মণিকার; কংসবণিকের ঔরসে মণিকার-কন্যার গর্ভে সুবর্ণবণিক এবং গোয়ালার ঔরসে কংসবণিক-কন্যার গর্ভে তেলী ও তাম্বূলীর জন্ম।

বঙ্গদেশের কোন কোন বয়োবৃদ্ধ কাঁসারির মুখে শুনা যায়, এই জাতির আদিপুরুষ বহু পূর্ব্বকালে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে এদেশে আসিয়া বাস করেন।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের কাঁসারিরা আপনাদিগকে প্রকৃত বৈশ্যজাতি বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। বাস্তবিক শিল্পী ও বণিক্‌দিগের মধ্যে তাঁহাদিগের সম্মানই অধিক। তাঁহারা যজ্ঞোপবীত ব্যবহার করেন। তাঁহাদের মধ্যে আবার উপাধি-ভেদে সাতটি শাখা আছে—১ পূর্ব্বিয়া, ২ পচ্ছমান (পশ্চিমীয়), ৩ গোরখপুরী, ৪ তঙ্ক, ৫ তাঙ্করা, ৬ ভরীয়া, ৭ গোলর।

উক্ত শাখাগুলির মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান অথবা আহার-ব্যবহার প্রচলিত নাই। মির্জ্জাপুরে এই জাতির সংখ্যা কিছু অধিক, এখানে তাহারা কাঁসার বাসন প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া দূরদেশান্তরে বিক্রয় করিতে পাঠায়।

বেহার অঞ্চলের কাঁসারিরা উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কাঁসারিদের মত পদমর্য্যাদা লাভ করিতে পারে নাই বটে, কিন্তু ঠঠেরা প্রভৃতি অপর বেণিয়া অপেক্ষা কুলে শীলে শ্রেষ্ঠ।

* "বিশ্বকর্ম্মা চ শূদ্রায়াং বীর্য্যাধানং চকার সঃ।
ততো বভূবুঃ পুত্রাশ্চ নবৈতে শিল্পকারিণঃ।
মালাকার-কর্ম্মকার-শঙ্খকার-কুবিন্দকাঃ।
কুম্ভকারঃ কংসকারঃ ষড়েতে শিল্পিনাং বরাঃ।" ব্রহ্মখণ্ড ১০।১৯-২০ শ্লোঃ।

* "বৈশ্যায়াং ব্রাহ্মণাজ্জাতঃ অম্বষ্ঠো গান্ধিকো বণিক্।
কংসকারশঙ্খকারৌ ব্রাহ্মণাৎ সম্বভূবতু॥" বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।

তাহারা কোন দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া দিলে, ঠঠেরাগণ তাহাতে পালিস অথবা খোদাই করে। [ঠঠেরা দেখ।]

বেহারের কাঁসারিদের অনেক গোত্র চলিত আছে; যথা—বনৌধিয়া, বসইয়া, চৌপর্গা, চৌধরা, হরিহর্ণ, লকর-মহোলিয়া, মছুয়া, মহোলিয়া, মৌহরিয়া, সুথরিয়া, সুপ্পর।

ইহারা স্বগোত্রে বিবাহ করিতে পারে না এবং বাল্য-কালেই কন্যার বিবাহ দেয়। অনেক সময়ে কন্যার কিছু অধিক বয়সে বিবাহ হইতে দেখা যায়; এমন কি অনেক সময়ে ঋতু হইবার পর কন্যা পতিমুখে দেখিতে পায়। বিবাহ-প্রথা অনেকটা বেহারের কায়স্থদিগের মত। স্ত্রী রুগ্না মৃতবৎসা, মৃতগর্ভা অথবা বন্ধ্যা হইলে পুরুষ স্বতন্ত্র পত্নী বরণ করিতে পারেন। ইহাদের বিধবারা মনে করিলে 'সাগাই' প্রথামত বিবাহ করে। গভীর রাত্রে অন্ধকার গৃহে এই বিবাহ হয়, এরূপ বিবাহে কেবল বিধবারাই উপস্থিত থাকে, সধবারা অপবিত্র ভাবিয়া এই বিবাহ দেখে না। পুরুষ সিন্দুর দান করিয়া বিধবাকে আপন পত্নীত্বে গ্রহণ করে। এরূপ বিবাহে ভোজ নাই, আমোদ নাই, শাস্ত্রানুসারে কোন ধর্ম্মকর্ম্মও করিতে হয় না।

সমাজে ইহারা সৎশূদ্র বলিয়া প্রচলিত, ব্রাহ্মণেরা ইহাদের হস্তে জলগ্রহণ করিতে পারেন।

বঙ্গদেশীয় কাঁসারিদিগের মধ্যে পদবী, ঘর ও ভিন্ন ভিন্ন গোত্র প্রচলিত আছে।

পদবী—কুণ্ড, প্রামাণিক, দাস, দাঁ, পাল, নন্দন, দে ইত্যাদি।

ঘর—সপ্তগ্রামী, মাগদবাদী, মাওতা, মাইতি।

গোত্র—শঙ্খঋষি, শাণ্ডিল্য, সপ্তর্ষি, ঋষিকেশ, দধিঋষি।

ইহারাও স্বগোত্রে বিবাহ করিতে পারে না। বিবাহাদি কার্য্যে ইহাদিগকে বিষম দায়ে পড়িতে হয়; বিবাহের সময় সব ঘর নিমন্ত্রণ করা চাই, কাজেই ভোজের খুব বেশী আয়োজন করিতে হয়। এই জন্য গরীব কাঁসারিরা এককালে ৮।৯ টী কন্যার বিবাহ দেয়।

বিবাহপ্রথা—বিবাহ হইবার পূর্ব্বে কন্যা ও বরকর্ত্তা পরস্পরের গৃহে গিয়া পাত্রপাত্রী স্থির করেন; পরে ঘরে ঘরে পান ও কাটা সুপারি পাঠাইয়া 'পানপত্র' হয়; বিবাহ-বন্ধন দৃঢ় করিবার জন্য স্থলবিশেষে পানপত্রের সঙ্গে 'সায়-সন্দেশ' হয়, একবার 'সায়সন্দেশ' হইলে সহজে বিবাহ ভঙ্গ করিবার যো নাই। কায়স্থ-ব্রাহ্মণাদির মত ইহাদিগকে কোন প্রকার লিখিত লগ্নপত্র করিতে হয় না। বিবাহের পূর্ব্বে 'ডেকো' নামে কতকগুলি লোক পাড়ায় ও কুটুম্ববাটীতে 'অমুকের পুত্রের সহিত অমুকের কন্যার বিবাহ হইবে' বলিয়া সংবাদ দিয়া আসে এবং ভোজের সময় যাইয়া সকলকে ডাকিয়া আনে। গাত্রহরিদ্রার দিন বরের মাতৃস্থানীয় কোন স্ত্রীলোক এক কাঁসীতে তৈল ও হরিদ্রা, অপর এক থালে মিষ্টান্ন এবং কতকগুলি কুটুম্ব স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া কন্যার গাত্রহরিদ্রা দিতে যান। বিবাহের পূর্ব্বে বরকর্ত্তাকে কন্যার গহনা পাঠাইয়া দিতে হয়, সেই সঙ্গে খাবার, পান ও সুপারি লইয়া বরপক্ষীয় স্ত্রীলোকেরা যাইয়া কন্যাকে গহনা পরাইয়া আসেন। বর ও কন্যা পাল্কি করিয়া কুটুম্বগৃহে যাইয়া দুগ্ধ ও চিড়া আহার করে এবং প্রত্যেক বাটী হইতে বর ধুতি ও কন্যা সাটী পাইয়া থাকে। তৎপরে কন্যাকর্ত্তা 'মুনিভাজা' সারিতে যান। এই সময় বরকে কুশের পৈতা ও আংটি পরাণ হইয়া থাকে। কন্যাকর্ত্তা বরকে বলেন, 'তুমি সন্ন্যাস-আশ্রম ত্যাগ করিয়া আমার কন্যাকে গ্রহণ কর।' তখন বর ভাবী শ্বশুরের কথামত যথোচিত উত্তর করেন। পরে লগ্ন অনুসারে রাত্রে বিবাহ হয়। বিবাহে সিঁতায় সিন্দূর দিবার নিয়ম নাই। বাসরঘরে বর যাইতে পায় না, অন্য ঘরে শুইয়া থাকে; অতি প্রত্যূষে উঠিয়া বর গুপ্তভাবে নিজ গৃহে চলিয়া যায়। দিবসে বর একবার শ্বশুরালয়ে আসিয়া আহার করিয়া যায়। পরে রাত্রে বরকে আনাইয়া 'বরনায়ান' হইয়া থাকে। চারি রাত্রি বরনায়ান হয়। বিবাহের আটদিন বরের নিমন্ত্রিত সপরিবার কন্যার বাটীতে ও কন্যার নিমন্ত্রিত সপরিবার বরের বাটীতে আহারাদি করিয়া থাকে।

ইহারা বিবাহের চতুর্থ দিবসকে 'চৌঠ' বলিয়া থাকে, এই দিন যদি শুভবার হয় তবে যথাসাধ্য বর বিদায় করিতে হয়, নহিলে শুভ দিনে বিদায় হয়। বিদায়ের পর বর শ্বশুর-পক্ষীয় কুটুম্ববাড়ীতে নমস্কার করিতে যায় এবং সকলেরই নিকট হইতে কিছু কিছু যৌতুক পায়। এই দিবস ঘর-বসত করিবার জন্য কন্যাকে শ্বশুরগৃহে লইয়া যাওয়া হয়।

বসতের দিন বরকন্যা আট হাঁড়ীতে ভাত ও ব্যঞ্জন রাখিয়া এক একবার খোলা-ঢাকা করে, তাহাকে 'অষ্টমঙ্গলা' বলে। সেই দিবস কন্যাপক্ষ হইতে বরকে ও বরপক্ষ হইতে কন্যাকে একখানি লালপেড়ে কাপড় আল্‌তায় ছোপাইয়া পরিতে দেয়। বর শ্বশুরগৃহে আসিয়া কন্যার কপালে সিন্দূর দিয়া গাঁটছড়া বাঁধিয়া নিজ গৃহে কন্যাকে লইয়া যায়। সেইদিন রাত্রে বরকন্যা একত্র শয়ন করে। যদি কন্যা ছোট হয়, তবে বিছানা মাড়াইয়া চলিয়া যায়। সেই দিবস ঘরবসত না হইলে কন্যা এক বৎসর পিতৃগৃহে বাস করে, তৎপরে শুভ দিনে শ্বশুরগৃহে ঘরবসত করিতে আসে। ঘরবসত না হইলে যদি ঐ একবর্ষ মধ্যে বরের মৃত্যু

হয়, তাহা হইলে সেই কন্যা শ্বশুরগৃহে আর স্থান পায় না, আজীবন তাহাকে পিতৃগৃহে থাকিতে হয়।

বাঙ্গালার কাঁসারিদের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই। ইহাদের পূজা শান্তি সস্ত্যয়নাদি ব্রাহ্মণ দ্বারা সম্পন্ন হয়। ব্রাহ্মণেরা ইহাদের হাতে জল গ্রহণ করিতে পারেন।

পূর্ব্ববঙ্গে অধিকাংশ কাঁসারিই শৈব; পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গে বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব এই কয়প্রকার কাঁসারিই দেখিতে পাওয়া যায়। ৩০এ ভাদ্র বিশ্বকর্ম্মা পূজা হইয়া থাকে, এই দিবস কোন কাঁসারি যন্ত্রাদি স্পর্শ করে না।

মাইতী কাঁসারিয়া কার্ত্তিক মাসে অমাবস্থার পর প্রতিপদে তাঁহাদের কুলদেবতা কালীদেবীর পূজা করিয়া থাকেন।

বোম্বাই-প্রদেশের কাঁসারিরা আপনাদিগকে কর্ত্তিবারী-বংশীয় সেনাপতি ক্ষত্রিয়ের ঔরসোৎপন্ন ও ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভজাত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহারা তথাকার শূদ্রজাতি অপেক্ষা কুলে-শীলে ও মানে অনেক শ্রেষ্ঠ। তাঁহাদের মধ্যে সকলেই প্রায় মহাকালীর উপাসক।

কাক (ক্লী) কু ঈষৎ কং জলং, কোঃ কাদেশঃ। ১ ঈষৎ জল। ২ (কাকস্ত সমূহঃ) কাক সকল। ৩ সুরতবন্ধবিশেষ। [কাকপদ দেখ।] ৪ (পুং) কায়তে শব্দায়তে, কৈ-কন্ (ইণ্‌ভীকাপাশল্যতিমর্চ্চিভ্যঃ কন্। উণ্ ৩। ৪৩।) পক্ষি-বিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—করট, অরিষ্ট, বলিপুষ্ট, সকৃৎপ্রজ, ধ্বাঙ্ক্ষ, আত্মঘোষ, পরভৃৎ, বলিভুক্, বায়স, বাতজব, বল, দীর্ঘায়ু, সূচক, কৃষ্ণ, গ্রামীণ, পিশুন, কট-খাদক, দ্বিক, কাগ, কাণ, ধূলিজঙ্ঘ, নিমিত্তকৃৎ, কৌশিকারি, চিরায়ু, মুখর, খর, মহালোল, চিরঞ্জীবী, চলাচল, করটক, নাগবীরক, গূঢ়মৈথুন, লণ্টাক, শ্রাবক ও রতজ্বর।

পৃথিবীর উত্তরাংশে সর্ব্বত্রই প্রায় কাক দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের সকল স্থানেই কাক আছে। বাঙ্গালার ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ইহারা "কাক" "কাগ্" "কাগা" "কাউয়া" "কেগো" প্রভৃতি নামে পরিচিত।

কাকের শ্রেণীবিভাগ নানাপ্রকার; তন্মধ্যে ভারতে ডোমকাক, দাঁড়কাক, পাতিকাক ও কড়িয়ালই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

বৈদেশিক শাকুন-শাস্ত্রবেত্তাগণের মতে কাক "করভিডি" (*Corvidœ*) বিভাগের অন্তর্গত "করভিনি" (*Corvinœ*) শ্রেণীভুক্ত "করভাস্" (*Corvus*) জাতীয়। "করভাস্" জাতীয় পক্ষীর নাসারন্ধ্র ঠিক কপালের নীচে হয় না, ঊর্দ্ধ চঞ্চুর প্রায় মধ্যস্থলে হয় এবং ১২।১৪টি নাসা-লোমে (চঞ্চুর পার্শ্বদিয়া চঞ্চুর দিকে কতকগুলি তীক্ষ্ণ লোমের ন্যায় আকার-বিশিষ্ট কোমল অথচ সূক্ষ্ম পালক হয় তদ্দ্বারা) আবৃত, ইহাই এই জাতির বিশেষ চিহ্ন। এতদ্ভিন্ন চঞ্চু দীর্ঘ, কঠিন, পুরু ও সরল; ঊর্দ্ধচঞ্চুর উচ্চতা কিছু অধিক, ডানা ক্রমসূক্ষ্ম, দীর্ঘ, প্রথম পর ছোট, কিন্তু ২য় পর ১ম অপেক্ষা বড়, ৩য় ও ৪র্থ পর সর্ব্বাপেক্ষা বড় এবং ৫ম পর হইতে ক্রমশঃ ছোট। পুচ্ছ মধ্যবিধ; পুচ্ছের অগ্রভাগ কতকটা গোলাকার, পায়ের ডাঁটি দৃঢ়; ইহার গ্রন্থিগুলি সবল, পায়ের পাতা মধ্য-বিধ, ক্ষুদ্রাঙ্গুলিই প্রায় সমান, নখ তীক্ষ্ণ ও খুব বক্র। ইহারা শাখা প্রশাখায় বসিতে পারে, আবার ভূমিতেও চলিতে পারে।

১। পাতিকাক—বাঙ্গালায় সাধারণত যে কাক দেখা যায়, তাহাকে বাঙ্গালীরা "কাগ্" "কাউয়া" "কাগা" "কেগো" বলিয়া থাকে। পশ্চিম বাঙ্গালা ও উত্তরপ্রদেশে ইহাদিগকে "পাতি-কাউয়া" ও "দেশী কাউয়া" বলিয়া থাকে। দাক্ষিণাত্যেও এই কাক আছে; তৈলঙ্গীরা "মাক্কীকাকী", তামিলেরা 'নল্লকাক', সিংহলীরা "করবীকাকা" "কাকুম" ও "গ্রয়া" এবং মণিপুরীরা "মানকোয়াক" বলে। ইহাদের কপাল, মস্তক ও মুখমণ্ডল চিক্কণ-কৃষ্ণবর্ণ এবং ঘাড়, গলা, পৃষ্ঠ, বক্ষঃস্থল ও উদর পাংশু-বর্ণ; পুচ্ছ ও ডানা কৃষ্ণবর্ণ, গলদেশের পালক বিরল; কৃষ্ণ-বর্ণ পালকগুলিতে পিঙ্গল ও সবুজবর্ণের চিক্কণতা আছে। ইহারা ১৫ হইতে ১৭।১৮ ইঞ্চি দীর্ঘ হয়, পুচ্ছের পালক ৭ ইঃ, ডানা ১১ ইঃ, পায়ের ডাঁটি প্রায় ২ ইঃ। পাশ্চাত্য পণ্ডিত-গণের মতে ইহার নাম "করভাস্ স্প্লেণ্ডেন্স্" (C. Splendens) অর্থাৎ "সাধারণ কাক;" ইংরাজেরা ইহাকে "ভারতীয় সাধারণ কাক" বলিয়া থাকেন। ইহাকে সংজ্ঞাচ্ছলে বাঙ্গালায় "গ্রাম্যকাক" বলা যাইতে পারে। হিমালয়ের পাদমূল হইতে সিংহল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র এই কাক দেখা যায়। সিকিমে নাই। নেপাল ও কাশ্মীরে অল্প। ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের জল-বায়ুর গুণে ইহাদের বর্ণব্যত্যয় হইয়া থাকে। সিন্ধু, রাজ-পুতানা প্রভৃতি শুষ্কপ্রদেশে ইহাদের ফিকা রঙের পালকগুলি প্রায় শাদা হইয়া থাকে, আর সিংহলদ্বীপে ও দাক্ষিণাত্যের সমুদ্রোপকূলে ঐ সকল পালক গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।

কাকের স্বজাতীয়ের মধ্যে পরস্পর যে বিশেষ বন্ধুতা দেখা যায়, তাহা নহে। নগরে, গ্রামে ও বহুজনাকীর্ণ স্থানে ইহারা অধিক সংখ্যায় দলবদ্ধ হইয়া একত্র বাস করে। ঐ সকল স্থানের নিকটবর্ত্তী কোন বৃহদ্‌বৃক্ষে ইহারা প্রায় ১০০।২০০ মিলিয়া রাত্রিযাপন করে। ইহারা গর্ভিণী না হইলে কেহ বাসা বাঁধে না। ডিম পাড়িলে কেবল স্ত্রীপুরুষ দুইটাই বাসায় যায়। অন্য সকলে গাছে বসিয়াই রাত্রিযাপন করে। কাকেরা সন্ধ্যাকালে সূর্য্যাস্তের পরই কোন এক

বৃক্ষে বহুদূর এমন কি ১০।১২০ মাইল দূর হইতে আসিয়া দলবদ্ধ হইতে থাকে এবং রাত্রি ২।৩ দণ্ড পর্য্যন্ত কে কোন ডালে বসিয়া ঘুমাইবে, ইহা স্থির করিবার জন্য "কা কা" রবে দিক্ ভরিয়া দেয়। পরদিন প্রত্যূষেও আবার প্রায় ২ দণ্ড রাত্রি থাকিতে ঐরূপে ডাকিতে থাকে এবং ইতস্ততঃ উড়িয়া বেড়ায়, শেষে সূর্য্যোদয় হইলে আশ্রয় ত্যাগ করিয়া নানাদিকে উড়িয়া যায়। উড়িয়া যাইবার সময় ইহারা ৩টি হইতে ৩০।৪০টি পর্য্যন্ত একত্র এক একদিকে গমন করে। যাহারা বহুদূরে আহারের চেষ্টায় যাইবে, তাহারাই সকাল সকাল যায়, আর যাহারা নিকটে চরিবে, তাহারা গাছে বসিয়া অনেকক্ষণ পরস্পর আলাপ করিতে থাকে বা পালকাদি সংযত করিতে থাকে।

ইহারা মনুষ্যের খাদ্যাবশেষ দ্বারাই প্রধানতঃ জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ইহারা যে গ্রাম বা নগরের নিকট থাকে, তাহার কোন্ বাড়ীতে কখন খাদ্যাদি পাক হয়, কখন কে ভোজনাবশেষ বহির্দ্দেশে নিক্ষেপ করে, তাহা বেশ জানে, এবং সময় বুঝিয়া ঠিক সেই সেই স্থানে উপস্থিত হয়। সকলেই এ সকল জানে, কিন্তু সকলেই এক স্থানে উপস্থিত হয় না। কতকগুলি ঐরূপে লোকালয়ে ভ্রমণ করে, কতকগুলি নদীতীরে কাঁকড়া, ভেক, ক্ষুদ্র মৎস্য বা কীটাদি ধরিতে গমন করে, কতকগুলি মাঠে গিয়া গবাদির শরীরজাত কীটাদি, অথবা পক্ক শস্যকণা খাইতে যায়, কতকগুলি কোথায় কোন মৃত জন্তুর শরীর পড়িয়াছে তাহার অন্বেষণে গমন করে এবং কদলী, বট, আম ইত্যাদি বৃক্ষে ফল পাকিলেও তাহার উপর অনেকের দৃষ্টি পড়ে। বর্ষাকালে সন্ধ্যা বা সকালবেলা "বাদলাপোকা" উড়িলে ইহাদের আনন্দের আর সীমা থাকে না, ইহারা দলে দলে আসিয়া সেই পোকা ধরিয়া খাইতে থাকে। গ্রীষ্মকালে ইহাদের অতি কষ্ট হয়। প্রতিদিন বেলা ৮।১০ ঘটিকা অতীত হইলেই ইহারা গ্রীষ্মে কাতর হইয়া অট্টালিকার ছাদে বা বৃক্ষাদির ছায়ায় বসিয়া হাঁ করিয়া হাঁপাইতে থাকে, রৌদ্র পড়িলে আবার ভ্রমণে বাহির হয়। প্রত্যহ চরিয়া আসিবার সময় ইহারা পথিমধ্যে দল পূর্ণ করিতে করিতে আসিতে থাকে। ইহারা চরিয়া ফিরিয়া আসিয়া একে একে গৃহে, অট্টালিকার ছাদে বা ক্ষুদ্র বৃক্ষাদিতে বসিয়া থাকে এবং যখন সেই স্থান দিয়া তাহাদের পরিচিত দল উড়িয়া বাসার দিকে যাইতে থাকে, তখন তাহারাও উড়িয়া গিয়া স্বদলে মিলিত হয়।

বৈশাখ হইতে ভাদ্রের মধ্যে ইহারা ডিম পাড়ে। এক এক বড় বৃক্ষে বড় জোর ৩টি কাক বাসা বাঁধে। কাটি-কুটা দিয়াই ইহারা বাসা বাঁধে, কিন্তু কলিকাতার মধ্যবর্ত্তী কাকের বাসায় টিনের টুকরা ও সোডাওয়াটার-বোতলের তার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা একেবারে ৪টি ডিম পাড়ে। ডিমগুলি ঈষৎ সবুজবর্ণ ও তাহার গাত্রে ধূসর বর্ণের বিন্দু বিন্দু দাগ থাকে। "কাগডিমী" রং দেখিতে বড় সুন্দর। কোকিলেরা নিজে বাসা বাঁধে না, তাহারা এই কাকের বাসায় ডিম পাড়িয়া রাখে, শেষে কোকিলশাবক ডাকিতে শিখিলে, কাকী ঠোক্‌রাইয়া বাসা হইতে তাড়াইয়া দেয়। ঈশ্বরের এমনি মহিমা যে যতদিন কোকিলশাবক উড়িতে না পারে, ততদিন ডাকিতেও পারে না, সুতরাং কাকী স্বীয় সন্তান-নির্ব্বিশেষে পালন করে। কাকেরা শাবককে অনেক দিন পর্য্যন্ত আহার দিয়া থাকে।

কাক অতি দ্রুত উড়িতে পারে। ব্রাহ্মণচিল সময়ে সময়ে ইহাদের মুখস্থিত আহার কাড়িয়া লইবার জন্য তাড়া করে, তখন ইহারা যেরূপ বেগে উড়িয়া পলাইতে থাকে, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়।

ইহারা বড় চতুর ও বুদ্ধিমান। ইহাদের ধূর্ত্ততা সম্বন্ধে যথেষ্ট গল্প প্রচলিত আছে। ইহারা এতদূর নির্ভীক যে, মানুষ ভোজন করিতেছে, নিকটে বিড়াল বসিয়া আছে, অথচ তাহা কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া জানালা দিয়া প্রবেশ করিয়া অন্নপাত্র হইতেই অন্ন লইয়া উড়িয়া পলায়ন করে। ইহারা লোকের সম্মুখ দিয়া লাফাইতে লাফাইতে ভূমির উপর চলিয়া যায়, বিন্দুমাত্র ভয় করে না। ইহাদের প্রতি কেহ যদি একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকে, তাহা হইলে ইহারা তৎক্ষণাৎ উড়িয়া পলায়। ইহারা বড়ই সন্দিগ্ধচিত্ত, সামান্য ভয়ের সম্ভাবনা থাকিলে সেদিকে বড় যায় না।

ইহারা স্বজাতীয়ের মৃতদেহ দেখিলে বা বন্দুকের শব্দ শুনিলে মহা কোলাহল করিয়া সেইস্থানে একত্র হয়। স্বজাতীয়ের কাহারও বিপদ্ ঘটিলে ইহারা জড় হইয়া কোলাহলে সেই স্থান বিরক্তিকর করিয়া তুলে এবং যতক্ষণ তাহার কোন একটা শেষ ফল দেখিতে না পায়, ততক্ষণ কেহ সে স্থান ত্যাগ করে না।

ইহারা বড় পরিহাস-প্রিয়। দুই তিনটা কাক একত্র মিলিত হইয়া চিল, শকুনি বা অন্যান্য পক্ষীকে ঠোক্‌রাইয়া, তাহাদের লাঙ্গুল টানিয়া বিরক্ত করিয়া তুলে। তাহারা বিরক্ত হইয়া উড়িয়া গেলে বা চীৎকার করিয়া উঠিলে, ইহারা মহা আনন্দে "কা-কা" করিয়া উঠে। ঠিক ঐরূপে ইহারা বিড়ালের মুখের আহারও কাড়িয়া লয়।

এই দুষ্ট কাক গরীবের বড় অনিষ্ট করে। ইহারা সময়ে

সময়ে তৃণ-চালে বা খোলার চালের খোলার মধ্যে খাদ্যাদি লুকাইয়া রাখে, শেষে আবশ্যকমত স্থান ঠিক করিতে না পারিয়া, চালের অধিকাংশ তৃণ টানিয়া ও খোলা উল্টাইয়া ফেলে।

ইহারা ফিঙ্গার সঙ্গ ভালবাসে না। ফিঙ্গা দেখিলেই কাক সে স্থান ত্যাগ করিয়া পলায়, ফিঙ্গাও পশ্চাতে পশ্চাতে উড়িতে থাকে। ইহাকেই 'কাকের পিছনে ফিঙ্গা লাগা' বলে।

হিন্দুর নবান্ন পর্ব্বে এই কাকের বড় আদর দেখা যায়। প্রত্যেক গৃহস্থ "নবান্ন" লইয়া গৃহছাদে উঠিয়া কাকের আগমন প্রার্থনা করিতে থাকে, কিন্তু সে দিন ইহাদিগকে পাওয়া দায় হয়, কারণ প্রায় সর্ব্বত্রই ইহারা ভোজ্য পাইয়া তৃপ্ত থাকে। এই জন্য লোকে কথায় বলে যে, "নবান্নের কাক" অর্থাৎ দুষ্প্রাপ্য।

২। (ক) ডোমকাক—'করভাস্' জাতির মধ্যে ডোম-কাক সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। ভারতবর্ষের মধ্যে উত্তরাঞ্চলে ইহাদিগকে অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। সিন্ধু, রাজপুতানা প্রভৃতি কয়েকস্থানে ইহারা গ্রীষ্মকালে থাকে না। শরতের প্রথমে ইহারা আসে ও বসন্তের পরেই আফগানস্থান, কাশ্মীর প্রভৃতি শীতপ্রধান স্থানে চলিয়া যায়। হিমালয় পর্ব্বতের ১৪০০০ ফুটের উর্দ্ধে ডোমকাক আছে; কিন্তু তন্নিম্নে পার্ব্বত্য-প্রদেশে নাই। বাঙ্গালায়, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে ও পঞ্জাবে যেরূপ ডোমকাক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের গাত্র গাঢ়নীলের আভাযুক্ত চিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ; গলদেশের পালকগুলি দীর্ঘ ও বিরল; উপরের ঠোঁটের অগ্রভাগ ঈষৎ বক্র, উর্দ্ধচঞ্চুর উচ্চতা অধিক; ডানা দৈর্ঘে ১৫ ইঃ। দেহ দৈর্ঘে ২৫ হইতে ২৭ ইঃ। চঞ্চুর উভয়পার্শ্বে খাল, চঞ্চু ও পদদ্বয় ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, উর্দ্ধচঞ্চুর অগ্রভাগ ঈষৎ বক্র। ইহাদিগকে হিন্দুস্থানীরা "ঢুদা" ও "ডোমকাগ্", বাঙ্গালায় "ডোমকাগ", ইংরাজেরা "র‍্যাভেন," স্কচেরা "কর্ব্বি", সুইডেন-বাসীরা "ক্রপ", দিনেমারেরা "রওন", জর্ম্মনেরা "কোলক্রেড", ফরাসীরা "করবোঁ", ইতালীয়েরা "ক্রভো", "ক্রবো" বা "ক্রভোগ্রসো", প্রাচীন রোমকেরা "করভাস্", স্পেনীয়রা "এল্ কুইর্ভো", পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপবাসীরা "কঅ-কঅ-গিউ" এবং এস্কুইমোরা "তুলুআক" বলে। বৈদেশিক শাকুনশাস্ত্রে ইহার নাম করভাস্ কোরাক্স (Corvus Corax)।

হিমালয় ও য়ুরোপে যে ডোমকাক দেখা যায়, তাহারা বড় ভীত-স্বভাব, কখন লোকালয়ে আসিতে চাহে না, কিন্তু ভারতে অন্যান্যস্থানে যে সকল ডোমকাক আছে, তাহারা পাতিকাকের ন্যায় নির্ভীক, ঘরে দুয়ারে ইচ্ছামত যাতায়াত করে। ডোমকাকেরা কিন্তু বড় দ্বন্দ্ব-প্রিয়। ইহারা কলহ করিতে করিতে এতদূর উন্মত্ত হয় যে, উভয়ের মধ্যে একটা প্রায়ই মারা পড়ে। সিন্ধুপ্রদেশে প্রতি বৎসর শরৎকালে ইহারা যখন আসে, তখন প্রথম প্রথম ইহাদের অনেকগুলি মারা পড়ে দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে, ইহাদের স্বভাবসুলভ দ্বন্দ্বপ্রিয়তাই এই মৃত্যুর কারণ। সিন্ধুপ্রদেশের ডোমকাকেরা জাতিগত কণ্ঠস্বর ভিন্ন ঘণ্টাধ্বনির মত একপ্রকার শব্দ করিতে পারে। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ইহারা কাটিকুটা দিয়া মাঠের মধ্যে বা বিরল জঙ্গলে বড় বড় বৃক্ষের মাথায় বাসা বাঁধে। ইহাদের ৪।৫টি ডিম হয়। ইহারা প্রায় পৌষ হইতে ফাল্গুন মাসের মধ্যেই ডিম পাড়ে। ডিমগুলি দেখিতে সবুজের আভাযুক্ত তরল নীলবর্ণ; ডিমের গাত্রে কৃষ্ণাধিক্য মেটে রঙ্গের, তরল বেগুনি রঙ্গের ও তরল সিন্দূরিয়া রঙ্গের দাগ থাকে।

(খ) ভোটদেশীয় ডোমকাক।—হিমালয়ের উর্দ্ধতমপ্রদেশে, কাশ্মীর ও কুমায়ুন রাজ্যে এবং তিব্বতদেশে একজাতীয় ডোমকাক আছে, তাহারা প্রায় দীর্ঘে ২৮ ইঃ; ডানা ১৯ ইঃ বড়, উর্দ্ধচঞ্চুর গোড়ার উচ্চতা খুব বেশী, এবং তাহাদের পুচ্ছও দীর্ঘ হইয়া থাকে। অন্যান্য অবয়ব সাধারণ ডোমকাকের মত। দুই চারিজন বৈদেশিক শাকুনশাস্ত্রবিৎ ইহাকে এক স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া গণনা করেন ও "করভাস্ টিবেটেনাস্" (Corvus Tibetanus) অর্থাৎ 'তৈব্বতী ডোমকাক' নামে অভিহিত করেন, কিন্তু সামান্য আকারের দীর্ঘতা ভিন্ন অন্য কোন বিভিন্নতা নাই দেখিয়া অনেকেই ইহাকে সাধারণ শ্রেণীমধ্যে গণ্য করেন।

য়ুরোপীয় শাকুনতত্ত্ববিদেরা বলেন যে, ডোমকাক (র‍্যাভেন) মনুষ্যের কণ্ঠস্বর অতি সুন্দর অনুকরণ করিতে পারে।

(গ) পাটলচূড়-ডোমকাক।—মরুপ্রদেশে আর একপ্রকার ডোমকাক দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাদের কপাল ও মস্তক পাটলাভ পিঙ্গলবর্ণ ও কতকাংশে বেগুণি রঙ্গের চিক্কণতা আছে, পালকের মধ্যে উপরের স্তরের পালক চিক্কণ, কৃষ্ণবর্ণ ও নিম্নস্তরের পালক পাটলাভ পিঙ্গলবর্ণ; পিঙ্গলবর্ণের পালকগুলির প্রান্তভাগ রক্তাভ। চঞ্চুপুট কাল, পদদ্বয় কাল। দৈর্ঘ্যে ২২ ইঞ্চি। সিন্ধুপ্রদেশের যাকোবাবাদ ও লারখানার মরুভূমিতে ইহাদিগকে শীতকালে দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্জাবের ডোমকাক (C. Corax) হইতে ইহাদের গাত্রবর্ণ ভিন্ন, আরও একটু পার্থক্য আছে যে, ইহাদের গলদেশের

পালকগুলি ক্ষুদ্রাকার ও দেহ পরিমাণে ছোট। ইহাদিগের নাম "করভাস্ আম্ব্রিনাস্" (C. Umbrinus) অর্থাৎ 'পাটলচূড়ডোমকাক।' ইহা ভারতের উত্তরপশ্চিমপ্রান্ত হইতে মিসরদেশ, এসিয়ার পশ্চিম ও দক্ষিণস্থ সকল দেশে দেখিতে পাওয়া যায়।

৩। দাঁড়কাক—এইজাতীয় কাককে উত্তরভারতে "দাড়" বা "দাল কাউয়া" ও দক্ষিণে "ধেরি কাউয়া" বলে। যাহারা পীক্‌রে পক্ষী প্রতিপালন করিয়া তদ্দ্বারা পক্ষী-শীকার করে, তাহাদের মধ্যে অনেকে এই জাতীয় কাককে "কড়িয়াল কাক" বলে এবং তৈলঙ্গীরা "কাকী", তামিলেরা "কাকা," লেপ্‌চারা "উলক্-ফো", ভুটানীরা "উলক্" এবং অনেক ভারতবাসী ইংরাজ ইহাদিগকেই "র‍্যাভেন" বলেন; কিন্তু বস্তুতঃ শাকুনতত্ত্বজ্ঞ ইংরাজ পণ্ডিতেরা ইহাকে "ইণ্ডিয়ান কর্ব্বি" (Indian Corby) বলিয়া থাকেন।

দাঁড়কাকের কয়েকটী শ্রেণী ভেদ আছে।—

(ক) ভারতীয় দাঁড়কাকগুলির আকার এইরূপ—সমস্ত শরীরের উপরিস্তরের পালকগুলি চিক্কণ ও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ; নিম্নস্তরের পালক তত ঘোর বর্ণ নহে, পুচ্ছের পালক-সংস্থান ঈষৎ গোলাকার, ডানা খুব দীর্ঘ, প্রায় পুচ্ছের শেষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, চঞ্চুপুট সরল, ঊর্দ্ধচঞ্চুর সম্মুখভাগ উচ্চ ও অগ্রভাগ বক্র, ঘাড় ও চঞ্চুপার্শ্বদ্বয়ের পালকে প্রায় চিক্কণতা নাই এবং এই স্থানের পালক তুলার থুপির মত, তাহাতে পালকের ডাঁটি নাই। ইহাদের ঠোঁট, পা ও আঙ্গুল কৃষ্ণবর্ণ। এক একটি দৈর্ঘে ১৯ ইঃ, ডানা ১১ হইতে ১৪ ইঃ, পুচ্ছ ৭ ইঃ, পায়ের ডাঁটী ২ ইঞ্চির অধিক এবং ঠোঁট ২॥ ইঞ্চি।

ইহাদিগকে ইংরাজী শাকুনশাস্ত্রে "করভাস্ ম্যাক্রো-র্হিঙ্কাস্" (C. macrorhynchus) বা "করভাস্ কাল্‌মিনেটাস্ (C. culminatus) বলে।—ইহারা ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে বনে, জঙ্গলে, পর্ব্বতে, লোকালয় প্রভৃতি সকল স্থানে বাস করে। পূর্ব্ব-উপদ্বীপ ও ভারতীয় দ্বীপশ্রেণীতেও আছে। গ্রাম্যকাকের ন্যায় ইহারা অগণ্য নহে, তবে অন্যান্য জাতীয় কাক অপেক্ষা ইহাদের সংখ্যা অধিক বটে। দাক্ষিণাত্যে নীলগিরি পর্ব্বতে ইহারাই গ্রাম্যকাকের ন্যায় অসংখ্য বাস করে। ইহারা লোকালয় অপেক্ষা বনে, জঙ্গলে অথবা পর্ব্বতে থাকিতে ভালবাসে। ইহারা প্রধানতঃ মৃত জন্তুর মাংসাদি আহার করে বলিয়া ইহাদিগকে ইংরাজেরা "কর্ব্বি" বা "কেরিয়ন" অর্থাৎ 'গলিত-মাংসভুক্' বলেন। ইহারাও ডিম পাড়িবার সময় কোন দুর্গম জঙ্গলের ভিতর একটি নিরুপদ্রব বৃক্ষে বাসা বাঁধে। বাসায় শুষ্ক ঘাস, পাতা ও লোম দিয়া কোমল ও উষ্ণ করে। একবারে ৩।৪টি ডিম হয়, ডিম তরল সবুজবর্ণ ও গাত্রে ধূসরবর্ণের বিন্দু বিন্দু দাগ হয়। বৈশাখ হইতে শ্রাবণ মাসের মধ্যে ডিম পাড়িবার সময়। ইহাদের বাসাতেও কোকিলে ডিম পাড়ে। ইহারা বড় অনিষ্টকারী, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোরগ, পায়রার ছানা ও চড়াই ধরিয়া লইয়া যায়, এমন কি ক্ষুদ্র ছাগ-শিশু পর্য্যন্ত ইহাদের চঞ্চুপুটাঘাতে মারা পড়ে। ইহারা অপর পক্ষীর বাসা বা ডিম নষ্ট করিতে দেখিলে 'রাজকাক' ইহাদিগকে তাড়া করে। অনেক ইংরাজ ইহাদিগকে "জঙ্গলক্রো" (Jungle crow) অর্থাৎ বন্যকাক বলিয়া থাকেন।

(খ) য়ুরোপীয় দাঁড়কাক বা "কেরিয়ন ক্রো" (Carrion crow) অর্থাৎ 'গলিত মাংসভুক্ কাক' দেখিতে ঠিক এদেশীয় দাঁড়কাকের ন্যায়, কেবল গাত্রের সর্ব্বত্রই ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, গালের পালক নরম নহে। সর্ব্বশরীর চিক্কণ। পুচ্ছের পালক ৮ ইঃ, ডানা ১২ হইতে ১৪ ইঃ, এবং ঠোঁট প্রায় ৩ ইঃ। ভারতবর্ষে ও কাশ্মীরে কেবল এই জাতীয় দাঁড়কাক দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু অন্য কোথাও নাই। এই জাতীয় পক্ষীর আদিম বাসস্থান সাইবিরিয়ার পূর্ব্বাংশে ইনিসি নদী হইতে প্রশান্ত মহাসাগর পর্য্যন্ত। সেখান হইতে ইহারা দক্ষিণে কাশ্মীর ও পশ্চিমে ইংলণ্ড পর্য্যন্ত সমস্ত দেশে বাস করে। ইহারা দল বাঁধিয়া বাস করে না। ইহাদিগকে ইংরাজী শাকুন শাস্ত্রে "করভাস্ কোরোন" (C. Corone) বলে।

(গ) কাশ্মীরে আর এক শ্রেণীর দাঁড়কাক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা প্রমাণে দাঁড়কাক হইতে ক্ষুদ্র, গাত্র-বর্ণ অন্ধকারের মত কাল। ইহারা অতি দ্রুত উড়িতে পারে। চিলের সহিত ইহাদের বিষম বিবাদ। ইহারাও গলিত মাংস খাইয়া থাকে। কাশ্মীরে, সিমলা-প্রদেশে, ছুগসাই উপত্যকায় ইহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা পার্ব্বতীয় কাক নামে বিখ্যাত। ইংরাজী শাকুন শাস্ত্রমতে ইহাদিগকে দাঁড়কাক ও গ্রাম্যকাকের মধ্যবর্ত্তী বলিয়া "করভাস্ ইণ্টারমিডিয়াস্" (C. intermedius) বলে।

(ঘ) সূক্ষ্মচঞ্চু দাঁড়কাক—গাত্রবর্ণ বেগুনি মিশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ। মস্তক, ঘাড়, পৃষ্ঠ, উদর ও চক্ষের বর্ণ অপেক্ষাকৃত তরল। কপাল গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ। দৈর্ঘে ১৮ ইঃ, ডানা ১২॥ ইঃ, পুচ্ছ ৭ ইঃ, চঞ্চুপুট লম্বে ২॥ ইঃ, মোটা পৌণে এক ইঞ্চি মাত্র। ইংরাজী শাকুনশাস্ত্রে ইহার নাম "করভাস্ টেন্যুইরষ্ট্রীস" (C. tenuirostris)।

এতদ্ভিন্ন চীনদেশীয় "করভাস্ পেক্‌টোর‍্যালিস্" (C. pectoralis) ও যবদ্বীপের "করভাস্ এঙ্কা" (C. enca)

দাঁড়কাকজাতীয় বটে। যবদ্বীপের "করভাস্ এক্কা" সুক্ষ্মচঞ্চু কাকের এক জাতীয়, কিন্তু ক্ষুদ্রকায় এবং চীনদেশীয় "পেক্টো-রালিস্" ভারতীয় দাঁড়কাক-জাতীয়।

৪। ব্রহ্মদেশীয় গ্রাম্যকাক—ইহাদের কপাল, মস্তক, চিবুক ও গলা চিক্কণ কৃষ্ণ। ঘাড় ও চক্ষুপার্শ্ব তরল পিঙ্গলবর্ণ এবং কর্ণাবরক পালকগুলি ও নিম্নদেশের পালকগুলি পিঙ্গলাভ-মিশ্রিত কৃষ্ণবর্ণ। ডানা, পুচ্ছ ও বাকি পালক চিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ. ইহাদের কৃষ্ণবর্ণ পালকগুলি হইতে বেগুনী ও সবুজবর্ণ-মিশ্রিত অর্থাৎ ময়ূরকণ্ঠের ন্যায় আভা বাহির হয়। ইহাদের স্বভাবাদি ঠিক ভারতীয় গ্রাম্য-কাকের ন্যায়। সমস্ত ব্রহ্মদেশ ও দক্ষিণে মারগুই পর্য্যন্ত, পশ্চিমে আসাম হইতে মণিপুরের পূর্ব্বাঞ্চল পর্য্যন্ত সমস্তদেশে এই কাকের বাস, অন্যত্র নাই। ইহাদের ব্রহ্মদেশীয় নাম "কীগ্যান" এবং বৈদেশিক শাকুনশাস্ত্রমতে ইহাদিগকে "করভাস্ ইন্সোলেন্স" (C. insoleus) বলে।

৫। ঝোটন কাক—ইহাদের মস্তকে কাকাতুয়ার ন্যায় ঝোটন আছে। ইহাদিগের মস্তক, ঘাড়, গলা, বক্ষের উর্দ্ধভাগ, ডানা, পুচ্ছ, এবং উরু চিক্কণ; অবশিষ্ট পালক গঙ্গার বেলেমাটীর ন্যায় ধূসরবর্ণ। উপরের পালকের কলম কৃষ্ণবর্ণ ও নীচের পালকের কলম পাটল। পা, ঠোঁট ও অঙ্গুলি কাল। দৈর্ঘে ১৯ ইঃ, পুচ্ছ ৭॥ ইঃ, ডানা ১২॥ ইঃ, পায়ের ডাঁটি ২ ইঃ ও ঠোঁট ২ ইঃ। ইহাদের ইংরাজী নাম হুডেড ক্রো (Hooded Crow) এবং ইংরাজী শাকুনশাস্ত্রসম্মত নাম "করভাস্ কর্ণিক্স্" (C. Cornix)

ইহাদের ৩টী শ্রেণী আছে। এই ৩টী শ্রেণীর আকৃতিগত এত স্পষ্ট প্রভেদ যে দেখিলে স্পষ্টই চিনিয়া লইতে পারা যায়। বিশুদ্ধ ঝোটন কাক (True Corvus Cornix) পারস্যোপসাগরের উপকূল হইতে পশ্চিমে য়ুরোপ পর্য্যন্ত সকল স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের কৃষ্ণবর্ণের পালক ব্যতীত অন্য পালকগুলির বর্ণ পাংশুল ধূসর। এই জাতীয় "করভাস্ কেপেল্লেনাস্" (C. Capellanus) পারস্যোপসাগরের তীরে ও মেসোপোটেমিয়া প্রদেশে দেখা যায়। এই শ্রেণীর পালকের বর্ণ শাদা ও পালকের কলম কাল। আকার বর্ণাদির কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। শীতকালে ইহাদিগকে পঞ্জাবের সর্ব্বাপেক্ষা উত্তরপশ্চিমকোণে, হাজারা প্রদেশে ও গিলগিট প্রান্তে দেখা যায়। গলিত-মাংসভুক্ কাকের ন্যায় ইহাদের স্বভাবাদি; আবার ইহারা শস্যভুক্ও বটে এবং শস্য পাইবার আশায় ইহারা দলে দলে মাঠে ঘুরিয়া বেড়ায়। ভারতবর্ষে ইহারা বাসা বাঁধে না বা ডিম পাড়ে না। সাইবিরিয়ায় ইহারা গলিত মাংসভুক্ শ্রেণীর সহিত সহবাসাদি করিয়া সন্তান উৎপাদন করে। এই বর্ণশঙ্কর কাক এদেশে দেখা যায় না।

৬। কাশ্মীর-প্রদেশে, পশ্চিম এসিয়ায় এবং য়ুরোপে একপ্রকার দাঁড়কাক দেখা যায়; বৈদেশিক শাকুনশাস্ত্রমতে ইহারা ভিন্ন শ্রেণীভুক্ত। ইহাদিগের সমস্ত অবয়বের বর্ণ কাল; মস্তক, গলা, ঘাড় ও নিম্নদেশের পালক নীলবর্ণের চিক্কণতা ও পাটলের আভাযুক্ত। ইহাদের পরিমাণ দাঁড়কাকেরই ন্যায়, সামান্য ইতরবিশেষ আছে। ইংরাজীতে ইহাদিগকে রুক (Rook) ও ইংরাজী শাকুনশাস্ত্রে "করভাস্ ফ্রুগাইলিগাস্" (C. Frugilegus) বলে। ইহাদের শাবক ৫ মাসের হইলে তাহাদের নাসা-লোম (Nasal bristles) পড়িয়া যায় ও তাহার দুইমাস পরেই তাহাদের মুখের সম্মুখভাগে অর্থাৎ ঠোঁটের মূলে কিছুমাত্র পালক থাকে না। এই কাক ভারতবর্ষে বাসা বা সন্তানোৎপাদন করে না। ইহারা প্রধানতঃ শস্যভোজী, চরিবার জন্য দলে দলে মাঠে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং খাল বিল ও জলাশয়ে কীটাদি ধরিয়া খায়।

৭। কাশ্মীরে আরও এক শ্রেণীর ক্ষুদ্রাকার দাঁড়কাক দেখা যায়, ইহাদিগকে ক্ষুদ্রচঞ্চু দাঁড়কাক বলা যায়। ইহাদের মস্তক ও কপাল চিক্কণ ও কৃষ্ণবর্ণ, ঘাড় গাঢ় ধূসরবর্ণ, মস্তকের পার্শ্ব ও গলা তরল ধূসর বর্ণ, অর্দ্ধেক গলায় প্রায় শ্বেতবর্ণের কাঁঠি আছে। উপরের স্তরে পালক ও পুচ্ছ সুচিক্কণ নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ, পালকের কলম ধূসর, গলার নিম্নভাগ কৃষ্ণবর্ণ, অন্যান্য পালকও শ্লেটের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। দীর্ঘতা ১৩ ইঃ, পুচ্ছ ৫॥ ইঃ, ডানা ৯ ইঃ, পায়ের ডাঁটি ১॥ ইঃ, ও ঠোঁট ১॥ ইঃ মাত্র। ইংরাজীতে ইহাদিগকে "জ্যাক ড" (Jackdaw) ও ইংরাজী শাকুন-শাস্ত্রানুসারে "করভাস্ মনিডিউলা" (C. monedula) বলে। ভারতের মধ্যে কাশ্মীর ও উত্তর-পঞ্জাবে ইহাদিগকে দেখা যায়। শীতকালে আম্বালা প্রদেশে পর্ব্বতের নিকটেও ইহাদের দেখা যায়। ইহারা কাশ্মীরে পুরাতন অট্টালিকা ও বৃক্ষাদিতে বাসা বাঁধিয়া বাস করে। ইহারা ৪ হইতে ৬টি পর্য্যন্ত ডিম পাড়ে।

৮। শ্বেতকাক—কাকের ন্যায় অবিকল আকারের একপ্রকার পক্ষী আছে, তাহার সমস্ত পালক কাকাতুয়ার ন্যায় শাদা। পদদ্বয় ও ঠোঁট এবং চক্ষুও কাকাতুয়ার ন্যায়। ইহাদিগকে শ্বেতকাক বলে।

কাক সম্বন্ধে বাঙ্গালা দেশে কয়েকটি প্রবাদ আছে—

(১) ইহারা এক চক্ষে দেখিতে পায় না, কারণ ইহা

সীতা একদিন বনে বেড়াইতেছিলেন। ইন্দ্রপুত্র সীতার রূপ দেখিয়া মোহিত হন এবং কাকরূপে সীতার বক্ষ বসন আকর্ষণ করেন। নখাঘাতে সীতার স্তনে রক্তপাত হয়। রাম দেখিয়া বাণ ত্যাগ করেন। বাণ কাকের চক্ষুতে লাগে। তদবধি কাকেরা একটি চক্ষুর দৃষ্টি হারাইয়াছে। (রঘুবংশ, ১২।২২-২৩) এ সম্বন্ধে কৃত্তিবাস লিখিয়াছেন—

"দয়ার সাগর রাম না মারেন পাখী।
তীক্ষ্ণবাণে বিঁধিলেন তার এক আঁখি॥"

(২) যদি কোন গৃহস্থের ছাদে বসিয়া একটা কাক আর একটা কাকের গাত্রকীট বাছিয়া দেয় ও মাথার পালক সংযত করিয়া দেয়, আর যদি কোন সধবা পুত্র-সন্তাবিতা বধূ বা কন্যা তাহা দর্শন করে, তবে গৃহিণীরা স্থির করেন যে সেই মাসের ঋতুস্নানের পরই সে কামিনী গর্ভিনী হইবে।

(৩) কাকের পালক স্পর্শ করিলে পূর্ব্বধর্ম্ম বিনষ্ট হয়। অনেকে এই বিশ্বাসে কাকের পালক ছুঁইলে সবস্ত্র স্নান করিয়া থাকেন।

(৪) কাক ঝড় ব্যতীত মরে না। "কাক মরে ঝড়ে, বিড়াল বলে আমার শাপ ফল্লো হাড়ে হাড়ে।" (এই শাপটা কি বা তাহার ইতিহাস আছে কিনা জানা যায় নাই।)

(৫) কাক যখন প্রত্যুষে উঠিয়া ডাকিতে থাকে ও ইতস্ততঃ উড়িতে থাকে অথচ আহার গ্রহণ করে নাই তখন শুভোদ্দেশে যাত্রা করিলে মঙ্গল হয়। ডাকের বচনে আছে—"উঠে পড়ে খায় না, তখন কেন যায় না।"

(৬) কাক নাপিত শিয়াল।
এই তিন চতুরাল॥

(৭) পক্ষী জাতির মধ্যে কাক চণ্ডালজাতীয়। ইহারা শবদেহ পরিষ্কার করে। কেহ কেহ আবার ইহাকে ব্রাহ্মণ জাতীয়ও বলে।

(৮) কাকমাংস তিক্ত, কোন পশুপক্ষীর খাদ্য নহে। লোকে স্বার্থপরতার তুলনায় বলে, "কাক সকলের মাংস খায়, কিন্তু তার মাংস কেহ খাইতে পায় না।" [কাকচরিত্র দেখ।]

মদনপালের মতে ইহার মাংস গুণ—লঘু, অগ্নিদীপক, বৃংহণ, বলকারক, আয়ু ও চক্ষুর হিতকর এবং ক্ষত ও ক্ষয়রোগ-নাশক।

৫ এক কড়ার চতুর্থাংশ। ৬ দ্বীপবিশেষ। ৭ তিলক-বিশেষ। ৮ শিরোহবক্ষালন। ৯ (ত্রি) কুৎসিতভাবে গমনকারী, খোঁড়া। ১০ অতি ধৃষ্ট।

কাককঙ্গু (স্ত্রি) কাকপ্রিয়া কঙ্গুঃ মধ্যলো°। ধান্যবিশেষ। চীনা। (চীনকস্তু কাককঙ্গুঃ। হেম ৪।২৪৪।)

কাককলা (স্ত্রী) কাকস্য কলা অবয়ব ইব অবয়বো যস্যাঃ, মধ্যলো°। কাকজঙ্ঘা।

কাকঘ্নী (স্ত্রী) কাকং হন্তি, কাক-হন্-ট-ঙীপ্। মহাকরঞ্জ।

কাকচরিত্র (ক্লী) কাকস্য চরিত্রং বর্ণিতং যত্র, বহুব্রী। শাকুনশাস্ত্রের অংশবিশেষ; ইহাতে কাকের চেষ্টাদি ও শব্দ-বিশেষ দ্বারা কিরূপে লাভালাভ জানিতে পারা যায়, তাহা-রই উপদেশ লিখিত আছে। বসন্তরাজ প্রণীত শাকুনশাস্ত্রে ইহার মত লিখিত হইয়াছে। তাহা এই—

"কাক পাঁচশ্রেণীতে বিভক্ত—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং অন্ত্যজ; বর্ণ ও স্বর দ্বারা ঐরূপ ভেদ বুঝিয়া লইতে হয়। যে সকল কাক পরিমাণে বৃহৎ, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘ ও বৃহৎ মস্তকযুক্ত এবং যাহাদিগের স্বর গম্ভীর, তাহারা বিপ্রজাতি। যাহাদের মিশ্রবর্ণ, পিঙ্গল অথবা নীলচক্ষু, তীক্ষ্ণরব এবং অতিশয় বল আছে, তাহারা ক্ষত্রিয় জাতি। যাহাদের বর্ণ পাণ্ডু বা নীল, চঞ্চু শ্বেত বা নীল, শব্দ অল্প রূঢ়, তাহারা বৈশ্যজাতি। যাহাদের বর্ণ ভস্মের ন্যায়, শরীর রুশ, শব্দ অধিকাংশ ককারযুক্ত, স্বভাব চঞ্চল, তাহারা শূদ্রজাতি এবং যাহাদের মুখদেশ রুক্ষ, সূক্ষ্ম ও পাতলা, স্কন্ধদেশ দীপ্তিবিশিষ্ট, শব্দ ও বুদ্ধিবৃত্তি স্থির, আশঙ্কা অল্প, তাহারা অন্ত্যজ। দ্রোণনামক কৃষ্ণবর্ণ বিপ্র-কাক (দাঁড়কাক) শ্রেষ্ঠ, অভাবে যাহাদের কণ্ঠদেশ শ্যামবর্ণ, তাহাদিগের লক্ষণাদি দেখিবে। অদ্ভুত দর্শন বলিয়া শ্বেত-কাক গ্রাহ্য নহে। বিপ্রকাকের নিকট প্রশ্ন করিলে, তাহারা পরিষ্কার উত্তর দেয়। ক্ষত্রিয়কাক তাহা অপেক্ষা অল্প। বৈশ্যকাক অধিবাসন পাইলে এবং শূদ্রকাক পূজা পাইলে উত্তর দেয়। কিন্তু অন্ত্যজকাক সর্ব্বদাই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়া থাকে। এই পাঁচ প্রকার কাকের শব্দ দ্বারা যথাক্রমে তৎক্ষণাৎ, তিনদিন ও সপ্তাহ বা একপক্ষ অন্তরে ফল পাওয়া যায়।

"শান্ত ও প্রদীপ্তভাবে শব্দ করিলে তাহা শুভপ্রদ, কিন্তু রৌদ্রস্বরে শব্দ করিলে তাহা প্রশস্ত নহে। সর্ব্বত্র মধুর শব্দই প্রশস্ত। প্রদীপ্তভাবে অথচ পরুষস্বরে শব্দ করিলে কার্য্য নিষ্পন্ন হইলেও পুনর্ব্বার তাহা বিনষ্ট হয়, কিন্তু প্রদীপ্ত অথচ শান্তভাবে শব্দ করিলে, তাহা দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি হয়। শান্ত ও প্রদীপ্তভাবে বাহিরে একবার শব্দ করিয়া ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়াও যদি পুনর্ব্বার সেইরূপ শব্দ করে, তাহা হইলে সমস্ত বিঘ্ন বিনষ্ট হইয়া কার্য্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। প্রথমে দীপ্ত শব্দ করিয়া পরে শান্ত শব্দ করিলে কার্য্য নষ্ট হইয়া দ্বিতীয়বারে সিদ্ধ হয়।

"সূর্য্যোদয়ের সময় পূর্ব্বদিকে কোন নির্দ্দোষ স্থানে বসিয়া

সম্মুখভাবে শব্দ করিলে শত্রুনাশ, চিন্তিত কার্য্যের সিদ্ধি এবং স্ত্রী ও রত্ন লাভ হয়। অগ্নিকোণে বসিয়া শব্দ করিলে, শত্রুনাশ, ভয়নাশ ও স্ত্রীলাভ হয়। দক্ষিণদিকে পরুষ স্বরে শব্দ করিলে অতি দুঃখ, রোগ বা মৃত্যু; কিন্তু মধুরস্বরে শব্দ করিলে কার্য্যসিদ্ধি ও স্ত্রীলাভ হয়। নৈঋ‌র্তদিকে সহসা শব্দ করিলে ক্রুরকার্য্য সংঘটন, দূতাগমন ও কার্য্যের মধ্যমসিদ্ধি ঘটে। পশ্চিমদিকে শব্দ করিলে বৃষ্টি হয়; স্ত্রী, বস্ত্র ও রাজপুরুষ আগমন করে এবং স্ত্রীর সহিত কলহ হইয়া থাকে। বায়ুকোণে শব্দ করিলে বাঞ্ছিত বস্ত্র, অন্ন ও যান লাভ হয়; কিন্তু পূর্ব্বের বৃত্তি বিনষ্ট হয় এবং অতিথির আগমন ও স্বদেশ হইতে নিজের বিদেশ গমন হইয়া থাকে। উত্তরদিকে শব্দ করিলে দুঃখ, সর্পভয়, দরিদ্রতা, ধননাশ ও প্রিয়ব্যক্তি লাভ হয়। ঈশানদিকে শব্দ করিলে স্ত্রী ও অন্ত্যজাতি আগমন করে এবং রোগের কারণ উৎপত্তি, প্রিয় বস্তুলাভ ও পীড়ার আধিক্য থাকিলে মৃত্যু হইয়া থাকে। ব্রহ্ম-প্রদেশে অর্থাৎ ঊর্দ্ধদিকে মধুর স্বরে শব্দ করিলে, বাঞ্ছিত অর্থলাভ, প্রভুর অনুগ্রহ ও ধন লাভ হয়।

"প্রথম প্রহরের সময় পূর্ব্বদিকে কাক ডাকিলে চিন্তিত কার্য্যের সিদ্ধি, অভীষ্ট ব্যক্তির আগমন ও বিনষ্ট বিষয়ের লাভ হইয়া থাকে। অগ্নিকোণে ডাকিলে স্ত্রীলাভ ও শত্রুনাশ হয়। দক্ষিণদিকে ডাকিলে স্ত্রীলাভ, সুখলাভ ও প্রিয়সঙ্গ লাভ হয়। নৈঋ‌র্তদিকে ডাকিলে প্রিয়পত্নী, মিষ্টান্ন ও চিন্তিত বিষয়ের সিদ্ধি লাভ হয়। পশ্চিমে ডাকিলে পূজ্যজনের আগমন ও বৃষ্টি হয়। বায়ুকোণে ডাকিলে শুভ, রাজপ্রসাদ ও পথিক দর্শন হয়। উত্তরে ডাকিলে ভয়, চৌর ও শোকসংবাদ, অথবা মনোরম সংবাদ ও ধনলাভের সংবাদ আসিয়া থাকে। ঈশানকোণে ডাকিলে প্রিয়ব্যক্তির সহিত আলাপ, অগ্নিভয় ও বহুলোকের সঙ্গ হয়। ব্রহ্মদেশে ডাকিলে সুখ ও কামভোগ, সম্মান, সম্পদ, ধন ও সিদ্ধি লাভ হয়।

"দ্বিতীয় প্রহরে পূর্ব্বদিকে কাকের শব্দ হইলে কোন পথিকের আগমন, চৌরভয়, ব্যাকুলতা ও অতিশয় শঙ্কা; অগ্নিকোণে কলহ, প্রিয়ব্যক্তির আগমন-সংবাদ ও স্ত্রীলাভ; দক্ষিণে বৃষ্টি, অতিশয় ভয় ও প্রিয়ব্যক্তির সমাগম; নৈঋ‌র্তে প্রাণভয়, স্ত্রী ও ভোজ্যলাভ এবং যাবতীয় রোগনাশ; পশ্চিমে স্ত্রীলাভ, স্ত্রীর আগমন, সম্পদবৃদ্ধি ও কুবর্ষণ; বায়ুকোণে ধনক্ষ ও চৌর সঙ্গ, দূতের আগমন এবং স্ত্রী, মাংস ও অন্নলাভ; উত্তরে রম্য রব করিলে স্বগণ ও ইষ্ট ব্যক্তির আগমন এবং জয়লাভ; অরম্য রব করিলে চৌরভয়; ঈশানে রুক্ষ শব্দ করিলে চৌরভয়, অগ্নিভয় ও বিরুদ্ধ বাক্য অরুক্ষ হইলে শুক্রর আগমন ও জয়লাভ; ব্রহ্মপ্রদেশে সুশব্দ করিলে রাজপ্রসাদ ও মিষ্টান্ন লাভ এবং কুশব্দ করিলে চৌরভয় হইয়া থাকে।

"তৃতীয় প্রহরে পূর্ব্বদিকে রুক্ষ শব্দ করিলে সম্পদ্ বৃদ্ধি ও চৌরভয় হয় এবং রম্য শব্দ করিলে রাজার আগমন, জয়লাভ ও কার্য্যসিদ্ধি হয়। এইরূপ অগ্নিকোণে বিরুদ্ধ শব্দে অগ্নিভয়, কলহ, বিরুদ্ধ সংবাদ ও যাত্রার বিফলতা, বিশুদ্ধ শব্দে জয়াদি সংবাদ; দক্ষিণ দিকে শীঘ্রই রোগোদ্ভব, আপ্তব্যক্তির আগমন ও ক্ষুদ্র কার্য্যের সিদ্ধি; নৈঋ‌র্ত দিকে মেঘাগম, মিষ্টান্নলাভ, শত্রুনাশ, শূদ্রের আগমন, প্রভুর বিরুদ্ধ সংবাদ ও যাত্রায় কার্য্যনাশ; পশ্চিমে নষ্টধন লাভ, দূরপথে গমন, সুহৃদ্‌ব্যক্তির আগমন, স্ত্রীলাভ, অভীষ্ট জয়াদির সংবাদ ও যাত্রায় কার্য্যসিদ্ধি; বায়ুকোণে দুর্দ্দিন বার্ত্তা, অপহৃত বস্তুর লাভ, সন্তোষকর সংবাদ, উত্তম স্ত্রীলাভ ও যাত্রা; উত্তর দিকে কার্য্যসিদ্ধি, অর্থলাভ, ভোজ্যবৃদ্ধির জন্য শুভসংবাদ, গমন ও বৈশ্য-সমাগম; ঈশানদিকে সুশব্দে ভোজ্য ও জয়লাভ, কুশব্দে হানি ও কলহ এবং ব্রহ্মদিকে শব্দ করিলে তিলতণ্ডুল ও তাম্বূলযুক্ত ভোজ্য লাভ হইয়া থাকে।

"চতুর্থ প্রহরে পূর্ব্বদিকে অর্থলাভ, রাজপূজা, অভয়, সম্পদ্ বৃদ্ধি ও রোগ; অগ্নিকোণে ভয়, রোগ, মৃত্যু ও শিষ্টাগম; দক্ষিণদিকে তস্কর ও শত্রুভয়, শিষ্টজনের আগমন, রোগ ও মৃত্যু; নৈঋ‌র্তে অতি বৃদ্ধি, অভীষ্টসিদ্ধি ও পথে চৌরের সহিত যুদ্ধ; পশ্চিমে ব্রাহ্মণের আগমন, অর্থলাভ, স্ত্রী ও জয়লাভ, বৃষ্টি, যাত্রায় সিদ্ধি এবং রাজপ্রসাদ; বায়ুকোণে প্রিয়স্ত্রীর আগমন, সপ্তাহ মধ্যে প্রবাস এবং সত্বর প্রত্যাগমন; উত্তরে পথিকের আগমন, তাম্বূললাভ, কুশল সংবাদ, বৈশ্য হইতে ধনলাভ, অশ্বাদি আরোহণ এবং যাত্রা বিরুদ্ধ জন্য রোগীর মৃত্যু; ঈশানদিকে স্বর্ণের সংবাদ ও রোগনাশ এবং ব্রহ্মদিকে শব্দ করিলে মধ্যম বার্ত্তা ও মধ্যমসিদ্ধি হয়।

"দিক্ ও প্রহরাদি অনুসারে যে সকল শুভাশুভ বিমিশ্র ভাবে কথিত হইল, তন্মধ্যে দীপ্তশব্দ অশুভ ও শান্তশব্দ শুভকর বলিয়া জানিবে; অথচ দীপ্তদিকের রব শান্তদিকে প্রসারিত হইলে অধিক ফলপ্রদ; দীপ্তদিকে অবস্থিত হইয়া দীপ্তদিক্ দেখিতে দেখিতে শব্দ করিলে তাহা দুষ্ট; দীপ্তদিকে থাকিয়া প্রদীপ্ত দিক্ দেখিতে দেখিতে শব্দ করিলে তাহাও দুষ্ট; দীপ্তদিকে থাকিয়া প্রশান্ত দিক্ সম্মুখ করিয়া শব্দ করিলে তুচ্ছ ও দুষ্ট ফলপ্রদ; শাখায় বসিয়া শান্তদিক্ দেখিতে দেখিতে রুক্ষ শব্দ করিলে অল্প অনিষ্ট; শান্তদিকে থাকিয়া প্রদীপ্ত দিক্ দেখিতে দেখিতে শান্তস্বরে শব্দ করিলে অল্প

অভীষ্টপ্রদ এবং শান্তদিকে থাকিয়া দীপ্তদিক্ দেখিতে দেখিতে শব্দ করিলে শীঘ্র অভীষ্টপ্রদ হইয়া থাকে। এইরূপে মনুষ্যগণ কাকসমূহের আকার, চেষ্টা ও রব বিভাগ করিয়া দিবারাত্রে চারি প্রহর অনুযায়ী শুভাশুভ নিরূপণ করিবেন।

"কাল ও স্থানবিশেষে কাকের বাসা নির্ম্মাণ দেখিয়াও শুভাশুভ নিরূপিত হয়।

বৈশাখ মাসে নিরুপদ্রব বৃক্ষে বাসা নির্ম্মাণ করিলে দেশের মঙ্গল এবং কুৎসিত, শুষ্ক বা কণ্টকযুক্ত বৃক্ষে বাসা নির্ম্মাণ করিলে দেশে দুর্ভিক্ষ হইয়া থাকে। প্রশস্ত বৃক্ষের পূর্ব্ব শাখায় বাসা করিলে বৃষ্টি, শকুনপ্রসাদ, নীরোগ ও বিজয়; অগ্নিকোণের শাখায় বৃষ্টি, ভয়, কলহ বা পাপ, দুর্ভিক্ষ ও শত্রু দ্বারা দেশনাশ এবং পশুদিগের পীড়া; দক্ষিণশাখায় অল্প বৃষ্টিপাত, অন্ননাশ ও শত্রুবিরোধ; নৈর্ঋত শাখায় বাসা করিলে বর্ষাকালে অল্পবৃষ্টি, মনুষ্যের রোগ, শত্রু ও চৌরভয়, দুর্ভিক্ষ এবং যুদ্ধ; পশ্চিমশাখায় বৃষ্টি, নীরোগ, মঙ্গল, সুভিক্ষ, সম্পদ্ ও আনন্দ; বায়ুকোণস্থ শাখায় অত্যন্ত বায়ু অর্থাৎ ঝটিকাদি, অল্পবৃষ্টি, মূষিকের উপদ্রব, শস্যনাশ ও দুই পক্ষে মহাবিরোধ; উত্তর শাখায় বাসা করিলে বর্ষাকালে পরিমিত বৃষ্টি, মঙ্গল, সুভিক্ষ, সুখ, নীরোগ, সম্পদ্ বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি; ঈশানদিকস্থ শাখায় অল্পবৃষ্টি, শত্রুবৃদ্ধি, প্রজাদিগের উৎসর্গ, বান্ধবদিগের কলহ-প্রবৃত্তি এবং লোকসকল মর্য্যদাশূন্য হইয়া থাকে। বৃক্ষের অগ্রভাগে বাসা করিলে অত্যন্তবর্ষণ; মধ্যদেশে করিলে মধ্যমরূপে বৃষ্টি এবং নিম্নদেশে করিলে একেবারে অনাবৃষ্টি হয়। ভূমিতে কুলায় করিলে অবৃষ্টি ও রোগাদি ভয়ের বৃদ্ধি; শুষ্ক বৃক্ষে বাসা বাঁধিলে দাঙ্গা অর্থাৎ লাঠালাঠী ও অন্ননাশ; প্রাচীরের রন্ধ্রে প্রভৃত ভয়, নিম্নপ্রদেশে, তরু কোটরে, বল্মীক রন্ধ্রে ও লতায় বাসা করিলে পীড়া, অবৃষ্টি ও দেশ নিয়মশূন্য হয়।

"কাকের অণ্ডপ্রসবানুসারে শুভাশুভ নির্ণয় করা যায়।—একটি অণ্ডপ্রসব করিলে তাহাকে বারুণ, দুইটি করিলে অগ্নি, তিনটি করিলে বায়ু ও চারিটী করিলে ঐন্দ্র বলিয়া থাকে। বারুণ অণ্ডপ্রসবে পৃথিবী শস্যপূর্ণা হয়, অগ্নি-অণ্ডপ্রসবে মন্দবর্ষণ হয় ও রোপিত বীজের অঙ্কুর হয় না; বায়ু-অণ্ডপ্রসবে শস্য উৎপন্ন হইলেও তাহা শুষ্ক, শলভ প্রভৃতি কীটগণ ভক্ষণ করিয়া ফেলে এবং ঐন্দ্র-অণ্ড প্রসব করিলে পৃথিবীতে মঙ্গল, সুভিক্ষ, সুখ ও কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে।

"কাকের শব্দ চেষ্টাদি অনুসারে যাত্রাকালীন শুভাশুভ নির্ণয়।—প্রবাসী যাত্রাকালে কাকদিগকে দধি ও অন্নযুক্ত পূজা প্রদান করিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক নমস্কার করিবে।—

মন্ত্র।—ভুঙ্ক্ষে বলিং পক্ষিষু মন্ত্রপূতং
ত্বং প্রাণিষু প্রাণিবি বর্ষলক্ষম্।
গুপ্তেন চ স্ত্রীং ভজসে নমোঽস্তু
তুভ্যং খগেন্দ্রায় সকৃৎপ্রজায়॥

নমস্কারের পর স্বীয় কার্য্য স্মরণ করিয়া তাহার সিদ্ধি-কামনায় কাক দর্শন করিতে হইবে। কাক যদি সেই সময়ে বামদিকে মধুর শব্দ করিয়া দক্ষিণদিক্ দিয়া চলিয়া যায়, তাহা হইলে সর্ব্বার্থসিদ্ধি ও প্রত্যাগমন হইয়া থাকে। সেই কাক যদি পুনর্ব্বার বামদিক্ দিয়া প্রদক্ষিণ করিয়া প্রত্যাগত হয়, তবে অভীষ্ট কার্য্যের সিদ্ধি, মঙ্গল ও শীঘ্র প্রত্যাগমন হয়। বামদিকে অনুলোম অর্থাৎ উপর হইতে নীচে আসিবার সময় মধুর রব করিলে প্রয়োজন সিদ্ধি; বাম ও দক্ষিণ উভয়দিকে ঐরূপ শব্দ করিলে কার্য্যের সিদ্ধি অসিদ্ধি উভয়ই হইয়া থাকে, অর্থাৎ কার্য্যসমূহের মধ্যে কতক কার্য্যের সিদ্ধি এবং কতকগুলির অসিদ্ধি ঘটে। পৃষ্ঠদেশে মধুর শব্দ করিতে করিতে অনুগমন করিলে মঙ্গল হইয়া থাকে। শব্দ করিতে করিতে অগ্রে যাইলে, উপস্থিত হইয়া হর্ষ প্রকাশ করিলে, অথবা পদ দ্বারা মাথা চুলকাইলে অভীষ্টসিদ্ধি হয়। হাতী বাঁধিবার থামে বসিয়া শব্দ করিলে হস্তীলাভ, হস্তীর উপরে রাজত্ব, অশ্বে বাহন ও ভূমিলাভ, ধ্বজে বিজয়, কূপে নষ্ট বস্তু ও জয়লাভ, নদীতীরে কার্য্যসিদ্ধি, পূর্ণ ঘটে ধনলাভ; প্রাসাদ, ধান্যরাশি, হর্ম্ম্যপৃষ্ঠ, শস্যপূর্ণ ও তৃণপূর্ণ ভূমিতে বসিয়া শব্দ করিলে ধনলাভ এবং যুগ্মশব্দ করিলেও ধনলাভ হয়। পৃষ্ঠদেশে বা সম্মুখে গোময়ের উপরে বসিয়া অথবা বটাদি বৃক্ষে বসিয়া বিষ্ঠাপূর্ণ মুখে শব্দ করিলে অভিলষিত ভোজন পান লাভ হয় এবং অন্নাদি, বিষ্ঠা, ফল, মূল, পুষ্প বা মৎস্যপূর্ণ মুখ দেখিলেও মিষ্টান্নভোজন হয়। নারী-শিরস্থ পূর্ণ ঘটে বসিয়া শব্দ করিলে স্ত্রী ও ধনলাভ, শয্যার উপরে বসিয়া শব্দ করিলে সুজন সমাগম হইয়া থাকে। সম্মুখে গোপৃষ্ঠ, বৃক্ষ, দুর্ব্বা বা গোময়ে চঞ্চু ঘর্ষণ করিতেছে, অথবা অন্যকে আহার দিতেছে, এরূপ অবস্থা দেখিতে পাইলে বিচিত্র ভোজ্য লাভ হয়। ধান্য, যব, দধি বা ঘৃত দেখিয়া শব্দ করিলে ধন লাভ, মুখে কাঁচা তৃণ লইয়া সম্মুখে দেখা দিলে লাভ; মনোরম অঙ্কুর, পত্র, পুষ্প, ফুল ও ছায়াযুক্ত বৃক্ষে শব্দ করিলে কার্য্যসিদ্ধি; বৃক্ষের শিখরদেশে প্রশান্তভাবে শব্দ করিলে স্ত্রীসঙ্গ, ধান্যাদি রাশিতে শব্দ করিলে অন্নলাভ, গো-পৃষ্ঠে গো ও স্ত্রীলাভ, হস্তিশিশু-পৃষ্ঠে মঙ্গল, গর্দ্দভের পৃষ্ঠে শত্রুক্ষয় ও বধ, শূকরপৃষ্ঠে বধ, ঘন পঙ্কযুক্ত শূকরপৃষ্ঠে ধন লাভ, রুধির

পৃষ্ঠে সদ্যোজ্বর, মৃতশরীরে মৃত্যু, শূন্যকলসে কার্য্যক্ষতি ও কাষ্ঠে কলহ হয়। দক্ষিণদিকে শব্দ করিয়া দক্ষিণদিকে চলিয়া যাইলে, সম্মুখ দিয়া আসিলে, অথবা পশ্চাৎদিকে শব্দ করিতে করিতে বিপরীতভাবে গমন করিলে রক্তপাত হইয়া থাকে। বাম ও দক্ষিণ ক্রমে উভয়দিকে শব্দ করিলে অনর্থ, বামদিকে বিপরীতভাবে গমন করিলে বিঘ্ন, পশ্চাৎদিক্ হইতে শব্দ করিয়া দক্ষিণদিকে চলিয়া গেলে রক্তপাত, লতাদি লইয়া প্রদক্ষিণ করিলে সর্পভয়, গো-পুচ্ছ ও বল্মীক উপরে বসিয়া শব্দ করিলে সর্পদর্শন, অঙ্গার, চিতা ও অস্থির উপরে বসিয়া শব্দ করিলে মৃত্যু, কর চর্ব্বণ করিয়া শব্দ করিলে হানি ও পীড়া, পৃষ্ঠদেশে নিষ্ঠুর শব্দ করিলে মৃত্যু, শূন্যমুখ প্রসারিত করিয়া থাকিলে অমঙ্গল, পরাঙ্মুখ হইয়া থাকিলে রক্তপাত বা মৃত্যুভয়, চঞ্চু বা অস্থি ভঙ্গ হইলে অস্থিভঙ্গ বা বন্ধন, পরস্পর যুদ্ধ করিলে বধ ; পরাঙ্মুখ হইয়া শুষ্ক বৃক্ষে থাকিলেও রোগ, তিক্তবৃক্ষে কলহ ও কার্য্য নাশ, কণ্টকযুক্ত বৃক্ষে পক্ষদ্বয় কাঁপাইয়া রুক্ষ শব্দ করিলে মৃত্যু, ভগ্নশাখায় বধ, লতাবেষ্টিত থাকিলে বন্ধন, কণ্টকযুক্ত রম্যবৃক্ষে কলহ ও কার্য্যসিদ্ধি, আচ্ছন্নবৃক্ষে রক্তপাত ; বিষ্ঠা, আবর্জনা, মৃত্তিকা, তৃণ, কাষ্ঠ, কূপ ও ভস্মাদিতে কার্য্যনাশ হইয়া থাকে। কাকমুখে লতা, রজ্জু, কেশ, শুষ্ক কাষ্ঠ, চর্ম্ম, অস্থি, জীর্ণবস্ত্র, বল্কল, অঙ্গার, রক্তোৎপল ও খোলা দেখিতে পাইলে পুণ্যক্ষয়, পাপ সমাগম, এবং পথে ও আলয়ে মহৎভয়, রোগোৎপত্তি, বন্ধন, বধ ও সর্ব্বধনাপহরণ প্রভৃতি ঘটিয়া থাকে। ঊর্দ্ধমুখ হইয়া চঞ্চল পক্ষে কর্কশ শব্দ করিলে মৃত্যু, এক পা সঙ্কুচিত করিয়া সূর্য্যের দিকে চাহিয়া দীপ্ত স্বরে শব্দ করিলে অথবা কাষ্ঠাদি কুট্টিত করিলে যুদ্ধাদিতে অনর্থ, চঞ্চুদ্বারা পুচ্ছদেশ কণ্ডূয়ন করিয়া শব্দ করিলে মৃত্যু, এক পায়ে উপবিষ্ট থাকিলে বন্ধন, যাত্রাকারীর মস্তকে বিষ্ঠা বা গোময় নিক্ষেপ করিলে বন্ধন, অস্থি-নিক্ষেপ করিলে মৃত্যু, ঊর্দ্ধদিকে শব্দ করিলে স্ত্রীদোষ ; মনুষ্য, হস্তী বা অশ্ব মস্তকে বসিয়া শব্দ করিলে মৃত্যু এবং নদীতীরে বা বনমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে কর্কশ শব্দ করিলে ব্যাঘ্রভয় ঘটে। পীড়িত বা দুশ্চেষ্ট কাক দর্শনে অমঙ্গল, মনুষ্য বা অশ্বমস্তকে অথবা রণে দৃষ্ট হইলে সৈন্যবধ, সৈন্যের সম্মুখ দিয়া আসিলে পরাজয়, মাংস না থাকিলেও গৃধ্র ও কঙ্কসহ শিবির মধ্যে কাক প্রবেশ করিলে শত্রুগণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে মহাযুদ্ধ ও যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত হইলে সন্ধি ; ছিন্নধ্বজে আরোহণ করিয়া সমুদ্যত শত্রুসৈন্যগণের দিকে চাহিয়া থাকিলে, অথবা বটাদি ক্ষীরীবৃক্ষে আরোহণ করিয়া শব্দ করিলে যুদ্ধে জয়লাভ হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন দিগনুসারে ও প্রহারানুসারে কাকশব্দের যেরূপ শুভাশুভ কথিত হইয়াছে, যাত্রাকালে তাহাও অনুসন্ধান করিতে হয়।

“কাকের চেষ্টাবিশেষ দ্বারা শুভাশুভ নিরূপিত হয়।— অকারণে বহুকাক একত্র মিলিত হইয়া শব্দ করিলে গ্রামে অন্ননাশ হয় ; চক্রাকৃতি হইয়া শব্দ করিলে গ্রামের রোধ এবং বাম ও দক্ষিণদিকে ভ্রমণ করিলে গ্রামে ভয় উপস্থিত হয় ; রাত্রিকালে শব্দ করিলে জনসমূহের বিনাশ হয়। চঞ্চু ও চরণদ্বারা লোকদিগকে উত্তেজিত করিলে শত্রুসমূহের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। স্নান করিয়া ধূলিতে লুণ্ঠিত হইয়া শব্দ করিলে বৃষ্টি হয়। এইরূপ জলজন্তু ও স্থলজন্তু বিপরীত ব্যবহার করিলে অর্থাৎ জলচর স্থলে আসিলে এবং স্থলচর জলে যাইলে বর্ষাকালে বৃষ্টি ও অন্য সময়ে ভয় ঘটিয়া থাকে। মধ্যাহ্নকালে কাহারও গৃহের উপর কাক বসিয়া শব্দ করিলে, চোর তাহার ধনাদি অপহরণ করে, অথবা অন্য কোন প্রমাদ ঘটিয়া থাকে। অদৃষ্টভাবে তৃণপূর্ণ-মুখে শব্দ করিলে অগ্নিভয়, অথবা স্বস্থানে থাকিলে কিম্বা প্রবাসে গমন করিলেও তিন দিবস মধ্যে বিবিধ দুঃখ ঘটে। ছায়ায় বসিয়া শব্দ করিলে লাভ, ভূমিতে ভূমিলাভ, জলে বিঘ্ন, প্রস্তরে কার্য্যনাশ, (স্বস্থানস্থিত বা প্রবাসী হইলেও তাহাকে অনুভব করিতে হয়।) দ্বারদেশে রুধিরলিপ্ত হইয়া শব্দ করিলে শিশুনাশ, পাখা কাঁপাইতে কাঁপাইতে রুক্ষ শব্দ করিলে গৃহের অমঙ্গল, ঊর্দ্ধদিকে পাখা তুলিয়া কর্কশ শব্দ করিলে প্রলয়, ক্রুদ্ধ হইয়া অপর কাকের উপর আরোহণ করিয়া শব্দ করিলে রোগ দ্বারা মৃত্যু, কাককর্ত্তৃক দ্রব্য নষ্ট বা অপহৃত হইলে বিনাশ ও লাভ হইয়া থাকে। কাকের নিকট রোগবিনাশের প্রশ্ন করিলে,—সুরব করিলে শীঘ্র রোগনাশ ও শান্তপ্রদেশে কর্কশ শব্দ করিলে বিলম্বে রোগনাশ হইয়া থাকে। প্রশ্ন করিলে যদি শান্তদিক্ আশ্রয় করিয়া শান্তস্বরে শব্দ করে, তাহা হইলে শুভ, তাহার বিপরীত হইলে অশুভ হয়। কুম্ভে অথবা জালায় শব্দ করিলে গর্ভিণীর পুত্রোৎপত্তি হয়। কোন কণ্টকযুক্ত শাখা লইয়া উড়িয়া গেলে রাজার আগমন হইয়া থাকে। অন্নাদি, বিষ্ঠা ও মাংস প্রভৃতি দ্বারা পূর্ণমুখ কাক অভীষ্ট ফল বলিয়া দেয় ; ঐরূপ কাক মন্ত্রাদিতে সিদ্ধি ও বাণিজ্যাদিতে লাভপ্রদ এবং বিবাহবিধিতে প্রশস্ত। কাক অশ্বাদি বাহনে অবস্থিত হইলে ইষ্টসিদ্ধি, ছত্রাদিতে অবস্থিত হইলে সেই সেই দ্রব্য লাভ, প্রাচীরে অবস্থিত হইলে বধূ আগমন এবং মনোরমবৃক্ষে অবস্থান করিলে মনোজ্ঞ-বিষয়ের লাভ হয়। গৃহের দিকে সম্মুখ হইয়া কুলকুলধ্বনি

করিলে পথিকের আগমন হয় এবং ঐরূপ ধ্বনি সর্ব্বকার্য্যে শুভজনক। কাকের মৈথুন দর্শন বা শ্বেতকাক দর্শন পৃথিবীর মহাভয় ও উৎপাতসূচক। ঐরূপ অদ্ভুত দর্শনে মানবদিগের উদ্বেগ, বিদ্বেষ, ভয়, প্রবাস, ধনক্ষয়, ব্যাধিভয়, প্রহার, বুদ্ধিনাশ, আকুলতা ও প্রমাদ ঘটিয়া থাকে। ঐ সকল দুঃখরাশির শান্তিজন্য দর্শনমাত্রেই সবস্ত্র স্নান, ব্রাহ্মণদিগকে বস্ত্রদান, অনশন ও ভূমিশয়ন করিয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত হবিষ্যান্ন ভোজন করিবে এবং স্ত্রীসম্ভোগ ত্যাগ করিবে। ঐ সাতদিন অকাকঘাতী-ব্রত আচরণ করিতে হইবে। তাহার পর প্রভাতে স্নান করিয়া শান্তিবিধান করিবে এবং যথাশক্তি গুণী ব্রাহ্মণদিগকে ধন দান করিবে। ঐরূপ অদ্ভুত দৃষ্টি যে দেশে ঘটে, তথায় অবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ, ভয়, উপসর্গ, চৌর, অগ্নি ও শত্রুভয় এবং ধর্ম্মনাশ উপস্থিত হয়। রাজা তাহার শান্তি জন্য শান্তিক ও পৌষ্টিক কর্ম্ম করিয়া অন্ন, গো, ভূমি ও ধনদান করিবেন এবং এক বৎসর যুদ্ধ পরিত্যাগ করিবেন।

"স্বরবিশেষ দ্বারা যেরূপ শুভাশুভ নির্ণীত হয়।— 'ককাং' শব্দ মঙ্গলজনক, 'কেকাং' শব্দ অভিলষিত ভোজন ও যানলাভের কারণ এবং 'কূং কূং' শব্দে অর্থলাভ, 'কং কং' শব্দে স্বর্ণলাভ, 'কেং কেং' শব্দে সুন্দরী স্ত্রীলাভ, 'কাং কাং' শব্দে ভোগলাভ, 'কু কু' শব্দে পুত্রলাভ, 'কে কব' শব্দে যাত্রাসিদ্ধি, 'ক্রোং কোং' শব্দে শুভ লাভ, 'কুং কুং' শব্দে প্রিয়সঙ্গম হয়। 'ক্রাং ক্রূং' 'ক্রাং' ও 'ক্রাং ক্রাং' শব্দ যুদ্ধজনক, 'ক্রাং ক্রাং' 'ক্রোং ক্রোং' 'ক্রুং ক্রূং' ও 'ক্রো কু কু কূ' শব্দ মৃত্যুবোধক। 'খ গ' শব্দ যাত্রাকারীর মৃত্যুজনক, 'ক্রী ক্রীং' শব্দ ইষ্টার্থ-বিনাশকারী, 'জল জল' শব্দ অগ্নিভয়জনক, 'কী কী' ও 'কো কো' শব্দ বারম্বার করিলে তাহা বধজনক, 'কা' শব্দ সর্ব্বদা বিফলকারক, 'ক' শব্দ মিত্রলাভকারক, 'কা কা' শব্দ হানিকারক, 'কা কটী' শব্দ আহারদোষজনক, 'কু কু' শব্দ যুদ্ধজনক, 'কে কে' 'কা কুটি' ও 'কিং টিকি' শব্দ পরদোষসূচক, 'কাং কাং কাং' শব্দ মহৎ যুদ্ধসূচক, 'কাং' শব্দ বাহননাশক, 'কু কু কু' শব্দ হর্ষপ্রদ। শ্রান্ত, দীন ও উৎসাহহীন কাক দীর্ঘ 'কা' শব্দ করিলে তাহা কার্য্যনাশক, 'বক্ বক্' শব্দে মাংসভোজন, 'কলি কলি' শব্দে রসনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যের নিবারণ ও রূক্ষস্বরে শব্দ করিলে বিদেশী ব্যক্তির আগমন, 'শব শব' শব্দে মৃত্যু, 'কণ কণ' শব্দে কলহ, 'কুলু কুলু' শব্দে প্রিয় ব্যক্তির আগমন, 'কট কট' শব্দে অন্ন ও দধিভোজন ঘটিয়া থাকে। এইরূপ বহু বহু প্রদীপ্ত ও শান্ত স্বরানুসারে শুভাশুভ লক্ষিত হয়।

"কাকদিগকে বলি অর্থাৎ তাহাদের অভীষ্ট আহারাদি প্রদান করিলে, তাহারা নিত্যই হিত বলিয়া থাকে, এজন্য প্রাচীন মুনিগণ তাহাদিগকে বলিপ্রদানের যেরূপ নিয়ম বলিয়াছেন, তাহাই এখন বর্ণিত হইতেছে।

"দক্ষিণদিক্ ব্যতীত অন্যান্যদিকে বটাদি ক্ষীরীবৃক্ষ আশ্রয় করিয়া যেখানে বহুকাক একত্র থাকিবে, নিবৃত্তদিবসে তথায় উপস্থিত হইয়া কাকদিগকে বলিপিণ্ডের জন্য নিমন্ত্রণ করিতে হইবে; পরদিন প্রাতঃকালে ঐ বৃক্ষের নিম্নদেশ পরিষ্কার করিয়া গোময় লেপন করিবে। তাহার পর ঐ স্থানে বেদী প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, সূর্য্য, ইন্দ্র, অগ্নি, বৈবস্বত, রাক্ষস, বরুণ, বায়ু, কুবের ও শম্ভুর পূজা করিয়া, অষ্টদিকে অষ্টলোকপালের পূজা করিবে; পূজাকালে প্রণব ও নমঃ শব্দযুক্ত পৃথক্ পৃথক্ নাম নির্দ্দেশ করিতে হইবে। অর্ঘ্য, আসন, আলেপন, পুষ্প, ধূপ, নৈবেদ্য, দীপ, আতপ চাউল ও দক্ষিণা, এই সকল দ্রব্য পূজার উপকরণ। পূজান্তে তরুসন্নিবিষ্ট কাকদিগকে মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক আহ্বান করিয়া দধিপিণ্ডযুক্ত বলি প্রদান করিবে। মন্ত্র যথা—'ইন্দ্রায় যমায় বরুণায় ধনদায় ভূতবায়সায় বলিং গৃহ্নাতু মে স্বাহা।'

"ঐ সমস্ত কার্য্যান্তে তথা হইতে অপসৃত হইয়া নিভৃত দেশে নিশ্চলভাবে দাঁড়াইয়া কাকের চেষ্টা বিশেষ দ্বারা শুভাশুভ লক্ষ্য করিবে। পূর্ব্বদিক্ হইতে খাইতে আরম্ভ করিলে সুখ ও ধন বৃদ্ধি, অগ্নিদিক্ হইতে আরম্ভ করিলে অগ্নিভয়, দক্ষিণদিক্ হইতে আরম্ভ করিলে অর্থনাশ, নৈর্ঋতে দিক্পালগণের কার্য্যহানী, পশ্চিমে অভীষ্টসিদ্ধি, বায়ুদিকে অল্প বৃষ্টি, উত্তরে সুখ, আরোগ্য ও কার্য্যসিদ্ধি ও ঈশানদিকে অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। চতুর্দ্দিকে বলি একেবারে বিলুপ্ত হইলে কার্য্যে শুভাশুভ উভয়ই ঘটিবার সম্ভাবনা এবং প্রদত্ত বলি একেবারে ভোজন না করিলে ভয়ের আশঙ্কা।

"ক্ষীরীবৃক্ষ, উপবন, চতুষ্পথ, নদীতীর ও দেবালয় প্রভৃতি স্থানে; ভূতদিন ও অষ্টমী তিথিতে, অর্দ্ধসিদ্ধ গোধুম বা ছোলা, দধি ও তণ্ডুলাদির দ্বারা বলি প্রদান করিতে হয়।

"এতদ্ভিন্ন আরও কয়েক প্রকার পিণ্ডদানের ব্যবস্থা আছে; তন্মধ্যে নারদাদি কথিত পিণ্ডত্রয় দানের ব্যবস্থা এইরূপ—"শুভদিনে চতুর্থ প্রহরের সময় পূর্ব্বকথিত স্থানে পিণ্ডত্রয় ভোজনের জন্য কাকদিগকে সযত্নে নিমন্ত্রণ করিতে হইবে। পরদিন প্রাতে ভূমিলেপন করিয়া পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, বরুণ, লোকপালগণ ও কাকদিগের যথাক্রমে দধ্যোদন, আতপতণ্ডুল, পুষ্প, ধূপ প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিবে। পরে পূর্ব্বাদি দিগনুসারে প্রথম

পিণ্ডে স্বর্ণ, দ্বিতীয় পিণ্ডে রৌপ্য, ও তৃতীয় পিণ্ডে লৌহ নিক্ষেপ করিয়া অবশিষ্ট দ্রব্যে বলি প্রদানের উপযুক্ত পিণ্ড প্রস্তুত করিয়া রাখিবে। তাহার পর নিম্নোক্ত মন্ত্র দ্বারা কাকদিগকে আহ্বান করিতে হইবে। মন্ত্র যথা—'ওঁ হিবি টিমি বিটি কাকচাণ্ডালায় স্বাহা। ওঁ ব্রহ্মণে বিখায় কাকচণ্ডালায় স্বাহা।"

"কাক সুবর্ণযুক্ত পিণ্ড ভোজন করিলে কার্য্য উত্তম হয়, এইরূপ রৌপ্যযুক্ত পিণ্ডভোজনে মধ্যম ও লৌহযুক্ত পিণ্ড ভোজনে অধম বুঝাইয়া থাকে। বিবাদ, বাণিজ্য, বিবাহ, বৃষ্টি, মঙ্গল, ধন, কৃষি, ভোগ, রোগ, সংগ্রাম, সেবা, রাজকার্য্য ও দেশ সম্বন্ধে শুভাশুভ দেখিতে হইলে এইরূপ বলি প্রদান করিতে হয়।"

"কাক পিণ্ড গ্রহণ করিয়া অনুকূল চেষ্টা করিলে, দক্ষিণ পক্ষ ও গ্রীবা উচ্চ করিয়া শব্দ করিতে করিতে মনোজ্ঞস্থান বা মনোজ্ঞ বৃক্ষ আশ্রয় করিলে শুভ ও অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়া থাকে; ইহার বিপরীত চেষ্টায় বিপরীত ফল হয়। কাক যদি প্রধান পিণ্ড লইয়া শান্তদিকে গমন করে, তাহা হইলে ফল পূর্ণ, এবং ঐ পিণ্ড লইয়া প্রদীপ্তদিকে গমন করিলে কার্য্যের ফল প্রথমে উত্তম হইলেও পরে তাহা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। দ্বিতীয় পিণ্ড অপহরণ করিয়া শান্তদিকে গমন করিলে শুভ ও কার্য্য ফল বিলম্বে সিদ্ধ হয়। জঘন্য পিণ্ড লইয়া প্রদীপ্তদিকে গমন করিলে কার্য্যও নিতান্ত জঘন্য হইয়া থাকে।"

"পিণ্ডাষ্টক দানের ব্যবস্থা—শুভদিনে সায়ংকালে বলিভোজনের জন্য কাকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া, পরদিন প্রভাতে সমস্ত উপকরণসহ কোন নির্জ্জন দেশস্থ তরুতলে গিয়া, মৃত্তিকা, গোময় প্রভৃতি দ্বারা পরিষ্কৃত করিবে এবং পঞ্চগব্য দ্বারা পরিশুদ্ধ করিবে। তাহার পর ঐ স্থানে সৌম্য উপহার দ্বারা কুলদেবতার পূজা করিয়া, ঘৃত ও দধিমিশ্রিত আটটি অন্নপিণ্ড পূর্ব্বাদিক্রমে আটদিকে ইন্দ্র, বহ্নি, যম, নৈর্ঋত, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, কুবের, মহেশ্বর ও কাকদিগকে প্রদান করিবে। প্রত্যেকের নামোল্লেখ করিয়া প্রণব ও নমঃ শব্দযুক্ত মন্ত্র এবং অর্ঘ্য, আসন, আলেপন, পুষ্প, ধূপ, নৈবেদ্য, দীপ, আতপ চাউল ও দক্ষিণাদি দ্বারা পূজা করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

ওঁ নমঃ খগপতয়ে গরুড়ায় দ্রোণায় পক্ষিরাজায় স্বাহা।
দ্রোণাত্মকসমং পিণ্ডং গৃহাণ স্বমশঙ্কিতঃ।
যথাদৃষ্টং নিমিত্তঞ্চ কথয়স্বাধমে স্ফুটম্॥"

পিণ্ডদানের পর তথা হইতে অপসৃত হইয়া নিভৃত স্থানে দাঁড়াইয়া কাকচেষ্টা লক্ষ্য করিবে। প্রথম পিণ্ড গ্রহণ করিলে কার্য্যসিদ্ধি; দ্বিতীয়ে উদ্বেগ, শোক, যাত্রার বিফলতা, হানি বা কলহ; তৃতীয়ে রোগ, আপদ্, ভয় ও মৃত্যু; চতুর্থে যুদ্ধজয়; পঞ্চমে সহজে অভীষ্ট সিদ্ধি; ষষ্ঠে প্রবাস ও বিফলতা; সপ্তমে অসিদ্ধি এবং অষ্টমে সন্তাপ, শোক ও যাত্রার বিফলতা হইয়া থাকে। পিণ্ড একেবারে ভোজন না করিলে অথবা চঞ্চুনখ দ্বারা নিক্ষেপ করিলে সর্ব্বকার্য্যে অমঙ্গল অথবা ঘোরতর যুদ্ধ ঘটে।"

কাকচিঞ্চা (স্ত্রী) কাকবর্ণা চঞ্চা প্রান্তভাগঃ ফলে যস্যাঃ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) কুঁচ, গুঞ্জা। [গুঞ্জা দেখ।]

কাকচিঞ্চি (স্ত্রী) কাকবর্ণা চঞ্চা প্রান্তভাগঃ ফলে যস্যাঃ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) কুঁচ, গুঞ্জা।

কাকচিঞ্চিক (স্ত্রী) কুঁচ।

কাকচিঞ্চী (স্ত্রী) কাকচিঞ্চি-ঙীপ্। গুঞ্জা।

কাকচ্ছদ (পুং) কাকস্য ছদঃ পক্ষঃ ইব ছদো যস্য মধ্যলো°। ১ খঞ্জনপাখী। ৬তৎ। ২ কাকের পাখা।

কাকচ্ছদি (পুং) কাকচ্ছদ-বাহুলকৎ ইচ্। খঞ্জনপাখী।

কাকজঙ্ঘা (স্ত্রী) কাকস্য জঙ্ঘেব জঙ্ঘা আকৃতির্যস্যাঃ মধ্যলো°। ১ কেওয়াঠেঙ্গা গাছ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কাকাঙ্গী, কাকাঙ্কী, কাকনাসিকা, কুঙ্গীবল, ধ্বাঙ্ক্ষজঙ্ঘা, কাকাহ্বা, সুলোমশা, পারাবতপদী, দাসী ও নদীকান্তা। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, ব্রণ, কফ, বধিরতা, অজীর্ণ, জীর্ণজ্বর ও বিষম জ্বরনাশক। লক্ষ্মানাথের মতে ইহাতে জ্বর, কণ্ডু, বিষমজ্বর ও ক্রিমি বিনষ্ট হয়।

পুষ্যা নক্ষত্রে ইহার মূল তুলিয়া রক্ত সূতা দ্বারা গলদেশে বা হস্তে বন্ধন করিলে একদিন অন্তর পালাজ্বর আরোগ্য হয়।

কেহ কেহ এই গাছকে "মসী" বলিয়া থাকে। ইহাকে তৈলঙ্গে সুরপদি বা 'টিবিকি বেলমা' ও ইংরাজী উদ্ভিজ্জশাস্ত্রে Leea hirta বলে। কেউয়া ঠেঙ্গা গাছ ৪। ৫ হাত বড় হয়। ইহার কাণ্ডসন্ধির মধ্যভাগ উন্নত দেখিতে কাকজঙ্ঘার মত, সেই স্থান হইতে পাতা গজায়। পাতা এক একটি দৈর্ঘে আধ হাত, প্রস্থে ৪ অঙ্গুলি, অগ্রভাগ সূক্ষ্ম ও বহুশিরাযুক্ত লোমশ ও কিঞ্চিৎ খরস্পর্শ। ইহার ফল এক এক গোছ হয়, তাহার মটরবৎ বর্ত্তুল উপর প্রদেশ কিঞ্চিৎ নিম্ন।

এই গাছ ভারতবর্ষের নানাস্থানে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে যশোরাঞ্চলে নদকুলবর্ত্তী জঙ্গলে বিস্তর জন্মে। ২ গুঞ্জা। ৩ মুদ্গপর্ণী লতা। (রত্নমালা)

কাকজম্বু (স্ত্রী) কাকবর্ণা জম্বুঃ। ভূমিজম্বু, ক্ষুদে জাম, বনজাম।

কাকজম্বু (স্ত্রী) কং জলং অকতি আশ্রয়ত্বেন গৃহ্লাতি, ক-অক-অণ্-টাপ্; কাকা চাসৌ জম্বূশ্চেতি কর্ম্মধা°। জলজাত জামবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কাকফলা, নাদেয়ী, কাকবল্লভা, ভৃঙ্গেষ্টা, কাকনীলা, ধ্বাঙ্ক্ষজম্বূ ও ধনপ্রিয়া। বাঙ্গালায় কাকজাম, বনজাম ও পানশিউলী কহে। (Ardisia humilis) রাজনির্ঘণ্টমতে ইহার গুণ—কষায়, অম্ল, পাকে মধুর, গুরু, দাহ, শ্রম ও অতিসারনাশক, এবং বীর্য্যবর্দ্ধক ও রসদায়ক।

কাকজাত (পুং) কাকেন জাতঃ প্রতিপালনেন বর্দ্ধিত ইত্যর্থঃ। ১ কাকপুষ্ট, কোকিল। ২ (ত্রি) কাকজাত, কাক হইতে উৎপন্ন।

কাকণ (ক্লী) কু ঈষৎ কণতি নিমীলতি, কু-কণ্-অচ্ কোঃ কাদেশঃ। ১ গুঞ্জা, কুঁচ। ২ (কাকণমিব আকৃতিরস্যাস্তি কৃষ্ণরক্তচিহ্নিতত্বাৎ) কুষ্ঠবিশেষ।

"যৎ কাকণন্তিকাবর্ণমপাকং তীব্রবেদনম্।

ত্রিদোষলিঙ্গং তৎকুষ্ঠং কাকণং নৈব সিধ্যতি॥" নিদান।

যে কুষ্ঠ কুঁচের ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট, অপাক অর্থাৎ পাকেনা, এবং অত্যন্ত বেদনাযুক্ত, তাহার নাম 'কাকণ', এই কুষ্ঠ ত্রিদোষ জন্য, সুতরাং ত্রিদোষের লক্ষণ ইহাতে দেখিতে পাওয়া যায়; ইহা অসাধ্য।

কাকণক (ক্লী) কাকণ-স্বার্থে কন্। কাকণকুষ্ঠ।

কাকণন্তিকা (স্ত্রী) কু ঈষৎ কণন্তী নিমীলন্তী, কু-কাদেশঃ, কাকণন্তী-কন্-টাপ্। কুঁচ।

কাকণন্তী (স্ত্রী) কু ঈষৎ কণন্তী নিমীলন্তী, কু-কণ-শতৃ-ঙীপ্-কোঃ কাদেশঃ। কুঁচ।

("কোষ্ঠং গত্বা ক্ষোভয়ন্ তস্য রক্তম্

তচ্ছাদন্তাৎ কাকণন্তী প্রকাশম্॥" সুশ্রুত।)

কাকণী (স্ত্রী) কাকণ-ঙীষ্ (ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১) ১ গুঞ্জা। ২ কুষ্ঠবিশেষ। [কাকণ দেখ।]

কাকতন্দ্রা (স্ত্রী) কাকস্য তন্দ্রেব তন্দ্রা, মধ্যলো°। ১ কাকের তন্দ্রার ন্যায় অতি সতর্ক ভাবে তন্দ্রা। ২ (৬তৎ) কাকের তন্দ্রা।

কাকতা (স্ত্রী) কাকস্য ভাবঃ, কাক-তল্ (তস্য ভাবস্ত্বতলৌ পা ৫। ১। ১১৯।)-টাপ্। ১ কাকের ধর্ম্ম। ২ কাকের স্বভাব।

কাকতালীয় (ক্লী) কাকতালমধিকৃত্য উপদিষ্টং, কাকতাল-ছ (সমাসাচ্চ তদ্বিষয়াৎ। পা ৫।৩।১০৬।) ন্যায়বিশেষ। গাছ হইতে তালের ঠিক্ পড়িবার সময় কোন কাক সেই তালের উপর বসিলে, লোকে যেমন তাহাকে 'কাকে তাল ফেলিয়া দিল' বলে; সেইরূপ কোন কার্য্য আপনা আপনি সিদ্ধ হইবার সময় কেহ তাহাতে হাত দিলে তাহারই কৃত বলিয়া পরিচিত হয়। ইহাকেই কাকতালীয় ন্যায় কহে।

("তদিদং কাকতালীয়ং বৈরমাসাদিতং ত্বয়া।"

রামায়ণ ৩। ৪৫। ১৭।)

কাকতালুকী [ন্] (ত্রি) কাকবৎ তালুরস্যাস্তি, কাকতালুক-ইনি (দ্বন্দ্বোপতাপগর্হ্যাৎ প্রাণিস্থাদিনিঃ। পা ৫। ২। ১২৮।) কাকের ন্যায় তালুবিশিষ্ট।

কাকতিক্তা (স্ত্রী) কাকমাংসবৎ তিক্তা, মধ্যলো°। ১ কাকজঙ্ঘা। ২ গুঞ্জা, কুঁচ।

কাকতিন্দুক (পুং) কং জলং অকতি, ক-অক-অণ্; কাকশ্চাসৌ তিন্দুকশ্চেতি, কর্ম্মধা°। যদ্বা কাকবর্ণস্তিন্দুকঃ, কাকপ্রিয়ো বা তিন্দুকঃ, মধ্যলো°। বৃক্ষবিশেষ। দেশভেদে ইহাকে 'মাকড়াকেন্দু' 'মাকড়ো গাব' ও 'কাকতেন্দু' বলিয়া থাকে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কাকেন্দু, কুলক, কাকপীলুক, কাকপীলু, কাকাণ্ড, কাকস্ফূর্জ্জ, কাকাহ্ব ও কাকবীজক। (Diospyros tomentosa) রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার কাঁচা ফলের গুণ—কষায়, অম্ল, গুরু ও বায়ুরোগনাশক। ইহার পক্ব ফলের গুণ—মধুর, কিঞ্চিৎ কফকারক এবং বায়ু ও পিত্তনাশক।

কাকতুণ্ড (পুং) কাকতুণ্ডস্য ইব বর্ণো যস্যাস্য, কাকতুণ্ড-অচ্ (অর্শ আদিত্বাৎ।) কাল অগুরু। (কালাগুরুঃ কাকতুণ্ডঃ। হেম ৩। ৩০৫।)

কাকতুণ্ডফলা (স্ত্রী) কাকতুণ্ডমিব ফলমস্যাঃ, বহুব্রী। কাকনাসিকা, কেওয়া-ঠোঁটী।

কাকতুণ্ডিকা (স্ত্রী) কাকতুণ্ডস্যেব বর্ণঃ ফলাংশে যস্যাঃ, কাকতুণ্ড-ঠন্-টাপ্। গুঞ্জা।

কাকতুণ্ডী (স্ত্রী) কাকং ঈষৎ দুঃখং তুণ্ডতে নাশয়তি, তুড়িড বধে-অণ্-ঙীষ্ (ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪। ১। ৪১।) ১ রাজপিত্তল। ২ (কাকতুণ্ডস্যেব আকৃতির্যস্যাঃ) কেওয়া ঠোঁটী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কাকাদনী, কাকপীলু, কাকশিম্বী, রক্তলা, ধ্বাঙ্ক্ষাদনী, বক্রশল্যা, দুর্ম্মোহা, বায়সাদনী, ধ্বাঙ্ক্ষনখী, বায়সী, কাকদন্তিকা ও ধ্বাঙ্ক্ষদন্তী। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, তিক্ত, দ্রব, রসায়ণ, বায়ুদোষনাশক, রুচিকারক ও পলিতস্তম্ভক।

কাকতুল্য (ত্রি) কাকস্য তুল্যং, ৬তৎ। কাকের মত।

কাকতেয় (কাকত্য), দক্ষিণাপথের এক প্রাচীন হিন্দুরাজবংশ। এই বংশীয়েরা প্রথমে কল্যাণের চালুক্যরাজগণের অধীনস্থ ছিলেন। পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদ্গণের মতে, খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে এই বংশের অভ্যুদয়কাল।

এই রাজবংশে যে যে রাজার নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কাকতি-প্রলয় প্রথম। কেহ কেহ বলেন, প্রলয়রাজের পাটরাণী কাকতিদেবীর পূজা করিতেন, প্রলয় পত্নীর অনুগামী ও কাকতিদেবীর উপাসক হইয়া কাকতিপ্রলয় নাম গ্রহণ করেন। ঘটনাক্রমে একদিন সেই রাজা একটি শিবলিঙ্গ পান, সেই লিঙ্গ নাকি পরেশ-পাথরের। রাজা সেই পাথরের গুণে বিস্তর ধন লাভ করেন। সেই পাথর এমনি ভারী ছিল যে, কেহই নড়াইতে পারিত না। কাজেই প্রলয়রাজকে অনমকোণ্ড পরিত্যাগ করিয়া, যেখানে পাথর পাওয়া গিয়াছিল সেইখানে ৯৯০ শকে (১০৬৮ খৃষ্টাব্দে) নগর স্থাপন করিতে হইল। প্রথমে কাকতিপ্রলয় চালুক্যরাজগণের অধীনে করদ রাজা ছিলেন। চালুক্যরাজদিগের অধঃপতন-কালে ইনি স্বাধীন হইলেন। প্রলয়ের পুত্র জন্মিলে দৈবজ্ঞেরা বলেন যে, সেই পুত্র পিতৃঘাতী হইবে। দৈবজ্ঞের কথা শুনিয়া রাজা পুত্রকে বনে পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন। কোন ব্যক্তি তাহাকে পাইয়া পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিল। সেই পুত্র বয়োপ্রাপ্ত হইলে পরেশলিঙ্গের রক্ষকরূপে নিযুক্ত হইলেন। ঘটনাক্রমে একদিন রাত্রে প্রলয়রাজ মন্দিরে দেব দর্শন করিতে গমন করেন। সঙ্গে লোক জন কেহই ছিল না। রাজকুমার রাজাকে গুপ্তভাবে আসিতে দেখিয়া মনে করিল, বুঝি কোন চৌর আসিতেছে, তাহার আর বিলম্ব সহিল না। তরবারী দ্বারা রাজাকে গুরুতররূপে আঘাত করিলেন। সেই আঘাতেই প্রলয়রাজ ধরাশায়ী হইলেন। শেষে তিনি জানিতে পারিলেন যে, যে পুত্রের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মাতৃক্রোড় হইতে লইয়া বনে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন, এই সেই পুত্র, তাহারই এই কাজ। তিনি বুঝিলেন অদৃষ্টলিপি বৃথা হইবার নয়। পুত্রের কি দোষ? তাঁহার অদৃষ্টে ছিল, তাই পুত্র হস্তে মরিতে হইল। তিনি অন্তিমকালে পুত্রকে গ্রহণ করিয়া তাহাকেই রাজ্য প্রদান করিলেন।

কাকতিপ্রলয়ের পুত্র রুদ্রদেব। তিনি পিতৃহত্যারূপ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্তের জন্য সহস্র শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার বাহুবলে কটক ও বলনাদের রাজা তাঁহার বশ্যতা-স্বীকার করিয়াছিলেন। কিছুকাল রাজত্বের পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাদেব বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করিয়া রাজসিংহাসন অধিকার করেন। কিছুদিন পরে মহাদেব দেবগিরির রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া জীবন হারাইলেন। তাঁহার পর রুদ্রদেবের জ্যেষ্ঠপুত্র গণপতিদেব রাজা হইলেন। তিনি দেবগিরির রামরাজাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া পিতৃব্যের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইলেন। রামরাজ তাঁহাকে কর দিতে বাধ্য হইলেন এবং তাঁহাকে আপনার কন্যারত্ন প্রদান করিয়া তাঁহার আনুগত্য-স্বীকার করিলেন। গণপতিদেব পল্লিগারদিগের যত্নে বলনাদ, নেল্লুর প্রভৃতি প্রদেশ অধিকার করেন। তিনি বড় জৈনবিদ্বেষী ছিলেন। তাঁহার সময়ে অসংখ্য জৈনমন্দির বিনষ্ট হইয়া, সেই সেই স্থানে শিবলিঙ্গ স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি অনেকগুলি নগর পত্তন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আপন রাজধানীর চারিদিকে প্রাচীরবেষ্টিত করিয়া তাহার 'একশিলানগর' নাম রাখেন। তাঁহার রাজত্বকালে অনেক তৈলঙ্গ কবি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী গোপরাজ রমণের যত্নে নিয়োগী ব্রাহ্মণেরা সামান্য মুহুরী কার্য্যে নিযুক্ত হন। তৎকালীন বৈদিক ব্রাহ্মণগণ এই নিয়মের ঘোর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু রাজমন্ত্রীর আদেশ লঙ্ঘন করিতে জনসাধারণ সমর্থ হয় নাই।

গণপতিদেবের পুত্র হয় নাই। তাঁহার একমাত্র কন্যা উমাকদেবীর সহিত রাজমহেন্দ্রীর রাজকুমার চালুক্যতিলক বীরভদ্রের বিবাহ হয়। গণপতির মৃত্যুকালে তাঁহার দৌহিত্রও জন্মে নাই। সুতরাং তদীয় পত্নী রুদ্রমাদেবী তৎপদে অভিষিক্ত হইয়া ২৮ বর্ষ রাজত্ব করেন। তৎপরে উমাকদেবীর পুত্র প্রতাপরুদ্রদেব বয়োপ্রাপ্ত হইলে, তিনিই মাতামহ গণপতিদেবের সিংহাসন লাভ করিলেন। এই প্রতাপরুদ্রদেবই বরঙ্গলের শেষ স্বাধীন হিন্দুরাজা। তিনি গোদাবরী হইতে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্য্যন্ত প্রদেশে অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। প্রবাদ এইরূপ, তাঁহার প্রবলপ্রতাপে ভীত হইয়া কটকরাজ দিল্লীর বাদশাহের নিকট সাহায্যপ্রার্থনা করেন। মুসলমান ইতিহাসপাঠে জানা যায়, ১৩২৩ খৃষ্টাব্দে প্রতাপরুদ্র মুসলমানদিগের নিকট পরাস্ত হইয়া, দিল্লীর সুলতানের নিকট প্রেরিত হন। কিছুদিন পরে প্রতাপরুদ্র স্বাধীনতা লাভ করিয়া বরঙ্গলে প্রত্যাগমন করেন; কিন্তু আর অধিক দিন তাঁহাকে ইহলোকে থাকিতে হইল না। তাঁহার মরণান্তে তৎপুত্র বীরভদ্র রাজা হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সময় যবনের আক্রমণে বরঙ্গল রাজধানী এককালে ভস্মীভূত হইল। বীরভদ্র বরঙ্গল পরিত্যাগ করিয়া কোণ্ডবীড়ু নামক স্থানে একটি নূতন নগর স্থাপন করিলেন। বরঙ্গলের কাকত্য-রাজবংশের সেই অবধি রাজত্ব ফুরাইল।

[কোণ্ডবীড়ু দেখ।]

কাকদন্ত (পুং) কাকস্য দন্তঃ। কাকের দাঁত, ঘোড়ার ডিম, 'শশবিষাণ, কূর্ম্মলোম' প্রভৃতির ন্যায় নিরর্থক বাক্য।

কাকদন্তকি (পুং) প্রাচীন ক্ষত্রিয় জাতিবিশেষ।

কাকদন্তগবেষণ (পুং) কাকস্য দন্তাঃ সন্তি ন বা ইতি সংশয়ে তত্র বর্ণভেদস্য সংখ্যাবিশেষস্য চ গবেষণমিব অনর্থকঃ অযত্নো যত্র। অকারণ অন্বেষণ-বোধক ন্যায়বিশেষ।

কাকের দন্ত আছে কিনা এ সন্দেহ নিশ্চয় হওয়ার পূর্ব্বে তাহার বর্ণ ও সংখ্যা লইয়া গোলযোগ করা যেমন অনর্থক; সেইরূপ অনর্থক বিতণ্ডাস্থলে এই ন্যায়ের উদাহরণ দেওয়া হয়।

কাকদ্রুম (পুং) বৃক্ষবিশেষ। (Dalbergia rimosa.)

কাকধ্বজ (পুং) কাকং ঈষজ্জলং বাষ্পং ধ্বজ ইব যস্য। বাড়বাগ্নি। [বাড়বাগ্নি দেখ।]

কাকনন্তী (স্ত্রী) কু ঈষৎ কনন্তী নিমীলন্তী, কোঃ কাদেশঃ। কাকণন্তিকা, কুঁচ।

কাকনামা [ন্] (পুং) কাকস্য নাম নাম যস্য, মধ্যলো°। বকফুলের গাছ। [কাকশীর্ষ দেখ।]

কাকনাস (পুং) কাকস্য নাসায়া বর্ণ ইব ফলে যস্য। বিকণ্টক, বঁইচগাছ।

কাকনাসা (স্ত্রী) কাকস্য নাসা-ইব ফলমস্যাঃ। কেওয়া-ঠোঁটা গাছ।

কাকনাসিকা (স্ত্রী) কাকনাসা-স্বার্থে কন্-টাপ্ অত ইত্বম্। ১ কেওয়াঠোঁটা। ২ রক্ত ত্রিবৃৎ।

কাকনিদ্রা (স্ত্রী) কাকস্য নিদ্রা ইব নিদ্রা, মধ্যলো°। ১ কাকের নিদ্রার ন্যায় অতি সতর্কতার সহিত নিদ্রা। ২ (৬তৎ) কাকের নিদ্রা।

কাকনীলা (স্ত্রী) কাক ইব নীলা। জামবিশেষ।

কাকন্দক (ত্রি) কাকন্দীদেশে ভবঃ, কাকন্দী বুঞ্ (রোপধেতোঃ প্রাচাম্। পা ৪। ২। ১২৩) কাকন্দী দেশবাসী।

কাকন্দি (স্ত্রী) দেশবিশেষ।

কাকন্দী (স্ত্রী) কাকন্দি-ঙীপ্। দেশবিশেষ।

কাকন্দীয় (ত্রি) কাকন্দী-ছ। কাকন্দীদেশবাসী।

কাকপক্ষ (পুং) কাকস্য পক্ষ ইব আকারো হস্ত্যস্য। কাকপক্ষ-অচ্। ১ মস্তকের দুইপার্শ্বে কেশ কাটিয়া কেশ-রচনাবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—শিখণ্ডক ও শিখণ্ডি। পূর্ব্বে বালকদিগের মস্তকে ঐরূপ কেশরচনা ব্যবহার ছিল।

("কৌশিকেন স কিল ক্ষিতীশ্বরো
রামমধ্বরবিঘাতশান্তয়ে।
কাকপক্ষধরমেত্যযাচিত-
স্তেজসা হি ন বয়ঃ সমীক্ষ্যতে॥"

রঘু ১১। ১।)

২ কাণের দুইপার্শ্বে কেশরচনাবিশেষ, কাণপাট্টা বা কাণজুল্পী।

কাকপক্ষযুক্ত (ত্রি) কাকপক্ষেণ কেশসংস্কারবিশেষেণ যুক্তঃ, ৩তৎ। ১ শিখণ্ডকযুক্ত। ২ কাণপাট্টাযুক্ত।

কাকপদ (পুং) কাকপদ ইব আকারো হস্ত্যস্য, কাকপদ-অচ্। ১ রতিবন্ধবিশেষ।

"পাদৌ দ্বৌ স্কন্ধযুগস্থৌ ক্ষিপ্ত্বা লিঙ্গং ভগে লঘু।
কাময়েৎ কামুকীং কামী বন্ধঃ কাকপদো মতঃ॥"

রতিমঞ্জরী।)

২ (কাকস্য পদং পদপরিমাণম্, ক্লী) কাকপদের ন্যায় পরিমাণ; স্মৃতিশাস্ত্রে এই পরিমাণে শিখা রাখিবার ব্যবস্থা আছে। ৩ (কাকপদবৎ আকৃতিরস্ত্যস্য, কাকপদ-অচ্) পুস্তকের লিখিত বিষয় অপেক্ষা স্থানে স্থানে অধিক লিখিবার আবশ্যক হইলে সেই স্থানে যে চিহ্ন দিয়া উপরে বা নীচে লিখিত হয়, তাহাকে লেখকগণ কাকপদ বলেন। তাহার আকার এইরূপ (∧ বা ∨)।

কাকপর্ণী (স্ত্রী) কাক ইব কৃষ্ণং পর্ণং যস্যাঃ, কাকপর্ণ-ঙীষ্ (ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪। ১। ৪১।) মুদ্গপর্ণী, মুগানী। [মুদ্গপর্ণী দেখ।]

কাকপীলু (পুং) কাকপ্রিয়ঃ পীলুঃ। ১ কাকতিন্দুক। ২ কাকতুণ্ডী। ৩ শ্বেত কুঁচ।

কাকপীলুক (পুং) কাকপীলু-সংজ্ঞায়াং কন্। কাকতিন্দুক, মাকড়াকেন্দু। (Diospyros tomentosa.)

কাকপুচ্ছ (পুং) কাকস্য পুচ্ছ ইব পুচ্ছো যস্য, মধ্যলো°। কোকিল।

কাকপুষ্ট (পুং) কাকেন পুষ্টঃ, ৩তৎ। কোকিল। কোকিলী ডিম ফুটাইতে পারে না বলিয়া, তাহারা কাকের বাসায় আসিয়া কাকের ডিম ফেলিয়া দিয়া নিজে ডিম পাড়িয়া যায়; কাক নিজের ডিম ভাবিয়া সেই কোকিলের ডিমে তা দিয়া থাকে। ডিম্ ফোটার পরও শাবকের সম্পূর্ণ পালক হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে কোকিল বলিয়া চিনিতে পারা যায় না, সুতরাং কাকও ততদিন তাহাকে প্রতিপালন করিতে থাকে। এইরূপে কাক কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হওয়ায় ইহাকে 'কাকপুষ্ট' কহে। [কোকিল দেখ।]

কাকপুষ্প (ক্লী) কাকবৎ কৃষ্ণং পুষ্পং যস্য, বহুব্রী। গন্ধপর্ণ।

কাকপেয় (ত্রি) কাকৈরনতকন্ধরৈঃ পীয়তে, কাক-পা-যৎ (কৃত্যৈরধিকার্থবচনে। পা ২। ১। ৩৩।) পূর্ণ জলাশয়।

কাকফল (পুং) কাকপ্রিয়ং ফলমস্য, মধ্যলো°। নিম্বগাছ। [নিম্ব দেখ।]

কাকফলা (স্ত্রী) কাকপ্রিয়ং ফলমস্যাঃ, মধ্যলো°। কাকজম্বু, বনজাম।

কাকবন্ধ্যা (স্ত্রী) কাকীব বন্ধ্যা; পুম্বদ্ভাবঃ। একটিমাত্র পুত্র প্রসব করিয়া যে স্ত্রী বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হয়। কাকও একবার মাত্র প্রসব করে বলিয়া ঐরূপ স্ত্রীকে 'কাকবন্ধ্যা' কহে।

কাকবলি (পুং) কাকেভ্যো দেয়ো বলিরন্নাদিকম্, মধ্যলো°। কাককে অন্নাদি যাহা দেওয়া হয়। বলিপ্রদানের নিয়ম যথা—প্রথমে কাককে "ওঁ যমদ্বারাবস্থিতনানাদিগ্‌দেশীয়-বায়সেভ্যনমঃ" এই মন্ত্র দ্বারা পাদ্যাদি দান করিয়া পূজা করিবে। পূজান্তে—

"ওঁ কাক ত্বং যমদূতো হসি গৃহাণ বলিমুত্তমং।
যমলোকগতং প্রেতং ত্বমাপ্যায়িতুমর্হসি।"

এই মন্ত্র দ্বারা প্রার্থনা করিবে। প্রার্থনার পর—

"ওঁ কাকায় কাকপুরুষায় বায়সায় মহাত্মনে।
অন্নপিণ্ডং প্রযচ্ছামি কথ্যতাং ধর্ম্মরাজনি॥"

এই মন্ত্রদ্বারা পিণ্ডদান করিতে হইবে।

আহ্নিকতত্ত্বে পিণ্ডদানের মন্ত্র অন্যরূপ। যথা—

"ঐন্দ্রবারুণবায়ব্যাঃ সৌম্যা বৈ নৈঋর্তাস্তথা।
বায়সাঃ প্রতিগৃহ্ণন্তু ভূমৌ পিণ্ডং ময়ার্পিতম্॥
ওঁ কাকেভ্যো নমঃ।"

এই মন্ত্র দ্বারা পিণ্ডদান করিয়া তাহাতে জল সিঞ্চন করিতে হয়।

কাকভণ্ডী (স্ত্রী) কাকস্য ঈষজ্জলস্য মুখস্রাবরূপস্য ভাণ্ডী ক্ষুদ্রভাণ্ডমিব, উপমি°। মহাকরঞ্জ; ইহা মুখে দিলে মুখ হইতে জলস্রাব হইয়া থাকে।

কাকভীরু (পুং) কাকাৎ ভীরুর্ভয়শীলঃ, ৫তৎ। পেচক। [পেচক দেখ।]

কাকমদ্গু (পুং) কাক ইব কৃষ্ণো মদ্গুর্জলচরপক্ষিবিশেষঃ। দাত্যূহ, ডাহুকপাখী।

("ঘৃতং হৃত্বা তু দুর্বুদ্ধিঃ কাকমদ্গুঃ প্রজায়তে।"
- ভারত ১৩। ১১১। ১২১।)

কাকমর্দ্দ (পুং) কাকং মৃদ্নাতি, কাক-মৃদ্ অণ্। মহাকাল-লতা, মাকাল।

কাকমাচিকা (স্ত্রী) কাকমাচী-স্বার্থে কন্-টাপ্ হ্রস্বঃ। কাকমাচী বৃক্ষ।

কাকমাচী (স্ত্রী) কাকান্ মঞ্চতে, মচি-অণ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ নলোপঃ) ঙীষ্। ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ; গুড়কামাই। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বায়সী, ধ্বাঙ্ক্ষমাচী, বায়সাহ্বা, সর্ব্বতিক্তা, বহুফলা, কটুফলা, রসায়নী, গুচ্ছফলা, কাকমাতা, স্বাদু-পাকা, সুন্দরী, তিক্তিকা ও বহুতিক্তা।

বঙ্গদেশে স্থানবিশেষে 'কাস্‌তে' ও 'মধুনী', হিন্দীভাষায় 'কবৈয়া' বা 'মকোই', বোম্বাই অঞ্চলে 'কমুনি' বা 'ঘাটি' ও তামিলে 'মনত্তক্-কলি' বলে। (Solanum nigram) এই গাছ দেখিতে ছোট লঙ্কাগাছের মত, ফুলও তদ্রূপ, ফল মটর বা ব্যাকুড়ের ন্যায় এককালে গোছা গোছা হয়, পাকিলে কৃষ্ণবর্ণ দেখায়।

রাজনির্ঘণ্ট ও রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ, কটু, তিক্ত, উষ্ণ, বৃষ্য, রসায়ন, রোচক, ভেদক এবং কফ, শূল, অর্শঃ, শোথ, কুষ্ঠ ও কণ্ডূনাশক। ভাবপ্রকাশে আরও কয়েকটি অধিক গুণ দেখা যায়—জ্বর, মেহ, নেত্ররোগ, হিক্কা, বমি ও হৃদ্রোগনাশক।

হকিমেরা ইহার ফলকে 'অনব্-উস্-থলিব' বলিয়া থাকেন।

যকৃৎ বৃদ্ধি হইলে দেড় পোয়া কাকমাচীর রসপ্রয়োগে বিশেষ উপকার দর্শে।

ডাক্তার মুদিন সেরিফের মতে, শোথরোগে কাকমাচীর পত্রের কাথ অথবা তাহার রস ১ ড্রাম মাত্রায় দিনে তিনবার সেবন করান যাইতে পারে।

কাকমাতা (স্ত্রী) কাকস্য মাতেব পোষিকা, কাকস্য তৎফল-প্রিয়ত্বাৎ। কাকমাচী।

কাকমুখ (ত্রি) কাকস্য মুখমিব মুখং যস্য, বহুব্রী। ১ কাকের ন্যায় মুখবিশিষ্ট। ২ (পুং) পুরাণোক্ত জাতিবিশেষ, ইহারা সম্ভবতঃ মহানদীর উপকূলে বাস করিত।

কাকমুদ্গা (স্ত্রী) কাকেন ঈষজ্জলেন মুদং গচ্ছতি, কাক-মুদ্-গম-ড-টাপ্। মুদ্গপর্ণী গাছ, মুগানী। [মুদ্গপর্ণী দেখ।]

কাকযব (পুং) কাকবৎ নির্গুণোযবঃ। আগ্‌ড়া, তণ্ডুল-শূন্য ধান্য। ("তথৈব পাণ্ডবাঃ সর্ব্বে তথা কাকযবা ইব।"
মহাভারত।)

কাকর, ১ বোম্বাইপ্রদেশের শিকারপুর জেলার একটি তালুক। একটি নগর ও ১০২ খানি গ্রাম ইহার অন্তর্গত। লোক সংখ্যা ৪৭৫০০। ১৮৮১-৮২ খৃঃ অনুসারে গবর্ণমেণ্ট খাজনা ১৮৬২১০৲ টাকা। এখানে ১১ থানা ও ২টি ফৌজদারী আদালত আছে। ভূমিপরিমাণ ৫৭৪ বর্গমাইল। ২ কাকর তালুকের নগর। অক্ষা ২৬° ৫৮´ উঃ, দ্রাঘি ৬৭° ৪৫´ পূঃ।

কাকরালা (ককরালা) বুদাউন জেলার দাতাগঞ্জ তহশীলের অন্তর্গত একটি নগর। বুদাউন নগর হইতে ছয়ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে হিন্দুদেবমন্দির ও কতকগুলি মস্‌জিদ্

আছে। সিপাহীবিদ্রোহের সময় বিদ্রোহী কর্ত্তৃক এই নগর ভস্মীভূত হয়। ১৮৫৮ খৃঃ এপ্রেল মাসে ইংরাজ সেনানায়ক জেনারেল পেনি বিদ্রোহী শাসন করিতে যান, কিন্তু তিনি কতকগুলি মুসলমান গাজী কর্ত্তৃক নিহত হন, অবশেষে তাঁহার সৈন্যগণের যত্নে বিদ্রোহীগণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হয়। লোকসংখ্যা ৫৮১০, তন্মধ্যে ৩৪৫৬ মুসলমান ও ২৩০৫ হিন্দু।

কাকরুত (ক্লী) কাকস্য রুতম্, ৬তৎ। কাকের রব। [শব্দবিশেষানুসারে শুভাশুভ কাকচরিত্রে দেখ।]

কাকরুহা (স্ত্রী) কাক ইব রোহতি, মূলশূন্যতয়া বৃক্ষাদ্যবলম্বনেন জায়তে; কাক-রুহ-ক-টাপ্। যদ্বা কাকপুরীষাৎ রোহতি উৎপদ্যতে বৃক্ষোপরি ইত্যর্থঃ। বন্দা বৃক্ষ, পরগাছা।

কাকরুক (ত্রি) কু কুৎসিতং করোতি, কু-রু-উক; কোঃ কাদেশঃ। ১ স্ত্রীবশীভূত। ২ উলঙ্গ। ৩ ভীরু। ৪ নিঃস্ব, দরিদ্র। (পুং) ৫ দম্ভ। ৬ কাকেন লূয়তে ছিদ্যতে, কাক-লূ-কর্ম্মণি কিপ্-লস্য রঃ সংজ্ঞায়াং কন্। পেচক।
(কাকরুকো নগ্নদম্ভস্ত্রীজিতোলূকভীরুষু নিঃস্বে। মেদিনী।)

কাকল (ক্লী) ঈষৎ কলো যস্মাৎ,কোঃ কাদেশঃ। ১ কণ্ঠমণি। ২ গ্রীবাস্থ উন্নতদেশ, টুঁটি। ৩ (পুং) কা ইত্যেবং কলো যস্য, বহুব্রী। দ্রোণকাক, দাঁড়কাক।

কাকলক (পুং) কাকল-কপ্। ২ কণ্ঠমণি, কণ্ঠের উন্নতদেশ। (গলো নিগরণঃ কণ্ঠঃ কাকলকস্তু তন্মণিঃ। হেম ৩।১৫২।)
২ ষষ্টিক ধান্যবিশেষ। ("ষষ্টিককঙ্গুকমুকুন্দকপীতকপ্রমোদককাকলকাসনপুষ্পকমহাষষ্টিকচূর্ণককুরবককেদারকপ্রভৃতয় ষষ্টিকাঃ।" সুশ্রুত।)

কাকলাস (দেশজ) কৃকলাশ। (Lacerta scutata.)

কাকলি (স্ত্রী) কল্-ইন্ কলিঃ; কু ঈষৎ কলিঃ, কোঃ কাদেশঃ। সূক্ষ্ম মধুরাস্ফুটধ্বনি।
("দেবী কাকলিগীতস্য তদ্বীণা নিনদস্য চ।"
কথাসরিৎসাগর।)

কাকলী (স্ত্রী) কাকলি-ঙীপ্। সূক্ষ্ম ও মধুর অস্ফুটধ্বনি। (কাকলী তু কলঃ সূক্ষ্ম একতানো লয়ানুগঃ। হেম ৬।৪৬।)
("ক্রীড়ৎ কোকিল কাকলী কলকলৈরুদ্গীর্ণকর্ণজ্বরাঃ।"
উত্তরচরিত ২ অঃ।)
২ বস্ত্রবিশেষ। ৩ রত্নবিশেষ।

কাকলীক (পুং, ক্লী) অস্ফুট মধুরধ্বনি।

কাকলীদ্রাক্ষা (স্ত্রী) কাকলীব সূক্ষ্মা দ্রাক্ষা, মধ্যলো°। দ্রাক্ষাবিশেষ, কিস্‌মিস্। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—জম্বুকা, ফলোত্তমা, লঘুদ্রাক্ষা, নির্বীজা, সুবৃত্তা ও রসাধিকা। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—মধুর, অম্ল, রসাল, রুচিকারক, শীতল, শ্বাস ও হৃল্লাসনাশক এবং জনসমূহের প্রিয়।
[কিস্‌মিস্ দেখ।]

কাকলীরব (পুং) কাকলী মধুরাস্ফুটো রবো যস্য, বহুব্রী। ১ কোকিল। ২ (কর্ম্মধা) সূক্ষ্ম ও মধুর অস্ফুটধ্বনি।

কাকবর্ণ (পুং) শুনিকবংশীয় রাজবিশেষ। শিশুনাগের পুত্র।
(বিষ্ণুপুরাণ ৪।২৪।২)

কাকবর্ম্মা, নেপালের সোমবংশীয় রাজবিশেষ। ইনি মনাঙ্কের পুত্র।

কাকবল্লভা (স্ত্রী) কাকস্য বল্লভা, প্রিয়া। কাকজম্বু,বনজাম।

কাকবল্লরী (স্ত্রী) কাকপ্রিয়া বল্লরী, মধ্যলো°। স্বর্ণবল্লী।

কাকশিম্বী (স্ত্রী) কাকপ্রিয়া শিম্বী, মধ্যলো°। কাকতুণ্ডী, কেওয়াঠোঁটীগাছ। [কাকতুণ্ডী দেখ।]

কাকশীর্ষ (পুং) কাকঃ শীর্ষে অগ্রে হস্য, বহুব্রী। বকবৃক্ষ, বকফুলের গাছ।

কাকস্ত্রী (স্ত্রী) কাকস্য স্ত্রীব, নাম সাদৃশ্যাৎ। বকফুলের গাছ।

কাকস্ফূর্জ্জ (পুং) কাকঃ স্ফূর্জ্জতি অস্মিন্, কাক-স্ফূর্জ্জ-ঘঞ্। কাকতিন্দুক বৃক্ষ। [কাকতিন্দুক দেখ।]

কাকস্বর (পুং) কাকস্য স্বর ইব স্বরো যস্য, বহুব্রী। ১ কাকের ন্যায় যাহার কণ্ঠস্বর। ২ (৬তৎ) কাকের রব।

কাকা (দেশজ) ১ পিতৃব্য, পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ২ কাকের শব্দ।

কাকা (স্ত্রী) কাকবৎ আকারো হস্ত্যস্যঃ, কাক-অচ্-টাপ্। ১ কাকনাসালতা। ২ কাকোলী গাছ। ৩ কাকজঙ্ঘা গাছ। ৪ রক্তিকা লতা। ৫ মলপূ গাছ। ৬ কাকমাচী গাছ।
(কাকাস্যাৎ কাকনাসায়াং কাকোলী কাকজঙ্ঘয়োঃ। রক্তিকায়াং মলপ্বাঞ্চ কাকমাচ্যাঞ্চ যোষিতি॥ মেদিনী।)

কাকাক্ষি (ক্লী) কাকস্য অক্ষি চক্ষুঃ, ৬তৎ। কাকের চক্ষু।

কাকাক্ষিগোলক ন্যায় (পুং) কাকস্য অক্ষি গোলকমিব ন্যায়ঃ, উপমি°। ন্যায়বিশেষ। কাকের একমাত্র চক্ষুই যেমন উভয় অক্ষি গোলকের কার্য্য সম্পাদন করে; সেইরূপ একবিষয়ের সহিত দুইটি বিষয়ের সম্বন্ধ থাকিলে তাহাকে কাকাক্ষিগোলক ন্যায় বলে।

কাকাঙ্গা (স্ত্রী) কাকস্য অঙ্গং জঙ্ঘেব আকারো যস্যাঃ, বহুব্রী। কাক-অঙ্গ-টাপ্। কাকজঙ্ঘা গাছ।

কাকাঙ্গী (স্ত্রী) কাকস্য অঙ্গং জঙ্ঘেব আকৃতির্যস্যাঃ। কাকজঙ্ঘা গাছ।

কাকাণ্ডী (স্ত্রী) কাকং তজ্জঙ্ঘাকারং অঙ্কতি প্রাপ্নোতি, কাক-অচ্-অণ্-ঙীপ্। কাকজঙ্ঘা গাছ।

কাকাণ্ড (পুং) কাক্যা অণ্ড ইব ফলং যস্ত বহুব্রী। ১ মহা-নিম্ব। ২ কাকতিন্দুক।

("কাকাণ্ডমুরসগবাক্ষ্যা
পুনর্ণবা বায়সী শিরীষফলৈঃ।
উদ্‌বুদ্ধবিষজলমৃতে
লেপৌষধ নস্তপানানি॥" চরক-চি-২৫ অঃ।)

৩ (৬তৎ) কাকের ডিম্।

কাকাণ্ডক (পুং) কাক্যাঃ অণ্ডঃ, ৬তৎ; কাকী-অণ্ড-পুম্ভাবঃ-স্বার্থে কন্। কাকের ডিম।

("কেচিৎ হরিদ্রা সংকাশাঃ কাকাণ্ডকনিভাস্তথা।" ভারত বন°।)

কাকাণ্ডা (স্ত্রী) কাকস্ত অণ্ড ইব বীজমস্তাঃ, বহুব্রী। কোলশিম্বী।

কাকাণ্ডাবৃশ্চিক, মেদিনীপুরের ব্রাহ্মণভূমির অন্তর্গত একটি গ্রাম। এই গ্রামে কাকাণ্ডাবৃশ্চিক নামে এক জাগ্রত দেবতা আছেন। (দেশাবলী।)

কাকাণ্ডী (স্ত্রী) কাকাণ্ড-ঙীষ্। মহাজ্যোতিষ্মতী-লতা। [মহাজ্যোতিষ্মতী দেখ।]

কাকাণ্ডোলা (স্ত্রী) কাকাণ্ডং ওরতি তৎসাদৃশ্যং বীজে প্রাপ্নোতি, কাক-উর-অচ্-টাপ্-রস্ত লত্বম্। কোলশিম্বী।

কাকাতুয়া (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। বর্ত্তমান শাকুনতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে কাকাতুয়া তোতাপাখীজাতীয়। কেবল প্রভেদ এই, তোতা অপেক্ষা কাকাতুয়া আকারে বড়, মাথায় বেশ ছড়ান পাখার মত ঝুঁট ও পুচ্ছ অনেকটা বড় হইয়া থাকে। ইহাকে ইংরাজীতে Cockatoo ও ইংরাজী শাকুনশাস্ত্রে এই পক্ষীবংশকে Cacatuina কহে।

প্রকৃত কাকাতুয়ার পালক শাদা, তবে কোন কোনটার শাদা পালকের উপর অল্প লাল বা অপরবর্ণ-মিশ্রিত দেখা যায়। ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলে অষ্ট্রেলিয়াদ্বীপে দুই প্রকার কাল-কাকাতুয়া দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাদিগকে ইংরাজী শাকুনশাস্ত্রে 'ক্যালিপ্টোরিঙ্কাস্' (Calytorhynchus) ও 'মাইক্রোগ্লোসাস্' (Microglossus) কহে। তন্মধ্যে শেষোক্ত কাল-কাকাতুয়াই অনেকটা বড় হয়। নিউগিনিতে এই বড় কাকাতুয়া পাওয়া যায়। তাহাদের জিহ্বা কাঁটাল, তদ্দ্বারা অক্লেশে খাদ্যদ্রব্যাদি গৃহীত হয়।

সর্ব্বাপেক্ষা ভারতমহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে ও অষ্ট্রেলিয়ায় কাকাতুয়ার সংখ্যা অধিক। ইহারা ফল, মূল, বীজ ও স্বেদজ কীটাদি আহার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। পুষিলে বেশ পোষ মানে, শিখাইলে তোতার মত বেশ কথা বলিতে পারে।

কাকাদনী (স্ত্রী) কাকৈরদ্যতে ভুজ্যতে হসৌ। কাক-অদ্-কর্ম্মণি ল্যুট্-ঙীপ্। ১ কুঁচ। ২ শ্বেত কুঁচ। ৩ কেলেকোড়া; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—হিংস্রা, গৃধ্রনখী, তুণ্ডী, কালা, অহিংস্রা, কটুকা, পানি,' কাপাল ও কুলিক। সুশ্রুতে সংক্ষেপতঃ ইহার শ্লেষ্মনাশকতা গুণ বর্ণিত আছে।

কাকায়ু (পুং) কাকস্ত আয়ুর্যস্মাৎ বহুব্রী। স্বর্ণবল্লীলতা।

কাকার (ত্রি) কং জলং আকিরতি ক-আ-কৃ-অণ্। জলস্রাব-কারক।

কাকারি (পুং) কাকঃ অরির্যস্ত বহুব্রী। পেচক।

(ধূকে নিশাটঃ কাকারিঃ কৌশিকোলূকপেচকাঃ। হেম ৪। ৩৯০।)

কাকাল (পুং) কা ইতি শব্দং কলতি রৌতি কা-কল্-অণ্। দাঁড়কাক।

কাকাবলি (স্ত্রী) কাকানাং আবলিঃ শ্রেণী, ৬তৎ। শ্রেণীবদ্ধ বহুসংখ্যক কাক।

কাকিণা, রঙ্গপুরজেলার অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম, ত্রিস্রোতা নদীর বামকূলে অবস্থিত। এখানকার লোকেরা কেহ কেহ কাঁকিনা ও কাকিনীয়া এইরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকেন। এ অঞ্চলের বিজ্ঞলোকদিগের মতে 'কাঁকিনা' শব্দ কাহণ বা কাহণীয়া শব্দের অপভ্রংশ। গ্রামটি বড় অধিক দিনের নয়। তবে এ অঞ্চলের প্রধান প্রধান জমীদারেরা এই গ্রামে বাস করেন। এখানে হাটবাজার আছে; ইক্ষু, তামাক ও পাটের বিস্তর রপ্তানি হইয়া থাকে।

কাকিণিকা (স্ত্রী) কাকিণী—স্বার্থে কন্ হ্রস্বশ্চ। পণের চতুর্থাংশ, পাঁচগণ্ডাকড়ি।

কাকিণী (স্ত্রী) ককতে গণনাকালে চঞ্চলী ভবতি, কাক-ণিনি-ঙীপ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ নস্ত ণঃ।) ১ পণের চতুর্থাংশ, পাঁচগণ্ডাকড়ি। ২ মানদণ্ড, কাঠানল। ৩ কুঁচ। ৪ এককড়া। ৫ এক মাষার চতুর্থাংশ।

কাকিনী (স্ত্রী) কাকিণী।

("ঈশ্বরা ভূরিদানেন যল্লভন্তে ফলং কিল।
দরিদ্রস্তচ্চ কাকিন্যা প্রাপ্নুয়াদিতি ন শ্রুতিঃ॥" পঞ্চতন্ত্র।)

কাকিল (পুং) কু ঈষৎ কিরতি, কু-কৃ-ক, কোঃ কাদেশঃ, রস্ত লত্বম্। কণ্ঠমণি, গলদেশের মধ্যস্থিত উন্নত অংশ।

কাকী (স্ত্রী) কাকস্ত স্ত্রী। ১ কাকের স্ত্রী। ২ বায়সীলতা। ৩ কাকোলী। ৪ কর্কশ স্বর। ৫ (দেশজ) খুড়ী, পিতৃব্যের পত্নী।

কাকীয় (ত্রি) কাকস্ত ইদম্। কাক-ঢঞ্। কাকসম্বন্ধীয়, কাকের।

কাকু (স্ত্রী) কক-উণ্। ১ শোকভয়াদি দ্বারা স্বরবিকার। ২ বিরুদ্ধ অর্থবোধক স্বরবিশেষ। অলঙ্কারশাস্ত্রেও এইরূপ লক্ষণ কথিত আছে—

("ভিন্নকণ্ঠধ্বনির্ধীরৈঃ কাকুরিত্যভিধীয়তে।"
সাহিত্যদর্পণ ২।২৩।)

৩ দৈন্যোক্তি। ৪ বদ্‌স্বর। ৫ জিহ্বা। ৬ উল্লাপ।

কাকুড় (দেশজ) কাঁকুড়। [কর্কোটী দেখ।]

কাকুৎস্থ (পুং) ককুৎস্থস্য নৃপতেরপত্যম্ পুমান্। ককুৎস্থ-অণ্ (শিবাদিভ্যোঽণ্। পা ৪।১।১১২।) ১ রামচন্দ্র। ২ স্বার্থে-অণ্। ককুৎস্থ রাজা। [ককুৎস্থ দেখ।]

কাকুৎস্থবর্ম্মা, দক্ষিণাপথের পলাশিকা ও বনবাসীর প্রাচীন কদম্ব রাজা। তাঁহার পুত্রের নাম শান্তিবর্ম্মা। [কদম্ব দেখ।]

কাকুদ (ক্লী) কাকুং দদাতি কাকু-দা-ক। তালু।

(তালু তু কাকুদম্। হেম ৩। ২৪৯।)

কাকুদ্র (ত্রি) উদ্গাতা। (ঐতরেয় ব্রা° ৭।১।)

কাকুপুর, অযোধ্যার একটি প্রাচীন নগর। কাণপুর হইতে ১০ ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। বৌদ্ধরাজগণের সময় ইহাই অযোধ্যার প্রধান নগররূপে পরিচিত ছিল। কোন কোন প্রত্নতত্ত্ববিদের মতে, এই কাকুপুর ভোটদেশীয় বৌদ্ধ-গ্রন্থে 'বাগুদ্' নামে অভিহিত হইয়াছে। কাকুপুর ও বিঠুরের মধ্যে পঞ্চক্রোশী উৎপলারণ্য নামক পবিত্র স্থান।

এখন কাকুপুরে 'ছত্রপুর' নামক একটি গড়ের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে, সেই গড় প্রায় ৯০০ বর্ষ পূর্ব্বে চান্দেলরাজ ছত্রপালকর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়।

এখানে ক্ষীরেশ্বর-মহাদেব ও অশ্বত্থামার নামে দুইটি বৃহৎ মন্দির আছে। প্রতি বর্ষে দেবতার উৎসব উপলক্ষে একটি মহামেলা হয়।

কাকুভ (ত্রি) ককুভ ইদম্, ককুভ্-অঞ্। ১ ককুভ্ ছন্দো গ্রথিত গাথাদি। ২ দিক্ সম্বন্ধীয়। ৩ ককুভের পুত্র।

কাকুবাদ (ক্লী) কাকা দৈন্যস্বরেণ বাদম্, ৩তৎ। দীনস্বরে উক্তি।

"কাকুবাদ করিয়া কহিলা করপুটে।
দাস পাছে দোষ পায় দুর্গার নিকটে॥"
রামেশ্বর—শিবায়ণ ১৩৪।

কাকূক্তি (স্ত্রী) কাকা দৈন্যস্বরেণ উক্তিঃ ৩তৎ। দীনস্বরে কথন।

কাকূতি (দেশজ) কাতরোক্তি দীনভাবে অনুরোধ।

কাকেক্ষু (পুং) কাকং ঈষজ্জলং যত্র তাদৃশ ইক্ষুঃ। ১ তৃণ-বিশেষ, নলখাগড়া। ২ কাশবিশেষ।

কাকেন্দু (পুং) কাকস্য ইন্দুরিব, আহ্লাদকত্বাৎ, ৬তৎ। কুলিকবৃক্ষ, মাকড়াকেন্দুগাছ।

কাকেষ্ট (পুং) কাকস্য ইষ্টঃ ৬তৎ। নিমগাছ। [নিম্ব দেখ।]

কাকোচিক (পুং) কু ঈষৎ কোচী সঙ্কোচী কু-কুচ-ণিনি-স্বার্থেকন্ কোঃ কাদেশঃ। কাকোচী বা কাউচীমৎস্য।

কাকোচী (স্ত্রী) কাকোচ-ঙীষ্। কাউচীমৎস্য।

কাকোড়ুম্বর (পুং) কাকপ্রিয়ঃ উড়ুম্বরঃ মধ্যলো°। কাক-ডুমুর।

কাকোড়ুম্বরিকা (স্ত্রী) কাকোড়ুম্বর-স্বার্থে-কন্-টাপ্-অত-ইত্বম্। কাকডুমুর বা কোঠডুমুর গাছ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—ফল্গু, মলপূ, জঘনেফলা, মলয়ু, ফল্গুফলা, পত্রজী, রাজিকা, ক্ষুদ্রোদুম্বরিকা, ফল্গুবাটিকা, ফল্গুনী, কাকোড়ুম্বর, ফলবাটিকা, বহুফলা, কুষ্ঠঘ্নী, অজাজী, চিত্রভেষজা, ধ্বাঙ্ক্ষ-নাম্নী। বাঙ্গলার স্থানবিশেষে খোখসাডুমুর বা ডুমুরী, হিন্দীতে খোঁপ্‌সা, পঞ্জাবঅঞ্চলে ধূরা বা দেগর কহে। (Ficus oppositifolia) এই গাছ ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই প্রাচীরের গায়ে অথবা জমির উপর জন্মে। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কষায়রস, শীতল, ব্রণনাশক, গর্ভরক্ষাবিষয়ে হিতকারক ও স্তন-দুগ্ধ-বর্দ্ধক। এতদ্ব্যতীত ভাবপ্রকাশে কফ, পিত্ত, শ্বিত্র, কুষ্ঠ, অর্শঃ, পাণ্ডু ও কামলা-নাশক এই কয়েকটি অধিক গুণ লিখিত আছে।

কাকোদর (পুং) কু কুৎসিতং অকতি কু-অক্-অচ্ কোঃ কাদেশঃ; কাকং বক্রগমনকারি উদরং যস্য বা বহুব্রী। সর্প।
(কাকোদরো বিষধরঃ ফণভৃৎ পৃদাকুঃ। হেম ৪। ৩৬৯।)

কাকোদুম্বরিকা (স্ত্রী) কাকপ্রিয়া উদুম্বরিকা মধ্যলো°। কাকডুমুর। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কৃষ্ণোদুম্বরিকা, খরপত্রী, রাজিকা, ক্ষুদ্রোদুম্বরিকা, কুষ্ঠঘ্নী, ফল্গুবাটিকা, অজাজী, ফল্গুনী, মলপূ, চিত্রভেষজা ও ধ্বাঙ্ক্ষনাম্নী।

[কাকোডুম্বরিকা শব্দে গুণ দেখ।]

কাকোরী, অযোধ্যাপ্রদেশের লক্ষ্ণৌজেলার অন্তর্গত কাকোরি পরগণার একটি নগর। অক্ষা° ২৬° ৫১′ ৫৫″ উঃ, দ্রাঘি° ৮০° ৪৯′ ৪৫″ পূঃ। নগরটি অতি প্রাচীন, পূর্ব্বে এখানে ভার-জাতির বাস ছিল, এখন লক্ষ্ণৌ এর উকীলমোক্তারগণের প্রিয় আবাস স্থান। এখানে অনেক মুসলমান পীরের গোরস্থান আছে। লোকসংখ্যা ৭৪৬২। এখানে সপ্তাহে দুইবার হাট বসে।

কাকোল (পুং, ক্লী) কু কুৎসিতং তীব্রতরং যথা তাস্তথা কোলতি পীড়য়তি কু-কুল-ঘঞ্, কোঃ কাদেশ। ১ কৃষ্ণবর্ণ স্থাবর বিষবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—উগ্রতেজাঃ, কৃষ্ণচ্ছবি, মহাবিষ, গরল, ক্ষ্বেড়, বৎসনাভ, প্রদীপন, শৌল্কিকেয়, ব্রহ্মপুত্র ও বিষ। ২ (ক্লী) কাকেন উত্তরেণ

তন্ন্যন্তে অত্র, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। নরকবিশেষ। ৩ (পুং) দাঁড়কাক। ৪ সর্প। ৫ শূকরবিশেষ। ৬ কুলাল, কুম্ভকার। ৭ কাকোলী নামক ঔষধবিশেষ।

কাকোলী (স্ত্রী) কাকোল-ঙীষ্ (ষিদ্ গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১।) ঔষধবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মধুরা, কাকী, কালিকা, বায়সোলী, ক্ষীরা, ধ্বাঙ্ক্ষিকা, বীরা, শুক্লা, ধীরা, মেদুরা, ধ্বাঙ্ক্ষোলী, স্বাদুমাংসী, বয়ঃস্থা, জীবনী, শুক্রক্ষীরা, পয়স্বিনী, পয়স্যা ও শীতপাকী। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—মধুররস, শীতল, কফ ও শুক্রবর্দ্ধক এবং ক্ষয়রোগ, পিত্ত, বাতব্যাধি, রক্তদোষ, দাহ ও জ্বরনাশক।

কাকোলূক (ক্লী) কাকশ্চ উলূকশ্চ নিত্যবিরোধিত্বাৎ সমাহার দ্বন্দ্বঃ। সমবেত কাক ও পেচক।

কাকোলূকিকা (স্ত্রী) কাকোলূক-বুন্ (দ্বন্দ্বাদ্বুন্ বৈরমৈথুনিকয়োঃ। পা।৪।৩।১২৫।) টাপ্। কাক ও পেচকের স্বাভাবিক শত্রুতা।

কাকোলূকীয় (পুং) কাকোলূকমধিকৃত্য কৃতোগ্রন্থঃ কাকোলূক-ছ। কাক ও পেচকের আখ্যান অবলম্বন করিয়া লিখিত পুস্তকবিশেষ।

কাকোল্যাদি (পুং) কাকোলী প্রভৃতি কতকগুলি বৈদ্যকোক্ত দ্রব্যের সংজ্ঞা।

"কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মুদ্গপর্ণী, মাষপর্ণী, মেদা, মহামেদা, গুলঞ্চ, কর্কটশৃঙ্গী, বংশলোচন, ক্ষীরী, পদ্মক, প্রপৌণ্ডরীক, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মৃদ্বিকা, জীবন্তী ও মধুক এই কয়েকটি দ্রব্য কাকোল্যাদিগণের অন্তর্গত। ইহারা রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক এবং শ্লেষ্ম, শুক্র, আয়ুঃ ও স্তন্যবর্দ্ধক।"

(সুশ্রুত-সূত্র ৩৮ অঃ।)

কাকোষ্ঠক (পুং) কাকস্য ওষ্ঠ ইব কায়তি প্রকাশতে কাক-ওষ্ঠ-কৈ-ক। কর্ণবন্ধের আকৃতিবিশেষ; মাংসশূন্য সংক্ষিপ্ত অগ্রদেশ এবং অল্প রক্তবিশিষ্ট কর্ণপালিকে কাকোষ্ঠকপালি কহে।

("নির্মাংসসংক্ষিপ্তাগ্রাল্পশোণিতপালিঃ কাকোষ্ঠক পালিরিতি।" সুশ্রুত সূত্র ১৬ অঃ।)

কাক্ষ (পুং) কুৎসিতং অক্ষং যত্র, কোঃ কাদেশঃ (কা পথ্যক্ষয়োঃ। পা ৬।৩।১০৪।) ১ কটাক্ষ।

(অপাঙ্গদর্শনং কাক্ষঃ কটাক্ষো বক্ষি বিকুলিতম্। হেম ৩।২৪২।)

২ (কর্ম্মধা) কুৎসিত চক্ষু।

কাক্ষসেনি (পুং) অভিপ্রতারীর নামান্তর।

কাক্ষী (স্ত্রী) কক্ষে কচ্ছে ভবঃ কক্ষ-অণ্ (তত্র ভবঃ। পা ৪।৩।৫৩।) ঙীপ্। ১ অড়হর। ২ সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা।

(কাক্ষী তুবরিকায়াঞ্চ সৌরাষ্ট্রমৃদ্যপি স্ত্রিয়াম্। মেদিনী।)

কাক্ষীব (পুং) কু ঈষৎ ক্ষীবয়তি ক্ষীব-ণিচ্-অচ্ কোঃ কাদেশঃ। ১ সজিনাগাছ। ২ গৌতম ঋষির ঔশীনরী নাম্নী শূদ্রাণীর গর্ভজাত পুত্রবিশেষ।

("শূদ্রায়াং গৌতমো যত্র মহাত্মা সংশিতব্রতঃ। ঔশীনর্য্যামজনয়ৎ কাক্ষীবাদ্যান্ সুতান্ মুনিঃ॥" ভারত সভা।)

কাক্ষীবক (পুং) কাক্ষীএব-স্বার্থে কন্। সজিনাগাছ।

কাক্ষীবত (পুং) কক্ষীবতো মুনেরপত্যম্ পুমান্ কক্ষীবৎ-অণ্। ১ কক্ষীবৎ ঋষির পুত্র। (ত্রি) ২ কক্ষীবৎ ঋষি সম্বন্ধীয়।

কাক্ষীবতী (স্ত্রী) কাক্ষীবত-ঙীপ্। ব্যুষিতাশ্বের স্ত্রী, ইহার নাম ভদ্রা। (ভার॰ আদি ১২১ অঃ।)

কাক্ষীবান্ [ৎ] (পুং) ১ শূদ্রাগর্ভজাত দীর্ঘতমা ঋষির পুত্রবিশেষ। ২ চণ্ডকৌশিকের পিতা গৌতম। ৩ রাজবিশেষ। (ভার আদি ১ অঃ।)

কাখড়া (দেশজ) ১ জলজন্তুবিশেষ। [কুলীর দেখ।] ২ গাছবিশেষ। (Curcuma zerumbet.)

কাগ (পুং) কা ইতি শব্দং গায়তি কা-গৈ-ক। কাক।

কাগজ (পারসীক শব্দ) "কাগজ" যে কি জিনিস, তাহা আর আজ কাল কাহাকেও বলিয়া দিতে হয় না। পৃথিবীতে এমন দেশ অতি অল্পই আছে, যেখানে কাগজ নাই। ভিন্ন ভিন্ন দেশে ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম। যথা,—

উত্তর-ভারত ও পারস্য		...	কাগজ।
আরব	...	...	কর্ত্তাস্।
তামিল	...	...	বরক।
দেন্মার্ক	...	...	পেপির।
ফ্রান্স ও জর্ম্মনী	...	...	পেপিয়ার।
ইতালী ও প্রাচীন লাটিন		...	কার্টা বা চার্টা।
পর্ত্তুগীজ ও স্পেন	...	...	পেপেল।
রুষিয়া	...	...	বুমাজ্না।
ইংলণ্ড	...	...	পেপার।

অপ্রাচীন তান্ত্রিক সংস্কৃত গ্রন্থে 'কাগদ' নাম পাওয়া যায়।

এখন সকল দেশেই প্রধানতঃ লিখনকার্য্যে কাগজ ব্যবহৃত হয়। এই সকল কাগজও আজ কাল প্রধানতঃ নানাবিধ বাষ্পীয় যন্ত্র সাহায্যে য়ুরোপ, আমেরিকা ও এসিয়ার প্রস্তুত হইয়া থাকে; কিন্তু এখনও এসিয়ার দক্ষিণ ও পূর্ব্বপ্রদেশসমূহে হাতে হাতে যথেষ্ট পরিমাণে কাগজ প্রস্তুত হয়। এই সকল কাগজ দুর্ম্মূল্য ও বিশেষ বিশেষ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ভারত, পূর্ব্ব-উপদ্বীপ, চীন, জাপান, পারস্য প্রভৃতি দেশেই ঐরূপ হাত-গড়া কাগজের বেশী আদর দেখা যায়।

ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙ্গালা, বিহার, ভুটান, নেপাল, আহ্মদাবাদ, সুরাট, ধারবার কোলাপুর, আরঙ্গাবাদ ও দৌলতাবাদে ঐরূপ হাত-গড়া কাগজ যথেষ্ট প্রস্তুত হয়। আরঙ্গাবাদের কাগজ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট; দেশীয় রাজন্যবর্গ এই কাগজের বিশেষ আদর করিয়া থাকেন। এই কাগজ সর্ব্বাপেক্ষা মসৃণ, চিক্কণ ও সুদৃঢ় হইয়া থাকে। ইহার পরই দৌলতাবাদের "বাহাদুর খানি" ও "মাধাগরি" কাগজ সমধিক আদৃত হয়। এই দুই কাগজ প্রস্তুতের সময় ইহার মধ্যে স্বর্ণের সূক্ষ্মপাত মিশিয়া দেয়, তৎপরে কাগজ প্রস্তুত হইলে কাগজখানির সর্ব্বত্র ঐ স্বর্ণের সূক্ষ্মাংশ-সকল ছড়াইয়া পড়ে, দেখিতে অতি চমৎকার শোভা হয়;—এই কাগজের নাম "আফশানি কাগজ"। দেশীয় রাজন্যগণ এই আফশানি কাগজে রাজকীয় কার্য্যাদি করিয়া থাকেন। এই সকল হাত-গড়া কাগজে দলীল, সনন্দ, ছাড় প্রভৃতি লিখিত হইয়া থাকে।

যাহার উপর লেখা যায়, সংস্কৃত ভাষায় তাহাকে পত্র বলে। বাঙ্গালা ভাষায় চলিত কথায় "পাতা" বা "পেঁতে" বলিলে যে অর্থ উপলব্ধি হইয়া থাকে, সংস্কৃত পত্র শব্দের যথার্থ অর্থ তাহাই। কি জন্য অক্ষর, পত্র ও লিখন-প্রণালীর উৎপত্তি হইল তৎসম্বন্ধে একটি কৌতূহলজনক অথচ সমূলক প্রমাণ রঘুনন্দনের জ্যোতিস্তত্ত্বে দেখিতে পাওয়া যায়,—

"ষাণ্মাসিকে তু সংপ্রাপ্তে ভ্রান্তিঃ সংজায়তে যতঃ।
ধাত্রাক্ষরাণি সৃষ্টানি পত্রারূঢ়াণ্যতঃ পুরা॥"

অর্থাৎ ছয়মাস অতীত হইলে ভ্রম উপস্থিত হইল দেখিয়া বিধাতা কর্ত্তৃক পূর্ব্বকালে অক্ষর সৃষ্ট হইয়া পত্রারূঢ় হইল। ছয় মাসের পর যে অধিকাংশ কথাই ভুল হইয়া যায়, তাহা একান্ত সত্য।

জগতের উন্নতির ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে প্রথমেই কাগজের উপর কালি কলম দিয়া লিখিবার প্রথা প্রচারিত হয় নাই। কাগজ আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে কিসে লেখা হইত, কিসে কাগজ সৃষ্টি হইল, প্রথমে কোন দেশে কাগজ সৃষ্টি হয় ও কি কি দ্রব্য হইতে কিরূপে এখন কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে তাহা যথাক্রমে বর্ণিত হইতেছে।

১। কাগজ প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে কি কি সামগ্রী লেখ্যরূপে ব্যবহৃত হইত?

(ক) প্রস্তর ও কাষ্ঠ—সর্ব্বাদৌ প্রস্তর ও কাষ্ঠই লেখ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। অতি প্রাচীনকালে কাষ্ঠে ও প্রস্তরে অক্ষরাদি খুদিয়া রক্ষিতব্য বিষয় সকল লিখিত হইত। কালদীয়া-প্রদেশের প্রাচীন সমাধিস্তম্ভের এবং মিশরদেশের পিরামিডের গাত্রে খোদিত অস্পষ্ট অক্ষরমালাই ইহার প্রাচীনতম নিদর্শন।

(খ) ইষ্টক—প্রাচীন কালদীয়গণ ইষ্টকের উপর আপনাদিগের জ্যোতিষিক পর্য্যবেক্ষণাদির ফলাফল উৎকীর্ণ করিয়া রাখিত। এইরূপ লিপি-বিশিষ্ট ইষ্টক এখন কোন কোন য়ুরোপীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

(গ) সীসা—প্রাচীনকালে সীসার উপরে দলীলাদি খুদিয়া রাখিবার প্রথা ছিল। কথিত আছে যে, হিসিয়ডের "গ্রন্থাবলী ও তাঁহার সময়" নামক পুস্তক একটি বৃহৎ সীসার টেবিলে খোদিত হইয়াছিল ও বহুদিন পর্য্যন্ত মেসিসের মন্দিরে রক্ষিত ছিল। সীসার পাত হাতুড়ি দ্বারা পিটিয়া পাতলা করিয়া লেখ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রোমনগরে এইরূপ সীসার খোদিত একখানি পুস্তক পাওয়া যায়, তাহার আকার ৪ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ৩ ইঞ্চি প্রশস্ত। ইহাতে প্রাচীন মিসরীয় অস্পষ্ট অক্ষরে লিখিত।

(ঘ) পিত্তলাদি—রোমনগরে সাধারণ প্রস্তাবাদির ফলাফল সেকালে পিত্তলে খোদিত হইত। প্রাচীন রোমীয় সৈনিকেরা যুদ্ধক্ষেত্রে পিত্তলের বগ্‌লসে বা তলবারের খাপে আপনাদিগের "ইচ্ছাপত্র" (Wills) লিখিয়া রাখিত। ১২ থরার আইন (Laws of 12 tables) পিত্তলে খোদিত হইয়াছিল। রোমীয় সম্রাট ভেস্পেসীয়ানের রাজত্বকালে যখন অগ্নিদাহে রাজধানী পুড়িয়া যায়, তখন প্রায় ৩০০০ হাজার পিত্তলের পাত নষ্ট হইয়া যায়; ঐ সকল পাতে কত প্রয়োজনীয় আইন ও দলীলাদি ভস্মীভূত হইয়া যায়। সিরীয়ার প্রাচীন মঠে ডাক্তার বুকানন ৬ খানি ধাতুফলক পাইয়াছিলেন। সে গুলি ধাতু-বিমিশ্রিত। ৬ খানি ধাতুফলকে প্রায় ১১ পৃষ্ঠা হইবে। ইহা পেরেকের মাথার স্তায় বা ত্রিকোণাকার অক্ষরে লিখিত। কোচীনের য়িহুদীদিগের নিকটেও এইরূপ কয়েকখানি ধাতুফলক আছে।

(ঙ) কাষ্ঠ—সোলনের আইনগুলি কাষ্ঠের উপর খোদিত; এই কাষ্ঠময় আইন পুস্তকের নাম অক্‌সোন্‌স্ (Axones)। ঐ আইনের কতকগুলি আবার প্রস্তরের উপরেও খোদিত আছে; এই প্রস্তর-লিপির নাম গ্রীকভাষায় "কিরবিস্" (Kyrbies)। হোমরের সময়ের পূর্ব্বে তালিকা পুস্তকগুলিও (গ্রীসের) কাষ্ঠে খোদিত হইত। বক্‌স্ ও নেবু গাছের কাষ্ঠ এবং হাতীর দাঁতই এই সকল

কার্য্যে অধিক ব্যবহৃত হইত। তখন এই সকল পাতের উপর মোম মাখাইয়া খুন্তি (স্বর্ণ, রৌপ্য, পিত্তল, লৌহ বা তামার সূক্ষ্মমুখ শলাকা) দিয়া আঁচড়াইয়া লিখিবার প্রণালী প্রচলিত ছিল। এই সকল লিখিত কাষ্ঠফলক-গুলি একত্র বাঁধিয়া রাখিলে যে পুস্তক হইত, তাহাকে "কডেক্স্" (Codex) অর্থাৎ পুথি বলিত। ইহার উপরে সময়ে সময়ে খড়ির গোলা দিয়াও লিখিত হইত। বাঙ্গালা ও উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশে সামান্ত সামান্ত মুদির দোকানে এই প্রকারের বস্তু আজিও দেখা যায়। তাহারা ৩ খণ্ড ৬×৪ ইঞ্চি কাষ্ঠ একত্র দড়ি দিয়া গাঁথিয়া রাখে। দড়ির সহিত একটি পেরেক বাঁধা থাকে। খণ্ডগুলিতে মোমের সহিত ভূষা মাখাইয়া রাখে। কেনাবেচা করিতে করিতে যে সময়ে কোন ধারের হিসাব বা অন্ত কোন হিসাব টুকিয়া রাখিবার আবশ্যক হয়, তাহাই ইহাতে পেরেক দিয়া লিখিয়া রাখে। হিন্দুস্থানীরা একখণ্ড ১ ফুট×১॥ ফুট তক্তায় লিখিয়া থাকে। ইহারা প্রায়ই কঞ্চির কলমে খড়িগোলা দিয়া লিখে। পূর্ব্বে এইরূপ কাষ্ঠফলকে চিঠি লিখিয়া দড়ি দিয়া বাঁধিয়া গাঁটের উপর মোহর করিয়া দিত। সলোমন-পুস্তকালয়ে এইরূপ ২ ফুট ৬৬ ইঞ্চি কাষ্ঠে লিখিত তক্তা আছে। চীনেরাও কাষ্ঠের তক্তা লেখ্যরূপে ব্যবহার করিত।

(চ) পাতা—প্রাচীনকালে অধিকাংশ জাতিই বৃক্ষপত্রকে লেখ্যরূপে ব্যবহার করিত। আফ্রিকার মিসরীয়েরা সর্ব্বপ্রথমে তালপত্র ব্যবহার করিতে শিখে। সিরাকিউসের জজেরা জলপাইগাছের পাতায় নির্ব্বাসনদণ্ডের আসামীগণের নাম লিখিতেন। ভারতে, সিংহলে ও ব্রহ্মদেশে তালপত্র যথেষ্ট ব্যবহৃত হইত। ব্রহ্মদেশে কোন পুস্তক সুদৃশ্য করিয়া লিখিতে হইলে, হাতীর দাঁতের পাতের উপর লিখিত। হাতীর দাঁতের পাতগুলি প্রথমতঃ কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করিয়া তাহার উপর স্বর্ণের বা রৌপ্যের হল করিয়া অক্ষর লিখিত। উড়িয়া ও সিংহলীরা "তালিপত" গাছের পাতা ব্যবহার করে; এই পাতা খুব চওড়া ও পুরু। ইহার উপরে অক্ষরগুলি স্পষ্ট করিবার জন্ত খুন্তি দিয়া লিখিয়া কয়লার গুঁড়া মাখাইয়া মুছিয়া ফেলিত। এখনও সিংহলে তালিপত ও ভারতে তালপত্রের বহুল ব্যবহার আছে। ৺রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ভারতবর্ষে যতগুলি প্রাচীন তালপাতের পুঁথি দেখিয়াছেন, তন্মধ্যে ১১৮৯ সম্বতের পুথি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন।

(ছ) বৃক্ষবল্কল—এক সময়ে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বল্কল লেখ্যরূপে ব্যবহৃত হইত। প্রাচীন কালদীয়গণ বৃক্ষের আভ্যন্তরীণ বল্কলকে লেবার (Leber) বলিত ও লেখ্যরূপে ব্যবহার করিত। এই লেবার হইতেই লেবার অর্থে এখন পুস্তক বুঝায়। ব্রহ্মদেশীয়েরা বাঁশের চেয়াড়ির উপর পবিত্র পুস্তকাদি লিখিত। সুমাত্রাদ্বীপের বুট্টাজাতি আজ ও একপ্রকার বৃক্ষের আভ্যন্তরীণ ছালের উপর লিখিয়া থাকে। তাহারা এই ছাল লম্বা লম্বা করিয়া চিরিয়া চারকোণা ভাঁজ করিয়া রাখিয়া দেয়। রজন বা টার্পিণ তৈলের বৃক্ষজাতীয় এক প্রকার বৃক্ষের রসে ইক্ষুরস মিশাইয়া কালি প্রস্তুত করে। সাধারণতঃ ব্যবহারের জন্ত ইহারা বাঁশের গাঁঠের গায়ে যে মোচার খোলার মত খোলা (অসিফলক) থাকে, তাহাতেও লিখিয়া থাকে। বড্লিয়ান লাইব্রেরীতে মেক্সিকোদেশীয় অস্পষ্ট সাংকেতিক অক্ষরে লিখিত একখানি পুস্তক আছে, তাহার অক্ষরসমূহও বল্কলের উপর চিত্রিত। ভারতের মালাবার উপকূলবাসীরা আজিও প্রধানতঃ বল্কলের উপরেই লেখা পড়া করে।

(জ) রেশমীবস্ত্র খণ্ড—প্লিনি বলেন রেশমীবস্ত্রের উপর লিখনকার্য্য সেকালে অপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এই সকল রেশমীবস্ত্রের পুস্তকাদিতে ম্যাজিষ্ট্রেটগণের নাম ও সাধারণের দলীলাদি লেখা হইত। মিসরের লোকেরাও এরূপ পুস্তকে রক্ষিতব্য বিষয় লিখিয়া রাখিত।

(ঝ) পশুচর্ম্ম—প্রাচীনকালে এক সময়ে কোথাও কোথাও লোকে পশুচর্ম্মের উপর লিখিত। প্রাচীন যোনজাতি পুস্তককে "ডেপ্‌টেরি" ((Depteræ) বা চর্ম্ম (?) বলিত। বিব্লস্ (Biblos) গাছ যখন দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল, তখন ছাগল ও ভেড়ার চামড়াই বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইত। খৃঃ ৫ম শতাব্দীতে কন্‌ষ্টাণ্টিনোপলে যে ভীষণ অগ্নিকাণ্ড ঘটে, তাহাতে একজাতীয় সর্পের উদরের চর্ম্ম পুড়িয়া যায়। ঐ সকল সর্পচর্ম্মে গ্রীকদিগের মহাকাব্য "ইলিয়াড" ও "অডেসি" স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ছিল।

(ঞ) পার্চমেণ্ট ও বিলাম্—ছাগ ও মেষচর্ম্মকে রীতি অনুসারে এরূপভাবে প্রস্তুত করিয়া লওয়া যাইতে পারে যে তাহার উপর "ছাপা" হইতে পারে; এইরূপ প্রস্তুত করা চামড়ার নাম পার্চমেণ্ট। সূক্ষ্ম ও উৎকৃষ্ট পার্চমেণ্টের নাম বিলাম্। বিলাম্ সকল চামড়ায় হয় না; অকালপ্রসূত বা দুগ্ধপায়ী গো-বৎসের চর্ম্মে মাত্র প্রস্তুত হয়। প্রাচীনকালে য়িহুদীরা ইহার উপর আইনাদি লিখিত। পারসীকেরা ইহাতে স্বদেশ-প্রচলিত গল্প বা ইতিহাস লিখিত। দলীলাদি লিখিবার জন্ত ইহা এখনও ব্যবহৃত হয়। ড্রেস্‌ডেন্ লাই-

ব্রেরীতে হুমাপক্ষীর চর্ম্মে লিখিত একখানি মেক্সিকো-পঞ্জিকা ও ভিয়েনা লাইব্রেরীতে একখানি পুস্তক আছে।

(ট) প্রস্তুত করা চামড়া (লোম তুলিয়া পিটিয়া পরিষ্কার করিয়া যে চর্ম্ম নানাবিধ কার্য্যোপযোগী করা হইয়াছে)—এরূপ চর্ম্মে আরবীয়েরাই অধিকাংশ লিখিত।

এইরূপ চর্ম্মে ৫৭ পাতার একখানি চিত্র-বিচিত্র অক্ষরে লিখিত পুস্তক দেখা গিয়াছে।

২। কাগজের সৃষ্টি—প্রথমেই একেবারে অংশুমান্ পদার্থের মণ্ড হইতে কাগজ প্রস্তুত করিবার প্রণালী উদ্ভাবিত হয় নাই। প্রথমে তৃণ ও বৃক্ষাদির অংশবিশেষ হইতে কাগজবৎ একপ্রকার পদার্থ প্রস্তুত হয়। ইহার মধ্যে বিদেশীয় ঐতিহাসিকগণের মতে পেপিরস্ (Papyrus Antiquorum বা বাইবেল মতে ইংরাজী "বুলরাস্" Bulrush) নামক তৃণের মূলদেশ হইতে প্রস্তুত কাগজই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহা হইতে যে কাগজ প্রস্তুত হইত, তাহাকে "পেপিরস পেপর" বা সংক্ষেপে "পেপিরি" বলিত। হ্যাস সাহেব রচিত Exodus নামক গ্রন্থে দেখা যায়, খৃষ্টের ১৪০০ বৎসর পূর্ব্বেও পেপিরির বহুল প্রচলন ছিল এবং খৃষ্টজন্মের তিন শত বৎসর পরেও এই পেপিরি ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়।

এই তৃণ শরের ন্যায় জলা জমীতে হইয়া থাকে। মিসরদেশে, সিরীয়ায় ও সিসিলিদ্বীপে এই তৃণ জন্মে। সিরীয়ায় ইহাকে বেবির (Babeer), গ্রীকেরা ইহাকে বিব্লস্ (Biblos) এবং উদ্ভিদ্‌শাস্ত্রে পাশ্চাত্য-পণ্ডিতেরা সাইপেরাস সিরিয়াকাশ (Cyperus Syriacus) বলেন। ইহা প্রায় ৮ হইতে ১২ ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ হয়। ইহার পাতা কিন্তু শরের পাতার মত নহে, আমাদের দেশীয় ঝাউ গাছের পাতার ধরণ যেরূপ, এই তৃণের অগ্রভাগেও সেই ধরণের ৮টী মাত্র পাতা হয়। ইহার সর্ব্বাঙ্গে পাতা থাকে না বা শরের ন্যায় গাঁট থাকে না। ওলের ডাঁটার মত গাছটি সরল হইয়া উঠে ও মাথার উপর ওলের পাতার মত ৮টি পাতা ছত্রাকারে বিস্তৃত হয়, আর সেই পাতার গা দিয়াই ঝাউপাতার মত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পত্রাংশ সকল ঝুলিয়া পড়ে। ইহার গাত্রের বর্ণ সবুজ, কিন্তু গোড়ার দিকের যে অংশ জল ও কর্দ্দম মধ্যে থাকে, সেটুকু অপেক্ষাকৃত শ্বেতবর্ণ। এই অংশের ছাল অতি পাতলা এবং মোচার খোলার মত। ইহার ঐ অংশে ১৯।২০টি খোলার ভাঁজ হইয়া থাকে। এইগুলি সাবধানে খুলিয়া লইয়া আড়ভাবে পরস্পর ধারে ধারে জুড়িয়া লইলেই সেকালের পেপিরি কাগজ প্রস্তুত হইত। ঐ ছাল জুড়িতে সেকালে শিরীষ বা তদ্রূপ কোন আঠা ব্যবহৃত হইত না। পেপিরাস্ ঘাসের গোড়া মানুষের বাহুর মত মোটা হইয়া থাকে, সুতরাং যে গাছের গোড়া যত মোটা ঐ পেপিরি কাগজও ততটা চওড়া হইত। এই ছাল আবার যত ভিতরের হয়, ততই পাতলা হইয়া থাকে বলিয়া সেকালে নানাপ্রকার পুরু ও পাতলা 'পেপিরি' প্রস্তুত হইত। যে পেপিরি সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম হইত, তাহাকে গ্রীকেরা "হেরিটিকা" বলিত, কারণ এই শ্রেণীর পেপিরি কেবল মিসরীয় যাজকগণ ব্যবহার করিতেন, অপর সাধারণে বা বিদেশীয় বণিকেরা ক্রয় করিতে পাইত না। মিসরীয় যাজকেরা ইহার উপর ধর্ম্মকথা লিখিয়া বিক্রয় করিতেন মাত্র। এ সময়ে মিসরীয়েরাই পেপিরি প্রস্তুত করিতে জানিত, সুতরাং গ্রীকেরা ঐ প্রথম শ্রেণীর "পেপিরি" প্রস্তুত করিয়া লইতেও পারিত না। রোমকেরাও ঐ জন্য 'হেরিটিকা পেপিরি' পাইত না; কিন্তু শেষে তাহারা উহা ব্যবহার করিবার উপায় করিয়া লয়। রোমসম্রাট্ অগস্তাসের সময় রোমকেরা মিসর হইতে যাজকগণের লিখিত 'হেরিটিকা' ক্রয় করিয়া আনিত এবং এক প্রকার ঔষধ দিয়া ঐ সকল লেখা ধুইয়া ফেলিত। এই ঔষধটিও তাহারাই উদ্ভাবন করে। এইরূপে ধুইয়া ফেলিয়া রোমক বণিকেরা স্বদেশীয় সম্রাটের নামানুসারে উহার "অগস্তাস্" কাগজ নাম দিয়াছিল। উক্ত শ্রেণীর ঠিক পরবর্ত্তী পেপিরি কাগজকে রোমকেরা অগস্তাস্-পত্নীর নামানুসারে 'লেভিয়ানা' বলিত। শেষে যখন তাহারা নিজে পেপিরি প্রস্তুত করিতে শিখিল, তখন ঐ দুইশ্রেণী ব্যতীত 'অ্যাম্ফিথিয়েট্রিকা' 'ফ্যানিয়ানা' 'এম্পোরটিকা' "ক্লডিয়া" প্রভৃতি নামে ভিন্ন ভিন্ন দরের পেপিরি প্রস্তুত করিত। প্লিনির ইতিহাস পড়িলে বুঝা যায় যে, তখন গ্রীস বা রোমে সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, পেপিরি প্রস্তুত করিতে মিসরদেশীয় নীলনদের জল একান্ত আবশ্যক, কারণ নীলনদের জলে স্বভাবতই এক প্রকার আঠাবৎ পদার্থ আছে, তদ্দ্বারা পেপিরির ছালগুলি জুড়িবার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইত। পেপিরির ছালগুলিকে ছাঁটিয়া সমান করিয়া ধারে ধারে মিলাইয়া একটি টেবিলের উপর সাজাইয়া রাখিয়া নীলনদের জল ছিটাইয়া দিয়া, কিয়ৎক্ষণ পরে রৌদ্রে শুকাইয়া লইলেই পেপিরি প্রস্তুত হইত; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, পেপিরি-ছাল ভিজিলেই উহা হইতে এক প্রকার আঠা-রস বাহির হইয়া থাকে এবং শুকাইলে তাহাতেই ছালগুলি জুড়িয়া যায়।

তৎপরে কিরূপে কি উপায়ে অংশুমান্ পদার্থকে মণ্ড করিয়া কাগজ প্রস্তুত করিবার কৌশল আবিষ্কৃত হয়, তাহা

জানিবার উপায় নাই, তবে অনুসন্ধিৎসা-পরায়ণ সুধীগণ অনুমান করেন, যেমন বোল্‌তা, ভীমরুল ও মৌমাছির চাক দেখিতে অনেকটা কাগজের ন্যায় এবং উহা বৃক্ষাদিজাত পদার্থ হইতেই প্রস্তুত। উক্ত পতঙ্গেরা যেরূপে বৃক্ষাংশ বিশেষকে তরলাকারে পরিণত করিয়া অণুপ্রমাণে মুখে করিয়া আনিয়া বৃহৎ বৃহৎ চাক এবং বিস্তৃত ডিম্বকোষ সকল প্রস্তুত করে, সেই উপায়ের অনুসরণ করিয়াই বোধ হয় কাগজের সৃষ্টি হইয়াছে। ইংরাজ ঐতিহাসিকেরা স্থির করিয়াছেন যে, প্রায় খৃষ্টীয় ৯৫ অব্দে চীনেরাই অংশুমান্ পদার্থ হইতে সর্ব্ব প্রথমে কাগজ প্রস্তুত করে।

কণ্‌ফুচির সময়ে চীনেরা বাঁশের আভ্যন্তরীণ ছালের উপর তীক্ষ্ণমুখ লেখনী দিয়া আঁচড়াইয়া লিখিত। তৎপরে ইহারা সেই বাঁশেরই ছাল, তুলা, রেশম ও অন্যান্য গাছের ছাল হইতে মণ্ড করিয়া কাগজ প্রস্তুত করিতে শিখে। হ্যানবংশীয় হোটি নামক চীনসম্রাটের রাজত্বকালে কতকগুলি বৃক্ষের ছাল, পুরাতন মাছ-ধরা জালের ছিন্নাংশ, শণ ও রেশম একত্র সিদ্ধ করিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিত এবং এই মণ্ডেই কাগজ হইত। কাগজ প্রস্তুত করিতে ইহারা সেই প্রাচীনকালে যে সকল যন্ত্রাদি আবিষ্কার করিয়াছিল, একালে তাহারই উন্নতি করিয়া তাহার সাহায্যে উত্তমোত্তম কাগজ প্রস্তুত করিতেছে। এখন চীনদেশে নানাবিধ কাগজ হইয়া থাকে। ইহাদের দেশীয় হো-সি নামক খড়ের কাগজ এত অধিক প্রস্তুত হয় যে, ইহারা তদ্দ্বারাই শবদাহ করিয়া থাকে।

যাহা হউক, ইংলণ্ডীয় ঐতিহাসিকেরা কাগজের উৎপত্তি সম্বন্ধে চীনকেই প্রথম পদবী দিন আর যাহাকেই দিন, গ্রীক ইতিহাসে কিন্তু যথার্থ কথা জানা যায়। পঞ্জাববিজয়ী গ্রীক-সম্রাট্ আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি নিয়ারকাস্ লিখিয়া গিয়াছেন যে, তৎকালে তিনি ভারতবর্ষে উত্তম মসৃণ চিক্কণ ও দীর্ঘকালস্থায়ী একপ্রকার 'তুলা-চাপড়ান' জিনিসের উপর বাণিজ্যাদির আদান প্রদানের হিসাব লিখনের বহুল প্রচলন দেখিয়াছিলেন। এই তুলা-চাপড়ান সম্ভবত তুলাত বা তুলট কিম্বা তুলট কাগজের অনুরূপ হইবে। মাকিদনরাজ ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন খৃষ্টজন্মের ৩২৭ বৎসর পূর্ব্বে, সুতরাং তাহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই যে ভারতে তুলটের ন্যায় কোন প্রকার লিখিবার কাগজের প্রচলন ছিল, তাহা নিশ্চয়। অনেকে মনে করেন, বিলাতী কাগজে বা আধুনিক কলের কাগজে হরিতাল মাখাইলেই তুলট কাগজ প্রস্তুত হয়; কিন্তু তাহা নহে। পূর্ব্বে মালদহ জেলায় এই তুলট কাগজ প্রচুর পরিমাণে প্রস্তুত হইত। দেশ বিদেশেও এই কাগজের বেশ আদর ছিল, এজন্য প্রতিবৎসর মালদহ হইতে নানা প্রকারের তুলটকাগজ দেশ বিদেশে রপ্তানি হইত। সেকালে ইংরাজেরাই চীনদেশীয় একশ্রেণীর কাগজকে "India-proof" নাম দিয়াছিলেন। বোধ হয়, সেই কাগজ পূর্ব্বে চীন দেশে উৎপন্ন হইত না, সর্ব্বপ্রথমে ভারত হইতে চীনে রপ্তানি হইয়া থাকিবে; কারণ তাহা হইলে ওরূপ নামকরণ কেন হইবে? এবং চীনের সহিত ভারতের যে অন্তর্ব্বাণিজ্য পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল, তাহার প্রমাণও যথেষ্ট আছে। ৪।৫ শত বৎসর পূর্ব্বে মালদহে এই কাগজের ব্যবসায় বেশ বিস্তৃত ছিল; এক শ্রেণীর লোকের ইহাই উপজীবিকা ছিল। এখনও অনেক প্রাচীন জমীদারের ঘরে সাটিনের ন্যায় উজ্জ্বল ও মসৃণ এক প্রকার কাগজে বাদ্‌শাহী সনন্দ, ছাড় ইত্যাদি দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল পুরাতন দেশী কাগজ গৌড়ে প্রস্তুত হইত। আমরা তুলট কাগজে লিখিত ছয় সাতশত বর্ষের প্রাচীন পুথি দেখিয়াছি। ভারতবর্ষে মুসলমানেরাও কাগজের ব্যবসা করিত। মুসলমান তাঁতীরা যেমন "জোলা," মুসলমান মৎস্যজীবীরা যেমন 'নিকারী' ইত্যাদি আখ্যা পাইয়াছে, সেইরূপ সেকালের কাগজ-ব্যবসায়ী মুসলমানেরা "কাগজী" আখ্যা পাইয়াছিল। এখনও কাগজী-মুসলমানেরা ঢাকা অঞ্চলে "কাগজ" প্রস্তুত করিয়াই জীবিকা নির্ব্বাহ করে। কলিকাতার বিগত আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে (১৮৮৩-৮৪) কয়েক প্রকার পাটের কাগজ, ঢাকা মুন্সীগঞ্জের 'মেঘু কাগজীর' প্রস্তুত এক প্রকার কাগজ, শাহাবাদ সাসেরাম হইতে ৪ প্রকার দেশী কাগজ, বহরমপুর-কণহোলি (মুজঃফরপুর) হইতে দুই প্রকার দেশী কাগজ, এবং ভূটান হইতে এক প্রকার বৃক্ষের ছালের কাগজ প্রদর্শিত হয়। ভূটিয়া কাগজে প্রায় পোকা লাগে না। এই কাগজই সুদৃঢ় ও মসৃণ বলিয়া বিখ্যাত।

পূর্ব্বে পারস্যে কঠিন বৃক্ষ ত্বক্ হইতে এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত হইত। ঐ ত্বকের নাম তুস্ বা তুজ্। প্রাচীন পারসীকেরা এই তুজ চামড়ার সহিত মিশাইয়া কাগজ প্রস্তুত করিত। তাহারা এই কাগজ বহুল ব্যবহার করিত এবং তাহাদের নিকট হইতে পঞ্জাবাদি উত্তরভারতেও ঐ কাগজ আসিত।

মুসলমান ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহম্মদের কতকগুলি গ্রন্থ মেষের স্কন্ধাস্থির পাতে লিখিত হইয়াছিল।

৩। বিলাতী কাগজের ইতিহাস—

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, চীনেরাই খৃষ্টীয় কালারম্ভের সময়ে কাগজ প্রস্তুত করিবার জন্য শণ, রেশম ও ছিন্ন

যন্ত্রাদি হইতে মণ্ড প্রস্তুত করিবার উপায় উদ্ভাবন করে। আরবেরা ইহাদের নিকট হইতে উহা শিক্ষা করিয়া ৭০৬ খৃষ্টাব্দে সমরকন্দ সহরে প্রথম কারখানা স্থাপন করে। তাহাদিগের নিকট হইতে ঐ কাগজ খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমে য়ুরোপে প্রচারিত হয়। এই সময়েই সর্ব্বপ্রথম স্পেনদেশে তুলা হইতে কাগজ প্রস্তুত করিবার একটি কারখানা স্থাপিত হয়। ১১৫০ খৃষ্টাব্দে ভেলেন্‌সিয়া প্রদেশের প্রাচীন নগর কৃজেটিভা নগরের কারখানার কাগজ সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত হইয়া উঠে। এই কাগজ পূর্ব্ব ও পশ্চিমে সকলদেশে রপ্তানি হইত। ক্রমে ভেলেন্‌সিয়া ও টেলেডো প্রদেশের খৃষ্টানেরা কাগজের কারখানাগুলির বিশেষ উন্নতি সাধন করেন। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে য়ুরোপের সর্ব্বত্র তুলার কাগজ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইতে থাকে। সেই সময়কার কাগজে লিখিত একখানি দলীল উত্তর সিরিয়া প্রদেশের গস নগরের মঠে রক্ষিত আছে। দলীলখানি রোমসম্রাট্ দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের আদেশপত্র। ইহাতে ১২৪২ খৃষ্টাব্দের তারিখ দেওয়া আছে। অবশেষে ১৪শ শতাব্দীতে শণ ও রেশম হইতে বেশী পরিমাণে কাগজ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয় এবং তুলার কাগজ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে থাকে। তখন তুলার কাগজ বড় বেশী দৃঢ় হইত না। সেকালে শণাদি হইতে যে কাগজ প্রস্তুত হইত, বর্ত্তমান প্রণালীর ন্যায় তখন শণ ধৌত করিয়া শাদা করিয়া ফেলিত না, কেবল উহার আঠা ধুইয়া ফেলিত। এই সকল কাগজে শিরীষ মাখাইয়া দিলে আরও দৃঢ় হইত। সেই সকল কাগজ যাহা আছে, তাহা আজও বিলক্ষণ মজবুত ও সমান উজ্জ্বল আছে; দেখিলেই প্রশংসা করিতে হয়। ১৪শ শতাব্দীতে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইটালী ও স্পেনে শণ রেশমাদির কাগজের কারখানা যথেষ্ট হইয়াছিল। জর্ম্মনিতে নুরেম্বর্গনগরে ১৩৯০ খৃষ্টাব্দে আর ইংলণ্ডে ১২৫০ খৃষ্টাব্দে হার্টফোর্ডসায়রের ষ্টেভেনেজ নগরে সর্ব্বপ্রথম কাগজের কারখানা স্থাপিত হইয়াছিল। তৎপরে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দে কেণ্টসায়রে মেডষ্টোমনগরে পাতলা কাগজের একটি কারখানা হয়। ইহারই কিছু পূর্ব্বে বস্কোরভাইল কাগজ ঢালিবার বুননকরা ছাঁচ উদ্ভাবিত করেন। এই ছাঁচ ফরাসীরা ব্যবহার করিতে করিতে তাহার আরও উন্নতি করে এবং পরিণামে ঐ সকল ছাঁচে সেকালে "বেলম্" (Vellum) কাগজ প্রস্তুত হইত। এই সময় হলণ্ড হইতে শণ রেশমাদি কুচাইয়া কুটিবার জন্য কাঁচি ও ঢেঁকিকল আবিষ্কৃত হয়। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে মুসেঁ ডিডো সকল প্রকার তন্তু হইতেই কাগজ প্রস্তুত করিবার উপায় আবিষ্কার করেন। মুসেঁ ডিডো সেই উপায়টি ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে প্রবর্ত্তিত করেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে ফুর্ড্রিনিয়ার কোম্পানি উহার একচেটিয়া কারবার করিতে আদেশ পান। অবশেষে ইহাদের এই একচেটিয়া কারবারে মহা প্রতিদ্বন্দ্বিতা জুটিল। ইহাদের কাগজ প্রস্তুতের একচেটিয়া যন্ত্র ও প্রথা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যন্ত্রাদি উদ্ভাবিত হইল; কাজেই ব্যবসায়ে আর প্রতিযোগিতা চলিল না, লোকসান পড়িল। রুষিয়ার রাজকোষে তখন ইহাদের লক্ষাধিক টাকা পাওনা। ৭৫ বৎসর বয়সে হেনরি ফুর্ড্রিনিয়ার নামক এক ব্যক্তি একমাত্র কন্যাকে সঙ্গে লইয়া রুষিয়ার টাকা আদায়ের চেষ্টায় গেলেন। অন্যান্য সকলে বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের নিকট এই বলিয়া আবেদন করিলেন যে, তাঁহাদের উদ্ভাবিত ব্যবসায়ে এতদিন ইংলণ্ডের রাজকোষে প্রতিবৎসর প্রায় ৫ লক্ষ মুদ্রা আয় হইয়াছে, আর এখন সেই ব্যবসায় নষ্ট হইল; সুতরাং এ সময় ইংরাজ-রাজের কিছু দয়া করা উচিত। পার্লিয়ামেণ্টে এ আবেদনের বিচার হইয়া স্থির হইল যে কেবল ৭০০০ পাউণ্ড দেওয়া যাইতে পারে। অন্যান্য কাগজ-ওয়ালারা ইহা দেখিয়া চাঁদা করিয়া আরও কতক টাকা তুলিয়া দিতে প্রস্তুত হইল। ইতিমধ্যে যাঁহাদের নামে ব্যবসায়ের একচেটিয়া ছিল, তাঁহাদের শেষ বংশধর ৮৯ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করিলেন। ইহার দুইটীমাত্র কন্যা অনেক চেষ্টার পর রাজকোষ হইতে যৎসামান্য মাসিক বৃত্তি পাইয়াছিলেন।

আজকাল চিঠির কাগজে ও ফুলস্কাপ কাগজে যেরূপ জলের লাইনকাটা থাকে, পূর্ব্বে সকল বিলাতী কাগজেই ঐরূপ জলীয় দাগের চিহ্ন থাকিত। এই সকল জলীয় দাগের চিহ্ন ব্যবসায়ী ভেদে বিভিন্ন হইত। হিসাব বা দলীলাদিতে জাল হইয়াছে কি না জানিবার জন্য ঐ সকল জলীয় চিহ্ন পরীক্ষা করা হইত। প্রাচীনকালে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন জলীয় চিহ্নের মধ্যে ফ্ল্যাণ্ডার্স্ নগরে যে কাগজ হইত, তাহাতে একটি হাতের পাঞ্জা থাকিত, ঐ পাঞ্জার মধ্যমা অঙ্গুলির মাথা হইতে একটী তারকাবিশিষ্ট শলাকা বহির্গত হইত। এই কাগজে তখন সাধারণ চিঠি পত্রাদির কার্য্য চলিত। ভিনিসের একটী যাদুঘরে ঐরূপ কাগজে লিখিত একখানি চিঠি আছে, ঐ চিঠিখানি ১৫০২ খৃষ্টাব্দে ২০ জুলাই তারিখে ইংলণ্ডের রাজা সপ্তম হেনরি ফ্রান্সিস্কো ক্যাপেলোকে লিখিয়াছিলেন। এই পাঞ্জামার্কার কাগজকে "হাত কাগজ" (Hand-paper) বলে। আর এক প্রকার চিঠির কাগজে (Note-paper) সে কালে একটি মদের

গ্রামের চিহ্ন থাকিত; কিন্তু কিছুদিন পরে আবার তাহা বদলাইয়া ঢালের উপর রাজচিহ্ন (Royal arms) অঙ্কিত হইত। ডাকের কাগজে (Post-paper) সে কালের ডাকপিয়াদার শিঙ্গা ও ঢালের উপর রাজমুকুট চিহ্ন থাকিত। নকলের কাগজে (Copy paper) ফরাসী জাতীয় পুষ্পচিহ্ন থাকিত। ডেমি কাগজে ফরাসীপুষ্প ও ঢালের মাথায় রাজমুকুট থাকিত। রয়্যাল কাগজে বাঁকা বামহস্ত ও ফরাসী পুষ্পচিহ্ন থাকিত। ক্যাপ (Cap) কাগজে অশ্বারোহীর টুপির (Jockey-cap) ন্যায় কোন পদার্থ অঙ্কিত থাকিত। এই ক্যাপ কাগজে সেক্সপীয়রের পুস্তকাবলী সর্ব্বপ্রথম ছাপা হয়। আর্কিয়লজিয়ার মতে, ১৬৬১ সালে ফুল্‌স্ক্যাপ কাগজ প্রথম প্রচারিত হয়। প্রথম চার্লস্ নিজ কোষশূন্য দেখিয়া কতকগুলি ব্যবসাদারকে একচেটিয়া ব্যবসার আদেশ দেন। কএকজন সেই সময়ে রাজকীয় কর্ম্মে যে কাগজ লাগে তাহারই একচেটিয়া পায়। তাহারাই ফুল্‌স্ক্যাপ কাগজের আকারে কাগজ প্রস্তুত করে। প্রথমে এই কাগজে রাজচিহ্ন দেওয়া হইত, কিন্তু ক্রমওয়েল রাজ্যাধিকার করিলে রাজচিহ্নের পরিবর্ত্তে "গাধারটুপি" (Foolscap) ও একটী ঘণ্টাচিহ্ন দেওয়া হয়। শেষে আবার যখন শাসনভার "রাম্প্ পার্লিয়ামেণ্টের (Rump Parliament) হস্তে পড়ে, তখন ইহা উঠিয়া যায়, কিন্তু আজিও উহার নাম এবং পার্লিয়ামেণ্টের জাবেদা খাতাপত্রের নাম "ফুল্‌স্ক্যাপ"ই আছে।

অনেক বিলাতী কাগজে প্রায় নীল রঙ্গ করে। এরূপ রঞ্জিত করিবার প্রণালী পূর্ব্বে হঠাৎ ঘটিয়া গিয়াছিল। মিঃ বুটেন্‌শ নামক একজন কাগজব্যবসায়ী ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে একদিন নিজের কারখানায় সস্ত্রীক বেড়াইয়া কার্য্যাদি পরিদর্শন করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার স্ত্রীর হাত হইতে এক মোড়ক নীলবর্ণের গুঁড়া একটা কাগজের মণ্ডে পড়িয়া যায়। রং মণ্ডের উপর পড়িবামাত্র তাহাতে মিশিয়া যায়। শেষে সেই মণ্ডে কাগজ প্রস্তুত হইলে, তাহার বড়ই আদর হয়। বুটেন্‌শের স্ত্রীও নীলরঙ্গের পাটি (Cake) বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট লাভ করেন।

১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে স্কটলণ্ডে কাগজ প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। এডিনবরা নগরে এজন্য একটি সভা হয়। সভার যে সকল নিয়মাদি স্থিরীকৃত হয়, তাহা আজিও বৃটীশ মিউজিয়মে আছে। সেকালে সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম কাগজ স্পেনদেশীয় এক প্রকার ঘাস (Esparto Alfa, Lygeum Sparteum) হইতে প্রস্তুত হইত।

এইরূপে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বর্ত্তমান উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বার্দ্ধকালের মধ্যে য়ুরোপীয় কাগজ প্রস্তুতের জন্য যে সকল বস্তু ব্যবহৃত হয় এবং প্রত্যেক বস্তু সর্ব্বপ্রথম কোন কোন সালে কে ব্যবহার করেন? তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইল;—

দ্রব্য	সাল	প্রথম ব্যবহারকর্ত্তা—
তুলা, শণ, রেশম, পশম	১৬৮২	ব্লাডেন (Bladen)
চামড়া	১৭৯০	হুপার (Hooper)
খড় ...	... ১৮০০	কুপ্‌স্ (Koops)
কাঁটাগাছ ...	... ঐ	ঐ
কাষ্ঠ ...	... ১৮০১	ঐ
বল্কল ...	... ১৮০০	ঐ
শুষ্ক তৃণ ...	.. ঐ	ঐ
পশুবিষ্ঠা ...	... ১৮০৫	জোন্স্ (Jones)
সেহালা; শৈবাল ...	১৮২৪	নেস্‌বিট্ (Nesbitt)
হপ গাছ ...	... ১৮২৫	দিলা-গর্দ্দে (De-la-Garde)
চুল, লোম	... ১৮৩৩	উইলিয়মস্ (Williams)
ঘৃতকুমারী	... ১৮৩৮	বেরি (Birry)
কলাগাছের খোলা	ঐ	ঐ
কলাইয়ের ডাঁটা ...	ঐ	ডি'হারকোর্ট (D'Harcourt)
ইক্ষুদণ্ড ...	... ঐ	বেরি (Berry)
বৃক্ষপত্র ...	... ঐ	ব্যালম্যানো (Balmano)
বৃক্ষের শিকড়	... ঐ	ঐ
জনারের তুঁষ ও ডাঁটা		ডি'হারকোর্ট (D'Harcourt)
মটরের ডাঁটা ...	ঐ	ঐ
পটাপর্চা	... ১৮৪৬	হ্যানক (Hanock)
পাট ...	... ১৮৪৬	ক্যালভার্ট (Calvert)
নারিকেল ছোবড়া	১৮৫২	নিউটন (Newton)
তুঁষ ...	... ১৮৫২	উইল্‌কিন্‌সন্ (Wilkinson)
করাতের গুঁড়া ...	ঐ	ঐ
তামাকের ডাঁটা...	ঐ	অ্যাডকক্ (Adocock)
তৃণবর্গ ...	... ১৮৫৩	ষ্টিফ্ (Stiff)
নারিকেল মালা	১৮৫৪	ডিয়াপার (Diaper)
বাদামের খোলা...	ঐ	কুপল্যাণ্ড (Coupland)
জলজতৃণ	... ১৮৫৫	আরচার (Archer)

এতদ্ভিন্ন আরও নানাবিধ বস্তু হইতে প্রস্তুত হইতে পারে; কিন্তু সকলগুলি হইতেই কাগজ করিলে যে ব্যবসায়

চলিতে পারে, তাহা নহে এ বিষয়ে চীনবাসীরা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন উপাদান হইতে কাগজ প্রস্তুত করিয়া থাকে। চীনরাজ্যের প্রত্যেক বিভাগে প্রত্যেক জেলায় ভিন্ন ভিন্ন উপাদান হইতে কাগজ হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, চীনেরা হো-সি নামক খড়ের কাগজে শবদাহ করে। পি-সৃজে নামক কাগজ তুঁতগাছের ছাল হইতে প্রস্তুত হয়; এই কাগজ তাহারা ঘায়ের লিণ্ট (Lint) বা পটির জন্য ব্যবহার করে, ছেঁড়া কাপড়ের টুকরার ব্যবহারের স্থলেও তাহারা এই কাগজ ব্যবহার করিয়া থাকে। কিয়াংসিতে পিয়াউ-সিন্ নামে এক প্রকার কাগজ হয়, তাহা মোড়ক করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। হোয়া-সিয়েন নামক কাগজ কেবল ঔষধাদি মুড়িবার জন্য ব্যবহৃত হয়। কিয়াং-সি প্রদেশে হোয়াং-পিয়ান্ নামক কাগজ হো-সি কাগজের ন্যায়ই শবদাহে ব্যবহৃত হয়। তা-সে ও চং-সে নামক কাগজ হিসাবের খাতাপত্রাদি করিবার জন্য প্রস্তুত হয়। ম-পিয়েন ও লিয়েন-সি সুন্দর অথচ পাতলা কাগজ, ইহাই লিখনমুদ্রণাদি করিবার জন্য ও চিত্রাদি বসাইবার জন্য এবং কৈ-লিয়েন-সি নামক হরিদ্রা-বর্ণের সূক্ষ্ম কাগজ ঔষধালয়ে চূর্ণ ঔষধাদি মুড়িবার জন্য ব্যবহৃত হয়। লা-সিয়েন নামক মোমঢাল কাগজে পত্রাদি লিখিত হয়। এতদ্ভিন্ন আর এক প্রকার রঙ্গিলা কাগজ অত্যন্ত সুলভমূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে, ইহার কতকগুলিতে ৭টি ও কতকগুলিতে ৮টি করিয়া লম্বভাবে লালরঙ্গের রেখা টানা থাকে।

এই সমুদায় কাগজই ভিন্ন ভিন্ন উপাদানে প্রস্তুত হয়। ফো-কিয়েন প্রদেশে কচি বাঁশ হইতে, চি-কিয়াং প্রদেশে খড় হইতে এবং কিয়াং-নান প্রদেশে ছিন্ন রেশম হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। এতন্মধ্যে রেশমের কাগজ অত্যন্ত মহার্ঘ, আদরণীয় এবং সুদৃশ্য। কাগজে যাহাতে কালি চুপ্সাইয়া না যায়, এরূপ করিবার জন্য ইহারা এক প্রকার শিরীষবৎ পদার্থ প্রস্তুত করে। উহা দেখিতে ঠিক্ মোমের পট্পটির মত। মাছের কাঁটা বেশ করিয়া ধুইয়া উহার তৈলাংশ নষ্ট করিয়া পরিমাণ মত ফট্কিরির সহিত একত্র মিশাইয়া রাখে; ক্রমে উভয় বস্তু গলিয়া তরল হইয়া যায়, তৎপরে চিম্টা দিয়া ধরিয়া এক একখানি কাগজ উহাতে ডুবাইয়া লইয়া রৌদ্রে বা অগ্নির উত্তাপে শুকাইয়া লয়। তাহারা আর এক প্রকার কড়া কাগজ প্রস্তুত করে, তাহা অর্দ্ধ ইঞ্চি মোটা হয়। এই কাগজে সহজে অগ্নি লাগিয়া পুড়িয়া যাইতে পারে না। ইহারা "ভারত" নামে এক প্রকার কাগজ (India-paper) প্রস্তুত করে, তাহাতে অতি সূক্ষ্ম শিল্পের খোদিত অতি সুন্দর ছাপা হয়। চীনে নৌকার বা গৃহের ছাদ ফুটা হইয়া গেলে, তৈলাক্ত কাগজ গুঁজিয়া দিয়া দাগ্‌রাজী করিয়া লয়। পূর্ব্বে যে কড়া কড়া কাগজের কথা বলা হইল, তাহা হইতে ইহারা জাহাজের বা নৌকার পালে তালি দিয়া থাকে, এবং দোকানদারেরা ইহা হইতে জিনিষ পত্রাদি বাঁধিবার সূতলি করিয়া লয়। চীনে প্রতিদিন কাগজ এত অধিক ব্যবহৃত হয় যে, তাহা বলিয়া উঠা যায় না, ইহার তুল্য সুলভ বাণিজ্য দ্রব্য আর নাই। চীনেরা খড়, গমের কুটা, তুলা, শণ, কচি বাঁশ, রেশম ইত্যাদি যাহা কিছু পায় তাহা হইতেই কাগজ করিয়া থাকে। চীনের কাগজে মোম দেওয়া হয়, তাই ঐ সকল কাগজ দেখিতে অত চিক্কণ। কাগজে মোম মাখাইবার পূর্ব্বে একখানি পাথর দিয়া ঘষিতে হয়। চীনে বিদেশীয় কাগজ বেশী দিন টিকে না। দেশীয় কাগজ এমন নিয়মে প্রস্তুত করে, যে দৈবাৎ নষ্ট না হইলে তাহা শীঘ্র নষ্ট হয় না। সুতরাং চীনে সাধারণতঃ যে কাগজে লেখাপড়া হইয়া থাকে, তাহা তাহাদের দেশী কাগজ। বিদেশীয় কাগজে শিরীষ দিলে চীনে তাহা বেশী দিন থাকে না।

চীনেরা অতি সহজে বাঁশ হইতে কাগজ প্রস্তুত করে। কচি বাঁশগুলিকে প্রথমতঃ জলে বেশ করিয়া ভিজাইয়া রাখে, জলে থাকিয়া যখন বাঁশগুলির হাড়ে হাড়ে জল প্রবেশ করে, তখন বাঁশগুলি চিরিয়া চুণের জলে ভিজাইয়া রাখে। ইহাতে বাঁশ একবারে কাদার মত নরম হইয়া পড়ে, শেষে উদূখলে ফেলিয়া কুটিতে থাকে। কুটিতে কুটিতে যখন সমস্ত বাঁশটা মণ্ড হইয়া পড়ে, তখন উদূখল হইতে তুলিয়া লইয়া অগ্নিতে জল দিয়া সিদ্ধ করিতে থাকে। এইরূপ সিদ্ধ করিয়া ফেলিয়া ছাঁচে ঢালিয়া আবশ্যক মত পাতলা বা মোটা কাগজ করে। বাঁশের এই কাগজে লেখাপড়া বা মোড়ক করা ভিন্ন আরও কাজ হয়। ইট্‌খোলায় ইট প্রস্তুতের সময় ইটের মাটির তাগাড়ের সহিত বাঁশের মোটা কাগজ কুটিয়া মিশাইয়া দিয়া থাকে। বাঁশের কাগজ খুব পাতলা ও স্বচ্ছ হয়। চীনেরা ৫০ খৃষ্টাব্দে এই কাগজ প্রথম প্রস্তুত করে। কেহ কেহ বলেন, তাহার আরও পূর্ব্বে চীনে বাঁশের কাগজ প্রচলিত ছিল। চীনের এক এক প্রদেশে এক একটি বস্তু হইতে প্রধানতঃ কাগজ হইয়া থাকে। কোথাও শণ, কোথাও কচি বাঁশ, কোথাও তুঁতছাল, কোথাও খড়, কোথাও গমের খড় হইতে প্রধানতঃ বহু পরিমাণে কাগজ হয়। রেশমের গুটি হইতে

পার্চমেণ্টের মত একপ্রকার কাগজ হয়, ইহাকে চীনেরা লো-ওয়েন-ডি বলে। ইহা অত্যন্ত মসৃণ হয় এবং ইহাতে খোদাই লেখা চলিতে পারে। এক প্রদেশে কো-চা বা 'চা' নামক একপ্রকার গাছ হইতে যথেষ্ট কাগজ হয়। ইহারা সেকালের কাগজগুলিও আজ কাল প্রস্তুত করিয়া থাকে। চীনবাসীরা চীন বা ব্রহ্মদেশীয় তুঁত (Bronssonetia papyrifera, paper-mulberry) ছালের কাগজ প্রস্তুত করিতে প্রথমতঃ ডালগুলি ১ হাত লম্বা টুক্‌রা করিয়া কাটিয়া ক্ষারজলে সিদ্ধ করিয়া লয়। এইরূপ সিদ্ধ করিলে আভ্যন্তরীণ ছালের পর্দাগুলি আল্‌গা হইয়া যায়। তৎপরে তুলিয়া লইয়া যতদূর পারে ঐ সকল ছাল খুলিয়া লইয়া রৌদ্রে শুকাইতে দেয়। এই-রূপে যখন পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ছাল জমা হয়, তখন সেইগুলি ৩। ৪ দিন ধরিয়া জলে ভিজাইয়া নরম করিতে থাকে। অবশিষ্টাংশ হইতে একবারে বহিঃস্থ ছালগুলি ফেলিয়া দেয়। সর্ব্বশেষ বহিরাবরক ছালখানি ফেলিয়া দিয়া যাহা কিছু বাকী তাহা সিদ্ধ করে। যতক্ষণ এইগুলি সিদ্ধ হইতে থাকে, ততক্ষণ উহা একটি ঘোট্‌না দিয়া উনুনের উপর নাড়িতে থাকে। ইহাতে সমস্ত আঁশ মরিয়া যায়। তৎপরে নানাবিধ যন্ত্রের সাহায্যে ইহাকে মণ্ডাকারে পরি-বর্ত্তন করিয়া তুলে, পরে ঢেঁকিতে কুটিয়া ধুইয়া ভাতের মাড় মিশাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া কাগজ করে। বাঁশের কাগজ অপেক্ষাও ইহাতে যত্ন আবশ্যক। তৎপরে তা সাজাই-বার সময় প্রতি তা-র নিম্নে একটি করিয়া কাটি দিয়া উপর্য্যুপরি সাজাইয়া দেয়। এইরূপে একদিন রাখিয়া দেয়, শেষে প্রতি তা তুলিয়া লইয়া শুকাইতে দেয়। এই কাগজ নরম ও বড় পাতলা হইয়া থাকে, এক পৃষ্ঠা ব্যতীত দুই পৃষ্ঠায় লেখা যায় না। চীনেরা কখন কখন ইহার দুই তা কাগজ একত্র উপর্য্যুপরি শিরীষ দিয়া আঁটিয়া ফেলে। এরূপে আঁটিলে বুঝা যায় না যে, ইহা দুই তা কাগজ কি এক তা কাগজ।

জাপানে ঐ কাগজ প্রস্তুত করিবার সময় ইহারা ডাল-গুলিকে ক্ষারজলে সিদ্ধ না করিয়া ছাই জলে হাঁড়ী বা পাত্রের মুখ বন্ধ করিয়া সিদ্ধ করে। সিদ্ধ হইয়া যখন ডালগুলির উভয় প্রান্ত হইতে প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিমাণে ছাল গলিয়া যায়, তখন নামাইয়া লইয়া ঠাণ্ডা করে, তৎপরে ছালগুলি ছাড়াইয়া লইয়া ৩। ৪ ঘণ্টাকাল জলে ভিজাইয়া রাখে। এই সময় ইহারা ছুরি দিয়া কৃষ্ণবর্ণ ছালখানি চাঁচিয়া ফেলে। তাহার পর মোটাছাল ও পাতলা ছাল বাছিয়া আলাহিদা করে। তাহার পর ছালগুলি আবার সিদ্ধ করিতে থাকে ও একটি কাটি দিয়া খুঁটিতে থাকে। এইরূপে মণ্ড প্রস্তুত হইলে ভাতের মাড় ও অন্যান্য দ্রব্যাদি মিশাইয়া মাদুরে ঢালিয়া কাগজ করে এবং তা সাজাইবার সময় তা-মধ্যে খড় দিয়া উপর্য্যুপরি সাজাইয়া চাপ দিয়া জল বাহির করিয়া ফেলে। তৎপরে রৌদ্রে শুকাইয়া লইলে কাগজ হইল। এই কাগজের আঁশ বুঝিয়া না টানিলে ছিঁড়িতে পারা যায় না অর্থাৎ কাগজের আঁশ-গুলি যে ভাবে থাকে, তাহার আড়ভাবে টানিলে ছিঁড়ে না। ইহা ভাঁজ করিয়া রাখিলে ভাঁজে ভাঁজে ফাটিয়া যায় না এবং য়ুরোপীয় কাগজ অপেক্ষা অধিককাল স্থায়ী। সর্ব্বদা বাজারে যে চীনের হাতপাখা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই পাখা এই কাগজে প্রস্তুত হয়। এই কাগজে ঘরের দেওয়াল হয়; প্রায় মোড়ক করিবার জন্যই বহুল ব্যবহৃত হয়। সেখানে পকেট রুমালের পরিবর্ত্তে এই কাগজ অনেকে ব্যবহার করেন। বাস্তবিকও এই কাগজ এরূপ সূক্ষ্ম, কোমল ও মসৃণ হয় যে দেখিলে কোন মতেই কাপড় ব্যতীত অন্য কিছু বলিয়া চিনা যায় না, কারণ ইহা ভাঁজ করিয়া রাখিলে ভাঁজের দাগ বসে না। জাপানীরা এই কাগজে গালার কাজ করিয়া টুপি প্রস্তুত করে এবং গৃহমধ্যস্থ ঠেলা বেড়ার কাচের পরিবর্ত্তে এই কাগজও ব্যবহার করে। ইহাতে তোয়ালে, টেবিলের আস্তরণ, গায়ের ফতুয়া জামা প্রভৃতিও প্রস্তুত হইয়া থাকে।

জাপানে প্রধানতঃ মোরস পেপিরিফেরা স্যাটাইভা (Morus papyrifera sativa) বা প্রকৃত প্রস্তাবে যথার্থ 'কাগজের গাছের ছাল' হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। জাপানীরা ইহাকে "কাদ্‌জি" বলে; ইহাতে ভাতের মাড় ও "অরেণি" (Oreni) মূল মিশাইয়া সুদৃশ্য ও দৃঢ় করে। আর এক প্রকার ঐ জাতীয় বৃক্ষের ছাল হইতে কাগজ করে, এই শ্রেণীর গাছকে জাপানীরা "কাদ্‌জ" বা "কাদ্‌জিরা" বলে, এই কাগজে বেশ ছাপা হয়। ঐ "কাদ্‌জ" এত শক্ত যে উহা হইতে কাছি দড়ি হইতে পারে। সিরিগা প্রদেশে সিরিগানগরে এক প্রকার কাগজ প্রস্তুত হয়, ইহার সহিত রেশমের এত নিকট সাদৃশ্য যে হাতে করিয়া ধরিয়াও ভ্রমে পড়িতে হয়। অনেকে অনুমান করেন যে জাপানী "কাদ্‌জ" শব্দ হইতে ইরাণি-রা "কাগজ" শব্দ গ্রহণ করিয়াছে।

সমরকন্দে সর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্ম রেশমী কাগজ প্রস্তুত হয়। চীনের কাগজ অপেক্ষাও ইহার অধিক আদর। সর্ব্বপ্রথমে চীনেরাই রেশম হইতে কাগজ প্রস্তুত করিয়াছিল। তাহাদের নিকট হইতে ভারতবর্ষ, ভারত হইতে পারস্য, পারস্য হইতে

আরব, আরব হইতে গ্রীস ও গ্রীস হইতে প্রাচীন রোমক রাজ্যে রেশমী কাগজ প্রস্তুতপ্রণালী প্রচারিত হয়।

ভারতবর্ষের মধ্যে নেপালে শুদ্ধ বাঁশ হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। নেপালীরা বাঁশ কাটিয়া কাষ্ঠের উদূখলে কুটিয়া মণ্ড প্রস্তুত করে। তৎপরে জলে ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া লয়, নানা প্রক্রিয়ার পর রেশমের বস্ত্রের উপর ঢালিয়া শুকাইতে দেয়। তৎপরে নুড়ি পাথর দিয়া ঘষিয়া মসৃণ করে, এই কাগজ বড় কড়া হয়; আড়ভাবে ছেঁড়া যায় না। এই কাগজে "ফিল্টার" (Filter) করিবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা, কারণ ইহা জলে ভিজিলে শীঘ্র এলাইয়া যায় না বা ভিজা কাগজ লইয়া অধিকক্ষণ নাড়া চাড়া করিলেও শীঘ্র নষ্ট হয় না। নেপালী কাগজ নামে আরও একপ্রকার কাগজ হয়। মহাদেব-কা-ফুল (Daphne canaabina) নামক গাছের বল্কল হইতে প্রস্তুত হয়। ১৮৫১ সালের প্রদর্শনীতে এই বল্কল হইতে প্রস্তুত করা একখণ্ড সুবৃহৎ কাগজ প্রদর্শিত হয়, দর্শকেরা তাহা দেখিয়া সাতিশয় বিস্মিত হইয়াছিলেন। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী জাপানের তুঁতছালের কাগজ প্রস্তুতের ন্যায়, কেবল ইহা ছাই জলে সিদ্ধ করিবার সময় ডাল সিদ্ধ করে না, আভ্যন্তরীণ ছাল তুলিয়া লইয়া সিদ্ধ করে। এই কাগজে আবার সময়ে সময়ে কড়ি ঘষিয়া মসৃণ করে। এই কাগজ যদিও নেপালী-কাগজ বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্তু ইহা নেপালে প্রস্তুত হয় না। ভোটরাজ্যে ও হিমালয়প্রদেশেই ঐ বৃক্ষের যথেষ্ট বন আছে এবং সেইদেশেই প্রস্তুত হয়। ভুটিয়ারা ইহার কাষ্ঠ জ্বালাইয়া থাকে। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে এই কাষ্ঠের কতকগুলি ইষ্টকাকার খণ্ড ইংলণ্ডে পরীক্ষার্থ প্রেরিত হইয়াছিল। সেখানে ইহা হইতে হাতে যে কাগজ হয়, তৎসম্বন্ধে একজন মুদ্রাকর বলেন যে, ইহাতে এরূপ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছাপা উঠিতে পারে যে, কোন ইংরাজী কাগজে তেমন হইতে পারে না। ইহা চীনদেশীয় "ইণ্ডিয়া পেপারের" তুল্য গুণবিশিষ্ট। নেপালে এই কাগজে লিখিত কতকগুলি পুথি আছে, শুনা যায় সেগুলি বহু প্রাচীন। এই সকল পুথি দেখিয়া অনেকে অনুমান করেন যে চীনদেশ হইতে প্রায় ৭০০ শত বৎসর পূর্ব্বে ভুটিয়ারা এই কাগজ প্রস্তুত করিতে শিখিয়াছে। "মহাদেব কা-ফুল" ক্ষুদ্রাকার কাঁটাগাছ মাত্র, দেখিতে অনেকটা বিলাতী লরেলের ন্যায়। ইহা দুই বৎসরকাল বাঁচে, শীতকালে ইহার পাতা ঝরে না। ইহার ফল বিষাক্ত। এই গাছ নানাজাতীয় আছে, সকল জাতীয় হইতেই কাগজ হয়। কতকগুলি গাছের ফুল ধবধবে শাদা, কতকগুলির ফুল ঈষৎ মেটে ও বেগুনি মিশ্রিত শাদা বর্ণের হয়। হিমালয়ের নিম্নপ্রদেশে অনেকের বিশ্বাস আছে যে, নেপালী কাগজে হরিতাল বা সেঁকো মিশ্রিত করে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ ভুল, কারণ নেপালে ওরূপ বিষ কেহ বেচিতে পায় না, লুকাইয়া বেচিলেও বিশেষ দণ্ড পায়। মহাদেব-কা-ফুল জাতীয় গাছই ঈষৎ বিষাক্ত, কিন্তু কাগজ প্রস্তুত করিলে আর তাহাতে বিষ থাকে না, কারণ দেখা গিয়াছে যে এ কাগজেও পোকা লাগে। এই কাগজ শুষ্কাবস্থায় বড় কড়া, শুষ্ক দ্রব্যাদি মুড়িবার পক্ষে মন্দ নহে। কলিকাতার যাদুঘরে এই কাগজের একখানি আছে, তাহা দীর্ঘে ৫০ ফুট ও প্রস্থে ২৫ ফুট।

ভুটানীরা তদ্দেশজাত "ডিয়া" নামক একপ্রকার গাছের ছাল হইতে কাগজ প্রস্তুত করে। ইহারা গাছের ছালগুলিকে লম্বা লম্বা করিয়া চিরিয়া কাষ্ঠের ছাইয়ের সহিত সিদ্ধ করিয়া প্রস্তরের উপর রাখিয়া কাষ্ঠের মুদ্গর দিয়া কুটিয়া পিটিয়া মণ্ড প্রস্তুত করে, তৎপরে জাপানী-কাগজের প্রণালীতে কাগজ প্রস্তুত হয়। ইহাতে সাটিন ও রেশম বুনা যাইতে পারে। চীনদেশে ইহা ঐরূপেই ব্যবহৃত হয়।

ব্রহ্মদেশে একপ্রকার লতা হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়, উহা পেষ্টবোর্ডের মত কড়া ও পুরু হয়। এই কাগজের উপর কাল রং মাখাইয়া দেয় এবং স্লেট-পেন্‌সিলের মত একপ্রকার ঈষৎ হরিৎবর্ণ প্রস্তরের পেন্‌সিল দিয়া লিখে।

শ্যামদেশে একপ্রকার বল্কল হইতে ২ প্রকার কাগজ হয়। তদ্দেশে এই বৃক্ষকে "পিলক্ ক্লোই" বলে। এই দুই প্রকার কাগজের এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ ও একপ্রকার শ্বেতবর্ণ হয়। ইহাও ভাল কাগজ নহে এবং প্রস্তুতও ভাল হয় না।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ভারতেও হাতেগড়া কাগজ হয়। এখানে পুরাতন শুণচট্, ছেঁড়া কাপড়, পুরাতন কাগজ ও অংশুমান্ বৃক্ষাদি হইতে কাগজ করে। প্রথমে ঐ সকল দ্রব্য ভিজাইয়া চুণের গুঁড়া মিশাইয়া ঢেঁকিতে কুটিতে থাকে। তৎপরে মণ্ডটি ধুইয়া লইয়া চুণের জলে পচাইতে দেয় ও ৪। ৫ দিন অন্তর চুণের জল বদলাইয়া দেয়। এইরূপে দুই তিনবার জল বদলাইয়া পচাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া শুকাইয়া লয়। কাগজ শুকাইয়া গেলে ভাতের মাড় দিয়া খুঁটিয়া শুকাইতে দেয়, পরে ২। ৪ দিন চাপ দিয়া রাখে তৎপরে তেলা-পাথর ঘষিয়া মসৃণ করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে য়ুরোপে তুলা ও শণ হইতে প্রধানতঃ কাগজ প্রস্তুত হইত, ছেঁড়া কাপড়ের বা রেশমী বস্ত্রের ব্যবহার ছিল না। এখন প্রধানতঃ উহাই ব্যবহার

হইয়া থাকে; কারণ ইহা অতি সহজে ও স্বল্প খরচে মণ্ডে পরিণত হয়। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য একণে নানাস্থান হইতে য়ুরোপে ছিন্ন বস্ত্রাদি আমদানী হইয়া থাকে।

মাদাগাস্করদ্বীপে "আবো" নামক বৃক্ষের বল্কল হইতে একপ্রকার কাগজ হয়। এই কাগজও ভুটানের ভিন্না গাছের ছালের কাগজের মত প্রস্তুত হয়। ইহাতে ভাতের মাড় দিয়া থাকে; তাহাতে শীঘ্র কালি চুপ্‌সাইয়া যায় না।

তুলার কাগজের ইতিহাস।—য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের মতে বুকেরিয়া প্রদেশে খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর শেষভাগে বা ১০ম শতাব্দীর প্রথমভাগে বম্বিকিনী (Bombycineo) নামক তুলার কাগজ প্রথম প্রস্তুত হয়। আরবীয়েরা বলে, যুসফ্ অমরা নামক ব্যক্তিই ইহা প্রথম প্রস্তুত করেন। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাহারও অনেক পূর্ব্বে তুলট বা তুলার কাগজ ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল, তাহা মাকিদনবীর সেকন্দরের সেনাপতি নিয়ার্কসের 'তুলা-চাপড়ান' হিসাব পত্রের উল্লেখে জানা যায়। আরবীয়েরা কাগজ প্রস্তুতপ্রণালী পারসিকদিগের নিকট শিক্ষা করে, তাহারাই সর্ব্বপ্রথমে আফ্রিকার অন্তর্গত সেণ্টা নগরে, তৎপরে স্পেনদেশে কজেটিভা, ভ্যালেন্সিয়া ও টলেডো নগরে তুলার কারখানা স্থাপন করেন।

য়ুরোপীয়েরা দ্বাদশ শতাব্দীতে পূর্ব্ব-য়ুরোপে ও সিসিলিদ্বীপে তুলার কাগজ প্রস্তুত করিতেন। কাগজের উপযুক্ত বস্তুর অভাবে তুলার কাগজ উদ্ভাবিত হয়। এই কাগজ প্রস্তুত হওয়াতে ক্রমশঃ পেপিরি কাগজ উঠিয়া যায়। খৃষ্টীয় ১৩শ শতাব্দী হইতে তুলার কাগজের বহুল ব্যবহার হয়। ইহা প্রথমে খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী হইতে খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীতে চীন ও ভারত, ক্রমশঃ পারস্য, আরব, গ্রীস, অষ্ট্রীয়া (ভিনিসিয়া), ও জর্ম্মনি পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়; তখন ইহার নাম ছিল গ্রীক পার্চমেণ্ট। তৎকালে গ্রীকেরা ইহাকে "বম্বয়কিনি" বলিত; কারণ গ্রীক ভাষায় তুলার গাছকে "বম্বিকস্" বলে। প্রাচীন লাটিনেরা "চার্টা বম্বিসিনা" (Charta Bombycina), মধ্যকালের লেখকেরা "চার্টা গসিপেনা বা কৃজিলিনা (Charta Gossypena or xjlina), স্পেনীয়রা "পার্গোমিনো ডি পানো" (Pergamino di panno) বলিত। ডামাস্কসে যে কাগজ হইত, তাহা ভাল হইত বলিয়া তাহাকে "চার্টা ডামাস্কেনা" (Charta Damascena) ও অনেকে "চার্টা কটনিয়া" (Charta Cotonia) এবং শেষে "চার্টা সেরিকা" (Charta Serica) বলিত। কারণ চীনের সেরেকা প্রদেশ হইতেই প্রথমতঃ তুলা আমদানী হইত। তৎপরে ক্রমশঃ উন্নতি হইয়াছে।

তুলার কাগজের পর রেশম হইতে কাগজ হইতে আরম্ভ হয়। প্লিনির বর্ণনাপাঠে জানা যায় যে পূর্ব্বে রেশমী বস্ত্রের একখণ্ড নানা উপায়ে প্রস্তুত করিয়া লইয়া তাহাতেই লিখিবার ব্যবহারও ছিল, ইহাকে "লিবি লিণ্টাই" (Libi lintio) বলিত এবং আজকাল যে ভাবে চিত্রকরেরা রেশমীবস্ত্রে ছবি আঁকিবার জন্য জমী করিয়া লয়, প্রায় সে কালেও সেই উপায়ে লিখিবার জন্য জমী করিত। ১৩০৮ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথমে য়ুরোপ মধ্যে জর্ম্মনেরা রেশম হইতে কাগজ করেন। কেহ কেহ ইতালীয়দিগকে প্রথম নির্ম্মাতা বলেন। য়ুরোপীয়েরা চীনবাসীদের নিকট ইহা শিক্ষা করে। কেহ কেহ বা বলেন, যে খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতেও য়ুরোপে রেশমী কাগজ ছিল।

কাগজের কল ও ব্যবসায় ইত্যাদি।—এখন য়ুরোপের সর্ব্বত্র এসিয়া ও আমেরিকার অনেকানেক স্থলে সাধারণতঃ বাষ্পীয়যন্ত্রের সাহায্যে নানাবিধ কলে কাগজ প্রস্তুত হয়। এখন কুটা, পিসা, মণ্ড করা, ধৌত করা, ছাঁচে ঢালা, শুকান, চিক্কণ করা, মাপ মত কাটা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই কলে হইয়া থাকে। কি য়ুরোপ কি আমেরিকা, কি এসিয়া প্রায় সকল স্থলেই এখন বস্ত্রের ছিন্নাংশ হইতেই প্রধানতঃ কাগজ হইয়া থাকে। অনেক কাগজের কলওয়ালার মতে, তুলাজাত দ্রব্যাদি (বস্ত্রাদি) হইতে যে মণ্ড প্রস্তুত হয়, তাহাই আধুনিক কলে সুন্দররূপে ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিন্তু কাঁচা তুলা (অর্থাৎ সূতা বা বস্ত্রাদি ভিন্ন অন্য অবস্থা হইতে যে মণ্ড হয়) তাহা এখনকার কলে সহজে ব্যবহার করিতে সুবিধা হয় না। কালে কালে নানা লোক দ্বারা নানা বস্তু হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতেছে; সহজে সুবিধায় স্বল্পব্যয়ে অধিক পরিমাণে কাগজ পাইবার আশায় অনেকেই ঘাস, খড়, পাতা ইত্যাদি লইয়া পরীক্ষা করিতেছেন, কিন্তু আজিও কেহই তুলার বা রেশমের বস্ত্রাংশের ন্যায় আর কোন বস্তু হইতেই আশানুরূপ ফল পাইতেছেন না, তবে ক্রমাগত পরীক্ষায় নিযুক্ত থাকিলে উত্তরকালে কি দাঁড়াইবে বলা যায় না; কারণ, পেপিরস বল্কল খৃষ্ট জন্মের পরও প্রায় ১২ শত বৎসর চলিয়াছিল, আর তুলা রেশমের কাগজের বয়স কেবল ১২৫০ বৎসর হইল মাত্র। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে খড়ের কাগজ লণ্ডনে প্রস্তুত হয়। ঐ সময়ে মার্কুইস অফ্ সল্‌স্‌বরি ইংলণ্ডরাজ তৃতীয় জর্জ্জকে একখানি পুস্তক উপহার দেন, উহা কেবল খড়ের কাগজে মুদ্রিত, আর যে সকল বস্তুতে কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে, তাহার মধ্যে যতগুলির

বিবরণ তৎকালে জানা গিয়াছিল, তাহারই ইতিহাস ঐ পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছিল। খড়ের কাগজ আজকাল য়ুরোপের সর্ব্বত্রই চলিত হইয়াছে এবং যথেষ্ট পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে। একবার শিল্পসমিতিতে কতকগুলি ভারতবর্ষীয় তৃণ পরীক্ষিত হয়, তাহাতে স্থির হয় যে সমস্ত তৃণ হইতেই কাগজ হইতে পারে, কিন্তু তন্মধ্যে খড়ই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক গুণবিশিষ্ট। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মন ভাষায় একখানি পুস্তক লিখিত হয়, ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন ৬০ প্রকারের স্বতন্ত্র দ্রব্যজাত কাগজ ছিল।

আফ্রিকার এস্পার্টো (Esparto) তৃণ ও অ্যাডান্সোনিয়া (Adansonia) বৃক্ষের বন্ধল ব্যতীত "ডিস্" (Diss-grass) ঘাস হইতেও কাগজ হইতে পারে, কিন্তু সহজপ্রাপ্য নহে। আলজিরিয়া প্রদেশে ক্ষুদ্রকায় একজাতীয় তাল পাওয়া যায়, তাহাতেও কাগজ হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহা যেমন দুষ্প্রাপ্য, তেমনি তৈলময় তন্তুবিশিষ্ট বলিয়া কাগজও ভাল হয় না। দক্ষিণ আফ্রিকায় নদীর স্রোত রুদ্ধ করিয়া একপ্রকার জলজতৃণ জন্মে, উহা ইংরাজীতে "পামেটা" (Palmeta) নামে খ্যাত। এগুলি ৮।১০ ফুট হয়। ইহাতেও কাগজ হইতে পারে।

আজকাল কাপাসবীজের তুঁষ হইতে কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। অনেকে বলেন, ইহার কাগজ খুব ভাল হয়। পূর্ব্বে স্পেনদেশীয় এস্পার্টো তৃণসম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে তন্মধ্যে "মেরোকোয়া টেনাসেসিমা (Mrochoa Tenacissama) ও "লিগেয়াম্ স্পার্টাম্ (Lygeum Spartum) জাতীয় ঘাসই ভাল, ঐ ঘাস ভূমধ্যসাগরের তীরেই বেশী জন্মে।

ভারতবর্ষীয় বাবুলাগাছের আভ্যন্তরীণ বন্ধল হইতেও অতি উৎকৃষ্ট কাগজ হইতে পারে।

প্রুসিয়া রাজ্যে পেরো নামক তৃণ হইতে কাগজ হয়।

কাগজে বর্ণাদি সংযোগ।—পূর্ব্বে ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথমে যেরূপে রঙ্গিন্ কাগজ উদ্ভাবিত হয়, তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। প্রাচীন কালাবধি সাধারণতঃ কাগজের বর্ণ শাদা হইয়া থাকে এবং তদুপরি কালরঙ্গের কালিতে লিখনরীতি চলিয়া আসিতেছে। কাগজের পূর্ব্বে যখন চামড়ায় লেখা চলিত ছিল, তখন মেষাদির চর্ম্ম পীতাদি বর্ণে রঞ্জিত করিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্যের জল-করা অক্ষরে লিখিত। রোমকেরা হাতীর দাঁতের পাতে সবুজ রং করা মোম মাখাইত। অনেক স্থলে সিন্দূরে লিখিবার প্রথা বহুল প্রচলিত ছিল। গ্রীক রাজবংশে প্রায় সমস্ত লেখাপড়াই লালরঙ্গে হইত। ভারতবর্ষে চন্দন, আল্‌তা ও সিন্দূর দিয়া মন্ত্রাদি লিখিবার প্রথা বহু প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে।

বাঙ্গালায় ও ভারতের অন্যান্য স্থলে বালকগণকে প্রথম লিখিতে শিখাইবার সময় "রামখড়ি" নামক একপ্রকার কোমল প্রস্তর খণ্ড দিয়া ভূমিতে বর্ণমালা লিখাইতে অভ্যাস করান হয়, তৎপরে ক্রমশঃ তালপাতা, কলাপাতা ও অবশেষে আজকাল কাগজে লিখান হইয়া থাকে। ইহা হইতেই ভারতের লেখ্য বস্তুর ক্রমাবিকাশ স্পষ্ট বুঝা যায়। এদেশে সেকালে যতপ্রকার লেখ্য ছিল, তন্মধ্যে তালপাতা, কলাপাতা, বটপাতা, তেরেট্‌পাতা, ভূর্জ্জপত্র, তুলাৎ বা তুলট কাগজ, প্রস্তর ও ধাতুফলকাদিই প্রধান। এখনও তালপাতার বহুল ব্যবহার আছে। হস্তে বা কণ্ঠে কবচ ধারণ করিবার জন্য স্তবকবচাদি লিখিতে হিন্দুরা আজিও ভূর্জ্জপত্র ব্যবহার করে। কলাপাতা আজিও পল্লীগ্রামের পাঠশালে ব্যবহৃত হয়। এই কলাপাতায় শীঘ্র শুকাইয়া নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া ইহাতে কখন কোন রক্ষিতব্য বিষয় লিখিত হয় না। এ সম্বন্ধে বাঙ্গালায় একটি প্রবাদ আছে—"লিখে দিলাম কলার পাতে, ভেসে বেড়াগে পথে পথে"—অর্থাৎ কলারপাতে লিখিয়া দিয়াছি মাত্র—উহাতে উহার কোনও উপকারে আসিবে না। তেরেটপাতায় লিখিত পুথি এখনও যথেষ্ট পাওয়া যায়; ইহা তালজাতীয় একপ্রকার বৃক্ষপত্র। পাতাগুলি দেখিতে অবিকল তালপাতার ন্যায় তবে উহা অপেক্ষা পাতলা, চওড়া, নমনশীল অথচ দীর্ঘকাল স্থায়ী। বটপাতার ব্যবহার আর নাই। ধাতুফলক ও প্রস্তরফলক এখন কেবল মন্দিরাদিতে শিলালিপি খুদিবার জন্য ব্যবহৃত হয়। তান্ত্রিক উপাসকেরা তাম্র, স্বর্ণ ও রৌপ্যাদিতে খোদিত দেবতার যন্ত্র মন্ত্রাদি পূজা ও ধারণ করিয়া থাকে। তুলাৎ বা তুলট কাগজ যথেষ্ট চলিত আছে। পূর্ব্বে মিয়ারকসের বর্ণনায় বলা গিয়াছে যে তুলা পিটিয়া একপ্রকার "তুলা-চাপড়ান" হইত, তাহা হইতে হউক বা দেশীয় তুঁত বা চীন ও ব্রহ্মদেশীয় তুঁত হইতে কাগজ হইত বলিয়া বোধ হয় ইহার নাম তুলট হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বে এই কাগজের উপর গঁদ, কাঁই-বিচি (তেঁতুল-বীজ)-বাটা ও হরিতাল মাখাইয়া ঘুঁটিয়া রঙ্গ করিত, কেহ কেহ বা ভাতের মাড় দিত। ইহাতে কাগজে পোকা ধরিত না বা কালি চুপ্‌সাইত না। যে কাগজে ভাতের মাড় দেওয়া হইত, তাহাতে কোন সংস্কৃত পুস্তক লিখিত হইত না। হরিতালাদি দিবার পর বড় কড়ি দিয়া ঘষিয়া মসৃণ-করা হইত।

মুসলমানদের আমলে ভারতে অনেক প্রকার কাগজ

প্রস্তুত হইত; তন্মধ্যে (১) সাধারণ ব্যবহারের কাগজ, (২) আমীর ওমরাহদিগের ব্যবহারের কাগজ এবং (৩) ঘোঁটা কাগজই প্রধান। ঘোঁটা কাগজ আবার ৩ রকম ছিল।

১ম, শাদা—কেবল কড়ি বা নুড়ি ঘষিয়া মসৃণ করা।

২য়, জরফশান্—রূপালি ও সোণালি ছিটা দেওয়া অর্থাৎ দাক্ষিণাত্যের "আফসানি" কাগজের মত।

৩য়, টিকৃলিদার—ছোট ছোট পাটালি আকারের রূপালি ও সোণালি পাত বসান। মর্য্যাদা অনুসারে ইহারই ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার হইত।

এ সকল কাগজ আড়া লম্বা হইত। এই সকল কাগজে বিষয়াদি লিখিত হইলে পর গুটাইয়া তাহার উপর ঐ প্রকারের আর একখণ্ড কাগজ জড়াইয়া রাখিত। এই কাগজ খণ্ডকে "কোমরবন্দ" বলিত। তৎপরে মলমলের বগ্‌লির ভিতর পুরিয়া আর একটি মখমল, কিংখাব বা লাল জরির তাসের কাপড়ের বগ্‌লিতে পুরিয়া জরির দড়ি দিয়া মুখ বাঁধিয়া রাখিয়া দিত।

কাশ্মীরে একপ্রকার পুরাতন দেশী কাগজ দেখা যায়, তাহা দেখিতে তেমন শাদা না হইলেও তাহার ন্যায় সুচিক্কণ ও দৃঢ় কাগজ ভারতে অল্পই আছে। শুনা যায় যে, অতি প্রাচীনকাল হইতেই কাশ্মীরে ঐ কাগজ প্রস্তুত হইতেছে।

এ পর্য্যন্ত পরীক্ষা দ্বারা যে যে উদ্ভিজ্জ হইতে কাগজ প্রস্তুত হইয়াছে, নিম্নে তাহার নাম দেওয়া হইল;—

পোতাড়ি, বাব্‌লা, মুর্গা, ঘৃতকুমারী, আনারস, সুপারি, বাবুইঘাস, বাঁশ, বেড়বাঁশ, রক্তকাঞ্চন, বনরাজ, শিয়ালী, ভূর্জ্জপত্র, ভাবরঘাস্, চীনেঘাস, বোল (সুন্দরবনে), শিমূল, তাল, তুঁত, পলাস, অড়হর, আকন্দ, গাঁজা, অক্ষোট, দেখুর, চিক্তি (বেরারপ্রদেশে), চোচড়াঘাস, নারিকেল, ঘিনালিতা, জাতিপাট, চালিতা, গোন্দি (হিন্দী), শণ, হরিদ্রা, মহাদেব-কা-ফুল, কুটাল (হাজারা প্রদেশে), কুটি-লাল (পঞ্জাবে), শ্বেত বড়ুয়া (হিন্দী), তল্তাবাঁশ, কালাঞ্জি (পঞ্জাবে), কোদালিয়া, চিতি (শতদ্রুনদীতীরে), জিৎসা (জাপানে), রুদ্রাক্ষ, মুরা, জঙ্গলী-ভেঁদী (উত্তর পশ্চিমে), মিঠা শিমুল, পালিতামাদার, জামরুল, ফতসিয়া (ফর্মোজাদ্বীপে), বট, কাশ্মিরী, যজ্ঞডুমুর, অশ্বথ, বিলাতী আনারস (বা ব্রহ্মরাক্ষসী), গাম্ভারী, কাপাস, ফলসা, হাম্পু (কুর্গ প্রদেশে), অঞ্জন, সূর্য্যমুখী, পলুরা-পাত, ঢেঁড়স, স্থল-পদ্ম, জবা, মেস্তাপাত, আঁতমোড়া, কাস্তিয়া, কিপ (সিন্ধু-প্রদেশে), তিসী (ক্ষুমা), মালাচূড়া, তোঙ্গুস্ (হিন্দী), তুঁত, কদলী, ফেপিমনসা, খড়, শকর-আলু (হিন্দী), কেয়া, বিলাতী-কিকর, ছুহারা, খেজুর, শীতলপাটী, ইক্ষু, মুঞ্জা, শর, কুশ, পাহাড়ী-পিপুল, মূর্ব্বা, মর্দ্দো (বেলজিয়মে), সিন্ধুপ্রদেশের সরখদ ঘাস, জয়ন্ত, কয়েত, খেড়েলা, সিংমা (চীনদেশে), মর্গি (উত্তর-পশ্চিমে), তেলহাই, গোলন্দার (দক্ষিণে), ষ্টিপা (Stipa) ঘাস, পুরুষপিপুল, গোধূম, অনন্ত-মূল, হোগলা, বন্ওকড়া, বিচুয়া, আলু, হ্বল (রত্নগিরিতে), তিলক, যুকা (উত্তর আমেরিকার), ও মক্কা প্রভৃতি।

কাগজী (পারস্য) ১ কাগজনির্ম্মাতা। ২ কাগজের আধার।

কাগজীনেবু (দেশজ) এক জাতীয় নেবু।

কাগদ (পারস্য 'কাগজ' অথবা জাপানী 'কাদ্জ' শব্দ হইতে উৎপন্ন।) কাগজ।

("ভূর্জ্জে বা বসনে রক্তে ক্ষৌমে বা তালপত্রকে
কাগদে চাষ্টগন্ধেন পঞ্চগন্ধেন বা পুনঃ।
ত্রিগন্ধেনাথবৈকেন বিলিখ্য ধারয়েন্নরঃ
পঞ্চ সপ্তত্রিলোকটকৈ র্বা শোধিতং কবচং শুভম্॥"
মন্ত্রকল্পদ্রুম।)

কাগল, বোম্বাইপ্রদেশের কোলাপুররাজের অধীন একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। ভূপরিমাণ ১২৯ বর্গমাইল। মোট খাজনা আদায় ২১১৯৬০৲। তন্মধ্যে এখানকার সামন্তরাজ কোলাপুর-রাজকে প্রতিবর্ষে ২০০০৲ কর দিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান সামন্তরাজের পূর্ব্বপুরুষ সখারাম রাও সিন্ধিয়ার একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। তিনি ১৮০০ খৃষ্টাব্দে কোলাপুর-রাজের নিকট 'কাগল' সনন্দ পাইয়াছিলেন। তাঁহার পৌত্র, মহারাষ্ট্র-কুলোদ্ভব জয়সিংহ রাও ঘাট্‌গে সর্জ্জরাও বজারৎ মাআব নামক বর্ত্তমান সামন্তরাজকে, দত্তকপুত্র গ্রহণ করেন। বর্ত্তমান সামন্তরাজ সম্মানার্থ ৯টি করিয়া তোপ পাইয়া থাকেন।

কাগল রাজ্যে দুধগঙ্গা ও বেদগঙ্গা নাম্নী দুইটী নদী প্রবাহিত। ইহার প্রধান-নগরের নাম 'কাগল', উহা অক্ষা° ১৬°৩৪´ উঃ এবং ৭৪°২০´৩০´´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত। লোক-সংখ্যা ৬৩৭১, অধিকাংশই হিন্দু।

কাগান, পঞ্জাবপ্রদেশের হাজারা জেলার অন্তর্গত একটি উপ-ত্যকা; দক্ষিণাংশ ব্যতীত তিনদিকে কাশ্মীররাজ্য পরি-বেষ্টিত। উপত্যকাটি পরিমাণে প্রায় ৮০০ বর্গমাইল। দৈর্ঘে ৬০ মাইল, বিস্তারে ১৫ মাইল। ইহার শৃঙ্গগুলি প্রায় ১৭০০০ ফুট উচ্চ।

কাগান-উপত্যকা হিমালয়ে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই অত্যুচ্চ উপত্যকা ২২টি রোধ বা অরণ্যে বিভক্ত। এই সকল বনে বড় বড় বাহাদুরী কাষ্ঠ পাওয়া যায়।

এখানকার লোকসংখ্যা অধিক নয়, স্থানে স্থানে কোথাও ৩।৪ ঘর লোকের বাস দেখিতে পাওয়া যায়। এই উপত্যকায় 'কাগান' নামে একটি গ্রাম আছে। উহা অক্ষা° ৩৪°৪৬´৪৫´´ উঃ এবং ৭৫°৩৪´১৫´´ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত।

কাগারি (পুং) কাগস্য অরিঃ, কাগঃ অরির্যস্য বা। পেচক।

কাগ্নি (পুং) ঈষৎ অগ্নিঃ, কোঃ কাদেশঃ। অল্প অগ্নি।

কাঙুর, কামরূপের একটি অপর প্রাচীন দেশ্য নাম।

"মহাসিদ্ধ পীঠ এই কাঙুর ভুবন।" ঘনরাম—শ্রীধর্ম্মমঙ্গল।

[কামরূপ দেখ।]

কাঙ্কা (দেশজ) ১ কাকের ঠোঁঠ। ২ কাকোলী। ৩ কাকজঙ্ঘাগাছ।

কাঙ্কাম্য (দেশজ) তৃণবিশেষ। (Cyperus jalmotha ?)

কাঙ্কায়ন (পুং) মুনিবিশেষ, ইনিও চরকসংহিতাপ্রণেতা অগ্নিবেশ ঋষির সহিত ভরদ্বাজ পুনর্ব্বসু ঋষির নিকট আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। চরকসংহিতা পাঠে জানা যায়, ইহারও প্রণীত পৃথক্ কোন সংহিতা ছিল। কিন্তু আজ কাল তাহা লুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কাঙ্কালী (দেশজ) কটিদেশ।

কাঙ্ক্ষা (স্ত্রী) কাক্ষি-অটাপ্। আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা।

("উদ্গারশুদ্ধাবপি ভক্তকাঙ্ক্ষা।" সুশ্রুত।)

কাঙ্ক্ষিত (ত্রি) কাক্ষি-ক্ত। অভিলষিত।

কাঙ্ক্ষণীয় (ত্রি) কাক্ষি-অনীয়র্ (তব্যত্তব্যানীয়রঃ। পা ৩।১।৯৬।) বাঞ্ছনীয়, ইচ্ছার উপযুক্ত।

কাঙ্ক্ষী [ন্] (ত্রি) কাঙ্ক্ষতীতি, কাক্ষি-ণিনি। আকাঙ্ক্ষাকারী, অভিলাষী।

কাঙ্ক্ষোঝ (পুং) কঙ্কপক্ষিবিশেষ।

কাঙ্গনী (দেশজ) কঙ্গু নামক ধানবিশেষ। [কঙ্গু দেখ।]

কাঙ্গয়ম্, মান্দ্রাজপ্রদেশের কোইম্বাতুর জেলার ধারাপুর তালুকের অন্তর্গত একটি নগর।

ইহার প্রাচীন নাম কোঙ্গু, বোধ হয় পূর্ব্বকালে দাক্ষিণাত্যের কোঙ্গুরাজগণ এই স্থানে রাজত্ব করিয়া থাকিবেন। অক্ষা° ১১° ১´ উঃ, দ্রাঘি ৭৭° ৩৬´ পূঃ। লোকসংখ্যা ৫২৩৮।

কাঙ্গা (স্ত্রী) কুৎসিতং অঙ্গং যস্যাঃ, বহুব্রী। কাঙ্গ-টাপ্। বচ নামক ঔষধবিশেষ।

কাঙ্গাল (দেশজ) ১ দরিদ্র, গরীব। ২ যে কোন বিষয়ের অভাববিশিষ্ট।

কাঙ্গালী (দেশজ) দরিদ্র।

কাঙ্গালীপনা (দেশজ) দরিদ্রের ভান, আপনাকে দরিদ্র বলিয়া পরিচিত করা।

কাঙ্গুক (ক্লী) কঙ্গুধান। [কঙ্গু দেখ।]

কাঙ্গ্ড়া, ১ পঞ্জাবপ্রদেশের ছোটলাটের অধীন একটি জেলা। অক্ষা ৩১° ২০´ হইতে ৩৩° উঃ এবং দ্রাঘি ৭৫° ৫৯´ হইতে ৭৮° ৩৫´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূপরিমাণ ৯০৬৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা ৭৩০৮৪৫।

ইহার প্রায় সর্ব্বত্র অত্যুচ্চ গিরিমালায় পরিবেষ্টিত। এই সকল গিরি সমুদ্রসমতল হইতে উচ্চে এক একটি ৯৩৭ফুট হইতে ১৫৯৫৬ফুট পর্য্যন্ত দেখা যায়। তন্মধ্যে ধবলাধারগিরি কাঙ্গ্ড়া জেলার উত্তর সীমারূপে ঘেরিয়া আছে, তাহার পরই 'বড় বঙ্গাহল' গিরিমালা, ইহার এক একটি শৃঙ্গ ১৭০০০ হইতে ২০০০০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ।

কাঙ্গ্ড়া গিরিমালায় পরিবেষ্টিত ও সমাকীর্ণ হইলেও স্থানে স্থানে গ্রাম ও কৃষিক্ষেত্র আছে।

উত্তরসীমায় হিমালয়-পর্ব্বত তিব্বতের বক্সুজনপদ ও চীনসাম্রাজ্যসীমা হইতে এই জেলাকে পৃথক্ করিয়াছে, দক্ষিণ-পূর্ব্বে বসহর, মন্দি, বিলাসপুর প্রভৃতি পার্ব্বতীয় রাজ্য, দক্ষিণ-পশ্চিমে হুসিয়ারপুর জেলা এবং উত্তর-পশ্চিমে চাকিনদী, গুরুদাসপুর ও চাম্বারাজ্য হইতে এই জেলাকে পৃথক্ রাখিয়াছে। এই জেলা পাঁচটি তহসীলে বিভক্ত, তন্মধ্যে কুলু হইতে পীরপঞ্চাল একটি অংশ, মধ্যস্থলে কাঙ্গ্ড়া তহসীল, তৎপরে হামীরপুর, ডেরা ও নূরপুর তহসীল দক্ষিণভাগে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

ধবলাধারগিরি বঙ্গাহল তালুককে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। উত্তরার্দ্ধের নাম বড়বঙ্গাহল এবং দক্ষিণার্দ্ধের নাম ছোটবঙ্গাহল। বড়বঙ্গাহল তালুক ও কুলূর মধ্যস্থলে বড়বঙ্গাহল গিরি, ইহা দৈর্ঘে ১৫ মাইল এবং উচ্চে ১৮০০০ ফুট হইবে। ইহার মধ্যে একটি সামান্য গ্রাম আছে, তথায় প্রায় ৪০০০ কুনেৎ জাতির বাস। কয়েকবর্ষ গত হইল, দারুণ তুষারপাতে এখানকার বিস্তর ঘরদ্বার কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। এই গিরির অত্যুচ্চ শৃঙ্গ ভেদ করিয়া ইরাবতী নদী প্রবাহিত হইয়াছে।

ছোটবঙ্গাহলের মাঝখানে একটি ১০০০০ ফুট উচ্চ গিরিশৃঙ্গ পড়িয়াছে, তাহাতে এই স্থান দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। ইহার নিম্নাংশে ১৯।২০ খানি গ্রাম আছে, ঐ সকল গ্রামে কেবল কুনেৎ ও দাঘীজাতির বাস। বঙ্গাহল তালুকের কিয়দংশের নাম বীরবঙ্গাহল, এখানকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য মনোহর।

কাঙ্গ্ড়াজেলার মধ্যদিয়া তিনটি গিরিশ্রেণী সমভাবে চলিয়া গিয়াছে, এই তিন গিরিশ্রেণী হইতে বিপাশা, চন্দ্রভাগা, স্পিতি ও ইরাবতী নদী বহির্গত হইয়াছে।

পুরাতত্ত্ব ও ইতিহাস—ভারত ও পুরাণাদিতে কুলিন্দ ও কুলূত নামক পার্ব্বতীয় জাতির নামোল্লেখ আছে, তাহারাই এখানকার প্রাচীন অধিবাসী। সেই প্রাচীনকালে কাঙ্‌ড়া জেলা কতকটা পুরাণোক্ত কুলূতজনপদের এবং কতকটা কুলিন্দ জনপদের মধ্যে পরিগণিত ছিল। (এখন সেই কুলূত ও কুলিন্দ জাতি কুলু ও কুনেৎ নামে পরিচিত।)

[কুলূত ও কুলিন্দ দেখ।]

কুলূত ও কুলিন্দ জাতিকে পরাস্ত করিয়া রাজপুতেরা এই স্থান অধিকার করেন। তাঁহারা এই পার্ব্বতীয় ভূভাগ বিভাগ করিয়া বহুকাল রাজত্ব করেন। তাঁহারা সকলেই আপনাদিগকে কুরুপাণ্ডবগণের সমকালীন জালন্ধরের কতোচ রাজবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন। মুসলমানদিগের আক্রমণে উত্যক্ত হইয়া কতোচ রাজকুমারগণ কাঙ্‌ড়ার গিরিদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদের বিপুল রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। তখনও এখানকার নগরকোটের হিন্দু দেবমন্দির বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল, এত ঐশ্বর্য্য পঞ্জাবের আর কোন দেবমন্দিরে ছিল না। হিন্দুমাত্রেই এখানকার দেবমূর্ত্তির বড় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। ১০০৯ খৃঃ গজনী-পতি মাহ্মুদ এখানকার দেবতার বিপুল ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিলেন, তাঁহার লোভ ও বিদ্বেষ প্রবল হইল। তিনি পেশোবার ক্ষেত্রাভিমুখে সসৈন্যে উপস্থিত হইলেন। হিন্দু রাজগণ তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গজনীর নিকট সকলেই পরাস্ত হইলেন। তখন মাহ্মুদ কাঙ্‌ড়া দুর্গ অধিকার করিয়া মন্দিরের দেবমূর্ত্তিসহ স্বর্ণ, রৌপ্য ও মণিমাণিক্য প্রভৃতি বহুমূল্য ধন লুণ্ঠন করিলেন। প্রায় ৩৫ বর্ষ পরে রাজপুতগণ কাঙ্‌ড়াদুর্গ উদ্ধার করিয়া বহু সমারোহে পুনর্ব্বার দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন।

কিছুদিন আর কোন গোলযোগ ঘটে নাই। তৎপরে ১৩৬০ খৃষ্টাব্দে বাদশাহ ফিরোজ তোগলক কাঙ্‌ড়া অভিমুখে যুদ্ধ যাত্রা করেন, এখানকার রাজা সহজেই তাঁহার বশ্যতাস্বীকার করায় তিনি আপনার রাজ্য পাইলেন বটে, কিন্তু সেই পবিত্র দেবমূর্ত্তি হারাইলেন। মুসলমানেরা সেই দেবমূর্ত্তি লুঠিয়া মক্কায় পাঠাইয়া দিল।

১৫৫৬ খৃষ্টাব্দে অকবর বাদশাহ কাঙ্‌ড়া দুর্গ অধিকার করেন। তদবধি এই পার্ব্বতীয় ভূভাগের রমণীয় বিভাগ সকল দিল্লী সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত হইল, কেবল দুর্গম মরুময় স্থান দেশীয় সর্দ্দারগণের অধিকারে রহিল। এখানকার রাজপুতগণ দুইবার বিদ্রোহ হইয়া কাঙ্‌ড়া দুর্গ উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন, জাহাঙ্গীর দুইবার (১৬১৫ খৃঃ ও ১৬২৮ খৃঃ) কতোচ রাজকুমারদিগকে শাসন করিবার জন্য কাঙ্‌ড়ায় গমন করেন। শেষবারে ২২ জন সর্দ্দার কর দিতে সম্মত হন।

জাহাঙ্গীর কাঙ্‌ড়ার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া এখানে বাসের জন্য গ্রীষ্মভবন নির্ম্মাণের আদেশ করেন। এখনও এখানকার গর্গরীগ্রামে সেই গ্রীষ্মভবনের চিহ্ন পড়িয়া আছে।

দিল্লীর মুসলমান বাদশাহেরা কাঙ্‌ড়ার সর্দ্দারগণকে উপেক্ষা করিতেন না, সকলকেই বিশেষ সম্মান দেখাইতেন এবং পদ অনুসারে সকলকেই বিশেষ বিশেষ পদমর্য্যাদা প্রদান করিতেন। ১৬৪৬ খৃষ্টাব্দে নূরপুরের রাজা জগৎচাঁদ শাহজহান বাদশাহ কর্ত্তৃক ১৪০০০ সৈন্যের অধিনেতৃপদ প্রাপ্ত হন। তিনি সেই সৈন্য সাহায্যে বাল্‌খ ও বদক্‌শানের উজবেগদিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া ছিলেন।

১৬৬১ খৃষ্টাব্দে, অরঙ্গজেবের রাজত্বকালে জগৎচাঁদের পৌত্র মান্ধাতা কিছুদিনের জন্য সুদূরবর্ত্তী বামিয়ান ও ঘোরবন্ধের শাসনকর্ত্তাপদে নিযুক্ত হন। কুড়ি বর্ষ পরে রাজা মান্ধাতা ২০০০ মনসবদার পদ প্রাপ্ত হন।

১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে কাঙ্‌ড়ারাজ ঘমন্দচাঁদ জালন্ধর এবং ইরাবতী ও শতদ্রুনদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা হন।

দিল্লীর বাদশাহগণের পূর্ব্ব পরাক্রম বিলুপ্ত হইলে, রাজ্যমধ্যে একপ্রকার অরাজকতা ঘটে, সেই সময়ে প্রায় ১৭৫২ খৃঃ এখানকার রাজপুত সর্দ্দারগণ স্বাধীন হইয়া কাঙ্‌ড়ার অধিকাংশ উপভোগ করিতে থাকেন, তৎকালে আহ্মদশাহ দুরানি কেবল তয় কাঙ্‌ড়া দুর্গটি আয়ত্তে রাখিয়াছিলেন মাত্র। ১৭৭৪ খৃঃ, জয়সিংহ নামক একজন শিখ-সর্দ্দার কৌশলক্রমে কাঙ্‌ড়া দুর্গ অধিকার করেন। কিন্তু ১৭৮৫ তিনি ঐ দুর্গটি কাঙ্‌ড়ার রাজপুতরাজ সংসারচাঁদকে ছাড়িয়া দিলেন। এতদিন পরে কাঙ্‌ড়া দুর্গ পুনরায় কতোচ রাজবংশের হস্তগত হইল। কতোচরাজ সংসারচাঁদ পূর্ব্ব পুরুষগণের ন্যায় পুনরায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। কাঙ্‌ড়ার পার্ব্বতীয় প্রদেশের নানা স্থানের সর্দ্দারগণ তাঁহাকে কর দিতে বাধ্য হইলেন। এমন কি সংসারচাঁদ যখন দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইতেন, ঐ সকল সর্দ্দারগণ সসৈন্যে তাঁহার অনুবর্ত্তী হইতেন। প্রতি বর্ষে একবার করিয়া প্রত্যেক সর্দ্দারকে রাজদর্শনে আসিতে হইত। সংসারচাঁদ ২০ বর্ষ প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিলেন। তিনি নামসম্ভ্রমে ও যশে সকল কতোচরাজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেন।

১৮০৫ খৃঃ, কুক্ষণে সংসারচাঁদ বিলাসপুর রাজ্য আক্রমণ করেন। বিলাসপুরের রাজা শতদ্রু ও ঘর্ঘরা নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের গোর্খা সর্দ্দারগণের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। গোর্খাগণ শতদ্রুনদী পার হইয়া মহলমোরি নামক স্থানে (১৮০৬ খৃঃ) কতোচ রাজপুতদিগকে আক্রমণ করিল। তাহাদের বাহুবলপ্রভাবে রাজপুতগণ পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। গোর্খা সর্দ্দারগণ কাঙ্‌ড়ারাজ্যে প্রবেশ করিয়া দারুণ অত্যাচার আরম্ভ করিল। রক্তস্রোতে কাঙ্‌ড়া ভাসিতে লাগিল। নগর, গ্রাম, উপবন, সুন্দর রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি সকলই বিধ্বস্ত হইল! এখন কাঙ্‌ড়ারাজ্য শ্মশান—মরুভূমি সমান! কতোচ রাজকুমারগণ প্রাণ লইয়া সুদূর গিরিগুহায় পথে ঘাটে আশ্রয় লইলেন। গোর্খাদিগের সেই লোমহর্ষণ কাণ্ড আজও কেহ ভুলিতে পারে নাই। কাঙ্‌ড়ার প্রত্যেক নগরে প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেকের হৃদয়ে সেই ভীষণ ব্যাপার জাগরূক রহিয়াছে।

তিন বৎসর অত্যাচার সহিয়া রাজা সংসারচাঁদ মহারাজ রণজিৎসিংহের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ১৮০৯ খৃঃ, রণজিৎসিংহ গোর্খাদিগের বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ভীষণ সমর বাঁধিল। অনেক কষ্টে রণজিৎ জয়লাভ করিলেন। গোর্খাগণ শতদ্রুর পরপারে প্রস্থান করিল। প্রথমে রণজিৎ সংসারচাঁদকে সমস্ত কাঙ্‌ড়ারাজ্য ছাড়িয়া দিলেন, প্রথমে কেবল কাঙ্‌ড়া দুর্গ ও ৬৬ খানি ক্ষুদ্রগ্রাম সৈন্যব্যয় নির্ব্বাহ করিবার জন্য আপনার খাসে রাখিলেন; পরে ক্রমশঃ পার্ব্বতীয় সর্দ্দারগণের অধীনস্থ স্থানসমূহ আপনার অধিকারভুক্ত করিতে লাগিলেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে সংসারচাঁদের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র অনিরুদ্ধচাঁদ রাজা হন, তিনি ৪ বর্ষ মাত্র রাজত্ব করেন। রণজিৎ আপন মন্ত্রী ধ্যানসিংহের পুত্রের সহিত অনিরুদ্ধের ভগিনীর বিবাহ দিতে চান। কতোচ রাজকুমার তাহাতে আপনাকে অপমানিত বোধ করেন। তিনি রণজিৎসিংহের আদেশ প্রতিপালনে অসমর্থ হইয়া রাজ্যত্যাগ করিয়া হরিদ্বার যাত্রা করেন। এই সময় সমস্ত কাঙ্‌ড়া শিখরাজের রাজ্যভুক্ত হইল।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম শিখযুদ্ধের পর ইংরাজেরা কাঙ্‌ড়ারাজ্য দখল করিলেন। ১৮৪৮ খৃঃ. মুলতান্‌-বিদ্রোহের পর এখানকার পার্ব্বতীয় সর্দ্দারেরা বিদ্রোহী হইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু অল্পেই মিটিয়া যায়। তৎপরে সিপাহী-বিদ্রোহের সময় এখানেও সামান্য বিদ্রোহের সূচনা হইয়াছিল, এই সময় ছয় জন বিদ্রোহী সর্দ্দারের ফাঁসী হয়। সেই অবধি কাঙ্‌ড়া রাজ্যে আর কোন বিশেষ গোলযোগ ঘটে নাই।

কাঙ্‌ড়াজেলার প্রধান নগর কাঙ্‌ড়া, অক্ষা° ৩২°৫৪´১৩´´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬°১৭´৪৬´´ পূঃ। পূর্ব্বে এই নগর নগরকোট নামে বিখ্যাত ছিল। ইহা বাণগঙ্গা ও বিপাশা নদীর সঙ্গমের নিকট পর্ব্বতের উপর অবস্থিত। এই নগরে একটি বহু প্রাচীন দুর্গ আছে। এখানে ভবানী ও ভবানীপতির অতিপ্রাচীন মন্দির রহিয়াছে। কাঙ্‌ড়ার জড়োয়া ও মিনার কাজ প্রসিদ্ধ। লোকসংখ্যা ৫৩৮৭।

কাঙ্‌ড়ার লোকেরা সাহসী, বলশালী, সরল ও স্বাধীনচেতা। অধিকাংশই রাজপুত।

এখানকার একদল চিকিৎসক কৌশলে নাকযোড়া বা খাঁদানাক ভাল করিয়া দিতে পারে। অকবর শাহের বুদৈন নামক একজন চিকিৎসক ছিলেন; তিনিই নাকযোড়া-চিকিৎসা প্রথম প্রচার করেন। অকবরশাহ তাঁহার চিকিৎসায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে কাঙ্‌ড়ার খানিকটা স্থান জায়গীর দেন।

এই জেলায় স্বর্ণ, লৌহ, তাম্র, রৌপ্য, রসাঞ্জন, হীরক, মর্ম্মর প্রভৃতি নানাপ্রকার প্রস্তর উৎপন্ন হয়।

উদ্ভিজ্জ ও পণ্যদ্রব্যের মধ্যে যব, গম, ছোলা, শণ, কাপাস, ইক্ষু, তামাক, চা, মধু, মৌচাক, লবণ ও বাঁশমতী ধানই প্রধান।

কাচ (ক্লী) কচাতে বধ্যতে অনেন, কচ্‌-ঘঞ্‌, ম কুত্বম্‌। ১ মোম। ২ পালা। ৩ কাচলবণ। (পুং) ৪ শিকা। ৫ মণিবিশেষ। ৬ নেত্ররোগবিশেষ—লিঙ্গনাশ ও নীলিকা, এই দুইটি ইহার নামান্তর। তিমির রোগের প্রথমাবস্থায় যখন কেবল মাত্র চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ ও উজ্জ্বল রত্নাদি দেখিতে পায়, তাহাকেই কাচ বা লিঙ্গনাশরোগ কহে।

শঙ্খনাভি, বহেড়ার মজ্জা, হরীতকী, মনঃশিলা, পিপুল, মরিচ, কুড় ও বচ, এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া একত্র ছাগ দুগ্ধ দ্বারা পেষণ করিতে হইবে। পরে মটরের ন্যায় বটিকা করিয়া শুষ্ক হইলে জল দিয়া ঘষিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিতে হইবে। এই অঞ্জন দ্বারা কাচ, তিমির, পটল, মাংসবৃদ্ধি, অর্ব্বুদ ও রাত্র্যন্ধ প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়। ৭ সমুদ্রগুপ্তের নামান্তর।

৮ মৃত্তিকাবিশেষ। কাঁচ, ইহার অপর সংস্কৃত নাম ক্ষার। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ—ক্ষাররস, উষ্ণবীর্য্য এবং অঞ্জন দ্বারা দৃষ্টির প্রসন্নতাকারক।

(ভাবপ্রকাশ ৪র্থ ভাগ।)

কাচ জলপ্রবণ স্বচ্ছ দ্রব্য। ইহা য়ুরোপের সর্ব্বপ্রধান ব্যবহার্য্য দ্রব্য। আমাদের দেশে কাঁসা, পিত্তল, পাথরাদি যেরূপ নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রীর মধ্যে গণ্য, য়ুরোপে

সেইরূপ কাচপাত্রের ব্যবহার; সুতরাং সেখানে এদেশ অপেক্ষা কাচ অধিক পরিমাণে প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং এই শিল্পটির উন্নতিও যথেষ্ট হইয়াছে। য়ুরোপে কাচ এত অধিক প্রস্তুত হয় যে, তাহাতে দেশের অভাব কুলাইয়া বিদেশে বাণিজ্যার্থ প্রেরিত হয়। ভারতেও য়ুরোপ হইতে কাচ আসিয়া থাকে। কাচে বোতল, শিশি, কাচের চাদর, পুঁতি, কৃত্রিম মুক্তা, নানাবিধ বাসন, ঝাড়, লণ্ঠন, ফানস ও নানাবিধ খেলওয়ারি দ্রব্যাদি, চুড়ী, বালা, ইয়ারিং প্রভৃতি অলঙ্কার ইত্যাদি প্রস্তুত হয় ও নানাদেশে রপ্তানি হয়। য়ুরোপীয় কাচের দ্রব্যাদি এক ভারতেই প্রতি বৎসর প্রায় ৩৫।৩৬ লক্ষ টাকার আমদানী হয়, তন্মধ্যে পুঁতি ও মুক্তা প্রায় ১০ লক্ষ টাকার আসে।

বালুকীন ও ক্ষার কাচের উপাদান। ভারতে এই দুই পদার্থের অভাব নাই। সাধারণ বালুকার মধ্যে বালুকীন যথেষ্ট পাওয়া যায় এবং ক্ষার নানাবিধ বস্তু হইতে সংগৃহীত হইতে পারে। উৎকৃষ্ট কাচ প্রস্তুত করিতে হইলে বালুকীনের পরিবর্ত্তে চুল্লীর পোড়া অগ্নিকর্দ্দম (Fire-clay) চূর্ণ ব্যবহার করা যাইতে পারে, ভারতে তাহারও অভাব নাই। এতটা সুবিধাসত্ত্বেও ভারতে আজিও কাচের ব্যবসায়ের উন্নতি হইল না। এখানে আজকাল যেরূপ কাচ হয়, তাহাতে এক চুড়ী ও কাচের আং[illegible] ও জঘন্য ফুকা শিশি ও কুপী ভিন্ন আর কিছু হয় না। এ দেশের কাচ-প্রস্তুতকারীরা অধিক পরিমাণে ক্ষার ব্যবহার করে বলিয়া কাচ ভাল হয় না। সময়ে সময়ে ক্ষার এত অধিক দেয় যে, কাচখণ্ড জিহ্বায় স্পর্শ করিলেই লবণস্বাদ পাওয়া যায়। তাহার পর যেরূপ তুন্দুলে কাচ গালাই হয়, তাহাও ঠিক কার্য্যোপযোগী নহে। যেরূপ ধরণের তুন্দুলে এদেশে কাচ গালাই হয়, তাহাতে উপযুক্ত উত্তাপ জন্মে না বা যে পরিমাণ উত্তাপ জন্মে, তাহাও বরাবর সমান থাকে না; কারণ, এ দেশের তুন্দুলে অগ্নি প্রজ্বলিত রাখিবার জন্য জাঁতার বাতাস দেওয়া হয়, সুতরাং জাঁতার প্রতি হাতে উত্তাপের বৃদ্ধি ও পরক্ষণেই হ্রাস ঘটে। আরও এইরূপ বাতাস দেওয়ায় গলিত কাচমণ্ডের কতক স্থল পাতলা, কতক স্থল পুরু ও অভ্যন্তরভাগ বায়ুবিন্দু পূর্ণ হইয়া পড়ে, পরিষ্কারও হয় না। দেশী কাচে বিশুদ্ধ ক্ষারের পরিবর্ত্তে সাজিমাটী ব্যবহৃত হয়। ইহাতে কাচ ভাল হয় না; কারণ, ইহাতে অধিকাংশ কড়া অঙ্গারক্ষার (Crude Carbonate of Soda), সামান্য পরিমাণ উদ্ভিজ্জক্ষার (Potash), শতকরা ৬০।৭০ ভাগ চূণ, ৩০।৪০ ভাগ ঈষৎ পীতবর্ণ বালুকা, অতি সামান্যভাগে কোয়ার্টজ, ফেলস্পার ও লৌহাদি আছে; কিন্তু য়ুরোপীয় উৎকৃষ্ট কাচের বোতলের জন্য যে উপাদান ব্যবহৃত হয়, তাহাতে শতকরা ৫৮ ভাগ বালুকা, গন্ধকক্ষার (Sulphate of Soda) ২৯ ভাগ, চূণ ১১½ ভাগ ও উদ্ভিজ্জাঙ্গার ১½ ভাগ থাকে। গন্ধকক্ষারে শতকরা ৪৫ ভাগ ক্ষার থাকে। আর কাচমণ্ডে শতকরা ২৯ ভাগের মধ্যে ১৩ ভাগ মাত্র এই ক্ষার পড়ে; কিন্তু সাজিমাটী হইতে যে অঙ্গারক্ষার পাওয়া যায়, তাহাতে ৩০।৪০ ভাগ ক্ষার থাকে, সুতরাং ভারতীয় কাচে ও য়ুরোপীয় কাচে ক্ষার-পরিমাণ প্রায় ২৩ ও ১৩ ভাগ হইয়া পড়ে।

এদেশে কাচে রং করিবার জন্য লৌহ, তাম্র ও সম্বলক্ষার (Arsenic) ব্যবহৃত হয়। পঞ্জাবে কাচপ্রস্তুতের ব্যবসায় আছে। সেখানে যে বালুকা হইতে কাচ হয়, তাহা স্বভাবত কাচবৎ চিক্কণ ও ক্ষারবিশিষ্ট। সে দেশে ইহাকে "রেহ্" বলে। এই পদার্থ যে জমীতে থাকে তাহাতে চাষ হয় না। অনেক স্থলে ইহা বাতাসে আপনিই জমিয়া কাচবৎ হইয়া যায়। এই জমা পদার্থের বর্ণ বিলাতী শিশির ন্যায় ঈষৎ নীলবর্ণ। ইহা হইতে অতি সুন্দর শ্বেতবর্ণের কাচ হয়।

চীনে ভারত অপেক্ষা কাচ প্রস্তুতের অনেক উন্নতি হইয়াছে।

ভারতে অনার্য্যজাতির মধ্যে পুঁতির ব্যবহার যথেষ্ট। হিন্দুস্থানীরা বড় পুঁতিকে কাঁচ্কা, মান্কা, মিনা, তামিলেরা মুম্ম, তৈলঙ্গারা পুসসালু ও মলয়বাসীরা বুটির সাচা বলে।

কাচের ভিন্ন ভিন্ন ভাষার নাম। আরব—থিয়াজ। ফরাসী—ভিট্রে, ভিরার। হিন্দী, বাঙ্গালা—কাঁচ, কাচ। ইটালী—ভেট্রো। লাটীন—ভিট্রাম্। পারস্য—শিসা। রুষীয়—ষ্টেক্লো। স্পেনীয়—ভিদ্রো। তামিল—কুন্নাডি। তৈলঙ্গী—আদ্দামু।

রসায়ন-তত্ত্বমতে কাচে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি থাকে;—বালুকান (Silica), উদ্ভিজ্জক্ষার (Potash = Pearl-ash ও wood-ash), সোডা (Soda = Sulphate of soda, carbonate of soda), ব্যারাইটা (Baryta), ষ্ট্রন্সিয়া (Strontia), চূণ (Lime) ও কট্কিরি (Alumina.)

অস্থিক্ষার (Bone-ash) হইতে একপ্রকার কাচ প্রস্তুত হয়, তাহাকে ইংরাজেরা (Bone Glass) বলে।

কাচের আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় ২·৭৩২।

জর্ম্মনে প্রস্তুত সার্সির (জানালার) কাচের মধ্যে চিক্কণ বালুকা ১০০ ভাগ, উদ্ভিজ্জক্ষার ৫০ ভাগ, খড়ি ২৫ বা ৩০ ভাগ ও সোরা ২ ভাগ থাকে।

ফরাসীদের (পরকোলার দর্পণের) কাচের আপেক্ষিক গুরুত্ব ২·৪৮৮। ইহার বর্ণ ঈষৎ নীলবর্ণ। ভিনিসীয় দর্পণের কাচ ঈষৎ পীতবর্ণ।

বোহিমিয়ার কাচের স্বচ্ছতা সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। আপেক্ষিক গুরুত্ব ২·৩৯৬।

বিলাতী "ক্রাউন"কাচ বোহিমিয়ার কাচের ন্যায়। আপেক্ষিক গুরুত্ব ২· ৪৮৭।

স্ফটিককাচ (Crystal glass) আপেক্ষিক গুরুত্ব ২·৯ হইতে ৩· ২৫৫ হয়। ইহাতে সীসকের অংশ থাকে। ইহার বিশেষ কোন বর্ণ নাই। ইহার ১০০ শত ভাগ বালুকা, ৩০। ৪০ ভাগ উদ্ভিজ্জক্ষার, ৬০। ৭০ ভাগ মিনিয়াম, ৪ ভাগ সোহাগা, ৩ ভাগ সোরা, ১৫ ভাগ সম্বলক্ষারাম্ল ইত্যাদি। লণ্ডন ক্রষ্ট্যাল গ্ল্যাস হইতে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি প্রস্তুত হয়।

কুড়ৎকাচ (Flint glass, হিন্দী—দোবাস) ইহা সর্ব্বাপেক্ষা পরিশুদ্ধ দ্রব্যাদি হইতে প্রস্তুত হয়। ইহার ১০০ ভাগ বালুকা, ৫০ ভাগ উদ্ভিজ্জক্ষার, ১০০ ভাগ মিনিয়াম ও অবশিষ্ট স্ফটিকের ন্যায়।

চুনি-কাচ (Ruby glass) একপ্রকার অতি সুন্দর স্বর্ণপ্রভাময় কাচ। ইহা পরিমাণ করিয়া প্রস্তুত হয় এবং গলিত মধ্যের সহিত স্বর্ণদ্রাবক মিশাইয়া দেয়। এই কাচ যখন প্রস্তুত হয়, তখন কোন বর্ণ থাকে না, পরে ফারেনহিটের ৯৭৫ ডিগ্রী উত্তাপে গরম করিলে দিব্য চুনির ন্যায় রক্তবর্ণ হয়।

মিনা-কাচ (Enamel glass) ইহাও একপ্রকার অতি সুন্দর চিক্কণ কাচ।

কাচমণি—সংস্কৃত শাস্ত্রানুসারে কাচকে মণিবিশেষ বলিয়া গণনা করা হয়—

"আকরে পদ্মরাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ।"

কাচ ও স্ফটিক একই দ্রব্য—

"কাচ-স্ফটিক-পাত্রেষু।"

স্ফটিকমণি সম্বন্ধে সংস্কৃত গ্রন্থে আছে—

"হিমালয়ে সিংহলে চ বিন্ধ্যাটবী-তটে তথা।
স্ফটিকং জায়তে চৈব নানারূপং সমপ্রভম্॥
হিমাদ্রৌ চন্দ্রসঙ্কাশং স্ফটিকং তদ্দ্বিধাভবেৎ।
সূর্য্যকান্তঞ্চ তত্রৈকং চন্দ্রকান্তং তথাপরম্॥
সূর্য্যাংশু স্পর্শমাত্রেণ বহ্নিং বমতি যৎক্ষণাৎ।
সূর্য্যকান্তং তদাখ্যাতং স্ফটিকং রত্নবেদিভিঃ॥
পূর্ণেন্দুকরসংস্পর্শাদমৃতং স্রবতি ক্ষণাৎ।
চন্দ্রকান্তং তদাখ্যাতং দুর্লভং তৎকলৌযুগে॥"

হিমালয়ে, সিংহলে ও বিন্ধ্যারণ্যে স্ফটিকমণি জন্মে। হিমালয়ে দুইপ্রকার জন্মে, তন্মধ্যে একপ্রকার সূর্য্যসদৃশ, ইহা সূর্য্যকিরণস্পর্শে অগ্নি উদ্গীরণ করে। ইহার নাম সূর্য্যকান্ত। অপর প্রকার চন্দ্রসদৃশ। ইহা চন্দ্রকরস্পর্শে অমৃত উদগীরণ করে, কিন্তু কলিযুগে ইহা পাওয়া যায় না ইহার নাম চন্দ্রকান্ত।

সূর্য্যকান্তমণি এখনকার আতসীকাচের সমগুণবিশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়।

কাচক (পুং) কাচ-স্বার্থে কন্। কাচ।

কাচকূপী (স্ত্রী) কাচনির্ম্মিতা কূপী, মধ্যলো°। কাচের বোতল। ("কাচকূপ্যাং বিনিঃক্ষিপেৎ।"
রাবণকৃত অর্কপ্রকাশ। ১ম)

কাচঘটী (স্ত্রী) কাচনির্ম্মিতা ঘটী অল্প ঘটঃ, মধ্যলো°। কাচনির্ম্মিত জলপাত্র, কাচের গ্লাস।

কাচড়াদাম (দেশজ) জলজ লতাবিশেষ। (Jussioua repens.)

কাচন (ক্লী) কচ-স্বার্থে ণিচ্-ভাবে ল্যুট্। ১ পত্র বা পুস্তক বাঁধিবার উপকরণ। ২ ("ক্বিসঃক্রম্যাচ্ছিচ্চনৌ" ইতি মুগ্ধবোধ সূত্রেণ কা-চন।) কোনও অনির্দ্দিষ্টা স্ত্রী। ৩ (দেশজ) জলে ধৌত করা। ৪ কৃত্রিম বেশ করা।

কাচনক (ক্লী) কাচ্যতে লেখো নিবধ্যতে অনেন, কচ-ণিচ্ ল্যুট্-স্বার্থে কন্। পত্র বা পুস্তক বান্ধিবার উপকরণ।

কাচনকী [ন্] (পুং) কাচনকং অস্ত্যস্য, কাচনক-ইনি। পত্র, চিঠি। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বর্ণদূত, স্বস্তিমুখ, লেখ, বাচিক, হারক ও কালক।

কাচনার (ক্লী) কাঞ্চনফুল। (Bauhinia variegata.)

কাচভাজন (ক্লী) কাচনির্ম্মিতং ভাজনং মধ্যলো°। কাচের পাত্র। ইহার অপর সংস্কৃত নাম শিক্যান।

কাচমণি (পুং) কাচবৎ মণিঃ কাচ এব মণির্ব্বা। ১ কাচের ন্যায় অল্প উজ্জ্বল মণি। ২ কাচ।

কাচমল (ক্লী) কাচস্য ক্ষারমৃত্তিকায়া মলমিব, উপমি°। কাচলবণ।

কাচর (ত্রি) কু ঈষৎ চরতি দীপ্ত্যা দূরং গচ্ছতি, কু-চর-অণ্, কোঃ কাদেশঃ। পীতবর্ণ।

কাচরু, পূর্ব্ববঙ্গের একপ্রকার কায়স্থ জাতি। ইহারা কায়স্থ জাতির একটী শাখা বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি গল্প আছে—

"একজন ধনবান্ ও সম্ভ্রান্ত কায়স্থ অপরাপর কায়স্থের নিষেধ স্বত্বেও আপনার বাটীতে কালীপূজা করেন। তাহাতে বৈষ্ণব কায়স্থগণ তাঁহার প্রতি বিরক্ত হন এবং সকলে

মিলিয়া তাঁহাকে সমাজচ্যুত করেন। এই সমাজচ্যুত কায়স্থের আত্মীয়বর্গ 'কাচরু' নামে প্রসিদ্ধ হন।"

আবার কেহ বলেন, তাহা নয়, "কাচারুরা কাচ বা গালার ব্যবসা করিতেন বলিয়া কায়স্থসমাজ হইতে বহির্গত হন। তাঁহারা নানা স্থানে কাচ বা গালার বলয়াদি প্রস্তুত দ্বারা বিলক্ষণ ধন উপার্জ্জন করিতেন বলিয়া, কাচরু নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।"

যাহা হউক, অপর কায়স্থ জাতি হইতে কাচরুরা অনেকাংশে নিকৃষ্ট, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। ইহাদের পুরোহিত, ধোবা, নাপিত স্বতন্ত্র।

গোত্র—আলিমন্, কাশ্যপ, পরাশর।

পদবী—দে, দত্ত, দাস।

পূর্ব্ববঙ্গে ও ফরিদপুর জেলায় মাদারিপুরে অধিকাংশ কাচরু বাস করে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই এখন আর গালার ব্যবসা করে না।

কাচলবণ (ক্লী) কাচাৎ ক্ষারমৃত্তিকাতঃ জাতং লবণম্ মধ্যলো°। লবণবিশেষ, কাল-লবণ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—নীল, কাচোদ্ভব, কাচ, নীলক, কাচসম্ভব, কাচসৌবর্চ্চল, কৃষ্ণলবণ, পাকজ, কাচোথ, হয়গন্ধ, কাললবণ, কুরুবিন্দ, কাচমল ও কৃত্রিম। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—ঈষৎ ক্ষার, রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, পিত্তবৃদ্ধি ও দাহকারক এবং কফ, বায়ু, গুল্ম ও শূলনাশক।

কাচবকযন্ত্র (ক্লী) কাচনির্ম্মিতং বকযন্ত্রম্, মধ্যলো°। কাচ নির্ম্মিত যন্ত্রবিশেষ। [বকযন্ত্র দেখ।]

কাচসম্ভব (ক্লী) সম্ভবতি অস্মাৎ ইতি সম্ভবঃ, কাচঃ সম্ভবঃ উৎপত্তিস্থানমস্ত, বহুব্রী। কাচলবণ।

কাচসৌবর্চ্চল (ক্লী) কাচস্থানিকং সৌবর্চ্চলং, মধ্যলো°। কাচলবণ।

কাচস্থালী (স্ত্রী) কাচস্ত ক্ষারস্ত স্থালীব, উপমি। ১ পারুল গাছ। (Bignonia suaveolens) ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পাটলি, পাটলা, অমোঘা, মধুদূতী, ফলেরুহা, কৃষ্ণবৃন্তা, কুবেরাক্ষী, কালস্থালী, কাচস্থালী, অলিজল্লভা ও তাম্রপুষ্পী। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—কষায় ও তিক্তরস, ঈষদুষ্ণ-বীর্য্য, এবং বায়ু, পিত্ত, শ্লেষ্মা, অরুচি, শ্বাস, শোথ, রক্ত, বমি, হিক্কা ও তৃষ্ণানাশক। ইহার ফুল কষায়, মধুর রস, শীতবীর্য্য, হৃদয়গ্রাহী, কণ্ঠশোধক এবং কফ, রক্তদোষ, পিত্ত ও অতীসার-নাশক। ফল হিক্কা ও রক্তপিত্তনাশক। (ভাবপ্র ১ম ভাগঃ।) [পারুল দেখ।] ২ (কাচনির্ম্মিতা স্থালী, মধ্যলো°) কাচের হাঁড়ী।

কাচা (দেশজ) ১ পিতা মাতার মৃত্যু হইলে হিন্দুগণ যে নূতন বস্ত্রখণ্ড পরিধান করিয়া অশৌচকাল অতি বাহিত করেন, তাহাকে কাচা কহে। ২ ধৌত করা।

কাচাক্ষ (পুং) কাচ ইব অক্ষি যস্য, বহুব্রী। বকবিশেষ।

কাচান (দেশজ) ১ অপর দ্বারা ধৌত করান। ২ ধোপার দ্বারা পরিষ্কার করান।

কাচিম্ (পুং) কচতে দীপ্যতে, কচ-বাহুলকাৎ ইন্; কাচিং কান্তিং হন্তি গচ্ছতি, কাচি-হন্-ড হস্য ঘঃ (পৃষোদরাদিত্বাৎ) ১ স্বর্ণ। ২ ছেদদণ্ড, ছিন্নভণ্ড। ৩ ইন্দুর।

(কাচিঘঃ কাঞ্চনে হপিস্তাৎ ছেদদণ্ডে মূষিকে হপিচ। মেদিনী।)

কাচিৎ (অব্যয়) কোনও অনর্দ্দিষ্টা স্ত্রী। পাণিনি মতে কা চিৎ দুইটি পৃথক্ পদ একত্রিত; কিন্তু মুগ্ধবোধের মতে কা পদের উত্তর চিৎ প্রত্যয় হইয়াছে। (কিমঃক্ব্যস্তাচ্চিচ্চনৌ। মু। ত।)

কাচিত (ত্রি) কচ্যতে বধ্যতে অসৌ কচ-ণিচ্-ক্ত। শিকায় তোলা বস্তু।

কাচিম (পুং) কচ-ণিচ-ইমন্। দেবকুলোৎপন্ন বৃক্ষ। ইহার অপর সংস্কৃত নাম ভঞ্জরু।

কাচিলিন্দি (স্ত্রী). কাকচিঞ্চিক।

কাচুয়া (কচুয়া) খুলনাজেলার অন্তর্গত একটি গণ্ডগ্রাম, ভৈরব ও মধুমতীনদীর সঙ্গমস্থানে এবং বাঘেরহাট হইতে ৩ ক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। এখানে পুলিসের থানা এবং একটি বড় বাজার আছে। ১৭৮২ খৃঃ, হেঙ্কেল সাহেব ঐ বাজার স্থাপন করেন। গ্রামের মধ্য দিয়া একটি খাল গিয়াছে, তাহাতে গ্রাম খানি দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। মধ্যস্থানে যাতায়াতের জন্য সেতু আছে।

এখানে বিস্তর কচু জন্মে, বোধ হয় তাঁহা হইতে ইহার নাম কচুয়া বা কাচুয়া হইয়াছে।

কাচুক (পুং) কচ-বাহুলকাৎ উকঞ্। ১ কুক্কুট। ২ চক্রবাক।

কাছ (দেশজ) ১ নিকট। ২ নদীতীর। (হিন্দী) ৩ পরিধেয় বস্ত্রবিশেষ। ইহা পরিধান করিলে উরুর উপর হইতে পাছা পর্য্যন্ত ঢাকিয়া যায়। ৪ উরুর উপরিভাগ।

কাছনি (হিন্দী) ১ কাছ। ২ কাছের মত উরুর উপর গুটাইয়া টানিয়া পরা।

"কটি ধটি বান্ধে দৃঢ় করিয়া কাছনি।" ছুঃখীশ্যাম—গোবিন্দ°।

কাছা (দেশজ) পুরুষের পরিহিত বস্ত্রের যে ভাগ পশ্চাৎদিকে গুঁজিয়া রাখা হয়।

কাছাআলগা (দেশজ) অনবধান, কোন কার্য্যেই যাহার যত্ন নাই।

কাছাকাছি (দেশজ) নিকটে নিকটে।

কাছাড় (কাছার)। আসামের চিফ কমিসনরের অধীন একটি জেলা। অক্ষা ২৪°১২´ হইতে ২৫°৫০´ উঃ এবং দ্রাঘি ৯২°২৮´ হইতে ৯৩° ২৯´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

ভূপরিমাণ ৩৭৫০ বর্গমাইল।

এই জেলার উত্তরে কপিলি ও দিয়ং নদী, ঐ দুই নদী দ্বারা নওগঙ্গ্ জেলা হইতে কাছাড় পৃথক্ হইয়াছে; পূর্ব্বে মণিপুর ও নাগা পাহাড়; দক্ষিণে লুসাই বা কুকি জাতি-পরিবেষ্টিত গিরিমালা, পশ্চিমে শ্রীহট্ট ও জয়ন্তী পাহাড়।

এই জেলা প্রধানতঃ বরাক উপত্যকার উত্তরাংশ অধিকার করিয়া আছে। ইহার তিন দিকে উচ্চ গিরিমালা; কেবল পশ্চিমে শ্রীহট্টের দিকে খোলা। ঐ সকল পাহাড়ে কোথায় নিবিড় বন জঙ্গল, কোথাও পর্ব্বত ভেদ করিয়া স্বচ্ছ প্রস্রবণ প্রবাহিত; উপত্যকার মধ্যভাগে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমাভিমুখে কলনাদিনী স্রোতঃস্বতী প্রবাহিত হইতেছে। বর্ষাকালে ইষ্টিমারে করিয়া ঐ স্রোতঃস্বতী পার হইতে হয়। উত্তর ও দক্ষিণে উভয় পার্শ্বে পাহাড়গুলি একটি হইতে আর একটি এইরূপ ভাবে বাহির হইয়া ঢেউ খেলাইয়া গিয়াছে।

এখন এই সকল ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর জঙ্গল কাটিয়া চা বাগান হইয়াছে। পাহাড়ের উপরিভাগে চা-করদিগের বিশ্রাম ভবন। এখানকার নিম্ন ভূমিতে ধান্যের চাষ হইতেছে।

বারেল পাহাড় এই জেলাকে 'উত্তর কাছাড়' ও 'দক্ষিণ কাছাড়' এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে; এই গিরিমালা ২৫০০ ফুট হইতে ৬০০০ ফুট পর্য্যন্ত উচ্চ। বরাক উপত্যকার দক্ষিণে ভুবন, রেংতি পাহাড়, তিলাই এবং সরসপুর বা সিদ্ধেশ্বর পাহাড়। এই পাহাড়গুলি দক্ষিণ হইতে উত্তরাভিমুখে গিয়াছে, উচ্ছ্রয়ে একটি একটি ৩০০০ ফুটের কম নয়। উপরিভাগের পাহাড়ে আদৌ অধিত্যকা নাই।

বরাক নদী—এই জেলার মধ্য দিয়া প্রথমে উত্তরে তৎপরে পশ্চিম মুখে চলিয়াছে, সকল সময়েই নৌকাযোগে এই নদী পার হওয়া যায়। কাছাড়ের মধ্যে বরাকনদীর এই কএকটি প্রধান শাখা আছে; যথা—উত্তরাংশে জিরি, জাতিঙ্গা, মদুরা, বদরী ও ছিরি নদী এবং দক্ষিণাংশে ধলেশ্বরী, ঘাগরা ও সোনাই। রেংতি ও তিলাই পাহাড়ের মধ্যে চাৎলা নামে একটি হোড় বা জলা পড়িয়া আছে, বর্ষাকালে বরাক নদীর জল আসিয়া এখানে জমে, তাহাতে ঐ জলাটি ছয় ক্রোশ বিস্তৃত একটি হ্রদরূপে পরিণত হয়।

বরাক নদীর উত্তরাংশ স্থান শস্যপ্রধান, যে দিকে দেখ, দেখিতে পাইবে শস্যক্ষেত্র ধূ ধূ করিতেছে। এখানে শস্য বেশ উৎপন্ন হয়; কিন্তু দক্ষিণভাগ বন্যা প্রধান।

এখানকার জমী বালি ও কর্দ্দম মিশ্রিত। এখানকার মৃত্তিকা কোমল, চাষবাসের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। এখানকার পর্ব্বতগর্ভে স্ফটিক, স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বল শ্লেটপাথর এবং উপলখণ্ডের চাপ পাওয়া যায়।

এখানে খনি বা ভাল খনিজ পদার্থ পাওয়া যায় না। পূর্ব্বে কাছাড়ে অধিকাংশ লবণই এখানকার লবণকূপ হইতে সংগৃহীত হইত। এখন বঙ্গদেশ হইতে ভাল লবণের আমদানী হওয়ায় অনেকেই আর লবণকূপ হইতে লবণ সংগ্রহ করে না, তবে শুনা যায়, এখনও একটি লবণ-কূপ ব্যবহার হইয়া থাকে।

কাছাড়ের ধনভাণ্ডার কাছাড়ের বনজঙ্গলে নিবদ্ধ। ভাল ভাল জারুল ও নাগকেশর এখানে অপর্য্যাপ্ত জন্মে, যতই কাট, কিছুতেই ফুরায় না। এখানকার বুনারা অবিশ্রান্ত কাঠ কাটিতেছে, তাহাদিগকে কাঠ কাটিয়া লইবার জন্য প্রত্যেককে ১৲ টাকা করিয়া কর দিতে হয়।

কাছাড় হইতে প্রতিবর্ষে নৌকা, হাল, যষ্টি ও চাপড়ান ঘাস প্রভৃতি অনেক টাকার দ্রব্য বঙ্গদেশে প্রেরিত হইয়া থাকে।

এখানকার কাশ্মীরীগাছ হইতে রবার উৎপন্ন হয়। গত ১৮৮১-৮২ খৃষ্টাব্দে কাছাড়ে প্রায় ষাটহাজার টাকার রবার বিক্রয় হয়।

এখানকার অরণ্যে হস্তী, গণ্ডার, মহিষ, মেৎনা গো, ব্যাঘ্র, কৃষ্ণ শূকর, শাবর ও বড়শিঙ্গা হরিণ প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার হাতিখেদা গবর্ণমেণ্টের একচেটিয়া। মেৎনা গো কাছারীরা দেবতার বলি দিবার জন্য পুষিয়া থাকে। মহিষের দ্বারা কৃষিকার্য্য হয়।

ইতিহাস—এখন যেমন কাছাড় সামান্য একখণ্ড ভূভাগে পরিণত হইয়াছে, পূর্ব্বকালে এমন ছিল না, পূর্ব্বকালে রঙ্গপুর, আসাম, কাছাড় ও ত্রিপুরা এই কয়টি লইয়া কাছাড়-রাজ্য ছিল।

ইহার প্রাচীন নাম "হেড়ম্ববিষয়"। এরূপ প্রবাদ আছে, যে হিড়িম্ব রাক্ষসের সহোদরা ভীম-পত্নী হিড়িম্বা কাছাড় রাজকুলের আদিমাতা। হিড়িম্বার বংশধরেরা এই স্থানে রাজত্ব করেন বলিয়া এই জনপদ হেড়ম্ব নামে পরিচিত হয়। ব্রহ্মখণ্ড নামক একখানি ভবিষ্য পুরাণীয় গ্রন্থে এই হেড়ম্ব জনপদের প্রথম নামোল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—

"বরেন্দ্র তাম্রলিপ্তঞ্চ হেড়ম্ব মণিপুরকম্।
লৌহিত্যত্রৈপুরং চৈব জয়ন্তাখ্যং সুসঙ্গকম্॥"

এখানকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী রণচণ্ডী। (৬।৬৪।)

"হেড়ম্বদেশমধ্যে চ রণচণ্ডী বিরাজতে।
বরবক্রা সরিৎপার্শ্বে হিড়িম্বা লোকদুর্জ্জয়া।।"

ভবিষ্য° ব্রহ্মখণ্ড ২২। ৪১।

এখন যাহাকে আমরা কাছাড় বলি, তাহারই খানিকটা 'কচ্ছাল' গ্রাম নামে প্রসিদ্ধ ছিল। [ভ° ব্রহ্মখণ্ড ১৯।৫৫।]

দেশাবলী নামক সংস্কৃত গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, এক সময়ে হেড়ম্বরাজ্য উত্তরে কামরূপ ও ধর্ম্মপুর, পূর্ব্বে মণিপুরসীমা, দক্ষিণে মন্থরা এবং পশ্চিমে শিয়ালকোট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দেশাবলীমতে এই কয়টি নগর ও গ্রাম হেড়ম্বরাজ্যের অন্তর্গত। যথা—

১ কাশপুর—হেড়ম্বরাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। এই নগর ঘটোৎকচবংশীয় হেড়ম্বরাজগণ কর্তৃক স্থাপিত হয়।

২ ধর্ম্মপুর—হেড়ম্ব রাজধানী হইতে ১৮ যোজন উত্তরে পর্ব্বতের নিকট অবস্থিত। এখানে গার ও নাগাজাতির বাস। যেখানে নাগারা বাস করে, তাহাকে কেহ কেহ 'খাইচারি নাগাগর' বলে।

৩ শৃগালকোট বা শিয়ালকোট—কাশপুর হইতে ৮ যোজন পশ্চিমে অবস্থিত।

৪ তিলাব্রিযাল—শিয়ালকোট হইতে ৬ যোজন পূর্ব্বে; এই গ্রামে পূর্ব্বকাল হইতে অনেকগুলি মনোহর পুষ্করিণী আছে।

৫ ফুলার্সাদি—শিয়ালকোট হইতে অর্দ্ধ যোজন পূর্ব্বে অবস্থিত।

৬ জয়নগর—ফুলার্সাদির পূর্ব্বে।

৭ চাপঘাট—কাশার (বা কাছাড়ের) দক্ষিণাংশে অবস্থিত ছিল। এখানকার অধিবাসীরা হেড়ম্বরাজের সহিত প্রায়ই যুদ্ধ করিত।

এতদ্ভিন্ন বন্ধাশীল, লাহাটো, ছতশতী, বাওয়াগঞ্জ প্রভৃতি কয়েকটি প্রসিদ্ধ পরগণা ছিল। (দেশাবলী)

কেহ কেহ লিখিয়াছেন, পূর্ব্বকালে অর্জ্জুনপুত্র বভ্রু-বাহনের বংশধর কাছাড়ে রাজত্ব করিতেন, এখানকার রাজ-বংশীয়েরা বভ্রুবাহনের বংশধর, কিন্তু এ প্রবাদটি ঠিক নয়। প্রাচীন পুস্তক ও সাধারণের প্রবাদ মতে হিড়িম্বানন্দন ঘটোৎকচের বংশধরেরা এখানে রাজত্ব করিতেন। দেশা-বলীতে লিখিত আছে—"হেড়ম্বদেশের প্রথম রাজা ঘটোৎ-কচ, তিনি কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে কর্ণের হস্তে প্রাণত্যাগ করিলে তৎপুত্র বর্ব্বরীক এখানকার রাজা হন। বর্ব্বরীক শ্রীকৃষ্ণের চক্রাঘাতে নিহত হইলে, তৎপুত্র মেঘবর্ণ হেড়ম্বের রাজ-সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার অনেক পুরুষ গত হইলে, সেই বংশে সুর দর্পনারায়ণ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মহাযোদ্ধা ও পরমধার্ম্মিক ছিলেন, ৫০ বর্ষ রাজত্বের পর তাঁহার স্বর্গপ্রাপ্তি হইলে, তাঁহার পুত্র শস্ত্রশাস্ত্র-বিশারদ রামচন্দ্র রাজা হইলেন।" [দেশাবলী হেড়ম্বদেশবর্ণন দেখ।]

কাছাড়ের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটি কমিসনর এড্‌গার সাহেব লিখিয়াছেন যে, "কাছাড় রাজবংশ বহুদিনের প্রাচীন নয়। কাছাড় রাজবংশ মধ্যে ঘটোৎকচ হইতে যে বংশাবলী প্রচলিত আছে, তাহাও অভিনব। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে ঐ বংশাবলী প্রস্তুত হয়, সুতরাং তাহার উপর বিশ্বাস করা যাইতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে রণবীর নির্ভয়নারায়ণ কাছাড় রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা; তিনি খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতা-ব্দীর শেষভাগে জীবিত ছিলেন। তাঁহার উত্তরপুরুষ রাজা হরিশ্চন্দ্র ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। হরিশ্চন্দ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র পিতার মৃত্যুর পর ৩৭ বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিলে, ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দ-চন্দ্র ভ্রাতৃউত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে সিংহাসনে আরোহণ করেন।"

কিন্তু দেশাবলীর বর্ণনায় বিশ্বাস করিলে এড্‌গারের কথায় উপেক্ষা করিতে হয়। এড্‌গার সাহেব কাছাড় রাজবংশকে অপ্রাচীন বলিয়া স্থির করিলেও রাজমালা প্রভৃতি অপরাপর প্রাচীন ইতিবৃত্ত গ্রন্থে প্রাচীন কাছাড় রাজগণের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। রাজমালা প্রায় সাড়ে চারিশত বর্ষ পূর্ব্বে লিখিত হয়। এই গ্রন্থে লিখিত আছে "ত্রিপুরেশ্বর মহারাজ ত্রিলোচনের জ্যেষ্ঠপুত্র দৌহত্রসম্বন্ধে হেড়ম্বরাজের সিংহাসন অধিকার করেন। ত্রিলোচনের দ্বিতীয়পুত্র দক্ষিণ পৈতৃকরাজ্যের উত্তরাধিকারী হন।"

কাছাড়ের ঐতিহাসিকেরা বলেন, এখন যেখানে নাগা জাতির বাস সেই নিবিড় অরণ্যবেষ্টিত পার্ব্বত্যপ্রদেশ-সমূহে পূর্ব্বে কাছাড় রাজগণ রাজত্ব করিতেন। আসামের দিমাপুরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। এখনও দিমাপুরে প্রাচীন কাছাড়রাজগণের রাজপ্রাসাদাদির ভগ্নাবশেষ ও বৃহৎ পুষ্করিণী দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখনও সেই কাছারীদিগের বংশধরেরা কুকী ও নাগাদিগের সহিত উত্তর কাছাড়ে বাস করিতেছেন, তৎপরে কাছাড়ী রাজগণ দক্ষিণাভিমুখে বারেল পাহাড়ের মধ্যবর্ত্তী মাইবোং নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। এখানকার জঙ্গলমধ্যে প্রাচীন দেবমন্দির ও সুস্বাদুফলের উপবন এখনও পড়িয়া রহিয়াছে, তদ্দৃষ্টে বোধ হয়, এখানে কাছাড়ী রাজারা অতি অল্পকাল বাস করিয়াছিলেন।

ঐতিহাসিকগণের মতে, পূর্ব্বকালে কাছাড়ী রাজগণ

বিভিন্ন-মতাবলম্বী পার্ব্বতীয় জাতি মধ্যে পরিগণিত হইতেন। তাঁহারা মাইবোং নামক স্থানে আসিয়া হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই সময়ে কাছাড়রাজ ত্রিপুরারাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। তিনি বিবাহের যৌতুক স্বরূপ ত্রিপুরারাজের নিকট হইতে বরাক উপত্যকা প্রাপ্ত হন। অনেকে অনুমান করেন যে, সেই সময় হইতে কাছাড়-রাজগণ ক্ষত্রিয় পরিচায়ক বর্ম্মোপাধি ব্যবহার করিতেন। জয়ন্তীরাজগণের উপদ্রবে কাছাড়-রাজগণ মাইবোং ছাড়িয়া কাশপুর নামক স্থানে রাজধানী স্থাপন করেন*। এই সময়ে বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত গড়েরিতর নামক স্থানে আর একটি ক্ষুদ্র রাজধানী ছিল, শেষোক্ত রাজধানী এককালে বিধ্বস্ত হইয়া এখন তৎপরিবর্ত্তে চা-বাগান শোভা পাইতেছে।

১৮০৯ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র কাছাড়ে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই সময়ে মণিপুররাজ মধুচন্দ্র ভ্রাতৃকর্ত্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কাছাড়রাজ তাঁহাকে ৫০০ শত সৈন্য সাহায্যার্থ প্রদান করিলে, মধুচন্দ্র মণিপুরে পুনরায় যুদ্ধ যাত্রা করেন। দীর্ঘকাল যুদ্ধের পর মধুচন্দ্র নিহত হইলেন, তাঁহার ২য় সহোদর চৌরজিৎ পূর্ব্ব হইতে মণিপুরে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন, তিনি ৩য় সহোদর মারজিতের সহিত এরূপ বন্দোবস্ত করেন যে, তিনি দুই বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া মারজিতের হস্তে শাসনভারপ্রদানপূর্ব্বক চিরদিনের মত তীর্থবাসী হইবেন। তিন বৎসর গত হইল, মারজিৎ চৌরজিতের নিকট মণিপুরের সর্পাশন চাহিলেন। শেষে তিনি জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার প্রাণবধের চক্রান্ত হইতেছে। তখন কালবিলম্ব না করিয়া গোপনে তিনি একমাত্র অশ্বারোহণে কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরের সহিত কাছাড় যাত্রা করিলেন। এখানে তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের ভ্রাতা কাছাড়ের শেষ রাজা গোবিন্দচন্দ্রের আশ্রয় পাইলেন। কিন্তু মারজিতের মনোহর অশ্ব দর্শনে কাছাড়রাজের লোভ হইল। এই লোভই কাছাড়-রাজবংশের সর্ব্বনাশের কারণ। কাছাড়রাজ ইচ্ছানুরূপ মূল্য লইয়া অশ্ববিক্রয়ের জন্য মারজিৎকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু মণিপুররাজকুমার প্রাণপ্রিয়তর অশ্বটি কিছুতেই দিতে চাহিলেন না, গোবিন্দচন্দ্র সেই অশ্ব বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন।

মারজিৎ আশ্রয়দাতা কর্ত্তৃক মর্ম্মপীড়িত হইয়া বনে বনে ভ্রমণ করিতে করিতে আবার রাজধানীতে উপনীত হইলেন এবং ব্রহ্মরাজের নিকট যথেষ্ট সমাদর পাইলেন, ব্রহ্মরাজ তাঁহাকে মণিপুররাজ্য উদ্ধার করিয়া দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। অল্পদিন মধ্যেই মারজিৎ ব্রহ্মরাজের সাহায্যে মণিপুর উদ্ধার করিলেন। তিনি পৈতৃক রাজ্য অধিকার করিয়া দেখিলেন, তাঁহার অশ্বাপহারী এখনও পার্শ্ববর্ত্তী রাজাসনে বিরাজ করিতেছেন। তিনি বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া কাছাড়ধ্বংস করিতে চলিলেন। রাজধানী কাশপুর ভস্মীভূত হইল। আবাল বৃদ্ধের রোদনধ্বনিতে গগন প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল! কাছাড় নরশোণিতে প্লাবিত হইল। গোবিন্দচন্দ্র আত্মরক্ষার্থ শ্রীহট্টে পলায়ন করিলেন। কাছাড় ধ্বংশ করিয়া মারজিৎ "মেয়াঙাম্বা" অর্থাৎ কাছাড়-বিজয়ী উপাধি গ্রহণ করিলেন। কিছুদিন পরে ব্রহ্মরাজ মারজিৎকে আবানগরে যাইবার জন্য আহ্বান করেন, কিন্তু মারজিৎ বলিয়া পাঠান যে যদি ব্রহ্মরাজ উভয়রাজ্যের মধ্যবর্ত্তী কোন এক স্থান নির্দ্দেশ করিয়া, স্বয়ং তথায় উপস্থিত হন, তবে মণিপুররাজ সেখানে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত আছেন। ব্রহ্মরাজ মারজিতের পত্রে আপনাকে অপমানিত বোধ করিয়া সসৈন্যে মণিপুর আক্রমণ করিলেন। মারজিৎ কাছাড়ে আসিয়া পলায়িত সহোদর চৌরজিৎ ও গম্ভীরসিংহকে আহ্বান করিলেন। তিনি উভয় ভ্রাতাকে বিজিত কাছাড়রাজ্যের এক একটি অংশ দান করিলেন। তাঁহারাও পরস্পর বিপদে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

গোবিন্দচন্দ্র রাজ্য হারাইয়া ইংরাজদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন, কিন্তু সে সময়ে কোম্পানী বাহাদুর অমিতপরাক্রম মহারাষ্ট্র ও পিণ্ডারীগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় তাঁহার কথায় কর্ণপাত করেন নাই। গোবিন্দচন্দ্র তখন নিরুপায় হইয়া ব্রহ্মরাজের নিকট সাহায্য প্রার্থী হইলেন। পররাজ্যলোলুপ শ্বেতগজাধিপ কাছাড়াভিমুখে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। মারজিৎ, চৌরজিৎ ও গম্ভীর সিংহ তিনজনে মিলিয়া প্রাণপণে ব্রহ্মসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিলেন। ব্রহ্মরাজের জয় হইল এবং কাছাড়রাজ্য ব্রহ্মরাজের হস্তগত হইল। তখন হতভাগ্য গোবিন্দচন্দ্র পুনরায় কোম্পানিবাহাদুরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের অবসানে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে গোবিন্দচন্দ্র ইংরাজসৈন্য-সাহায্যে পুনরায় কাছাড়ের ময়ূরাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন। ইংরাজসৈন্য কাছাড় পরিত্যাগ করিয়া আসিবার অল্পদিন পরেই কাছাড়ীসেনার অধিনায়ক তুলারাম

---

* এড্গার, কাপ্তেন ফিসর ও হণ্টার প্রভৃতি সাহেবের মতে, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাশপুর রাজধানী স্থাপিত হয়। কিন্তু তাহারও অনেক পূর্ব্বে যে এখানে হেড়ম্বরাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা ১৬৫০ শকে রচিত দেশাবলী গ্রন্থপাঠে জানা যায়।

সেনাপতি বিদ্রোহী হইয়া উত্তরকাছাড় অধিকার করেন। তৎপরে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রাজা গোবিন্দচন্দ্র গুপ্তভাবে নিহত হইলেন। তাঁহার পুত্রাদি না থাকায় তাঁহার অধিকৃতরাজ্য ইংরাজ-অধিকারভুক্ত হইল। তখনও তুলারাম উত্তর কাছাড়ে রাজত্ব করিতেছিলেন, ১৮৫৫ খৃঃ, তিনিও অপুত্রক অবস্থায় পরলোকগমন করিলে ইংরাজ-কোম্পানী তাঁহার অংশও অধিকার করিলেন।

পূর্ব্বে কাছাড়ের বনজঙ্গলে স্বভাবতই চা-গাছ জন্মাইত। ১৮৫৫ খৃঃ, চা-করেরা প্রথম ইহার সন্ধান পায়। সেই পর্য্যন্ত কাছাড়ের নানাস্থানে চা-বাগান প্রস্তুত হইয়াছে। এই চা-বাগান লইয়া দুই একবার ইংরাজরাজকে নাগাদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে, নাগাপর্ব্বতের অঙ্গামী-নাগারা কাছাড়ের উত্তরাংশে চা-বাগানে নামিয়া আসিয়া বিলক্ষণ উৎপাত করে, এই উপদ্রবে একজন চা-কর সাহেব ও ১২ জন কর্ম্মচারী নাগাদের হস্তে নিহত হন। বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট অঙ্গামী-নাগাদিগকে শাসন করিবার জন্ম ১৮৮০-৮১ খৃঃ স্বাধীন নাগরাজ্যে ইংরাজ-সৈন্ম প্রেরণ করেন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে, কাছাড়ে একজন ধর্ম্মপ্রচারক দেখা দেন। তিনি চারিদিকে এই বলিয়া ঘোষণা করিতে লাগিলেন, যে তাঁহার দৈব ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতা বলে, তিনি কাছাড়রাজ্য উদ্ধার করিবেন এবং কাছাড়ীরা আবার সকলেই স্বাধীন হইবে। দলে দলে অসভ্য কাছাড়ীরা আসিয়া তাহার সহিত যোগ দিল। তাহারা প্রথমতঃ গুঞ্জং থানা তৎপরে মাইবোং নগরে ডিপুটি কমিসনর ও তথাকার প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীদিগকে আক্রমণ করিল। এই সময়ে একটি সামান্ম যুদ্ধ বাধে। ডিপুটি কমিসনর বিলক্ষণরূপে অসির আঘাত প্রাপ্ত হন, তাহাতেই তাঁহার মৃত্যু হয়। আক্রমণকারীদের মধ্যে ৯ জন নিহত হয় এবং অবশিষ্ট সকলে বন মধ্যে পলাইয়া গিয়া আত্মরক্ষা করে।

কাছাড়ে যথাকালে আউস্, শালি ও আমনধানের চাষ হয়। এ ছাড়া সরিষা, তিসী, কলাই, ইক্ষু, লঙ্কা ও নানাবিধ শাকসব্জিরও চাষ হইয়া থাকে। এখানে মণিপুরী খেস ও কুকীরমণীদের প্রস্তুত একপ্রকার অতি উৎকৃষ্ট মসারি পাওয়া যায়।

শিলচর, সিদ্ধেশ্বর, ও হৈলাকাঁন্দি নামক স্থানে প্রতিবর্ষে কুলির হাট হয়। চাকরেরা চা-বাগানের জন্ম সেই সকল কুলী লইয়া যায়।

কাছাড়ের লোকসংখ্যা ৩১৩৮৫৮, তন্মধ্যে সহরে, গ্রামে ও ময়দানে ২৮৯৪২৫ এবং পর্ব্বতের উপর ২৪৪৩৩ জন লোকের বাস। তন্মধ্যে কাছাড়ী, কুকী, লুসাই, নাগা ও মিকির জাতির সংখ্যাই অধিক। [কাছাড়ী, কুকী প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

কাছাড়ী (কাছারী)। কাছাড়ের পার্ব্বতীয় জাতিবিশেষ। কাছাড়ের প্রধান প্রধান লোকের মতে কাছাড়ী, নাগা, আবর প্রভৃতি পার্ব্বতীয় জাতি মেচ জাতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

কাছাড়ীজাতি সাহসী, বলিষ্ঠ এবং গ্রামবাসী। তাহাদের মুখের আকার মোগলজাতির মত; চিবুক কেশশূন্য, এবং দেহ অতি অল্প লোমযুক্ত। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি শাখা আছে, যথা সরমীয়া, স্বর্গীয়া ও স্বর্গীয়-বুটিয়া। সরমীয়ারা কাছাড়ের ও আসামের উত্তরাংশে বাস করে, তাহারা হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী। স্বর্গীয়ারা পুর্ব্বদ্বারে বাস করে, তাহাদের মধ্যে সকলেই আপনাদের পূর্ব্ব রীতিনীতি অনুসারে চলে। স্বর্গীয়া বুটিয়ারা ভোটানে বাস করে, তাহারা অধিকাংশই ভোটের লামার মতাবলম্বী।

কাছাড়ীরা রাক্ষসপ্রথায় বিবাহ করে। তাহাদের প্রধান উপাস্য দেবতার নাম 'বথো', তাঁহার পত্নীর নাম 'মৈমোন'। তাহারা পরমবস্তু ভাবিয়া আকন্দগাছের পুজা করে। ওঝারা ইহাদের পুরোহিত এবং চিকিৎসক। তাহাদের প্রধান পুরোহিতের নাম দেওশী।

সমগ্র কাছাড়ীর সংখ্যা প্রায় ৩০০০০০০। আসামে একজাতি কাছাড়ীদের সঙ্গে বাস করে, তাহাদিগকে হোজাই-কাছারী বলে।

কাছাঢিলা (দেশজ) অসাবধান।

কাছাধরা (দেশজ) ১ অনুগত। ২ তোষামোদকারী। ৩ ভীরু।

কাছার (দেশজ) জেলাবিশেষ। [কাছাড় দেখ।]

কাছারী (পারস্য) ১ বিচারস্থল। ২ কার্য্যালয়। ৩ জমীদারগণের কর্ম্মচারীগণ যেখানে বসিয়া প্রজার নিকট হইতে খাজানা আদায় করে।

কাছি, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কৃষকশ্রেণীভুক্ত জাতিবিশেষ। ইহারা বাজারে ফলমূলাদি বিক্রয় ও বাগানে মালীর কাজ করিয়া থাকে। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে যে সকল কাছি জাতীয় লোক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে প্রধানতঃ ৭টি শ্রেণীবিভাগ আছে;—কনোজিয়া, হৰ্দ্দিয়া, সিংগ্রৌরিয়া, জৌনপুরীয়া, বাঙ্গনীয়া বা মগহিয়া, জেরেঠা ও কচ্ছবা। এই ৭ শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর আদান-প্রদান বা পানভোজনাদি চলে না। কনোজিয়া শ্রেণীই এই ৭ শ্রেণীর

মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানার্হ ও কচ্ছবারা সর্ব্বাপেক্ষা নিম্নপদবীতে গণ্য; কিন্তু কচ্ছবারা বলে যে তাহারাই সর্ব্বাপেক্ষা সম্মানার্হ এবং কনোজিয়রা সর্ব্বাপেক্ষা নিম্ন পদবীতে গণ্য। এই কনোজিয়া-শ্রেণী কনোজ হইতে কাশী পর্য্যন্ত, হরদিয়া-শ্রেণী পূর্ব্ব অযোধ্যায়, সিংগ্রোরিয়া-শ্রেণী অযোধ্যার দক্ষিণপশ্চিমাংশে, জৌনপুরীয়া-শ্রেণী অযোধ্যার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে, জৌনপুরীয়া-শ্রেণী বনোধা জেলায়, বাঙ্কণীয়া ও জেরেঠা শ্রেণীদ্বয় বিহারে এবং কচ্ছবা শ্রেণী ব্রজ ও জয়পুরাদি স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এই ৭ শ্রেণী ব্যতীত কাছিদিগের মধ্যে আরও তিনটি শ্রেণী অল্পসংখ্যক দেখা যায়—ধাকল্য, সুখসেন ও সচন। বিহারে ইহারাই অধিকাংশ আফিমের চাষ করে।

ললিতপুরের কাছিদিগের মধ্যে পূর্ব্বোক্ত ৭টি বা ১০টি শ্রেণী নাই। ইহারা কচ্ছবা, সলোরিয়া, হর্দ্দিয়া ও অম্বার এই চারিশ্রেণীতে বিভক্ত।

ঝান্সীতে যে সকল কাছি আছে, তাহারা বলে যে, তাহারা কচ্ছবা (কচ্ছবহ) রাজপুতজাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছে ও তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা নরবর প্রদেশ হইতে এতদঞ্চলে আসিয়াছিল।

কাছি জাতির শ্রেণী বিভাগের নামগুলি অনুধাবন করিয়া দেখিলে বোধ হয় ইহারা আপনাদিগের বাসভূমি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে, কনোজিয়া—কনোজ বা কান্যকুব্জ, হর্দ্দিয়া—হর্দ্দিয়াগঞ্জ, সিংগ্রোরিয়া—সিংগ্রোর (এলাহাবাদ হইতে ২৫ মাইল উত্তরে গঙ্গার পশ্চিমকূলে অবস্থিত, রামায়ণোক্ত নিষাদরাজ্য "শৃঙ্গবের পুরী"), জৌনপুরীয়া—জৌনপুর; বাঙ্কণীয়া বা মগহিয়া—মগধ, কচ্ছবা—কচ্ছবহ, সুখসেন—সঙ্কিশা (রামায়ণোক্ত "সাঙ্কাশ্য"—কালীনদীর তীরে মৈনপুরী ও ফরক্কাবাদের মধ্যে আজিও ইহার ভগ্নাবশেষ আছে)।

অনেকস্থলে ইহারা কোয়েরি মুরাও বা মোবাই নামে অভিহিত হইয়া থাকে। ইহারা কৃষিকর্ম্মে অতি পটু এবং অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নরূপে উত্তমোত্তম শস্যাদি ফল উৎপাদন করিতে পারে।

আগ্রাঅঞ্চলে কচ্ছবহ কাছির সংখ্যাই অধিক। কচ্ছবহ রাজপুত ঠাকুরদিগের ঔরসে ক্রীতদাসীর গর্ভে ইহাদের উৎপত্তি। দাক্ষিণাত্যে এই জাতি যথেষ্ট আছে। ইহারা কুণবী জাতির সদৃশ পদবীতে গণ্য। বোম্বাই প্রদেশে ইহারা ফলফুল ও তরকারী বিক্রয় করে বটে, কিন্তু সাধারণ লোকের জন্য ইহারা বিক্রয় করেনা; দেবসেবার জন্য ইহারা মাথায় করিয়া মন্দিরে মন্দিরে ঘুরিয়া বিক্রয় করিয়া বেড়ায়। দাক্ষিণাত্যে ইহাদের মধ্যে কেবল মাত্র ২টী শ্রেণীতে ভেদ আছে—কাছি বুন্দেলী ও কাছি নরবরী।

রাজপুতানার ঢোলপুর প্রদেশেই কাছিজাতি যথেষ্ট আছে।

কাছিম (দেশজ) জলজন্তুবিশেষ। [কচ্ছপ দেখ।]

কাছী (দেশজ) মোটা দড়ি, যাহাদ্বারা নৌকাদি দৃঢ়রূপে তীরে বাঁধিয়া রাখা হয়।

কাছে (দেশজ) নিকটে।

কাছ্লা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে বুদাউন জেলার বুদাউন তহসীলের অন্তর্গত নগরবিশেষ। গঙ্গার পশ্চিমতীরে বুদাউন সহরের ৯ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। বুদাউনের নিম্নে বেরেলী ও হাতরাশের মধ্যবর্ত্তী রাজপথ গঙ্গাতীরে আসিয়া মিলিয়াছে। গ্রীষ্মকালে গঙ্গায় নৌসেতু বাঁধিয়া ঐ পথের কার্য্য চলিয়া থাকে। বেরেলী হইতে শস্যাদি এই পথে বুদাউনে আমদানী হয়, তৎপরে কাছ্লায় নৌকা বোঝাই হইয়া কাণপুর ও ফতেগড়ে রপ্তানি হয়। এখানে থানা, ডাকঘর, আফিমের গুদাম, সরাই, হাট ও তাঁবু ফেলিবার মাঠ আছে। সপ্তাহে দুইবার হাট হয়।

কাজ (দেশজ, প্রাকৃত কজ্জ শব্দের অপভ্রংশ) কার্য্য, কর্ম্ম।

কাজর (হিন্দী) কাজল, অঞ্জন।

"কাজরে রঞ্জিত বলি ধবল নয়নবর।
ভ্রমর ভুলল জনু বিমল কমলপর॥" বিদ্যাপতি।

কাজর—মুসলমানজাতিবিশেষ। পারস্যের বর্ত্তমান রাজবংশ এই জাতীয়। যে সময় সুরুফভি বংশীয় প্রথম সম্রাট শাহ ইস্মাইল শিয়া-মত পারস্যের রাজকীয় মতরূপে প্রচার করেন, তখন যে ৭টি তুর্কীজাতি তাঁহার পৃষ্ঠপোষক ছিল, ইহারা তাহাদের একতম। একসময়ে প্রাচীন হির্কনিয়া (বর্ত্তমান মসন্দরান্) রাজ্যে এই কাজরজাতি মহা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ১৫০০ খৃষ্টাব্দের (হিজিরা ৯০৬) পূর্ব্বে এই জাতির কথা শুনা যায় না। ঐ সময়ের একখানি হস্তলিখিত গ্রন্থে "পিরিকো কাজর" নামক এক ব্যক্তির নাম আছে, তৎপূর্ব্বের কোন সাহিত্যেও "কাজর" জাতির উল্লেখ নাই। অস্ত্রাবাদ ও মসন্দরান প্রদেশে ইহারা অধিক সংখ্যক বাস করে। রাজপুতের ন্যায় ইহারা কেবল যুদ্ধব্যবসায়ী; এই জাতিসম্ভূত আগা মুহম্মদ খাঁ ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে প্রথম সম্রাট হন ও অস্ত্রাবাদের নিকট বাস করেন। (ইনি একজন সামান্য সৈনিকের পুত্র এবং এক সময়ে নাদিরসাহের সভা হইতে বিতাড়িত হন।) নাদিরের এক ভ্রাতুষ্পুত্র ইহাকে বাল্যকালে পাইয়া খোজা করিয়া দেন। ইনি লোভী ও পরাক্রমপ্রিয়

ছিলেন, ইহার পর ইহার ভ্রাতুষ্পুত্র কতে আলী (১৭৯৯ খৃঃ) সম্রাট্ হন। ইহার সময়েই রুষ পারস্যের যুদ্ধ ঘটে। কর্ণেল ম্যাকগ্রিগরের মতে—তিমুর বাদশাহ ৮০৩ হিজিরায় সিরিয়া হইতে কাজরদিগকে এদেশে আনয়ন করেন। ইহাদের মধ্যে য়োকরিবাস ও আশোগাবাস নামে দুটি শ্রেণী ও প্রত্যেক শ্রেণী ৬টী করিয়া বংশভেদ আছে। জিয়াডোগ্লু নামক কাজর-জাতীয় একটি বংশ রুষ-আর্ম্মেনিয়ার গাঞ্জাপ্রদেশে উঠিয়া গিয়া বাস করিতেছে। আজদানলু বংশীয়েরা ১ম তমাস্প শাহের সময় মার্ব্ব প্রদেশে উঠিয়া যায়, কিন্তু বোখারার খাঁ সাহেবের অধীনে উজ্‌বাক্ বংশীয়েরা তাহাদিগকে দূরীভূত এবং অবশিষ্ট অনেককে সমূলে বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

কাজল (ক্লী) কুৎসিতং জলম্, কোঃ কাদেশঃ। ১ কুৎসিত জল। ২ (দেশজ) কজ্জল, অঞ্জন।

কাজলগৌরী (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Tacca integrifolia.)

কাজলনতা (দেশজ) কাজল প্রস্তুত করিবার জন্য লৌহ-নির্ম্মিত বস্তুবিশেষ। বাঙ্গালী কন্যাদিগকে বিবাহকালে কাজলনতা হাতে রাখিতে হয়।

কাজলবলি (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Alpinia Banglium, *Buch.*)

কাজলবাস (তুর্কী কাজল্ অর্থ লাল+বাস=যাহারা মাথায় লাল টুপী ব্যবহার করে।) শিয়াসম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান জাতিবিশেষ। পারস্যের তাব্রিজ, সিরাজ, মেসিদ্ ও কের্ম্মান্ নগর এই জাতির জন্মভূমি। তথায় ইহারা অশ্বপালন, মেষপালন ও কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

কাজলবাসেরা বিলক্ষণ সাহসী, দুর্দ্দান্ত ও মহাযোদ্ধা। ইহারা পারস্যবীর নাদিরসাহের বিপুলবাহিনী মধ্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। নাদিরসাহের খুন হইলে কাজলবাসেরা আহ্মদ-সাহের সহিত মিলিত হইয়া কাবুল অধিকার করে। এই সময়ে ইহাদের সংখ্যা প্রায় ১৫০০০০। আহ্মদসাহের মৃত্যুর পর ইহারা কাবুলের নিকটবর্ত্তী চান্দোলগ্রামে বাস করিতে থাকে। ইহারা সুন্নিসম্প্রদায়ভুক্ত দুরাণি সর্দ্দারগণের ঘোর শত্রু, আফগান্ সর্দ্দারেরা ইহাদিগকে ভয় করিয়া চলেন।

এক্ষণে কাজলবাস-সৈন্য আমীরের, আফগান সর্দ্দারগণের এবং বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করিতেছে।

কাজলা (দেশজ) কৃষ্ণবর্ণ, কালরঙ্গের বস্তু।

কাজলালটোরা (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। (Lanius excubitor.)

কাজলি (দেশজ) ১ কালরঙ্গের বস্তু। ২ মৎস্যবিশেষ। (Malopterurus Koila, *Buch.*)

কাজাক্, (কজ্জাক) মধ্য-এসিয়ার ভ্রমণকারী মুসলমান জাতিবিশেষ। য়ুরোপে ইহারা কোসাক নামে পরিচিত। ইহারা মধ্য-এসিয়ার উত্তরবিভাগস্থ মরুপ্রদেশের অন্তর্গত ভূভাগসমূহে প্রধানতঃ বাস করে। তুর্কিজাতির ন্যায় ইহাদের মধ্যে নানাবিধ শ্রেণী, শাখা ও বংশবিভাগ আছে। য়ুরোপে ইহারা বৃহৎ, মধ্য ও ক্ষুদ্রদল এই তিনভাগে বিভক্ত। এরূপ বিভাগ কিন্তু মধ্য এসিয়ায় নাই। ভ্রমণ-প্রিয়তা ও যুদ্ধ-প্রিয়তার জন্য অতি দূরবাসী ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা একত্র হয়। এম্বানদীর তীরে, আরাল হ্রদের তীরে এবং বল্কাশ ও আলাতৌ হ্রদের তীরে ইহাদের অধিক সংখ্যক দেখা যায়, কিন্তু এতদূরবর্ত্তী হইলেও সর্ব্বদা সকল প্রদেশে ভ্রমণ করার জন্য ইহাদের ভাষাগত বিশেষ পার্থক্য নাই।

ট্রান্‌সাক্সিয়ানা প্রদেশে ইহারা তোকেল বা তিয়োকেল সুলতান্ নামক একব্যক্তির অধীনে স্বাধীন জাতিরূপে প্রথম অভ্যুত্থান করে। ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে (৯৪১ হিজিরা) জক্সর্তেশনদীর তীরে ইহারা বড়ই দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে। সুলতান্ তোকেল মস্কাউনগরে রুষ সম্রাট্ কেডোবের নিকট অনেকবার দূত পাঠাইয়াছিলেন।

এই যুদ্ধপ্রিয় জাতীরা "যদ তসাই" (দৈবশক্তিসম্পন্ন প্রস্তরখণ্ড) নামক একপ্রকার প্রস্তরখণ্ডের রোগমোচনের শক্তি, যুদ্ধে জয়বিধানের শক্তি, এবং ভূতবর্গের উপর ক্ষমতা আছে বলিয়া বিশ্বাস করে।

ইহারাই ১৬শ শতাব্দীতে তাতারসেনা দলের মধ্যে সম্মুখ-ভাগে থাকিয়া যুদ্ধ করিত। রুষিয়া এই সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ইহারা সেই সুবিধায় সেই সময় প্রায় সমস্ত রুষিয়ারাজ্য বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলে, এমন কি অষ্ট্রাকান পর্য্যন্ত অধিকার করে। শেষে প্রচণ্ডবীর ইভান (Ivan the terrible) ইহাদিগকে রুষসীমার বহির্দ্দেশে দূরীভূত করিয়া দেন। ইহারা পরাস্ত হইয়া সমরকন্দ, বোখারা ও খিবা প্রদেশে পলাইয়া যায়। এস্থলেও ইহারা দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে, পরে অল্পদিন হইল এখানেও রুষ-অধিকার বিস্তৃত হওয়ায়, ইহারা কতকটা শান্ত হইয়া নামমাত্র রুষিয়ার অধীনতা স্বীকার করিয়াছে। কাজন প্রদেশে এইজাতীয় লক্ষাধিক লোক বাস করে।

ইহাদের ভিন্ন শ্রেণীর ভিন্ন মসজিদ্, ভিন্ন কবরভূমি ও তাঁবু ফেলিবার স্থান আছে। ইহাদের মধ্যে অনেক ধনী বণিক আছেন। অনেক সম্মানার্হ বিদ্বান্‌ও আছেন। রুষিয়ার কোন আইন ইহারা গ্রাহ্য করে না। ভাষায় ও আচার ব্যবহারে তুরুষ্কজাতি হইতে বিশেষ পৃথক্ নহে। ইহাদের স্ত্রীলোকের ও শিশুর গাত্রবর্ণ য়ুরোপীয়গণের ন্যায়, কেবল

সূর্য্যোত্তাপে অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়। ইহাদের মস্তক দীর্ঘ, পাগড়ী কোণাকার, চক্ষু বাদামের ন্যায় ও ঔজ্জ্বল্যবিশিষ্ট, হনু উচ্চ, চেপ্টা নাক, প্রশস্ত ললাট, ওষ্ঠ বৃহৎ ও গোঁপ অল্প। ইহাদের মতে কার্দ্দুনযাজকগণের স্ত্রীজাতিই সুন্দরী। ইহারা গ্রীষ্মকালে কল্পক নামক পাগড়ী ও শীতকালে তুমক নামক টুপি পরে। ইহারা সামুদ্রিক শাস্ত্র, ফলিতজ্যোতিষ, ভূতাদি আহ্বান প্রভৃতিতে বিশ্বাস করে ও সেই সেই শাস্ত্রের বহুল আলোচনা করে।

১৮১২ হইতে ১৬ খৃষ্টাব্দে, ইহাদের মধ্য হইতে কতক-গুলি উপযুক্ত লোক লইয়া রুষসম্রাট্ ৮০টি সৈন্যদল প্রস্তুত করিয়াছেন।

য়ুরোপীয় কোসাকেরা দেখিতে সুপুরুষ, আতিথেয় ও সম্মানার্হ। বিবাহিত স্ত্রীলোকেরা মস্তকে একটি রাত্রি-কালোচিত রেশমী টুপি পরে ও তাহার গাত্রে একখানি রুমাল জড়ান থাকে।

কাজিয়া (আরব্য) কলহ, বিবাদ।

কাজী (আরব্য) মুসলমান-সমাজের বিচারপতি। যেখানে মুসলমানের রাজত্ব, সেইখানেই কাজী সমাজনীতি, ধর্ম্ম-নীতি, ফৌজদারী ও দাওয়ানী বিধি অনুসারে বিচার করেন। যখন ভারতরাজ্য মুসলমানরাজের অধীন ছিল, তৎকালে এই কাজীরা বিচারকপদে অভিষিক্ত ছিলেন। এই বঙ্গ-দেশেই অনেক কাজী বিচার করিতেন; শুনা যায়, তাঁহা-দের মধ্যে পক্ষপাত ও স্বেচ্ছাচারিতা কিছু প্রবল ছিল, সেই জন্য বোধ হয় এখনও অনেকে কোন প্রকারে অন্যায় বিচার হইলে 'কাজীর বিচার হইল' বলিয়া উপহাস করেন। এখন ইংরাজাধিকৃত ভারতসাম্রাজ্যের মধ্যে কাজীরা মুসলমান-দিগের বিবাহকালে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহবন্ধন দৃঢ় করিয়া থাকেন। কিন্তু তুরুষ্ক, আরব ও পারস্যে ইহারা এখনও বিচারকের কার্য্য করিয়া থাকেন, তবে দেশভেদে ইহাদের মর্য্যাদার কিছু তারতম্য আছে। তুরুষ্কদেশে ইহাদের হস্তে বিচারের পূর্ণ ক্ষমতা থাকিলেও, সেখানে কাজীরা মুফ্‌তির অধীন। তুরুষ্কাধিপ হারুণ আল্ রসীদের সময় হইতে কাজীর হস্তে বিচারভার অর্পিত হয়, সর্ব্বপ্রথম কাজীর নাম আবু য়ুসফ্। সকল দেশ অপেক্ষা আরবরাজ্যে কাজীদিগের ক্ষমতা অধিক, যদি প্রজারা কোন কারণে দেশের অধিপতির নামে অভিযোগ করেন, তাহা হইলে প্রবল-পরাক্রান্ত মস্কটাধিপ ইমামকেও কাজীর সমক্ষে উপস্থিত হইতে হয়। পারস্যদেশে প্রত্যেক নগরেই কাজী আছেন, তাঁহারা প্রত্যেকেই শেখ উল্ ইস্লামের অধীন। সর্ব্বপ্রধান কাজীর নাম কাজীউল কাজৎ।

কাজী আহ্মদবিন্ মুহম্মদ অল্গফারি অল্কাজ্‌বিনি। একজন বিখ্যাত ঐতিহাসিক। ইনি নুসখ্ ইজহন্-আরা নামক একখানি ইতিহাস লিখিয়াছেন, সেই গ্রন্থে মুসলমান রাজ্যের স্থাপন হইতে আরম্ভ করিয়া ৯৭২ হিজিরী পর্য্যন্ত লেখা ঘটনাবলী লিখিত হইয়াছে। কাজী আহ্মদ্ পদব্রজে পারস্য হইতে মক্কা দর্শনে গমন করেন, তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া সিন্ধুপ্রদেশে দৈবাল নামক গ্রামে ইহার মৃত্যু হয় (১৫৬৭ খৃঃ।)

কাজীমআলীখাঁ. একজন মুসলমান চিকিৎসক ও ওমরাহ। ইনি আগ্রানগরে যমুনাতীরে (১৫৫১ খৃঃ) একসুন্দর উদ্যান নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন। সেই উদ্যানের আর পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নাই, অধিকাংশ নষ্ট হইয়াছে। যাহা অবশিষ্ট আছে, তাহা অদ্যাপি "হকীম্-কা-বাঘ" নামে প্রসিদ্ধ।

কাজীয়াৎ (পারস্য) কাজীর কার্য্য, বিচার।

কাজ্‌লা (দেশজ) কোন ক্রমনিম্নস্থানে একটি দ্রব্য রাখিয়া তাহা ঠেলিয়া উপরদিকে না তুলিয়া, যদি ঐ দ্রব্যটির নিম্নদেশ হইতে স্থানটিকে চালনা করা যায়, তাহা হইলেও দ্রব্যটি উপরদিকে উঠিতে থাকে, এই প্রক্রিয়ার নাম কাজ্‌লা।

কাঞ্চন (ক্লী) কাঞ্চতে দীপ্যতে, কচি-ল্যু। ১ স্বর্ণ। ২ পদ্ম-কেশর। ৩ ধন। ৪ (ক্লী পুং) নাগকেশর ফুল। ৫ দীপ্তি। ৬ বন্ধন। ৭ (ত্রি) স্বর্ণ নির্ম্মিত। (পুং) ৮ পুষ্পবৃক্ষবিশেষ; এই পুষ্প শ্বেত ও রক্ত ভেদে দুই প্রকার। রক্ত পুষ্পের সংস্কৃত পর্য্যায়—রক্তপুষ্প, কোবিদার, যুগ্মপত্র ও কুণ্ডল। শ্বেত পুষ্পের পর্য্যায়—কাঞ্চনাল, কর্ব্বুদার ও পাকারি। [কাঞ্চনফুল শব্দে গুণাদি দেখ।] ৯ চম্পক। ১০ উদুম্বর। ১১ ধুস্তূর। ১২ পুরূরবার বংশীয় ভীমের পুত্রবিশেষ। ("ভীমস্তু বিজয়স্যাথ কাঞ্চনো হোত্রকস্ততঃ। ভাগ ৯।১৫।৩।) ১৩ পঞ্চম বৃক্ষ। ১৪ নারায়ণের পুত্রবিশেষ। ১৫ ধনঞ্জয়-বিজয় নামক গ্রন্থ প্রণেতা।

কাঞ্চনক (ক্লী) কাঞ্চন-সংজ্ঞায়াং কন্। ১ হরিতাল। ২ ধান্য-বিশেষ (সুশ্রু° সূত্র° ৪৬ অঃ।) ৩ (পুং) কাঞ্চনফুলের গাছ।

কাঞ্চনকদলী (স্ত্রী) কাঞ্চনবর্ণা কদলী, মধ্যলো°। চাঁপা কলা।

কাঞ্চনকন্দর (পুং) কাঞ্চনস্য কন্দরঃ, ৬তৎ। স্বর্ণের খনি।

কাঞ্চনকারিণী (স্ত্রী) কাঞ্চনং বহুমূল্যেন বন্ধনং করোতি, কাঞ্চন-কৃ-ণিনি-ঙীপ্। শতমূলী। [শতাবরী দেখ।]

কাঞ্চনক্ষীরী (স্ত্রী) কাঞ্চনমিব ক্ষীরমস্যাঃ, বহুব্রী। ক্ষীরিণীলতা।

কাঞ্চনগিরি (পুং) কাঞ্চনময়োগিরিঃ, মধ্যলো°। ১ সুমেরু পর্ব্বত। ২ দান করিবার উদ্দেশ্যে স্বর্ণনির্ম্মিত কৃত্রিম পর্ব্বত।

কাঞ্চনগৈরিক (ক্লী) কাঞ্চন গিরিতো জাতম্, কাঞ্চন-গিরি-টঞ্। সুমেরু পর্ব্বতজাত গিরিমাটি।

কাঞ্চনচক্র (ক্লী) বৌদ্ধশাস্ত্রমতে পৃথিবীর মধ্যভাগ। (দিব্যাবদান ১৯৮।৮)

কাঞ্চনচয় (পুং) কাঞ্চনস্য চয়ঃ রাশিঃ, ৬তৎ। স্বর্ণের রাশি।

কাঞ্চনজঙ্ঘা। পূর্ব্ব হিমালয়ের এক অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ, সিকিম ও নেপালের প্রান্তসীমায় অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ৪২′৫″, দ্রাঘি° ৮৮°১১′২৬″ পূ:। ধবলাগিরি ছাড়া এত-বড়শৃঙ্গ আর জগতে নাই, ২৮১৭৬ ফুট ইহার উচ্ছ্রায়। এই শৃঙ্গ গোস্বামীস্থান হইতে ৬৫ ক্রোশ পূর্ব্বে থাকিয়া ইহার শৃঙ্গ দ্বারা যেন নেপালের পূর্ব্ব সীমা রক্ষা করিতেছে। এই শৃঙ্গ নিরবচ্ছিন্ন তুষারাবৃত থাকে। সূর্য্যোদয়কালে দূর হইতে ঠিক্ কাঞ্চনের ন্যায় দেখায়, সেইজন্য বোধ হয়, এই শৃঙ্গ 'কাঞ্চনজঙ্ঘা', 'কাঞ্চনজিহ্ব', 'কাঞ্চনশৃঙ্গ', এবং কোন কোন সংস্কৃত পুস্তকে 'কাঞ্চনাদ্রি' নামে অভিহিত।

কাঞ্চনপল্লী। বঙ্গদেশের চব্বিশ পরগণার উত্তর প্রান্তে কলিকাতা হইতে ১৪ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত একটি প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। এখানে পূর্ব্ববঙ্গরেলওয়ের একটি আড্ডা আছে। ইহার বর্ত্তমান নাম এবং প্রাচীন কিংবদন্তি দ্বারা অনেকে অনুমান করেন যে, এক সময় ইহা বঙ্গবিখ্যাত কুমারহট্ট (হালিসহর) গ্রামের একটি সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট পল্লী ছিল*। এই গ্রামের লোকব্যবহৃত নাম কাচরাপাড়া বা কাচনাপাড়া কি কাঁচরাপাড়া। পশ্চিমাংশ বর্দ্ধমানজেলা প্রভৃতি রাঢ় দেশীয় লোক ইহাকে কাতলাপাড়াও† বলিয়া থাকে। উক্ত গ্রামের মধ্যে পুরুষপরম্পরায় একটি জনপ্রবাদ আছে, যে কাঞ্চনপল্লী নামটি ইহার গৌরবসূচক নাম। পূর্ব্বকালে এইস্থানে বহুসংখ্যক পণ্ডিত ও বিচক্ষণ চিকিৎসকের বাস ছিল বলিয়া লোকে ইহাকে আদর করিয়া কাঞ্চনপল্লী বলিতেন, বস্তুতঃ এখানে কাচনা নামে এক প্রকার ঘাস হইত বলিয়া কাচনাপাড়া নাম হইয়াছিল। কেহ কেহ কহেন যে পূর্ব্বে এখানে অনেক সুবর্ণবণিকের বাস ছিল এবং স্বর্ণ রৌপ্যের ক্রয় বিক্রয় হইত বলিয়া, ইহাকে সাধারণে কাঞ্চনপল্লী বলিত। এই শেষোক্ত কথার প্রমাণ পক্ষে অদ্যাপি একটি নিদর্শন পাওয়া যায়। কলিকাতার বড়বাজারে অদ্যাপি যে সকল নিক্তি বিক্রয় হয়, তাহার প্রতিষ্ঠার জন্য বিক্রেতারা তাহা কাচনাপাড়ার নিক্তি বলিয়া পরিচয় দেয়, কিন্তু বহুকাল হইতে উক্ত গ্রামে কোন প্রকার নিক্তি প্রস্তুত হইতে দেখা যায় না। যাহা হউক পূর্ব্বকালে ঐ গ্রাম সুবর্ণাদি মূল্যবান্ ধাতু ক্রয়বিক্রয়ের স্থান থাকা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয়। যদিও বাগেরখাল নামক একটি কৃত্রিমনদী ইহাকে মূলস্থান কুমারহট্ট হইতে পৃথক করিয়া ফেলিয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বকালে ইহা যে কুমারহট্টের সঙ্গে একত্র ও সংযুক্ত ছিল, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ হইতে পারে না, কারণ বাগেরখাল নামক খাল কুমারহট্ট ও কাঞ্চনপল্লী সংস্থাপনের অনেকপর নির্ব্বাসিত মল্লিক সাহেব, তাঁহার বাসস্থানের গড় স্বরূপ বাণিজ্য কার্য্যের সুবিধার জন্য ফুলিয়া গ্রামের নিম্নস্থ যমুনা হইতে ভাগিরথী পর্য্যন্ত প্রায় দুই ক্রোশ বিস্তৃত একটি খাল কাটাইয়া দেন। উক্ত খাল এই উভয় স্থানের মধ্যে ব্যবধানস্বরূপ থাকা সত্ত্বেও কাঞ্চনপল্লী অদ্যাপি হাবিলিসহর পরগণার অধীন ও কুমারহট্ট সমাজভুক্ত। ইহার বর্ত্তমান দক্ষিণসীমা মল্লিক সাহেবের কাটাখাল, পশ্চিমে ভাগীরথী খাত, উত্তরে যমুনা-তীরস্থ মুরতিপুর ও পূর্ব্বসীমা সিন্দে ভবানীপুর। এই গ্রাম যে গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থানে চরপত্তন হইয়া তাহার উপর সংস্থিত হইয়াছে, অদ্যাপি তাহার বহুতর প্রমাণ পাওয়া যায়। এই বিষয়ের একটি চমৎকার আখ্যান আছে। একদা কাঞ্চনপল্লী-নিবাসী একজন তীর্থযাত্রী কাশীধামে একজন দণ্ডাশ্রমী পুরুষকে দর্শন করিতে গিয়া পরস্পর কথাপ্রসঙ্গে পরিচয় দিলেন, যে "আমার নিবাস ত্রিবেণীর পরপারস্থিত ভাগীরথীতীরবর্ত্তী কাঞ্চনপল্লী।" সিদ্ধপুরুষ কহিলেন, "কি, ত্রিবেণীর পরপার কাঞ্চনপল্লী? কোন্ ত্রিবেণী? ত্রিবেণীর পূর্ব্বপারে তো ভেঁপুরনগর।" তীর্থযাত্রী কহিলেন, "ভেঁপুর-নগর আমার বাসস্থান হইতে প্রায় চারি ক্রোশ পূর্ব্বে।" সাধু বলিলেন, "তবে কি তোমরা গঙ্গাযমুনার মধ্যস্থানে চরের উপর বাস কর। আশ্চর্য্য! ইহার মধ্য গঙ্গায় চর হইয়া তাহাতে গ্রামের পত্তন হইয়াছে! কালের কি কুটিলা গতি!" যাহা হউক, অদ্যাপি উক্ত ভেঁপুরগ্রামে নগরঘাটা ও জগাতিঘাটা প্রভৃতি স্থান বিদ্যমান আছে এবং সেই সেই স্থান যে একসময় নগর-বিশেষ ও বাণিজ্যস্থান ছিল, তাহা সময়ে সময়ে এখানকার মৃত্তিকার নিম্ন হইতে তৈজসাদি বহুবিধ দ্রব্যজাত প্রাপ্ত হওয়ায় অনেকে স্থির করিয়াছেন। যদিও এই কাঞ্চনপল্লী

* অনেক বিচক্ষণ ও পণ্ডিত লোক অনুমান করেন, যে পাড়া শব্দই কোন একখানি মূল গ্রামের অংশ বা খণ্ড পরিচায়ক, যেমন উত্তরপাড়া, একসময় পল্লিগ্রামের উত্তরদিকস্থ পল্লী ছিল, কিন্তু বালির খাল মধ্যস্থানে ব্যবধান হওয়ায় ক্রমে পৃথক্ গ্রামরূপে পরিচিত হইল। সেইরূপ কাঁচরাপাড়া ও হালিসহরের মধ্যস্থানে মল্লিক সাহেব খাল কাটিয়া দেওয়ায় কাঁচরাপাড়া স্বতন্ত্রগ্রাম বলিয়া বিখ্যাত হয়।

† রাঢ়দেশে রাহুয়মারাকেও 'কাতলাপাড়া' বলে।

গঙ্গাযমুনার মুক্তবেণীর মধ্যস্থিত চরের উপর উৎপন্ন বলিয়া অনেক প্রমাণ ও নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু ইহা যে অন্যূন তিনশত বৎসরের পূর্ব্বকালবর্ত্তী, সে বিষয়েও অনেক সংশয়চ্ছেদী প্রমাণ পাওয়া যায়। এই কাঞ্চনপল্লী শ্রীচৈতন্যদেব মহাপ্রভুর সমকালবর্ত্তী সেন শিবানন্দের পাট। বৈষ্ণবদিগের প্রসিদ্ধ পাটমালাগ্রন্থে ইহার নাম দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু তাহাতে কাঞ্চনপল্লী নামটীই লিখিত আছে, তৎপূর্ব্বে উহা অন্য নামেও আখ্যাত হইবার কথা শুনা যায় ও প্রমাণ পাওয়া যায়। বৈদ্যজাতির একটি সমাজের নাম নরহট্ট অর্থাৎ নরহট্টগ্রামীয়। এই নরহট্ট-গ্রামই কাঞ্চনপল্লীর প্রাচীন নাম। এক্ষণে যে স্থলে কাঁচড়াপাড়ার বড় চড়া, প্রাচীন লোকেরা বলেন যে পূর্ব্বে ঐ স্থানেই নরহট্ট গ্রাম ছিল। কালে উহা গঙ্গার গর্ভসাৎ হইয়া যায় এবং তথাকার লোকেরা ক্রমে তৎপূর্ব্বদিকে সরিয়া আসাতে কাঁচড়াপাড়ার উৎপত্তি হয়। সেই প্রাচীন কাঁচড়াপাড়াও ক্রমে গঙ্গায় ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, বহুতর কাংস্যবণিক উহার পরপার বংশবাটী অর্থাৎ বাঁশবেড়ে গ্রামে উঠিয়া গিয়া বাস করে এবং তদবধি বাঁসবেড়ে গ্রাম কাঁসারিজাতির একটি প্রধান স্থান হইয়া উঠে। বিশেষতঃ সেন শিবানন্দ নিজ গুরু শ্রীনাথ আচার্য্যের নামে যে কৃষ্ণরায়বিগ্রহ প্রকাশ করেন; ঐ বিগ্রহ * প্রথমতঃ শ্রীনাথাচার্য্যের দৌহিত্রসন্তান শ্রীমহেশের † নিজ বাটীতে থাকিতেন। একদা বঙ্গপ্রভাকর মহারাজ প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাতপুত্র যশোরজিৎ রায় (কচুরায়) কোন বিশেষ কারণে দিল্লী যাইবার সময় কাঁচড়াপাড়া হইয়া যান এবং যাত্রাকালে কৃষ্ণরায়বিগ্রহ দর্শন করিয়া এইরূপ মানসিক করেন যে, "যদি আমি দরবারে ফতে হই, তাহা হইলে ঠাকুরের একটি শ্রীমন্দির প্রস্তুত করিয়া দিব।" দৈবযোগে যশোরজিৎ রায় দরবারে কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাগমনকালে পুনর্ব্বার কৃষ্ণরায়কে দর্শন করিয়া আইসেন; এবং তাঁহার শ্রীমন্দির, ভোগমন্দির ও দোলমন্দির প্রস্তুত করিয়া দেন এবং নিত্যসেবা নির্ব্বাহের জন্য কৃষ্ণবাটীনামে একখানি নিষ্কর তালুক প্রদান করেন; অদ্যাপি ঐ কৃষ্ণবাটী তালুক উক্ত বিগ্রহেরই সেবার্থ সেবায়ৎ অধিকারীদিগেরই

* "অস্তি শ্রীকৃষ্ণদেবোয়ঃ প্রাদুরাসীৎ স্বয়ং কলৌ।
অনুগ্রহায় দ্বিজঃ কিঞ্চিৎ শ্রীয়ঃ শ্রীনাথসংজ্ঞকঃ।"
এই শ্লোকটি উক্ত কৃষ্ণরায় বিগ্রহের পদ্মাসনে খোদিত আছে।

† ঐ শ্রীমহেশই কাঁচড়াপাড়ার কৃষ্ণরায়বিগ্রহের বর্ত্তমান অধিকারী-বংশের আদিপুরুষ বলিয়া অধিকারী মহাশয়েরা পরিচয় দেন এবং তিনি ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন বলিয়া এক্ষণে ইঁহারাও মুখোপাধ্যায় উপাধিতে অভিহিত হন।

স্বত্বাধিকারে আছে। তবে রাজার আমলে যেমন নিষ্কর ছিল, এক্ষণে আর সেরূপ নাই। লর্ড কর্ণওয়ালিস সাহেবের দশশালা বন্দোবস্তের সময় বার্ষিক ২৮৮৶৹ কর ধার্য্য হইয়াছে। ঈশানচন্দ্র অধিকারী মুখোপাধ্যায় এক্ষণে এই বংশের প্রধান ও প্রাচীন। যশোরজিৎরায় যে দেবালয় করিয়া দেন, সে দেবালয় ও তৎসন্নিহিত নগরের বাজার প্রভৃতি কাঁচড়াপাড়ার বহুতর প্রাচীন-কীর্ত্তি কালে গঙ্গাগর্ভে জলসাৎ হইয়া সেই সেই স্থানে এক্ষণে পুনরায় নূতন চরের উৎপত্তি হইয়াছে। এই দেবালয় ধ্বংস হইবার পর কলিকাতানিবাসী নিমাইচরণ ও গৌরচরণ মল্লিক * এক লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া কৃষ্ণরায় জীউর দেবমন্দিরাদি প্রস্তুত ও প্রতিষ্ঠিত করেন। প্রবাদ আছে, এই মহান্ কীর্ত্তির উদ্যোগেই নিমাইয়ের পরলোক প্রাপ্তি হয় এবং তাঁহার ইচ্ছাপত্রানুসারে তাঁহার উত্তরাধিকারিরা সকলকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ফলতঃ কৃষ্ণরায় জীউর দেবালয়সদৃশ দেবালয় এ অঞ্চলের আর কোন স্থানে নাই। শকাব্দা ১৭০৭ শকে শ্রীমন্দির সম্পন্ন হয়। শ্রীমন্দিরটি দেখিলে বোধ হয়, যেন কেহ ইষ্টক ও চূর্ণাদি উপকরণ কোন বিশাল পাকযন্ত্রে দ্রবীভূত করিয়া মন্দিরটিকে ছাঁচে ঢালিয়াছে, এরূপ সুঠাম সুশ্রী ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মন্দির দৃষ্টিগোচর হওয়া বঙ্গদেশে অতি বিরল। এই অদ্বিতীয় মন্দির যে কেবল ক্ষণজন্মা নিমাইচরণ ও গৌরচরণ এবং কাঞ্চনপল্লী গ্রামেরই কীর্ত্তিস্বরূপ এমন নহে, ঐ দৃষ্টিদুর্লভ দেবকীর্ত্তি আমাদিগের হতভাগা বঙ্গদেশেরও শিল্পনৈপুণ্যের মহদ্যশঃ উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতেছে। আমাদিগের দেশের পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতগণ স্বীয় স্বীয় পাণ্ডিত্য-প্রকাশ ও আবিষ্কারের জন্য দূরদেশে গমন করিয়া, পূর্ব্বতন মঠ, মন্দির ও অট্টালিকার শিল্পনৈপুণ্য পর্য্যবেক্ষণপূর্ব্বক লিপিবদ্ধ করিয়া প্রচার করিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদিগের পার্শ্বদেশে যে কত শত অসামান্য কীর্ত্তিকলাপ অব্যক্ত ও অনেকের অবিদিত রহিয়াছে, তাহা তাঁহারা কিছুমাত্র অবগত নহেন! সেন শিবানন্দের পুত্র পুরীগোস্বামী, যিনি চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক প্রভৃতি বহুবিধ গ্রন্থ রচনা করিয়া কবিকর্ণপুর উপাধি লাভ করেন, কাঞ্চনপল্লী তাঁহার জন্মভূমি ও লীলাস্থান। তিনি বৈদ্যজাতিদিগের নরহট্টসমাজভুক্ত ছিলেন। অদ্যাপি কাঞ্চন-পল্লী-নিবাসী বিখ্যাত কবিরাজ চণ্ডীচরণ রায়ের বংশোদ্ভব রায় বৈদ্যেরা কবিকর্ণপুরের সন্তান বলিয়া পরিচয়

* কিম্বদন্তী আছে, সুখসাগরের কুঠির সাহেব মিষ্টর জোসেফরট (যাঁহার ঐশ্বর্য্য ও বালাখানার তুল্য উৎকৃষ্ট প্রাসাদ বঙ্গদেশের কুত্রাপি ছিল না বলিয়া প্রবাদ আছে।) একদা বলেন, "বাঙ্গালা কা বিচ্ মে থোড়া রূপেয়া হামারা হ্যায়, আউর থোড়া রূপেয়া নিমু মল্লিককা হ্যায়"।

দেন*। কিন্তু কাঞ্চনপল্লীস্থ আর আর বৈদ্যেরা এই কথার প্রতিবাদ করিয়া কহেন যে, কবিকর্ণপুর স্বয়ং বিরক্ত বৈরাগী ছিলেন, তাঁহার কোন সন্তানসন্ততি থাকার কথা জানা যায় না। চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থাদিতেও কবিকর্ণপুরের দারপরিগ্রহ কি গার্হস্থ্যধর্ম্মের কোন কথা উল্লিখিত দৃষ্ট হয় না। কবিকর্ণপুর চৈতন্যদেবের সমকালবর্ত্তী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ কৃত চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে কবিকর্ণপুরের অনেক কথা দেখিতে পাওয়া যায়। কবিকর্ণপুরের প্রকৃত নাম পুরীগোঁসাই, ঐ পুরীগোঁসাই চৈতন্যদেবের বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন। কবিকর্ণপুর নানাবিধ সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করিয়া জগন্নাথক্ষেত্রে মানবলীলা সম্বরণ করেন। কাঞ্চনপল্লীতে তাঁহার আর বিশেষ কোন কীর্ত্তি নাই।

কাঞ্চনপল্লীর রথ অতি প্রসিদ্ধ এবং ঐ রথযাত্রা বড় সমারোহপূর্ব্বক সম্পন্ন হইত; এখন সে পূর্ব্ব সমৃদ্ধির অনেক হ্রাস হইয়াছে। কৃষ্ণরায় জীউর যে লৌহের রথ এখন বর্ত্তমান আছে, উহা কাঞ্চনপল্লীর নিকটবর্ত্তী কাউটিয়া গ্রামনিবাসী নন্দীবাবুদিগের প্রদত্ত এবং এক্ষণে রথযাত্রায় যাহা ব্যয় হয়, তাহাও উক্ত বাবুদিগের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। উক্ত বিগ্রহের পূর্ব্বে যে রথ ছিল, তাহা ঐ কাউটিয়া গ্রামের বীরেশ্বর নন্দীর পুত্রের বিবাহের আতসবাজীর আগুনে দগ্ধ হইয়া যাওয়ায়, বীরেশ্বর অতি বৃহৎ একখানি রথ প্রস্তুত করিয়া দিয়া সমারোহপূর্ব্বক তাহার প্রতিষ্ঠা করেন। তদবধি সেই রথই চলিতেছিল। সম্প্রতি নন্দীদিগের দত্ত রথও অকস্মাৎ পুড়িয়া যাওয়ায় পুনর্ব্বার ঐ বংশোদ্ভব কোন ব্যক্তি একখানি লৌহের রথ করিয়া দিয়াছেন। পূর্ব্বে কৃষ্ণরায় জীউর রথোৎসবে প্রতি বৎসরই নরহত্যা হইত, এইজন্য সেবায়তেরা বহুদিন হইতে আসল বিগ্রহকে রথে না তুলিয়া তাহার অনুরূপ একটি মৃণ্ময়বিগ্রহ রথে তুলিয়া থাকেন। ঐ মৃণ্ময়বিগ্রহের কলেবর পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন হইলে তদীয় সেবায়ত অধিকারী মহাশয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ তৎকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। কাঞ্চনপল্লিগ্রামকে যদিও এক্ষণে বৈদ্যপ্রধান স্থান বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু পূর্ব্বকালে উক্ত স্থানে যে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও অধ্যাপকের বাস ছিল, অদ্যাপি তাহার অনেক নিদর্শন রহিয়াছে।

কাঁচড়াপাড়ার ব্রাহ্মণবর্গের মধ্যে রায় চক্রবর্ত্তীরাই অতি প্রাচীন ও বনিয়াদি। চক্রবর্ত্তী-মহাশয়েরা কালক্রমে ধনগৌরবে চৌধুরী উপাধি লাভ করেন; তাঁহাদিগের বংশে অদ্যাপি পূর্ব্ব সমৃদ্ধের কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া যায়, কিন্তু রায়বংশ এককালেই ধ্বংসের দশায় পতিত হইয়াছে। ঐ বংশে এখন দুই একজন নির্ব্বাণপ্রায় দীপবর্ত্তিকার ন্যায় রহিয়াছেন। যে নিমচাঁদ শিরোমণির নাম সর্ব্বত্র বঙ্গবিখ্যাত হইয়াছিল, যিনি ন্যায়শাস্ত্রে শ্রুতিধর জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের তুল্য বলিয়া অনেকে অনুমান করিতেন, তাঁহারও জন্মভূমি এই কাঞ্চনপল্লী।

এখানে সময়ে সময়ে বিস্তর গ্রন্থকারের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। তন্মধ্যে ভূতপূর্ব্ব প্রভাকর-সম্পাদক কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও অজ্ঞানতিমিরনাশক প্রণেতা বৈদ্যনাথ আচার্য্য এবং জ্ঞানার্ণব নামক গ্রন্থরচয়িতা প্রেমচাঁদ কবিরত্ন; অদ্ভুত রামায়ণের ও তুলসীদাসী রামায়ণের অনুবাদক ও বিবিধ বঙ্গসাহিত্যের রচনাকর্ত্তা হরিমোহন সেন গুপ্ত প্রভৃতি সহৃদয় সাহিত্যপরায়ণ লোকদিগের যশঃসৌরভ বঙ্গদেশের বহুস্থানই বিস্তৃত ও বিখ্যাত আছে। এখানকার কবিরাজী চিকিৎসা বহুদিন হইতেই বিখ্যাত। তন্মধ্যে কবিরাজ চণ্ডীচরণ রায়, রাজা কৃষ্ণদাস সেন ও কৃষ্ণ কণ্ঠাভরণের নামই বড় প্রসিদ্ধ। চণ্ডীচরণ রায়ের একটি কুটচিকিৎসার যে প্রকার জনপ্রবাদ লোকপরম্পরায় চলিয়া আসিতেছে, তাহা অতি অদ্ভুত। পূর্ব্বকালে কোন সময় স্বাধীন ত্রিপুরার রাজা আনিদ্রারোগে আক্রান্ত হইয়া চিকিৎসার জন্য কাঞ্চনপল্লীতে চণ্ডীচরণের নিকট আগমন করেন। ভাগীরথীতীরে তাঁহার তাঁবু পড়ে ও চণ্ডীচরণ চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হন। তিনি রোগের লক্ষণের সঙ্গে আয়ুর্ব্বেদের ঐক্য করিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া রাজাকে আশ্বাসিত করিয়া প্রতিদিন দুইবেলা তাঁহাকে দেখিতে যান। রাজাও এদিকে আপনার আসন্ন মৃত্যু অবধারিত করিয়া তদুচিত ধর্ম্মকার্য্যে ব্রতী হইলেন এবং অপরাহ্নে পুরাণ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। এক দিন গভীর নিশীথ সময়ে তাঁহার দুই রাণী, প্রহরী এবং ভৃত্যবর্গ সকলেই নিদ্রাগত, এমন সময় হঠাৎ মেঘ গর্জ্জন করিয়া বিলক্ষণ এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল এবং তাঁবুর পার্শ্বদেশের একস্থলে স্বল্পমাত্র জল সঞ্চিত হইল। রোগের জন্য রাজার নিদ্রা নাই, দেখেন যে কিরূপে একটা কালসর্প ঐ তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইতস্ততঃ একটু বেড়াইয়া সেই সঞ্চিত জল পানানন্তর তাঁবুর বাহিরে চলিয়া গেল। রাজা ভাবিলেন যে, এই সময়! হরি এ অধমের প্রতি অনুকূল হইয়া ঐ সর্পকে প্রেরণ করিয়াছেন, আর তো এ অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য হয় না। বোধ হয় আমার এ অসাধ্য

* কাঞ্চনপল্লী নিবাসী চণ্ডীচরণ রায়ের বংশোদ্ভব শশীভূষণ রায় তাঁহার মুদ্রিত ভগবদ্গীতা গ্রন্থের পরিশেষে আত্মপরিচয়স্থলে উক্ত চণ্ডীচরণকে কবিকর্ণপুরের পৌত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

উৎকট রোগের কোন ঔষধ নাই, কবিরাজ লজ্জায় পড়িয়া আপন সম্ভ্রম রক্ষার জন্য আমায় কিছু বলিতে পারিতেছেন না, নচেৎ মাসাবধি গত হইল, এ পর্য্যন্ত রোগের কোন ব্যবস্থা হইল না। আরোগ্যলাভ তো সুদূরপরাহত! যাহা হউক, আজি এই কালসর্পের বিষদূষিত জলপান দ্বারা জীবনের সঙ্গে যন্ত্রণার শেষ করিব। রাজা মনে মনে এইটি স্থির করিয়া সেই কালসর্পের পানাবশেষ পানীয় পান করিলেন এবং আপনার অন্তিমকাল উপস্থিত জানিয়া অন্ত-কান্তক অনন্তশক্তি ঈশ্বরের স্মরণ মননে চিত্তনিবেশ করি-লেন। এই অবস্থায় রাজা যেমন শয়ন করিলেন, অমনি শ্রান্তি-হারিণী নিদ্রাদেবী আসিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া লইলেন। রাজার শ্বাসশব্দে রাণীদিগের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল; তাঁহারা প্রথমতঃ কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। ক্রমে দাসদাসী সকলকে আহ্বান করিতে করিতে রজনী প্রভাত হইয়া পড়িল। চণ্ডীচরণ কবিরাজ প্রাতঃস্নানে গমন করিয়া রাজাকে দেখিতে গেলেন এবং অমাত্য-ভৃত্য সকলের নিকট হইতে রাজার বর্ত্তমান অবস্থার কথা অবগত হইয়া নাড়ীপরীক্ষা ও অঙ্গস্পর্শ করিয়া কহিলেন, কোন ভয় নাই, আমার কোন বিরুদ্ধ লক্ষণ বোধ হইতেছে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত রাজার আপনা হইতে নিদ্রাভঙ্গ না হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমরা কেহ যেন উঁহাকে জাগাইও না। বেলা দ্বিপ্রহর অতীত, রাজার নিদ্রাভঙ্গ হইল; তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং এই নিদ্রা সেই কালকূট গরলের আচ্ছন্নতা ভিন্ন আর কিছুই নহে মনে করিয়া, কাহারও নিকট কিছু প্রকাশ করি-লেন না। বৈকালে নির্দ্দিষ্ট সময়ে কবিরাজ আসিয়া নির্জ্জনে রাজাকে কহিলেন, আমি এতদিন আপনাকে লজ্জা ও ভয়ে কিছু বলিতে পারি নাই; আপনার রোগের যে প্রকার ঔষধ ও অনুপান শাস্ত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা অতি দুর্ঘট ও দুর্লভ। যদি আপনার ইচ্ছা ও অনুমতি হয়, বলিতে পারি। রাজা শুনিতে ইচ্ছুক হওয়ায় কবিরাজ কহিলেন যে, একখানি প্রাচীন গ্রন্থে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট আছে যে, যদি অমানিশার নিশীথ সময় বৃষ্টি হইয়া সেই জল কোন খর্পরে পতিত হয়, সেই জল ভিন্ন এ রোগের ঔষধের আর কোন অনুপান নাই। ইহা শুনিয়া রাজা কবিরাজকে গত রাত্রের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিলেন এবং সেই জলাধার গর্ত্তখনন করিয়া দেখি-লেন যে, সেটি কোন শবের মাতার খুলি। ইহাতে রাজা ও কবিরাজ উভয়েরই বিস্ময় উপস্থিত হইল এবং উভয়ের আন-ন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। রাজা কবিরাজের সম্মানস্বরূপ বিস্তর ধনরত্নাদি দান করিয়া সানন্দ-হৃদয়ে স্বদেশগমন করিলেন। এই অপূর্ব্ব আখ্যানের কতদূর সত্য, তাহা আমরা বলিতে পারি না; কিন্তু চণ্ডীচরণ রায় যে একজন অদ্বিতীয় চিকিৎসক ছিলেন, তাহা অদ্যাপি অনেকে ঘোষণা করেন। কাঁচড়াপাড়ার গ্রাম্য উৎসবস্বরূপ মহাকালী-রাজ-রাজেশ্বরী ও জগদ্ধাত্রী পূজা বহুকাল হইতে চলিয়া আসি-তেছে এবং পূর্ব্বে পূর্ব্বে এই সকল উৎসবে বহু ব্যয়সাধ্য নৃত্যগীত, রাগরঙ্গ, দরিদ্রভোজন এবং অধ্যাপকদিগকে শাল রত্নাদি মূল্যবান বস্ত্র ও রূপার তৈজসাদি বিতরণ হইত।

কাঁচড়াপাড়া এক সময় দৈহিক বলবিক্রম বিষয়েও বিখ্যাত ছিল। বেচারাম অধিকারী নামক এক ব্যক্তি একদা বাহুবলে তালগাছ তুলিয়া ফেলিয়া স্ত্রীলোকদিগের স্নানের পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছিলেন এবং একবার একদল নব্য সম্প্রদায়ীদিগের মধ্যে একজনকে কুম্ভীরে ধরিলে সকলে ঐক্য হইয়া সেই কুম্ভীরকে ডাঙ্গায় তুলিয়াছিলেন। কাঁচড়াপাড়ার মৃত্তিকাকে পূর্ব্বে অনেকে বীরমাটি বলিত; কিন্তু এখন সেই বীরভূমি নীরবৎ হইয়া গিয়াছে।

কাঞ্চনপুর (ক্লী) কলিঙ্গরাজ্যের নগরবিশেষ। (জৈন হরি-বংশ ২৪ ১১)

কাঞ্চনপুষ্পক (ক্লী) কাঞ্চনমিব পীতং পুষ্পং যস্য, কাঞ্চন-পুষ্প-কপ্। আছলা গাছ। [আছলা দেখ।]

কাঞ্চনপুষ্পী (স্ত্রী) কাঞ্চনমিব পুষ্পং যস্যাঃ, ঙীপ্। গণিয়ারী গাছ। [গণিকারিকা দেখ।]

কাঞ্চনপুঁঠি (দেশজ) একজাতীয় পুঁটিমাছ, ইহার গাত্রবর্ণ অতি চিক্কণ সোণার মত, তাই ইহাকে কাঞ্চনপুঁটি কহে। (Barbus conchonis.)

কাঞ্চনপ্রভ (পুং) ১ ঐলবংশীয় রাজবিশেষ। ২ (ত্রি) কাঞ্চনস্য প্রভা ইব প্রভা যস্য, বহুব্রী। স্বর্ণের ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট।

কাঞ্চনফুল (দেশজ) ফুলবিশেষ (Bauhinia variegata) ইহার গাছের সংস্কৃত নাম—কোবিদার, রক্তকাঞ্চন, চমরিক, কুদ্দাল, যুগ্মপত্রক, কাঞ্চনার, কণকারক, কাম্রপুষ্প, করক, কান্তার, যমলচ্ছদ, কাঞ্চনাল, তাম্রপুষ্প, কুদার, বিদল, কাঞ্চ-নক, গণ্ডারি, শোণপুষ্পক। হিন্দী কচনার বা সোণা, মহারাষ্ট্রী 'কাঞ্চন,' উড়িয়া 'বোরোধা,' তামিল 'সেগাছ মন্থরী,' ব্রহ্ম 'মহাহ্লিগণি,' মলয় 'চোবন মুন্দরী'।

কোবিদার ও কাঞ্চন একজাতীয় বৃক্ষ এবং সংস্কৃত ভাষায় এক পর্য্যায়বাচক হইলেও উভয়ে স্বল্পবিশেষ প্রভেদ আছে। বর্ত্তমান ইংরাজী উদ্ভিজ্জশাস্ত্রেও উভয় গাছের নাম এক (Bauhinia variegata), ইংরাজীতে ইহাকে

Mountain-ebony কহে। এই গাছ বড় বাহারী, তেমনি ফুলগুলি সুন্দর ও নানাবর্ণের, বিশেষতঃ বেগুনিয়া ফুলের উপর মাঝে মাঝে রক্তের বিন্দুতে বড়ই সুন্দর দেখায়। বোম্বাই ও পঞ্জাবে, উড়িষ্যার গুমসররাজ্যে, আজমীরে, বাঙ্গলা ও বেহারে এবং ব্রহ্মদেশে এই ফুলের গাছ জন্মে। ইহার কাষ্ঠ বেশ মজবুত, এক একটি গাছ বড় হইলে ১০ ইঞ্চি চওড়া তক্তা পাওয়া যায়।

পঞ্জাবের লোকেরা ইহার ফুলের কুঁড়ি রন্ধন করিয়া খায়।

ভাবপ্রকাশ নামক বৈদ্যকগ্রন্থে উভয়গাছের এইরূপ গুণ লিখিত হইয়াছে। যথা—কাঞ্চনাল শীতল, গ্রাহী, কষায়, শ্লেষ্মপিত্তনাশক এবং কৃমি, কুষ্ঠ, গুদভ্রংশ ও গণ্ডমালা-রোগহারক। কোবিদারের গুণও ঐ প্রকার, বিশেষতঃ ইহার ফুল লঘু, রূক্ষ, সংগ্রাহী; পিত্তরক্ত, প্রদর, ক্ষয় ও কাসরোগনাশক।

কাঞ্চনবুড়া (দেশজ) ফুলগাছবিশেষ। পশ্চিমে স্থানবিশেষে মদননির্ব্বিশী কহে। (Kœmpferia angustifolia) ইহার ফল বড় হয়, রঙ্ শাদা, ধার বেগুনিয়া।

কাঞ্চনভূ (স্ত্রী) কাঞ্চনময়ী ভূ, মধ্যলো°। স্বর্ণময় স্থান।

কাঞ্চনময় (ত্রি) কাঞ্চনস্য বিকারঃ, কাঞ্চন-ময়ট্ (ময়ট্ বৈতয়োর্ভাষায়ামভক্ষ্যাচ্ছাদনয়োঃ। পা ৪।৩।১৪৩।) স্বর্ণনির্ম্মিত।

কাঞ্চনমালা (স্ত্রী) ১ অশোকরাজপুত্র কুণালের পত্নী। ২ স্বর্ণশ্রেণী। ৩ কাঞ্চনবৃক্ষের শ্রেণী।

কাঞ্চনবপ্র (পুং) কাঞ্চনময়ো বপ্রঃ, মধ্যলো°। ১ স্বর্ণনির্ম্মিত প্রাচীর। ২ সুমেরু পর্ব্বতের সানুদেশ।

কাঞ্চনবর্ম্মা [ন্] (পুং) প্রাচীন রাজবিশেষ। [হিরণ্যবর্ম্মা দেখ।]

কাঞ্চনষ্ঠীবী [ন্] (পুং) সৃঞ্জয়রাজের পুত্র। (ভারত শা° ৩০। ৩১ অঃ।)

কাঞ্চনসন্ধি (পুং) কাঞ্চনবৎ দুর্ভেদ্যঃ সন্ধিঃ, মধ্যলো°। উভয় বন্ধুতে মিলিয়া সন্ধি, যে সান্ধ স্বর্ণের ন্যায় দুর্ভেদ্য অর্থাৎ সহজে ভঙ্গ হয় না।

কাঞ্চনা (স্ত্রী) মহীরাবণের রাজধানী, ইহার অপর নাম স্বর্ণভূমি।

কাঞ্চনাক্ষ (পুং) দানববিশেষ। (হরিব° ২৪০ অঃ।)

কাঞ্চনাক্ষী (স্ত্রী) সরস্বতী নদী।

কাঞ্চনাঙ্গ (ত্রি) কাঞ্চনবৎ সুন্দরং অঙ্গং যস্য, বহুব্রী। ১ স্বর্ণের ন্যায় সুন্দর অঙ্গবিশিষ্ট। ২ (ক্লী) কাঞ্চনময়ং অঙ্গং মধ্যলো°। স্বর্ণনির্ম্মিত অবয়ব।

কাঞ্চনাভিধানসন্ধি (পুং) কাঞ্চনসন্ধি।

কাঞ্চনার (পুং) কাঞ্চনং তদ্বর্ণং ঋচ্ছতি পুষ্পৈঃ, কাঞ্চন-ঋ-অণ্। কাঞ্চনফুলের গাছ।

কাঞ্চনাল (পুং) কাঞ্চনং কাঞ্চনবর্ণং অলতি, কাঞ্চন-অল্-অণ্। কাঞ্চনগাছ।

কাঞ্চনারক (পুং) কাঞ্চনার-স্বার্থে কন্। কাঞ্চনফুলের গাছ।

কাঞ্চনাহ্বয় (পুং) কাঞ্চনং স্বর্ণং আহ্বয়তে স্পর্দ্ধতে স্বভাসা ইতিশেষঃ, কাঞ্চন-আ-হ্বে-ক। কাঞ্চন ইতি আহ্বয়ো নাম যস্য বা। নাগকেশর গাছ।

কাঞ্চনী (স্ত্রী) কচ্যতে দীপ্যতে অনয়া, কাচি ল্যুট্ ঙীপ্। ১ হরিদ্রা। ২ স্বর্ণক্ষীরী গাছ। ৩ গোরোচনা। (হিন্দী) ৪ নর্ত্তকী, গায়িকা। ৫ গোস্বামী সম্প্রদায়বিশেষ। তাঁহারা নৃত্যগীত দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করেন। তাঁহাদের পরিধেয় গৈরিক বাস, আচার ব্যবহার সাধারণ গোঁসাইদিগের মত। আবশ্যক হইলে তাঁহারা বিবাহ করিতে পারেন। মৃত্যু হইলে তাঁহাদের শবের সমাধি অথবা নদীর জলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়।

কাঞ্চনীয় (স্ত্রী) কাঞ্চনায় হিতং, কাঞ্চন-ছ টাপ্। গোরোচনা।

কাঞ্চি (স্ত্রী) কাচি-ইন্ (সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭।) ১ স্ত্রীদিগের কটীভূষণ, চন্দ্রহার।

("হৃতকাঞ্চিবল্লীবন্ধোত্তরজঘনাদপরভোগভুক্তায়াঃ।
উল্লসতি রোমরাজিঃ স্তনশম্ভোর্গরলরেখেব॥" আ° স° ৬৯৩।)

২ দাক্ষিণাত্যস্থিত দ্রাবিড়রাজ্যের রাজধানী। ইহাকে বর্ত্তমান সাধারণে কঞ্জীভরম্ (Conjeveram) বলে।

["অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চি রবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা॥" কাঞ্চীপুর দেখ।]

কাঞ্চিক (ক্লী) কাঞ্চি-সংজ্ঞায়াং কন্। কাঁজি।
(কাঞ্চিকং কাঞ্জিকং ধান্যাম্লারনালে,তুষোদকম্। হেম ৩।৪৯।)

কাঞ্চী (স্ত্রী) কাঞ্চি ঙীষ্। ১ চন্দ্রহার। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—মেখলা, সপ্তকী, রসনা, সারসন, কাঞ্চি, রশনা, কক্ষা, কক্ষ্যা, সপ্তকা, সারশন, রসন ও বন্ধন। কেহ কেহ বলেন, এক পর্য্যায়ের মধ্যে এই সমস্ত নাম কথিত থাকিলেও বস্তুতঃ বিভিন্নতা আছে;—

"একযষ্টির্ভবেৎ কাঞ্চী মেখলা স্বষ্টযষ্টিকা।
রসনা ষোড়শজ্ঞেয়া কলাপঃ পঞ্চবিংশকঃ॥"

একগাছিমাত্র যষ্টিকে কাঞ্চী কহে, ইহাই বর্ত্তমান সময়ে গোট নামে ব্যবহৃত হয়। আটগাছি যষ্টিবিশিষ্ট কটীভূষণের নাম মেখলা, ষোল গাছি যষ্টিবিশিষ্টের নাম রসনা, এবং পঞ্চবিংশতি যষ্টিবিশিষ্টের নাম কলাপ। ২ দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়রাজ্যের রাজধানী। [কাঞ্চীপুর দেখ।] ৩ কুঁচ।

কাঞ্চীনগর (ক্লী) কাঞ্চীপুর। [কাঞ্চীপুর দেখ।]

কাঞ্চীপদ (ক্লী) কাঞ্চ্যাঃ পদং স্থানম্, ৬তৎ। জঘন, নিতম্ব। (শ্রোণিঃ কলত্রং কটীরং কাঞ্চীপদং ককুদ্মতী। হেম ৩।২৭১।)

কাঞ্চীপুর, মান্দ্রাজপ্রদেশের চেঙ্গলপুত জেলার মধ্যবর্ত্তী কাঞ্চীবরম্ তালুকের অন্তর্গত একটি প্রসিদ্ধ নগর। অক্ষা' ১২° ৪৯´ ৪৫´´ উঃ, দ্রাঘি' ৭৯° ৪৫´ পূঃ। ভূ-পরিমাণ ৫৮৫৮ একর। লোকসংখ্যা ৩৭২৭৫, তন্মধ্যে ৩৫,৯৮৯ জন হিন্দু, হিন্দুদিগের মধ্যে শতকরা ১১ জন ব্রাহ্মণ ও ১৭ জন তাঁতি। এখানে আদালত, কারাগার, চিকিৎসালয় ও বিদ্যালয় আছে।

পুরাতত্ত্ব।—কাঞ্চীপুর অতি প্রাচীন সহর। মহাভারতে ইহার উল্লেখ আছে। যথা—

"অসৃজৎ পহ্লবান্ পুচ্ছাৎ প্রস্রবাদ্দ্রবিড়াঞ্ছকান্।
শকৃতশ্চাসৃজৎ কাঞ্চীন্ শবরাংশ্চৈব পার্শ্বতঃ॥"

মহাভারত আদিপর্ব্ব ১৭৬।৩৪।

অনেক মহাত্মার মতে, মহাভারতে কাঞ্চীনামের উল্লেখ থাকিলেও কেবল ঐ প্রমাণটির উপর নির্ভর করিয়া ইহাকে মহাভারতের সমকালীন অতি প্রাচীন সহর বলা যায় না। তামিল ভাষায় লিখিত "কাঞ্চীপুর স্থলপুরাণে" লিখিত আছে, প্রসিদ্ধ চোলরাজ কুলোত্তুঙ্গ চোল এই নগর স্থাপন করেন। তৎপুত্র অদণ্ডী তোণ্ডীরের সময়ে ইহার বিশেষ সমৃদ্ধি হইয়াছিল। পাশ্চাত্য পুরাবিদ্ ফার্গুসান সাহেবও উক্ত মত সমর্থন করিয়া লিখিয়াছেন, "পূর্ব্বে এই স্থান জঙ্গলে পরিবৃত ছিল, তখন এখানে অসভ্য কুরুম্বরজাতি বাস করিত। খৃষ্টীয় একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীতে অদণ্ডী চক্রবর্ত্তী এই নগর পত্তন করেন।" (Fergusson's History of Indian and Eastern Architecture.)

উপরোক্ত উভয় মতই সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। বাস্তবিক এই কাঞ্চীপুর অতি প্রাচীন নগর। চোলরাজগণের অভ্যুদয়ের অনেক পূর্ব্বে এই নগরে দক্ষিণাপথের প্রবল পরাক্রান্ত নৃপতিবর্গের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা প্রাচীন শিলালিপি ও প্রাচীন সংস্কৃত পুস্তক পাঠ করিলে অনায়াসেই উপলব্ধি হয়। এখন যেমন কাঞ্চীপুর একটি ক্ষুদ্র নগর, পূর্ব্বকালে এমন ছিল না, তখন এই কাঞ্চীপুর একটি বিস্তীর্ণ জনপদে বিভক্ত ছিল। স্কন্দপুরাণের কুমারিকাখণ্ডে লিখিত আছে—

"গ্রামাণাং নবলক্ষঞ্চ কাঞ্চীপুরে প্রকীর্ত্তিতম্।" ৩৭ অঃ।

মহাভারতের সময় কাঞ্চীপুর সম্ভবতঃ কলিঙ্গের ক্ষত্রিয়-রাজগণের অধীন ছিল, তখনও এই স্থান দ্রাবিড়রাজ্যের অন্তর্গত হয় নাই; মহাভারতে দ্রাবিড় ও কাঞ্চী উল্লেখে এই মাত্র অনুমিত হয়। তৎপরে দক্ষিণ পাণ্ড্যরাজগণ এই স্থান অধিকার করেন।

পাণ্ড্যরাজগণের পরই কাঞ্চীপুর পল্লবরাজগণের হস্তগত হয়। এক সময়ে পল্লবরাজগণ দ্রাবিড় ও দক্ষিণাপথের অধিকাংশ জয় করিয়া এই কাঞ্চীপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠিলেও, তৎকালীন কাঞ্চীপুরের পল্লবরাজগণ হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, খৃষ্টীয় ৪র্থ ও ৫ম শতাব্দীর শিলালিপি তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। সেই সকল শিলালিপি পাঠে উপলব্ধি হয়, সে সময়ে ও তাহার পূর্ব্বে এখানে জৈনধর্ম্মও বিশেষ প্রবল ছিল। তৎকালীন পল্লবরাজগণ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণকে যে সকল সনন্দ বা অনুশাসনদ্বারা গ্রাম দান করিয়াছিলেন, সেই সকল স্থানেই সেই ব্রাহ্মণগণের অব্যবহিত পূর্ব্বে জৈনদিগের অধিকার ছিল। বোধ হয়, হিন্দু-রাজগণ জৈনগণকে উচ্ছেদ করিয়া সেই সেই স্থানে ব্রাহ্মণদিগকে স্থাপন করেন। (Indian Antiquary, VIII, 281.)

বৌদ্ধগণ অনুমান খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দীতে কাশী হইতে আসিয়া কাঞ্চীপুরে বাস করেন। পাণ্ড্যরাজগণের সময়ে এখানে জৈনধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে, জৈনরাজগণ এখানকার অধিকাংশ বৌদ্ধ অধিবাসীকে তাড়াইয়া দেন। (Wilson's Mackenzie Collection, p. 40. 41.)

শিলালিপি-অনুসারে সিংহবিষ্ণুই কাঞ্চীপুরের প্রথম পল্লবরাজ, খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। তিনি বৈষ্ণব ছিলেন; অনেকে অনুমান করেন, তাঁহার সময়ে বিষ্ণুকাঞ্চীর বরদরাজস্বামীর আবির্ভাব হয়।

খৃষ্টীয় ষষ্ঠশতাব্দীতে পুলিকেশী (২য়) একবার কাঞ্চীপুরের পল্লবরাজকে আক্রমণ করেন। ৫০৭ শকে খোদিত পুলিকেশীর শিলালিপিপাঠে জানা যায়, যে পল্লবরাজ তাঁহার নিকট পরাস্ত হইয়া কাঞ্চীপুরের প্রাকার মধ্যে লুক্কায়িত হইয়াছিলেন *।

খৃষ্টীয় সপ্তমশতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌সিয়ং কাঞ্চীপুরে (কি এন্-চি-পু-লো) আগমন করেন। সেই সময়ে কাঞ্চীপুর দ্রাবিড়রাজ্যের রাজধানী, প্রায় ২॥ ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। সে সময়ে এখানে বৌদ্ধ, নির্গ্রন্থ ও হিন্দু এই তিন দলই প্রবল। তৎকালে এখানে ১০০টি বৌদ্ধসঙ্ঘারাম ও ৮০টি দেবমন্দির ছিল। কাঞ্চীপুর ধর্ম্মপাল বোধিসত্ত্বের জন্মস্থান,

* "আক্রান্তাত্মবলোন্নতিম্বলরজশ্ছন্নকাঞ্চীপুরঃ।
প্রাকারান্তরিতপ্রতাপমকরোদ্যঃ পল্লবানাম্পতিম্॥"
৫০৭ শকে খোদিত ঐহোল-শিলালিপি।

এইজন্য বৌদ্ধগণ এই স্থানকে পুণ্যভূমি বলিয়া মনে করিত। তাই নানাদেশ হইতে বৌদ্ধযাত্রী এখানে আসিত।

অনেকে অনুমান করেন যে, চীনপরিব্রাজকের আগমনকালে এখানে বৌদ্ধরাজ রাজত্ব করিতেন, কিন্তু তাহা নহে। খৃষ্টীয় সপ্তমশতাব্দীর শিলালিপিপাঠে জানা যায় যে,সে সময়েও এখানে বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী পল্লবরাজগণের রাজত্ব ছিল।

পূর্ব্বতন পল্লবরাজগণ বৈষ্ণব ছিলেন বটে, কিন্তু খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শিলালিপিতে কাঞ্চীপুরাধিপ নরসিংহ বর্ম্মা আপনাকে শৈব বা মহেশ্বরোপাসক বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, সম্ভবতঃ এই সময়ে কাঞ্চীপুরে শৈবধর্ম্ম প্রবল হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে চোলরাজ কুলোত্তুঙ্গ* কাঞ্চীপুর অধিকার করেন। তৎপুত্র অনন্ত চক্রবর্ত্তীর সময়ে কাঞ্চীপুর তোণ্ডীরমণ্ডলের রাজধানী হইয়াছিল।

খৃষ্টের দশম ও একাদশ শতাব্দীর মধ্যে চালুক্য রাজগণ কাঞ্চীপুর অধিকার করিবার চেষ্টা করেন। বিহ্লণকবি বিরচিত বিক্রমাঙ্কচরিত নামক সংস্কৃত গ্রন্থপাঠে জানা যায়, চৌলুক্যরাজ আহবমল্ল (১০৪০-৬৯) চোলরাজধানী কাঞ্চী আক্রমণ করেন। তিনি যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও চোলরাজদিগকে স্ববশে আনিতে পারেন নাই। তাঁহার আদেশক্রমে তৎপুত্র বিক্রমাদিত্য চৌলুক্য কয়েকবার কাঞ্চী আক্রমণ করিয়াছিলেন। [বিহ্লণকৃত বিক্রমাঙ্কচরিত ৩। ৬১, ৬৬। ২২-২৮ দেখ।]

বোধ হয় সেই সময়ে কাঞ্চীর কোন কোন অংশ পল্লবরাজগণেরও অধিকারে ছিল; কারণ শিলালিপি ও বিহ্লণের গ্রন্থপাঠে জানিতে পারা যায় যে বিক্রমাদিত্যপুত্র বিনয়াদিত্যকর্ত্তৃক কাঞ্চীর ত্রৈরাজ্যপল্লবের বিপুলবাহিনী আক্রান্ত ও পর্য্যুদস্ত হইয়াছিল।

১০৮৪ শকের একখানি শিলালিপিতে খোদিত আছে যে, ঐ সময়ে (খৃষ্টীয় দ্বাদশ-শতাব্দীতে) কাকত্যরাজ রুদ্রদেব কাঞ্চীপুর শাসন করিতেন। (Ind. Antiquary XI. 19.)

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যকালে উৎকলের কেশরীবংশীয় একজন রাজা কাঞ্চীপুর লুট করিয়াছিলেন। তৎপরে ১৪৭৭ খৃঃ, বাহ্মণীবংশীয় মুসলমানরাজ মুহম্মদ কাঞ্চীপুর জয় করিয়া আপন অধিকারভুক্ত করেন। সেই পর্য্যন্ত কিছু দিন এই স্থান বাহ্মণীবংশীয়দিগের শাসনাধীনে থাকে। তৎপরে বিজয়নগরের রাজা নরসিংহ রায় বাহ্মণীদিগের হস্ত হইতে এই স্থান উদ্ধার করেন। তিনি বীর বসন্তরায়কে কাঞ্চীপুরের শাসনকর্ত্তাপদে নিযুক্ত করেন। নরসিংহ রায়ের পুত্র কৃষ্ণদেব রায় ১৫০৮ খৃষ্টাব্দে রাজ্যাভিষিক্ত হন। তিনি ১৫১৫ খৃষ্টাব্দে কাঞ্চীপুরে আগমন করেন। তিনি কাঞ্চীপুরের বিখ্যাত শতস্তম্ভমণ্ডপ এবং কতকগুলি শিবমন্দিরের সংস্কার করাইয়াছিলেন। ১৪৩৮ শকে খোদিত অনুশাসনপত্রপাঠে জানা যায় যে, তিনি এখানকার প্রসিদ্ধ বরদরাজস্বামীর মন্দিরের ব্যয়-কারণ ১১ শত টাকা আয়ের বিশরা, তিরুপ্য, কদাহ, উপহুগাল ও গোবিন্দবদি প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রাম প্রদান করেন।

১৬৪৪ খৃষ্টাব্দে বিজয়নগর যবন-কবলিত হইলে, কাঞ্চীপুর গোলকুণ্ডার মুসলমানরাজের শাসনাধীন হইয়াছিল। কিছুদিন পরে ইহা অরুকদুর সামিল হয়। ১৭৫১ খৃঃ, লর্ড ক্লাইব ফরাসীদিগের হস্ত হইতে কাঞ্চীপুর অধিকার করেন, কিন্তু ঐ বর্ষেই রাজসাহেবকে ছাড়িয়া দিতে হয়। ১৭৫৭ খৃঃ, ফরাসীরা এই স্থান আক্রমণ করিয়া অগ্নি প্রদান করেন। পরবর্ষে ইংরাজসৈন্য এই নগর পরিত্যাগ করিয়া মান্দ্রাজে ফরাসীদিগের বিপক্ষে যাত্রা করেন, কিন্তু আবার ফিরিয়া ফরাসী অবরোধ হইতে এই নগর উদ্ধার করেন। কাঞ্চীপুরের অদূরে পুল্ললূর নামক স্থানে ইংরাজ ও মুসলমানে একটি ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে, হায়দার আলী জেনারেল বেলির সৈন্যব্যূহ ভেদ করিয়াছিলেন।

কাঞ্চীপুর একটি প্রাচীন মহাতীর্থ। ভারতবর্ষের যে সাতটি পুণ্যনগরী দর্শন করিলে জীব অনায়াসে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে, কাঞ্চীপুর তাহাদেরই মধ্যে একটি।

"অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরী দ্বারাবতীচৈব সপ্তৈতা সিদ্ধিদায়িকা॥"

তোড়লতন্ত্রের মতে, এই তীর্থই বিশ্বরূপ মহাদেবের কটীদেশ(স্বরূপ)। যথা—

"নাভিমূলে মহেশানি অযোধ্যাপুরী সংস্থিতা।
কাঞ্চীপীঠং কটীদেশে শ্রীহট্টং পৃষ্ঠদেশকে॥"

তোড়লতন্ত্র ৭ম উল্লাস।

কেবল তীর্থ নয়, কাঞ্চী মহাপীঠ স্থান। বৃহন্নীলতন্ত্রের মতে এখানে কনককাঞ্চীদেবী বিরাজ করেন।

"কাঞ্চ্যাং কনককাঞ্চী স্যাদবন্ত্যামতিপাবনী।"

বৃহন্নীলতন্ত্রে ৫ম পটল।

* ফার্গুসন প্রভৃতি পাশ্চাত্য পুরাবিদের মতে খৃষ্টীয় ১১শ বা ১২শ শতাব্দী মধ্যে কুলোত্তুঙ্গচোলের রাজত্বকাল; কিন্তু দক্ষিণাপথের প্রসিদ্ধ বৃহদীশ্বর মাহাত্ম্য নামক পুস্তকের মতে, কুলোত্তুঙ্গ খৃষ্টের নব শতাব্দীতে রাজত্ব করিতেন।

কাঞ্চীপুর সহর দুইভাগে বিভক্ত ; বিষ্ণুকাঞ্চী ও শিবকাঞ্চী। শিবকাঞ্চীতে শিবমন্দির ও বিষ্ণুকাঞ্চীতে বিষ্ণুমন্দির অবস্থিত। এই দুই স্থানে দর্শনীয় বস্তুর মধ্যে শিবকাঞ্চীস্থিত 'একাম্রনাথ' নামক মহাদেবের অনাদিলিঙ্গ, ভগবতী কামাক্ষীদেবীর মূর্ত্তি, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রতিমা ও সমাধিস্থল, কম্পানদীতীর্থ এবং বিষ্ণুকাঞ্চীস্থিত "শ্রীবরদরাজ স্বামী" নামক ভগবান্ বিষ্ণুর মূর্ত্তি, উলঙ্গমূর্ত্তি, বেগবতীধারাতীর্থ, রবিতীর্থ, সোমতীর্থ, মঙ্গলতীর্থ, বুধতীর্থ, বৃহস্পতিতীর্থ, শুক্রতীর্থ ও শনিতীর্থ প্রভৃতি প্রধান। এ ছাড়া কাঞ্চীর নিকট কেদারেশ্বর ও বালুকারণ্য নামে দুইটি পুণ্য-স্থান আছে। [ঐ সকল তীর্থের বিবরণ শিবকাঞ্চীমাহাত্ম্য, কামাক্ষীবিলাস, কেদারেশ্বরমাহাত্ম্য, বালুকারণ্যমাহাত্ম্য প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থে দ্রষ্টব্য।]

দক্ষিণদেশের স্মার্ত্তদিগের মতে শিবকাঞ্চী বারাণসীতুল্য। এই স্থানের উৎপত্তিবিষয়ে স্থলপুরাণের একস্থলে কথিত আছে যে, মহাদেব পার্ব্বতীকে পুণ্যতীর্থের বিষয় বলিতে বলিতে বলেন যে, "বারাণসী, রামেশ্বর, শ্রীক্ষেত্র, ইত্যাদি পুণ্যক্ষেত্র হইতে কাঞ্চীপুর সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এখানে যাহারা বাস করে, যাহারা ইহা দর্শন করে বা ইহার বিষয় শ্রবণ করে, অথবা ইহার বিষয় মনে করে বা আন্দোলন করে এবং যে সকল পশু-পক্ষী এখানে বাস করে, তাহারাও মুক্তিলাভ করিয়া থাকে। এই নগরের মধ্যস্থলে আমি সমস্ত শাস্ত্রকে আম্রবৃক্ষরূপে রাখিয়া এবং আপনি লিঙ্গরূপে "একাম্রনাথ" নামে অভিহিত হইয়া বাস করিতেছি। এই কাঞ্চীপুরে বাস করিলে নর সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। কাঞ্চীপুর চারিদিকে পঞ্চযোজন বিস্তৃত। ইহার মধ্যে পূর্ব্ব-পশ্চিমে ও উত্তর-দক্ষিণে আড়াই ক্রোশ স্থানের মধ্যে আমি সর্ব্বদাই বিরাজমান থাকিব ; এমন কি প্রলয় সময়ে উহা আমার ত্রিশূলের উপর রাখিব, অতএব ইহার কখনই বিনাশ নাই, ইহা আমারই আকৃতি জানিবে।"

আর্য্যাবর্ত্তের লোকেরা যেমন জীবনের শেষভাগে কাশীতে গিয়া বাস করে ও কাশীতে মরিতে পারিলে শিবত্ব প্রাপ্তিতে বিশ্বাস করে, দাক্ষিণাত্যের লোকেরাও তেমনি কাঞ্চীতে বাস করে এবং এখানে মরিলে মুক্ত হয় বলিয়া বিশ্বাস করে।

দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে মহাদেবের পাঞ্চভৌতিক মূর্ত্তি আছে। কাঞ্চীপুরের "একাম্রনাথ-লিঙ্গ" তন্মধ্যে ক্ষিতিমূর্ত্তি। ক্ষিতিমূর্ত্তি বলিয়াই এই লিঙ্গ মৃত্তিকায় গঠিত ; সুতরাং অন্যান্য দেবালয়ের ন্যায় এখানে জলাভিষেক হয় না।

একাম্রনাথের মন্দির দাক্ষিণাত্যে অতি বিখ্যাত দেখিতেও অতি সুন্দর ও অতি পুরাতন। এই মন্দির এক সময়ে একবারে যে নির্ম্মিত হইয়াছে তাহা নহে ; ক্রমে ক্রমে ইহা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এই মন্দিরের দেওয়াল পরস্পর সরলভাবে নির্ম্মিত নহে বা ঘরগুলিও পরস্পর সম্মুখীন নহে। অনেকে অনুমান করেন, ইহার মূলস্থান চোলরাজারা নির্ম্মাণ করেন ; পরে বিজয়নগরের রাজা কৃষ্ণরায় কর্ত্তৃক গোপুর নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মন্দিরের প্রাঙ্গণে একটি পুরাতন আম্রবৃক্ষ আছে। বৃক্ষটির বয়স ৩। ৪ শত বৎসর হইবে। এখানকার লোকের বিশ্বাস এই আম্রবৃক্ষটি অনাদিকালের এবং ইহাই সর্ব্বশাস্ত্ররূপী, এই বৃক্ষের চারিটি ডালে মিষ্ট, কটু, তিক্ত ও অম্ল এই চারি প্রকার আম্র হইয়া থাকে। যাঁহারা উক্ত বৃক্ষের আম্র খাইয়াছেন, তাঁহারা এবিষয়ে সাক্ষ্য দিয়া থাকেন। দেব-সেবকেরা বলেন যে, পূর্ব্বে ঐ আম্রবৃক্ষ হইতে প্রত্যহ একটি করিয়া পাকা আম্র পাওয়া যাইত ও তাহা একাম্রনাথকে ভোগ দেওয়া হইত। অনেকে বলেন, ইহা হইতেই লিঙ্গের নাম 'একাম্রনাথ' হইয়াছে। এখন আর প্রত্যহ আম্র পাওয়া যায় না।

কামাক্ষীদেবীর উৎপত্তি সম্বন্ধে স্থলপুরাণে আছে যে, কোন সময়ে পার্ব্বতীদেবী কৌতুকচ্ছলে মহাদেবের পশ্চাতে গিয়া পশ্চাৎ হইতেই তাঁহার চক্ষু আবরণ করায়, বিশ্বসংসার অন্ধকারময় হইয়া গেল ; কারণ, সূর্য্যচন্দ্রবহ্নিরূপী নয়নত্রয় ঢাকা পড়িলে আলো হইবে কিসে? ইহাতে ভগবতীর পাপ হইল এবং সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য মহাদেবের আদেশে তিনি মর্ত্ত্যলোকে আসিয়া কাঞ্চীপুরে একাম্রনাথের মন্দিরপ্রাঙ্গণস্থিত কম্পানদী নামক তীর্থে কামাক্ষী দেবীরূপে ছয়মাস তপস্যা করিলে মহাদেব পুনরায় তাঁহাকে গ্রহণ করেন। তদবধি কামাক্ষীমূর্ত্তি স্বতন্ত্র মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত আছেন। ফাল্গুনমাসের পঞ্চদশদিন ব্যাপিয়া একাম্রনাথের বার্ষিক মহোৎসব হয়, উহার দশমদিবসে রাত্রিতে কামাক্ষীদেবীর ভোগমূর্ত্তির* সহিত একাম্রনাথের ভোগমূর্ত্তিকে একত্র রাখা হয়।

কামাক্ষীদেবীর মন্দির অপেক্ষাকৃত ছোট। ইহারই প্রাঙ্গণে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সমাধি আছে। এই সমাধির উপর তাঁহার প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

শিবকাঞ্চীতে অনেকগুলি শিবলিঙ্গ আছে। এই সকল

* দাক্ষিণাত্যের প্রায় প্রত্যেক বিগ্রহের দুইটি করিয়া মূর্ত্তি থাকে। একটি মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মূলমূর্ত্তি, আর একটি উৎসবাদিতে নগরযাত্রার জন্য প্রস্তুত ভোগমূর্ত্তি। এই ভোগমূর্ত্তিই অলঙ্কারাদিতে সজ্জিত হইয়া থাকে।

লিঙ্গসম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে যে, কোন সময়ে একাম্রনাথ একমুষ্টি বালুকা ছড়াইয়াছিলেন। ইহাতে যতগুলি বালুকাকণা ভূমিতে পড়ে, তাহার প্রত্যেকটী এক একটি লিঙ্গরূপে পরিণত হয়। এখন সকল লিঙ্গের পূজা হয় কি না সন্দেহ।

একাম্রনাথের পূজার জন্য ১৪০০৲ শত টাকা আয়ের কয়েকখানি গ্রাম ও নগদ ৮০৫৲ টাকা কালেক্টরী হইতে বরাদ্দ আছে।

এই মন্দিরে প্রত্যহ বেদপাঠ ও বেদগান হইয়া থাকে। উৎসবের সময় ভোগমূর্ত্তি রত্নালঙ্কারে শোভিত হইয়া বাহকব্রাহ্মণস্কন্ধে নীত হয়। পশ্চাতে ব্রাহ্মণেরা বেদগান করিতে করিতে যাইতে থাকেন। ফাল্গুনমাসে ইহার রথোৎসব হয়। ঐ সময় বিস্তর যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে।

এই দেবালয় কর্ণাটিক যুদ্ধের সময় সৈন্যবাস বা হাঁসপাতালরূপে ব্যবহৃত হইত। দ্বারের উপর সেই যুদ্ধের একটি গোলার দাগ আজও আছে।

উক্ত শিবমন্দির হইতে ২ ক্রোশ দূরে বিষ্ণুকাঞ্চী, এখানেই বরদরাজস্বামীর প্রসিদ্ধ মন্দির। স্থলপুরাণে বরদরাজ স্বামীর উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে—"কোন সময়ে ব্রহ্মা অশ্বমেধযজ্ঞ করেন, কাঞ্চীপুরে যজ্ঞস্থল নিরূপিত হয়। যজ্ঞভূমির উত্তরদ্বার নারায়ণ, পশ্চিম দ্বার বিরিঞ্চীপুর, দক্ষিণদ্বার চিঙ্গলিপুত, পূর্ব্বদ্বার মহাবলীপুর। সরস্বতীদেবী ব্রহ্মার যজ্ঞের কথা শুনেন নাই, নারদ ব্রহ্মলোকে গিয়া তাঁহাকে সংবাদ দিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে না জানাইয়া যজ্ঞ করিতেছেন শুনিয়া তাঁহার অতিশয় ক্রোধ হইল। তিনি যজ্ঞস্থল ভাসাইয়া দিবার উদ্দেশে নদীরূপ ধারণ করিলেন। ব্রহ্মা জানিতে পারিয়া বিষ্ণুর সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। বিষ্ণু আসিয়া সরস্বতীর গতি রোধ করিলে অন্তঃসলিলা হইয়া বহিতে লাগিলেন। বিষ্ণু আর কি করেন—উলঙ্গভাবে এদোক্কোরি নামক স্থানে নদীর মুখে পতিত হইলেন। তখন সরস্বতীদেবী লজ্জায় অধোমুখী হইয়া আপনার পূর্ব্ব সংকল্প পরিত্যাগ করিলেন। এদিকে যথাসময়ে যজ্ঞীয় অশ্বমাংস আহুতি দেওয়া হইল, ভগবান্ বিষ্ণু সেই হুতমাংস ভক্ষণ করিতে করিতে যজ্ঞীয় অগ্নি হইতে আবির্ভূত হইলেন। বিষ্ণুদর্শনে ব্রহ্মার মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। সমাগত ঋষি ও ঋত্বিকগণ বিষ্ণুকে সেই স্থানে থাকিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। নারায়ণ তাঁহাদের প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হইয়া কাঞ্চীপুরে শ্রীবরদরাজস্বামী নামে বিরাজ করিতে লাগিলেন।"

কিংবদন্তি এইরূপ যে, একাদশ শতাব্দীতে কাঞ্চীপুরের শাসনকর্ত্তা গঙ্গাগোপালরাও বরদরাজের বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব্বে তিনি অপুত্রক ছিলেন, বরদরাজের কৃপায় তাহার পুত্রসন্তান হয়। তাই তিনি এক শিবমন্দির ভাঙ্গিয়া সেই ইষ্টকে এক বৃহৎ বিষ্ণুমন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন এবং তাহাতে বরদরাজ স্বামীকে আনাইয়া স্থাপন করিলেন। এই বিষ্ণুমন্দির হইতেই এই স্থান বিষ্ণুকাঞ্চী নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

বিষ্ণুমন্দিরের দেবীমহলের এক স্তম্ভে ১৭৩২ শকের একখানি শিলালিপিতে লিখিত আছে, লোলনুতন্ত্রমল্লজী নামে কোন ব্যক্তি উদেয়ার পলেয়ম্ হইতে বরদরাজের মূর্ত্তি বিষ্ণুকাঞ্চীতে আনয়ন করেন। বিষ্ণুমন্দিরের দ্বিতীয় প্রকোষ্ঠে কৃষ্ণরায়নির্ম্মিত প্রসিদ্ধ শতস্তম্ভমণ্ডপ বিদ্যমান। একখানি পাথর কাটিয়া এই মণ্ডপ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহার নিকট আরও কএকটি মণ্ডপ আছে, তন্মধ্যে বাহনমণ্ডপ ও কল্যাণমণ্ডপই শ্রেষ্ঠ। এই মন্দিরের দেবসেবার জন্য ৩০০০৲ টাকার আয়ের একখানি গ্রাম এবং মান্দ্রাজ গবর্নমেণ্ট হইতে ৯৯৬১৲ টাকা বরাদ্দ আছে। এই মন্দির অতি সমৃদ্ধিশালী, কেবল ইহার মণিমুক্তাদির মূল্যই লক্ষ টাকার অধিক হইবে। লর্ড ক্লাইব ৩৬৬১৲ টাকা মূল্যের মকরাস্তি নামক একখানি কণ্ঠাভরণ প্রদান করিয়াছিলেন। বৈশাখমাসে ১০ দিন ব্যাপিয়া ইহার মহোৎসব হইয়া থাকে, এই সময় এখানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার যাত্রীর সমাগম হয়।

কাঞ্চীপুরী (স্ত্রী) নগরবিশেষ। কাঞ্চীপুর।

কাঞ্চীপ্রস্থ (পুং) নগরবিশেষ। কাঞ্চীপুর।

কাঞ্জিক (ক্লী) অঞ্জ-ণ্বুল্-টাপ্-অত ইত্বম্, অঞ্জিকা; কু কুৎসিতা অঞ্জিকা প্রকাশো যস্য, কোঃ কাদেশঃ। কাঁজি; অন্নে জল দিয়া পর্য্যুষিত করিলে সেইজল যখন অম্লরস হইয়া উঠে, তাহাকেই কাঁজি কহে, আমানী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—আরনাল, সৌবীর, কুল্মাষ, অভিষুত, অবন্তিসোম, ধান্যাম্ল, কুঞ্জল, কুল্মাস কুল্মাষাভিষুত, কাঞ্চিক, কাঞ্জীক, কাঞ্জিকা, কঞ্জিক, কাঞ্জী, ভক্তবারী, ধান্যমূল, ধান্যযোনি, তুষাম্বু, গৃহাম্ল, মহারস, তুষোদক, শুক্ত, চুক্র, ধাতুঘ্ন, উন্নাহ, রক্ষোঘ্ন, কুণ্ডগোলক, সুবীরাম্ল, বীর, অভিষব ও অম্লসারক। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ—ভেদক, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, স্পর্শশীতল, শ্রম ও ক্লান্তিনাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকারক এবং পিত্ত, রুচি, ও বস্তিশুদ্ধিকারক। রাজনির্ঘণ্টের মতে কাঁজি অঙ্গে মর্দ্দন করিলে, বায়ু, শোথ, পিত্ত, জ্বর, দাহ, মূর্চ্ছা, শূল, আধ্মান ও বিবন্ধ বিনষ্ট হয়।

কাঞ্জিকবটক (পুং) কাঞ্জিক যোগেন কৃতো বটকঃ, মধ্যলো৽।

কাঁজি বড়া। ভাবপ্রকাশে ইহার প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ লিখিত আছে—একটি নূতনপাত্র কটুতৈলদ্বারা লেপন করিয়া, নির্ম্মল জলপূর্ণ করিতে হইবে। পরে তাহাতে রাই-সরিষা, জীরা, লবণ, হিঙ্গু ও হরিদ্রার চূর্ণের সহিত কতকগুলি বড়া ভিজাইয়া তিনদিন পর্য্যন্ত পাত্রের মুখবন্ধ করিয়া রাখিবে। তিনদিন পরে ঐ বড়া অম্লাস্বাদ হইলে তাহাকেই কাঞ্জিকবটক বা কাঁজিবড়া কহে। ইহা রুচিকারক, বায়ুনাশক, কফকারক এবং শূল, অজীর্ণ ও দাহবিনাশক।

কাঞ্জিকা (স্ত্রী) কুৎসিতা অঞ্জিকা যস্যাঃ, টাপ্। ১ জীবন্তী-লতা। ২ পলাশীলতা।

কাঞ্জী (স্ত্রী) কং জলং অনক্তি, ক-অনন্জ-অণ্-ঙীষ্। ১ মহা-দ্রোণী বৃক্ষ। ২ কাঁজি।

কাঞ্জীক (ক্লী) কাঞ্জিক, কাঁজি।

কাট্ (দেশজ) কাষ্ঠ।

কাট (পুং) কং জলং অটত্যে অত্র, ক-অট্-ঘঞ্। ১ কূপ। ২ বিষমপথ।

কাটন (দেশজ) ১ ছেদন। ২ খনন। ৩ বিদারণ।

কাটনা (দেশজ) ১ সূতা কাটা। ২ সূতা-কাটার যন্ত্র।

কাটনী (দেশজ) যে স্ত্রীলোক সূতা কাটে।

কাটবেম (পুং) কালিদাস-প্রণীত শকুন্তলা নাটকের একজন টীকাকার।

কাটব্য (ক্লী) কটোর্ভাবঃ, কটু-ষ্যঞ্। ১ কটুতা। ২ কার্কশ্য।

কাটা (দেশজ) ১ ছেদন করা। ২ ছিন্ন।

কাটাখাল, দক্ষিণ কাছাড়ে প্রবাহিত ধলেশ্বরী নদীর একটি শাখা। প্রবাদ এইরূপ বহুকাল পূর্ব্বে একজন কাছাড়ীরাজা ধলেশ্বর নদী হইতে খাল কাটিয়া বরাকনদীর সহিত মিলিত করিয়াছিলেন। ইহার সঙ্গমস্থানে সেই রাজা একটি বৃহৎ বাঁধ প্রস্তুত করাইয়া দেন। এখন বারমাসই ইহাতে জল থাকে, স্রোত বহে, নৌকা করিয়া বারমাসই পার হইতে হয়।

কাটা ঘা (দেশজ) সর্পাদির ক্ষতজন্য অথবা ছুরিকাদি দ্বারা ছেদ জন্য ব্রণ।

কাটান (দেশজ) ১ অতিবাহন করা। ২ জলের পথ করিয়া দেওয়া। ৩ মন্ত্রাদির কার্য্যনষ্টকারক অপর মন্ত্রবিশেষ। ৪ ঋণের কিয়দংশ পরিশোধ করা। ৫ অধিক পরিমাণে বিক্রয় করা।

কাটানী (দেশজ) বৃক্ষাদি ছেদন করাইবার মজুরি।

কাটাম, কাঠাম, কাঠামো (দেশজ) ১ মৃণ্ময়ী প্রতিমাদি নির্ম্মাণের জন্য কাষ্ঠ বা বংশাদি নির্ম্মিত আয়তন। ২ আট-চালাদি বাঁধিবার জন্য বংশাদির আয়তন। ৩ দুর্গোৎসবের পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে নিয়ম আছে যে, রথের দিন বা সেই পক্ষের মধ্যে এক শুভদিনে একখণ্ড সরল, নিখুঁত বংশদণ্ড দেবীর উদ্দেশে উৎসর্গ করা হয়। কুম্ভকারেরা এই বংশখণ্ড লইয়া গিয়া দেবীদেহের আয়তন বা ঠাট বাঁধিতে আরম্ভ করে। বাঙ্গালায় সকল গৃহস্থেরই কৌলিক রীতি এরূপ নহে, তবে অনেকের আছে। এই উৎসর্গীকৃত বংশখণ্ডকেও "কাটাম" বলে।

কাটার (দেশজ) কর্ত্তরী, কাটারী, দা,।

"সুকুঠার কাটার খরধার ছুরী।
বহু তীর তূণীর কোদণ্ডধারী॥" শিবায়ণ।

কাটারী (দেশজ, কর্ত্তরীশব্দের অপভ্রংশ) ১ দা। ২ কাতারী।

কাটাল, মালদহ জেলার পূর্ব্ব ও উত্তরপূর্ব্বাংশে বিস্তৃত কণ্টক-ময় জঙ্গলাবৃত ভূভাগ। এই ভূভাগ উত্তরপূর্ব্বে ও দক্ষিণ-পূর্ব্বে মহানদীর চরভূমি হইতে দিনাজপুরের সীমানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে। ইহার প্রাকৃতিক গঠন বড়ই অদ্ভুত। এখানে বড় গাছ অথবা বড় বন নাই, কেবল কাঁটাবন, বোধ হয়, সেইজন্য এই ভূভাগের নাম 'কাঁটাল' বা 'কাটাল' হইয়াছে। হিন্দু ও মুসলমানদিগের রাজত্বকালে এই বিস্তৃত কাটাল ভূভাগের এমন দুর্দ্দশা হয় নাই। পূর্ব্বকালে এখানে বহুলোকের বাস ছিল, অদ্যাপি পুষ্করিণী ও গৃহাদির ভগ্নাবশেষ এখানকার প্রাচীন সমৃদ্ধির সাক্ষ্যদান করিতেছে। প্রসিদ্ধ পাণ্ডুয়ানগরের ধ্বংসাবশেষ এই কাঁটাবনের নিবিড় জঙ্গল মধ্যে পড়িয়া রহিয়াছে, তাহাই এখন এ অঞ্চলের লোকের নিকট 'পেরুয়া কাটাল'। এই ভূভাগের মধ্য দিয়া কয়েকটি খাড়ী ও নালা চলিয়া গিয়াছে। এখানে কেবল অসভ্য লোকের বাস, তাহাদের অনেকেই শীকারী ও মৎস্যজীবি। সম্প্রতি পেরুয়া-কাটালের খানিকটা পরিষ্কার করিয়া কয়েক ঘর সাঁওতাল আসিয়া উপনিবেশ করিয়াছে।

কাটিহারা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Ardisia Catihara, *Buch.*)

কাটী (দেশজ) ১ সূক্ষ্ম কাষ্ঠ। ২ তৃণাদির খণ্ড।

কাটুক (ক্লী) কটুকস্য ভাবঃ কটুক-অণ্ (হায়নান্ত যুবাদিভ্যো অণ্। পা ৫।১।১৩০।) কটুরস।

কাটুরা, কাটুরে (দেশজ) ১ কাষ্ঠাগার। ২ যাহারা কাষ্ঠ কাটিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে; কাঠুরিয়া।

কাটোয়া, বঙ্গের বর্দ্ধমান-জেলার অন্তর্গত ভাগীরথীর পশ্চিম-তীরবর্ত্তী একটি নগর বা গঞ্জ। অক্ষা° ২৩° ৩৭´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৮° ১০´ পূঃ।

এই স্থানে চৈতন্যদেব কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাসধর্ম্মে

দীক্ষিত হন। এখনও গৌরাঙ্গদেবের মন্দির বিদ্যমান রহিয়াছে। মুসলমান নবাবদিগের সময়ে কাটোয়া বেশ বর্দ্ধিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্ররাজমন্ত্রী ভাস্করপন্থ বঙ্গবিজয়কালে এখানে কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে কাসিম-আলীর সহিত এখানে একটি যুদ্ধ হয়।

এখানকার অধিবাসীর মধ্যে তাঁতিরাই বর্দ্ধিষ্ঠ। এখানে পিত্তল কাঁসার ব্যবসা হয়।

কাট্য (ত্রি) কাটে বিষমমার্গে কূপে বা ভবঃ, কাট-যৎ। ১ বিষমমার্গজাত। ২ কূপজাত। ৩ (পুং) রুদ্রবিশেষ।

কাট্‌কবুল (দেশজ কাট+আরব্য কবুল্‌) একবারে অসম্মতি। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

কাট্‌কুট (দেশজ) ১ ইতর লোকেরা বন হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাঠ পাতা প্রভৃতি যাহা সংগ্রহ করিয়া আনে। ২ বেতন বন্ধ করা। ৩ উত্তমর্ণের পাওনা হইতে বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট দিবার থাকে। ৪ লিখিত বিষয়ের মধ্যে লেখনীদ্বারা অশুদ্ধ বা অসংলগ্ন শব্দাদির সংশোধন।

কাট্‌গড়া, কাঠ্‌গড়া (দেশজ) কাষ্ঠের বা বাঁশের খুঁটি দ্বারা বেষ্টিত স্থান। কাট্‌রা, কাঠ্‌রা।

কাট্‌ছাতা (দেশজ) বেঙের ছাতা।

কাট্‌ কাট্‌ (দেশজ) লোকের রৌদ্রমূর্ত্তির পরিচায়ক অবস্থা। "বলিতে না বলিতে তাহারা যেন মার্‌ মার্‌, কাট্‌ কাট্‌ করিয়া আসিয়া পড়িল।"

কাট্‌ঠোক্‌রা (দেশজ) পক্ষিবিশেষ; কাষ্ঠকুট্ট।
[কাষ্ঠকুট্ট দেখ।]

কাট্‌তি (দেশজ) দ্রব্যবিশেষের বিক্রয়বাহুল্য।

কাট্‌পীদ্দা (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। (Muscicapa Ganna.)

কাটবগলা (দেশজ) কঙ্কজাতীয় পক্ষিবিশেষ।

কাট্‌রা, কাঠ্‌রা (দেশজ) ১ কাট্‌গড়া, কাঠ্‌গড়া। ২ বারাণ্ডাদির প্রান্তভাগে শোভা ও রক্ষাবিধানার্থ কাষ্ঠনির্ম্মিত বৃতি (বেড়া) বা রেলিং (Railing)

কাঠ (পুং) কাঠাতে, তক্ষ্যতে, কঠ-ঘঞ্‌। ১ পাষাণ। ২ (ত্রি) কঠস্য ইদম্‌, কঠ-অণ্‌। কঠসম্বন্ধীয়।

কাঠক (ক্লী) কঠানাং ধর্ম্মঃ আম্নায়ঃ সমূহো বা, কঠ-বুঞ্‌। ১ কঠশাখাধ্যায়িগণের ধর্ম্ম। ২ কঠশাখাধ্যায়িদিগের শাস্ত্র। ৩ কঠশাখাধ্যায়িসমূহ।

কাঠরিয়া, কাঠুরিয়া (দেশজ) যাহারা বনের কাঠ বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

কাঠশাঠী [ন্‌] (পুং) কঠশাঠেন প্রোক্তং অধীয়তে কঠশাঠ-ণিনি (শৌনকাদিভ্যশ্ছন্দসি। পা ৪।৩।১০৬।) কঠশাঠ-কথিত শাস্ত্রাধ্যায়ী।

কাঠা (দেশজ) ১ প্রস্থে চারি হাত ও দীর্ঘে আশী হাত। ২ ধান্যাদি মাপ করিবার পাত্রবিশেষ, রেক্‌। ৩ বাঙ্গালা দেশীয় কচ্ছপের শ্রেণীভেদ, নদীজ ক্ষুদ্রকায় কচ্ছপ।

কাঠাকালি (দেশজ) অঙ্কবিশেষ; জমীর পরিমাণ স্থির করিবার নিয়মাদি।

কাঠাকিয়া (দেশজ) একশত কাঠা পর্য্যন্ত বিঘা প্রভৃতি নাম সংযোগ করিয়া গণনা করা।

কাঠাবাড়ী (দেশজ) চারি হাত পরিমাণ যষ্টি, ইহা দ্বারা ভূমির মাপ হয়।

কাঠাম (দেশজ) বাঁশ প্রভৃতি দ্বারা রচিত আকৃতি, ঠাট।

কাঠাল (দেশজ) কঠিন। (বৃক্ষাদির উন্নতাবস্থা) ?

কাঠি (দেশজ) ১ কাষ্ঠের ক্ষুদ্র অংশ। ২ বাদ্য বাজাইবার ক্ষুদ্র যষ্টি।
"দামামায় দিল কাঠি, তোলপাড় করে মাঠি।"
গোবিন্দমঙ্গল ২১০।

কাঠিন (ক্লী) কঠিনস্য ভাবঃ, কঠিন-অণ্‌। ১ দৃঢ়তা, কঠিনতা। ২ (পুং) খেজুর।

কাঠিন্য (ক্লী) কঠিনস্য ভাবঃ, কঠিন-ষ্যঞ্‌। ১ কঠিনতা। ২ নিষ্ঠুরতা। ("কাঠিন্যস্য পরীক্ষার্থং অঙ্গং কর্ম্ম কৃতামপি।"
রাজতরঙ্গিণী ৫।৪৪০)

কাঠিন্যফল (পুং) কাঠিন্যং ফলে যস্য, বহুব্রী। কপিত্থবৃক্ষ, কদ্‌বেল গাছ।

কাঠিয়া রামরাম (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Orchis uniflora)

কাঠেরণি (পুং) ঋষিবিশেষ।

কাঠেরণীয় (ত্রি) কাঠেরণেরিদম্‌, কাঠেরণি-ছ। (গহাদিভ্যশ্চ। পা ৪।২।১৩৮।) কাঠেরণি ঋষিসম্বন্ধীয়।

কাঠ্‌ (দেশজ) কাষ্ঠবৎ কঠিন ও শুষ্ক। যথা—"চামড়াখানি শুকাইয়া কাঠ্‌ হইয়া গিয়াছে।" ২ আড়ষ্ট, ভীতিবিহ্বল। যথা—"ভয়ে কাঠ্‌ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে।" ৩ কৃশ, দুর্ব্বল—"দিন দিন শরীর যেন কাঠ্‌ হইয়া যাইতেছে।"

কাঠ্‌কাঠ্‌ (দেশজ) নীরস। যথা—"এত কাঠ্‌ কাঠ্‌ গিলিতে পারিবে কেন ?"

কাঠ-খড়ি (দেশজ) খড়িবিশেষ, ইহা চা খড়ি অপেক্ষা কঠিন। [খড়ি দেখ।]

কাঠ্‌গড়া (দেশজ) বেড়া, সমারোহকার্য্যে লোকসমূহের শ্রেণী বিভাগ জন্য স্থানে স্থানে যেরূপে বেড়া দেওয়া হয়।

কাঠ্‌গোলাপ (দেশজ) ফুলবিশেষ। (Rosa Chinensis.) [গোলাপ দেখ।]

কাঠচাঁদা (দেশজ) মৎস্তবিশেষ। [চাঁদা দেখ।]

কাঠ্চোর (দেশজ) যে কাষ্ঠ চুরি করে। পক্ষিবিশেষ, কাঠ্ঠোক্‌রা (Picus Bengalensis.)

কাঠ্ছাতিয়া (দেশজ) বেঙের ছাতি। জলাশয়ের ধারে অথবা জঙ্গলে বর্ষাকালে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়।

কাঠ্জাম (দেশজ) জামবিশেষ। (Eugenia operculata.) [জাম দেখ।]

কাঠ্জালী (দেশজ) একপ্রকার কড়া লবণ।

কাঠ্ঝেঁকড়ি (দেশজ) একপ্রকার ঝাকড়া গাছ।

কাঠ্টগর (দেশজ) ফুলবিশেষ। (Tabernæmontana coronaria.) [টগর দেখ।]

কাঠ্ঠোক্‌রা (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। ইহারা চঞ্চুদ্বারা কাঠ বা বৃক্ষমধ্যে গর্ত্ত করিয়া থাকে। [কাষ্ঠকুট দেখ।]

কাঠ্ডুমুর (দেশজ) উড়ুম্বরবিশেষ। (Ficus oppositifolia.)

কাঠ্ন্যকার (দেশজ) শুষ্ক বমন; বারম্বার বমনের উদ্বেগ হইলেও যাহাতে উদরস্থ কোন দ্রব্য উঠিয়া যায় না। অধিকাংশ স্থলেই বায়ুর আধিক্য জন্য এই রোগের উৎপত্তি হয়, সেই সকল স্থলে বায়ুর উপশম করাই ইহার চিকিৎসা।

কাঠ্পিপীড়া (দেশজ) পিপীলিকাবিশেষ, ইহারা শুষ্ক কাষ্ঠ ও বৃক্ষাদিতে উৎপন্ন হইয়া তথায় বাস করে। সাধারণ পিপীলিকা অপেক্ষা ইহাদের দংশনে যন্ত্রণা অধিক হয়। [পিপীলিকা দেখ।]

কাঠ্ফড়িঙ্গ (দেশজ) পতঙ্গবিশেষ।

কাঠ্ফড়ুরা (দেশজ) কাঠঠোক্‌রা। (Picus Bengalensis.)

কাঠমাণ্ডু, (খাটমাণ্ডু) স্বাধীন নেপালরাজ্যের রাজধানী। বাঘমতী ও বিষ্ণুমতীনদীর সঙ্গমস্থলে নাগার্জ্জুন-গিরি অবস্থিত, এই গিরির পাদদেশ হইতে অর্দ্ধক্রোশদূরে উপত্যকার পশ্চিমাংশে কাঠমাণ্ডুনগর। ইহার প্রাচীন নাম 'মঞ্জুপত্তন'। দেশীয় লোকের বিশ্বাস যে পুরাকালে মঞ্জুশ্রী নামক এক ব্যক্তি এই নগর স্থাপন করেন। রাজধানীর ভূমি চতুরস্র বা ত্রিকোণ অথবা বৃত্ত অর্দ্ধবৃত্ত এরূপ কোন নিয়মিত আকারবিশিষ্ট নহে; হিন্দুরা বলে—ইহার আকার দেবীর খড়্গের ন্যায়; আর বৌদ্ধ নেবারীরা বলে—ইহার আকার মঞ্জুশ্রী নামক নগরস্থাপয়িতার তলবারীর ন্যায়, এই কল্পিত তলবারীর মুঠি নগরের দক্ষিণদিকে বাঘমতী ও বিষ্ণুমতীর সঙ্গমস্থল এবং নগরের উত্তরদিকে "তিস্মালে" নামক উপকণ্ঠ স্থান তাহার সূক্ষ্ম অগ্রভাগ। মঞ্জুশ্রীর তলবারীর মুঠিতে যেরূপ একখণ্ড বস্ত্র ছত্রাকারে বেষ্টিত থাকিত, এই তিস্মালে জনপদও সেইরূপভাবে অবস্থিত।

প্রকৃতপক্ষে কাঠমাণ্ডুনগর প্রায় ৭২৩ খৃষ্টাব্দে গুণকামদেব কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। নগরটি উত্তর দক্ষিণেই বেশী দীর্ঘ, প্রায় অর্দ্ধক্রোশ হইবে। ইহার বর্ত্তমান নাম কাঠমাণ্ডু, এই নাম বড় বেশীদিনের নহে। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে রাজা লচমিনা সিং মাল্ (লক্ষ্মণসিংহ মল্ল ?) নগরমধ্যে সন্ন্যাসীদিগের জন্য একটি কাষ্ঠময় বৃহৎ বাটী (মন্দির বা সাধুমণ্ডপ) নির্ম্মাণ করান। এই বাটী এখন বর্ত্তমান আছে ও ঐ কার্য্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এই কাষ্ঠমণ্ডপ হইতেই "কাঠমাণ্ডু" নামের উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্ব্বে এই নগর প্রাচীর-বেষ্টিত ছিল এবং প্রাচীর-গাত্রে মধ্যে মধ্যে সুন্দর তোরণ ছিল। এখন স্থানে স্থানে প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ মাত্র আছে; কিন্তু অধিকাংশস্থলেই উহার চিহ্নমাত্র নাই। তোরণগুলির মধ্যে এখনও প্রায় ৩২টি বর্ত্তমান আছে; কিন্তু কোনটীরই কবাট নাই।

কাঠমাণ্ডু সহর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ৩২টি পল্লী বা টোলায় বিভক্ত। তন্মধ্যে আস্‌নান টোলা, ইন্দ্রচক, কাটমাণ্ডুটোলা, লখনটোলা ও রাজবাড়ীর নিকটবর্ত্তী স্থান প্রভৃতি পল্লীই অধিক প্রসিদ্ধ।

নগরের মধ্যভাগে দরবার বা রাজবাটী অবস্থিত। ইহা দেখিতে তত সুদৃশ্য নহে—তবে অতি বৃহৎ। ইহার অংশবিশেষ বড় প্রাচীন, ব্রহ্মদেশীয় মন্দিরাদির আকারে নির্ম্মিত, এই প্রাসাদে যে সকল মোটা মোটা উৎকীর্ণ শিল্প আছে, তাহা দেখিতে বেশ সুন্দর। প্রাসাদের মধ্যে যেটি খাস দরবার গৃহ, সেটি ২০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে। এই দরবার-গৃহে ও সহরের আধুনিক ধনীদিগের গৃহে সার্সির জানালা দরজা আছে। রাজবাটীর আকার কতকটা চতুরস্র, উত্তরদিকে নগরমুখে উন্মুক্ত। এই দিকে অত্যুচ্চ 'তলিজু' নামক মন্দির অবস্থিত। দক্ষিণদিকে শেষভাগে মন্ত্রণাগৃহ, 'বসন্তপুর' নামক অট্টালিকা ও নূতন দীর্ঘ দরবার বা সভাগৃহ। পূর্ব্বে উদ্যান ও অশ্বশালা। পশ্চিমে প্রধান তোরণদ্বার। ইহার সম্মুখে নগরের প্রধান পথ, পথপার্শ্বে নেবারিদিগের নির্ম্মিত অনেকগুলি হিন্দুমন্দিরাদি আছে। সভাগৃহের উত্তর-পশ্চিমে "কোট" বা যুদ্ধ বিগ্রহাদির মন্ত্রণাগার। এই গৃহ হইতে ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে ভীষণ নরহত্যার আদেশ প্রদত্ত হইয়াছিল। রাজবাড়ীর পশ্চিমদিকে কোট-লিং, ধুনসার প্রভৃতি আইন-আদালত সকল অবস্থিত। রাজবাটীর সম্মুখভাগে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর দেবমন্দির আছে। এই মন্দিরগুলির মধ্যে অনেকগুলিই অতি উচ্চ ও বহুতলবিশিষ্ট। এই সকল মন্দিরের উৎকীর্ণ কারু, চিত্র ও স্বর্ণাদি

বিশ্বকোষ

ক

ক ১ ব্যঞ্জনবর্ণের প্রথম অক্ষর, ইহার উচ্চারণস্থান কণ্ঠ। ইহার বামরেখা ব্রহ্মা, দক্ষিণরেখা বিষ্ণু, অধোরেখা রুদ্র, মাত্রা সরস্বতী, অঙ্কুশাকার রেখা কুণ্ডলী ও মধ্যস্থ শূন্যস্থান সদাশিব। (বর্ণোদ্ধারতন্ত্র।) তন্ত্রশাস্ত্রোক্ত ককারের নাম— ক্রোধী, ঈশ, মহাকালী, কামদেবপ্রকাশক, কপালী, তৈজস, শান্তি, বাসুদেব, জয়ানল, চক্রী, প্রজাপতি, সৃষ্টি, দক্ষিণস্কন্ধ, বিশাম্পতি, অনন্ত, পার্থিব, বিন্দু, তাপিনী, পরমাত্মক, ধর্ম্মদা, মুখী, ব্রহ্মা, সধাদ্য, অন্তঃ, শিব, জল, মাহেশ্বরী, তুলা, পুষ্পা, মঙ্গল, চরণ, কর, নিত্যা, কামেশ্বরী, মুখ্য, কামরূপ, গজেন্দ্রক, শ্রীপুর, রমণ ও রক্তকুসুমা।

কামধেনু-তন্ত্রে ককারতত্ত্ব এইরূপ লিখিত আছে,—"ককারের বামরেখা জবাপুষ্প ও অলক্তকবর্ণ, দক্ষিণরেখা শরচ্চন্দ্র তুল্য, অধোরেখা মরকতপ্রভ, মাত্রা শঙ্খকুন্দসদৃশ ও সাক্ষাৎ সরস্বতী, অঙ্কুশাকৃতি কুণ্ডলী কোটিবিদ্যুল্লতার ন্যায় আকারবিশিষ্ট; এবং মধ্যদেশের শূন্যস্থান সদাশিব কোটি-চন্দ্র সমবর্ণ। শূন্যগর্ভে কৈবল্যপ্রদায়িনী কালী অবস্থান করেন। ককার হইতেই সমগ্র কাম, কৈবল্য, অর্থ ও ধর্ম্ম উৎপন্ন হয়। ককারই সর্ব্ববর্ণের মূল প্রকৃতি, কামদা, কাম-রূপিণী, অব্যয়া, কামনীয়া প্রভৃতি সুন্দরী ও সর্ব্বদেবগণের মাতা। ককারের ঊর্দ্ধকোণে বামা নাম্নী ব্রহ্মশক্তি, বাম-কোণে জ্যেষ্ঠা নাম্নী বিষ্ণুশক্তি ও দক্ষিণকোণে বিন্দুনাম্নী সংহাররূপিণী রৌদ্রশক্তি। ককারস্থ দেবগণমধ্যে ব্রহ্মা ইচ্ছা শক্তিমান্, বিষ্ণু জ্ঞানশক্তিমান্ ও রুদ্র ক্রিয়াশক্তিমান্। আত্মবিদ্যা, মঙ্গল ও মন্ত্র সর্ব্বদা ককারে অবস্থিত আছে। পঞ্চদেবতাময় ককার ত্রিপুরাদেবীর আসনস্বরূপ, ঈশ্বর সেই ককারস্থ ত্রিকোণে অবস্থান করেন। জবা, অলক্তক ও সিন্দুরসম রক্তবর্ণা, চতুর্ভুজা, ত্রিনেত্রা, কদম্ব-কোরকাকৃতি স্তনদ্বয়বিশিষ্টা; রত্ন, কঙ্কণ, কেয়ূর, অঙ্গদ, রত্নহার ও পুষ্পহারাদিশোভিতা কামিনীকে ধ্যান করিয়া দশবার ককার জপ করিলে, তাহার ইষ্টসিদ্ধি হয়।"

২ ধাতুর অনুবন্ধবিশেষ। ক অনুবন্ধ থাকিলে, সেই ধাতু চুরাদিগণীয় বুঝিতে হইবে। (কশ্চুরাদিঃ। কথিঙ্ক্র।) চুরাদিগণীয় ধাতুর উত্তর স্বার্থে ণিচ্ হইয়া থাকে।

৩ পাণিনি ব্যাকরণোক্ত প্রত্যয়বিশেষ। কক্, কন্, কপ্ প্রভৃতি প্রত্যয়েরও ক অবশিষ্ট থাকে।

ক (ক্লী) কায়তি শব্দং করোতি জীবো যস্মিন্ সতীতি শেষঃ, কৈ-ড, (অন্যেভ্যোঽপি দৃশ্যতে। পা ৩।২।১০১।) ১ মস্তক। ২ (কায়তি শব্দায়তে স্রোতোবেগেন) জল। ৩ সুখ। ৪ (কচ্যতে সংবধ্যতে, কচ্-ড) কেশ, চুল।

ক (পুং) কচতি দীপ্যতে যেন জ্যোতিষা, কচ্-ড। ১ ব্রহ্মা। ২ বিষ্ণু। ৩ প্রজাপতি। ৪ দক্ষ। ৫ কন্দর্প। ৬ অগ্নি। ৭ বায়ু। ৮ যম। ৯ সূর্য্য। ১০ আত্মা। ১১ রাজা। ১২ গ্রন্থি। ১৩ ময়ূর। ১৪ মন। ১৫ শরীর। ১৬ কাল। ১৭ ধন। ১৮ শব্দ। ১৯ প্রকাশ। ২০ পক্ষী। ২১ রুদ্র। ২২ পরলোক। ২৩ কিরণ। ২৪ (ত্রি) সর্ব্বনাম শব্দ, কে কি প্রভৃতি অর্থে প্রযুক্ত হয়।

কই (দেশজ) ১ মৎস্যবিশেষ, ইহার সংস্কৃত নাম কবয়ী, কবিকাপুচ্ছ, ক্রকচপৃষ্ঠী। (Cojus Cobojus) অন্যান্য মৎস্য অপেক্ষা এই মৎস্য জলশূন্য স্থানে অধিকক্ষণ বাঁচিয়া থাকে, কাটার পরও কিছুক্ষণ ইহাদিগকে নড়াচড়া করিতে দেখা যায়। কই মাছ তালগাছে উঠিতে পারে বলিয়া একটা প্রবাদ আছে, বস্তুতঃ ইহারা কর্ণদেশস্থ কাঁটার অবলম্বন রাখিয়া উচ্চস্থানে উঠিতে সমর্থ, সমভূমিতেও ঐরূপ ভাবে বহুদূর চলিয়া যাইতে দেখা গিয়াছে। যশোর জেলায় এই মৎস্য বহুল পরিমাণে পাওয়া যায়, ঐ সকল কই অন্যান্য দেশের কই অপেক্ষা বৃহদাকার ও সুস্বাদু। বৈদ্যক-

মতে ইহার গুণ,—মধুর, স্নিগ্ধ, বলকারী, বায়ু ও কফনাশক এবং কিঞ্চিৎ পিত্তকর। বৈদ্যগণ অনেক স্থলে কই, মাগুর, শিঙ্গি প্রভৃতি মৎস্যের যূষ পথ্যপ্রদান করিয়া থাকেন। ২ কোথায়? এই প্রশ্নের স্থলে কই শব্দ ব্যবহৃত হয়। ৩ সাবেগে কোন বিষয়ের অনুসন্ধানকালে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

কইলা (দেশজ) গোবৎস, বাছুর।

কঈ (দেশজ) কই মাছ। [কই দেখ।]

কউতর (দেশজ, কপোত শব্দের অপভ্রংশ) পায়রা।

কএক (দেশজ) ১ কতকগুলি, কতিপয়। ২ কিঞ্চিৎ।

কএথা (দেশজ) কপিত্থ, কয়েদ বেল।

কএদ্ (আরব্য) আটকান, অবরোধ, বদ্ধ।

কএদখানা (পারস্য) কারাগার, যেথানে অপরাধীদিগকে বন্দী করিয়া রাখা হয়।

কএদী (আরব্য কএদ্ শব্দজ) বন্দী। বিচারালয়ে যাহারা অপরাধী প্রতিপন্ন হইয়া কারাগারে রুদ্ধ হইয়া থাকে।

কঁয্য (ত্রি) কং সুখমস্ত্যস্তি, কম্-যস্ (কংশংভ্যাং বভযুস্তি তুতযসঃ। পা ৫।২।১৩৮)। সুখী।

কঁয্যু (ত্রি) কং সুখমস্ত্যস্ত, কম্-যুস্ (কংশংভ্যাং বভযুস্তি-তুতযসঃ। পা ৫।২।১৩৮।) সুখশালী।

কঁবুল (পারস্য শব্দজ) নীলকণ্ঠোক্ত বর্ষলগ্নকালীন গ্রহযোগ-বিশেষ।

কংশ (পুং, ক্লী) মদ্যাদির পানপাত্র।

কংশহরীতকী (স্ত্রী) শোথরোগাধিকারোক্ত বৈদ্যক ঔষধ-বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—বেলছাল, শোনা-ছাল, গামারছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই সমুদায় একত্র ।২॥ সের, ৬১৪ সের জলে সিদ্ধ করিতে হইবে, সেই সময়ে ১০০টা হরীতকী ঢিলভাবে পুটুলী করিয়া তাহাতে সিদ্ধ করিতে দিবে; ।৬ সের অবশিষ্ট থাকিতে এই কাথ ছাঁকিয়া তাহাতে পুরাতন গুড় ।২॥ সের গুলিয়া পুনর্ব্বার ছাঁকিয়া লইতে হইবে এবং ১০০টি হরীতকী সহ মৃৎপাত্রে পাক করিতে হইবে। পাক সিদ্ধ হইলে তাহাতে ত্রিকটু, দারুচিনি, তেজপত্র, এলাইচ ও যবক্ষার প্রত্যেক ৵ তোলা প্রক্ষেপ দিবে; শীতল হইলে /২ সের মধু মিশ্রিত করিবে। প্রত্যহ ঐ হরীতকী ১টি ও ।০ তোলা পরিমিত লেহ সেবন করিলে শোথ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ায় শান্তি হয়। (চক্রদত্ত)

কংস (ক্লী, পুং) কাম্যতে কামরুত্তিবা অনেন পাতুম্, কম্-স (বৃতৃবদিহনিকমিকষিভ্যঃ সঃ। উণ্ ৩।৬২।) ১ মদ্যাদি পান করিবার পাত্র; ইহার পর্য্যায় পানভাজন, কংশ ও কাংস্য। ২ ধাতুদ্রব্য। ৩ স্বর্ণ-রৌপ্যাদি নির্ম্মিত পান-পাত্র। ৪ পরিমাণবিশেষ, আঢ়ক; বৈদ্যকমতে আট সেরকে আঢ়ক বা কংস বলে। ৫ কাঁসা। সাত ভাগ তাম্র ও দুই ভাগ বঙ্গ এই উভয় ধাতুর মিশ্রণে কাঁসা প্রস্তুত হয়; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কাংস্য, কংসাস্থি ও তাম্রার্দ্ধ। চীন ও ভারতবর্ষে কাঁসার বাসন ব্যবহৃত হয়। বঙ্গদেশের মধ্যে খাগড়ার কাঁসার বাসনই প্রসিদ্ধ, এখানকার উত্তম কাঁসার বাসন দেখিতে ঠিক রূপার মত। কাঁসার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৮·৪৩২। কাঁসা পরীক্ষা করিলে, এই কয়েক ধাতু বাহির হয়।—

তামা	...	৪০·৪ ভাগ।
দস্তা	...	২৫·৪ ভাগ।
রূপদস্তা	...	৩১·৬ ভাগ।
লৌহ	...	২·৬ ভাগ।

বিলাতের লোকেরা ইহাকে এক প্রকার জর্ম্মণরৌপ্য (German Silver) বলিয়া থাকেন। ৬ গোলাকার যজ্ঞ-পাত্রবিশেষ। ৭ (পুং) (কংস্তে শাস্তি শত্রূন্. কংস্-স) অসুরবিশেষ, ইনি মথুরারাজ উগ্রসেনের পুত্র ও শ্রীকৃষ্ণের মাতুল। হরিবংশে কংসের উৎপত্তি এইরূপ লিখিত আছে,—

"কোন সময়ে ঋতুস্নাতা উগ্রসেনপত্নী সুযামুন নামক পর্ব্বত দর্শনে গিয়াছিলেন, তখন সৌভপতি দ্রুমিল তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া কামবশে অধীর হইয়া উঠিল এবং কৌশলে পরিচয় জানিয়া, উগ্রসেনের মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তাঁহার সহিত রমণ করিল। উগ্রসেনপত্নীর পতি অপেক্ষা তাহার গৌরবা-ধিক্য দেখিয়া সন্দেহ উপস্থিত হইল এবং ভীতভাবে তাহাকে 'কস্ত্বং' বলিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন দ্রুমিল পরিচয় প্রদান করিবামাত্র, তিনি বারম্বার তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। দ্রুমিল বলিল,—অনেকানেক মানবপত্নী ব্যভিচার দ্বারাই দেবসদৃশ পুত্র উৎপাদন করিয়াছেন, সুতরাং ব্যভিচার জন্য তোমারও কোন দোষ হইতে পারে না। তুমি আমায় 'কস্ত্বং' বলিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, এজন্য তোমার 'কংস' নামক শত্রুবিজয়ী পুত্র উৎপন্ন হইবে।" (হরিবংশ ৮৫ অঃ।) দুরাচার কংস বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, স্বীয় পিতাকে কারারুদ্ধ করিয়া স্বয়ং রাজা হইয়াছিল। যদুবংশীয় বসুদেবের সহিত তাহার ভগিনী দেবকীর বিবাহ কালে, 'দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত পুত্রহস্তে তাহার প্রাণনাশ হইবে, এইরূপ দৈববাণী শুনিয়া কংস ভগিনী ও ভগিনীপতিকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল এবং একে একে তাঁহাদিগের ছয়টি পুত্র বিনষ্ট করিয়াছিল।

দৈব-কৌশলে বসুদেব অষ্টমপুত্র কৃষ্ণকে বৃন্দাবনে নন্দঘোষের নিকট রাখিয়া আসিয়াছিলেন, পরে সেই শ্রীকৃষ্ণের হস্তেই কংস নিহত হইয়াছিল। [কৃষ্ণ দেখ।]

কংস ১ নদীবিশেষ। মঙ্গলচণ্ডী প্রণেতা মাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন, এই নদী কলিঙ্গদেশে; ইহার তটে দেবীর মঠ নির্ম্মিত হইয়াছিল। যথা—

"আনিয়াত বিশ্বম্ভর, মঠ গড়াও সত্বর,
কলিঙ্গে করিবে তোমা পূজা।
কংস নদীর তটে, গঠহ সুন্দর মঠে,
অনুবল দিমু হনুমান॥"

এই নদী বর্ত্তমান উড়িষ্যা-প্রদেশের বালেশ্বর জেলাস্থ কংসবাঁস নদী বলিয়া বোধ হয়। [কংসবাঁস দেখ।]

২ তৈরভুক্তের অন্তর্গত গ্রামবিশেষ। (ব্রহ্মখণ্ড ৪৪। ২৩৯।)

কংসক (ক্লী) কংস-সংজ্ঞায়াং কন্। হীরাকসবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পুষ্পকাসীস ও নয়নৌষধ। [কাসীস দেখ।] (দ্বিতীয়ং পুষ্পকাসীসং কংসকং নয়নৌষধম্। হেম ৪। ১২৩।)

কংসকর, প্রাচীন কামরূপের অন্তর্গত বরুণকুণ্ডের নিকটস্থ একটি ক্ষুদ্র পাহাড়। (কালিকাপুরাণ ৭৯ অঃ)।

কংসকার (পুং) কংসং তৈজসপাত্রং করোতি, কংস-কৃ-অণ্। (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩। ২। ১) জাতিবিশেষ, কাঁসারি। বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণের মতে ব্রাহ্মণ ঔরসে বৈশ্যাগর্ভে কাঁসারির উৎপত্তি; কিন্তু ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে আছে,—বিশ্বকর্ম্মা শূদ্রাগর্ভে মালাকার, কর্ম্মকার, শঙ্খকার, কুবিন্দক, কুম্ভকার ও কংসকার এই ছয়জন শিল্পকর উৎপাদন করেন। উশনস্ বলেন,—ক্ষত্রিয়াগর্ভে বৈশ্যের ঔরসে তন্তুবায় ও কংসকারের উৎপত্তি। সুতরাং এইজাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ গোলযোগ। তবে এই তিন মতেই এই জাতি সঙ্কর বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে। যাহা হউক, এই জাতি সৎশূদ্র বলিয়া প্রসিদ্ধ; ব্রাহ্মণগণও ইহাদিগের স্পৃষ্টজলাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কংসকৃষ্ (পুং) কংসং কৃষ্টবান্, কংস-কৃষ-ক্বিপ্। শ্রীকৃষ্ণ। তিনি কংসের কেশাকর্ষণ করিয়া বিনাশ করিয়াছিলেন।

কংসজিৎ (পুং) কংসং জিতবান্, কংস-জি-ক্বিপ্। শ্রীকৃষ্ণ।

কংসবণিক্ (পুং) কংসস্য বণিক্, ৬তৎ। ১ কাঁসার ক্রয়-বিক্রয়কারী। ২ কাঁসারি।

কংসবতী (স্ত্রী) কংসের ভগিনী, বসুদেবের কনিষ্ঠ পত্নী।

কংসবাঁস, উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলায় প্রবাহিত একটী নদী। দেশীয়েরা ইহাকে কাঁসবাঁশ নদী কহে। এই নদী বীরপাড়া হইতে বিধারা হইয়া ক্রমাগত দক্ষিণপূর্ব্বে আসিয়া সাগরে মিলিত হইয়াছে, উহার মোহনার নাম চন্দনপুর।

কংসহান্ (পুং) কংসং হতবান্, কংস-হন্-ক্বিপ্। ১ শ্রীকৃষ্ণ। ২ বিষ্ণু।

কংসা (স্ত্রী) কংসভগিনী, উগ্রসেনের কন্যা ও দেবভাগের পত্নী।

কংসার (ক্লী) কংসবৎ আকারমৃচ্ছতি, কংস-ঋ-অণ্। অস্থি, কাঁসার ন্যায় শুভ্রবর্ণ অস্থি।

কংসারাতি (পুং) কংসস্য অরাতিঃ শত্রুঃ, ৬তৎ। ১ কংস-শত্রু, শ্রীকৃষ্ণ। ২ বিষ্ণু। (কংসারাতিরধোক্ষজঃ। অমর।)

কংসারি (পুং) কংসস্য অরিঃ শত্রুঃ, ৬ তৎ। শ্রীকৃষ্ণ।

কংসাস্থি (ক্লী) কংসমস্থীব, উপমি°। ১ ধাতুবিশেষ, কাঁসা। ২ কংসার।

কংসিক (ত্রি) কংসেন আঢ়কমানেন আহৃতম্, কংস-ঠিঠন্ (কংসাট্টিঠন্। পা ৫। ১। ২৫।) এক আঢ়ক বা আট সের পরিমাণে যে বস্তু আহরণ করা হইয়াছে।

কংসোদ্ভবা (স্ত্রী) কংসাৎ ধাতুবিশেষাৎ উদ্ভবতি, কংস-উৎ-ভূ-অচ-টাপ্। সুগন্ধি মৃত্তিকাবিশেষ, সৌরাষ্ট্রমৃত্তিকা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—আঢ়কী, তুবরী, কাক্ষী, মৃৎালকা, সৌরাষ্ট্রী, পার্ব্বতী, কালিকা, পর্পটী ও সতী। বৈদ্যোক্ত অনেক ঔষধেই ইহার ব্যবহার উপদেশ আছে, কিন্তু এখন এই মৃত্তিকার নিতান্ত অভাব হওয়ায়, পরিভাষার উপদেশানুসারে ইহার পরিবর্ত্তে পঞ্চপর্পটী ব্যবহার হইয়া থাকে।

কক (ধাতু) ভ্বা° আত্ম° সক° সেট্°। গমন করা। (ককিচ্ছ ব্রজনে। কবি°ক্র।)

কক (ধাতু) ভ্বা° আত্ম° অক° সেট্°। ১ গর্ব্ব। ২ চপল হওয়া। ৩ ইচ্ছা হওয়া। (কক্ লিপ্সাগর্ব্বচাপল্যে। কবি°ক্র)।

ককৎস্থ (পুং) সূর্য্যবংশীয় রাজবিশেষ।

ককন্দ (পুং) ককো গর্ব্বাদিকং তবত্যস্মাৎ, কক-অন্দচ্। স্বর্ণ। (ককন্দঃ কনকে পুংসি। শব্দাব্ধিঃ।)

ককর (পুং) কক্-অরচ্। পক্ষীবিশেষ।

ককরঘাট (পুং) কং বিষং করহাটে অস্য, পৃষোদরাদিত্বাৎ হস্য ঘঃ। মূলবিষবৃক্ষবিশেষ, যে সকল বৃক্ষের মূলভাগ (শিকড়) বিষাক্ত।

ককরাউল, দ্বারভাঙ্গার একটি গ্রাম। দ্বারভাঙ্গা নগরের প্রায় ছয় ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানে অতি উত্তম কাপড় বোনা হয়, এই কাপড় নেপালীয়া বড় ভালবাসে। এখানে প্রবাদ আছে যে, এই গ্রামে কপিলমুনি বাস করিতেন। প্রতিবর্ষে মাঘমাসে এখানে মেলা হয়।

ককরাল, বদায়ুন জেলার দাতাগঞ্জ তহশীলের অন্তর্গত একটি নগর। এখানে হিন্দু ও মুসলমানের বাস। সিপাহিবিদ্রোহের সময় এখানকার মুসলমানেরা উত্তেজিত হইয়াছিল। ১৮৫৮ খৃঃ, এপ্রেল মাসে জেনারেল পেনি বিদ্রোহীদিগকে শাসন করিবার জন্ত এখানে আগমন করেন, কিন্তু বিদ্রোহীর হস্তে তাঁহাকে পরলোক গমন করিতে হইল, তাঁহার সৈন্তসামন্তগণ বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করেন।

ককরালা নগরে হিন্দুর দেবমন্দির ও মুসলমানের মসজিদ্ আছে। বিদ্রোহের পূর্ব্বে এখানে ভাল ভাল বাড়ীঘর ছিল, কিন্তু ঐ সময়ে বিদ্রোহীরা পোড়াইয়া ছারখার করিয়া ফেলে; এখন মাটির ঘরই অধিক। এখানে সরাই, ডাকঘর ও পুলিষ আছে।

ককর্দ্দ (পুং) হিংসা। ("ককর্দ্দবে বৃষভো যুক্ত আসীৎ।" ঋক্ ১০। ১০২। ৬। ককর্দ্দবে শত্রূণাং হিংসনায়। ভাষ্য।)

ককশিহ্ (কঙ্করশৃঙ্গ ?),—একটি ক্ষুদ্র পাহাড়। দক্ষিণ পশ্চিম প্রদেশে মরবাস হইতে সিংহপুর যাইবার পথ হইতে প্রায় ১২ ক্রোশ দূরে, বরুদিয়া নালার পশ্চিমে অবস্থিত। এই ক্ষুদ্র পাহাড়ে অসংখ্য শিবমন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখনও ১২টি মন্দির নষ্ট হয় নাই, প্রত্যেক মন্দিরে ৫।৬ ফিট উচ্চ এক একটি শিবলিঙ্গ বিরাজ করিতেছেন। মন্দিরগুলি দেখিলে বোধ হয়, উহা ৮।৯ শত বর্ষের পুরাতন।

ককাইর (কঙ্কাইর) নাগপুরের একটি নগর। অক্ষ° ২০° ১৫´ উঃ, দ্রা° ১৮°৩৩´ পূঃ; মহানদীর দক্ষিণ তট এবং দুর্গ পরিবেষ্টিত অত্যুচ্চ শৈলমালার ব্যবধানে অবস্থিত। পূর্ব্বে এই নগর মহারাষ্ট্রদিগের অধীনে ছিল, তখন এখানকার রাজাকে যুদ্ধকালে ৫০০ সৈন্ত যোগাইতে হইত। ১৮০৯ খৃঃ, রাজার বেদখল হইল, কিন্তু অপাসাহেবের পলায়নকালে তখনকার রাজা কতকগুলি বিদ্রোহীর সহিত যোগ দিয়া এই স্থান পুনরায় অধিকার করেন। এখন এখানকার রাজাকে প্রতিবর্ষে ৫০০ টাকা কর দিতে হয়।

ককাটিকা (স্ত্রী) ১ ঘাড়, কৃকাটিকা। ২ ললাটের অস্থি।

ককান (দেশজ) ১ অতিশয় রোদনকালে দম্ বন্ধ হওয়ার মত হওয়া। ২ কাতরতাপ্রকাশ।

ককানি (দেশজ) ১ অতিরিক্ত রোদনকালে একটানা শব্দবিশেষ। ২ কাতরোক্তি।

ককুঞ্জল (পুং, স্ত্রী) কং জলং কুঞ্জতি যাচতে, ক-কুজ-অলচ্, (পৃষোদরাদিত্বাৎ নম্ হ্রস্বশ্চ।) চাতকপাখী।

ককুৎ [দ্] (স্ত্রী) কং সুখং কায়তি প্রাপয়তি গৃহস্বামিতিশেষঃ, ক-কু-ণিচ্ ক্বিপ্-তুগাগমঃ হ্রস্বশ্চ, (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) ১ বৃষের পৃষ্ঠদেশস্থ অবয়ববিশেষ, ঝুঁট্। ২ ধ্বজ। ৩ শ্রেষ্ঠ। ৪ ছত্রচামরাদি রাজচিহ্ন। ৫ পর্ব্বতশৃঙ্গ।

ককুৎসল (ক্লী-বৈদিক) ককুদ্ নামকং স্থূলং অবয়ববিশেষঃ, (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) ককুদ্ নামক বৃষাবয়ব, ঝুঁট্।

ককুৎস্থ (পুং) ককুদি তিষ্ঠতীতি, ককুদ্-স্থা-ক। সূর্য্যবংশীয় পুরঞ্জয় নামক রাজবিশেষ। ইহার পিতার নাম শশাদ। পুরঞ্জয়ের রাজ্যশাসনকালে স্বর্গে দেবগণ দৈত্য কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া বিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিষ্ণু তাঁহাদিগকে পুরঞ্জয়ের সাহায্য লইতে উপদেশ দেন; তদনুসারে দেবগণ তাঁহার নিকট আসিয়া প্রার্থনা করিলেন, তিনিও তাহাতে সম্মত হইয়া, বৃষরূপী ইন্দ্রের ককুদ্‌স্থলে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তাঁহার সেই যুদ্ধে সমগ্র দৈত্যগণ পরাজিত হওয়ায়, দেবগণ প্রীত হইয়া, তাঁহাকে 'ককুৎস্থ' নাম প্রদান করিয়াছিলেন। (ভাগবত ৯। ৬। ১১।)

ককুদ্ (স্ত্রী) [ককুৎ দেখ।]

ককুদ (পুং, ক্লীং) কং সুখং কৌতি সূচয়তীতি, ক-কু-ক্বিপ্-তুক্ চ। ১ বৃষের ঝুঁট্। ২ প্রধান। ৩ রাজচিহ্ন। ৫ পর্ব্বতাগ্রভাগ।

ককুদাক্ষ (ত্রি) ককুদং রাজচিহ্নং অক্ষোতি, ককুদ-অক্ষ-অণ্। রাজচিহ্নধারক।

ককুদাবর্ত্ত (পুং) ককুদি আবর্ত্তঃ, কর্ম্মধা। বৃষের ককুদস্থলস্থ রোমাবর্ত্তবিশেষ।

ককুদ্মৎ (পুং) ককুদস্ত্যস্য, ককুদ-মতুপ্। ১ বৃষ। ২ পর্ব্বত। ৩ ঋষভক নামক বৈদ্যোক্ত দ্রব্যবিশেষ। ৪ উর্ম্মী, ঢেউ।

ককুদ্মতী (স্ত্রী) ককুদিব অতিশয়িতো মাংসপিণ্ডোহস্ত্যস্যাম্, ককুদ-মতুপ্-ঙীপ্। নিতম্বদেশ।

ককুদ্মিন্ (পুং) ককুদস্ত্যস্তি, ককুদ্-মিনি। ১ বৃষ। ২ পর্ব্বত। ৩ রৈবতরাজা, ইঁহার পিতার নাম রেব; বলদেব ইঁহার জামাতা।

ককুদ্মিসুতা (স্ত্রী) ককুদ্মিনঃ রৈবতস্য সুতা, ৬-তৎ। রেবতী, কৃষ্ণাগ্রজ বলদেবের ভার্য্যা।

ককুন্দর (ক্লী) কস্য শরীরস্য কুং অবয়ববিশেষং দৃণাতি, ককু-দৃ-খচ্-মুম্ চ। নিতম্বস্থলের উভয় পার্শ্বস্থ গর্ত্তদ্বয়।

ককুপ্ [ভ্] (স্ত্রী) কং বাতং কুভ্-ক্বিপ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) ১ দিক্। ২ রাগিণীবিশেষ। ৩ শোভা। ৪ চম্পকমালা। ৫ শাস্ত্র। ৬ প্রবেণী।

ককুভ্ (স্ত্রী) কং সুখং স্কুভ্নাতি বিস্তারয়তীতি, ক-স্কুভ-ক্বিপ (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) ১ রাগিণীবিশেষ, ইহার অপর নাম 'কুহ'। রাজা রাধাকান্তদেবের শব্দকল্পদ্রুমে সঙ্গীত-

দামোদরোক্ত ককুভের যেরূপ ধ্যান লিখিত হইয়াছে, তাহা ভ্রমপূর্ণ। কারণ কামোদী রাগিণীর ধ্যান ককুভার বর্ণিত হইয়াছে। দামোদর মিশ্র-প্রণীত সঙ্গীতদর্পণে লিখিত আছে,

"সুপোষিতাঙ্গী রতিমণ্ডিতাঙ্গী চন্দ্রাননা চম্পকদামযুক্তা।
কটাক্ষিণী ভাং পরমা বিচিত্রা দানেন যুক্তা ককুভা মনোজ্ঞা॥"

ককুভার অঙ্গ সুন্দর ও বর্দ্ধিত, রতিরসে মণ্ডিত, মুখ চন্দ্রের মত, চম্পকমালা পরিশোভিত, দেখিতে পরম রমণীয়া, মনোহরা, দানশীলা ও কটাক্ষযুক্তা।

"ধৈবতাংশগ্রহন্তাসা সম্পূর্ণা ককুভা মতা।
তৃতীয়মূর্চ্ছনোৎপন্না শৃঙ্গাররসমণ্ডিতা॥"

সম্পূর্ণা ককুভা রাগিনী ধৈবতের অংশ ও তৃতীয় মূর্চ্ছনা হইতে উৎপন্না, ইহা শৃঙ্গাররসে গেয়। যথা—ধ নি স রি গ ম প ধ।

২ দিক্। ৩ দক্ষকন্যাবিশেষ, ধর্ম্মের পত্নী। [অন্যান্য অর্থ ককুপ্ শব্দে দেখ।]

ককুভ (পুং) কস্য বায়োঃ কুঃ স্থানং ভাতি অস্মাৎ, ক-কু-ভা-ক। কং বাতং স্কুভ্নাতি বিস্তারয়তীতি বা, ক-স্কুভ্-ক, (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) ১ অর্জ্জুন নামক বৃক্ষবিশেষ। বৈদ্যকমতে ইহার গুণ "শীতল; ভগ্ন, ক্ষত, ক্ষয়, বিষ, রক্তদোষ, মেহ, মেদঃ, ব্রণ ও হৃদ্রোগনাশক।" [অর্জ্জুন দেখ।] ২ বীণার প্রান্ত দেশস্থ বক্র কাষ্ঠ, ইহার অপর সংস্কৃত নাম প্রসেবক। বীণার উপরিদেশে যে বস্ দেওয়া হয়। ৪ বীণার অলাবু অর্থাৎ বস্। ৫ রাগবিশেষ। ৬ শিব। ৭ পক্ষীবিশেষ। ৮ তীর্থবিশেষ, এখানে কশ্যপাদি বাস করেন। (লিঙ্গ পু° ৪৯।৬০)

ককুভা (স্ত্রী) ১ দিক্। ২ রাগিণীবিশেষ। [ককুভ্ দেখ।]

ককুভাদনী (স্ত্রী) নলী নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। [নলী দেখ।]

ককুভাদিচূর্ণ (ক্লী) হৃদ্রোগাধিকারোক্ত বৈদ্যক ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—অর্জ্জুনছাল, বচ, রাস্না, বেড়েলা, গোরক্ষ, চাকুলে, হরীতকী, শটী, কুড়, পিপুল ও শুঁট প্রত্যেকের চূর্ণ সমভাগে একত্রিত করিয়া ॥০ অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় উপযুক্ত পরিমাণ গব্যঘৃতের সহিত সেবন করিলে হৃদ্রোগ প্রশমিত হয়।

ককুম্ভতী (স্ত্রী) বৈদিক ছন্দোবিশেষ। ("একস্মিন্ পঞ্চকে ছন্দঃ শঙ্কুমতী ষট্কে ককুম্মতীতি।" কাত্যা°।)

ককুহ (ত্রি) কস্য সূর্য্যস্য কুং স্থানং জিহীতে অতিক্রামতীব, ক-কু-হা-ক। ১ অতিশয় উন্নত। ২ মহৎ।

ককেরুক (পুং) একপ্রকার কীট। এই কীট পাকস্থলীতে জন্মে।

ককোর (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Nauclea parvifolia.) এই গাছ হিন্দীতে কারেম, কুমায়ুনে কলচু, পঞ্জাবে কমল বা করম্, মহারাষ্ট্রে কদম, তামিল ভাষায় নীর কদম বা বোট কদিমি, তেলগুতে বট করমী এবং বাঙ্গালায় কেহ কেহ চকোর বলে। এই গাছ ৩০ ফিট পর্য্যন্ত বড় হয়। ইহা ভারতের পঞ্জাব ও শুমসরে, বোম্বাই প্রদেশে, কামাড়া ও সওয়ার বনজঙ্গলে, নয়মলয়ে, দিল্লীর পশ্চিমে সাঁপ্লা নামক স্থানে, শিবালিক গিরিমালা হইতে বিপাশা নদীর তট পর্য্যন্ত নানাস্থানে, সিংহল ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে জন্মে।

ইহার কাঠ কড়ি বরগা প্রভৃতি কার্য্যে লাগে। ভারতের পশ্চিম উপকূলে ইহার তক্তায় ঘরের মেজিয়া হয়। এই কাঠ অতি কঠিন, দেখিতে কৃষ্ণবর্ণ, ইহার এক ঘনফুট ওজনে প্রায় বিশ সের। ৪০ বর্ষ পর্য্যন্ত এই কাঠ নষ্ট হয় না।

ককোরা, বদাউন জেলার একটি গ্রাম। বদাউন নগর হইতে ছয় ক্রোশ দূরে গঙ্গানদীর তটে অবস্থিত। এখানে প্রতি বর্ষে কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমায় মহোৎসব হয়, সেই সময়ে কাণপুর, দিল্লী, করুখাবাদ এবং রোহিলখণ্ডের নানা স্থান হইতে প্রায় লক্ষাধিক লোকের সমাগম হয়। যাত্রীরা এখানকার পুণ্যসলিলা গঙ্গায় তর্পণ ও অবগাহনাদি কার্য্য সমাধা করিয়া ব্যবসায় মন দেয়। সেই সময়ে এখানে হাট বসে। ভারতবর্ষের নানাস্থান হইতে জিনিসপত্র আসিয়া থাকে। গৃহস্থের আবশ্যক মত সকল দ্রব্যই সে সময়ে পাওয়া যায়।

কক্ক (ধাতু) ভ্বা° পর° অক° সেট্°। হাস্য করা। (কক্কহাসে। কবি°দ্রু°।)

কক্কট (পুং, স্ত্রী) কক্ক-অটন্। মৃগবিশেষ, অশ্বমেধ যজ্ঞে এই মৃগের আবশ্যক হইত। (মহীধর)

কক্কুল (পুং) কক্ক-উলচ্। বকুল বৃক্ষ।

কক্কোল (পুং) ককতে প্রকাশতে, কক্-ক্বিপ্; কোলতি সংস্ত্যায়তি, কুল-অলাদিত্বাৎ ণ; কক্চাসৌ কোলশ্চেতি, কর্ম্মধা°। গন্ধদ্রব্যবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কোলক, কোষফল, কৃতফল, কটুকফল, ধেষা, স্থূলমরিচ, কক্কোলক, মাধবোচিত, কাল, কটুফল ও মরিচ। বৈদ্যকোক্ত ইহার গুণ—লঘু, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, তিক্ত, হৃদ্য, রুচিকারক; মুখের দুর্গন্ধ, হৃদ্রোগ, কফ ও বায়ুজন্য রোগ এবং নেত্ররোগনাশক। (ভাবপ্র°।)

কক্কোলক (ক্লী) কক্কোলস্য ইদম্ বা স্বার্থে কক্কোল-কন্। ১ গন্ধদ্রব্যবিশেষ, [কক্কোল দেখ।] ২ শাল্মলীদ্বীপের অন্তর্গত সপ্তম বর্ষ পর্ব্বত। (বিষ্ণু পু° ২।৪ অঃ।)

কক্খ (ধাতু) ভ্বা° পর° অক° সেট্°। হাস্য করা। (কক্খ হাসে। কবি°দ্রু°।)

কক্খট (পুং) ১ কঠিন। ২ (কক্খতীতি, কক্খ-অটন্) (ত্রি) হাস্যযুক্ত।

কক্খটপত্র (পুং) কক্খটানি প্রকাশান্বিতানি পত্রাণি যস্য, বহুব্রী। বৃক্ষবিশেষ, (Corchorus olitorius.) যাহা হইতে পাট উৎপন্ন হয়। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—পট্ট, বাজশল, শাণি ও চিম।

কক্খটী (স্ত্রী) কক্খতি প্রকাশয়তি ঘর্ষণেন বর্ণান্, কক্খ-অটন্-ঙীপ্। খড়ী। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—খটিকা, বর্ণলেখা, কঠিনী, খটী। [খড়ি দেখ]

কক্ষ (পুং) কষতীতি, কষ-স, (বৃতৃবদিহনিকমি কষিভ্যঃ সঃ। উণ্ ৩।৬২। বৃ তৃ বদ্ হন্ কম ও কষ ধাতুর উত্তর স প্রত্যয় হয়।) ১ বাহুমূল, বগল। ২ তৃণ। ৩ লতা। ৪ শুষ্কতৃণ। ৫ কচ্ছ। ৬ শুষ্কবন। ৭ পাপ। ৮ বন। ৯ রুদ্র। ১০ ভিত্তি। ১১ পার্শ্ব। ১২ প্রকোষ্ঠ, গৃহ। ১৩ কক্ষারোগ, কাঁকবিড়ালি রোগবিশেষ। [কক্ষা দেখ।] ১৪ কাছা। ১৫ অঞ্চল, আঁচল। ১৬ গ্রহগণের ভ্রমণ পথ। ১৭ প্রতিযোগিতা, বিরোধ। ১৮ নৌকার অবয়ববিশেষ। ১৯ কোমরবন্ধ। ২০ রাজান্তঃপুর। ২১ মহিষ। ২২ বহেড়া। ২৩ জন্তুগণের শব্দ। ২৪ সাদৃশ্য, তুল্যতা। ২৫ সেকরার পরিমাণবিশেষ, এক রতি। ২৬ ভারতোক্ত জাতিবিশেষ। [কচ্ছ দেখ।]

কক্ষক (পুং) রাজা জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞকালে দগ্ধ সর্পবিশেষ।

কক্ষতু (পুং) কক্ষ ইব তন্যতে, কক্ষ-তন-ডু। বৃক্ষবিশেষ।

কক্ষধর (ক্লী) কক্ষাং ধারয়তি, কক্ষা-ধৃ-অচ্, (পৃষোদরাদিত্বাৎ হ্রস্বঃ।) সুশ্রুতোক্ত বক্ষঃ ও কক্ষদেশের মধ্য মর্ম্মস্থানবিশেষ; এই মর্ম্ম বিদ্ধ হইলে পক্ষঘাত হইয়া থাকে।

কক্ষপ (পুং) কক্ষে জলপ্রায়দেশে পিবতি, কক্ষ-পা-ক। কচ্ছপ, কাছিম।

কক্ষরুহা (স্ত্রী) কক্ষে জলপ্রায়ে রোহতি, কক্ষ-রুহ-ক। নাগরমুথা; ইহা জলপ্রায় দেশেই অধিকাংশ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কক্ষশায় (পুং) কক্ষে শুষ্কতৃণে শেতে, কক্ষ-শী-ণ। কুকুর।

কক্ষশায়িনী (স্ত্রী) কক্ষ-শী-ণিনি-ঙীপ্। কুকুরী, মাদী কুকুর।

কক্ষশায়ু (পুং) কক্ষে শেতে, কক্ষ-শী-উণ্। কুকুর।

কক্ষসেন (পুং) ১ রাজবিশেষ, পরীক্ষিতের পুত্র ও আবিক্ষিতের পৌত্র। ২ ঋষিবিশেষ, ইহার পুত্রের নাম অভিপ্রতারী।

কক্ষা (স্ত্রী) কক্ষ-টাপ্। ১ হস্তী বাঁধিবার রজ্জু। ২ চন্দ্রহার। ৩ প্রকোষ্ঠ, কুঠারী। ৪ দেওয়াল। ৫ সাম্য। ৬ রথের অঙ্গবিশেষ। ৭ কাছা। ৮ বিরোধ। ৯ মধ্যদেশ। ১০ রাজার অন্তঃপুর। ১১ আঁচল। ১২ রোগবিশেষ। সুশ্রুত বলেন,—বাহুপার্শ্বে ও বগলে বেদনাযুক্ত যে কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক উৎপন্ন হয়, তাহাকে কক্ষা বলে, ইহা পিত্তজ রোগ। এই রোগ পিত্ত জন্য বিসর্পের ন্যায় চিকিৎসার উপদেশ থাকায়, ইহাতে পদ্মমৃণালসংলগ্ন কর্দ্দম, শুলঞ্চ ও ঝিনুক পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। অথবা গিরিমাটী ঘৃতমিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। বটের মূল, মুথা, কলার মূল, পদ্মমৃণালের গ্রন্থি পেষণ করিয়া শতধৌত ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলেও উপকার দর্শে। (চক্রদত্ত।)

কক্ষাপট (পুং) কক্ষাকারঃ পটঃ বস্ত্রম্। কৌপিন।

কক্ষাবান্ [৭] (পুং) কক্ষা সাম্যমস্যাস্তীতি, কক্ষা-মতুপ্, মস্য বঃ। মুনিবিশেষ।

কক্ষাবেক্ষক (পুং) কক্ষায়া অবেক্ষকঃ, ৬-তৎ। ১ অন্তঃপুরপালক, কঞ্চুকী। ২ উদ্যানপালক। ৩ নাট্যকারক। ৪ কবি। ৫ লম্পট। ৬ দ্বাররক্ষক।

কক্ষিন্ (ত্রি) কক্ষং পাপমস্ত্যস্য, কক্ষ-ইনি। পাপী।

কক্ষীকৃত (ত্রি) কক্ষ-চ্বি-কৃ-ক্ত। আয়ত্তীকৃত, অধীন।

কক্ষীবান্ (পুং) ঋষিবিশেষ, ইহার পিতার নাম দীর্ঘতমা।

কক্ষেয়ু (পুং) রৌদ্রাশ্বের পুত্র। দশ অপ্সরাগর্ভে রৌদ্রাশ্বের দশটি পুত্র জন্মে তন্মধ্যে ঘৃতাচী গর্ভজাত পুত্রের নাম কক্ষেয়ু।

কক্ষোত্থা (স্ত্রী) কক্ষাৎ কচ্ছভূমিতঃ উত্তিষ্ঠতি, কক্ষ-উৎ-স্থা-ক-টাপ্। ভদ্রমুস্তা, নাগরমুথা।

কক্ষ্য (ক্লী) কক্ষায়ৈ সাম্যায় ভবম্, কক্ষা-যৎ। ১ নিক্তির বাটী। (ত্রি) ২ কক্ষপূর্ণকারক। ৩ (কক্ষে ভবম্) কক্ষোৎপন্ন। ৪ (পুং) রুদ্র। ৫ উত্তরীয় বস্ত্র। ৬ প্রকোষ্ঠ। ৭ সাদৃশ্য। ৮ রাজান্তঃপুর। ৯ পার্শ্বভাগ।

কক্ষ্যা (স্ত্রী) কক্ষে ভবা, কক্ষ-যৎ-টাপ্। ১ কাছদড়ী, কাছি। ২ হস্তী বাঁধিবার চর্ম্মরজ্জু। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—চূষা, বরত্রা, বৃষা, দূষ্যা, দুষ্যা ও কক্ষা। ৩ প্রকোষ্ঠ। ৪ মহল। ৫ চন্দ্রহার। ৬ সাদৃশ্য। ৭ উদ্যোগ। ৮ বৃহতী। ৯ উত্তরীয় কাপড়। ১০ চন্দ্রহার বাঁধিবার দড়ি। ১১ গুঞ্জা। ১২ অঙ্গুলি। ১৩ কোমরবন্ধ।

কক্ষ্যাবান্ (পুং) কক্ষ্যা অস্ত্যস্য, কক্ষ্যা-মতুপ্, মস্য বঃ। হস্তী।

কক্ষ্যাবেক্ষক (পুং) [কক্ষাবেক্ষক দেখ।]

কখন (দেশজ) কোন্ সময়ে।

কখনও (দেশজ) কোন সময়ে।

কখ্যা (স্ত্রী) কখ-যৎ-টাপ্। [কক্ষা দেখ।]

কঙ্ক (পুং) কঙ্কতে উদ্গচ্ছতি, কক-অচ্-নুম্চ। ১ পক্ষীবিশেষ; সাধারণতঃ ইহাকে কাঁক বলিয়া থাকে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—লোহপৃষ্ঠ, সদংশবদন, খর, রণালঙ্করণ, ক্রূর,

আমিষপ্রিয়, অরিষ্ট, কালপুষ্ট, কিংশারু, লৌহপৃষ্ঠক, দীর্ঘপাদ, ও দীর্ঘপাৎ। ২ যম। ৩ ছদ্মবেশী ব্রাহ্মণ। ৪ যুধিষ্ঠির, অজ্ঞাত বাসকালে তিনি 'কঙ্ক' নামে বিরাটরাজের সদস্য হইয়াছিলেন। ৫ কংসাসুরের ভ্রাতা। ৬ ক্ষত্রিয়। ৭ শাল্মলি দ্বীপান্তর্গত পঞ্চম বর্ষ পর্ব্বত। ৮ চুত নামক রাজা। ৯ সুদেবের কনিষ্ঠ। ১০ জনপদবিশেষ। (মার্ক° ৫৮। ৮) মহাভারতে লিখিত আছে, রাজসূয়যজ্ঞকালে এখানকার লোকেরা রাজা যুধিষ্ঠিরের জন্য উপহার লইয়া গিয়াছিল; এই জনপদ নেপালে অথবা তিব্বতের পূর্ব্বাংশে বলিয়া অনুমিত হয়। ১১ উড়িষ্যার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র জমিদারী।

কঙ্কা (স্ত্রী) কংসের ভগিনী, বসুদেবের ভ্রাতৃবধূ।

কঙ্কট (পুং) কং দেহং কটতি আবৃণোতি, ক-কট-অচ্, কক্ অটন্ বা (শকাদিভ্যো হটন্। উণ্ ৪। ১৮।) কবচ, বর্ম্ম।
(কঙ্কটঃ পুংসি সন্নাহে তদ্বৎ কঙ্কটকো হপি চ। শব্দাব্ধি।)

কঙ্কটক (পুং) কঙ্কট-স্বার্থে কন্। কবচ।

কঙ্কটেরী (স্ত্রী) হরিদ্রা, হলুদ। (কঙ্কটেরী হরিদ্রায়াম্। শব্দাব্ধি।)

কঙ্কণ (ক্লী) কং ইতি কণতি, কং-কণ-অচ্। ১ হস্তাভরণবিশেষ, ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—করভূষণ ও কৌতুক। ২ হস্তসূত্র। ৩ ভূষণমাত্র। ৪ শেখর। ৫ (কমিত্যব্যয়ং জলং, তস্য কণা) (পুং) জলকণা।

কঙ্কণী (স্ত্রী) ককি গতৌ-ঘঞ্, কঙ্কে গমনে অণতি শব্দায়তে, কঙ্ক-অণ-অচ্-ঙীষ্। কং ইতি কণতি, কং-কণ পচাদ্যচ্ ঙীষ্ ইতি বা। ক্ষুদ্র ঘণ্টা, ঘুঙ্গুর।

কঙ্কণীকা (স্ত্রী) পুনঃ পুনঃ কণতি, কণ-যঙ্ (লুক্)-ঈকন্, ধাতোঃ কঙ্কণাদেশশ্চ (চঙ্কণঃ কঙ্কণ চ। উণ্ ৪। ১৮।) ক্ষুদ্রঘণ্টা, ঘুঙ্গুর।

কঙ্কত (ক্লী) কঙ্কতে শিরোমলং প্রাপ্নোতি, ককি-অতচ্। ১ কাঁকুই, চিরুণী। ২ (পুং) বৃক্ষ। ৩ অল্পবিষ প্রাণীবিশেষ।

কঙ্কতদেহী (পুং, স্ত্রী) প্রাণীবিশেষ, ইংরাজিভাষায় ইহার নাম সেডিপ (Cydippe.) ইহার আকৃতি শ্লেষ্মপিণ্ডের ন্যায়, তাহাতে চিরুণীর ন্যায় দাঁড় আছে।

কঙ্কতিকা (স্ত্রী) কঙ্কত-ঙীষ্-স্বার্থে কন্, হ্রস্বশ্চ। ১ চিরুণী; ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—প্রসাধনী, কঙ্কতী, কঙ্কত, প্রসাধন, কেশমার্জ্জন, ফণী, ফণিকা ও ফণি। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ,—কেশস্থ ধূলী, জন্তু, মলা ও শিরোরোগ নাশক, কান্তিকারক, কেশবৃদ্ধি ও কেশের প্রসন্নতাকারক।

কঙ্কতী (স্ত্রী) কঙ্কত-ঙীষ্। চিরুণী।

কঙ্কত্রোট (পুং) কঙ্কবৎ ত্রোটয়তি, কঙ্ক-ত্রুট-ণিচ্-অচ্। কঙ্কাৎ পক্ষিবিশেষাৎ আত্মানং ত্রাতীতি বা, কঙ্ক-ত্রা অটন্, (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) মৎস্যবিশেষ; ইহার সাধারণ নাম কাঁকিলা, সংস্কৃতপর্য্যায় জলব্যধ।

কঙ্কত্রোটি (পুং) কঙ্কস্য ত্রোটিরিব ত্রোটিশ্চঞ্চুর্যস্য, মধ্যপদলো°। মৎস্যবিশেষ; সংস্কৃতপর্য্যায় জলসূচি, সাধারণ, নাম কাঁকিলা।

কঙ্কপক্ষ (ক্লী) কঙ্কস্য পক্ষঃ ৬-তৎ। কঙ্কপক্ষীর পালক।

কঙ্কপত্র (পুং) কঙ্কস্য পক্ষিবিশেষস্য পত্রমিব পত্রং যস্য। ১ বাণ। ২ কঙ্কপক্ষীর পক্ষ।

কঙ্কপত্রী [ন্] (পুং) কঙ্কস্য পত্রমস্ত্যস্য, কঙ্ক-পত্র-ইনি। বাণ।

কঙ্কপর্ব্বা [ন্] (পুং) কঙ্কবৎ পর্ব্ব অস্য। সর্পবিশেষ।

কঙ্কপুরী (স্ত্রী) কং সুখং কায়তি সূচয়তি, ক-কৈ-ক। কঙ্কাপুরী, কর্ম্মধা°। কাশীপুরী।

কঙ্কমালা (স্ত্রী) কঙ্কং করচাপল্যং মলতে ধারয়তি, কঙ্ক-মল-অচ্-টাপ্। করতালী।

কঙ্কমুখ (পুং) কঙ্কস্য মুখমিব মুখং যস্য। ১ সন্দংশ, সাঁড়াশি। ২ অস্থিপ্রবিষ্ট শল্যউদ্ধারের জন্য যে সকল যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, তন্মধ্যস্থ যন্ত্রবিশেষ। এই যন্ত্রের অগ্রভাগ কঙ্কপক্ষীর মুখের ন্যায়, ইহা ময়ূরাকৃতি কীলকদ্বারা আবদ্ধ। সুশ্রুতে অন্যান্য যন্ত্র অপেক্ষা এই যন্ত্রের ঔৎকর্ষ বর্ণিত আছে,—"কঙ্কমুখ যন্ত্র সহজেই অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া শল্যগ্রহণপূর্ব্বক বহির্গত হয় এবং সর্ব্বস্থানেই উপযোগী হয় বলিয়া সকল যন্ত্র অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" ৩ বাণবিশেষ।
("ব্যাঘ্রসিংহমুখান্ বাণান্ কাককঙ্কমুখানপি।"
রামা° ৬। ৭৯ অঃ।)

কঙ্কর (ত্রি) কংসুখং কিরতি ক্ষিপতি, ক-কৄ-অচ্। ১ কুৎসিত। ২ (ক্লী) কং জলং কীর্য্যতে অত্র, ক-কৄ-আধারে অপ্। তক্র, ঘোল। ৩ কাঁকর। (Nodular limestone) ভারতবর্ষে এই সকল স্থানে কাঁকর পাওয়া যায়—আলীগড়, আলাহাবাদ, অমৃতসহর, খান্দৎ (কান্দে), চম্পারণ, চাঁদসী, গিয়োয়া, গুজরাট, হায়দরাবাদ, হরীক, খাঁদেশ, কৈথাতুর, ঢাকা, ধোলপুর, এতাবা, জয়পুর, জালন্ধর, জৌনপুর, ঝালাবার, খেরি, লুধিয়ানা, মুঙ্গের, মুলতান, মুর্শিদাবাদ, মথুরা, মজাফরপুর, মহিসুর, নরসিংহপুর, উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা, প্রতাপগড়, পাটনা, পেশাবর, পঞ্জাব, পুর্ণিয়া, শাহারণপুর, সারণ, শাহাবাদ, শাহজহানপুর, শিয়ালকোট, সিংহভূম, সীতাপুর, সুলতানপুর, তিনবল্লী, উৎরোলা, বর্ধা, বালিয়া,

বান্দা, বাকুড়া, বস্তি, বিজনী, বিকানীর, বদাউন, বুলন্দ-সহর। ৪ কর্কশ।

কঙ্করোল (পুং) কঙ্ক ইব লোলশ্চঞ্চলঃ, লস্য রঃ। ১ নিকোচক বৃক্ষ। ২ কাঁকরোল। [কাঁকরোল দেখ।]

কঙ্কলোড্য (ক্লীং) কঙ্ক ইব লোড্যতে আলোড্যতে, কঙ্ক-লোড-ণ্যৎ। কঙ্কলোড্য, চিকোড়মূল। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ—গুরু, অজীর্ণকারী ও শীতল।

কঙ্কশত্রু (পুং) কঙ্কস্য শত্রুঃ। পৃশ্নিপর্ণী, চাকুন্দে; ইহার কঙ্কনাশক শক্তি আছে। [পৃশ্নিপর্ণী দেখ।]

কঙ্কবাজ (পুং) কঙ্কস্য বাজ ইব বাজঃ পক্ষোঽস্য, মধ্যপদলো°। ১ কঙ্কপত্র নামক বাণবিশেষ। ২ কঙ্কপক্ষীর পক্ষ।

কঙ্কবাজিত (পুং) কঙ্কস্য বাজো জাতো ঽস্য, কঙ্কবাজ-ইতচ্ (তদস্য সংজাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫। ২। ৩৬।) কঙ্কপক্ষযুক্ত বাণ।

কঙ্কশত্রু (পুং) কঙ্কস্য শত্রুঃ, ৬তৎ। পৃশ্নিপর্ণী, চাকুলে। প্রয়োগানুসারে এই উদ্ভিদ্দ্বারা কঙ্কপক্ষী বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কঙ্কশায় (পুং) কঙ্কইব শেতে, কঙ্ক-শী-ণ। কুকুর।

কঙ্কা (স্ত্রী) ১ উগ্রসেনের কন্যা, কংসভগ্নী। ২ উৎপলগন্ধিকা।

কঙ্কাল (পুং) কং শিরং কালয়তি ক্ষিপতি, ক-কল-ণিচ্-অচ্। শরীরাস্থি। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়, করঙ্ক ও অস্থিপঞ্জর। কঙ্কাল বা অস্থিপঞ্জর দেহের সার। ত্বক্ মাংস বিনষ্ট হইলেও অস্থি নষ্ট হয় না। তাই মহর্ষি সুশ্রুত বলিয়াছেন—

"অভ্যন্তরং গতৈঃ সারৈর্যথা তিষ্ঠন্তি ভূরুহাঃ।
অস্থিসারৈস্তথা দেহা ধ্রিয়ন্তে দেহিনাং ধ্রুবম্॥
তস্মাচ্চিরবিনষ্টেষু ত্বঙ্‌মাংসেষু শরীরিণাম্।
অস্থীনি ন বিনশ্যন্তি সারাণ্যেতানি দেহিনাম্॥
মাংসান্যত্র নিবদ্ধানি শিরাভিঃ স্নায়ুভিস্তথা।
অস্থীন্যালম্বনং কৃত্বা ন শীর্য্যন্তে পতন্তি বা॥"

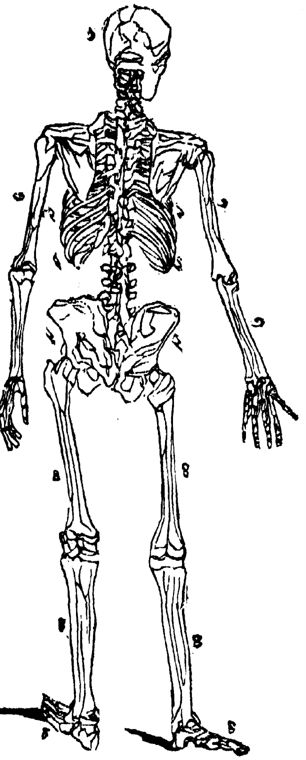
বৃক্ষ যেরূপ অভ্যন্তরস্থ সার আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে, সেইরূপ অস্থিসার আশ্রয় করিয়া মানব দেহ ধারণ করিয়া থাকে। শরীরের ত্বক্ ও মাংস প্রভৃতি নষ্ট হইলেও অস্থির বিনাশ হয় না। অস্থি সমস্ত দেহের সার। তাহাতে শিরা ও স্নায়ুর দ্বারা মাংস বদ্ধ থাকে, অস্থি অবলম্বন করিয়া আছে বলিয়া মাংস শীর্ণ বা পতিত হয় না। (সুশ্রুত শারীর-স্থান)। চরকের মতে,—

"ত্বঙ্‌মাংসাদি রহিতঃ স্বস্থানস্থিতঃ শরীরাস্থিচয়ঃ কঙ্কাল-সংজ্ঞো ভবতি। স চ কঙ্কালঃ ষড়ঙ্গো ভবতি যথা শাখাশ্চতস্রো মধ্যং পঞ্চমং ষষ্ঠং শির ইতি॥"

ত্বক্ ও মাংসাদি রহিত স্বস্থানে অবস্থিত দেহের অস্থি সমুদয়কে কঙ্কাল কহে। কঙ্কাল ছয় অঙ্গে বিভক্ত—চারি শাখা, পঞ্চম মধ্যাঙ্গ ও ষষ্ঠ মস্তক। ঊর্দ্ধশাখাদ্বয়কে বাহু ও অধঃশাখাদ্বয়কে সক্‌থি বলে।

য়ুরোপীয় শারীরতত্ত্ববিদেরাও কঙ্কালকে প্রধানতঃ তিন অঙ্গে বিভক্ত করিয়াছেন যথা,—উত্তমাঙ্গ বা মস্তক (Head) মধ্যাঙ্গ বা স্কন্ধ (Trunk) এবং শাখা (Extremities).

কঙ্কাল।



১ চিহ্নিত অংশ মস্তক; ২ মধ্য, ৩ ঊর্দ্ধ ও ৪ অধোশাখা।

মহর্ষি সুশ্রুতের মতে অস্থি পাঁচ প্রকার—"কপাল, রুচক, তরুণ, বলয় ও নলকাস্থি। জানু, নিতম্ব, অংশ, গণ্ড, তালু, শঙ্খ ও মস্তক এই সকল স্থানের অস্থিখণ্ডকে কপাল; দন্তের অস্থিখণ্ডকে রুচক, নাসিকা, কর্ণ, গ্রীবা ও চক্ষুকোষস্থিত অস্থিকে তরুণ; হস্ত, পাদ, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, উদর এবং বক্ষ এই সকল স্থানের অস্থিকে বলয় এবং অবশিষ্ট সকল অস্থিকে নলকাস্থি বলে। (১)

(১) "কপালরুচকতরুণবলয়নলকসংজ্ঞানি। তেষাং জানুনিতম্বাংসগণ্ডতালুশঙ্খশিরঃসু কপালানি, দশনাস্তু রুচকানি, ঘ্রাণকর্ণগ্রীবাক্ষিকোষেষু তরুণানি। পাণিপাদপার্শ্বপৃষ্ঠোদরোরঃসু বলয়ানি, শেষাণি নলকসংজ্ঞানি।" (সুশ্রুত)

মহর্ষি সুশ্রুত লিখিয়াছেন, "বেদজ্ঞেরা বলেন যে অস্থির সংখ্যা ৩০৬ খানি। কিন্তু শল্যতন্ত্রের মতে ৩০০। যথা—

প্রত্যেক পাদাঙ্গুলিতে তিনটি করিয়া ...	১৫
পদতল ও গুল্‌ফে	১০
গোড়ালিতে	১
জঙ্ঘাতে	২
জানুতে	১
উরুদেশে	১
এইরূপ অপর পাদে	৩০
দুই হাতে ৩০টি করিয়া	৬০
কটিদেশে	১
মলদ্বারে	১
যোনিদেশে	১
দুই নিতম্বে	২
দুই পার্শ্বে ৩৬টি করিয়া	৭২
পৃষ্ঠে	৩০
বক্ষে	৮
বৃত্তাকার অক্ষক নামক	২
গ্রীবাদেশে	৯
কণ্ঠদেশে	৪
দুই তন্নুতে	২
দন্তে	৩২
নাসিকাতে	৩
তালুতে	৩
গণ্ড, কর্ণ ও রগ প্রত্যেকে ২টি করিয়া ...	৬
মস্তকে	৬

সর্ব্বশুদ্ধ ৩০০ খানি

চরকের মতে অস্থিসংখ্যা ৩৬০। উলূখল অর্থাৎ দন্তমূলে ৩২, দন্ত ৩২, নখ ২০, শলাকা ২০, অঙ্গুলির অস্থি ৬০, পার্ষ্ণিতে ২, কূর্চ্চনিম্নে ২, হস্তের মণিকা ৪, পদের গুল্‌ফে ৪, অরত্নির অস্থি ৪, জঙ্ঘায় ৪, জানুতে ২, কনুইয়ে ২, উরুতে ২, বাহুতে ২, কণ্ঠের নীচে ২, তালুতে ২, নিতম্বদেশে ২, যোনি বা লিঙ্গে ১, ত্রিকদেশে ১, গুহ্যদেশে ১, পৃষ্ঠে ৩৫, গ্রীবায় ১৫, জত্রুতে ২, হনস্থি ১, হনুমূলবন্ধন ২, ললাটে ২, চক্ষুতে ২, গণ্ডদ্বয়ে ২, নাসিকায় ৩, উভয়পার্শ্বে পঞ্জরাস্থি ২৪ খানি করিয়া ৪৮, পঞ্জরাস্থির গোলাকার স্থালিকা ২৪, ললাটে ২, মস্তকে ৪ ও বক্ষদেশে ১৭। (এইরূপে শরীরের অস্থিসমষ্টি ৩৬০।)

য়ুরোপীয় চিকিৎসকদিগের মতে, নরকঙ্কালে সর্ব্বশুদ্ধ ২২৩ খানি অস্থি আছে। যথা—করোটিতে ৮, মুখমণ্ডলে ১৪, কর্ণাভ্যন্তরে ৮, কশেরুকে ২৬, বক্ষে ২৬, বস্তিদেশে ১১, ঊর্দ্ধ-শাখা বা বাহুতে ৬৮, অধোশাখা বা সক্‌থিতে ৬৪ খানি।

কশেরু মেরুদণ্ডস্বরূপ, ইহাতে ২৪ খানি অস্থি আছে। উপরে ৭ খানি, তাহার নাম গ্রীবাকশেরুকা (Cervical vertibræ), মধ্যে ১২ খানি, তাহার নাম পৃষ্ঠকশেরুকা (Dorsal vertibræ), অধোভাগে ৫ খানি তাহার নাম কটিকশেরুকা (Lumbar vertibræ)। কশেরু বা মেরুদণ্ডের তলভাগে ত্রিকাস্থি (Sacrum) উপরে থাকে। যদিও ত্রিকাস্থি বস্ত্যস্থিরই অংশ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃতরূপে বলিতে গেলে এই অস্থি মেরুদণ্ডেরই সন্নিহিত অস্থি বলিয়া স্বীকার করা যায়। এই অস্থিখানি দেখিতে ত্রিকোণাকার এই জন্য ইহার নাম ত্রিক (Sacrum), ইহা ৫।৬ খানি ক্ষুদ্র কশেরুকায় গঠিত, তাহার নাম ত্রিককশেরুকা (Sacral vertibræ) কহে। মেরুদণ্ডের সর্ব্বনিম্নভাগে অধোকশেরুকা (Coccyx), ইহা পশ্বাদির লাঙ্গুলে অভ্যন্তর-অস্থিরূপে থাকে। মানবের পক্ষে সেরূপ নহে। মানবজাতির অধোকশেরুকার অস্থি ক্ষুদ্র, সরায়তন এবং চারি পাঁচ খানির অধিক নহে। বস্ত্যস্থির উভয়পার্শ্বে ও সম্মুখে শ্রোণীফলকাস্থি (Os Innominata) এই অস্থি আবার তিনভাগে বিভক্ত, কট্যস্থি (Ilium), বঙ্ক্ষণাস্থি (Ischium) এবং উপস্থাস্থি (Pubis)।

মেরুদণ্ডের প্রধান অংশ বক্ষস্থল (Chest or Thorax) ইহার পশ্চাৎভাগে পৃষ্ঠকশেরুকা, সম্মুখভাগে বুকাস্থি, উভয়-পার্শ্বে ১২ খানি করিয়া পর্শুকা ও তাহাদের উপাস্থি আছে। পর্শুকাগুলি মেরুদণ্ডের সহিত এক একখানি পৃথক্ পৃথক্ রহিয়াছে। কেবল উপরের উভয় পার্শ্বের ৭ খানি বুকাস্থির সহিত এক একটি স্বতন্ত্রভাবে মিলিত আছে। এই সাতখানি স্বাভাবিক পর্শুকা এবং নীচের উভয়পার্শ্বের ৫ খানিকে কৃত্রিম পর্শুকা বলা যায়।

বয়োবৃদ্ধদিগের বুকাস্থি ১ খানি, যুবকদিগের ২ খণ্ড এবং শিশুদিগের আরও কতগুলি অংশে গঠিত দেখা যায়। যৌবন কালে যখন বুকাস্থি দুইখণ্ড থাকে তাহার উপরের খণ্ডকে মুষ্টি (Manubrium) কহে। বয়োবৃদ্ধির সময়ে বুকাস্থি এক হইয়া যায়, ইহার অধোভাগ হইতে উপরিভাগ সরু হইতে ক্রমশঃ মোটা দেখায়, মধ্যে এক একটি কড়া থাকে, তাহার নাম অগ্রকড়া (Ensiform or xiphoid cartilage) নরকপালের করোটিতে ১ খানি ললাটাস্থি (Frontal bone), ২ খানি পার্শ্বকপালাস্থি (Parietal bone), ১ খানি পশ্চাৎ কপালাস্থি (Occipital bone) ১ খানি কীলকাস্থি (Sphen-

oid), ২ খানি শঙ্খাস্থি (Temporal bone) এবং ১ খানি শৌষিরাস্থি (Ethmoid) আছে। মুখমণ্ডলে ২ খানি নাসাস্থি (Nasal bone), ২ খানি মাঢ্যস্থি (Superior maxillary), ২ খানি তাম্বাস্থি (Palate), ২ খানি গণ্ডাস্থি (Malar), ২ খানি অশ্রুজননাস্থি (Lachrymal), ২ খানি অধোবেষ্টনাস্থি (Inferior Turbinated), ১ খানি ফালাস্থি (Vomar) এবং হন্বাস্থি (Inferior Maxillary) আছে। [কপাল ও মুখ দেখ।]

কঙ্কালের ঊর্দ্ধশাখায় অংসফলকাস্থি (Scapula), জত্রস্থি (Clavicle), চক্রদণ্ডাস্থি (Radius), প্রকোষ্ঠাস্থি (Ulna) মণিবন্ধ (Carpus), করভ বা হস্ততল (Metacarpus) ও অঙ্গুল্যস্থিসকল আছে। ইহার মধ্যে অংসফলকাস্থি ও জত্রস্থি শ্রোণীফলকাস্থির মতন। হস্তে মণিবন্ধ, করভ ও অঙ্গুল্যস্থি আছে। ইহার মধ্যে মণিবন্ধে সর্ব্বশুদ্ধ ৮ খানি অস্থি দুই থাকে আছে। প্রথম থাকে ৪ খানি, তাহাদের নাম নাবাস্থি (Scaphoid), অর্দ্ধচন্দ্রাস্থি (Semi lunar), কোণাস্থি (Cuneiform), বর্ত্তুলাস্থি (Pisiform)। দ্বিতীয় থাকেও ৪ খানি, তাহাদের নাম সমদ্বিপার্শ্বাস্থি (Trapezium), চতুষ্কোণাস্থি (Trapezoid), স্থূলাস্থি (Osmagnum), ও বড়িশাস্থি (Unciform)।

অঙ্গুলির অস্থিসকলকে অঙ্গুল্যস্থি (Phalanges) কহে, প্রত্যেক অঙ্গুষ্ঠে দুইখানি এবং অপর অঙ্গুলিতে ৩ খানি করিয়া অস্থি থাকে। প্রত্যেকটি অপর পর্ব্ব এবং করতলের অস্থি হইতে পৃথক্ এইজন্য প্রত্যেকটি স্বাধীনভাবে বিস্তারিত হইতে পারে।

অধোশাখায় উর্ব্বস্থি (Femur), জানুফলকাস্থি (Patella), জঙ্ঘাস্থি (Tibia), নলকাস্থি (Fibula), গুল্ফ (Tarsus), প্রপদ (Metatarsus) ও পদতল (Toes) আছে।

অঙ্গের অস্থি মধ্যে উর্ব্বস্থি সর্ব্ববৃহৎ। ইহার শিরোভাগ শ্রোণীফলকাস্থি হইতে পৃথক্ হইয়া আছে। জঙ্ঘাস্থি পদের সম্মুখ ও অন্তর্ভাগে থাকে; ইহার শিরোভাগ অন্তভাগ হইতে বড়, ইহার উপরটা দেখিতে বাদামী উপরের দুইটি বাদামী জমির উপর উর্ব্বস্থির গাঁইট (Condyles) অবস্থিত। নলকাস্থি জঙ্ঘাস্থির ঠিক পার্শ্বে এবং পদের বহির্ভাগে স্থাপিত। ইহা দেখিতে লম্বা, ক্ষীণ, অধিকাংশই তিনপার্শ্বযুক্ত এবং শেষ দিকে বর্দ্ধিত। জানুফলকাস্থি (Patella or Knee-pan) দেখিতে প্রায় ত্রিকোণাকার, ইহার অধোভাগ নিতান্ত সরু, অগ্রভাগ অল্প মুক্ত এবং দেখিতে ডম্বরুবৎ, পশ্চাৎভাগ বেশ কোমল, মধ্যে এক আলি দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত। গুল্ফ সাতখানি অস্থিতে নির্ম্মিত, যথা—গুল্ফাস্থি (Astragalus), ২ পার্ষ্ণ্যস্থি (Os calcis), নাবাস্থি (Navicular), ৪ ঘনাস্থি (Cuboid), ৫ অভ্যন্তরকোণাস্থি (Internal Cuneiform), ৬ মধ্যকোণাস্থি (Middle cuneiform) ৭ বাহ্যকোণাস্থি (External cuneiform)।

প্রপদ ও পদাঙ্গুলির অস্থিসকলের গঠনপ্রণালী প্রায় করভ ও অঙ্গুলির অস্থি মত। পদাঙ্গুলির অস্থিগুলি লম্বা, বড় কৃশ এবং করাঙ্গুলির অস্থিসকল অপেক্ষা ঘেঁস ঘেঁস থাকে। পায়ের দুইটা বুড়া আঙ্গুল ছাড়া অপরগুলি ছোট।

এতদ্ভিন্ন শরীরে আরও অতি কোমল উপাস্থি বা তরুণাস্থি আছে। শরীরের দৃঢ় ও সবল অঙ্গ সকল অধস্থি দ্বারা নির্ম্মিত। মণিবন্ধ ও গুল্ফ প্রভৃতি স্থানে অধস্থি বা ক্ষুদ্রাস্থি সকল আছে। সমস্ত অস্থি অন্তর্ভাগে ও বহির্ভাগে কলা অর্থাৎ ঝিল্লি দ্বারা বেষ্টিত থাকে। কিন্তু ইহাদের সন্ধিস্থান ঝিল্লিদ্বারা আবৃত নয়, সন্ধিস্থান পাতলা উপাস্থিদ্বারা আবৃত দেখা যায়। অস্থির গর্ত্ত পীতবর্ণ স্নেহবিশেষ দ্বারা পূর্ণ থাকে। তাহাকে মজ্জা বলে। অস্থিসমূহের গাত্রে কোথাও গর্ত্তবৎ খাত, কোনখানে উচ্চতা দেখা যায়।

দেহের অস্থিময় গর্ত্ত (Acetabulum) সকল কপালাস্থি দ্বারা নির্ম্মিত।

কঙ্কালকেতু (পুং) দানববিশেষ।

কঙ্কাল-ভৈরব-তন্ত্র (ক্লী) তন্ত্রশাস্ত্রবিশেষ।

কঙ্কালমালী [ন্] (পুং) কঙ্কালানাং মালা অস্ত্যস্তি, কঙ্কাল-মালা-ইনি (ব্রীহ্যাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।১১৬।) মহাদেব।

কঙ্কালমালিনী (স্ত্রী) কঙ্কালমালিন্‌-ঙীপ্‌। কালী।

কঙ্কালয় (পুং) কঙ্কালং যাতি, কঙ্কাল-যা-ক। দেহ, শরীর।

কঙ্কালী (স্ত্রী) কঙ্কাল-ঙীপ্‌। মহাকালীমূর্ত্তি। কমর্দ্ধা রাজ্যের অন্তর্গত বোরিয়া গ্রাম হইতে ৩ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত একটি অতি প্রাচীন দুর্গ আছে, দুর্গের অবস্থা অতি শোচনীয়, ইহার চারি দিক্ ভূমিসাৎ হইয়াছে, যৎসামান্য অবশিষ্ট আছে। এই দুর্গে কঙ্কালীদেবীর প্রস্তর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। দেবীর ১৮ হাত, হাতে নরকপাল ধনুর্ব্বাণাদি অস্ত্রশস্ত্র বিরাজ করিতেছে, তাঁহার নিকটে ত্রিশূলধারী শিব-মূর্ত্তি দাঁড়াইয়া আছে। তাহার নিকটেই গণেশ মূর্ত্তি। এই দুর্গ ও কঙ্কালীদেবীর মূর্ত্তি বহু প্রাচীন, প্রায় ৮।৯ শত বর্ষের হইবে।

দুর্গ হইতে মগরধ্বজ (চেদিসম্বৎ ৭০০), গোপালদেব (চেদি সম্বৎ ৮৪০), এবং যশরাজ (চেদি সম্বৎ ১১১০) প্রভৃতি কয়েক জনের শিলানুশাসন পাওয়া গিয়াছে।

কঙ্কু (পুং) কঙ্কতে উদ্ধবং গচ্ছতি, কঙ্ক-উন্। ১ উগ্রসেনের

পুত্র, কংসাসুরের ভ্রাতা। সুনামা, ন্যগ্রোধ, কঙ্ক, শঙ্কু, সুহূ, রাষ্ট্রপাল, সৃষ্টি ও তুষ্টিমান, এই আটটি কংসের ভ্রাতা ছিল। ২ ধাতুবিশেষ।

কঙ্কুষ্ঠ (ক্লী) কঙ্কোঃ সমীপে তিষ্ঠতি, কঙ্কু-স্থা-ক-ষত্বঞ্চ। পার্ব্বতীয় মৃত্তিকাবিশেষ। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—কালকুষ্ঠ, বিরঙ্গ, রঙ্গদায়ক, রেচক, পুলক, শোধক ও কালপালক। ভাবপ্রকাশের মতে হিমালয়শিখরে এই মৃত্তিকা উৎপন্ন হয়, ইহা নালিক ও রেণুক নামে দ্বিবিধ, নালিক রৌপ্যবর্ণ ও রেণুক স্বর্ণবর্ণ; উভয়ের মধ্যে রেণুকই অধিক গুণশালী, উভয়ের গুণ—গুরু, স্নিগ্ধ, বিরেচক, তিক্ত, কটু, উষ্ণ, বর্ণকারক; ক্রিমি, শোথ, উদরাধ্মান, গুল্ম, আনাহ ও কফনাশক।

কঙ্কূষ (পুং) ককি-উষন্। আভ্যন্তর দেহ, শরীরের অভ্যন্তর প্রদেশ।

কঙ্কেরু (পুং) কঙ্কতে লৌল্যাৎ প্রাপ্নোতি ভক্ষণায়েতি শেষঃ, ককি-এরু। কাকবিশেষ, দ্বারবলিভুক্।

কঙ্কেলি (পুং) কং সুখং তদর্থং কেলির্যত্র, বহুব্রী°। অশোকবৃক্ষ। (কঙ্কেলিঃ পুংস্যশোককে। শব্দাব্ধি।)

কঙ্কেল্ল (পুং) ককি-এল্ল। বাস্তুক শাক, বেতো শাক।

কঙ্কেল্লি (পুং) কঙ্ক-বাহুলকাৎ এল্লি, (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু।) অশোক বৃক্ষ। অমর এই শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ ধরিয়াছেন। ("স্ত্রিয়াং ত্বশোকে কঙ্কেল্লিঃ।" অমর)

কঙ্কোল (পুং) ১ নাগরাজবিশেষ। ২ 'গণপত্যারাধন' নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

কঙ্খ (ক্লী) কং সুখং খলতি অনেন, কং-খল-বাহুলকাৎ ড। ১ পাপভোগ।

কঙ্গিয়া (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Roscoea pentandra.)

কঙ্গু (স্ত্রী) কং সুখং অঙ্গয়তি, কং-অগি-ণিচ্-কু। ধান্য বিশেষ। কাঙ্গিনী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—প্রিয়ঙ্গু, প্রিয়ঙ্গ, ও কঙ্গু। ভাবপ্রকাশের মতে এই ধান্য চারি প্রকার—কৃষ্ণ, রক্ত, শ্বেত ও পীত; পীত কঙ্গুই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। কঙ্গুর গুণ—ভগ্নসন্ধানকারক, বাতবর্দ্ধক, বৃংহণ, গুরু, সুক্ষশ্লেষ্মনাশক এবং অশ্বদিগের বিশেষ উপকারক।

কঙ্গুকা (স্ত্রী) কঙ্গু-স্বার্থে কন্-টাপ্। ধান্যবিশেষ। [কঙ্গু দেখ।]

কঙ্গুজুড়িয়া (দেশজ) কঙ্গুর ন্যায় এক প্রকার তৃণ।

কঙ্গুনী (স্ত্রী) কঙ্গুনীয়তে কঙ্গুশব্দেন জ্ঞায়তে কঙ্গু-নী-বাহুলকাৎ ড-ঙীষ্। তৃণধান্যবিশেষ। পশ্চিমে মালকাঙ্গনী বলে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—জ্যোতিষ্মতী, কটভী, বহ্নি, রুচি, চিণক, জ্যোতিকা, পারাবতপদী, পণ্যালতা, পীততণ্ডুলা, সুকুমারী, কুকুন্দনী। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ,—ধাতুশোষক, পিত্তশ্লেষ্মনাশক, রুক্ষ, বায়ুবর্দ্ধক, পুষ্টিকারক, গুরু ও ভগ্নসন্ধানকারী।

কঙ্গুনীপত্রা (স্ত্রী) কঙ্গুন্যাঃ পত্রমিব পত্রমস্যাঃ, মধ্যপদলো°। পণ্যান্ধা নামক তৃণবিশেষ।

কঙ্গুল (পুং) কঙ্গুং নাতি গৃহ্লাতি অনেন, কঙ্গু-লা-ক। হস্ত, হাত।

কঙ্কু (স্ত্রী) কাঙ্গনী ধান। [কঙ্গু দেখ।]

কঙ্গূর (পুং) কঙ্গুং নাতি অনেন, কঙ্গু-লা-ক, লস্য রঃ। হস্ত।

কচ (পুং) কচতে শোভতে শিরসি, কচ-পচাদ্যচ্। ১ কেশ, চুল। ২ শুষ্ক ব্রণ। ৩ মেঘ। ৪ (ভাবে ঘ) বন্ধ। ৫ শোভা। ৬ বৃহস্পতি পুত্র। মহাভারতে ইহার চরিত্র এইরূপ বর্ণিত আছে—

দেবাসুরের যুদ্ধকালে দেবনিহত অসুরগণকে দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য সঞ্জীবনীবিদ্যাবলে পুনর্জীবিত করিতেন। দেবগুরু বৃহস্পতির ঐ বিদ্যা না থাকায় দেবগণ নিতান্ত ভীত হইয়া গুরুপুত্র কচকে শুক্রাচার্য্যের নিকট ঐ বিদ্যা শিক্ষার জন্য অনুরোধ করিলেন। কচও দেবকার্য্য সাধনের জন্য শুক্রাচার্য্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া নিরতিশয় ভক্তিসহকারে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। ক্রূরমতি অসুরগণ কচের অভিপ্রায় অবগত হইয়া তাঁহাকে ক্রমে দুইবার বিনাশ করিল। শুক্রকন্যা দেবযানী স্নেহবশতঃ পিতাকে অনুরোধ করিয়া দুইবারই তাঁহাকে জীবিত করিলেন। তৃতীয়বার দৈত্যেরা কচের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া মদ্য সহ শুক্রাচার্য্যকে ভোজন করাইল; তখন দেবযানীও তাঁহার জীবনের জন্য পিতাকে অত্যন্ত অনুরোধ আরম্ভ করিলেন। শুক্রাচার্য্য এবারেও কন্যার অনুরোধে তাঁহাকে জীবিত করিতে ইচ্ছা করিয়া, কচ কোথায় আছ? জিজ্ঞাসা করিলেন; কচ উদর মধ্য হইতে তাঁহার বৃত্তান্ত জানাইলেন। তখন শুক্রাচার্য্য নিরুপায় হইয়া কন্যাকে বলিলেন, কচকে বাঁচাইতে হইলে আমার প্রাণত্যাগ করিতে হইবে, নতুবা উদর হইতে সে কিরূপে বহির্গত হইবে? দেবযানী বলিলেন,—উভয়ের বিচ্ছেদই আমার তুল্য কষ্টদায়ক, অতএব উভয়েরই যাহাতে জীবন রক্ষা হয়, তদ্রূপ বিধান করুন। তখন শুক্রাচার্য্য কচকে বলিলেন, কচ! তুমি দেবযানীর স্নেহলাভ করিয়াই সিদ্ধ হইয়াছ, তোমায় সঞ্জীবনীবিদ্যা প্রদান করিতেছি, তুমি নির্গত হইয়া আমায় জীবিত করিও। এইরূপে কচ সঞ্জীবনীবিদ্যা লাভ করিয়া শুক্রোদর হইতে নির্গমনপূর্ব্বক তাঁহাকে জীবিত করিলেন। অনন্তর দেবযানী তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলে, তিনি সম্বন্ধদোষে তাহাতে অস্বীকৃত হইলেন। দেবযানী তাহাতে ব্যথিত হইয়া 'তোমার বিদ্যা নিষ্ফল হইবে' বলিয়া অভিশাপ দিলেন;

কচও ক্রুদ্ধ হইয়া 'তুমি ক্ষত্রিয়পত্নী হইবে'-বলিয়া দেবযানীকে প্রতিশাপ প্রদান করিয়া বলিলেন, তুমি অন্যায় অভিশাপ দিয়াছ, এজন্য আমার বিদ্যা নিষ্ফল হইলেও, আমি যাহাকে বিদ্যাদান করিব, তাহার বিদ্যা সুসিদ্ধ হইবে। এই বলিয়া তিনি দেবপুরী প্রস্থান করিলেন।" (ভারত সম্ভব° ৩৬ অঃ।)

কচকি (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। (Cyprinus monodactylus.)

কচগ্রহ (পুং) কচানাং গ্রহো গ্রহণং যত্র, বহুব্রী°। কেশাকর্ষণযুক্ত যুদ্ধ।

কচঙ্কন (পুং) কচং মেঘং কনতি উৎপাদয়তি, ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ, কচ-কন্-অচ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) সমুদ্র।

কচঙ্গন (ক্লী) কচস্য জনরবস্য অঙ্গনম্, শকন্ধ্বাদিত্বাৎ সন্ধিঃ। করবর্জিত বিক্রয় স্থান, নিকর হাটতলা। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়, নির্ঘণ্ট ও পণ্যাজির।

কচঙ্গল (পুং) কচ্যতে রুদ্ধ্যতে বেলয়া, কচ-বাহুলকাৎ অঙ্গলচ্। কচস্য মেঘস্য অঙ্গং লাতি গৃহ্নাতি বা-লা-ক। সমুদ্র।

কচটা (দেশজ) মর্দ্দিত।

কচটান (দেশজ) মর্দ্দন করা, চট্কান।

কচড়া (দেশজ) দীর্ঘস্থূল রজ্জু, কাছি।

কচনার (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Bauhinia variegata and Purpurea)

কচপ (ক্লী) কচতে শোভতে, কচ-কপন্ (উবি-কুটি-দলি কচি খজিভ্যঃ কপন্। উণ্ ৩। ১৪২। উব্, কুট, দল, কচ, খজ, এই সকল ধাতুর উত্তর কপন্ প্রত্যয় হয়।) ১ তৃণ। ২ শাকপত্র। (কচপং শাকপত্রম্। উজ্জ্বলদত্ত।)

কচপক্ষ (পুং) কচানাং কেশানাং পক্ষসমূহঃ ৬তৎ। কেশসমূহ।

কচপাশ (পুং) কচানাং কেশানাং পাশঃ সমূহঃ, ৬তৎ। কেশসমূহ।

কচমাল (পুং) কচং কচবৎ কান্তিং মলতে ধারয়তি, কচ-মলঅণ্। ধূম। কেহ কেহ 'খতমান' ও বলিয়া থাকেন।

কচরিপুফলা (স্ত্রী) কচস্য রিপুঃ ফলমস্যাঃ, বহুব্রী°। শমীবৃক্ষ।

কচরকচর (দেশজ) ১ অব্যক্ত শব্দ। ২ কোন কথা বিরক্তভাবে বারম্বার উচ্চারণ করিলেও তাহাকে কচরকচর করা কহে।

কচহস্ত (পুং) কচানাং হস্তঃ সমূহঃ, ৬তৎ। কেশসমূহ।

কচা (স্ত্রী) কচ্যতে রুদ্ধ্যতে শৃঙ্খলাদিভিরিতিশেষঃ। কচঅচ্-টাপ্। ১ হস্তিনী। ২ শোভা। ৩ সন্ধিচ্যুতি। ৪ দণ্ড। ৫ বর্ত্তি। ৬ তৃণবিশেষ।

কচাকচি (অব্য) কচেষু কচেষু গৃহীত্বা প্রবৃত্তং যুদ্ধং, কচীহারে-ইচ্, পূর্ব্বদীর্ঘশ্চ। ১ পরস্পর কেশাকর্ষণপূর্ব্বক যুদ্ধ। ২ বিবাদ। চলিত ভাষায় কচ্কচি কহে।

কচাকু (ত্রি) কচ ইব অকতি বক্রং গচ্ছতি, কচ-অক-উন্। ১ দুঃশীল। ২ দুরাধর্ষ। ৩ (পুং) সর্প।
(কচাকুস্তু দুরাধর্ষে দুঃশীলে না বিলেশয়ে। মেদিনী।)

কচাগ্র (ক্লী) কচানামগ্রম্, ৬তৎ। ১ কেশের অগ্রভাগ। ২ কেশাগ্রের ন্যায় পরিমাণবিশেষ, এই পরিমাণ ত্রসরেণুর অষ্টমভাগ।

কচাচিত (ত্রি) কচৈঃ আলুলায়িত কেশৈরাচিতো ব্যাপ্তঃ, ৩তৎ। অসংস্কৃত কেশের দ্বারা ব্যাপ্ত। ("কচাচিতৌ বিষ্বগিবাগজৌগজৌ।" কিরাতার্জ্জুনীয়।)

কচাটুর (পুং) কচবৎ মেঘইব অটতি শূন্যে ভ্রমতি, কচ-অটউরচ্। পক্ষিবিশেষ। ইহার সাধারণ নাম 'ডাক্', সংস্কৃতপর্য্যায়, শিতিকণ্ঠ, দাত্যূহ, কাকমদ্গু।

কচান (দেশজ) অঙ্কুরিত হওয়া, গজান।

কচামোদ (ক্লীং) কচং আমোদয়তি সুগন্ধিকরোতি, কচ-আমদ-ণিচ্-অচ্। বালা নামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ। [বালা দেখ।]

কচাল (দেশজ) ১ বিবাদ, মৌখিক কলহ। ২ বৃথা বাক্যব্যয়।

কচি (দেশজ) ১ কোমল। ২ নূতন উৎপন্ন।

কচিরি (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। ইহা কচুজাতীয়। পুষ্করিণীর ধারে এই গাছ দেখিতে পাওয়া যায়। (Arum fornicatum.)



কচিরি।

এই গাছ বঙ্গ দেশ ও চট্টগ্রামে জন্মে। ইহার বৃন্ত প্রকাণ্ডিত, পত্রগুলি তলদেশের প্রায় মধ্যভাগে বৃন্তসংযুক্ত, পত্রাংশের

চারিদিকে কোণবিশিষ্ট ও হৃদয়াকার ; ইহা কচু ফুলের ন্যায় ত্রিজাতীয়, ফুলের ডাঁটা ঊর্দ্ধভাগে ক্রমশঃ মোটা হয় ; ফুলের বহিরাবরণ ফুলের ডাঁটার মত সমান, ইহার মধ্যে দুই তিনটি বীজ জন্মে।

কচু (দেশজ) কন্দবিশেষ। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায় কচ্বী, বিতণ্ডা। রাজবল্লভ মতে ইহার গুণ—ভেদক, গুরু, কটু, আম, বায়ু ও পিত্তকারক এবং পিচ্ছিল। স্মৃতিশাস্ত্র মতে, দুর্গোৎসবের নবপত্রিকা মধ্যে কচু পরিগণিত।

আমাদের বাঙ্গালা দেশে কচু অনেক রকম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে মান (মানক) কচু, বাঁশপোর বা বাঁশপোল, শোলা কচু, ঢেঁকি-বাঁশপোল, নারিকেলীকচু, মুখীকচু, চৌমুখীকচু ও গুঁড়িকচুই (যাহার শাক খায়) প্রধান।

মানকচু—ইহা দোয়াঁস ও ক্ষাস মাটীতে অতি উত্তম জন্মে, খিয়ার মাটীতে বাড়েনা, পলি মাটীতেও হয়, তবে বড় সুবিধামত হয় না। কচুর ফুল হয়, কিন্তু ফল হয় না, সুতরাং বীজের চারা হয় না। পুরাতন গাছ উঠাইয়া ফেলিলে মাটীতে যে সকল শিকড় থাকে, তাহা হইতেই চারা জন্মে। গাছ না তুলিলেও চারা হয়, কিন্তু অল্প হয়। এই চারা তুলিয়া লাগাইতে হয়। চৈত্র ও বৈশাখ মাসে বৃষ্টি হইলেই চারা বাহির হয়। পুরাতন মানের মুখ চারি কি ছয় ইঞ্চি পরিমাণে কাটিয়া লইয়া লাগাইতে পারা যায়। গৃহস্থেরা বাটীতে এইরূপে দুই চারিটী গাছ করিয়া থাকে। মুখকাটা-চারার মান খুব বড় হয়।

যাহারা মানের চাষ করিতে চাহে, তাহাদিগের পক্ষে শিকড়ের চারা লাগানই যুক্তি-সঙ্গত। বৈশাখে ও জ্যৈষ্ঠের প্রথমেই চারা লাগান কর্ত্তব্য, ইহাই মানকচু রোপণের প্রকৃত সময়। অন্য সময়েও রোপণ করা যাইতে পারে, কিন্তু সে সময় চারা পাওয়া যায় না, মুখ কাটিয়া লাগাইতে হয়। মাঘমাসের পূর্ব্বে কিন্তু মুখ কাটিয়া লাগাইলে চারা ভাল হয় না, শীতের প্রবলতা কমিলেই লাগাইতে পারা যায়। মানকচুর ক্ষেত্র গভীর করিয়া কর্ষণ করিতে হয়, কারণ যত নীচে পর্য্যন্ত মাটী আল্‌গা থাকিবে, কচু সহজে তত বড় হইবে। ইহাতে লাঙ্গল দিবার আবশ্যক হয় না, তবে চাষারা কার্য্যের সুবিধার জন্য লাঙ্গল দিয়াই চাষ দেয় কিন্তু কোদালি দ্বারা কোদ্‌লাইয়া দিলেই ভাল হয়। খনা বলিয়াছেন—"কোদালে মান, তিলে হাল।" লাঙ্গল দিয়া চষিয়া বা কোদলাইয়া দিয়া, মাটী গুঁড়াইয়া চূর্ণবৎ করিয়া দিতে হয়, ঘাস মুথা বাছিয়া ফেলিতে হয়। তাহার পর মই দিয়া সমতল করিয়া লইতে হয়। পরে দুইফুট কি দেড়হাত অন্তর এক এক শ্রেণী চারা লাগাইবে। প্রত্যেক চারাটির মধ্যেও দুইফুট কি দেড়হাত ফাঁক রাখা আবশ্যক।

চারা যেমনই হউক না কেন (অতি ক্ষুদ্র হইলেও) লাগাইতে পারা যায়। ক্ষেত্র নিয়ত পরিষ্কার ও গাছের গোড়া মধ্যে মধ্যে আল্‌গা করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। মানকচুতে ছাইয়ের সারই প্রশস্ত। ছাইয়ের সারে মান বাড়ে। আজকাল অনেক স্থলে পাথুরিয়া কয়লা চলিত হইয়াছে। ইহার ছাই সারের জন্য ব্যবহার করিতে নাই, কারণ ইহার তেজে গাছের উপকার না হইয়া অপকার হয়। কাষ্ঠ, তৃণ, লতা, পাতা, আবর্জ্জনা, গোময় পোড়াইয়া ছাই করা কর্ত্তব্য। পোড়া মাটীও সার দেওয়া যাইতে পারে। কাঁচা গোময় বা অন্য সার দিলে মান বড় হয় বটে, কিন্তু মুখ ধরে, সুতরাং সে সার দেওয়ায় কোন ফল হয় না। খনা বলেন—"কচুবনে যদি ছড়াস্ ছাই, খনা বলে তার সংখ্যা নাই।" "ওলে কুটী মানে ছাই, এইরূপে কৃষি করগে ভাই।" নদীর ধারে কচু পুতিলে কচু খুব লম্বা হয়—এইজন্য পল্লীগ্রামে পুষ্করিণী বা নালার ধারে গৃহস্থেরা কচু পুতিয়া থাকে। খনা বলেন—"নদীর ধারে পুত্‌লে কচু, কচু হয় তিন হাত নীচু।" গৃহস্থেরা নীজ বাটীতে দুই চারিটা কচু পুতিতে ইচ্ছা করিলে, একহাত গভীর ও এক হাত বেড় গর্ত্ত করিয়া ছাই ও গুঁড়া মাটীতে গর্ত্তটী ভরিয়া একটী চারা কি পুরাতন মানের মোখা লাগাইয়া দিবে। এইরূপে যে কয়টা ইচ্ছা সেই কয়টা গাছ করিতে পারা যায়।

মানকচু দুইবৎসর পরে তুলিতে পারা যায়, চারি পাঁচ বৎসর পরে উঠাইলে, বেশ বড় কচু পাওয়া যায়। যশোহরে এক প্রকার মানকচু জন্মে, তাহা প্রায় এক হাতের অধিক দীর্ঘ হয় না। ইহা বড় সুস্বাদু হয়, আর মোটে মুখ ধরে না। উক্ত জেলায় ইহার আবাদ খুব বেশী হয়। রঙ্গপুর ও ময়মনসিংহ জেলার বহুস্থানে মানকচুর বিস্তর আবাদ আছে। এই দুই জেলায় যত্ন করিলে ছয় সাত হাত দীর্ঘ ও তদুপযুক্ত স্থূল মানকচু জন্মে। মাটী বেশী রসাল ও ছায়াবিশিষ্ট হইলে, সেখানে মানকচু লাগাইতে নাই, কারণ সেখানকার মানে নিশ্চয় মুখ ধরে। অন্যান্য জেলায় কচু খুব অল্প জন্মে, কারণ ইহার স্বতন্ত্র আবাদ নাই।

যশোহরের মানকচুই কেবল একবৎসরে পরিপুষ্ট হয় ও উঠাইয়া লইতে পারা যায়।

মানকচুর গুণ—সুস্বাদু, শীতল, গুরু, শোথহর, ঈষৎ কটু। ইহা ঔষধেও ব্যবহৃত হয়।

মানকচুর অনেকগুলি ব্যঞ্জন অতি সুন্দর হয়। যশো-

হয়ের মানকচু ব্যতীত অপরস্থানের মানকচু কুটিয়া সিদ্ধ করিয়া লইতে হয়, তৎপরে ডাল্‌না, কালিয়া, অম্ল, চচ্চড়ি প্রভৃতি ব্যঞ্জন হইয়া থাকে। যশোহরে "কচুর মুড়কী" ও "কচুর মোহনভোগ" নামে দুই প্রকার মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়, তাহা অতি সুখাদ্য।

"কচুর মুড়কী"—প্রথমতঃ কচুগুলি ডুমি ডুমি করিয়া (ছানার মুড়কীর ছানা যেরূপ আকারে কাটিয়া লইতে হয়, সেইরূপে কাটিয়া লইয়া) সিদ্ধ করিয়া লয়। তৎপরে ঘৃতে অত্যল্প ভাজিয়া লইতে হয়। তৎপরে চিনি বা গুড়ের রস পাক করিয়া, খইয়ের মুড়কীর রসপাকের ন্যায় বীচ মারিয়া লইয়া ভাজা কচুর টুকরাগুলি ঢালিয়া দিয়া বেশ করিয়া নাড়িতে হয়। রস যখন কচুর গায়ে শুকাইয়া আসিতে থাকে তখন এলাচীর গুঁড়া, ইচ্ছানুসারে কর্পূর, গোলাপজল প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য মিশাইয়া দিতে হয়।

"কচুর মোহনভোগ"—কচুগুলি বেশ সিদ্ধ করিয়া চটকাইয়া রাখ। পরে আলে ঘৃত চড়াইয়া লবঙ্গ ও এলাচি দিয়া ঈষৎ ভাজিয়া লও। পরে তাহাতে চিনির রস বা চিনির জল ঢালিয়া দিয়া সিদ্ধ করিতে থাক। জল বা রস মরিয়া আসিলে কচু কড়ার গাত্রে না লাগিয়া যায়, এজন্য ঈষৎ দুগ্ধ দেওয়া প্রয়োজন। পরে নামাইয়া সুগন্ধি দ্রব্যাদি দিয়া লও।

এই দুই মিষ্টান্নের জন্য কচু বাছিয়া লইতে হইবে, কারণ যে কচুতে মুখ ধরে, তাহাতে ঘৃত সহিবে না।

বাঁশপোল ও শোলাকচু—ইহা দোয়াঁস ও পলি মাটীতে ভাল হয়। ইহার ক্ষেত্রে পূর্ব্ব হইতে সার দিয়া রাখা আবশ্যক। বর্ষায় যে জমীতে এক কি দেড়ফুট জল থাকে সেই জমীতে ইহা রোপণ করিতে হয়, উচ্চভূমিতে হয় না।

ইহাও মানকচুর মত মুখ কাটিয়া লাগাইলে উত্তম হয়। শিকড়ের চারায় আবাদ করা যাইতে পারে। ইহার চারা শ্রাবণ ভাদ্র মাসেই হইয়া থাকে। মানকচুর ন্যায় ইহার ক্ষুদ্র চারা রোপণ করিলে মরিয়া যাওয়ার সম্ভব, সুতরাং দুইমাস বিলম্ব করিয়া অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসে চারা পুতিতে হয়, মাঘমাস পর্য্যন্তও রোপণ করা যাইতে পারে। ক্ষেত্র গভীর করিয়া কর্ষণ করিতে হয়। মানকচুর ন্যায় ইহারও পাট করিতে হয়, বেশীর ভাগ কেবল ইহার ক্ষেত্রে জল আটকাইয়া রাখা প্রয়োজন, এইজন্য উচ্চ করিয়া আলি বান্ধিয়া দেওয়া আবশ্যক।

ক্ষেত্রে আবাদের সুবিধা না হইলে বাটীর নিকটে নিম্নস্থানে অর্থাৎ যেখানে জল আটকাইয়া রাখা যাইতে পারে, এরূপস্থানে ঐরূপ নিয়মে চারা লাগাইলে, গৃহস্থের প্রয়োজনমত ফসল হইতে পারে। ইহা মানকচুর মত বেশীদিন রাখিতে হয় না, জ্যৈষ্ঠের শেষ হইতে আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত খাবার যোগ্য হইয়া থাকে। প্রয়োজনমত বাছিয়া বড় বড়গুলি উঠাইতে হয়। প্রতিবৎসর ইহার আবাদ করিতে হয়। উত্তম তরকারি, মুখ ধরেনা।

ঢেকিবাঁশপোর কচু।—ইহা সাধারণতঃ বাঁশপোর অপেক্ষা বড় হয় বলিয়া ঢেকিয়া-বাঁশপোল বলে। ইহার আবাদ বাঁশপোলের তুল্য। রঙ্গপুরে ইহা অধিক জন্মে।

নারিকেলীকচু—ইহাও একপ্রকার শোলাকচু। ইহার আবাদপ্রণালীও ঐরূপ। ইহাতে ঈষৎ নারিকেলের গন্ধ আছে।

যশোহর, রঙ্গপুর, দিনাজপুর, বগুড়া প্রভৃতি জেলায় ইহার অধিক আবাদ হয়। অন্যত্র অতি অল্পমাত্র আবাদ হইয়া থাকে।

মুখীকচু—ইহাকে কলিকাতা অঞ্চলে কচুরমুখী, আর কোথাও কোথাও বয়েকচু, বয়ে, বৈকচু বলে।

ইহার নিমিত্ত হাল্‌কা পলি ও দোয়াঁস মৃত্তিকাই প্রশস্ত। কঠিন ও বেলে মাটীতে ইহা ভাল হয় না। গোলআলুর মত একটি গাছের নীচে ইহা অনেক উৎপন্ন হয়।

আলু তুলিবার মত ইহাও ছোট বড় বাছিয়া তুলিতে হয়। মাঝারি কচুগুলি বীজের জন্য রাখিয়া দিতে হয়। এইগুলিতে অঙ্কুর বাহির হইলে, উঠাইয়া ক্ষেত্রে লাগাইয়া দিতে হয়; অথবা যে কচু তুলিয়া লওয়া হয়, তাহা হইতে বাছিয়া পরিপুষ্টগুলি অঙ্কুর বাহির হইবার পূর্ব্বেই ক্ষেত্রে বসান যাইতে পারে। ফাল্গুন হইতে বৈশাখ পর্য্যন্ত ইহা রোপণ করা কর্ত্তব্য।

ক্ষেত্রে উত্তমরূপ চাষ দেওয়া আবশ্যক। জমীতে সার দেওয়া উচিত। ছাই ও গোময় দুই দেওয়া যাইতে পারে, তবে ছাইই ভাল। মই দিয়া ক্ষেত্রে সমতল করিয়া যে কয়টী সারি করিতে হইবে, সেই কয় স্থানে এক একবার লাঙ্গল টানিয়া সাত আট ইঞ্চি গভীর জোল করিবে। প্রত্যেক জোল পরস্পর দেড় ফুট অন্তর হইবে। প্রত্যেক জোলে পাঁচ ছয় ইঞ্চি অন্তর এক একটি বীজকচু রোপণ করিয়া গোড়ায় মৃত্তিকা চাপা দিয়া রাখিতে হয়। চারা যত বাড়িবে ততই গোড়ায় মাটী চাপা দিবে। মূল প্রবল হইবার পর গোল আলুর মত গোড়ায় শিকড়ে মাটী চাপা দিয়া, সেইরূপে কান্দী বান্ধিয়া দিবে। ক্ষেত্রে যাহাতে জল জমিতে না পায়, তাহাতে লক্ষ রাখিতে হইবে।

ইহার ফুলে উত্তম শাক হয়। আশ্বিন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত এই কচু উঠান যায়। যদি ভালরূপ ফসল হয়,

তাহা হইলে ইহার এক একটা গাছে পাঁচ ছয় সের হয়। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এই ফসলে বিস্তর উপকার পায়। ভদ্র লোকে বড় ব্যবহার করে না।

চৌমুখীকচু—ইহাকে চৌমুখা কচুও বলে। দোয়াঁস মৃত্তিকাতেই ইহা অধিক হয়, খিয়ার মৃত্তিকাতেও হয়। গারো পর্ব্বতে ইহার আবাদ অধিক হয়, অন্য স্থানে অতি সামান্য পাওয়া যায়।

ইহার গাছের গায়ে অনেক চোখ ও মুখী হয়। সেই চোখ কাটিয়া ও মুখী ভাঙ্গিয়া লইয়া পুতিতে হয়। বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে পুতিলেই ভাল হয়। অন্য সকল সময়েই রোপণ করা যাইতে পারে।

ইহার চারা বসান হইতে ক্ষেত্রের পাট সবই মানকচুর ন্যায়। আট দশ মাস পরে খাইবার যোগ্য হয়। যত অধিক দিন রাখিবে, ততই আস্বাদ বৃদ্ধি ও বড় হয়। দুই বৎসরকাল রাখা যাইতে পারে, তৎপরে শক্ত হইয়া যায়। সকল প্রকার কচু অপেক্ষা এই কচুই সুস্বাদু। ইহার তরকারী সিদ্ধ, ভাজা ও বড়া বেশ হয়। ইহাতে একপ্রকার পায়সও হয়। সকলেরই ইহার বীজ আনাইয়া আবাদ করা কর্ত্তব্য।

গুঁড়ি কচু—ইহার শাকই লোকে খাইয়া থাকে। গুঁড়ি কচুর মধ্যে "অমৃতমান" নামে এক শ্রেণীই অতি সুন্দর। ইহাতে মোটে মুখ ধরে না এবং খাইতে বড় স্বাদু। ইহার পাতা পর্য্যন্ত খাইতে পারা যায়। সাধারণ কচুর শাক কৃষ্ণবর্ণ হয়, কিন্তু ইহাতে সবুজের ভাগ অধিক, আর পাতা খুব বড় বড় হয়, ডাঁটায় ও পাতার তলায় খড়ির গুঁড়ার মত একপ্রকার পদার্থ লাগিয়া থাকে। ইহার নির্ব্বিষত্বের প্রমাণ একটি প্রবাদে জানা যায়—"মিঠে কথা অমৃতমান, শুনলে খেলে জুড়ায় প্রাণ।"

বাঙ্গালা দেশের সকল স্থানেই পুষ্করণীর ধারে গুঁড়ি কচু আপনি জন্মে। যত্নপূর্ব্বক ইহার আবাদ করিতে হয় না।

ভাদ্র মাসের সংক্রান্তির দিন বাঙ্গালীদের "অরন্ধন পর্ব্ব" হইয়া থাকে। এই দিন সকলেই পূর্ব্ব দিনের পাক করা অন্নব্যঞ্জনাদির দ্বারা মনসাদেবীর পূজা দিয়া থাকে। কচুশাকের ঘণ্ট এই দিনের প্রধান অবশ্যকর্ত্তব্য ব্যঞ্জন। এই দিন কলিকাতায় ২টা কচুর ডাঁটা এক পয়সায় বিক্রীত হয়। কৃষকশ্রেণীর ইহা একপ্রকার নিত্য খাদ্য। কচু শাকের ঘণ্টে হিং, নারিকেল কোরা, বড়ি ভাজা প্রভৃতি দিয়া রাঁধিলে অতি সুন্দর উপাদেয় তরকারী হইয়া থাকে।

কচুরী (দেশজ) পিষ্টকবিশেষ। ইহার সংস্কৃত নাম পূরিকা। ভাবপ্রকাশের মতে, মাষকলাইএর সহিত লবণ, আদা ও হিং মিশ্রিত করিয়া ময়দার মধ্যে তাহা পূরণ করি... পরে তাহার পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া তৈল বা ঘৃত দ্বারা ভাজিয়া লইলে তাহাকে কচুরী বা পূরিকা কহে। তৈলপক্ব কচুরির গুণ—মুখরোচক, মধুরস, গুরু, স্নিগ্ধ, বলকারক, রক্তপিত্তজনক, পাকে উষ্ণ, বায়ুনাশক ও চক্ষুর তেজোনাশক। ঘৃতপক্ব কচুরী চক্ষুর হিতকারক, রক্তপিত্তনাশক ও তৈলপক্বের ন্যায় অন্যান্য গুণবিশিষ্ট।

কচ্চট (স্ত্রী) কু কুৎসিতং চটতি, কু-চট-অচ্, বাহুলকাৎ কোঃ কদাদেশঃ। ১ কুৎসিত। ২ জলপিপ্পলী।

কচেল (স্ত্রী) কচ্যতে বধ্যতে অনেন, কচ-এলচ্। লেখ্যপত্র বাঁধিবার সূত্রাদি।

কচ্‌কচ্ (দেশজ) ১ অব্যক্তশব্দ। ২ অনর্থক বাক্য।

কচ্‌কচী (দেশজ) ১ মৌখিক কলহ। ২ অসম্বদ্ধ বাক্য উচ্চারণ।

কচ্চর (ত্রি) কু কুৎসিতং চরতি, কু-চর-অচ্, কোঃ কদাদেশঃ। ১ মলিন। ২ কুৎসিত। ৩ (ক্লী) (কেন জলেন চর্য্যতে ব্যবহ্রিয়তে, পৃষোদরাদিত্বাৎ) তক্র, ঘোল। (কচ্চরং কুৎসিতে বাচ্যলিঙ্গং তক্রে নপুংসকম্। মেদিনী) ৪ দুর্বৃত্ত।

কচ্চিৎ (অব্য) কাম্যতে, কম্-ডিচ্; চীয়তে নিশ্চীয়তে, চি-ক্বিপ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ মস্য দত্বম্।) কচ্চ চিচ্চ দ্বয়োঃ সমাহার ইতি বা। ১ প্রশ্ন। ২ হর্ষ। ৩ মঙ্গল। ৪ স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ।

কচ্চিদধ্যায় (পুং) মহাভারতের অন্তর্গত অধ্যায়বিশেষ, ইহাতে ভঙ্গীক্রমে নারদ রাজনীতির উপদেশ দিয়াছেন। (ভারত স° ৫ অঃ।)

কচ্ছ (পুং) কেন জলেন ছ্যতি দীপ্যতে ছাদ্যতে বা, ক-ছদ্-ড কং জলং ছ্যতি পরিচ্ছিনত্তি বা, ক-ছো-ক। (আতো ঽনুপসর্গে কঃ। পা ৩।২।৩।) ১ জলের নিকটবর্ত্তী স্থান, কাছাড়। ২ নদী বা সরোবরের প্রান্তভাগ। ৩ নদী পর্ব্বতাদির সমীপস্থান। ৪ নৌকার অবয়ববিশেষ। ৫ পরিধান বস্ত্রের অঞ্চল, (কাছা)। ৬ বৃক্ষবিশেষ, তুঁদগাছ। ৭ জলময় দেশ বা স্থান। ৮ প্রাচীন রাজধানীবিশেষ। ৯ (স্ত্রী) ঝিঁঝি পোকা, ঝিল্লি। ১০ মুখ সম্পুট। ১১ আকাশাচ্ছাদন। ১২ কূর্ম্মের খোলা। ১৩ (স্ত্রী) বারাহী।

কচ্ছ, ভারতবর্ষের পশ্চিমপ্রান্তস্থিত সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটি প্রদেশ। অক্ষ° ২২°৪৮´ হইতে ২৪° উ মধ্যে এবং দ্রাঘি° ৬৮° ২২´ হইতে ৭১°৩´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ইহার উত্তর, পূর্ব্ব এবং দক্ষিণপূর্ব্বসীমা রণ, দক্ষিণে কচ্ছ উপসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর, এবং উত্তরপশ্চিমে কোরি বা লকপৎ নদী।

রণ বা জলা উষরভূমিতে খড়িয়ার দ্বীপ, পচ্ছম ও বন্নী নামক ভূভাগ।

কচ্ছের এই কয়েকটি প্রধান বিভাগ—১ পাবর; ২ গর্দা পথক, ৩ অবড়াসা, ৪ কুণ্ড পরগণা; ৫ কাঠা বা কাণ্ঠী; ৬ মীয়াণি এবং ৭ বাগড়।

পাবর বিভাগেই পূর্ব্বে কাঠিজাতির রাজধানী ছিল। এই স্থান দৈর্ঘ্যে ৫০ মাইল এবং প্রস্থে ২০ মাইল, রণের দক্ষিণধারে অবস্থিত। ইহার দক্ষিণসীমায় চার্ব্বড় গিরিমালা। পাবরের প্রধাননগর ভুজ, এই নগর ১৬০৫ সম্বতে খঙ্গার কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়।

জামঅবড়ার নামানুসারে অবড়াসা বিভাগের নাম হইয়াছে, এই বিভাগ চার্ব্বড় গিরিমালা ও আরবসাগরের মধ্যে অবস্থিত।

মীয়াণি বিভাগ পাবরের পূর্ব্বে, মীয়াণাজাতি হইতে এই স্থানের নাম হইয়াছে।

এখন যাহাকে সাধারণে কচ্ছ উপসাগর বলিয়া থাকেন, তাহারই নাম কাণ্ঠি ছিল, পাশ্চাত্য প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমি উক্ত উপসাগরের নাম করিয়াছেন। (Ptolemy's Geog. Bk. vii. Ch. 1)

পেরিপ্লাস্ বারকে নামে এই উপসাগরের উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার বর্ণনায় জানা যায়, ইহার মধ্যে বরকে নামে একটি দ্বীপ ছিল। কেহ কেহ এখনকার ওখমণ্ডলকে পেরিপ্লাস বর্ণিত বারকে দ্বীপ বলিয়া মনে করেন। আমাদের বিবেচনায় বারকে দ্বারকা শব্দের অপভ্রংশ মাত্র। মাগধী ভাষায় দ্বারকা স্থানে বারববাএ বা বরববাএ শব্দ প্রযুক্ত হয়। এখনও জৈনবণিকেরা কোথাও কোথাও মাগধী ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। অতএব বোধ হইতেছে, পেরিপ্লাস্ কোন বণিকের নিকট হইতে সন্ধান পাইয়া বারকে নামে দ্বারকার উল্লেখ করিয়াছেন।

টলেমি বর্ণিত উক্ত কাণ্থি বা কাণ্ঠি উপসাগরের নাম হইতেই কচ্ছ প্রদেশের কাণ্ঠিবিভাগের নাম হইয়াছে।

ইতিহাস—কচ্ছপ্রদেশের প্রাচীন বিবরণ পাওয়া যায় না। মহাভারতে এই জনপদের নামমাত্র উক্ত হইয়াছে। (ভারত ভীষ্ম ৯। ৫৬, জৈনহরিবংশ ১২। ৬৮)।

জনপ্রবাদ এইরূপ যে, পূর্ব্বে কচ্ছপ্রদেশের তেজ নামক প্রাচীন নগর সুরাষ্ট্ররাজ্যের রাজধানী ছিল, তেজকর্ণ নামে একজন রাজা ঐ নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। (Asiatic Researches, Vol. IX. 281.)। উইলসন সাহেবের মতে ষ্ট্রাবো বর্ণিত সিগর্ত্তিন্ (দ্বীপগর্ত্ত) নামক জনপদের বর্ত্তমান নাম কচ্ছ। (Ariana Antiqua, 212.) ১৪৪ খৃঃ পূঃ অব্দে, মিনান্দর এই স্থান জয় করিয়াছিলেন।

৬৪০ খৃঃ অব্দে, চীন পরিব্রাজক হিউএন্ সিয়ঙ্ আগমন করেন, তিনি এখানে অনেকগুলি দশাবতারের মন্দির দেখিয়া যান। তিনি লিখিয়াছেন, "এই জনপদ মালবরাজ্যের অন্তর্গত, এখানে অনেক ধনবান্ লোকের বাস।"

পূর্ব্বকালে কচ্ছদেশে কাঠি ও আহীর জাতির প্রাধান্য ছিল। সে সময়ে কাঠিরা পাবরগড়ে দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কচ্ছের দক্ষিণভাগ পর্য্যন্ত তাহাদের অধিকারে ছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদেরা ইহাদিগকে শক বা জিৎ জাতির শাখা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। শম্মারা প্রবল হইয়া উঠিলে কাঠিদিগের প্রতাপ খর্ব্ব হয়। তৎপরে খৃষ্টের পঞ্চদশ শতাব্দীতে জাম অবড় কর্ত্তৃক কাঠিরা এককালে কচ্ছপ্রদেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল।

তারীখুস্ সিন্দ নামক মুসলমান ইতিহাসে লিখিত আছে—

"খাফীকের মৃত্যুর পর দেশের সকল মান্যগণ্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ অমরের পুত্র এবং পৃথুর পৌত্র দূদাকে সিংহাসন প্রদানে এক মত হইলেন। অভিষেকের কার্য্য সম্পন্ন হইল। একদিন সিংহার নামক একজন জমিদার বার্ষিক কর দিতে আসিলেন। দূদার সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইল। সিংহার দূদাকে ভয় দেখাইয়া জানাইলেন যে কচ্ছপ্রদেশের শম্মাজাতি ঠাঠা আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছেন। এখন তাঁহার প্রস্তুত হওয়া উচিত। সংবাদ পাইবামাত্র দূদা সসৈন্যে কচ্ছপ্রদেশে আসিলেন, এখানকার সকলে তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। তৎপরে শম্মা জাতীয় লাখা নামক এক ব্যক্তি রাজদূত হইয়া এবং কচ্ছের ঘোটকাদি উপহার লইয়া দূদার রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। দূদা ধন রত্ন ও খিলাত দ্বারা রাজদূতের সম্মান রাখিলেন।"
এই ঘটনা দ্বাদশ শতাব্দীতে হইয়াছিল।

শম্মা বা জাড়েজা (ঝাড়েজা) রাজগণ আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ ও যাদবগণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের বংশাবলী পাঠে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণপুত্র নরকাসুরের পুত্র বাণাসুর ও তাঁহার বংশধরেরা শোণিতপুর ও মিসরে রাজত্ব করিতেন। এই বংশে জাম নরপৎ নামক একজন রাজকুমার তিনটি ভাইকে সঙ্গে লইয়া মিসর (ইজিপ্ট) হইতে পলাইয়া আসেন। তিনি উর্দ্ধার নামক বন্দরে পোতারোহণ করিয়াছিলেন; সুরাষ্ট্রের ওখম্ নামক গিরিতে আসিয়া অবস্থান করেন। এখানে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা

অশপৎ (অশ্বপতি) মুসলমান হইলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা গজপৎ বহুদিন সুরাষ্ট্রে ছিলেন, এখনও সুরাষ্ট্রের চুড়াসমা-বংশীয়েরা গজপতের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

নরপৎ একজন বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি ফিরোজ-শাহকে বিনাশ করিয়া খাবাৎ (কাবে) অধিকার করেন। তাঁহার পুত্র শম্মা। ইনিই শম্মাদিগের আদিপুরুষ; তিনি মক্‌বণী জাতীয়া কুলুবা নাম্নী একজন সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ভে জেহ বা তেজকরের জন্ম। তেজ-কর প্রমাররমণীকে বিবাহ করেন। এই রমণী হইতে জাম-নেত নামে তাঁহার এক পুত্র উৎপন্ন হয়। জামনেত একজন বীরপুরুষ, একজন রাঠোরকন্যা তাঁহার পত্নী। সেই পত্নীর গর্ভে জাম নোতিয়ার জন্মগ্রহণ করেন। নোতিয়ারের পুত্রের নাম জাম উধরবদ্। উধরবদের প্রপৌত্র জাম অবড়া, ইনি কচ্ছের অবড়াসা বিভাগের স্থাপয়িতা। ইঁহার পুত্র জাম লাখিয়ার, তিনি সিন্ধুপ্রদেশে নগরসমাই নামক স্থানে রাজত্ব করেন। লাখিয়ার একজন শোধী-রমণীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপনার অঙ্কলক্ষ্মী করিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্র লাখা ঘুরারা (ধোড়ার)। লাখার পুত্র উনড়। উনড়ের দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা, মোড় ও মনাই। শম্মাজাতীয় উক্ত কয়-জনেই সিন্ধুপ্রদেশে এক একজন নায়ক ছিলেন। উনড় পিতার রাজ্য প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাহা তাঁহার দুই ভায়ের প্রাণে সহিল না। উভয়ে মিলিয়া উনড়কে বিনাশ করি-লেন। কিন্তু দেশের সকলেই তাহাদের উপর বিরক্ত হইল, কাজেই মোড় ও মনাই উভয়ে কচ্ছপ্রদেশে পলাইয়া আসিলেন। এই সময়ে কচ্ছপ্রদেশে দুই ভায়ের কুটুম্ব বাগম্ চাবড়া রাজত্ব করিতেছিলেন। উভয়ে বাগম চাব-ড়াকেও যমালয়ে পাঠাইয়া এবং সাতপ্রকার বাঘেলাজাতিকে স্ববশে আনিয়া কচ্ছপ্রদেশ অধিকার করিলেন। পাঁচ পুরুষ রাজত্বের পর এই বংশের লোপ হয়।

উক্ত পাঁচজন রাজার মধ্যে ৪র্থ লাখা ফুলানির নামই কচ্ছপ্রদেশে প্রসিদ্ধ। তিনি খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। কাঠিয়াবাড়ের আদকোট নামক স্থানে লাখা ফলানির পালিয়া আছে।

১৩৭৬ সম্বতে লাখা ফুলানি খেড়কোটে রাজত্ব করিতেন। তিনি কাঠিজাতিকে পরাস্ত করিয়া কাঠিয়াবাড়ের কিয়দংশ জয় করিয়াছিলেন। কেহ বলেন আদকোটে লাখা ফুলানির মৃত্যু হয়; আবার কেহ বলেন তাঁহার জামাতা তাঁহাকে বিনাশ করেন। ১৪০১ সম্বতে ফুলানির ভ্রাতুষ্পুত্র পুবরা গহানি রাজা হন। অল্পদিন রাজত্বের পর যক্ষের হাতে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি রাজী নাম্নী আপন বিধবা পত্নীকে রাখিয়া যান। রাজী লাখা জামকে কচ্ছদেশে ডাকাইয়া আনেন। লাখা জাম বৃজির পুত্র এবং জাম আড়ার পোষ্য-পুত্র। ১৪০৬ সম্বতে তিনি সিংহাসন লাভ করেন। তৎ-পরে সাদ্ধের পুত্র আড়া রাজা হইলেন, তাঁহা হইতে জাড়েজা-বংশের উৎপত্তি। প্রায় ১৪২১ সম্বতে লাখার পুত্র রত রায়ধন রাজা হন। তাঁহার চারি পুত্র, তন্মধ্যে তৃতীয় পুত্র গজন কচ্ছের পশ্চিমাংশস্থিত বারা নামক ভূখণ্ড শাসন করিতেন।

১৫২৫ খৃঃ, ভীমজীর পুত্র জাম হামীরজী শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৫৩৭ খৃঃ, তিনি জাম রাবল হালা কর্ত্তৃক নিহত হন। রাবল হালাকেও দেশ ছাড়িয়া পলাইতে হইল। তিনি কাঠিয়াবাড়ে আসিয়া নবানগর পত্তন করিলেন।

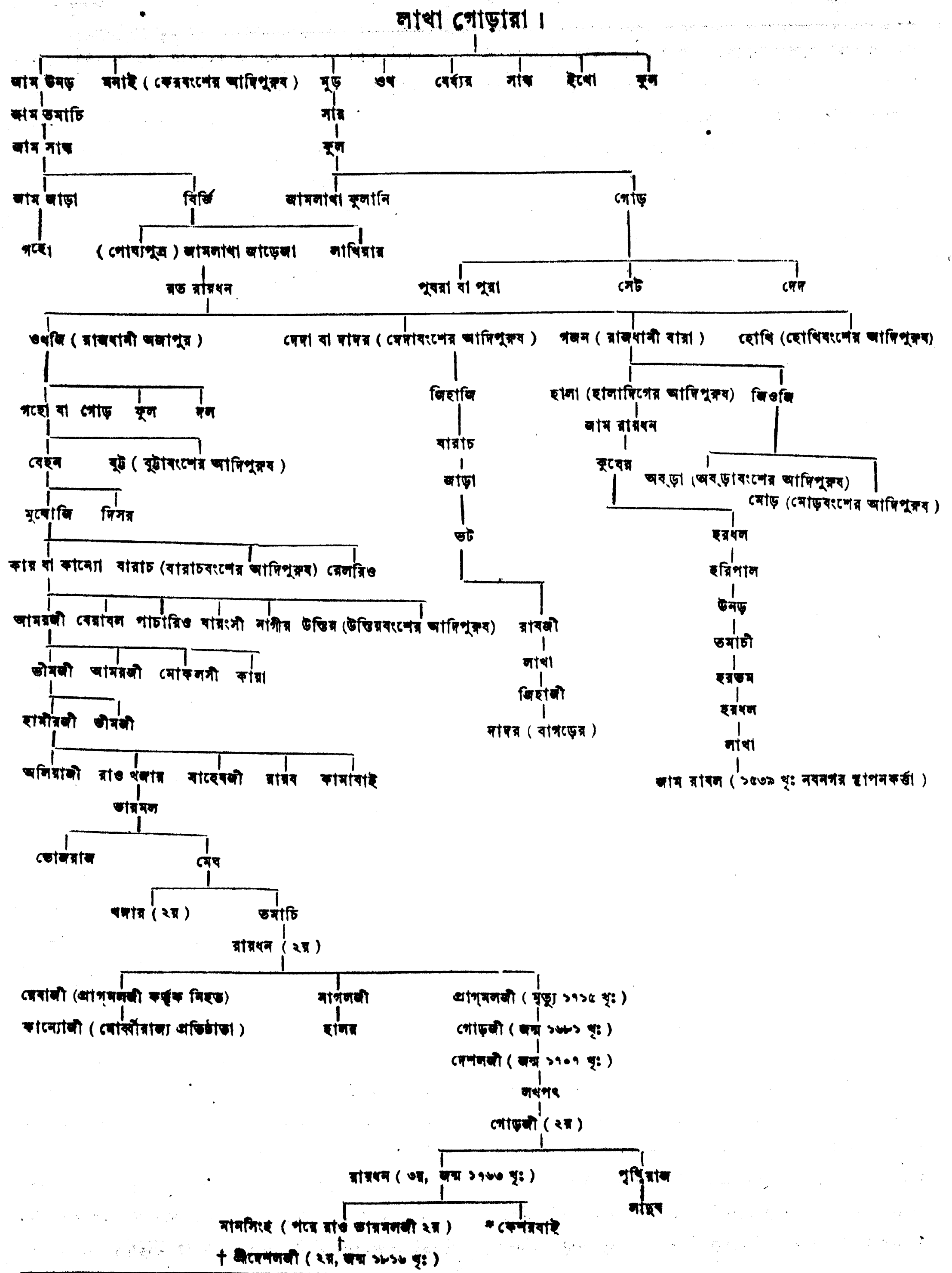
ইতিপূর্ব্বে হামীরজীর পুত্র খঙ্গার জন্মভূমি ছাড়িয়া আহ্মদাবাদে পলাইয়াছিলেন। এখানে মহ্মুদ শাহের সাহায্যে ১৫৪৮ খৃঃ, (১৬০৫ সম্বতে) তিনি পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিলেন। ভুজনগরে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হইল। পরে পাঁচজন রাজার রাজত্বের পর মহারাও শ্রীপ্রাগমলজী রাজা হইলেন। তিনি রাজ্যলোভে আপন ভ্রাতা রেবজীকে বিনাশ করিয়া-ছিলেন। প্রাগমলের ভ্রাতা নাগলজী কোতারা, কোটরি, নজর, গোত্রা প্রভৃতি নগর সংস্থাপন করেন। অবড়াসার জাড়েজাজাতীয় হলানীরা এই নাগলজীর বংশধর। জাড়েজাবংশীয়েরা নানা শাখায় বিভক্ত। অনেকেই মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু পুরুষানুক্রমে যে উপাধি ভোগ করিয়া আসিতেছেন, তাহা কেহ পরিত্যাগ করেন নাই।
[জাড়েজা রাজবংশাবলী পর পৃষ্ঠায় দেখ]

কচ্ছপ্রদেশে কাঠি, আহীর জাতি ও জাড়েজাবংশ ছাড়া এই কয়প্রকার জাতি বাস করে। কোলি, মীয়াণা, চাবড়া; বাঘেলা রাজপুত, ভংসালী, লোহাণা বা লবাণা, সংহার, ভাটিয়া, বারড়, ভবীয়া, ছুগর, দল, ঝালা, খাণ্ডাগরা, মায়ড়া, কনড়ে, পশায়া, পেহা, মোকলসী, মোকা, রেলডীয়া, বরংসী ও বেরার রাজপুত।

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ঔদীচ, সারস্বত, পোখর্ণা, নাগর, সাচোরা, শ্রীমালী, গির্ণারা, মোঢ় ও রাজগুরু ব্রাহ্মণ। মিস্ত্রী, কন্দোই, মোনি, সুরাঠিয়া, মূঢ় ও বাইড়া নামক বৈষ্ণব-সম্প্রদায়। কাচ্ছেলা, মারুণা ও তুম্বেল এই তিন প্রকার চারণ।

কচ্ছে অনেক ব্রাহ্মণ ও রাজপুত মুসলমান হইয়াছে, তাহারা নানাশ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—মেহমণ, বোহোরা,

কচ্ছের জাড়েজা রাজবংশাবলী।



* জুনাগড়ের নবাবের সহিত ইঁহার বিবাহ হয়।

† জাড়েজা বংশাবলীতে এই রাজার নাম শেষ পাওয়া যায়।

আগরীয়া, আগা, ভাণ্ডারী, ভট্টি, বারাছ, মলাহিয়া, ওটার, পাড়িয়ার, ফুল, রাজড়, রায়মা সেড়াত, বেহন, হালিপুত্রা, নারঙ্গপুত্রা, নোড়, হিজোরা ও হিজোরজা।

এখন কচ্ছপ্রদেশ ইংরাজদিগের অধিকারে।

ভূতত্ত্ব—কচ্ছপ্রদেশ গিরি ও শৈলময়, কেবল দক্ষিণভাগে সাগরপ্রান্তে উর্ব্বরা ভূখণ্ড পড়িয়া আছে। এখানকার গিরিমালা এক একটি স্বতন্ত্র, কোনটি পূর্ব্বাভিমুখে, কোনটি পশ্চিমাভিমুখে গিয়াছে। রণের ধারে কতকগুলি দুর্গম গিরিমালা আছে। এই সকল পাহাড়ে বেলেপাথর, কয়লার স্তর, শ্লেটের মাটি, সেলেট ও চূণ পাওয়া যায়।

কচ্ছের দক্ষিণভাগেও পাহাড় আছে, এই পাহাড় আগ্নেয়গিরির উপাদানে গঠিত।

কচ্ছপ্রদেশ নদীমাতৃক নয়, এখানে নদীর পরিবর্ত্তে নালা আছে, বর্ষাকালে চারিদিক্ জলময় হইলে ঐ নালা দিয়া জল বাহির হইয়া সমুদ্রে গিয়া পড়ে।

(কচ্ছ প্রদেশের বিস্তৃত বিবরণ নিম্নলিখিত পুস্তকে দ্রষ্টব্য—Elliot's History of India, Vol. I, VI; Indian Antiquary, Vol. V. p. 167-172; Journal A. S. Bengal, I. 296; Trans. Roy. A. S. II. 569; Travel's in Western India, p. 353, 421; Burnes's Narative of a visit to the Court of Sind, p. 236; Postans's Cutch, p. 135; Trans. Bombay, Lit. Soc. II. p. 239; Bombay Government Selection, No. XIII, XV; Archæological Survey of Western India, II; Report on the Architectural and Archæological Remains in the province of Katch by D. P. Khakhar &c.)

কচ্ছ (ত্রি) কেন জলেন ছৃণাতি দীপ্যতে, বা ছদ্-ড। জলপ্রান্ত। ("নদী কচ্ছোদ্ভবং কান্তমুচ্ছ্রিতং ধ্বজসন্নিভম্।" ভারত সম্ভব ৭০ অঃ।)

কচ্ছক (পুং) কচ্ছ-সংজ্ঞায়াং কন্। তুন্নবৃক্ষ, তুঁদ।

কচ্ছটিকা (স্ত্রী) কচ্ছং কচ্ছস্থলং অটতি প্রাপ্নোতি, কচ্ছ-অট্-অচ্ সংজ্ঞায়াং কন্, অতইত্বঞ্চ। কচ্ছ, কাছা। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়, কচ্ছ, কক্ষা, কচ্ছা, কচ্ছোটিকা ও কচ্ছাটিকা।

কচ্ছনাগ, নাগাজাতিবিশেষ। ইহারা আসামের নাগাপর্ব্বতে বাস করে। [নাগা দেখ।]

কচ্ছপ (পুং) কচ্ছে অনূপদেশে আত্মানং পাতি রক্ষতি, কচ্ছং আত্মনো মুখসম্পুটং পাতীতি বা; কচ্ছ-পা-ড। ১ কাছিম। সংস্কৃত পর্য্যায়—কূর্ম্ম, কমঠ, গূঢ়াঙ্গ, ধরণীধর, কচ্ছেষ্ট, বহুলাবাস, কঠিনপৃষ্ঠক, পঞ্চগুপ্ত, ক্রোড়াঙ্গ, পঞ্চনখ, গুহ, পীবর ও জলগুল্ম। বৈদিক নাম অকূপার। নিরুক্তকার যাস্ক লিখিয়াছেন, "কচ্ছপোঽপ্যকূপার উচ্যতে হকূপারো ন কূপমৃচ্ছতীতি। কচ্ছপঃ কচ্ছং পাতি কচ্ছেন পাতীতি বা কচ্ছেন পিবতীতি বা। কচ্ছঃ খচ্ছঃ খচ্ছদঃ। অয়মপীতরো নদীকচ্ছ এতস্মাদেব কমুদকং তেন ছাদ্যতে।" (নিরুক্ত ৪।১৮)

ইংরাজীতে স্থলকচ্ছপকে টর্টইস্ (Tortoise) এবং সমুদ্র-কচ্ছপকে টার্টল্ (Turtle) কহে। ইহার য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক নাম চিলোনিয়া (Chelonia)।

পৃথিবীর নানাদেশে নানাপ্রকার কচ্ছপ দেখা যায়। আরিষ্টটল্ গ্রীকভাষায় তিনপ্রকার কচ্ছপের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—স্থলকচ্ছপ, জলকচ্ছপ এবং সমুদ্রকচ্ছপ। য়ুরোপীয় প্রাণীতত্ত্ববিদেরা কচ্ছপজাতিকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যথা—স্থলকচ্ছপ (Testudo), জলা কচ্ছপ (Emys), কঠিন আবরণযুক্ত কচ্ছপ (Chelydos), সমুদ্রকচ্ছপ (Chelonia) এবং কোমল কচ্ছপ (Trionyx)।

ফরাসী প্রাণীতত্ত্ববিদ্ দুমেরি এই কয়ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা—চারসিয়ান বা স্থলকচ্ছপ (Chersites), ইলোদিয়ান্ বা বিলকচ্ছপ (Elodites), পোটেমিয়ান্ বা নদীকচ্ছপ (Potamites), থালসিয়ান্ বা সমুদ্রকচ্ছপ (Thalassites)

সকল কচ্ছপের মুণ্ড সর্পাদি সরীসৃপের মত, একখানি অস্থিতে নির্ম্মিত, কিন্তু করোটি সকল জাতির সমান নয়।

স্থলকচ্ছপের মস্তক অণ্ডাকার এবং অগ্রভাগ বিষম; দুইটি চক্ষুর ব্যবধান কিছু বেশী, নাসিকার ছিদ্র বড়, পশ্চাৎ-ভাগে চাপা। অক্ষকোটর গোলাকার ও বৃহৎ। পার্শ্বকপালাস্থি পশ্চাৎ কশেরুর মধ্যে ঝুঁকিয়া আছে এবং উভয় পার্শ্বে দুইখানি বৃহৎ শঙ্খাস্থি আছে। ঐ দুই মধ্যে মস্তকের বড় স্বরাস্থির গর্ত্ত।

কচ্ছপের উত্তমাঙ্গে নাসাস্থি থাকে না। সজীব অবস্থায় নাসিকাছিদ্রে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাতের ন্যায় অস্থিসকল দেখিতে পাওয়া যায়। নাসিকার অস্থিময় ছিদ্র একদিকে দীর্ঘ। ইহা কলাস্থি, মাঢ্যস্থি, হন্বস্থি এবং দুই ললাটাস্থি দ্বারা গঠিত।

জলাকচ্ছপের মস্তক চেপ্টা, ইহাদের সম্মুখ ললাট বিস্তৃত হইলেও অক্ষকোটর পর্য্যন্ত পৌছে না।

কোমল কচ্ছপের মুণ্ড সম্মুখদিকে বসা এবং পশ্চাৎদিকে ঝুঁকিয়া থাকে। ইহাদের পার্শ্বকপালের শৃঙ্গাস্থি ললাটের পশ্চাৎভাগ, শঙ্খাস্থি এবং গণ্ডাস্থি পরস্পর সংলগ্ন। ইহাদের মুখস অপর কচ্ছপ অপেক্ষা ছোট, অক্ষকোটর অনেকটা লম্বা, এবং নাসিকার ছিদ্র অতি ক্ষুদ্র।

কচ্ছপের নীচের কস কুম্ভীরের কসের ন্যায়। কোন কোন প্রাণীতত্ত্ববিদের মতে ঠিক পাখীর কসের মত। ইহাদের অস্থিসকল পাখীর অস্থির ন্যায় অবিচ্ছিন্ন।

জলার কচ্ছপ মানবের বিশেষ কার্য্যে আসে না। বঙ্গদেশের কেবল নীচ লোকেরা এই কচ্ছপ খায়। কিন্তু সমুদ্রকচ্ছপ মানবজাতির অনেক ব্যবহারে লাগে। কেহ ইহা খায়, আবার কেহ ইহার অস্থিতে কাঁচকড়া প্রস্তুত করে।

স্থলকচ্ছপেরাও জল বড় ভালবাসে, তাহারা এককালে অধিক জল পান করে এবং কাদায় গড়াগড়ি দেয়। সাগরবেষ্টিত দ্বীপসমূহে স্থলকচ্ছপ অধিক দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা বহুসংখ্যক একত্র দলবদ্ধ হইয়া বেড়ায়। যেখানে প্রস্রবণ আছে এমনতর স্থানই কচ্ছপের প্রিয়। তাহারা নানাস্থানে গর্ত্ত করিয়া রাখে, পথিকেরা পথে না জল পাইলে সেই গর্ত্ত ধরিয়া জলের সন্ধান করিতে পারে।

আমরা মহাভারতে গজকচ্ছপের যুদ্ধ পড়িয়া বিস্মিত হইয়া থাকি, কিন্তু এখনকার চাথাম দ্বীপের কচ্ছপের বিবরণ শুনিলে সেই ঘটনা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। ডারুইন সাহেব চাথাম দ্বীপে অতি বৃহদাকার কচ্ছপ দেখিয়াছিলেন। আর্কিপেলেগো দ্বীপপুঞ্জে এক একটি অতি বৃহৎ কচ্ছপ দেখিতে পাওয়া যায়, সেরূপ এক একটি কচ্ছপের কেবলমাত্র মাংস ওজনে প্রায় ২৷৷০ মণ (২০০ পাউণ্ড) একটা কচ্ছপ সাত আট জন লোকে তুলিতে পারে কিনা সন্দেহ। এই জাতীয় কচ্ছপের স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষেরাই বড়। স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষের লাঙ্গুলও বড় হয়। এই কচ্ছপেরা যখন জলশূন্য স্থানে থাকে, অথবা জল পান করিতে পায় না, তৎকালে গাছের পাতার রস খাইয়া থাকে।

যে সকল স্থলকচ্ছপ উচ্চস্থানে অথবা ঠাণ্ডা জায়গায় বাস করে, তাহারা তিক্ত ও কটুরসবিশিষ্ট গাছের পাতা খায়। চাথাম দ্বীপবাসীরা বলে যে এখানকার স্থলকচ্ছপেরা ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত জলের ধারে থাকে, তৎপরে নিম্ন ভূমিতে ফিরিয়া আসে। কোন কোন স্থানে স্থলকচ্ছপেরা বৃষ্টির জল ভিন্ন অপর সময়ে জল খাইতে পায় না। তবু তাহারা জীবিত থাকে। পথে পিপাসা হইলে উক্ত দ্বীপবাসীরা কচ্ছপ মারিয়া তাহার থলি হইতে জল লইয়া পান করে, ঐ জল অতি পরিষ্কার, খাইতে কিছু কটু। সেখানকার স্থলকচ্ছপ প্রত্যহ দুই ক্রোশ হাঁটিতে পারে। শরৎকালে কচ্ছপের মিলনের সময়, এই সময়ে স্ত্রীপুরুষ একত্র হয়, পুরুষ সুখাবেশে মত্ত হইয়া প্রাণ ভরিয়া চিৎকার করিতে থাকে, সেই কর্কশধ্বনি ২০০ হাত দূর হইতে শুনা যায়। তখন দ্বীপনিবাসীগণ বুঝিতে পারে, এইবার কচ্ছপের ডিম্বপ্রসবের সময় হইয়াছে। যেখানে বালি পায়, কচ্ছপী সেইখানে ডিম পাড়ে, পরে ডিমের উপর বালি চাপা দেয়। পাহাড়ের উপর যেখানে সেখানে গর্ত্ত মধ্যে ডিম পাড়িয়া থাকে। এই ডিম দেখিতে সাদা, এক একটি ৮ ইঞ্চি পর্য্যন্ত বড় হয়। একস্থানে ৭।৮টি ডিম থাকে। ইহারা বধির, এইজন্য কেহ পশ্চাৎদিক্ দিয়া ধরিতে আসিলে জানিতে পারে না। এই কচ্ছপ প্রায় শতাধিক বর্ষ জীবিত থাকে।

বিলকচ্ছপ—অপর কচ্ছপজাতি হইতে বিলকচ্ছপের স্বভাব স্বতন্ত্র। স্থলকচ্ছপের মত ইহারা আস্তে চলে না, ইহারা জলে ও স্থলে অতি শীঘ্র যাতায়াত করিতে পারে। ইহারা কেবল শাকসবজীতে সন্তুষ্ট নয়, সুবিধা পাইলে জীবজন্তু মৎস্যাদি ধরিয়া উদরপোষণ করে। ইহাদের ডিম প্রায়ই গোলাকার, শম্বুকাদির মত চূর্ণোৎপাদক আবরণে আচ্ছাদিত, বর্ণ সাদা। মাটিতে গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে ডিম পাড়ে, সচরাচর বিলের ধারেই গর্ত্ত করিয়া থাকে এবং যাহাতে শত্রুকর্ত্তৃক ডিম নষ্ট না হয়, তৎপক্ষে বিশেষ সতর্ক হয়। বিলকচ্ছপ নানাপ্রকার। এসিয়ায় ১৬, আমেরিকায় ১৯, য়ুরোপে ২, এবং আফ্রিকায় ১ প্রকার বিলকচ্ছপ দেখিতে পাওয়া যায়।

নদীকচ্ছপ—এই জাতীয় কচ্ছপ সর্ব্বদাই জলে বাস করে, সময়ে সময়ে ডাঙ্গায় উঠে। ইহারা অধিক বড় হয়, বড় হইলে এক একটা ওজনে পঁয়ত্রিশ সাড়ে পঁয়ত্রিশ সের পর্য্যন্ত দেখা যায়। ইহাদের খোলা পরিমাণে ১৩½ ইঞ্চি। জলমধ্যে এবং জলের উপরে সাঁতার কাটিয়া বেড়ায়। দেহের নিম্নভাগ দেখিতে অল্প শ্বেতবর্ণ, গোলাপী অথবা নীলের মত। কিন্তু উপরিভাগ নানাবিধ, সচরাচর পিঙ্গল বা পাংশুবর্ণ, তাহার উপর ছোট ছোট ফিট্‌কী দেখা যায়। রাত্রি আসিলে ইহারা আপনাদিগকে নিরাপদ মনে করে, এই সময়ে নদীতটে, নদীর নিকটে পতিত বৃক্ষশাখায় অথবা নদীর উপর ভাসমান কোন কাষ্ঠের উপর উঠিয়া বিশ্রাম করে, মানবের স্বর অথবা অপর কোন প্রকার শব্দ শুনিলে তৎক্ষণাৎ নদীগর্ভে ডুব মারে। এই কচ্ছপ বড় মৎস্যপ্রিয়, ইহারা ছোট ছোট কুমীরের ছানা পাইলে তাহাকেও ধরিয়া উদরসাৎ করে। শীকার অথবা আত্মরক্ষা করিবার সময় ইহারা তীরবৎ মস্তক ও গ্রীবা সঞ্চালন করে। কাহাকে কামড়াইয়া ধরিলে শীঘ্র ছাড়ে না, দষ্টস্থান ছিঁড়িয়া লইয়া ছাড়িয়া দেয়। এই নিমিত্ত সকলেই এই জাতীয় কচ্ছপদিগকে ভয় করিয়া থাকে। এদেশের লোকেরা বলিয়া থাকে যে একবার কচ্ছপ কামড়াইয়া ধরিলে মেঘ না ডাকিলে ছাড়ে না। এইজাতীয় স্ত্রীর সংখ্যাই অধিক, পুরুষের সংখ্যা অতি অল্প। স্ত্রীলোকে একবারে ৫০।৬০টি ডিম পাড়ে। স্ত্রীলোকের বয়সানুসারে ডিমের কমিবেশী হয়।

সমুদ্রকচ্ছপ—সমুদ্রজলে সন্তরণ জন্য এইজাতীয় কচ্ছপের মৎস্যের ন্যায় ডানা আছে, এরূপ অপর কোন জাতীয় কচ্ছপের নাই। ইহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিও সন্তরণোপযোগী। ডিম পাড়িবার সময় ভিন্ন ইহারা প্রায় তটে উঠে না। কেহ কেহ বলেন, ইহারা রাত্রিকালে নির্জ্জন প্রান্তরে চরিয়া বেড়ায়।

সামুদ্রিক কচ্ছপেরা কখন কখন তাহাদের প্রিয় পাতা-লতা খাইবার জন্য উপকূলে উঠিয়া অনেকদূর পর্য্যন্ত গমন করে। ইহারা সমুদ্রের জলে নিস্পন্দভাবে ভাসিতে থাকে, দেখিলেই মৃত বলিয়া বোধ হয়। সন্তরণে ইহারা বিশেষ পটু; সামুদ্রিক উদ্ভিদ্‌গণই ইহাদের প্রধান খাদ্য, তবে যে যে সামুদ্রিক কচ্ছপের গাত্র হইতে কস্তুরিকার ন্যায় গন্ধ বাহির হয়, তাহারা ঝিনুকাদি ধরিয়া খায়।

ডিম পাড়িবার সময় এই জাতীয় স্ত্রীগণ রাত্রিকালে পুরুষকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্র ছাড়িয়া অনেক দূরে কোন দ্বীপমধ্যে বালুকাময় স্থানে উপস্থিত হয়। বালির মধ্যে দুই ফিট্ একটি গর্ত্ত করে, সেই গর্ত্তে এককালে ১০০টি ডিম পাড়ে। এইরূপ দুই তিন সপ্তাহ মধ্যে আরও দুইবার ডিম পাড়িয়া থাকে। ডিমের আয়তন ছোট ছোট গোলাকার, সূর্য্যের উত্তাপে ১৫ হইতে ২৯ দিনের মধ্যে ফুটিয়া থাকে। ডিম ফুটিলে প্রথমে সেই কচ্ছপশিশুর পৃষ্ঠাবরণ হয় না। তখন শ্বেতবর্ণ দেখায়। এই সময়ে ইহাদের দারুণ বিপদ্। স্থলে পক্ষী, আবার জলে গিয়া পড়িবার সময় কুম্ভীর ও সামুদ্রিক মৎস্যগণ ইহাদিগকে ধরিয়া খায়। অতি অল্প-সংখ্যক মাত্র জীবিত থাকে। যে কয়টি বাঁচে, তাহারা সমুদ্র গর্ভে বর্দ্ধিত হইয়া কালক্রমে বৃহদাকার প্রাপ্ত হয়। তখন এক একটি ওজনে ২০ মণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই জাতীয় কচ্ছপ মানবজাতির অনেক উপকারে আসে। নানা স্থানের লোকেরা ইহার মাংস খায়; বিশেষতঃ যেখানে কচ্ছপের খুব বড় খোলা পাওয়া যায়, সেখানকার লোকেরা ঐ খোলায় নৌকা, কুটীর-আচ্ছাদন, গবাদির জাব দিবার পাত্র এবং অপর কয়েক প্রকার ব্যবহারের জিনিস নির্ম্মাণ করে।

এই জাতি প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত, উহা আবার ৯।১০ প্রকার। এই কচ্ছপ জাতির খোলা বা পৃষ্ঠাবরণ হইতে উৎকৃষ্ট কাচকড়া তৈয়ারী হয়। [কাচকড়া দেখ।]

ভগবান্ মনুর মতে কচ্ছপ ভক্ষ্য-পঞ্চনখান্তর্গত।

"শ্বাবিধং শল্যকং গোধা খড়্গকূর্ম্মশশাংস্তথা।
ভক্ষ্যান্ পঞ্চনখেষ্বাহুরনুষ্ট্রাংশ্চৈকতো দতঃ॥" মনু ৫।১৮।

বরাহমিহির কচ্ছপজাতির এইরূপ লক্ষণ করিয়াছেন—

"স্ফটিকরজতবর্ণো নীলরাজীবচিত্রঃ
কলসসদৃশমূর্ত্তিশ্চারুবংশশ্চ কূর্ম্মঃ।
অরুণসমবপুর্ব্বা সর্ষপাকারচিত্রঃ
সকলনৃপমহত্বং মন্দিরস্থঃ করোতি॥
অঞ্জনভৃঙ্গশ্যামবপুর্ব্বা বিন্দুবিচিত্রোঽব্যঙ্গশরীরঃ।
সর্পশিরা বা স্থূলগলো যঃ সোঽপি নৃপাণাং রাষ্ট্রবিবৃদ্ধ্যৈ॥
বৈদূর্য্যত্বিট্ স্থূলকণ্ঠস্ত্রিকোণো
গূঢ়চ্ছিদ্রশ্চারুবংশশ্চ শস্তঃ।
ক্রীড়াবাপ্যাং তোয়পূর্ণে মণৌ বা
কার্য্যঃ কূর্ম্মো মঙ্গলার্থং নরেন্দ্রৈঃ॥"

(বৃহৎসংহিতা ৬৪ অঃ)

যে কচ্ছপের বর্ণ স্ফটিক ও রজতের ন্যায়, দেহের উপর নীলপদ্মের মত চিত্রিত, যাহার মূর্ত্তি কলশের ন্যায়, পৃষ্ঠ মনোহর। অথবা যে কচ্ছপের দেহ অরুণবর্ণ ও সরিষার ন্যায় চিত্রিত, এরূপ কচ্ছপ বাটীতে রাখিলে রাজার মহত্ত্ব-প্রকাশ করে।

যে কচ্ছপের শরীর অঞ্জন ও ভৃঙ্গের ন্যায় শ্যামবর্ণ, সর্ব্বাঙ্গে বিন্দু বিন্দু চিত্রবিচিত্র অথবা যাহার মাথা সাপের মত বা গলা স্থূল, এরূপ কচ্ছপ রাজাদিগের রাষ্ট্র বৃদ্ধি করে।

যে কচ্ছপ বৈদূর্য্যবর্ণ, স্থূলকণ্ঠ, ত্রিকোণ, গূঢ়চ্ছিদ্র ও মনোহর পৃষ্ঠদণ্ডবিশিষ্ট, তাহা ক্রীড়াবাপী প্রভৃতি অথবা জলপূর্ণ কলসে মঙ্গলার্থ রাখিলে রাজাদিগের কল্যাণ হয়।

বৈদ্যক মতে কচ্ছপ মাংসের গুণ,—বায়ুনাশক, শুক্র-বর্দ্ধক, চক্ষুর হিতকর, বলবর্দ্ধক, মেধা ও স্মৃতিকারক, স্রোতঃসংশোধক, শোথদোষনাশক। ইহার চর্ম্ম পিত্তনাশক, পদ কফহারক ও ডিম্ব শুক্রবর্দ্ধক ও মধুর।

২ অবতার বিশেষ, [কূর্ম্ম দেখ।] ৩ নন্দীবৃক্ষ। ৪ কুবেরের নিধি বিশেষ। ৫ মল্লদিগের যুদ্ধকৌশল বিশেষ। ৬ বিশ্বা-মিত্রের পুত্র; হরিবংশে বিশ্বামিত্রের এই কয়েকটি পুত্রের নামোল্লেখ আছে,—দেবরাজ, দেবশ্রবা, কতি, হিরণ্যাক্ষ, রেণুমান্, সাঙ্কতি, গালব, মুদ্গল, বিশ্রুত, মধুচ্ছন্দা, প্রভৃতি, দেবল, অষ্টক, কচ্ছপ ও পূরিত। ৭ সর্পবিশেষ।

কচ্ছপিকা (স্ত্রী) কচ্ছপ-স্বার্থে কন্-অতইত্বম্-টাপ্-চ। ক্ষুদ্র পিড়কাবিশেষ। প্রমেহরোগ হইতে উৎপন্ন হয়। সুশ্রুত মতে ইহার লক্ষণ,—দাহযুক্ত ও কচ্ছপাকৃতি, কফ ও বায়ু এই রোগের উৎপাদক। ভাবপ্রকাশ মতে ইহার চিকিৎসা,—এই রোগে প্রথমতঃ স্বেদক্রিয়া করিয়া, হরিদ্রা, কুড়, শর্করা, হরিতাল ও দারুহরিদ্রা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। পাকিলে ব্রণের ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

কচ্ছপী (স্ত্রী) কচ্ছপ-ঙীষ্ (জাতেরস্ত্রীবিষয়াদযোপধাৎ।

পা ৪।১।৬৩।) ১ কচ্ছপত্নী। ২ পিড়কা বিশেষ। [কচ্ছপিকা দেখ।] ৩ বীণাবিশেষ, ইহার সাধারণ নাম 'কাছুয়া সেতার'। ইহার খোল কচ্ছপের পৃষ্ঠের ন্যায় চেপ্টা বলিয়াই ইহার নাম কচ্ছপী বা কূর্ম্মী বীণা। স্মিথ্ সাহেবের মতে লায়ার, টেস্‌টিডো ও কচ্ছপী এই তিনই এক-জাতীয় যন্ত্র। এখনকার য়ুরোপীয় গীটার যন্ত্রের সহিতও কচ্ছপীর অনেক সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। য়ুরোপীয় গীটার যন্ত্রের আকৃতি পর্য্যালোচনা করিলে কচ্ছপী হইতেই গীটারের সৃষ্টি বলিয়া সহজেই স্বীকার করা যায়। জর্ম্মণ জাতীয়েরা গীটারকে 'জিতার' নামে ব্যবহার করেন, উহা কচ্ছপীর অবয়বভেদ মাত্র। [সেতার দেখ।] সরস্বতীর বীণা।

কচ্ছরুহা (স্ত্রী) কচ্ছে রোহতি, কচ্ছ-রুহ-ক-(ইগুপধজ্ঞাপ্রীকিরঃ কঃ। পা ৩।১।১৩৫।) টাপ্। দূর্ব্বা। (কচ্ছরুহা স্ত্রী দূর্ব্বায়াম্। শব্দাব্ধি।)

কচ্ছা (স্ত্রী) কচং পশ্চাৎপ্রদেশং ছাদয়তি, কচ-ছদ্-ণিচ্-ড-টাপ্। ১ পরিধেয় বস্ত্রের অঞ্চল। ২ কাছা। ৩ ঝিঁঝিঁ-পোকা। ৪ বারাহী।

কচ্ছাল, বঙ্গদেশের অন্তর্গত বরদদেশের মধ্যবর্ত্তী একটি প্রাচীন গ্রাম। (ব্রহ্মখণ্ড ১৯।৫৫।)

কচ্ছাটিকা (স্ত্রী) কচ্ছএব-বাহুলকাৎ অটন্-স্বার্থে কন্-টাপ্‌চ। কচ্ছ, কাছা।

কচ্ছু (স্ত্রী) কষতি দেহং, কষ-উ ছান্তাদেশশ্চ (কষেশ্ছশ্চ। উণ্ ১।৮৬। পৃষোদরাদিত্বাৎ হ্রস্বঃ।) ক্ষুদ্রকুষ্ঠান্তর্গত রোগ-বিশেষ; খোষ বা পাঁচড়া। মাধবনিদানোক্ত ইহার লক্ষণ,— কণ্ডু, দাহ ও স্রাবযুক্ত সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বহুসংখ্যক যে পিড়কা হয়, তাহাকে পামা কহে; হস্তদ্বয় ও পাছায় তীব্রদাহযুক্ত যে পামা উৎপন্ন হয়, তাহারই নাম কচ্ছু।

ইহার চিকিৎসা—১। সোমরাজী, কালকাসুন্দা, চাকুন্দা, হরিদ্রা ও গণিয়ারি প্রত্যেক সমভাগ দধির মাত ও কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিবে। ২। বাসকের কচিপাতা ও হরিদ্রা গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে তিন দিবসেই কচ্ছুরোগ বিনষ্ট হয়। ৩। হরিদ্রা পেষণ করিয়া দুই পল গোমূত্রের সহিত পান করিবে। ৪। হরীতকী গোমূত্রে সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করিবে। ৫। আকন্দ পত্রের রস ও হরিদ্রা কল্ক সহ সর্ষপতৈল পাক করিয়া মর্দ্দন করিবে। ৬। চতুর্গুণ দূর্ব্বার রসে তৈল পাক করিয়া সেবন করিবে। (চক্রদত্ত)।

কচ্ছুঘ্নী (স্ত্রী) কচ্ছুং হন্তি কচ্ছু-হন্-টক্ (অমনুষ্য কর্ত্তৃকে চ। পা ৩।২।৫৩।) ঙীপ্। ১ পটোল। ২ বণিক্ দ্রব্যবিশেষ।

কচ্ছুর (ত্রি) কচ্ছুরস্ত্যস্তি, কচ্ছু-র হ্রস্বশ্চ (কচ্ছ্বা হ্রস্বত্বঞ্চ। পা ৫।২।১০৭ কাশিকা৩।) ইতি র। ১ কচ্ছুরোগযুক্ত। ২ পরস্ত্রীগামী। ৩ পামর।

কচ্ছুরা (স্ত্রী) কচ্ছুং কণ্ডূং রাতি দদাতি কচ্ছু-রা-ক (আতশ্চোপসর্গে। পা ৩।১।১৩৬।) টাপ্। ১ শূক-শিম্বী। ২ দুরালভা। ৩ শঠী। ৪ যবাস। ৫ গ্রাহিণী, ক্ষীরুই বৃক্ষ। ৬ বেশ্যা স্ত্রী।

কচ্ছুরাক্ষস তৈল (ক্লী) ভাবপ্রকাশোক্ত কচ্ছুরোগ-নাশক তৈলবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী,—সর্ষপতৈল ৴৮ সের, কল্কার্থ মনঃশিলা, হরিতাল, হীরাকষ, গন্ধক, সৈন্ধব, স্বর্ণক্ষীরী, পাষাণভেদী, শুণ্ঠী, কুড়, পিপ্পলী, বিষ-লাঙ্গলা, করবীর, চক্রমর্দ্দ, বিড়ঙ্গ, চিতা, দন্তী ও নিমপাতা, প্রত্যেক এক তোলা। আকন্দের আঠা ও সিজের আঠা, প্রত্যেক এক পল। গোমূত্র ।৬ ষোল সের। মৃদু অগ্নি-উত্তাপে পাক করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলে, দুঃসাধ্য কচ্ছু, পামা, কণ্ডু ও অন্যান্য চর্ম্মরোগ এবং রক্তদোষ নষ্ট হয়।

কচ্ছুমতী (স্ত্রী) কচ্ছুঃ সাধনত্বেন অস্ত্যস্যাম্, কচ্ছু-মতুপ্-ঙীপ্। ১ শূকশিম্বী, আলকুশী। ২ কচ্ছুরোগযুক্তা স্ত্রী।

(কচ্ছুমতী শূকশিম্ব্যাং কচ্ছুযুক্তে তু বাচ্যবৎ। শব্দাব্ধি।)

কচ্ছূ (স্ত্রী) কষতি হিনস্তি দেহম্, কষ-ঊ, ছান্তাদেশশ্চ (কষেশ্ছশ্চ। উণ্ ১।৮৬।) রোগবিশেষ। [কচ্ছু দেখ।]

কচ্ছোটিকা (স্ত্রী) কচ্ছ-অটন্-বাহুলকাৎ কন্-অত ইত্বং-টাপ্‌চ, (পৃষোদরাদিত্বাৎ) ওকারাদেশঃ। কচ্ছ, কাছা।

(কচ্ছা কচ্ছোটিকা কক্ষা পরিধানাপরাঞ্চলে। হেম ৩।৩৩৯।)

কচ্ছোর (ক্লী) কেন শিরসা চ্ছূর্য্যতে লিপ্যতে, ক-চ্ছুর-ঘঞ্। শটী।

কচ্‌লান (দেশজ) ১ ধৌতকরা। ২ বারম্বার এক কথা বলা।

কচ্‌লা (দেশজ) ধৌতবস্ত্র।

কচ্বী (স্ত্রী) কচু-ঙীপ্। কচু নামক কন্দবিশেষ।

কজ্ঞ (ক্লী) কে জলে জায়তে, ক-জন্-ড। কমল, পদ্ম।

কজিঙ্গ (পুং) মহাভারতোক্ত ভারতের প্রাচীন জনপদবিশেষ। (ভীষ্মপর্ব্ব)। সিংহলীদিগের ধর্ম্মগ্রন্থে এই স্থান "কজঙ্গেলে নিয়ঙ্গমে" নামে উক্ত হইয়াছে। চীনপরিব্রাজক হিউএন্-সিয়ং "কি-চ-হো-খি-লো" (কজুঘীর বা কজিঙ্গর) নামে এই জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"এই জনপদ প্রায় ২০০০লি (দেড় শত ক্রোশ) এখানকার ভূমি সমতল, উর্ব্বরা, যথারীতি কর্ষিত হয় এবং এখানে যথেষ্ট শস্য জন্মে। আবহাওয়া—গরম; অধিবাসীরা সরল, তাহারা বিদ্যা ও বিদ্বানের আদর করিয়া থাকে। এখানে ৬।৭টি বৌদ্ধ সঙ্ঘারাম এবং দশটি (হিন্দুর) দেবমন্দির আছে,

অনেকে দেবতাদর্শনে আসিয়া থাকে। কয়েক শত বর্ষ হইল, এখানকার রাজার মৃত্যু হয়,—তৎপরে নিকটস্থ রাজ্যের অধীনে শাসিত হইত। নগর সকল উচ্ছন্ন হইয়াছে, অধিবাসীরা অনেকে আশে পাশে গ্রামমধ্যে ছড়াইয়া আছে। এই জনপদের দক্ষিণ প্রান্তে অনেক বন্য হস্তী বাস করে। উত্তর সীমাতে গঙ্গার নিকটে একটি অত্যুচ্চ বৃহৎ ইষ্টক ও প্রস্তর নির্ম্মিত মন্দির আছে, ইহা অসামান্য শিল্পনৈপুণ্যে বিভূষিত। ইহার চারিদিকে সিদ্ধগণ, দেবগণ ও বুদ্ধগণের মূর্ত্তি খোদিত আছে।"

চম্পা হইতে ৯২ মাইল দূরে এখনও কজেরি নামে একটি গ্রাম রহিয়াছে, অনেকে এই অঞ্চলে কজিঙ্গের অবস্থান সম্বন্ধে মত দিয়া থাকেন।

কজ্জল (ক্লী) কু কুৎসিতং জলং অস্মাৎ, কুৎসিতং চক্ষুঃস্থ দূষিতং জলং দূরীভূতং ভবত্যস্মাৎ, বহুব্রী, কোঃ কদাদেশঃ। অঞ্জন, কাজল। ইহার অপর সংস্কৃত নাম লোচক। আয়ুর্ব্বেদ মতে নেত্ররোগে উপকারপ্রদ কতিপয় কজ্জল ব্যবহৃত হয়, তাহা এইরূপ—১। ত্রিফলার জল, ভীমরাজের রস, শুঁটের কাথ, মধু, ঘৃত, ছাগমূত্র ও গোমূত্র, এই সকল দ্রব্যে ৭ বার সীসা নিষিক্ত করিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি হয়।

২। ত্রিফলার জল, ভীমরাজের রস, শুণ্ঠ, বিষকন্দ, ছাগদুগ্ধ, মধু, এই সমুদায়ে প্রত্যহ এক খণ্ড উত্তপ্ত সীসা নিষিক্ত করিবে; এইরূপ ৭ বার করিয়া পরে ঐ সীসাদ্বারা শলাকা প্রস্তুত করিয়া প্রাতে অঞ্জনের সহিত প্রয়োগ করিলে বিবিধ নেত্ররোগ প্রশমিত হয়।

৩। ডুমুর কাষ্ঠের পাত্রে তেঁতুল পত্রের রস রাখিয়া তাহাতে কুঁচের মূল ও সৈন্ধব লবণ মর্দ্দন করিবে, পরে ঐ চূর্ণের সহিত সুর্ম্মাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া অঞ্জন দিলে কাচ, অর্ম্ম ও অর্জ্জন প্রভৃতি নেত্ররোগ বিনষ্ট হয়।

৪। মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু ও সৈন্ধব লবণ একত্রে চূর্ণ করিয়া, চক্ষে অঞ্জন দিলে তিমির রোগ নষ্ট হয়।

৫। বেণামূলের কাথে সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া পুনর্ব্বার পাক করিবে, ঘনীভূত হইলে নামাইয়া ঘৃত ও মধুসংযুক্ত করিবে, ইহার অঞ্জনে সর্ব্বপ্রকার তিমির রোগ নষ্ট হয়। [অঞ্জন দেখ।] ২ কৃষ্ণবর্ণ, কাল। ৩ (পুং) (কুৎসিতমপি দ্রব্যজাতং লতাগুল্মাদিকং জালয়তি জীবয়তি, বর্ষণেন ইতি শেষঃ কু-জল-ণিচ্-অচ্-দ্রুমঃ, কদাদেশশ্চ।) মেঘ। (কজ্জলস্তু পুমান্ মেঘেঽঞ্জনেপি চ। শব্দার্থ।) ৪ কামরূপের অন্তর্গত পর্ব্বতবিশেষ। (কালিকা পু.)

কজ্জলধ্বজ (পুং) কজ্জলং ধ্বজইব যস্য, বহুব্রী। প্রদীপশিখা। (প্রদীপঃ কজ্জলধ্বজঃ। হেম ৩। ৬৮৩।)

কজ্জলরোচক (পুং ক্লী) কজ্জলং রোচয়তি, কজ্জল-রুচ-ণিচ্-অচ্-স্বার্থে কন্। দীপাধার, দেরকো, পিলসুজ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কৌমুদীবৃক্ষ, দীপবৃক্ষ, শিখাতরু, দীপধ্বজ ও জ্যোৎস্নাবৃক্ষ। (কজ্জলরোচকোঽস্ত্রী দীপবৃক্ষকে। শব্দার্থ।)

কজ্জলা (স্ত্রী) মৎস্যবিশেষ, (cyprinus atratus) ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়, কজ্জলী ও অনণ্ডা।

কজ্জলিত (ত্রি) কজ্জলং জাতমস্য, কজ্জল-ইতচ্ (তদস্য সংজাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬।) যাহা কাজল করা হইয়াছে।

কজ্জলী (স্ত্রী) কজ্জলমিবাচরতি, কজ্জল-ক্বিপ্-(নাম ধাতু) অচ্-ঙীষ্ চ। মিশ্রিত পারদ ও গন্ধক। সাধারণতঃ কজ্জলীসমপরিমাণ পারদ ও গন্ধক একত্রে খলে মর্দন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, পারদ গন্ধকে মিশ্রিত হইলেই কাল হইয়া উঠে, পরে সুচিক্কণ হইলেই ব্যবহারোপযোগী কজ্জলী প্রস্তুত হয়। ঔষধবিশেষে দ্বিভাগ গন্ধক দ্বারাও কজ্জলী প্রস্তুতের উপদেশ আছে।

কজ্জলীতীর্থ (ক্লী) কাজল। [কজ্জল দেখ।]

কঞ্চট (ক্লী) কঞ্চতে দীপ্যতে, কচি-অটচ্। জলজ শাকবিশেষ, কাঁচড়া। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—জলরুহ, লাঙ্গলী, শারদী, তোয়পিপ্পলী, শকুলাদনী ও জলতণ্ডুলীয়। ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ—শ্লেষ্মকারক, ধারক, শীতল, পিত্ত ও রক্তনাশক, লঘু, তিক্ত ও বায়ুনাশক।

কঞ্চটাদি (ক্লী) অতীসার রোগাধিকারের বৈদ্যোকোক্ত পাচনবিশেষ। কাঁচড়াপত্র, দাড়িমপত্র, জামপত্র, পানিফল পত্র, বালা, মুথা ও শুঁট, প্রত্যেক ২ তোলা /॥০ অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া ৵০ অর্দ্ধপোয়া থাকিতে ছাকিয়া সেবন করিলে অতিবেগবান্ অতীসারও রুদ্ধ হয়। (চক্রদত্ত।)

কঞ্চটাবলেহ (পুং) বৈদ্যোকোক্ত অতীসারাদি রোগাধিকারের ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—কাঁচড়াশাক /১ সের, তালমূলী /১ সের, ১৬ সের জলে সিদ্ধ করিয়া /৪ সের থাকিতে নামাইয়া ছাকিয়া লইবে, ঐ কাথে চিনি /১ সের দিয়া পাক করিবে; চতুর্থাংশ অর্থাৎ সিকি ভাগ অবশিষ্ট থাকিতে, তাহাতে বরাক্রান্তা, ধাইফুল, আকনাদি, বেলশুঁট, পিপুল, সিদ্ধিপত্র, আতইচ, যবক্ষার, সচললবণ, রসাঞ্জন ও মোচরস ইহাদের প্রত্যেকের চূর্ণ ২ তোলা নিক্ষেপ করিবে। পাকশেষে শীতল হইলে মধু /।০ এক

গোরা মিশ্রিত করিবে। দোষ, বল ও কাল বিবেচনাপূর্ব্বক মাত্রানুসারে প্রয়োগ করিলে, ইহা দ্বারা অতীসার, সংগ্রহ, গ্রহণী, অম্লপিত্ত, উদররোগ, কোষ্ঠজ বিকার, শূল ও অরুচি নিবারিত হয়।

কঞ্চড়ু (পুং) কঞ্চতে শোভতে, কচি-অড়ন্, ইদিত্বাৎ নুম্। কাঁচড়াবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কঞ্চট, কাচ, চক্রমর্দ্দ ও অম্বুপ।

কঞ্চার (পুং) কং জলং চারয়তি রশ্মিভিরিতি শেষঃ; ক-চর-ণিচ্-অচ্। সূর্য্য। (কঞ্চারস্তু পুমান্ রবৌ। শব্দার্থ।)

কঞ্চিকা (স্ত্রী) কঞ্চতে বেণৌ প্রকাশতে, কচি-ণ্বুল্-টাপ্, ইত্বঞ্চ। বংশশাখা, কঞ্চী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কুঞ্চিকা, ধ্বজ ও অক্ষস্ফোট।

কঞ্চী (স্ত্রী) কঞ্চতে বেণৌ প্রকাশতে, কচি-অচ্-ইদিত্বাৎ-নুম্-ঙীপ্। বংশশাখা।

কঞ্চুক (পুং) কঞ্চতে সর্ব্বশরীরং দীপ্যতে, কচি-বাহুলকাৎ উকন্-ইদিত্বাৎ নুম্। ১ সর্পত্বক্, সাপের খোলস্। ২ বর্ম্ম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বারবাণ ও চোলক। ৩ স্ত্রীলোকের বস্ত্রবিশেষ, কাঁচুলি। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—চোল, কঞ্চুলিকা, কূর্পাসক ও অঙ্গিকা। ৪ পুত্রাদির জন্মোৎসবাদি উপলক্ষে প্রভুর অঙ্গ হইতে বলপূর্ব্বক ভৃত্যেরা যে বস্ত্র গ্রহণ করে।

(কঞ্চুকো বারবাণে স্যান্নির্ম্মোকে কবচেঽপি চ।
বর্দ্ধাপকগৃহীতাঙ্গ বিত্তবস্ত্রে চ চোলকে। মেদিনী।)

৫ বস্ত্রমাত্র।

("দেবাংশ্চ তচ্ছ্বাসশিখাহৃতপ্রভান্।
ধূম্রাম্বরস্রগ্বরকঞ্চুকাননান্।" ভাগবত ৮। ৭। ১৫।)

৬ আঙ্গা।

কঞ্চুকালু (পুং) কঞ্চুকো ত্বগস্তি, কঞ্চুক-আলুচ্। সর্প। (কঞ্চুকালুঃ পুমানহৌ। শব্দার্থ।)

কঞ্চুকী [ন্] (পুং) কঞ্চুকো ঽস্ত্যস্য, কঞ্চুক-ইনি। ১ রাজাদিগের অন্তঃপুররক্ষক; ভরত মতে ইহার লক্ষণ, বিশিষ্ট জ্ঞানী।

"অন্তঃপুরচরো বৃদ্ধো বিপ্রো গুণগণান্বিতঃ।
সর্ব্বকার্য্যার্থকুশলঃ কঞ্চুকীত্যভিধীয়তে।"

সর্ব্বকার্য্যে নিপুণ, অন্তঃপুরচারী গুণযুক্ত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কঞ্চুকী কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সৌবিদল্ল, স্থাপত্য, ও সৌবিদ। ২ যব। ৩ ছোলা। ৪ সর্প। ৫ লম্পট। ৬ জোরকবৃক্ষ। ৭ আবদ্ধকবচ, বর্ম্মিত যোদ্ধা।

কঞ্চুকী (স্ত্রী) কঞ্চয়তি রোগাদিকমপগময়তি, কঞ্চি-উকন্-বাহুলকাৎ উকন্-ঙীষ্। ১ ঔষধিবিশেষ। ২ ক্ষীরীশবৃক্ষ।

কঞ্চুলিকা (স্ত্রী) কঞ্চতে অঙ্গানি আবৃণোতি, কচি-উলচ্-ঙীষ্-স্বার্থে কন্, হ্রস্বঃ টাপ্চ। কাঁচলি। ("স্বং মুগ্ধাক্ষি বিনৈব কঞ্চুলিকয়া ধৎসে মনোহারিণীম্।" অমরুশতক।)

কঞ্চুল (ক্লী) কচি-উলচ্। স্ত্রীদিগের অলঙ্কারবিশেষ।

কঞ্জ (পুং) কে জলে শিরসি চ জায়তে, কম্-জন্-ড। ১ ব্রহ্মা। ২ কেশ, চুল। ৩ (ক্লী) অমৃত। ৪ পদ্ম।

(কঞ্জঃ কেশে বিরিঞ্চৌ চ কঞ্জং পীযূষপদ্ময়োঃ। মেদিনী।)

কঞ্জক (পুং) কঞ্জতে বাক্যমুচ্চারয়িতুং শক্লোতি, কজি-ণ্বুল্। পক্ষিবিশেষ, ময়না।

কঞ্জগিরি (পুং) কামরূপের সীমান্ত পর্ব্বতবিশেষ।

"উত্তরস্যাং কঞ্জগিরিঃ করতোয়াস্তু পশ্চিমে।
তীর্থশ্রেষ্ঠাদিক্ষুনদী পূর্ব্বস্যাং গিরিকন্যকে॥"
যোগিনীতন্ত্র ১১ পটল।

কঞ্জকী (স্ত্রী) কঞ্জক-ঙীপ্। ময়না।

কঞ্জজ (পুং) কঞ্জাৎ বিষ্ণোর্নাভিপদ্মাৎ জাতঃ, কঞ্জ-জন-ড। ১ ব্রহ্মা। বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে উৎপত্তি সম্বন্ধে পুরাণে লিখিত আছে, মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মাণ্ড জলময় হইলে, বিষ্ণু সমুদ্রীয় জলরাশিতে লীন করিয়া জলশায়ী হইয়া রহিলেন। এইরূপে সহস্র চতুর্যুগ অতীত হওয়ার পর তিনি স্বেচ্ছায় নাভি হইতে একটি পদ্মকোষ উৎপাদন করিলেন, তাহা হইতে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা আবির্ভূত হইয়াছিলেন। (ভাগ ৩। ৮। ১৯।) ২ কাম।

(কঞ্জজো ব্রহ্মকাময়োঃ। শব্দার্থ।)

কঞ্জন (পুং) কং সুখং জনয়তি, কম্-জনি-অচ্। ১ কন্দর্প। ২ পক্ষীবিশেষ, ময়না। ("কঞ্জনস্তু পক্ষিভেদে কামেঽপ্যথ। শব্দার্থ।)

কঞ্জনাভ (পুং) কঞ্জং পদ্মং নাভৌ অস্য, কঞ্জনাভি সংজ্ঞায়াং অচ্। বিষ্ণু। ("ধ্যায়েদং যেন রূপেণ কঞ্জনাভস্তিরোদধে।" ভাগবত ৩। ৯। ৪৪।)

কঞ্জর (পুং) কং জলং জৃণাতি আকর্ষতি জারয়তি বা, কম্-কজি-অরন্। ১ সূর্য্য। ২ ব্রহ্মা। ৩ উদর। ৪ হস্তী। ৫ ময়ূর। ৬ অগস্ত্যমুনি। ৭ ব্যঞ্জনবিশেষ।

কঞ্জল (পুং) কঞ্জতে শব্দং কর্ত্তুং শক্নোতি কজি-কলচ্। মদন-পক্ষী, ময়না। (কঞ্জলঃ পুমান্ পক্ষিভেদে। শব্দার্থ।)

কঞ্জলতা (স্ত্রী) লতাবিশেষের নাম (Asclepias odoratissima)

কঞ্জার (পুং) কং জলং জারয়তি, কম্-জৄ-ণিচ্-অণ্। কজি-আরন্ বা (কজিমৃজিভ্যাং চিৎ। উণ্ ৩। ১৩৭।) ১ সূর্য্য। ২ ব্রহ্মা। ৩ অগস্ত্যমুনি। ৪ হস্তী। ৫ ময়ূর। ৬ ব্যঞ্জন।

কজ্জিকা (স্ত্রী) কজ্জতে ভূমিং ভিত্ত্বা উৎপদ্যতে, কজ্জি-ণ্বুল্-টাপ্ ইত্বঞ্চ। ব্রাহ্মণযষ্টিবৃক্ষ, বামুনহাটী।

কজ্জিয়া। মধ্যপ্রদেশের সাগর জেলার উত্তর প্রান্তস্থিত একটি প্রাচীন নগর। পূর্ব্বে এই স্থান বুন্দেলাদিগের অধিকারে ছিল। তৎকালে এখানকার শাসনকর্ত্তার করপীড়নে প্রজা মাত্রে বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়াছিল। এখন এই স্থানের অবস্থা ক্রমশঃ ভাল হইতেছে।

এখানকার প্রথম বুন্দেলা শাসনকর্ত্তা দেবীসিংহ, তাঁহার পুত্র শাহজী নগরের নিকটে পাহাড়ের উপর একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এই দুর্গ চতুষ্কোণাকার, চারি পার্শ্বে ৪টি গড়খাটী এখন ভগ্নপ্রায় পড়িয়া আছে।

১৭২৬ খৃঃ, কুর্ব্বাইয়ের নবাব হসন-উল্লা খাঁ শাহজীর বংশধর বিক্রমাদিত্যকে কজ্জিয়া হইতে তাড়াইয়া দেন। বিক্রমাদিত্য পিপ্‌রাসি গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন, এই গ্রামে তাঁহার বংশধর অমৃতসিংহ ১৮৭০ খৃঃ পর্য্যন্ত নিকর পঞ্চ-গ্রামের আয়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন।

১৭৫৮ খৃঃ, পেশোবার প্রতাপে হসনউল্লা বিতাড়িত হইলেন। পেশোবা আপন প্রিয় কর্ম্মচারী খণ্ডরাও জিবককে এই নগর অর্পণ করিলেন। ১৮১৮ খৃঃ, খণ্ডরাওয়ের উত্তরাধিকারী রামচন্দ্র বল্লাল পেশোবাকে কজ্জিয়া ও প্রলহার-গড় ছাড়িয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে ইতাবা লইলেন। এই বর্ষে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এই নগর সিন্ধিয়াকে প্রদান করেন। সাতান্ন সালের বিদ্রোহের সময়ে এখানকার বুন্দেলেরা অমৃত-সিংহকে আপনাদিগের প্রকৃত শাসনকর্ত্তা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। কিন্তু অমৃতসিংহ অল্প দিন মধ্যেই অপমানিত হইয়া এই স্থান পরিত্যাগ করিলেন। বুন্দেলাগণ নগর লুটপাট করিতে লাগিল। এই সময়ে সার হিউগ্ রোজ সসৈন্যে বুন্দেলাদিগের বিপক্ষে অগ্রসর হন। ইংরাজ সেনাপতির আগমনবার্ত্তা পাইয়া বুন্দেলাগণ ছত্রভঙ্গ হইল।

১৮৬০ খৃঃ, এই নগর বৃটীশ গবর্ণমেণ্টের অধীন সাগর জেলায় সামিল হইল।

অক্ষা ২৪°২৩′৩০″ উঃ, এবং ৭৮°১৫′ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত।

কট (পুং) কটতি মদবারি বর্ষতি, কট-অচ্। ১ হস্তীর গণ্ডস্থল।

("যদস্তিনঃ কটকটাহতটং মিমঙ্ক্ষোঃ।" শিশুপা°।)

২ কটিদেশ। ৩ কটিদেশের পার্শ্বস্থ স্থান। ৪ মাদুর। ৫ চরমা। ৬ তৃণবিশেষের দ্বারা নির্ম্মিত চটী, এই চটীর দ্বারা শস্যাই বেষ্টন করা হয়, ইহার সাধারণ নাম 'বড়'। ৩ তৃণাদি নির্ম্মিত পাথা। ৫ তৃণাদি নির্ম্মিত আসন। ৬ তক্তা। ৭ অতিশয়। ৮ শর। ৯ সময়। ১০ তৃণ। ১১ শব। ১২ শবরথ। ১৩ ঔষধি-বিশেষ। ১৪ শ্মশান। ১৫ রাজদণ্ডবিশেষ। ১৬ (ত্রি) কটরন্তি প্রকাশরতি ক্রিয়াং, কট-ণিচ্-অচ্। ক্রিয়াকারক। ১৭ পাশা খেলিবার উপকরণবিশেষ।

("ত্রেতাকৃতসর্ব্বস্বঃ পাবরপতনাচ্চ শোষিতশরীরঃ।
নর্দ্দিতদর্শিতমার্গঃ কটেন বিনিপাতিতো যামি।" মৃচ্ছক°।)

কটক (পুং, ক্লী) কট্যতে নির্গম্যতে অস্মাৎ নির্ঝরিণ্যাদিভিঃ, কট-বুন্ (কৃঞাদিভ্যঃ সংজ্ঞায়াং বুন্। উণ্ ৫। ৩৫) ১ পর্ব্বতের মধ্যদেশ; ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়, নিতম্ব ও মেখলা। ২ বলয়। ৩ চক্র। ৪ হস্তিদন্তের ভূষণ। ৫ সৈন্ধবলবণ। ৬ রাজধানী। ৭ সৈন্য। ৮ নগরী। ৯ শিবির, যেখানে সৈন্যগণ সন্নিবেশিত হয়। ১০ সানু, পর্ব্বতের সমতল ভূমি।

কটক। উড়িষ্যা প্রদেশের মধ্য জেলা। অক্ষা° ২০°১′৫০″ ও ২১°১০′১০″ উঃ মধ্যে এবং দ্রাঘি ৮৫°৩৫′৪৫″ ও ৮৭°৩′৩০″ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূমিপরিমাণ ৩৮৫৮ বর্গমাইল।

সীমা—কটকজেলার উত্তরসীমা বৈতরণীনদী এবং ধামরানদীর মোহানা; দক্ষিণে পুরী জেলা; পূর্ব্বে বঙ্গোপ-সাগর এবং পশ্চিমে উড়িষ্যার অর্দ্ধস্বাধীন করদরাজ্যসমূহ।

এই জেলা ৩ প্রধান ভূভাগে বিভক্ত। ১—সমুদ্রের ধারে জলা ও জঙ্গল ৩ হইতে ৩০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এখানকার জঙ্গল ভূভাগ অনেকটা সুন্দরবনের জঙ্গলাদির ন্যায়, কিন্তু গঙ্গাতটের বনশোভা যেমন দর্শকের নয়নপ্রীতিকর এখানে তাহার অভাব আছে।

২—শস্যশ্যামল ধান্যভূমি, এই ভূভাগের একদিকে সমুদ্রতট এবং অপরদিকে গিরিমালা, ইহা প্রায় ২০ ক্রোশ বিস্তৃত। এই ভূমিখণ্ডে অপর্য্যাপ্ত ধান্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। ক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে তাল, তমাল, আম্র, খর্জ্জুর প্রভৃতি গাছও বিস্তর জন্মে।

৩—পার্ব্বতীয় ভূভাগ; ইহা কটকজেলার পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত। পশ্চিমপ্রান্তে অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড়। এই ভূভাগ হইতে শালতক্তা, লাক্ষা, গঁদ, তসরকীট, মৌচাক, শণ প্রভৃতি পাওয়া যায়।

এখানকার পাহাড়গুলি ছোট ছোট, সর্ব্বোচ্চ শিখর ২৫০০ ফিটের বেশী নয় বটে কিন্তু প্রায় সকলগুলি হিন্দুদিগের অতি পবিত্র দেবস্থান বলিয়া অতিপ্রাচীনকাল হইতে প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে।

কটকের পাহাড়ের মধ্যে এই কয়টি প্রধান—

আসিয়া পাহাড় (আলমগীর)—এই পাহাড় অনেকটা জায়গা যুড়িয়া আছে, ইহার প্রাচীন নাম চতুষ্পীঠ। পূর্ব্বে

এখানে নানাস্থান হইতে হিন্দুগণ তীর্থ করিতে আসিতেন। ইহার চারিটি বড় শৃঙ্গ, তন্মধ্যে একটি বিরূপা নদীর দিকে, তাহার বর্ত্তমান নাম আলমগীর, এই শৃঙ্গের উপর একটি উচ্চ মস্‌জিদ্ আছে। ১৭১৯-২০ খৃঃ অঃ, উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা সুজা উদ্দীন এই মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই মস্‌জিদ্ সম্বন্ধে একটি উপাখ্যানও প্রচলিত আছে—

"একদিন মুহম্মদ ব্যোমপথে যাইতেছিলেন, সঙ্গে তাঁহার দলবলও ছিল। নেমাজের সময়ে সকলে নল্‌তিগিরি শৃঙ্গে নামিলেন। গিরিশৃঙ্গ দুলিতে লাগিল, তাঁহাদিগকে ধারণ করিতে সমর্থ হইল না। তখন মুহম্মদ নল্‌তিগিরিকে অভিশাপ করিয়া এখন যেখানে মস্‌জিদ্ আছে, সেইখানে আসিয়া অবস্থান করিলেন। যেখানে মুহম্মদ নেমাজ করিয়াছিলেন, এখনও তথায় তাঁহার পদচিহ্ণ একখানি প্রস্তরের উপর রহিয়াছে। পূর্ব্বে এখানে জল পাওয়া যাইত না, মুহম্মদ আপন যষ্টি দ্বারা আঘাত করিবামাত্র স্বচ্ছসলিল প্রস্রবণ উৎপন্ন হইল। মুসলমান যাত্রীগণ পদচিহ্ণ ও সেই প্রস্রবণ এখনও দেখিতে গিয়া থাকেন। সুজাউদ্দীন্ কটকে আসিবার কালে ইরাকপুরে শিবির স্থাপন করেন। এই স্থান হইতে তিনি গিরিশৃঙ্গোত্থিত নেমাজের ধ্বনি শুনিতে পান। তাহার অনুচরবর্গ নেমাজ শুনিয়া অধীর হইয়া উঠিল, সকলেই গিরিশৃঙ্গাভিমুখে যাইতে চাহিল। কিন্তু সুজা নিষেধ করিয়া বলিলেন, যদি আমরা উপস্থিত যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারি, তবে ফিরিবার সময়ে সকলে ঐ গিরিশৃঙ্গে গিয়া নেমাজ করিব। সুজাউদ্দীনের জয় হইল, তিনি সসৈন্যে শৃঙ্গোপরি আসিয়া নেমাজ করিলেন। এইখানে তিনি সুন্দর মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন।"

হিন্দুরা এই শৃঙ্গকে মণ্ডপ বলিয়া থাকেন। শৃঙ্গের নীচেই মণ্ডপগ্রাম, অতিপ্রাচীনকালে এখানে হিন্দুরা মণ্ডযজ্ঞ করিতেন।

উদয়গিরি—আসিয়া গিরিমালার ৭টি শৃঙ্গের মধ্যে উদয়গিরিও একটি। আসিয়া গিরিমালার পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের দেখিবার জিনিষ অনেক আছে। শৃঙ্গের উচ্চভাগ হইতে পাদদেশ পর্য্যন্ত পরিদর্শন করিলে অসংখ্য দেবমূর্ত্তি নয়নগোচর হয়। বৌদ্ধদিগের আধিপত্যকালে এখানে যে অনেক সঙ্ঘারাম ও বৌদ্ধচৈত্য ছিল, এখন তাহার ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে।

উদয়গিরির পাদদেশে এক প্রকাণ্ড পদ্মপাণি বুদ্ধ মূর্ত্তি আছে, এখানে আসিলে দর্শক অগ্রে এই মূর্ত্তি দেখিতে পান। মূর্ত্তিটি উচ্চে প্রায় ৯ ফিট্, একখানি পাথর খুদিয়া এই মূর্ত্তি গড়া হইয়াছে। ইহার অর্দ্ধেক জঙ্গলে আচ্ছন্ন আর কতকাংশ ভূগর্ভে প্রোথিত। পদ্মপাণির বাম হস্তে পদ্ম; নাসিকা, বাহু ও বক্ষঃস্থলে অলঙ্কার শোভা পাইতেছে; ডানহাত ও নাসিকা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

পদ্মপাণির মূর্ত্তি ছাড়াইয়া অনতিদূরে ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, ইহারই নিকটে পাহাড়ের উপর একটি কূপ কাটা হইয়াছে, কূপ বিস্তারে ২৩ ফিট্, জল তুলিবার স্থান হইতে জল পর্য্যন্ত ২৮ ফিট, চারিদিকে পাথরের বেড়া, উহা দৈর্ঘে সাড়ে ৯৪½ ফিট, প্রস্থে ৩৮ ফিট্ ১১ ইঞ্চি। প্রবেশপথে দুইটা বড় বড় থাম আছে, এখন থামের মাথাগুলি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

শৃঙ্গের ৫০ ফিট্ উপরে জঙ্গল মধ্যে একটি চৈত্য পড়িয়া আছে, বৌদ্ধরাজদিগের সময়ে এখানে বৌদ্ধযতিগণের সমাবেশ হইত। বৌদ্ধদিগের অবসান হইলে হিন্দুগণ এখানে অনেকগুলি দেবদেবীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। দেবদ্বেষী মুসলমানেরা অনেক মূর্ত্তির মস্তক ও বাহু ভাঙ্গিয়া দিয়াছেন। এখানকার হিন্দুরা ঐ সকল মূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকে। এই জঙ্গল মধ্যে একটি বৃহৎ তোরণের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে, এই তোরণের সম্মুখে এক বৃহৎ বুদ্ধমূর্ত্তি ধ্যাননিমীলিত নেত্রে বসিয়া আছেন। তোরণের গঠন অতি চমৎকার, তিনখানি সুবৃহৎ প্রস্তরে গঠিত। মনোযোগপূর্ব্বক দেখিলে প্রাচীন শিল্পনৈপুণ্যের অনেকটা পরিচয় পাওয়া যায়। তোরণের সোজা পাথরখানি পাঁচ স্তবকে বিভক্ত, স্তবকগুলি দেখিলে বোধ হয় যেন দুই এক দিন হইল এই তোরণটি নির্ম্মিত হইয়াছে, স্তবকের ভিতরে যেন সহস্র নীলপদ্ম ফুটিয়া আছে, পাহাড় কাটিয়া কত যত্নের সহিত ঐ পদ্মগুলি খোদাই করা হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। দ্বিতীয় স্তবকে কতকগুলি সশস্ত্র নরনারীমূর্ত্তি। মধ্য স্তবকে কুসুমমালা বিভূষিত। চতুর্থ স্তবকে হাত ধরাধরি করিয়া পুরুষরমণী মূর্ত্তি দণ্ডায়মান, সকলেই ফুলমালা দিয়া আবদ্ধ। শেষ স্তবক দেখিলে নয়ন মন জুড়ায়, কি সুন্দর কুসুমচিত্র! আহা এই নির্জ্জন বন মধ্যে কে সাধ করিয়া পাথরে ফুলের মালা গাঁথিল, ভাবিতে ভাবিতে হৃদয় প্রফুল্ল হইয়া উঠে।

তোরণ ছাড়াইয়া ১১ হাত গমন করিলে, একখানি ক্ষুদ্র গৃহ দেখা যায়। গৃহখানির চারি দিক কাঁটা গাছে ঢাকা। গৃহমধ্যে এক প্রকাণ্ড ধ্যানীবুদ্ধ মূর্ত্তি রহিয়াছে। এই মূর্ত্তি ৫½ ফিট্ উচ্চ। দেবদ্বেষী যবনেরা ইহার দক্ষিণ হস্ত ও নাসিকা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে।

অচল বসন্ত—আসিয়া গিরির আর একটি শৃঙ্গ। এই শৃঙ্গের নীচে মাধিপুর নগরের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে,

পূর্ব্বে এই নগরে এখানকার হিন্দুরাজগণের আবাস ছিল। এখনও তোরণ, প্রস্তরের উন্নতপ্রাঙ্গণ ও সুদৃঢ় প্রাচীরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়।

বড়দেহী—আসিয়াগিরির সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ। ইহার পাদদেশে এখানকার দুর্গাধিপতির আবাস ছিল, মুসলমান ও মার্হাট্টাদিগের সময় এখানে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল। প্রথমে যখন বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট এখানকার জমির বন্দোবস্ত করিতে যান, এখানকার রাজা অবাধ্য হইয়া বৃটীশের অধীনতা অস্বীকার করেন, তখন হইতে এই স্থান মোগলবন্দীর সামিল হইল। এখন সেই প্রাচীন রাজার পরিবারবর্গ নিতান্ত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে, সেই রাজারই এক পুরাতন দাস গড়নায়ক এক খণ্ড ভূমিদান করিয়াছেন, তাহাতেই রাজপরিবারের কায়ক্লেশে জীবিকানির্ব্বাহ হয়।

নল্‌তিগিরি—এই গিরিও আসিয়া গিরির অংশ, কেবল মধ্যে বিরূপানদীর দ্বারা দুইটী স্বতন্ত্র হইয়াছে। মটকদনগর পরগণার উত্তরপশ্চিম কোণে ইহার অবস্থিতি। এখানে চন্দনগাছ ভিন্ন অপর গাছ গাছড়া বড় একটা জন্মে না। গিরির নিম্ন শৃঙ্গে অতি প্রাচীন গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে, পূর্ব্বকালে উহাই বৌদ্ধমন্দিররূপে সুশোভিত ছিল। মণ্ডপ এককালে নষ্ট হইয়াছে, ৭।৮ ফিট উচ্চ প্রস্তরস্তম্ভ সকল এবং তাহারই নিকট দেবদেবীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। এই ধ্বংসাবশেষের কাছে মুসলমানদিগের একটি ভগ্ন গোরস্থান লক্ষিত হয়। বোধ হয় বৌদ্ধমন্দির ভাঙ্গিয়া ঐ গোরস্থান নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। মন্দিরের মণ্ডপ না থাকিলেও এখনও ঘর পড়িয়া আছে, উহার চারিদিকে প্রাচীর, মধ্যে অনেকগুলি অলঙ্কৃত বুদ্ধমূর্ত্তি। এখানকার লোকে ঐ সকল মূর্ত্তিকে অনন্ত পুরুষোত্তম বলিয়া থাকেন।

নল্‌তিগিরির উচ্চতর শৃঙ্গ উচ্চে সহস্র ফিট। এই শৃঙ্গের উপর প্রস্তর নির্ম্মিত একটি বৃহৎ মন্দির ছিল, এখন তাহার চিহ্নমাত্র পড়িয়া আছে। ইহারই ৫০০ ফিট নিম্নে হাতিখাল নামে একটি গুহা আছে, গুহার ছাদ পড়িয়া গিয়াছে, এইখানে দুইটি বুদ্ধমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারই নিকট প্রাচীন কুটিল অক্ষরে খোদিত বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। অদূরে দুইটি সিংহোপরি শতদলআসনা সিংহবাহিনী দেবীমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন।

অমরাবতী—এই পাহাড়কে একণে সকলে চটীয়া পাহাড় বলে। পাহাড়ের পূর্ব্বপাদদেশে প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুর্গটী পাথর দিয়া যেরূপ দুর্ভেদ্য করা হইয়াছে, তাহা সাতিশয় প্রশংসনীয়। এই ভগ্নদুর্গের অবস্থা পূর্ব্বে ভাল ছিল, মধ্যে গবর্ণমেণ্টের পূর্ত্তবিভাগের লোকেরা এই দুর্গের পাথর খুলিয়া লইয়া রাস্তায় লাগাইয়াছে। এই ভগ্ন দুর্গের এক দিকে ২টি সুসজ্জিত ইন্দ্রাণীর প্রস্তর মূর্ত্তি আছে। এই পাহাড়ের উপর অর্দ্ধ মাইল জুড়িয়া নীলপুকুর নামে একটি বৃহৎ জলাশয় আছে।

মহাবিনায়ক—যারুণীবাণ্টা গিরিমালার একটি শৃঙ্গ। এই শৃঙ্গ অতি পূর্ব্বকাল হইতে শৈবদিগের একটি পুণ্যপ্রদ তীর্থস্থান, যদিও এখন বনজঙ্গলে আচ্ছন্ন হওয়ায় পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য নষ্ট হইয়াছে, কিন্তু শৈবযাত্রীগণ দলে দলে এখানে আসিয়া থাকেন। এই শৃঙ্গের মধ্যে একস্থান দেখিতে হস্তী শুণ্ডাকার, উহাকে লোকে মহাবিনায়ক বা গণেশমূর্ত্তি বলিয়া থাকেন। উহার উপর বিনায়কের মন্দির আছে। পাহাড়ের দক্ষিণমুখ শিব এবং বামমুখ গৌরী বলিয়া পূজিত হয়। এখান হইতে ৩০ ফিট্ উচ্চে একটি জলপ্রপাত আছে, তাহার জলেই দেবার্চ্চনা হয়। প্রপাতের নিকট শিবের অষ্টলিঙ্গ আছে।

নদী—কটক জেলা তিন প্রধান নদীতে বিভক্ত, উত্তরে কলুষনাশিনী বৈতরণী, মধ্যস্থলে ব্রাহ্মণী এবং দক্ষিণে মহানদী। বৈতরণী নদী মহাভারতের সময় হইতে পুণ্যসলিলা গঙ্গার ন্যায় পূজনীয়া। পঞ্চপাণ্ডব এই নদীতে আসিয়া তর্পণ ও অবগাহন করিয়াছিলেন। বৈতরণী প্রবাহিত ভূমিখণ্ডকে পূর্ব্বকালে যজ্ঞীয় দেশ বলিত। [উৎকল, কলিঙ্গ, বৈতরণী দেখ।] এই তিন নদীর গুণে কটক জেলা শস্যশালিনী। নদীগুলি উচ্চস্থান হইতে ক্রমশঃ নিম্নভূমিতে প্রবাহিত নয়, অথবা অপর নদী গ্রহণ করে নাই, নদীগুলি সমতল ভূমির উপর প্রবাহিত, এবং শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া কটক জেলাকে সুজলা সুফলা করিয়া রাখিয়াছে। কটক জেলায় জম্বু, বাকুদ প্রভৃতি কয়েকটি খালও আছে।

নগর—কটক জেলায় এই কয়েকটি নগর—১ কটক, ২ যাজপুর, ৩ কেন্দ্রাপাড়া, ৪ জগৎসিংহপুর।

১ কটক—যেখানে মহানদী দ্বিধারা হইয়া দ্বীপাকার হইয়াছে, সেইখানে মহানদী ও কাটযুড়ি নদীর মুখে কটক নগর অবস্থিত। অক্ষা ২০°২৯´৪″ উঃ, দ্রাঘি ৮৫°৫৪´২৯″ পূঃ।

কটক নগর আজকালের সহর নয়। মাদলাপঞ্জীর মতে এই নগর প্রায় নয় শত বর্ষ পূর্ব্বে কেশরীবংশীয় কোন নৃপতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহারও অনেক পূর্ব্বে আর এক কটক সংস্থাপিত হইয়াছিল। ভবগুপ্তের অনুশাসন পত্রে কটকের উল্লেখ আছে। ভবগুপ্ত খৃষ্টের পঞ্চম শতাব্দীতে রাজত্ব করেন, অতএব ঐ সময়ে সেই কটক বিদ্যমান

ছিল। (Indian Antiquary, Vol. V. 60.) কটকনগরের দেড়ক্রোশ পূর্ব্বে চৌদ্বার নামে একটি গ্রাম আছে, ইহাকে সাধারণে কটকচৌদ্বার বলিয়া থাকে। একসময়ে এই স্থানে উৎকলরাজ্যের রাজধানী ছিল। উৎকলের পঞ্জীর মতে এই নগর সর্পযজ্ঞ কালে রাজা জনমেজয় কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। বোধ হয় এই কটকচৌদ্বারই ভবগুপ্তের অনুশাসনোক্ত কটক হইবে। যদিও কটকচৌদ্বারের আর পূর্ব্বশ্রী নাই, কিন্তু কোন সময়ে যে অধিক সমৃদ্ধিশালী ছিল, তাহা এই স্থান পরিদর্শন করিলেই জানা যায়। এই প্রাচীন নগরের পার্শ্বে কপালেশ্বর নামে একটি দুর্গ আছে, উৎকলরাজ চোরগঙ্গার সময়ে এই দুর্গ মধ্যে একটি সুবিস্তীর্ণ জলাশয় খনন করা হইয়াছিল, এখনও এখানকার লোকে এই জলাশয়কে চোরগঙ্গার পুকুর বলিয়া থাকে।

বর্ত্তমান কটকনগরেও বড়বাটী নামে একটি দুর্গ আছে। খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রাজা অনঙ্গভীম এই দুর্গ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৭৫০ খৃঃ, আহ্মদশাহের শাসনকালে এই দুর্গের উত্তরপশ্চিম প্রাকারসংযুক্ত ও পূর্ব্ব তোরণ নির্ম্মিত হয়। দুর্গটি দুই দফা পাথরের প্রাচীরে ঘেরা, চারিদিকে গড়খাই কাটা, দুর্গের মধ্যে একটা উচ্চ প্রস্তরস্তম্ভ আছে, তাহারই উপর জয়পতাকা উড়িত। আইন অকবরীর মতে এই দুর্গ মধ্যে রাজা মুকুন্দদেবের নয়তলা বাটী ছিল, কিন্তু এখন তাহার চিহ্নমাত্র নাই। এখন কটকনগরে দেওয়ানী আদালত ও কমিশনরের প্রধান কার্য্যালয় আছে।

২ যাজপুর—এই নগর অতি প্রাচীনকাল হইতে হিন্দুদিগের পুণ্যস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়া আসিতেছে, এইখানে আমাদের পুরাণোক্ত বিরজাক্ষেত্র, এই নগরে দেখিবার জিনিস অনেক আছে। এখন এই নগর যাজপুর সবডিভিসনের প্রধান স্থান।

[যাজপুর ও বিরজা শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

৩ কেন্দ্রাপাড়া—এই নগর মহানদীর চিত্রতলা নাম্নী শাখার উত্তরে কিয়দ্দূরে অবস্থিত। মহারাষ্ট্রীদিগের সময়ে এখানে একজন ফৌজদার ছিলেন, কুজঙ্গের রাজা তৎকালে নানাস্থানে লুটপাট আরম্ভ করিতেছিলেন, উক্ত রাজাকে শাসন করিবার জন্যই এখানে ফৌজদার অবস্থান করিতেন।

উদ্ভিজ্জ—কটক জেলায় ধান বেশ জন্মে, এখানে বিয়ালী, দোফসলী ও সাধিয়া ধানই প্রধান। বঙ্গদেশে যেমন আমন, এখানে সেইরূপ 'শারদ' জন্মে। আমনের ন্যায় শারদও নানাপ্রকার। বুট, ছোলা, মুগ, ব্রীহি, অড়হর, প্রভৃতি ডাল, সরিষা, তামাক, হলুদ, মেথী, পানমৌরী, পিয়াজ, রশুন, তিসি, শসা, পান প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

ঔষধবৃক্ষের মধ্যে—আমলা, অক্রান্তা, অর্জ্জুন, অর্ক, আশুরাবট, অশ্বগন্ধা, অশোক, আম, বেল, ভৃঙ্গরাজ, বামনহাটি, বকুল, বজ্রমূলা, ভালিয়া, বহেড়া, বেগুনীয়া, বেণা, বাসং, ভূতারি, বায়গোবা, বয়কোলি, ভূঁই বারুণী, বাকুচী, অনন্তমূল, চিরেতা, চিতামূল, লালচিতামূল, চাকুন্দা, দাড়িম, ধুতরা, দারুহরিদ্রা, দন্তী, দুধিয়া লতা, গজপিপুল, ঘৃতকুমারী, গোলঞ্চ, গাব, গোখুর, হস্তীকর্ণ, হাড়ভাঙ্গা, হিজলীবাদাম, হরিতকী, ইন্দ্রযব, ইন্দ্রবারুণী, ইসপগুল, জাম, জৈত্রী, জায়ফল, কৃষ্ণপর্ণী, কাঁটাকুসুম, কুচিলা, কালাদানা, কামরাঙ্গা, খেৎপাপড়া, কাসন্দী, মুথা, মটমটিয়া, মানকচু, মহানিম, নিম, নাগেশ্বর, ওল, ফুটফুটিয়া, পটোল, নালতে, পলাশ, রক্তচন্দন, তেঁতুল, তালমূলী, সোমরাজ, সজিনা, সোঁদাল, শালপাণী, সোণামুখ প্রভৃতি গাছ দেখিতে পাওয়া যায়।

কটকজেলায় হিন্দু মুসলমান প্রভৃতি নানা শ্রেণী লোকের বাস। ইংরাজরাজত্বের পূর্ব্বে পুনঃ পুনঃ বিদেশীয় আক্রমণে কটকজেলা নিতান্ত দরিদ্র ও হীনাবস্থ হইয়া পড়িয়াছিল। এখন আবার অবস্থা ক্রমশঃই ভাল হইতেছে, কিন্তু পূর্ব্বে যেমন লোকে পরিশ্রমী ছিল, এখন আর তেমন নাই; কৃষকেরাও বিলাসী হইয়া পড়িতেছে। ক্রমশঃই এখানে বিলাতী দ্রব্যের আদর বাড়িতেছে, দেশী দ্রব্যাদির উপর শ্রদ্ধা কমিয়া আসিতেছে।

[বালেশ্বর পুরী প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

কটকট (ত্রি) কটপ্রকারঃ, প্রকারে দ্বিত্বম্‌। ১ অত্যন্ত। ২ সর্ব্বোৎকৃষ্ট। ৩ (পুং) মহাদেব। ৪ অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

কটকটা (অব্য) কটকট-ডাচ্‌ (অব্যক্তানুকরণাদ্‌ দ্ব্যজবরার্দ্ধাদনিতৌ ডাচ্‌। পা ৫।৪।৫৭।) অনুকরণ শব্দবিশেষ।

("মুষ্টিভিস্ত মহাঘোরৈরন্যোহন্যমভিজঘ্নতুঃ।
ততঃ কটকটাশব্দো বভূব সুমহাত্মনোঃ।"
ভারত বন ১৫৭ অঃ।)

কটকার (ত্রি) কটং করোতি, কট-কৃ-অণ্‌। শিল্পকার জাতিবিশেষ, শূদ্রাগর্ভে গোপনে বৈশ্য কর্ত্তৃক এই জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল। মাদুর দড়মা প্রভৃতি প্রস্তুত করাই ইহাদিগের ব্যবসায়।

কটকী [ন্‌] (পুং) কটকো হস্ত্যস্তি, কটক-ইনি। ১ পর্ব্বত। ২ (ত্রি) কটকযুক্ত।

কটকীয় (ত্রি) কটকায় হিতঃ, কটক-ছ। বলয়াদি প্রস্তুতের উপকরণ, স্বর্ণাদি।

কটকোল (পুং) কটতি প্রবতি, কট-অচ্ ; কটস্ত কোলো ঘনীভাবো যত্র, বহুব্রী। নিষ্ঠিবনপাত্র, পিক্‌দানী।

(কটকোলঃ পুংসি পতদ্‌গ্রহে। শব্দার্থ।)

কটখাদক (ত্রি) কটং তৃণাদিকং সর্ব্বমেব খাদতি, কট-খাদ-ণ্বুল্। ১ সর্ব্বভক্ষক। ২ (কটং শবং খাদতি) শবখাদক। ৩ (পুং) কাচকলশ। ৪ কাক। ৫ শৃগাল।

কটঘোষ (পুং) কট প্রধানো ঘোষঃ, মধ্যপদলো°। ১ গোয়ালপাড়া। ২ পূর্ব্বদেশীয় গ্রামবিশেষ।

কটঙ্কট (পুং) কটং শবং কটতি আলয়া আবৃণোতি, কট-কট্ বাহুলকাৎ খচ্। ১ অগ্নি।

("কটঙ্কটায় ভাবায় নমঃ পঞ্চপলায় চ।" অগ্নি পু° ।)

২ স্বর্ণ। ৩ চিতাবৃক্ষ। ৪ গণেশ। ৫ রুদ্র।

কটঙ্কটেরী (স্ত্রী) কটঙ্কটং বহ্নিজং সুবর্ণতুল্যং বা কান্তিং ঈরয়তি জ্ঞাপয়তি, কটঙ্কট-ঈর-অণ্-ঙীপ্। ১ হরিদ্রা। ২ দারুহরিদ্রা।

কটচ্ছুরি (পুং) জাতি ও গোত্রবিশেষ। নাগরখণ্ডে কটচ্ছুরী নামে উক্ত হইয়াছে। (নাগর ২৭০। ৪)

পূর্ব্বকালে কটচ্ছুরি নামে এক প্রবল জাতি ভারতের নানাস্থানে রাজত্ব করিতেন, শিলালিপিতে এই জাতি কলচুরি নামে অভিহিত হইয়াছে। [কলচুরি দেখ।]

কটদান (ক্লী) কটো দেহবর্ত্তনং দীয়তেহত্র কট-দা-ল্যুট্। শ্রীকৃষ্ণের পার্শ্বপরিবর্ত্তন উপলক্ষে উৎসববিশেষ। এই উৎসব ভাদ্রমাসের শুক্ল একাদশীতে শ্রবণানক্ষত্রের মধ্যপাদযোগে সন্ধ্যাকালে কর্ত্তব্য। দেশভেদে নাম 'করোট দেওয়া।'

কটন (ক্লী) কটেন তৃণাদিনা অন্যতে সম্পদ্যতে, কট-অন-অচ্। গৃহাচ্ছাদন, চাল।

কটনগর (ক্লী) পূর্ব্বদেশীয় নগরবিশেষ।

কটপল্ললা (ক্লী) প্রাগ্‌দেশীয় গ্রামবিশেষ।

কটপূতন (পুং) কটস্ত শবস্ত পূ তাং তনোতি কটপূ-তন-অচ্। প্রেতবিশেষ। ক্ষত্রিয় স্বধর্ম্মত্যাগী হইলে এই প্রেতত্ব প্রাপ্ত হইয়া শব ভক্ষণ করে।

"অমেধ্য কুণপাশী চ ক্ষত্রিয়ঃ কটপূতনঃ॥" মনু ১২। ৭১।

কটপ্রু (পুং) কটে শ্মশানে প্রবতে বিচরতি, কট-প্রু-ক্বিপ্ দীর্ঘশ্চ। (কিব্বচি প্রচ্ছি শ্রিস্রুক্রু প্রজ্বাং দীর্ঘো ঽসম্প্রসারণঞ্চ। উণ্ ২। ৫৭।) ১ মহাদেব। ২ রাক্ষস। ৩ বিদ্যাধর। ৪ পাশাক্রীড়ক।

(কটপ্রূঃ পুংসি রাক্ষসে। বিদ্যাধরে মহাদেবে তথা স্যাদক্ষদেবতে। মেদিনী।)

৫ কীট। ৬ বহুরূপী। (কটপ্রূঃ কামরূপী কীটশ্চ। উজ্জ্বলদত্ত।)

কটপ্রোথ (পুং, ক্লী) কটস্ত কট্যাঃ প্রোথঃ মাংসপিণ্ড, ৬-তৎ। কটিদেশস্থ মাংসপিণ্ড, নিতম্ব।

(কটপ্রোথঃ স্ফিচি পুমান্। শব্দার্থ।)

কটভঙ্গ (পুং) কটানাং শস্যানাং হস্তেন ভঙ্গঃ। ১ হাত দিয়া শস্য ছেঁড়া। ২ (কটস্ত সৈন্তসংঘস্ত ভঙ্গো যস্মাৎ) রাজবিনাশ। (কটভঙ্গস্ত শস্যানাং হস্তচ্ছেদে নৃপাত্যয়ে। মেদিনী।)

কটভী (স্ত্রী) কটবদ্ভাতি, কট-ভা-ড-ঙীষ্। ১ জ্যোতিষ্মতীলতা, নয়াফট্‌কী। ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ—কটু ও তিক্ত রস, সারক, কফ ও বায়ুনাশক, অত্যন্ত উষ্ণ, বমনকারক, তীক্ষ্ণ, অগ্নিবর্দ্ধক, বুদ্ধিজনক ও স্মৃতিশক্তিপ্রদ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কটভী, জ্যোতিষ্ক, কঙ্গুনী, পারাবতপদী, পণ্যালতা ও কুকুন্দনী। ২ অপরাজিতা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—নাস্তিক, শৌণ্ডী, পাটলী, কিণিহী, মধুরেণু, ক্ষুদ্রশ্যামা, কৈড়র্য্য ও শ্যামলা। রাজনির্ঘণ্ট মতে ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ ; বায়ু, কফ ও অজীর্ণরোগনাশক। কটভী শ্বেত ও নীলভেদে দ্বিবিধ, উভয়ই সমগুণবিশিষ্ট। ইহার ফলেরও ঐ সকল গুণ, তবে ফল কফশুক্রকারী। [অপরাজিতা দেখ।] ৩ কাটাশিরীষ নামক বৃক্ষবিশেষ।

কটমালিনী (স্ত্রী) কটানাং কিণ্বাদৌষধীনাং মালা সাধনত্বেন অস্ত্যঃ অস্তি, কটমালা-ইনি-ঙীপ্। মদিরা ; কিণ্বাদি ঔষধসমূহের দ্বারা ইহা উৎপন্ন হইয়া থাকে।

কটম্ব (পুং) কটতি, কট-অম্বচ্ (কৃকদিকডিকটিভ্যোঽম্বচ্। উণ্ ৪। ৮২।) ১ বাদ্যবিশেষ। ২ (কট্যতে আব্রিয়তে শত্রুরনেন) বাণ। (কটম্বস্ত বাদ্যভিদি বাণে। শব্দার্থ।)

কটম্বরা (স্ত্রী) কটং গুণাতিশয়ং বৃণোতি ধারয়তি, কট-বৃ-অচ-টাপ্। কটুকী। [কটুকী দেখ।]

কটম্ভর (পুং) কটং গুণাতিশয়ং বিভর্ত্তি, কট-ভৃ-অচ, মুমচ (সংজ্ঞায়াং ভৃতৃ বৃজিধারি সহিতপিদমঃ। পা ৩। ২। ৪৬।) ১ শোনাবৃক্ষ। ২ কটভীবৃক্ষ।

কটম্ভরা (স্ত্রী) কটম্ভর-টাপ্। ১ রাজবালা। ২ প্রসারিণী, গন্ধভাদুলে। ৩ কটুকী। ৪ হস্তিনী। ৫ কলম্বিকা। ৬ গোলা। ৭ পুনর্ণবা। ৮ মূর্ব্বা।

(কটম্ভরা প্রসারিণ্যাং গোলায়াং গজযোষিতি। কলম্বিকায়াং রোহিণ্যাং বর্ষাভূমূর্ব্বয়োরপি॥ হেম অনে ৪। ২৪৬-৭)

কটরকটর (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

কটরমটর (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ। ছোলাভাজা প্রভৃতি চর্ব্বণকালে যে শব্দ হয়, তাহা এই নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

কটব্রণ (পুং) কটঃ উৎকটঃ ব্রণো যুদ্ধকণ্ডুরস্য, বহুব্রী। ভীমসেন। [ভীমসেন দেখ।]

(কটব্রণঃ পুমান্ ভীমে। শব্দাব্ধি।)

কটশর্করা (স্ত্রী) কটঃ নলঃ শর্করেব মিষ্টরসত্বাৎ যস্যাঃ, বহুব্রী। গাঙ্গেষ্টীলতা, নাটাকরঞ্জা।

(কটশর্করাতু নাটাকরঞ্জকে স্ত্রিয়াম্। শব্দাব্ধি।)

কটা (স্ত্রী) কট্‌কী। ২ (দেশজ) রুক্ষ গৌরবর্ণ, কটাসে।

কটাকু (পুং) কটতি কৃচ্ছ্রেণ জীবিকাং নির্ব্বাহয়তি, কট-কাকু (কটিকবিভ্যাং কাকুঃ। উণ্ ৩।৭৭।) পক্ষী।

কটাক্ষ (পুং) কটৌ অতিশয়িতৌ অক্ষিণী যত্র, কট-অক্ষি-ষচ্ (বহুব্রীহৌ সক্থ্যক্ষ্ণোঃ স্বাঙ্গাৎ ষচ্। পা ৫।৪।১১৩।) কটং গণ্ডং অক্ষতি ব্যাপ্নোতি, কট-অক্ষ-অচ্ বা। ১ অপাঙ্গ দর্শন, আড়চোখে দেখা। ২ অপরের দোষদর্শন।

("ইত্যলং উপজীব্যানাং মান্যানাং ব্যাখ্যানেষু কটাক্ষনিক্ষেপেণ।" সাহিত্যদং।)

কটাগ্নি (পুং) কটেন তৃণাদিবেষ্টনেন জাতোঽগ্নিঃ ৩-তৎ। তৃণাদি বেষ্টনের দ্বারা যে অগ্নি উৎপন্ন করা হয়।

"উভাবপিতু তাবেব ব্রাহ্মণ্যা গুপ্তয়া সহ।
বিপ্লুতৌ শূদ্রবদ্দণ্ড্যৌ দগ্ধব্যৌ বা কটাগ্নিনা॥"

মনু ৮।২৭৭।

কটাটঙ্ক (পুং) শিব।

কটাৎ (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

কটায়ন (ক্লী) কটস্য আসনবিশেষস্য অয়নং উৎপত্তিস্থানং, ৬-তৎ। বেণামূল। (কটায়নন্তু বীরণে। শব্দাব্ধি।)

কটার (পুং) কটং কন্দর্পমদং ঋচ্ছতি, কট-ঋ-অণ্। ১ কামী। ২ লম্পট।

কটাল (ত্রি) কটোঽস্যাস্তি কট-লচ্-আত্বং (সিধ্মাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৯৭।) মন্দ গণ্ডযুক্ত।

কটাস (কটাক্ষ)। পঞ্জাবপ্রদেশের বিতস্তানদীতীরবর্ত্তী একটি তীর্থস্থান। এইখানে সাতঘরামন্দির আছে। এই তীর্থ দর্শন করিতে বিস্তর লোক আগমন করিয়া থাকে। এই স্থানে চীন পরিব্রাজক হিউএন সিয়ং বর্ণিত 'পুণ্যপ্রস্রবণ' ছিল।

কটাহ (পুং) কটং উত্তাপাদিকং আহন্তি নিবারয়তি, কট-আ-হন্-ড। ১ কাছিমের খোলা। ২ দ্বীপবিশেষ। ৩ পাক-পাত্রবিশেষ, কড়া। ৪ ভাজনাখোলা। ৫ কটং শক্রং আহন্তি। অল্পশৃঙ্গযুক্ত মহিষশাবক। ৬ নরকবিশেষ। ৭ কর্প্পূর। ৮ কূপ। ৯ সূর্য্য। ১০ মাথার খুলি। ১১ কাহাড়।

কটাহক (ক্লী) কটাহ-স্বার্থে কন্। কড়া।

কটি (পুং, স্ত্রী) কট্যতে বস্ত্রাদিনা সুব্রিয়তেঽসৌ, কট-ইন্। শরীরের মধ্যদেশ, কোমর, কাঁকাল। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কট, শ্রোণিফলক, শ্রোণী, ককুদ্মতী, শ্রোণিফল, কটী, শ্রোণি, কলত্র, কটীর, কাঞ্চীপদ ও করভ।

সুশ্রুত মতে কটিদেশে পাঁচখানি অস্থি আছে, তন্মধ্যে গুহা, যোনি ও নিতম্বদেশে ৪ খানি এবং ত্রিক স্থানে ১ খানি, অস্থিসংঘাতক ১, অস্থিসন্ধি ৩, এই সন্ধির নাম তুন্নসেবনী। স্নায়ু ৬০, পেশী উভয় নিতম্বে ৫টি করিয়া ১০টি, কটিদেশস্থ মর্ম্ম অস্থিমর্ম্ম ইহার নাম কটীক, তরুণ অস্থি পৃষ্ঠবংশ অর্থাৎ মেরুদণ্ডের উভয় পার্শ্বে অনতি নিম্নে কুকুন্দর নামক দুইটি মর্ম্ম আছে, তাহা হইতে কোনরূপে শোণিতস্রাব হইলে স্পর্শ-জ্ঞানশূন্য ও নিম্ন শরীরের চেষ্টা (গমনাগমন উত্থান প্রভৃতি) বিনষ্ট হইয়া যায়। নিতম্বের উপরিভাগে পার্শ্বান্তরে প্রতিবদ্ধ নিতম্ব নামক মর্ম্মদ্বয়, তাহা হইতে শোণিত ক্ষয় হইলে অধঃ-কায়ের শুষ্কতা ও দৌর্ব্বল্য ঘটিয়া মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। কটিদেশের অভ্যন্তরস্থ মাংস ও রক্তবিশিষ্ট আশয়ের নাম মূত্রাশয় বা বস্তি; অশ্মরীরোগ ব্যতীত অন্য কারণে তাহার উভয় দিক্ বিদ্ধ হইলে সদ্যঃ মৃত্যু হয়। এক পার্শ্বভেদ করিলে মূত্রস্রাবী ব্রণ উৎপন্ন হয়, তাহাও কষ্টসাধ্য। কটি-দেশে শিরা সংখ্যা ৮ বিটপস্থলে অর্থাৎ কুঁচকি ও কেশের মধ্যস্থলে দুই দুইটি করিয়া ৪টি ও কটিকতরুণে ৪টি। (সুশ্রুত শারীর ৫।৬ অঃ।)

কটিকা (স্ত্রী) প্রশস্তা কটিরস্যাঃ, কটি-কন্-টাপ্। যে স্ত্রীর কটিদেশ অতি সুন্দর।

কটিকূপ (ক্লী) কটিদেশস্থং কূপম্, মধ্যপদলো°। নিতম্বস্থ গর্ত্তদ্বয়, ককুন্দর।

কটিতট (ক্লী) কটিরেব তটং স্থানম্। কটিদেশ।

কটিত্র (ক্লী) কটিং ত্রায়তে, কটি-ত্রৈ-ক। ১ পরিধেয় বস্ত্র। ২ চন্দ্রহার। ৩ কটিবর্ম্ম। ৪ চক্রাঙ্গ। ৫ কোমরবন্ধ।

("মৃণালগৌরং শিতিবাসসং স্ফুরৎ।
কিরীটকেয়ূরকটিত্রকঙ্কণম্।" ভাগ ৬।১৬।৩০।)

কটিদেশ (ক্লী) কটিনামকং দেশং অবয়বম্, মধ্যপদলো°। কোমর, কাঁকাল।

কটিন্ (ত্রি) কটোঽস্ত্যস্য, কট-ইনি (বৃহ্ণকঠজিল ইত্যাদি। পা ৪।২।৮০।) কটযুক্ত। [কটি দেখ।]

কটিপ্রোথ (পুং) কট্যাঃ প্রোথঃ মাংসপিণ্ডঃ, ৬তৎ। কটি-দেশস্থ মাংসপিণ্ড, নিতম্ব। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—স্ফিক্, পুলক, কটীপ্রোথ, কটি, প্রোথ ও পুল।

কটিভূষণ (ক্লী) কটেভূর্ষণম্, ৬-তৎ। কটিদেশের অলঙ্কার, চন্দ্রহার।

কটিমালিকা (স্ত্রী) কটৌ মালেব, কটিমাল-কন্-ইত্বম্। চন্দ্রহার।

কটিরোহক (পুং) কটিং হস্তিপশ্চাদ্ভাগং রোহতি, কটি রুহ-ণ্বুল্। হস্তির পশ্চাদ্ভাগ দিয়া যে হস্তিতে আরোহণ করে।

কটিল্ল (পুং) কটতি লতায়াং উৎপদ্যতে, কট্-বাহুলকাৎ ল্ল। কারবেল্ল, করেলা।

কটিল্লক (পুং) কটিল্ল-স্বার্থে কন্। করেলা।

কটিবন্ধ (পুং) কটিবধ্যতে যেন, কটি-বন্ধ-অচ্। কোমরবন্ধ, যাহা দ্বারা কটিদেশ বন্ধন করিয়া রাখা যায়।

কটিশীর্ষক (পুং) কটিঃ শীর্ষমিব, কটিশীর্ষসংজ্ঞায়াং কন্। কটিদেশ। (স্যাৎ কটিশীর্ষকঃ স্ফিচি। শব্দাব্ধি।)

কটিশূল (পুং) কটিস্থঃ শূলঃ শূলরোগঃ, কর্ম্মধা°। কটিদেশস্থ শূলরোগ, কফ ও বায়ুজন্য কটিদেশে শূল উৎপন্ন হয়। গরুড় পুরাণের মতে—ইহার ঔষধ, একভাগ কুড় ও দুইভাগ হরীতকী উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে কটিশূল নিবারণ হয়। [শূল দেখ।]

কটিশৃঙ্খলা (স্ত্রী) কট্যাঃ শৃঙ্খলা, ৬-তৎ। কটিদেশে ধারণের উপযুক্ত ক্ষুদ্র ঘুঙুর।

কটিসূত্র (ক্লী) কট্যাং ধার্য্যং সূত্রম্, মধ্যপদলো°। ১ চন্দ্রহার। ২ ঘুন্‌সি। স্মৃতিশাস্ত্রের মতে কেবল কার্পাস সূত্র ধারণ নিষিদ্ধ।

কটী [ন্] (ত্রি) কটঃ গণ্ডস্থলং প্রাশস্ত্যেনাস্ত্যস্যেতি কটঅস্ত্যর্থে ইনি (বৃঞ্জন্ কঠজিলসেনি ইত্যাদি। পা ৪।২।৮০) হস্তী।

কটী (স্ত্রী) কটি-ঙীষ্ (যিদ্দোরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১। ১ পিপ্পলী। ২ শ্রোণিদেশ।

কটীতল (পুং) কট্যাং তলমাস্পদমস্য। অস্য কটি দেশধারণপ্রসিদ্ধেঃ কটীতল ইতিখ্যাতিঃ। বক্রখড়্গ, তলবার।

কটীর (পুং) কট্যতে আশ্রিয়তেঽসৌ, কট্যতেগম্যতেঽনেন ইতি কর্ম্মণি করণে বা কট ইরন্ (কৃশৃপৃকটিপটি শৌটিভ্যইরন্। উণ্ ৪।৩০) ১ কন্দর। ২ জঘনদেশ। ৩ নিতম্ব। ৪ কটি। (ক্লী) কট্যতে আশ্রিয়তে ইদং বাসসা ইতি কর্ম্মণি কট-ইরন্। কটি।

কটীরক (পুং) কটীর-স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা, কন্। ১ জঘন। ২ কন্দর, গিরিগহ্বর। (পুং, ক্লী) কটি।

কটু (ক্লী) কটতি সদাচারমাবৃণোতীতি। কট-উণ্। ১ অসৎকার্য্য। ২ দূষণ।

কটু (পুং) কটতি তীক্ষ্ণতয়া রসনাং মুখং বা আবৃণোতি যদ্বা কটতি বর্ষতি চক্ষুমুখনাসিকাদিভ্যো জলং স্রাবয়তীতি। কট্-উণ্ (অপশ্চ (১।৮) উনাদিসূত্রেচকারাৎ) কটিবটিভ্যাং চ।) ঝাল।

বাভটমতে কটুরসের লক্ষণ—জিহ্বা চিম্ চিম্ করিয়া অত্যন্ত উদ্বেজিত হইয়া উঠে, মুখ হইতে লালাস্রাব হয়, এবং গণ্ডদ্বয় ও মুখমধ্যে অতিশয় দাহ করে। চরকের মতে ইহার গুণ—মুখশোধক, অগ্নির উদ্দীপক, ভুক্ত বস্তুর পরিশোধক, নাসিকা ও চক্ষুঃস্রাবকারক, ইন্দ্রিয়সকল প্রফুল্লজনক; অলসক, শোথ, উদর্দ্দ, অভিষ্যন্দ স্নেহ, স্বেদ, ক্লেদ ও মলনাশক; অন্নের রুচিকারক; কণ্ডু, ব্রণ ও ক্রিমিবিনাশক, ঘনীভূত রক্ত ভিন্নকারক। ইহাতে স্রোতঃসকল আবৃত এবং শ্লেষ্মার উপশম করে।

কটুরস অধিক পরিমাণে ব্যবহার করিলে, শুক্রহানি, গ্লানি, অবসাদ, কৃশতা, মূর্চ্ছা, প্রান্তি, কণ্ঠদাহ, শারীরিক তাপ, বলক্ষীণ, তৃষ্ণা, এবং বায়ু ও অগ্নির বাহুল্য জন্য ভ্রম, মদ, বেদনা, কম্প, সূচীবেধবৎ পীড়া, ভেদ ও বাহুপার্শ্বে অন্যান্য বায়ুজন্য বিকার উপস্থিত হয়। ২ চাঁপাগাছ। ৩ চীনেকর্পূর। ৪ পটোল। ৫ কটীলতা। (স্ত্রী) ৬ কটুকী। ৭ প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ। ৮ রাইসর্ষপ। (ত্রি) ৯ তিক্ত। ১০ কষায়। ১১ বিরস। ১২ পরশ্রীকাতর। ১৩ অপ্রিয়। ১৪ তীক্ষ্ণ। ১৫ উষ্ণ। ১৬ সুরভি। ১৭ দুর্গন্ধ। ১৮ কুৎসিত। ১৯ কটুরসবিশিষ্ট। ২০ (ক্লী) অকার্য্য।

কটুক (ক্লী) কটূনাং কটুরসানাং ত্রয়ং, কটু সংজ্ঞায়াং কন্। ১ ত্রিকটু; শুঁট, পিপুল ও মরিচ। ২ (কটু-স্বার্থে কন্) (ত্রি) অপ্রিয়। ("দুর্য্যোধনশ্চ কর্ণশ্চ কটুকান্যভ্যভাষতাম্।" ভারত অনুদ্যুত ৭৭।১৬।)

(পুং) ৩ কটুরস। ৪ পটোল। ৫ সুগন্ধি তৃণ। ৬ কুটজবৃক্ষ। ৭ আকন্দবৃক্ষ। ৮ রাজসর্ষপ। ৯ নাটা।

কটুকত্রয় (ক্লী) কটুকানাং কটুরসানাং ত্রয়ম্, ৬-তৎ। ত্রিকটু; শুঁট, পিপুল ও মরিচ।

কটুকত্ব (ক্লী) কটুকস্য ভাবঃ, কটুক-ত্ব (তস্য ভাবস্তলৌ। পা ৫।১।১১৯।) কটুতা।

কটুকন্দ (পুং) কটুঃ কন্দোমূলমস্য। ১ সজিনাগাছ। ২ আদা। ৩ লশুন। (কটুকন্দঃ পুমান্ শিগ্রৌ শৃঙ্গবের রসোনয়োঃ। মেদিনী।)

কটুকফল (ক্লী) কটুকং ফলমস্য, বহুব্রী। কক্কোল।

কটুকভক্ষী [ন্] (পুং) গোত্রপ্রবরবিশেষ।

কটুকরঞ্জ (পুং) নাটা করঞ্জ।

কটুকরোহিণী (স্ত্রী) কটুকা সতী রোহতি, কটুক-রুহ-ণিনি। কটকী।

কটুকবল্লী (স্ত্রী) কটুকাচাসৌ বল্লীচেতি, কর্ম্মধা। কটকী।

কটুকা (স্ত্রী) কটু-সংজ্ঞায়াং কন্-টাপ্। ১ কটকী, ইহার

সংস্কৃত পর্য্যায়—অননী, তিক্তা, রোহিণী, তিক্তরোহিণী, চক্রাঙ্গী, মৎস্যপিত্তা, বকুলা, শকুলাদনী, সাদনী, শতপর্ব্বা, দ্বিজাঙ্গী, মলভেদিনী, অশোকরোহিণী, কৃষ্ণা, কৃষ্ণভেদী, মহৌষধী, কটী, অঞ্জনী, কাণ্ডরুহা, কটু, কটুরোহিণী, কটুকরোহিণী, কেদারকটুকা, অরিষ্টা, পামঘ্নী, কটম্বরা, কচুম্ভরা ও অশোকা। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ—অতি কটু, তিক্ত, শীতল, পিত্ত, রক্ত, দাহ, কফ, অরুচি, শ্বাস ও জ্বরনাশক। ২ তাম্বুলী। ৩ কুলিক বৃক্ষ। ৪ রাইসরিষা। ৫ তিতলাউ।

কটুকাদ্যলৌহ (ক্লী) শোথাধিকারের বৈদ্যকোক্ত ঔষধ বিশেষ। এই ঔষধ কটকী, ত্রিকটু, দন্তীমূল, বিড়ঙ্গ, ত্রিফলা, চিতামূল, দেবদারু, তেউড়ী ও গজপিপ্পলী, প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ করিয়া সর্ব্বসমষ্টির দ্বিগুণ লৌহের সহিত মিশ্রিত করিলে প্রস্তুত হয়। ইহা দুগ্ধের সহিত সেবন করিলে শোথরোগ বিনষ্ট হয়।

কটুকীগ্রাম। চম্পারণ্যের অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। (ব্রহ্মখণ্ড ৪২।৮২)

কটুকাটব্য (ক্লী) কটুচ তৎ কাটব্যঞ্চেতি, কর্ম্মধা। ১ অত্যন্ত কর্কশ বাক্য। ২ গালাগালি।

কটুকালাবু (পুং) কটুকশ্চাসৌ অলাবুশ্চেতি, কর্ম্মধা। তিক্ত অলাবু, তিতলাউ।

কটুকী (স্ত্রী) কটু-স্বার্থে কন্-ঙীষ্। কটকী।

কটুকীট (পুং) কটুস্তীক্ষ্ণঃ দংশনেন দুঃখপ্রদঃ কীটঃ, কর্ম্মধা। মশক, মশা। (কটুকীটস্তু মশকে। শব্দাব্ধি।)

কটুকীটক (পুং) কটুকীট-স্বার্থে কন্। মশক।

কটুক্বাণ (পুং) কটুঃ কর্কশঃ ক্বাণঃ শব্দো যস্য, বহুব্রী। টিট্টিভ পক্ষী।

(টিট্টিভস্তু কটুক্বাণ উৎপাদ শয়নশ্চ সঃ। হেম ৪।৩৯৬।)

কটুগ্রন্থি (ক্লী) কটুস্তীব্রো গ্রন্থিমূলমস্য, বহুব্রী। ১ পিপলী মূল। ২ শুণ্ঠী।

কটুকৃতা (স্ত্রী) কটু দূষিতং করোতি, কটু-কৃ-ড লুম্ (পৃষো দরাদিত্বাৎ।) তস্য ভাবঃ, কটুক-তল্-টাপ্। নিত্যকর্ম্ম ও আচারে নিষ্ঠুরতা।

(নিত্যকর্ম্ম সমাচার নিষ্ঠুরত্বে কটুক্রতা। হারা।)

কটুচাতুর্জাতক (ক্লী) চতুর্ভ্যোজাতকং-স্বার্থে অণ্, কটু চ তৎ চাতুর্জাতকঞ্চেতি, কর্ম্মধা। এলাইচ, দারুচিনি, তেজপত্র ও মরিচ এই চারিটি বস্তুবোধক।

কটুচ্ছদ (পুং) কটুশ্ছদঃ পত্রমস্য, বহুব্রী। টগর বৃক্ষ। (কটুচ্ছদস্তু টগরে। শব্দাব্ধি।)

কটুতা (স্ত্রী) কটু-তল্-টাপ্। ১ উগ্রতা। ২ তীক্ষ্ণতা। ৩ অপ্রিয়তা। ৪ কর্কশতা। •

কটুতিক্তক (পুং) কটুশ্চাসৌ তিক্তশ্চেতি, কটুতিক্ত স্বার্থে-কন্। ১ শোণগাছ। ২ চিরাতা।

কটুতিক্তা (স্ত্রী) বিপাকে কটুঃ স্বাদে তিক্তা। তিতলাউ।

কটুতিক্তিকা (স্ত্রী) কটুতিক্ত-স্বার্থে কন্ টাপ্, অত ইত্বম্। তিতলাউ।

কটুতুণ্ডিকা (স্ত্রী) কটুতিক্ত-স্বার্থে কন্-টাপ্, অত ইত্বম্। তিতলাউ।

কটুতুণ্ডী (স্ত্রী) কটু তীব্রং তুণ্ডমস্যাঃ, কটুতুণ্ড-স্বার্থে কন্, অত ইত্বম্। লতাবিশেষ, তিক্তঝিঙা। কটুতরাই। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায় তিক্ততুণ্ডী, তিক্তাখ্যা, কটুকা।

রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কটু, তিক্ত; কফ বমন বিষ অরোচক রক্ত ও পিত্তনাশক, স্রোতঃশোধক এবং বিরেচক।

কটুতুম্বী (স্ত্রী) কটুশ্চাসৌ তুম্বীচেতি, কর্ম্মধা। তিক্ত অলাবু, তিতলাউ। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—ইক্ষ্বাকু, কটুকালাবু, নৃপাত্মজা, কটুতিক্তিকা, কটুফলা, তুম্বিনী, কটুতুম্বিনী, বৃহৎফলা, রাজপুত্রী, তিক্তবীজা ও তুম্বিকা।

রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ—কটু, তীক্ষ্ণ, বমনকারক, শ্বাস, বায়ু, কাস, শোথ, ব্রণ, শূকবিষ, পাণ্ডু, কৃমি ও কফনাশক, শোধক এবং লঘুপাকী। [অলাবু দেখ।]

কটুতৈল (ক্লী) কটুতীক্ষ্ণং তৈলং কর্ম্মধা। সরিষার তৈল। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—অগ্নিদীপক, কটুরস ও পাকে কটু, লঘু, শরীরের কৃশতাকারক, লেখন, উষ্ণস্পর্শ ও উষ্ণবীর্য্য, তীক্ষ্ণ, রক্তপিত্তদূষিতকর; কফ, মেদ, বায়ু, অর্শঃ, শিরোরোগ, কর্ণরোগ, কণ্ডু, কুষ্ঠ, ক্রিমি, শ্বিত্র (ধবল) কোঠ ও দুষ্টব্রণ নাশক। রাইসরিষা বা শ্বেতসরিষার তৈলও এইরূপ গুণবিশিষ্ট, বিশেষতঃ তাহাতে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ উৎপন্ন হয়।

সর্ষপতৈলের দ্বারাও আয়ুর্ব্বেদ মতে অনেক রোগনাশক তৈল প্রস্তুত হয়, সেই সকল তৈল প্রস্তুতের পূর্ব্বে তৈলে মূর্চ্ছাপাক দিতে হয়।

* কটুতৈলের মূর্চ্ছাপাক এইরূপ—দৃঢ় কড়ার করিয়া তৈল মৃদু মৃদু জ্বাল দিতে হয়, ফেনশূন্য হইলে উনুন বা চুলী হইতে নামাইয়া মঞ্জিষ্ঠা, আমলা, হরিদ্রা, মুথা, বেলছাল, দাড়িম্বছাল, নাগেশ্বর, কৃষ্ণজীরা, নালুকা ও বহেড়া ক্রমে ক্রমে নিক্ষেপ করিবে। প্রত্যেক বস্তুই শিলে পেষণ করিয়া জলে গুলিয়া তৈলে নিক্ষেপ করিতে হয়। ৴৪ চারিসের তৈলের উপযুক্ত

দ্রব্য পরিমাণ,—মঞ্জিষ্ঠা ২ পল, অন্যান্য দ্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা, জল।৬ সের।

কটুত্রয় (ক্লী) কটুনাং কটুরসানাং ত্রয়ম্, ৬তৎ। ত্রিকটু; শুঁট, পিপুল ও মরিচ। বাভটে লিখিত আছে,—ত্রিকটু স্থূলতা, অগ্নিমান্দ্য, শ্বাস, কাস, শ্লীপদ ও পীনস রোগ নষ্ট করে।

কটুদলা (স্ত্রী) কটুদলং পত্রং যস্যাঃ, বহুব্রী। কর্কটী, কাঁকুড়।

কটুনিষ্পাব (পুং) কটুশ্চাসৌ নিষ্পাবশ্চেতি, কর্ম্মধা। নদী-তীরে উৎপন্ন নিষ্পাব ধান্যবিশেষ।

কটুপত্র (পুং) কটুঃ তীব্রং পত্রং যস্য, বহুব্রী। পর্পট, ক্ষেৎপাপড়া।

কটুপত্রিকা (স্ত্রী) কটুপত্রং যস্যাঃ, কটুপত্র-কপ্-টাপ্-অৎ-ইত্বম্। কণ্টকারীবৃক্ষ। [কণ্টকারী দেখ।]

কটুপাক (ত্রি) কটুঃ পাকেঽস্য। ১ যে সকল দ্রব্য পাক কালে কটু হয়। ২ যে সকল দ্রব্য পরিপাক হইলে কটু হয়, তেজ, বায়ু ও আকাশ গুণবহুলদ্রব্য কটুপাক হইয়া থাকে। কটুপাক দ্রব্য বায়ুবর্দ্ধক। (ভাবপ্রকাশ।)

কটুপাকী [ন্] (ত্রি) কটুঃ পাকোঽস্ত্যস্য কটুপাক-ইনি। কটুপাকযুক্ত দ্রব্য।

কটুফল (পুং) কটুফলমস্য, বহুব্রী। পটোল। [পটোল দেখ।]

কটুফলা (স্ত্রী) কটুফলমস্যাঃ, বহুব্রী। শ্রীবল্লীবৃক্ষ।

কটুভঙ্গ (পুং) কটুঃ একৈকদেশ ভঙ্গশ্চ যস্য। শুণ্ঠী।

কটুভদ্র (ক্লী) কটু অতি ভদ্রং হিতজনকম্। ১ শুণ্ঠী। ২ আর্দ্রক, আদা।

কটুভাষী [ন্] (ত্রি) কটুঃ কর্কশং ভাষতে কটু-ভাষ-ণিনি। যে কটুবাক্য বলে।

কটুমঞ্জরিকা (স্ত্রী) কটুস্তীক্ষ্ণা মঞ্জরী অস্তি অস্যাঃ, কটুমঞ্জরী-অচ্-ঙীষ্-সংজ্ঞায়াং কন্, পূর্ব্বহ্রস্বশ্চ। অপামার্গ, অপাং। [অপামার্গ দেখ।]

কটুমোদ (ক্লী) কটুরেব মোদঃ গন্ধোঽস্য, বহুব্রী। জরাদি নাশক সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ।

কটুম্ভরা (স্ত্রী) কটুম্ বিভর্ত্তি, কটু-ভৃ-খচ্-মুম্-টাপ্। ১ কটকী। ২ গন্ধভাদুলে।

কটুর (ক্লী) কটতি বর্দ্ধতি মন্থনেন গুণান্তরং রূপান্তরং বা, কট-উরন্। তক্র, ঘোল। [তক্র দেখ।]

কটুরব (পুং) কটুঃ কর্কশো রবো ধ্বনি র্যস্য, বহুব্রী। ভেক, ব্যাঙ্।

কটুরোহিণী (স্ত্রী) কটুশ্চাসৌ রোহিণী চেতি কর্ম্মধা। কটুঃ সতীরোহতি কটু-রুহ-ণিনি-ঙীপ্, বা। কটকী।

কটুলিঙ্গ। গৌড়জাতির শাখাবিশেষ। ইহাদের আচার ব্যবহার হিন্দুর ন্যায়।

কটুবর্গ (পুং) কটুরসবিশিষ্ট দ্রব্যসমূহ। সুশ্রুতে এই সকল দ্রব্য কটুবর্গের মধ্যে লিখিত আছে, যথা—পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতা, আদা, মরিচ, গজপিপ্পলী, হরেণুকা, এলা, যবানী, ইন্দ্রযব, আকনাদি, জীরা, সর্ষপ, মহানিম্বফল, হিঙ্গু, বামনহাটি, মধুরস, আতইচ, বচ, বিড়ঙ্গ, কটকী; সুরসা, শ্বেতসুরসা, ফণিজ্ঝক, অর্জ্জক প্রভৃতি তুলসী সকল, গন্ধতৃণ, সুগন্ধক, সুমুখ, কালমাল, কাসমর্দ্দ, ক্ষবক, খরপুষ্প, কটফল, সুরসী, নিসিন্দা, কুলাহক, ইন্দুরকাণী, পুরাতন আমলকী, কাকমাচী, বিষমুষ্টি, সজিনা, মধুশিগ্রু নামক অন্তবিধ সজিনা, মূলা, লশুন, মৌরি, কুড়, দেবদারু, বল্গুজফল, গুগ্‌গুল, মুথা, লাঙ্গলকী, শুকনাশা, পীলু প্রভৃতি দ্রব্যসকল। ধূনা প্রভৃতি কতিপয় দ্রব্যও এই গণের অন্তর্ভূত।

কটুবার্ত্তাকী (স্ত্রী) কটুশ্চাসৌ বার্ত্তাকী চেতি, কর্ম্মধা। শ্বেত কণ্টকারী।

কটুবিপাক (ত্রি) কটুঃ কটুরসো বিপাকে যস্য, বহুব্রী। কটুপাক দ্রব্য।

কটুবীজা (স্ত্রী) কটুবীজং ফলং যস্যাঃ, বহুব্রী। পিপ্পলী, পিপুল।

কটুশৃঙ্গাল (ক্লী) কটুনাং শৃঙ্গায় প্রাধান্যায় অলতি পর্য্যাপ্নোতি, কটু-শৃঙ্গ-অল্-অচ্। গৌরসুবর্ণ শাকবিশেষ।

কটুস্নেহ (পুং) কটুস্তীক্ষ্ণঃ স্নেহো যস্য, বহুব্রী। ১ সর্ষপ। ২ শ্বেতসর্ষপ, রাইসরিষা। ৩ (কর্ম্মধা) কটুতৈল, সরিষার তৈল।

কটূৎকট (ক্লী) কটুষু উৎকটম্, ৭তৎ। আদা।

কটূৎকটক (ক্লী) কটূৎকট-সংজ্ঞায়াং কন্। শুঁট।

কটোদক (ক্লী) কটায় প্রেতায় দেয়মুদকং। প্রেতের উদ্দেশে যে তর্পণ করা হয়।

কটোর (ক্লী) কট্যতে বুব্যতে নিষিচ্যতে বা তক্রাদ্রবং যত্র, কট-ওলচ্, লস্য রত্বম্। পাত্রবিশেষ, বাটী, কটোরা।

কটোরক (ক্লী) কটোর-স্বার্থে কন্। বাটী।

কটোরা (স্ত্রী) কটোর-টাপ্। বাটী। মৃত্তিকানির্ম্মিত বাটীর ন্যায় ক্ষুদ্রপাত্রকেই বাঙ্গালায় 'কটোরা' বা 'কটুরা' বলা হয়। কিন্তু হিন্দুস্থানীগণ বাটী মাত্রকেই কটোরা বা কটুরী বলিয়া থাকে।

কটোল (পুং) কটতি আবৃণোতি সদাচারং অন্তরসং বা, কট-উলচ্ (কপিগডিগণ্ডিকটিপটিভ্য ওলচ্। উণ্ ১।৬৭।) ১ কটুরস। ২ (ত্রি) কটুরসযুক্ত দ্রব্য। ৩ চণ্ডাল। (কটোলঃ কটুঃ কটোলশ্চাণ্ডালঃ। উজ্জলদত্ত।)

কটোলবীণা (স্ত্রী) কটোলস্য চণ্ডালস্য বীণাবাদ্যবিশেষঃ, ৬তৎ। চণ্ডালদিগের বীণাবিশেষ, ইহার সাধারণ নাম কেন্দুড়া।

(কটোলবীণা কেন্দুড়াস্বরযন্ত্রকে। শব্দাব্ধি।)

কট্‌কট্‌ (দেশজ) ১ অব্যক্ত শব্দ। ২ যাতনাবিশেষ।

কট্‌কটানি (দেশজ) যাতনাবিশেষ।

কট্‌কটে (দেশজ) ১ শুষ্ক, নীরস। ২ যে সকল বালকবালিকা বয়সের অনুপযুক্ত কথা বলে। ৩ যে সকল জন্তু 'কট্‌কট্‌' শব্দ করে, যেমন কট্‌কটে ব্যাঙ্‌ প্রভৃতি। ৪ চালাক। ৫ ৺জগন্নাথ-দেবের প্রসাদবিশেষ।

কট্‌কিনা (দেশজ) ১ কঠিনতা। ২ একবৎসরের জন্য জমী ইজারা দেওয়া নাম।

কট্‌কিনাদার (পারস্য) যে ব্যক্তি একবৎসরের জন্য জমী ইজারা লয়।

কট্‌কেনা (দেশজ) দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, কঠিন নিয়মে পালন করা। "তুলিয়া সে মাটী, দিবে ছড়াঝাঁটি, রাধিকার এটী কট্‌কেনা।" রাম।

কট্‌কী (দেশজ) কটুকীশব্দের অপভ্রংশ, ঔষধবিশেষ।

কট্‌ফল (পুং) কটতি কটুতয়া অন্যরসং আবৃণোতি, কট্‌-কিপ্‌। কটফলং যস্য, বহুব্রী। বৃক্ষবিশেষ, কায়ফল। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—শ্রীপর্ণিকা, কুমুদিকা, কুম্ভী, কৈটর্য্য, সোমবল্ক, সোমবৃক্ষ, রোহিণী, কৃষ্ণগর্ভ, প্রচেতসী, ভদ্রাবতী, মহাকুম্ভী, রামসেনক, কুমুদা, উগ্রগন্ধ, ভদ্রা, রঞ্জনক, লঘুকাশ্মর্য্য, শ্রীপর্ণী, কাফল, পরুষকুমুদী। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—তিক্ত, কটু, বায়ু, কফ, জ্বর, শ্বাস, প্রমেহ, অর্শঃ, কাশ, কণ্ঠরোগ ও অরুচি নাশক।

কট্‌ফলা (স্ত্রী) কট্‌ফল মস্যাঃ, বহুব্রী। ১ গাম্ভারী গাছ। ২ বৃহতী। ৩ কাকমাচী। ৪ দেবদালী। ৫ বার্ত্তাকী। ৬ মৃগের্ব্বারু।

কট্‌ফলাদি [বৃহৎ] (পুং) বৈদ্যকোক্ত পাচনবিশেষ। কট্‌-ফল, মুথা, বচ, আকনাদি, কুড়, কৃষ্ণজীরা, ক্ষেৎপাপড়া, কাঁকড়াশৃঙ্গি, ইন্দ্রযব, ধনে, শঠী, ভৃঙ্গরাজ, পিপুল, কট্‌কী, হরীতকী, বালা, চিরাতা, বামনহাটী, হিঙ্গু, বেড়েলা, শোনা-ছাল, গামারছাল, পারুলছাল, গণিয়ারিছাল, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর ও পিপুলমূল, সমুদায় ২ তোলা, ৩২ তোলা জলের সহিত জাল দিয়া ৮ তোলা অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে কিঞ্চিৎ আদার রস ও হিঙ্গ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে, সান্নিপাতিক জ্বর, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, হনুস্তম্ভ, গলরোগ, কর্ণমূলের শোথ, হনুগত রোগ, মুখরোগ, বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর, কাস, শিরোরোগ, মস্তকের ভার ও বাতশ্লেষ্ম জন্য বধিরতা নষ্ট হয়।

কট্বঙ্গ (পুং) কটু অঙ্গমস্য, বহুব্রী। ১ শোনাগাছ। ২ (কটু উগ্রং বীর্য্যব্যঞ্জকং অঙ্গং কলেবরমস্য) দিলীপ নামক সূর্য্য-বংশীয় রাজবিশেষ।

(কট্বঙ্গস্তু দিলীপকে। সূর্য্যবংশরাজভেদে শ্যোনাকে। শব্দাব্ধি।)

[খট্বাঙ্গ দেখ।]

কট্বর (ক্লী) কটতি বর্ষতি রসান্তরং, কট্‌-ষরচ্‌ (ছিত্বর ছত্বর ধীবর পীবর মীবর চীবর তীবর নীবর গহ্বর কট্বরসংযদ্বরাঃ। উণ্‌ ৩।১।) ১ দধির সারবিশিষ্ট ঘোল। ১ ব্যঞ্জন। (কট্বরং ব্যঞ্জনম্‌। উজ্জ্বল।)

কট্বরতৈল (ক্লী) বৈদ্যকোক্ত জ্বররোগের তৈলবিশেষ। ইহা স্বল্প ও বৃহৎ ভেদে দ্বিবিধ।

স্বল্প কট্বর তৈল,—তিলতৈল /৪ সের, কট্বর ৷৷৪ সের ও সচললবণ, শুঁট, কুড়, মূর্ব্বামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, মঞ্জিষ্ঠা সমুদায়ে /১ সের, কল্কের সহিত পাক করিবে। এই তৈল মর্দ্দনে শীত ও দাহ যুক্ত জ্বর নিবারিত হয়।

বৃহৎ কট্বর তৈল,—তিলতৈল /৪ সের, শুক্ত /৪ সের, কাঁজি /৪ সের, দধিমাত /৪ সের, তক্র /৪ সের, গোড়ালেবুর রস /৪ সের। কল্কার্থ পিপ্পলী, চিতামূল, বচ, বাসকছাল, মঞ্জিষ্ঠা, মুথা, পিপুলমূল, এলাইচ, আতইচ, রেণুক, শুঁট, পিপুল, মরিচ, যমানী, দ্রাক্ষা, কণ্টকারী, চিরেতা, বেলছাল, রক্ত-চন্দন, বামনহাটী, অনন্তমূল, হরীতকী, আমলা, শালপাণী, মূর্ব্বামূল, জীরা, সর্ষপ, হিঙ্গ, কট্‌কী ও বিড়ঙ্গ, সমুদায়ে /১ সের। যথারীতি পাক করিয়া মর্দ্দন করিলে বিবিধ বিষম জ্বর নষ্ট হয়।

কট্বার (পুং) অস্ত্রবিশেষ, কাটারি।

(কট্বারো না শস্ত্রভেদে। শব্দাব্ধি।)

কট্বী (স্ত্রী) কট্যতে কটুরসতয়া স্বাদ্যতে অনুভূয়তে বা, কট-উন্‌-ঙীপ্‌। ১ কট্‌কী। ২ কটুরসযুক্ত।

কঠ (পুং) কঠেন প্রোক্তমধীতে, কঠশাখামভিজানাতি বা, কঠ-ণির্নে লুক্‌ (কঠচরকাল্লুক্‌। পা ৪।৩।১০৭।) মুনিবিশেষ।

ইনি বেদের কঠশাখার প্রবর্ত্তক। মহাভাষ্য মতে ইনি বৈশম্পায়নের শিষ্য। ইহার প্রবর্ত্তিত শাখা 'কাঠক' নামে প্রসিদ্ধ। এখন এই শাখার বেদসংহিতা লোপ হইয়া গিয়াছে। কাঠক শাখাধ্যায়ীগণও 'কঠ' নামে অভিহিত। ইহাঁদের সহিত সামের কলাপ ও কৌথুমশাখীদিগের সংস্রব ছিল। রামায়ণেও কঠকালাপগণ একত্র উক্ত হইয়াছেন—

"পঞ্চকাভিশ্চ বর্ষাভির্গবাং দশশতেন চ।
যে চেমে কঠকালাপা বহবো দণ্ডমানবাঃ॥"
অযোধ্যা ৩২।১৮।

হরদত্তের মতে, কঠশাখারও বহ্বৃচাদি আছে।

"বহ্বৃচাদাবপ্যস্তি কঠশাখা।"

[সিদ্ধান্তকৌমুদী বৈদিক প্রক্রিয়া ৭।৪।৩৮ সূত্র দেখ।]

১ মুনিবিশেষ। ২ কঠশাখাধ্যায়ী। ৩ ঋক্‌বিশেষ। ৪ স্বরবিশেষ। ৫ ব্রাহ্মণ। ৬ দেবতা। ৭ উপনিষদ্‌বিশেষ।

("ঈশকেনকঠপ্রশ্নমুণ্ডমাণ্ডুক্যতিত্তিরি।" মুক্তিকোপনিষৎ) ৮ দুঃখ। ৯ কষ্ট।

কঠকোপনিষদ্‌ (স্ত্রী) তর্কাদিপূর্ণ উপনিষদ্‌বিশেষ।

কঠমর্দ্দ (পুং) কঠং কষ্টজীবনং মৃদ্নাতি, কঠ-মৃদ্-অণ্। শিব। (কঠমর্দ্দো মহাদেবে। শব্দাব্ধি।)

কঠর (ত্রি) কঠ্-অরন্। কঠিন।

(কঠরঃ কঠিনে ত্রিষু। শব্দাব্ধি।)

কঠবল্লী (স্ত্রী) অথর্ব্ববেদান্তর্গত উপনিষদ্‌বিশেষ।

কঠশাখা (স্ত্রী) কঠেন প্রোক্তা শাখা, মধ্যপদলো°। যজুর্ব্বেদান্তর্গত কঠপ্রণীত শাখাবিশেষ।

কঠশাঠ (পুং) ঋষিবিশেষ।

কঠশ্রোত্রীয় (পুং) কঠশ্রুতিং বেত্তি অধীতে বা, কঠশ্রুতি-য্যঞ্। ১ কঠশ্রুতিজ্ঞ। ২ যে কঠশ্রুতি অধ্যয়ন করে।

কঠাকু (পুং) পক্ষিবিশেষ, কাঠঠোক্‌রা।

কঠাহক (পুং) কঠং কঠিনং আহন্তি, কঠ-আ-হন্-ড, কঠাহঃ তাদৃশং কং শিরো যস্য। দাত্যূহ পক্ষী, ডাকপাখী।

কঠিকা (স্ত্রী) কঠ-বাহুলকাৎ বুন্। খড়ী।

কঠিঞ্জর (পুং) কঠিং কঠিনং জরয়তি, কঠ-জৄ-ণিচ্-খচ্ মুম্‌চ। কঠি-জৄ-অণ্ বা (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) তুলসীবৃক্ষ; ইহার সংস্কৃত-পর্য্যায়—পর্ণাস, কুঠেরক, লোণিকা, জাতুকা, পর্ণিকা, পত্তূরজীবক, সুবর্চ্চলা, কুরুবক, কুন্তলিকা, কুর্ণ্টিকা, তুলসী, সুরসা, গ্রাম্যা, সুলভা, বহুমঞ্জরী, অপেতরাক্ষসী, গৌরী, ভূতঘ্নী ও দেবদুন্দুভি। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ,—কটু ও তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, দাহকারী, পিত্তকারক, অগ্নিদীপক, এবং কুষ্ঠ, মূত্রকৃচ্ছ্র, রক্তদোষ, পার্শ্বশূল, কফ ও বায়ুনাশক। শুক্ল ও কৃষ্ণভেদে তুলসী দুই প্রকার, উভয়ই তুল্য গুণবিশিষ্ট।

[তুলসী শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

কঠিন (ত্রি) কঠ-ইনচ্ (বহুলমন্যত্রাপি। উণ্ ২।৪৯।) ১ দৃঢ়, শক্ত। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—কঠর, কক্‌খট, ক্রূর, কঠোর, নিষ্ঠুর, দৃঢ়, জঠর, মূর্ত্তিমৎ, মূর্ত্ত, কক্‌খট, কঠোল, জরঠ, কর্কর, কাঠর ও কমঠাস্থিত। ২ নিষ্ঠুর। ৩ দুর্ব্বোধ, যে সকল বিষয় সহজে বুঝা যায় না। ৪ তীক্ষ্ণ। ৫ দুঃসহ, যাহা সহজে সহ্য করা যায় না।

("নিতান্তকঠিনাং রুজং মম ন বেদ সা মানসীম্।"
বিক্রমোর্ব্বশী।)

৫ স্তব্ধ। ৬ (ক্লীং) পাত্রবিশেষ, স্থালী, হাঁড়ী।

(কঠিনমপিনিষ্ঠুরে স্যাৎ স্তব্ধেঽপি ত্রিষু নপুংসকং সংস্থাল্যাম্। মেদিনী।)

কঠিনচিত্ত (ত্রি) কঠিনং চিত্তং যস্য, বহুব্রী। নির্দ্দয়।

কঠিনতা (স্ত্রী) কঠিনস্য ভাবঃ, কঠিন-তল্-টাপ্। ১ দৃঢ়তা। ২ নিষ্ঠুরতা। ৩ তীক্ষ্ণতা। ৪ দুঃসহতা। ৫ দুর্ব্বোধতা। ৬ ভয়ানকতা।

কঠিনপৃষ্ঠ (পুং) কঠিনং পৃষ্ঠমস্য, বহুব্রী। কচ্ছপ, কাছিম।

কঠিনপৃষ্ঠক (পুং) কঠিন-পৃষ্ঠ-স্বার্থে সংজ্ঞায়াম্বা কন্। কচ্ছপ।

কঠিনা (স্ত্রী) কঠিন-টাপ্। ১ শর্করা। ২ মিছরি, গুড়ের সার, গুড়ের নিম্নদেশে যে শক্ত দানা দানা জমিয়া থাকে।

(কঠিনী তু খটিকা স্যাৎ কঠিনা গুড়শর্করী।
হেম° অনে° ৩।৩৬২)

কঠিনিকা (স্ত্রী) কঠিন-ঙীষ্ স্বার্থে কন্-টাপ্-হ্রস্বশ্চ। ১ কঠিনী, খড়ী। ২ স্থালী, হাঁড়ী।

(কঠিনিকা চ কঠিনী স্থাল্যাঞ্চ খটিকাসু চ। শব্দাব্ধি।)

কঠিনীভূত (ত্রি) অকঠিনং কঠিনং ভূতম্, চ্বি। যে সকল দ্রব বস্তু শক্ত হইয়া যায়।

কঠিনী (স্ত্রী) কঠিন-ঙীষ্ (ষিদ্‌গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১।) খটিকা, খড়ী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পাকশুক্লা, অমিলা ধাতু, কক্‌খটী, খটী, খড়ী, বর্ণলেখিকা, ধাতুপল ও কঠিনিকা।

("গুণিগণগণনারম্ভে ন পততি কঠিনী সম্ভ্রমাদ্ যস্য।
তেনাম্বা যদি সুতিনী বদ বন্ধ্যা কীদৃশী ভবতি॥" হিতোপদেশ।)

[খড়ী দেখ।]

কঠিন্যাদিপেয়া (স্ত্রী) বৈদ্যকোক্ত পেয়বিশেষ। ফুলখড়ী ৮ তোলা, মিছরি ৪ তোলা, গঁদ ৪ তোলা, মৌরী ২ তোলা, দারুচিনি ২ তোলা, একত্র ঈষৎ কুটিয়া কোন মৃৎপাত্রে /১ সের জলের সহিত রাত্রে ভিজাইয়া রাখিবে। প্রাতে ছাঁকিয়া কিছুক্ষণ স্থিরভাবে রাখিয়া দিলে, উপরের অংশ নির্ম্মল হইবে। সেই স্বচ্ছ জলপানে গ্রহণী, আমাশয় ও রক্তপিত্তের উপশম হয়। পূর্ব্বোক্ত দ্রব্যসমূহের সহিত লবঙ্গ ২ তোলা ও ধনে ২ তোলা মিশ্রিত করিলে অম্লপিত্তের; এবং ঐ সমস্ত দ্রব্যের সহিত কেবল বেলশুঁট ২ তোলা যোগ করিলে রক্তাতিসারের উপকার হইয়া থাকে।

কঠিল্ল (পুং) কঠতি ভোজনে দুঃখং উদ্বেগং বা জনয়তি, কঠ বাহুলকাৎ ইল্ল। কারবেল্ল, করেলা।

কঠিল্লক (পুং) কঠিল্ল-স্বার্থে কন্। ১ করেলা। ২ পুনর্ণবা। ৩ তুলসী।

(কঠিল্লঃ পুংসি চ কঠিল্লকঃ স্যাৎ কারবেল্লকে। শব্দাব্ধি।)

কঠী (স্ত্রী) কঠ-ঙীষ্। ১ কঠশাখাধ্যায়ীর পত্নী। ২ ব্রাহ্মণী।

কঠের (পুং) কঠতি কৃচ্ছ্রেণ জীবতি, কঠ-এরক্ (পতিকঠি-কুঠিগডিগুডিদংশিভ্য এরক্। উণ্। ১। ৫৯।)

কষ্টে যে জীবিকা নির্ব্বাহ করে, দরিদ্র।

কঠেরণি (পুং) ঋষিবিশেষ।

কঠেরু (পুং) কঠ-এরু। চামরের বাতাস। (কঠেরুমহরৌ পুংসি। শব্দাব্ধি।)

কঠোর (ত্রি) কঠতি পারুষ্য মাচরতি, কঠ-ওরন্ (কঠিচকিভ্যা-মোরন্। উণ্। ১। ৬৫।) ১ কঠিন। ২ পূর্ণ। (কঠোরঃ কঠিনঃ পূর্ণশ্চ। উজ্জ্বলদত্ত।)

("কঠোরতারাধিপলাঞ্ছনচ্ছবিঃ।" মাঘ ১। ২০।)

৩ জরঠ। ৪ কঠিন নিয়ম। ৫ দারুণ। ৬ সুক্ষ্মবোদ্ধা। ৭ নিষ্ঠুর। ৯ ক্রূরকর্ম্মা। ১০ ভয়ানককর্ম্মা।

কঠোরগিরি। শৈলবিশেষ। অরুণাচল ও ত্রিচনপল্লীর মধ্য-বর্ত্তী। এই শৈলের উপর শিবমন্দির আছে। এখানে নানা স্থান হইতে যাত্রীগণ দেবদর্শনে আসিয়া থাকেন।

কঠোল (ত্রি) কঠ-ওলচ্। ১ কঠোর। ২ কঠিন।

কড় (ত্রি) কড়তি মাদ্যতি, কড়-পচাদ্যচ্। ১ মূর্খ। ২ পাগল। ৩ ভক্ষ্যদ্রব্য। (দেশজ) ৪ শঙ্খনির্ম্মিত স্ত্রীলোকের করভূষণ বিশেষ। (বিবাহকালে অনেক বালিকা শঙ্খ পরিতে অসমর্থ হয়, এজন্য তাহাদিগকে একএকগাছি শঙ্খের 'কড়' পরান হয়।) ৫ গালা নির্ম্মিত বালা। ৬ মৎস্য ধরিবার সূত্রবিশেষ।

কড়ক (ক্লী) কড্যতে অদ্যতে, কড়-অচ্-সংজ্ঞায়াং কন্। করকচ লবণ। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—সামুদ্র, ত্রিকূট, অক্ষীব, বশির, সামুদ্রজ, সাগরজ, ও উদধিসম্ভব। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—মধুর, বিপাক, ঈষৎ তিক্ত ও মধুর রসযুক্ত, গুরু, অতিশয় উষ্ণ বা শীতল নহে, অগ্নিদীপক, ভেদক, ক্ষারযুক্ত, অবিদাহী, কফকারক, বায়ুনাশক, তীক্ষ্ণ ও অরুক্ষ।

কড়কচ (ক্লী) সামুদ্রলবণ। (কড়কং স্যাৎ কড়কচং সামুদ্র-লবণে ষয়ম্। শব্দাব্ধি।) এই লবণ সাদা ও কাল দুই প্রকার হইয়া থাকে, বীরভূম জেলায় সাদা করকচ ভিন্ন কাল পাওয়া যায় না। কাল করকচ অপেক্ষা সাদা করকচ কিছু শক্ত বলিয়া বোধ হয়। করকচ সৈন্ধবলবণের ন্যায় বিশুদ্ধ, এজন্য স্মৃতিশাস্ত্রে বিধবাদিগের সৈন্ধব ও সামুদ্র উভয় লবণ ভোজনের বিধান আছে।

কড়কন (দেশজ) ১ ক্ষতস্থান শুষ্ক হইয়া যাওয়া। ২ অঙ্কুরিত হওয়া গজন। ৩ ভয় দেখাইয়া শাসান।

কড়কড় (দেশজ) ১ শুষ্ক। ২ খরখরে। ৩ মেঘের শব্দ।

কড়ঙ্গ (পুং) কড়ং মাদকতাশক্তিং গময়তি জনয়তি কড়-গম-ড। ১ মদ্যবিশেষ। ২ দেশবিশেষ। (কড়ঙ্গো না সুরা-ভেদে দেশভেদেঽপি কীর্ত্তিতঃ। শব্দাব্ধি।)

কড়ঙ্গর (পুং) কড়াৎ ভক্ষণীয় শস্যাদেঃ সকাশাৎ গ্রিয়তে ক্ষিপ্যতে কড়-গৄ-খচ্। কড়ং ভক্ষণীয় শস্যাদিকং গিরতি আত্মনঃ সকাশাৎ কড়-গৄ-অচ্ বা। ১ আগড়া। (বুষে কড়ঙ্গরঃ। হেম ৪। ২৪৮।) ২ তুষ। ৩ মুগ প্রভৃতির ফলশূন্য গাছ বা খোষা।

কড়ঙ্গরীয় (ত্রি) কড়ঙ্গরং বুষং অর্হতি কড়ঙ্গর-ঘন্। তুষ বা আগড়া ভক্ষক, গরু প্রভৃতি পশু।

("নীবারপাকাদি কড়ঙ্গরীয়ৈ রামৃশ্যতে জানপদৈর্নকশ্চিৎ।" রঘু ৬। ৯।)

কড়ত্র (ক্লী) গড্যতে সিচ্যতে জলাদিকম্, গড়-অত্রন্ গকারস্য ককারঃ (গেড়েরাদেশ্চ কঃ। উণ্। ৬। ১০৬। গড় ধাতুর উত্তর অত্রন্ প্রত্যয় হয়, এবং আদিস্থিত গকারের স্থানে ককার হয়।) পাত্রবিশেষ।

কড়ম্ব (পুং) কড়-অম্বচ্ (কৃকদিকড়িকটিভ্যোঽম্বচ্। উণ্ ৪। ৮২। কৃ কদ্ কড্ কট ধাতুর উত্তর অম্বচ্ প্রত্যয় হয়।) ১ শাকের ডাঁটা। ইহার অপর নাম কলম্ব। ২ অগ্রভাগ। (কড়ম্বোঽগ্রভাগঃ। উজ্জ্বলদত্ত।) ৩ কোণ। ৪ অঙ্কুর। ৫ কুঁড়ি। ৬ কদম্ব। ৭ বাণ। ৮ (দেশজ) বংশরক্ষক শিশু।

কড়ম্বক (পুং) কড়ম্ব-স্বার্থে-কন্। শাকের ডাঁটা।

(নাকড়ম্বকড়ম্বকৌ শাকনাড্যাম্। শব্দাব্ধি।)

[কড়ম্ব দেখ।]

কড়ম্বী (স্ত্রী) কড়ম্বো ভূয়ান্ বিদ্যতে ঽস্যাঃ, কড়ম্ব-অচ্ (অর্শ আদিভ্যো ঽচ্। পা ৫। ২। ১২৭।) ঙীষ্। কলমীশাক।

[কলম্বী দেখ।]

কড়রা (দেশজ) ১ কর্কশ, খড়খড়ে। ২ শক্ত। ৩ দৃঢ়।

কড়বক (পুং) অপভ্রংশ নিবন্ধের অধ্যায়, বিরামসূচক সর্গ। (অপভ্রংশ নিবন্ধেঽস্মিন্ সর্গাঃ কড়বিকাভিধাঃ। সাহিত্যদ°।)

কড়া (দেশজ, কটাহশব্দের অপভ্রংশ) ১ লৌহ নির্ম্মিত পাক-পাত্র, কটাহ। ২ ঘাঁটা, কোন বস্তুর বারম্বার ঘর্ষণ লাগিয়া যে দাগ হয়, বা সেই স্থান শক্ত হয়। ৩ ধাতু নির্ম্মিত বলয়। ৪ কপর্দ্দক, কড়ি। ৫ তীক্ষ্ণ, উগ্র। ৬ দেশবিশেষ।

কড়াই (দেশজ) ১ কটাহ। ২ কলায়।

কড়াকড়া (দেশজ) ১ শক্ত শক্ত। ২ অতিশয় উগ্র।

কড়াৎ (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

কড়ার (পুং) গড় সেচনে আরন্, কড়াদেশশ্চ (গড়েঃ কড়্চ। উণ্ ৩। ১৩৫।) ১ পিঙ্গলবর্ণ। ২ দাস। ৩ দানমানবিধি। (কড়ারঃ পিঙ্গলে দাসে দানমানবিধাবপি। শব্দাব্ধি।) ৪ (ত্রি) পিঙ্গলবর্ণযুক্ত। (দেশজ) ৫ কালনিরূপণ। ৬ অঙ্গীকার। ৭ ক্ষতাদি স্থানের প্রলেপবিশেষ।

কড়ালিঙ্গী (পুং) উপাসকসম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ন্যাসী শ্রেণীতে এক শ্রেণীর সন্ন্যাসী আছেন—ইহারা "কড়ালিঙ্গী" নামে পরিচিত। ইঁহারা সর্ব্বদা উলঙ্গ থাকেন ও আপনাদিগের জিতেন্দ্রিয়তা রক্ষার জন্ত সর্ব্বদা লিঙ্গের উপর একটা লৌহ কড়া দিয়া রাখেন। নানকপন্থীদের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত আছে।

কড়ি (দেশজ) ১ কপর্দ্দক। ২ আড়া। ৩ গৃহাদির ছাদ রক্ষার্থ যে বৃহৎ স্থূল কাষ্ঠ ব্যবহৃত হয়।

কড়িকা (স্ত্রী) কলিকা, কুঁড়ী।

কড়িকান (দেশজ) শুকান, শুষ্ক হওয়া।

কড়িকৃষ্ট (দেশজ) কৃপণ।

কড়িতুল (পুং) কট্যাং তুলা তোলনং গ্রহণং যস্ত, (পৃষোদরাদিত্বাৎ টস্ত ডঃ।) খড়্গ, তরবারি। (কড়িতুলশ্চ খড়্গকে। শব্দাব্ধি।)

কড়িয়াল (দেশজ) ধনী, অর্থবান্।

কড়িয়ালী (স্ত্রী) লাগাম, অশ্বের মুখরজ্জু।

কড়ুয়া (দেশজ) কটু, ঝাল।

কড়ুলী (স্ত্রী) অস্ত্রবিশেষ, কুড়ুল।

কড়ে (দেশজ) ১ কনিষ্ঠ। ২ ক্ষুদ্র। ৩ অঙ্গুলিস্পর্শদ্বারা সুর্সুরি দেওয়া।

কড়েরাঁড় (দেশজ) বালবিধবা।

কড়্কড়্ (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ। যেমন কড়কড় করিয়া আকাশ ডাকা।

কড়্কি (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Rottbœlla Perforata)

কড়্খা (দেশজ) স্তুতিপাঠকেরা যে সকল গান করিয়া রাজাদিগকে স্তব করে।

কড়্চা (পারস্ত) যে খাতায় প্রত্যেক ব্যক্তির উসুল বাকী প্রভৃতির হিসাব পৃথক্ পৃথক্ কর্দ্দে লিখিত হয়।

কড়মড় (দেশজ) অব্যক্ত শব্দবিশেষ, কঠিন দ্রব্যের চর্ব্বণ শব্দ।

কণ (পুং) কণতি অতি সূক্ষ্মত্বং গচ্ছতি, কণ-পচাদ্যচ্। ১ অতিসূক্ষ্ম। ২ বস্তুর অতিঅল্পাংশ। ৩ চাউল প্রভৃতির ক্ষুদ্র অংশ।

("কণান্ বা ভক্ষয়েদব্দং পিণ্যাকং বা সকৃন্নিশি।" মনু ১১।৯২।)

কণগুগ্গুলু (পুং) কণশ্চাসৌ গুগ্গুলুশ্চেতি, কর্ম্মধা। গুগ্গুলুবিশেষ, মহিষাখ্যা গুগ্গুলু। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—গন্ধরাজ, স্বর্ণকর্ণ, সুবর্ণ, কনক, বংশপীত, সুরভি ও পলঙ্কষ। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কটু, উষ্ণ, সুগন্ধি; বায়ু, শূল, গুল্ম, উদরাধ্মান ও কফনাশক, এবং রসায়ন।

কণজীর (পুং) কণশ্চাসৌ জীরশ্চেতি, নিত্য কর্ম্মধা। শ্বেতজীরক, সাদাজীরা।

কণজীরক (স্ত্রী) কণং ক্ষুদ্রং জীরকম্, কণজীর-স্বার্থে কন্। ক্ষুদ্রজীরা। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—হৃদ্যগন্ধি ও সুগন্ধ। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ,—রুক্ষ, কটু, উষ্ণবীর্য্য, অগ্নিদীপক, লঘু, ধারক, পিত্তবর্দ্ধক, মেধাজনক, গর্ভাশয়শোধক, জ্বরনাশক, পাচক, বলকারক, শুক্রবর্দ্ধক, রুচিকারক, কফনাশক, চক্ষুর হিতজনক, এবং বায়ু, উদরাধ্মান, গুল্ম, বমি ও অতিসারনাশক। [জীরক দেখ।]

কণপ (পুং) কণ-পা-ক। অস্ত্রবিশেষ, বর্ষা।

("অয়ঃকণপচক্রাশ্মভুশুণ্ডুদ্যতবাহবঃ।" ভারত আদি।)

[কুণপ দেখ।]

কণ্ফট্, (কণ্ফট্) (হিন্দী, পুং) কণ্=কর্ণ, ফট্ বা ছিদ্র। শৈব-উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধারণতঃ দুইটী শ্রেণী দেখা যায়,—সন্ন্যাসী ও যোগী। যোগীরা যোগাবলম্বন করিয়া সাধনার পথবিশেষ অবলম্বন করিয়া থাকেন। এই যোগীশ্রেণী আবার নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। "কণ্ফট্" ঐরূপ একটী শ্রেণীর নাম। ইঁহারা উভয়কর্ণে ছিদ্র করিয়া থাকেন বলিয়া ইহাদিগকে "কণ্ফট্-যোগী" বলে। কেবল যে কণ্ফট্ যোগীদিগকেই কর্ণে ছিদ্র করিতে হয় তাহা নহে, সকল শ্রেণীর যোগীরাই কর্ণে ছিদ্র করিয়া থাকেন। অন্য শ্রেণী হইতে ইহাদের আরও একটু বিশেষত্ব আছে,—কণ্ফটেরা ঐ ছিদ্রদ্বয়ে এক একটি কুণ্ডল ধারণ করেন। এই কুণ্ডলগুলি প্রস্তর, বেলোয়ার বা গণ্ডারের শৃঙ্গে নির্ম্মিত হয়। দীক্ষার সময় এই কুণ্ডল প্রথম ধারণ করিতে হয়। এই কুণ্ডলকে যোগীরা মুদ্রা বলেন, ইহার আরও একটি নাম দর্শন, এইজন্ত কণ্ফট্ যোগীরা "দর্শন-যোগী" নামেও গণ্য হন। এই কুণ্ডল ভিন্ন ইহারা ২।৩ অঙ্গুলিপ্রমাণ একটি কৃষ্ণবর্ণ পদার্থ পশমের সূতায় গাঁথিয়া গলায় পরিধান করিয়া থাকেন। ঐ কৃষ্ণবর্ণ পদার্থটিকে "নাদ" ও পশমের সূতাটিকে "সেলি" বলিয়া থাকে। নাদ, সেলি ও দর্শন-বিশিষ্ট যোগী দেখিলে সহজেই

তাঁহাকে কণ্‌ফট্‌-যোগী বলিয়া চিনিতে পারা যায়। এতদ্ভিন্ন ইহারা গেরুয়া বস্ত্র পরিধান, জটাধারণ, ভস্মলেপন ও বিভূতির ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিয়া থাকেন।

গুরু গোরক্ষনাথ ইহাদের সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক। ইহারা গোরক্ষনাথকে শিবাবতার বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। গোরক্ষনাথই হঠযোগের প্রচারকর্ত্তা। কণ্‌ফট্‌ যোগীরাও এইজন্য আদিগুরুর প্রচারিত পথ অবলম্বন করিয়া যোগ অভ্যাস করিয়া থাকেন।

সন্ন্যাসীদের ন্যায় কণ্‌ফট্‌-যোগীরাও নানা গুরু স্বীকার করিয়া থাকেন। এই সকল গুরুরা আবার নিজের অভিপ্রায় মত কেহ কেহ শিষ্যকে মস্তক মুণ্ডন করিতে, কেহ বা শিষ্যকে কর্ণে মুদ্রা ধারণ করিতে, কেহ বা শিষ্যকে জ্যোৎমার্গে প্রবিষ্ট হইতে আদেশ দিয়া থাকেন। [জ্যোৎ-মার্গ দেখ]

ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে এই শ্রেণীর যোগী সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সকলেই শিবপূজায় কাল যাপন করেন, কোন না কোন শিবমন্দির ইহাদের আশ্রম। কোথাও কোথাও বা ইহারা অনেকে একত্রে থাকিয়া ভিক্ষা দ্বারা জীবন নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, আর কেহ কেহ বা তীর্থভ্রমণ উদ্দেশে দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া জীবনাতিপাত করেন।

কণ্‌ফট্‌-যোগিগণের মধ্যে অধিকাংশ যোগীই উদাসীন। কেহ কেহ বা বিষয়কার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাকেন। ইহাদের উপাধি নাথ।

গুরু গোরক্ষনাথের নামানুসারে পশ্চিমোত্তর প্রদেশে অনেকগুলি স্থানের নামকরণ হইয়াছে। এইসকল স্থান কণ্‌ফট্‌ যোগীদের তীর্থভূমি। পেশবারে গোরক্ষক্ষেত্র নামে একটি স্থান আছে। দ্বারকার নিকটেও আর একটি "গোরক্ষক্ষেত্র" নামক স্থান আছে। হরিদ্বারের নিকট একটি সুড়ঙ্গ আছে। এই "সুড়ঙ্গ" ও দ্বারকার "গোরক্ষক্ষেত্র" কণ্‌ফট্‌ যোগীদের অতি শ্রদ্ধেয় তীর্থ। নেপালের পশুপতিনাথ, মেবারের একলিঙ্গ প্রভৃতি বিখ্যাত শিবমন্দিরগুলি ইহাদের সম্প্রদায়সংক্রান্ত। কলিকাতার নিকট দমদমার "গোরক্ষবাসুলী" নামক একটি স্থান আছে, সেখানে তিনটি মনুষ্যমূর্ত্তি এবং শিব, কালী ও হনুমান প্রভৃতি দেবতার মূর্ত্তি আছে। এখানকার পূজকেরা মূর্ত্তি ৩টিকে মত্তাজেয়, গোরক্ষনাথ ও মৎস্যেন্দ্রনাথ বলিয়া পরিচয় দেন। ত্রিবেণীর ৪।৫ ক্রোশ দক্ষিণে মহানাদ নামক গ্রামে জটেশ্বর নামক একটী শিবমন্দির আছে। এই মন্দিরও কণ্‌ফট্‌ যোগী সম্প্রদায়ের অধিকৃত। জটেশ্বরের মন্দিরের নিকট বশিষ্ঠগঙ্গা নামে একটি জলাশয় আছে, যোগীরা ও তীর্থযাত্রীরা এই জলাশয়কে প্রকৃত গঙ্গার ন্যায় মান্য করিয়া থাকেন। এই মন্দিরে একটি যোগী বাস করেন, তাঁহার বিষয়াদি যথেষ্ট, জমীদারীও আছে; ইঁহাকে লোকে যোগীরাজ বলিয়া থাকে। এই যোগীরাজবংশ বহুকাল হইতে প্রচলিত। ইহারা দারপরিগ্রহ করেন না, যোগীরাজের মৃত্যু হইলে তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে একজন মন্দির ও বিষয়াদির উত্তরাধিকারী হন। জটেশ্বর শিব ও বশিষ্ঠগঙ্গার উৎপত্তি সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে যে,—কোন সময়ে মহানাদ গ্রামে একটি দক্ষিণাবর্ত্ত শঙ্খ পতিত ছিল, বায়ু লাগিয়া তাহা হইতে "মহানাদ" অর্থাৎ মহাশব্দ উত্থিত হয়। দেবতারা সেই শব্দে চমকিত হইয়া সেইখানে উপনীত হইয়া জটেশ্বরের-লিঙ্গ ও বশিষ্ঠ গঙ্গা প্রতিষ্ঠা করেন। শঙ্খের মহানাদ হইতে গ্রামের নামও মহানাদ হইয়াছে।

কণ্‌ফট্‌ যোগীদের মধ্যে চৌরাশীজন সিদ্ধযোগীর নাম বিশেষ বিখ্যাত। হঠযোগপ্রদীপিকায় হঠযোগের মাহাত্ম্যবর্ণন স্থলে নিম্নলিখিত কয়েকজনের নাম উল্লিখিত আছে। যথা—আদিনাথ, মৎস্যেন্দ্রনাথ, শারদানন্দ, ভৈরব, চৌরঙ্গি, মীন, গোরক্ষ, বিরূপাক্ষ, বিলেশয়, মন্থান ভৈরব, সিদ্ধবোধ, কন্থড়ী, কোরণ্ডক, সুরানন্দ, সিদ্ধপাদ, চর্পটী, কর্ণেপূজ্যপাদ, নিত্যনাথ, নিরঞ্জন, কাপালি, বিন্দুনাথ, কাকচণ্ডীশ্বরময়, অল্লাম, প্রভুদেব, ঘোড়াচুলী, টিণ্টিণী, ভল্লটী, নাগবোধ ও খণ্ডকাপালিক—ইহারা মহাসিদ্ধ।

উত্তরপশ্চিমের গোরক্ষপুর ইহাদের প্রধান স্থান। পূর্ব্বে এখানে ইহাদের একটি মন্দির ছিল, আলাউদ্দীন তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া সেই স্থলেই মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। কিছুকাল পরে ঐ মস্‌জিদের নিকট আর একটি মন্দির নির্ম্মিত হয়, কিন্তু তাহাও অরঙ্গজেব ভাঙ্গিয়া দিয়া তথা মুসলমানদিগের ভজনালয় নির্ম্মাণ করেন। তাহার পর বুদ্ধনাথ নামে একজন যোগী আবার একটি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া উহার দক্ষিণে পশুপতিনাথ নামক শিবলিঙ্গ এবং হনুমানের মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এই মন্দির ৩টি এখনও আছে।

কণ্‌ফট্‌ যোগীরা বলেন—এখনও অনেকগুলি সিদ্ধযোগী পৃথিবীতে বর্ত্তমান আছেন এবং আজও নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া থাকেন।

রাজস্থানের একলিঙ্গের গোস্বামীরাও এই কণ্‌ফট্‌ শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা দার-পরিগ্রহ করেন না বটে, কিন্তু বাণিজ্যাদি করিয়া থাকেন। ইঁহাদের অধীনস্থ শত শত যোগী আবশ্যক হইলে দলবদ্ধ হইয়া যুদ্ধাদিও করেন।

কণভ (পুং) কণ ইব ভাতি, কণ-ভা-ক। অগ্নিপ্রকৃতি কীট-বিশেষ। ইহা দংশন করিলে বিসর্প, শোথ, শূল, জ্বর, বমি ও শরীরের অবসন্নতা হয়। (ভাবপ্রকাশ)।

কণভক্ষ (পুং) কণান্ ভক্ষয়তি, কণ-ভক্ষ-অণ্। কণাদমুনি।

কণভক্ষক (পুং) কণান্ ভক্ষয়তি, কণ-ভক্ষ-ণ্বুল্। পক্ষি-বিশেষ, ভারিট পক্ষী।

কণভুক্ [জ্] (পুং) কণান্ ভুঙ্‌ক্তে, কণ-ভুজ্-ক্বিপ্। কণাদ ঋষি।

কণলাভ (পুং) কণানাং লাভো যস্মাৎ, বহুব্রী। ১ পেষণ করিবার যন্ত্রবিশেষ, জাঁতা। ২ (কণলাভঃ সাদৃশ্যেন অস্ত্যস্তি, কণলাভ-অর্শআদিত্বাৎ অচ্।) আবর্ত্ত, জলের ঘূর্ণী। (অথাবর্ত্তঃ কণলাভে। শব্দাব্ধি।)

কণশঃ [স] (অব্য) কণ-বীপ্সার্থে শস্। অল্পে অল্পে।

কণা (স্ত্রী) কণ-টাপ্। ১ জীরা। ২ কুম্ভীরমক্ষিকা, কুমীরে পোকা। ৩ পিপুল। (কণাজীরক কুম্ভীরমক্ষিকা পিপ্পলীষু চ। মেদিনী।) ৪ শ্বেতজীরা। ৫ অন্ন।

("কদলীফলমধ্যস্থং কণামাত্রমপক্ককম্।" তিথ্যাদিতত্ত্ব।)

কণাটীন (পুং) কণায় অটতি, কণ-অট-ইনন্, দীর্ঘশ্চ (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) খঞ্জনপক্ষী। [খঞ্জন দেখ।]

কণাটীর (পুং) কণায় অটতি, কণ-অট-ঈরন্। খঞ্জনপক্ষী।

কণাটীরক (পুং) কণাটীর-স্বার্থে কন্। খঞ্জন পক্ষী।

(কণাটীনঃ কণাটীরঃ কণাটীরক ইত্যপি খঞ্জনে স্যাৎ। শব্দাব্ধি।)

কণাদ (পুং) কণং অত্তি ভক্ষয়তি, কণ-অদ্-অণ্। ১ মুনি-বিশেষ। ইনিই বৈশেষিক দর্শনপ্রণেতা; ইঁহার অন্য নাম ঔলুক্য, কণভক্ষ, কণভুজ ও কাশ্যপ।

মহর্ষি কণাদ 'বিশেষ' নামে এক অতিরিক্ত পদার্থ স্বীকার করিয়াছেন, এই নিমিত্ত তৎকৃত দর্শনসূত্রকে বৈশেষিক দর্শন বলে।

কণাদের মতে ছয়টি ভাব পদার্থ আর একটি অভাব পদার্থ, সমুদায়ে সাতটি।

ভাবপদার্থ এই ছয়টি—১ দ্রব্য, ২ গুণ, ৩ কর্ম্ম, ৪ সামান্য, ৫ বিশেষ, ৬ সমবায়।

দ্রব্য প্রথম পদার্থ—ইহা নয় প্রকার। যথা—

"পৃথিব্যাপস্তেজোবায়ুরাকাশংকালোদিগাত্মা মন ইতি দ্রব্যাণি।" বৈশে সূ ১। ১। ৫।

ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্, আত্মা ও মন এইগুলি দ্রব্য পদার্থ।

যাহাতে গন্ধ আছে, তাহার নাম ক্ষিতি। যদিও জলে আমরা গন্ধ অনুভব করিয়া থাকি, কিন্তু বস্তুতঃ সেই গন্ধ জলের নয়, পৃথিবী হইতে জলে ঐ গন্ধ সংক্রামিত হয় বলিয়া জলে গন্ধ অনুভূত হয়। যেমন নূতন কোন মৃৎপাত্রে জল রাখিয়া কিছুকাল পরে সেই জল পান করিলে সেই জলে নূতন পাত্রের গন্ধ অনুভব করিয়া থাকি। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে আশ্রয়ের গন্ধই জলে অনুভূত হয়।

যাহাতে কেবলমাত্র শুক্লরূপ আছে কিম্বা স্বাভাবিক দ্রবত্ব আছে, তাহাকে জল বলে। শুক্ল পীত প্রভৃতি নানা-বিধ রূপ পৃথিবীতে দৃষ্ট হয় বলিয়া এবং স্বভাবসিদ্ধ দ্রবত্ব না থাকাতে পৃথিবীকে জল বলা যাইতে পারে না। যাহার স্বাভাবিক উষ্ণতা আছে, তাহাকে তেজ বলে। যে স্পর্শ কোনরূপ পাক দ্বারা উৎপন্ন হয় নাই অথবা অনুষ্ণ ও অশীতল, সেই স্পর্শ যাহাতে আছে তাহাকে বায়ু বলে। যাহাতে শব্দ উৎপন্ন হয়, তাহাকে আকাশ বলে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বায়ুতেই শব্দ উৎপন্ন হয়, সুতরাং আকাশ স্বীকার করায় কোন যুক্তি নাই, এই সন্দেহের দূরীকরণার্থ সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন লিখিয়াছেন—

"নচবায়ুবয়বেষু সূক্ষ্মশব্দক্রমেণ বায়ৌকারণগুণপূর্ব্বকঃ শব্দ উৎপদ্যতামিতিবাচ্যং অযাবৎদ্রব্যভাবিত্বেন বায়োর্বিশেষগুণত্বাভাবাৎ॥" সিদ্ধা, মু।

প্রথমতঃ বায়ুর অবয়বে সূক্ষ্ম শব্দ উৎপন্ন হয়। পরে সেই শব্দ হইতে স্থূল বায়ুতে স্থূল শব্দ উৎপন্ন হয়; এইরূপ বলা যাইতে পারে না যে হেতু আশ্রয়নাশ, যাহার নাশের কারণ নয়, তাহা বায়ুর বিশেষগুণ হইতে পারে না। আশ্রয় বিদ্য-মান থাকিলেও যখন শব্দের বিনাশ অনুভূত হয়, তখন আশ্রয়-নাশকে শব্দনাশের কারণ বলা কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। একমাত্র শব্দই আকাশ সিদ্ধির হেতু। এই সম্বন্ধে লিখিত আছে—

"পরিশেষাল্লিঙ্গমাকাশস্য।" ২ অ ১ আ ২৭ সূ।

অন্য অষ্টবিধ দ্রব্যে শব্দ থাকা অসম্ভব বলিয়া শব্দই এক-মাত্র আকাশের লিঙ্গ (অনুমাপকহেতু)

জ্যেষ্ঠত্ব ও কনিষ্ঠত্বাদি জ্ঞানের কারণ যে পদার্থ তাহাকে কাল বলে।

দূরত্ব ও নিকটত্বাদি জ্ঞানের কারণ পদার্থকে দিক্ বলে।

জ্ঞানাদি প্রভৃতি যাহাতে উৎপন্ন হয়, তাহাকে আত্মা বলিয়া থাকে।

যে পদার্থ থাকাতে আমরা সুখ ও দুঃখ প্রভৃতি অনুভব করি এবং বিজাতীয় জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, তাহাকে মন বলে।

গুণ—গুণপদার্থ ২৪টি যথা—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা,

পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, বিয়োগ, পরত্ব, অপরত্ব, বুদ্ধি, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, প্রযত্ন, শব্দ, গুরুত্ব, দ্রবত্ব, স্নেহ, সংস্কার, পাপ ও ধর্ম্ম। (বৈশে সূ° ১।১।৬)

কর্ম্ম—পাঁচ প্রকার; উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ, গমন। (বৈশে° সূ° ১।১।৭।)

সামান্য—দুই প্রকার; সাধারণ ধর্ম্ম বা জাতিবিশেষ, যে পদার্থ থাকায় পরমাণুগণের ভেদ সাধিত হয়, তাহাকে বিশেষ বলে। (বৈশে সূ° ১।২।৩।)

সমবায়—নিত্য সম্বন্ধকে সমবায় বলে। (বৈশে সূ ৭। ২।২।) যেমন দ্রব্যের সহিত তাহার পরমাণুর সম্বন্ধ, ঘটের সহিত মৃত্তিকার সম্বন্ধ ইত্যাদি।

অভাব—চারিপ্রকার; প্রাগভাব, ধ্বংসাভাব, অন্যোন্যাভাব, ও অত্যন্তাভাব। [অভাব দেখ।]

কণাদ বলেন, অন্ধকার কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নয়, তেজের অভাবকেই অন্ধকার বলা যায়।

কণাদের মতে, প্রমাণ দুইপ্রকার প্রত্যক্ষ ও অনুমান, উপমানও অনুমানের অন্তর্ভূত।

মহর্ষি কণাদই সর্ব্বপ্রথমে পরমাণুবাদ প্রচার করেন। তিনি বলেন, একমাত্র পরমাণু সৎস্বরূপ নিত্য পদার্থ, তাহার আর কারণ নাই।

"সদকারণবন্নিত্যম্।" বৈশে সূ° ৪।১।১।

আমরা যে যাবতীয় জড়পদার্থ প্রত্যক্ষ করি, সমুদায় পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ প্রকার পরমাণুতে বিশেষ নামে একটি পদার্থ আছে, তাহারই শক্তিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ পরমাণু ভিন্ন বলিয়া প্রতীতি হয়।

তাঁহার মতে অদৃষ্ট কারণ বিশেষদ্বারা পরমাণু সমুদায়ের সংযোগ হইয়া এই বিশ্বসংসারের উৎপত্তি হইয়াছে।

কণাদ জড়পদার্থের মূলতত্ত্ব আপন সূত্র মধ্যে সন্নিবেশ করিয়াছেন। তাহার কারণ কি? বৈশেষিক উপস্কারে স্পষ্টই লিখিত আছে—

"দৃষ্টে কারণে সত্যদৃষ্টকল্পনানবকাশাৎ।"

যে হেতু দৃষ্টকারণসত্বে অদৃষ্টকারণ কল্পনার আবশ্যক নাই।

বাস্তবিক মহর্ষি কণাদ যাহা আপনার চতুর্দ্দিকে দেখিতেন, তাহারই জ্ঞানানুশীলনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

যে পরমাণু, বা জড়তত্ত্ব কণাদ আপনসূত্রে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, আজকাল ভারতবর্ষে তাহার বিশেষ চর্চ্চা বা আদর না থাকিলেও য়ুরোপীয় দার্শনিকেরা সমাদর করিয়া থাকেন। খৃঃ অব্দের ৪৪০ পূর্ব্বে গ্রীকদেশে ডেমক্রিটস্ পরমাণুবাদ প্রচার করিয়াছিলেন। তৎপরে এপিকিউরাস্ এই মত সবিশেষ প্রচার করেন, তাঁহার সিদ্ধান্ত ঠিক কণাদের মত, তাঁহার মত লুক্রেসিয়া প্রকাশ করিয়া যান। লুক্রেসিয়া তৎকৃত কাব্যদর্শনে লিখিয়াছেন—

"Nunc age, quo motu genitalia materiai
Corpora res varias gignant, genitasque resolvant
Et qua vi facere id congantur, quaeve sit ollis
Reddita mobilitas magnum per inane meandi
Expediam." II. 61–64.*

পরমাণু হইতে জগতের উৎপত্তি তাহা লুক্রেসিয়া স্পষ্টই স্বীকার করিয়াছেন। বাস্তবিক লুক্রেসিয়ার দ্বিতীয় অধ্যায় পাঠ করিলে কণাদের মতের সঙ্গে অনেকটা ঐক্য দেখা যায়।

এখন কথা এই, পরমাণুবাদ সর্ব্বপ্রথমে কে প্রচার করিলেন, মহর্ষি কণাদ না থ্রেসের ডেমক্রিটস্?

কণাদ কোন্ সময়ের লোক, তাহা জানিবার উপায় নাই। আমাদের দেশীয় প্রবাদ ধরিলে তিনি ৫।৬ হাজার বর্ষের লোক হইয়া পড়েন। তবে ভগবদ্গীতায় বৈশেষিকের মত গৃহীত হইয়াছে, সুতরাং গীতার রচনা হইবার পূর্ব্বে মহর্ষি কণাদ বিদ্যমান ছিলেন। তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, ডেমক্রিটেসের অনেক পূর্ব্বে কণাদের জন্ম। অতএব বোধ হইতেছে মহর্ষি কণাদই সর্ব্বাগ্রে পরমাণুবাদ প্রচার করেন। ডেমক্রিটসের জীবনী পাঠে জানা যায় তিনি, সন্ন্যাসীদিগের সঙ্গে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন, বোধ হয় তিনি সন্ন্যাসীর মুখে কণাদের মত জানিয়া আপন গ্রন্থে কতক বৈশেষিক মত লিখিয়া যান।

কণাদ যে অঙ্কুর রোপণ করিয়া যান, ভারতে তাহার সুফল ফলিল না। সুদূর য়ুরোপ খণ্ডে ডেলটন সাহেব তাহার পুনরুদ্ধার করিলেন, এখন য়ুরোপে পরমাণুবাদ সর্ব্ববাদিসম্মত। [পরমাণু শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

অনেকে বলিয়া থাকেন, কণাদ ঈশ্বরের অস্তিত্ব অঙ্গীকার করিতেন না; কারণ কণাদ সূত্রের কোনখানে ঈশ্বরের নামোল্লেখ নাই। যখন জগতের কারণ নির্দ্ধারণ করা দর্শনশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য, তখন যদি ঈশ্বরকে বিশ্বকারণ বলিয়া

* "Thus the Great World's eternally renewed;
Thus endless atoms are with power endued,
Successive generations to supply;
Some creatures flourishing, while others die.
Like racers, each revolving age, we find,
Retires, and leaves the lamp of life behind.
If you suppose that seeds at rest convey,
Motion to bodies, wide from truth you stray
Through the Vast Void as these primordials rove,
By foreign force, or gravity they move."

কণাদের বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই তিনি তদ্বিষয় স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করিতেন।

তবে কি কণাদ নাস্তিক ছিলেন অথবা ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁহার সন্দেহ ছিল ? না, তাহা হইতে পারে না। যিনি বেদকে প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন—

"তদ্বচনাদাম্নায়স্য প্রামাণ্যম্।" বৈশে সূ° ১।২।৩।

যিনি আত্মকর্ম্ম সম্পন্নকেই মোক্ষ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, যিনি স্বর্গ ও অপবর্গপ্রদ ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিবার জন্য আপন সূত্র প্রণয়ন করেন। * পরমতত্ত্ববিৎ মাধবাচার্য্য যে কণাদের কোন অংশে প্রাধান্য স্বীকার করিয়া লিখিয়াছেন—

"দ্বিত্বৈব পাকজোৎপত্তৌ বিভাগেব বিভাগজে।
যস্য ন স্খলিতং বুদ্ধিস্তং বৈ বৈশেষিকং বিদুঃ ॥"

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ।

দ্বিত্বোৎপত্তি, পাক দ্বারা রূপাদির উৎপত্তি, ও বিভাগজ বিভাগের উৎপত্তিতে যাহার বুদ্ধি বিচলিত হয় না, তাহাকে বৈশেষিক জানিবে।—সেই কণাদঋষি যে নিরীশ্বরবাদী ছিলেন, একথা যুক্তিসঙ্গত নয়। শঙ্করমিশ্র কণাদসূত্রের (১।১।৩) ব্যাখ্যাকালে স্পষ্ট লিখিয়াছেন—

"তদিত্যনুক্রান্তমপি প্রসিদ্ধিসিদ্ধতয়েশ্বরং পরামৃশতি।"

তৎশব্দের অর্থ ঈশ্বর ইহা প্রসিদ্ধ, অতএব পূর্ব্বে সূচনা না থাকিলেও এখানে উহা ঈশ্বরবাচক বলিয়া নিশ্চয় হইতেছে। ঈশ্বরশব্দের উল্লেখ না করিলেও, কণাদ গৌণভাবে ঈশ্বর স্বীকার করিয়াছেন। [ঈশ্বরশব্দ ২৯২ পৃঃ দেখ।]

২ স্বর্ণকার।

কণারক। উড়িষ্যার অন্তর্গত তীর্থবিশেষ। ইহার প্রকৃত নাম কোণার্ক বা কোণারক, কিন্তু অপভ্রংশ করিয়া কেহ কেহ কণারক উচ্চারণ করিয়া থাকেন। [কোণারক শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।]

কণি (দেশজ) নখের কোণে যে একরূপ রোগ জন্মে, ইহার সংস্কৃত নাম চিপ্প ও কুনখ। [কুনখ দেখ।]

কণিক (পুং) কণৈব, কণ-স্বার্থে কন্, অত ইত্বম্। ১ কণা। ২ শক্র। ৩ আরতির নিয়মবিশেষ। ৪ গোধূমচূর্ণ, ময়দা। ৫ ধৃতরাষ্ট্রের মন্ত্রিবিশেষ।

"কণিকং মন্ত্রিণাং শ্রেষ্ঠং ধৃতরাষ্ট্রোঽব্রবীদ্বচঃ ॥"

ভারত সম্ভব ১৪১ অঃ।

কণিকা (স্ত্রী) কণাঃ সন্ত্যস্যাঃ, কণ-ঠন্ (অতইনি ঠনৌ। পা ৫।২।১১৫।) ১ অত্যন্ত সূক্ষ্মবস্তু। ২ অগ্নিমন্থ, গণিকারিকা বৃক্ষ। ৩ কণা। ৪ তণ্ডুলবিশেষ। ৫ জলাদির সূক্ষ্মাংশ।

("বায়ুধাপ্য স্বজলকণিকা শীতলেনাসিলেন।" মেঘ।)

(কণিকাত্যন্ত সূক্ষ্মেচ গণিকার্য্যাং লবেঽপি চ। শব্দাব্ধি।)

কণিত (ক্লী) কণ আর্ত্তনাদে-ভাবে-ক্ত। পীড়িতের যাতনা-সূচক শব্দ। (পীড়িতানাম্ভ কণিতং হেম ৬। ৪৪।)

কণিশ (ক্লী) কণো বিদ্যতেঽস্য, কণ-ইনি (কনিন্), কণিনঃ শেরতে অস্মিন্, কণিন্-শী-ড। শব্দমঞ্জরী, ধান্যাদির শীষ।

কণিষ্ঠ (ত্রি) কণ-ইষ্ঠন্ (অতিশায়নে তমবিষ্ঠনৌ। পা ৫।৩।৫৫।) ১ অন্য অপেক্ষা ক্ষুদ্র, ছোট। ২ অন্য অপেক্ষা হীন।

কণী (ত্রি) কণ-ঈকন্। অল্প।

কণীক (স্ত্রী) কণ-ঙীপ্। কণিকা।

কণীচি (পুং) কণ-ঈচি (মৃকনিভ্যামীচিঃ। উণ্ ৪।৭০। মৃ ও কণ ধাতুর উত্তর ঈচি প্রত্যয় হয়।) ১ পল্লবী, ছোট ডাল। ২ নিনাদ, শব্দ। (কণীচিঃ পল্লবীপ্রোক্তা নিনাদেঽপি চ দৃশ্যতে। উজ্জ্বলদত্ত।) (স্ত্রী) ৩ পুষ্পিতা লতা। ৪ গুঞ্জা, কুঁচ। ৫ শকট, গাড়ী।

(কণীচিঃ পুষ্পিতা লতা গুঞ্জয়োঃ শকটে স্ত্রিয়াম্। মেদিনী।)

কণীয়ঃ [স্] (ত্রি) কণ-ঈয়সুন্ (দ্বিবচনবিভজ্যোপপদেতর-বীয়সুনৌ। পা ৫।৩।৫৭।) কনিষ্ঠ।

কণীয়ান্ [স্] (পুং) কণ-ঈয়সুন্। ১ কনিষ্ঠ। ২ ক্ষুদ্র। ৩ হীন।

কণুই (দেশজ) কফোণি শব্দের অপভ্রংশ। হস্তের মধ্যদেশের সন্ধিস্থল। [কফোণি দেখ।]

কণে (অব্য) কণ-এ। শ্রদ্ধার ব্যাঘাত। (দেশজ) কন্যা শব্দের অপভ্রংশ) নববধূ। এ দেশের বিবাহকালে কন্যাকে কণে বা কনে বলে।

কণের (পুং) কণ-এর। কর্ণিকার বৃক্ষ, সোনালু বৃক্ষ।

কণেরা (স্ত্রী) কণের-টাপ্। ১ বেশ্যা। ২ হস্তিনী।

কণেরু (স্ত্রী) কণ-এরু। ১ বেশ্যা। ২ হস্তিনী। ৩ কর্ণিকার বৃক্ষ, সোনালু।

(কণেরুঃ কর্ণিকারে চ করিণীবেশ্যয়োঃ স্ত্রিয়াম্। মেদিনী।)

কণ্‌কণ্ (দেশজ) যাতনাবিশেষ, অত্যন্ত শীতল জলস্পর্শে বা হাড় প্রভৃতি স্থানে আঘাত লাগিলে যেরূপ যন্ত্রণা হয়।

কণকণে (দেশজ) যাহাতে কণ্‌কণ্ করে, অত্যন্ত ঠাণ্ডা, যেমন কণকণে জল ইত্যাদি।

কণ্ট (ত্রি) কটি-অচ্। কণ্টক।

কণ্টক (পুং ক্লী) কটি-ণ্বুল্। ১ সূচীর অগ্রভাগ। ২ ক্ষুদ্র শক্র। ৩ রোমাঞ্চ। ৪ মৎস্য প্রভৃতির হাড়। ৫ বৃক্ষের

---

* "যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সসিদ্ধিঃ স ধর্ম্মঃ।" বৈশে সূ ১।২। যাহা হইতে অভ্যুদয় ও নিঃশ্রেয়স অর্থাৎ স্বর্গ ও অপবর্গ পাওয়া যায়, তাহারই নাম ধর্ম্ম।

অবয়ববিশেষ, কাঁটা। ৬ নৈয়ায়িক প্রভৃতির দোষোক্তি। (কণ্টকো ন স্ত্রিয়াং ক্ষুদ্রশত্রৌ মৎস্যাদি কীকসে। নৈয়ায়িকাদি দোষোক্তৌ স্বাত্রোমাঞ্চক্রমাঙ্গয়োঃ। মেদিনী। ৭ কর্ম্মস্থান। ৮ দোষ। ৯ বিঘ্ন। ১০ বেণু। ১১ ক্ষতিকর। ১২ বিরক্তিজনক। ১৩ কেন্দ্র। (লগ্নাম্বুদ্যূন কর্ম্মাণিকেন্দ্র-মুক্তঞ্চ কণ্টকম্।" জ্যোতিষ।) ১৪ কাঁটাল। [কাঁটাল দেখ।]

কণ্টকদেহী [ন্] (ত্রি) কণ্টকপ্রধানো দেহোঽস্যাস্তি কণ্টকদেহ-ইনি। ১ যাহার কণ্টকাবৃত শরীর (পুং) ২ সজারু। ৩ মৎস্যবিশেষ।

কণ্টকদ্রুম (পুং) কণ্টকপ্রধানো দ্রুমঃ, কণ্টকেন আচিতো বা দ্রুমঃ, মধ্যপদলো°। ১ শাল্মলিবৃক্ষ। ২ কণ্টকযুক্ত বৃক্ষ, বাবলা প্রভৃতি। ৩ কাঁটাল গাছ।

কণ্টকপক্ষক (ত্রি) কণ্টকং পক্ষে যস্ত ততঃ স্বার্থে কন্। যাহার পক্ষে অর্থাৎ ডানায় কাঁটা থাকে। কৈ মাছ প্রভৃতি।

কণ্টকপঞ্চমূল (ক্লী) করমচা, গোক্ষুর, ঝাঁটী, শতমূলী ও কেলেকড়া। বৈদ্যক মতে ইহারা রক্তপিত্ত, সর্ব্বপ্রকার মেহ, শুক্রদোষ, তিন প্রকার শোথ ও শ্লেষ্মা নষ্ট করে।

কণ্টকপ্রাবৃতা (স্ত্রী) কণ্টকৈঃ প্রাবৃতা ব্যাপ্তা, ৩তৎ। ঘৃত-কুমারী।

কণ্টকফল (পুং) কণ্টকৈরাচিতং ফলং যস্য, মধ্যপদলো°। ১ কাঁটাল গাছ। ২ গোক্ষুর বৃক্ষ।

কণ্টকভুক্ [জ্] (পুং) কণ্টকান্ ভুঙ্‌ক্তে কণ্টক-ভুজ-ক্বিপ্। উষ্ট্র, উট, ইহারা কাঁটাগাছ খাইতেই অধিক ভালবাসে।

কণ্টকবৃন্তাকী (স্ত্রী) কণ্টকৈরাচিতা বৃন্তাকী, মধ্যপদলো°। বার্ত্তাকু, বেগুন।

কণ্টকশৃঙ্গ (পুং) পর্ব্বতবিশেষ, মহাতন্ত্রের উত্তরে অবস্থিত। (লিঙ্গপু° ৪৯। ৫৫)

কণ্টকশ্রেণী (স্ত্রী) কণ্টকানাং শ্রেণী যস্যাম্, বহুব্রী। কণ্টকারী।

কণ্টকস্থল (পুং) অগ্নিকোণস্থ দেশবিশেষ। (মার্ক)

কণ্টকাগার (পুং) কণ্টকা আগারো যস্ত, অথবা কণ্টকং আগিরতি, কণ্টক-আ-গৄ-অচ্। সরটনামক জন্তু, গিরগিটি।

কণ্টকাঢ্য (পুং) কণ্টকৈরাঢ্যঃ, ৩তৎ। কুব্জকবৃক্ষ।

কণ্টকার (পুং) কণ্টকমৃচ্ছতি, কণ্টক-ঋ অণ্। ১ সিমুলগাছ। ২ বঁইচগাছ।

কণ্টকারিকা (স্ত্রী) কণ্টকান্ ইয়র্ত্তি ঋচ্ছতি বা, কণ্টক-ঋ-ণ্বুল্-টাপ্, ইত্বঞ্চ। কণ্টকারী নামক বৃক্ষবিশেষ।

কণ্টকারী (স্ত্রী) কণ্টকার-ঙীপ্। ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ। (Solanum Jacquini) ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—নিদিগ্ধিকা, স্পৃশী,



কণ্টকারী বৃক্ষ।

ব্যাঘ্রী, বৃহতী, প্রচোদনী, ক্ষুদ্রী, ক্ষুদ্রা, দুস্পর্শা, রাষ্ট্রিকা, অনাক্রান্তা, ভণ্টাকী, সিংহী, ধাবনিকা, কণ্টকারিকা, কণ্টকিনী, দুষ্প্রধর্ষিণী, নিদিগ্ধা, ধাবনী, ক্ষুদ্রকণ্টিকা, বহুকণ্টা, ক্ষুদ্রকণ্টা, কণ্টালিকা ও চিত্রফলা।

এদেশে কণ্টিকারী, পশ্চিমে কটেরী বা ভটকটেরী কহে। শ্বেত কণ্টকারীকে এদেশে ক্ষুদ্রা, পশ্চিমে কটালা বা কটা-লালা, দক্ষিণে দোমূলিকাফলু, তামিলে কন্দনঘত্রী এবং তৈলঙ্গে বকুদ কারা বা নোলমূল্লকু বলে।

ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—সারক, তিক্ত ও কটুরস, অগ্নিদীপক, লঘু, রুক্ষ, উষ্ণবীর্য্য, পাচক; কাস, শ্বাস, জ্বর, শ্লেষ্মা, বায়ু, পীনস, পার্শ্বশূল, ক্রিমি ও হৃদ্রোগনাশক।

কণ্টকারী ও বৃহতী উভয়ই এক পর্য্যায় শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে। সুশ্রুতের মতে যে জাতি ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র ভণ্টাকী নামে প্রসিদ্ধ, তাহাকেই বৃহতী বলে। বৃহতী—ধারক, হৃদয়-গ্রাহী, পাচক, কটুতিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য, এবং কফ, বায়ু, মুখের বিরসতা, মল, অরুচি, কুষ্ঠ, জ্বর, শ্বাস, শূল, কাস ও অগ্নিমান্দ্যনাশক।

কণ্টকারী শ্বেত ও নীল ভেদে দ্বিবিধ; শ্বেত কণ্টকারীর নাম শ্বেতা, ক্ষুদ্রা, চন্দ্রহাসা, লক্ষ্মণা, ক্ষেত্রদূতিকা, গর্ভদা, চন্দ্রভা, চন্দ্রী, চন্দ্রপুষ্পী ও প্রিয়ঙ্করী, ইহার গুণও ঐরূপ, বিশেষতঃ ইহা গর্ভপ্রদ। ইহাদের মূল, অভাবে সমস্ত অংশ ব্যবহার্য্য। মাত্রা ১ মাষা।

এই গাছ ভারতবর্ষের নানাস্থানে জন্মে, শীতকালে ফুল ধরে। ফল দেখিতে রাঙ্গা হয়।

কণ্টকারীর ফলের গুণ—তিক্ত, রসে ও পাকে কষায়, বীর্য্যনিঃসারক, ভেদক, তীক্ষ্ণ, পিত্ত ও অগ্নিবর্দ্ধক, হাল্‌কা; কফ, বাত, কণ্ডু, কাশ, মেদ, ক্রিমি ও জ্বররোগনাশক। মতান্তরে এই ফল তীক্ষ্ণ, হাল্‌কা, কটু, দীপন, রুক্ষ, উষ্ণ এবং শ্বাস, কাস, জ্বর ও কফনাশক।

ক্ষুদ্রাকণ্টকারী ফলের গুণ—কটু, তিক্ত, রেচক, পিত্তকর, মূত্রকারক; হিক্কা, ছর্দ্দি, যকৃৎ, শ্বাস, কাস, কফ, কণ্ডু, বাত, ক্রিমি ও জ্বরনাশক।

ডাক্তার উইলসনের মতে কণ্টিকারী কটু ও বাতরেচক; পদতলে প্রদাহ ও জলযুক্ত ফুস্‌কুড়ি হইলে ইহা ব্যবহার করা যায়।

দাঁতের গোড়ায় ব্যথা হইলে কণ্টিকারীর ধূম ও উত্তাপ বিশেষ উপকারী।

ডাক্তার মোরহেড বলেন, ইহার বিশেষ গুণ কফ-নিঃসারক।

কণ্টকারীঘৃত (ক্লী) বৈদ্যকোক্ত কাসরোগের ঔষধবিশেষ। ইহা স্বল্প, অপর ও বৃহৎ ভেদে ত্রিবিধ।

স্বল্প,—কণ্টকারী ৩০ পল, গুলঞ্চ ৩০ পল, ৬০ সের জলের সহিত কাথ করিবে, ।৫ সের অবশিষ্ট থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া এই কাথের সহিত /৪ সের ঘৃত পাক করিবে। এই ঘৃত পানে বাতাধিক্য ও কাসরোগ নষ্ট হয় এবং অগ্নির উদ্দীপন হইয়া থাকে।

অপর,—কণ্টকারীর কাথ ।৬ সের, ঘৃত /৪ সের, কল্কার্থে রাস্না, বেড়েলা, ত্রিকটু ও গোক্ষুর, সমুদায় মিলিয়া /১ সের, যথাবিধি পাক করিয়া সেবনে পঞ্চবিধ কাসরোগ বিনষ্ট হয়।

বৃহৎ,—মূল, পত্র ও শাখাযুক্ত কণ্টকারীর কাথ ।৬ সের, ঘৃত /৪ সের, বেড়েলা, ত্রিকটু, বিড়ঙ্গ, শটী, চিতা, সচল-লবণ, যবক্ষার, বেলশুঁট, আমলকী, কুড়, শ্বেতপুনর্ণবা, বৃহতী, হরীতকী, যমানী, দাড়িম, ঋদ্ধি, দ্রাক্ষা, রক্তপুনর্ণবা, আতইচ, দুরালভা, আমরুল, কাঁকড়াশৃঙ্গী, ভুঁই আমলকী, বামুনহাটী, রাস্না ও গোক্ষুর, সমুদায় মিলিয়া /১ সের, এই সমস্তের কল্ক-সহ পাক করিয়া সেবন করিলে সর্ব্বপ্রকার কাসরোগ ও কফরোগ নিবারিত হয়।

ইহা ভিন্ন স্বরভেদ রোগাধিকারে একরূপ কণ্টকারী ঘৃত আছে, তাহা এইরূপ,—কণ্টকারী কণ্টকারীর রসের দ্বারা (অভাবে আটগুণ জলদ্বারা) কাথ করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে, বেড়েলা, গোক্ষুর ও ত্রিকটুর কল্কসহ ঘৃত পাক করিয়া পান করিলে স্বরভঙ্গ ও পঞ্চবিধ কাস বিনষ্ট হয়। রোগীর বলাবল দৃষ্টে ।০ অর্দ্ধতোলা হইতে ঘৃতের মাত্রা ব্যবস্থা করিবে। অনুপানও রোগীর অবস্থানুসারে, উষ্ণদুগ্ধ প্রভৃতি ব্যবস্থেয়।

কণ্টকার্য্যাদি (পুং) বৈদ্যকোক্ত জ্বরাধিকারের পাচন-বিশেষ। কণ্টিকারী, গুলঞ্চ, বামুনহাটী, শুঁট, দুরালভা, চিরাতা, রক্তচন্দন, মুথা, পল্‌তা ও কট্‌কী, সমুদায়ে ২ তোলা, অর্দ্ধসের জলে সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধপোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া পান করিলে পিত্ত, শ্লেষ্মা, জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, অরুচি, বমি, কাস, হৃদয় ও পার্শ্বের বেদনা নিবারিত হয়।

কণ্টকাল (পুং) কণ্টং কণ্টকব্যাপ্তং ফলং কালয়তি উৎপাদয়তি, কণ্ট-কল-নিচ্-অণ্। কণ্টকৈঃ কণ্টকাকীর্ণ-ফলৈ রলতি শোভতে, কণ্টক-অল-অচ্ ইতি বা। ১ কাঁটাল গাছ। ২ মাদার। (কণ্টকালস্তু পনসে মন্দারে। শব্দার্থ।)

কণ্টকালুক (পুং) কণ্টকৈ রলতি, কণ্টং কালয়তি বা, কণ্টক-অল্, কণ্ট-কল্ বা-উকঞ্। যবাস বৃক্ষ।

কণ্টকাশন (পুং) কণ্টকং অশ্নাতি, কণ্টক-অশ-ল্যু। উষ্ট্র, উট্।

কণ্টকাষ্ঠীল (পুং) কণ্টকঃ অষ্ঠীলেব যস্য, বহুব্রী। মৎস্য-বিশেষ; ইহার অপর নাম কুলিশ।

কণ্টকিত (ত্রি) কণ্টকো রোমাঞ্চো জাতোঽস্য, কণ্টক-ইতচ্। (তদস্য সংজাতং তারকাদিত্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬।) ১ রোমাঞ্চিত। ২ কণ্টকযুক্ত।

কণ্টকিনী (স্ত্রী) কণ্টকাঃ সন্ত্যস্যাঃ, কণ্টক-ইনি-ঙীপ্। ১ বার্ত্তাকী, বেগুন। ২ শোণঝিণ্টি। ৩ মধু খর্জ্জুরী।

কণ্টকিফল (পুং) কণ্টকি কণ্টকযুক্তং ফলং যস্য, বহুব্রী। ১ কাঁটালগাছ। ২ (কর্ম্মধা) কাঁটাল।

(কণ্টকিফলঃ পুমান্ পনসে স্যাৎ। শব্দাব্ধি।) [কাঁটাল দেখ।]

কণ্টকিল (পুং) কণ্টকো হস্ত্যস্য, কণ্টক-অস্ত্যর্থে ইলচ্। বাঁশবিশেষ, বেউড় বাঁশ।

কণ্টকিলতা (স্ত্রী) কণ্টকিনী চাসৌ লতাচেতি, কর্ম্মধা। শসার লতা।

কণ্টকী [ন্] (পুং) কণ্টকো হস্ত্যাস্তি, কণ্টক-ইনি। ১ মৎস্য। ২ খদিরবৃক্ষ। ৩ ময়নাগাছ। ৪ গোক্ষুরগাছ। ৫ বেউড় বাঁশ। ৬ কুলগাছ। ৭ কাঁটাল। ৮ (ত্রি) কাঁটাযুক্ত।

কণ্টকী (স্ত্রী) কণ্টক-অর্শ আদিত্বাৎ অচ্-ঙীষ্। বার্ত্তাকী বিশেষ; কাঁটাবেগুণ। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, রক্ত ও পিত্তপ্রকোপকর, কণ্ডু ও কচ্ছু-নাশক এবং দোষজনক। [বেগুন দেখ।]

কণ্টকীদ্রুম (পুং) কণ্টকী চাসৌ দ্রুমশ্চেতি, কর্ম্মধা (পৃষো-দরাদিত্বাৎ দীর্ঘঃ)। ১ খদিরবৃক্ষ। ২ (কণ্টকী এব দ্রুমঃ) বার্ত্তাকীবৃক্ষ।

কণ্টকীফল (পুং) কণ্টকী কণ্টকাচিতং ফলমস্য বহুব্রী (পৃষোদরাদিত্বাৎ) দীর্ঘঃ। কাঁটাল। [কাঁটাল দেখ।]

কণ্টকুরণ্ট (পুং) কণ্টঃ কণ্টকপ্রধানঃ কুরণ্টঃ মধ্যপদলো°। ঝিণ্টি, ঝাঁটি। [ঝিণ্টি দেখ।]

কণ্টতনু (স্ত্রী) কণ্টা কণ্টকান্বিতা তনুর্যস্যাঃ, মধ্যপদলো°। বৃহতী।

কণ্টদলা (স্ত্রী) কণ্টং কণ্টকাচিতং দলং যস্যাঃ, মধ্যপদলো। কেতকী ফুল।

কণ্টপত্র (পুং) ১ বিকঙ্কত বৃক্ষ, বঁইচগাছ। ২ শৃঙ্গাটক, শিঙ্গারা, পানিফল।

কণ্টপত্রক (পুং) কণ্টপত্র-স্বার্থে কন্। শৃঙ্গাটক, পানিফল।
(কণ্টপত্রকঃ শৃঙ্গাটকে। শব্দাব্ধি।)

কণ্টপত্রফলা (স্ত্রী) ব্রহ্মদণ্ডীবৃক্ষ।

কণ্টপাদ (পুং) বিকঙ্কত বৃক্ষ, বঁইচ।

কণ্টফল (পুং) কণ্টং কণ্টকান্বিতং ফলং, মধ্যপদলো°। ১ ছোট গোক্ষুর। ২ কাঁটাল। ৩ ধুতরা। ৪ লতাকরঞ্জ। ৫ তেজঃ-ফল। ৬ এরণ্ডফল। ৭ (বহুব্রী) ঐ সকল ফলের গাছ।

কণ্টফলা (স্ত্রী) কণ্টং কণ্টকাচিতং ফলং যস্যাঃ। দেবদালীলতা।

কণ্টল (পুং) কণ্টঃ অস্ত্যস্য, কণ্ট-অলচ্। কণ্টেন কণ্টকেন অলতি পর্য্যাপ্নোতি, কণ্ট-অল্-অচ্, ইতি বা। বাবলাগাছ; ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—বাবল, স্বর্ণপুষ্প ও সূক্ষ্মপুষ্প।

কণ্টবল্লী (স্ত্রী) কণ্টা কণ্টকান্বিতা বল্লী, মধ্যপদলো°। শ্রীবল্লীবৃক্ষ।

কণ্টবৃক্ষ (পুং) কণ্টঃ কণ্টকবহুলো বৃক্ষঃ, মধ্যপদলো°। তেজঃফলবৃক্ষ।

কণ্টাকারী (পুং) বিকঙ্কতবৃক্ষ, বঁইচ। (অথবিকঙ্কতে কণ্টাকারী পুংসি। শব্দাব্ধি।)

কণ্টাফল (পুং) কটি-ভাবে অপ্, কণ্টা কণ্টকোপলক্ষিতং ফলং যস্য। ১ কাঁটালগাছ। ২ (কর্ম্মধা) কাঁটাল।
(কণ্টাফলস্তু পনসে পুমান্। শব্দাব্ধি।

কণ্টার্ত্তগলা (স্ত্রী) নীলঝিণ্টি।

কণ্টালু (পুং) কণ্টায় কণ্টকায় অলতি পর্য্যাপ্নোতি, কণ্ট-অল্-উণ্। ১ বাঁশবিশেষ। ২ বৃহতী। ৩ বার্ত্তাকী। ৪ বাবলা।

কণ্টাহ্বয় (স্ত্রী) কণ্টং কণ্টকং আহ্বয়তে স্পর্দ্ধতে, কণ্ট-আ-হ্বে-ক। পদ্মের গেঁড়ো।

কণ্টী [ন্] (পুং) কণ্টঃ কণ্টকঃ অস্ত্যাস্তি, কণ্ট-ইনি। ১ কলায়। ২ অপামার্গ। ৩ খদির। ৪ গোক্ষুর।

কণ্ঠ (পুং) কণ্-ঠ (কণেষ্ঠঃ। উণ্ ১। ১০৫।) ১ গলদেশ, গ্রীবার সম্মুখভাগ। সুশ্রুতের মতে এইস্থানে ৪ খানি তরুণাস্থি ও মণ্ডলা নামক ৩টি অস্থিসন্ধি আছে। কণ্ঠনাড়ীর উভয়-পার্শ্বে ৪টি ধমনী, দুইটির নাম নীলা ও দুইটির নাম মন্যা; কোনরূপে সেই ধমনী বিদ্ধ হইয়া গেলে মূকতা, স্বরবিকৃতি ও রস গ্রহণশক্তি নষ্ট হইয়া যায়।

২ অনেকস্থলে গ্রীবার সমুদায় অংশও কণ্ঠ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। কণ্ঠব্যতীত গ্রীবার অন্যান্য অংশে কণ্ডরা ৪, কূর্চ্চ ১, অস্থি ৯, অস্থিসন্ধি ৮, স্নায়ু ৩৬, পেশী ৪, গ্রীবার উভয়পার্শ্বে সিরা ৪, তাহাদিগের নাম মাতৃকা; সেই সকল সিরা বিদ্ধ হইলে সদ্যঃ মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। (সুশ্রুত, শারীর।) গৌতমতন্ত্রের মতে কণ্ঠদেশে বিশুদ্ধ নামক ষোড়শ-স্বরযুক্ত, ধূমবর্ণ, মহাপ্রভাবিশিষ্ট ষোড়শদল পদ্মের অবস্থান।

("তদূর্দ্ধন্তু বিশুদ্ধাখ্যং দলষোড়শপঙ্কজম্।
স্বরৈঃষোড়শভির্যুক্তং ধূমবর্ণৈঃ মহাপ্রভম্।
বিশুদ্ধ পদ্মমাখ্যাতমাকাশাখ্য মহাদ্ভুতম্।")

৩ ধ্বনি, কণ্ঠের শব্দ। ৪ নিকট। ৫ মদনবৃক্ষ।
(কণ্ঠো গলে সন্নিধানে ধ্বনৌ মদনপাদপে। (উজ্জ্বলদত্ত।)
৬ হোমকুণ্ডের বাহিরে অঙ্গুলিপরিমিতস্থান।
("থাতাবাহোহঙ্গুলঃ কণ্ঠঃ সর্ব্বকুণ্ডেষ্বয়ংবিধিঃ।" তিথ্যাদিতত্ত্ব।)
৭ মুনি। ৮ কেন। (শব্দাব্ধি।)

কণ্ঠক (পুং) কণ্ঠ-স্বার্থে কন্। কণ্ঠ। [কণ্ঠ দেখ।]

কণ্ঠকূণিকা (স্ত্রী) কণ্ঠইব কণ্ঠধ্বনিরিব কূণয়তি, কণ্ঠ-কূণ-

ণ্বুল্-টাপ্, অত ইত্বম্। বীণা, কণ্ঠস্বরের ন্যায় ইহার স্বর অতি সুস্পষ্ট।

(বীণা পুনর্ঘোষবতী বিপঞ্চী কণ্ঠকূণিকা। হেম ২।২০১।)

কণ্ঠগত (ত্রি) কণ্ঠে গতঃ, ৭তৎ। ১ কণ্ঠস্থ। ২ কণ্ঠাগত।

কণ্ঠতলাসিকা (স্ত্রী) কণ্ঠতলে অর্থানাং কণ্ঠদেশে আস্তে, কণ্ঠতল-আস-ণ্বুল্-টাপ্-অত ইত্বং। অশ্বের গ্রীবাবেষ্টক চর্ম্ম-রজ্জু প্রভৃতি।

কণ্ঠদঘ্ন (ত্রি) কণ্ঠঃ পরিমাণমস্য, কণ্ঠ-দঘ্নচ্ (প্রমাণেদ্বয়সজ্ দঘ্নঞ্মাত্রচঃ। পা ৫।২।৩৭।) গল পরিমাণ।

কণ্ঠধান (পুং) দেশবিশেষ। (বৃহৎসংহিতা ১৪।২৬)

কণ্ঠনালী (স্ত্রী) কণ্ঠগতা নাড়ী, মধ্যপদলো° ভূস্ত লম্বম্। কণ্ঠ-দেশস্থিত স্থূলধমনী, ভুক্ত দ্রব্য এই নাড়ীদ্বারা অধোগত হয় এবং শব্দাদিও এই নাড়ীর দ্বারা নিঃসৃত হইয়া থাকে।

কণ্ঠনীড়ক (পুং) কণ্ঠে প্রাসাদবৃক্ষাদীনাং শিরোভাগে নীড়ং যস্য, কণ্ঠনীড়-কপ্। চিলপক্ষী। (কণ্ঠনীড়কো না চিল্লে। শব্দাব্ধি।)

কণ্ঠনীলক (পুং) কণ্ঠং ধারকস্য কণ্ঠাদিকমূর্দ্ধদেহং নীলয়তি স্বশিখা কজ্জলেন নীলবর্ণং করোতি, কণ্ঠ-নীল-ণিচ্-ণ্বুল্। ১ মসাল। ২ চিল্পাখী।

(কণ্ঠনীলকঃ চিল্লেপক্ষিণি চোল্কায়াম্। শব্দাব্ধি।)

কণ্ঠপাশক (পুং) কণ্ঠে পাশ ইব কায়তি প্রকাশতে, কণ্ঠ-পাশ-কৈ-ক। ১ হস্তীর গলবেষ্টন দড়ী। ২ কণ্ঠরজ্জু। কণ্ঠপাশকঃ। (হস্তিনাং কণ্ঠরজ্জৌচ কণ্ঠরজ্জৌ নিগদ্যতে। শব্দাব্ধি।)

কণ্ঠবন্ধ (পুং) কণ্ঠে বন্ধঃ, ৭তৎ। গলবন্ধন, গলার ফাঁস।

কণ্ঠভূষা (স্ত্রী) কণ্ঠস্য ভূষা অলঙ্কারঃ, ৬তৎ। গলদেশের অলঙ্কার, ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—গ্রৈবেয়, গ্রৈব, রুচক ও নিষ্ক।

কণ্ঠমণি (পুং) কণ্ঠে ধার্য্যো মণিঃ, মধ্যপদলো°। গলদেশে ধারণোপযোগী মণি, ইহার সংস্কৃত নামান্তর কাকল।

কণ্ঠমালা (স্ত্রী) কণ্ঠে ধার্য্যা মালা হারবিশেষঃ, মধ্যপদলো°। স্ত্রীলোকের কণ্ঠভূষণবিশেষ।

কণ্ঠরত্ন (ক্লী) কণ্ঠে ধার্য্যং রত্নম্, মধ্যপদলো°। কণ্ঠদেশে ধারণীয় রত্ন।

কণ্ঠলতা (স্ত্রী) কণ্ঠে লতা ইব, উপমি°। অশ্বের গলদেশস্থ রজ্জু প্রভৃতি।

কণ্ঠরোগ (পুং) কণ্ঠগতো রোগঃ, মধ্যপদলো°। কণ্ঠনালীর অভ্যন্তরজাত রোগসকল। মহর্ষি সুশ্রুতের মতে কণ্ঠনালীতে অষ্টাদশ প্রকার রোগ জন্মে; রোহিণী ৫ প্রকার, কণ্ঠশালূক, অধিজিহ্ব, বলয়, বলাস, একবৃন্দ, শতঘ্নী, শিলায়ু, গলবিদ্রধি, গলৌঘ, স্বরঘ্ন, মাংসতান এবং বিদারী।

রোহিণী—দূষিত বায়ু, পিত্ত, কফ ও রক্ত গলদেশস্থ মাংসকে দূষিত করিয়া মাংসাঙ্কুর উৎপাদন করে, তাহাতে কণ্ঠরোধ হয় ও শীঘ্র প্রাণ বিনাশ করে। ইহাকে রোহিণীরোগ বলে। বায়ু জন্য রোহিণীরোগে জিহ্বার চতুর্দ্দিকে অত্যন্ত বেদনাযুক্ত কণ্ঠরোধক মাংসাঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং রোগী স্তম্ভ প্রভৃতি বাতজনিত উপদ্রবসমূহে পীড়িত হইয়া থাকে। পিত্ত জন্য রোহিণীরোগে অতিশয় দাহ ও পাকযুক্ত মাংসাঙ্কুর শীঘ্র বাহির হয়। বিশেষতঃ রোগীর অত্যন্ত বেগবান্ জ্বর হইয়া থাকে। কফজন্য রোহিণীরোগে মাংসাঙ্কুর গুরু, স্থির ও বিলম্বে পাকে এবং কণ্ঠস্রোত রুদ্ধ হইয়া থাকে। সান্নিপাতিক রোহিণীরোগে উক্ত তিন দোষের লক্ষণ দেখা যায় এবং মাংসাঙ্কুর গম্ভীর-ভাবে পাকিয়া থাকে। এই রোগ চিকিৎসাসাধ্য নয়। রক্তজন্য রোহিণীরোগে জিহ্বামূল স্ফোটক দ্বারা ব্যাপ্ত হয় এবং পিত্তের সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়।

ভাবমিশ্র বলেন—ত্রৈদোষিক রোহিণীরোগে রোগীর জীবন সদ্য নষ্ট হয়; কফজ রোহিণী তিন রাত্রির মধ্যে, পৈত্তিক রোহিণী পাঁচ রাত্রির মধ্যে, এবং বাতজ রোহিণী সাত রাত্রির মধ্যে রোগীর জীবন হরণ করিয়া থাকে।

সাধ্য রোহিণীরোগে রক্তমোক্ষণ, বমন, ধূমপান, গণ্ডূষ-ধারণ এবং নস্য হিতকারক। বাতজ রোহিণীরোগে রক্ত-মোক্ষণ করিয়া সৈন্ধব দ্বারা প্রতিসারণ করিবে এবং অল্প গরম স্নেহ দ্বারা পুনঃ পুনঃ গণ্ডূষ ধারণ করিবে। পিত্তজ ও রক্তজ রোহিণীতে রক্ত মোক্ষণ করিয়া প্রিয়ঙ্গুচূর্ণ, চিনি ও মধু একত্র করিয়া ঘর্ষণ এবং দ্রাক্ষা ও ফল্সার কাথ দ্বারা কবল করিবে। কফজ রোহিণীরোগে আগারধূম (ঝোল), শুণ্ঠী, পিপ্পলী ও মরিচ চূর্ণ দ্বারা প্রতিসারণ করিবে।

কণ্ঠশালূক—কুপিত কফ দ্বারা কুলের আঁটির ন্যায়, কাষ্ঠবৎ বা শূকবৎ বেদনাজনক খর ও স্থির গ্রন্থি উৎপন্ন হইলে তাহাকে কণ্ঠশালূক কহে, এই রোগ শস্ত্রসাধ্য। এই রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া তুণ্ডিকেরী রোগের ন্যায় চিকিৎসা করিবে। স্নিগ্ধ যবান্ন অল্প পরিমাণে একবার ভোজন করাইবে।

অধিজিহ্ব—রক্তমিশ্রিত কফ কর্তৃক জিহ্বার উপর জিহ্বাগ্রের ন্যায় শোথ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে অধিজিহ্ব বলে। শোথ পাকিলে এই রোগ অসাধ্য হয়।

বলয়—শ্লেষ্মার দ্বারা গলনালীতে আয়ত ও উন্নত শোথ উৎপন্ন হইয়া ভুক্ত দ্রব্যের পথ রোধ করিলে তাহাকে বলয় রোগ বলে, এই রোগ অসাধ্য।

বলাস—শ্লেষ্মা ও বায়ু কর্তৃক গলদেশে বেদনাযুক্ত শোথ

জন্মিলে এবং রোগীর মর্ম্মচ্ছেদি দারুণ বেদনা উপস্থিত হইলে তাহাকে বলাসরোগ কহে, এই রোগ অসাধ্য।

একবৃন্দ—গলদেশে যে ফুলা গোল ও উন্নত হইয়া উঠে, দাহ ও কণ্ডুবিশিষ্ট এবং ভার ও কোমল বোধ হয়, তাহার নাম একবৃন্দ। এই রোগে রক্তমোক্ষণ করিয়া বিরেচনাদি দ্বারা শোধন করিবে।

বৃন্দ—রক্তপিত্ত জন্ত গোল ও অতিশয় উন্নত শোথ জন্মিয়া রোগীর অত্যন্ত জ্বর ও দাহ হইলে তাহাকে বৃন্দরোগ বলে, ইহাতে বেদনা হইলে বাতজ বলা যায়।

শতঘ্নী—গলনালীতে মোটা পলিতার মত, কঠিন, কণ্ঠরোধকারী, বাতজাদি ভেদে নানাপ্রকার বেদনাযুক্ত অথচ মাংসাঙ্কুরের দ্বারা অধিক ব্যাপ্ত শোথ উৎপন্ন হয় এবং তাহাতে নানাপ্রকার যাতনা উপস্থিত হইলে তাহাকে ত্রিদোষ জন্ত শতঘ্নী রোগ কহে। এই রোগে রোগী প্রায়ই বাঁচে না।

শিলায—যে রোগে দূষিত কফ ও রক্ত হইতে গলার ভিতর আমলকীর আঁঠির মত স্থির ও অল্প বেদনাযুক্ত গ্রন্থি জন্মে, ভুক্ত দ্রব্য সংলগ্ন বলিয়া বোধ হয়, তাহাকে শিলায রোগ বলে, এই রোগ শস্ত্রসাধ্য। সুশ্রুতমতে ইহার নাম গিলায়ু রোগ।

গলবিদ্রধি—সমস্ত গলদেশ ফুলিয়া উঠিলে, এবং তাহাতে নানাপ্রকার যাতনা হইলে তাহাকে গলবিদ্রধি কহে। এই রোগ যদি মর্ম্মস্থানগত না হয় অথচ সুপক্ক হয়, অস্ত্রদ্বারা ছেদন করিবে।

গলৌঘ—কফ ও রক্ত জন্ত গলদেশ অত্যন্ত ফুলিয়া অন্ননালী বা জলপ্রবেশের পথ রোধ করিলে এবং তাহাতে বায়ুর গতি নষ্ট ও তীব্র জ্বর হইলে গলৌঘ রোগ বলে।

স্বরঘ্ন—এই রোগে রোগী মূর্চ্ছিত হয়, সর্ব্বদা শ্বাস ত্যাগ করে, স্বরভঙ্গ ও কণ্ঠ শুষ্ক হয় (রোগী কিছু চিনিতে পারে না) এবং শ্বাসের পথ আবৃত হয়।

মাংসতান—এই রোগে গলদেশের ফুলা ক্রমে বাড়িয়া কণ্ঠনালী প্রায় রোধ করে এবং ফুলা বিস্তৃত, অতি ক্লেশদায়ক ও লম্বমান্ হয়। ইহাতে রোগী বাঁচে না।

বিদারী—এই রোগে পিত্তের প্রকোপ জন্ত গলদেশে ও মুখে তাম্রবর্ণ দাহ ও বেদনাযুক্ত ফুলা হয়, উহা হইতে দুর্গন্ধযুক্ত পচা মাংস খসিয়া পড়ে, রোগী যে পার্শ্বে অধিক শয়ন করে, সেই পার্শ্বেই এই রোগ জন্মে।

সাধারণতঃ কণ্ঠরোগ মাত্রেই,—১। দারুহরিদ্রা, নিমছাল, শালবৃক্ষ, ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্যের কাথ পান করিবে, অথবা হরীতকীর কষায় মধুসংযুক্ত করিয়া পান করিবে। ২। কটকী, আতইচ, দেবদারু, আকনাদি, মুথা ও ইন্দ্রযব, এই সকল দ্রব্যের কাথ করিয়া গোমূত্রের সহিত পান করিবে। ৩। পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চৈ, চিতা, শুঁট, সাজিমাটী, যবক্ষার এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ করিয়া ব্যবহার করিবে। ৪। মনঃশিলা, যবক্ষার, হরিতাল, সৈন্ধব ও দারুহরিদ্রা, এই সকলের চূর্ণ মধু ও ঘৃতের সহিত মুখে ধারণ করিলে, মুখরোগ ও গলরোগ বিনষ্ট হয়। ৫। যবক্ষার, গজপিপ্পলী, আকনাদি, রসাঞ্জন, দেবদারু, হরিদ্রা ও পিপ্পলী এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া মধুর সহিত গুড়িকা করিবে, এই গুড়িকা মুখে ধারণ করিলে গলরোগ নিবারিত হয়। ৬। বেলমূলের ছাল, সোণামূলের ছাল, গাম্ভারীর ছাল, পারুলের ছাল, গণিয়ারী, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী ও গোক্ষুর এই দশমূলের কাথ ঈষদুষ্ণ থাকিতে পান করিবে। (চক্রদত্ত।)

য়ুরোপীয় চিকিৎসকদিগের মতে কণ্ঠরোগ নানাপ্রকার। তন্মধ্যে সামান্য কণ্ঠশোথ (Simple Sore throat), ক্ষতযুক্ত কণ্ঠশোথ (Ulcerated Sore throat), গলগ্রন্থিপ্রদাহ (Quinsy or Tonsilitis), সাংঘাতিক কণ্ঠশোথ (Malignant Sore throat), সান্নিপাতিক কণ্ঠরোগ (ত্বক্ছাদন) বা ডিফ্‌থিরিয়া (Diphtheria)

কণ্ঠশোথ হইলে কণ্ঠে প্রদাহ, গিলিতে কষ্টবোধ, শ্বাস ফেলিতে কষ্ট, কণ্ঠস্বরের পরিবর্ত্তন ও জ্বর হয়। প্রথমে বাধা না পাইলে ক্রমে বাড়িয়া উঠে, জিহ্বা ফোলে এবং খারাপ হইয়া থাকে। গলগ্রন্থি রক্তবর্ণ, গলদেশের পশ্চাতে ছোট ছোট পীতবর্ণ ফুলা হয়। তৃষ্ণা, নাড়ী প্রবল, কখন গাল ফুলিয়া রক্তবর্ণ হয়। চক্ষু জ্বলে, রোগ বৃদ্ধি হইলে চিত্তবিভ্রম ঘটে। যতই রোগ বাড়ে, গলগন্থিও তত ফুলিয়া উঠে, তাহাতে পূয জন্মে। স্ফোটক ফাটিয়া গেলে আরাম বোধ হয়। কখন কখন ফাটিবার পর গ্রন্থিতে আবার পূর্ব্ববৎ ফুলিয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার চিকিৎসা করা চাই, নহিলে সাঙ্ঘাতিক হইয়া উঠে, এরূপস্থলে কঠিন জ্বর হয়।

সামান্য কণ্ঠশোথে হোমিওপাথিক চিকিৎসা বিশেষ উপকারী।

ভিজার পর ঠাণ্ডা লাগিয়া সামান্য কণ্ঠশোথ হইলে ডাল্‌কামরা। বায়ু পরিবর্ত্তন দ্বারা হইলে গেলসেমিনম্। জ্বরের সঙ্গে শীত বোধ হইলে একোনাইট্। কণ্ঠবেদনা, কণ্ঠশুষ্ক, শিরঃপীড়া এবং মুখ লাল হইলে বেলেডোনা। কণ্ঠ আড়ষ্ট, গিলিতে কষ্ট ও কফ বাহির হইতে থাকিলে মার্কুরিয়াস্।

ক্ষতযুক্ত কণ্ঠশোথে প্রথমে বেলেডোনা। ছোট, পাংশুবর্ণ

অথচ অনিষ্টদায়ক ক্ষত হইলে এসিড নাইট্রিক। দুর্গন্ধ ও ধাতুদৌর্ব্বল্য ঘটিলে ব্যাপ্‌টিসিয়া, কার্ব্বো-ভেজিটেব্‌লিস্।

গলগ্রন্থিপ্রদাহ (Tonsilitis)—গলদেশে কোনস্থানে প্রদাহ হইলে এই রোগ জন্মে। এই রোগও নানাপ্রকার। স্তন্যপায়ী শিশুসন্তানের এই রোগ বড় একটা হয় না। পাঁচ হইতে দশ বর্ষের সময় হইতে এই রোগ অধিক দেখা যায়। আবার পঞ্চাশ বর্ষের সময়ও এই রোগ জন্মে। এই রোগ সকল ঋতুতেই হয়, বিশেষ শীতকালে প্রবল হইয়া থাকে। শীতল বা হিম, আর্দ্র বা দূষিত বায়ুসেবন, শীত, পৈত্রিক দোষ প্রভৃতি কারণে এই রোগ জন্মে। যাহাকে দেখিতে ভাল, এরূপ লোককেই এই রোগ প্রায় আক্রমণ করে। গণ্ডমালা-রোগ আরাম হইবার পরও কখন কখন এই রোগ হইতে দেখা যায়। এই রোগ জন্মিবার পূর্ব্বে রোগী বেশ সুস্থ অবস্থায় থাকে, কখন কখন সামান্য পেটের গোলমাল হয়। এই রোগ হইলে শীতবোধ, কম্পন, চর্ম্মে উত্তাপ, উত্তেজিত নাড়ী, তৃষ্ণা, শিরঃপীড়া অথবা ক্ষুধামান্দ্য, অসুখবোধ, প্রত্যঙ্গে ব্যথা বা শোথ এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পায়। ঢোক গিলিতে কষ্ট হয়, যেন গলদেশে কিছু চাপান হইয়াছে এরূপ বোধ হইয়া থাকে। দুই এক ঘণ্টার মধ্যে সামান্য হইতে অতি দারুণ যন্ত্রণা, প্রদাহ ও গিলিবার ইচ্ছা হয়। ঢোক গিলিবার সময় কখন কখন এত কষ্ট হয় যে তখন আক্ষেপ পর্য্যন্ত ঘটিয়া থাকে। কাসি, ছেপ বা কফ ফেলিবার ইচ্ছা, কণ্ঠে দোষের সঞ্চার, কষ্টে শ্বাসপ্রশ্বাস, কণ্ঠ হইতে ঘড়ঘড়ে আওয়াজ, কখন কখন রোগ কঠিন হইলে এককালে স্বররোধ হয়। কোন কোন স্থলে গলার ফুলা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে, নিশ্বাস ফেলিবার সময় বেদনাবোধ, কখন কখন শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয়। এই রোগ অতি পীড়াদায়ক, সচরাচর সাত দিন হইতে চৌদ্দ দিন পর্য্যন্ত থাকে।

ফুলা কাটিয়া না দিলে কথা কহিবার সময়, বমি করিবার সময় অথবা কাসিবার সময় কাটিয়া যায়। ঘুমের সময়ও কাটিয়া থাকে, এ অবস্থায় ফাটিলে রোগী অধিক কষ্ট ভোগ করে না, ঘুম ভাঙ্গিলে রোগী অনেকটা সোয়াস্তি বোধ করে। ৫।৭ দিনের মধ্যে ভাল হয়। শ্বাসবদ্ধ হইলে মৃত্যুর ভয়, নচেৎ নয়।

চিকিৎসা—রোগের প্রথম অবস্থায় একটি পাত্রে গরম জলে খানিকটা কর্পূর ও আধ ছটাক ভিনিগার রাখিয়া হাঁ করিয়া তাহার উত্তাপ গ্রহণ করিবে। ঘুম লাগিয়া যদি কোন কারণে অধিক কাসি হয়, তবে শয়নকালে মৃদুবিরেচক এবং প্রাতঃকালে ভেদক ঔষধ প্রয়োগ করিবে, গরম জলে লবণ ও রাইসরিষা মিশাইয়া তাহাতে হাত পা ডুবাইয়া রাখিবে। পূর্ব্বে এই রোগ হইলে চিকিৎসকেরা ফুলা কাটিয়া দিতেন। আবার কেহ কস্টিক্ দিয়া পোড়াইয়া দিতেন। তাহাতেও অনিষ্ট ভাবিয়া কেহ কেহ অস্ত্রচিকিৎসা দ্বারা রক্ত নিঃসারণ করিয়া থাকেন। দুর্ব্বল, মদ্যভোজী, অথবা অসুস্থ ব্যক্তির এই রোগ হইলে রোগী বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এরূপ অবস্থায় রক্ত নিঃসারণ করিবে না। সহজ উপায়ে চিকিৎসা করিবে। ২ ড্রাম লুনার কস্টিক ২ ঔন্স চোঁয়ান জলে মিশাইয়া তুলি দিয়া সাবধানে প্রলেপ দিবে। দিবসে ডিকক্সন্ অব সিন্‌কোনা, টিঞ্চর সিন্‌কোনা এবং এসেটেট্ অব আমোনিয়া প্রয়োগ করিবে। এই ঔষধটি কিয়ৎকাল কণ্ঠে রাখিয়া তৎপরে গিলিতে দিবে। কেহ কেহ এই রোগে পদতল বিদ্ধ করিয়া রক্ত বাহির করিয়া থাকেন।

হোমিওপ্যাথিমতে—এই রোগে বেলেডোনা, মার্কুরিয়াস্, হেপার, আর্সেনিক, সাইলেসিয়া প্রভৃতি প্রয়োগ করা যায়।

দুগ্ধপোষ্য শিশুদিগের একপ্রকার কণ্ঠশোথ হয় তাহাকে ইংরাজীতে থ্রস্ (Thrush) ও বাঙ্গালায় কোন কোন চিকিৎসক ছায় বলেন। এই রোগে মুখ মধ্যে একপ্রকার ক্ষোড়ক জন্মে। মুখে প্রথমে ছোট ছোট সাদা দাগ হয়, তাহা দেখিতে বাতির ফোঁটার মত। রোগীর জ্বর বোধ, তন্দ্রা, উদরাধ্মান, শূলব্যথা, অজীর্ণ রোগ প্রভৃতি লক্ষণ প্রকাশ পায়। শিশু স্তন্যপান করিতে অত্যন্ত কষ্ট বোধ করে। চটচটে ও সবুজ ভেদ হয়। এই রোগে মধু দিবে। ২ ভাগ কার্ব্বনেট অব সোডা ও ১ ভাগ গ্রে পাউডার মিশাইয়া দুই গ্রেণ হইতে পাঁচ গ্রেণ পর্য্যন্ত প্রত্যহ তিনবার খাইতে দিবে। লাইম ওয়াটার, বিস্‌মথ্, চক্ ইত্যাদিও উপকারক।

হোমিওপ্যাথিমতে—নরম তুলি দিয়া বোর্‌যাক্স বাহ্য প্রয়োগ করিবে। অধিক পরিমাণে কফ নির্গত হইলে অথবা ক্ষত হইলে মার্কুরিয়াস্, পরে সাল্‌ফার দিবসে ও রাত্রে খাওয়াইবে। অধিক দুধ তুলিলে বা অম্ল হইলে পলসাটিলা বা নক্স দিবে। রোগ কঠিন হইয়া উঠিলে ছয় কিম্বা বার ঘণ্টা অন্তর প্রথমে আর্সেনিকম্, পরে এসিড নাইট্রিক্ প্রয়োগ করিবে।

সাঙ্ঘাতিক কণ্ঠশোথ (বিদারী)—এই রোগ সচরাচর শরৎকালের প্রারম্ভে দেখা দেয়, ইহা বহুব্যাপী ও সংক্রামক। ইহার লক্ষণ—শীত, কম্পন, তাপ, দৌর্ব্বল্য, হৃদয়ে বেদনা, বমন, ভেদ, চক্ষু জলময় ও আলাযুক্ত, ওষ্ঠ খুব রক্তবর্ণ, নাড়ী দুর্ব্বল ও গোলমেলে, জিহ্বা শ্বেতবর্ণ। গিলিতে অতি কষ্ট বোধ, কণ্ঠ লাল হইয়া ফোলে। কণ্ঠের উপর নানা আকারে

নালি বা উৎপন্ন হয়। কখন কখন ঐ নালি উপরে নাসিকা এবং নীচে নলী পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। প্রথম হইতে শরীর অবসন্ন হইয়া পড়ে। রোগী মধ্যে মধ্যে এলোমেলো বকে, নিশ্বাসে খারাপ গন্ধ এবং রোগী দুর্গন্ধ অনুভব করে। গলিতাবস্থা উপস্থিত হইলে কম্পন, নাড়ী দুর্ব্বল, মুখ বসিয়া পড়ে, কঠিন ভেদ, নাক ও মুখ দিয়া রক্তপাত—এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইলে রোগ সাঙ্ঘাতিক জানিবে।

চিকিৎসা—এই রোগের প্রথম হইতে অধিক জ্বর হইলে দুই ঘণ্টা অন্তর একোনাইট। তৎপরে বেলেডোনা। মুখে বিস্বাদ ও দুর্গন্ধ, গাঢ় কফযুক্ত, গলগ্রন্থি নালিযুক্ত হইলে, শীতবোধ, কম্পন, মধ্যে গা গরম এবং রাত্রিতে ঘাম হইলে দুই ঘণ্টা অন্তর মার্কুরিয়াস্। রোগ অত্যন্ত কঠিন হইলে রস। এ ছাড়া সাল্‌ফার, সাইলিসিয়া, আর্সেনিক, এসিড নাইটিক্ প্রভৃতি প্রয়োগ করা যায়।

ত্বক্‌ছাদন (Diphtheria)—কণ্ঠের মধ্যে শ্লৈষ্মিকঝিল্লির উপর প্রদাহজনিত কৃত্রিম ঝিল্লি (False membrane) জন্মে; এই কণ্ঠরোগকে ডাক্তারেরা ডিফ্‌থিরিয়া বলেন। (অপর নাম Cynanche Maligna বা Angina Maligna)। এই রোগ ১ বর্ষ হইতে ৮ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত শিশুদিগের প্রায় হইতে দেখা যায়। বাহ্য বায়ুর দোষে, এবং শরীরের রক্ত দূষিত হইয়া এই রোগ জন্মে। কৃত্রিম ঝিল্লি গলগ্রন্থি বা তালুতে প্রথমে উৎপন্ন হয়; কখন তালুমূলে, কখন শ্বাসনলী (Larynx and Trachea) পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। শ্বাসনলীতে এই রোগ জন্মিলে মৃত্যু অনিবার্য্য।

লক্ষণ—কণ্ঠের ভিতরে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি ফুলা ও রক্তবর্ণ দেখায়। সহজ পীড়াতে জ্বর, গলায় অল্প বেদনা, গ্রীবার গ্রন্থি কিছু ফুলিয়া উঠে ও ঢোক গিলিতে কষ্ট হয়। স্বরভঙ্গ, নাসারন্ধ্রে শব্দ, অল্প অল্প শ্বাসও হইয়া থাকে। হৃদ্‌পিণ্ড অসাড় হইলে সহজেই মৃত্যু ঘটিতে পারে। কণ্ঠের স্থানবিশেষ আক্রমণকালে রোগের লক্ষণও বিভিন্ন হয়। যথা—১ নাসাত্বক্‌ছাদন (Nasal Diphtheria), কোন কোন চিকিৎসকের মতে এই রোগ নাসা হইতে জন্মিয়া গলদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, কিন্তু সচরাচর গলদেশ হইতেই নাসিকায় ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। এই রোগে শ্বাসরোধের সম্ভাবনা, রোগী প্রায়ই বাঁচে না। ২ ত্বক্‌ছাদনিক কাশ (Diphtheric Croup)—এই রোগে ঘড়ঘড়ে কাশের লক্ষণ লক্ষিত হয়, ইহা সাংঘাতিক। ৩ বহিস্ত্বক্‌ছাদন (Cutaneous Diphtheria)—সচরাচর কণ্ঠ রোগ হইবার পর অঙ্গের যে স্থানে ক্ষত থাকে বা ক্ষত হয়, উহাতে কৃত্রিম ঝিল্লি জন্মিতে দেখা যায়।

রোগ সহজ হইলে আট দিনের বেশী থাকে না। কঠিন হইলে ১ পক্ষ থাকে। শ্বাসপ্রশ্বাসের পথ রুদ্ধ হইলে দুই দিনের মধ্যেই মৃত্যু ঘটে।

চিকিৎসা—২ ড্রাম কষ্টিক্ ৬ ড্রাম চোয়ান জলে দ্রব করিয়া প্রাতে ও সন্ধ্যায় তুলি দিয়া গলার ভিতর লাগাইবে। কেহ কেহ ষ্ট্রং হাইড্রোক্লোরিক এসিড ১০ গুণ জলে মিশাইয়া প্রলেপ দিতে বলেন। শিশু কুলকুচ করিতে জানিলে ১ ড্রাম টিঞ্চর ফেরিমিউরিয়স্ ৪ ঔন্স জলে মিশাইয়া ব্যবহার করা যায়। জ্বরের সময় ১ ফোঁটা টিঞ্চর একোনাইট ১ ঔন্স জল দিয়া তাহার অর্দ্ধ ড্রাম ২ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে।

হোমিওপ্যাথী—অধিক জ্বর, অবসন্নতা, অঙ্গপ্রত্যঙ্গে ব্যথা ও শিরঃপীড়া থাকিলে একোনাইট, ১ বা অর্দ্ধ ঘণ্টা অন্তর। কণ্ঠ ও গলগ্রন্থি ঘোর লাল, ফুলার চারিদিকে বিজকুড়ি হইলে এবং গলা হইতে স্বেদ নির্গত হইলে, গন্ধযুক্ত কফ জমিলে মার্কুরিয়াস্, ১ ঘণ্টা অন্তর। এ ছাড়া আর্সেনিক, হাইড্রেষ্টিস্ প্রয়োগ করা যায়।

কণ্ঠশুণ্ডী (স্ত্রী) তালুগত মুখরোগ বিশেষ;—দূষিত কফ ও রক্ত তালুমূলে দীর্ঘাকৃতি অথচ বায়ুপূর্ণ ভিস্তির ন্যায় যে শোথ উৎপাদন করে, তাহার নাম কণ্ঠশুণ্ডী। এই রোগে পিপাসা, কাস ও শ্বাস উপস্থিত হয়। কণ্ঠশুণ্ডী, গলশুণ্ডী ও তালুশুণ্ডী প্রভৃতি ইহার নামান্তর দৃষ্ট হয়। (ভাবপ্রকাশ।)

চিকিৎসা—১। গলশুণ্ডীরোগে শোথ ছেদন করিয়া, ত্রিকটু, বচ, মধু ও সৈন্ধব, অথবা কুড়, মরিচ, সৈন্ধবলবণ, পিপুল, আকনাদি ও গুগ্‌গুলু এই সকল দ্রব্য দ্বারা ঘর্ষণ করিবে। ২। উক্ত ঔষধ সকল ঘৃতসহ ঘর্ষণ করিবে এবং নাসিকার সমীপবর্ত্তী স্থান হইতে রক্ত মোক্ষণ করিবে। ৩। সিউলী গাছের মূল চর্ব্বণ করিলে গলশুণ্ডী রোগ বিনষ্ট হয়। ৪। আতইচ, আকনাদি, রাস্না, কটকী ও নিমছাল এই সকল দ্রব্যের কাথ করিয়া কবল করিলে গলশুণ্ডী নিবারিত হয়। (চক্রদত্ত।)

কণ্ঠসজ্জন (ক্লী) কণ্ঠে সজ্জনম্ ৭তৎ। কণ্ঠে লগ্ন হইয়া আলিঙ্গন।

কণ্ঠসূত্র (ক্লী) কণ্ঠে সূত্রইব উপমিং। ১ মালা। ২ আলিঙ্গন বিশেষ।

"যং কুর্ব্বতে বক্ষসি বল্লভস্য স্তনাভিঘাতং নিবিড়োপঘাতাৎ।
পরিশ্রমার্ত্তাঃ শনকৈর্ব্বিদগ্ধাস্তৎকণ্ঠসূত্রং প্রবদন্তি তজ্জ্ঞাঃ॥"

রতিশাস্ত্র।

কণ্ঠস্থ (ত্রি) কণ্ঠে তিষ্ঠতি, কণ্ঠে-স্থা-ক। মুখস্থ, যাহা অত্যন্ত অভ্যাস করা হইয়াছে।

কণ্ঠস্থালী। চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত একটি প্রাচীন মহাগ্রাম। (ব্রহ্মখণ্ড ১৩। ১৬) [চন্দ্রদ্বীপ দেখ।]

কণ্ঠা (দেশজ) ১ কণ্ঠদেশস্থ হাড়। ২ মৎস্যের কণ্ঠদেশ।

কণ্ঠাগত (ত্রি) কণ্ঠে আগতঃ, ৭তৎ। বহির্গমনোন্মুখ, কণ্ঠে উপস্থিত।

"পঞ্চপ্রাণ কণ্ঠাগত হল তার আসি।
বিধাতা কাতর দেখি প্রভু ব্রহ্মরাশি॥"

দুঃখীশ্যাম—গোবিন্দমঃ ৬১।

কণ্ঠাগ্নি (পুং) কণ্ঠে কণ্ঠাভ্যন্তরে অগ্নিঃ পাচকাগ্নির্যস্য, বহুব্রী। পক্ষী, ইহাঁদের আহার গলাধঃকরণ হইলেই পরিপাক হইয়া যায়।

কণ্ঠাভরণ (ক্লী) কণ্ঠে ধার্য্যং আবরণম্, মধ্যপদলো°। গলদেশের অলঙ্কার।

কণ্ঠার। স্বর্ণভূমির উত্তরস্থিত একটি মহাগ্রাম। ভবিষ্যোক্ত ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে—"দুর্গা দুর্গাসুরের মস্তক ছেদন করিয়া পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা তাহার কণ্ঠ এইখানে নিক্ষেপ করেন। দুর্গাসুরের কণ্ঠ এখানে পতিত হইয়াছিল বলিয়া এই স্থানের নাম কণ্ঠার হয়। কলিকালে এখানে ভূমিহার ও রাজপুত জাতিরা বাস করিবে। রাজপুত জাতির সহিত যবনদিগের যুদ্ধ হইবে। কণ্ঠারবাসীরা গ্রামে আগুন লাগাইয়া পলায়ন করিবে।" (ব্রহ্মখণ্ড ৫৬। ৩৯-৪১)

কণ্ঠাল (পুং) কঠি-আলচ্। ১ শূল। ২ যুদ্ধ। ৩ নৌকা। ৪ খন্তা। ৫ উষ্ট্র। ৬ গুণ, দড়ীবিশেষ। ৭ বৃক্ষবিশেষ।

কণ্ঠালা (স্ত্রী) কণ্ঠাল-টাপ্। ১ জালের দড়ী। ২ বামুনহাটী। (শব্দাব্ধি)। দ্রোণিবিশেষ। (কণ্ঠালা তু দ্বয়োর্দ্রোণীপ্রভেদে না ক্রমেলকে। মেদিনী।)

কণ্ঠিকা (স্ত্রী) কণ্ঠে ভূষ্যতয়া অস্ত্যস্যাঃ, কণ্ঠ-ঠন্-টাপ্। কণ্ঠাভরণবিশেষ, একনরী মালা। (হারা যষ্টিভেদাদেকাবল্যেকযষ্টিকা, কণ্ঠিকাপি। হেম ৩। ৩২৬।)

কণ্ঠী (স্ত্রী) কণ্ঠ-অস্ত্যর্থে ঙীপ্। ১ গলদেশ। ২ অশ্বের গলবেষ্টন করিবার চর্ম্মদড়ী প্রভৃতি।

কণ্ঠীধারী (দেশজ) ১ মালাধারী। ২ হিন্দু। ৩ বৈষ্ণব।

কণ্ঠীরব (পুং) কণ্ঠ্যাং রবো যস্য, বহুব্রী। ১ সিংহ। ২ মত্তহস্তী। ৩ পায়রা, কপোত।

কণ্ঠীরবী (স্ত্রী) কণ্ঠীরব-ঙীষ্। বাসকবৃক্ষ। [বাসক দেখ।]

কণ্ঠীল (পুং) [কণ্ঠাল দেখ।]

কণ্ঠেকাল (পুং) কণ্ঠে কালঃ বিষপানজো নীলিমা যস্য অলুক্‌সমা°। মহাদেব। (কণ্ঠেকালঃ শঙ্করো নীলকণ্ঠঃ শ্রীকণ্ঠোগ্রৌ ধূর্জটি র্ভীমভর্গৌ। হেম ২। ১০৯।)

কণ্ঠ্য (ত্রি) কণ্ঠে ভবঃ, কণ্ঠ-শরীরাবয়বত্বাৎ যৎ (যতোহনাবঃ। পা ৬। ১। ২১৩।) ১ গলদেশজাত। ২ কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত বর্ণ সকল। "। অকুহবিসর্জনীয়ানাং কণ্ঠঃ। সি° কৌ°। অ আ অ ক খ গ ঘ ঙ হ এই কয়েকটি বর্ণকে কণ্ঠ্যবর্ণ কহে। ৩ কণ্ঠায় কণ্ঠস্বরায় হিতম্, যৎ। কণ্ঠস্বরের উপকারী।

(যবকোলকুলত্থানাং যূষঃ কণ্ঠ্যোহনিলাপহঃ। সুশ্রুত।)

কণ্ঠ্যবর্ণ (পুং) কণ্ঠ্যশ্চাসৌ বর্ণশ্চেতি কর্ম্মধা। অ আ অ ক খ গ ঘ ঙ হ এই কয়েকটি কণ্ঠ্যবর্ণ।

কণ্ডন (ক্লী) কডি ভাবে ল্যুট্ ইদিত্বাৎ নুম্। ১ চাউল নির্ম্মল করা, কাড়া। ২ (কর্ম্মণি ল্যুট্) চাউল হইতে যে অপরিষ্কার গুঁড়া বাহির করা হয়, কুঁড়ো।

("ক্রিয়াং কুর্য্যাৎ ভিষক্ পশ্চাৎ শালীতণ্ডুলকণ্ডনৈঃ।" সুশ্রুত।)

কণ্ডনী (স্ত্রী) কণ্ড্যন্তে তুষাদিরপনীয়ন্তে অনয়া, কডি-করণে ল্যুট্, ইদিত্বাৎ নুম্। উদূখল, উখলি।

কণ্ডরা (স্ত্রী) কডি অরন্ ইদিত্বাৎ নুম্ টাপ্ চ। ১ মহানাড়ী। ২ মহাস্নায়ু। মহর্ষি সুশ্রুতমতে—সর্ব্বাঙ্গে ১৬টি কণ্ডরা আছে; তন্মধ্যে হস্তে ৪, পদে ৪, গ্রীবাদেশে ৪ ও পৃষ্ঠদেশে ৪। এই সকল কণ্ডরা দ্বারা শরীর আকুঞ্চন ও প্রসারণ করিতে পারা যায়। হস্ত ও পদগত কণ্ডরার প্ররোহ বা প্রান্তসীমা নখ, গ্রীবা ও হৃদয়বন্ধনীর অধোগত কণ্ডরাগণের প্ররোহ মেঢ্র, পৃষ্ঠনিবদ্ধ কণ্ডরাগণের প্ররোহ নিতম্ব, মস্তক, উরু, বক্ষ, অক্ষ ও স্তনপিণ্ড। (ভাবপ্রকাশ।)

বাহুপৃষ্ঠ হইতে অঙ্গুলি পর্য্যন্ত যে সকল কণ্ডরা আছে, তাহা বাতপীড়িত হইলে বাহুদ্বয়ের কার্য্য বিনষ্ট হয়, এই রোগের নাম বিশ্বাচী।

কণ্ডরীক (পুং) সপ্তজাতিস্মর মধ্যে বিপ্রবিশেষ। (হরিবংশ)

কণ্ডাগ্নি (পুং) পক্ষী।

কণ্ডানক (পুং) মহাদেবের অনুচর।

কণ্ডিকা (স্ত্রী) কডি-ণ্বুল্-টাপ্। বেদের একদেশ, অধ্যায় প্রপাঠক প্রভৃতির অন্তর্গত ব্রাহ্মণ বাক্যসমূহ।

কণ্ডু (পুং) ঋষিবিশেষ, ইহাঁর পিতার নাম কণ্ড। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—কোন সময়ে কণ্ডুমুনি গোমতী তীরে উৎকট তপস্যা আরম্ভ করেন, ইন্দ্র তাহাতে ভীত হইয়া প্রম্লোচা নাম্নী অপ্সরাকে তাঁহার তপোভঙ্গের জন্য পাঠাইয়া দেন। মুনিও তাহার রূপলাবণ্য এবং হাবভাব দর্শনে বিমোহিত হইয়া তপস্যা পরিত্যাগপূর্ব্বক বহুকাল তাহার সহিত একত্রে অতিবাহিত করিলেন। বহুকাল পরে একদিন সন্ধ্যাকালে কণ্ডু সন্ধ্যাবন্দনা করিতে ইচ্ছা করিলেন, প্রম্লোচা তাহার কথা শুনিয়া উপহাস করিয়া উঠিল।

তাহাতে তাঁহার মোহ বিদূরিত হইল, তিনি পুনর্ব্বার পুরুষোত্তমে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া তপস্যা দ্বারা মুক্তিলাভ করিলেন। ২ (স্ত্রী) কণ্ডয়তি শরীরং, কণ্ড-কু (মৃগয্বাদয়শ্চ। উণ্ ১।৩৮।) একপ্রকার চুল্‌কানি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কাবিশেষ। [চুল্‌কণা দেখ।]

কণ্ডুক (পুং) কণ্ডু-কন্। ১ কণ্টক। ২ কণ্ডু।

কণ্ডুর (পুং) কণ্ডুং রাতি দদাতি, কণ্ডু-রা-ক-(আতোঽনুপসর্গে। পা ৩।২।৩।) পৃষোদরাদিত্বাৎ হ্রস্বঃ। ১ করলা লতা। ২ কুন্দর তৃণ।

কণ্ডুরা (স্ত্রী) কণ্ডুর-টাপ্। ১ শূকশিম্বী, আল্‌কুশী। ২ অত্যম্লপর্ণী।

কণ্ডূ (স্ত্রী) কণ্ডূয়-সম্পদাদিত্বাৎ ক্বিপ্, অলোপো যলোপশ্চ। ১ চুল্‌কানি। ২ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিড়কাবিশেষ। ইহার সংস্কৃত-পর্য্যায়,—খর্জ্জু, কণ্ডূয়া, কণ্ডূতি ও কণ্ডূয়ন।

চিকিৎসা,—দূর্ব্বা ও হরিদ্রা একত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কণ্ডু, পামা, দদ্রু, শীতপিত্ত প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়।

গুঞ্জাফল (কুঁচ) ও ভৃঙ্গরাজের রসের সহিত তৈল পাক করিয়া, সেই তৈল অভ্যঙ্গে কণ্ডু, দারুণ, কুষ্ঠ ও কাপাল রোগ বিনষ্ট হয়। হরিদ্রাখণ্ড প্রভৃতি ঔষধ এই রোগের বিশেষ উপকারী। [হরিদ্রাখণ্ড দেখ।]

কণ্ডূক (ক্লী) কণ্ডূ-স্বার্থে কন্। কণ্ডূ।

কণ্ডূকরী (স্ত্রী) কণ্ডূং করোতি, কণ্ডূ-কৃ-ট-ঙীপ্। শূকশিম্বী, আল্‌কুশী।

কণ্ডূঘ্ন (পুং) কণ্ডূং হন্তি, কণ্ডূ-হন্-টক্। ১ আরগ্বধ, সোঁদালু। ২ শ্বেত সর্ষপ।

কণ্ডূঘ্নবর্গ (পুং) কণ্ডূঘ্নানাং বর্গঃ সমূহঃ, ৬তৎ। চন্দন, বেণামূল, সোঁদাল, করঞ্জ, নিম্ব, কুটজ, সর্ষপ, মৌল, দারুহরিদ্রা ও মুথা, এই দশটি কণ্ডূঘ্নবর্গ। (চরক।)

কণ্ডূতি (স্ত্রী) কণ্ডূয়-ভাবে ক্তিন্, অলোপো যলোপশ্চ। কণ্ডূয়ন, চুলকান।

("সুভগ! ত্বৎকথারম্ভে কর্ণে কণ্ডূতি লালসা।" সাহিত্যদ°।)

কণ্ডূমকা (স্ত্রী) কীটবিশেষ। এই কীট দংশন করিলে রোগীর অঙ্গ পীতবর্ণ, বমন, অতিসার প্রভৃতি হইয়া প্রাণনাশ ঘটিয়া থাকে।

কণ্ডূয়ন (ক্লী) কণ্ডূয়-ভাবে ল্যুট্। ১ চুলকান। ২ চুলকণা।
("যন্মৈথুনাদি গৃহমেধি সুখং হি তুচ্ছং
কণ্ডূয়নেন করয়োরিব দুঃখদুঃখম্।" ভাগবত ৭।৯।৫৫।)
(বৈদিক) ৩ দীক্ষিতদিগের চুলকাইবার জন্য দ্রব্যবিশেষ, কৃষ্ণশৃঙ্গ; গাত্রে কণ্ডূ উপস্থিত হইলে তাঁহারা ঐ শৃঙ্গের দ্বারা চুলকাইয়া থাকেন। (কর্ক।)

কণ্ডূয়নক (ক্লী) কণ্ডূয়ন-স্বার্থে কন্। কণ্ডূয়ন।

কণ্ডূয়নী (স্ত্রী) কণ্ডূয়ন-ঙীষ্। কৃষ্ণশৃঙ্গ।

কণ্ডূয়া (স্ত্রী) কণ্ডূ-যক্-(কণ্ড্বাদিভ্যো যক্। পা ৩।১। ২৭।) অ-টাপ্। কণ্ডূ। (কণ্ডূয়নক কণ্ডূয়া কণ্ডূকার্থে। শব্দাব্ধি।)

কণ্ডূরা (স্ত্রী) কণ্ডূং রাতি, কণ্ডূ-রা-ক-টাপ্। আল্‌কুশী।
(কণ্ডূরাস্ত্রী শূকশিম্ব্যাম্। শব্দাব্ধি।)

কণ্ডূল (পুং) কণ্ডূ-অস্ত্যর্থে লচ্। ১ কণ্ডূকারক ওল প্রভৃতি। (ত্রি) ২ কণ্ডুযুক্ত।

কণ্ডোল (পুং) কডি বাহুলকাৎ ওলচ্। ১ নল বাঁশ প্রভৃতি নির্ম্মিত ধান্যাদির রাখিবার পাত্রবিশেষ, ডোল। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পিট, পিটক ও পেটক। ২ উষ্ট্র। ৩ গুজরাটের থান জেলাস্থ একটি পাহাড়, এখানে অতি প্রাচীন দেবমন্দির আছে। কণ্ডোল সম্বন্ধে এক প্রবাদ আছে—

"থান কণ্ডোলা মাণ্ডবা নবসে বাব কুবা।
রাণা পেলা রাজীবা থান বাবরীয়া হুবা॥"

কণ্ডোলক (পুং) কণ্ডোল স্বার্থে কন্। কণ্ডোল। (হেম ৪।৮৩।)

কণ্ডোলবীণা (স্ত্রী) কণ্ডোল ইব বীণা, কণ্ডোলস্যা বীণা বা। চণ্ডালদিগের বীণাবিশেষ, ইহার সাধারণ নাম কেঁদড়া সংস্কৃত পর্য্যায়—চাণ্ডালিকা, চণ্ডালবল্লকী, চণ্ডালিকা ও কটোলবীণা।

কণ্ডোলী (স্ত্রী) কণ্ডোলস্তদাকারোঽস্ত্যস্যাঃ, কণ্ডোল-অর্শ আদিত্বাৎ অচ্ ঙীষ্। কণ্ডোলবীণা।

কণ্ড্বোঘ (পুং) কণ্ডূনাং ওঘঃ সমূহো যস্মাৎ। শূককীট, শূয়াপোকা। এই পোকাস্পর্শে প্রথমতঃ কণ্ডূ উৎপন্ন হইয়া, পরে তাহা পাকিয়া উঠে। [শূককীট দেখ।]

কণ্ব (ক্লী) কণ্যতে অপোদ্যতে, কণ-বন্। ১ পাপ। ২ ভূতযোনিবিশেষ। ৩ মুনিবিশেষ, ইনি ঘোরপুত্র ও অঙ্গিরস গোত্রসম্ভূত। ঋক্‌সংহিতার অষ্টম অষ্টক ইহাঁর নামে প্রসিদ্ধ। ইনি যজুর্ব্বেদীয় কণ্বশাখার প্রবর্ত্তক।

বেদে আরও কয়েকজন কণ্বের নাম পাওয়া যায়; যথা— কণ্বনার্ষদ, কণ্বশ্রায়শ, কণ্বকাশ্যপ। ইহারা সকলেই কণ্ববংশীয়। মেনকা-পরিত্যক্ত শকুন্তলা সম্ভবতঃ কণ্বকাশ্যপ কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন।

মহাভারত টীকাকার নীলকণ্ঠ কণ্ব নামের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন,—"কণ্বঃ সুখময়ঃ তত্ত্ববিদ্যাপ্রভাবাৎ নত্বয়ং সংসারজন্য সুখময়ঃ নহি তত্ত্বজ্ঞানিনাং কচিৎ সংসারাসক্তিঃ অবিদ্যাধর্ম্মাভাবাৎ।" কণ্ব অর্থাৎ তত্ত্ববিদ্যা প্রভাবে সুখময়, তত্ত্বজ্ঞানিদিগের অবিদ্যা অভাব জন্য সংসারে কোনরূপ

আসক্তি নাই, সুতরাং সংসার জন্য সুখময়ও নহেন। ৪ পুরুবংশীয় রাজবিশেষ, তপস্যাবলে ইনিও মুনি হইয়াছিলেন। রাজবিশেষ, প্রতিরথের পুত্র ও মেধাতিথির পিতা। মতান্তরে অজমীঢ়ের পুত্র। ৫ ধর্ম্মশাস্ত্রকার মুনিবিশেষ। (ত্রি) ৬ বধির।

৭ তীর্থবিশেষ, (ভারত ৩। ৮২। ৪৪।) (ত্রি) ৮ বিদ্যাক্রিয়াকুশল। ৯ মেধাবী। ১০ স্তুতিকারক। ১১ স্তবনীয়, যাহাকে স্তব করা হয়।

কণ্বরথন্তর (ক্লী) কণ্বেন গীতং রথন্তরম্, মধ্যপদলো। সাম গানবিশেষ।

কণ্বসুতা (স্ত্রী) কণ্বস্য প্রতিপালিতা সুতা। শকুন্তলা। একদা বিশ্বামিত্রের উগ্রতপস্যায় ভীত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহার তপোবিঘ্নের জন্য মেনকা নাম্নী অপ্সরাকে পাঠাইয়া দেন। বিশ্বামিত্র তাহার রূপলাবণ্যাদি দর্শনে বিমোহিত হইয়া তদ্গর্ভে একটি কন্যা উৎপাদন করিলেন। মেনকা সেই সদ্যঃপ্রসূতা কন্যাকে বন মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া যথাস্থানে চলিয়া যায়। দৈববশে কণ্বমুনি সেই কন্যাটিকে দেখিতে পাইলেন এবং দয়ার্দ্রচিত্তে স্বীয় আশ্রমে আনয়ন করিয়া, তনয়ার ন্যায় লালনপালন করিতে লাগিলেন। [শকুন্তলা দেখ।]

কণ্বাশ্রম (পুং) কণ্বস্য আশ্রমঃ, ৬তৎ। ১ কণ্বমুনির আশ্রম, এই আশ্রম মালিনীনদীতীরে অবস্থিত; এই স্থান আদি ধর্ম্মারণ্য বলিয়া বিখ্যাত, এখানে প্রবেশ মাত্রেই সমস্ত পাপ বিদূরিত হইয়া থাকে। (ভারত)। ২ কোটার দক্ষিণে চম্বল নদীর নিকট একটি কণ্বাশ্রম আছে। এই আশ্রমের নিকট মৌর্য্যবংশীয় শিবগণরাজের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

কণ্বস্মৃতি (স্ত্রী) কণ্বেন প্রণীতা স্মৃতিঃ, মধ্যপদলো°। শুক্লযজুর্ব্বেদ হইতে কণ্বমুনি সংগৃহীত ধর্ম্মশাস্ত্রবিশেষ।

কৎ (অব্য) ১ ঈষৎ, অল্প। ২ কুৎসিতার্থ। ৩ ক্বাথ। (আরব্য) ৪ খদির।

কত (পুং) কং জলং শুদ্ধং তনোতি, ক-তন্ ড। ১ নির্ম্মলী বৃক্ষ। ২ মুনিবিশেষ, বিশ্বামিত্রের একতম পুত্র। ৩ (দেশজ) কি পরিমাণ। ৪ অধিক পরিমাণ।

কতক (পুং) তক্ হাসে বাহুলকাৎ ঘ; কস্য জলস্য তকঃ হাসঃ প্রকাশোঽস্মাৎ। ১ বৃক্ষবিশেষ, ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—অম্বুপ্রসাদ, কত, তিক্তফল, রুচ্য, ছেদনীয়, গুচ্ছফল, কতফল ও তিক্তমরিচ। এই গাছ বঙ্গে নির্ম্মলী, উত্তরপশ্চিমে নির্ম্মল বা নির্ম্মূলী, উৎকলে কতোক, তৈলঙ্গে কতকমু, ইন্দুপু চেতু, অথবা চিল্ল; তামিল ভাষায় তেত্তমরম্ বা তেত্রকোত্তে, দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থানে চিলবিঞ্জ এবং সিংহলে ইঙ্গিবি বলে। (Strychnos potatorum)

অতি পূর্ব্বকাল হইতে এই গাছ ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ। আমাদের পূর্ব্বতন ঋষিগণ ইহার ফল দ্বারা জলসংশোধন করিয়া লইতেন। [সুশ্রুত সূত্রস্থান ৪৫ অঃ দেখ।] ভগবান্ মনু লিখিয়াছেন—

"ফলং কতকবৃক্ষস্য যদ্যপ্যম্বুপ্রসাদকম্।
ন নামগ্রহণাদেব তস্য বারি প্রসীদতি ॥" মনু ৬। ৬৭।

কতকের ফল জলে দিলেই জল পরিষ্কার হয়, কিন্তু তাহার নাম গ্রহণ করিলেই জল স্বচ্ছ হয় না।

এই গাছ ভারতের পার্ব্বত্য প্রদেশে, বাঙ্গালায়, দাক্ষিণাত্যে ও সিংহলে কোন কোন স্থানে জন্মে। এক একটি ৩০ ফিট হইতে ৬০ ফিট পর্য্যন্ত বড় হয়। ইহার কাঠে তক্তা হয়, তাহাতে গৃহস্থের আবশ্যক মত বহুবিধ জিনিস প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কতকের ফল দেখিতে বাদামী, এক একটি আধ ইঞ্চি বড়, পাকিলে কাল হয়। ইহার বন্ধল হরিতাভ ধূসর বর্ণ, রেসমের মত পরিষ্কার রোঁএ আচ্ছন্ন। ইহার শ্বেতসার আস্বাদনহীন।

রাজনির্ঘণ্টের মতে কতকের গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, চক্ষুর্হিতকর, রুচিকর এবং কৃমিদোষ ও শূলদোষনাশক। বীজের গুণ জলনির্ম্মলকারী।

ভাবপ্রকাশ মতে, ফলের গুণ—জলপরিষ্কারক, নেত্রের হিতকারী; বায়ু ও শ্লেষ্মানাশক, শীতল, মধুর, গুরু ও কষায়। চক্রদত্ত বলেন, চক্ষু হইতে জলপড়া নিবারণ এবং দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করিতে হইলে নির্ম্মলী মধু ও কর্পূরের সহিত ঘষিয়া প্রয়োগ করিবে।

মুসলমান চিকিৎসকদিগের মতে ইহার গুণ—শীতল ও শুষ্ক, পেটের উপর ব্যবহার করিলে পেটব্যথা ভাল হয়, ইহা চক্ষুর হিতকর এবং সর্পবিষহর। তালিফ-ই-সরিফী নামক পারস্য গ্রন্থে লিখিত আছে—মেহ ও মূত্রাশয় সম্বন্ধীয় কোনপ্রকার পীড়ায় নির্ম্মলী বিশেষ উপকারী।

তামিল বৈদ্যদিগের মতে পক্ব ফলের গুঁড়া বমনকারক।

কার্কপাট্রিক সাহেব লিখিয়াছেন, নির্ম্মলী মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের ঔষধরূপে ব্যবহৃত হয়।

যুদ্ধযাত্রাকালে ঐ ফল সেনাদিগের কাছে রাখা ভাল, কারণ পথে কোনরূপ ময়লা জল পাইলে, তাহা নির্ম্মলী দ্বারা পরিষ্কার করিয়া লওয়া যায়। জল পরিষ্কার হয় বলিয়া ইংরাজেরা ইহার নাম দিয়াছেন ক্লিয়ারিং নাট (Clearing nut),

২ রামায়ণের একখানি প্রাচীন টীকা। রামানুজ প্রভৃতি রামায়ণের টীকাকারগণ স্ব স্ব টীকায় কতকের উল্লেখ করিয়াছেন। বুর্ণেলের মতে, কতক সম্ভবতঃ খৃঃ চতুর্দ্দশ অথবা পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন, কিন্তু অপর টীকাকারদিগের উক্তি অনুসারে কতকটীকাকার ৫ম বা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক হওয়াই সম্ভব। কতকটীকাকার গ্রন্থারম্ভে কালহস্তিকের স্তব করিয়াছেন, ইহাতে অনেকটা অনুমান হয় যে তিনি দক্ষিণদেশবাসী।

৩ কুচিলা। (কতকঃ কুচিলা খ্যাতে নির্ম্মলাখ্যফলদ্রুমে। শব্দাব্ধি।) ৪ (দেশজ) কতিপয়, কিছুপরিমাণ।

কতচেতা (পুং) মুনিবিশেষের নাম।

কতদ্রেণ (পুং) সিন্ধুরাজ্যের অন্তর্গত নগরবিশেষ।

কতফল (পুং) কতং জলপ্রসাদকং ফলমস্য, বহুব্রী'। ১ নির্ম্মলীবৃক্ষ। ২ (কর্ম্মধা) নির্ম্মলীফল।

কতম (ত্রি) কিম্-ডতমচ্। বহুপদার্থের মধ্যে কোন একটি পদার্থ।

কতমাল (পুং) কস্য জলস্য তমায় শোষণায় অলতি পর্য্যাপ্নোতি, ক-তম-অল্-অচ্। অগ্নি; ইহার পাঠান্তর কচমাল ও খচমাল।

কতর (ত্রি) কিম্-ডতরচ্। দুইটি পদার্থের মধ্যে কোন একটি। (যদ্যেনমজসিতদা কতরোবয়ন্তে। নৈষধ।)

কতি (ত্রি) কা সংখ্যা পরিমাণং এষাম্, কিম্-ডতি (কিমঃ সংখ্যাপরিমাণে ডতিচ। পা ৫।২।৪১।) ১ কি পরিমাণ, কত। ২ বিশ্বামিত্রের একতম পুত্র।

কতিচিৎ (অব্য) কতি-চিৎ। কতকগুলি, অনির্দ্দিষ্ট পরিমাণ।

কতিথ (ত্রি) কতি-পূরণে ডট্, থুক্‌চ (বট্‌কতিকতিপয়চতুরাং থুক্। পা ৫।২।৫১।) কতিপয়, কতসংখ্যার পূরণ।

কতিধা (অব্যয়) কতি-বিধার্থে ধা। কতপ্রকার, কতরূপ।

কতিপয় (ত্রি) কতি-অয়ক্-পুক্‌চ। কতকগুলি, কিছু।

কতিবিধ (ত্রি) কতিঃ বিধা প্রকারোঽস্য, বহুব্রী। কতপ্রকার, কতরূপ।

কতিরা (লা)। হিমালয় ও পারস্যাদি দেশজাত সাদা বৃক্ষনির্য্যাস। গঁদের মত, জলে ভিজাইলে বৃদ্ধি হয়। ইহার গুণ—শীতল, বাতনাশক, মূত্রকৃচ্ছ্র ও বিবিধ মেহরোগনাশক।

কতিশঃ (অব্য) কতি-বীপ্সার্থে শস্ (সংখ্যৈকবচনাচ্চ বীপ্সায়াম্। পা ৫।৪।৪৩) কত কত।

কতীমুষ (স্ত্রী) অগ্রহায়ের নাম।

কতেক (দেশজ) কতিপয়, কয়েক।

কতেহার। রোহিলখণ্ডের পূর্ব্বাংশের প্রাচীন নাম।

কৎকৎ (দেশজ) দুঃখে বা শোকে বুক ধড় ধড় করা।

কতৃণ (ক্লী) কু কুৎসিতং তৃণং, কোঃ কদাদেশঃ (তৃণে চ জাতৌ। পা ৬।৩।১০৩।) ১ সুগন্ধি তৃণবিশেষ, গন্ধতৃণ, বাঙ্গালায় রামকর্পূর ও হিন্দীতে সৌধিয়া বা রোহিষ কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—পৌর, সৌগন্ধিক, ধ্যাম, দেবজন্ধক, রোহিষ, সুগন্ধ, তৃণশীত, সুশীতল, রোহিষতৃণ, কাতৃণ, ভূতি, ভূতিক, শ্যামক, ধ্যামক, পূতি, মুদ্গল ও দেবদগ্ধক। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—কটুপাক, তিক্ত ও কষায় রস, হৃদ্রোগ, কণ্ঠরোগ, পিত্ত, রক্ত, শূল, কাস ও জ্বরনাশক। রাজনির্ঘণ্টের মতে কটু ও তিক্ত রস; কফদোষ, শস্ত্র ও শল্যদোষ এবং বালকদিগের গ্রহদোষ নিবারক। ২ পৃশ্নিপর্ণী, চাকুলে। (কতৃণং তৃণভিৎপৃশ্ন্যোঃ। মেদিনী।)

কত্তোয় (ক্লী) কু কুৎসিতং তোয়ং যত্র, বহুব্রী। মদ্য। (কত্তোয়মপিমদ্যকে। শব্দাব্ধি।)

কত্রি (ত্রি) কুৎসিতাশ্রয়ঃ, (ত্রৌচ। পা ৬।৩।১০১। বার্ত্তিক।) কুৎসিত তিনটি পদার্থ।

কত্র্যাদি (পুং) পাণিনি উক্ত জাতাদি অর্থে ঢকঞ্ প্রত্যয়ের জন্য শব্দসমূহ। কত্রি, উম্ভি, পুষ্কল, মোদন, কুম্ভী, কুণ্ডিন, নগরী, মাহিষ্মতী, বর্মতী, উখ্যা ও গ্রাম, এই কয়েকটি শব্দ কত্র্যাদিগণের অন্তর্ভূত।

কৎপয় (ক্লী) কৎ সুখকরং পয়োঽস্য বহুব্রী। ১ সুখকর জলাশয়। ২ (কর্ম্মধা) সুখকর জল।

কৎলু খাঁ, (কুৎলু খাঁ)—একজন লোহানি আফগান। কৎলু খাঁর সময়ে বঙ্গে মোগলবিদ্রোহ ঘটে। এই সুযোগে (১৫৮০ খৃঃ) কৎলু পাঠানসৈন্য সংগ্রহ করিয়া উড়িষ্যা অধিকার করেন। ক্রমে কৎলু খাঁর তত্ত্বাবধানে চারিদিক্ হইতে পাঠান সৈন্যগণ আসিয়া মিলিত হইতে লাগিল। কৎলু তাঁহাদিগের সাহায্যে সলিমাবাদে সাতগাঁর শাসনকর্ত্তা মির্জা-নজাৎকে পরাস্ত করিয়া মেদিনীপুর, বসন্তপুর এমন কি দামোদর নদীর দক্ষিণ তীর পর্য্যন্ত জয় করিলেন। এই সময় সম্রাট্ অকবর মির্জা আজীজকে বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও কৎলুর কাছে পরাস্ত হন। ১৫৮৩ খৃঃ মোগলমারীর নিকট দামোদর নদীর তীরে মোগলপাঠানে যুদ্ধ হয়, তাহাতে সাদিক খাঁ ও শাহকুলী মহরম কৎলুকে হারাইয়া দেন। ১৫৮৩ খৃঃ, অকবরের কর্ম্মচারীর সঙ্গে কৎলু খাঁর সন্ধি হয়, তদনুসারে কৎলু উড়িষ্যা আপন দখলে রাখিতে পাইলেন। কিন্তু সম্রাট অকবর সেই সন্ধি অগ্রাহ্য করিলেন। কৎলুকে শাসন করি-

যার জন্ম মানসিংহ বাঙ্গালা ও বিহারের শাসনকর্ত্তা হইয়া আসিলেন। ধরপুরের নিকট যুদ্ধ বাঁধিল। কৎলু সম্রাটের সৈন্তদিগকে পরাজয় ও বিষ্ণুপুর অধিকার করিলেন, এই সময়ে মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ বিপক্ষ হস্তে বন্দী হইলেন। কিছুদিন পরেই কৎলুর্খার মৃত্যু হইল। কৎলুর প্রধান উজীর ইসা খাঁ মানসিংহের সহিত সন্ধি করিয়া জগৎসিংহকে ছাড়িয়া দেন।

কৎসবর (ক্লী) কৎস-বৃ-অপ্। স্কন্ধ। (ক্লীবে কৎসবরং মতং স্কন্ধে। শব্দাব্ধি।)

কথং (অব্য) কেন প্রকারেণ, কিম্-থুম্ (কিমশ্চ। পা ৫।৩।২৫।) কিরূপে।

("কথং মৃত্যুঃ প্রভবতি বেদশাস্ত্রবিদাম্ প্রভো।" ম ৫।২।)

কথক (পুং) কথয়তীতি, কথ-কর্ত্তরি-ণ্বুল্। ১ বক্তা। ২ যাহারা পৌরাণিক কথা কহিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে। ৩ নাটকের বর্ণনাকারী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—একনট ও কথাপ্রাণ। ৪ গ্রন্থকর্ত্তা বিশেষ।

("বাহ্যাকসাধ্যনিয়মচ্যুতোঽপি কথকৈরুপাধিরুদ্ভাব্যঃ।" অনু° চিন্তা।)

কথকতা (স্ত্রী) কথক-তল্-টাপ্। ১ বাক্যালাপ। ২ ধর্ম্মবিষয়ক আলোচনা।

কথকতা বলিলে এদেশে কথককর্ত্তৃক পুরাণাদি ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত উপাখ্যানাদিবর্ণনা বুঝাইয়া থাকে।

কথকতা পাঠ (পারায়ণ) হইতে বিভিন্ন। [পাঠ ও পারায়ণ দেখ।] পাঠকার্য্য প্রাতঃকালে কর্ত্তব্য। কিন্তু কথকতা বৈকালে হইয়া থাকে।

কথকতার সৃষ্টি হইবার কারণ কি?—এদেশের জনসাধারণ প্রায়ই প্রাতঃকালে নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকে, বিশেষতঃ সংস্কৃতভাষায় পাঠ হইয়া থাকে বলিয়া সাধারণের বোধগম্য হয় না; কিন্তু কথকতা তেমন নয়, ইহাতে আড়ম্বর চাই, বিলক্ষণ সঙ্গীতবিদ্যা জানা চাই, বিশেষতঃ লোকের সহজেই মনস্তুষ্টি করিবার ক্ষমতা থাকা চাই। কথকতা দেশীয় সরল ভাষায় হইয়া থাকে, সুতরাং সহজেই সাধারণের ভাল লাগে। মিষ্ট কথায় সাধারণকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার পক্ষে ইহা এক সহজ উপায়। যে কোন শ্রেণীর লোক হউক না কেন, কথকতা সকলেরই প্রিয়। কথকের তেমন গুণ থাকিলে সাধারণে সহজেই আকৃষ্ট হয়। এখন বাঙ্গালায় যেরূপ কথকতা চলিত আছে, তাহা বেশীদিনের নয়, বড় জোর শতাধিক বর্ষ হইতে পারে।

এখন বঙ্গদেশে যে প্রণালীতে কথকতা হইয়া থাকে, দুই ব্যক্তি তাহার প্রবর্ত্তক, সেই দুইজনের নাম গদাধর ও রামধন শিরোমণি। গদাধর শিরোমণি বর্দ্ধমান জেলায় সোণামুখী গ্রামে বাস করিতেন, রাঢ় অঞ্চলের কথকেরা তাঁহার শিষ্য অথবা প্রশিষ্য, সকলেই প্রায় তাঁহার রচিত 'সাট' অনুসারে কথকতা করিয়া থাকেন।

রামধন গোবরডাঙ্গা নিবাসী, তাঁহার অনেকগুলি খ্যাতনামা শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে রামধনের ভ্রাতুষ্পুত্র ধরণি বঙ্গদেশে প্রসিদ্ধ, ধরণির কণ্ঠ অতি মধুর, তিনি সঙ্গীত বিদ্যাও তেমনি জানিতেন, কাজেই যিনি একবার তাঁহার কথকতা শুনিয়াছেন, তিনি আর ইহজন্মে তাঁহাকে ভুলিতে পারেন নাই। ধরণির কতকগুলি শিষ্য এখনও জীবিত আছেন। কলিকাতা ও ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানের কথকেরা রামধনের 'সাট' অবলম্বন করিয়া কথকতা করিয়া থাকেন।

কথকতার 'সাট'কে চূর্ণী বলে। চূর্ণীতে মধ্যে মধ্যে কথকের আবশ্যকীয় কতকগুলি সঙ্কেত থাকে, যথা—ভী-উ= ভীষ্ম উবাচ ইত্যাদি। চূর্ণীর মধ্যে যে সকল কথা থাকে, তাহাকে চূর্ণক কহে। চূর্ণী ছাড়া কথককে রাত্রিবর্ণনা, মধ্যাহ্নবর্ণনা, গ্রীষ্মবর্ণনা, বসন্তবর্ণনা, দেশবর্ণনা, বেশ্যাবর্ণনা প্রভৃতি মুখস্থ রাখিতে হয়, বর্ণনার স্বতন্ত্র পুঁথিও থাকে। এই সকল বর্ণনায় অনুপ্রাসের আড়ম্বরই অধিক। কথকতাকালে আবশ্যক মত বর্ণনা প্রয়োগ করিতে হয়।

কথকতা করিবার প্রারম্ভে বেদীতে শালগ্রামশিলা স্থাপনপূর্ব্বক কথক বেদীতে উপবেশন করেন। প্রথমে মঙ্গলোচ্চারণপূর্ব্বক কথার সূচনা করেন। মঙ্গলাচরণ সংস্কৃত-বাঙ্গালা মিশ্রিত ভাষায় এবং গীত সহযোগে হইয়া থাকে। তৎপরে কথক যে বিষয়ে কথকতা হইবে, তাহাই বলিতে থাকেন। যাহাতে সাধারণের মনঃসংযোগ হয়, সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখাই কথকের একান্ত কর্ত্তব্য।

এদেশে মহাভারত, রামায়ণ ও ভাগবত ইত্যাদির কথকতা হইয়া থাকে। যে গ্রন্থের কথা দেওয়া যায়, প্রতিদিন তাহা হইতে এক এক বিষয়ের কথা হইয়া থাকে, সেই এক এক বিষয়কে কেহ কেহ 'পালা' বলিয়া থাকেন; যেমন বামনভিক্ষা, ধ্রুবচরিত্র, প্রহ্লাদচরিত্র ইত্যাদি।

৫০।৬০ বর্ষ পূর্ব্বে বাঙ্গালায় কথকতার বড় আদর ছিল। তৎকালে অনেক ভাল ভাল কথক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সে সময়কার প্রবীণলোকেরা কথকতার পক্ষপাতী ছিলেন। কি রাজা, কি মধ্যবিত্ত, কি দরিদ্র সকলেই কথকতা শুনিতে ভালবাসিতেন। এখন আর কথকতার তেমন সমাদর নাই; দুই এক জন ছাড়া সেরূপ ভাল কথকও আর দেখা যায় না।

কথঙ্কথিক (ত্রি) কথং কথমিতি পৃষ্টবেনাস্ত্যস্ত, কথং কথং বাহুলকাৎ ঠন্। প্রষ্টা, যে প্রশ্ন করে।

কথঙ্কথিকা (স্ত্রী) কথঙ্কথিকস্ত ভাবঃ, কথঙ্কথিক-তল্-টাপ্। প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা।

(প্রশ্নঃ পৃচ্ছা ২নুযোজনম্ কথঙ্কথিকতা। হেম ২। ১৭৭।)

কথঙ্কার (অব্য) কথং কৃ-ণমুল্। কিরূপে, কেমন করিয়া। ("কথঙ্কারমনালম্বা কীর্ত্তির্দ্যামধিরোহতি। শিশুপালবধ।")

কথঞ্চন (অব্য) কথং চন। ১ কোন অংশে। ২ কোনরূপে, কোন উপায়ে।

কথঞ্চিৎ (অব্য) কথং চিৎ। ১ কিঞ্চিৎ, কিছু। ২ কোনরূপে।

কথন (ক্লী) কথ-ভাবে ল্যুট্। কথা, বাক্য।

কথনীয় (ত্রি) কথ-অনীয়র্ (তব্যত্তব্যানীয়রঃ। পা ৩। ১। ৯৬।) বক্তব্য, বলিবার উপযুক্ত।

কথম্ (অব্য) কস্মিন্ প্রকারে, কিম্ থমু-কাদেশশ্চ (কিমশ্চ। পা ৫। ৩। ২৫।) ১ হর্ষ। ২ নিন্দা। ৩ কিরূপ। ৪ সম্ভ্রম। ৫ প্রশ্ন। ৬ সম্ভাবনা।

(কথম্ হর্ষে চ গর্হায়াং প্রকারার্থে চ সম্ভ্রমে।
প্রশ্নে সম্ভাবনায়াঞ্চ। মেদিনী।)

কথমপি (অব্য) কথঞ্চ অপিচ, দ্বন্দ্ব। ১ কোন প্রকারে। ২ অতিযত্নে। ৩ অতিকষ্টে। ৪ অতিগৌরবে। ৫ দৃঢ়রূপে।

কথম্ভাব (পুং) কথম্-ভূ-ঘঞ্। ১ কিপ্রকার। ২ কিরূপ ভাবাপন্ন।

কথম্ভূত (ত্রি) কথম্-ভূ-ক্ত। ১ কিরূপ। ২ কিরূপে উৎপন্ন।

কথয়িতব্য (ত্রি) কথ-ণিচ্-তব্য। (তব্যত্তব্যানীয়রঃ। পা ৩। ১। ৯৬।) বলিবারযোগ্য, বক্তব্য।

কথা (স্ত্রী) কথ-অঙ্ (চিতিপূজিকথিকুম্বিচর্চ্চিশ্চ। পা। ৩। ৩। ১০৫।) টাপ্। ১ প্রবন্ধের বহুমিথ্যা ও অল্প সত্যপূর্ণ কল্পনা। ২ নৈয়ায়িকগণ বিবিধ বক্তা পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্ত-বিশিষ্ট বাক্যসন্দর্ভকে 'কথা' বলেন।

"তত্ত্বনির্ণয়বিজয়ান্ততরস্বরূপযোগ্য-
স্থায়ানুগতবচনসন্দর্ভঃ কথা।" গৌতমবৃত্তি ১। ৪১।

পদার্থের যাথার্থ্যনিশ্চয় কিম্বা প্রতিপক্ষ পরাজয় প্রযোজক বাক্যকে কথা বলে। ন্যায়দর্শনের মতে কথা ত্রিবিধ—বাদ, জল্প ও বিতণ্ডা। নৈয়ায়িকদিগের মতে, শ্রবণেন্দ্রিয় প্রভৃতিতে যাহাদের কোন দোষ নাই, যিনি সাধারণ লোককর্ত্তৃক স্বীকৃত বিষয় স্বীকার করিতে কোন তর্ক করেন না ও অকলহকারী, স্বীয় কথাতে সাধারণের বিশ্বাসোৎপাদন জন্ম যুক্তি প্রভৃতি বলিতে ও বস্তুর যাথার্থ্য নির্ণয়ে, সমর্থ কি বিপক্ষ পরাজয় কামনাশালী ব্যক্তিই এই কথাতে একমাত্র অধিকারী। যথা—

"কথাধিকারিণস্ত তত্ত্বনির্ণয়বিজয়ান্ততরাভিলাষিণঃ সর্ব্বজনসিদ্ধানুভবাপলাপিনঃ শ্রবণাদিপটবঃ অকলহকারিণঃ কথোপযিকব্যাপারসমর্থাঃ।" গৌতমবৃত্তি ১। ৪১।

সর্ব্বদর্শনসংগ্রহের মতে বাদি-প্রতিবাদীর পক্ষ ও প্রতিপক্ষ পরিগ্রহকে "কথা" বলে। যথা—

"বাদিপ্রতিবাদিনাং পক্ষপ্রতিপক্ষপরিগ্রহঃ কথা।"
সর্ব্বদর্শনসং—অক্ষপা° দ°।

৩ বার্ত্তা। ৪ বাক্য। ৫ বিবরণ।

কথাক্রম (পুং) কথায়াঃ ক্রমঃ প্রসঙ্গঃ, ৬তৎ। কথাপ্রসঙ্গ।

কথাদি (পুং) পাণিনি-উক্ত ঠক্ প্রত্যয়ের জন্ম শব্দগণ-বিশেষ;—কথা, বিকথা, বিশ্বকথা, সঙ্কথা, বিতণ্ডা, কুষ্ঠবিদ্, জনবাদ, জনেবাদ, জনোবাদ, বৃত্তিসংগ্রহ, গুণ, গণ ও আয়ুর্বেদ, এই কয়েকটি কথাদিগণের অন্তর্ভূত।

কথানক (ক্লীং) কথয়তি অত্র, কথ-বাহুলকাৎ আনক্। ১ গল্প। ২ কথাবিশেষ। বেতালপঞ্চবিংশতি প্রভৃতি কথা গ্রন্থকে কথানক কহে।

কথান্তর (ক্লী) কথায়া অন্তরং অবকাশঃ। ১ কথাবসর। ২ অন্যকথা। ৩ কলহ।

কথাপীঠ (ক্লী) কথায়াঃ পীঠমিব, উপমি। কথাপ্রস্তাব সূচক প্রস্তাবনা।

কথাপ্রবন্ধ (পুং) কথায়াঃ প্রবন্ধঃ ৬তৎ। গল্পের পুস্তক।

কথাপ্রসঙ্গ (পুং) কথায়াঃ প্রসঙ্গঃ, ৬তৎ। ১ নানাবিধ কথোপকথন। ২ (ত্রি) (কথায়াং প্রসঙ্গো যস্ত, বহুব্রী) অবিশ্রান্ত গল্পকারক। ৩ বিষবৈদ্য। ৪ বাতুল। (কথাপ্রসঙ্গো বাতুলে বিষবৈদ্যে চ বাচ্যবৎ। মেদিনী।)

৬ বার্ত্তা। ৭ গোষ্ঠীবচন, দুই চারিজন একত্রিত হইয়া কথায় কথায় যে সকল গল্প করে।

("মিথঃ কথাপ্রসঙ্গেন বিবাদং কিল চক্রতুঃ।" কথা স° সা°।)

কথাপ্রাণ (ত্রি) কথয়া প্রাণিতি জীবতি, কথা-প্র-অন্-অচ্। কথায়াং প্রাণাঃ জীবনোপায়া যস্ত ইতি বা। ১ কথক। ২ নাটকরচয়িতা।

কথাভাস (পুং) ন্যায়মতে বাদী ও প্রতিবাদী কর্ত্তৃক উত্থাপিত অসৎ তর্কমূলক বাক্য।

কথাবার্ত্তা (স্ত্রী) কথা চ বার্ত্তা চ দ্বন্দ্ব। বিবিধ কথা।

কথাময় (ত্রি) কথা-ময়ট্। কথাপূর্ণ।

কথামুখ (ক্লী) কথায়া আমুখম্, ৬তৎ। কথাগ্রন্থের প্রস্তাবনা বা মুখবন্ধ।

কথাযোগ (পুং) কথায়াঃ যোগঃ, ৬তৎ। কথা প্রসঙ্গ।
("পটুত্বং সত্যবাদিত্বং কথাযোগেন বুধ্যতে।" হিতোপ।)

কথারম্ভ (পুং) কথায়াঃ আরম্ভঃ, ৬তৎ। কথার আরম্ভ।

কথালাপ (পুং) কথায়াঃ আলাপঃ, ৬তৎ। কথোপকথন।

কথাশেষ (ত্রি) কথা মাত্রং শেষো যস্য, বহুব্রী। ১ মৃত; মৃত্যুর পর সে ব্যক্তির কথামাত্রই অবশিষ্ট থাকে। ২ (পুং) কথার শেষ, কথাসমাপ্তি।

কথাসরিৎসাগর (পুং) সংস্কৃত কথাগ্রন্থবিশেষ; সোমদেব ভট্ট নামক জনৈক কবি কাশ্মীরাধিপতি শ্রীহর্ষদেবের মহিষীর চিত্তবিনোদের জন্য পৈশাচী ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করেন। ইহাতে কৌশাম্বীরাজ বৎসরাজের পুত্র ও নরবাহন দত্তের চরিত্র বর্ণিত আছে।
[গুণাঢ্য, সোমদেব ও ক্ষেমেন্দ্র দেখ।]

কথি (দেশজ) কোথায়, কোন্ স্থানে।

কথিক (ত্রি) কথ-ঠন্। কথক, পুরাণবক্তা।

কথিত (ত্রি) কথ-ক্ত। ১ উক্ত, যাহা বলা হইয়াছে। ২ বর্ণিত, যাহার বর্ণনা করা হইয়াছে। ৩ উচ্চারিত। ৪ ব্যাখ্যাত। ৫ প্রতিপাদিত। ৬ (পুং) পরমেশ্বর, বিষ্ণু। ৭ (ভাবে ক্ত) (ক্লী) কথন।

কথিতপদতা (স্ত্রী) অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত দোষবিশেষ, একার্থবাচক দুইটি শব্দ এক স্থানে সন্নিবেশিত হইলে, তাহাকেই কথিতপদতা কহে, ইহার নামান্তর পুনরুক্তি।
("রতিলীলাশ্রমং ভিন্তে সলীলমনিলোবহন্।" সাহিত্যদ°।)
এখানে লীলা শব্দ পুনরুক্তি, যেহেতু রতিশ্রম বলিলেই অর্থের প্রকাশ হইত, অথচ অনর্থক লীলা শব্দ সন্নিবেশিত হইয়াছে।

আবার অনেকস্থলে এই দোষ গুণের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে; সাহিত্যদর্পণে লিখিত আছে,—

"কথিতঞ্চ পদং পুনঃ।
বিহিতস্যানুবাদ্যত্বে বিষাদে বিস্ময়ে ক্রুধি॥
দৈন্যেঽথ লাটানুপ্রাসে ঽনুকম্পায়াং প্রসাদনে।
অর্থান্তরসংক্রমিতবাচ্যে হর্ষে ঽবধারণে॥"

বিহিতানুবাদ, বিষাদ, বিস্ময়, ক্রোধ, দীনতা, লাটানুপ্রাস, অনুকম্পা, প্রসাদন, অর্থান্তরবাচ্য, হর্ষ ও অবধারণে কথিতপদতা দোষ না হইয়া গুণ হইবে।
(সাহিত্যদ° ৭ম পরি°।)

কথীকৃত (ত্রি) অকথা কথা সম্পদ্যমানা ক্রিয়তে, কথা-চ্বি-কৃ-ক্ত। কথামাত্রে অবশিষ্ট কৃত, মৃত।
("অবগম্য কথীকৃতং বপুঃ।" কুমার। ৪। ১৩।)

কথোদয় (ত্রি) কথায়াং উদয়ঃ প্রকাশো যস্য, বহুব্রী। ১ কথা হইতে উৎপন্ন। ২ (পুং) (কথায়াঃ উদয়ঃ) কথার উত্থাপন।

কথোদ্‌ঘাত (পুং) নাটকের প্রস্তাবনাবিশেষ।
"সূত্রধারস্য বাক্যং বা সমাদায়ার্থমস্য বা।
ভবেৎ পাত্রপ্রবেশশ্চেৎ কথোদ্‌ঘাতঃ স উচ্যতে॥"
সাহিত্যদ° ৬ষ্ঠপরি।

প্রথম অভিনেতা সূত্রধারের বাক্য বা বাক্যের অর্থবিশেষ অবলম্বন করিয়া প্রবেশ করিলে, তাহাকে কথোদ্‌ঘাত কহে।

রত্নাবলীতে সূত্রধারের বাক্য অবলম্বন করিয়া এবং বেণীসংহারে সূত্রধারের বাক্যার্থ গ্রহণ করিয়া পাত্রের প্রবেশ আছে।

কথোপকথন (ক্লী) কথায়াং উপকথনং, ৭তৎ। কথার উপর কথা, বিবিধ কথা, দুই চারি জন একত্রিত হইয়া কোন বিষয়ের পরামর্শ বা আন্দোলন।

কথ্য (ত্রি) কথ-য। ১ বলিবার উপযুক্ত বিষয়। ২ বলিবার যোগ্য পাত্র। ("ভরতস্য সমীপে ত্বেনাহং কথ্যঃ কথঞ্চন।" মাঘ। ২। ২৭ অঃ।)

কথ্যমান (ত্রি) কথ-কর্ম্মণি-শানচ্। যাহা বলা হইতেছে।

কদ্ (দেশজ) কপিত্থ, কদ্‌বেল। [কদ্‌বেল দেখ।]

কদ (পুং) কং জলং দদাতি, ক-দা-ক। ১ মেঘ। ২ (ত্রি) জলদাতা। ৩ সুখদায়ক।

কদক (পুং) কদঃ মেঘ ইব কায়তি প্রকাশতে, কদ-কৈ-ক। চন্দ্রাতপ, চাঁদোয়া।
(অথোল্লোচো বিতানং কদকো ঽপি চ। হেম।)

কদক্ষর (ক্লী) কু কুৎসিতং অক্ষরম্, কোঃ কদাদেশঃ। ১ কুৎসিত অক্ষর। ২ (বহুব্রী) (ত্রি) যাহার হস্তাক্ষর কুৎসিত।

কদগ্নি (পুং) কুৎসিতো অগ্নিঃ, কোঃ কদাদেশঃ। ১ মন্দাগ্নি। ২ (ত্রি) মন্দাগ্নিযুক্ত।

কদধ্বা [ন্] (পুং) কুৎসিতো ঽধ্বা, কোঃ কদাদেশঃ। নিন্দিত পথ। সংস্কৃতপর্য্যায়—ব্যধ্ব, দুরধ্ব, বিপথ ও কাপথ।

কদন (ক্লী) কদ্যতে দুঃখং প্রাপ্যতে ঽনেন, কদ-ণিচ্-ল্যুট্ ঘটাদিত্বাৎ নবৃদ্ধিঃ। ১ পাপ। ২ মর্দ্দ। ৩ যুদ্ধ। ৪ মারণ, বিনাশ।

কদন্ন (ক্লী) কুৎসিতং অন্নং, কোঃ কদাদেশঃ। কুৎসিত আহার।
("হবির্বিনা হরির্যাতি বিনা পীঠেন মাধবঃ।
কদন্নৈঃ পুণ্ডরীকাক্ষঃ প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ॥" উদ্ভট।)

কদন্তনাদ। মান্দ্রাজের মালাবার জেলার মধ্যে প্রাচীন নাদ রাজ্যগুলির মধ্যে ইহাও একটি নাদরাজ্য। ইহার অবস্থান ১১°৩৬′ হইতে ১১°৪৪′ উত্তর অক্ষান্তরে এবং ৭৫°৩৬′ হইতে

১৫°৫২´ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায়। এই রাজ্য সমুদ্রোপকূল হইতে পশ্চিমঘাটের পশ্চিমপার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

ইহার সমুদ্রতীরবর্ত্তী স্থান অত্যন্ত উর্ব্বরা। পূর্ব্বদিকে পার্ব্বত্যপ্রদেশে বন যথেষ্ট। এই বনে এলাইচ গাছ যথেষ্ট আছে।

১৫৬০ খৃষ্টাব্দে এই রাজ্য একজন নায়ক সর্দ্দারের দ্বারা স্থাপিত হয়। এই ব্যক্তি কোলাত্রী রাজ্যের রাজা তেকালকুরের নিকট হইতে প্রাপ্ত হন। টিপু সুলতান শেষে এই বংশকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করিয়া দেন, অবশেষে ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ প্রাচীন বংশধরকে রাজ্যে স্থাপিত করেন।

ইহার রাজধানী কত্তিপুরম্ (কীর্ত্তিপুর ?)।

কদন্নভোজী [ত্রি] কুৎসিতং অন্নং ভুঙক্তে, কোঃ কদাদেশঃ কদন্ন-ভুজ-ণিনি। যে কদন্ন অর্থাৎ জঘন্ত ভোজন করে।

কদপা। মান্দ্রাজ প্রদেশের একটি জেলা। এই জেলার উত্তরে কর্ণূল জেলা, পূর্ব্বে নেল্লুর, দক্ষিণে উত্তর অর্কট্ ও কোলার জেলা এবং পশ্চিমে বেল্লারি জেলা। ভূমিপরিমাণ ৮৭৪৫ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ১১,২১,০৩৮। জমির খাজনা ১৬১৭৪৩৲ টাকা।

এই জেলার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ অংশ পার্ব্বতীয়, দক্ষিণপশ্চিম ও পশ্চিমভাগ সমতল। দক্ষিণপূর্ব্বভাগে হিন্দুদিগের পুণ্য-শৈল ত্রিপতী। পাল্কোণ্ডা ও শেষাচল নামে দুইটি পাহাড় এই জেলাকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়াছে—একভাগ নিম্ন আর একভাগ উচ্চভূমি। উক্ত পাহাড় দুইটি পেন্নার (পিণাকিনী) নদী পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পাল্কোণ্ডার অর্থ 'দুগ্ধ-শৈল', বোধ হয় এখানে সুন্দর গোচারণক্ষেত্র থাকায় ঐ নাম হইয়া থাকিবে।

এই জেলায় পেন্নার নদীই প্রধান, এই নদীর দুইটি শাখা কুণ্ডৈর্ ও সগলৈর্। এ ছাড়া পাপঘ্নী, বেরের, ও চিত্রবতী নামে আরও কয়েকটি নদী আছে।

এখানে বনজঙ্গলও অনেক, ঐ সকল জঙ্গল হইতে ভাল ভাল কাঠও পাওয়া যায়।

খনিজ পদার্থ—এখানে লৌহ, তামা, চূণাপাথর, শ্লেট, ও বেলেপাথর উৎপন্ন হয়। কদপানগরের ৩।৪ ক্রোশ উত্তরে পিণাকিনী নদীর ধারে চেণ্ণুরের নিকট হইতে হীরা পাওয়া গিয়াছে।

উদ্ভিজ্জ—ছোলা, কম্বু, কোঁড়া, ধান, গম, তামাক, লঙ্কা, মরিচ, নানাপ্রকার তৈলবীজ, ইক্ষু, নীল, জাফরাণ, কার্পাস এবং পাট প্রভৃতি নানাপ্রকার অংশু জন্মে।

ইতিহাস—পূর্ব্বকালে এই জেলা চোলরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এখানে শ্রীরামচন্দ্রের আগমনবিষয়ক নানাপ্রকার কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে।

এখানে বহুদিন হিন্দুরাজত্ব ছিল। এখানকার পাহাড়ের উপর অনেকগুলি দুর্ভেদ্য গিরিদুর্গ থাকায় মুসলমানেরা সহজে অধিকার করিতে পারে নাই, শেষে অনেক কষ্টে জয় করিল। ১৫৬৫ খৃঃ, তালিকোটের দুর্ঘটনার পর, কর্ণাটিক জয় করিয়া মুসলমানেরা কদপার মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে থাকে। এই সময়ে গোলকুণ্ডের অধীনস্থ প্রধান প্রধান মুসলমান সামন্তগণ নানাস্থান আপনারা ভাগযোগ করিয়া লইতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন গুরুমকুণ্ড নবাব কদপা অধিকার করিলেন। এই নবাব খুব পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তিনি আপনার নামে মুদ্রাদি প্রচলন করিয়াছিলেন।

চিরদিন কিছু সমান যায় না। এখানকার মুসলমান-দিগের ক্ষমতা ক্রমশঃ হ্রাস হইয়া আসিল; মহারাষ্ট্রবীরগণ ১৬৪২ খৃঃ, এই স্থান জয় করিয়া লইলেন। মহাবীর শিবজী ব্রাহ্মণদিগকে এখানকার দুর্গরক্ষার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে মুসলমানেরা আবার দখল করিল। নবীখাঁ নামক একজন পাঠান কদপার স্বাধীন নবাব হইলেন। ইহার পর ক্রমান্বয়ে তিনজন নবাব প্রবল প্রতাপে রাজ্য শাসন করেন। শেষ নবাবের সহিত (১৭৩২ খৃঃ) মহারাষ্ট্রদিগের সঙ্গে বিবাদ ঘটিল। এই সময় হইতে এখানকার নবাবের ক্ষমতা হ্রাস হইতে লাগিল। ১৭৫০ খৃঃ, কদপার নবাব কর্ণাটিক যুদ্ধকাণ্ডে লিপ্ত ছিলেন। পরবর্ষে তিনি নিজাম মুজফর জঙ্গের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেন, তাহাতেই লুক-রেদ্দীপল্লী নামক গিরিপথে নিজাম প্রাণ হারাইলেন। ১৭৫৭ খৃঃ, মহারাষ্ট্রীয়েরা কদপানগর জয় করিলেন, কিন্তু এই সময়ে নিজামের সৈন্যদল কদপাভিমুখে অগ্রসর হওয়ায়, মহারাষ্ট্রগণ কিছু করিতে পারিলেন না।

মহিসুরে হায়দার আলী প্রবল হইয়া উঠিলেন, ১৭৬৯ খৃঃ, তিনি ইংরাজদিগের সহিত যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া, কদপাজয়ের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। কিন্তু দেখিলেন যে কদপা জয় করা বড় সহজ কথা নয়। কাজেই তিনি গুপ্তভাবে নিজামের সহিত সন্ধি করিলেন,—উভয়ে মিলিয়া করমণ্ডল উপকূল জয় করিবেন, জয়লব্ধ জনপদাদির মধ্যে তিনি কদপা লইবেন এইরূপ ঠিক্‌ঠাক্ হইল। অনেকবার যুদ্ধ চলিল। ১৭৮২ খৃঃ, হায়দার আলীর মৃত্যু হইলে, কদপার শেষ নবাবের একজন বংশধর সিংহাসনের দাবী করিলেন,

কতকগুলি ইংরাজসৈন্য তাঁহার সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইল, কিন্তু উভয় দলে দেখা হইবামাত্র মুসলমানেরা সেই ইংরাজসৈন্যদিগকে অন্যায়রূপে বিনাশ করিল। ইহার পর কদপায় কিছু দিন কোন গোলযোগ ঘটে নাই। ১৭৯০ খৃঃ, নিজাম এই স্থান উদ্ধার করিবার জন্য সবিশেষ চেষ্টা করেন।

১৭৯২ খৃঃ, সন্ধিপত্রানুসারে টিপু সুলতান নিজামকে সমস্ত কদপা জেলা ছাড়িয়া দেন। নিজাম আবার রেমণ্ড সাহেবকে জায়গিরি দেন। তৎপরে কয়েক বর্ষ ধরিয়া পলিগারেরা কদপার দুর্গ অধিকার করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিল। ১৭৯৯ খৃঃ, নিজাম আপনার দেয় টাকা পরিশোধের জন্ম ইংরাজদিগকে কদপা প্রদান করেন। ১৮০০ খৃঃ অব্দ হইতে কদপা ইংরাজদিগের হইল। এই সময়ে কদপার পার্ব্বতীয় স্থান পলিগারদিগের অধিকারে ছিল। পলিগারেরা মধ্যে মধ্যে বড় উৎপাত করিত। দস্যুবৃত্তি দ্বারা তাহাদের এক প্রকার জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। প্রথমে ইংরাজেরা তাহাদিগকে শাসন করিতে পারেন নাই, ক্রমে নানা প্রকার উপায় অবলম্বন করায় পলিগারেরা একে একে বশ্যতা স্বীকার করে। তাহাদের বংশধরেরা এখনও কদপার নানা স্থানে জমি জমা ভোগ করিতেছে। ১৮৩২ খৃঃ, কোন মস্‌জিদ্ লইয়া এখানকার পাঠানদের সহিত ইংরাজদের গোলযোগ ঘটে, তাহাতে এখানকার সমস্ত মুসলমান বিদ্রোহী হইয়া তখনকার সব-কালেক্টার ম্যাক্‌ডোনাল্ডকে বিনাশ করিল। এই ঘটনার চারি বর্ষ পরে এখানকার একজন পলিগার গবর্ণমেণ্ট নিকট হইতে তাহার মনোমত বৃত্তি না পাওয়ায় প্রায় দুই হাজার লোক সংগ্রহ করিয়া ইংরাজ বিপক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কয়েকবার যুদ্ধের পর বিদ্রোহীরা কেহ হত, কেহ আহত, কেহ বা পলায়ন করিল। তদবধি কদপায় শান্তি স্থাপিত হইল।

এখানে হিন্দু ও মুসলমান জাতির বাস। হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক; ব্রাহ্মণেরা সকলেই প্রায় শৈব, ক্ষত্রিয়েরা প্রায়ই বৈষ্ণব। এতদ্ব্যতীত যনদী, যেরুকল, চেঞ্চুবর ও সুগলা প্রভৃতি কয়েক প্রকার জাতি বাস করে।

কদপা জেলার প্রধান নগর—কদপা, বদতোল, প্রোদ্দতুর, জম্মলমড়ুগু, কদিরি, দমনপল্লী, পুলিবেন্দল, রায়চোটি, বেম্পলী, বয়লপদ।

২ কদপানগর। এই নগর অক্ষা ১৪°২৮´৪৯´´ উঃ, দ্রাঘি ৭৮° ৫১´৪৭´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত।

কদপা শব্দ সংস্কৃত কৃপা শব্দের অপভ্রংশ। কেহ বলেন, গদপ হইতে কদপা হইয়াছে। তৈলিঙ্গ গদপ শব্দের অর্থ 'দ্বার', ত্রিপতী যাইবার পথ বলিয়াই গদপ (কদপা) নাম হইয়াছে।

বিজয়নগরের রাজাদিগের সময়ে কদপায় বেশ সুখ-সমৃদ্ধি ছিল। সেই সময়ের প্রাচীন নগর এখন আর নাই, তাহারই পার্শ্বে বর্ত্তমান কদপা নগর স্থাপিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কুর্পার নবাব এই স্থানে স্বতন্ত্র রাজধানী স্থাপন করেন।

কদপত্য (ক্লী) কুৎসিতং অপত্যম্, কোঃ কদাদেশঃ। ১ কুপুত্র। ২ (বহুব্রী) যাহার পুত্র অতিশয় মন্দ।

কদব। মহীসুর রাজ্যের তুমকুর জেলার অন্তর্গত একটি তালুক। ইহার পরিমাণ ৪৯৮ বর্গমাইল, ইহার মধ্যে ১০১ বর্গমাইল আবাদ হয়। ইহার লোকসংখ্যা (১৮৮১) ৬৮,১৫৮। এই তালুকের প্রধান নদী সিমশা, উত্তরপূর্ব্ব হইতে দক্ষিণমুখে প্রবাহিত। কদব ও গব্ধি নামক দুইস্থলে এই নদীর গর্ভে দুইটি হ্রদ আছে। এ জেলার সদরথানা গব্বি। এখানে একটি মাজিষ্ট্রেটী আদালত ও ৯টী থানা আছে।

এই জেলার দবিঘাটার নিকট পর্ব্বতে কাচবৎ একপ্রকার খনিজ পদার্থ পাওয়া যায়, ইংরাজীতে ইহাকে (Horn-blende) বলে। এই ধাতু কাচশলাকার ন্যায়, লম্বা ও সরু। ইহা ৩ প্রকার, যাহা কৃষ্ণবর্ণ, তাহাই হর্ণব্লেণ্ড, যাহা সবুজবর্ণ তাহাকে অ্যাক্‌টিনোলাইট (Actinolite), আর যাহা সাদা তাহাকে ট্রিমোলাইট (Tremolite) বলে। এই পদার্থে ম্যাগ্‌নেসিয়া, চূর্ণ ও লৌহের অংশ আছে।

এই জেলার কদবগ্রামে শ্রীবৈষ্ণব ব্রাহ্মণদিগের একটি উপনিবেশ আছে। ইহা অনেক দিনের প্রাচীন গ্রাম বলিয়া বিখ্যাত। ইহাতে একটি বৃহৎ সরোবর আছে, শিমশা নদীতে বাঁধ দেওয়ায় এই সরোবরের উৎপত্তি হইয়াছে। প্রবাদ এই যে রামচন্দ্র লঙ্কাজয়ের পর প্রত্যাবর্ত্তনকালে এই বাঁধ বাঁধিয়া গিয়াছিলেন।

কদভ্যাস (পুং) কুৎসিতোঽভ্যাসঃ কর্ম্মধা। মন্দ অভ্যাস, কু অভ্যাস।

কদম (দেশজ) ১ কদম্ববৃক্ষ। ২ কদম্বফল। ৩ মহিমা। ৪ ঘোড়ার গতিবিশেষ।

কদমা (দেশজ) মিষ্ট খাদ্যদ্রব্য বিশেষ, বঙ্গে, বিশেষতঃ রাঢ় অঞ্চলে ইহা প্রচুর ব্যবহার দেখা যায়।

কদমীলতা (দেশজ) লতাবিশেষ।

কদম্ব (পুং) কদি অম্বচ্‌ (কৃকদিকডিকটিভ্যোঽম্বচ্‌। উণ্‌ ৪।৮২। কৃ, কদ, কড ও কট ধাতুর উত্তর অম্বচ্‌ প্রত্যয় হয়।)

১ বৃক্ষবিশেষ, কদম। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—নীপ, প্রিয়ক, হলিপ্রিয়, কাদম্ব, ষট্‌পদেষ্ট, প্রাবৃষেণ্য, হরিপ্রিয়, বৃত্তপুষ্প, সুরভি, ললনাপ্রিয়, কাদম্বর্য্য, সীধুপুষ্প, মহাঢ্য ও কর্ণপূরক। কদম্বকে বাঙ্গালায় ও হিন্দীতে কদম, কর্ণাটী ভাষায় কদবেদু, তামিলে বেল্ল কদম্ব, তৈলঙ্গে কোদম্ব, কুদ্রথা, কদিমীমাহু বা কদপ চেতু কহে।

এই সুন্দর গাছ ভারতবর্ষ, ব্রহ্ম ও সিংহলদেশে জন্মে। এক একটি গাছ ৭০।৮০ ফিট বড় হয়। ইহার কাঠে নৌকা ও নানাবিধ আসবাব প্রস্তুত হয়। কদম্বফল শ্রীকৃষ্ণের বড় প্রিয়, এই জন্য ঝুলন উপলক্ষে কদমফুল ব্যবহৃত হয়। অপর দেবতার পূজায় এই ফুল দেওয়া যায়। কদম্ব গাছ হইতে মদ্য বাহির হয়, এই জন্য মদ্যের একটি নাম কাদম্বরী।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, "বলরামকে গোপগোপীগণের সহিত বেড়াইতে দেখিয়া বরুণ বারুণীকে (মদিরাকে) বলিলেন, হে মদিরে! তুমি যাহার অভিলাষের পাত্র, সেই অনন্তদেবের উপভোগার্থ গমন কর। বরুণের কথা শুনিয়া বারুণী বৃন্দাবনোৎপন্ন কদম্বগাছের কোটরে আগমন করিলেন। বলরাম বেড়াইতে বেড়াইতে উত্তম মদিরাগন্ধ পাইলেন। তাঁহার পূর্ব্বানুরাগ উদয় হইল। তিনি কদম্ব বৃক্ষ হইতে বিগলিত মদ্য দেখিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। তখন গোপগোপীগণ গান করিতে লাগিল; তিনি তাহাদের সহিত একত্র মদিরা পান করিলেন।"

কাদম্বরী মদ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে হরিবংশে আবার এইরূপ লিখিত আছে—"একদিন বলরাম একাকী শৈলশিখরে বেড়াইতে বেড়াইতে প্রফুল্ল কদম্বতরুর ছায়ায় উপবেশন করিলেন, অকস্মাৎ মদগন্ধযুক্ত বায়ু বহিতে লাগিল। বায়ুবশে মদগন্ধ তাঁহার নাসাবিবরে প্রবিষ্ট হইবামাত্র রাত্রিতে মদ্যপান করিলে প্রভাতে যেমন মুখশোষ উপস্থিত হয়, সেইরূপ মদপিপাসা বলবতী হইলে তিনি কদম্ব বৃক্ষ দেখিতে লাগিলেন। বর্ষার বৃষ্টির জল সেই প্রফুল্ল কদম্ব কোটরে পড়িয়া মদ্যরূপে পরিণত হইয়াছিল। বলরাম নিতান্ত তৃষ্ণাকুল হইয়া সেই মদবারি পুনঃ পুনঃ পান করিতে লাগিলেন। সেই বারিপানে মত্ত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার শরীর বিচলিত হইল, তাঁহার শারদীয় মুখশশী ঈষৎ চঞ্চললোচনে ঘুরিতে লাগিল। সেই অমৃতবৎ দেবানন্দবিধায়িনী বারুণী কদম্বকোটরে উৎপন্ন হইল বলিয়া তাহার নাম কাদম্বরী হইল।

(কদম্বকোটরে জাতা নাম্না কাদম্বরীতি সা।

হরিবংশ ৯৭ অঃ)

ভাবপ্রকাশের মতে কদম্বের গুণ—মধুর, কষায় ও লবণরস, শীতল, গুরু, বিরেচক, বিষ্টম্ভকারী, রুক্ষ; কফ, শুক্র ও বায়ুবর্দ্ধক।

নীপ, মহাকদম্ব, ধারাকদম্ব, ধূলিকদম্ব, কদম্বক প্রভৃতি কদম্বের বিবিধ ভেদ আছে। ২ সর্ষপ। ৩ দেবতাড়রূক তৃণ। ৪ (ক্লীং) সমূহ।

(কদম্বং নিকুরম্বে স্যান্নীপসর্ষয়োঃ পুমান্। মেদিনী।)

৫ মধু। (মাক্ষিকস্তু কদম্বং স্যাৎ। হেম।৪।২।) ৬ (কং উপস্থেন্দ্রিয়ং দময়তি) জিতেন্দ্রিয়। ৭ (কদং কদনং বিনাশং বাতিগচ্ছতি প্রলয়ে ইতি শেষঃ) জগৎ।

("সএবসৌম্য নিত্যং রাজতে মূলে বিশ্বকদম্বস্য পরমো বৈ পুরুষ আত্মা।" শ্রুতি।)

কদম্ব (কাদম্ব) দাক্ষিণাত্যের এক প্রাচীন পরাক্রান্ত জাতি। এক সময়ে এই জাতি দক্ষিণভারতে অতিশয় প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তৎকালে তাপীনদীর দক্ষিণ হইতে গোপরাষ্ট্র (গোয়া) পর্য্যন্ত কাদম্বরাজগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল।

দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন ইতিহাস ও শিলালিপি পাঠ করিলে এই জাতি সম্বন্ধে অনেকটা জানা যায় কিন্তু এই জাতি দক্ষিণ ভারতের আদিমনিবাসী কি না? ইঁহারা অনার্য্য অথবা আর্য্য, কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল? তাহা এখনও ঠিক জানা যায় নাই। কোন কোন জাতিতত্ত্ববিদের মতে, ইহারা দাক্ষিণাত্যের আদিমনিবাসী, বর্ত্তমান কুড়ুম্ব জাতির নামের সহিত এই জাতিরও অনেকটা সংস্রব আছে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায়, কুড়ুম্ব স্বতন্ত্র অনার্য্য জাতি, এই জাতির সহিত যে পরাক্রান্ত কদম্বগণের কোনরূপ সংস্রব ছিল, তাহার কিছুমাত্র নিদর্শন ও প্রমাণাদি পাওয়া যায় না। তবে কাদম্বগণ যে উত্তরভারতের প্রাচীন আর্য্যগণের শাখা তাহাও বলিতে পারা যায় না। কিন্তু এই জাতি যে কোন সময়ে সভ্যতাবলে আর্য্যদিগের সহিত সমান আসন অধিকার করিয়াছিল, তাহা ঠিক।

কদম্ব জাতির পূর্ব্বপুরুষগণ সকলেই শৈব ছিলেন, অথচ তাঁহারা অপর দেবতার প্রাধান্য স্বীকার করিতেন না। এই জন্য এই জাতিকে পুরাণকার অসুর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

স্কন্দপুরাণের তাপীখণ্ডে একজন কদম্বরাজকে অসুর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। সেই অসুররাজের বিবরণ এইরূপ—কদম্বাসুর অতিশয় শিবভক্ত ছিল, তাহার নিকট এক শিবলিঙ্গ ছিল, সেই শিবলিঙ্গের জন্য দেবতারাও তাহার কিছু করিতে পারিতেন না, সময়ে সময়ে তাহাকে ভয় করিতে হইত। কৃষ্ণ ইন্দ্রকে মুনিরূপ ধরিয়া কদম্বের কাছে

যাইতে আদেশ করিলেন। সেই মত ইন্দ্র মুনিরূপ ধরিয়া কদম্বের কাছে আসিলেন, এদিকে কৃষ্ণ সুন্দরী রমণীরূপ ধারণ করিয়া গাহিতে গাহিতে কদম্বাসুরকে দেখা দিলেন। বিজনে রমণীমূর্ত্তি দেখিয়া কদম্ব বিমুগ্ধ হইল। সে মুনিরূপী ইন্দ্রের নিকট শিবলিঙ্গ রাখিয়া তাহার মনোমোহিনীর দিকে ধাবিত হইল। তখন ইন্দ্র কদম্বকে সহায়হীন দেখিয়া বজ্রনিক্ষেপ দ্বারা তাহাকে সংহার করিলেন। কদম্ব চিরদিনের মত ভূমিশায়ী হইল, কিন্তু তাঁহার পবিত্র আত্মা শিবময় হইল।"

কদম্বকে অসুর বলিয়া বর্ণনা করিবার কারণ কি? বোধ হয়, পূর্ব্বে এই জাতি তাপীনদীতীরে অসভ্য অবস্থায় বাস করিত, সেই সময়ে ইহারা অপর হিন্দুর প্রতি অত্যাচার করিত, (অসুরপ্রকৃতির পরিচয় দিত।) তাই পুরাণকর্ত্তা এই জাতিকে অসুর পদবীতে সম্বোধন করিয়াছেন।

কদম্বজাতি সর্ব্বপ্রথমে কোন সময়ে দক্ষিণদেশে রাজত্ব আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা ঠিক্ জানা যায় না। দক্ষিণদেশের প্রবাদ ও কর্ণাটী গ্রন্থানুসারে কদম্বদিগের প্রথম রাজা ত্রিনেত্রকদম্ব। দক্ষিণদেশীয় ঐতিহাসিকদিগের মতে তিনি ১৬৮ খৃঃ অব্দের লোক হইবেন।

ময়ুরবর্ম্মচরিত্র প্রভৃতি কয়েকখানি দক্ষিণদেশীয় সংস্কৃত গ্রন্থে কদম্বরাজ সম্বন্ধে এইরূপ বর্ণিত আছে—

ত্রিপুরাসুরের নিধনকালে মহাদেবের ললাট হইতে এক বিন্দু ঘর্ম্ম কদম্বকোটরে পতিত হয়, সেই বিন্দু হইতে এক ত্রিনেত্র পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন। কদম্বকোটরে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া, তাঁহার নাম ত্রিনেত্র বা ত্রিলোচন কদম্ব, তিনি কদম্ববংশের আদিপুরুষ। ইনি বানবাসী * (অপর নাম জয়ন্তীপুর) নামক জনপদে আপন রাজধানী স্থাপন করেন। † ইহাঁর পুত্র মধুকেশ্বর, তৎপুত্র মল্লিনাথ, পুত্র চন্দ্রবর্ম্মা। চন্দ্রবর্ম্মার দুই পুত্র, একজনের নাম চন্দ্রবর্ম্মা (২য়) অপরের নাম পুরন্দর। চন্দ্রবর্ম্মা (২য়)র দুই পত্নী, এক পত্নীকে তিনি বল্লভীপুরের এক দেবালয়ে রাখিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহার গর্ভে ময়ুরবর্ম্মার জন্ম হয়। চন্দ্রবর্ম্মার বনবাসেই মৃত্যু হইয়াছিল। পুরন্দর নিঃসন্তান হওয়ায় ময়ুরবর্ম্মা বানবাসীর রাজা হইলেন। ইনিই সর্ব্বপ্রথমে ভারতের উত্তর দিক্ হইতে ভারতের পশ্চিম উপকূলে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। এই সময় হইতে ব্রাহ্মণেরা বানবাসীতে আসিয়া বাস আরম্ভ করেন। ময়ুরবর্ম্মার পুত্র ত্রিনেত্রকদম্ব (২য়) চণ্ডালরাজের হস্ত হইতে গোকর্ণতীর্থ উদ্ধার করিয়া তথায় ব্রাহ্মণদিগকে স্থাপন করেন, ইহাঁর রাজত্বকালে ব্রাহ্মণেরা হৈব ও তুলুবে গিয়া উপনিবেশ করিয়াছিলেন।

শিলালিপির বিবরণানুসারে ময়ুরবর্ম্মাই বানবাসীর প্রথম রাজা, শিব ও পৃথিবী হইতে তাহার জন্ম। শিলালিপি অনুসারে বানবাসীর কদম্ব রাজাদিগের বংশকারিকা এইরূপ—

ময়ুরবর্ম্মা (১ম)
|
কৃষ্ণবর্ম্মা
|
নাগবর্ম্মা (১ম)
|
বিষ্ণুবর্ম্মা
|
মৃগবর্ম্মা
|
সত্যবর্ম্মা
|
বিজয়বর্ম্মা
|
জয়বর্ম্মা
|
নাগবর্ম্মা (২য়)
|
শান্তিবর্ম্মা (১ম)
|
কীর্ত্তিবর্ম্মা (১ম)
|
আদিত্যবর্ম্মা
|
চট্ট, চট্টয় বা চট্টগ
|
জয়বর্ম্মা (২য়) বা জয়সিংহ

মাবুলি | তৈল (১ম) | শান্তিবর্ম্মা (২য়) (শক ১০১০) | চৌকি | বিক্রম (বিক্রমাঙ্ক)

তৈল (১ম) → কীর্ত্তিবর্ম্মা (২য়) বা কীর্ত্তিদেব (১ম) ওরফে তৈলনসিংহ (শক ৯৯৯)

শান্তিবর্ম্মা (২য়) → তৈলপ (২য়) শক ১০২১ ও ১০৭২ → তৈলম

তৈলম → কীর্ত্তিদেব (২য়) | কামদেব বা তৈলমন অক্কার (শক ১১০৩ এবং ১১১৮)

এ ছাড়া শিলালিপিতে আরও কয়েকজন কদম্বরাজের নাম পাওয়া গিয়াছে—

কুণ্ডমরস বা সত্যাশ্রয় (শক ৯৪১),—ময়ুরবর্ম্মা ২য় (শক ৯৫৬ ও ৯৬৬),—চামুণ্ডরায় (শক ৯৬৭ ও ৯৭০),—হরিকেশরী (শক ৯৭৭),—ময়ুরবর্ম্মা ৩য় (শক ১০৫৩।)

শিলালিপিতে আরও কতিপয় মহামণ্ডলেশ্বর কদম্বের উল্লেখ আছে। মহামণ্ডলেশ্বরদিগের ক্ষমতা রাজগণ অপেক্ষা হীন, তাঁহারা এখনকার ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান সর্দ্দারদিগের ন্যায় ক্ষমতাশালী ছিলেন, তাঁহাদিগের সম্মানার্থ পের্মট্টি নামক বাদ্যযন্ত্র বাজিত, হনুমান্-চিহ্নিত পতাকা উড়িত। তাঁহারা সিংহচিহ্নিত মোহর ব্যবহার করিতেন।

* বনবাসী জনপদ পুরাণে বনবাসক বা বানবাসক নামে অভিহিত।
† কাহার মতে মহাদেব ও পার্ব্বতী হইতে ত্রিনেত্রকদম্বের জন্ম।

বর্ত্তমান বেলগাম্ নামক জেলারও কয়েকজন কদম্ব রাজত্ব করিতেন, তাঁহাদের রাজধানী পলাশিকা (বর্ত্তমান হল্‌সি) ছিল। এখানকার কদম্বরাজগণের মধ্যে কাকুস্থ-বর্ম্মা ও মৃগেশবর্ম্মাই প্রধান। তাঁহারা অঙ্গিরস গোত্রীয়। কাকুস্থ সম্ভবতঃ ৩৬০ শকে বিদ্যমান ছিলেন। শিলালিপিতে কাকুস্থ বর্ম্মার এই কয়েক জন বংশধরের নাম পাওয়া যায়—

কাকুস্থবর্ম্মা
|
শান্তিবর্ম্মা
|
মৃগেশবর্ম্মা
|
রবিবর্ম্মা — ভানুবর্ম্মা — শিবরথ
|
হরিবর্ম্মা (রবিবর্ম্মার পুত্র)

চালুক্যেরা প্রবল হইলে কদম্ববংশের অধঃপতন হয়, চালুক্যরাজ কীর্ত্তিবর্ম্মার শিলালিপিতে তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যায়।

বানবাসী বা জয়ন্তীপুরের কদম্ব রাজবংশের অধঃপতন হইলেও গোপকপুরে (গোয়াতে) আর একবংশ অনেক দিন ধরিয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। এখানকার কদম্বরাজ ষষ্ঠ-দেবের ৪৩৪৮ কল্যব্দের একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, ইঁহার অপর নাম শিবচিত্ত। ইঁহার সময়ে গোপকপুরীতে গোপেশ্বরের মন্দির ছিল। (Dynasties of the Kanarese Districts p. 89 ।)

প্রাচীন কদম্বরাজদিগের সহিত ভারতের অপরাপর রাজাদিগের সহিতও সম্বন্ধ ছিল। জয়কেশী নামে একজন কদম্বরাজকুমার ছিলেন, তিনি বিক্রমাদিত্য আহবমল্লের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং আহবমল্লের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধুতা ছিল। জয়কেশীর কন্যা মৈনলদেবীর সহিত অনহিলবাড়ের রাজা কর্ণের বিবাহ হয়, তাঁহার গর্ভে বিখ্যাত জয়সিংহ সিদ্ধরাজের জন্ম হয়। [কুমারপাল চরিত ১১। ৬৬, Forbes Rasmala I. p. 107., Bombay Branch of the Royal Asiat. Soc. IX. 321 দেখ।]

কদম্বক (ক্লী) কদম্ব-সংজ্ঞায়াং কন্। ১ সমূহ। ("কদম্বকং বাতমজং মৃগাণাম্।" ভট্টি) ২ দেবতাড় বৃক্ষ। (পুং) (কদম্ব ইব কায়তি প্রকাশতে) ৩ হরিদ্রা। ৪ সর্ষপ। ৫ দারুহরিদ্রা।

কদম্বকোরক ন্যায় (পুং) কদম্বপুষ্পের চতুর্দ্দিকস্থ কেশর-সমূহ যেমন এক কালে উৎপন্ন হয়; সেইরূপ একটিমাত্র শব্দের সহিত এককালে বহু বহু শব্দের উৎপত্তি হইল; ইহাকেই কদম্বকোরক ন্যায় কহে।

কদম্বগোলক ন্যায় (পুং) কদম্ব গোলাকার, তাহার গাত্রের চতুর্দ্দিকস্থ কেশরসমূহও সমভাবে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে; এজন্য ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল অবস্থাতেই তাহার এক গোল ভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ কোন বস্তু বা বিষয়ের এক ভাব থাকিলে, তথায় 'কদম্বগোলক ন্যায়' শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

কদম্বদ (পুং) কদম্ব-দো-ঘঞর্থে ক। সর্ষপ।

কদম্বপুষ্পা (স্ত্রী) কদম্বস্যেব পুষ্পং যস্যাঃ, কদম্বপুষ্প-অর্শ আদিত্বাৎ অচ্-টাপ্। মুণ্ডিতিকা বৃক্ষ, মুণ্ডিরী।

কদম্বপুষ্পী (স্ত্রী) কদম্বপুষ্পমিব পুষ্পমস্যাঃ কদম্বপুষ্প-ঙীপ্। মুণ্ডিরী।

কদম্ববাদী [ন্] (পুং) কদম্ব ইতি বাদঃ সংজ্ঞা অস্ত্যস্য, কদম্ব-বাদ-ণিনি। নীপজাতীয় কদম্ববিশেষ।
("কদম্ববাদিনো নীপান্ দৃষ্ট্বা কণ্টকিতৈরিব।
সমন্ততো ভ্রাজমানং কদম্বককদম্বকৈঃ॥" কাশীখণ্ড।)

কদম্বী (স্ত্রী) কদম্ব-ঙীষ্। দেবদালী লতা। [দেবদালী দেখ]

কদর্ (আরবী) মর্য্যাদা, সম্মান।

কদর (ক্লী) কং জলং দৃণাতি দারয়তি নাশয়তি ইত্যর্থঃ, ক-দৃ-অচ্। ১ পায়সবিশেষ, ছেঁড়া পায়স। ২ (পুং) শ্বেতখদির, কাঁটা-বাবলা। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—সোমবল্ক, ব্রহ্মশল্য, খদিরো-পম, শ্বেতসার, খদির ও সোমবল্কল। ভাবপ্রকাশমতে ইহার গুণ,—বিশদ, বর্ণের হিতকর এবং মুখরোগ, কফ ও রক্তদোষনিবারক। ৩ করাৎ। ৪ অঙ্কুশ। ৫ ক্ষুদ্ররোগ-বিশেষ। সুশ্রুতোক্ত ইহার লক্ষণ,—কঙ্কর ও কণ্টক প্রভৃতির দ্বারা পদতল ক্ষত হইলে কুপিত বায়ু, পিত্ত, কফ, মেদঃ ও রক্তকে দূষিত করিয়া বেদনা ও স্রাবযুক্ত কুলের আঁটির ন্যায় যে রোগ উৎপন্ন করে, তাহার নাম কদর।

চিকিৎসা—অস্ত্রদ্বারা কদর উৎপাটিত করিয়া তপ্ততৈল বা অগ্নিদ্বারা সেই স্থান দগ্ধ করিয়া ফেলিবে।

কদর্থ (পুং) কুৎসিতোঽর্থঃ, কোঃ কদাদেশঃ। ১ কুৎসিত অর্থ। ২ পদার্থ। ৩ কুৎসিত অর্থকারী।

কদর্থন (ক্লী) কু-অর্থ-ল্যুট্। ১ কুৎসিত অর্থকরা।

কদর্থনা (স্ত্রী) কদর্থন-টাপ্। বিড়ম্বনা।

কদর্থিত (ত্রি) কু-অর্থ-ণিচ্-ক্ত। ১ দূষিত। ২ বিড়ম্বিত। ৩ ঘৃণিত।

কদর্থীকৃত (ত্রি) অকদর্থং কদর্থং করোতি, কদর্থ-চ্বি-কৃ-ক্ত। ১ মন্দীকৃত। ২ বিফলীকৃত।

কদর্য্য (ত্রি) কুৎসিতো ঽর্য্যঃ স্বামী, কুগতীতি সমাসঃ। ১ ক্ষুদ্র। ২ কৃপণ। স্মৃতিশাস্ত্রের মতে, যে লোভীব্যক্তি আত্মা ধর্ম্মকার্য্য স্ত্রীপুত্র প্রভৃতিকে কষ্ট দিয়া অর্থসঞ্চয় করে,

তাহাকে কদর্য্য কহে। ("কৃপণক্ষুদ্রমিতম্পচঃ। কীনাশস্তুদ্রঃ ক্ষুদ্র—কদর্য্যদৃঢ়মুষ্টয়ঃ। কিম্পচানো। হেম ৩। ৩২।)

কদর্য্যভাব (পুং) কদর্য্যস্য ভাবঃ, ৬তৎ। ১ কুৎসিত ভাব। ২ অশ্লীল ভাব।

কদল (পুং) কদ-বৃষাদিত্বাৎ কলচ্। ১ কলাগাছ। ২ চাকুলে লতা। ৩ ডিম্বিকা, ডিমি। ৪ শিমুলগাছ।

কদলক (পুং) কদল-স্বার্থে-কন্। কলাগাছ।

কদলা (স্ত্রী) কদল-টাপ্। ১ চাকুলে। ২ কজ্জলীগাছ। ৩ ডিম্বিকা। ৪ শিমুলগাছ।

(কদলা ডিম্বিকায়াঞ্চ শাল্মলী ভূরুহেঽপিচ। মেদিনী।)

কদলী [ন্] (পুং) কদলো হস্ত্যস্তি, কদল-ইনি। কলাগাছ।

কদলী (স্ত্রী) কদল-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্ (ষিদ্গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪। ১। ৪১।) ১ ওষধিবিশেষ, কলা।

উষ্ণকটিবন্ধ প্রদেশের একপ্রকার মিষ্ট ফল। বাঙ্গালা দেশে ইহাকে চলিত কথায় 'কলা' বলে। ইহার সংস্কৃত নাম কদলী। সংস্কৃতে ইহার আরও কতকগুলি নাম আছে—বারণবুসা, রম্ভা, মোচা, অংশুমৎফলা, কদল, কাষ্ঠিল, বারণবুষা, বারবুষা, সুফলা, সুকুমার, সকৃৎফলা, গুচ্ছফলা, হস্তিবিষাণী, গুচ্ছদন্তিকা, নিঃসারা, রাজেষ্টা, বালকপ্রিয়া, উরুস্তম্ভা, ভানুফলা, বনলক্ষ্মী, কদলক, মোচক, রোচক, লোচক, বারণবল্লভা, চর্ম্মণ্বতী। এই সকল নামের সার্থকতা আছে, যথাস্থানে তাহা বিবৃত হইবে।

ভারতবর্ষই কদলীর আদি বাসস্থান, এজন্য এদেশে ইহা নানাবিধ কর্ম্মে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার তুল্য আবশ্যকীয় ফল আর দ্বিতীয় নাই। ইহা জন্মেও অনেক। বৎসরের সকল কালেই ইহার ফল জন্মে, তবে গ্রীষ্মকালেই অধিক উৎপন্ন হয় আর ঐ সময়ের ফল অধিকতর কোমল, মধুর এবং স্বাদু হয়।

কদলীর উদ্ভিদ্ তত্ত্ব।—ইহার গাছকে উদ্ভিদ্‌তত্ত্ববিদেরা কোমলকাণ্ড বৃক্ষশ্রেণীর মধ্যে গণনা করেন। যাহার কাণ্ডে অর্থাৎ গুঁড়িতে কাষ্ঠভাগ অল্প থাকে তাহাকেই কোমল কাণ্ড বলে। বাস্তবিক কদলী বৃক্ষের কোনরূপ কাণ্ড নাই। যাহা কাণ্ড বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, তাহা বাস্তবিক পাতার শেষ ভাগ অর্থাৎ কাণ্ডকোষ, যাহাকে বাঙ্গালায় কলার খোলা, বাস্‌না বা বাকলা বলে তাহার সমষ্টিমাত্র। কলাগাছের পিণ্ড-মূল (এঁটে) (roots, stalks) আছে, এই পিণ্ডমূল হইতেই একেবারে পাতা বাহির হয়। পিণ্ডমূলের ঠিক মধ্যস্থল হইতে একটি সরল গোলাকার শ্বেতবর্ণ মজ্জা (Pith) উঠে, ইহারই চতুর্দ্দিকে স্তরে স্তরে কাণ্ডকোষগুলি ঢাকা পড়িয়া কাণ্ডের স্থায় আকার ধারণ করে, এই জন্য ইহাকে কোমল কাণ্ড বলে। কালে ঐ মজ্জা পুষ্পদণ্ডে পরিণত হয়। যখন নূতন পাতা বাহির হয়, তখন ইহা একেবারেই মূল হইতে জন্মে এবং মজ্জার পার্শ্ব দিয়া গুড়াইয়া সরু গুণ্ডাকারে উঠিতে থাকে, শেষে পত্রকক্ষ দিয়া বাহিরে পড়িয়া পাতা ছাড়িতে থাকে। ইহার পত্রাংশ অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া থাকে। এক একটী পাতা ৬। ৮ ফুট দীর্ঘ ও ২ ফুট বিস্তৃত হয়। ইহার পাতার "মধ্যপর্শুকা" হইতে পাতার ধার পর্য্যন্ত লম্বা ভাবে সমদূরে সরল শিরা আছে। এই সকল শিরার মধ্যে অশ্বত্থ পাতার মত জালের স্থায় সূক্ষ্ম শিরাবিন্যাস নাই, সুতরাং একটু প্রবলবাতাস লাগিলেই ইহা চিরিয়া যায়। কলাগাছের পত্রভাগ, বৃন্তভাগ, কাণ্ডকোষ সমস্তই অংশু-বিশিষ্ট। কলাগাছের মজ্জা যাহাকে বাঙ্গালায় থোড় বলে, তাহা অতি কোমল। ইহা কেবল কতকগুলি পাকান পাকান রসাধার শিরার সমষ্টিমাত্র। মজ্জা দণ্ডই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পুষ্পদণ্ডে পরিণত হইয়া থাকে। ইহার পুষ্পকে বাঙ্গালায় মোচা বলে। মোচা হইবার পূর্ব্বে ইহার স্কন্ধদেশ হইতে একখানি "অসিফলক" নির্গত হয়। বাঙ্গালায় তাহাকে পাতমোচা বলে। পাতমোচার অভ্যন্তরেই মোচা থাকে। মোচা পুষ্ট হইলে এই পাতমোচা তলার দিকে কাটিয়া যায়, আর মোচা নিম্নমুখে ঝুলিয়া পড়ে। নারিকেল, তাল, গুপারি, খর্জ্জুর প্রভৃতি গাছেরও পাতমোচা হয়। পাত-মোচাকে চলিত বাঙ্গালায় "বেল্‌দো" বলে।

মোচা কলাগাছের স্কন্ধ হইতে ঊর্দ্ধমুখী হইয়া নির্গত হয়, শেষে কতকটা বড় হইলে নিম্নমুখী হইয়া পড়ে। ইহা দেখিতে কোণাকার, লম্বে প্রায় ১ ফুট ও মধ্যস্থলের বেড় প্রায় ৬ ইঞ্চি হয়। একটি মোচায় অনেকগুলি বিভাগ থাকে, প্রতি বিভাগে দুই সার পুষ্পমুকুল এক একখানি বেগুণে চর্ম্মবৎ পৌষ্পিক পত্রাবর্ত্তে আবৃত থাকে। প্রত্যেক সারে ৯টি বা ১০টি পুষ্প থাকে। প্রত্যেক পুষ্পেই ফল হয়। এই পুষ্পগুলির মধ্যে পুংপুষ্পগুলি (Male-flowers) নিম্নের শ্রেণীতে, স্ত্রীপুষ্প বা উভলিঙ্গ পুষ্পগুলি (Female or Herma-phrodite flowers) উপরের শ্রেণীতে থাকে। প্রত্যেক ভাগের ফুলগুলি যেমন যেমন বাড়িতে থাকে, অমনি তাহাদের আবরক পৌষ্পিক পত্রাবর্ত্তখানি খসিয়া যাইতে থাকে। গোড়ার দিক্ হইতে পুষ্পগুলি ফলে পরিণত হইতে থাকে। বাঙ্গালায় এই পৌষ্পিক পত্রাবর্ত্ত-গুলিকে চলিত কথায় মোচার খোলা বলে, প্রত্যেক মোচায় ৯ হইতে ১০ থাক ফল ধরে। এক এক থাককে

বাঙ্গালায় "ছড়া" বলে। মোচায় যতগুলি ফুল থাকে, সব গুলিতে ফল হইতে পারে না। সমস্ত ছড়া লইয়া ফলগুচ্ছকে বাঙ্গালায় কাঁদি বলে। একটি গাছে একবার মাত্র একটি কাঁদি ধরে। কাঁদি কাটিয়া লইলেই কিছু দিন পরে গাছ পড়িয়া মরিয়া যায়। গাছ অতি পুরাতন হইলে বা কাঁদি ফেলিয়া মরিয়া গেলে, তাহার পিণ্ডমূল হইতে ৬টা হইতে ৮টা পর্য্যন্ত চারা নির্গত হয়। বাঙ্গালায় এই চারাকে তেউড় বলে।

কলা অনেক প্রকার আছে। সকল কলায় বীজ হয় না। বন্য কলায় এবং চট্টগ্রাম প্রদেশের এক জাতীয় কাঁচকলায় (Musa sapientum) বীজ হয়, এই বীজে গাছ হয়। অন্য কোন কোন জাতীয় কলায় বীজ জন্মে বটে কিন্তু সে বীজে চারা হয় না। পার্ব্বত্য প্রদেশে কলাগাছ অতি অল্প হয়। এ সকল স্থানে কলাগাছ বাড়িতে পারে না, কারণ অন্যান্য বৃক্ষের প্রতিযোগীতায় কলাগাছ পার্ব্বত্য প্রদেশের কঠিন মাটী হইতে রস টানিয়া নিজের পুষ্টিসাধন করিয়া উঠিতে পারে না, এই জন্য ইহার তেউড় হয় না। তেউড় হয় না বলিয়াই, পার্ব্বত্য কলায় বীজ হইয়া থাকে। বীজও আবার এত বেশী হয় যে, কালে শস্য কিছুমাত্র থাকে না। বীজগুলির উপর পাতলা সরের মত একটু কোমল চট্‌চটে শস্য থাকে। পরমেশ্বরের আশ্চর্য্য মহিমা! পক্ষীরা এই শস্যটুকু খাইবার জন্য বহুদূর হইতে আসিয়া পকফল লইয়া যায়, এবং সেই সকল স্থানে এই উপায়ে বীজ নীত হইয়া কলার গাছ জন্মে।

অন্যান্য স্থলে কলার আবাদ হয়। আবাদী কলায় বীজ হইতে পায় না এবং উত্তরোত্তর ফলের উন্নতি হয়, গাছে তেউড় জন্মে, তেউড়েরও উৎপাদিকা শক্তি বাড়িয়া থাকে। আবাদের গুণে ভাল ভাল কলায় এখন আর মোটেই বীজ জন্মে না। ইহাদের বীজোৎপাদিনী শক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে কিন্তু কোন কোন স্থানের জলবায়ু প্রভাবে আবাদ করিলেও সহজে ইহাদের এ শক্তি রহিত হয় না। দু একবারের ফলে হয় ত বীজ হইতে পারে না, কিন্তু তৃতীয় আবাদেই বীজ হইয়া থাকে। নবদ্বীপের জলবায়ু এইরূপ বটে। বাঙ্গালার কাঁঠালী কলা বহুদিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু আজিও তাহার বীজোৎপাদিনী শক্তি একবারে নষ্ট হয় নাই। অতি অল্প দিনেই ইহাতে বীজ জন্মে, এজন্য বাঙ্গালার কাঁঠালিকলার ঝাড় বেশী পুরাতন হইতে দিতে নাই, তেউড়গুলি লইয়া অন্য স্থানে লাগাইয়া কলার উন্নতি বর্ত্তমান রাখা কর্ত্তব্য। আবাদের গুণে ও জমীর গুণে কাঁঠালিকলার উন্নতি হয় মাত্র কিন্তু কিছুমাত্র শক্তি নষ্ট হয় না। চীন দেশে এক প্রকার কলাগাছ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অতি ক্ষুদ্রাকার এবং তাহার ফলও হয় না।

কলাগাছ অতি শীঘ্র শীঘ্র বাড়ে। ভাল জমীতে আবাদ করিলে এই বৃদ্ধি সহজেই চক্ষুগোচর করা যায়। কলার কচি পাতা বাঙ্গালায় ইহাকে মাজ অর্থাৎ মধ্যপত্র বলে। যখন পাক খুলিয়া বিস্তৃত হইতে থাকে তখন তাহার বোঁটা (বৃন্ত) হইতে পত্রাগ্র পর্য্যন্ত একটা সূতা ধরিয়া ঘণ্টাখানেক অপেক্ষা করিলেই দেখা যাইবে যে সেই সময়ের মধ্যে মাপের সূতা ছাড়াইয়া প্রায় ১ ইঞ্চি দীর্ঘ হইয়াছে।

প্রবল বাতাসে কলাগাছের বড় অনিষ্ট করে, বিশেষতঃ ফল হইলে অতি অল্প বাতাসেই ভাঙ্গিয়া পড়ে। বাঙ্গালা দেশে বাঁশের তেকাটা করিয়া এই সময়ে গাছ রক্ষা করিয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশে কলার ভুঁয়ে নামে একপ্রকার পোকা লাগে, এই পোকাতেও অনিষ্ট করে, ভুঁয়ে লাগিলে গাছ শুইয়া পড়ে।

কোথায় কোথায় কদলী পাওয়া যায় এবং তাহার শ্রেণী বিভাগ।—ভারতবর্ষ কলার আদি জন্মস্থান। এখানে ও পাশ্চাত্য প্রদেশ অপেক্ষা পূর্ব্বপ্রদেশে ও দাক্ষিণাত্যেই বেশী জন্মে। পূর্ব্বে বাঙ্গালায় এবং দাক্ষিণাত্যে মালাবর উপকূলে ইহার বহুল আবাদ হইয়া থাকে।

বাঙ্গালায় রামরম্ভা, অনুপাম, মালভোগ, অপরিমর্ত্তা, মর্ত্ত্যমান, চম্পক, চিনিচাঁপা, কানাইবাঁশী, ঘিয়ে, কালীবউ, কাঁঠালী প্রভৃতি কয়েক জাতীয় কলা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহার মধ্যে প্রথম চারি প্রকার এক শ্রেণীর, তাহার পরের চারিপ্রকারও এক শ্রেণীর আর শেষ তিন প্রকারও এক শ্রেণীর কলা। মর্ত্ত্যমান শ্রেণীকে চাটিম কলাও বলে, কোথাও কোথাও মর্ত্ত্যমানও বলে। এই সকল কলায় আদৌ বীজ হয় না। কাঁঠালিজাতীয় অন্যান্য কলায় বীজ হয় না, কেবল শুদ্ধ কাঁঠালী বলিয়া যাহা বিখ্যাত তাহাই বহুদিন এক ভূমিতে থাকিলে বীজবিশিষ্ট হইয়া উঠে। এতদ্ভিন্ন মদনী, মদনা, তুলসী, মত্তুরা রঙ্গবীর, পোড়ারঙ্গবীর প্রভৃতি কয়েক জাতীয় কলার কোন কোন জাতিতে অল্প বীজ হয় আবার কোন শ্রেণীতে মোটেই হয় না। বাঙ্গালায় 'বীচাকলা' (বীজবহুলা) নানাবিধ। ইহার এক একটি কলায় যথেষ্ট বীজ হয়, কিন্তু মিষ্টতা খুব বেশী হয়। যশোহরে 'দ'য়েকলা' নামে এক প্রকার বীচাকলা হয়, ইহার সরবত অতি সুন্দর হইয়া থাকে। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থানে 'জোগুরে কলা'

নামক একপ্রকার বীচাকলা হয়, ইহার ফল খাইতে পারা যায় না, কিন্তু মোচা বড় সুস্বাদু হয়। মোচার জন্যই ইহার আবাদ করা হয়। "সম্মা" নামক আর এক প্রকার বীচা-কলা আছে, তাহার রসে নানারূপ চক্ষুরোগ আরোগ্য হয়। কাঁচকলা, কাঁচাকলা, আনাজি কলা প্রভৃতি কলা 'কাঁচকলা' জাতীয়। এই শ্রেণীতে নানা আকারের কলা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা পাকিলে সুমিষ্ট হয় বটে, কিন্তু তরকারীতেই ইহা যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। কাঁচকলার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম (Musa Paradisica) কাঁঠালিকলার কাঁচা ফলও খায়, ইহাকে 'ঠোঁটেকলা' বলে। 'ঠোঁটেকলা' আবার কাঁঠালিকলার শ্রেণীর ফলকেও বলে; ইহা কাঁঠালিজাতীয় একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীও বটে। সংস্কৃতেও কদলীর নানা ভেদ আছে;—

"মাণিক্যমর্ত্ত্যামৃতচম্পকাদ্যা
ভেদাঃ কদল্যা বহবোঽপি সন্তি।"

এই সংস্কৃত "মর্ত্ত্য" কলাই বাঙ্গালার মর্ত্ত্যমান বা চাটিম, আর "চম্পকই" চাঁপাকলা নামে বিখ্যাত। কাঁঠালিজাতীয় "কানাইবাঁশীকলা" প্রায় ১ ফুটের উপর লম্বা হয়। আর "কালীবউকলা" বেশ মোটা হয়। "ঘিয়ে" কাঁঠালী হইতে ঘৃতের ন্যায় সুগন্ধ নির্গত হয় এবং উষ্ণ দুগ্ধে ফেলিয়া দিলে মাখনবৎ গলিয়া ভাসিয়া উঠে।

কাঁঠালিকলা পাকিলে বর্ণ ঈষৎ পীত হইয়া উঠে, চাটিম-কলা পাকিলে বর্ণ পীতাভ হয়, কিন্তু গায়ে ফোটা ফোটা দাগ হয়, চাঁপাকলা পাকিলে ঘোর পীতবর্ণ হয়। কাঁঠালী পরিপুষ্ট হইলে কতকটা চৌপলা, ঈষৎ বক্র; চাটিমকলা সুগোল, সরল এবং চাঁপা সুগোল, অথচ খর্ব্বাকৃতি হইয়া থাকে। এদেশে একপ্রকার রক্তবর্ণকলা জন্মে তাহাকে "সিঁদুরেকলা" বা "চীনে কলা" বলে। মর্ত্ত্যমানকলা ও কাঁঠালিকলার উদ্ভিজ্জ শাস্ত্রোক্ত নাম Musa sapientum।

বাঙ্গালায় কাঁঠালিজাতীয় কলায় শস্য কিছু কড়া হয়, "মর্ত্ত্যমান" জাতীয়ের শস্য খুব সাদা ও মাখনবৎ কোমল এবং "চম্পক" জাতীয়ের শস্য ঈষৎ অম্লরসযুক্ত সুগন্ধ ও ফলের মধ্যে পীতাভ বর্ণ হয়। কাঁঠালির ফলের খোসা পুরু, চাঁপার খোসা পাতলা হয়। বাঙ্গালীরা মর্ত্ত্যমান কলাই বেশী আদর করে। এদেশীয় য়ুরোপ-প্রবাসীরা "চাঁপাকলার" আদর করে। কাঁঠালির ও কাঁচকলার ব্যবহারই অধিক।

দাক্ষিণাত্যের দিন্দীগল প্রদেশের পর্ব্বতে যে সকল কলা উৎপন্ন হয় ও বঙ্গভাগে সাধারণতঃ যে সকল কলা দেখা যায়, তাহার ইংরাজী নাম Musa superba। খেসিয় প্রদেশের কলা সুগন্ধবিশিষ্ট ও বরোচ প্রদেশের কলা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়।

নেপালে একপ্রকার কলা জন্মে, ইহার নাম "নেপালী-কলা" Musa Nepalensis।

এ দেশে এক প্রকার বৃহদাকৃতি কলা জন্মে, তাহাকে "কাবুলে কলা" বলে।

মান্দ্রাজে যত রকম কলা পাওয়া যায় তন্মধ্যে "রসথলি" সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। "পচ্চি" জাতীয় কলার শস্য বেশ কড়া, পাকিতে বড় বিলম্ব হয়, কিন্তু সে দেশের লোকেরা এই কলাই ভাল বাসে বলিয়া জাগ দিয়া পাকাইয়া বিক্রয় করে। "পাছা" জাতীয় কলা খুব লম্বা হয়, কিন্তু পুষ্ট হই-লেই বাঁকিয়া যায়, ইহার বর্ণ সবুজ, পাকিলেও বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয় না। "পেবেলি" জাতীয় কলা সুমিষ্ট কিন্তু বর্ণ পাণ্ডুটে। "সেবেল্লি" জাতীয় কলা খুব বড় হয়, ইহার বর্ণ লোহিত, দেখিতে বেশ। এতদ্ভিন্ন বদ্বে, বেরুলা, বমেই, পে, সেম্বা, বেরেপাম্বিয়ান, পিদিমোণে প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর কলা পাওয়া যায়।

মর্ত্ত্যমান কলা চট্টগ্রামে ও তেনাসরিম প্রদেশে বহুল পরিমাণে জন্মে, এই উভয় প্রদেশের দক্ষিণে মার্ত্তাবান উপসাগর। অনেকে বলেন যে এই উপসাগর দিয়া এই কলা প্রথমে ভারতে প্রবেশ করিয়াছিল বলিয়া ইহার নাম মর্ত্ত্যমান হইয়াছে। আমাদের মতে তাহা নহে, মর্ত্ত্য নামক কদলীই এই মর্ত্ত্যমান কলা।

বোম্বায়ে নয়প্রকার কলা জন্মে—বসরই, মুথেলি, তাম্বড়ি, রজেলি, লোখণ্ডি, সোনকেলি, বেসকেলি, করজেলি, ও নর-সিঙ্গি। ইহার মধ্যে তাম্বড়ি রক্তবর্ণ কদলী।

ব্রহ্মদেশে পীত ও স্বর্ণবর্ণের নানাপ্রকার কদলী দেখিতে পাওয়া যায়।

সিঙ্গাপুর, মলয় এবং ভারতসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জে প্রায় ৮০ প্রকার ভোজনোপযোগী কলা জন্মে, ইহার মধ্যে অনেক গুলির আকারই বৃহৎ এবং সুগন্ধবিশিষ্ট। ইহার মধ্যে "পিস্তাং টিম্বাগা" রক্তবর্ণ কলা, ইহাকে সে দেশের লোকেরা তামাটে কলা, বা কাঁকড়া কলা বলে। "পিস্তাং মুলুৎ বেবেক" এই জাতীয় কলার তলার কতকটা খোলা বক্রভাবে হাঁসের ঠোঁটের মত হয়। "পিস্তাং রাজা"—ইহাকে রাজাকলা বলে। "পিস্তাং সুসু" ইহাকে "দুধে কলা" বলে। আর একপ্রকার কলা আছে, তাহাকে সোণাকলা বলে। শেষোক্ত তিনপ্রকারই অতি সুন্দর, সুমিষ্ট, সুগন্ধবিশিষ্ট।

যবদ্বীপে "পিস্তাং টঙ্ক" নামে একপ্রকার কলা জন্মে,

তাহা দীর্ঘে প্রায় দুই ফুট হয়। বাঙ্গালায় বোধ হয় এই শ্রেণীকেই কানাই-বাঁশী বলে।

যবদ্বীপে আরও একপ্রকার কলা হয়, তাহার এক গাছে একটি ফল ধরে। অন্যান্য গাছের ন্যায় এই ফল মোচা সমেত কাণ্ডের বাহিরে নির্গত হয় না। ইহা কাণ্ডের ভিতরে পাকিতে থাকে। যখন সম্পূর্ণ পাকিয়া উঠে, তখন কাণ্ড ফাটিয়া যায়। ইহা এত বড় হয় যে, একটা ফলে ৪ জন লোকের ক্ষুধা স্বচ্ছন্দে নিবৃত্ত হইতে পারে। এই সকল বিখ্যাত কলা ব্যতীত যবদ্বীপে কাঁঠালি বা মর্ত্ত্যমান শ্রেণীর যে সকল কলা জন্মে তাহাতে বীজ হয়। এই শ্রেণীর কলাকে সে দেশে "পিস্তাং বুটু" বলে।

ফিলিপাইন দ্বীপের পার্ব্বত্য প্রদেশে এক প্রকার কলা হয়, তাহা এত বৃহৎ যে একটা কলা একটা মানুষের উপযুক্ত বোঝাই হইতে পারে।

মলয়দ্বীপের সাধারণ কলার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Musa glauca। মরিশস দ্বীপে গোলাপী বর্ণের একপ্রকার কলা পাওয়া যায়, তাহার নাম Musa rosacea অর্থাৎ গোলাপী কলা।

আফ্রিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে কাঁঠালি ও মর্ত্ত্যমান জাতীয় কলারই আবাদ হয়।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপে একপ্রকার ক্ষুদ্রাকার বেগুণে বর্ণের কলা হয়। ইহার গন্ধ অতি মনোহর। সে দেশের বড়মানুষেরা এই কলারই সমধিক আদর করে। এই জাতীয় কলাকে ইংরাজেরা Fig banana বলে। এই জাতীয় আর এক প্রকার ক্ষুদ্রাকার কলা আছে, তাহাকেও নিম্নশ্রেণীর লোকে বিশেষ আদর করিয়া থাকে। ইংরাজীতে ইহাকে Fig Sucrier বা Lady finger বলে, এই জাতীর নাম Musa orientum ও পূর্ব্বোক্ত Fig banana নাম Musa musculata.

আমেরিকার ফ্লোরিডাদেশে "ওরজো" নামক কলা অতি উত্তম, ইহা সে দেশের সকল স্থানেই পাওয়া যায়। যদি ইহা গাছপাকা হয়, তাহা হইলে তাহার গন্ধে এমন কি মানুষ পশু পক্ষী পর্য্যন্ত পাগল হইয়া উঠে।

চীনদেশে একপ্রকার কদলী জন্মে, তাহা খর্ব্বাকার হয়, ইহাকে ইংরাজেরা Dwarf plantain অর্থাৎ বামনকলা বলে। ইহা দুই জাতীয় আছে, এক জাতীয়ের নাম Musa Occinea আর এক প্রকারের নাম Musa nana। চীনের আর একপ্রকার কলার নাম Musa Cavendishi। তথায় খর্ব্বাকার আরও একপ্রকার কলা জন্মে।

আবিসিনিয়া প্রদেশে একপ্রকার কলা জন্মে, তাহা দেখিতে অতি সুন্দর, ইহার নাম Musa ensete.

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য স্থানেও কলা পাওয়া যায়। প্রধানতঃ উষ্ণপ্রধান স্থানেই কলা জন্মে। এসিয়ার পূর্ব্বে চীন ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং পশ্চিমে তুরুকের অন্তর্গত ইউফ্রেতিস্ নদীর তীর পর্য্যন্ত সমস্ত দেশেই কলা পাওয়া যায়। অন্যান্য অংশে যে সকল ভূভাগ পৃথিবীর মধ্যভাগে অবস্থিত, সেই সকল স্থানেই কলা পাওয়া যায়। ভারতে হিমালয় পর্ব্বতের শীতল প্রদেশে কলা জন্মে। ইহার পাদদেশে ৩০° উত্তর অক্ষান্তর পর্য্যন্ত কলা বেশ জন্মে, কিন্তু মুসৌরী, কুমায়ুন ও গাড়োয়াল প্রদেশেও কলা জন্মে বটে, কিন্তু তাহাতে কেবল বীজ ব্যতীত শস্য থাকে না বলিলেই হয়। সমুদ্র হইতে উর্দ্ধে ৭০০০ ফুট পর্য্যন্ত স্থানে কলা জন্মিতে পারে। দক্ষিণ আমেরিকায় আজকাল কলার আবাদ যথেষ্ট হইতেছে। কারাকাস, গোয়েনা, ডেমেরেরা, জ্যামেকা, ত্রিনিদাদ প্রভৃতি স্থানেও একেবারে অনেকটা জমিতে কলার আবাদ হইয়া থাকে। চট্টগ্রাম প্রদেশের বনমধ্যে কলাগাছ এত অধিক জন্মে যে তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এখানে বনের মধ্যে হস্তী এবং গয়াল নামক মহিষ জাতীয় পশুগণ একপ্রকার কলাগাছ খাইয়া বাঁচিয়া যায়। পার্ব্বত্যপ্রদেশে সাধারণতঃ যে সকল কলা জন্মে, তাহাকে Musa ornata (পাহাড়ে কলা) ও বনমধ্যে সাধারণতঃ যে সকল কলা জন্মে তাহাকে Musa superba (বুনো-কলা) বলে। চট্টগ্রাম প্রদেশেও কলাগাছ ঘাসের মত অপর্য্যাপ্ত জন্মায়। অন্যান্য স্থানে খালি মাঠ পড়িয়া থাকিলে যেমন দূর্ব্বা মুথা প্রভৃতি ঘাস জন্মায়, সেইরূপ চট্টগ্রামে খালিমাঠে পূর্ব্বে ঘাসের সঙ্গে সঙ্গে কলাগাছও বাহির হইত। আবাদ করিতে হইলে, কত যে কলাগাছ মারিয়া ফেলিতে হইত তাহার আর সংখ্যা করা যাইত না। এখনও নূতন আবাদী জঙ্গল-মহলে এইরূপ ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যায়।

য়ুরোপে দক্ষিণ স্পেনে কলা হইয়া থাকে। ইহার উত্তরে কাচঘর বা উষ্ণঘর ব্যতীত খোলা ক্ষেত্রে কলা হয় না। কিউবা দ্বীপে কোথাও কোথাও হয়।

ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন নাম।—সংস্কৃত নামগুলি পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। অতি পূর্ব্বকালে এদেশে ইহাকে মোচক অর্থাৎ মোচা বলিত। মোচক অর্থে মুক্ত হইয়াছে যাহা—অর্থাৎ প্রথমতঃ বৃক্ষগর্ভ হইতে ইহার ফুল বাহির হয় তাহা একটি আবরণী মধ্যে থাকে, সেই আবরণী কাটিয়া ফুল নির্গত হয়। প্রত্যেক ফুলটি আবার গুচ্ছগাত্রে আর একটি

আবরণে আবৃত থাকে। সেই আবরণ মুক্ত হইলে ফল হয়, এই জন্ত ফলকে "মোচা" বলে। মোচা যে ইহার প্রাচীন নাম তাহা আমরা শিবপূজায় মন্ত্রে দেখিতে পাই।

"এতৎ মোচাফলং নমঃ শিবায় নমঃ।"

কেহই এস্থলে কদলী বা রম্ভা কি অন্ত কোন নাম ব্যবহার করেন না। কদলী ও কদল অর্থে যাহা জলেই পুষ্টিপ্রাপ্ত হয়। কলাগাছ কিছু জলপ্রধান অর্থাৎ জলভেস্‌কা গাছ, ইহা সরস ভূমিতেই ভাল উৎপন্ন হয়। অংশুমৎফলা অর্থাৎ যাহার অংশু বা তন্ত আছে। কলাগাছের তন্ত বিশেষ বিখ্যাত। বারণবুসা ও বারণবল্লভা অর্থে হস্তীপ্রিয়া। সকৃৎফলা অর্থে বৎসরে একটি গাছে একবারমাত্র ফল ধরে। ভানুফলা অর্থে সূর্য্যোত্তাপপ্রিয়া। বনলক্ষ্মী অর্থে যে ফলে বনের শোভা বৃদ্ধি হয় এবং বনেও ধনাগম বা প্রাণধারণ হয়, হস্তিবিষাণী অর্থে যাহা হস্তিবিষাণ বা হস্তিদন্তের ন্তায় সুগোল, দীর্ঘ অথচ ঈষৎ বক্র। চর্ম্মণ্বতী অর্থে চর্ম্মের ন্তায় আবরণযুক্তা। অন্যান্য নামের অর্থ নামটি পড়িলেই বুঝা যাইবে।

কলাকে আরবী ভাষায় "মৌজ" বলে। ইহা সংস্কৃত মোচা শব্দ হইতে উৎপন্ন। লাটিন ভাষায় মিউসা বা মুজা বলে, ইহা আরবী মৌজ হইতে উৎপন্ন। ইংরাজীতে ব্যানানা ও প্ল্যাণ্টেন বলে। ইংরাজী ব্যানানা শব্দ গ্রীক অরিয়ানা (Ariana) শব্দ হইতে উৎপন্ন। গ্রীক অরিয়ানার অপর পর্য্যায় ঔরানা (Ourana) ছিল। গ্রীক অরিয়ানা সম্ভবতঃ তৈলঙ্গী ভাষার অরিতি শব্দ হইতে উৎপন্ন।

অনেকে গ্রীক্ ঔরাণা শব্দ সংস্কৃত বারণবুষা শব্দ হইতে উৎপন্ন বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাহা ঠিক নয়। গ্রীক্ ভাষায় ভারতবর্ষীয় যে সকল ওষধির উল্লেখ আছে, তাহার দেশীয় নাম অধিকাংশ দক্ষিণদেশীয় ভাষা হইতে সংগৃহীত [ধান্য প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

'প্ল্যাণ্টেন' শব্দ গ্রীক্ গ্রন্থকার থিওফ্র্যাষ্টস্ বা প্লিনির লিখিত পল নামক বৃক্ষ হইতে উৎপন্ন। পলবৃক্ষের ও তাহার ফলের বর্ণনা ঠিক কদলী বৃক্ষের এবং কদলীর ন্যায় বটে এবং হিন্দু ঋষিগণের খাদ্য বলিয়া উল্লিখিত। এই পল যে সংস্কৃত ফল শব্দ হইতে বা তামিল 'বল' শব্দ হইতে উৎপন্ন, তাহা নিশ্চয়। বাঙ্গালায় ইহার নাম কলা, হিন্দীতে কেলা, মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় কেলি, তামিল বল বা বেলা, তৈলঙ্গী অরিতি, সিংহলীতে কহিকাং, ব্রহ্মদেশে নেপিয়ান বা ন-হেট্‌, যাভিদ্বীপে বিযু, জাপানী গড়ং, মলয়ভাষায় পিস্তাং।

কদলীর ব্যবহার।—এদেশে কাঁচকলা, মোচা ও থোড় তরকারীতে ব্যবহৃত হয়। পাকাকলা শুধুই খাওয়া হয়। হিন্দুর চক্ষে কলা বড় পবিত্র জিনিস, পূজা, শ্রাদ্ধ, বিবাহ প্রভৃতি সকল ব্যাপারেই কলা ব্যবহৃত হয়। হবিষ্যান্নে অন্য তরকারী খাইতে নাই, কিন্তু কাঁচকলা সিদ্ধ খাওয়া যায়। পাতায় ভারতবর্ষের সকল স্থলে ভোজন পাত্রের কার্য্য করে। অধিক সংখ্যক লোক খাওয়াইতে হইলেই কলাপাতা ব্যবহৃত হয়। ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের লোকেরা নিম্নশ্রেণীর লোককে যাহাদিগের জল অস্পৃশ্য তাহাদিগকে খাওয়াইতে হইলে কলাপাতায় খাইতে দেয়। মান্দ্রাজে, কাণাড়ায় ও মালাবর প্রদেশে কলার জন্য যত হউক না হউক পাতার জন্যই কলার আবাদ করে, সেখানে সকল শ্রেণীর লোকেই কদলী পত্রে আহার করিয়া থাকে। গ্রাম্য পাঠশালে তালপাতে লেখা হইলে ছাত্রেরা কলাপাতে লেখা অভ্যাস করিতে থাকে। কলাপাতে হাত পাকিলে কাগজে লিখিতে আরম্ভ করে। ইহার কচিপাতা ("মাজপাতা") বেলেস্তারার ঘায়ের উপর ঢাকা দিলে জ্বালা নিবারণ হয়। মাজপাতা কাটিয়া তাহার সোজা পিটে মাখন মাখাইয়া ঘায়ের উপর দিয়া ৪।৫ দিন বাঁধিয়া রাখিলে বেলেস্তারার ঘা ভাল হয়। পশ্চিম ভারতে "বিড়ি" চুরুট শুক্‌না কলাপাতায় জড়াইয়া প্রস্তুত করে। সেদেশে কোন দ্রব্যাদি মুড়িবার জন্য শুক্‌না কলাপাতা ব্যবহার করে। বাঙ্গালায় মালীরা ফুল ও ফুলের মালা মুড়িবার জন্ত কলাপাতা ব্যবহার করে। চক্ষুরোগে কচি কলাপাতার আবরণ বড় উপকারক বলিয়া ব্যবহৃত হয়। আফ্রিকায় কলাপাতা দিয়া ঘর ছাইয়া থাকে। বাঙ্গালায় গরীবেরা কলাপাতা পুড়াইয়া সেই ছাই দিয়া কাপড় কাচিয়া থাকে। বহুমূত্ররোগে কবিরাজ মহাশয়েরা কদল্যাদি ঘৃতে ইহার শিকড়ের রস ব্যবহার করেন। এই ঘৃত বায়ু ও পিত্তদোষনাশক। কোলাপুর জেলায় এই গাছের রস দিয়া রক্তপড়া নিবারণ করে। জামেকাতেও এইরূপে ব্যবহৃত হয়। (তথায় গাছের গায়ে একটা খোঁচা মারিয়া রস বাহির করিয়া থাকে।) যবদ্বীপে এক শ্রেণীর কলাগাছের পাতার উল্টাদিকে মোমের ন্তায় একপ্রকার আটাবৎ পদার্থ জন্মে, লোকে তাহা সংগ্রহ করিয়া বাতি প্রস্তুত করে। কলাগাছেও অনেক কার্য্য সমাধা হইয়া থাকে। যেখানে হঠাৎ বন্তা প্রবেশ করে, সেখানে বড় বড় কলাগাছ কাটিয়া পাশাপাশি করিয়া গাথিয়া দিয়া ভেলা প্রস্তুত করে। ইহাকে কলার মান্দাস বলে। আফ্রিকার জুলুজোয়া এবং ভারতের দাক্ষিণাত্যের লোকেরা কলাগাছে লক্ষ্য করিয়া তীর ও তরবারী শিক্ষা করে। বাঙ্গালায় ষষ্ঠীপূজায়, বিবাহে এবং

অধিবাসাদি মাঙ্গল্যকর্ম্মে ১ ছড়া অখণ্ড কলা আবশ্যক হইয়া থাকে। মুসলমানেরাও পীরের সিন্নি দিবার সময় কলা ব্যবহার করে। বাসন্তী ও দুর্গাপূজার সময় নবপত্রিকায় কলার তেউড় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। নবপত্রিকাকে সাধারণ লোকে কলাবউ বলে। হিন্দুরা শুভ কর্ম্মে কলার তেউড় মঙ্গলচিহ্নরূপে ব্যবহার করে। উৎসবের সময়, পূজা ও বিবাহাদির সময় হিন্দুরা দ্বারে ও পথে কলাগাছ দিয়া থাকে। হিন্দুদের বিবাহাদি সংস্কারে 'কলাতলা' করে। এক স্থানে একখানি আসন রাখিয়া তাহার চতুকোণে চারিটী কলার তেউড় স্থাপন করে, এইখানে সংস্কারার্হ ব্যক্তির স্নানকার্য্য, ক্ষৌরকর্ম্ম, চূড়াকরণ, কর্ণবেধ, বরণ ইত্যাদি হইয়া থাকে। বোম্বাইয়ে পতিব্রতা কামিনীরা কলাগাছকে ধন ও আয়ুপ্রদ বোধে পূজা করিয়া থাকে। শ্রাদ্ধে ইহার কাণ্ডকোষ বা খোলা বড়ই আবশ্যক হয়। ইহা দ্বারা শ্রাদ্ধীয় নৈবেদ্য, জল ও ফল প্রদানের জন্য একপ্রকার ডোঙ্গা নির্ম্মিত হয়। পৌষ-সংক্রান্তির দিন বাঙ্গালার সন্তানবতী রমণীরা কলার খোলার নৌকা প্রস্তুত করিয়া গাঁদাফুল দিয়া সাজাইয়া তন্মধ্যে প্রদীপ জ্বালিয়া পুত্র দ্বারা নদী বা পুষ্করণী জলে ভাসাইয়া দেয়। ইহা ভগবতী ভবানীর উদ্দেশ্যে সন্তানের মঙ্গলকামনায় ইহার নাম সোদো বা তুঁসলী ব্রত।

কলাগাছের আগাগোড়া সমস্তই গবাদির খাদ্য। দুর্ভিক্ষের সময় এই গাছ আগাগোড়া কুচি কুচি করিয়া কাটিয়া গরুকে খাওয়ায়। থোড় কাটিয়া লইলে তাহার বাস্‌নাগুলা গরুকে দেওয়া হয়। ইহা গরুর পক্ষে বিশেষ উপকারক। জ্যামেকাদ্বীপে গম জন্মে, সুতরাং কদলীই সেখানকার অধিবাসী নিম্নশ্রেণীর পক্ষে একমাত্র সুলভ খাদ্য। আমেরিকার আদিমনিবাসিরাও ইহা প্রধান খাদ্য বলিয়া ব্যবহার করে। বোম্বাই প্রদেশে আম, কাঁটাল ফলের চারা লাগাইয়া তাহার পার্শ্বে এক একটি কলাগাছ রোপণ করিয়া দেয়। ইহা দ্বারা মধ্যভারতের খরতর রৌদ্রের আতপ হইতে চারা গাছটি রক্ষা পায়, শেষে যখন ৬।৮ বৎসর বাদে ভাল গাছের চারাটি নিজে রৌদ্র সহ্য করিবার ক্ষমতাবিশিষ্ট হয়, তখন কলাগাছ কাটিয়া ফেলে। এখানে শুপারির ক্ষেত্রেও কলাগাছ রোপণ করিয়া থাকে, কারণ কলাগাছের ছায়ায় শুপারির শিকড় শীতল থাকে। এখানে একপ্রকার কলা শুকাইয়া রাখিয়া থাকে। রাজেলি নামক কলা পাকিলে একটা বাক্সের মধ্যে ছড়াছড়া করিয়া সাজাইয়া খড় চাপা দিয়া ৭।৮ দিন রাখিয়া দেয়, তৎপরে খোলা ছাড়াইয়া সমুদ্রের তীরে মাচার উপর শুকাইতে দেয়। সারাদিন রৌদ্রে শুকাইয়া সন্ধ্যাবেলা উঠাইয়া আনিয়া ঘৃত মাখাইয়া সারারাত্রি মাদুর ও কলাপাত চাপা দিয়া রাখিয়া দেয়। এইরূপে সাত দিন পর্য্যন্ত সকলে রৌদ্রে দেয় ও সন্ধ্যাবেলা তুলিয়া আনিয়া ঘৃত মাখাইয়া ঢাকিয়া রাখে। ৬।৮ দিনে কলা বেশ শুখাইয়া যায়। ইহা খাইতে মন্দ নয়। শুষ্ককলা বড় বলকারক ও শৈত্যনিবারক; ইহা গাল ফুলার পক্ষে উপকারী। সমুদ্রযাত্রায় ইহা বেশ ব্যবহার্য্য। ঘরে খাইবার জন্য বোম্বাইবাসীরা পাকাকলা খোসা ছাড়াইয়া বাঁশের চেয়াড়ি দিয়া পাতলা পাতলা করিয়া চিরিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া রাখে। ইহা হইতে একপ্রকার মোরব্বা প্রস্তুত করে, তাহা খাইতে অতি সুন্দর। বেসকেলি কলা শুকাইয়া পরে গুঁড়াইয়া বোম্বাইবাসীরা একপ্রকার পালো তৈয়ার করে, উহা শিশু, রোগী ও সদ্যপ্রসূতা কামিনীর পক্ষে অতি উপকারক এবং বলকারক খাদ্য। মরিচসহরে, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপ ও দক্ষিণ আমেরিকাতেও ঐরূপ পালো করে। মেক্সিকোদেশেও কলা শুকাইয়া রাখে। নিগ্রোরা পাকাকলা সিদ্ধ বা মণ্ড উপাদেয় বোধে খাইয়া থাকে। দক্ষিণ আমেরিকায়, আফ্রিকায় ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপে ইহার চূর্ণ প্রস্তুত করে। দক্ষিণ আমেরিকায় এই চূর্ণ হইতে আবার বিস্কুট তৈয়ারি হয়। ব্রিটীশ গিনিতে কাচাকলা প্রধান খাদ্য বলিয়া গণ্য এবং ইক্ষুর পর ইহার চাষ বেশী হয়। ইহার গাছের রসে ক্ষার বা লবণবৎ দ্রব্য প্রস্তুত হয়। দক্ষিণ আমেরিকায় তাড়ির মত একপ্রকার মদ্য পাকা কলা হইতে প্রস্তুত করে। শুক্‌না কলা হইতেও একপ্রকার মদ্য হয়, তাহা তীব্র নহে। এইখানে পাকা ফলের শস্য পাতায় জড়াইয়া শুকাইয়া ছোট ছোট পাটালির ন্যায় করিয়া রাখিয়া দেয়। প্রয়োজন মত ইহার একটু ভাঙ্গিয়া লইয়া জলে গুলিয়া সরবত করিয়া খায়। এই সরবত বড় শীতল ও শ্রমাপহারক। ভারতবর্ষে ইহার খোলা হইতে চামড়ার কাল রং প্রস্তুত হয়।

কলার গুণ—পাকাকলার গুণ অনেক। ইহা বলকারক, শীতল, পিত্তাস্রনাশক, গুরুপাক, অজীর্ণরোগে অপথ্য, সদ্য শুক্রাদিবর্দ্ধক, তৃষ্ণা ও শ্রমহারক, লাবণ্যবর্দ্ধক, কফকর, আমকর, দুর্জ্জর এবং ইহা খাইতে ঈষৎ কষায়সংযুক্ত, মধুররসবিশিষ্ট। দধি, দুগ্ধ ও ঘোলের সহিত কদলী খাইলে অতিশয় দুষ্পচ্য হয়। চাঁপাকলার কয়েকটি বিশেষ গুণ আছে,—ইহা বাতপিত্ত নষ্ট করে, এবং অতি শীতল।

মোচা—কফ, কৃমি, কুষ্ঠ, প্লীহা, বাতপিত্ত, রক্তপিত্ত ও জ্বরনাশক, অগ্নিবৃদ্ধিকর এবং বাতপিত্ত, উদরদোষনিবারক।

থোড়ে বলবৃদ্ধি করে এবং বাতপিত্ত নষ্ট করে। চাঁপাকলায় বহুমূত্র রোগের উপকার হয়। মুসলমান হাকিমেরাও পিত্ত-বায়ু, রক্ত এবং হৃদ্রোগনাশক বলিয়া কলার গুণ ব্যাখ্যা করেন। ডাক্তার প্লে-ফেয়ার বলেন যে ইহা শুক্রবৃদ্ধিকর ও মস্তিষ্কদোষনাশক। কিন্তু দুষ্পচ্য। হাকিমেরা কদলী ভোজন-জনিত দোষের জন্য মধু, আদা ও গঁদ খাইতে বলেন। ইহার কচিপাতার আবরণী চক্ষুরোগের পক্ষে উপকারী। ইহার শিকড়ের রসে বহুমূত্ররোগের কদলাদ্য ঘৃত প্রস্তুত হয়।

কলার সুতা—কলাগাছে ফল, থোড়, মোচা, পাতমোচা ভিন্ন আরও একটি সুন্দর প্রয়োজনীয় বস্তু উৎপন্ন হয়। ইহার বাস্না, ছাল ও পাতা হইতে তন্তু প্রস্তুত হইতে পারে। ইহাকে কলাগাছের সুতা বলা যাইতে পারে। পাশ্চাত্য-গণের অধ্যবসায়ে এই তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ায় তাঁহারা ইহার জন্য বিশেষ বাহাদুরি লইয়া থাকেন এবং অনেকে দিয়াও থাকেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতের লোকেরাও যে এ বিষয় অবগত ছিল এবং কোন কোন কর্ম্মে ব্যবহার করিত তাহা নিশ্চয়, এ কথা একমাত্র ইহার সংস্কৃত নাম অংশুমৎ-ফলা হইতে ও মালাকরগণের ব্যবহার পর্য্যবেক্ষণ করিলে প্রমাণ করা যায়। মালীরা এখনও কলার ছোটায় ও বাস্নার সূক্ষ্ম খণ্ডে মালা গাঁথে, ফুলের পাত বাঁধে, লতাগাছের মাচা বাধে, এবং আবশ্যক মত দুই তিনটা 'ছোট্' একত্রে পাকাইয়া কাপড় শুকাইবার দড়ি, ঝুড়ি বাঁধিবার দড়ি ইত্যাদি করিয়া থাকে।

কলাগাছের সুতায় কাগজ, দড়ি, কাছি প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। বিদেশীয় বণিক্গণের দ্বারা ইহা নিম্নলিখিত উপায়ে প্রস্তুত হয়। কলাগাছের সুতা তৈয়ারির দুইটি উপায় আছে, (১) গাছ জলে পচাইয়া, (২) কলে পিষিয়া। প্রথম উপায়ে সুতা বাহির করিতে হইলে গাছ কাটিয়া কিছু দিন ক্ষেত্রে ফেলিয়া রাখিয়া শুকাইয়া লইতে হয়, শেষোক্ত উপায়ে হইলে গাছ কাটিয়াই উহাকে কলের জাঁতায় বা ডলনায় দিয়া পিষিতে হয়। পেষাই হইলে ও পচিয়া গেলে সেই গাছগুলি লইয়া সোডা ও কলিচুণের জলে সিদ্ধ করিয়া সুতা-গুলি কঠিন করিয়া লইতে হয়। এই সিদ্ধ করিবার সময় সুতার গা হইতে অন্যান্য অংশ পড়িয়া যায়। ১টা ৬৫ মণ বয়লারে একদিনে ২১ মণ সুতা হইতে পারে। সুতা পরিষ্কৃত করিবার জন্য ৫ বার সিদ্ধ করিতে হয়। ২১ মণ সুতা সিদ্ধ করিবার জন্য ১ মণ সোডা ও ১ মণ কলিচুণ লাগে। সিদ্ধ করিবার সময় রকম রকম সুতা বাছাই করিয়া ফেলিতে হয়। ফিকে রঙের সুতা হইলে ৬ ঘণ্টা ধুইলেই পরিষ্কার হয়, কিন্তু ঘোর রং হইলে ১৮ ঘণ্টার কমে ভাল রকম পরি-ষ্কার হয় না। বয়লার হইতে সিদ্ধ সুতা যন্ত্রের সাহায্যে জলের স্রোতে ধৌত হইতে থাকে। ইহার পর সুতাগুলি ছায়ায় শুকাইতে হয়।

গাছের বাস্না, ডাল, পাতা ও সকল অংশ হইতেই সুতা পাওয়া যায়। গুঁড়ি অপেক্ষা ডালের সুতা পরিমাণে অধিক হয়, আর তাহাই অধিক মূল্যবান্। পাতার সুতা অত্যন্ত সূক্ষ্ম হয় বটে, কিন্তু অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয় বলিয়া কাগজ ভিন্ন আর কিছু হয় না। ১৮৬৪ সালে ডাক্তার ক্লে ইহা হইতে একপ্রকার চিঠির কাগজ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। উহা অতি সুন্দর হইয়াছিল। ১৮৫১ সালে ডাক্তার হাণ্টার মহাপ্রদর্শনী মান্দ্রাজ হইতে কলার সুতার প্রস্তুত দড়ি, কাছি, কাগজ ও সুতার নানারূপ নমুনা দিয়াছিলেন। এই নমুনার একপ্রকার কাগজ ছিল, তাহা রূপার পাতের ন্যায় পাতলা অথচ মসৃণ, আর একপ্রকার কাগজ ছিল তাহা পার্চমেণ্টের ন্যায় কড়া, ইহা জলে ভিজিলে নষ্ট হয় না। নমুনার সুতাও নানা বর্ণে রঞ্জিত করা হইয়াছিল। দড়ি ও কাছির কতকাংশ আল্কাতরা দেওয়া হইয়াছিল। ডাঃ লইটডি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিয়াছেন যে কলাগাছের সুতার কাগজ অতি উৎকৃষ্ট হয়। অন্য কোন সুতা না মিশাইয়া কেবল কলার সুতায় পাতলা মজবুত কাগজ হইতে পারে। কল চলিবার সময় ইহাতে শুটুলি বা গাঁট পড়ে না, ইচ্ছামত আকার ও বর্ণের কাগজ হইতে পারে। ভাজ করিলে ইহার কাগজ কাটিয়া যায় না। ইহার কাগজের সকল স্থানে সমান হয়। বালীর কলেও ইহা পরীক্ষা করা হইয়া-ছিল, বাঙ্গালার ও আন্দামান দ্বীপের কলাগাছের সুতা ব্যবহৃত হয়—ফলও সন্তোষকর হইয়াছিল। প্রতি গাছে /২ সের সুতা হইতে পারে।

দড়ি কি কাছি করিতে হইলেও দেশী কলাগাছের সুতা স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করা যাইতে পারে কিন্তু ফিলিপাইন দ্বীপের Musa Textilis নামক একজাতীয় কলাগাছের সুতাই এ সম্বন্ধে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, ইহাকে ইংরাজীতে "ম্যানিলা শণ" (Manilla hemp) বলে। ইহার ফল খায় না। বাঙ্গালা, মান্দ্রাজ ও বোম্বায়ের স্থানে স্থানে আজকাল এই জাতীয় কদলী জন্মিতেছে। বোম্বায়ে ইহার থোড় খায়। ইহার বীজেও চারা হয় বটে কিন্তু তেউড় লাগাইলেই ভাল হয়। ইহা পার্ব্বত্যভূমিতে ও যেখানে অন্যান্য গাছপালা পচা পড়িয়া থাকে এরূপ স্থলে খুব বাড়ে। এই শ্রেণীর ফল হইতে দিলে সুতা ভাল হয় না। ইহার বাস্নাগুলি ৩ ইঞ্চি

চওড়া করিয়া চিরিয়া, পিষিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া সূতা বাহির করিয়া লইতে হয়। এই জাতীয় সূতায় সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত হইতে পারে। ইহার সূতা শণ অপেক্ষা ২॥ গুণ ভারবহ।

ঢাকায় একপ্রকার কলার সূতার কাপড় প্রস্তুত হয়। ঢাকাই তাঁতিরা সময়ে সময়ে এই কাপড়ে নানা কারুকার্য্য করিয়া আপনাদের গুণপনা দেখায়, অন্য লোকে তাহা দেখিয়া মোহিত হইয়া যায়। ১৮৮৪ সালের কলিকাতা প্রদর্শনীতে ঢাকাই তাঁতিরা কেবল কলার সূতায় একখানি রুমাল বুনিয়া তাহার উপর সাচ্চাজরির কাজ করিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল। কলিকাতার যাদুঘরে এই রুমালখানি আজিও আছে। ইহা দেখিতে ঠিক তসরের ন্যায়, কিন্তু তাহা অপেক্ষা খস্‌খসে। ইহার ৩০ ইঞ্চি লম্বা চওড়া কাপড়ের দাম ৫০৲ টাকা।

কদলীর চাষের বিবরণ।—বাঙ্গালায় ইহার চাষে বিশেষ পরিপাটি নাই, কেহ বড় যত্নও লয় না। যেমন জমীতে যেমন ভাবে ইচ্ছা লাগাইয়া দাও, ফল হইবে; কিন্তু যত্ন করিলে ভাল ফসল পাওয়া যায়। এখানে যদি কেহ ইহার চাষে বিশেষ যত্ন করে না, তথাপি ইহার আবাদ সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম আছে, সেগুলি পালন করিলে বাস্তবিকই সুফল পাওয়া যায়।

মাটি—কঠিন, নীরস ও কেবল বালুকাময় স্থান ব্যতীত অন্য সকল প্রকার মাটীতে ইহা হইতে পারে। স্যাঁতা মাটীতে, পুষ্করণীর তোলা মাটীতে ইহা খুব ভাল হয়।

সারের কথা—কলায় বোদমাটী (পুষ্করণী কাটাইলে বা ঝালাইলে মাটির নিম্নস্তর হইতে যে কালমাটী বাহির হয়, তাহা বহুদিনের বৃক্ষাদি পচা ব্যতীত আর কিছু নহে, তাহাকেই চাষারা বোদমাটী বলে) ও ছাইয়ের সার দিতে হয়।

রোপণের সময়—বৈশাখ মাস হইতে শ্রাবণ মাস পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় কলাগাছ পোঁতা যায়। কিন্তু খনা বলেন—

১। "কি কর শ্বশুর মিছে খেটে,
ফাগুনে পোত এঁটে কেটে,
বেধে যাবে ঝাড়্ কি ঝাড়্,
কলা বইতে ভাঙ্গবে ঘাড়।
২। যদি পোঁত ফাগুনে কলা,
কলা হবে মাস ফসলা।
৩। ডাক দিয়ে বলে খনা,
আষাঢ় শ্রাবনে কলা পুঁতনা,
রবি বটে থাবিনে, কলাতলায় যাবিনে,
লেগে যাবে ভুঁয়ে, কলা পড়বে শুয়ে।
৪। সিংহ মীন বর্জ্জে, কলা খাবে আর্জ্জে।
৫। ভাদরে ক'রে কলা রোপণ,
সবংশে মরিল রাবণ।

ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় নিয়মে ফাল্গুন মাসে কলার এঁটে কাটিয়া লাগাইতে বলা হইয়াছে আর তাহা হইলে কলা খুব শীঘ্র ফলিবে এবং কাঁদি ও ছড়া বড় হইবে। ৩য় নিয়মে আষাঢ় শ্রাবণে কলা রোপণ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে, কারণ ইহাতে ভুঁয়ে ধরিবার সম্ভাবনা। ভুঁয়ে লাগিলে কলাগাছ শুইয়া পড়িবে। ৪র্থ নিয়মে চৈত্র ও আশ্বিন মাস বাদ কলা লাগাইতে বিধি দেওয়া হইয়াছে। ৫ম নিয়মে ভাদ্রমাসও পরিত্যক্ত হইয়াছে। আরও একটা খনার বচন পাওয়া যায়, তাহাতে কিন্তু আষাঢ় শ্রাবণে কলা লাগাইতে বিধি দেওয়া আছে। তাহা এই—

"ডাক দে বলে রাবণ,
কলা পুঁতগে আষাঢ় শ্রাবণ।"

রোপণের নিয়ম—কলাবাগান করিতে হইলে প্রথমে ক্ষেত্রে ৮ হাত অন্তর এক একটি শ্রেণী করিবার জন্য অন্যূন এক হাত মাটী তুলিবে এবং কোদাল দিয়া চাপ ভাঙ্গিয়া পগার ভরিয়া ক্ষেত্র সমতল করিয়া দিবে। তেউড় লাগাইতে হইলে, প্রত্যেক তেউড়ের সহিত একটা করিয়া প্রাচীন বৃক্ষ বা এঁটের কিয়দংশ থাকা আবশ্যক। আর এঁটে লাগাইতে হইলে এঁটেগুলি ঊর্দ্ধাধোভাবে ৪ বা ৮খণ্ড করিয়া ক্ষেত্রময় রোপণ করিবে। প্রত্যেক চারা বা এঁটের টুকরা ৮ হাত অন্তর লাগাইবে। তেউড়ের গাছ দীর্ঘ হয় আর এঁটের চারায় গাছ খাট হয় বটে কিন্তু ফল অধিক বড় ও সুস্বাদু হয়। বাগান করিবার সুবিধা না হইলে, যে কোন স্থানে সারি দিয়া লাগাইলেও হয় আর সারি দিবার সুবিধা না থাকিলে যেমন ভাবে ইচ্ছা তেমনই লাগাইলে হয়, তবে সার দেওয়া আবশ্যক। রোপণের সময় কোদলান মাটীর সঙ্গে কিঞ্চিৎ বোদমাটী মিশাইয়া দিতে পারিলে ভাল হয়। তৎপরে মধ্যে মধ্যে চারার গোড়ায় ছাই দিলেই চলিবে। এ সম্বন্ধে খনার কয়েকটি নিয়ম আছে—

১। সাত হাতে, তিন বিঘাতে, কলা লাগাবে মায়ে পুতে।
২। নলেকান্তর গজেক বাই, কলা রুয়ে খেও ভাই।
৩। সাত হাত অন্তর সাত হাত বাই,
কলা পুঁতে খাও চাষা ভাই।

১ম নিয়মে সাত হাত অন্তর, দেড় হাত গভীর করিয়া তেউড়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীন গাছ সমেত, ২য় নিয়মে ৮ হাত অন্তর ২ হাত গভীর করিয়া এবং ৩য় নিয়মে সাত হাত অন্তর

ও গোনে দুই হাত গভীর করিয়া গগার কাটিয়া চারা লাগাইবে।

কলার আয়—কলার আয় সম্বন্ধে খনার দুইটি উপদেশ আছে, তাহা অতি সুন্দর এবং যথার্থ—

১। কলা পুঁতে কেটনা পাত,
তাতেই কাপড় তাতেই ভাত।

২। তিন শ ষাট ঝাড় কলা রুয়ে,
থাক্‌গে গৃহস্থ ঘরে শুয়ে।

কলাগাছের পাতা কাটিলেই গাছ বলহীন হইয়া পড়ে, সুতরাং মোচা হইতে বিলম্ব হয়। নতুবা যথাসময়ে ফল হইলে লাভ হওয়ার সম্ভব। ৩৬০ ঝাড় কলা লাগাইলে ৮ মাস বাদে প্রায় সকলগুলি ফলিবে, সুতরাং একেবারে ৩৬০ ঝাড় কাঁদিতে অতি অল্প হইলেও ১৫০৲ টাকা আয় হইবে। পল্লীগ্রামে মাসে যদি ১২৲ টাকা খরচ করা যায় ত বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে চলিতে পারে। আর ২ বিঘা জমীতে ৩৬০ ঝাড় কলা স্বচ্ছন্দে হইতে পারে।

কলাগাছ একবার লাগাইলে এক জমীতে প্রায় ৫ বৎসর পর্য্যন্ত বেশ ফলে, কিন্তু তৎপরে অন্য ভূমিতে লাগান আবশ্যক।

বোম্বাই প্রদেশে সরস মাটীতে কলার চাষ করে। বোম্বাইবাসীরা ঝাড়ের মধ্যে কখন একটি কখন দুইটি তেউড় রাখিয়া বাকি সবগুলি কাটিয়া ফেলে। এদেশে ফলের বীজ রোপণ করিয়া চারায় ছায়া রাখিবার জন্য প্রত্যেক বীজের পার্শ্বে এক একটি কলাগাছ রোপণ করে, পরে চারা বড় হইলে ৭।৮ বৎসর বাদে যখন ঐ কলাগাছই আবার উহাকে রস সঞ্চারে বাধা দেয়, তখন কাটিয়া ফেলিয়া দেয়। সুপারির ক্ষেতেও ঐরূপে গাছের গোড়ায় ছায়া রাখিবার জন্য কলাগাছ দিয়া থাকে। এখানে ইহার চাষে বড় যত্ন করিয়া থাকে। ইক্ষু ও পাণের চাষের পরই সেই জমীতে ইহার চাষ করে। প্রথমতঃ পাণ কাটিয়া লইলে, ইক্ষু বুনে। ইক্ষু কাটিয়া লইলে জমীটা কিছুদিন ফেলিয়া রাখে, তৎপরে বৃষ্টির পর বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে (দাক্ষিণাত্যে এই সময় জল হয়) লাঙ্গল ও মই দিয়া ৮ ইঞ্চি করিয়া ডুবাইয়া চারা পুঁতিয়া দেয়। চারা বসাইবার সময় খোল, পচামাছ, গোবর ইত্যাদি সার মিশাইয়া দেয়। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় কলা বুঝিয়া চারা রোপণ করিতে হয়। এক একর পরিমিত জমীতে বসরাই কলার চারা ১০০০ আর তবড়ি কলার ৫০০ চারা মাত্র লাগাইয়া থাকে। অন্যান্য জাতীয় প্রত্যেক গাছের মধ্যে ৭ ফুট ফাঁক দেয়। তাহারা চারা পুঁতিবার সময় হইতে ৪ মাস সার দেয়, প্রথম ৩ মাসে খোল ও ৪র্থ মাসে পচামাছের সার। প্রত্যেকবার সার দিয়া তাহার উপর পাতলা মাটী চাপা দেয়। মাছের সারে বড় পোকা হয় বলিয়া এই সার দিবার পর ৮।১০ দিন জল দেয় না। জল না পাইয়া রৌদ্রে পোকাগুলা মরিয়া যায়। চারা লাগাইবার পর ইহারা সপ্তাহে দুবার জল দেয়, তৎপরে যতদিন বৃষ্টি না হয়, ততদিন সপ্তাহে ১ বার করিয়া জল দেয়।

মান্দ্রাজে দুই প্রকার চাষ হয়। উচ্চ জমীতে 'পাক্কা বলই' আর নিম্ন জমীতে 'খুরু বলই'। এখানে কলাক্ষেত্রে রাঙ্গা আলু ইত্যাদি বপন করে। এখানে লাঙ্গল দেয় না, কোদলাইয়া কলার জমী তৈয়ার করে। ৫ বৎসর পরে কলাগাছ মারিয়া কোদলাইয়া অন্য ফসল দেয়।

ব্রহ্মদেশবাসীরা ইহার চাষে কোন যত্ন লয় না, কিন্তু প্রত্যেকের বাড়ীতে কলাগাছ আছে। যত্ন না করিলেও এখানে স্বচ্ছন্দে অপর্য্যাপ্ত উত্তম ফসল হয়।

পূর্ব্বভারতীয় দ্বীপে ইহার চাষে বড় যত্ন করে। প্রতি ৩ বৎসরে ইহার ক্ষেত্র পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন তেউড় লাগায়। পুরাতন এঁটে সাররূপে ব্যবহার করে। এখানে এত যত্ন না করিলে ফলে বীজ জন্মে। ফিজিদ্বীপেও পুরাতন এঁটের সার দেয় বটে, কিন্তু তাহারা এ সার ভাল বলে না, ইহাতে জমী টক্ হইয়া উঠে।

পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপে পুরাতন গাছ কুচি কুচি করিয়া পুড়াইয়া ফেলে, পরে তেউড় কাটিয়া সেই ছাইয়ের মধ্যে ২ হাত অন্তর গাঁতি দিয়া গর্ত্ত করিয়া লাগাইয়া দেয় আর কোন চেষ্টা করে না।

Musa textilis (যাহার সুতা ভাল হয়) ৬ ফুট হইতে ৯ ফুট অন্তর লাগাইতে হয়। শেষে এই ফাঁকেও চারা বাহির হয়। ২ বৎসরেই সূতা হইতে পারে, কিন্তু ৪ বৎসর হইলে সুতা কিছু পাকা হয়। ইহার ফল হইতে দিতে নাই, তাহা হইলে সুতা খারাপ হয়। এই ফল হওয়া বন্ধ করিবার জন্য দুইটি পাতামাত্র রাখিয়া আর সব কাটিয়া ফেলিতে হয়।

কদলী সম্বন্ধে প্রবাদ।—বাঙ্গালীর মধ্যে কলা সম্বন্ধে অনেকগুলি প্রবাদ আছে। ১টী প্রবাদ—কলাগাছে বজ্রাঘাত হইলে, বজ্র আর উঠিয়া স্বর্গে যাইতে পারে না। চোরেরা এই বজ্র লইয়া গোপনে রাত্রিকালে জানালা দিয়া কামার বাড়ী দিয়া আসে। কামারেরা তাহাকে সিঁধকাটী গড়াইয়া জানালায় রাখিয়া দেয়, চোর রাত্রে আসিয়া গোপনে লইয়া যায়। ইহা হইতেই প্রবাদ হইয়াছে,—"চোরে কামারে দেখা নাই।"

২য় প্রবাদ—ষষ্ঠীদেবী কলা বড় ভালবাসেন, যথা—"ষষ্ঠী, কলা খাবার গোষ্ঠী।"

৩য় বৃদ্ধের প্রিয়খাদ্য, যথা—"কলা পড়ে টুপটাপ্, বুড় খায় গুপগাপ্।"

"তালিফ সরিফ" নামক পারসী চিকিৎসাগ্রন্থে লিখিত আছে, ইহাতে কর্পূর হয়, কিন্তু আইন-আকবরী তাহা স্বীকার করেন না।

ইংরাজদের মধ্যেও এতদ্‌সম্বন্ধে প্রবাদ আছে যে ইহাই বাইবেলোক্ত নিষিদ্ধফল। লডলফ্ বলেন যে, বাইবেলোক্ত "ডুডোইম" (Dudoim) ফলই কদলী। কেহ কেহ বা ইহাকে নিষিদ্ধ ফল না বলিয়া স্বর্গোদ্যানে মানবের প্রথম প্রধান খাদ্য বলিয়া বিবেচনা করেন। ফলে যাহাই হউক, ইহার সহিত স্বর্গোদ্যানের সংশ্রব আছে বলিয়াই, বোধ হয়, ইহার নাম *Paradisica* (Paradise=স্বর্গ) হইয়াছে।

কলাগাছে কারিগরি।—(১) লতাকলা—একটি কলাগাছ একস্থানে পুঁতিবে। এই গাছটির গোড়ায় যতদিন তেউড় বাহির না হয় ততদিন কিছু করিতে হইবে না, কিন্তু তেউড় বাড়িতে দিবে না, হইলেই মারিয়া ফেলিবে। পরে মূল গাছটির গোড়ায় ১ হাত বাদ দিয়া সমস্তটা কাটিয়া ফেলিবে। প্রত্যহ ঐ গাছটিতে এক কলসী করিয়া জল দিবে। ইহাতে পুনরায় গাছ বাহির হইবে। ১ হাত বাড়িলে আবার পূর্ব্ব-কর্ত্তিত স্থানেই কাটিয়া দিবে ও প্রত্যহ জল দিবে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ কাটিতে কাটিতে যখন মোচা বাহির হইবে, তখন আর না কাটিয়া, গোড়ার গাছটা মাটি দিয়া ঢাকিয়া দিবে। এদিকে থোড় ও মোচা বাড়িতে থাকিবে; কিন্তু আশে পাশে অবলম্বন না পাইয়া, ঊর্দ্ধে উচ্চ হইতে না পারিয়া জমির উপর হেলিয়া পড়িয়া, লতাইয়া বাড়িতে থাকিবে। ইহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

চৌ-মোচা—চারি জাতীয় কলার চারিটি তেউড় এঁটে সমেত কাটিয়া আনিয়া গাছগুলি কাটিয়া ফেলিবে এবং প্রত্যেক এঁটে হইতে এমন ভাবে ৷৵৹ আনা বাদ দিবে যে, ঐ চারিটি একত্র করিলে যেন একটি পূর্ণ এঁটে হয়। তৎপরে ঐ চারিটি একত্র করিয়া পাট দিয়া উত্তমরূপে জড়াইয়া উপরে গোবর লেপিয়া দিবে। যেখানে ইহা পুঁতিতে হইবে, সেইখানে একহাত গভীর একটি গর্ত্ত করিয়া, তাহার অর্দ্ধাংশ পচা খড়ে পূর্ণ করিয়া, তাহার উপর ঐ এঁটেটি বসাইয়া মাটী দিয়া ঢাকিয়া দিবে। কিছুদিন পরে চারা বাহির হইবে। যতদিন পর্য্যন্ত মোচা বাহির না হয়, ততদিন ইহার আর কোন পাট নাই, কেবল গাছ না মরিয়া যায়, এইরূপ করিতে হইবে। পরে যখন দেখিবে যে মোচা হইবার উপক্রম হইয়াছে অর্থাৎ "পাতমোচা" পড়িবে, তখন গাছের অগ্রভাগ শক্ত রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া দিবে। তৎপরে গাছটিতে এককালে চারিদিক্ দিয়া ৪ জাতীয় ৪টি মোচা বাহির হইবে। মোচার ভার রাখিতে পারে এমন করিয়া মোচার ডালগুলির নীচে ঠেকাটা বাঁধিয়া দেওয়া উচিত।

কলাফুল—একটি মর্ত্তমান বা চাঁপাকলার ছোট তেউড় একটি তলায় বড় ছিদ্র করা টবে এমন করিয়া পুঁতিবে যে, তাহার তলায় শিকড়ের নীচে যেন খুব অল্প অর্থাৎ ৮।১০ অঙ্গুলি মাটি থাকে। যতদিন চারাটি বেশ সতেজ না হয়, ততদিন অল্প অল্প জল দিবে। পরে যখন দেখিবে যে, বেশ সতেজ হইয়াছে, তখন ১ হাত উচ্চ একটি বাঁশের মাচার উপর তুলিয়া রাখিবে এবং জল দেওয়া বন্ধ করিবে। পরে সমস্ত পাতা ডাঁটাসমেত কাটিয়া ফেলিবে। পাতা আবার হইবে, আবার কাটিয়া দিবে। ওদিকে টবের ছিদ্র দিয়া শিকড় ঝুলিয়া পড়িবে। প্রত্যহ এই শিকড়গুলিতে জলের ছিটা দিবে। পরে যখন পাতমোচা বাহির হইবে, তখন তাহার অগ্রভাগ কাটিয়া দিবে। ইহাতে যে মোচা হইবে তাহা কলাগাছটির মাথার উপর ছত্রাকারে ফুটিয়া ফুলের মত দেখাইবে। করিয়া উঠিতে পারিলে ইহা দেখিতে অতি সুন্দর হয়।

সখের বাগানে এইরূপ দুই চারিটি 'সকের বস্তু" থাকিলে বড় ভাল হয়।

কদ্‌বেল, (কথ্‌বেল, বা কয়েদবেল) (দেশজ) একপ্রকার বেল, ইহা কমলানেবু জাতীয়। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কপিথ, দধিথ, গ্রাহী, মন্মথ, দধিফল, পুষ্পফল, দন্তশঠ, কপিথ, মালূর, মঙ্গল্য, নীলমল্লিকা, গ্রাহিফল, চিরপাকী, গ্রন্থিফল, কুচফল, কপীষ্ট, গন্ধফল, দন্তফল, করভবল্লভ, কাঠিন্যফল, করঞ্জফলক।

এই গাছ হিন্দীতে কয়েৎ, কৎথ বা ভুঁইকোএৎ, মহারাষ্ট্রীতে কোএৎ, দক্ষিণে কবিৎ, মলয়ে বেলঙ্গ, তামিলে বেলমরম্, বিলম্ বা বিল্লঙ্গ, তৈলঙ্গে বেলগা কেতু, কপিথমু বা পুলি, সিংহলে দেবল, ব্রহ্মে হ্মন্, শ্যামে মা-কএৎ; পর্ত্তু-গীজেরা 'বলও'; ইংরাজীতে উড আপেল (Wood apple) এবং ইহার বৈজ্ঞানিক নাম Feronia Elephantum.

ইহা ভারতবর্ষের নানাস্থানে জন্মে। বোম্বায়ে ইহার আবাদ হয়। এক একটি গাছ অতিশয় বড় হয়। ইহার কাঠ খুব মজবুত, স্থায়ী ও দেখিতে সাদা। বিশাখপত্তনে এই কাঠ গৃহনির্ম্মাণকার্য্যে লাগে।

গুণ—চরকের মতে ইহার ফল—মধুর, কষায়, সুগন্ধ, রুচিপ্রদ, সংগ্রাহী, বাতল ও বিষকণ্ঠঘ্ন। পক্ক ফল—গ্রাহী, গুরু, দোষনাশক।

রাজনির্ঘণ্টের মতে কাঁচাফলের গুণ—অম্ল, উষ্ণ, কফনাশক, গ্রাহী, বায়ুবর্দ্ধক, কণ্ঠরোগ ও জিহ্বাদির জড়তাকারক, ত্রিদোষবর্দ্ধক, বিষহর, রোচক। পক্কফলের গুণ—ত্রিদোষনাশক, মধুরাম্লরস, গুরু; শ্বাস, বমি, শ্রম ও ক্লমহর; গ্রাহী, রুচিপ্রদ, সর্ব্বদা সেব্য এবং হিক্কারোগে বিশেষ উপকারী।

ভাবমিশ্রের মতে—কাঁচা কদ্‌বেলের গুণ—ধারক, কষায়রস, লঘু ও লেখন গুণযুক্ত। পাকিলে গুরু, অম্ল কষায়রস, কণ্ঠশোধক, দুষ্পাচ্য এবং পিপাসা, হিক্কা, বায়ু ও পিত্তনাশক।

এ দেশের কবিরাজদিগের মতে পাকা ফল—ভারী; পিপাসা, উদরাময়, শ্বাস, শ্রম, বমি, ক্লম, আমরক্ত, অতিসার, হিক্কা, বাত, পিত্ত ও কফনাশক; কষায়, অম্ল, স্বাদু, কণ্ঠশোধক, গ্রাহী, দুর্জ্জর, রুচিকর, ক্ষতাদি রোগে হিতকর।

কদ্‌বেলের পাতার সংস্কৃত নাম—কপিত্থপত্রী, ফণিজ, কুলিজা, জীবপত্রিকা।

বৈদ্যশাস্ত্র মতে পাতার গুণ—তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কফ, মেহ ও বিষহর।

হাকিমী মতে ফলের গুণ—শীতল, শুষ্ক, তেজস্কর, তীক্ষ্ণ, বলকারক, কফ-নিঃসারক, কণ্ঠশোথে হিতকর, দন্তমূল-দৃঢ়কারক। ইহার সরবত ক্ষুধাবর্দ্ধক ও নানাপ্রকার ব্যাধিনাশক গুণবিশিষ্ট। ইহার পাতা অতিশয় তীব্র। বিষাক্ত কীটপতঙ্গাদি কামড়াইলে পত্রের কোমলাংশ বা শাঁস দষ্ট স্থানে লাগাইয়া দিলে উপকার হয়, শাঁস না পাওয়া গেলে ইহার ত্বক্ গুঁড়া করিয়া প্রয়োগ করিবে।

কদ্‌বেলের গাছ হইতে উৎকৃষ্ট গঁদ পাওয়া যায়। বোম্বাই অঞ্চলের বাজারে তাহাই বিক্রীত হইয়া থাকে। দক্ষিণ অঞ্চলে সকলেই এই গঁদ ব্যবহার করিয়া থাকেন। তামিলে কবিরাজেরা অস্ত্রে ফিঁক ধরিলে ইহার গঁদ প্রয়োগ করেন।

ইহাকে পশ্চিমাঞ্চলে ঘাটিগঁদ, তামিলে বল্লমপিসিন্ কহে।

কদাচার (পুং) কু: কুৎসিতঃ আচারঃ, কোঃ কদাদেশঃ। ১ কুৎসিত আচার, মন্দ ব্যবহার। ২ (ত্রি) কুৎসিত আচারো যস্য, বহুব্রী। কদাচারী।

কদাচারী [ন্] (ত্রি) কুৎসিত আচারোঽস্ত্যস্তি, কদাচার-ইনি। মন্দ ব্যবহারকারী।

কদাচারিণী (স্ত্রী) কদাচারিন্-ঙীষ্ প্রত্যয়। যে স্ত্রীর ব্যবহার অতি মন্দ।

কদাচিৎ (অব্য) কদা অনির্দ্ধারিতে চিৎ। কোনকালে, কোন সময়ে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—জাতু, কর্হিচিৎ।

("ন পাদৌ ধাবয়েৎ কাংস্যে কদাচিদপি ভাজনে।" মনু ৪।৬৫।)

কদান। বোম্বাইয়ের অন্তর্গত রেবাকান্থার মধ্যে একটি দেশীয় রাজ্য। ইহার উত্তরে দুঙ্গরপুর ও মিবার রাজ্য, দক্ষিণে ও দক্ষিণপূর্ব্বে গুঠ রাজ্য, পশ্চিমে ও দক্ষিণপশ্চিমে লুণাবর এবং রেবাকান্থা রাজ্য। ইহার অবস্থান ২৩° ১৬´ ৪০´´ হইতে ২৩° ৩০´ ৩০´´ উত্তর অক্ষাংশ ও ৭৩° ৪৩´ হইতে ৭৩° ৫৪´ পূর্ব্ব দেশান্তর। ইহার পরিমাণফল ১৩০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৮৮১) ১২৬৮৯।

এই প্রদেশ বন্ধুর; পর্ব্বত ও বনে পরিব্যাপ্ত। রাজ্যের দক্ষিণভাগে মহীনদী প্রবাহিত। এ অংশের ভূমি উর্ব্বরা। উত্তরাংশে নদীর উপকূলে একটু অপ্রশস্ত ভূভাগ ব্যতীত আর সমস্ত ভাগই অনুর্ব্বর ও পর্ব্বতময়। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লিম্বু দেবজী (লিম্ দেবজী) কর্ত্তৃক এই রাজ্য স্থাপিত হয়। তিনিই পাঁচমহলের অন্তর্গত ঝলোদ নগরের স্থাপনকর্ত্তা জালমসিংহের বংশোদ্ভূত এবং একজন জালমসিংহের কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

কদানরাজ্য এখন ভারত গভর্ণমেণ্টকে কর দিয়া থাকে। রাজধানী কদাননগর মহীনদীর পশ্চিমতীরে অবস্থিত।

কদাপি (অব্য) কদা-অপি। কখনও।

কদামত্ত (পুং) কদাচিৎ মত্তঃ। ঋষিবিশেষ।

কদিন্দ্রিয় (ক্লী) কুৎসিতমিন্দ্রিয়ং, কর্ম্মধা। কুৎসিত ইন্দ্রিয়।

কদু (পারস্য) লাউ।

কদুষ্ট্র (পুং) কুৎসিত উষ্ট্রঃ, কোঃ কদাদেশঃ (কোঃ কতৎপুরুষে হচি। পা ৬।৩।১০১।) মন্দ উষ্ট্র।

কদুষ্ণ (ক্লী) কু ঈষৎ উষ্ণম্, ঈষদার্থে কোঃ কদাদেশঃ (কবঞ্চোষ্ণে। পা ৬।৩।১০৭। চকারাৎ কৎ।) ১ ঈষৎ উষ্ণ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কোষ্ণ, কবোষ্ণ ও মন্দোষ্ণ। ২ (ত্রি) ঈষৎ উষ্ণবিশিষ্ট।

("কদল্যাঃ স্বরসঃ শ্রেষ্ঠঃ কদুষ্ণঃ কর্ণপূরণঃ।" সুশ্রুত।)

কদূর। মহিসুররাজ্যের একটী জেলা। মহিসুরের নগরবিভাগের দক্ষিণ পশ্চিমাংশ। অক্ষা ১৩° ১২´ ও ১৩° ৫৮´ উঃ, দ্রাঘি ৭৫° ৮´ হইতে ৭৬° ২৫´ পূঃ। এই জেলার উত্তরে শিমোগ জেলা, দক্ষিণে হসন জেলা, পূর্ব্বে চিত্তলদুর্গ এবং পশ্চিমে পশ্চিমঘাট। ভূমিপরিমাণ ২৯৮৪ বর্গমাইল।

এই জেলার পশ্চিম প্রান্তে কুদ্রেমুখ (উচ্চতায় ৬২১৫ ফুট) ও মেরুত্তিগুদ্দ (৫৪৫১ ফুট) গিরি, মধ্যভাগে বাবাবুদন গিরিমালা (৬২১৪ ফুট) ও কলহত্তিগিরি (৬১৫৫ ফুট)

এ ছাড়া অনেকগুলি ছোট ছোট পাহাড় আছে। এখানকার মলনাদ নামক স্থান পাহাড় ও উপত্যকায় সমাচ্ছন্ন। জেলার পূর্ব্বভাগে ময়দান।

প্রধান নদী।—তুঙ্গ ও ভদ্রা নামক দুই নদী মিলিত হইয়া তুঙ্গভদ্রা নামে কৃষ্ণানদীতে মিশ্রিত হইয়াছে, জেলার দক্ষিণাংশে হেমবতী এবং পূর্ব্বাংশে বেদবতী নদী।

বাবাবুদন গিরিপ্রদেশই এখানকার অত্যুৎকৃষ্ট উর্ব্বরা ভূমি। এখানে কাফির চাষ হয়। প্রবাদ এইরূপ যে, বাবাবুদন নামে একজন ফকির মক্কা হইতে কাফিগাছ আনিয়া এখানে রোপণ করেন।

কদুরের বনজঙ্গলে মূল্যবান্ চন্দন, শিশু প্রভৃতি ভাল কাঠ উৎপন্ন হয়। ১৪ প্রকার ধান, গম, তুলা, ইক্ষু, শুপারী প্রভৃতি জন্মে। তবে কাফির চাষেরই আদর অধিক, কারণ ইহাতে আয় বেশী। এই জেলার ৭৮ বর্গমাইল রাজজঙ্গল। জঙ্গলে হস্তী, বন্যমহিষ, ব্যাঘ্র, তরক্ষু, শিবা নামে একপ্রকার ভল্লুক, বন্যশূকর, হরিণ, খরগোস ও সজারু দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার নদী ও জলাশয় মৎস্যে পরিপূর্ণ। এখানে কম্বল, তৈল, খদির, আতর ও লৌহের ব্যবসা হইয়া থাকে।

এই জেলা পূর্ব্বে বনরাজীতে সমাচ্ছন্ন ছিল, এখানে জনপ্রবাদ আছে, এই স্থানে ঋষ্যশৃঙ্গের জন্ম হয়। এখানকার তুঙ্গনদীতটস্থ শৃঙ্গেরিকে অনেকেই ঋষ্যশৃঙ্গগিরির অপভ্রংশ বলিয়া মনে করেন। এইখানে রাজা দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে আনিবার জন্য বারবিলাসিনীদিগকে পাঠাইয়াছিলেন। এই স্থান পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্যের লীলাক্ষেত্র, এইখানে দাক্ষিণাত্যের স্মার্ত্ত ব্রাহ্মণদিগের 'জগৎগুরু' অবস্থান করেন।

এখানকার রত্নপুরী ও শকরায়পতন নামক স্থানে প্রাচীন নগরাদির চিহ্ন পড়িয়া আছে, তাহা পরিদর্শন করিলে এখানকার পূর্ব্বসমৃদ্ধির কতকটা আভাস পাওয়া যায়। সেই দুই স্থান বল্লাল রাজাদিগের পূর্ব্বে রাজধানীরূপে বিরাজ করিত, সেই সময়ে দাক্ষিণাত্যের কত মহাপুরুষ সেখানে গিয়া বাস করিতেন। বল্লাল রাজাদিগের অভ্যুদয়ে সেই প্রাচীন সমৃদ্ধি একবারে লোপ হয় নাই। বিজয়নগরের যবনেরা প্রবল হইয়া উঠিলে, প্রাচীন নগরের পূর্ব্ব সমৃদ্ধি লোপ হইল। তাঁহাদের অভ্যুত্থানে বল্লালরাজবংশের এককালে অধঃপতন হইল। কদুর ও নিকটস্থ জনপদসকল মুসলমানেরা অধিকার করিল। কিছুদিন পরে বেদনূরের পলিগার কদুর জেলার অধিকাংশই আক্রমণ করিলেন। কিন্তু জয় করিয়া বেশী দিন তাঁহার ভোগ হইল না, ১৬৯৪ খৃঃ মহিসুরের হিন্দুরাজা তাঁহাকে আবার পরাস্ত করিলেন।

১৭৬৩ খৃঃ, হায়দারআলী সমস্ত কদপা জেলা অধিকার করেন। ১৭৯৯ খৃঃ, টিপু সুলতানের মৃত্যুর পর, তৎকালীন গবর্ণর জেনারেল ওয়েলেস্‌লি এখানকার মিস্ররাজকে এই জেলা প্রত্যর্পণ করেন। কিছুদিন হিন্দুরাজগণ সুখে স্বচ্ছন্দে রাজত্ব করিলেন। মধ্যে একজন বুঝি ব্রাহ্মণের অপমান করেন, তাহাতে এখানকার লিঙ্গায়ৎ ও কৃষিসম্প্রদায় ক্ষেপিয়া উঠে। তাহারা সকলেই ঘোষণা করে যে ব্রাহ্মণের অপমান করিতে পারে, এরূপ হিন্দুরাজা রাজ্যের উপযুক্ত নহে। ১৮২১ খৃঃ লিঙ্গায়তেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, তরিকেরির প্রাচীন পলিগার বংশের এক ব্যক্তি সেই সঙ্গে যোগ দিলেন। ব্যাপার কিছু গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল। রাজদ্রোহীরা অনেক স্থান আক্রমণ করিল। হিন্দুরাজা দেখিলেন যে তাঁহার সিংহাসন রাখা দায়। তখন ইংরাজসৈন্যের আবশ্যক হইল। ইংরাজেরা আসিয়া বিদ্রোহ থামাইলেন। তখন ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বুঝিলেন এখানকার হিন্দুরাজ কোন কাজের নয়, সেই অবধি কদুর রাজ্য গবর্ণমেণ্টের খাস হইল।

১৮৬৩ খৃঃ, চিকমগলুর নামে স্থানে এই জেলার সদর থানা হইল।

জেলায় সর্ব্বশুদ্ধ ১৭৩ খানি নগর ও গ্রাম। ইহার এই কয়েকটি প্রধান নগর—চিক্‌মগলুর, তরিকেরি, কদুর, আদিমপুর, অয়নকেরি, বিরুর, হরিহরপুর, হীরেমগলুর কলস। এখানকার আবহাওয়া সকল জায়গায় সমান নয়, জলনাদে প্রতিবর্ষে একপ্রকার ভয়ানক জঙ্গল রোগ দেখা দেয়, তাহার প্রকোপ হইতে কেহই পরিত্রাণ পায় না। অপর স্থান মন্দ নয়। কদুর জেলার প্রাচীন নগর কদুর, ইহা একখানি গণ্ডগ্রাম মধ্যে পরিগণিত।

দশম শতাব্দীতে এখানে জৈনেরা প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, প্রাচীন শিলালিপি ও ভগ্নস্তম্ভ দৃষ্টে জানা যায়। পূর্ব্বে এখানে সদরথানা ছিল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে, এখান হইতে চিকমগলুরে উঠিয়া যায়। অক্ষা ১৩°৩৩´ উঃ, দ্রাঘি ৭৬°২৫´ পূঃ। লোকসংখ্যা (১৮৮১) ২১৯৩।

কদুহি (পুং) গোত্রপ্রবর ঋষিবিশেষ।

কদ্রথ (পুং) কুৎসিতঃ রথঃ, কোঃ কদাদেশঃ (রথবদয়োশ্চ। পা ৬।৩।১০২।) কুৎসিত রথ।

কদ্রু (পুং) কদ-রু। ১ পিঙ্গলবর্ণ। ২ (ত্রি) পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট। ৩ (স্ত্রী) নাগমাতা, ইনি দক্ষের কন্যা এবং কশ্যপের পত্নী।

(কদ্রুস্ত্রিষু স্বর্ণপিঙ্গে নাগানাং মাতরি স্ত্রিয়াম্। মেদিনী।)

কদ্রুণ (ত্রি) কদ্রুবর্ণযুক্ত, কদ্রু-ন (লোমাদিপামাদিপিচ্ছাদিভ্যঃ শনেলচঃ। পা ৫।২।১০০।) পিঙ্গলবর্ণযুক্ত।

কদ্রুপুত্র (পুং) কদ্রোঃ পুত্রঃ, ৬তৎ। নাগ, সর্প। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়, কাদ্রবেয়, কঞ্চুকালু ও কদ্রুসুত।

কদ্রুসুত (পুং) কদ্রোঃ সুতঃ, ৬তৎ। সর্প।

কদ্রূ (স্ত্রী) কদ্রু-উঙ্ (কদ্রুকমণ্ডল্বোশ্ছন্দসি। পা ৪।১।৭১।) সর্পমাতা।

কদ্র্যঞ্চ্ (ত্রি) কম্মিন্নঞ্চতি, কিম্-অঞ্চ্-ক্বিপ্-অদ্র্যাদেশঃ কিমঃ কশ্চ। ১ অনিশ্চিত দেশে যে গমন করিতেছে। ২ অনিশ্চিত দেশে গমন।

কন্বৎ (ত্রি) ক অস্ত্যস্য, ক-মতুপ্-মস্য বঃ। কশব্দযুক্ত মন্ত্রাদি।

কন্বতী (স্ত্রী) কন্বৎ-ঙীপ্। কশব্দযুক্ত মন্ত্রপ্রভৃতি।

কদ্বদ (ত্রি) কুৎসিতং বদতি, কু-বদ্-পচাদ্যচ্-কোঃ কদাদেশশ্চ (রথবদয়োশ্চ। পা ৬।৩।১০২।) ১ কুৎসিত বক্তা, যে মন্দ বলে। গর্হ্যবাদী ও দুর্ব্বাক্। ২ কর্কশভাষী। ৩ দুঃশ্রবশব্দযুক্ত। ৪ অতি কুৎসিত।

কদ্বর (ত্রি) কং জলমিব আচরতি, ক-ক্বিপ্-শতৃ-কতা ব্রিয়তে কত-বৃ-অপ্। ১ দধিস্নেহযুক্ত তক্রবিশেষ, কটূর। ২ অতি কুৎসিত।

(আশংসুরাশংসিতরি কদ্বরস্তুতিকুৎসিতঃ। হেম ৩।১৪।)

কধপ্রিয় (ত্রি) স্কন্ধং প্রীণাতি, প্রী-ক (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) স্কন্ধপ্রিয়।

কধপ্রী (ত্রি) (বৈদিক) স্কন্ধং প্রীণাতি, প্রী-ক্বিপ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ।) স্কন্ধপ্রিয়।

কনক (ক্লী) কনতি দীপ্যতে, কন-বুন্। ১ স্বর্ণ। [স্বর্ণ দেখ] (পুং) ২ পলাশ। ৩ নাগকেশর। ৪ ধুস্তূর, ধুতুরা। ৫ কাঞ্চনাল বৃক্ষ। ৬ কালীয় বৃক্ষ। ৭ চাঁপাফুলের গাছ। ৮ কালকাসুন্দা। ৯ কণগুগ্গুলু। ১০ লাক্ষাগাছ। ১১ মহাদেব। ("উপকারঃ প্রিয়ঃ সর্ব্বঃ কনকঃ কাঞ্চনচ্ছবিঃ।" ভারত ১২।১৭।৯২।) ১২ যদুবংশীয় দুর্দ্দমরাজের পুত্র। (হরি ৩৩।৬।) ১৩ একজন চোলরাজা।

কনককুশল। একজন জৈন গ্রন্থকার। বিজয়সেনসূরির শিষ্য। ইনি জ্ঞানপঞ্চমীমাহাত্ম্য গ্রন্থ রচনা করেন।

কনককেশরী। উৎকলের একজন রাজা। অলাবুকেশরীর পুত্র। ইনি ৫৯৯-৬১৫ শকাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।

কনকক্ষার (পুং) কনকস্য দ্রাবণার্থং ক্ষারঃ, মধ্যপদলো°। সোহাগা। [সোহাগা দেখ।]

কনকচাঁপা (দেশজ) ফুলবিশেষ। (Pterospermum acerifolium) এই গাছ ভারতবর্ষের নানাস্থানে জন্মে। গাছ খুব বড় হয়। কাঠে সুন্দর ও মজবুত তক্তা প্রস্তুত হয়। ইহার ফুল সুগন্ধবিশিষ্ট।

কনকচূর (দেশজ) ধান্যবিশেষ। ইহার আকৃতি খর্ব্ব, কিন্তু মুখ খুব লম্বা। অন্যান্য আমন ধান অপেক্ষা এই ধান বিলম্বে পাকে। বেশি উর্ব্বরা ও নিম্ন জমী না হইলে ইহার চাস করা হয় না। কনকচূরের খই হইতে মুড়্কি হয়।

কনকঝিঙ্গা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Polygonum elegans)

কনকতৈল (ক্লী) বৈদ্যকোক্ত তৈলবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—কটুতৈল /৪ সের; কনকধুতুরা, আকন্দফুল, বেড়েলা, দূর্ব্বা, বাসকছাল, জয়ন্তীপত্র, মিসিন্দাপত্র, ডহরকরঞ্জবীজ, বামনহাটি, আকোঁড়ছাল, পুনর্নবা, কুলের পাতা, সিদ্ধি, বেলছাল, বৃহতী, চিতামূল, সিজের মূল, গণিয়ারিমূল, এরণ্ডমূল, তেউড়িমূল, ডাঁটা, রামবেগুন ও সোঁদালপত্র, প্রত্যেক ২ পল, ৬৫ সের জলে পাক করিয়া /১৬ সের অবশিষ্ট থাকিবে, এই কাথ ও উক্ত দ্রব্য সকল মিলিয়া /১ সের এই কল্কের সহিত যথাবিধি পাক করিবে। এই তৈল ব্যবহারে চক্ষুঃশূল, শিরঃশূল প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয়।

কনকদণ্ডক (ক্লী) কনকস্য দণ্ডো যত্র, বহুব্রী। রাজচ্ছত্র।

কনকধুতুরা (দেশজ) ধুতুরাবিশেষ। (Datura fastuosa) ইহার ফুল স্বর্ণবর্ণ ও দুই থাক। সচরাচর নীলবর্ণ দুই থাক পুষ্পকেই কনকধুতুরা বলিয়া থাকে। [ইহার গুণাদি ধুস্তূর শব্দে দেখ।]

কনকধ্বজ (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবিশেষ।

কনকপল (পুং) কনকস্য পলং মানবিশেষঃ। ১ সোণা ওজনের পরিমাণ বিশেষ; ১৬ মাষায় সোণা ওজনের ১ পল হইয়া থাকে, ইহার অপর সংস্কৃত নাম কুরুবিস্ত। ২ (কনকমিব পলং মাংসমস্য) মৎস্যবিশেষ।

কনকপত্র (ক্লী) কনকনির্ম্মিতং পত্রম্, পত্রাকারং ভূষণমিত্যর্থঃ। ১ কাণের অলঙ্কার বিশেষ, কাণপাত বা কাণ।

কনকপিঙ্গল (ক্লী) তীর্থবিশেষ। (হরিবংশ ১।৫০৬।)

কনকপুর। কপিলবস্তুর এক যোজন দূরে অবস্থিত একটি গ্রাম। এখানে কনকমুনি নামক বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কনকপুরী (স্ত্রী) কনকনির্ম্মিতা পুরী, মধ্যপদলো°। ১ স্বর্ণপুরী। ২ লঙ্কা।

কনকপ্রভা (স্ত্রী) কনকস্য প্রভেব প্রভা যস্যাঃ, মধ্যপদলো°। মহাজ্যোতিষ্মতী লতা।

কনকপ্রভাবটী (স্ত্রী) অতিসাররোগের বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী এইরূপ—ধুতুরাবীজ,

মরিচ, গোয়ালেলতা, পিপুল, সোহাগার খই, বিষ ও গন্ধক সমভাগ সিদ্ধির রসে মর্দ্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটী করিবে। এই ঔষধ অতীসার, গ্রহণী ও অগ্নিমান্দ্যনাশক। ইহা ব্যবহারকালে দধি, অন্ন, শীতল জল, তিত্তিরপক্ষীর মাংস প্রভৃতি পথ্য সেবন করিবে।

কনকপ্রসবা (স্ত্রী) কনকবৎ প্রসবঃ পুষ্পং যস্তাঃ, বহুব্রী। স্বর্ণকেতকী।

কনকময় (ত্রি) কনকস্য বিকারঃ, কনক-ময়ট্। স্বর্ণনির্ম্মিত।

কনকমুনি (পুং) বুদ্ধবিশেষ।

কনকমৃগ (পুং) কনকবর্ণো মৃগঃ, মধ্যপদলো°। স্বর্ণবর্ণ মৃগ। সীতাহরণের সময় মারীচ নামক রাক্ষস মায়াবলে স্বর্ণবর্ণ মৃগরূপ ধারণ করিয়া সীতাকে প্রলোভিত করিয়াছিল।

কনকরম্ভা (স্ত্রী) কনকবর্ণকলিকা রম্ভা, মধ্যপদলো°। স্বর্ণকদলী।

কনকরস (পুং) কনকবর্ণো রসঃ উপরসঃ। ১ হরিতাল। ২ গলিত সোণা।

কনকলোদ্ভব (পুং) কনতি দীপ্যতে ইতি কনা, কনা দীপ্তা কলা অবয়বঃ, তয়া উদ্ভবতি, কনকলা-উদ্-ভূ-অচ্। ধূনা।

কনকবতী (স্ত্রী) কনকমস্ত্যস্তাঃ, কনক-মতুপ্-মস্য বঃ-ঙীষ্। ১ স্বর্ণভূষিত স্ত্রী। ২ কনকবর্ণরাজের রাজধানী।

কনকবর্ণ (পুং) কনকস্য বর্ণইব বর্ণো যস্য, বহুব্রী। ১ সোণার ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট। ২ রাজবিশেষ। নেপালের বৌদ্ধেরা ইহাকে শাক্যসিংহের পূর্ব্ব অবতার বলিয়া স্বীকার করেন।

কনকবাহিনী (স্ত্রী) কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত নদীবিশেষ। (রাজতরঙ্গিণী ১।১৫০)

কনকবিগ্রহ (পুং) বিশালপুরীর একজন রাজা।

কনকশক্তি (পুং) কনকবর্ণা শক্তির্ব্বাণবিশেষো যস্য, বহুব্রী। কার্ত্তিকেয়।

কনকশিল (পুং) পর্ব্বতবিশেষ। (কিষ্কিন্ধ্যা ৪০ অঃ)

কনকসুন্দর (পুং) অতীসারাদিরোগের বৈদ্যকোক্ত ঔষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ—হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, পিপুল, সোহাগের খই, বিষ ও ধুতরার বীজ সমস্ত দ্রব্য সমভাগ একত্রে সিদ্ধির রসে মর্দ্দন করিয়া বটের মত বটী করিবে। এই ঔষধ অতীসার ও গ্রহণীরোগনিবারক। ইহা ব্যবহার কালে দধি, অন্ন, ঘোল প্রভৃতি পথ্য ভোজন করা উচিত।

কনকসূত্র (ক্লী) কনকনির্ম্মিতং সূত্রম্, মধ্যপদলো°। সোণার তার।

কনকসেন। প্রাচীনরাজবিশেষ। মিবারের রাণাকুলের প্রতিষ্ঠাতা। রাণাদিগের কুলতালিকাগ্রন্থে লিখিত আছে, কনকসেন ভারতবর্ষের কোন উত্তর প্রদেশ (সম্ভবত, লাহোর) হইতে যাত্রা করিয়া সৌরাষ্ট্র প্রায়দ্বীপে আসিয়া উপনিবেশ করেন। তখন প্রমারবংশীয় কোন রাজা তথায় রাজত্ব করিতেছিলেন, কনকসেন বলপূর্ব্বক তাহার রাজ্য অধিকার করিয়া ১৪৪ খৃঃ অব্দে বীরনগর স্থাপন করিলেন। তাঁহার বংশীয় রাজগণই বিজয়নগর বলভীপুর প্রভৃতি কয়েকটি প্রসিদ্ধ নগরের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

কনকাঙ্গদ (ক্লী) কনকময়ং অঙ্গদম্, মধ্যপদলো°। স্বর্ণ নির্ম্মিত কেয়ূর, অনন্ত।

কনকাঙ্গদী [ন্] (পুং) কনকাঙ্গদমস্ত্যস্তি, কনকাঙ্গদ-ইনি। বিষ্ণু। (মহাবরাহো গোবিন্দঃ সুষেণঃ কনকাঙ্গদী। বিষ্ণু স।)

কনকাচল (পুং) কনকময়ো অচলঃ, মধ্যপদলো°। ১ সুমেরু পর্ব্বত। ২ ধান্যাদি দশদান মধ্যে দানবিশেষ, ইহার তিন প্রকার পরিমাণ আছে তন্মধ্যে সহস্রপল স্বর্ণদানকে উত্তম কনকাচল দান কহে, এইরূপ পাঁচশত পলে মধ্যম ও আড়াই শত পলে অধম দান হয়। ঋত্বিক্‌দিগকে এইরূপ কনকাচল দান করিলে, সমুদায় পাপ ক্ষয় হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ হইয়া থাকে। (স্মৃতি।)

কনকাঞ্জলি (স্ত্রী) কনকপূর্ণা অঞ্জলিঃ মধ্যলো°। মাঙ্গলিক দানবিশেষ।

কনকাঞ্জলী (স্ত্রী) কনকাঞ্জলি-ঙীপ্। মাঙ্গলিক দানবিশেষ। কোন দেবার্চ্চনার পর প্রতিমাবিসর্জ্জন কালে সধবা গৃহকর্ত্রী স্বয়ং বেশভূষা করিয়া অন্যান্য সধবা স্ত্রীদিগের সহিত প্রতিমা বরণপূর্ব্বক তথায় স্বীয় অঞ্চল পাতিয়া থাকেন, সেই সময়ে গৃহস্বামীকে প্রতিমার পশ্চাৎ হইতে সেই অঞ্চলে মুদ্রাযুক্ত তণ্ডুলপূর্ণপাত্র নিক্ষেপ করিলে, কর্ত্রী অঞ্চলে জড়াইয়া মস্তকে ধারণপূর্ব্বক গৃহে প্রবেশ করেন। সেই সময়ে তাঁহাকে জলধারা দিয়া লইয়া যাইতে হয়। ইহারই নাম কনকাঞ্জলী। বিবাহ যাত্রাকালেও এইরূপ কনকাঞ্জলী দানের প্রথা আছে।

কনকাদ্রি (পুং) কনকময়ো ঽদ্রিঃ মধ্যলো°। সুমেরু পর্ব্বত।

কনকাধ্যক্ষ (পুং) কনকস্য রক্ষণে অধ্যক্ষঃ, মধ্যলো°। স্বর্ণরক্ষক; ইহার সংস্কৃত নামান্তর ভৌরিক। (ভৌরিকঃ কনকাধ্যক্ষঃ। হেম ৩। ৩৮৭।)

কনকায়ু (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবিশেষ।

কনকারক (পুং) কনকমিব সর্ব্বতো ঋচ্ছতি ব্যাপ্নোতি, দীপ্ত্যোতিশেষঃ কনক-ঋ-অণ্-স্বার্থে কন্। রক্তকাঞ্চন বৃক্ষ। [কোবিদার দেখ।

কনকারাঙ্গা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ (Amaranthus Gangeticus.)

কনকালুকা (স্ত্রী) কনকনির্ম্মিত আলুঃ সলিলাদ্যাধারপাত্র বিশেষঃ, কনকালু-সংজ্ঞায়াং কন্-টাপ্। স্বর্ণনির্ম্মিতজলপাত্র-বিশেষ, ভৃঙ্গার। ২ সোণার গাড়ু, ঝারী।
(কনকালুকা তু ভৃঙ্গারে সৌবর্ণকর্করীষু চ। শব্দাব্ধি।)

কনকাবতীমাধব (পুং) কনকাবতীং মাধবঞ্চ অধিকৃত্য কৃতোগ্রন্থঃ অণ্, তস্য লুক্। গ্রন্থবিশেষ, ইহাতে কনকাবতী ও মাধবের বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

কনকাহ্ব (ক্লী) কনকস্য আহ্বা নাম যস্য, বহুব্রী। ১ নাগ-কেশর ফুল। ২ ধুতুরা। (কনকাহ্বস্তুধুস্তূরে নাগকেশরকে পুমান্। শব্দাব্ধি।)

কনকাহ্বয় (পুং) কনকং আহ্বয়ো যস্য, বহুব্রী। ১ ধুতুরা। ২ নাগকেশর। ৩ বুদ্ধদেবের নামবিশেষ।

কনকেশ্বর (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

কনরুক (পুং) বেদোক্ত একপ্রকার বিষ।

কনখল (পুং) গঙ্গাদ্বার বা হরিদ্বারের সমীপস্থ তীর্থবিশেষ, ইহাতে স্নান করিলে সর্ব্বপাপ বিমুক্ত হইয়া স্বর্গলাভ হয়। (ভারত অনু ২৫ অঃ।)

কূর্ম্ম ও লিঙ্গপুরাণের মতে কনখলে দক্ষযজ্ঞ হইয়াছিল। (কূর্ম্ম ২। ৩৪ অঃ, লিঙ্গ পু ১০০। ৮)। এখন ইহা একটি নগর, শাহারণপুর জেলার অন্তর্গত। অক্ষা ২৯° ৫৫´ ৪৫´´ উঃ, দ্রাঘি ৭৮°১১´ পূঃ। হরিদ্বার হইতে অর্দ্ধক্রোশ দক্ষিণে গঙ্গার পশ্চিমতীরে অবস্থিত। ভূমিপরিমাণ ৬৩ একর। নগরের দক্ষিণ ভাগে দক্ষেশ্বর মহাদেবের মন্দির আছে। ঐ মন্দিরের নিকট সতী প্রাণত্যাগ করিলে, শিব দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছিলেন।

কনখলের বাড়ীঘরগুলি দেখিতে বেশ সুন্দর, অনেকের প্রাচীরের গায়ে পৌরাণিক চিত্র বিচিত্র। এখানকার গঙ্গার কূলে মনোহর উদ্যান সকল শোভা পাইতেছে, গঙ্গা হইতে তাহার দৃশ্য অতি সুন্দর।

এখানে ৫৮৩৮ জন লোকের বাস, তন্মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ, তাঁহারা হরিদ্বারের মন্দিরের পুরোহিত অথবা পাণ্ডা, হরিদ্বারে সুবিধা না থাকায় এখানে বাড়ীঘর করিয়া বাস করিয়া থাকেন। ইহারা জাবালপুরের ব্রাহ্মণের সহিত পুত্রকন্যার আদান প্রদান করেন। অপর কোন স্থানের ব্রাহ্মণকে প্রায় কন্যা দান করেন না।

হরিদ্বারের যাত্রীগণ প্রায় অনেকে কনখল দর্শনে আসিয়া থাকেন। [হরিদ্বার দেখ।]

কনখলা। গঙ্গানদীর শাখাবিশেষ। এই নদী খা প্রবাহিত। (কালিকা পু° ৮৯। ৫০)

কনটী (স্ত্রী) রক্তবর্ণ শেঁকোবিষবিশেষ।

কনড়াকা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

কনন (ত্রি) কন্-যুচ্। কাণা। (কাণঃ কনম একদৃক্। শব্দাব্ধি।)

কনল (ত্রি) কন্-অলচ্। প্রদীপ্ত।

কনবক (পুং) বীরপুত্রবিশেষ।

কনা (স্ত্রী) কনিনাম ধাতু-অচ্। ১ কনিষ্ঠা। (বৈদিক) ২ কন্যা।

কনাৎ (আরব্য শব্দজ) তাঁবুর চারিদিকে যে পর্দা দেওয়া যায়।

কনিক্রন্দ (ত্রি) ক্রন্দ যঙলুক্ অচ্, চুত্বাভাবঃ নিগাগমশ্চ। অত্যন্ত ক্রন্দনশীল, যে অতিরিক্ত রোদন করে। (শুক্লযজুঃ ৩। ৪৮)

কনিগিরি [কন্যাগিরি দেখ।]

কনিয়ার (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ; কর্ণিকার। (Pterospermum macerifolium.)

কনিষ্ক। গান্ধারের একজন প্রাচীন বৌদ্ধরাজ। জালন্ধর তাঁহার জন্মস্থান। অর্হৎ সুদর্শন তাঁহার শিক্ষাগুরু। তিনি আপন ভুজবলপ্রভাবে ভারতের নানাস্থান জয় করিয়াছিলেন। মাণিক্যাল, কাশ্মীর, মথুরা, ভাবলপুর, বেদে প্রভৃতি নানাস্থানের শিলালিপিতে কনিষ্করাজের নাম পাওয়া গিয়াছে। রাজতরঙ্গিণীর মতে ইনি তুরুষ্ক জাতীয় বৌদ্ধ ছিলেন, বহুদিন কাশ্মীরে রাজত্ব করেন। ইঁহার সময়ে কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। ইনি আপন নামে (কনিষ্কপুর) নগর স্থাপন করেন।

পালি বৌদ্ধগ্রন্থে ইনি 'চন্দন কনিক' নামে উক্ত হইয়াছেন।

কনিষ্ক একজন গোঁড়া বৌদ্ধ ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম উদ্ধার করিবার জন্য তিনি কাশ্মীরে আসিয়া নানাস্থান হইতে অর্হৎ ও শ্রমণগণকে আহ্বান করেন। তাঁহার অনুশাসন-পত্র চারিদিকে প্রেরিত হয়। নানা দিক্‌দেশ হইতে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ আসিয়া কনিষ্কের সভায় উপস্থিত হন।

প্রথমে কনিষ্ক রাজগৃহে আসিয়া মহাসভার অধিবেশন করিতে চান। কিন্তু আর্য্যপার্শ্বিক প্রভৃতি অর্হত্তেরা তাঁহার প্রস্তাবে অসম্মত হইয়া বলেন, "রাজগৃহে এখন মহাসভার অধিবেশন হইতে পারে না। সেখানে এখন বিভিন্ন মতাবলম্বী বিধর্ম্মীর বাস, অতএব গিরিমেখলাবেষ্টিত যক্ষরাজরক্ষিত, সিদ্ধর্ষিসেবিত এই কাশ্মীররাজ্যেই মহাসভা হউক।"

অনেক তর্ক বিতর্কের পর সকলে কনিষ্করাজের মতানু-

বর্ত্তী হইল। যেখানে সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম্মের বিভাষাসূত্র করিবার জন্ত তর্কবিতর্ক হইয়াছিল, কনিষ্ক তথায় এক সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সেই সময়ে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত বসুমিত্র আসিয়া কনিষ্কের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা সন্দর্শনে সকলে তাঁহাকেই সভাপতি মনোনীত করিলেন। বসুমিত্র বিভাষাসূত্র প্রকাশ করেন, কনিষ্করাজ তাহা লোহিত তাম্রফলকে খোদিত করিয়া প্রস্তরের আধারে রাখিয়া দেন। যেখানে সেই ধর্ম্মগ্রন্থ রক্ষিত হয়, কনিষ্ক তথায় এক স্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

অভ্যাগত বৌদ্ধদিগের বিশ্রামের জন্য তিনি চীনপতি নামক স্থানে তিনটি বৃহৎ সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত গান্ধাররাজ্যে এক অতি বৃহৎ দেউল,* ও কয়েকটি সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। ফাহিয়ান প্রভৃতি চীনের প্রাচীন পরিব্রাজকগণ উক্ত দেউল ও সঙ্ঘারাম দেখিয়া গিয়াছিলেন।

কনিষ্কের মৃত্যু হইলে কৃত্যগণ কাশ্মীর অধিকার করে।

কনিষ্ক কোন্ সময়ের লোক ছিলেন, তাহা এখনও স্থির হয় নাই। এসম্বন্ধে অনেকে অনেক কথা বলিয়া গিয়াছেন। চীনপরিব্রাজক সুঙ্‌যুনের মতে বুদ্ধনির্ব্বাণের ৩০০ বর্ষ পরে কনিষ্ক বিদ্যমান ছিলেন। হিউএন সিয়াং বলেন নির্ব্বাণের ৪০০ বর্ষ পরে কনিষ্ক গান্ধার রাজ্যলাভ করেন। কিন্তু পঞ্জাবের রাবলপিণ্ডি জেলার অন্তর্গত মাণিক্যাল নামক একটি গ্রামে কনিষ্কের রোমকমুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, ঐ মুদ্রা ৩৩ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের। পাশ্চাত্য পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে,—কনিষ্ক য়ুইচির (Yuei-chi) রাজা। শিলালিপিতে 'কনিষ্ক কুষাণ' বা কুষাণবংশীয় কনিষ্ক বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

মোক্ষমূলরের মতে কনিষ্ক শকরাজা, ইঁহার সময়ে শকাব্দ প্রচলিত হয়।

কনিষ্কপুর। বৌদ্ধরাজ কনিষ্কপ্রতিষ্ঠিত কাশ্মীরের একটি নগর। (রাজতরঙ্গিণী ১। ১৬৮)

ইহার বর্ত্তমান নাম কামপুর, শ্রীনগর হইতে ৫ ক্রোশ দক্ষিণে পীরপঞ্জাল গিরিপথের উপর অবস্থিত। এখন ইহা একটি সামান্ত গ্রাম মধ্যে পরিগণিত। এখানে একখানি সরাই আছে।

কনিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন যুবা অল্পো বা, যুবন্ অল্পো বা— ইষ্ঠন্-কনাদেশশ্চ (যুবাল্পয়োঃ কনন্যতরস্যাম্। পা ৫।৩।৬৪।) ১ অতিযুবা। ২ অল্প। ৩ ছোট। ৪ পশ্চাৎ জাত। ৫ বয়সে ছোট। ৬ ছোট সহোদর। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—যবীয়ান্, অনুজ, অবরজ, জঘন্যজ, কনীয়ান্, কনস ও যবিষ্ঠ। ৭ মহাদেব। ("পবিত্রং ত্রিককুম্মন্ত্রঃ কনিষ্ঠঃ কৃষ্ণপিঙ্গলঃ।" ভারত ১৩। ১৭। ১৩১।)

কনিষ্ঠক (ক্লী) কনিষ্ঠমিব কায়তি প্রকাশতে, কনিষ্ঠ-কৈ-ক। শূকতৃণ।

কনিষ্ঠপদ (ক্লী) বীজগণিতোক্ত জ্যেষ্ঠাপেক্ষা কম সংখ্যাযুক্ত পদ বর্গমূল।

কনিষ্ঠা (স্ত্রী) কনিষ্ঠ-টাপ্। ১ দুর্ব্বল অঙ্গুলি, কড়ে আঙ্গুল। ২ নায়িকাবিশেষ, ইহার লক্ষণ—যে পরিণীতা নায়িকা স্বামীর অল্পস্নেহ প্রাপ্ত হয়, তাহাকে কনিষ্ঠা কহে।

ভারতচন্দ্র বলেন—কনিষ্ঠা তিন প্রকার, ১ ধীরা কনিষ্ঠা, ২ অধীরা কনিষ্ঠা, ৩ ধীরাধীরা কনিষ্ঠা।

১। ধীরা কনিষ্ঠা এইরূপ—

"স্ত্রীর দেখি স্থির মান করিবারে সমাধান
বন্ধু করে অপমান ক্রোধে ক্রোধ হরিব।
কিসে মোর পায়্যা দোষ কেন কর এত রোষ
কিসে হবে পরিতোষ বল তাই করিব॥
কেহ বুঝি কহিয়াছে গিয়াছিনু কারো কাছে
অঙ্গে বুঝি চিহ্ন আছে তবে কিসে তরিব।
আরম্ভিয়া ছিলা ক্রোধ না করিলা উপরোধ
এত দূরে শোধ বোধ কত সেধে মরিব॥"

২। অধীরা কনিষ্ঠা—

"বিনা দোষে দেও গালি মাথে কলঙ্কের ডালি
মুখে যেন চূণকালি কিসে মুখ চাহিব।
হয়্যাছি তোমার প্রভু কত দোষ পাই তবু
গালি নাহি দেই কভু কত গালি খাইব॥
বিনয়ে না মানি রোধ যদি নাহি ছাড় ক্রোধ
এতদূরে শোধ বোধ দেশ ছাড়্যা যাইব।
তোমার যেমন মর্ম্ম তোমার তেমন কর্ম্ম
ঈশ্বর থাকিও ধর্ম্ম কার্য্যকালে পাইব॥"

৩। ধীরাধীরা কনিষ্ঠা—

"এক বাক্যে দেখি রোষ আর বাক্যে বুঝি তোষ
না বুঝিনু গুণ দোষ বড় দায় পড়িল।
কি করিলে ভাল হবে বল তাই করি তবে
নহে ঘর লয়্যা রবে আমার কি রহিল॥
পদ্মিনী ভ্রমরপ্রিয়া ভ্রমরে খেদায়্যা দিয়া
তাহারি বিরহে হিয়া বুঝি তাই জ্বলিল।

* কানিংহামের মতে বর্ত্তমান পেশাবরের ১ মাইল দক্ষিণপশ্চিমে ঐ প্রাচীন দেউলের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে।

রতির সময় নউক আমার যে হয় হউক
ক্রোধটি তোমার রউক যা হবার হইল ॥"
ভারতচন্দ্র—রসমঞ্জরী।

৩ ছোট সহোদরা। ৪ অল্পবয়স্কা। ৫ কনিষ্ঠভ্রাতার স্ত্রী। ৬ গায়ত্রীছন্দঃ।

কনিষ্ঠিকা (স্ত্রী) কনিষ্ঠাএব, কনিষ্ঠ স্বার্থে কন্-টাপ্-অত ইত্বং। কড়ে আঙ্গুল।

কনী (স্ত্রী) কন-অচ্-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। কন্যা।
(কন্যা কনী কুমারী চ। হেম ৩।১৭৫।)

কনীচি (স্ত্রী) কন-বাহুলকাৎ ইচি দীর্ঘশ্চ (পৃষোদরাদিত্বাৎ) ১ গুঞ্জা, কুঁচ। ২ শকট, গাড়ী। ৩ পুষ্পযুক্ত লতা। অনেক স্থলে মূর্দ্ধন্য ণ যুক্ত 'কণীচি' শব্দেরও ব্যবহার আছে।

কনীন (ত্রি) কন্-ঈনন্। কমনীয়, মনোহর।
("সদ্যোহজীবো বৃষভঃ কনীনঃ।" ঋক্।*। কনীনঃ কমনীয়ঃ। সায়ণ।)

কনীনক (স্ত্রী) চক্ষুর কনীনিকা, তারা।

কনীনকা (স্ত্রী) ১ কন্যা। ২ কমনীয় শালভঞ্জিকা।

কনীনিকা (স্ত্রী) কনীন-সংজ্ঞায়াং কন্-টাপ্-অত ইত্বং। ১ চক্ষুর তারা। ২ কনিষ্ঠাঙ্গুলি। ৩ কনিষ্ঠা ভগিনী।
(কনীনিকা তারকে স্যাৎ কনিষ্ঠাঙ্গুলাবপি। মেদিনী।)

কনীনী (স্ত্রী) কন্-ঈন্-ঙীষ্। কনিষ্ঠাঙ্গুলি।

কনীয়স (ক্লী) কনঃ সূর্য্যঃ, তস্যেদং কনীয়ম্, তদ্রূপত্বেন সীয়তে অবসীয়তে কনীয়-সো-ঘঞর্থে ক। তাম্র। (তাম্রের অধিষ্ঠাতৃদেবতা সূর্য্য।)
(তাম্রং ম্লেচ্ছমুখং শুল্বং রক্তং দ্ব্যষ্টমুদুম্বরম্।
ম্লেচ্ছশাবরভেদাখ্যং মর্কটাস্যং কনীয়সম্ ॥ হেম ৪।১০৫৬।)

কনীয়ান্ [স] (ত্রি) অয়মনয়ো রতিশয়েন যুবা অল্পো বা, যুবন্ অল্প-বা-ঈয়সুন্, কনাদেশঃ (যুবাল্পয়োঃ কনন্যতরস্যাম্। পা ৫।৩।৬৪।) ১ অনুজ, কনিষ্ঠ সহোদর। ২ অতিযুবা। ৩ অতি অল্প। ৪ বয়সে ছোট।
("মাতুঃ পিতুঃ কনীয়াংসং ন নমেদ্ বয়সাধিকঃ।
প্রণমেচ্চ গুরোঃ পত্নীং জ্যেষ্ঠভার্য্যাং বিমাতরম্ ॥" স্মৃতি।)
৫ ছোট। ৬ পশ্চাৎ উৎপন্ন।

কনুই (দেশজ) কফোনি, হাতের মধ্যস্থলস্থ সন্ধি।

কনৃজ (দেশজ) কান্যকুব্জের অপভ্রংশ।

কনের (পুং) কন্-এর। কর্ণিকার বৃক্ষ।
(কনেরস্তু কর্ণিকারে করিণীবেশ্যয়োঃ স্ত্রিয়াম্। শব্দাব্ধি।)

কনেরা (স্ত্রী) কন্-এর-টাপ্। ১ হস্তিনী। ২ বেশ্যা।

কনোজ (কান্যকুব্জ শব্দের অপভ্রংশ) জনপদবিশেষ। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ফরুখাবাদ্ জেলায় একটি তহশীল, দক্ষিণধারে অবস্থিত। ইহার ভূমিপরিমাণ ২০৯ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা (১৮৮১) ১,১৪,৯১২। গবর্ণমেণ্টের খাজনা আদায় ২০৬৩৭০ টাকা।

এই তহশীল দুই প্রকার জমিতে বিভক্ত—একভাগ বাঙ্গড় বা উচ্চভূমি আর এক ভাগ 'কচোহা' বা নিম্নভূমি। এখানকার অধিকাংশেই উচ্চভূমি, উহা আবার কালীনদী দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত হইয়াছে। বাঘেল রাজপুত, ব্রাহ্মণ ও কায়স্থেরাই এই তহশীলের সত্ত্বাধিকারী।

এখানে ছোলা, যব, গম, অহিফেন, ইক্ষু, জোয়ার, বজরা, নীল, তুলা প্রভৃতি উৎপন্ন হয়।

এই তহশীলে একটি দেওয়ানী ও একটি ফৌজদারী আদালত আছে। এখানকার মিরাণ-কি-সরাই ও জালালাবাদ নামক স্থানে দুইটি পুলিশের থানা আছে।

প্রধাননগর—কনোজ, হিন্দুস্থানীরা 'কনৌজ' বলিয়া থাকে। ইহা কালীনদীর পশ্চিমকূলে গঙ্গা ও কালীনদীর সঙ্গমস্থান হইতে ২॥০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৭° ২′ ৩০″ উঃ, এবং দ্রাঘি ৭৯° ৫৮′ পূঃ। পূর্ব্বে এই নগরের পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইত, এখন প্রায় দুইক্রোশ সরিয়া গিয়াছে।

পুরাতত্ত্ব।—কনোজ আজকালের নয়, ত্রেতাযুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে। ইহার প্রাচীন নাম কন্যকুব্জ, কান্যকুব্জ, মহোদয়, কন্যাকুব্জ, গাধিপুর, কৌশ, কুশস্থল।
(কন্যকুব্জং মহোদয়ং কন্যাকুব্জং গাধিপুরং।
কৌশং কুশস্থলঞ্চ তৎ ॥ হেম ৪।৩৯।)

রামায়ণে লিখিত আছে, কুশের পুত্র কুশনাভ এই পুর স্থাপন করেন*। তাঁহার নামানুসারে এই স্থানকে কৌশ বা কুশস্থল বলা হইত।

কুশনাভের পুত্র গাধি এইস্থানে রাজত্ব করেন, তদনুসারে ইহার অপর নাম গাধিপুর হইয়াছে। কন্যাকুব্জ নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে হিন্দুবৌদ্ধে একটু মতভেদ আছে†। রামায়ণে লিখিত আছে—

"ঘৃতাচী অপ্সরার গর্ভে রাজর্ষি কুশনাভের একশত কন্যা জন্মে। সেই শত কন্যার যৌবনকাল আসিলে তাঁহারা এক-

* কুশনাভস্তু ধর্ম্মাত্মা পুরং চক্রে মহোদয়ম্।"
রামায়ণ আদি ৩২।৬।

† "যদা বায়ুনা চ তাঃ কন্যাস্তত্র কুব্জীকৃতাঃ পুরা।
কান্যকুব্জমিতি খ্যাতং ততঃ প্রভৃতি তৎপুরম্ ॥"
গৌড়ীয় রামায়ণ বালকাণ্ড। Ed Gorresio.
যেখানে বায়ুকর্ত্তৃক (সেই শত) কন্যা কুব্জ হইয়াছিল। সেই স্থানের নাম কন্যাকুব্জ।

দিন উত্তম অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া উদ্যানে গমন করিলেন। তাঁহাদিগের সুললিত বাদ্য ও নৃত্যগীতে উদ্যান হাসিতে লাগিল। আহা! যে রূপের তুলনা পৃথিবীতে নাই, সেই রূপের ছটা নবযৌবনের ঘটা, মেঘের কোলে তারার মত বিজন উপবনে আজ শোভা পাইতে লাগিল। বায়ু সেই অনুপম অপার্থিব রূপমাধুরী দেখিতে পাইলেন। সেই সর্ব্বাত্মা তাঁহাদিগকে এই কথা বলিলেন, 'দেখ! আমি তোমাদিগকে অভিলাষ করিতেছি, তোমরা মানুষভাব পরিত্যাগ করিয়া আমার ভার্য্যা হও, তোমরা দীর্ঘায়ু লাভ করিবে, তোমাদের আর মৃত্যু হইবে না। মানুষের যৌবন নিয়ত চঞ্চল, কিন্তু তোমরা অক্ষয় যৌবন লাভ করিবে।'

বায়ুর কথায় সেই শতকন্যা তাঁহাকে উপহাস করিয়া কহিলেন—'হে দেব! আমরা তোমার প্রভাব অবগত আছি, তুমি সকল প্রাণীর অন্তরে বিচরণ কর, এই ত তোমার জারি!—তবে কেন তুমি আমাদের অপমান করিতে আসিয়াছ? আমরা রাজর্ষি কুশনাভের কন্যা, তোমার জারিজুরি এখনি শেষ করিতে পারি। দুর্ব্বুদ্ধে, পিতাই আমাদের প্রভু ও পরম দেবতা, তিনি যাঁহার সহিত আমাদের বিবাহ দিবেন, তিনিই আমাদের ভর্ত্তা। আমাদের যেন এমন না হয় যে কামবশতঃ সত্যবাদী পিতাকে অবমাননা করিয়া স্বয়ম্বরা হই।

বায়ু তাঁহাদের কথায় ক্রুদ্ধ হইলেন, তাঁহাদের শরীরে ঢুকিয়া সমস্ত অঙ্গ ভাঙ্গিয়া দিলেন। তখন তাঁহারা বায়ু কর্ত্তৃক ভগ্ন হইয়া কুশনাভের কাছে আসিলেন। রাজা কুশনাভ সেই পরমসুন্দরী কন্যাদিগকে ভগ্না ও দীনা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'একি ব্যাপার! কে ধর্ম্মের অবমাননা করিয়া তোমাদের কুব্জা করিয়াছে?'

তখন শতকন্যা পিতার চরণ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, 'হে রাজন্! বায়ু ধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া আমাদিগকে ধর্ষণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল। আমরাও তাহাকে 'আমাদের পিতা আছেন, সুতরাং আমরা স্বাধীন নহি। যদি পিতা আমাদিগকে প্রদান করেন, তবে আমরা তোমারই হইব।' এই কথা বলিয়াছিলাম, কিন্তু বায়ু আমাদের কথা অগ্রাহ্য করিয়া সকলকেই ভগ্ন করিয়াছে।'

কুশনাভ তাঁহাদিগকে কহিলেন 'হে পুত্রীগণ! তোমরা সকলে যে আমার সম্মান রক্ষা করিয়াছ, এবং বায়ুর দুর্নিবার্য্য রোষবেগ সহ্য করিয়াছ, ইহাতে তোমাদের সুমহৎ কার্য্য করা হইয়াছে।' কুশনাভ এইরূপে কন্যাদিগকে বিদায় দিয়া মন্ত্রীদিগের সহিত কন্যাদান বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

ঐ সময়ে মহর্ষি চুলীর পুত্র ব্রহ্মদত্ত কাম্পিল্যনগরীতে রাজত্ব করিতেছিলেন।

কুশনাভ সেই ব্রহ্মদত্ত রাজাকেই শতকন্যা সম্প্রদান করিলেন। ব্রহ্মদত্ত সেই কন্যাদিগের পাণিস্পর্শ করিবামাত্র তখনই তাঁহারা কুব্জহীনা, বিগতজ্বরা ও পরমশোভাসম্পন্না হইলেন।" (রামায়ণ আদি° ৩২ ও ৩৩ সর্গ।)

উক্ত ঘটনা হইতে মহোদয়পুরীর নাম কন্যাকুব্জ হইল।

খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে চীনপরিব্রাজক হিউয়েন্ সিয়াং এখানে আগমন করেন। তিনি কন্যাকুব্জের নামকরণ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া যান—

"কন্যাকুব্জের প্রাচীন রাজধানী কুসুমপুরে ব্রহ্মদত্ত নামে একজন রাজা ছিলেন। তাঁহার ১০০ পুত্র ও ১০০ কন্যা জন্মে। কন্যাগণ পরমাসুন্দরী, তাহাদের রূপের সীমা ছিল না। তৎকালে গঙ্গাতীরে একজন ঋষি যোগমগ্ন হইয়া বাস করিতেছিলেন। এই অবস্থায় তাঁহার শরীরে ন্যগ্রোধ বৃক্ষ জন্মিয়াছিল। তাঁহার তপোবল নিরীক্ষণ করিয়া সকলে তাঁহাকে মহাবৃক্ষ ঋষি বলিত। একদিন ধ্যানাবসানে তিনি কন্দমূলাদি অন্বেষণে বাহির হইয়াছেন, এমন সময়ে গঙ্গার উপকূলে দিব্যরূপধারিণী শত রাজকুমারীকে দেখিতে পাইলেন। রাজকন্যাগণের অসামান্য রূপলাবণ্য দর্শনে ঋষির মন টলিল, ছার সংসার সুখের ইচ্ছায় তাঁহার মন কলুষিত হইল, ঋষি বিলম্ব না করিয়া কুসুমপুরে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। রাজা ঋষির আগমনবার্ত্তা শুনিয়া স্বয়ং আসিয়া যথানিয়মে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং বিনয়নম্রবচনে তাঁহাকে কহিলেন—মহর্ষে! আপনার কুশল ত, আপনার ত কোন বিঘ্ন ঘটে নাই? ঋষি উত্তর করিলেন, রাজন্! আমি বিজন অরণ্যে বহুদিন সুখে ছিলাম, ধ্যান ভঙ্গ হইলে বেড়াইতে বেড়াইতে অলোকরূপসম্পন্না আপনার কন্যাগণকে নিরীক্ষণ করিলাম, সেই অবধি আমার হৃদয়ে কামেচ্ছা বলবতী হইয়াছে। রাজন্! আপনি একটি কন্যা আমারে সম্প্রদান করুন, এই মাত্র আমার অনুরোধ। রাজা এই সকল শুনিয়া ঋষিকে কহিলেন, মহর্ষে! আপনি আপনার আশ্রমে গিয়া এক্ষণে বিশ্রাম করুন, শুভ সময়ে আপনাকে সংবাদ দিব, এই আমার প্রার্থনা। ঋষি আপন আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন।

এ দিকে রাজা ব্রহ্মদত্ত একে একে সকল কন্যার অভিপ্রায় অবগত হইলেন, কিন্তু কেহ ঋষিকে বিবাহ করিতে চাহিল না।

রাজা ঋষির ভয়ে অত্যন্ত ভীত ও মনে মনে অত্যন্ত

দুঃখিত হইলেন। এই সময়ে তাঁহার কনিষ্ঠা কন্তা তাঁহার নিকট আসিয়া বলিল, বাবা! আপনার সহস্র পুত্র, এবং সহস্র সহস্র লোক আপনার আজ্ঞাবহ। তবে কেন আপনি দুঃখিত হইতেছেন? রাজা কহিলেন, 'মহাবৃক্ষ ঋষি কৃপা করিয়া তোমাদের এক জনকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, কিন্তু তোমরা সকলেই মুখ ফিরাইয়া আছ, মহর্ষির আদেশ পালন করিতে কেহই সম্মত নও। সেই ঋষি অশেষক্ষমতাশালী, তিনি মনে করিলে ভাল মন্দ সবই করিতে পারেন। এখন যদি তাঁহার আদেশ লঙ্ঘিত হয়, তাহা হইলে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া আমার রাজ্য ধ্বংস করিবেন, আমার এবং আমার পূর্ব্বপুরুষগণের নামে কলঙ্ক রটিবে। এই সকল যতই ভাবিতেছি ততই আমি সমধিক ব্যাকুল হইতেছি।' বালিকা কন্যা উত্তর করিল, রাজন্! আপনার দুঃখ দূর করুন। রাজ্যের মঙ্গলের জন্য আমি ঋষির প্রস্তাবে সম্মত হইলাম।

কনিষ্ঠা কন্যার সুমিষ্ট কথায় রাজা অত্যন্ত প্রফুল্ল হইলেন এবং বিবাহের দ্রব্যসম্ভার লইয়া রথ প্রস্তুত করিতে আদেশ করিলেন। তৎপরে কন্যাসহ ঋষির আশ্রমে আসিয়া যথাবিধি তাঁহার পূজা করিয়া কহিলেন, মহর্ষে! আপনার সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য আমার কন্যাকে আনিয়াছি। ঋষি সেই কন্যাকে দেখিয়া অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া রাজাকে কহিলেন, রাজন্! দেখিতেছি এই বৃদ্ধকে ঘৃণা করিয়া এক অপোগণ্ড শিশুকে আমার সম্প্রদান করিতে আসিয়াছ। রাজা বিনীত ভাবে কহিলেন, মহর্ষে! আমি আমার সকল কন্যাকেই কহিয়াছিলাম, কিন্তু কেহই আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইল না, কেবল আমার এই কনিষ্ঠা কন্যা আপনার সেবা করিতে অভিলাষী হইয়াছে। তখন ঋষি অত্যন্ত রোষপরবশ হইয়া এই বলিয়া অভিশাপ করিলেন, যেন সেই ৯৯ জন কন্যা এই মুহূর্ত্তে কুব্জ হয়, সেই বিকৃতাঙ্গীদিগকে এ জগতে কেহ যেন আর বিবাহ না করে।

রাজা কন্তাদিগের নিকট অতি সত্বরে দূত পাঠাইলেন, দূত আসিয়া দেখিল রাজকন্তাগণ বিকৃতাকার প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই সময় হইতে এই নগরের অপর নাম কন্তাকুব্জ হইল।" (সি-যু-কি ৫।)

পাশ্চাত্য প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমি এই স্থান কনোগিজ (Kanogiza) ও প্লিনি কলিনিপক্ষ (Calinipaxa) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এখন যেমন এই জনপদ ক্ষুদ্রাকার, পূর্ব্বে তেমন ছিল না, পূর্ব্বকালে কান্তকুব্জ একটি বিস্তীর্ণ রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইত। খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে এই রাজ্যের আয়তন ৪০০০ লি (প্রায় ৩ শত ক্রোশ) ছিল। ইহার রাজধানীও প্রায় আড়াই ক্রোশ ব্যাপিয়া ছিল।

যে রাজধানী এক সময়ে সমৃদ্ধিতে ভারতের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিল, যাহার গঠন প্রণালীর সমকক্ষ ছিল না*; আজ সেই প্রাচীন নগরের চিহ্ন খুজিয়া পাওয়া যায় না, হিন্দুরাজের গৌরব রবি অস্তমিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কনোজের পূর্ব্বকীর্ত্তিসকল লোপ হইয়াছে, বিধর্ম্মী যবনেরা তাহার চিহ্নমাত্র রাখিতে কষ্টবোধ করিয়াছিল। এখানকার লোকের বিশ্বাস, পূর্ব্বে কনোজনগর উত্তরে হাজি হর্ম্মায়নের মঠ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণে রাজঘাটের নিকট মিরাণ-কি-সরাই, পূর্ব্বে ছোট গঙ্গা এবং পশ্চিমে কপত্য ও মকরন্দনগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

প্রাচীন নগরের প্রান্তে বর্ত্তমান নগর স্থাপিত হইয়াছে, সেই স্থানকে এখন 'কিল্লা' অর্থাৎ দুর্গ কহে। কিল্লার মধ্যে চারিদিকে বাড়ী ঘর। তাহার উত্তর প্রান্তে রাজা হর্ম্মায়নের মঠ, দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে রাজা অজয়পালের মন্দির, দক্ষিণ-পূর্ব্বে ক্ষেমকলির বুরুজ, উত্তরপশ্চিম প্রান্তে শুষ্ক নালা, উত্তরপূর্ব্বে ছোট গঙ্গা এবং দক্ষিণে খাত ছিল, কিন্তু এখন তাহা বুজিয়া গিয়া যাতায়াতের রাস্তারূপে পরিণত হইয়াছে। চতুঃসীমা নিরীক্ষণ করিলে স্বীকার করিতে হয় যে কনোজনগর যথার্থই সুদৃঢ় এবং ইহার অবস্থান সুন্দর।

প্রবাদ আছে যে, প্রাচীননগরে ৮৪ মহল্লা ছিল, তাহার ২৫টি কেবল বর্ত্তমান নগরে আছে। এখানকার রঙ্গমহল, বালাপীর, মখদুম-জাহাগীঁর ও মকরন্দনগর হইতে প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। কনোজের দেড়ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে ছোট গঙ্গার উপর রাজগিরি নামে একটি ইষ্টকময় প্রাচীন স্তূপ পড়িয়া আছে। এই স্তূপ চীনপরিব্রাজক বর্ণিত অশোকরাজনির্ম্মিত বৌদ্ধস্তূপ বলিয়া মনে হয়।

যে সময়ে প্রাচীন কনোজের পার্শ্ব দিয়া গঙ্গা নদী প্রবাহিত হইত, তৎকালে এখানে অনেক দেবমন্দির ও বৌদ্ধদিগের চৈত্য ও সঙ্ঘারাম ছিল। চীনপরিব্রাজক হিউএনসিয়াং খৃষ্টের সপ্তম শতাব্দীতে লিখিয়া গিয়াছেন, "নগরের দক্ষিণাংশে ও গঙ্গার ধারে ৩টি সঙ্ঘারাম, তন্মধ্যে মণিমাণিক্য বিভূষিত বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। বহুদূর হইতে যাত্রীগণ এখানে পূজা করিতে আসেন। সঙ্ঘারামের দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে ১০০ ফুট উচ্চের দুইটি বিহার আছে। সঙ্ঘারামের অনতি-

* Briggs's Ferishta, I. 57.

দূরে দক্ষিণপূর্ব্বে ২০০ ফুট একটি বৃহৎ বিহার, তন্মধ্যে তাম্রনির্ম্মিত ৩০ ফুট উচ্চ বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। বিহারের চতুঃপার্শ্বের প্রাচীরে খোদিত মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রস্তরনির্ম্মিত বিহারের নিকটে সূর্য্যমন্দির, তাহারই অনতিদূরে দক্ষিণে মহেশ্বরের মন্দির আছে। সেই দুইটি মন্দির নীলপ্রস্তরে নির্ম্মিত, এবং বিবিধ কারুকার্য্যে সুশোভিত।" কিন্তু এখন সে সকল কোথায়?

ইতিহাস।—কান্যকুব্জের প্রথম রাজা কুশনাভ, তৎপরে তৎপুত্র গাধি, পরে গাধিনন্দন বিশ্বামিত্র রাজা হন। (রামায়ণ আদি ৩৩, ৩৪, ৩৫ সর্গ) বিশ্বামিত্র সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া মহর্ষি হইলে কুশবংশের কোন্ ব্যক্তি এখানে রাজত্ব করেন তাহার বিবরণ পাওয়া যায় না। তাহা জানিবারও কোন উপায় নাই। বহুবর্ষ পরে গুপ্তরাজগণ এখানে রাজত্ব করেন, তাঁহারা খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, শিলালিপি পাঠে তাহার কতক কতক বিবরণ জানিতে পারা যায়।

চীনপরিব্রাজকদিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে প্রভাকরবর্দ্ধন, তৎপরে তৎপুত্র রাজ্যবর্দ্ধন ও হর্ষবর্দ্ধন (শিলাদিত্য) রাজত্ব করেন। ইঁহারা বৈশ্যজাতীয়। রাজ্যবর্দ্ধন কর্ণসুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক কর্ত্তৃক যুদ্ধে নিহত হন। হর্ষবর্দ্ধন প্রভাকরবর্দ্ধনের পুত্র, তিনি ৬০৭ খৃষ্টাব্দে একটি নূতন অব্দ প্রচলিত করেন। এই হর্ষই রত্নাবলী ও নাগানন্দপ্রণেতা শ্রীহর্ষ। ইঁহার সময়ে কনোজরাজ্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছিল। তৎকালে তৎসাময়িক বিখ্যাত পণ্ডিতগণ তাঁহার রাজসভায় অবস্থান করিতেন।

৬৫০ খৃঃ অব্দে হর্ষবর্দ্ধনের মৃত্যু হয়। [শ্রীহর্ষ দেখ।] হর্ষবর্দ্ধনের পর কে রাজত্ব করেন, তাহা ঠিক জানা যায় না।

শিলালিপিতে দেবশক্তি নামে কনোজরাজের নাম পাওয়া যায়। এই রাজ্যের বংশ বহুদিন ধরিয়া কনোজে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই রাজবংশ কোন সময় হইতে কোন সময় পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না, এ সম্বন্ধে নানা লোকের নানা মত। [Jour. Beng. As. Soc. Vol. XXXII. p. 91 ff, XXXIII. 223 ff; Archæol. Surv. Ind. Vol. IX. p. 84; Ind. Ant. Vol. XV. 109-10 দেখ।]

এক্ষণে অনেক অনুসন্ধানের পর ভারতের প্রত্নতত্ত্ববিদেরা দেবশক্তিরাজের বংশাবলী এইরূপ স্থির করিয়াছেন—

দেবশক্তি (৭৩০ খৃঃ অঃ)
(ভূয়িকাকে বিবাহ করেন)
|
বৎসরাজ (৭৬০ খৃঃ অঃ)
(ইহার পত্নীর নাম সুন্দরী)
|
নাগভট (৮০০ খৃঃ অঃ)
(পত্নীর নাম ঈসটা)
|
রামভদ্র (৮৩০ খৃঃ অঃ)
(পত্নীর নাম অপ্পা)
|
ভোজ ১ম (৮৬০ খৃঃ অঃ)
(পত্নীর নাম চন্দ্রভট্টারিকা)
|
মহেন্দ্রপাল (৯০০ খৃঃ অঃ) *

মহেন্দ্রপালপত্নী দেহনাগা — ভোজ ২য় (৯২৫ খৃঃ)
তৎপত্নী শচীদেবী — বিনায়ক পাল (৯৫০-৭৫ খৃঃ) †

খৃষ্টের দশম শতাব্দের শেষভাগে কলচুরি ও পালবংশীয় রাজগণ মিলিত হইয়া দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিক্ হইতে কনোজরাজ্য আক্রমণ করেন; তখন কলচুরি ও পালবংশই প্রবলপরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহাদের আক্রমণে দেবশক্তিবংশীয় নৃপতিগণের অধঃপতন হইল। সেই সময়ে কলচুরিরাজ (চেদিরাজ) কনোজ এবং পালবংশ কাশীরাজ্য অধিকার করিলেন।

খৃষ্টের একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অজয়পাল ও জয়পাল নামে দুইজন রাজা কনোজে রাজত্ব করেন। অজয়পালের সময়ে এখানে অনেকগুলি দেবমন্দির নির্ম্মিত হয়। এখনও একটি উৎকৃষ্ট মন্দিরের ভগ্নাবশেষ পড়িয়া আছে, তাহা রাজা অজয়পালের মন্দির বলিয়া প্রসিদ্ধ। জয়পালের রাজত্বকালে ১০১৮ খৃষ্টাব্দে মাহ্মুদ গিজনী কনোজ আক্রমণ করেন। এই সময়ে বিধর্ম্মীর আক্রমণে কনোজের পূর্ব্বশ্রী বিলুপ্ত হয়। অল্প দিন পরেই জয়পাল কালিঞ্জরের চান্দেলরাজ কর্ত্তৃক নিহত হন। শিলালিপি অনুসারে এই সময়ে কলচুরিরাজগণের হস্তে কনোজের আধিপত্য ছিল। মহীপালরাজের কনিষ্ঠ পুত্র চন্দ্রদেব কলচুরিরাজ কর্ণের নিকট হইতে এই কনোজরাজ্য বন্ধুতার পুরস্কার স্বরূপ প্রাপ্ত হইলেন।

চন্দ্রদেবই কনোজের রাঠোররাজবংশের প্রথম রাজা হিন্দুধর্ম্মের উপর চন্দ্রদেবের বড়ই ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল। বিহার ও কাশীর পালবংশীয় রাজগণ সকলেই চন্দ্রদেবের আত্মীয়, কিন্তু বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিয়া ইনি তাঁহাদের সংস্রব এককালে পরিত্যাগ করেন। এমন কি তাঁহার পুরুষানুক্রমিক 'পাল' উপাধি পরিত্যাগ করিয়া 'চন্দ্র' উপাধি গ্রহণ করিলেন। ইঁহার সময়ে কনোজের নানাস্থানে দেবালয় স্থাপিত হয়। ইঁহার পিতা মহীপালের মৃত্যু হইলে,

* মতান্তরে ৭৬০ ৬৫ অঃ † মতান্তরে ৭৯৪-৯৫ অঃ।

ইনি আপন অংশে অযোধ্যারাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কোন কোন পুরাতত্ত্ববিদ্ লিখিয়াছেন, এই চন্দ্রদেবের রাজত্বকালে গৌড়াধিপ আদিশূর কান্যকুব্জ হইতে ৫ জন ব্রাহ্মণ ও ৫ জন কায়স্থ আনাইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের কুলাচার্য্যদিগের গ্রন্থমতে, আদিশূরের সময়ে রাজা বীরসিংহ কান্যকুব্জে রাজত্ব করিতেছিলেন। সেই বীরসিংহ এই চন্দ্রদেবের নামান্তর কি না, তাহা আমরা ঠিক বলিতে পারিলাম না, কারণ কোন শিলালিপিতে বীরসিংহের নাম পাইলাম না। তবে যদি এই চন্দ্রদেবই বীরসিংহ হন, তাহা হইলে আমাদের দেশের প্রবাদ অনুসারে তিনি ৯৫৪ শাকে অর্থাৎ ১০৩২ খৃঃ অব্দে কনোজে রাজত্ব করিতেন। নানাস্থানের শিলালিপি অনুসারে চন্দ্রদেবের রাজ্যকাল উক্ত সময়ের ২০ বৎসর পরে হইয়া পড়ে। সুতরাং চন্দ্রদেব ও বীরসিংহ এক ব্যক্তি কি না তৎপক্ষে সন্দেহ থাকিয়া যাইতেছে। চন্দ্রদেবের পর তদ্বংশীয় চারিজন রাঠোররাজ কনোজে রাজত্ব করিয়াছিলেন। যথা—

(১) চন্দ্রদেব *
|
(২) মদনপাল (১১৫৪ সম্বৎ)
|
(৩) বিজয়চন্দ্র (১১৬১ সম্বৎ)
|
(৪) গোবিন্দচন্দ্র (১১৮৫ সম্বৎ)
|
(৫) জয়চ্চন্দ্র (জয়চন্দ্র) (১২২৫ সম্বৎ)

বিজয়চন্দ্রের পুত্র জয়চন্দ্রই কনোজের শেষ হিন্দুরাজা। মুসলমান ইতিহাসে ইনিই জয়চাঁদ নামে অভিহিত। তৎকালে দিল্লীশ্বর পৃথ্বিরাজ ভিন্ন শৌর্য্যবীর্য্যে এবং আধিপত্যে ভারতের মধ্যে কেহই তাঁহার সমকক্ষ ছিল না। দোষের মধ্যে তিনি কিছু ঈর্ষাপরবশ ও উচ্চাভিলাষী ছিলেন, সেই দোষেই পৃথ্বিরাজের সহিত তাঁহার বিবাদ হয়। সেই বিবাদ আরও গুরুতর করিবার জন্য পৃথ্বিরাজকে উপেক্ষা করিয়া রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন। ভারতের হিন্দু নরপতিগণ শুনিলেন, যজ্ঞসভায় জয়চন্দ্রের আদরের কন্যা পরমসুন্দরী সংযুক্তার স্বয়ম্বর হইবে। তখন মিবারের সমরসিংহ এবং দিল্লীর পৃথ্বিরাজ ব্যতীত প্রায় সকল হিন্দুরাজাই সেই যজ্ঞসভায় উপস্থিত হইলেন। জয়চন্দ্র পৃথ্বিরাজের সুবর্ণ মূর্ত্তি দ্বারদেশে স্থাপনপূর্ব্বক যজ্ঞসমাধা করিলেন।

এইবার সংযুক্তার স্বয়ম্বর। কনোজনগরী আজ অপূর্ব্ব শোভায় সুশোভিতা হইল! নানাদেশীয় হিন্দুরাজগণের এমন সম্মিলন, বহুদিন কেহ দেখে নাই। সেই দেবোপম রাজন্যবর্গ ভাবিতেছেন না জানি বিধি কাহার অদৃষ্টে সংযুক্তারত্ন লিখিয়াছেন। আজ সকলে মহার্ঘ মণিমাণিক্যরত্নসমূহে বিভূষিত হইয়া সংযুক্তার মন হরণ করিবার আশায় স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত। কিন্তু সংযুক্তার মন অপরদিকে পড়িয়া আছে, তাঁহার মন আর তাঁহার অধীন নয়, এখন তাহা পৃথ্বিরাজের, পৃথ্বিরাজকে পাইবার জন্য পাগল!

এদিকে দিল্লীশ্বর পৃথ্বিরাজ শুনিলেন, সংযুক্তা তাঁহাকে বড় ভালবাসে, সংযুক্তার স্বয়ম্বর! মহাবীর পৃথ্বিরাজ কালবিলম্ব না করিয়া গুপ্তভাবে কনোজনগরে উপস্থিত হইলেন। আসিয়া শুনিলেন আজ সংযুক্তার স্বয়ম্বর! সংযুক্তা বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া সখিগণের সঙ্গে স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইলেন, আসিয়া চারিদিক্ একবার চাহিয়া দেখিলেন, কিন্তু তাঁহার পৃথ্বিরাজকে দেখিতে পাইলেন না। তখন জয়চন্দ্র তাঁহার মনোমত জনকে বরমাল্য অর্পণ করিতে বলিলেন। এখন সংযুক্তা কি করে কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া দ্বারদেশে দ্বারিরূপে দণ্ডায়মান পৃথ্বিরাজের সুবর্ণমূর্ত্তির গলদেশে মাল্য প্রদান করিলেন। সভায় সকলে চমৎকৃত হইল। জয়চন্দ্রের শিরে যেন বজ্রপাত হইল! তখন কনোজরাজ ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া সংযুক্তার নির্ব্বাসনের আজ্ঞা ঘোষণা করিলেন। কিন্তু একি হইল! পরমুহূর্ত্তে মহাবীর পৃথ্বিরাজ সসৈন্যে স্বয়ং সভায় উপস্থিত। ঘোর ঘনরবে রণভেরী বাজিয়া উঠিল, রাঠোরচৌহানে দারুণ সমর উপস্থিত হইল! অসংখ্য বীরের মস্তক দ্বিখণ্ডিত হইল। মহাবীর পৃথ্বিরাজ সভাস্থল হইতে সংযুক্তাকে লইয়া শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়া স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন।

একে জয়চন্দ্র পূর্ব্ব হইতে পৃথ্বিরাজের নামে জ্বলিতেন, আজ সংযুক্তার স্বয়ম্বরে তাঁহার মনে যেন দাবানল জ্বলিয়া উঠিল। পৃথ্বিরাজকে দমন করিবার জন্য তিনি যবনরাজ মুহম্মদ ঘোরীকে আহ্বান করিলেন। ইতিপূর্ব্বে যবনরাজ পৃথ্বিরাজের নিকট পরাস্ত হইয়া ভারত ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলেন, এখন জয়চন্দ্রের সাহায্য পাইবেন শুনিয়া স্বদলে পুনরায় ভারতে প্রবেশ করিলেন। জয়চন্দ্রের দোষে হিন্দুদের কপাল পুড়িল, তাঁহার সাহায্যবলে মুহম্মদঘোরী পৃথ্বিরাজকে পরাস্ত করিলেন। সেই সঙ্গে হিন্দুস্বাধীনতাও চিরদিনের মত লোপ হইল, সেই দিন হইতে সোণার ভারত যবনকবলিত হইল!—জয়চন্দ্রের মনস্কামনা পুরিল বটে, কিন্তু তিনিও যবনহস্তে অব্যাহতি পাইলেন না। ১১৯৪ খৃঃ অঃ, জয়চন্দ্র যবনসেনাপতি কুতুব উদ্দীনের হস্তে পরাজিত হইলেন, মুসলমানেরা কনোজরাজ্য অধিকার করিল।

কনোজরাজ্য যবনাধিকৃত হইবার ১৮ বর্ষ পরে জয়চন্দ্রের

* চন্দ্রদেব প্রভৃতি রাজগণের বিস্তৃত জীবনী তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য।

জ্যেষ্ঠপুত্র শিবজী দ্বারকাযাত্রাচ্ছলে মাড়োবারে আগমন করেন। এইখানে তিনি অসাধারণ বীরত্ব দেখাইয়া মরুস্থলীর নানাস্থান অধিকার করেন। তাঁহার বাহুবলে মরুস্থলীতে রাঠোররাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। তাঁহার বংশধরগণ শাখা প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া মাড়োবারের নানাস্থানে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন, এই বংশেই যোধপুর প্রতিষ্ঠাতা রাও যোধ জন্মগ্রহণ করেন। [শিবজী, মাড়োবার, রাঠোর প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

১৫৪০ খৃষ্টাব্দে কনোজনগরে শেরশাহের সহিত হুমায়ুনের যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে হুমায়ুন পরাজিত হইয়া ভারত ছাড়িয়া পলায়ন করেন।

উৎপন্ন দ্রব্য—কনোজের গোলাপ, আতর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। এখানে নানাপ্রকার বস্ত্র ও কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কনৌজিয়া (হিন্দী, কান্যকুব্জ শব্দের অপভ্রংশ) পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণের মধ্যে এক শ্রেণী। পুরাণে ইহারা কান্যকুব্জ নামে খ্যাত।

"সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়মৈথিলিকৌৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়া ইতি খ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥"
স্কন্দপুরাণ।

কনৌজিয়া ব্রাহ্মণেরা পাঁচ শাখায় বিভক্ত—১ কনৌজিয়া, ২ সর্ব্বরিয়া, ৩ জিঝোতিয়া, ৪ সনাঢ্য, ৫ বঙ্গের কনোজীয়।

১। কনৌজিয়াশাখা উত্তরপশ্চিমে শাহজহানপুর ও পিলিভীত, উত্তরে কানপুর ও ফতেপুরের কিয়দংশ, পশ্চিমে বান্দা জেলা, দক্ষিণে হামীরপুর, এবং দক্ষিণপশ্চিমে এতাবার কিয়দংশে বসবাস করে। ইহাদের কুলকারিকামতে ইহারা ষট্‌কুল বা ছয় গোত্রে বিভক্ত, কিন্তু ইহাদের মতে সাড়ে ছয়কুল।

গোত্র			উপাধি
গৌতম	...	...	অবস্থি
শাণ্ডিল্য	...	...	মিশ্র, দীক্ষিত
ভারদ্বাজ	...	...	শুকুল, ত্রিবেদী, পাঁড়ে
উপমন্যু	...	...	পাঠক, দুবে
কাশ্যপ	...	...	ত্রিবেদী, তেওয়ারী
কাশ্তীপ	...	...	বাজপাই
গর্গ	...	...	চৌবে

২। সর্ব্বরিয়া শাখা কনোজ হইতে গিয়া অযোধ্যায় বাস করে। এখন অযোধ্যায় বরাইচে, নেপালের প্রান্তে, কাশী ও প্রয়াগপ্রদেশে, দক্ষিণে বুন্দেলখণ্ডরাজ্যে ইহারা বাস করে। তন্মধ্যে গোরক্ষপুরে কিছু অধিক, সেখানে সর্ব্বরিয়াগণ ১৯ ঘরে বিভক্ত।

অনেকে বলিয়া থাকেন সর্ব্বরিয়া সরযূপারিয়া শব্দের অপভ্রংশ। প্রবাদ এইরূপ—রাম রাবণ বধ করিয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া কান্যকুব্জ হইতে এই ব্রাহ্মণশ্রেণীকে আহ্বান করেন, তাঁহারা সরযূর পরপারে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদের সরযূপারিয়া নাম হয়। ইহাদের মধ্যে ভিন্ন গোত্র ও ভিন্ন উপাধি আছে—

গোত্র			উপাধি
গর্গ	...	...	পাঁড়ে। (ইতিয়া)
গৌতম	...	...	দুবে (কঞ্চজীয়া)
শাণ্ডিল্য	...	...	পাঁড়ে (ত্রিফলা)
ঐ	...	...	তেওয়ারী (পিণ্ডী)
ভারদ্বাজ	...	...	দুবে (বৃহদ্গ্রাম)
বৎস	...	...	মিশ্র (পৈয়াসী)
ঐ	...	...	দুবে (সমদারী)
কাশ্যপ	...	...	মিশ্র (রাঢ়ী)
ঐ	...	...	পাঁড়ে (মালা)
কৌশিক	...	...	মিশ্র (ধর্ম্মপুরা)
চন্দ্রায়ন	...	...	পাঁড়ে (চপালা)
সাবর্ণ্য	...	...	পাঁড়ে (ইতারী)
পরাশর	...	...	পাঁড়ে

এ ছাড়া পুলস্ত্য, ভৃগু, অত্রি, অঙ্গিরা প্রভৃতি কয়েক গোত্রীয় আছেন।

উপরোক্ত গোত্রের মধ্যে গর্গ, গৌতম ও শাণ্ডিল্য গোত্রীয়েরাই কুলীন বলিয়া খ্যাত।

৩। জিঝোতিয়াশাখা বুন্দেলখণ্ডেই অধিক বাস করে। উত্তরে ও পশ্চিমে ইহারা কনৌজিয়া ব্রাহ্মণের সহিত এবং পূর্ব্বে সর্ব্বরিয়া ব্রাহ্মণের সহিত সম্মিলিত। রূপরন্দের চৌবে, দরিয়ার দুবে, হামিরপুর ও করিমার মিশ্রেরাই এই শাখার শ্রেষ্ঠবংশ।

গোত্র			উপাধি
উপমন্যু	...	...	পাঠক। (রোয়া)
ঐ	...	...	বাজপাই। (বিনবারী)
কাশ্যপ	...	...	পতেরিয়া। (সায়পুর)
ঐ	...	...	পত্তোরা। (বজবা)

গৌতম	... ...	চৌবে। (রূপনৌরাল)
„	... ...	গঙ্গেলি। (মরাই)
শাণ্ডিল্য	... ...	মিশ্র। (হামীরপুর)
„	... ...	অজেরিয়া। (কোট্কে)
মৌনস	... ...	মিশ্র। (করিয়া)
ভারদ্বাজ	... ...	তেওয়ারী। (ঐজিক)
„	... ...	দূবে। (উঠাসনি)
বৎস	... ...	তেওয়ারী। (পঠরৈলি)
একাবিশিষ্ঠ	...	নায়ক। (পিপ্রি)

৪। সনাঢ্য বা সনাঢিয়া—রোহিলখণ্ডের মধ্যপ্রদেশ হইতে ছুয়াবের উত্তর ও মধ্যভাগ, পিলিভীত হইতে গোয়ালিয়ার, রামপুরের উত্তরপশ্চিমাংশ, রিবা, জাহানাবাদ, নবাবগঞ্জ, বরেলি হইতে রামগঙ্গা, সলিমপুর, মীরাবাদ, তৎপরে গঙ্গার নিম্নতট হইতে কান্যকুব্জ পর্য্যন্ত, কালিনদীর কূল হইতে আলিপুরপটী, ভোইগাঁ, সোজ, এতাবা, বীবামৌ, এবং দক্ষিণে যমুনা হইতে চম্বলনদীর সঙ্গমস্থান পর্য্যন্ত এই শাখার বসবাস আছে।

গোত্র			উপাধি
বশিষ্ঠ	...	...	ব্যাস
„	...	...	গোস্বামী
„	...	...	মিশ্র
„	...	...	পরাশর
„	...	...	কতারি
„	...	...	দেবলিয়া
„	...	...	দূবে
„	...	...	খেমর্ঘ্য
„	...	...	উপাধ্যায়
ভারদ্বাজ	...	...	বৈদ্য
„	...	...	চৌবে
„	...	...	দীক্ষিত
„	...	...	ত্রিপাঠী
„	...	...	চতুর্ধর
কাশ্যপ	...	...	মিশ্র
সাবর্ণ্য	...	...	তেওয়ারী
উপমন্যু	...	...	দূবে
গৌতম	...	...	উপাধ্যায়
শাণ্ডিল্য	...	...	পাঁড়ে

এ ছাড়া কৌশিক, বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ধনঞ্জয়, কোশল, শিণ্ডীয়া, মেয়ারা প্রভৃতি গোত্র এবং পাঠক, স্বামী, সমাধ্যায়, মনস্, বির্থারি, চৈনপুরীয়, জোষ্টিয়া, বর্ষিয়া, ওঝা, মোদেরা, সন্ধয়া, উদেলিয়া, চচোন্যা প্রভৃতি উপাধি আছে।

৫। বঙ্গের কনোজ ব্রাহ্মণেরা ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত ১ বারেন্দ্র, ২ রাঢ়ীয়, ৩ পাশ্চাত্য, ৪ দাক্ষিণাত্য বৈদিক।

শেষ দুইটিকে অনেকে কনোজব্রাহ্মণের মধ্যে গণ্য করেন না।

প্রথম দুই শ্রেণী কনোজ হইতে আদিশূরের সময়ে বঙ্গদেশে আসিয়া উপনিবেশ করেন। এই শ্রেণীর আদিপুরুষ ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, বেদগর্ভ, ছান্দড় ও শ্রীহর্ষ, উক্ত ৫ জনের বংশধরেরা বল্লালসেনের সময়ে ১৫৬ ঘরে বিভক্ত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ১৫০ ঘর বরেন্দ্রভূমে এবং ৫৬ ঘর রাঢ়ে বাস করেন।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ৮ ঘর শ্রেষ্ঠ বা কুলীন। যথা—১ মৈত্র, ২ ভূমি বা কালি, ৩ রুদ্রবাসিনী, ৪ সঙ্গমিনি বা সান্ন্যাল, ৫ লাহিড়ী, ৬ ভাদুড়ি, ৭ সাধু বা পাণী, ৮ ভদ্র।

বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ৮ ঘর শুদ্ধশ্রোত্রীয় এবং ৮৪ ঘর কষ্টশ্রোত্রীয়।

রাঢ়ের ব্রাহ্মণ মধ্যে ছয় ঘর কুলীন। যথা—১ মুখুটী বা মুখোপাধ্যায়; ২ গাঙ্গুলি, ৩ কাঞ্জিলাল, ৪ ঘোষাল, ৫ বন্দোঘটী বা বন্দ্যোপাধ্যায়; ৬ চাটতি বা চট্টোপাধ্যায়।

এ ছাড়া ৫০ ঘর শ্রোত্রীয়। [ব্রাহ্মণ, কুলীন, বারেন্দ্র, রাঢ়ীয় প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

কন্‌কন্ (দেশজ) যাতনাবিশেষ, কোনস্থানে আঘাত লাগিলে বা বরফাদি দ্রব্য স্পর্শে যেরূপ যন্ত্রণা হয়।

কন্‌কনে (দেশজ) অতিশয় শীতল দ্রব্য।

কন্ত (ত্রি) কং সুখং অস্ত্যস্তি, কং-ত (কংশম্ভ্যাম্বভযুস্তিতুতযসঃ। পা ৫।২।১৩৮।) সুখী।

কন্তি (ত্রি) কং সুখমস্ত্যস্তি, কং-তি (কংশম্ভ্যাম্বভযুস্তিতুতযসঃ। পা ৫।২।১৩৮।) সুখশালী।

কন্তু (পুং) কামযতে, কম-তু (কমিমনিজনিগাভায়াহিভ্যশ্চ। উণ্ ১।৭৩। কম, মন, জন, গৈ, বা ও হি ধাতুর উত্তর তু প্রত্যয় হয়।) ১ কামদেব। ২ চিত্ত, মন। (কন্তুঃ কন্দর্পচিত্তয়োঃ। উজ্জ্বলদত্ত।) ৩ (ত্রি) (কং সুখং অস্ত্যস্তি) সুখী। ৪ কুশূল, গোলা।

কন্থক (পুং) ঋষিবিশেষ।

কন্থুরী (স্ত্রী) কম্-অরন্-থুক্-(পৃষোদরাদিত্বাৎ,) ঙীষ্। বৃক্ষবিশেষ। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—কন্থারী, কন্থা, দুর্দ্দর্বা, তীক্ষ্ণকণ্টকা, তীক্ষ্ণগন্ধা, ক্রুরগন্ধা, ও দুষ্প্রবেশা। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, অগ্নিদীপক, রুচিকারক, এবং কফ, বায়ু, শোথ, রক্ত, গ্রন্থি ও অরনাশক।

কন্থা (স্ত্রী) কম্-বাহুলকাৎ থন্-টাপ্। ১ কাঁথা; কতকগুলি ছিন্ন কাপড় একত্রে সেলাই করিয়া ইহা প্রস্তুত করা হয়। দরিদ্র ভিক্ষুকগণ ইহা দ্বারা শীত নিবারণ করে। নেড়ানেড়ী দলস্থ ভিক্ষুকেরাই ইহার অধিক ব্যবহার করিয়া থাকে। ২ মাটীর ক্ষুদ্র প্রাচীর, কাথি।

(কন্থা মৃণ্ময়ভিত্তৌস্যাৎ কথা প্রাবরণান্তরে। মেদিনী।)

৩ উশীনর রাজ্যের নগরবিশেষ।

কন্থাধারী [ন্] (ত্রি) কন্থা-ধৃ-ণিনি। ভিক্ষুক।

কন্থারী (স্ত্রী) কম্-অরন-থুক (পৃষোদরাদিত্বাৎ,) ঙীষ্। বৃক্ষবিশেষ। [কন্থরী দেখ।]

কন্দ (পুং ক্লী) কন্দয়তি জিহ্বায়া বৈক্লব্যং জনয়তি, কদি-ণিচ্-অচ্। ১ ওল। [ওল দেখ।] ২ আলু মূলো মূলমাত্র। ৩ গাঁজর। ৪ (পুং) কং জলং দদাতি, ক-দা-ক। মেঘ। ৫ যোনিরোগবিশেষ। প্যাঁদরোগ (Proltapsus Uteri) ইহার নিদান ও লক্ষণ—দিবানিদ্রা, অতিরিক্তক্রোধ, ব্যায়াম, অতিমৈথুন ও নখদন্তাদি দ্বারা ক্ষত হওয়া প্রভৃতি কারণে, বায়ু পিত্ত ও কফ কুপিত হইয়া যোনিদেশে পূযরক্তবর্ণ মান্দার ফলের ন্যায় যে রোগোৎপাদন করে, তাহার নাম কন্দ। বাতিক, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক ও সান্নিপাতিক ভেদে এই রোগ চারিপ্রকার। বাতিককন্দ রুক্ষ ও স্ফুটিত অর্থাৎ ফাটা ফাটা। পৈত্তিক কন্দ অধিক রক্তবর্ণ এবং ইহাতে দাহ ও জ্বর হইয়া থাকে। শ্লৈষ্মিক কন্দ তিলপুষ্পতুল্য ও কণ্ডুযুক্ত। সান্নিপাতিক ব্যতীত অন্য তিনপ্রকার কন্দ চিকিৎসায় আরোগ্য হইয়া থাকে। চিকিৎসা—গেরিমাটী, আমের বীজ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, রসাঞ্জন ও কট্‌ফল এই সকল চূর্ণ মধুর সহিত যোনিতে পূরণ করিলে এবং ত্রিফলার কাথের সহিত এই সকল চূর্ণ ও মধু মিলিত করিয়া প্রক্ষালন করিলে কন্দরোগ নিবারিত হয়। ইন্দুরের মাংস ও তৈল একত্র রৌদ্রে পক করিয়া ঐ তৈল যোনিতে মর্দন করিলে এবং ইন্দুরের মাংস ও সৈন্ধব দ্বারা যোনিতে স্বেদ প্রদান করিলে যোন্তর্শ, অর্থাৎ কন্দ আরোগ্য হয়। (চক্রদত্ত।) ৬ (দেশজ) মিছরির কুঁদো।

কন্দক (পুং) কন্দ-স্বার্থেকন্। ১ কন্দ। ২ বিতান, চাঁদোয়া।

কন্দগুড়ূচী (স্ত্রী) কন্দোদ্ভবা গুড়ূচী, মধ্যলো। গুড়ূচী-বিশেষ; ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—কন্দোদ্ভবা, কন্দামৃতা, বহুছিন্না, বহুগ্রহা, পিণ্ডালু ও কন্দরোহিণী।

কন্দজ (ত্রি) কন্দাৎ জায়তে, কন্দ-জন্-ক। কন্দোৎপন্ন মূল হইতে উৎপন্ন।

কন্দট (ক্লী) কদি-অটন্। শ্বেতোৎপল, সাদা শুঁদি ফুল। (কন্দটং শুক্লোৎপলে স্যাৎ। শব্দার্ণব)

কন্দফলা (স্ত্রী) কন্দাৎ কন্দমারভ্য ফলং যস্যাঃ বহুব্রী। ছোট কর্কা, উচ্ছে।

কন্দবহুলা (স্ত্রী) কন্দাদারভ্য কন্দেন, কন্দেষু বা বহুলা, ৫মী, ৩য়া, বা ৭মী তৎপুরুষ। ত্রিপর্ণিকা বৃক্ষ। [ত্রিপর্ণিকা দেখ।]

কন্দমূল (ক্লী) কন্দ এব মূল মস্য, বহুব্রী। মূলক, মূলো। [মূলো দেখ।]

কন্দর (পুং) কং গজশিরঃ দীর্য্যতে হনেন, কং-দৃ-করণে অপ্। ১ অঙ্কুশ। ২ (কেন জলেন দীর্য্যতে অসৌ, কর্ম্মণি অপ্।) গুহা। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—দরী, কন্দরা, কন্দরী, দর ও গুহা।

"অপর ভূধর কন্দরিল কত।
চমর মন্দর কন্দরযুত।" (শিবায়ন)

৩ (ক্লী) আর্দ্রক, আদা। ৪ অঙ্কুর। ৫ ওল। ৬ গাঁজর। ৭ দুইটি পর্ব্বতের মধ্যস্থিত পথ।

কন্দরবান্ [ত্] (পুং) কন্দরো হস্ত্যস্য, কন্দর-মতুপ্-মস্য বঃ। পর্ব্বত।

কন্দরা (স্ত্রী) কন্দর-টাপ্। গুহা।

কন্দরাকর (পুং) কন্দরস্য আকরঃ, ৬তৎ পর্ব্বত।

(অথগিরৌ পুংসি স্যাৎ কন্দরাকরঃ। শব্দার্ণব।)

কন্দরাল (পুং) কন্দরায় অঙ্কুরায় অলতি, কন্দর-অল্-অচ্। ১ গর্দ্দভাণ্ড বৃক্ষ। ২ পাকুড়গাছ। ৩ আখোট গাছ।

কন্দরালক (পুং) কন্দরাল-স্বার্থে-কন্। প্লক্ষবৃক্ষ, পাকুড়গাছ।

কন্দরী (স্ত্রী) কন্দর-ঙীষ্। গুহা।

কন্দরোদ্ভবা (স্ত্রী) কন্দরে উদ্ভবতি, কন্দর-উৎ-ভূ-অচ্-টাপ্। ১ ছোট পাষাণভেদী বৃক্ষ। ২ (ত্রি) কন্দরোৎপন্ন বৃক্ষাদি। ৩ গুড়ূচীবিশেষ।

কন্দরোহিণী (স্ত্রী) কন্দাৎ রোহতি, কন্দ-রুহ-ণিনি। গুড়ূচীবিশেষ।

কন্দর্প (পুং) কং কুৎসিতো দর্পো যস্মাৎ, বহুব্রী। ১ কামদেব। কথিত আছে,—জন্মমাত্রেই 'কাহাকে মত্ততার দ্বারা দর্পযুক্ত করিব' এই কথা বলিয়া ব্রহ্মা কন্দর্প নাম প্রদান করেন।

("কং দর্পয়ামীতি মদাজ্জাতমাত্রো জগাদ চ।
তেন কন্দর্পনামানং তং চকার চতুর্ভুজঃ॥" কথাস।)

২ সঙ্গীতের ধ্রুববিশেষ।

("ত্রয়োবিংশতি বর্ণাঙ্ঘ্রি ধ্রুবঃ কন্দর্পসংজ্ঞকঃ।
বীরে বা করুণে বা স্যাৎ খণ্ডতালে বিধীয়তে॥" সঙ্গীত দা।)

কন্দর্পকূপ (পুং) কন্দর্পস্ত কূপ ইব, উপমি°। যোনি। (কন্দর্পকূপকো ভগে। শব্দাব্ধি।)

কন্দর্পকেতু (পুং) রাজবিশেষ।

কন্দর্পকেলি (পুং) কন্দর্পেণ কেলিঃ, ৩তৎ। ১ কামবশতঃ কেলিবিশেষ, মৈথুনাদি। ২ (কন্দর্পকেলি মধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ, অণ্, তস্য লুক্) প্রহসনবিশেষ।

*কন্দর্পজীব (পুং) কন্দর্পং জীবয়তি বর্দ্ধয়তি, কন্দর্প-জীব-ণিচ্-অচ্। ১ কামবৃদ্ধিকারক দ্রব্য। ২ কাঁঠাল।

কন্দর্পজ্বর (পুং) কন্দর্পবিকারজো জ্বরঃ মধ্যলো°। কামবিকার জন্য জ্বর। [কামজ্বর দেখ।]

কন্দর্পদহন (পুং) কন্দর্পস্য দহনং বর্ণিতং যত্র। মহাদেব। শিবপুরাণে লিখিত আছে—"দক্ষযজ্ঞে সতী দেহত্যাগ করার পর মহাদেব যোগ অবলম্বন করিয়াছিলেন; এদিকে সতীও হিমালয়ে জন্মগ্রহণ করিয়া মহাদেবের পরিচর্য্যা কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময়ে তাড়কাসুরের অত্যাচারে দেবগণ নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া উঠিয়াছিলেন। একমাত্র শিবতেজোজাত কার্ত্তিকেয় ব্যতীত তাহার দমন হইবার উপায় না থাকায়, দেবগণ মহাদেবের যোগভঙ্গ জন্য রতি ও বসন্ত সহ কন্দর্পকে প্রেরণ করেন। কন্দর্প দেবাজ্ঞা অনুসারে মহাদেবের শরীরে ফুলবাণ নিক্ষেপ করিবামাত্র, তাঁহার ললাট হইতে অগ্নিশিখা বহির্গত হইয়া কন্দর্পকে দগ্ধ করিয়া ফেলিল।"

✓কন্দর্পনারায়ণ। চন্দ্রদ্বীপের একজন প্রবল বাঙ্গালী রাজা। বারভূঁয়ার মধ্যে একজন। ইঁহার পিতামহ পরমানন্দ বসু রায় দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গের কায়স্থসমাজের সমাজপতি ছিলেন, তিনি আপনাকে কান্যকুব্জ সমাগত কায়স্থপ্রবর দশরথ বসুর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। আইনই অকবরীতেও তাঁহার নাম পাওয়া যায়। ১৫৮৬ খৃঃ, কন্দর্পনারায়ণ বাকলা চন্দ্রদ্বীপে রাজত্ব করিতেন, তিনি একজন মহাবীর ছিলেন, বিশেষতঃ কামান ছুঁড়িতে ভালবাসিতেন, তাঁহার গুণের পরিচয় তৎকালীন পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীরাও বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। (Hacklyt's Voyages, Vol. II. p. 257.)

কন্দর্পনারায়ণের পিত্তল-নির্ম্মিত কামান এখনও চন্দ্রদ্বীপে আছে, সেই কামানের উপর তাঁহার এবং সেই কামান-নির্ম্মিতার নাম খোদিত রহিয়াছে। সেই পিত্তলের কামান দৈর্ঘ্যে ৭½ ফুট, চুঙ্গির গোড়ার বেড় ২½ ফুট, গোলা বাহির হইবার মুখ ১২½ ইঞ্চি। (Jour. As. Soc. Bengal Vol. XLIII. p. 207.)

কন্দর্পমথন (পুং) কন্দর্পং মথ্নাতি, কন্দর্প-মথ-ল্যু। মহাদেব।

কন্দর্পমূষল (পুং) কন্দর্পস্য মূষল ইব, উপমি°। উপস্থ। (কন্দর্পমূষলো লিঙ্গে। শব্দাব্ধি।)

কন্দর্পরস। বৈদ্যোক্ত ঔষধবিশেষ। পারদ, গন্ধক, প্রবাল, গিরিমাটী, বৈক্রান্ত, রৌপ্য, শঙ্খ ও মুক্তা প্রত্যেক সমভাগ, বটের ঝুরির কাথ দ্বারা সাতবার ভাবনা দিয়া ২ রত্তি প্রমাণ বটিকা করিবে। ত্রিফলা, কাবাবচিনি বা বাবলাছালের কাথের সঙ্গে সেবন করিলে ইহাতে ঔপসর্গিক মেহরোগ সত্বর নাশ হয়।

কন্দর্পশৃঙ্খল (পুং) কন্দর্পায় শৃঙ্খলঃ। রতিবন্ধবিশেষ।
"নারীপদদ্বয়ং ন্যস্য কান্তস্যোরুদ্বয়ং পরি।
কটিকেন্দ্ দোলয়েদাশুবন্ধঃ কন্দর্পশৃঙ্খলঃ॥" (রতিমঞ্জরী।)

কন্দর্পসার তৈল (ক্লী) কুষ্ঠাধিকারের বৈদ্যকোক্ত তৈলবিশেষ। কটুতৈল /৪ সের। কাথার্থ ছাতিমছাল, কালিয়াকড়া, গুলঞ্চ, নিমছাল, শিরীষছাল, তিতপলতা, জয়ন্তীপত্র, তিতলাউ, গোরক্ষচাকুলে, হরিদ্রা, প্রত্যেক ১০ দশ পল, পাকের জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের। গোমূত্র ১৬ সের, সোঁদালের পত্র, ভৃঙ্গরাজপত্র, জয়ন্তীপত্র, ধুতুরাপত্র, হরিদ্রা, সিদ্ধিপত্র, চিতা, খেজুরপত্র, গোময় ও আকন্দপত্র, সিজপত্র প্রত্যেক রস /৪ সের।

কল্কার্থ মাকাল, বচ, ব্রাহ্মী, তিতলাউ, চিতামূল, ঘৃতকুমারী, কুচলা, পলতা, হরিদ্রা, মুথা, পিপুলমূল, সোঁদালের আটা, আকন্দ আটা, কালকাসুন্দমূল, ঈশেরমূল, আচমূল, মঞ্জিষ্ঠা (অভাবে ঘোড়ানিম), তিতপলতা, রাখালশসার মূল, বিছুটীপত্র, করঞ্জমূল, হাপরমালি, মুগরামূল, ছাতিমছাল, শিরীষছাল, কুড়চিছাল, নিমছাল, ঘোড়ানিমছাল, গুলঞ্চ, হাকুচবীজ, সোমরাজবীজ, চাকুন্দাবীজ, ধনিয়া, ভীমরাজ, যষ্টিমধু, বন ওল, কটকী, শটী, দারুহরিদ্রা, তেউড়ীমূল, পদ্মকাঠ, গাঠিওলা, অগুরু, কুড়, কর্পূর, কট্‌ফল, জটমাংসী, মুরামাংসী, এলাইচ, বাকসছাল, বেণারমূল প্রত্যেক দুই তোলা। ইহাতে কুষ্ঠ প্রভৃতি বিবিধ চর্ম্মরোগ ভাল হয়।

কন্দর্পসিদ্ধান্ত। পদ্মব্যাকরণের টীকাকার।

কন্দল (ত্রি) কদি-অলচ্। ১ কলধ্বনি। ২ উপরাগ। ৩ গণ্ডদেশ। ৪ কপাল। ৫ নবাঙ্কুর। ৬ অপবাদ। ৭ কদলীবিশেষ, ভূমিকদলী। (পুং) ৮ স্বর্ণ। ৯ বাগ্‌যুদ্ধ, ঝগড়া। ১০ সমূহ।

কন্দলতা (স্ত্রী) কন্দ প্রধানা লতা, মধ্যলো°। মালাকন্দ।

কন্দলিত (ত্রি) কন্দলো হস্য সংজাতঃ, কন্দল-ইতচ্ (তদস্য সংজাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬।) কন্দলযুক্ত।

কন্দলী [ন্] (ত্রি) কন্দলো হস্যাস্ত, কন্দল-ইনি। কন্দলযুক্ত।

কন্দলী (স্ত্রী) কন্দল-ঙীষ্। ১ মৃগবিশেষ। ২ পক্ষীবিশেষ। ৩ গুল্মবিশেষ। ("আবির্ভূতপ্রথমমুকুলা কন্দলীশ্চানুকচ্ছম্।" মেঘদূত।)

৪ কদলী। ৫ পতাকা। ৬ পদ্মবীজ। ৭ ঔর্ব্বমুনির কন্যা-বিশেষ; ইনি দুর্ব্বাসার শাপে ভস্মীভূত হইয়া কদলী বৃক্ষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

কন্দলীকুসুম (ক্লী) কন্দল্যা ইব কুসুমং যস্য। ১ শিলীন্ধ্র। ২ ভূমিকদলীর ফুল।

কন্দবর্দ্ধন (পুং) কন্দেন বর্দ্ধতে, কন্দ-বৃধ-ল্যু। শূরণ, ওল। [ওল দেখ।]

কন্দবল্লী (স্ত্রী) কন্দাকারা বল্লী, মধ্যলো°। বন্ধ্যাকর্কোটকী।

কন্দশাক (ক্লী) কন্দপ্রধানং শাকং। আলু, ওল, মূলো, গাজর, মান, কচু, ভূমিকুষ্মাণ্ড, কদলীকন্দ, হস্তিকর্ণা, কেমুক, কেশুর, শালুক প্রভৃতি কন্দ আয়ুর্ব্বেদে কন্দশাক বলিয়া কথিত। [প্রত্যেক শব্দে প্রত্যেকের গুণাদি দেখ।] ("সর্ব্বেষাং কন্দশাকানাং শূরণঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে।" ভাব° প্র।)

কন্দশূরণ (পুং) কন্দ এব শূরণঃ। ওল। [ওল দেখ।]

কন্দসংজ্ঞ (ক্লী) কন্দঃ সংজ্ঞা যস্য। যোনিরোগবিশেষ। (কন্দসংজ্ঞন্তু যোন্যর্শসি মতং বুধৈঃ। শব্দাব্ধি।) [কন্দ দেখ।]

কন্দসার (ক্লী) কন্দানাং সারো যত্র, বহুব্রী। ১ চন্দনবন। ২ (কন্দঃ সারো হস্য) ওল প্রভৃতি কন্দসমূহ।

কন্দাঢ্য (পুং) কন্দেন আঢ্যঃ। ভূমি-কুষ্মাণ্ড।

কন্দামৃতা (স্ত্রী) কন্দ প্রধানা অমৃতা, মধ্যলো°। গুড়ূচী-বিশেষ।

কন্দালু (পুং) কন্দময় আলুঃ, মধ্যলো°। ১ কাসালু। ২ ভূমি-কুষ্মাণ্ড। ৩ ত্রিপর্ণিকা।

কন্দারা। কর্ণাটব্রাহ্মণের শ্রেণীবিশেষ। [কর্ণাটব্রাহ্মণ দেখ।]

কন্দিরী (স্ত্রী) কন্দ-ইরচ্-ঙীষ্। লজ্জালু বৃক্ষ। [লজ্জালু দেখ।]

কন্দী [ন্] (পুং) কন্দো হস্ত্যস্য, কন্দ-ইনি। শূরণ, ওল।

কন্দী (স্ত্রী) কন্দো হস্ত্যস্তি, কন্দ-অচ্। মাংসকন্দী।

কন্দু (পুং, স্ত্রী) স্কন্দ-উ-সলোপশ্চ (স্কন্দেঃসলোপশ্চ। উণ্ ১। ১৫।) ১ স্বেদনপাত্র, তাওয়া। ইহার অপর সংস্কৃত নাম স্বেদনী। ২ লৌহ নির্ম্মিত পাকপাত্র। ৩ ভর্জ্জনপাত্র, ভাজনাখোলা প্রভৃতি।

কন্দুক (পুং) কং সুখং দদাতি,-দা-ডু-সংজ্ঞায়াং কন্। ১ গেণ্ডুক, খেলিবার গোলা। ২ ভাঁটা। ৩ ত্রয়োদশাক্ষর সংস্কৃত ছন্দোবিশেষ

কন্দুকপ্রস্থ (পুং) নগরবিশেষের নাম।

কন্দুকেশ (পুং) রাজবিশেষ।

কন্দুকেশ্বর (পুং) কাশীধামের শিবলিঙ্গবিশেষ। কাশীখণ্ডে ইহাঁর উৎপত্তি কথা এইরূপ লিখিত আছে,—কোন সময়ে পার্ব্বতী কৌতুকবশে কন্দুকক্রীড়া করিতেছিলেন, ক্রীড়া-শ্রমে তাঁহার কেশপাশ শিথিল ও নয়নদ্বয় আকুল হইয়া উঠিয়াছিল। অন্তরীক্ষ হইতে দৈত্যদ্বয় তাঁহার এইরূপ ভাবাদি দেখিয়া, তাঁহাকে হরণ করিবার জন্য শাম্বরীমায়া অবলম্বনপূর্ব্বক অন্তরীক্ষ হইতে অবতরণ করিল। দেবগণ দৈত্যদ্বয়ের বিনাশ সাধন জন্য ভগবতীকে ইঙ্গিত করিলেন। ভগবতীও ইঙ্গিতমাত্র হস্তস্থিত কন্দুক নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ করিলেন। পরে ঐ কন্দুক ভূমিতে পতিত হইয়া লিঙ্গরূপে পরিণত হইল। (কাশীখণ্ড।)

কন্দুপক (ক্লী) কন্দৌ পকম্। কড়া, তাওয়া প্রভৃতি পাত্রে ঘৃত ও তৈলের দ্বারা অথবা কাটখোলায় যে সকল দ্রব্য পাক করা হয়; ভাজা দ্রব্য।

("কন্দুপকানি তৈলেন পায়সং দধি শক্তবঃ।
দ্বিজৈরেতানি ভোজ্যানি শূদ্রগেহকৃতান্যপি॥" কূর্ম্মপুরাণ।)

কন্দুশালা (স্ত্রী) কন্দুপাকার্থং শালা, মধ্যলো°। যে গৃহে দ্রব্যাদি ভাজা হয়।

("গোকুলে কন্দুশালায়াং তৈলযন্ত্রেক্ষুযন্ত্রয়োঃ।
অমীমাংস্যানি শৌচানি স্ত্রীষু বালাতুরেষু চ॥" স্মৃতি।)

কন্দূক (পুং) কন্দুক। [কন্দুক দেখ।]

কন্দুরোদয়। একজন প্রসিদ্ধ চোল রাজা, ইহাঁর বংশে রুদ্র-দেব প্রভৃতি জন্মগ্রহণ করেন।

কন্দোট (পুং) কন্দি-ওটন্। ১ শ্বেতোৎপল। (পুং, ক্লী) ২ নীলোৎপল। (কন্দোটস্তু শুক্লনীলোৎপলয়োঃ শব্দাব্ধি।)

কন্দোত (পুং) কন্দে মূলে উতঃ, কন্দ-বেঞ্-ক্ত। কুমুদ, হেলাফুল।

কন্দোদ্ভবা (স্ত্রী) কন্দাদুদ্ভবোহস্যাঃ, বহুব্রী। গুড়ূচীবিশেষ।

কন্দ্রী (দেশজ, কন্দশব্দজ) বৃক্ষবিশেষ, জঙ্গলি পিয়াজ। (Scilla Indica)

কন্ধ (পুং) কং জলং দধাতি ধারয়তি কং-ধা-ক। ১ মেঘ। ২ মুথাবিশেষ।

কন্ধজাতি। উড়িষ্যাবাসী অসভ্য জাতিবিশেষ। ইংরাজ-গ্রন্থকারেরা ইহাদিগকে নানাবিধ আখ্যা দিয়াছেন, কেহ খন্দ, কেহ খোন্দ, কেহ খণ্ড, কেহ খোণ্ড, কেহ বা কন্দ নামে উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক ইহাদের শ্রেণীপরিচায়ক নাম কি, তাহা নিশ্চয় করা একটু বিচার-সাপেক্ষ।

উড়িয়ারা ইহাদিগকে "কন্ধ" বলে; "কন্ধ" শব্দের অর্থ পাহাড়িয়া। অনেকে মনে করেন, তামিল ভাষায় "কন্দস্" শব্দে পর্ব্বতকে বুঝায়, সুতরাং সেই "কন্দস্" শব্দ হইতে "কন্ধ" শব্দের উৎপত্তি। আবার কেহ বা বলেন, তামিল ভাষার "কন্দ্র" শব্দের অর্থ তীর; এই জাতি মৃগয়াদিতে তীর-ধনুক ব্যবহার করে বলিয়া অনেকে ইহাদিগকে "কন্দ্র" হইতে "কন্ধ" আখ্যা দেন। কেহ বলেন যে, দশপল্লা, বোদ ও গুমসর প্রদেশের মধ্যে একটি স্থানকে কিন্নারামপুরের কন্ধেরা "কন্দ্র" বলে। এই কন্দ্রনামক স্থানের নাম হইতেই ইহাদের "কন্ধ" নাম হইয়াছে।

কিন্নারামপুরের প্রাচীন নামও "কন্দ্রদণ্ডপৎ"। যিনি যাহাই বলুন, কন্ধেরা নিজে আপনাদিগকে কন্ধ বলিয়া পরিচয় দেয় না। ইহারা বলে, আমরা "কুী" জাতি। স্বজাতির মধ্যে একজনকে জাতি ধরিয়া পরিচয় দিতে গেলে, ইহারা "কিঙ্গা" বা "কুইঙ্গা" বলে। ড্যালটন বা হাণ্টারের পথানুসরণ করিয়া ইহাদিগকে "কন্ধ" বলা উচিত হয় না, কারণ প্রাচীন শাস্ত্রাদির প্রমাণ দেখিয়া স্থির করা যায় যে, বাস্তবিকই ইহাদের নাম কন্ধ। পুরাণাদিতে কেশকন্ধর * নামে একটি অসভ্যজাতির পরিচয় পাওয়া যায়; বোধহয় প্রাচীন উড়িয়ারা এই কেশকন্ধর শব্দ হইতেই "কন্ধ" শব্দটি মাত্র রাখিয়াছে। পুরাণাদির প্রমাণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল;—

"ব্রহ্মোত্তরা প্রাবিজয়া মল্লককেশকন্ধরাঃ।"

উড়িষ্যার পার্ব্বত্যপ্রদেশ ইহাদের প্রধান বাসস্থান। এতদ্ভিন্ন উড়িষ্যার দক্ষিণাংশে মহানদীর উভয়তীরে প্রায় ৩৪০০ বর্গমাইল ভূমিতে ইহাদের দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে চিল্কা হ্রদ ও পশ্চিমে বেরার প্রদেশ পর্য্যন্ত ভূখণ্ডে সম্বলপুরের খান্দোয়া বা কালহণ্ডি প্রদেশে, এবং বাস্তার জেলায়ও ইহাদের বসবাস আছে।

ইহাদের দেশের মধ্যে যে, কেবল কন্ধজাতীয় লোকেরাই বাস করে তাহা নহে; শবর, কোল, ডোম, বা ডোম্‌না, পান বা পানওয়া ও অন্যান্য অসভ্য জাতিও আছে। ইহারা কন্ধের চক্ষে নিতান্ত ঘৃণ্য এবং তাহাদের অপেক্ষা নীচশ্রেণীর লোক বলিয়া গণ্য। এই সকল জাতির সহিত কন্ধেরা বিশেষ কোন সম্বন্ধ রাখে না, ইহারা অতি সামান্য হস্ত-শিল্পের উপর জীবনধারণ করে ও নিজ প্রস্তুত দ্রব্যসামগ্রীর বিনিময়ে কন্ধের নিকট শস্যাদি গ্রহণ করিয়া থাকে।

কন্ধেরা আজকাল হিন্দুজাতির নিম্নশ্রেণীতে গণ্য হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে ইহারা কোথায় ছিল, এ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিলে, ইহাদের মধ্যে একদল বলে যে, তাহারা পূর্ব্বে মধ্য-ভারতে বাস করিত, ক্রমশঃ তাড়িত হইয়া পূর্ব্বদিকে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত সরিয়া আসিয়াছে; আর একদল বলে যে, তাহারা পূর্ব্বে উড়িষ্যার দক্ষিণাংশেই বাস করিত, ক্রমশঃ তাড়িত হইয়া পশ্চিমে বেরার প্রদেশ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই দুইটি মন্তব্য হইতে ইহাই বুঝা যায় যে, যখন উড়িষ্যার ও মধ্যভারতে আর্য্যজাতির প্রভুত্ব বিস্তৃত হয়, তখন এই জাতি তাড়িত হইয়া মধ্যপ্রদেশে আসিয়া বাস করিতেছে। যাহা হউক প্রায় ৪ পুরুষ অতীত হইল বোদপ্রদেশকেই ইহারা আপনাদের প্রধান বাসস্থান বলিয়া স্থির করিয়া লইয়াছে। বোদপ্রদেশ এক্ষণে একজন হিন্দুরাজার অধীন, এই রাজ্য মহানদীর উভয়তীরে প্রায় ৩৫ মাইল বিস্তৃত। এখানকার রাজা মহানদীতে কুৎ আদায় করিয়া থাকেন। এই প্রদেশের নিকটবর্ত্তী পার্ব্বত্য-প্রদেশে কন্ধেরা বাস করে। ইহাদের গ্রামগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বত-শিখরে বা ঘন-বনে পরস্পর পৃথক্। গ্রামগুলি পৃথক্ বলিয়া প্রত্যেকের শাসনকার্য্য বেশ শৃঙ্খলা মত হইয়া থাকে। অন্যান্য অসভ্যজাতির ন্যায় ইহারাও দুই চারিখানি গ্রাম লইয়া এক একটি বিভাগ নির্দ্দিষ্ট করিয়া, তাহার একজন নায়ক ঠিক করিয়া থাকে। ইহারা বলে, এইরূপ নিয়মে তাহারা এককালে সমস্ত বোদরাজ্য শাসন করিত।

৬০ বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজেরা কন্ধজাতি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানিতে পারেন নাই, কেবল মাত্র জানা ছিল যে, সমুদ্রোপকূলের বোদ ও গুমসর নামক হিন্দুরাজ্য দুইটির পশ্চিমে এই অসভ্য জাতির বাস। গোদাবরী ও মহানদী এই দুই নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রায় ৩০০ মাইল দীর্ঘ ও ৫০ হইতে ১০০ মাইল প্রস্থ ভূভাগে শবর ও কন্ধেরা বাস করিয়া থাকে; এ দেশ বন ও পর্ব্বতময় বলিয়া দুর্গম। বিদেশীয় পক্ষে এ দেশ কেবল মাস কয়েকের জন্য বাসোপযোগী। ১৮৩৫ সালে গুমসর-রাজ বাকি-রাজস্বের দায়ে বিদ্রোহী হইয়া পরাজিত হইলে এই কন্ধ জাতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ঘটনায় ইংরাজেরা কন্ধদিগের সহিত পরিচিত হন এবং লোকজন রাখিয়া ইহাদের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, ধর্ম্মকর্ম্ম, ও দেশাদির বিষয় অবগত হন।

কন্ধজাতির আবাসভূমির মধ্যস্থ মালভূমিতে যে সকল কন্ধেরা বাস করে, তাহারা অধিকদিন একস্থলে থাকে না, ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেশের নানাস্থানে বেড়াইয়া থাকে। ইহারা গবর্ণমেণ্টকে কিছুমাত্র কর দেয় না বা তাঁহাদের কোন কর্ম্মচারীর সহিত কোনরূপ সংস্রব রাখে না। অনেকস্থলে কিন্তু

* সোসাইটির হস্তলিখিত বামনপুরাণ ১৩ অঃ।

ইহাদের মধ্যে অর্দ্ধ-কর্ত্তা-প্রধান শাসনপ্রণালী ও অর্দ্ধ-সামন্ত-প্রধান শাসনপ্রণালী-মিশ্রিত একপ্রকার শাসনপ্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর কন্ধেরা আপনাদের জাতীয় ভাবের প্রতি একান্ত অনুরাগী।

হিন্দুরাজগণকর্ত্তৃক দূরীভূত হইয়া কন্ধেরা ৩ শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। ইহাদের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল, তাহারা হিন্দুরাজের অধীনে অতি নীচশ্রেণীর লোক হইয়া বাস করিতেছে। ইহাদের নিজের জমী নাই, অপরের নিকট রোজ-হিসাবে মজুরী করিয়া, বনজঙ্গল কাটিয়া, বা কাঠ কাটিয়া জীবন ধারণ করে। আর এক শ্রেণীর কন্ধ হিন্দুদের নিকট যুদ্ধকালে সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিবে বলিয়া জায়গীর ভোগ করে। ইহারাই উড়িষ্যার মুসলমানআক্রমণের সময় স্ব স্ব রাজার পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করিত। আর একদল কন্ধ পরাজিত হইয়াও স্বাধীনভাবে মিত্র-সামন্তের মত বাস করে। ইহারাও যুদ্ধকালে স্ব স্ব মিত্র-রাজাকে সাহায্য করে বটে, কিন্তু তজ্জন্য কোনরূপ জায়গীর বা বেতন গ্রহণ করে না। ১ম শ্রেণীর কন্ধেরা ভেটিয়া কন্ধ নামে খ্যাত ; ইহারা পূর্ব্বঘাট পর্ব্বতের নিম্নে বনভূমিতে বাস করে। ২য় শ্রেণীর কন্ধেরা "বেনিয়া" কন্ধ নামে খ্যাত, ইহারা পর্ব্বতের উপরে থাকে ; আর ৩য় শ্রেণীর কন্ধের কোন স্বতন্ত্র নাম নই। এতদ্ভিন্ন ইহাদের বাসস্থান ভেদে ইহাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। যাহারা পর্ব্বতের উপরে বাস করে, তাহারা "মালিয়া কোইঙ্গা" নামে খ্যাত, যাহারা সমতল ভূমিতে থাকে, তাহারা "সাসি কোইঙ্গা" নামে অভিহিত এবং যাহারা মহানদী নদীর দক্ষিণে বাস করে তাহারা শুদ্ধ "কোইঙ্গা" নামে খ্যাত। তৈলঙ্গীরা কন্ধজাতীকে "কদুলু" বা কদুওদুলু বলে—ইহার অর্থ পাহাড়িয়া লোক।

কন্ধের শাসনপ্রণালী।—কন্ধেরা এক্ষণে ইংরাজের অধীন বটে, কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহাদের শাসনাধীন নহে। যথার্থতঃ শাসন-প্রণালী কন্ধেরা আপনাদের হস্তে রাখিয়াছে। ইহাদের মধ্যে শাসনকার্য্যের সুবিধার জন্য বেশ একটি শৃঙ্খলা আছে। ইহাদের মধ্যে বংশগত জাতিবিভাগ আছে। প্রত্যেক বংশের মধ্যে আবার শাখাভেদ আছে। প্রত্যেক শাখায় আবার এক একটি গৃহস্থ ধরিয়া এক একটি ভাগ কল্পিত হয়। কতকগুলি গৃহস্থ লইয়া একটি গ্রাম হয়। প্রত্যেক গ্রামে প্রায় এক বংশের লোকই থাকে। এই বংশের প্রত্যেক শাখায় আবার একজন অধ্যক্ষ আছে, এই অধ্যক্ষগণের মধ্যে যে ব্যক্তি জ্যেষ্ঠ-বংশসম্ভূত সেই ব্যক্তিই গ্রামের "মণ্ডল" বলিয়া গণিত হয়। এই মণ্ডলকে বোদরাজ্যে "খোঁড়" ; চিন্নাকেমেডি প্রদেশে "মাঝী" ও গুমসর রাজ্যে "মুলিকো" বলে। কতকগুলি গ্রাম ধরিয়া আবার এক একজন 'নায়ক' থাকে। এইরূপ কতকগুলি নায়কের উপর এক একজন সর্দ্দার থাকে ও কয়েকজন সর্দ্দারের উপর একজন রাজার ন্যায় লোক থাকে, ইহাকে "বিশাই" বলে।

ইহাদের সমাজবন্ধন।—প্রত্যেক গৃহস্থের মধ্যে যিনি প্রাচীন বা জ্যেষ্ঠ তিনিই কর্ত্তা। পুত্রপৌত্রাদি সকলেই তাঁহার অনুগত। সকলেই একান্নবর্ত্তি থাকে, পিতামহী বা মাতা সকলের জন্য অন্নপাক করে। এই সকল পুত্র-পৌত্রাদি পিতা বা পিতামহের জীবদ্দশায় যাহা কিছু উপার্জ্জন করে, তাহাতে পিতা বা পিতামহেরই অধিকার জন্মে। কতকগুলি এইরূপ একবংশোদ্ভূত গৃহস্থ লইয়া এক একটি শাখা হয়। এই গৃহস্থগণের কর্ত্তাদের মধ্য হইতে একজন এক একটী শাখার অধ্যক্ষরূপে নির্ব্বাচিত হন। এইরূপ কতকগুলি অধ্যক্ষের মধ্য হইতেই এক একজন মণ্ডল নির্ব্বাচিত হন ও কতকগুলি মণ্ডলের মধ্যে এক একজন নায়ক নিযুক্ত হন, কতকগুলি নায়কের উপর একজন সর্দ্দার নির্ব্বাচিত হন, আর এইরূপ কয়েকজন সর্দ্দারের উপরেই বিশাই নির্ব্বাচিত হন। এই সকল পদগুলি বংশানুক্রমিক ধারাবাহিকরূপে নির্দ্দিষ্ট থাকে বটে, কিন্তু যদি কেহ তত্তৎপদের উপযুক্ত গুণবিশিষ্ট না হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বাদ দেওয়া হয়। বংশের মধ্যে যিনি জ্যেষ্ঠপুত্র তিনিই সামান্যতঃ ঐ সকল পদের অধিকারী, কিন্তু যদি তাঁহার উপযুক্ত গুণ না থাকে, তবে তাঁহার খুড়া বা ভ্রাতুষ্পুত্র সেই পদ পাইয়া থাকেন। এইরূপ নির্ব্বাচনের সময়ে সকলের মতামতই যে লইতে হয় তাহা নহে, কার্য্য-গতিকে সকলেই আপনা হইতে অকর্ম্মণ্য লোককে এই জন্য উপেক্ষা করিয়া উপযুক্ত ব্যক্তির অনুগত হইয়া চলিতে থাকে।

ইহাদিগের সমাজবন্ধন এত সুন্দর ও দৃঢ় যে অধিকাংশ সভ্যজাতিতে সে দৃঢ়তা দেখা যায় না। ইহাদের মধ্যে যেমন গুণের আদর আছে, সম্মান আছে, তেমন কিন্তু সভ্যতা-ভিমানী অনেকানেক জাতিতে নাই। কন্ধজাতির পূর্ব্বোক্ত প্রধান ব্যক্তিরাই তাঁহাদের স্ব স্ব অধীনস্থ লোকদিগের বংশের কর্ত্তা, মাজিষ্ট্রেট ও পুরোহিতের কার্য্য করিয়া থাকেন। বংশের প্রথা ও নির্ব্বাচন প্রথার উদ্দেশ্য একত্র মিলিত হইয়া এই সকল প্রধান পদবীর লোকগুলিকে ধার্ম্মিক করিয়া তুলে। ইহারা এই সকল প্রধান পদে অধিষ্ঠিত হইয়া যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহার

জন্য কেহ কোনরূপ বেতন বা কোনরূপ বিশেষ সুবিধা পান না, পাইবার মধ্যে কেবল বিচারকের, পুরোহিতের, শাসকের ও পিতৃজনোচিত সম্মানটুকু পাইয়া থাকেন। প্রত্যেক গৃহস্থের সংসারে যিনি কর্ত্তা তিনিই প্রধান, বাকি সকলে সমপদবীর লোক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। নায়ক বা সর্দ্দারগণেরও ঐরূপ। ইহাদের সম্মানসূচক আড়ম্বর কিছুই থাকে না, অন্যান্য লোকের ন্যায় ইহারাও সামান্যভাবে কালযাপন করে, ইহাদের নিজের স্বতন্ত্র বাসস্থান বা দুর্গ নাই, বন্দোবস্ত করা সৈন্য নাই, পৈতৃকজমী ব্যতীত স্বতন্ত্র বিষয়াদি নাই, আর সেইটুকুর চাষে নিজের এবং নিজ পুত্রপৌত্রাদির পরিশ্রমে যাহা উৎপন্ন হয়, তদ্ব্যতীত আর কোনরূপ আয়ও নাই। ইহাদের কেহ সাহায্য করে না বা কোনরূপ খাজানা দেয় না। কোন উৎসব বা ক্রিয়াকাণ্ডের সময়েই ইহারা পদোচিত সম্মানাদি লাভ করে, আর সেই টুকুতেই ইহারা পরম পরিতুষ্ট হইয়া থাকে। প্রতিগ্রামে "ডিগালু" নামে একজন লোক নির্ব্বাচিত হয়। সর্দ্দারগণের সমক্ষে ইহারাই স্ব স্ব গ্রামের বা জাতির অভাব বা অভিযোগ উপস্থিত করে। ইহারাই গ্রামের লোকের মুখ-পাত্র।

এক একটি জাতির সর্দ্দার এবং বিশাইরা, একান্ত আবশ্যক না পড়িলে, কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না। কোন কার্য্যে ইহারা নিজের মনোমত কার্য্য করিতে পারে না। নিজ অধীনস্থ নায়কগণের ও মণ্ডলগণের সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্যাবধারণ করিতে হয়। এই সকল সর্দ্দার বা বিশাইকে নিজ অধীনস্থ জাতির সহিত অপরাপর জাতির সম্বন্ধের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়; যুদ্ধাদিবিষয়েও কর্ত্তব্য স্থির করিয়া দিতে হয়; কোন হিন্দু রাজাকে সাহায্য করা সম্বন্ধেও মীমাংসা করিতে হয়; নিজ জাতির মধ্যে সকল বিষয়ের রীতি, নীতি ও আচারব্যবহারের শৃঙ্খলা-রক্ষার প্রতিও দৃষ্টি রাখিতে হয়; কেহ কোন দুষ্কর্ম্ম করিলে, তাহার বিচার করিয়া দণ্ডবিধান করিতে হয়; পরস্পরের মধ্যে ঝগড়াবিবাদ বাধিলে, তাহার মীমাংসা করিয়া দিতে হয়।

এই সকল বিচার বা মীমাংসাকার্য্য নির্ব্বাহের জন্য তাহারা অধীনস্থ সমস্ত অধ্যক্ষ এবং নায়কগণকে একত্রিত করিয়া সকলের সহিত পরামর্শ করিয়া থাকে। বিষয়ের গুরুত্ব বুঝিয়া এই সকল পরামর্শদাতার সংখ্যা হ্রাসবৃদ্ধি করিয়া থাকে। যিনি জাতির সর্দ্দার, তিনিই তাঁহার নিজ সংসারের সামান্য কর্ত্তৃত্ব, নিজ গ্রামের মণ্ডলের কার্য্য ও নিজ শাখার অধ্যক্ষতা করিয়া থাকেন।

গ্রামের মণ্ডলই হউন, শাখার অধ্যক্ষই হউন বা জাতির সর্দ্দারই হউন, সকলেই নিজ নিজ অধীনস্থ লোকের মধ্যে গৃহধর্ম্ম ও বাহ্যধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা পাইয়া থাকেন। কন্ধগণের বিশ্বাস যে, যে সকল জাতির সহিত প্রকাশ্যরূপে কোনরূপ সন্ধি নির্দ্ধারিত নাই, তাহাদের মধ্যে স্বচ্ছন্দে যুদ্ধ চলিতে পারে। এমন কি, একজন বিশাই বা খোঁড়োর অধীনস্থ ভিন্ন জাতির মধ্যেও যদি সন্ধি না থাকে, তাহা হইলে, ভিন্ন ভিন্ন সর্দ্দারেরা পরস্পরে যুদ্ধ করিতে পারে; সুতরাং দেখিতে গেলে, ইহাদের মধ্যে যদি পরস্পর প্রকাশ্য সন্ধি না থাকে, তবে সকলেই যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হইয়া সমস্ত বিশৃঙ্খলা ঘটাইতে পারে, কিন্তু সর্দ্দারগণের বা অধ্যক্ষগণের নিজ নিজ প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য সর্ব্বদা এরূপ হইতে পায় না।

শান্তিরক্ষার জন্য কন্ধদিগের যে সকল নিয়মবিধি আছে, তাহা অন্যান্য অসভ্য জাতির ন্যায় নহে। কেহ খুন হইলে, অন্য জাতিতে যেমন হত-ব্যক্তির আত্মীয়েরা খুনের পরিবর্ত্তে খুন লইতে বাধ্য হয়, ইহাদের মধ্যে সে প্রথা ততটা দৃঢ় নয়। খুন হইলে, ইহারা অর্থ লইয়াও বিবাদ মিটাইয়া থাকে। সাংঘাতিক আঘাতাদি করিলে, ইহারা অপরাধীর বিষয় হইতে আহতকে ক্ষতিপূরণস্বরূপ অর্থ দিয়া থাকে এবং সে যতদিন আরোগ্যলাভ না করে, ততদিন অপরাধীর ব্যয়ে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে ব্যভিচার দোষে কোনরূপ ক্ষতিপূরণের প্রথা নাই। স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইলে এবং স্বামী তাহা ধরিতে পারিলে তাহার উপপতিকে হত্যা করিতে বাধ্য। ব্যভিচারিণী স্ত্রী স্বামীগৃহে স্থান পায় না, অবস্থা প্রকাশ হইয়া পড়িলে, তৎক্ষণাৎ তাহার পিতৃগৃহে প্রেরিত হয়। বিষয়াদিগত অপরাধে অপরাধীর নিকট হইতে হৃত বা নষ্টবস্তুর উদ্ধার করিয়া দিলেই সব গোল মিটিয়া যায়। অপহৃতবস্তু অপহারকের নিকট হইতে লইয়া অধিকারীকে দিলে, অপরাধীর উপর আর তাহার কোন দাবি থাকে না। ইহাতে চৌর্য্যের প্রশ্রয় হয় বটে, কিন্তু প্রথম অপরাধেই এরূপ উপেক্ষা দেখা গিয়া থাকে। দ্বিতীয়বার এইরূপ অপরাধ ঘটিলে, ইহারা আর তাহাকে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি অত্যাচারী বা সামান্য চোর বলিয়া ধরে না, তাহাকে সমস্ত সমাজের প্রতি অত্যাচারী বলিয়া বিবেচনা করে এবং তাহাকে স্বজাতি হইতে দূরীভূত করিয়া দেয়। সাধারণতঃ দেখিতে গেলে, কন্ধজাতির মধ্যে বিষয়গত অপরাধ দুই প্রকার,—(১) কৃষিজাত সামগ্রী অপহরণ ও (২) অন্যায়পূর্ব্বক পরের ক্ষেত্র অধিকার। শস্যাপহরণ করিলে অপরাধীকে শস্য ফিরাইয়া দিতে হয়, আর

যে সকল স্থলে ফিরাইয়া দিবার উপায় না থাকে, সে সকল স্থলে অপরাধীর শস্যপূর্ণ-ক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্তকে দেওয়া হয়। যতদিন তাহার ক্ষতিপূর্ণ না হয়, ততদিন সে সেই ক্ষেত্রের উৎপন্ন ফসল ভোগ করিতে থাকে। অপরাধীর ক্ষেত্র অধিকার করিয়া ক্ষতিগ্রস্ত কন্ধেরা যে, তাহাদিগকে সপরিবারে অনাহারে মৃত্যুমুখে ফেলিয়া দেয়, তাহা দেয় না। যাহাতে তাহার সপরিবারে অন্নকষ্ট উপস্থিত না হয়, এরূপ ভাবে বার্ষিক ফসল ভাগ করিয়া লয়। কোন কোন স্থলে অন্যায়-রূপে ক্ষেত্র অধিকার করিয়া রাখিলে, তাহার কোনরূপ শাস্তি হয় না, কেবল তাহার নিকট হইতে ক্ষেত্র কাড়িয়া লইয়া যথার্থ অধিকারীকে দেওয়া হয়। ইহাদের মধ্যে অধিকারের প্রাচীনত্ব দেখিয়া জমীর স্বত্ব নির্ণয় হইয়া থাকে। খাজানা দিয়া পরের জমী ভোগ করিবার প্রথা ইহাদের মধ্যে নাই। প্রত্যেক গৃহস্থেরই নিজের জমী আছে, সে জমীর জন্য কেহ স্বতন্ত্র জমীদার নাই। যে জাতি যে জমী অধিক দিন চাষ করিতেছে, সে জমীতে তাহাদের স্বত্ব স্থির থাকে। এই জমীতে সেই এক জাতিভুক্ত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে, যে যতটা জমী লইয়া যত অধিক দিন চাষ করিয়া থাকে, সে ততটার অধিকারী বলিয়া নির্ণীত হয়।

ইহাদের কৃষিপ্রণালী অনেকটা ভ্রমণশীল অসভ্যজাতির ন্যায়। ইহারা যখন দেখে যে, কোন স্থানের জমীতে আর বড় উর্ব্বরাশক্তি নাই, তখন সেই জমী পরিত্যাগ করে এবং প্রতি চৌদ্দ বৎসরে তাহারা স্ব স্ব গ্রাম পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। এইরূপে কন্ধপ্রদেশে পতিত জমীর পরিমাণ বড়ই বাড়িয়া যায়। কোন স্থানে যদি লোক-সংখ্যা বাড়িয়া উঠে, তাহা হইলে তাহারা পার্শ্ববর্ত্তি পতিত জমী আপনাদিগের মধ্যে খণ্ড খণ্ড করিয়া ভাগ করিয়া ভোগদখল করিতে থাকে। জমী বা গ্রাম একবার পরিত্যাগ করিলে, আর তাহাতে পূর্ব্বাধিকারীর স্বত্ব থাকে না, যাহারা নূতন অধিকার করে তাহাদেরই মধ্যে আবার অধিকারের প্রাচীনত্ব ধরিয়া স্বত্ব নিরূপিত হয়। এক জাতির অধিকৃত প্রদেশের মধ্যে যে সকল পতিত জমী থাকে, তাহাতে অপর জাতি আসিয়া অধিকার করিতে পায় না; যে জাতির অধিকৃত প্রদেশে জমী আছে, তাহাদেরই মধ্যে প্রয়োজনানু-সারে ঐ সকল পতিত জমী বিভক্ত হইয়া থাকে। জমীর স্বত্ব যেমন সহজেই উৎপন্ন হয়, তেমনই বিক্রয় প্রথাও আবার অতি সরল। যে জমী বিক্রয় করিতে ইচ্ছা করে, সে হয় অধ্যক্ষকে না হয় স্বজাতির সর্দ্দারকে নিজ অভিপ্রায় জানায়। এইরূপ জানাইবার উদ্দেশ্য—তাঁহার অনুমতি গ্রহণার্থ নহে; সে স্বীয় জমী বিক্রয় করিতেছে, ইহাই সাধারণে প্রচার করা আবশ্যক বলিয়া জানাইয়া থাকে। এইরূপ জানাইয়া সে খরিদ্দারকে লইয়া, যে জমী বিক্রয় করিবে, সেই জমীতে গিয়া উপস্থিত হয় এবং সেইখানে গ্রামের ৫।৬ জন গৃহস্থ কৃষককে ডাকিয়া ক্ষেত্র হইতে এক মুঠা মাটী উঠাইয়া খরিদ্দারের হস্তে প্রদান করে, খরিদ্দারও এই সময় মূল্য প্রদান করিয়া থাকে। মূল্য লইয়া বিক্রয়কর্ত্তা গ্রাম্য-দেবতাকে সাক্ষী মানিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলে যে, "এই জমীতে চিরকালের মত আমি স্বত্বচ্যুত হইলাম।"

জমী লইয়া বিবাদ-বিসম্বাদ গ্রামের মণ্ডলেরা মিটাইয়া দিয়া থাকে। ইহারা উভয়পক্ষের আরজী-জবাব শুনিয়া, সাক্ষীর সাক্ষ্য লইয়া বিচার করিয়া থাকে। সহজে মীমাংসা না হইলে ইহারা কতকগুলি পরীক্ষা করিয়া থাকে। সাধারণতঃ ইহারা ব্যাঘ্রচর্ম্মস্পর্শ করিয়া শপথ করিয়া থাকে, এইরূপে শপথ করিলে, মিথ্যাবাদীর ব্যাঘ্রমুখে মৃত্যু নিশ্চিত ঘটিয়া থাকে। যদি কখন কোন কন্ধ ব্যাঘ্রমুখে নিহত হয়, কন্ধেরা অমনই তাহাকে মিথ্যাবাদী জুয়াচোর স্থির করিয়া, তাহার পরিণাম দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করে ও তাহার পরিবারবর্গকে জাতিচ্যুত করিয়া থাকে। গ্রাম্য পুরোহিত (ডোম্‌না) কিন্তু দয়া করিয়া ইহাদিগের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া, আবার জাতিতে উঠাইয়া লইতে পারেন। কখন কখন গিরগিটির চর্ম্ম স্পর্শ করিয়াও শপথ করিয়া থাকে, এ শপথে মিথ্যা বলিলে, মিথ্যাবাদীর গাত্রে কুষ্ঠের ন্যায় একপ্রকার চর্ম্মরোগ জন্মে। এতদ্ভিন্ন কন্ধেরা বিশ্বাস করে যে, যদি বিচারক পৃথিবী দেবীর উদ্দেশ্যে মেষ বলি দিয়া তাহার রক্তে ধান্য ভিজাইয়া বিচারকালে ভক্ষণ করেন, তাহা হইলে সেই স্থলেই যে যথার্থ অপরাধী সে ঘুরিয়া পড়িয়া মরিয়া যায়, অথবা যদি বিবাদী-ভূমির মাটী লইয়া বিচারকেরা স্বহস্তে কর্দ্দমের তাল প্রস্তুত করেন, তাহা হইলেও সেই ফল হয়। এই দুইটি ব্যবহারের প্রতি কন্ধদিগের এতদূর দৃঢ় বিশ্বাস যে, ইহার আয়োজন দেখিলেই, যে যথার্থ অপরাধী সে আত্মপ্রকাশ করিয়া ফেলে।

ইহাদের উত্তরাধিকারিত্বের নিয়মানুসারে যে ব্যক্তি স্বয়ং কৃষিকার্য্য বা জমী রক্ষা করিতে না পারে, সে পৈতৃক জমীর অধিকার পায় না। কাহার মৃত্যু হইলে পুরুষেরাই বিষয়া-ধিকারী হইয়া থাকে এবং জ্যেষ্ঠ পুত্রই বেশী অংশ ভাগ পাইয়া থাকে; কোন কোন জাতিতে সকলে সমান ভাগেই লইয়া থাকে। পুত্র সন্তান না থাকিলে মৃতব্যক্তির ভ্রাতারা বিষয়াধিকারী হইয়া থাকে। কন্যারা গহনাদি, অস্থাবর সম্পত্তি ও বাটীর আসবাব সমান অংশে বিভাগ করিয়া

লইয়া থাকে। যদি কাহারও মৃত্যুকালে তাহার কন্যা অবিবাহিতা থাকে, তাহা হইলে যতদিন না তাহার বিবাহ হয়, ততদিন সে পিতৃগৃহেই থাকে এবং খাইতে পরিতে পায় ও বিবাহের সময় বিবাহের খরচ পাইয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে সম্ভ্রম রক্ষার্থ বেশী 'আদব কায়দা' নাই। নিম্নশ্রেণীর লোক উচ্চশ্রেণীকে দেখিলেই যে কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করিবে, তাহার বিশেষ কোন নিয়ম নাই, তবে পথে চলিবার সময় স্বশ্রেণীর মধ্যে বয়োবৃদ্ধকে দেখিলে শুদ্ধ বলে—"আমি চলিয়াছি"—বয়োজ্যেষ্ঠ প্রত্যুত্তরে বলে "যাও।" প্রণাম করিবার সময় ইহারা ঊর্দ্ধবাহুর ন্যায় দক্ষিণ হস্ত উঠাইয়া থাকে। সময়ে সময়ে ইহারা হিন্দুগণের রীতিনীতিও অবলম্বন করিয়া থাকে। পূর্ব্বপুরুষের প্রতি ইহারা বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকে।

ইহাদের তুল্য কষ্ট-সহিষ্ণু জাতি আর নাই। দুর্ভিক্ষে বা গৃহবিবাদে যদিও ইহারা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে, তবুও কোন সাধারণ বিপদ্ উপস্থিত হইলে প্রত্যেকেই নবোৎসাহে তাহার বিপক্ষে একত্র হইয়া দাঁড়ায়। যখন ইংরাজদিগের সহিত ইহাদের যুদ্ধ হইয়াছিল, তখন প্রত্যেক সর্দ্দারেরা যেরূপ অপূর্ব্ব সাহসের পরিচয় দিয়াছিল ও যেরূপ দৃঢ়তার সহিত অশেষ কষ্ট সহিয়া জীবনের শেষমুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়।

জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ—এই তিন কর্ম্মে কন্ধদিগের যথেষ্ট উৎসবাদি হইয়া থাকে। আসন্ন-প্রসবা কামিনীরা গ্রামের দেবতার নিকট পূজাদি দিয়া থাকে। যদি কাহারও প্রসব হইতে বিলম্ব হইতে থাকে বা ক্লেশ হইতে থাকে, তাহা হইলে পুরোহিত আসিয়া যেখানে দুইটী ঝরণার জল এক হইয়াছে, সেইখানে তাহাকে লইয়া গিয়া জলের ছিটা দিতে থাকে এবং জনন-দেবতার (ষষ্ঠী দেবী ?) পূজা দেয়।

নামকরণের জন্য ইহাদের বড়ই উদ্বেগ দেখা যায়। কন্ধেরা যে সে নাম রাখে না। পুরোহিত একটা পাত্রে জল রাখিয়া শিশুর বংশের আদিপুরুষ হইতে প্রত্যেকের নাম করিয়া এক একটা ধান্য সেই জলে ফেলিতে থাকে। সব ধান্যগুলিই ডুবিয়া যাইতে থাকে; কেবল যাহার নামের ধান্য ফেলিবামাত্র ভাসিয়া উঠে, শিশুর সেই নামই রাখা হয়। ইহারা বিশ্বাস করে যে, সেই ব্যক্তিই আবার আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে। সপ্তম দিনে নবশিশুর কল্যাণার্থ গ্রামের সমস্ত লোককে এবং পুরোহিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়া থাকে। এই ভোজে কন্ধেরা অতিরিক্ত মহুয়ামদ্য পান করিয়া থাকে।

বিবাহ বিষয়ে ইহারা বড় সতর্ক হইয়া সম্বন্ধাদি করে। বংশের গৌরব ও বীর্য্যবত্তা রক্ষা করিবার জন্য ইহারা কখন স্বশ্রেণীতে বা আত্মীয় কুটুম্বের মধ্যে বিবাহ করে না। যে দুই জাতিতে চির-বিবাদ আছে, তাহাদের মধ্যেও বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়। হয়ত উভয় জাতিতে কাল ভয়ানক যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু অদ্য বিবাহ সভায় উভয় জাতি একত্র মিলিত হইয়া মহা আনন্দে বন্ধু ভাবে পানামোদ করিতেছে, রাত্র প্রভাত হইলে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে পরস্পর যুদ্ধে মাতিবে! এরূপ ঘটনা প্রায়ই হয়। ১০ বা ১২ বৎসর বয়সে ইহারা পুত্রের বিবাহ দিয়া থাকে, পুত্র অপেক্ষা বধূর বয়স অধিক হয়। ১০ বৎসরের বালকের সহিত অভাব পক্ষে ১৪ বৎসরের কন্যার বিবাহ হওয়া চাই। ইহা অপেক্ষা অল্পবয়স্কার বিবাহ হয় না, কিন্তু ১৫।১৬ বৎসরের বেশী বয়স্কা কোন কন্যা অবিবাহিতা থাকে না। বরপক্ষ ও কন্যাপক্ষ হইতে সম্বন্ধ স্থির করিবার দিন, বরকর্ত্তা নিজ আত্মীয় কুটুম্ব লইয়া কন্যাকর্ত্তার বাটীতে উপস্থিত হয়। ইহারা কন্যার মূল্য স্বরূপ চাউল, মদ্য ও ১০।১২টা গরু বা ভেড়া লইয়া আসে। কন্যাপক্ষের পুরোহিত নিজ যজমানের বাটীর দ্বারে দাঁড়াইয়া ইহাদিগকে অভ্যর্থনা করে। তৎপরে পুরোহিত বরকর্ত্তার প্রদত্ত মদ্য পান করিয়া, বিবাহ-দেবতাকে (প্রজাপতি ?) মদ্যাদি উৎসর্গ করিয়া দিয়া থাকে। পরে ইহারা উভয় বৈবাহিকে পরস্পর হাত ধরাধরি করিয়া বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করে। তৎপরে রাত্রে সকলে কন্যাকর্ত্তার গৃহেই আহারাদি করে। সারা রাত্র নৃত্য, গীত, বাদ্য ও মদ্য চলিতে থাকে। শেষ রাত্রে পুরোহিত বরকন্যার হস্তে হরিদ্রাক্ত সূতা বাঁধিয়া দেয় এবং যে ঘরে ধান হইতে চাউল প্রস্তুত করে (ঢেঁকীঘর ?) সেই ঘরে উভয়কে দাঁড় করাইয়া উভয়ের মুখে হরিদ্রার জল ছিটাইয়া দিতে থাকে। প্রাতঃকাল হইবামাত্র বরের খুড়া ও কন্যার খুড়া বরকন্যাকে স্কন্ধে লইয়া মহাসমারোহে নৃত্যগীতাদি করিতে করিতে বরের বাড়ীর দিকে যাইতে থাকে। কন্যাপক্ষীয়েরাও সঙ্গে সঙ্গে যায়। পথিমধ্যে বরের খুড়া ও কন্যার খুড়া নিজ নিজ ভার পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়া বরের বাটী পলায়ন করে, এদিকে কন্যাপক্ষীয়েরা কন্যাকে না দেখিয়া বরপক্ষীয়ের নিকট কন্যা দেখাইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে থাকে। সমস্ত আমোদ উৎসব বন্ধ হইয়া যায়। উভয়দলে পৃথক্ হইয়া পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থ দণ্ডায়মান হয়। যুদ্ধও হয়, হতাহতও হইয়া থাকে, তবে কিয়ৎক্ষণ পরে পুরোহিতগণের মধ্যস্থতায় বিবাদ মিটিয়া যায়। কন্যাপক্ষীয়েরা ফিরিয়া আসে। যদি বরকন্যাকে

পথিমধ্যে কোন নদী উত্তীর্ণ হইতে হয়, তাহা হইলে পুরোহিত বরের বাড়ী গিয়া বরকন্যার গাত্রে রক্ষাবন্ধন শান্তিপাঠ করিয়া জলদেবতার উপদ্রব হইতে উদ্ধার করিয়া দিয়া আসে।

পুত্রের বিবাহ দিবার পর যতদিন পুত্র স্ত্রীসহবাসের উপযুক্ত না হয়, ততদিন বরকর্ত্তারা পুত্রবধূকে স্বগৃহে সমস্ত কাজকর্ম্মের ভার দিয়া দাসীর ন্যায় খাটাইয়া লন, পরে পুত্র বয়:প্রাপ্ত হইলে পুত্র ও পুত্রবধূ সংসারের মধ্যে পূর্ণক্ষমতা পাইয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকেরা বিশেষ একটু সম্মান পাইয়া থাকে। যতদিন স্বামী ছোট থাকে, ততদিন ইহারা স্বামীর উপর বেশ প্রভুত্ব করে। বিবাহকালে বরকর্ত্তা যে সকল দ্রব্য বধূর মূল্যস্বরূপ কন্যাকর্ত্তাকে দিয়া থাকেন, সেইগুলি যখন হউক ফিরাইয়া দিলেই, ইহাদের বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, স্ত্রী পতিগৃহ ত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে চলিয়া যায়। যদি স্ত্রী গর্ভবতীও থাকে, তাহা হইলেও কোন আপত্তি হয় না। এইরূপ একবার বিবাহ-বন্ধন কাটিয়া গেলে, সে স্ত্রীতে স্বামীর আর কোন স্বত্ব থাকেনা, কিন্তু সে স্ত্রীও আর দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পায় না। স্বামী দ্বিতীয়বার বিবাহ করে। ব্যভিচার দোষ ঘটিলেই প্রায় এইরূপে বিবাহ-বন্ধন কাটিয়া দেওয়া হয়, নতুবা অন্য কোন কারণে হয় না। এক পত্নীসত্ত্বে দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করিতে কেহ পারে না।

বেশ্যা রাখিবার প্রথা ইহাদের মধ্যে নিন্দার্হ নহে। যাহার স্ত্রী আছে, সে বেশ্যা রাখিতে পায় না, তবে স্ত্রীর অনুমতি লইয়া পারে। এরূপ স্থলে বেশ্যাপুত্রেরাও ঔরস-পিতার বিষয়ের সমান ভাগ পাইয়া থাকে। বেশ্যা রাখিবার প্রথা নিন্দিত না হইলেও ইহাদের মধ্যে বেশ্যার সংখ্যা বড় বেশী নহে বা ব্যভিচার ও বলাৎকারের কথাও শুনিতে পাওয়া যায় না। এ দোষ কচিৎ কখন দুটা একটা দেখিতে পাওয়া যায়।

পতি বয়:প্রাপ্ত হইলে স্ত্রীরা বড় ভক্তির সহিত সেবা করিয়া থাকে। খাইবার সময় স্ত্রী স্বামীর নিকট বসিয়া খাওয়ায়, গৃহকর্ম্ম সমস্তই নিজ হাতে করিয়া থাকে। যখন ক্ষেত্রের কর্ম্মে স্বামীকে একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িতে দেখে, তখন দুগ্ধপোষ্য সন্তানকে উপেক্ষা করিয়া স্বামীর সহিত ক্ষেত্রে গিয়া সাহায্য করিতে থাকে। এ সময় ইহারা কোমরে কাপড় দিয়া সন্তানকে বাঁধিয়া লইয়া যায়।

কেহ কেহ বলেন যে, অবিবাহিতাবস্থাতে যদি কোন রমণী পুত্রবতী হয়, তাহা হইলেও তাহার বিবাহ হইয়া থাকে এবং সে নিন্দিত হয় না; তবে এরূপ কন্যাকে বিবাহ করিতে কেহ সহজে স্বীকৃত হয় না। কন্ধকন্যারা যখন ইচ্ছা করে, তখনই স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিতে পারে, আর আসিলেই তাহায় পিতাকে বিবাহকালীন প্রাপ্ত দ্রব্যাদি ফিরাইয়া দিতে হয় বলিয়া, কন্ধেরা কন্যাসন্তানকে বড়ই ঘৃণা করে। ইহারাও স্ত্রীলোককে বিশ্বাস করে না, বলে যে, যে নিতান্ত শিশু সেও কুঠারের আঘাত খাইলেও কখন গোপনীয় কথা প্রকাশ করে না, কিন্তু স্ত্রীলোক সহস্র বুদ্ধিমতী হইলেও সামান্য প্রলোভনে পড়িয়াই অতি গোপনীয় কথাও প্রকাশ করিয়া ফেলে।

কন্ধজাতির মধ্যে কোন সামান্য লোকের মৃত্যু হইলে, ইহারা যতশীঘ্র পারে দেহটা পুড়াইয়া ফেলে এবং দশম দিবসে গ্রামের সকলকে ভোজ দিয়া থাকে। সর্দ্দার বা মণ্ডল প্রভৃতি লোকের মৃত্যু হইলে, ইহারা ঢাক ঢোল বাজাইয়া মৃতের অধীনস্থ সমস্ত গ্রামে তাহার মৃত্যু সংবাদ প্রচার করে এবং অন্যান্য গ্রামের মণ্ডল এবং জাতির সর্দ্দারদিগকে আহ্বান করিয়া সকলে মিলিয়া শব শ্মশানে লইয়া যায়। খুব উচ্চ করিয়া চিতা সাজাইয়া তাহার মধ্যস্থলে ধ্বজা ও জাতিগত নিশান রোপণ করিয়া শব তুলিয়া দেয়। তৎপরে মৃতের পুত্র শবের দিকে পশ্চাৎ করিয়া চিতায় অগ্নি প্রদান করে। এই সময় মৃতের যাবতীয় বস্ত্রাদি, তৈজস ও শস্ত্রাদি আনয়ন করিয়া, একটা চাউলের থলির উপর সাজাইয়া চিতার নিকট রাখিয়া দেয়। তৎপরে যতক্ষণ নিশানটি পর্য্যন্ত ভস্মীভূত না হয়, ততক্ষণ মৃতের আত্মীয়েরা চিতার চতুর্দ্দিকে নৃত্য করিতে থাকে। তৎপরে মৃতের অধীনস্থ প্রধানেরা মৃতের সেই সকল সম্পত্তি আপনাদের মধ্যে মান্যের চিহ্ন বলিয়া ভাগ করিয়া লয় এবং ৯ দিন পর্য্যন্ত মধ্যে মধ্যে আসিয়া মৃতের বংশের সহিত মিলিয়া চিতাভস্মের চতুর্দ্দিকে নাচিতে ও শোকসঙ্গীত গান করিতে থাকে।

দশম দিনে মৃতের অধীনস্থ সমপ্রজাতি ও গ্রামের প্রধানেরা একত্রিত হয় এবং আপনাদের মধ্যে আর একজন সর্দ্দার বা প্রধান মনোনীত করে। মৃতের জ্যেষ্ঠ পুত্রই প্রায় মনোনীত হইয়া থাকে।

কন্ধজাতির দুইটি প্রধান গুণ আছে—বিশ্বস্ততা ও সাহস। আতিথেয়তা এই জাতির মধ্যে এতদূর প্রবল যে, তাহা অনুমান করিয়া সহজে বুঝা যায় না। ইহারা বলে—ধন মান জন দিয়াও অতিথিসেবা করিবে। সন্তান অপেক্ষাও অতিথি যত্নের বস্তু। অতিথির বিপদ্ ঘটিলে নিজে প্রাণ দিয়াও তাহা দূর করিবে। কোন গ্রামে যদি কোন বিদেশী পথিক উপস্থিত হয়, তাহা হইলে গ্রামের প্রত্যেক বাটীর কর্ত্তারা

তাহাকে ভোজন করাইবার জন্ত আহ্বান করিয়া থাকে। যাহার ঘরে অতিথি আসে, তাহার আর আনন্দের সীমা থাকে না। অতিথির যতদিন ইচ্ছা ততদিন থাকিতে পায়। কেহ অতিথিকে "যাও" বলিতে পারে না। যুদ্ধ হইতে পলাইয়া আসিয়া যদি কেহ আশ্রয় চায় বা অত্যন্ত অপরাধে প্রাণদণ্ডের অপরাধীও যদি আসিয়া আশ্রয় চায়, তাহা হইলেও ইহারা আশ্রয় দিয়া থাকে। কাহারও পিতাকে কি কোন আত্মীয়কে বা সন্তানকে হত্যা করিয়া যদি হত্যাকারী আসিয়া যাহার আত্মীয় বা যাহার পিতা, বা যাহার সন্তানকে হত্যা করিয়াছে, তাহারই নিকট আশ্রয় চায়, সেও নিরাপদে আশ্রয় পাইয়া থাকে। কোন কোন জাতির মধ্যে দুষ্টলোকেরা এইরূপে নিজ দুষ্কার্য্যের ফল হইতে পরিত্রাণ পাইতে চেষ্টা করে বলিয়া, তাহারা নিয়ম করিয়া লইয়াছে যে, যদি কোন হত্যাকারী আসিয়া এইরূপে আশ্রয় লয়, তাহা হইলে সেই গৃহস্থ তাহাকে আশ্রয় দিয়া নিজে সপরিবারে বাটী ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়; কিন্তু তাহাকে কোনরূপ খাদ্যাদি প্রেরণ করে না। আততায়ী যতক্ষণ বাড়ীর মধ্যে থাকে, ততক্ষণ কেহ কিছু বলে না, কিন্তু অনাহারে পীড়িত হইয়া বাটীর বাহির হইলেই সেই গৃহস্থ তাহাকে বিনাশ করিয়া প্রতিশোধ লয়। দুএকস্থলে ইহা নিয়ম হইয়া গেলেও, কন্ধেরা এ প্রথাকে এত ঘৃণা করে যে, এ নিয়মানুসারে কার্য্য কচিৎ কখন দুই একটা ঘটিতে দেখা যায়। যদি কেহ পুত্রশোকেও উন্মত্ত হইয়া এই নিয়মানুসারে কার্য্য করে, তাহা হইলেও সে স্বজাতি মধ্যে ঘৃণিত হইয়া থাকে। এই আতিথেয়তা লইয়া সময়ে সময়ে ইহাদের মধ্যে পূর্ব্বে যুদ্ধ বাধিত। একবার এই সূত্রে এক জাতির সহিত আর এক জাতির যুদ্ধ বাধে। যে দল হারিয়া যায়, তাহারা সকলেই গ্রামত্যাগ করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে গিয়া আশ্রয় লইল। সে গ্রামের অধিবাসীরা অতিথিদিগকে একবৎসর আশ্রয় দিয়া রাখিয়াছিল। যে জাতি জয়লাভ করিয়াছিল, তাহারা আসিয়া শত্রুকে আশ্রয় দিয়াছে বলিয়া এই জাতির সহিত যুদ্ধ করিল। ইহারা তবুও আশ্রিতকে ত্যাগ করিল না। অবশেষে এক বৎসর গেলে, জেতৃজাতি শত্রুপক্ষের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া তাহাদের গ্রাম ছাড়িয়া দিল। স্বগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া বিজিত জাতি জেতৃজাতির নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিল। অমনি আর কি শত্রুতা থাকিতে পারে? দেবভাবপূর্ণহৃদয় কন্ধজাতি সমস্ত শত্রুতা ভুলিয়া গিয়া বিজিতের জমাজমী যাহা কিছু অধিকার করিয়াছিল, সমস্তই ফিরাইয়া দিল এবং চাষবাস করিবার জন্ত আপনাদের শস্ত হইতে বীজ প্রদান করিল। এ মহানুভব জাতির পদরেণুর যোগ্য কোন সভ্য কি সভ্যতম জাতিও হইতে পারেন কি?

ইহারা বিশ্বস্ততার জন্তই আজ স্বাধীনতা হারাইয়াছে। ১৮৩৫ সালে যখন গুমসররাজ ইংরাজের বিদ্রোহাচরণ করিয়া ইহাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তখন যে বংশ তাঁহাকে আশ্রয় দিয়াছিল, তাহাদেরই হস্তে নিজ স্ত্রীপুত্র কন্তা সমর্পণ করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইংরাজ গুমসর-রাজের পুত্রকন্তা পাইবার জন্ত কন্ধজাতির অনুসরণ করিলে, প্রথমতঃ তাহারা বুঝিতে না পারিয়া ইংরাজকে দেশে প্রবেশ করিতে দেয়। পরে যখন ইংরাজসেনার অভিপ্রায় বুঝিল, তখন আশ্রিতের রক্ষার জন্য আপনাদের বিপদ তুচ্ছ করিয়া, গুমসররাজের পরিবারবর্গকে লইয়া পর্ব্বতে পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতে লাগিল; সময়ে সময়ে যুদ্ধে অসংখ্য মরিতে লাগিল, তথাপি আশ্রিতকে শত্রুহস্তে দিয়া "অবিশ্বাসী" বলিয়া গণ্য হইতে পারিল না। শেষে ইহাদের প্রান্তবাসী কোন কুলাঙ্গার হিন্দু-সর্দ্দারের বিশ্বাসঘাতকতায় ইংরাজ হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। হিন্দু সর্দ্দার ইংরাজের শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া সভ্য হইয়াছিলেন কিনা, সেই জন্ত অসভ্য কন্ধের শরণাগত-পালন ধর্ম্মটি ভাল লাগিল না। তিনি রাজভক্তি দেখাইয়া "সভ্য" বলিয়া পরিচয় দিলেন।

কৃষিকার্য্য এবং যুদ্ধই ইহাদের মধ্যে সম্মানের কার্য্য। যাহারা কৃষিকার্য্য বা যুদ্ধাদি করে না, তাহাদিগকে ইহারা ঘৃণা করিয়া থাকে। প্রত্যেকের নিজের চাষবাসের জন্য এক একটু জমী আছে, সেই জমী লইয়াই ইহারা সাম্রাজ্য-সুখ উপভোগ করিয়া থাকে। সেই জমীটুকু রক্ষা করিয়া কাটাইতে পারিলে, ইহারা যতটা সন্তোষ লাভ করে ততটা সন্তোষ বোধ হয়, একজন বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের সম্রাটও পান কি না সন্দেহ। প্রত্যেক কন্ধগ্রামে কতকগুলি নীচশ্রেণীর লোক থাকে, তাহারা অপরের দাসত্ব করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক কন্ধগ্রামে কতকগুলি বংশানুক্রমিক তাঁতি (পান বা পানওয়া), কর্ম্মকার (লোহার), কুম্ভকার (কুম্ভার) গোয়ালা (গৌয়ার) ও শৌণ্ডিক (শুঁড়ি) থাকে। ইহারা গ্রামের মধ্যে স্থান পায় না, গ্রামের প্রান্তদেশে অথবা গ্রামের একধারে এক এক স্থানে এক একটা পল্লী বাঁধিয়া বাস করিতে থাকে। ইহাদের অন্ন কন্ধেরা খায় না বা নিতান্ত দুরবস্থায় না পড়িলে ইহাদের ব্যবসায় পর্য্যন্ত অবলম্বন করে না। এই সকল নিম্নশ্রেণীর জাতি মধ্যে পানওয়ারা বেশী কাজে লাগে। ইহারা গ্রামের

পঞ্চায়ত বসিবার সময় বা যুদ্ধের সময় দূতের কার্য্য করে, উৎসবাদিতে বাদ্যবাজনা সরবরাহ করিয়া থাকে, গ্রামের লোকের জন্য বস্ত্র বয়ন করে এবং আরও অনেক কার্য্য করে। পূর্ব্বে যখন ইহাদের মধ্যে নরবলি-প্রথা প্রচলিত ছিল, তখন এই পানওয়া জাতির মধ্যে এক এক বংশ বংশানুক্রমে স্বগ্রামের জন্য বলির পাত্র সংগ্রহ করিত। ইহারা আপনাদের জন্য জমী রাখিতে পায় না বা উচ্চ জাতির অবলম্বনীয় অপর কোন কার্য্যও করিতে পায় না। এই জন্য উচ্চ শ্রেণীর কন্ধেরাও ইহাদিগকে একটু দয়ার সহিত ব্যবহার করে। কোন উৎসবাদি উপস্থিত হইলে সকলেই ইহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকে এবং ইহারা হঠাৎ কোন একটা দোষের কার্য্য করিয়া ফেলিলে, কেহ তাহার প্রতিশোধ লইতে চায় না। ইহাদিগকে দেখিলেই বোধ হয় যে, ইহারা কন্ধজাতি হইতে স্বতন্ত্র শ্রেণীর লোক। আজও ইহাদের উভয় জাতিতে কোনরূপেই বর্ণশঙ্কর-দোষ ঘটে নাই বলিয়া সেই স্বতন্ত্রতা স্পষ্ট বুঝা যায়। অনেকে অনুমান করেন যে, ইহারাই এই সকল প্রদেশের আদিম অধিবাসী। কন্ধেরা পূর্ব্বকালে ইহাদিগকে পরাজিত করিয়া নিজেরা দেশ অধিকার করিয়া লইয়াছে, আর ইহারা সেই পর্য্যন্ত দাসের ন্যায় তাহাদিগের অধীনে কাল কাটাইয়া আসিতেছে। এই সকল নীচশ্রেণীর মধ্যে কন্ধভাষা ও উড়িয়া ভাষা উভয়ই চলিত। কারণ, ইহারা উভয় জাতির সহিতই সদ্ভাব রাখিয়া উভয়জাতিরই বশীভূত হইয়া আছে।

কন্ধেরা বাল্যকাল হইতেই চাষবাস শিক্ষা করে আর বাল-সুলভ খেলা করিবার সময়ে যুদ্ধাদি শিখিয়া থাকে। ফসল বুনিবার সময় আর কাটিবার সময় ইহারা অতি প্রত্যূষে উঠিয়া খিচুড়ির ন্যায় একপ্রকার আহার প্রস্তুত করিয়া খাইয়া মাঠে চলিয়া যায়; এই খিচুড়িতে দাইল, চাউল এবং ছাগল বা শূকরের মাংস থাকে। ক্ষেত্রের নীহার শুকাইতে না শুকাইতে ইহারা গিয়া লাঙ্গল দিতে আরম্ভ করে এবং অবিশ্রামে বেলা তিনটা পর্য্যন্ত এই কার্য্য করিতে থাকে। যখন বন জঙ্গল কাটিয়া নূতন ক্ষেত্র প্রস্তুত করে, তখন দ্বিপ্রহরে কতকটা বিশ্রাম লয় আর সেই অবকাশে আহার করে। অন্য সময়ে ইহারা তিনটা পর্য্যন্ত খাটিয়া, নিকটবর্ত্তী কোন নদীতে স্নান করিয়া বাটী ফিরিয়া আসিয়া আহার করে। এই সময়ে ইহাদের একটা ঝোল হইয়া থাকে, তাহাতে দোক্তার রস দেয়।

গ্রামপত্তনের জন্য জমী নির্ণয়ে ইহারা বড়ই যত্ন লয়। প্রায়ই পাহাড়ের কোলে বা বহু বৃক্ষলতাকীর্ণ স্থানে উচ্চ ভূমিতে গ্রাম বসাইয়া থাকে। প্রতি গ্রামে দুইসারি গৃহ নির্ম্মাণ করে। মধ্যস্থলে গ্রাম্য পথ আঁকিয়া বাঁকিয়া চলিয়া যায়। এই পথের দুইদিকেই কাষ্ঠ নির্ম্মিত দৃঢ় কপাট দিয়া বন্ধ করা থাকে। প্রায় সকল গ্রামের মধ্যস্থলেই প্রধানের আবাসবাটী নির্ম্মিত হয়। গ্রামপত্তনের সময় ইহারা গ্রামের মধ্যস্থলে একটি কার্পাসবৃক্ষ রোপণ করিয়া গ্রামের অধিষ্ঠাত্রীদেবতার নামে উৎসর্গ করে। এই বৃক্ষের নিম্নেই প্রধানের আবাসবাটী বাঁধা হয়। বৃক্ষটি ইহাদের নিকট দেবতুল্য পূজিত হইয়া থাকে। নিম্নশ্রেণীর লোকেরা পূর্ব্বোক্ত পথের মুখ দুইটির নিকট বাস করে।

ত্রিশবৎসর পূর্ব্বে কন্ধজাতীয় কোন লোক মুদ্রা-ব্যবহার জানিত না। ব্যবসায় বাণিজ্যও ইহাদের মধ্যে বড় কিছু ছিল না। মুদ্রাব্যবহারের সর্ব্বপ্রথম পন্থা কড়ির ব্যবহারও ইহারা জানিত না। ইহাদের ক্রয়বিক্রয়ের কার্য্য বিনিময়ে সম্পন্ন হইত। মেষ বা গরু দিয়াই অধিক পরিমাণ মূল্যের আদান প্রদান হইত। অন্যান্য স্থলে চাউল, দাইল ইত্যাদির বিনিময়ে মূল্যাদি লওয়া দেওয়া হইত; এরূপ বিনিময়ের হিসাবাদি বড়ই জটিল।

যুদ্ধে ইহাদের সাহস অপরিসীম। যুদ্ধস্থলে ইহারা স্ব স্ব সর্দ্দারের নিকট যেরূপ বাধ্য হইয়া থাকে, তাহাতে তাহাদের বিশ্বস্ততার চূড়ান্ত পরিচয় পাওয়া যায়।

কন্ধেরা উচ্চতায় হিন্দুদিগের মত। ইহাদের সুগঠিত শরীর, দৃঢ় মাংসপেশী, দ্রুতপাদক্ষেপ, বিস্তৃত ললাট, পূর্ণায়ত ওষ্ঠাধর দেখিলে ইহাদিগকে বেশ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, বলিষ্ঠ ও বুদ্ধিমান বলিয়া বোধ হয়। ইহাদের কথাও বেশ মিষ্ট ও সরস, সুতরাং ইহাদের সঙ্গে মিশিলে বেশ আমোদ পাওয়া যায়। যুদ্ধে ইহারা বড়ই ভয়ানক হইয়া উঠে। ইহাদের যুদ্ধের বা উৎসবের বেশভূষা একই প্রকার। লম্বা চুলগুলি জড়াইয়া মাথার দক্ষিণ পার্শ্বে খোঁপার মত ঝুটি বাঁধে এবং তাহার উপর পক্ষীর পালকের মুকুট পরিধান করে। যুদ্ধের পূর্ব্বে সর্দ্দারেরা কয়েকজন দ্রুতগামী পানওয়ার হস্তে তীর দিয়া এক গ্রাম হইতে অপর গ্রামে সংবাদ দিবার জন্য পাঠাইয়া দেয়। দূতের হস্তে তীর দেখিলে ইহারা যুদ্ধের সংবাদ বলিয়া অনায়াসে বুঝিতে পারে। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে উভয়দলে জয়লাভাশায় পৃথ্বীদেবতার নিকট এক একটি নরবলি মানসিক করে। এতদ্ভিন্ন ইহাদের যুদ্ধেরও একটিও দেবতা আছে, তাঁহার নিকটেও মানসিক করে যে, "যুদ্ধে জয় হইলে তৎক্ষণাৎ এই যুদ্ধস্থলেই তোমার নামে ছাগল আর পক্ষী বলি দিব।" ইহারা উভয় দলে যুদ্ধ আরম্ভ

করিয়া যতক্ষণ কোন এক দল সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত না হয়, ততক্ষণ যুদ্ধ ত্যাগ করে না। দিনের পর দিন ইহারা নূতন করিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করে, শেষ না হইলে পরদিনের অপেক্ষা করিয়া মহা উৎকণ্ঠায় রাত্রি যাপন করে। প্রথম দিন যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যদি শেষ না হয়, তাহা হইলে দ্বিতীয়দিন যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে ইহারা যুদ্ধক্ষেত্রে একখানি রক্তমাখা কাপড় পাতিয়া দিয়া উভয়দলের যোদ্ধাগণকে উত্তেজিত করে। দুইদলের পশ্চাতে উভয় পক্ষীয় বৃদ্ধেরা এবং স্ত্রীকন্যারা অস্ত্র শস্ত্র ও খাদ্যাদি লইয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। যুদ্ধকালে অস্ত্রাদি ভগ্ন বা অনাটন হইলে, কি যোদ্ধাগণের তৃষ্ণাদি পাইলে, ইহারা তৎক্ষণাৎ তাহা যোগাইয়া দেয়। যে ব্যক্তি যুদ্ধে প্রথমে হত হয়, উভয় পক্ষীয় বীরেরাই আগ্রহ সহকারে আপন আপন যুদ্ধকুঠার তাহার রক্তে ডুবাইয়া লয়, আর যে ব্যক্তি তাহাকে বধ করে, সে হতযোদ্ধার দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া লইয়া অতিশীঘ্র স্বদলের পশ্চাতে আসিয়া পুরোহিতের নিকট প্রদান করে। পুরোহিতেরা এই হস্তকে যুদ্ধ-দেবতার অতি প্রিয়বস্তু বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকে। শুদ্ধ প্রথম হত যোদ্ধার হস্তই নহে, যখন যে কেহ পড়িবে, তখন তাহারই দক্ষিণ হস্ত হন্তা কর্ত্তৃক স্বদলের পুরোহিতকে প্রদত্ত হইবে। এইরূপে যতদিন যুদ্ধ চলে, তাহার প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে প্রত্যেকদলের পশ্চাতে হতবীরের দক্ষিণ হস্তের রাশী হইয়া উঠে। ইহাদের যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে একপ্রকার বক্রাগ্র তরবারী, তীরধনু, দোহাতিয়া-কুঠার আর পাথর ছুঁড়িবার গুরুল-ধনুক ব্যবহৃত হয়। কন্ধেরা কোনরূপ ঢাল লইয়া যুদ্ধ করাকে ঘৃণা করে। কুঠারের বাঁটে ইহারা ঢালের কার্য্য নির্ব্বাহ করে। ধনু হইতে তীর নিক্ষিপ্ত হইলে যদি সেই তীর ভূমিস্পর্শ করিয়া আবার ঊর্দ্ধমুখে উঠিয়া দৃষ্টি-রেখার নিম্ন দিয়া লক্ষ্য বেধ করে, তাহা হইলে সেইরূপ লক্ষ্য ভেদকেই ইহারা শ্রেষ্ঠ-শিক্ষা বলিয়া প্রশংসা করে। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া কখন কোন কন্ধগণের নিজ কৌশল বা বলের প্রশংসা করে না বা শুনে না। সকলেই যুদ্ধদেবতার কৃপায় জয় হইয়াছে, ইহাই দৃঢ়রূপে বিশ্বাস করিয়া থাকে।

সভ্যজাতির লোভজনক এতগুলি সদ্‌গুণ কন্ধদিগের আছে বটে, কিন্তু তাহাদের পানদোষ বড়ই প্রবল। মহুয়াফুলের মদ তাহাদের প্রতি উৎসবে যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। মদ ভিন্ন গ্রামের কোন উৎসব, ব্যক্তিগত কোন সংস্কার সম্পূর্ণ হয় না বলিয়া ইহাদের বিশ্বাস আছে। ইহাদের স্ত্রীলোকেরা মদ ব্যবহার করে না, কেবল কোন কোন উৎসবে অনুরোধবশতঃ জিহ্বাদ্বারা স্পর্শ করিয়া দেয় মাত্র। স্ত্রীলোকে মদ্যপান করিলে সমাজে নিন্দনীয়া হইয়া থাকে। যখন মহুয়াফুল ফুটিতে থাকে, তখন কন্ধদিগের বড়ই দুর্দ্দশা হয়, নূতন মধুর নূতন মদ খাইয়া ঘাটে, মাঠে, পথে, দলে দলে পুরুষেরা অচেতন হইয়া পড়িয়া থাকে, আর স্ত্রীলোকেরা গৃহসংসারের কার্য্য সারিয়া ইহাদের শুশ্রূষা করিতে থাকে।

দোষগুণ লইয়া কন্ধদিগের চরিত্র মোটের উপর এইরূপ দাঁড়াইতেছে;—একদিকে ইহাদের ঐকান্তিকী স্বাধীনতা-প্রিয়তা, সর্দ্দারগণের বাধ্যতা, অটল-প্রতিজ্ঞা, সাহস, আতিথেয়তা, অকৃত্রিম বন্ধুতা এবং পরিশ্রমশীলতা, অপরদিকে একমাত্র পানদোষ ও প্রতিহিংসা-পরায়ণতা দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। দুই একটি ক্ষুদ্র বিভাগ ব্যতীত আর কোথাও চৌর্য্য বা দস্যুতা বলিয়া একটা অপরাধ নাই, আর কচিৎ কখনও কাহারও নামে ব্যভিচারের অভিযোগ ব্যতীত সমস্ত কন্ধজাতির মধ্যে আর কোনরূপ পাপ আছে কিনা সন্দেহ।

কন্ধদিগের ধর্ম্ম ও দেবতা।—কন্ধদিগের ধর্ম্মকর্ম্ম যাহা কিছু আছে, তাহার মধ্যে বলিই প্রধান। ইহাদের দেবতার সংখ্যাও অনেক এবং জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে, পাতালে সকল স্থানেই ইহাদের দেবতা আছে। সকল দেবতারই নিকট জীববলি হইয়া থাকে। এই সকল দেবতাদের মধ্যে ৩টী শ্রেণী আছে। প্রথমশ্রেণীর দেবতা ১৪টী—(১) বেরা পেনু—পৃথ্বী-দেবতা, (২) লোহা পেনু—লৌহদেবতা বা যুদ্ধদেবতা, (৩) নাদ্‌জু পেনু—গ্রামাধিষ্ঠাতা, (৪) বেয়েলা পেনু—সূর্য্য এবং দানজু পেনু—চন্দ্র, (৫) সান্দে পেনু—সীমা-দেবতা, (৬) জুগা পেনু—বসন্তরোগের দেবতা (শীতলা?), (৭) সোরু পেনু—পর্ব্বত-দেবতা, (৮) জোরি পেনু—নদী-দেবতা, (৯) গাস্‌সা পেনু—বন-দেবতা, (১০) মুণ্ডা পেনু—পুষ্করণী-দেবতা, (১১) শুশু বা সিদ্‌রোজু পেনু—নির্ঝর-দেবতা, (১২) পিদ্‌জু পেনু—বৃষ্টি-দেবতা, (১৩) পিলামু পেনু—শীকার-দেবতা ও (১৪) গারী পেনু—জন্মদেবতা। এই সকল দেবতাই কন্ধগণের ভাগ্যবিধাতা। ইহার মধ্যেও আবার বেরা পেনু, লোহা পেনু ও নাদ্‌জু পেনু সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। ইহাদের পরই সূর্য্য, চন্দ্র, এবং সীমা, নদী, বন, পুষ্করণী, নির্ঝর ও বৃষ্টিদেবতা গণনীয়। তৎপরে শীকার-দেবতা, বসন্তরোগের দেবতা এবং জন্ম-দেবতা পূজিত হন। দ্বিতীয় শ্রেণীর দেবতা ১১টী—(১) পিতাবল্লী—আদিপিতৃদেব, (২) বাজ্জরি পেনু, (৩) বাহ্মন পেনু, (ব্রাহ্মণ?) (৪) বাহমুণ্ডী পেনু, (৫) ভুজরি পেনু, (৬) সিঙ্গা পেনু,

(৭) দমোসিংহীরানী, (৮) পত্তারম্বর, (৯) পিজ্রাই, (১০) কন্ধালী ও (১১) বলিন্দা সিলেন্দা। ইহার মধ্যে "পিতাবল্দীর" একপ্রকার প্রতিমা করিয়া রাখে। হিন্দুরা যেমন বিল্ব, বট বা অশ্বত্থ বৃক্ষের নিম্নে একখণ্ড প্রস্তরে সিন্দুর চন্দনাদি মাখাইয়া শিব, ষষ্ঠী, ধর্ম্ম প্রভৃতির প্রতিমা কল্পনা করিয়া থাকে, সেইরূপ ইহারাও বনমধ্যে একটা বৃহৎবৃক্ষের নিম্নে একখানা প্রস্তরে হরিদ্রা মাখাইয়া রাখিয়া আদিপিতৃদেবের প্রতিমা-কল্পনা করিয়া থাকে। বনবাসী লোকেরা বলে যে, যে স্থানে এই প্রতিমা স্থাপিত হয়, সেইখানে পূর্ব্বে উক্ত দেবতা সময়ে সময়ে আবির্ভূত ও ভূমধ্যে অন্তর্হিত হইতেন। বান্দরী পেন্নুরও প্রতিমা আছে; কিন্তু তাহা যে কিসে প্রস্তুত; তাহা কেহ আজিও নির্ণয় করিতে পারে নাই—ইহা কাষ্ঠ, প্রস্তর বা লৌহাদি কোন ধাতুই নহে। ডুক্সরি পেন্নুর পূজা বৎসরে একবার মাত্র হইয়া থাকে। প্রত্যেক বংশের লোকে বৎসরে একবার একত্রিত হইয়া, একটা উচ্চ পর্ব্বতে উঠিয়া, এই দেবতার উদ্দেশে বলি উৎসর্গ করিয়া প্রার্থনা করে যে, "পিতৃপুরুষেরা যে ভাবে জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন, আমরা যেন তোমার প্রসাদে সেইরূপ কাটাইয়া যাইতে পারি, আর আমরা যেমন কাটাইয়া যাইব, সেইরূপে যেন আমাদের সন্তানেরাও কাটাইতে পারে।" সিঙ্গা পেন্নু—সংহার দেবতা, ব্যাঘ্রই ইঁহার মূর্ত্তি এবং পৃথিবী মধ্যে এই দেবতাই লৌহরূপে অবস্থিতি করে। কন্ধেরা যুদ্ধে লৌহ অস্ত্র ব্যবহার করে, ব্যাঘ্রের মুখেও অনেকে বিনষ্ট হয় বলিয়া, বোধ হয়, এই দুইটাকে সংহার-দেবতার মূর্ত্তি বলিয়া স্থির করিয়াছে। এই দেবতারও প্রতিমূর্ত্তি আছে। কন্ধদিগের বিশ্বাস যে, যে বৃক্ষের নিম্নে এই দেবতা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই বৃক্ষ প্রতিষ্ঠার অতি অল্পদিন পরেই মরিয়া যায়, এবং যে পুরোহিত এই দেবতার পূজার জন্য নিয়মিতরূপে পূজক নিযুক্ত হন, তিনি কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়ার পর আর বাঁচিবার আশা করিতে পারেন না। এইজন্য কেহই ৪ বৎসর ইঁহার পূজায় অগ্রসর হয় না। এই দেবতার সহিত সাদৃশ্য দেখিয়া অনেক কন্ধ হিন্দুদের কালীদেবীর পূজা আরম্ভ করিয়াছে। কন্ধের জাতীয়-দেবতারা জাতীয়-পুরোহিতের হস্তে পূজিত হইয়া থাকে এবং কালীপূজায় জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত আছে। কন্ধগণের জাতীয় দেবতারা অধিকাংশই পৃথিবীতে বা পাতালে বাস করে বলিয়া কন্ধপুরোহিতেরা সময়ে সময়ে ভূমিতে "কাটা" দেখিলেই যজমানদিগকে ডাকিয়া দেখাইয়া বলে যে, এ কাটার ভিতর দিয়া দেবতার আবির্ভাব ও তিরোভাব হইয়াছে। একমাত্র বেরা পেনু বা পৃথিবী-পূজার দিনই সমগ্র কন্ধজাতি একত্রিত হইয়া থাকে এবং ইঁহার পূজার বলি দিতেই হইবে। কন্ধজাতির মধ্যে ইনিই প্রধান দেবতা, স্বভাবের উৎপাদিনী শক্তি, সর্ব্বমঙ্গলালয়, ও সমস্ত ভুবনের স্রষ্টা। ইঁহার এক স্ত্রী আছে, তাহার নাম তারা দেবী। বেরা পেনু নিরীহ দেবতা, কখন কাহারও কোনরূপ অপকার করেন না, কিন্তু তারাদেবী ঠিক তাহার বিপরীত। কন্ধেরা বলে এই তারাদেবীর জন্যই মনুষ্য সমাজে যাবতীয় দোষ বা পাপ প্রবেশ করিয়াছে।

ইহাদের মতে সৃষ্টির আরম্ভ এইরূপ;—কোন সময়ে বেরা পেনু দেখিলেন যে তাঁহার পত্নী আর তাঁহাতে সেরূপ ভক্তিমতী নাই, সুতরাং তিনিও তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া স্থির করিলেন যে, পৃথিবীকে উদ্ভিজ্জশালিনী করিয়া তাহাতে জীব সৃষ্টি করিবেন। এই জীবেরা তাঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা ও আহারদাতা বলিয়া ভক্তি করিবে, তাহা হইলে তিনি পত্নীর নিকট যে ভক্তিটুকু পাইতেছেন না, তাহাও তাঁহার পাওয়া হইবে। ইহার পরেই পৃথিবীতে প্রথমে উদ্ভিদ্ হইল, তৎপরে জীবকুলও হইল। মনুষ্যজাতি নিষ্পাপ ও নির্ম্মল হইল, কাজেই ইহাদের সহিত বেরা পেনুর দেখা সাক্ষাৎ ও কথোপকথন অবাধে চলিত, আহারের জন্য পরিশ্রম করিতে হইত না, পৃথিবী বিনা চেষ্টায় বিনা কৃষিকার্য্যে আপনা হইতেই অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপন্ন করিতেন এবং সর্ব্বত্র নিরাপদ ও শান্তি ছিল। ইহারা সে কালে উলঙ্গ থাকিত, কিন্তু নিজের উলঙ্গাবস্থা বুঝিত না। শেষে তারা দেবী ইহাদের সুখে হিংসাপরায়ণা হইয়া, ইহাদের মনে পাপের সঞ্চার করাইয়া দিলেন। যাহারা এই সময়েই তারাদেবীর প্রলোভন হইতে স্বতন্ত্র থাকিতে পারিয়াছিল, তাহারা একপ্রকার দ্বিতীয়শ্রেণীর দেবতা বলিয়া গণ্য হইল এবং যাহারা পাপাসক্ত হইয়া পড়িল, তাহাদের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার ভার পাইল। মানব পাপাশ্রিত হইয়া বড়ই বিষম অবস্থায় পড়িল। পৃথিবী আপনা হইতে প্রচুর শস্য উৎপন্ন করা বন্ধ করিলেন। পূর্ব্বে মানুষের মৃত্যু ছিল না। তাহারা আকাশে পক্ষীর মত উড়িতে ও জলের উপর দিয়া হাঁটিতে পারিত। কিন্তু এক্ষণে আর সে ক্ষমতা রহিল না, সকলেই মৃত্যুর বশীভূত হইয়া পড়িল। এই সমস্ত ঘটনা ঘটিলে তারাদেবী ও বেরা পেনুর মধ্যে বিবাদ ঘটিল। সে বিবাদের ফলে, মনুষ্যের মধ্যেও দুই-দেবতার দুইদল উপাসক হইল। বেরা পেনুর উপাসকেরা

বলে যে, বেরা পেন্থ তারাদেবীকে একটি শাপ দেন যে, "তোমার স্বজাতীরেরা (স্ত্রীলোকেরা) অতি কষ্টে সন্তান ধারণ ও প্রসব করিবে।" তারা-উপাসকেরা বলে যে, "মায়াবিনী তারাকে পরাস্ত করিতে পারেন, এমন ক্ষমতা বেরা পেন্থর নাই। তারাদেবীকে উপাসনায় তুষ্ট করিতে পারিলে মনুষ্যের দুর্ভাগ্য দূর হয়, সুতরাং ইনিই সর্ব্বাগ্রে পূজ্যা।"

বেরা পেন্থ ও তারাদেবীর এ বিবাদ বড় বেশী দিন রহিল না; মিলন হইলে ছয়টি পুত্র উৎপন্ন হইল। ইহারাও ছয়জনে দেবতা বলিয়া গণ্য—(১) পিদ্‌জু পেন্থ—বৃষ্টি বা জল-দেবতা, ইহার কৃপায় ক্ষেত্রে বৃষ্টি হইয়া থাকে, বুরতি পেন্থ—বসন্ত-ঋতু-দেবতা, ইহার কৃপায় বৃক্ষে নূতন পত্র ও রস সঞ্চার হয়; পিত্তবি পেন্থ—লাভ ও বৃদ্ধি-দেবতা; কলম্ব বা পিলামু পেন্থ—শীকার-দেবতা; লোহা পেন্থ—লোহ বা যুদ্ধ-দেবতা এবং মুন্দি বা সান্দে পেন্থ—সীমা-দেবতা। ডিঙ্গা পেন্থ নামে বেরা পেন্থর আর একটি পুত্র আছেন, তিনি হিন্দুদের যমের ন্যায় মৃত ব্যক্তির পাপপুণ্যের বিচার করেন।

এতদ্ব্যতীত আর এক শ্রেণীর দেবতা আছে, তাঁহারা মায়ামুক্ত আদিমনুষ্য। তাঁহারা গৃহ, বন, নদী, পর্ব্বত, গুহা ও উদ্যানাদির অধিষ্ঠাতৃরূপে পূজা পাইয়া থাকেন।

বেরা ও তারাদেবীর বাসস্থান স্বর্গ। ডিঙ্গা সমুদ্র পারে একটি পর্ব্বতের উপরে থাকেন—ইহাদের মতে এই পর্ব্বত হইতে সূর্য্যোদয় হয়। মরিলে জীবকে এই সমুদ্র বৈতরণীর পার হইয়া যাইতে হয়। ইহারা এই পর্ব্বতকে গৃপম্বলী বা লম্ফপর্ব্বত বলে। অন্যান্য দেবতারা পৃথিবীতে বাস করেন, কিন্তু মানুষে কাহাকেও দেখিতে পায় না,—পশু পক্ষীরা দেখিতে পায়। উৎসর্গের দ্রব্যাদি খাইয়াই ইহাদের দেবতাদের চলে, তবে কখন কখন নিজেরাও আহারান্বেষণে পৃথিবীতে আসিয়া থাকেন। কৃষকের ক্ষেত্রে যদি ঝাঁড়া শিস বা ফুল হয়, তাহা হইলেই ইহারা সিদ্ধান্ত করিয়া লয় যে, কোন দেবতা আসিয়া তাহার শস্য লইয়া গিয়াছেন।

ইহারা প্রতি পূজায় বলি দিয়া থাকে। যে পূজায় বলির আবশ্যক হয় না, ব্যবহার বশতঃ সে সকল পূজাতেও শূকরহত্যা করে। শূকর ইহাদের নিকট বলি বলিয়া গণ্য নয়; প্রত্যেক পূজোপকরণের অঙ্গ মাত্র।

ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলি পৃথ্বী-দেবতাকে উৎসর্গ করিয়া থাকে। পৃথ্বী-দেবতার দুইপ্রকারে পূজা হইয়া থাকে। সমগ্র জাতি একত্র হইয়া একপ্রকারে পূজা করে, আবার প্রত্যেক গৃহস্থও নিজ নিজ স্বার্থের জন্য পূজা দিয়া থাকে। নরবলি ব্যতীত অন্য বলিও ইহাকে দেওয়া হইয়া থাকে। আবাদের সময় ও ফসল কাটিবার সময়ই বলি দিবার নিয়ম, এই সময়ে সামান্য বলিই দেওয়া হয়।

পূর্ব্বে কেবল যদি মারীভয় বা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইত অথবা সমগ্রজাতির প্রতিনিধিস্বরূপ প্রধানের সংসারে কোনরূপ অকস্মাৎ বিষম বিপদ্ ঘটিত, তাহা হইলেই নরবলি দেওয়া হইত। সাধারণ লোকেও নিজ নিজ সাংসারিক বিষম দুর্ঘটনার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবার জন্যও নরবলি দিত। যখন কাহাকেও ব্যাঘ্রে খাইত তখন তাহার পরিবারবর্গের বিশ্বাস হইত যে পৃথ্বীদেবতার একটি নরবলি প্রয়োজন হইয়াছে। যদি তৎক্ষণাৎ বলিপাত্র সংগৃহীত না হইত, তাহা হইলে সেই গৃহস্থ একটি ছাগলের কাণ কাটিয়া সেই রক্ত ভূমিতে ছড়াইয়া প্রতিজ্ঞা করিত যে এক বৎসরের মধ্যে একটি নরবলি দিবে। কেহ কেহবা নিজ পুত্রের কাণ কাটিয়া সেই রক্ত দিয়া ঐরূপ প্রতিজ্ঞা করিত। যদি এক বৎসরে বলিপাত্র সংগৃহীত না হইত, তবে. গৃহস্থ নিজের একটি পুত্র দিয়া দেবঋণ শোধ করিত।

এই সমস্ত দেবতার পূজা সময়ে সময়ে বা নির্দ্দিষ্টকালে হইয়া থাকে। যে সকল দ্রব্য দেবতাদিগকে উৎসর্গ করা হয়, তাহার প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র মন্ত্র আছে।

ইহারা আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে, কিন্তু আত্মাকে ৪টি ভাগ করিয়া লয়, আত্মার প্রথমাংশ নিজকৃত সুকর্ম্মের জন্য সুখভোগ করে, দ্বিতীয়াংশ দুঃখভোগ করে, তৃতীয়াংশ পুনরায় জন্মগ্রহণ করে এবং চতুর্থাংশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ইহাদের প্রতি গ্রামে পুরোহিত আছে। কেবল বেরা-পেন্থ বা তারাদেবীর পূজাকালেই পুরোহিতের আবশ্যক হয়। গৃহস্থের কোন কর্ম্মে বা অন্যান্য দেবপূজায় প্রতি গৃহস্থের গৃহকর্ত্তাই পুরোহিতের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন। পূর্ব্বে এরূপ ছিল না;—কোন কোন বংশবিশেষ পুত্র পৌত্রাদিক্রমে কোন কোন দেবতাবিশেষের পূজক ছিল, কিন্তু আজ কাল কেবল বেরা পেন্থ ও তারাদেবীর পূজা ব্যতীত পুরোহিত নামে স্বতন্ত্র লোক নাই। তারা ও বেরার পূজকেরা যুদ্ধ করিতে পায় না, সাধারণ লোকের সহিত একত্রে বা যাহার তাহার প্রস্তুত খাদ্যাদিও ভোজন করিতে পায় না। এই পুরোহিত যে কেহ হইতে পারে, কিন্তু পুরোহিত হইবার পূর্ব্বে তাহাকে লোকের মনে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে হয় যে, স্বয়ং দেবতাই তাহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া নিজ পুরোহিত-পদে নিযুক্ত করিয়াছেন। পুরোহিতগণের কোনরূপ বৃত্তি নাই, কেবল

দক্ষিণার উপর নির্ভর করিয়া চলিতে হয়, তবে তাঁহারারা শান্তিস্বস্ত্যয়ন করাইয়া, যদি কেহ পারিতোষিক বা পারিশ্রমিক স্বরূপ কিছু দেয় তবে তাহাও লইতে পারে। হিন্দুপুরোহিতেরা ইহাদের মধ্যে ওঝার কার্য্য করে, উপদেবতার আবির্ভাবে তাহারা আসিয়া ঝাড়-ফুক করিতে থাকে। ইহাদের মধ্যে একশ্রেণীর লোক দৈবজ্ঞের কার্য্যও করিয়া থাকে। নিম্নশ্রেণীর উড়িয়ারাই এই দৈবজ্ঞ হয়, কিন্তু কর্কপট্ট ও ঝুমকা নামক স্থানে কন্ধদৈবজ্ঞও দেখিতে পাওয়া যায়। উড়িয়া দৈবজ্ঞেরা (জানি বা দেশৌরী) পঞ্জি ব্যবহার করে; কিন্তু কন্ধদৈবজ্ঞেরা শরীরগত লক্ষণালক্ষণ দেখিয়াই মানবের শুভাশুভ নির্দ্দেশ করে। উড়িয়া দৈবজ্ঞেরা কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকে।

পূর্ব্বকালে পৃথ্বীদেবতা ও যুদ্ধদেবতার নিকট নরবলি হইত। বেরা পেন্নুর উপাসকেরা বেরা পেন্নুকেই পৃথ্বী-দেবতা বলে, আর তারাদেবীর উপাসকেরা "তারাকেই" পৃথ্বীদেবতা বলে। ফলে, পৃথিবীর উদ্দেশ্যে নরবলি দিবার সময় উভয় দলেই একত্র হইত বটে, কিন্তু বেরা উপাসকেরা মনে মনে নরবলি দেওয়ার প্রথাকে বড়ই ঘৃণা করিত। তারা উপাসকেরা বলে যে, পূর্ব্বে পৃথিবী বড় কঠিন ও আবাদের অনুপযুক্ত ছিল, কোথাও উর্ব্বরতা ছিল না। তারা নিজ ভক্তগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া একটা ক্ষেত্রের উপর নিজ রক্ত ছড়াইয়া দেন, তাহাতেই পৃথিবীর উর্ব্বরতা জন্মে এবং সেই সময় হইতেই তাঁহার উদ্দেশে ফসল আবাদের সময় ও কাটিবার সময় নরবলি দেওয়া চলিত হয়। কেহ কেহ বলে যে, পৃথিবীর কঠিনতা ও অনুর্ব্বরতা দেখিয়া সকলে পৃথ্বীদেবতার নিকট গিয়া কাঁদিয়া পড়িল। তিনি তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া বলিয়া দিলেন যে, "প্রত্যেক ক্ষেত্রে মনুষ্য রক্ত ছিটাইয়া দাও।" সকলে ফিরিয়া আসিয়া একটি বালক বলি দিয়া সমস্ত ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিল। দেবতা পুনরায় আদেশ দিলেন যে এই প্রথা তাহারা চিরকাল অবলম্বন করিবে। তখন হইতেই নরবলি চলিত হয়।

নরবলির নাম মেরিয়া উৎসব। মেরিয়া উড়িষ্যাভাষার কথা, অর্থ—বলিপাত্র। কন্ধভাষায় বলিপাত্রের নাম টোকি বা কেন্দি। পান বা পানওয়া জাতীয় লোকেরাই এই বলির পাত্র সংগ্রহ করিত, অর্থ দিয়াই ক্রয় করা নিয়ম ছিল বটে, কিন্তু অধিকস্থলে চুরী করিয়াই আনিত। কখন কখন বা বলিপাত্র না পাইলে, জানিয়া শুনিয়াও ইহারা নিজ সন্তানকে পর্য্যন্ত প্রদান করিত।

বলির জন্য যে কোন জাতীয় স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই নির্ব্বাচিত হইতে পারিত, কিন্তু অল্পবয়স্ক বালকবালিকারাই বলির জন্য সংগৃহীত হইত। পানেরা নানাস্থান হইতে বলিপাত্র সংগ্রহ করিত, সময়ে সময়ে একবারে কতকগুলি ধরিয়া আনিয়া সঞ্চয় করিয়া রাখিত। যতদিন তাহারা থাকিত, ততদিন গ্রামের সকলেই তাহাদের উপর সাদর ব্যবহার করিত, আপনারা সর্ব্বদা যেরূপ আহারাদি করিত, তাহা অপেক্ষা ভাল ভাল দ্রব্য খাইতে দিত। বালকবালিকারা স্বচ্ছন্দে সর্ব্বত্র বেড়াইতে পারিত, কিন্তু অল্পবয়স্ক যুবক যুবতীরা বাটির বাহিরে যাইতে পারিত না। সময়ে সময়ে ইহারা বলির নিমিত্ত আনীত যুবক যুবতীকে একত্র রাখিয়া সহবাস করিতে দিত। এই গর্ভে যে সন্তান জন্মিত, তাহারাও ভবিষ্যতে বলির জন্য ব্যবহৃত হইত।

বলির ১০।১২ দিন পূর্ব্বে ইহারা নির্ব্বাচিত বলিপাত্রের মস্তক মুণ্ডন করাইয়া দিত এবং সমস্ত গ্রামবাসী একত্র হইয়া স্নান করিয়া বলিপাত্রকে লইয়া পুরোহিতের পবিত্র আশ্রমে গমন করিত। পুরোহিত এই সময়ে দেবতাকে জানাইয়া রাখিতেন যে, বলি প্রস্তুত হইতেছে। পুরোহিতের আশ্রমে তৎপরে ৩ দিন উৎসব হইত। অবাধে নৃত্য, গীত, মদ্যপান, এবং আহারাদি চলিত। এই উৎসবের পর বলি দিবার ঠিক পূর্ব্বদিন বলিপাত্রকে তাহার পূর্ব্বরাত্রি হইতে উপবাসী রাখিত এবং প্রাতঃকালে বেশ পরিষ্কার করিয়া স্নান করাইয়া নববস্ত্র পরাইয়া দিত। তৎপরে নৃত্য করিতে করিতে সকলে মিলিয়া পুরোহিতের সঙ্গে তাহাকে বলিস্থানে লইয়া যাইত। কোন পুরাতন বনের কিয়দংশ এই উদ্দেশ্যে সুরক্ষিত করিয়া রাখিত, কেহ কখন ইহার বৃক্ষাদি ছেদন করিয়া কুঠারাঘাতে কলঙ্কিত করিত না; লোকের বিশ্বাস ছিল এখানে উপদেবতা বাস করে। এই বলিস্থানের ঠিক মধ্যস্থলে একটা খোঁটা পুঁতিত এবং খোঁটার দুইপার্শ্বে সেই দেশের পাল্কিশার নামক কাঁটাগাছ লাগাইয়া দিত। পুরোহিত তৎপরে খোঁটার গায়ে বালককে বসাইয়া বেশ করিয়া বাঁধিয়া রাখিয়া হলুদ তৈল মাখাইয়া দিত। কন্ধদিগের বিশ্বাস ছিল, এই তৈল-হরিদ্রা বা সেই দিনকার বলির পবিত্র অঙ্গস্পৃষ্ট কিছু না কিছু দ্রব্য অতি পবিত্র, সুতরাং উপস্থিত প্রত্যেক লোক উহার কিছু না কিছু লইবার জন্য মহা আগ্রহ প্রকাশ করিয়া হুড়াহুড়ি করিত। সে দিনও বলি সারারাত্র এইরূপ বাঁধা থাকিত; অন্যান্য উপস্থিত লোকেরা আবার আহারাদিও নৃত্য-গীত করিতে প্রবৃত্ত হইত। পরদিন বেলা দুইপ্রহর পর্য্যন্ত এই আমোদ চলিত। পরে সকলে শান্ত হইয়া কেবল

প্রাণ করিতে করিতে বলি দিবার জন্ত প্রস্তুত হইত। বলিকে বাঁধিয়া হত্যা করি নাই বলিয়া তাহার হাত পা ভাঙ্গিয়া দিত বা অহিফেন সেবন করাইয়া নেশায় আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিত। পরে পুরোহিত দেবতার নিকট শস্তের, পুত্রকন্তার, পশাদি পালিতপশুপক্ষীর মঙ্গলপ্রার্থনা এবং সর্পব্যাঘ্রাদির সংখ্যা হ্রাস করিবার জন্তও তাহাদের কবল হইতে উদ্ধার হইবার জন্ত প্রার্থনা করিত। দর্শকেরাও এই সময়ে সকলে স্ব স্ব অভীষ্ট সিদ্ধির জন্ত প্রার্থনা করিত। পরে পুরোহিত সাধারণের মধ্যে এই বলি দিবার ইতিহাস ব্যাখ্যা করিয়া ইহার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দিত। তৎপরে পুরোহিত ও বলি-পাত্রে তর্কবিতর্ক চলিত। পুরোহিত বলিকে বলিত, একজনের প্রাণ লইলে যদি এতগুলি লোকের উপকার হয়, সমস্ত দেশের উপকার হয়, আর যখন এই জন্তই তাহাকে ক্রয় করিয়া আনা হইয়াছে তখন সে আর কি বলিয়া অনুযোগ করিবে। বলি বলে,—আমাকে ভুলাইয়া আনা হইয়াছে, আমার দাসত্ব করিতে হইবে বলিয়া আনা হইয়াছে। আমি নিজে আত্মবিক্রয় করি নাই, অপরে আমাকে বিক্রয় করিল কিরূপে—ইত্যাদি। শেষে পুরোহিত কোনরূপে তাহাকে বুঝাইয়া দিত। ইহার পরই পুরোহিত গ্রামের দুই এক জন প্রধানের সহিত একটা গাছের কাঁচা ডাল কাটিয়া মধ্যভাগ পর্য্যন্ত চিরিয়া ফেলিত এবং সেই চেরা ফাঁকে বলির গলা পরাইয়া দিয়া যে দিকে দুইটা মাথা ফাঁক হইয়া থাকে, সেই দিকে দড়ি বাঁধিয়া, পুরোহিত ও প্রধানেরা মিলিয়া কসিয়া বাঁধিত পরে পুরোহিত স্বয়ং কুঠার দিয়া গলা কাটিয়া ফেলিত। এইরূপ গলা কাটিবার পূর্ব্বেই সকলে মিলিয়া বলিকে বলিত যে, দেবতার প্রীত্যর্থ আমরা তোমাকে অর্থ দিয়া কিনিয়া আনিয়াছি, অতএব তোমাকে মারিলে সে পাপ যেন আমাদের হয় না। তৎপরে দর্শকেরা মস্তক ও উদর ব্যতীত শরীরের প্রত্যেক অংশের মাংস হাড় হইতে স্বতন্ত্র করিয়া অবশিষ্টাংশ পরদিন পুড়াইয়া ফেলিত। চিতার উপর একটা মেষ বলি দেওয়া হইত, চিতার ছাই লইয়া সমস্ত ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিত এবং সেই ছাই গুলিয়া মরাই ও গৃহাদির মেঝেয় লেপিয়া দিত; ইহার পর বলির পিতাকে বা সংগ্রহকারকে একটা ষাঁড় উপহার দিয়া, অন্ত একটা ষাঁড় মারিয়া সকলে মিলিয়া মহা আনন্দে একত্র আহারাদি করিত। এই ভোজের পর উৎসব শেষ হইত। এক বৎসর পরে, পর বৎসরের সেইদিন তারা দেবীর উদ্দেশে একটা শূকর বলি দেওয়া হইত।

কোন কোন জেলায় বলিকে জীবন্ত পুড়াইয়া মারিত। প্রবাদ ছিল যে, বলির চক্ষে যত জল পড়িবে পৃথিবীতে সুবৃষ্টি তত বেশী হইবে। চিন্নাকেনেডি নামক স্থানে বলিকে টানিয়া লইয়া অর্দ্ধমত্ত কন্ধেরা চীৎকার করিতে করিতে হাড় হইতে মাংস লইয়া শস্তের সহিত মিশাইয়া রাখিত, ইহাতে নাকি আর শস্তে পোকা লাগিত না। মাজিদেশে (বোদ ও পাটনার মধ্যে) বলির দিন কন্ধেরা হাতে ধাতু-নির্ম্মিত ভারি ভারি বলয় পরিয়া (এ বালা এই সময় কিনিতে পাওয়া যাইত) সেই বলয় দিয়া বলির মাথায় সবলে প্রত্যেকে আঘাত করিত। ইহাতেও যদি তাহার মৃত্যু না হইত, তাহা হইলে বংশখণ্ড দিয়া বলির শ্বাসরোধ করিয়া মারিয়া ফেলিত। তৎপরে প্রত্যেকে এক একটুকরা মাংস লইয়া নিজ নিজ ক্ষেত্রের ধারে নদীতীরে খোঁটায় ঝুলাইয়া রাখিয়া দিত এবং অবশিষ্টাংশ মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিত। ইহারা প্রতিবৎসর আবার বলিপাত্রের শ্রাদ্ধ করিত।

সাধারণতঃ কন্ধজাতির নিয়ম ছিল যে বলির মাংস লইয়া স্ব স্ব ক্ষেত্রে পুঁতিয়া রাখিলে ক্ষেত্রের দোষ নষ্ট হইত। তারা-উপাসকেরা যদি সংবাদ পাইত যে কোন গ্রামে মেরিয়া উৎসব হইবে, অমনি ৫০।৬০ ক্রোশ দূর হইতে ডাক বসাইয়া বলির মাংসখণ্ড স্বগ্রামে লইয়া আসিত। যে দিন বলি হয়, সেইদিনই মাংস লইয়া স্বগ্রামে পৌঁছিতে পারিলে বিশেষ উপকার বোধ করিত।

জয়পুরনামক স্থানে পূর্ব্বে মাণিকসোরো নামক যুদ্ধ দেবতার নিকটেও নরবলি হইত। ৬ ফুট উচ্চ শক্ত কাষ্ঠের খোঁটা পুঁতিয়া তাহার নিকট অপ্রশস্ত করিয়া একটা নালা কাটিয়া রাখিত। ইহাতে বলির মস্তক মুণ্ডিত হইত না, লম্বা লম্বা চুলগুলি খোঁটার গায়ে এমন করিয়া বাঁধিয়া দিত, যে মুণ্ড কাটিবামাত্র নিম্নমুখে যেন সেই নালার মধ্যে পড়িয়া যায়। পরে বলির দক্ষিণপার্শ্বে দাঁড়াইয়া পুরোহিত যুদ্ধজয়ের জন্ত, অত্যাচারী রাজা ও রাজ-কর্ম্মচারীগণের অত্যাচার নিবারণের জন্য প্রার্থনা করিত। একটি করিয়া প্রার্থনা শেষ হইত আর এক একবার ঘাড়ে অস্ত্রাঘাত করিত, এক আঘাতে কাটিয়া ফেলিত না। এই আঘাতেও বলিকে মারিয়া ফেলিত না। শেষে সকলে তাহার কাণের কাছে গিয়া বলিত, "আজ তোমার কি ভাগ্য যে, মাণিকসোরো দেবতা আমাদের সম্মুখে তোমাকে খাইয়া ফেলিবেন। আমরা তোমার শ্রাদ্ধ ভাল করিয়া করিব।" যদি বলি ছট্‌ফট্ করিত, তাহা হইলে বলিত—অপরাধ লইও না, আমরা এইজন্তই তোমাকে কিনিয়া আনিয়াছি।" ইহার পর মাথা কাটিয়া লইয়া শরীরটা

পুঁতিয়া ফেলিত। মুণ্ডটা এক খোঁটায় ঝুলাইয়া রাখিত। গুমসর, বোদ, চিন্নাকেমেডি, জয়পুর, পাটনা ও কালাহাণ্ডী প্রদেশে এইরূপ বলি হইত।

কন্ধেরা স্বজাতীয় স্ত্রী সহজে পায় না, অধিক মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে হয় বলিয়া ইহারা কন্তা সন্তানকে অতি ঘৃণা করে। পূর্ব্বে কন্ধমহলের মধ্যপ্রদেশের কন্ধেরা কন্তাহত্যা করিত এবং অন্যান্ত স্থান হইতে পত্নী সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিত। ইহারা বলিত যে, কন্তা-সন্তান হত্যা করিলে গৃহস্থের মঙ্গল হয়। পুত্রসন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি হয় ও বিদেশীয় স্ত্রী বিবাহ করায় জাতীয় বল বীর্য্যের হানি হয় না। ঝুম্‌কা, কর্কপট্ট, রায়ঘরা প্রভৃতি স্থানে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। কন্তা জন্মিলে দৈবজ্ঞেরা আসিয়া তাহার ভাবী শুভাশুভ নির্ণয় করিয়া দিত। শুভ না হইলে কন্যাটীকে লইয়া পুঁতিয়া ফেলিয়া তদুপরি একটা পক্ষী বলি দিত।

১৮৩৬ সালে গুমসররাজের অধঃপতনের সঙ্গে সঙ্গে ইংরাজেরা ইহাদের রাজ্যে প্রবেশ করেন। লেফ্‌টেনাণ্ট ম্যাকফার্সন কৌশলে ইহাদের নরবলি ও কন্যাহত্যার প্রথা উঠাইয়া দেন। প্রথমে বোদ প্রদেশের রাজার উপর এই ভার দেওয়া হয়। এ সম্বন্ধে আন্দোলন হইতে থাকে, শেষে সর্দারেরা নিজ নিজ গ্রামের সঞ্চিত বলিগুলিকে ইংরাজ হস্তে সমর্পণ করিয়া বলে যে, আমরা এ প্রথা ত্যাগ করিব না, তবে নূতন সম্রাট্‌কে এইগুলি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট সামগ্রী বলিয়া উপহার দিলাম। ইংরাজেরা একজাতির নিকট এইরূপ ফল পাইয়া অপর জাতির সহিতও ঐরূপ সম্বে বন্দোবস্ত করিলেন। অবশেষে তাঁহারা সন্ধের নিয়ম কাটাইয়া ক্রমে ক্রমে অল্পে অল্পে বলপ্রকাশ করিয়া ঐ নিষ্ঠুর প্রথাগুলি রহিত করিয়া দিলেন। ম্যাকফার্সন প্রথমতঃ তাহাদিগকে বন্ধুভাবে হস্তগত করিয়া কৌশলে তাহাদের জাতিগত বিবাদ মিটাইয়া দিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, ইংরাজেরা নিজের লাভের জন্য কিছু করিতেছেন না, কেবল কিসে তাহাদের উপকার হইবে, তাহাই খুঁজিতেছেন। সর্দার ও প্রধানেরা ইহাতে তাঁহার অনেকটা বশীভূত হইয়া পড়িল, কাজেই তিনিও সুবিধা পাইয়া তাহাদিগকে কোনরূপে দোষী না করিয়া কেবল যাহারা বলিপাত্র সংগ্রহ ও বিক্রয় করিত, তাহাদিগের উপর কঠিন শাস্তি দিবার বন্দোবস্ত করেন। ইহা হইতেই ঐ নিষ্ঠুর প্রথার মূলে ঘা পড়িল।

ম্যাকফার্সনই ইহাদের মধ্যে জাতিগত বিবাদ মিটাইয়া পরস্পর সদ্ভাব স্থাপন করিয়া দেন। তিনি অর্থ ব্যবহার, রাস্তা প্রস্তুত ও অল্পে অল্পে বিক্রয়প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন।

এক্ষণে কন্ধেরা ইংরাজের অধীনে বাস করিতেছে। ইহারা কাহাকেও কোনরূপ কর দেয় না। ইংরাজ পক্ষ হইতে একজন তহশীলদার একদল পুলিসসৈন্য লইয়া কেবল শান্তিরক্ষা করিয়া থাকেন মাত্র। প্রত্যেক বিভাগে ইহাদের পূর্ব্বতনরাজবংশই রাজত্ব করিয়া থাকেন, এই সকল রাজারা সকল প্রকার বিচারাদিও করিয়া থাকেন। ইহারা এ প্রদেশের করদরাজগণের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অধীন। এই রাজারা কিছু কিছু কর দেন বটে, কিন্তু তাহা অতি সামান্য। ১৯টি রাজ্য হইতে কেবল ৮৫ হাজার টাকা আদায় হয় মাত্র।

কন্ধমহল। উড়িষ্যার ১৯টি করদরাজ্য মধ্যে বোদরাজ্যের দক্ষিণবিভাগের নাম কন্ধমহল। এইস্থানেই কন্ধজাতির সংখ্যা অধিক। কন্ধমহল ব্যতীত, বোদরাজ্যের অন্ত অংশে ও দশ-পল্লা, নয়াগড় প্রভৃতি রাজ্যে কন্ধজাতি বাস করে। ইহারা বড় সরল, শীকার করিতে ভালবাসে। যাহারা ইহাদের সহিত বেশ মিলিয়া মিশিয়া চলিতে পারে, তাহাদের সহিত ইহাদের বেশ বনে। ইহাদের সামাজিক কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলে ইহারা বড় চটিয়া যায়।

কন্ধমহলে কন্ধব্যতীত ডোম্‌না নামে আর একশ্রেণীর পার্ব্বত্য জাতি বাস করে। সাধারণতঃ ইহারাই কন্ধগণের পুরোহিতের কার্য্য করিয়া থাকে। কোন কন্ধ ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক বিনষ্ট হইলে, তাহার পরিবারেরা জাতিচ্যুত হইয়া থাকে। ডোম্‌না পুরোহিতেরা মনে করিলে, তাহাদের সমস্ত বিষয়াদি লইয়া আবার জাতিতে তুলিয়া লইতে পারে।

কন্ধমহল কেবল বন্ধুর মালভূমি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতে আকীর্ণ। এখানে গ্রামের সংখ্যা অতি অল্প এবং প্রতি গ্রামের মধ্যে পর্ব্বতমালা বা ঘন বন ব্যবধান থাকে। এই প্রদেশের সমস্ত ভূভাগে কন্ধজাতির একাধিপত্য। ইহারা বলে যে, এক সময়ে সমস্ত বোদরাজ্য ও ইহার চতুঃপার্শ্বের অন্যান্য রাজ্যাদিও ইহাদের অধীন ছিল, কালক্রমে অপরে সে সমস্ত জয় করিয়া লইয়াছে। বিজেতাদিগের নিকট ইহারা কখন অধীনতা স্বীকার করে নাই, অন্তেই অন্যায় করিয়া তাহাদিগকে স্থানচ্যুত করিয়াছে মাত্র, সুতরাং সমস্ত ভূভাগের উপর বহুদিন অতীত হইলেও তাহারা স্বত্বশূন্য হইতে পারে না। কন্ধেরা বলে যে সম্বলপুরের অন্তর্গত সবলেইয়া নামক জনপদই তাহাদের আদি বাসস্থান ছিল, ক্রমশঃ তাহারা বিতাড়িত হইয়া এতদূরে আসিয়া পড়িয়াছে।

কন্ধগণ কোনকালে বোদরাজের বশুতাস্বীকার করে নাই। ১৮৩৬ সালে ইংরাজরাজ ইহাদের মধ্যে নরবলি প্রথা নিবারণ করিবার জন্য বোদরাজকে বাধ্য করেন। বোদরাজ নিজে সম্যক্ কৃতকার্য্য না হইয়া এই প্রদেশ ইংরাজ-রাজকে ছাড়িয়া দেন। ইংরাজ এ দেশ হস্তে লইয়া কেবল ঐ নিষ্ঠুর প্রথা উঠাইয়া দিয়া শান্তিরক্ষা করিয়া আসিতেছেন মাত্র। এ দেশের লোকেরা ইংরাজকে কোনরূপ কর দেয় না বা ইংরাজও কোন রকম কর লয়েন না। একজন তহসীলদার নিযুক্ত আছেন, তিনি একদল পুলিস সৈন্য লইয়া শান্তিরক্ষা ও যাহাতে কোনরূপ রক্তপাত না ঘটে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। বোদরাজ এ প্রদেশের কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন না।

এ প্রদেশের প্রধান উৎপন্ন—হরিদ্রা। এখানকার হরিদ্রার তুল্য ভাল হরিদ্রা কোথাও জন্মে না। ব্যবসায়ীরা ভাল হরিদ্রা পাইবার জন্য দেশের অতি অভ্যন্তরে এমন কি পর্ব্বতের উপরে পর্য্যন্ত গিয়া থাকে।

এখানে এখনও কন্ধদিগের প্রাচীন রীতিনীতি চলিত আছে। এখনও যে জাতি যতটা জমী চাষ করিতে পারে, তাহার অধীনে ততটা জমী থাকে এবং কোন জমীতে যে গৃহস্থ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক দিন ভোগ দখল ও চাষবাস করিতেছে, সে জমী তাহারাই বংশানুক্রমিক ভোগ দখলে থাকে। প্রত্যেক জমীখণ্ড যে যে বংশের বা গৃহস্থের অধীনে থাকে, তাহারই তাহাতে একাধিপত্য জন্মে। ইহাদের আপনাদের মধ্যে কোন রাজা বা জমীদার নাই যে, সে এই সকল জমীর উপর কোনরূপ কর আদায় করে। প্রত্যেক গৃহস্থই স্ব স্ব জমীর জমীদার, ইহার জন্য কাহাকেও কোনরূপ কর দিতে হয় না। প্রত্যেক গ্রামের বা পল্লীর যে সর্দ্দার বা প্রধান আছে, তাহাদের সহিত জমীর কোন সংস্রব নাই। তাহারা কেবল অপর সাধারণের প্রতিনিধি বা মুখপাত্র স্বরূপ পঞ্চায়তে উপস্থিত থাকে।

এ দেশে কন্ধেরা একস্থানে কয়েক ঘর গৃহস্থে মিলিত হইয়া ঘর বাঁধিয়া বাস করে। এইরূপে একটী পল্লী হয়, কয়েকটী পল্লী লইয়া গ্রাম হয়। প্রত্যেক গ্রামবাসীর জমী বা চাষবাসের ক্ষেত্রাদি গ্রামের চতুর্দ্দিকে থাকে। এই সমস্তের উপর একজন প্রধান থাকে।

কন্ধর (পুং) কং জলং শিরো বা ধারয়তি কং-ধৃ-অচ্। ১ মেঘ। ২ মারিষ শাক, নটেশাক। ৩ গ্রীবা।

কন্ধরা (স্ত্রী) কং শিরো ধরতি, কং-ধৃ-অচ্ টাপ্। গ্রীবা।

কন্ধি (স্ত্রী) কং শিরঃ জলধা ধ্রিয়তে যত্র, কং-ধৃ-কি। ১ গ্রীবা। (পুং) ২ সমুদ্র।

কন্ন (ক্লী) কন্নতে প্রাপ্যতে দুঃখমনেন, কন-ক্ত। ১ পাপ। ২ মূর্চ্ছা।

কন্‌ফুচি (কং-ফু-চি)। ভগবান্ মনু যেমন হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রবর্ত্তক, মহাত্মা কন্‌ফুচি সেইরূপ চীনদেশের কি ধর্ম্ম, কি রাজ্য, কি নীতি, কি আচারব্যবহার, সকল বিষয়েরই নিয়ম-বিধির প্রতিষ্ঠাতা ও শিক্ষাদাতা। মনুপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মশাস্ত্র শত শত বৎসরের প্রাচীন হইলেও হিন্দুরা আজও যেমন শিরোধার্য্য বলিয়া মানিয়া আসিতেছে, সেইরূপ মহাত্মা কন্‌ফুচির ধর্ম্মশাস্ত্র আজিও অক্ষয়, অব্যয়, অচলভাবে সমান-বলে চীনদেশে প্রচলিত রহিয়াছে। কালের প্রভাবে হিন্দুর রীতি নীতি স্থানবিশেষে মানবশাস্ত্র হইতে বর্ত্তমান সময়ে কতকটা ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে, কিন্তু মহাত্মা কন্‌ফুচির শাস্ত্র এমনই সর্ব্বকালোপযোগী ও সর্ব্বশ্রেণীর লোকের অবলম্বনোপযোগী যে, আজ প্রায় তিন হাজার বৎসর অতীত হইতে চলিল, তবুও তাহার একটুও ব্যতিক্রম ঘটে নাই। ইঁহার প্রদত্ত শিক্ষার এমনই অক্ষয় ফল ফলিয়াছিল যে আজিও চীনের ন্যায় বৃহৎসাম্রাজ্যের কোন সামান্য অধিবাসীও সে শিক্ষা ভুলিয়া অন্য মত অবলম্বন করিতে পারে নাই। ইঁহারই শিক্ষাগুণে চীনবাসীরা প্রাচীন রীতিনীতির প্রতি অচলা ভক্তি রাখিয়া জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মপ্রাণ ও শৃঙ্খলাবদ্ধ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য সভ্যতাভিমানী উন্নতি-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা বলেন, "উচ্চ আশার অনুসরণ করিয়া তৎসিদ্ধির চেষ্টাতেই মানুষ উন্নত হইয়া থাকে" কিন্তু চীনদিগকে দেখিলে তাহা নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয়, কারণ মহাত্মা কন্‌ফুচির শিক্ষাবলে "উচ্চ-আশা" কাহাকে বলে, আজিও ইহারা তাহা জানেনা, অথচ তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বে তাহারা উক্ত মহাত্মার নিকট যে উপদেশ পাইয়াছিল, তাহারই অনুসরণ করিয়া পৃথিবীর মধ্যে আজ ধার্ম্মিক, শৃঙ্খলাবদ্ধ ও শান্তিপ্রিয় জাতি বলিয়া পরিগণিত হইতেছে।

মহাত্মা কন্‌ফুচি ঈশ্বরপ্রেমে উদাসীন হওয়া অপেক্ষা মানবজীবনের মনোহারিতা ও চমৎকারিতা সম্পাদন করা-কেই মানবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া বিবেচনা করিতেন। তিনি বলিতেন—ঈশ্বর, যিনি অপ্রমেয়, অচিন্ত্য, অবাঙ্মন-সগোচর, তাঁহাকে পাইবার জন্য বৈরাগী হইয়া পিতামাতা আত্মীয় স্বজন পুত্রকন্যা পরিত্যাগ করিয়া নানাবিধ অসম-সাহসিক ও অতিমানুষিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করা

অপেক্ষা ইহজীবনের বৈচিত্র্যতা ও মনোহারিতা সম্পাদন করাই যুক্তিসঙ্গত।" মহাত্মা কন্‌ফুচি একজন যে কেবল সদুপদেশক, দার্শনিক, বিচক্ষণ, নীতিকুশল ব্যক্তিমাত্র ছিলেন, তাহা নহে, তাঁহার যথার্থ ব্যক্তিত্ব ও স্বাতন্ত্র্য ছিল। তাঁহার কার্য্য যে প্রাচীনকাল হইতে লোককে চমৎকৃত ও ভক্তিমুগ্ধ করিয়াই পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহা নহে—আজও তাঁহার কার্য্যের ফল পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিকাংশ অধিবাসী-সমন্বিত রাজ্যে অক্ষুণ্ণ ভাবে ফলপ্রদ হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার প্রবর্ত্তিত রীতিনীতি আজিও চীনদেশে সম্রাট্ হইতে সামান্য ভিক্ষুক কর্ত্তৃক সমান সম্মানের সহিত প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার উপদেশের প্রভাব রাজ্যের সকল স্থলেই আজিও সমান প্রবলতার সহিত প্রচলিত রহিয়াছে।

যে সময়ে এই মহাত্মা চীনদেশে জন্মগ্রহণ করেন, সেই সময়ে চীন সাম্রাজ্য এখনকার মত বিস্তৃত ছিল না; বর্ত্তমান সাম্রাজ্যের এক-ষষ্ঠাংশ মাত্র ছিল। রাজ্যের সর্ব্বত্র সামন্তপ্রথা প্রচলিত ছিল। সমস্ত রাজ্যটি তখন ১৩টি প্রধান ও অন্যান্য অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত ছিল। পূর্ব্বকালে য়ুরোপাদি মহাদেশে যে প্রকার সামন্তপ্রথা ছিল, প্রাচীনকালের চীন দেশে ঠিক সে প্রকার ছিল না। তিনটি বিষয়ে প্রভেদ লক্ষিত হইত। প্রথমতঃ সম্রাট্‌বংশের বহুদিনাবধি পরিবর্ত্তন না হওয়ায় তাঁহারা উদ্যম, অধ্যবসায় ও উৎসাহশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, কাজেই তাঁহারা অধীনস্থ সামন্তরাজগণের মধ্যে শান্তিরক্ষা করিতে পারিতেন না। এইরূপে ক্রমান্বয়ে পঞ্চশতাব্দী অতীত হইয়াছিল। সামন্ত-রাজগণ ও তাঁহাদের অধীনস্থ সর্দ্দারগণ বা ভিন্ন ভিন্ন বংশের মধ্যে চিরবিবাদ বদ্ধমূল ছিল। সর্ব্বদা যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকায় দেশের মধ্যে, দুঃখ, কষ্ট, দুর্ভিক্ষ ও কু-শাসন সর্ব্বদা বিরাজ করিত। দ্বিতীয়তঃ, বহু বিবাহ প্রচলিত ছিল, স্ত্রীলোকেরা নিতান্ত হেয়বৎ ব্যবহৃত হইত, তাহাদিগের উপরে নানারূপ নিষেধ বিধি ও বাধা প্রবর্ত্তিত ছিল। ইহা লইয়া যে কত ষড়যন্ত্র, গৃহবিবাদ, রাজ্যে রাজ্যে, বংশে বংশে যুদ্ধ বিগ্রহ বাধিত, কত খুন হইত, তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না। তৃতীয়তঃ, ইহাদের মধ্যে স্থির ধর্ম্ম বিশ্বাস ছিল না, ইহারা প্রাচীন য়ুরোপীয়দের মত ডাইনী, ভূত, প্রেত প্রভৃতিতে বিশ্বাস করিত না কিংবা কোনরূপ ধর্ম্ম মত পরিবর্ত্তন লইয়া দেশের মধ্যে বিপ্লব ঘটাইত না বটে, কিন্তু ইহারা পৃথিবীর অতীত আর কিছু আছে কি না তাহা বুঝিত না। কার্য্যতঃ তাহা বিশ্বাসও করিত না। তাহারা স্বর্গ নরকাদি কিছুই জানিত না, সুতরাং তৎসম্বন্ধে তাহাদের কোনরূপ কামনা বা স্পৃহাও ছিল না।

যে সময় কন্‌ফুচির জন্ম হয়, তখন চীনরাজ্যে চাউ বা চু-বংশ সম্রাট্‌পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যে সময় হইতে চীন-দেশের ইতিহাস পাওয়া যায়, তন্মধ্যে এই রাজবংশই তৃতীয়। এ সময়ে ইহাদের উন্নতির পরাকাষ্ঠা হইয়া গিয়াছিল এবং শাসনদণ্ড দৃঢ়ভাবেই ইহাদের হস্তে ন্যস্ত ছিল। ইহাদের সময় ৫ শ্রেণীর সামন্তসর্দ্দার ছিল। ইহারা সকলেই সম্রাট্‌কে কর ও সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিত।

যদি সম্রাট্ অধ্যবসায়সম্পন্ন, উৎসাহী ও ক্ষমতাবান্ না হন, তাহা হইলে রাজ্যে স্বভাবতই বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে। এই সময় চীনেও সেই দশা ঘটিয়াছিল। সাধারণতঃ শাসনকার্য্য দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল এবং প্রত্যেক বিভাগে অল্পে অল্পে বিশৃঙ্খলা বৃদ্ধি পাইতেছিল।

কিন্তু এই মন্দ সময়েও চীনদেশে সাহিত্যচর্চ্চা ও শিল্পচর্চ্চার বেশ উন্নতি পাইতেছিল। সম্রাটের সভা হইতে সামান্য সামন্তের সভাতেও গায়ক ও ঐতিহাসিক সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিত। শিক্ষা দিবার জন্য বিদ্যালয়াদির ন্যায় পাঠাগারও যথেষ্ট ছিল।

খৃষ্টের ৫৫০ বা ৫৫১ বৎসর পূর্ব্বে লু-রাজ্যে * মহাত্মা কন্‌ফুচি জন্মগ্রহণ করেন। শীতকালে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার বংশগত উপাধি বা নাম কং বা কন্। দেশের লোকে পরে ইঁহাকে কন্‌ফুচি (কং-ফুচি) অর্থাৎ দার্শনিক বা শিক্ষাদাতা কং বলিয়া ডাকিত।

ইঁহার পিতার নাম হেই, † তিনি তৎকালের একজন বিখ্যাত বীর ছিলেন, ইতিহাসেও তাঁহার নাম পাওয়া যায়, তাঁহার তুল্য সাহসী ও বলবান্ পুরুষ অতি অল্পই ছিল। খৃঃ পূঃ ৫৯২ অব্দে যখন তিনি পেই ইয়াং নগর অবরোধ করিয়া যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন বিপক্ষ পক্ষীয় একদল লোক কৌশলপূর্ব্বক নগরের দ্বার মুক্ত করিয়া দিল। তাহাদের

* এই লু-রাজ্য বর্ত্তমান শাণ্টং প্রদেশের অন্তর্গত। এখানে কায়াফু নামক নগরে কন্‌ফুচি জন্মগ্রহণ করেন। এই সময়ে য়ুরোপেও পণ্ডিত-প্রবর পিথাগোরাস্ স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধি বিস্তার করিয়া প্রভূত যশোলাভ করিতেছিলেন।

কংফুচি বড় সামান্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, ইঁহার জন্মকালে চীনদেশে চাউ বা চু নামক তৃতীয় রাজ-বংশ রাজত্ব করিতেছিল। এই বংশের পূর্ব্বে "সাঙ্" নামক দ্বিতীয় রাজবংশ রাজত্ব করিয়াছে। সেই সাঙবংশের সপ্তবিংশতি সম্রাট্ তিঃ নামক রাজার বিখ্যাত কুলীনবংশে কন্‌ফুচির জন্ম হয়।

† কেহ কেহ বলেন ইঁহার পিতার নাম শাঙ্গোং হেই। ইনি জীবদ্দশায় শং-রাজ্যে কোন প্রধান কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

ইচ্ছা যে, অবরোধকারীরা নগরমধ্যে প্রবেশ করিবামাত্র অমনি দ্বার বন্ধ করিয়া দিবে। ঘটনাও তাহাই ঘটিল। সমস্ত সৈন্য নগর মধ্যে প্রবেশ করিলে, সর্ব্ব পশ্চাতে হেইও প্রবেশ করিতেছিলেন, আর ঠিক সেই সময়ে বিপক্ষীয়েরা কটকের ভীষণ দ্বার ফেলিয়া দিল। হেই দেখিলেন মহা বিপদ্। তখন তিনি নিমেষমাত্র বিলম্ব না করিয়া নিজ ভুজবলে সেই বিরাট কপাট টানিয়া ধরিয়া রহিলেন এবং স্বপক্ষীয়দিগকে নগর হইতে বাহিরে যাইতে আদেশ দিলেন।

কনফুচির মাতার নাম ইচেল চিং-সাই, ইনি চীনদেশের তখনকার "ইয়েন" নামক এক প্রাচীন মহদ্বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হেইর বয়ঃক্রম যখন ৭০ বৎসর তখন তিনি ইহাকে বিবাহ করেন, কাজেই লোকে ভাবিয়াছিল যে, ইহাদের আর সন্তানাদি হইবে না। অবশেষে যখন মহাত্মা কনফুচি জন্মগ্রহণ করিলেন, তখন বৃদ্ধ দম্পতির প্রতিবেশী-বর্গের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না।

কনফুচির জন্মকালের অনেকগুলি গল্প শুনিতে পাওয়া যায়। চীনগ্রন্থকারেরা এ সম্বন্ধে স্ব স্ব গ্রন্থে বিস্তারিত বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য প্রবাদের মধ্যে নিম্নলিখিত বিবরটি সকল গ্রন্থকারই উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—যে দিন কনফুচি জন্মগ্রহণ করেন, তাহার পূর্ব্বরাত্রি চিং-সাই একটি স্বপ্ন দেখেন। এই স্বপ্নের উপদেশ মত তিনি একটি পর্ব্বত-গুহায় গিয়া উপনীত হন। এই গুহা মধ্যে তিনি দৈত্যগণ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হন। এইখানে দৈত্যেরা চিং-সাইকে তাঁহার পুত্রের মহিমা ও ভবিষ্যৎ যশঃ এবং সম্মানের কথা বলিয়া দেয় এবং অপ্সরার হস্তে মহাত্মা কনফুচি জন্মগ্রহণ করেন।

ইহার বাল্যজীবনী সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানিতে পারি না। তবে বাল্যকাল হইতেই ইহার দেশীয় আচার ব্যবহারের প্রতি আস্থা ছিল। তিন বৎসর বয়ঃক্রমকালে ইনি পিতৃহীন হন, তখনও ইহার পিতামহ জীবিত ছিলেন। শেষে যতই বয়স বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই তাঁহার ইতিহাস পাঠে আনুরক্তি বাড়িতে লাগিল।

এই অল্পবয়সেই তাঁহার মাহাত্ম্যের পূর্ব্ব লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইত। বাল্যকালে ইহার দেশ-প্রচলিত ধর্ম্ম বিশ্বাস ও আচার ব্যবহারের প্রতি দৃঢ় আস্থা ছিল। তাঁহার নিজের প্রাণে ভক্তি এতদূর প্রবল ছিল যে, অগ্রে ইষ্টদেবের পূজার্চ্চনাপূর্ব্বক তাঁহাকে নিজ আহার্য্য নিবেদন না করিয়া কোনমতেই ভোজন করিতেন না।

কনফুচির পিতামহ অতি ধার্ম্মিক এবং পরম পণ্ডিত ছিলেন, বাল্যকালে তাঁহারই নিকট ইঁহার শিক্ষা বিধান হইয়াছিল। পিতামহের প্রদত্ত শিক্ষাবলে কনফুচি বিবিধ শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া তাঁহার সদাশয়তার অনুকরণ করিতে বিশেষ যত্ন করিতেন। পিতামহের মৃত্যুর পর কনফুচি তৎকালীন চীন-পণ্ডিতাগ্রগণ্য "চেং-সি" নামক পণ্ডিতের শিষ্য হন। স্বীয় অপরিমেয় বুদ্ধি ও মেধাবলে ১৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালেই কনফুচি অসাধারণ বিদ্বান্ হইয়া উঠেন। ১৫ বৎসর বয়সেই ইনি ইয়াও ও সান নামক সম্রাটদ্বয় রচিত নীতিগর্ভ প্রাচীনগ্রন্থ ও শাস্ত্রসমূহ অধ্যয়ন করিয়া তাহাতে সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

১৯ বৎসর বয়সে ইনি শানরাজ্যের এক কুমারীকে বিবাহ করেন, কিন্তু স্ত্রীর সহিত অধিক দিন একত্র বাস করেন নাই। একটি পুত্র সন্তান হইবামাত্র ইনি স্ত্রীসঙ্গ পরিত্যাগ করেন।

বিবাহের পর ইঁহার গুণরাশি প্রকাশ পাইতে লাগিল। এই সময়ে চীনদেশে সাধারণের জন্য একটি শস্যভাণ্ডার ছিল। যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা ন্যায়পরায়ণ হইত, তিনিই এই ভাণ্ডারের ভার পাইতেন। এই সময় কনফুচিকে এই পদ প্রদান করা হইল। কনফুচি পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার বংশ-গত কৌলীন্যমর্য্যাদা ব্যতীত আর কোন পৈতৃক ধনে অধিকারী হইতে পারে নাই, কাজেই অন্নচেষ্টায় ইঁহাকে এই কর্ম্ম স্বীকার করিতে হয়। পর বৎসর ইঁহার পদো-ন্নতি হয়,—ইনি সাধারণ জমী ও ক্ষেত্রের অধ্যক্ষতা লাভ করেন। এই সময়ে ইহার পুত্রের জন্ম হয়। কনফুচি তখন দেশের মধ্যে এতদূর সম্মান লাভ করিয়াছিলেন যে, তথাকার প্রধান সামন্ত তাঁহার পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়াছে শুনিয়া একটি পুষ্করিণীর মৎস্য উপহার পাঠাইয়া দেন। এই ঘটনা হইতেই কনফুচি পুত্রের নাম "লি" বা "পিয়া" (পুষ্করিণীর মৎস্য) নাম রাখেন।

এই সময়ে চীনদেশের অবস্থা বড় শোচনীয়। ন্যায়পরতা দেশ হইতে দূরীভূত হইয়া গিয়াছিল, অত্যাচার ও অবিচার সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মন্ত্রীরা রাজাকে বিনাশ করিয়া, পুত্র পিতাকে মারিয়া রাজ্য অধিকার করিতেছিল। কনফুচি এই সকল দেখিয়া শিহরিয়া উঠি-তেন, অবশেষে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, স্বজাতির চরিত্র যেমন করিয়াই হউক সংশোধন করিয়া দিবেন।

নিজ প্রতিজ্ঞা সফল করিবার জন্য কনফুচি উপায় অনু-সন্ধান করিতে লাগিলেন, কিন্তু দেখিলেন স্ত্রী একটি বিষম অন্তরায়। এ সময়ে স্ত্রী-পুত্রের মায়ায় সংসারে জড়াইয়া

থাকিলে কোন কার্য্যই হইবে না। ইহা বুঝিতে পারিয়া কনফুচি স্ত্রী-পুত্র এবং রাজকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সাধারণকে শিক্ষাদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এ সময়ে তাঁহার মাতা জীবিত ছিলেন, কাজেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিলেন না। বাড়ীতে থাকিয়াই ছাত্রমণ্ডলী মধ্যে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এ সময়ে ইনি প্রাচীন শাস্ত্রই শিক্ষা দিতেন, বুঝিয়াছিলেন যে, যাহা কিছু প্রাচীন প্রথমতঃ তাহার প্রতি লোকের দৃঢ় অনুরাগ জন্মাইতে পারিলে ও সেই সকল বিধি-নিষেধাদি প্রত্যেকের দ্বারা প্রতিপালন করাইতে পারিলে, লোকের চরিত্র বা মন ক্রমশঃ সৎকার্য্যের দিকে ধাবিত হইবে। এই সময়ে ইনি কার্য্যভার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, ছাত্রেরা যে যাহা যৎসামান্য বেতন প্রদান করিত, তাহাই অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিতে লাগিলেন।

২২ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কনফুচি শিক্ষকতা অবলম্বন করেন। এই বৎসরেই (খৃঃ পূঃ ৫২৮) ইহার মাতৃবিয়োগ হয়। এই ঘটনায় ইহাকে সমস্ত কার্য্য হইতে বিরত হইতে হইল, কারণ তখন চীনদেশে প্রথা ছিল যে, পিতামাতার মধ্যে যাহারই হউক একজনের মৃত্যু হইলে সে অশৌচকালের মধ্যে কোনরূপ কার্য্য করিতে পাইত না। কনফুচি নিজে প্রাচীন রীতি নীতি পুনঃ প্রচলিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন, সুতরাং এক্ষণে নিজে সেই প্রাচীন নিয়মাদি পালন করিতে পশ্চাৎপদ হইলেন না।

এতদ্ভিন্ন কনফুচি আরও স্থির করিলেন যে নিকটবর্ত্তী কোন পতিত জমীতে নীরবে মাতৃদেহ সমাহিত না করিয়া, রীতিমত আয়োজনে ও মহোৎসবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করিবেন। বন্দোবস্তও সেইরূপ হইল, দেশের সাধারণ লোকে দেখিয়া ভাবিল যে যখন প্রাচীন-শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতবর কনফুচি এইরূপ প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন, তখন ইহাই শাস্ত্রানুমোদিত কার্য্য এবং আমাদেরও অবলম্বনীয়। কনফুচির গূঢ় উদ্দেশ্যও তাহাই ছিল, কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন দেশের লোকের প্রাণে ধারণাশক্তি এতদূর হ্রাস হইয়া গিয়াছে, যে কেবল উপদেশ দিলে তাহাদের দ্বারা কোন কাজ হইবার নহে, সেই জন্যই তিনি নিজে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রাচীন শাস্ত্র নীতিগুলি প্রতিপালন করিতেন। এই ঘটনার পর একান্ত হীনাবস্থার লোক ব্যতীত সকলেই স্ব স্ব অবস্থানুসারে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উৎসব করিতে আরম্ভ করিল। সেই প্রথা আজিও চলিতেছে।

কনফুচি অযথা আড়ম্বর ভালবাসিতেন না। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার যে প্রথা প্রবর্ত্তিত করেন, তন্মধ্যে একটি নিয়ম অতি সুন্দর করিয়া গিয়াছেন। মৃতব্যক্তির প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা দেখাইবার জন্য সমাধিস্থলেই হউক বা এতদুদ্দেশে নির্দ্দিষ্ট নিজ বাটীর কোন গৃহেই হউক গৃহস্থকে মৃতব্যক্তির জন্য কতকগুলি ক্রিয়া এবং তাঁহার গুণাদিকীর্ত্তন করিতে হয়। ইহা হইতে বর্ত্তমানকালে চীনদেশে আপামর সাধারণের মধ্যে মৃতব্যক্তিগণের উদ্দেশে বার্ষিক উৎসব ও প্রত্যেকের বাটীতে "পিতৃপুরুষের গৃহ" নামে একটি গৃহ করিবার প্রথা প্রচলিত হইয়াছে।

এইরূপে কনফুচি যখন দেখিলেন যে, স্বীয় উদ্দেশ্য কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, তখন ইনি কতকটা আহ্লাদে ও আশায় মুগ্ধ হইয়া কার্য্যজগৎ হইতে অশৌচের তিন বৎসরের জন্য অপসৃত হইয়া স্বগৃহেই অবস্থান করিতে লাগিলেন।

অশৌচকাল উত্তীর্ণ হইয়া গেলে কনফুচি লু-রাজ্যে থাকিয়াই ইতিহাস, সাধারণ সাহিত্য ও সঙ্গীতবিদ্যার আলোচনা করিতে লাগিলেন। যাহারা শিখিতে আসিত, তাহাদিগকে অতি যত্নের সহিত উপদেশ দিতেন। কেহ অল্পবেতন দিলেও শিক্ষাদানকালে ইনি তাহার প্রতি পক্ষপাত করিতেন না, সকলকেই সমান যত্নে, একরূপই উপদেশ দিতেন। কনফুচি স্বয়ং নিজের নির্ম্মলতা ও শাস্ত্রপ্রিয়তা কার্য্যে প্রকাশ করিয়া লোকের মনোবেগ আকর্ষণ করিতেন। দেশের মধ্যে তখন সর্ব্বাপেক্ষা শাস্ত্রবিৎ, সাধুত্তম ও সৎকর্ম্মচারী পণ্ডিত হইয়া পড়িয়াছিলেন, সুতরাং কোন বিষয়ে বিরোধ উপস্থিত হইলেই লোকে ইহার নিকট মীমাংসার জন্য আসিতে বাধ্য হইত এবং সেই সুযোগে ইনি যথারীতি উপদেশ দিয়া স্বীয় উদ্দেশ্য সফল করিতেন। ইহার উপদেশের মহিমায় মুগ্ধ হইয়া লোকে ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক ক্রমশঃ দেশের প্রাচীন শাস্ত্রনীতির উপর আস্থা ও শ্রদ্ধাবান্ হইতে লাগিল।

২৯ বৎসর বয়সে (খৃঃ পূঃ ৫২৩) কনফুচি "সিয়াং" নামক প্রসিদ্ধ সঙ্গীতবেত্তার নিকট সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা করিয়া তাহাতে পূর্ণ ক্ষমতা লাভ করেন। বাল্যকাল হইতে সঙ্গীতে ইহার বিশেষ অনুরাগ ছিল এবং পঞ্চদশ বৎসর বয়সে আরম্ভ করিয়া একাদিক্রমে ১৫ বৎসরকাল সাধনা করিয়া সঙ্গীতে আশানুরূপ সিদ্ধিলাভ করেন।

লু-রাজ্যের একজন প্রধান মন্ত্রীর হোকি ও নান্-কচ-কংস্থি নামক দুই পুত্র কনফুচির শিষ্য হন। ইহাদিগকে শিষ্যরূপে পাইয়া কনফুচি দেশের মধ্যে মহা সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া পড়িলেন। লোকে পূর্ব্বে ইহাকে যে চক্ষে দেখিত তাহা অপেক্ষা দ্বিগুণ ভক্তির চক্ষে দেখিতে লাগিল।

এই সময়ে ইঁহার মনে এক নূতন ভাবের উদয় হইল। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, এ সময়ে প্রত্যেক প্রদেশের অধিপতি নামে মাত্র সম্রাটের অধীন ছিলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ সকলেই স্ব-স্ব প্রধান, তাঁহাদের প্রত্যেকের রাজ্যনিয়মও স্বতন্ত্র ছিল। এই সকল নিয়ম যে অবিকৃত ভাবে পালন করিয়া দেশের মধ্যে শৃঙ্খলা রাখিয়া চলিতে পারিতেন তাহা নহে; তাঁহারা সর্ব্বদা স্বার্থপর, অর্থলোলুপ, অবিমৃষ্যকারী, প্রতারক, যথেচ্ছাচারী ও দুষ্টবুদ্ধি পারিষদবর্গে পরিবৃত হইয়া কেবল কুপ্রবৃত্তির দাস হইয়া পড়িয়াছিলেন। কনফুচি ভাবিলেন, যতদিন রাজগণের চরিত্র সংশোধিত না হইবে, ততদিনে প্রজার মধ্যে প্রকৃত পরিবর্ত্তন ঘটিবে না; সুতরাং স্থির করিলেন যে কোন রাজদরবারে প্রবেশ করিয়া উদ্দেশ্যসিদ্ধির পথ দেখিবেন। কিংসুর মধ্যস্থতায় তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হইল। ইনি চাউরাজ্যের সামন্তরাজের দরবারে স্থান পাইলেন। এখানে ইনি রাজনীতিকুশল বলিয়া পরিচিত হন নাই। এই সামন্তবংশের প্রতিষ্ঠাতার উদ্দেশ্য ও রীতিনীতি কিরূপ ছিল, তাহাই জানিবার জন্য বৎসরবিধি সে দেশে বাস করেন। তৎপরে স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। এই সময়ে ইঁহার যশঃ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ছাত্রও প্রায় ৩,৮০০ জুটিয়া ছিল।

এই সময়ে লু-রাজ ইঁহার গুণে মোহিত হইয়া ইঁহাকে রাজ্যের বিচারকপদে নিযুক্ত করেন। সকল সময়েই যে কনফুচি বিচারকপদে বসিতেন তাহা নহে। যখন বুঝিতেন যে, এই পদে বসিয়া দেশের কিছু না কিছু সুবিধা করিতে পারিবেন, তখনই তিনি কার্য্যভার লইতেন এবং যতদিন অভীষ্ট-সিদ্ধির পক্ষে ব্যাঘাত না ঘটিত, ততদিন পদ পরিত্যাগ করিতেন না।

এইরূপে নানাবিধ চেষ্টা করিয়াও সম্যক্ ফল লাভ করিতে পারিলেন না। লু-রাজ্যে কি, সু ও মং নামক তিন বংশের লোকেরা রাজ্য মধ্যে প্রধান রাজপুরুষ ছিলেন। ইঁহারা রাজার সহিত সদ্ভাব রাখিয়া চলিতেন না, শেষে সকলে একত্র হইয়া রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে পরাজিত লু-রাজ রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া "সি" রাজ্যে পলায়ন করেন। কনফুচিও তাঁহার অনুগমন করেন।

কনফুচির "সি"-রাজ্যগমনের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ছিল। তিনি শুনিয়াছিলেন যে সান্ সম্রাটের পদাবলী কেবল তখন সি-রাজ্যের গায়কেরাই জানিত; এই পদাবলী শিখিবার জন্য বহুদিবসাবধি চেষ্টা করিতেছিলেন। রাজধানী প্রবেশকালে কনফুচি এই পদাবলীর একটি গান হঠাৎ শুনিয়া এতদূর মোহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে গানের উদ্দেশ্যমত তিন মাস কাল মাংসস্পর্শ করেন নাই। ইহার সুর সম্বন্ধে কনফুচি বলিতেন যে, "সঙ্গীতের সুর এতদূর সুমিষ্ট ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইতে পারে, তাহা আমার ধারণা ছিল না।"

সি-রাজ্যে যাইবার সময় তাই পর্ব্বতের উপর একটি ঘটনা ঘটে। এইস্থলে তাহার বিশেষ বিবরণ দেওয়া গেল। ইহা হইতে বেশ বুঝা যায় যে, কত সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া ইনি স্বীয় ছাত্রগণকে সদুপদেশ প্রদান করিতেন। কনফুচির যতগুলি ছাত্র ছিল, তন্মধ্যে অনেকেই তাঁহার সঙ্গে থাকিতেন। সি-রাজ্যে যাইবার সময়ও তাহারা গুরুর সঙ্গে গিয়াছিল।

সকলে তাই পর্ব্বত অতিক্রম করিবার সময় একটি সমাধি স্থানের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, একটি স্ত্রীলোক সেইখানে বসিয়া রোদন ও বিলাপ করিতেছে। কনফুচি স্বদলে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার শোকের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। স্ত্রীলোক বলিল—"এইখানে আমার শ্বশুর ব্যাঘ্রমুখে প্রাণ হারাইয়াছেন, এইখানেই আমার স্বামী শ্বাপদের আহার হইয়াছেন, শেষে আমার একমাত্র সন্তানও এইস্থানে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে।" কনফুচি কহিলেন, "তবে এ ভয়ঙ্কর স্থলে তুমি বসিয়া আছ কেন মা?" স্ত্রীলোক উত্তর করিল, "এস্থানও বরং ভাল তবু যে রাজ্যের রাজা অত্যাচারী প্রজাপীড়ক সে রাজ্যে কিরূপে বাস করিব?"—কনফুচি শুনিলেন, শিষ্যগণকে ডাকিয়া বলিলেন—"বৎসগণ! শুনিলে ত, অত্যাচারী প্রজাপীড়ক রাজা ব্যাঘ্র অপেক্ষাও অধিক ভয়ের বস্তু।"

কনফুচি রাজ্যে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন শুনিয়া সি-রাজ তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য লোক পাঠাইয়া দিলেন। কনফুচি রাজসভায় উপস্থিত হইলে সি-রাজ তাঁহার সহিত কথোপকথনে অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়া তাঁহাকে স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে "লিন্‌কিউ" নামক সহরটি সমস্ত আয় সহ তাঁহাকে বৃত্তিস্বরূপ দান করিতে চাহিলেন, কিন্তু পণ্ডিতবর কনফুচি বলিলেন, "বিজ্ঞ লোকে উপদেশ দিলে যতক্ষণ সেই উপদেশ মত কার্য্য করা না হয়, ততক্ষণ তাঁহারা কোনরূপ দান গ্রহণ করিতে পারেন না। আমি রাজাকে উপদেশ দিয়াছি সত্য, কিন্তু তিনি এখনও তদনুসারে কার্য্য করেন নাই বা তাহার উদ্দেশ্যও বুঝিতে পারেন নাই।" ইহার পর রাজার সহিত রাজনীতি লইয়া কথোপকথন হইলে কনফুচি বলিলেন, "যে দেশে রাজা রাজার কর্ত্তব্য, মন্ত্রী মন্ত্রীর কর্ত্তব্য, পিতা পিতৃকর্ত্তব্য

এবং সন্তানে সন্তানের কর্তব্য বুঝিয়া কার্য্য করিতে পারে, সেই দেশেই যথার্থ সু-শাসন আছে বলা যায়।" রাজা ইহাতে উত্তর দিলেন—"হইতে পারে এ দেশে রাজা রাজা নহে, মন্ত্রী মন্ত্রী নহে আর সন্তানও সন্তান নহে, কিন্তু প্রজার নিকট কর পাইয়া থাকি, আমি তাহা উপভোগ করিব না কেন ?"

কনফুচি শেষে দেখিলেন সি-রাজ্যে থাকা আর উচিত হইতেছে না। রাজা বুঝিয়াছিলেন যে, লোকটাকে অর্থদান করিয়া বশীভূত করিয়া রাখিবেন, কিন্তু কনফুচি সে ধাতুর লোক ছিলেন না; তিনি কিছুতেই কোনরূপ দান লইতে স্বীকৃত হন নাই। রাজা নানাবিধ উপায়ে অর্থ-বৃত্তি ও ভূমিবৃত্তি দিতে চাহিলেন, কিন্তু কনফুচি সেই এক কথা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিলেন যে, "যতক্ষণ রাজা আমার উপদেশ মত না চলিবেন, ততক্ষণ আমি তাঁহার কিছু লইব না।" সি-রাজ বা তাঁহার প্রজাবর্গ তখন এতদুর বিলাসোন্মত্ত যে, কনফুচির উপদেশ অনুসারে চলা তাঁহাদের পক্ষে একান্ত অসম্ভব। কোনরূপেই উভয় পক্ষে মনোমিলন হইল না দেখিয়া কনফুচি স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। লু-রাজ্য তখনও অশান্তিপূর্ণ এবং শাসনভার রাজ্যের প্রধান রাজপুরুষগণের হস্তে পড়িয়া আছে।

দেশে আসিয়া কনফুচি ১৫ বৎসরকাল কার্য্য জগৎ হইতে অবসর লইয়া কেবল শাস্ত্রচর্চ্চায়, দেশের ইতিহাস প্রণয়নে ও সঙ্গীতপুস্তক রচনায় কালযাপন করেন।

ইহার পর লু-রাজ্যে (খৃঃ পূঃ ৫০৫) শান্তি স্থাপিত হইল। রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা এই সময় ইহাকে দেশের দোষ সংশোধন করিবার মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিলেন। কনফুচি যাহা চাহিতে ছিলেন, তাহাই পাইলেন। রাজ্য সম্বন্ধে যে সকল নিয়মাদি স্থির করা ছিল এবং দেশের লোকের চরিত্র সংশোধনের যে সকল উপায় স্থির করিয়াছিলেন, তদ্ভুতই কার্য্যে পরিণত করিবার এই সুযোগ দেখিয়া মহা আহ্লাদিত হইলেন। এ সময়ে তিনি এমন সুনিয়মে কার্য্য আরম্ভ করিলেন যে, মাস কয়েকের মধ্যেই কি রাজা, কি প্রজা, কি মহৎ, কি ইতর, সকলেরই আচার ব্যবহার ও চরিত্রের এত সংশোধন ঘটিল যে রাজ্যের এক নূতন শ্রী, নূতন ভাব হইয়া উঠিল। যে প্রণালীতে লু-রাজ্যে কার্য্য চলিতে লাগিল, তাহাতে অধিবাসীরা এতদূর সন্তুষ্ট হইয়া পড়িল যে, তাহারা নিজ নিজ গ্রহে কনফুচির জয়গান লিখিয়া হৃদয়ের অপূর্ব্ব কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিতে লাগিল।

লু-রাজ্যের সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধি দেখিয়া পার্শ্ববর্ত্তী ভূপা-লেরা হিংসায় জলিতে লাগিলেন। তাঁহারাও ইচ্ছা করিলে, কনফুচির প্রবর্ত্তিত নিয়মগুলি অনায়াসে প্রচলিত করিয়া স্ব স্ব রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিতেন, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা ঘটিল না। লু-রাজ্যের পার্শ্ববর্ত্তী সি-রাজ লু-রাজ্যের সৌভাগ্য দেখিয়া বলিলেন যে, "যদি আর কিছুদিন কনফুচি লু-রাজ্যে মন্ত্রীত্ব করেন, তাহা হইলে সামন্ত রাজ্যগুলির মধ্যে লু-ই সর্ব্বপ্রধান হইয়া দাঁড়াইবে এবং সর্ব্বাগ্রে পার্শ্ববর্ত্তী আমার রাজ্য গ্রাস করিয়া ফেলিবে। এই বেলা লু-রাজকে রাজ্য ছাড়িয়া শান্তি অবলম্বনের চেষ্টা দেখিলে ভাল হয়।" সি-রাজের মন্ত্রী অতি কূট-বুদ্ধির লোক ছিলেন, তিনি রাজাকে জানাইলেন যে যদি কোন গতিকে লু-রাজের সহিত কনফুচির বিবাদ বাধাইতে পারা যায়, তাহা হইলে তাঁহাদের আর এ আশঙ্কা থাকে না। সি-রাজ সম্মত হইলে, মন্ত্রী ৮০টী রূপ-লাবণ্যসম্পন্না পূর্ণযৌবনা চিত্তাকর্ষিণী মনোহর নৃত্য-গীতাদি নিপুণা মধুর-ভাষিণী কোকিলকণ্ঠী কামিনী এবং ১২০ অত্যুৎকৃষ্ট অশ্ব সংগ্রহ করিয়া লু-রাজকে উপঢৌকন প্রেরণ করিলেন। পণ্ডিতবর কনফুচি এ উপঢৌকনের পরিণাম কি হইবে, তাহা অনুধাবন করিয়া রাজাকে উপ-ঢৌকন প্রত্যাখ্যান করিতে পরামর্শ দিলেন। কিন্তু লু-রাজের দুরদৃষ্টবশতঃ মতিভ্রম ঘটিল। তিনি কনফুচির পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া যুবতীগণকে অন্তঃপুরে স্থান দিলেন। ফল হইল এই যে লু-রাজ সেই যুবতীগণের মোহজালে জড়াইয়া পড়িলেন। রাজকার্য্য দিন দিন উৎসন্ন যাইতে লাগিল, রাজপুরুষেরা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িল, বিলাসিনীগণের প্রীত্যর্থে রাজা নিত্য নূতন মহোৎসবের অনুষ্ঠান করাইতে লাগিলেন। এইরূপে রাজ্য শ্রীহীন ও রাজা বিলাসীর অগ্রগণ্য হইয়া পড়িলেন। কনফুচি তাহার মতি গতি ফিরা-ইবার জন্ম যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সমস্ত আয়াসই বৃথা হইল। কিছুদিন পরে রমণী-কুহকে রাজা এতদূর হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন যে কনফুচি উপদেশ দিতে গেলে তাহার ক্রোধোদ্রেক হইত। অবশেষে এতদূর হইয়া পড়িল যে, রাজা কনফুচিকে সুখপথের কণ্টকস্বরূপ বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে হত্যা করিতে, নতুবা আমরণ কারাবদ্ধ করিয়া রাখিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

এতদিনে কনফুচি স্থির করিলেন যে, লু-রাজ্যে থাকিলে তাঁহার বা রাজার কোন পক্ষেরই আর মঙ্গল নাই, কাজেই সে দেশ ত্যাগ করিতে মনস্থ করিলেন। একদিন রাজ্যের মঙ্গলার্থ দেবোদ্দেশে বলি হইবার পর রাজা সেই বলির মাংস রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে পাঠাইতে শৈথিল্য প্রকাশ

করায় কনফুচি এই সূত্র ধরিয়া পদত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। এ সময়ে তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, হয়ত রাজার ও মন্ত্রিগণের মতি গতি ফিরিলে তিনি পুনরায় আহূত হইবেন, কিন্তু সে সুযোগ আর ঘটিল না। কনফুচি ৫৩ বৎসর বয়সে দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইলেন।

শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে কনফুচির যেরূপ ধারণা ছিল, তাহা অতীব মনোহর। তিনি বলিতেন, যিনি রাজা তিনি রাজা, যিনি মন্ত্রী তিনি মন্ত্রী, পিতা—পিতা, পুত্র—পুত্র হইলেই রাজ্য বড় সুখের হয়। সমাজ সম্বন্ধেও তাঁহার মত অতি উচ্চ ছিল। তিনি বলিতেন সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করাই ঈশ্বরাভিপ্রেত। পাঁচটি সম্বন্ধ লইয়াই সমাজ হইয়া থাকে;—রাজাপ্রজা, পতিপত্নী, পিতাপুত্র, জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠ ও বন্ধু, ইহার রাজাপ্রভৃতি প্রথম চারিজনে কর্তৃত্ব এবং প্রজাপ্রভৃতি শেষ চারিজনে বশ্যতা থাকে। ন্যায়পরতা ও দয়ার উপর কর্তৃত্ব স্থাপিত এবং ন্যায়পরতা ও ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা ভক্তির দ্বারা বশ্যতা স্থাপিত হইলে সমাজে সুখস্বাচ্ছন্দ্য থাকে। বন্ধুভাবে উভয়ের মধ্যে পরস্পরের উন্নতির চেষ্টা করিলেই সমাজে কোন গোলমাল বাধিতে পারে না। লোকে মোহে পড়িয়া এই সকল সম্বন্ধের অপব্যবহার করে বলিয়াই সমাজে এত বিশৃঙ্খলা ঘটে, কিন্তু মানুষের সত্যাবলম্বনের স্পৃহা স্বভাবতঃ বড় অধিক, সুতরাং সৎপথাবলম্বনের সুবিধা পাইলে তাহারা ইচ্ছা করিয়া কখন মোহমুগ্ধ হয় না। কনফুচি বলিতেন যে, যেমন বায়ুভরে দীর্ঘ দীর্ঘ ঘাস বাঁকিয়া পড়ে, সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তির নিকটে সাধারণ লোকে অবনমিত হইয়া থাকে। রাজ্যে যদি আদর্শ রাজা থাকে, প্রজারাও তাহা হইলে আদর্শ প্রজা হইয়া উঠিতে পারে। আমি এইরূপ আদর্শরাজা গড়িয়া লইতে পারি, রাজার কিরূপ গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা আমি বলিয়া দিতে পারি। প্রাচীনকালে আদিবংশ স্থাপয়িতারা ভাজিবংশের আদিপুরুষ বিজ্ঞতম ভাজি ও যিনি প্রথমে চীনদেশে বংশানুক্রমিক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন, সেই পণ্ডিতবর 'ইয়ার' কিরূপে কার্য্য করিয়াছিলেন তাহা বলিয়া দিতে পারি। এই সকল আদর্শলোকের অনুকরণে ও আমার উপদেশ অনুসারে যদি কোন রাজা চলিতে পারেন। তাহা হইলে তিনিই দেশের মধ্যে প্রধান রাজা ও সুখী প্রজা লইয়া মহাসুখে কালযাপন করিতে পারেন। যদি কোন রাজা এক বৎসর আমার উপদেশ মত কার্য্য করেন, তাহা হইলে আমি তাঁহার রাজ্যশ্রী ফিরাইয়া দিতে পারি, আর যদি কেহ তিন বৎসর আমার বশে থাকেন, তাহা হইলে আমি যে সকল সুখের কথা বলিলাম, তাহা তিনি উপভোগ করিতে পারেন।"

যাহা হউক, কনফুচি ৫৩ বৎসর বয়সে লু-রাজ্য হইতে বহির্গত হইয়া সি, ভূসি, চু প্রভৃতি রাজ্যে স্বীয় মত প্রচার করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। আশা ছিল যে, কোন না কোন রাজাকে হস্তগত করিয়া স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া লইবেন, কিন্তু কোথাও সে আশা পূর্ণ হইবার সুযোগ দেখিলেন না। কনফুচির কি ধর্ম্মনীতি, কি রাজনীতি, বিলাসী লোকের পক্ষে অবলম্বন করা এত দুঃসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল যে, কেহ সে সকল নিয়মে চলা দূরে থাক, তাঁহার নামে ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িত। রাজ্যের রাজপুরুষেরা ভাবিত যে, এখনই হয়ত কনফুচি আসিয়া তাহাদের কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া, তাহাদের এতকালের প্রতিপত্তি ও আমোদপ্রমোদে ব্যাঘাত ঘটাইবেন। রাজা ভাবিতেন যে, এখনই আসিয়া তাঁহার শাসনকার্য্যের, বা প্রজাপালনের দোষ ধরিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবেন। সাধারণ লোকে ভাবিত যে, এতকাল আমরা যেরূপ সুখে স্বচ্ছন্দে আছি, তাহাই নষ্ট করিবার উদ্দেশেই বুঝি এ ব্যক্তি দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এইরূপে সকল স্থলেই রাজা হইতে সামান্য প্রজা পর্য্যন্ত আপাতসুখে মুগ্ধ হইয়া কনফুচির উপদেশ অগ্রাহ্য করিতে লাগিল। অনেক স্থলে দুষ্ট লোকেরা তাঁহার প্রাণবিনাশের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

কনফুচি যে একেবারেই বৃথা ঘুরিতেছিলেন তাহা নহে, দুই চারিজন করিয়া প্রত্যেক নগরে, প্রত্যেক গ্রামে তাঁহার শিষ্য হইতেছিল। কনফুচি সাধারণ লোকের নীতিশিক্ষা ও ধর্ম্মশিক্ষার জন্য ইয়াও, সান, ইউ, চিংটং ও ভেংভাং প্রভৃতি চৈনিক মনীষীগণের নীতি ও দৃষ্টান্ত সকল প্রচার করিতেন বলিয়া জ্ঞানীলোকে তাঁহাকে ঐ সকল প্রাচীন মহাত্মাদিগের প্রতিনিধি বলিয়া আদর করিতেন।

ক্রমশঃ কনফুচির শিষ্যসংখ্যা প্রায় ৩০০০ হাজার হইয়া উঠিল। তাহারা সকলেই ভ্রমণকালে গুরুর সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিত। কনফুচি শিষ্যগণকে শিক্ষা দিবার সুবিধার্থ চারি শ্রেণীতে বিভাগ করিয়াছিলেন। যাহারা সকল বিষয়ে পারদর্শী এবং বুদ্ধিবৃত্তির চালনা করিয়া যথেষ্ট নির্ম্মলতা লাভ করিয়াছিল এবং বিশুদ্ধ ধর্ম্মপথাবলম্বী হইয়া ঐকান্তিকচিত্তে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিমান্ হইয়াছিল, তাহারাই প্রথম শ্রেণীর শিষ্য মধ্যে গণ্য হইত; যাহারা বাক্‌পটুতা, শাস্ত্রাভ্যাস, ও সুতর্কে পারদর্শী হইয়াছিল, তাহারা দ্বিতীয় শ্রেণীতে গণ্য হইত; তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রবৃন্দকে তিনি কেবল রাজনীতি অতি বিশদরূপে শিক্ষা দিয়া ম্যাণ্ডারিণগণের * শিক্ষকতা-

* ম্যাণ্ডারিণ শব্দে চীনের মন্ত্রিগণকে বুঝায়।

কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া দিতেন এবং চতুর্থ শ্রেণীর শিষ্যেরা লোক শিক্ষার্থ সাধারণের বোধোপযোগী সরল ভাষায় নীতি ও ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করিত এবং গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, রাজ্যে রাজ্যে, প্রায় ৫০০শত শিষ্য প্রধান প্রধান পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই চারি শ্রেণীর শিষ্য মধ্যে প্রথম শ্রেণীর যেনিয়েন, মেঙ্কেন, জেনপিমিউ এবং শুকং; দ্বিতীয় শ্রেণীর চেঙ্গো ও চুকং; তৃতীয় শ্রেণীর ইয়েনেন ও কিলু এবং চতুর্থ শ্রেণীর সিহেন ও সিহিয়া—এই দশজন শিষ্য সর্ব্বপ্রধান বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর টিজিলু ও টিজিকন বড় অনুসন্ধিৎসাপরবশ এবং তার্কিক ছিলেন, ইহারা সর্ব্বদাই গুরুর সহিত সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া তর্ক করিয়া সন্দেহ মিটাইয়া লইতেন। প্রথম শ্রেণীর যেনিয়েন গুরুর বড় প্রিয়পাত্র ছিলেন। কনফুচি তাঁহাকে পুত্রের ন্যায় ভালবাসিতেন। ৩১ বৎসর বয়সে যেনিয়েন অকালে প্রাণত্যাগ করায় কনফুচি শোকদুঃখবিজয়ী জ্ঞানীপুরুষ হইয়াও প্রিয় শিষ্যের মায়ায় একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন। একদিবস অন্য সকলকে ডাকিয়া বলেন, "দেখ, ইতিপূর্ব্বে নানাবিধ দুর্গতি ভুগিয়াছি, অনেক দুঃসহ যন্ত্রণাও সহ্য করিয়াছি বটে, কিন্তু এরূপ মনস্তাপ ইতিপূর্ব্বে কখনও পাই নাই।" যেনিয়েনের মৃত্যুর পর ইয়েনহুই নামক শিষ্য কনফুচির সেই স্নেহের স্থল অধিকার করেন। কনফুচি যেনিয়েনকে যেমন ভালবাসিতেন, ইয়েনহুইর গুণে বশীভূত হইয়া তাঁহাকে ঠিক সেইরূপ স্নেহ করিতে আরম্ভ করেন।

ভ্রমণকালে কনফুচির জীবনে কয়েকটী ঘটনা ঘটে। এ সময়ে তাঁহাকে বৃহৎ শিষ্যদল লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িতে হইত; আশ্রয়াভাব প্রায় সর্ব্বদা ঘটিত, মধ্যে মধ্যে তিনদিন পর্য্যন্ত অন্নাভাব ঘটিত, কাজেই তাঁহাকে সর্ব্বদা দীন হীনের ন্যায় কাল কাটাইতে হইত। একবার স্বদলে বিষম অভাবে পড়িয়া মহাক্লেশ পাইতেছিলেন। টিজিলু নামক একজন প্রধান শিষ্য এই কষ্টে অভিভূত হইয়া পড়িয়া একদিন কনফুচিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, যিনি মনুষ্যের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান্ তাঁহাকেও কি অভাবে পড়িতে হয়? কনফুচি উত্তর দিলেন—পড়িলেও সে ব্যক্তি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমানের মতই কার্য্য করে। সাধারণে সে সকল স্থলে অভিভূত হইয়া আত্মহারা হইয়া পড়ে।

কনফুচি নিজ কৃত নিয়মাদিকে অভ্রান্ত ও ঈশ্বরপ্রেরিত বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং সময়ে সময়ে শিষ্যদের মধ্যে সে কথা প্রচার করিতেন। অনেকে সে কথায় বিশ্বাস করিত না। একদিন কথা প্রসঙ্গে টিজিকন নামক শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার নিয়মাদি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বটে, কিন্তু কখনও কোন রাজ্যের লোকে কোনমতে অবলম্বন করিতে পারিবে না, সুতরাং সে গুলিকে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত করিয়া লোকের অবলম্বনোপযোগী করিয়া দিলে ভাল হয়।

কনফুচি বলিলেন—"কৃষক যত্ন ও পরিশ্রম করিয়া সুন্দররূপে আবাদ করিতে পারে, উত্তম ফসলের জন্য দায়ী হইতে পারে না। শিল্পকরেরা সুন্দর কারুকার্য্য করিয়া দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে পারে, কিন্তু সেইগুলি ব্যতীত বাজারে যে আর কোন বস্তু বিক্রীত হইবে না, তাহাতে কৃত-নিশ্চয় হইতে পারে না। সেইরূপ জ্ঞানী ব্যক্তি সুনীতির ব্যবস্থা দিতে পারেন, কিন্তু লোকে গ্রহণ করিতে পারিবে কি না তজ্জন্য দায়ী হইতে পারেন না।"

উইরাজ্যে প্রবেশকালে 'পু'নামক স্থানে কতকগুলি লোক তাঁহাকে আক্রমণ করে। শিষ্যেরা সকলে মিলিয়াও তাহাদিগকে বাধা দিতে না পারায় তাহারা কনফুচিকে ধরিয়া ফেলে। কনফুচি তাহাদের বশীভূত হইয়া শপথ করিতে বাধ্য হন যে, আর তিনি উইরাজ্যের দিকে অগ্রসর হইবেন না; কিন্তু মুক্তি পাইয়াই সেই দিকে যাইতে কৃতসংকল্প হইলেন। যিনি বিশ্বস্ততা ও সততাকে নীতির প্রথম পথ বলিয়া উপদেশ দিয়া থাকেন, তাঁহাকেই এইরূপে সত্যভ্রষ্ট হইতে দেখিয়া শিষ্যেরা চমকিত হইয়া উঠিল। টিজিকন জিজ্ঞাসা করিলেন, "শপথ পরিত্যাগ করা কি উচিত"? কনফুচি বলিলেন, "এ শপথ অপরে বলপূর্ব্বক করাইয়াছে মাত্র, প্রাণে এ শপথ নাই।"

সন্ন্যাসীরা পৃথিবীর কোনকার্য্যে লাগেন না। তাঁহারা চতুর্দ্দিকে পাপের খেলা দেখিয়া শিহরিয়া দূরে সরিয়া দাঁড়ান। তাহারা লোককেও এইরূপ করিতে উপদেশ দিতেন। এখন তাঁহারা কনফুচিকে স্রোতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত দেখিয়া হাসিয়া অস্থির হইতেন এবং জ্ঞানশূন্য বলিয়া ঘৃণা করিতেন। এক সময়ে কনফুচি ভ্রমণ করিতে করিতে স্বদলে তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া জলাশয় অন্বেষণ করিতেছিলেন,—দূরে দেখিলেন, একটি সন্ন্যাসী ক্ষেত্রে নিজ কার্য্য করিতেছেন। টিজিলুকে তাঁহার নিকট জলের সংবাদ আনিতে পাঠাইয়া দিলেন। সন্ন্যাসী টিজিলুকে দেখিয়া কনফুচির শিষ্য বলিয়া বুঝিতে পারিলেন এবং বলিলেন, "বিশৃঙ্খলা সমুদ্রের ঢেউয়ের মত এক রাজ্য হইতে আর একরাজ্যে ভাসিয়া উঠিতেছে। কেহই ইহা নিবারণ করিতে পারিবে না। নিজের পরামর্শ শুনিল না

বলিয়া যে ব্যক্তি এক রাজার নিকট হইতে অপর রাজার দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহার অনুসরণ করিয়া তোমরা কি ফল পাইতেছ? তাহা অপেক্ষা যাহারা সংসারের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাহার নশ্বরতা বুঝিয়া তাহা হইতে সরিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাদের সেবা কর, ফল পাইবে।" সন্ন্যাসী এই কথা বলিয়া নিজ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল, জলের কোন সংবাদ দিল না। টিজিলু ফিরিয়া আসিয়া কন্‌ফুচিকে সমস্ত কথা বলিলেন। কন্‌ফুচি উত্তর দিলেন, "কথা যথার্থ বটে, কিন্তু পৃথিবী হইতে সরিয়া দাঁড়াইব কিরূপে? মনুষ্যসমাজ ত্যাগ করিয়া বনে বাস করিব কিরূপে? সঙ্গী না হইলে মানুষ থাকিতে পারে না। বনের পশু পক্ষীর সহিত মানুষের কোন সম্পর্ক নাই, সুতরাং তাহাদিগকে লইয়া কিরূপে থাকিব? যদি সঙ্গী লইয়াই মানুষকে থাকিতে হয়, তবে দুর্দ্দশাগ্রস্ত মানুষের নিকটে থাকাই উচিত। দেশে দেশে বিশৃঙ্খলা আছে বলিয়াই আমার কার্য্য আছে। যখন সমস্ত দেশে শৃঙ্খলা স্থাপিত হইবে, নীতি প্রচলিত হইবে, তখন আর আমার এক রাজার দ্বার ছাড়িয়া অন্যের দ্বারে যাইতে হইবে না, আমার বিশেষ কোন কার্য্যও থাকিবে না, তখনই আমি যথার্থ বিষয়বিরাগী পৃথিবী-পরিত্যাগী নির্লিপ্ত বৈরাগী বলিয়া গণ্য হইব।"

সীন-রাজ্যে যাইবার সময়ে কোয়াঙ্গনগরে কন্‌ফুচি সদলে বড় বিপদে পড়িয়াছিলেন। এই সময়ে এই সহরে ইয়াংহু নামে একজন ডাকাইতের বড় উপদ্রব হইয়াছিল। লোকে তাহার উৎপাতে বড়ই উত্যক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। দুঃখের বিষয় ইয়াংহু ও কন্‌ফুচি উভয়ের শরীরগত এত সাদৃশ্য ছিল যে লোকে তাঁহাকেই ইয়াংহু বলিয়া ভুলিয়া তিনি যে বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছিলেন, সেই বাড়ীর চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া ফেলিল। শিষ্যবৃন্দ মহাভীত হইয়া পড়িল, কিন্তু কন্‌ফুচি নির্ভীকচিত্তে বলিলেন, "আমা সম্বন্ধে সত্য কখনই লুপ্ত থাকিবে না। পরমেশ্বর যদি এত শীঘ্রই এই সৎকার্য্যে বাধা দিতেন, তাহা হইলে আজ আমাকে এ অবস্থায় পড়িতে হইত না। তাঁহার ইচ্ছায় সত্য প্রকাশ হইয়া পড়িবেই, কোয়াঙ্গের লোকেরা আমার কিছুই করিতে পারিবে না।" এই বলিয়া তিনি বীণার সুর চড়াইয়া নিজ রচিত প্রাচীন সম্রাট্‌গণের মহিমাসূচক পদাবলী গান করিতে লাগিলেন। যে সকল লোক বাড়ী ঘিরিয়া ফেলিয়াছিল, তাহারা বুঝিতে পারিয়া ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া গেল।

১৩ বৎসর পরে ঘটনাবশতঃ কন্‌ফুচিকে স্বদেশে ফিরিতে হইল। এ সময়ে লু-রাজ্যে কি-কং নামে এক ব্যক্তি রাজার অতি প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার পরামর্শ মত রাজা সকল কার্য্যই করিতেন। ঘটনাক্রমে ইয়েনইউ নামে কন্‌ফুচির এক শিষ্য কি-কংএর অধীনে সৈন্য-বিভাগে কর্ম্মলাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে ইয়েনইউ সি-রাজ বিপক্ষে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া অতি সুকৌশলে জয় লাভ করেন। কি-কং তাঁহার যুদ্ধপ্রণালী দেখিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার নূতন প্রকার যুদ্ধরীতি দেখিয়া একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এরূপ ধরণে যুদ্ধপ্রণালী তিনি কোথায় শিখিয়াছেন? ইয়েনইউ বলেন, কন্‌ফুচিই ইহার শিক্ষাদাতা। কি-কং কন্‌ফুচির নাম শুনিয়া তিনি কিরূপ লোক, তাহা জানিতে চাহিলে ইয়েনইউ বলিলেন যে, "যদি আপনি তাঁহাকে আপনার কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করেন, তাহা হইলে আপনার যশে চতুর্দ্দিক্ ভরিয়া যাইবে; আপনার সৈন্যসামন্ত অকুতোভয়ে দেবদানব সম্মুখে দাঁড়াইতে পারিবে; তাহাদের নিকট ভয় করিবার মত কিছুই থাকিবে না বা তাহাদের অজানিতও কিছু থাকিবে না। আর যদি আপনি নিজে তাঁহার উপদেশ মত কার্য্য করেন, তাহা হইলে দেশের শত শত পণ্ডিতের পরামর্শেও কেহ আপনার কিছু করিতে পারিবে না।"

এই সকল কথা শুনিয়া কি-কং ভবিষ্যৎ সুফলের আশায় কন্‌ফুচিকে নিযুক্ত করাই স্থির করিলেন। ইয়েনইউ শুনিয়া বলিলেন যে, "যদি তাঁহাকে নিযুক্ত করাই মত হয়, তাহা হইলে, একটা কথা স্মরণ রাখিবেন যে, আপনাদের উভয়ের পরামর্শের মধ্যে যেন কোন নীচমনা লোক স্থান না পায়।" ইহার পরই কি-কং কন্‌ফুচিকে আনিবার জন্য দূত পাঠাইয়া দিলেন।

এই সময়ে কন্‌ফুচি উই রাজ্যে ছিলেন। সেখানে তিনি কংওয়ান নামে উইরাজের একজন সেনাপতির ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া উইরাজ্য পরিত্যাগের পথ দেখিতেছিলেন। কংওয়ান কন্‌ফুচির সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া সর্ব্বদা তাঁহার নিকট আসিতেন এবং কেবল একমাত্র যুদ্ধশাস্ত্রের কথা লইয়াই আলোচনা করিতেন, কিন্তু কন্‌ফুচি নিজে যুদ্ধশাস্ত্রে উপদেশ দিতে ভালবাসিতেন না বলিয়া মহা বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। শেষে স্থির করিলেন যে, এ রাজ্য ত্যাগ না করিলে আর এ দায় হইতে নিষ্কৃতি নাই। কন্‌ফুচির মনের অবস্থা যখন এইরূপ, ঠিক সেই সময়ে কি-কঙের দূত আসিয়া পৌঁছিল, কন্‌ফুচি দ্বিরুক্তি না করিয়া তাহাদের

প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেন এবং বিন্দুমাত্রও বিলম্ব না করিয়া সশিষ্যে স্বদেশে ফিরিলেন।

কন্‌ফুচি রাজসভায় উপনীত হইলে, রাজা গই (গৈয়ং) শাসনকার্য্য সম্বন্ধে নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। কন্‌ফুচি তাহার যথাযথ উত্তর দিতে দিতে স্পষ্টই আভাস দিলেন যে, যদি তাঁহাকে কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করা হয়, তাহা হইলে, রাজার যথেষ্ট মঙ্গল হইবে। তিনি স্পষ্টই বলিলেন, যে উপযুক্ত সৎমন্ত্রী নির্ব্বাচন করিতে পারিলেই রাজ্য সুশাসিত হইবে। কি-কংও ঐ কথা জিজ্ঞাসা করায় কন্‌ফুচি বলিলেন, "প্রশস্তমনা লোককে নিযুক্ত ও নীচমনাকে দূর করিয়া দাও, তাহা হইলে দেখিবে যে অল্পদিনের মধ্যে নীচমনার মনও প্রশস্ত হইয়া দাঁড়াইবে।" কি-কং এরূপ কথায় বুঝিলেন না যে কিরূপে কি করিতে হইবে, তাহার উপর আবার এই সময়ে লু-রাজ্যে ডাকাতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, কি-কং কিরূপে এ ডাকাতি নিবারণ করিবেন তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না, কাজেই কন্‌ফুচি আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন যে, "যদি তুমি নিজে লোভী না হও, তোমার প্রজাকে পুরস্কার দিয়া প্রলোভিত করিলেও তাহারা চুরি কি ডাকাতি করিতে অগ্রসর হইবে না।" এই উত্তরে কন্‌ফুচি স্বয়ং গইরাজের উপরেও একটু কটাক্ষ করিলেন, কারণ তিনি জানিতেন যে, আজ দুই বৎসরের মধ্যে রাজা কি-কঙের এমন বশীভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কি-কং যাহা করিতেন, তাহাতে আর দ্বিরুক্তি করিতেন না। যাহা হউক শেষে লু-রাজের সভায় তাঁহার থাকা ঘটিল না, কারণ এরূপ লোকবিশেষের বশীভূত প্রভুর নিকট কন্‌ফুচির ন্যায় লোকের থাকা একান্ত অসাধ্য।

এবারেও লু-রাজের নিকট মনোভীষ্ট সিদ্ধ না হওয়ায় কন্‌ফুচি রাজকার্য্যের আশা কতকটা দমন করিয়া অবসর লইয়া গৃহে বসিয়া রহিলেন। এই অবসরকালে তিনি স্বদেশের প্রাচীন ইতিহাস সুকিং গ্রন্থের টীকা ও ভূমিকা লিখিলেন। শুদ্ধ ইতিহাস নহে এই সময়ে তিনি অনেকগুলি বিষয়ে হস্ত দিয়াছিলেন।

আজকাল কন্‌ফুচির যতগুলি পুস্তক পাওয়া যায়, তাহা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। ইহার প্রথম শ্রেণীর আদি পুস্তক সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। হিন্দুদের নিকট বেদ যেমন পূজ্য, চীনবাসীর নিকট এই আদিপুস্তক সেইরূপ পূজ্য। আদি পুস্তকে পাঁচখানি গ্রন্থ আছে—ইকিং, সুকিং, সিকিং, লিকিং ও চুছিউ। "ইকিং" পুস্তকখানি চীনদেশের আমূল পরিবর্ত্তনের বিষয় লিখিত। পুস্তকখানির মূল কন্‌ফুচির রচিত নহে, তিনি ইহার টীকা ও ভাষ্যকার। কিম্বদন্তী আছে যে, চীনরাজ্যস্থাপয়িতা ফোহি ইহার প্রণেতা। ইহার প্রসঙ্গগুলি প্রহেলিকায় রচিত, ভাষা অতিকঠিন, সাধারণে ইহার অর্থ করিতে পারে না। ভাষ্য না হইলে যেমন কেহ বেদ বুঝিতে পারে না, সেইরূপ কন্‌ফুচির ভাষ্য না দেখিলে কেহ "ইকিং" বুঝিতে পারে না, ইহার ভাষ্যের ভূমিকায় স্বয়ং কন্‌ফুচিই বলিয়া গিয়াছেন যে, যদি তাঁহার জীবনের পরিমাণ আর কিছুকাল বাড়িয়া যায়, তাহা হইলে, তিনি আর ৫০ বৎসর "ইকিং" পড়িবার জন্য ব্যয় করিতেন এবং তাহার পর যদি টীকা বা ভাষ্য রচিত হইত, তাহা হইলে বোধ হয় তাহাতে বিশেষ কোন বৃহৎ ভ্রম থাকিতে পারিত না। এই পুস্তকখানি চীন-গ্রন্থের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন ও পবিত্র। খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বাদশ শতাব্দীতে ভে-ভাং নরপতি একবার ইহার অর্থ সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই সফল হইতে পারেন নাই। কন্‌ফুচির পূর্ব্বে আর কেহই ইহার ভাব গ্রহণ করিতেই পারিত না। আজকাল সাধারণতঃ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের নিকট বেদ যেমন দুর্ব্বোধ্য, কন্‌ফুচির পূর্ব্বে চীনদিগের নিকটে ইকিং সেইরূপ ছিল। কন্‌ফুচি ইহার বড় আদর করিতেন।

আদিপুস্তকের দ্বিতীয় গ্রন্থ "সুকিং", ইহা একখানি সংগ্রহ-গ্রন্থ। এই গ্রন্থখানি চীনদিগের সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রাচীন ইতিহাস। ইহাতে চীনরাজ্য স্থাপনাবধি কন্‌ফুচির সময় পর্য্যন্ত সমস্ত ইতিহাস বর্ণিত আছে। হিন্দুর পুরাণশাস্ত্রের মত ইহাতে ধর্ম্মনীতির উপদেশও আছে। কন্‌ফুচি প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন।

আদিপুস্তকের তৃতীয় গ্রন্থ "সিকিং" কন্‌ফুচির রচিত নীতি-গর্ভ কাব্য এবং সঙ্গীতে পূর্ণ, এতদ্ভিন্ন ইহাতে প্রাচীন কবিতা, কাব্য ও সঙ্গীতসংগ্রহও আছে। চীনেরা এই সকল গীত ও কবিতা কণ্ঠস্থ করিয়া থাকে। ইহাতে সঙ্গীতের পঙ্কোদ্ধার করিবার জন্য কন্‌ফুচি কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন। চীনেরা ইহার গীতাদি উৎসবাদিতে ব্যবহার করিয়া থাকে। চীনদিগের রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার এই পুস্তক পাঠে যথেষ্ট জানা যায়।

কন্‌ফুচির "লিকিং" নামক চতুর্থ গ্রন্থ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। পূর্ব্বোক্ত ৩ খানিকে একত্র করিলেও এ খানির তুলনা হয় না। এইখানি চীনদিগের স্মৃতি ও ব্যবস্থা গ্রন্থ। ইহাতে ধর্ম্মকর্ম্মের রীতিনীতি বিধি ব্যবস্থা বর্ণিত আছে। ইহার মূলাংশ কন্‌ফুচির স্বরচিত কি না তাহা নির্ণয় করা যায় না।

চুঞ্চিউ নামক পঞ্চম গ্রন্থখানিতে কনফুচির জন্মভূমি লু-রাজ্যের ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। চুং শব্দে বসন্তকাল এবং চিউ শব্দে শরৎকাল বুঝায়। কনফুচি এই পুস্তকখানি বসন্তকালে আরম্ভ করিয়া শরৎকালে শেষ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম চুঞ্চিউ রাখেন। এইখানি তাঁহার বৃদ্ধাবস্থার রচনা। ইহাতে ইনরাজের সময় হইতে গইরাজের রাজত্বকালের (চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত) ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে। এইখানি কনফুচির নিজের রচিত গ্রন্থ, ইহার একটি শব্দও অপরের নহে। কনফুচি এই জন্যই এইখানি শেষ করিয়া শিষ্যগণের হস্তে দিয়া বলিয়াছিলেন যে, যদি আমার রচনার জন্য কোন যশ হয়, তাহা হইলে তাহা এই চুঞ্চিউ হইতে হইবে, আর যদি অপযশ হয় তাহা হইলে তাহাও ইহা হইতে হইবে। এই পুস্তকখানিতে কনফুচি ঐশ্বরিক বা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব লইয়া কোন উপদেশ দেন নাই। অলৌকিকী শক্তির মহিমা বলিয়া তিনি কোন বিষয়ের মীমাংসা করেন, প্রত্যেক প্রশ্নের মীমাংসায় তিনি কার্য্য কারণ দেখাইয়া গিয়াছেন। কেবল মৃত্যু কি? এইরূপ কোন এক প্রশ্নের উত্তরে একস্থলে বলিয়া গিয়াছেন যে, "আমরা যখন জীবন কি—তাহাই জানি না, তখন মৃত্যু যে কি তাহা কিরূপে জানিব?"

খৃষ্টপূর্ব্ব ৪৪১ অব্দে কনফুচির একমাত্র পুত্র লী পরলোক গমন করেন। কনফুচির জীবনী মধ্যে এই ব্যক্তির বিশেষ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল পুত্রকে উপদেশ দিবার জন্য কনফুচি কিরূপ প্রথা অবলম্বন করিতেন, তাঁহার তাহাই দেখাইবার জন্য একটি মাত্র ঘটনার উল্লেখ আছে। একবার কোন শিষ্য লীকে জিজ্ঞাসা করে যে, "আমরা যে সকল উপদেশ পাইয়া থাকি, তদ্ব্যতীত তুমি তোমার পিতার নিকট আর কোন বিষয় শিখিয়া থাক কি না?" লী উত্তর দিলেন, "না, একদিন তিনি উঠানে দাঁড়াইয়াছিলেন, আমি নিকট দিয়া তাড়াতাড়ি যাইতেছিলাম। আমাকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি গীতিপুস্তক পড়িয়াছ?" আমি 'না' বলিলে, তিনি বলিলেন, যে "যদি তুমি গীতিপুস্তক না পড়, তাহা হইলে তুমি কথোপকথনের উপযুক্ত পাত্র হইতে পারিবে না।" আরও একদিন জিজ্ঞাসা করেন তুমি আচার ব্যবহারের বিধিগ্রন্থখানি পড়িয়াছ?" আমি আবার 'না' বলায় বলিলেন, "যদি তুমি এ গ্রন্থখানি না পড়, তাহা হইলে তোমার চরিত্র কোনকালে স্থির হইবে না।"

শিষ্য শুনিয়া বলিলেন, "আমরাও উপদেশ দুইটি পাইয়াছি, কিন্তু আরও একটি বেশী উপদেশ পাইয়াছি যে বিজ্ঞ মনুষ্যেরা আপনার পুত্রের শিক্ষাদির জন্য কোনরূপ বিশেষ বন্দোবস্ত করেন না।"

পুত্রের মৃত্যুর পরবৎসর ইয়েনহিউ নামক কনফুচির সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়ছাত্রের মৃত্যু হয়। এই সংবাদ পাইবা মাত্র কনফুচি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া বলেন, "আঃ! ঈশ্বর বুঝি আমাকে নষ্ট করিলেন।" ইহার এক বৎসর পরে কি-কং শীকারে গিয়া এক প্রকার এক শৃঙ্গবিশিষ্ট অদ্ভুত জীব ধরিয়া আনেন। ইহা কি প্রাণী তাহা কেহই বলিতে না পারায়, কনফুচিকে ডাকা হইল। তিনি আসিয়াই বলিলেন যে, ইহা "কি-লিন" নামক প্রাণী। প্রবাদ এইরূপ যে, এই প্রাণী কনফুচির জন্মের পূর্ব্বে নি-পর্ব্বতে তাঁহার মাতাকে স্বপ্নে দেখা দেয় এবং তিনিও স্বপ্নে তাহার শৃঙ্গে একটি ফিতা বাঁধিয়া দিয়াছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে মৃত প্রাণীর শৃঙ্গে ফিতা বাঁধা ছিল। দ্বিতীয়বার এই পশুকে দেখিয়া সকলেই অমঙ্গল আশঙ্কা করিতে লাগিল। কনফুচি বিজ্ঞতম হইয়াও বর্ত্তমান ঘটনায় মুগ্ধ হইয়া চীৎকার করিয়া সেই পশুর দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'তুই কাহার জন্য আসিয়াছিস্", তৎপরে চক্ষু জলে আপ্লুত হইল, তিনি বলিয়া ফেলিলেন—"আমার উপদেশ চলিল বটে, কিন্তু আমি অপরিচিত রহিয়া গেলাম।"

জি-কং বলিলেন—"আপনি অপরিচিত রহিলেন, এ কিরূপ কথা?"

কনফুচি বলিলেন—"আমি সে জন্য ঈশ্বরকে দোষ দিতেছি না, মানুষ আমার শিক্ষা অগ্রাহ্য করিতেছে অথচ সফলতা লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে বলিয়া তাহাদেরও দোষ দিতেছি না, ঈশ্বর আমাকে জানেন। কোন মহাত্মার নাম কখনও লুপ্ত হয় নাই, কিন্তু আমার নিয়মাদির উপযুক্ত প্রচার হইতেছে না, সুতরাং বুঝিতেও পারিতেছি না যে, ভবিষ্যতে লোকে আমায় কি চক্ষে দেখিবে?"

একদিন প্রাতঃকালে শুনা গেল যে, মহাত্মা কনফুচি উঠিয়া পশ্চাদ্দিকে কোমরের উপরে হাত দিয়া স্বীয় বাটীর দ্বারে বেড়াইতেছেন, হাতে তাঁহার ছড়ি আছে, তাহা মাটীতে ঘসড়াইয়া যাইতেছে। কনফুচি বেড়াইতেছেন, আর বলিতেছেন,

"উচ্চ গিরিচূড়া, হয়ে যায় গুঁড়া,
ভেঙ্গে পড়ে বিটপী বিশাল।
বন-তৃণ মত শুকাইবে যত
মহাজ্ঞানী মানবের দল॥"

কিয়ৎক্ষণ পরে কনফুচি বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া

দ্বারের সম্মুখে বসিলেন। জি-কং এই সময় গুরুর নিকট আসিতেছিলেন, তিনি তাঁহার কথাগুলি শুনিতে পাইয়া ভাবিলেন যে, "যদি উচ্চ গিরিচূড়া যথার্থই গুঁড়া হইয়া যায়, তবে আমি কাহাকে দেখিয়া থাকিব, যদি বিশাল বিটপীই ভাঙ্গিয়া পড়ে অথবা মহাজ্ঞানীলোকে বনের তৃণের মত শুকাইয়া যায়, তবে আমি কাহার ভরসা করিব।" এই-রূপ ভাবিতে ভাবিতে জি-কং গুরুর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। কনফুচি দেখিয়া বলিলেন—"জি, আজ তুমি এত বিলম্ব করিলে কেন? এতদিন পরে একটি সুবুদ্ধি রাজা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, সে আমায় তাহার শিক্ষক করিবে। আমার অন্তিমসময় উপস্থিত।" এই কথাই বলিল, তিনি খাটে গিয়া শয়ন করিলেন এবং সাতদিন পরে তাঁহার জীবলীলা শেষ হইল।

কনফুচির শিষ্যবৃন্দ মহা সমারোহে তাঁহাকে সমাহিত করিল। অনেকে তাঁহার সমাধির নিকট কুঁড়ে বাঁধিয়া ৩৮ বৎসর বাস করিয়াছিল, পিতৃতুল্য গুরুদেবের মৃত্যুতে শিষ্যেরা বাস্তবিকই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। কনফুচির সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম তিনজন শিষ্যের মধ্যে তখন একমাত্র জি-কং জীবিত ছিলেন, তিনি কোনমতে শোক সম্বরণ করিতে না পারিয়া আরও তিন বৎসরকাল সেই সমাধি স্থানেই ছিলেন। কনফুচির মৃত্যু হইলে দেশের লোকে তাঁহার অভাব বুঝিতে পারিল, কাজেই সমগ্রদেশের লোকেই ইঁহার জন্য শোক-সন্তপ্ত হইয়া পড়িল।

কিউ-ফো নগরের বহির্ভাগে কং-বংশের সমাধিস্থান ছিল। এই স্থানেই একটি স্বতন্ত্র বিস্তৃত ক্ষেত্রে কনফুচির সমাধি হইয়াছিল। এইস্থানে পরে এক বৃহৎ ও উচ্চ স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে, স্তম্ভের সম্মুখে মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত কনফুচির প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে, সমস্ত স্থান ঘিরিয়া কুঞ্জবাটিকায় পরিণত করা হইয়াছে এবং প্রবেশ দ্বার হইতে স্তম্ভ পর্য্যন্ত সাইপ্রেস বৃক্ষের সারি দিয়া শোভিত করা হইয়াছে। প্রবেশদ্বার অতি সুন্দর কারুকার্য্যশোভিত।

মর্ম্মর মূর্ত্তির নিম্নে "স্রাং" নামক রাজবংশ প্রদত্ত কনফুচির মহাজ্ঞানীগণাগ্রগণ্য, প্রাচীন শিক্ষক এবং সর্ব্ববিদ্যা-নিপুণ ও সর্ব্বজ্ঞ সম্রাট্ নামক উপাধিগুলি খোদিত হইয়াছে।

কনফুচির সমাধিস্তম্ভের উভয় পার্শ্বে আর দুইটি ক্ষুদ্র স্তম্ভ আছে তাহার একটি তাঁহার পুত্রের ও অপরটি পৌত্রের সমাধিস্তম্ভ। পৌত্রের সমাধিস্তম্ভের দক্ষিণ পার্শ্বে একটি বাটী আছে, শুনা যায় যে, ঠিক ঐ স্থানে জি-কং কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া একাক্রমে গুরু শোকে পাগল হইয়া ৬ বৎসর-কাল বাস করিয়াছিলেন।



কনফুচির মর্ম্মর মূর্ত্তি।

কনফুচির সমাধিস্তম্ভের সম্মুখে যে প্রতিমূর্ত্তি আছে, তাহা দেখিয়া ইঁহার আকৃতি স্পষ্ট বুঝা যায়। কনফুচি দীর্ঘচ্ছন্দ, বলিষ্ঠ, সুগঠিত পুরুষ ছিলেন; তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তাভ ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত এবং মস্তক বৃহৎ ছিল। ইঁহার শরীরে ৪৯টি বিশেষ চিহ্ন ছিল।

কনফুচি নিজ প্রভু রাজার নিকট যে ভাবে ব্যবহার করিতেন, তাহাতে তাঁহার আত্ম-নির্ভরতা প্রকাশ পাইত বটে, কিন্তু রাজার সম্মান রক্ষা করিতে গিয়া বড়ই অস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেন। যখন তিনি রাজসভায় প্রবেশ করিতেন কি শূন্য সিংহাসনের নিকট দিয়া যাইতেন, তখন তাঁহার মুখের ভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া পড়িত, পা ভাঙ্গিয়া আসিত এবং কণ্ঠস্বর এত মৃদু হইয়া যাইত যে, বোধ হইত যেন কথা কহিতে তাঁহার বিশেষ কষ্ট হইতেছে। যখন ঘটনাক্রমে তাঁহাকে রাজচিহ্নাদি বহন করিতে হইত, তখন তাঁহার শরীর এরূপ অবশ হইয়া পড়িত যে তিনি ঐ সকলের ভার কোনমতেই সহ্য করিতে পারিতেছেন না। যদি কোন পীড়ার সময় রাজা তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন, তাহা হইলে তিনি সেই অসুখ শরীরেও তাঁহার পদোচিত বেশভূষা ও কোমরবন্ধ পরিয়া পূর্ব্ব মুখে শুইয়া থাকিতেন। যখন কোন রাজ-অতিথিকে সাদরে আহ্বান করিবার জন্য রাজা তাঁহাকে ডাকিতে পাঠাইতেন, তখন তাঁহার ভাব পরিবর্ত্তিত হইত। তিনি উৎসাহিত হইয়া রাজার অন্যান্য কর্ম্মচারী-

গণের সহিত অগ্রসর হইতেন এবং যখন অতিথিকে আহ্বান করিবার জন্য তাঁহাকে পাঠান হইত, তখন তিনিই সর্ব্বাগ্রে দ্বারের নিকট অগ্রসর হইয়া ক্ষিপ্রগতিতে স্বীয় অস্ত্র-শস্ত্রাদি প্রদর্শন করাইতেন। যখন দেশীয় দুর্ভিক্ষাদি নিবারণার্থ দেশে বার্ষিক উৎসব হইত, তখন কনফুচি স্বয়ং উৎসবের মূলউদ্দেশ্য বুঝিয়া উৎসাহ দিতেন এবং পদোচিত বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া স্বীয় বাটীর পূর্ব্বদিকে দাঁড়াইয়া থাকিতেন; উৎসবে মাতিয়া যে সকল লোক তাঁহার নিকট আসিত, তাহাদিগকে মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিতেন। পানাহারাদি কার্য্যে কনফুচি বড় সাবধান হইয়া চলিতেন। কখন স্বাস্থ্যভঙ্গকর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন না। তাঁহার খাদ্যাদি বড় পরিষ্কার করিয়া প্রস্তুত করিতে হইত এবং প্রত্যেক প্রকার ব্যঞ্জন নির্দ্দিষ্ট পাত্রে পরিবেশন করিতে হইত। তিনি বড় বেশী খাইতে পারিতেন না; খাইতে বসিয়া গল্প করিতেন না এবং যাহা কিছু খাইতেন তাহা মন্দ হইলেও কিয়দংশ দেবতার নামে উৎসর্গ না করিয়া কখন খাইতেন না। মদ্যপানের জন্য তাঁহার একটা নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল না, যখন ইচ্ছা হইত তখনই খাইতেন, কিন্তু কখন অধিকমাত্রায় খাইয়া প্রমত্ত হইতেন না। কনফুচি বড় দয়ালু ছিলেন, সকলকেই কিছু কিছু দান করিতেন। যখন শুনিতেন যে লোক অভাবে কাহারও সৎকার হইতেছে না অমনি নিজে ছুটিয়া যাইতেন। কাহারও অন্নাভাব ঘটিলে নিজে সাধ্যমত তাহাকে সাহায্য করিতে ক্রটী করিতেন না।

কনফুচি যখন গাড়ীতে যাইতেন, তখন কোন পরিচিত ব্যক্তিকে দেখিতে পাইলে অবনত হইয়া নমস্কার করিতেন। কখন তিনি কাহাকেও অঙ্গুলিনির্দ্দেশে দেখাইয়া দিতেন না। তাঁহার নিকট সকলেই সমান আদর পাইত। তিনি বলিতেন শ্রেষ্ঠ ও নীচ লোকের মধ্যে বায়ু ও তৃণের সম্বন্ধ; বায়ু বহিলে তৃণ বাঁকিয়া পড়িবেই। নীচলোককে সদয় ব্যবহার করিলে সে নিশ্চয়ই বশীভূত থাকিবে।

এইরূপ কনফুচির কার্য্যাবলী দেখিলেও বোধ হয়। যে তিনি শুষ্ক উপদেশে নহে, স্বয়ং আদর্শ কার্য্যাদি করিয়া লোককে শিক্ষা দিয়াছেন।

কনফুচি সঙ্গীত-বিদ্যায় রীতিমত পারদর্শী ছিলেন। সঙ্গীত ভিন্ন তাঁহার মতে কাহারও শিক্ষা সম্পূর্ণ হইত না। তিনি বলিতেন যে, "সঙ্গীত ভিন্ন আর কিছুতে মনকে জাগরিত করিতে পারে না। নীতি অবলম্বনে চরিত্র গঠিত হয় বটে, কিন্তু সঙ্গীত ভিন্ন সে গঠনে পূর্ণতা হয় না। সঙ্গীতের কথা উঠিলে, কনফুচি একপ্রকার পাগল হইয়া পড়িতেন, কেহ সামান্য বিরুদ্ধ কথা বলিলে, কনফুচি অমনি কোমর বাঁধিয়া তাহার সহিত তর্ক করিতে বসিতেন।

কনফুচি নীতি শিক্ষাদাতা ছিলেন। তিনি যাহা কিছু উপদেশ দিয়া গিয়াছেন, তাহাতে কেবল দর্শন-বিজ্ঞান সম্মত ব্যবহার নীতি, সমাজ নীতি ও রাজনীতিগত উপদেশ ভিন্ন ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্বন্ধীয় কিম্বা মত ও বিশ্বাস লইয়া বিশেষ কোন কথা নাই। কনফুচি সাধারণের জন্য একখানি ব্যবহারশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন। এই শাস্ত্রখানির নাম লি-কি বা লি-কিং। মনুষ্যজীবনে যাহা কিছু কর্ত্তব্য, যাহা কিছু করিতে হয় বা যাহা কিছু করিতে পারা যায়, এই পুস্তকে তাহার প্রত্যেকটি ধরিয়া নিয়মবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে পিতামাতার প্রতি-ব্যবহার, উচ্চ নীচের ব্যবহার ও সামান্য জীবনে চরিত্রের শোভা বর্দ্ধন-বিষয়ে যে সকল উপদেশ ও নিয়মগুলি লিখিত হইয়াছে, তাহা অতি সুন্দর এবং অতি সহজে অবলম্বনীয়। পিতার নিকট পুত্রের বাধ্যতা লইয়াই কনফুচি সমস্ত বিষয়ের মূল স্থির করিয়াছেন। তাঁহার মতে, একটি পরিবার একটি জাতির ক্ষুদ্র আদর্শ। পরিবারের মধ্যে পিতা যেমন পুত্রগণের উপর প্রভুত্ব করিয়া থাকেন ও পুত্রেরা যেরূপ পিতার বাধ্য হইয়া থাকে, সেইরূপ সমস্ত জাতি রাজার নিকট সন্তানবৎ ব্যবহার করিবে ও রাজাও সমগ্র প্রজার উপর পিতার ন্যায় ব্যবহার করিবেন। এই মূল ভিত্তির উপর কনফুচি সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক নীতি স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন বলিয়া আজিও চীনে কোনরূপ বিশেষ বিশৃঙ্খলা ঘটিতেছে না।

কাহারও কাহারও মতে, কনফুচি ঈশ্বরের সত্ত্বা মানিতেন না, কিন্তু তাঁহার দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে যে সকল গ্রন্থ আছে তাহাতে লিখিয়া গিয়াছেন, যে, বাস্তবিক শূন্য হইতে কোন বস্তুর উদ্ভব হওয়া সম্ভব নহে। নিশ্চয়ই কোন এক প্রকার মূল পদার্থ অনাদি অনন্তকাল হইতে আছে। কারণ বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর মূল তত্তৎ বস্তুর সহিত সমভাবে আছে, সুতরাং কারণেও অনাদি অনন্তকাল আছে, এই কারণ অনন্ত, অক্ষয়, অসীম, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সর্ব্বত্র বিরাজিত। নীল আকাশই শক্তির কেন্দ্রস্থান অর্থাৎ এইস্থান হইতেই প্রধানতঃ কারণের কার্য্যারম্ভ হয়। এইখান হইতে সমস্ত জগতে কারণের শক্তি বিস্তৃত হইয়া পড়ে, এই জন্য মধ্যে মধ্যে, বিশেষতঃ উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ মধ্যে যে দুইদিন দিবারাত্র সমান হয়, সেই দুইদিন এই আকাশের

উদ্দেশ্যে পূজাদি প্রদান করা রাজাদিগের উচিত, কারণ ঐ দুই সময়ের একটিতে শস্য বপন করিতে হয় ও অপরটিতে প্রচুর ফসল পাওয়া যায়।

তাঁহার মতে মনুষ্য-দেহ দুই বিষয়ে রচিত—একটি সূক্ষ্ম, অদৃশ্য ও ঊর্দ্ধগামী; দ্বিতীয়টি স্থূল, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও নিম্নগামী। যখন এই দুইটি মূল বিষয় পৃথক্ হইয়া যায়, তখন সূক্ষ্মদেহ আকাশে প্রস্থান করে এবং স্থূলদেহ পৃথিবীতে মিলাইয়া যায়। তাঁহার দর্শনে "মৃত্যু" নামক কোন কথা নাই। স্থূলদেহ পৃথিবীতে মিশিয়া জগতের অংশ মধ্যে গণ্য হইয়া যায়; কিন্তু সূক্ষ্মদেহ চিরবর্ত্তমান থাকে এবং মধ্যে মধ্যে পৃথিবীতে যে বাটীতে যে সংসারে বাস করিত, সেইখানে আসিয়া থাকে। এই সকল সূক্ষ্ম দেহভূত স্বীয় বংশধরগণের নিকট পূজা পাইলে তাহাদিগের মঙ্গল বিধান করিয়া থাকে। এই কারণেই চীনদিগের পিতৃমন্দিরে উৎসবাদি করিবার ব্যবস্থা আছে। ইহারা এই সকল উৎসবের প্রতি এতদূর ভক্তি ও যত্ন প্রকাশ করে যে দেখিলে অপরে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়ে। ইহাদের বিশ্বাস যে যদি ইহারা এরূপ না করে, তাহা হইলে তাহাদের সূক্ষ্মদেহ পিতৃমন্দিরে প্রবেশ করিবার ক্ষমতা পাইবে না অথবা বংশধরগণের নিকট কোনরূপ ভক্তি বা যত্ন পাইবে না।

কন্‌ফুচি বা তাঁহার শিষ্যেরা ঈশ্বরের কোনরূপ আকৃতি স্বীকার করিতেন না কিম্বা তাঁহার কোন প্রতিমা বা অবতারত্ব কল্পনা করিতেন না। সাধারণতঃ কন্‌ফুচি লোককে শিক্ষা দিতেন যে "তোমরা অপরের নিকট যেমন ব্যবহার প্রত্যাশা করিয়া থাক, অপরের সহিত ব্যবহার করিবার সময় তোমরা সেইরূপ করিও।" তিনি অদৃষ্টবাদ স্বীকার করিতেন।

তিনি নিজ শিষ্যগণের সহিত কথোপকথন কালে যে সকল মহামূল্য মন্তব্য প্রকাশ করিতেন, সেইগুলি লইয়া পরে "দর্শনশাস্ত্রের কথোপকথন" নামে একখানি গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সেই মন্তব্যগুলি অতি সুন্দর ও মহামূল্য বলিয়া নিম্নে উদ্ধৃত হইল,—ইহা হইতে কন্‌ফুচির ভূয়োদর্শন ও সর্ব্ববিষয়ে বিচক্ষণতার পরিচয় পাওয়া যায়।—

১। যিনি কিছুতে অশান্তি বোধ করেন না, তাঁহাকে যদি কেহ গ্রাহ্যও না করে, তাহা হইলে কি তিনি পূর্ণ ধার্ম্মিক নন?

২। মাজা ঘসা কথায় বড় সত্য থাকে না।

৩। বিশ্বাস ও দৃঢ়তাকেই জীবনে প্রথম লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিবে।

৪। মানুষে আমায় জানে না বলিয়া আমি দুঃখিত নহি, আমার দুঃখ এই যে, আমিই মানুষকে জানিতে পারিলাম না।

৫। চিন্তাশূন্য বিদ্যায় পরিশ্রম বৃথা নষ্ট হয় মাত্র। বিদ্যাশূন্য চিন্তাও সর্ব্বনাশকর।

৬। জ্ঞান কি, তাহা আমি তোমায় শিখাইব কি? যখন তুমি কোন বিষয় জান, তখন যদি স্বীকার করিয়া লই যে তুমি তাহা জান এবং যদি তুমি কোন বিষয় না জান, আর যদি তোমাকে সেইরূপ অবস্থাতেই থাকিতে দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকেই জ্ঞান বলে। অর্থাৎ কোন ব্যক্তি-বিশেষকে জ্ঞানী বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলে, নিজের অজ্ঞতা বুঝিতে পারিলে এবং কোন ব্যক্তিবিশেষের ভ্রমের যথার্থত্ব বুঝিতে পারিলে, জ্ঞানের যথার্থস্বরূপ বুঝিতে পারা যায়।

৭। যখন আমরা গুণবান্ লোক দেখিতে পাই, তখন তাঁহাদের মধ্যে সমতা দর্শন করা আমাদের উচিত এবং যখন বিপরীত স্বভাবের লোক দেখিতে পাই, তখন আমরা অন্তর্দৃষ্টিতে আপনি আপনার পরীক্ষা কর্ত্তব্য।

৮। লোকের সহিত প্রথম ব্যবহারে তাহাদের কথা শুনিতে হয় এবং তাহাদের আচরণের প্রশংসা করিতে হয়, তাহার পর তাহাদের কথা শুনিয়া তাহাদের আচরণে লক্ষ্য রাখিতে হয়।

৯। জি-কং বলিলেন, "আমি যেরূপ ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা করি, সেইরূপ ব্যবহার করিতেও ইচ্ছা করি।" কন্‌ফুচি বলিলেন, "কিন্তু তোমার ততদূর অগ্রসর হইবার দৃঢ়তা কোথায়?"

১০। জ্ঞানী লোকেরা কথায় বড় খাটো, কিন্তু ব্যবহারে বড় হয়।

১১। ভগবান্ তোমার সম্মুখে বসিয়া রহিয়াছেন—এইরূপ স্থির করিয়া আরাধনা কর।

১২। আরাধনার সময়ে যদি আমার মন তাহাতে না বসে, তবে আরাধনা না করাই উচিত।

১৩। অন্নের জন্য মোটা চাউল, পানের জন্য সামান্য জল এবং শয়নের জন্য নিজের হস্তকে বালিস করিয়াও সুখে কাটাইতে পারা যায়, কিন্তু ধর্ম্ম হারাইয়া ধন ও মান পাইলে আমার নিকট শরতের ফাঁকা ফাঁকা মেঘের ন্যায় বোধ হয়।

১৪। জ্ঞানীরা যাহা কিছু খুঁজেন তাহা আপনার মধ্যে আর অবোধেরা যাহা কিছু খুঁজে তাহা পরের মধ্যে।

১৫। যাহা শিখিয়াছ তাহা নিজে কার্য্যে পরিণত কর এবং প্রতিদিন কিছু কিছু নূতন নূতন শিখিতে থাক, তবে লোকের শিক্ষাদাতা হইতে পারিবে এবং লোকে তোমার কথা শুনিবে।

১৬। যাহার হৃদয়ে বিশ্বাস ও দৃঢ়তা নাই, সে আমার চক্ষে চক্রহীন শকটের মত, সে জীবনপথে চলিবে কিরূপে?

১৭। তিন প্রকারে তিন জন একত্র থাকিলে শিক্ষার সুবিধা হয়। শিক্ষার্থী সদ্ব্যক্তি অনুকরণ করিতে পারে এবং অসদ্ব্যক্তিকে দেখিয়া নিজ দোষ সংশোধন করিয়া লইতে পারে।

১৮। মানুষকে বলপূর্ব্বক সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি করিতে পারা যায়, কিন্তু বলপূর্ব্বক তাহাতে তাহাদের প্রবৃত্তি দেওয়া যাইতে পারে না।

১৯। স্বভাবে মানুষ এক, কিন্তু ব্যবহারে ভিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়ে।

২০। যে ঈশ্বরের নিকট অপরাধী, সে কাহার নিকট শরণ লইবে।

২১। রাজা ধার্ম্মিক হইলে ন্যায় ও যুক্তির সহিত কার্য্য করিবে ও সাহসের সহিত কথা কহিবে, কিন্তু রাজা অধার্ম্মিক হইলে ন্যায় ও যুক্তির সহিত কার্য্য করিবে না, কিন্তু সাবধানে কথা কহিবে।

২২। জ্ঞানীরা নিজ কার্য্যে পাছে কথা অপেক্ষা হীন হইয়া পড়েন, এই ভয়ে লজ্জিত হইয়া থাকেন।

কন্‌ফুচির সহস্র দোষ ও সহস্র ভ্রম স্বীকার করিয়া লইলেও তিনি যে একজন আদর্শ লোক ছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কোনরূপ ঐশ্বরীক ক্ষমতার দোহাই না দিয়াও চীনেরা যে আজও ইহার উপদেশ পালন করিয়া আসিতেছে, ইহা কম বিস্ময়ের কথা নহে। চীনেরা ইহার প্রতি এই ৬৭।৬৮ পুরুষ অতীত হইতে চলিল—এই দীর্ঘকালেও যেরূপ সমভাবে সম্মান দেখাইয়া আসিতেছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। প্রতি গ্রামে, প্রতি নগরে, ইহার প্রতিমূর্ত্তি ও মন্দির স্থাপিত হইয়াছে। মান্দারিণগণ, দেশের বিজ্ঞগণ এবং স্বয়ং সম্রাট্‌ও ইহার প্রতিমূর্ত্তির পূজা করিয়া থাকেন। ইহার মন্দিরে ধূপ ধুনা, চন্দনকাষ্ঠ ও গুগ্‌গুলু পোড়ান হয়, সম্মুখে পরিষ্কার পাত্রে ফল, ফুল, মদ্য ইত্যাদি রাখিয়া দেওয়া হয়। এই পাত্রে 'হে কন্‌ফুচি! হে আমাদের সম্মানার্হ শিক্ষক! তুমি এইখানে আসিয়া অধিষ্ঠিত হও, আমাদের এই ভক্তির পূজা গ্রহণ কর।" এই কয়টি কথা খোদিত থাকে।

কন্‌ফুচি মানবের ভূত ভবিষ্যৎ পরকাল বা সৃষ্টিতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, বস্তুতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয় লইয়া কোন দিন মীমাংসা করিতে চেষ্টা করেন নাই। তিনি বর্ত্তমানের সেবক ছিলেন, ইহজীবনের উন্নতি অবনতি লইয়াই উপদেশাদি দিয়া গিয়াছেন। ইহার উপদেশ বলেই চীনবাসীরা আজও বর্ত্তমানের উপাসনা করিয়া, ইহজীবনের উন্নতিকালে গা ঢালিয়া মহাসুখে সেই সেকাল হইতে একাল পর্য্যন্ত কাটাইয়া দিতেছে।

কন্যকা (স্ত্রী) কন্যা-কন্‌-পূর্ব্বহ্রস্বশ্চ। কুমারী। স্মৃতিশাস্ত্রে দশমবর্ষবয়স্কা কুমারীকে কন্যকা কহে।

("অষ্টবর্ষা ভবেদ্ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অত ঊর্দ্ধং রজস্বলা॥" মনু।)

২ পরকীয় নায়িকা বিশেষ; পিত্রাদির অধীন থাকায় ইহাদিগকে পরকীয়া কহে, ইহাদের সমুদায় চেষ্টাদিই গুপ্ত। ৩ কন্যা। ৪ ঘৃতকুমারী।

কন্যকাজাত (পুং) কন্যকায়াং অনূঢ়ায়াং জাতঃ। ১ অবিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভজাত।

("কানীনঃ কন্যকাজাতো মাতামহসুতো মতঃ।" যাজ্ঞবল্ক্য।)

২ কর্ণ; কুন্তীর অবিবাহিতাবস্থায় ইহার জন্ম হইয়াছিল। ৩ ব্যাসদেব। [ব্যাস দেখ।]

কন্যকাপতি (পুং) কন্যকায়াঃ পতিঃ, ৬তৎ। জামাতা।

কন্যকুব্জ (ক্লী) কন্যাঃ কুব্জা যত্র। ১ কান্যকুব্জ দেশ। ২ জুনাগড়ের অন্তর্গত একটি তীর্থ। প্রভাসখণ্ডের কোন কোন পুথিতে কর্ণকুব্জ নামে উক্ত হইয়াছে। [কর্ণকুব্জ দেখ।]

কন্যনা (স্ত্রী) কন্যামাচষ্টে, কন্যা-ণিচ্-ভাবে যুচ্। কন্যার নাম।

কন্যলা (স্ত্রী) কন্যং কমনীয়তাং লাতি গৃহ্লাতি, কন্য-লা-ক-টাপ্। কন্যা।

কন্যস (পুং) কষ্টেন সীয়তে অবসীয়তে, কন্য-সী-ঘঞর্থে ক। ১ কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

("রামস্ত কন্যসো ভ্রাতা সুমিত্রা যেন সুপ্রজাঃ।" রামা ৫।৩৩।১৮)

২ (ত্রি) অধম। ৩ অঙ্গুলিপরিমাণ।

কন্যসা (স্ত্রী) কন্যস-টাপ্। কনিষ্ঠা ভগিনী।

কন্যসী (স্ত্রী) কন্যস-ঙীষ্। কনিষ্ঠা ভগিনী।

("অভিজিৎ স্পর্দ্ধমানাতু রোহিণ্যাঃ কন্যসী স্বসা।"
ভারত বন ২৩৯ অঃ ১।)

কন্যা (স্ত্রী) কন-যক্-(অঘ্ন্যাদয়শ্চ। উণ্ ৪।১১১।) টাপ্। ১ দশমবর্ষীয়া কুমারী। ২ অবিবাহিতা স্ত্রী; ভারতেও কন্যা শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছে,—"সকলকেই কামনা করিতে পারে বলিয়া অবিবাহিতা স্ত্রীর নাম কন্যা।" তন্ত্রে নব কন্যার প্রাধান্য কথিত হইয়াছে। যথা—

"নটী কাপালিকী বেশ্যা রজকী নাপিতাঙ্গনা।

ব্রাহ্মণী শূদ্রকন্যা চ তথা গোপালকন্যকা।
মালাকারস্ত কন্যা চ নবকন্যা প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥"
গুপ্তসাধনতন্ত্র ১ম পটল।

নটী, কাপালিকী, বেশ্যা, ধোবানী, নাপিতিনী, ব্রাহ্মণী, শূদ্রকন্যা, গোয়ালিনী ও মালী-কন্যাই নবকন্যা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তন্ত্রের মতে ইহারাই কুলাঙ্গনা। ৩ স্ত্রী মাত্র।

৪ ঘৃতকুমারী। ৫ বড় এলাইচ। ৬ ভূমিকুষ্মাণ্ড। ৭ বন্ধ্যাকর্কোটকী। ৮ মহৌষধি বিশেষ। সুশ্রুত বলেন, ইহার ময়ূর পক্ষের ন্যায় মনোজ্ঞ বারটি পাতা, স্বর্ণবর্ণ ক্ষীর অর্থাৎ আটা, এবং কন্দ হইতে ইহার উৎপত্তি। ৯ মেষাদি দ্বাদশ রাশির অন্তর্গত ষষ্ঠ রাশি। এই রাশি উত্তরফল্গুনী নক্ষত্রের শেষ তিন পাদ, হস্তা নক্ষত্রের সম্পূর্ণ পাদ ও চিত্রার প্রথম ও দ্বিতীয় পাদ, এই সমরে অবস্থিতি করে। ইহার অধিষ্ঠাতৃদেবতা জল মধ্যে নৌকারূঢ়া এবং শস্য ও অগ্নিধারিণী। ইহার অপর নাম পাথেয়। মতান্তরে ইহাকে শীর্ষোদয়া, দিনবলা, পিঙ্গলবর্ণা, দক্ষিণদিক্‌স্বামিনী, বায়ুপ্রকৃতি, শীতলস্বভাবা, শুদ্ধভূমিচারিণী, বৈশ্যবর্ণা, রুক্ষা, স্ত্রধাঙ্গী, খটচ্ছব্দা, অল্পসন্তানা ও অল্পপুংসঙ্গা কহে। এই রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে, বেদশাস্ত্রে শ্রদ্ধাবান্, যথাস্থানে ক্রোধ করিয়াও তজ্জন্য অনুতাপকারী এবং পত্নীর প্রতি সর্ব্বদা বিরস হইয়া থাকে। কন্যা লগ্নে জন্ম হইলে নানা শাস্ত্রে বিশারদ, সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, সৌভাগ্যশালী ও সুরত-প্রিয় হয়।

১০ সুতা, দুহিতা। বিবাহ ব্যতীত কন্যার অন্য সংস্কারকালে বৃদ্ধি শ্রাদ্ধের নিষেধ আছে। ইহাদের নামকরণ, অন্নপ্রাশন ও চূড়াকরণ কার্য্য বিনা মন্ত্রে নিষ্পাদন করিবে। নিষ্ক্রামণ সংস্কার একেবারেই নিষিদ্ধ।

১১ তীর্থ বিশেষ; এই তীর্থে স্নান করিলে সহস্র গো দানের ফল লাভ হয়।

("ততো গচ্ছেত ধর্ম্মজ্ঞ! কন্যাতীর্থমনুত্তমম্।
কন্যাতীর্থে নরঃ স্নাত্বা গোসহস্রফলং লভেৎ ॥"
ভারত ৩।৮৩।১০৪।)

১২ চতুরক্ষরী ছন্দোবিশেষ; এই ছন্দে গ (একটি গুরুবর্ণ) ও ম (তিনটি গুরুবর্ণ) অর্থাৎ চারিটিই গুরুবর্ণ থাকে। ("গ্মৌচেৎ কন্যা।" বৃত্তরত্নাকর।)

কন্যাকা (স্ত্রী) কনৈ্যব, কন্যা-স্বার্থে-কন্, অনুক্তপুংস্কত্বাৎ ন হ্রস্বঃ। ১ কন্যা। ২ কুমারী।

কন্যাকাল (পুং) কন্যায়াঃ কালঃ, ৬তৎ। অবিবাহিতা থাকিবার নিয়মকাল; দশম বৎসর পর্য্যন্ত।

কন্যাকুব্জ (পুং) কন্যাঃ কুব্জা যত্র, বহুব্রী। কান্যকুব্জ দেশ।

কন্যাকূপ (পুং) তীর্থবিশেষ। (ভারত অনু ২৫ অঃ।)

কন্যাগর্ভ (পুং) কন্যায়া গর্ভঃ, ৬তৎ। অবিবাহিতা স্ত্রীর গর্ভ।

কন্যাগিরি। মান্দ্রাজপ্রদেশের নেল্লুর জেলার অন্তর্গত একটি তালুক, সাধারণে কনিগিরি বলে। ইহার পরিমাণফল ১২৬ বর্গ মাইল। অক্ষা ১৫°১´ হইতে ১৫°৩২´ উঃ, এবং দ্রাঘি ৭৯°৯´ হইতে ৭৯°৪৪´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। এইস্থানে দুইটি ফৌজদারী আদালত ও থানা আছে।

ইহার প্রধাননগর—কন্যাগিরি (কনিগিরি) অক্ষা° ১৫°১৩´ উঃ, দ্রাঘি ৭৯°৩২´ পূঃ।

খৃষ্টের দশম শতাব্দীতে গজপতি বংশীয় ককেত রুদ্রুদুর পুত্র কর্ত্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়। খৃঃ ষোড়শ শতাব্দে কৃষ্ণরায় এই নগর আক্রমণ করেন। পূর্ব্বে এখানে ভাল ভাল ঘরবাড়ী ছিল, হায়দারআলী সেই সমস্ত ধ্বংস করিয়া ফেলেন। লোকসংখ্যা ২৮৭৯, তন্মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু।

কন্যাগ্রহণ (ক্লী) কন্যায়া গ্রহণং, ৬তৎ। বিবাহ।

কন্যাট (পুং) কন্যা অটতি অত্র, কনা-অট-আধারে ঘঞ্। বাসগৃহ। (অথ বাসসম্মনি কন্যাটঃ। শব্দাব্ধি।)

কন্যাতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

কন্যাত্ব (ক্লী) কন্যায়া ভাবঃ, কন্যা-ত্ব (তস্যভাবস্তুতলৌ। পা ৫।১।১১৯।) কন্যার ভাব।

কন্যাদান (ক্লী) কন্যায়া দানং বরায় সম্প্রদানম্। পাত্র হস্তে কন্যা সম্প্রদান, কন্যার বিবাহ দেওয়া। অগ্নিপুরাণে কন্যা দানের ফলাফল সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে;— যে ব্যক্তি কন্যার বিবাহকাল উপস্থিত হইলে উপযুক্ত বরকে অলঙ্কৃতা কন্যা প্রদান করে, তাহার শত যজ্ঞফল লাভ হয়। পিতৃপিতামহলোক কন্যাদান কথা শ্রবণ করিলে, সর্ব্বপাপবিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয়।

ব্রাহ্মবিবাহের দ্বারা কন্যা প্রদান করিলে, ব্রহ্মাদি দেবগণ কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে। দিব্য বিবাহের দ্বারা কন্যা সম্প্রদানে সূর্য্যলোকের দ্বার ভেদ করিয়া স্বর্গে গমন করে।

গান্ধর্ব্ববিবাহে কন্যাদানে গন্ধর্ব্বলোক লাভ করিয়া দেবতার ন্যায় চিরদিন ক্রীড়া করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি শুল্ক সহ কন্যা সম্প্রদান করে, সে অনন্তকাল কিন্নর ও গন্ধর্ব্বগণ সহ ক্রীড়া করিতে পারে।

ব্রাহ্মবিবাহে কন্যাদান করিয়া তাহার গৃহে ভোজন নিষিদ্ধ; কেহ মোহবশতঃ ভোজন করিলে তাহাকে নরকে যাইতে হয়। তবে দৌহিত্রের উৎপত্তি হইলে সেখানে

ভোজন করিতে কোনই নিষেধ নাই। বন্ধ্যা কন্যার গৃহে চিরদিনই ভোজন নিষিদ্ধ।

কন্যাদূষণ (ক্লী) কন্যায়া দূষণম্, ৬তৎ। অবিবাহিতা স্ত্রীর ব্যভিচার।

কন্যাধন (ক্লী) কন্যাকালে লব্ধং ধনম্, মধ্যলো°। অবিবাহিতাবস্থার স্ত্রীধন। অধিকারিণীর মৃত্যুতে তাহার সহোদরগণ এই ধনের অধিকারী হইয়া থাকে।

কন্যান্তঃপুর (ক্লী) কন্যায়া অন্তঃপুরম্, ৬তৎ। কন্যার বাসস্থল, অন্তঃপুর মধ্যে যে অংশে রাজকুমারী বাস করে। ("কন্যান্তঃপুরবোধনায় যদধিকারায় দোষানুগম্।" নৈষধ ৪।)

কন্যাপতি (পুং) কন্যায়াঃ পতিঃ, ৬তৎ। জামাতা। (কন্যাপতিস্তু দুহিতুঃ স্বামিনি স্মৃতঃ। শব্দাব্ধি।)

কন্যাপাল (পুং) কন্যাপ্রধানঃ পালঃ, মধ্যলো°। ১ শূদ্র জাতিবিশেষ, পাল নামক বণিক্ জাতি। [পাল দেখ।] ২ কন্যার পতি, জামাতা। ৩ (ত্রি) কন্যার প্রতিপালক।

কন্যাপুত্র (পুং) কন্যায়াঃ পুত্রঃ, ৬তৎ। কন্যার পুত্র, দৌহিত্র।

কন্যাপুর (ক্লী) কন্যায়াঃ পুরম্, ৬তৎ। কন্যার বাড়ী।

কন্যাপ্রদান (ক্লী) কন্যায়াঃ প্রদানং বরায় সম্প্রদানম্। কন্যাদান।

কন্যাভর্ত্তা (পুং) কন্যাভিঃ প্রার্থনীয়ো ভর্ত্তা, মধ্যলো°। ১ কার্ত্তিকেয়, কার্ত্তিকেয় অতিশয় রূপবান্ বলিয়া কন্যামাত্রেই তাঁহার ন্যায় পতিকামনা করে। (৬তৎ) ২ জামাতা।

কন্যাভাব (পুং) কন্যায়া ভাবঃ, ৬তৎ। কন্যাত্ব, কন্যাবস্থা।

কন্যাময় (ত্রি) কন্যা-ময়ট্। ১ কন্যাস্বরূপ। ২ প্রচুর কন্যাবিশিষ্ট অন্তঃপুর।

কন্যারত্ন (ক্লী) কন্যারত্নমিব, উপমি°। শ্রেষ্ঠকন্যা, অসাধারণ রূপবতী বা গুণবতী কন্যা।

কন্যারাম (পুং) বুদ্ধবিশেষ। (কন্যারামো বুদ্ধভেদে। শব্দাব্ধি।)

কন্যারাশি (পুং) কন্যাখ্যঃ রাশিঃ, কর্ম্মধা। রাশিবিশেষ। [কন্যা দেখ।]

কন্যারাশীয় (ত্রি) কন্যারাশেরিদম্, কন্যারাশি-ছ। কন্যারাশি সম্বন্ধীয়।

কন্যাবেদী [ন্] (পুং) কন্যাং দুহিতরং আবিন্দতি, কন্যা-আ-বিদ্-ণিনি। জামাতা। ("কন্যাং কন্যাবেদিনশ্চ পশূন্ মুখ্যান্ সুতানপি।" যাজ্ঞ।)

কন্যাশুল্ক (ক্লী) কন্যায়াঃ শুল্কম্, ৬তৎ। কন্যার মূল্য, বিবাহকালে বরের নিকট যে টাকা লওয়া হয়।

কন্যাশ্রম (ক্লী) তীর্থবিশেষ। এই তীর্থে সংযত হইয়া ব্রহ্মচর্য্য নিষ্ঠার ত্রিরাত্র উপবাস করিলে, শত কন্যালাভ ও অন্তিমে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়।

("ততঃ কন্যাশ্রমং গচ্ছেৎ নিয়তো ব্রহ্মচর্য্যবান্।
ত্রিরাত্রোপষিতো রাজন্ নিয়তো নিয়তাশনঃ।
লভেৎ কন্যাশতং দিব্যং স্বর্গলোকঞ্চ গচ্ছতি॥"
ভারত বন ৮৩ অঃ।)

কন্যাসম্প্রদান (ক্লী) কন্যায়াঃ সম্প্রদানম্, ৬তৎ। কন্যাদান। [কন্যাদান দেখ।]

কন্যাসংবেদ্য (ক্লী) তীর্থবিশেষ, এই তীর্থে নিয়ত নিয়তাশন হইয়া থাকিলে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয় এবং এই স্থানে কন্যার্থ অণুপরিমিত দ্রব্যও দান করিলে তাহা অক্ষয় থাকে।

("কন্যাসংবেদ্য মাসাদ্য নিয়তো নিয়তাশনঃ।
মনোঃ প্রজাপতে র্লোকানাপ্নোতি পুরুষর্ষভ॥
কন্যার্থং যৎ প্রযচ্ছন্তি দানমণ্বপি ভারত।
তদক্ষয়মিতি প্রাহু র্ঋষয়ঃ সংশিতব্রতাঃ॥" ভারত)

কন্যাস্বয়ম্বর (ক্লী) কন্যয়া স্বয়ং ব্রিয়তে যত্র, কন্যা-স্বয়ং-বৃ-খ। কন্যাকর্ত্তৃক স্বয়ং পতিগ্রহণ।

কন্যাহ্রদ (পুং) তীর্থবিশেষ, এই তীর্থে বাস করিলে দেবলোকে গমন করিতে পারে।

("যস্তু কন্যাহ্রদে বাসো দেবলোকং স গচ্ছতি।"
ভারত অনু ২৫ অঃ।)

কন্যাহরণ (ক্লী) কন্যায়া হরণম্, ৬তৎ। কন্যার অভিভাবকদিগের অজ্ঞাতসারে অথবা তাহাদিগের নিকট বল প্রকাশ করিয়া কন্যাগ্রহণ।

কন্যিকা (স্ত্রী) কন্যা এব, কন্যা স্বার্থে কন্ টাপ্ অত ইত্বম্। কন্যা।

কন্যুষ (ক্লী) কন ইন্, কন্যা কান্ত্যা ওষতি ইব। কনি-উষ-ক। হস্তপুচ্ছ, হাতের পোঁছা।

কপ (পুং) কানি জলানি পাতি, ক-পা-ক। ১ বরুণ দেব। ২ অসুরবিশেষ। (ভারত অনু° ১৫৭ অঃ।) ৩ (ত্রি) জলপায়ী।

কপট (পুং, ক্লী) কপ-অটন্; কং সত্যং ব্রহ্মাণমপি পটতি আচ্ছাদয়তি, ক-পট অচ্ বা। ১ মিথ্যা ব্যবহার, কপটতা। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—ব্যাজ, দম্ভ, উপধি, ছদ্ম, কৈতব, কূট, কল্ক, ছল, মিষ, কৈরব, ব্যপদেশ, লক্ষ, নিভ, মায়া, শঠতা, শাঠ্য, কুসৃতি ও নিকৃতি।
২ দনুপুত্র, দানববিশেষ।

কপটচারী [ন্] (ত্রি) কপট-চর-ণিনি। প্রবঞ্চক, যে কপট ব্যবহার করে।

কপটতা (স্ত্রী) কপটস্য-ভাবঃ, কপট তল্-টাপ্ (তস্য ভাব স্বতলৌ। পা ৫।১।১১৯) কপটের ভাব, কাপট্য।

কপটতাপস (পুং) কপটেন তাপসঃ। ছলপূর্ব্বক যে তপস্বী হয়, কপটসন্ন্যাসী।

কপটধারী [ন্] (ত্রি) কপটং ধারয়তি, কপট-ধৃ-ণিনি। কপটযুক্ত।

কপট-পটু (ত্রি) কপটে পটুঃ, ৭তৎ। ১ প্রতারণা করিতে নিপুণ। ২ ইন্দ্রজালকারী।

কপটবচন (ক্লী) কপটপূর্ণং বচনম্। প্রতারণাবাক্য, যে বাক্যের দ্বারা বঞ্চনা করা হয়।

কপটবেশ (ত্রি) কপটো বেশো যস্য, বহুব্রী। ১ ছদ্মবেশী। ২ (পুং) (কর্ম্মধা) ছদ্মবেশ।

কপটবেশী [ন্] (ত্রি) কপটবেশোঽস্যাস্তি, কপটবেশ-ইনি। ছদ্মবেশী।

কপটিক (ত্রি) কপটঃ বিদ্যতে২স্য, কপট-মত্বর্থে ঠন্। কপটবিশিষ্ট।

কপটিনী (স্ত্রী) কপটো ২স্ত্যস্তি, কপট-ইনি-গৌরাদিত্বাৎঙীষ্। চৌড়ানামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ।

কপটী [ন্] (ত্রি) কপটো ২স্ত্যস্তি, কপট-ইনি। প্রতারক, বঞ্চক

কপটী (স্ত্রী) কপ-অটন্-ঙীষ্। পরিমাণবিশেষ; এক আঁকাড়।

কপটেশ্বর। কাশ্মীরস্থ জনপদবিশেষ। এইথানে পাপসূদন নাগের বাস ছিল। ইহাই রাজতরঙ্গিনীবর্ণিত পাপসূদন-তীর্থ। (রাজতরঙ্গিণী ৩১। ৩২।) এই স্থান কোটহার পরগণার অন্তর্গত ইস্‌লামাবাদের নিকট।

কপটেশ্বরী (স্ত্রী) কমিব শুভ্রঃ পটঃ বসনং তত্তুল্যং ফলং ঈষ্টে, ক-পট-ঈশ-করপ্-ঙীপ্। শ্বেত কণ্টকারী। [কণ্টকারী দেখ।]

কপন (পুং) কপ-ল্যু। ১ কম্পন। ২ ঘুণাদি কীট।

কপর্দ্দ (পুং) পর্দ্ধ পুরণে-ভাবে ক্বিপ্-বলোপঃ (রাৎলোপঃ। পা ৬।৪।২১।) ইতি। পর্ পূর্ত্তি, কস্য গঙ্গাজলস্য পরা পূরণেন দাপয়তি শুদ্ধ্যতি; ক-পর্-দৈপ-ক (আতোঽনুপ সর্গে। পা ৩।২।৩) ১ শিবজটা। ২ কড়ি।

(কপর্দ্দঃ খণ্ডপরশো র্জটাজুটে বরাটকে। মেদিনী।)

কপর্দ্দক (পুং) কপর্দ্দ-কন্। ১ বরাটক, কড়ি। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—বরাট, কপর্দ্দ, বরাটিকা, চরাচর, চর, বর্গ্য, বালক্রীড়ক।

বাঙ্গালায় কড়ি বা কৌড়ি, হিন্দীও গুজরাটীতে কৌড়ি, তামিলে 'কপর্দি', তৈলঙ্গে 'গবল', সিংহলে 'সিক্কো', মলয়ে 'বেয়া', পারস্যে 'খরমোহর', আরব্যে 'বুদা', ইংরাজীতে 'কৌরি', (Cowrie), ফরাসীরা 'কোরিস্' বা 'বৌগেস্' (Coris, Cauris, or Bouges), ওলন্দাজেরা 'কন্রিস্' বা 'শ্লাঙ্গেনহুফ্জেস্' (Kanris, Slangenhoofdges), রোমকেরা 'কোরি' বা 'পোর্শেলানো' (Cori, Porcellanc), জর্ম্মনেরা 'কন্রিস্' (Kanris), স্পেনীয়রা 'সিক্কে' বা 'বুসিওস্' (Siqueyes, Bucios), পর্ত্তুগীজেরা 'বুসিওস্' বা 'জিম্বোস্' (Zimbos,) দিনেমার, সুইস্ ও রুষেরা 'কৌরিস্' (Kauris) কহে।

কড়ি সামুদ্রিক জীব। পৃথিবীর নানাস্থানে নানাপ্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সকলেই একজাতীয়। এই জাতিকে ইংরাজীতে সাইপ্রিডি (Cypræidæ) বলে।

ইহারা একসঙ্গী অর্থাৎ আপনাপনি সঙ্গমদ্বারা সন্তানোৎপাদন করে, ইহাদের স্ত্রীপুরুষ বলিয়া বিভিন্নতা নাই। এই জাতির মাথা স্বতন্ত্র ভাবে বাহিরে থাকে, তৎসঙ্গে দুই পার্শ্বে দুইটি কোণাকার রেখাযুক্তস্থান উহাই ইহাদের স্পর্শ ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কাজ করে, তাহারই বাহিরে দুই পার্শ্বে দুইটি অতি ক্ষুদ্র চক্ষু আছে।

এই জীবের তিন অবস্থা। প্রথম বা বাল্যাবস্থায় বহিরাবরণ স্বচ্ছ, পিঙ্গলবর্ণ ও অতিমসৃণ দেখায়, আবরণে তিনটি করিয়া ভ্রাম্রিমা রেখা টানা থাকে। দ্বিতীয় বা যৌবনাবস্থায় কড়ি অনেকটা স্বাভাবিক আকার প্রাপ্ত হয়, এই সময়ে কড়ির বহিরোষ্ঠ পুরু হইয়া আসে, কিন্তু তখনও বহিরাবরণ তেমন কঠিন হয় না। তৃতীয় বা পূর্ণাবস্থায় কড়ির বহিরাবরণ অত্যন্ত কঠিন হয়, আবরণের গাত্রে ফিটকি ফিট্‌কি বিন্দু দেখিতে পাওয়া যায়। শ্রেণী অনুসারে বর্ণও পরিস্ফুট হয়।

রাজনির্ঘণ্টের মতে, কড়ি ৫ প্রকার। ১—যে কড়ি দেখিতে সোণার মত, তাহার নাম সিংহী। ২—ধূম্রবর্ণা কড়ির নাম ব্যাঘ্রী। ৩—যে কড়ির উপরিভাগে পীত ও নিম্নভাগে শ্বেতবর্ণ তাহার নাম মৃগী। ৪—কেবল শ্বেত কড়ির নাম হংসী। ৫—যে কড়ি বেশী বড় নয় তাহার নাম বিদণ্ডা।

পাশ্চাত্য প্রাণীতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে কড়ি জাতি তিন প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। ১ম, যে শ্রেণীর বহির্বারণ অতি মসৃণ, মেরুদণ্ড (Columella) অত্যন্ত বিস্তৃত তাহাকে সাইপ্রিয়া (Cypræa) বলে। এই শ্রেণীতে অনেক প্রকার কড়ি আছে। তন্মধ্যে ১ গোলকড়ি (Cypræa Mappa) ২ ছুচোকড়ি (C. Talpa.) ৩ ঘেচি কড়ি (C. Cicercula), ৪ খুদে কড়ি (C. Childreni) প্রভৃতি সাইপ্রিয়া শ্রেণীর অন্তর্গত।

গোলকড়ি ভারতমহাসাগরে পাওয়া যায়, এই কড়ি কোনটা গোলাপী, কোনটা কাল ও কোনটা বা নেবুর রঙের মত হয়। মরিচসহরে একপ্রকার মুগের স্তায় বর্ণবিশিষ্ট কড়ি দেখা যায়, তাহা দেখিতে অতিসুন্দর। ছুঁচোকড়ির গঠন দেখিতে অনেকটা ছুঁচার মত, মধ্যের দাঁতগুলি কটা অথবা কাল।

দ্বিতীয় শ্রেণীর কড়িকে আরিসিয়া (Aricia) বলে। এদেশে যে কড়ি বাজারে ও দোকানে দ্রব্যাদির মূল্যরূপে ব্যবহৃত হয়, তাহা এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম সাইপ্রিয়া মোনেটা (Cypræa moneta)। এই কড়ি অতি পূর্ব্বকাল হইতে এদেশে সামান্ত মুদ্রার পরিবর্ত্তে চলিত হইয়া আসিতেছে। এদেশে এখন কুড়ি গণ্ডা কড়িতে এক পয়সা গণনা করে। এখনকার অপেক্ষা পূর্ব্বে কড়ির বেশী আদর ও অধিক মূল্য ছিল।

ভাস্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—

"বরাটকানাং দশকদ্বয়ং যৎ
সা কাকিনী তাশ্চ পণশ্চতস্রঃ।
তে ষোড়শ দ্রম্য ইহাবগম্যো
দ্রম্যৈস্তথা ষোড়শভিশ্চ নিষ্কঃ॥" লীলাবতী।

২০ কড়িতে ১ কাকিনী, ৪ কাকিনীতে ১ পণ, ১৬ পণে ১ দ্রম্য, ১৬ দ্রম্যে ১ নিষ্ক।

রঘুনন্দনের প্রায়শ্চিত্ততত্ত্বের মতেও ৮০ কড়িতে ১ পণ। যথা—

"অশীতিভির্ব্বরাটকৈঃ পণ ইত্যভিধীয়তে।
তৈঃ ষোড়শৈঃ পুরাণং স্যাদ্রজতং সপ্তভিস্তু তে॥"

পূর্ব্বে এবং এখনও দক্ষিণায় কড়ি দেওয়া যায়, শুদ্ধিতত্ত্বে লিখিত আছে—

"হতমশ্রোত্রিয়ং দানং হতো যজ্ঞস্বদক্ষিণঃ।
তস্মাৎ পণং কাকিনীং বা ফলং পুষ্পমথাপি বা।
প্রদদ্যাৎ দক্ষিণাং যজ্ঞে তথা স সফলো ভবেৎ॥"

পূর্ব্বে আফ্রিকায়ও কড়ি মুদ্রারূপে প্রচলিত ছিল।

এখন কড়ি ক্রমশঃই শস্তা হইয়া পড়িতেছে। ১৮৪০ খৃঃ অব্দে এক টাকায় ২৪০০ কড়ির অধিক পাওয়া যাইত না, কিন্তু এখন এক টাকায় প্রায় ৬০০০ কড়ি পাওয়া যায়।

৩য় শ্রেণীর কড়ির নাম নেরিয়া (Naria) এই শ্রেণীর কড়ির শিরদাঁড়া সরু, দাঁতগুলি তীক্ষ, বহিরাবরণ অতি চিক্কণ হয়। এই শ্রেণীতে নানা আকারের কড়ি দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ডিমের মত একপ্রকার কড়িই অধিক বড় হয়। মুক্তার ন্যায় ছোট ছোট কড়িও এই শ্রেণীর অন্তর্গত। চীনদেশে ও আফ্রিয়াটিকসাগরে লম্বা লম্বা কড়ি পাওয়া যায়, এখানকার লোকে দেখিলে তাহা কড়ি বলিয়া কিছুতে চিনিতে পারে না। এই কড়ি দেখিতে সাপুড়েদিগের বংশীর ন্যায়।

বৈদ্যক মতে—ইহার গুণ কটু, তিক্ত, উষ্ণ এবং কর্ণশূল, ব্রণ, গুল্ম, শূল ও নেত্রদোষনাশক। (রাজনির্ঘণ্ট)

২ মহাদেবের জটা।

(কপর্দকো বরাটে চ জটাজুটে শিবস্য চ। শব্দার্থ।)

কপর্দ্দিকা (স্ত্রী) কপর্দ্দক-টাপ্-অতইত্বম্। কড়ি।
("মিত্রাণ্যমিত্রতাং যান্তি যস্য নস্যুঃ কপর্দ্দিকাঃ।" পঞ্চতন্ত্র।)

কপর্দ্দিগিরি। পঞ্জাবের য়ুসফজৈ জেলার অন্তর্গত একটি স্থান। ইহার বর্ত্তমান নাম শাহবাজগড়ি। এখানে বৌদ্ধরাজ অশোকের অনুশাসন পত্র পাওয়া গিয়াছে।

কপর্দ্দিনী (স্ত্রী) কপর্দ্দিন্-ঙীপ্। জটাধারিণী।
("মৃণালব্যালবলয়া বেণীবন্ধকপর্দ্দিনী।
হরাতুকারিণী পাতু লীলয়া পার্ব্বতী জগৎ॥" সাহিত্য দ।)

কপর্দ্দিস্বামী [ন্] (পুং) আপস্তম্বীয় শুল্বসূত্রের ভাষ্যকার।

কপর্দ্দী [ন্] (পুং) কপর্দ্দো জটাজুটোঽস্যাস্ত, কপর্দ্দ-ইনি। ১ শিব। ২ (ত্রি) জটাযুক্ত।

কপর্দ্দীশ (পুং) কাশীস্থ শিবলিঙ্গবিশেষ।
("কালেশ্বরকপর্দ্দীশৌ চরণাবতিনির্ম্মলৌ।" কাশী ৩৩ অঃ।)

কপল (ক্লী) [বৈদিক] ১ অর্দ্ধাংশ। ২ বর্দ্ধমানের একটি গ্রাম। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ৭। ৩২।)

কপাট (ত্রি) কং বায়ুং মস্তকং বা পাটয়তি, ক-পট-ণিচ্-অণ্। দ্বারের আবরণকারী কাষ্ঠখণ্ডবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—অরর, কবাট, কপাটী, কবাটী, অররী, অররি, দ্বারকণ্টক, অসার।

বিশ্বকর্ম্মপ্রকাশনামক বাস্তশাস্ত্রে লিখিত আছে—

"যদ্বারৌতি কপাটং বৈ তস্য বংশক্ষয়ো ভবেৎ।" ৭ম অঃ।

যাহার গৃহের কপাটে খ্যান্ খ্যান্ শব্দ হয়, তাহার বংশক্ষয় হইয়া থাকে।

কপাটঘ্ন (পুং) কপাটং হন্তি কপাট-হন্-টক্ (শক্তৌ হস্তি কপাটয়োঃ। পা ৩।২।৫৪।) চোর, ডাকত। (কপাটঘ্নশ্চৌরঃ। কাশিকা।)

কপাটসন্ধি (পুং) কপাটং সন্ধীয়তে অত্র, কপাট-সম্-ধা-কি। উভয় কপাটে বা কপাটে চৌকাটে মিলিত স্থান।

কপাটসন্ধিক (পুং) সুশ্রুতোক্ত কর্ণরোগবিশেষ। [কর্ণরোগ দেখ।]

কপাটিকা (স্ত্রী) কপাট স্বার্থে কন্-টাপ্-অত ইত্বম্। কপাট।

কপাটোদ্ঘাটন (ক্লী) কপাটস্য উদ্ঘাটনম্, ৬তৎ। কপাট খোলা।

কপাল (পুং, ক্লী) কং মস্তকং পালয়তি, ক-পালি-অণ্; কপি-কালন্ বা (তমিবিশিবিডিমৃণিকুলিকর্পিপলিপঞ্চিভ্যঃ কালন্। উণ্ ১। ১১৭।) ১ মস্তকের অস্থি, মাথার খুলি। [কঙ্কাল দেখ।] ২ ললাটদেশ। ৩ অদৃষ্ট। ৪ কর্পর, খাপরা, খোলা। ৫ যে দুইভাগ মৃত্তিকা দ্বারা ঘটাদি নির্ম্মিত হয়। ৬ ভিক্ষাপাত্র। ৭ মৃত্তিকাপাত্র। ৮ কুষ্ঠরোগবিশেষ। এই কুষ্ঠ কৃষ্ণ বা অরুণ বর্ণ, কপালতুল্য, রূক্ষ, কর্কশ, তনু ও তোদ অর্থাৎ সূচীবেধের ন্যায় বেদনাবিশিষ্ট। ৯ পুরোডাশ, যজ্ঞীয় ঘৃত। ১০ সমূহ। ১১ অণ্ডাদির অবয়ব। ("কুক্কুটাণ্ডকপালানি সুমনোমুকুলানি চ।" সুশ্রুত।)

কপালতীর্থ। তীর্থবিশেষ। এইখানে বেধনাশন নামক ঈশ্বরমূর্ত্তি আছে। (প্রভাসখণ্ড § ১৩০। ২। ৪।)

কপালনালিকা (স্ত্রী) কপালস্য সূত্রসংঘস্য নালিকা, ৬তৎ। তর্কু, টেকো।

কপালপাণি (ত্রি) কপালে পাণির্যস্য, বহুব্রী। যে ললাট দেশে হাত দিয়া আছে।

কপালভৃৎ (পুং) কপালং ভিক্ষাপাত্রং ব্রহ্মকপালং বা বিভর্ত্তি, কপাল-ভৃ-ক্বিপ্-তুক্ চ। শিব। (কপালভৃৎ পুমান্ শম্ভৌ। শব্দাব্ধি)

কপালমালী [ন্] (পুং) কপালানাং মালা বিদ্যতে হস্য কপাল-মালা-ইনি। শিব।

কপালমোচন (ক্লী) কপাল-মুচ-ল্যুট্। ১ কাশীস্থ তীর্থবিশেষ। (কাশীখণ্ড ৩১ অঃ।) কাহারও মতে, রামচন্দ্র দণ্ডকারণ্যে কোন রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিলে, সেই মস্তককপাল মহোদর নামক ঋষির উরুদেশে বিদ্ধ হয়, পরে তিনি অন্যান্য মুনিগণের উপদেশানুসারে ঔশনসতীর্থে স্নান করিলে তথায় ঐ কপাল পতিত হয়, তজ্জন্য সেই স্থানের নাম কপালমোচন। ২ অম্বালার পূর্ব্বস্থিত একটি পুণ্যতীর্থ। এখানকার তীর্থজলে স্নান করিলে অশেষপুণ্য লাভ হয়। এখানে প্রাচীন গুপ্তরাজগণের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে।

কপালশিরা [স্] (পুং) কপালং শিরসি যস্য, বহুব্রী। মহাদেব।

কপালসন্ধি (পুং) কপালয়োঃ সন্ধিঃ, মধ্যলো°। মস্তকাস্থিতে যে সকল মিলনস্থান আছে।

কপালস্ফোট (পুং) কপালস্য স্ফোটঃ, ৬তৎ। ১ মাথা খোড়া। ২ রাক্ষসবিশেষ।

কপালাধিকরণ (ক্লী) মীমাংসাদর্শনোক্ত অধিকরণবিশেষ। মীমাংসাসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথমপাদে এই বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। দর্শপৌর্ণমাসপ্রকরণীয় শ্রুতিতে লিখিত আছে—

"কপালেষু পুরোডাশং শ্রপয়তি।"

দর্শ ও পৌর্ণমাস যাগের অঙ্গীভূত পুরোডাশ কপালে পাক করিবে এবং সেই প্রকরণে অন্যশ্রুতিতে উক্ত আছে—

"পুরোডাশকপালেন তুষানুপবপতি।"

পুরোডাশজকপালদ্বারা তুষ পরিত্যাগ করিবে।

এই দুই শ্রুতিদ্বারা সংশয় হইতেছে যে পুরোডাশ পাক ও তুষ পরিত্যাগ, এই উভয়ই কপালের প্রয়োজক কি কেবল পুরোডাশ পাক? এই সংশয় দ্বারা উভয়ই কপালের প্রয়োজক, যেহেতু একের প্রয়োজকত্ব নিশ্চায়ক কোনও বিশেষ হেতু দৃষ্ট হয় না। এই পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত করা যাইতেছে—

"অর্থাভিধানকর্ম্ম চ ভবিষ্যতাসংযোগস্য তন্নিমিত্তত্বাত্তদর্থোহি বিধীয়তে"। মীমাংসা সূঃ ৪। ১। ২৬।

"অর্থাভিধানং প্রয়োজনসম্বন্ধমভিধানং যস্য যথা পুরোডাশকপালং ইতি, পুরোডাশার্থং কপালং পুরোডাশকপালং। কথমেতদবগম্যতে? পুরোডাশস্তাবৎ তস্মিন্ কালে নাস্তি। যেন বর্ত্তমানঃ সম্বন্ধঃ কপালেন স্যাৎ, তেনৈব হেতুনা ন ভূতঃ, স এষ কপালস্য পুরোডাশেন ভবিষ্যতা সম্বন্ধঃ, ভবিষ্যতা সম্বন্ধশ্চ তন্নিমিত্তস্য ভবতি। তস্মাৎ পুরোডাশেন প্রযুক্তং যৎকপালং তেন তুষা উপবপ্তব্যাঃ—ইতি এবঞ্চ সতি চরৌ পুরোডাশাভাবে যদা তুষানুপবপ্তুং কপালমুপাদীয়তে নতৎ পুরোডাশকপালং স্যাৎ, নচেৎ, ন তেন তুষা উপবপ্তব্যা ভবন্তি। তস্মাৎ ন তুষোপবাপঃ কপালানাং প্রযোজকঃ প্রযোজকস্তু শ্রপনং ইতি—" শবরভাষ্য।

"পুরোডাশকপালেন তুষানুপবপতি" এই শ্রুতি বাক্যে, যে পুরোডাশকপালের অভিধান হইয়াছে, তাহা প্রয়োজনবিশিষ্ট পুরোডাশই প্রয়োজন, যে সময়ে তুষ পরিত্যাগ করা হয়, সেই সময়ে পুরোডাশ উৎপন্ন হয় না এবং তৎপূর্ব্বেও হয় নাই, কিন্তু পরে হইবে, অতএব ভাবি পুরোডাশের সহিত কপালের সম্বন্ধ এই শ্রুতি দ্বারা বুঝিতে হইবে ভবিষ্যৎবস্তুর সম্বন্ধ, সেই বস্তুর নিমিত্তই থাকে (পুরোডাশরূপ ভবিষ্যৎ বস্তুর সম্বন্ধ বর্ত্তমান কপালে আছে)। পুরোডাশের জন্য আনীত কপাল, ইহাই পুরোডাশকপাল শব্দের অর্থ। সুতরাং শব্দ দ্বারাই বুঝাইয়া-

তেছে যে পুরোডাশই কপালের প্রযোজক, তুষপরিত্যাগ কপালের প্রযোজক নহে। মীমাংসাদর্শনের মতে যে কার্য্যের জন্ত যাহাকে উপাদান করা যায়, সেই কার্য্যকে তাহার প্রযোজক বলা হইয়া থাকে। এই স্থলে পুরোডাশপাকের জন্ত কপালের উপাদান হইয়াছে বলিয়া কপালের প্রযোজক পুরোডাশ হইবে। যদি পুরোডাশই কপালের প্রযোজক এই সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে পুরোডাশার্থ আহৃত কপালদ্বারা তুষপরিত্যাগ করিবে, যে যাগে পুরোডাশ হয় না, সেই যাগে যদি তুষ পরিত্যাগের জন্ত কপালের উপাদান করা হয়, তবে তাহা পুরোডাশ-কপাল হইবে না, যেহেতু এই যাগে পুরোডাশ নাই বলিয়া পুরোডাশের জন্ত কপাল আনীত হয় নাই, কেবল তুষ পরিত্যাগের জন্ত কপাল আনীত হইয়াছে। অতএব পুরোডাশের জন্ত যদি কপাল আনীত না হয়, তাহা হইলে ঐ কপালদ্বারা যাগাঙ্গ তুষ পরিত্যাগ করিবে না ইহাই এই অধিকরণের সিদ্ধান্ত স্থিরীকৃত হইল।

কপালি (পুং) কং ব্রহ্ম শিরঃ পালয়তি, ক-পাল-ইন্। মহাদেব।

কপালিকা (স্ত্রী) কপাল-কন্-টাপ্ অত ইত্বম্। ১ খাপরা, খোলা। ২ ঘটাদির উত্তম মৃত্তিকাখণ্ড। ৩ দন্তরোগবিশেষ।

সুশ্রুতোক্ত এই রোগের লক্ষণ—

"দলন্তি দন্তবল্কানি যদা শর্করয়া সহ।
জ্ঞেয়া কপালিকা সৈব দশনানাং বিনাশিনী॥"

শর্করা নামক দন্তরোগের পর শর্করাসকল দন্ত হইতে খসিয়া পড়িবার কালে দন্তের বল্কও দলিত হইয়া বিনষ্ট হইয়া যায়। এই রোগের নাম দন্তশর্করা। [চিকিৎসাদি দন্তরোগে দেখ।]

কপালিনী (স্ত্রী) কপালিন্-ঙীপ্। দুর্গা। (কর্ণমোটী মহাগন্ধা ভৈরবী চ কপালিনী। হেম ২।১২০।)

কপালী [ন্] (পুং) কপালোঽস্ত্যস্তি, কপাল-ইনি। ১ মহাদেব। ২ জাতিবিশেষ, এই জাতি তীবরের ঔরসে ব্রাহ্মণকন্যাগর্ভে উৎপন্ন। (পরাশরপদ্ধতি।) ৩ (ত্রি) কপালবিশিষ্ট। ৪ ভাগ্যবান্। ৫ যোগিবিশেষ।

("কপালী বিন্দুনাথশ্চ কাকচণ্ডীশ্বরাহ্বয়ঃ।" হঠযোগদীপিকা।)

৬ উপাসকসম্প্রদায়বিশেষ। [কাপালিক দেখ।]

কপালেশ্বর (পুং) ১ শিব। ২ উড়িষ্যার একটি প্রাচীন গ্রাম, মহানদীর উত্তরকূলে কটকের কিছু দূরে অবস্থিত। এখানে 'কপালেশ্বর' নামে পুরাতন দুর্গ আছে।

কপি (পুং) কম্পি-ই-নলোপশ্চ (কুঠিকম্পোর্নলোপশ্চ। উণ্ ৪। ১৪৩। কুঠি ও কপি ধাতুর উত্তর ই প্রত্যয় হয়, এবং তাহার কিৎ ভাব ও ধাতুর ন লোপ হয়।) ১ বানর। ২ শিলারস। ৩ মধুসূদন। ৪ আমলকী। ৫ কহ্লরবিশেষ। ৬ রক্তচন্দন। ৭ বরাহ। ৮ পিঙ্গলবর্ণ। (ত্রি) ৯ পিঙ্গলবর্ণযুক্ত।

(দেশজ, সম্ভবতঃ ক'বেজ শব্দের অপভ্রংশ) একপ্রকার গাছ। (Brassica Oleracea) এই গাছ য়ুরোপ হইতে ভারতবর্ষে আনীত হয়। বাঙ্গালায় এখন তিনপ্রকার কপির চাষ হয়, ফুলকপি (Cauliflower), বাধাকপি (Wild Cabbage) ও ওলকপি (Brassica campestris)। য়ুরোপের নানাস্থানে এই সকল কপি দেখিতে পাওয়া যায়। তথায় আরও ৫।৬ প্রকার কপি আছে। বাঙ্গালার লোকেরা পূর্ব্বোক্ত তিন প্রকার কপিই খাইয়া থাকে। উদ্ভিদ্‌বেত্তাগণের মতে শালগ্রাম গাজর প্রভৃতি এই কপিজাতীয়। [শালগ্রাম, গাজর দেখ।]

কপিকচ্ছু (স্ত্রী) কপীনামপি কচ্ছু র্যস্যাঃ, বহুব্রী। বৃক্ষবিশেষ, আলকুশী। [আলকুশী দেখ।]

কপিকচ্ছুফলোপমা (স্ত্রী) কপিকচ্ছুফলস্ত উপমা যত্র, বহুব্রী। জতুকালতা।

কপিকচ্ছুরা (স্ত্রী) কপিভ্যোঽপি কচ্ছুং কণ্ডুং রাতি দদাতি, কপি-কচ্ছু-রা-ক। আলকুশী।

কপিকন্দুক (ক্লী) কপি-কদি-উক, অন্তোলোপঃ, কস্ত শিরসঃ পিকন্দুকং অস্থি বা। মস্তকের অস্থি, মাথার খুলি। (কপিকন্দুকং শিরোঽস্থি। শব্দার্থি।)

কপিকা (স্ত্রী) কপির্বরাহ ইব কায়তি প্রকাশতে কৃষ্ণত্বাৎ, কপি-কৈ-ক-টাপ্। নীলসিন্দুবার বৃক্ষ, নীলনিসিন্দা গাছ। [নিসিন্দা দেখ।]

কপিকেতন (পুং) কপির্হনুমান্ কেতনে যস্ত, বহুব্রী। ১ অর্জ্জুন। "বাস্তপূর্ব্বমিদং বাক্যমব্রবীৎ কপিকেতনঃ।" ভারত আশ্ব° ৮২ অ.।) ২ (কর্ম্মধা) কপিচিহ্নিত ধ্বজ।

কপিকোলি (পুং) কপীনাং প্রিয়ঃ কোলিঃ, মধ্য° লো°। কুলবিশেষ, শেয়াকুল।

কপিচূড়া (স্ত্রী) কপীনাং চূড়াইব, উপমি°। আমড়া গাছ। [আমড়া দেখ]

কপিচূত (পুং) কপীনাং চূত ইব, (তেষামতিপ্রিয়ত্বাৎ)। আমড়া।

কপিজ (পুং) কপিভ্যো জায়তে, কপি-জন্-ড। ১ শিলারস। ২ (ত্রি) বানর-জাত।

কপিজঙ্ঘিকা (স্ত্রী) কপেঃ বানরস্ত জঙ্ঘা ইব জঙ্ঘা যস্যাঃ, সংজ্ঞায়াং কন্। তৈলপিপীলিকা, তেলাপোকা, আরসুলা।

কপিঞ্জল (পুং) কপিরিব জবত্তে বেগেন গচ্ছতি, কং প্রতি-শব্দং পিঞ্জয়তি বা (পৃষোদরাদিত্বাৎ)। ১ চাতকপক্ষী; সুশ্রুত মতে ইহার মাংস গুণ; শীতল, লঘু, রক্তপিত্তনাশক, এবং শ্লৈষ্মিক রোগ ও মন্দবায়ুতে উপকারী। ২ তিত্তিরি পক্ষী। (অথ তিত্তিরৌভাৎ কপিঞ্জলঃ পুমান্ মতঃ। শব্দাব্ধি।) ইহার মাংস গুণ;—সর্ব্বদোষনাশক, ধারক, বর্ণের প্রসন্নতা-কারক, এবং হিক্কা শ্বাস ও বায়ুরোগনাশক। গৌর তিত্তিরি অন্যান্য তিত্তিরি অপেক্ষা অধিক গুণশালী। (সুশ্রুত)। ৩ তেজল নামক পক্ষিবিশেষ। ৪ ঋষিকুমার বিশেষ; বাণভট্ট রচিত কাদম্বরী উপাখ্যানে ইনি শ্বেত-কেতু ঋষির পুত্র ও পুণ্ডরীকের বন্ধু বলিয়া বর্ণিত আছেন।

কপিঞ্জলন্যায় (পুং) যে ন্যায় দ্বারা বহুত্বকে ত্রিত্ব সংখ্যায় পর্য্যবসিত করা যায়, তাহাকে কপিঞ্জল ন্যায় বলে।

বেদে একটি শ্রুতি আছে,—

"বসন্তায় কপিঞ্জলানালভেত" অর্থাৎ "বসন্ত-যাগের নিমিত্ত বহুকপিঞ্জলের হনন করিবে।" এইশ্রুতিদ্বারা কতগুলি কপিঞ্জল-হননের বিধি দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রথম দৃষ্টিতে স্পষ্ট বুঝা যায় না। কারণ, ত্রিত্ব হইতে পরার্দ্ধত্ব পর্য্যন্ত সকল সংখ্যাতেই বহুত্ব বুঝায়। "প্রথমোপস্থিত-পরিত্যাগে প্রমাণাভাবাৎ"—জৈমিনীর এই সূত্রানুসারে এখানে এই "বহুত্বে" বৈদিক তাৎপর্য্য "ত্রিত্ব" বুঝিতে হইবে; তাহা না বুঝিলে বেদে অপ্রামাণ্যাপত্তি ঘটে; কারণ, "ত্রিত্ব" হইতে "পরার্দ্ধত্ব" পর্য্যন্ত সকল সংখ্যাতেই যখন "বহুত্ব আছে, তখন "বহু কপিঞ্জল" কতগুলিতে হইবে তাহা নির্ণয় করিতে না পারিয়া লোকে নিশ্চয়ই বেদে প্রবৃত্তি-শূন্য হইয়া পড়িবে। মীমাংসাকার এই বিরোধের সুন্দরমীমাংসা করিয়াছেন।

"প্রথমোপস্থিতত্ত্বাৎ"। মীমাংসা সূঃ।

ত্রিত্বের উৎপত্তি হইলে ত্রিত্ব সহিত একত্ব জ্ঞান দ্বারা চতুষ্টের উৎপত্তি হয়, সুতরাং চতুষ্ট প্রভৃতি সংখ্যা জন্মিবার পূর্ব্বে নিয়মতঃ ত্রিত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় বলিয়া ত্রিত্ব সংখ্যাতেই বেদবোধ্য বহুত্ব পর্য্যবসন্ন অর্থাৎ বেদে যে যে স্থলে বহুত্বের বোধ হইবে, সেই সকল স্থলে প্রথমোপস্থিতত্ব হেতু ত্রিত্ব গ্রহণ করা যাইতে পারিবে। যাঁহাদের মতে ত্রিত্ববিশিষ্ট একত্বজ্ঞান চতুষ্টের কারণ নয়, তাঁহাদের মতেও ত্রিত্বতেই বহুত্বের পর্য্যবসান স্বীকার করিতে হইবে। এই মতে একত্বত্রয় বিষয়ক জ্ঞান ত্রিত্বের কারণ এবং একত্ব চতুষ্টয় বিষয়ক জ্ঞান চতুষ্টের কারণ এইরূপ স্বীকার করা হয়, সুতরাং বহুত্বকে ত্রিত্বের অন্তর্গত বলিলে তৎকারণ একত্ব জ্ঞানের লাঘব হইবে। যদি চতুষ্ট্যাদি সংখ্যাতেও বহুত্ব পর্য্যবসিত হয় তাহা হইলে একত্ব চতুষ্টয় জ্ঞানচতুষ্টের কারণ হওয়াতে গৌরব হয়, একত্ব চতুষ্টয় জ্ঞান অপেক্ষা একত্বত্রয় জ্ঞানে লঘুত্ব থাকাতে তজ্জন্য ত্রিত্বেই বেদবোধ্য বহুত্বের পর্য্যবসান হইবে, তাহা হইলে বহুত্ব জ্ঞান করা সুসাধ্য হইবে না। যদি বহুত্ব জ্ঞান হয়, তাহা হইলে বহু-কপিঞ্জলহননে প্রবৃত্তির আর অজ্ঞান-নিবন্ধন বাধা হইবে না, সুতরাং বেদের অপ্রামাণ্যাশংকা হইতে পারে না।

কপিতৈল (ক্লী) শিলারস।

("সিহ্লাকস্তু তুরষ্কঃ স্যাৎ যতো যবনদেশগঃ।

কপিতৈলঞ্চ সংখ্যাতং তথাচ কপিনামকঃ॥" ভাবপ্র।)

কপিত্থ (পুং) কপিস্তিষ্ঠতি ফলপ্রিয়ত্বাৎ যত্র, কপি-স্থা-ক (পৃষোদরাদিত্বাৎ) সলোপঃ। ১ কদ্‌বেল। [কদ্‌বেল দেখ।] ২ কুশদ্বীপেশ্বর রাজা জ্যোতিষ্মতের পুত্র; (বিষ্ণু ২য় অঃ। ৪ অঃ।)

কপিত্থত্বক্ (ক্লী) কপিত্থস্য ত্বগিব ত্বক্ যস্য, বহুব্রী। এলবালুক, [এলবালুক দেখ।]

কপিত্থপর্ণী (স্ত্রী) কপিত্থস্য পর্ণমিব পর্ণং পত্রং যস্যাঃ, বহুব্রী। বৃক্ষবিশেষ ইহার সাধারণ নাম 'কপিথানী'। সংস্কৃত পর্য্যায়—বিরাজা, সুরসা ও চিত্রপত্রিকা।

কপিত্থাষ্টক (ক্লী) বৈদ্যকোক্ত অতীসাররোগের ঔষধ-বিশেষ;—জোয়ান, পিপুলমূল, দারুচিনি, এলাইচ, তেজ-পাত, নাগেশ্বর, শুঁট, মরিচ, চিতা, বালা, কৃষ্ণজীরা, ধনিয়া ও সচললবণ, ইহাদের প্রত্যেকে এক একভাগ; তিন্তিড়ী, ধাইফুল, পিপুল, বেলশুঁট ও দাড়িম, ইহাদের প্রত্যেকে ৩ ভাগ, চিনি ৬ ভাগ, কদ্‌বেল ৮ ভাগ, এই সকল একত্র মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অতীসার, গ্রহণী, ক্ষয়রোগ, গুল্ম, গলরোগ, কাস, শ্বাস, অরুচি ও হিক্কা রোগ নিবারিত হয়।

কপিত্থাস্য (পুং) কপিত্থবৎ গোলাকারং আস্যং মুখং যস্য, বহুব্রী। ১ বানরবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—গোলা-ঙ্গুল, দধিশ্রোণ ও মগাটন। ২ মৃগবিশেষ।

কপিত্থিনী (স্ত্রী) কপিত্থো হব্যস্য দেশে, কপিত্থ-ইন্ (পুষ্ক-রাদিভ্যো দেশে। পা ৫।২।১৩৫।) ঙীষ্। ১ কপিত্থযুক্ত দেশ। ২ কপিত্থপর্ণী।

কপিত্থিল (ত্রি) কপিত্থ-কাশাদিত্বাৎ ইল (বুঞ্‌ছণ্ কঠজিল-সেনিরঢঞ্‌ণ্য য ফক্‌ফিঞ্‌ঞ্যকক্ ঠকোঽরীহণকৃশাশ্বর্ষ্য-কুমুদকাশেতি। পা ৪।২।৮০।) কপিত্থযুক্ত দেশাদি।

কপিধ্বজ (পুং) কপি র্হনুমান্ ধ্বজে যস্য, বহুব্রী। অর্জ্জুন। (ভারত বন ১৫১ অঃ।)

কপিনামক (পুং) কপিনামন্—স্বার্থে কন্। শিলারস। ("কপিতৈলঞ্চ সংখ্যাতং তথাচ কপিনামকঃ।" ভাব প্র।)

কপিনামা [ন্] (পুং) কপের্নামেব নাম যস্যাঃ বহুব্রী। শিলারস।

কপিপিপ্পলী (স্ত্রী) কপিবর্ণা রক্তা পিপ্পলীব, উপমি। ১ রক্ত অপামার্গ। ২ সূর্য্যাবর্ত্তবৃক্ষ।

কপিপ্রভা (স্ত্রী) কপিঘপি প্রভো নিজগুণপ্রসারো যস্যাঃ বহুব্রী। ১ আলকুশী। ২ অপামার্গ। (কপিপ্রভা স্ত্রিয়াং মতা অপামার্গে। শব্দাব্ধি।)

কপিপ্রভু (পুং) কপীনাং হনুমদাদীনাং প্রভু র্নিয়ন্তা, ৬তৎ। ১ রামচন্দ্র। ২ বালি। ৩ সুগ্রীব।

কপিপ্রিয় (পুং) কপীনাং প্রিয়ঃ, ৬তৎ। ১ আমড়া। ২ কদ্‌বেল।

কপিভক্ষ (ত্রি) কপীনাং ভক্ষঃ, ৬তৎ। ১ বানরদিগের ভক্ষ্য বস্তু। ২ (পুং) কদলী, ইহা বানরের অতি প্রিয় খাদ্য।

কপিরক (পুং) কপিল-স্বার্থে কন্-লস্য-রত্বম্ (সংজ্ঞাছন্দসো র্বাকপিলকাদীনাম্। পা ৮। ২। ২৮, বার্ত্তিক ৩।) কপিল বর্ণ, পিঙ্গলবর্ণ।

কপিরথ (পুং) কপি র্হনুমান্ রথইব বাহনো যস্য, বহুব্রী। ১ রামচন্দ্র। ২ (কপিঃ রথে যস্য) অর্জ্জুন।

কপিরোমফলা (স্ত্রী) কপীনাং রোম ইব রোমফলে যস্যাঃ, মধ্যলো°। আলকুশী; ইহার ফলে বানরের লোমের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ শূক দ্বারা আবৃত।

কপিল (পুং) কম্-ইলচ্-পাদেশশ্চ (কমেঃ পশ্চ। উণ্ ১।৫৬) কম্ ধাতুর উত্তর ইলচ্ প্রত্যয় হয়, এবং অন্তে অর্থাৎ মএর-স্থানে প আদেশ হয়।) ১ পিঙ্গলবর্ণ। ২ অগ্নি। ৩ কুকুর। ৪ শিলারস। ৫ মহাদেব। ৬ বিষ্ণু। ৭ সর্পবিশেষ। ৮ দানব-বিশেষ। ৯ বরুণবৃক্ষ। ১০ (ত্রি) পিঙ্গলবর্ণযুক্ত। ১১ (পুং) মুনি-বিশেষ। ইহার পিতার নাম কর্দ্দম ও মাতার নাম দেবহূতি, ইনিই সাঙ্খ্যদর্শন-প্রণেতা।

সাঙ্খ্যাচার্য্য কপিল একজন অতি প্রাচীন ঋষি ছিলেন, বেদের উপনিষদ্‌ভাগে তাঁহার নাম পাওয়া যায় *। তিনি সিদ্ধর্ষিগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাই ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন—

"গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ।"

গীতা ১০। ২৬।

আমি গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধগণের মধ্যে কপিল মুনি।

ভাগবতে লিখিত আছে—"কপিল ভগবানের পঞ্চম অবতার, মহাযোগী কর্দ্দমের ঔরসে দেবহূতির গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মকালে আকাশে বর্ষণশীল মেঘ হইতে নানাবিধ বাদ্য বাজিয়া উঠিল, গন্ধর্ব্বগণ নৃত্য করিতে লাগিল, এবং অপ্সরাগণ আনন্দে গীত আরম্ভ করিল, আকাশ হইতে পক্ষীগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল, দিক্, জল ও সর্ব্বপ্রাণীর মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। স্বয়ং ব্রহ্মা কর্দ্দমাশ্রমে আগমন করিলেন। তিনি কর্দ্দমকে জানাইয়া কহিলেন, হে মুনে! তোমার এই বালকটি সাক্ষাৎ ঈশ্বর, ইনি সিদ্ধগণের অধীশ্বর এবং সাঙ্খ্যাচার্য্য কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া লোকে 'কপিল' নাম প্রাপ্ত হইবেন। ইনি জ্ঞানসাধন সাঙ্খ্যশাস্ত্র উপদেশ করিবার নিমিত্ত এই অবতার গ্রহণ করিয়াছেন।

কপিল আপন পিতা কর্দ্দম ও মাতা দেবহূতিকে জ্ঞান উপদেশ দিয়াছিলেন। দেবহূতি স্ত্রীলোক হইলেও পুত্রের নিকট তত্ত্বকথা শুনিয়া জ্ঞান ও জীবন্মুক্তি লাভ করেন।"

ভাগবতে দেবহূতিকে উপদেশচ্ছলে কপিল কর্ত্তৃক সাঙ্খ্যমত বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু এই মত কপিল মত হইতে অনেকটা বিভিন্ন। ভাগবতোক্ত কপিল মত এইরূপ—

যে সকল ইন্দ্রিয় প্রকাশাত্মক, যাহাদের দ্বারা শব্দস্পর্শাদি বিষয় অনুভূত হয়, সত্ত্বমূর্ত্তি ভগবানের প্রতি তাহাদিগের যে স্বাভাবিক বৃত্তি, তাহাকেই নিষ্কামা ভাগবতী ভক্তি বলে, শুদ্ধসত্ত্ব পুরুষের পক্ষে তাহা মুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কিন্তু ইন্দ্রিয়-গণের ঐ বৃত্তি আপনা হইতে হয় না, বেদবিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মিলে পর হয়। ঐ প্রকার ভক্তি হইলে ক্রমে মুক্তিও হইয়া পড়ে। ঈশ্বর যাহার আত্মবৎ প্রিয়, পুত্রবৎ স্নেহের পাত্র, সখার ন্যায় বিশ্বাসভাজন, গুরুর ন্যায় উপদেষ্টা, বন্ধুর ন্যায় হিতকারী, ইষ্টদেবের ন্যায় পূজ্য অর্থাৎ যাহারা সর্ব্বতোভাবে ভগবানের ভজনা করে, তাহাদের কাল কিছুই করিতে পারে না।

প্রতিলোমবুদ্ধিবিশিষ্ট যে আত্মা, তিনিই পুরুষ; সেই পুরুষ অনাদি ও নির্গুণ এবং প্রকৃতি হইতে ভিন্ন। পুরুষ কেবল সাক্ষীস্বরূপ। তিনি আপনি প্রকাশ পান, এই বিশ্ব তাহার সহিত সমন্বিত হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন। সেই পুরুষের নিকট বিভুর শক্তিরূপা অব্যক্তগুণময়ী প্রকৃতি লীলাবশতঃ উপনতা হইলে তিনি অজ্ঞানক্রমে তাহাকে

* "ঋষিং প্রসূতং কপিলং যস্তমগ্রে জ্ঞানৈর্বিভর্ত্তি।" শ্বেতাশ্বতর ৫। ২। প্রসূত কপিল ঋষিকে যিনি সর্ব্বপ্রথমে জ্ঞানদ্বারা পোষণ করেন।

গ্রহণ করিয়া থাকেন। ঐ প্রকৃতি আপনার গুণদ্বারা আপনার সমানরূপ বিচিত্র প্রজা সৃষ্টি করিতে থাকেন। নিজে অবিশেষ অথচ বিশেষের আশ্রয় যে প্রধান, তাহার নাম প্রকৃতি। ঐ প্রধান ত্রিগুণ, অতএব তাহা অব্যক্ত অর্থাৎ অকার্য্য, সুতরাং মহত্তত্ত্বও নহে, কার্য্য ও জীবনস্বরূপ নিত্য অর্থাৎ জীবের প্রকৃতিও নয়। উক্ত প্রধানের কার্য্যস্বরূপ চতুর্বিংশতিগণ আছে, যথা—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চ মহাভূত, গন্ধতন্মাত্র, রসতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র, শব্দ তন্মাত্র এই পঞ্চ তন্মাত্র; চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, ঘ্রাণ, ত্বক্, বাক্ পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই দশ ইন্দ্রিয়। মনঃ, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত এই চারি অন্তরিন্দ্রিয়। যদিও অন্তঃকরণই অন্তরিন্দ্রিয়, কিন্তু বৃত্তিভেদে উক্ত চারিপ্রকার প্রভেদ হইয়া থাকে। এই চতুর্বিংশতিতত্ত্বই সগুণ ব্রহ্মের সন্নিবেশ স্থান। এতদ্ভিন্ন কাল পঞ্চবিংশতত্ত্ব।

নিষ্কাম ধর্ম্ম, নির্ম্মল মনঃ, ভক্তিযোগ, তত্ত্বদর্শিজ্ঞান, প্রবল বৈরাগ্য, তপোযুক্ত যোগ, এবং দৃঢ়তর আত্মসমাধি এই সকল দ্বারা পুরুষের প্রকৃতি ক্রমে ক্রমে অরণিকাষ্ঠের ন্যায় জ্বলিয়া শেষে তিরোহিত হইতে পারে। পুরুষের প্রকৃতি এইরূপে একবার গেলে আর তাহা চাপিয়া উঠে না। তখন পুরুষ বোধ করেন, ইহার ভোগ ভুক্ত হইয়াছে। পুরুষ জন্মজন্মান্তরে অধ্যাত্মরত হইয়া যখন তাহার আর ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি বিষয়েও বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং ভগবানের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তিমান্ হইয়া আত্মতত্ত্ব জানিতে পারে, তখন কৈবল্য ধামে দেহাতিরিক্ত সদাশ্রয় স্বরূপ পরমানন্দ লাভ করেন। তখন লিঙ্গশরীর নাশ হওয়ায় আনন্দলাভ করিয়া পুনর্ব্বার আর তাহাকে নিবৃত্ত হইতে হয় না, আত্মজ্ঞানবলে মিথ্যা জ্ঞান সকলও বিনষ্ট হইয়া যায়।"

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—ভাগবতোক্ত কপিলমতের সহিত সাঙ্খ্যসূত্রের মত অনেকটা স্বতন্ত্র। এখন দেখা যাউক, তিনি সাঙ্খ্যসূত্রে কি মত প্রকাশ করিয়াছেন—

বস্তুমাত্রেই সৎ অর্থাৎ কোন বস্তুরই উৎপত্তি কিম্বা বিনাশ নাই। বস্তুর আবির্ভাব হইলেই আমরা তাহা উপলব্ধি করি এবং তিরোভাব হইলে আর উপলব্ধি হয় না। আবির্ভাবের পূর্ব্বেও বস্তুর সত্তা স্বীকার করিতে হয়। তাহা না করিলে একমাত্র উপাদান হইতে সকলকার্য্য উৎপন্ন অসৎকার্য্যবাদিমতে উপাদান মৃত্তিকার সহিত ঘটের যেরূপ সম্বন্ধ ছিল না, সেইরূপ পটের সহিতও উক্ত মৃত্তিকার সম্বন্ধ নাই। সম্বন্ধ না থাকিলেও যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘট উৎপন্ন হয়, সেইমত পটও মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে। যদি উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্যকে সৎ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে মৃত্তিকা হইতে পটোৎপত্তির আপত্তি হইতে পারে না, যেহেতু মৃত্তিকার সহিত পটের কোন সম্বন্ধ নাই, যাহার সহিত যাহার কোন বিশিষ্ট সম্বন্ধ নাই, তাহা হইতে তাহার উৎপত্তি হয় না। ঘটের সহিত উৎপত্তির পূর্ব্বেও মৃত্তিকার সম্বন্ধ আছে বলিয়া ঘটের মৃত্তিকা হইতে উৎপত্তি হয়। যদি উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য অসৎ হয়, তাহা হইলে মৃত্তিকারূপ সৎকারণের সহিত অসৎ ঘটরূপ কার্য্যের সম্বন্ধ হইতে পারে না। সুতরাং অসৎকার্য্যবাদিমতে ঘটসংসর্গশূন্য মৃত্তিকা হইতে যেমন ঘটের উৎপত্তি হয় সেই মত অসম্বদ্ধমৃত্তিকা হইতে পটের উৎপত্তি হইতে বাধা কি? অথবা মৃত্তিকার সহিত সংসর্গ নাই বলিয়া যেমন মৃত্তিকা হইতে পট উৎপন্ন হয় না, সেই মত মৃত্তিকার সহিত সম্বন্ধ নাই বলিয়া মৃত্তিকা হইতে ঘটেরও উৎপত্তি হইতে পারে না। উক্ত যুক্তিদ্বয়ই সৎকার্য্যবাদ স্থাপনের প্রধানতম যুক্তি।

উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের সত্তা স্বীকার করিলে উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের প্রত্যক্ষ হয় না কেন? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না। কারণ মহর্ষি কপিলের মতে কার্য্যমাত্রই উৎপত্তির পূর্ব্বে কারণে অব্যক্তাবস্থায় ডিম্বস্থিত সর্পের মত অবস্থান করে, ডিম্ব হইতে বাহির হইবার পূর্ব্বে যেমন সর্পকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, সেই কারণ হইতে অভিব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে কার্য্যকেও প্রত্যক্ষ করা যায় না।

কপিল পদার্থের সংখ্যা করিয়াছেন বলিয়া তৎকৃত দর্শনসূত্রের নাম সাঙ্খ্যসূত্র। [সাঙ্খ্য দেখ।] সেই পঁচিশটি পদার্থ এই—প্রকৃতি (১), মহত্তত্ত্ব (২), অহঙ্কার (৩), মন (৪) শব্দতন্মাত্র (৫), স্পর্শতন্মাত্র (৬), রূপতন্মাত্র (৭), রসতন্মাত্র (৮), গন্ধতন্মাত্র (৯), চক্ষুঃ (১০), কর্ণ (১১), নাসিকা (১২), জিহ্বা (১৩), ত্বক্ (১৪), বাক্ (১৫), পাণি (১৬), পাদ (১৭), পায়ু (১৮), উপস্থ (১৯), আকাশ (২০), বায়ু (২১), তেজঃ (২২), জল (২৩), ক্ষিতি (২৪), আত্মা (২৫)। যে সময়ে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের কোন কার্য্যকারিতা থাকে না, সেই সময় উপলক্ষিত উক্ত ত্রিগুণকে প্রকৃতি বলে, এই প্রকৃতির প্রথম কার্য্য বুদ্ধিতত্ত্ব, বুদ্ধিতত্ত্বকেই মহত্তত্ত্ব বলে। বুদ্ধিতত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, অহঙ্কার হইতে শব্দ প্রভৃতি তন্মাত্র ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়াছে। পঞ্চতন্মাত্র হইতে পঞ্চ মহাভূতের (শব্দতন্মাত্র হইতে আকাশ, স্পর্শ হইতে বায়ু, রূপ হইতে তেজ, রস হইতে জল, গন্ধ হইতে ক্ষিতির) উৎপত্তি হইয়াছে। আত্মা নিত্য স্বপ্রকাশ ও নির্ব্বিকার, সুখ

দুঃখপ্রভৃতি কিছুই তাহাকে স্পর্শ করে না। যখন অন্তঃকরণের বুদ্ধিতত্ত্বের সুখ ও দুঃখাকার বৃত্তি হয়, সেই সময়ে অন্তঃকরণের সহিত আত্মার অভেদ জ্ঞান হয় বলিয়া অন্তঃকরণের সুখ ও দুঃখাদি আত্মাতে অনুভূত হয়। যেমন কোন বৃক্ষে মনুষ্য বলিয়া ভ্রম হইলে মনুষ্যের হস্ত মস্তকাদি জ্ঞান বৃক্ষেতে হইয়া থাকে, সেইরূপ অন্তঃকরণের সহিত আত্মার অভেদ জ্ঞান হইলে অন্তঃকরণের ধর্ম্ম সুখ ও দুঃখাদি আত্মাতে অনুভূত হইয়া থাকে।

কপিল তিনটি প্রমাণ স্বীকার করেন প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ। ইন্দ্রিয় দ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার করণকে প্রত্যক্ষ প্রমাণ বলে। ঘটাদি বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ হইলে অন্তঃকরণে বিষয়াকার পরিণাম উৎপন্ন হয়, সেই পরিণাম অত্যন্ত নির্ম্মল, তাহাতে স্বপ্রকাশ আত্মা প্রতিবিম্বিত হয়, তখনই বিষয় সকলকে অনুভব করিয়া থাকে। ব্যাপ্তি জ্ঞান জন্য জ্ঞানকে অনুমিতি বলে, অনুমিতির করণই অনুমান প্রমাণ। যে হেতু সাধ্যের অব্যভিচারী, (সাধ্যশূন্য স্থান থাকে না), সেই হেতুতে সাধ্যের যে সামান্যাধিকরণ্য (সাধ্যাধিকরণে সেই হেতুর যে অস্তিত্ব) তাহাকে ব্যাপ্তি বলে। যাহাকে সাধন করিতে হইবে, তাহাকে সাধ্য বলে, যেমন 'পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ' এখানে পর্ব্বতে বহ্নিকে সাধন করিতে হইবে বলিয়া বহ্নিই সাধ্য। যাহা দ্বারা সাধ্যের সাধন করা হয়, তাহাকে হেতু বলে, যেমন ধূম, ধূম দেখিয়াই পর্ব্বতে বহ্নির সাধন করা হইয়া থাকে। বহ্নিশূন্য স্থানে ধূম থাকে না, কিন্তু বহ্নির অধিকরণে ধূমের অস্তিত্ব আছে, অতএব ধূমে বহ্নির ব্যাপ্তি থাকিতে কোনও বিরোধ নাই। শব্দদ্বারা যে জ্ঞান হয় সেই জ্ঞানের করণকে শব্দপ্রমাণ বলে। কপিল বৈদান্তিকের মত এক জীববাদী নহেন। তিনি বলেন, সকলের এক জীবাত্মা স্বীকার করিলে রামের সুখ হইলে শ্যামও সেই সুখাদি অনুভব করিতে পারে। নৈয়ায়িকাদির মত সাংখ্য পণ্ডিতগণ আত্মাতে দুঃখ ও সুখ স্বীকার করে না, বিষয়েই তাঁহারা সুখ ও দুঃখ স্বীকার করেন, যদি বিষয়ে সুখ ও দুঃখ না থাকিত, তাহা হইলে অভিলষিত বিষয় প্রাপ্তিমাত্র সুখ ও অনভিলষিত বিষয় দ্বারা দুঃখ হইত না। অভিলষিত বিষয়ে সত্ত্বগুণের উদ্ভব হইলেই সুখ হয় এবং রজোগুণের উদ্ভব হইলেই দুঃখ হয়।

কপিল সাংখ্যসূত্রে বেদের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। সাংখ্যসূত্রমতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে ঈশ্বরকে জগতের কর্ত্তা বলিতে হইবে, তাহা হইলে বিষম সৃষ্টিকারী ঈশ্বর মনুষ্যের মত পক্ষপাতী হইয়া পড়েন। একজনকে সুখী ও অপরকে দুঃখী করা কোন মতেই ঈশ্বরের উচিত হইতে পারে না, যে হেতু ঈশ্বর সকলের নিকটেই সমান। যেমন অয়স্কান্তমণির লৌহ আকর্ষণ করিবার প্রবৃত্তি চেতন-সম্বন্ধ না থাকিলেও হইয়া থাকে, সেই মত চৈতন্যময় ঈশ্বরের সম্বন্ধ না থাকিলেও অচেতন প্রকৃতির সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্তি হইতে পারে। কপিল বলেন যে, অন্তঃকরণ যখন প্রকৃতিতে লীন হইবে, তখনই পুরুষের মুক্তি হয়। যতকাল পর্য্যন্ত অন্তঃকরণ থাকিবে, ততকাল পুরুষের মুক্তি হইবে না।

ইহারই কোপানলে সগরবংশ ধ্বংশ হইয়াছিল; কেহ কেহ বলেন সগরবংশনাশক কপিল স্বতন্ত্র। ১২ বিতথপুত্র। ১৩ বসুদেবপুত্র। ১৪ কুশদ্বীপের পর্ব্বতবিশেষ। (ভাগবত ৫।২০।১৫)

কপিল। ব্রাহ্মণসম্প্রদায়বিশেষ। ইহারা আপনাদিগকে কপিলবংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দেন। সুরাট, বরোচ ও জম্বুসরে কপিলব্রাহ্মণেরা বাস করেন।

কপিলক (ত্রি) কপ-ইনন্-স্বার্থে কন্। ১ কম্পান্বিত। ২ (পুং) (কপিল-স্বার্থে কন্) পিঙ্গলবর্ণ।

কপিলক্ষেত্র। নর্ম্মদা ও মহীসাগরের মধ্যবর্ত্তী উপকূল। স্কন্দপুরাণোক্ত রেবাখণ্ড মতে ইহা অতি পুণ্যস্থল। [কপিলাসঙ্গম দেখ।]

কপিলগঙ্গিকা (স্ত্রী) কপিলগঙ্গা; কামরূপস্থ নদীবিশেষ। (কালিকাপু° ৭৯।১৪৯) ইহার বর্ত্তমান নাম কপিলী।

কপিলদেব (পুং) স্মৃতিশাস্ত্রবিশেষের প্রণেতা।

কপিলদ্যুতি (পুং) কপিলা রক্তা পিঙ্গলবর্ণা বা দ্যুতির্যস্য, বহুব্রী। সূর্য্য।

কপিলদ্বীপ। পবিত্র তীর্থবিশেষ। এখানে ভগবানের অনন্তমূর্ত্তি বিরাজ করেন। (নারসিংহপু° ৬৫।৭) [কপিলক্ষেত্র দেখ।]

কপিলদ্রাক্ষা (স্ত্রী) কপিলা কপিলবর্ণা দ্রাক্ষা, কর্ম্মধা। দ্রাক্ষাবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—মৃদ্বীকা, গোস্তনী, কপিলফলা, অমৃতরসা, দীর্ঘফলা, মধুবল্লী, মধুফলা, মধূলী, হরিতা, হারহারা, সুফলা, মৃদ্বী, হিমোত্তরা, পথ্যিকা, হৈমবতী, শতবীর্য্যা ও কাশ্মরী। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ;—মধুর, শীতল, হৃদ্য, মত্ততা জন্য হর্ষপ্রদ এবং দাহ, মূর্চ্ছা, জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা ও হৃল্লাস (বমনবেগ) নিবারক।

কপিলদ্রুম (পুং) কপিলঃ কপিলবর্ণো দ্রুমঃ, মধ্যলো°। কাক্ষীনামক সুগন্ধিকাষ্ঠবিশেষ।

কপিলধারা (স্ত্রী) কপিলানাং ধারা দুগ্ধধারা ইব শুক্লা ধারা

যস্যাঃ, কপিলানাং দুগ্ধধারাভিঃ সম্ভূতা নির্ম্মলা ধারা যস্যাঃ ইতি বা, আকারস্য হ্রস্বত্বং (ঙ্যাপোঃ সংজ্ঞা ছন্দসো বহুলম্। পা ৬।৩।৬৩।) ১ গঙ্গা। ২ তীর্থবিশেষ। (কাশী ৭২ অঃ।) ৩ (৬ তৎ) কপিলা গাভীর দুগ্ধধারা।

কপিলফলা (স্ত্রী) কপিলং ফলং যস্যাঃ, বহুব্রী। দ্রাক্ষা।

কপিলমত (ক্লী) কপিলস্য মুনের্ম্মতম্, ৬তৎ। কপিলমুনির মত, সাংখ্যদর্শনের মত।

কপিলমুনি (পুং) খুলনা জেলাস্থ একটি গ্রাম। কপোতাক্ষ (কবদক) নদীর তটে অবস্থিত। পূর্ব্বকালে কপিলনামক এক জন সাধু এইখানে কপিলেশ্বরী নামে এক দেবীমূর্ত্তি স্থাপন করেন, তাঁহারই নামানুসারে এই স্থানের নাম কপিলমুনি হইয়াছে। চৈত্রমাসের বারুণীর দিন কপিলেশ্বরী দেবীর মহোৎসব হয়, সেই সময় এখানে মেলা হইয়া থাকে, সেই দিন এখানকার কপোতাক্ষনদীতে স্নান ও দেবীদর্শন করিলে অশেষ পুণ্য লাভ হয়, তদুপলক্ষে নানাস্থান হইতে তীর্থযাত্রীগণ আগমন করেন। এখানে জাফর আলী নামক একজন মুসলমান পীরের সুন্দর মসজিদ্ আছে।

অক্ষা° ২২° ৪১´ উঃ, দ্রাঘি ৮৯°২১´ পূঃ।

কপিললিঙ্গ। মেঘনা নদীর পূর্ব্বধারে প্রায় দুইহাজার হাত দূরে, নবপালের নিকট অবস্থিত লিঙ্গবিশেষ। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ১৯।৪২।)

কপিলবস্তু (ক্লী) প্রাচীন নগরবিশেষ।

শাক্যরাজগণের রাজধানী এবং শাক্যসিংহের জন্মস্থান। বৌদ্ধগ্রন্থপাঠে জানা যায়, বুদ্ধদেবের সময়ে এখানে বিস্তর লোকের বাস ছিল, সুন্দর রাজপ্রাসাদ, মনোহর উদ্যান, অসংখ্য সুরম্য হর্ম্ম্যাবলী নগরের স্থানে স্থানে শোভাবর্দ্ধন করিত, তৎকালে কপিলবস্তুতে নানাদেশীয় লোকের বসবাস ছিল। [শাক্য দেখ।]

প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক ফা‍হিয়ান্ ও হিউএন সিয়ং কপিলবস্তু দর্শনে আগমন করেন। উঁহারা ক্রমান্বয়ে 'কিআ বো-লো-বে' ও 'কি-পি-লো-ফ-সু-সে-তি' নামে এইস্থানের উল্লেখ করিয়াছেন।

হিউএন্ সিয়ঙের বর্ণনায় জানা যায় যে, কপিলবস্তু একটি ক্ষুদ্র রাজ্য, ইহার পরিমাণফল প্রায় ৬০০ মাইল (৪০০০ লি)। উক্ত পরিব্রাজকের সময়ে কপিলবস্তুর অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়াছিল। পূর্ব্বে যে যে স্থান সমৃদ্ধিশালী ছিল, তাহারা আসিয়া দেখেন সেই স্থান জনমানবশূন্য মরুপ্রায় পড়িয়া আছে। এমন কি তৎকালে শাক্যরাজধানী কপিলবস্তুনগরের পূর্ব্বশ্রী এককালে বিলুপ্ত হইয়াছিল। নগরের প্রাচীন ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাসাদ সকল ভগ্ন অথবা বিধ্বস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারই নিকট হীনযান-মতাবলম্বীদিগের একটি সঙ্ঘারাম ছিল, এ ছাড়া হিন্দুদিগের দুইটি দেবমন্দির ছিল। প্রাসাদের মধ্যস্থলে শুদ্ধোদনরাজের প্রস্তরমূর্ত্তি, তাহারই অনতিদূরে বুদ্ধজননী মায়াদেবীর অন্তঃপুর ছিল। এ ছাড়া নগরের আশে পাশে অনেকগুলি স্তূপও দৃষ্ট হইত।

বর্ত্তমান ফৈজাবাদ হইতে ঘর্ঘরা ও গণ্ডকী নদী মধ্যবর্ত্তী স্থান এবং ঐ দুইনদীর সঙ্গমস্থান পর্য্যন্ত চীনপরিব্রাজক বর্ণিত কপিলবস্তুরাজ্য বলিয়া অনুমিত হয়। ফৈজাবাদ হইতে ২৫ মাইল উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত বস্তিজেলার অন্তর্গত মনসুরনগর পরগণার সামীল ভুইলা নামক স্থানই প্রাচীন কপিলবস্তু নগর বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে। এখন সকলে তাহাকে 'ভুইলা তাল' বলে। [কপিলবস্তুর বিস্তৃত বিবরণ Cunningham's Arch. Survey of India, Vol. xii. p. 83-172. দেখ।]

কপিলশিংশপা (স্ত্রী) কপিলা পিঙ্গলবর্ণা শিংশপা, কর্ম্মধা। শিংশপা বৃক্ষবিশেষ। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—কপিলা, পীতা, সারিণী, কপিলাক্ষী, ভস্মগর্ভা ও কুশিংশপা। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ,—তিক্ত, শীতবীর্য্য এবং আমবাত, পিত্ত, জ্বর, বমন ও হিক্কানাশক। [শিংশপা দেখ।]

কপিলসংহিতা (স্ত্রী) উপপুরাণবিশেষ। ইহাতে উৎকলদেশের তীর্থসমূহের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

কপিলস্মৃতি (স্ত্রী) কপিলপ্রণীতা স্মৃতিঃ, মধ্যলো°। সাংখ্যশাস্ত্র। বেদার্থানুভব ও মুনিপ্রণীত বলিয়া সাংখ্য শাস্ত্রের স্মৃতিত্ব স্বীকার করা হয়।

("কপিল স্মৃতেরনবকাশদোষমাশঙ্ক্য মানবাদিস্মৃত্যন্তরানবকাশদোষাৎ সাঙ্খ্যমতং প্রত্যাখ্যাতম্।"

'স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গইত্যাদি সাঙ্খ্য।' সাঙ্খ্য সূ°-ভাষ্য।

কপিলা (স্ত্রী) কপিলো বর্ণোঽস্যাস্তি, কপিল-অর্শআদিত্বাৎ অচ্-টাপ্। ১ পুণ্ডরীকনামক দিগ্গজের পত্নী। ২ ভস্মগর্ভশিংশপাবৃক্ষ। ৩ রেণুকানামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ।

(রেণুকা রাজপুত্রী চ নন্দিনী কপিলা দ্বিজা।
ভস্মগন্ধা পাণ্ডুপুত্রী স্মৃতা কৌন্তী হরেণুকা॥ রাজবল্লভ।)

৪ স্বর্ণবর্ণা গাভীবিশেষ। ৫ দক্ষকন্যা। ৬ গুহকন্যা। ৭ কামধেনু। ৮ শিংশপা। ৯ রাজনীতি। ১০ কামরূপস্থ নদীবিশেষ। (কালিকাপু° ৮১ অঃ।)

১১ মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত একটি নদী, এই নদীর সহিত নর্ম্মদানদী মিলিত হইয়াছে।

"আপগা কপিলা নাম যুষ্টা ব্রহ্মর্ষিবৈবতৈঃ।
নর্ম্মদাসঙ্গম তত্র রুদ্রাবর্ত্তঃ প্রকীর্ত্তিতঃ ॥" রেবাখণ্ড ২৬ অঃ।
কপিলা ও নর্ম্মদা নদীর সঙ্গমস্থানকে রুদ্রাবর্ত্ত বলে। [কপিলাবর্ত্ত দেখ।] রেবাখণ্ডমতে এইখানে স্নান করিয়া মহেশ্বরের পূজা করিলে অক্ষয়স্বর্গ লাভ হয়। ১২ তীর্থবিশেষ। ১৩ শ্যামলতা। ১৪ বিশালদেশের অন্তর্গত গ্রামবিশেষ। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ৪৯। ১৯)

১৫ (ত্রি) কপিলবর্ণযুক্ত।

কপিলাক্ষী (স্ত্রী) কপিলং কপিলবর্ণং অক্ষি ইব পুষ্পং যস্যাঃ। ১ মৃগের্ব্বারু। ২ কপিলশিংশপা।

কপিলাচার্য্য (পুং) কপিলঃ কপিলনামা আচার্য্যঃ, কর্ম্মধা। ১ কপিল ঋষি। ২ বিষ্ণু।

("মহর্ষিঃ কপিলাচার্য্যঃ কৃতজ্ঞো মেদিনীপতিঃ।" বিষ্ণুসং।)

কপিলাঞ্জন (পুং) কপিলং অঞ্জনং যত্র, বহুব্রী। শিব, মহাদেব।

কপিলাতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ; এইতীর্থে ব্রহ্মচারী হইয়া স্নান এবং পিতৃলোক ও দেবতার অর্চনা করিলে, সহস্র কপিলা গাভীদানের ফললাভ হয়। (ভারত। ৩। ৮৩। ৪৫)

কপিলাদান (ক্লী) কপিলায়া দানং ৬তৎ। কপিলাগাভী দান। মৎস্যপুরাণোক্ত কপিলাদানের মন্ত্র;—

"কপিলে! সর্ব্বভূতানাং পূজনীয়া হসি রোহিণী।
তীর্থদেবময়ী যস্মাৎ অতঃ শান্তিং প্রযচ্ছ মে ॥"

ঘণ্টা, চামর, কিঙ্কিনী, দিব্যবস্ত্র ও হেমদর্পণ-ভূষিতা, পয়স্বিনী, সুশীলা, তরুণী ও বৎসযুক্তা কপিলা প্রদান করা উচিত। এই দানে স্বর্গলাভ হইয়া থাকে।

কপিলাপুর। দক্ষিণাপথের নগরবিশেষ। (রেবাখণ্ড ১৭। ৬) সম্ভবতঃ নর্ম্মদানদীতীরে অবস্থিত।

কপিলাবট (পুং) কপিলয়া কৃতো হবটঃ গর্ত্তঃ। তীর্থবিশেষ। (ভারত বন ৮৪। ২৮।)

কপিলাবর্ত্ত। বরোচজেলার অন্তর্গত নর্ম্মদা ও কপিলা নদীর সঙ্গমস্থান। স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডমতে ইহার নাম রুদ্রাবর্ত্ত।

কপিলাশ্ব (পুং) কপিলাঃ কপিলবর্ণা অশ্বা যস্য বহুব্রী। ১ ইন্দ্র। ২ রাজবিশেষ। ৩ সূর্য্যবংশীয় কুবলয়াশ্বের পুত্র।

(কপিলাশ্বঃ পুংসি শক্রে। শব্দাব্ধি।)

কপিলাসঙ্গম। কপিলা ও নর্ম্মদানদীর সঙ্গম স্থান। এইখানে স্নান করিলে অশেষ পুণ্যলাভ হয়। ইহার নিকট অনেক পবিত্র তীর্থ আছে। (রেবা খণ্ড ১৩ অঃ।) বর্ত্তমান বরোচ জেলার অন্তর্গত।

কপিলাহ্রদ (পুং) তীর্থবিশেষ। (ভারত বন ৮৪ অঃ)

কপিলিকা (স্ত্রী) কপিলা-সংজ্ঞায়াং কন্-টাপ্ অতইত্বম্। শত পদীবিশেষ, কান কোটারিবিশেষ।

("শতপদ্যস্তু পরুষা কৃষ্ণা চিত্রা কপিলিকা পীতিকা রক্তা শ্বেতা অগ্নিপ্রভা ইত্যষ্টে।" সুশ্রুত)

কপিলী। আসামের অন্তর্গত জয়ন্তীগিরি হইতে নির্গত নদী-বিশেষ। ইহার প্রাচীন নাম কপিলা বা কপিলগঙ্গিকা।

কপিলীকৃত (ত্রি) অকপিলং কপিলং কৃতম্, কপিল-অভূত তদ্ভাবে চ্বি-কৃ-ক্ত। যাহা কপিল ছিল না তাহাকে কপিল করা হইয়াছে।

কপিলেন্দ্রদেব। উৎকলের একজন রাজা। বাল্যকালে তিনি একজন ব্রাহ্মণের গরু চরাইতেন, তৎপরে উৎকল-রাজ নেত্রবাসুদেবের নিকট আসিয়া চাকুরী করেন। কার্য্য-দক্ষতা গুণে তিনি নেত্রবাসুদেবের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন। বাসুদেবের মৃত্যু হইলে তিনি আপন সাহস-বলে উৎকলের রাজসিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার রাজত্ব-কাল ২৭ বর্ষ (১৪৫২-১৪৭৯ খৃঃ অঃ)।

কপিলেশ (ক্লী) কপিলেন প্রতিষ্ঠাপিতং ঈশং লিঙ্গম্, মধ্যলো°। কাশীস্থ শিবলিঙ্গবিশেষ।

("কপিলেশং মহালিঙ্গং কপিলেন প্রতিষ্ঠিতম্।
মুচ্যন্তে কপয়োঽপ্যস্য দর্শনাৎ কিমু মানবাঃ ॥" কাশীখণ্ড।)

কপিলেশ্বর। একটি প্রাচীন নগর। মান্দ্রাজপ্রদেশের গোদাবরী জেলার রামচন্দ্রপুর তালুকের অন্তর্গত। অক্ষা° ১৬° ৪৬′ উঃ, দ্রাঘি ৮১° ৫৭′ ২০″ পূঃ। (১৮৮১ সালে) লোক-সংখ্যা ৫০৫৭।

কপিলোমফলা (স্ত্রী) কপীনাং লোম ইব লোমাবৃতং ফলং যস্যাঃ, বহুব্রী। আলকুশী।

কপিলোমা (স্ত্রী) কপীনাং লোমইব লোমমঞ্জরী যস্যাঃ, বহুব্রী। রেণুকানামক গন্ধদ্রব্য। [রেণুকা দেখ।]

কপিলোহ (ক্লী) কপিবৎ পিঙ্গলং লোহং। পিত্তল ধাতু-বিশেষ। [পিত্তল দেখ।]

(——অথারকূটঃ কপিলোহং সুবর্ণকম্।
রিরী রীরী চ রীতিশ্চ পীতলোহং সুলোহকম্ ॥
হেম ৪। ১১৪।)

কপিল্লিকা (স্ত্রী) কপিবর্ণা বল্লিকা, (পৃষোদরাদিত্বাৎ) ব লোপঃ। গজপিপ্পলী। [গজপিপ্পলী দেখ।]

কপিবক্ত্র (পুং) কপেবানরস্য বক্ত্রমিব বক্ত্রং যস্য, বহুব্রী। দেবর্ষি নারদ। মহাভারতে নারদের বানরমুখ সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত আছে;—কোন সময়ে দেবর্ষি নারদ ও তাঁহার ভাগিনেয় পর্ব্বত ঋষি মনুষ্যলোকে আসিয়া মনুষ্যগণ

সহ একত্র বাস করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন। তাহার পর উভয়ে উভয়কে শুভাশুভ যাবতীয় মনোভাব প্রকাশ করিব এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, সুঞ্জয় রাজার রাজ্য মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। রাজা তাঁহাদিগের পরিচর্য্যার জন্য স্বীয় কন্যাকে নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন; কিছুদিন পরে নারদ সেই কন্যার প্রতি নিতান্ত আসক্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু লজ্জাবশতঃ এই মনোভাব ভাগিনের পর্ব্বতের নিকট প্রকাশ করিতে পারিলেন না। পর্ব্বত নারদের আকার ইঙ্গিত দ্বারা তাঁহার মনোভাব অবগত হইলেন, এবং নারদ যে গোপন করিয়া প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়াছেন এজন্য অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন,—"এই রাজকন্যা তোমার ভার্য্যা হইবে এবং তুমি বানরমুখ ধারণ করিয়া এই মর্ত্ত্যভূমে বিচরণ করিবে।" (ভারত শান্তি ৩০ অঃ।) ২ (স্ত্রী) (কপের্বক্ত্রম্) বানরের মুখ।

কপিবল্লী (স্ত্রী) কপিরিব কপি লোম ইব বল্লী, মধ্যলো°। গজপিপ্পলী।

কপিময়না। একপ্রকার ময়না গাছ। (Vangueria spinosa.) [ময়না দেখ।]

কপিশ (পুং) কপিঃ বর্ণবিশেষঃ কপিলনাম বা অস্ত্যস্য, কপি-শ (লোমাদিপামাদিপিচ্ছাদিভ্যঃশনেলচঃ। পা ৫।২।১০০।) ১ শ্যাববর্ণ, এইবর্ণ কৃষ্ণ ও পীত এই উভয় বর্ণে মিলিত হইয়া উৎপন্ন হয়। ২ (ত্রি) কপিশ বর্ণযুক্ত। (পুং) ৩ মেটে রঙ্গ। ৪ শিব।

("কপিলঃ কপিশঃ শুক্ল আয়ুশ্চৈব পরো২পরঃ।"
(ভারত অনু। ১৭।৯৭।)

৫ শিলারস।

(কপিশস্ত্রিষু শ্যাবে স্ত্রী মাধব্যাং সিহ্লকে পুমান্। মেদিনী।)

৬ (স্ত্রী) মদ্যবিশেষ।

("প্রায়া ন পশ্যৎ কপিশং পিপাসতঃ।" মাঘ।)

৭ জনপদবিশেষ। [কাপিশী দেখ।]

কপিশা (স্ত্রী) কপিশ-টাপ্। ১ মদ্যবিশেষ। ২ মাধবীলতা। ৩ নদীবিশেষ। রঘু রাজা এই নদী পার হইয়া উৎকলে গিয়াছিলেন। (রঘুবংশ)। ইহার বর্ত্তমান নাম কশাই, উহা মেদিনীপুরের দক্ষিণাংশে প্রবাহিত হইয়া বঙ্গোপসাগরে মিলিত হইয়াছে।

কপিশাঞ্জন (পুং) কপিশং অঞ্জনং কপিশযুক্তং বা অঞ্জনং যস্য, বহুব্রী। শিব।

কপিশাপুত্র (পুং) কপিশায়াঃ, মদোন্মত্তায়াঃ পিশাচ্যাঃ পুত্রঃ, ৬তৎ। পিশাচ।

কপিশায়ন (পুং) ১ দেবতা। ২ মদ্যবিশেষ। কপিশদেশোদ্ভব দ্রাক্ষাজাত মদ্য। [কাপিশী দেখ।]

কপিশী (স্ত্রী) কপিশ-বর্ণবাচিত্বাৎ ঙীষ্। ১ মাধবীলতা। ২ মদ্যবিশেষ।

কপিশীকা (স্ত্রী) কপিশ-স্বার্থে বাহুলকাৎ ঈকন্ টাপ্চ। মদ্যবিশেষ।

কপিশীর্ষ (স্ত্রী) কপীনাং প্রিয়ং শীর্ষং প্রাকারাদীনাং অগ্রপ্রদেশঃ, মধ্যলো°। প্রাচীরাদির অগ্রভাগ। (প্রাকারাগ্রং কপিশীর্ষং। হেম ৪। ৪৭)।

কপিশীর্ষক (স্ত্রী) কপীনাং শীর্ষবর্ণবৎ কায়তি প্রকাশতে, কপিশীর্ষ-কৈ-ক। ১ হিঙ্গুল। ২ প্রাচীরের অগ্রভাগ।

কপিষ্ঠল (পুং) ঋষিবিশেষ। [কাপিষ্ঠল দেখ।]

কপিস্কন্ধ (পুং) কপীনাং স্কন্ধ ইব স্কন্ধো যস্য, মধ্যলো°। দানববিশেষ। (হরিবংশ)

কপূরথলা। পঞ্জাব-গবর্ণমেণ্টের অধীন এক দেশীয় করদ রাজ্য। অক্ষা ৩১° ৯´ হইতে ৩১° ৯´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি ৭৫° ৩´ ১৫´´ হইতে ৭৫° ৩৮´ ৩০´´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূমি-পরিমাণ ৬২০ বর্গমাইল। (১৮৮১ সালের) লোকসংখ্যা ২৫২৬১৭।

পূর্ব্বকালে কপূরথলারাজ্য অনেকটা বিস্তৃত ছিল, পূর্ব্বে জালন্ধর ও পশ্চিমে শতদ্রু নদী ছাড়াইয়া আরও অনেকটা লইয়া এই রাজ্যের সীমা নির্দ্ধারিত হইত।

কপূরথলার আহলুবালিয়া-বংশীয় পূর্ব্বতন সর্দ্দারগণ আপন অসি বলে সমস্ত শাতদ্রব প্রদেশ শাসন করিতেন। পূর্ব্বে আহলনামক গ্রামে বাস করিতেন বলিয়া এই বংশীয়েরা আহলুবালিয়া নামে অভিহিত হইতেন। সদাও সিং এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা।

১৭৮০ খৃঃ অঃ, রামগড়িয়া বংশীয় সর্দ্দার যশঃসিংহ শাতদ্রব প্রদেশ অনেকটা আপনি অধিকার করেন এবং অনেকটা মহারাজ রণজিৎ সিংহের নিকট হইতে ১৮০৮ খৃঃ অব্দে প্রাপ্ত হন।

১৮০৯ খৃঃ কপূরথলার সর্দ্দারের সঙ্গে ইংরাজদিগের এক সন্ধি হয়, তাহাতে সর্দ্দার শতদ্রুপ্রদেশে যে সকল ইংরাজসৈন্য আসিবে তাহাদের রসদ ও বাসস্থান যোগাইতে স্বীকৃত হন এবং যুদ্ধকালে ইংরাজদিগকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু আলিবালের যুদ্ধের সময় সর্দ্দার ফতে-সিংহের পুত্র নেহালসিংহ ইংরাজদিগকে সাহায্য না করিয়া ইংরাজসৈন্যের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করেন, তাহাতে তাঁহারই পরাজয় হইল। ইংরাজবাহাদুর তাহার রাজ্য হস্তগত করিলেন।

১৮৪৫ খৃঃ, ইংরাজেরা জালন্ধর প্রদেশ অধিকার করিলে বারি দোয়াব নামক স্থান পূর্ব্বতন সর্দ্দারকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। কিন্তু দেওয়ানী ও ফৌজদারী ব্যাপার কোম্পানী বাহাদুর আপন হাতে রাখিলেন। ১৮৪৯ খৃঃ অঃ, সর্দ্দার নেহাল সিংহ রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৮৫২ খৃঃ অঃ, তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র রণধীর সিংহ রাজা হন। ১৮৫৭ খৃঃ, বিদ্রোহের সময়ে রণধীর ইংরাজদিগকে যথাশক্তি সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন, তৎকালে তাঁহারই সহায়তায় ইংরাজেরা জালন্ধর প্রদেশ হাতে রাখিতে পারিয়াছিলেন। তৎপরবর্ষে তিনি সসৈন্যে অযোধ্যা প্রদেশে আসিয়া বিদ্রোহীদিগকে শাসন করেন, ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহার বীরত্ব ও রাজভক্তি দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে অযোধ্যাপ্রদেশের অন্তর্গত বন্দী, বিথৌলী, ও আকোনা নামক স্থান চিরকালের জন্য জায়গীর দেন। এখানে কপুরথলারাজ সমস্ত তালুকদারের প্রধান হইয়া 'রাজা-ই-রাজাগণ' উপাধি ভোগ করিয়া থাকেন। ১৮৭০ খৃঃ রণধীর বিলাত যাত্রাকালে আদেনবন্দরে প্রাণত্যাগ করেন, তৎপুত্র খরকসিংহ পিতৃপদ প্রাপ্ত হন। ১৮৭৭ খৃঃ, খরকের পুত্র জগৎজিসিংহ কপুরথলার রাজা হন। সম্প্রতি তৎপুত্র রাজা হইয়াছেন।

কপুরথলার রাজা নিজ রাজ্য হইতে ১০,০০,০০০৲ টাকা এবং অযোধ্যা প্রদেশ হইতে ৮,০০,০০০৲ টাকা কর আদায় করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে ১,৩১,০০০৲ টাকা এবং রণধীর সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্রের বংশধরগণকে ৬০,০০০৲ টাকা দিতে হয়।

ইহার প্রধাননগর কপূরথলা।

কপিস্থল (ক্লী) কপীনাং স্থলং, আবাসঃ, ৬তৎ। ১ বানরদিগের নিবাসস্থান। ২ পঞ্জাবের প্রাচীন জনপদবিশেষ। [কাপিস্থল দেখ]

কপিস্বর (ত্রি) কপীনাং স্বর ইব স্বরো যস্য, বহুব্রী। বানরের ন্যায় স্বরবিশিষ্ট ব্যক্তি।

কপীকচ্ছু (স্ত্রী) কপিকচ্ছু-সংজ্ঞায়াং বা দীর্ঘঃ। আলকুশী।

কপীজ্য (পুং) কপিভি র্বানরৈ রিজ্যতে পূজ্যতে, কপি-যজ্-ক্যপ্। ১ রামচন্দ্র। ২ ক্ষীরিকাবৃক্ষ। ৩ (কপিষু ইজ্যঃ শ্রেষ্ঠঃ।) সুগ্রীব। ৪ হনূমান্।

কপীত (পুং) কপিভিরিতঃ প্রাপ্তঃ প্রিয়ত্বেনেতি শেষঃ। শ্বেতবুহ্না বৃক্ষ।

কপীতন (পুং) কপীনাং শ্রীং লক্ষ্মীং তনোতি, কপি-শ্রী-তন্ পচাদ্যচ্। ১ আমড়া গাছ। ২ গর্দ্দভাণ্ডবৃক্ষ, গাভিভাট। ৩ শিরীষ। ৪ অশ্বত্থ। ৫ সুপারি গাছ। ৬ বেল গাছ।

কপীন (দেশজ) কৌপীন শব্দের অপভ্রংশ। [কৌপীন দেখ]

কপীন্দ্র (পুং) কপিরিন্দ্র ইব, কপিষু ইন্দ্রঃ শ্রেষ্ঠো বা। ১ হনূমান্। ২ বালি। ৩ সুগ্রীব। ৪ বিষ্ণু।

("শরীরভূতভৃদ্ভোক্তা কপীন্দ্রো ভূরিদক্ষিণঃ।"
ভারত ১৩। ১৪৯। ৬৬।)

কপীবহ (ক্লী) কপিবহ-(ইকো বহেঽপীলোঃ। পা ৬। ৩। ১২১।) দীর্ঘঃ। সরোবরবিশেষ।

কপীবান্ [ৎ] (পুং) বশিষ্ঠ ঋষির পুত্রবিশেষ।

কপীবান (পুং) বশিষ্ঠ-মুনির পুত্রবিশেষ। (হরিবংশ)

কপীষ্ট (পুং) কপীনাং ইষ্টঃ প্রিয়ঃ, ৬তৎ। ১ রাজাদনী বৃক্ষ। ২ কপিথ, কদ্বেল।

কপুচ্ছল (ক্লী) কস্য শিরসঃ পুচ্ছমিব লাতি, ক-পুচ্ছ-লা-ক। ১ কেশচূড়া। ২ ক্রকের অগ্রস্থান।

("ইদমেব কপুচ্ছলমরং দণ্ডঃ স্বাহাকারঃ।" শতংব্রা ৯।৩।১।১০।)

কপুষ্টিকা (স্ত্রী) কস্য শিরসঃ পুষ্ট্যৈ কায়তি, ক-পুষ্টি-কৈ-ক-টাপ্। কস্য শিরসঃ পুষ্ট্যৈ পোষণায় হিতং, ক-পুষ্টি-কন্ টাপ্ বা। কেশচূড়ার সংস্কার কার্য্য।

("অথাত তৃতীয়ে বর্ষে চূড়াকরণং কপুষ্টিকা।" গোভিল।)

কপূয় (ত্রি) কুৎসিতং পূয়তে, কু-পূয়-অচ্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ) উ লোপঃ। কুৎসিত।

("অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাসোহ তে কপূয়যোনিমাপদ্যেরন্।" ছান্দো° উপ°।)

কপৃথ্ (ত্রি) কুৎসিতং প্রথয়তি, কু-প্রথি-ক্বিপ্ বৈদিকত্বাৎ নিপাতনে সিদ্ধং। কুৎসিত প্রকাশক।

কপোত (পুং) কো বায়ু, পোতঃ নৌরিবাস্য। কব-ওতচ্ (কবেরোতচ্ পশ্চ। উণ্ ১। ৬৩) ইতি বস্য পশ্চ। পায়রা ও ঘুঘুর সাধারণ নাম কপোত। সংস্কৃতে পায়রার নাম "পারাবত বা গৃহকপোত" এবং ঘুঘুর নাম "বনকপোত।" লাটিন ভাষায় কপোতের প্রতিশব্দ Columbidæ. হিন্দীতে পায়রাকে সাধারণতঃ "কবুতর্" বলে।

পারাবতের পর্য্যায়—গৃহকপোত, পারাপত, পারাবত, কলরব, ছেদ্য ও গৃহকুক্কুট।

ঘুঘুর পর্য্যায়—বনকপোত, চিত্রকণ্ঠ, কোকদেব, দহন, ধূসর, ভীষণ, ধূম্রলোচন, অগ্নিসহায় ও গৃহনাশন।
[ইহার বিশেষ বিবরণ "ঘুঘু" দেখ।]

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই পারাবত দেখিতে পাওয়া যায়, অষ্ট্রেলিয়া ও ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্ত্তী প্রদেশসমূহে ইহাদের সংখ্যাই অধিক। আমেরিকায় পায়রা যথেষ্ট আছে বটে, কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের পায়রা বড় দেখা যায় না। ভারতবর্ষে ও

দ্বীপ উপদ্বীপে সংখ্যাও যেমন অধিক, বিভিন্ন প্রকারের শ্রেণীও তেমনই অধিক ; য়ুরোপ ও উত্তর এসিয়ার ইহাদের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অল্প।

খগতত্ত্ববেত্তারা এপর্য্যন্ত প্রায় তিন শতেরও উপর কপোত-শ্রেণী আবিষ্কার করিয়াছেন। এই সকল বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে অধিকাংশই দেখিতে অতি সুন্দর। অনেকগুলির গাত্র ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে চিত্রিত বলিয়া দেখিতে বড়ই মনোহর। ইহাদের প্রায় সকল শ্রেণীর অঙ্গসৌষ্ঠব বেশ সুগঠিত ও সুদৃশ্য। পায়রার অধিকাংশ শ্রেণীই মানুষের খাদ্যের উপযোগী এবং অনেক স্থলে খাদ্যরূপে প্রচুর ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পায়রার মধ্যে দাম্পত্য প্রেম অতি সুন্দর। ইহারা একবার যে দুইটীতে জোড় মিলিয়া যায়, জীবনসত্ত্বে আর বিযুক্ত হয় না। ইহাদের এই অবিচ্ছিন্ন প্রেমের কথা সকল দেশের কাব্যে বিশেষ প্রসিদ্ধ। বাঙ্গালার কবি মাইকেলও বলিয়া গিয়াছেন—

"ছিনু মোরা সুলোচনে! গোদাবরী তীরে,
কপোত কপোতী যথা, উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে
বাঁধি নীড় থাকে সুখে।"

পারাবতেরা স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতিই বাসা বাঁধা, ডিমে তা দেওয়া ও শাবকের আহার-দানকার্য্যে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে। ইহারা কাটিতে কাটিতে বিনাইয়া বাসা বাঁধিতে পারে না। গাছের উপর, পাহাড়ের গহ্বরে, ইষ্টকালয়ের কার্ণিসের নীচে বা দেওয়ালের গাত্রে গর্ত্তে কাটি-কুটি সাজাইয়া আলগা করিয়া বাসা বাঁধে। ইহাদের একবারে দুইটি শ্বেতবর্ণ ডিম্ব হইয়া থাকে, কোন কোন শ্রেণীর একটি-মাত্র ডিম্ব হয়, কিন্তু কাহারও দুইটির বেশী হয় না। প্রতি-মাসেই ইহারা ডিম পাড়িয়া থাকে। ডিম ফুটিতে ১৫ দিন সময় লাগে। এই ১৫ দিন তা দিতে হয়। কপোতী ডিম পাড়িয়া প্রথম ৩ দিন একাক্রমে দিবারাত্র সমানে ডিমের উপর তা দিয়া বসিয়া থাকে, কেবল এক একবার খাইতে উঠিয়া আসে। প্রথম তিন দিন বেশীক্ষণ কপোতকে তা দিতে দেয় না বা ক্ষণমাত্রও ডিম খালি রাখিয়া উঠিয়া আসে না। কপোতী যখন খাইতে যাইবার জন্য ইচ্ছা করে, তখন কপোত গিয়া ডিমে তা দিতে বসে। কপোত নিকটে না থাকিলে কপোতী একান্ত ক্ষুধা পাইলেও ডিম অনাবৃত রাখিয়া উঠিয়া আসে না। কপোত নিকটে নাই অথচ কপোতীর ক্ষুধা পাইয়াছে, কিন্তু ডিম অনাবৃত রাখিয়া উঠিতে পারিতেছে না, সেই সময় কপোতী কপোতকে ডাকিবার জন্য এক প্রকার গম্ভীর গুঁ গুঁ শব্দ করিতে থাকে। কপোত দূরে থাকিলেও এই শব্দ শুনিবামাত্র তৎক্ষণাৎ বাসায় আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রথম তিন দিন কাটিয়া গেলে কপোতী ডিম ছাড়িয়া উঠিয়া আসে। দিনের বেলায় অধিকক্ষণ কপোত তা দেয় এবং রাত্রে কপোতী তা দিয়া থাকে। ১৫ দিন বাদে ডিম ফুটিয়া শাবক বহির্গত হয়। এই শাবক চর্ম্মাচ্ছাদিত মাংসপিণ্ড মাত্র হইয়া থাকে। ইহার গাত্রে পালকের চিহ্নমাত্র থাকে না এবং চক্ষু দুটিও মুদিত থাকে। ডিম ফুটিলে কপোতী আবার ৩ দিন তা দিতে বসে। প্রথম ৩ দিনের ন্যায় এ ৩ দিনও সে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া থাকে। কপোত কপোতী উভয়েই শাবককে খাওয়াইয়া থাকে। প্রথমতঃ ইহারা যাহা খায়, তাহাই আপনাদের উদরস্থ খাদ্যাধারে রাখিয়া দুগ্ধবৎ তরল পদার্থে পরিণত করিয়া শাবকের গালে ঢালিয়া দেয়। কিছু দিন গেলে মণ্ডবৎ করিয়া গালে ঢালিয়া দেয়, শেষে অর্দ্ধ গলিত পদার্থ ঢালিয়া দিয়া থাকে। এইরূপে ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধির সহিত খাদ্যদ্রব্যের অবস্থা পরিবর্ত্তন করিয়া ক্রমশঃ কঠিন দ্রব্য খাইতে শিখায়।

ডিম ফুটিবার প্রায় ৫।৬ দিন পরে পালকের রেখা দেখা দেয় এবং একমাস মধ্যে সর্ব্বাঙ্গে পালকে ঢাকিয়া যায়। সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া গেলেও শাবক খুঁটিয়া খাইতে শিখে না, তবে এই সময়ে তাহারা পিতামাতার সহিত উড়িয়া ভূমিতে নামিতে ও বাসায় উঠিতে শিখে, এ সময়েও তাহাকে খাওয়াইয়া দিতে হয়। শাবক দেড় মাসের বা দুই মাসের হইলে নিজে খুঁটিয়া খাইতে পারে। ডিম ফুটিবার পর পায়রার শাবককে "পিল" বলে। পিল উড়িতে আরম্ভ করিলে "পাট্‌ঠা" বলে। পায়রার ডানার শেষভাগে ৩।৪টি বড় পালক থাকে, এই পালকগুলিকে "বীরপর" বলে। প্রথম বীরপর হইতে ডানার উড়িবার উপযুক্ত ১০টি পালক জন্মে। মানুষের যেমন ৭ বৎসর বয়সে কচি দাঁত পড়িয়া গিয়া আবার উঠে, সেইরূপ পায়রারও পাট্‌ঠা-বেলায় ডানার পালক পড়িয়া গিয়া পুনরায় উঠিয়া থাকে। সর্ব্বাগ্রে ডানার ভিতরের উড়িবার পর প্রথম হইতে খসিতে আরম্ভ হয়। একটি খসিয়া যতদিন সেটি আবার না জন্মে, ততদিন দ্বিতীয়টি খসে না। এইরূপে যতদিন পর্য্যন্ত ৫ম পর না খসে ততদিন পায়রার শাবককে "পাট্‌ঠা" বলা হয়। তৎপরে ইহাদের বয়স পরিণত হইয়া থাকে। ক্রমশঃ শেষ বীর পালকটি পর্য্যন্ত পড়িয়া যায়। এইরূপ ১০ম পালক পরিবর্ত্তনকে "দশক-সাফ" করা বলে।

গ্রহবাজ পায়রার যতদিন "দশক সাফ" না করে, ততদিন তাহাকে পাট্‌ঠা বলা যায়।

পায়রা ফল শস্যাদি খাইয়া জীবন ধারণ করিয়া থাকে, কোনরূপ কীটাদি আহার করে না; কিন্তু এক এক শ্রেণীর পায়রার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গেঁড়ি খাইয়া থাকে। বাঙ্গালা দেশের পায়রায় বক্‌ বকুম, বকো কোঁ প্রভৃতি শব্দের ন্যায় শব্দ করে। ইহারা স্ব স্ব শ্রেণীর কপোতী মনোনীত করিয়া থাকে বটে, কিন্তু গৃহপালিত কপোতেরা মানুষের বশীভূত হইয়া ভিন্ন শ্রেণীর কপোতীর সহিতও মিলিত হইয়া থাকে। পায়রার মধ্যে স্ত্রীজাতি পায়রাই যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া থাকে। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, একটা কপোতীর জন্য দুইটা কপোত বিষম যুদ্ধে মাতিয়া গিয়াছে, আর কপোতী নূতন কপোতের দিকে ঝুঁকিতেছে। আবার অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে যে, কোন দুই দম্পতীর মধ্যে প্রত্যেকের স্ত্রীপুরুষে ঝগড়া হইলে উভয়ে আপোষে বন্দোবস্ত করিয়া পরস্পর স্ত্রী পরিবর্ত্তন করিয়া লয়। ইহারা সন্ধ্যাকালে অতি শীঘ্র শীঘ্র বাসায় প্রবেশ করে, কিন্তু অন্যান্য পক্ষীর ন্যায় প্রাতঃকালেই বাসা পরিত্যাগ করে না। ইহারা সূর্য্যকিরণ কিছু অধিক ভালবাসে। ইহাদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি অতি তীক্ষ্ণ। ইহাদের দুই পক্ষ অতি সবল এবং লঘু; এই জন্য ইহারা অতি দ্রুত উড়িতে পারে।

সাধারণতঃ পায়রা দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাদের ঠোঁট বড় বেশী লম্বা হয় না, প্রায়ই ১ ইঞ্চিরও কম হইয়া থাকে। ঠোঁট দুইখানি সরল এবং একটু টেপা। ঠোঁটের অগ্রভাগ ঈষৎ বাঁকা, কাহারও বা বেশ বাঁকিয়া গিয়া থাকে। উপরকার ঠোঁটের উপর গোড়ায় ঈষৎ মাংস গজাইয়া থাকে, এই মাংস অতি কোমল ও সমান। কোন কোন শ্রেণীর ইহা ঢেউ-খেলান হইয়া থাকে। এই মাংসের উপরেই ঠিক কপালের নীচে নাকের ছেঁদা দুইটি সরল ভাবে থাকে। ইহাদের কপাল হইতে মস্তকের উপরিভাগ গোল হইয়া পশ্চাৎদিকে গড়াইয়া গিয়াছে। ইহাদের মুখ-বিবর নিতান্ত ক্ষুদ্র কি অতি বৃহৎ নহে। চক্ষু দুইটি ঠোঁটের বিস্তর পশ্চাতে মস্তকের দুই পার্শ্বে সমসূত্রপাতে অবস্থিত। ডানা বেশ দীর্ঘ। কোন কোন শ্রেণীর ডানা গুটাইয়া রাখিলে শেষ প্রান্ত সূক্ষ্ম হইয়া থাকে, কাহারও বা ঈষৎ গোলাকার হইয়া যায়। পুচ্ছের পালকগুলিও এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন আকার ধারণ করে। পুচ্ছে প্রায় ১২টি বা ১৪টি পালক থাকে, এই পালকগুলি অন্যান্য স্থানের পালক হইতে যথেষ্ট দীর্ঘ। কোন কোন শ্রেণীর পুচ্ছে ১৬টি আর কোন কোন শ্রেণীর ১০টি মাত্র পালক থাকে। সাধারণতঃ ইহাদের হাঁটুর উপরি ভাগ পর্য্যন্ত পা পালকঢাকা থাকে। অঙ্গুলিগুলি নাতিদীর্ঘ, পশ্চাতের অঙ্গুলি সম্মুখের অঙ্গুলির ন্যায় সমসূত্রপাতে অবস্থিত। নখর হস্তোপবেশী পক্ষীগণের ন্যায় বক্র। অঙ্গুলিগুলিও অন্যান্য হস্তোপবেশী পক্ষীগণের ন্যায় গ্রন্থিল। কোন কোন শ্রেণীর সমস্ত পায়ে (অঙ্গুলির গাঁইটগুলি পর্য্যন্ত) পালক গজাইয়া থাকে।

বাঙ্গালার লোকে আমোদের নিমিত্ত পায়রা পুষিয়া থাকে, এজন্য এখানে পায়রার ব্যবসা আছে। শুদ্ধ বাঙ্গালার কেন, পৃথিবীর সকল স্থলেই পায়রা মনুষ্যের আলয়ে পালিত হইয়া থাকে।

বাঙ্গালার কপোত-পালকেরা ও কপোত-ব্যবসায়ীরা শাকুনশাস্ত্র হিসাবে ইহাদের শ্রেণী বিভাগ করে না; আকার, কার্য্য ও গুণাদি দেখিয়া শ্রেণী বিভাগ করে। এইরূপে এখানে ইহাদের প্রধানতঃ দুইটি জাতি আছে, গোলা ও গ্রহবাজ। এই দুই জাতীর আবার পরিবার বিভাগ অনেক প্রকার। প্রত্যেক পরিবারে আবার কতকগুলি শ্রেণীভেদ আছে। গোলা জাতীয় কপোতের মধ্যে নক্সা, লক্কা, সিরাজ, বোগদাদ, মুক্কি, গুলিখাল, পরপাও, সিস্তার, কড়িয়াল, আউল, ইহায়ু, আক্‌খা, গলাফুলো, কাব্‌রা, মুগিয়া, লোটন, জেকোবিন ও সাধারণ গোলা প্রভৃতি পরিবারই প্রধান।

বঙ্গদেশের গৃহস্থের বাটীতে প্রায় এক জাতীয় গোলা আপনি অযাচিত হইয়া বাস করে, ইহাদিগকে 'কেলে গোলা' বলে। এই জাতীয় গোলা নানা বর্ণের দেখা যায়। ইহাদের মূল্য অতি অল্প।

গ্রহবাজ জাতীয় কপোতের মধ্যে কাক্‌জী, কট্‌কী, সবুজ, নীলা, কাল, আবলুক, লাল, গ্রেন, খত্তেন, উদা, ভূরা, গাওার, নাচরা, কাস্‌রা, কাচকড়া, মহাচুম, ভাচুম, দোবাজ এই কয় পরিবার প্রধান।

গোলা ও গ্রহবাজ দেখিলেই চিনিতে পারা যায়। গোলার ঠোঁট অপেক্ষা গ্রহবাজের ঠোঁট খাটো হয়। গোলার চক্ষুতে সর্ব্বদা শান্ত ভাব থাকে, কিন্তু গ্রহবাজের চক্ষুতে সর্ব্বদাই চটুলতা বর্ত্তমান।

গ্রহবাজ জাতীয় পায়রার পায়ে পালক জন্মিলে তাহাকে "ঝাপড়া" বলে আর মাথায় ঝুঁট হইলে "চটিয়াল" বলে, আর যে শ্রেণীর মাথায় ঝুঁট ও পায়ে পালক উভয়ই জন্মে, তাহাকে "ঝাপড়া চটিয়াল" বলে।

পূর্ব্বে বাঙ্গালার পায়রার অসংখ্য ভেদ ছিল, কিন্তু এখনকার শ্রেণীর নাম ধরিয়া প্রাচীন নামগুলি নির্ণয় করিবার উপায় নাই। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম স্বীয় কাব্যে ইহাদের নামের তালিকা দিয়াছেন। প্রাচীন কালেও

এদেশে পায়রা পুষিবার প্রথা ছিল, কবিকঙ্কণের কাব্যেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাঁহার কাব্যের ২য় খণ্ডের নায়ক ধনপতি দত্তের যথেষ্ট পায়রা ছিল। বাল্যকালে ধনপতি বালকগণের সঙ্গে এই পায়রা উড়াইয়া নগরময় খেলা করিয়া বেড়াইতেন। এই পায়রা উড়ান হইতেই তাঁহার কাব্যের প্রধান ঘটনা ধনপতি-খুল্লনামিলন সংঘটিত হয়। নিম্নে এই বিবরণ উদ্ধৃত হইল—

"লয়ে শিশুগণ, বেণের নন্দন,
পায়রা উড়াতে যায়।
সঙ্গে শিশু যত, লয়ে পারাবত,
শ্রীকবিকঙ্কণ গায়॥"

* * * * *

"পায়রা উড়াইতে যায় সাধু ধনপতি।
যত নগরিয়া ভাই করিয়া সংহতি॥

* * * *

মুরারি, দৈত্যারি, গোবিন্দ, ভবানন্দ।
পায়রা উড়াতে হৈল সবার আনন্দ॥
যত নগরিয়া বেণে সদাগর সাথ।
যতনে লইল সব নিজ পারাবত॥"

* * * * * *

"লয়ে নিজ পারাবত চলে ধনপতি দত্ত
উড়াইতে নগরিয়া সাথে।
করি শুভক্ষণ বেলা, চড়িয়া পাটের দোলা,
কিঙ্করে পিঞ্জর লয় মাথে॥
খড়ি-মারি, পাত-শালিকা, খেতা, নেতা, নয়ান সুখা,
করট, তামট, সুলক্ষণ।
সৌজ-মুখ, রাজ-গোলা, শিখরিয়া, ঘন-বোলা,
সাওলী, সুবলী সুদর্শন॥
কেবল্যা, বাতাড়্যা, হাঁসা, নেটে, খাটু, বুড়া, ডাঁসা,
জগ-সিন্দুরিয়া বন-জয়া।
নীল-কুমুদ-কুখা, খিরিনি, দীঘল-মুখা,
মন-সুখা, রাঙ্গা, দেউলিয়া॥
সিংহা, বাঘা, রণজিতা, কয়রা, কপাল-চিতা,
সিন্দু, মাট্যা, পাওশা, পাথরা।
মাণিক, দোসলি, মুড়া, আভাঙ্গা, পয়না, জুড়া,
পালট, বিলটী, রক্তি-জোরা॥
পাঙ্গশি, পাখরি, টাজি, হাঁসী, ডাঁসী, বক্তি রাজি,
নানারঙ্গে লইয়া পায়রী।
করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান শ্রীকবিকঙ্কণ গান
রঘুনাথ নৃপতি কেশরী॥

* * * * * *

সখা সঙ্গে ধনপতি আনন্দে পূর্ণিত মতি
পায়রা উড়ায় নানাপ্রে।
ছাড়িয়া পাটের দোলা একে একে করে খেলা
পায়রী রাখিয়া বাম করে॥

* * * * * *

নগরিয়া শিশু মিলি দেয় ঘন করতালি
খেতারে উড়ায় ধনপতি।
তার পাছে ভাই যত উড়াইল পারাবত
বামহাতে রাখি পারাবতী॥

* * * * * *

ইছানি নগর মুখে, খেতা যায় অন্তরীক্ষে
উভমুখে ধায় সদাগর।

* * * * * *

পায়রী ধরিয়া করে খেতা বলি উচ্চৈস্বরে
উর্দ্ধমুখে ধায় ধনপতি।

* * * * * *

সাত পাঁচ সখি মেলি খুল্লনা খেলেন ধূলি
পারাবত পড়িল অঞ্চলে।
পায়রা আঁচলে ঢাকি, চৌদিকে বেড়িয়া সখি
যায় রামা আপন ভবনে।
সদাগর যান পাছে, পারাবত তারে যাচে
শ্রীকবিকঙ্কণ রস ভণে॥"

এই উদ্ধৃত অংশ হইতে সেকালে লোকে পায়রা কিরূপ ভালবাসিত, কিরূপে তাহা লইয়া আমোদ করিত, তাহা সমস্তই বুঝা যায়।

কবিকঙ্কণ যে সকল নাম দিয়াছেন তাহা হইতে আমরা "রাজ-গোলা" (গোল জাতীয় কোন এক শ্রেণী) আর পালট (পালটিয়া বাজী করে? গ্রহবাজ) এবং "বিলটি" (লুটিয়া বেড়ায়?—(লোটন) নামক এই তিনটি শ্রেণী বুঝিতে পারি।

এদেশেও বালকেরা পায়রা উড়াইয়া খেলা করিয়া থাকে। পায়রা উড়াইবার জন্ম এদেশে "ব্যোম" বাঁধিতে হয়। গৃহের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ প্রাচীরের গায়ে একটা দীর্ঘ বাঁশ আঁটিয়া দিয়া তাহার অগ্রভাগে একটি চতুষ্কোণ ছতরি (ছোট ছোট বাখারির মাচা) বাঁধিয়া দিতে হয়। ইহার নাম ব্যোম। পায়রা ছাড়িয়া দিলে, ইহার উপর গিয়া বসিয়া থাকে। তৎপরে বালকেরা একটা বৃহৎ ছিপের খোঁচা দিয়া ঝাঁকুকে ঝাঁক উড়াইয়া দেয়।

এদেশে পায়রার থাকিবার ঘরকে খোপ বলে। খোপ কাঠের ও বাঁশের হয়। ইংরাজীতে Dove-cot যে প্রণালীর খোপ, তাহাকে এদেশে "পায়রার খুপ্‌রি ঘর" বলে।

এদেশের পায়রার বসন্ত বা গুটি, শুকো, সর্দ্দি ও ফুলো রোগ বেশী হয়। গুটি হইলে জলে ভিজিতে দিতে নাই এবং তারপিণ তৈলের প্রলেপ দিতে হয়। ফুলো হইলে রৌদ্রে রাখিতে ও এক কোয়া রশুন খাওয়াইয়া দিতে হয়। সর্দ্দিতেও ঐ ঔষধ। শুকো হইলে সরিষার তৈলের পলিতা পোড়াইয়া সেই ভস্ম খাওয়াইয়া দিতে হয়। হোমিওপ্যাথির মতের কোন কোন ঔষধ ইহাদের পক্ষে বিশেষ উপকারী; ইহা পরীক্ষা করা হইয়াছে।

গ্রহবাজ জাতীয় পায়রা আকাশে উঠিবার সময় কি আকাশ হইতে নামিবার সময় উলটিয়া পাল্টাইয়া ডিগ্‌বাজি খাইতে থাকে। ইহা ইহাদের জাতীয় স্বভাবসিদ্ধ কার্য্য। এই কার্য্যকে বাজি বলে। যে পায়রা বেশী পরিমাণে বাজি করিয়া থাকে, তাহাকে 'বাজেন্দার' বলে। গ্রহবাজ জাতীয় পায়রা একবার উড়িলে এক দমে অতি উচ্চে উঠিয়া যায়, এজন্য অনেক সময় শ্যেন (শীক্‌রা) পক্ষী দ্বারা আক্রান্ত হয়,—এইরূপে বিনষ্ট হওয়াকে "ঠোঁটে লাগা" বলে। গ্রহবাজ বাজি করিবার সময় যে ভাবে ঘুরিয়া পড়ে, তাঁহাকে "প্যাঁচ" বলে। কোন কোন পায়রা একবারে দুই দিকে দুইটি প্যাঁচ দিয়া ঘুরিতে পারে। দুই প্যাঁচের অধিক কোন পায়রাই ঘুরিতে পারে না। যে গ্রহবাজ একবারে এক দমে এক বাঁশভোর উচ্চে ঘুঘুর ন্যায় উঠিয়া যায়, তাহাকে "সড়োকদার" বলে। গ্রহবাজের পাঠ্‌ঠা প্রথমে সম্পূর্ণরূপে বাজি করিতে পারে না, অর্দ্ধেকটা ঘুরিয়া আবার সিধা হইয়া উড়িতে থাকে। এইরূপ অর্দ্ধেক বাজিকে "কোঁদ" বলে। যে সকল গ্রহবাজ অতি অল্পদূর উঠিয়াই বাজি করিতে থাকে, তাহাদের "গরম" হইয়াছে বুঝিতে হয়। গরমে পড়িলে ইহারা অধিক দূর উড়িতে পারে না।

কি গোলা, কি গ্রহবাজ সকল প্রকার পায়রাই রৌদ্র ভালবাসে এবং তাহাদের পক্ষে রৌদ্র উপকারীও বটে, বিশেষতঃ গ্রহবাজেরা উপযুক্ত রৌদ্র উপভোগ করিতে না পাইলেই গরমে পড়ে। আতপহীন স্থান ইহাদের বিষম অনিষ্টকর। গ্রহবাজ গরমে পড়িলে, তাহাদের পুচ্ছের পালকগুলি ছিঁড়িয়া দিতে হয় বা কাঁচি দিয়া "লেণ্ডু" করিয়া (লেজ ছাঁটিয়া) দিলে উপকার হয়। গ্রহবাজ জাতীয় পায়রা দীর্ঘে অধিক বড় হয় না; সাধারণতঃ ১ ফুট হইতে ১৫ ইঞ্চি পর্য্যন্ত হয়। গ্রহবাজকে ইংরাজীতে Tumbler-pigeon বলে।

গোলাজাতীয় পায়রা দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন পরিবারবর্গের আকৃতিগত বিশেষ বৈলক্ষণ্য দেখিতে পাওয়া যায়, নিম্নে সেই সমস্ত লিখিত হইল—

জেকোবিন—এই পরিবারের শ্রেণীগত বিশেষ লক্ষণ মস্তকের পশ্চাদ্দেশ হইতে চক্ষুর পার্শ্ব দিয়া ডানার উপরিভাগ পর্য্যন্ত দুই থাক উচ্চ পালক থাকে। ইহার এক থাক বুকের দিকে ও অপর থাক পিঠের দিকে বাঁকিয়া পড়ে, মধ্যস্থলে সিঁথির ন্যায় হয়। ইহাদের বর্ণ সাধারণতঃ লাল, কাল, সাদা ও জরদ বর্ণের হয়। ইহাদের পৃষ্ঠ, পুচ্ছ, বক্ষঃস্থল ও মস্তকের বর্ণ প্রায় সাদা থাকে। ডানার বর্ণই কেবল ভিন্ন হইয়া থাকে। যাহাদের চিলে বর্ণ হয়, তাহাদের রং বাঙ্গালা ইষ্টকের রঙ্গের সহিত ঈষৎ পীতমিশ্রিত করিলে যেমন হয়, সেইরূপ। আর যাহাদের বর্ণ কাল তাহারা যেন ঘোর কৃষ্ণবর্ণে ঈষৎ নীলের আভাযুক্ত। ডানা দুইখানির উপরেই এই বর্ণ থাকে এবং গলদেশের পূর্ব্বোক্ত দুই থাক পালকের ডগাগুলি ঐ ঐ বর্ণের হয়। সমস্ত শাদা ও ঈষৎ বেগুনির আভাযুক্ত ধূসরবর্ণের কচিৎ কখন দেখা যায়। ইহাদের ঠোঁট কিছু ক্ষুদ্র, চক্ষুর মণির চতুষ্পার্শ্ব কাল হইয়া থাকে। ডানার শেষ বড় পালক ৩টি হয়। ইহারা বড় ভীরু। ইংরাজীতে এই শ্রেণীকে Jacobine and Jack বলে।

লক্কা—এই পায়রা ক্ষুদ্র শ্রেণীর। দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—অপরাজিতা ও রেশমী। লক্কার বিশেষ চিহ্ন এই যে, ইহাদের পুচ্ছের পালকগুলি ময়ূরের পেকমের ন্যায় সর্ব্বদা ছত্রাকার হইয়া থাকে। ইহাদিগকে 'ফুল লক্কা'ও বলে। সাধারণতঃ যাহাদের পেকম পূর্ণছত্রাকার হয় না, তাহাকে 'হাফলক্কা' বলে। ফুললক্কার বর্ণ সমস্ত শ্বেত হইয়া থাকে। ইহাদের বর্ণ অধিক উজ্জ্বল শাদা রেশমের ন্যায় হইলে রেশমী-লক্কা কহে। সমস্ত কাল ফুললক্কাও আছে, কিন্তু তাহা দেখিতে তত মনোহর নহে। 'হাফলক্কা' শাদা, কাল, ও অপরাজিতা বর্ণের হইয়া থাকে। যে লক্কা দেখিতে নানা বর্ণের ও সুন্দর, তাহাকে 'নক্‌সা' বলা যায়। ফুললক্কার পুরুষ জাতি ভূমিতে চরিবার সময় অতি সুন্দর দেখায়। ইহারা যখন বসিয়া থাকে বা চলিতে থাকে, তখন ইহারা সমস্ত গলদেশটা ঈষৎ বাঁকাইয়া এমন সুন্দর ভাবে কাঁপাইতে থাকে যে, দেখিলে মন আনন্দে ভরিয়া যায়। ইহাদের মধ্যে দু এক শ্রেণীর মাথায় ঝোটন হয় না। কিন্তু সকলেরই পায়ে পর হয়। ইংরাজীতে ইহাদিগকে Fan-tail pigeons বলে।

সিরাজু—কাল, লাল, জরদ, গাঢ় ধূসর ও কাশ্মীরী প্রভৃতি

নানাবর্ণের হয়। এই পরিবারের বিশেষ চিহ্ন এই যে, ইহাদের ঠোঁটের গোড়া হইতে চক্ষুর পশ্চাৎ দিয়া, ঘাড়, পিঠ, ডানা হইয়া পুচ্ছের গোড়া পর্য্যন্ত একমাত্র বর্ণ থাকে এবং নিম্ন ঠোঁটের নিম্ন হইতে গলা, বক্ষ, ডানার নিম্নভাগ, উদর এবং পুচ্ছের পালকগুলি শাদা হইয়া থাকে। ইহাদের জঘনদেশ হইতে অঙ্গুলির গ্রন্থিগুলি পর্য্যন্ত বয়োবৃদ্ধির সহিত পালকে ঢাকিয়া যায়। এই জাতীয় পায়রা খুব বড় হইয়া থাকে। ইহারা দেখিতে অতি সুন্দর, কিন্তু অতি গম্ভীর, ভীমকায় ও বলশালী হইয়া থাকে। লাল সিরাজুর বর্ণ ঠিক রক্তবর্ণ নহে, চিলে বর্ণের উপর ঈষৎ কৃষ্ণাভ পীতবর্ণের ভাগই অধিক। কাল সিরাজুর বর্ণ ঘোর নীলবর্ণযুক্ত কৃষ্ণ। সবুজ মিশ্রিত চিক্কণ। ধূসর বর্ণের সিরাজু দেখিতে বেশ এবং কাল সিরাজু হইতে নম্রপ্রকৃতি। কাশ্মীরী সিরাজুর বর্ণ ধূসর বটে, কিন্তু তাহার পালকের উপর, বক্ষে, পৃষ্ঠে, ডানায় ও ঘাড়ে সাদা ও বেগুণি-মিশ্রিত বিন্দু বিন্দু দাগ আছে। একবর্ণা সিরাজুর বক্ষে ও উদরে ভিন্ন বর্ণের একটি ছোট পালক থাকিলে গুল্‌দার বলে। গুল্‌দার সিরাজু দেখিতে অতি সুন্দর।

মুক্কি—প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর, কাল ও আগরায়। দেখিতে অতি সুন্দর। ইহাদের বিশেষ চিহ্ন এই যে, ঠোঁটের উপর হইতে চক্ষুর উপর দিয়া ঝুঁটীর কোল পর্য্যন্ত সমস্ত মস্তক ধব্‌ধবে শাদা হয় এবং দুইটি ডানার এবং বাকি সমস্ত দেহের অন্য বর্ণ হয়। ইহারা অতি ক্ষুদ্র জাতীয় পায়রা হইয়া থাকে এবং যত ক্ষুদ্র হয় ততই সুদৃশ্য হয়। ইহারাও লক্কার ন্যায় ঘাড় কাঁপাইয়া থাকে (কসে) এবং ঘাড় কাঁপাইবার সময় ইহাদিকে লক্কা অপেক্ষাও দেখিতে সুন্দর ও সৌষ্ঠবসম্পন্ন দেখায়। মুক্কির কাল শ্রেণীর উজ্জ্বলতাই অধিক। ইহাদেরও গলদেশ নানাবর্ণ মিশ্রিত চিক্কণ হইয়া থাকে। কাল ছাড়া অন্য বর্ণের হইলে কাহারও মতে তাহাকেই 'আগরায় মুক্কি' বলে। ধূসর ও চিলে মুক্কির বর্ণ চক্ষুস্নিগ্ধকর। ইহাদের পায়ে পর হইতে দেখা যায় না, সকলেরই মাথায় ঝুঁট থাকে। ইহাদের মাথার শাদা রং যদি চক্ষুর নিম্নে বা গলদেশে বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে তাহাকে দাগী মুক্কি বলে। দাগী মুক্কির দর অল্প, আদর অল্প, দেখিতেও ঈষৎ বিশ্রী। বিলাতে মুক্কির মাথা ও ডানার তিনটি বড় পালক ও পুচ্ছের রং কাল হয় এবং ঝুট কিছু লম্বা হইয়া মাথার সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়ে, গাত্রবর্ণ শাদা হয়। সেখানে মুক্কি তিন প্রকার, এই তিন শ্রেণীর মাথায় রং যথাক্রমে কাল, পীত ও লাল হয় এবং মাথায় যে রং থাকে ডানা ও পুচ্ছে বড় পালকগুলিতে সেই রং হয়। ইহাদিগকে সে দেশে Nun pigeons বলে।

কড়িয়াল—ইহাদের চক্ষু ছোট কড়ির মত বড় হয়, চক্ষুর চতুষ্পার্শ্বে ও নাকের গোড়ায় ঠোঁটের উপর ঈষৎ রক্তাভ কোমল মাংসের বড় বড় ফুল হইয়া থাকে।

পরপাঁও (পর্পণ)—ইহাদের বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের মাথায় ঝুঁট হয়, পায়ে পর হয়। পায়ের গোড়ালির কাছের পরগুলি খুব বড় বড় হয়। ইহারা দেখিতে তত সুদৃশ্য নয়। সিরাজুর ন্যায় এই শ্রেণীও খুব বৃহৎ ও ভীমকায় হয়, কিন্তু তাহাদের মত মাধুর্য্যপূর্ণ গম্ভীর ভাবের পরিবর্ত্তে ইহাদের একটু ভীমদর্শনত্ব থাকে। ইহাদের ঠোঁট কোন কোন শ্রেণীর ঈষৎ কৃষ্ণাভ হয়। ইহাদের মধ্যে চিলে (লাল) পরপাঁওয়ের সংখ্যাই অধিক, তদ্ব্যতীত সাদা কাল পরপাঁও আছে। ইহাদের পুরুষগুলা যখন কোটরে বসিয়া থাকে, তখন গোঁ গোঁ শব্দ করিতে থাকে। এই শব্দ করিবার সময় ইহাদের গলদেশের অভ্যন্তরস্থ খাদ্যাধার থলি ফুলিয়া উঠিতে থাকে; এই থলিকে ইংরাজীতে Crop বলে ও এই শ্রেণীর পায়রাকে ইংরাজীতে Cropper বলে। ইহাদের পায়ের পর দেখিয়া কেহ কেহ Flag-thighed Pigeons ও বলে।

গলাফুলা—দুই প্রকার কাল ও শাদা। ইহারা অতি বৃহৎ হইয়া থাকে; ইহাদের ঠোঁটের নিম্ন হইতে বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত সমস্ত স্থানটা থলির ন্যায় ফুলিয়া থাকে। ইংরাজীতে ইহাদিগকে Pouter pigeons বলে।

লোটন—ক্ষুদ্রজাতীয় শ্বেতবর্ণের একপ্রকার গোলা-পায়রা। ইহারা মাটীতে লুটিতে পারে, এই জন্য এই শ্রেণীকেই লোটন বলে। লোটন পায়রাকে লুটাইতে হইলে পায়রাটিকে দক্ষিণ হস্ত দিয়া এরূপ ভাবে ধরিতে হয় যেন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা তাহার একটি ডানা এবং অনামিকা ও কনিষ্ঠা দ্বারা অপর ডানা চাপা পড়ে এবং তর্জ্জনী ও মধ্যমা গলার দুইপার্শ্ব দিয়া বক্ষঃস্থলের দুইপার্শ্বে ঠেকে। পরে দক্ষিণে ও বামে এরূপে নাড়িবে যে ঘাড়টা যেন একবার ডাহিনে ও বামে ঠক্ ঠক্ করিয়া নড়িতে থাকে। এইরূপ মিনিট খানেক নাড়িয়া মাটিতে ছাড়িয়া দিলে সে ডিগ্‌বাজি দিতে থাকে। ৪।৫ টা বাজি করার পর ধরিয়া সিধা করিয়া দেওয়া উচিত, নতুবা কঠিন মাটিতে লাগিয়া মাথা ফাটিয়া যাওয়া সম্ভব। ইহার ইংরাজী স্বতন্ত্র নাম নাই, কিন্তু Tumbler বলা যাইতে পারে। শীঘ্র শীঘ্র লুটিতে পারিলে "থ'ড়্‌কে" ও একদমে বেশীবার লুটিতে পারিলে "বেদম লোটন" বলে।

আউল—এই শ্রেণীর অনেক ভেদ আছে। ইহাদের

ঠোঁট খুব ছোট, ইহাদের গলদেশের পালকগুলি বক্ষের উপর উদরাভিমুখী হইয়া থাকে না, দুই পার্শ্বদেশে বাঁকিয়া মাঝখানে চুলের বিনুনির ন্যায় হইয়া থাকে। ইহা সমস্ত গলদেশ ভরিয়া হয় না, বক্ষের ঊর্দ্ধদেশে অর্দ্ধ অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে ঐরূপ হয়। এই জাতীয় পায়রা সুগঠিত ও দৃঢ়কায়। ইহাদের মাথায় ঝুঁট হইলে, সেই শ্রেণীকে "টরপেট" বলে।

আকৃথা—ইহাদের বর্ণ কৃষ্ণের আধিক্যযুক্ত ধূসর। ইহাদের চক্ষু রক্তকমলের ন্যায় রক্তবর্ণ। ঠোঁট ছোট ও কাল। ইহাদের গলদেশ ময়ূরের ন্যায় চিক্কণ। ঠোঁটে ফুল নাই। চক্ষুর আবরণী কৃষ্ণবর্ণ।

ইহায়ু—পাট্‌কিলা বর্ণ। ইহাদের বর্ণের ঈষৎ তারতম্যানুসারে নানারূপ আছে। ইহাদের শব্দ অনেকটা ঘুঘুর ন্যায় কতকটা "ইহায়ু, ইহায়ু"র মত। যাহাদের শব্দ সুস্পষ্ট ও বর্ণ কিছু তরল, সেই শ্রেণীই উৎকৃষ্ট।

সিন্তারু—ইহাদের মস্তক হইতে গলদেশ পর্য্যন্ত কৃষ্ণের আধিক্যযুক্ত ধূসর, পৃষ্ঠ ও বক্ষে শাদা ও কাল দাগ থাকে। চক্ষু ও চক্ষুর আবরণী কৃষ্ণবর্ণ।

কাব্‌রা—সিন্তারুর ন্যায় সমস্ত লক্ষণ, কেবল পৃষ্ঠ ও বক্ষঃস্থল পাটল ও শাদা দাগযুক্ত।

মুগিয়া—ইহাদের বর্ণ লাল ও জরদ-মিশ্রিত। ইহাদের চক্ষু রক্তবর্ণ এবং ঠোঁটের পার্শ্বে ফুল হয়।

খাল—দেখিতে খর্ব্বাকার, ঠোঁট ছোট। এই পরিবারের মস্তক হইতে গলদেশ পর্য্যন্ত ও পুচ্ছ এক বর্ণের হয়, মধ্যস্থল শাদা থাকে। যাহাদিগের মধ্যস্থলে গুল জন্মায় তাহাদিগকে গুলিখাল বলে। ইহারা কাল, লাল ও জরদ বর্ণের হয়।

নিশোরা—দেখিতে কাল ও লম্বাকার। ইহাদের পুচ্ছ কিছু লম্বা ও অধিক পালকযুক্ত, ঠোঁট গ্রহবাজের ন্যায় ক্ষুদ্র। পূর্ব্বেকার নবাবেরা এই পায়রা বড় ভালবাসিতেন। ইহারা খুব উড়িতে পারে।

বোগদাদ—দেখিতে কাল। ইহাদের ঠোঁট প্রায় দেড় ইঞ্চি বড় এবং ঠোঁটের অগ্রভাগ বক্র হয়, চক্ষু বড় বড়, পার্শ্বে ফুল থাকে। ইহারা এক হাত পর্য্যন্ত বড় হয়। কেহ কেহ বলেন, এই পায়রা তুরুস্কের বোগদাদনগর হইতে এদেশে আনীত হইয়াছে।

ঘুঘু পায়রা—কাহারও মতে ইহারা ইহায়ু জাতীয়। কথিত আছে—ঘুঘু ও পায়রার সঙ্গমে এই জাতীয়ের উৎপত্তি। ইহারা দেখিতে শাদা ও খর্ব্বাকার। কোন কোনটি ঘুঘুর ন্যায় হয়। ইহারা ঘুঘুর ন্যায় শব্দ করিতে পারে।

গ্রহবাজ জাতীয় পায়রাদিগের মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি পরিবারই প্রধান। যথা—

আবলুক—দেখিতে শাদা। এই পরিবারের চক্ষুর পার্শ্বে সরিষার মত একটি ক্ষুদ্র চিহ্ন হয়, অথবা ডানার উপর দাগ থাকে। সরিষার মত কাল চিহ্নবিশিষ্ট আবলুকের অধিক চিহ্নযুক্ত শাবক হইলে, উহারাই উৎকৃষ্ট জাতীয় বলিয়া গণ্য হয়।

উদা—দেখিতে পীতাধিক্য রক্তবর্ণ, ডানার উপর রেখা এবং চক্ষুর মধ্যে দুইটি গোলাকার দাগ থাকে।

কাগজী—দেখিতে শাদা, ইহাদের চক্ষে রঙ্গিন দাগ থাকিলে, তাহাকে 'মতিচুর' বলে।

কট্‌কী—দেখিতে কাল, সর্ব্বাঙ্গে কাল গুলের ন্যায় দাগযুক্ত। চক্ষু দুইটিতেও দাগ হয়।

কাচকড়া—দেখিতে ধূম বর্ণ, চক্ষে দাগ থাকে।

কাস্‌রা—দেখিতে গাঢ় ধূসর, চক্ষে লম্বা দাগ থাকে।

খতেন—দেখিতে ঈষৎ পিঙ্গল, চক্ষু গোলাকার দাগযুক্ত। এই জাতীয় স্ত্রীর সংখ্যা অতি অল্প।

গাওার—দেখিতে খতেনের ন্যায় কিন্তু অধিক গাঢ়।

জাগ বা নাচরা—দেখিতে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ।

এই পরিবারের দোবাজ-ডানার মধ্যে অনেকগুলি পালক শাদা হয়, যাহাদের ডানায় কেবল একটিমাত্র পালক শাদা থাকে, তাহাদিগকে 'একবাজ' বলে।

নীলা—দেখিতে তরল ধূসর বর্ণ। ঠোঁট শাদা।

প্লেন—ইহারা সিয়া, চিনি ও সাধারণ এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। সিয়া প্লেনের পুচ্ছ কাল অথবা লাল, গলায় কতকগুলি ছিট্‌কাটা এবং চক্ষুতে গোলাকার দাগ থাকে। চিনি প্লেনের গলায় লাল ছিট্‌কাটা, চক্ষু রঙ্গিন ও দুটি গোল দাগ থাকে। উক্ত দুই জাতীয় দেখিতে বড় সুন্দর। সাধারণ প্লেনের অঙ্গে, গলদেশে এবং পুচ্ছে দাগ থাকে।

ভূরা—এই পরিবারের গলদেশে, পৃষ্ঠে ও পুচ্ছে শাদা ও কাল ছিট্‌কাটা থাকে। কাহারও কেবল অঙ্গে এবং চক্ষুতে দাগ থাকে।

মহাদুম—দেখিতে কাল। এই পরিবারের পুচ্ছের সমস্ত না হউক কতকগুলি পালক শাদা হয়। যাহাদের পুচ্ছে একটি মাত্র শাদা পালক থাকে, তাহাকে 'তাদুম' বলে।

সবুজ—দেখিতে গাঢ় ধূসর বর্ণ, ডানায় দুইটি করিয়া রেখা থাকে। এই পরিবারের বাজি, ঘোরা ও উড়ন লইয়া উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্টের তারতম্য আছে।

ইংরাজ-খগতত্ত্ববেত্তাদিগের মতে পায়রা ও ঘুঘুর সাধা-

রণ নাম Columbidæ। ইহারা প্রধানতঃ শস্য খাইয়া জীবন ধারণ করে। ইহারা ভূমিতে চরিয়া খাইতে অধিক ভাল বাসে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশের বর্ণই নীলবর্ণের প্রকার ভেদ। পায়রার বর্ণ ও স্বভাবানুসারে ৩টী শ্রেণী নির্ণীত হইয়া থাকে; ১ম Lapholæminæ অর্থাৎ ডবল ঝোটন পায়রা (Crested-pigeons), ২য় Palumbinæ অর্থাৎ বন্য পায়রা (Wood-pigeons), ৩য় Columbinæ অর্থাৎ পাহাড়ে পায়রা (Rock-pigeons).

প্রথম শ্রেণীতে এখন অষ্ট্রেলিয়ায় একটি মাত্র জাতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মাথায় ময়ূরের চূড়ার মত ডবল ঝুঁটি হয়। ইংরাজী খগতত্ত্বে এই জাতিকে Lapholæmus antarticus (অর্থাৎ দক্ষিণ মহাসাগরীয় ডবল ঝুঁটপায়রা) বলে। ২য় শ্রেণী, অর্থাৎ বন্য পায়রার মধ্যে এক প্রকার বেগুণির আভাযুক্ত তরল নীলবর্ণের পায়রা দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতি মধ্যভারতের পূর্ব্বাংশ হইতে সমুদ্রোপকূল পর্য্যন্ত সকল স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। আসাম, আরকান ও রামরিদ্বীপেও ইহাদের সংখ্যা যথেষ্ট। হিমালয়ের মধ্যপ্রদেশে এই শ্রেণীর একপ্রকার বুটাদার পায়রা দেখিতে পাওয়া যায়। এই জাতি দেখিতে অতি মনোহর। দারজিলিংএর নিকট এক প্রকার এই জাতীয় পায়রা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকে নেপালীরা "নাম্ পুংফো" বলে। নীলগিরি পর্ব্বতে এই জাতীয় এক শ্রেণীর পায়রা আছে, তাহাকে তদ্দেশবাসীরা রাজ-কপোত বলে। ইহারা দৈর্ঘ্যে পুচ্ছের পালক সমেত প্রায় ২৫ ইঞ্চি হইয়া থাকে। এই শ্রেণীর মধ্যে বাঙ্গালার বুনো-গোলা ও গ্রহবাজ পায়রাকে ফেলা যায়। ৩য় শ্রেণী, নীলবর্ণের পার্ব্বত্য পায়রা কুমায়ুন প্রদেশের উত্তরে, উত্তর এসিয়া ও জাপান হইতে সমস্ত য়ুরোপখণ্ডে পাওয়া যায়। ইহাদের বর্ণ ঠিক নীল নহে, নীলের আধিক্যযুক্ত ধূসরবর্ণ। কাশ্মীর অঞ্চলে হিমালয়ে এক প্রকার শ্বেত-চঞ্চু কপোত দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদিগকে দেখিতে বেশ সুন্দর।

ইংরাজী খগতত্ত্বে এই সকল ও অন্যান্য জাতি বা পরিবার ভেদে যে সকল লক্ষণালক্ষণ লিখিত হইয়াছে, তাহা অতি সূক্ষ্মরূপে বর্ণনা করা এক প্রকার অসম্ভব, কারণ সেই সেই জাতীয় পক্ষী না দেখিলে কেবল কবির বর্ণনা পড়িয়া তাহার সাহায্যে একটা আকৃতি কল্পনা করিয়া লেখা যুক্তিসিদ্ধ নহে। সেই জন্য ইংরাজী খগতত্ত্বানুসারে সমস্ত জাতির লক্ষণালক্ষণ লিখিত হইল না।

পায়রা বড় সুখী প্রাণী। অতি সামান্য অসুখে, সামান্য বিপদে ইহাদের সমূহ ক্ষতি হইয়া থাকে। বাঙ্গালায় পায়রাকে লক্ষ্মীর বরপাত্র বলিয়া আদর করিয়া থাকে। এদেশে অনেকের বিশ্বাস আছে, যে পায়রা পুষিলে গৃহস্থের মঙ্গল হয়, দরিদ্রতা দূর হয়, সংসারে লক্ষ্মীর দৃষ্টি পড়ে; এজন্য অনেকে পায়রা পুষিয়া থাকে এবং বন্য পায়রা আসিয়া বাটীতে আশ্রয় লইলে তাহাদিগকে তাড়ায় না। কলিকাতার বাঙ্গালী মহাজন ও হিন্দুস্থানী মহাজনেরা স্ব স্ব ব্যবসায়-স্থানে সযত্নে পায়রা প্রতিপালন করে। ইহাদের এই বিশ্বাস ও পায়রার সুখপ্রিয়তা দেখিয়া লোকে বলিয়া থাকে "সুখের পায়রা।" এই নিমিত্তই সুখের পায়রা বলিলে চিরসুখী-বিলাসী লোককে বুঝায়, আবার সম্পদের বন্ধুকেও বুঝায়।

মনুষ্যের অসাধারণ অধ্যবসায়ের গুণে রাজ-কপোতের এক অসাধারণ গুণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহারা শিক্ষিত হইলে দূরদেশ হইতে লিপি আনিতে পারে। ইহাদিগের পক্ষ অত্যন্ত সবল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই শ্রেণীর কপোতের মধ্যে যাহার পক্ষ যতটা সবল সে তত অধিক দিন বাঁচিয়া থাকে। ইহারা স্বভাবতঃ দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ, কিন্তু দেখিতে অতি সুন্দর। ইহারা বাঙ্গালার কড়িয়াল শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের দ্বারা লিপি প্রেরণ আর এখন বড় শুনা যায় না। পূর্ব্বে তুরুস্ক রাজ্যে এই প্রথার অত্যন্ত প্রচলন ছিল; এখনও সেখানে দু এক স্থলে ধনীদিগের মধ্যে দু একটি লিপিবাহী কপোত আছে। ১১৪৭ খৃষ্টাব্দে বোগদাদের সম্রাট্ নুরুদ্দীন্ মুহম্মদ এই প্রথার প্রচলন করেন। পরে ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে বোগদাদনগর মঙ্গোলীয়দিগের হস্তগত হইলে এই প্রথা রহিত হইয়া যায়। ফ্রাঙ্কো-প্রুসিয়া যুদ্ধেও এই কপোত দেখা দিয়াছিল। বেশী দিনের কথা নয়, কলিকাতার বড় আদালতে এইরূপ একটি পত্রবাহী কপোত আসিয়াছিল। ইংরাজীতে ইহাদিগকে Carrier pigeons বলে।

লিপিবাহী কপোতকে শিখাইতে বহু যত্ন, আয়াস ও সময় লাগে। শাবক পরিণত হইলে একটি স্ত্রী ও একটি পুরুষ লইয়া একত্র রাখিয়া পোষ মানাইতে হয় এবং উভয়ের মধ্যে যাহাতে যথেষ্ট প্রণয় জন্মে, তাহার চেষ্টা করিতে হয়। তাহার পর যে স্থান হইতে তাহাদিগকে পত্রাদি আনিতে হইবে, সেই স্থলে খোলা খাঁচায় করিয়া পাঠাইয়া দিতে হয়। ইহাদের মধ্যে যদি কোনটাকে আর একটার নিকট হইতে পৃথক্ করিয়া আনা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অপরটাও তাহার নিকট উড়িয়া আসিয়া থাকে। অতি পাতলা অথচ কড়া-কাগজে পত্র লিখিয়া ইহার একটার ডানার পালকে একটি আল্‌পিন দিয়া গাঁথিয়া দিতে হয়; আল্‌পিনের সূক্ষ্মাগ্রভাগ শরী-

য়ের বাহিরের দিকে রাখিতে হয়। পরে ইহাকে উড়াইয়া দিলে যে বাটীতে ইহার যোড়ার পায়রাটি থাকিবে, সেই বাটীতে উড়িয়া আসে। ইহাদের বাসস্থানের প্রতি অত্যন্ত মমতা জন্মে বলিয়া একটি মাত্র পায়রা পুষিয়াও কার্য্য চলিতে পারে। এরূপ হইলে শিক্ষিত পায়রাকে কোন লোকের হাতে দিয়া, যাঁহার নিকট হইতে সংবাদ পাইবার আবশ্যক, তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতে হয়। তিনি পূর্ব্বোক্তরূপে লিপি বাঁধিয়া দিলে পায়রা প্রাণপণে উড়িয়া প্রতিপালকের গৃহে ফিরিয়া আসে। ইহাদিগকে শিখাইতে হইলে, প্রথমতঃ ইহাদিগকে বাড়ী চিনাইবার জন্য এবং বহুদূর হইতে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিবার জন্য প্রত্যহ ইহাদিগকে লইয়া দুইবার তিনবার বাটী হইতে এক পোয়া পথ দূরে গিয়া ছাড়িয়া দিতে হয়। একপোয়া পথ অভ্যস্ত হইলে অর্দ্ধক্রোশ, ক্রমে এক, দুই, তিন, ক্রমে পাঁচ ক্রোশ, পরে গ্রামান্তর, অবশেষে দেশান্তরে লইয়া গিয়া শিক্ষা দিতে হয়। ইহারা অতি শীঘ্রই শিখে। শেষে এতদূর দক্ষতা লাভ করে যে সমুদ্র পার হইয়াও যাতায়াত করিয়া থাকে। ইহারা শিক্ষিত হইলে, এক ঘণ্টায় ২০ ক্রোশ উড়িয়া চলিয়া যাইতে পারে। অধিক দূরদেশ হইতে যদি এই কপোতের দ্বারা পত্র পাঠাইতে হয়, তাহা হইলে ইহাদিগকে উড়াইবার পূর্ব্বে ৮ ঘণ্টাকাল অনাহারে একটা অন্ধকার গৃহে বন্ধ করিয়া রাখিতে হয়। শেষে ছাড়িয়া দিলে একেবারে অতি উর্দ্ধদেশ দিয়া উড়িতে উড়িতে ক্ষুধার জ্বালায় প্রভুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়। শুনা যায়, সমুদ্র পার হইতে গিয়া অনেকগুলি কপোত জলে পড়িয়া মারা গিয়াছে। কুয়াসা হইলে বা ঝড় বৃষ্টিতে ইহারা সহজে ও স্বল্পায়াসে উড়িতে পারে না, সুতরাং ঐ কালে ইহাদের উড়াইলে, কি পথিমধ্যে ঐরূপ সময় ঘটিলে ইহাদের অত্যন্ত বিপদ্ ঘটে।

এ প্রথা যে কেবল তুরুষ্কেই ছিল, তাহা নহে, পরে য়ুরোপের নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়ে। পূর্ব্বে মিশর, পালেস্তাইন, তুরুষ্ক, আরব ও পারস্য হইতে যুদ্ধ সময়ে জয়-পরাজয়, সৈন্য আনয়ন, খাদ্য অনাটন প্রভৃতির সংবাদ এই কপোত দ্বারা অতি সহজে সম্পন্ন হইত। ইংলণ্ডের বিলাসী ধনী-সন্তানেরাও সেকালে ইহাদের দ্বারা প্রণয়িনী ও বন্ধু বান্ধবের নিকট সংবাদাদি প্রেরণ করিতেন।

রামায়ণ মহাভারতাদির সময়েও আমাদের দেশে পক্ষীর মুখে সংবাদ প্রেরণপ্রথা প্রচলিত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। মহাভারতে একটি গল্প আছে।—গৃহে ঋতুমতী ও কামাতুরা পত্নী রাখিয়া চেদিদেশাধিপতি মহারাজ উপরিচর পিতৃ-নিদেশে মৃগয়ায় গমন করেন। সেখানে বৃক্ষচ্ছায়ায় শ্রান্তিদূর করিবার সময়ে পত্নীকে স্মরণ করিবামাত্র তাঁহার রেতঃস্খলন হয়। মহারাজ উদ্বিগ্ন হইয়া সেই রেতঃ পাতার ঠোঙায় করিয়া একটি শ্যেনপক্ষীকে দিয়া পত্নীর নিকট পাঠাইয়া দেন। শ্যেন সেই ঠোঙা মুখে করিয়া চেদিরাজধানী অভিমুখে যাইতে যাইতে অপর একটা শ্যেনের সহিত বিবাদ করিয়া তাহা ফেলিয়া দেয়। ইহাতে মৎস্যের উদরে ব্যাসজননী মৎস্যগন্ধার জন্ম হয়। এই উপাখ্যান হইতে বুঝা যায় যে, শ্যেনপক্ষীও শিক্ষিত হইলে লিপিবহনের কার্য্য করিতে পারে। এতদ্ভিন্ন নলদময়ন্তীতে "হংসদূতের" কথা পাওয়া যায়। দময়ন্তীর পোষিত হংস আসিয়া নলকে তাঁহার রূপের কথা জানাইয়া যায়। ইত্যাদি উপাখ্যান এতদিন কবির কল্পনা বলিয়া উপেক্ষিত হইয়া আসিতেছিল, কিন্তু যখন কপোতের এই স্বভাবের কথা জানা গিয়াছে, তখন আর সেই পৌরাণিক উপাখ্যান একেবারে অমূলক বলিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না।

দেখা যায় যে, প্রায় সকল দেশেই কপোত পবিত্র পক্ষী বলিয়া বিখ্যাত। আমরা ইহাদিগকে লক্ষ্মীর বরপাত্র বলি, আবার মক্কানগরে কপোতেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ ও কপোতেশী নামে ভবানী মূর্ত্তি আছে। প্রাচীন আসিরীয়া দেশের রাজারা ইহাদিগকে পরম ভক্তি করিতেন। আরবদেশী বৃহৎকায় নীল পারাবত "নোয়ার ঘুঘু" বলিয়া মহা সম্মান পাইয়া থাকে। মুসলমান ধর্ম্মগ্রন্থে ইহারা "স্বর্গের দূত" বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। মুসলমানেরা বলে যে, যখন মুহম্মদের কিছু জানিবার প্রয়োজন হইত, তখন স্বর্গ হইতে কপোত আসিয়া কাণে কাণে বলিয়া দিয়া যাইত। মক্কার কাবা মসজিদে পায়রা অতি যত্নের সহিত পালিত হয় এবং "কাবার ঘুঘু" বলিয়া কোন মুসলমান কখন ইহাদিগকে খায় না। সেকালে ইংরাজ খৃষ্টানেরাও ইহাদিগকে "Holy-bird" (পবিত্র পক্ষী) বলিয়া আদর করিত।

আমাদের পুরাণেও আছে যে শিবিরাজার দানশীলতা পরীক্ষার্থ অগ্নি কপোতরূপ ও ইন্দ্র শ্যেনরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। কপোত শ্যেন ভয়ে ভীত হইয়া শিবির ক্রোড়ে পতিত হইল এবং আশ্রয় চাহিল। শিবি শরণাগতকে রক্ষা করিয়া শ্যেনকে তুষ্ট করিবার জন্য স্বদেহের সমস্ত মাংস, শেষে নিজদেহ দান করিয়া মহা যশোলাভ করিলেন। এই হইতে কপোতের নাম অগ্নিমূর্ত্তি হয়।

আমাদের আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রে কপোত মাংসের গুণাগুণ লিখিত আছে।

মহর্ষি চরকের মতে,—পায়রার মাংস কষায়, মধুর, শীতল

এবং রক্তপিত্তনাশক। হারীতের মতে—বৃংহন, বলকর, বাতপিত্তনাশক, তৃপ্তিকর, শুক্রবর্দ্ধক, রুচিকর এবং মানবের হিতকর। ভাবমিশ্র বলেন ইহার গুণ—গুরু, স্নিগ্ধ, রক্তপিত্ত ও বায়ুনাশক, সংগ্রাহী, শীতল, ত্বকের হিতকর এবং বীর্য্যবর্দ্ধক। সুশ্রুত ও বাভটের মতে কালপায়রা (কাণকপোত) গুরু, লবণযুক্ত, গ্রাহ ও সর্ব্বদোষকর। [ঘুঘু শব্দ দেখ।]

কপোতক (ক্লী) কপোত ইব কপোতবর্ণবৎ কায়তি প্রকাশতে। কপোত-কৈ-ক। সৌবীরাঞ্জন।

কপোতকীয় (ত্রি) কপোতো হস্ত্যস্য, কপোত-ছ-কুক্ চ (নড়াদীনাং কুক্ চ। পা ৪।২।৯১।) কপোতযুক্ত।

কপোতচরণা (স্ত্রী) কপোতস্য চরণশ্চরণবৎ আকারো হস্ত্যস্যাঃ, কপোত-চরণ-অর্শ আদিত্বাৎ অচ্-টাপ্ চ। ১ নলীনামক গন্ধদ্রব্য। ২ ক্ষীরিকা। ৩ (৬তৎ) কপোতের পা।

কপোতপাক (পুং) কপোতস্য পাকঃ ডিম্বঃ, ৬তৎ। কপোতশিশু, পায়রা বা ঘুঘুর-ছানা।

কপোতপাদ (ত্রি) কপোতস্য পাদাবিব পাদৌ যস্য, হস্ত্যাদিত্বাৎ নান্ত্যলোপঃ। (পাদস্যলোপোঽহস্ত্যাদিভ্যঃ। পা ৫।৪।১৩৮।) কপোতের ন্যায় পদযুক্ত।

কপোতপালিকা (স্ত্রী) কপোতান্ পালয়তি, কপোত-পাল-ণিচ্-ণ্বুল্ স্বার্থে কন্-টাপ্-অত ইত্বম্। ১ বিটঙ্ক, পায়রার খোপ বা বাসা। ২ স্তম্ভাদির উপরে যে সকল সঙ্কীর্ণ স্থানে পায়রা প্রভৃতি বাসা করে। ৩ চিড়িয়াখানা।

কপোতপালী (স্ত্রী) কপোতান্ পালয়তি, কপোতপাল-ণিচ্-অণ্-ঙীপ্ চ। কপোতপালিকা।

("চিক্রংসয়া কৃত্রিমপত্রিপঙ্ক্তেঃ
কপোতপালীষু নিকেতনানাম্॥" মাঘ।)

কপোতরেতস (পুং) প্রবরমুনি বিশেষ।

কপোতরোমা [ন্] (পুং) ১ রাজা উশীনরের পুত্র। কপোতরূপী অগ্নির বরে ইঁহার জন্ম। (ভারত বন ১৯৬ অঃ।) ২ যদুবংশীয় কুকুর নৃপতির পৌত্র। (হরিবংশ ৩৮ অঃ)

কপোতলুব্ধকীয় (ক্লী) কপোতং লুব্ধকঞ্চ অধিকৃত্য কৃতো গ্রন্থঃ, কপোতলুব্ধক-ছ। মহাভারতের অন্তর্গত আখ্যায়িকা-বিশেষ, ইহাতে কপোত ও লুব্ধকের গল্পছলে গৃহস্থের প্রাণ দিয়াও অতিথি সৎকার কর্ত্তব্য, এইরূপ উপদেশ আছে।

কপোতবঙ্কা (স্ত্রী) কপোতো বঙ্কতে প্রতার্য্যতে হনয়া, কপোত-বনচ্ করণে ঘঞ্ কুত্বং টাপ্ চ। ব্রাহ্মী। [ব্রাহ্মী দেখ।]

("কপোতবঙ্কা মূলং হি পিবেদম্লসুরাদিভিঃ।" সুশ্রুত।)

কপোতবর্ণী (স্ত্রী) কপোতস্য বর্ণ ইব বর্ণো যস্যাঃ, গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ছোট এলাইচ।

কপোতবল্লী (স্ত্রী) কপোতবর্ণা বল্লী মধ্যলো°। ব্রাহ্মী। ("ব্রাহ্মী কপোতবল্লী চ সোমবল্লী সরস্বতী।" ভাবপ্র।)

কপোতবাণা (স্ত্রী) কপোতপাদ ইব যো বাণ স্তবং আকারো যস্য। নলিকা নামক গন্ধদ্রব্য বিশেষ।

কপোতবৃত্তি (ত্রি) কপোতানাং বেগো বৃত্তিরিব বৃত্তির্যস্য, বহুব্রী। ১ সঞ্চয়হীন, যে রোজ আনিয়া রোজ খায়। ২ (৬তৎ) (স্ত্রী) সঞ্চয়শূন্য জীবিকা।

কপোতবেগা (স্ত্রী) কপোতানাং বেগে গতিরিব বেগঃ দ্রুতবৃদ্ধির্যস্যাঃ, মধ্যলো°। ব্রাহ্মীশাক।

কপোতসার (ক্লী) কপোতবর্ণইব সারঃ কৃষ্ণবর্ণো যস্য, বহুব্রী। অঞ্জনবিশেষ, স্রোতোঞ্জন।

কপোতহস্ত (ক্লী) উপাসনাকালে হাতযোড় করা।

কপোতাক্ষ নদী। বাঙ্গালার একটী নদী। চলিত কথায় ইহাকে "কপদক" নদী বলে। নদীয়া জেলার অন্তর্গত চাঁদপুরের নিকট মাথাভাঙ্গা নদী হইতে বহির্গত হইয়াছে। উৎপত্তিস্থল হইতে কিছুদুর পূর্ব্বাভিমুখে বহিয়া গিয়া নদীয়া ও যশোহরের মধ্যে দক্ষিণাভিমুখী হইয়াছে। এই স্থানে এই নদীই নদীয়া ও ২৪ পরগণা এবং যশোহর জেলার সীমা নির্দ্দেশক। ২৪ পরগণার মধ্যে আশাশুনি হইতে ৫ মাইল পূর্ব্বে ইহা "মরিছাপ গাং"এর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই গাঙের ভিতর দিয়া কলিকাতা হইতে নৌকাদি যাতায়াত করে। যেখানে কপোতাক্ষ উক্ত গাঙের সহিত মিলিত হইয়াছে, তাহার ২ মাইল দক্ষিণে এই নদী হইতে পূর্ব্বমুখে যশোহর জেলার 'চাঁদখালী খাল' নির্গত হইয়াছে। এই খাল দিয়া খুলনা, ঢাকা প্রভৃতি অঞ্চলে মাল আমদানী রপ্তানি হইয়া থাকে। চাঁদখালী খালের মুখ হইতে ২২° ১৩′ ৩০″ উত্তর অক্ষান্তরে এবং ৮৯° ২০′ পূর্ব্ব দ্রাঘিমায় ইহার সহিত খোলপেটুয়া নদী মিলিত হইয়াছে। এই সংযুক্ত নদী দুইটীকে সঙ্গমস্থলের দক্ষিণ হইতে ক্রমশঃ কোথাও পাঙ্গাসি, বাড়, পাঙ্গা, নামগাদ ও সমুদ্র বলে। সাগরের নিকটবর্ত্তী স্থানে ইহার নাম মালঞ্চ। কপোতাক্ষ অবশেষে এই মালঞ্চ নামেই বঙ্গোপসাগরে প্রবিষ্ট হইয়াছে।

যশোহর জেলার মধ্যে এই নদীর তীরে সাগরদাড়ী নামে একখানি ক্ষুদ্রগ্রাম আছে। এই গ্রামে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ কবি মেঘনাদবধ ও ব্রজাঙ্গনাদি কাব্য-প্রণেতা ৺ মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্ম হয়।

কপোতাঙ্ঘ্রি (স্ত্রী) কপোতস্য অঙ্ঘ্রিরিব, উপমি। ১ নলীনামক গন্ধদ্রব্য। ২ (পুং) (৬তৎ) পায়রা বা ঘুঘুর পা।

কপোতাঞ্জন (ক্লী) কপোতবর্ণং অঞ্জনম্, মধ্যলো°। স্রোতোঞ্জন।

কপোতাভ (পুং) কপোতস্য আভাইব আভাযস্য, মধ্যলো°। ১ কপোতবর্ণ।

(কপোতস্ত কপোতাভঃ পীতস্ত সিতরঞ্জনঃ। শব্দাব্ধি।)

২ মূষিকবিশেষ; ইহা দংশন করিলে, দষ্টস্থানে গ্রন্থি, পিড়কা ও শোথ উৎপন্ন হয়, তাহাতে বায়ু, পিত্ত, কফ ও রক্ত এই চতুর্বিধ লক্ষণ প্রকাশ পায়। (সুশ্রুত)

কপোতারি (পুং) কপোতানাং অরির্মারকঃ, ৬তৎ। শ্যেন পক্ষী, বাজপাখী।

কপোতিকা (স্ত্রী) কপোত-স্বার্থে কন্ টাপ্ অতইত্বম্। কপোতী, পায়রী, মাদী পায়রা বা ঘুঘু।

কপোতী (স্ত্রী) কপোত-ঙীষ্। ১ কপোতজাতির স্ত্রী। ২ যজ্ঞীয় যুপবিশেষ।

কপোতেশ্বর (পুং) মহাদেব। কোন সময়ে কুশস্থলীতে বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া মহাদেব কপোতের ন্যায় কৃশ হইয়া যাওয়ায়, তাঁহার এই নাম হইয়াছে। অগ্নিপুরাণের মতে, কোন সময়ে হরপার্ব্বতী কপোত কপোতীর রূপধারণ করিয়া বিহার করিয়াছিলেন, তাহা হইতে শিবের এই নামের উৎপত্তি।

কপোতেশ্বরী (স্ত্রী) কপোতেশ্বর-ঙীষ্। পার্ব্বতী, দুর্গা।

কপোল (পুং) কপি-ওলচ্-(কপিগডিগণ্ডিকটিপটিভ্য ওলচ্। উণ্ ১। ৬৩।) নলোপঃ। গণ্ডস্থল, গাল।

কপোলকল্পনা (স্ত্রী) অমূলক কল্পনা, গানগল্প।

কপোলকল্পিত (ত্রি) যে সকল অমূলক বিষয় কল্পনা করা হয়।

কপোলকাষ (পুং) কষ্যতে অনেন ইতি কাষঃ, কপোলানাং কাষঃ কষণস্থানম্। হস্তিগণ যেথানে গণ্ডদেশ ঘর্ষণ করে, বৃক্ষাদির স্কন্ধস্থান।

("নীনালিঃ সুরকরিণাং কপোলকাষঃ।" ভারবি।)

কপোলফলক (পুং) কপোলঃ ফলকইব। বিস্তৃত কপোল।

কপোলভিত্তি (স্ত্রী) কপোলা ভিত্তয়ইব, উপমি। বিস্তৃত কপোল।

কপোলী (স্ত্রী) জানুর অগ্রভাগ।

কপ্চান (দেশজ) পক্ষিদের বুলি ধরিবার উপক্রম করা।

কপ্যাখ্য (ক্লী) কপিরাখ্যা যস্য, বহুব্রী। বানর।

কপ্যাস (ক্লী) আস্যতে অনেন ইতি আসঃ, কপীনাং আসঃ, ৬তৎ। কপিগণের পৃষ্ঠের প্রান্তভাগ।

কফ (পুং) কেন জলেন ফলতি, ক-ফল-ড (অন্যেষপি দৃশ্যতে। পা ৩। ২। ১০১।) শরীরস্থ ধাতুবিশেষ, শ্লেষ্মা। "ক" শব্দের অর্থ দেহ এবং "ফল" ধাতুর অর্থে গতি; সুতরাং ইহা দ্বারা স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, ইহা প্রাণিগণের দেহে সর্ব্বত্র গতি (চলাচল) করে বলিয়া, উহাকে কফ বলা যায়। ইহা শরীরস্থ সৌম্য (জলীয়, স্নিগ্ধগুণবিশিষ্ট) ধাতু। প্রচলিত বঙ্গভাষায় ইহাকে কফ ও শ্লেষ্মা বলা যায়। শ্লেদন, সন্ধাত, সৌম্যধাতু, শ্লেষ্মা, খম ও বলী, এই কয়েকটি শব্দ কফ শব্দের পর্য্যায়। এই কফ দেহকে ধারণ করিয়া রাখে বলিয়া উহাকে "ধাতু", সমস্ত দেহকে দূষিত করে বলিয়া উহাকে "দোষ" এবং ক্লেদাদি দ্বারা সর্ব্বশরীরকে মলিন করে বলিয়া উহাকে "মল" বলা যায়। এই কফ নামভেদে, স্থানভেদে ও কার্য্যভেদে পাঁচ ভাগে বিভক্ত। যথা—

"কফস্যৈতানি নামানি ক্লেদনশ্চাবলম্বনঃ।
রসনঃ স্নেহনশ্চাপি শ্লেষণঃ স্থানভেদতঃ॥"

সুশ্রুত, সূত্রস্থান॥

১ ক্লেদন, ২ অবলম্বন, ৩ রসন, ৪ স্নেহন এবং ৫ শ্লেষণ, এই কয়েকটি শ্লেষ্মার নাম।

"আমাশয়ে হথ হৃদয়ে কণ্ঠে শিরসি সন্ধিষু।
স্থানেষেষু মনুষ্যাণাং শ্লেষ্মা তিষ্ঠত্যনুক্রমাৎ॥"

সুখবোধ॥

১ আমাশয়, ২ হৃদয়, ৩ কণ্ঠ, ৪ মস্তক ও ৫ সন্ধিস্থান, শরীরের এই ৫টি স্থান কফের প্রধান আশ্রয়স্থল। ক্লেদন নামক শ্লেষ্মা আমাশয়ে, অবলম্বন নামক শ্লেষ্মা হৃদয়ে, রসন নামক শ্লেষ্মা কণ্ঠে, স্নেহন নামক শ্লেষ্মা মস্তকে এবং শ্লেষণ নামক শ্লেষ্মা সন্ধিস্থানে অবস্থান করিয়া থাকে। ইহা সর্ব্বশরীরব্যাপী হইলেও যখন অবিকৃত অবস্থায় থাকে, তখন কেবলমাত্র পূর্ব্বোক্ত আমাশয়াদি পঞ্চস্থানেই অবস্থিতি করে। উল্লিখিত ক্লেদনাদি পঞ্চবিধ শ্লেষ্মার কার্য্যও পৃথক্ পৃথক্, তাহাও এস্থলে উল্লেখ করা যাইতেছে;—

"ক্লেদনঃ ক্লেদয়ত্যন্নমাস্থশক্ত্যাহপরাণ্যপি।
অনুগৃহ্লাতি চ শ্লেষ্মস্থানান্যুদককর্ম্মণা॥
রসযুক্তাত্মবীর্য্যেণ হৃদয়স্থানলম্বনম্।
ত্রিকসন্ধারণঞ্চাপি বিদধাত্যবলম্বনঃ।
রসনাবস্থিতস্থেষ রসনো রসবোধনাৎ।
স্নেহনঃ স্নেহদানেন সমস্তেন্দ্রিয় তর্পণঃ।
শ্লেষণঃ সর্ব্বসন্ধীনাং যং শ্লেষং বিদধাত্যসৌ॥"

সুশ্রুত, সূত্রস্থান॥

১ম—ক্লেদন নামক শ্লেষ্মা আপন শক্তি দ্বারা ভুক্ত দ্রব্যকে ক্লিন্ন করে, সুতরাং তদ্দ্বারা পিণ্ডাকৃতি আহারীয় বস্তু সকল ভিন্ন হইয়া (গলিয়া) পড়ে। তৎপরে ঐ ভিন্ন অন্ন

সকল হৃদয় প্রভৃতি অন্যান্য স্থান সমূহে গমনপূর্ব্বক হৃদয়াবলম্বন, ত্রিক (মেরুদণ্ডের নিম্ন ও উপরিস্থ সন্ধিস্থান অর্থাৎ গুহ্যের সন্নিকট শেষাস্থি ও ঘাড়), সন্ধারণ, রসগ্রহণ, ইন্দ্রিয়সমূহকে শৈত্য গুণে সন্তৃপ্তিকরণ এবং সন্ধিসংশ্লেষণ প্রভৃতি উদক কর্ম্মদ্বারা তত্তৎস্থানের আনুকূল্য করিয়া থাকে। ২য়—বক্ষঃস্থলস্থিত অবলম্বন নামক শ্লেষ্মা রসসহযোগে স্বীয় শক্তি দ্বারা হৃদয় অবলম্বন এবং ত্রিক-দেশকে ধারণ করিয়া রাখে। ৩য়—রসন নামক রসনাস্থ কফ আহারীয় বস্তু সমূহের রসজ্ঞান জন্মাইয়া থাকে। ৪র্থ—স্নেহন নামক শ্লেষ্মা স্নেহপদার্থ প্রদানপূর্ব্বক সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি সম্পাদন করে। ৫ম—শ্লেষণ নামক কফ সন্ধিসমূহের সংশ্লেষ (মিলন) বিধান করিয়া থাকে। বাভটের মতে—

"কফধাম্নাঞ্চ শেষাণাং যৎকরোত্যবলম্বনম্।
অতোঽবলম্বকঃ শ্লেষ্মা যস্ত্বামাশয়সংশ্রিতঃ।
ক্লেদকঃ সোঽন্নসঙ্ঘাতক্লেদনাদ্ রসবোধনাৎ।
বোধকো রসনাস্থায়ী শিরঃসংস্থোঽক্ষিতর্পণাৎ।
তর্পকঃ সন্ধিসংশ্লেষাচ্ছ্লেষ্মকঃ সন্ধিষু স্থিতঃ॥"

বাভট, সূত্রস্থান।

অবলম্বক, ক্লেদক, শ্লেষ্মক, বোধক এবং তর্পক, এই ৫টি নাম দ্বারা কফ ৫ ভাগে বিভক্ত হয়। অবলম্বক শ্লেষ্মা পূর্ব্বোক্ত অবলম্বন কফোক্ত ক্রিয়াশীল ও স্থানগত, ক্লেদক শ্লেষ্মা ক্লেদন শ্লেষ্মার ন্যায় কার্য্যকারী ও স্থানগত, শ্লেষ্মক কফ পূর্ব্বোক্ত শ্লেষণ কফের মত কার্য্যাকারী ও স্থানগত, বোধক শ্লেষ্মা পূর্ব্বোক্ত রসন নামক কফের সদৃশ ক্রিয়াবিশিষ্ট ও স্থানগত এবং তর্পক শ্লেষ্মা সুশ্রুতোক্ত স্নেহন নামক শ্লেষ্মার সদৃশ ক্রিয়াকারী ও স্থানাশ্রয়ী।

"শ্লেষ্মা শ্বেতো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ পিচ্ছিলঃ শীত এবচ।
মধুরস্ত্ববিদগ্ধঃ স্যাদ্ বিদগ্ধো লবণঃ স্মৃতঃ॥"

সুশ্রুত, সূত্রস্থান।

ইহা শ্বেতবর্ণ, গুরু (ভারী), স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল, শীতল, মধুর রসাত্মক এবং বিকৃত হইলে লবণ রসবিশিষ্ট।

কফ প্রকোপের কারণ ও কাল—গুরুপাকী দ্রব্য, মধুর রসবিশিষ্ট দ্রব্য, অত্যন্ত স্নিগ্ধ দ্রব্য, দুগ্ধ, ইক্ষুরস, দ্রব (তরল) বস্তু; দধি, পিষ্টক ও ঘৃতসংযুক্ত দ্রব্য এই সকল বস্তু ভোজন করিলে এবং দিবানিদ্রা, বাল্যকাল, শীতকাল, বসন্তকাল, রাত্রির প্রথমকাল, দিবার আদি সময় (প্রভাত) এবং ভোজন করিবামাত্র, এই সকল সময়ে কফ প্রকুপিত হইয়া থাকে; কফ প্রকুপিত হইলে স্তিমিতভাব, মধুররস, শীততা, শৌক্ল্য, প্রসেক, মলপ্রাচুর্য্য, স্থিরতা, লবণাক্ততা, কণ্ডূ, আলস্য, চিরকারিতা, কঠিনতা, শোথ, অরুচি, স্নিগ্ধতা, তন্দ্রা, তৃপ্তি, উপদেহ, কাস ও গুরুতা; এই বিংশতি প্রকার লক্ষণ প্রকাশ পায়। কফজ-রোগে এইগুলি উপকারী। যথা—রুক্ষ দ্রব্য, ক্ষার দ্রব্য, কষায় দ্রব্য, তিক্ত দ্রব্য এবং কটুদ্রব্য সেবন, ব্যায়াম, নিষ্ঠীবন (কাশিয়া থুতু নিক্ষেপ করণ), ধূমপান, উষ্ণ শিরোবিরেচক দ্রব্য (নস্যাদি) ব্যবহার, বমনকারক দ্রব্য প্রয়োগ, স্বেদ (গরম জলাভিষিক্ত ফ্ল্যানেলাদি উষ্ণ বস্ত্র দ্বারা সেক প্রদান), উপবাস, মৈথুন, পথপর্য্যটন, যুদ্ধ, জাগরণ, জলক্রীড়া এবং পদাদি দ্বারা আঘাত প্রয়োগ, এই প্রকার আহার বিহার ও ঔষধাদি দ্বারা প্রকুপিত কফ প্রশমিত হইয়া থাকে। উক্ত রুক্ষ দ্রব্যাদিকে কফ সংশমন বর্গ বলা যায়।

জলক্রীড়া (সন্তরণ), শীতল এবং ক্রিয়া দ্বারা কি প্রকারে কফ প্রশমিত হয়, এই প্রশ্নের উত্তর স্থলে এই বলা যায় যে, জলক্রীড়া জনিত শীতলতা দ্বারা শারীরিক উষ্মা অবরুদ্ধ হইয়া যায়, সুতরাং যেমন চতুর্দ্দিকে কর্দ্দম লেপন করিয়া দিলে পাকাগ্নি প্রখর হওয়ায় সত্বর পাকক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তদ্রূপ শারীরিক অগ্নি অত্যন্ত প্রখর হইয়া কফকে শোষণ করে। কফ বর্দ্ধিত হইলে অগ্নিমান্দ্য, নাসিকাদি হইতে কফস্রাব, আলস্য, দেহের গুরুতা ও শ্বেতবর্ণতা, অঙ্গাদি শীতল ও শিথিল হয় এবং শ্বাস, কাস ও নিদ্রাধিক্য হইয়া থাকে। কফ ক্ষীণ হইলে শ্রান্তিবোধ, হৃদয়াদি শ্লেষ্মাশয় সমূহের শূন্যতা (কফশূন্যতা), দ্রবত্বে অল্পতা এবং শারীরিক সন্ধি-সমূহ শিথিল হইয়া থাকে। যে সকল ব্যক্তির শরীরে কফ অধিক পরিমাণে অবস্থিতি করে, তাহারা কফের গুণ ক্রিয়াদি-বিশিষ্ট হইয়া কফাত্মক প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে; ইহাকে কফ-প্রকৃতিক বলা যায়। গম্ভীর বুদ্ধি, কেশ শ্যামবর্ণ ও স্নিগ্ধ, ক্ষমাশীলতা, বীর্য্যবত্তা, স্থূলকায়, সমধিক বলবত্তা এবং নিদ্রা-বস্থায় স্বপ্নযোগে জলাশয় দর্শন, এই সকল শ্লেষ্ম প্রকৃতির লক্ষণ বলিয়া জানিবে। এই শ্লেষ্মপ্রকৃতি বিকৃত হইলে স্নেহ, বন্ধ (বদ্ধতা), স্থিরতা, গৌরব, বৃষের ন্যায় বল, ক্ষমা, ধৃতি এবং অলোভ, এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হইয়া থাকে। (সুখবোধ।)

লক্ষণ। সুশ্রুতের মতে—কেশ নীলবর্ণ, সৌভাগ্যবান্, মেঘ ও মৃদঙ্গের ন্যায় স্বরবিশিষ্ট, নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নযোগ; প্রফুল্ল পদ্ম কুমুদাদি বিবিধ পুষ্প, সন্তরণশীল হংস চক্রবাকাদি জলক্রীড়ক পক্ষী ও সবুজ মনোহর সরোবরাদি জলাশয় দর্শন, রক্তান্তনেত্র, সুবিভক্ত গাত্র, সমাবয়ব, স্নিগ্ধদেহ, সত্ত্বগুণযুক্ত ক্লেশসহিষ্ণু এবং গুরুকে মান্যকারী এই সকল কফ প্রকৃতির লক্ষণ।

মানবগণের শরীরে দুই প্রকার কফ অবস্থান করে, সাম-

কফ ও নিরাম কফ। যে কফ আম (অপক্ব)-রস মিশ্রিত থাকে, তাহাকে সাম কফ বলে। আর যে কফ অপক্ব রস-বিহীন তাহাকে নিরাম কফ বলিয়া জানিবে। নিরাম কফ অবিকৃত ও নির্দ্দোষ, উহা দ্বারা কোন প্রকার অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। সাম কফ বিকৃত ও দূষিত; ইহা দ্বারা নানাবিধ অহিত উৎপন্ন হয় বলিয়াই উহার লক্ষণ সকল কথিত হইল। যথা—

"আলস্যতন্দ্রাহৃদয়াবিশুদ্ধিদোষাপ্রবৃত্ত্যাবিলমূত্রতাভিঃ।
গুরূদরত্বারুচিসুপ্তভাভিরামান্বিতং ব্যাধিমুদাহরন্তি॥"

ভাবপ্রকাশ, মধ্যখণ্ড-জ্বরাধিকার।

আলস্য, তন্দ্রা, হৃদয়ের অবিশুদ্ধতা (বক্ষঃস্থলে কফ কর্ত্তৃক বাধাবোধ), দোষের অপ্রবৃত্তি (স্রাব হয় না), মূত্রের আবিলতা (ঘোলাটে), উদরে ভারবোধ, অরুচি ও নিদ্রালুতা, এই সকল সাম কফের লক্ষণ বলিয়া জানিবে।

প্রথমেই কফ শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয় নির্দ্দেশক ব্যুৎপত্তি দ্বারা উহা সর্ব্বশরীরে চলাচল করে এরূপ প্রতিপন্ন করা হইয়াছে এবং তৎপরে কফ যখন অবিকৃত অবস্থায় থাকে, তখন উহা হৃদয়, কণ্ঠ, আমাশয়, মস্তক ও বিকৃত হইলে সন্ধিস্থল, এই ৫টি স্থানে অবস্থিতি করে এবং বিকৃত হইলে স্বস্থান ত্যাগ করিয়া সর্ব্বশরীরের নানাস্থানে যাইয়া নানা প্রকার রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে বলা হইয়াছে। কিন্তু এই কফ দেহের সর্ব্বত্র প্রসরণশীল হইলেও বায়ুর সাহায্য ব্যতীত হৃদয়াদি স্বস্থান হইতে অন্যত্র আদৌ যাইতে পারে না। যথা—"পিত্তং পঙ্গু কফঃ পঙ্গুঃ পঙ্গবো মলধাতবঃ। বায়ুনা যত্র নীয়ন্তে তত্র বর্ষন্তি মেঘবৎ।" শার্ঙ্গধর, ষষ্ঠ অধ্যায়। অর্থাৎ পিত্ত, কফ, বিষ্ঠামূত্রাদি মল এবং রস রক্তাদি ধাতু সমস্তই পঙ্গুবৎ অচল, স্বয়ং শরীরাভ্যন্তরে কদাচ গতি-বিধি করিতে পারে না, বায়ু কর্ত্তৃক যে স্থানে নীত হয়, তথায় মেঘ বর্ষের ন্যায় স্বীয় ক্রিয়া প্রকাশ করে। অর্থাৎ কফ বিকৃত কুপিত বা বর্দ্ধিত হইলে, উহা বায়ু কর্ত্তৃক শরীরের নানাস্থানে নীত হইয়া নানাপ্রকার ব্যাধি উৎপাদন করিয়া থাকে। যেমন কফ বক্ষঃস্থ ফুস্‌ফুসে নীত হইলে শ্বাস ও কাসরোগ, মস্তকে নীত হইলে শিরঃপীড়া, নাসিকায় আসিলে প্রতিশ্যায় রোগ উৎপাদন করে ইত্যাদি।

পথ্য—বমন, উপবাস, নেত্রাঞ্জন, মৈথুন, শরীরমার্জ্জন, উষ্ণজলাদির স্বেদ, চিন্তা, জাগরণ, পরিশ্রম, অত্যধিক পথপর্য্যটন, তৃষ্ণার বেগধারণ, গণ্ডূষধারণ, প্রতিসারণ (দন্ত জিহ্বা মুখে ঘর্ষণ দ্রব্য প্রয়োগ) শিরোবিরেচক নস্য, হস্তী অশ্বাদি যানারোহণ, ধূমপান, শরীরাচ্ছাদন, যুদ্ধ, মনোদুঃখ উৎপাদন, রুক্ষদ্রব্য, উষ্ণদ্রব্য, পুরাতন ও ষষ্টিক ধান্য, বরবটী, তৃণ ধান্য, ছোলা, মুগ, কুলথ, কলাই, যব, ক্ষার, সর্ষপতৈল, গরমজল, ধন্বদেশজ মাংস, রাইসরিষা, বেতাগ্র, পটোল, করলা, উচ্ছে, বেগুন, যজ্ঞডুমুর, কাঁক-রোল, মোচা, রসুন, ডাও, ওলনা, নিম, কচিমূলা, কট্‌কী, তেউরী, মধু, তাম্বূল, পুরাতনমদ্য, ত্রিকটু, ত্রিফলা, গোমূত্র, খই, রুক্ষ তণ্ডুলকৃতান্ন, ঈষদুষ্ণ গৃহ, কাঁসা, লৌহ, মুক্তা, কর্পূররসযুক্ত, তিক্তকর দ্রব্য ও কষায় দ্রব্য, এই সকল আচরণ, পান ও আহারাদিতে কফ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

অপথ্য—স্নেহ প্রয়োগ, তৈলাভ্যঙ্গ, উপবেশন, দিবা নিদ্রা, স্নান, নূতনজল, নূতন তণ্ডুল, মাষকলাই, মৎস্য, মাংস, গুড়াদি মিষ্টদ্রব্য, ছানা, দধি প্রভৃতি দুগ্ধবিকৃত দ্রব্য, পেয়া, কামরাঙ্গা, পুঁইশাক, কাঁঠাল, ধান, খেজুর, দুগ্ধ, অম্ললেপন, নারিকেল, মিষ্টান্ন, মধুর দ্রব্য, অম্লদ্রব্য, গুরু (ভারী) দ্রব্য ও হিম, এই সকল আচরণ, আহার, বিহারাদি কফের অপথ্য অর্থাৎ এই সকল দ্বারা কফ-রোগীর অনিষ্ট উৎপন্ন এবং কুপিত ও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

কফকর (ত্রি) কফং করোতি, কফ-কৃ-অচ্। কফবৃদ্ধিকারক দ্রব্য। মহর্ষি সুশ্রুতের মতে,—কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জীবক, ঋষভক, মুগানী, মাষানী, মেদা, মহামেদা, ছিন্নরুহা, কাকরাশৃঙ্গী, তুগাক্ষীরী, পদ্মক, প্রপৌণ্ডরীক; ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, মৃদ্বিকা, জীবন্তী ও মধুক; এই কাকোল্যাদি গণোক্ত দ্রব্য সকল কফকর। [অন্যান্য দ্রব্য কফ শব্দে দেখ।]

কফকূর্চ্চিকা (স্ত্রী) কফং কূর্চ্চতি বিকৃতং করোতি, কফ-কূর্চ্চ-ণ্বুল্-টাপ্-অত ইত্বঞ্চ। লালা, থুতু।
(স্যূনীকা স্যন্দিনী লালাস্যাসবঃ কফকূর্চ্চিকা। হেম ৩।২৯৩।)

কফকেতু (পুং) ঔষধ বিশেষ।

কফক্ষয় (পুং) কফানাং ক্ষয়ঃ, ৬তৎ। শরীরস্থ স্বাভাবিক কফের নাশ। [কফক্ষয়ের লক্ষণ কফে দেখ।]

কফঘ্ন (ত্রি) কফং তদ্বিকারঞ্চ হন্তি, কফ-হন্-টক্। কফনাশক বা কফজনিত পীড়ানাশক দ্রব্য।

সুশ্রুতোক্ত আরগ্বধাদি, বরুণাদি, সালসারাদি, লোধ্রাদি, অর্কাদি, সুরসাদি, পিপ্পল্যাদি, এলাদি, বৃহত্যাদি, পটোলাদি, উষকাদি ও মুস্তাদি গণোক্ত দ্রব্যসকল এবং ত্রিকটু, ত্রিফলা, পঞ্চমূল, দশমূল প্রভৃতি দ্রব্য সকল কফনাশক। [অন্যান্য কফ শব্দে দেখ।]

কফঘ্নী (স্ত্রী) কফঘ্ন-ঙীপ্। হবুষা বিশেষ, আউচ বৃক্ষ বিশেষ।

কফজ (ত্রি) কফাজ্জায়তে, কফ-জন্-ড। শ্লেষ্মা হইতে উৎপন্ন।

কফজ্বর (পুং) কফ নিমিত্তো জ্বরঃ, মধ্যলো°। জ্বররোগ বিশেষ। [জ্বর দেখ।]

কফণি (পুং, স্ত্রী) কেন সুখেন ফণতি অনায়াসেন সঙ্কোচ-বিকোচনত্বং প্রাপ্নোতি ইত্যর্থঃ, ক ফণ্-ইন্। কেন অনায়াসেন স্ফুরতি, ক-স্ফুর-ইন্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) কফোণি, কনুই। (কফোণিস্তু ভুজা মধ্যং কফণিঃ কূর্পরশ্চ সঃ। হেম ৩। ২৫৪।)

কফদ (ত্রি) কফং দদাতি, কফ-দা-ড। শ্লেষ্মকারক।

কফনাশন (ত্রি) কফং নাশয়তি, কফ-নশ-ণিচ্-ল্যুট্। শ্লেষ্মনাশক।

কফপ্রায় (ত্রি) কফঃ প্রায়ঃ বাহুল্যেন যত্র, বহুব্রী। কফবহুল, অতিরিক্ত শ্লেষ্মসংযুক্ত।

কফল (ত্রি) কফঃ সাধ্যত্বেন অস্ত্যস্য, কফ-লচ্। কফজনক; শ্লেষ্মকারক।

কফবর্দ্ধক (ত্রি) কফং বর্দ্ধয়তি, কফ-বৃধ-ণিচ্-ণ্বুল্। যাঁহার দ্বারা শ্লেষ্মার বৃদ্ধি হয়।

কফবর্দ্ধন (পুং) কফং কফজনিতং বিকারস্বা বর্দ্ধয়তি, কফ-বৃধ-ণিচ্-ল্যু। ১ পিণ্ডীতগর বৃক্ষ। ২ (ত্রি) কফবৃদ্ধিকারক দ্রব্যাদি।

কফবিরোধি [ন্] (ক্লী) কফং বিশেষেণ রুণদ্ধি কফ-বি-রুধ-ণিনি। ১ মরিচ। ২ (ত্রি) শ্লেষ্মনাশক।

কফসম্ভব (ত্রি) কফাৎ সম্ভবঃ উৎপত্তির্যস্য, ৫তৎ। কফজাত।

কফহর (ত্রি) কফং হরতি নাশয়তি, কফ-হৃ-অচ্। কফনাশক।

কফহৃৎ (স্ত্রী) কফং হরতি, কফ-হৃ-ক্বিপ্। শ্লেষ্মনাশক।

কফাত্মক (ত্রি) কফ আত্মা যস্য, কফাত্মন্-কন্। ১ কফময়। ২ কফরূপী।

কফান্তক (পুং) কফস্য অন্তকো নাশকঃ। বাবলাগাছ।

কফারি (পুং) কফস্য অরিঃ শময়তি। শুণ্ঠী, শুঁট।

কফিনী (স্ত্রী) কফিন্-ঙীপ্। ১ হস্তিনী। ২ শ্লেষ্মপ্রধান স্ত্রী।

কফী (ত্রি) কফোঽস্ত্যস্য, কফ-ইনি (দ্বন্দোপতাপগর্হ্যাৎ প্রাণিস্থাদিনি। পা ৫। ২। ১২৮।) ১ শ্লেষ্মযুক্ত। ২ (পুং) হস্তী।

কফেলু (ত্রি) কফং লাতি আদত্তে, কফ-লা-কু নিপাতনাৎ এত্বম্ (অন্দূদৃন্ফূজম্বূ কম্বূ কফেলূ কর্কন্ধূ দিধিষু। উণ্ ১। ৯৫।) ১ কফযুক্ত। ২ (পুং) শ্লেষ্মাতক বৃক্ষ।

(কফেলুঃ শ্লেষ্মাতকতরৌ পুংসি। উজ্জ্বলদত্ত।)

কফোণি (পুং, স্ত্রী) কেন সুখেন ফণতি স্ফুরতি বা, ক-ফণ-স্ফুর বা-ইন্ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) কূর্পর। কনুই।

কফোড় (পুং) কফোণি-বেদে কফোড়াদেশঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ। কফোণি, কনুই।

কবন্ধ (ক্লী) কস্য প্রাণবায়োঃ বন্ধ আশ্রয়ঃ, ৬তৎ। ১ জল। (পুং) ২ কং জলং বধ্নাতি, ক-বন্ধ-অণ্। উদর, পেট। ৩ বাহু। ৪ ধূমকেতু। ৫ রাক্ষস বিশেষ। রামায়ণে এই রাক্ষসের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে;—"দনু নামক কোন এক দানব উগ্রতপস্যার দ্বারা ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট দীর্ঘ জীবন বরলাভ করিয়াছিল। বরপ্রভাবে নিতান্ত গর্ব্বিত হইয়া কোন সময়ে ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে উপস্থিত হইল, ইন্দ্র বজ্রাঘাতের দ্বারা তাহার হস্ত ও মস্তক শরীরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলেন; কিন্তু ব্রহ্মবরে তাহার তাহাতেও প্রাণবিয়োগ হইল না। এইরূপ বিকৃত শরীরে দিন দিন ক্লিষ্ট হইয়া দনু বারম্বার ইন্দ্রের নিকট অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতে লাগিল। ক্রমে ইন্দ্রও তাহার প্রতি সদয় হইয়া তাহাকে যোজন পরিমিত দুই হস্ত ও বক্ষঃস্থলের উপরিভাগে এক বদন বসাইয়া দিলেন। দনু সেই মূর্ত্তিতে বনে বনে ভ্রমণ ও দীর্ঘ বাহু দ্বারা বন্য জন্তু আহার করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল।

তৎপরে একদা পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালন জন্য রামচন্দ্র লক্ষ্মণ ও সীতাসহ সেই বনে উপস্থিত হইলে, ঐ রাক্ষস দীর্ঘ বাহু দ্বারা তাহাদিগকে ধারণ করিল, রাম বীর্য্যভরে লঘু হস্তে স্বীয় খড়্গ দ্বারা তাহার প্রাণ বিনাশ করিলেন। রামহস্তে মৃত্যু হওয়ায় কবন্ধ দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া স্বর্গে গমন করিল।"

মহাভারতের মতে এই রাক্ষস পূর্ব্বে বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব্ব ছিল, পরে কোন ব্রাহ্মণ অভিশাপে রাক্ষসযোনি প্রাপ্ত হয়।

৬ (পুং ক্লী) (কেন প্রাণবায়ুনা পুনর্বধ্যতে, সম্বধ্যতে) মস্তকহীন জীবিত এবং ক্রিয়াযুক্ত কলেবর। ৭ আথর্ব্ব বিশেষ। ৮ মুনিবিশেষ।

কবন্ধবধ (পুং) কবন্ধস্য বধঃ বধোপাখ্যানং যত্র। পদ্মপুরাণের অধ্যায়বিশেষ, এই অধ্যায়ে কবন্ধ রাক্ষসের বধ বিষয় আনুপূর্ব্বিক বর্ণিত আছে।

কবন্ধী [ন্] (পুং) ঋষিবিশেষ।

("অথ কবন্ধী কাত্যায়ন উপেত্য পপ্রচ্ছ।" প্রশ্নোপ°)

২ (ত্রি) কং জলং অস্ত্যাস্তি, ক-বন্ধ-ইনি। জলযুক্ত।

কবরী। জাতিবিশেষ। মান্দ্রাজ প্রদেশে এই জাতির বসবাস। ইহারা প্রায় ১৮ শাখায় বিভক্ত। তন্মধ্যে বলিগি ও তোত্তিয়ার নামক শাখাই প্রধান।

পূর্ব্বে কবরীরা চাষবাসের জন্য জমি রাখিত, সেই জমি অপর নিকৃষ্ট জাতি দ্বারা আবাদ করাইয়া তাহার আয়ে

জীবিকানির্ব্বাহ করিত। এখন ইহাদের মধ্যে সেই পূর্ব্ব-প্রথা থাকিলেও অনেকে নিজে চাষ বাস করে, কেহ কেহ দাঁড়ি মাজি, ও কেহ বা সামন্তি বাণিজ্য ব্যবসাও করিয়া থাকে।

তোত্তিয়ার শাখা কোন কোন স্থানে তোত্তিয়ান্ বা কম্বলত্তার নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা পরিশ্রমী ও বড় উৎসাহী। কৃষিকার্য্য হইতে অনেক উচ্চ কার্য্য পর্য্যন্ত ইহাদের দ্বারা সম্পন্ন হয়। মান্দ্রাজনগরে তোত্তিয়ারেরা অনেক ভাল ভাল কার্য্য করিয়া থাকে।

তোত্তিয়ারেরা ৯ শ্রেণীতে বিভক্ত, প্রত্যেক শ্রেণী অপর শ্রেণী হইতে স্বতন্ত্র। প্রায় পাঁচ শতবর্ষ পূর্ব্বে কতক-গুলি তোত্তিয়ার মদুরাজেলায় আসিয়া উপনিবেশ করে।

ইহারা সকলই বিষ্ণু-উপাসক, বিষ্ণুর লীলাখেলা অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিয়া থাকে। কেহ বিষ্ণুর নিন্দা করিলে ইহাদের প্রাণে বড় আঘাত লাগে। নিন্দাকারীকে যথোচিত শাস্তিবিধান করিতে কেহ পশ্চাৎপদ হয় না। ইহাদের মধ্যে অনেকেই ইন্দ্রজাল জানে, সেই জন্য সাধারণে ইহাদিগকে ভয় ভক্তি করে। শুনা যায়, ইহারা ইন্দ্রজালবলে সাপে কামড়ান ভাল করিতে পারে। ইহাদের পুরুষেরা মাথায় পাগ্‌ড়ী বাঁধে। স্ত্রীলোকেরা নানাবিধ অলঙ্কার পরে, তাহাদের বক্ষ অনেকটা অনাবৃত থাকে, তাঁহাতে লজ্জা বোধ করে না।

তোত্তিয়ারদিগের মধ্যে বহুবিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে; কিন্তু প্রায়ই সকলে একবার বিবাহ করে, একপত্নীর মৃত্যু হইলে তবে অপর পত্নী গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহাদের বিবাহে অথবা ধর্ম্মকর্ম্মে ব্রাহ্মণের আবশ্যক হয় না, কোড়াঙ্গিনায়ক্কন্ নামে ইহাদের এক এক চাঁই থাকে, তাহারাই বিবাহাদি সম্পন্ন করে এবং এই জাতির জন্মকোষ্ঠি প্রস্তুত করিয়া দেয়।

কবরী-জাতিরা প্রধানতঃ তৈলঙ্গ, প্রায় সকলেই এই এই ভাষায় কথা কয়। তবে যাহারা স্বদেশ ছাড়িয়া অন্যস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের কথা স্বতন্ত্র।

কবীর। কবীরপন্থী নামক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। তিনি কাহার পুত্র অথবা কোন্ জাতীয় তৎসম্বন্ধে কিছু গোল-যোগ আছে। তাঁহার জাতি, কুল ও জন্ম বিষয়ে নানা বিবরণ পাওয়া যায়। মুসলমানেরা বলেন, তিনি জাতিতে মুসলমান ছিলেন। কিন্তু ভক্তমালে লিখিত আছে—

"রামানন্দশিষ্য কোন ব্রাহ্মণের এক বালবিধবা কন্যা ছিল। একদিন সেই ব্রাহ্মণ কন্যাকে সঙ্গে লইয়া গুরুদর্শনে গমন করেন। রামানন্দ সেই ব্রাহ্মণ-কন্যার ভক্তি দেখিয়া তাঁহাকে 'তুমি পুত্রবতী হও' বলিয়া সহসা আশীর্ব্বাদ করিলেন। আশীর্ব্বাদ বৃথা হইল না, বালবিধবা ব্রাহ্মণকন্যার এক পুত্র জন্মিল, তাহার নামই কবীর। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র অভাগিনী জননী লোকাপবাদ ভয়ে গুপ্তভাবে সেই শিশুকে স্থানান্তরে পরিত্যাগ করিয়া আসিল। একজন জোলা ও তাহার স্ত্রী দৈবাৎ ঐ শিশুকে পাইয়া নিজ পুত্রের ন্যায় লালন পালন করিয়াছিল।"

কবীরপন্থীরা ভক্তমালের প্রথম অংশ আদৌ স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে কবীর একদিন কাশীর নিকট 'লহর তলাও' নামক সরোবরে পদ্মপত্রের উপর ভাসিতে-ছিলেন, সেইখান দিয়া নুরি নামে একজন জোলা স্বীয় পত্নী নিমার সঙ্গে বিবাহনিমন্ত্রণে যায়। নিমা ঐ শিশুকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে নিজ স্বামীর নিকট আনয়ন করে। শিশু তাহাকে ডাকিয়া বলিল, আমায় কাশীতে লইয়া চল। নুরি সেই সদ্যোজাত শিশুর মুখে কথা শুনিয়া অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইল এবং কোন উপদেবতা মানবদেহ ধারণ করিয়া আসি-য়াছে ভাবিয়া প্রাণভয়ে ভীত হইয়া তাহাকে ফেলিয়া পলাইতে লাগিল। শিশু তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিল। প্রায় অর্দ্ধ-ক্রোশ গিয়া নুরি দেখিল, শিশু তাহার সম্মুখে উপস্থিত! তখন নুরি ভয়ে জড়ীভূত হইল। শিশু তাহার ভয় নিবারণ করিয়া কহিল, তোমরা আমায় প্রতিপালন কর, কোন ভয় নাই, এইরূপে সেই শিশুরূপী কবীর জোলা কর্ত্তৃক লালিত পালিত হইলেন।

কবীরের জীবনের প্রথমাংশ যেমন কৌতুকাবহ, অবশিষ্ট অংশও তদনুরূপ।

ভক্তিমাহাত্ম্য নামক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে—

"পূর্ব্বকালে বেদান্তাভ্যাসনিরত একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি স্ত্রী-পুত্রের জন্য শিল্পকার্য্যের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। একদিন তিনি সূতা আনিবার জন্য তন্তুবায়ের ভবনে গমন করেন। তথা হইতে নিজগৃহে ফিরিয়া আসিয়া জ্বর রোগে আক্রান্ত হন। দৈবযোগে সেই জ্বরেই তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তিনি তন্তুবায়কে স্মরণ করিয়াছিলেন বলিয়া তন্তুবায়ের ঘরে তাঁহার জন্ম হইল।

তন্তুবায়ের ঘরে জন্ম লইয়া সেই ব্রাহ্মণ প্রথমে বস্ত্রাদি নির্ম্মাণ করিতে শিখিলেন, কিন্তু পূর্ব্বসংস্কারবশতঃ তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞানও জন্মিল। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, এ সংসার অসার, এ জীবন পদ্মপত্রে জলের মত। এই কাশীধামে কে আমার গুরু হইবে? কে আমাকে এ সংসারসাগর

হইতে পরিত্রাণ করিবে? কর্ণধার না পাইলে এই দেহতরী কিরূপে চলিবে?

একদিন তিনি কতকগুলি সাধুর নিকট উপস্থিত হইয়া আপনার মনোভাব জানাইলেন। সাধু বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'কে তুই? কি চাস্।' তিনি বলিলেন, "আমি জাতিতে তন্তুবায়, রামানন্দের শিষ্য হইতে ইচ্ছা করি।' বৈষ্ণবগণ উপহাস করিয়া কহিলেন, 'তুই ম্লেচ্ছ! তোর গুরু কে হইবে?'

তখন তন্তুবায়রূপী কবীর ভগ্নমনোরথ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার মন অস্থির হইয়া উঠিল। তিনি পুনরায় সাধুগণের নিকট আসিয়া মনের দুঃখ জানাইলেন। কিন্তু এবারও তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হইল না। তিনি অস্থির চিত্তে বারাণসীতে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন; যাঁহাকে দেখেন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কি বলিতে পার, গুরু রামানন্দ কোথায়?' এইরূপে বহুদিন গত হইল। একদিবস একজন বৈষ্ণব তাঁহাকে দয়া করিয়া বলিল, 'গুরু রামানন্দ অমুক স্থানে বাস করেন, রাত্রিশেষ হইলে বহির্দ্বার খুলিয়া প্রত্যহ গঙ্গাস্নানে বাহির হন। তুই রাত্রি থাকিতে তাঁহার বহির্দ্বারের সম্মুখে গিয়া শুইয়া থাকিস, যখন দ্বার খুলিয়া তিনি বাহিরে আসিবেন তাঁহার পদ তোর অঙ্গে লাগিবে, তখন তিনি যে নাম উচ্চারণ করিবেন, তাহাই তুই গুরু মন্ত্র ভাবিয়া গ্রহণ করিবি। এ ছাড়া রামানন্দের শিষ্য হইবার কোন উপায় নাই।'

কবীর বৈষ্ণবের কথায় আশ্বস্ত হইলেন। শুভদিনে রাত্রিশেষে রামানন্দের দ্বারে আসিয়া শুইয়া রহিলেন। রাত্রিশেষ হইলে রামানন্দ প্রাতঃকৃত্যাদি সারিয়া কুশ তিল লইয়া স্নানার্থ যেমন বাহির হইবেন অমনি কবীরের অঙ্গে তাঁহার পদস্পর্শ হইল; কবীরও মহাসমাদরে গুরুপদ ভাবিয়া চুম্বন করিলেন। রামানন্দ একজন ম্লেচ্ছের গায়ে পা লাগিল দেখিয়া 'রাম! রাম! কে তুই?' এই কথা উচ্চারণ করিলেন। এইরূপে কবীরের মনোরথ পূর্ণ হইল। তিনি রামানন্দকে গুরু সম্বোধন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন *।

সেই অবধি কবীর 'রাম' নাম সার করিলেন, তিনি স্তব স্তুতি কিছুই করিতেন না, কেবল রামনামই মুক্তির সোপান ভাবিতেন। তদবধি তিলকমালা ধারণ করিয়া অপরাপর বৈষ্ণবের ন্যায় কাশীধামে বাস করিতে লাগিলেন।

কবীরের আচার ব্যবহার দেখিয়া বৈষ্ণবেরা ক্রুদ্ধ হইল। একদিন তাহারা কবীরকে ডাকিয়া বলিল, 'রে ম্লেচ্ছাধম! তুই কি সাহসে তিলকমালা ধারণ করিতেছিস্? কে তোরে এ দুর্বুদ্ধি দিয়াছে।'

কবীর শান্তশিষ্টভাবে উত্তর করিলেন, 'সত্যই বলিতেছি, গুরু রামানন্দ আমাকে রামমন্ত্র দিয়াছেন, তাই আমি এমন হইয়াছি।'

সকলে আসিয়া রামানন্দকে কবীরের কথা বলিল। রামানন্দ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। তিনি গুরুর নিকট আসিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ধীরভাবে কহিলেন, 'হে নাথ! আপনি কি ভুলিয়া গেলেন? সে দিন রাত্রিশেষে আমি আপনার দ্বারে শয়ন করিয়াছিলাম, আপনি আমার অঙ্গে পদ দিয়া রাম নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেইদিন আমি রামমন্ত্র লাভ করিয়াছি, সেইদিন হইতে নিয়তই রাম নাম জপ করিয়া থাকি। প্রভো! ইহাতে যদি আমার দোষ হইয়া থাকে, দয়া করিয়া ক্ষমা করুন।'

রামানন্দ কবীরের পরিচয় পাইলেন, ক্রোধ পরিত্যাগ করিয়া হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সেইদিন হইতে সকলে কবীরকে একজন ভক্ত বলিয়া জানিলেন।

কবীর যে কেবল একজন ভক্ত ছিলেন, তাহা নয়; তাঁহার হৃদয় দরিদ্রের দুঃখে গলিয়া যাইত। একদিন তিনি একখানি বস্ত্র লইয়া বিক্রয় করিতে যাইতেছেন, পথে একজন বৃদ্ধের সহিত দেখা হইল। তখন শীতকাল, দরিদ্র বৃদ্ধ শীতার্ত্ত হইয়া তাঁহার নিকট বস্ত্রখানি চাহিল, কবীর দরিদ্রের দুর্দশা দেখিয়া অম্লানবদনে বস্ত্রখানি তাহাকে প্রদান করিলেন। দান করিলেন বটে, কিন্তু পরমুহূর্ত্তে সংসারের কথা তাহার মনে উদয় হইল। আহা! আজ যে তাঁহার গৃহে অন্ন নাই, তাঁহার মাতা যে পথপানে চাহিয়া বসিয়া আছেন। কবীর রিক্তহস্তে কেমন করিয়া ঘরে ফিরিবেন! তিনি মনে মনে ভাবিলেন, আজ দরিদ্রকে এই বস্ত্রখানি দিয়া আমার যে সুখ লাভ হইল, বস্ত্রখানি বেচিয়া অর্থ লইয়া এমন সুখ ত পাইতাম না! আমার যাহা অদৃষ্টে আছে, তাহাই হইবে। কবীর গৃহে ফিরিলেন, আসিয়া শুনিলেন তাঁহার মাতা অন্নব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া তাঁহার জন্য বসিয়া আছেন। কবীর মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মা! আজ আমাদের সংসার চলিল কিরূপে, আমাদের ত আজ কিছু সংস্থান ছিল না।'

মাতা উত্তর করিলেন, 'সে কি কবীর! তুমিই যে লোক দিয়া আমার কাছে অর্থ পাঠাইয়া দিয়াছ।'

* ভেখ্তার মতে কবীর রামানন্দের দীক্ষা প্রার্থনা করিয়াছিলেন। যথা—

"প্রথম হিঁ রূপ জোলাহা কীন্হা। চারিবরণ মোহি কাহুঁ ন চীন্হা।
রামানন্দ গুরু দীক্ষা দেহ। গুরুপূজা কছু হম সোঁ লেহ।"

কবীর আশ্চর্য্য হইলেন, আবেগে গদগদভাবে মাতাকে কহিলেন, 'মাগো! তুমিই ধন্য! সাক্ষাৎ ভক্তবৎসল ভগবান্ আসিয়া তোমায় অর্থ দিয়া গিয়াছেন। মা! দীন দুঃখীকে ধন বিতরণ কর। ধনে আমাদের প্রয়োজন কি মা?'

তাঁহার মাতা দীন দরিদ্রকে ধন বিতরণ করিলেন। চারিদিকে রাষ্ট্র হইল, কবীর বড় দাতা; যে যায়, সেই পায়, তাহাকেও বৃথা ফিরিতে হয় না।

কবীরের বদান্যতা শুনিয়া একদিন চারিদিক্ হইতে বিস্তর লোক আসিয়া তাঁহার বাটীতে অতিথি হইল। কবীর দেখিলেন, বড়ই বিভ্রাট! তিনি দরিদ্র, নির্ধন, গৃহে অন্নের সংস্থান নাই, কিরূপে এত লোকের মনস্তুষ্টি করিবেন। তাঁহার মন অস্থির হইয়া উঠিল, তিনি গৃহান্তরে আসিয়া ভাবিতে লাগিলেন। এদিকে ভগবান্ কবীররূপ ধরিয়া অতিথিদিগকে ধনরত্নে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিলেন। কবীর গৃহে আসিয়া এই অপূর্ব্ব ঘটনা অবগত হইলেন। তখন কবীর আর কি স্থির থাকিতে পারেন? প্রাণ ভরিয়া কেবল ইষ্টদেবকে ডাকিতে লাগিলেন।

একদিন কবীর রাজসভায় উপস্থিত হইয়া এক অঞ্জলি জল লইয়া পূর্ব্বমুখে নিক্ষেপ করেন। রাজা তাঁহাকে পাগল ভাবিয়া হাসিয়া উঠিলেন। তৎকালে কবীর নির্ভয়ে রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'রাজন্! হাসিবার কোন কারণ নাই। জগন্নাথপুরীতে একজন পূজক ব্রাহ্মণের পায়ে গরম ভাত পড়িয়া গিয়াছে, আমি তাঁহারই পায়ে শীতল জল অর্পণ করিলাম।'

কবীরের কথায় রাজার বড় কৌতূহল জন্মিল, তিনি জগন্নাথপুরীতে চর পাঠাইলেন। চর ফিরিয়া আসিয়া কবীরের কথা সপ্রমাণ করিল। তখন রাজা স্থির করিলেন যে কবীর নিশ্চয়ই একজন সিদ্ধপুরুষ। কবীরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য তিনি স্বয়ং তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। কবীর রাজাকে আপন ক্ষুদ্রকুটীরে পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, যোড়হস্তে রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'মহারাজ! আপনার শুভাগমনে এ দাস কৃতার্থ হইল! কিঙ্করকে আদেশ করুন, কি করিতে হইবে?' রাজা কবীরকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, 'হে বৈষ্ণব! তুমি আমার দোষ গ্রহণ করিও না, আমি না জানিয়া তোমাকে উপহাস করিয়াছি। বল, কি করিলে তুমি সুখী হও! ধন রত্ন যাহা চাহ, এখনি দিতে প্রস্তুত আছি।'

কবীর সহাস্যমুখে উত্তর করিলেন 'রাজন্! ধনরত্নে প্রয়োজন কি? জীবন মরণ উভয়ই সমান। আমি মূর্খ! এ ছার জীবিকানির্ব্বাহের জন্য সামান্য ধনের ইচ্ছা করি না। যাহারা দীন দরিদ্র, ক্ষুধাতুর, অর্থের জন্য লালায়িত, আপনার ইচ্ছামত তাঁহাদিগকে ধন দান করুন, আপনার মহাপুণ্য হইবে।'

রাজা হৃষ্টচিত্তে নিজ প্রাসাদে ফিরিলেন এবং সেইদিন হইতে রাজ্যময় ঘোষণা করিয়া দিলেন, 'কবীর আমার অতি প্রিয়'।

কিছুদিন পরে কবীর তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইলেন। মথুরা দর্শন করিয়া দিল্লীতে গমন করিলেন। তখন দিল্লীতে যবনরাজ সিকন্দর লোডী রাজত্ব করিতেছিলেন। দুষ্টলোকে গিয়া যবনরাজকে জানাইল যে, কবীর নামে একজন দাম্ভিক জোলা আসিয়া অনেককে বঞ্চনা করিতেছে। এরূপ লোককে রাজার শাস্তি দেওয়া উচিত।

সিকন্দর কবীরকে ধরিবার জন্য আদেশ করিলেন। যথাসময়ে রাজপুরুষেরা কবীরকে গিয়া ধরিল। কবীর তাহাদের মুখে শুনিলেন তাঁহার প্রাণদণ্ড হইবে। যবনরাজের সমীপে আনীত হইলে পারিষদবর্গ তাঁহাকে নমস্কার করিতে বলিল। কিন্তু কবীর তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না, হাসিতে হাসিতে বলিলেন 'কাহাকে আবার প্রণাম করিব? এ সংসারে কে বধ্য নয়?'

তখন যবনরাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া যমুনার অগাধ সলিলে নিক্ষেপ করিতে আদেশ দিলেন। রাজপুরুষেরা তৎক্ষণাৎ কবীরকে যমুনার জলে ফেলিয়া দিল। কালিন্দীর কালজলে কবীরের দেহ অদৃশ্য হইল। কিন্তু পরক্ষণেই সকলে দেখিতে পাইল, কবীর যমুনার পরপারে সহাস্যমুখে বেড়াইতেছেন। দুষ্টলোকেরা ম্লেচ্ছরাজকে জানাইয়া বলিল যে কবীর ঐন্দ্রজালিক, সামান্য ইন্দ্রজালবিদ্যা-প্রভাবে নিশ্চয়ই সে রক্ষা পাইয়াছে। এবার তাহাকে অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করিতে আজ্ঞা হউক।'

দিল্লীশ্বর দুষ্টের কথায় ভুলিলেন, রাজপুরুষদিগকে ডাকাইয়া মহানলে কবীরকে দগ্ধ করিতে বলিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! জলন্ত অনলে কবীরের একগাছি কেশমাত্র নষ্ট হইল না।

কবীরের এই অমানুষ ঘটনা দেখিয়াও দিল্লীশ্বরের চৈতন্য হইল না, তিনি ক্রোধে উন্মত্ত ও দুর্জ্জনের কথায় বশীভূত হইয়া হস্তীপদতলে কবীরের প্রাণবধ করিতে আজ্ঞা করিলেন।

কিন্তু ভগবান্ যাঁহার প্রতি সদয়, শত হস্তী তাঁহার কি করিতে পারে? আজ মত্ত হস্তীও কবীরের সিংহরূপ দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করিল।

যবনেরা কবীরের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। এবার সিকন্দরেরও মন টলিল। তিনি কবীরকে আহ্বান করিয়া সাদর সম্ভাষণে কহিলেন, 'সাধু! আমার দোষ ক্ষমা করিও। তুমি মহাজন, আজ আমি জানিতে পারিয়াছি।'

কবীর যবনরাজের নিকট বিদায় লইয়া কাশীধামে আগমন করিলেন। এখানে তিনি সংসারের অনিত্যতা বুঝিয়া আত্মজ্ঞানলাভে যত্নবান্ হইলেন।

এই কাশীতেও তাঁহার চারিদিকে বিপক্ষ ঘুরিত। এক-দিন কোন দুষ্টলোক কবীরের নাম করিয়া কাশীবাসী সমস্ত সাধুবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসে। ঘটনাক্রমে সেইদিন কবীর স্থানান্তরে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার কুটীরে কেবল কয়েকজন শিষ্য ছিল। নিমন্ত্রণ পাইয়া কাশীর সহস্র সহস্র সাধু কবীরের বাসায় উপনীত হইলেন। সহস্রাধিক অতিথিকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া শিষ্যগণের প্রাণ শুকাইল! সকলেই ভাবিতেছিল, এতলোককে কিরূপে সন্তুষ্ট করিয়া বিদায় করিব। পরক্ষণেই ভক্তবৎসল ভগবান্ কবীরের রূপে ভক্ষ্য ভোজ্য লইয়া সর্ব্বসমক্ষে দেখা দিলেন এবং স্বহস্তে সাধু-দিগকে ভোজন করাইয়া পুনরায় অন্তর্হিত হইলেন। আজ সাধুগণ যে কি পর্য্যন্ত পরিতৃপ্ত হইল, তাহা প্রকাশ করা যায় না। কবীর গৃহে ফিরিয়া আসিয়া মহাসমারোহ দেখিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন। একজন শিষ্যকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস! এ ব্যাপার কি? কি জন্য এত লোকের সমাগম হইয়াছে।'

শিষ্য আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, 'একি কথা বলিতেছেন? আপনি সহস্রাধিক লোক ভোজন করাইলেন, তাঁহারাই আসিয়া মহোৎসব করিতেছে।'

কবীর বুঝিতে পারিলেন, এ সকলি হরির লীলা! তিনি মনোভাব গোপন করিয়া শিষ্যকে কহিলেন, 'বৎস! আমি ক্ষুধায় অতিশয় কাতর হইয়াছি, আমাকে সাধুগণের প্রসাদ আনিয়া দাও।'

যাহারা কবীরের নিয়তই অনিষ্ট চেষ্টা করিত, ক্রমে সেই দুর্জ্জনেরাও কবীরের মহত্ত্বগুণে বশীভূত হইতে লাগিল। তাহারা কবীরের নিকট নিজ নিজ দোষ স্বীকার করিয়া কতই ক্ষমা চাহিত! তখন সাধু কবীর সকলকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমানন্দে রাম নাম উচ্চারণ করিতেন।

কাশীবাসী মাত্রেই কবীরের গুণের পক্ষপাতী হইয়া পড়িল। এমন কি একদিন একজন রূপবতী বেশ্যা কবীরের নিকট আসিয়া বলিল 'মহাত্মন্! আমি নৃত্য গীতাদি নানা-প্রকার উপভোগ দ্বারা আপনাকে সন্তুষ্ট করিতে ইচ্ছা করি।'

রূপসৌন্দর্য্যশালিনী নৃত্যগীতনিপুণা নর্ত্তকীকে দেখিয়া কবীর সহাস্যে কহিলেন, 'আমি সুখভোগ জানি না; নাচ গান জানি না; আমি স্ত্রীও নই, পুরুষও নই; আমার কাছে তোমার মনস্কামনা কিরূপে পূর্ণ হইবে?'

নর্ত্তকী অতি কাকুতিমিনতিভাবে তাঁহাকে বলিল, 'আমি বড় আশায় আসিয়াছি। হতাশ হইয়া কি ফিরিতে হইবে?'

কবীর ধীরভাবে বলিলেন, 'দেখ! আমার গৃহে স্বয়ং ভক্তবৎসল হরি বিরাজ করেন, তিনি অতিরাগী, মহাভোগী, তাঁহার কাছে নৃত্য গীত করিয়া তোমার ভোগপিপাসা নিবারণ করিতে পার।'

নর্ত্তকী মহা আনন্দিত হইল, তাহার কি সৌভাগ্য যে স্বয়ং ভগবান্‌কে নৃত্য গীত দ্বারা পরিতোষ করিবে। সেইদিন হইতে সেই বেশ্যা কবীরের গৃহে থাকিয়া প্রত্যহ নৃত্য গীত করিত।

কিছুদিন গত হইল। বেশ্যা মনে মনে কবীরকে ভাল-বাসিতে লাগিল। একদিন গভীর রজনী সকলেই নিদ্রিত; কিন্তু সেই বেশ্যার চক্ষে ঘুম আসিল না, কবীরের সম্ভোগ লালসায় তাহার চিত্ত অস্থির হইয়া উঠিল। সে কিছুতেই আত্মসংযম করিতে সমর্থ হইল না, যে ঘরে কবীর নিদ্রা যাইতেছিলেন, মনের আবেগে সেই ঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই গভীর অমারজনীতে তথায় কবীরের পরিবর্ত্তে জ্যোতির্ম্ময় হরিমূর্ত্তি তাহার নয়নগোচর হইল।

তখন তাহার কামপিপাসা কোথায় অন্তর্হিত হইল! হৃদয়ে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল। আজ তাহার পক্ষে সংসার অসার বোধ হইল। বেশ্যা সেই অমানিশায় একাকী গৃহ পরিত্যাগ করিয়া নিবিড় অরণ্যে প্রস্থান করিল।

কবীর প্রত্যূষে উঠিয়া দেখিলেন, বেশ্যা ঘরে নাই; তাহার অলঙ্কার বস্ত্রাদি সকলই পড়িয়া আছে। তিনি ভাবিলেন এতদিনে বুঝি বেশ্যার সদ্গতি হইল।

তিনি শিষ্যগণকে ডাকিয়া বলিলেন, 'আমার যাইবার সময় হইয়াছে। বৎসগণ! তোমরা কাশীবাসী সকলকে সংবাদ দাও। মণিকর্ণিকার ঘাটে যেন আমার সহিত সকলে সাক্ষাৎ করে।'

শিষ্যেরা চারিদিকে গুরু আজ্ঞা ঘোষণা করিল। দলে দলে লোক আসিয়া পুণ্যসলিলারতটে সমবেত হইতে লাগিল। সকলেই কবীরের কথা শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত। কবীর যখন দেখিলেন, তাঁহার প্রিয়জন সকলেই উপস্থিত

হইয়াছে; তিনি মিষ্টকথায় সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'আজ আমি পরপারে গমন করিব। আমার ইহজীবনের লীলা ফুরাইয়াছে। ভাই! আমি অন্ত্যজ ম্লেচ্ছ ঘরে জন্মিয়া কর্ম্মসূত্রে বৈষ্ণব হইয়াছি। এই মিথ্যা অপবিত্র দেহ রাখিয়া ফল কি? বন্ধুগণ! মগররাজ্যে* আমার মোক্ষ হইবে।'

কবীরের কথা শুনিয়া সকলেই হাহাকার করিয়া উঠিল। তিনি মধুর কথায় দেহের অনিত্যতা বুঝাইয়া সর্ব্বসাধারণকে সান্ত্বনা করিলেন।

অনন্তর তিনি সকলকে সঙ্গে করিয়া মণিকর্ণিকার পরপারে আসিলেন। এইখানে আসিয়া তাঁহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। তিনি ভূমিতে শয়ন করিলেন, শিষ্যেরা তাঁহার শরীরে বস্ত্রাচ্ছাদন করিয়া দিল। তৎপরে প্রায় দুই ঘণ্টা অতীত হইল, তিনি উঠিলেন না। তাহাতে সকলেরই মন অস্থির হইয়া উঠিল। শিষ্যেরাও কেহ সাহস করিয়া তাঁহার অঙ্গের আবরণ খানি তুলিতে পারিল না। দুই ঘণ্টা অপেক্ষা করিয়া সাধারণের মনে বিজাতীয় ভাব উদয় হইল, সকলই বারম্বার কবীরকে জাগাইতে বলিল। তখন অগত্যা শিষ্যগণ গুরুর আবরণবস্ত্র তুলিয়া ধরিল। কিন্তু বস্ত্রের মধ্যে আর কবীরের দর্শন পাইল না। সকলে দেখিল কেবল বস্ত্রখানি, শূন্য ধরাসন পড়িয়া আছে। এইরূপে ভক্ত কবীর পরমপদ লাভ করিলেন।"

(ভক্তিমাহাত্ম্য ৪ ১৮০-১৮৫। ১ পৃঃ)

বস্তুতঃ কবীর যে একজন মহৎ লোক ছিলেন, তাহা কে অস্বীকার করিবে? তিনি যে জাতিই হউন, তাঁহার নিকট হিন্দুমুসলমান সকলেই সমান। তিনি অকুতোভয়ে শাস্ত্র ও কোরাণের প্রতিবাদ করিয়া গিয়াছেন; তিনি বলিতেন হিন্দুদিগের রাম এবং মুসলমানের করীম স্বতন্ত্র নয়, অনুসন্ধান কর হৃদয়ে দেখিতে পাইবে; এই বিশ্ব যাঁহার সংসার, আলি ও রামের সন্তানেরা যাঁহার সন্তান, তিনিই আমার পীর। তিনি জপ পূজাদি স্বীকার করিতেন না। জপ পূজাদি সম্বন্ধে বলিতেন—

"মন্‌কা ফেরৎ জনম্ গয়ো গয়ো ন মন্‌কা ফের্।
করকা মন্‌কা ছোড় কর মন্‌কা মন্‌কা ফের্॥"

জপমালার গুটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে জীবন গেল, কিন্তু মনের ঘোর কাটিল না; তাই বলি হাতের গুটি ছেড়ে মনের গুটি ঘুরাও।

তিনি জাতিভেদও † স্বীকার করিতেন না, তাঁহার বচনে পাওয়া যায়—

"সব্‌সে হিলিয়ে সব্‌সে মিলিয়ে সব্‌কা লিজিয়ে নাঁউ।
হাঁজী হাঁজী সব্‌সে কিজিয়ে বসে আপন গাঁউ॥"

সকলের সঙ্গী হইবে, সকলের সহিত মিলিবে, সকলের নাম গ্রহণ করিবে। হাঁজী হাঁজী সকলকেই বলিবে, কিন্তু আপন জায়গায় থাকিবে।

তিনি সংসারকাণ্ড দেখিয়া দুঃখ করিয়া বলিতেন—

"বাম্‌হন টামন্ মুরখ্ ভয়ে শূদ্র পড়ে গীতা।
ঠগ্ ঠগয় বন্দ্ আচ্ছা খাবে দুঃখ পাবে পণ্ডিতা॥
সাকাকো মারে লাঠা ঝুটা জগৎ পিতায়।
গোরস গলি গলি ফেরে সুরা বৈঠ বিকায়॥
সতীকো না মেলে ধোতি গন্তান্ পহ্‌রে খাসা।
কহে কবীরা দেখ ভাই দুনিয়াকা তামাসা॥"

কবীরের জাতিকুল লইয়া যেমন গোল, কবীরপন্থীরা তাঁহার সময় লইয়াও সেইরূপ গোল করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন, ১২০৫ সম্বতে কবীর টকসার-শাস্ত্র প্রকাশ করেন এবং ১৫০৫ সম্বতে মগরনগরে তাঁহার মোক্ষ হয়। তাহা হইলে কবীরের প্রায় ৩ শতবর্ষ পরমায়ু হইয়া পড়ে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। যাহা হউক তিনি যে সিকন্দর লোডীর সমসাময়িক, তাহা আমরা ভক্তিমাহাত্ম্য ও কয়েকখানি মুসলমান ইতিহাসপাঠে জানিতে পারি। সিকন্দর ১৫৪৪ সম্বতে রাজ্য প্রাপ্ত হন; অতএব এই সময়ে যে কবীর বিদ্যমান ছিলেন, তাহাই সম্ভবপর বলিয়া স্বীকার করা যায়।

শিখদিগের ধর্ম্মগুরু নানকও কবীরের মত আপন ধর্ম্মগ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন, এতদ্ভিন্ন সৎনামী, সাধ, শ্রীনারায়ণী ও শূন্যবাদিদিগের পুস্তকেও কবীরের বচন পাওয়া যায়।

---

* ভক্তিমাহাত্ম্যের যে পুঁথি পাইয়াছি, তাহাতে 'মগধ' পাঠ আছে, কিন্তু 'মগর' হওয়াই যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিয়া এই পাঠ গ্রহণ করিলাম। প্রবাদ আছে, কবীরের মৃত্যু হইলে তাঁহার শবদেহ লইয়া হিন্দুমুসলমানে বিবাদ হইতেছিল, সেই সময়ে কবীর স্বয়ং উপস্থিত হইয়া 'আমার শবদেহের আবরণ খানি তুলিয়া দেখ' এই কথা বলিয়া অন্তর্ধান করেন। আবরণ তুলিয়া সকলে দেখিল, সেখানে শব নাই, কেবল কতকগুলি ফুল ছড়ান রহিয়াছে। কাশীর রাজা বীরসিংহ সেই ফুলের অর্দ্ধেক আনিয়া দাহ করিলেন এবং সেই ফুলের ছাই এখানকার কবীর-চৌর নামক স্থানে সমাহিত করিলেন। পাঠানরাজ বিজলিখাঁ অপর অর্দ্ধ লইয়া গোরক্ষপুরের নিকট কবীরের মৃত্যুভূমি মগরনামক গ্রামে স্থাপন করিয়া তাহার উপর সুন্দর সমাধি স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইলেন।

উক্ত 'কবীরচৌর' ও 'মগরের সমাধিক্ষেত্র' কবীরপন্থীদিগের প্রধান তীর্থস্থান বলিয়া গণ্য।

† "জাতি পাতি কুল কাপরা যেহ শোভা দিন চারি।
কহে কবীর শুনহো রামানন্দ যেউ রহে বক্‌মারি।
জাতি হমারী বানী কুল করতা উর মাহি।
কুটম হমারে সন্ত হ্যায় কোই মুরখ সমঝত নাহি।"
রেখ্‌তা।

ইহাতে বোধ হইতেছে, উক্ত সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকগণও কবীরের মত লইয়া সেই সঙ্গে স্ব স্ব মত প্রচার করেন। [অন্যান্য কথা কবীরপন্থী শব্দে দেখ।]

কবীরপন্থী। সম্প্রদায়বিশেষ। ইহারা মহাত্মা কবীর-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মমত অবলম্বন করিয়া চলেন। [কবীর দেখ।]

কবীরপন্থীরা সকল দেবতা অপেক্ষা বিষ্ণুর প্রতি অধিক ভক্তি দেখান। রামানন্দী ও অপর বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদের বেশ সদ্ভাব এবং আচার ব্যবহার অনেকটা তাহাদের মত, তাই অনেকে কবীরপন্থীদিগকে বৈষ্ণব বলিয়া থাকে। ইহারা অপরাপর বৈষ্ণবের ন্যায় তিলকসেবা করেন, নাসিকার উপর চন্দনের অথবা গোপীচন্দনের রেখা অঙ্কিত করেন, কণ্ঠে তুলসীমালা, আবার হাতে তুলসীর জপমালা ও ধারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু কবীরপন্থীরা জানেন, এ সকলই বৃথা আড়ম্বর মাত্র, বাস্তবিক ইহারা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত কোন দেবদেবীর উপাসনা অথবা হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচনা করেন না।

কবীরপন্থীদের মধ্যে প্রধানতঃ দুই দল, গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী। গৃহস্থেরা স্ব স্ব জাতিগত ও বর্ণগত আচার ব্যবহার অবলম্বন করেন; কেহ আবার নিজ ধর্ম্ম ছাড়াইয়া হিন্দুজাতির উপাস্য দেবদেবীরও পূজা করিয়া থাকেন। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরা কেবল একমনে নয়নের অগোচর কবীরদেবেরই ভজনা করেন, তাঁহাদের গুরুর নিকট মন্ত্র লইতে হয় না। তাঁহারা কেবল বিভোল হইয়া প্রাণ ভরিয়া ধর্ম্মগান করাকেই উপাসনা মনে করেন। যাঁহার যেমন ইচ্ছা, তিনি তেমনি বেশভূষা করেন, কেহ আবার উলঙ্গপ্রায় হইয়াও পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ান। ইহাদের মহন্তেরা মাথায় টুপী পরেন। উক্ত দুইদল প্রধানতঃ ১২ শাখায় বিভক্ত। এই ১২ শাখা প্রবর্ত্তক-দিগের নাম—

১। শ্রুতগোপাল দাস। সুখনিধানপ্রণেতা। ইঁহার শিষ্যগণ শিষ্যপরম্পরায় দ্বারকার আখ্ড়া, বারাণসীর কবীর-চৌর, মগরের সমাধি এবং জগন্নাথের আখ্ড়ার উপর কর্ত্তৃত্ব করিয়া থাকেন।

২। ভগোদাস। বীজকরচয়িতা। ইঁহার অনুগামী শিষ্যপ্রশিষ্যগণ ধনৌতি নামক স্থানে বাস করেন।

৩। নারায়ণ দাস ৪। চূরামণ দাস	ধর্ম্মদাস নামক বণিকের পুত্র। ইঁহারা গৃহস্থ ছিলেন, তাই সকলে 'বংশগুরু' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। এখন চূরামণের বংশ সমাজভ্রষ্ট এবং নারায়ণের বংশ লোপ হইয়াছে।

৫। জীবনদাস। ইনি সৎনামী সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। [সৎনামী দেখ।]

৬। জগোদাস। কটকে ইঁহার গদি আছে।

৭। কমাল। প্রবাদ আছে ইনি কবীরের পুত্র; কিন্তু তৎপক্ষে বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। ইনি বোম্বাই-বাসী। ইঁহার মতাবলম্বীরা যোগাভ্যাসী।

৮। টাক্শালী। ইনি বরদাবাসী।

৯। জ্ঞানী। সহস্‌রামের নিকট মঝনি গ্রামে ইঁহার বাস ছিল।

১০। সাহেবদাস; কটকনিবাসী। মূলপন্থী নামক সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। [মূলপন্থী দেখ।]

১১। নিত্যানন্দ ১২। কমলানন্দ	উভয়ে দাক্ষিণাত্যবাসী।

এ ছাড়া দান-কবীরী, মাঙ্গেল-কবীরী, হংস-কবীরী প্রভৃতি আরও কতকগুলি শাখা আছে।

ইহারা পূর্ব্বোক্ত স্থানসমূহের মধ্যে বারাণসীর কবীরচৌর নামক স্থানকেই সর্ব্বপ্রধান তীর্থস্থান বলিয়া মনে করেন।

কবীরপন্থীদিগের প্রকৃত ধর্ম্মমত সহজে জানা যায় না, তবে যে হিন্দুধর্ম্ম হইতেই এই ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা কবীরপন্থী-সম্প্রদায়ের গ্রন্থ পাঠ করিলে অনেকটা স্বীকার করা যায়। কবীরপন্থীরা একমাত্র কবীরের মত ব্যতীত অপরাপর সকল মত দূষিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে কবীরপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্মছাড়া আর সকল ধর্ম্মই ভ্রমপূর্ণ।

ইহাদের মতে, ঈশ্বর এক, তিনি সাকার ও সগুণ তাঁহার পাঞ্চভৌতিক শরীর ও ত্রিগুণ-বিশিষ্ট অন্তঃকরণ আছে। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্ব-দোষবিবর্জ্জিত, স্বেচ্ছানুসারে সর্ব্বপ্রকার আকার ধারণ করিতে পারেন, কিন্তু আর আর সকল বিষয়ে মনুষ্যের সহিত পার্থক্য নাই। কবীর-পন্থীরা বলেন এই সম্প্রদায়ের সাধুরা ঈশ্বরের অনুরূপ, তাঁহারা পরলোকে তাঁহার সমান হইয়া তাঁহার সহিত একত্র পরমসুখে বাস করেন। ঈশ্বরের আদি নাই, অন্ত নাই; তিনি নিত্যস্বরূপ। যেমন গাছের ডালপালা প্রথমে বীজের অন্তর্গত থাকে, সেইরূপ সকল বস্তু ব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে অব্যক্তভাবে ঈশ্বর শরীরের অন্তর্নিবিষ্ট থাকে।

কবীরপন্থীরা আরও বলেন—পরমপুরুষ পরমেশ্বর প্রলয়ান্তে ৭২ যুগ পর্য্যন্ত একাকী থাকিয়া বিশ্ব-সৃষ্টির ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার সেই ইচ্ছা অবশেষে এক স্ত্রী মূর্ত্তি ধারণ করিল। ঐ স্ত্রীর নাম মায়া। এই মায়াই আদ্যা-শক্তি বা প্রকৃতি। পরমেশ্বর এই মায়ার সহিত সম্ভোগ

করিলেন, তাহাতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের উৎপত্তি হয়। তৎপরে পরমপুরুষ অন্তর্হিত হন। ক্রমে মায়া আপন পুত্রগণের নিকটবর্ত্তিনী হইতে লাগিলেন। তাঁহারা পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন; তদুত্তরে মায়া কহিলেন, "আমি নিরাকার, নয়নের অগোচর এবং আদি মহাপুরুষের সহচারিণী। এখন তোমাদের সহচর্য্যায় আসিয়াছি।" তখন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব সহসা তাঁহার কথা স্বীকার করিলেন না। বিশেষতঃ বিষ্ণু ছাড়িবার লোক নহেন, তিনি মায়াকে কঠিন প্রশ্ন আরম্ভ করিলেন। তখন মায়া আপন পুত্রগণের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য দুর্গা মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইলেন। সেই ভয়ঙ্করী দুর্গামূর্ত্তি দেখিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর অত্যন্ত ভীত ও আত্মবিস্মৃত হইয়া মায়ার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন। তাহাতে তাঁহার তিন কন্যা জন্মে, সরস্বতী লক্ষ্মী ও উমা। তিনি ব্রহ্মাদির সঙ্গে তিন কন্যার বিবাহ দিয়া জ্বালামুখী প্রদেশে বাস করিতে লাগিলেন এবং ঐ ছয় জনের উপর বিশ্বসৃষ্টি, নানাবিধ ভ্রমাত্মক জ্ঞান ও অমূলক ক্রিয়াকাণ্ড প্রচার করিবার ভারার্পণ করেন। ব্রহ্মাদি সকলেই মায়ার অধীন, সেই জন্য তাহাদের পূজাদি করিবার বিশেষ আবশ্যকতা নাই। কেবল কবীরের স্বরূপজ্ঞান লাভ করাই সর্ব্বধর্ম্মের মূল অভিপ্রায়, কিন্তু তথাপি ঐ সকল দেবতা ও উপাসকেরা কেহই সে দুর্ল্লভ জ্ঞানলাভ করিতে পারেন নাই।

সকল জীবের জীবাত্মা সমান, পাপমুক্ত হইলে আপন মনোমতরূপ পরিগ্রহ করিতে পারে। জীবাত্মা যতদিন না মুক্ত হন, ততদিন নানা যোনি পরিভ্রমণ করেন। যখন উল্কাপাত হয়, তখন তিনি কোন গ্রহশরীরে প্রবেশ করেন। স্বর্গ ও নরক উভয়ই মায়ার কার্য্য, বাস্তবিক স্বর্গ ও নরক বলিয়া কিছু নাই। পৃথিবীর সুখই স্বর্গ, পৃথিবীর দুঃখই নরক।

কবীরপন্থীরা বলেন, সংসারত্যাগই সৎপরামর্শ, কারণ সংসারে থাকিলে আশা, ভয়, লোভ প্রভৃতি দ্বারা চিত্ত শুদ্ধি হয় না, সুতরাং শান্তিলাভেরও নানা বিঘ্ন ঘটে। গুরুভক্তিই প্রধান ধর্ম্ম। শিষ্য দোষ করিলে গুরু তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিতে পারেন, কিন্তু তিনি দণ্ড দিতে পারেন না। [কবীর দেখ।]

ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে ও মধ্যভারতে অনেক কবীরপন্থী বাস করে, ইহাদের মতে কেহ বিষয়ী, কেহ বা ধর্ম্মব্রতাবলম্বী। ইহারা বড় সত্যপ্রিয়, উপদ্রবশূন্য এবং নেহাত ভাল মানুষ। ইহাদের উদাসীনেরা অপরাপর সন্ন্যাসীদের মত দুরন্ত স্বভাব নহেন এবং ভিক্ষা করিয়া বেড়ান না।

কাশীধামে কবীরচৌর নামক স্থানে অনেক কবীর-পন্থী আসিয়া বাস করে। পূর্ব্বে কাশ্মীররাজ বলবন্তসিংহ তথাকার কবীরপন্থীদিগের আহারাদি জন্য বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছিলেন। তৎপুত্র চৈৎসিংহ কবীরপন্থীর সংখ্যা নিরূপণ করিবার উদ্দেশে কাশীর নিকট এক মেলা করেন, তাহাতে প্রায় ৩৫,০০০ কবীরপন্থী-সন্ন্যাসীর সমাগম হইয়াছিল।

কবুলি (স্ত্রী) জন্তুর দেহের পশ্চাৎ ভাগ।

কবুতর (হিন্দী) কপোত শব্দের অপভ্রংশ, পায়রা। [কপোত দেখ।]

কবুল (আরব্য) স্বীকার।

কবে (দেশজ) ১ কোন্ দিনে। ২ কোন্ সময়ে। ৩ কখন।

কব্জা (আরব্য কব্‌জ্ শব্দজ) যে যন্ত্রের দ্বারা চৌকাটের সহিত কপাটযুক্ত করিয়া রাখা হয়। লৌহ পিত্তল প্রভৃতি ধাতু দ্বারা ইহা নির্ম্মিত হয়।

কব্জি (আরব্য কব্‌জ্ শব্দজ) হাতের চেটোর মূলসন্ধি, যে সন্ধিস্থানে হাতের চেটো আরম্ভ হইয়াছে। মণিবন্ধ।

কব্বলদুর্গ। মহিসুর-রাজ্যের মাল্‌বল্লী তালুকের অন্তর্গত। শিংসা ও অর্কবতীর নদীর মধ্যবর্ত্তী একটি কোণাকার গিরি। অক্ষা ১২°৩০´ উঃ, দ্রাঘি ৭৭°২২´ পূঃ। পূর্ব্বে এখানকার হিন্দু ও মুসলমান রাজারা দোষী ব্যক্তিকে এই গিরির উপর লইয়া বন্দী করিয়া রাখিতেন, এখানকার অস্বাস্থ্যকার বায়ু-গুণে অপরাধীর শীঘ্রই জীবন নিঃশেষ হইত।

কভু (দেশজ) কখন, কোন সময়ে।

কম্ (দেশজ) ১ অল্প। ২ তুল্য।

কম (অব্যয়) ১ জল। ২ মস্তক। ৩ সুখ। ৪ মঙ্গল। ৫ পাদপূরণার্থ নিরর্থক শব্দ।

কমক (ত্রি) কম্-ণিঙ্-ভাবে অচ্ স্বার্থে অক্। ১ কামুক। ২ (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিবিশেষ।

কমঠ (পুং) কম-অঠ (কমেরঠঃ। উণ্ ১।১০২।) ১ কচ্ছপ। [কচ্ছপ দেখ।] ২ বিষ্ণুর দ্বিতীয় অবতার। ৩ বংশ। ৪ দৈত্যবিশেষ। ৫ শল্লকী। ৬ কাম্বোজরাজবিশেষ। (ভারত ২। ৪। ২২।) ৭ (ক্লী) ভাণ্ডবিশেষ, মুনিগণের জলপাত্র-বিশেষ।

কমঠী (স্ত্রী) কমঠ-ঙীষ্। ১ ছোট কাছিমজাতি। ২ কচ্ছপী। ৩ শল্লকী।

কমণ্ডলু (পুং, ক্লী) কস্য জলস্য প্রজাপতের্বা মণ্ডঃ সারঃ, তং লাতি গৃহ্লাতি, ক-মণ্ড-লা-ডু (ডুপ্রকরণে মিতদ্রবাদিভ্য উপ-সংখ্যানম্। পা ৩।২।১৮০। বার্ত্তিক) ১ সন্ন্যাসীদিগের মৃত্তিকা, কাষ্ঠ বা লাউএর খল প্রভৃতি দ্বারা নির্ম্মিত পাত্রবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়, কুণ্ডীপ, করক। ২ (পুং) অশ্বত্থবৃক্ষ।

(কমণ্ডলুঃ স্যাৎকরকে নপ্তী না প্লক্ষপাদপে। মেদিনী।)
৩ (স্ত্রী) গর্দ্ধভাণ্ড বৃক্ষ, গাঁধিভাট।

কমণ্ডলুতরু (পুং) কমণ্ডলুস্তদাকারস্তরুঃ, মধ্যলো°। ১ অশ্বথ বৃক্ষ। ২ গর্দ্ধভাণ্ড, গাঁধিভাট।

কমন (ত্রি) কম-ণিঙ্-ভাবে যুচ্। ১ কমনীয়। ২ কামুক। (পুং) ৩ কন্দর্প। ৪ অশোক বৃক্ষ। ৫ ব্রহ্মা।

কমনচ্ছদ (পুং) কমনঃ কমনীয়ঃ ছদঃ পক্ষো যস্য, বহুব্রী। কঙ্কপক্ষী। (কঙ্কস্ত কমনচ্ছদঃ। হেম ৪। ৩৯৯।)

কমনীয় (ত্রি) কাম্যতে যৎ, কম্-কর্ম্মণি অনীয়র্। ১ কামনার যোগ্য। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—চারু, হারি, রুচির, মনোহর, বল্গু, কান্ত, অভিরাম, বন্ধুর, বাম, রুচ্য, সুষম, শোভন, মঞ্জু, মঞ্জুল, মনোরম, সাধু, রম্য, মনোজ্ঞ, পেশল, হৃদ্য, সুন্দর, কাম্য, কম্র, সৌম্য, মধুর ও প্রিয়।

কমনীয়তা (স্ত্রী) কমনীয়স্য ভাবঃ, কমনীয়-তল্-টাপ্ (তস্য ভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫। ১। ১১৯।) সৌন্দর্য্য, কান্তি।

কমন্ধ (ক্লী) ১ কম্ শিরঃ অন্ধঃ শূন্যং যস্য। কবন্ধ। ২ কমং দীপ্তিং জীবনং বা দধাতি ইতি বা কম-ধা-ড (পৃষোদরাদিত্বাৎ)। জল।

কমর (ত্রি) কম-অর-চিৎ (অর্ত্তিকমিভ্রমিচমিদেবিবসিভ্যশ্চিৎ। উণ্ ৩। ১৩২। ঋ, কম, ভ্রম, চম, দেব ও নিজন্ত বস ধাতুর উত্তর অর প্রত্যয় ও চিৎ হয়।) কামুক। (কমরঃ কামুকঃ। উজ্জ্বলদত্ত।)

কমরাণ। সুলতান্ বাবরের পুত্র, হুমায়ূনের ভ্রাতা। প্রথমে ইনি কাবুল ও কান্দাহারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন; বাবরের অন্তিম ইচ্ছা অনুসারে হুমায়ুন কমরাণকে আফগানিস্থান ও পঞ্জাবপ্রদেশের রাজ্যভার প্রদান করেন। যৎকালে হুমায়ুন শেরশাহের নিকট যুদ্ধে পরাস্ত হন, কমরাণ শেরশাহকে পঞ্জাব ছাড়িয়া দিয়া কাবুলে চলিয়া আসেন। সেই অবধি হুমায়ুনের সহিত ইহার বিবাদের সূত্রপাত হইল। [হুমায়ুন দেখ।]

হুমায়ুন পারস্যরাজের সাহায্যে কমরাণকে পরাস্ত করেন। কমরাণ কান্দাহার এবং পরে কাবুল হারাইয়া সিন্ধুপ্রদেশে পলায়ন করেন। ১৫৫১ খৃঃ অব্দে, সৈন্যসংগ্রহ করিয়া আপনার হৃতরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করেন, কিন্তু এবারও তাড়িত হইলেন। এই সময়ে তিনি অসভ্য আফগানদিগের আশ্রয় লইয়া প্রাণরক্ষার্থ কাবুল ও পঞ্জাবের পার্ব্বত্যপ্রদেশে ঘুরিতে লাগিলেন। ১৫৫২ খৃঃ, পার্ব্বতীয় গখর জাতিরা হুমায়ুনের নিকট তাঁহাকে ধরাইয়া দেয়। হুমায়ুনের আদেশে কমরাণের দুই চক্ষু উৎপাটিত হইল। ১৫৫৭ খৃঃ, তিনি হুমায়ুনের অনুমতি লইয়া মক্কায় যাত্রা করেন, তথায় মৃত্যু হয়। (কাহারও মতে, পথেই মৃত্যু হইয়াছিল।)

কমরুদ্দীন্ খাঁ, (মীর মুহম্মদ ফাজিল)। ইনি উজীর যাৎমাহুদ্দৌলা মুহম্মদ আমীন খাঁর পুত্র। ইনি দিল্লীসম্রাট্ মুহম্মদশাহের সময়ে পিতৃপদ লাভ করেন এবং 'যাৎমাহুদ্দৌলা নবাব কমরুদ্দীন্ খাঁ বাহাদুর নসর জঙ্গ' উপাধি প্রাপ্ত হন। ইনি আহ্মদ শাহ আবদালীর বিপক্ষে যুদ্ধ যাত্রা করেন। ১৭৪৮ খৃঃ, ১১ই মার্চ্চ, সহিন্দের যুদ্ধের সময়ে ইনি আপনার শিবিরে নেমাজ করিতেছিলেন, সেই সময়ে শত্রু-নিক্ষিপ্ত গোলা দ্বারা ইহার প্রাণ বিনষ্ট হয়।

কমল (ক্লী) কম-ণিঙ্-ভাবে বৃষাদিত্বাৎ কলচ্। কং জলং অলতি অলঙ্করোতি, কম্-অল্-অচ্ বা। ১ পদ্ম। [উৎপল ও পদ্ম দেখ।] ২ জল। ৩ তাম্র। ৪ ক্লোম। ৫ ঔষধ। ৬ সারসপক্ষী। ৭ (পুং) মৃগবিশেষ। ৮ পাটলবর্ণ। ৯ (ত্রি) পাটলবর্ণযুক্ত। (পুং) ১০ আকাশ। ১১ চাতকপক্ষীবিশেষ। ২ ধ্রুবক অর্থাৎ তালবিশেষ।

("উক্তো মলয়তালেন লঘুমধ্যে স্ফুরেদ্গুরুঃ।
সপ্তদশাক্ষরৈর্যুক্তঃ কমলোঽয়ং ভয়ানকে।"
সঙ্গীতদামোদর।)

কমলক (ক্লী) কমল-স্বার্থে কন্। কমল।

কমলকীট (পুং) কমলবর্ণঃ কীটঃ। কীটবিশেষ।

কমলকীরক (পুং) কমলবর্ণঃ কীর ইব কায়তি। কমল-কীর-কৈ-ক। কীটবিশেষ।

কমলকোরক (পুং) কমলস্য কোরকঃ, ৬তৎ। পদ্মের কুঁড়ি, অফুটন্ত পদ্ম।

কমলকোষ (পুং) কমলস্য কোষঃ, ৬তৎ। কমলকোরক, পদ্মের কুঁড়ি।

কমলখণ্ড (ক্লী) কমল-খণ্ড (কমলাদিভ্যঃ খণ্ডঃ। পা ৪। ২। ৫১। বার্ত্তিক।) পদ্মসমূহ।

কমলগর্ভাভ (ত্রি) কমলগর্ভস্য আভাইব আভা যস্য, মধ্যলো°। পদ্মের মধ্যস্থলের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট।

কমলচ্ছদ (পুং) কমলঃ কমলবর্ণঃ ছদঃ পক্ষো যস্য, বহুব্রী। ১ কঙ্কপক্ষী। ২ (৬তৎ) পদ্মের পাপড়ি।

কমলজ (পুং) কমলাৎ বিষ্ণোর্নাভিকমলাৎ জায়তে, কমল-জন-ড। ব্রহ্মা।

কমলদেবী (স্ত্রী) কাশ্মীররাজ। ললিতাদিত্যের স্ত্রী এবং রাজা কুবলয়াপীড়ের মাতা। (রাজতরঙ্গিণী ৪। ৩৭২।)

কমলপত্রাক্ষ (ত্রি) কমলপত্রবৎ অক্ষিণী যস্য। পদ্মপত্রের ন্যায় চক্ষুবিশিষ্ট।

কমলপুর। ১ কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত ঝালাবারের একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। ভাউনগর-গোঁদল রেলওয়ের লিম্‌ব্রি ষ্টেসন হইতে ১৭ মাইল পূর্ব্বে অবস্থিত।

২ আলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। অক্ষা ২৫° ৪২´ উঃ, ও দ্রাঘি ৮১° ২৫´ পূঃ। গ্রামের কাছে কমাল নামক একজন মুসলমান সাধুর এবং তাঁহার পুত্র ও শিষ্যাদির গোরস্থান আছে।

কমলভব (পুং) কমলাৎ ভবতীতি, কমল-ভূ-অণ্‌। ১ কমলজ, ব্রহ্মা। ২ একজন জৈনগ্রন্থকার; ইনি কর্ণাটীভাষায় শান্তিনাথ পুরাণ রচনা করেন।

কমলভিদা (ত্রি) কমলানাং ভিদা পাটনং, ৬তৎ। পদ্ম-প্রস্ফুটিত হওয়া।

কমলযোনি (পুং) কমলং বিষ্ণুনাভিকমলং যোনিরুৎপত্তি-স্থানং যস্য, বহুব্রী। ১ ব্রহ্মা। ২ (স্ত্রী) (৬তৎ) পদ্মের উৎপত্তিস্থান।

কমলবতী (স্ত্রী) [কমলদেবী দেখ।]

কমলবীজ (ক্লী) পদ্মবীজ। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ,—স্বাদু,কষায় ও তিক্তরস, শীতল,গুরু,বিষ্টম্ভি,শুক্রবর্দ্ধক, রুক্ষ, বলকারক, সংগ্রাহক, গর্ভসংস্থাপক, এবং কফ, বায়ু, পিত্ত, রক্ত ও দাহনাশক।

কমলবদন (ত্রি) কমলমিব বদনং যস্য, বহুব্রী। পদ্মের ন্যায় যাহার মুখকান্তি।

কমলবর্দ্ধন (পুং) একজন কম্পনরাজ। তিনি কাশ্মীর-রাজের একজন প্রবল শত্রু ছিলেন। বালক শূরবর্ম্মা কাশ্মীরের রাজা হইলে তিনি সুযোগ বুঝিয়া কাশ্মীররাজ্য আক্রমণ করেন। একাঙ্গ ও তন্ত্রীগণ তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করে; তাঁহার ভয়ে কাশ্মীররাজ সিংহাসনের আশা বিসর্জ্জন দিয়া গুপ্তভাবে পলায়ন করেন। কমলবর্দ্ধনের বড় আশা ছিল যে, তিনিই কাশ্মীরের রাজা হইবেন, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ কোন মতে তাঁহাকে রাজা হইতে দিলেন না। তৎপরিবর্ত্তে ব্রাহ্মণেরা যশস্করনামক একজন সামান্য লোককে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। কমলবর্দ্ধন ৮১৬ শকে বিদ্যমান ছিলেন।

কমলবসু। এখানকার প্রাচীন লোকের মুখে 'ফিরিঙ্গি কমলবোস,' 'তমুমঘ,' 'জাঁদরেল কালুঘোষ' প্রভৃতি কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তির নাম শুনা যায়। কিন্তু তাঁহারা প্রত্যেকে কি প্রকার লোক ছিলেন, তাঁহাদের নামের সহিত বিজাতীয় উপাধি সংযুক্ত হইবার কারণ কি? তাহা অনেকেই অবগত নন। উপস্থিত প্রবন্ধে কেবল 'ফিরিঙ্গি কমলবোসের' কথাই লিখিব। [তমু মঘ, কালুঘোষ প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

কমলবসুর আসল নাম রামকমল বসু। তাঁহার গুরু-জনেরা কেবল 'কমল' বলিয়াই ডাকিত, তাহা হইতেই তিনি সাধারণের নিকট 'কমলবোস্‌' বলিয়া পরিচিত হন।

১৭৬৭ খৃঃ অঃ, রামকমল গোবরডাঙ্গার নিকটবর্ত্তী গোইপুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা মাণিকচন্দ্র বসু চন্দননগরে ফরাসীদের অধীনে তহসীলদারী করিতেন। তৎকালে গোইপুরে করাল কালরূপী বসন্তরোগের প্রাদুর্ভাব হয়, অধিবাসীরা প্রাণের ভয়ে স্থানান্তরে পলাইতে থাকে। এই সময়ে মাণিকচন্দ্র স্ত্রী ও চারি পুত্রকে চন্দননগরে লইয়া আসেন। সেই পর্য্যন্ত আর তিনি জন্মভূমে ফিরিলেন না। এখানে রামকমল গুরুমশাইয়ের পাঠশালায় যৎসামান্য বাঙ্গালা ও পারসী ভাষা শিক্ষা করেন।

রামকমল পিতার জ্যেষ্ঠপুত্র, তাঁহার পিতার অবস্থা তেমন ভাল ছিল না, কাজেই তাঁহাকে অল্পবয়সে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে হয়। তিনি ২০বর্ষ বয়ক্রমকালে পর্ত্তুগীজদিগের সিপ্‌-সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত হন। এই সময়ে জাহাজের কাপ্তেনদিগের সঙ্গে সংস্রব থাকায়, অল্প-দিন মধ্যে সামান্য চলিত পর্ত্তুগীজ ভাষা শিখিয়াছিলেন। এই প্রথম কার্য্যে তিনি কিছুই উন্নতি করিতে পারেন নাই, বরং কর্ত্তৃপক্ষদিগের নিকট কিছু টাকা দায়ী হন, সেই টাকার জন্য কিছুদিন তাহাকে কারাভোগ করিতে হইয়াছিল। সেই সময়ে গোপীমোহন ঠাকুরের যত্নে ও সাহায্যে তিনি মুক্তি লাভ করেন।

রামকমল জেল হইতে আসিয়া নিজের টাকায় ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। এইবার তাঁহার ভাগ্য ফিরিল। এই সময়ে ডি' সুজা প্রভৃতি প্রধান প্রধান বণিকেরা তাঁহার সহিত কারবার করিতে লাগিলেন।

পর্ত্তুগীজবণিকদিগের সহিত কারবার করিয়া রামকমল বেশ সম্পত্তিশালী হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে তিনি এক প্রকার ছিট কাপড় (চন্দননগরে তাঁতি দ্বারা বুনাইয়া) আমেরিকায় রপ্তানি করিতেন। ইহাতে তিনি বিলক্ষণ লাভ করিতে লাগিলেন। শুনা যায়, প্রত্যেক জাহাজে তাঁহার ৫০,০০০৲ টাকা লাভ হইত। এইরূপে তিনি ১০ বার লাভ করিয়াছিলেন। পর্ত্তুগীজদিগের (ফিরিঙ্গি) সংস্রবে থাকিয়া বড়লোক হইলেন, সেইজন্য তখনকার লোকেরা তাঁহাকে 'ফিরিঙ্গি কমলবোস' বলিত। বাস্তবিক তিনি একজন গোঁড়া হিন্দু ছিলেন। তৎকালে দোল-

দুর্গোৎসবাদি সকল পূজাই মহা সমারোহে সম্পন্ন করিতেন। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের উপর তাঁহার বিলক্ষণ ভক্তি শ্রদ্ধা ছিল। তখনকার টোলে যথেষ্ট সাহায্য করিতেন এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে অনেক জমিজরাত দান করিয়া গিয়াছেন। শুনা যায়, তাঁহার বাটী হইতে কখন অতিথি ফিরিত না; দীনদুঃখীকেও যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন।

রামকমল অল্পদিন মধ্যেই মান্য গণ্য ও সম্পত্তিশালী হইয়া উঠিলেন বটে, কিন্তু অধিকদিন সেই উপার্জ্জনের ধন ভোগ করিতে পারিলেন না। ৪৩ বর্ষ বয়সে ৫টি পুত্র, কলিকাতা ও চন্দননগরে ভূমিসম্পত্তি এবং কতক নগদ টাকা রাখিয়া ইহসংসার পরিত্যাগ করিলেন।

মধ্যে মধ্যে কলিকাতায় আসিয়া যে বাড়ীতে তিনি বাস করিতেন, তাঁহার সেই ভবনেই সর্ব্বপ্রথম ডেভিড্ হেয়ার কর্ত্তৃক হিন্দুকলেজ স্থাপিত হয়, এই বাটীতেই রামমোহন রায় প্রথমে আপনার ধর্ম্মমত প্রচার করেন। এই বাটীতে বসিয়া ডফ সাহেব বাঙ্গালার চারিদিকে মিসনরি পাঠাইবার জন্য সঙ্কল্প করিয়াছিলেন।

বর্ত্তমান আদিব্রাহ্মসমাজের নিকট দুই তিনটি বাড়ীর পর কমলবসুর সেই প্রসিদ্ধ বাড়ীখানি রহিয়াছে। তাঁহার বংশধরগণের নিকট হইতে মল্লিকেরা এই বাটী খরিদ করিয়াছেন। এখনও অনেক বৃদ্ধ তাহাকে 'ফিরিঙ্গি কমল বোসের' বাড়ী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন।

কমলবসুর বংশধরেরা এখন চন্দননগরে বাস করিতেছেন। এখন আর তাঁহারা তেমন সম্পত্তিশালী নন; তাঁহার পুত্রগণের অপরিমিত ব্যয়দোষেই সেই বিপুল সম্পত্তি প্রায় সমস্তই নষ্ট হইয়াছে।

কমলষণ্ড (পুং) কমলানাং ষণ্ডঃ সমূহঃ, ৬তৎ। পদ্মসমূহ, অনেক পদ্ম।

কমলসম্ভব (পুং) কমলাৎ সম্ভব উৎপত্তির্যস্য, বহুব্রী। ব্রহ্মা।

কমলা (স্ত্রী) কমল-টাপ্। ১ লক্ষ্মী। ২ সুন্দরী স্ত্রী। ৩ নেবুবিশেষ। [কমলানেবু দেখ।] ৪ গঙ্গা।

("কমলা কল্পলতিকা কালী কলুষবৈরিণী।" কাশী ২৯।৪৪।)

৫ নর্ত্তকীবিশেষ। ৬ কাশ্মীরস্থ পুরীবিশেষ। (রাজত ৪।৪৮৩।) ৭ ছন্দোবিশেষ। দুইটি নগণ ও একটি সগণ অর্থাৎ ৮টি লঘুবর্ণের পর একটি গুরুবর্ণ যুক্ত যে ছন্দঃ তাহার নাম 'কমলা'।

"দ্বিগুণ নগুণ সহিতঃ সগণ ইহ হি বিহিতঃ।
ফণিপতি মতি বিমলা ক্ষিতিপ ভবতি কমলা॥"
(বৃত্তরত্নাকর।)

৮ নামরূপে প্রবাহিত একটী নদী, এই নদীর তীর অধিক উর্ব্বরা। [ভ° ব্রহ্মখণ্ড ১৬।৫৪।]

৯ উত্তর বেহারপ্রদেশে প্রবাহিত নদীবিশেষ। এই নদী নেপাল রাজ্যে হিমালয় হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার দক্ষিণ অংশকে বুড়ী কমলা বলে। ইহাই ব্রহ্মখণ্ডে তৈরভুক্তের অন্তর্গত পুণ্যসলিলা কমলা নদী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার তীরে শিলানাথ গ্রাম, তথায় শিলানাথ নামে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি আছে। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ৪৯।১৬৬) ১০ বিশাল রাজ্যের অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। (ঐ ৩৯ অঃ)

কমলাকর (পুং) কমলানাং আকরঃ, উৎপত্তিস্থানম্ ৬তৎ। ১ যে সকল সরোবর তড়াগ প্রভৃতিতে অধিক পদ্ম জন্মে। ২ পদ্মসমূহ। ৩ কমলাকরভট্ট নির্ম্মিত স্মৃতিগ্রন্থবিশেষ।

৪ গোদাবরী তিরোবর্ত্তী দেবগিরি-নিবাসী নৃসিংহের পুত্র, ইনি সিদ্ধান্ততত্ত্ববিবেক ও জাতকতিলক নামে সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন।

কমলাকরভট্ট। বিখ্যাত স্মৃতিসংগ্রহকার। ইনি রামকৃষ্ণভট্টের পুত্র, নারায়ণ ভট্টের পৌত্র এবং দিনকর ভট্টের সহোদর। এই মহাত্মা অনেকগুলি স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করিয়াছেন। ইহার সময়ে ইনি একজন প্রধান স্মার্ত্ত ছিলেন।

কমলাকরের নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিই প্রধান। ১ তত্ত্বকমলাকর, ২ পূর্ত্তকমলাকর, ৩ তীর্থকমলাকর, ৪ সংস্কার প্রয়োগ বা সংস্কারপদ্ধতি, ৫ কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন দীপদানপ্রয়োগ, ৬ শান্তিরত্ন, ৭ শূদ্রধর্ম্মতত্ত্ব, ৮ সহস্র চণ্ড্যাদি বিধি, ৯ নির্ণয়সিন্ধু, ১০ বিবাদতাণ্ডব। ইহার গ্রন্থ পাঠে জানা যায় যে, ইনি ১৫৩৪ শকে বিদ্যমান ছিলেন।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য। নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সমকালে বঙ্গে যে সকল দিগ্গজ পণ্ডিতের আবির্ভাব হইয়াছিল তাঁহাদের মধ্যে ইনিও একজন। "শ্রীকান্ত কমলাকান্ত বলরামশ্চ শঙ্করঃ", প্রভৃতি শ্লোকে ইহার নাম পাওয়া যায়, কিন্তু অন্য কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কথিত আছে, শ্রীকান্ত, কমলাকান্ত, বলরাম ও শঙ্কর এই চারিজন পণ্ডিত একত্র একপক্ষ হইয়া বিচারে বসিলে স্বয়ং সরস্বতীও নিজে অপরপক্ষ অবলম্বন করিয়া জয়ী হইতে পারিতেন না। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ইহাকে স্বীয় সভায় রাখিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন বিশেষ কারণে কমলাকান্ত বিরক্ত হইয়া, রাজসভা পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বীয় গ্রামে আসিয়া বাস করেন। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত "পুঁড়া" গ্রামে ইহার বাস ছিল। তৎকালে "পুঁড়া" পণ্ডিতমণ্ডলীর বাসস্থান ছিল বলিয়া "ছোট নবদ্বীপ নামে বিখ্যাত

হইয়াছিল। আজিও এখানে কমলাকান্তের বংশধরগণ বাস করিতেছেন। বর্ত্তমান বংশধর কমলাকান্তের প্রপৌত্র।

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য। একজন প্রসিদ্ধ সাধক এবং বর্দ্ধমানের সভাপণ্ডিত। ইনি ১২১৬ সালে অম্বিকা কাল্না হইতে বর্দ্ধমানে আসিয়া তৎকালীন বর্দ্ধমানাধিপতি তেজশ্চন্দ্রকে প্রসন্ন করিয়া তাঁহার সভাপণ্ডিতপদে নিযুক্ত হন।

কমলাকান্ত একজন সাত্বিক, অভিমানশূন্য ও পরম দেবীভক্ত ছিলেন, তাঁহার ইষ্ট নিষ্টায় মুগ্ধ হইয়া তেজশ্চন্দ্র তাঁহাকে আপন গুরুপদে বরণ করেন এবং তাঁহার বাসের জন্য বর্দ্ধমানের নিকট কোটালহাট গ্রামে সুন্দর বসতবাটী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। এই বাটীতে তিনি মহা সমারোহে শ্রীশ্রী৺শ্যামাপূজা সম্পন্ন করিতেন। উক্ত পূজার দিন তাঁহার শত্রু মিত্র সকলে একত্র হইয়া তাঁহাকে কৃতার্থ এবং তাঁহার ভক্তিগাথা শ্রবণ করিতেন।

যেরূপ পদাবলীতে রামপ্রসাদ দেবীকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, যে পদাবলী এখনও সমস্ত বঙ্গবাসীর হৃদয়ে অমৃত ঢালিয়া দেয়; কমলাকান্ত সেইরূপ পদাবলী গান করিয়া এক সময়ে বর্দ্ধমানবাসীদিগকে মাতাইয়া গিয়াছেন। কি বালক, কি যুবক, কি বৃদ্ধ, যে কোন লোক হউক, যখন তাঁহাকে অনুরোধ করিত, তিনি যে কোন সুর ও তালে একটি শ্যামাবিষয়ক পদ রচনা করিয়া নিজে গাহিয়া তাহাকে পরিতৃপ্ত করিতেন।

তিনি নির্ভীক ও সরলচিত্ত ছিলেন। শুনা যায়, একদিন রাত্রিকালে 'ওড়গায়ের ডাঙ্গা' নামক মাঠ দিয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ কতকগুলি দস্যু ভীমরবে তাঁহাকে আক্রমণ করে। তিনি দেখিলেন, এইবার বুঝি তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিত। তখন নির্ভয়ে পরমানন্দে রামপ্রসাদী সুরে এই বলিয়া শ্যামা মাকে ডাকিলেন,—

"আর কিছু নাই শ্যামা তোমার, কেবল দুটি চরণ রাঙ্গা।
শুনি তাও নিয়াছেন ত্রিপুরারি, অতেব হ'লেম সাহস ভাঙ্গা॥
জ্ঞাতি বন্ধু সুত দারা, সুখের সময় সবাই তারা,
কিন্তু বিপদ্‌কালে কেউ কোথা নাই, ঘর বাড়ী ওড়্‌গাঁয়ের ডাঙ্গা।
নিজ গুণে যদি রাখ, করুণা-নয়নে দ্যাখো,
নইলে জপ করি যে তোমায় পাওয়া, সে সব কথা ভূতের সাঙ্গা।
কমলাকান্তের কথা, মারে বলি মনের ব্যথা,
আমার জপের মালা ঝুলি কাঁথা, জপের ঘরে রইল টাঙ্গা॥"

দস্যুগণ মোহিত হইল। তাহারা বৈরভাব বিসর্জ্জন দিয়া কমলাকান্তের পদানত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। কমলাকান্ত তাহাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়া বর্দ্ধমানে ফিরিয়া আসিলেন।

তিনি বিবেকস্রোতে ভাসিতেন, সংসারের কিছুমাত্র মমতা করিতেন না। শুনা যায়, যখন তাঁহার স্ত্রীকে দাহ করিবার জন্য চিতা প্রজ্বলিত হয়, তখন কমলাকান্ত নৃত্য করিতে করিতে গাহিলেন—

"কালি! সব ঘুচালি লেঠা।
শ্রীনাথের লিখন আছে যেমন, রাখ্‌বি কিনা রাখ্‌বি সেটা॥
তোমার কৃপায় হয় তার সৃষ্টি ছাড়া রূপের ছটা।
তার কটিতে কৌপিন যোড়ে না, গায়ে ছাই আর মাথায় জটা॥
শ্মশান পেলে সুখে ভাস তুচ্ছ বাস মণি কোঠা।
আপনি যেমন ঠাকুর তেমন ঘুচ্‌ল না তার সিদ্ধি ঘোঁটা॥
দুঃখে রাখ সুখে রাখ কর্‌বো কি আর দিয়ে খোঁটা।
আমি দাগ দিয়ে প'রেছি আর পুঁছ্‌তে কি পারি সাধের ফোঁটা॥
জগত জুড়ে নাম দিয়াছ, কমলাকান্ত কালীর বেটা।
এখন মায়ে পোয়ে কেমন ব্যাভার ইহার মর্ম্ম জান্‌বে কেটা॥"

কুমার প্রতাপচাঁদও তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন।

শুনা যায়, তাঁহার মৃত্যুকালে মহারাজ তেজশ্চন্দ্র স্বয়ং তাঁহার ভবনে উপস্থিত হন এবং গুরুদেবকে গঙ্গাতীরস্থ করিবার জন্য অনেক অনুনয় বিনয় করেন। তাহাতে কমলাকান্ত একটী পদাবলী গাহিয়া তাঁহাকে উত্তর দিলেন—

"কি গরজ কেন গঙ্গাতীরে যাব।
আমি কেলে মায়ের ছেলে হ'য়ে বিমাতার কি শরণ লব॥"

অনন্তর কমলাকান্ত ইহসংসার পরিত্যাগ করিলেন। প্রবাদ এইরূপ, সাধকের তৃণশয্যা ভেদ করিয়া ভোগবতীর স্রোতোবেগ প্রবাহিত হইয়াছিল।

কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার। আজকাল ইংরাজেরা প্রাচ্য-বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়া খোদিত লিপি, প্রাচীন হস্তাক্ষর প্রভৃতি পাঠ করিয়া যে সকল তত্ত্ব আবিষ্কার করিতেছেন, তাহার মূল এই পণ্ডিত কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার। ইনি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এসিয়াটিক সোসাইটীর পণ্ডিত ছিলেন। যৎকালে পণ্ডিত কমলাকান্ত এই সমাজের পণ্ডিত ছিলেন, তখন প্রধান পুরাতত্ত্ববিৎ প্রিন্সেপ সাহেব ইহার সম্পাদক ছিলেন। প্রাচীন শিলা-লিপি, তাম্রফলক, হস্তাক্ষর প্রভৃতির মর্ম্মোদ্ধার করাই পণ্ডিত কমলাকান্তের কার্য্য ছিল।

দিল্লী ও আলাহাবাদে দুইটি লৌহস্তম্ভে প্রাচীন অপ্রচলিত ভাষায় কোন বিষয় অঙ্কিত ছিল। ইহার অনুলিপি পূর্ব্বেই প্রচারিত হইয়াছিল, কিন্তু সার উইলিয়ম জোন্স, কোলব্রুক ও হোরেস হেমেন উইলসন প্রভৃতি সংস্কৃতবিৎ সাহেবেরা ইহার অর্থ করিতে বা কোন্ জাতীয় অক্ষরে

অঙ্কিত, তাহার বিন্দু বিসর্গও স্থির করিতে পারেন নাই। শেষে কমলাকান্ত এই লিপির মর্ম্মোদ্ধার করিতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হন। কমলাকান্ত প্রথমতঃ লিপিগুলির অক্ষর নির্ণয় করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শেষে ইহার সহিত ধাউলি, সাঁচি ও গিরিনর প্রভৃতি স্থানের খোদিত লিপির সমতা দেখিয়া বঙ্গাক্ষর ও দেবনাগরাক্ষরের সহিত মিলাইয়া একে একে অক্ষরগুলি স্থির করিতে লাগিলেন। সর্ব্বাগ্রে "দ" ও "ন" স্থির হয়। "দ" ও "ন" স্থির হইবার পর কার্য্য অনেকটা সহজ হইয়া গেল, তৎপরে া ি ু ইত্যাদি স্থির করিয়া ফেলিলেন। ক্রমশঃ অন্যান্য বর্ণ ও পরে শব্দ স্থির করিয়া লইয়া সিদ্ধান্ত করিলেন যে লিপি দুইখানি প্রাচীন পালিভাষায় খোদিত। বর্ত্তমানকালে এই প্রাচীন পালিবর্ণমালা উদ্ভাবনের মূল এই বঙ্গীয় পণ্ডিত ৺কমলাকান্ত বিদ্যালঙ্কার।

ইহার পর কমলাকান্ত উক্ত দুইখানি লিপির অর্থোদ্ধার ও টীকা করেন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে সেই অর্থ ও টীকা সাধারণে প্রচারিত হইলে, বিদ্বজ্জনসমাজে মহাহুলস্থূল পড়িয়া গেল। ভারতেতিহাসের তমসাচ্ছন্ন অধ্যায়গুলির একটি নূতনালোক প্রভাসিত হইল, কিন্তু যাহার দ্বারা এত কাণ্ড ঘটিল, তিনি তাহার ফল পাইলেন না। ফল পাইলেন, সম্পাদক প্রিন্সেপ সাহেব। আমেরিকা ও য়ুরোপ হইতে বিদ্যানুরাগীরা প্রিন্সেপ সাহেবকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু প্রিন্সেপ সাহেব নিতান্ত অকৃতজ্ঞ লোক ছিলেন না, তিনি তাঁহার প্রবন্ধাবলীতে কমলাকান্তকেই ইহার মর্ম্মোদ্ভেদক ও টীকাকার বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

বেরিলীতে প্রাপ্ত একখানি কুটিল লিপির সমালোচনা কালে কমলাকান্ত মুগ্ধ হইয়া বলিয়াছিলেন যে, এরূপ সুন্দর ভাব ও ভাষা তিনি অন্য কোন লিপিতে এ পর্য্যন্ত দেখেন নাই। এই লিপিখানির বর্ণমালা হইতেই যে বঙ্গলিপির বর্ণমালার উৎপত্তি হইয়াছে বা সাদৃশ্য আছে, এ কথা কমলাকান্তই প্রথমে প্রকাশ করিয়া যান।

কমলাকান্ত আর একটি বিশেষ কার্য্য করিয়া পুরাতত্ত্ব আলোচনার সমধিক উন্নতি করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত দিল্লী ও আলাহাবাদলিপিতে অক্ষরের দ্বারা সংখ্যা-বাচকত্ব প্রতিপাদিত ছিল। কোন্ অক্ষর কোন্ সংখ্যার বোধক, তাহা নানা সংস্কৃত গ্রন্থ দেখিয়া নির্ণয় করিয়া যান। এ স্থলে তাহার দুই একটি উদাহরণ প্রদত্ত হইল—

"স্তনযুগাকৃতিশ্চতুরকো বিসর্গশ্চ।"

৪ (চারি)—এই অঙ্কটা স্ত্রীলোকের স্তনযুগাকৃতি এবং বিসর্গের ন্যায়। কাতন্ত্র ব্যাকরণে তিনি এই সূত্র পাইয়া স্থির করেন যে, বিসর্গ (ঃ) বর্ণটি (৪) চারি এই অঙ্কবোধক বর্ণ। এইরূপে পিঙ্গলকৃত প্রাকৃত ব্যাকরণের সূত্র ৬ (ছয়) সংখ্যাবোধক বর্ণ নির্ণয় করিয়াছিলেন।

ইহার পরে ও পূর্ব্বে প্রিন্সেপ সাহেব এইরূপে কমল পণ্ডিতের সাহায্যে নানাবিষয়ে বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। প্রিন্সেপ নিজে বিশেষরূপে সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ ছিলেন না; পণ্ডিত কমলাকান্তই তাঁহার চক্ষু হইলেন। কমলাকান্ত যশোলিপ্সু ছিলেন না, তাহা বিশেষ বুঝা যায়। কারণ, যদি তাঁহার বিন্দুমাত্র যশোলিপ্সা থাকিত, তাহা হইলে তিনি যে সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহার একটা যদি তাঁহার নিজ নামে প্রচার করিয়া যাইতে পারিতেন, তাহা হইলে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ন্যায় তাঁহার নাম পৃথিবীর সকল স্থানে বিঘোষিত হইত।

দুঃখের বিষয়, এই পণ্ডিতবরের চরিত্রবিষয়ে বা কোথায় তাঁহার জন্ম স্থান, কোথায় তিনি থাকিতেন, কে তাঁহার পিতা মাতা ছিল, তাহার কণামাত্রও সন্ধান পাওয়া গেল না।

কমলাক্ষ (ত্রি) কমলমিব অক্ষি যস্য, বহুব্রী। পদ্মের ন্যায় সুন্দর চক্ষুবিশিষ্ট।

কমলাদেবী। ১ কাদম্বরাজ শিবচিত্তবীরপ্রমাদিদেবের পাটরাণী। দাক্ষিণাত্যের শিলালিপি পাঠে জানা যায়—তাঁহার পতি গোপকপুরীতে (বর্ত্তমান গোয়ানগরে) রাজত্ব করিতেন। তিনি পতির প্রিয়তমা মহিষী ছিলেন। দেবদ্বিজকে বড় ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার দানশীলতা ও পরোপকারিতা গুণে তিনি শ্রেষ্ঠ রমণী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তিনি বেদবেদাঙ্গপারদর্শী ব্রাহ্মণদিগকে অনেকগুলি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। তাঁহারই অনুরোধে ৪২৭৫ কল্যব্দে (১১৭৪ খৃ অঃ) কাদম্বরাজ ব্রাহ্মণগণকে দেগম্বে গ্রাম প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কমলাদেবী উমার পূজা করিতেন।

ইতিহাসে আর এক কমলাদেবীর নাম পাওয়া যায়; নিম্নে তাঁহার বিবরণ লিখিত হইল—

২ ইনি গুজরাটরাজ করণ রায়ের পরমাসুন্দরী পত্নী, যখন খিলজীবংশীয় সম্রাট্ আলাউদ্দীন্ (১২৯৭ খৃষ্টাব্দে) গুজরাট জয় করেন, তখন বন্দীগণের সহিত কমলাদেবীও দিল্লীতে নীত হন। কিছুদিন পরে আলাউদ্দীনের কৌশলে ও প্ররোচনায় কমলাদেবী সম্রাটের সহিত বিবাহিত হন। ১৩০৬ খৃষ্টাব্দে এই কমলাদেবীর গর্ভজাতা গুজরাটের রাজকন্যা দেবলদেবীও দিল্লীতে বন্দিনী হইয়া আসেন। আলাউদ্দীনের পুত্র শাহজাদা খিজির খাঁ দেবলদেবীর রূপে

মুগ্ধ হইয়া পড়েন। অবশেষে ইঁহাদের উভয়েরও বিবাহ হইয়া যায়। মোবারিক সা সম্রাট্ হইয়া স্বীয় ভ্রাতাকে গোয়ালিয়রের নিকট বন্দী করিয়া নিহত করেন এবং ভ্রাতৃবধূ দেবলদেবীকে নিজ পত্নীত্বে বরণ করেন। খিজির খাঁর সহিত দেবলদেবীর প্রণয়কথা লইয়া তদানীন্তন রাজ-কবি আমীর খশ্রু "ইসকিয়া" নামে একখানি সুন্দর পারসী কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। মুসলমান ইতিহাসলেখকেরা এই কমলা দেবীকে "কওলা দেবী" নামে অভিহিত করিয়া গিয়াছেন।

কমলানেবু (দেশজ) স্বনামখ্যাত ফল। ইহার গাছকে সংস্কৃত ভাষায় কমলা, নারঙ্গ, নাগরঙ্গ, সুরঙ্গ, ত্বগ্‌গন্ধ, ত্বক্‌সুগন্ধ, সুরঙ্গ, গন্ধাঢ্য, গন্ধপত্র, মুখপ্রিয় কহে। (ভাবপ্র; রাজনি°)

বঙ্গের কোন কোন স্থানে নারঙ্গী, নারেঙ্গা, কমলা, মোগ্‌লাই, কাকি, খাটজামির; হিন্দীতে অমৃতফল, কমলানেবু, সুন্তর, নারিঙ্গী, সন্তর, নারেঞ্জ; নেপালী 'সুন্তল', গুজরাটী 'নারঙ্গী', পঞ্জাবী 'সন্তর', 'নারঙ্গি', 'নারঞ্জ'; বোম্বাই 'নারঙ্গী শম্র', 'নারিঙ্গশাল;' মহারাষ্ট্রী 'সকু লিম্বু' 'নারঙ্গশাল', 'নারিঙ্গ;' তৈলঙ্গী 'গঞ্জনিম্ম', 'কিত্তলি,' 'কিচ্চিলিপন্দু', 'নারিঞ্জপন্দু'; তামিল 'কিচিলি', 'কেচু', 'কমলা পল্লম্'; কর্ণাটে 'কিত্তলে পন্নু,' 'কিত্তবৈপ্পে'; মলয় 'মাছর-নারন্না' 'কোলাঞ্জি নরকম্'; মহিসুরে 'ফেরুক', 'সিমও-মনিস্'; সিংহলী 'নারঙ্গকা'; 'দোদন'; আরবী 'নারঞ্জ'; পারসী 'নারঙ্গ', রুষ 'নারঞ্জস্'; স্পেনীয় 'নারঞ্জ', পর্তুগীজ 'লরঞ্জিরা' (Laranjeira de fructo dolce); জর্ম্মণ 'ওরঙ্গেন বৌম' (Orangen baum) ইতালী 'অরন্‌সিও' (arancio) লাটিন 'অরঞ্জিয়া' (arangia) এবং বর্ত্তমান লাটিন বৈজ্ঞানিক নাম Citrus aurantium.

ইংরাজীতে 'অরেঞ্জ' বলে। এই শব্দও আরবী 'নারঞ্জ' শব্দের অপভ্রংশ। আরবী 'নারঞ্জ' সংস্কৃত 'নারঙ্গ' শব্দেরই রূপান্তর মাত্র।

সংস্কৃত নারঙ্গকে এদেশে 'কমলানেবু' বলে কেন? তাহা লইয়াও গোলযোগ। কেহ বলেন, আসামে কমলানামে এক নদী আছে, তাহার নিকট এই নেবু বিস্তর জন্মে বলিয়া ইহার নাম কমলানেবু হয়। আবার কেহ বলেন, ত্রিপুরার রাজধানী কুমিল্লা হইতে এই নেবু পূর্ব্বে আনীত হইত, সেইজন্য কুমিল্লানেবুর স্থানে কমলানেবু নাম হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় এই দুইটি কথাই ঠিক নয়। কারণ পূর্ব্ব হইতে তৈলঙ্গদেশে এই নেবুকে "কমলাপন্দু' বলিত। কমলা নামটিও অন্ততঃ ২।৩ শতবর্ষের প্রাচীন হইবে। কৃষ্ণানন্দ তন্ত্রসারে 'কমলা' নেবুও উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"রম্ভাফলং তিন্তিড়ীকং কমলং নাগরঙ্গকম্।
ফলান্যেতানি ভোজ্যানি এভ্যোঽন্যানি বিবর্জ্জয়েৎ॥"

এদেশে নারেঙ্গা বলিলে 'কমলানেবুর ন্যায় আকারবিশিষ্ট আর একপ্রকার অম্লরস প্রধান নেবুকে বুঝাইয়া থাকে। এইজন্যই বোধ হয় অনেকে বলিয়া থাকেন, "প্রাচীন সংস্কৃতশাস্ত্রে কমলানেবুর কোন উল্লেখ নাই। পূর্ব্বে এদেশে 'কমলানেবু' ছিল না। বৈদ্যক শাস্ত্রে 'নারঙ্গ' শব্দের উল্লেখ থাকায় স্বীকার করিতে হইবে যে কমলানেবুর ন্যায় আকার বিশিষ্ট নারঙ্গনেবুই এদেশে ছিল।"

উদ্ভিদতত্ত্বজ্ঞ ডি কণ্ডোল লিখিয়াছেন, "দুইহাজার বর্ষ পূর্ব্বে ভারতবর্ষে কমলানেবু ছিল না, তাহা হইলে সংস্কৃত শাস্ত্রে অবশ্যই ইহার উল্লেখ থাকিত এবং তাহা হইলে প্রাচীন গ্রীকজাতিও এই উপাদেয় ফলের অবশ্যই বর্ণনা করিত। কমলানেবু চীন হইতে ভারতে আনীত হইয়াছে।"

আবার ডাক্তার বোনেভিয়া বলেন, 'কমলানেবু ভারতবর্ষেই জন্মাইত। ইহার প্রাচীন সংস্কৃত নাম সুন্তর।'

যাহা হউক, আমাদের বিবেচনায় উক্ত উভয় মতই যুক্তিসঙ্গত নয়।

কমলানেবু বহুদিন হইতে হিমালয় প্রদেশের স্থানে স্থানে, নেপাল, সিকিম, শ্রীহট্টের উত্তরে খাসিয়া গিরির দক্ষিণ প্রদেশে, মধ্যপ্রদেশে, নাগপুরে এবং দাক্ষিণাত্যের নানাস্থানে জন্মাইতেছে। এতদ্দ্বারা বোধ হইতেছে কমলানেবু ভারতবর্ষীয় ফল, চীন অথবা অপর কোন দেশ হইতে এখানে আনীত হয় নাই। ইহার প্রাচীন নাম 'সুন্তর' নয়, কারণ কোন সংস্কৃত গ্রন্থে এই নামের উল্লেখ নাই। ভাবপ্রকাশ পাঠে জানা যায় কমলানেবুর প্রাচীন সংস্কৃত নাম নারঙ্গ।

কমলানেবু প্রধানতঃ চারি প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়,—১ সন্তর বা মোগলাই কমলা; ২ কেওন্‌লা বা নারিঙ্গী; ৩ লাল কম্‌লা ও ৪ মান্দারিণ।

১। মোগলাই কমলার ছাল অতি পরিষ্কার, দেখিতে পীতাভ কমলারঙের মত, ত্বক্ বড় আল্‌গা। নাগপুর দিল্লী, আলবার, গুরগাঁও, লাহোর, মুলতান, পুণা, মান্দ্রাজ, কুর্গ, শ্রীহট্ট, ভোটান, নেপাল এবং সিংহলে এই জাতীয় কমলার আবাদ হয়। অগ্রহায়ণ বা পৌষমাসে ইহার ফল পরিপক্ব হয়।

২। কেওন্‌ল (কমলা)—কোন স্থানে নারঙ্গীনামে প্রসিদ্ধ। এই জাতীয় কমলা মোগলাই কমলা অপেক্ষা

অধিক পরিমাণে জন্মে। আবাদ করিলে ভারতের সর্ব্বত্র এই কমলা জন্মিতে পারে। এই কমলা পৌষ মাঘমাসে কলিকাতার বাজারে বিক্রীত হয়।

৩। লাল কমলাকে উদ্ভিদ্‌বেত্তারা মাল্‌তা নেবু (Malta Orange) বলে। এখন হিমালয় ও দারজিলিঙ্গে যে সবুজ রঙ্গের বুনো কমলা জন্মাইতেছে, তাহা এই জাতীয় কমলার অবনতি মাত্র। ব্রহ্মদেশে ঠিক এই জাতীয় এক প্রকার কমলা দেখিতে পাওয়া যায়। পুণার বাজারে 'মুসেম্বি' নামে একজাতীয় ছোট লালকমলা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা জাবিঞ্জর হইতে এ দেশে আনীত হয়।

গুজরাণবালায় এক প্রকার কমলা জন্মে, তাহা খাইতে অতি সুস্বাদু। এই নেবু ইংরাজের অতি প্রিয়, তাঁহারা ইহাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কমলানেবু মনে করিয়া সমাদর করেন।

৪। মান্দারিণ—দেখিতে ক্ষুদ্রাকার, বর্ণ প্রায় লাল কমলার মত। খাইতে সুস্বাদু, সকল প্রকার কমলা অপেক্ষা ইহার পাতায় ও ফলে সদ্‌গন্ধ অধিক। ইহা চীন হইতে খাসিয়া গিরি পর্য্যন্ত পার্ব্বতীয় ভূখণ্ডে উৎপন্ন হয়।

এতদ্ভিন্ন পৃথিবীর নানাদেশে জলবায়ু ও অবস্থাভেদে নানা আকারের কমলানেবু দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে য়ুরোপেও কমলা জন্মাইত না। প্রথমে পর্ত্তুগীজেরাই ভারতবর্ষ হইতে য়ুরোপে লইয়া যায়।

গুণ—পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ভাবমিশ্রের মতে কমলানেবুর সংস্কৃত নাম নারঙ্গ। তিনি লিখিয়াছেন—

"নারঙ্গো মধুরাম্লঃ স্যাদ্দীপনং বাতনাশনম্।
অপরস্ত্বম্লমত্যুষ্ণং দুর্জ্জরং বাতহৃৎ সরম্॥"
ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বখণ্ড ১ম ভাগ।

নারঙ্গের (এখন কমলানেবু) গুণ মধুরাম্ল, অগ্নিপ্রদীপক ও বাতনাশক। অপর এক প্রকার নারঙ্গ আছে (যাহাকে আমরা নারেঙ্গানেবু বলি) তাহা অত্যন্ত অম্লরস, উষ্ণবীর্য্য, দুষ্পাচ্য, বায়ুনাশক ও সারক।

রাজনির্ঘণ্টের মতে—ইহা মধুর অম্ল, গুরু, রোচন, এবং বাত, আম, কৃমি, শূল ও শ্রমনাশক; বল্য এবং রুচ্য।

হাকিমীমতে কমলানেবুর খোসা ও ফুল উষ্ণ ও শুষ্ক; ইহার শাঁস শীতল; ঠাণ্ডা লাগিয়া কাশি বা জ্বরভাব হইলে এই ফল খাইতে দেওয়া যায়। ইহার রস পিত্তনাশক এবং পিত্তাতিসারনিবারক। কৃমি অথবা বমন নিবারণের জন্য ইহার বড়ি ব্যবহার করা যায়। কমলানেবু মিশ্রিত জলও অতিশয় বলকর। ইহার খোসা ও ফুল হইতে তৈল হয়, তাহা মালিসের ঔষধরূপে ব্যবহার করা যায়।

ডাক্তার ঐন্সলি বলেন, "হিন্দু চিকিৎসকদিগের মতে ইহা রক্তশোধক, জ্বরে পিপাসানিবারক, পীনসরোগহর এবং ক্ষুধাবর্দ্ধক। গ্রীষ্মের সময় ভাল পাকা কমলানেবুর সরবত ইংরাজদিগের পক্ষে বড় উপাদেয়। ইহার খোসা বাতনাশক, অজীর্ণরোগের পক্ষে হিতকর।"

ভারতবর্ষীয় ফার্ম্মাকোপিয়ার মতে, ইহা বলকর ও অগ্নিবর্দ্ধক। অজীর্ণ রোগে অথবা সাধারণ দুর্ব্বলতার পক্ষে ইহা বড় উপকারী। ইহার পাতা চোঁয়াইয়া যে জল পাওয়া যায়, তাহার আধছটাক স্নায়বীয় এবং মূর্চ্ছারোগে প্রয়োগ করিলে আক্ষেপ নিবারণ করে।"

এদেশে মুখে ব্রণ হইলে কেহ কেহ কমলানেবুর শুষ্ক খোসা ঘষিয়া লাগায়, আর ঐ খোসা জল দিয়া বাটিয়া চর্ম্মরোগে ব্যবহার করিলে আশু ফল পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে প্রায় সর্ব্বত্রই কমলানেবু সুস্বাদু ফল বলিয়া সমাদৃত হয়। ইহার গাছ বহুদিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। শুনা যায় এক একটি গাছ ৫। ৬ শতবর্ষ হইল এখনও জীবিত আছে। ঐ গাছ এক একটি ৫০ ফিট্ পর্য্যন্ত উচ্চ হয় এবং গুঁড়ি ১২ ফিট পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। একটি গাছে ৫০০ হইতে ৬০০০ ফল হয়।

কমলানেবুর পাতা জল দিয়া চোঁয়াইয়া লইলে এক প্রকার তৈল পাওয়া যায়। তাহার গন্ধ অতি তীব্র অথচ তৃপ্তিকর। তাহাকে ইংরাজেরা 'নিরোলি অয়েল' বলিয়া থাকেন। এই তৈলে আতর প্রস্তুত হয়। বিলাতে লেবেণ্টার, সাবান প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্যে ঐ তৈল মিশ্রিত করে।

ইহার ফুল হইতে যে তৈলবৎ নির্য্যাস নির্গত হয়, তাহার আতর অতি উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে।

কোন কোন বৈজ্ঞানিক কমলানেবুর তৈল পরীক্ষা করিয়া ইহা হইতে কর্পূর বাহির করিয়াছেন, তাহার নাম 'নিরোলি ক্যাম্ফার'।

কমলাপতি (পুং) কমলায়াঃ পতিঃ, ৬তৎ। বিষ্ণু।

কমলালয় (ক্লী) তাঞ্জোরের অন্তর্গত ত্রিবলুর নগরস্থ একটি পবিত্র তীর্থ। এখানে মহাদেবের লিঙ্গমূর্ত্তি আছে।

কমলালয়া (স্ত্রী) কমলং আলয়ো যস্যাঃ। লক্ষ্মী।

কমলাসখ (পুং) কমলায়াঃ সখা-টচ্ (রাজাহঃসখিভ্যষ্টচ্। পা ৫।৪।৯১।) বিষ্ণু।

কমলাসন (পুং) কমলং আসনং যস্য, বহুব্রী। ১ ব্রহ্মা। ("ক্রান্তানি পূর্ব্বং কমলাসনেন।" কুমার।)

২ (ক্লী) কমলায়া লক্ষ্ম্যা অসনং ক্ষেপণং দানমিত্যর্থঃ। লক্ষ্মীর দান। ৩ আসনবিশেষ, পদ্মাসন।

কমলাসনস্থ (পুং) কমলঃ বিষ্ণোর্নাভিকমলং তদ্রূপে আসনে তিষ্ঠতি, কমল-আসন-স্থা-ক । ব্রহ্মা ।

কমলাহট্ট (পুং) রাণী কমলাবতী স্থাপিত কাশ্মীরস্থ হাট । (রাজতরঙ্গিণী ৪ । ২০৮ ।)

কমলিনী (স্ত্রী) কমলানি সন্তি অত্র, কমল-ইনি (পুষ্করাদিভ্যো দেশে । পা ৫ । ২ । ১৩৫ ।) ১ পদ্মিনী, পদ্মের গাছ বা গুল্ম । ২ পদ্মাকর, যে সকল সরোবরে অধিক পদ্ম জন্মে । ৩ গঙ্গা ।

("কুমুদ্বতী কমলিনী কান্তিঃ কল্পিতদায়িনী ।" কাশী ২৯।৩০ ।)

কমলেক্ষণ (ত্রি) কমলমিব ঈক্ষণং যস্য, বহুব্রী । পদ্মচক্ষু । পদ্মের ন্যায় যাহার চক্ষু অতি সুন্দর ।

কমলেশ্বর (ক্লী) তীর্থবিশেষ । (কূর্ম্মপু ৩৪ । ৭) কোন কোন পুথিতে কমলেশ্বর স্থানে 'কালকেশ্বর' পাঠ দৃষ্ট হয় ।

কমলোত্তর (ক্লী) কমলমিব উত্তরং শ্রেষ্ঠম্ । কমলাদুত্তরং উত্তমমিব বা । কুসুম্ভ ফুল ।

(লট্বায়াং মহারজনং কুসুম্ভং কমলোত্তরম্ । হেম ৪ । ২২৫ ।)

কমা (স্ত্রী) কম-ণিঙ্-ভাবে অ-টাপ্ । ১ শোভা ২ (দেশজ) অল্প হওয়া ।

কমাতাপুর । কোচবিহারের একটি প্রাচীন বিধ্বস্ত নগর । রাজা নীলধ্বজ কর্ত্তৃক স্থাপিত । পূর্ব্বে ইহার খুব সমৃদ্ধি ছিল । হোসেন শাহের আক্রমণের পর হইতে বর্ত্তমান দশা হইয়াছে ।

কমান্ (পারস্য) ১ বক্র ধনুক ।

কমান (দেশজ) অল্প করা ।

কমাল খাঁ গখর । সুলতান সারঙ্গের পুত্র ; গখররাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা মালিক খাঁর বংশীয় । গখররাজ্য ভাট ও সিন্ধুপ্রদেশের মধ্যবর্ত্তী গিরিমালার মধ্যে, এইখানে কমাল খাঁর পিতা রাজত্ব করিতেন । তাঁহার পিতা মালিক কলান শেরশাহের সঙ্গে অনেকবার যুদ্ধ করেন । অবশেষে তিনি সপুত্র গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী হন । এইখানে মালিক নিহত হইলেন । শেরশাহের পুত্র সলিমশাহের কৃপায় কমাল খাঁ মুক্তিলাভ করেন । এই সময়ে তাঁহার পিতৃব্য সুলতান আদম গখররাজ্য অধিকার করিয়া বসিয়াছিলেন । কমাল দেখিলেন পিতৃব্যের হস্ত হইতে উদ্ধারের আর আশা নাই, তখন নিরুপায় হইয়া অকবর বাদশাহের সভায় উপস্থিত হইলেন । অকবর তাঁহাকে আপন কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন । ক্রমে তিনি কার্য্যদক্ষতা গুণে পঞ্চহাজারী পদ অধিকার করিলেন । এইবার তাঁহার পিতৃরাজ্য উদ্ধারের সুযোগ হইল । তিনি অকবরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিলেন । তখন অকবর সুলতান্ আদমকে শাসন করিবার জন্য বহুসংখ্যক সৈন্য পাঠাইলেন । আদম পরাজিত ও বন্দী হইয়া কমাল খাঁর নিকট আনীত হইলেন । অকবরের অনুগ্রহে কমাল খাঁ পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন । আদম বন্দীভাবে জীবন অতিবাহিত করিলেন । ১৫৬২ খৃঃ অঃ কমাল খাঁর মৃত্যু হয় ।

কমালগঞ্জ । ফরক্কাবাদ (ফরুখাবাদ) জেলার অন্তর্গত ফরুখাবাদ তহসীলের অধীন একটি গ্রাম, গঙ্গার দক্ষিণকূলে অবস্থিত । লোকসংখ্যা ২৮৯৮ । এই গ্রামে গুরসহাইগঞ্জ যাইবার পথে দুই ধারে দোকান । মঙ্গল ও শুক্রবারে হাট বসে । বস্ত্র ও শস্যের ব্যবসা হয় । এখানে পুলিস ও বড় ডাকঘর আছে । পুলিসের জন্য এখানকার লোকদিগকে কর দিতে হয় ।

কমালপুর । মধ্যপ্রদেশের ভূপাল রাজ্যের অধীনস্থ একটি ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য । এখানকার সামন্ত ঠাকুর মদনসিংহ সিন্ধিয়ার নিকট হইতে প্রতিবর্ষে ৪৬০০৲ টাকা পাইয়া থাকেন এবং সুজাবলপুরের অন্তর্গত একটি গ্রামের উপসত্ব ভোগ করিয়া থাকেন ।

কমালুদ্দীন্ খুজন্দী (সেখ) । একজন বিখ্যাত পারস্য কবি । হাফেজের সমসাময়িক । কেবল কমাল খুজন্দী নামে পরিচিত । পারস্যে খুজন্দনগরে জন্মগ্রহণ করেন । ১৩৯০ খৃঃ অঃ, তাব্রেজ নগরে ইহার মৃত্যু হয়, তথায় ইহার সমাধিস্থান আছে । ইহার গজল মুসলমানসমাজে বিশেষ আদৃত হইয়া থাকে ।

কমাসিন (বা দর্শেন্দা) । বান্দা জেলার একটি তহসীল, যমুনার দক্ষিণকূলে অবস্থিত । লোকসংখ্যা ৮১,২৩৮ । ইহার সদরথানা কমাসিন গ্রাম, উহা বান্দানগর হইতে ১৯ ক্রোশ দূরে অবস্থিত । লোকসংখ্যা ২০০০, তন্মধ্যে ঠাকুরদিগের সংখ্যাই অধিক ।

কমিতা [তৃ] (পুং) কম-ণিঙ্-ভাবে তৃচ্ । কামুক ।

(কমিতা কামুকে পুংসি । শব্দাব্ধি ।)

কমিত্রী (স্ত্রী) কমিতৃ-ঙীষ্ । কামুকী ।

কমী (পারস্য) অল্প, কম ।

কমে (দেশজ) অল্প হয়, কম হয় ।

কমেবার । গোদাবরীতটস্থ কৃষকজাতি বিশেষ ।

কমোনা । উত্তরপশ্চিমে বুলন্দসহর জেলার একটি গ্রাম । কালীনদীর দক্ষিণতটের নিকট অবস্থিত । এখানকার দুর্গ প্রসিদ্ধ ।

কম্নে (দেশজ) কোন্দিকে ।

কম্প (পুং) কপি-ভাবে ঘঞ্ ইদিত্বাৎ নুম্ । ১ কাঁপা, গাত্র চলিত হওয়া । ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—বেপথু, বেপন, বেপ, ও কম্পন । ২ বায়ুস্পর্শে পত্রাদি চালিত হওয়া ।

কম্পজ্বর (পুং) কম্পযুক্তো জ্বরঃ, মধ্যলো° । যে জ্বরে কম্প হয়, বায়ুজন্য জ্বর । [জ্বর দেখ ।]

[illegible]) কম্পি-যুচ্-ইরিবাৎ যুচ্। ১ কম্পযুক্ত, [illegible]। [illegible] পর্য্যায়—চপল, কম্প, চল, লোল, [illegible], পরিপ্লব, পারিপ্লব, চপল ও চটুল। ২ কম্পকারক। ৩ (ক্লী) (কম্পি-ভাবে ল্যুট্) কম্প। (কম্পনং স বপ্রাঃ [illegible]। মেদিনী।) (পুং) ৪ (কম্পয়তি [illegible], কম্পি-ণিচ্-যুচ্, সূর্য্য।) শীত ঋতু। ৫ অস্ত্রবিশেষ।

("কাবোদরাস্ত্রং কম্ঠং কম্পনঞ্চ মহাবলঃ।
সকতং কম্পনাস্ত্রার [illegible] এব চঃ।" ভারত ২।৪।১২।)

৬ অস্ত্রবিশেষ। ৭ সন্নিপাত জ্বর জ্বরবিশেষ। ভাবমিশ্র কর্কোবক সন্নিপাত জ্বরকেই কম্পজ্বর বলিয়াছেন—

"জড়তা গদ্গদা বাণী ঘাজৌ নিদ্রা তবত্যপি।
প্রভবে নয়নে চৈব মুখমাধুর্য্যমেবচ॥
কর্কোবকস্ত নিজাদি সন্নিপাতস্ত লক্ষয়েৎ।
মুনিভিঃ সন্নিপাতোঽয়মুক্তঃ কম্পনসংজ্ঞকঃ॥"

কর্কোবক-সন্নিপাতে শরীরে জড়তা, গদ্গদবাক্য, রাত্রে অধিক নিদ্রা, চক্ষুর্দ্বয় স্তব্ধ ও মুখে মিষ্টরস বোধ হয়। মুনিগণ ইহাকেই কম্পজ্বর বলেন।

৮ কাশীরের নিকটবর্ত্তী নগরবিশেষ।

কম্পনা (স্ত্রী) কম্পন-টাপ্। ১ নদীবিশেষ। ২ সেনা, সৈন্য।

কম্পনীয় (ত্রি) কম্পন-ছক্। কম্পনের যোগ্য।

কম্পমান (ত্রি) কম্পি-শানচ্-ইরিবাৎ মুম্। কম্পযুক্ত, যে কাঁপিতেছে।

কম্পলক্ষ্মা [ন্] (পুং) কম্পঃ চলনং লক্ষ্ম লক্ষণং যস্য, বহুব্রী। বায়ু, বাতাস। (কম্পলক্ষ্মা পুমান্ বায়ৌ। শব্দাব্ধি।)

কম্পবায়ু (পুং) কম্পঃ কম্পকরঃ বায়ুঃ। বাতরোগবিশেষ। কম্পকারক বায়ুরোগবিশেষ। [বাতব্যাধি দেখ।]

কম্পা (স্ত্রী) কম্পি-ভাবে অ-টাপ্। কম্পন, সঞ্চালিত হওয়া।

কম্পাক (পুং) কম্পয় চলনেন কায়তি প্রকাশতে, কম্প-কৈ-ক। বায়ু।

("[illegible] বিভাগরিপকরহরকতমাঃ।" হেম ৩। ১৭২।)

কম্পিত (ক্লী) কম্পি-ভাবে ক্ত। ১ কম্পন। ২ (কর্ত্তরি ক্ত) (ত্রি) কম্পযুক্ত। (কম্পিতঃ কম্পনে যুক্তে কম্পযুক্তে চ। শব্দাব্ধি।)

কম্পিল (পুং) কম্প-ইলচ্। ১ রোচনী, কমলাগুঁড়ী। [illegible] পর্য্যায়—কম্পিল, কম্পিল্লক, [illegible], [illegible], রেচী, রেচনক, রক্তক, লোহিতাঙ্গ [illegible]। [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] দেখ।]

কম্পিল্ল (পুং) কম্প-ইল্ল। কমলাগুঁড়ী।

কম্পিল্লক (পুং) কম্পিল্ল-স্বার্থে কন্। কমলাগুঁড়ী।

কম্পী [ন্] (ত্রি) কম্পো অস্যাস্তি, কম্প-ইনি। ১ কম্পযুক্ত। ২ (কম্প-ণিচ্-ণিনি) যে কাঁপায়।

("গীতী শীঘ্রী শিরঃকম্পী তথা লিখিতপাঠকঃ।
অনর্থজ্ঞো ঽল্পকণ্ঠশ্চ ষড়েতে পাঠকাধমাঃ॥" শিক্ষা ৩২।)

কম্প্য (ত্রি) কম্পি-ণিচ্-কর্ম্মণি যৎ। চালনীয়, কাঁপাইবার উপযুক্ত।

কম্প্র (ত্রি) কম্পি-র (নমিকম্পি স্ম্যজসকমহিংসদীপো রঃ। পা ৩। ২। ১৬৭।) কম্পান্বিত। ("বিধায় কম্প্রাণি মুখানি কম্প্রতি।" নৈষধ ১। ১৪২) স্ত্রিয়াং টাপ্। শাখা।

কম্বখৎ (পারস্য) দুঃখী, অসুখী, দুর্দ্দশাপ্রস্ত।

কম্বখতী (পারস্য) দুর্দ্দশা, দুঃসময়।

কম্বন। দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ তামিল কবি। যেন্নুরের নেটেরই নেল্লুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তত্রত্য বল্লালনামক শূদ্রবংশীয়। বার বর্ষ বয়স হইতে বাল্মীকি-রামায়ণ তামিল ভাষায় অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন এবং ২৫ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সম্পূর্ণ করেন। চোলাধিপ করিকাল চোল তাঁহার কবিত্বগুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতেন। রাজেন্দ্র চোল কম্বনকে আপন রাজসভায় আহ্বান করিয়া রাজকবি উপাধি প্রদান করেন। তিনি ৮০৭ শকে বিদ্যমান ছিলেন। তৎকৃত তামিল রামায়ণ, 'কম্বরপাহন,' 'কাঞ্চিবয়ম্ শির ভামল', 'চোল চুর্ব্ব' (করিকাল চোলের ইতিহাস), এবং 'কম্বন অগবাধি' নামক তামিল অভিধান দাক্ষিণাত্যে প্রসিদ্ধ। তিনি মদুরানগরে ৯০ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। (Wilson's Mackinzie Collection.)

কাহারও মতে, ইহার নাম কম্বর, তঞ্জোরের অন্তর্গত কম্ব-নাড়ুনামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আপন রামায়ণের তামিল অনুবাদ রাজেন্দ্র চোলের সময় আরম্ভ করিয়া কুলোত্তুঙ্গ চোলের রাজত্বকালে সমাপ্ত করেন।

(Caldwell's Dravidian Grammar, p. 124.)

কম্বন্। [illegible] [illegible] [illegible] একটী [illegible]।

কম্বল (পুং) [illegible]। ১ [illegible], [illegible] ([illegible]) [illegible] [illegible]।

[illegible] ... বর্তমান ... ১৯৪৫ ... উঃ এবং দ্রাঘি ৮৮° ৩১´ ৪৫´´ হইতে ৮৮°... পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূমিপরিমাণ ... বর্গমাইল। এখানে প্রায় ... লোকের বাস। এখানকার অপর নাম শাহবংপুর। শিবসাগর জেলা হইতে এখানে অনুপ উঠিয়া আসিয়াছে। ইহার প্রধাননগর ... অক্ষা° ২৬° ... উঃ, এবং দ্রাঘি ৮৮° ২´ ৪৫´ পূঃ। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে সেনুচীরা এই নগর লুটপাট করে, তাহার পরবর্ষে অগ্নিপ্রয়োগে এই নগর একবারে ধ্বংস হইয়া যায়।

কম্বল (পুং) কম-বৃকাদিত্বাৎ কলচ্। ১ মেষাদির লোম-নির্ম্মিত আসনবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—রল্লক, বেশক, রোমবোলি, রেণুকা ও প্রাবার। এদেশে অনেকেই কম্বল ব্যবহার করেন। পূর্ব্বে কম্বল কবচের কাজ করিত। কেহ কেহ বলেন কম্বলের তুলাভরা করিয়া গায়ে দিলে বন্দুকের গুলি পর্য্যন্ত শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না। ২ সর্প-বিশেষ। ৩ গরু প্রভৃতির গল কম্বল। ৪ উত্তরীয়। ৫ মৃগ-বিশেষ। ৬ নাগদ্বয়, তন্মধ্যে একটি পাতালে ও অপরটি বরুণ-দেবের সভাস্থলে বাস করে। ৭ কৃমিবিশেষ। ৮ তীর্থবিশেষ।
("প্রয়াগং সুপ্রতিষ্ঠানং কম্বলাশ্বতরৌ তথা।
তীর্থং ভোগবতী চৈব বেদিরেষা প্রজাপতেঃ॥" ভারত বন ৮৫অঃ)
৯ (ক্লী) জল।
(কম্বলো নাগরাজে স্যাৎ সাম্না প্রাবরয়োরপি।
কপাবপ্যুত্তরাসঙ্গে সলিলে তু নপুংসকম্। মেদিনী।)

কম্বলক (পুং) কম্বল-স্বার্থে কন্। কম্বল। [কম্বল দেখ।]

কম্বলকারক (পুং) কম্বলং করোতি, কম্বল-কৃ-ণ্বুল্। কম্বল-নির্ম্মাতা, যাহারা কম্বল প্রস্তুত করে।

কম্বলধারক (পুং) কম্বল-ধৃ-ণ্বুল্। কম্বলধারী, যাহার গাত্রে কম্বল আছে।

কম্বলবর্হিষ (পুং) অন্ধকরাজের পুত্রবিশেষ। (ভাগবত ৯।২৪।১১।)

কম্বলবান্ [ৎ] (ত্রি) কম্বলোঽস্ত্যস্তি, কম্বল-মতুপ্-মস্য বঃ। ১ কম্বলবিশিষ্ট, যাহার কম্বল আছে। ২ প্রশস্ত গলকম্বল-বিশিষ্ট (বৃষ)।

কম্বলহার (পুং) কম্বলং হরতি, কম্বল-হৃ-অণ্। ১ কম্বলহারক, যে কম্বল অপহরণ করে। ২ ঋষিবিশেষ।

কম্বলার্ণ (ক্লী) কম্বলস্য ঋণম্, কম্বল-ঋণ-বৃদ্ধি (প্রবৎসতর-কম্বলবসনার্ণদশানামৃণে। পা ৬।১।৮৯। বার্ত্তিক ৬।৭।) কম্বলের ঋণ।

[illegible] (ক্লী) ... ২ ... ২ ... স্ত্রী।

[illegible] ... বা কন্। গোলকী, ... —কম্বলী।
(... কম্বলিকাহৃক্ম্। ...।)

কম্বলী [ন্] (পুং) কম্বলঃ গলকম্বলঃ ... বৃষ।

কম্বলীয় (ত্রি) কম্বলায় হিতম্, কম্বল-ছ। কম্বলের উপাদান, মেষলোমযুক্ত।

কম্বল্য (ক্লী) কম্বল-যৎ (কম্বলাচ্চ সংজ্ঞায়াম্। পা ৫।১।৩।) শতপল পরিমিত উর্ণা (কম্বলচূর্ণাপলশতম্। কাশিকা।)

কম্বালায়ী [ন্] (পুং) শঙ্খচিল।

কম্বি (স্ত্রী) কম্বু বাহুলকাৎ ইন্। ১ দর্ব্বী, হাতা। ২ বাঁশের পাব (কম্বিবংশে চ বংশস্য শলাকায়ামপি স্ত্রিয়াম্। মেদিনী।)

কম্বু (পুং) কম-উণ্ বুক্চ। ১ শঙ্খ। (পুং) ২ বলয়, বালা। ৩ শামুক। ৪ হস্তী। ৫ চিত্রবর্ণ। ৬ গ্রীবাদেশ। ৭ নলক হাড়।

কম্বুক (পুং) কম্বু স্বার্থে কন্। কম্বু।

কম্বুকণ্ঠী (স্ত্রী) কম্বুরিব কণ্ঠোঽস্যাঃ কণ্ঠ-ঙীষ্। যে স্ত্রীর কণ্ঠদেশে শঙ্খের ন্যায় তিনটি দাগ আছে।

কম্ব্কা (স্ত্রী) অশ্বগন্ধা বৃক্ষ। [অশ্বগন্ধা দেখ।]

কম্ব্কাষ্ঠা (স্ত্রী) কম্বু চিত্রবর্ণং কাষ্ঠং যস্যাঃ, বহুব্রী। অশ্বগন্ধা।

কম্ব্গ্রীব (ত্রি) কম্বুরিব রেখাত্রয়যুক্তা গ্রীবা যস্য। যাহার গলদেশে শঙ্খের ন্যায় তিনটি রেখাবিশিষ্ট।
("কম্বুগ্রীবঃ পুষ্করাক্ষো ভর্ত্তা যুক্তো ভবেন্মম।"
ভারত ১।১৫৩।১৮।)

কম্ব্গ্রীবা (স্ত্রী) কম্বুরিব রেখাত্রয়যুক্তা গ্রীবা, উপমি। শঙ্খের ন্যায় রেখাত্রয়যুক্ত গ্রীবা।

কম্ব্পুষ্পী (স্ত্রী) কম্বুবৎ শুক্লং পুষ্পং যস্যাঃ; বহুব্রী। শঙ্খ-পুষ্পীবৃক্ষ। [শঙ্খপুষ্পী দেখ।]

কম্ব্মালিনী (স্ত্রী) কম্বুতুল্য পুষ্পাণাং মালা সমূহঃ অস্ত্যস্যাঃ। শঙ্খপুষ্পী।

কম্ব্ (ত্রি) কম-কু, নিপাতনাৎ সাধুঃ (... কম্বেস্তূকর্কন্ধু নিধিবু। উণ্ ১।৩৫। এই সকল ... প্রত্যয়ান্ত হইয়া নিপাতনে সিদ্ধ হয়।) ২ চোর। (কম্বুঃ পরদ্রব্যাপহারী। উজ্জ্বলদত্ত।) ৩ (স্ত্রী) (কম্বুকীট) কম্বু। [কম্বু দেখ।]

কম্ব্ক (পুং) কম্বু স্বার্থে কন্। কম্বু।

কম্বোজ। [illegible] ... বাস করে। [illegible]

কম্পন (ত্রি) কপি-যুচ্-ইদিত্বাৎ নুম্। ১ কম্পযুক্ত, কাঁপুনে। সংস্কৃত পর্য্যায়—চলন, কম্প, চল, লোল, চলাচল, চঞ্চল, তরল, পারিপ্লব, পরিপ্লব, চপল ও চটুল। ২ কম্পকারক। ৩ (ক্লী) (কপি-ভাবে ল্যুট্) কম্প। (কম্পনং ন দ্বয়োঃ কম্পে। মেদিনী।) (পুং) ৪ (কম্পয়তি বেপথুযুক্তং করোতি, কপি-ণিচ্-যুচ্, ল্যুর্বা।) শীত ঋতু। ৫ রাজবিশেষ।

("কাম্বোজরাজঃ কমঠঃ কম্পনশ্চ মহাবলঃ।
সততঃ কম্পয়ামাস যবনানেক এব যঃ॥" ভারত ২।৪।১২।)

৬ অস্ত্রবিশেষ। ৭ সন্নিপাত জন্য জ্বরবিশেষ। ভাবমিশ্র কফোম্বণ সন্নিপাত জ্বরকেই কম্পজ্বর বলিয়াছেন—

"জড়তা গদ্গদা বাণী রাত্রৌ নিদ্রা ভবত্যপি।
প্রস্তব্ধে নয়নে চৈব মুখমাধুর্য্যমেবচ॥
কফোম্বণস্য লিঙ্গানি সন্নিপাতস্য লক্ষয়েৎ।
মুনিভিঃ সন্নিপাতোঽয়মুক্তঃ কম্পনসংজ্ঞকঃ॥"

কফোম্বণ-সন্নিপাতে শরীরে জড়তা, গদ্গদবাক্য, রাত্রে অধিক নিদ্রা, চক্ষুর্দ্বয় শুষ্ক ও মুখে মিষ্টরস বোধ হয়। মুনিগণ ইহাকেই কম্পজ্বর বলেন।

৮ কাশ্মীরের নিকটবর্ত্তী নগরবিশেষ।

কম্পনা (স্ত্রী) কম্পন-টাপ্। ১ নদীবিশেষ। ২ সেনা, সৈন্য।

কম্পনীয় (ত্রি) কম্পন-ঢক্। কম্পনের যোগ্য।

কম্পমান (ত্রি) কপি-শানচ্-ইদিত্বাৎ নুম্। কম্পযুক্ত, যে কাঁপিতেছে।

কম্পলক্ষ্মা [ন্] (পুং) কম্পঃ চলনং লক্ষ লক্ষণং যস্য, বহুব্রী। বায়ু, বাতাস। (কম্পলক্ষ্মা পুমান্ বায়ৌ। শব্দাব্ধি।)

কম্পবায়ু (পুং) কম্পঃ কম্পকরঃ বায়ুঃ। বাতরোগবিশেষ। কম্পকারক বায়ুরোগবিশেষ। [বাতব্যাধি দেখ।]

কম্পা (স্ত্রী) কপি-ভাবে অ-টাপ্। কম্পন, সঞ্চালিত হওয়া।

কম্পাক (পুং) কম্পয়া চলনেন কায়তি প্রকাশতে, কম্প-কৈ-ক। বায়ু।

(কম্পাক নিত্যগতিগন্ধবহপ্রভঞ্জনাঃ। হেম ৩। ১৭২।)

কম্পিত (ক্লী) কপি-ভাবে ক্ত। ১ কম্পন। ২ (কর্ত্তরি ক্ত) (ত্রি) কম্পযুক্ত। (কম্পিতং কম্পনে খ্যাতং কম্পযুক্তে চ। শব্দাব্ধি।)

কম্পিল (পুং) কম্প-ইলচ্। ১ রোচনী, কমলাগুঁড়ী। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কম্পিল্ল, কম্পিল্য, কম্পীল, কম্পিল্লক, রক্তাঙ্গ, রেচী, রেচনক, রঞ্জক, লোহিতাঙ্গ ও রক্তচূর্ণক। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ,—বিরেচক, কটু, উষ্ণ, লঘু এবং ব্রণ, কফ, কাস ও তন্ত ক্রিমিনাশক। সুশ্রুতের মতে ইহার তৈলগুণ—তিক্ত, কটু ও কষায়রস, অধোগত দোষনাশক, দুষ্ট ব্রণশোধক, এবং ক্রিমি, কফ, কুষ্ঠ ও বায়ুনাশক। ২ ফরক্কাবাদের কাইমগঞ্জ তহসীলের অন্তর্গত একটি প্রধান গ্রাম। মহাভারতে কাম্পিল্য নামে প্রসিদ্ধ। [কাম্পিল্য দেখ।]

কম্পিল্ল (পুং) কম্প-ইল্ল। কমলাগুঁড়ী।

কম্পিল্লক (পুং) কম্পিল্ল-স্বার্থে কন্। কমলাগুঁড়ী।

কম্পী [ন্] (ত্রি) কম্পো অস্ত্যস্য, কম্প-ইনি। ১ কম্পযুক্ত। ২ (কম্প-ণিচ্-ণিনি) যে কাঁপায়।

("গীতী শীঘ্রী শিরঃকম্পী তথা লিখিতপাঠকঃ।
অনর্থজ্ঞো ঽল্পকণ্ঠশ্চ ষড়েতে পাঠকাধমাঃ॥" শিক্ষা ৩২।)

কম্প্য (ত্রি) কপি-ণিচ্-কর্ম্মণি যৎ। চালনীয়, কাঁপাইবার উপযুক্ত।

কম্প্র (ত্রি) কম্পি-র (নমিকম্পি স্ম্যজসকমহিংসদীপো রঃ। পা ৩।২।১৬৭।) কম্পান্বিত। ("বিধায় কম্প্রানি মুখানি কম্প্রতি।" নৈষধ ১।১৪২) স্ত্রিয়াং টাপ্। শাখা।

কম্বখৎ (পারস্য) দুঃখী, অসুখী, দুর্দ্দশাগ্রস্ত।

কম্বখতী (পারস্য) দুর্দ্দশা, দুঃসময়।

কম্বন। দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ তামিল কবি। বেল্লুরের বেন্নৈই নেল্লুর নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তত্রত্য বল্লালনামক শূদ্রবংশীয়। বার বর্ষ বয়স হইতে বাল্মীকি-রামায়ণ তামিল ভাষায় অনুবাদ করিতে আরম্ভ করেন এবং ২৫ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে সম্পূর্ণ করেন। চোলাধিপ করিকাল চোল তাঁহার কবিত্বগুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রশংসা করিতেন। রাজেন্দ্র চোল কম্বনকে আপন রাজসভায় আহ্বান করিয়া রাজকবি উপাধি প্রদান করেন। তিনি ৮০৭ শকে বিদ্যমান ছিলেন। তৎকৃত তামিল রামায়ণ, 'কম্বনপাদল,' 'কাঞ্চিবরম্ পিল্ল তামল', 'চোল কুর্বঞ্জ' (করিকাল চোলের ইতিহাস), এবং 'কম্বন অগরাধি' নামক তামিল অভিধান দাক্ষিণাত্যে প্রসিদ্ধ। তিনি মদুরানগরে ৬০ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। (Wilson's Mackinzie Collection.)

কাহারও মতে, ইহার নাম কম্বর, তঞ্জোরের অন্তর্গত কম্ব-নাড়ুনামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি আপন রামায়ণের তামিল অনুবাদ রাজেন্দ্র চোলের সময় আরম্ভ করিয়া কুলোত্তুঙ্গ চোলের রাজ্যকালে সমাপ্ত করেন।

(Caldwell's Dravidian Grammar, p. 134.)

কম্বম্। মান্দ্রাজের কর্ণুলজেলার অন্তর্গত একটি নগর।

কম্বর (পুং) কম্ব-অরন্। ১ বিবিধবর্ণ, চিত্রবর্ণ। ২ (ত্রি) নানাবিধ বর্ণবিশিষ্ট।

কম্বর। সিন্ধুপ্রদেশস্থ একটি তালুক। অক্ষা° ২৭°২৮´ হইতে ২৭° ৫৯´ ৩০´´ উঃ এবং দ্রাঘি ৬৭° ৩৩´ ৪৫´´ হইতে ৬৮°১০´ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূমিপরিমাণ ৯৭৭ বর্গমাইল। এখানে প্রায় লক্ষলোকের বাস। এখানকার অপর নাম শাহদৎপুর। শিকারপুর জেলা হইতে এখানে তালুক উঠিয়া আসিয়াছে। ইহার প্রধাননগর কম্বর। অক্ষা° ৭৩° ৩৫´ উঃ, এবং দ্রাঘি ৬৮° ২´ ৪৫´ পূঃ। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বেলুচীয়া এই নগর লুটপাট করে, তাহার পরবর্ষে অগ্নিপ্রয়োগে এই নগর এককালে ধ্বংস হইয়া যায়।

কম্বল (পুং) কম্ব-বৃক্ষাদিত্বাৎ কলচ্। ১ মেষাদির লোম-নির্ম্মিত আসনবিশেষ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—রল্লক, বেশক, রোমযোনি, রেণুকা ও প্রাবার। এদেশে অনেকেই কম্বল ব্যবহার করেন। পূর্ব্বে কম্বল কবচের কাজ করিত। কেহ কেহ বলেন কম্বলের তুলাভরা করিয়া গায়ে দিলে বন্দুকের গুলি পর্য্যন্ত শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না। ২ সর্প-বিশেষ। ৩ গরু প্রভৃতির গল কম্বল। ৪ উত্তরীয়। ৫ মৃগ-বিশেষ। ৬ নাগদ্বয়, তন্মধ্যে একটি পাতালে ও অপরটি বরুণ-দেবের সভাস্থলে বাস করে। ৭ কৃমিবিশেষ। ৮ তীর্থবিশেষ।

("প্রয়াগং সুপ্রতিষ্ঠানং কম্বলাশ্বতরৌ তথা।
তীর্থং ভোগবতী চৈব বেদিরেষা প্রজাপতেঃ॥" ভারত বন৮৫অ:)

৯ (ক্লী) জল।

(কম্বলো নাগরাজে স্যাৎ সাস্না প্রাবরয়োরপি।
কপাবপ্যুত্তরাসঙ্গে সলিলে তু নপুংসকম্। মেদিনী।)

কম্বলক (পুং) কম্বল-স্বার্থে কন্। কম্বল। [কম্বল দেখ।]

কম্বলকারক (পুং) কম্বলং করোতি, কম্বল-কৃ-ণ্বুল্। কম্বল-নির্ম্মাতা, যাহারা কম্বল প্রস্তুত করে।

কম্বলধারক (পুং) কম্বল-ধৃ-ণ্বুল্। কম্বলধারী, যাহার গাত্রে কম্বল আছে।

কম্বলবর্হিষ (পুং) অন্ধকরাজের পুত্রবিশেষ। (ভাগবত ৯।২৪।১১।)

কম্বলবান্ [ৎ] (ত্রি) কম্বলোঽস্ত্যাস্তি, কম্বল-মতুপ্-মস্য বঃ। ১ কম্বলবিশিষ্ট, যাহার কম্বল আছে। ২ প্রশস্ত গলকম্বল-বিশিষ্ট (বৃষ)।

কম্বলহার (পুং) কম্বলং হরতি, কম্বল-হৃ-অণ্। ১ কম্বলহারক, যে কম্বল অপহরণ করে। ২ ঋষিবিশেষ।

কম্বলার্ণ (ক্লী) কম্বলরূপং ঋণম্, কম্বল-ঋণ-বৃদ্ধিঃ (প্রবৎসতর-কম্বলবসনার্ণদশানামৃণে। পা ৬।১।৮৯। বার্ত্তিক ৬।) কম্বলরূপ ঋণ।

কম্বলিকা (স্ত্রী) কম্বল-ঙী-স্বার্থে কন্-হ্রস্বঃ-টাপ্ চ। ১ ক্ষুদ্র-কম্বল। ২ কম্বলমৃগের স্ত্রী।

কম্বলিবাহ্যক (ক্লী) কম্বলঃ সাস্না অস্ত্যস্য, কম্বল-ইনি, কম্বলিভির্‌ বৈরুহ্যতে, কম্বলিন্ বহ-কর্ম্মণি ণ্যৎ-স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্। গোশকট, গরুর গাড়ী। সংস্কৃত পর্য্যায়,— গন্ত্রী ও গান্ত্রী।

(অনস্ত শকটো ২থ স্যাদ্ গন্ত্রী কম্বলিবাহ্যকম্। হেম ৩।৪১৭।)

কম্বলী [ন্] (পুং) কম্বলঃ গলকম্বলঃ প্রশস্তোঽস্ত্যস্য, কম্বল-ইনি। বৃষ।

কম্বলীয় (ত্রি) কম্বলায় হিতম্, কম্বল-ছ। কম্বলের উপাদান, মেষলোমযুক্ত।

কম্বল্য (ক্লী) কম্বল-যৎ (কম্বলাচ্চ সংজ্ঞায়াম্। পা ৫।১।৩।) শতপল পরিমিত ঊর্ণা (কম্বলমূর্ণাপলশতম্। কাশিকা।)

কম্বালায়ী [ন্] (পুং) শঙ্খচিল।

কম্বি (স্ত্রী) কমু বাহুলকাৎ বিন্। ১ দর্ব্বী, হাতা। ২ বাঁশের পাব্ (কম্বিরংশে চ বংশস্য খজাকারামপি স্ত্রিয়াম্। মেদিনী।)

কম্বু (পুং) কম-উণ্ বুক্‌চ। ১ শঙ্খ। (পুং) ২ বলয়, বালা। ৩ শামুক। ৪ হস্তী। ৫ চিত্রবর্ণ। ৬ গ্রীবাদেশ। ৭ নলক হাড়।

কম্বুক (পুং) কম্বু স্বার্থে কন্। কম্বু।

কম্বুকণ্ঠী (স্ত্রী) কম্বুরিব কণ্ঠোঽস্যাঃ কণ্ঠ-ঙীষ্। যে স্ত্রীর কণ্ঠদেশে শঙ্খের ন্যায় তিনটি দাগ আছে।

কম্বুকা (স্ত্রী) অশ্বগন্ধা বৃক্ষ। [অশ্বগন্ধা দেখ।]

কম্বুকাষ্ঠা (স্ত্রী) কম্বু চিত্রবর্ণং কাষ্ঠং যস্যাঃ, বহুব্রী। অশ্বগন্ধা।

কম্বুগ্রীব (ত্রি) কম্বুরিব রেখাত্রয়যুক্তা গ্রীবা যস্য। যাহার গলদেশে শঙ্খের ন্যায় তিনটি রেখাবিশিষ্ট।

("কম্বুগ্রীবঃ পুষ্করাক্ষো ভর্ত্তা যুক্তো ভবেন্মম।"
ভারত ১।১৫৩।১৮।)

কম্বুগ্রীবা (স্ত্রী) কম্বুরিব রেখাত্রয়যুক্তা গ্রীবা, উপমি। শঙ্খের ন্যায় রেখাত্রয়যুক্ত গ্রীবা।

কম্বুপুষ্পী (স্ত্রী) কম্বুবৎ শুভ্রং পুষ্পং যস্যাঃ ; বহুব্রী। শঙ্খ-পুষ্পীবৃক্ষ। [শঙ্খপুষ্পী দেখ।]

কম্বুমালিনী (স্ত্রী) কম্বুতুল্য পুষ্পাণাং মালা সমূহঃ অস্ত্যস্যাঃ। শঙ্খপুষ্পী।

কম্বু (ত্রি) কম্ব-কূ, নিপাতনাৎ সাধুঃ (অন্দূদৃন্ভূজম্বূকম্বূ কফেলূকর্কন্ধূদিধিষূ। উণ্ ১।৯৫। এই সকল শব্দ কূ প্রত্যয়ান্ত হইয়া নিপাতনে সিদ্ধ হয়।) ১ চোর। (কম্বূঃ পরদ্রব্যাপহারী। উজ্জ্বলদত্ত।) ২ (স্ত্রী) (কম্বু-ঊঙ্) কম্বু। [কম্বু দেখ।]

কম্বুক (পুং) কম্বূ-স্বার্থে কন্। কম্বু।

কম্বো। জাতিবিশেষ। এখন এই জাতি পঞ্জাব ও বিজনোরে বাস করে। পূর্ব্বে ইহারা সিন্ধুনদ ছাড়াইয়া কাবুলের

উত্তর প্রদেশে বাস করিত। সংস্কৃতশাস্ত্রে ইহারাই 'কাম্বোজ' নামে উক্ত হইয়াছে এবং ইহাদের পূর্ব্ববাসস্থানকে পূর্ব্বকালে 'কম্বোজ' বলিত। তৎকালে সকলেই হিন্দু ক্ষত্রিয় ছিলেন। মুহম্মদ গিজনী এইজাতির অনেককেই মুসলমান করেন। মোগলেরা এই জাতিকে বড় ঘৃণা করিত পারসীভাষায় চলিত আছে—

"আউঅল্ কম্বো দুএম্ অফগাঁ সেওয়ম্ বদ্‌জাত কাশ্মীরী।"

[কম্বোজ দেখ।]

কম্বোজ (পুং) কম্ব-ওজ। ১ শঙ্খবিশেষ। ২ হস্তিবিশেষ। ৩ দেশবিশেষ। শক্তিসঙ্গমতন্ত্রের মতে—

"পাঞ্চালদেশমারভ্য ম্লেচ্ছাদ্দক্ষিণপূর্ব্বতঃ।
কাম্বোজদেশো দেবেশি! বাজিরাশিপরায়ণঃ॥"

পাঞ্চালদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ম্লেচ্ছ দেশ হইতে দক্ষিণপূর্ব্ব পর্য্যন্ত কাম্বোজদেশ। এখানে বিস্তর ঘোটক উৎপন্ন হয়।

শক্তিসঙ্গমের মত ঠিক বলিয়া বোধ হয় না। রঘুবংশে লিখিত আছে, মহারাজ রঘু পারসীক, সিন্ধুনদতীরবাসী এবং হূণদিগকে জয় করিয়া কম্বোজদেশীয় রাজগণকে পরাজয় করেন। কাম্বোজেরা তাঁহার নিকট অবনত হইয়া উৎকৃষ্ট অশ্ব ও রাশীকৃত সুবর্ণ উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করেন। তৎপরে রঘু অশ্ব সাহায্যে গৌরীগুরু পর্ব্বতে আরোহণ করিলেন। * (রঘুবংশ ৪র্থ সর্গ)

রঘুবংশের উক্ত বর্ণনা দ্বারা বোধ হইতেছে, কম্বোজদেশ সিন্ধুনদীর উত্তরভাগ এবং গৌরীগুরু † পর্ব্বতের নিকট ছিল। মার্কণ্ডেয়পুরাণে গৌরগ্রীব এবং মহাভারতে সুবাস্তু নদীর সহিত গৌরীনদীর উল্লেখ দেখা যায়। এই সুবাস্তু ও গৌরী নদী বর্ত্তমান্ পঞ্জাবের উত্তরস্থ স্বাৎ প্রদেশের উত্তরে অবস্থিত।

অতএব রঘুবংশের মত ধরিলে বর্ত্তমান সিন্ধু ও পঞ্জাই নদীর উত্তরাংশে পূর্ব্বকালে কম্বোজনামক জনপদ ছিল। পূর্ব্বকালে কম্বোজবাসীরা সংস্কৃত কথা কহিত। (নিরুক্ত ২।২)। [কম্বো দেখ।] ৪ (ত্রি) কম্বোজদেশবাসী।

কম্বোজ। (কম্বোডিয়া) জনপদবিশেষ। উত্তর সীমা লেয়স্‌দেশ, পূর্ব্বে কোচীন-চীন, দক্ষিণে শ্যামোপসাগর ও চীনসাগর এবং পশ্চিমে শ্যামদেশ। অক্ষা° ৮°৪৭' হইতে ১৫° উঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

পূর্ব্বকালে যখন কম্বোজ স্বাধীন ছিল, সেই সময়ে এই রাজ্য বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তৎকালে ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুরাজগণ এই দূরদেশে রাজত্ব করিতেন; তাঁহাদের কীর্ত্তিকলাপ, ধর্ম্মানুরাগ, দেবদ্বিজভক্তি, অসাধারণ শৌর্য্য বীর্য্যমহিমা, বহু শতবর্ষ গত হইয়াছে, তথাপি এখনও কম্বোজের নগরে, কাননে ও পর্ব্বত-গহ্বরে শিলাফলক এবং প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড দেবমন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। কম্বোজের প্রাচীন হিন্দুরাজকাহিনী এতদিন খনিগর্ভে মণির ন্যায় লুক্কায়িত ছিল, এতদিন পরে ফরাসীপণ্ডিতগণের গভীর গবেষণা-প্রভাবে সাধারণ সমক্ষে উন্মুক্ত হইয়াছে। হিন্দুগণের ইহা কম গৌরবের বিষয় নয়। দীন দরিদ্র ধর্ম্মভীরু হিন্দু জানিতে পারিবেন, কম্বোজের প্রাচীন হিন্দু রাজগণ সুদূরবর্ত্তী কম্বোজরাজ্যে যে কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন তাহা অতুলনীয়; যাহা আমরা বিধর্ম্মী কবলিত ভারতবর্ষে খুঁজিয়া পাই না, সামান্য কম্বোজের ভিতর তাহাই দেখিতে পাইব।

পুরাতত্ব।—বর্ত্তমান কম্বোজের বকু, বকং, লোলি, প্রে, ক্রিবস্‌জেলার অন্তর্গত চম্‌নম্, বটিজেলার ফ্নম্, চিসোব নামক পর্ব্বতে, বত্তম্বজেলা (এক্ষণে শ্যামরাজ্যান্তর্গত), ক্যিনক্, কেদিচর, এবং অঙ্গ-চম্‌নিক নামক স্থান হইতে প্রাচীন কর্ণাটী অক্ষরে অনেক সংস্কৃত শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। সেই সকল শিলালিপি পাঠে জানা যায় পূর্ব্বকালে কম্বোজ রাজ্য পশ্চিমে শ্যামদেশ হইতে পূর্ব্বে আনামের দক্ষিণাংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং ইহার প্রাচীন অধিবাসীদিগকে 'কমুজ' বা 'কাম্বোজ' বলিত। এই কম্বোজজাতি বর্ত্তমান কম্বোজরাজ্যের আদিম অধিবাসী নয়। ইহাদের মধ্যে একটি প্রবাদ আছে—

"তক্ষশিলা হইতে অনতিদূরে রোমবিষয়ে এক ধর্ম্মনিষ্ঠ বিচক্ষণ নৃপতি রাজত্ব করিতেন। তাঁহার পুত্র যুবরাজ

* "বিনীতাধ্বশ্রমাস্তস্য সিন্ধুতীরবিচেষ্টনৈঃ।
তত্র হূণাবরোধানাং ভর্ত্তৃষু ব্যক্তবিক্রমম্।
কাম্বোজাঃ সমরে সোঢ়ুং তস্য বীর্য্যমনীশ্বরাঃ।
গজালানপরিক্লিষ্টৈরক্ষোটৈঃ সার্দ্ধমানতাঃ॥
তেষাং সদশ্বভূয়িষ্ঠা তুঙ্গা দ্রবিণঃ রাশয়ঃ।
উপদা বিবিশুঃ শশ্বন্নোৎসেকাঃ কোশলেশ্বরম্॥
ততো গৌরীগুরুং শৈলমারুরোহাশ্বসাধনঃ।" রঘু ৪ সর্গ।

† মল্লিনাথ 'গৌরীগুরু' শব্দের অর্থ হিমালয় লিখিয়াছেন, কিন্তু তাহা ঠিক নয়। গৌরীগুরু এখানে একটি স্বতন্ত্র পর্ব্বতকে বুঝাইতেছে। পাশ্চাত্য প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমি 'গোরিয়া' (Goryaia) নামে এক জনপদের উল্লেখ করিয়াছেন (Ptolemy, Bk. VII. Ch. I.)। এই জনপদের মধ্য দিয়া গোরনদী প্রবাহিত। এই নদী বর্ত্তমান কাবুল নদীতে পতিত হইয়াছে। উহা ঋক্‌সংহিতা ও মহাভারতে গৌরীনদীনামে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার চারিদিকে পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত। কালিদাস এই পর্ব্বতমালাকেই গৌরীগুরুনামে উল্লেখ করিয়াছেন। বিশেষতঃ এই পর্ব্বত হইতেই গৌরীনদী উৎপন্ন হইয়াছে। উক্ত পার্ব্বতীয় প্রদেশই টলেমি কর্ত্তৃক 'গোরিয়া' নামে উক্ত হইয়াছে।

'স্র থং' সহিত কর্ণের অঙ্গ রাজ্য হইতে নির্বাসিত হন। সেই রাজকুমার নানাস্থান অতিক্রম করিয়া এই কম্বোজরাজ্যে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন।"

যদি এই প্রবাদ প্রকৃত হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে, সেই রাজকুমার পঞ্জাব ও কাবুলের উত্তরস্থ কম্বোজ নামক প্রাচীন জনপদ হইতে এদেশে আসিয়াছিলেন। বাস্তবিক এই দেশের এখনকার কাম্বোজদিগের সহিত কাশ্মীরী ও কম্বোদিগের সহিত অনেকটা সৌসাদৃশ্য লক্ষিত হয়। বিশেষতঃ এখানকার প্রাচীন দেবমন্দিরাদির নির্ম্মাণ-প্রণালীও কাশ্মীরের মন্দিরাদির ন্যায়। সুতরাং স্বীকার করিতে হইতেছে যে, এই কম্বোজরাজ্যের নাম হিন্দুশাস্ত্রোক্ত সিন্ধুনদের উত্তরে অবস্থিত 'কম্বোজ' হইতে হইয়াছে।

সেই রাজকুমার কোন্ সময়ে এ দেশে আগমন করেন, তাহা জানা যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন, কাশ্মীর-রাজ তুঞ্জিনের রাজত্বকালে (৩১৯ খৃঃ অঃ) ভারতের পশ্চিমপ্রদেশে নানারূপ গোলযোগ উপস্থিত হয়, সম্ভবতঃ সেই সময়ে এই দেশে হিন্দু উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু ইহা কতদূর সত্য, তাহা আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারিলাম না।

এখানকার সংস্কৃত শিলালিপিতে 'কিরাত' জাতির নাম পাওয়া যায়, সম্ভবতঃ তাহারাই এ দেশের আদিম নিবাসী। মৎস্য, কূর্ম্ম, বামন, গরুড়, ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি পুরাণানুসারেও ভারতবর্ষের পূর্ব্বসীমান্তবাসীর নাম কিরাত।

কম্বোজ ও আনাম্ (অন্নম্)-দেশ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত অঙ্গদ্বীপ হওয়াই সম্ভব। এই দ্বীপের বিবরণে উক্ত হইয়াছে—

"অঙ্গদ্বীপং নিবোধধ্বং নানা সত্ত্বসমাকুলম্।
নানাম্লেচ্ছগণাকীর্ণং তদ্দ্বীপং বহুবিস্তরম্॥
হেমবিক্রমসম্পূর্ণং রত্নানামাকরং ক্ষিতৌ।
নদীশৈলবনৈশ্চিত্রং সন্নিভং লবণাম্ভসা॥
তত্র চন্দ্রগিরির্নামনৈক নির্ঝরকন্দরঃ।
তত্রসানুদরীচান্ত নানাসত্ত্বসমাশ্রয়া॥
স মধ্যে নাগদেশস্তু নৈকদেশো মহাগিরিঃ।
কোটিভ্যাং নাগনিলয়ং প্রান্তে নদনদীপতেঃ॥"

ব্রহ্মাণ্ডে ৫৪ অঃ।

য়ুরোপীয় ঐতিহাসেরা বলেন যে, ১৫৭ খৃঃ চীনপতি মিং-হোয়াংতি টঙ্কিনে 'অন্নম্' নামে এক সামরিক জেলা সংস্থাপন করেন, তাহার নাম হইতে সমস্ত অন্নম্ বা আনাম দেশের নাম হইয়াছে। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় 'অন্নম্' শব্দ 'অঙ্গম্' শব্দের অপভ্রংশ। ভারতবর্ষে অঙ্গরাজ্যের রাজধানীর নাম যেমন চম্পা, সেইরূপ এই অঙ্গদেশের রাজধানীর নামও চম্পা। এইজন্ত পূর্ব্বকালে (শিলালিপি অনুসারে) এই অন্নম্ দেশ চম্পারাজ্য বলিয়াও অভিহিত হইত। বর্ত্তমান কম্বোজের যে স্থান হইতে সর্ব্বপ্রাচীন সংস্কৃত শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার নাম 'অঙ্গ-চম্লিক', ইহাও 'অঙ্গচম্পিক' বা 'অঙ্গচম্পা' শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া অনুমিত হয়। এই কয়েকটি প্রমাণের দ্বারা উক্ত স্থানকে এক স্বতন্ত্র অঙ্গদেশ বা অঙ্গদ্বীপ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। কম্বোজ এবং অন্নমের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতই সম্ভবতঃ ব্রহ্মাণ্ডপুরাণোক্ত 'চন্দ্রগিরি' বলিয়া মনে হয়।

[চম্পা শব্দে অন্যান্য কথা দেখ।]

ইতিহাস।—কম্বোজের হিন্দুরাজগণের প্রাচীন ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। এখনও সমস্ত শিলালিপি অথবা এখানকার প্রাচীন পুস্তকাদি সংগৃহীত হয় নাই, যদ্দ্বারা সেই ঘোর অন্ধকার হইতে ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করিতে সমর্থ হই।

অধুনাতন কম্বোজ হইতে যে সর্ব্বপ্রাচীন শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহার সময় ৫২৬ শক। কিন্তু তাহাতে কোন রাজার নাম নাই। শিলালিপি হইতে যে সকল রাজার নাম বাহির হইয়াছে, তন্মধ্যে 'ভববর্ম্মা' নৃপতিই সর্ব্বপ্রথম। ভববর্ম্মের পর শিলালিপি অনুসারে যে যে হিন্দুরাজের নাম পাওয়া গিয়াছে নিম্নে তাহা প্রদত্ত হইল—

রাজার নাম।		সময়।
ভববর্ম্মা	... ...	৫৪৮ শক।
মহেন্দ্রবর্ম্মা } ঈশানবর্ম্মা }	... ...	
জয়বর্ম্মা	... ...	৫৮৬-৫৮৯ শক (?)
ভববর্ম্মা	... ...	৫৮৯ শক।
পৃথিবীন্দ্রবর্ম্মা	... ...	(?)
ইন্দ্রবর্ম্মা	(পৃথিবীন্দ্র বর্ম্মার পুত্র)	৭৯৯ শক।
যশোবর্ম্মা	(ইন্দ্রবর্ম্মার পুত্র) ...	৮১১ শক।
হর্ষবর্ম্মা	(যশোবর্ম্মার জ্যেষ্ঠপুত্র)	
ঈশানবর্ম্মা ২য়,	(যশোবর্ম্মার ২য় পুত্র)	৮৩২ শক।
জয়বর্ম্মা	(ইন্দ্রবর্ম্মার ২য় পুত্র, যশোবর্ম্মার ভ্রাতা)	৮৫০ শক।
হর্ষবর্ম্মা ২য়,	(জয়বর্ম্মার কনিষ্ঠ ভ্রাতা)	৮৬৪ "
রাজেন্দ্রবর্ম্মা	(হর্ষবর্ম্মার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা)	৮৬৬ "
জয়বর্ম্মা	(রাজেন্দ্রবর্ম্মার পুত্র)	৮৯০ "
উদয়াদিত্য বর্ম্মা ১ম	...	৯২৩ "
জয়বীরবর্ম্মা	... ...	৯২৪ "

সূর্য্যবর্ম্মা	...	...	৯৩৯-৯৫০ শক।
উদয়াদিত্যবর্ম্মা ২য়,		...	৯৫১ শক।
হর্ষবর্ম্মা ৩য়, (উদয়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা)			
উদয়াকরবর্ম্মা	...	...	৯৮৮ "
জয়বর্ম্মা	...	...	...
ধরণীধরবর্ম্মা	...	...	১০৩১ "
সূর্য্যবর্ম্মা	...	...	১০৩৪ "
জয়বর্ম্মা	(পরম বিষ্ণুলোক)		১১০৮ "

উপরোক্ত রাজগণের মধ্যে পৃথিবীন্দ্রের পুত্র ইন্দ্রবর্ম্মা বকু নামক স্থানে ৮০০ শকে পৃথিবীন্দ্রেশ্বর নামে এক বৃহৎ শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র যশোবর্ম্মাও শিবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া পিতার অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। যশোবর্ম্মার ভ্রাতা জয়বর্ম্মার সময় হইতে এখানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করে। ইতিপূর্ব্বে এখানে বৌদ্ধ ছিল না। এই সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইল বটে, কিন্তু এ সময়ে এখানকার কোন হিন্দুরাজা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই। জয়বর্ম্মা পরম বিষ্ণুলোক সম্ভবতঃ ১১০০ শকে এখানকার প্রসিদ্ধ অঙ্কোরবটের দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই জয়বর্ম্মার পর শিলালিপিতে আর কোন হিন্দুরাজের নাম এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। অনুসন্ধান চলিতেছে, ফল কতদূর হইবে, তাহা কে বলিতে পারে?

চীন ইতিহাসপাঠে জানা যায়, খৃষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দীতে কম্বোজরাজ চীনরাজের নিকট রাজদূত পাঠাইয়াছিলেন।

সম্ভবতঃ খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দী হইতে কম্বোজরাজ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে, কারণ সেই সময় হইতে আর হিন্দুরাজগণের নাম শুনা যায় না। যাহা হউক কম্বোজের বৌদ্ধইতিহাসও গাঢ় তিমিরাচ্ছন্ন। বোধ হয়, শ্যামের বৌদ্ধরাজগণ প্রবল হইয়া উঠিলে, কম্বোজ শ্যামের অধীন হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীতে ফরাসীরা বাণিজ্যের অভি-প্রায়ে কম্বোজে প্রবেশ করেন। ১৭৮৭ খৃঃ অব্দে আনাম-রাজ ঘিয়া-লং ফরাসীপতি ষোড়শ লুইয়ের সহিত সন্ধি-স্থাপন করেন। তদনুসারে ফরাসীরা যুদ্ধকালে আনাম-রাজকে সাহায্য করিতেন। তাঁহাদের সাহায্যে ঘিয়া-লং তৎকালে টঙ্কিং ও কম্বোজ অধিকার করিয়াছিলেন। ১৮৩১ খৃঃ অঃ, আনামরাজের মৃত্যু হয়। ১৮৪১ খৃঃ অঃ, তাঁহার পৌত্র তিএন্-ত্রি রাজা হইয়া কয়েকজন ফরাসী ও স্পেনিস্ খৃষ্টান-ধর্ম্ম-প্রচারকের প্রাণ বধ করিবার আদেশ দেন, তাহাতে সমস্ত ফরাসী ও স্পেনিসগণ খেপিয়া উঠেন। ১৮৪৭ খৃঃ অঃ, কাপ্তেন রিগল-ডি-গিনোলি ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের সন্ধিপত্র নিষ্পত্তি করিবার জন্য সসৈন্যে প্রেরিত হইলেন। আনামরাজ ফ্রান্সের আদেশ অগ্রাহ্য করিলেন। তখন ফরাসী সেনাপতি যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। অনেকবার যুদ্ধ ঘটিল, কিন্তু তথাপি আনামরাজ ফরাসীদিগের নিকট অবনত হন নাই। আনামের গোলযোগ শুনিয়া ১৮৫৯ খৃঃ অঃ, কম্বোজের খৃষ্টানেরা একত্র হইয়া বিদ্রোহী হইল। নৌ-সেনাপতি গিনোলি তাঁহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য সৈগন নদী দিয়া কম্বোজে প্রবেশ করেন। এবার ফরাসীরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে কম্বোজ-রাজ বিচলিত হইলেন। ১৮৬২ খৃঃ ২৬এ মে, আনামরাজ সন্ধি করিবার জন্য কম্বোজের রাজধানী সৈগননগরে দূত প্রেরণ করেন। ১৫ই জুন তারিখে সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হয়। ফরাসীরা তাঁহাদের যুদ্ধব্যয়াদি এবং পূর্ব্বসন্ধিপত্রানুসারে তাঁহাদের প্রাপ্য অর্থ আদায় করিয়া লইলেন। এ সময়ে খৃষ্টান ধর্ম্ম-প্রচারকের অবাধে ধর্ম্মপ্রচার করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।

এই সময়ে কম্বোজ আনাম ও শ্যামের অধীনে করদরাজ্য-ভুক্ত ছিল; একজন রাজপ্রতিনিধি দ্বারা শাসিত হইত। ফরাসীরা কম্বোজরাজ্যে আসিয়া এখানকার মিকং নদী-তীরবর্ত্তী প্রদেশের উর্ব্বরতা ও শস্যশালিতা দেখিয়া বিমোহিত হইলেন, তাঁহারা এই স্থান হস্তগত করিবার ইচ্ছা করিলেন। অন্যতম নৌ-সেনানায়ক গ্রাণ্ডেয়ার তত্রত্য রাজপ্রতিনিধির নিকট প্রেরিত হইলেন। রাজপ্রতিনিধি ফরাসীদের মনোভাব জানিতে পারিয়া আনামরাজের মতা-মত জানিবার জন্য সময় প্রার্থনা করেন। কিন্তু ফরাসী-দূত তাঁহার কথা শুনিলেন না। সে সময়ে কম্বোজ-রাজপ্রতিনিধির তাদৃশ ক্ষমতা ছিল না যে, তিনি ফরাসী বিপক্ষে স্বীয় মত প্রকাশ করেন। সুতরাং বাধ্য হইয়া তাঁহাকে সন্ধি করিতে হইল। এই সন্ধি অনুসারে উভয়পক্ষে বাণিজ্য চালাইবার পূর্ণ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। কম্বোজে ফরাসীদের যে সকল মালের মাশুল লাগিত তাহা রহিত হইল, এবং কম্বোজের উৎপন্ন দ্রব্যাদির যে মাশুল নির্দ্ধারিত ছিল, তাহাও উঠিয়া গেল। ফরাসীরা কম্বোজের নানাস্থানে এক একজন প্রতি-নিধি (রেসিডেন্ট) রাখিবার আদেশ পাইলেন এবং উদঙ্ নামক নগরে আপনাদিগের আবশ্যক মত বাটী, কারখানা ও গুদাম প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিবার জন্য জমি পাইলেন। কম্বোজরাজ ফরাসীদের অনুমতি ব্যতীত অপর কোন বৈদেশিক প্রতিনিধি উদঙ্ নগরে রাখিতে পারিবেন না, তাহাও সেই সন্ধিপত্রে স্থিরীকৃত হইল।

এতদিন কম্বোজপতি একজন সামান্য রাজপ্রতিনিধি মাত্র ছিলেন, এখন ফরাসীদিগের সাহায্যে রাজ উপাধি গ্রহণ করিলেন। কিন্তু পূর্ব্বের মত শ্যামরাজকে কর দিতে লাগিলেন।

১৮৬৫ খৃঃ অঃ, মিকং ও বৈকোনদীর মধ্যবর্ত্তী জলাভূমিতে দেশীয়েরা দলবদ্ধ হইয়া রাজবিদ্রোহী হয়, তাহারা ফরাসীদিগের উপর অত্যাচার এবং তাহাদের বাণিজ্য দ্রব্যাদি লুটপাট করিতে আরম্ভ করে। এই সময়ে কম্বোজের একজন সামন্ত বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগ দিয়া কম্বোজরাজ নরোদনের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। তৎকালে ফরাসীরা কম্বোজরাজের সহিত যোগ দিয়া বিদ্রোহী দমনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সহজে কেহ বশ্যতা স্বীকার করিল না। এই যুদ্ধে দুই তিনজন ফরাসী সেনাপতি রণশায়ী হইয়াছিলেন।

১৮৬৬ খৃঃ, ১৬ই আগষ্ট, বিদ্রোহী-সামন্ত নিজ দলবল লইয়া প্রবলবেগে রাজধানী আক্রমণ করেন। এই সময়ে রাজপরিবারেরা দারুণ বিপদে পড়িলেন। ফরাসীদিগের প্রায় দুইশত রণতরী উদঙ্ নগরে থাকিয়া শত্রুদিগকে যথাসাধ্য বাধা দিতে থাকে। ১৭ই ডিসেম্বর আসিল, এই দিবস কম্বোজ-ইতিহাসের এক ভয়ঙ্কর দিন। এই দিনে রাজবিদ্রোহী কম্বোজবাসীরা আপনাদের জাতীয়তা রক্ষা করিবার জন্য অকুতোভয়ে প্রাণপণে ফরাসী ও কম্বোজরাজের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। শত সহস্র কাম্বোজ জন্মভূমির নাম লইয়া রণশয্যায় শয়ন করিল। এই যুদ্ধে ফরাসী ও কম্বোজের অনেক প্রধান প্রধান সৈনিক পুরুষ প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। যাহা হউক বহু যত্ন, অনেক কষ্ট এবং বিস্তর সৈন্যক্ষয়ের পর বিদ্রোহীর করাল কবল হইতে কম্বোজ-রাজধানী উদঙ্ নগর রক্ষিত হইল।

এবার কম্বোজরাজ ফরাসীদিগের সাহায্যে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষিত হইলেন। কম্বোজরাজ নরোদন নিজ নামে রাজধানী স্থাপন করিলেন। ফরাসীরা মিকং নদীকূলে উপনিবেশ স্থাপন করিবার ক্ষমতা পাইলেন।

নগর।—এখন কম্বোজের প্রধান নগর সৈগন, ও পিঞে (বন্দর)।

হিন্দুকীর্ত্তি।—প্রথমেই লিখিয়াছি, কম্বোজরাজ্যে প্রাচীন হিন্দুরাজগণ যে কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, বহুবর্ষ অতীত হইল বটে, কিন্তু এখনও তাহার কীর্ত্তিচিহ্ন বিলুপ্ত হয় নাই। কম্বোজের বন জঙ্গলে, মানবের অগম্যস্থানে, সেই অসাধারণ কীর্ত্তিরাশি পরিলক্ষিত হয়। উৎসাহী ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিদ্গণের যত্নে সেই পুরাকীর্ত্তিসমূহ জগৎ সমক্ষে প্রকাশিত হইতেছে। যত সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, নিম্নে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিলাম—

কম্বোজের নানাস্থানে যে সকল পুরাকীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা স্থান ভেদে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। ১ম অঙ্কোর বট, ২য় বকু ও লোলি, এবং ৩য় কম্বোজের দক্ষিণ ও মধ্যমাংশ।

১ম, অঙ্কোর বট।—শ্যামবাসীরা ইহাকে 'নখন্ বট' অর্থাৎ নগর-মন্দির বলিয়া থাকে। এই মহামন্দির অঙ্কোরনগর হইতে প্রায় দুইক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। ইহার মত বৃহৎ মন্দির অতি অল্পই দেখা যায়, মন্দিরের আয়তন প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ হইবে। ইহার পরিবেষ্টক প্রাচীর ১০৮০×১১০০ফুট এবং চারিদিকে ২৩০ ফুট বিস্তৃত খাত দ্বারা পরিবেষ্টিত। খাতের উপর দিয়া মন্দিরে যাইবার জন্য সুদৃঢ় সুরম্য স্তম্ভ-পরিশোভিত সেতু আছে। সেতুর পর পঞ্চতল গোপুর, তাহার মধ্য দিয়া মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণে যাইতে হয়।

নৈঋত কোণ দিয়া মন্দিরের ভিতর প্রবেশ করিলে ডান ধারে অপূর্ব্ব দৃশ্য নয়নগোচর হয়। এখানে ভীষ্মের শরশয্যা দেখিতে পাইবে। মধ্যস্থলে কুরুপিতামহ ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত, তাঁহার দুইপার্শ্বে মুকুট ও কিরীট শোভিত কুরু ও পাণ্ডবপক্ষীয় বীরগণ দণ্ডায়মান! গজে ও রথে তেজঃপুঞ্জ মহারথীগণ অবস্থান করিতেছেন। পিতামহ ভীষ্মের অনতিদূরে গজের উপর রাজা দুর্য্যোধন ম্লানবদনে অপেক্ষা করিতেছেন। শত শত বর্ষ গত হইয়াছে, তথাপি ঐ সকল মূর্ত্তির কোন বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই; এই প্রস্তরখোদিত মূর্ত্তি সকল দূর হইতে দেখিলে জীবন্ত বলিয়া বোধ হয়।

মন্দিরের মধ্যে পশ্চিমোত্তরভাগে রামায়ণের দৃশ্য। রাক্ষসবানরে ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছে। বিকট মূর্ত্তিধারী রাক্ষসবীরগণ রথে চড়িয়া বাণ বর্ষণ করিতেছে; মধ্যস্থলে রাম হনুমানের উপর বসিয়া রাবণের প্রতি বাণ নিক্ষেপ করিতেছেন, তাঁহার দুই পার্শ্বে লক্ষ্মণ ও বিভীষণ দণ্ডায়মান। সিংহ-যোজিত রথে রাবণ রামের শরপীড়নে জর্জ্জরিত হইয়া অবস্থান করিতেছে।

উত্তর পশ্চিমভাগে দেবাসুরের সমর-দৃশ্য। বিবিধ মূর্ত্তিধারী মুকুটশোভিত দেবগণ অশ্বযোজিত রথে আরোহণ করিয়া বাণ ত্যাগ করিতেছেন। বিকট মূর্ত্তিধারী অসুরগণও প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে। এখানকার মূর্ত্তিসমূহের মধ্যে সূর্য্য ও চন্দ্রদেবের জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি অতি সুন্দর। দেবগণ স্ব স্ব বাহনে আরূঢ়।

উত্তরপূর্ব্বমঞ্চ।—এখানেও দেবাসুরে যুদ্ধ। চতুরানন, পঞ্চানন, ষড়ানন, গরুড়োপরি শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী বিষ্ণু অসুর দলন করিতেছেন। বহুমুখ ও বহু হস্তবিশিষ্ট দেবগণ অশ্বে, গজে, সিংহে বা গণ্ডারে আরোহণ করিয়া তীর ধনুক হস্তে যুদ্ধে ব্যাপৃত। যুদ্ধস্থলের অদূরে জটাজুটবিলম্বিত ত্রিশূলধারী মহাদেব মূর্ত্তি, সিদ্ধর্ষি যোগীগণ পুষ্পকরে তাঁহার অর্চনা করিতেছেন।

উত্তরভাগের কিছু পূর্ব্বে আবার একটি মঞ্চ।—এখানকার শিল্পনৈপুণ্য ও স্থাপত্যকার্য্যাদি এখনও শেষ হয় নাই, সকলই যেন অসম্পূর্ণ রহিয়াছে। এখানেও পৌরাণিক দৃশ্য। বিষ্ণু গরুড়োপরি আরোহণ করিয়া একজন গজারোহী অসুরকে বিনাশ করিতেছেন। আরও অনেক দেবাসুর মূর্ত্তি অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়িয়া আছে।

পূর্ব্বদক্ষিণ ভাগে সমুদ্রমন্থন দৃশ্য। কি শিল্পকার্য্যে, কি চিত্রকার্য্যে, কি স্থাপত্যবিদ্যায় সর্ব্ববিষয়ে এই মঞ্চটি পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছে। সমুদ্রমন্থনের এমন জীবন্ত দৃশ্য বোধ হয় আর কোথায়ও নাই। মধ্যস্থলে কূর্ম্মের উপর মন্দরাচল স্থাপিত, তদুপরি বিষ্ণু; মন্দর বাসুকীদ্বারা বেষ্টিত, নাগরাজের মুখের দিকে প্রায় ১০০ শত বিকটাকার দৈত্য মূর্ত্তি, এবং পুচ্ছভাগে ১০০ দেবমূর্ত্তি। দৈত্যগণকে দেখিতে খর্ব্ব, বলিষ্ঠ, শিরস্ত্রাণ ও কবচাবৃত, সকলেরই কর্ণে কুণ্ডল ও লম্বা দাড়ী আছে। দেবগণের মাথায় মুকুট, কণ্ঠে হার, হস্তে বলয়, দুই থাক অঙ্গদ ও যজ্ঞসূত্র শোভিত। এই দুই শত মূর্ত্তি ঠিক একভাবে দণ্ডায়মান।

যেখানে সমুদ্রমন্থন হইতেছে, তাহার উপরিভাগের দৃশ্য অতি চমৎকার। যেন শত শত স্বর্গবিদ্যাধরী ও অপ্সরাগণ আকাশপথে নৃত্য করিতেছে। তাহার অধোভাগে সাগরের দৃশ্য। নানাপ্রকার সামুদ্রিক জীবজন্তু মৎস্যাদি এই কল্পিত সমুদ্রে খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। স্বচ্ছ সলিলে কেমন ধীরে ধীরে স্রোত বহিতেছে!

তাহার পর দক্ষিণপূর্ব্বভাগে আর একটি মঞ্চ। এখানে যমালয়ের দৃশ্য। পাপের নিগ্রহ, পুণ্যের পুরস্কার; স্বর্গ ও নরকের সুখ ও দুঃখের দৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছে। এখানে নরকযন্ত্রণার ৩৬টি মূর্ত্তি খোদিত হইয়াছে। প্রত্যেক মূর্ত্তির নিম্নে খোদিত-লিপিতে যে প্রকার পাপ করিলে যেরূপ নরকভোগ হয়, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে।

উক্ত মঞ্চ ছাড়াইয়া পশ্চিমে কিছুদূর গমন করিলে আর একটি সুবৃহৎ মঞ্চ নয়নগোচর হয়। এখানে কম্বোজের রাজগণ ও রাজপরিবারগণের মূর্ত্তি খোদিত আছে। এখানকার কারুকার্য্যের পারিপাট্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়; এমন জাঁকজমক দৃশ্য কম্বোজের আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ! কোথাও পীনোন্নত পয়োধরা সুচারুহাসিনী রাজমহিলাগণ বিবিধ অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া মহাপালায় বসিয়া সমারোহ মধ্য দিয়া যাইতেছেন, উপরে চিত্রবিচিত্র চন্দ্রাতপ দোদুল্যমান; আবার তাহারাই পশ্চাতে দিব্যরূপধারিণী মনোমোহিনী রাজকন্যাগণ নরচালিত রথে আরোহণ করিয়া আছেন, যেন কোথায় যাইতেছেন। তাঁহাদের সঙ্গে সখীগণ পুষ্পচয়ন করিয়া উপহার দিতেছে, দাসদাসীগণ নিকটবর্ত্তী ফলশালী বৃক্ষ হইতে ফল লইয়া ছোট ছোট বালকবালিকাকে বিতরণ করিতেছে। রাজকন্যাগণের পার্শ্বসহচরীগণ কেহ চামর ব্যজন করিতেছে, কেহ মাথায় ছাতি ধরিয়াছে, কেহ সুস্বাদু ফল লইয়া অপেক্ষা করিতেছে। তাহারই অদূরে নির্জ্জন উপবন-দৃশ্য! গিরিমালা মধ্যে তরুরাজী,—তরুতলে মৃগশিশু খেলা করিতেছে; তরুশাখায় নানাবিধ পক্ষী বসিয়া আছে।

মঞ্চের উপরিভাগে সশস্ত্র কবচাবৃত রাজপুরুষ, নর্ত্তক এবং ধানুকীগণ দণ্ডায়মান। ইহাদের বেশভূষাও রাজসভার উপযোগী। সম্মুখে রাজসভা। কুণ্ডলধারী জটাজুটবিলম্বিত ব্রাহ্মণগণ গম্ভীরভাবে সমাসীন, রাজা ও রাজকুমারগণ পদোচিত বেশভূষা করিয়া যথাযোগ্য আসনে উপবিষ্ট, অস্ত্রধারী যোদ্ধাগণ রাজসভা উজ্জ্বল করিয়া বসিয়া আছেন। প্রাচীন হিন্দুরাজসভা যেরূপ ভাবে হইত, এই দৃশ্য দেখিলে তাহার কতকটা ধারণা হইতে পারে। পরমবিষ্ণুলোক জয়বর্ম্মা অঙ্কোর বটের উক্ত মহাকীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

অঙ্কোর বট নামক মন্দির হইতে দক্ষিণপূর্ব্বে সাড়ে পাঁচ ক্রোশ দূরে আরও তিনটি পবিত্র স্থান আছে, তাহাদের নাম বকং, বকু ও লোলি।

বকঙের মন্দির অতি প্রাচীন, দেখিতে ত্রিকোণাকার, ছয়তলে বিভক্ত, প্রত্যেক তলে নির্গম আছে, উপর উপর স্থাপিত হইয়া শেষে ৩৯ হাত উচ্চ ত্রিভুজ মন্দিররূপ ধারণ করিয়াছে। প্রত্যেকের মধ্যস্থলে সিঁড়ি, তাহাতে সিংহমূর্ত্তি খোদিত ছিল, এখন প্রায় আর নাই। নির্গমের প্রত্যেক কোণে গজমূর্ত্তি। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে ৮টি ইষ্টকনির্ম্মিত ছোট মন্দির আছে। এখানকার লোকেরা বলে, এই অবধি প্রধান মন্দিরের সীমা। ৮টি মন্দিরের তোরণ-প্রাচীরে সংস্কৃত ভাষায় ৮।১০ ছত্র লিপি খোদিত আছে, এতদ্বারা মন্দিরনির্ম্মাতার কতকটা পরিচয় পাওয়া যায়। কম্বোজরাজ ইন্দ্রবর্ম্মা হরগৌরী পূজার জন্য এই মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

বকু নামক স্থানে পাশাপাশি ছয়টি শিবমন্দির আছে, প্রত্যেক মন্দিরের প্রবেশ দ্বারের প্রাচীরে বকণ্ডের মন্দিরের ন্যায় সংস্কৃত ভাষায় লিপি খোদিত আছে। বকণ্ডের মন্দিরে কেবল সংস্কৃত ভাষায় শিলালিপি বাহির হইয়াছে, কিন্তু বকুর মন্দিরে সংস্কৃত এবং কম্বোজে প্রচলিত খ্মেরে ভাষায় শিলালিপিও পাওয়া গিয়াছে। শিলালিপি অনুসারে পরমেশ্বর ও ইন্দ্রেশ্বর নামে এই দেবমন্দিরগুলি উৎসর্গীকৃত হইয়াছে। বকুতে তিনটী শক্তিমন্দিরও আছে। মন্দিরের কারুকার্য্য অতি পরিপাটী, সামান্য বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না।

বকু হইতে প্রায় পোয়াখানেক পথ উত্তরে গমন করিলে লোলিনামক স্থান পাওয়া যায়। এখানে চারিটি ইষ্টক নির্ম্মিত দেবমন্দির আছে। স্থানে স্থানে ভগ্নস্তম্ভ সকল পড়িয়া রহিয়াছে, দেখিলেই বোধ হইবে যে সেখানে কোন বৃহৎ দেবালয় ছিল, এখন মক্ষিকা ও ভিত্তির সামান্য ধ্বংসাবশেষ মাত্র পড়িয়া আছে। প্রত্যেক মন্দিরের স্তম্ভগাত্রে অনুশাসন-লিপি খোদিত রহিয়াছে, তৎপাঠে জানা যায়, কম্বোজ-রাজ যশোবর্ম্মা ৮১৫ শকে শিব ও ভবানীর সেবার্থ উক্ত মন্দিরগুলি নির্ম্মাণ করেন। তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারী-গণকে দেবসেবায় বিশেষ মনোযোগ করিতে পুনঃ পুনঃ আদেশ করিয়া গিয়াছেন।

উপরে যে মন্দিরগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিলাম, ঐ সকল ছাড়া আরও অনেক মন্দির আছে, তন্মধ্যে বেওন-নগরের ব্রহ্মমন্দিরগুলিই সর্ব্বপ্রধান। শিল্পশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত-গণের মতে অঙ্কোর-বটের মন্দির অপেক্ষা কম্বোজের ব্রহ্মমন্দিরগুলি সর্ব্বপ্রকারে শ্রেষ্ঠ। কি শিল্পনৈপুণ্যে, কি কারুকার্য্যে, কি স্থাপত্যকর্ম্মে, ব্রহ্মমন্দির নির্ম্মাতাগণ স্ব স্ব প্রাধান্য দেখাইয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ যাহা আমরা সমস্ত ভারতে খুঁজিয়া পাই না, সেই চতুর্মুখ ব্রহ্মার মন্দির কম্বোজে



ব্রহ্মমন্দির।

দেখিলাম। এই ব্রহ্মার মন্দির দেখিলে আমাদের কত কথাই মনে আসে! আমাদের আরাধ্য বেদের শিরোভাগ উপনিষদ্-গ্রন্থে সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মার উপাসনা দেখিতে পাই, এই ব্রহ্মাই আর্য্যজাতির সর্ব্বপ্রথম উপাস্য দেবতা। উপনিষদে নিরাকার পরমব্রহ্ম বলিয়া সম্বোধিত হইয়াছেন, পুরাণে ইনিই চতুর্মুখ ব্রহ্মা। পুরাণে আমরা অনেক ব্রহ্মতীর্থের নামও পাঠ করিয়াছি, কিন্তু ভারতবর্ষের কোন স্থানে যে ব্রহ্মার মন্দির আছে, তাহা দেখি নাই অথবা শুনি নাই।

কম্বোজের হিন্দুগণ তবে কোথা হইতে এই ব্রহ্মমন্দিরের তত্ত্ব পাইলেন ? এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়াও কঠিন। সম্ভবতঃ যখন ভারতের উত্তরস্থ কম্বোজদেশবাসী কাম্বোজগণ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া এই সুদূর প্রদেশে আগমন করেন, বোধ হয় তৎকালে সেই আদি কম্বোজদেশে ব্রহ্মোপাসনার সঙ্গে ব্রহ্মমন্দিরও নির্ম্মিত হইত। কত শত বর্ষ গত হইয়াছে, বিধর্ম্মীর পুনঃ পুনঃ আক্রমণে তাহার চিহ্নমাত্র বিলুপ্ত হইয়াছে। জানি না, ভবিষ্যদ্গর্ভে কি নিহিত আছে! হয় ত হিমালয়ের দুর্গম তুষারবেষ্টিত গহ্বর মধ্য হইতে এই ব্রহ্মমন্দির অথবা ইহার গূঢ়তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে।

কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন, মধ্য এসিয়ায় ব্রহ্মমন্দির ছিল, প্রাচীন কাম্বোজেরা এখানে আসিয়া তদনুসারে ব্রহ্মালয় নির্ম্মাণ করেন। এ কতদূর সত্য? ভগবানই জানেন।

এখানকার ব্রহ্মমন্দিরগুলির একটু বিশেষত্ব এই যে প্রত্যেক মন্দিরের চূড়ায় ব্রহ্মার চতুর্ম্মুখ শোভা পাইতেছে। এক একটি বৃহৎ ব্রহ্মমন্দির অঙ্কোরবটের সমকক্ষ হইতে পারে। অতি ক্ষুদ্র যেটি তাহারও আয়তন ও গঠনপ্রণালী নিতান্ত সামান্য নয়। পূর্ব্বপৃষ্ঠে একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মমন্দিরের চিত্র দেওয়া গেল। মন্দিরের অভ্যন্তর যে প্রণালীতে এবং যেরূপ কৌশলে নির্ম্মিত, তাহা চিত্র করিয়া দেখান যায় না। মূল কথা, শিল্পীগণ প্রাণ ভরিয়া নিজ নিজ ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছেন।

যেখানে বড় মন্দির আছে, তাহারই নিকট আরও কয়েকটি ছোট ছোট ব্রহ্মমন্দির দেখিতে পাওয়া যায়।

বেঙনগরের পূর্ব্বে অর্দ্ধক্রোশ দূরে 'পতন্ তা কৃম্' নামক এক প্রথমশ্রেণীর উচ্চ মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। উহার সংস্কৃত নাম ব্রহ্মপত্তন অর্থাৎ যে নগরে ব্রহ্মমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছে। এই মন্দির চতুরস্র, প্রতি দিক্ প্রায় ৪০০ ফুট বিস্তৃত। পূর্ব্বে ইহার বহির্দৃশ্য যেমন নয়নপ্রীতিকর ছিল, এখন তাহার কণামাত্র নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এখন মন্দিরের চারিদিকে বন জঙ্গল হইয়া পড়িয়াছে, মন্দির ভেদ করিয়া মহীরুহগণ মস্তক উত্তোলন করিতেছে। স্থানে স্থানে ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় বন্য জীব জন্তুর বাসস্থান হইয়াছে। যেখানে পূর্ব্বে শঙ্খঘণ্টাধ্বনিতে প্রাণ প্রফুল্ল হইয়া উঠিত, এখন তথায় দিবাভাগেও শিবার উচ্চরব শ্রুত হয়। বিধির নির্ব্বন্ধ! হিন্দুর হিন্দুত্ব লোপের সঙ্গে সঙ্গে এই শোচনীয় অবস্থা ঘটিয়াছে। কেবল মন্দির নয়, কম্বোজের ক্রোমি নামক পর্ব্বত হইতে অনেক ব্রহ্মমূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে। কাশীতে শিবলিঙ্গ যেমন ছড়াছড়ি, এই পর্ব্বতেও তদ্রূপ অসংখ্য ব্রহ্মমূর্ত্তি বিরাজ করিতেছেন।

কম্বোজরাজগণও ব্রহ্মার প্রতি সাতিশয় ভক্তি শ্রদ্ধা দেখাইতেন। এখানকার প্রাচীনলোকের মুখে গল্প শুনা যায় যে, একজন রাজা কোন নাগরাজের কন্যাকে বিবাহ করেন, তাহাতে নাগরাজের উৎপাতে তিনি ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন, শেষে নগরদ্বারে এক ব্রহ্মমূর্ত্তি স্থাপন করিলেন, তাহাতে তাঁহার সকল ভয় দূর হইল। নাগরাজ নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। সেই ব্রহ্মমূর্ত্তি অদ্যাপি নগরদ্বারে রহিয়াছে। একজন চীনপরিব্রাজক ১২৯৫ খৃঃ অব্দে এখানে আগমন করেন, তিনি ঐ মূর্ত্তি দেখিয়া পঞ্চানন বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারই ভ্রম বলিতে হইবে, অথবা চীনপরিব্রাজক বৌদ্ধগণের রীত্যনুসারে যেখানে যাহা কিছু দেখিয়াছেন, তাহাই বৌদ্ধধর্ম্মসংক্রান্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকিবেন।

যাহা হউক, বৌদ্ধদিগের দেখিবার জিনিসও কম্বোজের নানাস্থানে পড়িয়া আছে, কোথাও বৃহৎ পাষাণে খোদিত ধ্যানীবুদ্ধমূর্ত্তি, কোথাও প্রত্যেকবুদ্ধ, কোথাও বা বুদ্ধনির্ব্বাণের আধ্যাত্মিক দৃশ্য রহিয়াছে। এখনও অনুসন্ধান চলিতেছে, কম্বোজের পুরাতত্ত্ব জানিবার জন্য ফরাসীপণ্ডিতগণ বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, ভবিষ্যতে আরও কত কি নূতন কথা জানিতে পারিব।

আব হাওয়া।—কম্বোজের জল বায়ু বঙ্গদেশের ন্যায়। এখানে জ্যৈষ্ঠমাস হইতে ভাদ্রমাস পর্য্যন্ত বর্ষা হয়, এই সময়ে উত্তরপূর্ব্ব বায়ু বহিতে থাকে। দক্ষিণপশ্চিম বাতাস হইলে ভূমি শুষ্ক হয়। এখানে তাপমান যন্ত্রের ১০৩° তিন ডিগ্রির অধিক কখন উত্তাপ হয় না এবং যখন অধিক শীত হইতে থাকে, তখন ৫৭° ডিগ্রি পর্য্যন্ত নামিয়া আসে। দেশীয় এবং য়ুরোপীয় উভয়ের পক্ষেই এই স্থান অতি মনোরম ও স্বাস্থ্যকর। কম্বোজদেশ সমতল, নদীতটস্থ স্থান অতিশয় উর্ব্বরা ও ফলশালী।

উৎপন্নদ্রব্য।—ধান্য, পান, সুপারি, চন্দনকাষ্ঠ, ও রেবন্দচিনি যথেষ্ট উৎপন্ন হয়। লৌহ, রৌপ্য, ও হস্তিদন্ত যথেষ্ট পাওয়া যায়। খৃষ্টের নবম শতাব্দীতে দুইজন আরব্য ভ্রমণকারী কম্বোজে আগমন করেন, তাঁহারা লিখিয়াছেন "জগতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মস্‌লিন্ এই কম্বোজে পাওয়া যায়, এখানে প্রস্তুত হইয়া পৃথিবীর সর্ব্বত্র রপ্তানি হয়।"

জীবজন্ত।—হস্তী, মহিষ, মৃগ ও গোমেষাদি বন জঙ্গলে দলে দলে দেখিতে পাওয়া যায়।

ভাষা।—কম্বোজে খ্মের ও আনামী ভাষা প্রচলিত। এখানকার কাম্বোজেরা প্রধানতঃ খ্মের ভাষায় কথা কয়; এই ভাষাই এখানকার আদিভাষা বলিয়া বিবেচিত।

(কম্বোজ দেশের বিস্তৃত বিবরণ জানিতে হইলে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পাঠ করা আবশ্যক—

Henri Mouhot's Travels in Indo-China, Cambodia, and Laos. Die Völker der Oestlichen Asien von Dr. A. Bastian.— J. Garnier's Voyage d' Exploration en Indo-Chine.— Abel Remusat's Nouveaux Melanges Asiatiques.—Croizier's L'Art Khmer; Légendes Indo-Chinoises relatives aux monuments de pierre de' l'ancien Cambodge.-Aymonier's Notice sur le Cambodge, Geographie du Cambodge.— Journal Asiatique 1882-83-84 ; Journal of the Indo-Chino Society of Paris 1877-78 ; Journal of the Anthropological Society of Bombay, Vol. I. p. 505-532.)

কম্বুতায়ী [ন্] (পুং) শঙ্খচিল।

কম্ভ (ত্রি) কং জলং সুখং বা অস্ত্যস্য, কম্-ভ (কংশংভ্যাং-বভযুস্তিতুতযসঃ। পা ৫।২।১৩৮।) ১ জলযুক্ত। ২ সুখী।

কম্ভারী (স্ত্রী) কং জলং বিভর্ত্তি ধারয়তি, কম্-ভৃ-অণ্-ঙীপ্, ঙীষ্ বা। গাম্ভারী বৃক্ষ। [গাম্ভারীদেখ]

কম্ভু (ক্লী) কং জলং তত্তুল্যং শৈত্যং বিভর্ত্তি, কম্-ভৃ-ডু। উশীর, বেণামূল।

কম্র (ত্রি) কাময়তি, কম্-র (নমিকম্পিস্ম্যজসকমহিংস-দীপো রঃ। পা ৩।২।১৬৭।) ১ কামুক। ২ কাম্যতে অসৌ। কমনীয়, মনোহর। (কাম্যং কম্রং কমনীয়ং সৌম্যঞ্চ মধুরং প্রিয়ম্। হেম ৬।৮১।)

কম্রা (স্ত্রী) কম্র-টাপ্। ১ কমনীয়া, মনোরমা। ২ কামুকী। ৩ গঙ্গা। ("কমনীয়জলা কম্রা কপর্দ্দি সুকপর্দ্দগা।" কাশী ২৯। ৪৪।)

কয় (ত্রি) কিম্ পৃষোদরাদিত্বাৎ বেদে কয়াদেশঃ। ১ কি। কো বায়ু ইব যাতি গচ্ছতি অথবা কং জলমিব যাতি। ক-যা-ড। ২ বয়ঃ, বয়ঃক্রম। (পুং) ৩ দৈত্যবিশেষ, অপর নাম কাসার। বালিখিল্যের নিকট ইনি বেদের একখানি সংহিতা শিক্ষা করেন। (ভাগবত)

কয়লা । (হিন্দী) বৃক্ষাদির দগ্ধাবশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ কঠিন পদার্থকে এদেশে সাধারণতঃ "কয়লা" বলে। আপাততঃ কয়লা দুই-প্রকার দেখা যায়, অগ্নিদগ্ধ কাষ্ঠাদির কয়লা আর ভূগর্ভোত্তলিত খনিজ কয়লা। খনিজ কয়লাকে সংস্কৃত ভাষায় "মৃদঙ্গার" বলে, এবং কাষ্ঠের কয়লা "অঙ্গার" নামেই প্রচলিত। খনিজ কয়লাও ভূগর্ভস্থ আভ্যন্তর তাপে দগ্ধাবশিষ্ট রাসায়নিক ক্রিয়াউৎপন্ন বৃক্ষাদিরই অবশিষ্টাংশ বটে। জীবশরীর হইতেও কয়লা উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহার পরিমাণ অল্প।

"কয়লা" এই পদার্থের বাঙ্গালা নাম নহে, কয়লা হিন্দী নাম। যথা "কয়লা কি ময়লা ছুটে যব আগ করে পয়বেশ।" ইহার সংস্কৃত নাম অঙ্গার "অঙ্গারঃ শত ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি।" এই "অঙ্গার" শব্দের অপভ্রংশ "আঙার" ইহার বাঙ্গালা নাম। এখন কয়লা নামই চলিত হইয়া গিয়াছে। ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম যথা—

হিন্দী—কোয়লা, কয়লা।

বাঙ্গালা—আঙার, আঙ্‌রা, কয়লা।

দাক্ষিণাত্য—কোলসা।

তামিল—করি বা সিমাই করি।

তেলগু—বোগ্‌গু বা সিম বোগ্‌গু।

মলয়—করি।

কর্ণাটী—ইদ্দালু।

গুজরাটী—কোয়লো বা কোলসো।

সৈংহলী—অঙ্গুরু।

আরবী—কাম।

পারসীক—জুখাল্।

ব্রহ্ম—মিহুএ বা মীদূ-য়ে।

কয়লার প্রাকৃতিক গঠনপ্রণালীর নিয়মানুসারে পদার্থ-তত্ত্ববেত্তারা কয়লার কয়টী শ্রেণী নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। খনিজতত্ত্বজ্ঞেরা সাধারণতঃ ইহাকে দুইভাগে বিভক্ত করেন, তন্মধ্যে একভাগ শিলাজতুবিশিষ্ট, অপর ভাগে উহা নাই। শিলাজতুহীন কয়লাকেই "পাথুরে কয়লা" বলে। পাথুরে কয়লা বড় শক্ত হয়। ইহা জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়। এই কয়লা পুড়িবার সময় ধুম হয় না। আমেরিকায় এই জাতীয় কয়লার দোয়াত, বাক্স প্রভৃতি ব্যবহার্য্য বস্তুও প্রস্তুত হয়। শিলাজতুবিশিষ্ট কয়লার নানাবিধ শ্রেণী ও প্রত্যেক শ্রেণীর স্বতন্ত্র নাম আছে। ইহার ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে শিলাজতুর পরিমাণের বিভিন্নতা আছে। পাথুরে কয়লা অপেক্ষা এই কয়লা অনেক কোমল। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব পাথুরেকয়লা অপেক্ষা অল্প। পাথুরেকয়লার আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৩ হইতে ১.৭৫ পর্য্যন্ত হয়, কিন্তু শিলাজতুবিশিষ্ট কয়লায় আপেক্ষিক গুরুত্ব ১.৫ অপেক্ষা প্রায় বেশী হয় না।

পিচ কয়লা—এই জাতীয় কয়লার বর্ণ ঈষৎ ধূসর কৃষ্ণ-বর্ণের মখমলের ন্যায়। ইহা অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইলে পট্ পট্ করিয়া ফাটিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হইয়া ভাঙ্গিয়া যায়, কিন্তু

তাহার পরেও যদি উত্তাপ পায়, তাহা হইলে আবার সব গলিয়া ডেলা হইয়া জ্বলিতে থাকে। জ্বলিবার সময় এই কয়লার অগ্নিশিখা ঈষৎ পীতবর্ণ দেখায়। পিচকয়লা জ্বলিবার সময় মুহুর্মুহু উল্টাইয়া না দিলে ইহার আগুণ নিবিয়া যায়। কারণ ইহা গলিতে গলিতে জমিয়া যায় এবং আগুণ "মেড়ো" পড়িতে থাকে। ইংলণ্ডের অন্তর্গত নিউকাসল নামকস্থানের খনিতে ইহা প্রচুর পাওয়া যায়।

গুট্‌কে কয়লা (Cherry coal)—ইহা দেখিতে ঠিক পিচ কয়লার মত। পিচকয়লার মত ইহাও অগ্নিস্পর্শ করিবামাত্র ফাটিয়া ছড়াইয়া যায়। পিচকয়লার মত এ কয়লা গলিতে গলিতে জমাট বাঁধিয়া যায় না। গুট্‌কে কয়লা বড় ভঙ্গপ্রবণ, এজন্য খনি হইতে তুলিবার সময় যথেষ্ট ক্ষতি হয়। ইহা পুড়িবার সময় পরিষ্কার পীতবর্ণের শিখা উঠিতে থাকে। ইংলণ্ডের গ্লাসগো নামক স্থানের খনিতে এই কয়লাই অধিক।

বাতি কয়লা—ইহার ঔজ্জ্বল্য নাই। ইহার গঠন বেশ দৃঢ় এবং মসৃণ। অগ্নি লাগিলে ইহা এবড়ো খেবড়ো হইয়া ফাটিয়া চটিয়া যায়। বাতি কয়লা অতি শীঘ্র জ্বলিয়া যায় এবং ইহা হইতে পীতবর্ণের অগ্নিশিখা উঠিতে থাকে। ইহা অগ্নিতে গলে না, পাথুরে কয়লার স্থায় পুড়িতে থাকে। ইহা হইতে এক প্রকার বাতি প্রস্তুত হয়। ইহাতেও দোয়াত, নস্যদান প্রভৃতি ব্যবহার্য্য বস্তু প্রস্তুত হইয়া থাকে।

কাঠকয়লা—যে কয়লা হইতে কাষ্ঠের অংশ এখনও সম্পূর্ণরূপে কয়লায় পরিণত হয় নাই, তাহাকে "কাঠকয়লা" বলে। ইহার বর্ণ ঈষৎ পাট্‌কিলা কৃষ্ণবর্ণ। ইহা পুড়িবার সময় অতিশয় গন্ধ নির্গত হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ইহার গঠনপ্রণালী পরীক্ষা করিলে ইহার অপরিবর্ত্তিত কাষ্ঠাংশ সকল স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষের উপকূলভাগে এই কয়লা পাওয়া যায়। ইহাতে জলীয়াংশ অধিক থাকে; এমন কি ইহাতে যত অঙ্গারসার থাকে, জলীয়াংশও প্রায় ততটা থাকে। প্রাচীনতম কয়লান্তর অপেক্ষা এরূপ কয়লাস্তরগুলি আধুনিক বলিয়া অনুমিত হয়।

মসীকৃষ্ণকয়লা—ইহাও একপ্রকার শিলাজতুবিশিষ্ট কয়লা। ইহা বৃক্ষশাখার স্থায় আকৃতিবিশিষ্ট হইয়া ভূস্তর মধ্যে জন্মে। ইহা কোমল এবং ভঙ্গপ্রবণ, এবড়ো খেবড়ো ভাবে চিড় খাওয়া। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব জল অপেক্ষা কিছু বেশী। ইহার বর্ণ ঠিক ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মখমলের মত। ইহার মখমলের স্থায় এক প্রকার ঔজ্জ্বল্য আছে। দক্ষিণ ভারতে ইহা পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট, তাহা হইতে কাঁচকড়ার গহনার মত এক প্রকার গহনা প্রস্তুত হয়। মন্দগুলি জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা যখন পুড়িতে থাকে, তখন সবুজবর্ণের শিখা উঠিতে থাকে, মেটেতৈলের কড়াগন্ধ বাহির হয়। ইহাতে শতকরা ৩৭° ভাগ দাহ্য ও বায়বীয় পদার্থ আছে।

ভারতবর্ষের প্রায় সকল প্রদেশেই কয়লার খনি আছে। এই সকল খনিতে যে সকল কয়লা পাওয়া যায়, তাহা য়ুরোপের কয়লার স্থায় ভূস্তর-সংগঠনের অঙ্গার যুগের বস্তু নহে। দাক্ষিণাত্যে যে কয়লা পাওয়া যায়, তাহাকে গোণ্ডবন কয়লা (Gondwana system) বলিয়া থাকে। ভূস্তর সংগঠনের দ্বিতীয় যুগে যে সকল অঙ্গারস্তর উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাদের গঠনপ্রকরণ যেরূপ এই গোণ্ডবন কয়লাও সেইরূপ। দাক্ষিণাত্যের বহির্ভাগে যে সমস্ত কয়লার খনি আছে, তাহার গঠনভঙ্গিমা ভূস্তর-সংগঠনের তৃতীয় যুগের স্থায়।

গোণ্ডবন কয়লা উত্তর পূর্ব্বাঞ্চলে ও মধ্যভারতে পাওয়া যায়। ভূস্তর-গঠনের তৃতীয় যুগোৎপন্ন কয়লা সৈন্ধবীয় ও গাঙ্গ্য প্রদেশের বহির্ভাগে সকল স্থানে উৎপন্ন হয়। এই দুই প্রকার কয়লার মধ্যেও আবার ভাল মন্দ প্রভেদ আছে। উভয়বিধ কয়লার মধ্যে যাহা এ পর্য্যন্ত সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তাহা প্রায় সর্ব্বোৎকৃষ্ট য়ুরোপীয় কয়লার স্থায়। গোণ্ডবন কয়লায় ভস্মভাগ কিছু বেশী, কোন স্থানের কয়লায় আবার জলীয় ভাগও বেশী থাকে। তৃতীয় যুগের কয়লায় ভস্মভাগ অপেক্ষাকৃত অল্প এবং দাহ্যপদার্থের অংশ বেশী থাকে। গোণ্ডবন কয়লা অপেক্ষা ইহা লঘু। গোণ্ডবন কয়লার মধ্যে বাঙ্গালা দেশজাত কয়লা ও তৃতীয় যুগের কয়লার মধ্যে আসামের কয়লাই প্রধান গণ্য। এই দুই দেশের কয়লায় কি পরিমাণ দাহ্য পদার্থ, জলীয়াংশ ও ভস্ম আছে, তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

	বাঙ্গালার কয়লা সাধারণ	বাঙ্গালার কয়লা উৎকৃষ্ট	আসামের কয়লা সাধারণ	আসামের কয়লা উৎকৃষ্ট
ভস্ম ...	১৬°১৭	৪·৪০	৩·৯	°৪
জলীয়াংশ ...	৪·৮০	·৯৬	৫·০	...
দাহ্যপদার্থ (জলশূন্য)	২৫°৮৩	২৮·১২	৩৪·৬	৩৩°৫
অঙ্গারসার	৫৩°২০	৬৬·৫২	৫৬·৫	৬৬°১

বাঙ্গালায় যে সকল স্থানে কয়লার খনি আছে তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল ;—

রাণীগঞ্জক্ষেত্র—ভারতবর্ষের যেখানে যত কয়লা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে এই ক্ষেত্রই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং প্রয়োজনীয়। কলিকাতার অতি নিকটে এবং

ভারতের প্রধান রেলপথের উপর অবস্থিত বলিয়া ইহার ব্যবসায় অতি বিস্তৃত। পশ্চিম বাঙ্গালার পার্ব্বত্যপ্রদেশে এই ক্ষেত্র, কলিকাতা হইতে ১২০ মাইল উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানে প্রায় ৫০০ শত বর্গমাইল ভূমি হইতে কয়লা উত্তোলিত হয়, কিন্তু অনুমান হয় যে ইহার দ্বিগুণ স্থানে কয়লার খনি আছে, কারণ যতই খনি বিস্তৃত হইতেছে, ততই পূর্ব্বদিকে খনির গভীরতা ও কয়লার আধিক্য দেখা যাইতেছে। এই ক্ষেত্র হইতে যাহা নষ্ট হইবে তাহা (অর্থাৎ ঝড়্‌তি পড়্‌তি) বাদ দিয়া প্রায় ১৪০০০০৬০০ টন কয়লা পাওয়া যায় বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। এই ক্ষেত্রের কয়লার শিরাগুলির (Seam) মধ্যে কোন কোনটা প্রায় ৭০।৮০ ফুট মোটা। কয়লার শিরা বেশী মোটা হইলে তাহাতে ভাল কয়লা পাওয়া যায় না।

ঝড়িয়া বা ঝেড়িয়া—রাণীগঞ্জের কয়লাক্ষেত্র হইতে পশ্চিমে ৮ ক্রোশ দূরে, দামোদর নদীর নিকটে অবস্থিত। এই ক্ষেত্র সমস্তই মানভূম জেলার অধীন। প্রায় ২০০ মাইল বিস্তৃত। ইহার শিরায় যে কয়লা পাওয়া যায়, তাহা রাণীগঞ্জের কয়লা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট এবং ইহাতে জ্বালানি অংশ অধিক আছে। এই ক্ষেত্রের শিরাগুলি সকল স্থানে সমান মোটা নহে। এই ক্ষেত্র হইতে ৪৬৫০০০০০০ টন কয়লা উঠে।

বোকারোক্ষেত্র—ঝড়িয়া ক্ষেত্রের পশ্চিমে ২ মাইল দূরে দামোদরের নিকটে এই ক্ষেত্র অবস্থিত। ক্ষেত্রটি ২২০ মাইল বিস্তৃত। এখানকার কয়লা মধ্যবিধ। শিরাগুলি খুব দীর্ঘ। একটি শিরা ৮৩ ফুট মোটা। এখানে প্রায় ১৫০০৬০০০০ টন কয়লা পাওয়া যাইতে পারে।

রামগড়ক্ষেত্র—বোকারো ক্ষেত্রের দক্ষিণে এই ক্ষেত্র অবস্থিত। ইহার কয়লা বড় ভাল নহে। এখানে শিরা অনেক আছে, কিন্তু সেগুলি বড় বেশী দূর বিস্তৃত নহে। পশ্চিম সীমায় হাজারীবাগ হইতে রাঁচি পর্য্যন্ত এক রাস্তা আছে। অনেকে অনুমান করেন যে, এই দিকে আপনা হইতেই ভূমির উপরিভাগে কয়লা বাহির হইয়া পড়ে, দেশীয় লোকেরা এই কয়লা সংগ্রহ করিয়া রাঁচিতে বেচিতে লইয়া যায়। রামগড়ক্ষেত্র ৪০ বর্গমাইল বিস্তৃত এবং এখানে প্রায় ৫০০০০০০০ টন কয়লা উঠিতে পারে।

উত্তরকরণপুরক্ষেত্র—রামগড়ের পশ্চিমে। দামোদরের উৎপত্তিস্থানের নিকট এই ক্ষেত্র অবস্থিত। প্রায় ৪৭২ মাইল বিস্তৃত। কয়লাও প্রায় ৮৭৫০০০০০০০ টন উঠিতে পারে।

দক্ষিণকরণপুর—উত্তর করণপুর ক্ষেত্রের দক্ষিণে প্রায় ৭২ বর্গমাইল বিস্তৃত। এখানে কয়লা প্রায় ৭৫০০০০০০ টন আছে। এই খনির কয়লা বড় উত্তাপজনক।

চোপক্ষেত্র—এই ক্ষুদ্র ক্ষেত্র কেবল ১ বর্গমাইল বিস্তৃত। হাজারীবাগ মালভূমির উপর বিস্তৃত।

ইটকুরীক্ষেত্র—হাজারীবাগের ২৫ মাইল উত্তরপশ্চিমে বিস্তৃত। এখানে কয়েকটি সামান্য কয়লার শিরা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

অওরঙ্গক্ষেত্র—লোহারডাগা জেলায় কোয়েল নদীর ধারে অবস্থিত। কোয়েলনদী শোণনদের একটী উপনদী। ক্ষেত্র প্রায় ৯৭ বর্গমাইল বিস্তৃত। কয়লাও ২০০০০০০০ টন উঠিতে পারে। এখানেও মাটিতে আপনা হইতে যে কয়লা পাওয়া যায়, তাহা বড় ভাল নহে।

হুতারক্ষেত্র—অওরঙ্গক্ষেত্রের পশ্চিমে ৭৮ বর্গমাইল বিস্তৃত। কয়লা ভাল।

ডাল্‌টনগঞ্জক্ষেত্র—কোয়েল নদীতীরে ২০০ বর্গমাইল বিস্তৃত। শিরা অধিক নাই; এক একটি ৬ ফুট মোটা। কয়লা খুব ভাল। এখানে অনুমান ১১৬০০০০ টন কয়লা উঠিতে পারে।

করহারবারিক্ষেত্র—কলিকাতা হইতে ২০০ মাইল পশ্চিমে হাজারীবাগ জেলায় এই ক্ষেত্র অবস্থিত। এ ক্ষেত্র ৮ বর্গমাইল বিস্তৃত। এখানকার কয়লা খুব উত্তম। এই ক্ষেত্রে ৩ টী প্রধান শিরা আছে। শিরাগুলি গড়ে সর্ব্বত্রই প্রায় ১৬ ফুট করিয়া মোটা। এখানে প্রায় ১৩৬০০০০০০ টন কয়লা উঠিতে পারে। ইঞ্জিনের কার্য্য চালাইবার জন্য রাণীগঞ্জ অপেক্ষা এখানকার কয়লাই ভাল।

দেওঘরক্ষেত্র—এখানে জয়ন্তী, শাহাজোরী, ও কুণ্ডিৎ করেয়া নামক তিনটি ক্ষেত্র পরস্পর অতি নিকটে অবস্থিত। এখানে নানা প্রকার কয়লা উঠিয়া থাকে। জয়ন্তীর কয়লা অতি উৎকৃষ্ট। শাহাজোরির কয়লা ভাল নহে।

রাজমহলপার্ব্বত্যক্ষেত্র—রাজমহল পাহাড়ের পশ্চিমাংশে এই ক্ষেত্র বহুদূর বিস্তৃত, কিন্তু এক্ষণে প্রায় ৭০ বর্গমাইলের কিছু অধিক স্থানে কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে পর্ব্বতের শিখর ব্যবধান পড়ায় সমস্ত ক্ষেত্র এখন হুরা, চাপারভিটা, পাচওয়াড়া, মোহতুখুদি ও ব্রাহ্মণী এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এখানকার কয়লা ভাল নহে, প্রায়ই পাথরের মত। কোনভাগেই শিরাগুলি বড় বিস্তৃত নহে; পূর্ব্বদিগে যদি কয়লার শিরা পাওয়া যায়, তাহা হইলে এখানকার কয়লা রপ্তানির পক্ষে অতি সুবিধা হয়, কারণ নিকটেই গঙ্গানদী।

উড়িষ্যার ব্রাহ্মণী নদীর ধারে প্রায় ৭০০ বর্গ মাইল বিস্তৃত কয়লার ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু এখনও এখানে কার্য্য আরম্ভ হয় নাই। এখানকার কয়লা ভাল নহে। ক্ষেত্রটির নাম তালচির।

আসামে যে কয়টি ক্ষেত্র আছে, তন্মধ্যে ডফলা পাহাড়ের ক্ষেত্রে গোণ্ডবন কয়লা পাওয়া যায়, কিন্তু এখানকার কয়লার স্তর ৫। ৬ ফুটের অধিক মোটা নহে, কাজেই এ ক্ষেত্রে কোন কার্য্য হয় না।

খসিয়া ও জয়ন্তীপাহাড়ের ক্ষেত্র—এখানে ভূস্তর গঠনের তৃতীয় যুগের স্তরের ন্যায় এবং প্রাণীযুগের স্তরের ন্যায় কয়লার স্তর পাওয়া যায়। মেয়ো-বে-লির্কা নামক স্থানে যে কয়লা পাওয়া যায়, তাহাতে পাইরিটীজ নামক গন্ধক-প্রধান ধাতুর ভাগ অধিক বলিয়া জ্বালানি কার্য্যে ব্যবহৃত হয় না, তবে সিলং ষ্টেশনে ব্যবহৃত হয় মাত্র। এইস্থান ও ল্যাংগ্রিণ নামক স্থানের কয়লার স্তর তৃতীয়যুগের এবং চেরাপুঞ্জির কয়লা প্রাণীযুগের। জয়ন্তীপর্ব্বতের আম-উর, লা-কা-ডোং, নরপুর, শা-টিং-ঘা ও সেরমাং নামক স্থানের কয়লার অঙ্গারসারের ভাগ যথেষ্ট আছে। এখানে একমাত্র লা-কা-ডোং ক্ষেত্রেই ১৫০০০০০ টন কয়লা উঠিতে পারে।

গারোপর্ব্বতক্ষেত্র—দরঙ্গগিরি ক্ষেত্রে প্রায় ৭ ফুট্ মোটা কয়লার শিরা আছে, কিন্তু ইংরাজেরা সেখানে যাইতে পান না বলিয়া কয়লা উঠান হয় না।

উত্তরআসাম—মাকুম নামক ক্ষেত্রে অনেকগুলি বড় বড় কয়লার শিরা আছে, তন্মধ্যে একটি প্রায় ১০০ ফুট মোটা, আর একটি ৭৫ ফুট, এখানকার কয়লা অতি উৎকৃষ্ট। এখানে প্রায় ১৮০০০০০০ টন কয়লা আছে। জয়পুর নামক ক্ষেত্রের কয়লা তত ভাল নহে। দুই চারিটী শিরায় ভাল কয়লাও পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে প্রায় ১০০০০০০০ টন কয়লা আছে। নাজীর নামক ক্ষেত্রে কতকগুলি শিরা আছে, তাহার অধিকাংশই ৩০ ফুট বা তাহা অপেক্ষাও মোটা। এখানেও জয়পুর ক্ষেত্রের মত কয়লা উঠিবে। জাজি ও ডিসাই নামে আরও দুইটি ক্ষেত্র এখানে আছে।

ব্রহ্মদেশের মধ্যে ও ভারতের পূর্ব্বাংশে নিম্নলিখিত স্থানে কয়লা পাওয়া যায়—

আরকান প্রদেশের অন্তর্গত বরঙ্গাদ্বীপে ৩ খনি ও পেনি-ক্কিয়ং দ্বীপে ১টি খনি আছে। রামরিদ্বীপে যে খনি আছে, তাহার একটি শিরা প্রায় ৬ ফুট মোটা। চেদুবাদ্বীপেও কয়লার খনি আছে। পেগু প্রদেশে থৈয়েটমেয়োর খনি ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম আবিষ্কৃত হয়, কিন্তু কিছুদিন পরে এখানকার কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। এতদ্ভিন্ন তেনাসরিম ও উত্তরব্রহ্মের নানাস্থানে কয়লার খনি আছে।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশে তোতাপানি, ইরিয়া ও মোর্ণ নামক ক্ষেত্র তিনটিই শোণনদের নিকটে। এখানে শিরায় যে কয়লা পাওয়া যায়, তাহাতে বেশ কার্য্য চলে। সিঙ্গরাউলি নামক স্থানের কোটাক্ষেত্রের কার্য্য সম্প্রতি বন্ধ হইয়াছে। সোহাগপুর ক্ষেত্রের শিরাগুলি আড়ভাবে সন্নিবেশিত, সুতরাং এখান হইতে কয়লা উঠাইবার বড় সুবিধা। এতদ্ভিন্ন জোহিল্লা, উমরিয়া, কোরর, ঝিল-মিলি, বিশ্রামপুর, লক্ষ্মণপুর প্রভৃতিস্থানে কয়লার ক্ষেত্র আছে। ইহার মধ্যে উমরিয়ার ক্ষেত্র সর্ব্বাপেক্ষা বড়।

মধ্যভারতে মহানদীর নিকট রায়গড়, হিজির, উদয়পুর ও কোর্ব্বা ক্ষেত্র। ইহার মধ্যে কোর্ব্বা ক্ষেত্রের কয়লা বেশ ভাল ও শিরা মোটা। নর্ম্মদানদী ও সাতপুর পর্ব্বতের মধ্যে মহাপানিক্ষেত্র বেশ বড়। এই ক্ষেত্রের কয়লা লইয়া গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ের কার্য্য চলে। এত-দ্ভিন্ন তাওয়া উপত্যকায় শাহপুর বা বিটুলক্ষেত্র, পেঁচ উপ-ত্যকা, এবং বর্দ্ধ-গোদাবরী উপত্যকার বন্দরক্ষেত্রে বেশ কয়লা পাওয়া যায়।

নিজামরাজ্যে বর্দ্ধা বা চণ্ডক্ষেত্র—বেশ বড় খনি। এখানে বরোরা, ধুগুস্, যুন্, বুন ও পাপুরে মধ্যে এবং যষ্ঠী ও পাউনির মধ্যে কয়লা পাওয়া যায়।

বোম্বাই বিভাগে—কচ্ছ, সিন্ধু, বোলান গিরিবর্ত্মে মাছ-নামক স্থানে, হরণাই গিরিপথের উপর শাহরিগ, লুনি পাঠানরাজ্যে চমারলং, ওয়াজিরী রাজ্যে কানিগরম, লবণপর্ব্বত, কালাবা প্রভৃতি স্থানে কয়লার খনি আছে। পঞ্জাবে লবণ পর্ব্বতের মধ্যে অম্ব, দুন্দেলবর, চামিল, কুট্ট, শোক্তা খাঁ, দেবল, নুরপুর (নীলবন), কেকলি, দাণ্ডৎ, পিড়, ভগবানবল প্রভৃতি স্থানে কয়লা পাওয়া যায়। পিড়-খনির কয়লাই এদেশে জ্বালানিরূপে ব্যবহৃত হয়। ভগবান-বলের কয়লায় পাইরিটীজনামক গন্ধকপ্রধান ধাতুর ভাগ বেশী এবং বড় কাটা এজন্য ইহা জ্বালানি কার্য্যে ব্যবহৃত হয় না।

হিমালয় পর্ব্বতে পঞ্চনদীর তীরবর্ত্তী ডাণ্ডলি, সম্বরমার্গ পর্ব্বতের উত্তরপশ্চিম ভাগে প্রাণীযুগের কয়লার স্তর দেখিতে পাওয়া যায়। শিবালিক পর্ব্বতে কয়লার ন্যায় পদার্থ ও অপরিপুষ্ট কয়লা আছে বটে, কিন্তু তাহাতে কার্য্য হয় না। সিকিমে ডালিকোট নামক স্থানে গোণ্ডবনের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়লা পাওয়া যায়। এখানে একপ্রকার কয়লার গুঁড়া

পাওয়া যায়, তাহা পেনসিলের ফুকলীসক-বৎ পদার্থের ন্যায় হইয়াছে।

মাদ্রাজে বেঙ্গাবানোল, মায়াঙেরম, সিঙ্গরা, সিঙ্গারেনী, কামারম, টাণ্ডুর, অন্তর গাঁও, বল্লী ও পাওনি প্রভৃতি স্থানে কয়লা উঠে।

১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালায় কয়লা তুলিবার কার্য্যের সূত্রপাত হয়। তখনকার বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসের হিট্‌লি ও সাম্নার নামক দুইব্যক্তি ইহার একচেটিয়া ব্যবসায় করিতেন। ইহারা প্রথমেই রাণীগঞ্জে কার্য্যারম্ভ করেন, কিন্তু প্রথম প্রথম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় কার্য্যবন্ধ করিয়া দেন। ১৮১৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কার্য্যবন্ধ থাকে। তৎপরে জোন্সনামে একব্যক্তি কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তিনিও বিশেষ কোন সুবিধা করিতে না পারায়, ১৮২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কার্য্য বন্ধ দেন। আলেকজাণ্ডার এণ্ড কোং নামে একদল বণিক ঐ বৎসরই আবার কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। ঐ বৎসর হইতে ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইহাদের হস্তে ৫০টী খনির কার্য্য চলিতে থাকে। ২৭টা এঞ্জিন ও ১৬০০ লোক এই সময় কার্য্য করিতে থাকে। এ সময় ১৩০ ফুট পর্য্যন্ত গভীর করিয়া খনন করা হইয়াছিল। দামোদরনদীর তল পর্য্যন্ত এই খনি বিস্তৃত, বিস্তারও তখন প্রায় ৩ মাইল ছিল। ১৮৪০ সালে এখান হইতে ১৫ লক্ষ মণ কয়লা উত্তোলিত হইয়াছিল। তাহার পর ক্রমশঃই পরিমাণ বাড়িতে লাগিল, শেষে ১৮৭০ সালে প্রায় চতুর্গুণ হইয়া উঠিল।

কয়লার ব্যবহার।—ভারতের কয়লা প্রায়ই অধিকাংশ রেলওয়ের কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। রাণীগঞ্জের বা বাঙ্গালা দেশজাত কয়লাই কলিকাতার কলকারখানায় ও জাহাজাদিতে ব্যবহৃত হয়, এখানকার ছোট ছোট কয়লাই ইটের পাঁজায় লাগে, আর সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র কয়লা গৃহস্থের জ্বালানি কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

কয়লা উত্তোলন।—বাঙ্গালার কয়লারখনি ক্ষেত্র যদিও সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র, কিন্তু এখানে উত্তোলনপ্রথা সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতিলাভ করিয়াছে। বাঙ্গালার অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই স্থানের অনুকরণেই কার্য্য চলিয়া থাকে। কয়লার খনিতে প্রাতে ৬টা হইতে সন্ধ্যা ৬টা পর্য্যন্ত কার্য্য চলে। আবশ্যক মত রাত্রি পর্য্যন্ত বেশী খাটাইয়া লওয়াও হয়। সপ্তাহের মধ্যে ৪ দিন বেশ পুরাদমে কার্য্য চলিতে থাকে। খননকার্য্যে নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান এবং সাঁওতাল কোল প্রভৃতি জাতি নিযুক্ত হয়। প্রতি রবিবারে ইহাদিগকে বেতন দেওয়া হয়। বাঙ্গালার "বাউরী" নামক জাতি এই খননকার্য্যে বিশেষ দক্ষ। ইহারাই এখানে অধ্যক্ষতা করিয়া থাকে এবং খননকার্য্য শিক্ষা দেয়।

খনির মধ্য হইতে জলনিঃসারণ করিবার জন্য এঞ্জিনের সাহায্যে জল সেঁচিবার (Pomp-Engine) কল বসান আছে এবং বায়ু চলাচলের জন্য ধূমনলের ন্যায় সুড়ঙ্গগর্ত্ত তজ্জন্য নির্ম্মিত হইয়া থাকে, অনেক খনিতে আবার ইহা নাই। অন্ধকারবশতঃ লোকে মশাল জ্বালিয়া কার্য্য করে। যে খনিতে তৈল বা গন্ধকের পরিমাণ অধিক, সেখানে এই মশালের আগুণ হইতে সময়ে সময়ে মহাবিপদ্ ঘটে।

খনকেরা খনির নিকটেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীর বাঁধিয়া বাস করে। প্রত্যেক কুটীরে একখানি ক্ষুদ্র বাসগৃহ, একটি শস্য ও একটি গোশালা থাকে। শীতকালে ও গ্রীষ্মকালে খনিতে কার্য্য হইতে থাকে, তখন ইহারা সেইখানে কার্য্য করে, কিন্তু বর্ষার ৩ মাস (জুলাই, আগষ্ট, সেপ্টেম্বর) ইহারা আপনার চাষ বাস করে। অনেকে আবার সংবৎসর কেবল খনিতেই কার্য্য করিয়া থাকে। ইহারা সোমবারে সপ্তাহের ছুটী পাইয়া থাকে।

কয়লার ব্যবসায়—কয়লার আমদানী রপ্তানী হইয়া থাকে। যে সকল জাহাজ এ দেশ হইতে যায়, তাহাতে খরচের জন্য যাহা বিক্রীত হয় তাহাই ভারতের কয়লার রপ্তানি বলিয়া গণ্য, আর যে সকল দেশে সহজে কয়লা পাওয়া যায় না, সেই সকল দেশে (ভারতের) অন্যস্থান হইতে কয়লা আনিয়া কার্য্য নির্ব্বাহ করে, ইহাই আমদানী বলিয়া গণ্য হয়। বোম্বাইয়ের কাপড়ের কলের জন্য বাঙ্গালা বা নিজামের রাজ্য হইতে কয়লা আমদানী করিতে হয়।

কোককয়লা—সচরাচর গৃহস্থ বাড়ীতে যে কয়লা ব্যবহৃত হয়, তাহা খনিজ কয়লা নহে। তাহা কলে পোড়াইয়া, উহা হইতে তৈলাদি বাহির করিয়া লইয়া প্রস্তুত করিতে হয়। ইহাকে "কোক" বলে। খনিজ কয়লাকে সাধারণতঃ "কাঁচা কয়লা" বলিয়া থাকে। কোক এদেশেও হয়, আবার অন্যান্য দেশ হইতেও ভারতে আমদানী হয়। এখানে যে কোক হয়, তাহা দুই প্রকার, কঠিন ও কোমল। কঠিন কোক লোহার কারখানা ও ছোট খাট এঞ্জিনে ব্যবহৃত হয়; কোমল কোক পুড়িবার সময় ধূম হয় এবং রন্ধনাদি-কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

অনেক বিচক্ষণ ডাক্তারে বলিয়া থাকেন যে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে যে অধিকাংশ লোকে অম্লরোগ দেখিতে পাওয়া যায় তাহার প্রধান কারণ এই কয়লার

আদে রক্ষা করিয়া যাওয়া। কথাটা এখনও পর্য্যন্ত যদিও প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ীগণের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে নাই, কিন্তু নিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না।

কয়ষ্ঠা (স্ত্রী) কো বায়ু ইব ধাতি গচ্ছতি কিংবা কং জলমিব যাতি। ক-বা-ভ কয়ঃ, তত্র তিষ্ঠতি স্থা-ক (আতো হনুপসর্গে ক। পা ৩। ২। ৩) টাপ্ চ (অজাদ্যন্ত টাপ্। পা ৪। ১। ৪।) বয়স্থা। কাকোলী।

কয়াদ্ (দেশজ) ১ কারাবাস। ২ কারাদিতের ন্যায় আটকাইয়া রাখা।

কয়াধূ (স্ত্রী) জম্ভাসুরের কন্যা। হিরণ্যকশিপুর স্ত্রী। প্রহ্লাদের মাতা। দানবপতি হিরণ্যকশিপুর কয়াধূর গর্ভে সংহ্লাদ, অনুহ্লাদ, প্রহ্লাদ ও হ্রাদ এই চারিপুত্র জন্মে। (ভারত ৬।১৮।৯)

কয়ার (হিন্দী) বনতিতির, চিকোরপাখী। [চিকোর দেখ।]

কয়াল (আরব্য) ধান্যাদি পরিমাপক ব্যক্তি; যাহারা ক্রেতা ও বিক্রেতা কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইয়া বিক্রেয় বস্তু মাপিয়া দেয়।

কয়ালী (দেশজ) কয়ালের কার্য্য।

কয়ী (দেশজ) কই মাছ।

কয়েক (দেশজ) কএক, কতিপয়।

কয়েদ (আরব্য) কএদ, আটক।

কর (পুং) কীর্য্যতে বিক্ষিপ্যতে অসৌ অনেন বা কর্ম্মণি বা করণে অপ্। ১ হস্ত। ২ হাতির শুঁড়। ৩ কিরণ। ৪ করকা, বর্ষোপল। ৫ প্রত্যয়। ৬ বিষয়। ৭ কর্ত্তা। ৮ উপপদ পূর্ব্বে থাকিলে কারক, জনক ইত্যাদি বুঝায়। যথা সুখকর ইত্যাদি। ৯ শুক। ১০ রা-ক (আতোহনুপসর্গে। পা ৩। ২। ৩) রাজস্ব অর্থাৎ নৃপতির প্রাপ্য অংশ। সাধারণতঃ ইহাকে খাজানা বলিয়া থাকে। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায় ভাগধেয়, বলি, কার ও প্রত্যায়। (করো বর্ষোপলে রশ্মৌ পাণৌ প্রত্যায়শুণ্ডয়োঃ। মেদিনী।)

"ক্রয়বিক্রয় মধ্বানং ভক্তঞ্চ সপরিব্যয়ম্।
যোগক্ষেমঞ্চ সংপ্রেক্ষ্য বণিজো দাপয়েৎ করান্॥
যথা ফলেন যুজ্যেত রাজা কর্ত্তা চ কর্ম্মণাম্।
তথাবেক্ষ্য নৃপো রাষ্ট্রে কল্পয়েৎ সততং করান্॥"

নৃপতি ক্রয়বিক্রয় প্রভৃতির লাভালাভ দেখিয়া কর সংগ্রহ করিবেন। কর্ম্মকর্ত্তা ও রাজা উভয়েই যাহাতে ফলভাগী হইতে পারেন, সেইরূপ বিবেচনা করিয়া রাজার করনির্দ্ধারণ কর্ত্তব্য।

"পঞ্চাশদ্ভাগ আদেয়ো রাজ্ঞা পশুহিরণ্যয়োঃ।
ধান্যানামষ্টমো ভাগঃ ষষ্ঠো দ্বাদশ এব বা॥"

রাজা পশু ও সুবর্ণাদির পঞ্চাশভাগের একভাগ এবং ভূমির উৎকর্ষ ও অপকর্ষ বিবেচনা করিয়া ধান্যের ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশভাগের একভাগ গ্রহণ করিবেন।

"আদদীতাথ ষড়্ভাগং দ্রুমাংসমধুসর্পিষাম্।
গন্ধৌষধিরসানাঞ্চ পুষ্পমূলফলস্য চ॥
পত্রশাকতৃণানাঞ্চ চর্ম্মণাং বৈদলস্য চ।
মৃন্ময়ানাঞ্চ ভাণ্ডানাং সর্ব্বস্যাশ্মময়স্য চ॥"

বৃক্ষ, প্রস্তর, মধু, ঘৃত, গন্ধদ্রব্য, রস, পুষ্প, মূল, ফল, পত্র, শাক, তৃণ, চর্ম্ম, পিটক, মৃৎপাত্র ও প্রস্তরপাত্র প্রভৃতির ষষ্ঠাংশ রাজার প্রাপ্য।

"ম্রিয়মাণোহপ্যাদদীত ন রাজা শ্রোত্রিয়াৎ করম্।
ন চ ক্ষুধাস্য সংসীদেচ্ছ্রোত্রিয়ো বিষয়ে বসন্॥" (মনু ৭ অঃ)

রাজা নিতান্ত ধনহীন হইলেও শ্রোত্রিয়ের ধন গ্রহণ করা উচিত নহে; কিন্তু শ্রোত্রিয় ব্যবসায়ী হইলে তাঁহাকে রাজকর প্রদান করিতে হইবে।

এই দ্রব্য ক্রয় করিতে কত মূল্য লাগিয়াছে, ইহা বিক্রয় করিলে কত লাভ থাকিবেক, এই দ্রব্য রক্ষা করিতে বণিকের কিরূপ ব্যয় হইয়াছে, এবং চৌরাদি হইতে নিরাপদে রক্ষা করিতেই বা তাহার কিরূপ ব্যয় হইয়াছে। ইদানীং বিক্রয় করিলেই বা কত লাভ থাকিতে পারে এই সমুদয় বিবেচনা করিয়া বণিকের বিক্রেয় দ্রব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে হইবে।

নৃপতি কেবল নিজের রাজ্য রক্ষা করিতে যে ব্যয় বা পরিশ্রমাদি হইয়াছে, তাহা ভাবিয়া একদেশদর্শীরূপে নির্দ্ধারণ করিবেন না। কিন্তু কৃষক, বণিক্ প্রভৃতির সমস্ত কার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া নির্দ্ধারিত করিতে হইবে। জলৌকা, বৎস ও ভ্রমরগণ যেরূপ অল্পে অল্পে রক্ত, ক্ষীর ও মধু ভক্ষণ করিয়া থাকে, ভূপতিও সেইরূপ বণিকাদির যাহাতে মূলধনের উচ্ছেদ না হয়, এইরূপে অল্প অল্প করিয়া কর গ্রহণ করিবেন।

রাজ কর্ত্তৃক সর্ব্বস্বাপহারী শ্রোত্রিয়ের যদি অন্নাভাবে অবসন্ন হইতে হয়, তাহাহইলে সেই মহীপতির রাষ্ট্রও অচিরাৎ ক্ষুধায় অবসন্ন হয়। অতএব রাজা শাস্ত্র ও জ্ঞানানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া যাহাতে ধর্ম্ম বিরুদ্ধ না হয়, শ্রোত্রিয়গণ চৌরাদির ভয় হইতে নিরুদ্বেগে থাকিতে পারেন, তাহা অবশ্য করিবেন। রাজকর্ত্তৃক সুরক্ষিত শ্রোত্রিয় যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তদ্দ্বারা নৃপতির আয়ুঃ, ধন ও রাষ্ট্রের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। (মনু)

১১ বঙ্গীয় দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থের উপাধি বিশেষ। ইহারা ৮ ঘরের মধ্যে পরিগণিত।

করক (স্ত্রী পুং) কিরতি বিক্ষিপতি জলধারাং করোতি জলমত্র বা। কৃ বা কৃ-বুন্ (কৃকাদিভ্যঃ সংজ্ঞায়াং বুন্।

টীণ্ ৫। ৩৫)। ১ করঙ্ক, কমণ্ডলু। ২ (করোতি বায়ুাদি দোষাভাবং কৃণোতিঃ) ইতি কৃ-বুন্। দাড়িম্ববৃক্ষ। ৩ করঞ্জবৃক্ষ। ৪ পলাশবৃক্ষ। ৫ করীর, বংশাঙ্কুর। ৬ বকুলবৃক্ষ। ৭ কর এব স্বার্থে-ক। রাজস্ব। ৮ দাড়িম্বফল। ৯ করকা, মেঘোপল, শিলা। ১০ কোবিদার, রক্তকাঞ্চন। ১১ নারিকেল মালা।

করকঙ্কণন্যায় (পুং) কর শব্দ প্রয়োগ করিলে যেরূপ কঙ্কণাদি অলঙ্কারযুক্ত ও কর বুঝাইয়া থাকে, সেইরূপ দৃষ্টান্তসূচক ন্যায়।

করকচ (পুং) ১ সামুদ্রিক লবণবিশেষ [কড়কচ দেখ।] ২ জ্যোতিষোক্ত সংজ্ঞাবিশেষ। শনিবারে ষষ্ঠী, শুক্রে সপ্তমী, বৃহস্পতিবারে অষ্টমী, বুধে নবমী, মঙ্গলবারে দশমী, সোমবারে একাদশী এবং রবিবারে দ্বাদশী তিথিকে করকচ কহে।

"শনিভার্গবজীবজ্ঞকুজসোমার্কবাসরে।
ষষ্ঠ্যাদিতিথয়ঃ সপ্ত ক্রমাৎ করকচাঃ স্মৃতাঃ॥"

করকচি (দেশজ) কোমল, অপুষ্ট।

করকচ্ছপিকা (স্ত্রী।) কচ্ছপস্তদাকৃতিরস্তি অস্যা মুদ্রায়াঃ ঠন্। কূর্ম্মমুদ্রা [মুদ্রা দেখ।] তান্ত্রিকগণ অর্চ্চনাকালে মৎস্য কূর্ম্মাদি অনেক প্রকার মুদ্রা প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তন্মধ্যে কূর্ম্ম অর্থাৎ কচ্ছপাকার যে মুদ্রা ব্যবহৃত হয়, তাহারই নাম করকচ্ছপিকা বা কূর্ম্মমুদ্রা।

করকঞ্জ (ক্লী) করপদ্ম। "চুড়ি কনক করকঞ্জে" বিদ্যাপতি।

করকটিয়া (দেশজ) ১ নীরস। ২ পক্ষিবিশেষ, করটু।

করকণ্টক (পুং, ক্লী) করে কণ্টক-ইব। নখ।

করকপত্রিকা (স্ত্রী) করকঃ কমণ্ডলুরূপা পত্রিকা। কমণ্ডলু।

করকপুর। উত্তরপশ্চিম প্রদেশস্থ নগরবিশেষ। পাটলিপুত্র নগর হইতে ৮৩ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে মুঙ্গেরের সন্নিকটে অবস্থিত।

করকমল (ক্লী) করঃ কমলমিব, উপমি। পদ্মের ন্যায় সুন্দর হস্ত।

করকলস (পুং) করঃ কলস ইব, উপমি। জলাদি গ্রহণ জন্য যেরূপে উভয়কর মিলিত করা হয়।

করকলিত (ত্রি) করেন কলিতঃ ধৃতঃ। হস্ত দ্বারা ধৃত।

করকা (স্ত্রী) কৃণোতি অপচয়ং করোতি ফলাদিকং, কিরতি ক্ষিপতি জলম্ বা। কৃ-ঞ-বুন্-টাপ্ ক্ষিপকাদিত্বাৎ নেত্বং। মেঘভব জল বা শিলা। শিল। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—বর্ষোপল, মেঘোপল, বীজোদক, ঘনকফ, মেঘাস্থি, বার্চর, কর, করক, রাধরম্বু ও ধারাঙ্কুর।

করকাজল (ক্লী) করকায়া জলম্ ৬তৎ। বৈদ্যকমতে ইহার লক্ষণ ও গুণ,—দিব্য বায়ু ও তেজঃ সংযোগে সংহত হইয়া আকাশ হইতে পাষাণ খণ্ডের ন্যায় যে জলীয় পদার্থ পতিত হয়, তন্নিঃসৃত জলকে করকাজল বা শিলজল কহে। ইহা রূক্ষ, নির্ম্মল, গুরু, স্থির গুণযুক্ত, অতিশয় শীতল, পিত্তনাশক এবং কফ ও বায়ুবর্দ্ধক। (ভাবপ্রকাশ)

করকাত্ত (ক্লী) করকায়া আরতে, অন-ত (অন্যেষ্বপি দৃশ্যতে। পা ৩।২।১০১)। করকাজাত জল।

করকিশলয় (পুং, ক্লী) করঃ কিশলয়মিব। করপল্লব, পল্লবের ন্যায় সুন্দর হস্ত।

করকাক্ষ (ত্রি) করকা মেঘজশিলাবৎ অক্ষি যস্য। মধ্যলো°। যাহার চক্ষুঃ করকার ন্যায় শুভ্রবর্ণ।

করকাম্ভাঃ [স্] (পুং) করকাবৎ অম্ভো বিদ্যতে যত্র বহুব্রী। নারিকেল বৃক্ষ।

করকায়ু (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবিশেষ।

করকাসার (পুং) করকায়া আসারঃ ৬তৎ। শিলাবৃষ্টি।

করকি (দেশজ) তৃণবিশেষ।

করকিটেঙ্গরা (দেশজ) মৎস্যবিশেষ। এক প্রকার টেঙ্গরা।

করকুট্মল (ক্লী) করঃ কুট্মলবৎ। মুকুলিতাঙ্গুলি হস্ত।

করকোষ (পুং) করাভ্যাং নির্ম্মিতঃ কোষঃ; মধ্যলো°। জলাদি গ্রহণের জন্য উভয় হস্ত যেরূপ মিলিত করা হয়।

করকোল। চট্টলস্থ একটি গ্রাম। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ১৫।১৬)

করকোষ্ঠী (স্ত্রী) করস্থিতা কোষ্ঠী। করস্থিতা রেখা। হস্তরেখা দ্বারা কোষ্ঠীর ন্যায় শুভাশুভ অবগত হইতে পারা যায়, এই জন্য উহাকে করকোষ্ঠী কহে।

করগবীজ (মৈথিলী করগ=করঙ্ক, বীজ আধার) নারিকেলের খোল বা কমণ্ডলু।

"দশন মকুতা জিনি কন্দ, করগবীজ জিনি
কম্বুকণ্ঠ আকারে।" বিদ্যাপতি।

করগ্রহ (পুং) করো গৃহ্যতে যত্র আধারে অপ্। ১ বিবাহ। (৬তৎ) ২ হস্তধারণ। ৩ প্রজার নিকট হইতে প্রাপ্য রাজস্ব গ্রহণ।

করগ্রহণ (ক্লী) করস্য গ্রহণং যত্র, বহুব্রী। [করগ্রহ দেখ।]

করগ্রহারম্ভ (পুং) করগ্রহস্য আরম্ভ প্রকৃতিপুঞ্জেভ্যো যত্র। বার্ষিককর গ্রহণারম্ভের দিন, পুণ্যাহ, পুণ্যা। অশ্লেষা, আর্দ্রা, জ্যেষ্ঠা, মূলা, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া, পূর্ব্বভাদ্রপদ, মঘা, ভরণী ও কৃত্তিকা ভিন্ন অন্য নক্ষত্রে; মিথুন, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, কুম্ভ ও মীনলগ্নে এবং রবি, সোম, বুধ, বৃহস্পতি ও শুক্রবারে করগ্রহারম্ভ কর্ত্তব্য।

"তীক্ষ্ণোগ্রবর্জ্জিতরজেষু লগ্নে
শীর্ষোদয়ে তাস্থিরিনে শুভাহে।
কুর্য্যাদুস্থকারি সমীহিতানি
করগ্রহারম্ভমপি প্রজাভ্যঃ" ॥

বঙ্গদেশে এই সময়ে জমীদারগণ দেবতাদিগের অর্চনা করিয়া পুণ্যাহখাতা প্রস্তুত করেন এবং এই উপলক্ষে স্ব স্ব সাধ্যানুসারে ব্রাহ্মণ ও আত্মীয় বন্ধু প্রভৃতিকে ভোজন করাইয়া থাকেন।

করগ্রাহ (পুং) করং গৃহ্লাতি বঃ গ্রহ-ণ (বিভাষা গ্রহঃ। পা ৩।১। ১৪৩) ১ রাজা। ২ রাজস্ব আদায়কারী, প্রেরয়িতা। ৩ সাধারণতঃ হস্ত গ্রহণকারীমাত্র।

করগ্রাহক (পুং) করং গৃহ্লাতি গ্রহ-ণ্বুল্ (ণ্বুল্ তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩) ১ পতি। ২ রাজস্ব আদায়কারী। ৩ হস্তগ্রহণকারী।

করগ্রাম (পুং) গোণ্ডবন প্রদেশস্থ নগরবিশেষ। এই নগর গোণ্ডজাতির রাজধানী। উক্ত প্রদেশের অন্তর্গত রত্নপুর হইতে ৬৪ ক্রোশ উত্তরদিকে অবস্থিত।

করগ্রাহী [ন্] (পুং) করং গৃহ্লাতি, গ্রহ-ণিনি (গ্রহাদি-ণিনি। পা ৩।১।১৪৫) [করগ্রাহ দেখ।]

করঘর্ষণ (পুং) করাভ্যাং ঘৃষ্যতে হসৌ। ঘৃষ-কর্ম্মণি ল্যুট্। ১ দধিমন্থন দণ্ড। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—বৈশাখ, দধিচার, তক্রাট। ২ (ক্লী) হস্তঘর্ষণ।

করঘর্ষী [ন্] (পুং) করাভ্যাং করয়ো বা ঘর্ষণং বিদ্যতে যস্য যত্র বা করঘর্ষ-ইনি। মন্থনদণ্ড।

করঙ্ক (পুং) কস্য মস্তকস্য রঙ্ক-ইব। ১ মাথার খুলী। ২ (কীর্য্যতে জলমত্র। কৄ-অপ্। করঃ জলহীনঃ অঙ্কো গর্ত্তো যস্য শকন্ধাদিত্বাদলোপঃ) নারিকেলাস্থি, নারিকেলের খোল। ৩ কমণ্ডলু। (করঙ্কেচ কমণ্ডলৌ। মেদিনী।) ৪ শরীরাস্থি। ৫ পাত্রবিশেষ, কৌটা। ("তাম্বুলকরঙ্ক-বাহিনী" কাদম্বরী।) ৬ ভিক্ষাপাত্র। ৭ ইক্ষুবিশেষ। ৮ মস্তক।

করঙ্কপাবন (ক্লী) তাপীনদীর উত্তরস্থ তীর্থবিশেষ।

(তাপীখণ্ড ১১।১)

করঙ্কশালি (পুং) করঙ্ক ইতিনাম্না শোভতে, করঙ্ক-শাল-ইন্। ইক্ষুবিশেষ।

করঙ্গ (দেশজ) করঙ্ক শব্দের অপভ্রংশ। জলপাত্রবিশেষ। সাধারণতঃ বৈষ্ণবেরাই "করঙ্গ" বলিয়া থাকে।

"কমণ্ডলু তুম্বীফল, করঙ্গ পিয়ারে জল,

হাতে আশা হিঙ্গুল বরণ।" অন্নদামঙ্গল।

করঙ্গণ (ক্লী) বিপণি, হাট।

করঙ্গা (দেশজ) করঙ্ক।

করঞ্জুলি। মান্দ্রাজের তেজপথৎ জেলার অন্তর্গত মধুরান্তক তালুকের মধ্যস্থ একটি নগর। মান্দ্রাজ হইতে ২৪ ক্রোশ দূরে দক্ষিণ ট্রাঙ্করোডের ধারে অবস্থিত। অক্ষা ১২° ৩২´ উঃ, দ্রাঘি ৭৯° ৫৬ ৪০″ পূঃ। এখানকার জলবায়ু তেমন ভাল নয়। ১৭৯৫ হইতে ১৮২৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এখানে তালুকের থানা ছিল। এখানকার দুর্গ বিখ্যাত। ঐ দুর্গ আয়তনে ১৫০০ গজ এবং চারিদিকে শস্যক্ষেত্রের দ্বারা পরিবেষ্টিত। দুর্গের প্রাকার এখন ভগ্ন হইয়াছে, উহার পাথর লইয়া এখানকার পূর্ত্তকার্য্য চলিতেছে। ইংরাজ ও ফরাসীদিগের যুদ্ধের সময় এই দুর্গ যুদ্ধকারীদের আড্ডা হইয়াছিল। ১৭৫৪ খৃঃ, দুর্গটি ইংরাজদিগের অধিকারে ছিল। ১৭৫৭ খৃঃ অঃ, ফরাসীরা দখল করিয়া লয়। পর বর্ষে ইংরাজেরা ঐ দুর্গ পুনরায় পাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেক সৈন্যক্ষয় হইল বটে, কিন্তু কিছুতেই উদ্ধার করিতে পারিলেন না। ১৭৫৯ খৃঃ অব্দে কর্ণেল কুট এই দুর্গ আক্রমণ করেন। সেই পর্য্যন্ত ইংরাজ-দিগের অধিকারে আছে।

করচা (আরব্য) ব্যবসায়িদিগের হিসাব রাখিবার খাতাবিশেষ।

করচিমালা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। (Bridelia lancæfolia) এই গাছ বঙ্গদেশে জন্মে, খুব বড় হয়।

করচিয়ব (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ। অর্জ্জুনগাছ (Pentaptera Arjuna)

করচ্ছদ (পুং) কর ইব আবরণকারী ছদো যস্য। শাখোট বৃক্ষ, সেওড়াগাছ। [শাখোট দেখ।]

করচ্ছদা (স্ত্রী) করকিরণবৎ লোহিতবর্ণং ছদং পুষ্পং অস্যাঃ। সিন্দূর পুষ্পবৃক্ষ।

করজ (ক্লী) করে জায়তে, জন-ড। ১ ব্যাঘ্রনখ নামক গন্ধ-দ্রব্য। ২ (পুং) কং সুখং জলং বা রজয়তি, কর্ম্মণি অণ্। করঞ্জবৃক্ষ। (করজকঃ স্যাৎ করজঃ পত্রসূচী ফলাননম। শব্দ-রত্নাবলী) ৩ নখ। "ন মৃল্লোষ্টঞ্চ মৃদ্নীয়ান্ন ছিন্দ্যাৎ করজৈস্তৃণম্" মনু ৪।৭০।) ৪ হস্তজাত দ্রব্যমাত্র।

করজগি। ধারবারের একটি বিভাগ। ভূমিপরিমাণ ৪৪২ বর্গ মাইল। এখানে চোরাশি হাজার লোকের বাস। এই বিভাগের মধ্য দিয়া পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে বরদনদী প্রবাহিত।

করজাখ্য (পুং, ক্লী) করজস্য নখস্যেব আখ্যা যস্য। নখীনাম গন্ধদ্রব্য।

করজোড়ি (পুং) করং জোড়য়তি, জড় বন্ধে-ইন্। হাড়-জোড়া গাছ।

করঞ্জ (পুং) কং মুখং শিরোমুখং বা রঞ্জয়তি ক-রঞ্জ-ণিচ্-অণ্। স্বনামখ্যাত বৃক্ষবিশেষ। করমচা।

বৈদ্যশাস্ত্র মতে করঞ্জ চারি প্রকার যথা—

১ তরুকরমচা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—নক্তমাল, পূতিক,

চিরবিল্বক, পূতিপর্ণ, বৃদ্ধফল, রোচন, চিরবিল্ব, করজ, করঞ্জক, চিরিবিল্ব, উদকীর্য্য।

২ নাটাকরমচা। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—প্রকীর্য্য, পূতিকরজ, পূতিক, কলিকারক, পূতিকরঞ্জ, সকণ্টক, সুমনা, মধুরীপুষ্প, প্রকীর্ণ, কলিমালক, কলহনাশক, কৈডর্য্য, কলিমাল ও পূতিকরজ।

৩ কাঁটাকরমচা বা গাঁটিয়া করমচা। ইহার সংস্কৃত নাম—বড় গ্রন্থা, মহাকরঞ্জ, বিষঘ্নী, হস্তিচারিণী, রাসগ্নিমী, কাকঘ্নী, সুমনা, মদহস্তিনী, হস্তিকরঞ্জক, কাকভাণ্ডী, মধুমত্তী।

৪ করমচা। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—করমর্দক, কৃষ্ণপাকফল, অবিগ্ন, সুষেণ, কৃষ্ণপাক, পাকফল, কৃষ্ণফল, পাককৃষ্ণফল, কৃষ্ণফলপাক, পাককৃষ্ণ, ফলকৃষ্ণ, পাকফলকৃষ্ণ, অমালর, বলালক, কয়াবৃক, বোল, বশ, আবিগ্ন, করমর্দ্দী, যমেক্ষুদ্রা, করাম্ন, করমর্দ্দ, পাণিমর্দ্দ।

১। ডহরকরমচা হিন্দীতে করঞ্জ বা কিরমাল, মহারাষ্ট্রীতে করঞ্জ, পঞ্জাবে সুক্‌চেন্, তামিলে পুঙ্গম্, তৈলঙ্গে কনুগ, বা কগ্‌গেরা, সিংহলে মোগলকরন্দ, কর্ণাটে কোঙ্গর, ব্রহ্মে থ-বেন বলে। ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Pongamia glabra। ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই জন্মে। ইহার গাছ ৪০।৫০ ফুট বড় হয়।

বৈদ্যক মতের ডহরকরমচার গুণ—কটু, উষ্ণবীর্য্য, চক্ষুর হিতকারক, কফনাশক, কুষ্ঠ, অর্শঃ ও কৃমিরোগে উপকারক; বায়ুশান্তিকর ও ভেদক।

বৈদ্যক মতে ডহরকরঞ্জের তৈল তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, রক্তপিত্তজনক, ক্রিমিনাশক, কিছু পিত্তবর্দ্ধক। চক্ষুরোগ, বাতব্যাধি, কুষ্ঠ, কণ্ডু, ক্ষত ও চর্ম্মদোষ মাত্রে বিশেষ উপকারক এবং বিসূচিকা রোগনাশক। ইহা বাহ্য ও অভ্যন্তরে প্রয়োগ করা যায়। মাত্রা ৫ ফোঁটা।

য়ুরোপীয় চিকিৎসকদিগের মতে ইহার পাতা বাটিয়া ক্ষত রোগে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। ডাক্তার ঐন্‌সলি বলেন, ইহার শিকড়ের রস ক্ষতস্থানপরিষ্কারক এবং নালীঘার মুখরোধক। ডাক্তার গিবসনের মতে ইহার তৈল সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগের পক্ষে বিশেষ উপকারক।

তৈল করিবার জন্য ডহরকরমচার বীজ অগ্রহায়ণ মাসে সংগ্রহ করিয়া ঘানি দিয়া মাড়িতে হয়। ১ মণ বীজে প্রায় সাড়ে ছয় সের তৈল পাওয়া যায়। এই তৈল ৫৫° ডিগ্রি উত্তাপে জমাট বাঁধিতে পারে। দক্ষিণদেশে এই তৈল জ্বালাইয়া থাকে।

২। নাটাকরমচাকে হিন্দিতে নাটকরঞ্জ, ও মহারাষ্ট্রে সাগরগোটা, দক্ষিণে গজ্জ, তামিলে কলিচিক্কায়্ বা গচ্চ চেক্কু, সিন্ধীতে কিরবৎ। ইহার ইংরাজি বৈজ্ঞানিক নাম Guilandina Bonduc.

এই গাছ ভারতবর্ষে, পূর্ব্বউপদ্বীপে ও আমেরিকায় জন্মে, গাছে কাঁটা এবং ফুল হরিৎবর্ণ হয়।

বৈদ্যক মতে ইহার গুণ কটু, তিক্ত, উষ্ণবীর্য্য, বিষরোগ ও বাতশ্লেষ্মনাশক এবং কুষ্ঠ, চর্ম্মরোগ ও ক্ষতরোগে উপকারক। ইহার ফলে শীঘ্র জ্বর ভাল হয়।

ইহার বীজকে ইংরাজেরা বণ্ডকনাট্ (Bonduc nut) বলেন, ইহা দেখিতে শ্বেতবর্ণ, অতিশয় কঠিন এবং খাইতে অত্যন্ত তিক্ত। পরীক্ষা করিলে ইহার বীজ হইতে তৈল, শাঁস, শর্করা ও নির্যাস পাওয়া যায়। এ দেশে বেনের দোকানে এই বীজ বিক্রীত হয়। সবিরাম জ্বরে ইহা প্রয়োগ করিলে সদ্য সদ্য উপকার দর্শে।

৩। কাঁটা করমচাকে হিন্দিতে কাটকরঞ্জ বলে। বৈদ্যকমতে ইহার গুণ তীক্ষ্ণ, উষ্ণবীর্য্য, কটু, বিষহর; কণ্ডু ও ব্রণ নিবারক। ইহার মূলের ত্বক্ ব্যবহার্য্য। মাত্রা ১ মাষা।

৪। করমচাকে হিন্দীতে করৌন্দা, বোম্বাই অঞ্চলে করিন্দা, তামিলে কলক্কা, তৈলঙ্গে পেদ্দ কলিবি বা ওকা চেট্টু, উড়িষ্যায় গোখো, বুড়ী করণ্ডী ও ইংরাজেরা Carissa বলে। ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Carissa Carandas.

এই কণ্টকাবৃত গুল্ম ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই জন্মে। ইহার সাদা সাদা ফুল হয়। ফল পাকিলে নীলবর্ণ দেখায়। এ দেশের লোকেরা করমচা ফল খাইয়া থাকে।

করমচা দুই প্রকার একজাতীয়ের ফল কিছু বড়, অপরজাতীয়ের ফল কিছু ছোট হয়। যাহার ছোট ফল হয়, তাহাকে সংস্কৃত ভাষায় করমর্দ্দিকা বলে।

বৈদ্যকমতে উভয়প্রকার করমচা ফল অপক্কাবস্থায় অম্ল, গুরু, রোচক, উষ্ণ, রক্তপিত্ত ও কফবৃদ্ধিজনক এবং তৃষ্ণানাশক। পক্কফলের গুণ মধুর, রুচিকর, লঘু, বায়ু ও পিত্তনাশক।

কাহারও মতে উক্ত চারিপ্রকার করমচা ছাড়া মাকড়া করমচা (সংস্কৃত নাম মর্কটী) ও বিষকরমচা (অঙ্গারবল্লরী) নামে আরও দুই প্রকার করমচা আছে। বৈদ্যকগ্রন্থে উভয়ের গুণাগুণ লিখিত হয় নাই। ২ বেদোক্ত অসুরবিশেষ, ইন্দ্র ইহাকে বিনাশ করেন। (ঋক্ ১।৪৫।৮)

করঞ্জ বা উরণ। বোম্বাই প্রদেশের থান জেলার অন্তর্গত একটি দ্বীপ, বোম্বাই বন্দরের দক্ষিণপূর্ব্বে এবং কর্ণাক বন্দর হইতে ৩ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। হিন্দুরাজাদিগের সময়ে এখানে অনেক দেবমন্দির নির্ম্মিত হয়, প্রাচীন মন্দিরাদির ভগ্নাবশেষ

এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। বৌদ্ধদিগের সময়ে এই পর্ব্বতময় দ্বীপে অনেক বৌদ্ধচৈত্য ও প্রস্তরমন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল।

খৃষ্টের দ্বাদশ শতাব্দীতে এখানে শিল্লায়া নামক সম্প্রদায় রাজত্ব করিতেন, তাঁহাদের সময়ে এখানে অনেক নগর স্থাপিত ও উদ্যানাদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। খৃষ্টের পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে পর্ত্তুগীজেরা এই স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে। তাহারা ১৫৩০ হইতে ১৭৩৬ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত এই দ্বীপ নিজ অধিকারে রাখিয়াছিল। পর্ত্তুগীজগির্জ্জা ও আশ্রমঘর এখনও পড়িয়া রহিয়াছে। ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে বর্গীরা এই স্থান আক্রমণ করে। তৎপরে ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রগণ পর্ত্তুগীজদিগকে তাড়াইয়া এই দ্বীপ অধিকার করে। ১৭৭৪ খৃঃ হইতে করঞ্জদ্বীপ ইংরাজঅধিকারভুক্ত হইয়াছে।

এই দ্বীপের পূর্ব্বভাগ দিয়া (উরণ হইতে পণবেল পর্য্যন্ত) প্রায় সাড়ে সাতক্রোশব্যাপী ধাতুবর্ত্ম চলিয়া গিয়াছে। এখানকার প্রধান বন্দর মোরা, করঞ্জা ও শিবা। বোম্বাই যাইতে হইলে মোরা বন্দরে ষ্টিমারে চড়িতে হয়। ইহার নিকট শুকরদ্বীপ নামে আর একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে।

এখানে লবণ, মৌহুয়া, মদ ও খেজুররসের সুরা প্রস্তুত হয়। প্রতিবর্ষে প্রায় ৪৬,০০০৲ টাকার লবণ ও ১৬,৬০,০০০৲ টাকার মদ জন্মে।

এই দ্বীপ হংসকারণ্ডবের অতি প্রিয়স্থান। বোম্বাই হইতে পক্ষীশীকারীরা এখানে আমোদ করিতে আসেন। করঞ্জবন্দরের বর্ত্তমান নাম উরণ।

করঞ্জনগর। ১ বেরারের অমরাবতীজেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর। অক্ষা ২০°২৯´ উঃ, দ্রাঘি ৭৭°৩২´ পূঃ। লোকসংখ্যা প্রায় ১১ হাজার।

করঞ্জ নামক একজন ঋষির নাম হইতে এই স্থানের নাম হইয়াছে। প্রবাদ এইরূপ, করঞ্জ ঋষি কঠোর রোগে আক্রান্ত হইয়া মহামায়ার আরাধনা করেন, দেবী তাঁহার উপর সন্তুষ্ট হইয়া এখানে সরোবর করিয়া দেন। করঞ্জ সেই সরোবরে স্নান করিয়া রোগমুক্ত হন। সেই অবধি এই স্থান পুণ্যতীর্থ বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে। লিঙ্গপুরাণে এই করঞ্জতীর্থের নাম পাওয়া যায়, হেথায় নীললোহিত মহাদেব আছেন। (লিঙ্গপুরাণ ৫০।৫) এখনও অনেক প্রাচীন মন্দির রহিয়াছে, তাহার নির্ম্মাণপ্রণালী প্রশংসনীয়। এখানে বাণিজ্য ব্যবসা জন্য অনেক বণিক্ বাস করেন।

২ মধ্য প্রদেশের বর্দ্ধাজেলার একটি নগর। ইহার চারিদিকে গিরিমালা, বর্দ্ধানগর হইতে ১০ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। প্রায় ২৭৫ বর্ষ পূর্ব্বে নবাব মুহম্মদ খাঁ নিয়াজি কর্ত্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়। এই পার্ব্বতীয় ভূভাগে ইক্ষু ও অহিফেন উৎপন্ন হয়।

করঞ্জক (পুং) করঞ্জ-স্বার্থে কন্। করঞ্জ।

করঞ্জফল (পুং) করঞ্জফলবৎ অম্লং যস্য। কপিত্থ বৃক্ষ।

করঞ্জফলক (পুং) করঞ্জফল স্বার্থে কন্ (ইবে প্রতিকৃতৌ। পা ৫।৩।৯৬) কপিত্থ বৃক্ষ, কদ্‌বেল।

করট (পুং) কং কুৎসিতং বা রটতি রবং করোতি ক-রট-অচ্ (পচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ। ৩।১।১৩৪) ১ কাক। ("বকমিব গঙ্গাতীরে শরটঃ করটঃ") ২ (কিরতি বিক্ষিপতি মদমিতি বা) ২ হস্তিগণ্ড। ("কথং হি ভিন্নকরটং পদ্মিনং বনগোচরম্। উপস্থায় মহানাগং করেণুঃ শূকরং স্পৃশেৎ"। ভারত) ৩ কুসুম্ভ বৃক্ষ, কুসুম ফুলগাছ। ৪ ঘৃণ্যজীবনধারী। ৫ একাদশাহশ্রাদ্ধ। ৬ দুর্দ্দুরূঢ়, দুর্দ্দম্য নাস্তিক। ৭ বাদ্যভেদ। (করটো গজগণ্ডে স্যাৎ কুসুম্ভে নিন্দ্যজীবিনে। একাদশাহাদিশ্রাদ্ধে দুর্দ্দুরূঢ়েঽপি বায়সে। করটো বাদ্যভেদে। মেদিনী।)

করটক (পুং) করট স্বার্থে কন্। চোরশাস্ত্র প্রবর্ত্তক কর্ণীর পুত্র। (কর্ণীসুতঃ করটকঃ স্তেয়শাস্ত্রপ্রবর্ত্তকঃ।) [করট দেখ।]

করটা (স্ত্রী) করট-টাপ্। দুঃখে দোহ্যা গাভী। যে গাভী দোহন করিতে অত্যন্ত কষ্ট পাইতে হয়।

করটী [ন্] (পুং) করটো বিদ্যতেঽস্য, প্রাশস্ত্যে ইন্। হস্তী। (দন্তাবলং করটিকুঞ্জরকুম্ভিপীলবঃ। হেম।)

করটু (পুং) কৃ-অটু। পক্ষিবিশেষ, করকটিয়া। (কর্করেটুঃ করেটুঃ স্যাৎ করটুঃ কর্করাটুকঃ। হেম।)

করণ (ক্লী) ক্রিয়তে অনেন কৃ-ল্যুট্। ব্যাকরণোক্ত কারকবিশেষ। ক্রিয়া নিষ্পত্তির কারণসমূহের মধ্যে কারণান্তরের ব্যবধান অভাবে যে বস্তুকে ক্রিয়ানিষ্পত্তির কারণ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, তাহাকেই করণকারক বলে। যেমন "দাত্রেণ ধান্যং লুনাতি" "দা দ্বারা ধান্যছেদ করিতেছে" ইত্যাদি ছেদন কার্য্যের নিষ্পন্নকারক হইলেও দাত্র সংযোগের প্রাধান্য হেতুক কার্য্য সম্পন্ন হওয়ায় দাত্রেরই করণকারকত্ব হইল।

"ক্রিয়ায়াঃ পরিনিষ্পত্তির্যদ্ব্যাপারাদনন্তরম্।
বিবক্ষ্যতে যদা যত্র তৎকরণ মুদাহৃতম্।" হরিকারিকা।

২ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়। ৩ দেহ। ৪ ক্রিয়া, কার্য্য। ৫ স্থান। ৬ হেতু। ৭ হস্তলেপ। ৮ নৃত্যের প্রকার। ৯ গীতবিশেষ। ১০ ক্রিয়াভেদ। ১১ সংবেশন। ১২ বব, বালব, কৌলব, তৈতিল, গর, বণিজ, বিষ্টি, শকুনি, চতুষ্পদ, কিন্তুঘ্ন, নাগ এই একাদশটি করণ জ্যোতিষ শাস্ত্রোক্ত। এই সকল করণের

যথাক্রমে অধিষ্ঠাতৃদেবতার নাম—ইন্দ্র, কমলজ, মিত্র, অর্য্যমা, ভূ, শ্রী, যম, কলি, বৃষ, ফণী ও মারুত। এক একটি তিথিতে দুই দুইটি করণ হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ববাদি ৭টি করণ শুক্ল প্রতিপদের শেষার্দ্ধ হইতে কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত এবং অবশিষ্ট ৪টি কৃষ্ণচতুর্দ্দশীর শেষার্দ্ধ হইতে শুক্লপ্রতিপদের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। (পুং) ১৩ বিষ্ণু।

১৪ জাতিবিশেষ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ মতে বৈশ্যের ঔরসে শূদ্রার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি। ইহারা লিপিকারের কার্য্য করে। (ব্রহ্মবৈঃ ব্রহ্ম° ১০ অঃ, ও কৃষ্ণজন্মে ৮৫ অঃ)। ভারতবর্ষের নানাস্থানে করণজাতি বাস করে। ইহাদের আচার ব্যবহার ব্রাহ্মণদিগের ন্যায়, কেবল যজ্ঞসূত্র ধারণ করিতে পারে না। অনেক স্থানে ইহারা করণকায়স্থ নামে প্রসিদ্ধ। দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থানে কর্ণম্ নামে অভিহিত।

ভগবান্ মনুর মতে করণেরা ব্রাত্যক্ষত্রিয়। যথা—

"ঝল্লো মল্লশ্চ রাজন্যাৎ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেব চ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসদ্রবিড় এব চ॥" মনু ১০।২১।

১৫ অসভ্য অবস্থায় পতিত বলশালী জাতিবিশেষ। আসামের পূর্ব্বাংশে পার্ব্বতীয় প্রদেশে, ব্রহ্ম ও শ্যামদেশে এই জাতি বাস করে।

সকল স্থানের করণজাতি দেখিতে এক প্রকার নহে। দেশভেদে ইহাদের আকারের বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। ইহাদিগকে দেখিতে বলশালী, সাহসী এবং ভীমকায়। ইহাদের স্ত্রী-পুরুষেরা মুখে উল্কি কাটে, দূর হইতে দেখিলে ভয়ঙ্কর দেখায়। এই জাতি অসভ্য বটে, কিন্তু অতি সরল, সত্যবাদী এবং নিরীহ। যুদ্ধবিগ্রহ ভালবাসে না, সকলেই শান্তিপ্রিয়। কিন্তু কেহ ইহাদের অনিষ্ট করিলে, অথবা ইহাদের নিকট দোষী হইলে, তখন এই জাতির বীর্য্যবহ্নি জ্বলিয়া উঠে। ৫।৭ জন ব্রহ্মবাসী বলবীর্য্যে ১ জন করণের সমকক্ষ। বল থাকিলেও করণেরা যুদ্ধকার্য্যে ব্রতী হয় না। তাই বলিয়া এই জাতি অলস নয়। যেখানে বাস করে, ইহাদের অপরিসীম পরিশ্রমে ও যত্নে সেই স্থান প্রচুর শস্যশালিনী হইয়া উঠে। তবে এককালে ইহাদিগকে নির্দ্দোষ বলা যায় না, কারণ ইহারা বড় নেসাখোর। মদের জন্য লালায়িত, মদ পাইলে ইহারা অর্থকেও তুচ্ছ জ্ঞান করে।

করণেরা লিখিতে পড়িতে জানে না, ইহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রও কিছুই নাই। মূর্খতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ইহারা উত্তর দেয় যে, এক সময়ে ঈশ্বর মহিষচর্ম্মে তাঁহার আদেশ ও ধর্ম্মশাস্ত্র লিখিয়া মানব জাতিকে ডাকিয়া পাঠান। মানব জাতির মধ্যে সকলেই ঈশ্বরের আদেশ ও ধর্ম্মশাস্ত্র গ্রহণ করিবার জন্য গমন করিল, কিন্তু সময় না হওয়ায় কেবল এই করণজাতি যাইতে পারিল না। সুতরাং চিরকালই তাহারা ধর্ম্মশাস্ত্রহীন হইয়া রহিল।

(ক্লী) ১৬ যোগিদের আসন প্রভৃতি। ১৭ কৃত্যাদি। ১৮ লেখ্যপত্র সাক্ষিদিব্যাদি।

করণক (ত্রি) দিয়া, দ্বারা। পূর্ব্ববর্ত্তি কোনপদের সহিত বহুব্রীহি সমাস না হইলে ইহার প্রয়োগ হয় না।

করণত্রাণ (ক্লী) করণৈঃ হস্তাদিভিঃ ত্রায়তে যৎ করণে ল্যুট্। মস্তক। (বরাঙ্গং করণত্রাণং শীর্ষং মস্তকমিত্যপি। হেম।)

করণবাচক (পুং) ৬-তৎ, করণং বাচয়তি বচ-ণ্বুল্। করণবোধক। করণ জন্য জনকত্ববিশিষ্ট।

করণবাস। বুলন্দসহর জেলার মধ্যে একটি সহর। এই সহর অনুপসহর হইতে ১২ মাইল এবং বুলন্দসহর হইতে ৩০ মাইল দক্ষিণপূর্ব্বে অনুপসহর তহসীলের মধ্যে গঙ্গার দক্ষিণতীরে অবস্থিত। এখানকার অধিবাসীরা প্রায় সমস্তই হিন্দু। জমীদারেরা বৈশ (বৈশ্য)-জাতীয় রাজপুত। দশহরার দিন এখানে একটি মেলা হইয়া থাকে, এ জেলায় এত বড় মেলা আর কখন হয় না। এই সহরে একটি অতি প্রাচীন শীতলামন্দির আছে। প্রতি সোমবারে এই মন্দিরে স্ত্রীলোকেরা উপস্থিত হইয়া পূজাদি দিয়া থাকে।

করণা (স্ত্রী) বাদ্যযন্ত্রবিশেষ, একপ্রকার বৃহৎ জাতীয় সছিদ্র যন্ত্র, ভারতবর্ষ ও পারস্যে ব্যবহৃত হয়। ধ্বনি কর্ণভেদী এবং দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট। ইহার নামান্তর কর্ণা।

করণাধিপ (পুং) করণানাং অধিপঃ ৬তৎ। ১ জীব। ২ ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃদেবতা। কর্ণের দিক্, ত্বচের বায়ু, নেত্রের অর্ক, রসনার প্রচেতা, নাসিকার অশ্বিনীকুমারদ্বয়, বাক্যের বহ্নি, পাণির ইন্দ্র, পাদের উপেন্দ্র, পায়ুর মিত্র, উপস্থের প্রজাপতি, মনের চন্দ্র, বুদ্ধির চতুর্ম্মুখ, অহঙ্কারের রুদ্র ও মনের অচ্যুত। ৩ ববাদি করণের অধিষ্ঠাতৃদেবতা; যথা— ইন্দ্র, কমলজ, মিত্র, অর্য্যমা, ভূ, শ্রী, যম, কলি, বৃষ, ফণী ও মারুত।

করণী (স্ত্রী) ক্রিয়তে ক্রিয়াবিশেষোঽত্র কৃ করণে ল্যুট্ ঙীষ্। গণিতশাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়াবিশেষ। অতি সূক্ষ্মরূপে যে রাশির মূল বাহির করিতে পারা যায় না। (Surds.)

করণীয় (ত্রি) ক্রিয়তে যৎ যত্র বা কর্ম্মণি আধারে চ, কৃ-অনীয়র্ (কৃত্যল্যুটো বহুলম্। পা ৩।৩।১১৩।) কার্য্য, যাহা করা উচিত। ২ যেখানে করা উচিত।

করণীসুতা (স্ত্রী) যে কন্যাকে পোষ্যপুত্রীরূপে গ্রহণ করা যায়।

করণ্ড (পুং) ক্রিয়তে কৃ-অণ্ডন্ কর্ম্মণি (অণ্ডন্ কৃসৃভৃবৃঞঃ।

উণ্ ১।১২৮) ১ মধুকোষ, মৌচাক। ২ অসি। ৩ কারণ্ডব পক্ষী। ৪ দলাঢ়ক, গিরিমাটি। (করণ্ডো মধুকোষাসিকারণ্ডেষু দলাঢ়কে। মেদিনী।) ৫ বংশাদি রচিত পুষ্পপাত্রবিশেষ, সাজি। ৬ কৌটা ("দীপভাজনভ্রমরকরণ্ডকপ্রভৃত্যনেকোপকরণযুক্তঃ" দশকুমার।) ৭ কালখণ্ড, যকৃৎ। ৮ শৈবালবিশেষ।

করণ্ডা (স্ত্রী) করণ্ড-টাপ্ (অজাদ্যতষ্টাপ্। পা ৪।১।৪) পুষ্পভাণ্ড, সাজি।

করণ্ডিক (পুং) করণ্ডঃ বিদ্যতে যস্ত, করণ্ড-ইকন্। যে সকল জীবের করণ্ডবৎ চর্ম্মময় স্থলী আছে।

করণ্ডী [ন্] (পুং) করণ্ডবৎ আকারোঽস্তি অস্য, ইন্। মৎস্তবিশেষ।

করতল (পুং) করস্ত তলঃ ৬তৎ। ১ হস্ততল, হাতের তেলো। করতলমিব। ২ হস্ত।

করতাল (ক্লী) করাভ্যাং দীয়মানস্তালো যত্র বহুব্রী। ১ ভজক, বাদ্যবিশেষ, এই যন্ত্র কাঁসাধাতুতে প্রস্তুত হয়। খোলের বাজানায় ইহা দ্বারা তাল দেওয়া হয়। ২ হাততালী।

করতালক (ক্লী) করতাল স্বার্থে কন্। [করতল দেখ।]

করতালধ্বনি (পুং) করতালস্ত ধ্বনিঃ ৬তৎ। করতালের বাদ্য।

করতালী (স্ত্রী) করতাল গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ বাদ্যবিশেষ, করতাল, করর্দ্ধি। ২ করতলদ্বয়ের অভিঘাতে উৎপাদিত শব্দ।

করতোয়া (স্ত্রী) করাভ্যাং চ্যুতং হরপার্ব্বতীপরিণয়কালীন হরকরাভ্যাং ক্ষরিতং তোয়ং জলং বিদ্যতে যত্র। অর্শাদিত্বাদচ্। স্বনামখ্যাত নদীবিশেষ। কথিত আছে, গৌরীবিবাহসময়ে শিবের পাণিবিনিক্ষিপ্ত জল হইতে এই নদীর উৎপত্তি হয়। এই নদী অতিশয় পবিত্র। এমন কি, বর্ষাকালে সকল নদীর জলই অশুচি হয় বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে, কিন্তু এই নদীর জল কোন সময়েই অশুচিত্ব প্রাপ্ত হয় না। এই নদী তীর্থস্থলীর মধ্যে গণনীয়া। এই তীর্থে উপস্থিত হইয়া ত্রিরাত্র উপবাস করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ হয়।

(ভারত ৩।৮৫।৩।)

পূর্ব্বকালে এই নদী বঙ্গ ও কামরূপের মধ্যে সীমানির্দ্দেশক ছিল। [কামরূপ দেখ।] এই নদীর গতি এক্ষণে সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বে এই নদী রঙ্গপুরের পশ্চিম দিয়া প্রবাহিত হইত। এখন জলপাইগুড়ি জেলার উত্তরপশ্চিমে বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল হইতে উৎপন্ন হইয়া, বরাবর দক্ষিণে আসিয়া রঙ্গপুরের মধ্য দিয়া বগুড়াজেলার দক্ষিণে হলহলিয়া নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এইস্থান হইতে এই গতি লইয়া ভারি গোলযোগ, নানা শাখা চারিদিক্ হইয়া কে কোথায় চলিয়াছে, তাহা নির্ণয় করাই কঠিন, বিশেষতঃ গত কয়েক শতবর্ষ ধরিয়া ত্রিস্রোতা নদী এই অঞ্চলে যে ভাবে নির্দ্দিষ্ট গতি অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে, তাহাতে প্রাচীন করতোয়া নদীর পূর্ব্বগতি নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছে।

উক্ত স্থান হইতে করতোয়া নদী ফুলঝর নামে অত্রাই (আত্রেয়ী) নদীর সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। অনেকে এই ফুলঝরকেই প্রাচীন করতোয়ানদী বলিয়া উল্লেখ করেন। আবার কাহারও মতে মহানদী ও তিস্তা (ত্রিস্রোতা) নদীর মধ্যবর্ত্তী 'করতো' নামক নদীই প্রাচীন করতোয়ার ঊর্দ্ধগতি, এবং বগুড়ার দক্ষিণে সর্ব্বমঙ্গলা ও যুবনেশ্বরী নামে যে দুই নদী প্রবাহিত হইতেছে, ইহার মধ্যে যুবনেশ্বরী নদীই প্রাচীন করতোয়ার মধ্যগতি।

এক্ষণে করতোয়ানদী নিতান্ত ক্ষুদ্রাকার ধারণ করিলেও পৌরাণিক সময়ে মহাস্রোতস্বতীরূপে প্রবাহিত হইত।

করদ (ত্রি) করং দদাতি কর-দা-ড। ১ রাজস্বপ্রদানকারী। ২ পরিত্রাণার্থ হস্ত প্রদানকারী।

করদায়ী [ন্] (ত্রি) করং দদাতি কর-দা-ণিনি ("নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ। পা ৩।১।১৩৪) করপ্রদানকারী।

করদীকৃত (ত্রি) অকরদং করদং ক্রিয়তে যেন চ্বি। যাহাকে করদান করিতে বাধ্য করা হইয়াছে।

করদ্রুম (পুং) কিরতি বিক্ষিপতি সমন্তাৎ শাখাঃ, কৃ-অচ্, করশ্চাসৌ দ্রুমশ্চ নিত্যসমাস। কারস্কর বৃক্ষ।

করদ্বিষ্ (পুং) করং দ্বেষ্টি, কর-দ্বিষ্-কিপ্। ১ গোত্রভেদ। ২ বেদশাখাভেদ।

করন্ধম (পুং) করং ধমতি অগ্নিসংযোগং করোতি কর-ধ্মা-খশ্ (উগ্রংপশ্যেরম্মদপাণিন্ধমাশ্চ। পা ৩।২।৩৭) মুম্ চ। ইক্ষ্বাকুবংশীয় খনীনেত্র নামক রাজার পুত্র, প্রকৃত নাম সুবর্চ্চাঃ।

সত্যযুগে মনুর বংশে খনীনেত্র নামক রাজা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অতিশয় উদ্ধতপ্রকৃতির লোক ছিলেন। তৎকর্ত্তৃক স্বীয় সহোদরগণ এমন কি প্রজাবর্গও নিরন্তর উৎপীড়িত হইত। এই অনিবার্য্য ঔদ্ধত্যপ্রকৃতিবশতঃ তিনি প্রজাসমূহের প্রকৃতিরঞ্জন করিয়া স্বীয় পূর্ব্বপুরুষোচিত যশঃলাভ করিতে সক্ষম হয়েন নাই। পরিশেষে দিগ্বিজয়ী নৃপতি হইলেও তিনি প্রজাগণ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত ও অরণ্যে বিতাড়িত হইয়াছিলেন। প্রজাগণ তৎপুত্র সুবর্চ্চাকে রাজ্য প্রদান করিল।

সুবর্চ্চা পিতাকে বিরুদ্ধক্রিয়ারত হেতু রাজ্যচ্যুত ও নির্ব্বাসিত হইতে দেখিয়া, সতত সংযতচিত্তে প্রজাগণের

হিতসাধনে নিরত হইয়াছিলেন। প্রজাগণও তাঁহাকে ব্রহ্মনিষ্ঠ, সত্যব্রত, শুচি, শমদমাদি গুণভূষিত, মনস্বী ও ধার্ম্মিক দেখিয়া একান্ত অনুরক্ত হইয়াছিল। কালবশে সদা ধর্ম্মনিরত সুবর্চ্চা অর্থহীন হওয়ায় সামন্তগণ তাঁহাকে উৎপীড়ন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

সেই ধর্ম্মাত্মা নৃপতি কোষ ও বাহনাদি বিহীন হইয়া সামন্তগণের ভয়ে নিজ অনুরক্ত ভৃত্য লইয়া অতি সাবধানে স্বপুরীরক্ষা করিয়াছিলেন। বলহীন হইলেও নিরতধর্ম্ম-পরায়ণ বলিয়া উৎপীড়ক সামন্তগণ তাঁহাকে বিনষ্ট করিতে সক্ষম হন নাই। অবশেষে যখন রাজা সামন্তগণ কর্ত্তৃক নিদারুণরূপে পীড়িত হইলেন, তখন তিনি নিজ কর অনলে বিক্ষিপ্ত করিলে অগ্নি হইতে তাঁহার ভীমপরাক্রম সৈন্যসকল উৎপন্ন হইল। তখন বলীয়ান্ নৃপতি অদ্ভুতরূপে আবির্ভূত সেই সৈন্যপরিবৃত হইয়া স্বীয় সীমার অন্তর্বর্ত্তী নৃপতিগণকে স্ববশে আনিলেন। তিনি স্বীয় কর অগ্নিতে দগ্ধ করায় তদবধি "করন্ধম" নামে বিখ্যাত হইলেন। (অশ্বমেধ পর্ব্ব)

করন্ধয় (ত্রি) করং ধয়তি লেঢ়ি, কর-ধে-খশ্ মুম্। হস্তলেহক।

করন্যাস (পুং) করে করাবয়বে ন্যাসঃ ৭তৎ। তন্ত্রোক্ত ন্যাস-বিশেষ। তন্ত্রোক্ত মন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক অঙ্গুষ্ঠ প্রভৃতি অঙ্গুলি-সমূহের তল ও পৃষ্ঠদেশে যে ন্যাস করা হয়।

"অঙ্গন্যাসঃ করন্যাসো বীজন্যাসস্তথৈব চ" বটুকস্তব।

করপক্ষ (পুং) করৌ পত্রবৎ যস্য বহুব্রী। বাহুড়াদি।

করপঙ্কজ (ক্লী) করঃ পঙ্কজমিব। পদ্মহস্ত।

করপণ্য (ক্লী) করার্থং রাজস্বার্থং পণ্যম্, মধ্যলো°। রাজস্ব প্রদানের জন্য যে কোন বিক্রেয় বস্তু প্রদত্ত হয়।

করপত্র (ক্লী) করমবলম্ব্য পততি, কর-পত-ষ্ট্রন্ দাম্নী-শসযুযুজস্তুতুদসিসিচাদি° পা ৩।২।১৮২) ষ্ট্রন্। ১ ক্রকচ, করাত; সুশ্রুতে কথিত বিংশতি শস্ত্রের প্রকারভেদ। ২ জলক্রীড়া।

করপত্রবান্ [ৎ] (পুং) করপত্রবৎপত্রং যস্য তৎ অস্যাস্তি; করপত্র-মতুপ্মস্য বঃ। (তদস্যাস্ত্যস্মিন্নিতি মতুপ্। পা ৫। ২। ৯৪। সংজ্ঞায়াম্। ৮। ২। ১১) তালবৃক্ষ।

করপত্রিকা (স্ত্রী) করৌ পত্রং যানমিব যস্যাঃ কর-পত্র-কপ্-টাপ্-অত ইত্বম্। জলক্রীড়া।

করপর্ণ (পুং) করবৎ পর্ণং যস্য। ১ ভিণ্ডাতকবৃক্ষ। ২ রক্ত এরণ্ড। [এরণ্ড দেখ]

করপল্লব (পুং) করস্য পল্লববৎ। ১ অঙ্গুলি। ২ (করঃ পল্লব ইব) ৪ হস্ত।

করপাত্র (ক্লী) করঃ পাত্রবৎ যত্র। ১ জলক্রীড়া। ২ কর-এব পাত্রম্। হস্তরূপ পাত্র।

করপাল (পুং) করং পালয়তি কর-পাল-অণ্। (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) খড়্গ।

করপালিকা (স্ত্রী) করং পালয়তি কর-পাল-ণ্বুল্ (ণ্বুল্-তৃচৌ পা ৩। ১। ১৩৩। অজাদ্যতষ্টাপ্। ৪। ১। ৪) টাপ্। ১ ক্ষুদ্র হস্তযষ্টি, ছড়ি। ২ ছোরা। ৩ মুদ্গর।

করপালী (পুং) করং পালয়তি কর-পাল ণিনি-ঙীষ্ (মন্দি-গ্রহিণচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ। পা ৩। ১। ১৩৪) ১ ক্ষুদ্র হস্তযষ্টি, ছড়ি। ২ ছোরা। ৩ মুদ্গর।

করপীড়ন (ক্লী) করস্য বধূকরস্য পীড়নং বরেণ যত্র বহুব্রী। বিবাহ।

করপুট (পুং) করয়োঃ পুটঃ ৬তৎ। বদ্ধাঞ্জলি, করযোড়।

করপ্রদ (ত্রি) করং প্রদদাতি কর-প্র-দা-অণ্। (আতশ্চোপ-সর্গে। পা ৩। ৩। ১০৬) করদাতা।

করফু (বৌদ্ধশব্দ) কোন বিশেষ উচ্চ সংখ্যা।

করবালিকা (স্ত্রী) করং বলতে পালয়তি, কর-বল-ণ্বুল্-টাপ্ অত ইত্বং। করপালিকা।

করভ (পুং) কিরতি বিক্ষিপতি ইতস্ততঃ কৄ বিক্ষেপে (কৄশৄশলিকলিগর্দিভ্যো হভচ্। উণ্ ৩। ১২২) কৄ-অভচ্। করে ভাতি শোভতে; কর-ভা-ক (আতোঽনুপসর্গে কঃ। পা ৩। ২। ৩) ১ মণিবন্ধ হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলি পর্য্যন্ত হস্তের বহির্দ্দেশ। ২ উষ্ট্রশিশু। ৩ উষ্ট্র। (করভো মণিবন্ধাদি কনিষ্ঠা-ন্তোষ্ট্রতৎসুতে। মেদিনী।) ৪ হস্তিশাবক। ৫ নখীনামক গন্ধ দ্রব্য। ৬ কটি। ৭ অশ্বতর, খচ্চর।

করবাল (পুং) করস্য বালঃ সুত ইব। ১ নখ। করং আশ্রিত্য বলতে হিনস্তি বল-অণ্। তরবারি। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—অসি, খড়্গ, তীক্ষ্ণবর্ম্ম, দুরাসদ, বিশসন, শ্রীগর্ভ, বিজয়, ধর্ম্মপাল বা ধর্ম্মমাল, নিস্ত্রিংশ, চন্দ্রহাস, কৌক্ষেয়ক, মণ্ডলাগ্র, করপাল, তরবার, রিষ্টী। গঠনের আকার অনুসারে ইহার আরও কতকগুলি নাম আছে।

অতিপূর্ব্বকালে সেই বৈদিক সময় হইতে ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ করবাল ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদ, বীরচিন্তামণি, লোহার্ণব, যুক্তি-কল্পতরু, বৃহৎসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে করবাল বা খড়্গের বিবরণ যথেষ্ট বর্ণিত হইয়াছে।

বীরচিন্তামণি মতে খড়্গ নির্ম্মাণ করিতে হইলে দুই প্রকার লৌহ উপযুক্ত—নিরঙ্গ ও সাঙ্গ।

শার্ঙ্গধরপদ্ধতি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, প্রধান সাঙ্গ লৌহ দশ প্রকার। যথা—১ রোহিণী, ২ ময়ূরগ্রৈবক, ৩ ময়ূরবজ্র, ৪ সুবর্ণবজ্র, ৫ মৌষলবজ্র, ৬ স্বর্ণক, ৭ গ্রন্থিবজ্র, ৮ শৈবাল-মালান, ৯ নীলপিণ্ড, ১০ তিত্তিরাজ।

১। যাহার সূত্র কাকরের ন্যায় আকার, অথচ অত্যন্ত কঠিন, এই প্রকার লৌহ অল্প নীলবর্ণের হইলে তাহাকে রোহিণী বলা যায়। রোহিণী দ্বারা ক্ষত হইলে অত্যন্ত বেদনা হয়।

২। দেখিতে ময়ূরকণ্ঠ মত, এমন লৌহকে ময়ূরগ্রৈবক বলা যায়।

৩। যাহার উপরটা দেখিতে নাগকেশরফুলের ন্যায় আভাযুক্ত, তাহার নাম ময়ূরবজ্রক।

৪। যাহার শরীরে সোণার মত চিহ্ন আছে, তাহারই নাম স্বর্ণবজ্র। এই লৌহ অধিক মূল্যবান্।

৫। যাহার দুই পার্শ্বে আভাযুক্ত, মধ্যে স্বর্ণরেখাবিশিষ্ট এবং আঘাত করিলে সংঘাত স্থান ধূম্রবর্ণ হয়, তাহার নাম মৌষলবজ্র।

৬। যাহাকে ভাঙ্গিলে তাহার উপরিভাগে পদ্মের ডাঁটার মত সূক্ষ্ম ছিদ্র দেখা যায়, তাহার নাম স্বর্ণক, ইহার অপর নাম কল্লোলবজ্রক।

৭। যাহার সর্ব্বাঙ্গে গাঁইট আছে, তাহাকে গ্রন্থিবজ্র বলা যায়। এই লৌহ মূল্যবান্ ও দুর্লভ।

৮। যাহার অঙ্গে অবিচ্ছিন্ন আঁস থাকে ও আভা দূর্ব্বা-ঘাসের মত হয়, তাহার নাম শৈবালমালাম।

৯। যাহার অঙ্গ দেখিতে অনেকটা নীলবড়ির মত, তাহার নাম নীলপিণ্ড।

১০। যাহার অঙ্গ তিত্তির পাখীর মত, তাহার নাম তিত্তিরাঙ্গ। এই লৌহ মহামূল্য ও দুর্লভ। ইহা দ্বারা উৎকৃষ্ট অস্ত্র নির্ম্মিত হয়।

লৌহার্ণবমতে নিরঙ্গলৌহ তিনপ্রকার;—রোহিণী, পাণ্ড্য ও কৃষ্ণ। কৃষ্ণকে এখন কান্তিকড়া বলে।

প্রাচীন গ্রন্থে ১৫ প্রকার লক্ষণাক্রান্ত তরবারির উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা—

১ কালখড়্গ। ২ নকুলাঙ্গ। ৩ ক্ষুদ্রবজ্র। ৪ মহাখড়্গ। ৫ কেতকীবজ্র। ৬ কুটীরক। ৭ কজ্জলগাত্র। ৮ কালগিরি। ৯ ধবলগিরি। ১০ কান্তিলৌহ। ১১ দমনবজ্র। ১২ বামনাক্ষ। ১৩ মহিষ। ১৪ অজপত্র। ১৫ গজবজ্র।

১। যে তরবারির জমি কাল, সোণার মত আভা এবং অল্প বজ্রচিহ্নযুক্ত তাহার নাম কালখড়্গ বা জাহ্নবীবজ্র।

২। যাহার উপর ঊর্দ্ধগামী কপিলের আভা দেখা যায়, তাহাই নকুলাঙ্গ। ইহার স্পর্শে সর্পাদিও বিনষ্ট হয়।

৩। যাহার শরীরে আলাকার ছোট ছোট কুণ্ডলী দেখা যায়, তাহার নাম ক্ষুদ্রবজ্র।

৪। যাহার অন্তর্ভাগ অতি কঠিন, ভূমি চিহ্নহীন, মধ্য ও পার্শ্ব স্থূল কিন্তু অত্যন্ত ধারাল, তাহার নাম মহাখড়্গ।

৫। যে তরবারির ভূমিতে কেতকীপাতার মত চিহ্ন থাকে, তাহার নাম কেতকীবজ্র।

৬। যাহার অঙ্গ সূক্ষ্ম রজত পত্রাকার অথচ কৃষ্ণবর্ণ, সেই অসির নাম কুটীরক। ইহা দ্বারা ক্ষত হইলে শোথ জন্মে।

৭। যাহার ধার সাদা, মধ্য কাজলের মত, সর্ব্বাঙ্গে কাল দাগ, তাহার নাম কজ্জলগাত্র।

৮। যাহার অঙ্গে সোণার বিন্দু, অথচ কালদাগ থাকে, তাহার নাম কালগিরি।

৯। পাণ্ড্যলৌহ নির্ম্মিত যে অসির ভূমি ও অঙ্গ রূপার মত সাদা, তাহাকে ধবলগিরি বলা যায়।

১০। কান্তিলৌহনির্ম্মিত যে অসির অঙ্গে রূপার চিহ্ন, বর্ণ অল্প নীল, তাহাকে নিরঙ্গ বা কান্তিলৌহ বলে। এই অসি দুর্লভ ও অতি মূল্যবান্।

১১। যে তীক্ষ্ণধার অসির অঙ্গে সোনা অথবা কুঁদ গাছের পাতার মত চিহ্ন থাকে, তাহা দমনবজ্র।

১২। যে খড়্গ অতি কঠিন, কোনরূপ চিহ্নরহিত এবং ছেদনকালে ছেদ্য বস্তুতে থেঁৎড়ে যায় না। তাহার নাম বামনাক্ষ।

১৩। যাহার নীলমেঘের ন্যায় আভা এবং অঙ্গে এরণ্ড বীজের ন্যায় চিহ্ন দেখা যায়, তাহার নাম মহিষ।

১৪। যে খড়্গ মাজিলে তাহাতে দর্পণের ন্যায় প্রতিবিম্ব দেখা যায়, তাহার নাম অজপত্র।

১৫। যাহার অঙ্গ অতি মসৃণ, ঘন ও স্থূলরেখাবিশিষ্ট, ধার অতি তীক্ষ্ণ, রক্তস্পর্শমাত্র যাহা শরীরে প্রবেশ করে, যে অসির ধৌত জল পান করিলে আধিব্যাধি দূর হয়, তাহার নাম গজবজ্র।

দেশভেদে করবালের গুণাগুণ স্বতন্ত্র হইয়া থাকে। প্রাচীন ধনুর্ব্বেদ মতে—খটী, খট্টর, ঋষিক, বঙ্গ, শূর্পারক, বিদেহ, অঙ্গ, মধ্যমগ্রাম, বেদী, সহগ্রাম, চীন ও কালঞ্জরে যে লৌহ উৎপন্ন হয়, তাহাই খড়্গনির্ম্মাণার্থ প্রশস্ত।

খটী ও খট্টর দেশজাত করবাল অত্যন্ত মজবুত। ঋষিক দেশের তরবারি গুরুভার, অনায়াসেই ইহা দ্বারা শরীর ছিন্ন হয়। বঙ্গদেশীয় অসি অতি তীক্ষ্ণ, ছেদ ও ভেদ করিতে পটু। শূর্পারকদেশীয় তরবারি অতিশয় কঠিন। বিদেহের তরবারি অসহ্য তেজস্বী ও প্রভাবশালী। মধ্যম-গ্রামের করবাল লঘু ও অতি তীক্ষ্ণ। বেদিদেশের অসি হাল্কা, তীক্ষ্ণ কিন্তু সারহীন। সহগ্রামের খড়্গ অতি তীক্ষ্ণ

ও ভারি হাল্কা। চীনদেশীয় খড়্গ তীক্ষ্ণ ও বেশ নির্ম্মল। কালঞ্জরের নিকট হইতে যে খড়্গ জন্মে, তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী, তীক্ষ্ণ ও সুলক্ষণযুক্ত।

ধনুর্ব্বেদের মতে খড়্গের পরীক্ষা ৮ প্রকারে করিতে হয়, সেইজন্য ইহাকে অষ্টাঙ্গ কহে। যথা—১ অঙ্গ। ২ রূপ। ৩ জাতি। ৪ নেত্র। ৫ অরিষ্ট। ৬ ভূমি। ৭ ধ্বনি। ৮ পরিমাণ।

১। খড়্গ প্রস্তুত হইলে তাহার শরীরে যে নানা প্রকার চিহ্ন বা দাগ হয়, সেই চিহ্নই অঙ্গ। অঙ্গ প্রায় ১০০ প্রকার হইতে পারে।

২। খড়্গে যে রঙ্ দৃষ্ট হয়, তাহাই তাহার রূপ। নীলরূপ, কৃষ্ণরূপ, পিঙ্গলরূপ, ধূম্ররূপ প্রধানতঃ এই চারি প্রকার রূপ, এ ছাড়া মিশ্ররূপও হইয়া থাকে।

৩। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি প্রকার খড়্গের জাতি, এ ছাড়া জাতিসঙ্করও হয়। যে খড়্গ সর্ব্ব-বিষয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য তাহাই ব্রাহ্মণ জাতি। ইহা দ্বারা অল্প ক্ষত হইলেও সর্ব্বাঙ্গে যন্ত্রণা ও শোথ জন্মে। মূর্চ্ছা, পিপাসা, দাহ ও জ্বর হইয়া শীঘ্রই প্রাণ বহির্গত হয়। হরিতকী, আম-লকী ও বহেড়া, এই তিন দ্রব্য কুটিয়া উক্ত খড়্গের উপর ১ দিন রাখিয়া দিলেও কষায় রসে মলিন হয় না, বরং অধিক পরিষ্কার হইয়া থাকে। হিমালয় ও কুশদ্বীপে কখন কখন এই খড়্গ পাওয়া যায়।

যে খড়্গ ধূমবর্ণ, তীক্ষ্ণধার, কর্কশধ্বনিযুক্ত ও আঘাতসহ তাহাই ক্ষত্রিয়। এই খড়্গ সংস্কার না করিলেও বহুদিন পরিষ্কার থাকে, ইহা শাণযন্ত্রে ধরিলে বহু অগ্নিকণা বাহির হয়। ইহা দ্বারা ক্ষত হইলে তৃষ্ণা, দাহ, মলমূত্ররোধ, জ্বর, মূর্চ্ছা ও কখন মৃত্যু ঘটে, যাহা দেখিতে নীল ও কৃষ্ণ, সংস্কার করিলে খুব উজ্জ্বল হয়, শাণ না দিলে তীক্ষ্ণ হয় না, এরূপ খড়্গ বৈশ্য জাতি।

যাহা দেখিতে মেঘের মত, ধার মোটা, ধ্বনি মৃদু, শাণ দিলেও তীক্ষ্ণ হয় না, তাহাই শূদ্রজাতি।

যে খড়্গে বহুজাতির লক্ষণ একত্র দৃষ্ট হয়, তাহা জাতি-সঙ্কর বলিয়া গণ্য।

৪। ভিন্ন ভিন্ন চিহ্নের নাম নেত্র। খড়্গবেত্তাগণের মতে নেত্রচিহ্ন ত্রিশের অধিক হয় না। যথা—চক্র, পদ্ম, গদা, শঙ্খ, ডমরু, ধনুঃ, অঙ্কুশ, ছত্র, পতাকা, বীণা, মৎস্য, শিব, ধ্বজ, অর্দ্ধচন্দ্র, কলস, শূল, ব্যাঘ্রনেত্র, সিংহ, সিংহাসন, গজ, হংস, ময়ূর, পুত্রিকা, জিহ্বা, দণ্ড, খড়্গ, চামর, শিখা, কুম্ভমালা ও সর্পাকার চিহ্ন।

৫। যে খড়্গের চিহ্ন অমঙ্গলজনক, সেই চিহ্নের নাম অরিষ্ট। খড়্গের অরিষ্ট ৩০ প্রকার। যথা—ছিদ্র, রেখা, ভিন্ন, কাকপদ, ভেকশির, বিড়ালচক্ষু, ইন্দুর, শর্করা, নীলা, মশক, ভ্রমরপদ, সূচী, বিন্দু, কপোতক, নীচে নীচে ত্রিবিন্দু, খর্পর, শকল, শূকর, কুশপত্র, জাল, করাল, কঙ্কপত্র, খর্জ্জুর, শৃঙ্গ, গোপুচ্ছ, খঞ্জা, লাঙ্গল ও বড়িশ ইত্যাকার চিহ্নসকল অরিষ্ট। অরিষ্টলক্ষণাক্রান্ত খড়্গ যে ধারণ করে, তাহার নানা বিপদ্ ঘটে।

৬। খড়্গের ভূমি দুই প্রকার অর্থে ব্যবহৃত হয়, প্রথম ক্ষেত্র বা কায়া, দ্বিতীয় জন্মস্থান। খড়্গের ভাল মন্দ জানিতে হইলে তাহার জন্মস্থানের বিষয় পরিজ্ঞাত হওয়া উচিত।

খড়্গের ভূমি অর্থাৎ জন্মস্থান দ্বিবিধ, দিব্য ও ভৌম। স্বর্গে যে সকল খড়্গ বা লৌহ জন্মে তাহা দিব্য। আর যাহা ভারতবর্ষে জন্মে, তাহা ভৌম। যুক্তিকল্পতরু নামক সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে, পুরাকালে দেবাসুরের যুদ্ধে প্রথমতঃ খড়্গের জন্ম হয়। তদনুরূপ খড়্গসকল কোন কোন পুণ্য স্থানে রক্ষিত আছে। তাহার মধ্যে যেগুলি স্থূলধার, অতি লঘু, নির্ম্মল, সুন্দরনেত্র, অরিষ্টহীন, দুর্ভেদ্য, উত্তম ধ্বনিযুক্ত, বিনাসংস্কারেও নির্ম্মল থাকে এবং ভাঙ্গিলে আর যোড়া দেওয়া যায় না, তাহাই দিব্য খড়্গ। ইহা দ্বারা ক্ষত হইলে দাহ ও অস্রপাক জন্মে। (সম্ভবতঃ উল্কাজাত লৌহোৎপন্ন খড়্গকেও দিব্য বলা যাইতে পারে।)

ভৌম খড়্গের লক্ষণ জানিতে হইলে প্রথমে লৌহতত্ত্ব জানা উচিত। [লৌহ দেখ।] ইহা দুই প্রকার—অমৃত ও বিষজন্মা। এক প্রাচীন কিংবদন্তি আছে যে, পূর্ব্বকালে দেবাদিদেব বিষ পান করেন, সেই পীত বিষ বিন্দু বিন্দু ক্রমে নানা দেশে নিপতিত হইয়াছিল। সেই সেই বিষ-বিন্দু হইতে কালায়স বা ইস্পাত জন্মে, ইহাই বিষজন্মা। দেবগণ সমুদ্রমন্থনোত্থিত অমৃত পান করেন, সেই পীত অমৃতের বিন্দু যে যে স্থানে পড়িয়াছিল সেই সেই স্থানে শুদ্ধ লৌহ উৎপন্ন হয়, শুদ্ধ লৌহের নাম অমৃতজন্মা। শুদ্ধ লৌহ বারাণসী, মগধ, সিংহল, নেপাল, অঙ্গদেশ, সুরাষ্ট্র, প্রভৃতি পুণ্যভূমে উৎপন্ন হয়। ওড্র, কলিঙ্গ, ভদ্র, পাণ্ড্য, অয়স্কান্ত ও বজ্র প্রভৃতি বিবিধ শুদ্ধ লৌহ আছে। এই সকল লৌহের অসিই উৎকৃষ্ট।

৭। ধ্বনি অর্থাৎ শব্দ শুনিয়া খড়্গের ভাল মন্দ জানা যায়। খড়্গের ধ্বনি প্রধানতঃ দুই প্রকার ঘোর ও তার। হংস, কাংস্য, ঢক্কা ও মেঘধ্বনি এই চারি প্রকার ধ্বনিই ঘোর। ঘোরধ্বনিযুক্ত খড়্গ উত্তম বলিয়া গণ্য। কাক,

বীণা, শঙ্খ ও প্রস্তর উত্থিত ধ্বনি, এই চারি প্রকার ধ্বনিই তার। তারধ্বনিযুক্ত খড়্গ ভাল নহে।

৮। খড়্গের মান উত্তম ও অধম ভেদে দ্বিবিধ। যাহা বিশাল ও হাল্কা তাহা উত্তম, যাহা খাট ও ভারি তাহা অধম। উহা আবার তিন প্রকার উত্তম, মধ্যম ও অধম। নাগার্জ্জুনের মতে, যে খড়্গ যত মুষ্টি দীর্ঘ, তত অঙ্গুলির চতুর্থ ভাগ বিস্তৃতি ও ওজন হইলে তাহাই উত্তম। যে খড়্গ যত মুষ্টি দীর্ঘ, তাহার অর্দ্ধ অঙ্গুলির তিন ভাগের এক ভাগ বিস্তৃতি ও তাহার অর্দ্ধ পল ওজন হইলে মধ্যম পরিমাণ। যত মুষ্টি দীর্ঘ, অঙ্গুলির ৪ ভাগের এক ভাগ বিস্তৃতি এবং তাহার অর্দ্ধ বা অধিক পল ওজন, তাহাই অধম।

পূর্ব্বকালে রাজগণ অতি যত্নের সহিত অসিচালনা শিক্ষা করিতেন। বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদে ৩২ প্রকার অসিচালনক্রিয়ার নাম পাওয়া যায়। যথা—ভ্রান্ত, উদ্ভ্রান্ত, আবিদ্ধ, আপ্লুত, বিপ্লুত, সৃত, সংযান্ত, সমুদীর্ণ, নিগ্রহ, প্রগ্রহ, পদাবকর্ষণ, সন্ধান, মস্তকভ্রামণ, ভুজভ্রামণ, পাশ, পাদ, বিবন্ধ, ভূমি, উদ্ভ্রমণ, গতি, প্রত্যাগতি, আক্ষেপ, পাতন, উত্থানক, প্লুতি, লঘুতা, সৌষ্টব, শোভা, স্থৈর্য্য, দৃঢ়মুষ্টিতা, তির্য্যক্ প্রচার, উর্দ্ধপ্রচার।

করভক (পুং) অনুকম্পিতঃ করভঃ করভকঃ করভ-কন্ (অনুকম্পায়াং। পা ৫।৩।৭৬) ১ প্রিয়তম হস্তিশাবক বা উষ্ট্রশাবক। ২ (স্বার্থে-কন্) করভ।

করভকাণ্ডিকা (স্ত্রী) করভস্য প্রিয়ং কাণ্ডং যস্যাঃ, বহুব্রী, করভকাণ্ড-কপ্, টাপ্ ইত্বং। উষ্ট্রকাণ্ডী বৃক্ষ।

করভঞ্জক (ত্রি) করং ভনক্তি কর-ভনজ-ণ্বুল্ (ণ্বুল্ তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩) করভঞ্জকারী। (পুং) প্রাচীন জনপদবিশেষ। (মহাভা° ভীষ্ম ৯।৬৯।)

করভঞ্জিকা (স্ত্রী) করভঞ্জক-টাপ্ (অজাদ্যতষ্টাপ্। পা ৪।১।৪) ইত্বং। ১ করভঞ্জকারিণী। ২ করমর্দ্দবিশেষ। [করমর্দ্দ দেখ।]

করভঞ্জন (ত্রি) করং ভনক্তি ভনজ-ল্যুট্। করভঞ্জকারী।

করভপ্রিয়া (স্ত্রী) করভস্য উষ্ট্রস্য করিশাবকস্য বা প্রিয়া, ৬তৎ। ১ ক্ষুদ্রদুরালভা। ২ উষ্ট্র বা করিশাবকাদির স্ত্রী।

করভবল্লভ (পুং) করভস্য বল্লভঃ ৬তৎ। ১ উষ্ট্রপ্রিয় পীলুবৃক্ষ। ২ কপিত্থবৃক্ষ।

করভাদনী (স্ত্রী) করভেন উষ্ট্রেন অদ্যতে, করভ-অদ-কর্ম্মণি-ল্যুট্-ঙীপ্। ক্ষুদ্র দুরালভা।

করভী [ন্] (পুং) করভঃ হস্তস্য অবয়বভেদস্তদ্বদ্ আকারোঽস্তি শুণ্ডে যস্ত অথবা করো হস্ত ইব ভাতি কর-ভা-ড করভঃ শুণ্ডদণ্ডোঽস্তি যস্য বহুব্রী। হস্তী।

করভী (স্ত্রী) করভস্য স্ত্রী করভ-ঙীষ্ (জাতেরস্ত্রীবিষয়াদযোপধাৎ। পা ৪।১।৬৩) স্ত্রীকরভ, হস্তী ও উষ্ট্রাদির স্ত্রী।

করভীয় (ত্রি) করভ-ঢঞ্। হস্তী বা উষ্ট্রসম্বন্ধীয়।

করভীর (পুং) করভিনং করিণং ঈরয়তি প্রেরয়তি মৃত্যুমুখম্; করভ-ঈর-অণ্। সিংহ।

করভূ (স্ত্রী) করাৎ ভবতি কর-ভূ-ক্বিপ্। নখ।

করভূষণ (স্ত্রী) করো ভূষ্যতে অনেন কর-ভূষ-ল্যুট্। ১ কঙ্কণ। ২ হস্তালঙ্কার মাত্র।

করভোরু (স্ত্রী) করভবৎ উরুর্যস্যাঃ ঊঙ্। প্রশস্ত উরুবিশিষ্টা স্ত্রী।

করম (দেশজ) ১ "কর্ম্ম" শব্দ স্থানে পদ্যে এইরূপ আদেশ হয়। ২ (যাবনিক) ভাগ্য, কর্ম্মফল।

করমঙ্গল। বারমহলের মধ্যস্থিত একটী প্রাচীন গ্রাম। এখন বন জঙ্গলময়, কিন্তু ইহার অদূরে পর্ব্বতোপরি প্রাচীন হিন্দুমন্দির ও রাজগৃহাদি রহিয়াছে। রায়কোট হইতে ২১ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত।

করমচা (দেশজ) করমর্দ্দ। [করঞ্জ দেখ।]

করমট্ট (পুং) করং হস্তিশুণ্ডং অট্টতি অতিক্রাময়তি কর-অট্ট-খ মুম্। ১ গুবাক বৃক্ষ, সুপারিগাছ। ২ পানিয়া আমলা গাছ।

করমণ্ডল। ভারতবর্ষের দক্ষিণপূর্ব্ব উপকূল। এই নামের উৎপত্তি লইয়া কিছু গোলযোগ আছে। কেহ বলেন পুলিকটের নিকটস্থ প্রাচীন 'করমণল' গ্রাম হইতে করমণ্ডল নাম হইয়াছে। পূর্ব্বে এখানে পর্ত্তুগীজদিগের জাহাজ লাগিত, নাবিক ও আড়তদারদিগের বাস ছিল। আবার কাহারও মতে, তামিল 'চোরমণ্ডল' হইতে ইংরাজেরা অপভ্রংশ করিয়া করমণ্ডল নাম দিয়াছে। শেষোক্ত মতই অনেকটা যুক্তিসঙ্গত। তামিল 'চোরমণ্ডল' শব্দের সংস্কৃত নাম চোলমণ্ডল। প্রাচীন চোলরাজগণের সময় হইতে এই নামের উৎপত্তি হইয়াছে। [চোল দেখ।] পাশ্চাত্য প্রাচীন ভৌগোলিক টলেমি এই স্থান সোরেতৈ (Sôrêtai) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। (Ptolemy, Geog. Bk. VII. Ch. 1.)

করমরী [ন্] (পুং) কিরতি বিক্ষিপতি দণ্ডার্হান্ অত্র কৃ-অধিকরণে অণ্ করঃ কারাগারঃ তত্র মরঃ মৃত্যুবৎ ক্লেশো অস্য বাহুলকাৎ ইনি অথবা করে ম্রিয়তে কর-মৃ-ইনি। বন্দী, কয়েদী।

করমর্দ্দ (পুং) করং মৃদ্নাতি, কর-মৃদ-অণ্। করমর্দ্দক বৃক্ষ, পাণি আমলা। ভাবপ্রকাশের মতে কাঁচা করমর্দ্দের গুণ— অম্ল, গুরু, তৃষ্ণানাশক, উষ্ণ, রুচিকর এবং পিত্ত, রক্ত ও কফ-

বৃদ্ধিকারক। পক্ক করমর্দ্দ, মধুর, রুচিজনক, লঘু, পিত্ত ও বায়ুনাশক। [করঞ্জ দেখ।]

করমর্দ্দক (পুং) করং মৃদ্নাতি কর-মৃদ-ণ্বুল্ (ণ্বুল্ তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩) বা করমর্দ্দ এব স্বার্থে-কন্। ১ বৃক্ষবিশেষ, পাণি আমলা। ২ করোঙ্গা, করমচা।

করমর্দ্দা (স্ত্রী) নদীবিশেষ। এই নদী নর্ম্মদা নদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার সঙ্গমস্থান পুণ্যতীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। তথায় করমর্দ্দেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে। স্কন্দপুরাণীয় রেবাখণ্ডের মতে, করমর্দ্দাসঙ্গমে স্নান করিয়া করমর্দ্দেশ্বর দর্শন করিলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

করমর্দ্দী [ন্] (পুং) করং মৃদ্নাতি মৃদ-ণিনি। পাণি আমলা।

করমর্দ্দী (স্ত্রী) করং মৃদ্নাতি মৃদ-অণ্-ঙীপ্। করমর্দ্দকবৃক্ষ।

করমশোণি। দ্বারভঙ্গের অন্তর্গত একটি গ্রাম। দ্বারভঙ্গ-রাজমন্ত্রী করমশোনি এই গ্রাম স্থাপন করেন। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ৪৪। ১৬০-৬১)

করমা (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

করমাল (পুং) করঃ করিশুণ্ডঃ তদাকৃতিবৎ মালা সমূহো যস্য। ১ ধূম। ২ মেঘ। (অন্তঃস্থঃ করমালশ্চ স্তরী জীমূতবাহ্যপি। হেম ৪। ১৭০।)

করমালা (স্ত্রী) করঃ করাঙ্গুলিপর্ব্বমালা ইব জপসংখ্যাহেতুত্বাৎ। করপর্ব্বরূপ মালা। করমালায় জপ করিতে হইলে অনামিকার তৃতীয়, মূলপর্ব্ব, কনিষ্ঠার মূল, তৃতীয় ও শেষপর্ব্ব অনামিকা ও মধ্যমার শেষ, এবং তর্জ্জনীর শেষ ও তৃতীয় মূল, এই অষ্ট পর্ব্বে যথাক্রমে জপ করিতে হয়। অনামিকার মধ্য হইতে কনিষ্ঠাদি ক্রমে তর্জ্জনীর মূলপর্ব্ব পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ডানদিকে ১০ বার গমন করিয়া জপ করাকে করমালা কহে।

"আরভ্যানামিকামধ্যং দক্ষিণাবর্ত্তযোগতঃ।
তর্জ্জনী মূলপর্য্যন্তং করমালা প্রকীর্ত্তিতা॥"

করমুক্ত (ক্লী) করেণ গৃহীত্বা অরাতিং প্রতি মুচ্যতে, কর-মুচ-ক্ত। (নিষ্ঠা। পা ৩।২।১০২) ১ অস্ত্রভেদ, বড়শী। ২ করাৎ মুক্তঃ ৫তৎ (ত্রি) হস্তচ্যুত। ৩ নিকর।

করমেতিবাই। অসাধারণ ভক্তিমতী কোন ব্রাহ্মণকন্যা। দাক্ষিণাত্যপ্রদেশের খাণ্ডল গ্রামে ইহার জন্ম, পিতার নাম পরশুরাম পণ্ডিত, তিনি ঐ দেশস্থ রাজার পুরোহিত ছিলেন। রাজা ও রাজপুরোহিত উভয়েই পরম বৈষ্ণব ছিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্য বুঝিবার জন্য সে সময়ে বৈষ্ণবগণ স্ত্রীদিগকেও বিদ্যাশিক্ষা করাইতেন। করমেতিবাই শৈশবকালেই বিদ্যাবতী হইয়া উঠিয়াছিলেন, বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বৈষ্ণবধর্ম্মেও অধিকতর ভক্তি জন্মিয়াছিল। পণ্ডিত পরশুরাম যথাকালে তাঁহাকে সৎপাত্রে সম্প্রদান করিলেন। করমেতিবাইয়ের বিবাহ করিতে সম্পূর্ণ অনিচ্ছা থাকিলেও পিতার অনুরোধে তিনি বিবাহ করিলেন। কিন্তু স্বামীকে অবৈষ্ণব ও অত্যন্ত বিষয়ী দেখিয়া, তিনি স্বামী সহবাস বা গৃহস্থালী করিতে নিতান্ত অসম্মত হইলেন। তাঁহার সকল কার্য্যই সাধারণের বিস্ময়কর হইয়াছিল,—সর্ব্বদাই তিনি নির্জ্জনস্থানে থাকিয়া ইষ্টদেবের পাদপদ্ম চিন্তা করিতেন এবং পাগলিনীর ন্যায় কখন হাসিতেন, কখন কাঁদিতেন, কখন বা 'হা নাথ' বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিতেন।

কিছুকাল পরে পুনর্ব্বার তাঁহাকে স্বামীগৃহে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ যত্ন হইতে লাগিল। কৃষ্ণপ্রেমরসের আস্বাদ পাইয়া সংসারে তাঁহার বিষবৎ ঘৃণা জন্মিয়াছিল, সুতরাং তিনি স্বামীগৃহে যাওয়া নিতান্ত অনিষ্টকর জানিয়া সর্ব্বদাই রোদন করিতে লাগিলেন। অবশেষে কাহাকে কিছু না বলিয়া গোপনে বৃন্দাবন যাওয়া স্থির করিলেন। রাত্রিকালে করমেতিবাই নিজের গৃহ হইতে বাহিরে আসিলেন, বাটীর সকল দ্বারই বদ্ধ থাকায় বাহিরে আসিবার কোন পথ পাইলেন না, অবশেষে মনের আবেগে উপরতলা হইতে নীচে লাফাইয়া পড়িলেন। করমেতিবাই বড় বাটীর বাহির হইতেন না, কোথায় বৃন্দাবন, কোনদিকে পথ, কিছুই জানেন না, তথাপি তিনি কাঙ্গালিনীর ন্যায় একাকিনী ঊর্দ্ধশ্বাসে বৃন্দাবন উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

রাত্রি প্রভাত হইলে পরশুরাম পণ্ডিত গৃহে কন্যাকে না দেখিয়া নিতান্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং রাজার নিকটে গিয়া সমস্ত কথা প্রকাশ করিলেন। রাজা তাঁহাকে আশ্বাস বাক্য দিয়া চারিদিকে করমেতির অন্বেষণের জন্য লোক পাঠাইলেন।

করমেতিবাই একটি বৃহৎ প্রান্তর দিয়া যাইতে যাইতে পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন, দূরে তাঁহার অন্বেষণের জন্য লোক আসিতেছে। দেখিয়া নিতান্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন; ধূ ধূ প্রান্তর, কোথাও লুকাইবার উপযুক্ত স্থান খুঁজিয়া পাইলেন না, সম্মুখে কেবল একটি উষ্ট্রের মৃতদেহ পড়িয়া আছে, শৃগাল কুকুরে তাহার মাংসাদি প্রায় ভক্ষণ করিয়াছে। ভীষণ দুর্গন্ধ, নিকটে যাওয়াই দুঃসাধ্য। ভক্তিমতী করমেতি সেই উষ্ট্রদেহের উদর মধ্যে লুকাইলেন। উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হইল। অন্বেষণকারিগণ তাহার অন্য দিক্ দিয়া চলিয়া গেল। আবার কে কখন আসিয়া উপস্থিত হইবে, এই ভয়ে তিনি তিনদিন পর্য্যন্ত সেই উষ্ট্রের দেহ মধ্যেই অনাহারে কেবল কৃষ্ণচিন্তা করিয়া অতিবাহন করিলেন। তিন দিন

পরে তথা হইতে নির্গত হইয়া নদীতে স্নান করিয়া শরীর নির্ম্মল করিলেন। এইরূপে তিনি পথিমধ্যে বহুক্লেশ সহ্য করিয়া বৃন্দাবনে পৌছিলেন। পবিত্র বৃন্দাবন দর্শনে তাঁহার বহুদিনের সাধ পূর্ণ হইল, মন প্রাণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তখন তিনি ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে বন মধ্যে কৃষ্ণদর্শন অভিলাষে ধ্যানযোগে উপবিষ্ট হইলেন।

এদিকে পরশুরাম পণ্ডিত কন্তার বিরহে নিতান্ত শোকার্ত্ত হইয়া, দেশদেশান্তরে অন্বেষণ করিতে করিতে বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। তিনি বহু বন বহু স্থান অন্বেষণ করিয়াও কন্তার কোন সন্ধান পাইলেন না। অবশেষে একদিন একটি বিশাল বৃক্ষের উচ্চ শাখায় আরোহণ করিয়া চারিদিকে দেখিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে নিবিড় বনমধ্যে করমেতিকে উপবিষ্ট দেখিয়া অতি ব্যস্তে বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিলেন এবং সঙ্গীগণ সহ কন্তার নিকট উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, এখন আর তাঁহার সে কন্তা নাই, সংসারের মলিনতা এখন তাঁহার দেহ হইতে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, মুখশ্রীর কেমন এক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, সমুদায় শরীরেই তপঃপ্রভা প্রকাশ পাইতেছে এবং কেমন এক আশ্চর্য্য জ্যোতিতে তাঁহার মুখমণ্ডল পবিত্র হইয়া উঠিয়াছে। আরও দেখিলেন, তিনি বাহ্যজ্ঞানশূন্ত হইয়া ধ্যানে মগ্ন রহিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় হইতে দরদর ধারায় প্রেমাশ্রু বহিতেছে। কন্তার এই অবস্থা দেখিয়া পরশুরামের হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল; তিনি আর করমেতিকে কন্তাভাবে দেখিতে সাহস পাইলেন না। অবশেষে নিতান্ত আকুল হইয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিলেন।

বহুক্ষণ পরে করমেতিবাই চক্ষু উন্মীলন করিলেন, সম্মুখেই পিতাকে উপস্থিত দেখিয়া নীরবে প্রণাম করিয়া নীরবেই বসিয়া রহিলেন, যেন পরস্পর অপরিচিত। পণ্ডিত পরশুরাম তাঁহাকে অনেক বিনয় করিয়া ফিরিতে বলিলেন, এবং গৃহে বসিয়াই কৃষ্ণচিন্তা করিতে অনুরোধ করিলেন কিন্তু করমেতি তাহাতে কোনরূপেই স্বীকৃত না হইয়া, পিতাকে তাঁহার আশা ত্যাগ করিতে অনুরোধ করিলেন, এবং সর্ব্বদা কৃষ্ণপদসাধনে উপদেশ দিলেন। কৃষ্ণপদচিন্তা বিষয়ে উপদেশ দিবার কালে করমেতি প্রেমভরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং পুনর্ব্বার আপনা হইতেই যেন চেতনা-লাভ করিলেন।

পরশুরাম পণ্ডিত কন্তার এইরূপ অসাধারণ ভক্তিতে চমৎকৃত হইলেন। বারম্বার অনুরোধেও কন্তাকে ফিরাইতে না পারিয়া একাকীই রোদন করিতে করিতে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন এবং রাজার নিকট সমুদায় কীর্ত্তন করিলেন। রাজা বিশেষ ভগবৎ প্রেমিক ছিলেন, তিনি করমেতিকে দেখিবার জন্ত বৃন্দাবনে গমন করিলেন এবং তথায় করমেতির নিতান্ত অনিচ্ছাসত্বেও তাঁহাকে একটি কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। এখনও ঐ কুটীরের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে।

করমোদা (স্ত্রী) নদীবিশেষ। (বিষ্ণু, মার্ক, ব্রহ্মাণ্ডপু)

করম্ব (ত্রি) ক্রিয়তে কৃ-অম্বচ্ (কৃকদিকড়িকটিভ্যোঽম্বচ্। উণ্ ৪। ৮২) মিশ্রিত। ২। ভাবে অম্বচ্। মিশ্রণ, মিশান। (করম্বঃ কবরো মিশ্রঃ সম্পৃক্তঃ খচিতঃ সমাঃ। হেম ৬। ১০৫।)

করম্বক (ত্রি) করম্ব-স্বার্থে কন্। করম্ব।

করম্বিত (ত্রি) করম্বঃ মিশ্রণং জাতোঽস্য, করম্ব-ইতচ্। ১ মিশ্রিত। ২ খচিত। ("মধুকরনিকর করম্বিত কোকিল-কূজিত কুঞ্জ কুটীরে।" গীতগোবিন্দ)

করম্ভ (পুং) কেন জলেন রভ্যতে একত্রীক্রিয়তে ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ; ক-রভ-ঘঞ্ (অকর্ত্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াম্। পা ৩। ৩। ১৯। রভেরশব্ লিটোঃ। পা ৭। ১। ৬৩। মুম্) ১ দধিমিশ্রিত ছাতু। ২ উদমন্থ। ৩ ভাজা যবমাত্র। ৪ মিশ্রগন্ধ। ৫ প্রিয়ঙ্গু বৃক্ষ। ৬ শতাবরী, শটী বা শতমূলী।

করম্ভক (ক্লী) করম্ভ-স্বার্থে কন্। দধি মিশ্রিত ছাতু। ইহার অপর সংস্কৃত নাম কর্কসার। ("নির্জৈরঞ্জলিভিঃ প্রাদাৎ দ্বিজন্মভ্যঃ করম্ভকম্।" রাজতরঙ্গিণী ৫। ১৬।)

করম্ভা (স্ত্রী) কেন জলেন বায়ুনা রভ্যতে সিচ্যতে বিকীর্য্যতে বা, ক-রভ-ঘঞ্ (অকর্ত্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াম্। পা ৩। ৩। ১৯) টাপ্। ১ শতাবরী। ২ প্রিয়ঙ্গুবৃক্ষ। ৩ কলিঙ্গ দেশীয়া স্বনামখ্যাতা রমণী, পুরুবংশীয় অক্রোধন নৃপতি ইহার পাণিগ্রহণ করেন এবং তাঁহার গর্ভে দেবাতিথির জন্ম হয়। (ভারত আদি ৯৫। ২২)

করম্ভি (পুং) যদুবংশীয় রাজবিশেষ। ইহার পিতার নাম শকুনি এবং পুত্রের নাম দেবরাত। (ভাগবত ৯। ২৪। ৫)

করযোড় (দেশজ) উভয়হস্ত একত্র করা, বিনীতভাব, যোড়হস্ত। ("করযোড়ে কহেন রাজন।" গোবিন্দমঙ্গল।)

করর (আরব্য) অব্যক্ত শব্দবিশেষ।

কররা (আরব্য) কর্কশ, খড়্খড়ে।

কররুদ্ধ (ত্রি) করে কারাগারে হস্তেন বা রুদ্ধ। ১ কারাগারে আবদ্ধ। ২ হস্ত দ্বারা আবদ্ধ।

কররুহ (পুং) করাৎ রোহতি উৎপদ্যতে। কর-রুহ-ক (ইগুপধা। পা ৩। ১। ১৩৪) ১ নখ। ২ অঙ্গুলি। ৩ কৃপাণ।

করর্দ্ধি (স্ত্রী) করস্য ঋদ্ধিঃ। ১ করসম্পৎ। ২ (করেন ঋদ্ধির্যস্ত) করতালী।

করল (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। (Bucco Carula.)

করলা (দেশজ) কারবেল্ল, উচ্ছে। [উচ্ছে দেখ।]

করবার (পুং) করং বৃণোতি, বারয়তি আক্রমণকারিভ্যো বা কর-বৃ-অণ্। (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ১ কৃপাণ, খড়্গ। ২. কাণাড়া প্রদেশের একটি নগর। গোয়া হইতে ২২ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্ব্বে অবস্থিত। অক্ষা° ১৪° ৫০´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৪° ১১´ পূঃ।

১৬৬৩ খৃঃ অব্দে এখানে ইংরাজ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আপনাদিগের কুঠী স্থাপন করেন। টিপু সুলতানের সময়ে সে সকল নষ্ট হইয়া যায়। এখানকার অধিবাসীরা অধিকাংশই কোঙ্কন ভাষা ব্যবহার করেন, তবে বহুদিন বিজয়পুর রাজ্যের অধীন থাকায় মহারাষ্ট্রভাষারও প্রচলিত আছে।

করবারক (পুং) করং বারয়তি আচ্ছাদয়তি। কর-বৃ-ণ্বুল্ (ণ্বুল্ তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩) ১ হস্তাবরণকারী। ২ দেয় রাজস্ব বন্ধকারী।

করবিন্দস্বামী। আপস্তম্বশ্রৌতসূত্রের একজন ভাষ্যকার।

করবী (স্ত্রী) কস্য বায়োঃ রবো বিদ্যতে ইত্র গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। ১ হিঙ্গুপত্র, ইঙ্গুদীবৃক্ষ। করেণ বীয়তে ক্ষিপ্যতে কর-বী-ক্বিপ্ (অন্যেভ্যোহপি দৃশ্যতে। পা ৩।২।১৭৮) ২ কবরী, চুলের খোঁপা। ৩ স্বনামখ্যাত প্রসিদ্ধ পুষ্প। [করবীর দেখ।]

করবীক (স্ত্রী) করবী স্বার্থে কন্। করবী। [করবীর দেখ।]

করবীর (পুং) করং বীরয়তি, বীর বিক্রান্তৌ অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ১ কৃপাণ, খড়্গ। ২ দেশভেদ। ৩ শ্মশান। ৪ ব্রহ্মাবর্ত্ত। ৫ দৃশদ্বতীনদীতীরস্থ চন্দ্রশেখরনামক রাজপুরী। ৬ রাজপুরীবিশেষ। চেদিদেশের নিকটবর্ত্তী এবং গোমন্ত-পর্ব্বত হইতে ৩ দিবসের পথে অবস্থিত। কংসবধ শ্রবণে ক্রুদ্ধ জরাসন্ধ রাম ও কৃষ্ণের বিনাশ কামনায় মথুরাপুরী অবরোধ করিয়াছিলেন। জরাসন্ধ রাম ও কৃষ্ণের পরাক্রমে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলে, বৃদ্ধ চেদীশ্বরের অভিপ্রায়ানুসারে রাম ও কৃষ্ণ চেদি হইতে অনতিদূরবর্ত্তী করবীরপুর অভিমুখে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। রামকৃষ্ণের আগমনবার্ত্তা শুনিয়া উদ্ধত করবীরপতি শৃগাল তাঁহাদের গতিরোধ জন্য উপস্থিত হইলেন, কিন্তু ঘোরতর যুদ্ধে শৃগাল হত হইলেন। (হরিবংশ ৯৯।১০১ অঃ।) মহাভারতের সময় হইতে একটি তীর্থস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ।

স্কন্দপুরাণীয় সহ্যাদ্রিখণ্ডে লিখিত আছে,—

"যোজনং দশ হে পুত্র কারাষ্ট্রো দেশদুর্দ্দমঃ ॥ ২৪
তন্মধ্যে পঞ্চ ক্রোশঞ্চ কাশ্যাদ্যাধিকং ভুবি।
ক্ষেত্রং বৈ করবীরাখ্যং ক্ষেত্রং লক্ষ্মীবিনির্ম্মিতম্ ॥ ২৫
তৎ ক্ষেত্রং হি মহৎ পুণ্যং দর্শনাৎ পাপনাশনম্।
তৎক্ষেত্রে ঋষয়ঃ সর্ব্বে ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ॥ ২৬
তেষাং দর্শনমাত্রেন সর্ব্বপাপক্ষয়ো ভবেৎ।
তৎক্ষেত্রং কেবলং পীঠং মহালক্ষ্ম্যাশ্চ ভক্ততঃ ॥" ২৭

উত্তরার্দ্ধে ২ অঃ।

হে পুত্র! দশযোজন বিস্তৃত দুর্দ্দম কারাষ্ট্রদেশ, তাহারই মধ্যে কাশী প্রভৃতির অধিক পুণ্যস্থান লক্ষ্মীবিনির্ম্মিত করবীরক্ষেত্র। সেই ক্ষেত্র দর্শন করিলে মহাপুণ্য লাভ হয় এবং পাপক্ষয় হয়; বেদপারগ ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণ সেই ক্ষেত্রে বাস করেন, তাঁহাদিগের দর্শনমাত্রে সকল পাপ বিদূরিত হয়। সেই ক্ষেত্রই কেবল মহালক্ষ্মীর পীঠ বলিয়া কথিত।

কারাষ্ট্রদেশের বর্ত্তমান নাম করাঢ়। এতএব করবীর এই করাঢ়ের অন্তর্গত। [করাঢ় দেখ।]

৯ পুষ্পবৃক্ষবিশেষ। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—প্রতিহাস, শতপ্রাস, চণ্ডাত, হয়মারক, প্রতীহাস, অশ্বঘ্ন, হয়ারি, অশ্বমারক, শীতকুম্ভ, তুরঙ্গারি, অশ্বহা, বীর, হয়মার, হয়ঘ্ন, শতকুন্দ, অশ্বরোধক, বীরক, কুন্দ, শকুন্দ, শ্বেতপুষ্পক, অশ্বান্তক, নখরাহ্ব, অশ্বনাশন, স্থলকুমুদ, দিব্যপুষ্প, হরিপ্রিয়, গৌরীপুষ্প ও সিদ্ধপুষ্প।

করবীর দুই প্রকার শ্বেতকরবী ও রক্তকরবী। শ্বেত করবীর পর্য্যায়—শ্বেতপুষ্প, শতকুম্ভ, অশ্বমার। লাল করবীর পর্য্যায়—রক্তপুষ্প, চণ্ডাত, লগুড়।

হিন্দীভাষায় ও দাক্ষিণাত্যে কণের, তামিলে অলারি, তৈলঙ্গে গেন্নেরু, আরব্য ও পারসীতে দিফ্লি, ইংরাজীতে Oleander কহে। ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Nerium Odorum.

উভয় প্রকার করবীরলতাই ভারতবর্ষের নানাস্থানে জন্মে। কোন গাছে কেবল লাল অথবা কেবল সাদা, আবার কোন কোন গাছে শ্বেতরক্ত মিশ্রিত ফুল জন্মে, শেষোক্ত করবীরকে অনেকে পদ্মকরবী বলিয়া থাকে। বৈদ্যকশাস্ত্র-মতে উভয় প্রকার করবীর গুণ—তিক্ত, কষায়, কটু, উষ্ণ বীর্য্য। ব্রণ, চক্ষুরোগ, কুষ্ঠ, ক্ষত, ক্রিমি ও কণ্ডু প্রভৃতি রোগে ইহার মূল ব্যবহার করা যায়। ইহার মূল বিষাক্ত, আভ্যান্তরিক প্রয়োগে বিষবৎ কার্য্য করে। (চক্রদত্ত, ভাবপ্রকাশ, শার্ঙ্গধর)। হাকিমীগ্রন্থে ইহা খুন্-উল্ হিমর ও খর্জহরা নামে অভিহিত; ইহা প্রদাহ ও স্ফোটক নিবারক।

ইহা বাহ্য প্রয়োগ করিতে হয়, আভ্যন্তরিক প্রয়োগে কি মনুষ্য কি জীবজন্তু সকলেরই মৃত্যু হয়।

মীর মুহম্মদ হোসেন নামক মুসলমান হাকিম বলেন, ইহার মূল অপর সকলস্থলে বিষময় হইলেও, সর্পে কামড়াইলে ইহা বিষনিবারক হইয়া থাকে। পোকা মাকড় মারিতে হইলে ইহার মূল প্রয়োগ করা যায়।

স্ত্রীলোকেরা অনেক সময়ে ঐ মূল খাইয়া আত্মহত্যা করে। এজন্য দক্ষিণদেশে স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে বিবাদ উপস্থিত হইলে 'কণের' কাছে যাও, এইরূপ বলিয়া গালাগালি দেয়।

ডাক্তার ডাইমক্ বলেন, করবীমূলে তীব্র হৃদ্‌বিষ আছে। ইহার '০০০১৬ গ্রেণ মাত্র একটা ভেককে খাওয়াইয়া দেখা গিয়াছে যে, ১৪ মিনিট পরে হৃদ্‌গতি নিস্তব্ধ হয়। সেই সঙ্গে হৃদ্‌গতি ও ঘর্ম্মরোধ হইয়া যায়।

করবীফুল হিন্দুদেবতার অতি প্রিয় দ্রব্য। ইহার পাতা ও বল্কল শুকাইয়া বাটিয়া প্রয়োগ করিলে সর্ব্বপ্রকার চর্ম্ম-রোগে উপকার দর্শে।

করবীরক (পুং) করবীরবৎ কায়তি প্রকাশতে কৈ-ক (আতোঽনুপসর্গে ক। পা ৩। ২। ৩।) বা করং বীরয়তি বীরবিক্রান্তৌ ণ্বুল্ (ণ্বুল্ তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩) ১ অর্জ্জুনবৃক্ষ। ২ স্বার্থে কন্। করবীর। ৩ খড়্গ। ৪ করবীর মূলরূপ বিষ।

করবীরকন্দসংজ্ঞ (পুং) করবীর কন্দ ইতি সংজ্ঞা যস্য। তৈলকন্দ।

করবীরতৈল [করবীরাদ্য দেখ।]

করবীরপুর (ক্লী) [করবীর দেখ।]

করবীরভুজা (স্ত্রী) করবীরভুজঃ শাখা ইব ভুজঃ শাখা যস্যাঃ বহুব্রী। আঢ়কীবৃক্ষ, অরহর।

করবীরভূষা (স্ত্রী) করবীরস্য ভূষেব ভূষা অস্যাঃ। আঢ়কী, অরহর।

করবীরাদ্যতৈল (ক্লী) করবীরং আদ্যং প্রধানং যত্র বহুব্রী। কুষ্ঠরোগাধিকারের বৈদ্যকোক্ত তৈলবিশেষ। শ্বেতকরবীর মূলের রস, গোমূত্র, চিতা ও বিড়ঙ্গ এই সকল দ্রব্যের সহিত যথাবিধি তৈল পাক করিয়া কুষ্ঠরোগে প্রয়োগ করিবে।

শ্বেতকরবীর মূল ও বিষ (মিঠা) সমভাগে কল্ক করিয়া গোমূত্রের সহিত তৈল পাক করিবে। ইহা সেবনে চর্ম্মদল, সিধ্ম, পামা, বিস্ফোট ও কিটিম প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। ইহার নাম শ্বেতকরবীরাদ্যতৈল।

করবীরী (স্ত্রী) কিরতি বিক্ষিপতি দানবরাক্ষসাদীন্ কৄ-অচ্ (নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ। পা ১।১৩৪) করঃ বীরঃ পুত্রোঽস্যাঃ। ১ অদিতি। কং সুখং রাতি দদাতি কং-রা-ক (আতোঽনুপসর্গে। পা। ৩। ২। ৩) করঃ সুখজনকঃ বীরঃ পুত্রো যস্যাঃ। ২ পুত্রবতী। ৩ শ্রেষ্ঠগবী। (করবীর্য্য-মিতি শ্রেষ্ঠগবী পুত্রবতীষু চ। মেদিনী।)

করবীর্য্য (পুং) করবীরপুরে ভবঃ, করবীর বৎ। ১ ধন্বন্তরির প্রতি আয়ুর্ব্বেদপ্রশ্নকর্ত্তা ঋষিবিশেষ। ২ (করস্য বীর্য্যং) বাহুবল।

করশাখা (স্ত্রী) করস্য শাখা ইব। অঙ্গুলি। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—অগ্রুব, অধ্বা, ক্ষিপ, ত্রিশ, শর্য্যা রশনা, ধীতি, অথর্য্য, বিপ, কক্ষ্যা, অবনি, হরিৎ, স্বসার, জামি, সনাভি, যোক্ত্র, যোজন, ধুর, শাখা, অভীশু, দীধিতি ও গভস্তি। (বেদনিঘণ্টু ২ অঃ।)

করশীকর (পুং) করাৎ করিশুণ্ডাৎ নিঃসৃতঃ শীকরঃ, করস্য শীকরো বা। হস্তির শুণ্ডনিক্ষিপ্ত জলকণা। ইহার অপর সংস্কৃত নাম বমথু।

"উদাত্তমস্মিং শময়াম্বভূবু গর্জা বিবিধাঃ করশীকরেণ।" রঘু।

করশুদ্ধি (স্ত্রী) করস্য শুদ্ধিঃ (৬তৎ) 'ফড়্' এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গন্ধপুষ্প দ্বারা হস্তশোধন। ("আদাবৃষ্যাদিক-ন্যাসঃ করশুদ্ধিস্ততঃ পরম্" তন্ত্রসার।) পূজাদি কার্য্যে ঋষ্যা-দিন্যাসের পরেই করশুদ্ধি করিতে হয়।

করশূক (পু) করস্য করে বা শূকঃ সূক্ষ্মাগ্রঃ সূচ্যাগ্র ইব বা। নখ।

করশোথ (পুং) করগতঃ শোথঃ মধ্যলো°। হস্তের শোথ (ফুলন)। [শোথ দেখ।]

করস্ (ক্লী) ক্রিয়তে যৎ কৃ-অসুন্। কর্ম্ম। ("প্রতে পূর্ব্বাণি করণানি বিপ্রা বিদ্বা আহ বিদুষে করাংসি" ঋক্ ৪।১৯ ২০।)

করসাদ (পুং) সদনং সাদঃ সদ-ভাবে ঘঞ্ করস্য সাদঃ অবসন্নতা। হস্ত অবশ হওয়া।

করসূত্র (ক্লী) করে স্থিতং সূত্রং ৭তৎ। ১ হস্তের সূক্ষ্ম সূত্র। ২ বিবাহকালীন মঙ্গলার্থ হস্তে ধৃত সূত্র।

করস্থালী [ন্] (পুং) করঃ স্থালীব অস্য। মহাদেব। যেরূপ স্থালিতে (হাঁড়ি) পাক করিয়া থাকে, মহাদেবও সেইরূপ মহাকালরূপে প্রলয়কালে হস্তরূপ স্থালীতে সমুদায় ভূতের পাক করিয়া থাকেন।

"জলজালঃ করস্থালী ঊর্দ্ধসংহননো মহান্।"

ভারত অনু ১৭ অঃ।

করস্ন (পুং) করণং করঃ কৃ-অপ্ করং স্নাতি করোতি ধাতু-নামনেকার্থত্বাৎ স্না-ক (আতোঽনুপসর্গে ক। পা ৩। ২। ৩) কর্ম্মকর বাহু। ("ন্বেবস্থপ্রা করস্না দধিষে বপুংষি" ঋক্ ৩। ১৮। ৫।) বাহু। (বেদনিঘণ্টু ২। ৮)

করস্বন (পুং) করস্ত স্বনঃ ৬তৎ। হস্তধ্বনি।
করহংসা (স্ত্রী) সপ্তাক্ষরা ছন্দোবিশেষ।
করহাট (পুং) করেণ বিকিরণৈন হাট্যতে দীপ্যতে হট-ণিচ্-অণ্। (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) ১ পদ্মাদির মূল। ২ করং হাটয়তি হট-ণিচ্-অণ্ কর্ম্মণি। মদনবৃক্ষ। ৩ দেশবিশেষ।
করহাটক (পুং) করহাট ইব স্বার্থে কন্ অথবা করং হটয়তি কর-হট-ণিচ্-ণ্বুল্ (ণ্বুল্তৃচৌ। পা ৩। ১।১৩৩) ১ মদন বৃক্ষ। ("করহাটকার্জুনককুভেত্যাদি" সুশ্রুত।) ২ করস্ত হাটকং (ক্লী) স্বর্ণের হস্তালঙ্কার। ৩ জনপদবিশেষ। (সভাপর্ব্ব)। ইহার বর্ত্তমান নাম করাড়। [করাড় দেখ।]
করাঘাত (পুং) করেণ আঘাতঃ ৩তৎ। হস্তাঘাত, কিল, চাপড়, ঘুসি প্রভৃতি।
করাঙ্গণ (ক্লী) করস্ত আসনং ৬তৎ। রাজস্ব আদায়ের স্থান।
করাঙ্গুলি (পুং) করস্ত অঙ্গুলি ৬তৎ। হস্তাঙ্গুলি, হাতের আঙ্গুল।
করা (দেশজ) ১ কড়া, শক্ত। ২ ক্রোধী। ৩ ক্রিয়াপদ।
করাগার (পুং) করস্ত আগারঃ। রাজস্ব আয়ের গৃহ।
করাচি। ভারতের সর্ব্বপশ্চিম প্রদেশস্থ সিন্ধুদেশের একটি জেলার নাম করাচি। এই জেলার উত্তরে শীকারপুর জেলা, পূর্ব্বে হায়দরাবাদ জেলা ও সিন্ধুনদ, পশ্চিমে সাগর ও বেলুচিস্থান, দক্ষিণে কোরিনদী এবং সাগর। করাচিজেলা ও বেলুচিস্থানের মধ্যে হাবনদী বহুদূর পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ এবং বেলুচিস্থানের মধ্যে সীমাস্বরূপে প্রবাহিত। উত্তরদক্ষিণে এই জেলার দৈর্ঘ্য প্রায় ২০০ মাইল এবং পূর্ব্বপশ্চিমে বিস্তৃতি প্রায় ১১০ মাইল, পরিমাণফল ১৪১১৫ বর্গমাইল। এই জেলার সদরথানার নাম করাচি। সিন্ধুনদের মোহানা হইতে বেলুচিস্থানের পূর্ব্বসীমা পর্য্যন্ত এই জেলার ভূমিভাগ সকল স্থলে সমান উচ্চ নহে। জেলার পশ্চিমাংশে কোহিস্থান নামক উপবিভাগের মধ্যে কতকটা পার্ব্বত্যপ্রদেশ আছে। বেলুচিস্থানের পূর্ব্বাংশস্থিত হালা পর্ব্বত হইতে কতকগুলি পর্ব্বতশিখর বহির্গত হইয়াছে। এই সকল পার্ব্বত্যপ্রদেশের মধ্যে মধ্যে উর্ব্বরউপত্যকা আছে। ভূমিভাগ সাধারণতঃ দক্ষিণপূর্ব্বমুখে নাবাল। উপকূলভাগে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাগরশাখা প্রবেশ করিয়াছে। দেশের অভ্যন্তরে নদীতীরে বাবলা-বন যথেষ্ট। সিন্ধুনদই এখানকার প্রধান নদী। কিন্তু হাবনদী হইতেই এ জেলার অধিকাংশ স্থলে জল পাইয়া থাকে। এ জেলায় সিন্ধুনদ প্রায় ১২৫ মাইল বিস্তৃত। ইহার দক্ষিণাংশেই সিন্ধু বহু শাখায় বিভক্ত হইয়া সাগরে পড়িয়াছে। এই সকল শাখা বড়ই পরিবর্ত্তনশীল, বর্ত্তমান ঊনবিংশ শতাব্দির প্রারম্ভে সীতা এবং বাঘিয়ার নামক শাখা দুইটি বেশ বিস্তৃত ছিল, এমন কি উহাদের মধ্যে স্বচ্ছন্দে জাহাজাদি যাতায়াত করিতে পারিত, কিন্তু ১৮৩৭ সাল হইতে বাঘিয়ার নদীর জল ভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে, আর পুরাতন সীতা ক্রমশঃ ভরিয়া গিয়াছে। বাগনা নামক একটী শাখার তীরে করাচি জেলার প্রাচীন বন্দর "শাহবন্দর" অবস্থিত ছিল। বহুদিন পর্য্যন্ত এই বন্দর কলহরা রাজবংশের নৌবন্দর ছিল। তৎপরে এখানে যুদ্ধজাহাজাদিও থাকিত, কিন্তু এখন এস্থান হইতে নদী প্রায় ১০ মাইল সরিয়া গিয়াছে। এখন "হজামরো" নামক শাখাই সিন্ধুর প্রধান মুখ বলিয়া গণ্য হইয়াছে। ১৮৪৫ সালেও এই শাখাটি অতি ক্ষুদ্র ছিল, শাল্তি ভিন্ন ক্ষুদ্রনৌকা অতিকষ্টে গতায়াত করিত। এই জেলার মধ্যে সেওয়ান উপবিভাগে "মঞ্চর" নামে একটি বৃহৎ হ্রদ আছে। এত বড় হ্রদ সিন্ধুদেশের মধ্যে আর নাই। করাচিনগরের ৭।৮ মাইল উত্তরে পার্ব্বত্যপ্রদেশে "পির-মাংঘো" নামক স্থানে কতকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। এই স্থানের প্রাকৃতিক শোভা নাকি অতি সুন্দর। ভ্রমণকারীরা প্রায়ই এই স্থানের শোভা দেখিবার জন্ত আসিয়া থাকে। এই স্থানের নিকটই একটী "জলা" আছে। এই জলায় অসংখ্য কুম্ভীর বাস করে। আরণ্য জন্তুর মধ্যে চিতাবাঘ, হায়েনা, নেকড়েবাঘ, শৃগাল, উষ্ট্রামুখী, ভল্লুক, হরিণ ও বন্যমেষ প্রধান। পক্ষীর মধ্যে শকুনির সংখ্যা যথেষ্ট। কোহিস্থানে নানা জাতীয় সরীসৃপ দেখা যায়।

করাচি জেলার মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তৎপরে হিন্দু ও তৎপরে অন্যান্য জাতি। হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ, রাজপুত ও লোহানার সংখ্যাই অধিক। অন্যান্য জাতির মধ্যে জৈন, পারসী, য়িহুদী ও বৌদ্ধ আছে। এই সুদূর পশ্চিমে ১৬ জন ব্রাহ্মও আছে। এই জেলা করাচি, সেওয়ান, জিরক ও শাহবন্দর নামে ৪টি উপবিভাগে বিভক্ত।

এই জেলায় করাচি, কোটরি, সেওয়ান, বুবক, জুন, ঠাঠা, কেতি বন্দর, মঞ্জন্দ ও মীরপুর বতোরো নামক কয়েকটী নগর প্রধান। করাচির বন্দর ৩টী—করাচি, কেতি ও শিরগণ্ড (শ্রীগণ্ড)।

এখানকার লোকে বলে যে ঠাঠা নগর হইতে গ্রীকসম্রাট্ আলেকজাণ্ডারের সেনাপতি নিয়ারকস্ পারস্ত সাগরোদ্দেশে গমন করেন। সেওয়ান নগরে এক অতি প্রাচীন দুর্গের ভগ্নাবশেষ আছে; অনেকে বলে, এ দুর্গটীও আলেকজাণ্ডারের নির্ম্মিত। করাচিজেলায় অতি অল্পস্থানেই আবাদ হইয়া

থাকে। বৃষ্টি, কূপ ও নির্ঝরের জলের উপরেই এখানকার কৃষি চলিয়া থাকে। মালিরক্ষেত্রে জোয়ার, বাজরা, যব ও ইক্ষু জন্মে। জিবক ও শাহবন্দরের নিকটবর্ত্তীস্থানে চাউল, গম, ইক্ষু, ভুট্টা, তুলা ও তামাকু জন্মে। কোহিস্থানের পার্ব্বত্যক্ষেত্রে কোনরূপ শস্যাদি জন্মে না। এখানকার লোকেরা প্রায়ই তৃণাহারী পশুমাংসেই জীবন ধারণ করে। এই জেলায় তিনবার খন্দ হয়, যে খন্দ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ়মাসে উপ্ত ও কার্ত্তিক অগ্রহায়ণে পরিপক্ক হয় তাহাকে "খরিফ" খন্দ বলে, যে খন্দ কার্ত্তিক অগ্রহায়ণে উপ্ত এবং বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে পরিপক্ক হয় তাহাকে "রবি" খন্দ, ফাল্গুন চৈত্রে উপ্ত ও আষাঢ় শ্রাবণে পরিপক্ক হয়, তাহাকে "আধাওয়া" খন্দ বলে। করাচিজেলার প্রধান পণ্যদ্রব্য—তুলা, গম ও পশুলোম।

শাহবন্দরের নিকট শ্রীগণ্ড খাঁড়িতে যথেষ্ট লবণ জন্মে। কাপ্তেন বার্ক ১৮৪৭ সালে এখানকার লবণস্তর পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছিলেন, যে এই লবণ লইয়া ক্রমাগত ৪০০ শত বৎসরকাল সমস্ত পৃথিবীর লবণের খরচ কুলাইতে পারা যায়। এখানে লবণশুল্কের পরিমাণ দ্বিগুণ বলিয়া কেহই এই লবণ উঠাইয়া ব্যবসায় করিতে পারে না। সমুদ্রে মৎস্য ধরিবার ব্যবসাও আছে। মুহানা নামে মুসলমান জাতি এই ব্যবসা করিয়া থাকে। ঠাঠানগরী লুঙ্গিনামক পীতবস্ত্রের জন্ত এবং বুবকনগর কার্পেটের জন্ত বিখ্যাত।

করাচিজেলার অধিকাংশ সহর সিন্ধুর ইতিহাসের সহিত বিশেষ সংশ্লিষ্ট। [বিশেষ বিবরণ "সিন্ধু" শব্দে দ্রষ্টব্য।]

করাচিসহরে সিন্ধুপ্রদেশের সেনাবাস স্থাপিত আছে। এই সহরের ঠিক দক্ষিণে করাচি উপসাগর। এই উপসাগরের এক পার্শ্বে মানোরা অন্তরীপ। মানোরা অন্তরীপ ও ক্লিফ্‌টন্ নামক স্বাস্থ্যনিবাসের মধ্যে করাচি উপসাগরের বিস্তার প্রায় ৩½ মাইল কিন্তু প্রবেশের মুখে "ঝিমুক পাহাড়" নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বত্যদ্বীপে এবং "কিয়ামারি" নামক দ্বীপে প্রায় বন্ধ। মানোরা অন্তরীপে একটি আলোকস্তম্ভ আছে। এই আলোকস্তম্ভের পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র দুর্গও আছে।

করাচি নামের কারণ।—১৭২৫ খৃষ্টাব্দে যেখানে হাব নদী সাগরে মিলিতেছে, সেখানে খড়কনামে একটি সহর ছিল। খড়কে তখন ব্যবসায় বাণিজ্য বেশ বিস্তৃত ছিল। ক্রমশঃ কালে খড়কবন্দরে প্রবেশের পথ বালিতে বন্ধ হইয়া গেলে, আরও একটু দক্ষিণে, যেখানে এখন বর্ত্তমান করাচি সহর বর্ত্তমান, সেইখানে "কলাচিকুন" নামে এক ক্ষুদ্র নগর ছিল। এই স্থান হইতে করাচির চারিদিকে ব্যবসায় বাণিজ্যের আমদানি রপ্তানি বাড়িতে থাকে। ক্রমশঃ এখানে দুর্গ নির্ম্মিত হয় ও মস্কটনগর হইতে তোপ আনিয়া ঐ দুর্গ সুরক্ষিত করা হয়। শেষে "শাহবন্দরের" বন্দরটি একেবারে মরিয়া গেলে এই স্থান সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। উক্ত "কলাচি" নাম হইতেই "করাচি" নাম হইয়াছে বলিয়া সকলের বিশ্বাস।

করাট (ত্রি) করার বিক্ষেপায় অটতি অট-অচ্। চাপড়।

করাটিয়া (দেশজ) পক্ষিবিশেষ।

করাণী (দেশজ) কেরাণী, লেখক।

করাত (দেশজ) করপত্র শব্দের অপভ্রংশ। কাঠ চিরিবার অস্ত্রবিশেষ।

করাতী (দেশজ) করাত ব্যবসায়ী, যাহারা করাতের দ্বারা কাঠ চিরে।

করাতগ্রাম। কাশীজেলাস্থ গ্রামবিশেষ (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ৫৪।৫৩।)

করাড়। ১ বোম্বাই প্রদেশের সাতারাজেলার অন্তর্গত একটি বিভাগ। ইহার ভূমি পরিমাণ ৩৯৫ বর্গমাইল। মহাভারতে এই স্থান 'করহাটক' নামে সপ্তবতী নগরীর সহিত উক্ত হইয়াছে। যথা—

"নগরীং সঞ্জয়ন্তীঞ্চ পাষণ্ডং করহাটকম্।
দূতৈরেব বশে চক্রে করঞ্চৈনানদাপয়ৎ॥" ভারত সভা ৩১।৭০

দাক্ষিণাত্যের বনবাসী প্রভৃতি কোন কোন স্থানের প্রাচীন শিলাফলকেও করাড়ের প্রাচীন নাম করহাটক দৃষ্ট হয়।

স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রিখণ্ডে এই ভূভাগ 'কারাষ্ট্র' নামে উক্ত হইয়াছে। সহ্যাদ্রিখণ্ডমতে কারাষ্ট্র কোয়না সঙ্গমের দক্ষিণে এবং বেদবতী নদীর উত্তর পর্য্যন্ত সর্ব্বশুদ্ধ ১০ যোজন বিস্তৃত।

"বেদবত্যাশ্চোত্তরে তু কোয়নাসঙ্গদক্ষিণে।
কারাষ্ট্র নাম দেশশ্চ দুষ্টদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥" উত্তরার্দ্ধে ২।৩।

এখানে লক্ষাধিক হিন্দুর বাস, তন্মধ্যে করাড় ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক। [করাড়ব্রাহ্মণ দেখ।]

২ করাড় বিভাগের প্রধান নগর। কৃষ্ণা ও কোয়নানদীর সঙ্গমস্থানে অবস্থিত। অক্ষা° ১৭°৬৭´ উঃ, দ্রাঘি ৭৪°১৩´ ৩০´´ পূঃ। এখানকার লোকসংখ্যা ১০৭৭৮। তন্মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই নয়হাজার। এখানে সবজজের আদালত, ডাকঘর, ঔষধালয় প্রভৃতি আছে।

করাড়ব্রাহ্মণ (কারাষ্ট্রব্রাহ্মণ) মহারাষ্ট্রব্রাহ্মণ জাতিবিশেষ। আপনাদিগের জন্মভূমির নামানুসারে ইহাদিগের নামও করাড় হইয়াছে। স্কন্দপুরাণীয় সহ্যাদ্রিখণ্ডে ইহারা অতি নিন্দিত ও দুষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। যথা—

"কারাষ্ট্রো নাম দেশশ্চ দুষ্টদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥ ত

সর্ব্বে লোকাস্চ কঠিনা দুর্জ্জনাঃ পাপকর্ম্মিণঃ।
তদ্দেশজাশ্চ বিপ্রাস্ত কারাষ্ট্রা ইতি নামতঃ॥ ৪
পাপকর্ম্মরতা নষ্টা ব্যভিচারসমুদ্ভবাঃ।
খরস্ত হ্যস্থিযোগেন রেতঃ ক্ষিপ্তং বিভাবকম্॥ ৫
তেন তেষাং সমুৎপত্তির্জাতা বৈ পাপকর্ম্মিণাম্।
তদ্দেশে মাতৃকাদেবী মহাদুষ্টা কুরূপিণী॥ ৬
তস্যাঃ পূজা বদান্তে চ ব্রাহ্মণো দীয়তে বলিঃ।
তে পংক্তিগোত্রজা নষ্টা ব্রহ্মহত্যাং করোতি চ॥ ৭
ন কৃতা যেন সা হত্যা কুলং তস্য ক্ষয়ং ব্রজেৎ।
এবং পুরা তয়া দেব্যা বরো দত্তো দ্বিজান্ কিল॥ ৮
তেষাং সংসর্গমাত্রেণ সচৈলং স্নানমাচরেৎ।
তেষাং দেশান্তরে বায়ুর্ন গ্রাহো যোজনত্রয়ম্॥ ৯
কেবলং বিষমাপ্নোতি পাতকং হ্যতিদুস্তরম্।"

সহ্যাদ্রিখণ্ড ২।২। অঃ।

ইহারা সকলেই শাক্ত। শুনা যায়, পূর্ব্বে ইহাদের মধ্যে এক প্রথা ছিল যে, প্রতিবর্ষে দেবী শক্তির সমক্ষে একটি করিয়া ব্রাহ্মণশিশু বলি দিতে হইত। ১৮১৮ খৃঃ অব্দের পর হইতে এই প্রথা এককালে উঠিয়া গিয়াছে। ইহাদের আচার ব্যবহার অনেকটা অপর মহারাষ্ট্রদিগের ন্যায়। সুপ্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রকবি মোরোপন্থ এই করাড়শ্রেণী-ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে ভিন্ন গোত্র ও অনেক ঘর দৃষ্ট হয়। যথা—

গোত্র	ঘর
কাশ্যপগোত্র	৭২
অত্রিগোত্র	৭৫
ভরদ্বাজগোত্র	৭৭
জমদগ্নিগোত্র	৭৫
বশিষ্ঠগোত্র	৮০
কৌশিকগোত্র	৪৭
নৈধ্রুবগোত্র	২৪
গৌতমগোত্র	১৫
গার্গ্যগোত্র	১৬
মুদ্গলগোত্র	৮
বিশ্বামিত্রগোত্র	১
বাদরায়ণগোত্র	১
কৌণ্ডিন্যগোত্র	১
উপমন্যুগোত্র	১
আঙ্গিরসগোত্র	১
লোহিতাক্ষগোত্র	১
বৈণ্যগোত্র	৬
শাণ্ডিল্যগোত্র	৬
কুলশগোত্র	৩
বাৎস্যগোত্র	২
ভার্গবগোত্র	২
পার্থিবগোত্র	২

[মহারাষ্ট্র দেখ।]

করামর্দ্দ (পুং) করং আ সমাক্ মৃদ্নাতি কর-আ-মৃদ-অণ্ (কর্ম্মণ্যণ্। পা ৩।২।১) করমর্দ্দবৃক্ষ, করমচা গাছ।

করাম্বুক (পুং) কীর্য্যতে বিক্ষিপ্যতে কৃ-কর্ম্মণি অপ্। করং অম্বু যস্মাৎ কপ্। কৃষ্ণপাকফলবৃক্ষ, করমচা।

করাম্লক (পুং) কীর্য্যতে ইতি করং কীর্য্যমানং অম্লং যস্মাৎ অম্ল-কপ্। করমর্দ্দকবৃক্ষ।

করায়িকা (স্ত্রী) করাবিব আচরতি উড্ডয়নকালে করযুগ্ম-মানত্বাৎ। কর-ক্যঙ্ (উপমানাদাচারে। পা ৩।১।১০) ততো ণ্বুল্ (ণ্বুল্ তৃচৌ।৩।১।১২৩) টাপ্। ১ বলাকাপক্ষী, ক্ষুদ্র বক। ২ কুটপুরী।

করার (আরব্য) অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি।

করারবীর। কাশীর বায়ুকোণে চারিযোজন দূরে অবস্থিত মদনপুরের নিকটস্থ একটি গ্রাম। এখানে প্রাচীন দুর্গ ও পীরস্থান আছে। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ৫০।২১৩)

করারি (দেশজ) ১ যে ব্যক্তি করার করিয়াছে। ২ যদ্বিষয়ে করার আছে। ৩ উপাসকসম্প্রদায়বিশেষ। ইহারা কালী, চামুণ্ডা প্রভৃতি দেবীর ভয়ঙ্করী মূর্ত্তির উপাসক; ভারতের নানাস্থানে কোন কোন লোক শলাকাদি দ্বারা আপন মাংস বিদ্ধ করিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, অনেকে তাহাদিগকেই করারি বলেন।

করারোট (পুং) করে আরোটতে ভাতি, কর-আ-রুট-অচ্ (নন্দিগ্রহিপচাদিভ্যো ল্যুণিন্যচঃ। পা ৩।১।১৩৪) অঙ্গুরীয়ক।

করাল (ক্লী) করায় চক্ষুরোগাদিবিক্ষেপায় অলতি শক্নোতি কর-অল-অচ্। ১ কৃষ্ণকুঠেরক, কালতুলসী। ২ ঘৃতাদিভ্রষ্ট বেশবার, চপ্। (পুং) করং আলাতি গৃহ্লাতি অথবা করায় ভয়প্রদর্শনায় অলতি পর্য্যাপ্নোতি কর-আ-লা-ক। ৩ সর্জ্জরসযুক্ত তৈল, গর্জ্জনতৈল। ৪ তুঙ্গ, উচ্চ। ৫ (ত্রি) দন্তুর, উন্নতদন্ত, দৈন্তো। ৬ (ত্রি) ভয়ানক ("সন্ধা বৃহন্তা বৃহকঃ করালশ্চ মহামনাঃ।" ভারত ১। ১২৩। ৫৪।) ৭ দন্তরোগভেদ। কুপিত বায়ু দন্ত আশ্রিত করিয়া ক্রমে ক্রমে দন্ত সকল বিকৃত ও ভয়ানক ভাবে উন্নত করিয়া তোলে, ইহাকে করাল রোগ বলে, ইহা অসাধ্য। (মাধবনিদান।)

৮ কস্তূর মৃগ। ৯ দৈত্যবিশেষ। ১০ গন্ধর্ব্ববিশেষ। ১১ মৎস্যবিশেষ।

করালক (পুং) করাল এব স্বার্থে-কন্ করালবৎ কায়তি বা। ১ কৃষ্ণতুলসী। ২ করালশব্দবাচক।

করালকেশর (পুং) করালঃ কেশরো যস্য। সিংহ।

করালত্রিপুটা (স্ত্রী) করালানি ত্রীণি পুটানি যস্যাঃ। লঙ্কা-ধান্য, ত্রিকাণ্ডিকা (রাজনি)

করালদংষ্ট্রা (স্ত্রী) করালাঃ দংষ্ট্রা যস্যাঃ। ১ কালী। ২ ভয়া-নকদন্তবিশিষ্টা স্ত্রী।

করালভৈরব (ক্লী) তন্ত্রবিশেষ।

করাললোচন (ত্রি) করালে লোচনে যস্য। ভয়ানক চক্ষুবিশিষ্ট।

করালবদনা (স্ত্রী) করালং বদনং যস্যাঃ। ১ কালী। ২ ভয়-ঙ্করমুখী স্ত্রী।

করালম্ব (ত্রি) করং আলম্বতে শরণার্থং গৃহ্নাতি লম্ব-অচ্। করগ্রহণকারী।

করালম্বন (ক্লি) করেণ করস্য বা আলম্বনং। ১ হস্ত দ্বারা গ্রহণ। ২ হস্তগ্রহণ।

করালা (স্ত্রী) করাল-টাপ্। শারিবা, অনন্তমূল।

করালানন (ত্রি) করালং আননং যস্যাঃ। ভয়ঙ্কর মুখবিশিষ্ট।

করালিক (পুং) করাণাং করসদৃশশাখানাং আলিঃ শ্রেণি র্যত্র, করাল-কপ্ ইত্বম্। বৃক্ষ। (নন্দ্যাবর্ত্তকরালিকৌ তরুবসুপর্ণী পুলাকাংস্ত্রিপঃ। হেম ৪। ১০০।)

করালিত (ত্রি) করাল-ইতচ্। ভয়যুক্ত।

করালী (স্ত্রী) করাল-ঙীষ্ (জাতেরস্ত্রীবিষয়াদযোপধাৎ। পা ৪। ১। ৬৩) অগ্নির সপ্ত জিহ্বার অন্তর্গত জিহ্বাবিশেষ।

"কালী করালী চ মনোজবা চ
সুলোহিতা যা চ সুধূম্রবর্ণা।
স্ফুলিঙ্গিনী বিশ্বরূপী চ দেবী
লেলায়মানা ইতি সপ্ত জিহ্বা ॥" মুণ্ডকোপনিষৎ।

করাস্ফোট (পুং) করেণ আস্ফোটঃ শব্দো যত্র। ১ বক্ষঃ-স্থলে একহস্ত সঙ্কুচিতভাবে রাখিয়া অন্য হস্ত দ্বারা তাড়ন, তাল ঠোকা। ২ করস্য আস্ফোটঃ। করাঘাত।

করি (দেশজ) উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদ। যেমন আমি করি।

করিক (পুং) করো বিক্ষেপো ঽস্তি অস্য কন্। বিট্‌খদির।

করিকণবল্লী (স্ত্রী) করিকণঃ গজপিপ্পল্যবয়ব-ইব বল্লী। চই।

করিকণাবল্লী (স্ত্রী) করিকণারাইব বল্লী। চবিকাবৃক্ষ, চই।

করিকর (পুং) করিণঃ করঃ ৬তৎ। হস্তিশুণ্ড।

করিকা (স্ত্রী) করো বিলেখনমস্তি অস্যাঃ অর্শাদিত্বাদচ্ ইত্বঞ্চ। নখরেখা।

করিকাল (কারিকোল)। কর্ণাটিকের একটি নগর। ট্রাঙ্কুই-বার হইতে ৪ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ১০°৫৫' উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ৫৩' পূঃ।

এই নগরটি অতি প্রাচীন। ১৭৪০ খৃঃ হইতে ১৭৬৩ খৃঃ অব্দ ব্যাপী কর্ণাটিক সমরের সময় এই নগর সুদৃঢ় করা হইয়াছিল। এখানে ইংরাজদিগের সঙ্গে ফরাসীদের যুদ্ধ হয়। এখানে করিকাল নদী ও কাবেরীনদীর একটি ক্ষুদ্র শাখা আছে। করিকালের চারিদিকে অপর্য্যাপ্ত শস্য উৎপন্ন হয়। এখান হইতে লবণ রপ্তানি হইয়া থাকে।

করিকালচোল। একজন বিখ্যাত চোলরাজ, পরান্তক চোলের জ্যেষ্ঠ পুত্র। ইনি পাণ্ড্যরাজ বীরপাণ্ড্যকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। ইনি কাবেরীর জলপ্লাবন হইতে তঞ্জোর জেলা রক্ষা করিবার জন্য আনিকাট প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ইনি ৯০০ শকে বিদ্যমান ছিলেন।

করিকুম্ভ (ক্লী) করিণঃ কুম্ভঃ ৬তৎ। ১ হস্তিকুম্ভ, হস্তির মস্তকস্থ কুম্ভাকৃতি স্থান। ২ গন্ধচূর্ণ।

করিকুসুম্ভ(পুং) করী নাগকেশরস্তদ্বৎ কুসুম্ভঃ। নাগকেশর চূর্ণ।

করিগর্জ্জিত (ক্লী) করিণঃ গর্জ্জিতং গর্জ্জনং ভাবে ক্ত। বৃংহিত, হস্তির গর্জ্জন।

করিজ (পুং) করিণো জায়তে করি-জন-ড (পঞ্চম্যাম-জাতৌ। পা। ৩। ২। ৯৮) ১ হস্তিশিশু। ২ (স্ত্রী) গজমুক্তা।

করিণী (স্ত্রী) করিন্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ হস্তিনী। ২ দেবতা-বিশেষ।

করিদারক (পুং) করিণং দারয়তি করি-দৃ-ণ্বুল্ (ণ্বুল্ তৃচৌ। পা ৩। ১। ১৩৩) সিংহ।

করিনাসিকা (স্ত্রী) করিণঃ নাসিকা। ১ হাতির নাক। ২ করিণঃ নাসিকা ইব আকৃতির্যস্যাঃ। যন্ত্রবিশেষ।

করিপ (পুং) করিণং পাতি রক্ষতি করি-পা-ড (অন্যেষ্বপি দৃশ্যতে। পা ৩। ২। ১০১) হস্তিপালক, মাহুত।

করিপত্র (ক্লী) করিণঃ কর্ণবৎ পত্রমস্য। তালীশপত্র।

করিপথ (পুং) করিণঃ পথঃ ৬তৎ। ১ হস্তির গমন-যোগ্য পথ। (সংজ্ঞায়াং কন্।) ২ দেবপথ। ৩ দেশবিশেষ।

করিপিপ্পলী (স্ত্রী) করিসংজ্ঞকা পিপ্পলী মধ্যলো°। গজপিপ্পলী।

করিপোত (পুং) করিণঃ পোতঃ ৬তৎ। হস্তিশিশু।

করিবন্ধ (পুং) করিণং বধ্নাতি যত্র, বন্ধ আধারে ঘঞ্ (অক-র্ত্তরি চ কারকে সংজ্ঞায়াং। পা ৩। ৩। ১৯)। ১ হস্তিবন্ধন স্তম্ভ, আলান। ইহার অন্যনাম প্রারন্ধি। ২ ভাবে ঘঞ্ (ভাবে। পা ৩। ৩। ১৮)। গজবন্ধন।

করিবর (পুং) করিণাং বরঃ শ্রেষ্ঠঃ। শ্রেষ্ঠহস্তী।

("ঠোঁটেতে করিয়া সে কচ্ছপ করিবর।" গোবিন্দমঙ্গল।)

করিভ (ক্লী) করীব ভাতি ভা-ক (আতোঽনুপসর্গে। পা ৩। ২। ৩) ১ বৃক্ষবিশেষ।

করিম (যাবনিক) করুণাময়, ঈশ্বর।

করিমখাঁ। একজন পাঠানদলপতি। ইনি খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে চিতুর সহিত মিশিয়া সিন্ধিয়ারাজ্য লুট-পাট করিতে আরম্ভ করেন। অবশেষে সিন্ধিয়া কর্তৃক বন্দী হন। সিন্ধিয়া অনেক টাকা লইয়া ইহাকে মুক্তি দেন। মুক্তি পাইয়া করিম্ আরও প্রবল হইয়া উঠিলেন। দেশের লোকজন তাঁহার নাম শুনিলেই ভয় পাইতে লাগিল। অনেক কষ্টে আবার তাঁহাকে ইন্দোরে বন্দী করা হইল। করিম্ কিছুদিন পরে মুক্তি লাভ করিয়া ইংরাজবিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন। ১৮১৮ খৃঃ, কর্ণেল আদম তাঁহার বিপক্ষে সৈন্যচালনা করেন। এই সময়ে করিম যাবদের যশোবন্ত রায়ের আশ্রয় লইতে চান, কিন্তু অবশেষে বাধ্য হইয়া উক্ত বর্ষে ১৫ই ফেব্রুয়ারী সার জন মাল্‌কোমের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিলেন। তিনি আপন জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য গোরক্ষপুর প্রাপ্ত হইলেন।

করিঙ্গ। রাজমহেন্দ্রীজেলার অন্তর্গত সমুদ্রতটস্থ একটি বন্দর। রাজমহেন্দ্রী নগর হইতে ১৫ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। নানাস্থান হইতে করিঙ্গে জাহাজ আসিয়া লাগে। এখানে বাণিজ্য ব্যবসায়ও আছে। পূর্ব্বে এই নগর বেশ সমৃদ্ধি-শালী ছিল, এখন আর তেমন নাই। ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে সমুদ্র হইতে বাণ আসিয়া করিঙ্গনগরকে ভাসাইয়া দেয়, তাহাতে বিস্তর লোক মারা পড়ে এবং পূর্ব্ব সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হয়। ইহার পার্শ্বস্থ সাগরকে করিঙ্গ উপসাগর বলে।

করিঙ্গ শব্দ কলিঙ্গ শব্দের অপভ্রংশ। [কলিঙ্গ দেখ।]

করিমাচল (পুং) মচশাঠ্যদম্ভয়োঃ, মচ ভাবে ঘঞ্। করিণং হস্তং মাচং শাঠ্যং লাতি বিস্তারয়তি করি-মাচ-লা-ক (আতো হনুপসর্গে। ৩। ২। ৩) সিংহ।

করিমুখ (পুং) করিণো মুখমিব মুখং যস্য। ১ গণেশ। ব্রহ্মবৈবর্ত্তে গণেশখণ্ডে বর্ণিত আছে;—পার্ব্বতীনন্দন গণেশ জন্মিলে সকল দেবতাই সেই সুন্দর মূর্ত্তি দেখিতে আসিয়াছিলেন। ভগবতী ক্রমে সকল দেবতাকেই আসিয়া ফিরিয়া যাইতে দেখিলেন, কিন্তু সেই দেবমণ্ডলীর মধ্যে শনিকে না দেখিয়া তাঁহাকে তাঁহার সেই প্রাণের সুন্দর নন্দন দেখিবার জন্য আসিতে বারংবার অনুরোধ করিলেন। শনির দৃষ্টিমাত্র সমুদয় ভস্ম হইয়া উড়িয়া যায়, এই ভয়ে শনি গণপতিকে দেখিতে আসেন নাই। যাহা হউক অবশেষে ভগবতীর আদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শনি আসিয়া ভগবতীকে জানাইলেন যে তিনি যাহা দেখেন, তাহাই বিনাশ পায়। বারবার এইরূপ বলিলেও ভগবতী তাঁহাকে গণেশ দেখাইবার জন্য অতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। শনি অগত্যা নিরুপায় হইয়া গণেশকে দেখিবার জন্য আপন মুখবস্ত্রের এক প্রান্ত খুলিলেন। তাঁহার দৃষ্টি প্রথমে গণপতির মস্তকে পড়িয়াছিল, তাহাতে মস্তক ভস্ম হইয়া উড়িয়া যায়। মস্তক বিনষ্ট দেখিয়া শনি পুনরায় বস্ত্র বন্ধন করিলেন। পার্ব্বতীও প্রিয়পুত্রের মস্তকহীন দেখিয়া শোকে আকুল হইয়া পড়ি-লেন। তখন দৈববাণী হইল "উত্তর শিয়রে যে হস্তী নিদ্রিত আছে, তাহার মুণ্ড গণেশের মস্তক হইবে।" দেবগণ অনুসন্ধানে বাহির হইয়া দেখিলেন, দেবরাজের হস্তী ঐরাবত ঐভাবে নিদ্রিত, তখন সকলে অগত্যা সেই হস্তিমুণ্ড কাটিয়া গণেশের দেহে যোগ করিয়া দিলেন। এইরূপে গণপতির করিমুখ হইয়াছিল। ২ করিণঃ মুখং। হাতির মুখ।

করিয়াটি (দেশজ) পক্ষিবিশেষ। (Tringa Ochropus.)

করির (পুং, ক্লী) কিরতি বিক্ষিপতি কৄ-ইরন্ সংজ্ঞায়াং। ১ বংশাঙ্কুর, বাঁশের কোঁড়া। ২ (পুং) ঘট। ৩ বৃক্ষবিশেষ।

করিরত (ক্লীং) করিণো রতমিবরতম্, মধ্যলো°। ১ কাম-শাস্ত্রোক্ত এক প্রকার রতি।

"ভুগতস্তনভুজান্তমস্তকামুরতাং স্বয়মধোমুখীং স্ত্রিয়ম্।
ক্রামতি স্বকরকৃষ্টমেহনে যত্রতকরিরতং তদুচ্যতে॥"

২ (৬তৎ) হস্তির রমণ।

করিয়া, করিরী (স্ত্রী) হস্তিদন্তের মূল।

করিব (ত্রি) করিণং বাতি হিনস্তি করি-বা-ক (আতোঽনু-পসর্গে। পা ৩। ২। ৩) সিংহ।

করিশ (দেশজ) গুল্মবিশেষ। (Dalbergia reniformis.)

করিশাবক (পুং) করিণাং শাবকঃ। হস্তিশিশু। পঞ্চম বর্ষ পর্য্যন্ত হস্তিশিশু। সংস্কৃত পর্য্যায়—কলভ, করভ, করিপোত, করিজ, বিক্ক ও ধিক।

করিশুণ্ড (স্ত্রী) করিণঃ শুণ্ডং। হাতির শুঁড়।

করিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন কর্ত্তা ইষ্ঠন্। কর্ত্তৃতম। ("পুরূ সখিভ্য আহুতি করিষ্ঠঃ" ঋক্ ১। ৯১। ১।)

করিষ্ণু (পুং) কৃ-ইষ্ণুচ্। করণশীল।

করিসুত (পুং) করিণঃ সুতঃ, ৬তৎ। হস্তিশাবক।

করিসুন্দরিকা (স্ত্রী) করীব সুন্দরী, করি-সুন্দরী সংজ্ঞায়াং কন্ টাপ্ হ্রস্বশ্চ। ১ নাগযষ্টি। ২ কাপড় শুক করিবার যন্ত্রবিশেষ। (হারাবলী)

করিস্কন্ধ (স্ত্রী) করিণাং সমূহঃ করিন্-স্কন্ধচ্। ১ গজসমূহ। ২ করিণঃ স্কন্ধং, ৬তৎ। গজের স্কন্ধ। ৩ করিস্কন্ধমিব স্কন্ধং যস্য। হস্তির স্কন্ধের ন্যায় যাহার স্কন্ধ।

করী [ন্] (পুং) করঃ শুণ্ডঃ অস্তি অস্য কর-ইনি। ১ হস্তী। ২ অষ্টসংখ্যা। ৩ নাগকেশর।

করীতি (পুং) ১ ব্যক্তিবিশেষের নাম। ২ জনপদবিশেষ। (ভারত ভীষ্ম।)

করীন্দ্র (পুং) করিণাং ইন্দ্রঃ ৬তৎ। ১ করিশ্রেষ্ঠ, উত্তম হাতি। ২ ঐরাবত হস্তী।

করীর (পুং, ক্লীং) কিরতি বিক্ষিপতি আবরণান্ কৄ-ঈরন্, (কৄশৄপৄকটিপটিশৌটিভ্য ঈরন্। উণ্ ৪। ৩৪) ১ বংশাঙ্কুর, বাঁশের কোঁড়া। বাভটের মতে ইহার গুণ—শ্লেষ্মনাশক, কষায়, দাহজনক, বাতজনক, আধ্মানজনক, মধুর ও কফজনক। ২ ঘট। ৩ অঙ্কুরমাত্র। ("হিমাংশু বংশস্য করীরমেব মাং নিশম্য কিমাসি কলেগ্রহিগ্রহা" নৈষধ।) ৪ (পুং) মরুভূমিজাত উষ্ট্রপ্রিয় কণ্টকবৃক্ষবিশেষ, ইহার সাধারণ নাম করীল। সংস্কৃত পর্য্যায়—ক্রকর, গ্রন্থিল, ক্রকচ, নিষ্পত্রিকা, করির, গূঢ়পত্র, করক, তীক্ষ্ণকণ্টক। (Capparis aphylla.) ইহাকে বাঙ্গালা ও হিন্দীতে উট কটের, আরবে ও বোম্বাই অঞ্চলে কবর, সিরীয় ভাষায় কবার, তুরুষ্কে কবরিয, পারস্যে কবর ও কুরক বলে। এই গাছ ভারতবর্ষে সচরাচর জন্মে। ইহার ফল ব্যবহৃত হয়। ভাবপ্রকাশ মতে ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, স্বেদজনক, উষ্ণ ও ভেদক। অর্শ, কফ, বায়ু, আম, বিষজ শোথ ও ব্রণনাশক। ইহার ত্বক্ ব্যবহার্য্য। মাত্রা ২ মাষা।

মথজন্-উল-আদ্‌বিয়া নামক হাকিমী গ্রন্থের মতে ইহার মূলের ত্বক্ গ্রহণীয়। ইহা কণ্ডুঘ্ন, কটু, পরিষ্কারক, পক্ষাঘাত ও সকল প্রকার বাতরোগে উপকারক। ইহার টাট্‌কা পাতার রস কাণের ভিতর প্রয়োগ করিলে পোকা মরিয়া যায়।

ঐন্সলি সাহেবের মতে দূষিত ব্রণের ইহা এক মহৌষধ।

করীরক (ক্লী) করীরএব স্বার্থে কন্। বংশাঙ্কুর।

করীরকুণ (ক্লী) করীরস্য পাকঃ করীর-কুণচ্ (তস্য পাকমূলে পিল্বাদিকর্ণাদিভ্যঃ কুণজাহচৌ। পা ৫। ২। ২৪) করীরশাক।

করীরপ্রস্থ (পুং) নগরবিশেষ।

করীরা (স্ত্রী) করীর-টাপ্। চীরিকা, ঝিঁঝিপোকা। ২ হস্তিদন্তমূল।

করীরিকা (স্ত্রী) করীরমিব আকৃতির্যস্যাঃ করীর-ঠন্-টাপ্ চ। ১ হস্তিদন্তমূল। ২ ঝিল্লী, ঝিঁঝিপোকা।

করীরী (স্ত্রী) কিরতি কৄ-ঈরন্ [করীর দেখ।] গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্ (ষিদ্ গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪। ১। ৪১) চীরিকা, ঝিল্লী। ২ হস্তিদন্তমূল। (করীরী চীরিকায়াঞ্চ দন্তমূলে চ দন্তিনাম্। মেদিনী।)

করীষ (পুং, ক্লীং) কীর্য্যতে বিক্ষিপ্যতে কৄ-ঈষন্ (কৄতৄ-ভ্যামীষন্। উণ্ ৪। ২৬) ১ শুষ্ক গোময়, ঘুঁটে। ২ পশুর পুরীষমাত্র। (তত্র শুষ্কে তু গোগ্রহিঃ করীষছগণে অপি। হেম)

করীষক (পুং) করীষ এব স্বার্থে কন্। [করীষ দেখ।] দেশবিশেষ। (ভারত ভীষ্ম ৯। ৫৫)

করীষগন্ধি (ত্রি) করীষস্য গন্ধইব গন্ধো যস্য। শুষ্ক গোবরের ন্যায় গন্ধযুক্ত।

করীষঙ্কষা (স্ত্রী) করীষং কষতি হিনস্তি করীষ-কষ-খচ্-মুম্‌চ (সর্ব্বকূলাভ্রকরীষেষু কষঃ। পা ৩। ২। ৪২) বায়ু।

করীষাগ্নি (পুং) করীষস্থিতোঽগ্নিঃ। শুষ্কগোময়বহ্নি, ঘুঁটের আগুন।

করীষী [ন্] (পুং) করীষঃ বিদ্যতে যত্র করীষ-ইনি। করীষযুক্ত দেশ।

করীষিণী (স্ত্রী) করীষিন্ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। ১ গোময়াধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী।

("গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীম্।" শ্রীসূক্ত।)

করুই (দেশজ) গোলা, ভাণ্ডার, দ্রব্যাগার।

করুণ (পুং) করোতি মনঃ আনুকূল্যায় কৃ-উনন্, (কৄবৃদারিভ্য উনন্। উণ্ ৩। ৫৩) ১ বৃক্ষবিশেষ, করুণানেবুর গাছ। (Citrus decumana.) রাজবল্লভের মতে ইহার ফলের গুণ—কফ, বায়ু, আম ও মেদোনাশক, পিত্তপ্রকোপক।

২ শৃঙ্গারাদি অষ্ট রসের অন্তর্গত তৃতীয় রস। সাহিত্য-দর্পণে করুণরসের লক্ষণাদি এইরূপে কথিত হইয়াছে;—বন্ধুবান্ধবাদির বিয়োগ হইতে করুণ রসের উৎপত্তি। করুণ রসের কপোত বর্ণ, ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যম। করুণ রসের স্থায়িভাব শোক, আলম্বন ভাব শোচ্য জন, (যাহার বিয়োগ হইয়াছে), এবং তাহার দাহাদি অবস্থাই উদ্দীপন ভাব। দৈবনিন্দা, ভূতলে পতন, ক্রন্দন, বিবর্ণতা, ঊর্দ্ধশ্বাস, নির্ব্বাতস্থ প্রদীপের ন্যায় নির্জীববৎ নিশ্বাস বন্ধ করিয়া থাকা ও প্রলাপ ইহার অনুভাব। বৈরাগ্য, জড়তা ও চিন্তা প্রভৃতি ইহার ব্যভিচার ভাব। বন্ধুবিয়োগে দৈবনিন্দা। যথা—

বিপিনে ক্ব জটানিবন্ধনং
তব চেদং ক্ব মনোহরং বপুঃ।
অনয়ো র্ঘটনা বিধেঃ স্ফুটং
নন্থ খড়্গেন শিরীষকর্ত্তনং॥ রাঘববিলাস।

সঙ্গীত শাস্ত্রে এই সকল রাগরাগিণী করুণরসে গেয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যথা—ভৈরব, ভৈরবী, রামকেলি, খট্, গান্ধার, যোগিয়া, বিভাষ, কুকুভ, দেবকিরি, আলাহিয়া, বেলাবলী, সিন্ধুড়া, সিন্ধু, মূলতানী, পূরবী, তোড়ী, গৌরী, কেদারা, ইমন্, কল্যাণ, জয়জয়ন্তী, হাম্বির, ভূপালী, কানাড়া, খাম্বাজ, ঝিঁঝিট, বেহাগ, বাগেশ্রী, সুরট, শঙ্করাভরণ, মোহিনী, মালকোষ, বাহারী, মল্লার, ললিত।

৩ পরদুঃখ দূর করিবার ইচ্ছা, দয়া। ৪ করুণার বিষয়, দীন। ("অহমেতিদ্বিতীয় করুণেন পক্ষিনাং বিরুতেন" মাঘ।) ৫ দয়াযুক্ত। ৬ বৃক্ষভেদ। ৭ পরমেশ্বর। ৮ প্রাণিদিগের অভয়জনক পরিব্রাজক। ৯ তীর্থবিশেষ। (কালিকাপুরাণ)

করুণধ্বনি (পুং) করুণসূচকঃ ধ্বনিঃ। ১ দুঃখে বা শোকে মানবমুখ হইতে যেরূপ শব্দ নির্গত হয়। ২ যে শব্দ শুনিলে জীবের প্রতি দয়া জন্মে।

করুণমল্লী (স্ত্রী) করুণা করুণযোগ্যা মল্লী। নবমল্লিকা। এই ফুল অতি সুকুমার, স্পর্শনেই মলিন ও হীনপ্রভ হইয়া থাকে, এইজন্যই ইহাকে করুণমল্লী বলে।

করুণবিপ্রলম্ভ (পুং) করুণযুক্তো বিপ্রলম্ভঃ। শৃঙ্গার রসের ভেদবিশেষ। নায়ক নায়িকার মধ্যে একজন পরলোক গমন করিলে পুনর্ব্বার মিলন আশায় জীবিত ব্যক্তি যে কোন প্রকারে কষ্টে সৃষ্টে জীবন ধারণ করে, তাহার নাম করুণবিপ্রলম্ভ। যেরূপ কাদম্বরীর পুণ্ডরীক ও মহাশ্বেতা-বৃত্তান্তে পুনর্ব্বার পুণ্ডরীকের লাভ বা জন্মান্তরে লাভবিষয়ে করুণরসই বর্ত্তমান। কিন্তু দৈববাণী শ্রবণানন্তর পুণ্ডরীকের সহিত মিলন আশাই শৃঙ্গাররসের উদ্রেক।

করুণবেদিত্ব (স্ত্রী) করুণং দয়াং বেত্তি জানাতি বিদ-ণিনি ততঃ ভাবে ত্ব। দয়াবানের ধর্ম্ম।

করুণবেদী [ন] (ত্রি) করুণং দয়াং বেত্তি পরদুঃখং অনুভবতি বিদ-ণিনি। দয়াবান্।

করুণা (স্ত্রী) করোতি চিত্তং পরদুঃখহরণায় কৃ-উনন্ (কৃবৃদারিভ্যো উনন্। উণ্ ৩। ৫৩) টাপ্ চ। ১ অপরের দুঃখ-বিনাশের ইচ্ছা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—কারুণ্য, ঘৃণা, কৃপা, দয়া, অনুকম্পা, অনুক্রোশ, শূক। ২ গঙ্গার নামবিশেষ।

('কূটস্থা করুণা কান্তা কূর্ম্মযানা কলাবতী ॥' কাশীখ' ২৯।৪৩)

৩ পুলস্ত্যমুনির কনিষ্ঠা কন্যা।

করুণাকর (ত্রি) করুণায়া আকরঃ, ৬তৎ। অত্যন্ত দয়ালু।

করুণাত্মক (ত্রি) করুণঃ করুণরসঃ আত্মা যস্য বহুব্রী, করুণাত্মন্ কন্। করুণ রসবিশিষ্ট কাব্যাদি।

করুণাত্মা [ন্] (পুং) করুণো দয়ার্দ্র আত্মা যস্য, বহুব্রী। দয়াবান্।

করুণানিদান (ত্রি) করুণা নিদীয়তে নিশ্চিত্য দীয়তে যেন, করুণা-নি-দা-ল্যুট্। দয়ালু, দয়ার আধার।

করুণানিধি (ত্রি) করুণা নিধীয়তেঽত্র, করুণা-নি-ধা-কি (কর্ম্মণ্যধিকরণে চ। পা ৩। ৩। ৯৩।) করুণাযুক্ত, দয়াবান্।

করুণান্বিত (ত্রি) করুণয়া অন্বিতঃ, ৩তৎ। করুণাযুক্ত, দয়াবান্।

করুণাময় (ত্রি) করুণা প্রাচুর্য্যেণ অস্ত্যস্য, করুণা-ময়ট্। দয়াময়। ("অভয় শরণদাতা তুমি কৃপাসিন্ধু।

কেবল করুণাময় পতিতের বন্ধু।" গোবিন্দমঙ্গল।)

করুণাযুক্ত (ত্রি) করুণয়া যুক্ত ৩তৎ। দয়াবান্।

করুণারম্ভ (ত্রি) করুণঃ করুণরস আরম্ভো যস্য, বহুব্রী। ১ করুণরসে আরম্ভ করিয়া লিখিত গ্রন্থাদি। ২ (৬তৎ পুং) করুণরসের আরম্ভ।

করুণার্দ্র (পুং) করুণয়া আর্দ্রঃ, ৩তৎ। অত্যন্ত দয়ালু, যাহাদের হৃদয় দুঃখী দেখিলে গলিয়া যায়।

করুণার্দ্রচিত্ত (পুং) করুণয়া আর্দ্রং চিত্তং যস্য বহুব্রী। দয়ালুহৃদয়।

করুণাসাগর (পুং) করুণায়াং সাগর-ইব, উপমি°। দয়ার সমুদ্রস্বরূপ, অতিশয় দয়ালু।

করুণী [ন] (পুং) করুণা অস্ত্যস্য, করুণা-ইনি (সুখাদিভ্যশ্চ। পা ৫। ২। ১৩১।) করুণাযুক্ত, দয়াবান্।

করুণী (স্ত্রী) কৃ-উনন্-ঙীপ্। পুষ্পবৃক্ষবিশেষ; কোঙ্কণ দেশে ইহাকে ককরথিরুলি কহে। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—গ্রীষ্মপুষ্পী, রক্তপুষ্পী, চারিণী, রাজপ্রিয়া, রাজপুষ্পী, সূক্ষ্মা ও ব্রহ্মচারিণী। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—কটু, তিক্ত, উষ্ণ এবং কফ, বায়ু, আধ্মান (পেটফাঁপা), বিষবমন ও উর্দ্ধশ্বাসনাশক।

করুন্থাম (পুং) তুর্ব্বসুবংশীয় দুষ্মন্তরাজার পুত্রবিশেষ। (হরি ৩২অঃ)

করুন্ধম (পুং) তুর্ব্বসুবংশীয় ত্রৈসানুর পুত্রবিশেষ। (হরি ৩২ অঃ)

করুম (পুং) অথর্ব্ববেদোক্ত পিশাচবিশেষ।

("যে শালাঃ পরিনৃত্যন্তি সায়ং গর্দ্দভনাদিনঃ।

কুসূলা যে চ কুক্ষিলাঃ ককুভাঃ করুমাঃ স্রিমাঃ।

তানোষধে! ত্বং গন্ধেন বিষূচীনান্ বিনাশয় ॥"

অথর্ব্ব ৮। ৬। ১০।)

করুল (দেশজ) কুরর পক্ষী। [কুরর দেখ।]

করূ (স্ত্রী) কৃ-উ। ১ কর্ত্তন, কাটা। ২ কৃত্ত, যাহা কাটা হইয়াছে।

করূষ (পুং) কৃ উষন্। দেশবিশেষ, দন্তবক্র এই দেশে অধিপতি ছিলেন। (ভারত সভা ৪৪অঃ)। বর্ত্তমান শাহাবাদ জেলা।

করূষক (পুং) ১ বৈবস্বত মনুর পুত্র। ২ কল্সা, পক্ষবক।

করূষজ (পুং) করূষদেশে জায়তে, করূষ-জন্-ড। দন্তবক্র। ("তাবিহাথ পুনর্জাতৌ শিশুপালকরূষজৌ।" ভারত আদি)

করূষাধিপতি (পুং) করূষস্য তন্নামজনপদস্য অধিপতিঃ, ৬তৎ। ১ করূষদেশের রাজা। ২ দন্তবক্র।

করেট (পুং) করে করাঙ্গুলিষু অটতি উৎপদ্যতে, অলুক্ সমাসঃ; করে-অট-অচ্। নখ।

করেটব্যা (স্ত্রী) করে অটং অটনং ব্যয়তি, অলুক্‌সমাসঃ; করে-অট-ব্যে-ড-টাপ্‌। ধনচ্ছূ নামক পক্ষিবিশেষ।

করেটু (পুং) কে জলে বায়ো বা রেটতি, ক-রেট-কু। পক্ষিবিশেষ, করকটিয়া। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—কর্করেটু, করটু, কর্করাটুক। (কর্করেটুঃ করেটুঃ স্যাৎ করটুঃ কর্করাটুকঃ। হেম)

করেণু (পুং) কৃ-এণু (কৃহৃভ্যামেণুঃ। উণ্‌ ২।১।) ১ হস্তী, মদ্দা হাতি। ২ (স্ত্রী) হস্তিনী। (করেণুর্গজহস্তিন্যোঃ। অমর।) বৈদ্যকমতে হস্তিনীর দুগ্ধ কিঞ্চিৎ কষায়যুক্ত, মধুররস, বৃষ্য, গুরু, স্নিগ্ধ, স্থৈর্য্যকর, শীতল, চক্ষুর হিতকর ও বলকারক। ৩ কর্ণিকার বৃক্ষ।

করেণুকা (স্ত্রী) করেণু-স্বার্থে কন্‌-টাপ্‌। হস্তিনী।

করেণুপাল (পুং) করেণুং পালয়তি রক্ষতি, করেণু-পাল-ণিচ্‌-অচ্‌। হস্তিনীপালক।

করেণুভূ (পুং) করেণৌ করেণুবিষয়ে ভবতি হস্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তনায় প্রভবতি ইত্যর্থঃ, করেণু-ভূ-ক্বিপ্‌। ১ পালকাপ্যনামক হস্তিশাস্ত্র প্রবর্ত্তক মুনি। ২ হস্তিনী হইতে উৎপন্ন।

করেণুমতী (স্ত্রী) নকুলের পত্নী, ইঁহার গর্ভে নকুলের নিরমিত্র-নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (ভারত আদি ৯৫ অঃ।)

করেণুসুত (পুং) মধ্যলো°। ১ মুনিবিশেষ। ২ হস্তিশাবক।

করেণূ (স্ত্রী) কৃ-এণূ। ১ হস্তিনী। ২ (পুং) হস্তী (অমরটীকা।)

করেনর (পুং) তুরুষ্কনামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ।

করেন্দুক (পুং) করেণ রশ্মিনা ইন্দুরিব কায়তি শোভতে, কর-ইন্দু-কৈ-ক। ভূতৃণ, গন্ধতৃণ। [গন্ধতৃণ দেখ।]

করেবর (পুং) কীর্য্যতে ক্ষিপ্যতে পাষাণঃ কপিভিরিতি যাবৎ করস্তস্মিন্‌ ব্রিয়তে উৎপদ্যতে, অলুক্‌ সমাসঃ; করে-বৃ-অচ্‌। শিলারস।

করোট (স্ত্রী) কে মস্তকে রোটতে দীপ্যতে, ক-রুট্‌-অচ্‌। মাথার খুলি, শিরোস্থি। (Cranium)

করোটক (পুং) সর্পবিশেষ।

করোটি (স্ত্রী) ক-রুট্‌-ইন্‌। শিরোস্থি। মাথার খুলি। (Cranium) [কঙ্কাল দেখ।]

করোটী (স্ত্রী) করোট-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্‌। মাথার খুলি।

করোৎকর (পুং) করাণাং উৎকরঃ সমূহঃ। কর সমূহ।

করৌলি। ভরতপুর ও করৌলি এজেন্সির রাজনৈতিক তত্ত্বাবধানে রাজপুতনার অন্তর্গত একটি দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ২৬°৩´ হইতে ২৬°৪৯´ উঃ পর্য্যন্ত এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৩৫´ হইতে ৭৭°২৬´ পূঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

করৌলিরাজ্যের উত্তর ও উত্তরপূর্ব্বসীমা ভরতপুর ও ধোলপুর, পশ্চিম ও দক্ষিণপশ্চিমে জয়পুর, এবং দক্ষিণপূর্ব্বে চম্বল নদী প্রবাহিত হইয়া করৌলিকে গোয়ালিয়ার রাজ্য হইতে পৃথক্‌ করিয়াছে। ভূমিপরিমাণ ১২০৮ মাইল। লোক-সংখ্যা ১৪৮৬৭০।

এই রাজ্য উচ্চ, নিম্ন ও পর্ব্বতময়। উত্তরদিকে গিরিমালা সীমাপ্রাচীররূপে মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। এখানকার গিরিশৃঙ্গ উচ্চতায় ১৪০০ ফুটের অধিক নয়।

এখানে চম্বল নদীই প্রধান, এই নদী হইতে পাঁচটিশাখা বাহির হইয়া পঞ্চনদ নামে করৌলিতে প্রবাহিত হইতেছে। পঞ্চনদ উত্তরমুখী হইয়া বাণগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। করৌলি নগরের দক্ষিণপশ্চিম দিয়া কালিঞ্জর ও জিরোতা নামে দুই ক্ষুদ্র নদী বহিতেছে, এই দুই নদীতে বর্ষাকাল ভিন্ন অপর সময়ে অতি সামান্য জল থাকে। এখানকার পাহাড়ের উপর যে সকল ইঁদারা আছে, তাহার জল উষ্ণপ্রধান ও অস্বাস্থ্যকর।

এখানকার পাহাড়ে প্রধানতঃ দুই প্রকার পাথর আছে, এক বিন্ধ্যপাথর, অপর কাচপাথর (মণিপ্রস্তর), যেখানে কাচপাথর, তাহারই চারিদিকে অধিক পরিমাণে বিন্ধ্যপাথর দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার চুণাপাথর নীলাভ, কপিল অথবা হরিৎবর্ণ বিশিষ্ট। উৎকৃষ্ট বেলে পাথরও পাওয়া যায়। তাজমহলের প্রায় অনেকাংশ এই বেলেপাথর লইয়া নির্ম্মিত। এখানকার 'ভাঁড়ের' নামক চুণাপাথর অনেক স্থানে চুণের জন্য পোড়ান হইয়া থাকে। এখানকার অধিকাংশ গ্রামই প্রস্তর নির্ম্মিত। করৌলির উত্তরপূর্ব্বে পর্ব্বতোপরি লৌহখনি বাহির হইয়াছে।

জীবজন্তু।—চম্বলনদীর নিকট বনজঙ্গলে বাঘ, ভল্লুক, হরিণ, শাম্বর, নীলগাই দেখিতে পাওয়া যায়। সহরের নিকট শশক, উদ্বিড়াল, ভারুইপক্ষী, কুক্কুট, কাদাখোঁচা এবং জলাশয়াদিতে বক, হংস, কারণ্ডব প্রভৃতি নানা প্রকার পক্ষী দৃষ্ট হয়; মৎস্যাদিও প্রচুর জন্মে। করৌলির পশ্চিমাংশে বিস্তর সর্প, কুম্ভীর প্রভৃতি সরীসৃপ বাস করে।

উদ্ভিজ্জ।—করৌলির উচ্চ গিরিমালার বড় একটা গাছ নাই। চম্বলনদীর ঊর্দ্ধভাগে ধাইফুল, পলাশ, খদির, কার্পাস, শাল, গর্জ্জন ও নিম গাছ জন্মে।

এখানকার কৃষিতে যব, গম, ছোলা, তামাকু, ধান্য, জোয়ার, বাজরা, ইক্ষু ও শণ উৎপন্ন হয়।

এখানে জলাশয় ও ইঁদারা হইতে এবং চম্বলনদীর বাণ আসিলে সেই জল লইয়া কৃষিকার্য্য চলে।

বাণিজ্য।—এখানে টুকরা কাপড়, লবণ, ইক্ষু, তুলা, মহিষ ও ষাঁড় আমদানী হয় এবং ধান্য, কার্পাস ও ছাগ রপ্তানি হয়।

জলবায়ু।—এখানকার আবহাওয়া বড় মন্দ নয়। জ্বর,

অতিসার ও বাত রোগ হইতে দেখা যায়, অপর ছোঁয়াচে রোগ বড় এ রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

ইতিহাস। মুকজীর কারিকা অনুসারে করৌলির প্রথম রাজা ধর্ম্মপাল। নিম্নে ঐ কারিকা দেওয়া গেল—

মুকজীর কারিকা।	বয়ানভাটের তালিকা।	সময়।
ধর্ম্মপাল		
সিংহপাল		
জগপাল		
নরপালদেব		
সংগ্রামপাল		
কুণ্ঠপাল		
সুচপাল		
পূচপাল		
বিরামপাল		
জ্যৈষ্ঠপাল		
বিজয়পাল	বিজয়পাল	১০৩০ খৃঃ অঃ।
তহনপাল	তহনপাল	১০৬০ „
ধর্ম্মপাল	ক্ষিতিপাল	১০৯০ „
কুমার (কুন্‌বর) পাল	ধর্ম্মপাল	১১২০ „
অজয়পাল	কুন্‌বরপাল	১১৫০ „
হরিপাল	অজয়পাল	১১৮০ „
সোহপাল	হরিপাল	১১৯৬ „
অনঙ্গপাল	সোহনপাল	১২২০ „
পৃথ্বিপাল		১২৪২ „
রাজাপাল		১২৬৪ „
ত্রিলোকপাল		১২৮৬ „
বিপলপাল		১৩০৮ „
আসলপাল		১৩৩০ „
যুগলপাল		১৩৫২ „
অর্জ্জুনপাল (১ম)		১৩৭৪ „
বিক্রমজিৎপাল		১৩৯৬ „
অভয়চাঁদপাল		১৪১৮ „
পৃথ্বিরাজপাল		১৪৪০ „
চন্দ্রসেনপাল		১৪৬২ „
ভারতীচাঁদ		১৪৮৪ „
গোপালদাস		১৫০৬ „
দ্বারকাদাস		১৫২৮ „
মুকুন্দদাস		১৫৫০ „
যুগপাল		১৫৮২ „
তুলসীপাল		১৫৯৪ „
ধর্ম্মপাল (২য়)		১৬১৬ „
রত্নপাল		১৬৩৮ „
আর্ত্তিপাল		১৬৬০ „
অজয়পাল (২য়)		১৬৮২ „
রাচিপাল		১৭০৪ „
সুজাধরপাল		১৭২৬ „
কুন্‌বরপাল (২য়)		১৭৪৮ „
শ্রীগোপাল		১৭৭০ „
মাণিকপাল		১৭৯২ „
অমল্যপাল		১৮১৪ „
হরিপাল (২য়)		১৮৩৬ „
মধুপাল		১৮৫৬ „
অর্জ্জুনপাল		১৮৭৯ „

করৌলিরাজ অর্জ্জুনপাল কৃষ্ণের বংশধর এবং যদুবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। পূর্ব্বে এই বংশ বৃন্দাবনের নিকট ব্রজধামে বাস করিতেন। এককালে বয়ানে তাঁহাদের রাজত্ব ছিল। ১০৫৩ খৃঃ অঃ, মুসলমানেরা এই স্থান অধিকার করেন। তখন হইতে তাঁহারা করৌলিতে আসিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। ১৪৫৪ খৃঃ অব্দে মালবপতি মাহ্মুদ খিল্‌জী করৌলি আক্রমণ করেন। অক্‌বর বাদশাহ মালব-জয়ের পর এই রাজ্য দিল্লীসাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত করিয়া লয়েন। মোগলগৌরবরবি অস্তমিত হইলে মহারাষ্ট্রেরা এই স্থান অধিকার করিয়া, ২৫০০০৲ টাকা বার্ষিককর নির্দ্দিষ্ট করেন। ১৮১৭ খৃঃ অব্দ পেশোবা করৌলির উপ-সত্ব ইংরাজদিগকে ভোগ করিতে দেন। ইংরাজেরাও এখানকার রাজার সহিত এই বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন যে, ইংরাজরাজের বিপদ্ আপদের সময়ে করৌলিরাজ সৈন্য-সংগ্রহ দ্বারা ইংরাজদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। এই সময় হইতে করৌলিরাজ্য ইংরাজরাজের আশ্রিত হইল।

১৮৫২ খৃঃ অব্দে মহারাজ নরসিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রাদি না থাকায় করৌলিরাজ্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের খাস হইবার কথা হয়। কিন্তু অনেক জল্পনার পর রাজার আত্মীয় মদনপালকে করৌলিরাজ্যের সিংহাসন প্রদান করা হইল। মদন ৫৭ সালের বিদ্রোহের সময়ে কোটার বিদ্রোহীদিগের বিপক্ষে সৈন্য পাঠাইয়া ইংরাজদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করেন, এই কারণে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট তাহাকে 'জি, সি, এস, আই' উপাধি এবং ১৫ স্থানে ১৭ তোপের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ১৮৬৯ খৃঃ, মদনপালের মৃত্যু হইলে দুইজনের পর ১৮৭৯ খৃঃ, অর্জ্জুনপাল রাজা হইলেন।

করৌলিরাজ্যের মাসুল হইতেই অনেকটা কর আদায় হয়। (১৮৮১ সালের) বার্ষিক কর আদায় ৪৮৩৮১০৲, তন্মধ্যে খরচ ৪২৯৫৮০৲। এখানে রীতিমত পুলিস নাই। রাজার সৈন্যগণই সেই কার্য্য করিয়া থাকে। করৌলি-রাজের ১৬০ জন অশ্বারোহী, ১৭৭০ জনপদাতি, ৩২ জন গোলন্দাজ এবং ৪০টি কামান আছে। সৈন্যগণ নিম্নলিখিত ১২ জায়গার ১২টি দুর্গে অবস্থান করে।

যথা—করৌলিনগর, উঠগড়, মন্ত্রেল, নারোলি, সপোত্রা, দৌলৎপুর, থালি, জম্বুরা, নিন্দা, খুদা, উন্দ ও খোদাই।

করৌলিরাজের স্বতন্ত্র টাকশাল আছে; তাহাতে রৌপ্য-মুদ্রা খোদিত হয়।

২ করৌলিরাজ্যের প্রধাননগর করৌলি। মথুরা হইতে ৩৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°৩০´ উত্তর, দ্রাঘি° ৭৭°৪´ পূঃ।

করেটব্যা (স্ত্রী) করে অটং অটনং ব্যয়তি, অলুক্‌সমাসঃ ; করে-অট-ব্যে-ড-টাপ্। ধনচ্ছু নামক পক্ষিবিশেষ।

করেটু (পুং) কে জলে বায়ৌ বা রেটতি, ক-রেট-কু। পক্ষিবিশেষ, করকটিয়া। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—কর্করেটু, করটু, কর্করাটুক। (কর্করেটুঃ করেটুঃ স্যাৎ করটুঃ কর্করাটুকঃ। হেম)

করেণু (পুং) কৃ-এণু (কৃহৃভ্যামেণুঃ। উণ্ ২।১।) ১ হস্তী, মদ্দা হাতি। ২ (স্ত্রী) হস্তিনী। (করেণুর্গজহস্তিন্যোঃ। অমর।) বৈদ্যকমতে হস্তিনীর দুগ্ধ কিঞ্চিৎ কষায়যুক্ত, মধুররস, বৃষ্য, গুরু, স্নিগ্ধ, স্থৈর্য্যকর, শীতল, চক্ষুর হিতকর ও বলকারক। ৩ কর্ণিকার বৃক্ষ।

করেণুকা (স্ত্রী) করেণু-স্বার্থে কন্-টাপ্। হস্তিনী।

করেণুপাল (পুং) করেণুং পালয়তি রক্ষতি, করেণু-পাল-ণিচ্-অচ্। হস্তিনীপালক।

করেণুভু (পুং) করেণৌ করেণুবিষয়ে ভবতি হস্তিশাস্ত্রপ্রবর্ত্তনায় প্রভবতি ইত্যর্থঃ, করেণু-ভূ-ক্বিপ্। ১ পালকাপ্যনামক হস্তিশাস্ত্র প্রবর্ত্তক মুনি। ২ হস্তিনী হইতে উৎপন্ন।

করেণুমতী (স্ত্রী) নকুলের পত্নী, ইঁহার গর্ভে নকুলের নিরমিত্র-নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। (ভারত আদি ৯৫ অঃ।)

করেণুসুত (পুং) মধ্যলো°। ১ মুনিবিশেষ। ২ হস্তিশাবক।

করেণূ (স্ত্রী) কৃ-এণূ। ১ হস্তিনী। ২ (পুং) হস্তী (অমরটীকা।)

করেনর (পুং) তুরুষ্কনামক গন্ধদ্রব্যবিশেষ।

করেন্দুক (পুং) করেণ রশ্মিনা ইন্দুরিব কায়তি শোভতে, কর-ইন্দু-কৈ-ক। ভূতৃণ, গন্ধতৃণ। [গন্ধতৃণ দেখ।]

করেবর (পুং) কীর্য্যতে ক্ষিপ্যতে পাষাণঃ কপিভিরিতি যাবৎ করস্তস্মিন্‌ ব্রিয়তে উৎপদ্যতে, অলুক্ সমাসঃ ; করে-বৃ-অচ্। শিলারস।

করোট (স্ত্রী) কে মস্তকে রোটতে দীপ্যতে, ক-রুট্-অচ্। মাথার খুলি, শিরোস্থি। (Cranium)

করোটক (পুং) সর্পবিশেষ।

করোটি (স্ত্রী) ক-রুট্-ইন্। শিরোস্থি। মাথার খুলি। (Cranium) [কঙ্কাল দেখ।]

করোটী (স্ত্রী) করোট-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্। মাথার খুলি।

করোৎকর (পুং) করাণাং উৎকরঃ সমূহঃ। কর সমূহ।

করৌলি। ভরতপুর ও করৌলি এজেন্সির রাজনৈতিক তত্ত্বাবধানে রাজপুতনার অন্তর্গত একটি দেশীয় রাজ্য। অক্ষা° ২৬° ৩´ হইতে ২৬° ৪৯´ উঃ পর্য্যন্ত এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৩৫´ হইতে ৭৭° ২৬´ পূঃ পর্য্যন্ত বিস্তৃত।

করৌলিরাজ্যের উত্তর ও উত্তরপূর্ব্বসীমা ভরতপুর ও ধোলপুর, পশ্চিম ও দক্ষিণপশ্চিমে জয়পুর, এবং দক্ষিণপূর্ব্বে চম্বল নদী প্রবাহিত হইয়া করৌলিকে গোয়ালিয়ার রাজ্য হইতে পৃথক্ করিয়াছে। ভূমিপরিমাণ ১২০৮ মাইল। লোক-সংখ্যা ১৪৮৬৭০।

এই রাজ্য উচ্চ, নিম্ন ও পর্ব্বতময়। উত্তরদিকে গিরিমালা সীমাপ্রাচীররূপে মস্তক উত্তোলন করিয়া রহিয়াছে। এখানকার গিরিশৃঙ্গ উচ্চতায় ১৪০০ ফুটের অধিক নয়।

এখানে চম্বল নদীই প্রধান, এই নদী হইতে পাঁচটিশাখা বাহির হইয়া পঞ্চনদ নামে করৌলিতে প্রবাহিত হইতেছে। পঞ্চনদ উত্তরমুখী হইয়া বাণগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। করৌলি নগরের দক্ষিণপশ্চিম দিয়া কালিঞ্জর ও জিয়োতা নামে দুই ক্ষুদ্র নদী বহিতেছে, এই দুই নদীতে বর্ষাকাল ভিন্ন অপর সময়ে অতি সামান্য জল থাকে। এখানকার পাহাড়ের উপর যে সকল ইঁদারা আছে, তাহার জল উষ্ণপ্রধান ও অস্বাস্থ্যকর।

এখানকার পাহাড়ে প্রধানতঃ দুই প্রকার পাথর আছে, এক বিন্ধ্যপাথর, অপর কাচপাথর (মণিপ্রস্তর), যেখানে কাচপাথর, তাহারই চারিদিকে অধিক পরিমাণে বিন্ধ্যপাথর দেখিতে পাওয়া যায়। এখানকার চূণাপাথর নীলাভ, কপিল অথবা হরিৎবর্ণ বিশিষ্ট। উৎকৃষ্ট বেলে পাথরও পাওয়া যায়। তাজমহলের প্রায় অনেকাংশ এই বেলেপাথর লইয়া নির্ম্মিত। এখানকার 'ভাঁড়ের' নামক চূণাপাথর অনেক স্থানে চূণের জন্য পোড়ান হইয়া থাকে। এখানকার অধিকাংশ গ্রামই প্রস্তর নির্ম্মিত। করৌলির উত্তরপূর্ব্বে পর্ব্বতোপরি লৌহখনি বাহির হইয়াছে।

জীবজন্তু।—চম্বলনদীর নিকট বনজঙ্গলে বাঘ, ভল্লুক, হরিণ, শাম্বর, নীলগাই দেখিতে পাওয়া যায়। সহরের নিকট শশক, উদ্বিড়াল, ভারুইপক্ষী, কুক্কুট, কাদাখোঁচা এবং জলাশয়াদিতে বক, হংস, কারণ্ডব প্রভৃতি নানা প্রকার পক্ষী দৃষ্ট হয়; মৎস্যাদিও প্রচুর জন্মে। করৌলির পশ্চিমাংশে বিস্তর সর্প, কুম্ভীর প্রভৃতি সরীসৃপ বাস করে।

উদ্ভিজ্জ।—করৌলির উচ্চ গিরিমালার বড় একটা গাছ নাই। চম্বলনদীর ঊর্দ্ধভাগে ধাইফুল, পলাশ, খদির, কার্পাস, শাল, গর্জ্জন ও নিম গাছ জন্মে।

এখানকার কৃষিতে যব, গম, ছোলা, তামাকু, ধান্য, জোয়ার, বাজরা, ইক্ষু ও শণ উৎপন্ন হয়।

এখানে জলাশয় ও ইঁদারা হইতে এবং চম্বলনদীর বাণ আসিলে সেই জল লইয়া কৃষিকার্য্য চলে।

বাণিজ্য।—এখানে টুকরা কাপড়, লবণ, ইক্ষু, তুলা, মহিষ ও ষাঁড় আমদানী হয় এবং ধান্য, কার্পাস ও ছাগ রপ্তানি হয়।

জলবায়ু।—এখানকার আবহাওয়া বড় মন্দ নয়। জ্বর,

অতিসার ও বাত রোগ হইতে দেখা যায়, অপর ছোঁয়াচে রোগ বড় এ রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না।

ইতিহাস। মুকুজীর কারিকা অনুসারে করৌলির প্রথম রাজা ধর্ম্মপাল। নিম্নে ঐ কারিকা দেওয়া গেল—

মুকুজীর কারিকা।	বয়ানভাটের তালিকা।	সময়।
ধর্ম্মপাল		
সিংহপাল		
জগপাল		
নরপালদেব		
সংগ্রামপাল		
কুণ্ঠপাল		
সুচপাল		
পুচপাল		
বিরামপাল		
জ্যৈষ্ঠপাল		
বিজয়পাল	বিজয়পাল	১০৩০ খৃঃ অঃ।
তহনপাল	তহনপাল	১০৬০ ,,
ধর্ম্মপাল	ক্ষিতিপাল	১০৯০ ,,
কুমার (কুন্‌বর) পাল	ধর্ম্মপাল	১১২০ ,,
অজয়পাল	কুন্‌বরপাল	১১৫০ ,,
হরিপাল	অজয়পাল	১১৮০ ,,
সোহপাল	হরিপাল	১১৯৬ ,,
অনঙ্গপাল	সোহনপাল	১২২০ ,,
পৃথ্বিপাল		১২৪২ ,,
রাজাপাল		১২৬৪ ,,
ত্রিলোকপাল		১২৮৬ ,,
বিপলপাল		১৩০৮ ,,
আসলপাল		১৩৩০ ,,
যুগলপাল		১৩৫২ ,,
অর্জ্জুনপাল (১ম)		১৩৭৪ ,,
বিক্রমজিৎপাল		১৩৯৬ ,,
অভয়চাঁদপাল		১৪১৮ ,,
পৃথ্বিরাজপাল		১৪৪০ ,,
চন্দ্রসেনপাল		১৪৬২ ,,
ভারতীচাঁদ		১৪৮৪ ,,
গোপালদাস		১৫০৬ ,,
দ্বারকাদাস		১৫২৮ ,,
মুকুন্দদাস		১৫৫০ ,,
যুগপাল		১৫৮২ ,,
তুলসীপাল		১৫৯৪ ,,
ধর্ম্মপাল (২য়)		১৬১৬ ,,
রত্নপাল		১৬৩৮ ,,
আর্ত্তিপাল		১৬৬০ ,,
অজয়পাল (২য়)		১৬৮২ ,,
রাচিপাল		১৭০৪ ,,
সুজাধরপাল		১৭২৬ ,,
কুন্‌বরপাল (২য়)		১৭৪৮ ,,
শ্রীগোপাল		১৭৭০ ,,
মাণিকপাল		১৭৯২ ,,
অমল্যপাল		১৮১৪ ,,
হরিপাল (২য়)		১৮৩৬ ,,
মধুপাল		১৮৫৬ ,,
অর্জ্জুনপাল		১৮৭৯ ,,

করৌলিরাজ অর্জ্জুনপাল কৃষ্ণের বংশধর এবং যদুবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। পূর্ব্বে এই বংশ বৃন্দাবনের নিকট ব্রজধামে বাস করিতেন। এককালে ষয়ানে তাঁহাদের রাজত্ব ছিল। ১০৫৩ খৃঃ অঃ, মুসলমানেরা এই স্থান অধিকার করেন। তখন হইতে তাঁহারা করৌলিতে আসিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। ১৪৫৪ খৃঃ অব্দে মালবপতি মাহ্মুদ খিলজী করৌলি আক্রমণ করেন। অক্‌বর বাদশাহ মালবজয়ের পর এই রাজ্য দিল্লীসাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত করিয়া লয়েন। মোগলগৌরবরবি অস্তমিত হইলে মহারাষ্ট্রেরা এই স্থান অধিকার করিয়া, ২৫০০০৲ টাকা বার্ষিককর নির্দ্দিষ্ট করেন। ১৮১৭ খৃঃ অব্দ পেশোবা করৌলির উপস্বত্ব ইংরাজদিগকে ভোগ করিতে দেন। ইংরাজেরাও এখানকার রাজার সহিত এই বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন যে, ইংরাজরাজের বিপদ্ আপদের সময়ে করৌলিরাজ সৈন্যসংগ্রহ দ্বারা ইংরাজদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন। এই সময় হইতে করৌলিরাজ্য ইংরাজরাজের আশ্রিত হইল।

১৮৫২ খৃঃ অব্দে মহারাজ নরসিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্রাদি না থাকায় করৌলিরাজ্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের খাস হইবার কথা হয়। কিন্তু অনেক জল্পনার পর রাজার আত্মীয় মদনপালকে করৌলিরাজ্যের সিংহাসন প্রদান করা হইল। মদন ৫৭ সালের বিদ্রোহের সময়ে কোটার বিদ্রোহীদিগের বিপক্ষে সৈন্য পাঠাইয়া ইংরাজদিগকে যথেষ্ট সাহায্য করেন, এই কারণে বৃটীশ গবর্ণমেণ্ট তাহাকে 'জি, সি, এস, আই' উপাধি এবং ১৫ স্থানে ১৭ তোপের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। ১৮৬৯ খৃঃ, মদনপালের মৃত্যু হইলে দুইজনের পর ১৮৭৯ খৃঃ, অর্জ্জুনপাল রাজা হইলেন।

করৌলিরাজ্যের মাসুল হইতেই অনেকটা কর আদায় হয়। (১৮৮১ সালের) বার্ষিক কর আদায় ৪৮৩৮১০৲, তন্মধ্যে খরচ ৪২৯৫৮০৲। এখানে রীতিমত পুলিস নাই। রাজার সৈন্যগণই সেই কার্য্য করিয়া থাকে। করৌলিরাজের ১৬০ জন অশ্বারোহী, ১৭৭০ জনপদাতি, ৩২ জন গোলন্দাজ এবং ৪০টি কামান আছে। সৈন্যগণ নিম্নলিখিত ১২ জায়গার ১২টি দুর্গে অবস্থান করে।

যথা—করৌলিনগর, উঠগড়, মন্দ্রেল, নারোলি, সপোত্রা, দৌলৎপুর, থালি, জম্বুরা, নিন্দা, খুদা, উন্দ ও খোদাই।

করৌলিরাজের স্বতন্ত্র টাকশাল আছে; তাহাতে রৌপ্য-মুদ্রা খোদিত হয়।

২ করৌলিরাজ্যের প্রধাননগর করৌলি। মথুরা হইতে ৩৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°৩০´ উত্তর, দ্রাঘি° ৭৭°৪´ পূঃ।

কাহারও মতে অর্জ্জুনদেব প্রতিষ্ঠিত কল্যাণজীর মন্দির হইতেই এই নগরের নাম হইয়াছে। ১৩৪৮ খৃঃ অব্দে অর্জ্জুন এই নগরটি স্থাপন করেন। এককালে এই নগরের শ্রীবৃদ্ধি হইলেও পার্ব্বতীয় মেনাজাতির উৎপাতে ইহার সমৃদ্ধি বিলুপ্ত হইয়াছিল। ১৫০৬ খৃঃ, রাজা গোপালদাসের শাসনকালে এই নগর পূর্ব্বশ্রী লাভ করে। এই সময়ে এখানে সুরম্য হর্ম্ম্যসকল নির্ম্মিত হইয়াছিল। নগরটি প্রায় ১ ক্রোশ, ইহার চারিদিকে বেলেপাথরের প্রাচীর; নগরে প্রবেশ করিবার ৬ সিংহদ্বার এবং ১১টি গুপ্তদ্বার এবং নগরের মধ্যে গোপালদাসের সময়কার এক সুবৃহৎ রাজপ্রাসাদ আছে। প্রাসাদের চারিদিকে অত্যুচ্চ প্রাচীরপরিবেষ্টিত, দুইটি সুন্দর সিংহদ্বার, প্রাসাদের মধ্যে রাজমহল ও দেওয়ানি-আম নামক গৃহ দেখিবার জিনিষ বটে, এই দুই গৃহের চিত্র বিচিত্র, কারুকার্য্য ও শিল্পনৈপুণ্য দর্শন করিলে নির্ম্মাণ-কারীদিগকে যথেষ্ট প্রশংসা করিতে হয়। এখানে শিকারগঞ্জ, শিকারমহল ও আমমহল নামে তিনটি মনোরম উদ্যান আছে। লোকসংখ্যা ২৫,৬০৭।

কর্ক (পুং) করোতি কৃ-ক (কৃদাধারার্চ্চিকলিভ্যঃ কঃ। উণ্ ৩। ৪০) ১ শ্বেত অশ্ব। ২ কুলীর, কাঁকড়া। ৩ দর্পণ। ৪ ঘট। ৫ কর্কট রাশি। ৬ অগ্নি। ৭ তিল। ৮ সৌন্দর্য্য। ৯ কণ্টক। ১০ বৃক্ষবিশেষ, কাঁকড়াশৃঙ্গী। ১১ শুভ্রবর্ণ। ১২ উত্তম, শ্রেষ্ঠ।

১৩ রাষ্ট্রকূটাধিপতি গোবিন্দরাজের পুত্র। খোদিত শিলা-লিপি অনুসারে ইনিই কর্ক ১ম। ইহার দুই পুত্র ইন্দ্ররাজ ও কৃষ্ণরাজ, ইহার মৃত্যু হইলে রাষ্ট্রকূটরাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। ইহার রাজ্যকাল ৬৮৫ খৃঃ অঃ।

রাষ্ট্রকূটবংশীয় ২য় কর্ক গুজরাটরাজ ৩য় ইন্দ্রের পুত্র, তাঁহার অপর নাম সুবর্ণবর্ষ। তিনি গুজরাটে রাজত্ব করিতেন। তিনি ২য় ধ্রুবরাজের পিতা। বরদা ও অপর স্থানের অনুশাসনপত্রে তাহার সময় ৭৩৪ ও ৭৪৯ শক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উক্ত উভয় রাষ্ট্রকূটরাজই প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। এই বংশে আর একজন কর্কের (৩য়) নাম পাওয়া যায়, তাহার অপর নাম অমোঘবর্ষ বা বল্লভনরেন্দ্র। তাঁহার পিতা (৪র্থ) কৃষ্ণরাজ। সময় ৯৭২-৩ খৃঃ অঃ।

কর্ক উপাধ্যায়। কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র ও পারস্করগৃহ্যসূত্রের ভাষ্যকার। সায়ণাচার্য্যের পূর্ব্বে ইনি বিদ্যমান ছিলেন। সায়ণ আপন বেদভাষ্যে কর্কের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কর্কখণ্ড (পুং) কর্কঃ খণ্ড; ভূমিভাগো যত্র বহুব্রী। দেশবিশেষ। (ভারত বনপর্ব্ব ২৫৩। ৭৯)

কর্কটির্ভিটী (স্ত্রী) কর্কবর্ণা শুক্লা, চির্ভিটী, মধ্যলো°। সাদাফুটি।

কর্কট (পুং) কর্ক-অটন্। ১ বৃক্ষবিশেষ। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—কর্ক, ক্ষুদ্রধাত্রী, ক্ষুদ্রামলক ও কর্কফল। ইহার ফলের আকৃতি ছোট আমলকীর মত। ২ জলজন্তুবিশেষ। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—কর্কটক, কুলীর, কুলীরক, সদংশক, পঙ্কবাস ও তির্য্যক্‌গামী। বাঙ্গালায় কাঁকড়া বা ক্যাঁকড়া, দক্ষিণে দর্য়া-কা-কেকড়া, তামিলে কদ্দলনাদ্দু, তৈলঙ্গে নস্ত্রকৈয়া বা সমুদ্রপু, মলয়ে কপিতিং, পারস্যে পাঞ্জপায়া, আরবে খিন্নচিং, লাটিন ক্যান্সার (Cancer), ইংরাজীতে ক্র্যাব্ (Crab) বলে।

য়ুরোপীয় প্রাণীতত্ত্ববিদেরা কর্কটজাতিকে দৃঢ়াবরণীবিশিষ্ট-দশপাদী জীবশ্রেণী (Crustaceans of the order Decapoda) মধ্যে ধরিয়াছেন।

ইহাদের পাঁচজোড়া বক্ষস্থলনিঃসৃত প্রত্যঙ্গ আছে, বোধ হয়, এই জন্যই পারস্যভাষায় ইহাদিগকে পাঞ্জপায়া অর্থাৎ পঞ্চপদবিশিষ্ট বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বক্ষ প্রদেশের প্রত্যেক পার্শ্বে কানকোয়া বেষ্টিত আছে।

কর্কটজাতি পৃথিবীর নানাস্থানে বাস করে। ইহারা নানা প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়,—যাহারা সমুদ্রে বাস করে, তাহারা স্বভাবতঃ অনেক বড় হয়। যাহারা নদীতে থাকে, তাহারা সামুদ্রিক কর্কট অপেক্ষা ক্ষুদ্র, আবার যাহারা জলাশয়ে বাস করে, তাহারা আরও ছোট হয়।

সকল প্রকার কর্কটের পৃষ্ঠাবরণ (খোলা) দেখিতে সমান নয়, দেশভেদে ও জল বায়ুর অবস্থাভেদে নানাস্থানে নানাবিধ আকারের কর্কট দৃষ্ট হয়। ইহারা অণ্ডজ জীব। প্রথমাবস্থায় মাতৃবক্ষে অতি ক্ষুদ্র ডিম্বাকারে বাস করে, সময় হইলে ডিম ফুটিয়া বাহির হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় ইহাদিগকে কোন প্রকার পোকা বলিয়া ভ্রম জন্মে; ডিম্ব হইতে নির্গত হইয়াই জলে ভাসিতে থাকে। এ সময়ে ইহাদের বিপদ্ অনেক, জলচর জীবগণ আপনাদের আহার ভাবিয়া সদ্যোজাত কর্কট ধরিয়া ভক্ষণ করে। যতই বড় হইতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে রূপেরও পরিবর্ত্তন ঘটে। প্রথম হইতে পাঁচরকম রূপপরি-বর্ত্তনের পর প্রকৃত কর্কটরূপ প্রাপ্ত হয়।

কর্কটেরা সমুদ্রের অতল সলিলে, জলের ধারে, অথবা সলিলনিকটস্থ পাহাড়ের গর্ত্তে বাস করে। বঙ্গদেশের বাদায় যেখানে সমুদ্র অথবা নদীর জল সময়ে সময়ে আসিয়া থাকে, এরূপ স্থলে গর্ত্ত করিয়াও ছোট বড় সকল প্রকার কর্কট বাস করিতে দেখা গিয়াছে। দুই এক জাতি ভিন্ন সকল প্রকার কর্কট পদদ্বারা সাঁতার কাটিতে পারে না, বরং স্থলে বেড়াইতে পারে।

কর্কটের মত ঝগড়াটে এবং খাদ্যগ্রহণ করিতে তৎপর

জলচরজীব আর নাই। অধিক কর্কট একত্র হইলেই যুদ্ধ আরম্ভ হয়, যে বলবান্ তাহারই জয় এবং যে অতি ক্ষীণ, তাহার প্রাণসংশয় হয়। ইহারা শীতকালে গভীর জলে বাস করে, আবার গ্রীষ্ম আসিলে তটের নিকট থাকে। পৃথিবীর নানাপ্রকার কর্কট মানবজাতির খাদ্যোপযোগী।

রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—মলমূত্রপরিষ্কারক, ভগ্নসন্ধানকারী অর্থাৎ ভগ্নস্থান জোড়া দিতে সমর্থ এবং বায়ুপিত্তনাশক। কৃষ্ণকর্কট অর্থাৎ কাল কাঁকড়ার গুণ—বলকারক, ঈষৎ উষ্ণ ও বায়ুনাশক।

৩ পক্ষিবিশেষ, করকটে। ৪ পদ্মমূল। ৫ তুম্বীলাউ। ৬ মেষাদি দ্বাদশ রাশির চতুর্থ রাশি; এই রাশি পুনর্ব্বসু নক্ষত্রের শেষপাদের সহিত পুষ্যা ও অশ্লেষানক্ষত্রে হইয়া থাকে। (এই নক্ষত্রের চারিদিকে ৫টি উপগ্রহ আছে।) ইহার দেবতা কুলীরাকৃতি, তাহার পৃষ্ঠদেশ উন্নত; তিনি শ্বেতবর্ণ, কফপ্রকৃতি, স্নিগ্ধ, জলচর, বিপ্রবর্ণ, উত্তরদিক্পাল, বহু স্ত্রীসঙ্গ ও বহু সন্তানশালী। কর্কটরাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে কপটচিত্ত, মৃদুভাষী, মন্ত্রণাকুশল, অপ্রবাসী ও অঋণী হইয়া থাকে। জন্মকালীন চন্দ্র এই রাশিগত থাকিলে মানব নৃত্যগীতাদি বহুকলাভিজ্ঞ, নির্ম্মলবৃত্তি, কৃশ, সুগন্ধপ্রিয়, জলকেলিপ্রিয়, ধনবান্, বুদ্ধিমান্ এবং দাতা হইয়া থাকে। কর্কটলগ্নে জন্মগ্রহণ করিলে ভোগী, সর্ব্বজনপ্রিয়, মিষ্টান্নপানভোজী ও আত্মীয়দিগের প্রিয় হইয়া থাকে। ৭ সর্পবিশেষ। ৮ কলশ। ৯ কীলক, গোঁজ। ১০ কণ্টক। ১১ রোগবিশেষ। (Cancer) অর্ব্বুদক্ষত রোগ, ইহা অসাধ্য।

কর্কটক (পুং) কর্কটএব-স্বার্থে-কন্। ১ কাঁকড়া। ২ যন্ত্রভেদ।

কর্কটক্রান্তি (স্ত্রী) নিরক্ষরেখা হইতে ১৩॥ ক্রোশ উত্তরস্থিত অক্ষরেখা। (Tropic of Cancer.)

কর্কটশৃঙ্গিকা (স্ত্রী) কর্কটতুল্যং শৃঙ্গমস্যাঃ, কর্কটশৃঙ্গ-স্বার্থে কন্-টাপ্-ইত্বং। কাঁকড়াশৃঙ্গী।

কর্কটশৃঙ্গী (স্ত্রী) কর্কটস্য শৃঙ্গমিব শৃঙ্গমগ্রভাগো যস্যঃ, বহুব্রী। গাছবিশেষ, কাঁকড়াশৃঙ্গী। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—কর্কটাখ্যা, মহাঘোষা, শৃঙ্গী, কুলীরশৃঙ্গী, চক্রাঙ্গী, কুলিঙ্গী, কাসনাসিনী, ঘোষা, বনমূর্দ্ধজা, চক্রা, শিখরী, কর্কটাঙ্গা, কর্কটী, বিষানিকা, কৌলীরা, চন্দ্রাস্পদা, বলাঙ্গা। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ,—কষায় ও তিক্তরস, উষ্ণবীর্য্য; এবং কফ, বায়ু, ক্ষয়, জ্বর, উর্দ্ধবায়ু, তৃষ্ণা, কাস, হিক্কা, অরুচি ও বমিনাশক।

কর্কটাক্ষ (পুং) কর্কট-ইব অক্ষি গ্রন্থিভেদোঽস্য, বহুব্রী। কাঁকুড়, কর্কটী।

কর্কটাখ্যা (স্ত্রী) কর্কটস্য আখ্যা এব আখ্যা যস্যাঃ, বহুব্রী। কাঁকড়াশৃঙ্গীবৃক্ষ।

কর্কটাঙ্গা (স্ত্রী) কর্কটস্য অঙ্গং শৃঙ্গমিব শৃঙ্গমগ্রমস্যাঃ কর্কটাঙ্গ-টাপ্। কাঁকড়াশৃঙ্গী।

কর্কটাস্থি (ক্লী) কর্কটস্য অস্থি, ৬তৎ। কাঁকড়ার খোলা।

কর্কটাহ্ব (পুং) কর্কটমাহ্বয়তে স্পর্দ্ধতে কণ্টকময়ত্বাৎ, কর্কট-আ-হ্বে-ক। বেলগাছ।

কর্কটাহ্বা (স্ত্রী) কর্কটাহ্ব-টাপ্। কাঁকড়াশৃঙ্গী।

কর্কটি (স্ত্রী) করং কটতি প্রাপ্নোতি, কর-কট্-ইন্-(সর্ব্বধাতুভ্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭) শকন্ধাদিবৎ অলোপঃ। কাঁকুড়।

কর্কটিকা (স্ত্রী) কর্কটী-স্বার্থে কন্-টাপ্-হ্রস্বশ্চ। কাঁকুড়। ("তৌ চ বৃতি ভঙ্গং কৃত্বা কর্কটিকাক্ষেত্রেষু প্রবিশ্য তৎফলভক্ষণং স্বেচ্ছয়া কৃত্বা।" পঞ্চতন্ত্র।)

কর্কটিকেশ (ক্লী) কামরূপস্থ একটি গ্রাম। শ্রাদ্ধের পর এই গ্রাম প্রদক্ষিণ করিতে হয়।

"উদ্যতস্তু গয়াং গন্তুং শ্রাদ্ধং কৃত্বা বিধানতঃ।
বিধায় কর্কটিকেশং গ্রামস্যাস্তু প্রদক্ষিণম্॥" যোগিনীতন্ত্র।

কর্কটিনী (স্ত্রী) কর্কটবৎ আকারো হস্ত্যস্যাঃ, কর্কট-ইন্-ঙীপ্। দারুহরিদ্রা।

কর্কটী (স্ত্রী) কর্কং কণ্টকং অটতি গচ্ছতি, কর্ক-অট্-ইন্ শকন্ধাদিত্বাদলোপঃ-ঙীষ্। করং কটতি, বা কর-কট্-ইন্-ঙীষ্। ১ শাল্মলীফল, শিমুলফল। ২ সর্পবিশেষ। ৩ দেবদালীলতা। ৪ কাঁকড়াশৃঙ্গী। ৫ এর্ব্বারু। ৬ ঘোটিকাবৃক্ষ। ৭ ফললতাবিশেষ, কাঁকুড়। (Cucumis Utilissimus) ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়—কটুদলী, ছর্দ্দাপনিকা, পীনসা, মূত্রফলা, ত্রপুষা, হস্তিপর্ণী, লোমশকাণ্ডা, মূত্রলা, বহুকন্দা, কর্কটাক্ষ, শান্তনু, চির্ভটী, বালুকী, এর্ব্বারু, ত্রপুষী।

ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—মধুর, শীতল, রূক্ষ, মলরোধক, গুরু, রুচিকর ও পিত্তনাশক। পাকা কাঁকুড় তৃষ্ণা, অগ্নি ও পিত্তকারক। ইহার পাকপ্রণালী—পরিপুষ্ট কাঁকুড়ের ছাল বীজ বাদ দিয়া গোলাকার খণ্ড খণ্ড করিবে, পরে তপ্ততৈলে ভাজিয়া লইয়া ঘৃত, দুগ্ধ ও শর্করার সহিত পাক করিবে, পাকশেষে এলাচীর চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সুবাসিত করিয়া লইবে। এতদ্ভিন্ন ইহার তরকারী পাক করিয়া খাইবারও রীতি আছে। তিক্ত কাঁকুড় রক্তপিত্তনাশক ও কফদোষকারক। পাকাকাঁকুড় মূত্ররোধবিনাশক।

কর্কটু (পুং) কর্কট-কু, মৃগয়্বাদিত্বাৎ। করেটুপক্ষী, করকটে।

কর্কন্দ। চট্টলস্থ গ্রামবিশেষ। (ভঃ ব্রহ্মখণ্ড ১৫।২২)

কর্কন্ধু (পুং স্ত্রী) কর্কং কণ্টকং দধাতি, কর্ক-ধা-কু-মুম্‌চ। ১ কোলিবৃক্ষ, শৃগালকুল, শেয়াকুল।

ভাবপ্রকাশের মতে শেয়াকুলের গুণ—অম্ল, কষায় ও ঈষৎ মধুররস, স্নিগ্ধ, তিক্ত, গুরু ও বাতপিত্তনাশক। শুষ্ক কুল ভেদক, অগ্নিকারক, লঘু, তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও রক্তনাশক। কোন কোন স্থলে কর্কন্ধু শব্দ ক্লীবলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়। ২ কুলফল।

কর্কন্ধুকুণ (পুং) কর্কন্ধূণাং পাকঃ, কর্কন্ধু-কুণপ্‌ (তস্য পাকমূলে পীল্বাদি কর্ণাদিভ্যঃ কুণব্জাহচৌ। পা ৪। ২। ২৪।) ১ কর্কন্ধুর পকাবস্থা। ২ পাকা কর্কন্ধু।

কর্কন্ধুমতী (স্ত্রী) কর্কন্ধুরস্ত্যত্র ভূমৌ ইতিশেষঃ, কর্কন্ধু-মতুপ্‌ ঙীষ্‌। কর্কন্ধুযুক্ত ভূমি।

কর্কন্ধূ (পুং স্ত্রী) কর্কং কণ্টকং দধাতি, কর্ক ধা-কু ততো নিপাতনাৎ সিদ্ধং (অন্দূদৃম্ফূজম্বূকম্বূকফেলূকর্কন্ধূদিধিষূ। উণ্‌ ১। ৯৫।) কর্কন্ধুবৃক্ষ। [কর্কন্ধু দেখ।]

কর্কফল (ক্লী) কর্কস্য কর্কটস্য ফলম্‌, ৬তৎ। ১ কর্কটফল। ২ (কর্কবৎ ফলং যস্য) বৃক্ষবিশেষ, ক্ষুদ্র আমলকী।

কর্কর (ত্রি) কর্ক-অরন্‌। ১ কঠিন। ২ কর্কশ।

কর্কর (ক্লী) কর্ক-রা-ক। ১ ছোট ছোট পাথরকুচি, যাহা পোড়াইয়া চূণ প্রস্তুত করে; ইহার অপর সংস্কৃত নাম চূর্ণখণ্ড। ২ কাঁকর। (পুং) ৩ দর্পণ। ৪ সর্পবিশেষ। (ভারত ১। ৩৫। ১৬।) ৫ মুদ্গর।

কর্করাক্ষ (ত্রি) কর্করং কর্কশং অক্ষি যস্য, বহুব্রী। কর্কশচক্ষু।

কর্করাঙ্গ (পুং) কর্করতুল্যং অঙ্গং যস্য বহুব্রী। কালকণ্ঠ নামক পক্ষিবিশেষ, খঞ্জনপক্ষী।

কর্করাটু (পুং) কর্কং হাসং রটতি প্রকাশয়তি, কর্ক-রট-কু কুঞ্‌ বা। কটাক্ষ।

কর্করাটুক (পুং) কর্কং কর্কশং রটতি রৌতি, কর্ক-রট-উকঞ্‌ স্বার্থে কন্‌। করকটে পাখী।

কর্করান্ধুক (পুং) কর্করঃ কঠোর অন্ধুঃ, কর্ম্মধা; স্বার্থে কন্‌। অন্ধকূপ।

কর্করাল (পুং) কর্করঃ সন্‌ অলতি পর্য্যাপ্নোতি, কর্কর অল্‌-অচ্‌। চূর্ণকুন্তল, অলক।

(অলকস্ত কর্করালঃ খঞ্জরশ্চূর্ণকুন্তলঃ। হেম ৩। ৫৬৯)

কর্করী (স্ত্রী) কর্কং হাসবৎ নির্ম্মলঃ সলিলং রাতি, কর্ক-রা-ক গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্‌। ক্ষুদ্রজলাধার, গাড়ু, ঝারী। ইহার সংস্কৃত-পর্য্যায়,—আলু, গলন্তিকা, অলু ও আরু।

কর্করীকা (স্ত্রী) কর্করী-স্বার্থে কন্‌ হ্রস্বো ন। কর্করী।

কর্করেট (ক্লী) কর্কং কর্কেতি শব্দং রেটতে যত্র, কর্ক-রেট ঘঞ্‌। গলায় হাত, গলা টিপিয়া ধরা। ইহার সংস্কৃতপর্য্যায়,—অর্দ্ধচন্দ্র ও অঙ্গুলিতোরণ।

কর্করেটু (পুং) কর্কং কর্কেতি শব্দং রেটতে ভাষতে রৌতি বা, মৃগয়্বাদিত্বাৎ সাধুঃ। করেটুপক্ষী, করকটে।

কর্কশ (পুং) রুক্ষোঽস্ত্যস্য, কর্ক-শ (লোমাদিপামাদিপিচ্ছাদিভ্যঃ শনেলচঃ। পা ৫। ২। ১০০) ১ কাম্পিল্লবৃক্ষ, কমলা-গুড়ী বা গুড়ারোচনী। ২ কাসমর্দ্দ, কালকাসিন্দা। ৩ ইক্ষু। ৪ খড়্গ। ৫ (ত্রি) কঠিনস্পর্শ। ৬ ক্রূর। ৭ নির্দ্দয়। ৮দুর্ব্বোধ। ৯ কৃপণ। ১০ খরস্পর্শ, খরখরে। ১১ সাহসী। ১২ কঠোর। ১৩ অত্যন্ত। ("তস্য কর্কশবিহারসম্ভবম্‌।" রঘু।) ১৪ কৃপণ।

কর্কশচ্ছদ (পুং) কর্কশঃ ছদঃ পত্রমস্য, বহুব্রী। ১ পটোল। ২ শাখোটবৃক্ষ, শেওড়াগাছ।

কর্কশচ্ছদা (স্ত্রী) কর্কশঃ অমসৃণঃ ছদো যস্যাঃ কর্কশচ্ছদ-টাপ্‌। ১ কোশাতকী, ঝিঙ্গে। ২ দগ্ধারুহ।

কর্কশত্ব (ক্লী) কর্কশস্য ভাবঃ কর্কশ-ত্ব (তস্যভাবস্তুতলৌ। পা ৫। ১। ১১৯।) কর্কশতা, কর্কশের ধর্ম্ম। [কর্কশ দেখ।]

কর্কশদল (পুং) কর্কশং দলং পত্রমস্য, বহুব্রী। ১ পটোল। ২ শেওড়াগাছ।

কর্কশদলা (স্ত্রী) কর্কশং দলং যস্যাঃ, কর্কশদল-টাপ্‌। ১ কোশাতকী, ঝিঙ্গে। ২ দগ্ধারুহ।

কর্কশবাক্য (ক্লী) কর্কশঞ্চতৎ বাক্যঞ্চেতি, কর্ম্মধা। ১ নিষ্ঠুর বচন। ২ নীরসবাক্য।

কর্কশা (স্ত্রী) কর্কশ-টাপ্‌। ১ ব্যভিচারিণী স্ত্রী। ২ বৃশ্চিকালী, বিছাতিলতা।

কর্কশিকা (স্ত্রী) কর্কশ-কন্‌-টাপ্‌-অত ইত্বং। বনকুল।

কর্কসার (ক্লী) কর্কঃ কর্কশঃ সারো যত্র, বহুব্রী। করম্ভক, দধি মিশ্রিতছাতু।

কর্কারু (পুং) কর্কং হাস্যবৎ শৌক্ল্যং ঋচ্ছতি প্রাপ্নোতি, কর্ক-ঋ-উণ্‌। কুষ্মাণ্ড, কুমড়া। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ—শীতল, গুরু, মলবদ্ধকারক ও রক্তপিত্তনাশক। পক্ক কর্কারু তিক্ত, অগ্নিকারক, ক্ষারযুক্ত এবং কফ ও বায়ুনাশক।

কর্কারুক (পুং) কর্কং হাসং হিতকারিত্বাৎ ঋচ্ছতি জনয়তি, কর্ক-ঋ-উকঞ্‌। কালিঙ্গবৃক্ষ, খেঁড়ো।

সুশ্রুতের মতে ইহার ফল গুণ,—গুরু, বিষ্টম্ভী, শীতল, স্বাদু, কফকারক, মলমূত্রপরিষ্কারক, ক্ষারযুক্ত ও মধুররস।

কর্কি (পুং) কর্ক-ইন্‌। ১ কর্কটরাশি। ২ আরঙ্গাবাদের পূর্ব্বনাম।

কর্কী (স্ত্রী) কর্ক অচ্‌-ঙীষ্‌। কাঁকুড়।

কর্কীপ্রস্থ (পুং) নগরবিশেষ।

কর্কেতন (ক্লী, পুং) কর্কে হাস্যাদৌ তনোতি, কর্কে-তন্‌-অচ্‌

অলুক্‌সমাস। রত্নবিশেষ। এই রত্নকে হিন্দীতে ও পারস্যে জমরদ্‌, হিব্রু 'টার্‌শিস্‌,' গ্রীক 'বেরলস্‌,' লাটিন 'স্মারগডাস' (Smaragdus), পোলণ্ড 'জমরগদ্‌', রুষ 'ইস্মুমরদ্‌', ওলন্দাজ 'স্মরগদ্‌' বা 'এস্‌মরদ্‌', দিনেমার ও সুইস্‌ 'সমরদ্‌,' রোমক 'স্মরল্‌দো', পর্ত্তুগীজ 'এস্‌মরল্‌দ,' বাইবেলে বেরিল, ফরাসীভাষায় বেরিল (Beril) এবং ইংরাজিতে বেরিল বা ক্রিসোবেরিল্‌ (Beryl বা Chrysoberyl) কহে।

গরুড়পুরাণে এইরূপ বর্ণিত আছে,—"বায়ু হৃষ্টচিত্তে দৈত্যপতির নথ সকল গ্রহণ করিয়া চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিলে কর্কেতন নামক পূজ্যতম রত্ন পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হইল। স্নিগ্ধ, বিশুদ্ধ, সর্ব্বত্র সমবর্ণ, ঈষৎপীত, ওজনে ভারি, বিচিত্র এবং ত্রাসব্রণাদি দোষবর্জ্জিত কর্কেতন অতিউৎকৃষ্ট। রক্তের মত লাল, চন্দ্রের ন্যায় পাণ্ডুর, মধুর ন্যায় ঈষৎ পীত, তামার মত অল্প লাল, পীত, অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল, নীল এবং সাদা কর্কেতন পাপনাশক। সংস্কারকের দোষে তেমন জ্যোতির্ম্ময় হয় না। এই মণি সোণায় মুড়িয়া গলে বা হাতে পরিলে অতি সুন্দর দেখায়, তাহাতে আয়, বংশ ও সুখ বৃদ্ধি হয় এবং রোগ ও কলিদোষ দূর করে। যে নির্দ্দোষ কর্কেতন ধারণ করে, সে সর্ব্বত্র পূজিত, বহু ধনশালী, বহুবান্ধব, দীপ্তিমান্‌ ও নিত্যতৃপ্ত হয়। এই মণি যত উজ্জ্বল ও যত ভারি হয়, ইহার মূল্যও তত অধিক।" (গরুড় পু° ৭৫ অঃ)।

এই মণি ভারতবর্ষে, সিংহলে, উত্তর আমেরিকায়, মিসরে, রুষে ইউরাল পর্ব্বতস্থ তজোবাজনদীগর্ভে, ব্রেজিলে, মোরভিয়ায় এবং পেগুতে পাওয়া যায়।

দক্ষিণভারতে কৈম্বাতুর হইতে ২০ ক্রোশ ঈশানকোণে কর্কেতনের খনি আছে এবং নানাস্থানে মরকত, ইন্দ্রনীল প্রভৃতির সহিত দৃষ্ট হয়।

ইহা সবুজ, নীল, হরিৎ প্রভৃতি নানাবর্ণের দেখিতে পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট কর্কেতন দেখিতে অল্প সবুজ বা দূর্ব্বাঘাসের বর্ণের মত। ইহার ঔজ্জ্বল্যও অধিক। ইহার আপেক্ষিক গুরুত্ব ৩° ৬ হইতে ৩° ৮ পর্য্যন্ত। ইহা অতিশয় কঠিন, প্রায় ৮° ৫। ইহা দ্বারা স্ফটিক বিদ্ধ করা যায়। আবার কর্কেতন চিরিতে বা বিদ্ধ করিতে হইলে ইন্দ্রনীল ও মাণিক্যের আবশ্যক। ইহা ঘষিলে বৈদ্যুতিক জ্যোতিঃ নির্গত হয়, তাহা কর্কেতনের গুণানুসারে কয়েক ঘণ্টা থাকিতে পারে।

কর্কেতনের মধ্যে যাহা অর্দ্ধস্বচ্ছ, তাহা 'বিল্লী কি আঁখ' (বিড়ালাক্ষী) নামে বিক্রীত হয়।

অতি উজ্জ্বল স্বচ্ছ কর্কেতনের মূল্য অধিক, এক একটি ১০০৲ টাকা হইতে ৩০০০৲ পর্য্যন্ত।

কর্কোট (পুং) কর্ক-ওট। নাগরাজবিশেষ। ("অনন্তো বাসুকিঃ পদ্মো মহাপদ্মো ঽপি তক্ষকঃ। কর্কোটঃ কুলিকঃ শঙ্খ ইত্যষ্টৌ নাগনায়কাঃ॥" ত্রিকাণ্ডশে°।)

কর্কোটক (পুং) কর্কঃ কণ্টকময়ত্বাৎ কঠোরঃ অটতি প্রাপ্নোতি, কর্ক-অট্‌-অচ্‌, (পৃষোদরাদিত্বাৎ) ওকারাদেশঃ, তদ্বৎ কায়তি প্রকাশতে, কর্কোট-কন্‌। ১ বেলগাছ। ২ কদ্রুপুত্র নাগরাজবিশেষ। (কর্কোটকঃ স্যান্মালূরকাদ্রবেয়প্রভেদয়োঃ। মেদিনী।) ৩ ইক্ষু। ৪ কাঁকরোল। [কাঁকরোল দেখ।] ৫ মহাভারত ও পুরাণোক্ত জনপদবিশেষ। (মার্কণ্ডেয় পু° ৫৮। ৮, মহাভা° দ্রোণ, বৃহৎসংহিতা ১৪। ১২)। ইহার বর্ত্তমান নাম কারা; জয়পুররাজ্যের অন্তর্গত।

কর্কোটকী (স্ত্রী) কর্কোটক-গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্‌। ১ পীতঘোষা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কটুফলা, মহাজালিনি, ধামার্গব ও রাজকোষাতকী। [ধামার্গব দেখ।] ২ কাঁকুড়।

কর্কোটব্যাপী (স্ত্রী) কর্কোটনামনাগেন কৃতা বাপী, মধ্যলো°। কাশীস্থ তীর্থবিশেষ। ("কর্কোটব্যাপ্যা ঈশানে মরীচেঃ কুণ্ডমুত্তমম্‌।" কাশীখণ্ড।)

কর্কোটিকা (স্ত্রী) কর্কোট-স্বার্থে কন্‌-টাপ্‌-অত-ইত্বং। কাঁকরোল।

কর্চ্চরিকা (স্ত্রী) কং সুখং যথা তথা চর্য্যতে উপযুজ্যতে, ক-চর-কন্‌, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। পিষ্টকবিশেষ, কচুরী। [কচুরী দেখ।]

কর্চরী (স্ত্রী) কং জলং চূর্য্যতে অত্র, ক-চুর-ঙীষ্‌ (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) জলশূন্য শুষ্ক ফলখণ্ড; হিন্দুস্থানীরা ইহাকে কচরী কহে। ইহাতে ক্ষীর ও অম্লসংযুক্ত করিয়া ঘৃতপক্ক করিতে হয়। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ,—রুচি ও বলকারক, উষ্ণ, পিত্তকর, কফজনক ও ভেদক।

কর্চ্চূর (ক্লী) কর্জ্জ-উর (পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।) ১ কর্ব্বুর, বিবিধবর্ণ। ২ স্বর্ণ। ৩ বৃক্ষবিশেষ, কচুর। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ,—কটু, তিক্ত, উষ্ণ, মুখপরিষ্কারক এবং কফ, কাস ও গলগণ্ডনাশক। চরকে ত্বক্‌শূন্য কর্চ্চূরের এইরূপ গুণ লিখিত আছে,—রুচিকারক, অগ্নিবর্দ্ধক, সুগন্ধি, কফ ও বায়ুনাশক, এবং শ্বাস, হিক্কা ও অর্শোরোগে হিতকর। [আম্বহলুদ দেখ]।

কর্চ্চূরক (পুং) কর্চ্চূর স্বর্ণমিব কায়তি প্রকাশতে, কর্চ্চূর-কৈ-ক। ১ কাঁচা হলুদ। ২ (স্বার্থে কন্‌) কর্চ্চূর।

কর্জ্জ (আরব্য) ঋণ, দেনা।

কর্জ্জদার (পারস্য) দেনাদার, অধমর্ণ।

কর্জ্জপত্র (আরব্য কর্জ্জ+সংস্কৃত পত্র) কর্জ্জ লইবার সময় উত্তমর্ণকে যেরূপ লিখিয়া দিতে হয়।

কর্জ্জশোধ (আরব্য কর্জ্জ+সংস্কৃত শোধ) ঋণ পরিশোধ।

কর্জ্জী (দেশজ) অধমর্ণ, যে ঋণ করে।

কর্ণ (পুং) কীর্য্যতে ক্ষিপ্যতে বায়ুনা শব্দো যত্র, কৄ-ন-নিচ্চ (কৃবৃজৃষিদ্রুপন্যনিস্বপিভ্যো নিৎ। উণ্ ৩। ১০।) কর্ণ্যতে আকর্ণ্যতে অনেন কর্ণ-করণে অপ্ বা। ১ শ্রবণেন্দ্রিয়, কাণ; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শব্দগ্রহ, শোত্র, শ্রুতি, শ্রবণ, শ্রব, শ্রোত্র ও বচোগ্রহ। কর্ণের বাহ্যাভ্যন্তর সমুদায় অবয়বেই 'কর্ণ' শব্দ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু কর্ণগহ্বরের আকাশস্থানেই কর্ণেন্দ্রিয়ের কার্য্য হইয়া থাকে, সুতরাং সেই আকাশের নামই 'শ্রবণেন্দ্রিয়।' এই ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতৃদেবতা দিক্, শব্দ ইহার বিষয়।

এখনকার শারীরবিদ্ পণ্ডিতগণের মতে মনুষ্য এবং যাবতীয় স্তন্যপায়ী জীবের কর্ণ তিনভাগে বিভক্ত—১ বহিঃকর্ণ, ২ ঢক্কা (Tympanum) ও ৩ কর্ণাভ্যন্তরস্থ বিবর বা গোলকধাঁদা (Labyrinth)। বহিঃকর্ণের আবার দুই অংশ কর্ণশষ্কুলী (Auricle) এবং কর্ণপ্রণালী বা কর্ণ-বহির্দ্বার (Auditory canal or external meatus.)

কর্ণশষ্কুলী উপাস্থিক সংগঠনানুসারে উচ্চ ও নিম্নগামী। ইহার গভীর ও প্রশস্ত মধ্যস্থান, যাহাতে গোলছিদ্রগুলি নামিয়া গিয়াছে, তাহার নাম কর্ণস্থালী (Concha) এবং নিম্নতম দোলায়মান অংশকে কর্ণপালি বা কাণের পাতা (Lobe) বলা যায়। এদেশে কর্ণবেধের সময় এই কাণের পাতায় ছিদ্র করিতে হয়। বহিঃকর্ণে একখানি উপাস্থি আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি ছিদ্র এবং সেই ছিদ্রগুলি সূত্রাকার ঝিল্লিসমূহে পূর্ণ থাকে। কর্ণশষ্কুলীর একভাগ হইতে অপরভাগে কয়েকটি পেশী চলিয়া গিয়াছে। এই পেশী সর্ব্বশুদ্ধ ৩টী। উহারা পার্শ্বস্থ শিরস্ত্বক্ (Scalp) হইতে কর্ণে বিস্তৃত হইয়াছে, মনুষ্য মধ্যে এই পেশী তেমন আবশ্যকীয় নয়, কিন্তু স্তন্যপায়ী জীবের পক্ষে এগুলি না থাকিলেই নয়।

কর্ণপ্রণালী অর্দ্ধ ইঞ্চি পরিসর, উহা কর্ণস্থালী হইতে অভ্যন্তরে গিয়াছে, ইহার উভয় পার্শ্ব অপেক্ষা মধ্যভাগ অধিক সরু। এইজন্য কর্ণের অভ্যন্তরে কোন কিছু প্রবেশ করিলে বাহির করিতে কষ্ট হয়। অধোভাগ উপরভাগ অপেক্ষা বৃহৎ হওয়ায় কর্ণপ্রণালীর শেষ হইতে মধ্যকর্ণের ঝিল্লী তির্য্যক্‌ভাবে অবস্থিত। কর্ণপ্রণালী অস্থিগর্ভ ও উপাস্থিযুক্ত। যে ভাগ অস্থিগর্ভ, তাহার মধ্যে ঝিল্লিপরিবেষ্টিত সূক্ষ্ম অস্থিভ্রূণ থাকে। কোন কোন প্রাণীর স্বতন্ত্রভাবে কেবল অস্থির ন্যায় থাকে।

কর্ণরন্ধ্রের বহির্ভাগে মুখাভিমুখী স্থানকে কর্ণপত্রক (Tragus) বলে। কর্ণরন্ধ্রে খোলযুক্ত গ্রন্থি থাকে, ঐ গ্রন্থি থাকায় কীট ও ময়লাদি প্রবেশ করিতে পারে না।

কর্ণের বহির্দ্বারের ও কর্ণবিবরের মধ্যবর্ত্তী গহ্বরকে মধ্যকর্ণ বা ঢক্কা (Tympanum) বলা যায়। এই স্থান বায়ুপূর্ণ। ঐ বায়ু গলকোষ হইতে ইউষ্টেকিয়ান্ নলী দিয়া ঢক্কায় প্রবিষ্ট হয়। ঢক্কাঝিল্লীর ও কর্ণবিবরের সহিত সচল অস্থিশ্রেণী সংযুক্ত আছে।

ঢক্কার গহ্বর দেখিতে অসমান এবং সারি সারি সূক্ষ্ম লোমবৎ উপত্বকে সজ্জিত। এই উপত্বক্ গলকোষ হইতে নির্গত হইয়া ইউষ্টেকিয়ান্ নলী দিয়া কর্ণমণ্ডলে আসিয়া পৌছিয়াছে।

ঢক্কার ক্ষুদ্রাস্থি তিনখানি এবং তাহাদের আকারানুসারে নাম মুদ্গরাস্থি (Malleus), নিহানী-অস্থি (Incus) এবং রেকাবাস্থি (Stapés.)

ঢক্কার ঝিল্লী উক্ত গহ্বরের বহিঃপ্রাচীররূপে সংগঠিত। উহা দেখিতে ডিম্বাকৃতি। এই ঝিল্লীর উপর ও অধোদিকের মাঝামাঝি ক্ষুদ্রাস্থিশ্রেণীর প্রথমটি মুদ্গরের হাতলের আকারে সংলিপ্ত আছে, সেই অস্থির নাম মুদ্গরাস্থি।

ঢক্কাগহ্বরে কর্ণাভ্যন্তরের সহিত সংস্রব থাকিবার জন্য দুইটি গবাক্ষ আছে, ঐ গবাক্ষ কোমল ঝিল্লী দ্বারা আবদ্ধ থাকে। উহার একটিকে ডিম্বাকার গবাক্ষ (Fenestra ovalis) এবং অপরটিকে গোলগবাক্ষ (Fenestra rotunda) বলা যায়। প্রথমটি কর্ণবিবরের প্রবেশদ্বারের প্রদর্শকরূপে রহিয়াছে এবং আপন ঝিল্লীর দ্বারা ক্ষুদ্রাস্থিশ্রেণীর অন্তরাস্থির (অপর নাম রেকার-অস্থি) সহিত দৃঢ়রূপে সংযুক্ত আছে। দ্বিতীয় গবাক্ষটি কর্ণবিবরের শম্বুকাকার গহ্বরের (Cochlea) দিকে অবস্থিত।

ঢক্কার মুদ্গরাস্থির সহিত একাধিক পেশী লিপ্ত আছে। এই পেশীর একটি করোটির কীলকাস্থির কশেরুমজ্জাবৎ স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, (ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Laxator tympani) আর একটি শঙ্খাস্থির প্রস্তরবৎ কঠিন স্থান হইতে উৎপন্ন হইয়াছে (ইহার ইংরাজী বৈজ্ঞানিক নাম Tensor tympani) শেষোক্ত পেশী মুদ্গরাস্থির হাতলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শারীরতত্ত্ববিদের মধ্যে অনেকেই প্রথম পেশীর অস্তিত্বে সন্দেহ করিয়া থাকেন, তাঁহারা বলেন যে, উহাকে পেশী না বলিয়া বরং বন্ধনী বলা যাইতে পারে।

নিহানী-অস্থি বলিলে কামারদিগের নিহানীর ন্যায় আকারবিশিষ্ট বুঝায়, কিন্তু সেরূপ নয়। এই অস্থিখানি দেখিতে পেষণদন্তের ন্যায়, ইহার যে অংশ ক্ষুদ্র তাহা পশ্চাদিকে যাইয়া ঢক্কাগহ্বরের পশ্চাদ্ভাগে চুচুকাকার কোষের *

* চুচুকাকার কোষ—Mastoid cells.

উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে এবং যে অংশ কিছু বড়, তাহা অধোগামী হইয়া শেষে রেকাবাস্থির মাথার উপর চেপ্টা অথচ গোলাকার ধারণ করিয়াছে।

রেকাবাস্থি দেখিতে অশ্বারোহীর পদ রাখিবার রেকাবের ন্যায়। ইহার মস্তক, গ্রীবা, দুইশাখা ও ভূমি আছে। এই অস্থির কোণাকার উচ্চাংশ হইতে এক সূক্ষ্ম পেশী (Stapedius) উৎপন্ন হইয়া ডিম্বাকার গবাক্ষের পশ্চাদ্ভাগে রেকাবাস্থির গ্রীবাদেশে সন্নিবেশিত হইয়াছে; গ্রীবাদেশ পশ্চাদ্ভাগে টানিলে, উহা কর্ণবিবরের দ্বারকে সঙ্কুচিত করে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ইউষ্টেকিয়ান্‌নলী দিয়া ঢক্কা-গহ্বর বাহির হইয়াছে। ইউষ্টেকিয়ান্‌নামক একজন শারীরবিৎ এই নলীটী প্রথমে আবিষ্কার করেন, তাঁহারই নামানুসারে এই নলীর নাম হইয়াছে। এটি প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা। ইহার অল্পভাগ অস্থিময় এবং অধিকাংশ উপাস্থিময়। এই নলীর মধ্য দিয়া বায়ু বহিয়া ঢক্কার উপরে ও মধ্যে সঞ্চারিত হয় এবং এই পথ দিয়া ঢক্কাগহ্বরস্থ সঞ্চিত শ্লেষ্মাদিও নির্গত হয়।

কর্ণাভ্যন্তরস্থ বিবরই শ্রবণেন্দ্রিয়ের মূল অংশ, এথানে কর্ণেন্দ্রিয়ের স্নায়ুর স্পন্দজনক সূত্র সকল ছড়াইয়া আছে। উহা তিন অংশে বিভক্ত, বিবরদ্বার (Vestibule), অর্দ্ধগোলাকার নলীসমূহ (Semi-circular canals) এবং শম্বুকাকার গহ্বর (Cochlea)। ঐ তিনটি গর্ত্তাকারে গোলকধাঁদার মত ঘোরপাক থাইয়া শঙ্খাস্থির প্রস্তরবৎ অতি কঠিনাংশে অবস্থিত আছে। ঢক্কার গোলগবাক্ষ ও ডিম্বাকার গবাক্ষ দ্বারা ইহাদের বাহির সম্বন্ধ এবং ভিতরে সম্বন্ধ কর্ণাভ্যন্তরস্থ শ্রোত্র-নলীর সহিত। এই নলীই করোটীর গহ্বর হইতে কর্ণবিবর অবধি শ্রোত্রসম্বন্ধীয় স্নায়ু (Auditory nerve)-কে বহন করিতেছে।

উপরোক্ত গর্ত্তগুলির চারি পার্শ্বে অস্থিময় গোলকধাঁদা (Osseous labyrinth) আছে এবং উহাদের মধ্যে আবার ঝিল্লীর গোলকধাঁদা (Membranous labyrinth) আছে।

বিবরদ্বারটি কর্ণাভ্যন্তরের মধ্যগহ্বররূপে অবস্থিত, এইথান হইতে অর্দ্ধগোলাকার নলীসমূহ এবং শম্বুকাকার গহ্বর বাহির হইয়াছে। এই দ্বারটি উচ্চতায় ১ ইঞ্চির পাঁচ ভাগের এক ভাগ। এই দ্বারের বহির্গাত্রে ৫টি ছিদ্র আছে, সেই ছিদ্র দিয়া অর্দ্ধগোলাকার নলীসকল বাহির হইয়াছে। পশ্চাদ্দিকে শম্বুকাকার গহ্বর। বহির্গাত্রে ডিম্বাকার গবাক্ষ আছে এবং ভিতর গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার ছিদ্র আছে। এই ছিদ্র দিয়া শ্রোত্রসম্বন্ধীয় স্নায়ুর স্পন্দজনক সূত্রসকল ভিতরে প্রবেশ করে।

উক্ত অর্দ্ধগোলাকার নলী ৩টি, তাহাদের উত্তরপার্শ্বে ছোট বড় এক একটি দ্বার থাকে।

শম্বুকাকার গহ্বর দেখিতে শম্বুকের ন্যায়। উহা কর্ণবিবরের অগ্রবর্ত্তী। ইহাতে দেড় ইঞ্চি লম্বা অস্থিময় নলী আছে।

অস্থিময় কোমল বিবরদ্বারের ও অর্দ্ধগোলাকার নলীর মধ্যে যে কোমল অংশ তাহাই ঝিল্লীর গোলকধাঁদা (Membranous Labyrinth)। অস্থিময় গোলকধাঁদা দেখিতে ঝিল্লীর গোলকধাঁদার মত, তবে উভয়ের আয়তনে ছোট বড় আছে। উভয় গোলকধাঁদার মধ্যে পেরিলিম্প (Perilymph) নামক একপ্রকার তরল পদার্থ থাকে। ঝিল্লীগোলকধাঁদায় এণ্ডোলিম্প (Andolymph) নামে একপ্রকার তরল পদার্থ আছে এবং ইহার কোন কোন স্থানে বিশেষতঃ বিবরদ্বারের স্নায়ুর প্রান্তভাগে, কি মানুষ কি নিকৃষ্ট পশুর মধ্যে একপ্রকার চূণের মত পদার্থ দেখা যায়। মানব, স্তন্যপায়ী জন্তু, পক্ষী এবং সরীসৃপদিগের মধ্যে চূর্ণমিশ্রিত মিহি গুঁড়ার মত থাকে, উহাকে কাণের গুঁড়া (Otoconia) বলা যায়।

বিবরদ্বারাংশে দুইটি থলি, একটি উপরে সেটি কিছু বড় ও দেখিতে ডিম্বাকার। (ইংরাজীতে ইহাকে Utriculus or common sinus বলে।) অপরটি দেখিতে প্রথমটি অপেক্ষা কিছু ছোট ও গোলাকার, এটি নিম্নে থাকে, ইহাকে কোষাণু (Sacculus) বলে।

সুশ্রুতের মতে প্রত্যেক কর্ণে ১টি করিয়া ২টি সন্ধি, তাহার নাম শৃঙ্গাটক। অস্থি দুইথানি, তাহার নাম তরুণ। পেশী ২টী। শিরা ১০। ধমনী ৬, তন্মধ্যে বায়ুবাহিনী ২, শব্দবাহিনী ২, শব্দকারিণী ২। চরকের মতে কর্ণ একটি আন্তরীক্ষ পদার্থ *।

কর্ণের অবয়বগুলি একে একে লিখিত হইল। এখন দেখা যাউক, কিরূপে আমারা কর্ণে শুনিতে পাই; কর্ণের যন্ত্রগুলি কিরূপে কার্য্য করে।

য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে কাহারও মতে, শব্দ কর্ণগোচর হইবার পূর্ব্বে প্রথমে বায়ুকর্ত্তৃক কর্ণশষ্কুলীতে নীত হয়, তৎক্ষণাৎ বায়ুপ্রভাবে তাহার তরল পদার্থের আণবিক কম্পন উপস্থিত হয়। শব্দ বায়ুতে সঞ্চালিত হইবামাত্র বায়ু দ্বারা ঢক্কার ঝিল্লীরও উৎকম্পন হইতে

* "বহির্বিকস্মৃচাতে মহাস্তি চাণূনি চ স্রোতাংসি তদান্তরিক্ষং শব্দঃ শ্রোত্রঞ্চ।" চরক শারীরস্থান ৭ অঃ।

শরীরে যে সমুদায় ছিদ্র এবং বড় ও সূক্ষ্ম স্রোত সমুদায় আছে, সেই সমুদায় এবং শব্দ ও কর্ণ আন্তরিক্ষ পদার্থ।

থাকে। বায়ুতে শব্দ যতবার ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হয়, ঢক্কার ঝিল্লীও ততবার উৎকম্পিত হইতে থাকে। সেই সঙ্গে মুদ্গরাস্থি দুলিয়া নিহানী-অস্থি এবং ডিম্বাকার গবাক্ষের ঝিল্লীকে জাগাইয়া দেয়। তৎক্ষণাৎ ঢক্কার পেশী দিয়া ঢক্কা-ঝিল্লীর বিতান দুলিতে থাকে। ঢক্কাগহ্বরে বায়ু দুই ভাবে কার্য্য সম্পাদন করে। প্রথমতঃ গবাক্ষের ঝিল্লীসমূহের বহির্ভাগে রীতিমত তাপ রাখে, তাহাতে ঐ ঝিল্লী-গুলির স্থিতিস্থাপকতা নষ্ট হয় না। দ্বিতীয়তঃ ঢক্কাগহ্বরে বায়ু প্রবেশ করায় ক্ষুদ্রাস্থিবালার গতি হইতে থাকে। শব্দবিজ্ঞানানুসারে বায়ুসংস্পর্শে ঐ ক্ষুদ্রাস্থি হইতে শব্দ উৎপন্ন হয়।

কর্ণাভ্যন্তরস্থ বিবর বা গোলকধাঁধায় তিন প্রকারে শব্দ যায়। প্রথমতঃ অস্থি শ্রেণী দিয়া, দ্বিতীয়তঃ ঢক্কাগহ্বরের বায়ু দিয়া এবং তৃতীয়তঃ মস্তকের অস্থি মধ্য দিয়া।

কর্ণের অভ্যন্তরস্থ বিবরদ্বারকেই শ্রবণেন্দ্রিয়ের মূলযন্ত্র বলা যায়। পশ্বাদির কর্ণের অপরাংশ না থাকিলেও এই অংশ থাকিবেই থাকিবে। বৃহৎকায় জন্তুদিগের কর্ণের মধ্য-ভাগে এই বিবরদ্বার থাকে। এখানে কাণের শুঁড়া থাকায় শব্দের বিশেষ সুবিধা হয়। কাছে আসিবামাত্র থন্ থন্ শব্দ হয়, সেই শব্দ বিবরদ্বারের ঝিল্লী, অর্দ্ধ গোলাকার নলীর প্রসারিত অংশ (Ampullæ) এবং তাহাদের স্নায়ুতে সঞ্চারিত হয়।

অর্দ্ধগোলাকার নলীরসমূহের দীর্ঘতা, বিস্তার ও উচ্চতা আছে। তদ্দ্বারা শব্দের গতি জানা যায়। শব্দ থামিয়া গেলেও শব্দের ভাব এককালে কর্ণ হইতে যায় না। [কাণ দেখ।]

২ যুধিষ্ঠিরের অগ্রজ; ভোজরাজদুহিতা কুন্তী অবিবাহিতা-বস্থায় পিতৃগৃহে অতিথিসেবায় নিযুক্ত থাকিতেন, একদা দুর্ব্বাসা ঋষি তাঁহার আতিথ্যপ্রার্থী হইলে তিনি অতি যত্নের সহিত তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, মুনি তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া কুন্তীকে মন্ত্র প্রদান করিলেন, ঐ মন্ত্রের দ্বারা যে কোন দেবতাকে আহ্বান করিলেই তিনি আসিয়া সহবাস করিবেন। কুন্তী আশ্চর্য্য প্রভাবশালী এই মন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া কৌতুহলবশে সেই মন্ত্রের দ্বারা সূর্য্যদেবকে আহ্বান করিলেন। সূর্য্য তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সম্ভোগ করিলেন, সম্ভোগমাত্রেই কবচ-কুণ্ডলধারী সূর্য্যসম তেজস্বী এক নবকুমার উৎপন্ন হইল।

কুন্তী লোকলজ্জা ভয়ে তাঁহাকে অশ্বনদীর জলে ভাসা-ইয়া আসিলেন। কুমার কর্ণ স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে, সেই সময়ে অধিরথ নামক একজন সূতের দর্শনপথে পতিত হইলেন। অধিরথ অপুত্রক ছিলেন, তিনি এমন সুন্দর শিশু পাইয়া নদী হইতে তুলিয়া লইলেন এবং পরমানন্দে নিজ পত্নী রাধার সহিত পুত্র নির্ব্বিশেষে লালন পালন করিতে লাগিলেন। তিনি কর্ণের কবচকুণ্ডলরূপ বসু (ধন) দেখিয়া তাঁহার 'বসুষেন' নাম রাখিলেন।

কর্ণ প্রথমে দ্রোণের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করেন। ধনুর্ব্বেদ-শিক্ষার সময় হইতে অর্জ্জুনের প্রতি তাঁহার ঈর্ষা জন্মে। একদিন রঙ্গভূমে দ্রোণাচার্য্য শিষ্যগণের পরীক্ষা করেন, তাহাতে অর্জ্জুন অলৌকিক কার্য্য প্রদর্শন করায় দ্রোণাচার্য্য তাঁহার বিস্তর প্রশংসা করেন। কর্ণের প্রাণে তাহা সহিল না। রঙ্গস্থলে সর্ব্বসমক্ষে উপস্থিত হইয়া অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "অর্জ্জুন। তুমি যাহা দেখাইলে, আমিও সকলকে দেখাইতে পারি, তুমি আশ্চর্য্য বোধ করিও না।" এই বলিয়া সর্ব্বসমক্ষে অর্জ্জুনের মত অলৌকিকী ধনুর্বিদ্যার পরিচয় দিলেন। তখন দুর্য্যোধন কর্ণের কার্য্য-প্রণালী দর্শনে মোহিত হইয়া তাঁহার সহিত বন্ধুত্বস্থাপন করিলেন এবং তাঁহার মান বাড়াইবার জন্য তাঁহাকে অঙ্গরাজ্য প্রদান করিলেন।

কর্ণ প্রায় সর্ব্বদাই দুর্য্যোধনের কাছে থাকিতেন। তাঁহাকে পাইয়া দুর্য্যোধনের পাণ্ডবভয় অনেকটা দূর হইল।

একদিন কর্ণ দ্রোণাচার্য্যকে বলিলেন, "গুরো! আমাকে অনুগ্রহ করিয়া ব্রহ্মাস্ত্র দান করুন। আপনার নিকট আশানুরূপ প্রায় সকল অস্ত্রই প্রাপ্ত হইয়াছি, বাকি কেবল ব্রহ্মাস্ত্র। ইহা দান করিয়া আমার মনোস্কামনা পূর্ণ করুন।" দ্রোণ জানিতেন যে, কর্ণ বড় অর্জ্জুনদ্বেষী। সেই নিমিত্ত তাঁহাকে কহিলেন, "যে নিত্য শুদ্ধব্রতাচারী ব্রাহ্মণ অথবা যে তপঃস্বাধ্যায়নিরত ক্ষত্রিয়, সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মাস্ত্রের উপযুক্ত। সেইজন্যই তুমি ব্রহ্মাস্ত্র পাইতে পার না।"

তখন কর্ণ ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিবার জন্য মহেন্দ্রপর্ব্বতে গমন করিলেন, এখানে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিয়া পরশু-রামের নিকট নানাবিধ অস্ত্র শিক্ষা করিলেন এবং তাঁহার অতিপ্রিয় হইয়া উঠিলেন। একদিন তিনি সমুদ্রতীরে আসিয়া শরক্রীড়া করিতেছিলেন, ঘটনাক্রমে তাঁহার শর-প্রহারে কোন ব্রাহ্মণের হোমধেনু পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। কর্ণ ব্রাহ্মণের পায়ে পড়িয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিলেন এবং তিনি না জানিয়া দোষ করিয়াছেন, তজ্জন্য ক্ষমা চাহি-লেন। ব্রাহ্মণ ক্রোধে তাঁহাকে অভিশাপ দিলেন, "তুমি যাহার জন্য এত স্পর্দ্ধা করিয়া থাক, যাহাকে পরাজয় করি-বার জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টা করিতেছ; তাহারই হস্তে তোমার

মৃত্যু হইবে।" কর্ণ ক্ষুণ্ণ মনে আশ্রমে ফিরিয়া আসিলেন। কিছুদিন থাকিতে থাকিতে তিনি পরশুরামের নিকট হইতে ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করিলেন।

একদিন পরশুরাম তাঁহার উরুর উপর মাথা রাখিয়া নিদ্রা যান। সেই সময়ে অলর্কজাতীয় অষ্টপাদ কীট আসিয়া কর্ণের উরুদেশের একদিক্ ভেদ করিয়া অপরপারে বাহির হয়। কর্ণ গুরুর নিদ্রাভঙ্গ হইবে ভাবিয়া সেই অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া রহিলেন। কিন্তু সেই দারুণ দংশনে উরু বিদীর্ণ হইয়া রুধিরস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল। গাত্রে রক্ত লাগিবামাত্র পরশুরাম জাগরিত হইলেন, তিনি চক্ষু উন্মীলন করিবামাত্র কীট মরিয়া গেল। তখন তিনি কর্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৎস! তুমি এ অসহ্য কীট দংশন কিরূপে সহ্য করিলে? ব্রাহ্মণশরীরে কখনই এরূপ সহ্য হয় না। অতএব শীঘ্র সত্য করিয়া বল, তুমি কে।"

কর্ণ অবনত হইয়া বিনীতভাবে উত্তর করিলেন "গুরো! আমাকে ক্ষমা করুন, আমি মিথ্যাবাদী হইয়া আপনার নিকট বড়ই অপরাধ করিয়াছি। আমি ব্রাহ্মণ নই, সামান্য সূতপুত্র। সূতকন্যা রাধা আমার মা, আমার নাম কর্ণ।" তখন পরশুরাম ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "দেখ কর্ণ! তুমি ব্রহ্মাস্ত্র পাইবার জন্য আমার সঙ্গে প্রতারণা করিয়াছ, এই জন্য যুদ্ধকালে ঐ অস্ত্র তোমার মনে পড়িবে না। এখন শীঘ্র আমার সম্মুখ হইতে দূর হও।"

কর্ণ হস্তিনায় ফিরিয়া আসিলেন। কিছুদিন পরে দুর্য্যোধনের সহিত কলিঙ্গ-রাজ্যে গমন করেন। এখানে কলিঙ্গরাজ চিত্রাঙ্গদকন্যার স্বয়ম্বর। স্বয়ম্বরসভায় দুর্য্যোধন কুরুবীরগণের সাহায্যে রাজকন্যাকে হরণ করিলেন। তৎকালে কর্ণের সহিত জরাসন্ধের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে জরাসন্ধ তাহার বীরত্ব দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মালিনী-নগরী প্রদান করেন। এইবার কর্ণের বিবাহ হইল, তাঁহার পত্নীর নাম পদ্মাবতী।

তিনি পাণ্ডবগণকে মারিবার জন্য সর্ব্বদাই দুর্য্যোধনকে কু-পরামর্শ দিতেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ভীষ্ম কর্ণের আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া যখন তখন তাঁহার নিন্দা করিতেন। তাহা কর্ণের পক্ষে অসহ্য বোধ হইত। তিনি ঘোষযাত্রার দুর্ঘটনার পর একদিন দুর্য্যোধনকে বলেন, "মিত্র! আমার একটী কথা তোমাকে শুনিতে হইবে। ভীষ্ম সর্ব্বদাই আমাদের নিন্দা এবং পাণ্ডবগণের সুখ্যাতি করেন। বিশেষতঃ তোমার সমক্ষে সর্ব্বদাই আমায় অবজ্ঞা করেন। এখন আমায় অনুমতি কর, আমি একাই সমস্ত পৃথিবী জয় করি।"

দুর্য্যোধনের অনুমতি লইয়া কর্ণ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইলেন। তিনি দ্রুপদ, ভগদত্ত, এবং বঙ্গ, কলিঙ্গ, মণ্ডিক, মিথিলা, মগধ, কর্কখণ্ড, অবনীপুর, অহিচ্ছত্র, বৎস, কেরলী, মৃত্তিকাবতী, মোহন, ত্রিপুর, কোশল, রুক্মী, চেদি, অবন্তি, ম্লেচ্ছ, ভদ্রক, রোহিতক, আগ্নেয়, মালব, শশক ও আটবিক প্রভৃতি নানাদেশীয় রাজগণ এবং অপরাপর সভ্য ও অসভ্য জাতিকে জয় করিয়া অতি অল্পকাল মধ্যেই হস্তিনায় ফিরিয়া আসিলেন। দুর্য্যোধনের সপক্ষীয়েরা কর্ণকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তৎপরে দুর্য্যোধন বৈষ্ণবযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, এই সময়ে কর্ণ তাঁহাকে বলেন, "অদ্য হইতে যে যাহা চাহিবে, আমি তাহাকে তাহাই প্রদান করিব। এই আমার প্রতিজ্ঞা। যতদিন না আমি অর্জ্জুনের প্রাণবধ করিতে পারিব, ততদিন এই ব্রত পালন করিব।"

ইতিপূর্ব্বে বৃষকেতু নামে তাঁহার এক পুত্র জন্মে। একদিন শ্রীকৃষ্ণ কর্ণ কেমন দাতা পরীক্ষা করিবার জন্য বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং কহিলেন, তোমার পুত্র বৃষকেতুর মাংস খাইতে ইচ্ছা করি। কর্ণ তাহাই করিলেন। তাঁহার স্ত্রী বৃষকেতুর মাংস রন্ধন করিয়া কৃষ্ণকে খাইতে দিলেন। কৃষ্ণ কর্ণের আচরণে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং মৃতসঞ্জীবনীবিদ্যাপ্রভাবে বৃষকেতুর পুনরায় প্রাণদান করিলেন। এই অলৌকিক দানের জন্য কর্ণ 'দাতাকর্ণ' নামে বিখ্যাত হন।

একদিন তিনি নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখিলেন, যেন সূর্য্য আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, 'কর্ণ! ইন্দ্র পাণ্ডবগণের হিতসাধনে ব্রাহ্মণবেশে তোমার নিকট কবচ ও কুণ্ডল চাহিতে যাইবেন, অতএব সাবধান! তাঁহাকে উহা দিও না।" কিন্তু কর্ণ উত্তর করেন যে, প্রাণ গেলেও তিনি আপন প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিবেন না। তখন সূর্য্য তাঁহাকে কুণ্ডলকবচের পরিবর্ত্তে ইন্দ্রের শক্তিঅস্ত্র গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রভাত হইল। ইন্দ্র ব্রাহ্মণবেশে আসিয়া কর্ণের নিকট কুণ্ডলদ্বয় প্রার্থনা করিলেন। কর্ণ বলিলেন, 'দেবরাজ! আপনাকে আমি চিনিয়াছি, আমি কবচ ও কুণ্ডল দিতে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আমিও আপনার শত্রুমর্দ্দিনী শক্তি প্রার্থনা করি।' ইন্দ্র তাহাতেই সম্মত হইলেন। শেষে যাইবার সময়ে বলিলেন, 'কর্ণ! এই শক্তি দ্বারা আমি শত শত শত্রু বিনাশ করিতাম, কিন্তু তোমার হস্তনিক্ষিপ্ত হইলে একটি শত্রু বিনাশ করিয়া আমার নিকট গমন করিবে।'

এ দিকে পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাস ফুরাইয়া আসিল।

তাঁহারা পাঞ্চালরাজের পুরোহিতকে সন্ধির জন্য ধৃতরাষ্ট্রের নিকট পাঠাইলেন। ভীষ্ম পাণ্ডবদিগের কুশল সংবাদ লইয়া কহিলেন, 'পাণ্ডবেরা পরম ধার্মিক, তাই যুদ্ধে আত্মীয় কুটুম্বের বিনাশ না করিয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। বাস্তবিক অর্জ্জুনের ন্যায় যোদ্ধা আর নাই। কৌরবপক্ষে এমন কোন বীর নাই যে, তাঁহার সম্মুখীন হইতে পারে।' এই কয়টী কথা কর্ণের অসহ্য হইল, তিনি ভীষ্মের অনেক নিন্দা করিলেন। শেষে কর্ণও শকুনির পরামর্শে সন্ধি রহিত হইল।

কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে প্রথমে ভীষ্ম কৌরবসেনাপতি হইলেন। তৎকালে তিনি আপন সেনাগণের সুবন্দোবস্ত করিয়া দুর্য্যোধনকে বলেন, 'দেখ দুর্য্যোধন! কর্ণ নীচ জাতি এবং ক্ষুদ্র প্রকৃতি, পরশুরামের নিকট অভিসপ্ত, আপন কবচ ও কুণ্ডলভ্রষ্ট হইয়াছে। এরূপ সামান্য ব্যক্তিকে অর্দ্ধরথী বিবেচনা করাই উচিত।' এই কথা শুনিয়া কর্ণের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। সেইদিন প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'যতদিন ভীষ্ম জীবিত থাকিবে, ততদিন কখনই আমি যুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিব না।' এই বলিয়া রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন।

দশদিন যুদ্ধের পর কুরুপিতামহ ভীষ্ম শরশয্যায় শায়িত হইলেন। কর্ণ একদিন রাত্রিকালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কহিলেন, 'আপনি সর্ব্বদাই যাহার নিন্দা করিতেন, আমি সেই কর্ণ।' ভীষ্ম চক্ষু মেলিয়া রক্ষিদিগকে দূরে সরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন, পরে সস্নেহে কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'কর্ণ! আমি নারদ ও ব্যাসের মুখে শুনিয়াছি, তুমি কুন্তীর পুত্র। তুমি পাণ্ডবগণের দ্বেষ করিবে বলিয়াই আমি তোমাকে কটু কথা বলিতাম। বাস্তবিক তোমার ন্যায় দাতা ও ব্রহ্মনিষ্ঠাপর আর দ্বিতীয় নাই। তোমার প্রতি আমার যে পূর্ব্বভাব ছিল, তাহা দূর হইয়াছে। এখন যদি তুমি আমার কথা শোন, তবে আমার ইচ্ছা, তুমি তোমার আপন সহোদর পাণ্ডবগণের সহায়তা কর।'

তেজস্বী কর্ণ উত্তর করিলেন, 'যখন আপনি বলিতেছেন, তখন নিশ্চয়ই আমি কুন্তীর পুত্র। পিতামহ! এতদিন যাহার ঐশ্বর্য্যে আমি প্রতিপালিত হইয়াছি, যাহাকে একবার আশ্বাস প্রদান করিয়াছি, কেমন করিয়া সেই প্রিয়বন্ধু দুর্য্যোধনের প্রতিকূলাচরণ করি; বরং প্রাণ যায়, তাহাও শ্রেয়, তবু প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিব না।' ভীষ্ম কহিলেন, 'তবে স্বর্গকাম হইয়া যুদ্ধ কর। কখন কূটযুদ্ধ করিও না।'

ভীষ্মের পর দ্রোণাচার্য্য কৌরবপক্ষে সেনাপতি হইলেন। কর্ণ তাঁহার অধীনে অনেকবার যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তিনি বালক অভিমন্যুকে কূটযুদ্ধে বিনাশ করিবার পরামর্শ দেন এবং এই কার্য্যে যথেষ্ট সহায়তা করেন।

কর্ণের বড় আশা ছিল, যে একাঘ্নী শক্তি দ্বারা অর্জ্জুনকে বধ করিবেন, কিন্তু তাঁহার মনের আশা মনেই রহিল। যখন ভীমনন্দন ঘটোৎকচ কুরুসৈন্যদলনে প্রবৃত্ত হইয়া কর্ণের সম্মুখীন হন, তখন তিনি আত্মরক্ষা করিবার জন্য সেই একাঘ্নী শক্তি নিক্ষেপ করিয়া ঘটোৎকচকে নিপাত করিলেন। দ্রোণ নিহত হইলে কর্ণ কুরুসৈন্যের সেনাপতি হইলেন। তাঁহার সারথি হইলেন শল্য। যথাসময়ে মহাবীর কর্ণ সসৈন্যে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহার যুদ্ধনীতি ও বীরত্ব দর্শনে কৌরব পক্ষে আনন্দধ্বনি এবং পাণ্ডবপক্ষে হাহাকারধ্বনি উঠিল। কিন্তু কর্ণের সারথি শল্য তাঁহার প্রতি বিমুখ। কর্ণ 'অর্জ্জুনকে বিনাশ করিব' বলিয়া যতই আস্ফালন করেন, শল্য তাহার প্রতিবাদ করিয়া অর্জ্জুনের প্রশংসা এবং তাঁহার নিন্দা করিতে থাকেন। যাহা হউক, তিনি নিজ বাহুবলে ৭৭ প্রভদ্রক, ২৫ পাঞ্চাল, ভানুদেব, চিত্রসেন, সেনাবিন্দু, তপন ও শূরসেন প্রভৃতি মহাবীর এবং চেদি ও অপরাপর স্থানের অসংখ্য সৈন্য নিপাতিত করেন। এমন কি অর্জ্জুন ব্যতীত যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণকে পরাস্ত করেন। তিনি কুন্তীর নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে অর্জ্জুন ব্যতীত অপর কোন পাণ্ডবের প্রাণবধ করিবেন না, তাই যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ পরাস্ত হইলেও প্রাণ হারান নাই।

শেষে অর্জ্জুনের সহিত কর্ণের ঘোরতর যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের কৌশলে অর্জ্জুনহস্তে তিনি অন্তিমশয্যায় শয়ন করেন। (মহাভারত)

তাঁহার প্রথম নাম বসুষেন, পালকপিতা সূত তাঁহার এই নাম রাখিয়াছিলেন। পরে পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যানুসারে কর্ণ, বৈকর্ত্তন, অর্কনন্দন, অঙ্গরাজ, অঙ্গেশ্বর, চাম্পেশ, চম্পাধিপ, অঙ্গাধিপ ও ঘটোৎকচান্তক প্রভৃতি নাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রতিপালক পিতা ও পালিকা মাতার পরিচয়ানুসারে লোকে তাঁহাকে সূতপুত্র রাধেয়, রাধাপুত্র, প্রভৃতি বলিয়াও সম্বোধন করিত। ৩ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবিশেষ। (ভারত আদি। ১১৭। ৩।) ৪ নৌকার দাঁড়। ৫ সুবর্ণালি বৃক্ষ। ৬ চারি হাত বাহু ও তিনহাত কোটি বিশিষ্ট ক্ষেত্র। ৭ কুটিল। ৮ (কর্ণঃ প্রাশস্ত্যেন অস্ত্যস্য, কর্ণ-অচ্ অর্শাদিত্বাৎ) দীর্ঘকর্ণ, লম্বকর্ণ। (কৃষ্ণ যজুঃ ২।৪।৪০।)

কর্ণ। মেবারের একজন রাণা। ইনি রাজপুত বীরকেশরী প্রতাপসিংহের জ্যেষ্ঠপৌত্র। পিতৃনিদেশে এবং বিধর্ম্মী কবল

হইতে জন্মভূমিকে রক্ষা করিবার জন্য অনেকবার মোগল সম্রাটের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

এ সময়ে মেবারের নিতান্ত হীন অবস্থা হইয়া পড়িয়াছিল। পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিয়া মেবারের রাজকোষ শূন্য, মেবারের প্রধান প্রধান বীরগণ রণশয্যায় চিরনিদ্রিত। এরূপ অবস্থায় রাজপুতবীর আর কতদিন মোগলবাহিনীর বিরুদ্ধে যুঝিতে পারেন? এমন কি রাজকোষ শূন্য হওয়ায়, কর্ণ সুরটনগর লুণ্ঠন করিয়া অর্থসংগ্রহ করিতে বাধ্য হন। অবশেষে ১৬১৩ খৃঃ অব্দে মহাবীর কর্ণ জাহাঙ্গীর পুত্র খুরম্ (শাহজাহান)-হস্তে পরাজিত হইলেন। এতদিন পরে আজ মেবারের রাণা অমর মোগলসম্রাটের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। সন্ধি হইলে কর্ণ খুরমের সহিত আজমীরে আসিয়া জাহাঙ্গীর বাদশাহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বাদশাহ যথেষ্ট আদর অভ্যর্থনা করিয়া কর্ণকে আপন দক্ষিণপার্শ্বে বসিতে আসন প্রদান করিলেন। এই সময়ে প্রতিদিন বাদশাহ তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন এবং বহুমূল্য খেলাত ও বিবিধ দ্রব্য-সামগ্রী প্রদান করিয়া সর্ব্বদাই তাঁহার সম্মানবর্দ্ধন করিতেন। জাহাঙ্গীর আপন জীবনীতে লিখিয়া গিয়াছেন—

"মাতৃভূমির প্রাকৃতিক অবস্থানুসারে কর্ণ সুখসেব্য দ্রব্য-সামগ্রী ব্যবহার করিতে জানিতেন না। তিনি অতিশয় লাজুক, অতি অল্পভাষী এবং আমাদের সহিত অল্পই মিশিতে চাহিতেন। আমাদের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস উৎপাদন করিবার জন্য প্রতিদিন সান্ত্বনাবাক্যে তাঁহাকে আশ্বাসিত করিতাম। আমি একদিন তাঁহাকে নুরজিহানের নিকট লইয়া যাইলাম। মহিষী তাঁহাকে হস্তী, অশ্ব, তরবারি প্রভৃতি নানাপ্রকার খেলাত পারিতোষিক প্রদান করিলেন।"

বাস্তবিক জাহাঙ্গীর কর্ণের সহিত বিজেতার ন্যায় ব্যবহার করিতেন না, যাহাতে তিনি আপন সম্ভ্রম কিছুমাত্র লাঘব জ্ঞান না করেন, তৎপক্ষে জাহাঙ্গীর সর্ব্বদাই চেষ্টা করিলেন। ১৬২১ খৃষ্টাব্দে মেবারের শেষ স্বাধীন রাজা মহারাণা অমর-সিংহ জ্যেষ্ঠপুত্র কর্ণকে সিংহাসন প্রদান করেন।

কর্ণ রাণা হইলে মেবারে শান্তির রাজত্ব হইল। মোগল আক্রমণে মেবারের যে যে অংশ ভগ্ন ও নষ্ট হইয়াছিল, তিনি তাহার পুনঃসংস্কার করিলেন। আপন রাজধানীর চতুঃপার্শ্বস্থ প্রাকারগুলি পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং পেশোলার জলরোধক বাধটি পরিবর্দ্ধিত করিয়া দিলেন। তিনি ১৬২৮ খৃঃ অব্দে (১৬৮৪ সম্বতে) প্রিয়পুত্র জগৎসিংহের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া পরলোক গমন করিলেন।

কর্ণওয়ালিস্। লর্ড কর্ণওয়ালিস, যিনি ভারতের গভর্ণর-জেনারেল ছিলেন, ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দের ৩১এ ডিসেম্বর তারিখে তাঁহার জন্ম হয়। ইহার নাম চার্লস্ কর্ণওয়ালিস। ইনিই কর্ণওয়ালিস্ প্রদেশের দ্বিতীয় আরল্ ও প্রথম মার্কুইস্। পিতা বর্ত্তমানে ইনি লর্ড ব্রুস নামে পরিচিত ছিলেন। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে ইহার পিতার মৃত্যু হইলে, ইনি পিতৃপদের অধিকারী হইয়া ইংলণ্ডেশ্বরের বিশেষ প্রিয়পাত্র হন। শাসনকার্য্যে ইহার সর্ব্বতোমুখী ক্ষমতা ও স্বাধীন মত প্রদান করিবার শক্তি ছিল। এই সময়ে আমেরিকাবাসীরা স্বাধীনতার জন্য যে যুদ্ধ করে, তাহাতে লর্ড কর্ণওয়ালিস অতি উৎসাহ ও বিশেষ দক্ষতার সহিত নিউইয়র্ক, ভার্জিনিয়া, কামডেন, পয়েণ্ট কমফর্ট (সুখ অন্তরীপ?) প্রভৃতি স্থানের যুদ্ধে জয়লাভ করেন; কিন্তু ইয়র্ক নদীতীরে ইয়র্ক নগরের যুদ্ধে ফরাসী ও আমেরিকাবাসী দ্বারা একবারে আক্রান্ত হওয়ায় যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শত্রুহস্তে সদলে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন (১৭৮১ খৃঃ)। ইহার পরাজয়েই ইংরাজদিগের হার হইল। ইংরাজেরা ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে সন্ধি করিয়া ইহাদের উদ্ধার সাধন করেন। রাজার প্রিয়পাত্র ছিলেন বলিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিস্ এই পরাজয়ের জন্য বিশেষ তিরস্কৃত হন নাই।

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ভারতের গভর্ণর জেনারেল নির্ব্বাচিত হইলেন এবং ঐ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতায় উপনীত হন। ইনি শান্তস্বভাব, গম্ভীরবুদ্ধি, সুবিচারক্ষম, লোকপ্রিয়, মহান্-হৃদয় ও লোকহিতৈষী ছিলেন। যে সময়ে তিনি ভারতে আসিয়া পৌঁছিলেন, তৎকালে ভারতে যুদ্ধবিগ্রহাদি কিছু ছিল না; কিন্তু ওয়ারেণ হেষ্টিংসের শাসনকালের দুর্নীতিতে দেশ ছাইয়া পড়িয়াছিল। অত্যাচার অবিচারে আপামর সাধারণে পর্য্যুদস্ত হইয়া গিয়াছিল এবং অনেকানেক দেশীয় রাজা বিধ্বস্ত হইয়াছিল; সুতরাং এরূপ অবস্থায় লর্ড কর্ণওয়ালিস্ আসিয়া স্বীয় স্বভাব-গুণে নানা হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া ভারতীয় প্রজাগণের বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিলেন। এ সময়ে বড় বড় ইংরাজ কর্ম্মচারীরা ও সৈনিকেরা এদেশীয় লোকের সহিত ব্যবসায় বাণিজ্য করিতেন, দেশীয় রাজগণের নিকট উপঢৌকন লইতেন। সৈনিকেরা নানাবিধ উপায়ে পুরস্কার গ্রহণ করিত, শান্তিরক্ষার জন্য কতকগুলি সৈন্য বৃথা নিযুক্ত করা হইত। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ এই সকল কুপ্রথা নিবারণ করেন। ইনি কি সৈনিক কি অন্যবিধ কর্ম্মচারী সকলের জন্যই মাহিনার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

অযোধ্যার উজীরের সহিত যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহাতে কতকগুলি অন্যায় ও অসঙ্গত নিয়ম আছে দেখিয়া, লর্ড কর্ণ-

ওয়ালিস্ পুনর্ব্বার সে বিষয়ে বিবেচনা করিয়া স্থির করিলেন যে, সীমান্ত প্রদেশের সৈন্যের খরচের জন্য উজীরকে প্রতি বৎসর ৭৪ লক্ষের পরিবর্ত্তে ৫০ লক্ষ টাকা দিতে হইবে। এতদ্ভিন্ন অন্য যে সকল বাবতে তাঁহার নিকট হইতে টাকা আদায় হইত, সে সমস্ত বন্ধ করিয়া দেন। উজীর তাঁহার নিজ রাজ্যে স্বাধীন ভাবে শাসনকার্য্য করিতে ক্ষমতা পাইলেন।

ইতিপূর্ব্বে হায়দরাবাদরাজ্যে নিজামের সহিত এই চুক্তি হইয়াছিল যে, গণ্টুর সরকার ইংরাজের অধীনস্থ হইবে। কিন্তু অদ্যাপি তাহাতে অধিকার না দেওয়ায়, ১৭৮৮ সালে লর্ড কর্ণওয়ালিস্ কাপ্তেন কনওয়েকে দূতস্বরূপ পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু নিজাম তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ শেষে যুদ্ধের ভয় দেখাইয়া সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নিজাম তখন শান্তভাবে বশ্যতা স্বীকার করিলেন এবং টিপু সুলতানের গ্রাস হইতে নিজের কতকগুলি রাজ্য উদ্ধার করিয়া লইবার জন্য ইংরাজের সাহায্য চাহিলেন। তৎপরে নিজাম টিপুকেও ভয় দেখাইবার জন্য একখানি কোরাণ পাঠাইয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, প্রভূতবিক্রম ইংরাজের সহিত বিবাদে আবশ্যক নাই, যখন আমরা উভয়ে এক ধর্ম্মাবলম্বী, তখন আমাদের পরস্পরের বিবাদ মিটাইবার জন্য অপরের মধ্যস্থতা স্বীকার করিবার আবশ্যকতা নাই। টিপু উত্তরে বলিলেন যে, যদি নিজামকন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়, তাহা হইলে তিনি নিজামের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন। নিজাম তাহাতে মহাক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং উভয়ের যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া পড়িল। মছলীপত্তনের সন্ধির নিয়মানুসারে ইংরাজ নিজামের পক্ষে টিপুর সহিত যুদ্ধে যোগদান করিতে স্বীকৃত হইলেন। টিপুর সহিত বিবাদের আরও একটি কারণ ছিল। মাঙ্গালোর সন্ধিপত্রানুসারে ত্রিবাঙ্কুড় ইংরাজের রক্ষিত রাজ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়। এই ত্রিবাঙ্কুড়ের রাজা ওলন্দাজদিগের নিকট হইতে করঙ্গানোর ও আয়কোটা নামক দুইটি নগর ক্রয় করেন। টিপু এই ক্রয় অস্বীকার করিয়া কোচিনরাজের পক্ষাবলম্বনপূর্ব্বক নগর দুইটি অধিকার করিবার জন্য ত্রিবাঙ্কুড় আক্রমণ করেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ত্রিবাঙ্কুড়ের সাহায্যার্থ বদ্ধপরিকর হইলেন।

যুদ্ধ বাধিল। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে জেনারেল আবার একটি উপকূলস্থ কাননের প্রদেশ অধিকার করিলেন। প্রথম মহিসুরযুদ্ধ ইহাতেই শেষ হয়। দ্বিতীয়বারে (১৭৯১ খৃঃ) লর্ড কর্ণওয়ালিস্ নিজে সেনাপতি হইয়া যুদ্ধযাত্রা করেন। এ যুদ্ধে টিপুর হার হয়। কিন্তু লর্ড কর্ণওয়ালিস্ খাদ্য অভাবে সম্পূর্ণ জয়লাভ না করিয়া সসৈন্যে ফিরিতে বাধ্য হন। শেষে মাহ্রাট্টাদিগের সাহায্যে আবার যুদ্ধ বাধে। এবার টিপু সন্ধি করিতে বাধ্য হন।

মহিসুরে কৃতকার্য্য হইয়া লর্ড কর্ণওয়ালিস্ শাসনবিধি সংস্কারে মনোযোগী হইলেন। এ সময়ে কর আদায়ের বন্দোবস্ত বড় বিশৃঙ্খল ছিল। অকবর জরীপ করিয়া যে জমীর যেরূপ কর ধার্য্য করিয়া গিয়াছিলেন একাল পর্য্যন্ত সেই করই চলিয়া আসিতেছিল। যাহারা কর আদায় করিত, তাহারা বংশানুক্রমে সেই কার্য্য করিয়া নানাপ্রকার অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছিল। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ এই সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে তালুকদারদিগের সহিত একটি বন্দোবস্তের নিয়ম করিলেন। এই নিয়মটি দশসালা বন্দোবস্ত নামে খ্যাত। অবশেষে এই নিয়মে জমীদারগণের অসুবিধা দেখিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিস্ জমীদারদিগকে চিরদিনের জন্য ভূস্বামিত্ব দিয়া ইংরাজ গভর্ণমেণ্টের সহিত একটা করের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ইহাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নামে খ্যাত, ১৭৯৩ সালের ২২এ মার্চ্চ তারিখে এই বন্দোবস্ত হয়।

পূর্ব্বে যিনি বিচারক, তিনিই তহসীলদার বা কালেক্টর ছিলেন। লর্ড কর্ণওয়ালিস্ এই দুই কার্য্যে দুইটি স্বতন্ত্র লোকের ব্যবস্থা করেন। জেলায় জেলায় দেওয়ানী আদালত ইঁহারই সৃষ্টি। এই সকল আদালতের আপীল শুনিবার জন্য চারিটি আপীল আদালত স্থাপিত করেন এবং এই আপীল আদালতের বিচারগুলির মীমাংসা করিবার ভার কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের উপর অর্পিত হয়। এই সময়ে নিজামত আদালতের নিয়মাদি অনেক পরিবর্ত্তিত হয়।

১৭৯৩ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে লর্ড কর্ণওয়ালিস স্বদেশ যাত্রা করেন। সার জন সোর (যিনি দশসালা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রথা স্থির করেন) ইঁহার পর ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন।

দেশে গিয়া লর্ড কর্ণওয়ালিস্ মহাসম্মানলাভ করেন এবং মার্কুইস উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ইনি আয়র্লণ্ডের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। সেখানেও শান্তভাবে বিদ্রোহাদি দমনপূর্ব্বক লোক-প্রিয় হইয়াছিলেন। ১৮০১ সালে ফ্রান্সে রাজদূত হইয়া গমন করেন এবং ইঁহারই মধ্যস্থতায় এমিন্স সন্ধি স্থাপিত হয়।

১৮০৫ খৃঃ অঃ, লর্ড কর্ণওয়ালিস্ আবার ভারতের প্রতিনিধি হইয়া আসেন। এখানে আগষ্ট মাসে পৌঁছিয়াই একদল সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া উত্তরপশ্চিম প্রদেশে গমন করেন এবং অক্টোবর মাসে গাজীপুরে পৌঁছিয়া পীড়িত হন ও ৫ই তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। গাজীপুরে এখনও ইঁহার কবর আছে।

কর্ণক (পুং) কর্ণয়তি বিভিদ্য জায়তে, কর্ণ-ণ্বুল্। ১ বৃক্ষাদির শাখাপত্রাদি। ২ বৃক্ষাদির রোগবিশেষ। ৩ (ত্রি) শিক্ষক। ৪ কর্ণধার।

কর্ণকণ্ডু (পুং) কর্ণস্য কর্ণে জাতো বা কণ্ডুঃ। কর্ণরোগবিশেষ। কফ ও বায়ু কর্ণ আশ্রয় করিয়া এই রোগ উৎপাদন করে। কফনাশক বিধিসমূহই এই রোগের প্রধান ঔষধ।

কর্ণকীটা (স্ত্রী) কর্ণগতঃ কর্ণস্য ভেদকঃ কীটঃ মধ্যলো° কর্ণকীট-টাপ্। কাণকোটারি।

(কর্ণজলৌকাতু কর্ণকীটা শতপদী চ সা। হেম ৪। ২৭৮)

কর্ণকীটী (স্ত্রী) কর্ণে স্থিতা কর্ণস্য ভেদিকা কীটী কীটবিশেষঃ, মধ্যলো° ক্ষুদ্রার্থে ঙীষ্। কাণকোটারি, কেন্নই। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কর্ণজলৌকা, শতপদী, চিত্রাঙ্গী, পৃথিকা ও কর্ণদুন্দুভি।

কর্ণকুব্জ (ক্লী) নগরবিশেষ, কম্বুকুব্জ। বর্ত্তমান গুজরাট প্রদেশস্থ জুনাগড়ের পৌরাণিক নাম। [কম্বুকুব্জ দেখ।]

কর্ণকুহর (ক্লী) কর্ণগতং কুহরং, মধ্যলো°। কাণের ছিদ্র।

কর্ণকূপকশ্বসেক (পুং) জীববিশেষ, শামুকাদি। ইহারা জল মধ্যে কাণকুয়া দ্বারা শ্বাস গ্রহণ করে। (Branchifera.)

কর্ণক্রিমি (পুং) কর্ণগতঃ সন্ কর্ণভেদকঃ ক্রিমিঃ, মধ্যলো°। কাণকোটারি।

কর্ণক্ষ্বেড় (পুং) কর্ণস্য কর্ণেজাতো বা ক্ষ্বেড়ঃ। কর্ণরোগবিশেষ। এই রোগে কর্ণ মধ্যে বেণুর শব্দের স্থায় শব্দ হইয়া থাকে ; ইহা ত্রিদোষজ। কর্ণমধ্যে সর্ষপ তৈল পূরণ করিলে এই রোগ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কর্ণখরিক (পুং) বৈশ্যজাতি। [বৈশ্য দেখ।]

কর্ণগ (পুং) কর্ণে গচ্ছতি, কর্ণ-গম-ড। ১ শব্দ। ২ (ত্রি) কর্ণস্থিত। ৩ আকর্ণ।

কর্ণগড়। বঙ্গদেশের অন্তর্গত ভাগলপুরের নিকটস্থ একটি পার্ব্বত্যভূমি। অক্ষা° ২৫° ১৪′ ৪৫″ উঃ, দ্রাঘি° ৮৬° ৫৮′ ৩০″ পূঃ।

দেশাবলী ও ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে এই স্থান কর্ণদুর্গনামে উক্ত হইয়াছে।

দেশাবলী পাঠে জানা যায়—পূর্ব্বে এখানে ব্রাহ্মণভূমির রাজধানী ছিল। ১৬৭৮ (সম্বতে) এখানে সভাসিংহ রাজত্ব করিতেন। তিনি রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র কর্ত্তৃক বিনষ্ট হন। সভাসিংহের পর হেমন্তসিংহ এখানে রাজত্ব করেন। এই কর্ণগড়ের অর্দ্ধক্রোশ পূর্ব্বে শিলাবতী নদী প্রবাহিত। ইহার ১৷ ক্রোশ পশ্চিমে বিশালাক্ষী নাম্নী মহামায়ার মন্দির আছে। (বিক্রমসাগরোক্ত দেশাবলীবিবৃতি)।

পূর্ব্বে এখানে পাহাড়িয়াদিগের বড় উৎপাত হইত। সেইজন্য ১৭৮০ খৃঃ অঃ, ভাগলপুর জেলার তহসীলদার ক্লেভল্যাণ্ড সাহেব এখানে একদল দেশীয় সৈন্য স্থাপন করেন।

এখানকার শিবমন্দির বিখ্যাত। সর্ব্বশুদ্ধ চারিটি শৈবমঠ আছে। তন্মধ্যে একটিতে এক বৃহদাকার শিবলিঙ্গ আছে। সেই শিবমন্দির প্রায় ৫। ৬ শত বর্ষের প্রাচীন। এখানকার অধিবাসীরা সকলে শৈব না হইলেও কার্ত্তিকসংক্রান্তির দিবসে সকলে শিবের পূজা দিয়া থাকেন।

প্রবাদ এইরূপ এই স্থানে কুন্তীপুত্র কর্ণ রাজত্ব করিতেন। তিনি এখানে দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তদনুসারে এই স্থানের কর্ণদুর্গ বা কর্ণগড় নাম হইয়াছে। প্রাচীন ইষ্টকনির্ম্মিত অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ নানাস্থানে পড়িয়া আছে।

কর্ণগূথ (ক্লী) কর্ণস্য কর্ণজাতং বা গূথম্। কর্ণমল, কাণের খৈল।

কর্ণগূথক (পুং) কর্ণ-গূথ-সংজ্ঞায়াং কন্। কর্ণরোগবিশেষ। কর্ণকুহরে শ্লেষ্মা পিত্তসন্তাপে শুষ্ক হইলে কর্ণগূথক নামক রোগ বা অধিক খৈল উৎপন্ন হয়। (সুশ্রুত।) তৈল ও স্বেদ প্রয়োগের দ্বারা কতকটা দ্রব করিয়া শলাকাদ্বারা বাহির করিয়া ফেলিবে। (চক্রপাণি)।

কর্ণগৃহীত (ত্রি) কর্ণেন গৃহীতঃ ৩তৎ। ১ শ্রুত। ২ কর্ণকর্ত্তৃক ধৃত।

কর্ণগোচর (ত্রি) কর্ণস্য গোচরঃ বিষয়ীভূতঃ, ৬তৎ। কর্ণের বিষয়ীভূত, যাহা শোনা হইয়াছে।

কর্ণগ্রাম। ১ ভাগীরথীতীরবর্ত্তী বঙ্গের একটি গ্রাম। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ৭। ৩৪) ২ মেঘনানদীর পূর্ব্বকূলস্থিত একটি বৃহদ্গ্রাম। (ঐ ১৫। ৪।)

কর্ণগ্রাহ (পুং) কর্ণমরিত্রং গৃহ্নাতি, কর্ণ-গ্রহ-অণ্। কর্ণধার, মাঝি।

কর্ণছিদ্র (ক্লী) কর্ণস্য ছিদ্রং, ৬তৎ। কর্ণরন্ধ্র, কাণের ছিদ্র।

কর্ণজলুকা (স্ত্রী) কর্ণস্য কর্ণে বা জলুকা ইব, উপমি°। কর্ণকীটা, কাণকোটারি।

কর্ণজলৌকা (স্ত্রী) কর্ণে জলৌকেব। কাণকোটারি।

কর্ণজলৌকাঃ [স্] (স্ত্রী) কর্ণে জলৌকা ইব, উপমি°। কাণকোটারি।

কর্ণজাহ (ক্লী) কর্ণস্য মূলম্, ৬তৎ। কর্ণ-জাহচ্ (তস্য পাকমূলে পীল্বাদি কর্ণাদিভ্যঃ কুণজাহচৌ। পা ৫।২।২৪।) কর্ণমূল।

কর্ণজিৎ (পুং) কর্ণং জিতবান্, কর্ণ-জি-ক্বিপ্। অর্জ্জুন। (বৃহন্নটো গুড়াকেশঃ সুভদ্রেশঃ কপিধ্বজঃ। বীভৎসুঃ কর্ণজিৎ। হেম ৩। ৩৭৩।)

কর্ণতাল (পুং) কর্ণে তালঃ তাড়না, ৭তৎ। কর্ণতাড়না।

কর্ণতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ। (বৃহন্নীল।)

কর্ণদর্পণ (পুং) কর্ণে দর্পণ ইব, উপমিং। তাড়ঙ্ক নামক কর্ণভূষণ বিশেষ; কাণতড়্কা।

কর্ণদুন্দুভি (স্ত্রী) কর্ণে কর্ণাভ্যন্তরে দুন্দুভিরিব তত্তুল্য ধ্বনি-জনকত্বাৎ। কর্ণকীটী, কাণকোটারি।

কর্ণদেব (পুং) চৌলুক্যরাজবিশেষ। ইনি অনহিল্লবাড়ের রাজা ভীমদেবের পুত্র। রাজ্যকাল ১১২০—১১৫০ সম্বৎ। ইঁহার পুত্রের নাম জয়সিংহ সিদ্ধরাজ। এই বংশে আর একজন কর্ণ-দেবের নাম পাওয়া যায়। তিনি সারঙ্গদেবের পুত্র, ১৩৫৩ হইতে ১৩৬০ সম্বৎ পর্য্যন্ত গুজরাটে অনহিল্লবাড়ে রাজত্ব করেন।

কর্ণধার (পুং) কর্ণং অরিত্রং ধারয়তি কর্ণ-ধৃ-অণ্, ণ্যন্তাৎ অচ্ বা। ১ নাবিক, মাঝি। ২ (ত্রি) দুঃখাদির নিবারক।

("অকর্ণধারা পৃথিবী শূন্যেব প্রতিভাতিকে।
গতে দশরথে স্বর্গং রামে চানন্যমাশ্রিতে॥"
রামায়ণ ২। ৮৮। ১৭।)

কর্ণধারিণী (স্ত্রী) কর্ণং অন্তজীবাপেক্ষয়া বিপুলং ধরতি, কর্ণ-ধৃ-ণিনি ঙীষ্। হস্তিনী।

কর্ণনাদ (পুং) অঙ্গুলিপিহিতকর্ণে নাদঃ ধ্বনিভেদঃ। কর্ণ-রোগবিশেষ; এইরোগে বায়ু শব্দবাহী শিরাসমূহে প্রবেশ করিয়া কর্ণমধ্যে নানাপ্রকার শব্দ উৎপাদন করে।

সর্ষপতৈলের দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে অথবা অপামার্গ পোড়াইয়া সেই ক্ষারজল এবং অপমার্গের কল্কের সহিত তিল তৈল পাক করিয়া তদ্দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণনাদ আরোগ্য হয়। (চক্রদত্ত।)

কর্ণনাসা (স্ত্রী) কাণ ও নাক।

কর্ণন্দু (স্ত্রী) কাণের মাকড়ি।

কর্ণপত্রক (পুং) কর্ণে পত্রমিব কায়তি শোভতে, কর্ণ-পত্র-কৈ-ক। কর্ণপালী, কাণের পাতা।

কর্ণপথ (পুং) কর্ণ এব পন্থাঃ-অচ্। কাণের ছিদ্র, ইহাই শব্দ প্রবেশের পথ।

কর্ণপরম্পরা (স্ত্রী) কর্ণানাং পরম্পরা, ৬তৎ। কাণাকাণি, একজনের কাণ হইতে অন্যের কাণে, আবার তাহার কাণ হইতে অপরের কাণে এইরূপে ক্রমশঃ বিস্তৃতি।

কর্ণপরাক্রম (পুং) অপভ্রংশযোগ্য বিবিধ ছন্দোযুক্ত কাব্য-বিশেষ।

কর্ণপর্ব্ব (স্ত্রী) মহাভারতের অষ্টমপর্ব্ব; কর্ণের সেনাপতিত্ব গ্রহণের পর যে সকল ঘটনা হইয়াছিল, এই পর্ব্বে তাহাই বর্ণিত আছে।

কর্ণপাক (পুং) কর্ণরোগবিশেষ; কর্ণমধ্যে ক্ষত, অভিঘাত, ফোড়া বা বাতাদি তিন দোষ কুপিত হইলে কর্ণ হইতে রক্ত বা পীত বর্ণ স্রাব নির্গত হয় এবং কর্ণ মধ্য অতিশয় উষ্ণ ও দাহযুক্ত হইয়া থাকে; ইহাকেই কর্ণপাক রোগ কহিয়া থাকে। (সুশ্রুত।) মালতী পত্রের রস অথবা গোমূত্র মধুর সহিত কর্ণে পূরণ করিলে কাণপাকা রোগ বিনষ্ট হয়। হরিতাল ও গোমূত্র একত্র করিয়া অথবা জাম ও আমের নূতনপাতা, কদ্‌বেল ও কাপাসের বীজ সমভাগে লইয়া ছেঁচিয়া রস বাহির করিবে, ঐ রসের কর্ণপূরণ করিলে কাণ পাকা নিবারণ হয়। (চক্রদত্ত।)

কর্ণপালি (স্ত্রী) কর্ণং পালয়তি শোভয়তি কর্ণপাল-ইন্। কাণের পাতা। (Lobe)

কর্ণপালী (স্ত্রী) কর্ণং পালয়তি শোভয়তি, কর্ণ-পাল-অণ্-ঙীষ্। ১ কাণের পাতা। ২ কাণবালা নামক কর্ণভূষণ।

কর্ণপাল (দেশজ) কাণের গহনাবিশেষ।

কর্ণপিশাচী (স্ত্রী) কর্ণং স্বরূপং পিনষ্টি, কর্ণ-পিশ্-ক্বিপ্, কর্ণপিট্ আচয়তি নাশয়তি স্বরূপদর্শনেন, কর্ণপিট্-আ-চি-ণিচ্-অচ্-ঙীষ্। দেবীবিশেষ। এই দেবীর ধ্যান,—

"কৃষ্ণাং রক্তবিলোচনাং ত্রিনয়নাং খর্ব্বাঙ্গ লম্বোদরীং,
বন্ধূকারুণজিহ্বিকাং বরবরাভীযুক্করামুন্মুখীম্।
ধূম্রার্চ্চির্জটিলাং কপালবিলসৎ পাণিদ্বয়াং চঞ্চলাং,
সর্ব্বজ্ঞাং শবহৃৎ কৃতাধিবসতীং পৈশাচিকীং তাং নুমঃ॥"

কৃষ্ণবর্ণা, রক্তচক্ষু, ত্রিনয়না, খর্ব্বাকৃতি, লম্বোদরী, বাঁধুলি ফুলের ন্যায় রক্তজিহ্বা, বর ও অভয়দানে দুই কর ব্যাপৃত, ঊর্দ্ধমুখী, ধূম্রবর্ণজটাশালিনী, অপর হস্তদ্বয়ে নরমুণ্ড; চঞ্চলা, শবহৃদয়বাসিনী ও সর্ব্বজ্ঞা পৈশাচিকীকে নমস্কার করি।

নিশাকালে বা অর্দ্ধরাত্রে ঐ ধ্যানে চিন্তা করিয়া পূজা করিবে এবং দগ্ধমৎস্যের বলি প্রদান করিবে। বলিদানের মন্ত্র,—"ওঁ কর্ণপিশাচি দগ্ধমীনবলিং গৃহ্ণ গৃহ্ণ মম সিদ্ধিং কুরু কুরু স্বাহা।"

জল প্রোক্ষণের মন্ত্র,—

"রক্তচন্দনবন্ধূক জবাপুষ্পাদিকং যৎ।
অমৃতং কুরু দেবেশি স্বাহা।"

পূজার দিন প্রাতঃকালে কিঞ্চিৎ জপ করিয়া মধ্যাহ্নে নিরামিষ একবার মাত্র ভোজন করিবে। প্রাতঃকালে যত সংখ্যক জপ করা হয়, সেই সংখ্যক রাত্রিকালেও জপ করিতে হইবে। তাম্বূলাদি ভিন্ন রাত্রে অন্য কিছু ভোজন করিবে না। জপের দশমাংস তর্পণ করিবে। "ওঁ কর্ণপিশাচীং তর্পয়ামি হ্রীং স্বাহা" এইরূপে একলক্ষ পুরশ্চরণ করিয়া দশাংশ হোম করিবে। অভাবে দশভাগ তর্পণ করিয়া বর প্রার্থনা করিবে।

যন্ত্রের উপর চন্দনের দ্বারা মূলবীজ লিখিয়া ইষ্টদেবতার পূজা করিতে হয়।

আকাশ হইতে হুঙ্কারাদির ন্যায় শব্দ শুনিতে পাইলে এবং দীর্ঘ অগ্নিশিখা দেখিতে পাইলে কার্য্যসিদ্ধি হইবে বুঝিতে হয়।

কর্ণপুট (ক্লী) কর্ণস্য পুটং, ৬তৎ। কাণের ছিদ্র।

কর্ণপুর (ক্লী) কর্ণস্য পুরং, ৬তৎ। কর্ণের রাজধানী, চম্পানগরী।

কর্ণপুরী (স্ত্রী) কর্ণস্য পুরী, ৬তৎ। চম্পানগরী।

কর্ণপুষ্প (পুং) কর্ণবৎ কর্ণাকারং পুষ্পং যস্য, কর্ণভূষণযোগ্যং পুষ্পং বা যস্য, বহুব্রী। মোরট লতা।

কর্ণপুর্ (স্ত্রী) কর্ণস্য পুঃ পুরং, ৬তৎ। কর্ণরাজের পুরী, ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়—চম্পা, মালিনী ও লোমপাদপূঃ।

কর্ণপূর (পুং) কর্ণং পূরয়তি অলঙ্করোতি, কর্ণ-পূর-অণ্। ১ শিরীষগাছ। ২ নীলপদ্ম। ৩ অশোকবৃক্ষ। ৪ কর্ণভূষণ। (কর্ণপূরঃ শিরীষে শ্যামীলোৎপলাবতংসয়োঃ। মেদিনী।

কর্ণপূরক (পুং) কর্ণং পূরয়তি ভূষয়তি, কর্ণ-পূর্-ণ্বুল্। কর্ণপূর স্বার্থে কন্ বা। ১ শিরীষগাছ। ২ নীলপদ্ম। ৩ অশোকগাছ। ৪ কদম্বগাছ। ৫ কাণের গহনা।

কর্ণপূরণ (ক্লী) কর্ণস্য পূরণং, ৬তৎ। তৈলাদির দ্বারা কাণের ছিদ্র পূর্ণ করা।

কর্ণপ্রণাদ (পুং) কর্ণে অঙ্গুলিপিহিতকর্ণে প্রণাদঃ শব্দ-বিশেষঃ ৭তৎ। কর্ণনাদ নামক কর্ণরোগবিশেষ।

কর্ণপ্রতিনাহ (পুং) কর্ণে জাতঃ প্রতিনাহঃ রোগবিশেষঃ মধ্যলো°। কর্ণরোগবিশেষ। কাণের খোল দ্রব হইয়া ঘ্রাণমুখ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলে কর্ণপ্রতিনাহ নামক রোগ উৎ-পন্ন হয়, এই রোগে মস্তকের অর্দ্ধভাগে বেদনা হইয়া থাকে। (মাধবকর)। কর্ণপ্রতিনাহ রোগে স্নেহ ও স্বেদ প্রয়োগ করিয়া নস্যাদি গ্রহণ করিতে হয়। (চক্রদত্ত।)

কর্ণপ্রতীনাহ (পুং) কর্ণপ্রতিনাহ রোগ।

কর্ণপ্রয়াগ (পুং) গড়বাল জেলাস্থ একটি গ্রাম, পিণ্ডার ও অলকানন্দা নদীর সঙ্গমস্থানে অবস্থিত। অক্ষা° ৩০° ১৫´ উঃ, দ্রাঘি° ৭৯° ১৪´ ৪০´´ পূঃ। অতি পূর্ব্বকাল হইতে একটি তীর্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানকার গঙ্গাসঙ্গমে স্নান করিলে অশেষ পুণ্যলাভ হয়। হিমালয়ে যাইবার সময়ে যাত্রীরা এই তীর্থ দর্শন করিয়া যান।

এখানে হিমাচলনন্দিনী শিবসোহাগিনী উমার মন্দির আছে। এখানকার পাণ্ডারা বলেন, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই দেবীমন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন।

পূর্ব্বে এখানে পিণ্ডার উত্তীর্ণ হইবার কারণ দড়ির ঝোলা ছিল, এখন লৌহের সেতু প্রস্তুত হইয়াছে।

এখানকার একটি মন্দিরে কর্ণের প্রতিমূর্ত্তি আছে। কাহা-রও মতে, সেই কর্ণের নাম হইতে কর্ণপ্রয়াগ নাম হইয়াছে।

কর্ণপ্রয়াগ সমুদ্র হইতে ২৫৬০ ফিট্ উচ্চ।

কর্ণপ্রান্ত (পুং) কর্ণস্য প্রান্তঃ সীমাদেশঃ, ৬তৎ। কর্ণের শেষ সীমা।

কর্ণপ্রাবরণ। জনপদ ও সেই জনপদবাসী জাতিবিশেষ।

মহাভারতে এই জনপদ দক্ষিণদেশীয় কালমুখ, কোলগিরি, নিষাদ প্রভৃতির সহিত উক্ত হইয়াছে। (সভাপর্ব্ব ৩০ অঃ)।

দেশাবলীর মতে এই জনপদ মালবদেশের পশ্চিমে।

মৎস্যপুরাণে অপর এক কর্ণপ্রাবরণের নাম পাওয়া যায়। এই জনপদ দিয়া পাবনী নদী প্রবাহিত। (মৎস্য পু° ১২১।৫৮।) এই স্থান হিমালয়ের উত্তরে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়। এই জনপদটিও অধিবাসীবাচক। পাশ্চাত্য মেগেস্থিনি তাঁহার ভারতপুস্তকে কর্ণপ্রাবরণদিগকে এনোটোকৈটৈ (Enôtokoitai) নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

কর্ণফুলী। চট্টগ্রামের একটি নদী। অক্ষা° ২২° ৫৫´ উঃ, এবং দ্রাঘিঃ ৯২° ৪৪´ পূর্ব্বে, জয়াদ্রি হইতে উৎপন্ন হইয়া দক্ষিণমুখে বঙ্গোপসাগরে পতিত হইয়াছে। এই নদীর দক্ষিণকূলে চট্টগ্রামনগর ও বন্দর অবস্থিত। এই নদীর প্রধান শাখা ৪টি কাসালং, চিংড়ী, কপতাই ও রঙ্খিয়াঙ্গ্।

এই নদীর উৎপত্তিস্থানে নীলকণ্ঠ নামক লিঙ্গ আছে। ব্রহ্মখণ্ডের মতে এই নদীতে স্নান করিলে পুণ্য হয়। (ভ° ব্রহ্মখণ্ড ১৪। ৬।)

কর্ণপ্রায় (পুং) দেশবিশেষ। বৃহৎসংহিতায় এই দেশ নৈর্ঋত দিকে বলিয়া কথিত আছে। (বৃহৎসংহিতা ১৪। ১৮।)

কর্ণফল (পুং) কর্ণঃ ফলমিব যস্য, বহুব্রী। মৎস্যবিশেষ, কাণলিমাছ। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ—অজীর্ণ ও শ্লেষ্মকারক।

কর্ণভূষণ (ক্লী) কর্ণং ভূষয়তি, কর্ণ-ভূষ-ল্যু। কাণের গহনা।

কর্ণভূষা (স্ত্রী) কর্ণং ভূষয়তি, কর্ণ-ভূষ-অচ্-টাপ্। কাণের অলঙ্কার।

কর্ণমূল (ক্লী) কর্ণস্য মূলং, ৬তৎ। কর্ণজাত ময়লা, ইহার অপর সংস্কৃত নাম কর্ণগূথ।

কর্ণমুকুর (পুং) কর্ণে মুকুরঃ দর্পণ ইব, উপমি°। তাড়ঙ্ক নামক কাণের অলঙ্কার।

কর্ণমদ্গুর (পুং) মৎস্যবিশেষ। কাণমাগুর। (Silurus unitus)

কর্ণমূল (ক্লী) কর্ণস্য মূলং, ৬তৎ। কাণের মূলদেশ।

কর্ণমূলীয় (ত্রি) কর্ণমূল-চঞ্। কর্ণমূল সম্বন্ধীয়।

কর্ণমোটী (স্ত্রী) কর্ণং কর্ণোপলক্ষিতং রোগবিশেষং মোটয়তি নাশয়তি, কর্ণ-মুট-ইন্-ঙীপ্। চামুণ্ডা দেবী।
(চামুণ্ডা চর্চ্চিকা চর্ম্মমুণ্ডা মাজ্জারকর্ণিকা।
কর্ণমোটী মহাগন্ধা ভৈরবী চ কপালিনী॥ হেম ২। ১২০)

কর্ণযোনি (ত্রি) কর্ণঃ যোনিঃ স্থানমস্য, বহুব্রী। ১ কর্ণগ্রাহ্য বিষয়, শুনিবার বিষয়। ২ কর্ণ হইতে উৎপন্ন।

কর্ণরন্ধ্র (পুং) কর্ণস্য রন্ধ্রং ৬তৎ। কাণের ছিদ্র।

কর্ণরাজ। গুজরাটের অনহিল্লবাড়ের একজন রাজা। ভীমরাজের পুত্র। (১০৭৩ খৃঃ অঃ) ভীম স্বর্গারোহণ করিলে কর্ণ রাজ্যভার প্রাপ্ত হন। তাঁহার শাসননীতিগুণে রাজ্যের সামন্ত ও পার্শ্ববর্ত্তী রাজগণ তাঁহার বশীভূত হইয়াছিলেন। তিনি কদম্বরাজ জয়কেশীর কন্যা ময়ণল্লদেবী (মৈনলদেবীর) রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন। প্রথমে তাঁহার পুত্রাদি না হওয়ায় লক্ষ্মীদেবীর ধ্যান করেন। পরে লক্ষ্মীর বরে মৈনলদেবীর গর্ভে তাঁহার একটি পুত্র জন্মে। (১০৯৩ খৃঃ) বৃদ্ধাবস্থায় তিনি আপন পুত্র জয়সিংহকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেন। (হেমাচার্য্যকৃত দ্বৈআষয়ায়।)

কর্ণরোগ (পুং) কর্ণস্য কর্ণে জাতো বা রোগঃ। যে সকল রোগ কর্ণে উৎপন্ন হয়। কর্ণরোগ ২৮ প্রকার। তাহাদিগের নাম—কর্ণশূল, কর্ণনাদ, বাধির্য্য (কালা), কর্ণক্ষ্বেড়, কর্ণস্রাব, কর্ণকণ্ডু, কর্ণগূথ, কর্ণপ্রতীনাহ, জন্তুকর্ণ, কর্ণপাক, পূতিকর্ণ, ৪ প্রকার অর্শঃ, ৭ প্রকার অর্ব্বুদ, ৪ প্রকার শোথ ও ২ প্রকার বিদ্রধি। [কাণ শব্দে কাণচটা, কাণফোলা, কালা প্রভৃতি রোগের বিবরণ দেখ।]

কর্ণরোগপ্রতিষেধ (পুং) কর্ণরোগাণাং প্রতিষেধঃ শমনোপায়ো যত্র, বহুব্রী। ১ সুশ্রুতসংহিতার অধ্যায়বিশেষ। ২ (৬তৎ) কর্ণরোগ চিকিৎসা।

কর্ণল (ত্রি) কর্ণঃ কর্ণশক্তিরস্ত্যস্য, কর্ণ-লচ্ (সিধ্মাদিভ্যশ্চ। পা ৫। ২। ৯৭।) প্রশস্ত শ্রবণশক্তিবিশিষ্ট।

কর্ণলতা (স্ত্রী) কর্ণস্য লতা-ইব, উপমি°। কর্ণপালী, কাণের পাতা।

কর্ণলতিকা (স্ত্রী) কর্ণস্য লতা-ইব। কর্ণলতা-স্বার্থে কন্-টাপ্-অত ইত্বম্। কাণের পাতা। (পালিস্ত কর্ণলতিকা। হেম ৩।৫৭৪)

কর্ণবংশ (পুং) কর্ণঃ কর্ণাকৃতিবৎ বংশো যত্র, বহুব্রী। মঞ্চ, মাঁচা।

কর্ণবৎ (ত্রি) কর্ণঃ প্রাশস্ত্যেন অস্যাস্তি, কর্ণ-মতুপ্ মস্য বঃ। ১ দীর্ঘ কর্ণবিশিষ্ট। ২ কর্ণযুক্ত।

কর্ণবর্জ্জিত (পুং) কর্ণেন শ্রবণেন্দ্রিয়েণ বর্জ্জিতঃ হীনঃ। ১ সর্প; ইহাদের পৃথক্ কর্ণেন্দ্রিয় নাই। ২ (ত্রি) বধির, যাহার শ্রবণশক্তি নাই।

কর্ণবিট্ [ষ্] (স্ত্রী) কর্ণস্য কর্ণে জাতা বা বিট্। কাণের খৈল।
("বসা শুক্রমসৃঙ্ মজ্জা মূত্রবিড্ ঘ্রাণকর্ণবিট্।
শ্লেষ্মাশ্রুদূষিকা স্বেদো দ্বাদশৈতে নৃণাং মলাঃ॥" মনু।)

কর্ণবিবর (ক্লী) কর্ণস্য বিবরং, ৬তৎ। কাণের ছিদ্র। কর্ণাভ্যন্তরস্থ কর্ণবিবরের ইংরাজি নাম Vestibule.

কর্ণবেধ (পুং) কর্ণয়োঃ কর্ণস্য বা বেধঃ, ৬তৎ। সংস্কারবিশেষ; ইহাতে শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে কাণে ছিদ্র করিতে হয়। জন্মমাসাবধি ৬, ৭, ৮, ১২ ও ১৬ মাসে; বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও সোমবারে; দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, পঞ্চমী, ষষ্ঠী, সপ্তমী, দ্বাদশী ও ত্রয়োদশী তিথিতে, মধ্যাহ্নকালে; ক্ষত্রিয়ের স্বর্ণশলাকা দ্বারা, ব্রাহ্মণের ও বৈশ্যের রৌপ্যশলাকা দ্বারা এবং শূদ্রের লৌহশলাকা দ্বারা কর্ণবেধ করিতে হয়। জন্মমাসে, চৈত্র ও পৌষমাসে, যুগ্মবৎসরে, হরির শয়নকালে, দূষিত সূর্য্যে, কৃষ্ণপক্ষে, জন্মনক্ষত্রে দিবসের পূর্ব্বভাগে ও রাত্রিকালে কর্ণবেধ করিবে না। (মদনরত্ন)। সূর্য্যের উত্তরায়ণ সময় কর্ণবেধের প্রশস্তকাল, দক্ষিণায়নে কর্ণবেধ করিবে না। (গর্গ)। এক পিতার দুইটি পুত্রের কর্ণবেধ সংস্কার না হইতে যদি পুনর্ব্বার পুত্রোৎপত্তির সম্ভাবনা হয়, তাহা হইলে উপস্থিত দুই পুত্র মধ্যে যাহার শুদ্ধ বর্ষ হইবে, তাহারই কর্ণবেধ করান কর্ত্তব্য; এ সময়ে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠ বিচারের আবশ্যক করে না; নতুবা ঐরূপ তিন পুত্র হইলে তাহাকে 'কর্ণষট্ক' কহে, ইহা অতীব দোষজনক। (মলমাসতত্ত্বে মাণ্ডব্য)। ব্রাহ্মণের কর্ণছিদ্র অঙ্গুষ্ঠের যব প্রমাণ প্রশস্ত হওয়া বিধি। নির্ণয়সিন্ধুতে লিখিত আছে,— "অঙ্গুষ্ঠমাত্র সুবিরৌ কর্ণৌ ন ভবতো যদি।
তস্মৈ শ্রাদ্ধং ন দাতব্যং দত্তঞ্চেদাসুরং ভবেৎ॥"

যাহার কর্ণে অঙ্গুষ্ঠ যব প্রমাণ ছিদ্র নাই, তিনি শ্রাদ্ধে অনধিকারী; শ্রাদ্ধ করিলে তাহা অসুরগণের ভোজ্য হইয়া থাকে। হেমাদ্রি দেবলবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,—
"কর্ণরন্ধ্রং রবেশ্ছায়া ন বিশেদগ্রজন্মনঃ।
তং দৃষ্ট্বা বিলয়ং যান্তি পুণ্যৌঘাশ্চ পুরাতনাঃ॥"

যে ব্রাহ্মণের কর্ণরন্ধ্র দিয়া সূর্য্যকিরণ প্রবেশ না করে, তাহাকে দেখিলে প্রাচীন পুণ্যশীল ব্যক্তিগণও নরক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। [কর্ণব্যধবিধি দেখ।]

কর্ণবেধনিকা (স্ত্রী) বিধ্যতে হনয়া, কর্ণ-বিধ-করণে ল্যুট্-স্বার্থে কন্ টাপ্-অত ইত্বং। কর্ণবেধনের অস্ত্র, কাণ ফুড়িবার সূচ।

কর্ণবেধনী (স্ত্রী) বিধ্যতে হনয়া, কর্ণ-বিধ-করণে ল্যুট্ ঙীপ্। কর্ণবেধের সূচী।

কর্ণবেষ্ট (পুং) কর্ণৌ বেষ্টয়তি, কর্ণ-বেষ্ট-অচ্। ১ কুণ্ডল। ২ দ্বাপরযুগের রাজবিশেষ। (ভারত° আদি ৬৭ অঃ)

কর্ণবেষ্টক (ক্লী) কর্ণৌ বেষ্টয়তি, কর্ণ-বেষ্ট-ণ্বুল্। কুণ্ডল। (তাড়ঙ্কস্তু তাড়পত্রং কুণ্ডলং কর্ণবেষ্টকঃ। হেম ৩।৩২০।)

কর্ণবেষ্টকীয় (ত্রি) কর্ণবেষ্টক-ঢঞ্। কর্ণবেষ্টকসম্বন্ধীয়।

কর্ণবেষ্টন (ক্লী) কর্ণৌ বেষ্ট্যতেঽনেন, কর্ণ-বেষ্ট-ল্যুট্। কুণ্ডল।

কর্ণব্যধবিধি (পুং) কর্ণব্যধস্য কর্ণবেধস্য বিধিঃ, ৬তৎ। ১ কর্ণবেধের নিয়ম। [কর্ণবেধ দেখ।] ২ বালকের রক্ষাভূষণের জন্য সুশ্রুতোক্ত কর্ণবেধের নিয়ম। সুশ্রুতে লিখিত আছে,— বালকের ষষ্ঠ বা সপ্তমমাসে প্রশস্ত তিথি করণ মুহূর্ত্ত ও নক্ষত্রযুক্ত দিবসে মঙ্গলকার্য্য ও স্বস্তিবাচন করিয়া ধাত্রীর কোলে বালককে উপবেশন করাইবে এবং পুতুল প্রভৃতি বিবিধ খেলানা দ্বারা তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া রাখিতে হইবে। তৎপরে ভিষক্ বাম হস্তের দ্বারা কাণ টানিয়া ধরিয়া সূর্য্যকিরণে দৈবকৃত ছিদ্র লক্ষ্য করিয়া দক্ষিণ হস্তে সূক্ষ্মসূচী দ্বারা সোজা ভাবে বিদ্ধ করিবেন। পুত্রের দক্ষিণ কর্ণ ও কন্যার বাম কর্ণ বেধ করিতে হয়। বেধের পর তাহাতে তুলার বর্ত্তি করিয়া প্রবেশ করাইয়া দিবেন এবং তাহাতে অপক তৈল সেবন করিবেন। অধিক রক্তস্রাব হইলে, বা বেদনা অধিক হইলে অন্য স্থানে বেধ হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যথাস্থানে যথারীতি বিদ্ধ হইলে কোনরূপ উপদ্রবের আশঙ্কা থাকে না, অজ্ঞভিষক্ কোন শিরা বিদ্ধ করিয়া ফেলিলে বিবিধ উপদ্রব উপস্থিত হইয়া থাকে। কালিকা শিরা বিদ্ধ হইলে জ্বর, দাহ, শোথ ও বেদনা; মর্ম্মরিকা শিরায় বেদনা, জ্বর ও গ্রন্থি; লোহিতিকা শিরায় মন্যাস্তম্ভ, অপতানক, শিরোগ্রহ ও কর্ণশূল উৎপন্ন হয়।

কষ্টকর জিহ্বা, প্রশস্ত সূচী দ্বারা বেধ, গাঢ়তরবর্ত্তি প্রবেশ, দোষের প্রকোপ অথবা বিদ্ধ হইয়া বেদনা ও শোথ উৎপন্ন হইলে, যষ্টিমধু, এরণ্ড মূল, মঞ্জিষ্ঠা, যব ও তিল বাটিয়া মধু ও ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে, ঐ প্রলেপের দ্বারা কর্ণ স্বাভাবিক হইয়া উঠিলে পুনর্ব্বার পূর্ব্বোক্ত নিয়মে বিদ্ধ করিতে হইবে। ছিদ্র প্রশস্ত করিবার জন্য তিন দিন অন্তর ক্রমশঃ স্থূলবর্ত্তি প্রবেশ করাইয়া তৈলের সেক দিতে হইবে। (সুশ্রুত)।

কর্ণশষ্কুলী (স্ত্রী) কর্ণয়োঃ কর্ণস্য বা শষ্কুলী ইব, উপমি°। কর্ণবেষ্টন, কর্ণগোলক। বহিঃকর্ণ (Auricle or External ear) (কর্ণঃ শ্রোত্রং শ্রবণঞ্চ বেষ্টনং কর্ণশষ্কুলী। হেম ৩।২৩৮।)

কর্ণশিরীষ (পুং) কর্ণগতঃ শিরীষঃ মধ্যলো°। যে শিরীষফুল কাণে অলঙ্কাররূপে দেওয়া যায়।

কর্ণশূল (পুং) কর্ণস্য শূলঃ শূলবৎ যন্ত্রণাপ্রদো রোগঃ। কর্ণরোগবিশেষ। কর্ণমধ্যে দূষিত কফ পিত্ত ও রক্ত কর্ত্তৃক পথ রুদ্ধ হইয়া বায়ু চারিদিকে বিচরণ করে, তাহাতে অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হয়; এই পীড়ার নাম কর্ণশূল, ইহা কষ্টসাধ্য।

কদবেল, ছোলঙ্গনেবু ও আদা ইহাদের রস ঈষৎ উষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে; অথবা শুঁঠ, মধু, সৈন্ধব ও তৈল একত্র কিঞ্চিৎ উষ্ণ করিয়া কর্ণপূরণ করিলে, কিম্বা রসুন, আদা, শজিনা ও রক্তশজিনার মূল এবং কদলীর রস উষ্ণ করিয়া কর্ণপূরণ করিলে, অথবা কেবল সমুদ্রফেণ চূর্ণ করিয়া কর্ণে দিলে কর্ণশূল নিবারিত হয়। গোমূত্র, ছাগমূত্র, মেষমূত্র, মহিষমূত্র, অশ্বমূত্র, হস্তিমূত্র, উষ্ট্রমূত্র অথবা গর্দ্দভমূত্র উষ্ণ করিয়া কর্ণপূরণ করিলে কিম্বা আকন্দপত্রের পুট মধ্যে সিজের পাতা ঝলসাইয়া উষ্ণ থাকিতে থাকিতে তাহার রস দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে অথবা পাকা আকন্দের পাতায় ঘৃত মাখিয়া, অগ্নি বা রৌদ্রে তপ্ত করিয়া নিঙড়াইলে যে রস বাহির হইবে, ঐ রসের দ্বারা কর্ণপূরণ করিলে কর্ণশূল ভাল হয়। (চক্রদত্ত)।

কর্ণশূলী [ন্] (পুং) কর্ণশূলোঽস্ত্যস্তি, কর্ণশূল-ইনি (অত-ইনিঠনৌ। পা ৫।২।১১৫।) কর্ণশূলবিশিষ্ট, যাহার কর্ণশূলরোগ হইয়াছে।

কর্ণশোভন (ত্রি) কর্ণং শোভয়তি, কর্ণ-শুভ-ণিচ্-ল্যুট্। কর্ণভূষণ, কাণের গহনা।

কর্ণশ্রব (ত্রি) শ্রূয়তে শ্রু-অপ্ শ্রবঃ শব্দঃ, কর্ণেন শ্রবঃ শ্রবণযোগ্যঃ শব্দো যত্র, বহুব্রী। শুনিবার যোগ্য শব্দবিশিষ্ট বায়ু প্রভৃতি। ("কর্ণশ্রবেঽনিলে রাত্রৌ দিবাপাংশুসমূহনে।" মনু)

কর্ণসংস্রাব (পুং) কর্ণস্য কর্ণয়োবা সংস্রাবঃ পূয়শোণিতাদেঃ নিঃস্রাবণং যত্র রোগে, বহুব্রী। কর্ণরোগবিশেষ। মস্তকে কোনরূপ আঘাত পাইলে, জলে নিমগ্ন হইলে, অথবা আভ্যন্তরিক কোন বিদ্রধি পাকিলে, বায়ু কর্ণদ্বার দিয়া পূয়স্রাব করায়, ইহাকেই কর্ণস্রাব রোগ কহে। (মাধবনিদান।)

জাম, শিমুল, বেড়েলা, বকুল ও কুল এই সকল গাছের ছালের চূর্ণ ও কদবেলেররস একত্র মিশ্রিত করিয়া মধুর সহিত কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণস্রাব ভাল হয়। অথবা হাতির বিষ্ঠা পুটপাকে সিদ্ধ করিয়া তাহার রস গ্রহণ করিবে, ঐ রসে তৈল ও সৈন্ধব মিশ্রিত করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণস্রাব নিবারিত হয়। (চক্রদত্ত)।

কর্ণসুবর্ণ। ভারতবর্ষের এক প্রাচীন জনপদ। প্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়ং (থুসঙ্গ্) 'কিএ-লো-ন-সু-ফ-ল-ন'

নামে যে জনপদের বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিদেরা তাহারই 'কর্ণসুবর্ণ' এই সংস্কৃত নাম দিয়াছেন।

চীনপরিব্রাজক লিখিয়াছেন, "এই জনপদ দৈর্ঘ্যপ্রস্থে প্রায় ১৪০০ কি ১৫০০ লি (প্রায় ১২৫ ক্রোশের অধিক) হইবে। ইহার রাজধানী প্রায় ২০ লি (দেড় ক্রোশ।) এখানে বিস্তর লোকের বাস, সকলেই শান্ত, শিষ্ট ও সম্পত্তিশালী। জমি নাবাল ও উর্ব্বরা, জমিতে নিয়মিত কৃষিকার্য্য হয়, নানাবিধ মহার্ঘ্য ও উপাদেয় কুসুমভূষণে এই জনপদ অলঙ্কৃত। এখানকার জলবায়ু মনোরম, অধিবাসীরা বিদ্যোৎসাহী। (সেই সময়ে) এখানে দশটি সঙ্ঘারাম এবং তাহাতে প্রায় ২০০০ যতি বাস করেন। সকলেই সম্মতীয় হীনযান-মতাবলম্বী। এতদ্ভিন্ন পঞ্চাশটি দেবমন্দির আছে। নগরের পার্শ্বেই রক্তবিটি (লো-তো-বেই-চি) নামে একটি সঙ্ঘারাম আছে, ইহার দরদালান সুবিস্তৃত এবং প্রাকারগুলি অতি উচ্চ। এখানে পূর্ব্বে কোন বৌদ্ধ ছিলেন না।...রাজার আদেশে একজন শ্রমণ আগমন করেন। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ কথায় মুগ্ধ হইয়া রাজা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই সময় হইতেই এখানে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ সমাদর হইল। উক্ত সঙ্ঘারামের অনতিদূরে অশোকরাজ একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করাইয়া ছিলেন।"

এই কর্ণসুবর্ণ জনপদ কোথায় ছিল, তাহার বর্ত্তমান স্থান লইয়াই গোলযোগ। কাহারও মতে, মুর্শিদাবাদ হইতে ৬ ক্রোশ উত্তরে 'কুরুসোন্ কা-গড়' নামে যে একটি প্রাচীন নগর আছে, সম্ভবতঃ সে প্রাচীন নগরই কর্ণসুবর্ণ হইবে।

(J. As. Soc. Bengal, Vol. XXII. 281ff. J. R. As. (N. S.) Vol. VI. 248, Ind. Ant. Vol. VII. 197.)

আবার কেহ ভাগলপুরের নিকটস্থ কর্ণগড়কে কর্ণসুবর্ণ বলিয়া মনে করেন। (Beal's Record, Vol. II. 20in.) বস্তুতঃ কর্ণসুবর্ণের প্রকৃত স্থান এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। তবে চীনপরিব্রাজকের বর্ণনায় জানা যায়, এই জনপদ তাম্রলিপ্ত হইতে ৭০০ লি (প্রায় ৫০ ক্রোশের অধিক) উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত।

কর্ণসূ (স্ত্রী) কর্ণ-সূ-ক্বিপ্। কর্ণের জননী, কুন্তী।

কর্ণসূচী (স্ত্রী) কর্ণবেধনার্থং সূচী, মধ্যলো°। যে সূচীর দ্বারা কর্ণবেধ করা হয়।

কর্ণস্ফোটা (স্ত্রী) কর্ণস্য স্ফোটেব স্ফোটা বিদারণং যস্যাঃ। লতাবিশেষ, কাণফাটা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শ্রুতিস্ফোটা, ত্রিপুটা, কৃষ্ণতণ্ডুলা, চিত্রপর্ণী, কোমলতা, চন্দ্রিকা ও অর্দ্ধশীতল, সর্ব্বপ্রকার বিষরোগ, গ্রহদোষ, ভূতাদি দোষ ও পীড়ানাশক।

কর্ণস্রাব (পুং) কর্ণস্য কর্ণয়োর্বা স্রাবঃ পূয়াদিনিঃসরণং, ৬তৎ। কর্ণরোগবিশেষ। [কর্ণসংস্রাব দেখ।]

কর্ণস্রোতঃ [স্] (ক্লী) কর্ণস্য স্রোত ইব, উপমি°। কর্ণবিবর, কাণের ছিদ্র।

কর্ণস্রোতোভব (পুং) কর্ণস্রোতসো বিষ্ণুকর্ণবিবরাৎ ভবতি, কর্ণস্রোতস্-ভূ-অচ্। ১ মধু নামক অসুর। ২ কৈটভ নামক অসুর। [কৈটভ দেখ।] (ভারত অনু° ৬৬ অঃ।)

কর্ণহীন (ত্রি) ৩তৎ। ১ বধির, কালা। ২ সর্প, সাপের কাণ নাই।

কর্ণাকর্ণি (পুং) কর্ণে কর্ণে গৃহীত্বা প্রবৃত্তং কথনম্, ব্যতিহারে ইচ্, পূর্ব্বস্য দীর্ঘশ্চ। কাণাকাণি, পরস্পর কাণের নিকট কথা বলা।

("কর্ণাকর্ণি হি কপয়ঃ কথয়ন্তি চ তৎকথাম্।" রামা ৬।২১।৩৯।)

কর্ণাঞ্জলি (পুং) কর্ণঃ অঞ্জলিরিব, উপমি°। কর্ণরূপ অঞ্জলি, কাণের ছিদ্র; অঞ্জলির দ্রব্য গ্রহণের ন্যায় ইহার শব্দ গ্রহণে যোগ্যতা আছে, এই জন্যই ইহাকে অঞ্জলির সহিত উপমিত করা হইয়াছে।

কর্ণাট। দাক্ষিণাত্যের একটি প্রাচীন জনপদ। শক্তিসঙ্গম তন্ত্রের মতে—

"রামনাথং সমারভ্য শ্রীরঙ্গান্তং কিলেশ্বরি!
কর্ণাটদেশো দেবেশি! সাম্রাজ্যভোগদায়কঃ॥"

রামনাথ হইতে আরম্ভ করিয়া শ্রীরঙ্গের সীমা অবধি সাম্রাজ্যভোগদায়ক কর্ণাটদেশ।

রামনাথের বর্ত্তমান নাম রামনাদ, উহা ভারতের দক্ষিণে সমুদ্রের নিকট অবস্থিত। শ্রীরঙ্গ ত্রিশিরাপল্লীর নিকট কাবেরী ও কোলরুণ নদী মধ্যে অবস্থিত। তাহা হইলে, শক্তিসঙ্গমের মতে, ভারতের সর্ব্বদক্ষিণ অংশ রামেশ্বরের নিকট হইতে কাবেরী নদী পর্য্যন্ত কর্ণাটদেশ হইতেছে।

কিন্তু উক্তমত ভুল বলিয়াই বোধ হয়। মহাভারত মার্কণ্ডেয়পুরাণ ও বৃহৎসংহিতায় কর্ণাট অবন্তি, দশপুর, মহারাষ্ট্র ও চিত্রকূটের সহিত উক্ত হইয়াছে। যথা—

"অবন্তয়ো দাশপুরা স্তথৈবা কণিনো জনাঃ।
মহারাষ্ট্রাঃ স কর্ণাটা গোনর্দ্দাশ্চিত্রকূটকাঃ॥"

মার্কণ্ডেয় পু° ৫৮ অঃ।

"কর্ণাট মহাটবিচিত্রকূটঃ।" ইত্যাদি। বৃহৎসংহিতা ১৪।১৩।

শক্তিসঙ্গম তন্ত্রেরও একস্থানে লিখিত আছে—

"মার্জ্জারতীর্থং রাজেন্দ্র! কোলাপুরনিবাসিনী।

এখানেও মহারাষ্ট্রের নিকট কর্ণাটস্বামির উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে।

এতদ্ভিন্ন কর্ণাটরাজগণের খোদিত শিলালিপি পাঠে জানা যায়, তাঁহারা বর্ত্তমান মহিসুরের উত্তরাংশ হইতে বিজয়পুর পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগে রাজত্ব করিতেন। সম্ভবতঃ ঐ বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড মহাভারত, মার্কণ্ডেয় ও বরাহমিহিরোক্ত কর্ণাট বলিয়া মনে হয়। এখন অনেকে কাণাড়া ও কর্ণাটিক প্রদেশের নাম শুনিয়া উহাকেই কর্ণাট বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাঁহাদেরও ভ্রম বলিতে হইবে।

এখন যাহাকে কর্ণাটিক বলে, সেই স্থানে কোন প্রাচীন কর্ণাটরাজ রাজধানী স্থাপন করিয়া রাজত্ব করেন নাই। মুসলমানেরা আসিবার সময় হইতে মহিসুরের দক্ষিণ অংশ কর্ণাটিক নামে অভিহিত হয়। [কর্ণাটিক দেখ।] শ্রীমদ্ভাগবতে দক্ষিণ কর্ণাটের নাম পাওয়া যায়। ঐ স্থান কোঙ্ক, বেঙ্কট ও কুটক নামক জনপদের সহিত উক্ত হইয়াছে। (ভাগবত ৫।৬।৮)

বর্ত্তমান কর্ণাটিকের কাবেরী কূলস্থ স্থান উক্ত দক্ষিণকর্ণাট হইলেও হইতে পারে।

এখন যাহাকে কন্নড় বা কাণাড়া বলে, তাহা কর্ণাট শব্দেরই অপভ্রংশ। কিন্তু এই প্রদেশও প্রাচীন কর্ণাট রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়, মহিসুরের দক্ষিণাংশে মুসলমানেরা আসিয়া যেমন কর্ণাটিক নাম দিয়াছে, ইংরাজেরাও সেইরূপ গোয়ার দক্ষিণস্থিত সমুদ্রকূলবর্ত্তী বিস্তীর্ণ ভূভাগের নাম কাণাড়া রাখিয়াছেন। প্রাচীনকালে সমুদ্রকূলবর্ত্তী এই বিস্তীর্ণ ভূভাগ সহ্যাদ্রিখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

কর্ণাটপ্রদেশে চালুক্য, চের, গঙ্গ, পল্লব ও কলচুরিবংশ রাজত্ব করিতেন। [চালুক্য প্রভৃতি প্রত্যেক শব্দ দেখ।] খৃষ্টের দশম শতাব্দীতে কর্ণাটের দক্ষিণাংশ চোল রাজাদিগের হস্তগত হয়। এই সময়ে উত্তর অংশে কলচুরী রাজগণ রাজত্ব করিতেছিলেন।

বল্লালদেব মহিসুরস্থ তোন্নূরে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। সেই সময়ে তিনি এবং তাঁহার বংশধরেরা বিজয়নগরের কলচুরীরাজের করদ ছিলেন। কলচুরীর অধঃপতনে বল্লালবংশের অভ্যুদয় হইল।

১৩৩৬ খৃঃ অব্দে, বল্লালবংশ প্রবল হইয়া তুঙ্গভদ্রার দক্ষিণস্থিত কর্ণাটপ্রদেশ অধিকার করেন। ১৫৬৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত তাঁহাদের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল, তৎপরে তাঁহারা মুসলমানদিগের বাহুবলে পরাজিত হইয়া প্রথমে পেন্নাকোণ্ডা, তৎপরে চন্দ্রগিরিতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেবল একটী শাখা অনাগুণ্ডিতে ছিলেন। এই সময় হইতে কর্ণাটিক নাম প্রচারিত হয়। প্রাচীন কর্ণাট হইতে কর্ণাটিককে স্বতন্ত্র বুঝাইবার জন্য 'কর্ণাটপয়ানঘাট' অর্থাৎ কর্ণাটের নিম্নভূমি এবং তাহার উত্তরে অবস্থিত পার্ব্বতীয় ভূমিকে 'কর্ণাট বালাঘাট' বলা হইত।

মুসলমানেরা বিজয়নগরের হিন্দুরাজাদিগকে তাড়াইয়া কর্ণাট দুইভাগে বিভক্ত করিয়া লইলেন, একভাগ কর্ণাটিক হায়দরাবাদ বা গোলকুণ্ড, অপর কর্ণাটিক বিজাপুর, উভয় বিভাগ আবার পয়ানঘাট ও বালাঘাট এই দুই উপবিভাগে বিভক্ত।

ব্যুৎপত্তি।—এদেশের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণ কর্ণ-অট্-অচ্ শব্দাদি এইরূপে কর্ণাটশব্দের ব্যুৎপত্তি সাধেন। কিন্তু শব্দশাস্ত্রবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন, দ্রাবিড়ী কর্ণাড়ু (কর্ কৃষ্ণ+নাড়ু স্থান) অর্থাৎ কৃষ্ণপ্রদেশ বা কৃষ্ণকার্পাসোৎপাদক ক্ষেত্র হইতে এই কর্ণাট নাম হইয়াছে।

যাহাই হউক, কর্ণাট নামটিও যে বহুপ্রাচীন, তাহা মহাভারত, মার্কণ্ডেয়পুরাণ ও বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা পাঠে জানা গিয়াছে।

কর্ণাট শব্দ স্থান-বাচক হইলেও বহুদিন হইতে স্বতন্ত্র জাতি ও ভাষাবাচক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। [কর্ণাটক দেখ।]

২ দ্রাবিড়ব্রাহ্মণ মধ্যে শ্রেণীবিশেষ। ভারতের উত্তরাঞ্চলে পঞ্চগৌড় বলিলে যেমন কান্যকুব্জ, সারস্বত, গৌড়, মৈথিল ও উৎকল এই পঞ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণকে বুঝায়, সেইরূপ দ্রাবিড় বলিলে মহারাষ্ট্র, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড়, কর্ণাট ও গুর্জ্জর এই পঞ্চশ্রেণীর দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণকে বুঝাইয়া থাকে।

দ্রাবিড় ব্রাহ্মণের ৪র্থ শ্রেণী কর্ণাট। তাঁহারা অপর দ্রাবিড় ব্রাহ্মণের নিকট আভিজাত্যে ও মর্য্যাদায় নিকৃষ্ট। অপর শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা ইঁহাদিগকে কন্যাদান করেন না। কিন্তু অন্ন গ্রহণ করিতে কাহারও বাধা নাই। অপর স্থানের ব্রাহ্মণেরা যেমন সর্ব্বত্র পূজিত ও সমাদৃত হইয়া থাকেন, কর্ণাটব্রাহ্মণদিগের ভাগ্যে তেমন সম্মান, তেমন আদর অভ্যর্থনা ঘটে না।

কাণাড়া ও কর্ণাটিক প্রদেশে এই শ্রেণীর বসবাস। এখানকার অধিবাসীরা সকলেই প্রায় লিঙ্গায়ৎ। তাহারা এই ব্রাহ্মণদিগের সম্মান করা দূরে থাকুক, বরং সময়ে সময়ে নিন্দা করিয়া থাকে। তবে যদি কোন কর্ণাটব্রাহ্মণ তাহাদের মধ্যে কাহারও বাটীতে অতিথি হন, তবে আদর অভ্যর্থনার পরিসীমা থাকে না। কায়মনোচিত্তে ব্রাহ্মণের সেবা করিয়া তাঁহাকে যথেষ্ট সন্তুষ্ট করেন।

তাঁহারা এদেশের ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় যজমান দ্বারা প্রতিপোষিত না হওয়ায়, কাজেই জীবিকানির্ব্বাহের জন্য স্ব স্ব জাতীয় কর্ম্মত্যাগ করিয়া ও নানাপ্রকার কার্য্য করিয়া থাকেন। এমন কি অনেকে পেটের দায়ে কৃষিকর্ম্ম করিয়া থাকেন। কর্ণাট ব্রাহ্মণেরা ঋক্ অথবা যজুর্ব্বেদী। তাঁহারা প্রধানতঃ সপ্তশাখায় বিভক্ত—১ হৈগ, ২ কাভ, ৩ শিবেলূরী, ৪ বর্গীনায়, ৫ কন্দাব, ৬ কর্ণাটক, ৭ মহীসুরকর্ণাটক, ৮ শীয়নাদ (শ্রীনাথ)। বাসস্থানের নামানুসারে কর্ণাট ব্রাহ্মণদিগের ভিন্ন ভিন্ন নাম পাওয়া যায়।—

গোত্র।	উপাধি।	কুল।
কশ্যপ …	আদ্য-কর্ণাটক …	মহিসুর।
গৌতম …	কর্ণকজ …	ময়লুর।
ভরদ্বাজ …	মুর্কিনাড় …	শৃঙ্গেরী।
বশিষ্ঠ …	বদলনাড় …	শ্রীরঙ্গপত্তন।
বিশ্বামিত্র …	কর্ণকম্বুলু …	দেবনহালী।
শাণ্ডিল্য …	মুর্কিনাড় …	হোসুরবাগলোর।
গর্গ …	নবীনকর্ণাটক …	মাগদী।
অঙ্গিরা …	পেরীচরণ …	মুলুবাগলু।
বৎস …	দেশস্থ …	মালোর।
ভারদ্বাজ …	হলকর্ণের …	সূর্য্যপুরম্।
উপমন্যু …	প্রাচীনকর্ণাটক …	শ্যামরাজনগরম্।
কাশ্যপ …	পেরীচরণ …	কুরক।
শাণ্ডিল্য …	প্রাচীনকর্ণাটক …	হাগলবাদী।
গৌতম …	মুর্কিনাড় …	চিত্রদুর্গ।
ভরদ্বাজ …	মুর্কিনাড় …	শিওমগী।

এ ছাড়া কুটী, মঞ্জনগুরু প্রভৃতি আরও কয়েক ঘর আছে। তাহাদের বিশেষ বিবরণ কিছু জানা যায় নাই।

কর্ণাটব্রাহ্মণেরা উত্তর ও দক্ষিণ কাণাড়া, তুলুব, মালাবর, কোচিন ও মহিসুরে বাস করেন। তাঁহাদের সংখ্যা ১০ লক্ষের অধিক হইবে।

কর্ণাট ব্রাহ্মণের দেহের গঠন সুশ্রী, দেখিতে অনেকটা উত্তরাঞ্চলের ব্রাহ্মণদিগের ন্যায়।

কর্ণাটক। দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড় ভাষা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত ;—তেলগু (তৈলঙ্গ), তামিল (দ্রাবিড়ী) ও কর্ণাটক (কর্ণাটী)। তেলগুভাষা উত্তর মান্দ্রাজে, তামিল ভাষা দক্ষিণ মান্দ্রাজে ও কর্ণাটীভাষা মান্দ্রাজের পশ্চিমাংশ হইতে পশ্চিমোপকূল পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশে প্রচলিত। এই তিনটি ভাষাই দাক্ষিণাত্যের প্রধান ভাষা। তন্মধ্যে কাণাড়া, দক্ষিণ মহারাষ্ট্র, মহিসুর, নিজামরাজ্যের পশ্চিমাংশ ও কুর্গেই কর্ণাট ভাষার প্রচলন অধিক। নীলগিরিতে বড়গনামে যে এক জাতি বাস করে, তাহারাও নাকি প্রাচীন কর্ণাটীভাষা ব্যবহার করে। প্রাচীন কর্ণাটীকে এখন হলকন্নড় বলে। মহারাষ্ট্র ও মহিসুরের যে সকল প্রাচীন খোদিত শিলাফলক পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে কতকগুলি প্রাচীন কর্ণাটী অক্ষরে আছে।

মান্দ্রাজ বা বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর সিভিলিয়ান ও অন্যান্য গবর্ণমেণ্ট কর্ম্মচারীকে এই সকল দেশীয়ভাষা শিক্ষা করিতে হয়। ইহাদিগের জন্য শিক্ষা দিবার বিশেষ বন্দোবস্ত করিবার সময়ে কর্ণাটী ভাষা সম্বন্ধে অনেক বিষয় সংগৃহীত ও লিখিত হইয়াছে। এই সংগ্রহের সময় দেখা গিয়াছে যে, খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে কেশবপণ্ডিত নামক একব্যক্তি "গণরত্নদর্পণ" নামক একখানি ধাতুসম্বন্ধীয় পুস্তক সংগ্রহ করেন। সেইখানিই এই ভাষার মূলব্যাকরণ।

কর্ণাটী-ভাষা সংস্কৃতাদি ভাষার ন্যায় বামদিক্ হইতে আরম্ভ করিয়া দক্ষিণদিকে লিখিত হইয়া থাকে। এই ভাষার শব্দ বা পদ লিখিতে হইলে, সেই সেই শব্দ লিখিতে যে যে বর্ণের বা যুক্তাক্ষরের প্রয়োজন তাহাই পাশাপাশি লিখিয়া যাইতে হয়। দুইটি শব্দ বা পদের মধ্যে আবশ্যক মত কোন ছেদ বা ফাঁক দিবার ব্যবস্থা নাই, বাক্য বা বাক্যাংশের পরও কোনরূপ চিহ্ন ব্যবহৃত হয় না। কর্ণাটী বর্ণমালায় সর্ব্বশুদ্ধ ৫৬টি অক্ষর আছে, ইহার মধ্যে ১৬টি স্বরবর্ণ, ২টি অর্দ্ধস্বর ও ৩৮টি ব্যঞ্জনবর্ণ। এই ৫৬টি বর্ণের মধ্যে ৪৭টি বিশুদ্ধ কর্ণাটিমিশ্রিতবর্ণ, বাকি ৯টি সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণসৌকর্য্যার্থে গড়িয়া লওয়া হইয়াছে। সংস্কৃতাদি ভাষার ন্যায় কর্ণাটী ভাষাতেও যুক্তাক্ষরের আকার ভিন্নরূপ এবং যুক্তাক্ষরও যথেষ্ট।

কর্ণাটী ভাষায় সমুদয় শব্দ ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত—১ম মূল কর্ণাটী শব্দ, ২য় কর্ণাটী প্রত্যয়াদিযুক্ত সংস্কৃত শব্দ, ৩য় সংস্কৃত পরিবর্ত্তিত শব্দ, ৪র্থ অপভ্রংশ ও অপভাষার শব্দ এবং ৫ম অন্যান্য ভাষার শব্দ। কর্ণাটী-ভাষার বিশেষ্য শব্দগুলিও ৪ ভাগে বিভক্ত, যথা,—বস্তুবাচক বিশেষ্য, বিশিষ্ট বিশেষ্য, ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ও যৌগিক বিশেষ্য। কর্ণাটী ভাষায় দেবগণ ও মানব পুংলিঙ্গ, দেবী ও মানবী স্ত্রীলিঙ্গ এবং সমস্ত পশুপক্ষী কীট পতঙ্গাদি এবং অচেতন ও উদ্ভিদ্ পদার্থ ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া গণ্য। এ ভাষায় দুইমাত্র বচন আছে—একবচন ও বহুবচন। সর্ব্বনাম শব্দ ৮ ভাগে বিভক্ত যথা,—ব্যক্তিবাচক, পূরণবাচক, অনিশ্চয়াত্মক, সংখ্যাবাচক, স্থানবাচক, সময়পরিমাণবাচক ও প্রশ্নসূচক। কর্ণাটী-ভাষায়

ক্রিয়া সকর্মক ও বিকর্মক। ইহাদের কাল আট প্রকার। দ্বিতীয় পুরুষের অনুজ্ঞাকালের ধাতুর রূপ যাহা তাহাই ধাতুর মূল রূপ।

কর্ণাটী ভাষায় উপসর্গাদি অব্যয়, ক্রিয়াবিশেষণ, সমুচ্চয়াদি অব্যয় ও বিস্ময়াদি অব্যয়ও আছে। এতদ্ভিন্ন ভাষায় যে সকল বিশেষত্ব আছে, তাহা এস্থলে লিখিয়া প্রকাশ করিবার উপায় নাই। কর্ণাটী ভাষাতেও শূন্যযোগে দশগুণোত্তর সংখ্যা ধৃত হয়।

(কর্ণাটীভাষা সম্বন্ধে যদি বিশেষ বিবরণ জানিতে হয় তবে Dr. Mc Kerrell's Grammar of the Carnataka language এবং Caldwell's Dravidian Grammar দেখা আবশ্যক)

২। নেপালের একটি রাজবংশ। পার্ব্বতীয় বংশাবলী পাঠে জানা যায় নেপালের কর্ণাটক রাজগণ নেপালী-সম্বৎ ৯ হইতে ২২৮ (অর্থাৎ ৮৯০ খৃঃ হইতে ১১০৯ খৃঃ) অবধি ২১৯ বর্ষ রাজত্ব করেন। এই কয়জন নেপালাধিপ কর্ণাটকগণের নাম পাওয়া যায়—

নাম।		রাজ্যকাল।
১। নান্যদেব	...	৫০ বর্ষ।
২। গঙ্গদেব (ঐ পুত্র)	...	৪১ "
৩। নরসিংহদেব (গঙ্গের পুত্র)	...	৩১ "
৪। শক্তিদেব (নরসিংহের পুত্র)	...	৩৯ "
৫। রামসিংহদেব (শক্তির পুত্র)	...	৫৮ "
৬। হরিদেব।		

কর্ণাটশিখর (ক্লী) মহারণ্য মধ্যস্থ চিত্রকূটাদি পর্ব্বতের চূড়াদেশ।

কর্ণাটিক। কুমারী অন্তরীপ হইতে উত্তর সরকার পর্য্যন্ত, পূর্ব্বঘাট ও করমণ্ডল উপকূল অর্থাৎ সমস্ত তামিল প্রদেশ য়ুরোপীয়কর্ত্তৃক ক্রমক্রমে কর্ণাটিক নামে অভিহিত করিয়া থাকে। কর্ণাটিক বলিতে গেলে কর্ণাটসম্বন্ধীয় বুঝায়। কিন্তু উক্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড প্রাচীন কর্ণাটরাজ্যের অন্তর্গত ছিল না। [কর্ণাট দেখ।] বরং ইহার উত্তরাংশ ত্রিচনপল্লী ও কাবেরীনদীর উপকূলস্থ ভূমিখণ্ড এক সময়ে দক্ষিণকর্ণাট নামে কথিত হইত। এখন ইংরাজেরা যাহাকে কর্ণাটিক বলিয়া থাকেন, বর্ত্তমান আর্কট (অরুকডু), মদুরা ও তঞ্জোররাজ্য তাহার অন্তর্গত।

পলাশীযুদ্ধের সময় এই কর্ণাটিকে ইংরাজদের সহিত করেকবার যুদ্ধ হয়। সেই যুদ্ধগুলিতেই দাক্ষিণাত্যে ইংরাজপ্রভুত্বের ভিত্তি দৃঢ়ীকৃত হয়। নিম্নে সেই যুদ্ধগুলির বিবরণ প্রদত্ত হইল।—

যে সময় ক্লাইব কলিকাতায় ইংরাজগণের বিপদ্ শুনিয়া অ্যাড্মিরাল ওয়াট্‌সনের সহিত মান্দ্রাজ ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালাভিমুখে চলিয়া আসেন, সেই সময়ে (এপ্রেল, ১৭৫৭ খৃঃ) কাপ্তেন কালিয়ড নামক মান্দ্রাজের জনৈক ইংরাজ সেনানী মদুরারাজ্যের বাকি রাজস্ব আদায়ের জন্য আক্রমণ করেন। কাপ্তেন কালিয়ড ত্রিচনপল্লীর শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কালিয়ড মদুরা-জয়ের আশায় ত্রিচনপল্লী পরিত্যাগ করিবামাত্র ইংরাজের তদানীন্তন শত্রু ফরাসীরা ত্রিচনপল্লী আক্রমণ করিবার জন্য একদল সৈন্য পাঠাইয়া দিল। ফরাসীসৈন্য ত্রিচনপল্লীতে পঁহুছিয়া ইংরাজদুর্গ অধিকার করিয়া বসিল। কাপ্তেন কালিয়ড এই সংবাদ পাইবামাত্র তাড়াতাড়ি ত্রিচনপল্লীর দিকে ফিরিলেন, মদুরার যুদ্ধে হার হইল। যাহা হউক, কালিয়ড ত্রিচনপল্লীতে পঁহুছিয়াই ফরাসী সৈন্যকে উৎসাদিত করিয়া ফেলিলেন। ফরাসী সৈন্যাধ্যক্ষ পরাজিত হইয়া ইংরাজ হস্তে ত্রিচনপল্লী সমর্পণ করিয়া গেলেন। ইতিমধ্যে বন্দীবাস নামক স্থানের শাসনকর্ত্তা ইংরাজকে রাজস্ব দিতে অস্বীকার করায় কর্ণেল অ্যালডারক্রন তাঁহার বিরুদ্ধে যাত্রা করেন এবং নগরাবরোধ করিয়া বসিয়া থাকেন, কিন্তু ফরাসীরা বন্দীবাসের শাসনকর্ত্তার পক্ষ হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে অগ্রসর হওয়ায় কাপ্তেন অ্যালডারক্রন অবরোধ উঠাইয়া লইয়া চলিয়া আসেন। ইহার পরই মহারাষ্ট্রীয়েরা আসিয়া তত্রত্য নবাবের নিকট বাকি চৌথ রাজস্ব ৪ লক্ষ টাকা চাহিয়া বসে, কিন্তু নবাবের তখন অত টাকা দিবার ক্ষমতা ছিল না। তিনি নানারূপ অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। শেষে মহারাষ্ট্রীয়েরা ৪½ লক্ষ টাকায় সমস্ত দেনা শোধ করিয়া লইতে সম্মত হয়। এ সময় পাঠান নবাবেরা দাক্ষিণাত্যের সুবাদার এবং মহারাষ্ট্রনায়ক মুরারি রাওয়ের অধীনতা বড় স্বীকার করিতেন না, সুতরাং ইংরাজদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন যে, তিনি মাহারাট্টাদিগের বিরুদ্ধে তাঁহাদের সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছেন। ইংরাজেরা এসময় এরূপসূত্রে সন্ধিস্থাপন করিতে পারিলেন না, কারণ মাহারাট্টারা তখন তাঁহাদের উপর সদয় ব্যবহার করিতেছিল। এইরূপে একমাস কাটিয়া গেলে পরমাসে (জুন ১৭৫৭ খৃঃ অব্দে) কাপ্তেন কালিয়ড আবার মদুরা আক্রমণের উদ্যোগ করিলেন। যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষের বিস্তর ক্ষতি হইল এবং প্রথম আক্রমণে ইহারা কিছুই করিয়া উঠিতে পারিলেন না; কিন্তু কালিয়ড এত ক্ষতি সহ্য করিয়াও যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন না। ৮ই আগষ্ট তারিখে কালিয়ড নগর প্রবেশ করিতে সক্ষম হইলেন এবং

শাসনকর্ত্তার নিকট হইতে ১,৭০,০০০৲ টাকা বাকি রাজস্ব আদায় করিলেন। ইহার পরও ইংরাজেরা মদুরারাজ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ আক্রমণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোনপক্ষেই জয় পরাজয় স্থির হইল না।

এই সময়ে আবার য়ুরোপে ইংরাজ ফরাসীতে যুদ্ধ বাধে। ফরাসীরা কাউণ্ট ডি লালী নামক একজন বিখ্যাত সৈনিককে ভারতের ফরাসীসেনার নায়কত্ব দিয়া একদল নৌ-সেনা সহ এখানে প্রেরণ করিলেন। লালীর নিজের এক সহস্র আইরিষ সৈন্য ছিল। তিনি আসিবার সময় তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া ১৭৫৮ সালের এপ্রেলমাসে ভারতে আসিয়া পৌছিলেন। লালী পৌছিয়াই ইংরাজ অধিকৃত সেণ্ট ডেভিড দুর্গ আক্রমণ করিলেন। অ্যাডমিরাল ষ্টিভেন্সের অধীনস্থ ইংরাজসেনাগণ তাঁহাকে বাধা দিল বটে কিন্তু ফল হইল না। লালী দুর্গ অধিকার করিয়া মান্দ্রাজ আক্রমণ করিতে মনস্থ করিলেন, কিন্তু তাঁহার আবশ্যকমত অর্থ না থাকায় সে সংকল্প সিদ্ধ করিতে পারিলেন না। অর্থসংগ্রহের জন্য লালী এই সময় তঞ্জোরের রাজার প্রদত্ত ৫৬ লক্ষ টাকার তমসুক আদায় করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, কিন্তু ইহাতে কোন ফল হইল না। তঞ্জোরের রাজা ইংরাজের মন্ত্রণায় ভুলিয়া টাকা দিতে বৃথা বিলম্ব করিতে লাগিলেন। ইত্যবকাশে ইংরাজের নৌ-সেনা আসিয়া পড়িল, কাজেই লালী বাধ্য হইয়া সেণ্ট ডেভিড দুর্গের অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিলেন। লালী কিবেলুরের একটি প্রাচীন হিন্দু দেবমন্দির ধ্বংশ করেন এবং তাহার পূজক সেবাইত ব্রাহ্মণগণকে তোপে উড়াইয়া দেন। এই সময় ফরাসীসেনানী বুসি নিজামরাজ্যে মহা সমাদরে বাস করিতেছিলেন। লালী তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। বুসি লালীর নিকট আসিবামাত্র উত্তর সরকারের ফরাসী অধিকারে গোলমাল বাঁধিয়া গেল। বিজিগাপত্তনের রাজা আনন্দরাজ ফরাসী-অধিকার আক্রমণ করিলেন, কিন্তু ভবিষ্যতে ফরাসীর আক্রমণ হইতে কিরূপে রাজ্য রক্ষা করিবেন ভাবিয়া আকুল হইয়া উঠিলেন। শেষে অন্য উপায় না পাইয়া বাঙ্গালার ক্লাইবের সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। ক্লাইব আবশ্যক মত সন্ধিপত্র স্থির করিয়া উত্তর সরকার হইতে ফরাসী তাড়াইবার উদ্দেশ্যে কর্ণেল ফোর্ডের অধীনে ২ হাজার সিপাহী ৫০০ শত গোরাসৈন্য ও ৬টা কামান দিয়া রাজমহেন্দ্রী অভিমুখে পাঠাইলেন। পথিমধ্যে ফরাসী সেনানী কনফ্লাঁ ঐ পরিমাণ সৈন্য লইয়া তাঁহাকে পরাজিত ও তাঁহার সমস্ত কামান দখল করিয়া ফেলিলেন, কিন্তু ফোর্ড তাহাতে দুঃখিত না হইয়া কনফ্লাঁ প্রত্যাবর্ত্তন করিবামাত্র তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন এবং রাজমহেন্দ্রীতে আসিয়া দেখিলেন, সেখানে কেহই নাই; সুতরাং সসৈন্যে মছলীপত্তনের দিকে অগ্রসর হইলেন। মধ্যে কয়েকস্থলে আনন্দরাজ বাধা দিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন বটে, কিন্তু শেষে (৬ মার্চ্চ ১৭৫৮ খৃঃ) ফোর্ড স্বদলে মছলীপত্তনে পৌছিলেন। কনফ্লাঁ এবার নিজামের সাহায্য চাহিলেন। নিজাম সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইলেন। এদিকে ফোর্ডের গোরাসৈন্য বাকি মাহিনা ও মছলীপত্তনের লুঠের অংশ পায় নাই বলিয়া বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, কিন্তু শেষে যখন শুনিল যে নিজাম সৈন্য কেবলমাত্র ১০ দশ ক্রোশ দূরে আসিয়া পৌছিয়াছে, তখন তাহারা নিরস্ত হইল। ফোর্ড মছলীপত্তন দুর্গ অধিকার করিয়া বসিলেন। নিজাম এই সময় ফরাসী সৈন্যের আগমন প্রতীক্ষায় বসিয়া রহিলেন। ফরাসী রণতরী কূলে আসিয়া কিন্তু সৈন্য নামাইল না শুনিয়া নিজাম বাঁকিয়া বসিলেন এবং স্বীয় স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশে ইংরাজদের সঙ্গে মিশিলেন। সন্ধি হইল, ইংরাজেরা বার্ষিক ৪ লক্ষ টাকা আয়ের উপযুক্ত ভূ-সম্পত্তিসহ চিরকালের জন্য মছলীপত্তন সহর পাইবেন আর কৃষ্ণানদীর উত্তরে ফরাসীদের কোন কুঠি ভবিষ্যতে হইবে না বা থাকিবে না এবং সুবাদার নিজকার্য্যে কখন ফরাসী রাখিতে পারিবেন না, সন্ধিপত্রে এই কয়েকটী চুক্তি হইল।

যে সময় লালী সেণ্ট ডেভিডের অবরোধ উঠাইয়া চলিয়া আসেন, সেই সময় অ্যাড্মিরাল পোকোক ইংরাজ পক্ষে ও কাউণ্ট ডি আসি ফরাসীপক্ষে করমণ্ডল উপকূলে স্ব স্ব নৌসেনা লইয়া উপস্থিত। পোকোক নিজ হইতে দুইবার আসিকে আক্রমণ করেন, আসি ভীত হইয়া পুঁদিচেরী পলায়ন করিলেন এবং সেখানে লালীর নিকট তাড়া খাইয়া মরিচসহরে পলাইয়া গেলেন। লালী ইহাতে হীনবল হইয়া পড়িলেন; কিন্তু এই সময় কর্ণাটিকের নবাব চাঁদসাহেবের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজাসাহেবকে ফরাসীরা কর্ণাটিকের নবাব বলিয়া স্বীকার করিয়া তাঁহাকে গদিতে বসাইবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল, লালী তাহাতেই বেশী ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মুহম্মদ আলী আর্কটের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তাঁহাকে হস্তগত করিবার জন্য লালী প্রতারণাপূর্ব্বক তাঁহাকে বলিলেন ১০,০০০৲ টাকায় তিনি আর্কট গ্রহণ করিতে সম্মত আছেন। মুহম্মদ আলী তাহাতেই রাজী হইলেন। লালী ছলে নগর প্রবেশ করিয়া দখল করিলেন; আর্কট লওয়ার পর তিনি চিঙ্গলিপুট দুর্গ অধিকার করিতে আয়োজন করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইংরা-

জেরা মান্দ্রাজের এত নিকটে ফরাসীরাজ্য হইতে দিবেন কেন? তাঁহারা চিঙ্গলিপুট দুর্গে সৈন্যাদি পাঠাইয়া সুরক্ষিত করিলেন। লালী মান্দ্রাজ অধিকার করেন, এরূপ অর্থ সংগ্রহ করিতে পারিলেন না, তবুও সাহস করিয়া ৯৪ হাজার টাকা মাত্র অবলম্বন করিয়া ডিসেম্বর মাসে মান্দ্রাজ অবরোধ করিতে যাত্রা করিলেন। মান্দ্রাজও এ আক্রমণ সহ্য করিবার জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু সৈন্যসংখ্যা আবশ্যক মত বেশী ছিল না বলিয়া ৯ সপ্তাহকাল ফরাসীসৈন্যের দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া রহিল। ১৬ই ফেব্রুয়ারী ১৭৫৯ তারিখে মান্দ্রাজ যায় যায় হইল, এমন সময় ইংরাজদের নৌ-সেনা আসিয়া পৌঁছিল। এদিকে ফরাসীদের খাদ্যের অভাব হওয়ায় তাহাদের আর্কটের দিকে ফিরিতে হইল।

ইংরাজেরা সমুদ্রপথে খাদ্য ও সৈন্যের সাহায্য পাইতে লাগিলেন, কিন্তু ফরাসীরা পুঁদিচেরী হইতে কোন সাহায্য না পাইয়া একেবারে উদ্যমহীন হইয়া পড়িল। ১০ই সেপ্টেম্বর, ফরাসী নৌ-সেনার কতকাংশ ত্রিনকমলীর নিকট উপস্থিত হইবামাত্র ইংরাজসেনানী পোকক তাহা ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলেন। ইহার পর আর একদল ফরাসী নৌ-সেনা কাউণ্ট আসির অধীনে ৪,০০,০০০৲ টাকার জহরতাদি ও সৈন্যাদি লইয়া উপস্থিত হইল, কিন্তু ভারতবর্ষে অবতীর্ণ হইতে আদেশ না পাইয়া অন্যত্র চলিয়া গেল। ইতিমধ্যে বন্দীবাস ইংরাজ কর্তৃক আক্রান্ত হইল। ১৭৬০ খৃঃ অব্দে, কুট ইংরাজপক্ষ হইতে বন্দীবাস আক্রমণ করিয়া অধিকার করিলেন। ফরাসীরা এইখান হইতেই পরাজিত হইতে লাগিল। বন্দীবাসের যুদ্ধে বুসি বন্দী হইলেন। কুট তৎপরে আর্কট আক্রমণ করিলেন এবং জয় করিয়া অন্যান্য স্থান অধিকার করিতে আরম্ভ করিলেন। ফরাসীরা কিছুতে কিছু করিয়া উঠিতে পারিল না। মার্চ্চ মাসের মধ্যে উপকূলে কালিকট ও পুঁদিচেরী ব্যতীত ফরাসীদের আর কোন অধিকার রহিল না। লালী অর্থ বা সৈন্য সাহায্য না পাইয়া মহা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, শেষে মহিশুরের হায়দর আলীর সাহায্য চাহিলেন। হায়দর আলী স্বীকৃত হইলেন, স্বয়ং সৈন্য লইয়া আসিলেন, কিন্তু হঠাৎ কোন কারণ বশতঃ শীঘ্র স্বরাজ্যে ফসৈন্যে ফিরিয়া গেলেন, সুতরাং প্রকৃতপক্ষে ফরাসীদের কোন উপকার হইল না। এই সময়ে মেজর মনসন ফরাসীদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন, কিন্তু লালী হঠাৎ ৪ঠা সেপ্টেম্বর তারিখে ইংরাজ শিবির আক্রমণ করিয়া মনসনকে গুরুতররূপে আহত করেন, শেষে কুটের হস্তে সম্পূর্ণ পরাজিত হন। তৎপরে কুট পুঁদিচেরী অবরোধ করিয়া বসিলেন। ক্রমে দুর্গমধ্যে খাদ্যের অভাব হইল। দুই দিনের মত খাদ্য অবশিষ্ট থাকিতে লালী দুর্গ ছাড়িয়া দিয়া মান্দ্রাজে রাজা-সাহেবের নিকট আশ্রয় লইলেন।

এইরূপে ফরাসী প্রাদুর্ভাব ভারতে লুপ্ত হইল। কর্ণাটিকের মধ্যে এই সময়ে কেবল তিয়াগর ও গিঞ্জিনামক স্থান দুটি মাত্র রহিল। কিছুদিন পরে ইহাও ইংরাজহস্তগত হয়।

কর্ণাটিকা (স্ত্রী) কর্ণাটী স্বার্থে কন্ টাপ্ হ্রস্বঃ। ১ রাগিণীবিশেষ। ২ হংসপদীলতা। ৩ কর্ণাটদেশীয় স্ত্রী।

কর্ণাটী (স্ত্রী) কর্ণাট-ঙীপ্। রাগিণীবিশেষ, এই রাগিণী মালব রাগের পত্নী। ২ হংসপদীলতা। ৩ কর্ণাটদেশের স্ত্রী। ৪ অনুপ্রাসবিশেষ; ক বর্গের অনুপ্রাসকে কর্ণাটী কহে। ৫ কর্ণাটের ভাষা।

কর্ণাট্ট (ক্লী) কর্ণঃ তির্য্যগ্রেখাকারবান্ ইব অট্টঃ। তির্য্যক্ যানের ছায় পাষাণাদি বিস্তার করিয়া যে গৃহ প্রস্তুত হয়, ঐরূপ গৃহবিশেষ।

(বিভিদ্বস্তে মনিস্তম্ভান্ কর্ণাট্ট শিখরাণি চ।"
ভারত বন ২৬৫ অঃ।)

কর্ণাদেশ (পুং) কর্ণালঙ্কার বিশেষ, এখন অনেকে কাণ ইয়ারিং বলে।

কর্ণানুজ (পুং) কর্ণস্য অনুজঃ, কর্ণ-অনু-জন্-ড। যুধিষ্ঠির।

কর্ণান্দু (স্ত্রী) কর্ণস্য আন্দুরিব। ১ কর্ণপালী, কাণতড়্কা। ২ উৎক্ষিপ্তিকা, কাণকড়া। (উৎক্ষিপ্তিকাতু কর্ণান্দু বালিকা কর্ণপৃষ্ঠগা। হেম ৩। ৩২০।)

কর্ণান্দূ (স্ত্রী) কর্ণান্দু-উঙ্। কর্ণপালী।

কর্ণাভরণ (ক্লী) কর্ণস্য কর্ণে ধার্য্যং বা আভরণম্। কাণের অলঙ্কার।

কর্ণাভরণক (পুং) কর্ণাভরণমিব পুষ্পৈঃ কায়তি প্রকাশতে, কর্ণাভরণ কৈ-ক। আরগ্বধ, সোন্দাল গাছ। [আরগ্বধ দেখ।]

কর্ণারা (স্ত্রী) কর্ণঃ অর্য্যতে বিধ্যতে (ধাতুনামনেকার্থত্বাৎ) অনয়া, কর্ণ-ঋ-ঘঞ্-টাপ্। কর্ণবেধনী, যাহা দ্বারা কর্ণবেধ করা হয়।

কর্ণারি (পুং) কর্ণস্য অরিঃ, ৬তৎ। ১ অর্জ্জুন। ২ নদী সর্জ্জবৃক্ষ, আর্জ্জন গাছ।

কর্ণার্পণ (ক্লী) কর্ণস্য কর্ণয়োর্বা অর্পণং শ্রুতিযোগ্য বিষয়ে। কাণ দেওয়া, মনোযোগের সহিত শোনা।

কর্ণালঙ্কার (পুং) কর্ণ অলঙ্ক্রীয়তে যেন, কর্ণ-অলং-কৃ-ঘঞ্। কাণের গহনা, কর্ণভূষণ।

কর্ণালঙ্ক্রিয়া (স্ত্রী) কর্ণয়োরলংক্রিয়া অলঙ্করণং ৬তৎ। কাণ শোভিত করা।

কর্ণালঙ্কৃতি (স্ত্রী) কর্ণয়োরলঙ্কৃতিরলঙ্করণং ৬তৎ। ১ কাণের গহনা। ২ কাণ শোভিত করা।

কর্ণাস্ফাল (পুং) কর্ণয়োরাস্ফালঃ আস্ফালনং। হস্তিদিগের কর্ণ সঞ্চালন, কাণঝলা।

কর্ণি (পুং) কর্ণ-ইন্। ১ শরবিশেষ, ইহার ফলা কর্ণাকৃতি। ২ ভাবে ইন্। ভেদ করা।

কর্ণিকা (স্ত্রী) কর্ণ-ইকন্-(কর্ণললাটাৎ কনলঙ্কারে। পা ৪।৩।৬৫।) টাপ্। ১ কর্ণভূষণবিশেষ, কাণতড়কা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—তালপত্র, তাড়ঙ্ক ও দন্তপত্র। ২ হস্তিদিগের শুণ্ডের অগ্রভাগস্থিত অঙ্গুলির ন্যায় দ্রব্যবিশেষ। ৩ পদ্মবীজকোষ, পদ্মের চাকী। ৪ হস্তের মধ্যম অঙ্গুলি। ৫ বোঁটা। ৬ লেখনী, কলম। ৭ অগ্নিমন্থবৃক্ষ। ৮ অজশৃঙ্গী বৃক্ষ। ৯ অপ্সরোবিশেষ, ("মেনকা সহজন্যা চ কর্ণিকা পুঞ্জিকস্থলা।" ভারত আদি। ১২৩।৬১।) ১০ সেবতী, গোলাপফুল; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শতপত্রী, তরুণী, কর্ণিকা, চারুকেশরা, মহাকুমারী, গন্ধাঢ্যা, লক্ষপুষ্পা ও অতিমঞ্জুলা। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ,—আহ্লাদকর, শীতল, সংগ্রাহী, শুক্রবর্দ্ধক, লঘু, ত্রিদোষ ও রক্তনাশক, বর্ণকর, তিক্ত, কটু ও পরিপাককারক। ১১ যোনিরোগবিশেষ; প্রসবের পূর্ব্বে কোঁৎ দিবার অনুপযুক্ত সময়ে কোঁৎ দিলে, গর্ভের দ্বারা বায়ু প্রতিরুদ্ধ হইয়া শ্লেষ্ম ও রক্ত সহ মিশ্রিত হয়, তাহা হইতেই এই রোগ উৎপন্ন হয়। (চরক।)

এই রোগে সর্ব্বপ্রকার কফনাশক ঔষধ ব্যবস্থেয়। কুড়, পিপুল, আকন্দের কোমল শাখা অর্থাৎ অগ্রভাগ ও সৈন্ধব লবণ ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে; ঐ বর্ত্তি যোনিতে প্রবিষ্ট করিয়া রাখিলে কর্ণিকা রোগ নিবারিত হয়। (চক্রদত্ত।)

কর্ণিকাচল (পুং) কর্ণিকায়াং স্থিতঃ অচলঃ। সুমেরুপর্ব্বত। ("যস্ত নাভ্যামবস্থিতঃ সর্ব্বতঃ সৌবর্ণঃ কুলগিরিরাজো মেরু দ্বীপায়ামসমুন্নাহঃ কর্ণিকাভূতঃ কুবলয়কমলস্য।" ভাগবত ৫।১৬।৭।)

কর্ণিকাদ্রি (পুং) কর্ণিকায়াং স্থিতঃ অচলঃ। সুমেরুপর্ব্বত।

কর্ণিকাপর্ব্বত (পুং) কর্ণিকায়াং স্থিতঃ পর্ব্বতঃ। সুমেরু।

কর্ণিকার (পুং) কর্ণিং ভেদনং করোতি, কর্ণি-কৃ-অণ্। ১ বৃক্ষবিশেষ, কণিয়ার। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—দ্রুমোৎপল, পরিব্যাধ ও বৃক্ষোৎপল। ২ কর্ণিকার পুষ্প; ("বর্ণ প্রকর্ষে সতি কর্ণিকারম্।" কুমারস'।) ৩ আরগ্বধবিশেষ, ছোট সোন্দাল। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—রাজতরু, প্রগ্রহ, কৃতমালক, সুফল, চক্র, পরিব্যাধ, ব্যাধিরিপু, পিত্তবীজক ও লঘ্বারগ্বধ। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ—সারক, তিক্ত, কটু, উষ্ণ, এবং কফ, শূল, উদর, কৃমি, মেহ, ব্রণ ও গুল্মনাশক।

কর্ণিকারপ্রিয় (পুং) শিব।

কর্ণিকী [ন্] (পুং) কর্ণিকা শুণ্ডাগ্রাঙ্গুলিঃ অস্ত্যস্তি, কর্ণিকা-ইনি। হস্তী।

কর্ণিনী (স্ত্রী) যোনিরোগবিশেষ, কর্ণিকা। [কর্ণিকা দেখ।]

কর্ণিল (ত্রি) কর্ণং প্রাশস্ত্যেন অস্ত্যস্তি, কর্ণ-ইলচ্ (তুন্দাদিভ্য ইলচ্। পা ৫।২।১১৭।) দীর্ঘকর্ণ, লম্বাকর্ণবিশিষ্ট।

কর্ণিশর (পুং) শরবিশেষ।

কর্ণী (ন্) (পুং) কর্ণৌ পক্কৌ অস্ত্যস্য কর্ণ-ইনি (তুন্দাদিভ্য ইলচ্চ। পা ৫।২।১১৭। চকারাদিনিঠনৌ ইতি কাশিকা।) ১ সপ্তবর্ষপর্ব্বত মধ্যে পর্ব্বতবিশেষ। (হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিষধো মেরুরেবচ। চৈত্রঃ কর্ণীচ শৃঙ্গীচ সপ্তৈতে বর্ষপর্ব্বতাঃ। হারাবলী।)

২ বাণবিশেষ। ("করোতি কর্ণিনো যস্ত যস্ত খড়্গাদি কুন্নর। প্রযান্তি তে বিশসনে নরকে ভৃশ দারুণে॥" বিষ্ণু ২।৬।১৬। কর্ণিনো বাণবিশেষান্। শ্রীধর)

কর্ণী (স্ত্রী) কর্ণ-ঙীপ্। ১ বাণবিশেষ। ২ মূলদেবের মাতা।

কর্ণীমান্ [ৎ] (পুং) কর্ণী বাণবিশেষাকারঃ ফলেহস্ত্যস্য, কর্ণিন্-মতুপ্, সংজ্ঞায়াং দীর্ঘঃ। আরগ্বধ, সোন্দাল।

কর্ণীরথ (পুং) কর্ণঃ সামিপ্যাৎ স্কন্ধঃ অস্ত্যস্তি বাহনত্বেন, কর্ণ-ইনি; কর্ণী চাসৌ রথশ্চেতি, কর্ম্মধা, দীর্ঘশ্চ (অন্যেষামপি দৃশ্যতে। পা ৬।৩।১৩৭।) ১ খেলিবার ছোট রথ। ২ মনুষ্য বহন করিতে পারে তৎপরিমিত রথ। ৩ স্ত্রী বহনের জন্য উপরে কাপড় ঢাকা যানবিশেষ, ডুলি; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—প্রবহন, হয়ন, প্রহরণ ও ডয়ন।

কর্ণীসুত (পুং) কর্ণ্যাঃ সুতঃ ৬তৎ। মূলদেব, চৌরশাস্ত্রকার। ("কর্ণীসুতো মূলদেবো মূলভদ্রঃ ফলাঙ্কুরঃ। হারাবলী।)

কর্ণুল। মান্দ্রাজের অন্তর্গত একটী জেলা। ইহার উত্তরে তুঙ্গভদ্রা ও কৃষ্ণানদী এবং কৃষ্ণা জেলা; দক্ষিণে কদপা ও বেলারি জেলা, পূর্ব্বে কৃষ্ণা ও নেল্লুর জেলা এবং পশ্চিমে বেলারি জেলা। সদর থানা কর্ণুল।

কর্ণুল জেলায় নল্লমলয় ও যেরমলয় নামে দুই পর্ব্বতশ্রেণী ঠিক মধ্যস্থল দিয়া উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত। নল্লমলয় এ জেলার মধ্যে উত্তর দক্ষিণে ৭০ মাইল। ইহার বিস্তার স্থানে স্থানে প্রায় ২৫ মাইল। ঐ পাহাড়ের বিরমকুণ্ড (৩১৪৫ ফুট) গুণ্ডলা ব্রহ্মেশ্বর (৩৩৫৫ ফুট) ও দুর্গাসুকুণ্ড (৩০৮৬ ফুট)-নামক প্রধান শিখর এই জেলায় অবস্থিত। এই পর্ব্বতের

উপর পাঁচটি মালভূমি আছে, তন্মধ্যে শুণ্ডলা-ব্রহ্মেশ্বর শিখরের মালভূমিই প্রধান, উচ্চে প্রায় ২৭০০ ফুট। এ স্থান বিশেষ স্বাস্থ্যকর নহে। বেরমলয়শ্রেণী বড় উচ্চ নহে, ইহার শিখরদেশ প্রায় সমতল, ইহার সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতা ২০০০ ফুট মাত্র। এই দুটী পর্ব্বতশ্রেণীতে সমস্ত জেলা ৩টি প্রধান ভাগে বিভক্ত। পূর্ব্বাংশের নাম কম্ভ উপত্যকা; এ অংশ পর্ব্বতময়। পর্ব্বতগাত্রে অনেকগুলি খাদ আছে। হিন্দুরাজগণের সময়ে এই সকল সরোবরের মধ্যে কম্ভ সরোবর অতি মনোহর ছিল। শুণ্ডলাকামা নদীতে বাঁধ দিয়া এই সরোবর নির্ম্মিত। কম্ভ উপত্যকা হইতে নন্দিক নামক পর্ব্বতের মণ্ডলগিরিবর্ত্ম দিয়া মধ্যাংশে পড়িতে হয়। এই মধ্যাংশ অতি বিস্তৃত।

এখানে ভবনাশী নদী—উত্তরে ও কুন্দের নদী দক্ষিণ-ভাগে প্রবাহিত। এই অংশের দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়া মান্দ্রাজের জলপ্রবাহ খাল খনিত হইয়াছে।

পশ্চিম অংশে উত্তরদক্ষিণে হিন্দ্রি নদী প্রবাহিত। ইহা তুঙ্গভদ্রায় পতিত হইয়াছে। যেখানে ভবনাশী নদী কৃষ্ণায় পতিত হইতেছে, সেই স্থলে সঙ্গমেশ্বর নামক তীর্থ অবস্থিত। এই সঙ্গমেশ্বর তীর্থের নিকটে একটি "ঘূর্ণিজল" আছে, তাহাও পবিত্র "চক্রতীর্থ" নামে খ্যাত।

এই স্থানে নল্লমলয় পর্ব্বতে "চিঞ্চু" নামক অসভ্য জাতির বাস। ইহারা "গুদেম্" নামক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া বাস করে। এক একটি গুদেমে নানা জাতীয় চিঞ্চু থাকে। ইহারা স্বীয় অধিকৃত পর্ব্বতজাত দ্রব্য প্রতিবাসী-দের দিয়া অপর দ্রব্যাদি লয়। কন্যা বিবাহের যৌতুক স্বরূপও কিছু কিছু দেয়। ইহারা চাষ করিতে ভালবাসে না। নিম্নভূমির লোকেরা ইহাদিগকে ক্ষেত্ররক্ষণ কার্য্যে নিযুক্ত করে। ইহাদের মধ্যে অনেকে "ঘাট তালিয়াড়ি" বা রাস্তার চৌকীদার নিযুক্ত হয়। ইহাদের মধ্যে অনেকে জঙ্গল রক্ষা করে বলিয়া ইনাম (নিষ্কর) জমী ভোগ করে। ইহাদের ভাষা তৈলঙ্গের অপভ্রংশ।

কর্ণূলের এই তিনটি স্থান প্রধান, ১ কম্ভম্, ২ কর্ণূল, ৩ নন্দিয়াল।

পূর্ব্বে এই জেলা বরঙ্গুলের তৈলঙ্গরাজের অধীন ছিল। বরঙ্গুল রাজবংশের অধঃপতন হইলে কর্ণূলের রাজা ঈশ্বর রায়ের পুত্র নরসিংহ রায়কে বিজয়নগরের রাজা গ্রহণ করেন। এই সময়ে কর্ণূলে একটি দুর্গ নির্ম্মিত হয় এবং এই স্থান রামরাজাকে জায়গীর দেওয়া হয়। ১৫৬৪ খৃঃ অব্দে বিজয়নগর তালিকটের যুদ্ধে বিজয়পুরের সুলতানের নিকট পরাস্ত হইলে কর্ণূল বিজয়পুর রাজ্যের সামীল হয়। বিজয়পুরের মুসলমানরাজ আবদুল বহাব নামক একজন হাব্‌সীকে এই কর্ণূলজেলা জায়গীর দেন। জায়গীরদার এখানকার প্রসিদ্ধ দেবমন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া তথায় মস্‌জিদ্ নির্ম্মাণ করেন।

১৬৫১ খৃঃ, আরঙ্গজিব কর্ণূল জয় করিয়া খিজির খাঁ নামক একজন পাঠান সেনানীকে তাঁহার যুদ্ধকার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া এই স্থান প্রদান করেন। খিজির খাঁ আপন পুত্র দায়ুদের হস্তে নিহত হন। দায়ুদের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র ইব্রাহিম খাঁ ও আলিফ খাঁ ছয় বৎসর ধরিয়া এই স্থানে রাজত্ব করেন।

আলিফের পৌত্র হিম্মত খাঁ বাহাদুর হায়দরাবাদের নিজাম নাজির জঙ্গের সহিত কদপা ও সুবণীর নবাবের বিরুদ্ধে কর্ণাটক অভিমুখে যাত্রা করেন। নাজিরজঙ্ নবাব-দিগের হস্তে গুপ্তভাবে নিহত হইলে, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দক্ষিণের সুবাদার হইলেন। কিন্তু তিনিও পাঠান নবাব-দিগের মনস্কামনা পূর্ণ করিতে না পারায় হিম্মত বাহাদুর তাঁহাকে বধ করেন, পরে তিনিও একজন সৈনিকের ক্রোধে পড়িয়া প্রাণ হারাইলেন। সলাবৎ জঙ্গ দক্ষিণের সুবাদার হইলে হিম্মত খাঁর ভ্রাতা মুনাবর খাঁ রীতিমত টাকা দিয়া পুনরায় কর্ণূল জেলা জায়গীর পাইলেন। ইহার কিছুদিন পরে হায়দরআলী কর্ণূল আক্রমণ করেন এবং ২ লক্ষ গড়্-বল টাকা লুট করিয়া লইলেন।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে এই জেলা কদপা ও বেলারির সহিত বৃটীশ শাসনাধীন হইল। এখানকার জায়গীরদার প্রতিবর্ষে ১ লক্ষ গড়্‌বল টাকা কর দিয়া আসিতেছেন।

কর্ণূলজেলার ভূ-পরিমাণ ৭৭৮৮ বর্গমাইল। ১৮৮১ খৃঃ অব্দের গণনায় এখানকার লোকসংখ্যা ৭০৯৩০৫।

কর্ণেচুরচুরা (স্ত্রী) কর্ণে চুরচুরা মন্ত্রণাকথনং নিপাতনাৎ সিদ্ধং (পাত্রে সমিতাদয়শ্চ। পা ২। ১। ৪৮।) কাণেকাণে মন্ত্রণা বা পরামর্শ করা।

কর্ণেজপঃ (ত্রি) কর্ণে জপতি, অপ্রকাশং যথাতথা অনুচিতং প্রবোধয়তি; কর্ণে লগিত্বা পরাপকারং বদতি বা; অলুক্ সমাসঃ। ১ গোপনে উচিত বিষয়ে পরামর্শদাতা। ২ পরের অনিষ্টবিষয়ক মন্ত্রদাতা; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—সূচক, পিশুন, দুর্জন ও খল। এই সকল নাম মধ্যে কর্ণেজপ ও সূচক পরের অপকারবাদী; পিশুন, দুর্জ্জন ও খল পরস্পরে ভেদকারক।

কর্ণেটিরটিরা (স্ত্রী) নিপাতনাৎ সিদ্ধং (পাত্রে সমিতাদয়শ্চ। পা। ২।১।৪৮।) কাণেকাণে মন্ত্রণা বা পরামর্শ করা।

কর্ণেন্দু (পুং) কর্ণয়োঃ কর্ণে বা ইন্দুরিব, উপমিং। কর্ণান্দু, অর্দ্ধচন্দ্রাকার কাণের গহনাবিশেষ।

কর্ণোৎপল (ক্লী) কর্ণস্থিতমুৎপলং মধ্যলোং। ১ কাণে যে পদ্ম ধারণ করা হয়। ২ (পুং) একজন প্রাচীন কবি।

কর্ণোর্ণকর্ণিকা (স্ত্রী) কর্ণাদুপকর্ণে হস্তাস্ক, কর্ণোপকর্ণ-ঠন্ টাপ্-অত ইত্বম্। কাণাকাণি। ("প্রাগেব কর্ণোপকর্ণিকয়া শ্রুতাপবাদ স্তুতিত হৃদয়ঃ।" পঞ্চতন্ত্র।)

কর্ণোর্ণ (পুং) কর্ণে উর্ণাধিকং লোম যস্য, বহুব্রী। মৃগবিশেষ। ("কর্ণোর্ণৈকপদশ্বাস্যৈ র্নিক্তুষ্টং বৃকনাস্তিভিঃ।" ভাগ ৪।৬।২০।)

কর্ণ্য (ত্রি) কর্ণে ভবঃ, কর্ণ-যৎ (শরীরাবয়বাচ্চ। পা ৪।৩।৫৫।) ১ কর্ণ হইতে উৎপন্ন মলাদি। ২ (কর্ণাণি যৎ) ভেদের যোগ্য।

কর্ত্ত (পুং) কর্ত্ত-ভাবে অপ্। ১ ভেদ।

("সঞ্চ্যত নিয়ম্য যতয়ো যমকর্ত্তহেতিং।
জহ্যুঃ স্বরাড়িব নিপানখনিত্রমিন্দ্রঃ॥" ভাগ ২।৭।৪৮।

'কর্ত্তোভেদঃ তন্নিরাসো হকর্ত্তঃ।" শ্রীধর।) ২ (কর্ত্তয়তি ভিনত্তি, কর্ত্ত-অচ্। (ত্রি) ভেদক, ভেদকারী।

কর্ত্তন (ক্লী) কৃৎ-ভাবেল্যুট্। ১ ছেদন, কাটা। ২ সূতা কাটা, সুতা তৈয়ার করা। (কর্ত্তনং ন ধয়োশ্ছেদে নারীণাং সূত্র নির্ম্মিতৌ। মেদিনী) ৩ শিথিল করা। ৪ (করণে ল্যুট্) কাটিবার অস্ত্র। ৫ (কর্ত্তরি ল্যু) ছেদকারক।

কর্ত্তনী (স্ত্রী) কর্ত্তন-ঙীপ্। কাটিবার অস্ত্রবিশেষ, কাটারি।

কর্ত্তরি (স্ত্রী) কৃত্-ইন্। কাটিবার অস্ত্র, কাতারি বা কাটারি [কর্ত্তরী দেখ।]

("ক্ষুরকর্ত্তরি সংদংশৈ স্তত্র রোমানি নির্হরেৎ।" সুশ্রুত।)

কর্ত্তরিকা (স্ত্রী) কর্ত্তরী স্বার্থেকন্ টাপ-হ্রস্বশ্চ। কাটিবার অস্ত্রবিশেষ, কর্ত্তরী।

কর্ত্তরী (স্ত্রী) কৃন্ততি, কৃৎ-অর-ঙীষ্; যদ্বা কর্ত্তং রাতি, কর্ত্ত রা-ক (আতোহনুপসর্গে কঃ। পা ৩। ২।৩।) ১ কৃপাণী। ২ কাতি, সোণার পাত কাটিবার অস্ত্র। ৩ কাঁচি, চুল প্রভৃতি কাটিবার অস্ত্র। ৪ কাটারি। ৫ যোগবিশেষ, জ্যোতিষশাস্ত্রে লিখিত আছে,—"ক্রূরমধ্যগতশ্চন্দ্রো লগ্নং বা ক্রূরমধ্যগং।
কর্ত্তরী নাম যোগোহয়ং কন্যানিধনকারকঃ।"

চন্দ্র অথবা লগ্ন ক্রূর রাশির অর্থাৎ প্রথম তৃতীয় পঞ্চম সপ্তম নবম ও একাদশ রাশির মধ্যগত হইলে কর্ত্তরী নামক যোগ হয়। এই যোগ কন্যার নিধনকারী।

কর্ত্তরীয় (পুং) বৃক্ষবিশেষ; এই বৃক্ষের বন্ধল, সার ও নির্য্যাস বিষময়।

("অশ্বপাচক কর্ত্তরীয়সৌরীয়ককরঘাটকরম্ভনন্দন-বরাটকানি সপ্ত ত্বক্‌সারনির্য্যাসবিষাণি।" সুশ্রুত কল্প ২ অঃ।)

কর্ত্তব্ (দেশজ) গীতাদিতে সুরের নানা প্রকার কৌশল দেখানকে কর্ত্তব্ বলে, ইহার সংস্কৃত নাম কর্ত্তব্য এবং হিন্দি নাম 'কর্ত্তব্'। কর্ত্তব্ করিবার সময় রাগভ্রষ্টকর কোন সুর (বিবাদী সুর) ব্যবহৃত না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত।

কর্ত্তব্য (ত্রি) কর্ত্তুং যোগ্যং, কৃ-যোগ্যাদ্যর্থে তব্যঃ। ১ করিবার উপযুক্ত ("হীনসেবা ন কর্ত্তব্যা কর্ত্তব্যো মহদাশ্রয়ঃ।" হিতোপ°) ২ (ক্লী) কার্য্য। ৩ ছেদ্য, কাটিবার উপযুক্ত।

কর্ত্তব্যতা (স্ত্রী) কর্ত্তব্যস্য ভাবঃ, কর্ত্তব্য-তল্ (তস্য ভাব স্তুতলৌ। পা ৫।১।১১৯)-টাপ্। বিধেয়তা।

কর্ত্তা (পুং) করোতি সৃজতি সম্পাদয়তি বা, কৃ-তৃচ্ (ণ্বুল্-তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩।) ১ ব্রহ্মা। ২ কর্ম্মসম্পাদক; এই কর্ত্তা পাঁচ প্রকার,—হেতু কর্ত্তা, প্রয়োজক কর্ত্তা, অনুমন্তা কর্ত্তা ও গৃহীতা কর্ত্তা।

ন্যায় মতে, ক্রিয়াকৃতি যাহাতে সমবায় সম্বন্ধে থাকে, তাহাকে কর্ত্তা বলে। বেদান্তপরিভাষা মতে, যিনি উপাদান বিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান চিকীর্ষা এবং কৃতিমান্ তিনিই কর্ত্তা। যথা—ঘটের প্রতি কুম্ভকার। ভামতী মতে, ইতরকারক দ্বারা প্রেরিত না হইয়া যিনি সকল কারকের প্রয়োজক (প্রেরক) তিনিই কর্ত্তা।

কর্ত্তা গুণানুসারে ত্রিবিধ হইয়া থাকে—সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস। মুক্তসঙ্গ, নিরহঙ্কারী, ধৈর্য্যশালী, উৎসাহী এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার পুরুষ সাত্ত্বিক কর্ত্তা। রাগী, কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষী, লুব্ধ, হিংস্র, অশুচি, এবং হর্ষশোকাদি-যুক্ত পুরুষ রাজস কর্ত্তা। আত্মজ্ঞান লাভে নিশ্চেষ্ট, শঠ, প্রতারক, অলস, বিষভোজী, দীর্ঘসূত্রী ও স্তব্ধপ্রকৃতি পুরুষ তামস কর্ত্তা। ৩ প্রভু। ৪ অধ্যক্ষ। ৫ মহাদেব।

("ক্রোধহা ক্রোধকৃৎকর্ত্তা বিশ্ববাহুর্মহীধরঃ।"
ভারত ১৩।১৪৯।৪৭।)

কর্ত্তাভজা—ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়বিশেষ। এই সম্প্রদায়ী লোকদিগের ব্যাখ্যানুসারে একেশ্বরবাদী লোকেরাই প্রকৃত কর্ত্তাভজা, অর্থাৎ "কর্ত্তা" ঈশ্বর, তাঁহাকে ভজনা করে যে সেই "কর্ত্তাভজা"। এই সম্প্রদায়ের আদিপুরুষ প্রথম মত-প্রতিষ্ঠাতা ও প্রচারকের নাম আউলিয়া চাঁদ। মত-প্রতিষ্ঠাতা আদিপুরুষের এই নামটি বোধ হয়, এতৎ সম্প্রদায়ী লোকেরা তাঁহার উপাধি স্বরূপ রাখিয়া থাকিবেন, এটি তাঁহার প্রকৃত নাম নহে।* আউলিয়া চাঁদের আবির্ভাব

* আরবী ভাষায় "আউল" শব্দে "আদি" বুঝায় এবং "আউলিয়া" শব্দে স্থানবিশেষে "সিদ্ধপুরুষ"কেও বুঝাইয়া থাকে।

তিরোভাব ও ধর্ম্মপ্রচার বিষয়ে উক্ত সম্প্রদায়ী-লোকদিগের মধ্যে বিভিন্ন শাখাবলম্বীর নিকট হইতে ভিন্ন ভিন্নরূপ আখ্যান শুনিতে পাওয়া যায়। রামানুজ, কবীর, দাদূ ও নানকাদি ধর্ম্মপন্থীদিগের যেমন লিখিত গ্রন্থ ও পদ্ধতি আছে, এ সম্প্রদায়ীদিগের তদ্রূপ কিছুই নাই ; তবে ইহাদিগের মধ্যে যে পুরুষপরম্পরাগত জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে, তাহা অবলম্বনপূর্ব্বক উক্ত ধর্ম্মপ্রচারকের অনেক পরে কোন কোন লেখক এবং উপাসক-সম্প্রদায়-সংগ্রাহক ইংরেজী ও বাঙ্গালাভাষায় যথাশ্রুত উপাখ্যান লিখিয়া গিয়াছেন ; কিন্তু সে সমস্ত লেখা যে কতদূর সমূলক ও প্রামাণিক তাহা সংশয়-শূন্য হইয়া বলা কঠিন। ঐ সমস্ত আখ্যানের মধ্যে যে কোন্‌টি সত্য ও কোন্‌টি মিথ্যা তাহাও স্থির করা সম্ভব নহে।

এই আউলিয়াচাঁদ যে স্বয়ং ঈশ্বরের অবতার একথা তৎ-সম্প্রদায়ী সকল লোকেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। তাঁহারা বলেন যে, শচীনন্দন শ্রীচৈতন্যদেব অন্তলীলার শেষ-ভাগে ক্ষীর-চোরা গোপীনাথের * মন্দিরে অপ্রকট হইয়া † অলক্ষ্যে সন্ন্যাসীর বেশে আনোরপুর পরগণার "ঘোলা দুবলী" নামক স্থানে আসিয়া কিছুদিন প্রচ্ছন্নভাবে কালযাপন করেন। অনন্তর তথা হইতে উলাগ্রামে মহাদেব বারুইয়ের বরজে বালকবেশে দর্শন দেন। মহাদেবের কোন সন্তান সন্ততি ছিল না, তিনি ঐ অজ্ঞাতকুলশীল বালকটিকে পাইয়া বহুদিন পুত্রনির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করেন। কথিত আছে, আউলেচাঁদ ১২ বৎসরকাল ঐ মহাদেব বারুইয়ের ঘরে বাস করিয়াছিলেন। তৎপরে ছলক্রমে তথা হইতে প্রস্থান করিয়া এক গন্ধবণিকের গৃহে কিছুদিন থাকেন, পরে একজন ভূ-স্বামীর ভবনে ১॥ বৎসর কাল অবস্থিতি করেন। অনন্তর বাঙ্গালার পূর্ব্বাংশে কোন কোন স্থানে কিছুদিন ভ্রমণ করিয়া ২৭ বৎসর বয়ক্রমের সময় বেজড়া নামক একখানি

* বাঙ্গালার স্থানে স্থানে একটি জনশ্রুতি আছে যে, একদিন গোপীনাথ-বিগ্রহের শ্রীমন্দিরে সমাগত অতিথির মধ্যে মাধবেন্দ্রপুরী নামক একটি বালক উক্ত বিগ্রহের বৈকালিক জলপানের ক্ষীর খাইবার জন্য অভিলাষী হন, ভক্তবৎসল গোপীনাথ ভোগের থাল হইতে এক কটোরা ক্ষীর চুরী করিয়া ধড়ার অঞ্চলে লুকাইয়া রাখেন ; পরে সেবাইতগণকে প্রত্যাদেশ করেন যে মাধবেন্দ্রপুরীর জন্য এইরূপে ক্ষীর চুরী করিয়া রাখিয়াছি, তাহাকে ডাকিয়া দাও। সেবাইতেরা প্রত্যাদেশ পাইয়া ঘোষণা করিলেন,

"কে আছরে ভক্তমধ্যে মাধবেন্দ্রপুরী।
তোমার জন্য গোপীনাথ ক্ষীর করেছেন চুরী।"

† চৈতন্য সম্প্রদায়ীদিগের মতেও এইরূপ একটি প্রবাদ আছে,—

"কি করিব কোথায় যাব বচন না সরে।
গোরাচাঁদে হারাইলাম গোপীনাথের ঘরে।"

গ্রামে অতিবাহিত করেন। এই স্থলেই ক্রমে পশ্চাল্লিখিত ২২ জন শিষ্য তাঁহার অনুচর হয় ;—১ নয়ন, ২ লক্ষীকান্ত, ৩ হটু ঘোষ, ৪ বেচু ঘোষ, ৫ রামশরণ পাল, ৬ নিত্যানন্দ দাস, ৭ খেলারাম উদাসীন, ৮ কৃষ্ণদাস, ৯ হরি ঘোষ, ১০ কানাই ঘোষ, ১১ শঙ্কর, ১২ নিতাই ঘোষ, ১৩ আনন্দলাল গোঁসাই, ১৪ মনোহর দাস, ১৫ বিষ্ণু দাস, ১৬ কিনু, ১৭ গোবিন্দ, ১৮ শ্যাম কাঁসারি, ১৯ ভীমরায় রজপুত, ২০ পাঁচু রুইদাস, ২১ নিধিরাম ঘোষ ও ২২ শিশুরাম। এই বাইশ জন শিষ্য সম্বন্ধে কর্ত্তাভজাদিগের মধ্যে একটি আশ্চর্য্য বচন প্রচলিত আছে ; যথা,—"আউলে চাঁদ দোয়া গরু, সঙ্গে বাইশ ফকীর বাছুর তার।" এই বিষয়ে একটি অপূর্ব্ব গীতও শুনিতে পাওয়া যায় ;—

"এ ভাবের মানুষ কোথা হৈতে এলো।
এর নাইকো রোষ, সদাই তোষ, মুখে বলে সত্য বলো॥
এর সঙ্গে বাইশজন, সবার একটি মন,
বাহু তুলি কল্লে প্রেমে টলাটল॥
এ যে হারা দেওয়ায়, মরা বাঁচায়, এর হুকুমে গঙ্গা শুকালো॥" *

কথিত আছে, আউলেচাঁদ চাকদহের নিকট পয়রারী নামক স্থানে বহুকাল বাস করেন এবং ১৬৯১ শকে বোয়ালে নামক গ্রামে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তৎকালে তাঁহার বাইশজন শিষ্যের মধ্যে রামশরণ ও হটুঘোষাদি আটজন প্রধান শিষ্য সেই স্থানেই তাঁহার কন্থার সমাজ দিয়া দেহটিকে লইয়া পয়রারী গ্রামে গমন করেন এবং সেই-খানে তাহা সমাহিত করেন।

যদিও আউলেপ্রভুর ২২ জন শিষ্য থাকার কথা কর্ত্তাভজাদিগের পুরুষপরম্পরা চলিয়া আসিতেছে, কিন্তু এক্ষণে এক রামশরণ পালের বংশ ও প্রচারিত মত ভিন্ন অন্য কাহারও বংশের বা পিতামাতার নাম ধাম ও পরিচয় কি, তাহাদের সম্বন্ধে অন্য কোন কথা জানিতে বা শুনিতে পাওয়া যায় না।

এই রামশরণ পাল সদ্গোপজাতীয় একজন গৃহস্থ। চাকদহের নিকট জগদীশপুর গ্রামে ইঁহার বাস ছিল। ইঁহার

* কর্ত্তাভজাদিগের মধ্যে এইরূপ একটি প্রবাদ আছে যে, ১৬৬৪ শকে বঙ্গদেশে বর্গীর হাঙ্গামের সময় আউলেচাঁদকে একজন সৈন্যাধ্যক্ষ বেগার ধরিলেন। তিনি ত্রিবেণীর নিকট চন্দ্রহাটার ঘাটে স্বীয় কমণ্ডলু মধ্যে গঙ্গাকে পুরিয়া লইয়া খড়ম পায়ে দিয়া জলশূন্য পঙ্কিল গঙ্গাগর্ভ পার হইয়া চলিয়া যান। আউলে কর্ত্তার কমণ্ডলুস্থিত সেই গঙ্গাজল আজিও ঘোষপাড়ার পালদিগের বাড়ীতে আছে। সেই জল দ্বারা লোকের সকল কামনা পূর্ণ ও সকল দায় হইতে মুক্তিলাভ হয় বলিয়া কর্ত্তাভজারা বিশ্বাস করে।

পিতার নাম নন্দ ঘোষ। গৃহস্থের নিয়মানুসারে ইঁহার পিতা প্রথমতঃ চাকদহের নিকটস্থ জগপুর গ্রামের শিশুঘোষের কন্যা গৌরীর সহিত ইঁহার বিবাহ দেন; এবং সেই গৌরীর গর্ভে রামশরণের ত্রৈলোক্যমোহিনী ও জগত্তারিণী নামে দুইটী কন্যা হয়। কিছুদিন পরে রামশরণের এই দুই কন্যা ও পত্নী মৃত্যুমুখে পড়িলে, তিনি স্বীয় জন্মভূমি জগদীশপুরের নিকট গোবিন্দপুর-গ্রামবাসী গোবিন্দ ঘোষের কন্যাকে বিবাহ করেন। এই কন্যার নাম সরস্বতী। এই সরস্বতীই দেহান্তের পর "সতী মা" নামে বিখ্যাত হইয়া উঠিলেন। সরস্বতীর গর্ভে রামশরণের "রামদুলাল" নামে এক পুত্র এবং "অন্নদা" ও "ভবানী" নামে দুই কন্যা হয়। সরস্বতীকে বিবাহ করিবার অতি অল্প দিন পরেই রামশরণ বিষয় কার্য্যের প্রার্থনায় নদীয়া জেলার অন্তর্গত ঘুরতিপুর গ্রামে আসিয়া নিজ কুটুম্ব কাটুদিগের বাড়ীতে বাসা করিয়া থাকেন। তথাকার জমীদার বেনাপুরের খাঁ রাজদিগের বংশোদ্ভব রায় রায়ান দেওয়ান পদ্মলোচন রায় বাহাদুরের বাটীতে অতিথিসেবার একটি চাকরী প্রাপ্ত হন। এই কর্ম্মে স্বীয় প্রভুর সন্তোষ ও বিশ্বাসজনক কার্য্য করায় "বিশ্বাস" উপাধি লাভ করেন। অনন্তর তাঁহার প্রভু তাঁহার প্রতি বিশেষরূপ সন্তুষ্ট হওয়ায় তাঁহাকে উখড়া পরগণার একটি মহালে নাএব নিযুক্ত করিয়া পাঠান। কথিত আছে যে, এই স্থানেই আউলেচাঁদের সহিত রামশরণের প্রথম দেখা সাক্ষাৎ হয়। রাম পূর্ব্ব হইতেই অতিথিভক্ত, সাত্বিক ও পরমার্থপ্রিয় লোক ছিলেন। এই স্থলে গমনের অল্পদিন পরেই তাঁহার আতিথেয়তার যশ সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল এবং সর্ব্বদাই নানা প্রকার অতিথি অভ্যাগতের সমাগম হইতে লাগিল।

একদা রামশরণের কাছারী বাটীতে একজন মহাপুরুষের সমাগম হইল। যথাসময়ে মহাপুরুষ স্নানে গেলেন। এমন সময়ে তৈলমর্দ্দন করিতে করিতে রামশরণ পূর্ব্বসঞ্চিত শূলবেদনায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মহাপুরুষ স্নানান্তে তথায় উপস্থিত হইয়া রামশরণের মূর্চ্ছা ও দুর্দশা দেখিয়া পরিচারকবর্গকে জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আদ্যোপান্ত সমস্ত ব্যাপার অবগত হইয়া আপনার কমণ্ডলু হইতে যৎকিঞ্চিৎ জল লইয়া রামের চক্ষে প্রক্ষেপ ও মুখে দিবামাত্র রাম চৈতন্যপ্রাপ্ত ও যন্ত্রণামুক্ত হইয়া উঠিলেন। এই সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া সাধুর প্রতি রামের ঐকান্তিকী শ্রদ্ধা ও অচলা ভক্তি হইয়া উঠিল। এদিকে মহাপুরুষ স্নানান্তে ঘরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া যে ধ্যানস্থ হইয়াছেন, সে ধ্যানের আর ভঙ্গ নাই, সমস্ত দিবা অবসান হইল, তথাপি কোন সাড়া শব্দ নাই; রামশরণের স্নানাহার নাই, সন্ধ্যার পর গৃহের বহির্ভাগে রাম একটি দীপ প্রজ্জলিত করিয়া বসিয়া ও আপনি একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। রাত্রি দুইপ্রহর অতীত, বাসার সমস্ত লোক নিদ্রিত, কেবল রাম একাকী জাগ্রত, এমন সময় মহাপুরুষ ঘরের দ্বার মুক্ত করিয়া কমণ্ডলু হস্তে তথা হইতে চলিলেন। রামও তাহার পশ্চাদ্বর্ত্তী হইলেন। কিয়দ্দূর গমন করিয়া মহাপুরুষ এক অরণ্য মধ্যে প্রবেশ করিলেন, রামশরণও অনুগমন করিলেন। রামের গমনের শব্দে মহাপুরুষ পথ নিরীক্ষণ করিয়া দেখেন। তখন রামও অমনি তাঁহার পদানত হইয়া পড়িলেন ও কহিলেন যে 'ঠাকুর আমাকে কৃপা করিয়া সঙ্গী করুন, আমি সেবায় নিযুক্ত থাকিব।' ঠাকুর কহিলেন, "আমি উদাসীন সন্ন্যাসী, তুমি গৃহী, বিশেষতঃ তুমি দারপরিগ্রহ করিয়াছ, কিন্তু সন্তানাদি হয় নাই। এক্ষণে তোমার সময় হয় নাই। তুমি যথাসময়ে আমার সাক্ষাৎ পাইবে। এক্ষণে স্বস্থানে গমন কর এবং আমি যে উপদেশাদি দিই তাহা পালন, যজন ও যাজনপূর্ব্বক আপনার ও অন্যের মঙ্গল বর্দ্ধন কর।" এই বলিয়া তিনি রামকে আপন কমণ্ডলু হইতে কিঞ্চিৎ জল প্রদান করিলেন। প্রবাদ আছে যে উপরের লিখিত পালদিগের ঘরে যে গঙ্গাজল আছে সে এই জল। শুনা যায়, তদবধি রামশরণ বিষয়কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ঘুরতিপুর গ্রামের সদ্গোপপল্লীতে আসিয়া নির্ভর করিলেন এবং ক্রমে স্বীয় মত বিস্তার করিতে লাগিলেন। এদিকে তাঁহার সম্প্রদায় যেমন বৃদ্ধি হইতে লাগিল, ওদিকে তদনুসারে তাঁহার দিন দিন ধনাগম বৃদ্ধি হইয়া সাংসারিক অবস্থারও উন্নতি হইতে আরম্ভ হইল। মতাবলম্বী লোকেরা বলেন যে, তখন আউলিয়া চাঁদ বা ফকীর ঠাকুর রামের এই ভবনে আসিয়া অনেক দিন ছিলেন। তিনি অতি দীর্ঘকায় ও আজানু লম্বিত বাহু ছিলেন। ফলমূল ও লতাপাতা খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন। কর্ত্তাভজাদিগের মধ্যে তাঁহার অনেক অলৌকিকী শক্তির কথা প্রচলিত আছে। অন্ধের নয়ন, খঞ্জের চরণ, কুষ্ঠাদি উৎকট রোগের আরোগ্য সাধন, অপুত্রের পুত্র, দরিদ্রের ধন, মৃতের জীবন-দান ইত্যাদি অনেক প্রকার অলৌকিক কার্য্য দেখাইয়া তিনি স্বীয় মতাবলম্বী লোকদিগকে বিমোহিত করিয়াছিলেন এবং তৎকালীন বহুতর ব্যক্তিকে আপন মতে আনিয়া ছিলেন। প্রবাদ যে তাঁহার প্রসাদে তথায় রামশরণও এইরূপ অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন ও এই সামান্য সদ্গোপপল্লী ঘুরতিপুর গ্রামের ঘোষপাড়া অল্প দিনের মধ্যে বহুবিখ্যাত হইয়া উঠিল। এই স্থানেই তাঁহার পুত্র রামদুলালের জন্ম হয়। রামশরণের

পর রামদুলালও কর্ত্তাভজা মতের ভারী উন্নতি করিয়াছিলেন। তিনি স্বভাবতঃ বড় বুদ্ধিজীবী লোক ছিলেন এবং রীতিমত পারস্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি সকল প্রকার লোকের বোধসুলভ সামান্য সামান্য ভাষায় ন্যূনাধিক সাত আট শত গীত রচনা করেন, ঐ সমস্ত গীতের নাম "ভাবের গীত"। কিন্তু তাহার মধ্যে সকল গানের ভাব বোধ হয় কোন মতাবিলম্বী কর্ত্তাভজাও বুঝিতে কি বুঝাইতে পারেন না। তাহার মধ্যে কোন গীত প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রানুগত, কোন কোন গীত মুসলমানদিগের সুফী সম্প্রদায়সিদ্ধ এবং অনেক গীত রচয়িতার নিজের অভিপ্রেত। যদিও ঐ সমস্ত গীত বহুযত্নপূর্ব্বক একত্র সংগৃহীত হইয়া বহুকালের পর এক্ষণে পুস্তকাকারে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়াছে, তথাপি পাঠকগণের অবগতির জন্য এ স্থলে আমরা দুই চারিটি গীতের কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিলাম—

১। আদ্দি অবধি জলে ফিরি।
জীব তরায় যে থাকি কেউ থাকে না বাকি,
একাকী পেতে ভগ্নতরি।

এই গীতের স্থানান্তরে 'কশ্যপপত্নী অদিতি দিতি দুই সতীনে, পতিসহ...করে দেবাসুরগণে, সেই কশ্যপ ঋষির উৎপত্তি বিধির যোগেতে, তিনটি বিধির উৎপত্তি সেই গুণের নিধি নিরঞ্জন হতে, এই নয় পুরুষের মধ্যে যারা আছে হয়েছে স্বর্গের অধিকারী।'

আমি পরিচয় দিলে সকলে বলে কথার কথা—
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল হদ্দ যত প্রকৃতি সবাই আমার মাতা * * *
২। ডাকৃচি পার হব বলে ও ছেলে মুখ তুলে তাকাও।
পুরাতন তরি পেতে, কেরালখান করেছ ডান হাতে,
এই নদ নদীতে পার করিতে লোকটা পেছে কত চাও।
তোমার আচ্ছা মাজা খাসা পয়সা বাছের বাছ দেখে,
ঠাউরে ঠাউরে সুমার ক'রে দিবো তোমাকে,
আমি সুমার করি সয়না দেরী ত্বরায় তরি ভিড়িয়ে দাও॥
ভাইরে অবিশ্রান্ত বসন্ত শান্ত যেথানে,
ভেবেছে জনকত লোক তারা চলে যাবে সেথানে;
তার অবধি, ভবজলধি আদ্য নদীপার,
খবর পেয়ে এলে ধেয়ে সেই জলধির ধার,
জলের খেয়া দেখে বল্‌চে ডেকে তরিতে কে ফিরে চাও।
ডাকৃচি পার হব বলে ও ছেলে মুখ তুলে তাকাও॥
৩। ভজরে ভজরে তার চরণ।
ও যার নাম করিলে হয় সকল জ্বালা নিবারণ॥
তুমি বায়েক ভজে দেখো,
মজা না পাও বুঝে সুঝে ক্ষান্ত হয়ে থেকো,
সেই দীন হীনগণ জনার মনোরঞ্জন।
যে জন ইক্ষুরসের পেয়েছে সন্ধান,
অগ্রভাগ হইতে ক্রমে করে রসপান,
তেম্‌নি ক্ষীণ হতে হতে, দুঃখ পাবে অতিশয় নানা-মো মতে
ও ভাই! এই দীন হীন জনগণার মনোরঞ্জন॥
৪। এই জন্যে মন করে খুঁৎ খুঁৎ।
তিনি গড়েন যত ঘর তার ঘড়ি ঘড়ি বেগড়ে যুত॥
আমি সোদাতে যাই ঘরামির বাড়ি,
শুন্‌তে পাই তার হাত কামাই নাই একঘড়ি,
ভাইরে, সে ঘর উড়্‌য়ে নে যায় পঞ্চভূত॥

এই সমস্ত গীত প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের সুরে গীত হয় এবং তাহার ন্যায় ইহার চিতেন, মহড়া, কলি, পরকলি ও পর-চিতেন ফুকো প্রভৃতি সমস্ত শাখা প্রশাখা আছে। প্রস্তাব বাহুল্যের আশঙ্কায় তাবৎ বিস্তৃতরূপে না দিয়া নমুনা স্বরূপ আমরা এই দুই চারিটি গীতের এক এক অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। বর্ত্তমান কর্ত্তাভজা মতাবলম্বীরা রামদুলালের রচিত এই গীতগুলিকে 'শাস্ত্র' বলিয়া মান্য করে এবং ইহার মধ্যে যাহার যে গীত ইচ্ছা সে সেই গীতের আলাপ ও আলোচনা করিয়া থাকে। প্রতি শুক্রবার প্রাতে ও সন্ধ্যার পর উক্ত মতাবলম্বীদিগের বৈঠক হইবার নিয়ম আছে এবং তদনুসারে অনেক স্থানে বৈঠক হইয়াও থাকে, ঐ বৈঠকে এই ভাবের গীত সঙ্গীত হইয়া থাকে। রামদুলালের সময় অনেক ধনী মানী ও জ্ঞানী লোক উক্ত মতাবলম্বী হয়েন। শুনা যায় ভূ-কৈলাসের রাজা ৺জয়নারায়ণ ঘোষাল বাহাদুর কোন উৎকট রোগ শান্তির উদ্দেশে ঘোষপাড়া পর্য্যন্ত গমন করিয়া ফল প্রাপ্ত হওয়ায় উক্ত মতাবলম্বী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র পৌত্রাদিবংশপরম্পরায় নামের প্রথমে 'সত্য' শব্দ যুক্ত থাকিবার এই মাত্র কারণ। আরও প্রবাদ আছে যে, তিনি কাশীধামে 'গুরুধাম' এই নামে পৃথক্ একটি স্থান প্রস্তুত করিয়া রামদুলালকে তথায় লইয়া গিয়া ঐ গুরুধামে প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য একলক্ষ টাকা দক্ষিণা দিতে চাহিয়াছিলেন। তথাপি দুলাল স্বীয় গদি ছাড়িয়া তথায় গমন করেন নাই। রামদুলাল ৪৮ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় বাঙ্গালা ১২৩৮ কি ৩৯ সালের চৈত্রমাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি বারুণীর দিবস ইহলোক হইতে অবসর লয়েন।

রামদুলালের চারি পক্ষের স্ত্রীর গর্ভে পাঁচটি পুত্রসন্তান হয়। ১ রাধামোহন, ২ মথুর, ৩ কুঞ্জবিহারী, ৪ ঈশ্বরচন্দ্র,

৫ ইন্দ্রচন্দ্র। দুলাল বর্ত্তমানেই প্রথমতঃ দ্বিতীয়ের প্রাপ্তি হয়। যদিও তাঁহার পরলোক গমনের পর তিন পুত্র বিদ্যমান ছিল। কিন্তু তৎকালে তাঁহার মাতা কর্ত্তা রামশরণের স্ত্রী বর্ত্তমান থাকায় কোন পুত্রই গদির মালিক না হইয়া স্বয়ং সরস্বতী 'কর্ত্তা মা' ও 'সতী মা' নামে গদিনসী হইলেন এবং তাঁহারই কর্ত্তৃত্ব চলিতে লাগিল। যদিও তিনি স্ত্রীলোক ছিলেন; কিন্তু তাঁহার আমলে উক্ত সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধিই হইয়াছিল। তিনি অতি প্রাচীনাবস্থা পর্য্যন্ত কর্ত্তৃত্ব করিয়া, বাঙ্গালা ১২৪৭ কি ৪৮ সালের আশ্বিন মাসে দেবীপক্ষে প্রতিপদের দিন ইহলোক ত্যাগ করিলেন। তাঁহার পর তাঁহার চতুর্থ পৌত্র ঈশ্বরচন্দ্র পাল গদির মালিক হইয়া বহুদিন কর্ত্তৃত্ব করেন। তাঁহার প্রথম কর্ত্তৃত্ব সময়ে সম্প্রদায়ের অবস্থা পূর্ব্ববৎই ছিল। অনন্তর কতকগুলি অসৎ লোকের কুসংসর্গে তাঁহার অসৎ প্রবৃত্তি সকল উত্তেজিত হইয়া তদনুরূপ কার্য্যের ঘটনায় ঘোষপাড়ার ঘর একেবারে ছারখার হইয়া গেল, এক্ষণে আর সে শ্রী নাই, সে সৌষ্ঠব নাই, সে সাত্ত্বিক ভাব নাই, সে হরিসংকীর্ত্তন নাই, শুক্রবারের মজলিস্‌ও নাই, সম্প্রদায়স্থ লোকদিগের চিত্তরঞ্জন ও মনোমোহনের জন্য কেবল নির্জীব সমাজঘর, ঠাকুর ঘর ও দাড়িমতলা পড়িয়া আছে। আর গোড়ের খালের আড়ৎদারদিগের ন্যায় যাত্রীদিগের পুঁটলী কাড়াকাড়ি চলিতেছে এবং খানগস্তীদিগের ন্যায় দুই পক্ষের মহাশয়গণ লোক সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছে। ঈশ্বরচন্দ্রকে স্বকীয় কর্ম্মফল ভোগের জন্য হতমান ও হতশ্রী হইয়া কলিকাতার বড় জেলে কারাবাস পর্য্যন্ত করিতে হইয়াছিল; কিন্তু তাহাতেও তাঁহাকে স্বসম্প্রদায় মধ্যে কিছুমাত্র অশ্রদ্ধেয় হইতে হয় নাই এবং অর্থাগমের হানি হয় নাই। সেই জেলখানাতে শত শত লোক গিয়া নানা জাতীয় খাদ্যাদি উপহার দিয়াছে এবং অর্থানুকূল্য করিয়াছে। ধন্য ধর্ম্মের কুহক! ধন্য বিশ্বাস! ধন্য ভক্তি! যে কিছুতেই চলিবার কি হেলিবার দুলিবার ও টলিবার নহে। ঠাকুরের যত দুর্দ্দশা ততই মহিমা, ততই লীলার প্রকাশ না হইবে কেন? যখন ক্রাইষ্টের ক্রুশাঘাত, কৃষ্ণের ব্যাধহস্তে মৃত্যু ও দেবরাজের দস্যুবৃত্তি লীলা ও মহিমা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। তখন ঈশ্বরচন্দ্রেরই বা অপরাধ কি? ঈশ্বরের জীবদ্দশাতেই তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রসিকলাল ও সত্যচরণ পালের এক পৃথক্ গদি হয়, এক্ষণে ঐ গদি ও ১২৮৯ সালের আশ্বিন মাসে ঈশ্বরচন্দ্রের মৃত্যু ঘটনার পর হইতে তাঁহার পৌত্র হরিদাস পালের আর এক গদি এই দুই গদি প্রচলিত আছে।

রামশরণের পুত্র রামদুলাল যে ভাবের গীতগুলি রচনা করিয়া যান, তদ্ভিন্ন কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের আর কোন লিখিত গ্রন্থাদি থাকা প্রকাশ নাই এবং আউলিয়াচাঁদ রামশরণকে যে কি মূলমন্ত্র ও উপদেশ প্রদান করেন, তাহাও সংশয়শূন্য হইয়া জানা যায় না। এক্ষণে উক্ত সম্প্রদায়ী লোকে বা যে কতকগুলি বাঙ্গালাভাষা রচিত বচন পাঠ ও মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া থাকেন, সেগুলি যে মত-প্রবর্ত্তকের মুখ-বিগলিত হইয়া তদবধি পুরুষপরম্পরানুসারে চলিয়া আসিতেছে, কি ক্রমে উক্ত সম্প্রদায়-সিদ্ধ মহাপুরুষেরা ইহাও আবশ্যক মত সময়ে সময়ে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা স্থির করা বড় কঠিন। এক্ষণে তাঁহাদিগের দলে পরমার্থ-সাধনের ও আচারানুষ্ঠানের যদিও নানাপ্রকার বিভিন্নতা জন্মিয়াছে, কিন্তু বীজমন্ত্র ও মূলতত্ত্ব বিষয়ে কোন অসৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয় না। যথা বীজমন্ত্রের মূল সূত্র "গুরু সত্য।" কোন ব্যক্তি উক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে চাহিলে প্রথমতঃ সে ঐ মূলমন্ত্র পায়। যখন উহাতে তাহার প্রগাঢ় ভক্তি ও অধিকতর ধারণা শক্তি হয়, তখন সে "কর্ত্তা আউলে মহাপ্রভু, আমি তোমার তুমি আমার, তোমার সুখে চলি ফিরি, তিলার্দ্ধ তোমা ছাড়া নহি, আমি তোমার সঙ্গে আছি, দোহাই মহাপ্রভু" (এই মন্ত্রের প্রকারান্তর শুনা যায়। যথা, "কর্ত্তা আউলে মহাপ্রভু তোমার সুখে চলি বলি, যা বলাও তাই বলি, যা খাওয়াও তাই খাই, তোমা ছাড়া তিলার্দ্ধ নই, গুরু সত্য বিপদ্ মিথ্যা") তিনবার এই ষোল আনা মন্ত্র পাইয়া থাকে। ইহাদিগের মতে পরস্ত্রীগমন, পরদ্রব্যহরণ ও পরহত্যা সাধন এই তিনটি কায়কর্ম্ম ও ঐ ত্রিবিধ কায়কর্ম্মের ইচ্ছারূপ মনঃ কর্ম্ম ও মিথ্যা কথন, কটু কথন, বৃথা ভাষ ও প্রলাপভাষ এই চারি প্রকার বাক্ কর্ম্ম, এই দশবিধ কর্ম্ম নিষেধ। ইহা আউলিয়াচাঁদের উপদেশ ও আজ্ঞা বলিয়া খ্যাত। ইহাতে বোধ হয় কর্ত্তাভজাসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকের উদ্দেশ্য অতি উৎকৃষ্টই ছিল। এই বিষয়ে আর একটি মন্ত্রও আছে, যথা "মেয়ে হিজ্‌ড়ে পুরুষ খোজা, তবে হয় কর্ত্তাভজা।" ইহাদিগের মতের মন্ত্রদাতা গুরুর নাম মহাশয়, আর শিষ্যের নাম বরাতি *। কোন মহাশয় যখন কোন বরাতিকে উপদেশ দেন, তখন তাহাকে মূলমন্ত্রের সঙ্গে উক্ত প্রকার উপদেশ দিয়া থাকেন। এই সম্প্রদায়ী লোক পরস্পর যখন কথাবার্ত্তা করিয়া থাকেন, তখন তাহাতে অন্যের দন্তস্ফুট করা বড় কঠিন। তার মধ্যে অনেকগুলি

* বরাতি অর্থাৎ যে যার বরাতে পড়ে সে তার বরাতি মাত্র নচেৎ মূল গুরু সেই কর্ত্তা।

ঠেঁটেঠারের মত সাঙ্কেতিক শব্দ আছে। তন্তুবায়দিগের যেমন ঢেঁকি বলিলে মাকুকে বুঝায়, তেমনি ইহাদিগেরও তোমার বলিলে আমার বুঝায়। যথা, তোমার যে চক্ষের দোষ হইয়াছে অর্থাৎ আমার চক্ষের দোষ হইয়াছে। ইহারা এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করাকে 'হাটা' বলেন। যথা, তুমি কি কালি তথায় হাঁটিবে অর্থাৎ গমন করিবে। ইহারা আপন আপন বাড়িকে বাসা বলেন, তাহার মর্ম্ম ঘোষপাড়া সমস্ত লোকেরই বাড়ি, আর তাহাদিগের নিজ নিজ বাসস্থান কেবল বাসা মাত্র। উক্ত সম্প্রদায়ী লোকের নাম ভগবজ্জন, তদ্ভিন্ন আর সকল লোকই ঐহিক লোক, কর্ত্তাভজারা মৃত্যুকে দেহ রাখা বলে অর্থাৎ জীবাত্মা অমর, তিনি দেহ এখানে রাখিয়া অন্য দেহ ধারণ করেন, ইহাদিগের ধর্ম্মানুযায়ী সিদ্ধপুরুষের নাম পাত্রসাব্যস্ত। ইহাদিগের জাতিবিচার ও অন্নবিচার নাই, সকল বর্ণের লোকই, এমন কি মুসলমান পর্য্যন্ত এ ধর্ম্মগ্রহণ করিবার অধিকারী এবং যে বর্ণের লোকেই হউক, একবার মূলমন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক এ ধর্ম্মভুক্ত হইলে ইহারা তাহার সহিত অন্নপান গ্রহণ করিয়া থাকে। মানুষে মানুষের সেব্য ও পূজ্য, তদ্ভিন্ন অপর কোন দেব দেবীর আরাধনা বা উপাসনা ইহাদের মতে আবশ্যক নহে। যদিও পরস্ত্রীগমন কি গমনের ইচ্ছা পর্য্যন্ত উক্ত ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকের সম্পূর্ণ মত বিরুদ্ধ ও নিষিদ্ধ; কিন্তু এক্ষণে নরসেবা ও নারীসেবাই এই ধর্ম্মের সর্ব্বনাশের মূল হইয়া উঠিয়াছে। কর্ত্তাভজা দলের মধ্যে হিসাব করিলে তিনভাগের অধিক স্ত্রীলোক ও এক ভাগের ন্যূন পুরুষ। প্রাচীন মহাত্মাদিগের মহাবাক্যের বিপরীত এই সমস্ত নরনারী সর্ব্বদা একত্র সহবাস করায় কর্ত্তাভজা ধর্ম্ম দিন দিন দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া আসিতেছে।

কর্ত্তাভজারা গৌরব করিয়া বলিয়া থাকেন যে, পৃথিবীতে আর আর যত প্রকার ধর্ম্ম আছে, সমস্তই অনুমান, কেবল ইহাই সত্য ধর্ম্ম; ইহার জ্ঞানসাধন দ্বারা মানব আপন আপন ইষ্টদেবকে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। এই প্রত্যক্ষ করণক্রিয়া সকলের সাধ্য নহে, কেহ কেহ নিজ সাধন বলে ইহার অধিকারী হইতে পারেন। এতৎ সংক্রান্ত অনেক কৌতুকাবহ উপাখ্যান আছে, প্রস্তাব বাহুল্যের আশঙ্কায় তদ্বর্ণনে ক্ষান্ত হইতে হইল।

যাহা হউক ত্রিবিধ কারণে এক্ষণে ত্রিবিধ লোকদিগকে ঘোষপাড়া যাইতে হয় এবং তথাকার মতস্থ হইতে দেখা যায়। ১ম, বর্ব্বর ও স্ত্রীজাতিদিগকে একটা ধর্ম্মরূপ কুহকে মুগ্ধ করিয়া অর্থশোষণ ও ইন্দ্রিয়চরিতার্থ করণ। ২য়, উৎকট রোগ বা অপর কোন সঙ্কট হইতে পরিত্রাণ। ৩য়, কর্ত্তাভজা ধর্ম্ম কি ইহা জানিবার কারণ। এই তিন প্রকারের লোকের মধ্যে প্রথম প্রকারের লোকের সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। দ্বিতীয় প্রকার লোক তাহার কম, আর তৃতীয় প্রকারের লোক অতি বিরল। ঘোষপাড়ার গদির কর্ত্তার এই কয়েক প্রকার আয়ের পথ। ১ খাজনা, ২ ভোগ, ৩ মানসিক।* ঘোষপাড়ায় পালবাবুদের বাটীতে এক্ষণে এই কয়েকটি দেবস্থান আছে, যথা সতীমার সমাজ†, দাড়িমতলা, ঠাকুর ঘর‡ এবং শ্রীযুতের স্থান এই স্থানে রামশরণের পুত্র রাম দুলালের খড়ম আছে। পশ্চাল্লিখিত কয়েকটি পর্ব্বাহে ঘোষপাড়ায় তন্মতাবলম্বীদিগের সমাগম হইয়া থাকে। ১ম, ফাল্গুণী পূর্ণিমা। এই সময়ে সেখানে একদিনে দোল ও রাসযাত্রা হইয়া থাকে। সেই দোলযাত্রার দোলচৌকী ও রাসাসনে যদিও প্রকাশ্যে রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তির বার হইয়া থাকে, কিন্তু গুপ্তভাবে তাহার পশ্চাতে একটি বালিশের আকারে নিম্নের লিখিত কতকগুলি যত্নরক্ষিত পরমপদার্থের অধিষ্ঠান হয়। এই দোলরাস পর্ব্বই সকলের প্রধান। এই সময়ে ঘোষপাড়ায় সহস্র সহস্র লোকের সমাগম হয় এবং কলিকাতা প্রভৃতি স্থান হইতে বিস্তর দোকানি পসারি গিয়া নানা দ্রব্যের ক্রয় বিক্রয় করে।

এই উপলক্ষে পালবাবুদিগের যত টাকা আয় হয়, বৎসরের মধ্যে কোন পর্ব্বে তদ্রূপ হয় না।

দ্বিতীয় বৈশাখ মাসে যে পূর্ণিমা হয়, তাহাতে ঘোষপাড়ায় রথযাত্রা হইয়া থাকে। উক্ত রথের উপরও ঐ বালিশ উঠিয়া থাকে। এ সময় বড় অধিক লোকের সমাগম ও ধূমধাম হয় না।

তৃতীয় আষাঢ় মাসের রথযাত্রার পর চতুর্থী তিথিতে রামশরণ পালের মহোৎসব। ইহাতে গৌড় বৈষ্ণবদিগের প্রচলিত রীত্যনুসারে অধিবাস, মহোৎসব ও পূর্ণমহোৎসব, তিন দিন এই তিন প্রকার মহোৎসব হইয়া থাকে। ইহাতেও বহুতর লোকের সমাগম হয় এবং পালদিগেরও তদনুরূপ অর্থাগম হইয়া থাকে।

---

* উক্ত ধর্ম্মবাদীরা বলেন যে, প্রত্যেক লোকের শরীর সেই কর্ত্তার; অতএব তাহাতে যে তুমি বাস কর, তাহারি খাজনা কি কর তোমার অবশ্য দেয়। সতী মা কি ঠাকুর ঘরে যে ভক্তিপূর্ব্বক কিছু ভোগ দেয় তাহার নাম ভোগ, আর কেবল দায় উদ্ধারের জন্য যে যাহা মানিয়া যায় তাহাকে মানসিক বলে।

† শুনা যায় এই সমাজঘরে রামশরণের স্ত্রী সরস্বতীর দেহাবশেষ সমাহিত আছে, এজন্য ইহার নাম সমাজঘর।

‡ দাড়িমতলার পশ্চাতে একটি ক্ষুদ্র দোতলাঘরের মধ্যে রামশরণের খড়ম, আউলিয়া চাঁদের আশা বাড়ি ও কন্থা এবং একটি কৌটার মধ্যে রামদুলাল পালের অস্থি ইত্যাদি কতকগুলি পবিত্র পদার্থ আছে। প্রতিদিনই তাহার অর্চ্চনা হয়। পূর্ব্বে নাচ ঘরের সম্মুখে সন্ধ্যার সময় হরি সঙ্কীর্ত্তন হইত, এই ঘরের নাম ঠাকুরঘর।

চতুর্থ সতীমার মহোৎসব। ইহাতে লোকের বড় সমাগম হয় না, কেবল পূর্ব্বোক্ত প্রকার মহোৎসবের কার্য্য হইয়া থাকে।

পঞ্চম কোজাগর লক্ষ্মীপূজা। এই দিনে অনেক যাত্রী ঘোষপাড়া ধামে আসিয়া থাকে এবং পালবাবুদিগেরও কিছু অর্থ লাভ হয়। যদিও কর্ত্তাভজা মতাবলম্বীদিগের পূর্ব্বোক্ত প্রকার কতকগুলি বিশেষ আচারানুষ্ঠান বিদ্যমান আছে, কিন্তু বাহ্যে হিন্দুধর্ম্মের বিপরীত কোন ব্যবহারই দৃষ্ট হয় না। হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীরা যেমন যত্নপূর্ব্বক আপন আপন বর্ণাচার ও কুলাচার রক্ষা করিয়া থাকেন, কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়-দিগকেও বাহিরে তদ্রূপ করিতে দেখা যায়। যে ব্যক্তির যে বর্ণে উৎপত্তি তিনি সেই বর্ণের সকল ব্যবহারই রক্ষা করিয়া থাকেন। এমন কি ঘোষপাড়ার পালবাবুদিগেরই অন্যান্য সদ্গোপের ন্যায় গুরু ও পুরোহিত থাকা দৃষ্ট হয় এবং যথানিয়মে তাঁহারা আসিয়া আবশ্যক মত, গুরুপুরোহিতের কার্য্য করিয়া যান। পালদিগের বাটীতে আর আর সদ্গোপের ন্যায় লক্ষ্মী ও ষষ্ঠীপূজাদি সকল প্রকার পূজা হইয়া থাকে এবং স্বজাতি ও স্ববর্ণের সহিত যথাবিধি বিবাহাদি কার্য্য হয়, কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় না। এই সমস্ত অনুষ্ঠানের সামঞ্জস্য সাধন জন্য তাঁহারা কহিয়া থাকেন যে ব্যবহার ও পরমার্থ দুই সত্য, উভয়কে সমানরূপে পালন ও পূজা করিতে হইবে। ইহার পোষকে ইহাদিগের একটি বচনও আছে যথা "লোকের মধ্যে লোকাচার, সদ্গুরুর মধ্যে একাকার"। পালদিগের বাটীতে কোন উৎকট রোগের কথা দূরে থাকুক, সামান্য সর্দ্দি শ্লেষ্মা হইলেও তখনি ডাক্তার বৈদ্যের প্রয়োজন হয়। যাহা হউক ধন্য মানুষের মন, ধন্য লোকের ভক্তি ও ধন্য ধর্ম্মের কুহক।

কর্ত্তিত (ত্রি) কর্ত্ত-ক্ত-ইচ্। যাহা কাটা হইয়াছে।

কর্ত্তুকাম (ত্রি) কর্ত্তুং কামঃ অভিলাষো যস্য, বহুব্রী। করিতে ইচ্ছুক, যাহার করিতে ইচ্ছা হইয়াছে।

কর্ত্তৃকা (স্ত্রী) কৃন্ততি ছিনত্তি, কৃৎ-তৃচ্-স্বার্থে কন্-টাপ্ চ। ক্ষুদ্র খড়্গ, ছোট খাঁড়া। কাটারি।

("হাস্যযুক্তাং ত্রিনেত্রাঞ্চ কপালকর্ত্তৃকাকরাম্।"
তন্ত্রসা' শ্যামাধ্যান।)

কর্ত্তৃত্ব (ক্লী) কর্ত্তুর্ভাবঃ, কর্ত্তৃ-ত্ব (তস্যভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫।১।১১৯) কর্ত্তার ধর্ম্ম।

("ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।" গীতা ৫।১৩।)

কর্ত্তৃপুর (ক্লী) নগরবিশেষ। ভারতের উত্তরপূর্ব্বাঞ্চলে অবস্থিত। সমুদ্রগুপ্ত এই স্থান জয় করেন।

কর্ত্তৃবাচ্য (ত্রি) কর্ত্তা বাচ্যো যত্র, বহুব্রী। যেখানে ক্রিয়া পদের দ্বারা কর্ত্তৃ লক্ষিত হয়। এই বাচ্যে কর্ত্তার প্রথমা ও কর্ম্মে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়।

কর্ত্তৃস্থ (ত্রি) কর্ত্তরি কর্ত্তৃসম্পাদনযোগ্যে তিষ্ঠতি, কর্ত্তৃ-স্থা ড। কর্ত্তৃস্থানীয়, কর্ত্তার প্রতিনিধি।

কর্ত্রী (স্ত্রী) করোতি যা, কৃ-তৃচ্ ঙীপ্ চ। ১ কার্য্য-সম্পাদনকারিণী। ২ প্রভুপত্নী।

কর্ত্ত্ব (ক্লী) কৃ-ত্বন্ (কৃত্যার্থে তবৈকেন্ কেন্যত্বনঃ। পা ৩। ৪।১৪।) ঘৃত। (কর্ত্ত্বং হবিঃ। কাশিকা।)

কর্দ্দ (পুং) কর্দ্দ-অচ্। কর্দ্দম, কাদা।

কর্দ্দঙ্গ। পঞ্জাবের কাঙ্গড়া জেলার মধ্যবর্ত্তী একটি গ্রাম, ভাগ-নদীর বামকূলে অবস্থিত। এখন লাহুল উপবিভাগের অন্ত-র্গত। এখানে ভাল ভাল বাড়ী আছে।

কর্দ্দট (পুং) কর্দ্দং কর্দ্দমং অটতি কারণত্বেন প্রাপ্নোতি কর্দ্দ-অট্-অচ্ (শকন্ধ্বাদিত্বাদলোপঃ।) ১ পঙ্ক, পাঁক। ২ কর-হাট, পদ্মকন্দ। ৩ (ত্রি) পঙ্কার, পাঁকে গমনকারী।

(কর্দ্দটঃ করহাটে স্যাৎ পঙ্কপঙ্কারয়োরপি। মেদিনী।)

কর্দ্দন (ক্লী) কর্দ্দতে, কর্দ্দ-ভাবে ল্যুট্। উদরশব্দ, পেটের ডাক।

(পর্দ্দনং গুদজে শব্দে কর্দ্দনং কুক্ষিসম্ভবে। হেম ৬।৩৯)

কর্দ্দম (ক্লী) কর্দ্দ-অম (কলিকর্দ্দ্যোরমঃ। উণ্ ৪।৮৪।) ১ কাদা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—নিষদ্বর, জম্বাল, পঙ্ক ও শাদ। রাজবল্লভের মতে ইহার গুণ,—শীতল, রূক্ষ এবং বিষ রোগ, বেদনা, দাহ ও শোথনাশক। ২ স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের প্রজাপতি বিশেষ, কীর্ত্তিমানের পুত্র, ইহার পুত্রের নাম অনঙ্গ (ভারত শান্তি)। ব্রহ্মার ছায়া হইতে ইহার উৎপত্তি হইয়া ছিল। ইনি সরস্বতী-তীরে বিন্দুসরতীর্থে দশহাজার বৎসর তপস্যা করেন, স্বায়ম্ভুব মনুকন্যা দেবহূতি ইহার পত্নী, পুত্রের নাম কপিলদেব এবং কলাদি নয়টি ইহার কন্যা। [কপিল ও কলা দেখ।] ৩ পাপ। (কর্দ্দমঃ পঙ্কপাপয়োঃ। উজ্জ্বল।) ৪ ছায়া। ("বেদেষু কর্দ্দমঃ শব্দশ্ছায়ায়াং বর্ত্ততে স্ফুটম্।" ব্রহ্মবৈ' ব্রহ্ম' ২২ অঃ) ৫ নাগবিশেষ।

("কর্দ্দমশ্চ মহানাগো নাগশ্চ বহুমূলকঃ।" ভারত ১।৩৫।১৬।)

৬ (কর্দ্দম-অর্শ আদিত্বাৎ মত্বর্থে অচ্, ত্রি) কর্দ্দমযুক্ত স্থান। ৭ বিন্ধ্যপার্শ্বের অন্তর্গত একটি গ্রাম। ৮ কাশীপ্রদেশের মধ্যবর্ত্তী একটি গ্রাম। এখানে কর্দ্দমেশ নামক শিবলিঙ্গ আছে। (ভ' ব্রহ্মখণ্ড ৫৪।৪৮-৫২।)

কর্দ্দমক (পুং) কর্দ্দমে কায়তি প্রকাশতে, কর্দ্দম-কৈ-ক। ধান্যবিশেষ। [ধান্য দেখ।]

কর্দ্দমরাজ (পুং) কাশ্মীরের রাজবিশেষ, ইহার পিতার নাম ক্ষেমগুপ্ত। (রাজতরঙ্গিণী ৬।২০০, ৩২৫, ৩৫১)

কর্দ্দমাটক (পুং) কর্দ্দমো মলাদিঃ অট্যাতে নিক্ষিপ্যতে যত্র, কর্দ্দমস্য মলাদেঃ আটো নিক্ষেপোঽত্র ইতি বা। বিষ্ঠাদি ফেলিবার স্থান।

কর্দ্দমিত (ত্রি) কর্দ্দম-ইতচ্ (তদস্য সংজাতং তারকাদিভ্য ইতচ্। পা ৫।২।৩৬।) কর্দ্দমরূপে পরিণত, কাদা হইয়া যাওয়া।

কর্দ্দমিনী (স্ত্রী) কর্দ্দমানাং দেশ, কর্দ্দম-ইনি (পুষ্করাদিভ্যো দেশে। পা ৫।২। ১৩৫।)-ঙীপ্। প্রচুর কর্দ্দমযুক্ত দেশ।

কর্দ্দমিল (ক্লী) কর্দ্দম-ইল (বুহুণ্কঠজিলসেনিরঢঞ্ণ্যয ফক্‌ফিঞিঞ্যকক্‌ঠকো হরীহণাদিত্যাদি। পা ৪।২।৮০।) জনপদবিশেষ। ("এতৎ কর্দ্দমিলং নাম ভরতস্যাভিষেচনম্।" ভারত বন।)

কর্দ্রুমী (স্ত্রী) মুদ্গর বৃক্ষ, কামরাঙ্গা।

কর্পট (পুং) কীর্য্যতে ক্ষিপ্যতে কৃ-বিচ্, কর্ চাসৌ পটশ্চেতি। ১ জীর্ণবস্ত্র, ছেঁড়া কাপড়, নেকড়া। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—লক্তক ও নক্তক। ২ পর্ব্বতবিশেষ,—ইহা নাভিমণ্ডলের পূর্ব্বদিকে ও ভস্মকূটের দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে শমন অবস্থান করেন। (কালিকাপু° ৮১ অঃ।) ২ মলিন বস্ত্র। ৩ বস্ত্রখণ্ড। ৪ কষায় রক্তবস্ত্র।

কর্পটধারী [ন্] (ত্রি) কর্পটং ধরতি, কর্পট-ধৃ-ণিনি। মলিন জীর্ণবস্ত্রখণ্ডধারী, ভিক্ষুক।

কর্পটিক (ত্রি) কর্পটো হস্ত্যস্য, কর্পট-ঠন্ (অত ইনিঠনৌ। পা ৫। ২।১১৫।) কর্পটধারী।

কর্পটী [ন্] (ত্রি) কর্পটো হস্ত্যস্য, কর্পট-ইনি (অত ইনিঠনৌ। পা ৫। ২।১১৫।) কর্পটধারী।

কর্পটিনী (স্ত্রী) কর্পটিন্-ঙীষ্। কর্পটধারিণী।

কর্পণ (পুং) কৃপ-ল্যুট্। লৌহশস্ত্রবিশেষ। ("চাপচক্রকণপকর্পণ-প্রাশপট্টিশমুষলতোমরাদি প্রহরণজালমুপযুঞ্জানঃ।" দশকুমার।)

কর্পর (পুং) কৃপ বাহুলকাৎ অরন্, লত্বাভাবঃ। ১ কপাল, মাথার খুলি। ২ শস্ত্রবিশেষ। ৩ কটাহ। ৪ খোলা। ৫ উড়ুম্বর বৃক্ষ। ৬ কাছিমের পিঠের খোলা।

কর্পরাংশ (পুং) কর্পরস্য অংশঃ, ৬তৎ। খাপরার অংশ, খোলাকুচি।

কর্পরাল (পুং) কর্পর ইব অলতি পর্য্যাপ্নোতি, কর্পর অল্-অচ্। ১ কন্দরাল। ২ পর্ব্বতজাত পীলুবিশেষ, আখরোট্।

কর্পরাশী [ন্] (পুং) কর্পরে অশ্নাতি, কর্পর-অশ-ণিনি। বটুকভৈরব।

("শ্মশানবাসী মাংসাশী কর্পরাশী মখান্তকৃৎ।" বটুকস্তব।)

কর্পরিকা (স্ত্রী) কর্পরী স্বার্থে কন্ টাপ্ হ্রস্বঃ। কর্পরী, দারুহরিদ্রার কাথের তুঁতে।

কর্পরিকাতুত্থ (ক্লী) কর্পরিকৈব তুত্থম্। দারুহরিদ্রার কাথের তুঁতে।

কর্পরী (স্ত্রী) কৃপ বাহুলকাৎ অরট্, লত্বাভাবঃ, ঙীপ্। দারুহরিদ্রার কাথের তুঁতে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—দার্ব্বিকা ও তুত্থাঞ্জন।

কর্পাস (পুং, ক্লী) কৃ-পাস, (কৃঞঃ পাসঃ। উণ্ ৫। ৪৫) কার্পাস, কাপাসগাছ। [কার্পাস দেখ।] (কর্পাসঃ শস্তভেদঃ স্যাৎ। উজ্জ্বল।)

কর্পাসফল (ক্লী) কর্পাসস্য ফলং, ৬তৎ। কাপাসের বীজ, মাকাটি। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ, স্তন্যবর্দ্ধক, বৃষ্য, স্নিগ্ধ, গুরু ও কফকারক।

কর্পাসী (স্ত্রী) কর্পাসজাতিত্বাৎ গৌরাদিত্বাৎ বা ঙীষ্। কাপাসগাছ। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কার্পাসী, তুণ্ডিকেরী ও সমুদ্রান্তা। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ,—লঘু, ঈষৎ উষ্ণবীর্য্য, মধুররস ও বায়ুনাশক। কার্পাসের পত্র বায়ুনাশক, রক্ত ও মূত্রবর্দ্ধক, এবং কর্ণপীড়কা, কর্ণনাদ ও পূয়স্রাবের শান্তিকারক। [কার্পাস দেখ।]

কর্পূর (পুং, ক্লী) কৃপ উর (খর্জিপিঞ্জাদিভ্য উরোলচৌ। উণ্ ৪। ৯০।) সুগন্ধি দ্রব্যবিশেষ; পারসীভাষায় ইহাকে কাফুর, হিন্দিভাষায় কপূর, দক্ষিণে কাপূর, তামিল করুপুরম্, সিংহলী কপুরু ও ইংরেজী ভাষায় ক্যাম্ফর (Camphor) কহে। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—ঘনসার, চন্দ্রসংজ্ঞ, সিতাভ্র, হিমবালুকা, সিতাভ, ঘনসারক, সিতকর, শীত, শশাঙ্ক, শীলা, শীতাংশু, হিমবালুক, হিমকর, শীতপ্রভ, শাম্ভব, শুভ্রাংশু, স্ফটিকাভ্র, কারমিহিকা, তারাভ্র, চন্দ্রার্ভ্রক, চন্দ্র, লোকতুষার, গৌর, কুমুদ, হমু, হিমাহ্বয়, চন্দ্রজন্ম, বেধক ও রেণুসারক। কর্পূরের ত্রয়োদশ প্রকার ভেদ আছে,—পোতাস, ভীমসেন, সিতকর, শঙ্করবাস সংজ্ঞ, পাংশু, পিঞ্জ, অব্দসার, হিমবালুক, জুতিকা, তুষার, হিম, শীতল ও পত্রিকাখ্য। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার গুণ,—শীতল, বৃষ্য, চক্ষুর হিতকর, লেখন, লঘু, সুগন্ধি, মধুর ও তিক্তরস এবং কফ, পিত্ত, বিষদোষ, দাহ, তৃষ্ণা, মুখের বিরসতা, মেদঃ ও দুর্গন্ধনাশক। চীনে কর্পূর,—কফনাশক, তিক্তরস এবং কুষ্ঠ, কণ্ডু ও বমিনিবারক।

কর্পূর উদ্ভিদ্‌জাত জমাট, গন্ধযুক্ত ও চঞ্চল উদ্বায়ু গুণবিশিষ্ট (যাহা উবিয়া যায়) শ্বেত পদার্থ বিশেষ। রসায়নশাস্ত্রজ্ঞেরা বলেন, উদ্ভিদের উদ্বায়ুগুণযুক্ত তৈলের দ্বিতীয় অবস্থা বা দ্বিতীয় গঠন কর্পূর। নানা প্রকার উদ্ভিদ্ হইতেই কর্পূর পাওয়া যায়।

কর্পূরের ইতিহাস।—কতকাল হইতে কর্পূর মানবজাতির ব্যবহারে আসিতেছে? কোন সময় হইতে মানব ইহার গুণাগুণ নির্ণয় করিতে সমর্থ হইয়াছেন? সেই সময় লইয়া বিষম গোল। য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, খৃষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে প্রাচীন গ্রন্থে কর্পূরের উল্লেখ পাওয়া যায়। হজ্রমোতের কিন্দা-রাজবংশীয় ইম্রু-ই-কৈস্ নামে একজন রাজপুত্র ষষ্ঠ শতাব্দীতে আরব্য কবিতা লিখিয়া যান, তাহাতে কর্পূরের উল্লেখ আছে।

কিন্তু আমরা বলি, তাহার বহু পূর্ব্ব হইতে ভারতবর্ষীয়েরা কর্পূরের সন্ধান পাইয়াছেন। সুশ্রুত, চরক, বাভট, হারীত প্রভৃতি প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ প্রচারকগণ কর্পূরের নাম ও কেহ কেহ গুণাগুণ বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

ইশাক ইবন্ আমন্ নামক একজন আরব্য চিকিৎসক এবং ইবন্ খুর্দদবা নামক একজন আরব্য ভৌগোলিক খৃষ্টের ষষ্ঠ শতাব্দীতে লিখিয়া যান, "মলয় প্রায়োদ্বীপ হইতে কর্পূর রপ্তানি হয়।" খৃষ্টের ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ ভ্রমণকারী মার্কপোলো লিখেন, "ফন্সুর নামক স্থানেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্পূর উৎপন্ন হয়।" ফন্সুর বা পনসুর সুমাত্রা দ্বীপের মধ্যে; এখন সেখানকার কর্পূর 'বরস' নামে খ্যাত। পূর্ব্বে য়ুরোপে কর্পূর কি কেহ তাহা জানিত না. চীনদেশ হইতে প্রথমে য়ুরোপে কর্পূর যায়। ১৫৬৩ খৃঃ অব্দ হইতে, য়ুরোপীয়েরা দুই প্রকার কর্পূরের সন্ধান পাইয়াছেন।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের লোকেরা প্রধানত দুইপ্রকারে কর্পূর ভাগ করিতেন, এক পক্ব কর্পূর, অপর অপক্ব কর্পূর। ডাক্তার উদয়চাঁদ দত্ত বলেন, পক্ব কর্পূর চীনদেশীয় (Cinnamonum Camphora) একপ্রকার গাছের কাঠ হইতে উৎপন্ন হয়, রৌদ্রের তাপে পক্ব হয়। অপক্ব কর্পূর বোর্ণিও দ্বীপের এক প্রকার বৃক্ষের (Dryobalanops aromatica) স্কন্ধ হইতে উৎপন্ন হয়, এই কর্পূরই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বোম্বাই অঞ্চলে হিন্দুস্থানীরা ইহাকে 'ভীমসেনী কর্পূর' বলে।

দাক্ষিণাত্যে চারি প্রকার কর্পূর প্রচলিত আছে,— ১ কাফুরি কৈসুরি, (কৈসুরি কপুর), ২ সুরাটি কাফুর, ৩ চীনীকাফুর (চীনের কর্পূর) এবং ৪ বটাই-কাফুর।

য়ুরোপীয় ডাক্তারেরা স্থান ভেদে ও গুণভেদে কর্পূরকে চারিশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন—

১ম—ফর্মোজা বা চীনে-কর্পূর এবং জাপানী কর্পূর। ফর্মোজাদ্বীপ এবং মধ্য চীনরাজ্যে 'ক্যাম্ফার লরেল' (Cinnamonum Camphora) নামে এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে। এদেশে খদিরবৃক্ষ হইতে যে প্রণালীতে খয়ের পাওয়া যায়, সেইরূপে উক্ত গাছের কাঠের কুচার নির্যাস হইতে হইতে স্বচ্ছ কাচের মত কর্পূর বাহির হয়। তাহার সার গ্রহণ করিতে হয়। এই গাছের কর্পূরমাত্রে চীনে কর্পূর নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বে বিলাতে ও ভারতে এই কর্পূরের খুব কাট্তি ছিল। চীন সম্রাটের উৎপাতে এখন আর চীনে কর্পূর বড় একটা বিলাতে যাইতে পারে না।

জাপানে এই গাছ বেশ জন্মে, সমুদ্রের শীতল বাতাস ইহার বড় উপকারী। এখানকার সৎসুমা ও বঙ্গোনামক জেলায় কর্পূরের কারবার আছে।

২য়—ভীমসেনী কর্পূর। ইহার প্রকৃত নাম 'বরস্।' সুমাত্রা দ্বীপের বরস নামক নগরে শাল গাছের মত দেখিতে এক প্রকার গাছ (Dryobalanops aromatica) জন্মে। এই গাছের কাণ্ডে কাচের মত এক প্রকার পদার্থ সঞ্চিত থাকে। যেমন খদিরবৃক্ষে খয়ের এবং চন্দনবৃক্ষে অগুরু পাওয়া যায়, ইহাও সেইরূপ কাণ্ডের অভ্যন্তরে এবং বৃক্ষের হৃদয় মধ্যস্থ ফাটা চির মধ্যে জমাট বাঁধিয়া থাকে।

কর্পূরের কাচবৎ অংশ কাণ্ডের ভিতরই পাওয়া যায়, কোন কোন স্থলে গুঁড়ি, গাঁইট বা যে ডাল দিয়া আর একটি ডাল বাহির হইয়াছে, এমন স্থানে অথবা গাছের বড় বড় তক্তার গর্ত্ত বা ফাটা মধ্যে থাকে।

ঐ গাছ যত বড় হয়, কর্পূর তত অধিক হয়। কিন্তু এখানকার লোকের জ্বালায় দীর্ঘজীবী হইতে পায় না। অধিবাসীরা কর্পূরের লোভে কত শত ছোট গাছ কাটিয়া ফেলে। কিন্তু ৭।৮ বর্ষের গাছ না হইলে তেমন কর্পূর হইতে দেখা যায় না।

ঐ গাছ ওলন্দাজ অধিকৃত সুমাত্রা দ্বীপের উত্তরপশ্চিম উপকূলে আয়ার বাঙ্গী হইতে বরস্ ও সিঙ্কেল নামক নগর পর্য্যন্ত সমুদায় স্থানে, বোর্ণিও দ্বীপের উত্তরাংশে এবং লেবুয়ান্ দ্বীপে জন্মে।

৩য়—নাগাই কর্পূর। ইংরাজেরা ইহাকে Blumea Camphor বলেন। চীনদেশের ক্যাণ্টন নগরে এই কর্পূর প্রস্তুত হয়। ইহার গাছ খুব বড় হয়। এই জাতীয় গাছ হিমালয়ের পূর্ব্বাঞ্চলে, খাসিয়া গিরি, চট্টগ্রাম, পেগু, ব্রহ্ম এবং চীনের দক্ষিণপূর্ব্বাংশে জন্মে। তবে ব্রহ্মদেশেই কিছু অধিক। ব্রহ্মের কর্পূর গাছ সম্বন্ধে একজন লোক বলিয়াছেন, যদি এই সকল গাছ হইতে কর্পূর লওয়া যায়, তবে তাহা দ্বারাই পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ সঙ্কুলান হইতে পারে।

ডাক্তার ডাইমক্ বোম্বাইঅঞ্চলে এই জাতীয় একপ্রকার কর্পূরোৎপাদক বৃক্ষ পাইয়াছেন। বোম্বাই অঞ্চলের লোকেরা কণ্ডু তাড়াইবার জন্য এই গাছ ব্যবহার করে।

৪র্থ—নানা জাতীয় বৃক্ষ হইতে এক প্রকার কর্পূর প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহা সুগন্ধি দ্রব্যে ব্যবহৃত হয়। এই কর্পূর তামাকের পাতা চোঁয়াইয়া, কিম্বা (Thymus) তৈলের সার আংশিক পরিমাণে চোঁয়াইয়া অথবা পাচুলী গাছ হইতে পাওয়া যায়। শেষোক্ত গাছ হইতে যে কর্পূর বাহির হয়, তাহাকে অনেক স্থানে 'পাচুলি কর্পূর' বলে। নারেঙ্গানেবু হইতে একপ্রকার কর্পূর পাওয়া যায়, তাহার ইংরাজি নাম 'নিরোলি ক্যাম্ফার।' (Neroli Camphor.)

বাঙ্গালাদেশে এক প্রকার গাছ (Nimnophila gratioloides) জন্মে, তাহা হইতে কর্পূর পাওয়া যায়।

গত কয়েক বর্ষ ধরিয়া ভারতবর্ষে বেশ কর্পূরের আমদানী রপ্তানী চলিতেছে, নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া গেল।

খৃষ্টাব্দ	আমদানী		রপ্তানী	
	ভীমসেনী	অন্যপ্রকার	ভীমসেনী	অন্যপ্রকার
১৮৭৯ ৮০ ...	২০,৯০৯,	৫,৩৪,০০১,	২,৩১৬,	২৩,১৭৪,
১৮৮০ ৮১ ...	২২,৯২৪,	৫,৫৩,৭৩২,	১৪০,	২৬,৫৫৯,
১৮৮১-৮২ ...	৩৮,৫৭৪,	৫,৫২,৫৩৫,	১,৬৪০,	২১,১৩৮,
১৮৮২-৮৩ ...	৪৩,৬১৮,	৮,৬৮,৭৯৪,	৫২৯,	২৫,২৩১,
১৮৮৩-৮৪ ...	৩৮,৫৭৯,	৬,২৭,২৭৮,	৭৯০,	২৮,৭৩০,
১৮৮৪-৮৫ ...	৩৫,৫০১,	৬,৮৩,৩৩৩,	২৭০,	১৩,৪৩২,
১৮৮৫-৮৬ ...	২৫,৯৪৪,	৬,৫৩,৫৪৫,	০	১৬,৭৭৯,

দেশীয় কবিরাজের মতে কর্পূর কামোদ্দীপক, কিন্তু মুসলমানদিগের মতে কামশক্তিহ্রাসকারক। হিন্দুমুসলমান উভয়ের মতে চক্ষের প্রদাহ অবস্থায় চক্ষুর পাতায় কর্পূর দিলে বিশেষ ফল দর্শে।

হাঁপানী রোগ অধিক বাড়িয়া উঠিলে ৪ গ্রেণ কর্পূর ঐ মাত্রা হিঙ্গের সহিত বড়ি করিয়া ২।৩ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিলে বেশ উপকার পাওয়া যায়, এই সময়ে বুকে তার্পিণ তৈল মালিস করা উচিত।

পুরাতন বাতরোগে ৫ গ্রেণ কর্পূর ১ গ্রেণ আফিমের সহিত শুইবার সময়ে খাইতে দিলে, খানিকটা ঘাম হইয়া ব্যথার লাঘব হয়।

কর্পূর ও হিঙ্গ একত্র খাওয়াইলে হৃদ্‌রোগ নিবারিত হয়।

বালককালে ছেলেদের কাশি হইলে একখানি ন্যাকড়ায় কর্পূর মাখাইয়া তাতাইয়া রাত্রিকালে বক্ষের উপর দিয়া রাখিলে রোগের অনেকটা শান্তি হয়।

স্বপ্নদোষ ও শুক্রক্ষয় প্রভৃতি রোগে রাত্রিকালে শুইবার সময়ে ৪ গ্রেণ কর্পূরের সঙ্গে অর্দ্ধ গ্রেণ আফিম খাইতে দিলে রোগের প্রতিকার হয়। মেহাদি রোগে লিঙ্গোচ্ছ্বাস ঘটিলে উক্ত ঔষধের সহিত আফিম বাড়াইয়া দিবে এবং লিঙ্গের উপর কর্পূরের লিনিমেণ্ট জড়াইয়া রাখিলে আশু ফলপ্রদ হয়।

স্ত্রীলোকের জরায়ুতে ঐরূপ নানারোগে প্রদাহ উপস্থিত হইলে রোগের অবস্থানুসারে ৫।৬ গ্রেণ মাত্রায় কর্পূরের এক একটি বড়ি করিয়া দিনে ২।৩ বার খাইতে দিলে সময়ে সময়ে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। ঐরূপ স্থলে রোগীর অন্ত্র খালি রাখিতে হইবে।

প্রসবকালে খেঁচনী আরম্ভ হইলে ৫ গ্রেণ কর্পূর ও ৫ গ্রেণ ক্যালোমেল মধুতে মাখিয়া দুইটি বড়ি করিয়া এক একটি খাইতে দিলে উপকার দর্শে। ঘণ্টা খানিক পরে রোগীকে জোলাপ দিবে।

পীনসরোগে কর্পূরের বাষ্প বড় উপকারী। স্নায়ুশূল রোগে ৩।৪ গ্রেণ কর্পূর অর্দ্ধগ্রেণ বেলেডোনার সার সহিত প্রয়োগ করিলে অনেকটা উপকার পাওয়া যায়।

ওলাউঠা রোগে অনেকস্থলে কর্পূর উপকারী, আবার অনেকস্থলে অনুপকারী হইয়া থাকে।

গর্ভবতী অধিক মাত্রায় কর্পূর খাইলে গর্ভস্রাব হয়।

বস্ত্রাদির উপর কর্পূর ছড়াইয়া রাখিলে পোকা লাগিতে পারে না।

২ (পুং) ব্যক্তিবিশেষ, ইনি গজমল্লের পিতা এবং কল্যাণমল্লের পিতৃব্য।

কর্পূরক (পুং) কর্পূর ইব কায়তি প্রকাশতে, কর্পূর কৈ-ক। ১ কর্চ্চূরক। ২ কর্চ্চূরক।

কর্পূরখণ্ড (পুং) কর্পূরস্য খণ্ডঃ, ৬তৎ। কর্পূরের টুকরা।

কর্পূরগৌর (ত্রি) কর্পূরবৎ গৌরঃ শুভ্রঃ। কর্পূরের ন্যায় শুভ্রবর্ণ।

কর্পূরগৌরী। রাগিণীবিশেষ; জ্যোতিঃ, খাম্বাবতী, জয়তশ্রী, টঙ্ক ও বরাটী যোগে উৎপন্ন।

কর্পূরতিলক (পুং) কর্পূর ইব শুক্লং তিলকং ললাটচিহ্নং যস্য, বহুব্রী। হস্তিবিশেষ।

কর্পূরতিলকা (স্ত্রী) পার্ব্বতীর একজন সখী, বিজয়া।

কর্পূরতৈল (ক্লী) কর্পূরস্য তৈলমিব স্নেহঃ। কর্পূরস্নেহ, ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—হিমতৈল, সুধাংশুতৈল। রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ,—কটু, উষ্ণ, কফ ও বায়ুনাশক, দন্তের দৃঢ়তাকারক ও পিত্তবর্দ্ধক।

কর্পূরনালিকা (স্ত্রী) পক্বান্নবিশেষ, ইহার সাধারণ নাম, কর্পূরনারী বা নেওয়ালা। ঘৃত সংযুক্ত ময়দা দ্বারা লম্বাকৃতি ঠোঙ্গা করিয়া তাহার মধ্যে লবঙ্গ, মরিচ, কর্পূর ও চিনি পুরিয়া

মুখ বন্ধ করিতে হইবে, তাহার পর ঘৃতে ভাজিয়া লইলেই ইহা প্রস্তুত হইল। ইহার গুণ,—শরীরবর্দ্ধক, বলকারক, সুমিষ্ট, গুরু, পিত্ত ও বায়ুনাশক, রুচিজনক এবং দীপ্তাগ্নি মানবদিগের অত্যন্ত উপকারী। (ভাবপ্র° ২য়।)

কর্পূরমণি (পুং) কর্পূর বর্ণো মণিঃ। পাষাণবিশেষ। ইহা বাতাদি দোষনাশক।

কর্পূররস (পুং) কর্পূর ইব কৃতো রসঃ পারদঃ, মধ্যলো°। পাকবিশেষের দ্বারা কর্পূরের ন্যায় কৃত পারদ, রসকর্পূর। ভাবপ্রকাশের মতে ইহার পাকপ্রণালী এইরূপ,—

"রস-কর্পূর প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে সামান্যরূপে পারদ শোধন করিয়া লইতে হইবে; পরে ঐ পারদের সম পরিমিত গেরিমাটী, ইটের গুঁড়া, ফটকিরি, সৈন্ধব, উইমাটী, ক্ষার লবণ ও হাঁড়ি রঙ্ করিবার মাটীর চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া এক প্রহর মর্দ্দন করিবে। তাহার পর ঐ সমস্ত চূর্ণের সহিত পারদ একটি হাঁড়িতে রাখিয়া তাহার উপর আর একটি হাঁড়ি দিয়া মাটি ও নেকড়া দ্বারা সন্ধিস্থান লেপিয়া দিতে হইবে। ক্রমে ক্রমে তিনবার লেপ দিয়া শুষ্ক হইলে ঐ হাঁড়ি অগ্নিতে জাল দিতে হইবে, অনবরত ৪ দিন জাল দিয়া, আরও একদিন অঙ্গারের উপর রাখিতে হইবে। পাঁচদিনের পর অতি সাবধানতার সহিত উপরের হাঁড়িটি খুলিয়া লইবে। তাহাতে যে কর্পূরের ন্যায় পারদ লাগিয়া থাকিবে, তাহারই নাম কর্পূররস বা রসকর্পূর। এই রসকর্পূর অনুপান বিশেষের সহিত প্রয়োগ করিলে, ফিরঙ্গরোগ ও তজ্জন্য উপদ্রব সকল নিবারিত হয়, এবং অগ্নির দীপ্তি, শারীরিক পুষ্টি ও বিপুল বলবীর্য্য লাভ করিয়া শত রমণী সম্ভোগে সামর্থ্য জন্মিয়া থাকে।

কর্পূরসরস্ (ক্লী) সরোবরবিশেষ।

কর্পূরস্তব (পুং) কর্পূরাদি শব্দঘটিতঃ স্তবঃ মধ্যলো°। শ্যামাস্তববিশেষ; এই স্তবের প্রথমে কর্পূর শব্দ আছে বলিয়া ইহাকে কর্পূরস্তব কহিয়া থাকে।

কর্পূরা (স্ত্রী) কৃপ-উর-টাপ্। হরিদ্রাবিশেষ, আমাদা।

কর্পূরী [ন্] (ত্রি) কর্পূরো২স্ত্যস্য, কর্পূর-ইনি। কর্পূরযুক্ত।

কর্পূরিল (ত্রি) কর্পূরো২স্ত্যস্তি, কর্পূর কাশাদিত্বাৎ ইল (বুঞ্ছণ্ কঠজিলেত্যাদি। পা ৪।২।৮০) কর্পূর যুক্ত।

কর্ফর(পুং) কীর্য্যতে ক্ষিপ্যতে, কৃ-বিচ্; ফল্যতে ফল-কলস্ত রঃ; কীর্য্যমানঃ ফলঃ প্রতিবিম্বো যত্র, বহুব্রী। দর্পণ, আয়না।

কর্ব্বুদার (পুং) কর্ব্বুরিব কর্ব্বুঃ সন্ বা শ্লেষ্মাণং মলং বা দারয়তি, কর্ব্বু-দৃ-ণিচ্-অচ্। ১ কোবিদারবৃক্ষ। ২ শ্বেতকাঞ্চন। ৩ নীলঝিণ্টী।

("শণস্য কোবিদারস্য কর্ব্বুদারস্য শাল্মলেঃ।
পুষ্পং গ্রাহি প্রশস্তঞ্চ রক্তপিত্তে বিশেষতঃ। চরক সূত্র ২৭ অঃ।)

কর্ব্বুদারক (পুং) কর্ব্বুদারবৎ কায়তি, কর্ব্বুদার কৈ-ক; যদ্বা কর্ব্বুরিব শ্লেষ্মাণং দারয়তি, কর্ব্বু-দৃ-ণিচ্-ণ্বুল্। শ্লেষ্মান্তক।

কর্ব্বুর (ক্লী) কর্ব্বতি গর্ব্বতি অস্মাৎ অনেন বা, কর্ব্ব দর্পে উরচ্ (মদ্গুরাদয়শ্চ। উণ্ ১।৪২) ১ স্বর্ণ। ২ ধুস্তুরবৃক্ষ। ৩ জল। ৪ (পুং) (কর্ব্বতি হিনস্তি জীবন, কর্ব্ব-উরচ্) রাক্ষস। ৫ পাপ।

(কর্ব্বুরং সলিলে হেম্নি কর্ব্বুরঃ পাপরক্ষসোঃ। মেদিনী)
৬ (কর্ব্বতি নানাবর্ণতাং গচ্ছতি) নানাবর্ণ; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—চিত্র, কির্ম্মীর, কল্মাষ, শবল ও এত। ৭ (ত্রি) নানাবর্ণবিশিষ্ট, চিত্রিত। ৮ শঠী। ৯ নদীজাত নিস্পাব ধান্য।

কর্ব্বুরফল (পুং) কর্ব্বুরং চিত্রবর্ণং ফলং যস্য, বহুব্রী। সাকুরুণ্ডবৃক্ষ।

কর্ব্বুরা (স্ত্রী) কর্ব্বুর-টাপ্। ১ কৃষ্ণতুলসী, পারুল। ২ বাবুই তুলসী।

কর্ব্বুরিত (ত্রি) কর্ব্বুরো২স্য জাতঃ, কর্ব্বুর-ইতচ্। চিত্রিত, নানাবর্ণবিশিষ্ট।

কর্ব্বুরী (স্ত্রী) কর্ব্বুর গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্ (ষিদ্‌গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১) দুর্গা।

কর্ব্বূর (ক্লী) কর্ব্বতি গর্ব্বং প্রাপ্নোতি যস্মাৎ, কর্ব্ব-উর (খর্জিপিঞ্জাদিভ্য উরোলচৌ। উণ্ ৪।৯০)। ১ স্বর্ণ। ২ হরিতাল। ৩ (পুং) শঠী। ৪ রাক্ষস। ৫ দ্রাবিড়ক, কাঁচা হলুদ। ৬ নানাবর্ণ।

কর্ব্বূরক (পুং) কর্ব্বূর স্বার্থে কন্। ১ হরিদ্রাভবৃক্ষ, কাঁচা হলদি। ২ কালহরিদ্রা। ৩ কর্পূরহরিদ্রা, আমাদা। ৪ কাকবসন্ত, কাঞ্চিকতা হরিদ্রা বা হরিদ্রাভকচোরা; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—দ্রাবিড়ক, কাল্লক, বেধমুখ্যক, কাল্যক।

কর্ব্বূরিত (ত্রি) কর্ব্বূরো২স্য সংজাতঃ, কর্ব্বূর ইতচ্। চিত্রিত, নানাবর্ণবিশিষ্ট।

কর্ম্ম [ন্] (পুং, ক্লী) কৃ কর্ম্মণি মণিন্ অর্দ্ধর্চ্চাদি। যাহা করা যায়, তাহাকে কর্ম্ম বলে। বৈয়াকরণ পণ্ডিতেরা বলিয়া থাকেন যে—"তৎক্রিয়ানাশ্রয়ত্বে সতি তৎক্রিয়াজন্য ফলশালিত্বং কর্ম্মত্বং" ইতি কর্ম্মলক্ষণ।

যে ক্রিয়ার আশ্রয় না হইয়াও সেই ক্রিয়াজন্য ফলবিশিষ্ট হয়, সেই সেই ক্রিয়ার কর্ম্ম। যথা "ওদনং পাতি"। এইস্থানে কর্ত্তৃসমবেত পাকক্রিয়ার অনাশ্রয় ওদন পাক জন্য বিক্লিত্তিরূপ ফলবিশিষ্ট হইয়াছে বলিয়া উক্ত ওদনই কর্ম্ম লক্ষণের লক্ষ্য হইল। উক্ত কর্ম্ম তিন প্রকার—নির্ব্বর্ত্ত্য, বিকার্য্য ও

প্রাপ্য। যে বস্তু অবিদ্যমান থাকিয়া উৎপত্তি দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহাকে নির্ব্বর্ত্ত্য বলে যেমন "কটং করোতি" এখানে কট পূর্ব্বে অবিদ্যমান ছিল, পরে উৎপত্তি দ্বারা আত্মলাভ করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে, সুতরাং কট-কে নির্ব্বর্ত্ত্য কর্ম্ম বলা যায়।

যে বস্তু পূর্ব্বে সৎ হইয়া পরে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহাকে বিকার্য্য বলে, যেমন "ওদনং পচতি" এখানে ওদন পূর্ব্বে সৎ হইয়া পরে কেবলমাত্র অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া ওদনই বিকার্য্য কর্ম্মের উদাহরণ হইল। এই বিকার্য্য কর্ম্ম দ্বিবিধ, প্রকৃতিনাশসম্ভূত ও গুণান্তরোৎপত্তি দ্বারা নামান্তরবিশিষ্ট। "কাষ্ঠং ভস্ম করোতি" এইস্থলে কাষ্ঠ বিনষ্ট হইয়া ভস্মের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া প্রকৃতিনাশসম্ভূত কর্ম্মের উদাহরণ হইল। "সুবর্ণং কুণ্ডলং করোতি" এইস্থলে সুবর্ণ হইতে গুণান্তরবিশিষ্ট কুণ্ডলের উৎপত্তি হইয়াছে এবং গুণান্তরোৎপত্তি দ্বারা সুবর্ণই নামান্তর দ্বারা অভিহিত হইয়াছে বলিয়া দ্বিতীয় উদাহরণ সুসঙ্গত হইল। নির্ব্বর্ত্ত্য ও বিকার্য্য ভিন্ন কর্ম্মকে প্রাপ্য বলে, যেমন "আদিত্যং পশ্যতি।"

মীমাংসকেরা কর্ম্ম দুই প্রকার বলিয়া থাকেন, অর্থ কর্ম্ম ও গুণ কর্ম্ম। যে কর্ম্ম দ্বারা আত্মাতে কোনরূপ অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, তাহাকে অর্থ কর্ম্ম বলে, যেমন অগ্নিহোত্র যাগ। এই যজ্ঞ করিলে যাজ্ঞিকের আত্মাতে স্বর্গজনক অদৃষ্ট উৎপন্ন হয়, এবং সেই অদৃষ্ট দ্বারা পরে যজ্ঞকর্ত্তা স্বর্গ লাভ করে। যে কর্ম্ম দ্বারা বস্তু সংস্কৃত হয়, তাহাকে গুণ কর্ম্ম বলে। যথা, "ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি" এখানে প্রোক্ষণ দ্বারা ব্রীহিকে সংস্কৃত করা হইয়াছে বলিয়া প্রোক্ষণকে গুণকর্ম্ম বলা যায়।

অর্থকর্ম্ম নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য ভেদে তিন প্রকার, যাহা না করিলে পাপ হয়, তাহাকে নিত্য কর্ম্ম বলে। অগ্নিহোত্র প্রভৃতি যজ্ঞ না করিলে ব্রাহ্মণের পাপ হয় বলিয়া অগ্নিহোত্রাদি ব্রাহ্মণের নিত্য কর্ম্ম। যে কর্ম্ম কোন নিমিত্ত উপলক্ষে করা হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক কর্ম্ম বলে; গোবধাদি পাপক্ষয়ার্থ প্রায়শ্চিত্ত গোবধাদি নিমিত্ত উপলক্ষে করা হয় বলিয়া উহা নৈমিত্তিক কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত। নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম না করিলে পাপ হয়, কিন্তু করিলে কোন ফল হয় না, এই মত কোন কোন পণ্ডিত বলিয়া থাকে। বাস্তবিক তাহা অমূলক, যেহেতু নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম দ্বারা পাপ ক্ষয় হয় এই মত স্মৃতির বচনে লেখা আছে,—

"নিত্য নৈমিত্তিকৈরেব কুর্ব্বাণো দুরিতক্ষয়ং।"

মীমাংসা পরিভাষা।

যে কর্ম্ম কোন ফল কামনাপূর্ব্বক করা যায়, তাহাকে কাম্য বলে। যেমন "কারীরি যাগ" ইহা বৃষ্টি কামনাশীল পুরুষ কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহাকে কাম্য বলা যায়। কাম্য কর্ম্ম তিন প্রকার, ঐহিক ফলক, আমুষ্মিক ফলক ও ঐহিকামুষ্মিক ফলক। যে কর্ম্ম দ্বারা ইহলোকে ফল উৎপন্ন হয়, তাহাকে ঐহিক ফলক বলে, কারীরি যাগ দ্বারা ইহলোকে বৃষ্টিরূপ ফল উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহা ঐহিক ফলক। যে কর্ম্ম পরকালে ফলের উৎপাদক হয়, তাহাকে আমুষ্মিক ফলক বলে, অগ্নিহোত্রাদি যাগ ইহকালে কাহার স্বর্গ প্রদান করে না, কিন্তু পরকালেই স্বর্গ প্রদান করিয়া থাকে, সুতরাং অগ্নিহোত্র যাগই আমুষ্মিক ফলক। যে কর্ম্ম ইহকাল ও পরকালে ফলপ্রদ তাহাকে ঐহিকামুষ্মিক ফলক বলে।

বোধায়নাচার্য্য জ্ঞানসহকারে এই কর্ম্মকে মুক্তির কারণ বলেন, কিন্তু অদ্বৈতবাদী শঙ্করাচার্য্য ইহা স্বীকার করেন না। শঙ্কর বলেন যে, যখন ব্রহ্ম ভিন্ন সকলই মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, এই জ্ঞান চিত্তক্ষেত্রে অঙ্কুরিত হয়, তখন সেই জ্ঞানী পুরুষ কর্ম্ম ও তৎসাধনাভূত মিথ্যা মনে করে এবং পরমব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে নিজের অস্তিত্বও স্বীকার করে না, সুতরাং কর্ম্মকর্ত্তা ও সাধনের মিথ্যাত্ব প্রযুক্ত সেই জ্ঞানসময়ে কর্ম্ম থাকার সম্ভাবনা নাই বলিয়া জ্ঞান সহকারে কর্ম্ম মুক্তির কারণ হইতে পারে না, কেবলমাত্র জ্ঞানই মুক্তির কারণ। ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে চিত্ত পরিশুদ্ধ হইয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্ম তত্ত্বজ্ঞানের ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়, পরে বিশুদ্ধ চিত্তে সেই কূটস্থ ব্রহ্ম প্রতিবিম্বিত হইলে মুক্তিলাভ হয়।

জৈন মতে কর্ম্ম দুই প্রকার—ঘাতি কর্ম্ম ও অঘাতি কর্ম্ম। যে কর্ম্ম মুক্তির বিঘ্নকর তাহার নাম ঘাতি কর্ম্ম। এই ঘাতি কর্ম্ম চারিপ্রকার, জ্ঞানাবরণীয়, দর্শনাবরণীয়, মোহনীয় ও আন্তর্য্য। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তি হয় না, এই জ্ঞানকে জ্ঞানাবরণীয় কর্ম্ম বলে। আর্হত দর্শন অধ্যয়ন করিলে মুক্তি হয় না, এই জ্ঞানকে দর্শনাবরণীয় কর্ম্ম বলে। শাস্ত্রে মুক্তির পরস্পর বিরুদ্ধ অনেক পথ প্রদর্শিত হইয়াছে, কিন্তু কোনটী মুক্তির প্রকৃত কারণ এই বিশেষের অনবধারণকে মোহনীয় কর্ম্ম বলে। মোক্ষপথে প্রবৃত্তির বিঘ্ন করাকে আন্তর্য্য বলে। অঘাতি কর্ম্মও চারি প্রকার—বেদনীয়, নামিক, গোত্রিক ও আয়ুক। ঈশ্বরতত্ত্ব আমার জ্ঞাতব্য এই অভিমানকে বেদনীয় কর্ম্ম বলে। আমি অমুক নামবিশিষ্ট এই অভিমানকে নামিক কর্ম্ম বলে। আমি অমুকবংশে জন্ম-

গ্রহণ করিয়াছি এই অভিমানকে গোত্রিক কর্ম্ম বলে। শরীর রক্ষার জন্য যে কর্ম্ম করা যায়, তাহাকে আয়ুক কর্ম্ম বলে। উক্ত চারি প্রকার কর্ম্ম মুক্তির কোনও বিঘ্নকারী হয় না, এইজন্য ইহাকে অঘাতি কর্ম্ম বলা যায়।

নৈয়ায়িকগণ ক্রিয়াকে কর্ম্ম বলেন এবং তাহাকে পাঁচ প্রকারে বিভক্ত করেন; যথা উৎক্ষেপণ, অবক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন। যে ক্রিয়াদ্বারা উপরে কোন বস্তু সংযুক্ত করা যায়, তাহাকে উৎক্ষেপন বলে। যে ক্রিয়া দ্বারা অধোদেশে কোন বস্তুর সংযোগ হয়, তাহাকে অবক্ষেপন বলে। যে ক্রিয়াদ্বারা প্রস্ফুটিত বস্তু মুদ্রিত হয়, তাহাকে আকুঞ্চন বলে। যে ক্রিয়া দ্বারা মুদিত বস্তু প্রস্ফুটিত হয়, তাহাকে প্রসারণ বলে। যে ক্রিয়াদ্বারা একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাওয়া যায়, তাহাকে গমন বলে। এই গমন পাঁচ প্রকার; যথা ভ্রমণ, রেচন, স্পন্দন, ঊর্দ্ধজ্বলন ও তির্য্যগ্‌গমন। এই সম্বন্ধে ভাষাপরিচ্ছেদে লিখিত আছে—

"উৎক্ষেপণমবক্ষেপণমাকুঞ্চনন্তথা।
প্রসারণঞ্চ গমনং কর্ম্মাণ্যেতানি পঞ্চ চ॥
ভ্রমণং রেচনং স্পন্দনোর্দ্ধজ্বলনমেব চ।
তির্য্যগ্‌গমনমপ্যত্র গমনাদেব লভ্যতে॥"

পূর্ব্বে মীমাংসকেরা জ্ঞান অপেক্ষা কর্ম্মের প্রাধান্য স্বীকার করিতেন, আবার বৈদান্তিকেরা বলিতেন, 'কর্ম্ম অপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, কারণ জ্ঞান না জন্মিলে মুক্তি হয় না'।

উক্ত মতবৈষম্য দূর করিবার জন্য মহাযোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় অতি চমৎকার মহোৎকৃষ্ট মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং অতি দুর্জ্ঞেয় যে কর্ম্মতত্ত্ব তাহা অতি মনোহর ও বিস্তারিতরূপে সুবোধগম্য করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

গীতার তৃতীয়াধ্যায় অবধি ষষ্ঠাধ্যায় পর্য্যন্ত ও অষ্টাদশাধ্যায়ে কর্ম্মসম্বন্ধীয় অনেক কথা ও অন্যান্যাধ্যায়ে তৎসংক্রান্ত কোন না কোন মহৎ প্রসঙ্গ বিবৃত আছে, কিন্তু তৃতীয় অধ্যায়টি কেবল কর্ম্মাত্মক, এইজন্য সেই অধ্যায়ের নাম কর্ম্মযোগাধ্যায়। শ্রীকৃষ্ণের মতে শারীরিক ব্যাপারের নাম কর্ম্ম, তদভাবকে অকর্ম্ম বলে। পুনশ্চ শাস্ত্র বিধেয় যাহা তাহা কর্ম্ম ও তন্নিষিদ্ধ অকর্ম্ম। আবার কর্ম্মসাধন সত্ত্বেও অকর্ম্ম বোধ এবং অকর্ম্ম সত্ত্বেও কর্ম্ম ঘটিতে পারে। কর্ম্মের বিভাগ নানা প্রকার, তন্মধ্যে বৈষয়িক বিবিধ সুখাভিলাষ, তৃপ্তি বা স্বর্গাদি পুণ্যফল প্রাপ্তি জন্য কামনা করিয়া যে কর্ম্ম করা হয়, তাহার নাম কাম্য কর্ম্ম; তৎকামনাশূন্য হইয়া অহংজ্ঞান পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বরের কেবলমাত্র সত্ত্বা জ্ঞানে তন্ময়চিত্তে তদ্ভক্তিতে তৎপ্রীত্যর্থে যে কর্ম্ম, তাহাই নিষ্কাম কর্ম্ম, আর চিত্তশুদ্ধির জন্য যে নিয়মিত কর্ম্ম, তাহা নিত্য কর্ম্ম। শরীর বাক্য মন প্রভৃতির প্রবর্ত্তক পঞ্চবিধ কারণ শরীর, কর্ত্তা (অর্থাৎ চিত্ত ও অহঙ্কার), চক্ষু কর্ণ ইন্দ্রিয়াদি প্রাণাদির বিবিধ বায়ুর ব্যাপার এবং চক্ষু কর্ণাদির আনুকূল্যকারী সূর্য্য বায়ু ইত্যাদি। ঈশ্বরের সত্ত্বাতেই দুর্জ্ঞেয়া মায়ার সত্ত্বা, মায়া হইতেই উদ্ভব সত্ত্ব রজ তমঃ ত্রিবিধ গুণ, পৃথিব্যাদিতে কোন সত্ত্বই নাই যাহা এই ত্রিগুণমুক্ত; সুতরাং সকলই এই গুণের প্রাদুর্ভাবভেদে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম করে এবং তজ্জন্যই কর্ম্মের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ত্রিবিধ বিভাগ হইয়াছে। বিশেষ কর্ম্মের যে বিশেষ বিশেষ ফল ও পাপপুণ্যাদি তাহার নিয়ন্তা ঈশ্বর নহেন; প্রাকৃতিক অলঙ্ঘনীয় নিয়মে তাহা ঘটিয়া থাকে। অহংভাব অর্থাৎ কর্ত্তৃত্বাভিমানশূন্য আত্মীয়ের প্রতি স্নেহ, শত্রুর প্রতি দ্বেষবর্জ্জিত ও ফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত হইয়া যে নিত্য কর্ম্ম করা হয়, তাহা সাত্ত্বিক। ফলাকাঙ্ক্ষায় ও অহঙ্কারযুক্ত হইয়া অতিশয় আয়াসে যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা রাজসিক এবং ভবিষ্যৎ নিজ শুভাশায় বিত্তনাশ করিয়া পরহিংসারত হইয়া নিজ সামর্থ্য পর্য্যালোচনা না করিয়া যে কর্ম্ম করা হয়, তাহা তামসিক। জ্ঞান, বুদ্ধি, ধৃতি, শ্রদ্ধা এবং কর্ত্তা ইহাদেরও সত্ত্বানুরূপ ত্রিবিধ লক্ষণ দর্শিত হইয়াছে, যজ্ঞ তপঃ, দান এবং আহার ইহারও ঐ প্রকার ত্রিধা ভেদ, কর্ম্মের রূপ ভেদ এই সকলের উপর নির্ভর করে।

শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়ের প্রশংসা করিয়া জ্ঞানের মহোৎকর্ষতা দেখাইয়াছেন এবং বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি প্রকৃত জ্ঞানী আত্মতত্ত্বজ্ঞ আত্মার প্রসাদে আত্মক্রিয়াতেই আত্মায় সন্তুষ্ট, "তদ্‌বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ", সে ব্যক্তির নিজের পক্ষে কর্ম্মের কোন প্রয়োজন নাই, করিলেও কোন ইষ্ট নাই, না করিলেও কোন প্রত্যবায় (পাপ) নাই। কিন্তু এতদুক্তি অনুযায়িক কর্ম্মকাণ্ডের অকর্ত্তব্যতা আশঙ্কা দূরীকরণার্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন অধ্যায়ে সর্ব্বদা স্বকর্ত্তব্য মহদুপদেশ দিয়াছেন এবং এককালীন সাংখ্য, যোগ ও পূর্ব্বমীমাংসার ক্রিয়াকলাপসম্বন্ধীয় আপাততঃ বিরোধি মতের সামঞ্জস্য করিয়াছেন। কর্ম্ম বন্ধনস্বরূপ অর্থাৎ মুক্তিলাভের বাধকস্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে, এইজন্য সাংখ্য-মনীষিগণ কর্ম্ম দোষাবহ বলিয়া তত্ত্যাগ বিধান করিয়াছেন; তবে মীমাংসকেরা বলেন যে যজ্ঞদান ও তপস্যা কখনই পরিত্যাগ কর্ত্তব্য নহে, উভয় মত ধরিলে মহাবিরোধ ঘটিয়া উঠে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহাতে কোন বিরোধ নাই। কারণ দেহধারী মাত্রেই অশেষরূপে কর্ম্মত্যাগের ক্ষমতাই নাই, 'নহি দেহভৃতাশক্য

ত্যক্তুং কর্ম্মণ্যশেষতঃ।' কেহ কখন কর্ম্মত্যাগ করিয়া ক্ষণকাল মাত্র থাকিতে পারেন না, তাঁহার ইচ্ছার বিরোধেও প্রকৃতির গুণ তাহাকে কর্ম্মরত করায় দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শ, ঘ্রাণ, ভোজন এই যে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম এবং গমন, আলাপ, স্বপ্ন, নিশ্বাস, মলমূত্রাদি ত্যাগ, গ্রহণ ও নেত্র উন্মীলন ও নিমীলন যে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের কর্ম্ম, তাহা ইন্দ্রিয়দিগের স্বতঃ প্রাকৃতিক নিয়মের কার্য্য, ইচ্ছা দ্বারা অনিবার্য্য। তবে যাহারা অভ্যাস বলে কর্ম্মেন্দ্রিয় (বাক্ পাণি পাদ পায়ু ও উপস্থ)-সকলকে সংযম করিয়াও তাহাদের মন লালসায় পরিপূর্ণ থাকে, তাহারা কপটাচারী। ত্যাগও সত্ত্বানুরূপ ত্রিধা ভেদাত্মক। আসক্তি ও কর্ম্মফল পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল কর্ত্তব্য বোধে যে কার্য্যানুষ্ঠান তাহা সাত্ত্বিক ত্যাগ। এরূপ ত্যাগী সত্ত্বগুণসম্পন্ন মেধাবী ও সংশয়বিরহিত, তিনি দুঃখাবহ বিষয়ে দ্বেষ ও সুখাবহ বিষয়ে অনুরাগ প্রদর্শন করেন না। ফলতঃ তাহারাই কর্ম্মফলত্যাগী বলিয়া বাচ্য। দুঃখাবহ বিষয় কায়ক্লেশ ভয়ে ত্যজ্য হইলে তাহাকে রাজসিক ত্যাগ বলে এবং নিত্যকর্ম্ম মোহবশতঃ ত্যজ্য হইলে তাহা তামসিক ত্যাগ হয়। এক্ষণে উভয় মতের সামঞ্জস্যে শ্রীকৃষ্ণ এই মত প্রকাশ করিতেছেন যে, পণ্ডিতেরা কাম্য কর্ম্মের ত্যাগকেই সন্ন্যাস এবং সকল প্রকার কর্ম্মফল ত্যাগকেই ত্যাগ কহিয়া থাকেন। যজ্ঞ, দান, তপস্যা, কদাচ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে; এই কয়েকটি কার্য্য বিবেকীদিগের চিত্ত শুদ্ধির কারণ। এই কথাটিই নিশ্চয় যে, আসক্তি ও কর্ম্মফল পরিত্যাগ করিয়া এই সমস্ত কার্য্য অনুষ্ঠান করাই শ্রেয়, কর্ম্মত্যাগ কখনই কর্ত্তব্য নহে। জ্ঞানযোগ যদিও শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানভিত্তিস্থাপিত ভক্তি-উদ্ভাবিত শান্তি জ্ঞান-অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ, তথাচ বিধেয় কর্ম্মারম্ভ ভিন্ন যখন জ্ঞানলাভের ব্যাঘাত হয়, তখন তৎতৎকর্ম্ম বর্জ্জন অপেক্ষা সাধন অবশ্য কর্ত্তব্য। জ্ঞানোপদেশে মানসবৃত্তির প্রকৃত চালনা দ্বারা ও অভ্যাস বলে ইন্দ্রিয় বশীভূত করিয়া আসক্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি কর্ম্মানুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। আসক্তি ত্যাগপূর্ব্বক ঈশ্বর-উদ্দেশে যে কর্ম্ম করা না হয় তাহাই বন্ধন। ঈশ্বর উদ্দেশের কর্ম্মই প্রকৃত যজ্ঞ নামধেয়, নানা কামনা সিদ্ধি করিবার জন্য যে কর্ম্ম ও বৈদিক ক্রিয়াকলাপ করা হয়, তাহাতে মন কেবল সেই কর্ম্ম সিদ্ধির উপর নিবেসিত থাকে, ঈশ্বর-বিমুখ হয়। তথাচ যখন নানা মনুষ্য নানা প্রকৃতিস্থ, তখন যেমন বালককে লাড্ডু লোভ দেখাইয়া বিদ্যাশিক্ষায় প্রবৃত্ত করান হয়, সেইরূপ তদ্বৎ কর্ম্মফল আশায় ক্রিয়াকলাপাদি করা ধর্ম্মসোপানের একটি নিম্ন পৈঠা মাত্র, এবং "সহ যজ্ঞা প্রজাসৃষ্ট্যাদি" শ্লোকে কৃষ্ণ সে ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন, আর এই সতর্কতা দর্শাইয়াছেন যে, যেরূপ অগ্নি প্রথম উদ্দীপন সময়ে ধূমাচ্ছন্ন হয়, সেইরূপ সকল কর্ম্মেরই প্রারম্ভে দোষ দর্শন হইলেও তাহা পরিত্যাগ না করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক তাহা অভ্যাস করা কর্ত্তব্য। শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, যে ব্যক্তি সিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহার যদিও কোন ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজন নাই, তথাচ যখন তৎকর্ম্ম-সিদ্ধাকাঙ্ক্ষীর প্রয়োজন এবং যখন ইতর পুরুষ শ্রেষ্ঠের কার্য্যানুগামী হয়, তখন সিদ্ধপুরুষ জন-হিতার্থ তৎতৎকর্ম্ম করিতে পারেন; সিদ্ধির সর্ব্বোচ্চ সোপানের পৈঠায় উঠিবার জন্য অর্থাৎ ঈশ্বরতত্ত্বে ঈশ্বরভক্তিতে নিবিষ্ট হইবার জন্য কর্ম্মফলত্যাগী হইয়া নিষ্কাম কর্ম্মসাধন আবশ্যক এবং এরূপ কর্ম্মে প্রবৃত্ত্যর্থ নিম্নশ্রেণীর লোকের পক্ষে সকাম কর্ম্মও বিধেয়। কিন্তু নিম্ন দুই শ্রেণীর লোকের সততই আচার্য্য উপদেশে তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা প্রয়োজন। কর্ম্মের যে মোক্ষ উদ্দেশ্য ঈশ্বরজ্ঞান ও ঈশ্বরভক্তির জন্য চিত্তশুদ্ধি তাহা বিস্মৃত হইয়া কেবল কর্ম্মপরায়ণ হইয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা বৃথা।

ঈশ্বরে সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্পণ করা অর্থাৎ যজ্ঞ, তপস্যা, দান ও বিবিধ যত কিছু সৎকার্য্য মানব করিয়া থাকে, তাহাতে তাঁহাকেই স্মরণ, তাঁহারই মহিমা কীর্ত্তন, তাঁহারই বিভূতিদর্শন করা হয়; কখন বা তাঁহারই বিশ্বরূপ, কখন বা সৌম্য মূর্ত্তি ধ্যান করিলে এমনই অনির্ব্বচনীয় ভাব মনে উপস্থিত হয়, যে তাহাতে অহংভাব বিমুক্ত সোঽহং জ্ঞান উপস্থিত হইয়া মোক্ষ লাভ হয়। এই পরাসিদ্ধি সাধকের প্রাপ্ত হওয়া দুর্লভ, এজন্য কেবলমাত্র ঈশ্বরপরায়ণ হইলে যে ব্যবসায়িকা বুদ্ধি লাভ করিতে হয়, তাহাতে কৃতকার্য্য না হইতে পারিলেও ক্ষতি নাই, এ এমনই ধর্ম্ম যে ইহার যতদূর সাধন হয় ততদূরই কল্যাণকর। বৈষয়িক অকিঞ্চিৎকর সুখ লাভও হইল না, সিদ্ধি লাভও হইল না বলিয়া দুঃখের বিষয় কিছুই নহে, যে হেতু যখন এরূপ কর্ম্ম সমর্পণ দ্বারা ঈশ্বরমগ্ন হইলে পবিত্র সুখের ইয়ত্তা নাই, অনির্ব্বচনীয় সুখ লাভ হয়, তজ্জন্য ইহজন্মে যোগভ্রষ্ট অর্থাৎ উক্ত প্রকার চরম সিদ্ধির অলাভ হইলে, ইহজন্মের কিয়ৎ পরিমাণে তৎকার্য্য বলে পরজন্মে তৎকর্ম্ম সাধনে অধিক সমর্থবান্ হওয়া যায়। তাই কাহারও অনেক জন্মান্তরে সিদ্ধিলাভ, কাহারও পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্ম বলে শীঘ্র সিদ্ধি লাভ হয়। দ্রব্য যজ্ঞাদি যত প্রকার যজ্ঞ কর্ম্ম, তদপেক্ষা ঈশ্বর পরায়ণতা স্বরূপ জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেষ্ঠ এবং সেই যজ্ঞের যে প্রধান ফল ঐশিক ভাব প্রাপ্ত হওয়া, তদ্ভাব মধ্যে সর্ব্বভূতের প্রতি সমদৃষ্টি এবং সৌহার্দ্য পরিগণিত। সুতরাং যিনি সর্ব্বভূত

হিতে রত, যাঁহার শত্রুমিত্রে সমান প্রীতি ও দয়া, এবং যিনি স্বীয় ইষ্টানিষ্ট ভুলিয়া সর্ব্ব কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করেন, তিনিই পরম যোগী।

কর্ম্মকর (ত্রি) কর্ম্ম করোতি মূল্যেন কর্ম্মন্, কৃ-ট- (কর্ম্মণি ভৃতৌ। পা ৩।২।২২)। ১ বেতন লইয়া কার্য্যকারক, চাকর। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়। ভৃতক, ভৃতিভুক, বৈতনিক, বেতনোপজীবী, ভরণ্যভুক্ ও কর্ম্মণ্যভুক্। ২ কর্ম্মকারক, যে কর্ম্ম করে।

("শিষ্যান্তেবাসিভৃতকাশ্চতুর্থস্তধিকর্ম্মকৃৎ।
এতে কর্ম্মকরা জ্ঞেয়াঃ।" মিতাক্ষরা।)

৩ (পুং) (কর্ম্মহিংসাং করোতি, কৃ-হেত্বাদৌ ট) যম।

(কর্ম্মকরো ভৃত্যে বেতনাজীবিনঃ ত্রিষু। কীনাশে পুংসি। মেদিনী।)

কর্ম্মকরী (স্ত্রী) কর্ম্মন্-কৃ-ট-ঙীপ্। ১ দাসী। ২ মূর্ব্বালতা। ৩ বিম্বিকা লতা, তেলাকুচার লতা।

কর্ম্মকর্ত্তা (পুং) কর্ম্মণঃ কর্ত্তা সম্পাদকঃ, ৬তৎ। ১ কার্য্যকারক। ২ (কর্ম্মৈব কর্ত্তা) ব্যাকরণোক্ত বাচ্যবিশেষ; ইহাতে কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব বিবক্ষা দ্বারা কর্ম্ম কর্ত্তৃত্বতা প্রাপ্ত হয়।

"ক্রিয়মাণস্তু যৎকর্ম্ম স্বয়মেব প্রসিধ্যতি।
সুকরৈঃ স্বৈগুণৈঃ কর্ত্তুঃ কর্ম্মকর্ত্তেতি তদ্বিদুঃ॥"

কর্ত্তা যে কর্ম্ম করিতেছেন, তাহা যদি নিজের গুণে আপনা হইতেই সম্পন্ন হয়, তাহাকেই কর্ম্মকর্ত্তা কহে। এই বাচ্যে কর্ম্মবাচ্যের ন্যায় যক্, আত্মনেপদ, চিণ্, চি্ণ্যৎ ও ইট্ হয়, এবং কর্ম্মে প্রথমা হইয়া থাকে।

কর্ম্মকাণ্ড (ক্লী) কর্ম্মণাং কর্ত্তব্যতাপ্রতিপাদকং কাণ্ডম্, মধ্যলো°। কর্ম্মের কর্ত্তব্যতাপ্রতিপাদক বেদাংশ। [কর্ম্ম দেখ।]

কর্ম্মকার (ত্রি) কর্ম্ম করোতি ভৃতিং বিনা ইতি শেষঃ। ১ বেতন ব্যতিরেকে যাহারা কর্ম্ম করে, বেগার। ২ কামার নামক জাতিবিশেষ। [কামার দেখ।]

("হরিণাক্ষি ! কটাক্ষেণ আত্মানমবলোকয়।
নহি খড়্গো বিজানাতি কর্ম্মকারং স্বকারণম্॥ উদ্ভট।)

কর্ম্মকারক (ত্রি) কর্ম্মকরোতি, কর্ম্ম-কৃ-ণ্বুল-(ণ্বুল্তৃচৌ। পা ৩।১।১৩৩।) কার্য্যকারক।

কর্ম্মকারী [ন্] (পুং) কর্ম্ম করোতি, কর্ম্ম-কৃ-ণিনি। কর্ম্মকারক। ("তাম্ বিদিত্বা সুচরিতৈ গূঢ়ৈস্তৎ কর্ম্মকারিভিঃ॥" মনু ৯। ২৬১।)

কর্ম্মকীলক (পুং) কর্ম্মণা কীলকইব বস্ত্রক্ষালনাদিনা গৃহস্থানাং মানরক্ষাকপাটকীলকস্বরূপঃ। রজক, ধোবা।

কর্ম্মকুশল (ত্রি) কর্ম্মণি কুশলঃ, ৭তৎ। কর্ম্মে নিপুণ।

কর্ম্মকৃৎ (ত্রি) কর্ম্ম করোতি, কর্ম্মন্-কৃ-ক্বিপ্। কর্ম্মকারক।

("কর্ম্মাপি দ্বিবিধং জ্ঞেয়মশুভং শুভমেব চ।
অশুভং দাসকর্ম্মোক্তং শুভং কর্ম্মকৃতাং স্মৃতম্॥" মিতাক্ষরা।)

কর্ম্মক্ষম (ত্রি) কর্ম্মণি ক্ষমঃ সমর্থঃ, ৭তৎ। কর্ম্ম করিতে সমর্থ।

("আত্ম কর্ম্মক্ষমং দেহং ক্ষাত্রোধর্ম্ম ইবাশ্রিতঃ।" রঘু।)

কর্ম্মক্ষেত্র (ক্লী) কর্ম্মণাং ক্রিয়ানুষ্ঠানানাং ক্ষেত্রম্, ৬তৎ। ভারতবর্ষ, এই স্থানে কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মফলানুসারে অন্যান্য বর্ষে জন্ম হইয়া থাকে। ভাগবতে লিখিত আছে,—

"অত্রাপি ভারতমেব বর্ষং কর্ম্মক্ষেত্রম্। অন্যান্যষ্টবর্ষাণি স্বর্গিণাং পুণ্যশেষোপভোগস্থানানি ভৌমস্বর্গপদানি ব্যপদিশন্তি॥" ভাগবত ৫।২৭।১১।) কথিত বর্ষসমূহ মধ্যে ভারতবর্ষই কর্ম্মক্ষেত্র, অন্যান্য অষ্টবর্ষ স্বর্গবাসিদিগের অবশিষ্ট পুণ্য ভোগের স্থান, এজন্য ঐ সকল বর্ষকে ভৌমস্বর্গ বলিয়া থাকে।

কর্ম্মগ্রন্থি (পুং) কর্ম্মণাং গ্রন্থিবন্ধনমস্মাৎ, বহুব্রী। অজ্ঞান জন্য বাসনারূপ দোষ, এই বাসনাই সকল প্রবৃত্তি ও কর্ম্মবন্ধনের হেতু।

কর্ম্মচণ্ডাল (পুং) কর্ম্মণা চণ্ডালইব। ১ অসূয়ক, হিংস্রক। ২ পিশুন, খল। ৩ কৃতঘ্ন। ৪ অত্যন্ত ক্রোধী।

("অসূয়কঃ পিশুনশ্চ কৃতঘ্নো দীর্ঘরোষকঃ।
চত্বারঃ কর্ম্মচণ্ডালা জন্মতশ্চাপি পঞ্চমঃ॥" বসিষ্ঠ।)

৫ রাহু। ("উত্তিষ্ঠ গম্যতাং রাহো ত্যজ্যতাং চন্দ্রসঙ্গমঃ।
কর্ম্মচণ্ডাল ! যোগোত্থং মম পাপক্ষয়ং কুরু॥"
গ্রহণমুক্তিস্নান মন্ত্র।)

কর্ম্মচন্দ্র (পুং) ১ মালবদেশের একজন রাজা। ২ মগধের একজন রাজা।

কর্ম্মচারী [ন্] (ত্রি) কর্ম্মণি চরতি, কর্ম্ম-চর-ণিনি। বেতন লইয়া যাহারা কার্য্য করে।

কর্ম্মচিৎ (ত্রি) কর্ম্ম-চি-ভূতে ক্বিপ্। ১ কৃতকর্ম্ম, যে কর্ম্ম করা হইয়াছে। ২ কর্ম্মের দ্বারা চীয়মান অর্থাৎ যাহা সঞ্চিত হইতেছে।

("কর্ম্মময়ান্ কর্ম্মচিতস্তে কর্ম্মণৈবাধীয়ন্তে।
কর্ম্মণা চীয়ন্তে।" শতপথ ব্রা ১০।৫।৩।৯।)

কর্ম্মচিত (ত্রি) কর্ম্মণা চিতঃ, কর্ম্ম-চি-ক্ত। কর্ম্মনিষ্পাদ্য, কর্ম্মের দ্বারা যাহা সম্পাদন করিতে হয়।

("তদ্যথেহ কর্ম্মচিতোলোকঃ ক্ষীয়তে এবমমুত্র পুণ্যচিতঃ।" বেদপরি° শ্রুতি।)

কর্ম্মচেষ্টা (স্ত্রী) কর্ম্মণি চেষ্টা, ৭তৎ। ক্রিয়ানুষ্ঠানের চেষ্টা।

("আত্মজন্যা ভবেদিচ্ছা ইচ্ছাজন্যা ভবেৎ কৃতিঃ।
কৃতিজন্যা ভবেচ্চেষ্টা চেষ্টাজন্যা ক্রিয়া ভবেৎ॥" মনু)

কর্ম্মচোদনা (স্ত্রী) কর্ম্মণি কর্ম্মাববোধনে চোদনা বিধিঃ। ১ কর্ম্মবিষয়ে প্রেরণকারক বিধি। ২ (কর্ম্মচোদ্যতে প্রবর্ত্ততেঽনয়া, অ-টাপ্) কর্ম্মে প্রবৃত্তির হেতু।

("জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।" গীতা।)

৩ কর্ম্মবিধি ("চোদনা চোপদেশশ্চ বিশিষ্টৈকার্থ বাচিনঃ। ইত্যনেন উক্ত লক্ষণং ত্রিগুণাত্মকঃ জ্ঞানাদিত্রয়মবলম্ব্য কর্ম্মবিধিঃ প্রবর্ত্ততে।" শ্রীধরস্বামী।)

কর্ম্মজ (পুং) কর্ম্মণঃ কর্ম্মজন্যাদৃষ্টাজ্জায়তে, কর্ম্ম-জন্-ড। ১ কর্ম্মফল জন্য রোগাদি ; এই রোগ শাস্ত্রানুসারে নির্ণীত হইয়া ঔষধপ্রয়োগেও উপশম প্রাপ্ত হয় না, কেবল কর্ম্মক্ষয়েই ইহার শান্তি হইয়া থাকে। ২ জন্মপরিগ্রহ, কায়িক, বাচিক ও মানসিক কর্ম্মবিশেষের ফলে যোনিবিশেষে জন্ম হইয়া থাকে। ৩ পাপপুণ্যাদি। ৪ ক্রিয়া জন্য সংযোগ বিভাগাদি। ৫ বেগনামক সংস্কার।।

("মূর্ত্তমাত্রেতু বেগঃ স্যাৎ কর্ম্মজো বেগজঃ কচিৎ। ভাষাপরি°)

৬ বটগাছ। ৭ (কর্ম্মণো জাতঃ বিষভোগবাসনাবশাৎ ক্রমশো মলিনায়মান বৃত্তিভির্জাত ইত্যর্থঃ) কলিযুগ। ৮ (ত্রি) ক্রিয়াজাত।

("তথা দহতি বেদজ্ঞঃ কর্ম্মজং দোষমাত্মনঃ।" মনু ১২। ১০)

কর্ম্মজগুণ (পুং) কর্ম্মণো জায়তে যো গুণঃ, কর্ম্মধা°। ক্রিয়াজন্য গুণ, সংযোগ, বিভাগ ও বেগ।

("সংযোগশ্চ বিভাগশ্চ বেগশ্চৈতে তু কর্ম্মজাঃ। ভাষাপরি°।)

কর্ম্মজিৎ (পুং) ১ জরাসন্ধবংশীয় মগধের নৃপবিশেষ। ২ উড়িষ্যার একজন রাজা। তিনি ৭৮ খৃঃ হইতে ১৪৩ খৃঃ অব্দ অবধি, ৬৫ বর্ষ রাজত্ব করেন।

কর্ম্মজ্ঞ (ত্রি) কর্ম্ম জানাতি কর্ম্মন্ জ্ঞা-ক। কর্ম্মবোধক, যাহার হিতাহিত ও সময় বুঝিয়া কর্ম্মবিশেষ করিবার জ্ঞান আছে।

কর্ম্মঠ (ত্রি) কর্ম্মণি ঘটতে কর্ম্মন্ অঠচ্ (কর্ম্মণি ঘটোঽঠচ্। পা ৫। ২। ৩৫।) কর্ম্মকুশল, কর্ম্মে সুনিপুণ, যে যত্নের সহিত সুশৃঙ্খলায় নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারে। ইহার অপর নাম কর্ম্মশূর।

("জ্ঞাতাশয়স্তস্য ততোব্যতানীৎ।
স কর্ম্মঠঃ কর্ম্ম সুতানুবন্ধি॥" ভট্টি ১। ১১।)

কর্ম্মণিবাচ্য (পুং) ব্যাকরণোক্ত বাচ্যবিশেষ। এই বাচ্যে কর্ম্মে প্রথমা ও কর্ত্তায় দ্বিতীয়া বিভক্তি হয় এবং কর্ম্মপদের বচন ও পুরুষ নির্দ্দিষ্ট হয়।

কর্ম্মণ্য (ত্রি) কর্ম্মণি সাধুঃ কর্ম্মন্-যৎ। ১ কর্ম্মযোগ্য, কেজো। ২ যাহা কর্ম্মবিশেষে আবশ্যক।

কর্ম্মণ্যতা (স্ত্রী) কর্ম্মণ্যস্য ভাবঃ, কর্ম্মণ্য-তল্-টাপ্ (তস্যভাব স্তত্বলৌ। পা ৫। ১। ১১৯) ১ নিপুণতা। ২ কাজে লাগা।

কর্ম্মণ্যভুক্ (ত্রি) কর্ম্মণ্যং বেতনং ভুঙ্ক্তে, কর্ম্মণ্য-ভুজ-কিপ্। বেতনোপজীবী, চাকর।

কর্ম্মণ্যা (স্ত্রী) কর্ম্মণা সম্পদ্যতে, তত্র সাধু কর্ম্মন্-যৎ-টাপ্। ১ বেতন। ২ মূল্য।

কর্ম্মত্যাগ (পুং) কর্ম্মণঃ ত্যাগঃ, ৬তৎ। কর্ম্ম পরিত্যাগ করা, চাকরি ছাড়িয়া দেওয়া।

কর্ম্মদক্ষ (ত্রি) কর্ম্মণি দক্ষঃ ৭তৎ। কর্ম্মে পটু।

কর্ম্মদুষ্ট (ত্রি) কর্ম্মণা দুষ্টঃ, ৩তৎ। ১ কর্ম্মবিশেষের দ্বারা পতিত। ২ পাপী।

কর্ম্মদেব (পুং) কর্ম্মণা দেবঃ প্রাপ্ত দেবভাবঃ। দেববিশেষ ; অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ সূর্য্য, এবং ইন্দ্র ও প্রজাপতি এই তেত্রিশটি কর্ম্মদেব। অগ্নিহোত্রাদি বৈদিক কর্ম্মফলে ইহারা দেবলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাদিগের মধ্যে ইন্দ্র প্রভু এবং ইহাদিগের আচার্য্য বৃহস্পতি।

কর্ম্মদেবী। মেবারের রাজা সমরসিংহের পত্নী। ইহার পুত্রের নাম রাহুপ। [সমরসিংহ দেখ।]

কর্ম্মদেবতা (স্ত্রী) কর্ম্মণা দেবতা। কর্ম্মদেব।

("জ্যোতিষ্টোমাদিনা স্বর্গং প্রাপ্তাঃ স্যুঃ কর্ম্মদেবতাঃ।" শব্দচি।)

কর্ম্মদোষ (পুং) কর্ম্মৈব দোষঃ, কর্ম্মহেতুদোষো বা। ১ দুষ্ট কর্ম্ম, পাপজনক হিংসাদি কর্ম্ম। ২ কর্ম্ম জন্য পাপাদি। ৩ কর্ম্মবিষয়ক দোষ। ৪ সমস্ত কর্ম্মের মূলকারণস্বরূপ মিথ্যাজ্ঞান জন্য বাসনারূপ দোষ।

কর্ম্মধারয় (পুং) ব্যাকরণোক্ত সমানাধিকরণ পদঘটিত সমাসবিশেষ।

("সমানাধিকরণস্তৎ পুরুষঃ কর্ম্মধারয়ঃ।" পাণিনি।)

কর্ম্মধ্বংশ (পুং) কর্ম্মণো ধ্বংশঃ, ৬তৎ। কর্ম্ম নষ্ট, কর্ম্মক্ষতি।

কর্ম্মনাশা (স্ত্রী) কর্ম্ম নাশয়তি, কর্ম্মন্-নশ-ণিচ্-অণ্-টাপ্। নদীবিশেষ। বঙ্গপ্রদেশের শাহাবাদ জেলার কাইমুর পাহাড় হইতে, অক্ষা° ২৪° ৩৪´ ৩০´´ উঃ, দ্রাঘি° ৮৩°৪১´ ৩০´´ পূঃ মধ্যে নির্গত হইয়াছে। এই নদী উত্তর পশ্চিমমুখে গিয়া দরিহার গ্রামের নিকট শাহাবাদ ও মির্জাপুর দুইদিকে দুই জেলা রাখিয়া বাঙ্গালা ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশকে স্বতন্ত্র করিয়া দিয়াছে। এই নদী চৌসা গ্রামের নিকট গঙ্গানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহার দুইটি শাখা ধর্ম্মাবতী ও দুর্গাবতী।

পাহাড়ের উপরে যেখানে যেখানে কর্ম্মনাশা বহিতেছে, সেখানকার নদীগর্ভ পাথরিয়া হইলেও যেখানে জমি পাইয়াছে সেখানকার গর্ত্ত কর্দ্দমময় ও অতি গভীর। মাঘ ফাল্গুনে এই

নদী শুখাইয়া যায়, কিন্তু বর্ষাকালে ইহার তোড় দেখে কে, তখন অল্পজলে সহজে নামিতে অনেকেই সাহস করে না। সেই সময়ে মালবোঝাই করা বড় বড় নৌকা অনায়াসে ইহার বক্ষে ভাসিয়া যায়। মির্জাপুর জেলার ছানপাথর নামক স্থানে এই নদী ১০০ ফুট উচ্চ হইতে নামিতেছে, অধিক বৃষ্টির সময়ে সেই জলপ্রপাতটি দেখিতে বড়ই সুন্দর। অনেকে বলিয়া থাকেন, এই নদী স্পর্শ করিলে মহাপাপ হয়, রাবণের প্রভাবে এই নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। [বৈদ্যনাথ দেখ।] কাহারও মতে, সূর্য্যবংশীয় ত্রিশঙ্কু রাজা ব্রহ্মহত্যার পাপ করেন। তিনি আপনার পাপমোচনের জন্য পৃথিবীর যাবতীয় পুণ্যতোয়া নদীর জল আনয়ন করেন এবং সেই জলে স্নান করিয়া ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্তিলাভ করেন। এখন যে কর্ম্মনাশা প্রবাহিত হইতেছে, উহা সেই ত্রিশঙ্কুরাজার গাত্র-ধৌত অপবিত্র জল। আবার কাহারও মতে, উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে, প্রাচীন নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণগণ এই নদী পার হইয়া কীকট অথবা বঙ্গদেশে আসিতেন না, তাই সেই সময় হইতে অপবিত্র রহিয়াছে। যাহা হউক, এই নদীকূলে যাহারা বাস করিতেছে, তাহারা এই নদী অপবিত্র মনে করে না, এই নদীর জলে তাহাদের সায়ংসন্ধ্যা কার্য্য চলিতেছে। বরং ভবিষ্য ব্রহ্মখণ্ডে লিখিত আছে যে, এই নদীতে, বিশেষ গঙ্গা ও কর্ম্মনাশাসঙ্গমে স্নান করিলে অশেষ পুণ্যলাভ হয়। যথা—

"ভাগীরথ্যা সমং তত্র কর্ম্মনাশা নদী দ্বিজাঃ।
সংগতিং পুণ্যাদাঃ প্রাপ্তা লোকতারণহেতবে॥"

ভ° ব্রহ্মখণ্ড ৫৮। ৪০।

উক্ত ব্রহ্মখণ্ডের মতে, এই নদীর কূলেই তাড়কারাক্ষসীর বন ছিল।

কর্ম্মনিষ্ঠ (ত্রি) কর্ম্মণি নিষ্ঠা যস্য, বহুব্রী। যাগাদি কর্ম্মাসক্ত। ("জ্ঞাননিষ্ঠা দ্বিজাঃ কেচিৎ তপোনিষ্ঠাস্তথাপরে।
তপঃস্বাধ্যায়নিষ্ঠাশ্চ কর্ম্মনিষ্ঠাস্তথা পরে।" মনু।)

কর্ম্মনিষ্ঠা (স্ত্রী) কর্ম্মণি নিষ্ঠা আসক্তি, ৭তৎ। কর্ম্মে আসক্তি।

কর্ম্মন্দ (পুং) ভিক্ষুসূত্রকার ঋষিবিশেষ।

কর্ম্মন্দী [ন্] (পুং) কর্ম্মন্দেন ভিক্ষুসূত্রকারকেন ঋষিবিশেষেণ প্রোক্তং ভিক্ষাসূত্রমধীতে, কর্ম্মন্দ-ইনি (কর্ম্মন্দ কৃশাশ্বাদিনিঃ। পা ৪। ৩। ১১১।) ভিক্ষু, সন্ন্যাসী।

কর্ম্মন্যাস (পুং) কর্ম্মাণাং বিহিতকর্ম্মণাং বিধিনা ন্যাসঃ ত্যাগঃ। ১ কর্ম্মত্যাগ, সন্ন্যাস। ২ কর্ম্মফল ত্যাগ।

কর্ম্মপঞ্চম (সঙ্গীত) ললিতা, হিন্দোল, বসন্ত ও দেশকার যোগে উৎপন্ন রাগিণীবিশেষ।

কর্ম্মপথ (পুং) কর্ম্মণাং পন্থাঃ, কর্ম্মন্-পথিন্-অচ্। কর্ম্মের পদ্ধতি। এই কর্ম্ম পদ্ধতি দশপ্রকার, মহাভারতে সেই দশ কর্ম্মপদ্ধতি পরিত্যাগ করিবার উপদেশ আছে,—

"কায়েন ত্রিবিধং কর্ম্ম বাচা চাপি চতুর্ব্বিধম্।
মনসা ত্রিবিধঞ্চৈব দশকর্ম্মপথাংস্ত্যজেৎ॥
প্রাণাতিপাতঃ স্তৈন্যঞ্চ পরদারমথাপিবা।
ত্রীণি পাপানি কায়েন সর্ব্বতঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥
অসৎপ্রলাপং পারুষ্যং পৈশুন্যমনৃতং তথা।
চত্বারি বাচা রাজেন্দ্র ন জল্পেন্নানুচিন্তয়েৎ॥
অনভিধ্যা পরস্বেষু সর্ব্বসত্ত্বেষু সৌহৃদম্।
কর্ম্মণাং ফলমস্তীতি ত্রিবিধং মনসা চরেৎ॥"

ত্রিবিধ কায়িক, চতুর্বিধ বাচিক ও ত্রিবিধ মানসিক এই দশ কর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিবে। প্রাণনাশ, চৌর্য্য ও পরদার গমন এই তিন প্রকার কায়িক কর্ম্ম সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিবে। অসৎবাক্য, কর্কশবাক্য, নিষ্ঠুরবাক্য ও মিথ্যাবাক্য এই চারি প্রকার বাক্য বলিবে না। পর-সম্পত্তিতে নিস্পৃহ হইয়া সর্ব্বজীবে সৌহৃদ্য স্থাপন করিয়া এবং কর্ম্মের ফল আছে এইরূপ চিন্তা করিয়া আচরণ করিবে।

(ভারত অনু° ১৩ অঃ।)

কর্ম্মপদ্ধতি (স্ত্রী) কর্ম্মণাং পদ্ধতি, ৬তৎ। কর্ম্মের প্রণালী, কর্ম্ম করিবার নিয়ম।

কর্ম্মপাক (পুং) কর্ম্মণঃ ধর্ম্মাধর্ম্মমূলকস্য পাকঃ পরিণাম, ৬তৎ। ধর্ম্মাধর্ম্মের সুখদুঃখাদিরূপ পরিণাম। [কর্ম্মবিপাক দেখ।]

কর্ম্মপ্রদীপ (পুং) কর্ম্ম প্রদর্শিতুং প্রদীপ ইব। কাত্যায়ন প্রণীত গ্রন্থবিশেষ।

কর্ম্মপ্রবচনীয় (পুং) কর্ম্ম প্রোক্তবান্, কর্ম্মন্-প্রবচ-অনীয়র্। পাণিনি ব্যাকরণোক্ত সংজ্ঞাবিশেষ; (কর্ম্ম প্রবচনীয়াঃ। পা ১। ৪। ৮৩)।

কর্ম্মপ্রবাদ (পুং) জৈন ধর্ম্মশাস্ত্রান্তর্গত চতুর্দ্দশ পূর্ব্বের মধ্যে অষ্টম পূর্ব্ব। [জৈন দেখ।]

কর্ম্মফল (ক্লী) কর্ম্মণঃ জীবকৃতশুভাশুভরূপস্য ফলং পরিণামঃ। ১ শুভাশুভ কর্ম্মের সুখদুঃখ ভোগরূপ পরিণাম। ২ কামরাঙ্গা ফল।

কর্ম্মবন্ধ (ক্লী, পুং) কর্ম্মণা বন্ধঃ শরীরসম্বন্ধঃ, ৩তৎ। ১ কর্ম্ম জন্য অদৃষ্টবশে পরজন্মরূপ বন্ধন। ২ (ত্রি) কর্ম্মবন্ধং বন্ধ-সাধনং যস্য, বহুব্রী। কর্ম্মরূপ বন্ধনের কারণযুক্ত। ("লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।" গীতা।)

কর্ম্মবন্ধন (ক্লী) কর্ম্মণা বন্ধনং, কর্ম্ম এব বন্ধনং বা। ১ কর্ম্ম জন্য জন্মগ্রহণ। ২ কর্ম্মরূপ বন্ধন।

কর্ম্মভূ (স্ত্রী) কর্ম্মণঃ কর্ম্মণি উচিতা বা ভূঃ, ৬ বা ৭তৎ।

১ চাসের উপযুক্ত ভূমি, কৃষ্টভূমি ; ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—কর্ম্মান্ত। ২ ভারতবর্ষ।

("তত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জম্বুদ্বীপে মহামুনে।
যতো হি কর্ম্মভূরেষা অতোহন্যা ভোগভূময়ঃ॥")

কর্ম্মভূমি (স্ত্রী) কর্ম্মণঃ পুণ্যজনকযজ্ঞাদিরূপক্রিয়ায়া ভূমিঃ, ৬তৎ। ১ আর্য্যাবর্ত্ত।

(ভরতাঃ্যৈরাবতানি বিদেহাশ্চ কুরূন্ বিনা।
বর্ষাণি কর্ম্মভূম্যঃ স্যুঃ শেষাণি ফলভূময়ঃ॥ হেম ৪। ১২।)

২ ভারতবর্ষ।

("উত্তরং যৎ সমুদ্রস্য হিমাদ্রেশ্চৈব দক্ষিণম্।
বর্ষং তদ্‌ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততি॥
নবযোজনসাহস্রো বিস্তারো২স্য মহামুনে।
কর্ম্মভূমিরিয়ং স্বর্গমপবর্গঞ্চ গচ্ছতাম্॥"
বিষ্ণুপু' ৩। ১। ২।)

কর্ম্মভোগ (পুং) কর্ম্মণঃ কর্ম্মজন্য সুখদুঃখাদের্ভোগঃ, ৬তৎ। কর্ম্মফলানুসারে সুখদুঃখাদির ভোগ।

কর্ম্মমন্ত্রী [ন্] (পুং) কর্ম্ম মন্ত্রয়তি, কর্ম্মন্-মন্ত্র ণিচ্-ণিনি। কর্ম্ম সম্বন্ধে মন্ত্রণাদাতা।

কর্ম্মমীমাংসা (স্ত্রী) কর্ম্মণি মীমাংসা। কর্ম্ম সম্বন্ধে নিশ্চয়-কারক বিচার শাস্ত্রবিশেষ। জৈমিনিসূত্র।

কর্ম্মমূল (ক্লী) কর্ম্মণো মূলমিব মূলমস্য, মধ্যলো' বহুব্রী। যদ্বা কর্ম্মণে যজ্ঞাদি ক্রিয়াজন্য সৎকর্ম্মার্থং মূলং যস্য। কুশ নামক তৃণবিশেষ।

কর্ম্মযুগ (ক্লী) কৃণাতি হিনস্তি অন্যোহন্যং যত্র, কৃ-মনিন্; কর্ম্ম হিংসাপ্রধানং যুগম্ কর্ম্মধা। কলিযুগ।

কর্ম্মযোগ (পুং) কর্ম্মসু যোগস্তৎকৌশলম্, ৭তৎ। চিত্তশুদ্ধি-জনক বৈদিক কর্ম্ম। [কর্ম্ম দেখ।]

("অয়মেব ক্রিয়াযোগো জ্ঞানযোগস্য সাধকঃ।
কর্ম্মযোগং বিনা জ্ঞানং কস্যচিন্নৈব দৃশ্যতে॥" মলমাস তত্ত্ব।)

কর্ম্মযোগী [ন্] (পুং) কর্ম্মযোগো ২স্যাস্তি, কর্ম্ম-যোগ-ইনি। কর্ম্মযোগে রত ; যাঁহারা ঈশ্বরপ্রাপ্তি অভিলাষে যজ্ঞ ধ্যানাদি বৈদিক কর্ম্ম করেন।

কর্ম্মযোনি (স্ত্রী) কর্ম্মণো যোনিঃ আদিকারণম্, ৬তৎ। কর্ম্মের মূল কারণ।

কর্ম্মর (পুং) কর্ম্ম হিংসাং রাতি, কর্ম্মন্-রা-ক। কামরাঙ্গা।

কর্ম্মরক (পুং) কর্ম্মর স্বার্থে কন্। কামরাঙ্গা।

কর্ম্মরঙ্গ (পুং, ক্লী) কর্ম্মণে হিংসায়ৈ রজ্যতে, যোগাদিজনক-ত্বাদিতি ভাবঃ, কর্ম্মন্-রঞ্জ-ঘঞ্। ফলবৃক্ষবিশেষ, কামরাঙ্গা। ইহার সংস্কৃত পর্য্যায়,—শিরাল, বৃহদম্ল, কৃষ্মাকর, কর্ম্মার, কর্ম্মরক, পীতফল, কর্ম্মর, মুদ্গরক, মুদ্গর, ধরাফল ও কর্ম্মারক। হিন্দীতে কামরক্ বা করমল, বোম্বাইঅঞ্চলে করমল, তামিল তমর্ত্তম-খরম, তৈলঙ্গে কোরমঞ্জ বা তমর্ত্তচেত্তু, মলয়ে ব্লিং বিং মণিস্, ব্রহ্মে জুঙ্গ যা, পর্ত্তুগীজ করম্বোল। ইংরেজী বৈজ্ঞা-নিক নাম Averrhoa Carambola. রাজনির্ঘণ্টের মতে ইহার গুণ,—অম্ল, উষ্ণ, বায়ুনাশক, পিত্তকারক, তীক্ষ্ণ, কটুপাকী ও অম্লপিত্তকারক। ইহার পক্কফল মধুর ও অম্লরস, এবং বল, পুষ্টি ও রুচিকারক। ভাবপ্রকাশের মতে ইহা শীতল, মলবদ্ধকারক এবং কফ ও বায়ুনাশক।

কামরাঙ্গা দুই প্রকার, মিঠা ও টক্। তন্মধ্যে পাকা টক্ কামরাঙ্গাই অনেকে পছন্দ করেন, খাইতেও বেশ মুখরোচক।

কামরাঙ্গা গাছ ১৪ ফুট হইতে ৩৬ ফুট পর্য্যন্ত বড় হইতে দেখা যায়। য়ুরোপীয়দিগের মতে, কামরাঙ্গা প্রথমে ভারত মহাসাগরীয় মালাক্কাদ্বীপে জন্মাইত, তথা হইতে সিংহলে এবং সিংহল হইতে ভারতবর্ষে আনীত হয়। কিন্তু আমাদের বিবেচনায় তাহা নয়, বহু প্রাচীনকাল হইতে ইহার গাছ ভারতবর্ষে জন্মাইতেছে, রামায়ণ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এক্ষণে ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই কামরাঙ্গা জন্মাইতেছে।

কর্ম্মরাষ্ট্র। দাক্ষিণাত্যের একটি প্রাচীন উপবিভাগ। (Ind. Ant. VII. 189)

কর্ম্মরী (স্ত্রী) কর্ম্ম ভৈষজ্যোপযোগক্রিয়াং রাতি দদাতি, কর্ম্ম রা-ক গৌরাদিত্বাৎ ঙীষ্ (ষিদ্‌গৌরাদিভ্যশ্চ। পা ৪।১।৪১।) বংশলোচনা। [বংশলোচন দেখ।]

কর্ম্মর্ষি (পুং) অথর্ব্ববেদী একজন প্রাচীন ঋষি।

কর্ম্মবচন (ক্লী) কর্ম্মবাক্য। বৌদ্ধমতানুযায়ী ক্রিয়াকাণ্ড।

কর্ম্মবজ্র (পুং) কর্ম্ম শ্রৌতাদ্যনুষ্ঠানং বজ্রমিব যস্য, বহুব্রী। শূদ্র।

কর্ম্মবৎ (ত্রি) কর্ম্ম অস্যাস্তি, কর্ম্ম মতুপ্, মস্য বঃ। কর্ম্মবিশিষ্ট।

কর্ম্মবশ (ত্রি) কর্ম্মণো বশঃ ৬তৎ। ১ কর্ম্মের অধীন। ২ কর্ম্মের অনুরোধ।

কর্ম্মবশিতা (স্ত্রী) কর্ম্মবশিনো ভাবঃ, কর্ম্মবশিন্-তল্ (তস্য ভাবস্ত্বতলৌ। পা ৫। ১। ১১৯।) কর্ম্মাধীনের ধর্ম্ম।

কর্ম্মবশী [ন্] (পুং) কর্ম্মণো বশঃ বশ্যতা অস্যাস্তি, কর্ম্মবশ-ইনি। কর্ম্মাধীন।

কর্ম্মবশ্যতা (স্ত্রী) কর্ম্মণো বশ্যতা, অধীনতা, ৬তৎ। কর্ম্মের অধীনতা।

কর্ম্মবাটী (স্ত্রী) কর্ম্মণাং শাস্ত্রোক্ত তিথি নিমিত্তীভূতক্রিয়াণাং চন্দ্রকলাক্রিয়াণাম্বা বাটীব। তিথি।

(তিথিঃ পুনঃ কর্ম্মবাটী প্রতিপৎ পক্ষতিঃ সমে। হেম ২।৬১।)

কর্ম্মবিধি (পুং) কর্ম্মণো বিধির্নিয়মঃ, ৬তৎ। কর্ম্মের নিয়ম।

কর্ম্মবিপাক (পুং) কর্ম্মণঃ ধর্ম্মাধর্ম্ম মূলকস্য বিপাকঃ পরিণামঃ, ৬তৎ। শুভাশুভ কর্ম্মের ফল মুক্তি, স্বর্গ, পরজন্মে ঐশ্বর্য্যাদি সুখের উপকরণ লাভ করিয়া সুখভোগ প্রভৃতি শুভকর্ম্মের ফল এবং রোগ ও নরকাদি অশুভ কর্ম্মের ফলভোগ।

আমাদের শাস্ত্র মতে, অধর্ম্মের ন্যূনাধিক্য অনুসারে প্রথমে তদ্রূপ নরক ভোগ করিয়া পাপযোনি বিশেষে উৎপত্তি হয়। কিরূপ পাপে কিরূপ যোনিতে উৎপত্তি হয় তৎসম্বন্ধে গরুড়পুরাণে লিখিত আছে,—পতিত ব্যক্তির দান গ্রহণ করিলে নরকান্তে পাপী কৃমি, উপাধ্যায়কে প্রতারণা করিলে কুকুর, গুরুপত্নী বা গুরুদ্রব্যে লোভ করিলে গর্দ্দভ, মাতা প্রভৃতি অন্য গুরুজনকে আক্রমণ করিলে শারিকা, মাতা-পিতাকে যন্ত্রণা দিলে কচ্ছপ, প্রভুদত্ত আহার পরিত্যাগ করিয়া অন্য দ্রব্য আহার করিলে বানর, গচ্ছিত ধন অপহরণ করিলে কৃমি, কাহারও গুণের প্রতি দোষারোপ করিলে রাক্ষস, বিশ্বাসঘাতকতা করিলে মৎস্য, যব ধান্য প্রভৃতি শস্য অপ-হরণে ইন্দুর, পরস্ত্রীগমনে ব্যাঘ্রবৃক প্রভৃতি, ভ্রাতৃজায়াহরণে কোকিল, গুরু প্রভৃতির পত্নীহরণে শূকর, যজ্ঞ দান বিবাহ প্রভৃতির বিঘ্ন করিলে কৃমি ; দেবতা, পিতৃলোক ও ব্রাহ্মণকে না দিয়া ভোজন করিলে বায়স, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অবমাননা করিলে ক্রৌঞ্চ, শূদ্র হইয়া ব্রাহ্মণী গমন করিলে কৃমি, ব্রাহ্মণীগর্ভে পুত্র উৎপাদন করিলে কাষ্ঠনাশক কীট, কৃতঘ্নতা করিলে কৃমিকীট পতঙ্গ বা বৃশ্চিক, শস্ত্রহীন ব্যক্তিকে হনন করিলে খর, স্ত্রী ও শিশুবধ করিলে কৃমি, কাহারও ভোজ্যবস্তু চুরি করিলে মক্ষিকা, অন্নহরণ করিলে বিড়াল, তিলহরণে মূষিক, ঘৃতহরণে নকুল, মদ্গুরমৎস্যহরণে কাক, মধুহরণে ডাঁশ, পিষ্টকহরণে পিপীলিকা, জলহরণ করিলে বায়স, কাঁসা হরণ করিলে হারীত বা কপোত, স্বর্ণভাণ্ড হরণে কৃমি, বস্ত্রাদি হরণে ক্রৌঞ্চ, অগ্নিহরণে বক, বর্ণক ও শাক পত্রাদিহরণে ময়ূর, রক্তবস্ত্র হরণে চকোর, সুগন্ধিবস্তু হরণ করিলে ছুঁচা, বাঁশ হরণ করিলে শশক, ময়ূরের পুচ্ছ হরণ করিলে ষণ্ড, কাষ্ঠহরণ করিলে কাষ্ঠকীট, ফুল চুরি করিলে দরিদ্র, যাব হরণ করিলে পঙ্গু, শাকহরণে হারীত, জলহরণে চাতক এবং গৃহহরণ করিলে রৌরবাদি দারুণ নরক ভোগ করিয়া তৃণ গুল্ম লতা বৃক্ষাদিরূপে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। গো সুবর্ণাদি হরণেও এইরূপ ফল দৃষ্ট হইয়া থাকে। বিদ্যা হরণ করিলে বহু নরকভোগের পর মূক হইয়া এবং ইন্ধন শূন্য অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিলে মন্দাগ্নি হইয়া জন্মগ্রহণ করে। (গরুড়পুঃ ২২৯ অঃ।)

পাপকার্য্য বিশেষের দ্বারা সেই জন্মে বা পরজন্মে রোগ বিশেষও ভোগ করিতে হয়। শাতাতপ ঋষি যে পাপে যেরূপ রোগের বিধান করিয়াছেন, নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল। পাপ জন্য যে সকল রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত না করিলে পর পরজন্মেও ঐ রোগযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হয়। মহাপাতক জন্য রোগ ৭ জন্ম, উপ-পাতক জন্য রোগ ৫ জন্ম, এবং পাপ জন্য রোগ ৩ জন্ম হইয়া থাকে। মহাপাতক, উপপাতক ও পাতকের প্রায়শ্চিত্তেরও ন্যূনাধিক্য আছে। মহাপাতকের পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত, উপপাতকে অর্দ্ধ এবং পাতকে ষষ্ঠাংশ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন অতিপাতকে দানাদি সাধারণ বিধানের দ্বারা মুক্ত হইতে পারা যায়।

পাপ	রোগ	প্রায়শ্চিত্ত
ছাগহত্যা	অধিকাঙ্গ	বিচিত্রযুক্ত ছাগদান।
অশ্বহত্যা	বক্রমুখ	শত পল চন্দন দান।
মেষহত্যা	পাণ্ডুরোগ	ব্রাহ্মণকে একপল কস্তুরীদান।
উষ্ট্রহত্যা	বিকৃত স্বর	কর্পূরক ফলদান।
কাকহত্যা	কর্ণহীনতা	কৃষ্ণবর্ণা গাভী দান।
খরহত্যা	কর্কশ লোম	৩ মোহর পরিমিত স্বর্ণ প্রকৃতি দান।
হস্তিহত্যা	সর্ব্বকার্য্যে অসিদ্ধি	মন্দির প্রস্তুত করিয়া তাহাতে গণেশ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা, অথবা কুলথশাক ও পিষ্টকের দ্বারা গণসমূহের শান্তি-বিধান ও একলক্ষ গণেশ মন্ত্র জপ।
তরক্ষুহত্যা	কেকরাক্ষি (ট্যারা)	গুল্মময়ী ধেনুদান।
গোহত্যা	কুষ্ঠ	পঞ্চ পল্লব সংযুক্ত, পঞ্চ বর্ণবিশিষ্ট রক্তচন্দন লিপ্ত, রক্তপুষ্প ও রক্তবস্ত্র আচ্ছাদিত একটি রক্তকুম্ভ দক্ষিণদিকে স্থাপিত করিয়া তাহাতে তিলচূর্ণ পূর্ণ তাম্রপাত্র রাখিয়া তাহার ১০৮ মাষা পরিমিত সুবর্ণের যমমূর্ত্তিস্থাপন করিয়া পুরুষসূক্ত মন্ত্রের দ্বারা পূজা করিবে, এবং তাহার নিকট 'আমার পাপ শান্তি করুন' বলিয়া প্রার্থনা করিবে। তৎপরে সামবেদী ব্রাহ্মণ সেই কলসে সাম পারায়ণ করিবেন। অনন্তর দশ ভাগ সর্ষপ দ্বারা পাত্র মাল্যের অভি-সেচন করিবে। পরিশেষে "যমোঽপি মহিষারূঢ়ো দণ্ডপাণির্ভয়ানকঃ। দক্ষি-ণাশা পতির্দেবো মম পাপং ব্যপোহতু।" এই মন্ত্রের দ্বারা যমমূর্ত্তি বিসর্জ্জন দিয়া ভক্তিসহকারে আচার্য্যকে নিবে-দন করিবে।
মহিষহত্যা	কৃষ্ণগুল্ম	১০৮ মাষা পরিমিত স্বর্ণ প্রকৃতি দান।
মার্জ্জারহত্যা	হস্ততল পীতবর্ণ	১০৮ মাষা পরিমিত স্বর্ণে পারাবত প্রস্তুত করিয়া দান।
বকহত্যা	দীর্ঘনাশিকা	শুক্লবর্ণা গাভী দান।
শুকশারিকাহত্যা	স্খলিত বাক্য	ব্রাহ্মণকে দক্ষিণার সহিত কোন শাস্ত্রগ্রন্থ দান।
শূকর হত্যা	দন্তুর	দক্ষিণার সহিত ঘৃত-কুম্ভ দান।

পাপ	রোগ	প্রায়শ্চিত্ত
শৃগালহত্যা	পদশূন্যতা	একপল পরিমিত স্বর্ণ-অশ্ব দান।
হরিণহত্যা	খঞ্জ	একপল পরিমিত স্বর্ণ-অশ্ব দান।
পিতৃহত্যা	চেতনানাশ	৩০টি প্রাজাপত্য করিয়া, ১ পণ পরিমিত স্বর্ণে নৌকা প্রস্তুত করিয়া এবং তাম্রপাত্রে রৌপ্যময় কুম্ভ স্থাপন করিয়া ১০৮ মাষা পরিমিত স্বর্ণে বিষ্ণু বিগ্রহ প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে পট্টবস্ত্র পরিধানি করাইয়া যথাবিধি পূজা করিতে হইবে। পরে ঐ সমস্ত দ্রব্য ব্রাহ্মণকে দান করিবে।
মাতৃহত্যা	অন্ধ	পিতৃহত্যার ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত।
ভ্রাতৃহত্যা	মূক	চান্দ্রায়ণ ব্রত করিয়া "সরস্বতি জগন্মাতঃ শব্দব্রহ্মাদি দেবতে। দুষ্কর্ম্ম বরণাৎ পাপাৎ পাহি মাং পরমেশ্বরী ॥" এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া পল পরিমিত স্বর্ণ সহ ব্রাহ্মণকে পুস্তকদান করিবে।
স্ত্রীহত্যা	অতীসার	১০টি অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণ, শর্করা ও ধেনুদান এবং শত ব্রাহ্মণ ভোজন।
বালকহত্যা	মৃতবৎস	ব্রাহ্মণের বিবাহ দান, হরিবংশ শ্রবণ, মহারুদ্রের জপ, অযুতসংখ্যক দূর্ব্বা আহুতি দিয়া দক্ষিণাসহ ১০৮ মাষা পরিমিত ১১ খণ্ড স্বর্ণ, অথবা ১১ পল স্বর্ণ একাদশটি ব্রাহ্মণকে দান করিবে। অন্যান্য ব্রাহ্মণকে যথাশক্তি দক্ষিণা দান কর্ত্তব্য। অবশেষে আচার্য্য বরুণদৈবতমন্ত্রের দ্বারা দম্পতিকে স্নান করাইবেন, যজমান আচার্য্যকে বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি প্রদান করিবেন।
রাজহত্যা	ক্ষয়রোগ	গো, ভূমি, স্বর্ণ, মিষ্টান্ন, জল, বস্ত্র, ঘৃতধেনু ও তিলধেনু দান।
ব্রহ্মহত্যা	পাণ্ডুকুষ্ঠ	চারিদিকে পঞ্চপল্লব ও পঞ্চবর্ণ সংযুক্ত কলস স্থাপিত করিয়া মধ্য কলসের উপর রৌপ্যনির্ম্মিত অষ্টদল পদ্ম রাখিয়া তাহার উপর ১০ তোলা স্বর্ণনির্ম্মিত দশহস্ত চতুর্ম্মুখ দেব স্থাপন করিবে। দ্বাদশদিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণ ঐ কলসস্থ দেবের পূজা, দেবপাঠ, হোম প্রভৃতি—প্রত্যহ সম্পাদন করিবে। পরে ঐ সকল দ্রব্য আচার্য্যকে দান করিতে হইবে।
বৈশ্যহত্যা	রক্তার্ব্বুদ	৪টি প্রাজাপত্য করিয়া সপ্ত ধান্য উৎসর্গ।
শূদ্রহত্যা	দণ্ডাপতানক	১টি প্রাজাপত্য করিয়া দক্ষিণার সহিত একটি ধেনুদান।
বংশনাশ	কুষ্ঠ ও নির্ব্বংশ	শত প্রাজাপত্য করিয়া ব্রাহ্মণকে ভূমি ও দক্ষিণাদান এবং ভারত শ্রবণ।
অভক্ষ্য ভোজন	উদরে কৃমি	ভীমপঞ্চকের উপবাস।
অস্পৃশ্যস্পৃষ্ট অন্ন ভোক্তা	ঐ	ত্রিরাত্র উপবাস।

পাপ	রোগ	প্রায়শ্চিত্ত
গর্ভপাত	যকৃৎ, প্লীহা ও জলোদর	তিনপল পরিমিত স্বর্ণ রৌপ্য ও তাম্রযুক্ত জল ও ধেনুদান।
দাবাগ্নিদাতা	রক্তাতিসার	জলপান ও বটবৃক্ষ রোপণ করিবে।
দুষ্টবচন	খণ্ডিত	দুগ্ধপূর্ণ ঘটদ্বয় ও দুইপল রৌপ্য ব্রাহ্মণকে দান।
ভালথাকিতে মন্দ অন্নদান	মন্দাগ্নি	তিনটি প্রাজাপত্য করিয়া ১০০ শত ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে।
ধূর্ত্ততা	অপস্মার	ব্রহ্মকূর্চ্চময়ী ধেনুদান।
পরনিন্দা	খল্লী	কাঞ্চনসহ ধেনুদান।
অন্যের ভোজনে বিঘ্নদান	অজীর্ণ	যথাবিধি লক্ষ হোম কর্ত্তব্য।
অন্যকে দুঃখদান	শূল	অন্নদান ও রুদ্রের জপ করিবে।
অন্যকে উপহাস	কাণা	স্বর্ণসহ গাভী দান।
নৃশংসতা	শ্বাসকাস	সহস্রপল পরিমিত ঘৃত দান।
প্রতিমা ভঙ্গ	অপ্রতিষ্ঠ	তিন বৎসর পর্য্যন্ত প্রতিদিন অশ্বত্থে সেচন করিয়া বিঘ্নরাজের পূজা স্থাপন।
মদ্যপান	রক্তপিত্ত	স্বর্ণসহ একটি ঘৃত বা অর্দ্ধ ঘটি মধুদান।
পথনাশ	পাদরোগ	অশ্বদান।
রজস্বলাস্পৃষ্ট অন্ন-ভোজন	কৃমি	ত্রিরাত্র গোমূত্র ও যাব ভোজন।
বিষদান	ছর্দ্দি রোগ	১০টি দুগ্ধবতী গাভী দান করিবে।
সভায় পক্ষপাতিতা	পক্ষাঘাত	সত্যবর্ত্তী ব্রাহ্মণকে ৩ নিষ্ক (৩২৪ মাষা) পরিমিত স্বর্ণদান করিবে।
সুরাপান	শ্যাবদন্ত	প্রাজাপত্য ব্রত আচরণ করিয়া ৭ তোলা পরিমিত শর্করাদান, মহারুদ্রের জপ, তাহার দশাংশ তিলের দ্বারা হোম ও বরুণমন্ত্রের দ্বারা অভিষেক।
দেবালয়ে ও জলে মলমূত্র ত্যাগ	গুদরোগ	একমাসকাল দেবতাপূজা, একটি প্রাজাপত্য ও দুইটা গাভী দান করিবে।
অগম্যাগমন	ধ্রুবমণ্ডল	কার্পাস-ভার ও কাংসদোহ সংযুক্ত সবৎসা তিলষষ্টি পরিমিত স্বর্ণধেনুদান; দানকালে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হইবে। "সুরভী বৈষ্ণবী মাতা মম পাপং ব্যপোহতু।"
অশ্বযোনি গমন	গুদস্তম্ভ	দুইমাসকাল প্রতিদিন সহস্র সংখ্যক স্নান।
অপক্ব অন্নহরণ	হীনদীপ্তি	দুই নিষ্ক (২১৬ মাষা) স্বর্ণে অশ্বিনীকুমার নির্ম্মাণ করিয়া দান করিবে।
ইক্ষুবিকার হরণ	গুল্মোদর	গুড় ও ধেনু দান।
ঊর্ণা কম্বলাদি মেষলোমজাত দ্রব্য হরণ	লোমশ	১০৮ মাষা পরিমিত স্বর্ণে অগ্নি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া পূজা করিবে, পরে ঐ মূর্ত্তি ও কম্বল দান।
ঔষধ হরণ	সূর্য্যাবর্ত্ত	একমাসকাল সূর্য্যার্ঘ্য ও কাঞ্চন দান করিবে।

পাপ	রোগ	প্রায়শ্চিত্ত
কন্দমূল হরণ	ক্ষুদ্র হস্ত	যথাশক্তি দেবালয় ও উদ্যান নির্ম্মাণ করিবে।
কাংস্য হরণ	পুণ্ডরীক	ব্রাহ্মণকে অলঙ্কৃত করিয়া তাঁহাকে শতপল কাংস্য দান করিবে।
গুরুপত্নীগমন	মূত্রকৃচ্ছ্র	নীলমাল্যযুক্ত ও নীল বস্ত্র আচ্ছাদিত ঘট পশ্চিমদিকে স্থাপন করিয়া তাহার উপর তাম্রপাত্রে ছয়নিষ্ক স্বর্ণ নির্ম্মিত বরুণ মূর্ত্তি পুরুষসূক্তের দ্বারা পূজা করিবে। সামবেদী ব্রাহ্মণ সেই সময়ে সামবেদ পাঠ করিবেন। পরিশেষে ২০ নিষ্ক পরিমিত স্বর্ণ পুত্তলিকা 'নিষ্পাপোঽহং' বলিয়া ব্রাহ্মণকে দান করিবে, এবং ঐ বরুণ মূর্ত্তি আচার্য্যকে প্রদান করিবে। বরুণ মূর্ত্তি দানকালে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়,— "যাদসামধিপো দেবো বিশ্বেশামধিপো বরঃ। সংসারনৌ কর্ণধারো বরুণঃ পাবনো হস্তু মে।"
চণ্ডালীগমন	হীনমুষ্কতা	মাতৃগামীর ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত করিবে।
তপস্বিনী প্রসঙ্গ	প্রমেহ	একমাস রুদ্রের জপ ও যথাশক্তি স্বর্ণ দান করিবে।
তপস্বিনী সঙ্গম	অশ্মরী	মধু, ধেনু ও স্বর্ণসহ শতদ্রোণ পরিমিত তিল দান।
তাম্বূল হরণ	শ্বেতৌষ্ঠত্ব	দক্ষিণাসহ উত্তম প্রবালদ্বয় দান করিবে।
তাম্রহরণ	ঔড়ুম্বর কুষ্ঠ	প্রাজাপত্য ব্রত ও শত পল পরিমিত তাম্র দান।
তৈলহরণ	কণ্ডু প্রভৃতি	উপবাস করিয়া ব্রাহ্মণকে দুই ঘটী তৈলদান করিবে।
ত্রপু (সীসা) হরণ	নেত্ররোগ	উপবাস করিয়া যথাবিধি ঘৃত ও ধেনু দান করিবে।
দধিহরণ	মত্ততা	ব্রাহ্মণকে দধি ও ধেনু দান।
কাষ্ঠহরণ	হস্তস্বেদ	ব্রাহ্মণকে দুইপল কুঙ্কুমদান।
দীক্ষিতা স্ত্রীসঙ্গম	দুষ্টরক্ত জন্য নেত্ররোগ	দুইটি প্রাজাপত্য করিবে।
দুগ্ধহরণ	বহুমূত্র	ব্রাহ্মণকে যথাবিধি দুগ্ধধেনু দান করিবে।
দেবতাহরণ	বিবিধ জ্বর	তন্মধ্যে জ্বরে রুদ্রের জপ, মহাজ্বরে মহারুদ্রের, রৌদ্র জ্বরে অতিরৌদ্রের, এবং বৈষ্ণব জ্বরে মহারুদ্র ও অতিরৌদ্রের জপ করিবে।
নানাবিধ দ্রব্যহরণ	গ্রহণী	যথাশক্তি জল বস্ত্র ও স্বর্ণদান।
পক্কান্নহরণ	জিহ্বারোগ	লক্ষবার গায়ত্রীজপ ও তিল দ্বারা তাহার দশাংশ জপ করিবে।
পট্টসূত্রহরণ	লোমশূন্যতা	ধেনুদান।
পশুযোনি গমন	মূত্রাঘাত	দুইখানি তিলপাত্র দান।
পিতৃস্বসা গমন	দক্ষিণভাগে ব্রণ	যথাশক্তি ছাগ দান।
পুত্রবধূ গমন	কৃষ্ণকুষ্ঠ	কন্যাগমনের প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধেক পরিমিত প্রায়শ্চিত্ত, এবং ঘৃতযুক্ত তিলদ্বারা দশাংশ হোম করিবে।

পাপ	রোগ	প্রায়শ্চিত্ত
ফলহরণ	অঙ্গুলিব্রণ	ব্রাহ্মণকে অযুত সংখ্যক নানাবিধ ফলদান।
ভ্রাতৃজায়া গমন	গুল্ম ও কুষ্ঠ	কন্যাগমনের প্রায়শ্চিত্তের অর্দ্ধেক, এবং ঘৃতযুক্ত তিল দ্বারা দশাংশ হোম কর্ত্তব্য।
মধুহরণ	নেত্ররোগ	উপবাস করিয়া মধু ও ধেনুদান করিবে।
মাতুলানীগমন	কুব্জতা	কৃষ্ণমৃগ চর্ম্মদান।
মাতৃহরণ	লিঙ্গহীন	উত্তরদিকে কৃষ্ণমাল্যযুক্ত কৃষ্ণ বস্ত্রাবৃত রাখিয়া, তাহার উপর কাংস্যপাত্রে ছয় নিষ্ক পরিমিত স্বর্ণ নির্ম্মিত নরবাহন কুবেরের মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া পুরুষসূক্তের দ্বারা যজ্ঞ করিবে। অথর্ব্ব বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ সেই সময়ে অথর্ব্ব বেদোক্ত কার্য্য করিবেন। পরিশেষে বিংশতি নিষ্ক পরিমিত স্বর্ণের পুত্তলি ব্রাহ্মণকে "নিষ্পাপোঽহং" বলিয়া দান করিবে, এবং ঐ কুবের মূর্ত্তি আচার্য্যকে দান করিবে। কুবেরমূর্ত্তি দানকালে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়,— "নিধীনামধিপো দেবঃ শঙ্করস্য প্রিয়ঃ সখা। সৌম্যাশাধিপতিঃ শ্রীমান্ মম পাপং ব্যপোহতু।"
মাতৃস্বসাগমন	সর্ব্বাঙ্গ ব্রণ	দাসদান ও অগম্যাগমনের প্রায়শ্চিত্ত করিবে।
মৃতভার্য্যাগমন	মৃতভার্য্য	একটি ব্রাহ্মণের বিবাহ দিবে।
রক্তবস্ত্র ও প্রবাল-হরণ	বাতরক্ত	মণি ও বস্ত্রসহ মহিষীদান।
লৌহহরণ	চিত্রিতাঙ্গ	একদিন উপবাস করিয়া শতপল লৌহ দান করিবে।
বস্ত্রহরণ	কুষ্ঠ	নিষ্কপরিমিত স্বর্ণনির্ম্মিত প্রজাপতি ও ১ জোড়া বস্ত্র দান।
বিদ্যাপুস্তকহরণ	মূক	ব্রাহ্মণকে দক্ষিণাসহ ন্যায় ইতিহাস প্রভৃতি দান।
ব্রাহ্মণের রত্নহরণ	অনপত্যতা	মহারুদ্রজপাদি, দশাংশ পলাশ কাষ্ঠের দ্বারা হোম, ও মৃতবৎসার প্রায়শ্চিত্তোক্ত প্রায়শ্চিত্ত।
ব্রাহ্মণের স্বর্ণহরণ	কুনখ	তিনটি চান্দ্রায়ণ করিয়া শত মোহর দান।
শাকহরণ	নীললোচন	ব্রাহ্মণকে দুইটি মহানীল মণিদান।
শুক্তিহরণ	পাণ্ডুকেশ	উপবাস করিয়া শতপল শুক্তিদান করিবে।
সুগন্ধি দ্রব্য	অঙ্গদৌর্গন্ধ	লক্ষ পদ্মের দ্বারা অগ্নিতে হোম করিবে।
স্বগোত্র স্ত্রীগমন	ভগন্দ	মহিষীদান।
স্বজাতি স্ত্রীগমন	হৃদয় ব্রণ	দুইটি প্রাজাপত্য করিবে।
স্বকন্যাগমন	রক্তকুষ্ঠ	পূর্ব্বদিকে পীতমাল্য ও পীতবস্ত্র আচ্ছাদিত কলস রাখিয়া তাহার উপর স্বর্ণপাত্রে ৬ নিষ্ক পরিমিত স্বর্ণ নির্ম্মিত বাসব মূর্ত্তি স্থাপন করিয়া

পাপ	মৃত্যু	প্রায়শ্চিত্ত
		পুরুষ সূক্তের দ্বারা যজ্ঞ করিবে এই সময়ে ঋক্ যজুঃ সাম ও বেদানুসারে আচরণ করিবে। পূজান্তে 'নিষ্পাপোঽহম্' বলিয়া ব্রাহ্মণকে শত সুবর্ণ নির্ম্মিত পুত্তলী দান করিবে, এবং বাসব মূর্ত্তি আচার্য্যকে প্রদান করিবে ঐ মূর্ত্তি প্রদানের মন্ত্র,—"দেবানামধিপো দেবো বজ্রী বিষ্ণুনিকেতনঃ। শতযজ্ঞঃ সহস্রাক্ষঃ পাপং মম নিকৃন্ততু॥"
অনধ্যায়ে অধ্যয়ন	বজ্রাঘাতে	বিদ্যা দান।
অস্পৃশী	অস্পর্শসঙ্গে	বেদপারায়ণ।
করবৃত্তি	বৃক বা বৃষকর্ত্তৃক	যথাশক্তি স্বর্ণদান।
কুমতি দান	বিষপ্রয়োগে	ক্ষেত্রসংযুক্ত ভূমিদান।
কুমারীগমন	ব্যাঘ্রাদিহত	পরকন্যার বিবাহ দান।
বস্ত্রছেদন ও নিকৃন্তন	কৃমিহত	ব্রাহ্মণকে গোধূমান্ন দান।
যজ্ঞনিন্দা বা দেবনিন্দা	শস্ত্রহত	দক্ষিণাসহ মহিষী দান।
গুরুহত্যা	শয্যামৃত্যু	নিষ্ক পরিমিত স্বর্ণনির্ম্মিত পাত্রে বিষ্ণুর অধিষ্ঠানযুক্ত এবং তুলসীপত্র বিভূষিত শয্যাদান।
দক্ষিণাহরণ	দাবাগ্নি বা বৃক্ষাঘাতে	বাটীতে সভা করিবে।
বিদ্রোহ	বিবাহসংস্কার-হীনাবস্থায় মৃত্যু	কুমারের বিবাহ দান।
ব্রাহ্মণনিন্দা	প্রস্তরাঘাতে	সবৎসা দুগ্ধবতী গাভীদান।
ব্রাহ্মণের বস্ত্রহরণ	অনপত্যাবস্থায় মৃত্যু	৯০টি কৃচ্ছ্র ব্রতাচরণ।
গচ্ছিত ধনহরণ	কুক্কুরাঘাতে	ব্যাঘ্র্যাদি হতের ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত।
রাজহত্যা	গজাঘাতে	চারি নিষ্ক পরিমিত স্বর্ণনির্ম্মিত হস্তিদান।
পশুহত্যা	চৌরহস্তে	ধেনুদান।
জালাদি দ্বারা পশু পক্ষী ধারণ	বনমধ্যে শূকরাঘাতে	ব্যাঘ্রাদি হতের ন্যায় প্রায়শ্চিত্ত।
অহঙ্কার	অশুচি অবস্থায় মৃত্যু	দুই নিষ্ক স্বর্ণজ হরিদান।
মদ্যবিক্রয়	পতিত হইয়া মৃত্যু	ষোড়শ প্রাজাপত্য কর্ত্তব্য।
মিত্রভেদ	শত্রুহস্তে	বৃষদান।
যজ্ঞহানি	অগ্নিদগ্ধ	যথাশক্তি পাদুকা দান।
রাজকুমারহত্যা	রাজহস্তে	স্বর্ণময় পুরুষদান।
রাজহস্তিহত্যা	বৃক্ষাঘাতে	স্বর্ণসহ স্বর্ণময় বৃক্ষ দান।
লৌহহরণ	অতীসাররোগে	সংযত ভাবে লক্ষসংখ্যক গায়ত্রী জপ।
বিষদান	সর্পাঘাতে	নাগ বলিদান ও স্বর্ণদান।
শিবনিন্দা	শৃঙ্গাঘাতে	বস্ত্রসহ বৃষদান।
শাস্ত্রহরণ	বমনরোগ বা অস্পৃশ্য স্পর্শনে	শাস্ত্রগ্রন্থ দান।
খল	গাড়ীর আঘাতে	উপকরণসহ অশ্বদান।
সেতুভেদ	জলমগ্ন	তিন নিষ্ক পরিমিত স্বর্ণময় বরুণ দান।
দর্পের সহিত কার্য্য	শাকিনী প্রভৃতির আবেশে	যথোচিত রুদ্র নাম জপ।
হিংসা	উদ্বন্ধনে	দুগ্ধবতী গাভী দান।
	অশ্বাঘাতে	তিন নিষ্ক পরিমিত স্বর্ণ দান।
হিংসা	বানরাঘাতে	স্বর্ণনির্ম্মিত বানর দান।
	বিসূচিকারোগে	১০০ ব্রাহ্মণ ভোজন।
	কণ্ঠকবলে	তিন ধেনু দান।
	কেশরোগে	৮ কৃচ্ছ্র ব্রত আচরণ করিবে।

অগতির সাধারণপ্রায়শ্চিত্ত,—

জল ও সপ্তধান্যের উপর পঞ্চপল্লব ও সর্ব্বৌষধিসংযুক্ত কৃষ্ণবস্ত্র আচ্ছাদিত অকালমূল (আমা) কলস স্থাপন করিয়া, তাহার উপর নিষ্কপরিমিত স্বর্ণনির্ম্মিত মহিষারূঢ়, চতুর্ভুজ, দণ্ডহস্ত ও স্বর্ণকুণ্ডলধারী প্রেতরূপী পুরুষ অধিষ্ঠিত করিয়া পূজা করিবে। প্রত্যহ পুরুষসূক্ত এবং দুগ্ধের দ্বারা তর্পণ করিবে আর কলসে ষড়ঙ্গ রুদ্রনাম জপ করিবে। যমসূক্তের দ্বারা যমপূজা প্রভৃতি, আত্মবিশুদ্ধির জন্য গায়ত্রী জপ এবং গ্রহ-শান্তিপূর্ব্বক দশাংশ তিলহোম করিয়া অজ্ঞাতগোত্র ব্রাহ্মণকে তিলোদক প্রদান করিবে।

"ইমং তিলময়ং পিণ্ডং মধুসর্পিঃসমন্বিতম্।
দদামি তস্মৈ প্রেতায় যঃ পীড়াং কুরুতে মম॥"

এই মন্ত্রের দ্বারা মধু ও শর্করা-মিশ্রিত কৃষ্ণ তিলপিণ্ড প্রেতরূপকে দান করিয়া, যজমান প্রেতের উদ্দেশে তিলপাত্র সংযুক্ত দ্বাদশটি কৃষ্ণকলস, এবং বিষ্ণুর উদ্দেশে একটি কলস প্রদান করিবে। বরায়ুধধারী আচার্য্য বরুণদৈবত মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া কলসে জল লইয়া দম্পতিকে অভিষিক্ত করিবেন। যজমান তাঁহাকে দক্ষিণা দিবে ও নারায়ণবলি করিবে। [নারায়ণবলি দেখ।]

এইরূপ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা প্রেত প্রেতত্ব মুক্ত হইয়া পবিত্র ও তৃপ্ত হইয়া থাকে এবং পুত্রপৌত্রদিগকে আরোগ্য-সম্পদ প্রদান করে।

প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণের অনুষ্ঠান,—

৪, ৫, ৮, বা ১০ সংখ্যক ব্রাহ্মণ উপবেশন করাইয়া, তাঁহাদিগের আজ্ঞানুসারে প্রায়শ্চিত্তের উপক্রম করিতে হয়, তৎপরে বিষ্ণুর পূজা এবং কামনা অনুসারে সঙ্কল্প করিয়া, ব্রাহ্মণদিগকে যথাশক্তি ধেনু, বস্ত্র, অলঙ্কার ও দক্ষিণা প্রদান করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক প্রায়শ্চিত্ত প্রার্থনা করিবে। তাঁহাদের অনুমতি হইলে যথাবিধি প্রায়শ্চিত্ত সমাপন করিয়া, ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিবে, পরিশেষে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া বন্ধুগণসহ স্বয়ং ভোজন করিবে।

দানের সাধারণ বিধি,—

কেবলমাত্র গোদানের বিধান থাকিলে, সুশীলা সবৎসা